দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ

১৩শ বর্ষের সূচীপত্র (১৩৩৬)

প্রবন্ধের নাম — সংখ্যা

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম ১,২, ১৩, ২৫, ২৬,২৭,৫২,৮৭,৯২,১০২,১৪৫,১৯৭, ২০১,২১৫,২১৬,২১৭,২২০,২৪৫,২৫২,২৭৬
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী ১
হৃদয়ে দুর্গোৎসব ঐ
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ২
শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট
মহোৎসব ঐ
শ্রদ্ধা ও ভক্তি ঐ
কুরুবিহারে প্রচার ঐ
বঙ্গে ও রাজপুতনায় প্রচার ৩
শ্রীধাম পরিক্রমার অধিকারী কে? ঐ
শ্রীকোলদ্বীপ, শ্রীঋতুদ্বীপ
কর্ম্ম ও জ্ঞান
জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৫,৮,১১,১৭,২০,২৯, ৩৫,৪১,৪৩,৫০,৫২,৫৮,৬৪,৭১,৭৬,৮২,৮৮, ৯৩,৯৪,৯৭,৯৮,১০০,১০৫,১১২,১১৬,১১৮, ১২২,১২৩,১২৪,১৩০,১৩৩,১৩৭,১৪২,১৪৮, ১৫৫,[illegible]১৬০,১৬৯,১২৪ [illegible]১৩৫,২৪১,২৪৪, [illegible]২৮৫,২৯০, [illegible]
৫ ও ৬
[illegible] ঐ
[illegible]
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে (মূর্ত্তি) ঐ
[illegible] ৭,৮,৯
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমা ৮
শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ প্রতিষ্ঠা ৯
ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে
শ্রীগৌরজন্মোৎসব ১০
ভক্তিসুধাবলি ঐ
মহাভিক্ষ ১০,১১,১৩,১৬,১৯,২৭,৩৯,৩৩, ৪৪,৪৮,৫৮,৭২,৭৮,৮৯,৮৩, ৯৬,১০৮,১০৯ ১১১, ১১২, ১১৩,১২১,১২৩,১৩৪,১৩৭,১৩৯, ১৪১,১৪৩,১৪৬,১৫৩,১৫৭,১৬৩,১৭২,১৭৭, ১৯০,১৯৪,১৯৭,২০৩,২১১,২৩৩,২৪৪,২৫৬ ২৭৫,২৭৮,২৮১,২৮২,২৮৩
পাটনাগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব ১১
ঢাকাগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব ১২
উদ্দেশ্য ঐ
শ্রী প্রভুপাদের কথা ১৭, ২৬, ৩৯, ৩১, ৭০,৭৭, ৭৯, ১০৭, ১৪০, ১৩২, ১৩৭, ১৫৬,
১৬৮, ১৮০, ১৯১, ২০৫, ২২৬, ২২৭, ২৫০, ২৩২, ২৩৩, ২৬০, ২৮০, ২৬৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭,
শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মোৎসব ১৩
প্রচারে প্রচার ঐ
জনসেবা ঐ
দিল্লীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব ১৪
সেবাপ্রবৃত্তি ঐ
দুঃসঙ্গ ঐ
ধর্ম্মজীবনে বিপদ ১৫
সন্তোষ ঐ
শ্রীবলদেব-জন্মদেব ১৬
শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ প্রভুর পত্র ১৬,১৭,২১, ৩১,৩০,৩৩,৩৯,৪৩,৪৮,৬৩,৭০,৭৯,৭৬,৭৭, ৮৩,৮৮,৯০,৯৩,৯৪,১১০,১২০,১৪৭
শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ১৬
শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পত্রম্ ১৭, ১৮, ১৯,
শ্রীআচার্য্যের কথা ১৮
ধর্ম্মহারী ভগবান্ ১৯
শিষ্য হইতে হইবে ঐ
চৈতন্যরূপ ও মহাপ্রভু ২০
মায়ার খেলা ২০,২১
শ্রীশ্রীগৌরপাদপদ্ম ২১
মঙ্গলাভের উপায় ২২
শ্রীভগবানের ঠিকানা ঐ
শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী ২২,২৩,২৫,৩০,৩১,৩৩ ৩৪, ৩৮,৪৫,৪৭,৫০,৫৫,৫৭, ৬৩, ৬৭, ৭২, ৭৩, ৭৭,৮১ ৮২,৮৮,৮৯,৯০,৯৩, ১০৪, ১০৭, ১১৫, ১১৬,১১৯, ১২৩, ১২৭, ১৩৪, ১৩৫, ১৪২, ১৫৪,১৬০,১৭২,১৯১,১৯৪,২০০,২০৮,২১৩, ২২০,২২৯,২২২,২২৭,২৩৮,২৪৪,২৫০,২৫৩, ২৮০,২৮৩,২৯২,২৯৮
শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম ২৩, ১৯২,২০০,২০৩,২০৮,২৪০,২৪৯,২৫৯, ২৫৪,২৫৭,২৬৯,২৭৫ ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯৫,২৯৬,২৯৭
আত্মকথা ২৪
ভোলাতে প্রচার ২৫
প্রার্থনা ঐ
আমার দুঃখ কোথায় ঐ
দীনের বিচার ২৬
শ্রীমদ্ আচার্য্যের উপদেশ ঐ
বৈষ্ণব কে? ২৮
জীবনিত্য আর সবই মায়া ঐ
শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজাহ্নবী উৎসব ২৯
শ্রীসারস্বতগৌড়ীয়মঠে অনুষ্ঠা
মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠে মহোৎসব
শ্রীল ও দেবতার্চ্চন রাজদ্বার ঐ
সেবাপ্রবৃত্তি ঐ
হরিকথা কহে কে? ৩০
আত্মধিক্ ৩১
ভগবৎকৃপা ঐ
ভজনে বিঘ্ন ৩২
আত্মনিবেদন ঐ
আমার ধর্মকর্ত্তা কে? ৩৩
অন্যসেবায় হরিভজন ৩৪
অন্যাভিলাষ চক্র ৩৫
শ্রদ্ধা ও রাগ ঐ
দুর্দৈব ৩৬
গৃহী ও গৃহত্যাগ ঐ
মঠে এক মন ৩৭
আমার মঠবাস হইল না কেন? ঐ
দুঃসঙ্গ-বর্জন ৩৯
"কভি নাঁহি নাম লেল না পিয়াল" ঐ
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও রাধারাণী
মদনগোপাল সাহানা ৩৯,৪০,৪১
আমাদের বড় জ্বালা ৪০
শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ৪১
শ্রীধামে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের
অপ্রকটতিথিপূজা ঐ
শ্রীধামে হরিকথা ৪২
পাটনাগৌড়ীয়মঠে বিভাগের কুঞ্জপুর্ণ ঐ
সত্যানুসন্ধান ঐ
[illegible] ঐ
অপরাধ ৪৩
প্রেমোজ্জ্বল-রস ৪৩ ৪,৫ ,৬৬
লৌকিক কে? ৪৩
এবে নগরীতে প্রচার ৪৪
[illegible] ৪৬
ভজনানন্দ ৪৭
শ্রীধামে কীর্ত্তন ঐ
কৃপা কর বৈষ্ণব-ঠাকুর ৪৮
শ্রীধামে শ্রীল আচার্য্যদেব ৪৯
মঙ্গলাচরণ ঐ
রাবণ সীতার দর্শন পায় নাই ঐ
শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন ৫০
অকৃপাধি কেবলম্ ঐ
কর্ম্ম ও ভক্তি ঐ
মঙ্গলাভের উপায় কি? ঐ
কলিকাতায় প্রচার ৫১
জন্মের মূল ঐ
অতএব ঐ
জন্ম-বিজয় রক্ত ঐ
দুঃসঙ্গ-বর্জন ৫২
ব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণ ৫৩
শরণাগত হইতে হইলে ঐ
বৃন্দাবন ঐ
গৌড়ীয়মঠের কৃপা ৫৪
বাণামৃত ঐ
আমার প্রকৃত বন্ধু কে? ৫৪
মঙ্গল-সরণি ঐ
শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে প্রচার ৫৫
গোবাই দোষ দেখে ঐ
৯ মাসে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব
তিথিপূজা
[illegible]
অমোঘ-দর্শন
ভগবৎ প্রসাদ ৫৭
দীনের প্রার্থনা
[illegible] ঐ
গোষ্ঠের বার্ত্তা ৫৮,৬১,৬৬,৬৮,৯৫,৯৯, ১০৬,১০৭,১৩০,১৯০,২৩৫২৪,২৫০,২৫০
[illegible] ৫৯
আমার দুঃখ কি ঘুচিবে না? ঐ
উপকারী কে? ঐ
ভক্ত ও ভগবান্ ৬০
জীবগতি ঐ
শ্রীশ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী ৬০
[illegible] ৬১,৬০
বর্ণাশ্রম [illegible] ৬১
শ্রীনৃসিংহদেবের [illegible] ঐ
বিদ্যামঠে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-
মহোৎসব ঐ
[illegible] ঐ
[illegible] ঐ
[illegible] ৬০
[illegible]
[illegible]
শ্রীশ্রী আচার্য্যপাদ
[illegible] ৬৪
[illegible] ৬৫
পাষণ্ড কে?
[illegible] ৬৬
বৈষ্ণবের লক্ষণ
আচার্য্যগণই ভরসা
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে কীর্ত্তন
আত্ম প্রার্থনা
ভক্তিসিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা
সাধু কাহাকে বলে?
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ [illegible]
নামকথা ৬৮,৭১,৯০,১০৩,১০৫,১১৫, ১২৯,১৯৩,
সেবকাভিমান ৬৯
শরণাগতি ৭০
অভক্তিবা আসে কেন? ৭০
অকৃপাই সম্বল ৭১
দুঃসঙ্গ-বর্জন ৭২
বিষয় ৭৩

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
অসৎ টিকিবে না	৭১
অসুবিধা যায় কিসে ?	৭২
বিরহ	
শ্রীধাম-পরিক্রমা	
শ্রীকৃষ্ণ	৭৪
জীব ও ভগবান্	
অধোগতি	
কাহার সেবা করিব ?	৭৬
শ্রীগুরুদেব	৭৭
পাপ ও ভক্তি	৭৮
মায়ার সংসার	"
[illegible] ও রাবণ	৭৯
একাকার করিতে হইবে না	৮০
'পুনর্মূষিকো ভব'	"
ভাগ্যোদয়ের উপায়	৮১
জীবের বন্ধন	৮২
অশান্তির মূল কোথায় ?	..
[illegible] হইয়াছে কি ?	৮৩
সাবধান হইতে হইবে	৮৪
শ্রীল আচার্যদেবের উপদেশামৃত বাণী ৮৪, ১২০, ২৪ , ২৫৬, ২৫৯, ২৭৯ ২৮৫,	
শ্রীভক্তিবিনোদ বাণী ৮৫, ৮৯, ৯৫, ১০১, ১৫১, ১৫ , ১৭০, ১ ৮, ১৯৯, ২২০ ২১১	
[illegible]	৮৫
[illegible]	
[illegible]	৮৬
শ্রী [illegible] ও [illegible]ভক্তের [illegible]	
[illegible] ?	৮৮
শ্রবণ ও [illegible]	৮৯
[illegible] গ্রহণ করিতে হইবে	৯০
শ্রীগুরুদেব ও শ্রীনামপ্রভু	
প্রভুর বাণী	৯১
[illegible] কি হবে না ?	"
[illegible] গুরু করিতে [illegible] না	৯২
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন	"
[illegible] ও [illegible]	৯৩
শ্রীগৌরকিশোরবাণী	"
[illegible]	৯৪
সত্য প্রচার বন্ধ হয় না	৯৫
[illegible]	"
[illegible] শেষ নাই	৯৬
প্রকৃতির বশ	
চাকরী আসে কেন ?	৯৭
সাধুসঙ্গের প্রভাব	
অসাধুসঙ্গে নাম হয় না	৯৮
[illegible] লীলা রহস্য	
একখানি পত্র	
[illegible] পালন করিতে হইবে	
উপবীত গ্রহণ	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
কনিষ্ঠাধিকারীর বর্জন	১০০
গুরু ও বৈষ্ণব	১০১
মহাপ্রভুর দয়া	"
ভক্তির প্রতি অপরাধ	"
সাধু নির্মৎসর	১০২
পাপ ও অপরাধ	১০৩
কৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করিতে হইবে	"
আমরা কি করিব ?	"
জীবের স্বতন্ত্রতা	"
চাতুর্মাস্য	১০৪
ধৈর্য ও উৎসাহ	"
শান্তি	"
কীর্তন	"
ছোট-চৈতন্য ও বড়-চৈতন্য	১০৫
অবরোহবাদে [illegible]	১০৬
আমাদের সম্বল কি ?	"
শ্রীবাস ও শরণাগতি	"
কাক ও কোকিল	১০৭
সাধুসঙ্গে আনন্দ কাহার ?	"
সাধনবিধানে প্রাপ্ত	১০৮
সত্যের সন্ধান কি করিয়া পাইব ?	"
গুরুকৃপাই সম্বল	"
বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত	১০৯
শক্তি ও শক্তিমান্	"
আমাদের কর্তব্য	১১০
[illegible] ও [illegible]	"
[illegible] কে ?	"
শ্রী[illegible]	১১১
কৃপাপাত্র কে ?	"
শ্রীচৈতন্যদেব	
সত্যবাদী কে ?	১১২
সাধুর সেবা করিতে হইবে	১১৩
ভজন	
গৌড়ীয়মঠের শিক্ষা	
প্রভু কে ?	১১৫
শ্রবণ-কীর্তনই মঙ্গলপথ	১১৬
পূজা ও সেবা	১১৭
সন্ন্যাস	
কৃষ্ণনগর সবজজকোর্টে সত্যের মোকদ্দমায়	
[illegible] রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়	
একমাত্র শরণাগতেরই রক্ষা	১১৮
শ্রীশ্রীমহাজনবাণী	১১৯
ভক্তি	
কৃপা ও সাধন	"
পন্থানীতি	"
শরণাগতি ও সেবা	১২০
পরসংশোধন ও আত্মসংশোধন	১২১
প্রভুপদেশ	১২২,১২৩
আশ্রয় বিনা গতি নাই	১২২
[illegible] ও শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্ত	"

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
শ্রীমদাচার্যদেবের উপদেশ ১২০,১৩৩,১৩৭, ১৫০,১৫১,১৯২,১৯৩	
[illegible]	১২৩
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের	
সাপ্তাহিক অধিবেশন	১২৪
পাপ	"
[illegible]	১২৫
দুর্বলতা ও অপরাধ	১২৬
গুরুনিত্যানন্দ-কৃপা	১২৭
সাধুসেবা	১২৮
আমাদের কর্তব্য	"
মঠ ও মঠবাসী	১২৯
তর্ক ও পরিপ্রশ্ন	"
শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের সন্ন্যাস-লীলাভিনয় ১৩	
প্রতিষ্ঠা	
শ্রীগুরুতত্ত্ব	১৩১
শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপালিপি	
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তন	
শ্রীগুরুদেবের বিদায়	
শরণাগতই নির্ভীক	১৩২
শ্রীগুরুবাণী	"
শ্রীগুরুসেবা	১৩৩
জিহ্বাবেগ	"
প্রভু ও ভৃত্য	১৩৪,৩৫
[illegible]	"
শ্রীনামকীর্তন	১৩৪
[illegible]	১৩৬
শ্রীনাম	"
স্বতন্ত্রতা	১৩৮
ভয় ও সংশয়	"
মঙ্গল চাহিলাম কৈ ?	১৩৯
প্রভুর বাণী	"
কনিষ্ঠ-ভাগবত	১৪০
স্বরূপ অনুশীলন	
[illegible] ও [illegible]	১৪১
শ্রীপুরুষোত্তমমঠে [illegible]	
মহারাজ	১৪২
চন্দবিপ্র	
সপ্তঊর্ধ্বলোক	১৪৩
[illegible] প্রচার	"
শ্রীশ্রীআচার্যমহিমা	১৪৪
সুকৃতি	"
আত্মপরীক্ষা	১৪৫
ভগবদ্ধর্ম-যাজনকারীর বিচার	১৪৬
আনুগত্য ও সেবা	১৪৭
গুর্ববজ্ঞা	"
শরণাগতিই আশ্রয়	১৪৮
কৃপা ও একতা	১৪৯
অমায়ায় কৃপা	১৫০
শ্রীশ্রীআচার্য-আরতি	"

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
[illegible]	
ভজনসেবা	
শান্তিলাভের উপায়	
সম্বন্ধ ও সম্বন্ধজ্ঞান প্রদাতা	
যুধিষ্ঠিরের নরক দর্শন	
ভক্তদাসের বিপদ নাই	১৫৫
সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদাতা গুরুদেব কি মনে করে ?	
	• ১৫[illegible]
শ্রীচৈতন্যমঠে হরিকথা-কীর্তন	
গুরু ও গুরুদেব	
[illegible]	
শ্রীশ্রীল আচার্যদেব	
বঞ্চিত কে ?	
অনুবর্তীর পরিণাম	
যুক্তি কখন হয় ?	
শ্রবণ	১৫.
আমি কি মঙ্গল চাই ?	
হরিকথা	
সাধুকৃপাই একমাত্র সম্বল	
নামাপরাধ	
দুঃখপ্রকাশ	
উত্তমাধিকার	১৬-
ভাগবতধর্ম	
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	
শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব	১৬৩-৬
শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা	
কংসকারাগারে	
আবির্ভাব রহস্যনীতি	
কৃষ্ণভজন	
ভক্ত ও মনোধর্ম	
অন্ধবিশ্বাস ও সুদৃঢ়বিশ্বাস	১৬
একখানি পত্রের কিয়দংশ	
হরিনাম করিতে হইবে	১
কৃপা না সংকীর্ণতা	
নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব	
নীতি ও ভগবদ্ভক্তি	
ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ	১৭
প্রভুপাদ ! প্রভুপাদ ! মুখে বলিলে নাহি চলে	১
শ্রীশ্রীআচার্যচরণে পতিতের পূজা	১
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা	
ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি	
শ্রীশ্রীগুরুপূজা ও শ্রীশ্রীব্যাসপূজা	
শ্রীশ্রীগুরুপূজা	
শ্রীধামে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব	১.
বিশ্বে মূর্তিমান বৈরাগ্য-বিগ্রহ আর কে ?	
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-আরতি	১৭৪,১৭
সৎ ও অসৎ	১৮.
হায় ! হায় ! আমি মহৎ-বিচার করিলাম	

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
শ্রীশ্রীগুরুপূজা-মহোৎসব	১৭৭
শ্রীল ভক্তিবিনোদ কে ?	১৭৮
শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী	১৭৮, ১৮১
[illegible]	১৭৯
[illegible]	"
[illegible] নিবেদন	
শ্রীশ্রীঅর্চা আরতি	"
জ্ঞান	১৮১
ভুক্তিপুষ্পাঞ্জলি	"
আর্তিপুষ্পাঞ্জলি	"
একখানি পত্র	১৮৩
আশা-ভরসা	১৮৪
প্রভুবঞ্চকারী চিরবঞ্চিত	"
গুরুদেহ প্রাকৃত নহে	১৮৬
সাত্বতবিধানে শ্রাদ্ধ	"
ভবভোগী গোখরের ভয়াবহ পরিণাম	"
প্রণতিপুষ্পাঞ্জলিরয়ম্	"
শ্রীশ্রীগুরুপূজা	"
শিবতত্ত্ব	১৮৭
শ্রীশ্রীগুরুপূজা (১)	"
জনপ্রিয়তা	১৮৮
শ্রীশ্রীগুরুপূজা (২)	"
দীনের নিবেদন	১৮৯
শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-বন্দনা	"
মাধুকরী ভিক্ষা গুরুদেবের বড় প্রিয়	১৯০
দীনের অন্ন উপাদান	"
যুক্তি	১৯২
দীনের অর্ঘ্য	"
কলিকাতায় শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভ-বিজয়	১৯৩
আচার্য্যের প্রকৃত শিষ্য কে ?	"
ভগবৎ-সাক্ষাৎকার	১৯৪
আমার মনের গ্রন্থি	১৯৫
প্রভুপাদেশাবলী	"
শ্রীশ্রীআচার্য্যপ্রসঙ্গ	"
শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন	১৯৬
শ্রীল আচার্য্যদেবের কর্ত্তৃক	
শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-মহোৎসবানুষ্ঠান	"
গুরু ও বৈষ্ণব	"
মহৎ-সেবা	"
ফৌজদারী মামলার রায়	"
পাটনা গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীআচার্য্য বিজয়োৎসব	১৯৭
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব	"
শ্রীনাম কথা বলিতে পারেন	"
ভাঙ্গা-গড়া	"
অগতির গতি শ্রীগুরুপাদপদ্ম	১৯৮
শ্রীশ্রীআচার্য্যোপদেশ	"

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব	১৯৯
শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর	"
মথুরা গৌড়ীয়মঠালয়ে বিশিষ্ট দর্শক	২০০
ভিক্ষা	"
শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব	২০১
[illegible]কার মহোৎসব	"
[illegible]	"
[illegible]	২০২
শ্রীল [illegible]	"
আমি গুরুপাদাশ্রয় করিয়াছি কি ?	"
দেখ গোরাচাঁদের বাজার	২০৩
গুরু ও কৃষ্ণনাম	"
আমি কোন্ অধিকারী	২০৪
আশ্রয় বিনা গতি নাই	"
শ্রীশ্রীআচার্য্যকথা-প্রসঙ্গ	২০৫, ২০৬, ২০৭
শ্রীদামোদরাষ্টকম্	"
মহাজন-বাণী	"
শ্রীগৌড়ীয়মঠের কথা কাহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই	"
ব্যক্তিগত সাধক জীবনে উদাসীন হইতে হইবে না	২০৭
শ্রীগুরুতত্ত্ব	২০৯
সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ	"
আমার ঘুম কি ভাঙ্গিবে না ?	"
সত্যাগ্রহজিৎসা ও হিংস্রাগ্রহজিৎসা	২১০
জীবজয় ও বৈরাগ্য	২১১
আত্মকাহিনী	"
এ জীবনে কি ভগবৎ-সেবায় লাগিবে ?	২১২
মরণের মুখে অমৃতের দূত	"
নিমন্ত্রণ পত্র	২১৩
শ্রীচৈতন্যমঠে অন্নকূট-উৎসব	২১৪
কৃপাভিক্ষা ও আত্মনিবেদন	"
বৈষ্ণবানুগত্যে গুরুসেবা	"
গয়া	২১৫
গুরুদাসই কৃষ্ণদাস	"
চিদ্বিলাসই ভক্তি	২১৬
হরিকথা	"
মঙ্গল হয়না কেন ?	২১৭
মন আমার পরম শত্রু	২১৮
সজাগ থাকিতে হইবে	২১৯
রক্ষী ব্যতীত বাঁচিবার উপায় নাই	"
সমন্বয়বাদ	২২৩
প্রচার	"
শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব	"
ভক্তচরিত	২২৪
দীনের নিবেদন	"
শ্রীল গৌরকিশোরের বৈরাগ্য	২২৫
আমি শুধু দুর্ব্বল নহি, কপট	"
আত্মীয় কে ?	"

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
মঠবাসী কে ?	২২৬
রিপু	"
সাধুসঙ্গের ফল কি ?	২২৮
বিশ্বাস ও বরণ	"
আমার দৈব	"
পরমার্থের স্বরূপ	২২৯
প্রশ্নোত্তর ২২৯,২৩০,২৩১,২৩৩,২৩৪,২৩৬, ২৩৯,২৪৯,২৪৪,২৭৪,২৭৬,২৯৪	
দাদা ও চৈতন্যমঠ	২৩০
গুরুগৃহে জন্ম কি হইবে না ?	২৩১
শরণাগতের লক্ষণ কি	"
ক্রমোন্নতি কি করিয়া হয় ?	২৩২
শ্রৌতগুরুপাদপদ্ম	"
কৃপার্থিতই প্রকৃত দুঃখী	"
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম	২৩৩
দুই ঠগ	"
পরদুঃখীই কৃষ্ণসুখী	২৩৪
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ	২৩৪
কৃপা কি চাই ?	২৩৫
বৈষ্ণব-সদাচার কি ?	"
সাধনভক্তি কাহাকে বলে ?	"
সিদ্ধি	২৩৬
পণ্ডিতের প্রার্থনা	"
কাণা কে	২৩৭
দুর্দ্দৈবের কথা শুন্তে চাই না	"
সাধুসঙ্গ	"
শুদ্ধভক্তি কিরূপে লাভ হয় ?	"
কোন ভাগ্যে সাধুসঙ্গে কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হয় ?	"
অকিঞ্চন ও শরণাগতের পার্থক্য	"
বহির্ম্মুখসঙ্গত্যাগের দৃঢ় আদেশ	"
মহাদেব দর্শন পূর্ণ নহে	২৩৮
পুরীতে প্রচার	"
প্রেয়ঃপন্থী ও শ্রেয়ঃপন্থী	২৩৯
শ্রীল প্রভুপাদের বিরহোৎসবের নিমন্ত্রণপত্র	"
শ্রীভক্তিরঞ্জন বিরহোৎসব	২৪০
নিমন্ত্রণ পত্র	"
স্বতন্ত্রতা ছাড়িতে হইবে	"
শ্রীধামে ত্রিপুরার মহারাণী রাজমাতা	২৪১
লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্থান পরিবর্ত্তন	"
পণ্ডিতের লক্ষণ	২৪২
মন যে পাগল মোর	"
কৃপা-প্রার্থনা	"
ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল	২৪৩
আমার হরিভজনে পিপাসা কোথায় ?	"
অহো বলীয়সী প্রতিষ্ঠাশা !	২৪৪
জীবের প্রয়োজন কি ও তাহা কিরূপে লাভ হয়	"
কুটিকশরণাপত্তি	"
ভাবিবার কথা	"

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
বিবিধ-প্রসঙ্গ	২৪৬
প্রীতি	"
শ্রীধামবাস ও শ্রীধামসেবা	২৪৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যামৃত	"
শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য	"
কিরণকণা	২৪৮
শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর বক্তৃতা	"
মায়াবাদী কাহাকে বলে	২৪৯
অভিমান	"
হরিকথা-প্রসঙ্গ	২৫০
ভক্তসিদ্ধান্তবিবেক ও রসাভাস	"
শ্রীভক্তিবিনোদ-শিক্ষা	"
আমি এতদিন কি করিলাম ?	২৫১
স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত কবে হইব ?	"
বিপ্রলম্ভ	২৫২ ৫৩
শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ	"
শ্রীগুরুদেব	"
বিরহে অশ্রু	"
কৃষ্ণনগর ম্যাজিস্ট্রেটের ১৪৪ ধারার হুকুম	"
শ্রীচৈতন্যমঠে বিরহ উৎসব	২৫৩
প্রাণবিন্দু প্রার্থনা	"
আনন্দ	২৫৪
শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	"
শ্রীপাদ সাগর মহারাজের হরিকথার সার	২৫৫
পথপরিচয়	২৫৬
শ্রীগুরূপদেশ	"
অকিঞ্চনের চিত্তবৃত্তি	"
যথাযোগ্য ভোগ কাহাকে বলে	২৫৭
শ্রীধামে বিশিষ্ট দর্শক	২৫৮
পাইজী	"
সজ্জন—সর্ব্বোপকারক	"
বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ	"
প্রার্থনা কি করিবা হইবে ?	[illegible]
শ্রদ্ধা	
দীনের নিবেদন	"
শ্রেষ্ঠ কে ?	২৬০
সুগঠন	২৬১
পণ্ডিতের প্রার্থনা	২৬২
নিরপেক্ষের চর্চা	"
হরিকথা-প্রসঙ্গ	২৬৩
গৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য	"
শ্রীগুরুপাদপদ্মই শরণ	"
সেব্যবস্তু কে ?	২৬৪
শ্রোতপন্থা ধরিতে হইবে	২৬৫
জীবে দয়া	"
[illegible]	২৬৬
বৈষ্ণবসেবা	"
কাঁদিতে হইবে	"
প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে	২৬৭
আমার দুর্দ্দৈব	"
[illegible]	"

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা	প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা
শ্রীগৌরকৃপাশক্তি	২৬৮	আদর্শ গৃহস্থ	২৭৭	ভজনদেবতা কে ?	২৮৪	প্রাণভক্ত ও শিক্ষাগুরু	২৯৫
সৎ ও অসৎসঙ্গ	২৬৮,২৬৯	কৃপাভিক্ষা	”	শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা	২৮৫,২৮৭	শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ	”
নিষ্কিঞ্চন-প্রধান	”	দীক্ষালাভ সম্পূর্ণ হয় কখন	”	শক্তি	২৮৬,৮৭	অনুকরণ ও অনুসরণ	”
নিরাশাই সুখ	২৬৯	দৃঢ়তা ও নির্ভরতা	”	ভালমন্দ সমস্ত কর্ম্মই কি ভগবান্ করান	ঐ	শ্রীধামে বিরহমহোৎসব	[illegible]
সজ্জনই পাত্র	২৭০	কৃপা-প্রার্থনা	”	নিমন্ত্রণ-পত্র	ঐ	সেবা ১২৩ ভজনসেবা	
নির্যাণ	২৭১	শ্রীপুরুষোত্তমমঠে বিশিষ্ট দর্শক	২৭৮	গৌড়ীয়ের তিন ঠাকুর	২৮৮	শান্তিলাভের উপায়	
আবরণ উন্মোচন	”	বড় ভরসা	”	শ্রবণ ও কীর্ত্তন	[illegible]	সম্বন্ধ ও সম্বন্ধজ্ঞান প্রধান	
আত্মবঞ্চক	”	হরিকথা-প্রসঙ্গ	২৭৯	নিঃশ্রেয়স্ কাহাকে বলে	১২৪	[illegible]	ঐ
অসৎসঙ্গ	”	সারগ্রাহী	”	ভগবান্ হৃদয়েই আছেন		সেবার বৈশিষ্ট্য	২৯৭
হরিকথা	২৭২	আমি কি পণ্ডিত ?	”	শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী	২৯০	শ্রীল প্রভুপাদ	২৯৮-৯৯
অনুসরণ করিতে হইবে	”	অবৈষ্ণবগণের বাস্তব রূপ	২৮০	হরিকথা-প্রসঙ্গ	”	শ্রীশ্রীগুরুপূজা	ঐ
অভিমান	”	দুর্ভোগের প্রধান অপরাধ নহে কি	২৮১	দাম্ভিকতা ও দীনতা	”	শ্রীশ্রীব্যাসপূজা	ঐ
সজ্জনই সকাম	২৭৩	শরণাগতই নিশ্চিন্ত	ঐ	ধনবান্ হওয়া যায় কিরূপে ?	২৯১	শ্রীধামে মহোৎসব	৩০০
ভক্তি প্রত্যুষ নহে	”	নীতি ও ভক্তি	২৮২	নিত্যধামে শুক্ল শ্রীকর্ণধার	২৯২	বর্ষশেষে নিবেদন	৩০০
সুযোগ	২৭৪	কৃষ্ণদাস	ঐ	অধোক্ষজ-জ্ঞান	ঐ	সম্বন্ধজ্ঞান হওয়া দরকার	ঐ
কয়েকটি উপদেশ	২৭৫	নামাভাস	২৮৩	কল্প ও তক্ক	২৯৩	কৃপার কাঙ্গাল কবে হইব ?	ঐ
সততা	ঐ	অর্চ্চন কিরূপে করিতে হয়	২৮৪	নির্যাণ	২৯৪		

টেলি—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

একমাত্র

দৈনিক PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদ

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর—১৭ই ফাল্গুন, ১৩৪৫, ১লা মার্চ, ১৯ বুধবার | ১ম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

নদীয়া জেলার কৃষক সম্মেলন

কমরেড সুশীল চ্যাটার্জির সভাপতিত্বে গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী কুষ্টিয়ায় নদীয়া জেলা ... প্রভৃতির উদ্যোগে কমিটির এক ... হইয়াছে যে, আগামী মার্চ মাসে কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন ... গ্রামে নদীয়া জেলা কৃষক সম্মেলনের অধিবেশন হইবে। ঐ সভায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে:—

(১) সম্মেলনের সভাপতি পদের জন্য আব্দুর রেজ্জাক সরকার এবং আবুল হাশেমের নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে। এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। (২) কমরেড রেবতী বর্ম্মণ সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন; (৩) কমরেড নিত্যানন্দ চৌধুরী পতাকা উত্তোলন করিবেন, (৪) জেলার প্রতি ইউনিয়ন হইতে ১০জন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হইবে। প্রতিনিধির ফি দুই আনা নির্দিষ্ট হইয়াছে। (৫) জেলার প্রত্যেক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা ... (৬) অভ্যর্থনা-সমিতি গঠনের ... একটি সমিতি ... সুরেশচন্দ্র দাস, পূর্ণচন্দ্র পাল ... ১০। ... লইয়া একটি ... গঠিত হইবে; তাঁহার ... (৭) প্রচার ও ... কার্য্যভার ... হয়।

মণ্ডলগ্রামে সভা

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী বেলপুর ইউনিয়নের অধীন ... গ্রামে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র কুমার সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট কৃষকসভা হয়। ... মালিক ... কোম্পানী কর্ত্তৃক বিরাট আকারে ইক্ষু আবাদের জন্য ... হইতে আকন্দবাড়িয়া, হাবিবপোতা, ফুলবেড়িয়া, মণ্ডলগ্রাম, কোটাকুল্লী, কোঁড়ামারী, ফিঙ্গাপাড়া, ইত্যাদি কয়েকখানি গ্রামের প্রজাবর্গের একমাত্র সম্বল চাষের জমি হইতে তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উচ্ছেদ ও বেদখল করিয়া লাঙ্গল চালাইতে আরম্ভ করায় এবং প্রজাগণ ক্ষতিগ্রস্ত ও শঙ্কিত হওয়ায় স্থানীয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক উহার প্রতিবাদে এই সভা আহূত হয়। নদীয়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ... নদীয়া জেলা ... শ্রীযুক্ত ... চৌধুরী, শ্রীযুক্ত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী চক্রবর্ত্তী প্রজাদের বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং সকলকে একতাবদ্ধ হইতে উপদেশ দেন। তৎপর প্রজা ও কর্ম্মিগণ লইয়া মিল কোম্পানীর অত্যাচার প্রতিকারার্থে ও প্রজাবর্গ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থাদি করিবার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস ভট্টাচার্য্য কমিটির অধিনায়ক হইয়াছেন।

জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস পালন

টোকিও প্রবাসী প্রায় ৩০০ ভারতীয় গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে এক সভায় সমবেত হইয়া "স্বাধীনতা দিবস" পালন করেন। সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়:—

"জাপানের ভারতীয় অধিবাসিগণ জাপানের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটির উদ্যোগে ... সমবেত হইয়া ভারতীয় দেশীয়রাজ্যসমূহের প্রজাবৃন্দকে 'দায়িত্বমূলক গভর্ণমেন্ট' প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহাদের বীরোচিত সংগ্রামের প্রশংসা করিতেছেন এবং উক্ত প্রজাবৃন্দের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ন্যায্য দাবী প্রতিরোধ করার জন্য ... দেশীয় রাজন্যবর্গ যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে প্রজাবর্গের আন্দোলন যাহাতে পূর্ণ সাফল্য লাভ করে তাহার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছেন।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, জাপানের ভারতীয় অধিবাসিগণ তাহা প্রশংসমান দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেছেন এবং যাহাতে দেশবাসী কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর অধিকতর সমর্থন করেন এবং অপর তিনটি প্রদেশেও যাহাতে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী গঠিত হয় সেইমত কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তজ্জন্য দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করিতেছেন।

———

কৃষি প্রদর্শনী

দৌলতপুর এগ্রিকালচারেল ইনষ্টিটিউটে ১৯৩৯ সালের ২০শে মার্চ হইতে ৩০শে মার্চ পর্য্যন্ত কৃষিজাত দ্রব্য, গো-মহিষাদি পশু, কুটীরশিল্প ও নানাবিধ জিনিষের একটি প্রদর্শনী হইবে। ইহার জন্য ব্যবস্থাসমূহ এখন গৃহীত হইতেছে। দোকান খুলিবার জন্য স্থান পাওয়া যাইবে।

———

আসামের সরকারী শিল্প-বিভাগ

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোকদের জন্য আসামে যে কয়েকটি পদ সংরক্ষিত আছে, তাহা হইতে আর একটি পদ তুলিয়া দেওয়া যায় কিনা তৎসম্পর্কে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী একজন আই-সি-এস কিছু বৎসরের জন্য আসামের সরকারী শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন, কিন্তু আসাম মন্ত্রিসভা এইরূপ মনে করিতেছেন যে, উক্ত পদে একজন আই-সি-এস নিযুক্ত না করিয়া তাহার স্থলে একজন শিল্প-বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করা উচিত। কারণ স্থায়ীভাবে একজন লোককে নিযুক্ত করা হইলে উহাতে বিভাগের সুব্যবস্থা তো হইবেই, অধিকন্তু এই প্রদেশের শিল্পসমূহের উন্নতিসাধনকল্পে একটা সুনির্দিষ্ট কার্য্যপন্থা অবলম্বন করা গভর্ণমেন্টের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।

———

উত্তর মেরু যাত্রা

ডাঃ নানসেনের "ফ্রাম" নামক নরওয়ের জাহাজে উত্তর মেরু যাত্রার যে রেকর্ড স্থাপন করেন, সোভিয়েট জাহাজ "সেডভ" তাহা ভঙ্গ করিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ভিজিগাপত্তম একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ ... ১৬৮ /১২৫
দশম স্কন্ধ—
২। ভাগবত ... ১২৪
৩। শ্রীগৌড়ীয় আহ্নিক
সেবাপ্রিয়াদেবী ... ২৯০
কথা-প্রসঙ্গ
নাস্তিকতা ও দীনতা
ভগবান্ হওয়া যায় কিরূপে? ... ২১৯ ... ।—৮০
নিত্যধামে শ্রীকৃষ্ণ ... ৬।৮
শ্রীমদ্যোগৎসব, সেবা, অনসেবা, শান্তিলাভের উপায়, সম্বন্ধ ও সম্বন্ধজ্ঞান প্রয়োজন, শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি, সেবার বৈশিষ্ট্য ... ২১৪৭
শ্রীল প্রভুপাদ ... ২১৮-৬৯
শ্রীশ্রীরূপপূজা ... ঐ
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ... ঐ

৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৮০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৮	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১॥০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম	৪৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	৪৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৮০
১৪।	সাধককণ্ঠমণি (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে '৫০০ বছ	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৮০
১৭।	বৈষ্ণবোপনিষৎ	।০
১৮।	ব্রাহ্মণ-আপন্ন	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৶০
২১।	গৌড়ীয়শিক্ষা	।৶০
২২	স্বরূপ-মহত্ত্ব	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামতত্ত্ব (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) অবাঁধা)	১৲ ১৲
২৬।	গীতার কেবল বাক্য ভাষা	।০
২৭।	পূজ্যপাদ-গৌরসুন্দর (সাধুবাদ)	১৲
২৮।	বেদান্তসূত্র (সাপ্তাহ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৮০
৩০।	দীপ-নির্দ্দেশ-রত্ন	৶০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৮০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	গীতমালা	৶১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু-কল্পাণী	।০
৪০।	শরণাগতি	⁄০
৪১।	গীতাবলী	⁄০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৮০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	⁄০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	⁄

৫৩।	গৌড়ীয়গোষ্ঠ	
৫৪।	পুরুষার্থ-নির্ণয়	
৫৫।	তত্ত্ব জানকী বা মায়াবাদশতদূষণী	
৫৬	আচরণ ও ভক্তিপথ	
৫৭।	ঈশোপনিষৎ (সানুবাদ)	
৫৮।	শ্রীরূপদেবের	
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	
৬০।	সংগীতমালা	

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	
৬২।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধঃ	
৬৩।	সটীক শিক্ষাষ্টকম্	
৬৪।	তত্ত্বসূত্রম্	
৬৫।	সাত্ত্বত সিদ্ধান্তম	৶
৬৬।	গৌড়ীয়বৈষ্ণবাভিধানম্	⁄
৬৭।	সারার্থবর্ষিণী	

ইংরাজী ভাষায়

৬৮।	রায় রামানন্দ	
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন দি বেদান্ত	
৭০।	সাধনতত্ত্ব	
৭১।	বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি	
৭২।	ইংলিশ গ্রামার	।৶
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৭৪।	বেদান্তসূত্র	।০
৭৫।	গোয়াট গৌড়ীয় মঠ ইজ দুইং	⁄।
৭৬।	দি ভাগবত	।০
৭৭।	থিওলজিক প্রিন্সিপলস অ্যাণ্ড আনবালেরড বিভোমর	
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অসম্ভ ভাষা)	

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য	
৮১।	সাধন-পথ	
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	
৮৩।	গীতাবলী	
৮৪।	শরণাগতি	

তামিল ভাষায়

৮৫।	শরণাগতি	

তেলেগু

৮৬।		

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ

ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতি সাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত ... এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপণ্ডিত পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

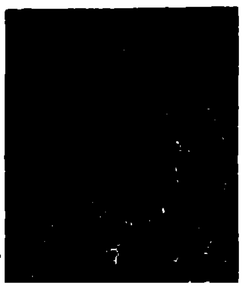

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

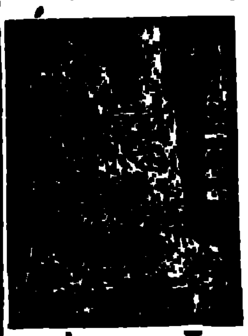

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২৫ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫৩, ১৭ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১লা মার্চ ইং ১৯৩৯, বুধবার | ১ম সংখ্যা

শ্রীল জগন্নাথের উপদেশাবলী

১। কখনও মর্কটদের (বিরক্তবেশী যোষিৎসঙ্গী কপট ব্যক্তিগণের) সহিত মিশিও না।

২। কখন বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিও না, গ্রহণ করিলে বিষয়ী হইয়া যাইবে।

৩। গৌরনাম কৃপা করিলে ব্রজবাস হয়।

৪। সাংসারিক অবস্থাকে ভগবানের দয়া বলিয়া জানিবে।

৫। অন্তরে কৃষ্ণসেবার জন্য অনুরাগ না আসিলে বাহিরে বেষ গ্রহণ করিলেই তাহাকে 'সন্ন্যাসী' বলা যায় না।

৬। ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের শরীরে কষ্টকর ব্যাধিসকল উপস্থিত হইলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যায়। বাবু ও বিলাসিগণের শরীরে তাহা আদর পাইয়া অধিক দিন অবস্থান করে।

৭। 'সেবা করিয়াছি' বলিয়া অন্তরেও ঢাক পিটাইবার যত্ন করিও না। তখন আর উহাকে 'সেবা' বলা যাইবে না।

৮। নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় অলস হইও না।

৯। অন্নদানের সহিত লক্ষ লক্ষ মালা টানা অপেক্ষা বৈষ্ণব-সেবার জন্য বাগান চাষ ও গাছে জল দেওয়া অধিক মঙ্গলজনক। বৈষ্ণব-সেবার ফলে নামে অকপট রুচি হইবে।

১০। বৈষ্ণবের অবজ্ঞা করিও না, বুঝিয়া চলিবে; তাঁহার অকপট সেবা বাঞ্ছা কর।

১১। হরি-সেবার অর্থ ভোগ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপও হইতে হয়।

১২। সাধারণ চোরের কখনও মঙ্গল হয়, কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবের অর্থভোগকারীর কখনও মঙ্গল হয় না।

১৩। সকল ভগবদ্ভক্তের মধ্যে কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা বঞ্চক, সেইরূপ সকল বৈষ্ণবাপেক্ষা রূপানুগ-বৈষ্ণব বঞ্চকতম।

১৪। অন্যাভিলাষের সহিত শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সেবা করিলে তাঁহারা সেবকাভিমানীকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা দিয়া সরিয়া পড়েন।

১৫। যাহারা আমার সেবা করিয়াছে, তাহাদের পেটের জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইবে না বা ভাবিতে হইবে না। যাহারা আমার নিকট উদর-পূর্ত্তির প্রসাদ আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট হইল, তাহারা কৃষ্ণ-সেবা পাইবে না।

১৬। গৃহব্যাপারেই ভগবৎপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শিক্ষাগুরুর অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য।

১৭। নিরপরাধে শ্রীনামকীর্ত্তনই মহাপ্রভু-শিক্ষার সার।

১৮। শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুগত হইয়া গৌরনাম প্রচার করিবে।

১৯। আনুগত্যই শ্রেষ্ঠ সদাচার, স্বতন্ত্রতাই ভ্রষ্টাচার।

২০। হরি-সেবায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও তৃপ্তি-বোধ থাকিলে প্রকৃত সেবাবৃত্তি প্রকাশিত হয় না।

২১। সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বপ্রকারে সেবা করিয়াও অতৃপ্তিবোধ হইলে সেবাবৃত্তির উদয় হয়।

২২। রাত্রি জাগরণ করিয়া সাধুসঙ্গে হরিবাসর পালন করিবে।

২৩। প্রতি হরিবাসরে আত্মপরীক্ষা করিবে, তোমার নিষ্কপট হরিভজনে আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে, না অন্যাভিলাষ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহা বিশেষভাবে অনুধাবন করিয়া শুদ্ধ-বৈষ্ণবের চরণে আত্মনিবেদন করিবে।

২৪। হরিভজন করিতে হইলে সহিষ্ণু, অমানী, মানদ হইবে এবং শত বাধা-বিঘ্নেও অবিচলিত-মতি এবং পরমোৎসাহী থাকিবে।

২৫। এক মুহূর্ত্তও হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা-ব্যতীত থাকিবে না, থাকিলেই মায়া গ্রাস করিবে।

২৬। সকল বস্তু ও ব্যাপারের দ্বারাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবার অনুসন্ধান করিবে।

২৭। সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাসের লেশও হৃদয়ে থাকিলে বৈষ্ণবাধিকার-লাভ হয় নাই জানিতে হইবে।

২৮। পরছিদ্রান্বেষণের পরিবর্ত্তে নিজের দোষগুলি দূর করিবার চেষ্টা করিবে।

২৯। শরণাগত না হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তন হয় না।

৩০। যথার্থ-গুরুগ্রহণ ও গুরুসেবা ব্যতীত মায়াজাল ছিন্ন হয় না।

৩১। ক্লীবের স্মরণ-পদ্ধতি রূপানুগ পথ নহে

৩২। শ্রীনাম-কীর্ত্তন মুখে স্বাভাবিক স্মরণই গৌড়ীয়গণের সিদ্ধান্ত।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

১। শ্রীরূপানুগগণের পদধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলেমিশে থাকুবেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। কৃষ্ণপাদপদ্ম হ'তে আমরা বহির্মুখ হয়েছি, তাই এখানকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ আমাদিগকে আকৃষ্ট করছে। এই জগতের আকর্ষণ ও বিকর্ষণের অতীত হ'য়ে অপ্রাকৃত নামাশ্রিত হ'লেই কৃষ্ণসেবারসের কথা বুঝতে পারা যায়।

২। বিশ্ববিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা, তদ্ব্যতীত সব তাঁ'র ভোগ্য।

৩। হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী।

৪। শ্রীরূপানুগগণ নিজ শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন।

৫। শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই।

৬। যাহারা পাণ্ডিত্যাভিমানী অর্থবাদ করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না।

৭। আমরা সৎকর্ম্মী, দুষ্কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অজ্ঞানী নহি, আমরা অকিঞ্চন হরিজনের পাদত্রাণবাহী, "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত।

৮। পরদোষের নিন্দা না করিয়া আত্মসংশোধন করিবেন, ইহাই আমার উপদেশ।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"জীবের নিজের আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আশ্রয়-তত্ত্বাংশের অর্থাৎ কার্ষ্ণ-কিঙ্করের অনুভূতিই সম্বন্ধজ্ঞান। গুরুবর্গের পরিচয়ের দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। হরি স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্ন, জীবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। চেতন-দর্শনই কৃষ্ণভোগ্যদর্শন। প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্জনসঙ্গই দুর্জ্জনসঙ্গরাহিত্যরূপ নিস্তরঙ্গা।"

শ্রীল আচার্য্যদেব

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ গোবিন্দ মধুসূদন অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫২

বর্ষারম্ভে কৃপাপ্রার্থনা

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ অষ্টাদশ বর্ষ যাবৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া আজ চতুর্দ্দশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। বৈকুণ্ঠের শ্রীনদীয়াপ্রকাশের অযোগ্য সেবকাভাস আমরা বর্ষারম্ভ সময়ে সেবার বিঘ্নবিনাশ ও উৎসাহ-লাভের জন্য শ্রীগুরুদেব, বৈষ্ণব ও শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া সেবাযোগ্যতা প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাদিগকে নদীয়াপ্রকাশের সেবার অধিকার প্রদান করুন—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রার্থনা। অযোগ্য আমরা শ্রীশ্রীআচার্য্যের কৃপাপ্রার্থী, তিনি আমাদের সর্ব্বস্ব—আমাদের রক্ষক, পালক ও নিয়ামক। আমরা তাঁহার পদাঙ্কানুসরণকারী। তাঁহার আচরণের অনুবর্ত্তন করাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। আমরা যাহাতে আচার্য্যের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাহা নিজ জীবনে আচরণপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে তাহা কীর্ত্তন করিতে পারি, আমাদের জীবন যাহাতে সেবাময়—আচার্য্যানুগতাময় হয় তজ্জন্য নদীয়াপ্রকাশ শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল জগন্নাথ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা নিজগুণে আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণতলে আশ্রয় প্রদান করুন—ইহাই বর্ষারম্ভে আমাদের একমাত্র নিবেদন।

ভগবৎসেবায় বহু বাধা। সেবাপথ কোটিকণ্টকময়। যদিও ভক্তিপথটী একমাত্র অনুত্তম, সমীচীন ও মঙ্গলময়, যদিও ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া নয়ন চক্ষু নিমীলন পূর্ব্বক গমন করিলেও সে কখন প্রত্যবায়-গ্রস্ত বা স্খলপ্রাপ্ত হইতে দ্রষ্ট হয় না, তথাপি সেই পথ আশ্রয় করিবার পূর্ব্বে তাহাকে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়, সাধনপথে নানা বাধা বা দুর্দৈব আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করিবার চেষ্টা করে; এমন কি দেবতাগণও তাহার উন্নতি সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাকে নানাভাবে বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তিপথের পথিক যিনি, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত যিনি, তিনি এই সব বাধাবিঘ্ন দেখিয়া পশ্চাৎপদ বা নিরুৎসাহ হন না পরন্তু বিঘ্নসমূহ তাঁহার উৎসাহ বা ভক্তির দৃঢ়তাই সম্পাদন করিয়া থাকে। অন্যের পক্ষে যাহা বিঘ্ন বলিয়া মনে হয়, ভক্তের পক্ষে তাহাই ভক্তিবৃদ্ধির ও ভক্তির পোষক। ভক্ত কৃপাকাঙ্ক্ষী, সুবিধা-অসুবিধা যাহাই আসুক না কেন, তাহাকেই তিনি ভগবৎ-কৃপা বলিয়া জানেন এবং তজ্জন্য সমস্ত অবাধে সহ্য করিয়া ভগবৎ-সেবায় অগ্রসর হন। তাঁহার রক্ষক আছে, তিনি রক্ষা করেন। প্রভুসেবাই তাঁহার কৃত্য। তাই তিনি সেবা ব্যতীত নিজের সুখদুঃখ বা অন্য কোন কিছুর দিকে দৃক্পাতও করেন না। সেবাই তাঁহার একমাত্র লক্ষীভূত বস্তু, সেবাই তাঁহার প্রাণ, সেবা ছাড়া তিনি থাকিতে পারেন না বাধা বাধা তাঁহার সেবোৎসাহ কমাইবার পরিবর্ত্তে বর্দ্ধিতই করিয়া দেয়। আমরা গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবাকাঙ্ক্ষী। সেবা লাভ করিতে হইলে—সেবার বিঘ্ন দূরীভূত করিতে হইবে—বাধার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণে শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানেরই প্রকাশবিগ্রহ। শ্রীগুরুদেবের অলৌকিক চরিত্র ও গুণাবলী শ্রবণ-কীর্ত্তন করিলে যুগপৎ গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্ তিনেরই স্মরণ বা সেবা হইয়া থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই মহত্ত্ব! শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্ একই বস্তু, তিনে—এক, একে—তিন—পরস্পর অচিন্ত্য-ভেদাভেদলীলা। এই শ্রীগুরুদেবের—শ্রীশ্রীআচার্য্যের নিষ্কপট স্মরণ হইলেই আমাদের বিঘ্নবিনাশ ও অভীষ্ট-পূরণ হইতে পারে। কপটতাপূর্ব্বক শ্রীগুরু-স্মরণের ছল বা ভান অন্তরে রাখিবার ভাণ করিলে বিঘ্ন অপসারিত ত' হই না, উপরন্তু বাধা বা অনর্থই বাড়িয়া যায়। এই বাহ্যদুঃখ জগৎ দুঃসঙ্গে ভরা। সেইজন্য পরমকরুণাময় ভগবান্ তাঁহার কোন প্রিয়তম নিজজনকে সাক্ষাৎ মহান্ত-গুরু-রূপে—পারমার্থিক আচার্য্যরূপে বিশ্বে প্রেরণ করেন। আমাদিগকে দুঃসঙ্গের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে একমাত্র নিত্যসেবাশ্রিত জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবই —শ্রীশ্রীগুরুদেবই সমর্থ। অপর কাহারও এ সামর্থ্য নাই। অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীল আচার্য্যদেব অপ্রাকৃত নরোত্তমরূপে আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া আমরা যদি তাঁহাকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করি, তাঁহার প্রতি মৎসরতা প্রকাশ করি, তাঁহার শাসন অবহেলা করি, তাহা হইলে আমাদের অভীষ্ট-পূরণ কোন কালেও হইবে না। তাঁহার চরণে অপরাধফলে আমরা দিন দিন সংসারেই আবদ্ধ হইয়া পড়িব, নরকের দিকে ধাবিত হইব। আমাদিগকে নরকাগার হইতে মুক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য যিনি যত্ন করিতেছেন, অনুপাধিক শ্রীহরি যাঁহার হৃদয়ে নিজকে গচ্ছিত রাখিয়াছেন, যাঁহার শ্রীমুখে নিরন্তর শ্রীহরির যশোগাথায় বিরাজিত আছে, যিনি বিশ্বে একমাত্র বিশ্বনাথরূপ—গৌরনিজজন, যিনি আব্রহ্ম স্তম্ব সকলের একমাত্র আশ্রয়স্থল, যাঁহার কৃপাতেই জীবের জিহ্বায় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, যাঁহার কৃপায় জীব হরিগুণকীর্ত্তনে অধিকার লাভ করিতে পারে, যিনি অনুক্ষণ ভগবৎকীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু করেন না, যাঁহার কৃপাতেই ভগবানের স্বরূপ, নাম, রূপ, গুণ ও লীলা জানিতে পারা যায়, সেই ভগবৎ-প্রিয়তম প্রভুপাদ-দয়িত গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণে যেন আমরা কখনও অপরাধ না করি, তাঁহার আদেশ যেন আমরা কখনও লঙ্ঘন না করি, তাঁহাকেই যেন আমরা আমাদের নিত্যপ্রভু জ্ঞানিতা-নন্দরূপে বরণ করিতে পারি—ইহাই গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট আমাদের কাতর নিবেদন ও প্রার্থনা।

আমাদের অভীষ্টপূরণ না হওয়ার কারণ—একমাত্র শ্রীগুরুনিত্যানন্দের চরণে শরণাগত না হওয়া, ভগবদ্ভক্ত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি বা সর্ব্ববুদ্ধি পরিত্যাগ না করা, তাঁহাকে নিত্যানন্দাভিন্নতায় বলিয়া না জানা, তাঁহার শ্রীচরণে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ না করা, তাঁহাকেই আমাদের একমাত্র প্রভু বলিয়া না জানা। কৃপা ব্যতীত এই দুর্ব্বুদ্ধি যাইবার উপায় নাই। তাই কৃপাভিলাষী আমরা বর্ষারম্ভে পুনঃপুনঃ কৃপাভিক্ষা করিতেছি। কৃপাভিক্ষা ব্যতীত মাদৃশ অনর্থযুক্ত মানবের আর কি কৃত্য আছে?

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব—কৃষ্ণ যাঁহাকে হৃদে বহন করেন, কৃষ্ণ যাঁহার প্রেমবশ, যিনি কৃষ্ণের পরম প্রিয়তম বন্ধু, তিনি কত বড়! তাঁহার কত মহত্ত্ব! পতিতপাবন আচার্য্যের কৃপার কথা আমরা আর কি বলিব? তাঁহার কথা বলিতে পারেন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আর বলিতে পারেন তাঁহার অভিন্নহৃদয় শ্রীল প্রভুপাদ এবং অন্যান্য গুরুবর্গ এবং তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত নিজজনগণ—তাঁহার সেবক বৈষ্ণবগণ — ভগবৎ-সেবকগণ। তাঁহার নিজজনগণ আমাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগকে গুরুসেবায় নিযুক্ত করুন, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নিজগুণে আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা

ল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

[স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দির, শ্রীব্যাসপূজাবাসর কাল—৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯]

আজ আমাদের বার্ষিক শ্রীগুরুপূজার বাসর। ৬৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের তত্ত্বময় গৃহে মুক্তশিরোমণিগণের সমস্ত লক্ষণ নিয়ে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন জগতের নামের, জগতের ধামের, জগতের কামের সেবা অন্তর ও বাহিরের-ভাবে সমগ্র জগজ্জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য অসমভাবে তিনি স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক প্রচার ক'রে জগতের নাম, জগতের ধাম, জগতের কামের সেবা ক'রেছেন। আর বাহিরেরভাবে সর্ব্বতোভাবে দুঃসঙ্গকে বর্জ্জন ও খণ্ডন ক'রেছেন। দুঃসঙ্গের কবল হ'তে আমাদিগকে রক্ষা ক'রবার জন্য তাঁহার অপরিসীম যত্নের তুলনা নাই। আমরা যদি তাঁ'র পদাঙ্কানুসরণে দুঃসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন ক'রবার জন্য অকপট অভিলাষযুক্ত হই, অর্থাৎ অন্তরভাবে যদি আমরা কামক্রোধাদি

শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হ'য়ে তাঁর আচার ও প্রচারের অনুসরণ করি, তা'হ'লেই আমাদের যথার্থ সদ্ব্যবহার হয়। তবেই আমাদের নিত্য শাশ্বত মঙ্গল। ভগবৎ-প্রেমা বা প্রীতিই একমাত্র নিত্যমঙ্গল মঙ্গল। যা' কিছু ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণকর হয়, ভগবানের সুখবিধানের জন্য যা কিছু করা যায়, সমস্তই নিত্যসত্য মঙ্গল তাই চেতন চিদ্ঘনানন্দ আমাদের স্ব স্ব পূর্ণ সার্থকতা হয়, প্রভুপাদের ভাষায় বল্তে গেলে আমরা কায়মনোবাক্যে যদি তাঁ'র অভীষ্টের সহিত dovetailed হই, তাঁর ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা যদি খাপে খাপ মিলে যায়, এক-তাৎপর্য্যপর হয়, তাঁ'র সহিত properly adjusted হ'য়ে তাঁদের পূর্ণ সুখবিধান করে, তা হ'লেই নিত্যপ্রেমলাভ হয়। নিপুণ সেবাদ্বারা শ্রীনাম প্রভুর পূর্ণভাবে বিলাস করাবার জন্য কায়মনো-বাক্যে প্রস্তুত থাকাই শরণাগতি। যিনি পূর্ণশরণাগত, তিনিই তৃণাদপি সুনীচ। সত্ত্বের বিপরীত ভাব তৃণাদপি সুনীচতা। স্বয় চিদ্বিলাস অর্থাৎ সেবা, ভোগ বা ত্যাগ-বিলাসের বিপরীত ধর্ম্ম। চিদ্বিলাসের মধ্যে জড় অহঙ্কার বা পুরুষাভিমানমূলক ভোগ বা ত্যাগ নাই। বিলাস ও বিরাগ এই দু'টোই দুঃসঙ্গ। এই দুঃসঙ্গ থেকে আমাদিগকে রক্ষা ক'র্বার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চে কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হ'য়ে নিজ প্রপঞ্চাতীত অধিকার সংরক্ষণ ক'রেছিলেন। জড়'বিলাস ও জড়বৈরাগ্যে ক্রমশঃ আমরা ক্রমশ বহির্ম্মুখ ভোগী ও ত্যাগীকে সেই সেই অবস্থা হ'তে—সংসার-বন্ধন হ'তে উদ্ধার ক'রে শ্রীনাম প্রভুর বিলাসে বা শ্রীকৃষ্ণের সংসারে পৌঁছিয়ে দিবার জন্য সেবাদ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণেচ্ছায় তাঁ'র অবতরণ। এইজন্যই তাঁ'র আজীবন আচারের প্রচার। সেই বিলাসের সেবার উপকরণরূপে আমার ন্যায় দীন দরিদ্রকে (রাধাকৃষ্ণ-প্রেমহীন বা শ্রীচৈতন্যবিহীন) লাগাইবার জন্য তিনি কত যত্নই না ক'রেছেন! উপায়-স্বরূপে ত্যাগ বা বিলাসই—বন্ধনাগার। এই ঘরই সংসার অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত। প্রকৃতির অন্তর্গত সমস্ত ক্রিয়াই বন্ধনাত্মক। বন্ধনাত্মক বিষয়ের সংস্পর্শে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত-সেবামুখেই এই ঘর বা সম্পত্তি—"তুমি ইহা অনুভব কর, এই সম্পত্তির মধ্যে তুমি থাক, কিন্তু বরণ ক'রো না"—এই শ্রীমদ্ভাগবত-সেবা-সুখ-সম্পৎ দিবার জন্যই তিনি এসেছিলেন। আমরা প্রাকৃত প্রপঞ্চের মধ্যে এসে প্রকৃতি-সম্পর্কযুক্ত পুরুষাভিমানী হওয়ার ফলে ভোগত্যাগরূপ দুঃসঙ্গকে বহুমানন করি। দুঃসঙ্গই কৈতব—মায়া—স্ব-পর-বঞ্চনা। শ্রীল প্রভুপাদের সমগ্র চরিতে তিনি অন্তর-ভাবে নিজে নিরন্তর তাঁদের নাম, তাঁদের ধাম, তাঁদের কামের সেবা ক'রে, দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ক'রে শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁ'র অনুগত জনগণ যা'তে দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ক'রে তাঁ'র সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হ'য়ে অকিঞ্চনগণের নিত্য ভজনীয় শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা ক'রতে পারেন, তজ্জন্য চেষ্টা ক'রেছেন। দুঃসঙ্গ ও দুঃসঙ্গ-কারীর সঙ্গে, প্রকৃতিসম্পর্কিত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁ'র কোন আপোষ বা মিটমাট ছিল না। মিত্র বা বিত্ত ভক্তির কোন ব্যাপারের মধ্যে তিনি কখনও ছিলেন না বা থাকিতে শিক্ষা দেন নাই। যিনি অকপট শরণাগত হ'য়ে তাঁ'র একটি বাণী শুনেছেন, তিনিই তাঁ'র বাণীর সারবত্তা উপলব্ধি ক'রেছেন। তাঁ'র চিত্তবৃত্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবযুক্ত না হ'য়ে, তাঁ'র সহিত একতাৎপর্য্যপর হ'য়ে, তাঁর সহিত properly adjusted হ'য়ে যদি অগ্রসর হ'তে পারি, তাঁর পাদপদ্মের অনুসরণ ক'রতে পারি, তাঁ'কে সর্ব্বোত্তম ভগবৎসেবা-লালসাময়ী অতুলৈশ্বর্য্যবীর্য্য-প্রতিষ্ঠা-জ্ঞান-বৈরাগ্য-বিশিষ্ট 'সত্য অভীষ্ট-দেব জ্ঞান ক'রে তাঁ'র সঙ্গে সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট হ'তে পারি, তা'হ'লেও তাঁ'র সেবা ক'র্বার যোগ্যতা বা অধিকার লাভ হ'বে, নতুবা হ'বে না।

তাঁ'র আবির্ভাবের শতবৎসর পূর্ণ হ'লো। তাঁ'র আবির্ভাবের কারণ এবং তাঁ'র অসমোর্দ্ধ, অতুলনীয় গুণ ও চরিত অনুশীলন ক'রলে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হয়। তাঁ'র মঙ্গলময় চরিতে অনেক শিক্ষা আছে।

ভক্তিপথ নিষ্কণ্টক ক'র্বার জন্য তিনি অলৌকিক অপারণীয় প্রযত্ন ক'রেছেন। তাঁ'র সমগ্র চেষ্টা ও চরিত্রের মধ্যে ইহা জাজ্বল্যমান। দুঃসঙ্গ বর্জ্জন ও প্রৌঢ়পথে অমূল্য শিক্ষা ও উপদেশ বিতরণ পূর্ব্বক ভক্তি-পথকে নিষ্কণ্টক ক'রে, আদর্শকে ছোট না ক'রে গৌরসুন্দরের প্রতি নিষ্ঠা আকর্ষণ ভক্তকে উদ্ভূত ক'র্বার জন্য, শ্রীভক্তি বা ভাগবত-ধর্ম্মের নিরপেক্ষতা ও অনাবিলতা জগতে প্রকট ক'র্বার জন্য তাঁ'র অসমোর্দ্ধ যত্ন। উহা dynamic—প্রগতিশীল; ভগবৎ সুখবিধানের জন্য সর্ব্বতোমুখী চেষ্টা। এত আয়াসের মধ্যে জীবকে উন্মুখ ক'র্বার জন্য জীবের প্রতি এত কৃপা, এরূপ করুণা এবং এরূপ সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টা পূর্ব্বে কোন আচার্য্যে পরিদৃষ্ট হ'য়েছে কিনা জানি না।

'শ্রীচৈতন্য সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ ক'রে চৈতন্যের কাম॥'

শ্রীচৈতন্যের নাম ও কামের পরি-পূরণের জন্য শ্রীনিত্যানন্দরূপে প্রভুপাদ এসেছিলেন। গৌরধামের উদ্ধারবিধানের জন্য তিনি আজীবন কি চেষ্টাই না ক'রেছেন! নামাপরাধের প্রতি তাঁ'র বিচার সকলেই জানেন। গৌর মনোহভীষ্ট-পূরণের জন্য তাঁ'র সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টা অতুলনীয়।

হর্ষে প্রভু কহেন, শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥

স্বরূপের শ্রেষ্ঠা প্রেষ্ঠরূপ। তিনি একমাত্র কৃষ্ণপ্রেম-রসসেবা—প্রকট বা অপ্রকট-প্রকাশে। কৃষ্ণপ্রেম মূর্ত্তি ধারণ ক'রেছেন স্বরূপদামোদররূপে। তিনি সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ। তাঁ'র অনুগত-গণই গৌড়ীয় বা রূপানুগ। শ্রীমদ্ভাগবতে গূঢ়ভাবে যে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনের কথা, বিশেষভাবে প্রেমভক্তির কথা লিপিবদ্ধ আছে, সে কথা শ্রীরায় রামানন্দ বক্তারূপে শ্রোতা গৌরহরিকে ব'লেছিলেন।

বঙ্গভাষায় প্রেমভক্তির কথা এই স্থানেই সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত হ'য়েছে। শ্রীরায় রামের কীর্ত্তনের ন্যায় এরূপ অদ্ভুত-পূর্ব্ব সমাধান দৃষ্টির কোন ইতিহাসে বা কোন যুগে পাওয়া যায় না। বহির্ম্মুখগণের ত' কথাই নাই, ইহা পরমমুক্তগণেরও উচ্চআস্বাদনের বিষয়। এই চরম সাধ্য-সাধনের কথা সকল গৌড়ীয়ের একমাত্র ভজনীয় পাদপদ্ম শ্রীদামোদরস্বরূপকে শ্রীমন্মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

হর্ষে প্রভু কহেন, শুন স্বরূপ-রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥

ইহাই গৌরকাম। বিশ্বের সর্ব্বত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তনপ্রচারই গৌরকামপূরণ। প্রভুপাদ বিশ্বের সর্ব্বত্র হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচার ক'রে গৌরকাম পূরণ ক'রেছেন। গৌরধাম শ্রীমায়াপুরের মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্বার জন্য সিংহবিক্রমে বজ্রনির্ঘোষে দুঃসঙ্গকে বলি দিয়ে, শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা তা'দের অভক্তি-মতবাদকে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে শ্রীধামের মাহাত্ম্য প্রচার ক'রেছেন। তিনি সর্ব্বত্র গৌরনাম, গৌরবিহিত কীর্ত্তন প্রচার ক'রেছেন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুনিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীগদাধর শ্রীবাসাদি
গৌরভক্তবৃন্দ॥"

ইঁহারা পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ প্রভু নিত্যানন্দ ভক্তস্বরূপ, মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতপ্রভু ভক্ত-অবতার। ভক্তশক্তি—গদাধর। শুদ্ধভক্ত—শ্রীবাস। 'আদি' অর্থে দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। ইঁহাদের আনুগত্যে গৌরসুন্দরের সেবা ক'রতে হয়। গৌরের নিজজনের আনুগত্যে সর্ব্বত্র গৌরবিহিত কীর্ত্তন বা গৌরনাম, ধাম ও কামের সেবা করা যায়। গৌরসুন্দরের নিজজন বৈষ্ণব-ঠাকুর—গুরুদেব। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যানন্দকে "বৈষ্ণব ঠাকুর" ব'লেছেন। তাঁর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হ'তে হ'বে, parallel হ'লে চল্বে না। খাপে খাপে মিশ্রিত হ'বে—বস্তু ছাড়া হ'বে। শ্রীল দাস গোস্বামিপ্রভু ব'লেছেন—

"সদা সর্ব্বং দিয়া কৃষ্ণ দয়িতপূর্ব্বাধিবিরত্না-
সবে স্বাধর্ম্মানন্দ ভক্তি রূপ রসাতে মৃতশদঃ॥"

যেখানে নিতাইএর কৃপা—গৌরের কৃপা, সেখানে মায়া নাই। "মায়া মধ্যে কৃপাবান্" 'মায়া' অর্থে দয়া ও কৃপা। পরা শক্তি—যোগমায়া। বিয়োগ-মায়ার সঙ্গ ছাড়্তে হ'বে। যিনি পরা শক্তি যোগমায়ার কৃপা লাভ ক'রেছেন, তিনিই শরণাগত, অকিঞ্চন, দীন, কাঙ্গাল। তথায় পুরুষাভিমানরূপ ভোগ ও ত্যাগবাঞ্ছা নাই—বড় হ'বার অভিমান তথায় নাই—তথায় অহং ব্রহ্মাস্মি—তৃণাদপি সুনীচতার বিচার।

বৈষ্ণবের পাদপদ্মের ধূলি ব্রজবস্তু। বৈষ্ণব হ'চ্ছেন চিদ্বিলাস। জড়প্রতিষ্ঠার শেষ কথা হ'চ্ছে নির্ব্বিলাস, নির্ব্বিশেষ হওয়া। 'তাদ আ'ম' হওয়া দরকার। 'ও আমি', হওয়া—বৈষ্ণবের অনুগত হওয়া, ও, 'গুরু' সহিত একচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হওয়া, ইহাতেই কৃষ্ণস্মরণ অধিক হয়। শ্রীচৈতন্যের দয়া হ'লে বৈষ্ণবের দয়া হ'বে। বিষ্ণু-চৈতন্যের কৃপা হ'লে তাঁ'র সেবাবিলাসের শ্রেষ্ঠ উপকরণ বৈষ্ণবের পাদপদ্মলাভ বা বৈষ্ণবের পদধূলি হওয়া যা'বে। বিষ্ণুচৈতন্যের কৃপায় বৈষ্ণবের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে।

"বৈষ্ণব-হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥"

বৈষ্ণবের হৃদয়ই গোলোক-বৃন্দাবন। বৈষ্ণব আরাধক, তিনি সেবা করেন ও সেবা দেন। সেবাবিলাসের কথা প্রভুপাদ বিলাসের কথা জানা'বার জন্য জগতে এসেছিলেন।

(ক্রমশঃ)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা [illegible] চতুর্দ্দিকে [illegible] আছেন। [illegible] [illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, [illegible] সেবা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

([illegible]) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর [illegible]ধি।

([illegible]) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
[illegible], পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
[illegible] ও তিরোভাব শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও [illegible] সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
[illegible] পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সে[illegible]

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীনারায়ণীতনয় ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের লীলা নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)।

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপাড়ি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
২৪ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা।
[illegible] প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নবাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ই, বি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible] বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
কোশী, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] রোডে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রী[illegible]-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ
পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান।

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
১০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ৪
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
২০৪ [illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-০:০:০-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৶০	।৶০	।০
ইঞ্চি	৪৲		৩।০	২৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুল)	৯৲
যাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৷০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিদেশে পৃথক ডাক খরচ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——:০:——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনাদির প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——:০:——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নবেদন" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি সুদীর্ঘ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমৎ সনাতনগৌড়ীয়মঠ, মহিষা, পোঃ আর্য্যাবর্ত্ত, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত "সৌরভ" নামক ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

———

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য- মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাওত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসাগর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গৌরবেদেরা এবং পরিণত লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীর প্রাসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষার সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড এক্ষণে অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিস্তৃত শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। মূল্য—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর (জেলা—নদীয়া)।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:০:——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল আচার্য সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতকাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন; কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামৃতাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১৪০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:০:——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৮১এ রমানাথ কবিরাজ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ০৬	৭-২৮	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩১	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯ ১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১ ১০		১৮-১৩		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩০	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	১০-৫	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	
ছাঃ	২৬ ৭-১৮		১০-১১			১৬ ৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২ ১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৫-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৫	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮	(রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাংলার ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। পিলার প্লীহা সংযুক্ত কামলার এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৩১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ- শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৫, ২রা মার্চ্চ, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার [৮ম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

অনধিকার প্রবেশ ও ছুরিকাঘাতের ভয় প্রদর্শন

শিয়ালদহের সেকেণ্ড পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি পি ভট্টাচার্য্য গোপালচন্দ্র বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তিকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামী গত ২১শে জানুয়ারী প্রাতঃকালে নারিকেলডাঙ্গা মেন রোডের ননীগোপাল দে নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে একখানি বড় ছুরিকা লইয়া প্রবেশ করে। ননীগোপালের পুত্র আসামীকে প্রশ্ন করিলে সে তাহাকে ছুরিকাঘাতের ভয় দেখায়। প্রতিবেশীগণ আসিয়া তাহার হাত হইতে ছুরিকা কাড়িয়া লয়।

প্রতারণার দায় হইতে কেরাণীর মুক্তিলাভ

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস মুখার্জি ক্যাপষ্টান টোব্যাকো কোম্পানীর মিঃ ই এ জোন্সের হুকুমপত্র অনুসারে পৃথক পৃথক টাকা সম্পর্কে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত উক্ত কোম্পানীর কর্ম্মচারী যোগেশ চন্দ্রকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামী কাশীপুর ঘাটে জাহাজে মাল চালানের কেরাণীরূপে কাজ করিবার সময় জাল ভাউচার দাখিল করিয়া প্রায় ৩,৫০০ টাকা আত্মসাৎ করে।

আসামী নিজেকে নির্দ্দোষ বলে। আসামী পক্ষে বলা হয় যে, সে প্রতারণা করে নাই এবং যদি কোন প্রতারণা হইয়া থাকে, তাহা কোম্পানীর ইনচার্জ ডিপার্টমেণ্টের দ্বারাই হইয়াছে।

১৯৩৫ সালের ফেরারী আসামী গ্রেপ্তার

১৯৩৫ সালে একটী রাহাজানির মামলায় জবার সেখকে অভিযুক্ত করা হয়। আসামী ১৯৩৫ সালে পুলিশের হেপাজত হইতে পলায়ন করে এবং তদবধি ফেরার ছিল। তাহার বিরুদ্ধে হুলিয়া করা হয় এবং গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তাহাকে [illegible] গ্রেপ্তার করা হয়।

আসামীকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ৬ মাস পর্য্যন্ত জেলহাজতে থাকিবার আদেশ দিয়াছেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের মুক্তিলাভ

নোয়াখালীর কোন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট অপকার ও অনধিকার প্রবেশের অপরাধে ইমাউদ্দিন নামক ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে ২৫, টাকা জরিমানা করেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আসামী পক্ষে হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হইলে হাইকোর্ট হইতে রুল জারী করা হয়। বিচারপতি [illegible] রুল বহাল রাখিয়া আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, দরখাস্তকারী ফরিয়াদী মকবুল আমেদের জমির উপর দিয়া একটি নালা ও একটী রাস্তা তৈয়ারী করে। ইহাতে জমির ক্ষতি হইয়াছে এবং অনধিকার প্রবেশের অভিযোগ হইয়াছে। দরখাস্তকারীর পক্ষে বলা হইয়াছে যে, নোয়াখালীর ইউনিয়ন বোর্ড ও জেলা বোর্ডের প্রস্তাবানুযায়ী এই নালা ও রাস্তা করা হইয়াছে। তদাদেশের বিরুদ্ধে নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে আপীল করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট আপীল ডিসমিস করিয়া দেন। অতঃপর হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হয়।

গোয়েন্দা পুলিশ সাজিবার অভিযোগ

গোয়েন্দা পুলিশ সাজিয়া কলিকাতা বালকৃষ্ণ পোদ্দার নামক এক ব্যক্তির নিকট মোটর লাইসেন্স দাবী করিবার অভিযোগে বরাহনগরের অক্ষয়চন্দ্র শীল ও প্রবোধচন্দ্র মল্লিককে ব্যারাকপুরের সেকেণ্ড অফিসারের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

ফরিয়াদী বালকৃষ্ণ পোদ্দার বলে যে, তিনি সংবাদপত্রের গাড়ী চালাইতেছিলেন। বি টি রোডে বালীপুর ষ্টেশনের নিকট সে তাহার গাড়ী থামায়। ইহার ২।৩ মিনিট পর আসামী দুইজন সমাগত হয়। সাইকেল করিয়া তাহার গাড়ীর নিকট আসে আসামী গাড়ীর ভিতর উঁকি মারিলে সে জিজ্ঞাসা করে যে সে কি চায়। ইহাতে আসামী বলে যে, সে পুলিশের লোক; তাহার গাড়ীতে আলো নাই এবং তাঁহাকে তাহার লাইসেন্স দেখাইতে হইবে। ফরিয়াদী লাইসেন্স দেখাইতে অস্বীকার করে। ইহাতে আসামী চীৎকার করিয়া ডাকিলে ৪।৫ জন লোক লাঠি লইয়া তথায় আসিয়া হাজির হয়। লাঠির অগ্রভাগে ধারাল লোহা ছিল। ফরিয়াদীর গাড়ী পিছনের দিকে লইয়া কোনপ্রকারে চলিয়া আসে এবং পরদিন বরাহনগর থানায় সংবাদ দেয়। ৩১ অক্টোবর সন্ধ্যাকালে সে দুই খানি গাড়ী লইয়া তথায় যায়। একখানি গাড়ী দূরে থাকে। পুলিশের লোক সাদা পোষাকে ঐ স্থানে ছিল। ইহার ৫।৭ মিনিট পরে আসামীরা আসিয়া গাড়ীর নম্বর লইতে চাহে। এই সময় ছদ্মবেশী পুলিশ [illegible] দেখাইয়া শীলকে গ্রেপ্তার করে। এই সময় মল্লিকও আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়।

স্পেন যুদ্ধ

গণতন্ত্র স্পেনের পক্ষ হইতে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নিকট আপোষ নিষ্পত্তির সর্ত্তাবলী বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে প্রেরিত হইতে পারে। উহার প্রধান সর্ত্ত থাকিবে যে, যে সকল লোক গণতন্ত্রী দলে যুদ্ধ করিয়াছে বা যাহারা সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছে তাহাদের উপর ফ্রাঙ্কো দল কোনরূপ প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করিতে পারিবেন না।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন ব্যতীত প্রেসিডেণ্ট আজানা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পরোক্ষভাবে সচেষ্ট হইয়াছেন। সর্ত্তাবলীর তিনটি সর্ত্তে নিষ্পত্তির শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হইবে। প্রথমতঃ যুদ্ধ বিরতির পর কাহারও উপর প্রতিশোধ গ্রহণ কিছু করিতে পারিবে না, দ্বিতীয়তঃ বিদেশী স্বেচ্ছাসেবকদলকে স্পেন ত্যাগ করিতে হইবে এবং তৃতীয়তঃ বিদেশী প্রভাব ত্যাগ করিতে হইবে। এতৎ প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, যুদ্ধ আরম্ভের সময় গণতন্ত্রদল উপরোক্ত নীতিতে আপোষ-মীমাংসায় রাজী হইয়াছিলেন। গণতন্ত্রদলের নেতারা খবর দিয়াছেন তাহাদের বিশ্বাস যে নবীন গবর্ণমেণ্ট উক্ত সর্ত্ত সমূহে রাজী থাকিলে শীঘ্রই যুদ্ধ-বিরতি হইবার সম্ভাবনা আছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিচালিত [illegible] ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲ বাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রী[illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

—— -::(০)::——

১। শ্রীশ্রীসংহিতা ও ভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র শ্রীসংহিতার সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ দশ আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদ-বৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ের সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনাকারে সঙ্কলিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল বরপ্রভুজের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপাদ [illegible] এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

৩ শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম-এ, বি-এল্‌,

পুরুলিয়া, পোঃ [illegible]।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, সম্পূর্ণ ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ — ৯৲
২। ঠাকুর বিনোদ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অনীয়া) ৯৲
৩। ভাগবতার্ক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। ভক্তমাল গ্রন্থ (অনীয়া) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সংক্ষিপ্ত গীতা [illegible]
গীতা ১।০
৯। বৈষ্ণব ১৲
১০। গৌড়ীয় [illegible] ১৲
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সারার্থদর্শনী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্বসূত্র ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ৷৶০
২২ [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
অনীয়া) ১
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible] ২.
২৮। [illegible] (সাপ্তাহিক) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)
(বাঁধা ৸০
৩০। শ্রীল [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী [illegible] (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শ্রীচৈতন্য [illegible] ৴০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] ।০
৪০। [illegible] ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। [illegible]
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। [illegible]
৪৮। [illegible] (সচিত্র সংস্করণ)
৪৯। অর্চ্চনপথ
৫০। বৈষ্ণবসেবা-পদ্ধতি (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫১। [illegible]
৫২। মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহিক)
৫৩। গৌড়গোবিন্দ
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয়
৫৫। [illegible]
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ
৫৭। উপাসনামৃত (সাপ্তাহিক)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসেবা
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাধনাবলী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যশীলামৃতম্‌
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী নির্দিষ্ট
৬৩। [illegible]
৬৪। [illegible]
৬৫। [illegible]
৬৬। গৌড়ীয় [illegible]
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। [illegible]
৭০। [illegible]
৭১। বেদান্ত—[illegible]
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible]
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible]
৭৯। [illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible]
৮১। সাধন-পথ
৮২। [illegible]
৮৩। গীতাবলী
৮৪। [illegible]

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২৬ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫২, ১৮ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ২রা মার্চ্চ খৃঃ ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার ২য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমা

গত ১৩ই ফাল্গুন, ২৬শে ফেব্রুয়ারী রবিবার ও ১৪ই ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীধাম-নবদ্বীপ-পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যমঠ পরিক্রমা করত শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ পরিক্রমা করিবার জন্য গমন করেন। ভক্তবৃন্দ পর পর দুই দিন গোদ্রুমস্থ স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, সুবর্ণবিহার, নৃসিংহপল্লী এবং মধ্যদ্বীপস্থ হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া, মাজিদা, ভাটডাঙ্গা, ব্রাহ্মণপুষ্কর প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করেন। সুবর্ণবিহার ও অন্যান্য স্থানে "শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য" গ্রন্থ পাঠ ও হরিকথা আলোচনা হয়। প্রথম দিবস ভক্তগণ পরিক্রমণান্তে প্রায় ১ এক ঘটিকার সময় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে গমন করিয়া মহাপ্রসাদাদি সম্মান করেন। ঐ দিন প্রায় দুই হাজার লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রবিবার দিবস শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অপরাহ্নে কতিপয় ভক্তবৃন্দসহ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শুভাগমন করিলে ভক্তগণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহকারে তাঁহার গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। কীর্ত্তন-মুখরিত শ্রীকুঞ্জে আহূত একটী বিরাট সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব আসন গ্রহণ পূর্ব্বক প্রায় এক ঘণ্টাকাল শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপার করুণা ও শিক্ষা, তাঁহার সিদ্ধান্ত আচার্য্যত্ব ও অতিমর্ত্ত্য চরিত্র সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন। অনন্তর শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব প্রভু 'শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য' গ্রন্থ হইতে গোদ্রুম মহিমা ও গৌরজনের কথা পাঠ করিলে 'এর্ণকুলবাসী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর", "কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে" এই দুইটী গীত কীর্ত্তন করেন। অনন্তর কীর্ত্তন সম্রাট্ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব "বন্দেশ্রী-রূপসনাতন" প্রভুপাদ-গ্রথিত এই গীতটী এবং মহামন্ত্র সুমধুরস্বরে ও আবেগভরে কীর্ত্তন করিয়া সকলের মনঃ-প্রাণ আকর্ষণ করেন। কীর্ত্তনান্তে পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সান্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। আরাত্রিকান্তে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-প্রাঙ্গণে একটী বিরাট সভা হয়। সভার প্রারম্ভে শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ ও শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান মহোদয় হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সমাগত ব্যক্তিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সোমবার দিবস পরিক্রমাকারী ব্যক্তিবৃন্দ হরিহরক্ষেত্র, নৃসিংহপল্লী প্রভৃতি স্থান পরিক্রমা করিয়া শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয়মঠে গমন করেন। হরিহরক্ষেত্রে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈভব প্রভু "শ্রীনবদ্বীপ-ধাম মাহাত্ম্য" গ্রন্থ পাঠ করেন এবং শ্রীযুত পরমানন্দ পণ্ডিত মহোদয় উচ্চৈঃ তাঁহার সুমধুর স্বরে কীর্ত্তন করেন। তৎপরে পরিক্রমাকারী ব্যক্তিগণ নৃসিংহপল্লীতে পৌঁছলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ পর পর দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তথা হইতে ভক্তবৃন্দ মাজিদা শ্রীমধ্যদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান মহোদয় তথায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। যাত্রিবৃন্দ অপরাহ্ণ ৩॥০ ঘটিকার সময় রওনা হইয়া প্রায় ৭ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হন।

সান্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিপ্রাঙ্গণে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। মহাজনগীত কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রচার মাধব মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ পর পর দুইটী বক্তৃতা প্রদান করিলে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভা ভঙ্গের পর উপস্থিত সকলকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-মহোৎসব

গত ৮ই ফাল্গুন সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মহাপ্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌর-কৃষ্ণ-শুদ্ধবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সার্ব্বভৌম শিরোমণি শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শুভ অপ্রকট-বাসরে ময়মনসিংহ বড়বাজারস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে তদীয় বিরহোৎসব-মহোৎসব এবং তাঁহার সমাধিমন্দিরে সংস্থিত বিগ্রহ সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণে শ্রীমঠের নাট্যমন্দিরে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগুরুবন্দনা, শুদ্ধভক্ত মহাজনগীত কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব সার্ব্বভৌম-বিদ্বৎ-সংঘের গৌড়ীয় মঠের উপদেশক শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় "শ্রীশ্রীল জগন্নাথ ঠাকুর" কীর্ত্তন করেন।

অতঃপর উক্ত সংঘ হইতে নবীন ছাত্র সহোদরের অধ্যাপক শ্রীযুত বঙ্কিম ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল মহোদয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর "হে অনিল প্রেমময় করুণা প্রভুর" এই বিরহসূচক গীতটি কীর্ত্তন হয় ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর নবান্ন-রাজভোগে সমবেত সকলকে চতুর্ব্বিধ-রস-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবে শত শত শিক্ষিত ভদ্রমহিলা ও পুরুষগণ যোগদান করিয়াছিলেন। সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়

"জীবের নিজের স্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আশ্রয়-ভগবানের অর্থাৎ কার্ষ্ণ-কিঙ্করত্বের অনুভূতিই সম্বন্ধজ্ঞান। গুরুবর্গের পরিচর্য্যা দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। যদি স্বরূপশক্তির সহিত আত্মা, জৈবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। চেতন-দর্শনই কৃষ্ণোপাসন। প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্জনসঙ্গই দুর্জ্জনসঙ্গরাহিত্য-রূপ নির্দ্দেশ্য।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ গোবিন্দ আদি কামদেবদ্বাদশী গৌরাব্দ ৪৪০

শ্রদ্ধা ও ভক্তি

—::—::—

অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের নাম ভক্তি। যেরূপ অনুশীলন কৃষ্ণের রুচিকর, সেইরূপ অনুশীলনে প্রবর্ত্তিত হওয়াই অনুকূল-অনুশীলন বা ভক্তি। তবে একটী কথা এই যে, আপাততঃ অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তি যদি আশ্রিতগণকে সম্পূর্ণভাবে প্রাতিকূল্যশূন্য না হয়, তবে সেইরূপ অনুশীলনকে ভক্তি বলা যাইবে না। আবার শ্রীকৃষ্ণের অরুচিকর প্রবৃত্তি যদি প্রাতিকূল্যশূন্য হয়, তবে তাহাকেও ভক্তি বলা যাইবে। সুতরাং শুধু শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর প্রবৃত্তিকেই ভক্তি বলা যাইবে না, পরন্তু প্রাতিকূল্যশূন্য অনুকূল-অনুশীলনের নামই ভক্তি। এক কথায় কৃষ্ণের হইয়া—কৃষ্ণে প্রীতিযুক্ত হইয়া কৃষ্ণসুখের জন্য কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইবে। ইহারই নাম ভক্তি, অন্য ভাব থাকিলে তাহা অভক্তি। অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া কৃষ্ণের সুখ হইলেও যেমন তাহা ভক্তি নহে, আবার মা যশোদার কৃষ্ণকে স্তন্য পান না করাইয়া কৃষ্ণকোলের দুগ্ধ রক্ষার নিমিত্ত কৃষ্ণকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া যাওয়া, তাহা কৃষ্ণের অরুচিকর হইলেও তাহাই ভক্তি।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

ভক্তি আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। তথাকথিত মুক্তি ও ভক্তি এক জিনিষ নয়। স্বরূপাবস্থিতিই প্রকৃত মুক্তি। সেই মুক্তিই ভক্তি, সেরূপ মুক্ত ব্যক্তিই ভক্ত। ভক্তি-জিনিষটী—ঈশ্বরে প্রীতি বা আসক্তি। সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণের পাদপদ্মে ঐকান্তিকভাবে শরণগ্রহণ পূর্ব্বক নির্ম্মল আত্মস্বরূপে অবস্থান করিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা যে সর্ব্বেন্দ্রিয়াধিপতি ভগবানের সেবা, তাহাই ভক্তি। এক কথায় কৃষ্ণসুখ-বাঞ্ছাই ভক্তি; আর সবই অভক্তি। তথাকথিত মুক্তিতে কৃষ্ণসুখ-বিধানের কোন কথা না থাকায় তাহা অভক্তি বা কৈতব। ভক্তিতে ভগবৎ সেবাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য কোনও অভিলাষ থাকিতে পারে না, নিজের জন্য কোনও প্রার্থনা তাহাতে নাই, ভুক্তি বা মুক্তি-পিপাসা নাই, সেখানে আছে কেবল নিঃস্বার্থ কৃষ্ণপ্রীতি, নিরন্তর কৃষ্ণপদের কাছে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধান। শরণাগতের সর্ব্বস্বই ভক্তি। এই শ্রদ্ধা বা শরণাগতিই ভক্তির মূল। শরণাগত ব্যতীত আর কাহারও কথা ভগবান্ শুনেন না তাহারও সেবা গ্রহণ করেন না। সুতরাং প্রথমে আমাদের শ্রদ্ধা বা শরণাগতিই লাভ করা উচিত। শ্রীভক্তিবিনোদ বাণীতে আমরা পাই,—

ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।
তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥
সকল ছাড়িয়া ভাই শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই
যাঁ'র কৃপা ভক্তি দিতে পারে।

শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ—ভক্তি-জননী। 'শ্রদ্ধা ত্বন্যোপায়বর্জ্জং' অর্থাৎ শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত না হইলেই জীবের ভয়, তাঁহার শরণাগত হইলে জীবের আর ভয় নাই। কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়—ইহাই শাস্ত্রার্থ। এই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনিই শরণাগত। শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণ গ্রহণ ব্যতীত আমার অন্য কোনও উপায়ে মঙ্গল হইবে না, অতএব আমি সেই অভয় চরণে শরণ গ্রহণ করিলাম, এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি বা প্রপত্তি। এই শ্রদ্ধা যাঁহার আছে, তিনিই ভক্তিলাভে অধিকারী। কর্ম্মাধিকারনিবর্ত্তক যে শ্রদ্ধা, সে শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়, সাধুসঙ্গের পরে যে শ্রদ্ধা তাহা ভক্ত্যঙ্গ। শ্রদ্ধা ও শরণাগতি একার্থ-সূচক। শরণাগতি জিনিষটী ভগবচ্চিত্ত শ্রদ্ধার পরিণতির ফল। শ্রদ্ধা কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমভেদে ত্রিবিধ। যিনি শাস্ত্রপাঠ করিয়া শাস্ত্রকে কিছু শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, তিনি কোমলশ্রদ্ধ বা কনিষ্ঠ। যিনি দৃঢ়ভাবে শাস্ত্রযুক্তি জানেন না, অথচ শ্রদ্ধাবান্, তিনি মধ্যম এবং যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ এবং দৃঢ়-শ্রদ্ধাবান্ তিনি প্রৌঢ়শ্রদ্ধ, উত্তম বা মহাভাগবত। সাধুসঙ্গ হইতেই এই শ্রদ্ধা ক্রমশঃ দৃঢ় হয়। সেইজন্য কনিষ্ঠাধিকারী মধ্যম ও উত্তমের এবং মধ্যমাধিকারী কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে মহাভাগবতের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রদ্ধা যেরূপ ত্রিবিধ, ষড়্বিধ শরণাগতিও সেইরূপ কায়িক, বাচিক ও মানসিকভেদে তিন তিন প্রকার। সাধুমুখে কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে এই শ্রদ্ধা বা শরণাগতি পুষ্ট হয়।

বদ্ধজীব আমরা মলিনচিত্ত বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা বা ঐকান্তিকভাবে বিশ্বাস হয় না। আবার শ্রদ্ধা না হইলেও ভক্তি-লাভের কোন উপায় নাই। সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই এই শ্রদ্ধা লাভ হয়। আমরা মুখেই বলি যে, শ্রদ্ধাই ভক্তির জননী, কিন্তু অনেক সময় সে দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সেবাভিনয় বা কর্ম্মাড়ম্বরে মাতিয়া যাই এবং পরিশেষে সাধু হরিকথাকে রূপকথা বলিয়া জানায় সুফল উপলব্ধি করিতে অক্ষম হই।

বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত—ভোগী, ভোগনির্ম্মুক্ত ও মুক্ত—এ সব এক জিনিষ নয়। মুক্ত—সেবাবিলাসীই মুক্ত বা ভক্ত। তথাকথিত মুক্ত বা ভোগনির্ম্মুক্ত নিরপেক্ষ ভাব মাত্র। ভোগনির্ম্মুক্ত হওয়াই চরম ফল নয়। ভোগনির্ম্মুক্ত হইয়া অলস জীবন যাপন শ্রেয়ঃ নহে। ভোগনির্ম্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণের জন্য কার্য্য করা বা চাকর হওয়া অর্থাৎ নিষ্কপটচিত্তে ভগবৎ সেবাই ভক্তি। এইখানেই প্রকৃত মুক্তিকামী ভক্তিতে ও তথাকথিত মুক্তে প্রভেদ। সেই মুক্তি ভক্তির কিঙ্করী। এই মুক্তি ভক্তগণ প্রার্থনা করেন না। তাঁহারা মুক্তিকে নরকের ন্যায় তুচ্ছজ্ঞান করেন। এই মুক্তি ভক্তগণের সেবা করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ করযোড়ে অপেক্ষা করে।

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

মুক্তি ভক্তিদেবীর করতলগত। যিনি কায়মনোবাক্যে শরণাগত হইয়া জীবন ধারণ করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ হন, অর্থাৎ তিনি অনায়াসে মুক্তি লাভ করেন। লোকে ভুক্তিভোগকেই মুক্তি বলিয়া থাকে। কিন্তু ঐ মুক্তিতে সুখ নাই। অতএব অনধিকারের তাহাতে রুচি। এই মুক্তি আত্মবঞ্চনা বা কৈতব। ইহা স্বার্থ-কাম ব্যতীত অপর একটী উচ্চ পিপাসা। সেবকের সেবাকাম বা ভক্তৈকের-কামনাই ঠিক এবং তাহারাই ভক্ত। সেইজন্য ভক্ত বলেন,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সুখধাম ও সুখরূপ। ব্রহ্ম কেবল সেই সুখ মাত্র কিন্তু সুখধাম নন। ভক্তিসুখ প্রতিমুহূর্ত্তে নিত্য নব নবায়মান-ভাবে মধুর হইতেও সুমধুর হইয়া অনুভূত হয়। কিন্তু ব্রহ্মসুখে তাদৃশ অনুভব হয় না। সুতরাং মুক্তি অপেক্ষা যে ভক্তি শ্রেষ্ঠ তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা ভক্তির কথা আলোচনা করিতে গিয়া যেন শ্রদ্ধা ও শরণাগতির কথা ভুলিয়া না যাই। কারণ, শ্রদ্ধা বা শরণাগতিই মূল জিনিষ। এই শরণাগতির অপর নাম আত্মসমর্পণ। 'আদৌ অর্পিতা পশ্চাৎ ক্রিয়েত' অর্থাৎ আগে আত্মসমর্পণ, তার পরে ক্রিয়া—শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গযাজন। বৈষ্ণবগণের আনুগত্যই একমাত্র ভগবৎপ্রীতি বিধানের উপায়। স্বতন্ত্রতা জিনিষটা ভোগোন্মুখতা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহা অনাচার ও ব্যভিচার। সুতরাং তাহা হইতে তফাৎ থাকিয়া আনুগত্যময় সদাচারই গ্রহণীয়।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। 'কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

(২)

ত্রিতাপের হাত হ'তে নির্ম্মুক্ত করবার জন্য—ভক্তগণের কথা বল্‌বার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের এজগতে আগমন। আমরা যদি সেই ভক্তগণের সঙ্গে properly adjusted হ'তে পারি, তাঁর পাদপদ্মে যুক্ত—পাদপদ্ম-সংলগ্ন হ'তে পারি, তাঁ'র ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশা'তে বা তাঁ'র সহিত একতাৎপর্য্যপর হ'য়ে নিত্যকাল অবস্থান ক'রতে পারি, তা'হ'লেই নিত্যসত্য মঙ্গল। তাঁ'র কথা নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণকথা। কৃষ্ণের অনুকরণে জড়বিলাস বা জড়বিলাস-ত্যাগরূপ নির্ব্বিশেষ বা চিজ্জড়বিলাসরাহিত্য তথায় থাকে না, তথায় অদ্বয়জ্ঞান সাহিত্য থাকে। চিল্লীলাবিলাসসেবায় বা চিল্লীলাবিলাসসাহিত্যে

প্রবেশই আমাদের প্রয়োজন। 'বিশতে তদনন্তরম্।' নাহঙ্কারস্যাহং'ত-নাস্তের আবশ্যক।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা, বাণী ও উপদেশের মধ্যেই শ্রীল প্রভুপাদ আছেন। তিনি বিভুবস্তু। তিনি এখানেই আছেন—কাল্‌চাট্‌কা বা শ্রীমায়াপুরে নাই, তা নয়, যেখানে শ্রবণকীর্ত্তনরূপে তাঁ'র বাণীর অনুশীলন হয়, সেই চেতনবাণীর মধ্যেই তিনি অবতীর্ণ আছেন। গুরু বিভু—ব্যাপক। তিনি সর্ব্বত্র আছেন। যেমন গৌরসুন্দর সর্ব্বত্র আছেন, তেমন গুরুও সর্ব্বত্র আছেন।

নবদ্বীপধাম জাতীয় দর্শক সম্প্রদায় থেকেও বড় নহেন। গৌরধাম সাক্ষাৎ গৌর। গৌরনাম, ধাম, কাম—একটাও ভিন্ন। গৌরের বৈভব নিত্যানন্দ প্রভু গৌর ধামরূপে নিরন্তর গৌরের সেবা ক'রছেন। গৌরধাম আর গোলোক-বৃন্দাবন। এই ধাম ব'স্বুধ জীবের দৃশ্য বা ভোগ্যপদার্থ নহেন। ধাম ঐতিহাসিক বা প্রত্নতত্ত্বের মাপা জিনিষ নহেন। মাটী মাপা যায়, ধাম মাপা যায় না। ধাম তুরীয় বস্তু। গৌরনাম, কাম, ধাম একই বস্তু। গৌরসুন্দর যেরূপ সর্ব্বব্যাপক, গৌরধামও তদ্রূপ। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ব'লেছেন—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥

লীলার সর্ব্বব্যাপকতা আছে। যেখানে ভক্তগণ, তথায় গৌরসুন্দর অবতীর্ণ হন। সেই ভক্তগণের 'নবদ্বীপধাম' বোধ করিয়া বল পূর্ব্বক শ্রীচরণে আকর্ষণ ও সেবাদান করেন। কাল্‌চাট্‌কা বা শ্রীমায়াপুরেও যদি কেহ বাণীর প্রতি অনুগত থাকেন, তবে তাঁ'র প্রতিও গৌরসুন্দরের কৃপা হ'বে। বিশ্বরূপের ব্যাপকতা সর্ব্বত্র হ'তে পারে। Northpole, Southpole সমস্ত বিশ্বের আচার্য্য স্থান নয়, বিশ্বরূপের ব্যাপকতার মধ্যে। বিজ্ঞানের চেষ্টায় বিশ্বরূপের ব্যাপকতা বা স্বরূপ প্রকটিত হয় এই বিশ্বে। একপাদ বিভূতির মধ্যে ত্রিপাদ-বিভূতি-পূর্ণ তুরীয় বস্তু অবতীর্ণ হ'তে পারেন। নবদ্বীপধাম শ্রীমায়াপুর সর্ব্বত্র অবতীর্ণ হ'তে পারেন। তিনি এই পৃথিবীর মধ্যে এমেরিকা প্রভৃতি অতর্ক্য একপাদের ভাব সমজাতীয়, কাম্‌স্কাট্‌কা, মেরু ও অন্যপাদের ন'ন। তিনি বিশ্বের মধ্যে এসেও নির্গুণ থাকতে পারেন। গৌরসুন্দরের অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে একস্থানে অবতীর্ণ হন, ইহা তাঁ'র পরম কৃপা, পরম ঐশ্বর্য্য।

প্রভুপাদ বিশুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ। আমাদের হৃদয়ে যদি তাঁ'র দয়ার উপলব্ধি হয়, তবে স্বাভাবিকভাবে দৈন্য হ'বে। কৃপা হ'লে স্বাভাবিক দীনতার উপলব্ধি হবে, যুগপৎ সর্ব্বশক্তি ও অকিঞ্চনতা আস্বে।

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।"

যেখানে একান্তিকভক্তি, সেই স্থানেই দীনতা সেই স্থানেই মদত্যাগ, দম্ভ বা প্রতিষ্ঠা ত্যাগ, পুরুষাভিমান-মূলক ভোগবাঞ্ছাত্যাগ; তাহাই "অমানিনা'প্রভুপদো যাই নির্ব্বালীকম্।" যদি অকপটভাবে আশ্রিত হওয়া যায়, তবে স্বাভাবিকভাবে "দৈন্যাৎ দয়াদিভিঃস্তৈঃ সম্পাদ-ভক্ত্য"। বিচার আসে, অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি থাকে না। যদি থাকে, তবে দীন হ'লাম না, দয়া ক'রলেন না। পুরুষাভিমান প্রবল থাকলে দীন হওয়া যায় না। এইটিই একমাত্র কষ্টিপাথর। শ্রীগৌরহরির বা গৌরভক্তদের অযাচিত কৃপার লক্ষণই দম্ভত্যাগ, তৃণাদপি সুনীচতা দেখে আমি-আমার বুদ্ধি-ত্যাগই মাপকাঠি।

শ্রীভক্তিবিনোদ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ প্রভৃতি মহাবৈরাগী আর শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ-জগন্নাথ-গৌরকিশোর প্রভৃতি মহাত্যাগী। শ্রীবাবাজী নবীন মত বৈরাগী আর কেউ নাই শ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ মহাত্যাগী। ইনি কাঁচা চাল জলে ভিজিয়ে খেতেন, এমন মহাত্যাগী আর দেখা যায় না। এই বৈরাগ্য ও বিলাস একত্রসমাবেশ, ইহা যেন আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়।

যস্য ভাববিরাগতঃ ফিরমন্ত

দৈন্যাদিযুক্তম্।

ভক্তবরং প্রপন্নং বিচারপরো

ভক্ত্যা বিমুক্তোনঃ॥

'ভক্তিসিদ্ধান্তের নাম ভক্তি। "বৈষ্ণব"-শব্দের অর্থ প্রেমা—বৈষ্ণব। কেবল ঐশ্বর্য্যমিশ্র প্রেম নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের মূর্ত্তিবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ। শ্রীমদ্ভাগবতই একাধারে ভগবান্ ও ভক্ত। শ্রীমদ্ভাগবতের বাদনমূর্ত্তি ভগবানের বাদনশক্তি আছে। বাদনস্বরূপে শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণবিগ্রহ—বিভুবস্তু। শ্রীমদ্ভাগবত কোন স্থানে নিবদ্ধ নহেন, প্রাণবন্তুদের পূর্ণতম জীবাত্মার স্বরূপে ভাগবত-বাণীর অনুশীলন বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে ব'লেছেন, চতুঃশ্লোকে ব'লেছেন নারদকে, শম্ভু শুনেছেন সঙ্কর্ষণের কাছে।

শ্রীমদ্ভাগবত মূর্ত্তি ধ'রে এসেছিলেন—প্রভুপাদরূপে। এতে একাধারে ভগবান্ ও ভাগবতের বিলাস। ভগবৎসম্বন্ধি-বস্তু গ্রন্থ ও ভক্ত দুইই ভাগবত। লেখ্যবাণীর মধ্যে যথার্থ অক্ষরাকারে ভগবানের নাম-রূপলীলা'য় বর্ণিত, আর যাঁ'দের আচার-প্রচারের জীবন নাম, রূপ, গুণাদির সেবা ক'রবার জন্য অবতীর্ণ—একাধারে ভগবান্ ও ভক্ত যুগপৎ। সেইজন্য প্রভুপাদ গৌড়ীয়-মঠের বার্ষিক উৎসব ও ভাগবতোৎসবের নামকরণ করিয়াছেন ভাগবতমহোৎসব বা হরিস্মরণোৎসব। এই শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক। তবেই বিশ্বশান্তি মঙ্গল, নতুবা অন্য কোন উপায়ে হ'বে না। শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যেই সমস্ত অধ্যাত্মবিলাস আছে। ভাগবতবিলাস যে আধারে, তাহার শ্রীমদ্ভাগবত। ভাগবত বিলাস ও ভগবান্ নিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত। এই শ্রীমদ্ভাগবত যদি থাকেন, আর সবই যদি কালে নষ্ট হ'য়ে যায়, তা'তেও কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের নাম শ্রীমদ্ভাগবত।

আজ শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের রচিত 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু', যাহা পূর্ব্বে বাসপূজা-বাসরে Typed copy রূপে দেওয়া হ'য়েছিল তাহা আজ গ্রন্থরূপে বাঙ্গালা হ'তে প্রকাশিত হ'ল। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু উড়িষ্যা ক'রবার জন্য ৮২৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু যেখানে গমন ক'রে সেস্থান পবিত্র ক'রেছেন, সেইস্থানে 'শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু' আজ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হ'লেন। দাক্ষিণাত্যের আচার্য্য শ্রীমধ্ব—যিনি মুখ্য বায়ুর অবতার, মহাদেশী দিব্যজ্ঞানী বিচারকের জন্য অদ্বিতীয় মহাবীর হ'ন, যাঁহার বীর্য্যের তুলনা নাই, কূটযোদ্ধা ও অনেক শাস্ত্রবিরোধী দুঃশাসনের সংহারক ভীমসেন যিনি, কেবলাদ্বৈতরূপ মহাভূতকে সংহারক্রমে দলন ক'রেছেন যিনি, সেই শ্রীমধ্বাচার্য্য 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব'-নামক গ্রন্থরূপে আজ্ঞাদিত নগরী 'ঢাকা' হ'তে প্রকাশিত হ'লেন, 'ঢাকা'কে অলঙ্কৃত ক'রলেন।

মহাপ্রভু গৌড়দেশ থেকে গেলেন দাক্ষিণাত্যে, 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' প্রকাশিত হ'লেন দাক্ষিণাত্য হ'তে। আর 'বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব' প্রকাশিত হ'লেন মাধ্ব গৌড়ীয়গণের সংস্কারের বা আধারে। ইহা প্রভুপাদের লীলারই একটী চমৎকারিতা। ইহাতে অনেক রহস্য আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ এই গ্রন্থ দেখে নিশ্চয়ই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে গৌরবিহিত কীর্ত্তনে যোগ্যতা ক'রবার জন্য আমাদিগকে প্রবল উৎসাহ দিবেন, এ বিষয় প্রত্যেকে অনুভব ক'রেছেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ আজ অক্ষরাকারে আবির্ভূত হ'লেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ বৈষ্ণবগণের আদেশে তাঁর করকমলে পৌঁছিয়ে দিবার সৌভাগ্য মাথায় পেতে নিচ্ছি। তিনি আমাদিগকে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধূলি দান করুন, যেন জন্মে জন্মে গুর্ব্বানুগত্যে চিরদীনাধিকৃতের সেবা পাই। ইহা ব্যতীত দীনহীন দুর্গতের, কাঙ্গালের, অকিঞ্চনের আর কোন বাঞ্ছা, বাসনা বা প্রার্থনা-বিজ্ঞপ্তি নাই।

কুচবিহারে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ ইতঃপূর্ব্বে কুচবিহার জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে ভক্তিশাস্ত্রীজী মেখলীগঞ্জের থিয়েটার হলে 'কলিযুগের ধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন' বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় সাবডিভিসনাল অফিসার, উকীল, সরকারী কর্ম্মচারী, স্থানীয় অধিবাসী এবং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের বহু ছাত্র সভায় উপস্থিত ছিলেন। তথা হইতে প্রচারকবৃন্দ দেওয়ানগঞ্জ হইয়া বালুরিয়া নামক গ্রামে মঠা'শ্রিত ভক্ত শ্রীযুত উমাচরণ মহোদয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। গত ২৫শে মাঘ তাঁহার গৃহেই ব্যাসপূজা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণে এথায় একটী সভার অনুষ্ঠান হয়। উক্তসভাগৃহ শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য পুষ্পপত্র মালিকার দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। দেওয়ানগঞ্জ, নীলফামারী ও ইটাখোলা আদি স্থান হইতে প্রায় ১২।১৩ জন মঠা'শ্রিত ভক্ত উপদেশক শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে আসিয়া সভায় যোগদান করেন। স্থানীয় প্রায় শতাধিক লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামী মহোদয় পর্য্যায়ক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের অমৃতোপম বাণীর কথা ও অলৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, পঞ্চতত্ত্ব, গুরুপরম্পরা ও মহাজন- পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর ও শ্রীপঞ্চতত্ত্বের চতুর্দ্ধা বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং [illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও 'হারমনিষ্ট' পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেব বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইনি গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অদ্ভুতকৃষ্ণকারুণ্যলীলামাধুর
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাটিয়ারী (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুত্রা গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বাংলাবাজার পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) ধামাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
মেলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ নং [illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পরাশরেশ্বর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ--শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণ, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—শেখপুরা,
পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং ওয়ালীন রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল
বম্বে ৭

(৫০) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মান্দ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) কভুর-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মান্দ্রাজ)
শ্রীশ্রীগৌরগোপালগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ক্ষীরচোরা-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ বালেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
গান্ধিরি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) সারঙ্গেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ,

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-ব্রহ্মণ্য-মঠ
পোঃ [illegible], মান্দ্রাজ

(৬০) ভাগবতজন্মানন্দ মঠ
চিকলিয়া, পোঃ পাড়ুবেগপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জগাদ্দি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ জগাদ্দি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ কাঁকসা (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (ময়মনসিংহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
১০১ নং লেউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, গ্লাস্টার রোড
সাউথ কেনসিংটন, লণ্ডন, এস ডব্লিউ

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
২০৪ ডুইবেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধনন্দন চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিশব্দে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০		৵০	৷০
" " ইঞ্চি ২৲			১॥০	১৲
সিকিকলম ৫৲				৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲				৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲			

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲		৩।০
" সিকি কলম ১৫৲		১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲		১৮৲
" এক কলম ৪০৲		৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ) [illegible]

ষাণ্মাসিক [illegible]

ত্রৈমাসিক [illegible]

মাসিক [illegible]

প্রতি সংখ্যা [illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

[illegible]

[illegible] ছাত্রাবাস, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ [illegible]। বিদেশী বালকগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও [illegible] মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় [illegible] পাইতে পারিবে, [illegible] ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা।

[illegible]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] বিভাগ আছে। [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত '[illegible]', শ্রীল প্রভুপাদের "[illegible]" [illegible] টীকা-[illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত '[illegible]' [illegible] হইয়াছে। [illegible] হইয়াছে; [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও [illegible] একটি [illegible], [illegible], [illegible] সংযোজিত হইয়াছে। [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; [illegible], পোঃ [illegible], [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "[illegible]" নামক [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও [illegible] সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য বহু এ মতোদের গবেষণা এবং পাশ্চাত্য লেখনীর অত্যুত্তম আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় ধর্ম্মমতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল সনাতন সংরক্ষক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্গের আদেশে পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-০৬	৭-২৫	১২-২৬	১৪-৫৩	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩১	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪১		১১-১০		১৮-১৩		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫-৪৫		৯-২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৬-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-২৩	৯-১৬	১০-৪	১১-৪১	১৫-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	
ছাঃ	-২৬	৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৫৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ				১১-০			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪১	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। বিনামূল্যে লীলা সম্বন্ধে কাগজ এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD No C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর- ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৪৫, ৩রা মার্চ্চ, ১৯৩৯, শুক্রবার | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::*::——

ম্যাট্রিক পরীক্ষা

আগামী ১৫ই মার্চ্চ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। এ বৎসর ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ৪৪,৩০০। পূর্ব্ব বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩০,১০০। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এ যাবৎ কোন বৎসরই এত অধিক সংখ্যক ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী হয় নাই। আগামী ১৯৪০ সন হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার আমূল পরিবর্ত্তন হইবে। আগামী বৎসর হইতে বাংলায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে এবং পাঠ্য-তালিকারও বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই কারণেই গত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৪ হাজারেরও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আগামী বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার যে আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে তজ্জন্য এ বৎসর মার্চ্চ মাসের পরীক্ষা ব্যতীত সেপ্টেম্বরে আর একবার সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। যাহারা মার্চ্চ মাসের পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইবে, তাহারা পুনঃ সেপ্টেম্বরে পরীক্ষা দিতে পারিবে। যাহারা ম্যাট্রিকুলেশনের পুরাতন পাঠ্য-তালিকা অনুযায়ী পড়িয়া আসিতেছে, তাহারা যাহাতে নূতন সংশোধিত ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্য-তালিকার অসুবিধার হাত হইতে রেহাই পাইতে পারে তজ্জন্যই সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

রকমারি

যদি গ্রীষ্মকালে কাহারও ঘর্ম্ম না হয়, তবে তাহা সর্দ্দি গর্ম্মী হইতে সাহায্য করে।

———

ঘর্ম্ম হইবার কালে জলপান করিলে ঘর্ম্মের পরিমাণ শতকরা ৭৫ ভাগ বাড়িয়া যায়।

১৮৩৫ সালে সর্ব্বপ্রথম ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন আমেরিকার টমাস ড্যাভেনপোর্ট নির্ম্মাণ করেন।

———

নরওয়ে, গ্রীস ও সুইজারল্যাণ্ডের [illegible] কয়েকটি রাজ্যে একটি মাত্র ব্যবস্থাপক সভা আছে। অপর সকল রাজ্যে দুইটী করিয়া ব্যবস্থাপক সভা আছে।

———

ইংলণ্ড বৎসরে ৩১০০০০০ পাউণ্ড মূল্যের [illegible] আমদানী করে। ইহার অর্দ্ধেক [illegible] কাজে ব্যয়িত হয় এবং ৭৮০০০০০ পাউণ্ড [illegible] কাজে ব্যয় হয়।

পৃথিবীতে বৎসরে ২৫০ মণ হইতে ৩৫০ মণ কোচিনীল নামক রং তৈয়ারী হয়। ইহা এক প্রকার কীট হইতে প্রস্তুত হয়। এই রং নারীগণ [illegible] ও ওষ্ঠে লাগাইয়া থাকে।

———

মিশরের পিরামিডেও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড ব্যবহৃত হয় নাই। সিরিয়া রাজ্যের বালবকে প্রস্তর ইমারত নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহা ৬০ ফিট দীর্ঘ ২০ ফিট প্রস্থ ও ২০ ফিট উচ্চ।

ফ্রান্সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সুরা ব্যবহৃত হয়। তথা গড়পড়তায় প্রত্যেক ব্যক্তি বৎসরে ১০ টাকা। ইংলণ্ড উহার অর্দ্ধেক ও আমেরিকায় জন প্রতি ৬ টাকা।

———

অষ্ট্রিয়ার রাজা ফ্রান্সিস জোসেফ প্রায় ৬৪ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিককাল রাজত্ব করিয়া গেলেন। এত অধিক কাল আর কেহ রাজত্ব করে

স্বর্ণ অপেক্ষা মূল্যবান আরও ১৭টি ধাতু আছে।

ইংলণ্ডে রেলওয়ের ১৭টি সুড়ঙ্গ আছে যাহা এক মাইল বা তাহা অপেক্ষা দীর্ঘ।

———

[illegible] ১১,৮০০ [illegible] ৫০ ফিট [illegible]।

———

[illegible] ৯৮ [illegible] ৮২ [illegible] হইয়াছে

[illegible] বৎসরে ১৬৮ [illegible] বার [illegible]। [illegible] ৮৮৬০ বার, [illegible] ৮০০০০ বার, চতুর্থ [illegible] বার এবং [illegible] ৪০৫১৮৬০ বার [illegible]।

অন্ততঃ এক আউন্সের গ্র্যানাইট প্রস্তর চূর্ণ করিতে [illegible] ওজনের প্রয়োজন হয়।

রেল ইঞ্জিনে [illegible] বৎসর [illegible] গ্যালন তৈলের প্রয়োজন হয়।

———

বাঙ্গলার মন্ত্রিগণের বেতন

বাঙ্গলায় [illegible] মন্ত্রিগণ [illegible] টাকা বেতন পাইতেন [illegible] বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিগণের বেতন [illegible] মাসিক ২ হাজার টাকা। [illegible] বাঙ্গলার মন্ত্রিগণের [illegible] প্রকাশ পাইয়াছে। আগামী বাজেট অধিবেশনে বাঙ্গলার মন্ত্রিগণের বেতন সম্বন্ধে নূতন এক বিল [illegible] প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসিক ১ হাজার টাকা হইবে, [illegible] হিসাবে [illegible] মাসিক পাইবেন। [illegible] ২ হাজার টাকা [illegible]। প্রধান মন্ত্রী আরও [illegible] টাকা ভাতা পাইবেন। [illegible] মাসিক তিন হাজার [illegible]। বাঙ্গলায় ১২ জন মন্ত্রীর [illegible] বৎসরে [illegible] ৮০ হাজার টাকা [illegible] হইবে।

অদ্ভুত শিশু

চট্টগ্রামের [illegible] সম্প্রতি [illegible] নামক এক লোকের স্ত্রী এক অদ্ভুত রকমের শিশু প্রসব করিয়াছে। এর 'দু'টী মাথা কিন্তু তাহার [illegible] হাত [illegible]। শিশু এখনও জীবিত আছে। এই অদ্ভুত রকমের শিশুটি দেখিবার জন্য শত শত লোক তথায় যাইতেছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible] গ্রাহকগণ [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। [illegible] টাকা মাত্র।

২। [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible] পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত — [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১ টাকা।

৪। পরমার্থী — শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় [illegible] পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় — [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] পত্রিকা। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ-শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible])

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদ-[illegible]

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাবলী হইতে [illegible] ১০৮টি [illegible] [illegible] [illegible] অমৃত উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ।)

ভিক্ষা—৩ [illegible] টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু [illegible] এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৸৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম-এ, বি-এল্,

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র — ৪০
[illegible] — ১৮
[illegible] — ৯
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্থাৎ) — ৬
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — ৭
৪। [illegible] (অর্থাৎ) — ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৷৷, ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৷৷, ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব — ১
৮। [illegible] ও [illegible] — ১।
৯। [illegible] — ৩
১০। [illegible] — ৩
১১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (বাংলা) — ৩
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাংলা) — ১
১৩। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸০
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ১
১৫। [illegible] — ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸০
১৭। [illegible] — ।০
১৮। [illegible] — ।০
১৯। [illegible] — ।০
২০। গৌরাঙ্গ [illegible] — ।৵০
২১। [illegible] — ।৵
২২। [illegible]
২৩। [illegible] ও [illegible] (বাংলা) — ১
২৪। গীতা ([illegible] টীকা সহ)
২৫। গীতা ([illegible] টীকাসহ) অর্থাৎ)
২৬। [illegible]
২৭। [illegible])১
২৮। [illegible] ([illegible]) — ৪
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত ([illegible]-সংস্করণ) (বাংলা) — ৸
৩০। [illegible]
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) — ৸৹
৩২। গোস্বামী [illegible] (বাংলা) — ১
৩৩। নবদ্বীপধাম [illegible] — ৸
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৵
৩৫। [illegible] — ৴১
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৵
৩৭। [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ [illegible]
৩৯। [illegible] — ।০
৪০। [illegible] — ৴০
৪১। [illegible] — ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা — ৸০
৪৩। [illegible] — ৴০
৪৪। [illegible] — ৴
৪৫। [illegible]
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible]
৪৮। [illegible] — ৴১০
৪৯। [illegible] — ৴১০
৫০। [illegible] — ৸
৫১। [illegible] — ।০
৫২। [illegible] ([illegible]) — ।০
৫৩। [illegible] — ৸০
৫৪। [illegible] — ।০
৫৫। [illegible] — ।০
৫৬। [illegible] — ৵০
৫৭। [illegible] ([illegible]) — ।০
৫৮। [illegible] — ৵০
৫৯। [illegible] — ৵
৬০। [illegible] — ৴

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ — ১
৬২। [illegible] — ১
৬৩। [illegible]
৬৪। [illegible]
৬৫। [illegible]
৬৬। [illegible]
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্র[illegible]

৬৮। [illegible]
৬৯। [illegible]
৭০। [illegible]
৭১। [illegible]
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible]
শ্রীচৈতন্য [illegible]
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible]
৭৯। [illegible]

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। [illegible]
৮৩। গীতাবলী
৮৪। [illegible]

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১০ম বর্ষ | ১৭ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫০, ১৯শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৩ | ৩রা মার্চ্চ ইং ১৯৩৭, | বুধবার | ৩য় সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমা

গত ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীধাম-পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিশান, শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, করতাল ও বাদ্যভাণ্ডসহ একটি বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা করিয়া শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ) পরিক্রমা করিয়াছেন।

ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌরবিগ্রহের একটি সুসজ্জিত পুষ্পমাল্য ও বস্ত্রাদি সুসজ্জিত শিবিকায় করিয়া স্কন্ধে বহন ও উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে যাত্রারম্ভ করেন এবং স্বরূপগঞ্জ ঘাট পার হইয়া সহর নবদ্বীপে যান। তথা হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশে শোভাযাত্রা কয়েকটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া উদ্দণ্ডনৃত্য সহকারে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে সহরনবদ্বীপ পরিক্রমা করেন।

পরিক্রমা শোভাযাত্রার উপস্থিত হইলে তথায় "শ্রীনবদ্বীপ-ধামমাহাত্ম্য" হইতে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইলে পর ভক্তবৃন্দ ই, আই, রেল লাইনের নিকটবর্ত্তী আম্রবাগানে উপস্থিত হন। তথায়ও কিছুক্ষণ ধাম-মহিমা কীর্ত্তিত হইলে পর ভক্তবৃন্দ উচ্চ-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ঋতুদ্বীপস্থ শ্রীগৌর-গদাধর মঠে পৌঁছেন এবং মহাপ্রসাদাদি সম্মান করেন। অপরাহ্নে ও রাত্রে তথায় হরিকথা আলোচনা হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ

অন্ধেরীতে প্রচার

গত ২১শে জানুয়ারী বম্বে অন্ধেরীস্থ "হিন্দু যুবক মণ্ডল" নামক এক সমিতির সভ্যগণের বিশেষ আহ্বানে বম্বে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সেবকবৃন্দ তথায় উপস্থিত হন। উক্ত সমিতির সেক্রেটারী মহোদয় মঠবাসি-গণকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া যান। তথায় "মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি" বিষয়ে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গুজরাটি ভাষায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত বক্তৃতা এবং কীর্ত্তন হয়। গুজরাটি ভাষায় বক্তৃতা হইবার পর শ্রীবামনচৈতন্য ব্রহ্মচারীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে হিন্দী ভাষায় কিছুক্ষণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু গুজরাটি ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৮শে জানুয়ারী শনিবার দিবস বম্বে "খাদী শেঠ ভণ্ডারী" দোকানের মিঃ মূলজী ভাই পুরুষোত্তম মেহতা, মহাশয় বি-এ, বি-এল, মহোদয়ের সাদর আহ্বানে বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ তাঁহার গৃহে পাঠ ও কীর্ত্তন করেন। মেহতা মহাশয় স্বয়ং শ্রীমঠে আসিয়া ব্রহ্মচারিবৃন্দকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করিয়া লইয়া যান। রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন এবং পাঠ হয়। শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গুজরাটি ভাষায় কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির পার্থক্য ও সকল সম্প্রদায়ের চরমশ্রেয় মনুষ্য মাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিষয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত গুজরাটি ভদ্রলোকের এবং ভদ্রমহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। পাঠ শ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীত লাভ করেন।

কানপুর-নগরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃতানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ভক্তিপ্রিয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২৮শে জানুয়ারী কানপুরে উপস্থিত হন। ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার কানপুর হেডিং এসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত নৃপেন্দ্রগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাটীতে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তিনি গৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিষয় অবগত হইয়া অতীব সন্তুষ্ট হন। গৌড়ীয়মঠের প্রচারের জন্য তাঁহার সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

গত ৩০শে জানুয়ারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর এক্জিকিউটিভ অফিসার লালা অযোধ্যাপ্রসাদ ভার্গব মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি স্বয়ং ও তাঁহার বন্ধুবান্ধব বিশেষ সেবাস্পৃহা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

১লা ফেব্রুয়ারী উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পণ্ডিত শ্রীযুত কানাইলাল লাল ফেব্রুয়ারী এম্-এ, ও বাঁশীলাল কর্ম্মকুটীরের সহিত কিছুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। ফেব্রুয়ারী মহোদয় নিজেকে ব্রজবাসী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন এবং ঐ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা যাহাতে প্রচার হয় তজ্জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের ১টী নবদ্বীপ ম্যাপ গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয়মঠে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-মহোৎসব

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সোমবার কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট তিথিতে মঠবাসিগণের দ্বারা পঞ্চরাত্র, ভক্তসদাচার, অপ্রাকৃত 'বৈষ্ণব সেবক' ইত্যাদি কীর্ত্তন হয়।

সভায় বহু সজ্জনমণ্ডলীর নিকট শ্রীপাদ সুধাকৃষ্ণ দাস অধিকারী শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপ্রাকৃত পূতজীবন-চরিত আলোচনা-মুখে একটী প্রাঞ্জল বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দবর্দ্ধন করেন। বক্তৃতান্তে সাধুস্মৃতি কীর্ত্তনের পর সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

'জীবের নিজের আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আশ্রয়-ভোগ্যত্বের অর্থাৎ কার্ষ্ণ-কিঙ্করত্বের অনুভূতিই সম্বন্ধজ্ঞান। গুরুবর্গের পরিচয়ের দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। হরি স্বরূপশক্তির সহিত আশ্রয়, জীবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। চেতন-দর্শনই কৃষ্ণভোগ্যদর্শন। প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্জনসঙ্গই দুর্জ্জনসঙ্গরাহিত্য-রূপ নির্ম্মলতা।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ গোবিন্দ নিত্য সংকীর্ত্তনপত্রী গৌরাব্দ ৪৪৫

শ্রীধামপরিক্রমার অধিকারী কে?

—:o:—

অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীমায়াপুর হইতে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্য ক্ষেত্র শ্রীনবদ্বীপ ধামস্থিত পরিক্রমা করিয়া পুনরায় আত্মনিবেদন-ক্ষেত্রে আগমন করেন। ইহাদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আদিতে আত্মনিবেদন, অন্তে আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদন না করিলে কিছুই হয় না। সেইজন্য ভক্তবৃন্দগণ প্রথমে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গচরণে আত্মনিবেদন করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি নবধা ভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন। আবার অন্তেও আত্মনিবেদন করিয়া নবধাভক্তিযাজনের সার্থকতা সম্পাদন করেন। আত্মনিবেদনই চরমের ধর্ম্ম। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনকারী শ্রীচৈতন্যমঠের নিত্য অধিবাসী, শ্রীধামপরিক্রমার অধিকারী। দীন, অকিঞ্চন, কাঙ্গাল না হইলে শ্রীধামবাসীর সঙ্গ বা ধামপরিক্রমা করা যায় না। সুতরাং আমরা সকল ছাড়িয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদনের জন্য প্রস্তুত হইব, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপাভিক্ষা করিব।

শ্রীধাম চিন্ময়—সেব্যবস্তু, তাঁহার সেবা করিতে হইবে। শ্রীধামচরণে শরণাগত না হইয়া, শ্রীধামবাসীর আনুগত্য না করিয়া ধামপরিক্রমা করিতে গেলে ধামসেবার পরিবর্ত্তে ধামাপরাধই হইবে। শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে গেলে যেরূপ দশবিধ নামাপরাধ ত্যাগ না করিলে শ্রীনামের কৃপা পাওয়া যায় না, সেইরূপ ধামাপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীধামস্বরূপের কৃপালাভ হয় না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেরই ধামাপরাধ হইতে সতর্ক থাকা বিশেষ আবশ্যক। ধামাপরাধ দশটী, যথা—

(১) ধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, (২) ধামকে অনিত্যবোধ, (৩) ধামবাসী ও যাত্রিগণের প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) ধামে বাস করিয়া বিষয়কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধামসেবাছলে নাম-বিগ্রহসেবা-ব্যবসায় ও অর্থ উপার্জ্জন, (৬) অন্যতীর্থের সহিত ধামের তুলনা অথবা অন্য দেবতীর্থের সংস্থান ও পরিমাণ চেষ্টা, (৮) নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) শ্রীধামমাহাত্ম্য-সূচক শাস্ত্র-নিন্দা এবং (১০) ধাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান।

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের নিকট যে সকল অপরাধ করি শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীর নিকট কৃপাভিক্ষা করিলে তাঁহাদের কৃপা ও সেবাফলে শ্রীধাম আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। শ্রীধামে শরণ লইয়া শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য গ্রন্থ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ করিলেও তাহা বিনষ্ট হইবে। ধামাপরাধীর সঙ্গ করিতে হইবে না। অপরাধীর সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া শুদ্ধ সাধুর সঙ্গ করিতে চেষ্টাযুক্ত হইতে হইবে। তাঁহার চিত্তবৃত্তির অনুসরণ করিতে হইবে। শ্রীধাম-মাহাত্ম্য সাধুমুখে শুনিয়া তাহা হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। তাহা হইলে অপরাধ-জনিত আর অনর্থের উদয় হইবে না, কিম্বা কখনও আর তাহা আসিবে না। সেইজন্যই বলিতেছি, হে আমার বন্ধুগণ, আপনারা সকলে শ্রীধাম-সেবায় আত্মনিয়োগ করুন। শ্রীধামবাসী সাধুগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করুন। নিষ্কপটে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন করুন, বিষয়-কথা ছাড়িয়া কোমল বুদ্ধি-ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধামের শরণাগত হউন, ধামগুরুকে আপন বলিয়া মনে করুন, তাহা হইলে পরা শান্তি লাভ করিতে পারিবেন, জীবন সার্থক হইবে।

শ্রীকোলদ্বীপ

কোলদ্বীপ—পাদসেবনাখ্য দ্বীপ। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই কোলদ্বীপ নামে পরিচিত। গঙ্গার পূর্ব্বপারে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ এবং পশ্চিমপারে কুলিয়া গ্রাম। এই কুলিয়াকে অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বলে। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী চাপাল-গোপাল নামক বিপ্র এবং ভাগবতবক্তা দেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ক্ষমা করেন। এইজন্যই এস্থানকে অপরাধ-ভঞ্জনের পাট বা দেবানন্দের পাট বলিয়া থাকে। এই স্থানে সত্যযুগে ভগবান্ শ্রীহরি কোল বা বরাহরূপে বাসুদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণকুমারকে দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। এই স্থানে সত্যযুগে প্রহ্লাদ রক্ষক ভগবান্ 'নৃসিংহ' আবির্ভূত হইয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন।

এস্থানে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনস্থান আছে। তাঁহার নাম 'ভজন-কুটীর'। এই মহাপুরুষই শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থান নির্দ্দেশক, শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার প্রাচীন মুখপুরুষ। বর্ত্তমানকালে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত ও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবের দাস বলিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা সকলেই এই মহাত্মার শ্রীচরণে আশ্রিত।

শ্রীঋতুদ্বীপ

এই স্থানে ছয়ঋতু সকল সময় বিরাজমান বলিয়া ইহার নাম ঋতুদ্বীপ। বর্ত্তমান চাঁপাহাটী এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই চাঁপাহাটী গ্রামে গৌরপার্ষদ 'দ্বিজবাণীনাথ' প্রভুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের বিগ্রহ এই স্থানে বিরাজমান। এই স্থানে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ সেবা করিয়া থাকেন। এক বৃদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করিয়া প্রত্যহ চম্পকবৃক্ষ হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা করিতেন। তদবধি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐকান্তিক সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়া কৃপা প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে গৌররূপ দর্শন করান। এরূপ রূপের এরূপ দর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট গৌরাবতারের কথা জ্ঞাপন করেন এবং এই কলিতে তিনি অবতীর্ণ হইবেন একথাও বলিলেন। এই ব্রাহ্মণ কৃষ্ণেচ্ছায় গৌরলীলায় 'দ্বিজবাণীনাথ'-রূপে অবতীর্ণ হন আবার ইঁনিই ব্রজলীলায় কামলেখা।

কথিত আছে শ্রীগোবিন্দ-চরিতা শ্রীজয়দেব ঠাকুর লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে এই স্থানে পদ্মাবতীর সহিত অবস্থান করিয়া রাগমার্গে শ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবা করিতে করিতে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন সেবা লাভ করিয়াছিলেন। অতএব এই স্থানকে বৃন্দাবনের রাধাবনের অঙ্গরূপ অভিন্ন-স্বরূপে দর্শন করিয়া থাকেন।

এই চাঁপাহাটীর নিকটেই সমুদ্রগড়। এই স্থানে দ্বাপর যুগে সমুদ্রসেন নামে একজন রাজা বাস করিতেন। মধ্যম পাণ্ডব ভীম দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া সমুদ্রগড় আক্রমণ করিলে ভক্তপ্রবর সমুদ্রসেন মনে করিলেন—"কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের অত্যন্ত প্রিয়, পাণ্ডবগণ বিপদে পড়িলে কৃষ্ণ থাকিতে পারেন না। আমি যদি ভীমকে ভয় দেখাইতে পারি, তাহা হইলে অনায়াসে কৃষ্ণ-দর্শন করিতে পারিব।" এইরূপ মনে করিয়া সমুদ্রসেন শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বাণের আঘাতে ভীম অত্যন্ত কাতর হইবার আশঙ্কা প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে রক্ষা করিবার ছলে এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক ভক্তপ্রবর সমুদ্রসেনকে দর্শন প্রদান করেন।

কর্ম্ম ও জ্ঞান

কর্ম্ম অভক্ত ব্যক্তির উপভোগবিশেষ। অতএব উহা অধিকারভেদে ক্রমে জ্ঞানযোগ দ্বারা, ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ-শাস্ত্রক্রমে অথবা ভগবানে ভাগবতেই অর্পিত না হইলে নিরস্ত হয় না। অতএব কর্ম্মের আদিযোগ মধ্যে সমস্ত কর্ম্মে যজ্ঞেশ্বর পরমাত্মার পূজা করা প্রয়োজন। নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্মে ঈশ্বর-পূজা অপরিহার্য্য যেহেতু, পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা সহকারে কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করার নামই 'ঈশ্বর-পূজা'। কাম্যকর্ম্মগুলি নিষ্কামকারীর বর্জ্জনীয়, তথাপি তাহাকে ঈশ্বরভাবে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। যথা—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
(ভাঃ ২।৩।১০)

যে কর্ম্মী অকাম অর্থাৎ মোক্ষকাম অকাম বা সর্ব্বকাম হইয়া যে অন্তর্য্যামী

উক্ত, তাঁহাদেরই পরমপুরুষ পরমেশ্বরের দর্শন তাঁহার ভক্তিযোগের দ্বারা হইবেন।

জ্ঞান পরমার্থসিদ্ধির উপায়স্বরূপে কথিত হইয়াছে। পরব্রহ্ম—অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় — অচিন্ত্য। পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞানই পরমার্থ-সিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া জ্ঞানবাদীরা সিদ্ধান্ত করেন। কর্ম যদিও সংসার ও শরীর-যাত্রা-নির্বাহক, তথাপি উহা অজ্ঞানজনিত থাকায় অজ্ঞান-নাশ করিবার তাহার সাক্ষাৎ সামর্থ্য নাই। কর্মদ্বারা পরমেশ্বরে চিত্ত নিবেদনের অভ্যাস হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানপ্রসূত কর্ম পরিত্যাগ না করিলে নিস্তার লাভ হয় না। আধ্যাত্মিক চেষ্টার দ্বারা কেবল আধ্যাত্মিক ফল পাওয়া যায়। প্রথমে প্রকৃত আলোচনাপূর্বক প্রকৃতির সমস্ত সত্তা ও স্বরূপ দূর করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে জীবের ব্রহ্মনিষ্পত্তির সাধন করিতে হয়। যে কাল পর্য্যন্ত দেহের জীবের অবস্থান আছে, সে কাল পর্য্যন্ত শরীর-ধর্মত্ব স্বীকার্য্য। এতদ্ব্যতীত জ্ঞানবাদ দুই ভাগে বিভক্ত—ব্রহ্মজ্ঞান ও ভগবজ্জ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা আত্মার ব্রহ্মনির্বাণরূপ ফলের উদ্দেশ্য থাকে। নির্বাণের পর আর আত্মার স্বতন্ত্র অবস্থান ব্রহ্মজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। ব্রহ্ম—নির্বিশেষ; আত্মার মুক্ত হইলে নির্বিশেষ হইয়া ব্রহ্মের সহিত ঐক্য লাভ করেন। এই প্রকার সাধনটী ভগবজ্জ্ঞানের উদ্দেশক বলিয়া গীতায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। যথা ভগবদ্গীতায় (১২।৩-৪ শ্লোকে) ভক্তির উদ্দেশে ভগবান্ বলিয়াছেন,—যাঁহারা ইন্দ্রিয় সকলকে নিয়মিত করিয়া সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি ও সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও ধ্রুব ব্রহ্মের উপাসনা করেন অর্থাৎ জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মানুসন্ধান করেন, তাঁহারাও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবানকে অবশেষে প্রাপ্ত হন। অব্যক্তাসক্তচিত্ত হওয়ায় তাঁহাদের জ্ঞানমার্গে অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। কেন না, শরীরী দেহাভিমানীদের মধ্যে অব্যক্তনিষ্ঠা অতি দুঃখজনক হয়। এই শ্লোকদ্বয়ের মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মানুশীলন দ্বারা জীবের অশুভ দূর হইলে পরে সাধুসঙ্গ ও ভগবৎ-কৃপাবলে চিদ্বিলাস-বিশেষ নির্দিষ্ট ভগবত্তত্ত্ব লাভ হয়। অক্ষরশব্দের দ্বারা সকল নরমানবকে এইরূপ দূর করে যে আত্মার হইতে পরা মুক্তির পর্য্যন্ত প্রাকৃতকে দূরীভূত করিয়া সচ্চিদানন্দ-অবস্থার নির্বিশেষ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করা আবশ্যক হয়। কিন্তু যখন আত্মা শুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন, তখন চিদ্বৈচিত্র্যের মধ্যে চিদ্বৃত্তি হইয়া সর্বাঙ্গে বৈকুণ্ঠ 'বিশেষ' দেখিতে পান, তখন আর অনির্দেশ্য ব্রহ্ম দর্শন শক্তিকে আচ্ছাদন করেন না। ক্রমশঃ বৈকুণ্ঠের সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়া অপ্রাকৃত মনকে পরিতৃপ্ত করেন। এই স্থলে ব্রহ্মজ্ঞানটী ভগবজ্জ্ঞান হইয়া পড়ে। ভগবত্তত্ত্ব বোধ হইলে ক্রমশঃ পরাভক্তি পর্য্যন্ত লাভ সংঘটিত হয়। অতএব পরমার্থ প্রাপ্তির সাধনরূপ জ্ঞান অভিধেয়তত্ত্বের অন্তর্গত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। ভগবজ্জ্ঞান আলোচনা করিলে প্রয়োজনরূপ বিশুদ্ধ প্রীতির বিস্তার হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

জ্ঞান সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। জ্ঞানের স্বাভাবিক অবস্থায় ভগবজ্জ্ঞান এবং অস্বাভাবিক অবস্থায় অজ্ঞান ও অহংজ্ঞান। অজ্ঞান হইতে প্রাকৃতপূজা এবং অহংজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদ। প্রাকৃত পূজা দুই প্রকার, অর্থাৎ অনুভূত প্রাকৃত বস্তুতে ভগবজ্জ্ঞান এবং সাক্ষাৎভাবে ঐ বস্তুর ভগবত্ত্ব। প্রাকৃতবাদ সাধকেরা পৌত্তলিক মূর্ত্তিকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করেন। বাহিরের সাধকগণ প্রকৃতির শক্তি-সমূহকে ভগবৎকল্পনাকে এক বোধ করেন। উহারা নিরাকার, নিরাকার ও সবিশেষ ভাবের প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই শ্রেণী সম্বন্ধে ভাগবতের ২য় স্কন্ধে (১০।৩৩ শ্লোকে) কথিত হইয়াছে,—যাহা শাস্ত্রে এই আবরণে আবৃত ভগবানের স্থূলরূপ বাহ্যত একটি স্বরূপ কল্পিত হয়। তাহা অব্যক্ত, নির্বিশেষ, আদি মধ্য-অন্তরহিত, নিত্য, বাক্য ও মনের অগোচর। এই দুই রূপই প্রাকৃত। সারগ্রাহী পণ্ডিত সকল ভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ ত্যাগ করিয়া অপ্রাকৃত রূপ নিত্য দর্শন করেন। অতএব নিরাকার ও সাকারবাদ উভয়ই অজ্ঞানজনিত ও পরস্পর বিবদমান। শুদ্ধ জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া তর্কনিষ্ঠ হইলে আত্মাকে 'নিত্য' বলিতে চাহে না। এ অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন শুদ্ধ অনুগত হইয়া স্ব-স্ব ভাব পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্বাণকে অনুসন্ধান করে। এই অসম্পূর্ণ চেষ্টার দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না।

[illegible]-
[illegible]।
আকৃষ্ট প্রেমেণ পদং পদং হরেঃ
পরমানন্দসুখমগ্নচিত্তঃ॥
(বাঃ ১০।২।২)

যে অবিদ্যাক, জ্ঞানজনিত মুক্তিকে যাহারা চরম ফল জানিয়া তাহার অনাদর করিয়াছেন, সেই জ্ঞানমুক্তাভিমানী পুরুষেরা অনেক কষ্টে পদ-সম্পদ প্রাপ্ত হইয়াও আবার অবনতি লাভ করিতে চ্যুত হন। মুক্ত হইয়াও অভিমান ত্যাগ হইতে পারে না। নির্বাণের চারিটী বিচার প্রদর্শ হইল।

১। ব্রহ্মনির্বাণই যদি আত্মার চরম পরিণতি হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে আত্মসৃষ্টি চেষ্টা কল্পনা করিতে হয়। কেন না, এরূপ অসৎ সত্তার উৎপত্তি না করিলে আর কিছু হইত না। ব্রহ্মের নির্বোধ করিবার জন্য মায়াকে সৃষ্টিকারী বলিলে ব্রহ্মের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হয়।

২। আত্মার ব্রহ্মনির্বাণে ব্রহ্মের বা জীবের কাহারও লাভ নাই।

৩। পরব্রহ্মের নিত্যবিলাস সত্ত্বে আত্মার ব্রহ্মনির্বাণের প্রয়োজন নাই।

৪। তত্ত্ব-জ্ঞানের উপাদানরূপ 'বিশেষ' নামক ধর্মকে নিত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের সম্ভাবনা হয় না। বিশেষের অভাবে ঐক্যের স্থাপন ও সংস্থাপনের অভাব হয়, বস্তুর অস্তিত্বে সংশয় হয়। 'বিশেষ' নিত্য হইলে আত্ম-ব্রহ্মনির্বাণ ঘটে না।

জ্ঞান ও প্রীতির সম্বন্ধ-বিধি জানিতে পারিলে আর কোন সন্দেহ-বিরোধ থাকে না। আত্মা আত্মার চেতন-ধর্মই উহার স্বরূপগত ধর্ম। চেতন-ধর্মের দুইটী বৃত্তি—১) বস্তু ও স্বরূপ-জ্ঞানাত্মক বৃত্তি, (২) রসাস্বাদনাত্মক বৃত্তি। প্রথম বৃত্তির নাম জ্ঞান। উহা স্বভাবতঃ শুষ্ক ও চিন্তাপ্রায়। দ্বিতীয় বৃত্তির নাম প্রীতি। বস্তু ও তদ্ধর্ম অনুভব সময়ে আস্বাদক-আস্বাদ্যগত যে একটি অপূর্ব্ব রসাস্বাদন হয়, রসাস্বাদক-বৃত্তির নাম—প্রীতি। উক্ত দ্বিবিধ বৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞান ও প্রীতির মধ্যে একটী ব্যাপক সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়, অর্থাৎ জ্ঞানরূপ বৃত্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, প্রীতি-বৃত্তি সেই পরিমাণে কম হয়। পক্ষান্তরে প্রীতি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, জ্ঞান-বৃত্তি সেই পরিমাণে কম হয়। জ্ঞানবৃত্তি অবলম্বন করিলে মূল চেতন বস্তুটী এক অবস্থায় থাকে, 'কত উচ্চ' নৈরাশ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া সম্পূর্ণ আনন্দ সিদ্ধ হয়। প্রীতিকে বা ভক্তিকে অবলম্বন করিলে জ্ঞান-বৃত্তি অনুকূল কোন দোষ হয় না, বরং সহকারিতা প্রয়োজনানুরূপ চৈতন্যভাব হইয়া প্রীতিরসের আস্বাদন রসকে বিস্তার করে। অতএব প্রীতি-বৃত্তিই জীবের একমাত্র প্রয়োজন।

অভিধেয়তত্ত্বে ভক্তিকে প্রধান সাধন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মহর্ষি শাণ্ডিল্য-কৃত ভক্তিসূত্রে এইরূপ সূচিত হইয়াছে,—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। ঈশ্বরে অতি উৎকট আসক্তিকেই 'ভক্তি' বলা যায়। জীবাত্মার পরমাত্মার প্রতি আনুকূল্যরূপ যে চেষ্টা তাহাই ভক্তির স্বরূপ। সেই চেষ্টা নির্বিশেষবাদে কল্পনা ও নির্বাণবাদে জল্পনা। পুনশ্চ নাস্তিকের চেষ্টা—কল্পনা। নিষ্কাম-কর্ম্মের চেষ্টা—জল্পনা। ভক্তি আত্মগত শান্তিরূপ ধর্মকে সাধন করে, অতএব উহাকে গীতি বলা যায় না। প্রীতির উদয় হইলে ভক্তির পরিপক্বতা হইল বুঝিতে হইবে।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভার অধ্যক্ষ প্রচারক 'ভক্তিশাস্ত্রী' শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ সেবা মহারাজ ও 'আচার্য্যবাসী' শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ মহারাজ শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তিতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে 'শ্রীকৃষ্ণ'-নাম শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়াছেন।

গত ২রা ফেব্রুয়ারী বুধবার মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত [illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে প্রচারকগণ দুই দিন বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্র যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্য ও শ্রেণী অপসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শনিবার ও ৫ই ফেব্রুয়ারী রবিবার সভাগৃহের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে 'শ্রীচৈতন্য শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। সভাতে প্রায় চার শত শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সভায় শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী, সাব্-ডেপুটী, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ রায়, হেডমাষ্টার শ্রীযুত [illegible] এবং 'শ্রীগৌ[illegible]' উপস্থিত ছিলেন।

নাস্তিকতা সাধুসঙ্গ সদাচারে শেষ। ভগবদ্ভক্ত সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ প্রধান
প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গুরুবিগ্রহ-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আদি চতুর্বিগ্রহ বিরাজ আছেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রকাশ্য দিবালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রভাতকৃত্য-দেবার্চ্চা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্ত গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অদ্বৈতভবনকল্পতরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিদ্যমান শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)
শ্রীনারায়ণীর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) কুলিয়াদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
বাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

১৭) কুমারহট্ট
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) বাগবাজার-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারায়ণগঞ্জ পোঃ ঢাকা, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বক্সীবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চরিবাড়, জেঃ মাহারাজপুর, ইষ্ট, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মহেন্দ্রপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
মঙ্গলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় দশাশ্বমেধ, বেনারস সিটি

৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
গোপালপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা।

(৪৩) নবেন্দু বিহারী মঠ
বর্ষাণ, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—দেবঘাট,
পোঃ ফেরোজ, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪নং ওয়েষ্টার্ন রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অগষ্টক্রান্তি বল ফিঃ বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাবস্থানের সেবা

(৫১) বালাজী-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহের সেবা

(৫২) ভক্তকুটী গৌড়ীয়মঠ
আলবরনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী
৫৫ সাক্ষীকুটী

(৫৬) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কটক, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) নারেখাম গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রচার-মন্দির
পোঃ বকুলতলা, পাঞ্জাব

(৬০) অমরবনকুঞ্জ মঠ
চিকলিয়া, পোঃ খাজুরবন্দর, মেদিনীপুর

(৬১) জগাই গৌড়ীয়মঠ
পোঃ জগাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ পাণ্ডবেশ্বর (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
চুচুড়া, পোঃ হুগলী, (বাংলা)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
২০১ নং স্পার্কস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
৫১, ক্লার্ক-রোড
ব্রাম্পটন, লণ্ডন, এস ই

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
২০৪ হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধরঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	[illegible]		[illegible]
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০		১৷৵
" সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৬৲		৫৲
এক কলম ১৪৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৷০	৩।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৩০৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যা [illegible]।

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে [illegible] মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের "[illegible]" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে প্যারিপ্যাটোর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিজ্ঞতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু নামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অভিজ্ঞতার সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৭৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের স্বোপার্জিত গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া এতাবৎ দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৫০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত প্রসিদ্ধ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible] মঠ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:o:———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় পরবিদ্যাভিজ্ঞ সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:o:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বিবিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-০৫	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ১	৮-৪৪	১০-৮	১৫-২৩	১৭ ২৮	১৯ ১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৭
(বদল) ছাঃ	১৩ ৫১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬ ০	১৬-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	১০-৪	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫০	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭ ৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮ ১৬	৯-২১	১২ ১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬	
ছাঃ	১৪-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭ ৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

পোঃ- শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
মায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে ফাল্গুন, ১৩৪৫, ৪ঠা মার্চ, ১৯৩৯, শনিবার [৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

চক্ষুরোগে সর্পবিষ

[illegible]

মাদ্রাজে মদ্য বর্জ্জনের ফল

[illegible]

[illegible]

বাঙ্গলায় ব্যাপক বিদ্যুৎ উৎপাদন

[illegible]

সুরের বর্ণ

[illegible]

[illegible]

গ্রামে চলচ্চিত্রের দ্বারা শিক্ষা-প্রচার

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

মঠের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল [illegible] সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] হইতে প্রকাশিত। [illegible] ভিক্ষা ৩ টাকা মাত্র।

২। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ — [illegible] সম্পাদিত বাংলা [illegible]। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা মফঃস্বলে ১৩, সহরে ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত — উৎকলভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। [illegible] গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী — শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:০:——

১। পণ্ডিতসাম্রাজ্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের সমালোচনা গ্রন্থ।)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে প্রায় ১০৮টি অধ্যায়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রশ্নোত্তরাকারে সঙ্কলিত সরল উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ।)

ভিক্ষা—৩, তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-লিখিত
এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-
চরিত্র প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

——

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—[illegible]
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮,
দশম স্কন্ধ — ৯,
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (সটীক) — ৬,
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — ৬
৪। নবদ্বীপ শতক (সটীক) — ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৷; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড ।৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড- ৸০; ২য় খণ্ড -১৷; ৩য় খণ্ড—১
৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল — ১৷
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা — ১।০
৯। [illegible] — ১৷
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার — ১৷
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২৷
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১৷
১৩। ভক্তিরত্নাকর (চতুর্থ সংস্করণ) — ।৷০
১৪। সাধকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible] — ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ — ।০
১৮। [illegible] — ।০
১৯। [illegible] — ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব — ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা — ।৶০
২২। [illegible]
২৩। শ্রীকৃষ্ণ-[illegible] ও শ্রীনবদ্বীপ-[illegible] (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) — ১৷
২৫। গীতা (শ্রীবিশ্বনাথ টীকা সহ) — ১৷
অবাঁধা) — ১
২৬। গীতার কেবল মাত্র অন্বয় — [illegible]
২৭। [illegible] (সাপ্তাহিক)
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সাপ্তাহিক) — ।০
২৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) — ৸০
৩০। [illegible] — ৶০
৩১। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা — ৸০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৶০
৩৫। [illegible] — ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶০
৩৭। [illegible] — ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু — ।০
৪০। শরণাগতি — ৴০
৪১। গীতাবলী — ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা — ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব — ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা — ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। [illegible] — ০/
৪৮। [illegible] — ৵১০
৪৯। [illegible] — ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) — ২৲
৫১। [illegible] — ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) — ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় — ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় — ।০
৫৫। [illegible] বা [illegible] — ।০
৫৬। [illegible] ও [illegible] — ৶০
৫৭। উপদেশামৃত (সানুবাদ) — ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] — ৶০
৫৯। [illegible] — ৶০
৬০। [illegible]

দেবনাগর ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] — ।০
৬৩। [illegible]
৬৪। [illegible]
৬৫। [illegible]
৬৬। গৌড়ীয়[illegible]
৬৭। [illegible] — ।৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] — ।০
৬৯। [illegible] — ।০
৭০। [illegible] — ৴০
৭১। [illegible] — [illegible] — ।০
৭২। [illegible] — ।৶
৭৩। [illegible]
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible] — ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] — ।০
৮১। সাধন-পথ — ।০
৮২। [illegible] — ৶০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

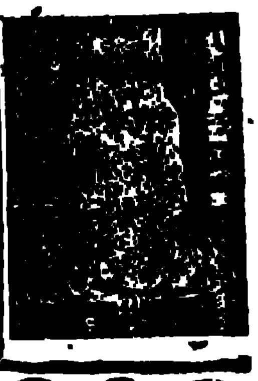

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ | ১৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫১, ২০শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৪ঠা মার্চ ইং ১৯৩৭, শুক্রবার | ৪র্থ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

গত ১লা মার্চ্চ বুধবার হইতে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠের আবির্ভাবকুণ্ড টোটা'মধ্যে প্রত্যহ বেলা ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা এবং রাত্রে ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমুখে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ পদ্মের সদুত্তর পাইয়া সকলেই পরিতৃপ্ত ও পরমানন্দিত হইতেছেন।

শ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমা

গত ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ বুধবার কলাপাবাসপ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীধাম পরিক্রমায় যাত্রিবৃন্দ দ্বীপ পরিক্রমা করিয়া চম্পাহট্ট শ্রীগৌরগদাধরমঠে মধ্যাহ্নকালে গমন করেন। পরেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার ... ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য" গ্রন্থ হইতে ঋতুদ্বীপ-মহিমা পাঠ করেন ও ত্রিদণ্ডিস্বামী ভক্তিসৌরভ বৈখানস মহারাজ ... তথায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। রাত্রে শ্রীমঠে বক্তৃতাদিমুখে হরিকথা আলোচনা হয়।

মেদিনীপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ—অবৈতনিক ব্রহ্মচারিগণ গত ২০শে মাঘ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গোকুলনগরনিবাসী সজ্জনবৃন্দ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় গমন করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় স্থানীয় এম্-ই স্কুল প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী "শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী গবেষণা-পূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর স্বামীজী মহারাজের আদেশে শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারীজী মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। উভয় বক্তৃতাই সর্ব্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে স্বামীজী মহারাজ 'গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া সকলকে আকৃষ্ট করেন।

গত ২৫শে মাঘ পূর্ব্বাহ্ণে বহু শ্রদ্ধালু ব্যক্তি বিভিন্ন স্থান হইতে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য স্বামীজী মহারাজের নিকট আগমন করেন এবং সকলে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তময় হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। ঐ দিবস রাত্রে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় ছয় শতাধিক ভদ্রলোক ও মহিলার সমাবেশ হইয়াছিল। "সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়" বিষয়ে স্বামীজী মহারাজ ও শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারীজী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শুনিয়া সভায় সকলেই আনন্দিত হন।

গত ২৬শে মাঘ উক্ত গ্রামে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের মুকুটমণি জগদ্গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ঐ দিবস প্রত্যূষে স্বামীজী মহারাজ ও ব্রহ্মচারিবৃন্দ গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ' প্রভৃতি গীতিসমূহ কীর্ত্তন এবং হরিকথা আলোচনামুখে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা সম্পন্ন করেন।

গত ২৬শে মাঘ অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় স্থানীয় এম্-ই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ একত্রিত হইয়া একটী সভার আহ্বান করেন। উক্ত সভায় "ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্য" বিষয় শ্রবণ করিবার ইচ্ছা করিলে স্বামীজী মহারাজ ও ব্রহ্মচারীজী ঐ সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। উভয়ের বক্তৃতাই বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। ঐ দিবস সন্ধ্যায় স্বামীজী মহারাজ প্রহ্লাদ-চরিত্রের বিষয় অতি প্রাঞ্জলভাবে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী রাগমুদ্র ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়াছেন।

গত ১৩ই মাঘ মুড়িয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুত হরিপদ প্রামাণিক মহাশয়ের সাদর আহ্বানে ব্রহ্মচারীজী তদীয় বাসভবনে গমন করেন। উক্ত দিবস তথায় 'বাগ্দেবী ও সরস্বতীপূজা' সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রযুক্তিমূলে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুত হরিপদ বাবু তথা সরস্বতীর অজ্ঞই যে একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আরও হরিকথা শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে প্রায় ৫০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রুদ্রদ্বীপ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

শান্তি ও মনোযুক্ত দর্শন করিলেন এবং অচিরেই এই নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শচীগর্ভ-সিন্ধুতে উদিত হইয়া রুদ্রদেবের মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন, জানাইলেন। রুদ্রদেব শ্রীগৌরসুন্দরকে বিবিধ বিচিত্র স্তবে আরাধনা করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবকে আলিঙ্গন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বিজ্ঞগণ বলেন, এই দ্বীপে নীললোহিতাদি একাদশ রুদ্র গৌরভজন করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'রুদ্রদ্বীপ' হইয়াছে। কৈলাস বাস এই রুদ্রদ্বীপের প্রভা মাত্র। অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়াদি যোগিগণ অপরাধবশতঃ অদ্বৈত-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধ্যানে রত হইয়াছিলেন। এই স্থানেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্রকৃপা লাভ করিয়া সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্য হইয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদের হৃদয়ে এই স্থানেই অনেক রুদ্রকৃপা সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাই তিনি শুদ্ধাদ্বৈত মতে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া গৌরসুন্দরের স্নেহভাজন হইয়াছিলেন।

"জীবের নিজের আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আশ্রয়-ভোগের অর্থাৎ কার্ষ্ণ-কিঙ্করত্বের অনুভূতিই সংজ্ঞান। গুরুবর্গের পরিচয়ের দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। হরি স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্ন, জীবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। চেতন-দর্শনই কৃষ্ণসেবাদর্শন। প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্জনসঙ্গই দুর্জ্জনসঙ্গপরিত্যাগরূপ নির্জ্জনতা।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ গোবিন্দ [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৫

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ভগবদ্দর্শনে ও ভগবদ্ধামে যাইতে হইলে সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধাযুক্ত হওয়া যাইতে হয়, নতুবা সেবাপরাধ হয়। ভগবদ্গৃহে যান বা পাদুকা অবলম্বন করিয়া যাওয়া অনুচিত। তবে শ্রীগুরু বৈষ্ণবের পাদুকা কিছু অপবিত্র নহে। তাহা বিষ্ণু মন্দিরে রক্ষিত ও সেবিত হইবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদুকা ভগবানের আসনের সহিতই একত্রে বসিতে পারেন।

মন কোথা হইতে প্রেরণা পায়? মনকে চালিত করেন কে? বিষ্ণুই। তবে মনোজাতির মধ্যে ঈশ্বরবিষয়ে যে ধারণা, তাহা ভ্রমপূর্ণ, কারণ বদ্ধজীব মনের দ্বারা যাহা চিন্তা করে, তাহা অসৎ।

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল, এই মন্দ—এই সব ভ্রম॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।১৭৬)

আত্মার বিচার না হইলে মনের বিচার সকলই অসৎ। 'প্রাণ' বলিতে 'বায়ু'কে বুঝায়। কিন্তু মুখ্যপ্রাণই বৈকুণ্ঠবায়ু, তাহা 'নাসিকা-বায়ু' নহে। প্রাণ হইতে বাক্যের উৎপত্তি।

অপ্রাকৃতস্থিতিবশতঃ জীবের অভক্ত্যনুদর্শন হয়। ভগবান্ বলেন—"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্"। শুদ্ধ ভক্তগণ ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলায় প্রবেশাধিকার পান; কিন্তু মনোধর্ম্মী নির্ব্বিশেষ বিচারে প্রবেশ করিবেই করিবে। বৈষ্ণবের মন, প্রাণ, বাক্য নিত্যবস্তুর উপাসনা করে; উহারা জড় নহে। ডাঃ রায় ০ ০ মহাশয়ের পঞ্চকৌলিন্যাদের বহু পূর্ব্বেও ভারতে ভক্তিধর্ম্মের কথা ছিল। ভক্তির কথা কালক্রমে আধুনিক লোকের আক্রান্ত হইলে আচার্য্যের প্রচারের অভাবে অভক্তির কথা উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীরাধা-কৃষ্ণ বা শ্রীগৌরসুন্দরের উপাসনা আধুনিক নহে, ইহা সনাতন।

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং
গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি
কৃষ্ণস্বরূপম্॥
(স্বরূপগোস্বামী প্রভুর কড়চা)

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহম্॥
(ভাঃ ২।৯।৩২)

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥
(ভাঃ ২।৯।৩০)

জ্ঞানের সহিত বিজ্ঞান না থাকিলে উহা নির্ব্বিশেষ জ্ঞান-মাত্র। তাহাতে ঋষি, ঈশ্বর সম্বন্ধজ্ঞান ভ্রম হইবে। Heno theism is a part and parcel of the knowledge of phenomenon. বিজ্ঞানসম্বদ্ধ জ্ঞান না হইলে উহা নির্ব্বিশেষ জ্ঞান হইয়া পড়িবে। নির্ব্বিশেষবাদ ভক্তি বেদান্তের তাৎপর্য্য নহে।

সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ॥
সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥
(ভাঃ ১২।১৩।১২,১৫)

In unalloyed theism Personal Godhead must be observed. শ্রীমদ্ভাগবতে 'অহমেব' শব্দদ্বারা ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে যাবতীয় প্রকারের বিচার হইয়াছে। যেই অর্থ—"জ্ঞানং মে পরমগুহ্যং" "[illegible]"। ভগবান্ বলিতেছেন— I am quite independent. "নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্", সৎ and অসৎ all have come out of Me. "গৃহাণ গদিতং ময়া" এখানে personality of God-head বলিতেছেন—'পরমং গুহ্যং বিজ্ঞানসমন্বিতং জ্ঞানং গৃহ্'। 'তদঙ্গং' অর্থে with all entourage অর্থাৎ সাধন ও পরিকরবৈশিষ্ট্য। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামীপ্রভু শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ১৬শ সংখ্যায় বলিয়াছেন—

"একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দ্ধা অবতিষ্ঠতে।" অর্থাৎ পরমতত্ত্ব এক। তিনি স্বাভাবিক অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত। সেই শক্তিক্রমে সর্ব্বদাই তিনি স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান—এই চারি প্রকারে অবস্থান করেন।

"গৃহাণ গদিতং ময়া" অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন—"আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি; তুমি ও আমি এক নই।" "গদিতং ময়া"—Do not formulate or don't speculate me, your aural reception only is wanted।

"যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ" এস্থলে আমার অনুগ্রহে আমাকে জানিতে পারিবে—" as I am." বেদান্তেরই ভগবত্তত্ত্ব অবতরণ করেন। যদি শ্রোতা না থাকিত, তবে আদৌ কীর্ত্তন হইত না। জ্ঞানবিরোধী মতসমূহ অধিকাংশ বিচারহত হইয়া আছে। কীর্ত্তন করা হয় কেন? বাক্য বলা হয় কেন? না,—বাক্য বলা হয়, অন্যের শুনিবার জন্য। যাঁহারা শুদ্ধকীর্ত্তনের পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্মরণ বা ধ্যানের পক্ষপাতী, তাঁহারা আরোহপন্থী। বহু meditatorএর ধ্যেয় পদার্থ সম্বন্ধ জড়। আরোহবাদীরা সকলেই empiricist, অপৌরুষেয় পুরুষোত্তমের এককথা বলিতে যাইয়াছেন। চতুর্থ বস্তু Godhead as manifestation. ব্রহ্মা, রুদ্র ও বর্ণন যে স্থলে নাই, তাহা নির্ব্বিশেষ; ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও তিনি [illegible] নহেন—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥
(ভাঃ ১।১১।৩৮)

"যাবানহং যথাভাবঃ" ইত্যাদি;—ভগবানের কৃপাবলে ব্রহ্মা তাঁহাকে জানিতে পারিলেন; "যাবানহং" এস্থলে "অহং" 1st person, 'তে' 2nd. personকে বলিতেছেন; আর 3rd. person [illegible]। পুরুষোত্তম ভগবান্ই হইলেন—1st. person.

"অজ্ঞান-মোহ"—এস্থলে ভগবান্ বলিতেছেন—'আমা হইতে সব সৃষ্ট হইয়াছে, আমি কালের অধীন নহি'; ঈশ্বর ও জীব কালের অধীন নহেন। এ জগতে পাঁচটি বস্তু আছে—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। উহার মধ্যে প্রথম তিনটি স্বরূপতঃ অসাধীন নহে। কর্ম্মের স্বরূপই—'প্রাগভাব বিনাশ চ'।

'অহম' বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। পরমাত্ম-সন্দর্ভে এসকল কথা আলোচিত হইয়াছে। পরমাত্ম-সন্দর্ভে distinctive reference to phenomenaই উক্ত হইয়াছে। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ লীলার বর্ণন কখনই জীবভোগ্য ব্যাপার নয়। বদ্ধজীব হরিনাম করিতে পারে না। হরিনাম গ্রহণ গুরু-চেষ্টাপেক্ষ [illegible]।

Historic reference denounce করিবার জন্য পণ্ডিতের কালাতীত্ব বলিত হইয়াছে। ভগবান্ বলিতেছেন—Unending timeএর পূর্ব্বে আমি ছিলাম। 'সদসৎ পরম্' অর্থাৎ existence ও non-existenceএর অতীত। ভগবানের অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি বলেন,—

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি।

Mindএর দ্বারা আত্মদর্শন করা যায় না। দেশ-কাল-পাত্রের considerationএ মনটি ব্যাধিগ্রস্ত, সুতরাং মন আত্মা হইতে পৃথক্। তাই শ্রীভাগবতে বাণী—

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত
চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো
যথা তমঃ॥
(ভাঃ ২।৯।৩৩)

বস্তু বাস্তব যাহার প্রতীতি আছে, কিন্তু বস্তুতে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাই মায়া। মায়াবাদিগণ ঈশ্বরকে প্রকৃতি বা মায়াকবলিত মনে করিয়াছেন; কিন্তু শ্রুতি বলেন—

"শক্তি শক্তিমতোরভেদঃ"

'অহম্ নীয়তে' ইতি মায়া। মায়াবর্ত্তে বা অজ্ঞানে থাকিলে ভগবানের লাভ হয় না। প্রাকৃতবাদীরা মূঢ়তাবশতঃ মায়াকেই হরি-হর-বিরিঞ্চিজননী বলিয়া থাকে। ভাগবত-সম্প্রদায়ের বিরোধমূলে ভাগবতের অনুকরণে 'দেবীভাগবত' প্রণীত হইয়াছিল। উহা কখনও ব্যাসদেব-প্রণীত নহে, পরন্তু কোনও বঙ্গ শাক্তবাদী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়া থাকিবে। মায়াবাদের ঈশ্বরতত্ত্বে confusion আসিবেই। তিনি ভগবানকে মিথ্যা বলেন, তিনি প্রকৃত বিচার

বহুকথা দিন। কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

ছাড়া কিছু করেন না। ভগবানের কথায় বাধা নাই। মায়া—বহিরঙ্গা বা অঘটনঘটনপটীয়সী। যাহারা সংসার চায়, মায়া তাহাদিগকে যন্ত্রণা দেয়; কিন্তু ভক্তের নিকট স্বরূপতঃ তিনি কৃষ্ণদাসী ভিন্ন আর কিছু নয়। মায়া বহুরূপিণী—চণ্ডিকা, বৈষ্ণবী, কালিকা, কাত্যায়নী ইত্যাদি। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর কথা অনুরূপ। আমরা মায়াকবলিত হইয়া পিতা, পিতামহ, মাতা, পিতা ইত্যাদি রূপে জগতে উপস্থিত হই। নিরাকার জ্ঞান বা জীবের মহাকিছু দ্বারা মায়াকে জয় করা যায় না।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥
(ভাঃ ১০।১৪।৩)

কেবলমাত্র ভগবদ্ভক্তির আশ্রিত ভক্তই মায়াকে অতিক্রম অর্থাৎ transcend করিতে পারেন। ভগবানের কৃপাতেই তাঁহার মায়া জয় করা যায়। যেমন—আলো আমাদের চক্ষুতে আসিয়া পড়িলে আমরা সমস্ত বস্তু দেখিতে পাই, তাহাকে এখন আর দেখি না, তদ্রূপ। ভগবানের সেবা ও কৃপা বাদ দিয়া নিজের চেষ্টায় নিরীক্ষণযোগ্য হওয়া যায় না। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু বলেন,—

[illegible]
[illegible]
কস্তু কস্যচিৎ॥

ভগবানের সেবা-ব্যতীত বৈরাগ্য ভগবানের লীলাকে বা ভক্তগোষ্ঠীকে বাধা দেওয়া যায়। ভগবানের বৈরাগ্য ব্যতীত এরূপ ভগবানের বৈরাগ্যময় মায়া অতিক্রম করা যায় না।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥
(গীতা)

যাহারা মনের কল্পনা-বশে মায়াকেও ভগবান্ বলেন, তাঁহারা মূঢ় ও বঞ্চিত। তাঁহাদের গান—

'ওরে মনপ্রাণ, একবার হৃৎকমলে নাচ দেখে দাঁড়িয়ে বাজাও বাঁশরী।' ইহার আদর্শ তেমনি উপযুক্ত—''ওহে শ্যাম হে, আমার মায়ের বাঁশী।'' কৃষ্ণ কখনও কালীরূপ ধারণ করেন, তিনি বস্তুতেই ইন্দ্রিয়ভোগ্য পদার্থের যোগানদার নহেন।

যাহারা আপাততঃ নীতিবাদী হইয়া কৃষ্ণ ও ভক্তের আচরণে দোষ দর্শন করে, তাহারা পাষণ্ড। কৃষ্ণ তাঁহার chastising rod উহাদের অজ্ঞানময় ethical principle এর উপর নিশ্চয় চালাইবেন।

ভগবান্ ভক্তের প্রেমাধীন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রেমে ঋণী। কৃষ্ণ নবদ্বীপে গৌরাঙ্গরূপ হইবেন উদাহরণস্বরূপ। Ethical principle মধুপুরী হইতে exiled হইবেন।

এতাদৃশের বিপ্রলম্ভ স্বর্গসম্ভ্রমাদ্যুতঃ।
অবধারিতেকোলাঃ যৎ ভাব মধুর
সর্বথা॥

অতএব ও ব্যতিরেক ভাবের অভাবেই আজকাল God-less education.

[illegible]
[illegible]

Transcendental বস্তুতে human conception carry করিতে হইবে না।

জহ্নুদ্বীপ

জহ্নুদ্বীপকে জাননগর বলে। এই স্থান বৃন্দাবন-লীলার দ্বাদশবনের অন্তর্গত 'ভদ্রবন'। এই স্থানে জহ্নুমুনি গৌরদর্শন লাভ করেন। জহ্নুমুনি একদিন এই স্থানে গঙ্গাতীরে বসিয়া সন্ধ্যা করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাগীরথী জহ্নুমুনির কোষাকুশি ভাসাইয়া লইয়া যান। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া জহ্নুমুনি গণ্ডূষে সমস্ত গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। ভগীরথ তাঁহার পিতৃপুরুষের উদ্ধারার্থ বহু তপস্যা করিয়া গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাই গঙ্গাদেবীর অদর্শনে ভগীরথের চিত্ত আকুল হইয়া পড়িল। তিনি প্রথমে ইহার কারণ স্থির করিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন। পরে জহ্নুমুনিকে দর্শন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকিলে মুনি সন্তুষ্ট হইয়া নিজ অঙ্গ হইতে গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তদবধি গঙ্গার একটী নাম জাহ্নবী হইয়াছে।

বিদ্যানগর এই দ্বীপের অন্তর্গত আর একটি স্থান। এই স্থান সর্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। ঋষিগণ এই স্থানের আশ্রয়ে অবস্থান করেন। সকল যুগের সকল ঋষিই এই স্থান হইতে বিবিধ বিদ্যা লাভ করিয়াছেন। এই স্থানে বাল্মীকি—কাব্যরস, ধন্বন্তরি—আয়ুর্বেদ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। এই স্থানে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য শিক্ষা করেন, ঋষিগণের প্রার্থনায় চতুর্মুখ ব্রহ্মা বেদচতুষ্টয় প্রকাশ করেন। এই স্থানেই কপিল—সাংখ্যশাস্ত্র, গৌতম ন্যায়শাস্ত্র, কণাদ বৈশেষিক শাস্ত্র, পতঞ্জলি যোগশাস্ত্র, জৈমিনী মীমাংসাশাস্ত্র, মহামুনি বেদব্যাস পুরাণাদি শাস্ত্র, নারদাদি ঋষিগণ পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র জীবগণকে উপদেশ করেন। এই উপবনেই ঋষিগণ দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীগৌরাঙ্গের আরাধনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপ মণ্ডলের শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইবেন জানিয়া দেবগুরু বৃহস্পতি ইন্দ্রসভা পরিত্যাগ পূর্বক নিজগণসহ গৌরসেবার্থ নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত এই বিদ্যানগরে শ্রীবাসুদেব-সার্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হন এবং তথায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

মোদদ্রুমদ্বীপ

——::•::——

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাব স্থান মামগাছি এই মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত। এখানে বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের অন্তর্গত শ্রীভাণ্ডীরবন। এই স্থান দর্শনে ভক্তগণের সেবামোদ বৃদ্ধি হয় বলিয়া বিদ্বদ্গণ ইহাকে মোদদ্রুমদ্বীপ বলেন। রামলীলায় ভগবান্ যখন বনবাসী হইয়াছিলেন, তখন এই স্থানে একটী মহাবটবৃক্ষতলে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছিলেন। এই স্থানের মোদদ্রুমদহে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত গৌর-নিত্যানন্দ শ্রীবিগ্রহগণের পূজা শ্রীচৈতন্য-মঠের সেবকগণ কর্তৃক হইতেছে। এই স্থান বিশেষ অন্তর্গত নহে। ইহা মাতৃপীঠ। এই মাতৃপীঠ হইতেই সমগ্র জগতে গৌরভক্ত-ভক্তিধারা প্রবাহিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এই স্থান গৌড়ের বৈভব। এই মোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীবাস-পণ্ডিতের মা'নারায়ণীর পিত্রালয় ছিল। এখানে গৌরপার্ষদ শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ অদ্যাপি বিরাজিত আছেন।

এই মামগাছি গ্রামে এক ব্রাহ্মণ-বংশীয় বিপ্র বাস করিতেন। যে দিন শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অবতীর্ণ হন, সেই দিন এই বিপ্র মিশ্রভবনে উপস্থিত ছিলেন। গৌর প্রকটোৎসব-দর্শনে বিপ্র স্থির করিলেন,—"নিশ্চয়ই আমার প্রভু রামচন্দ্র নিজ কৃপাবশতঃ প্রাকৃত কারণ প্রচ্ছন্নভাবে জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে তনয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই শিশু কখনই প্রাকৃত নহে; প্রাকৃত শিশুর মধ্যে এরূপ অলৌকিক লক্ষণসমূহ থাকিতে পারে না। মিশ্র ও তৎপত্নী মায়ায় মর্ত্যজীবলায় মজেন। ইঁহারাও দশরথ-কৌশল্যার অনুরূপ, সন্দেহ নাই।" বিপ্র এরূপ চিন্তা করিতে করিতে শিশুরূপকে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিয়া নিজ ভবন মামগাছিতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু তাঁর প্রভু এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইলেন এবং নিজ ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের চরণকমলযুগল ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বপ্নে গৌরসুন্দর তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। স্বপ্নে বিপ্র তাঁহার ইষ্টদেবকে গৌরমূর্তিতে দর্শন করিতেছেন, এমন সময় আবার সেই মূর্তিকে রামচন্দ্ররূপে দর্শন করিয়া বিস্ময়াপ্লুত হইলেন এবং গৌরচন্দ্রের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। গৌরসুন্দর তাঁর ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নিজ তত্ত্ব জানাইয়া স্বপ্নে ভক্তের নিকট এই তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

রুদ্রদ্বীপ

——::(•)::——

রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, উদ্ধারণপুর, শংকরতলা প্রভৃতি এই রুদ্রদ্বীপের অন্তর্গত। রুদ্রগণ গৌরচন্দ্রের অবতার প্রকটিত হইবেন জানিয়া শ্রীরুদ্রদেবের সহিত উল্লসিত হইয়া পূর্ব হইতেই এই স্থানে নিজগণসঙ্গে আগমন করিয়া সদাশিব প্রভুর সংকেতে গৌর-চরিত্র কীর্তন করিতে থাকেন। গৌরনাম কীর্তন করিতে করিতে প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া গৌরসুন্দর যে কালে এই স্থানে অদ্ভুত নটন-লীলা আবিষ্কার করিলেন, তখন সাক্ষী দেবীরা উল্লসিত হইয়া বৈষ্ণবের পাদপদ্ম প্রেমভরে কম্পিত ও পুলকিত হইতে থাকে। এই অদ্ভুত নর্তন-কীর্তন দর্শন করিয়া স্বর্গ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে থাকেন। তাঁহাদের অন্তরে এই আনন্দ সর্বদা প্রবাহিত হউক—এ সময়ে পূর্ব জীবন উদ্ধারের পথ হইল। নবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন। আমরা এইরূপ রুদ্রদ্বীপ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব যখন গৌরগুণগানে আনন্দিত হইয়া যখন নৃত্য করিবেন, তখন দেবতাদের ক্রন্দন বিদীর্ণ হইত। শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবের এই প্রকার

(অবশিষ্ট ...শ পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

নামধারী সাধুসঙ্গ সর্বনাশের কথা। অসদ্বৃত্তি সাধুসঙ্গে সর্বনাশ হয়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ, গোপালের আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ভাগবতাদি গ্রন্থাগার আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ১৩১৮ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্দশ-বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ভারতের পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইনি গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনন্তবুলকুমার শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইডাঙ্গা -(শ্রীগঙ্গানগরের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) ভক্তকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদমারি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) সুন্দ্র গৌড়ীয়মঠ

২৪ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মতবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওনং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চরিয়ার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

গয়া রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশঘাট, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সদানন্দ মঠ,

পোঃ বিন্দাচল, মীর্জাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) শ্রীরাধাকুণ্ড-কুসুমকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনপাড়ী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং প্যাটেল রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কাম্বালাহিল

বন্ধ, ফিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মাদ্রাজ, মাদ্রাজ

শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরাধাবিনোদবিহারীর সেবা

(৫১) কাবুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরাধা-বিনোদবিহারীর সেবা

(৫২) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সাক্ষীগোপাল

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

কটক, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) ভুবনেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ বরগড়, সম্বলপুর

(৬০) শ্যামসুন্দরানন্দ মঠ

চৈতন্যনগর, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বালেশ্বর, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

চুঁচুড়া, পোঃ চুঁচুড়া, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং সিস্টেম ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, হার্টফোর্ড

ম্যানশন, লণ্ডন, ৫ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ চিৎপুর রোড, দিল্লী (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিজ্ঞানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীপ্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া প্রকা[illegible]

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়			: পৃষ্ঠায়
১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম	২য় দিনে
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ।০	।৵০		।০
" " ইঞ্চি ২৲			১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১৩৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৬৲	১২৷০
অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যা [illegible] মূল্য [illegible]।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক [illegible] প্রাকৃতিক শোভায় ও স্বাস্থ্যকর। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা থাকায় আহার ও বোর্ডিং খরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। [illegible] ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুর্দশবর্ষপূর্ত্তি বিরহ-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা হইতে, শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সম্পাদিত পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার [illegible] সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে সজ্জিত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, গ্রন্থ-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদি দ্বারা শোভিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বাংলাবাজার, পোঃ [illegible], ঢাকা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা [illegible] টাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত "গৌরব" নামক ভূমিকার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু [illegible] শিক্ষা ও চরিত্র আনুপূর্ব্বিকভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নবকিশোর অধিকারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের স্রোতস্বিনী এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও জনসাধারণের জীবনোদ্দেশ্য-লাভে দক্ষ হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩ অধ্যায়ে ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দের সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সমস্ত গৌড়ীয় মঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্গের আদেশক্রমে সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান্ শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১৭০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ভারতীয় পাক্ষিক ইংরাজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় রুগ্ন, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বঙ্গের মধ্যে ইহার কার্য্যকারিতা অত্যন্ত অধিক। পিতার প্লীহা যকৃৎ কামলায় এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর সুলভ।

৭১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ০৬	৭-২৭	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৩	২২ ২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩১	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৩	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭ ১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১ ১০		১৮-১৩		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৪৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৭ ৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫	৯ ২৫		১৩-৩০	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১৮	
ছাঃ	৬-২৬ ৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৫	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ		১০-৪৬			১৭ ৩১		
(বদল) ছাঃ		১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮ ১৬ ৯ ২১	১১ ১	১২-১৬	১৪-১৩	১৯-১০	২১-৪১	২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

শ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম—শ্রীমায়াপুর—নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ২১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৫২, ২১শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৫ই মার্চ ইং ১৯৩৯, রবিবার } ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গস্তোত্রম্

(১)

সর্ব্বপ্রভিস্তুত্যপগীতকীর্ত্তিঃ
প্রধানজীবাত্মপ্রভুঃ স্বতন্ত্রঃ।
বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলবিগ্রহস্ত্বং
প্রসীদ মন্দে ময়ি গৌরচন্দ্র!

(২)

বিশুদ্ধ জন্মস্থিতিভঙ্গহেতু-
র্ব্রহ্মাণ্ডকোটীপরমেশ্বরস্ত্বম্।
স্বয়ম্ভুশম্ভ্বাদ্যনুবন্দ্যপাদঃ
প্রসীদ মন্দে ময়ি গৌরচন্দ্র!

(৩)

সর্ব্বাবতারী ভগবান্ স্বয়ং ত্বং
কৃষ্ণঃ পরংব্রহ্ম পরাৎপরস্ত্বম্।
বরাভয়ং তাবকতারমূর্ত্তিঃ
প্রসীদ মন্দে ময়ি গৌরচন্দ্র!

(৪)

বিবেকবৈরাগ্যজপাজপন্মো
যোগব্রতত্যাগতপোহরাগঃ।
স্বরাজমানর্দ্ধিতভক্তভাবঃ
প্রসীদ মন্দে ময়ি গৌরচন্দ্র!

(৫)

অনাদিকালং তব পাদপদ্মং
বিস্মৃত্য জীবান্ বহুদুঃখযুক্তান্।
সংরক্ষিতুং ত্বং করুণাবতারঃ
প্রসীদ মন্দে ময়ি গৌরচন্দ্র!

(৬)

স্বভক্তিবৈরাগ্যবিবেকশিক্ষা-
প্রদানহেতোঃ সুবিশুদ্ধভাবঃ।
প্রেমোর্ম্মিভির্ভাসি পাবসি ত্বং
প্রসীদ মন্দে ময়ি গৌরচন্দ্র।

(৭)

ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-সুধা-সমুদ্রঃ
কারুণ্যসিন্ধুঃ পতিতৈকবন্ধুঃ।
বিভাসি রাধাঙ্গরুচঃ চোরঃ
প্রসীদ মন্দে ময়ি গৌরচন্দ্র!

(৮)

সুতপ্তকার্ত্তস্বরদেহকান্ত!
মহোর্ম্মিতপ্রেমতরঙ্গকান্ত!
কোটীন্দুবিভ্রাজিমুখারবিন্দ!
প্রসীদ মন্দে ময়ি গৌরচন্দ্র!

(৯)

অপারসংসার-সমুদ্রবিষ্টঃ
কামাদিকুম্ভীরবিভীষিতঃ।
ত্বৎপাদপোতং শরণং প্রপন্নঃ
প্রসীদ মন্দে ময়ি গৌরচন্দ্র!

(১০)

পাপাপরাধাযুতকোটিপূর্ণে
ত্রিতাপদাবাগ্নিভুজঙ্গদষ্টে।
কৃপাবতার! প্রিয়দীনবন্ধ!
প্রসীদ মন্দে ময়ি গৌরচন্দ্র!

(১১)

যাচে ন রাজ্যং ন সুরাধিপত্যং
ভুক্তিং ন মোক্ষং ন চতুর্বিধঞ্চ।
ভক্তিবিতর্ক্য যদি দেহি নাথ!
প্রসীদ মন্দে ময়ি গৌরচন্দ্র!

(১২)

চৈতন্যচন্দ্রায় দয়ামমায়
শ্রীগৌরদাসেন সমর্পিতং যঃ।
স্তোত্রং পুমান্ ভক্তিযুতঃ প্রপাঠেৎ
গৌরাঙ্গভক্তিং লভতে ধ্রুবং সঃ॥

শ্রীগৌর-করুণা

(শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিশ্রেয়ঃ ভক্তিশাস্ত্রী)

(১)

দুঃখের জলধি ঘোর এ মায়া সংসারে।
নানা মতবাদগ্রাহ ঘেরিল আমারে॥
বদন বিস্তারি আসে বিষম কুম্ভীর।
উপায় না দেখি আর কাঁদিয়া অস্থির॥
বাণী-সুদর্শন ল'য়ে নাশিবারে ভয়।
শ্রীগৌরকরুণা আজি হ'য়েছে উদয়॥

(২)

ঐ মহা মায়িক জড় অভিলাষী।
জড়-গুণ-উপাসক সত্যার্থ-বিদ্বেষী॥
নাস্তিক চার্ব্বাকজন চার্ব্বাকো ঘোরে।
ছলিয়া গ্রাসিতে আসে মায়াসিন্ধু ঘোরে॥
বাণী-সুদর্শন ল'য়ে নাশিবারে ভয়।
শ্রীগৌরকরুণা আজি হ'য়েছে উদয়॥

(৩)

ও-ই যে ক্ষণিকবাদী শূন্য উপাসক।
চেতনচৈতন্যহীন পাষণ্ড বঞ্চক॥
বেদ পারপন্থী নাকাদাপণ তার্কিক।
গ্রাসিতে আসিছে বৌদ্ধ কপট নাস্তিক॥
বাণী সুদর্শন ল'য়ে নাশিবারে ভয়।
শ্রীগৌরকরুণা আজি হ'য়েছে উদয়॥

(৪)

ও ই জড় উপাসক সাজিয়া মহান্।
ধাইয়া আসিছে মহা তার্কিক মহৎ॥
সেথা'য়ে কাপট্যপূর্ণ বৈরাগ্য আশ্রয়।
চর্ব্বণ করিতে আসে মানবের শির॥
বাণী সুদর্শন ল'য়ে নাশিবারে ভয়।
শ্রীগৌরকরুণা আজি হ'য়েছে উদয়॥

(৫)

নিরীশ্বর নিত্যসাঙ্খ্যবাদী সাংখ্যকার।
প্রকৃত বেদার্থবাদ ত্যাজ্য হয় যার॥
জড়া প্রকৃতিরে বলি জগৎ কারণ।
গ্রাসিতে আসিছে ও-ই বাদ্দানি বদন
বাণী-সুদর্শন ল'য়ে নাশিবারে ভয়।
শ্রীগৌরকরুণা আজি হ'য়েছে উদয়॥

(৬)

ও-ই আসে পাতঞ্জল মহা ভয়ঙ্কর।
জগতের যোগ-ত্রাস কারে নিরন্তর॥
স্থাপিয়া স্বরূপত্ব করি ঈশ্বরে।
ও ই আসে গ্রাসিবারে পদস্রষ্ট নরে॥
বাণী-সুদর্শন ল'য়ে নাশিবারে ভয়।
শ্রীগৌরকরুণা আজি হ'য়েছে উদয়॥

(৭)

কেবল অদ্বৈতমত নিত্যাপলাপ।
হরিদ্বেষী স্রোতবাণী বিবর্ত শঙ্কর;
মায়াবাদী দল নির্বিশেষ প্রকৃত।
জগতের ত্রাস এই বহু দুঃখহেতু
বাণী সুদর্শন ল'য়ে নাশিবারে ভয়।
শ্রীগৌরকরুণা আজি হ'য়েছে উদয়॥

(৮)

জড়ীয় পদার্থবাদী শ্রেষ্ঠ বলে।
সকল উপাসক হই ঈশ্বরবলে,
নিরাকার হই সর্ব্বস্ব লয়ে।
নাশ করিবারে আসে ধর্ম্মদ্বেষী।
বাণী সুদর্শন ল'য়ে নাশিবারে ভয়।
শ্রীগৌরকরুণা আজি হ'য়েছে উদয়॥

(৯)

বেদের তাৎপর্য্যমূল করি নিকৃন্তন।
ধাইয়া আসিছে পুনঃ মায়া সকল
ঈশ্বর কল্পের মত কহিছে পণ্ডিত,
শ্রীহরিচিন্তনলীলা বাধে আবরিয়া॥
বাণী সুদর্শন ল'য়ে নাশিবারে ভয়।
শ্রীগৌরকরুণা আজি হ'য়েছে উদয়॥

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

"জীবের নিজের আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আশ্রয়-তত্ত্বাংশের অর্থাৎ কার্ষ্ণ-কিঙ্করত্বের অনুভূতিই সম্বন্ধজ্ঞান। গুরুবর্গের পরিচর্য্যার দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। হরি স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্ন, জীবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। চেতন-দর্শনই কৃষ্ণভোগাদর্শন। প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্জনসঙ্গই দুর্জ্জনসঙ্গরাহিত্য-রূপ নির্জ্জনতা।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ গোবিন্দ সর্ব্ব বাসুদেব গৌরাব্দ ৪৪৫

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

নদীয়া উদয় গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয়।"

আজ শ্রীশ্রীগৌরপ্রকটপৌর্ণমাসী—গৌড়দেশবাসী গৌরভক্তবৃন্দের হৃদয় আজ মহামহোৎসবে পরিপূর্ণ, তাঁহাদের শুদ্ধ চিত্তগগন কৃষ্ণের আনন্দসিন্ধুপ্লাবনে আজ সমগ্র জগৎ প্লাবিত। আজ বৃন্দাবিপিনের একদিকে যেমন মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যপ্রকোষ্ঠে সম্ভোগরসময় রসিকশেখর গোপীজনবল্লভ-গোবিন্দের—গোবিন্দানন্দিনী গোবিন্দমোহিনী গোবিন্দসর্ব্বস্ব সর্ব্বকান্তাশিরোমণি—সমস্ত পরা ঠাকুরাণী পরদেবতা শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর নিত্যোল্লাসাবেশে একাত্মভাবে-যুক্ত দোদুল্যমান হইয়া লীলাবিলাসোল্লাস, আর একদিকে তেমনই ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্য-প্রকোষ্ঠে "শ্রীরাধিকানবীন প্রণয়মহিমা কিরূপ, কৃষ্ণের অপূর্ব্বমাধুর্য্য 'ইহা যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ এবং কৃষ্ণপ্রেমের সেই অদ্ভুত মাধুর্য্যের অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি সুখের উদয় হয়",—এই বিষয়ত্রয়ে লোভযুক্ত—'রাধিকার কৃষ্ণপ্রেমের আশ্রয়ের ভাব-বিভাবিত হইয়া পুঞ্জীভূতস্বর্ণাভকলেবর-বিলম্বিত গৌরকৃষ্ণরূপে বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন-লীলা—"কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাঁহা করোঁ কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক।" বলিয়া মর্ম্মভেদী করুণাবিলাপ। শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমের উভয় প্রকোষ্ঠের এই উভয়-লীলাই যুগপৎ অননুভূতপূর্ব্ব পরমবিস্ময়োৎপাদক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যপূরপ্রকাশক হইলেও ঔদার্য্যলীলায় মাধুর্য্যলীলারসের চমৎকারিতা অত্যুজ্জ্বলরূপে জোতিত বলিয়া ঔদার্য্যেরই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হয়। স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনই পরমৌদার্য্য বিস্তার করিয়া—মহাবদান্য হইয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক যে নিজভজন-রহস্য উদ্ঘাটন করেন, সেই রহস্যে প্রবিষ্ট হইতে না পারিলে—শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের মহা-বদান্যলীলা উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাঁহার নিত্যোজ্জ্বললীলার কোন চমৎকারিতাই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে না, পরন্তু জড়সম্ভোগরসে উন্মত্ত হইয়া আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে। এজন্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা হইলেও শ্রীগৌরজন্মযাত্রার অধিক চমৎকারিতা গৌরভক্তগণের উপলব্ধির বিষয় হয়। বিপ্রলম্ভই সম্ভোগরসের পরিপোষ্টা বলিয়া শ্রীগৌরপ্রকটপূর্ণিমার এত ঔদার্য্য গাম্ভীর্য্য।

কৃষ্ণলীলা বুঝাইবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণই গৌড়দেশে অবতীর্ণ হওয়ায় গৌরলীলানুস্মরণই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। কৃষ্ণলীলায় যেমন শ্রীমদনমোহন সম্বন্ধাধিদেবতা, শ্রীগোবিন্দ — অভিধেয়াধিদেবতা এবং শ্রীগোপীনাথ—প্রয়োজনাধিদেবতা, গৌরলীলায়ও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্বন্ধাধিদেবতা, শ্রীবিশ্বম্ভর অভিধেয়াধিদেবতা এবং শ্রীগৌরহরি—প্রয়োজনাধিদেবতা। শ্রীগৌরহরি — স্বভজন-বিভজন প্রয়োজনাবতারী। যিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তি-সম্পত্তি—অনর্পিতচরী জগৎকে অযাচক করুণাবশতঃ দান করিবার জন্যই মহাবদান্য-রূপে কলিযুগে অবতীর্ণ। তাঁহার এই অবতার পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার— এই বহুবিধ অবতারের অন্তর্ভুক্ত নহে, তিনি সর্ব্বাবতারাবতারী, সর্ব্বাংশী; কিন্তু এই কলিতে তাঁহার অবতার বড় গূঢ় বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাকে 'ছন্নাবতার' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভাগবত বলিয়াছেন—

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥

(ভাঃ ৭।৯।৩৮)

[প্রহ্লাদ বলিয়াছেন—হে কৃষ্ণ, তুমি এই প্রকার নর, তির্য্যক্, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদিরূপে লোকদিগকে পালন কর এবং জগৎশত্রুগণকে বিনাশ কর, হে মহাপুরুষ, তুমি কলিকালে যুগানুরূপ নামকীর্ত্তনধর্ম্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে। এইজন্য তোমার নাম 'ত্রিযুগ'। কেন না, ছন্নাবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না।]

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ তাঁহার 'ভাবার্থ-দীপিকা'য় বলিয়াছেন—

"কলৌ তু (মৎস্যাদিবৎ) ন করোষি, যতস্তদা ত্বং ছন্নোঽভবঃ; অতস্ত্রিষ্বেব যুগেষ্বাবির্ভাবাৎ স এবং ভূতস্ত্বং ত্রিযুগ ইতি প্রসিদ্ধঃ।"

ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন বিচার করিলেন—

"চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তিদান।
ভক্তিবিনা জগতের নাহি অবস্থান॥
সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি।
বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাম্ নামসংকীর্ত্তন।
চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাম্ ভুবন॥
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান' না যায়।
এই ত' সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায়॥
যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥"

শ্রীভগবান্ চিন্তা করিলেন—"এ যাবৎ আমি প্রেমভক্তি জগৎকে বিতরণ করি নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জগতে লোকে বিধিভক্তিতে আমাকে ভজন করে; কিন্তু আমার পরমভাব যে ব্রজভাব তাহা বিধিভক্তিতে পায় না। বিধিভক্তিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল। ঐশ্বর্য্যভাবে প্রেম শিথিল হয় অর্থাৎ প্রেমে গাঢ়তা থাকে না। সুতরাং ঐরূপ প্রেমে আমি প্রীত হই না। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহারা সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য-রূপ মুক্তিচতুষ্টয় লাভ করত বৈকুণ্ঠে গমন করেন। ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ সাযুজ্য মুক্তি বিধিভক্তগণও প্রার্থনা করেন না। কিন্তু প্রেমভক্তি পাইলে উক্ত চারিপ্রকার মুক্তিকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তগণ আমার সেবাসুখ লইয়া থাকেন। সেই প্রকার বিধিভক্তির অতীত প্রেমভক্তি জগতে প্রচার করা আমার কর্ত্তব্য। আমি কলিযুগের ধর্ম্ম যে নামসংকীর্ত্তন, তাহা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গাররসের সহিত জগৎকে দিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইব, নিজেও ভক্তভাব গ্রহণ করত স্বীয় আচরণদ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিব। * * * নামসংকীর্ত্তনরূপ যুগধর্ম্ম ও ব্রজপ্রেম এই দুইটি প্রচার করিবার জন্য আমি প্রকট হইতে ইচ্ছা করিতেছি। যদিও যুগধর্ম্ম প্রচারকার্য্য অংশাবতার দ্বারা হইতে পারে, তথাপি পূর্ণভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমি ব্যতীত ব্রজপ্রেম-প্রচার আর কেহই করিতে পারে না।"

এই ভাবিয়া স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের অব্যবহিতপরবর্ত্তী কলির প্রথম সন্ধ্যায় ১৪০৭ শকে ফাল্গুনীপূর্ণিমা তিথিতে স্বাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ-সমন্বিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দররূপে গৌড়দেশে পূর্ব্বদেশে বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীমায়াপুর মহাযোগপীঠে শচী-জগন্নাথমিশ্রগৃহে চন্দ্রগ্রহণের ছলে জগৎকে হরিনাম লওয়াইতে লওয়াইতে নাম-সংকীর্ত্তনমধ্যে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের এই বেদগোপ্য অবতারের কথা ভুক্তিকামী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি আধ্যক্ষিকগণ কুতর্কোন্মত্ত হইয়া বুঝিতে পারিবেন না, নানা সংশয়-ভারাক্রান্ত হইয়া ও গৌরহরির ভগবত্তা ও তৎপ্রবর্ত্তিত ভজন-বিচার-সম্বন্ধে নানা কূট তর্ক উত্থাপন পূর্ব্বক গৌরভক্তগণকে অযথা আক্রমণ করিবেন। আমরা তাঁহাদিগের ন্যায় অশ্রদ্ধধান ব্যক্তির সহিত বৃথা বাক্য-ব্যয় করিয়া আমাদিগের ভগবদ্ভজনের অমূল্য সময় নষ্ট করিতে বা তাঁহাদিগের কুতর্কানলের ইন্ধনস্বরূপ হইয়া তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ বিধান করিতে আদৌ প্রস্তুত নহি। শ্রীগৌরতত্ত্ব অবিতর্ক্য, দুর্জ্ঞেয়, দুর্বিগাহ, সসীম মানবমেধার খণ্ডজ্ঞানগম্যের সুদূরপরাহত বস্তু তিনি। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয় হতভাগ্য মানব-মনীষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদিগের বিচারশক্তি একেবারেই লোপ করিয়াছে, তাই অধোক্ষজবস্তুকে তাঁহারা অক্ষজজ্ঞানে পরিমাপ করিতে গিয়া নানাপ্রকার বিচার-বিভ্রাট উপস্থিত করেন। কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধেও আধ্যক্ষিকগণের ঐরূপ নানাপ্রকার অদ্ভুত সিদ্ধান্তের কথা কিছু নূতন নহে। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের ন্যায় অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিতও একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাপ্রেমবিলাস সাক্ষাদ্ভাবে দর্শন করিয়াও তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাই তাঁহার ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচার্য্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

'ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত' যাহার।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥
যদ্যপি জগদ্গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ নাহিক তোমাতে।
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে॥
জানিয়া ভজন করে যেই মহাজন। তাঁর তুল্য নাহি কেহ বৈষ্ণব সুজন॥

ইহাতে দেখিবে সব ঈশ্বর-লক্ষণ।
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন॥
তবু ত' ঈশ্বর-জ্ঞান না হয় তোমার।
'ঈশ্বরের মায়া' এই বলি ব্যবহার॥

এত সকল কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম যখন বলিলেন—আচার্য্য তুমিই যে ঈশ্বরের কৃপা পাইয়াছ, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে আচার্য্য বলিলেন—"পরমতত্ত্ব বিষয়ে যে জ্ঞান, তাহাকেই 'বস্তুজ্ঞান' বলে, সেই বস্তুতত্ত্বজ্ঞানই ঈশ্বরের কৃপার প্রমাণ। বহির্ম্মুখজন তাঁহাকে দেখিলেও দেখে না। ঈশ্বরের কৃপার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। তিনি যাঁহাকে নিজ কৃপা দ্বারা স্বরূপ দেখাইবেন, তিনিই তাঁহাকে বুঝিতে পারিবেন। বস্তুবিষয় ব্যতীত অন্য বিষয় অবলম্বনে বস্তুজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই। কৃপা-ব্যতীত তাঁহার দর্শন বা বস্তুজ্ঞান হয় না। যাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়া কৃপাভিক্ষু হইয়াছেন এবং ইতর জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে বুঝিবার চেষ্টা করেন না।" ইহা শুনিয়া সার্ব্বভৌম হাস্যসহকারে শাস্ত্রজ্ঞাভিমানে নানাপ্রকার শাস্ত্রযুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন —"হাঁ, চৈতন্যদেবকে একজন মহাভাগবত বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু 'ভগবান্' কোন ক্রমেই বলা যায় না। কেননা, কলিকালে বিষ্ণুর কোন অবতার নাই, এ জন্য শাস্ত্র বিষ্ণুর 'ত্রিযুগ' বলিয়া একটি নামের কথা বলিয়া থাকেন।" সার্ব্বভৌমের ন্যায় পণ্ডিতের এইরূপ বিচার-শ্রবণে গোপীনাথ অন্তরে বড়ই দুঃখ অনুভব করিয়া বলিলেন —"সার্ব্বভৌম, তুমি নিজেকে খুব শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অহঙ্কার করিতেছ বটে, কিন্তু শাস্ত্র-মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত যে দুই প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ, সেই দুই গ্রন্থবাক্যে তোমার আদৌ মনোযোগ নাই। কলিযুগে শ্রীভগবানের লীলাবতার নাই সত্য, এইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলিয়াছেন, কিন্তু প্রতিকলিযুগেই যে কৃষ্ণের যুগাবতার হয়, তাহা তোমার তর্কনিষ্ঠ-হৃদয় বিচার করিয়া উঠিতে পারে না।" এই কথা বলিয়া শ্রীগোপীনাথাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতের সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ শ্লোকসমূহ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং
কৃষ্ণতাং গতঃ॥
(ভাঃ ১০।৮।১৩)

গর্গ ঋষি নন্দ মহারাজকে কৃষ্ণের নামকরণ-হেতু বর্ণন-মুখে তাঁহার অন্যান্য অবতার ও অবতারিত্ব বলিতেছেন—"হে মহারাজ, প্রতিযুগে তনু (বিগ্রহ) ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ আপনার এই শিশু-স্বরূপ তোমার এই পুত্রের পূর্ব্বে শুক্ল, রক্ত এবং পীত—এই তিনটি বর্ণ ছিল, ইদানীং তিনি কৃষ্ণত্ব (কৃষ্ণবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন।" শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এসম্বন্ধে তাঁহার 'ক্রমসন্দর্ভে' এইরূপ বলিয়াছেন—"ইদানীম্ এতদবতারাস্পদে ... দ্বাপরে 'কৃষ্ণতাং গতঃ' উক্তাভ্যাং শুক্লরক্তাভ্যাং সত্য-ত্রেতাগতাভ্যাং ... পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া।"—'ইদানীং' অর্থাৎ বর্ত্তমান অবতার-কালরূপে বর্ণিত দ্বাপরযুগে 'কৃষ্ণত্ব (কৃষ্ণবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন' এই উক্তি নিবন্ধন এবং সত্য ও ত্রেতাযুগে শুক্ল ও রক্তবর্ণের প্রাপ্তি-হেতু ভগবানের পূর্ব্ব পূর্ব্ব (কলিযুগে পীতবর্ণ ধারণপূর্ব্বক সেই সেই) অবতারকে উদ্দেশ করিয়াই এই (কলিযুগাবতারে গৃহীত) পীতবর্ণের অতীত কালত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে।

"শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ—এই তিন দ্যুতি।
সত্য, ত্রেতা, কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগমপুরাণের মর্ম্ম॥"
(চৈঃ চঃ আ ৩।৩৭-৩৮)

বিদেহরাজ নিমি যখন নবযোগেন্দ্রকে প্রশ্ন করিলেন,—

"কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিং বর্ণঃ
কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে
তদিহোচ্যতাম্॥"

অর্থাৎ "ভগবান্ শ্রীহরি কোন্ কালে, কোন্ বর্ণ ও কীদৃশ আকারবিশিষ্টরূপে কোন্ নামে, কোন্ বিধি অনুসারে মানবগণের নিকট পূজিত হইয়া থাকেন, তাহা বর্ণন করুন।" তখন শ্রীকরভাজন মুনিবর তাঁহাকে বলিলেন,—

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু
কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥
(ভাঃ ১১।৫।২০)

অর্থাৎ "হে রাজন্! সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই চারিযুগে ভগবান্ শ্রীহরি বিবিধ বর্ণ, নাম এবং আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিধানানুসারে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।" অতঃপর মুনিবর সত্য ও ত্রেতাযুগের অবতার-কথা কীর্ত্তন করিয়া দ্বাপরযুগের অবতারসম্বন্ধে বলিতেছেন,—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা
নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।২৭)

অর্থাৎ দ্বাপরযুগে ভগবান্ পীতবসন, চক্রাদি নিজ আয়ুধসমূহ, শ্রীবৎস প্রভৃতি চিহ্ন এবং কৌস্তুভ প্রভৃতি লক্ষণে বিভূষিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অতঃপর শ্লোকদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূজাদির কথা বলিয়া পরবর্ত্তি-শ্লোকে বলিতেছেন,—

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥
(ভাঃ ১১।৫।৩১)

অর্থাৎ "হে রাজন্, দ্বাপরযুগে এই প্রকারে মানবগণ জগদীশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন, সম্প্রতি নানাতন্ত্রবিধানানুসারে কলিযুগের আরাধনার কথা শ্রবণ করুন" এই কথা বলিয়াই বলিতেছেন,—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-
পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥
(ভাঃ ১১।৫।৩২)

অর্থাৎ "যিনি 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তন-পর কৃষ্ণোপদেষ্টা অথবা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধানতৎপর, যাঁহার 'অঙ্গ'— শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতপ্রভুদ্বয় এবং 'উপাঙ্গ'—তদাশ্রিত শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তগণ, যাঁহার 'অস্ত্র'—হরিনাম-শব্দ এবং পার্ষদ— শ্রীগদাধরদামোদরস্বরূপ-রামানন্দ-সনাতন-রূপাদি, যিনি কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' অর্থাৎ পীত (গৌর), সেই অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধোগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।"

কলিযুগের আরাধনার কথা বলিয়াই 'কৃষ্ণবর্ণং' শ্লোকদ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত স্পষ্টরূপেই কলিতে সংকীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে সংকীর্ত্তনদ্বারা আরাধনার কথা বলিয়াছেন। এই শ্লোকের পরবর্ত্তী "ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নং" ও "ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজং" শ্লোকদ্বয়েও অতি স্পষ্টরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্তুতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী "এবং যুগানুরূপাভ্যাং ভগবান্ যুগবর্ত্তিভিঃ। মনুজৈরিজ্যতে রাজন্ শ্রেয়সামীশ্বরো হরিঃ॥" এই শ্লোকেও ভগবান্ শ্রীহরির প্রতিযুগে মানবগণকর্ত্তৃক যুগানুরূপ নাম এবং মূর্ত্তি অনুসারে পূজিত হইবার কথা আছে। ইহার পরবর্ত্তিশ্লোকে সঙ্কীর্ত্তননাথ শ্রীগৌরসুন্দর যে কলিতে আবির্ভূত হন, সেই কলিযুগের মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ
সারভাগিনঃ।
যত্র সঙ্কীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বঃ স্বার্থোঽভিলভ্যতে॥
(ভাঃ ১১।৫।৩৬)

অর্থাৎ "হে রাজন্! এই কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরির নামকীর্ত্তন-দ্বারাই সর্ব্ব-যুগের সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ লাভ হয় বলিয়া গুণগ্রাহী আর্য্যগণ এই যুগের প্রশংসা করিয়া থাকেন।" "কলেদোষনিধে রাজন্" (ভাঃ ১২।৩।৫১) "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং" (ভাঃ ১২।৩।৫২) শ্লোকের অন্তর্গত "দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ" ... কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাৎ কেশবম্॥" ইত্যাদি অসংখ্য শাস্ত্রবাক্যে নামসংকীর্ত্তনই যে কলিযুগের একমাত্র ধর্ম্ম, তাহা বর্ণন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের কথা অতি স্পষ্টভাবেই বলিয়া রাখিয়াছেন। মহাভারত দানধর্ম্মে ১৪৯শ অধ্যায়ে বিষ্ণু-সহস্রনামপ্রসঙ্গে মুনি বেদব্যাস স্পষ্টভাবেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা বলিয়াছেন,—

"সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥"

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন,—

"সুবর্ণবর্ণ, গলিত হেমবৎ অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গঠন, চন্দনমালা-শোভিত—এই চারিটি গৃহলীলার লক্ষণ। সন্ন্যাসাশ্রম, হরিভক্তালোচনরূপ শমগুণবিশিষ্ট, হরি-কীর্ত্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠতারূপ কেবলা-দ্বৈতবাদি অভক্তনিবৃত্তিকারিণী শান্তিপর মহাভাবপরায়ণ।"

উপপুরাণেও শ্রীব্যাস-প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বচন এইরূপ শ্রুত হয়—

অহমেব ক্বচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ
পাপহতান্নরান্॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৩।৮২ দৃষ্ট)

অর্থাৎ "হে ব্রহ্মন্ কোন কোন কলিযুগে আমি সন্ন্যাসাশ্রম অঙ্গীকারপূর্ব্বক পাপহত মানবসকলকে হরিভক্তি প্রদান করিব।" "এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতে "ছন্নঃ কলৌ," "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো", "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং" ইত্যাদি বাক্যে, মহাভারতে "সুবর্ণবর্ণ" ... বচনে, "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ", "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং" ইত্যাদি বেদবাক্যে, "মৎপ্রিয়া আবির্ভবিষ্যন্তি" ... এবং "অহমেব" ইত্যাদি উপপুরাণবাক্যে চৈতন্য-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়াছে।"

"সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কলিতে অবতার নাই।
অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুষ্ঠান॥
দেখিয়া না দেখে তত অভক্তের গণ।
উলূক না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥"
(চৈঃ চঃ আ ৩।৮৪-৮৫)

'কর্ম্মচক্ষে যেরূপ সূর্য্য' কিরণ দেখিতে না পাইয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে না, তদ্রূপ অভক্তের দল।

ঐ অহঙ্কারমত্ত-সীমানা হইতে চিরকালই বঞ্চিত থাকিবে এবং নিজেদের অজ্ঞতা-জন্য অনুপলব্ধিদ্বারা বাস্তবসত্তার অনস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চাহিবে। স্বতন্ত্র বস্তুদেবের অধোক্ষজ ভগবান্ বাসুদেব আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব বা নিগ্রহে তাঁহার প্রকাশ কিছুতেই উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না। রাজস ও তামসগুণ-বিশিষ্ট অসুরপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ অজ্ঞান-বশতঃ হইয়া অধোক্ষজবস্তু বিষয়ক কোন প্রকৃতসত্যধারণাই উপনীত হইতে পারে না, নাস্তিক্য-সংশয় অশ্রদ্ধা-সমূহ নির্গুণ-জীবব্রহ্মবাদ পর্য্যন্তই আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা, দূরে স্থিত পুরুষোত্তম-তত্ত্বের কোন সন্ধানই তাহারা রাখিতে পারে না। আত্মারামগণের শরণাগতি অধোক্ষজ-পাদপদ্মের প্রসাদলাভেচ্ছু পরমার্থ-পথের পথিকের নিকটই শ্রীপুরুষোত্তম ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহার বাস্তবসত্যস্বরূপ প্রকট করেন; একমাত্র তাঁহারাই অহৈতুকী কৃপাবলে পাঞ্চরাত্রিকের বাসুদেব, নারায়ণ, সীতারাম, দ্বারকেশ, মথুরেশ ও ব্রজেশ কৃষ্ণের ক্রমশঃ স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়।

"আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে॥
অলৌকিক ভাব কৃষ্ণ কভু নাহি ছাড়ে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥"

(চৈঃ চঃ আ ৩।৮৮-৮৯)

কৃষ্ণ তাঁহার ভক্তদের নিকট আত্ম-গোপন করিতে পারেন না। অতএব অসুর-স্বভাব ব্যক্তি কখনই কৃষ্ণকে জানিতে পারে না। মায়াবাদী, কর্ম্মঠ, কুতার্কিক নিন্দক, পাষণ্ডী ও অধমাধম—ইহাদের নিকট কৃষ্ণ চিরকালই আত্মগোপন করিয়া থাকেন। যাঁহারা শ্রীভাগবতের ১ম অধ্যায় ও পদ্মপুরাণের 'কো বৃন্দাবনে?' প্রভৃতি শ্লোকোক্ত বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের কথা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন,—আসুরিক স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ও তাহাদের প্রতি কৃষ্ণ স্বয়ং বা কি শাস্তি বিধান করিয়াছেন। যাঁহারা "কৃষ্ণ মানি, গৌর মানি না বা গৌর মানি, কৃষ্ণ মানি না" ইত্যাদি অসঙ্গত কথা বলিতে গিয়া ভগবদ্ভক্তের অন্তরে ব্যথা দেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাদিগকে কখনই ক্ষমা করেন না। তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তদ্রূপ পাষণ্ডের ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

"এই সব না মানে যেবা,
করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি॥
পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।
বেদধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তা'তে দৈত্য
করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে
জানি॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৮।৭-৯)

"যেরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভজন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বা ঔদাসীন্যবশতঃ জরাসন্ধাদির বেদমার্গে বিষ্ণুপূজাও আসুর-ধর্ম্মে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তদ্রূপ অনুচিন্তন বা চৈতন্যদাস্য বিমুখ হইয়া জীবের যে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা, উহাও উৎপাতময় আসুরধর্ম্ম বা অবৈষ্ণবতা মাত্র।"

যিনি শ্রীকৃষ্ণকে জানাইয়া দিবার জন্য, জীবের অপরাধ ঘুচাইয়া নিরপরাধে শুদ্ধনামগ্রহণপূর্ব্বক প্রেমধনলাভের যোগ্যতা-প্রদানের জন্য, ব্রজের নিগূঢ় ভাণ্ডারের উন্নতোজ্জ্বল-মধুর-রসের সন্ধান দিবার জন্য, নিজে আচরণ করিয়া ভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়ের ভাবকান্তি-সহ অবতীর্ণ হইলেন, হে জীব! সেই জগদ্‌গুরুরূপী গৌরসুন্দরকে ছাড়িয়া তোমার কৃষ্ণভজন বা দেবতান্তর-ভজন-চেষ্টা অতীব বিড়ম্বনামাত্র। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" এমন পতিতপাবন দয়াল ঠাকুরের প্রতি পরাঙ্মুখ হইও না। বৃন্দাবনবাসী শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন-নিমিত্ত ঐ দেশ, বিশ্ববাসী সকলকেই কি প্রকার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন,—

"অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥"

(চৈঃ চঃ আ ৮।১৩)

হে জীব! কুতর্কজালসমূহ বিপ্রলম্ভ-প্রধান কুতর্ক ছাড়িয়া দাও, "অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ-তত্ত্বজ্ঞানে"—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" এই সকল কথা একটু স্মরণ করিয়া বুঝিবার চেষ্টা কর; উহার পাদপদ্মের সেবার দিকে একটুকু অগ্রসর হইতে চেষ্টা কর, একটুকু সেবোন্মুখ হও, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে তাঁহার তত্ত্ব জানিবার অনুকূল সুযোগ প্রদান করিবেন, তোমাকে অভয় সংবাদ দান করিবেন, তোমাকে তাঁহার সচ্চিদানন্দস্বরূপ দর্শন করাইবেন। যে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একদিন মহাপ্রভুকে বেদান্ত শুনাইয়া তাঁহার সম্মুখে কথা কহিতে গিয়াছিলেন, সেই সার্ব্বভৌম শেষে কি প্রকারে মহাপ্রভুর স্বরূপ দর্শন পাইয়া, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে লুণ্ঠিত হইয়া আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন—মহাপ্রসাদ, গোবিন্দ, নামব্রহ্ম ও বৈষ্ণবে কি প্রকার অপ্রাকৃত বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখ। অতঃপর "বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥ কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥" প্রভৃতি সার্ব্বভৌমকৃত স্তব গৌরভক্তগণের কণ্ঠহার হইয়া আছে। গৌরকৃপাপ্রাপ্ত সার্ব্বভৌম প্রেমভক্তির প্রতি এতাদৃশ অনুরাগবিশিষ্ট হইয়াছিলেন যে, একদিন শ্রীমদ্ভাগবতের 'তত্তেঽনুকম্পাং' শ্লোকের 'মুক্তিপদে' পাঠটিকেও পর্য্যন্ত 'ভক্তিপদে' বলিয়া পাঠ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু 'মুক্তিপদ'শব্দে 'মুক্তি পদে যাঁহার' এই অর্থে 'সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। সার্ব্বভৌম ভক্তিশব্দের প্রতি কি প্রকার উল্লাস প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভুকে আনন্দ দিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই চিন্তনীয় বিষয় হউক। সহস্র সহস্র মায়াবাদী সন্ন্যাসীর গুরু প্রকাশানন্দ সরস্বতী একদিন কি প্রকারে মহাপ্রভু-চরণাশ্রিত হইয়াছিলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখ। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ববিচারে 'জ্ঞানে প্রয়াসং' পর্য্যন্ত উক্ত হইলে মহাপ্রভু আর তাহাকে বাহ্য বলেন না। তখন 'এহো হয়' বলিয়া তাহা স্বীকারপূর্ব্বক তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিকে ক্রমশঃ সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিরাজ্যের ক্রমোন্নত উপলব্ধির যোগ্যতা প্রদান করেন। ব্রজভাব-বিতরণে একমাত্র গৌরসুন্দর ব্যতীত আর কাহারও সামর্থ্য নাই। সুতরাং হে শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনগণ, আপনারা কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হউন। গৌরাভিন্নতনু শ্রীল প্রবোধানন্দসরস্বতীপাদের ভাষায় আমরা আজ সকাতরে আপনাদিগকে নিবেদন করিতেছি—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ, সকলমেব বিহায় দূরা-
দ্গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥"

আপনারা সকলেই গৌরচন্দ্রচরণে আত্মনিবেদন করুন। 'জয় গৌরসুন্দর' রবে বিশ্বভুবন মুখরিত হউক, বিশ্বের প্রতি গৃহে গৃহে তুমুল হরিধ্বনি উত্থিত হউক; কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, ধৃতব্রতী তাঁহাদের স্ব-স্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনযজ্ঞে গৌরনামস্রোতে আত্মাহুতি প্রদান করুন।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥"

"সাক্ষাৎ ভগবান্ অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ভক্তবর্গের সকল অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করান। অতএব ভক্তবর্গের মধ্যে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীশচীজগন্নাথ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রকট হইয়াছিলেন। আচার্য্য প্রকট হইয়া দেখিলেন, সকল সংসারই পাপপুণ্যে কলুষিত ও কৃষ্ণভক্তিহীন। জীব-সকল বিষয়-ভোগ করিতেছে, কিন্তু যাহাতে ভবরোগ দূর হয়, এমত কৃষ্ণভক্তিকে তাহারা স্পর্শও করে না।" করুণ হৃদয় আচার্য্য জীবের এরূপ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দেখিয়া লোকের কিসে মঙ্গল হয়, তাহা চিন্তা করিয়া বিচার করিলেন—"যদি কৃষ্ণ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া নিজে ভক্তি আচরণপূর্ব্বক প্রচার করেন, তবেই জীবের উদ্ধার হয়। কলিতে নাম-সংকীর্ত্তন-ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। কিন্তু 'কোন কালে হৈবে কৃষ্ণ-অবতার', ইহাই ত' চিন্তার বিষয়! তখন স্থির করিলেন,—"শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন। নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন॥' কিন্তু 'কৃষ্ণ প্রসন্ন হইবেন কোন্ আরাধনে' তাহা বিচার করিতে গিয়া এই শ্লোকটি তাঁহার মনে পড়িল—

"তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো
ভক্তবৎসলঃ॥"

এই শ্লোক বিচার করিতে করিতে শ্রীআচার্য্য "গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ॥ কৃষ্ণের আহ্বান করেন করিয়া হুঙ্কার। এমতে কৃষ্ণের করাইল অবতার॥" ধর্ম্মের সেতুস্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র এইরূপে ভক্তের ইচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তাই পরম-ভক্ত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনায় মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইলেন। এস্থলে "ভক্তের ইচ্ছায় প্রভুর সর্ব্ব-অবতার" এই কথাটি ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধার করিয়াছেন,—

"ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥"

(ভাঃ ৩।৯।১১)

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এ শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—) "হে নাথ, তুমি ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়ন-পথে সর্ব্বদা বিরাজ কর। ভক্তিযোগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে তুমি সর্ব্বদা অবস্থান কর। হে উরুগায়, ভক্তগণ হৃদয়ে তোমার যে 'নিত্য-স্বরূপ' বিভাবনা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাক।" সুতরাং ভক্তি ব্যতীত ভক্তিবশ্য ভগবান্‌কে পাইবার আর অন্য

কোন উপায় নাই—'ভক্তিদেবৈবং নয়তি ভাক্তাদৈবেনং দর্শয়তি ভাক্তবশঃ পুরুষঃ'।

শ্রীগৌরসুন্দর অদ্যাপি সপার্ষদে তাঁহার নিত্যসংকীর্তন-লীলা-বিলাসস্থলী এই শ্রীধামে সংকীর্তনলীলা করিতেছেন—"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।" আমাদের চক্ষু বিষয়ধূলায় অন্ধ হইয়াছে, কর্ণদ্বার বিষয়কথায় রুদ্ধ হইয়া আছে, অন্তর বিষয়চিন্তায় বিভোর হইয়া আছে, তাই সেই পরতত্ত্বের কোন বিক্রমই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না, ফলে ক্রমশঃ সেই অপ্রাকৃত-লীলায় অবিশ্বাস আসিয়া আমাদিগকে নরকের পথে লইয়া যাইতেছে। গৌরজন-মুখে গৌরকথারূপে আমাদিগের নিখিলকাল যাপনের বিচার আসিতেছে না, তাই এখন প্রেমদাতা মহাবদান্য ঠাকুরের প্রেমময়-লীলারস আস্বাদন হইতে আমরা চিরবঞ্চিত হইয়া পড়িতেছি। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর সংকীর্তন স্থানগুলি শ্রীবাস-অঙ্গনের মৃদঙ্গ-করতালধ্বনিসহ নিখিলভুবনপাবন উচ্চসংকীর্তনরোল—শ্রীগৌরসুন্দরের অভূতপূর্ব নগরসংকীর্তনলীলা এখনও বন্ধ হইয়া যায় নাই। অদ্যাপি শ্রীগৌরসুন্দর সমগ্রনবদ্বীপ বেড়িয়া মহাবেশে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন। গুরুদেব কৃপাদান ও যোগমায়া কৃপা করিয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখ হইতে আবরণ উন্মোচন করিলেই নিতাইয়ের অপূর্ব সৌন্দর্য্য, সপার্ষদ শ্রীমহাপ্রভুর অপূর্ব সংকীর্তনবিলাস—সমস্তই আমাদের সেবোন্মুখ নেত্রের নিকট প্রকটিত হইবেন। তখন আমরা বুঝিতে পারিব, গৌরগতপ্রাণ গোস্বামিগণ, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যধাম, নিত্যনাম ও নিত্যলীলাসম্বন্ধে যে সমস্ত বাণী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে, প্রাকৃত কবির কল্পনামাত্র নহে, সকলই পরম সত্য—নিরপেক্ষ বাস্তব সত্য।

শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদগৌরসুন্দরাচার্য্যের আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বর্ষে বর্ষে মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে যে গৌরজন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে, এরূপ [illegible] ভাবময় সংকীর্তন-মহামহোৎসব—পাণ্ডবোৎসব আর কুত্রাপি বা কদাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না। এক শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রকটিত খেতুরীর উৎসবের কথা শুনা যায়; তৎপরেই বর্তমানযুগে শ্রীধাম মায়াপুরের এই উৎসব। মহাপ্রভু নিত্যভক্তিবিরোধ ও অপরাধ কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না, একমাত্র যেখানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসংকীর্তনমধ্যে মহাপ্রভুর আবাহন হয়, সেখানেই স্বয়ং সপার্ষদ মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব হইয়া থাকে, মহাপ্রভু সেখানে সপার্ষদে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সংকীর্তন নর্তন বিলাস প্রকট করেন; অন্যথা যেখানে প্রাকৃত চক্ষুকর্ণ-তর্পণ নৃত্য গীত বাদ্যাদির ও রসনেন্দ্রিয়-তর্পণকর ভূরিভোজনের আয়োজন হয়, সেখানে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ মহোৎসবের পরিবর্তে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণোৎসবই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণলীলার অষ্টম অনুকরণে ভোগিদেরা, রং ঢং দিয়া ছোকরা লইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পরস্পরে রং খেলা, রসগানপ্রবণকীর্তন, থিয়েটার বায়স্কোপে কৃষ্ণলীলা বা গৌরলীলা দর্শনের নামে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ ইত্যাদি নানাপ্রকার ভক্তিপ্রতিকূল সিদ্ধান্তবিরোধ আজ ভারতের [illegible] হইতেছে। কোথায় শুদ্ধনির্ম্মলভাগবতধর্ম প্রেম, আর কোথায় অদ্ভুত কামের তাণ্ডব! শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদধারাশ্রিত শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী সজ্জন ঐ সকল অপরাধ সিদ্ধান্ত হইতে কোটি কোটি যোজন দূরে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধগৌরকৃষ্ণভক্ত গৌরনিত্য নামসংকীর্তনে সমগ্র নবদ্বীপমণ্ডল মুখরিত করিতেছেন। তাঁহারা সর্বদা নবদ্বীপ [illegible] একটি দীর্ঘ পরিক্রমা করিয়া শ্রীনবদ্বীপক্ষেত্রে মহাযোগপীঠে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সপ্তাহব্যাপী শ্রীগৌরজন্মোৎসবের অধিবাস-কীর্তনোৎসব সম্পাদন করিয়া আজ অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গমহিমা-কীর্তনমুখে শ্রীগৌরজন্মোৎসবে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন; আমরা তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের নখপ্রভায় [illegible] হইয়া তাঁহাদের শ্রীমুখ-কীর্তিত শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গ-গুণগাথায় যোগদান করিতে পারিলেই আমাদের জীবনকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারিব, শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গ [illegible] তখন আমাদিগকে প্রচুর কৃপাশীর্বাদ বিতরণ করিবেন।

শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাসলীলার অভিনয় করিয়া নীলাচলে গমন করিলে গৌরগতপ্রাণ গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ যেমন দিন গণিতেন, কবে রথযাত্রা আসিবে, কবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণপ্রভুকে দর্শন করিবেন, শ্রীভক্তিবিনোদধারাশ্রিত সেবকগণও সম্বৎসর ধরিয়া সেইরূপ দিন গণিতে থাকেন, কবে ফাল্গুনী পূর্ণিমা আসিবে, কবে তাঁহারা শ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদান করিবার সৌভাগ্য বরণ করিবেন। বহু দিনের অদর্শনের পর সতীর্থগণের সঙ্গে শ্রীগৌরধামে মিলিত হইয়া কত মনের কথা আলাপ করিবেন। প্রত্যহ এই সময়ে আমরা শ্রীধামে সমাগত হইয়া, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া, তাঁহার শ্রীমুখে গৌরকথা শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ না কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতাম, আজ আমাদেরই দুর্ভাগ্যদোষে তাঁহার সেই প্রকটলীলা হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। তবে আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় বর্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ ও নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম শ্রীল গোস্বামি-প্রভু আমাদিগের প্রতি প্রচুর কৃপাপরবশ হইয়া আমাদিগকে শ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী শ্রবণের প্রচুর সৌভাগ্য প্রদান করিতেছেন। আজ তাঁহার অনুগত শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গের [illegible] আমাদের শ্রীগৌরজন্মোৎসবে যোগদান সার্থক হউক, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীগৌরজন

(পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ 'বিদ্যাবিনোদ')

গোলোকের গুহ্যতম গৌরলীলার প্রাকট্যের পর চারিশত বৎসর পূর্ণ হইল। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার সমস্ত পার্ষদ লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, আমরা চারিশত বৎসর পরে কি করিয়া তাঁহাদের সন্ধান করিতে পারি, কি প্রকারে বা শ্রীগৌরসুন্দরের ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের দর্শন-সৌভাগ্য আমাদের লাভ হইতে পারে? শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং তাঁহার মহাবদান্যলীলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা চমৎকারিতাপূর্ণ ও পরমৌদার্য্যময়ী এক লীলা আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার নিত্যপ্রকটলীলার দর্শন পতিত জীবের নিকট সর্বদা প্রকাশিত হইতে পারে।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরারায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

—এই পদের মধ্যে 'ভাগ্যবান্' শব্দটির দ্বারা কে বা কাহারা লক্ষিত হইয়াছেন? তাঁহারাই "ভাগ্যবান্", যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রকটলীলায়ও উহার প্রকটলীলার মত দর্শন পাইবার অধিকার পাইয়াছেন। সেই অধিকার দান করিতে পারেন কে?—একমাত্র গৌরনিজজন। শ্রীগৌরসুন্দর যুগে যুগে তাঁহার নিজজনগণকে গোলোক হইতে ভূতলে প্রেরণ করিয়া যে কল্যাণ সাধন করেন, তাহাই [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের চরম ও পরম করুণা।

শ্রীগৌরসুন্দর [illegible] লীলায় [illegible] যুগে নিজজনগণকে প্রকাশ না পাঠাইলে, গৌরকথার দ্বারা, মহাজনগণের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ না রাখিলে, তবে তাঁহার "উদারলীলা" নাম সার্থক হইত না; তাঁহার অবতার কোন বিশেষ স্থান, কাল ও পাত্রের মধ্যে আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার 'ঔদার্য্যবিগ্রহ' নাম ব্যর্থ হইয়া যাইত। কিন্তু আমার ন্যায় নির্গুণ, পতিতাধম, বিষয়বিষ্ঠাগর্তের কীটের পক্ষে চারিশত বৎসর পরে বা সহস্র সহস্র যুগ পরেও যে মহাবদান্যলীলার প্রত্যক্ষ করিবার অবকাশ প্রাপ্ত হইতেছে বা প্রাপ্ত হইবে, সেই কথার মধ্যে [illegible]—ভাগবতগণের '[illegible]' সংগোপনে অনুস্যূত হইয়াছে।

শ্রী[illegible] প্রকৃত অনুষ্ঠান হইলে, তখন আমরা শ্রীগুরুদেবের [illegible] হইতে পারেন। [illegible] দর্শন হয় না। [illegible] আপনার [illegible] যে, [illegible] লইয়া জগতে অবতীর্ণ। শ্রীগৌরলীলা হইতে শিক্ষা দিয়াছেন যে, কেবল বিষয়-[illegible] সেবার অভিনয়ের দ্বারা বিষয়-বিমুক্তের সন্ধান হওয়া যায় না। আশ্রয়-বিগ্রহ-সম্বন্ধে বিষয়বিগ্রহের সেবাই প্রকৃত [illegible] বা [illegible]। এক [illegible] বা একজন [illegible] উভয়েই গৌরজনের [illegible]।

মায়াবদ্ধজনগণকে আদর্শবাদী (Idealist) গণ "ভাল মানুষ" মনে করিয়া [illegible] অনুকরণ করিলেই [illegible] বা জড়-[illegible] ইহার বিচারে [illegible]—এই উভয় বিচারের দ্বারাই গৌরজনের প্রকৃতস্বরূপদর্শন হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ-[illegible] আমাদিগকে গৌর-জনগণের সেবার অধিকার প্রদান করেন, আবার শ্রীগৌরজনগণ আমাদিগকে তাঁহার [illegible]—শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য-[illegible] করিয়া রাখেন। [illegible] ও [illegible] উভয়ের [illegible]—শ্রী[illegible] একমাত্র [illegible] হয়। শ্রীগৌরজনের [illegible] শ্রীকৃষ্ণ [illegible] হইলেই বাস্তবিক [illegible] হয়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাশ্রিত শ্রীরূপ[illegible] [illegible] সেবা [illegible] প্রতিযুগেই [illegible] হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের [illegible] করেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে [illegible] প্রতিষ্ঠিত করেন। [illegible] শ্রীচৈতন্য-[illegible] প্রকাশ করিয়াছেন, আবার শ্রী[illegible] প্রকাশিত হইয়া [illegible] করিয়া থাকেন। এই যুগে শ্রী[illegible] অনুগত না করিয়া কেবল [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবতের পূজা করিলে অনর্থ অফল, অকল্যাণ, অথবা [illegible] 'প্রাকৃত'-এর পূজামাত্র হয়। একমাত্র শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ [illegible] চৈতন্য-নিজজনের আনুগত্য লাভ ইহাই শ্রীভক্তি-বিনোদধারার শিক্ষাসার।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-মূলমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আদি চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক-প্রদর্শনী প্রকাশ্যস্থানে আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, মহাপ্রভু-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং মঠ বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইনি গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গোস্বামীর দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোঁকপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা –(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়ি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

২৪ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সরভোগ, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাপাঃ বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ নবিহার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—রাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সংকেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাশ্রী,

পোঃ ডোডোয়ান, জেলা গুজরাত (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং ওয়ারম্যান রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাবিনোদবিহারীর সেবা

(৫১) মাধবানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

গদগদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্নাশ্রম

পোঃ বড়দড়া, পঞ্জাব

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চকদিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জমাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জমাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিনুকুরা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং স্পার্কস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ক্রাইস্টরোড

গ্লাপটন, লণ্ডন, ড ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ ষ্টেটে রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, কাব্যস্বামী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
হারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম ৩৲	২৲		২৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৫৲	৩৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

মাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
	৫৲
	২৸০
	১৲

সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:*:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::*::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিনবভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———::(*)::———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃপঞ্চাশত্তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, প্রমাণ-শাস্ত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে বিলাতীর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ, নরিষা, পোঃ ওয়াড়ী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য- মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অভিনবভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(*)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিকড় প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৬১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩-০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২	
ছাঃ	১৪-২০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫			৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩		৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮		১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৫৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ				১১-০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৫

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৭

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪৫, ৮ই মার্চ, ১৯৩৯, বুধবার [৭ম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ঢাকা আরিচা রাস্তা

নদীয়া বাখরগঞ্জ পাটচাষ মণ্ডলীর মৌলবী আব্দুল মালেক বিভাগ পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দিয়াছেন—

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ এই অভিমত জ্ঞাপন করিতেছে যে, ঢাকা-আরিচা রাস্তা এই বৎসরের মধ্যে অবিলম্বে পাকা করিয়া মোটর গাড়ী চলাচলের উপযুক্ত করা হউক।

কংগ্রেস-কার্য্যকরী সভা

কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু অধিকাংশ ভোটের জোরে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া আগামী ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে পুনরায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায়, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণ উহার সভ্য হইয়া, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, শ্রীমতী নাইডু, খান আব্দুল গফুর প্রভৃতি তেরজন সদস্য-পদ ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু জ্বর ও বক রোগে শয্যাগত। এ সময় এ ঘটনায় অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন।

বঙ্গ ও আসামে অস্থায়ী লাট

আসামের গভর্ণর স্যার আর, এন, রিড, বাঙ্গালার অস্থায়ী গভর্ণরের পদে এবং বাঙ্গলা গভর্ণমেন্টের চিফ সেক্রেটারী মিঃ জী. সি. টুইনাম, আসামের অস্থায়ী গভর্ণর পদে নিযুক্ত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

দুই দেশে বিভেদ নীতি

ভারতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা জন্ম হইতেই সাম্প্রদায়িক বাদ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতরভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। এবার প্যালেষ্টাইনে তাহার নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা তথা সাম্প্রদায়িক বাদের জন্য দায়ী বৃটিশ গভর্ণমেন্ট।

আর এক দিকে দেখা যাইতেছে যে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট আয়ার্ল্যাণ্ড বিভক্ত করায় উত্তর ও দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ড মিলিত করিবার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের একদল লোক উঠিয়াছে। তাহাদের চেষ্টা বিফল হওয়ায় সেই দল ইংলণ্ডের স্থানে স্থানে বোমা বিস্ফোরণ করিতেছে। দক্ষিণ আইরিশ নেতা মিঃ ডি ভ্যালেরা এই দলকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করিয়া ও সামরিক আদালতে তাহাদের বিচার করিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন যে আইরিশ গভর্ণমেন্ট অন্যায় দমন করিবেন। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেন্ট মূলতঃ এই বিভেদের জন্য দায়ী। বিভেদ নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভারত ও ইংলণ্ডে অশান্তির কারণ হইয়াছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

"অনন্দবাজার" প্রকাশ আসামের প্রাদেশিক নিম্ন প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত অমলকুমার চন্দ্র আসাম সরকার সমীপে নিম্নপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সুখসুবিধামূলক দাবীর কথা জ্ঞাপন করিলে, সরকার পক্ষে শ্রীযুক্ত চন্দকে জানাইয়াছেন যে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের প্রাইভেট ভাবে ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় দেওয়া যাইতে পারে কিনা, সরকার তাহার বিবেচনা করিতেছেন। ইহা ভিন্ন, সরকার জানাইয়াছেন যে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও সরকারী চাকুরীয়াদের নীতি অনুযায়ী দরিদ্র কর্মচারী শ্রেণীভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং সরকারী ও স্থানীয় বোর্ড হাসপাতালে তাহাদের চিকিৎসার জন্য কোনরূপ ফি দেওয়া হইবে না। হাসপাতালে উপস্থিত হইতে অক্ষম হইলে সরকারী কর্মচারীরা যেরূপ সুবিধা লাভ করেন, ঐ শিক্ষকেরাও বিনা খরচে সেইরূপ সুবিধা লাভ করিবেন।

আসামে যেমন নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতি আসাম সরকারের উদারতামূলক ব্যবহার প্রস্তাব ও বিধান যে একান্ত প্রশংসামূলক তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বাঙ্গলা সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া সুবিবেচনার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

বাহাইবাদ ও তাহার তাৎপর্য্য

ডক্টর সিরাজুল হক, (পি এইচ ডি লণ্ডন) গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাহাইবাদ সম্পর্কে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ডক্টর এস, এম, হোসেন পি, এইচ ডি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ডক্টর হক প্রথমতঃ এই বলিয়া আরম্ভ করেন যে বাহাইবাদের অর্থ বিশ্বভ্রাতৃত্ব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পারস্য দেশে 'বাহাউল্লাহ' আলীমুহম্মদ নামক এক সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আপনার 'বাহাউল্লা'র সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া আলোচ্য মতবাদটির নাম বাহাবাদ দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আব্দুল বাহাউল্লা এই মত প্রচারের ভার লন।

বাহাবাদ সর্ব্বপ্রথম মিজা হোসেন প্রথমতঃ তাহার দলের সংগঠন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই মতে সমাজের সকল বাধা কাটাইয়া তিনি আপনার মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন এবং আপনাকে ভগবানের দূত বিকাশ বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি তুরস্কে গমন করিয়াছিলেন এবং এইস্থানে থাকিয়া পাশ্চাত্য নৃপতি ও মন্ত্রীদের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া বিশ্বশান্তি স্থাপনের নিমিত্ত কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইতালীতে নূতন সৈন্য আহ্বান

১৯১৫ সাল হইতে ১৯১৮ সালের মধ্যে যাহাদের জন্ম হইয়াছে তাহা সকলে সৈন্যবাহিনীতে ভর্ত্তি হইবার আদেশ দেওয়া (এক এক বৎসরে জাতদের জন্য সামরিক ভাষায় তাহাদের এক এক শ্রেণী বলা হয় যথা—১৯১৫ শ্রেণী, ১৯১৬ শ্রেণী ইত্যাদি)। সরকারী ঘোষণায় এই আদেশ সাধারণ নিয়মমুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে হইতে পূর্ব্বের কয়েকটি শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত বাহিনী রাখা দেওয়ায় এই চার শ্রেণীকে আহ্বান করা হইয়াছে।

প্রত্যেক শ্রেণীতে দুই লক্ষ লোক হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে বস্তু-নির্দ্দেশের প্রয়োজনানুসারে গ্রথিত অপূর্ব্ব উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অবধূতরাজের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত সম্বন্ধ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
(৩) শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম্-এ, বি-এল্, [illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধাংশ) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্দ্ধাংশ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সংহিতা ৷৵০
২২। [illegible] ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অর্দ্ধাংশ) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ৷০
২৭। পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শনোক্তঃ (সাহিত্য) ১৲
২৮। গোপালতাপনী (সাহিত্য) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। শ্রীগুরুমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ২ প্রবন্ধ-পত্র ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ৷০
৪০। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶/
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাহিত্য) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০
৫৫। স্তবমালা বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। জ্ঞানবাদ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (সানুবাদ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণস্তব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধনা ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসাগরঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। স্তবমালা ৷০
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্ত ৶০
৬৬। গৌড়ীয়সম্প্রদায়ঃ ৴০
৬৭। সারঙ্গরঙ্গদা ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। ব্রাহ্মণত্ব ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মর্ফোলজী অ্যাণ্ড অণ্টোলজি ৷০
৭২। [illegible] ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বেদান্তিজম ৷০
৭৫। [illegible] ৴
৭৬। দি ভাগবত ।
৭৭। [illegible] ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীনামভজনপ্রণালী ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যের উপদেশ ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ২ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৪৪৭ ২৪শে ফাল্গুন শকাব্দ ১৮৫৪ ৮ই মার্চ্চ খৃঃ ১৯৩৩, বুধবার ৭ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমান্তে গত ৫ই মার্চ্চ রবিবার গৌরাবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর চরিত্রক বৈষ্ণবক্রিয়া-কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে নির্বিঘ্নে মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। অন্যবারাপেক্ষা এ বৎসর লোকসংখ্যা অধিক হইয়াছিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক সাধুমুখে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। সমস্ত লোককে অকাতরে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। ভক্তগণ দিবারাত্র উপবাসী থাকিয়া সংকীর্ত্তনমুখে তিথির সম্মান করিয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে আহূত শ্রীধামপ্রচারিণী সভার বিবরণ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

আচার্য্যদেবের হরিকথা

গত ৩রা মার্চ্চ শনিবার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠের অধিবেশন নাট্য-মন্দিরে সমাগত সহস্র সহস্র ব্যক্তির সমক্ষে প্রশ্নোত্তরমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপরদিবস রবিবার শ্রীশ্রীগৌর-আবির্ভাব-পূর্ণিমা-দিবসেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব মধ্যাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠে বহু ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীমুখে কয়েকদিন যাবৎ হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষা

(গৌরাব্দ ৪৪৭ বর্ষপূর্ত্তি)

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-বাসর

কাল ১০টা; পূর্ণসংখ্যা—১০০

১। গুরু কত প্রকার? তাঁহাদের অধিকার কি কি? বৈষ্ণব কত প্রকার ও তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য কি? ৫

২। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ লিখুন—

(ক) সাধনভক্তি, (খ) ভাবভক্তি, (গ) প্রেমভক্তি, (ঘ) জড়বিলাস, (ঙ) নির্বিলাস, (চ) চিদ্বিলাস, (ছ) পঞ্চসংস্কার, (জ) উপকুর্ব্বাণ, (ঝ) বৃহদ্‌ব্রতী, (ঞ) শ্রীমূর্ত্তি। ২০

৩। নিম্নলিখিত হরিজনগণের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করুন—

(ক) পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, (খ) বড় ঠাকুর, (গ) শ্রীরঘুনাথভট্ট গোস্বামী প্রভু, (ঘ) গোপালদেবী, (ঙ) কৃষ্ণদাস, (চ) বাসুদেবাচার্য্য, (ছ) জয়তীর্থ, (জ) ব্যাসতীর্থ, (ঝ) বাদিরাজ স্বামী, (ঞ) লক্ষ্মীধর। ২০

৪। নিম্নলিখিত স্থানগুলি কোথায় এবং কি জন্য বিখ্যাত?

(ক) গোপীবল্লভপুর, (খ) রামকেলী, (গ) খেতুরী, (ঘ) উড়ুপী, (ঙ) তিরুনারায়ণপুর, (চ) পাণ্ডরপুর, (ছ) কুলীনগ্রাম, (জ) বাঘটপুর, (ঝ) সত্যভামাপুর, (ঞ) আলোয়ারনাথ, (ট) পেরেম্বুর বা মহাভূতপুরী, (ঠ) বিদ্যানগর, (ড) কানাইনাটশালা, (ঢ) খড়িয়া, (ণ) শ্রীরঙ্গম্, (ত) বেঙ্কটাচল, (থ) আড়াইল, (দ) পুনপুন্, (ধ) শিহলগ্রাম, (ন) গোরোকেন। ২০

৫। নিম্নলিখিত শব্দগুলির পরস্পর বৈশিষ্ট্য লিখুন—

(১) ভক্তভোগী ও ভক্তত্যাগী (২) নাম, নামাভাস ও নামাপরাধ (৩) ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য (৪) স্বার্থ ও পরমার্থ (৫) ব্রাহ্মণ, যোগী ও বৈষ্ণব (৬) শ্রৌতপথ ও তর্কপথ (৭) সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন (৮) একায়ন ও বহ্বয়ন (৯) কারণোদক, গর্ভোদক ও ক্ষীরোদক (১০) শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ (১১) আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত (১২) আধ্যক্ষিক ও অধোক্ষজ (১৩) স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি (১৪) ধাম ও গ্রাম (১৫) শুদ্ধভক্তি ও বিদ্ধভক্তি। ৩০

৬। পরিক্রমা কাহাকে বলে? কিরূপে পরিক্রমা করিতে হয়? পরিক্রমার উদ্দেশ্য ও ফল কি? ধাম-পরিক্রমা ও গ্রাম-পরিক্রমায় ভেদ কি? ৫

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব সংখ্যা

এ বৎসর শ্রীগৌরজন্মোৎসবের দিন গৌড়ীয়ের শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা নামক একটী বিশেষ সংখ্যা, শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের বিবরণ ও নবদ্বীপ-পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব-সংখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত হরিকথা, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের চিত্রসহ আলেখ্য, শ্রীধাম মায়াপুর ও বিভিন্ন তীর্থ-স্থানের মঠের চিত্রাবলী ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা, ফাল্গুনী পূর্ণিমা নামক প্রবন্ধ এবং বিবিধ সংবাদ সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে। এই বিশেষ সংখ্যা ও শ্রীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপের বিবরণী পাঠ করিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি।

গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ১লা মার্চ্চ বুধবার বোম্বাইয়ের গভর্ণর বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা এবং গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিষয় সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। গভর্ণর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া গভর্ণর বাহাদুর পরমানন্দিত হন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত রবিবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মপূর্ণিমা দিবস প্রেস বন্ধ থাকায় গত সোমবার ও মঙ্গলবার দুই দিবস শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রকাশিত হয় নাই।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"জীবের নিজের আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আশ্রয়-ভেদাংশের অর্থাৎ কার্ষ্ণ-কিঙ্করের অনুভূতিই সম্বন্ধজ্ঞান। গুরুবর্গের পরিচয়ের দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। তাহা স্বরূপশক্তির সহিত আশ্রয়, জীবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। চেতন-দর্শনই গুরুসেবোন্মেষণ। প্রকৃত প্রস্তাবে সম্বন্ধ-সম্বন্ধে দুর্গমসঙ্গমাধিষ্ঠিত-রূপ নির্দ্দেশ।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ বিষ্ণু, শুক্র, শ্রীগৌরাব্দ ৪৫০

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ

রূপানুগজনগণের উপাস্য—কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রীচৈতন্যের মনোভীষ্ট স্থাপনকারী অনুগত সেবক—শ্রীস্বরূপ দামোদর, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু। শ্রীরূপের শ্রেষ্ঠ অনুগ শ্রীজীবগোস্বামী ও শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু। শ্রীরঘুনাথের শ্রেষ্ঠ শ্রীল শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু। শ্রীল কৃষ্ণদাসের পরবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ ঠাকুর নরোত্তম। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের অনুগত শ্রীরূপানুগবর-সম্প্রদায়কারী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর। তিনি শেষলীলায় ব্রজমণ্ডলে 'শ্রীহরিবল্লভদাস' নামে বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীবিশ্বনাথের ছাত্রশিষ্য অনুগ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-বেদান্তাচার্য্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাভূষণ প্রভু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে 'শ্রীগোবিন্দদাস' নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বা গোবিন্দদাসের অনুগত শ্রীউদ্ধবদাস বা উদ্ধবদাস বা তদনুগ উদ্ধবদাস। উদ্ধবদাসের শিষ্য শ্রীমধুসূদন দাস। এই গুরুপরম্পরাটি ভাগবত-পরম্পরার; পাঞ্চরাত্রিক-পরম্পরায় নহে,—একটি বিশেষভাবে

শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে পাঁচ মাইল উত্তরে 'সূর্য্যকুণ্ড' নামক একটি প্রসিদ্ধ স্থান আছে। এখানে শ্রীমতী রাধিকা মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যপূজার ছলনা এবং অভিমন্যু, জটিলা ও কুটিলা প্রভৃতিকে বঞ্চনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবার্থ আগমন করিতেন; কৃষ্ণ পুরোহিতবেশে শ্রীমতীর সেবা গ্রহণ করিতেন। অদ্যাপি এখানে 'সূর্য্যকুণ্ড' নামক একটী দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। এই সূর্য্যকুণ্ডের পশ্চিমতীরে উত্তরাভিমুখে শ্রীল মধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধি-মন্দির ও পুরোভাগে শ্রীরাধাবল্লভজীউর সেবা বর্ত্তমান। শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয় সূর্য্যকুণ্ডে 'সিদ্ধ বাবাজী' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সমাধির সংলগ্ন স্থানেই তাঁহার জীর্ণ সুপ্রাচীন ভজনকুটী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের পূজিত শ্রীবিগ্রহ ও নামব্রহ্ম (পট্টে লিখিত 'শ্রীহরে-কৃষ্ণ' ও 'শ্রীবৃন্দাবন' নাম) পূজারীদের একটি মন্দির রহিয়াছেন। এখানে অগ্রহায়ণ শুক্লা দ্বিতীয়া দিবসে শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের অপ্রকটোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের তিন জন শিষ্য ছিলেন। (১) বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথ, (২) গোবিন্দদাস, (৩) রাধাগোপাল দাস। ইঁহারা সকলেই বেশের শিষ্য অর্থাৎ মধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট হইতে ভেক বা পরমহংস বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমধুসূদনের অপর দুই শিষ্য শ্রীগোবিন্দদাস ও শ্রীরাধাগোপাল দাসের সমাধি সূর্য্যকুণ্ডে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই সূর্য্যকুণ্ডে কিংবদন্তী যে, শ্রীমধুসূদনদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার ভজন কুটীরে যখন শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন, তখন এক অজগর সর্প প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আসিয়া ঐ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিত এবং পাঠ সমাপ্ত হইবার পর দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইত।

শ্রীল জগন্নাথের বেশের শিষ্য শ্রীভাগবত দাস প্রভু। ইনি আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহাশয়ের বেষগুরু। শ্রীভাগবতদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিও সূর্য্যকুণ্ডে অতি জীর্ণাবস্থায় বৃক্ষলতার দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছেন।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কএকটি অন্ধকার যুগের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে একটি অন্ধকার যুগ, ষড়্গোস্বামীর অপ্রকটের পর আর একটী অন্ধকার যুগ, শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ ও শ্রীল রসিকানন্দ মুরারির অপ্রকটের পর তৃতীয় অন্ধকার যুগ, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর অপ্রকটের পর চতুর্থ অন্ধকার যুগের কথা শুনা গিয়া থাকে। যাঁহারা সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা মনে করেন, আচার্য্যধারা অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আগত গুরুপরম্পরা-প্রবাহ সেই সকল 'অন্ধকার যুগে' ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং নূতন করিয়া আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব অনুধাবন করিলে জানা যায়,—যেমন সূর্য্যদেবের কোন সময়েই বিনাশ হয় না, তদ্রূপ আচার্য্যধারারও বিনাশ নাই। আচার্য্য-পরম্পরা বা শ্রৌত-পরম্পরার বাস্তব নিত্য অবিচ্ছিন্ন না থাকিলে পরমার্থ ও স্বয়ং ভগবানের নিত্য বাস্তবতা অস্বীকৃত হয়। কখনও ক্ষীণালোক, কখনও উজ্জ্বল আলোক বিস্তার করিয়া আচার্য্য-ভাস্করগণ জীবের ভাগ্যাকাশে উদিত থাকেন। 'ক্ষীণালোক' বলিলে যে আচার্য্যের আচার্য্যত্বে কোনও প্রকার বৈকল্য সংসৃষ্ট হয়, তাহা নহে অর্থাৎ আচার্য্য-পরম্পরার মধ্যে কখনও নির্জ্জনানন্দী আচার্য্য, কখনও বা গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যখন গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্য বিপুলভাবে হরিকথা প্রচার করিয়া পাষণ্ড নিরাস ও শুদ্ধভক্তি সংস্থাপনকার্য্য করেন, তখন তাদৃশ আচার্য্যের প্রভা লোকলোচনের গোচরীভূত হয়। নির্জ্জনানন্দী আচার্য্য সেইরূপভাবে প্রচার-চেষ্টা প্রদর্শন না করিয়া স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক জীবকে নীরবভাবে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যের প্রচার-কার্য্য যেরূপ ভাবে সুষ্ঠু হয় বলিয়া উহার নামক প্রচার হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বা তৎপূর্ব্বে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে যুগে গোষ্ঠ্যানন্দী আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, সেই যুগেও শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ বা আমাদের পরমগুরু শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ-প্রমুখ মহাজনগণ অকৈতব নির্জ্জনানন্দী গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থাকে অন্ধকার যুগের অবস্থারূপে বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু তখন কি আচার্য্যধারা ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল? শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-ধারা কি রুদ্ধ হইয়াছিল? তবে কি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রভৃতি আচার্য্যগণে উদিত হইয়া জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে শিষ্যত্বের লীলায় বরণ করিয়া শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়ধারা প্রবাহিত রাখিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই? তখন কি শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস, শ্রীবাসপণ্ডিত ইঁহারা হরিকথা আচার-প্রচার করেন নাই? আচার্য্য-ধারা রুদ্ধ হইয়া থাকিলে কিরূপে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী হইতে শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আচার্য্য-পরম্পরার যে সত্যের বিস্তার প্রদর্শন করিলেন? কিরূপে শ্রীকবিকর্ণপূর গোস্বামী 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা'য়, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ 'গোবিন্দভাষ্যে' ও 'প্রমেয়-রত্নাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে, শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী তাঁহার 'পদ্ধতি গ্রন্থে', ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহাদের আম্নায়-পরম্পরা-বর্ণনে আচার্য্যধারার অবিচ্ছিন্নত্ব প্রদর্শন করিলেন?

ষড়্গোস্বামিগণের পরে যে দ্বিতীয় অন্ধকারযুগের সূচনা হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী, বিরক্ত শিরোমণি শ্রীলোকনাথ গোস্বামিপ্রভু-প্রমুখ মহাজনগণ আচার্য্যধারা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রমুখ আচার্য্যগণের পর যে তৃতীয় অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল, তখনও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য-কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী, শ্রীমন্নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ চট্টরাজ, শ্রীকৃষ্ণচরণ চট্টরাজ (শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের পরমগুরু) ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর প্রভৃতি মাধ্ব-গৌড়ীয়ধারা বা শ্রীরূপানুগধারার আচার্য্য-পরম্পরার অবিচ্ছিন্ন সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। শ্রীচক্রবর্ত্তী-বলদেবের অপ্রকটের পর গৌড়ীয়ের চতুর্থ অন্ধকারযুগের সূচনা হইলেও যে আচার্য্যধারা সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহা আচার্য্যকুলচূড়ামণি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'আম্নায়ের বিবরণে' লিখিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—'শ্রীবলদেবের অনুগত শ্রীউদ্ধবদাস বা উদ্ধবদাস বা তদনুগ উদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদন ও শ্রীজগন্নাথদাস পারমহংস্যগণের পারম্পর্য্যে ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার করিয়াছেন। তাহাই গৌড়ীয়গণের পরমপ্রচার বিষয়।'

শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী হইতে আমরা জানিতে পারি,—শ্রীউদ্ধবদাস,

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীমধুসূদন দাস, শ্রীজগন্নাথদাস কেবলাদ্বৈতবিজ্ঞানবাদী পরমহংসের আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই, তাঁহারা প্রত্যক্ষ আচারের লীলার প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমধুসূদন দাস শ্রীমদ্ভাগবত প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার প্রচারে গর্ব বা সর্পের ন্যায় কুটিল-প্রকৃতি জীব কেহ ঐ সকল স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া ভাগবতী কথায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবের পূর্বে গৌড়ীয়ের অন্ধকারযুগ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া সে-সময় মহাপুরুষগণের অভাব হয় নাই। বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ সেই যোগসূত্র আবিষ্কার-ভাবে সংরক্ষণ করিয়া তাহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ কিরূপ গোষ্ঠানন্দী অথবা প্রচারোৎসাহী মহাভজনানন্দী ছিলেন, তাহা তাঁহার আচরিত চরিত্র পাঠকালে সুধী পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহোদয় বর্তমান সময় হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে, কোনও মতে, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার কোন গণ্ডগ্রামে, কোনও মতে পাবনা জেলার অন্তর্গত ভক্তগ্রামে বারেন্দ্র-কায়স্থকুলে আবির্ভাব-লীলা-প্রকাশ করেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের মাতাপিতার কোনও পরিচয় বা আবির্ভাব-কালের সন-তারিখ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। বৈষ্ণব পূর্বপুরুষ বা ঐতিহাসিক কালের দ্বারা পরিচিত হন না বলিয়াই এবিষয়ে অনেকস্থলেই অজ্ঞানী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না।

অতএব, কখনও বা বৈষ্ণব 'পূর্ব' বা ব্যবহারিক 'ব্রাহ্মণ' নহেন। আচার্যকে জাতি-বুদ্ধিতে দর্শনের ন্যায় জীবশ্রেষ্ঠ অপরাধ আর নাই। এই অপরাধরূপ হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা স্বয়ং ভগবানেরও নাই, যদি আশ্রিতগণের যদীকৃত নিষ্কপট ক্ষমাপ্রার্থী জীবকে এক্ষেত্রে কৃপাময় গুরুদেব ও বৈষ্ণব-ঠাকুরগণ ক্ষমা না করেন। শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদাই এই অপরাধ হইতে জগতের সকল জীবকে সাবধান করিতেন এবং বলিতেন,—"সূর্যদেব, কোনও কালবিশেষে সূর্যদেব উদিত হন বলিয়া পূর্বদিক যেরূপ সূর্যের জননী বা ঐ কালবিশেষকে সূর্যের জন্মকাল বলা যায় না, অর্থাৎ সূর্য যেরূপ ঐতিহাসিক গবেষণা-লভ্য বস্তু নহে, তদ্রূপ হরি-গুরু-বৈষ্ণব কোনও কুলে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করেন বলিয়া তাঁহাকেও সেই কুলের অন্তর্গত করা যায় না।

শ্রীল জগন্নাথ যে-কোন স্থানে বা যে-কোন কুলে আবির্ভূত হউন না কেন, তিনি নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ। তিনি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আরাধ্যপাদ, ভাগবত পরমহংস। তাঁহার বিহারস্থান,—শ্রীব্রজ ও শ্রীনবদ্বীপধাম।

তাঁর পূর্বাশ্রমে বর্ধমান জেলার গ্রামবাসী পুরুষবাসী শ্রী নিত্যানন্দ-সন্তান শ্রীল রামবতার গোস্বামীর পাকপাড়ি দীক্ষায় দীক্ষিত শিষ্যের লীলাভিনয়কারী। এই শ্রীরামবিহারী গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন —স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের— অধিপতি বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর। তাঁহাদের রাজপ্রাসাদে উক্ত শ্রীরামবিহারী গোস্বামীর শ্রীরাসবিহারী জীউর সেবা অদ্যাপি বর্তমান।

শ্রীল জগন্নাথের গৌরসুন্দরে অহৈতুক অনুরাগের কথা মানবভাষায় কোনও প্রতিভা বর্ণন করিতে পারে না। শুদ্ধভক্তি-ধর্মপ্রচারে তাঁহার যে অদম্য উৎসাহ, তাহার পরিচয় তাঁহার অনুগত একমাত্র শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরেই সমুজ্জ্বল হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব সেই জগন্নাথকে জগজ্জীবের উদ্ধারের জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া তাঁর প্রকৃত জন্মস্থান নির্দেশ করাইয়াছেন। সকল সজ্জন শ্রীল জগন্নাথদাসকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। বর্তমানকালে যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের দাস বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণব-সার্বভৌম জগন্নাথের চরণাশ্রিত। তিনি তদানীন্তন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-জগতের বরীয়ান্ সার্বভৌম সম্রাট্ ছিলেন। ব্রজমণ্ডল ও শ্রীগৌড়মণ্ডলের তদানীন্তন ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ঐকান্তিক ভজনপরায়ণ ও শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজ-শিরোভূষণ ছিলেন বলিয়া তিনি 'বৈষ্ণব-সার্বভৌম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি কখনও গৌড়মণ্ডলে, কখনও বা ব্রজমণ্ডলে সর্বত্রগমনশীল হইয়া লোক-কল্যাণের জন্য বিচরণ করিতেন। গৌড়মণ্ডলকে ইনি অভিন্ন ব্রজমণ্ডলরূপে দর্শন করিতেন। ইঁহার শাসন অতিশয় নিরপেক্ষ, কঠোর ও ইঁহার আচরণমূলক উপদেশ মধুময়ী ছিল। এই বাবাজীতেই শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী ঠাকুরদ্বয়ের শাসন ও শিক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল জগন্নাথ অনেক সময় শ্রীরাধাকুণ্ড-তটাশ্রমপূর্বক শ্রীরূপানুগ ভজনপদ্ধতিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় নিবিষ্ট থাকিতেন। ইনি সুদীর্ঘকাল এই প্রদেশে অবস্থান করিয়া স্বয়ং আদর্শ কীর্তন ও অপরকে শ্রীহরিনামকীর্তনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। একমাত্র কীর্তনাখ্যা ভক্তির সংযোগে অপরাপর অঙ্গাদির পালন ব্যতীত তিনি অন্য কোন প্রকার সিদ্ধান্ত বা বিচার স্বীকার করিতেন না; যাহা তাঁহার আলেখ্য দর্শন করিলেও সুধীগণ বুঝিতে পারিবেন। ইনি নির্বিষ্টচিত্তে বিপ্রলম্ভের সহিত স্বয়ং হরিকীর্তন করিতেন এবং অপরকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন। ইনি স্বভাবে সম্প্রদায়ে পরিপুষ্ট থাকিয়া নামগ্রহণের ছলনা বা কপট নির্জনভজনকে কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস দোষ তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না।

প্রতিবর্ষে শ্রাবণ মাসে শ্রীবৃন্দাবনে গৌড়ীয়গণের প্রিয় ঠাকুর শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনের ঝুলনোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সম্প্রদায়ী প্রাকৃতসহজিয়া একপ্রকার বুদ্ধিতে ঐ সকল উৎসব দর্শন করিয়া ভগবৎ-সেবাকে স্ব স্ব উপভোগ্য জ্ঞান করে, আর অহৈতুক ভগবৎপ্রেমিক আত্মারামী গোকুলমহোৎসবকে ব্রজরসপূর্ণ স্বর 'বিলাস-রূপে' উপলব্ধি করেন।

বঙ্গাব্দ ১২৮৮ সন, শ্রাবণমাস। নিত্য-ব্রজবাসী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই সময় শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। রাধারমণ ঘেরার কালাকুঞ্জে অবস্থান করিয়া ঠাকুর বলে 'মাধুর্য ও গোবিন্দ-গোপীনাথ ও মদনমোহনের দর্শন' করিলেন। এই সময় জগন্নাথ বাবাজীর সঙ্গে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্যামানন্দের নামে আরোপিত 'দানকেলী' আবিষ্কার করিলেন। সেখানেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের প্রথম দর্শন পাইলেন। নিত্য-ব্রজবাসী গুরু ও শিষ্য ক্রমে এই প্রথম সাক্ষাৎকারের লীলা প্রকাশিত হইল। ব্রজপরিক্রমাদর্শনের অব্যবহিত পরেই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রাধাকুণ্ড ও গোবর্দ্ধন দর্শন করেন।

শ্রীল জগন্নাথ ও তাঁহার সহযোগী ঐকান্তিক ভজন-পরায়ণ পরমহংসকুল যখন শ্রীবৃন্দাবনে ভজনানন্দে বাস করিতেছিলেন, তখন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলাস্থান কাটোয়া হইতে কোনও এক প্রসিদ্ধনামা বিশেষ সংস্কৃতভাষাজ্ঞ, ভাগবতপাঠক বিপ্র তীর্থ-বাসের বাসনায় বৃন্দাবন গমন করেন এবং তথায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ব্যাখ্যা করিয়া যথেষ্ট লাভ-পূজা ও প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহ করেন। বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথপ্রমুখ ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ উক্ত কথক মহাশয়ের নিকট সর্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতে আসেন না দেখিয়া কথক মহাশয় ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন; তদুত্তরে শ্রীল জগন্নাথ ও অন্যান্য বৈষ্ণব মহাত্মগণ বলেন,—যাহারা ভাগবত-ব্যবসায় করে, তাহারা নামাপরাধী; তাহাদের মুখে অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের কথা কীর্তিত হয় না। তাহাদের এই বৃত্তি বেশ্যার বৃত্তি হইতেও ঘৃণ্য, ঐরূপ বৃত্তি-পাঠকের মুখে পাঠ শুনিলে জীবের কোনও প্রকার মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, নামাপরাধ শ্রবণ করিতে করিতে জীবের অধঃপতন হয়, তজ্জন্য নিজের সাধনে বিষয়-তৃষ্ণা, নিষ্কপট ভজনের পরিবর্তে কপট 'বাহ্যিক উন্নত' হইয়া জীবের দুর্গতি আনয়ন করে।

সুতরাং উক্ত কথক মহোদয় বৈষ্ণব-সার্বভৌমের ঐরূপ অভিপ্রায় সহসা বোধগম্য না হইয়া তাহাকে 'কৃপা' বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন এবং অচিরেই ঐরূপ ভাগবতব্যবসায় বৃত্তিকে 'নামাপরাধ' বলিয়া বুঝিতে পারিয়া উহা ত্যাগ করিলেন। শ্রীল জগন্নাথের কৃপা গ্রহণ করিয়া উক্ত সুপণ্ডিতমান্ কথক মহাশয় অবশেষে এক পরমভাগবত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। তিনি নিজের ব্রাহ্মণাভিমান পরিত্যাগপূর্বক শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে আমরণাবধি ঝুঁটিদাসীরূপে বৈষ্ণবগণের সেবা এবং অধম-চণ্ডাল-পর্যন্ত সকলকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শ্রীল জগন্নাথের কৃপায় জাতি-বর্ণ-পাণ্ডিত্যাদির অভিমান দূর হইয়াছিল।

১২৯২ বঙ্গাব্দ হইতে অনেক সময়েই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের উপদেশ ও সদ্গুরু লাভ করেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২৭শে ফাল্গুন বুধবার একাদশী তিথিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীধাম বৃন্দাবনের পথে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাজোড়া গ্রামে অবতরণ করেন। ঠাকুরের অত্যন্ত আদর ও গৌরবের পাত্র আমলাজোড়া-নিবাসী শ্রীনামহট্টের প্রতীহার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভক্তনাথ ও বিপিনপতি শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ভক্তিরত্নের যত্নে আমলাজোড়া গ্রামের একপ্রান্তে একটি উদ্যানের মধ্যে একটি 'প্রপন্নাশ্রম' নির্মিত হইয়াছিল। ভক্ত-সাধনের প্রণয় বা প্রার্থনায় বাঁকানো যেখানে মহাপ্রভুর সাধুগণের সঙ্গে হরিকীর্তন করেন, তাহাই প্রপন্নাশ্রম।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-[illegible] নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
বাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) [illegible]কুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁচালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গণেশ[illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) নৈমিষারণ্য মঠ,
পোঃ মিসরিখ, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) কাম্যবন গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ কামা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—সেবাটী,
পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল
বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) কোভুর-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রী[illegible]-মিলনস্থান সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ
পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুবনডাঙ্গা, পোঃ [illegible], (বাঁকুড়া)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
২০৪ হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)।

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ [illegible] হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি ৫৲			३॥०	১৲
সিকিকলম ৬৲	৬০			৩৲
অর্দ্ধকলম	৬৲		৬৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	॥০
" সিকি কলম ১৫৲	১৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৫০৲	

চাঁদার হার

দৈনিক (ডাকমাশুল সমেত)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] [illegible] পয়সা [illegible]।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬জন বালকের মধ্যে ১৫ জন [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

[illegible]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্ব ও [illegible] দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]-প্রবন্ধাবলী শ্রীল [illegible] সম্পাদিত '[illegible]' শ্রীল প্রভুপাদের '[illegible]' [illegible] হইতে [illegible] ও প্রয়োজনীয় [illegible] টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র [illegible] প্রবন্ধ [illegible] সহিত [illegible] হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি [illegible] অর্পিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল [illegible] একটি [illegible] ও [illegible] একটি [illegible] ভূমিকা, [illegible] [illegible] ও [illegible]-সূচী [illegible] সংযোজিত হইয়াছে। [illegible] উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] ও সুন্দর বাঁধাই [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; [illegible], পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও [illegible], [illegible], পোঃ [illegible], [illegible]।

প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "[illegible]" নামক [illegible] সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible], শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসার সরস্বতী-বৈষ্ণবাচার্য এম্ এ মহোদয়ের প্রৌঢ় গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই [illegible], অভিনব ও আন্তর্জাতিক এবং [illegible] ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাচীন দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩০৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা আছে। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৪. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর (নদীয়া)—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

টিলা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিতাম্‌ প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদি এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী দর [illegible]।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত না থাকায় সর্ব্বত্রই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্যবরের অন্তেবাসী শ্রীবিদ্যাবিনোদ বিদ্যারত্ন ও "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক লিখিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫					
(বদল) ছাঃ			৯-৩৯	১৪-৫০					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ১	৮ ৪৫	৩-৮	১৫-২০	১৭-৪৮	১৯-১১	২০-১৬	১	
(বদল) ছাঃ	৮-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪৬		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫		১৪-৩১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৬	৯ ১৬	১০-৫	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১	
(বদল) ছাঃ			১১-০			১৭-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১৩-১	১২-১৬	১৪-১৬	[illegible]	২০-৩১

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০			
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬			
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫			
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬			
(বদল) ছাঃ	১৬-৪৩	১৮-১	(রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮	(রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৬৪	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬	

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীনাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে ফাল্গুন, ১৩৪৫, ৯ই মার্চ, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার [৮ম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

বৃটিশ ও ফরাসী এলাকা

টিয়েনসিনে বৃটিশ ও ফরাসী এলাকা বিজলী তার দিয়া ঘিরিয়া দেওয়ার জন্য জাপ কর্তৃপক্ষ যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, টিয়েনসিনের বৃটিশ কনসাল জেনারেল তাহার প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। ঐরূপ ব্যবস্থায় মানুষের প্রাণ বিপন্ন হইবে, এই যুক্তি দেখাইয়া প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

দৃঢ় মহল হইতে জানা গেল যে, এই ব্যাপার লইয়া জাপানী কর্তৃপক্ষের সহিত বৃটিশ ও ফরাসী কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জাপানীরা এখন পাই নদীর উপর দিয়া একটি সেতু এবং বৃটিশ ও ফরাসী এলাকার চারিদিক দিয়া একটি নূতন রাস্তা নির্মাণ করিতেছে। এই সেতু ও রাস্তা নির্মাণ কার্য্য শেষ হইলে বৃটিশ ও ফরাসী এলাকা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। প্রকাশ, সমস্ত জাপানী ও জাপ সমর্থক চীনাগণ যাহাতে এক মুহূর্তের নোটিশে ঐ দুই এলাকা ত্যাগ করে সেজন্য জাপ কর্তৃপক্ষ কতকগুলি নূতন আদেশ প্রচার করিয়াছেন। ওয়াকিবহাল মহল বলিতেছেন, যদি অপ্রত্যাশিত কিছু না ঘটে তাহা হইলে নিশ্চয় সম্ভবতঃ ১০ই মার্চ তারিখে জাপ কর্তৃপক্ষ এবং বৃটিশ ও ফরাসী এলাকার কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটা গুরুতর বিরোধ বাধিয়া যাইবে।

জাপ কর্তৃপক্ষের কার্য্যের বিরুদ্ধে টিয়েনসিনের বৃটিশ ও ফরাসী কনসাল তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। "অনুরূপ যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন হইয়াছে বা হইবে" তাহার বিরুদ্ধেও তাঁহারা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

টিয়েনসিনে আমেরিকার কোন সৈন্যবিভাগ না থাকিলেও চীনে আমেরিকার কনসাল জেনারেল উপরোক্ত প্রতিবাদ সমর্থন করিয়াছেন।

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সভা

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির এক সভায় ভাইস চেয়ারম্যান খান সাহেব এ এইচ্ আমেদের এক কার্য্যের প্রতিবাদে ৩ জন কংগ্রেসী কমিশনার সহ ৬ জন কমিশনার সভাগৃহ ত্যাগ করেন। চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অনুপস্থিতিতে ভাইস্ চেয়ারম্যান খান সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় ২১ জনের মধ্যে ১৩জন কমিশনার উপস্থিত ছিলেন। কার্য্যসূচী অনুযায়ী কয়েকটি বিষয়ের আলোচনার পর কংগ্রেসী কমিশনার ডাঃ শৈলেন্দ্রকুমার সেন, এসেসার কর্তৃক নির্দ্ধারিত এবং করদাতা [illegible] কমিটি কর্তৃক সংশোধিত করের হার অনুমোদনের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

ভাইস চেয়ারম্যান প্রস্তাবটি বিধি বহির্ভূত বলিয়া সাব্যস্ত করেন। ডাঃ সেন তাঁহার প্রস্তাবটি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া দাবী করেন এবং ভাইস চেয়ারম্যানের রুলিংএর প্রতিবাদকল্পে তিনি সদলবলে সভা ত্যাগ করেন।

প্রতারণার ষড়যন্ত্রের অপরাধে দণ্ডিত

প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, প্রতারণার ষড়যন্ত্র ও প্রবঞ্চনা [illegible] ১১নং আমড়াতলা লেনের মেসার্স রাজ গনি কার্পেটের প্রোপ্রাইটার ম্যানেজার মহম্মদ হাকিম ও মহম্মদ সুলতান কাসেম সিদ্দিকের বিভাগীয় ম্যানেজার এইচ হাসিমভোয়াকে ৯ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০৲ করিয়া জরিমানা করিয়াছিলেন। আসামীদের পক্ষে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হইয়াছিল। বিচারপতি বার্টলি ও বিচারপতি খান্দ দরখাস্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে আরও ৯জন গ্রেপ্তার

বর্দ্ধমানের ক্যানাল আন্দোলন সম্পর্কে শ্রীহেমচন্দ্র সিংহ, অজিতকুমার সেন, চন্দ্রনারায়ণ সেন, গোপাল প্রসাদ সিংহ, প্রমথনাথ সিংহ, অশ্বিনীকুমার বসু, একবাড় ভট্টাচার্য্য, নীলকান্ত সিংহ ও ভক্তিভূষণ সেনকে সিমলা গ্রাম হইতে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে। গত বুধবার পর্য্যন্ত ক্যানাল আন্দোলন সম্পর্কে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৭ ধারা এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৪ ধারা অনুযায়ী ৭৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নৈহাটীর গ্রামে ডাকাতি

ব্যারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ টুপারের এজলাসে নৈহাটীর এক মোহন সাহার গৃহে ডাকাতি করিবার অভিযোগে ভূবনমোহন ঘোষ ও অপর ছয় ব্যক্তির নামে যে মামলা হইয়াছিল তাহার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

ব্রজমোহন সাহা তাহার জবানবন্দীতে বলে গত ১২ই ডিসেম্বর রাত্রে তাহার রাজেন্দ্রপুরের বাটীতে এক ডাকাতি হয়। দরজায় ধাক্কার শব্দ শুনিয়া সাক্ষী, তাহার শালক ও স্ত্রী উঠিয়া পড়ে এবং আলো জ্বালে। তাহারা একটী জানালা দিয়া বাহিরে দেখিতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছু দেখিতে সক্ষম হয় না।

কিছুক্ষণ পরেই একটা দরজা ভাঙ্গিয়া ৫।৬ জন লোক ঘরে প্রবেশ করে। তাহারা তাহাদিগকে [illegible] ভয় দেখায় এবং তাহার স্ত্রীর আঁচল হইতে চাবির ছড়া কাড়িয়া লয়। ডাকাতদের হাতে লাঠি ছিল। তাহারা চাবি দিয়া বাক্স খুলিয়া ফেলে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ রহিত

অভিযোগে প্রকাশ, ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য বোলতাবার মোবারক করাতী এবং আসামী অনিল মিত্রের সহিত মনোমালিন্য ছিল। প্রকাশ, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্তগণ এইজন্য মোবারককে হত্যার ষড়যন্ত্র করে, একদিন সন্ধ্যাকালে মোবারক সাতখালী ইউনিয়ন বোর্ডের সভা হইতে ফিরিতেছিল এমন সময় ১১ জন লোক তাহাকে আক্রমণ করে এবং তাহার বুকে তালকাঠ চাপা দিয়া তাহাকে হত্যা করে। এই সম্পর্কে ১১ জন লোকের বিরুদ্ধে মামলা হয়। ৫ জন লোকের সাহায্যে আসামীদের বিচার হয়। ইঁহারা জুরী ও এসেসর উভয়ের কাজই করেন। বিচারে ৫ জন আসামী মুক্তি পায় এবং অপর ৬জন দণ্ডিত হয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—পরমপূজ্যপাদ শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———:(o):———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে প্রায় ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী প্রভু-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্, মুন্সেফ, পোঃ বগুড়া, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ॥০

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অমৃতা) ৬৲

৩। অম্বয়সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অমৃতা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৪র্থ খণ্ড ৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার চন্দ্রিকা ১৷০

৯। বৈষ্ণবশ্রুতি ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধকণ্ঠহার (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিপ্র সহ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। উপদেশামৃত ।০

১৮। বামন অবতার ।০

১৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ।০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয় পঞ্জিকা ।৵০

২২ অর্চ্চন দর্পণ ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম বাঁধা) ১

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ) ২৲

অমৃতা) ১

২৬। গীতার কেবল বাংলা অনুবাদ ০

২৭। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা সংস্কৃতশ্লোক সাধুনাথ ২৲

২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সাধুনাথ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। জীব-নিত্য-ধর্ম্ম ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৶১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগোদ্রুম কল্পতরু ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনকথা ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্থপঞ্চক

৪৭। মায়াবাদের জীবনী ৵০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৶১০

৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৷১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲

৫১। প্রাকৃতরস শতদূষণী ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌড়ভাষ্যোদ্ধার ৸০

৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০

৫৫। শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্‌ বা সনাতনাষ্টক ।০

৫৬ ভাবনাসার সংগ্রহ ৵০

৫৭। ঈশোপনিষদ্‌ (সানুবাদ) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৵০

৫৯ সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৬০ সারস্বতার্থ ০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্‌ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভূতিঃ ।০

৬৩। ষট্‌ক সন্দর্ভসংগ্রহ ।০

৬৪। বাক্যরত্ন ।০

৬৫। নাম্নাং নির্ব্যাসঃ

৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থনিবিষ্ট

৬৭। মাহাত্ম্যদর্শন

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত

৭০। ব্রাহ্মণ

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজি এণ্ড অণ্টোলজি ।০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০

৭৩। লর্ড চৈতন্য মেসেজ এণ্ড শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বেদান্তদর্শন ।০

৭৫। ভোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ডস্‌

৭৬। দি ভাগবত

৭৭। হোয়াইট লাইট অন শ্রীচৈতন্য

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্ষ্ট ভলুম) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। প্রার্থনা-রসায়ন ৵০

৮৩। গীতাবলী

৮৪। শরণাগতি

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৪ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ২৫শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ৯ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার } ৮ম সংখ্যা

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা

———::(০)::———

৪৫তম বার্ষিক অধিবেশন বিবরণ

স্থান—শ্রীধাম মায়াপুর, যোগপীঠের শ্রীঅঙ্গন

গত ৫ই মার্চ্চ ২১শে ফাল্গুন রবিবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব দিবস মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণে শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়। প্রাতঃকাল হইতে সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপের নিম্নে সভার অধিবেশন উপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রী, দর্শক, সভ্য, সজ্জন, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ বহু ভক্ত সমবেত হইলে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির পর বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। অনন্তর পরমারাধ্যতম আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তবৃন্দ সহ সভায় প্রবেশ করিলে সমাগত ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত করেন এবং সম্মুখে প্রণত হইয়া শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভায় আসন গ্রহণ করিলে পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালা প্রদান করেন। বৈষ্ণবগণ ও সভ্যবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানাইলে স্বাস্থ্যহান-দুর্ব্বলতার দুর্দ্দৈবের অধাধি বাহ্য অভাবহেতু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন গ্রহণ না করিয়া বাদ্ধি-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য স্বয়ং প্রস্তাব করেন। শ্রীশ্রীনিখিল-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক ও গৌড়ীয়-মিশনের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট মহামহোপদেশক পাষণ্ডদলন শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ আচার্য্যদেবের শিরে ধারণ করিয়া সর্ব্বসম্মত বৈষ্ণবের সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনন্তর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশক্রমে 'রাধে জয় জয়' গীতটি গান করিলে পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ও সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশ নির্দ্দিষ্ট কার্য্যতালিকা অনুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ১৩৭ বর্ষ পৌঁছিয়া হইতে গত বৎসরের শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপ্রচারিণী সভার বিবরণী পাঠ করেন। তৎপরে মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরী-মোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় নিম্ন-লিখিত সজ্জনগণকে উক্ত সভার সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় উহা সমর্থন করেন। প্রস্তাবিত সভ্যগণের নাম,—রায়সাহেব অঘোরী কৃষ্ণপ্রসাদ সিং উকিল ও জমিদার আজিমাবাদ, পাটনা; শ্রীযুত ভুবনচন্দ্র রায় ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, গোকুল নগর; কপিলেশ্বর হোটেলের এম-এ সিনিয়র কো-অপারেটিভ সোসাইটি কটক, শ্রীযুত গজেন্দ্রনাথ পাণ্ডা, পাটনা; শ্রীযুত বিনোদবিহারী ঘোষ কানুনগো কটক, শ্রীযুত মন্মথনাথ সেন কলিকাতা, শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র দাস অধিকারী ঢাকা।

অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুসুম শ্রৌতী মহারাজ বিগতবর্ষে সরস্বতী-পীঠ হইতে ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করেন।

তৎপরে মহোপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে বিগতবর্ষে যথাযথপ্রাপ্ত বৈষ্ণব ও সজ্জনগণের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক বিবরণ-প্রকাশ করেন। অনন্তর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে গৌরাশীর্ব্বাদ প্রদান করা হয়

১। শ্রীপাদ আনন্দলীলাময় বিগ্রহ অধিকারী—ভক্তিরঞ্জন, ২। শ্রীযুত মণীন্দ্রকুমার গুহ—ভক্তিভূষণ, ৩। শ্রীপাদ পতিতপাবন দাসাধিকারী—ভক্তিপ্রদীপ, ৪। রায় বাহাদুর শ্রীযুত মনোমোহন নিয়োগী—ভক্তিভূষণ, ৫। শ্রীপাদ প্রাণবল্লভ ব্রহ্মচারী—ভক্তিভূষণ, ৬। শ্রীপাদ ও'কৃষ্ণচরণ দাসাধিকারী—ভক্তিভূষণ, ৭। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী—ভক্তিকোবিদ, ৮। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী—ভক্তিভূষণ, ৯। শ্রীযুত মন্মথমোহন বসু—ভক্তিভূষণ, ১০। শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী—ভক্তিভূষণ, ১১। শ্রীযুত যোগেশ্বর দাসাধিকারী—ভক্তিভূষণ, ১২। শ্রীপাদ নদীয়ানন্দ ব্রহ্মচারী—ভক্তিভূষণ, ১৩। শ্রীপাদ গীর্ব্বাণীশ ব্রহ্মচারী—ভক্তিকমল, ১৪। শ্রীযুত রাসবিহারীনন্দন দাসাধিকারী—ভক্তিরত্ন, ১৫। শ্রীপাদ কৃষ্ণপদ দাসাধিকারী—সেবাব্রত, ১৬। রায় বাহাদুর শ্রীযুত মদনগোপাল সাহানা—ভক্তিভূষণ, ১৭। শ্রীপাদ কৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মচারী—ভক্তিকিরণ, ১৮। শ্রীপাদ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মচারী—ভক্তিপাদপদ্ম, ১৯। শ্রীপাদ নির্ম্মলপ্রভু দাসাধিকারী—ভক্তিচেতন, ২০। শ্রীপাদ জগদ্বন্ধুদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিমঙ্গল, ২১। শ্রীযুত কানাইলাল দাসাধিকারী—ভক্তিভূষণ ২২। রায় বাহাদুর শ্রীযুত বিজেন্দ্রনাথ রায়—ভক্তিভূষণ, ২৩। শ্রীযুত উৎকল দাসাধিকারী—ভক্তিপ্রাণ, ২৪। শ্রীযুত হরিপদ দাসাধিকারী—ভক্তিভূষণ, ২৫। রায় বাহাদুর শ্রীযুত বিশ্বেশ্বরনাথ চৌধুরী—প্রপন্নবান্ধব, ২৬। শ্রীযুত নরেন্দ্রেন্দ্র দাসাধিকারী—ভক্তিকেতন, ২৭। শ্রীযুত গোবিন্দ-দাস দাসাধিকারী—ভক্তিভূষণ।

তৎপরে বিপ্রগুণাঙ্গগণকে যজ্ঞসূত্র ও পুরস্কারগণকে 'হরিনাম-সেবাকার্য্যের জন্য পুরস্কার দেওয়া হইলে পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীযোগপীঠ প্রাঙ্গণে পুনরায় সভার অধিবেশন হয়। শ্রীগুরু আচার্য্যদেব সভাস্থলে সভায় উপবিষ্ট হইয়া আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের ও সভাপতি মহোদয়ের নির্দ্দেশে পুনরায় ভক্ত ও সজ্জনগণকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। মহামহোপদেশক

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

"জীবের নিজের আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আশ্রয়-জাতীয়ের অর্থাৎ কার্ষ্ণ-কিঙ্করের অনুভূতিই সম্বন্ধজ্ঞান। গুরুবর্গের পরিচয়ের দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। যদি স্বরূপশক্তির সহিত আত্মা, জীবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। চেতন-দর্শনই কৃষ্ণভোগাদর্শন। প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্জন-সঙ্গই দুর্জ্জনসঙ্গরাহিত্য-রূপ নির্জ্জনতা।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ বিষ্ণু আদি কাৰ্ত্তিকপ্ৰপন্নাশী গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——:::(০):::——

ভাগবত-নিষ্কিঞ্চন সাধুর অভাব এবং আমাদের হরিকথা শুনিবার প্রবৃত্তির অভাব। আমরা ইতর বিষয় শ্রবণে খুব আগ্রহী। যেখানে গুরুব্রু ও মতের সম্মেলন, সেখানেই হরিকীর্ত্তন হয়। বর্ত্তমানকালে নিষ্কপট পরচর্চাহীনতা জগতে একরূপ বিরল। ভগবানের কথা আলোচনার আড়ম্বরেও অনেক সময়েই অবান্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই চেষ্টা থাকে—মাঝখানে অন্য অর্থ থাকে। যাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ, কামের অতৃপ্তি এবং সংসার-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, জগতে তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী। তাঁহারা যে হরিকথা আলোচনার আড়ম্বর করেন, তাহা অন্যান্য অবান্তর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য।

দেখুন, পৃথিবীতে আমরা সাধারণ মনুষ্যজাতির কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। চাই আমি ধন, কিন্তু অধনকে ধন বলিয়া ঠিক করিয়াছি! আমি আমার ব্যারাম উপশমের জন্য অনেক সময় ডাক্তারকে ডাকি। ডাক্তার বলিলেন,—'তুমি এই এই ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ কর', আমি বলিলাম—'আমার মনের মতন—আমার রুচির মতন ব্যবস্থা করুন।' দেখুন, তাহা হইলে ডাক্তার ডাকিয়াও ডাক্তারী করিলাম আমি।

খোসামুদে লোককে বৈদ্য বলিলে সু-ফল হইবে না। আমার যে যে ঔষধ ও পথ্য সত্য সত্য দরকার হইবে, তাহা যদি আমাকে প্রদান না করিয়া বৈদ্য আমার খোসামোদ করিয়া তাঁহার দর্শনীটী লইয়া যান, তাহা হইলে তাহাতে আমার আপাততঃ সুখ হইবে বটে, কিন্তু ব্যাধি সারিবে না।

যাঁহারা মনে করেন, সৎ-জীবন যাপন করা, দেবতার পূজা প্রভৃতি করা কর্ত্তব্য, তাঁহারা সচরাচর প্রতারকগণের দ্বারাই বঞ্চিত হন। কারণ জগতে প্রতারক-শ্রেণীর লোকই অধিকাংশ। তীর্থসমূহ প্রতারকগণের দ্বারাই একরূপ পরিপূর্ণ। যাঁহারা আবার ঐ শ্রেণীর লোকের হাতে ভুক্তভোগী হইতেছেন বা হইয়াছেন, তাঁহারা অনেক সময়েই নাস্তিক হইয়া পড়েন। তাঁহারা মনে করেন, সকলেই প্রতারক—প্রকৃত সাধু কোথাও নাই। এমনকি, পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হইবার ফলে তাঁহাদের নিকট ভগবৎপ্রেরিত বৈকুণ্ঠের প্রকৃত সাধু উপস্থিত হইলেও তাঁহারা ঐ সাধুকে ঠগ বলিয়াই সাব্যস্ত করেন।

যিনি সত্য সত্যই নিজের সুবিধা চাহেন, তিনি সত্য সত্যই সাধুর দেখা পান এবং সেই সাধুর কৃপায় সাধুর স্বরূপও বুঝিতে পারেন। যিনি ভগবানের কথা শুনিতে ভালবাসেন, আর যিনি ভগবানের কথা ছাড়া দুনিয়ার আর কিছুই ভালবাসেন না, এইরূপ লোকের পরস্পর মিলনেই হরিকথা হয়।

ভগবান্ অমন্দোদয় যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতা-রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাগত হন, তাহা হইলে দুস্তর অলৌকিক মায়াসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। শরণাগত ভক্তের কুক্কুর শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি'ও 'আমার' বলে অভিমান থাকে না। সর্ব্বাত্মার আত্মনিবেদন ব্যক্তির উপর ভগবানের দয়া শতকরা শত পরিমাণ আসিয়া যায়। যাঁহারা বিষ্ণুতে একরূপ সেবক তাঁহারাই ঐকান্তিক। যাঁহারা ঐকান্তিক নহেন, তাঁহারা ব্যভিচারী। যদি সর্ব্বদা বিচার থাকে আমাদের মাথাতে হইবে, তাহা হইলে আমরা মহাপ্রভুর বিচার গ্রহণ করিতে পারিব। যে সকল জিনিষ ভগবান্ নন, তাহারাই সর্ব্বদা আমাদিগকে সংসারে টানিতেছে। আমরাও উঠিয়া পড়িয়া সংসারে প্রমত্ত হইয়া লাগিয়াছি।

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ

(২)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের সঙ্গে এই স্থানে সারারাত্রি জাগরণ করিয়া হরিকীর্ত্তনমুখে একাদশীব্রত-পালনের আদর্শ প্রদর্শন করেন। এই সময়ের বিবরণ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বসম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় এইরূপ লিখিয়াছেন,—

'পূর্ব্বরাত্রে একাদশী-জাগরণের পর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় প্রাচীন সমস্ত ভক্তবৃন্দ মহাসমারোহের সহিত কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। পরমপূজ্যপাদ সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়কে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে প্রপন্নাশ্রমে পৌঁছিলেন। তথায় কীর্ত্তন-সময়ে বাবাজী মহাশয়ের যে সকল ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা বর্ণন করা যায় না। শতবর্ষের উর্দ্ধ বয়সে সেখানকার সকলের ভাব নৃত্য করা এবং মধ্যে মধ্যে 'নিতাই 'ক নাম এনেছে রে। নাম এনেছে নামের হাটে শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছে রে।' ইত্যাদি ধুয়া অবলম্বন করিয়া অজস্র ক্রন্দন ও ভূমি লুণ্ঠন সময়ে তথায় যে একটি অপূর্ব্ব দৃশ্যের উদয় হইয়াছিল, তাহা আর দেখা যায় না। বাবাজী মহাশয়ের ভাবদর্শনে এবং কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইয়া সকলেই প্রায় অশ্রুপুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে গদ্গদ হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে কীর্ত্তন স্থগিত হইলে সাধ্বস্থ একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা হইল। বাবাজী মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রপন্নাশ্রমের কার্য্য সেইদিন হইতে আরম্ভ হইবার আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিশ্বাস'ও মহাশয় বাবাজী মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে ও স্বয়ং প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাপ্ত করিলেন।

স্কুল, ডাক্তারখানা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার সময় সর্ব্বদেশে স্থানীয় প্রধান লোককে সভাপতি করা হয়। তদনুসারে যে তৎকালে উপস্থিত পরমপূজ্যপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে প্রপন্নাশ্রম-প্রতিষ্ঠার সভাপতির আসন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। যে যে গ্রামে প্রপন্নাশ্রম স্থাপিত হয়, তাহার প্রতিষ্ঠা এইরূপে করা কর্ত্তব্য।"

এই সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সহিত আমলাজোড়া গ্রামে অবস্থান করিয়া অহোরাত্র গৌর-কৃষ্ণকথা আলোচনা, কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ন্যায় সুশিক্ষিত ও সামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তির হরিনাম-প্রচারে স্বাভাবিক উৎসাহ দেখিয়া তাঁহাকে জগতে শ্রীগৌরনাম, শ্রীগৌরধাম ও শ্রীগৌরকাম প্রচার করিবার জন্য আবশ্যক প্রেরণা প্রদান করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণ-কল্পে বিশেষভাবে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন। এই সময়ের কথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার আত্মচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

'বাটী আসিয়া স্থানে স্থানে নাম-প্রচার ও বক্তৃতা হইতে লাগিল। কখন গোদ্রুম, কখন কলিকাতা, সময় সময় কৃষ্ণনগরে বক্তৃতা। ১৮৯৩ সাল উপস্থিত হইল, ঐবৎসর বিশেষ সমারোহে শ্রীগৌরাঙ্গের পাদোৎসব ও শ্রীমায়াপুর দর্শনোৎসবে শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় বহু সংখ্যক বৈষ্ণব লইয়া গিয়াছিলেন।"

১২৯৯ বঙ্গাব্দের মাঘমাসে শ্রীল জগন্নাথ স্বীয় পারিষদসহ শ্রী নবদ্বীপ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভ্যর্থনা-ক্রমে শ্রীগোদ্রুমস্থ সুরভিকুঞ্জে আসিয়া আসন গ্রহণ করেন। ২৭শে মাঘ বুধবার শ্রীসুরভি-কুঞ্জে শ্রীল বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্মেলনে এক অপূর্ব্ব হরিকীর্ত্তন-নর্ত্তনের উৎসব প্রকাশিত হইয়াছিল। সমস্ত কীর্ত্তনাধ্যায়ী কীর্ত্তনের রোলে দুগ্ধাব্ধি (?) ও প্রেমবন্যায় প্লাবিত হইয়াছিল।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীধাম-প্রকাশ-সেবা করিবার জন্য শ্রীগৌর-সুন্দরের ইচ্ছায় বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহা আমরা ঠাকুর ভক্তিবিনোদের লেখনী হইতে দেখিতে পাই। 'বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায়' শ্রীল ঠাকুর বলিতেছেন,—

"হে ভক্তবৃন্দ! আমরা অত আশা ও মত চিন্তা দূরে ফেলিয়া এই ক্ষণে মহাতীর্থের স্থানভাব আবিষ্কার করিতে যত্ন করুন। * * হে শ্রীবৈষ্ণবগণ! বিলম্ব করিও না, প্রভু ও প্রভুপার্ষদগণের লীলাস্থান দেখিবার জন্য আমাদের ভাব আকিঞ্চন পাষাণগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। এবে ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান দেখিতে যখন অত্যন্ত ব্যাকুলিত হইলেন, তখন দয়াময় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব শ্রীসনাতন প্রভৃতি পার্ষদকারপূর্ব্বক দুই বান্ধবেরে শ্রীমথুরা ও শ্রীবৃন্দাবন দেখাইয়া দিলেন। সনাতন গোস্বামীর

তুলায় এখন সকলেই সেই তীর্থের মহিমা উপলব্ধি করিতেছেন। হে জগন্নাথদাস প্রভু'র অনুগামী গৌরাশ্রিত ভক্তগণ! আপনাদের চরণে আমরা দণ্ডবৎ পতিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, আপনারা শ্রীসনাতন গোস্বামীর পদাঙ্কিত হইয়া শ্রীশ্রীমায়াপুরের স্থানসমূহ নির্দ্দেশ করুন। এখন আপনারাই আমাদিগের ভরসা, আর কাহাকে জানাইব?"

শ্রীল জগন্নাথ গৌরধামপ্রচারে এত উৎসুক ছিলেন যে, যে বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে প্রকাশিত হন, সেই বৎসর অর্থাৎ ১৩০০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে তিনি ব্রজমণ্ডলের অনেক ভজনানন্দী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণকে গৌড়মণ্ডলে আহ্বান করেন। তদানীন্তন নিষ্কিঞ্চন-বৈষ্ণবগণের ভজনানন্দী বর্ষীয়ান্ বাবাজী মহাশয়ের আহ্বান কোন অকপট ভজনানন্দী বৈষ্ণব-মহাত্মাই অস্বীকার করেন নাই। যিনি বিশ-ত্রিশ বৎসরকাল ব্রজে থাকিয়া ভজন করিতেছিলেন, সেই নিষ্কিঞ্চন পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু পর্য্যন্ত শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের আহ্বানে গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়া তদবধি অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত একাদিক্রমে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে ভজন করেন।

১২৯৯ বঙ্গাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব দিবসে (২০শে ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার) শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ কুলিয়া নবদ্বীপের বহু লোক লইয়া সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত শ্রীধামমায়াপুর যোগপীঠে উপস্থিত হন। সেই স্থান স্পর্শ করিবামাত্র বাবাজী মহাশয় এস্থানকে 'জগন্নাথমিশ্রের গৃহ' বলিয়া উক্তি করিলেন। আবার পূর্ব্ববিদিত খোলভাঙ্গার ডাঙ্গায় সঙ্কীর্ত্তন-দল উপস্থিত হওয়ামাত্র তাঁহাদের বড় খোলখানি ভাঙ্গিয়া গেল।"

এই সম্বন্ধে কথা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার সজ্জনতোষণীতে এইরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—"২০শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময় পশ্চিমপার-নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ তিনখানি নৌকায় পার হইলেন। তৎপরে মহেন্দ্র বাবু তাঁহাদিগকে পার করিয়া আনিলেন। পরমভাগবত শ্রীযুক্ত জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে পাল্কীতে করিয়া লওয়া হইল। শ্রীমায়াপুর যাত্রি-সংখ্যা তখন আর গণনা করা যায় না, মায়াপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা গেল যে, শ্রীযুক্ত ভক্তবর দ্বারিক বাবু শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থানে একটী সঙ্কীর্ত্তনের দল লইয়া নানাবিধ পতাকা উড্ডীয়মান করত মহানন্দে বাবাজী মহাশয়দিগের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সমস্ত ভক্তবৃন্দ যখন জন্মভিটার উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন একটী অপূর্ব্ব শোভা সমস্ত নবদ্বীপমণ্ডলে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। বোধ হয়, এরূপ শোভা আর চারিশত বৎসর হয় নাই। সকল বৈষ্ণব মিলিয়া শেষে স্থির করিলেন যে, প্রভুর জন্মস্থানে একটী সেবা ও শ্রীবাসাঙ্গন খণ্ডে একটী সেবা স্থাপন হউক। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শেষে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, জন্মস্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবী এক স্থলে এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মীদেবী দুই পার্শ্বে, শ্রীমহাপ্রভুর কৈশোরমূর্ত্তি মধ্যস্থলে স্থাপিত হউক। শ্রীবাসাঙ্গনে পঞ্চতত্ত্ব স্থাপিত হউক।"

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, শ্রীধামমায়াপুর শ্রীযোগপীঠে যে কদম্বকুঞ্জটী আছে, তথায় আসিয়া শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ নৃত্য করিয়াছেন এবং আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামিপ্রভু তথায় উপবেশন করিয়া ভজনানন্দে ও হরিকথা কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন থাকিতেন। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের ৬ই ফাল্গুন শ্রীযোগপীঠে উপবেশন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগীতগোবিন্দের "বেদানুদ্ধরতে" ও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ" এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যাকালে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে "বাগেশ্বরী জগন্নাথের অবতার" বলিয়া জানাইয়াছিলেন। যেরূপ বিপ্রলম্ভরস ধাম কুরুক্ষেত্রের গৌরকৃষ্ণপদাঙ্কিত নিকটস্থ থানেশ্বরের প্রাচীসরস্বতীর তীরে জগন্নাথের ভবনে মহাপ্রভু পদার্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের বিপ্রলম্ভময় হৃদয়ভূমিতে শ্রীগৌরসুন্দর ও তাঁহার ধাম প্রকাশের প্রেরণা আত্মবিকাশে সমাগত হইলে শ্রীল জগন্নাথ তাহা ভক্তিবিনোদে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপের পক্ষে বা সরস্বতীনদীকে আবার প্রাচীনসরস্বতী এবং যোগপীঠে কদম্ববৃক্ষের পাদমূল হইতে বঙ্গা ও যোগপীঠের পাদদেশ বিধৌত করিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইবার কথা বলিয়াছিলেন। অতএব আমরা শ্রীল প্রভুপাদের বাক্যানুসারে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথকে 'বাগেশ্বরী জগন্নাথের অবতার' বলিয়াই বন্দনা করিতেছি। সরস্বতীতীরস্থ গোদ্রুমের সুরভিকুঞ্জে শ্রীজগন্নাথের হৃদয়ে বাগ্ভবস্ফূর্ত্তি-স্বরূপতত্ত্ব গৌরসুন্দর উদিত হইয়া ভক্তিবিনোদকে সেই প্রেরণায় উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে লিখিয়াছেন, "শ্রীল জগন্নাথদাস গৌরজন্মস্থানের নির্দ্দেশক ও শ্রীনাম-প্রচারিণী সভার প্রাক্তন মূল-পুরুষ। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে এই প্রপঞ্চে জীবোদ্ধারকল্পে প্রেরণ করিয়া স্বীয় প্রকৃত জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাইয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালা ১৩০০ সালে শ্রীল জগন্নাথদাস শ্রীগৌরজন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়া এক-বৎসরের মধ্যেই নিজ-প্রকটলীলা সংগোপন করেন"।

শ্রীল জগন্নাথ যেরূপ শ্রীভক্তিবিনোদের সংশোধক, শ্রীল ভক্তিবিনোদও তদ্রূপ শ্রীল জগন্নাথের শ্রেষ্ঠ সেবক। যাহারা গুরু বা মহাপুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্ধারণের বিচারের মাপকাঠি দিয়া ওজন করে, তাহারা এই কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথের পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় শিষ্য ছিলেন না, কিংবা তিনি শ্রীল বাবাজী মহারাজের হস্ত-পদাদি সম্বাহন বা পাকাদি কার্য্য অথবা আতুর শ্রীল বাবাজী মহাশয়কে তাঁহার অন্য কোন শিষ্যের ন্যায় একস্থান হইতে অন্য স্থানে স্কন্ধে বহন করিবার সেবা বা সাধারণ বর্ণনে নিরন্তর সঙ্গে সঙ্গে অবস্থানাদিও করেন নাই। শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের অন্য এক ব্রজবাসী শিষ্য ক্রমাগত ৮০ বৎসর শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের ঐ সকল সেবা করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীভক্তিবিনোদ যাহার বা শ্রীরূপানুগবরের ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যেরূপ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমের মনোঽভীষ্ট-পরিপূরক শ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ নিজজন বলিয়া পরিচিত, ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর গুরুসেবা এবং প্রায় একশত বৎসরকাল ব্রজে বাস করিলেও আমরা তাঁহাকে শ্রীল ভক্তিবিনোদের ন্যায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের সেরূপ 'শ্রেষ্ঠ সেবক' বলিতে পারি না। কারণ শ্রীল বাবাজী মহারাজের চিত্তবৃত্তি ও ভক্তিসিদ্ধান্তের বিচার আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের চিত্তবৃত্তি ও সিদ্ধান্ত অভিন্ন ছিল। যেখানে গুরু ও শিষ্যের চিত্তবৃত্তি একরকমের প্রায় অভিন্ন, সেখানেই অন্তরঙ্গত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত। শ্রীল জগন্নাথের মনোঽভীষ্ট পরিপূরণের জন্যই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অবতার। ঠাকুর তাঁহার সর্ব্বস্ব দ্বারা গুরুসেবা করিয়াছেন, আংশিক সেবা করেন নাই, কিংবা গুরু-সেবার ছলনে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা বা কোনরূপ বঞ্চনা গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় তাঁহার অপ্রকটের কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার উক্ত ঝাঁকা বহনের পালাকারী ব্যক্তিকে বলিয়াছিলেন,—'ভজনে থেকো, পেটের জন্য কোন কষ্ট পেতে হবে না, আর ভাবতেও হবে না।'

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌমের ভার সম্বন্ধবিবেচনা-বশিষ্ট ক্রমাগত চল্লিশ বৎসরের সেবার ফল কি উদরের সংস্থান বা জাগতিক অভাব-পরিপূরণ? শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে কিন্তু শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় এরূপ কোন কথা বলেন নাই, তাঁহাকে শ্রীল বাবাজী মহাশয় শ্রীগৌরসুন্দরের বাণীসমূহ লেখনীর মধ্য দিয়া বিশ্বসমাজে প্রচার করিবার জন্য গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকাম প্রচারের জন্য ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথের সেই উৎসাহ-সঞ্চারিত হইয়া নিত্যসিদ্ধ গৌরজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের মনোঽভীষ্ট প্রচারের আবাহন প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অলৌকিক মহিমা, বৈশিষ্ট্য ও ও অপার করুণা এবং মঠবাসী ও গৃহস্থ-ভক্তগণের গুণকীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। অনন্তর 'মহোপদেশক' শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বিস্তৃতরূপ শ্রীধাম প্রচারিণীসভার কথা কীর্ত্তন করিলে পর সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পুনরায় ভক্ত ও সজ্জনগণকে বস্ত্রাদি প্রদান করা হয়। তৎপরে সভাপতি মহোদয় একটি অভিভাষণ প্রদান করিলে পর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জনব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বিস্তৃত বিবরণ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইবে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-মূলমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সরস্বতী-কুঞ্জ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-ভাণ্ডার ও সংস্কৃত প্রকাশ-সঙ্ঘ আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠ পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রাণাঢ়ালুষ্ঠান গৌড়ীয় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এখন বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপ শ্রীগৌরনাম শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌড়পাদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর 'নৃসিংহ') পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

চাকদহ, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মসুরাকান্দি, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যবাদে মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপালপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) গৌড়ীয়মঠ কুসুমকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড ভজনকুটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বরষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বরষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—সেনপাড়া,

পোঃ কোটোল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়ান রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মাইলাপুর, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহের সেবা

(৫১) কাবুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাবুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-গোবিন্দ-বিগ্রহের সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ভিন্দি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কটক, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

সাতসাদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপুরুষোত্তমগৌড়ীয় প্রচার-মণ্ডল

পোঃ মজুমদার, গয়া

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চাঁদপুরা, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) কলাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কলাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

চুঁচুড়া, পোঃ চিনসুরা, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

২০১ নং ল্যান্সডাউন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, হাইমন্ট রোড

গ্ল্যাস্টার, এস্ ডব্লিউ, ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ ক্লিস্টোন রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

মহানন্দন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেসিং ওয়ার্কস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠার		[illegible] পৃষ্ঠার
১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের জন্য	[illegible]
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ১০	৷৵০	[illegible]
ঐ ঐ ইঞ্চি ২৲		[illegible]
সিকিকলম ৫৲		[illegible]
অর্দ্ধকলম ৮৲	৯৲	[illegible]
এক কলম ১৬৲	১০৲	[illegible]

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৯	[illegible]
ঐ সিকি কলম ১৫৲	[illegible]
ঐ অর্দ্ধকলম ২৫৲	[illegible]
ঐ এক কলম ৩৫৲	[illegible]

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	[illegible]
ষাণ্মাসিক ঐ	[illegible]
ত্রৈমাসিক ঐ	[illegible]
মাসিক ঐ	[illegible]

প্রতি সংখ্যা [illegible] । বিশেষ সংখ্যার [illegible] ।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

শ্রী [illegible] ঠাকুর [illegible] ইনষ্টিটিউট

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় ও [illegible] আহার ও [illegible] । [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] মাসিক মাত্র ৬৲ টাকা । এই বিদ্যালয়ের [illegible] পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন [illegible] । [illegible] ছাত্রের মধ্যে ১২ জন [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছে ।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা [illegible] রাখিতে পারিবে, ৭ম ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয় ।

সেক্রেটারী, ঠাকুর [illegible] ইনষ্টিটিউট, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও [illegible] আলোচিত হইয়াছে । এই এক অপূর্ব্ব [illegible] বিরাট গ্রন্থ । ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা ।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । [illegible] ইহাতে দুইটি বিভাগ আছে । পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রবন্ধাবলী [illegible] সম্পাদিত '[illegible]' [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের "[illegible]" সাপ্তাহিক [illegible] হইতে [illegible] ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা সহ প্রকাশিত হইয়াছে । উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত '[illegible]'র [illegible] প্রবন্ধ [illegible] হইয়াছে । প্রবন্ধগুলি [illegible] প্রদত্ত হইয়াছে ; [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও [illegible] একটি বিস্তৃত ভূমিকা, [illegible] ও [illegible] সংযোজিত হইয়াছে । [illegible] উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া ; [illegible], পোঃ [illegible], [illegible] ও [illegible], [illegible], পোঃ [illegible], [illegible] ।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "[illegible]" [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] হইয়াছে । ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আট আনা ।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] শ্রী [illegible] ও চরিত্র [illegible] ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা । প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত [illegible], শ্রীমায়াপুর, [illegible], পোঃ [illegible], নদীয়া ।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পারমার্থিক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের লেখনী-প্রসূত এবং পরিশ্রম ও গবেষণার অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিতে একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাচীন দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ অচিরেই প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:০:——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিনে পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের অনুকম্পায় [illegible] ও লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলীর [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১৪৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয় গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৪ ৩৬ ৬ ০৬ ৭ ২৬ ১২-২৬ ১৪ ৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৫০ ২২ ৩৬

রাণাঘাট পৌঃ ৮-৪০ ১৪ ১৫

(বদল) ছাঃ ৯ ০১ ১৪-৪০

কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮ ৪৫ ১০-৮ ১৫-২০ ১৭-২৮ ১৯-১১ ২০-১৩ ১-১২

(বদল) ছাঃ ৭ ১২ ১০-৩১ ১৭-৩৬ ২০-২৬

নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১ ১০ ১৮ ১৬ ২০-৪৬

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১ ৬

রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫

ছাঃ ১৩ ০

শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬

(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-২

ছাঃ ১৪ ২০

নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১৩-৩০ ১৬-০ ১৮-৩১

কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২৩ ১৩ ১০-৩ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১৯

ছাঃ ৬-২৩ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬ ৫৩ ১৯-২৫

রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩১

(বদল) ছাঃ ১১ ০ ১৭-৪০

কলিকাতা পৌঃ ৬ ১৩ ৯ ২১ ১২ ১ ১২-১৬ ১৪-১৩ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-৫৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮

ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-১৫

শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৭-৫৬

(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-১ (রবিবার ভিন্ন) ১৮-৮ (রবিবার)

রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-২৭ ১৮-৩৩

(বদল) ছাঃ ১৭-৪৯ ১৮-৪০

কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৬

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীমায়া
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—২৬শে ফাল্গুন, ১৩৪৫, ১০ই মার্চ্চ, ১৯৩৯, শুক্রবার। ৯ম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——:o:——

পাঞ্জাব পরিষদ মুলতুবী

পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খাঁ ও বিরোধী দলের নেতা ডাঃ গোপীচাঁদ ভার্গবের মধ্যে ঘরোয়া আলোচনার ফলে, স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খাঁ ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় পাঞ্জাব পরিষদের অধিবেশন মুলতুবী রাখিতে রাজী হইয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, পূর্ব্বের ব্যবস্থা অনুসারে ৭ই, ৯ই ও ১০ই বাজেটের সাধারণ আলোচনা হইবার কথা ছিল, কিন্তু ডাঃ গোপীচাঁদ আলোচনা বর্জ্জন করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন।

———

রাজকোটে নূতন শাসনতন্ত্র

স্যার চাল্‌স্‌ ওয়াটসন কাঠিয়াবাড়ের যে নূতন শাসনতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। নবপ্রবর্ত্তিত শাসনতন্ত্রে [illegible] সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া [illegible] প্রতিনিধিবৃন্দের মারফৎ জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নির্ব্বাচনের তারিখ এখনও [illegible] হয় নাই। প্রতিনিধি পরিষদে [illegible] সরকারী সদস্য, [illegible] সদস্য [illegible] বেসরকারী সদস্য ও [illegible] নির্ব্বাচিত সদস্য থাকিবেন। পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং [illegible] ভোট প্রদান [illegible] করিবেন।

হাওড়া জেলায় শিলাবৃষ্টি

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৈকালে হাওড়া জেলার উত্তরাঞ্চলে প্রবল শিলাবৃষ্টি ও ঝড় হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলে বহু ঘরবাড়ী ও গাছপালা পড়িয়া গিয়াছে। এক একটি শিলা প্রায় চৌদ্দ তোলা ওজন ছিল। উহাতে আমের গুটি ও আম্রমুকুলের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কয়েকটি পশু ও মানুষ মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

———

আসামের নূতন গভর্ণর

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী সাপ্তাহিক আসাম গেজেটের একখানি অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গেজেটে প্রকাশ, ঐ দিন অপরাহ্নে হিজ এক্সেলেন্সী মিঃ এইচ, জি, ডুণ্ডাস যথারীতি আসামের শপথ গ্রহণ করিয়া গভর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

প্যালেষ্টাইনে আবার হাঙ্গামা

প্যালেষ্টাইনের নানাস্থান হইতে পর পর কতকগুলি গোলযোগের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। হাইফায় দুইটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে ২১ জন নিহত ও ৪৪ জন আহত হইয়াছে। হতাহতের মধ্যে মাত্র ২ জন ব্যতীত সকলেই আরব। সমগ্র সহরে সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে। জেরুজালেমে একটি বাজারে এক প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণের ফলে ৩ জন আরব নিহত ও ৬ জন আহত হইয়াছে। টেল আবিবে একটি গাধা রাস্তার উপর দিয়া একটি ট্রেণ টানিয়া যাওয়ার পরেই একটি বাড়ীতে গোলা বোমা ফাটে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোন ক্ষতি হয় নাই। [illegible] শহরের নিকটে একটি ইহুদীকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। জেরুজালেমের উপকণ্ঠে আরবদের একটি বাসের উপর গুলি চালান হয়, কিন্তু গুলি কাহারও গায়ে লাগে নাই। অবিলম্বে এক সামরিক আদেশ জারী করা হইবে—লণ্ডন হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়া পৌঁছাতে আরবগণ উল্লাস করিতেছিল, ঠিক এই সময় গোলযোগের সংবাদ আসিয়া পৌঁছে। হাইফা, জেরুজালেম, জাফা প্রভৃতি [illegible] আরবগণ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে।

———

হিন্দুপ্রধান স্থানে গোহত্যা

ত্রিপুরা—কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, গত ১১ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ত্রিপুরা জেলার কচুয়া থানার অন্তর্গত সাচার বাজারে প্রকাশ্য দিবালোকে পর পর দুইটি গোহত্যা করা হইয়াছে। হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার জন্য ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা আরও ঘটিতে পারে বলিয়া গুজব রটিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এ স্থানে আর কখনও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোনরূপ বিদ্বেষ ভাব দেখা যায় নাই। এই গোহত্যার ব্যাপারে হিন্দুদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। প্রকাশ যে, এক আবেদন দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে যে, নিরপেক্ষ কর্ম্মচারীর দ্বারা উক্ত ব্যাপার বিশেষভাবে তদন্ত করা উচিত। ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনা আর না ঘটিতে পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের অনুরোধ করা হইয়াছে।

সামরিক পুলিশ কর্ত্তৃক গুলী চালনা

[illegible] সময় সামরিক পুলিশকে একবার গুলি চালাইতে হইয়াছিল। গুলি চালনার ফলে এক ব্যক্তি আহত হয়। আহত ব্যক্তিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। অপরাহ্নে অনেক স্থানে বাধা হয়।

সম্বলপুরী হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বাধা চলিয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, উত্তেজনা প্রশমিত হয় নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আক্রমণ কল্পনা

এরূপ জানা গিয়াছে যে, জেনারেল স্মিথ বেরার জেনারেল উবের প্রমুখ রাষ্ট্রীয় বিভাগ বন্দরের উপনিবেশ আক্রমণের ইটালি দিয়াছেন। জেনারেল গোয়েরিং আন্তর্জাতিক বিমান প্রদর্শনে যোগ দান করেন (সুতরাং সামরিক উপকূলবর্ত্তী ইটালির প্রসিদ্ধ বড় বিমান) পরিদর্শন দিয়াছেন। প্রকাশ যে, ইটালি ও স্পেন হইতে ব্যাপক আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পর্কে ইটালি ও জার্ম্মাণ বিমান-বহরের উচ্চপদস্থ অফিসারদের মধ্যে এক বৈঠক হইবে।

এরূপ জানা গিয়াছে যে, প্যারিসস্থ বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার এরিক ফিপস ইটালিকে নূতন নূতন সুযোগ সুবিধা দিবার জন্য ফরাসী পররাষ্ট্র-সচিব মঃ বনেটের উপর চাপ দিতেছেন। ফ্রান্সের নাজী সমর্থকদের মধ্যে সুবিখ্যাত মঃ ফেরিনেঁ। বর্ত্তমানে বার্লিনে আছেন। ইনি ফরাসী পররাষ্ট্র সচিব মঃ বনেটের অন্তরঙ্গ বন্ধু। মঃ ফেরিনেঁ জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব ভন রিবেন্ট্রপের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীদেবের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। [illegible] কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পবিত্র শ্রীপাদ [illegible] সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১। টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—[illegible] পবিত্র শ্রীপাদ [illegible] সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৷৷৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাবৃত্তসাগর হইতে আহৃত ১৬৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রবন্ধ

ভিক্ষা—৷৷৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৷৷৹ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷৹ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম্-এ, বি-এল্, [illegible] পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—[illegible] ৫০
[illegible] ১৮৲
[illegible] ৯৲
২। [illegible] ৬৲
৩। [illegible] ৬
৪। [illegible] ৬৲
৫। শ্রীল [illegible]
[illegible]
৬। শ্রীল [illegible]
[illegible]
৭। [illegible] ১৲
৮। [illegible] ১০
৯। [illegible] ১৲
১০। [illegible] ২৲
১১। [illegible] ২৲
১২। [illegible] ১৲
১৩। [illegible] ৷৹
১৪। [illegible] ১০
১৫। [illegible] ।০
১৬। [illegible] ৷৷০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible] ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। [illegible] ।৵০
২২। [illegible] ৷৷৷
২৩। শ্রী[illegible] ও [illegible] ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা ([illegible] টীকাসহ) [illegible] ২৲
২৬। গীতার [illegible] ০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] ।০
২৯। [illegible] ([illegible]) ৷৷০
৩০। জীব-ধর্ম্ম ৷৷০
৩১। [illegible] ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাংলা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷০
৩৫। গীতমালা ৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। [illegible]
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible]
৪৮। [illegible]
৪৯। [illegible]
৫০। [illegible]
৫১। [illegible]
৫২। [illegible]
৫৩। [illegible]
৫৪। [illegible]
৫৫। [illegible]
৫৬। [illegible]
৫৭। [illegible]
৫৮। [illegible]
৫৯। [illegible]
৬০। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্
৬২। [illegible]
৬৩। [illegible]
৬৪। [illegible]
৬৫। [illegible]
৬৬। গৌড়ীয়[illegible]
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible]
৬৯। [illegible]
৭০। [illegible]
৭১। [illegible]
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible]
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible]
৭৯। শ্রী[illegible]

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রী[illegible]
৮১। [illegible]
৮২। [illegible]
৮৩। গীতাবলী
৮৪। [illegible]

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রী[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৫শ বর্ষ } ৫ বিষ্ণু ৪৪৬ গৌরাব্দ ২৬শে ফাল্গুন ১৩৩৯ সাল ১০ই মার্চ খৃঃ ১৯৩৩, শুক্রবার ৯ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধাম-অজমেরে শ্রীচৈতন্যপাদ-পীঠ প্রতিষ্ঠা

গত ৬ই মার্চ সোমবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবিগ্রহ ঠাকুরের অঙ্গনে নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে শ্রীচৈতন্যপাদ-পীঠ প্রাপ্তি ও শ্রীবিগ্রহের অভিষেক সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন করেন।

ঐ দিবস প্রাতে অজমেঢ়-শ্রীমদনগোপাল শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব অগ্রণী হইয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীমন্দিরে গমন করেন। অনন্তর উপদেশক পং শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য বক্তাগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীধরের কথা পাঠ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব 'অভুক্ত থাকে ভক্তের ম'ধ্যে কীর্ত্তন করিয়া বৈষ্ণবগণের চিত্তাকর্ষণ করেন। অতঃপর শ্রীআচার্য্যদেবের অবস্থান ও সংকীর্ত্তনের মধ্যে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ ও শ্রীধরের অভিষেক প্রতিষ্ঠিত হন। অভিষেকের অন্তে কীর্ত্তন হইলে পর সমাগত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত শ্রীধাম-সেবক সৌভাগ্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় ভক্তি-বিজয় মহোদয় শ্রীধাম-বিকাশ ও ইহার ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রী সেবাধন লইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ তথাকার সেবাপূজাদি করিতেছেন।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা মহোৎসব

গত ৫ই মার্চ, ২১শে ফাল্গুন রবিবার কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথিপূজা যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ-নিবাসী পারমার্থিক সজ্জনমণ্ডলীর পর হইতে সমস্ত দিন ধরিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হয়। সন্ধ্যার সময়ে শ্রীমঠের নাটমন্দিরে প্রবেশমধ্যে শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী বি-এ মহোদয় শ্রীগৌরজন্মোৎসবের কথা গৌড়ীয় পাঠ করেন এবং শ্রীযুত নন্দনন্দন ভাগবতভূষণ মহোদয় শ্রীগৌরজন্মোৎসব বিষয়ে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর মহাজন-পদাবলী ও নামসংকীর্ত্তন হয়।

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ,

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

বৃক্ষের নীচে সমাহিত হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকিবার জন্য এত উচ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, 'শ্রীজগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের বিরহী সেবক বলিয়া অলোকিক শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন; কারণ যে সময় বৃক্ষের সমীপে জগন্নাথ প্রভু তাঁহার নৃত্য লীলার রচনা করিয়াছিলেন, ঠিক তাহার নিকটে শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দিরের ভিত্তি খননকালে (১৩৪১ বঙ্গাব্দ, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ) শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের সেবিত গৃহদেবতা অধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হন। এই মূর্ত্তি অধোক্ষজ বিষ্ণু অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়াই এত আনন্দভরে ঐ স্থানে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম জগন্নাথ নৃত্য করিতেন। সেখানে শ্রীল জগন্নাথের এই নৃত্যস্থলী ও অধোক্ষজ শ্রীবিগ্রহের আবির্ভাবস্থলীর উপরে শ্রেষ্ঠাত্য শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের অর্থানুকূল্যে বর্ত্তমান সর্ব্বোচ্চ শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, অলোকিক শ্রীকৃষ্ণের বিরহী সেবক শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় এই যোগপীঠে আসিয়া অনেক সময় অর্দ্ধ-বাহ্যভাবে বিভাবিত হইয়া প্রাকৃতজনে এইরূপ উক্তি করিতেন, 'তোরা এখনও বাঁধতে দিচ্ছিস না কেন? এখনই যে, দেখতে পাচ্ছিস না কত বেলা হ'ল? এখনই গোঠে যেতে হ'বে; কৃষ্ণ বসনায় দাঁড়িয়ে আছে'।

"গৌর-ব্রজজনে ভেদ না দেখিব" শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ গৌর-সরস্বতীতে এই আদর্শ মূর্ত্তিমান ছিল। তাঁহারা যুগপৎ নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ও ব্রজজন। একাধারে নিত্যগৌরবনবাসী ও ব্রজবনবাসী।

শ্রীল জগন্নাথ, গৌরধাম-প্রকাশ ও শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রকাশ এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার উদ্বোধনের পরের বৎসরই অর্থাৎ ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুন, শকাব্দা ১৮১৬, খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৫, ২৫শে ফেব্রুয়ারী সোমবার শুক্লপ্রতিপৎ তিথিতে দিবা দশ ঘটিকার সময় অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনতোষণীতে লিখিয়াছেন, —"বিগতবর্ষে ১৩০১ সালের ১৭ই ফাল্গুন সোমবার দিবা ১০ ঘটিকার সময় ভক্তগণের বৃদ্ধ সেনাপতি শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপস্থ ভজনকুটীরে শ্রীনাম লাভ করিয়াছেন। সিদ্ধ বাবাজী মহাশয় গৌরভূমি অন্ধকার করিয়া চিজ্জগতে প্রবেশ করিলেন। আমরা জড়নয়নে তাঁহার আনন্দজনক নৃত্যকীর্ত্তন আর দেখিতে পাইব না। তিনি চিজ্জগতে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগের প্রতি কৃপা বিধান করুন।"

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ তাঁহার অপ্রকটের পূর্ব্বে নিজেই তাঁহার সমাধিস্থান খনন করাইয়া রাখিয়াছিলেন।

এখনও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাহার শাখামঠসমূহে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী শুক্লপ্রতিপৎ তিথিতে অর্থাৎ শিবরাত্রি-ব্রতের পরবর্ত্তী প্রতিপদে শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নামারে করিয়া ভয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

"জীবের নিজের স্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপের অর্থাৎ কার্ষ্ণ-বৈকুণ্ঠের অনুভূতিই সম্বন্ধজ্ঞান। গুরুবর্গের পরিচর্য্যা দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। ... স্বরূপশক্তির সহিত আত্মা, ... সহিত সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ও মায়াশক্তির সহিত ভিন্ন। চেতনসর্ব্বস্ব কৃষ্ণচন্দ্রোপাসন। প্রকৃত প্রস্তাবে সম্বন্ধজ্ঞানই দুর্ল্লভসম্বন্ধবিচার-রূপ নির্দ্দেশ।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ বিষ্ণু তিথি গৌরাব্দ ৪৪৬

বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ

(৩)

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় অনেক সময় কুলিয়া-নবদ্বীপে "ভজনকুটী" নামক স্থানে অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন। তৎপূর্ব্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃষ্ণনগরে থাকাকালে বাবাজী মহাশয় শ্রীল ঠাকুরকে নিজজন জানিয়া 'ভজনকুটী'র জন্য একটী নির্ম্মাণ করাইয়া দিতে বলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গোপালপুর হইতে ঐ স্থানটিতে একটি পাকা বারান্দা নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই ভজন-কুটীতেই বর্ত্তমানে বাবাজী মহাশয়ের সমাধি রহিয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায়ই এইস্থানে আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে দর্শন ও তাঁহার নিকট গৌর-কৃষ্ণ-কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতেন। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ৫ই জ্যৈষ্ঠ (ইংরাজী ১৮৯০, ১৮ই মে, রবিবার) শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমীপে তদীয় ভজনকুটীতে বসিয়া গৌর-কৃষ্ণ-কথা শ্রবণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীল জগন্নাথ ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে শ্রীগৌরধাম-প্রচারাচার্য্য বিশেষভাবে ঘোষণা দিয়াছিলেন।

বাবাজী মহারাজ তাঁহার সেবক শ্রীবিহারীলাল ব্রজবাসীর সহিত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভক্তিভবনে গমন করিতেন। শ্রীল জগন্নাথ পরমহংসশিরোমণি ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা শুদ্ধ পারমার্থিকতেরে মহাচারের আদর্শ-স্থাপনের জন্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে (সম্ভবতঃ ১২৯৬ বঙ্গাব্দে) শ্রীনিবাসী (গোলকবাসিনী) প্রদান করেন। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে (অধুনা মহামোহন্ত) সেবক বিহারীলাল বাবাজী মহাশয় বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম প্রভুকে স্কন্ধে করিয়া 'ভক্তিভবনে' লইয়া আসেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়াছি, সেই সময় বাগবাজারে বিপদবিহারী গোস্বামী মহাশয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সকাশের জন্য জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের চরণধৌত জল সংগ্রহ করিয়া পান করিয়াছিলেন। অধুনা বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌমের যে আলোকচিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই আলেখ্যই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার সেবকমণ্ডলীর দ্বারা সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছেন।

বাবাজী মহাশয় যখনই নবদ্বীপ হইতে কলিকাতায় আসিতেন, তখন প্রায়ই 'ভক্তিভবনে' ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। বাবাজী মহাশয় যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপধামে আসিয়া বাস করিতেছিলেন, তখন কলিকাতাবাসী • • • বাবু আসিয়া বাবাজী মহাশয়কে বিশেষ করিয়া প্রার্থনা ও অনুরোধ করিলেন—"আপনাকে কৃপাপূর্ব্বক কলিকাতায় আমার বাড়ীতে পদার্পণ করিতেই হইবে।" বাবাজী মহারাজের নিষ্ঠা ছিল, নিমন্ত্রিত হইয়া কখনও কোন বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করা হইবে না। বিশেষতঃ তিনি কলিকাতায় যাইতে কিছুতেই অনিচ্ছুক ছিলেন। উক্ত ভদ্রলোক প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়া বাবাজী মহারাজের তাঁবুর সম্মুখে 'ধন্না' দিয়া প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। শেষে ঠিক হইল, বাবাজী মহাশয় উক্ত ভদ্রলোকের কলিকাতার বাড়ীতে না গিয়া বাগবাজারে তাঁহার বাগানবাটীতে উঠিবেন; তবে সেখানে কিছু গ্রহণ করিবেন না। বাবাজী মহাশয় কলিকাতায় নৌকায় তাঁহার সেবক বিহারীলাল বাবাজীকে লইয়া যাত্রা করিলেন; উক্ত ভদ্রলোকের বাগানবাটীতে উঠিয়া তাঁহার নিকট অনেক হরিনামকীর্ত্তন ও শ্রীনামোপদেশ করিলেন। সেই বাগানের মালিক বাবাজী মহাশয়কে কিছু জিনিষ খাওয়াইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাবাজী মহাশয় কিছুতেই তাহার কোন দ্রব্য স্বীকার করিলেন না। সর্ব্বভূতেরক্ষক বাবাজী মহাশয় রামবাগানের 'ভক্তিভবনে' শ্রীঠাকুরের সেবায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাবাজী মহাশয়কে এই সময়ে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বাবাজী মহাশয় স্বহস্তে পাক করিয়া ঠাকুরের গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করিলেন। বাবাজী মহাশয় বিষয়ীর অন্ন বা প্রাকৃত ভক্তের অন্ন অনুরোধ সত্ত্বেও কোন বস্তু গ্রহণ করিতেন না। প্রকৃত ভক্তিবিনোদধারায় এখনও এই আদর্শ দেদীপ্যমান আছে।

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় যখন 'ভক্তিভবনে' যাইতেন, তখন তিনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরকে বিশেষ স্নেহ ও আদর করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদের সভানেত্রী, শ্রীগৌরকৃষ্ণ, বেদবিদ্যা, জ্যোতিবিদ্যা, ভক্তিসিদ্ধান্তে পারদর্শিতা, বাল্যকালেই কৃষ্ণভক্তি ও হরিনামে অনুরাগ দর্শন করিয়া বাবাজী মহাশয় বিশেষ সন্তুষ্ট হইতেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত আমাদের শ্রীল প্রভুপাদ কুলিয়া নবদ্বীপের ভজনকুটীতে অনেকবারই আগমন করিয়া শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে দর্শন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্তিবিনোদের সংলাপ শ্রবণ করিয়াছেন; ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর যখন দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক বালকের লীলা করিতেছিলেন, তখনই তিনি জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া জ্যোতির্গণনায় শুদ্ধ পঞ্জিকা করিতে পারিতেন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট হইতে বালকের ঐরূপ অদ্ভুত অপ্রাকৃত প্রতিভার কথা অবগত হইয়া শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের দ্বারা বৈষ্ণবসম্মত-শুদ্ধ নবদ্বীপ-পঞ্জিকা, শ্রীচৈতন্যাব্দ, বিষ্ণুনামাত্মক মাস, বার ও পক্ষ, তিথি প্রভৃতি প্রকাশ করান। শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সংশোধিত ও অনুমোদিত বৈষ্ণব-পঞ্জিকা, তিথি ও বিধানানুসারে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজ সেবকগণ সমস্ত ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর ভাববৃত্তি-নিষ্ঠ-গুরুগণের প্রকাশিত ছিলেন এবং বাণী তত্ত্ব পঞ্চমীতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব স্থান। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে কথা জানাইলে ঠাকুর তাঁহা ভক্তকে প্রথম প্রচার করেন। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয় অশেষ গৌর-পার্ষদগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবাদির পূর্ব্বাপরসম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে জানাইয়া দেন এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর তাহা জগতে প্রচার করেন।

শ্রীল বাবাজী মহাশয় সকলকেই কায়মনোবাক্যে হরিভজনের উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহার কোন কোন নিষ্কিঞ্চন ত্যাগী বাবাজী কৌপীনধারী হইয়া মনে করিতেন, তাঁহাদিগকে গৃহস্থগণের ন্যায় শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা আর কোনও প্রকার চেষ্টা করিতে হইবে না, কেন না, তাঁহারা ভেকধারী; সুতরাং কেবল অবস্থিত হইয়া থাকা ঠাকুর সেবা যাহাতেই তাঁহাদের দৈহিক রক্ষা শেষ হইবে; কিন্তু শ্রীল বাবাজী মহাশয় ঐ সকল বাহ্যআশ্রমীর অভিমানকারী ও উদাসীনের অভিমানকারী শিষ্যবর্গ বা অন্যকে অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া সকলকে ভজনকুটীর পার্শ্ববর্ত্তী সাধুসঙ্গীয় সেবা সংগ্রহ পূর্ব্বক কৃষ্ণসেবার্থে বিষয় বীজ রোপণার্থ করাইয়া তাঁহাদের দৈহিক শ্রম কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিতে বলিতেন—উদ্দেশ্য, ঐ অকিঞ্চন গৃহীগণ কৃষ্ণেতরলীলায় দৈহিক প্রকাশ করিয়া সব ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রমত্ত থাকিয়া নরকপথে অগ্রসর না হইয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবায় প্রমত্ত হইতে ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনবলে চিত্তবৃত্তি প্রশম করিয়া ... তাহা হইলেও তাহাদের চিত্তবৃত্তি প্রশম থাকিয়া কৃষ্ণানুশীলনযোগ্য হইতে পারিবে।

বাবাজী মহাশয় যখন কুলিয়া-নবদ্বীপে তাঁহার ভজনকুটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন কতকগুলি গৃহত্যাগী ভেকধারী বাবাজী মহাশয়ের নিকট ভজন শিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করেন। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়া ভজনভবনের উদ্দেশ্যে যোগিত বেগুন-গাছে জল দিবার জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ভজন-পরায়ণ অভিমান করিয়া মনে মনে বাবাজী মহাশয়ের ঐরূপ আদেশে অসন্তুষ্ট হন এবং বিচার করেন যে, যখন তাঁহারা ঐ সকল বিষয়কার্য্য হইতে বিরত থাকিবার জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া গৃহস্থগণের সংসারের কার্য্য তাঁহারা কেন করিবেন? কেন বা বিচার করেন, সংসার ছাড়িয়া যদি ঐ সকল কার্য্য করিতে হয়, তবে পূর্ব্বের ঘরে ফিরিয়া যাওয়াই ভাল। বাবাজী মহাশয় তাঁহাদের হৃদয়ের কথা বুঝিতে পারিয়া ভজনকুটীতে সমাগত শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বলেন,—'আপনি দেখুন বিহারীর, বৈষ্ণবের বিচার দুরূহ।'

কৌপীনধারীর অভিমানকারী ঐ ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ গঞ্জিকা পানজ-পরায়ণ ও নানা অনর্থযোগগ্রস্ত, কেহ বা গোপনে ব্যভিচার-রত, কেহ বা অবৈধ অর্থ-সঞ্চয়কারী, কেহ নানাপ্রকার অনাচারকারী ছিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে চাবিবার মধ্য কণিবার দায়িত্ব, কাপড়েও বা বৃদ্ধ সম্বন্ধ ক'রয়া বৈষ্ণব-বিবাহ ক'রবার উপদেশ আর অন্য অধঃ দুর্নীতি-সম্পন্ন অপরাধ-পরায়ণগণকে এ অঞ্চল হিতে বিতাড়িত করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বাক্য শ্রীল জগন্নাথ অবধূত বা'জন্যের স্বরূপ-সাধন, নিয়ম ও বিচার করাইয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশে প্রভুপাদের দ্বারা তাঁহার (শ্রীল জগন্নাথের) বর্তমান মিথ্যাবাদী অপ্রাকৃতবাদীর স্বরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আবার শ্রীল প্রভুপাদের কৌপীনের বেষ্টিত সহজিয়া, আবার কাহারও কাহারও অন্তর্গতা প্রকাশ, এমন কি, কতিপয় 'গুরু'কে শ্রীল প্রভুপাদ নিষেধ ও আচারহীন কঠোর শাসক শ্রীল জগন্নাথদেব বিবাহোত্তর প্রভুর দ্বারা অনবধানের শাসিত ও নিগৃহীত করিয়া তাহাদের অমঙ্গলকামনা করিয়াছেন।

একদা শ্রীল বাবাজী মহাশয়ের শ্রীনবদ্বীপের ভজনকুটীর-নির্মাণকালে নির্মাণে কোদাল লইয়া উঁহার ভিত কাটিয়াছিলেন, কুটিরের চারিপার্শ্বে বেড়া দিয়াছিলেন। বহু যাত্রী ও অন্যান্য শ্রীশ্রীল বাবাজী মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়া অনেক পয়সা টাকা দিয়া যাইত। ঐগুলি একটী কলসীর মধ্যে জমা হইত; কিছুদিন পরে একজন পাপিষ্ঠ ঐ সেবকটী নিজের নিকট রাখিতেন ও ইচ্ছামত খরচ করিতেন। বাবাজী মহাশয় কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না মনে করিয়া (কেন না বাবাজী মহাশয়ের চক্ষুর উপর বার্দ্ধক্যবশতঃ চক্ষুর পাতা ঝুলিয়া পড়ায় বন্ধ থাকিত, তিনি তাহা টানিয়া ধরিয়া তবে দেখিতেন) এবং বাবাজী মহাশয়ের নিকট কোন জিজ্ঞাসা যাতে না থাকে তজ্জন্য উক্ত সেবক সময় সময় কিছু টাকা সরাইবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু অন্তর্যামী বাবাজী মহারাজ তাহা ধরিয়া ফেলিতেন এবং নিজের ঈক্ষণের দ্বারা করিতেন। একবার দুর্ভিক্ষ উপরে অপরাধ দেখিয়া বাবাজী মহাশয় শ্রীনবদ্বীপ ধামের গৃহস্থদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। কাহাকেও বা কাহাকেও দশ-পাঁচ টাকা অর্থাদি দিয়া দিতেন। কাহাকেও চাল, বস্ত্র, কাহাকেও কাপড় এই সব দিয়া দিতেন, কিন্তু যাহাদিগের প্রতি অমঙ্গলকামনা করিতেন, তাঁহাদিগকে ঐগুলি না দিয়া অধিক কঠোর শাসন করিতেন।

বাবাজী মহাশয় সময় সময় একখানি বড় খাটাতে করিয়া প্রভাত পাইতেন। একবার ভুঁগরা নবদ্বীপে উঁহাতে থাকিবার সময় কুকুরের পাঁচটি ছানা হইয়াছিল। বাবাজী মহাশয় প্রসাদ পাইতে বসিলে কুকুরের ছানাগুলি চারিদিক হইতে থাইতে আসিত। বাবাজী মহাশয় উহাদের সকলের গায়ে হাত দিয়া দেখিতেন সবগুলি আসিয়াছে কিনা। সেবক ঐ কুকুরের ছানাগুলিকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে বাবাজী মহাশয় রুষ্ট হইয়া বলিতেন,—'ওরা কিছু খাবে না, আর খাবে না?' বলিতেন—'এরা বাবের কুকুর।'

শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ মহাভাগবত। সাধারণ জীব তাঁহার আচার-বিচারের অনুকরণ করিলে ভীষণ অমঙ্গল লাভ করিবে। সর্বশ্রেষ্ঠ মহাভাগবতগণের আচার-বিচার অবিতর্ক্য ও অচিন্ত্য। তাঁহাদের সর্বত্র ধাম ও ভগবদ্দর্শন কিন্তু অন্যকেও দিয়া (?)। 'বাবের কুকুর' বা নিজের সেবকগণকে 'ধাম' মনে করিলে সেইরূপ পাষণ্ডতা ও অপরাধের সীমা নাই।

অনেক অপরাধী ব্যক্তি শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের নিকট আসিয়া ছলবেশে শিক্ষা ও কৌপীন গ্রহণের ছলনা করিয়াছেন। পরে উহারা আবার বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া বাবাজী মহারাজের বিরুদ্ধ আচার-বিচারের প্রবর্তক হইয়াছেন। একবার কোনও একব্যক্তি বাবাজী মহাশয়ের নিকট কৌপীনগ্রহণের জন্য তাঁহার কুটীর নিকট তিন দিন ধর্না দিয়া পড়িয়াছিলেন, সেই ব্যক্তি কৌপীনগ্রহণের অভিনয় করিবার পর বাবাজী হইয়া পড়েন, পরে ভেকধারীর অভিনয় করিয়া ও বাবাজী মহাশয়ের শিষ্যের পরিচয় দিয়া অন্যপথ নিযুক্ত হন। সেই শিষ্যের দলে নানাপ্রকার কদাচার ও সিদ্ধান্ত-বিরোধাচার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা শ্রীজগন্নাথের বাবাজী আসিয়া বাবাজী আপনাদিগকে পাষণ্ড নিজের শ্রীজগন্নাথের পাদপদ্ম হইতে বহুদূরে পাড়িল। শ্রীজগন্নাথ হইতে প্রবাহিত শ্রীরূপানুগধারা একমাত্র ঠাকুর ভক্তিবিনোদই সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথের অন্তর্যামীই শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতীর অনুগ সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেহ প্রচার করিতে পারে নাই। অন্যত্র যে কদাচার ও সিদ্ধান্ত-বিরোধাদি দৃষ্ট হয়, তাহা রূপ-রঘুনাথের কথা নহে। ইহা শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ-দলে পূর্ণসোৎসবে থাকাকালে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন।

একবার কোনও এক প্রসিদ্ধ "বাবাজী" নামধারী এক অবশোধন-কীর্তন সম্প্রদায়ের গান গাহিতে গাহিতে দলবল লইয়া বাবাজী মহাশয়ের ভজনকুটীরের দিকে আসিতেছিলেন, অমনই বাবাজী মহাশয় হাতে একখানি বেত লইয়া বলিতে লাগিলেন,—'বাবা ওর উহাদের এদিকে আসতে আদিতে দে না।' আর কেহ তাঁহার সম্মুখে আসিতে সাহস করিল না। শ্রীপুরুষোত্তমে ভজনকুটী বা চটক কুটীরের সম্মুখ দিয়া যখন এই সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও কদাচার-সেবায়ই কীর্তন (?) দল যাইত, তখন কোনক্রমে যাহা কোন আত্মবঞ্চনাকারীর কর্ণগোচর না হয়, তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদ উচ্চৈঃস্বরে ঐ সব ঘণ্টা-মৃদঙ্গ বাজাইয়া 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন করাইতেন। বাবাজী মহাশয় কখনও সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও কদাচার বিন্দুমাত্রও সহ্য করিতে পারিতেন না। সৎপুরুষের শিষ্যের অনুকরণ করিলেই প্রকৃত শিষ্য হওয়া যায় না, তাঁহার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে বিশিষ্ট না হইলে ও তাঁহার সম্পূর্ণ শাসনগর্ভে অবস্থান না করিলে শিষ্য-নাম-ধারণ বৃথা। শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়ের অনুগের অভিমানকারিগণই শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা প্রচার করিতে পারেন না।

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি এবং শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং যে আত্মচরিত লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি তাঁহার নিজের ভাষায় লিখিয়াছেন যে, "এক সময়ে 'গোস্বামি সন্তান'নামধারী ও আচার্যাভিমানকারী একব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে শূদ্র বলিয়া কটূক্তি করায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তৎপ্রসঙ্গে একটি গীত রচনা করিয়া জানাইয়াছিলেন,—

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর প্রমাণ উদ্ধার করিয়া বলিয়াছিলেন,—"বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব, 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য'ইত্যাদি স্মরণাৎ অর্থাৎ বৈষ্ণববিদ্বেষী হইলে 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য' শ্লোক স্মরণ করিয়া তথাকথিত গুরুকে পরিত্যাগ করিবে। তবে তাঁহাকে সামাজিক সম্মান ও মর্যাদাদি দান বন্দনা করিয়া নিজ-ভজনে নিযুক্ত থাকা উচিত। ইহা বলিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তিভবনে নিজ-গুরু-পরম্পরা টানাইয়া দেন। তাহাতে তিনি বৈষ্ণব-সার্বভৌম ও কৃপাময় শ্রীশ্রীল জগন্নাথ বাবাজী মহারাজকে নিজ গুরুপ্রণালীতে বরণ করেন। যাহাতে কেহ বৈষ্ণব ও আচার্যের প্রতি অবিশ্বাস না করে, তজ্জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভক্তিভবনের প্রবেশ দ্বারেই শ্রীল শ্রীজীব-প্রভুকৃত ভক্তিসন্দর্ভ ধৃত গরুড় পুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটী বড় বড় অক্ষরে টানাইয়া দিয়াছিলেন,—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ববেদান্তবিৎ-কোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়কে "ভজনের বৃদ্ধ সেনাপতি" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'বৃদ্ধ বৈষ্ণব' বলিয়াছেন। শ্রীল জগন্নাথ দাস কুলিয়াকাল এই নবদ্বীপে অবস্থিত থাকিয়া শ্রীভক্তিরত্ন প্রচার করিয়াছেন। প্রাচীনতা-নিবন্ধন তাঁহার পৃষ্ঠদেশ কোমর হইতে অনেকটা ধনুরাকৃতি বাঁকিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যখন সংকীর্তনে উদ্দণ্ড হইয়া নৃত্য করিতেন, তখন তাঁহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় আজানুলম্বিত ভুজ, বলিষ্ঠগাত্র, চতুর্হস্ত-পরিমিত দীর্ঘ পুরুষ বলিয়া মনে হইত। তিনি এক একটী লম্ফ দিয়া পাঁচ ছয় হাত উঠিতেন, কীর্তনানন্দে তাঁহার নৃত্য এক অদ্ভুত ব্যাপার ছিল। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমলাজোড়া-প্রপন্নাশ্রম-প্রসঙ্গের বর্ণনার মধ্যে শ্রীল জগন্নাথের অতিবৃদ্ধ নৃত্যের কথা বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে যে কদম্ব-বৃক্ষটি বিরাজিত রহিয়াছে, তাহার সমীপে তিনি যখন 'হা গৌর! হা নিতাই!' বলিয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিতে করিতে লম্ফ দিতেন, তখন মনে হইত, যেন তিনি কদম-

(অতঃপর ৩৪ পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীগুরুর সাধুর অপ্রসাদের বশ; এবম্প্রকার সাধুসঙ্গে সর্বলাভ হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌরমন্দির তথায় শ্রীমঠ, ভক্তিবিজয়, প্রদক্ষিণা
[illegible], শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা [illegible]
চতুর্দ্দিক [illegible] [illegible]
[illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
কলিকাতার শ্রীগৌড়ীয়মঠ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠ পাঠ, প্রচারণ, ভাগবতধর্ম্ম বিষয়ক শ্রীমদ্ভাগবত্তের সঙ্গে [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও 'নদীয়া প্রকাশ' পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এখনও বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌড়েশ্বর নবাব [illegible] কাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণাশ্রম শ্রীনন্দনাচার্য্য

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মহামঠ

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাবুপাড়া (শ্রীরাধামোহনের পাটের নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) প্রকাশমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচামপুর, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) বালিঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পরগণা

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর পোঃ ঢাকা

(২৫) সত্যবতী-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রেলব্রিজের নিকট, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ১৪০৬নং, কামরূপ (আসাম

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা ঝোরা, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চরিবার, ভায়া মাহারাজপুর, হুগলী, দি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ নং মধুরাপুরী, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] [illegible]

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible] পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ

[illegible], বৃন্দাবন

৩৯) [illegible] সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড সারস্বতী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ - [illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বোম্বে ৭

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]
শ্রী[illegible]

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] [illegible]
শ্রীশ্রী[illegible] সেবা

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪) ভক্তিকুটী—সমুদ্র তট

৫৫) [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রপন্ন-মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] [illegible]

(৬৩) চেতক গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

গ্লাষ্টার নং ৩
৩১, [illegible]
[illegible], [illegible], [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ [illegible] রোড, [illegible] ([illegible])

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রী[illegible] চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০			
" " ইঞ্চি ১৲		১৷৵		৸
সিকিকলম ৬৲	৪৲			৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৩০৲	৯৲			৪৲
এক কলম ১৯৲	১০৲			৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১১৲
" অৰ্দ্ধকলম ২০৲	১৬৲
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩।০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] ইনষ্টিটিউট—

[illegible]

[illegible] ছাত্রদের [illegible] বোর্ডিং [illegible] ছাত্রদের জন্য [illegible] সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] মাত্র ৮৲ টাকা। [illegible] পরিদর্শনের [illegible] মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অবৈতনিক সুবিধা

[illegible] আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচাৰ্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এইরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ [illegible] বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তিবিরহ-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-যজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে অধ্যায় ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ অধ্যায় প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকের একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, ভাব-শাস্ত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। এন্টিক উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নবীনা, পোঃ [illegible], ঢাকা।

প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৵ আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নবকিশোর অধিকারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রী শ্রীচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] ... শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] ... আস্বাদন করিয়া [illegible] ... বাণী। [illegible] (Foreword), [illegible] (Contents) ও [illegible] (Glossary) [illegible] ... গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; [illegible] ... পাওয়া যায়।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:o:——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল [illegible] প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু [illegible] সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যপাদের [illegible] "গৌড়ীয়"-সম্পাদক [illegible] পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ঠাকুরের বহু [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১২৫ পৃষ্ঠার [illegible]। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক [illegible] স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:o:——

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে [illegible] দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

[illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। [illegible] প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] "[illegible]" প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-০৩	৭-২৩	১২-২৬	১৩ ৫৩	১৬-৫৩	১৭ ৫৩	২২-১৮
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৪				
(বদল) ছাঃ			৯-০১	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪১		১১-০০		১৮-১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৯
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-৪৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৫১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৫-২
ছাঃ	১৫-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৫০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৪		৯ ৫৫			১৩-৩০	১৬-০	১৮-৫৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৮	১০-৩	১১-৪১	১৪-১৮	১৬-৩৬	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৪	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৭			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১-০			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৯	৯-২১	১২-৩	১২-১৯	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৫৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৬	১৮-৫০		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩০	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)	
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	[illegible]	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible] ... একবার [illegible] ... মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ [illegible] আনা, বড় বোতল ১৷০ [illegible] আনা। পাইকারী [illegible]।

[illegible] আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ [illegible], [illegible]

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম— শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে ফাল্গুন, ১৩৪৫, ১১ই মার্চ, ১৯৩৯, শনিবার [১০ম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

কানপুরে পুনঃ দাঙ্গা

৭ই মার্চ কানপুরে পুনরায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হয়। দাঙ্গায় একজন নিহত ও চারজন আহত হইয়াছে। পুলিশকে দুইবার গুলী চালাইতে হইয়াছিল। গুলী বর্ষণের ফলে কেহ হতাহত হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

লাটুস রোডে ইষ্টকখণ্ডের আঘাতে দুই জন পুলিশ আহত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর। ম্যাক্রোবার্টগঞ্জে একটি লোক নিহত হইয়াছে এবং গোয়ালটুলিতে দুইজন ছোরার আঘাতে আহত হইয়াছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং কোন কোন পাড়ার অনেক বাড়ী খানাতল্লাসী করা হইয়াছে।

রেঙ্গুনে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

বেসিন জিলার কাশিয়াটং-এ এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে জেলা কাউন্সিলের বাজার সহ ব্যবসায়ী অঞ্চলের ১০০ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। আগুন লাগিবার কারণ রহস্যাবৃত। ৩ লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

আকিয়াব জেলায় আর একটী ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে এখানেও শতাধিক গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে এবং অনুমান হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে।

সিন্ধু এক্সপ্রেস ধ্বংসের ব্যর্থ চেষ্টা

লাহোর হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী রায়বিন্দ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ঐ স্থানের নিকটে লাহোর-করাচী লাইনে সিন্ধু এক্সপ্রেস ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু উহা ব্যর্থ হইয়াছে। প্রকাশ যে, ঐ ট্রেণ রায়বিন্দ ষ্টেশনের নিকট উপস্থিত হইলে এক ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ হওয়ায় তৎক্ষণাৎ ট্রেণ থামান হয়। অতঃপর রেল লাইন পরীক্ষা করিয়া কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য পাওয়া যায়। কাসুর রেলওয়ে পুলিশকে ঐ ঘটনা জানান হইয়াছে। তাহারা তদন্ত করিতেছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

প্রশ্নোত্তরের পর কংগ্রেস দলের শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ্র দাস, গান্ধীজীর অনশনে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এবং বড়লাটকে রাজকোট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া গান্ধীজীর জীবনরক্ষা করিতে গবর্ণরের মারফতে অনুরোধ জানাইয়া একটী প্রস্তাব উত্থাপন করিবার জন্য প্রেসিডেন্টের অনুমতি চাহেন। প্রেসিডেন্ট জানান যে, এই দিন সরকারী কার্য্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং কোন বেসরকারী বিষয় উত্থাপন চলিবে না।

ব্যবস্থা পরিষদে যে সকল সরকারী বিল পাশ হইয়াছে, সেগুলির আলোচনার সময় সভার কার্য্য একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় জলাশয় সংস্কার বিল এবং বঙ্গীয় হস্তচিকিৎসকগণের বিল পাশ হইয়াছে।

পরিষদের অর্থ সচিব মহাশয় ১৯৩৮-৩৯ সালের জন্য ৩৭,০৮,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী উত্থাপন করেন।

ইহুদীনিধন ব্রত

নাৎসী দলের প্রধান কর্মাধ্যক্ষ ও জার্ম্মাণ শ্রমিক বিভাগের কর্ত্তা ডাঃ রবার্ট লে গত রবিবার এক বিবৃতিতে বলেন, ইহুদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এখনও শেষ হয় নাই। যতদিন সমগ্র পৃথিবীতে ইহুদী ধ্বংস না হয় ততদিন ঐ সংগ্রাম চলিবে।

ভারত ও ব্রহ্মের রক্ষণাবেক্ষণ

ভারত ও ব্রহ্মের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা কালে কমন্স সভায় কর্ণেল মুরহেড গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করেন। গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছিলেন—(১) ভারত রক্ষার জন্য বার্ষিক অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ১৫ লক্ষ পাউণ্ড হইতে বাড়াইয়া ২০ লক্ষ করা হইবে; (২) বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদল গুলির জন্য ৫০ লক্ষ পাউণ্ড মঞ্জুর করা হইবে; (৩) কতকগুলি স্কোয়াড্রনে নূতন বিমানপোত সরবরাহ করা হইবে।

ভারত সরকার সামরিক বিভাগ ও বিমান বিভাগের মধ্যে দেশরক্ষার ব্যয় লইয়া যে বিরোধ হইয়াছে তৎসম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য ১৯৩৬ সালে যে সুপারিশ করা হয়, কর্ণেল মুরহেড তাহা সদস্যগণকে স্মরণ করাইয়া দেন। ঐ সুপারিশের পর ১০ই অক্টোবর তারিখে প্রধান মন্ত্রী আলোচনা আরম্ভ করেন এবং সেই আলোচনার ফলে উপরোক্ত প্রস্তাবগুলির উদ্ভব হয়।

ভারতের দেশরক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য লর্ড চ্যাটফিল্ডের নেতৃত্বে যে বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হয় কর্ণেল মুরহেড তাহার উল্লেখ করেন। উক্ত কমিটির রিপোর্ট এখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারত গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে দেশরক্ষা সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করা হয়। উহা হইতেই দেশরক্ষা সম্বন্ধে ভারতীয়দের যে আগ্রহ প্রকাশ পায়, কর্ণেল মুরহেড তাহার উল্লেখ করেন।

বিনা ডিভিশনেই ভারত ও ব্রহ্মের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজা

ব্যাঙ্ককের এক সংবাদে প্রকাশ, [illegible] শ্যামের ভূতপূর্ব্ব রাজা প্রজাধিপক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট শ্যামের বর্ত্তমান সামরিক অধিনায়কের তীব্র নিন্দা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করায় শ্যামের গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী এপ্রিল মাস হইতে ভূতপূর্ব্ব রাজাকে আর তাঁহার ভাতার টাকা দেওয়া হইবে না।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———:(০):———

১। রীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র রীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্-এ, বি-এল্, পুরানপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ২৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।৵
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (আখ্যায়িকাসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ
৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারাৎসারনির্ণয়

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল য্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ৬ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ২৭শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১১ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৯, শনিবার | ১০ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

গত ২১শে ফাল্গুন, ৫ই মার্চ্চ, রবিবার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তনসেবাধ্যক্ষতায় সংকীর্ত্তন-মহামহোৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর 'গুরুবন্দনা' ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। প্রাতঃকাল হইতে সারস্বত-আসনে সুবৃহৎ মহোদ্যানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আলেখ্য বিচিত্রবর্ণের সুগন্ধি পুষ্প ও মাল্যাদির দ্বারা বিভূষিত হওয়ায় শোভা পাইতেছিলেন এবং সমস্ত দিবব্যাপী শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ হইতে থাকে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর সারস্বত আসনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু বহু সম্ভ্রান্ত সজ্জনমণ্ডলীর সমক্ষে তাঁহার স্বভাবসুলভ সরল, প্রাণস্পর্শী ভাষায় মায়াবদ্ধ কলিহত জীবের প্রতি করুণাপ্রকাশের নিদর্শনস্বরূপে কলিযুগপাবনাবতারী সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভূলোকে অবতরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের কৃপাযাচ্ঞামুখে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

তৎপরদিবস সোমবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর সারস্বত-আসনে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভু পূর্ব্বদিবসের কীর্ত্তিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাবদান্য-লীলার কথা স্মরণ করিয়া উক্ত সভায় বহু ব্যক্তির নিকট একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভা ভঙ্গের পর প্রায় দুইশত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

— —

যুক্তপ্রদেশে প্রচার

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী যুক্তপ্রদেশের বহরাইচ নামক স্থানের প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া অযোধ্যার সন্নিকটস্থ গোণ্ডা নামক স্থানে গমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের বাণী আচারমুখে প্রচার করেন।

ব্রহ্মচারীজী গত ৮ই জানুয়ারী রবিবার বাবু এচ, কে মল্লিক মহোদয়ের উদ্যোগে গোণ্ডা ইণ্ডিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউটে ছায়াচিত্র-যোগে কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনমুখে বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সভায় সেনেটের কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য সজ্জনবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ গৌড়ীয়মঠের প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

গত ৯ই জানুয়ারী প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় বাবু এইচ, কে, মল্লিক মহোদয় কর্ত্তৃক সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার বাসায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। মল্লিক মহাশয় এবং উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

ঐ দিবস ডাক্তার মোহিনীমোহন রায় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় গৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ তাঁহার বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারীজী ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা দেখান। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ গৌড়ীয়মঠের প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

গত ১১ই জানুয়ারী গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ স্থানীয় বাঙ্গালী লালা আশারাম কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

মেদিনীপুরে প্রচার

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় সেবকসহ গত ১৭ই মাঘ মেদিনীপুর জেলার বৈষ্ণবচক্ গ্রামের বারোয়ারী নাট্যমন্দিরে "অহিংসা-নীতি ও ভাগবত-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন।

১৮ই মাঘ বৈষ্ণবচকের প্রচারকার্য্য সমাপ্ত করিয়া মাধবেড়িয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মাজা মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে অগ্রণী করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে গমন করেন।

চয়ন

SREE GAUDIYA MATH

His Holiness Tridandi Swami B. S. Giri Maharaj of Gaudiya Math, who has arrived from India in connection with the first annual celebrations of the Math, had an interview with His Excellency the Governor yesterday morning. His Excellency was pleased to learn that the Mission stood for the idea of "universal love" and that the workers of the Mission were always trying to produce an atmosphere of peace and harmony. His Excellency also appreciated the socio religious activities of the institution and promised his sympathy and support for the furtherance of its activities in Burma. Before leaving the Swamiji presented some publications of the Mission to His Excellency.

(The Rangoon Gazette, Thursday March 2, 1939)

"জীবের নিজের আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আশ্রয়-জাতীয়াংশের অর্থাৎ কার্ষ্ণ-কিঙ্করের অনুভূতিই সম্বন্ধজ্ঞান। গুরুবর্গের পরিচয়ের দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। তাঁর স্বরূপশক্তির সহিত আত্মা, জীবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। চেতন-দর্শনই কৃষ্ণভোগাদর্শন। প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্জনসঙ্গই দুর্জনসঙ্গরাহিত্যরূপ নিষ্কপটতা।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৬ বিষ্ণু অবাধ শ্রীগৌরপাদী গৌরাব্দ ৪৫০

যৎকিঞ্চিৎ

——::(•)::——

প্রতিষ্ঠা কাহাকে বলা হয়? কোন একটী বিশেষ অভিমানে স্থিতির নামই প্রতিষ্ঠা। জগতে কেহ উচ্চকুলসম্ভূত, কেহ ধনী, কেহ বিদ্বান, আবার কেহ বা রূপবান্ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সকল প্রতিষ্ঠা—জড় প্রতিষ্ঠা। জগতের সমস্ত চেতন অচেতন বস্তুরই কোন না কোন প্রকার প্রতিষ্ঠা আছেই। প্রত্যেকেই নিজেকে জড়, চেতন, ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, কুলীন, দুষ্ট প্রভৃতি যে কোন একটী অভিমানে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রতিষ্ঠার মধ্যে যেটী সুখদায়ক নহে, সেটী বর্জ্জন করিয়া সুখকর প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের চেষ্টাও করিয়া থাকেন। এই জড় প্রতিষ্ঠা ব্যতীত অন্য প্রতিষ্ঠার কথা মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। জীব কোন না কোন একটা অভিমান না করিয়া থাকিতে পারেন না। প্রতিষ্ঠা না থাকিলে তাহার ধ্বংস বা বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীবলদেব-পাদপদ্মেই সকল সত্তার অধিষ্ঠান। নিখিল বৈষ্ণবসত্তা মূল-আশ্রয় শ্রীবলদেবের স্থিতি লাভ করে। শ্রীবলদেবের অংশ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু হইতে অনন্ত কোটী জীবাত্মা প্রকটিত হন। স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ফলে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মায়াবদ্ধ হইয়া প্রাকৃত সত্তা প্রাপ্তি লাভ করেন। জগতে থাকাকালে নানাপ্রকার সম্বন্ধ, জড় উপাধিগত অভিমান আসে, কিন্তু উহা নশ্বর ও বিকৃত, শুদ্ধ অভিমান নহে। জীবের আশ্রয় যে মহাবিষ্ণু, তাঁহার অংশী সকল প্রকাশ সমূহের মূল শ্রীবলদেব স্বয়ং ভগবৎ-প্রকাশ হইয়াও আপনাকে শ্রীগোপীনাথের দাস বলিয়া অভিমান করেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীবলদেবাভিন্নবিগ্রহ হইয়াও নিজেকে শ্রীবলদেবের দাসরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেবের অনুগত নিজজনগণ শ্রীচৈতন্যবাণী ব্যাখ্যাতারূপে হইয়াও তাঁহার দাসানুদাসত্বই হৃদয়ে পোষণ করেন। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাস অর্থাৎ "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" এই অভিমানই জীবের প্রকৃত এবং শুদ্ধ অভিমান। জাতি, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতি জড়-প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাসত্ব—বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা।

সাধুশাস্ত্র এবং মহাজনগণ সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠাশাকে গর্হণ করিয়াছেন। প্রতিষ্ঠা জীবের হৃদয়কে কঠিন করে; শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন হইতে বাধা জন্মায়, প্রতিষ্ঠাশা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আগত কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিকে অবসাদিত করে। এই প্রতিষ্ঠা অবশ্য জড় প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি শ্রীহরির সম্যক্ কীর্ত্তন করিতে পারেন না—"কীর্ত্তনে যাহার প্রতিষ্ঠা-সম্ভার, তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব।" জড়াভিমান যাঁহার হৃদয়ে প্রবল, হরিকীর্ত্তন তাঁহাদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। "না-সেবো সেবাচ্ছলে"—অতএব প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব ব্যতীত কেহ অবৈষ্ণব শ্রীহরির কীর্ত্তন করিতে সমর্থ নহেন। জড় জগতে সকলেই প্রভু হইবার জন্য ব্যস্ত। যে যাহাই আকাঙ্ক্ষা করুক না কেন, তাহার মূলে থাকে ভোগলিপ্সা। এই ভোক্তাভিমান, যাহা আমাদের স্বরূপগত অভিমান নহে, তাহা দূর হইয়া দাস-অভিমান হৃদয়ে প্রবল না হইলে আমাদের কোনই সুবিধা হইবে না। জগতে 'বড় আমি'—'সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমি' এবং 'তৃণাদপি ক্ষুদ্র আমি'—এই উভয় প্রকার বিচারই ভোগময় হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। আবার যখন একটু বেশী বুদ্ধিমান হই, তখন বড় অপূর্ব্ব জগতের ছোট বড়র আর বিশেষ মূল্য প্রদানে সমর্থ হই না। তখন জড়াতীত বিরুদ্ধ অর্থ কল্পনা করিয়া যে নির্বিশেষ আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করি, তাহাও দূর্ণ ভোগবাদেই পর্য্যবসিত হয়। জড়ীয় ছোট-বড়, ভাল-মন্দের বিচার পরিত্যাগ করিয়া ভাল আমিতে অর্থাৎ অবিমিশ্র চেতন স্বরূপে অবস্থিত হইতে না পারিলে—তৃণের যে সামান্য অভিমান, তাহাও পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত বিচারে সাধনভজন দিলেও, বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কিরূপে হইবে? যাঁহারা জড়াভিমানী, জড়ের প্রভু হইবার বাসনা যাঁহাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান, তাঁহাদের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় নাই, তাঁহাদের হৃদয় চেতনবাণীর সম্পদ নহে, তাঁহাদের জিহ্বায় অধোক্ষজ-ভগবান উদিত হন না। তাঁহারা যে কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস করেন, তাহা হয় ছলনা, না হয় মূর্খতা। সম্বন্ধজ্ঞান ব্যতীত আনন্দের যাজনের যে চেষ্টা, তাহা চরমে নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানেই পর্য্যবসিত হয়।

প্রতিষ্ঠাশা থাকা প্রয়োজন, তবে সে প্রতিষ্ঠা জড় প্রতিষ্ঠা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"জগৎ ভরিয়া মোর হবে পুণ্য খ্যাতি। সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি।" সে খ্যাতি এবং কীর্ত্তি কি? তাহা জাগতিক বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, ধর্ম্মবীর্য্য বা কর্ম্মবীর্য্য নহে, তাহা কৃষ্ণদাসরূপ প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠার ভজন না করিলেই জড় প্রতিষ্ঠার ভজন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে; তাহার ফল অনন্ত নরক। জীবের অস্মিতা কোন কালেই লুপ্ত হয় না। সত্তা যখন আছে, তখন তাহার অহঙ্কার আছেই। সুতরাং 'শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের ধূলি'—এই উপলব্ধির অভাব হইলেই জড়াভিমান, জড়ের প্রভু বা ভোক্তা-অভিমান আমাদিগকে গ্রাস করিবে।

শ্রীল প্রভুপাদ দুই প্রকার প্রতিষ্ঠার পার্থক্য দেখাইয়াছেন—শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রতিষ্ঠা এবং জড় প্রতিষ্ঠা। ভোগিলোক একে অপরের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া হিংসা করিয়া থাকে। বৈষ্ণব ঠাকুরের স্বাভাবিকী প্রতিষ্ঠা আপনা হইতেই জগতে ব্যাপ্ত হয়। ভক্তিহীন প্রতিষ্ঠাকামী মৎসর প্রকৃতি জনগণ তাঁহার নানাপ্রকার অবৈধ অনুকরণ, আবার অনেক সময় তাঁহার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। মৎসর ব্যক্তি জনসংঘের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া অজ্ঞ লোকের নিকট সাধু সাজিতে পারে, কিন্তু তাদৃশী চেষ্টা যে অত্যন্ত নীচ কপটতাপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব সকল বৈষ্ণবের প্রকটকারী মূল-আশ্রয় শ্রীবলদেব কর্ত্তৃক প্রকটিত হন, আবার বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক তাঁহাদের ভগবদ্বৈভব জগতে প্রচারিত হয়। তদনুবৈভবরূপিণী এই প্রতিষ্ঠা নিত্যা—ইহা অনিত্য মায়িক বৈভব, বহুরূপিণী মায়ার একটা রূপ নহে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী নিরাকাঙ্ক্ষ সন্ন্যাসরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যাবতীয় প্রতিষ্ঠা তাঁহার সেবা করিয়া থাকে, কিন্তু যাহারা জাতের ঘরে চুরি করিয়া অবৈধ আড়ম্বরপূর্ণ সাজিয়া বসে, তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠার তুল্য হয়।

শ্রীগুরুদেব দুইপ্রকারে কৃপা করিয়া থাকেন—একটী সাক্ষাৎকৃপা বা অমায়ায় কৃপা অন্যটী বহিরঙ্গভাবে বঞ্চনাময়ী কৃপা। অবশ্য বঞ্চনার মধ্যেও করুণাঘনবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের করুণাই নিহিত থাকে। বঞ্চনা ও প্রতারণা এক জিনিষ নহে। শ্রীগুরুদেব কোন অভিমানমূলে কাহাকেও তাঁহার কৃপা হইতে বঞ্চিত করেন না। বঞ্চিত ব্যক্তি বাহিরে গুরুসেবার ছলনা দেখাইয়াও অন্তরে যেমন গুরুদেবকেই ফাঁকি দিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু লাভপূজা যোগাড় করিয়া লইবার চেষ্টা করে, অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া তাঁহাকে ঐরূপ জড় প্রতিষ্ঠার নশ্বরতা উপলব্ধি করাইয়া কৃপোন্মুখ করিতেই প্রয়াস করেন, ঐ বঞ্চিত ব্যক্তির অপরাধ তাদৃশ গুরুতর না হইলে তিনি উহা বুঝিতে পারিয়া নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হন; আর যদি তিনি শ্রীগুরুদেবে অসূয়াপরবশ হন, তাহা হইলে ঐ প্রতিষ্ঠাকে তাঁহার প্রাপ্য জ্ঞান করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করিয়া থাকেন।

আমরা অনেক সময় আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢালিয়া গুরুদেবকে দেখিতে চাই। তাঁহার ব্যবহারও আমরা নিগূঢ় ভাবমুদ্রা বুঝিতে না পারিয়া অপরাধের সৃষ্টি করি। অনেক সময় দেখি, তিনি কাহাকেও নানাপ্রকারে সম্মান দান করিতেছেন; কিন্তু অপর একজনকে হয়ত সেরূপ কোন মর্য্যাদা দিতেছেন না। এই সম্মান দেওয়া বা না দেওয়াকেই আমরা নিজের যোগ্যতার মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করি অর্থাৎ আমাদের ধারণায় শ্রীগুরুদেব বাহ্যতঃ যাঁহাকে যতটা প্রতিষ্ঠা দিবেন, তিনিই তত বড় শিষ্য। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, আমাদের ধারণা বা অভিজ্ঞতা শ্রীগুরুদেবের আচরণের ব্যাখ্যাবিচারে গৃহীত হইতে পারে না। শ্রীগুরুদেব প্রকৃত শিষ্যকেও প্রতিষ্ঠা দান করেন, কপট ব্যক্তিকেও প্রতিষ্ঠা দান করেন। প্রকৃত সেবককে

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

যে প্রতিষ্ঠা দান করেন, বহির্মুখের চক্ষে উহা জড়প্রতিষ্ঠা বা অপ্রতিষ্ঠারূপে প্রতিভাত হইতে পারে ; কিন্তু বাস্তবপক্ষে তাহাই নিত্যপ্রতিষ্ঠা, আর কপটকে যে প্রতিষ্ঠা দান করেন, তাহাকে সাধারণ লোক যতই লোভনীয় বলিয়া জানুক, উহা যেন নশ্বর প্রতিষ্ঠামাত্র। শ্রীগুরুদেব কাহাকেও অযাচিত কৃপা করিয়া নিত্য প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন এবং কাহাকেও বা বঞ্চনা করিয়াছেন ; তাহা তাঁহার আচরণে সহসা বুঝা না গেলেও, মনে যদি কপটতা না থাকে, তাহা হইলে নিজের আচরণেই বোঝা যায় তিনি সরল অথবা কপট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা ইহার আদর্শ দেখিতে পাই।

প্রতিষ্ঠাশা বদ্ধজীবের মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। সে যাহা কিছুই করিতে যায়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বাহাদুরী লইবার ইচ্ছা তাহার মধ্যে থাকেই। বাহিরে আমরা শ্রীগুরুদেবের নিকট আসিয়াও জড়-প্রতিষ্ঠার ভজন লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়ি। লোকে আমাকে বড় প্রচারক বলুক, বিদ্বান বক্তা বলুক, পণ্ডিত বলুক—অর্থ সংগ্রহকারীরূপে আমার প্রতিষ্ঠা হউক, কত প্রকার কামনাই না আসিয়া জুটে। আবার যখন একটু বেশী বুদ্ধিমান হই, তখন অপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠা পাইতে চাই—লোকে আমাকে দীনহীন, সুনীচ বলিয়া জানুক। শ্রীগুরুদেব মহাভাগবতোত্তম নিখিল বস্তুকে ভগবদ্বৈভব জানিয়া তিনি তাহাকে গৌরববুদ্ধি করেন, কিন্তু আমি যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের দাসানুদাস বলিয়া নিজেকে না জানি, বাহাপরতন্ত্র হইয়া শ্রীগুরুদেবের কীর্তিত বাস্তব সত্যের বাণীকে প্রশংসোক্তি মনে করি, তাহা হইলে আমি সর্বাপেক্ষা বঞ্চিত হইলাম না কি? শ্রীগুরুদেব হয়ত আমাকে প্রচুর প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন, কিন্তু সেই আমিটা কে? এই প্রশ্নের উত্তরেই ও সকল কপটতা ধরা পড়িয়া যায়। তখন আমি, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, আমি ভাগবতসিদ্ধান্তবিৎ গুরুদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবাকারী, কত কিছু মনে আসে, কিন্তু আমি "গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—একথা কখনও মনে হয় কি?

বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠাভিক্ষুক নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সকল প্রতিষ্ঠার মালিক জানিয়া তিনি সকল সম্মান—সকল গৌরব শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা বৈষ্ণবকে নিজেদের ন্যায় জড়প্রতিষ্ঠাকামী মনে করেন, যাঁহারা জড়প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার ভেদ বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা এই রহস্যটি কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠা দর্শনে তাঁহারা হিংসায় বিষে জর্জরিত হইতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন —"গুরুর কাছে কবুলি, অথচ যদি বলি আমার জয় দিতে হ'বে না—একথা কাহারা বলেন? যাঁহারা জানেন, আমার গুরুপাদপদ্ম হ'তে আমার স্বতন্ত্র একটা অস্তিত্ব আছে, স্বতন্ত্রভাবে আমি প্রতিষ্ঠা পাইতে পারি ; আমি জানি, যে জয় দেওয়া হইতেছে উহা আমারই জয়—তাঁহারাই প্রতিষ্ঠাশাহীন বলিয়া নিজেকে জাহির করিবার জন্য অর্থাৎ বেশী করিয়া জয় পাইবার জন্য ঐরূপ কপট দৈন্য করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব কিন্তু ঐরূপ ভোগী বা কপট ত্যাগী নহেন। তিনি শ্রীগুরুদেবের প্রাপ্যবস্তু দস্যুর ন্যায় জোর করিয়া আত্মসাৎ করেন না ; আবার উহাকে ত্যাগ করিয়া নির্বিশেষ বিচারের আবাহনও করেন না। যে সকল প্রতিষ্ঠা বা বৈভব তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়, তিনি উহাকে শ্রীগুরুপূজার উপাদানস্বরূপ জানিয়া তদ্দ্বারা গুরুপূজাই করিয়া থাকেন। কিন্তু উহা যাহা আমরা যদি মনে করি, বৈষ্ণব নিজে কোন সম্মান পাইবার যোগ্য নহেন, তাঁহাকে গুরুবুদ্ধি করিবার কোন আবশ্যকতা নাই—সেইরূপ অপরাধময় বিচার গ্রহণ করিলে অনন্তকালের জন্য ভক্তিপথ হইতে অধঃপতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবমুখে যাহা বলেন, তাঁহাকে সেইরূপ মনে করা যে দুর্বুদ্ধি, তাহা শ্রীল প্রভুপাদের ঐ সকল বাক্যেই প্রকাশ পাইয়াছে। সেইরূপ বৈষ্ণব কোন প্রতিষ্ঠাই তাহার নিজের বলিয়া বিচার করেন না সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা যদি মনে করি বৈষ্ণব গুরু নহেন, তাঁহার শ্রী বা বৈভব থাকিতে পারে না, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাহার পরিকরে ভেদবুদ্ধি করিয়া নিরয়গামী হইব। বৈষ্ণবের দ্বারে শ্রীগুরুদেবের অপমান করা হয়। বৈষ্ণব বা শ্রীগুরুদেব কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিয়া সম্মান ভোগ করেন না। বৈষ্ণবের অপমান না করিয়া শ্রীগুরুদেবের অপমান করা যায় না ; ঐরূপ চেষ্টা নাস্তিকতা।

"আমি ব্রহ্মজাতীয় বস্তু, আমি অপ্রাকৃত কৃষ্ণদাস" এই অভিমানই তৃণাদপি সুনীচের স্বরূপ-লক্ষণ এবং সেই দাসাভিমান অন্তরে প্রবল থাকায় বাহিরে যে তীব্র দৈন্য ও মানশূন্যতা লক্ষিত হয়, তাহা তটস্থ লক্ষণ ; যিনি আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সর্বাপেক্ষা নির্ভীক এবং নিষ্কপটভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্তন করিতে পারেন। জাগতিক কোন অভিমান না থাকায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে হরিকীর্তন করা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। আধ্যক্ষিক বিচার সম্পন্ন জনগণ যাহাদের এই তৃণাদপি সুনীচতাকে দাস্তিকতা আখ্যা দিয়া থাকে, তাহারা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের চরিত্রে বৈষ্ণবতার অভাব দর্শন করে, রঘুনাথ-সেবক শ্রীহনুমানজীকে মৎসর বলিয়া জানে —লঙ্কাদহনকে যাহার যে সুনীচতা, তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ মহিমা প্রচার করিতে যিনি ভীত বা লজ্জিত হন, তাহার ভিতরে দুর্বলতা রহিয়াছে। যাহার যে পরিমাণে দুর্বলতা আছে, জড়লোলুপতাও সেই পরিমাণে রহিয়াছে জানিতে হইবে। তখনও জগৎ হইতে কিছু লাভের আশা তিনি করেন বলিয়া তাঁহার মতামত বা রুচির অপেক্ষা তাহাকে করিতে হয়। নির্ভীক নিরপেক্ষভাবে তিনি হরিকথা কীর্তন করিতে পারেন না। যিনি অন্যনিরপেক্ষ হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্তন করিতে পারেন না, যিনি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিন্দা-শ্রবণেও তৎপ্রতিবাদে উদাসীন থাকেন, তিনি যত দৈন্য-বিনয় প্রদর্শন করুন, তিনি তৃণাদপি সুনীচ নহেন, তিনি বিষয়লোলুপ, জড়প্রতিষ্ঠা-লোলুপ, শ্রীগুরুপাদপদ্মে মহা অপরাধী। 'প্রভুপাদ-পাদপদ্ম' শ্রীগুরুদেবের কৃপাধারায় জীবহৃদয় হইতে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা বিদূরিত হয়। সেই শ্রীগুরুদেবকেই যাহারা প্রতিষ্ঠালাভের যন্ত্রস্বরূপ মনে করেন, কোটিকল্পেও তাহাদের মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। শ্রীগুরুদেবের সহিত কৃষ্ণেতর বিষয়ের কোন সম্পর্ক নাই। সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সেবক শ্রীগুরুদেবকে দিয়া নিজের পার্থিব কিছু স্বার্থ করাইয়া লইতে গিয়া বঞ্চিত জীব নিজেরই সর্বনাশের আবাহন করেন মাত্র।

ভক্তিকুসুমাঞ্জলি

(প্রার্থনা)

জয় জয় গুরুদেব অভিন্ন শ্রীগৌরদেব
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী।
জয় জয় প্রভুবর গৌরাঙ্গের প্রিয়বর
নিত্যানন্দ অভিন্ন মূরতি॥
এ বিশ্ব-সংসার মাঝে বহিঃমুখ জীবকুলে
উদ্ধারের তরে দেহ ধরি।
কৃপাবারি-সিঞ্চনে রক্ষা করে জীবগণে
বন্দি সেই শ্রীগুরুচরণ॥
সর্বশাস্ত্রে সাধুগণে সাক্ষাৎ শ্রীহরিজ্ঞানে
কিন্তু যিনি হরিপ্রিয়জন।
বন্দি সেই প্রভুপাদ মোর ধন সম্পদ
সেই মোর ভজন-পূজন॥
যাঁহার করুণাবলে কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুজলে
গতি নাই যাঁর কৃপা বিনা।
প্রভুপাদ-শ্রীচরণ শিরে ধরি অনুক্ষণ
ভক্তিভরে করিব বন্দনা॥
বার বার করি নতি গোবিন্দ পঞ্চমী তিথি
বন্দনীয় হবে চিরদিন।
ধন্য করি সেই তিথি শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
অবতীর্ণ ভুবন ভিতর॥
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস ভুলিয়া মায়ার পাশ
বদ্ধ হয়ে ভব-কারাগারে।
জনম-মরণ জরা ত্রিতাপ জ্বালায় তা'রা
বহু দুঃখ পায় বারে বারে॥
তা'সবারে উদ্ধারিতে উদয় শ্রীনীলাচলে
জগদ্গুরুরূপে অবতরি।
গোলোকের প্রেমধন হরিনাম-সঙ্কীর্তন
বিতরণ কৈলা বিশ্বভরি॥
সকল জনমে সবে পিতামাতা আদি লভে
গুরু-কৃষ্ণ কভু নাহি পায়।
বহু জন্ম ভাগ্যফলে অনেক সুকৃতি বলে
সাধু-গুরু-কৃপা-লাভ হয়॥
তব পদাশ্রিত জন নির্মৎসর সাধু হন
মৎসরতা নাহিক তাহার।
সেই শুদ্ধভক্তগণে হিংসা করে যেইজনে
অসম্ভাব্য সেই দুরাচার॥
কলিযুগে একমাত্র হরিসঙ্কীর্তনযজ্ঞ
রাধাকৃষ্ণ-সেবা লভিবারে।
সর্বশাস্ত্রে কহে তাই ইহা বই ধর্ম নাই
কলিহত জীবগণ তরে॥
নামযজ্ঞ সার কর তরিবারে এ সংসার
সাধুসঙ্গে কর সঙ্কীর্তন।
দয়ানিধি গৌরহরি কলিজীবে কৃপা করি
এই ধর্ম করায় শিক্ষণ॥
এই ধর্ম শিক্ষা দিতে অবতীর্ণ নীলাচলে
প্রভুপাদ দয়ার সাগর।
নিজ কর্ম দোষে হায় বঞ্চিত হইনু তায়
আমি বড় অধম পামর॥
পাদপদ্মে নিবেদন হাত জোড়ে সর্বক্ষণ
বাসুদেবদাসে কর রক্ষা।
থাকি যেন অনুক্ষণ এই মম আকিঞ্চন,
শ্রীচরণে মাগি এ ভিক্ষা॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হয়।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ইংরাজী পাক্ষিক হার্ম্মনিষ্ট পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণাত্মীয়ানাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাকদহ (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা — (শ্রীচাঁদকাজীর পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়ানগর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপল্লি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদ্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নারিন্দা, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাশাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নবাব রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১৭ নং [illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) রূপানুগভজন-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

সঙ্কেত, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ — [illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাস (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কভুর গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) শ্রীসচ্চিৎ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) সারঙ্গ গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রত্যুম্নগৌড়ীয় প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) ভাগবত[illegible] মঠ

চিতলিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) জমাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জমাই, মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাট (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকুলা, পোঃ তিলুয়া, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ১

৫১, [illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ [illegible] রোড, দিল্লী (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভুবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমদনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		অন্য পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	৷৵০		।০
" " ইঞ্চি ২৲		১।০		১৲
সিকিকলম ৫৲				৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲		৩৲		৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		৭৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	১।০
" সিকি কলম ১৩৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; [illegible] সংখ্যার জিজ্ঞা করুন।

শ্রীধাম মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

[illegible]

মায়াপুর [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

• পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-জ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ সংগৃহীত সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, শাস্ত্র-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

ল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইংরাজের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সিদ্ধান্ত-বৈভবাচার্য এম্ এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিলে একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হইবে। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩৫ অধ্যায়ে পাঁচ শতের পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

—:*:—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সংস্কৃতাদি বিবিধ ভাষাবিদ্ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গুণাবলীর শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-৫৬	৭ ২৬	১২-২৬	১৪ ৪৬	১৬-৫৬	১৭ ৫০	২২-৩০
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ১	৮ ৪৫	১০-৮	১৪-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	[illegible]
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		[illegible]	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৫
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫			১৩-৩০	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	১০-৫	১১-৪১	১৪-১৫	১৬-৩৬	১৯-১১	
ছাঃ	৫-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭ ৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬ ১৬	৯ ২১	১২ ১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	[illegible]

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		[illegible]

[illegible]

পোঃ- শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
মায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে ফাল্গুন, ১৩৪৫, ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩৯, সোমবার [১১৩ম সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——:o:——

উন্নয়নমূলক কার্য্যে সরকারী সাহায্য

ত্রিপুরা, যশোহর, রাজসাহী এবং চট্টগ্রাম জেলার নিম্নলিখিত কার্য্যতালিকার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ৩,৭৮৮ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন :—

(১) ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত নবীনগর থানার অধীন শিবানন্দপুর গ্রামে এক নলকূপ খননের জন্য ১২৫ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(২) ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কসবা থানার অধীন হরিনারায়ণী গ্রামে একটি নলকূপ খননের জন্য ১২০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(৩) যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগাঁ মহকুমার গাইঘাটা থানার গ্রামের একটি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য ইটের দালান নির্ম্মাণকল্পে ৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(৪) রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নেঙ্গুড়াপাড়া ইউনিয়ন বোর্ড ডিস্পেন্সারীর জন্য ৪৪৬ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(৫) চট্টগ্রাম-জেলার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড থানার অধীন ভরুকালী খাল সংস্কার উদ্দেশ্যে ১,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

(৬) চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অধীন শ্রীমাই পীঠস্থলী কার্য্যতালিকার জন্য ১,৫০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

বেকার-সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন শাখাতি সরবরাহ করে —এমন বহু প্রতিষ্ঠান এই প্রদেশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালী শিক্ষানবীশগণকে যথোপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে না, এই ব্যাপারে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টিগোচরে আনা হইয়াছে। ইহার ফলে এই ধরণের একটি মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে যে, এতদিন বলিয়া তাহারা যে সহানুভূতি পাইয়া আসিতেছিল, বর্ত্তমানে সে সুযোগ সুবিধা পাইবার উপযুক্ত তাহারা নহে। উক্ত ব্যাপারের দরুণ বাঙ্গলা প্রদেশে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকার-সমস্যা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি বিভিন্ন বিভাগ এবং বিভাগীয় অফিসসমূহকে এই মর্ম্মে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে তাহারা স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হইতে দ্রব্যাদি ক্রয়ের সময় উক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূহকে বাঙ্গালা শিক্ষানবীশগণকে একাধারে আফিসে ও ফ্যাক্টরীসমূহে হাতে-কলমে শিক্ষাদান সম্পর্কে বিশেষভাবে জোর দেন।

চিকিৎসালয়ে সরকারী সাহায্য

জলপাইগুড়ি জেলার দেবীগঞ্জ সার্কেলের অন্তর্গত জলপাইগুড়ি হাটে একটি চিকিৎসালয়ের জন্য দালান নির্ম্মাণকল্পে বাঙ্গলা সরকার ১,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই চিকিৎসালয় আলোচ্য অঞ্চলের বহু দিনের অভাব দূর করিবে।

রেঙ্গুণে আরও লোক আহত

কুবুইন রোডে জেলাখানী নামক এক হিন্দুর বুকে ছুরি মারা হইয়াছিল। তাহাকে হাসপাতালে পাঠান হয়। সে তথায় মারা গিয়াছে। আক্রমণকারীরা পালাইয়া গিয়াছে।

এখানে সেখানে মারধরের ফলে আরও ৩ জন হিন্দু ও ৭ জন মুসলমান আহত হইয়াছে।

এখন আর তাহারা সহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নাই। সহরতলীতেও গোলযোগ চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত সহরতলীতে হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব ছিল।

ডেন্টা সহর ও বেসিনে গোলযোগ মন্দীভূত হয়। তথায় হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা সভা করিয়া বর্ত্তমান গোলযোগের নিন্দা করেন।

রেঙ্গুণ সহরের অধিবাসীরা অনেকে তাহাদিগের বালক বালিকাদিগের জন্য দুধ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। গোয়ালারা সহরতলী হইতে আসে। তাহারা নিজদিগের জীবন বিপন্ন করিয়া সহরে আসিতে চাহিতেছে না। দুধের দোকানগুলির সম্মুখে লোকের খুব ভিড় হইয়াছিল। সকলে দুধ পায় নাই।

শান্তিকামীরা সন্ধ্যাকালে এক শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিল। শোভাযাত্রা বিশেষ গোলযোগের স্থানগুলি দিয়া গমন করে।

——

ছোরার আঘাতে মুসলমান হত

ক্রাইভ ষ্ট্রীটে এক বাড়ীর উপরের তলায় রক্তাক্ত অবস্থায় একজন মুসলমানের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। সে নাকি একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী।

প্রকাশ যে, রবিবার রাত্রিতে একজন লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করে। সে সম্ভবতঃ মৃত ব্যক্তির একজন খরিদ্দার। মৃত ব্যক্তির একজন ভৃত্য ঘর বন্ধ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেয় এবং পুলিশ আসিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া লোকটিকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পায়। তাহার শরীরে ছোরার আঘাত বর্ত্তমান ছিল। ঘটনা পুলিশের তদন্তাধীন এবং এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদ

১৩ই মার্চ্চ তারিখে উড়িষ্যা ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন হইবে বলিয়া প্রথমে স্থির হইয়াছিল। এখন জানা গিয়াছে যে নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য তিন চারি দিন পরে ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন বসিবে।

মাদক দ্রব্য বর্জ্জন ব্যবস্থা

প্রকাশ আগামী ১লা এপ্রিল হইতে চাকাবিয়াপ সহরের রামগড়, মাগুড়া, চাকাদোবাগ, ইচাক ও বাগোদার থানার মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইবে।

——

উড়িষ্যার সীমান্ত রাজ্যসমূহের রেসিডেণ্ট

উড়িষ্যার বিভিন্ন রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য উড়িষ্যার সামন্তরাজ্য সমূহের রেসিডেণ্ট লেপটন্যাণ্ট কর্ণেল এইচ, ডব্লু, সি, রবসন কটক যাত্রা করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরিব্রাজকাচার্য গোস্বামী প্রভুর সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৲০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণবন্দর পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। তাৎপর্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অমৃতা) ৯৲
৩। ভাগবতাচার্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সারস্বতী ভারতী (অমৃতা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে সিদ্ধ তত্ত্ব ।০
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮ ব্রাহ্মণ-আচার ।০
১৯ প্রপন্নজীবন ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়শিক্ষা ৷৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু ও শ্রীনবদ্বীপধামের (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) অমৃতা) ১
২৬। গীতার কেবল বাক্য-ভাষ্য ৷০
২৭। মুক্তিশিক্ষা অপগৌরতঃ (সাড়ম্বর) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সটীকার) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোক্রমভজনার্পিতমাধুর্য্য ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চনকরণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সাড়ম্বর)
৫৩। গৌরকোলাহ
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয়
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬ তারকব্রহ্ম ও হরিনাম ৫
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাটীকাসহ) ।
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিদ্বিবরঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ।০
৬৫। সজ্জন শিক্ষামৃত ৶০
৬৬ গৌড়ীয়সম্পত্তিঃ ৵০
৬৭ সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। ভাগবত ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যান্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদান্তীয় ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ স্ট্যান্ডস ফর ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইসোটেরিক প্রিন্সিপল অ্যান্ড আনরিলায়েবল টেক্সট ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত ভার) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

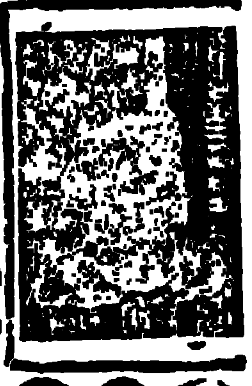

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ ৮ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ২৯শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ১৩ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৯, সোমবার } ১১৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

পাটনা গৌড়ীয়মঠে

গত ২০শে ফাল্গুন শনিবার শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব অধিবাস দিবসে শ্রীমঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে উষঃকাল হইতেই অর্চ্চন, শ্রীগুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পরমানন্দব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারের কারণ বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে কীর্ত্তন হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীনদীয়া-প্রকাশ ও বৈষ্ণব আলোচনা হয়। পুনরায় সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত দ্বিতীয় অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপরদিবস শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসববাসরে উষঃকাল হইতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ পরমানন্দব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ করিতে আরম্ভ করেন। সমস্ত দিবস পারায়ণ হইতে থাকে। সন্ধ্যায় শ্রীমঠে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় গত বৎসরের শ্রীগৌড়ীয় হইতে শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসববাসরে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত অভিভাষণ শ্রীপাদ পরমানন্দব্রহ্মচারী প্রভু পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে উপস্থিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদিগকে ফল ও মিষ্টান্ন প্রসাদ প্রদান করা হয়। তৎপর দিবস শ্রীনিত্যানন্দ মঙ্গলারাত্রিক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ পরমানন্দব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে পারায়ণ হইতে থাকে এবং অপরাহ্ণে পারায়ণ শেষ হইলে পর জন্মলীলার অবশিষ্টাংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। তৎপরে সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠে

গত ৫ই মার্চ্চ রবিবার দোলপূর্ণিমা-দিবসে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিশেষ সমারোহের সহিত শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ৪ঠা মার্চ্চ সন্ধ্যার অধিবাস কীর্ত্তনের পর "শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার-বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। ৫ই মার্চ্চ শ্রীগৌরজন্মোৎসব দিবসে মঠসেবকগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গুরুপরম্পরা, আরাত্রিক, শিক্ষাষ্টক এবং মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর মঠসেবক শ্রীপাদ বনবিহারী দাস অধিকারী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত-পারায়ণ আরম্ভ করেন। দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ ও আরাত্রিক কীর্ত্তনের পর বেলা ২টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত শত শত লোককে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর "আরাত্রিক," "শিক্ষাষ্টক", "গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু," "গৌরাঙ্গের দুটী পদ" ও শ্রীবলদেব কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ "শ্রীচৈতন্য অবতারের কারণ" সম্বন্ধে একটী মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত শ্রীদাম বাবু উক্ত উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীপরমহংসমঠে

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে এবং তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় শ্রীপরমহংসমঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ৫ই মার্চ্চ রবিবার মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, আরাত্রিক, শিক্ষাষ্টক, 'পরম করুণ পঁহু দুইজন, নিতাই-গৌরচন্দ্র' এবং 'উদিল অরুণ পূরবভাগে দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি পঞ্চম অধ্যায় হইতে পারায়ণ আরম্ভ হয়। নানা বর্ণের সুগন্ধ পুষ্পমাল্য দ্বারা শ্রীবিগ্রহগণের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার করা হয়। বহু সজ্জনগণের সমাগমে সমস্ত দিন ব্যাপী শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, আরাত্রিক, শিক্ষাষ্টক, 'নিত্যানন্দবদন কোটিচন্দ্র সুশীতল', 'হরি হরি! বড় শেল মরমে রহিল' ইত্যাদি মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু সজ্জনকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গোহাটীতে প্রচার

গত ১৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার বিশ্ববৈষ্ণব কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ব্রাহ্মণসেবক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ গিরি মহারাজ গোহাটী গমন করিয়া তথাকার সুপ্রসিদ্ধ "লিবোর্ট প্যালেসে" ইংরেজী ভাষায় "শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী" সম্বন্ধে প্রায় ১। ঘণ্টাকাল সুন্দর ভাবে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাটী খুবই সারগর্ভ ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

রায় বাহাদুর কে, এল, রায় অবসরপ্রাপ্ত 'ডিষ্ট্রিক্ট এণ্ড সেসন্‌স্ জজ' বাহাদুর স্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জী মহোদয়ের প্রস্তাবে এবং মিঃ এইচ, কে বক্সিক মহাশয়ের সমর্থনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বর্ণনামুখে বক্তামহোদয়ের পরিচয় প্রদান করেন। পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। বক্তার দার্শনিক বিচার শ্রবণ করিয়া সভাস্থ ভদ্রমহোদয়গণ গৌড়ীয়মঠের প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয়। সভায় প্রায় শতাধিক শিক্ষিত ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে কয়েকজনের নাম দেওয়া হইল।

বাবু [illegible] ব্যানার্জ্জী অ্যাড্‌ভোকেট; বাবু নন্দকুমার মুখার্জ্জি, অ্যাড্‌ভোকেট, কুমার শিবনাথ অ্যাড্‌ভোকেট, বাবু আদিনাথ গোস্বামী, প্লিডার, বাবু জগদীশ শর্ম্মা অ্যাড্‌ভোকেট, মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান, মিঃ এল, পি দাস, মুন্সেফ; মিঃ এইচ, কে বক্সি, কন্ট্রাক্টার, রায় বাহাদুর কালীবিহারী সেন রায় নিত্যানন্দ প্রভৃতি।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"জীবের নিজের আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আশ্রয়-ভেদাংশের অর্থাৎ কার্ষ্ণ-কিঙ্করত্বের অনুভূতির সম্বন্ধজ্ঞান। গুরুবর্গের পরিচর্য্যার দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। হরি স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্ন, জীবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। চেতন-দর্শনই কৃষ্ণতোষণ-দর্শন। প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্জনসঙ্গই দুর্জ্জনসঙ্গপরিত্যাগরূপ নির্জ্জনতা

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ বিষ্ণু সর্ব্বশব সঙ্কর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

—::(০)::—

শ্রীভগবানের চরণে অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশ্বাস প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাঁহাদের অকপট দৃঢ় বিশ্বাস রহিয়াছে, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। আমরা কোন্ দিন থাকিয়া যাইব তাহার স্থিরতা নাই। অতএব আমাদের ক্ষুদ্র অনিত্য নশ্বর বস্তুর সেবা করিবার সময় নাই। যখন মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন ছোট অথবা জিনিষের সেবা করিব না, পুত্তল হইব না, কুকুরের সেবা করিয়া আমি হইব না—গোসন্তকের ন্যায় ভারবাহী হইব না। আমরা সারগ্রাহী হইব। আমরা মক্ষিকার বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া মধুকরের বৃত্তি অবলম্বন করিব। এ জগতে ক্ষুদ্রবস্তুর ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য—সকলই মনোধর্ম্ম।

বহুপ্রকাশ বস্তু, ভক্তের শ্রেষ্ঠবস্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আকর্ষণে এই ঘোর সংসার হইতে মুক্তি পাইব। যে-কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইয়া থাকি, সেইকাল পর্য্যন্তই সংসার। রূপ-রসাদি-বিষয়-ভোগের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইলেও শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত তাহা হইতে উদ্ধারলাভ করিবার আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে চৈতন্যলাভ হয় না। চৈতন্য না হইলে মৃত্যুর পর যমালয়ে যাইতেই হইবে। হরিবিমুখ ব্যক্তি পুণ্যফলে স্বর্গে এবং পাপফলে নরকাদিতে যন্ত্রণা লাভ করে। ত্রিতাপে তাপিত হইবার যদি আমাদের বুদ্ধির উদয় না হয়, তাহা হইলে কি-প্রকারে আমাদের মঙ্গল হইবে? বাস্তববস্তু না জানিতে পারিলে ত্রিতাপ হইতে নিস্তার-লাভের উপায় নাই।

যিনি হরিনাম না করেন, তিনি ভোগ বা ত্যাগে আসক্ত হইয়া পড়িবেন। হরিনাম না করিলে জীবের নিশ্চয়ই ভোগ হইয়া যাইবে। জগতের যত লোক আছে, তাহাদের যত কথা সমস্তই ভোগের কথা। তাহাদের নিকট হইতে কৃষ্ণকথার কিছুই পাইবেন না। মায়াপরাধ কিছু নাম নহে। একান্তিক ভাবে হরিভজন না করিলে সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িতে হইবে। শ্রীমন্ত্রের কৃপায় মনোধর্ম্ম বা ভোগপ্রদ সংসার হইতে উদ্ধার লাভ হয়। সংসারমুক্ত সেবোন্মুখচিত্তে শ্রীনামের কৃপা অনুভূত হইলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের মাধুর্য্য বিস্তৃত হয়। শ্রীনামসেবা ও কৃষ্ণসেবা—একই বস্তু। সুকৃতিমানই শ্রীনাম-ভজন করেন।

হরিস্মৃতিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের উপর নির্ভর করে। শ্রবণ হইলে কীর্ত্তন হয়, আবার কীর্ত্তন হইলে স্মরণ হয় 'আমরা অন্ধকূপের মধ্যে পড়িয়া আছি'—এই বিবেক অনেক সময় আমাদিগের হরিকথায় রুচি উৎপন্ন করায়। হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতেই কীর্ত্তন ও স্মরণ হয়। যখন যখনই আমরা হরিকীর্ত্তন করি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হরিস্মৃতি আসে। স্বাভাবিক রুচি উৎপন্ন হওয়ার নামই আত্মসমর্পণ।

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় সর্ব্বদা আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। ভগবানের সঙ্গে কিরূপ Associated হওয়া যায়, তাহা শ্রবণ করিতে হয়। Public service ত' আমরা জন্মজন্মান্তর করিয়াছি, পশুরাও তাহাদের মঙ্গলের জন্য নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু মানুষ হইয়া কি আমরা higher Promotion পাইব না? এখানে সব সাময়িক ও নশ্বর। যাহা চিরদিন থাকে তৎসম্বন্ধে কি আলোচনা করিলাম? এই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা এই যে, ইহাতে পরজীবন ও নিত্যজীবনের কথা আলোচনা করা যায়। এ জীবনে হরিকথা শুনা ও হরিকথা আলোচনা করা যায় এবং তাহাই হরিস্মৃতি লাভের একমাত্র উপায়। আমাদের এখানে আর কোন কাম নাই, কেবল হরিকথা ছাড়া। পরীক্ষিৎ রাজা ত' সাতদিন সময় পাইয়াছিলেন, আমাদের সাতদিনেরও নিশ্চয়তা নাই। আমাদের প্রয়োজন শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্ত্তন—খাওয়া-দাওয়া চালাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের আলোচনা নহে। জীবনে-মরণে কৃষ্ণের কথা কীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন গতি বা কৃত্য নাই। যিনি কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সকল আশা সেবারসে ব্যাপ্ত হয়। যেমন দর্পণের উপর ধূলা পড়িলে আত্মদর্শনের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কর্ম্মের দ্বারা আমাদের চিত্তদর্পণ নানা আবরণযুক্ত থাকে, তাই আমরা নিজ স্বরূপ দর্শন করিতে পারি না। আশ্চর্য্যের কথা কীর্ত্তন করিলে তাঁহার অনুগ্রহবলে আমরা অতি সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি।

হরিকথা উচ্চারণ করিও না, মনে মনে জপ কর,—এই উপদেশ প্রদান করিলে লোকে কেবল বাজে কথা বলিবে, কারণ বাজে কথা বলিবার জন্যই লোক সর্ব্বদা উদ্গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। মহাপ্রভু ইহা নিষেধ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর উক্তি 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ', 'নাম-লীলা-গুণাদীনা-মুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্'। যিনি উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তিনি দানবীর, তিনি পরহিংসা করেন না। যিনি মৌনী হইয়া থাকেন, কিন্তু কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করেন না, তাঁহার অব্যক্ত-রাগদ্বেষ নিজের ও পরের অমঙ্গল সাধন করে। তিনি মনে মনে বিষয় চিন্তা করেন, তিনি আত্মহিংসক ও পরহিংসক। তাই মহাপ্রভুর উপদেশ—সর্ব্বদা কীর্ত্তন কর। যাঁহারা সেই কীর্ত্তন শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা যদি তোমার বন্ধু হন, তাহা হইলে তোমার ভুল কীর্ত্তন সংশোধন করিয়া দিবেন। আবার অকপটভাবে কীর্ত্তন করিতে করিতে চৈত্যগুরু তোমার কীর্ত্তনে ভুল থাকিলে তাহা সংশোধিত করিবেন। কপটতা ও প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে থাকিলে লোকে তথাকথিত মৌনধর্ম্ম অবলম্বন করে। 'বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ'। কপটতা-দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা মৌনধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহারা অকস্মাৎ কোন পাপ করিয়া বসে। মৌনী ও ধ্যানী হইয়া নিজের স্বার্থ পোষণের জন্য তাহারা অপরের দ্রোহ আচরণ করে। কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন না হইলে জগতে দুর্দ্দৈব আধিক্য প্রবল হইবে। দেশ-কাল-পাত্রকে কৃষ্ণের অনুগ্রহ-প্রসাদ প্রদান না করিয়া তাঁহাদের প্রতি যদি নির্দ্দয়তা করা হয়, তবে তাহারা আত্মঘাতী হইতে হয়।

বহু লোক মিলিয়া যে কীর্ত্তন, তাহাই সঙ্কীর্ত্তন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমানে কি করিতেছেন? বহু প্রচারক বহুরকম ভাবে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন, কেহ সুর-তালের সহিত, কেহ নৃত্য করিয়া, কেহ ছাপাইয়া বক্তৃতা দিয়া, কেহ প্রবন্ধ রচনা করিয়া হরিকীর্ত্তন করিতেছেন। সুর-তাল-লয়-মান যোগে লোকের ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে উচ্চ-চীৎকারই যে সঙ্কীর্ত্তন, তাহা নহে। 'কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন' বলিতে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামের কীর্ত্তন, অপ্রাকৃত রূপের কীর্ত্তন, অপ্রাকৃত গুণের কীর্ত্তন, অপ্রাকৃত পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও অপ্রাকৃত লীলার কীর্ত্তন বুঝায়। আবার সুর-তাল-মান-লয় ত্যাগ করিলেই যে কৃষ্ণকীর্ত্তন হইবে, তাহাও নয়। সুর-তাল মান সমস্তই কৃষ্ণ-কীর্ত্তনেই লাগিবে। ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সেবক। কায়মনোবাক্যে হরি-কীর্ত্তন বিধেয়। কায়িক কীর্ত্তন, বাচনিক কীর্ত্তন, মানসিক কীর্ত্তন যুগপৎ করিতে হইবে। মন যদি কৃষ্ণকীর্ত্তন না করে, অন্য-মনস্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হয় না। ব্রহ্মা কি করেন? সর্ব্বক্ষণে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। পঞ্চমুখে শিব কি করেন?—কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা কি করেন?—কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। ব্যাস, শুক, চতুঃসন, শেষ ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন। আমাদের গুরুবর্গ সকলেই কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী, তাঁহারা কেহই তথাকথিত মৌনী নহেন। ভাগবত-ধর্ম্ম তথাকথিত মৌনী থাকার ধর্ম্ম নহে, তাহা কীর্ত্তনের ধর্ম্ম—সঙ্কীর্ত্তনের ধর্ম্ম। শ্রীগৌড়ীয়মঠে যাঁহারা গ্রন্থ-রচনা করিতেছেন, প্রবন্ধ লিখিতেছেন, সাময়িক পত্র প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। ভাগবত পুঁথি, ছাপাখানা স্থাপন করিয়া বড় মৃদঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রদর্শনী দেখাইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেছেন। নিজের আদর্শ আচরণের মধ্যে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেছেন। হরিকীর্ত্তন যাহাতে বাজারে বিকাইয়া না যায়, তজ্জন্য তাহা গ্রন্থে সংরক্ষিত হইতেছে, পরবর্ত্তী যুগের লোকেরাও এই কৃষ্ণকীর্ত্তন শুনিতে পাইবে। কিন্তু যে কেবল নির্জ্জন ধ্যান করে, মৌনী হইয়া থাকে, সে নিজের উপকারও খুব কম করিতে পারে এবং অপরের উপকার বর্ত্তমানে করিতে পারে না, পরবর্ত্তী কালে ত' দূরের কথা।

যৎকিঞ্চিৎ

যাঁহার জীবনে প্রতি অনুভূতি হয় নাই—সমস্ত জীবকে যিনি ভগবৎ-স্বরূপে দর্শন করিতে পারেন না—তাঁহার নিজের অন্তরের অভাবহেতু শুধু কেবল যোগ্যতা নাই। যথার্থ ভক্তের নিকট স্থাবর জঙ্গম সকল বস্তুকে তাঁহার সেবা শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। যাঁহার দৃষ্টিতে চেতন অচেতন সকল জিনিষই স্বরূপ-বিচারে শ্রীকৃষ্ণলীলার উপকরণ; সুতরাং সেবকের দর্শনে অন্তরে। মায়াবদ্ধ জীবের স্থাবর-জঙ্গম সকল বস্তু প্রভুর সেবা-সম্ভারের অন্তর্গত। এইরূপ উপলব্ধি যাঁহার হইয়াছে, তিনিই যথার্থ ভক্তের। অন্য যে কেহ ভক্তের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিজের লঘুতাই প্রকাশ করেন।

যাঁহার অন্য জীবকে শিক্ষা দান করিবার ইচ্ছা, তিনি নিজে শাসিত হইতে পারেন নাই বলিয়া গুরু হয়েন, পরন্তু লঘু। শিষ্যকে যিনি নিজের সম্পত্তি বা ভোগ্য মনে করিয়া নিজের সেবকরূপে বিচার করেন, তিনি সম্বন্ধজ্ঞানহীন, সুতরাং ভোক্তা। কৃষ্ণের ভোগ্যকে তিনি নিজের ভোগে লাগাইয়া—বাস্তবে কৃষ্ণের সম্পত্তিকে লুণ্ঠন করিয়া পুরুষাভিমানী। সুতরাং তাহাকে। কৃষ্ণের বিলাসকে তিনি স্বীকার করেন না—পুরুষোত্তমের ভোগ্য-বিলাসকে বাধক করিতে গিয়া তিনি নিজে প্রাকৃত দান গ্রহণ বা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়েন। কৃষ্ণের ভোগ্য জীবকে তিনি নিজের শিষ্য মনে করিয়া নিজে বাধক হন এবং জীবটিকেও বিপথগামী করেন। এইরূপ অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধেও হইয়া উঠা কিছু বিচিত্র নহে।

কৃষ্ণই একমাত্র বিষয় অর্থাৎ ভোক্তা—আর জীব আশ্রয়জাতীয় অর্থাৎ ভোগ্য। অসংখ্য জীব—সকলেই আশ্রয়-ভোগ্য-তত্ত্ব। জীবহৃদয়ে এই আশ্রয়তত্ত্বের উপলব্ধির অভাবেই অন্ধর্যামি এবং এই মূল অনর্থের জন্যই যাবতীয় অন্য অনর্থের উৎপত্তি। স্বরূপবিস্মৃত অনর্থগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের আশ্রয়জাতীয়স্বরূপ অবস্থিতি বা অধিকার ভুলিয়া গিয়া অহঙ্কারে পড়েন। এই অজ্ঞানতার অপগমে স্বরূপের জ্ঞান জাগ্রত হইলে তিনি বুঝিতে পারেন, কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহই বিষয় হইতে পারেন না এবং জীব আশ্রয়জাতীয় ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্বই নহেন। কৃষ্ণ ও জীব বিষয় ও আশ্রয়জাতীয়রূপে নিত্য-বিশিষ্ট, এই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই জীবের একমাত্র প্রয়োজন। এই সম্বন্ধের বিপর্য্যয় করিতে যাহারা বা ইহাতে বাধা প্রদান করে তাহারাই অসুর। জীব যখন তাহার আশ্রয়জাতীয়ত্ব ভুলিয়া গিয়া বিষয় হইতে চাহে, তখনই সে কর্ম্মী, পরে জ্ঞানী এবং পরিণামে নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে।

বিষয়াভিমানী জীব ভোক্তৃত্বের আসন দখল করিতে গিয়া কর্ম্মের বহুমানন করেন এবং এইরূপ ভোগী কর্ম্মী কৃষ্ণের বিলাসের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া "সোহহং" সাজিয়া জ্ঞানী হইয়া পড়েন এবং পরিণামে নির্ব্বিশেষবাদ আবাহন করেন। পুরুষাভিমানী জীবমাত্রই রাবণ ও হিরণ্যকশিপুকে কোনও না কোনরূপে বহুমানন করেন। কৃষ্ণকে লীলাপুরুষোত্তম এবং একমাত্র ভোক্তা ও বিলাসী জ্ঞান না হইলে নিজের আশ্রয়জাতীয়ত্বের অভিমানের অভাবহেতু কর্ম্ম, জ্ঞান বা নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন হয়। কৃষ্ণের বিলাসকে যাঁহারা অস্বীকার করেন, তাঁহারাই জীবকে কৃষ্ণের ভোগ্যস্বরূপে বুঝিতে চাহেন না। তৎফলেই জগৎকে ও অন্য জীবকে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হন। সমস্ত জগৎকে তিনি নিজের ভোগ্য মনে করেন এবং কৃষ্ণভোগ্য জীবসমূহকে নিজের যোষিৎ জ্ঞান করিয়া পিতা, পতি, পত্নী, বন্ধু, দাস, প্রভু, গুরু বা নিয়ন্তৃত্বের অভিমানে তাঁহাদিগকে ভোগ করিয়া থাকেন। পিতা যেরূপ পুত্রকে তাঁহার ভোগ্য জ্ঞানে পালন করেন, পতি যেরূপ পত্নীকে, পত্নী যেরূপ পতিকে ভোগ বুদ্ধি করেন, প্রভু দাসকে, দাস প্রভুকে, বন্ধু বন্ধুকে ভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অসদ্গুরুও আশ্রিতজনকে শিষ্যজ্ঞানে ভোগ-বুদ্ধি করিয়া অধঃপথ গ্রহণ করেন। জীব কখনও অন্য জীবের পতি, পত্নী বা শিষ্যরূপে ভোগ্য নহেন। বদ্ধজীব পিতা, পতি, পত্নী, প্রভু ও গুরু সাজিয়া অন্য জীবের সহিত অসৎ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় এবং তাহাকে ও নিজকে পাতিত করে। তদ্ভিন্ন সংসর্গ ছাড়িয়া শুদ্ধ অনিত্য সম্বন্ধে হওয়াই বদ্ধজীবের স্বভাব। তত্ত্বসম্বন্ধ—কৃষ্ণের ভোগ্য হওয়া। কৃষ্ণের ভোগ্য হওয়াই তাঁহার স্বরূপ। সেই পরম বিলাসীর বিলাসাগ্নির ইন্ধন হওয়াই তাঁহার প্রয়োজন।

যে ব্যক্তির এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানটী উদিত হয় নাই—যিনি সকলকে কৃষ্ণভোগ্য বলিয়া জানেন না, তিনি কি করিয়া অন্য বদ্ধজীবকে স্বরূপ জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করিবেন? তাহাকেই অসদ্গুরু বা ভক্তের সম্বন্ধজ্ঞানহীন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এইরূপ গুরুর সহিত যাঁহারা সম্বন্ধযুক্ত, তাঁহারা অন্ধপথে চালিত এবং প্রতারিত। এইরূপ গুরু কখনও জীবের স্বরূপ জাগ্রত করিতে পারেন না, তাহাকে অন্ধকারে নিমগ্ন করিয়া নিরয়গামী হন মাত্র।

সদ্গুরু মূল আশ্রয়বিগ্রহে যাবতীয় জীবকে বিষয়-বিগ্রহের সহিত মিলন করাইয়া তাঁহার সেবা প্রভুর ভোগবিলাসের সহায়তা করেন। তাঁহার প্রভুর বিলাসের উপকরণ-সংগ্রহ কার্য্যই যাহার সেবা—এইরূপেই তিনি লীলাময়ের উদ্দেশে ভোগ্য করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডে সাধারণ স্বরূপবিস্মৃত বাদ্দজীবসমূহকে খুঁজিয়া-খুঁজিয়া শুদ্ধ ও নির্ম্মল করেন এবং কৃষ্ণের ভোগ্যরূপে নিবেদন করিয়া তাঁহার বিলাসসুখের চরিতার্থতা বিধান করেন। এই কার্য্য কাহারও নামরেটিং বা ভাড়ার পরিমাপক নহে।

শ্রীগুরুদেব নিজে কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভোগ্য। কিন্তু তিনি অত্যন্ত উদার। আশ্রিত জনগণকে কৃষ্ণের সেবায় লাগাইতে তাঁহার পরম সন্তোষ। আশ্রয়-ভোগ্যতত্ত্ব জীবনিচয়কে বিষয়-বিগ্রহের নিকট পৌঁছাইয়া দিবার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল। তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভোগের যোগ্য করিবার জন্য তাঁহার কষ্টের সীমা নাই। এইরূপে আশ্রয়-ভোগ্যজাতীয় জীবসমূহকে বিষয়ের আশ্রয় করেন বলিয়াই শ্রীগুরুদেব মূল আশ্রয়তত্ত্ব। তিনি জীব ও ভগবানের মধ্যবর্ত্তী সেতু। বদ্ধ জীবকে শুদ্ধ ও পবিত্র করিয়া কৃষ্ণভোগ-যোগ্য করিবার জন্য যিনি যত্নশীল, তিনিই শ্রীগুরুদেব, তিনি ভগবান্ ও জীবের মধ্যে 'দালাল'-স্বরূপ নহেন। পরন্তু অত্যন্ত 'অন্তরঙ্গ'। তিনি কৃষ্ণের বিলাস-প্রাচুর্য্যকারী নহেন, পরন্তু তাহার ভোগের উপকরণ-সংগ্রহকারী। এই কার্য্যে তাঁহার পরম আনন্দ।

তিনি বদ্ধজীবের বন্ধন ঘুচাইয়া, বলিরূপে মার্জ্জিত করিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণসমীপে নিবার জন্য যে যত্ন করেন, তাহাই এই জগতে তাঁহার 'আচার্য্যলীলা' বলিয়া পরিচিত। কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য তাঁহাকে যে শ্রীকৃষ্ণ কার্য্য করিতে হয়, তাহা তাঁহার প্রভুসেবা—সুতরাং ইহাতে তাঁহার কখনও স্বার্থ বা প্রতিষ্ঠামূলক প্রতিষ্ঠাশা নাই। "আমি শিষ্যের গুরু" এইরূপ অহঙ্কার কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি জানেন,—তিনি প্রভুদাস এবং জীবনিচয় তাঁহার প্রভুর ভোগ্য, সুতরাং তাঁহার অন্তর্গত। তাঁহার প্রভুর সেবোপকরণকে তিনি অনধিকার দ্বারা কখনও আত্মসাৎ করেন না। তাঁহাদিগকে শিষ্য মনে করিয়া নিজে প্রভু সাজেন না। বাস্তবদর্শনের লোক যাহাকে শিষ্য ও শ্রীগুরু-ভাজন বলিয়া মনে করে, এইরূপ ব্যক্তির প্রতি কখনও কখনও শ্রীগুরুদেবের বিষয়-বিগ্রহ ও আশ্রয়বিগ্রহের উদ্দীপন হইয়া থাকে। এই সবই অচিন্ত্য ও অলৌকিক। কেহ যদি গুরুদেবের ইহার কৃত্রিম অনুকরণ করিবার প্রয়াসী, তিনি প্রাকৃত সহজিয়া-ভাবের আবাহন করিয়া যান মাত্র। শ্রীগুরুদেবের আচার্য্যলীলা প্রভুত্ব-প্রিয়তার পরিচয় নহে, পরন্তু তাহা প্রভুসেবার নিষ্ঠা এবং কৃপাদর্শন সুনীচতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব। তাঁহার শাসন মানিয়া লইলেই জীবের কল্যাণ। তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার যোগ্যতা বরণ করিতে পারিলে মঙ্গল। নতুবা গুরু অভিমানী লঘুজনের অনুসরণ করিয়া কি লাভ?

মেদিনীপুরে প্রচার

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ১৯শে মাঘ বাথানবেড়িয়া গ্রামের বাড়োয়ারী নাটমন্দিরে 'শ্রীচৈতন্যদেবের দান' সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র'সম্মত একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

২০শে মাঘ বাথানবেড়িয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুত শ্রীনিবাস বেরা মহাশয়ের বাসভবনে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

২২শে মাঘ ভোগপুরগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র মাজি মহাশয়ের বাড়ীতে শ্রীপাদ শ্রীমদ্ভক্ত ব্যাসপ্রিয়জী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

২৩শে মাঘ ব্রহ্মচারীজী ভোগপুরগ্রামে ব্যাসপূজা সমাপ্ত করিয়া আড়সান গ্রামনিবাসী শ্রীযুত হরেন্দ্র নাথ মাইতি মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করেন।

২৮শে মাঘ পাঁচবেড়িয়া গ্রামনিবাসী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ জানা মহাশয়ের বাড়ীতে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানের সন্নিকটে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী [illegible] শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] বিগ্রহ আছেন। [illegible] মুদ্রা-[illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যহ [illegible]-শ্রীমদ্ভাগবতাদি সদ্গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপ [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠ

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোক্রপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাবুঘাট (শ্রীমন্দিরের পশ্চিম নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াগ্রাম

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

চাঁদসপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) প্রপন্নাশ্রম-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

বাংলা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ পালিবাড়ী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা ঝিল্কং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চরিদ্বার, জিঃ দারাঙ্গপুর, ই, বি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মিশন রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ নং [illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর [illegible]

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নবেন্দু বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ — [illegible]

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৯৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] হিল রোডে ৭

(৫০) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, আলালনাথ
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] সেবা

(৫১) পুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী [illegible]
শ্রীশ্রী[illegible] সেবা

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

জগন্নাথ, পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) [illegible]—[illegible], পুরী

(৫৫) [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ-[illegible]

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-[illegible]-মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৬০) [illegible] মঠ

ছত্রিশা, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চেতলা গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ;

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible]
[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ [illegible] রোড, ঢাকা (ই-বি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীমদনন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	।৵০		
" " ইঞ্চি ২৲		১।০		৯৲
" সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		৫৲
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৩।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১০৲
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার কিঞ্চিৎ বেশী।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:o:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:o:—

[illegible]

বার অধ্যাপক—সুন্দর স্বাস্থ্যকর . বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্ত্বিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনসমেত প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে .৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মিনতী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——:o:—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুমোদনে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নবেদন" সাপ্তাহিক ... প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ সংগৃহীত প্রবৃত্তির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, ...-পাদ-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে ...সিলাইয়ের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই ...রা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীপ্রাগ্‌জ্যোতিষমঠ, ...বিকা, পোঃ ...গৌহাটী, ...ম।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য- মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বহু চরিতার্থ হইবেন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পূর্ব্বাভাষ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:o:———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব্য জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের অভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাপারিবিদ্যক সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:o:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১এ কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উৎকল ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ভিতর শ্রীলা সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১২নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৩	৬ ০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৩	১৭ ৫০	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৩	১-১৯
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২০-৪৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (প্রত্যহ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৪		৯ ২৫		১৩-৩৫	১৬-০	১৮-৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১
ছাঃ	৬ ২৩	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৩	১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭ ৩১	
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪৩	
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯ ২১	১২-১	১২-১৬ ১৪-১৩		১৯-১১	২১-৪১

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩ ৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬		
ছাঃ	১৪-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৩		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)	
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৩	২০-৬	

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
মায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে ফাল্গুন, ১৩৪৫, ১৪ই মার্চ্চ, ১৯৩৯, মঙ্গলবার [১২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

জব্বলপুরে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা

জব্বলপুরে এক হোলীর শোভাযাত্রা বাহির হইলে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে এক ভীষণ দাঙ্গা হয়। দাঙ্গার ফলে প্রায় ৪০ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

তন্মধ্যে ১০ জনের আঘাত গুরুতর। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অবস্থা আয়ত্তে আনে। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে আদেশ জারি করা হইয়াছে। অবস্থা এখনও সঙ্কটজনক রহিয়াছে।

কাশীতে দাঙ্গা

হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে দাঙ্গা হওয়ায় ফলে বহুলোক আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। পুরকীগঞ্জে দাঙ্গার সৃষ্টি হয় এবং সেখান হইতে সহরের অন্যান্য অংশে উহা বিস্তৃত হয়। আহতদের সঠিক সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই। উভয় পক্ষই বংশদণ্ড, লাঠী, ছুরি প্রভৃতি ব্যবহার করে। সর্ব্বত্র আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। সহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রহিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলে পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে।

হইয়াছে। ৩রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৫জন মুসলমান ও ৭জন হিন্দু আহত হইয়াছে। দাঙ্গাকারীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার কালে একটি মুসলমান কং-ষ্টেবলও আহত হইয়াছে।

অতঃপর মোট ১১জন মুসলমান নিহত ও ১২০ জন আহত হইয়াছে এবং ৩ জন হিন্দু নিহত ও ১০০ জন আহত হইয়াছে।

বিস্ফোরণের পর পূর্ত্তি বড়বাজারে কয়েকটি মুসলমানের দোকান খোলে। সহরবাসিগণকে পূর্ব্বের ন্যায় আতঙ্কগ্রস্ত দেখা যায় না। বিপজ্জনক এলাকা সমূহে পুলিশ ও গোরা সৈন্যগণ টহল দিতেছে।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিমূর্ত্তি

গত শুক্রবার সকাল আট ঘটিকায় বাঙ্গলার গবর্ণর কর্তৃক পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন হইয়াছে।

বর্দ্ধমানের বাম অঞ্চলে ৭ ধারা জারী

জীবনকৃষ্ণ দত্ত ও গোবর্দ্ধন পালকে গ্রেপ্তার করিয়া বেলগাঁও হইতে সদর থানায় আনয়ন করা হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, তাঁহাদিগকে বাম অঞ্চলে বিধিবদ্ধ ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। তাহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য ৩০ টাকার মহার্ঘ্য উপহার সংগৃহীত হইয়াছিল। ৬ জন সত্যাগ্রহী মহিলার মধ্যে ৫ জন তাঁহাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিতের প্রস্তাব

মিঃ মুজাফর আমেদ চট্টগ্রামে কৃষক সম্মিলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে এখানে উপনীত হইলে কংগ্রেস কর্ম্মীরা তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। "দেশের বাণী" পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে এখানে একটি সভার অধিবেশন হয়। মিষ্টার আমেদ ঐ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থা এবং বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের অধিবাসীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেন। কৃষক ও প্রজাদিগের সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদ করিয়া তিনি তাহা দলের অবস্থার উন্নতির জন্য আবেদন করেন। তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিতে অনুরোধ করেন

মিষ্টার আমেদ এই জেলার সন্দীপের অধিবাসী।

ব্রহ্মপুত্র নদ সংস্কার

ময়মনসিংহ-জামালপুর হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ও এসিষ্টাণ্ট ডিরেক্টর, পূর্ত্ত-বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ার ও সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রাতঃকালে ব্রহ্মপুত্র নদের মোহনা পরিদর্শনের জন্য গমন করেন।

তাঁহারা নদের মুখ পরিদর্শনান্তে এই স্থান দিয়া কালকাত অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বাহাদুরাবাদের সন্নিকটে চড়া পড়িয়া ব্রহ্মপুত্রের মুখ বন্ধ হওয়ায় যমুনার প্রধানতঃ স্রোত যমুনা দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় জামালপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের নিকট দিয়া প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে ঐ সমস্ত স্থানে ম্যালেরিয়া রোগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হইয়াছে এবং নদী জলাভাবে আবাদের প্রতি বৎসর অসময়ে বন্যায় কৃষি সমূহ নষ্ট করিতেছে। এজন্য অনেক দিন যাবৎ নদ সংস্কারের জন্য যে আন্দোলন চলিতেছে, তৎসম্পর্কে উক্ত পরিদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পরিদর্শনের ফলাফল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই।

পুলিশের গুলীতে চারজন নিহত

সামরিক কর্ম্মচারীরা এক উন্মত্ত জনতার উপর গুলী চালাইয়াছিল। তাহার ফলে একজন নিহত হইয়াছে। সামরিক ও পুলিশ কর্ম্মচারীরা বেলা ২ ঘটিকার সময়ে জনতার উপর পুনরায় গুলী চালাইয়াছিল এবং তাহার ফলে তিনজনের মৃত্যু হইয়াছে

রোহতকে অবস্থার উন্নতি

স্থানে স্থানে হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে দাঙ্গা চলিলেও অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি

জব্বলপুরে মহিলাদের সত্যাগ্রহ

মহিলা সত্যাগ্রহীদিগের প্রথম দল জব্বলপুরে পৌঁছিলে জব্বলপুর জহুরী বাজারে

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরাজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০):———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে প্রশ্নোত্তর-প্রণালীতে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত মুগপতিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৯০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৯৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৪র্থ খণ্ড ৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৩। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ..

১৪। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত ৷০

১৫। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৬। বৈষ্ণবোপাসনা ৷০

১৭। বামন-আশ্রম ৷০

১৮। অর্থবিবেক ।

১৯। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵

২০। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵

২১। ভজন রহস্য ।

২২। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপভজন (বাঁধা) ১৲

২৩। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲

২৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲

অধীনা) ১৲

২৫। গীতার কেবল মূল ভাষা ।০

২৬। দুর্গমসঙ্গমনী (অনুবাদ) ২৲

২৭। বেদান্তসূত্র (অনুবাদ) ৷০

২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

২৯। শ্রীশ-বিশ্ব-দর্শন ৶০

৩০। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০

৩১। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

৩২। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০

৩৩। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৪। গীতমালা ৵১০

৩৫। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৬। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৮। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রপরিক্রমাদর্পণ ।০

৩৯। শরণাগতি ৵০

৪০। গীতাবলী ৵০

৪১। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪২। সাধনতত্ত্ব ৵০

৪৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵

৪৪। নবদ্বীপশতক

৪৫। অর্চনকণ্ঠ

৪৬। সংকীর্তনমুক্তাঃ ৶০

৪৭। অন্যাশ্রয়শতক (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০

৪৮। অর্চনকণ ৷১০

৪৯। বৈষ্ণববন্দনা-পদাবলি (১ম ও ২য় খণ্ড) ২৲

৫০। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫১। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ৷০

৫২। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০

৫৩। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০

৫৪। ভক্তরাজবাণী বা নামাপরাধসমূহ ৷০

৫৫। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০

৫৬। ঈশোপনিষদ (অনুবাদসহিত) ৷০

৫৭। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০

৫৮। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৫৯। সাধনাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬০। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০

৬১। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিতম্ ৷০

৬২। নবীন-বিদ্যাদর্শনম্ ৷০

৬৩। অষ্টকম্ ৷০

৬৪। সাত্বত সিদ্ধান্তরত্ন ৶০

৬৫। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ

৬৬। সারার্থদর্শন

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৭। রায় রামানন্দ ৷০

৬৮। এ লিটল বাউট দা ঝা ১০

৬৯। নামভজন ৵১

৭০। বেদান্ত ইটস মরফলজি অ্যান্ড অন্টোলজি ৷০

৭১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০

৭২। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

৭৩। বৈষ্ণবীজম

৭৪। হোয়াট গৌড়ীয় মঠ ইজ

৭৫। দি ভাগবত ৷০

৭৬। লেকচার্স্ ডেলিভার্ড ... অ্যাড্রেসেস ... হিজ এক্সেলেন্সি

৭৭। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০

৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৮০। সাধন-পথ ৷০

৮১। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

৮২। গীতাবলী ৵

৮৩। শরণাগতি ৵

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

প্রকাশস্থান—শ্রীমায়াপুর—নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ৯ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ৩০শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৪ই মার্চ ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার | ১২শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ৫ই মার্চ রবিবার দিবস শ্রীশ্রীগৌরজন্ম মহামহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্যদেবের কৃপায় ও আনুগত্যে বিশেষ সমারোহের সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীবিনোদবৈষ্ণবাচার্যতীর্থ ম হ দা রা জি কা ভে ব্রহ্মচারীবৃন্দ সমবেত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবপদাবলীর অষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও "কলিকুক্কুর কদন যদি চাও হে", "হরিনাম তুয়া অনেক স্বরূপ," "বিভাবরী শেষ আলোক প্রবেশ নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব," প্রভৃতি মহাজন-পদাবলীসমূহ সুমধুর স্বরে কীর্তন করেন। কীর্তনের পর শ্রীপাদ মাধবচৈতন্য ব্রহ্মচারীজী ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বহু কথা কীর্তন করেন। পাঠান্তে কিছুক্ষণ সংকীর্তন হইবার পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয়। দ্বিপ্রহরে যথারীতি ভোগারতি সম্পন্ন হয়। শ্রীবিগ্রহের প্রতি উৎসবরূপে শৃঙ্গার করা হইয়াছিল, বিচিত্র বর্ণের পতাকা পুষ্প, পুষ্পমালিকা, কদলীবৃক্ষ প্রভৃতির দ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণে শ্রীমঠে এক মহতী সভার অধিবেশন হয় সভারম্ভের নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব হইতেই মাড়োয়ারীর বহু স্বামী, গুজরাটি, মহারাষ্ট্রীয়, কর্ণাটী দেশীয় [illegible], বাঙ্গালী, দক্ষিণী পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সভার প্রারম্ভে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনান্তর শ্রীমঙ্গলাচরণ স্তোত্র, পঞ্চতত্ত্ব, এবং মহাজনরচিত অন্যান্য পদাবলীসমূহ কীর্তন করা হয়। ৭॥০ ঘটিকা পর্যন্ত কীর্তন হইবার পর শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন হয়। তৎপরে শ্রীপাদ মাধবচৈতন্য ব্রহ্মচারীজী ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের মূল কারণ এবং তাঁহার স্বয়ং ভগবত্তার কথা বিশেষভাবে কীর্তন করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গুজরাটী ভাষায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কৃপা-লব্ধ জীব-হৃদয়ে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারিত ও শ্রীচৈতন্যদেব যেকোন দেশ বা জাতি-বিশেষের উপাস্য মাত্র নহেন, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম যে সার্বজনীন তাহা বুঝাইয়া দেন। পরে উপদেশক শ্রীপাদ নিতাই-দাস ব্রহ্মচারী বাগ্মীপ্রবর ভক্তিশাস্ত্রী হিন্দী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যতার কথা এবং তাঁহার দেয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের প্রকৃত তাৎপর্যের কথা অতি সুন্দরভাবে কীর্তন করেন। বক্তৃতান্তে মহামন্ত্র কীর্তন হইবার পর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহকারে সভা ভঙ্গ হয়। সভান্তে সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে চতুর্বিধরসসমন্বিত শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় সজ্জনের নাম উল্লিখিত হইল।

মিঃ জহুর লাল কে মহেতা এম্‌-এ সেক্রেটারী চাওলাল্ মার্চেন্ট চেম্বার, সপরিবার মিঃ এম কে মুখার্জি এম্‌-এ ডিভিসন্যাল্ ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, জি, আই, পি, রেলওয়ে, ডাক্তার ফি, জি, যোশী এম-বি বি-এস্, সপরিবার মিঃ সি, টি মালিয়া বি-এ, এল, এল, বি সলিসিটর বম্বে হাইকোর্ট, মিঃ গোবর্দ্ধন দাস জিঃ ইঞ্জিনীয়ার বি-এ সলিসিটার বম্বে হাইকোর্ট, মিঃ মহারাম ভ বৈদ্য বি-এ, এল, এল, বি, অ্যাডভোকেট বোম্বাই হাইকোর্ট, মিঃ ছোটেলাল বে মিশ্র বি-এ, এল এল বি, অ্যাডভোকেট বোম্বে হাইকোর্ট, মিঃ পি বিঠ্ঠল দাস অ্যাসিষ্টেণ্ট ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বি-বি এণ্ড সি-আই রেলওয়ে, সপরিবার মিঃ এম্, পি, মহেতা বি-এ, এল এল বি, মিঃ আর, জি কালীক বি-এ, এল এল বি অ্যাডভোকেট বম্বে হাইকোর্ট, মিঃ এম, এল, ভাণ্ডারী বি-এ, এল এল বি, মিঃ জি ভাবী বি-এ বি টি, মিসেস্ ইন্দিরা দেবী বি-এ, বি-টি, সপরিবার মিঃ আর, জি, নাটকার্ণী বি-এস-সি, মিঃ জি, কে, জকীন বি-এ এল এল বি অ্যাডভোকেট বম্বে হাইকোর্ট, মিঃ জি, কে, জকীন বি-এ এল, এল, বি, অ্যাডভোকেট বম্বে হাইকোর্ট, মিঃ জি, জি, বালাসুবার ইন্সপেক্টর অফ পুলিস বম্বে, সপরিবার মিঃ পি, রাম, সপরিবার মিঃ এস, কে, দে, মিঃ ভূপেন গুপ্ত, মিঃ এস, মুখার্জি গভর্ণমেণ্ট অ্যাকাউণ্টেণ্ট, সপরিবার মিঃ এন্ গণপতি প্রভৃতি।

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে

গত ৫ই মার্চ রবিবার কেন্দ্রাপাড়া শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব মহা-সমারোহের সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে ব্রাহ্মমুহূর্তে মঙ্গলারাত্রিকের পর অষ্টক পঞ্চক মহামন্ত্র কীর্তন ও অন্যান্য ভক্ত্যঙ্গসমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।

অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ নানাপ্রকার স্বর্ণাভরণ ও বিবিধবর্ণের সুগন্ধি পুষ্পমাল্যের দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিলেন।

রাত্রে শ্রীমঠে এক বিরাট সভায় মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তর শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ দেবেন্দ্রমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভৃতি মঠসেবকগণ শ্রীগৌরসুন্দর, গৌরকৃষ্ণের মহাবদান্যতা, সেবাকৃষ্ণের সেবকের ভাবে নিজের ভজন-শিক্ষার ছলে কলিতে যুগাবতারত্ব, বিপ্রলম্ভমূর্তি তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমপ্রদান-লীলা, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরায়-পার্ষদবর আমাদের পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সর্বজ্ঞতম প্রকাশ গোস্বামি-প্রভুর কৃষ্ণানুশীলনে গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরদেবের আদর্শ সেবক ও প্রচারক, আমাদের নিত্যানন্দ শ্রীআচার্যপাদপদ্মের পাদপদ্মধ্যান ও প্রেমপ্রচারক লীলা, আমাদের বাসুদেবের কৃপায় বিশ্বব্যাপী গৌরবাসু-দেবের পাদপীঠ অর্চনাদির আবির্ভাব সম্ভব প্রভৃতি বহু বিষয় আবেগময়ী ভাষায় আলোচনা করেন।

"জীবের নিজের আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আশ্রয়-জাতীয়ের অর্থাৎ কৃষ্ণ-কিঙ্করের অনুভূতিই সম্বন্ধজ্ঞান। গুরুবর্গের পরিচর্য্যার দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। কলি স্বরূপশক্তির সহিত আত্ম, জীবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। চেতন-দর্শনই গুরুভোগাদর্শন। প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্জনসঙ্গ দুর্জ্জনসঙ্গরাহিত্যরূপ নির্ব্বন্ধতা।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ বিষ্ণু ৪৫৬ গৌরাব্দ ৪৫৩

দুই একটী কথা

—:: • ::—

অর্থ শব্দে প্রয়োজনকে বুঝায়। পরমার্থ শব্দে শ্রেষ্ঠ প্রয়োজনকে লক্ষ্য করে। যাঁহারা প্রাকৃত বিচার অবলম্বন করিয়া স্থূল-দেহ ও মনকেই আমি বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা দেহ ও মনের উপযোগী প্রয়োজন অনুসন্ধান করিতে গিয়া লৌকিক বা ব্যবহারিক স্বার্থকেই অর্থ বা প্রয়োজন মনে করেন। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবের স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম মনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। অতএব কতিপয় ব্যক্তি পরমার্থ-পথ পরিহার করিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় স্বার্থপথ গ্রহণ করেন। আর যাঁহারা তাদৃশ প্রয়োজন ও অর্থকে অনাত্মচেষ্টায় প্রয়োজনমাত্র জানেন, তাঁহারা ঐ প্রকার স্বার্থের অর্থ ছাড়িয়া পরমার্থের অনুসন্ধান করেন। পরমার্থিগণ শ্রীভাগবত পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমেই "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্" এবং "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি" প্রভৃতি পরমপথ বা পরমার্থের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। অর্থ শব্দে ভগবদ্বস্তুকে লক্ষ্য করা হয়, যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবত চতুঃশ্লোকীতে ব্রহ্মার প্রতি—

নিরূপণে আমরা দেখিতে পাই যে, "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।" এখানে অর্থ শব্দে অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন। জড়ভোগময় জগতে যাহাকে আমরা ভোগের বস্তু বা প্রয়োজন বা অর্থ বলি, তাহার অনর্থ এবং তাদৃশ অনর্থই আমাদিগকে দ্বিতীয় বস্তুতে অভিনিবিষ্ট করাইয়া অন্যবস্তুকেই মূল বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন করায়। এজন্য লৌকিক প্রয়োজন বা ঈশ্বরবৈমুখ্যে অবস্থিত জীবের কামনাই জীবকে উচ্চতাপূর্ণ ঈশ্বর-সেবা হইতে বঞ্চিত করে। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রয়ী বদ্ধজীবের ভোগায়তন। সেই 'অর্থ' ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি হইলে নিতান্ত তুচ্ছ অনাত্মার কষ্ট চেষ্টা বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। যাহাতে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের নশ্বর কামনার্থ হয়, তাদৃশ অর্থ নিত্যাত্মবস্তুর্দ্দেশ নহে।

———

বেদের মহাবাক্য প্রণব। প্রণব হইতে বেদশাস্ত্র বিস্তৃত হইয়াছে। উহাই অসম্প্রসারিত অবস্থায়। বীজীভূত অবস্থায় উহার অবস্থান। প্রসারিত প্রণবই শ্রীভাগবত। তাহাই কীর্ত্তনীয় ও জপ্য। প্রণবাদির জপ ও গায়ত্রীমুখে কীর্ত্তনের সাধনা আছে। অধিকার-ভেদে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রণব সাধন কার্য্যকারী হয়, কলিতে জীবের অধিকার হ্রাস হওয়ায় শ্রীনামের সর্ব্বশক্তিমত্তার উপযোগিতা বিশেষরূপে আদরণীয়। যোগশাস্ত্রে সাধকগণ প্রণবাদির জপ ও কীর্ত্তনমুখে সেবা করিয়া থাকেন, কিন্তু বাউলগণের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন "যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ। মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাত্মাদ্ধা ন শাম্যতি।" উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বিবেকসম্পন্ন অবস্থায় যদি আবশ্যকতা বুঝিয়া তাহা সংগ্রহ করিবার কালে যদি হৃদয়ে পরম হিংসার সঞ্চার ঘটে এবং তাহা হইলে তাদৃশ পন্থার ফলপ্রাপ্তি দুষ্ট হইয়া পড়ে। সে জন্য আত্মশুদ্ধিযোগ্যাবস্থায় যাহাতে বস্তুর উদ্দেশ অবকাশ পাওয়া যায়, তাহাকেই অপেক্ষাকৃত উত্তম পন্থা বলা যাইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিৎ
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো।"

যাহাদের প্রণবাদি জপমুখে সাক্ষাৎ মুকুন্দ-সেবা-বিষয়ক সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়, তাহারা বাস্তবিকই ধন্য; কিন্তু প্রণবোচ্চারণ অধিকার অপেক্ষা করে। অধিকারী এবং অনধিকারী উভয়েই নামকীর্ত্তনাদিতে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। গীতা বলেন,—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং
প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন
মামুপযান্তি তে।"

যে কালে দ্বিজ বর্ণ ছিল সেকালে প্রণবাদি সাধনে জীবগণের কল্যাণ সাধিত হইত, কিন্তু কলির প্রাবল্যে অসমর্থতা, আলস্য, জাড্য প্রভৃতি নানা অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। প্রণববোধ বেদশাস্ত্রকে কর্ম্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় যেরূপভাবে গ্রহণ করেন, তাহাতে সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করা বিষম দুর্ঘট অথচ শ্রীনামভজনে কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েই সেরূপ উৎসাহবিশিষ্ট নহেন।

ব্রহ্ম সম্বন্ধ অর্থাৎ তাহার অধিষ্ঠান কাল্পনিক নহে। ব্রহ্ম চিদ্বস্তু হইলেও চিন্মাত্র বলিয়া যাঁহারা ধারণা করেন, তাঁহারা ব্রহ্মকে দৃশ্য, দর্শন ও দ্রষ্টার সহিত একীভূত মনে করেন। ধারণাকারী, ধারণা ও ধারণার বস্তুর বিভিন্ন অধিষ্ঠানের নিত্যাবস্থান না থাকায় উপাসনার অনিত্যত্বহেতু সাধনের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। নির্ব্বিশিষ্ট ব্রহ্মজ্ঞ পরমহংসের ধারণায় কোন সাধন, ধ্যান বা গুরুশিষ্য বা দীক্ষা প্রভৃতির ব্যাপার নাই। ব্রহ্মজ্ঞের কোন পরমার্থপথ থাকা উচিত নহে। ব্রহ্ম জ্ঞেয়বস্তু হইলেও তাঁহার নিত্যাধিষ্ঠানে আশ্রয় ও আনন্দাশ্রয়ের ইন্দ্রিয়সহ সত্তাযুক্ত ও ভজন বলিয়া ভাব সমাবেশ থাকিতে পারে না। এই কারণে ভগবানের অসমোর্দ্ধ আবির্ভাব ব্রহ্মকে ও তাঁহার সম্বন্ধকে ভগবৎ-সম্বন্ধজ্ঞানে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু অভিহিত করেন। যাঁহারা প্রণবের সাধনে ব্রহ্ম সাধিত হয় মনে করেন, তাঁহারা অসিদ্ধ এবং সাধনকালে সিদ্ধকালে সাধন, সাধক, সাধ্যের আস্থান না থাকায় সেই ব্যক্তি ভজন আহ্বান করিতে পারেন না। শিষ্য ও গুরুর মধ্যে কোন বাস্তব ভেদ না থাকায় সাধন বা ধ্যানাদির আবশ্যকতা নাই।

কামনাযুক্ত উপাসকগণের বিভিন্ন দেবতা কল্পনার্থ ও নিত্যাধিষ্ঠানাদিই নহে। সাধকের নিত্যার্থ কাম্য মূর্ত্তিবাদি বিনষ্ট হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে অবস্থান। তাহাদের মধ্য নিত্য নহে, উপাসনাও নিত্য নহে। মন্ত্র ও দেবতার মধ্যে মায়ার ব্যবধান থাকায় উহা কাম্যাধীনে দুষ্ট ও কালক্ষোভ্য সুতরাং অন্যায় ঐকান্তিক ভক্তের উপাস্য বস্তুর সহিত তুলনাযোগ্য নহে নাই। আহার-পানাদি প্রভৃতি বিচারসমূহ কামনাযুক্ত দেবতা ও মন্ত্রের নিত্যত্ব স্থাপনে ব্যাঘাত করে। ঐগুলি নিয়মমূলক বাস্তব-সত্য নহে। অনিত্যোপাসনা, অনিত্যোপাস্য ও অনিত্যোপাসক মায়ার ক্রীড়াপুত্তলিমাত্র। তাহা নিত্য সনাতনধর্ম্ম নহে। সুধা হইতে ঐ সত্তা আগত নহে। উহা বিভিন্ন হইতে বহিঃ-প্রজ্ঞাপ্রসূত চেষ্টামাত্র, সুতরাং নিত্য আত্মধর্ম্ম নহে।

মোক্ষকামিগণ নিত্যেন্দ্রিয়তর্পণমূলে যে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে রত হন, তাহাই তাঁহাদের জীবদ্দশায় বদ্ধতার পরিচায়ক। তাঁহারা অপরকে উদ্ধার করিতে পারেন না। নিজের উদ্ধার যিনি করিতে না পারিয়া অপরকে ভেদ দৃষ্টি করেন এবং তাহাকে বিপথগামী করাইবার প্রয়াস পান, তিনি আবার গুরুর কার্য্য কি প্রকারে করিবেন? তাঁহাদের গুরু-পারম্পর্য্যে বাস্তব নিত্য সত্যের অভাব আছে। সাধন ও সিদ্ধি বা উপায় উপেয় সম্বন্ধে যখন তাঁহাদের চিত্তের স্থৈর্য্য নাই, তখন সেইরূপ চাঞ্চল্য দ্বারা পরমার্থ অর্জিত হইতে পারে না। অনিত্য জগতের পারম্পর্য্য-বিশেষেই উহা পর্য্যবসিত হয়।

সকামোপাসক ঐকান্তিক নহেন। অতএব দেবোপাসনা ঐকান্তিকতার হানিকারক। কামনামূলে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা বদ্ধজীব বিষ্ণুতর্পণ ছাড়িয়া নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করে। যে কালে নিজেন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়িয়া দেন, তখনই মুক্তজীবের নিত্যবৃত্তি বিষ্ণুভক্তি প্রকাশিত হয়। হরিভক্তির অভাব হইতেই অন্যোপাসনা ও তাহার ফল ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ। যেকালে জীবের বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বর এই জ্ঞানোদয় হয়, তৎকালেই দাস ও প্রভু ভেদে তাঁহাকে উপলব্ধি করেন। ভোগেচ্ছা বিগত হইলেই জীবের বিষ্ণুভক্তি দেখা যায়। ইন্দ্রিয়তর্পণকে যাঁহারা ভক্তি বলিয়া স্থাপন করেন তাঁহাদিগকে প্রাকৃতসহজিয়া বলা হয়। তাঁহারা অবৈষ্ণব নহেন। "অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।"

হরিকথা বিনা কোন কথা নাহি আর। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

যাহারা অমঙ্গলপ্রার্থী তাঁহাদের মত বৈষ্ণবগণ করেন না।

জীব মাত্রেই বৈষ্ণব। সুতরাং সূর্য্যাদি দেবতা বিষ্ণুভক্ত, এরূপ বিচার উপস্থিত হইলে সূর্য্যাদি দেব দ্বারা বিষ্ণুপূজা করাইবার জন্য অনেকে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহাদিগকে অবলম্বন করিতে গিয়া বৈষ্ণব বিষ্ণুভক্তি হইতে চ্যুত হইয়া অবরের উদ্দেশ্য সাধন জন্য লোক দেখান বিষ্ণুভক্তি প্রদর্শন করেন না। অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা অধোক্ষজ সেবাই আত্মার প্রসন্নতা সম্পাদন করে। অন্য কোন ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বিষ্ণুসেবা হইতে পারে না। বিষ্ণুভক্তি রহিত হওয়া পুরুষের পক্ষে মাধব অনর্থ। অর্থ শব্দে বিষ্ণু অনর্থ শব্দে যাহা বিষ্ণু নহে। সুতরাং বিষ্ণুসেবা ব্যতীত ইন্দ্রিয়তর্পণকেই কোনরূপেই বিষ্ণুভক্তি বলা যায় না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈত প্রভু প্রমুখ অনেকেই শ্রীকৃষ্ণ নামের কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকেই সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সকাম ফলের নিমিত্ত দেবতাকে ভোগকামী ও মোক্ষকামী ব্যক্তিগণ ভজন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মকামী সূর্য্যকে, অর্থকামী গণেশকে, কামকামী দেবীকে ও মোক্ষকামী শিবকে উপাসনা করেন। সত্ত্বগুণ-বিশিষ্টজন সূর্য্যকে, সত্ত্বতমোগুণযুক্ত গণেশকে, রজস্তমোগুণযুক্ত দেবীকে ও তমোগুণ-বিশিষ্ট আপনাকে শিবোহহং বলিয়া পূজা বিধান করেন। বৈষ্ণব শম্ভু বা গোলোকে অবস্থিত সদাশিব বা বিষ্ণুপীঠের পরিচয় স্বরূপে প্রাপঞ্চিক দেবজ্ঞান করিতে হইবে না। ভোগপরের উদ্দেশ্যে যে সকল দেবতাকে পূজা বা ইন্দ্রিয়প্রীতি ও ইন্দ্রিয়তর্পণের সাহায্যকারী বলিয়া ধ্যান করেন, তাঁহাদের দ্বারা আত্মানন্দবর্দ্ধন প্রেমভক্তি লাভ হয় না।

ভক্তি বিদ্যা ও সাধ্বী, তাহাতে কামনা স্পর্শ করে না। এমন কি পাশ্চাত্যদেশের খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে যখনি আদেশের মধ্যে ঈশ্বরের নাম মুখে বা অন্তরে গ্রহণ করিবে না বিধি দেওয়ায় সকাম-বাসনা নিরস্ত হইয়াছে। সুতরাং ভক্তিপূর্ব্বক অর্থাৎ অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া জ্ঞানকর্ম্মাদি নিজ

চাতুর্ব্বর্ণ

শম (মনোবৃত্তির নিগ্রহ) দম (ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ), তপঃ (অভ্যাস) শৌচ (নির্ম্মলতা) ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জ্জব (সরলতা), জ্ঞান বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই নয়টী স্বভাবজ কর্ম্ম ব্রাহ্মণের নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে
চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও ঈশ্বরের ভাব—এই সাতটী ক্ষত্রিয় কর্ম্ম।

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং
লভতে নরঃ।

কৃষিকার্য্য গোরক্ষা ও বাণিজ্য,—এই তিনটি বৈশ্যস্বভাবজ কর্ম্ম, সেবাই শূদ্র লোকের পরিচর্য্যারূপ স্বভাবজ কর্ম্ম হয়। নিজ নিজ কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মানবগণ সংসিদ্ধি লাভ করেন।

এই প্রকার স্বভাবজ গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ বিভাগ করিয়া ভগবান দেখাইলেন যে, সংসারে থাকিয়া অধোক্ষজের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক। তদনন্তর বিবাহিত ব্যক্তিগণকে 'গৃহস্থ' বিদ্যার্থী পুরুষদিগকে 'ব্রহ্মচারী', অধিকবয়সে কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম-প্রাপ্ত পুরুষদিগকে 'বানপ্রস্থ' আর সর্ব্বত্যাগীদিগকে 'সন্ন্যাসী' বলিয়া চারিটী আশ্রমের নির্দ্দেশ করিলেন। বর্ণ-ব্যবস্থা ও আশ্রম সকলের স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরূপণ পূর্ব্বক স্ত্রী ও শূদ্রগণের সম্বন্ধে একমাত্র গৃহস্থাশ্রম নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং ব্রাহ্মণ-সন্তান পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কেহ সন্ন্যাসাশ্রম লইতে পারিবেন না,—এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের অসাধারণ দীর্ঘদর্শী-সম্পন্নতার পরিচয় দিয়াছেন। সমস্ত শাস্ত্রমত ও যুক্তিগত বিধি-নিষেধ এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অন্তর্গত; বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ বিষয়ে একটী চমৎকার বিধি। আদিযুগ হইতে বহুপ্রকার ব্যবস্থা নিঃসৃত হইয়াছে, এই বিধিই যে সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই

স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া হরিসেবোদ্দেশে যে যাহা শ্রদ্ধাসহকারে প্রদান করেন, তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন। অদীক্ষিত ব্যক্তির ভক্তি নাই বলিয়া বা বহুদেববাদী ব্যক্তি নিষ্কপট ঐকান্তিক নহে বলিয়া ভগবান্ তাহার কোন বস্তু গ্রহণ করেন না।

বিদেশীয় লোকেরা কিম্বদন্তীমাত্রে অবিবেচনাপূর্ব্বক ও কিম্বদন্তীমাত্রে ঈর্ষাপরবশ এই ব্যবস্থার নিন্দা করিয়া থাকেন। আমাদের দেশীয় অনভিজ্ঞ যুবকগণও এতদ্ব্যবস্থার অনেক নিন্দা করেন। স্বদেশ বিদ্বেষ তাহার প্রধান কারণ। ভারতবাসীদিগের অনভিজ্ঞতা ও বিদেশীয়গণের অনুকরণপ্রিয়তাও প্রধান কারণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাটি সম্প্রতি দূষিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি? স্বভাবসিদ্ধ বর্ণভেদের অভাব হওয়ায় উহা বংশগত হইয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্য সম্প্রতি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম লোকের নিকট নিন্দার্হ হইয়াছে।

বর্ণাশ্রমব্যবস্থা দোষশূন্য, কিন্তু তাহা অযথাভাবে চালিত হইলে কিরূপে নির্দ্দোষ থাকিতে পারে? অধুনা স্বভাবজ ধর্ম্মকে বংশজ-ধর্ম্ম করায় ব্যবস্থার বিপরীত কার্য্য হইতেছে। ব্রাহ্মণের অযোগ্য সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে, আর শূদ্রের সন্তান পণ্ডিত ও সাধু স্বভাব হইলেও শূদ্র হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা মূল বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিতান্ত বিরুদ্ধ। প্রাচীন রীতি এই ছিল যে, সন্তান উপযুক্ত বয়স্ক হইলে কুলগুরুগণ কুলপণ্ডিত, কুলাচার্য্য, ভূস্বামী ও গ্রামস্থ পঞ্চায়তী তাহার স্বভাব বিচার করিয়া তাহার বর্ণ নিরূপিত করিতেন। বর্ণ-নিরূপণকালে বিচার্য্য এই ছিল যে, পুত্র পিতৃবর্ণ লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে কি না। নিয়মিতরূপে এবং উচ্চাভিলাষবশতঃ পরিবারের ফলস্বরূপ উচ্চবংশীয় সন্তানেরা প্রায়ই পিতৃবর্ণ লাভ করিতেন। কেহ কেহ অযোগ্যতা বশতঃ নীচবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। পক্ষান্তরে, নীচবর্ণ পুরুষদিগের সন্তানেরা উচ্চশিক্ষিত সংস্কার সম্বন্ধে অনেক স্থলে উচ্চবর্ণ লাভ করিতেন। পৌরাণিক ইতিহাস দেখিলেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যে সময় হইতে নামে মাত্র সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে, সেই সময় হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত কার্য্য না পাওয়ায় আর্য্যবংশসমূহ অস্তপ্রায় হইয়াছে।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো
বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে লক্ষণ কথিত হইয়াছে, ঐ লক্ষণ অন্য বর্ণজাত সন্তানে দৃষ্ট হইলে তাঁহাকে সেই লক্ষণানুসারে স্ববর্ণে নির্ণয় করিবেন অর্থাৎ কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপিত হইবে না। প্রাচীন ঋষিগণ স্বপ্নেও জানিতেন না যে, স্বভাব বর্ণটী ক্রমশঃ 'বংশজ' হইয়া উঠিবে। সৎ লোকের সন্তান অসৎ হয়, ইহা কিম্বদন্তিমাত্রে স্বীকার্য্য, কিন্তু এইটী কখনও ব্যবস্থা হইতে পারে না। সংসারের এই প্রকার অমঙ্গলসম্ভাবনা হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই স্বভাবজ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু চতুর্দ্দশবর্ষ ও বহুস্থলে প্রাকৃত সাত্ত্বিকদের হস্তে ঘটনাক্রমে শক্তি পড়ায় যে বিপর্য্যয় করা হইয়াছিল, সেই বিষম ব্যবস্থাদিকে আক্রমণ করিয়াছে,—ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। সুবিধাবাদের মধ্যে যে দল প্রবেশ করিয়াছে, সেই দল মূল ব্যবস্থা নষ্ট করিবার লক্ষণ। কিন্তু তাহারা দোষ করিয়াছে বলিয়া মূল ব্যবস্থাকে দূর করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। যাঁহারা সত্য, যুগ ধর্ম্ম, মরীচি, পরাশর, ব্যাস, জনক, ও শুকদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণের কীর্ত্তি-সমূহ একাধারে নষ্ট করিতে বসিয়াছেন, তাঁহারা কি নবীন-ভাব নীতের নিকট সংসারের ব্যবস্থা শিক্ষা করিবেন? বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বিশুদ্ধরূপে পুনঃ প্রচলিত হইলে ভারতের সকল প্রকার উন্নতি হইতে পারিবে, ইহা বলাই বাহুল্য। উন্নত-ভাবাপন্ন কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সকলের আত্মার ক্রমোন্নতি সাধন করিতে পারিবেন, ইহাই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এবম্বিধ বর্ণাশ্রম নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মানবগণ ক্রমশঃ পরমার্থ লাভ করিতে পারেন। এজন্য কর্ম্মবাদী শাস্ত্রকারেরা কর্ম্মবাদ-বিচারে কর্ম্মকেই প্রয়োজনসিদ্ধির একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কর্ম্ম ব্যতীত জীব অবস্থান করিতে পারে না। নিত্যজীবনকে শরীর-নির্ব্বাহরূপ কর্ম্ম না করিলে জীবন থাকে না। জীবন না থাকিলে কোন ক্রমেই প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায় অবলম্বিত হয় না। অতএব কর্ম্ম অপরিহার্য্য। যখন কর্ম্ম ব্যতীত থাকা যায় না, তখন স্বীকৃত কর্ম্মসকলকে পারমার্থিক ভাবাপন্ন করা উচিত, নতুবা উহা স্বার্থ কর্ম্ম হইয়া উঠিবে।

"এবং সংস্থিতং ব্রহ্মন্ তাপত্রয়-
চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥"

দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্, সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর ভগবানে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয়, তাদৃশ কর্ম্মই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপ-নাশক বা উপশমকারক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমাধ্ব-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর গোপাল অষ্টপ্রান্তে চতুর্ব্যূহ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কার-মন্দির শ্রীমঠে সংরক্ষিত আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫
কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিত্য পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রাত্যহিক-দৈনিক শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং শ্রীম বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
উক্ত গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটি (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীকোলদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইঘাটা —(শ্রীবাসুদেবের পাটের নিকটবর্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়ি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিধা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলহরি-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

এবং পাবাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চড়িহার, জিঃ মজঃফরপুর, ইং, বি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বাবলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশপুর, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যাশ্রম মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপালপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-কুসুমকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪)নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,

পোঃ কেকোম, জেলা জলন্ধর (পাঞ্জাব

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বেলাস বেল ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ পারম্বেরী, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা

(৫১) কোভুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ

আঠারনালা, পোঃ পুরুষোত্তম। (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫ শ্রীদামোদর কুটী

(৫৬) ব্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কালুপাড়া, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিগালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠপীঠ,

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকসিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আশাবি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আশাবি, মেদিনীপুর

(৬২) আসনসোল প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ আসনসোল (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারহাট, পোঃ চিকুরনা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লেউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ক্রাউনরোড
ক্ল্যাপহ্যাম, লণ্ডন, ৫ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ চিৎপুর রোড, কলিকাতা (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

মধুবন বাজার, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রবোধ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীরামানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভাণ্ডারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতি লাইনে ।০	।৴০	।৵০		।০
ইঞ্চি ২৲				১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲			৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
মাসিক „	৬৲
ত্রৈমাসিক „	৪৷০
„	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা। বিশেষ সংখ্যার মূল্য ভিন্ন হইবে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

ধাম মায়াপুর—সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্ত্বিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। আহার ও বেতনাদিসহ মাত্র মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিজ্ঞতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা।

ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টক্রমে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রকৃত সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, বিষয়-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে ব্লকচিত্রের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিযুক্ত সুদৃঢ় ও সুন্দর বাঁধাই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীরাধাগোবিন্দমঠ, বহিরা, পোঃ ভাটা,

ল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অভিজ্ঞতার সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে রত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(০)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বঙ্গমধ্যে বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আজিমতা জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। দীর্ঘদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের অন্তেবাসী পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামৃতের সার দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৪-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১২ ১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১৫		১০-৩১		১৭-৩৮		২০ ৫০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১ ১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১৩-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৭-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৪		৯ ২৫		১৩-৩৫	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬ ৩৮	১৯-১৯	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৪-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪৫
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিতার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ফোন— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম— শ্রীমায়া
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪৭ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর— ১লা চৈত্র, ১৩৪৫, ১৫ই মার্চ, ১৯৩৯ বুধবার | ১৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

চণ্ডীতলায় কৃষক ও শ্রমিক সংবাদ

গত ৫ই মার্চ কলিকাতা শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার, কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী, সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়, যুক্ত বাংলার চাষী প্রজা সমিতির ও অন্যান্য কর্মী মাজদিয়া ষ্টেশনে অবতরণ করেন। তাঁহাদের অভ্যর্থনার জন্য কংগ্রেস কমিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ডাঃ ননীগোপাল লাহিড়ী সুশীলরঞ্জন লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত তারকনাথ সরকার প্রভৃতি চারণস্বেচ্ছাসেবক ও ভেকিয়ারল সহ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গার কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সরকার সভাপতিত্বে মাজদিয়া বারোয়ারী তলায় একটি জনসভার অনুষ্ঠান হয়। কলিকাতা হইতে আগত বক্তাগণ কৃষক সংগঠনের ও শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টির আবশ্যকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

সভার পর দুই মাইল দূরবর্তী চণ্ডীপুরে একটি বিরাট কৃষক সভা হয়। চন্দননগর চাইপুরের হাজরাগণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের আদর্শ ও কৃষক সংঘ গঠনের প্রয়োজনীয়তা, ছাত্রগণের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

সভান্তের সময় নিকটবর্তী চৌগাছা গ্রামে আগত ... খুঁজে ... সময়ে খবর পৌঁছিলে নেতাগণ সভার পরে ঐ গ্রামে গমন করিয়া তদন্ত করেন।

গোদাবরী জেলায় কৃষাণ সত্যাগ্রহ

অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া তার-যোগে সংবাদ দিয়াছেন যে, পশ্চিম গোদাবরী জেলার কালিপটম গ্রামে একদল মহিলা সত্যাগ্রহীর উপর লাঠি চালাইবার পরে প্রায় ৫০ জন মহিলা সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কালিপটমের জমিদার তাঁহার জমি হইতে প্রজাদিগকে উৎখাত করিবার চেষ্টা করায় প্রজাগণ তাহার প্রতিবাদে কিছুদিন যাবৎ সত্যাগ্রহ আন্দোলন চালাইতেছে।

বিষয়টি মাদ্রাজের রাজস্ব মন্ত্রী মাননীয় মিঃ টি প্রকাশমের গোচরীভূত করা হইলে তিনি এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

হায়দ্রাবাদে বোমা বিস্ফোরণ

১২ই মার্চ রাত্রে দশটার সময় মোয়াজ্জমজাহী মার্কেটের নিকট আবার এক বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে এবং তাহার ফলে এক ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, আহত ব্যক্তি ছোট একটি দোকানের কর্মচারী; সে যখন ঐ স্থানে ঝাঁট দিতেছিল, তখন এই বিস্ফোরণ হয়। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দোকানের মালিককে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, দোকান হইতে আর একটি বোমা পাওয়া গিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সন্ধ্যায় অনুরূপ দুইটি বিস্ফোরণ হইয়াছিল। মোয়াজ্জমজাহী মার্কেটের নিকট একটি বিস্ফোরণ হইয়াছিল এবং তাহার ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও এক ব্যক্তি আহত হইয়াছিল।

দেশীয় রাজ্যের ঘরোয়া বৈঠক

১১ই মার্চ প্রাতঃকালে রাজন্যবর্গের এক ঘরোয়া বৈঠক হয়। প্রকাশ, দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন। আরও জানা গেল তাঁহারা দেশীয় রাজ্য সমূহে শাসন সংস্কার বিষয়ক কয়েকটি প্রস্তাবও বিবেচনা করিয়াছেন।

বিগত অধিবেশনের পর যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, ঘরোয়া বৈঠকের পর রাজন্যবর্গ ও মন্ত্রীগণ এক বৈঠকে সমবেত হইয়া তাহা বিবেচনা করেন।

রাজন্যবর্গের সম্মেলনে আগামী অধিবেশনে অনেকগুলি ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যে বিচার বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ প্রভৃতি বিভাগগুলিতে একরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্পর্কে আলোচনা হইবে বলিয়া জানা যাইতেছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, যদি এইরূপ ব্যবস্থা সত্বর প্রবর্তিত হয়, তবে দেশীয় রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা উন্নত হইবে এবং ব্রিটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থার সহিত উহার সামঞ্জস্য স্থাপিত হইবে। কেহ কেহ মনে করেন, খুব বেশী করিয়া রাজা এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন না। যাহা হউক, রাজন্যবর্গ এই সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত শীঘ্রই রাজপ্রতিনিধিকে জানাইবেন বলিয়া মনে হয়।

কয়লা হইতে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্য

বিজ্ঞানের অসাধ্য বুঝি কিছুই নাই। কয়লা খাদ্য-হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে এমন কথা শুনিলে আমাদের তাক লাগে। কিন্তু কথাটা অবাস্তব নয়। জনৈক জার্মাণ বিজ্ঞানী কয়লা হইতে রাসায়নিক উপায়ে ভোজ্য পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছেন। অবশ্য এখনও উহা মানুষের আহারোপযোগী হয় নাই। বর্তমানে পরীক্ষামূলক গো মহিষাদিকে উক্ত খাদ্য দেওয়া হইতেছে। বিজ্ঞানী আশা করেন, অদূরভবিষ্যতে মানুষও কয়লা হইতে প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

দাগী বদমায়েস গ্রেপ্তার

আবদুল কাদীর নামক একজন দাগী বদমায়েসকে এক রাহাজানী সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হইতেছিল। গ্রেপ্তারের সময় তাহার নিকট হইতে একটি রিভলভার, একটি বোমা একটি ছোরা, ২৩টি তাজা কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি কার্তুজ রিভলভারের মধ্যে ছিল।

কয়েকজন লোক দীঘাপতিয়া থানায় এই মর্মে এক সংবাদ দেয় যে, তাহাদের নিকট এক জঙ্গলে কয়েকজন দুর্বৃত্ত তাহাদিগকে তাহাদিগের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছিল।

পরে তাহারা কোনরূপে উদ্ধার লাভ করে। পুলিশ দুর্বৃত্তদিগের অনুসরণ করে। একজন পলায়ন করে, কিন্তু আবদুল কাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৹ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷৹ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত —
দশম স্কন্ধ—
২। বাঙ্গলা বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৲
৩। বাঙ্গলায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সজ্জনতোষণী (বাঁধা) ৪.
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ২৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিধর্ম তত্ত্ব ।৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹
১৮। বাহন আশ্রম ।৹
১৯। তত্ত্বসূত্রম ।৹
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶৹
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶৹
২২ ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১.
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১.
বাঁধা) ১.
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৸৹
২৭। দুঃসঙ্গবর্জন ও স্বমতনির্ণয় (সাপ্তাহ)১৲
২৮। প্রেমবিবর্তসার (সাপ্তাহ) ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸৹
৩০। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য ৸৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস, বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী-কল্পতরু ।৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনকণা ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। আচারাদৃষ্টি ৹৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। সাধুসঙ্গ ৷১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম খণ্ড) ৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহ) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৫৫। স্তবমালা বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষাটিকা) ।৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলাস্মরণম্ ।৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিন্নস্ ।৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹
৬৪। স্তবচয়ম্ ।৹
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্ত ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়সমন্বয়দীপিকা ৴৹
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত— ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶৹
৭৩। সাইক ব্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্তসূত্র
৭৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ
৭৬। দি ভাগবত ।৹
৭৭। ইমোরিঅল ফিলজফার অ্যাণ্ড আদার্স লেকচার্স ।৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি

আসামিজ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

ধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১০ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ১লা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৫ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৯, বুধবার ১৩৩শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব

গত ৫ই মার্চ্চ রবিবার শ্রীধামমায়াপুর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর নিকাবেত্র প্রয়াগতীর্থে অবস্থিত শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে মঠপরিচালকবর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী মহারাজের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছেন। প্রাতে ৫ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জীউর মঙ্গলারাত্রিক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নিত্য-গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীপাদ কেশবলাল দাসাধিকারী মহোদয় পর্য্যায়ক্রমে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-পারায়ণ করিতে থাকেন।

অধিবাস-দিবস শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সন্ধ্যার পর প্রায় একঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

মহাপ্রভুর আবির্ভাব-মহোৎসবের দিন অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে শুদ্ধবৈষ্ণব-বন্দনা, ভক্তিত ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। অনন্তর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আরাত্রিকে নিত্যনূতন সুখাস্বাদ করিয়া সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীবিগ্রহের সান্ধ্যারাত্রিক সম্পন্ন হইলে পর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে শ্রীপাদ নিত্যগোপাল দাসাধিকারী প্রভুর সর্ব্বোপরিতর ব্রজেন্দ্রনন্দনই যে শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং উপনিষদ্ যাঁহাকে অদ্বৈত 'ব্রহ্ম' বলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি, যাঁহাকে যোগশাস্ত্র অন্তর্য্যামি-পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ-স্বরূপ ও অঙ্গকান্তি। নাম সংকীর্ত্তন-রূপ যুগধর্ম্ম ও মধুপ্রেম প্রচার করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশচী-গর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবত যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুকে কলিযুগাবতাররূপে বর্ণন করিয়াছেন প্রভৃতি বিষয় এবং মুণ্ডকোপনিষদ্‌পুরাণ হইতে মহাপ্রভু সম্বন্ধে 'স্বর্ণবর্ণ' শ্লোক প্রভৃতি একঘণ্টাকাল বর্ণন করেন।

তৎপরে শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য প্রভু শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর—ব্রহ্মা-শিবাদি সর্ব্বদেবেশ্বর এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু যে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন এবং তাঁহার অবতারিত্ব যে সর্ব্বাবতার হইতে শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি বিষয় নানা শাস্ত্রযুক্তি ও সুসিদ্ধান্তদ্বারা স্থাপিত করিয়া প্রায় একঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। সভায় মিঃ চতুর্ব্বেদী নিজার পত্রিকার সম্পাদক এডিটর, এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত ক্ষেত্রেশলাল শাস্ত্রী, এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণমেন্ট প্লিডার রায় বাহাদুর; মিঃ ভার্গব ডেপুটি কালেক্টার দত্ত অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী; বাবু উপেন্দ্রনাথ দত্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অফ ইন্‌স্পেক্টর অফ পুলিশ; এস, এন, দত্ত চৌধুরী, এম, এন, সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু সারদা প্রসাদ মুখার্জি, শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল ঘোষ প্রমুখ শতাধিক শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও বহু ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন। হরিকথা কীর্ত্তনান্তে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। কীর্ত্তনান্তে প্রায় দুইশত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ভক্তগণ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আহ্বান-সৎকারে শ্রীমহা-প্রসাদ সম্মান করেন।

এলোর টাউনে প্রচার

গত ৩রা মার্চ্চ তারিখে কভুর শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ এলোর টাউনে মিঃ শিবম্ জীবরত্ন থাক মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ হইতে কলিযুগের ধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন ও বিষ্ণু আরাধনা বিষয়ে এবং বিষ্ণুপূজার্চ্চন ও সেবা পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ অকর্ম্ম ও কুকর্ম্মপরায়ণ বদ্ধজীবের ভবিষ্যৎ আচার-বিচার ও দুর্গতি সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তত্রত্য শ্রীনারায়ণ ভক্ত ও অন্যান্য বাসিন্দাগণ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত ও গৌড়ীয়মঠের প্রচারকদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন।

গুরুসেবা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

"নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয়
মহাক্রোধে॥"

যেখানে নিজের আনন্দ লাভের সেবা-বাসনা ইচ্ছা আছে, তাহা ভুক্তিকামনা, সেখানে সেবা নাই; সেখানে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সুখ-কামনা থাকিবে। আর বৈষ্ণবগণকে বাদ দিয়া কখনও গুরুসেবা হয় না। বৈষ্ণবগণ বা গুরুসেবকগণ সকলেই শ্রীগুরুদেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। অতএব তুমি যে 'অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায়' অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবগণকে সম্মান না করিয়াই কেবল আমার সেবা-চিন্তাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকিয়াছিলে তাহাতে তোমার বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে। সেইজন্য আমি তোমার গৃহে যাই নাই। বংশীধর তখন নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়া শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের চরণে বারংবার নিজ অপরাধ জ্ঞাপন করিয়া ক্রন্দন ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীবাসুদেবাচার্য্য বংশীধরের গৃহে আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন। সদ্গুরু ধন, জন, বিদ্যা দেখেন না, দেখেন সেবাপ্রবৃত্তি। সদ্গুরু সেবা এবং ভুক্তি ও মুক্তির পার্থক্য প্রদর্শন করেন। সদ্গুরু শিষ্যকে পতিত রাখিয়া পতিতপাবন নাম ধরেন না। শিষ্যকে সত্যসত্যই পাবন করিয়া থাকেন। সদ্গুরু নিষ্কপট ও নিরপেক্ষ, শিষ্যের অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় দেন না।

"জীবের নিজের আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপের অর্থাৎ কার্ষ্ণ-কিঙ্করের অনুভূতিই সম্বন্ধজ্ঞান। গুরুবর্গের পরিচয়ের দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। হরি স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্ন, জীবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। চেতন-দর্শনই কৃষ্ণভোগদর্শন। প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্জনসঙ্গই দুর্জ্জনসঙ্গরাহিত্যরূপ নির্দ্দিষ্টতা।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ বিষ্ণু তৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীনাম ও শ্রীনামী একই বস্তু। শ্রীনাম স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-রহিত অদ্বয়বস্তু। শ্রীনাম অসীম শক্তিসম্পন্ন। আবার মন্ত্র নানারূপ। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র হইতে সংসার মোচন হয় এবং কৃষ্ণনাম হইতে কৃষ্ণচরণপ্রাপ্তি ঘটে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা পাই,—

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসারমোচন।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥

মন্ত্র ও মহামন্ত্র শ্রীনামে লীলা-বৈচিত্র্য আছে। মন্ত্রজপপ্রভাবে জীব সংসারমুক্ত অর্থাৎ কৃষ্ণচরণে শরণাপত্তি-প্রভাবে অনর্থমুক্ত হন। তখন মুক্তকুলের উপাস্য মহামন্ত্ররূপ শ্রীনাম সর্ব্বদা অনর্থমুক্ত পুরুষের সেবোন্মুখ জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকেন। তিনি তখন নামপ্রভুর কৃপায় নামী কৃষ্ণের চরণ করযুক্ত হইতে প্রেমফল প্রাপ্ত হন। নাম স্বতঃই পরিপূর্ণ-শক্তিসম্পন্ন। সুতরাং নামের শক্তিবৃদ্ধির জন্য পুরশ্চরণাদির অপেক্ষা নাই। তবে কেন শাস্ত্রে পুরশ্চরণাদির কথা পাওয়া যায়? ভক্তগণ ব্যাখ্যা করেন,—অনর্থযুক্ত জীব যে মন্ত্র উচ্চারণ করেন, সেই মন্ত্রের উচ্চারণাদির মধ্যে যে সমস্ত অপরাধ থাকে, সেই সমস্ত অপরাধ দূর করিয়া মন্ত্রসিদ্ধির জন্যই পুরশ্চরণাদির ব্যবস্থা।

পুরশ্চরণের প্রকার বহুবিধ। মন্ত্রজপাদি শুদ্ধভাবে হইবার জন্যই পুরশ্চরণের ব্যবস্থা। গুরুসেবাই পুরশ্চরণ। কেবলমাত্র গুরুপাদপদ্মের দ্বারাই পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয়। যথা—

অথবা দেবতারূপং গুরুং ধ্যাত্বা
প্রতোষয়েৎ।
তস্য ছায়ানুসারী স্যাৎ ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
গুরুমূলমিদং সর্ব্বং তস্মান্নিত্যং
গুরুং ভজেৎ।
পুরশ্চরণহীনোঽপি মন্ত্রী সিদ্ধ্যেন্ন সংশয়ঃ॥
যথা সিদ্ধরসস্পর্শাত্তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্গুরোরেবং শিষ্যো
বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥
(হরিভক্তিবিলাস)

অর্থাৎ পুরশ্চরণের প্রকারান্তর বলিতেছেন,—গুরুদেবকে কৃপালু দেবতাজ্ঞানে চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহার সন্তুষ্টি সম্পাদন করিবে এবং ভক্তিযুক্তচিত্তে শ্রীগুরুদেবের ছায়ানুগামী হইয়া অবস্থান করিবে। পুরশ্চরণাদির ব্যাপার গুরুই মূল। সুতরাং নিত্য শ্রীগুরুদেবের সেবা করিবে। পুরশ্চরণাদিহীন হইলেও গুরুসেবা-প্রভাবে মন্ত্রী সিদ্ধিলাভ করিবেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যেরূপ সিদ্ধরসস্পর্শে তাম্র স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শিষ্যও গুরুসমীপে অবস্থান করিলে বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু ভক্তগণের পুরশ্চরণ করান নাই, পরন্তু কৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করাইয়াছেন, অর্থাৎ স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইলেও জীবাদর্শার্থ নীচ সঙ্গী, নীচ জাতি, নিজকে অনর্থযুক্ত জীবের অভিনয় করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে পুরশ্চরণাদি দ্বারা শ্রীচৈতন্যচরণে আত্মসমর্পণই সিদ্ধি, ইহা জানাইয়াছেন।

আমরা অনর্থগ্রস্ত বদ্ধজীব। আমরা মনোধর্ম্মী, এই মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য মন্ত্রগ্রহণ বিশেষ আবশ্যক। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে মন্ত্র গ্রহণ না করিয়া শ্রীনামে সেবা করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল হইবে না। এবিষয়ে আমাদের সকলের সতর্ক থাকা উচিত।

অনেক দিন পর আজ হঠাৎ মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, আমি কি নিরাশ্রয়? আমি কি গুরুহীন? না—না তা নয়, আমি নিরাশ্রয় নই। শুদ্ধসৌভাগ্যেই আমার হৃদয়ে আজ এই কথা

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

গুরুসেবা

——::(০)::——

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই আচার্য্যদেবের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সদ্গুরুসেবা ব্যতীত বদ্ধজীবের অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবাপ্রাপ্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই। শাস্ত্রে আচার্য্যকে ভগবৎপ্রকাশ বা আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বিগ্রহ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। গুরুদেব ভগবান্ হইতে অভিন্ন। তিনি জীবকুলকে নিত্য সেবাশিক্ষা দিবার জন্য জগতে সেবক-বিগ্রহরূপে প্রকটিত। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীব আপনাকে শুদ্ধ করিয়াছে। আমি প্রকৃত অযোগ্য দুর্ভাগা, তবু তাঁহাই বা বলি কেন, আমি প্রভুর নিত্যভৃত্য। অনাদিকাল-সর্ব্ব আমার নিত্য প্রভু। বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যই সেই নিত্য-আশ্রিত প্রভু। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী অযাচিত কৃপায় জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে, তিনিই আমাদের নিত্য প্রভু। শ্রীগুরুর কৃপাভিখারী অযোগ্য দুর্ভাগা আমাদের আচার্য্যপাদপদ্মই একমাত্র সম্বল এবং তাহাই আমাদের একমাত্র সম্পদ। সেই প্রভু ছাড়া আমাদের বদ্ধজীবের রক্ষক ও পালক আর কে আছে? তাই দুর্ব্বল আমরা গুরুসেবাভিক্ষু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে কৃপা ও সেবা ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা নিজগুণে কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহাদের কোটিচন্দ্রশীতল শ্রীপাদপদ্মে স্থান প্রদান করুন, আমাদিগকে নিজ ভৃত্যজ্ঞানে গ্রহণ করুন, ইহাই তাঁহাদের নিকট একমাত্র প্রার্থনা।

আমার প্রভু জগতের প্রভু এবং তিনিই অখিল-নিখিলের একমাত্র পালক। তিনি ছাড়া বিশ্বে আর রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। হরিবিমুখ বিশ্ব আমাদের সেই প্রভুর বিরুদ্ধে অভিযান করিবেই করিবে, কিন্তু অনুকূলানুভূত আমরা কিছুতেই প্রভুপাদপদ্ম-সেবা হইতে বিচ্যুত হইব না। কারণ, প্রভু ছাড়া আমাদের আপন বলিতে যে আর কেউ নাই। আমরা জানি বা না জানি, আমরা যে তাঁহারই লোক, তাঁহারই ভৃত্য। তিনিই যে আমাদের একমাত্র প্রাণ, জীবন ও সর্ব্বস্বরূপ। তাই বলি, হে আমার বন্ধুবর্গ, আপনারা সকলে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আমাদিগকেও প্রভুসেবায় নিযুক্ত রাখুন ইহাই প্রার্থনা।

শিষ্যস্বরূপ ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন। সদ্গুরুর সেবা করিতে করিতে বদ্ধজীবের হৃদয়ের অবিদ্যা-গ্রন্থি বিদূরিত হয়, চিত্তদর্পণ নির্ম্মল হয়, তখন গুরুকৃপায় জীবের ঐ নির্ম্মলহৃদয়ে পরমপ্রেমস্বরূপিণী ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। জীবের যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-কামনা প্রবল থাকে, সে পর্য্যন্ত সে সদ্গুরু সমীপে অভিগমন করিতে পারে না। শ্রুতি বলেন—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

ব্রাহ্মণ কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত স্বর্গাদি লোকসমূহ কর্ম্মীদের প্রাপ্য অনিত্য জানিয়া, নিত্য ভগবান্ অনিত্য কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা জানিয়া সংসারে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইবেন। এরূপ ভুক্তিকামনায় নির্ব্বেদপ্রাপ্ত পুরুষ অতি বিনীতভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য বেদতাৎপর্য্যবিৎ ও ভগবৎ-সেবাপরায়ণ সদ্গুরুর চরণে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিবেন।

বেতাশ্বতর শ্রুতিও বলিয়াছেন—
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥

যে অধিকারী পুরুষের ভগবানে অহৈতুকী পরাভক্তি বর্ত্তমান, সেইরূপ যিনি সদ্গুরুতে ঐকান্তিকী ভক্তিবিশিষ্ট, সেই মহাত্মার নিকট আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ সকল প্রকাশিত হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।"

অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা দুস্পারা মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নিত্য ভগবৎসেবা পাইতে হইলে গুরুসেবা এবং তৎকৃপালব্ধ ভগবদ্ভজন ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সদ্গুরু শিষ্যের ভুক্তিমুক্তি-কামনাকে বিনাশ করিয়া একমাত্র অহৈতুকী সেবা শিক্ষাদান করেন। যেখানে গুরু (?) শিষ্যকে নিজের ভোগ্য মনে করেন এবং শিষ্যও আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা লইয়া গুরুর নিকট গমন করিয়া থাকেন, সেখানে গুরুসেবা নাই। ঐরূপ গুরু ও শিষ্য সত্য [illegible] নিরয়বর্ত্মের যাত্রীরূপ এবং সদ্গুরু-সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মের যাত্রা। গুরু নিত্য ভগবৎসেবায় অধিষ্ঠিত সুতরাং তিনি শিষ্যকেও ভগবানের সেবাতেই নিযুক্ত করেন। সদ্গুরুর সেবা ব্যতীত [illegible]

নাই সুতরাং এক্ষণে সদ্‌গুরুর সেবা করিলেই ফলতঃ গুরুসেবা ও ভগবৎসেবা সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামানুজপাদের নাম সকলেই অবগত আছেন। তিনি মায়াবাদ অন্ধকার ও অপরাধীর পাষণ্ডের ধূলিরাশি হইতে জীবগণকে উদ্ধার করিয়া জগতে গুরু ও ভগবানের সেবামাধুর্য্য প্রচার করিয়াছেন। একদা তিনি শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া শ্রীশৈলক্ষেত্রে গমন করেন। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই তিন দিবস পরে তাঁহারা একটি গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই গ্রামে রামানুজের দুইজন শিষ্যের বাস। একজন ধনশালী আর একজন নিঃস্ব। ধনশালী শিষ্যের নাম যজ্ঞেশ এবং অপর জনের নাম বরদাচার্য্য। রামানুজ উক্ত ধনাঢ্য শিষ্যের নিকট শিষ্যগণ সহ নিজ আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার দুইজন শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। যজ্ঞেশ শ্রীগুরুদেবের আগমন বার্ত্তা শুনিতে পাইয়া আনন্দে এত অধীর হইলেন যে, অন্তঃপুরে যাইয়া কি প্রকারে প্রভুর সম্বর্দ্ধনা করিবেন তজ্জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে যে তাঁহার অভ্যাগত দুইজন গৃহের দ্বারে বসিয়া রহিয়াছেন তৎপ্রতি উদাসীন হইয়া পড়িলেন। রামানুজের শিষ্যদ্বয় যজ্ঞেশের ঐরূপ ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া গুরুর নিকট সব নিবেদন করিলেন। রামানুজও ধনাঢ্য শিষ্যের ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিঃস্ব বরদাচার্য্যের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য শিষ্যগণ সহ গমন করিলেন। বরদাচার্য্য প্রত্যহ গ্রামে ভিক্ষার্থ বাহির হইতেন এবং সামান্য ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহা গুরু ও নারায়ণে নিবেদন পূর্ব্বক তাঁহাদের অবশেষ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার লক্ষ্মীনাম্নী পরমা সাধ্বী রূপলাবণ্যবতী সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনিও এই স্বামীর ধর্ম্মের সহায়কারিণী ছিলেন। যখন রামানুজ বরদাচার্য্যের কুটীরে শিষ্যগণ সহ উপস্থিত হইলেন, তখন বরদাচার্য্য ভিক্ষার্থ বাহির হইয়াছেন। লক্ষ্মী, স্নান সমাপন করিয়া একটি ক্ষুদ্র শতছিন্ন চীরবস্ত্র কোন প্রকারে ধারণ পূর্ব্বক অপর একটী জীর্ণ মলিন বসন রৌদ্রতাপে শুকাইতেছিলেন। তিনি এইরূপ অবস্থায় গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিতে পারিতেছেন না, ইহা করতালিধ্বনির দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন। রামানুজ তৎক্ষণাৎ বহির্দেশ হইতে নিজ উত্তরীয় গৃহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মী তদ্দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক গুরুর সম্মুখে আগমন করিলেন এবং গুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "প্রভো, আপনারা সকলে উপবেশন করুন, আমার স্বামী ভিক্ষার্থ বাহিরে গিয়াছেন, আমি শীঘ্র নিবেদ্যের প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" এদিকে গৃহে তণ্ডুলকণাও নাই। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রাণ দিয়াও যদি গুরু ও বৈষ্ণবগণের সেবা করিতে হয় তাহাই করিতে হইবে ইহা চিন্তা করিতে করিতে নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে লক্ষ্মীদেবী একটীমাত্র উপায় খুঁজিয়া পাইলেন। নিকটে একজন ধনাঢ্য বণিকের বাস ছিল। উক্ত বণিকের চরিত্র-দোষ ছিল। ঐ বণিক লক্ষ্মীদেবীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া বহুবার তাঁহাকে তাহার বিলাসিনী হইতে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন যদি লক্ষ্মীদেবী তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর দারিদ্র্য বিদূরিত হইবে তাঁহাদের আর কোনও অভাব থাকিবে না। কিন্তু সতী সাধ্বী লক্ষ্মীদেবী বণিকের ঐরূপ কথায় দৃক্‌পাতও করেন নাই। আজ দেখিলেন শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণববৃন্দ দ্বারে উপস্থিত। যদি তাঁহাদের সেবার জন্য সামান্য নশ্বর দেহ লৌকিক বা বৈদিক ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিয়াও শ্রীগুরুদেবের সেবা হয় তবেই তাহার দেহধারণের সার্থকতা। তিনি এত দিন নিজের ভোগের জন্য বণিকের অসাধু প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু আজ হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবার জন্য ঐরূপ বিগর্হিত কার্য্য করিলেও তাহার নরকপাত হয় হউক কিন্তু তাহা দ্বারা ত' হরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি সাধিত হইবে। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাই কাম। কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেমনামে খ্যাত। কলিঙ্গনায়ক এক মহাভাগবত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভগবানের সেবা করিয়াছিলেন। তিরুমঙ্গই আলোয়ার দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থ অপহরণ করিয়াও নিজ ইষ্ট ভগবানের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নরক গমন করিতে হইলেও আমি গুরুসেবা ও বৈষ্ণবসেবা ত্যাগ করিব না; এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ্মীদেবী ঐ ধনাঢ্য বণিকের নিকট গমন করিলেন এবং সেই দিবস রাত্রিযোগেই তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বণিক্ কত অনুরোধ করিয়া, নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়াও যাহাকে ঐরূপ অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে নাই, আজ সে উপযাচিকা হইয়া তাহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া বণিক্ আনন্দে অধীর হইলেন। লক্ষ্মীদেবী বণিকের নিকট তাহার গুরু ও বৈষ্ণববৃন্দের আতিথ্য সৎকারার্থ দ্রব্য-সম্ভারের প্রয়োজন জ্ঞাপন করা মাত্র বরদাচার্য্যের কুটীরে ভারে ভারে তণ্ডুল, ডাল, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, শর্করা, নানাবিধ ফলমূল প্রেরিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মীদেবী স্বহস্তে সমস্ত রন্ধন করিয়া নৈবেদ্য বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন এবং তাহা গুরু ও বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিলেন। সকলেই পরিতোষ সহকারে প্রসাদের সম্মান করিলেন এবং দরিদ্রের গৃহে এইরূপ প্রসাদের ভূরি আয়োজন দেখিয়া বিস্মায়িত হইলেন। এদিকে লক্ষ্মীদেবীর পতি ভিক্ষা হইতে আগমন করিয়া নিজ গুরুদেব ও গুরুভ্রাতৃগণকে তাঁহার কুটীরে দেখিতে পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণববৃন্দকে পরিচর্য্যা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলে বৈষ্ণবগণ বলিলেন যে তাঁহারা সকলেই পরম সন্তোষ সহকারে প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। বরদাচার্য্য ইহা শুনিয়া আরও বিস্মিত হইলেন এবং গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করাতে লক্ষ্মীদেবী বিনীতভাবে ও নিঃসঙ্কোচে বণিকের নিকট তাঁহার প্রতিশ্রুতির বিষয় নিবেদন করিলেন। বরদাচার্য্য ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন এবং লক্ষ্মীদেবীকে বলিতে লাগিলেন লক্ষ্মী, তুমিই যথার্থ সহধর্ম্মিণী, আজ আমি ধন্য হইলাম, আমি এতদিন মনে করিতাম তুমি বুঝি আমার হাড়-মাংসের থলিরই পাত্র বলিয়া ভাবনা কর, কিন্তু আজ দেখিতে পাইলাম যে তোমার উপর গুরুকৃপা সম্পূর্ণভাবে বর্ষিত হইয়াছে, তোমার সদসৎ-জ্ঞানোদয় হইয়াছে. তুমি বুঝিতে পারিয়াছ শ্রীনারায়ণই একমাত্র পতি এবং যাবতীয় জীবই প্রকৃতি। অতএব আজ তুমি এই নশ্বর-তুচ্ছ দেহের বিনিময়ে যে লক্ষ্মীপতির সেবা করিতে পারিয়াছ ইহা স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্মুহু আনন্দিত হইতেছি। ক্রমে শ্রীরামানুজ ও বৈষ্ণবগণও লক্ষ্মীদেবীর এইরূপ সেবা-প্রবৃত্তির কথা জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীরামানুজ ঐ দম্পতিকে বলিলেন যে, তোমরা উভয়ে ঐ বণিকের গৃহে যাইয়া তাহাকে কিছু মহাপ্রসাদ দিয়া আইস। দম্পতি ঐ বণিকের নিকট মহাপ্রসাদ লইয়া গেলেন। বরদাচার্য্য বাহিরে রহিলেন, লক্ষ্মী বণিকের নিকট গিয়া মহাপ্রসাদ অর্পণ করিলেন। লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধে ঐ বণিক্ রামানুজাচার্য্যের অবশেষ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব উচ্ছিষ্টের কি মাহাত্ম্য! প্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে বণিকের মন ফিরিয়া গেল। বণিকের চিত্তে অনুতাপ হইতে লাগিল—হায়, আমি কাহার প্রতি এইরূপ অসদভিলাষ করিয়াছি। "আপনি বৈষ্ণবগৃহিণী, আপনার নারায়ণে সমর্পিত দেহে আমি লোভবুদ্ধি করিয়াছি। মাতঃ আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করুন। আপনার শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কি আমি রক্ষা পাইব? বৈষ্ণবগণও অদোষদর্শী। তিনি কি আমাকে কৃপা করিবেন না?"

সতী স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সব ঘটনা বলিলেন এবং পরে বণিকের বিষয় শ্রীগুরুদেবের চরণে নিবেদন করিলেন। পতিতপাবন শ্রীরামানুজাচার্য্য বণিককে অত্যন্ত অনুতপ্ত দেখিয়া দীক্ষা প্রদান করিলেন। পরে ঐ বণিক শ্রীগুরুর নিকট ঐ বৈষ্ণব-দম্পতির দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য তাহার সর্ব্বস্বদান ইচ্ছা নিবেদন করিলেন। ইহা শুনিয়া বরদাচার্য্য গুরুদেবের নিকট আসিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন —"প্রভো, এই কৃপা করুন, যেন এ অধম হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাধিকার হইতে বিচ্যুত না হয়। প্রভো, ধন, জন বা প্রতিষ্ঠাদি দ্বারা যেন আমার চিত্ত আপনার চরণ-যুগলের সেবা হইতে স্খলিত না হয়।" রামানুজও বরদাচার্য্যের ঐরূপ ভাব দেখিয়া বণিককে যাহা বলিয়াছিলেন তদনুরূপ ভাব শ্রীচৈতন্যভাগবতে আমরা দেখিতে পাই—

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

এ দিকে রামানুজের ধনাঢ্য শিষ্য যজ্ঞেশ শ্রীগুরুর সেবা করিতে না পাইয়া অতিশয় দুঃখিত চিত্তে বরদাচার্য্যের গৃহে আসিলেন এবং শ্রীগুরুকে হৃদয়ের দুঃখ নিবেদন করিলেন। রামানুজ যজ্ঞেশকে বলিলেন, তোমার বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে, তাই আমি তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি নাই। তুমি তোমার গুরু-ভ্রাতৃদ্বয়কে সম্বর্দ্ধনা না করিয়াই অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছিলে। তখন যজ্ঞেশ বলিলেন প্রভো, আপনার শুভাগমন-বার্ত্তা শুনিয়া আমি আনন্দে অধীর হইয়া আপনার সম্বর্দ্ধনার জন্য আয়োজন করিতেছিলাম। তখন রামানুজ বলিলেন আমার স্মরণ হওয়া কিছু সেবা নহে।

(অতঃপর ৩৪ পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর-গোপাল আদ্যাদি চতুর্দশ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং আত্মিক-প্রচারকগণের শিক্ষার্থী আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর-সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ...র বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

...নগর, পোঃ আমদহ (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুরভিকুঞ্জ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) বালিয়াটী গৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ ...টি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

নড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওল্ড পোষ্টাপ বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিয়ান, জিঃ নারায়ণগড়, ইষ্ট, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মঙ্গলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গন্ধীজির, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ--শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোবিন্দবিহারী মঠ—দেবদারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব ,

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং ওয়াথান রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ... বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রী...র সেবা

(৫১) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী ...
শ্রীশ্রী...বিগ্রহের সেবা

(৫২) শ্রী পুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ

...স্বর্গদ্বার, পোঃ ...(পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ক্ষিতিবিন্দু-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

...শাহী, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ ...কূর্ম্ম, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

টিকলিয়া, পোঃ খড়্গেশ্বরপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জমাবি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জমাবি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

...গ্রাম, পোঃ চবক্গ্রাম, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৪০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ...রোড
ক্লাপহাম, লণ্ডন, এস ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ ...রোড. লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

...কানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ও ... হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৵০		
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		২৲
অর্দ্ধকলম		৭৲	৭৲	৫৲
কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৪০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

স্থাপক শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীধাম মায়াপুর—নবদ্বীপ সহরের সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। স্থানটি স্বাস্থ্যকর ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও সেতবেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিনবভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক [illegible] হইতে যথাসাধ্য ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসাধ্য প্রকৃত [illegible] সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, [illegible]-পদ্য-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রী[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible], পোঃ [illegible], [illegible]।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অভিনবভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২, বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (জেলা—নদীয়া)।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অনুকম্পায় পরবিদ্যাপারঙ্গত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলী ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ, শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার-প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩১	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭ ৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৪৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজ? ছোট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-০৩	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮		১০-১১			১৬ ৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ				১১-০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৫

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৪	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

ফোন— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রী মায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর—২রা চৈত্র, ১৩৪৫, ১৬ই মার্চ্চ, ১৯৩৯ বৃহস্পতিবার | ১৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

৩০০ টাকার সোণা

সম্প্রতি কলিকাতা পুলিশ জনৈক হিন্দুস্থানীর নিকট ৩০০ টাকা মূল্যের সোণা পায়। পুলিশ উহা অপহৃত মাল বলিয়া অনুমান করিতেছে এবং মালিকের সন্ধান করিতেছে।

এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, লোকটি কলিকাতা সহর হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবার চেষ্টা করে এবং তাহাকে দেখিয়া জনৈক কনেষ্টবলের সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় সে লোকটির শরীর তল্লাসী করিলে ১০০ তোলা সোণা, এক জোড়া বালা এবং নগদ ৬১টি টাকা পাওয়া যায়। এই সব মাল রাখার জন্য সে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে অসমর্থ হয়। পুলিশ লোকটিকে গ্রেপ্তার করে এবং প্রাপ্ত মাল সনাক্তকরণের জন্য পুলিশের নিকট রাখা হইয়াছে।

আফ্রিকায় নূতন জার্ম্মাণ দল

দক্ষিণ পশ্চিম আফ্রিকার চারিটি সহরে 'জার্ম্মাণ আফ্রিকান পার্টি' নামে একটি নূতন জার্ম্মাণ রাজনৈতিক পার্টির চারিটি শাখা স্থাপিত হইয়াছে। জার্ম্মাণ নাজী নেতাগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত সেখানে যে নাজী পার্টি আছে, উহা তাহার বিরোধী। নূতন পার্টির নেতা খাটিন নেষ্টার সেখানকার একজন খাঁটী জার্ম্মাণ বাসিন্দা। তাঁহার অভিমত এই যে, খাঁটী জার্ম্মাণ বাসিন্দাদের রাজনৈতিক জীবনে জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি মনে করেন, আফ্রিকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিগত জীবনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলাই খাঁটী জার্ম্মাণ বাসিন্দাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।

দিনাজপুরে শিলাবৃষ্টি

দিনাজপুর হইতে এক ব্যক্তি জানাইতেছেন,— এতদঞ্চলে গত দুই দিন যাবৎ আবহাওয়া বিশেষ দুর্য্যোগপূর্ণ দেখা যাইতেছিল। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী রাত্রি অনুমান দশটার সময় বালুরঘাট সার্কেলের অন্তর্গত দুর্গাপুর, পাইকুরাজী, বালীয়োল, সুরজ প্রভৃতি গ্রামের উপর দিয়া প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছে, ঝড়ের সহিত খুব বেশী শিলাবৃষ্টি হয়। বালুরঘাট হইতে সাত মাইল দূরবর্ত্তী দুর্গাপুর গ্রাম হইতে এক সংবাদে প্রকাশ যে, ঝড়ে বহু বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইয়াছে ও গৃহ পড়িয়া গিয়াছে। দুর্গাপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরীর দপ্তরী নবীন বর্ম্মণের সাত বৎসর বয়স্ক ভাই মাধব বর্ম্মণ ঘরের নীচে চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। নবীনের কোমর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও মদন আমিন নামক একজনের মাথা ফাটিয়া গুরুতর জখম হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও অনেকে আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কৃপালপুরের ডাক বাংলো ঘর ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে ও ভাগলপুর ব্যাঙ্কের ছাদ পড়িয়া গিয়াছে। আম্রের মুকুল, যব, গম প্রভৃতি শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। আকাশ এখন ঘন মেঘাচ্ছন্ন আছে এবং প্রবল বায়ু বহিতেছে।

বর্দ্ধমানের গ্রামে কলেরার প্রকোপ

রায়না থানার বাগান গ্রামে দারুণ কলেরার দেখা দিয়াছে। তথায় কলেরার প্রকোপে তিন জনের মৃত্যু হইয়াছিল, গ্রামবাসীরা পানীয় জলের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা বোর্ড প্রভৃতিকে আবেদন করিয়া কোন ফল পায় নাই কিছুদিন পূর্ব্বে চিকিৎসক যাইয়া কতকগুলি ইনজেক্শন দিয়া আসিয়াছিল। কলেরা কিছুদিনের জন্য থামিয়াছিল। গ্রামবাসিগণ পুনরায় কলেরার প্রকোপের আশঙ্কা দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে আবেদন করে। পুনরায় ঐ অঞ্চলে কলেরা আরম্ভ হইয়াছে এবং পার্শ্ববর্ত্তী মধুবন মুলজানবাদ গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ১২শে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ১০ জন আক্রান্ত হইয়াছে। পুনরায় কলেরার প্রকোপ দেখিয়া ঐ অঞ্চলে বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

ইয়েমেন উপজাতির কার্য্যকলাপ

ইয়েমেন উপজাতিদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যে সব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, এডেন গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য কয়েকটি সতর্কমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এডেন গবর্ণমেণ্ট এবং ইয়েমেনের রাজার মধ্যে পত্র আদান-প্রদান চলিয়াছে। ইয়েমেনের রাজা ১৯৩৪ সালের সানা চুক্তি মানিয়া চলিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

স্ত্রী-হত্যার মামলা

জুরীর সহিত একমত হইয়া অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ কে বি সেন মুসলিম খাঁ নামক এক যুবককে দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ধারার অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ৮ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আসামী মুসলিম খাঁ বারহাট্টা থানার অন্তর্গত কাড়ুয়া গ্রামের আহাম্মদ আলীর বাড়ীতে সপরিবারে বাস করিত। বিগত ৩০শে আশ্বিন অতি প্রত্যূষে তাহার ঘরে গালাগালি ইত্যাদি গোলমাল শুনা যায়। গোলমাল শুনিয়া আহাম্মদ আলীর মা ঘর হইতে বাহির হইয়া দেখে আসামী একটি রক্তমাখা দা হাতে লইয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া আছে এবং ঘরের মেঝেতে তাহার স্ত্রীর রক্তাক্ত দেহ পড়িয়া আছে। বুড়ীর চীৎকারে সকলে সেখানে আসিয়া আসামীকে সে অবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে আসামী বলে যে তাহার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা ছিল বলিয়া সে তাহাকে খুন করিয়াছে।

আসামী পক্ষে শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রনাথ রায় ও ফরিয়াদী পক্ষে এসিষ্টাণ্ট পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ রায় মোকদ্দমা পরিচালনা করেন।

ফরিদপুর হইতে মাদারীপুর পর্য্যন্ত রেল লাইন নির্ম্মাণ

ফরিদপুরের মার্চ্চেণ্ট এসোসিয়েশন এক বিশেষ বৈঠকে সর্ব্বসাধারণের সুবিধা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেল কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষকে ফরিদপুর হইতে ভাঙ্গা হইয়া মাদারীপুর পর্য্যন্ত রেল লাইন নির্ম্মাণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ স্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—বিহারের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

[গ্র]ন্থমালা

[বঙ্গা]ক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲

[illegible] হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

[illegible] স্কন্ধ— ৯৲

। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৬৲

। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪৲

। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

[illegible]

[illegible] খণ্ড—৸০

। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

[১ম] খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

[১]০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

[১]১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

[১]২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

[১]৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

[১]৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

[১]৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০

[১]৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

[১]৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০

[১]৮। বামন আনন্দ ।০

[১]৯। তত্ত্ববিবেক ।০

[২]০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০

[২]১। গৌড়ীয়গীতিকা ৶০

[২২]। ভজন রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ (অধীনা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০

২৭। মুক্তাফলটীকা ও হরিলীলা (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ॥০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-নির্-দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ⁄১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু-পরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ⁄০

৪১। গীতাবলী ⁄০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনক্রম ⁄০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄

। সর্বসম্বাদিনী[?]

। অর্চ্চনপদ্ধতি

। আচারপ্রদীপ ৶⁄

। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০

। অর্চ্চনকণ ⁄১০

। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩৲

। ব্রহ্মসংহিতা

। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)

। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ

। পুরুষার্থ নির্ণয়

। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

। আম্নায় ও শ্রুতিপ্রমাণ

। দশোপনিষদ (আম্নায়িক)

। শ্রীকৃষ্ণদেব

। সিদ্ধান্তদর্পণ

। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিন্নঃ ।০

৬৩। সটীক-নিক্ষেপণমূলম্ ।০

৬৪। [illegible]

৬৫। সাত্বত শিক্ষাবলী

৬৬। গৌড়ীয়মঠ-পরিচয়ঃ

৬৭। সামাংশকর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত

৭০। নামভজন

৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

৭৪। বেদজ্ঞান[?]

৭৫। ভোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং

৭৬। দি ভাগবত

৭৭। থিওলজিক ফিলজফি অ্যাণ্ড মনস্তাত্ত্বিক ফিজোলজি[?]

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা

[illegible]

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄০

৮৩। গীতাবলী ⁄

৮৪। শরণাগতি ⁄

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄

[illegible]

৮৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ ১১ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ২রা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৬ই মার্চ্চ ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার } ১৪শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা দিল্লীস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে বাৎসরিক মহামহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। গত ৪ঠা মার্চ্চ বেলা ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে একটী বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া দিল্লীর প্রধান প্রধান রাজপথসমূহ পরিভ্রমণ করত রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শোভাযাত্রায় প্রায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ৫০০ শতাধিক লোক নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র সহ যোগদান করিয়াছিলেন।

আবির্ভাবতিথি-দিবস অতি প্রত্যূষেই মঠের প্রাঙ্গণে নহবৎ বাজিতে থাকে এবং ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আরাত্রিকান্তে মঠের ভক্তবৃন্দ নাটমন্দিরে সমবেত হইয়া ভক্তপদপদ্যা, গৌরভজ্ ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর কিছুক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা সম্বন্ধে আলোচিত হয়। তদনন্তর বেলা ১১ ঘটিকার সময় নানাবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ ভোজ্য-সামগ্রী দ্বারা শ্রীবিগ্রহের ভোগ-রাগাদি অন্তে বেলা ১২ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ৮০০ শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসব উপলক্ষে সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের সমাবেশ হইয়াছিল। তৎপর দিবসও বহু কাঙ্গালীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ৮ই মার্চ্চ রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত দিল্লীস্থিত বিখ্যাত হিন্দুমহাসভা-হলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ছায়াচিত্র-যোগে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় অতি সুন্দর একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণের জন্য স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে প্রায় ৬০০ শত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হিন্দুমহাসভার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট ভাই পরমানন্দ, মিঃ গণপত রায়, ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী মিঃ বি, ডি, শাস্ত্রকর, লালা কাশীনাথ এম্-এ, মিঃ কিষণচাঁদ, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ কার্ত্তিক বর, মিঃ কে, এন্ সরকার, আর, সি বোস, ডাক্তার এস গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

যুক্তপ্রদেশে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কয়েকজন ব্রহ্মচারীসহ যুক্তপ্রদেশের বিভিন্নস্থানে প্রচার করিয়াছেন।

গত ২৭শে জানুয়ারী কর্ণেলগঞ্জ নামক স্থানে "কৈলাস বাগ হলে" 'নাম-মাহাত্ম্য' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৮শে জানুয়ারী মাষ্টার উত্তম নাথ মহাশয়ের গৃহে "শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয়" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

২৯শে জানুয়ারী সহর ষ্টেশনের নিকট বহুগাছিয়া ষ্টেটে কলিযুগের ধর্ম্ম 'নাম-সংকীর্ত্তন' বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

৩০শে জানুয়ারী ভাটাওলি নামকস্থানে (জেলা বহরাইচ) মহাপ্রভুর অবতার সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।

৩১শে জানুয়ারী বহরাইচ সহরে বড় ঠাকুরবাড়ী নামকস্থানে ছায়াচিত্র-যোগে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়।

১লা ফেব্রুয়ারী হইতে তিন দিন যথাক্রমে মিঃ রুপচাঁদ হ্যাড্ ভোকেট, নিজন-ঘুল প্রাঙ্গণ, লালা রেবিলালজীর বাড়ীতে পাঠ ও কীর্ত্তন হয়।

৫ই ফেব্রুয়ারী ঐ জেলায় সক্ রাগঞ্জ নামকস্থানে পাঠ-কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়।

৭ই ফেব্রুয়ারী মিঃ রুপচাঁদ হ্যাড্ ভোকেট মহোদয়ের বাড়ীতে নামমাহাত্ম্য-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা হয়।

৯ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিত কানাইলাল হ্যাড্ ভোকেট মহোদয়ের বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়।

১০ই ও ১১ই ফেব্রুয়ারী পণ্ডিত রূপনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়।

১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী বাবু রূপনারায়ণ হ্যাড্ ভোকেট ও সহপাঠী উত্তম মহাশয়ের বাড়ীতে ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়।

প্রত্যহই বাবু রূপনারায়ণ শ্রীবাস্তব হ্যাড্ ভোকেট, বাবু জগৎ নারায়ণ হ্যাড্ ভোকেট, পণ্ডিত রুপচাঁদ ত্রিবেদী, উকিল কানাইয়া লাল হ্যাড্ ভোকেট পিয়ারিলাল বাবু; পণ্ডিত গয়াদত্ত প্রসাদ প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত হইতেন।

১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী নানপারা (জেলা বহরাইচ) লালা রাম-কিশোরজীর মন্দিরে ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হয়।

মহাজনবার্ত্তা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

পরোন্মুখ সম্পূর্ণ অনিত্য পদার্থ সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত। বাহ্য-পদার্থ সংগ্রহে উন্মুখ মনুষ্য যদি বিবেচনা করেন যে, অমুক পদার্থ গ্রহণ করিলে অন্যের অসুবিধা হইবে, তাহা হইলে তিনি সেই বস্তু গ্রহণ ও তদ্দ্বারা নিজ সুখ বিধান করিতে প্রস্তুত হন না। সুতরাং নিজতৃপ্তির জন্য অন্যকে বঞ্চিত করিয়া বাহ্য পদার্থ গ্রহণেচ্ছা যাহার উৎপন্ন হয়, তিনি হিংসাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। হিংসা-বৃত্তির প্রকট হইলে তৎসঙ্গে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ নামক অপর বৃত্তিগুলিও একে একে বৎসরতাপূর্ণ হৃদয়ে আবির্ভূত হয় ও তাহাদিগের তাণ্ডবনৃত্যফলে সেই মূঢ় মানব ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিতার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে নরকাভিমুখে গমন করিতে থাকে।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"জীবের নিজের আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আশ্রয়-ভেদাংশের অর্থাৎ কার্ষ্ণ-কিঙ্করের অনুভূতিই সম্বন্ধজ্ঞান। গুরুবর্গের পরিচর্য্যার দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। হরি স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্ন, জীবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। চেতন-দর্শনই কৃষ্ণভোগ্যদর্শন। প্রকৃত প্রস্তাবে সজ্জনসঙ্গই দুর্জ্জনসঙ্গরাহিত্য-রূপ নির্জ্জনতা।'

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ বিষ্ণু আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রেয়ঃগতি

জীবের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শাস্ত্রকার ও মহাজনগণ ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গরাহিত্যকেই মানব-জীবনের সর্ব্ব অমঙ্গলের হেতু বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বদ্ধজীবাবস্থায় আমাদের মন নানা দুর্ব্বাসনায় বাসিত হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্" অর্থাৎ পণ্ডিতগণ ভগবদ্ভক্তের সেবাকে সংসার-মুক্তির এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গকে তমোদ্বার বলিয়াছেন। গীতাতেও ভগবান্ নিজমুখে কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটিকে আত্মবিনাশী নরকের দ্বার-স্বরূপ বলিয়াছেন। অসৎসঙ্গ-প্রভাবে ঐ তিনটি প্রবল হইয়া উঠে এবং ফলে জীবকে নিরয়গামী করায়। তাই উদ্ধারোপায় বলিয়াছেন,—

"এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় ! তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্॥"
(গীঃ ১৬।২২)

উক্ত তিন প্রকার তমোদ্বার হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার 'শ্রেয়ঃ' আচরণ করিবে। তাহা হইলেই পরা গতি লাভ হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই অনিমিষ-ক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণ একদিন শ্রীসূতগোস্বামীর নিকট এই "শ্রেয়ঃ" জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীসূতের উত্তর দ্বারা আমাদিগকে সেই শ্রেয়ের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের প্রভাবে আমরা দেহ-মনোধর্ম্মগ্রস্ত কল্পিত শ্রেয়ের অনেক প্রকার ভেদ সৃষ্টি করিয়াছি, 'শ্রেয়ঃ' সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত হইয়াছে। তাই ঋষিগণ আমাদিগকে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"তত্র তত্রাঞ্জসায়ুষ্মন্ ভবতা যদ্বিনিশ্চিতম্।
পুংসামেকান্ততঃ শ্রেয়স্তন্নঃ শংসিতুমর্হসি॥"
(ভাঃ ১।১।৯)

অর্থাৎ "হে আয়ুষ্মন্, আপনি স্বকৃপায় বেদবেদান্তেতিহাস-পুরাণাদি নিখিল শাস্ত্রের সারমর্ম্ম অবগত হইয়াছেন। আপনার অধীত শাস্ত্রসমূহে মানবগণের সম্বন্ধে একান্ত কল্যাণজনক বলিয়া যাহা নিশ্চয় করিয়াছেন, সেই নিশ্চিত শ্রেয়ঃ—নিঃশ্রেয়স বা পরমমঙ্গল-তত্ত্ব আপনি আমাদিগের নিকট কৃপাপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।' তখন শ্রীসূত উত্তরে বলিতেছেন—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"
(ভাঃ ১।২।৬)

অর্থাৎ যাহা হইতে 'অধোক্ষজ' ভগবানে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধান-রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ভক্তি বলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে। অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিই জীবমাত্রের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ। অক্ষজবাদী আমরা, আমাদের ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে অনেককে ভগবান্ কল্পনা করিয়া লইয়াছি। আমাদের দেহ-মনের তর্পণ বিধান করিয়া উঠিতে পারেন, তিনিই আমাদের সেই কল্পিত ভগবান্। দরিদ্রকে অন্ন-বস্ত্রাদি দান করিয়া কিছু আত্ম-সন্তোষ লাভ হয়, সুতরাং তাহারাই আমার 'নারায়ণ', ধনীর নিকট হইতে আমার কিছু স্বার্থ সিদ্ধি হয়, সুতরাং সেই ধনীই আমার 'নারায়ণ', যে মূর্খ আমার পাণ্ডিত্যাভিমানের তারক হইতে পারে, আমার পক্ষে সে-ই 'ভগবান্', আবার কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী আমার ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া উঠিতে পারিলে তিনিই আমার ভগবান্—এই প্রকারে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন-আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধব, এমন কি, পশু-পক্ষী-সরীসৃপ পর্য্যন্ত আমার ইন্দ্রিয়-সেবকের উপকরণ সরবরাহ করিয়া উঠিতে পারিলে তাহারা সকলেই আমার 'ভগবান্'! মানুষ পাছে এই প্রকারে তাহার স্বকপোল-কল্পিত—মনগড়া-ঈশ্বর-বাদের উপাসক হইয়া স্ব-স্ব রুচির পথকেই 'শ্রেয়ঃ' মনে করিয়া ভ্রান্ত না হয়—এজন্য শ্রীসূত গোস্বামী প্রভু আমাদের প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানের পরিমাপের অতীত দেব—অপ্রাকৃতবস্তু— অদ্বয়জ্ঞান তাঁহাকেই "অধোক্ষজ" বলিয়া একটি শব্দ দ্বারা শ্রীভগবান্‌কে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ভগবানের এক নাম—অধোক্ষজ অর্থাৎ 'অধঃকৃতং তিরস্কৃতং অক্ষজং জীবানাং ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ'—তিনিই অধোক্ষজ। আমাদের মনোধর্ম্মের কারখানায় আমরা যে এক এক জন এক একটী ভগবান্‌কে গড়িয়া তুলি, তাহা এই 'অধোক্ষজ' শব্দপ্রয়োগ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়াছে। অতএব ভক্তি করিলেই মঙ্গল হইবে—শ্রীসূত গোস্বামী প্রভু ইহাই শ্রেয়ের বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

'ভক্তি'ই নিত্যচেতন আত্মার নিত্যধর্ম্ম; আমাদের অক্ষ বা ইন্দ্রিয়জাত কোন অনিত্য ধারণায়ই এই 'ভক্তি'-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। সদ্গুরুপাদপদ্মে সমর্পিতাত্মা হইয়া নিত্যানিত্য-বিবেকোদয় না হইলে অনিত্য দেহ-মনোধর্ম্মের ভুক্তি বা মুক্তি-বিচারের বশীভূত হইয়া জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করে। মন তাহার স্বকপোল-কল্পিত অনেক ধারণাকেই তাহার শ্রেয়োলাভের উপায়-স্বরূপে স্থির করিয়া লয়, মনোধর্ম্মী জগৎ আমরাও মনের সেই হুকুম তামিল করাকেই শান্তির পথ বলিয়া বরণ পূর্ব্বক যখন অভ্যাধি-অর্থ-ভুল ভ্রান্ত্যাদির মধ্যে অত্যন্ত জর্জ্জর হইয়া উঠি, বা ত্যক্ত হইয়া পড়ি, তখন দর্পহারী মধুসূদন আমাদিগকে সেই অভিজ্ঞতার পরিণাম সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শন করেন; আবার শোক-মোহ-ভয়-তাপ ক্লেশে যখন অস্থির হইয়া উঠে—দিবারাত্র হা-হুতাশ করিয়া দিন কাটাইতে হয়। শান্তি ও অশান্তির দ্বন্দ্বে জীবন এমন করিয়া একদিন আত্মহত্যায় পতন পূর্ব্বক চিরনিদ্রা বরণ করে। কিন্তু হায়! মরিলেই কি শান্তি? আমরা কর্ম্মফল-বাধ্য জীব অনাদি কর্ম্মপাশে বদ্ধ হইয়া দুস্তর সংসার-সমুদ্রে ভাসমান হই, অশান্তির তরঙ্গ-হিল্লোলে উঠা-নামা করিতে করিতে আবার তাহার দুঃখময় জীবনের অবসান আসিয়া উপস্থিত হয়। এই প্রকারে শত জীবন—কত জীবন আমরা এই সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়া বেড়াইতেছি!

আমাদিগের এই দুঃখ দেখিয়াই পরদুঃখ-দুঃখী কৃপাম্বুধি মহাজনেরা কৃপা করিয়া শ্রেয়ঃপথের সন্ধান দিয়া বলিয়াছেন—

"এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি' হরি ভজে যদি তবে
অন্ত হয় ক্লেশ॥"

অধোক্ষজ ভক্তিই জীবমাত্রের সনাতন ধর্ম্ম বা ঐকান্তিক ধর্ম্ম। উহা কোনপ্রকার আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে ধাবিত হইলেই উহার স্বরূপ বা ঐকান্তিকত্ব প্রতিহত হয়। এই জন্যই উহার 'অহৈতুকী' ও 'অপ্রতিহতা' এই দুইটী বিশেষণ। অন্যাভিলাষ-কর্ম্ম-জ্ঞানাদির মিশ্রা ভক্তি আত্মাকে সার্ব্বকালিক সন্তোষ প্রদান করিতে পারে না। আত্মা চাহেন—অন্য-নিরপেক্ষা শুদ্ধা স্বাভাবিকী ভক্তি; তাহাতেই তাহার সম্যক্ প্রসন্নতা। সেই ভক্তি শ্রবণকীর্ত্তনাদি লক্ষণাত্মিকা।

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং
ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥"

ঐ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণা ভক্তির প্রথমাবস্থা—সাধন ভক্তি, মধ্যাবস্থা—ভাবভক্তি এবং উত্তমাবস্থা বা পরিপক্কাবস্থা—প্রেমভক্তি। শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গাধীন-ভক্ত-ভক্তের কৃপা-ব্যতীত ভগবৎকৃপা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। এজন্য শাস্ত্র সাধুসঙ্গের একান্ত আবশ্যকতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বহুজন্মের সুকৃতিফলে জীবের ভাগ্যে সেই সাধুসঙ্গ লাভ হয়।

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে।
সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ
পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ॥"

জীবদুঃখদুঃখী পরমকারুণিক শ্রীগৌরনিজজন শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে সেই সৌভাগ্য-প্রদানের জন্য আজ শুভসম্মিলনে আহ্বান করিতেছেন। অন্যত্র জড়বিষয় কোলাহল-মত্ত থাকিলে কৃষ্ণ-কোলাহল-মুখরিত করিয়া রাখিতে আমাদিগকে শাশ্বতী শান্তির সন্ধান প্রদানের জন্য—গুরু-ভক্ত সঙ্গে শ্রীচৈতন্য-বাণী-শ্রবণানুকীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক আত্মমঙ্গল বরণ করিয়া লইবার সৌভাগ্য-প্রদানের জন্য সজ্জনগণ আচার্য্যদেবের মহানুভবতা প্রার্থিত। গৌরকথা-শ্রবণে জীবের চিত্ত হইতে সন্তোষ-পিপাসা অন্তর্হিত হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়—গৌরশক্তির দয়িত ভৃত্য জীব গৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরকামসেবার চমৎকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিয়া ধন্য হন।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

গৌরসুন্দরে যুগপৎ সূর্য্য-চন্দ্ররূপে উদিত গৌরবিগ্রহের জীবহৃদয়াকাশে উদিত না হইলে জীবের হৃদয়-গুহার অন্ধকার আর কে দূর করিবে? অতএব অধম পতিত দুর্গত ছন্নচিত্ত জীবগণের প্রতি করুণা বিস্তার করিয়া বেদগোপ্য ব্রহ্মাদি-দেবতা-দুর্ল্লভ প্রেমনিধি বিতরণ করিতে যাঁর অহৈতুক কৃপাসিন্ধু আর কে আছেন? আচণ্ডালে যাচিয়া প্রেম বিতরণ করিবার এত উদারতা আর কাহার আছে? তাই সেই গৌরশক্তি শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগের হৃদয়কে গৌরপ্রকট-পূর্ণিমার শুভ জ্যোৎস্নায় সমুদ্ভাসিত—চিন্ময়—চিদ্বস্তু করিবার জন্য আমাদিগকে নবদ্বীপান্তর্গত পীঠস্বরূপ শ্রীমায়াপুরধামে আহ্বান করিতেছেন। মহাবদান্য গৌরসুন্দর ব্যতীত জীবের দুঃখে এত ব্যাকুলতা আর কাহার হইতে পারে? জীবের মঙ্গলের জন্য আর কাহার হৃদয় হইতে এমন সহস্রমুখী কৃপার উৎস প্রবাহিত হইয়া থাকে? তিনি গৌরধাম, গৌড়-মণ্ডল এবং ব্রজমণ্ডলে আচার্য্যগণ প্রচারক প্রেরণ করিয়া স্থানে স্থানে মঠ ও আশ্রম স্থাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণকে হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের সুবিধা-প্রদান, মহোৎসবাদির আয়োজন করিয়া লোককে হরিকথা শ্রবণ ও মহাপ্রসাদ-সেবা-দ্বারা প্রাণস্পর্শের সুযোগ প্রদান, উপযুক্ত প্রচারকগণকে দেশে দেশে, গ্রামে-গ্রামে পাঠাইয়া হরিকথামৃত বিতরণ, ভাগবত-প্রদর্শনী দ্বারা ভাগবত শিক্ষাপ্রচার, সাময়িকপত্র-দ্বারা হরিকথা প্রচার, যে দেশ বা দেশবাসী শাস্ত্র বিচারে অত্যন্ত অস্পৃশ্য অদৃশ্য বলিয়া বিবেচিত, যাঁহাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইলেও শাস্ত্রের নিষেধ, তাঁহাদেরও নিকট গিয়া হরিকথা-প্রচারের ব্যবস্থা, লুপ্ততীর্থ ও লুপ্তগ্রন্থ উদ্ধার, শ্রীগৌরপাদপদ্মপূত স্থানে শ্রীগৌর-পাদপীঠ-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কত বিভিন্ন উপায়ে আমাদিগকে ভগবৎসেবোন্মুখ করিবার যত্ন করিতেছেন।

আচার্য্যের এই কৃপার কথা নিরপেক্ষ হইয়া ভাবিয়া দেখিবার সৌভাগ্য— শুভাবসর বরণ করিলে জীবের সমস্ত অনর্থ দূর হইয়া যায়, জীব ভগবানের কৃপা পাইবার যোগ্যতা লাভ করেন। জীব সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথা-শ্রবণে নিখিল কাল যাপনের সুবিচার বরণ করিয়া নিজ জীবনের সহিত বহু বহু জীবকে ধন্য করিতে পারেন।

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

মৎসরতা

——ঃ(০)ঃ——

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয় রিপুর মধ্যে মাৎসর্য্য বা মৎসরতাই সর্ব্বপ্রধান। কাহারও মতে অন্য রিপুগণ মৎসরতার সহচর এবং কেহ কেহ বলেন যে, অপর রিপুগুলি মৎসরতার অন্তর্ভুক্ত। সাত্বত শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীভগবানই একমাত্র বাস্তববস্তু এবং নির্ম্মৎসরগণই তাঁহাকে অবগত হইয়া থাকেন। যেহেতু অনর্থমুক্ত না হইলে ভগবদনুভূতির যোগ্যতা হয় না এবং কেবলমাত্র নির্ম্মৎসরগণ কর্ত্তৃক অনর্থের নাশ সম্ভবপর, তাঁহাদের মৎসরতার অপগমে যে অন্যান্য রিপুবর্গেরও নাশ সিদ্ধ হয়, তাহা বুঝা যাইতেছে এবং একের নাশে অপরের নাশ হেতু অপর রিপুগুলি যে মৎসরতার সহচর বা অনুগত ইহাও প্রমাণিত হইতেছে।

রিপু অর্থে শত্রু। শত্রুর ধর্ম্ম অনিষ্ট সাধন করা। অতএব যাহারা শত্রুস্থানীয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যাদিকে নিজ হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে বাধা দেন না এবং প্রবিষ্ট হওয়ার পর তাহাদিগের দ্বারা চালিত হইবার জন্য উৎসুক হন, তাঁহারা যে দুগ্ধ ও কলা খাওয়াইয়া কালসর্প পোষণ করিতেছেন এবং ক্রমশঃ বিষাক্ত বিষধর বিষে আপনার জর্জ্জরিত হইবেন ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। মৎসরতাই যখন সর্ব্বপ্রধান শত্রু ও অন্যান্য রিপুবর্গ তাহার সহচর তখন উহাকে ভীষণ কালকূট সদৃশ বিবেচনা করাই সমীচীন। হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা বা পরসুখ অসহনশীলতা নামক যে বীভৎস বৃত্তি অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবের হৃদয়াভ্যন্তরে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া থাকে, তাহা মৎসরতারই প্রকার-ভেদমাত্র। মুখমণ্ডলের অন্তর্গত অন্যান্য অঙ্গের দ্বারা মানবগণের পরিচয় জানাইয়া হওয়ায় যেমন মুখমণ্ডলকে উচ্চ বা প্রধান অঙ্গ বলা হয় অর্থাৎ উহাকে মুখ্য পরিচয়ের স্থল করে, তদ্রূপ মৎসরতা শব্দ গৌণভাবে অপর শত্রুবর্গের বাচক হইলেও উহা মুখ্যরূপে হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা বা পরসুখ-অসহনশীলতারই বাচক। যাহারা এইরূপ অবগত নহে, তাহারা প্রাকৃত রিপুকে স্বতন্ত্র পদার্থ মনে করেন এবং তজ্জন্য উহাদিগের উচ্ছেদ-সাধনার্থে পৃথগ্ভাবে যত্নশীল হইয়া থাকেন অর্থাৎ অপর শত্রুবর্গের বিনাশকল্পে মৎসরতা নামক প্রধান শত্রু বিনাশের জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হন না।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব, তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তা'র গলায় বান্ধিল॥
তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার॥

যাবৎ পদার্থ উৎপন্ন, স্থিত ও লয়ধর্ম্মযুক্ত, অতএব অনিত্য। যে সমস্ত পদার্থ অনিত্য বা ক্ষণভঙ্গুর, তৎসম্পর্কীয় ভাবাবলীও অনিত্য যোগ্যতাই বা বিনাশী। অনিত্য ভাবাবলীর বিনাশশীলতা হেতু তাহারা চক্রবৎ ক্রমান্বয়ে সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখবোধ উৎপন্ন করাইয়া থাকে। অনিত্য সুখভোগের অভিলাষকে শাস্ত্রকারগণ অতীব দুর্গত ব্যাপার মনে করেন। যেহেতু উহা পরিবর্ত্তনশীল দেহ ও মনকে অল্পকালের জন্য প্রীতি প্রদান করে (অর্থাৎ দেহ ও মনের অতীত স্থানে অবস্থিত জীবাত্মা নামক নিত্য পদার্থকে আদৌ প্রীতি প্রদানে অসমর্থ), সুতরাং উহাকে ভগবৎসেবা ব্যতীত নিত্যানন্দ প্রাপ্তির বিঘ্নকারক কাম নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কৃষ্ণেতরসুখপ্রাপ্তিবাঞ্ছার বিপরীত আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম বাধাপ্রাপ্ত হইলে বহ্নির ন্যায় উহা ক্রোধের আকার ধারণ করে। যদি বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে উহা লোভাকারে পরিণত হয় এবং সূক্ষ্মভাবে হৃদয়ে অবস্থান করতঃ অবসরকালে পুনরায় কামবৃত্তির উদয় করাইয়া থাকে। বাধাপ্রাপ্ত কাম ক্রোধাকারে পরিণত হওয়ার পর যদি অসমর্থতা প্রযুক্ত বিঘ্ন দূর করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে উহা মোহের আকার ধারণ করত হতবুদ্ধি মানবের মনকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে। ভগবদ্বিমুখ জীবসমূহকে নরকে আনন্দপূর্ব্বক অনন্ত দুঃখের ভিতর দিয়া সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে মায়াদেবী যাহাদিগের কামবৃত্তির চরিতার্থতা উপভোগ পর্য্যন্ত সাধন করাইয়া থাকেন, তাহারা অজ্ঞতা নিবন্ধন বুঝিতে পারেন না যে, দুরাচার হেতু তাহাদিগকে অচিরে রৌরব হইতে মহারৌরবে যাইয়া অনন্ত দণ্ড ভোগ করিতে হইবে এবং মোহিত হইয়া মনে করেন যে, তাহাদিগের সফলতা হইতেছে; কামবৃত্তি পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ হইয়া থাকে। এই প্রকার যে গর্ব্বিতভাব তাহা কামেরই এক প্রকার পরিণামমাত্র এবং শাস্ত্রকারগণ তাহাকে মদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। মদ চারি প্রকার, যথা—রূপমদ, ধনমদ, বিদ্যামদ ও জাতিমদ। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ যেরূপ মানবগণকে অন্ধ করিয়া রাখে, মদ নামক রিপুটী তদপেক্ষা অধিক অন্ধ বা অবিবেক-সম্পন্ন করিতে সক্ষম। অতএব মদান্ধতা একটী প্রবলতর শত্রু। যাহারা মদান্ধ হইয়া অপসিদ্ধান্তপূর্ণ ভুক্তি বা মুক্তির জন্য লালায়িত ও অহৈতুকী ভক্তগণের নিন্দাবাদে অবস্থান করেন, তাহারা সত্যজ্ঞান লাভে বঞ্চিত ও সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে অসমর্থ।

শ্রীভগবান্ ও জীব উভয়েই নিত্যবস্তু এবং তাঁহাদিগের পরস্পর সেব্য-সেবক-সম্বন্ধও নিত্য অর্থাৎ অবিচ্ছেদ্য। জীবগণ যখন ভগবদ্বিমুখ হইয়া বাহ্যভোগ বা ভোগত্যাগরূপ কায়িক মোক্ষানন্দ সুখের আশায় ধাবিত হন, তৎকালেও তাঁহাদিগের নিত্য ভগবদ্দাস্যরূপ বিশুদ্ধ সম্বন্ধের অভাব হয় না। প্রত্যেক সংসারাসক্ত ব্যক্তিই অবগত আছেন যে, যখন কেহ অর্থ-উপার্জ্জনের জন্য বাসস্থান হইতে আবদ্ধ হইয়া কাহারও সেবায় নিজ স্বার্থপ্রাপ্তি কার্য্যে প্রগাঢ়রূপে মনোনিবেশ করেন তখন তাহার প্রিয়তম পুত্রের কথা চিত্তপটে উদয় হয় না। যেহেতু পুত্রচিন্তা তৎকালে মনোমধ্যে জাগরুক থাকে না তজ্জন্য পুত্রের সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে এরূপ ধারণাবশ হইতে যখন কাহাকেও দেখা যায় না তখন নিত্য ভগবদ্দাস্যরূপ সম্বন্ধটি যে বদ্ধভূমিকায় ছিন্ন হইয়া যায় ইহা বলা সমীচীন নহে। ভগবদ্দাস্যরূপ সম্বন্ধ যে নিত্য স্থিতিশীল এবং বদ্ধ-ভূমিকায় তাহা সুপ্তাকারে বর্ত্তমান থাকে এই প্রকার সংস্কার পোষণ করাই যুক্তিসঙ্গত। ভগবৎসেবোন্মুখতার অপ্রকট-কালে জীবগণ ভুক্তি বা মুক্তিকামী হন ও তদ্ধেতু ছয় রিপুর ক্রীড়াপুত্তলিকা হইয়া থাকেন। যাহারা ভোগ-মোক্ষ-নিরাকাঙ্ক্ষী তাহারা স্বার্থপরতার অভাবে পরার্থপর হইতে বাধ্য হন। পরার্থ শ্রেষ্ঠতার বাচক এবং শ্রীভগবানই অধোক্ষজ তত্ত্ব। অতএব পরার্থপর মানবগণ ভগবৎ-সুখে সুখী হন। ভগবৎসুখতাৎপর্য্য-বিহীন স্বার্থপর মানবগণ স্বসুখ-বিধানার্থে তৎপর হওয়ায় বহির্জ্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন

(অবশেষ অপর পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরিক্রমা
পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী গৌরাঙ্গ আচার্য্য
চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। মুদ্রাযন্ত্র এবং
[illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে
শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিত্য পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন,
প্রাণনাথ শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী ও
শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক
ও হারমোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র
প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা
শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং
[illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর
সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপ [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও
শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত
শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ কাপসর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

ভাটিহারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়ানগর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাশাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গন্ধর্ব্বচক, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেনাপতি.

পোঃ [illegible], জেলা গুর্দাস (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডার
[illegible] রোডে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কেয়ার গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) সাক্ষীকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কপিলেশ্বর, পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ বকুলফতা, মজাফ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জমাৰ্দ্দি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জমাৰ্দ্দি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ চিংকু ল, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং লেউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, হ্যাডিংরোড
ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, S E

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০এ ডিউডেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

মনরকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত।
শ্রীবৃন্দাবন ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৵০	।৵০	।০
ইঞ্চি	৫৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
যাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৷০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা ... বিশেষ সংখ্যার কিম্মত স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্।

ইংরাজী উচ্চ শ্রেণী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর স্থান—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্ত্বিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনাদিসহ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নির্ধন ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲দুই টাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগ্রহে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নবেদন" সাপ্তাহিক প্রভৃতি হইতে কালানুসারে ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কালানুসার গ্রন্থ'ের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, প্রমাণ-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে প্রতিকৃতির সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীনামহট্ট গৌড়ীয়মঠ, নবিবা, পোঃ ... ।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৭৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের শ্রৌতপন্থা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে ধর্ম এবং তত্ত্ব ও ইতিহাসের জীবন্তচিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড সপ্তম অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত অভিধান ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অধিকৃত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পারমার্থিক-সাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৮ ### ৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন অত্যন্ত বর্দ্ধিত। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১	-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৫ শু	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩ ০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২	
ছাঃ	১৪-২০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১-০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪৫	২৩-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০			
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮			
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫			
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬			
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮	(রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬	

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রী মায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর— ৩রা চৈত্র, ১৩৪৫, ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৩৯ শুক্রবার [১৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

সোভিয়েট-মাঞ্চুকুয়ো সীমান্তে রুশ অশ্বারোহীদিগের আক্রমণ

হাসিন ও সিঙ্কিংস্থিত সংবাদদাতারা টোকিওতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে, সোভিয়েট মাঞ্চুকুয়ো সীমান্তে আবার সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, সোভিয়েটের ৪০ জন অশ্বারোহী ফিরিন প্রদেশে কোয়ানচুরেটাই [illegible] নিকট সোভিয়েট সীমান্ত অতিক্রম করিয়া মাঞ্চুকুয়োয় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহারা মাঞ্চুকুয়োর সীমান্ত পুলিশের ২০ জনকে আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে এক ঘণ্টা যুদ্ধের পর রুশ সৈন্যেরা সোভিয়েট রাজ্যের মধ্যে পলাইয়া গিয়াছে।

মাঞ্চুকুয়ো পুলিশের কেহ হতাহত হয় নাই।

পূর্ব্বে সোভিয়েট সৈন্যরা আরও দুইবার সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়াছেন।

কলিকাতা ডক-শ্রমিক সঙ্ঘ

গত ৪ঠা মার্চ্চ শনিবার কলিকাতায় ডক-শ্রমিক-সঙ্ঘের পক্ষ হইতে বাঙ্গলার শ্রমিক ও বাণিজ্য সচিব মিঃ এইচ, এস, সুহ্রাবর্দ্দির নিকট একদল প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধিগণ মিঃ সুহ্রাবর্দ্দির নিকট কলিকাতার ডক-শ্রমিকদিগের অভাব অভিযোগের বিষয় বর্ণনা করেন এবং উহাদের প্রতিকারের জন্য সরকার কর্ত্তৃক ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

শ্রমিক সচিব বিশেষ সহানুভূতির সহিত প্রতিনিধিগণের বক্তব্য শ্রবণ করেন।

পরলোকে হাওয়ার্ড কার্টার

ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক মিঃ হাওয়ার্ড কার্টারের মৃত্যু হইয়াছে।

তিনি ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নরফোকের সোয়াফহামে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম মিশরে যান। পরে স্যার ফ্লিণ্ডার্স পেট্রি ও অধ্যাপক নেভিলের সহিত কাজ করেন ও বেনি হাসানের ১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত কতকগুলি প্রাচীন মিশরবাসীদের চিত্রাঙ্কনের প্রতিলিপি গ্রহণ করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে থেবসের প্রাচীন স্মৃতি চিহ্নাদির ইন্সপেক্টর জেনারেল হইয়া তিনি রাণী হাটসেপসুটের কবর সন্ধান কার্য্যের পরিচালনা করেন। থেবিসে স্যার টি এম ডেভিসের অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কার্নারভনের আর্লের সহিত প্রথমে যোগাযোগ হয়। ১৯২২ খৃষ্টাব্দের এই নভেম্বর অপরীক্ষিত অংশের শেষ প্রান্তে তিনি টুটানখামেনের কবরের চমকপ্রদ আবিষ্কার করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তিনি এই কবরে পাথরের শবাধারের সন্ধান পান। হাওয়ার্ড কার্টার ও এ সি মেস লিখিত 'টুটানখামেনের কবর' পুস্তক ১৯২৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

হায়দ্রাবাদ রাজ্যে সত্যাগ্রহ

আওরাঙ্গপুর সত্যাগ্রহ শিবির হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবক দল, আমেদাবাদ, আজমীর, ফিরোজপুর, শুজপুর ও বৃন্দাবন হইতে আগত সত্যাগ্রহীদের লইয়া মোট ৬০ জন সত্যাগ্রহী শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর শর্ম্মার সহিত আজ ভগবার্ণ ষ্টেশনে অবতরণ করিলে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ষ্টেশনে অবতরণ করিলে বৃটিশ শাসিত অঞ্চলের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত একখানি আদেশ শ্রীযুক্ত শর্ম্মার উপর জারী করা হয়। আদেশে লিখিত ছিল যে, সরকারের শাসন ব্যবস্থায় বিঘ্ন সৃষ্টি এবং সাধারণের শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে তাহারা এখানে আগমন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবকগণ অতঃপর দেশীয় রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করেন এবং তথায় পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার ধৃতব্যক্তিদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করা হইবে।

রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত হইতে শত শত সত্যাগ্রহী রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

বিদর হইতে আগত ৮জন সত্যাগ্রহীকে সুলতান বাজারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শান্তি স্থাপনের আবেদন

নূতন শাসন পরিষদ সেনাদলের সমাজতন্ত্রী, চরমপন্থী গণতান্ত্রিক ও রাজতন্ত্র ধ্বংসকামীদিগের সমর্থন পাইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে. সিনর ক্যাসাডো ব্যতীত শাসন পরিষদে ৫ জন সভ্য আছেন, তন্মধ্যে সিনর বেষ্টিয়েরো ও ডান সমাজতন্ত্রী, সিনর সানাভাস চরমপন্থী গণতান্ত্রিক, সিনর মাজিনো সমাজতন্ত্রী শ্রমিক এবং সিনর গঞ্জালেজ মারিন রাজতন্ত্র ধ্বংসকামী দলভুক্ত। সিনর ক্যাসাডো ২৫শে ফেব্রুয়ারী কর্ণেল পদ হইতে উন্নীত হইয়াছেন। সেনাপতি মিয়াজার স্থানে তিনি সমগ্র গণতান্ত্রিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইবেন।

অমৃতসহরে ১৪৪ ধারা অমান্য

একদল শিখ ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া জেলার শোভাযাত্রা বাহির করে। তন্মধ্যে ২৬ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা পতাকা লইয়া শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। নিমকমণ্ডীতে পুলিশ তাহাদিগের পথ আটক করে এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন। শোভাযাত্রা উঠাইতে অসম্মত হওয়ায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। লরীযোগে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা হয়।

দ্বিতীয় ডিরেক্টর সহ ৬৪ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার

শোলাপুরের আর্য্য সত্যাগ্রহ সমিতির দ্বিতীয় ডিরেক্টর শ্রীযুত চন্দ্রকরণ শর্ম্মা ৬৪ জন স্বেচ্ছাসেবকের সহিত শোলাপুর হইতে হায়দ্রাবাদ যাইতেছিলেন বর্শীতে পৌঁছিলে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

— -- ঃ(০)ঃ— — —

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীসমূহ হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
৩ শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র রায় এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ২০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধান) ৯৲
৩। অমৃতপ্রবাহভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধান) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। দশোপনিষদ ।০
১৮। বামন আম্বর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২ উৎকল ভ্রমণ ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যপ্রবন্ধ ও শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা
২৭। প্রাকৃতরস শতদূষণী (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাপথ ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। আর্য্যশতক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। ভজনরহস্য ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ আম্নায়সূত্র ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীরূপবৈভব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। ভক্তসূত্রম্ ।০
৬৫। সারার্থ শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারসংগ্রহম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] অ্যাণ্ড আনথ্রপোলজিক্যাল [illegible] ০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১২ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ৩রা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৭ই মার্চ্চ খৃঃ ১৯৩৯, শুক্রবার | ১৫শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ বিষ্ণু তিথি সর্ব্বোদয়াশ্রয়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

ধর্ম্মজীবনে বিপ্লব

পরিদৃশ্যমান্ জগতে আমরা বহু প্রকারের বিচিত্রতা দর্শন করি, এই বিচিত্রতার কারণ—প্রকৃতি। প্রকৃতিতে যে ধর্ম আমরা লক্ষ্য করি, তাহাকে নশ্বরতা-ধর্ম বলিবার আছে। সেই নশ্বর-ধর্মে বহু প্রকার প্রাণী ইহজগতে পরিচিত হইয়া থাকে। স্থাবর, জঙ্গম-ভেদে বহু প্রকার প্রাণী আমরা ইহজগতে দেখিতে পাই। তাহার ভিতর বদ্ধ-পরিমাণ কতকগুলি প্রাণী মানব-নামে পরিচিত হইয়া থাকেন। এই অসংখ্য মানবদিগের মধ্যে হিন্দু, মুস্লিম, বৌদ্ধ, খৃষ্ট, বেদান্তী প্রভৃতি বহু প্রকারের মানব দৃষ্ট হয়। এই মানবজাতির ভিতর 'ধর্ম'-নামে একটি শব্দ চিরকাল প্রচলিত আছে। এই শব্দের অর্থ বুঝিবার যোগ্যতা একমাত্র মানবজাতিরই আছে। মানবজাতি যখন অজ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহেতে 'আমি,' 'আমার' অভিমান করে, তখনই তাহাদের ভিতর 'ধর্ম' শব্দের নানা প্রকার রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

এই প্রকার মত-ভেদের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মতবাদিগণ ধর্মের অধীন নহেন বা 'ধর্ম' কাহাকে বলে, সে কথায় তাহাদের বাস্তব প্রয়োজন নাই। যাহারা ইহজগতে ধর্মের বক্তা সাজিয়া ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দান করিবার জন্য কতই না আস্ফালন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও নিরপেক্ষ হইয়া—আত্মস্থ হইয়া 'ধর্ম' শব্দের অর্থ চিন্তা করিবার খুব কমই অবসর পাইয়া থাকেন। রাজা রাজত্ব পাইলে প্রজা-শাসন করিয়া থাকেন, সমাজে আধিপত্য করিবার জন্য সমাজপতি সমাজ-শাসন করিয়া থাকেন, পতি পত্নীকে শাসন করেন, পিতা পুত্রকে শাসন করেন। ইহাদের পরস্পর শাসন-প্রণালীর বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ইঁহারা অধিকাংশ সময়ই শাসিত না হইয়াই শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। দুঃখের বিনাশ করিবার জন্য অজ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া আপাতত ধী-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ চেষ্টা করিয়া থাকেন বা বহু প্রকারে মানবজাতিকে প্রলোভন দেখাইয়া সুখী করিবার কিম্বা শান্তিদান করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহাদের চেষ্টা ইহজগতের বিচারে ফল প্রসব করিলেও আমরা প্রকৃতিস্থ হইয়া চিন্তা করিলে দেখিতে পাই যে, তাহার দ্বারা দুঃখই জন্মিয়া থাকে, কারণ তাঁহারা অপ্রকৃতিস্থ।

অপ্রকৃতিস্থ মানব দণ্ডধর হইতে পারে—অপরকে শাসন করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু চিন্তা করিবার অবসর পায় না—তাহাকে শাসন করা হইতেছে বা কে শাসনকর্ত্তা? যে-দিন কোন সৌভাগ্যক্রমে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে কোনও মহাপুরুষ বা ভগবানের নিজ-জনের সংগে তাহাদের দেখা হয়, সে-দিন এই প্রাকৃত রাজ্যে প্রতারিত মানবজাতির আত্ম-দুরবস্থা দর্শন করিবার সুযোগ হয়। তাহার কারণ, মুক্ত পুরুষ আত্মস্থ বা প্রকৃতিস্থ।

প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ইহজগতে 'আচার্য্য' বা 'গুরু'-নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি কৃপা-পরবশ হইয়া যাবতীয় প্রাণীর মঙ্গলচিন্তা করিয়া থাকেন—সমস্ত প্রাণী যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই আশ্রয়-দাতার কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই কীর্ত্তিত বস্তুটী জগতের অন্তর্ভুক্ত কোন বস্তু নহেন, সেটী—অধোক্ষজ—অতীন্দ্রিয় বস্তু। সেই বস্তুটি একমাত্র বেদ বেদ্য ও বাস্তব,—ইহা যিনি জানেন, তিনিই যাবতীয় প্রাণীর ধর্ম নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

'ধর্ম' শব্দ প্রয়োগ করিলেই মানব আতুর হইয়া পড়েন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, ভোগমূলা প্রবৃত্তি মানবের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। সেই ভোগ-মূলা প্রবৃত্তির ইন্ধন যাঁহারা যোগাইতে পারেন, তাঁহারাই আমাদের নিকট অবতার বা ভগবান্ সাজিতে পারেন। কিন্তু আমরা প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির সঙ্গ-প্রভাবে স্বরূপরূপে অনুভব করিবার সুযোগ পাই—বদ্ধ ব্যক্তি কি কখনও মানবজাতির মঙ্গল-বিধান করিতে পারিবে? জন্ম-মরণশীল বস্তুতে যাহারা মুগ্ধ আবদ্ধ বা মুক্ত ব্যক্তিকে সুখী করিবার জন্য যিনি নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি কি একবার ভাবিবার অবসর পাইবেন—যে বস্তুগুলি আমার নিকট 'আমার' বলিয়া পরিচিত হইতেছে বা যে জিনিষটী 'আমি' বলিয়া মনে হইতেছে, সেই বস্তুগুলি কি 'আমার' বা সেই জিনিষটী কি 'আমি'? সেই জিনিষটি যদি 'আমি' হইতাম, তাহা হইলে চিরকাল 'আমি' থাকি না কেন? বা সেই জিনিষগুলি আমারই থাকে না কেন? এই বিষয় চিন্তা করিবার অবসর পাইলে ধর্মালোচনা আমাদের কাছে ভাল লাগে।

এই 'ধর্ম' জিনিষটী কি,—এই বিষয়টী বিশদরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—যাহার দ্বারা সকল সম্যক্ প্রকারে ধারণা হয়, তাহাই ধর্ম। এই ধারণ করিবার যোগ্যতা কাহার? তিনি কে? এই নশ্বর দেহই কি সেই বস্তু? যদি এই দেহ সেই বস্তু হন, তাহা হইলে যে-দিন দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, সেই দিন এই ধারণার সম্বন্ধ অনুসন্ধান কে করিবেন? এই ধারণার অনুসন্ধান-কারী—একমাত্র নিত্য দেহ-দেহী-অভিজ্ঞ শ্রীগুরুপাদপদ্ম। যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জীব সংযমপূর্ব্বক নিষ্কপটে গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাহা হইলে গুরু-পাদপদ্মই যে এই ধারণা দিতে একমাত্র সমর্থ, তাহা উঁহার বোধগম্য ব্যাপার হয়। মত-জগতে যে মতবাদই প্রচার হউক, যাবতীয় প্রাণীর জীবন দুরবস্থার উপর রহিয়াছে, সেই দুরবস্থার হাত হইতে রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদের যাতনার বহু

ধরিবার সুযোগ দান করেন, তখনই তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিজত্ব, নিজের নিজত্ব ও তাঁহাদের ধারণার একত্ব নিজত্ব অনুভব করিবার সুযোগ পান এবং তখনই তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে বলিয়া থাকেন,—"গুরুং বিনে অনুরক্ত পুরাঃ"। এই উপদেশ-বাক্য যখন শ্রৌতপারম্পর্য্যে আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তখনই আমরা সিদ্ধান্তে বা মনোধর্ম্মের যেখানে যাহারা আমাদের নিকটে ধর্ম্মের বক্তা সাজিয়া ঐ সকল বাক্যের মৌখিক ও উপলব্ধিহীন উচ্চারণ করে, তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মে পরিনিষ্ঠিত-প্রাণ হই। আমরা যাঁহার কাছে অবনত হইয়া, শুধু অবনত হইয়া নয়, তাঁহাতে প্রণিহিত হইয়া যে সেই বিষয় উপলব্ধি করিয়া যিনি 'ধর্ম্ম' কথাটী কীর্ত্তন করেন, তাঁহার নিকট আমরা যদি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা ধর্ম্ম-বিষয়ে বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বাগ্রে জগতের বহু প্রকার খেয়াল, মনগড়া, ধর্ম্মধ্বজ মনোধর্ম্ম বা স্বেচ্ছাচারিতার কারখানায় প্রস্তুত করা ধর্ম্ম আছে তাহা সম্পূর্ণ বিনাশ করিয়া একমাত্র সনাতন শ্রৌতপথের বক্তা যে স্বয়ং ভগবান্—"ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎ-প্রণীতম্"—এই কথাটী জানাইয়া দেন। যাঁহারা আমাদের নিত্যধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তাঁহারা সকলেই শ্রৌত-পথ ধরেন মূলপুরুষ শ্রীভগবানের সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট; তাই তাঁহাদের বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব এই চারি প্রকারের দোষ নাই; তাই তাঁহারা ধারণার বস্তু বিষয়ে ভুল করেন না।

চেতন, অচেতন, যাহা কিছু এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে দেখা যাইতেছে বা উহার বাহিরে যাহা কিছু চিন্তা করিবার সুযোগ হইতেছে, সেই সমস্তেরই মালিক—ভগবান্। তাঁহাকে যিনি ধরিয়াছেন বা তাঁহা হইতে যিনি চ্যুত হন নাই, এবংবিধ ব্যক্তিই এই ধর্ম্ম-বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া রক্ষা করিয়া আমাদিগকে নিত্যধর্ম্মে বা সাধনধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। আমরা তাঁহার কৃপায় নিত্যধর্ম্মে সম্প্রতিষ্ঠিত হইলে জানিতে পারি যে, প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিতে যোগমায়া ব্যতীত কোন প্রকার আবর্জনা, চেষ্টা বা বক্রতা নাই। তখনই আমরা তাঁহার আনুগত্য করিয়া থাকি; তৎপূর্ব্বে আমাদের আত্মঘাতী প্রবৃত্তি দূর হয় না। তাই আমরা কখনও মনোধর্ম্ম গ্রহণ করি, কখনও তাহা ত্যাগ করি। ত্যাগ এবং গ্রহণের বিধি—ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম ত্যাগ করা যায় না বা মনোধর্ম্মের যেখানে গ্রহণ করাও যায় না। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি হইতে চ্যুত হইলেই আমরা প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির ভোক্তা-অভিমান করিয়া থাকি বা প্রকৃতির অধীশ্বর সাজিবার প্রয়াস পাই।

প্রকৃতির অধীশ্বর যে আমরা নহি—এ কথা চিন্তা করিবার অবসর আমরা পাই না। প্রকৃতির প্রলোভনে পড়িলে মানব দগ্ধই হইয়া নানা প্রকার মতবাদে প্রবেশ করে। মায়া তাহাদের উপর এমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করেন যে, জীবের নিত্যমঙ্গলদাতা জগদ্গুরুপাদপদ্ম কৃপা-পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইলেও সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের ভোক্তা-দর্শনের সম্মুখে নিজ-কৃত আড়াল আনিয়া ফেলে। বহির্ম্মুখী প্রকৃতির সঙ্গ প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ না করিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথাগুলি উপলব্ধির বিষয় হয় না। নিজ সুখকামনা চরিতার্থ করিতে হইলে প্রকৃতির সঙ্গ করিতে হয়। যাহারা বহির্ম্মুখী নিজ-সুখকামনাকে চিরতরে কৃষ্ণারাধনে ইন্ধন করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃতির অধীশ্বর বা অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের— অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন,—ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ বা তাহার অতীত গোলোক-বৃন্দাবনের—সমস্তের অধীশ্বর যে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরব্রহ্ম, সেই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হন।

এই ধারণা হইতে চ্যুত হইয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারা সকলেই প্রাকৃত। সুতরাং তাঁহারা যত প্রকারের চেষ্টাই করুন না কেন, সেই চেষ্টা ফলবতী হয় না,—যতদিন না তাঁহারা নিষ্কপট মহাভাগবতের পদতলে অভিষিক্ত হন। মহাভাগবতের পদতলে অভিষিক্ত হইলে আমাদের প্রাকৃত মন চিরকালের তরে অপসারিত হয়। তখন আমরা তথাকথিত সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় বা 'জগা-খিচুড়ী' না করিয়া কিম্বা মহাজনগণের উপর যোগাযোগ না করিয়া নিত্যপূর্ণচেতনের সেবক আমরা সরলতা-অবলম্বন-পূর্ব্বক অভিমানই যে আমাদের আত্মার সর্ব্বস্ব, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। তখনই আমরা পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টিত হইয়া থাকি। এই প্রকার চেষ্টা—অপ্রতিহতা। কারণ, তাহা হেতু-মূলে চেষ্টা নহে। তখন পরদুঃখদুঃখী শ্রীগুরুদেব জীবের আত্যন্তিক দুঃখ দর্শন করেন, তাহাদিগকে 'দরিদ্রনারায়ণ' (?) দেখেন না।

নারায়ণের অংশ নারায়ণকে বিস্মৃত হইয়া বা স্ব স্ব ধর্ম্মচ্যুত হইয়া উপাধিগত অহঙ্কারে নানা প্রকার পাপ ভোগ করিতেছে। সেই অধোক্ষজতত্ত্ব পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্‌কে ভুলিলেই জীব এই প্রকার দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এইটিই তাঁহার দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

যাঁহারা উচ্চ জগদ্দর্শন করেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের যে বাস্তবিক দর্শন ক্রিয়া বন্ধ হইয়াছে, ইহা কি তাঁহারা অনুভব করিয়াছেন? দুষ্টবস্তু যাঁহাদের অঙ্গ, তাঁহারা কি করিয়া সেই অঙ্গ বস্তুর উপর শাসন বিস্তার করেন এবং কি করিয়াই বা তাহাদের নিকট ধর্ম্ম-প্রচার করেন কিম্বা তাহাদের মঙ্গল করিবার জন্য ব্যস্ত হন? নিজে অন্ধ হইয়া অপর অন্ধকে পথ দেখাইবার চেষ্টা কি মূর্খতা নহে?

'নারায়ণ'-অহঙ্কৃত যদি আজ আমাদের থাকিত, বা 'নারায়ণ' যদি আমাদের দর্শনের বিষয় হইতেন, তাহা হইলে কি করিয়া আমরা তাঁহাতে 'দরিদ্র' শব্দ আরোপ করিতে প্রবৃত্ত হইতাম? নারায়ণ ত' সমস্ত চেতন-অচেতনের অধীশ্বর, তিনি ত' ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্। তাঁহারই সেবক আমরা তাঁহাকে ভুলিয়াই আজ আমাদের এই প্রকার দুরবস্থা।

ভগবদ্বস্তু, বিষয়রূপে পতিত যে সব ক্ষুদ্র জীব, তাহাদের দুঃখ বা তাহাদের সুখ তাহাদের বিচারে তাহারা অর্জ্জন করিতেছে; প্রকৃতির দ্বারা চালিত হইয়া এই প্রকার সুখ দুঃখ ভোগ করিবার তাহারা প্রকৃতির অধীশ্বর—একমাত্র স্বরাট্ পুরুষের শরণাগত হইতে পারিতেছে না। তাঁহার শরণাগত হইলেই তিনি তাহাদিগকে প্রকৃতির কবল হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন। ভগবদ্বহির্ম্মুখ যে-সব ক্ষুদ্রচি-সম্পন্ন জীবের নিজের নিত্য বা ভগবানের ভগবত্তাবিষয়ে উপলব্ধি হয় নাই, তাহারা প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তাই গীতায় আমরা দেখিতে পাই—সর্ব্বপ্রথমেই 'ধর্ম্ম'-শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন আমরা পাঠ্য-জীবনে শিক্ষা লাভ করিতে গিয়া সর্ব্ব-প্রথমে বর্ণ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করি, সেই প্রকার যখন আমাদের নিত্যমঙ্গল বা শান্তি-পিপাসা হৃদয়ে প্রবল হয়, তখনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্ব-প্রথমে আমাদের 'ধর্ম্ম' কি, বা কর্ত্তব্য কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। সেই ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার উত্তর না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা নানাপ্রকার অভি-সন্ধিতে ব্যস্ত থাকি। তখনই কৃপাচার্য্য আমাদের নিকট অবতীর্ণ হইয়া আমাদের বা অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত জীব আছে, তাহাদের স্বরূপ-ধর্ম্মের কথা বলিয়া থাকেন। 'ধর্ম্ম' যাহাদের আলোচ্য বিষয় হয় নাই বা যাহারা ধর্ম্ম হইতে চ্যুত, তাহারা কি করিয়া আমাদের মঙ্গল-বিধান করিতে পারেন?

ধর্ম্মই আমাদের জীবন, ধর্ম্মই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, ধর্ম্মই আমাদের পালনকর্ত্তা। সেই ধর্ম্মের যাঁহারা আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারাই জগতে 'ধার্ম্মিক' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণকে বা ধর্ম্মকে যখন আমরা বিনষ্ট করিতে চেষ্টিত হই, তখনই শ্রীভগবান্ "ধর্ম্ম" শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার জন্য নিজে আমাদের নিকট অবতীর্ণ হন। তখন তিনি ধর্ম্মের নিত্যত্ব বা উৎকর্ষতা বুঝাইবার জন্য তাঁহার বিপক্ষ বা অসমর্থনকারী যে-সব অধার্ম্মিক ব্যক্তি, তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রেও আমরা দেখিতে পাই,—"ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই ভগবানের একমাত্র কৃত্য। যখন যখন অধর্ম্মের প্রাবল্য আমরা দেখিতে পাই, তখন তখনই শ্রীভগবান্ স্বয়ং আসেন কিম্বা আপনার নিজ-জনকে আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন।

অধর্ম্মের বিনাশ বলিলেই আমরা মনে করিতে পারি, "শ্রীভগবান্ বোধ হয় একপক্ষ অবলম্বন করিলেন", কিন্তু তাহা নহে। শাস্ত্রালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে পূর্ব্বপুরুষেরা বলেন, যতক্ষণ প্রাণী নিজেই নিজেকে বধ করিয়া থাকে; যদিও সে নিজে আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না বা অস্ত্রে কাটে না, তথাপি তাহার উপাধিগত অহঙ্কার প্রবল থাকায় বা উপাধি-দ্বারা আচ্ছাদিত থাকায় উপাধিগত বস্তুকে রক্ষা করিতে চাহিলেও উপাধি কিছুতেই সংরক্ষিত হয় না। তাই তাহাকে উপাধির হাত হইতে নির্ম্মুক্ত করিবার জন্য উপাধি-নির্ম্মুক্ত ধার্ম্মিক পুরুষগণ যে ভগবান্ কর্ত্তৃক নিত্যকাল রক্ষিত, তাঁহাদের যে কোন বিনাশ নাই, এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব। আমরা যদি নিষ্কপটে শ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তিনি আমাদের উপাধিগত ধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয় ॥

না গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা। উপাধিগত অবস্থা হইতে নির্মুক্ত না হইলে কখন ভাবাই যে আমাদের নিত্য-স্বভাব, ইহা অনুভূতির বিষয় হয় না। শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সেই পরম প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করিবার চেষ্টা যখন প্রবল হয়, তখনই সেই চিদ্বিষয়টির অস্তিত্ব আমাদের হৃদয়ে অনুভবনীয় হয়। তাই সর্বতোভাবে প্রবেশ করিতে হইলে আমরা সর্বাগ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপন্ন হইয়া থাকি। 'প্রপন্ন' কথাটা—লোক-দেখান নহে। যিনি প্রপন্ন হইবেন, তিনি নিজেকে নিজে স্বাধীন না ভাবেন তত দিন তিনি প্রকৃতির অধীন। প্রকৃতির বিচিত্রতায় নশ্বর দর্শন-পথে পতিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃতির অধীশ্বর হইবার পিপাসা আমাদের হৃদয়ে প্রবল থাকে। অহৈতুক-করুণাময় শ্রীগুরুদেব আমাদিগকে উপদেশ দেন,—'তোমরা প্রকৃতির অধীশ্বর নহ, প্রকৃতির অধীশ্বর একমাত্র ভগবান্, তাঁহাকে ভোগ করিতে গিয়াই তোমাদের এই দুরবস্থা, তোমরা যদি নিস্তার চাও, তবে আমার আদেশ অনুসারে আমার সঙ্গকে আশ্রয় করিয়া সেই মঙ্গলের অনুসন্ধান কর। এমন সুযোগ তোমরা আর কখনও পাইবে না। চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর মনুষ্যজন্মরূপ যে এমন একখানি পটু নৌকা পাইয়াছ, সেই নৌকায় বসে প্রমত্ত না থাকিয়া নৌকাস্থিত তোমাদের মঙ্গলের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া তোমাদের প্রকৃত প্রয়োজন লাভে যত্নবান হও—কায়মনোবাক্যে সর্বক্ষণ নিষ্কপটে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত হও। তাহা হইলেই মনুষ্যজন্মের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদিত হইবে।'

সন্তোষ

(প্রাপ্ত)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নীতিবিদ্গণ সকলেই একবাক্যে 'সন্তোষ' নামক বৃত্তিটিকে আভরণ প্রদান করিয়াছেন। সন্তোষ—সুখের ভিত্তিভূমি, সন্তোষ—দুঃখাপগত দেহমনীষাকে নবভাব-সদৃশ, সন্তোষ—ভোগাকাঙ্ক্ষার লোলমান্ জিহ্বার সংহারক, সন্তোষ—অন্তরের মধ্যে তৃপ্তির বন্যাধারা; কাজেই এই জগতের নীতিবিদ্গণ সর্বতোভাবে সন্তোষকে বহুমানন করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবির কাব্য ও ছন্দঃ সন্তোষের প্রতি অনেক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছে।

“তোমার যেরূপ অবস্থাই থাকুক না কেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাক; কারণ আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, তৃপ্তি নাই।” এইরূপে কৃত্রিমভাবে সন্তুষ্ট থাকিবার অনেক উপদেশ দুনিয়ার নীতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়।

এক ব্যক্তি অত্যন্ত দারিদ্র্যের জন্য পাদুকা সংগ্রহ করিতে পারে নাই। পাদুকাহীন হইয়া সে মনের দুঃখে দিন কাটাইতেছিল। এক দিন অত্যন্ত দুঃখাকুলচিত্তে যেন না দেখিতে পায়,—এরূপভাবে উপাসনা-মন্দিরে গমন করিল। তথায় গিয়া দেখিল এক ব্যক্তি পদহীন; পদহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া পাদুকার জন্যে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির হৃদয়ের খেদ ঘুচিয়া গেল।

আর একজন পথিক শীতকালের ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে একটি জঙ্গলের মধ্যে পথ হারাইয়া শীতে অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিতেছিল এবং নিজের ক্লেশে মুহ্যমান হইয়া রোদন করিতেছিল, এমন সময়ে ঐ ব্যক্তি দেখিতে পাইল যে, আর একব্যক্তি তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে,—“হে পথিক, চুপ কর, রোদন করিও না, একবার আসিয়া আমার অবস্থা দেখ, তুমি শীতে অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতেছ সত্য, তথাপি তুমি মৃত্তিকার উপর দাঁড়াইয়া আছ, আর আমি এই কূপের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি, দুই হাতে দুটি খাট ধরিয়া রহিয়াছি, গলাবধি জলে, আমার সকল শরীর ডুবিয়া রহিয়াছে, কোনরূপে মাথাটি উঁচু করিয়া রাখিয়াছি; তুমি যে কূপের মধ্যে পতিত হও নাই, এজন্য কৃতজ্ঞ অন্তরে পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও।”

এইরূপ নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট হইবার জন্য ভগবানের প্রতি যে কৃতজ্ঞতার উদাহরণ, তাহা ভোগ-অন্ধ-সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহার মধ্যে ভোগের প্রাকৃত-নীতি ব্যতীত অহৈতুকী ভক্তিনীতির কোন নিদর্শন নাই।

এইরূপে ভোগাকাঙ্ক্ষাকে কৃত্রিমভাবে কারাগারে হাত-পা বাঁধিয়া রাখিয়া দিলে উহা গোপনে গর্জন করিতে থাকে এবং সময় পাইলেই আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলে। অতএব ভোগপ্রধান সমাজে এইরূপ কৃত্রিম তুষ্টি বা সন্তোষের সাময়িক যোগ্যতা থাকিলেও উহা জীবের অনর্থের ও ত্রিতাপের নিদানের চিকিৎসা করিতে পারে না।

ভক্তিরাজ্যে এইরূপ সন্তোষ বা তুষ্টির কোন মূল্য নাই। ভক্তি সর্বদাই স্বাভাবিকতা ও অকপটতাকে বরণ করে। ভোগে অত্যন্ত অতৃপ্ত ব্যক্তিগণের জন্য যে সাময়িক যোগ্যতা, বস্তুতঃনিত্যভাবে ভোগে বিরক্ত এবং ত্যাগে উদাসীন ব্যক্তিগণের নিকট তাহার মূল্য নাই। জগতের নীতিতে যে সন্তোষ, তাহা ভোগীকে কৃত্রিম-ত্যাগ শিক্ষা দিবার একটি প্রস্তাব মাত্র। সেই প্রস্তাব কতদূর কার্যকরী হইবে তদ্বিষয়ে বহু বিপরীত প্রমাণ ও সংশয় উপস্থিত হয়।

ভগবৎ-সেবা ভোগ বা ত্যাগভাবের বস্তু নহে বলিয়া সাধকের পক্ষে হরিসেবা বৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট বা তুষ্ট না থাকাই ভক্তির লক্ষণ। যে সাধক মনে করেন, আমি যেরূপভাবে গৃহব্রত বা ত্যাগব্রত-জীবন যাপন করিয়া হরিকথা করিতেছি, তাহাতেই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত, সেই সাধকের ভক্তিবৃত্তি স্তব্ধতা ধারণ করিয়াছে। হরিসেবা সর্বদাই প্রগতিশীলা। হরিসেবকের জীবন একঘেয়ে নয়। যেখানে হরিসেবার অনুষ্ঠানের মধ্যে একঘেয়ে ভাব আসিয়া গিয়াছে, সেখানে জানিতে হইবে, সাধক তাঁহার সাধনপথে অগ্রসর হইতেছেন না। অগ্রসর না হইলেই পেছনদিকে যাইতে হইবে, ক্রমে ক্রমে পতনের নিম্নপথে পতিত হইয়া—'পুনর্মূষিকো ভব' মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে।

কি সাধন, কি সিদ্ধি—উভয় অবস্থাতেই হরিসেবা প্রগতিশালিনী, নবনবায়মান উৎকণ্ঠাময়ী, অতৃপ্ত-আর্তিময়ী। শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ সাধক অবস্থার জন্য "উপদেশামৃতে" যে "উৎসাহান্নিশ্চয়াৎ" শ্লোক উপদেশ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে যেরূপ সাধককে প্রতিমুহূর্তে হরিসেবার জন্য অতৃপ্ত হইয়া নব নব উৎসাহবিশিষ্ট হইতে হইবে, তদ্রূপ "ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে" অনর্থ-সঙ্কোচের পরে যে উৎকণ্ঠা, রুচি, আসক্তি প্রভৃতির কথা বলিয়াছেন এবং স্থায়িভাব লাভের পর যে বিপ্রলম্ভ ভজনের কথা জানাইয়াছেন, তাহাতেও সর্বত্রই অতৃপ্তির নিদর্শনই পাওয়া যায়। ভোগী বিষয়ী যেরূপ অতৃপ্ত হইয়া বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণ-বিষয়ে বিষয়ী যিনি, তিনিও কৃষ্ণসেবায় যতই আবিষ্ট হইতে থাকেন, ততই প্রবল আকাঙ্ক্ষার সহিত কৃষ্ণানুসন্ধান করেন। বিপ্রলম্ভাবস্থায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণানুসন্ধান-লীলা, বিপ্রলম্ভ-পরিপোষ্টা শ্রীগুরুপাদপদ্মের গৌরকৃষ্ণ-ভজন সর্বদাই অতৃপ্তির আদর্শ।

প্রেমের স্বভাব, যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—“কৃষ্ণে মোর নাহি
প্রেমগন্ধ।”
উদ্বেগে দিবস না যায়,
'ক্ষণ' হৈল 'যুগ' সম।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন।
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন।
(চৈঃ চঃ অ ২০শ পঃ)

এইরূপ উৎকণ্ঠার পরাকাষ্ঠা সর্বদাই কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃষ্ট হয়।

আমাদের স্মরণ হয়, যে-দিন আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রথম দর্শন পাইলাম, সেই-দিন সর্বপ্রথমে তাঁহার শ্রীমুখে একটি বাণী শুনিয়াছিলাম, তিনি বলিতেছিলেন,—“আমরা এই জগতে আর বেশীদিন থাকিব না, ওয়ার্নিং বেল পড়িয়া গিয়াছে, এই মুহূর্তেই এই পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইতে পারে; সুতরাং সকলেরই নিষ্কপট গ্রহণ করিয়া মুকুন্দভজন করা উচিত।” শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই বাণী আমাদের হৃদয়ে কোন রেখাপাত করে নাই, করিলে আমরা আমাদের বর্তমান অবস্থায় তুষ্ট থাকিতে পারিতাম না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম দর্শনের পর অল্প দর্শন ও অল্প সঙ্গ আমাদের নিকট লোভনীয় হইত না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে নিরন্তর উৎকণ্ঠাময়ী ভজন-চেষ্টা-ব্যতীত অন্তরে যে তুষ্টি, তাহাই বহির্মুখতা বা অভক্তিনিবেশ। এইরূপ একঘেয়ে ভাবে জীবন কাটাইয়া দিব, যতটুকু পারি, ততটুকু হরিসেবার চেষ্টা দেখাইব,—এইরূপ বিচার-সমূহ সন্তোষবাদে প্রমত্ত জনের প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শ। এইরূপ পরামর্শ শুনিয়া কেহ গৃহব্রতধর্মে নিপুণ হইয়া পড়েন, কেহ বা ত্যাগব্রতধর্মকে আত্ম-ভোগের যন্ত্র করিয়া লন, কেহ বা প্রাকৃত-সহজিয়া হইয়া পড়েন, কেহ বা পতনের বিভিন্ন পথে প্রধাবিত হন। বস্তুতঃ প্রকৃত হরিসেবক হরিসেবা করিয়া সন্তুষ্ট হইবেন না, প্রতিমুহূর্তে নূতন নূতন হরিসেবা-প্রণালীর জন্য অকপট ও আত্যন্তিক আগ্রহবিশিষ্ট হইবেন। নবনবায়মান সেবার ঐকান্তিক উৎকণ্ঠাই ভজনোন্নতির লক্ষণ। 'বাবাজীর প্রতিষ্ঠা'রূপ আপাতক সন্তোষ লাভ করিয়া হরিসেবায় গোমুখী সভার প্রতি উৎকণ্ঠাময়ী বুদ্ধি লইয়া শ্রীগুরু-কৃপাকেতন মস্তকে ধারণপূর্বক অনুক্ষণ ভজনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই উৎকণ্ঠার অগ্নিশিখাকে ক্রমশঃ সাধুসঙ্গের ইন্ধনের দ্বারা বৃদ্ধি করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা হরিসেবার অভিসার-ব্রতে দীক্ষিত হইতে পারিব।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীজগন্নাথ-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরিক্রমা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বিরাজ করিতেছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-তাত্ত্বিক [illegible] বর্ত্তমান আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে মঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, বারচতুষ্টয়-বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থ সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অপূর্ব্ব [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসাচার্য্য ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) কুলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible]পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা – (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
[illegible]পুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) হরিদ্বার-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
গয়া রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) নৈমিষারণ্য মঠ,
পোঃ মিসরিখ, সীতাপুর (ইউ পি)

৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সংকেত বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়াট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) [illegible]
পোঃ [illegible], মান্দ্রাজ
শ্রীকৃষ্ণগোদাবরীতীরবাসী [illegible] সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী মান্দ্রাজ
শ্রীকৃষ্ণগোরাঙ্গ [illegible]-গিরিধারীর সেবা

(৫২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ [illegible], মান্দ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
রুলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
২০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
২০এ [illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রকাশ [illegible] হইতে [illegible]
শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
ভিতরে প্রতি লাইনে	।০	৶০		
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

ভিতরে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা পৃথক।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক দেখা। শিক্ষকগণ যোগ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ হাই স্কুল, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃসপ্ততিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী পত্রিকা হইতে গৃহীত,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীঅ[illegible], [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, 'শিক্ষা' ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্‌-এ মহোদয়ের গৌরবশালিনী এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৮শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দার্থ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমার্দ্ধ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদিমধ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ে পরবিদ্যাপরিনিষ্ঠিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৩	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০ ২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০		১৮-৪৫
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
জিলা—নদীয়া
শ্রী মায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত — জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর—৪ঠা চৈত্র, ১৩৪৫ ১৮ই মার্চ্চ, ১৯৩৯ শনিবার । ১৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় পুলিশ সার্ভিস

বাঙ্গালাদেশ হইতে ভারতীয় পুলিশের জন্য মনোনীত প্রার্থীগণের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা কলিকাতায় গৃহীত হইবে। এই পরীক্ষা ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার হইতে শুরু হইবে। পরীক্ষা দুইটি বাঙ্গালা দেশের এই দুই পদ পূরণ করা হইবে, তন্মধ্যে একটি পদ মুসলমানের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। প্রত্যেক আবেদন ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিলের মধ্যে আবেদনকারীর জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসে প্রেরিতব্য। আবেদনকারী যদি কলিকাতাবাসী হন, তবে উক্ত তারিখের মধ্যে পুলিশ কমিশনারের অফিসে আবেদন পাঠাইতে হইবে।

এই আবেদনের জন্য ফর্ম, আইন-কানুন, পরীক্ষার পাঠ্যতালিকা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংস—হোম ডিপার্টমেন্ট বাঙ্গালা সরকারের সেক্রেটারীর নিকট পাওয়া যাইবে।

বিনাব্যয়ে বয়ন শিল্পে শিক্ষাদান

বাঙ্গলায় প্রচলিত তাঁত শিল্পের উন্নতি সাধনের জন্য বাঙ্গলা সরকারের শিল্প-বিভাগ নূতন আর একদল ছাত্রকে কার্পাস ও সিল্ক সূতার প্রস্তুত বস্ত্র, রং, ও কাপড় ও সূতা ধোলাই প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সম্পূর্ণ বিনাব্যয়েই এই সব ছাত্রকে শিক্ষাদান করা হইবে। ১১০ নং আপার সার্কুলার রোড বাগবাজারী ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা টেক্সটাইল স্কুলে এই শিক্ষাদান কার্য্য পরিচালিত হইবে এবং ছাত্র দলকে ৮ মাস কাল শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষাপ্রার্থী ছাত্রগণের তাহাদের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া আগামী ৩১শে মার্চ্চ (১৯৩৯) তারিখের মধ্যে শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট ৭ নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে দরখাস্ত প্রেরণ করিতে হইবে।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিমূর্ত্তি

১০ই মার্চ্চ পরলোকগত মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচনের যে কথা ছিল, তাহা মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের অসুস্থতার জন্য বর্ত্তমানে আবার স্থগিত রহিল।

যাহারা ইতঃপূর্ব্বে এই উৎসবে যোগদান করিবেন বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা পাব্লিক (হোম) ডিপার্টমেন্ট অন্যরূপ অভিপ্রায় না জানাইলে তাঁহাদের জন্য আসন নির্দ্দিষ্ট রহিয়া থাকিবে। ১০ই মার্চ্চ উৎসব সম্পন্ন হইলে তাহাদের পক্ষে যোগদান করা সম্ভবপর হইত না। পরিবর্ত্তিত তারিখে যদি তাঁহারা উক্ত উৎসবে যোগদানে উৎসুক হন, তবে যথা নিয়মে আমন্ত্রণ লিপির জন্য আবার সেক্রেটারীর নিকট আবেদন করুন।

"ডাফরিন" জাহাজে ট্রেনিংএর ব্যবস্থা

"ডাফরিন" জাহাজে ভারতীয় ছাত্রদিগকে নৌ বিদ্যা শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা আছে তদনুসারে বাঙ্গলা সরকার উক্ত জাহাজে শিক্ষা-প্রার্থী কতিপয় ছাত্রকে "বৃত্তি" দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নোক্ত নিয়মাধীনে এই সব "বৃত্তি" প্রদত্ত হইবে :—

১। যে সব ছাত্রের অভিভাবকগণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালায় বাস করেন অথবা এরূপ স্থিতি তাহাদের বাঙ্গলা সরকার মাসিক ২৫ টাকা করিয়া "বৃত্তি" দিবেন। এই সব বৃত্তি ৩ বৎসর কালের জন্য দেওয়া হইবে। বলা বাহুল্য বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের স্বভাব-চরিত্র ও পাঠে উন্নতির উপরই বৃত্তির স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। যে সব বালকের পিতা খাঁটি বাঙ্গালী বা বাঙ্গলার স্থায়ীভাবে বসবাসকারী নহেন, এরূপ কোন বালককে বৃত্তি দেওয়া হইবে না।

২। নির্দ্দিষ্ট ফরমে (এই ফরম "ডাফরিন" ট্রেনিং শিপ গভর্ণিং বডির সেক্রেটারীর নিকট হইতে পাওয়া যাইবে) দরখাস্ত লইয়া বাঙ্গলা-সরকারের বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট দাখিল করিতে হইবে। দরখাস্তের ফর্মে যেরূপ উল্লেখ আছে, সেইরূপভাবে "সার্টিফিকেট" প্রভৃতি দরখাস্তের সঙ্গেই দাখিল করিতে হইবে। সাধারণ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভর্ত্তি হওয়ার জন্য অনুমতি লাভের অপেক্ষা না করিয়াই উপরোক্তভাবে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে। "ডাফরিন" জাহাজে ট্রেনিং পাওয়ার জন্য দরখাস্ত করার পর উক্ত জাহাজের গভর্ণিং বডির সেক্রেটারীর নিকট হইতে যে অনুমতি-পত্র পাওয়া যাইবে, তাহারও একটি "বৃত্তি"র জন্য দরখাস্ত করার সময় দাখিল করিতে হইবে। "গভর্ণিং বডির" সুপারিশ অনুসারেই বাঙ্গলা সরকার "বৃত্তি"র জন্য ছাত্র মনোনয়ন করিবেন।

৩। ছাত্রদের বেতনের যে বিল হইবে, বৃত্তির টাকা তাহা হইতেই বাদ দেওয়া হইবে। সুতরাং বেতনের অবশিষ্টাংশ, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অতিরিক্ত অন্যান্য যে সব খরচ ছাত্রদের প্রয়োজন হইবে, তাহা বহন করার জন্য অভিভাবকগণকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

৪। বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করিলেই যে, "বৃত্তি" পাওয়া যাইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। নিয়মানুসারে "ডাফরিন" জাহাজের কর্তৃপক্ষের নিকট অগ্রিম যে পরিমাণ টাকা জমা দেওয়া প্রয়োজন, বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের অভিভাবকগণকেও উক্ত টাকা অগ্রিম প্রদানের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

৫। "বৃত্তি" জন্য প্রাপ্ত যে-কোন দরখাস্ত কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়াই সরকার অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিগুলির মধ্যে একটি একজন মুসলমান ছাত্রের জন্য এবং অপর একটি একজন এংলো ইণ্ডিয়ান ছাত্রের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। বলা বাহুল্য, কোন মুসলমান ও এংলো ইণ্ডিয়ান বালক "ডাফরিন" জাহাজে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য অনুমতি লাভ করিলেই এই সংরক্ষণের নীতি কার্য্যকরী হইবে।

অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পাহাড়তলী এবং পূর্ব্ব বোয়ালপাড়া নামক দুইটি অনুন্নত স্থানের জন্য দুইটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। উপরোক্ত স্থানে অপরাধ-প্রবণ জাতি বাহাদের বাস, উক্ত স্থানে বাহার দীবর সম্প্রদায় বাস করে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় — মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, সাপ্তাহিক ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(•)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমূহ হইতে প্রায় ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে সংকলিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন রায় এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। [illegible] (অর্দ্ধ) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড —৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কারদীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ অর্চন ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়শিক্ষা ।৶০
২২ স্বরূপ রহস্য ।০
২৩। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) অর্দ্ধ) ১
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। [illegible] (বাঁধা) ১৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সাধারণ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (দ্বিতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ? প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনক্রম /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। আর্য্যশতক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (সটীক সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনপথ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৸০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ আবেদন ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (আলোচনা) ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সারার্থদর্শিনী

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন [illegible]
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজি এণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। [illegible] ।৶০
৭৩ [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] /
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। [illegible] আদর্শ [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ; জন্ম [illegible] ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /
৮৪। শরণাগতি /

অসমিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যের [illegible] ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১৩ বিষ্ণু ৪৭৩ গৌরাব্দ ৪ঠা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৬৫ ১৮ই মার্চ্চ ইং ১৯৫৯, বুধবার | ১৬শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা

গত ১৫ই মার্চ্চ বুধবার অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় দুই ঘণ্টাকাল ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রসঙ্গক্রমে বহু কথাকে বলেন, শুদ্ধ অহঙ্কার কি, ভক্তদের স্বরূপ, মহাপ্রভুর অব নাই, সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে নচেৎ সংসার অবস্থাবী প্রভৃতি বহু সদুপদেশ প্রদান করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন।

অসুস্থাবস্থার মধ্যেও করুণাময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা-কীর্ত্তনের বিরাম নাই। তিনি নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছেন। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। যে দয়ার একবিন্দুও যদি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, বাস্তবিকই তাঁহার জীবন সার্থক হইয়াছে। জানি না, যে সৌভাগ্য আমাদের কবে হইবে?

শ্রীশ্রীধর্ম্মৈকমহারাজজীর অতএব ষষ্ঠবার শ্রীচৈতন্যমঠের আবির্ভাবস্থান নাট্য-মন্দিরে প্রাতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় এবং সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাধু মহারাজ শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হইতেছে।

গৌড়ীয়মঠের সেক্রেটারী মহোদয়েদের অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কয়েকদিন যাবৎ শ্রীচৈতন্য মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত ১৩ই মার্চ্চ সোমবার প্রাতঃকালে তিনি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করেন।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
৭।১২ ৫৮

আপনার ৫।১২ তারিখের পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি।

• • • আপনার পাঠের ধারায় এক্সাবি-গণের দ্বারা মাধুকরী ভিক্ষা করাইবেন এবং আপনি সুনাম্বী করিবেন। তিনি উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিশ্চয়ই সবিশেষ আলোচনা করিবেন। ইহাতে ভাবাইবেন না, মূল-চক্রে হইতে স্খলিত হইবেন না, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। গত সম্বৎসরের মধ্যেও আগ্রহভাবুক অটুট রাখিবেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম ও তাঁহার শিক্ষা একই বস্তু, তাঁহার শিক্ষার অনুসরণই প্রকৃত আনুগত্য,—ইহাই সর্ব্বদা স্মরণীয়।

তিনি উদাসীন হইলেই বৈরাগীর পতন অবশ্যম্ভাবী। আপনারা আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

দাসাধম—
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দেনুড়গাছি বাটিতে অবস্থানপূর্ব্বক সেবা-নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীনারায়ণী দেবীর পুত্র শ্রীল ঠাকুর মহাশয় ভক্তিশাস্ত্রে খুব প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন এবং বৈষ্ণবাচার পালনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মহিমা প্রচার করিবার জন্য কায়, মনঃ, বাক্যে চেষ্টাবিশিষ্ট ছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের মাতা নারায়ণীদেবীর বাল্যকাল হইতে শ্রীমহাপ্রভুর অত্যন্ত কৃপাপাত্রী ছিলেন। তাহার দৃষ্টান্ত আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই—

"অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে এই ধ্বনি।
গৌরাঙ্গের অবশেষপাত্র নারায়ণী॥"

একদিন শ্রীবাসের গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু মহাপ্রকাশ-লীলা করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীবাসপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীকে মহাপ্রভু তাঁহার ভোজনের অবশেষপাত্র দিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেমে ক্রন্দন করাইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্নেহ-দৃষ্টিতে পরিবর্দ্ধিতা সেই শ্রীনারায়ণী দেবীর গর্ভে ঠাকুর মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন শুধু আমার মত বদ্ধজীবের উদ্ধারের জন্য। আমরা অমৃতের সন্তান হইয়া অমৃতের সন্ধান রাখি না, ইহার মত দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে? তাই আমার মত অভাগ্য পামর বদ্ধজীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, আমরা যাহাতে অমৃতের স্বাদ আস্বাদন করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি, তাহার জন্যই পরদুঃখ-দুঃখী ঠাকুর মহাশয় আমাদের 'শ্রীচৈতন্য-ভাগবত' রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমৃতময়ী লীলাকথা আমাদের নিকট পরিবেশন করিয়াছেন। এই অমূল্য গ্রন্থখানি বাংলাভাষায় লিখিত সাহিত্যের "তৃতীয় সাহিত্য" বা নির্ব্বাচনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্ট সাহিত্যের "আদি কাব্য" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থখানি নিখে পড়াইলে জগতের যে সব সম্প্রদায় বড় উপকার সাধিত হইবে যে, তাহা ধীহারা এই গ্রন্থের অমৃত আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, সেই মহাসৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই উচ্চৈঃস্বরে তাহা প্রচার করিবেন। এই গ্রন্থ যিনি বিশ্বকে দান করিয়াছেন, সেই মহা-পুরুষের মহাবদান্যতার কথা কীর্ত্তন করিলে সকলেই আত্মমঙ্গল বরণ করিতে পারিবেন।

আজ পরম পূজ্যপাদ আবির্ভাব জীবের নিত্যমঙ্গলকারী শ্রীমদ্ বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচরণে আমার সকাতর প্রার্থনা—যেন দম্ভসহকারে বৈষ্ণবের গুণগাথা কীর্ত্তন করিবার পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবগণের গুণগাথা কীর্ত্তন করিবার জন্য জন্মে জন্মে আতি-বিশিষ্ট হইয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিতে পারি। শুধু সাহিত্য পাঠ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিবার পরিবর্ত্তে কোন জন্মেও যেন শ্রীল ঠাকুর মহাশয় যে অমৃত বিশ্বে দান করিয়া মহাবদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন, বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে যেন সেই অমৃতের এক কণাও আস্বাদন করিবার জন্য নিষ্কপট আর্ত্তি জাগে। এবং অমৃতের পুত্র অর্থাৎ অমৃত বা রসস্বরূপ কৃষ্ণের দাস—তাঁহার ও তদীয়জনের পদধূলি-সেবা দাস্য লাভ করে নিজেকে উপলব্ধি করিয়া এই দীন জীবনের ধন্যাতিধন্য হইতে পারি। ইহাই যেন আমার অন্তরে সদা সর্ব্বদাই নিষ্কপট প্রার্থনা হয়। ইহাই এই দীনহীন কাঙ্গালের বৈষ্ণব-গণের শ্রীচরণে একমাত্র নিবেদন।

"জীবের নিজের আত্মস্বরূপে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ আনন্দ-ভোগের অর্থাৎ কার্ষ্ণ-কিঙ্করের অনুভূতির সম্বন্ধজ্ঞান। শুদ্ধভক্তের পরিচয়ের দ্বারা সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। হরি স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্ন, জীবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। চেতন-দর্শনই কৃষ্ণভোগদর্শন। প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্কট-সঙ্কট দুর্দ্দৈবসমস্তাভিজ্ঞা-রূপ নির্দ্দেশ।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ বিষ্ণু, অব্যয় শ্রীগৌরাব্দ ৪৫০

যৎকিঞ্চিৎ

'উৎসব' বলিতে আমরা সাধারণতঃ শারীরিক ও মানসিক শান্তিপ্রাপ্তির অবলম্বন কিংবা কোনও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান-উপলক্ষে পরস্পর মিলন-ভোজন প্রভৃতি ব্যাপারে আমোদজনক আরামের উপভোগ বুঝিয়া থাকি। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানাপ্রকার উৎসবের আদর্শ আবহমান কাল হইতে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রত্যেক দেশের সভ্য এবং অসভ্য মানবজাতির মধ্যে নানাবিধ উৎসবের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্ন দেশের সামাজিক উৎসবের চিত্র হইতে ঐ-সব-জাতির অনেক তথ্য আবিষ্কার করিয়া দেশের ও সমাজের চরিত্র অবধারণ করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন দেশের উৎসব বিভিন্নপ্রকার। আবার সভ্যজাতির উৎসব হইতে অসভ্যজাতির উৎসব ভিন্ন। এক এক দেশের এক-এক জাতির জাতীয়-উৎসবের এক-একটি বিশেষ-বিশেষ চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। আ'ফ্রিকার কোন কোন স্থানের অধিবাসিগণ মাংস-ভোজন যে উৎসবের অনুষ্ঠান করেন, তাহা অন্য জাতির বিচারে [illegible] পড়া গিয়াছে, ঐ সন্তানদিগের মাতা-পিতা বৃদ্ধ হইলে তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া বর্ব্বরোচিত বিভাগ-ক্লেশ হইতে যত শীঘ্র সম্ভব অব্যাহতি প্রদান করিলে পুত্র অধিকতর সামাজিক সম্মান প্রাপ্ত হন। যে যোগ্য সন্তান পূর্ব্ব-পুরুষগণকে নৃশংসভাবে ক্লেশের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাদের মাথার খুলি যতটা অধিকসংখ্যায় সংগ্রহ এবং জাতীয়-উৎসবকালে ঐগুলি বিশেষ পানপাত্ররূপে ব্যবহার করিতে পারেন, তিনি সমাজে ততটা অধিক সম্মান লাভ করেন।

সভ্য ও অসভ্য মানবজাতির মধ্যে জন্মোৎসব, মিলনোৎসব, বিবাহোৎসব, শ্রাদ্ধোৎসব, মৃত্যুৎসব, ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যপাঠে জানা যায় যে, বাঙ্গালা-দেশে সভাপ্রভুর আবিষ্কারের পূর্ব্বে পাখী, বিড়াল, বানর প্রভৃতির বিবাহ উৎসব, চণ্ডী বিষহরি প্রভৃতি পূজায় উৎসব, শ্রাদ্ধ উৎসব বা বাবুদ্রব্যোৎসব প্রভৃতি খুব ঘটার সহিত সম্পন্ন হইত। এখনও সময়ে সময়ে সংবাদ পত্রের মারফত ধনীলোকের বাড়ীতে পুতুলের বিবাহ, কুকুর কুকুরীর, বিড়াল বিড়ালীর, বানর-বানরীর বিবাহ, কোথাও বুড়া-শিবের বিবাহ, আবার কোথাও ধর্ম্মের নামে [illegible] বাজন, ঢাক-ঢোলের আড়ম্বরে বাদ্য-যন্ত্রে প্রাতঃস্নানাদি বলিয়া উৎসবের সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

আবহমান কাল হইতে ধর্ম্ম ও জাতীয় রাজন্যবর্গের সভাপ্রাঙ্গণ নৃত্য গীতাদি উৎসবে মুখরিত থাকিবার কথা পাওয়া যায়। সে-দিনও বঙ্গের অন্যতম রাজধানী মুর্শিদাবাদের হীরাঝিল, মতিঝিল, চেহেল সেতুন, রঙমহল প্রভৃতি প্রমোদপল্লীর [illegible] উৎসবের বন্যা প্রবাহিত থাকিয়া ঐ তদানীন্তন সমস্ত অপেক্ষাও অধিকতর সমৃদ্ধিশালিনী নগরী বলিয়া পরিচিত করাইয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লসের সময় ইংলণ্ডে যে বিলাস উৎসব চলিয়াছিল, তাহার পরিণামে হইয়াছিল [illegible] বিখ্যাত সঙ্গীত-নাট্যাদি ও নাটকের অশ্লীলতা। বিংশ শতাব্দীর সভ্যজগতে [illegible] যে উৎসব চলিয়াছে, এখনও ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের মহাশ্মশানের মধ্যেও যেন তাহার বিরাম হয় নাই।

যে পাশ্চাত্যশিক্ষা আমাদিগকে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে তাহার স্বাধিকার উপরে আমরা কৌশলও বর্ত্তমান আমরা সব জানিতে পারিয়াছি। তাই উৎসবের কথা শুনিলেই বিবাহ-উৎসব, শ্রাদ্ধোৎসব প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক ধর্ম্মোৎসব কিংবা পারমার্থিক ধর্ম্মের পোষাক পরাইয়া সার্ব্বজনীন উৎসবের নামে বারোয়ারীর ইন্দ্রপূজার আমোদ-প্রমোদ-উৎসব প্রভৃতির আদর্শগুলিই আমাদের চোখের নিকট বড় হইয়া উঠে। আর আমরা উহাদের ছাঁচে ঢালিয়াই সব কিছু মাপিয়া থাকি।

জাতির বা দেশের দুর্দ্দিনের সময়ে লোকের চিত্ত বিষণ্ণ ও বিব্রত থাকে। তাই তখন আমোদোৎসবও ভাল লাগে না। দেশ বা জাতিকে যখন নানাপ্রকার দৈবের কালমূর্ত্তি গ্রাস করে, তখন আমোদ প্রমোদাদিতে অর্থব্যয়কে অপব্যয় বলিয়াই মনে হয়। বঙ্গদেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করা যায়,— যখন 'বর্গী এল দেশে' বলিয়া আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন 'বাগ্‌যজ্ঞ', 'হীরাঝিল' সকলেরই আমোদ-প্রবাহ শুকাইয়া গিয়াছিল। বেশী দিনের কথা নয়, যখন সিপাহী-বিদ্রোহের দাবানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, যখন "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বঙ্গকে গ্রাস করিয়াছিল, তখন প্রমোদশালাগুলি নীরব হইয়াছিল—সকলের উৎসবের আনন্দসঙ্গীত শান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

কেহ কেহ বলিবেন, যখন মহামারীর প্রকোপ আরম্ভ হয়, তখন শ্মশানপুরীর উৎসব, মঙ্গল-সঙ্কীর্ত্তনোৎসব, প্রভৃতি ত' অধিক বিস্তৃতই হইয়া পড়ে। তখন অনেকেই টাকা খুঁজিয়াই ঐ সকল উৎসবের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেন।

জাতি বা দেশ হাহাকারের বেলা কপর্দ্দক পাইয়া যতই কেন না [illegible], অর্থ দৈন্যের মানুন, কিন্তু উঁহাদের সেই কপর্দ্দক দেশের নানাপ্রকার প্রমোদশালাসমূহ জাঁকাইয়া বাজাইয়া প্রচার করিয়াছে। কই দেশের এই দুর্দ্দিনে চলচ্চিত্র ও রঙ্গালয়ের সংখ্যা হ্রাস না হইয়া ক্রমে-ক্রমে বৃদ্ধিই পাইতেছে কেন? নানাপ্রকার খেলাধূলা নানাবিধ নব নব মোহিনী মূর্ত্তিতে মনীষী ও উচ্চশিক্ষিত সমাজের অর্থ-দৈন্যের বুদ্ধিকে [illegible] অধিকার করিয়া বসিতেছে কেন? নানাপ্রকার উৎসব জাতীয় কলা-প্রদর্শনের নামে দেশ-বিদেশের [illegible] জাতির [illegible] ছড়াইয়া পড়িতেছে কেন? [illegible] সামাজিকতা, ধর্ম্মশিক্ষা বা সামাজিকতার অবতরণ টানিয়া যত বড়ই সতী-সাধ্বী সাজুন না কেন, উহার উদ্দাম উৎসবের তাণ্ডব সমস্ত জাতির জাতীয়তার বিনাশ-মূর্ত্তিতে সাম্প্রদায়িক-সঙ্কীর্ণ-চিত্তের কৌলীন্য-গর্ব্ব হইতে বৃহত্তর [illegible] ক্ষুদ্র মন উৎসব উপাদানে দূষণীয়তে পরিণত করিবে।

উৎসব-পিপাসা প্রাণিজগতের স্বাভাবিক ধর্ম, কিন্তু সেই স্বভাব জগতের আদর্শে ও বিবর্ত্তে পড়িয়া বিপন্ন হইয়াছে। সে-কথা মানবজগতে স্ব-স্ব ভাবনা দিয়া দৈবজগতের স্বাভাবিক উৎসবের জন্য উৎস উন্মোচন করিয়া দেখার জন্য শ্রীগৌরজন্মোৎসব। আমাদের স্বজনের নিজ অনুরাগের উৎসবকে ভুলিয়া গিয়া আমরা যে সকলকে উৎসব বলিয়া বরণ করিতেছি, সেই বেলা তাহাদের বিচার হওয়ায় শ্রীগৌরজন্মোৎসব কার্ত্তিকোৎসব। সমগ্র সমাজের মনুষ্য-মনোবিজ্ঞান পরিচ্ছন্ন যে আগুন জ্বলিয়াছে, তাহাতে অন্য কোন দোষ শত্রুর প্রতি দৃষ্টি করিবার উপায় নাই। সর্ব্বাগ্রে আগুন নিবাইতে হইবে। সেই মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণের বিজ্ঞান-প্রচারের জন্যই শ্রীগৌরজন্মোৎসব। সুতরাং অন্যান্য সামাজিক বা ধর্ম্মার্থীর আমোদপ্রমোদের ন্যায় মনে করিয়া দেশের বা জাতির দৈন্য-দুঃখের দিনে হরিকীর্ত্তনোৎসবকে গৌণ বা অপ্রয়োজনীয় বিচার করিলে চলিবে উৎপাতকেই উৎসব বলিয়া অভিনন্দিত করিয়া ফেলিব। এ জন্যই বাঙ্গালার আদিকবি প্রভু-বন্দী শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বেদব্যাসের মত মুক্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন,—

"যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হলেও তাহা নাহি চাই॥"

সামাজিক দৈন্য, দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে প্রমোদশালার দ্বার সাময়িকভাবে রুদ্ধ করিয়া দেওয়া বা মহামারী প্রভৃতি দৈব-দুর্ব্বিপাকের মধ্যে পূজা বা সংকীর্ত্তনোৎসবের পতাকা তুলিয়া ধরা, উভয়েই সমান নহে কি? এই উভয় ব্যাপারে আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ রক্ষার উৎসব। কেহ দুর্ভিক্ষ বা বন্যা-পীড়িতগণের সাহায্যার্থে কিংবা ব্রাহ্মণের শিশু-প্রাণোৎসব বা অন্নপ্রাশন কন্যার বিবাহোৎসবের জন্য চাঁদা দিয়া কিংবা ধনীদের 'সাহায্যার্থী' ঘোষণা করিয়া লোকের ইন্দ্রিয়োৎসবের বিনিময়ে স্বার্থপরতায় আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন এবং সামাজিক-পরোপকারিতাবৃন্দের কষ্টি-পাথরে নিজ নিজ উদারতার কৌলীন্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, কিন্তু বিশ্বপ্রেমকতার লোকদিগকে

ঐ উৎসব প্রচার-কার্য্যই বহুজীবের উদ্ধারোৎসব বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব কেবল জাতীয় নহে। তাহা বহুলোকের উচ্ছৃঙ্খলতা বা বহির্ম্মুখ সামাজিকতার কোন উৎসব বা ব্যবসায়ীর আমোদ-প্রমোদের ন্যায় বাদ্য নহে—উহাতে পারমার্থিকতার গোপনতা উহাদের কুৎসাচরণের সম্ভাবনা নাই। শ্রীগৌড়ীয় মঠের উৎসব সকল লোক-মঙ্গলের আকর তাহা উজ্জ্বলায় প্রভুর উদ্দিষ্ট-মঙ্গলেরই। তাহা জাতির বা দেশের সম্পদে-বিপদে, জীবনে মরণে, বন্ধনায় কি মুক্ত দশায়, পরাধীনতায় কি স্বাধীনতায় সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে, সর্ব্বদেশে একমাত্র সেবার বস্তু। জগৎ যখনই প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে, আর যাহারা এই জগতে হইবে, ইতিহাসে লিখিত হইবে, আর কোথায় বিস্মৃত হইবে, সকল সময়ের যে একমাত্র ভূষণ-সম্পদ তাহা, তাহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসবের আন্তরিক ব্যাপার।

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"—হরিকীর্ত্তন সকল সময়ই করিতে হইবে। ঠাকুর হরিদাস যখন বাইশবাজারে প্রহৃত হইয়া লীলা দেখাইয়াছিলেন, তখনও হরিকীর্ত্তনই তাঁহার একমাত্র আশ্রয়ণীয় বস্তু ছিল। ঠাকুর হরিদাস যখন কারাগৃহে অবরুদ্ধ বন্দিদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, তখনও তিনি একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের কথাই প্রচার করিয়াছেন। গোপীনাথ পট্টনায়ককে যখন পুরুষোত্তম 'বড় জানা' 'চাঙ্গে' চড়াইয়াছিলেন, তখনও হরিনামোচ্চারণে তাঁহার চেষ্টা ছিল। সার্ব্বভৌম ও বিদ্যা-বাচস্পতির ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লববিপত্তির মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব আনুষঙ্গিক-নিবাসী লোকের বাদে-বাদে যখন সনাতন ও শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীহরিদাস, শ্রীরূপ-সনাতন প্রভৃতি সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিয়া হরিকীর্ত্তন উৎসবই প্রচার করিয়াছিলেন।

হরিকীর্ত্তনের উৎসব সার্ব্বকালিক; বরং বিপদের সময় আমরা অধিকতর আর্ত্ত হইয়া শ্রীমধুসূদনকে স্মরণ করিতে পারি,—দুঃশাসনের দুষ্টতার সময়ে দ্রৌপদী হরিকীর্ত্তনেরই চেষ্টা করিয়াছিলেন। হরিকীর্ত্তনের শারীরিক বা মানসিক মহামারী-নিবারণের জন্য নহে, তাহা কেবল হরিতোষণেরই জন্য।

শ্রীবলদেব-গুরুদেব

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

পরমাত্মা পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম বলহীন ব্যক্তির লভ্য নহে।

যাঁহারা পাশ্চাত্য অজ্ঞদৃষ্টির উপাসনা করেন, তাঁহারা 'বল' বলিতে শারীরিক বা মানসিক বল বুঝেন। কিন্তু ঐ সব বল প্রাকৃত বল,—পাশবিক বা দৈহিক বল-মাত্র। দৈহিক বল অপেক্ষাও পরম দৈবিক বল আছে, তাহাই আত্মার বল—তাহাই আত্মার আত্মা—পরমাত্মার আশ্রয়। সেই বলদেবের পাদপদ্মের করুণা-কটাক্ষ হইতেই সমস্ত জীবকুল পরমেশ্বরের সেবার বল লাভ করেন।

লোকসমূহের আকর্ষণকারক বলিয়া 'রাম' এবং বলাধিক্য বলিয়া তিনি—'বলদেব'।

পরমেশ্বরের যে শক্তি 'সত্তা' প্রকাশ করেন, তাঁহার নাম সন্ধিনী-শক্তি। এই সন্ধিনী শক্তির অধীশ্বর—শ্রীবলদেব। তিনি দশদেহে অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে কৃষ্ণ-সেবা করেন। যে সকল জীব বল-দেবের ন্যায় সেবা করিতে চাহে, তাহারা বল সঞ্চয় করিবার জন্য বলদেবের অভিন্ন স্বরূপ বলভদ্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। বলভদ্রের বিশেষ সেবা করিবার প্রবল ইচ্ছা উদিত হইলে তাহার প্রতিযোগী বল ধন ও বিপদ্ধন্ধ গ্রহণ করিবার চেষ্টা হয়। তখন সেই বলাধার শ্রীবলদেবেরই কলা-স্বরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ-কর্ত্তৃক 'সংহৃত' হয়। এই শ্রীসঙ্কর্ষণ বলদেবে কৃষ্ণ-সেবাকারী সকলেরই প্রাণস্বরূপ। একা যিনি দশ দেহে সকলের সেবা করেন, শ্রীসঙ্কর্ষণ সেই বলদেবে বাৎসল্য-সেবার প্রকাশ করিয়া উদিত হন।

এই বলদেব শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের বলে বলীয়ান্ না হইলে কখনও অভীষ্টলাভ হয় না। বল-বিতরণ-কারী সর্ব্ব-বলের আকর দেবতা তাঁহার বল-মূর্ত্তিকে গুরু চিদ্বৈচিত্র্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

"ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্ত-ভুক্তশেষ—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥"

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই বলদেব তত্ত্ব। শ্রীগুরুপাদপদ্ম— শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম এই শ্রীবলদেবের আশ্রয়বিগ্রহ। গুরু-কৃপাহীন ব্যক্তি কখনও আত্মস্বরূপ লাভ করিতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্বে বলদেবের আবির্ভাব কৃষ্ণসেবায়, কৃষ্ণদর্শনের পূর্ব্বে শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন ও সেবা।

শ্রীবলদেবাভিন্ন না হইলে—শ্রীগুরু পাদপদ্মের কৃপাবল না পাইলে জীব কিছুতেই মঙ্গল লাভ করিতে পারে না। তাই বলা,—

নিতাইপদকমল কোটিচন্দ্রসুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥

* * *

শ্রীগুরুচরণপদ্ম কেবল ভকতি সদ্ম
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন

(প্রাপ্ত)

এ জগতে কবি বা সাহিত্যিকের অভাব নাই। কিন্তু যে সাহিত্যিক বা কবিগণ জগতের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে জগতের ভাবী অমঙ্গলেরই সৃষ্টি করিতেছেন বা এ যাবৎ করিয়াছেন। কারণ শুষ্ক সাহিত্য বা তুচ্ছ কাব্য আলোচনা ছাড়িয়া তাঁহারা বিষয়মদে মত্ত মানবকুলের নিকট যে উচ্চ কাব্য প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে লোক ভগবানের সন্ধান না পাইয়া বৈকুণ্ঠদর্শনে প্রমত্ত হইয়াছে—বহির্ম্মুখতা তাহাদের দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ভক্তসাহিত্যের প্রচুর অনুশীলন এবং শিক্ষার এত আধিক্য প্রসার হওয়া সত্ত্বেও জগতের-অবস্থা উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে কিনা তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন।

তাই আমাদের নিত্য মঙ্গলকামী অপ্রাকৃত সাহিত্যিকপ্রবর শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর জগতের মঙ্গলকামনায় উদিত হইয়া বিষয়মদে মত্ত জীবকুলের উপর যে অহৈতুকী কৃপাবারি বর্ষণ করিয়াছেন তাহার তুলনা এ জগতে বিরল। সুতরাং আমার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুচেতন বহুজীব কি প্রকারে তাঁহার ন্যায় মহাজনের অপার কীর্ত্তনে সমর্থ হইবে? তাই, ইহা যেরূপ একেবারে অসম্ভব, সেইরূপ অনুসন্ধানেও সম্ভব করিয়া আমার মত বহুজীবের উদ্ধারের নিমিত্তই বলিয়াছেন,—

বৈষ্ণবের কৃপায় করিলে জীবের ত্রাণ
শুনিয়াছি সাধুমুখে।

* * *

যে কারণে প্রকাশ যথা বাসনার আশ
সমস্তের চাঁদ বরিষাতে।
অন্তর-বাহির দু'ম অংশ পড়িয়া আছি
নিজগুণে করিয়া আমারে॥

এই ভরসা লইয়াই আমার ক্ষুদ্র বিদ্যাতীত মত তুচ্ছ সেবাভিলাষ।

বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বাংশে পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত মামগাছি নামে একটি প্রাচীন পল্লী অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই মামগাছি গ্রামকেই প্রাচীনগণ এবং ভক্তি-রত্নাকরের লেখক নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদদ্রুমদ্বীপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মামগাছি গ্রামেই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন। এখনও এই স্থানে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিত্যপূজা সাধিত হইতেছে। পূর্ব্বে এই স্থানে গৌরনিত্যানন্দের সেবা তাদৃশ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ও উজ্জ্বল ছিল না। কিন্তু এখন গৌড়-মণ্ডলভূমি-পরিশোধক পরমহংসপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ কর্ত্তৃক ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের প্রতিষ্ঠিত গৌরনিত্যানন্দের সেবা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাটে নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমৃদ্ধি সহকারে প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীনারায়ণীদেবীর মামগাছি গ্রামে বিবাহ হয়। শ্রীবাস-পণ্ডিতের পত্নী মালিনীদেবীর পিত্রালয় মামগাছি গ্রামে। ঐ বংশেরই কাহারও সহিত শ্রীনারায়ণী দেবীর বিবাহ হয়। শ্রীনারায়ণী দেবীর গর্ভেই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন আবির্ভূত হন।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শিশুকালে পিতৃ-কুলের বিয়োগ হওয়ায় তাঁহার পিতৃকুলের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। জানা যায় তিনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। এবং তাঁহার মাতৃকুল শ্রীচৈতন্যচরণের কৃপায় আশ্রিত এবং সর্ব্বপ্রধান, মুখ্য-সেবক বলিয়া সেই পারমার্থিক ছিল, বৈষ্ণবজগতে ও গৌড়ীয়-সাহিত্য-সমাজে পরিচিত।

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় জীবনের অধিকাংশ দেনুড়েই বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সংসার-পরিগ্রহের কোন কথা জানা যায় নাই। তিনি চারিটী শিষ্যের মধ্যে শ্রীরাম-হরি নামক একটী উত্তম বাহ্যীয় কুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে নিজ সেবিত সম্পত্তি-সমূহের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। তাঁহার বংশধরগণ এখনও শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

গৌড়ীয়-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থলে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীশ্রী... শ্রীবিগ্রহ, ... [illegible] আছেন। ... [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। ... [illegible] কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ... [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ, মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) চাঁদ কাজির ... শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গোস্বামী দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাসন

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

সাদপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাহিরগাছি (... [illegible]) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) বাগবাজার-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চটক পর্ব্বত

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং ... [illegible], দার্জ্জিলিং

(৩০) ...-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... জেঃ সাহারণপুর, ইউ. পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

... পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

... গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য...পীঠ

কেশোবপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ...-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনপীঠ

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—...,

পোঃ ..., জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮নং ... রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ... সিং রোড ৭

(৫০) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, ...

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ... সেবা

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-রামানন্দ-মিলনস্থলে সেবা

(৫২) ...গৌড়ীয়মঠ

বালিসাহী?, পোঃ ... (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—সমুদ্র পুরী

(৫৫) গীতাকুটী

(৫৬) ক্ষীরচোরা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রেমুণা, ...

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

... পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) ... গৌড়ীয়মঠ...

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ ..., মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ ..., মেদিনীপুর

(৬১) আমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমলি, মেদিনীপুর

(৬২) ... প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

..., পোঃ ..., (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ৫

৫১, ... রোড

... লণ্ডন, S. W.

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আফিস

২০৪ ... রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

... চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে মহোপদেশক শ্রীমৎ ... চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রী... ব্রহ্মচারী ভক্তি..., ... কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী বার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০		
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲			৫৲
" এক কলম	১৫৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	৩।০
" সিকি কলম	১৫৲	১০৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৫৲
" এক কলম	৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২॥০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible] উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক [illegible] স্বাস্থ্য ও আরামপ্রদ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছে। খাবার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তিআবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কালানুসারে ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কালানুসারে প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পত্রাদি-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকাটার দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৭৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা ১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের শুভেচ্ছায় সুপ্রসিদ্ধ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু রচনাবলী শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১৯৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তথাতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৪-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৩	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৭-৩১ (ন্যারো গেজ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-২৫		১৪-৩০	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৬	৯	১০-৪	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১-০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৩১	২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিতার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

REGD NO C 1344

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর ৬ই চৈত্র ১৩৪৫, ২০শে মার্চ, ১৯৩৯ সোমবার। ১৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—০—

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী

শ্রীযুক্ত সমরকুমার রায় আই-এস-ই সম্প্রতি বিহার গভর্ণমেন্টের চীফ ইঞ্জিনীয়ার ও পূর্ত্ত-বিভাগের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। আগামী এপ্রিল মাস হইতে তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

সমরবাবু ১৮৮৭ সালে ঐ ... ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিবপুর ইঞ্জীনিয়ারিং কলেজের অন্যতম কৃতী ছাত্র ছিলেন। নিজ বুদ্ধি, বিদ্যা, সততা এবং প্রতিভার বলে তিনি সামান্য চাকুরী হইতে আরম্ভ করিয়া আজ সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় প্যাটেলের উইল

বিঠলভাই কর্তৃক দান প্রকাশ কালে আদালতগৃহ জনতাপূর্ণ হয়; কিন্তু পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল।

উইলে টাকা শ্রীযুক্ত বসুকে নিঃস্বত্ব ভাবে দান করা হইয়াছে বলিয়া মিঃ দেশাই যে যুক্তি দেখান, তাহার উল্লেখ করিয়া বিচারপতি বলেন, একই সঙ্গে নিঃস্বত্ব ভাবে দান ও তৃতীয় পক্ষের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিবার কোন সর্ত্ত স্থাপন করার নির্দ্দেশ দেওয়া যায় না। যুক্তি দেখান হইয়াছে যে, ট্রাষ্ট বা ট্রাষ্টি কথা ব্যবহৃত হয় নাই। বিচারপতি মত প্রকাশ করেন যে, ট্রাষ্ট গঠন করিতে কোন বাঁধাধরা কথা না ব্যবহার করিলেও চলে, একমাত্র প্রয়োজন হইল, উইল সম্পাদনকারী সুস্পষ্টভাবে নিশ্চয় করিয়া ট্রাষ্ট গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট।

বিচারপতি আরও বলেন যে, 'রাজনৈতিক' উন্নতি কথাটি খুব পরিষ্কার এবং 'ভারত' বলিতে 'বৃটিশ ভারত,' কিম্বা কেবল ভারত বুঝাইবে তাহাও সঠিক বলা হয় নাই।

বড়লাটের মন্তব্য সমর্থন

ত্রিপুরী কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের বড়লাট লর্ড লিনলিথগো যে বক্তৃতা দিয়াছেন তৎসম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া "ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান" পত্রিকা বলিয়াছেন যে, বড়লাট ভারতীয় রাজন্যবর্গকে তাঁহাদের নিজেদের বুদ্ধিমত কাজ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। অত্যন্ত সংযত ও মার্জ্জিত ভাষায় এই আভাষটি দেওয়া হইয়াছে। সার্ব্বভৌমশক্তি তাহার বাধ্য-বাধকতা মানিয়া চলিবেন না কিম্বা তাহার চাপ আকস্মিক ও কড়া হইবে, এরূপ কোন ইঙ্গিত দেওয়া হয় নাই। রাজন্যবর্গের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত বড়লাট তৎসম্পর্কে কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট অথচ মার্জ্জিত সুপারিশ করিয়াছেন। বড়লাট যে সব সুপারিশ করেন রাজন্যবর্গ সাধারণতঃ তাহা মানিয়া চলেন। দেশীয় রাজ্যসমূহের জনসাধারণের বিক্ষোভ দমনকল্পে রাজন্যবর্গ কেবল যদি সার্ব্বভৌম-শক্তির সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন তাহা হইলে চলিবে না।

বৈষ্ণবদের ধ্বংসলীলা

ডায়মণ্ড হারবার এলাকাধীন কালীনাথপুর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২৬ খানা বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। গৃহস্থের যাবতীয় সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৫ হাজার টাকা।

রাজকীয় শাসন সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং উহা উহার গণ্ডী উচিত। রাজন্যবর্গ যদি তাঁহাদের রাজ্যে অবস্থান করেন এবং জনসাধারণের স্বার্থে একটি মোটা অংশ যদি নিজের কাজে ব্যয় না করেন এবং রাজ্যের শাসন-কার্য্য যদি একটা ব্যক্তিগত করিয়া না তোলেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের শাসনপদ্ধতি উদার বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। একথা বলা আজ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং রাজকোটের দৃষ্টান্তের পর রাজন্যবর্গ নিশ্চয়ই এতদনুসারে কার্য্য করিবেন।

অগ্রদ্বীপে অগ্নিকাণ্ড

গত ২৫শে ফাল্গুন দ্বিপ্রহরে অগ্রদ্বীপ গ্রামের গোয়ালপাড়ায় শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে প্রথম আগুন লাগিয়া পল্লীর প্রায় ২ শতখানি ঘর একেবারে পুড়িয়া গিয়াছে। অধিকাংশ গৃহস্থই তাহাদের কোন জিনিষ বাহির করিতে সক্ষম হয় নাই। স্থানীয় অধিবাসী শ্রীযুক্ত বিভারঞ্জন মল্লিক মহাশয় ও অন্যান্য লোকের চেষ্টায় প্রায় ৩ ঘণ্টা পরে আগুন নিবিয়া যায়। শ্রীভূধর ঘোষ ও শ্রীভূতনাথ গড়াইএর ক্ষতিই সকলের অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। ভূতনাথের একমাত্র পুত্র তাহাদের গরুগুলিকে রক্ষা করিতে গিয়া দগ্ধ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছে। দুইটি গরু পুড়িয়া মারা গিয়াছে। তাহারও প্রাণহানি হয় নাই। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহু পরিবার গৃহহীন হইয়াছে।

জাপানের বাণিজ্য-জাহাজ নির্ম্মাণ

১৯৪২ সালে যাহাতে ২৫ লক্ষ টনের বাণিজ্য জাহাজ নির্ম্মিত হয়, জাপান তজ্জন্য পরিকল্পনা করিতেছেন। যানবাহন-বিভাগের মন্ত্রী পার্লামেণ্টে এই পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী বৎসরে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টনের জাহাজ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা আছে।

ভারতের নিকট ব্রহ্মের দেনা

স্বতন্ত্রীকৃত ব্রহ্মদেশের ভারতবর্ষকে কত টাকা দিতে হইবে তাহার চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখের হিসাব-পত্রের চূড়ান্ত পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে, তদনুসারে স্থির হইয়াছে যে, ব্রহ্ম গভর্ণমেন্টের নিকট ভারত গভর্ণমেণ্টের মোট পাওনার পরিমাণ ৫০ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ সালে ব্রহ্ম-গভর্ণমেন্ট ভারত গভর্ণমেণ্টকে যাহা দিয়াছেন তাহা বাদ দিলে দেখা যায়, ১৯৩৯-৪০ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৫ বৎসরে সুদে আসলে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে হইলে ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের ভারত গভর্ণমেণ্টকে প্রতি বৎসর ২ কোটি ২৪ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা এককিস্তি দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্ম বিচ্ছেদের তারিখে যাহারা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পেন্সন পাইতেছিলেন, তাঁহাদের পেন্সন বাবদ যাহা সমস্ত পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত বার্ষিক হারে শতকরা সাড়ে সাত টাকা করিয়া ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টকে দিতে হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীপাদের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১্ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:(০):——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে উদ্ধৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩্ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীপাদের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৯০্
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৬৮্
দশম স্কন্ধ— ৯্
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬্
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪্
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১্; ৩য় খণ্ড—৷৷০ ৪র্থ খণ্ড - ৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৷৷০; ২য় খণ্ড—১্; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১্
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। জৈবধর্ম্ম ২্
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২্
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২্
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১্
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১্
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২্
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২্
অবাঁধা) ১৷
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১্
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৬্
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ [illegible] ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। [illegible] ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিচিন্ত্যঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৬৪। [illegible] ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়ব্রতনির্ণয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷
৬৯। এ ভিউ অফ [illegible] ৷
৭০। নামভজন ৴
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷০
৭২। [illegible] ৷৵
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible]
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। [illegible] ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫্

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যদেব

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১৫ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ৬ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ২০শে মার্চ খৃঃ ১৯৩৯, সোমবার | ১৭শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ভুবনমঙ্গল অবতার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অন্তর্দ্ধানলীলাভিনয়ের মধ্যেও সর্ব্বক্ষণ বীর্য্যবতী হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণের সেবোৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহার কলিমলবিধ্বংসিনী হৃদয়স্পর্শিনী হরিকথা অনর্গলভাবে, প্রত্যেক সজ্জনমাত্রেরই হৃদয়ে এতদ্রুত সেবোৎসাহ সঞ্চারিত করিতেছে। গৌরনিজজনের এই অপার করুণার কথা অবর্ণনীয়। সত্যানুসন্ধিৎসু নিষ্কপট সজ্জনগণ একথা বর্ণে বর্ণে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন, আশা করি।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কিছুদিন যাবৎ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে কয়েকদিন হইল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ পদ্মাবর দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ হরিকথা-প্রচারার্থ চব্বিশপরগণা জেলায় গমন করিয়া তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

গত ১৮ই মার্চ শনিবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করিয়াছেন। তথা হইতে স্বামীজী অন্যত্র প্রচারে বহির্গত হইবেন।

গত ১৭ই মার্চ শুক্রবার শ্রীচৈতন্যমঠে প্রাতে উপদেশক শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের কথা কীর্ত্তন-মুখে আচার্য্যের অপার করুণা ও অসমোর্দ্ধ-মহিমার কথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দ-বর্দ্ধন করেন। অপরাহ্ণে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভাগবতপুরাণ-তীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গৌড়ীয় হইতে শুদ্ধসনাতনধর্ম্ম ও আচার্য্যগণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রায় একঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ আচার্য্যের স্বরূপ, আচার্য্যগণ্ডা কাহাকে বলে, শ্রদ্ধা কাহাকে বলে, সৌভাগ্যবান্ জীবেরই কৃষ্ণকার্ষ্ণ্য প্রাপ্তি লাভ হয় প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় দুইঘণ্টাকাল বহুকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন।

কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব

গত ৫ই মার্চ রবিবার দিবস শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখা শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তনের পর সমস্ত দিন ধরিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ হয়। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠের নাটমন্দিরে শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ প্রভু শ্রীগৌরজন্মোৎসব-সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ করেন ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। নানাবর্ণের সুগন্ধি পুষ্পাদি ও বৈদ্যুতিক আলোকমালা শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার করা হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠে পুনরায় হরিকথা আলোচিত হয়।

শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কলিকাতা

১৮।৩।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক নিবেদন—

* * * তোমার ১১।৩ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। শ্রীগুরুদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন আছেন, ইহা আমার বিশ্বাস। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্ত মনে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকিলে তাঁহার প্রসন্নতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। * * শ্রীগুরুদেবের কথাই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ। তাঁহার কথা ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহ উভয়ই অপ্রাকৃত ও অভিন্ন। তাঁহার বাণীর সেবা করিলে তাঁহার প্রকৃত সেবা হয়—তাঁহার প্রতি গুরুভক্তি প্রদর্শিত হয়। সেইরূপভাবে তাঁহার সন্তোষ হয়। সেইরূপ সঙ্গ নিত্য। উহা অতীব দেশ কাল পাত্র দ্বারা ব্যবহিত হয় না। একথা বিশ্বাস করিয়া উহা জানিবার জন্য সর্ব্বদা সেইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। উহাই একমাত্র প্রয়োজনীয়। আর সব মায়া—অপস্বার্থ, নশ্বর ও কপটতা-পরিপূর্ণ। আমার দণ্ডবৎ-প্রণাম গ্রহণ করিবে। ইতি—

দাসাধম

শ্রীনারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর

(২)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ পূর্ব্বক নিবেদন—

* * * সকলের সহিত সেবা-সম্বন্ধে থাকা কর্ত্তব্য। নিরন্তর হরিকথা আলোচনা না করিলে সেবাবুদ্ধি শিথিল হইয়া পড়ে। শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যের অভাব হইলে হরিকথা শোনা কিংবা বলা সম্ভব হয় না।

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥

উহাই শ্রীল আচার্য্যদেবের স্বরূপের পরিচয়। সর্ব্বদা তাঁহার কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও চিন্তনদ্বারা তাঁহার প্রকৃত দর্শন প্রাপ্ত হয়। তিনি তাঁহার কথা হইতে অভিন্ন। * * তুমি এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া নিবে এবং এই পত্র দেখাইবে। তাঁহার আনুগত্যের অভাব নাই, সুতরাং সে অনায়াসেই এই সব কথার প্রকৃত-তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিবে। ইতি

দাসাধম

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

'তিনিই প্রকৃত সাধু অর্থাৎ বৈষ্ণব—যিনি সকলের একমাত্র নিত্য ভজনীয় স্বামী কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাভিন্ন স্বরূপে অবতীর্ণ নামের ভজন শিক্ষা দেন। সাধু বা বৈষ্ণব বা গুরু জীবের অধিকার বিচার পূর্ব্বক ক্রমশঃ ভজনের ক্রমপ্রণালী শিক্ষা দিয়া অনর্থের নিবৃত্তি করাইয়া থাকেন। রুচি ও ভাবোদয় পর্য্যন্ত জীবের অনর্থ থাকে।'

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ বিষ্ণু সর্ব্বশিব সংকর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

কপট দুই প্রকার—ভোগী ও ত্যাগী। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই অপরের আরোপ ভারের প্রতি উদাসীন। যে যাহা অন্তর্যামীর প্রতি উদাসীন, ভগবান্ তাহাকে দয়া করেন না। ভগবান্ বিভুচিৎ, জীব অণুচিৎ। অণুর অংশের মধ্যে আবার যদি কেহ চুরি করিয়া কিছু রাখিয়া দেয়, ভগবান্কে সেইটুকুও দিবে না মনে করে, তাহা হইলে বিভুচিৎ তাহার কাছে প্রকাশিত হন না।

অপরকে বঞ্চনা করার নাম—কপটতা। আমার গুরুবর্গ—সকলকেই বঞ্চনা করিয়া নিজের অপস্বার্থ ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের ভক্ত হইব, এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি—কপটতা। সকল বাস্তবসত্তার বিলোপসাধনের বিচার কপটতা হইতে জাত। নিজেকে বঞ্চনা করিব—এইরূপ বিচার মহা কপটতা।

'আমি স্বতন্ত্র জীব—ভগবানের সেবা করিব না'—এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি প্রত্যেক কৃষ্ণবিমুখ জীবেরই আছে এবং এইজন্যই তাহারা এই বহির্জগতে এত বড় একটা field পাইয়াছে। অসৎসঙ্গকে আমরা সৎসঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকৃত করিতে যাইতেছি। আমরা মায়ার আদেশ পালন করিতে চেষ্টা করি। যদি জীবের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয়, তবেই মঙ্গল হইয়া যায়। কৃষ্ণের স্মৃতি কৃষ্ণের শ্রবণের দ্বারাই হইয়া থাকে। কৃষ্ণের শ্রবণের অভাবে কৃষ্ণের বিস্মৃতি ঘটে। কৃষ্ণ যে জিনিষ, সেই জিনিষটির সম্মুখীন হওয়া ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কৃষ্ণের সহিত আমার যে স্মৃতি আছে, তাহা প্রকাশিত হইয়া থাকে—কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞান লাভে।

কৃষ্ণ অধোক্ষজবস্তু তিনি অধোক্ষজ। বিষয়-কথার মধ্যে তাঁ'র অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। তা'হ'লে কি উপায়ে এ জগতের মধ্যে তাঁ'কে দেখতে পাওয়া যাবে? নির্ম্মল অন্তঃকরণে শ্রবণ করতে হ'বে। কৃষ্ণকথা শ্রবণ করলে একটুকু শোনা হ'লেই কীর্ত্তন আরম্ভ হ'বে, কীর্ত্তন ছাড়া অন্য কথা থাকবে না। কেউ অন্য কথা শোনাতে আসলে তাকে মারতে যাবে।

আগে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হ'বে নচেৎ গুরু হ'য়ে (?) শোনা হ'বে যাবে থিয়েটারের অভিনয় দেখা-শোনার মত। প্রথমে নিজে লঘু হ'তে হ'বে। ইহার নাম—আশ্রয়। গুরুকে যদি গুরু ব'লে গোপন করা যায়, তা'হ'লে অসুবিধা হ'বে। শিষ্যের দান গ্রহণকারী চোরকে গুরু করতে হ'বে না। তা'হ'লে গুরু করা না হ'য়ে চাকর করা হ'য়ে যাবে। সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করতে হ'বে। আর যে গুরু (?) এক কপর্দ্দকও নিজের জন্য গ্রহণ করবেন, তিনি চোর হ'য়ে যাবেন। কৃষ্ণের দ্রব্য চুরি ক'রে নিলে আর গুরুপদবাচ্য হবেন না। যে সকল গুরু (?) শিষ্যের (?) বিত্ত অপহরণ করেন, তাঁ'রা লঘু। তাঁ'দিগকে আশ্রয় করলে আরও লঘু হ'য়ে যেতে হ'বে। প্রকৃত গুরু লাভ হ'লে তিনি (শ্রীগুরুদেব) হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা কিরূপে হৃষীকেশের সেবা করছেন লক্ষ্য করতে হ'বে, তা'হ'লে সুবিধা হ'বে। 'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়'। কৃষ্ণচন্দ্র আশ্রয়-বিগ্রহ হ'য়ে সৌভাগ্যবান্ জীবের নিকট উপস্থিত হন, ভাগ্যহীন জীবের নিকট উপস্থিত হন না।

বর্ত্তমানে আমাদের বিষয়ী আর যোষিৎ-দর্শন হ'চ্ছে। গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুপাদপদ্ম-দর্শনের পরেও যদি আবার যোষিদ্দর্শন হয়, তা'হ'লে পতন হ'য়ে গেল। তখন দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, গুরু থেকেও বড় গুরু আছে। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, আর যদি গুরুকৃষ্ণসেবা করেন, তা'হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হ'বে—কৃষ্ণ-বিষয়ে দিব্যজ্ঞান—দীক্ষা লাভ হ'বে।

কৃষ্ণেতর বিষয়ের জ্ঞানপ্রদানের জন্য গুরুগণ কত'ই না চেষ্টা করছে! যে কার্য্য করলে বিষয়ী ও যোষিৎকে আর দেখতে হয় না, সেই কার্য্য করতে হ'বে। তখন কৃষ্ণ-যোষিৎকে পরমপূজ্য জ্ঞান করতে পারা যাবে। তখন 'যোষিতের ভোক্তা'—এই দর্শন নিরস্ত হওয়ায় ভগবানে সেবাবৃত্তি উদিত হয়। তখন কৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন হয়—আমি 'যোষিৎপতি'—এইরূপ বিচার হয় না, কৃষ্ণই একমাত্র 'যোষিৎ-পতি' এইরূপ দর্শন হয়। কেবল কৃষ্ণভজনের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। যখন তখন নিজেকে গুরুর পুত্র জ্ঞান করে—এ সকল পিতা-পুত্রের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না—তখন মঠবাস হয়।

শ্রবণকীর্ত্তন না হ'বার জন্য কৃষ্ণের দর্শন হ'চ্ছে না। আশ্রয় ত' করব আমি! আমি আশ্রয় না করলে আর কি হ'বে? ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সদ্গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পেলেই সব হ'বে। তাঁ'র দয়া না হ'লে আমার শত চেষ্টার দ্বারাও কিছু হ'বে না। তাঁ'র দয়াই মূল জিনিষ। যদি হৃদয়ের মধ্যে নিষ্কপট আর্ত্তি থাকে, যদি তাঁ'কে সত্য সত্যই চাই, তা'হ'লে তাঁ'র দয়া নিশ্চয়ই লাভ হ'বে।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্যযুক্ত হওয়াই অভক্ত হওয়া—কৃষ্ণকার্য্য-বিরোধী হওয়াই অভক্ত হওয়া। গুরুপাদপদ্মের নিতান্ত দাস হ'লে এই অভক্তি হ'তে মুক্ত হওয়া যায়। যদি একবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্মৃতিপটে কৃষ্ণস্মৃতি এসে যায়, অর্থাৎ আমি যে নিত্যকৃষ্ণদাস—এই অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হয়, তা'হ'লে সমস্ত অভক্তে আগুন লেগে যায়—অভক্তগুলির মূল পর্য্যন্ত পুড়ে ছারখার হ'য়ে যায়।

সর্ব্বতোভাবে যদি কেহ হরিকীর্ত্তন করেন, তবেই তাঁ'র হরিস্মরণ হয়, তা'হ'লেই তিনি অমানী মানদ, তৃণাদপি সুনীচ হ'তে পারেন। 'তৃণাদপি' শ্লোকে 'সদা' শব্দের অর্থ—কামক্রোধাদির অবসর না দিয়ে অবিচ্ছেদে হরিকীর্ত্তন। কামক্রোধাদিযুক্ত ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই—অন্যভোগ-বাদে রুচিসম্পন্ন ব্যক্তির তৃণাদপি সুনীচত্ব নাই। নিরন্তর কৃষ্ণানুসন্ধান বা বিপ্রলম্ভরসে আসক্ত ব্যক্তিরই তৃণাদপি সুনীচত্ব।

পরমার্থসেবা—জড়ের সেবা নহে কৃষ্ণ! হ'চ্ছেন পরমোপাস্য—সদুপাস্য সর্ব্বদা কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর—কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের পরিকরবৈশিষ্ট্য, কৃষ্ণের লীলা কীর্ত্তন কর, যিনি অনুক্ষণ বলেন, তাঁ'র পাদপদ্মই সর্ব্বদা উপাস্য অর্থাৎ শ্রীগুরু-পাদপদ্মই সর্ব্বতোভাবে নিত্যোপাস্য, তিনি নিত্য ভগবৎপার্ষদ, তাঁ'র সেবকগণ বৈষ্ণব।

'হিরণ্যকশিপু' জাতীয় ব্যক্তিমাত্রই—ভক্তদ্বেষী। প্রহ্লাদানুগগণ সর্ব্বদাই তাহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। 'হিরণ্য' শব্দের অর্থ—স্বর্ণ বা প্রাকৃত ধন এবং 'কশিপু' শব্দের অর্থ—শয্যা। যাহারা প্রাকৃত ধন ও সুকোমল শয্যায় আসক্ত অর্থাৎ যাহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা বাদ দিয়া জগতের যাবতীয় দ্রব্য ভোগ করিতে প্রধাবিত, তাহারাই 'হিরণ্যকশিপু'; আর প্রকৃষ্টরূপে কৃষ্ণের আহ্লাদোৎপাদনই—প্রহ্লাদের কার্য্য। হিরণ্যকশিপু সর্ব্বদাই প্রহ্লাদের সেবাকার্য্যে বাধা প্রদান করিবে, সে তাহা না করিয়া থাকিতে পারে না; তাহাকে ঐ প্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে, অন্ততঃ প্রহ্লাদের নিকট উপস্থিত হইতে না পারে, তন্নিমিত্ত তাহার প্রতি ক্রোধ-প্রকাশই প্রহ্লাদের হিরণ্যকশিপুর প্রতি চরম দয়ার নিদর্শন। আমার দেহ, আমার স্বজন—যে কেহ আমাকে ভগবদ্ভক্তির পথে বাধা প্রদান করে, সেই ভক্তদ্বেষী; প্রকৃত মঙ্গল লাভ করিতে হইলে ভক্তদ্বেষিগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিতেই হইবে। শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং হিরণ্যকশিপুর বক্ষবিদারণ-দ্বারা ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধ-প্রকাশের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন—প্রহ্লাদ স্বীয় ভক্তদ্বেষী পিতা হিরণ্যকশিপুর প্রতি 'অসুর' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়া "ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে" বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

(১)

ঢাকাখ্য-নগরীবাসি-পুণ্যশীলায় ধীমতে।
সদনুষ্ঠানশালায় রাজকার্য্যধর্ম্মাত্মনে॥
রায়বাহাদুরাখ্য-শ্রীমনোমোহননামিনে।
নিয়োগীত্যুপনামে শ্রীমঠসেবাবিধায়িনে॥
শ্রীহরিপ্রীতিকামায় সিংহাসনপ্রদায়িনে।
বৈষ্ণবসদ্গুণাঢ্যায় কীর্ত্তনে মহাত্মনে॥
ভক্তিভূষণ ইত্যেতদুপাধিরতুলং শুভম্।
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ সমর্প্যতে॥
গোদ্রুমস্থ নবদ্বীপে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ— শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর

সভাপতিঃ

(২)

পাটলীপুত্রগৌড়ীয়মঠসংসেবনে রতঃ।
সংকীর্ত্তনাঃ রতো যো বৈষ্ণবপ্রীতিভাজনম্॥
সজ্জনপালনদক্ষঃ রাসঃ কৃষ্ণার্থবাধিতঃ।
শ্রীমান্ দাসাধিকারী চ সেবোৎসাহী সদাশয়ঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিপ্রসূন ইত্যেষ উপাধিরয়ং সাদরম্॥
গোদ্রুমস্থ শৈলগ্রামে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—

সভাপতিঃ

(৩)

সদাচারসম্পন্নো বিপ্রবংশবিভূষণম্।
শ্রীমানন্দপূর্ব্বকঃ লীলাধরমূর্ত্তিমান্॥
তত দাসাধিকারীতি-নাম্না সাধুজনাশ্রিতঃ।
হরিকথানুরাগী শ্রীগুরোরভীষ্টপূরকঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভাগবতভূষণ ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো শুভঃ॥
খ-রস-গজ-শশাঙ্ক-শাকে মায়াপুরোত্তমে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—

সভাপতিঃ

(৪)

নোয়াখালীজিলাজাতো ঢাকাপ্রবাসিনাং বরঃ।
গৌরভক্তপরাচিত্ত-সর্ব্বশক্তিমান্ বুধঃ॥
বিদ্যাবিনয়যুক্তশ্চ সজ্জনপ্রীতিভাজনম্।
কায়েন মনসা বাচা বিষ্ণুবার্ত্তাপ্রকাশকঃ॥
শ্রীমন্দিরপূর্ব্বকঃ মুরারিমুকুন্দঃ।
বি-এ ইত্যুপনামাঢ্যো গৌরাশিষবিভূষিতঃ॥

ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যেষ উপাধিরয়ং সাদরম্॥
গোদ্রুমস্থ নবদ্বীপে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—

সভাপতিঃ

(৫)

দাসাধিকারিনাম্না যঃ শ্রীরামকৃষ্ণাঙ্কিতঃ।
বিবিধকার্য্যনৈপুণ্যো সেবোৎসাহপরায়ণঃ॥
প্রার্থী গুরুকৃপাদৃষ্টৌ বৈষ্ণবসেবনে রতঃ।
বিনীতো মানদো ধীরঃ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ বিতীর্য্যতে।
কার্য্যনিপুণ ইত্যেষ উপাধিরয়ং সাদরম্॥
খ রস গজ-চন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—

সভাপতিঃ

(৬)

উৎকলদেশসম্ভূতঃ শ্রীনিত্যানন্দনায়কঃ।
ব্রহ্মচারিবরঃ শান্তো গৌড়ীয়মঠসেবকঃ॥
অর্চ্চনাবিধরো নিত্যং বৈষ্ণবাদেশপালকঃ।
সাধুসেবাপরায়ণো হরিকথাপ্রয়োজনবান্॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিগৌরব ইত্যেতদুপনাম সুশোভনম্॥
গোদ্রুমস্থ শশাঙ্ক-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—

সভাপতিঃ

(৭)

মুকুন্দমাধবো নাম শ্রীমান্ বর্ণী সতাং প্রিয়ঃ।
নিষ্কপটো বিনীতশ্চ পাটনামঠ-সেবকঃ॥
সেবোৎসাহী সুবুদ্ধিঃ শ্রীনামগানপরায়ণঃ
গুরুভক্তিযুতো নিত্যং বৈষ্ণবানন্দবর্দ্ধকঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিমুকুন্দ ইত্যেতদুপনামাত্র সাদরম্॥
গোদ্রুমস্থ নবদ্বীপে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ-

সভাপতিঃ

(৮)

কলিকাতাস্থবিখ্যাত-বসুকুলকলানিধিঃ।
বাগ্মী বিবুধঃ সাধুঃ সজ্জনানন্দবর্দ্ধনঃ।
হরিচারুকৃতো দক্ষঃ প্রচারাদিসহায়কঃ।
মদনমোহনো নাম শ্রীযুক্তো গুণাকরঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো শুভঃ

গোদ্রুমস্থ নবদ্বীপে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—

সভাপতিঃ

(৯)

শ্রীব্রজবিহারীর-গৌড়ীয়মঠসেবকঃ।
ব্রহ্মচারিবরঃ শ্রীনিতাইদাসনায়কঃ॥
হরিনিয়মাধিকারোদ্যঃ সেবানিষ্ঠাপ্রদর্শকঃ।
সদ্বিচার দৃঢ় গম্ভীরো বৈষ্ণবনির্ব্বন্ধনঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ সমর্প্যতে।
ভক্তিমুকুল ইত্যেতদুপাধিরতুলং মহৎ॥
গোদ্রুমস্থ নবদ্বীপে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—

সভাপতিঃ

(১০)

সাধুসঙ্গরতঃ শ্রীযোগেশ্বরাভিধঃ সুধীঃ।
দাসাধিকারিবাক্ চ সদাচারবিচক্ষণঃ॥
লোকহিতৈষণাবিজ্ঞঃ সর্ব্বদারি-বিহীনকঃ।
বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্নোঽপি মঠসেবানুসারকঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ সমর্প্যতে।
ভাগবতভূষিত ইত্যেতদুপাধিরতুলং শুভম্॥
গোদ্রুমস্থ নবদ্বীপে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—

সভাপতিঃ

(১১)

শ্রীগৌড়ীয়মঠস্থায় নরোত্তমনাম্নিনে।
ব্রহ্মচারিসমাজায় শ্রীমতে ভক্তিসংযুজে॥
শ্রীগুরুগৌরসেবার্থং প্রচুরশ্রমকারিণে।
বৈষ্ণবসেবাপরায় বিনয়োৎসাহশালিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিকুসুম ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো মুদা॥
খ-রসরস-চন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে স্থলী।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—

সভাপতিঃ

(১২)

শ্রীগুরোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ সেবৈকব্রতধারিণে।
শ্রীচৈতন্যমঠস্থ শ্রীনারসিংহনামিনে॥
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থায় গুরোর্নির্দ্দেশপালিনে।
নামকীর্ত্তনযোগায় ভক্তসেবাবিলাসিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসৎসভ্যৈস্তস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিকল্যাণ ইত্যাখ্যমুপনাম সমুজ্জ্বলম্॥
খ-রসশৈলশশাঙ্কাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—

সভাপতিঃ

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র, গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্ম আছে, চতুর্দ্দিকে শ্রীবিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রদর্শনী ও প্রাচীন অনুসন্ধানের ব্যবস্থা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাণ্যাদি সেবায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
উহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) শ্রীনৃসিংহপল্লী শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ-পাট

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাকদহ (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়ার

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাঁদমুখ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা ঝোরা, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চরিহার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মছুয়াটোলী পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বিষ্ণুপদ রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশমহল্লা, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—সেকপাড়া,

পোঃ ফেরোজপুর, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নই দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অ্যাপোলো বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) মঠগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) সত্যকুটী

(৫৬) ভিবড়ি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

গঙ্গাবাড়ি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) সারঙ্গধর গৌড়ীয়মঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মণ্ডপ

পোঃ বড়বাজার, পঞ্জাব

(৬০) আশ্রমপ্রপন্নাশ্রম মঠ

চিংড়িয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জামাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জামাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকুণ্ড, পোঃ চৈতন্য, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং শেষিষ্টন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ৩
৫১, ক্রমওয়েল রোড
গ্লাষ্টার, লণ্ডন, এস ই

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ টিউলেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার-সম্পাদিত
শ্রীব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:০:-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷/০		
" " ইঞ্চি	২৲			১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৩।০
" সিকি কলম	১৮৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র ।

শ্রীধাম মায়াপুরে

—:০:—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

[illegible] অধ্যাপকবৃন্দ

গঙ্গাতীরে [illegible] স্বাস্থ্যকর ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অধ্যাপকগণ খাঁটি ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বোর্ডিংবাসের প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিজ্ঞভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

[illegible]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—:০:—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুকম্পায় "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত '[illegible]', শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থ টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি বর্ষাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। দেশী উৎকৃষ্ট কাগজে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

[illegible]ল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অভিজ্ঞতার সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাবেশ্য এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আবালবৃদ্ধ কবিতা প্রভাবে বর্ণন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বহু হইবে। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমন্বয় আলোচনা। প্রথম খণ্ডই প্রথম আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রস্তাব, মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সূচিপত্র ও শব্দসূচী-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদিলীলা, জীবনচরিত এতদিন পর্যন্ত সমাজে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের প্রিয়শিষ্য সর্ববিদ্যাধিতিবিদ্যাক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১০৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

উক্ত কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪-৫০	১৬-৫৫	১৭-৫০	২২-২০
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩১	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৩	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪১		১১-১০		১৮-১৩		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫-৪৫		৯-২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-২৩	৯-১৩	১০-৩	১১-৪১	১৪-১৩	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ		৬-২৩	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৫	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৩			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ				১১-০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ		৮-১৩	৯-২১	১২-১	১২-১৩	১৪-১৩	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫০	
(বদল) ছাঃ	১৬-৪৪	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৩	২০-৩

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভরণের

... পাচন

সর্ব্ববিধ অজীর্ণ অম্লপিত্ত ...

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু নরনারীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। শিক্ষার যাঁহা সংযুক্ত তালাবদ্ধ এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ফোন— শ্রীমায়াপুর ৭
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর – ৭ই চৈত্র, ১৩৪৫, ২১শে মার্চ, ১৯৩৯ মঙ্গলবার | ১৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::০::——

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি

সরকারী মহলের আলোচনা হইতে জানা যায় যে, নূতন ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য-চুক্তি ২২শে মার্চ এক সঙ্গে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে প্রকাশ করা হইবে। ২৭শে মার্চ অথবা বাজেট বিলের আলোচনার শেষ হওয়া মাত্র কেন্দ্রীয় পরিষদে ইহার আলোচনা হইতে পারে। যতদূর সম্ভব আর্থিক বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই চুক্তির শর্তাবলি সম্পর্কে পরিষদে ভোট গ্রহণের চেষ্টা করা হইবে।

কারণ তাহা হইলে নূতন বৎসরে শুল্কের পরিবর্তন করা প্রয়োজন হইলে যথা সময়েই তাহা প্রবর্তন করা সম্ভব হইবে। ৩১শে মার্চ তুলা, কাগজ, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, চিনি ও বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে এই শুল্ক বিল উপস্থিত করিবার সম্ভাবনা আছে।

———

মহীশূরে দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র

রাজন্যবর্গের নিকট বড়লাট যখন দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন তথাপি মহীশূরের তাহার ... করিয়াছে। মহীশূরের প্রজাদের আত্মশাসন বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার জন্য যে সংস্কার কমিটি বসিয়াছে, তাহা বর্তমানে মহীশূর গভর্ণমেন্ট ও গণতন্ত্রী দলের মধ্যে আপোষ করার জন্য প্রকৃত উন্নতি কামনা করে বলিয়া প্রকাশ। সুতরাং কেন্দ্রীয় ... সরকারী কাউন্সিলের ... প্রতিনিধি পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা হইতে একজন করিয়া—এই দুইজন সাধারণের নির্বাচিত মন্ত্রী লইয়া শাসন পরিষদ গঠিত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করেন। দেওয়ান এই শাসন পরিষদের নেতা হইবেন। বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ মহল হইতে অবগত হইয়াছি যে, কমিটি কোনরূপ দ্বৈতশাসনের পক্ষপাতী নহে। কিন্তু তাঁহারা যুক্তরাষ্ট্রিক প্রথার সমর্থক অধিকাংশ সদস্য এখন পর্যন্ত সম্বন্ধে কোনরূপ স্থির ধারণা না হইতে পারে, সেইজন্য গঠনতন্ত্রের ভূমিকায় দায়িত্বশীল গবর্ণমেন্ট বলিয়া ঘোষণা করার পক্ষপাতী। দেশীয় রাজ্যগুলির রাজনীতি সম্পর্কে অধুনা সংঘটিত ঘটনাবলীতে সংস্কার কমিটি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। দেশের সর্বত্র এমন কি, সরকারী কর্তৃপক্ষের ধারণা যে, কমিটি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেছে এবং সুপারিশ জানাইতে কমিটির আর বিলম্ব করা উচিত নহে। শাসনতন্ত্র শেষ পর্যন্ত যে আকারেই গ্রহণ করুক না কেন, সকলেই একমত যে, অন্ততঃ কয়েক দফায় আত্মশাসন দেওয়া হইবে। তবে সি পি রামস্বামী আয়ার কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বিষোদগার করা সত্ত্বেও মাদ্রাজে মহীশূরের অবস্থার পরিণতি গভীর মনোযোগের সহিত পরিলক্ষিত হইতেছে।

অনাবৃষ্টি ও প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার ফলে গঞ্জাম জেলায় সর্বত্র শস্যের অশেষ ক্ষতি হইয়াছে। একত্র উড়িষ্যা সরকার গঞ্জাম জেলায় প্রায় ৩৫ হাজার টাকা খাজনা মকুব করিয়াছেন।

পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার খাজনা মকুব

অনাবৃষ্টির ফলে ভোরহী পাহাড়ের নিকটবর্তী গ্রামসমূহে মোটেই শস্য হয় নাই। এই কারণে গবর্ণমেন্ট এই সকল গ্রামে সম্পূর্ণ খাজনা মকুব করিয়াছেন।

গঞ্জাম এষ্টেটে ঘূর্ণিবাত্যার ফলে শস্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, গবর্ণমেন্ট শস্য হানির প্রতি ভূস্বামীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রজাদের খাজনা মকুব করিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন।

লবণ সংগ্রহের সুবিধা সঙ্কোচ

প্রকাশ, সমুদ্রতীরবর্তী গ্রামসমূহে লবণ আইনের অপব্যবহারের জন্য এবং ঐ আইন ভঙ্গে বাধাদানের অসুবিধার জন্য গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে প্রাপ্ত লবণ তৈয়ারীর সুবিধা সঙ্কোচ করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এখন হইতে দুই মাস লবণ তৈয়ারী করা এবং দুই সপ্তাহ লবণ সংগ্রহ করা চলিবে। লবণ বিভাগের কর্মচারিগণ গ্রামবাসীদের প্রয়োজন অনুসারে লবণ সংগ্রহের পরিমাণ স্থির করিবার চেষ্টা অসন্তোষজনক হওয়ায় এই নূতন বন্দোবস্ত করা হইল।

যে সকল স্থানে স্বাভাবিক উপায়ে স্তূপাকার লবণ জমিয়া থাকে তথা হইতে লবণ সংগ্রহের জন্য দুই মাস সময় অত্যন্ত বেশী বলিয়া কর্তৃপক্ষ মনে করেন। তাঁহাদের মতে দুই ঋতুতে এক সপ্তাহ করিয়া দুই সপ্তাহ সময়েই এই উদ্দেশ্য যথেষ্ট।

কৃষ্ণনগর সংবাদ

——::(০)::——

আগামী ২৫শে মার্চ ১১ই চৈত্র শনিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার কৃষ্ণনগর রামগোপাল টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের কৃষ্ণনগর অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণের এক সভা হইবে। সভ্যগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

আলোচ্য বিষয়

১। সম্মেলনের আয় ব্যয় পর্যালোচনা

২। বিবিধ।

শ্রী—লাল ভট্টাচার্য
সাধারণ সম্পাদক
অভ্যর্থনা সমিতি, কৃষ্ণনগর
১৫ই মার্চ ১৯৩৯

———

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়

যাহারা লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ হিতসাধন করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নাম অনুসারে কোন কোন বিল্ডিং ও লেকচার হলের নামকরণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তদনুসারে এখন হইতে সি ভি হোষ্টেল ডি, ভি হোষ্টেল, গোকর্ণনাথ মিশ্র হোষ্টেল পুরাতন কেমিষ্ট্রি লেকচার থিয়েটার এ পি সেন লেকচার থিয়েটার, বটিং হল, রামপাল সিং হল এবং লাইব্রেরীর বিল্ডিং কম, বিশেশ্বরনাথ বিল্ডিং রূপ নামে অভিহিত হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১্ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুসূদন মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীভক্তিবিনোদ আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্তি-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের আলোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে সংগৃহীত ১০৮টী অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩্ তিন টাকা মাত্র।

৩। ভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্, ভুবনেশ্বরী পোঃ বগুলা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০্

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮্

দশম স্কন্ধ— ৭্

২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬

৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৷০ ; ২য় খণ্ড ৩য় খণ্ড—৷০ ৪র্থ খণ্ড—৷০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৷০ ; ২য় খণ্ড—১্, ৩য় খণ্ড—৷০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১্

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম ২্

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২্

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২্

১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১্

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷০

১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ।০

১৮। [illegible] ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০

২১। [illegible] ।৶০

২২। [illegible] ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১্

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২্

২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২্ অবাঁধা) ১্

২৬। গীতার বৈষ্ণব বাংলা ভাষ্য ।০

২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১্

২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷০

৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। [illegible] প্রদীপ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাদর্পণ ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০

৪৩। [illegible] ৴০

৪৪। [illegible] ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। [illegible]

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০/

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴৷০

৪৯। অর্চনপথ ৴১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬্

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬। [illegible] ও [illegible] ৶০

৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। [illegible] ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্

৬৪। [illegible]

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্

৬৬। [illegible] ।০

৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। [illegible] ।০

৭০। [illegible] ৴০

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মর্ফোলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজী ।০

৭২। [illegible] ।৶০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৭৫। [illegible] গৌড়ীয় মঠ ইন ব্রীফ ৵০

৭৬। দি হারমনিস্ট ।০

৭৭। [illegible] অ্যাণ্ড [illegible] ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০্

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৮১। সাধন-পথ

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু

৮৩। গীতাবলী

৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১৬ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ৭ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ২১শে মার্চ ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার | ১৮শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এবং মহোদয় নিয়মিত হরিকথা আলোচনা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মসেবার ভক্তগণের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন।

———

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছেন।

———

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব

গত ২১শে ফাল্গুন রবিবার শ্রীধাম-বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রী[illegible]বৈষ্ণব রাজসভার রাজপাত্র ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। [illegible] শ্রীমঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা, শ্রীগুরুপূজা, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে বেলা ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। পরে শ্রীবিগ্রহের অভিষেকাদি সমাপনান্তে বেলা [illegible] হইবার পর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

প্রভুপাদের বাণী

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণ করলে তাঁর [illegible] পরিণাম [illegible] [illegible] সৌভাগ্য লাভ করি, তা'হলে ভগবানের সেবা করতে পারি। শুরুপাদপদ্ম ও তাঁর [illegible] বস্তু নন। আমি মূর্খ, যে ভাষায় বললে আমার মূর্খতা যায়, তাঁরা সেই ভাষায় ব'লে আমার মূর্খতা অপনোদনের [illegible] [illegible] সঞ্চার করেন। সাধুদের বাণী [illegible] action এর মত। উহা অসদ্বস্তুকে repel ও সদ্বস্তুকে attract করে। সাধুগণের সঙ্গফলে সদ্বুদ্ধি লাভ হয়। অসদ্বস্তু ত্যাগ ও সদ্বস্তুগ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না। যাঁরা অসাধু তাঁরা সর্ব্বক্ষণ অন্যান্য পরামর্শ প্রদান করেন, অন্যান্য কথাবার্ত্তা বলেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে ভক্তের বাধা [illegible] অপসারিত হয়। ভক্তের বাধা সাময়িক অপসারিত হ'লে সুবিধা হয়। গুরুমুখে—সাধুদের নিকট হ'তে শ্রবণ হয়। তাঁদের নিষ্কপট [illegible] গ্রহণের সুযোগ। নতুবা নিষ্কপটী হ'লে কখনও সংকল্পের বাধা হ'তে পারে, [illegible] নিষ্কপটী হ'বার জন্য [illegible], [illegible] [illegible] চলি, আবার কখনও [illegible] [illegible] গ্রহণ ক'রে অন্যায় সাধন করি। শ্রবণকীর্ত্তনের অভাব হ'লেই এই ক্ষতি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিচ্যুত হ'লে এরূপ দুর্দ্দশা অনিবার্য। শ্রবণকীর্ত্তন জল, সেবকাগী—[illegible] পারমার্থিক ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই একমাত্র কৃত্য। আর পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা করবার কোন দরকার নেই।

যিনি ভগবৎপাদপদ্মের সর্ব্বদা অনুশীলন করেন, তাঁর আনুগত্যকারী সেবাভাগী যিনি তাঁর সেবা করেন তাঁর [illegible] [illegible] যেতে পারে, অন্যথায় পাওয়া যেতে পারে না। নবধাভক্তি সবাই স্বীকার্য্য, অর্থাৎ কার্য্যটী [illegible]

———

গত [illegible]শে ফাল্গুন সোমবার গৌর-জয়ন্তী-বাসরে নির্দ্দিষ্ট পারলৌকিক ভক্তবৃন্দ ও অভ্যাগতগণকে বিবিধ মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। বহু [illegible] মহাপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা [illegible] দেবী ও চট্টগ্রাম [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু উক্ত উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

বাস্তবিক [illegible] [illegible] শ্রবণ করেন, তাঁরই মঙ্গল হয়। যদি আমাদের এমন সৌভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা'হলে সেই সুযোগ কখনও যেন না একবার [illegible]—[illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] তিনি [illegible] [illegible] প্রদান করেন। যাঁদের [illegible] [illegible] [illegible], তাঁরা এই সুবিধাটী পান। [illegible] [illegible] [illegible], তাঁর [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম উপস্থিত হন।

ভগবান্ যেরূপ সেব্য, তদপেক্ষাও অধিকতর সেব্য ভগবানের সেবক সম্প্রদায়। যাঁরা [illegible] ভগবানের সেবা করেন, তাঁরা বিষয় ও আশ্রয় [illegible] সেবা ক'রে থাকেন। [illegible] সেবার সহিত আশ্রয় [illegible] সংযোগ আছে। যাঁদের [illegible], তাঁরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা [illegible] পারেন না। শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা করবার পূর্ব্বে গুরুসেবা; সেই গুরুসেবা সর্ব্বাগ্রে গুরুদেবের সেবা। পূজককে ভগবান্ পূজা ক'রে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্। আর সেই ভগবানের পূজার পাত্র—[illegible] ভগবদ্ভক্ত। সেই ভগবদ্ভক্তের মধ্যে—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁ'র পূজা ক'রে থাকেন, সেই ভক্তের পূজা নিশ্চয়ই [illegible]।

ভগবান্ [illegible] [illegible] পূজা করতে হ'বে [illegible] [illegible] [illegible], তিনিই গুরুপাদপদ্ম। [illegible] [illegible] গুরুপাদপদ্মের [illegible] [illegible]। প্রত্যেক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

"তিনিই প্রকৃত সাধু অর্থাৎ বৈষ্ণব—যিনি সকলের একমাত্র নিত্যভজনীয় নামী কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাভিন্ন শব্দরূপে অবতীর্ণ নামের ভজন শিক্ষা দেন। সাধু বা বৈষ্ণব বা গুরু জীবের অধিকার বিচার পূর্ব্বক ক্রমশঃ ভজনের শুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা দিয়া অনর্থের নিবৃত্তি করাইয়া থাকেন। শ্রদ্ধা হইতে ভাবোদয় পর্য্যন্ত জীবের অনর্থ থাকে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ বিষ্ণু বাধু প্রত্যয় গৌরাব্দ ৪৫৩

আচার্য্যের করুণা

——::/•\::——

আমরা দুঃখময় ভবসাগরে নিমজ্জিত বদ্ধজীব। এই সংসার-সমুদ্রে আচার্য্যই একমাত্র কর্ণধার বা দীনবন্ধু। আচার্য্য ব্যতীত মাদৃশ পতিত জীবের রক্ষাকর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা আর কেহ নাই। তিনিই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি বিনা 'আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে।' তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

গুরুদেব!
আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি আমারে লইলে
সংসার উদ্ধার পাই॥

গুরুদেব!
আমি ত তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া সংসার ভজিনু
ভুলিয়া আপন ধন॥

গুরুদেব!
তুমি ত সকলি জান।
আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন
শ্রীচরণে দেহ স্থান॥

মায়াক্রান্ত জীবের দুঃখের অবধি নাই। তাই পরদুঃখদুঃখী আচার্য্যের কোমল প্রাণ আমাদের জন্য কাঁদিয়াছে এবং এইজন্যই পতিতপাবন আচার্য্যের অবতার। এই আচার্য্য মুকুন্দপ্রিয়জন। তিনি নিত্যানন্দ প্রভু। তিনি আশ্রয়বিগ্রহ—সেবক-ভগবান্, কেবলমাত্র আশ্রয়জাতীয়-সেবক নহেন—জীব নহেন—সাধারণ বৈষ্ণব নহেন; তিনি বৈষ্ণবরাজ, মহাভাগবতবর ও পরমহংস-কুলচূড়ামণি। সেই পতিতপাবনের কৃপাই মাদৃশ পতিত জীবের একমাত্র সম্বল, আর কোন ভরসা দেখি না। তিনি পরমদয়াল অহৈতুক কৃপাময়, মহাবদান্য, অমোঘ-দর্শী, পরদুঃখদুঃখী, দীনের বন্ধু, কাঙ্গালের ঠাকুর, গৌরকরুণাশক্তি, অযাচকে কৃষ্ণপ্রেমদাতা —ইহাই একমাত্র ভরসা। এই আচার্য্য বা শ্রীগুরুদেবের সন্ধান জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে দিয়াছেন,—

শ্রীমুকুন্দপ্রিয়জন গুরুদেবে জান মন,
তোমা লাগি' পতিতপাবন।
জগতে প্রকট তাই তাঁহা বিনা গতি নাই,
যদি চাহ আপন কুশল॥
তাঁহার চরণে ধরি ভজনেশ সদা স্মরি
এ ভক্তিবিনোদে দেহ' বল॥

শ্রীভক্তিবিনোদবাণীতে পাই—শ্রীগুরুদেব আমার ন্যায় পতিতকে উদ্ধারের জন্যই ইহজগতে নিত্যকাল প্রকটিত আছেন। তিনি সকলমঙ্গলাগার। তাঁহার আশ্রয় ব্যতীত আমার ন্যায় পতিতের গতি নাই। সেইজন্য করুণাময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার চরণে ধরিয়া আদেশ স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, আচার্য্যের অনুগত থাকিয়া তাঁহার কৃপাদেশ শিরোধারণ করত গুরুসেবাময় জীবনযাপন করিতে বলিয়াছেন। সেই গৌরনিজজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আদেশ, উপদেশ, কৃপা ও আশীর্ব্বাদ আমাদের শিরোধার্য্য হউক।

কৃষ্ণকার্ষ্ণের সম্বন্ধই আমাদের নিত্য-সম্বন্ধ, কৃষ্ণকার্ষ্ণপদধূলিই আমাদের নিত্য-ত্রাণ। মহাপ্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য; আর আচার্য্য—কার্ষ্ণ চৈতন্য। আমাদের নিত্যপ্রভু শ্রীগুরুদেব; আর আমার প্রভুর প্রভু—মহাপ্রভু। শ্রীগুরুপাদপদ্মই আমাদের সম্বল সম্পদ্। তৎপাদপদ্মই আমাদের ভজন-পূজন, তাহাই আমাদের প্রাণধন, জীবনের জীবন ও আভরণ। সেই আচার্য্যপাদপদ্ম সেবাই—তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশান—ই—তাঁহার আজ্ঞাবাহী নিষ্কপট ভৃত্য হওয়াই আমাদের ব্রত, তপ, জপ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম যা' কিছু সব। এই আচার্য্যের সেবা বা গুরুসেবা অন্ধবিশ্বাস, মনের উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতা নহে, ইহা আচার্য্য-ভৃত্যানুভৃত্যের অন্তরের কথা, অন্তরের সঙ্গপ্রীতি বা ভালবাসা। আচার্য্য সেই হৃদয় অধিকার করিয়াছে, প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। যেখানে করুণাময় আচার্য্য সেবককে কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন এবং গুরুসেবকও গুরুকৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে যথার্থবিধ, পরমার্থীয় এবং একমাত্র আশ্রয়স্থল বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পাইয়াছে, সেখানে সংশয়ের কোন কথা নাই। সেখানে পরস্পরের মধ্যে একটা নিত্যসম্বন্ধ আছে। সমস্ত বিশ্ব তাঁহার প্রভুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও সেই শরণাগত গুরুদাস ভগবৎপরিকর শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ছাড়া ত' দূরের কথা, সে বিষয় কোনদিন স্বপ্নে চিন্তাও করিতে পারেন না। নিষ্কপট জীবের প্রতি গুরুদেবের এত করুণা! এত দয়া! সেই গুরুপাদপদ্মে শরণাগত গুরুভক্তগণের সঙ্গই আমাদের কাম্য হউক। তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া গুরুসেবার সৌভাগ্য আমাদের উদিত হউক।

সেবায় বহু বাধা, সেবাপথ—কোটি-কণ্টকময় বদ্ধজীব আমরা এ সকল কথা জানি না বলিয়া দয়ার-সাগর ভগবৎপ্রেরিত আচার্য্যগণ বিঘ্নরাশির কথা জানাইয়া পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগকে সাবধান করেন ইহা জীবের প্রতি আচার্য্যের অপার করুণার নিদর্শন। আচার্য্য যদি কৃপা করিয়া ভক্তিকণ্টক বিদূরিত না করেন, সৎ ও অসতের স্বরূপের কথা কীর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে আমরা কখনও শুদ্ধভক্তির সন্ধান পাইতে পারি না। স্বসুখকামী ভীরু আমরা বহির্ম্মুখ লোকের চীৎকারে অনেক সময় হটিয়া যাই এবং মনে করি যে, আমাদের কাম্য প্রতিষ্ঠা বা স্ব-সুখটাই যখন দরকার, তখন অপরের উপকার করিতে গিয়া—অপরকে কৃষ্ণকার্ষ্ণের সন্ধান দিতে গিয়া, তাঁহাদিগকে ভগবৎসেবার আকৃষ্ট বা নিযুক্ত করিবার কথা বলিতে গিয়া নানা প্রকার বহির্ম্মুখ লোকের গালাগালি শোনাই বা কি আবশ্যক? সুতরাং চুপ চাপ্ থাকাই ভাল, নির্জ্জনভজনানন্দী হওয়াই শ্রেয়ঃ। সত্যকথা না বলাই ভাল। কারণ, বোবার শত্রু নাই। কিন্তু পরদুঃখদুঃখী করুণাময় আচার্য্য এইরূপ স্বসুখকামী, প্রতিষ্ঠাকামী বা কাপুরুষ নহেন। সহস্র সহস্র লোক ত' দূরের কথা, অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক যদি তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার নিন্দা করে তথাপি তিনি বাস্তবসত্যের কথা তারস্বরে বোলা না করিয়া থাকিতে পারেন না। বাস্তবসত্যকথা অনন্তকোটী বিশ্বের কোটি কোটি জীবের মধ্যে অন্ততঃ একটিরও কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া যাহাতে তাহার চিত্তকে শুদ্ধ করে, তজ্জন্যই তাঁহার আপ্রাণচেষ্টা। জীবের প্রতি তাঁহার এত দয়া! এত করুণা! এত তাঁহার মহাবদান্যতা! এত তাঁহার পরদুঃখকাতরতা!

সত্যকথা প্রচার করিতে গেলেই বহু বিপদ। সেইজন্য যাঁহারাই সত্য প্রচার করিয়াছেন, হরিবিমুখ মৎসর জগৎ তাঁহাদের সেই জগন্মঙ্গল-কার্য্যে বাধা প্রদান করিয়াছে। আচার্য্য গণগড্ডলিকার পক্ষপাতী নহেন, তিনি শ্রৌতপন্থী। তিনি শ্রৌত-ধারা-সংরক্ষণকারী। তিনি প্রচ্ছন্নভজনা-নন্দী বৈষ্ণবের ন্যায় বিবিক্তানন্দী নহেন, তিনি গোষ্ঠ্যানন্দী—বিশ্বে শ্রীচৈতন্যবাণী-কীর্ত্তনকারী। তিনি বহির্ম্মুখলোকপ্রিয়তার অপেক্ষা করেন না বা ভজনানন্দী বৈষ্ণবের ন্যায় কেবল স্বভজনে রত থাকেন না, তিনি জীবমঙ্গলের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আচার করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। সেইজন্য ভজনানন্দী বৈষ্ণব অপেক্ষা জীবের প্রতি তাঁহাদের দয়া আরও বেশী। তাঁহারাই অধিক পরোপকারী। প্রহ্লাদ, মাধ্বাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধভগবৎপার্ষদ-গণ যতদিন বাস্তব-সত্যকথা প্রচার করেন নাই, ততদিন তাঁহারা সকলেরই স্নেহ, আদর ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কিন্তু যখনই তাঁহারা সত্যের প্রচার আরম্ভ করিলেন, যখনই ভগবদ্ভক্তির ঐকান্তিকতা, হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা, শুদ্ধভক্তের সঙ্গ ও সেবা এবং অসৎসঙ্গ-ত্যাগের কথা জানাইলেন, তখন হইতে একটী একটী করিয়া তাঁহাদের শত্রু বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কারণ সত্যের-বাণী পরমমঙ্গলপ্রদ হইলেও হরিবিমুখের নিকট তাহা মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া মনে হয়, এমনি দুর্দ্দৈব! সত্যযুগেও এই সত্য-বিরোধের দৃষ্টান্ত দেখা যায়, সুতরাং কলিযুগে যে সত্যপ্রচারকার্য্যে আচার্য্যের প্রতি নানারূপ উৎপীড়ন ও বিরোধ-চেষ্টা পরি-লক্ষিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আচার্য্যগণ যখন বঞ্চনা করেন, তখন আর কেউ তাঁহার শত্রু হয় না, কিন্তু যখনই তিনি আমায় কৃপা করিবার জন্য ব্যস্ত হন, তখনই বঞ্চিত আমরা, অভি-লাষী আমরা এমন পরমবন্ধুকেও শত্রু বলিয়া মনে করি, এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য! আচার্য্য নির্ভীকসত্য-প্রচারকারী। বাণীই তাঁহার স্বরূপ। তিনি মায়াতীত বস্তু। এজগতের কেহ সেই অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-আচার্য্যের কেশাগ্রও স্পর্শ করি-তে পারে না। তবে যে বদ্ধজীব দুর্ব্বুদ্ধি আচার্য্যবিরোধের চেষ্টা করে, তাহাতে তাহারাই অধঃপতিত হয়। রাবণ সীতা-হরণ করিতে পারে না, ইহা নিখুঁত সত্য। কারণ 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।' আচার্য্যচরণে অপরাধীর অবস্থাও তাহাই।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

ভগবদ্ভক্ত ত' দূরের কথা, হরিবিমুখ জগৎ স্বয়ং-ভগবান্‌কেও আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। যে সময়ে জগতে সত্য কথা প্রচার হইয়াছে, সেই সময়েই হরিবিমুখ জনগণ সত্যের প্রচারকগণকে নানা প্রকারে বাধা দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু এত বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও আচার্য্যগণ কখনও সংকীর্ত্তন ছাড়েন না, ইহাই তাঁহাদের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই ভগবানের কৃপা অনুস্যূত আছে। এই বাধার মধ্যেও নিষ্কপট জনগণ কোন্‌টী অকৈতবসত্য তাহা বুঝিয়া লইবার সুযোগ পান। এই জগতে সর্ব্বকালেই বিষ্ণুবিরোধিগণের সংখ্যাধিক্য আছে। তাই বলিয়া বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভীত হন না। তাঁহারা জানেন, সুগুপ্ত ও সুগোপ্য ভক্তি-নিধির সংরক্ষণার্থই অঘটনঘটন বিষ্ণুর ইচ্ছায় এইরূপ হইয়া থাকে। সেইজন্য আচার্য্যগণ কোন কিছুর দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নির্ভীকচিত্তে ভগবানের কথা ভগবানের সুখের জন্য এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জীবের মঙ্গলের জন্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য আচার্য্যগণকে যে কতপ্রকার নিন্দাবাদের পসরা মাথায় লইতে হয় তাহার অবধি নাই। সেইজন্যই বলিতেছি, আচার্য্য-হৃদয় যে কত মহান্, কত উদার, কত দয়ার্দ্র ও কত জীবদুঃখ-কাতর তাহা অবর্ণনীয়।

বৈষ্ণব-ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদগণকে পর্য্যন্ত হরিবিমুখ জগৎ এখনও নিন্দাবাদ করিতে ইতস্ততঃ করে না। জগতের এমনি দুরবস্থা! জগৎ যত হরিবিমুখ, আচার্য্যগণ তত মহাবদান্য, তত উদার, তত দয়ালু। যদি কেহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই অমন্দোদয়দয়ার কথা নিষ্কপটে এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করেন, তাহা হইলে তিনি আচার্য্যের অযাচিত করুণার অন্ত পাইবেন না। যদি কখনও শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের কৃপায় আচার্য্যের দয়া আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তাঁহাতে আপনজ্ঞান হয়, তখন আমরা বুঝিবার সৌভাগ্য পাইব যে, ভগবদ্ভক্ত কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, নির্দোষ, বদান্য, অকিঞ্চন, কৃষ্ণৈকশরণ, অমানী, মানদ, প্রভৃতি অনন্তগুণে গুণী, তখনই আমাদের শ্রীগুরুচরণাশ্রয় হইবে। তাই যাহাতে আমরা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত থাকিয়া নিত্যকাল ভজনসেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি, ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

(১৩)

অকপটো মহোদারো বৈষ্ণবসেবনপ্রিয়ঃ।
শ্রীযাদবেন্দ্রনন্দন-দাসাধিকারিনামকঃ॥
মেদিনীপুরবাসী যো যশোধারিসমাশ্রিতঃ
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা ধামসেবাবিধায়কঃ।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যোহস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিরত্ন ইতিখ্যাতম্ নাম সুশোভনম্।
ব্যোমর্ত্তু শৈলচন্দ্রে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর

সভাপতিঃ

(১৪)

গুরুবৈষ্ণবসেবায়াম্ উৎসর্গীকৃতজীবনঃ।
শ্রীগুরুপাদপদ্মৈর্যো সংকলিতোহতিসন্নতঃ॥
দাসাধিকারিসংজ্ঞশ্চ বৈষ্ণবাচারসংযুতঃ।
সহিষ্ণুর্ধর্ম্মনিষ্ঠো ধীরঃ শুদ্ধভক্তিপরায়ণঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যোহস্মৈ প্রদীয়তে।
সেবাবান্ধব ইত্যাখ্যম্ উপাধিভূষণং মুদা॥
ব্যোমর্ত্তু গজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ— "

সভাপতিঃ

(১৫)

গণীসংসেবনাসক্তো দৃঢ়চিত্তঃ সদাশয়ঃ।
শ্রীমন্ মদনগোপালঃ সার্দ্ধ্যগোপাধিসংযুতঃ॥
রায়বাহাদুরোপাধ্যো রাজকার্যে সুবিশ্রুতঃ।
পূর্ত্তবিদ্যাবিশেষজ্ঞো দুষ্প্রাপ্যগুণপ্রণয়ঃ।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা বৈষ্ণবানাঞ্চ সেবকঃ।
অমানী মানদো ধীরঃ সাধুগুণগণান্বিতঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যোহস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যাখ্যম্ উপাধিভূষণং মহৎ॥
ব্যোমর্ত্তু বসুবিধ্বব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ— "

সভাপতিঃ

(১৬)

শ্রীকৃষ্ণচরণাখ্যায় ব্রহ্মচারিবরায় চ।
সেবাপ্রবন্ধদক্ষায় কৃষিবিদ্যাবতে সতে॥
সর্ব্বাত্মনা গুরোঃ পাদসেবায় তুষ্টচেতসে।
গীতিবাদ্যাদ্যরতশ্রীব্রজপত্তনসেবিনে।
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যো হস্মৈ বিতীর্য্যতে।
ভক্তিকিরণ ইত্যেতদুপাধিভূষণং পরম্॥
ব্যোমর্ত্তু গজশতব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ— "

সভাপতিঃ

(১৭)

রায়বাহাদুরাহ্ব-শ্রীজিতেন্দ্রনাথপূর্ব্বিণে।
বিত্তৈর্বাণীর্জিতাং লোককল্যাণকারিণে॥
রাজায় বর্দ্ধমানায় বিচারকবরায় চ।
বৈষ্ণবসদগুণায় বহুসদ্‌গুণশালিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যোহস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যেতদুপনামাদ্য সাদরম্।
খ-রূপ বসু-অগ্ন্যাংত শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ— "

সভাপতিঃ

(১৮)

মেদিনীপুর-বাস্তব্য কানাইলালনামিনে।
দাসাধিকারিরায় সশ্রীকোদারবৃত্তয়ে॥
সাধুসেবনিষ্ঠায় ভক্তিপ্রচারকামিনে।
বৈষ্ণবানন্দকামায় শ্রীগুরুপ্রীতিভাগিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যোহস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিভূষণ ইত্যাখ্যম্ উপাধিভূষণং মুদা॥
ব্যোমর্ত্তু শৈলচন্দ্রে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ— "

সভাপতিঃ

(১৯)

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমস্থঃ শ্রীজগন্নাথঃ সদাশয়ঃ।
গুরুবৈষ্ণবসেবায়াং কৌশলোদ্যমসংযুতঃ॥
ধামসেবাবিধানানাং সর্ব্বকর্ম্মসুকৃতো পটুঃ।
বুদ্ধিমান্ বিনয়ী দান্তঃ শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিতঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যোহস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিমঙ্গল ইত্যেতদুপাধিভূষণং মহৎ॥
ব্যোমর্ত্তু বসুবিধ্বব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ— "

সভাপতিঃ

(২০)

শ্রীরামসুন্দরো নাম ব্রহ্মচারী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিরহঙ্কারো বিনীতঃ শ্রীচৈতন্যমঠসেবকঃ॥
দুঃসঙ্গত্যাগনিষ্ঠশ্চ ধামপ্রীতিপরঃ সদা।
হরিকীর্ত্তনদক্ষশ্চ সেবনব্রতধারকঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যোহস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্ত্যাশ্রম ইতি শ্রীমদুপনাম সুশোভনম্॥
ব্যোমর্ত্তু বসুত্র্যাংত-শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ— "

সভাপতিঃ

(২১)

ঢাকা-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠসেবনকারিণে।
সজ্জনৈঃ সুধীশায় বহুসদ্‌গুণশালিনে॥
সুসদাচারযুক্তায় শ্রীমতে যতচেতসে।
নিখিলপদ্ম-সংজ্ঞায় দাসাধিকারিণে সতে॥
ধামপ্রচারিণীসংসদ্ভ্যোহস্মৈ বিতীর্য্যতে।
ভক্তিচেতন ইত্যেতদুপাধিভূষণং মহৎ॥
ব্যোমর্ত্তু গজচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ— "

সভাপতিঃ

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠের নিকট। [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভারুইডাঙ্গা (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন-দাস-ধাম

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

নিদয়া (শ্রীবৃন্দাবনের গঙ্গার নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একচক্রমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

চাকদহ, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) প্রপন্নাশ্রম গৌড়ীয়মঠ

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

২৪পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

[illegible] পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নারিন্দা, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩২, পাগলাঝোরা রোড, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ গাইবান্ধা, [illegible] নারায়ণপুর, ই, বি, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

গয়া রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮/১৭ নং মদনপুরা, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষারণ্য, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) রাধাকুণ্ড-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) দেবেশ বিহারী মঠ

বরষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—লেলাপুরী,

পোঃ [illegible], জেলা বর্দ্ধমান (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র চাল রোড, [illegible] বম্বে ৭

(৫০) বালেশ্বর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বালেশ্বর, বালেশ্বর

শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible] সেবা

(৫১) ব্রাহ্মণ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী [illegible] সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) ভজনকুটী

(৫৬) শ্রীসচ্চিদানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) পারমেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রজানন্দগৌড়ীয় প্রপন্ন-মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৬০) [illegible] মঠ

চিকলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর,

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ [illegible] রোড, ঢাকা (ই-বি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ হইতে মহোপদেশক শ্রীপ্রমোদভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	।৵০		।০
" ইঞ্চি ৪৲		৩৷০		৯৲
সিকিকলম ৩৲	৬০			৬৲
অৰ্দ্ধকলম ৯৲	৭৲	৭৲		৬৲
এক কলম ১৯৲		১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪।০
" সিকি কলম ১৩৲	১৯৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৩৲
এক কলম ৩৬৲	

চাঁদার হার

ডাকমাশুলসহ)	৯৲
	৬৲
	৪৷০
"	৬০
ত্রিমা	০০

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর স্থান—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিকে বাগান। শিক্ষকগণ যোগ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনাদি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীপ্সানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-নগিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নবেন্দ' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতি সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, পত্র-সূচী, শ্লোক-সূচী ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। এইটি উৎকৃষ্ট কাগজে মানচিত্রসহ মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের 'আলেখ্যাবিভাগ' ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বরিশাল, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

"ইংরাজী" ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নরবিনোদ অধিকারী, শ্রীচৈতন্যমঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীমৎ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মনোজ্ঞ ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড একশত অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাশীষ্ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট শব্দার্থ-সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২, বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ভাগবত যন্ত্রালয়; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল কারণ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদিরসন্ত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যপাদের অন্তরঙ্গ পরমবিদ্যাসুবিদ্যজ্ঞ সুলেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থসার নির্য্যাসাদিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উৎকল ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৩	৬-০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৩-৫৩	১৭-৫৩	২২-৪৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৪-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৩	১-১৬
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪১		১১-১০		১৮-১৩		২০-৫৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩ ০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২	
ছাঃ	১৪-১০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫	৯ ২৫			১৩-৩১	১৬-	১৮-৩৩	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩ ৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১		
ছাঃ	৬-২৩ ৭-১৮	১০-১১			১৬-৫০	১৯-৪৫		
রাণাঘাট পৌঃ		১০-৪৬			১৭-৩১			
(বদল) ছাঃ		১১-০			১৭-৪০			
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬ ৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৩	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৫৫	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০			
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬			
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫			
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৩			
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮	(শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৫	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার, প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
জেলা নদীয়া—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর.

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] মায়াপুর - ৮ই চৈত্র, ১৩৪৫, ২২শে মার্চ, ১৯৩৯, বুধবার [১৯শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

বাঙ্গলায় ডাকাতি বৃদ্ধি

১১ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জেলা হইতে ২০টি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সংখ্যা পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী।

বরিশাল জেলায় ৭টি, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরায় ৫টি করিয়া, ঢাকায় ৩টি, হুগলী, দিনাজপুর, ও রংপুরে ২টি করিয়া, হাওড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, ২৪-পরগণা, রাজসাহী ও ফরিদপুর জেলায় ১টি করিয়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, নদীয়া ও জলপাইগুড়ি, মালদহ জেলা ও চট্টগ্রামে একটি করিয়া ডাকাতি হইয়াছে।

—

উহাদের মধ্যে তিনটি ডাকাতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এক ক্ষেত্রে আক্রমণকারীদের মধ্যে একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দুই ক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা হত্যা করিয়াছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে ১১১টি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ৬১টি ডাকাতি হইয়াছিল।

—

শ্রীহট্টে প্রবল ঝড়

১৭ই মার্চ সন্ধ্যায় শ্রীহট্টের সর্ব্বত্র প্রবল ঘূর্ণিঝড় হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১০০০ ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিয়া এই ঝটিকার বেগ অনুভূত হয়। কয়েকটি ষ্টেশনে ট্রেনগুলি থামিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। প্রায় ৫০ মিনিট পর আবহাওয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে। এখন পর্য্যন্ত কোন গুরুতর ক্ষতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চীনা বীরাঙ্গনা মিস হোয়েন সিং ইয়াং

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে চীন যাইবার পথে চীনা মহিলা মিস হোয়েন সিং ইয়াং পি এণ্ড ও কোম্পানীর 'রাওয়ালপিণ্ডি' জাহাজ যোগে বোম্বাই আসিয়াছেন। সম্প্রতি আমেরিকায় যে বিশ্ব যুবসম্মেলন হইয়া গিয়াছে তিনি তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ সালের শেষ ভাগে জাপ বাহিনী কর্ত্তৃক সাংহাই আক্রমণের সময় তিনি যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে ইঁহার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মিস ইয়াং নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া সাংহাইয়ের আন্তর্জাতিক এলাকার বহির্দ্দেশে অবরুদ্ধ একদল চীনা সৈন্যের নিকট পৌঁছিবার জন্য প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্যে জাপ ব্যূহ ভেদ করিয়াছিলেন।

সেনেট সভার অধিবেশন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে গত শনিবারের সভায় স্কটিশচার্চ কলেজে (কলিকাতা) বাঙ্গলা বিষয়ে অনার্স পড়াইবার অনুমতি দেন। এই কলেজেই প্রথম 'বাঙ্গলা' অনার্স পাঠ্য হিসাবে পড়াইবার অনুমতি দেওয়া হইল। আর বৎসর খানেক পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাঙ্গলা' অনার্স পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

স্কটিশ চার্চ কলেজে 'বাঙ্গলা' অনার্স পড়াইবার অনুমতি দেওয়ার প্রস্তাবটী সেনেটের সভায় রায় খগেন্দ্র মিত্র বাহাদুর উত্থাপন করেন।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়া স্কটিশ চার্চ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষকে প্রথমে তাঁহাদের কলেজে 'বাঙ্গলা' অনার্স পাঠ্য হিসাবে পড়াইবার সিদ্ধান্ত করায় ধন্যবাদ জানান। ডাঃ মুখোপাধ্যায় সভায় উপস্থিত ডাঃ ডব্লিউ এ জেনকিন্সকে (ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশান্স্ বেঙ্গল) লক্ষ্য করিয়া এই মন্তব্য করেন যে, তিনি আশা করেন ডাঃ জেনকিন্স এই বিষয়টি লক্ষ্য করিয়া যাহাতে প্রেসিডেন্সী কলেজেও বাঙ্গলা 'অনার্স' পাঠ্য হিসাবে পড়াইবার ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিবেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য

নরেন্দ্রমণ্ডলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বড়লাট যখন দেশীয় রাজন্যবর্গকে শাসনকার্য্যে সাধারণভাবে উন্নতি বিধানের জন্য তাঁহাদিগকে একত্রিত হইতে বলেন তখন তিনি যে মনোভাব পোষণ করিতেছিলেন তাহার একটা স্পষ্ট আভাষ পাওয়া গিয়াছে।

এরূপ জানা গিয়াছে যে, রাজনৈতিক বিভাগ একটা নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক গ্রহণের জন্য এবং কোন কোন ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ এক এক সপ্তাহের মধ্যে দিল্লীতে সমবেত হইতে পারিবেন, তাহা বিবেচনার জন্য পরিকল্পনাটি তাঁহাদের নিকট উপস্থাপিত করা হইবে।

এই পরিকল্পনানুযায়ী সম্মিলিতভাবে শাসনকার্য্যের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সমবদ্ধ করা হইবে। এইভাবে সমবদ্ধ দেশীয় রাজ্যগুলির সাধারণ একটি পুলিশবাহিনী থাকিবে। রেসিডেন্টের সরাসরি অধীন একজন অফিসারের উপর এই পুলিশবাহিনীর কর্ত্তৃত্ব ন্যস্ত করা হইবে। এই অফিসার রেসিডেন্টের সহকারী অফিসার বলিয়া অভিহিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত বার্ষিক ব্যয় ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইবে। এই টাকা বাদ দিয়া রাজ্যের অবশিষ্ট অর্থ একটি খাতে জমা করা হইবে এবং রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক যৌথভাবে পরামর্শক্রমে ঐ অর্থ ব্যয় করিবেন। সমবদ্ধ রাজ্যগুলির একই সিভিল সার্ভিস মেডিকেল সার্ভিস ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভৃতি থাকিবে। সকল প্রকার শাসনমূলক কার্য্যের জন্য তাহারা একটি অখণ্ড রাজ্যরূপে পরিগণিত হইবে।

রাজ্য শাসন সম্পর্কে সাধারণভাবে একটী কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণের জন্য আগামী ২১শে ও ২২শে মার্চ তারিখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের রাজন্যবর্গ নয়াদিল্লীতে এক সভায় সমবেত হইবেন তৎপর ইহাদের উপরে তাঁহাদের একটী সভা হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীপাদ শ্রীল [illegible] পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী [illegible] ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রী[illegible]মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনা-সমুদ্র হইতে [illegible] ১০৮টি অধ্যায়ে প্রশ্ন-উত্তর-সংবাদাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু-বিরচিত
এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-
চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
৩ শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার রায় এম্-এ, বি-এল্,
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অধীনা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড·
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবতোষিণী ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়-[illegible] ৸৵০
২২ [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অধীনা) ১
২৬। গীতার কেবল মাত্র অন্বয় ।০
২৭। [illegible] ১৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমপ্রদীপ (তৃতীয় সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০
৩২। [illegible] (বাঁধা) ।০
৩৩। [illegible] ৸০
৩৪। [illegible] (একটীন পরিক্রমা) ৶০
৩৫। [illegible] ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুম [illegible] ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] ৶০
৪৪। প্রেম[illegible] ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৹৶
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। [illegible] ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় ভাগ) ৲
৫১। প্রমেয়রত্নাবলী ৸০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌড়ীয়[illegible]
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। [illegible]
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। উপনিষদ (ভাষাটীকা) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] ৵০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ।৵
৬৯। [illegible] ।৵
৭০। [illegible] ৵০
৭১। [illegible]
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible]
শ্রীচৈতন্য [illegible] ।৶
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
[illegible] ।৶
৭৮। [illegible]
৭৯। শ্রী[illegible]

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রী[illegible]
৮১। [illegible]
৮২। [illegible]
৮৩। [illegible] ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

[illegible]

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর

[illegible] বর্ষ { ১৭ বিষ্ণু গৌরাব্দ ৮ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ ২১শে মার্চ ইং ১৯২৯, বুধবার } ১২শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরজন্মোৎসব

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আশ্রয়ে এবং তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় চট্টগ্রাম শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ৩ই মার্চ রবিবার দিবস উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ আরম্ভ হয়।

নানাবর্ণের পুষ্পমাল্যাদিদ্বারা শ্রীআলেখ্যার্চ্চার পূজাদি করা হয়। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'গৌরাঙ্গের দুটি পদ', 'গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু', 'নিতাই-পদ-কমল' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সংক্ষিপ্ত

প্রচার কিনিষ্টাই—আচার। প্রচার ও আচার যেখানে পৃথক্ তাহা প্রচারও নহে আচারেরও মর্য্যাদা নহে। আচারকে সুদৃঢ় ও সুনিবদ্ধ করিবার জন্যই প্রচার। সাধু শিক্ষা দুই প্রকার অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা উপদেশ এবং চরিত্র দ্বারা অপরকে সাধুচরিত্র শিক্ষা দেওয়া। কেবল কথার দ্বারা শিক্ষা দিলে যথেষ্ট হয় না। চরিত্র দ্বারা শিক্ষা দেওয়াই প্রধান কার্য্য। সেইজন্য মহাপ্রভু আচার করিয়া প্রচার করিতে বলিয়াছেন। আচারহীন প্রচার ফাঁকা আওয়াজ মাত্র—তাহা প্রাণহীন। তাহাতে নিজের ও পরের কাহারও মঙ্গল হয় না। ভক্তিপথের পথিকের চোখের সামনে সর্ব্বদা জগদ্গুরু আদর্শ থাকা আবশ্যক। নতুবা তাঁহাকে রক্ষা করিবে কে? প্রকৃত ব্রজবাসী যাঁহার আদর্শ তৈরূপ গুর্ব্বানুগত সজ্জনই আদর্শ প্রচার দ্বারা সেবাময় জীবন যাপন করিতে পারেন। তাঁহার রক্ষাকর্ত্তা [illegible] তিনি পথভ্রষ্ট হইলেও জীবের নিত্যরক্ষক শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে রক্ষা করেন। সেইজন্য তিনি নিশ্চিন্ত ও

[illegible] কৃষ্ণাকৃপা। গুরুই এই ভক্তিলতার বীজ। গুরুকৃষ্ণ কৃপায় ভক্তিবীজ লাভ হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। একজন কৃপা করেন আর একজন কৃপা করেন না এরূপ নয়। প্রসাদ জিনিষটী—যাহা প্রত্যক্ষ রূপে আনন্দিত হ'য়ে প্রদত্ত হয় সেই অনুগ্রহ। ভক্তিলতার বীজপ্রাপ্তি মাত্রজাতীয় জন ও স্বরূপ শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট বাণীর নিকট যেরূপ পাই কৃষ্ণপ্রসাদ। আর গুরুর অনুগ্রহে আদর্শ প্রকাশিত হইলে অচিরেই ভক্তিবীজ লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব শিষ্যদিগকে কৃষ্ণসেবারূপ নিত্যবস্তু প্রদান করেন। গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ ও কৃষ্ণপ্রসাদে গুরুপ্রসাদ লাভ ঘটে। যাহারা ভাগ্যহীন তাহারা ভক্তিলতা-বীজ যে গুরু বা কৃষ্ণপাদপদ্মে বিশ্বাস তাহা লাভ করিতে পারে না। ভাগ্যবান্ জীবই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনুগত ব্যক্তিই ঐকান্তিক ও সদাচারী আর বাকী সকলেই কদাচারী ও ব্যভিচারী।

অজ্ঞানক্রমে নিষ্কপট-সেবা সাধিত হইলে জীবের সুকৃতির উদয় হয়। এই ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি জীবাত্মার চিদ্বৃত্তিরই অস্ফুট বিকাশ—উহা জড়কর্ম্ম নহে। এই সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধা ও শ্রবণজনিত সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইলে প্রকৃত ভক্তাঙ্গ আরম্ভ হয়। গুরুপ্রদর্শিত পথই ভক্তিপথ এবং তাহাই শ্রৌতপথ। এতদ্ব্যতীত সকল পথই অভক্তিপথ বা তর্কপথ।

গুরু নিষ্কপট ও বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। ভক্তিলতার বীজ এই শ্রদ্ধাই যাহার নাই তাহার কি করিয়া ভক্তি বা সেবাপদ্ধতি থাকিতে পারে? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হৈঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥'

কপাল খুব ভাল না হইলে কৃষ্ণ-কার্য্যে বিশ্বাস হয় না। নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থীই সেই সৌভাগ্য লাভ করে। ইহা গুরুদেবের সম্পূর্ণ কৃপাসাপেক্ষ। [illegible] মালীর কার্য্য করে'। 'আমি গুরুপাদপদ্মের অযোগ্য সেবক, অযোগ্য হইলেও নিষ্কপট। নিষ্কপটের সহিত সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই আমার একমাত্র কৃত্য'—এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই "মালী হওয়া।" কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারি অর্থাৎ মালীই না হই তবে কোথায় শ্রবণ কীর্ত্তন কি করিয়া হইবে? শ্রবণ-কীর্ত্তন—জল, তাহার সেচনকারী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত সাধক মালী। সাধুগুরুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি সহকারে শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তনজল সেচন করিতে হইবে। জল সেচন না করিলে বীজ শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। আবার [illegible] করিবার প্রয়োজনীয়তা [illegible] করেন, তাহা হইলে সেইরূপ অভক্তজনেরও বীজ পড়িয়া যায়। আবার [illegible] ভক্তিবীজ অর্থাৎ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়। [illegible]

[illegible]

"তিনিই প্রকৃত সাধু অর্থাৎ বৈষ্ণব—যিনি সকলের একমাত্র নিত্যভজনীয় নামী কৃষ্ণ ও কৃষ্ণের অবতার রূপে অবতীর্ণ নামের ভজন শিক্ষা দেন। সাধু বা বৈষ্ণব বা গুরু ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রকৃত জ্ঞান ভজনের শুদ্ধপন্থাটী শিক্ষা করা অনর্থের পথ প্রশস্ত করাইয়া থাকেন। কৃষ্ণ হইতে ভুলিবার পথ্যই জীবের অনর্থ থাকে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ বিষ্ণু ৪৮ শ্রীগৌরাব্দ ৪৫০

দর্পহারী ভগবান্

সংসারে কাহারো ধনের অহঙ্কার, কাহারো রূপের অহঙ্কার, কাহারো বিদ্যার, কাহারো কুলের এবং পাণ্ডিত্য, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা ও আভিজাত্যাদির অহঙ্কার লইয়া আস্ফালন লোককে সর্ব্বদাই না জানি কত প্রকারে দেখা যায় ইহার কারণ কি? যে ধন জনের গর্ব্ব ধরাধারী জলধিদের মত দেখিতে দেখিতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য মানুষ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কত না চেষ্টা করিতেছে। কত শত নর মুক্তাদের জন্য জীবনাশা পরিত্যাগ করত হাঙ্গর, মকর, কুম্ভীরাদি জীবন জলজন্তুদের গ্রাসপথে পতিত না হইয়া অতল সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইতেছে। কখনও বা স্বর্ণ ও হীরকাদি রত্নাদি লাভের আশায় হিংস্রজন্তুসমাকুল নিবিড় কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সিংহ, সর্প ইত্যাদি জন্তুদের মুখে অকাতরে প্রাণদান করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয় কেবল ভোগবাসনা। অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে তাহার সে জ্বালা কখনও নির্ব্বাপিত হয় না; বরং আরও বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, সুতরাং বিষয়সমূহে যাবতীয় ভোগের উপকরণ কাঞ্চন-কামিনীর ইন্দ্রিয়তর্পণ-যোগ্য ভোগ্য বস্তু সমূহের হস্তেও না পাইলেও মানব তাহা উপভোগ করিয়া কখনই সুখী হইতে পারিবে না। অল্প দশ মুদ্রার অধিপতি হইলে, শত পঞ্চাশ মুদ্রা পাইবার জন্য বাসনা হইবে, পঞ্চাশমুদ্রা করগত হইলে শতমুদ্রা, ক্রমে শতস্থানে সহস্র, সহস্র স্থানে লক্ষ, লক্ষপতি হইলে কোটিপতি হইবার বাসনা হয়, আবার কোটিপতি হইলে রাজ্যের সম্রাট্ হইতে অভিলাষ হয়; সম্রাট্ হইলে ইন্দ্রত্ব পাইতে ইচ্ছা হয়, আবার ইন্দ্রত্ব পাইলে ব্রহ্মপদের বাসনা হয়। এইরূপ বাসনারূপ বহ্নির শান্তি অনুপরমাণুতে যেমন শত সহস্র বীজাঙ্কুর লুক্কায়িত আছে তদ্রূপ এক বাসনা বহ্নি নির্ব্বাপিত হইতে না হইতে পরমুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ বাসনানল উদ্দীপ্ত হইয়া মানব জীবনকে ব্যস্ত করিয়া ফেলে। বিশেষ সাবধান না হইলে জীবনের অত্যুচ্চ শিখরে আরোহণ করিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই আমাদের পতন হইবার আশঙ্কা থাকে।

মহারাজ যযাতি নিজপুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর ভোগের পরও যখন কামনার শান্তি হইল না, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

বস্তুতঃ কামের উপভোগদ্বারা কখনও কামের শান্তি হয় না, যেমন অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিলে অগ্নি পুনঃ বর্দ্ধিত হইয়াই উঠে। সদ্গুরুতে শরণ হইয়া একমাত্র হরিভজন ব্যতীত এই দাবাগ্নিরূপ কামানলসম্পন্ন সংসার ধ্বংস করিয়া এই কামের হস্ত হইতে পরিত্রাণের অন্য কোন উপায় নাই।

কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রজোগুণ হইতে উদ্ভূত হইয়া ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূমি মন এবং বুদ্ধিতে কাম আবির্ভূত হইয়া দেহীকে মুগ্ধ করিয়া ফেলে। যেরূপ ধূম দ্বারা অগ্নি এবং আবরণ মলদ্বারা ও গর্ভস্থ জণ জরায়ুদ্বারা আবৃত থাকে, তদ্রূপ অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত থাকায় মায়াযুক্ত জীব কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা নিত্য, কোন্‌টা অনিত্য বুঝিতে পারে না। সঙ্কীর্ণ মনোবুদ্ধি লইয়া অপক্ক জ্ঞান দ্বারা মানব চিরকাল বিচার করিলেও কিছু বুঝিতে পারে না। এই জন্যের কথা ভগবৎশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ব্যতিরেকে জীবগণ কখনই কোন কালে বুঝিতে সমর্থ হইবে না।

অপরাজ্ঞান অপরাবিদ্যার্জ্জিত ক, খ, কিম্বা এ, বি, সি, ডি, লিখিতে যখন শিক্ষক ভিন্ন একবর্ণও আয়ত্ত করা যায় না, তখন অধোক্ষজজ্ঞান পরা বিদ্যা অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ও শরণাগতি ভিন্ন কি প্রকারে শিক্ষা করা যাইতে পারে? ইহা যে সে ব্যক্তি অনায়াসে বুঝিতে পারেন। ভগবান্ কি? জীব কি? মায়া কি? ভগবানের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ? জীবের সহিত মায়ার কি সম্বন্ধ ইত্যাদি পরস্পর সম্বন্ধজ্ঞান শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত এক বিন্দুও কেহ বুঝিতে সমর্থ হইবে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—হে অর্জ্জুন, এই অহঙ্কারই জীবের মায়া। এই অহঙ্কার (আত্মবিস্মৃতি) পরিত্যাগ করিতে না পারিলে জীবের স্বরূপানুভূতি কখনই হইবে না।

জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিভ্রম হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥

কথায় বলে "অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতি-মানে চ কৌরবাঃ"—অতিদর্পে লঙ্কার রাজা রাবণ সবংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং অতি অভিমানে দুর্য্যোধনাদি হত হইয়াছিলেন। মান-অভিমান লইয়াই যেন সংসার গঠিত হইয়াছে। এত বিবাদ-বিসম্বাদ, পরস্পর কলহ, হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ কেন? সত্ত্বগুণ নাই বলিয়া।

দর্পহারী ভগবান্ আছেন সত্য, কিন্তু একথা কয়জন মানব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন? আমরা সর্ব্বদাই ধনের অহঙ্কার, রূপের অহঙ্কার ও মানসম্ভ্রম লইয়া ব্যস্ত আছি, কিন্তু এ সকলই অনিত্য—নশ্বর, আজ আছে কাল নাই, সুতরাং নিত্যধন একমাত্র ভগবৎপ্রেমলাভই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। একথা যেন মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা ভুলিয়া না যাই।

রঘুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃ
ক গতোত্তর কোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং ন
সদিদং জগদিত্যবধারয়॥

সেই মথুরাপুরী পড়িয়া আছে, হায়! সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন যদুপতি শ্রীকৃষ্ণই বা এখন কোথায়? শ্রীরামচন্দ্রের কোশল রাজ্য পড়িয়া আছে, কিন্তু সেই রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রই বা এখন কোথায়? হে মানব, ইহা একবার চিন্তা করিয়া মন স্থির কর। এই প্রাকৃত জগৎ বায়ুকণের ভেক্টার ন্যায় সতত পরিবর্ত্তনশীল। হে সুধীবৃন্দ, আপনারা সর্ব্বদাই এ সকল চিন্তা করুন।

বাস্তবিক অহঙ্কার বা দম্ভ থাকিতে কখন ভগবানের কৃপালাভ করিতে পারা যায় না। যখনই যাহার অহংবুদ্ধি হইয়াছে, তাহারই মঙ্গলের জন্য ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। তিনি দাম্ব, জরাসন্ধ, কংস, শিশুপাল, দন্তবক্র, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি সকলেরই এমন কি, লোক-পিতামহ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তেত্রিশ কোটি দেবাধিপতি ইন্দ্রের পর্য্যন্ত গর্ব্ব চূর্ণ করিয়াছিলেন।

যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রচালিত হয়, যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র সর্ব্বজনত্রাণকারী যমরাজেরও পর্য্যন্ত কম্পন হয়, যাঁহার আজ্ঞায় চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেববৃন্দ জীব-কল্যাণ জন্য স্ব-স্ব কার্য্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করিতেছেন, সেই করুণাময় জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের অভয় পাদপদ্ম কোন্ স্বকল্যাণকামী সজ্জন তুলসী দ্বারা অর্চ্চন না করিয়া থাকেন? এমন জগৎপালক সর্ব্বকারণের কারণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে যে ভক্তি-ভরে অর্চ্চন এবং বন্দনা না করিল, সে যে পশুতুল্য জ্ঞানবিহীন, নরাকার নরপশু মাত্র, কৃমিকীটতুল্য অতি ক্ষুদ্র, তাহার আর সন্দেহ নাই।

আবার যে পাপিষ্ঠ হরিজন দেখিলে ঘৃণাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করে, তাহার মুখ দর্শন করিলেও পাপ স্পর্শ করে, সে পূতি-গন্ধময় মূত্র-পুরীষ-সমন্বিত নরকের যাত্রী, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। হরিজন-বিদ্বেষী, নরাধম, অভক্ত পিশাচ-প্রকৃতি মানব যে স্থানে বাস করে সে স্থানের বায়ু কলুষিত, স্থান নরক এবং বিষ্ঠাগর্ত্তের তুল্য হয়, তাহার হৃদয় পাষাণ সদৃশ কঠিন ও মরুভূমিতুল্য নীরস ও শুষ্ক, সে হৃদয়ে কখন দয়া, ভক্তি, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি অমূল্য কুসুম-কলিকাগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া তাহার হৃদয় উদ্যানকে সুশোভিত করে না। ভীষণাকৃতি যমকিঙ্করেরা ঐ নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ভক্তদ্বেষী হরিজনবিরোধী কলির অনুচর-গণকে জ্বালাময়ী ভীষণ কুম্ভীপাক নামক নরকে ফেলিয়া, জ্বলন্ত সাঁড়াশীদ্বারা ঐ পাপীর চক্ষুদ্বয়কে সবলে উৎপাটন করিবে। যে জিহ্বাদ্বারা ভক্তনিন্দা বা ভগবন্নিন্দা করিয়াছিল, সে জিহ্বাকে শাণিত খড়্গদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিবে।

তাই বলিতেছি, ভগবান্ কাহারও দর্প রাখেন না। প্রমাণ—সত্যযুগের আদিতে অসুর মধুকৈটভ হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাপি গুরুদ্রোহিগণের সমস্ত অহঙ্কার ভক্তবৎসল ভগবান্ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছেন। তাই বলি সাধু সাবধান!

বিনা কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দুঃখে এই সংসার নহে অন্য।

শিষ্য হইতে হইবে

আমরা পতিত জীব। আমরা লঘু, গুরু নহি। তাই করুণাময় ভগবান্ আমাদৃশ লঘু ও দুর্বলের জন্য কৃপাপূর্বক তাঁহার কোন না কোন নিজজনকে এজগতে সকল সময়ই রাখেন। সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠই শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্য। তাঁহার ওজন খুব বেশী। তাঁহাতে অসম্পূর্ণতা বা লঘুত্ব নাই। এইজন্যই তিনি গুরু। তিনি গুরু বলিয়াই লঘুকে নিয়মিত করিতে বা মাপিয়া লইতে পারেন। লঘু কখনও গুরুকে নিয়মিত করিতে বা মাপিতে পারে না। লঘু হইয়া গুরুকে মাপিতে গেলে, গুরুর অনুগত না থাকিয়া গুরুর উপর গুরুগিরি বা গুরুকে উপদেশ দিতে গেলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরুদেব আমাদের নিত্যপ্রভু, নিত্যবান্ধব, নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদই আমাদের মঙ্গলাভের একমাত্র পাথেয়। তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমাদের ইচ্ছা মিশান দরকার। সেইজন্যই বলিতেছি, যদি আমরা মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে শিষ্য হইতে হইবে—গুরুর শাসন অবনতমস্তকে স্বীকার করিতে হইবে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের পদধূলি হইতে হইবে।

শিষ্য না হইলে গুরুর গুরুত্ব বা আচার্য্যের আচার্য্যত্ব বা মহত্ত্বের উপলব্ধি হয় না। গুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধার অভাব যেখানে, সেখানে আধ্যাত্মিকতাই প্রবল হয়। সেখানে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রশ্রয় পাইয়া আমাদিগকে শ্রৌতপথ হইতে বিচ্যুত করে। নিজ লঘুত্বের উপলব্ধির অভাব যেখানে, সেখানে আশ্রয়ের জন্য ব্যগ্রতা নাই। সাধুগুরু-সঙ্গেই এই লঘুত্বের উপলব্ধি হয় এবং তখনই জীব গুরুর আশ্রয় করে। শিষ্যের আসন—শ্রবণকারীর আসন—লঘুর আসন—ভৃত্যের আসন, আর কীর্তনকারীর আসন—গুরুর আসন—প্রভুর আসন। এই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য। কৃষ্ণকার্ষ্ণ ব্যতীত এজগতের কোন বস্তুর সহিত আমার সম্বন্ধ নাই, কৃষ্ণকার্ষ্ণের সহিতই আমার নিত্যসম্বন্ধ—আমি কৃষ্ণকার্ষ্ণের অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্য—ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান। 'গুরুদেব! আমি ত' তোমারি জন।' —এই সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব যেখানে, সেখানেই আশ্রয়হীনতা। এই সম্বন্ধহীনতার ন্যায় দুর্দশা আর কিছুই নাই। কৃষ্ণকার্ষ্ণের সহিত যেখানে সম্বন্ধ নাই, সেখানে চেতনতারও সার্থকতা নাই, আনন্দ নাই। সাধুসঙ্গে বিগ্রহের সহিত শ্রীগুরুর সেবাই এই সম্বন্ধজ্ঞান দান করে। পূর্ব পূর্ব জন্মের পুঞ্জীকৃত সুকৃতিফলেই কৃষ্ণকার্ষ্ণপাদপদ্মে শ্রদ্ধা হয়। নিষ্কপট কৃপাভিখারী জনই প্রকৃত সদ্গুরুর সন্ধান পায়, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এমন সুবর্ণসুযোগ পাইয়াও যদি আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে দোষ আমাদেরই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের; নির্দোষ কৃষ্ণকার্ষ্ণের বা অন্য কাহারও তাহাতে কোন দোষ নাই। সুতরাং বদ্ধজীব আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্বন্ধবিশিষ্ট হইবার জন্য সপার্ষদ শ্রীগুরুদেব ও ভগবানের নিকট কৃপাভিক্ষা করিব। এতদ্ব্যতীত মঙ্গললাভের অন্য কোনও উপায় নাই। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

জাগতিক বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্যাদির দ্বারা কৃষ্ণকার্ষ্ণের সন্ধান পাওয়া যায় না, তাঁহাদের স্বরূপ উপলব্ধি হয় না। নিষ্কপট প্রপন্ন বা শরণাগতের নিকটেই তাঁহারা কৃপাপূর্বক আত্মপ্রকাশ করেন। সেইজন্যই শিষ্যের দিক্ হইতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বিশেষ আবশ্যক। অকপট শুশ্রূষা বা নিষ্কপটে শ্রবণের ইচ্ছা থাকা দরকার। শ্রবণের ইচ্ছা যেখানে নাই, সেখানে নিষ্কপটতা নাই—নিরপেক্ষতা নাই, লঘুত্বের উপলব্ধি নাই। সেখানে আছে কেবল সবজান্তা ভাব, প্রণতি বা শরণাগতির পরিবর্তে—কৃত্যাভিমানের পরিবর্তে কর্তৃত্বাভিমানের তাণ্ডব। এই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার অভাব যেখানে, সেখানে অপ্রণিপাত অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণরূপ কামনা, অপরিপ্রশ্ন অর্থাৎ কুতর্ক, ইতর কথার আলোচনা বা সংকথায় উদাসীনতারূপ অবাক্ বাগ্‌বেগ এবং অসেবা অর্থাৎ মনোবেগ বা আত্মার বৃত্তির অভাব স্থান পাওয়া স্বাভাবিক। এগুলি শ্রবণাদের জীবন অন্তরায়। আমরা যদি গুরুকৃপায় সাধুসঙ্গে এই তিনটী বেগকে দমিত করিয়া আচার্য্যশ্রদ্ধা (শ্রবণেচ্ছা) হৃদয়ে পোষণ পূর্বক কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা প্রকৃত হইয়া শ্রীগুরুর শিষ্যত্ব লাভের যোগ্যতা পাইব। তখনই সেই শিষ্যগণকে শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্বক আপন বলিয়া গ্রহণ করত সেবায় অধিকার দিবেন। সেইজন্যই বলিতেছি, সকল ছাড়িয়া গুরুদাসানুদাস হইবার জন্য যত্ন করিতে হইবে—শিষ্য হইতে হইবে।

প্রকৃত শিষ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিত্যানন্দরূপেই দর্শন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার জগৎ প্রকাশকত্বের পরিচায়ক। তোমরা অসন্তুষ্ট হইয়া ইতরপরায়ণগণ আচার্য্যের মৃত্যু আচরণেও ঈর্ষা প্রকাশ করেন।"

আমরা অযোগ্য জীব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-যোগ্যতা আমাদের নাই। গুরুনিত্যানন্দের কৃপাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। আমরা যেন স্বপ্নেও কোনদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ ব্যতীত অন্য কোনরূপ চিন্তা করিবার দুর্ভাগ্য বরণ না করি—ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা। আমরা যেন উত্তরোত্তর গুরুপাদপদ্মে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া তৎসেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারি, এজন্য গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের প্রতি অমায়ায় কৃপাদৃষ্টি করুন—ইহাই নিবেদন।

— — —

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভায়াঃ

শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রম্

(২২)

প্রজ্ঞানবনাসনামা যঃ শ্রীমান্ বর্ণী সুদর্শনঃ।
কার্য্যনৈপুণ্যসংযুক্তঃ সেবোৎসাহপ্রদর্শকঃ॥
বৈষ্ণবসেবনাসক্তঃ শ্রবণকীর্তনোৎসুকঃ।
ভক্তোয়ানেশ্বরশ্রী শ্রীচৈতন্যমঠসেবকঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসংস্থৈতাস্মৈ বিতীর্যতে।
কারুকুশল ইত্যেতদ্দুপনামাভ সাদরম্॥
ব্যোমর্ত্তুপঞ্চচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর
সভাপতিঃ

(২৩)

ময়ূরেশ্বরনিবাসায় গোবিন্দবাসিনাম্নিনে।
সাইত্রৈরোপনাম্নে চ শ্রীমতে সজ্জনায় চ॥
লোককল্যাণকামায় ধর্মপালিনে সতে।
গৌড়ীয়মঠসেবায়াং সদাবরপ্রদর্শিনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসংস্থৈতাস্মৈ সমর্প্যতে।
ধর্মপ্রাণ ইতিখ্যাতমুপাধিরত্নং মহৎ॥
ব্যোমর্ত্তুবহ্নিবিধুমে শাকে মায়াপুরে শুভে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—
সভাপতিঃ

(২৪)

শ্রীমহৃদ্বয়োধনদাসাধিকারিসত্তমঃ।
যো মহর্ষিসংস্থ জগন্নাথমঠসেবকঃ॥
প্রাদৈশ্বর্য্যেশ্বর্য্যদশি শ্রদ্ধাসেনাবিধায়কঃ।
সদ্‌ভক্তসংযুক্তঃ সজ্জনানন্দদায়কঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসংস্থৈতাস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিপ্রাণ ইতিখ্যাতমুপাধিরত্নং মহৎ॥
ব্যোমর্ত্তুবহ্নিবিধুমে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—
সভাপতিঃ

(২৫)

যো ময়ূরসিংহাখ্য নগরবাসিনাং হিতঃ।
শ্রীহরিপদনামা চ দাসাধিকারিনামকঃ॥
অধ্যাপকো মহাধীরো গুরুসেবৈকজীবনঃ।
প্রপ্রধানশ্চ শুদ্ধভক্তিকার্য্যসহায়কঃ॥
ধামপ্রচারিণীসংসংস্থৈতাস্মৈ প্রদীয়তে।
ভক্তিসুন্দর ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো বুধৈঃ॥
পূর্ণর্ত্তুশৈলচন্দ্রাব্দে শাকে মায়াপুরে বরে।
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—
সভাপতিঃ

(২৬)

নবযোগ্যনাম্নে শ্রীদাসাধিকারিণে সতে।
মেদিনীপুরবাসায় সজ্জনায় সুবুদ্ধয়ে॥
ধামসেবাগ্রহকার বৈষ্ণবশ্রীতিভাগিনে।
কার্য্যনৈপুণ্যোজ্জ্বল মঠসেবাবিধায়িনে॥
ধামপ্রচারিণীসংসংস্থৈতাস্মৈ বিতীর্যতে।
ভক্তিকেতন ইত্যেষ উপাধিরত্ন সাদরম্॥
ব্যোমর্ত্তুবহ্নিবিধুমে শাকে মায়াপুরে বরে
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—
সভাপতিঃ

(২৭)

শান্তগাম্ভীর্য্যসম্পন্নঃ শ্রীবৈষ্ণবরাজ ধঃ।
শ্রীচৈতন্যমঠবাসী বিদ্বান্ মহাশয়ঃ॥
মহাসত্ত্ব গৌড়ীয়মঠ সেবাসুসাধকঃ।
স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাশেষ সদ্গুণ্য ক্ষ
ধামপ্রচারিণীসংসংস্থৈতাস্মৈ প্রদীয়তে।
প্রেমপরায়ণ ইত্যেষ উপাধিপ্রবরো বুধৈঃ॥
ব্যোমর্ত্তুবহ্নিবিধুমে শাকে মায়াপুরে শুভে
ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ—
সভাপতিঃ

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন প্রভৃতি [illegible] এই [illegible] ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
কলিকাতায় শ্রীবিনোদবিহারী-শ্রীগৌরসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, আলোচনাদি এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এখন [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) [illegible] সমাধি-পাট

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র [illegible] কাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ঐ বিরুপাক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জন্নগর গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], নদীয়া

(১৬) শ্রীকৃষ্ণদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাটীঘাটা (শ্রীশ্যামানন্দের শ্রীপাট নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) বাগবাজার-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

২৪-পরগণা

(২৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩এঃ [illegible] রোড, দার্জিলিং

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], জেঃ মেদিনীপুর, বি, এন, আর

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ নং [illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible] পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ-[illegible]

[illegible], বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-[illegible]কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ – শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)।

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]
বম্বে [illegible] ৭

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর [illegible] সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু-[illegible] সেবা

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]। (পুরী)।

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
৫৫ [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

(৫৯) শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয় প্রপন্ন-মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং ১
৫১, [illegible]
[illegible], [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৫ [illegible] রোড, [illegible]

(৬৮) শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীমদ্ভক্তি [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০			
" " ইঞ্চি ২৲				১৲
" সিকি কলম ৩৲	২০			৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
" এক কলম ১৪৲	১০৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি গ্রহণে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	৩।০
" সিকি কলম ১৬৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুল সহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক [illegible] বিশেষ সংখ্যা। [illegible] মূল্য [illegible]।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

———:০:———

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

———:০:———

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান স্বাস্থ্যকর [illegible]—[illegible] : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং সব পরিচিত [illegible]। [illegible] [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উজ্জ্বল ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———:০:———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃশতবর্ষপূর্ত্তি-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্ট কৃপায় "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদ্য-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' [illegible], শ্রীল প্রভুপাদের "[illegible]" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কতিপয় ও প্রয়োজনীয় অংশে টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ [illegible] সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে প্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা সজ্জিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও [illegible], পোঃ [illegible], [illegible]।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক অংশের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

[শ্রী]চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য- মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পারঙ্গত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল। আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৭৫০ পৃষ্ঠা। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দের সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ব্রজপত্তন গৌড়ীয়মঠ, ২৫নং ... ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-স্রোতের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু সুপাঠ্য শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১৭৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর ... অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উড়িষ্যা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও খ্যাতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৯১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	৫-১৬	৬-০৬	৭-১৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৩-৫৩	১৭-৫৯	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১৯		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২০-৪৬	

(যাওয়া—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজ লাইনে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-৯০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

আসিতে

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৪	৯-২৫			১৩-৩০	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১৯
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৩	১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১	
(বদল) ছাঃ			১১-০			১৭-৪৩	
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১

(আসিতে—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৪১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৩		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৭		২০-৩

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর— ৯ই চৈত্র ১৩৮৪ ২৩শে মার্চ ১৯৭৮ বৃহস্পতিবার । ২০শ সংখ্যা

জাতীয় সংবাদ

[illegible]

[illegible]

[illegible] ব্যক্তিদের শিক্ষা

[illegible]

বিহারে ফ্লাইং ক্লাব স্থাপনের পরিকল্পনা

[illegible]

বরিশালের গ্রামে কলেরার প্রকোপ

[illegible]

লণ্ডনে নেপালের রাষ্ট্রদূত

[illegible]

মালদহ স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট

[illegible]

ত্রিপুরা জেলার বাজারে অগ্নিকাণ্ড

[illegible]

[illegible] অভিযোগ

[illegible]

[illegible] I am not going to say to every lo..fer of the street. [illegible]

আমাদের গ্রামে ডাকাতি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — পরমপূজ্যপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। শ্রী গৌড়ীয়মঠ কলিকাতা বাগবাজার হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৫ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ... ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত — হিন্দি ভাষায় সাম্প্রতিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী — শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। নদীয়াপ্রকাশ — মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা দৈনিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:০:——

১। শ্রীভক্তিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গ্রন্থাবলীর সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমূহ হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সরল প্রশ্নোত্তরাকারে বাঙ্ময় অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—২, দুই টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদের পরবর্ত্তী গোস্বামী প্রভু-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৷০ চার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল, পুরাতন..., পোঃ ..., ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮,
দশম স্কন্ধ— ৯,
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৬,
৩। অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ (বাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷০ ২য় খণ্ড ১, ৩য় খণ্ড—৷০ ৪র্থ খণ্ড—৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷০; ২য় খণ্ড ১,; ৩য় খণ্ড—৷০
৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ১,
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷০
১৪। সাধকক্ত্ত্তহার (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ মত ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বারমাসী আমৃত ।০
১৯। অর্চ্চনবোধ ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸/০
২১। গৌড়ীয়সাধিকা ৸/০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামতত্ত্ব (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১, (বাঁধা) ১
২৬। শ্রীরূপ গোস্বামী ... ৷০
২৭। পুতিগন্ধময়া অপগোষ্ঠীরত্ব (সাপ্তাহিক) ১,
২৮। বেদান্তদর্শন (সাপ্তাহিক) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৷০
৩০। দীপ-বিন্দু-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸/০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপশতক ।০
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্র ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধ্যতত্ত্ব /০
৪৪। গৌড়ীয়কণ্ঠমালা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। প্রেমপ্রদীপ ৶/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। উপদেশামৃত ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৩,
৫১। প্রপন্নাশ্রিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহিক) ।০
৫৩। গৌড়ীয়ভোজন ৷০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। নবদ্বীপাষ্টকী বা শারদাকর্ষাষ্টকী ।০
৫৬। আচার্য্য ও ভক্তিসম্ব ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (আমলিন) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক
৬০। সাধুবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিলাসঃ ।০
৬৩। সতীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। শরণম ।০
৬৫। সাধনায় শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়ভাষ্যগ্রন্থিকাঃ
৬৭। নারদপঞ্চরাত্রম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড অন দি ভেদান্ত ।০
৭০। বিষয়ভজন /০
৭১। লেকচার - উইথ সরস্বতী আর সরস্বতী
৭২। ভিলেজিং অ্যাম্পারস ৸/০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদান্তীজম ।০
৭৫। সোসাইটি গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। বৈষ্ণবিজম ফিলসফি অ্যান্ড আইডিয়ালস্টিক
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অর্থ খণ্ড) ১৫,

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৭ম বর্ষ ১৮ বিষ্ণু ৪৪৩ গৌরাব্দ [illegible] চৈত্র ১৩৩৫ [illegible] মার্চ ১৯২৯, বৃহস্পতিবার } ১০ম সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাদেশে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার [illegible] প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় মঠসেবক সমভিব্যাহারে শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয়ের চাঁদপুর (ত্রিপুরা) বাসভবনে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ [illegible] হন। উক্ত সহরে অবস্থান কালে পাণ্ডুলী প্রভৃতি নানা স্থানে শ্রীনামভজন [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

— —

গত ২রা ও ৩রা চৈত্র বৃহস্পতি ও শুক্রবার উক্ত সহরের কালীবাড়ী নাটমন্দিরে “সমসাময়িকযুগে শ্রীচৈতন্যদেবের দান” ও “বিশ্বশান্তির উপায় দান” সম্বন্ধে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় [illegible] দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। [illegible] ১ম দিবসে [illegible] চাঁদপুর আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ [illegible] এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের এজেন্ট শ্রীযুক্ত জগদীশ লাল বাগ্‌চী মহোদয় যথাক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের শাস্ত্রযুক্তি মূলে অভক্তিপর মতবাদের নিরসন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারিত বাস্তবসত্যের নির্ভীক কীর্ত্তন শ্রবণে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ পরম পরিতোষ লাভ করেন। সভায় বহু শিক্ষিত সজ্জন এবং মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাসংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

স্থানীয় কালীবাড়ী কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র শূর এম্-বি মহাশয়ের যত্নে বক্তৃতার কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

———

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার [illegible] প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত [illegible] মার্চ সোমবার [illegible] হইতে বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

———

যৎকিঞ্চিৎ

— —:: • :: — —

হরিনামে অর্থবাদ দশাপরাধের অন্যতম। যে ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামে অর্থবাদ কল্পনা করে, মানবগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপিষ্ঠ সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে পতিত হয়। শ্রীনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। তাঁহার অনন্ত মহিমা, অনন্তগুণ। ভগবানের অপার মহিমার কথা অনন্তদেবও বলিয়া শেষ করিতে পারেন না। সুতরাং নামমাহাত্ম্যকে অতিস্তুতি মনে করা মহাপরাধ। ভগবন্নাম-ভজনের এত মাহাত্ম্য থাকা সত্ত্বেও কোন কোন স্থানে যে প্রাচীন ব্যক্তিগণের বহুকাল ব্যাপী ভজনফলেরও অফলতা অর্থাৎ বৈফল্য শুনা যায়, সেস্থলে শ্রীনামের মাহাত্ম্যে অর্থবাদ-কল্পনা এবং গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রভৃতি দুরন্ত অপরাধসমূহকে ভগবৎ-ভজন মধ্যে না রাখিলে [illegible] [illegible]

———

[illegible] —[illegible] হউক, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হউন [illegible], শ্রবণ না কীর্ত্তনে [illegible] হন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই ত্যাগ করা; কিন্তু যদি [illegible] নাম [illegible] [illegible] মধ্যে [illegible] হন [illegible] [illegible] না, অর্থাৎ [illegible] [illegible] অপরাধগ্রস্ত, তাহাদের [illegible] শ্রীনামোচ্চারণের [illegible] হয়, তথাপি তাঁহাদের পক্ষে নাম [illegible] সুদুর্লভ।

— — —

নৈষ্কর্ম্ম্যের [illegible] [illegible]। শত শত কল্পে [illegible] পূজিত হইলেও শ্রীবিষ্ণু [illegible] [illegible] হন, তাহা হইতে [illegible] ধর্ম্মে [illegible] প্রসন্ন হন না। [illegible] রাজা [illegible] হইলেও বেদ-বৈষ্ণব-নিন্দকের [illegible] [illegible] লাভ করিয়াছেন। [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] এবং [illegible] সেবার প্রভাবে অপ্রাকৃত [illegible] ও হরিজন-হরিকথা শ্রবণ [illegible] [illegible] [illegible] কথায় রুচি উৎপন্ন হয়। সুতরাং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই অপর হইতে [illegible] থাকিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন করা উচিত।

[illegible] গুরু [illegible] পক্ষে [illegible] [illegible] তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ [illegible] [illegible] [illegible]। নামাপরাধক [illegible] [illegible] [illegible] বিনষ্ট করেন। [illegible] নিষ্কপটে [illegible] [illegible] [illegible] হয়।

———

সরল ও নিষ্কপটের সেবাই ভগবান্ গ্রহণ করেন। কুটিল ও কপটের সেবা-পূজার প্রতি তিনি দৃক্‌পাতও করেন না। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু [illegible] [illegible], —“[illegible] [illegible] [illegible] কোন লোকের অপরাধবোধে শ্রীভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্ভক্তগণের [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের প্রতি যে পূজার্চ্চনাদি-পর্য্যন্ত, তাহ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (কপট) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।”

———

নামাশ্রয়ে [illegible] [illegible] [illegible] না যায়। সাধু-গুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

"যিনি প্রকৃত সাধু অর্থাৎ বৈষ্ণব—যিনি সকলের একমাত্র নিত্যভজনীয় বাস্তব কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাশ্রয় স্বরূপে অবতীর্ণ নামের ভজন শিক্ষা দেন। সাধু বা বৈষ্ণব বা গুরু জীবের অধিকার বিচার পূর্ব্বক ক্রমশঃ অজ্ঞানের শুভপ্রদায়ী শিক্ষা দয়া অনর্থের নাশ করাইয়া থাকেন। জড় হইতে ভ বোধয় পর্য্যন্ত জীবের অনর্থ থাকে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ বিষ্ণু শনি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

চৈত্ত্যগুরু ও মহান্তগুরু

——:::——

আমরা শাস্ত্রে চৈত্ত্যগুরু ও মহান্তগুরুর কথা শুনিতে পাই। এই চৈত্ত্যগুরু ও মহান্তগুরু উভয়েই কৃষ্ণস্বরূপ। শ্রীভগবানই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। গুরু বা সাক্ষাৎ আশ্রয়বিগ্রহ। আশ্রয় দেব—সেবা ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। তিনি সেবক-প্রভু। শিক্ষাগুরু অন্তর্যামী ও ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুইটী রূপ। ভক্তশ্রেষ্ঠ বা বৈষ্ণবরাজ — শ্রীগুরুদেব। অন্তর্যামী গুরু চৈত্ত্যরূপে অর্থাৎ চিন্ময়ে অবস্থিত। এই চৈত্ত্যগুরুর সহিত জীবের সম্মুখ সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। কৃষ্ণই মহান্ত অর্থাৎ ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে বা ভগবদ্ভক্তরূপে দিব্যজ্ঞানপ্রদাতা, ভজনাঙ্গ প্রদাতা অর্থাৎ দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। শাস্ত্র বলেন,—

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

ভগবান্ অপার করুণাবশতঃ জীবের অমঙ্গল বিনাশ পূর্ব্বক নিত্যমঙ্গল বিধানের জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আছেন। জীবের প্রতি ভগবানের এত করুণা! দীক্ষাদাতা একজন এবং শিক্ষাগুরু বহু। ... শিক্ষাগুরু ক্বচিৎ কর্ণিতে পারেন। শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু উভয়েই মহান্তগুরু—উভয়েই ভাগবত-পার্ষদ। এই শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু ব্যতীত বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরুর কথাও শোনা যায়। শাস্ত্র-কীর্ত্তনকারী, শাস্ত্রশাসনানুমোদিত অনুষ্ঠান-কারী ব্যক্তি অনর্থযুক্ত, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে শ্রীগুরুপদের সন্ধান প্রদান করিয়া তাঁহার চরণাশ্রিত করিয়া সুকৃতি বিধান করিয়া থাকেন। তাদৃশ শিক্ষাগুরু বিশেষজ্ঞতা গুরুপ্রাপ্তির পূর্ব্বে শিক্ষা প্রদান করেন বলিয়া তাঁহাকে বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু বলা হয়। বর্ত্মপ্রদর্শকগুরু শিক্ষাগুরুরই প্রকারভেদ। মধ্যে দীক্ষাদাতা মহান্তগুরুর অবস্থান।

ভগবান্ প্রত্যেক জীবহৃদয়ে চৈত্ত্যগুরু-রূপে অবস্থানপূর্ব্বক জীবকে নির্দ্দেশ করেন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা ব্যতীত বর্ত্মপ্রদর্শক, মহান্ত-দীক্ষাগুরু এবং মহান্ত শিক্ষাগুরুদেবের পাদপদ্ম সেবালাভ করিবার কোন প্রকারেই সুযোগ হয় না। আবার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি না থাকিলে বা ভগবানের নিকট নিষ্কপট কৃপাভিখারী না হওয়া পর্য্যন্ত জীব চৈত্ত্যগুরুর নিষ্কপট কৃপা লাভ করিতে পারে না। চৈত্ত্যগুরুর কৃপায় মহান্তগুরুর সন্ধান পাওয়া যায়, চৈত্ত্যগুরুর কৃপা আবার দ্বিবিধ। সেই দুই প্রকার কৃপা হলে কেহ বা আধ্যাত্মিক, কেহ বা অধোক্ষজ সেবক। যেখানে সেবককে প্রেয়ঃপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণই আকাঙ্ক্ষার বিষয় হয়, সেখানে চৈত্ত্যগুরুর কপটকৃপা। তৎফলে জীব কৃষ্ণকার্ষ্ণ সেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া ভোগ বা ত্যাগে আকৃষ্ট হয় অর্থাৎ তাত্ত্বিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্যে পতিত হয়। আর ভগবান্ চৈত্ত্য-গুরুরূপে যাঁহার মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন, তাঁহার কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের সান্নিধ্যে দৃঢ়শ্রদ্ধা হয়। তিনি তখন মহান্ত মহাভাগবতের শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া তৎপাদপদ্মনখজ্যোতি দর্শনপূর্ব্বক কৃতার্থ হন।

দুর্ভাগ্যক্রমে শ্রৌতপথে যাঁহাদের আদর নাই, তাৎকালিকবোধধারায় নিত্যত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস নাই, অন্তরে যাঁহারা কৃষ্ণকার্ষ্ণকে আদর করিতে পারেন না, অথচ বাহ্যে সৌজন্য করেন, সেইরূপ কুটিল ব্যক্তিগণ শ্রৌতপন্থায় অনাদর করিয়া তর্কপন্থা অবলম্বন করেন। কৃষ্ণকার্ষ্ণের ব্যক্তিত্বে তাঁহাদের শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস হয় না। তাই তখন তাঁহারা দুর্ব্বাসনার পরিবর্ত্তে অহঙ্কারবশে অন্ত-নিত্যানন্দের অপার কৃপা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অন্যতকে সত্য বলিয়া মনে করেন। 'অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া নিতাইপদ পাসরিয়া অসত্যেরে সত্য করি মানি' এই বাক্যে ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম প্রভু আমাদিগকে সুষ্ঠুরূপে জানাইয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠলীলায় হইয়াও ইহ-জগতে কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করেন। তিনি বাদৃশ বদ্ধজীবকে উদ্ধার করিতে গিয়া কখনও কাহারও উপদেশ হইয়া গান না বা কুল-ক্রমের ভগবানের সেবা ভুলেন না। তবে শ্রীগুরুদেব যে কখনও কখনও আপনাকে মর্ত্ত্য-বুদ্ধিতে বিপন্ন করিবার লীলা প্রদর্শন করেন, বহির্ম্মুখ জনগণের জন্য লীলাবিস্তার করেন, তাহা দেখিয়া আমরা যেন তাঁহাকে ভগবৎকৃপা ব্যতীত অন্য কিছু মনে না করি। যদি মহদপরাধক্রমে শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি বা প্রাকৃতবুদ্ধি হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে জীবাধমের কল্পনা করিয়া তৎপাদপদ্মসেবা হইতে বিচ্যুত হইব। বদ্ধজীব আমাদের পদস্খলন পদে পদে। তবে তিনি অদোষদর্শী, পরম কৃপাময়, ইহাই একমাত্র ভরসা।

আমরা অপরাধী জীব। আমাদের অপরাধের অন্ত নাই। আবার যাঁহার চরণে অপরাধ তাঁহার কৃপা ব্যতীত অপরাধের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই। তাই আমরা কৃষ্ণকার্ষ্ণের পাদপদ্মে কৃপা ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি,—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ
কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে
পুরুষোত্তম॥
যুক্তো যদি ভবান্ পাপানাং দুর্ব্বাসনাশমনম্।
তর্হি নাপরাধানাং ভবেৎ শরণং প্রভো।
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

দিব্যজ্ঞানদাতা মহান্তগুরু বা দীক্ষাগুরু একজন। আর ভজনশিক্ষাদাতা মহান্তগুরু অনেক। শিক্ষাগুরুর বহুত্ব থাকিলেও দীক্ষা-গুরুর সহিত তাঁহাদের মতভেদ নাই, পরন্তু তাঁহারা দীক্ষাদাতার অকৃত্রিম বন্ধু। শিক্ষা-গুরু দীক্ষাগুরুর শরণাগত শিষ্যগণকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। ভক্তিপথে শিক্ষাগুরুর আবশ্যকতা আছে। কারণ, শিক্ষাগুরু না থাকিলে অনেকস্থলে দীক্ষাগুরু-প্রদত্ত অবদান বা শিক্ষা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের দীক্ষাগুরু, আর শ্রীস্বরূপসনাতনাদি আচার্য্য, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের শিক্ষাগুরু। ইঁহারা সকলেই স্বরূপশক্তি—সকলেই বিশ্বনাথ-জন। ইঁহারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। ইঁহারা অপ্রাকৃত সর্ব্বগুণাতীত—মায়াতীত। মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহারা নির্দোষ, মহাবদান্য ও পরমদয়ালু। তাঁহারা ভোগীও নন, ত্যাগীও নন, তাঁহারা কৃষ্ণানু-রাগী, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা, কৃষ্ণসেবাপ্রমত্ত নিত্যসিদ্ধ ভাগবত-পার্ষদ। তাঁহারা সকলকেই কৃষ্ণসেবাপর করিবার জন্য যত্ন করেন, কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করেন। তাঁহাদের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবিধায়িনী নির্ব্বিবাদিনী চেষ্টাকে হতভাগ্য মূঢ়, মৎসর আমরা আমাদেরই ন্যায় বিষয়চেষ্টার অনুরূপ জ্ঞান করিয়া তৎপাদপদ্মসেবা হইতে বঞ্চিত হই। এমনি আমাদের দুর্দ্দৈব! করুণাময় প্রভুপাদ আমাদিগকে এরূপ বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তৎপাদপদ্মে স্থান প্রদান করুন, তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করুন, ইহাই তাঁহার ও তদভিন্নস্বরূপ আচার্য্য গুরুবর্গের শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা।

মায়ার নেশা

(শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

জীবের উপর যাহা প্রভুত্ব করে, তাহা বহিরঙ্গা মায়া। আর অপ্রাকৃত পুরুষোত্তমকে লইয়া যাঁহার বিলাস তাহা স্বরূপশক্তি। অলোকের নিকট কবে অকপটে বলিতে পারিব—আমার চেতনবৃত্তির উপর তোমার পরিপূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা প্রভুত্ব করুক। নিজে প্রভু সাজিলে সম্রাট পুরুষোত্তমের সহিত পাল্লা দেওয়া হয়, এই অপরাধ জ্ঞানে ও অজ্ঞানে আর কতকাল করিতে থাকিব? নিষ্কপটে হরিভজন করিলে সমস্তই ভাল, নতুবা সমস্তই মন্দ। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি গৃহে ভজন করিতে পারেন না। সাধুসঙ্গই একমাত্র ভরসা। সাধু বা ভাগবত—বৈষ্ণবকির্ত্তন হওয়ার জন্য যে শ্রবণ কীর্ত্তন বা সদাচার গ্রহণ, তাহাই প্রকৃত সাধুসঙ্গ; কেবল সাধুর কাছে বসিয়া থাকা, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ান 'সাধুসঙ্গ' নহে। সাধুর সঙ্গফলে দিব্য-জ্ঞানের উদয় হইবে। মায়ামুগ্ধ জীব আমার দুঃখের শেষ নাই। স্ত্রী, পুত্র, পরিজনের রূপ নিয়ে মায়া যে কতভাবে আমার উপর প্রভুত্ব করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কনককামিনী সব আমারই, আমিই ইহার মালিক, আমার ধন, আমার বিষয়সম্পত্তি, আমার অর্থে লালিত-পালিত দাস-দাসী, চাকর-চাকরাণী, বস্তুতঃবেই তাহাদের উপর আমার প্রভুত্ব কামনা করি, তবুই যে আমি তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত, তাহাদেরই চিন্তাযুক্ত হইয়া সেই সেই বস্তুর ক্রীতদাস হইয়া পড়িতেছি, দোহাই পার্থসারথি অন্ধ আমার এ জ্ঞান কি কখনও উদয় হইবে না?

হেন দুষ্ট কর্ম্ম নাই, যাহা আমি করি নাই,
সহস্র সহস্র বার হরি।
সেই সব কর্ম্মফল, পেয়ে অবসর বল
আমায় পিষিছে ক্রোধভরি॥
গতি নাহি দেখি আর,
কাঁদি হরি অনিবার
তোমার অভয়ে এবে আমি।
যা তোমার হয় মনে, কর সেও অকিঞ্চনে
তুমি মোর একমাত্র স্বামী॥

মায়াভোগরূপ পৌরুষই সংসারী লোকদিগের অনর্থ। জড়দেহে অহংমমাদিবুদ্ধি করিয়া অসদ্বিষয়সুখাদির তৃষ্ণাই অনর্থ। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, যশৈষণা সমস্ত মায়ার ফাঁদে প্রবেশের সহযোগিতা করিতেছে। যতদিন সংসারে সুখের আশা অল্পোন্মুখ না হইয়া পড়িবে ততদিন কোন ক্রমেই ভগবদনুরক্ততার উদয় হইবে না, হরিভজন কিছুই হইবে না, সেও দিবা মনের ভজন হইয়া যাইবে, এই অনোষ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে বিন্দুমাত্র তর্ক নেই। যে মুহূর্ত্তে তর্ক, সন্দেহ বা কলি ঢুকেছে, অমনি জীব মরেছে, দ্বিতীয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া ঠিক কৃষ্ণকে অপহরণ করার চিত্তবৃত্তি গোপনে বা প্রকাশ্যে হৃদয়ে পোষণ করিতেছে। কৃষ্ণকে অপহরণ করা খুব সোজা, যেমন একটা পাহাড়ের উপর থেকে লাফ দিয়ে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূতলদেশে উপস্থিত হওয়া, তাহাতে প্রাণ থাকুক আর নাই থাকুক, ঐ প্রকার দৌড়ের মধ্যেই গতি, এই মতটাই বা মধ্যে থাকাটা আবার প্রেমঃ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এমনি মায়ার প্রতাপ! বন্ধমাত্র মুক্তির উপায় নাই। নিজ স্বতন্ত্রতার সদসৎ ব্যবহারের তারতম্য জ্ঞান কবে আমার হবে? যিনি এই শুদ্ধপথের পথিক নহেন, তাঁহার বড় বড় ভরসা! তিনি সচ্চিদানন্দ ভগবৎ-স্বরূপের একমাত্র আধারকে, সর্ব্বশক্তিমানকে আশ্রয় করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সংশয় কিছুই নাই। শ্রৌতপথের আশ্রয়কারীর মুক্তিকে অতিক্রম করিবার কোন সন্দেহ থাকে না, নিঃসন্দেহে মায়ার রাজ্যে মায়ার ভূমিকা অতিক্রম ক'রে বৈকুণ্ঠভূমিকায় অবস্থান করিয়া স্বীয় আরাধ্য বৈকুণ্ঠেশ্বর কৃপাপ্রসাদ সর্ব্বদা লাভ করেন। তাঁহারা নিত্যানন্দপাদপদ্মাশ্রিত হওয়ায় আরও সুরক্ষিত, যদিও বা সেই নিষ্কপট সাধকগণ মায়ার আকর্ষণে কখনও কখনও নিজ ভূমিকা হইতে পদস্খলিত হন, তথাপি নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব কৃপাবর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। তিনি জীব-হৃদয় কর্ষণ করিয়া তথায় সৌরভক্তির বীজ রোপণ করেন। এমন পরমদয়ালশিরোমণি ত' আমার শ্রীগুরুদেব। তাঁহার বাণীর অনুশীলন ব্যতীত আমাদের আর কোন কার্য্য নাই।

পূর্ণতম পুরুষ যাঁ'কে জয়দেব "দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ" ব'লে প্রণাম ক'রেছেন, যাঁহাকে ভাগবত "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ব'লেছেন, যাঁ'কে ব্রহ্মসংহিতা "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" ব'লেছেন, সেবার যোগ্যতা যাঁ'তে পূর্ণতা লাভ ক'রেছে, সেই পূর্ণতম কৃষ্ণের প্রেমের কথা আমরা কেবল গল্পের মত শুনি। এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য! আমরা যে জগতে এসে পড়েছি, যে পারিপার্শ্বিকতা ও সঙ্গপ্রভাবের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ অনুপ্রাণিত হইতেছি, সেটা হ'ল এক খণ্ড রাজ্য, এখানে সব তুচ্ছজিনিসের কথারই আলোচনা হয়। চতুর্ব্বর্গের মস্তকের মণি পঞ্চম প্রয়োজন প্রেমের কথা এই দেশে নাই—থাকতে পারে না। আমরা এ জগতে যাহা 'ভালবাসি' মনে করি, যাহাকে প্রেমের ছবির সঙ্গে সমান করিতে চাই, সেগুলি 'প্রেম' নয় বরং প্রেমের পরিপন্থী। তাহা প্রেমের উপর সহস্র সহস্র আবরণ, অত্যন্ত বিকৃত, প্রেমাভাস মাত্র। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণাদি যে নববিধা ভক্তির যাজন, তাহাও প্রেম ব্যতীত সুখ সম্পাদন করিতে পারে না। লবণ ব্যতীত যেমন বহু ঘৃত মশলায় প্রস্তুত ব্যঞ্জন, ক্ষুধা ব্যতীত যেমন উৎকৃষ্ট ভোজ্য সামগ্রী, অববোধ ব্যতীত যেমন মনোরম গ্রন্থপাঠ, জলব্যতীত যেমন সুশোভিত উদ্যান, তেমনি শ্রদ্ধা, প্রীতি বা প্রেম ব্যতীত নবধা ভক্তিও ব্যর্থ।

মায়ামুগ্ধ জীব তদবধি নিস্তার পাইতে পারে না, যতক্ষণ সংসারভোগ-বাসনা হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত না হয়, ভোগ করিতে গেলেই বিপদ। ত্রিতাপে দগ্ধ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত বরণ করিতে হয় তাও স্বীকার তবুও প্রবৃত্তিমার্গের স্পৃহা প্রবল থাকে। কঠিন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া জীব কাতরস্বরে দীনবন্ধুর চরণসেবায় উন্মুখ হইতে চায়। চরকাদি চিকিৎসাশাস্ত্র বলেন, বিশেষ বিশেষ অপরাধ ও পাপ থেকে গুরুতর ব্যাধি হয়। কর্ম্মমার্গে এই সকলের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে তাহা হস্তীস্নানবৎ নিরর্থক, এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদ্বৈষ্ণবগণ ভগবদ্ভক্তিকেই সকল ত্রিতাপ উন্মূলনের একমাত্র অমোঘ ও অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত এই ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইবার অদ্বিতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান। মায়া কাণে কাণে ব'লে যায় তা' মা, জীবসেবা, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা কর, বিশ্বপ্রেমিক সাজ তা'হ'লে তোমার চতুর্ব্বর্গ লাভ হ'বে, এর দ্বারা তুমি কি চাও, যা চাও সব পাবে। চমৎকার! কেমন সুন্দর জীবনযাপন। কাণের ছিদ্র বন্ধ ক'রে দিলাম, শ্রীমদ্ভাগবতের অমৃতবাণী আর কর্ণকুহরে প্রবেশ হ'ল না। হৃদয়ে মায়াপিশাচীর তাণ্ডবনৃত্য, অন্ধজনকে কাণ্ডারী ক'রে নিজ দেহসেবা এবং দেহের বিবৃতিস্বরূপ আর স্বজনের দেহসেবায় কি প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে নিযুক্ত হয়েছি, কেউ ধরিতে পারে না। কত প্রকারের মুখোস আমার, যখন যেমন প্রয়োজন তেমন বাগ্মীশ্বরী, দুই চার পুঁথি লিখে প'ড়ে বেশ চলনসই অবস্থায় দাঁড়িয়েছি! কিন্তু তেত্রিশ কোটী দেবতা পর্য্যন্ত এখানে সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত আছে কেন তোমাকে নিয়ে ভোগা দিবে, ভগবানকে ভুলিয়ে দেবে, উহাই ত' মায়ার কাজ। ভোগ করা ত' খুব সহজ কিন্তু ভোগে যে প্রকৃত স্বার্থ নেই। ভোগ করতে চাই, মহামায়া ও উপস্থিত সর্বাগ্রে, বেশ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নাকের দোলায় দোল খাওয়াবে "কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়"। সেবাবৃত্তি জাগে যোগমায়ার শক্তিসঞ্চারে, সকল আপদ দূর হ'য়ে যায়। কাঠ পাথর নই যে নিজ স্বাধীনতা শক্তি লুপ্ত হ'য়ে যাবে, কৃষ্ণ ত' কাহারও স্বাধীনতার উপর হাত দেন না, সর্ব্বস্ব আমাকে দিয়াছেন কিন্তু চাবিকাঠী তাঁহার হাতে আছে, তাই তিনি স্বরাট্ পুরুষ, চক্রধারী নারায়ণ। সুদর্শন দ্বারা আমাদের সকল কুদর্শনকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ক'রে দিতে পারেন। ভগবান্ মানুষকে স্বাধীনতারূপ রত্নটী দিয়েছেন ব'লেই, এ জীবনে স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারের সুবর্ণ সুযোগ আছে ব'লেই মনুষ্যজন্ম দুর্লভ। ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে একবার ভজনোচিত দেহ লাভ হয়, তাহারও যদি কুব্যবহার করি তখন "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্" শ্লোকের তাৎপর্য্য অবশ্যই স্মরণপথে আসিবে। তখন আর কি উপায় আছে, কর্ম্মফলভোগ অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, আশ্রয় হ'লে কোন প্রবন্ধ হ'বে না।

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

নিজকৃত কর্ম্মফল 'ভগবানেরই কৃপা' এই বিচারে ভোগ করিতে করিতে কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক জীবনযাপন করিতে হইবে। মায়া-মদিরা পান করিতে মোটেই বিরত হইতেছি না। আপাতমধুর, আপাতমনোহর, আপাতসুখকর বস্তুই সহজলভ্য, তাই নেশা কাটে না, নেশার উপর নেশা করে একেবারে ভোর হ'য়ে গেছি এই নেশা কত দিনে ভাঙ্গবে? শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়ভক্তি কই হইল? হে দয়াল! আপনার শ্রীচরণে সুদৃঢ় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ ব্যক্তির কখনও পতন হয় না।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

এই মনোহর দিব্য দেহটীর মধ্যেও যে পেটভরা বীজটী—অপরাধের বিষাক্ত বীজটী লুক্কায়িত রহেছে, কর্ম্মকাণ্ডের শত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা বা জ্ঞানকাণ্ডের বিচারে কেবল উপরের ডালপালাগুলো কেটে ফেলে যে ভক্তির ব্যবস্থা কি ক'রে তা'তে আরও সেই অপরাধের প্রসারিণী শক্তি পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। বৈষ্ণবাপরাধী কুষ্ঠরোগী ও ক্ষমাপ্রার্থী বাসুদেবের প্রতি শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, শ্রীবাসের চরণে অপরাধ আছে, শ্রীবাসচরণে ক্ষমাভিক্ষা ক'রেই কুষ্ঠরোগীর আসল রোগটী নির্ম্মূল হইল, আত্মা আবরণমুক্ত হইল, মায়াপিশাচী পলাইয়া গেল, সুপ্ত আত্মা উদ্বুদ্ধ হইল। শুধু রোগ সেরে হ'লে না, সুস্থ হ'য়ে সুস্থের মত চলাফেরা যদি না করিতে পারিলাম তাহা হইলে সুস্থ হইবার সার্থকতা কোথায়? তাই শ্রীচৈতন্যদেব সেই নিষ্পাপ রোগীকে বলিলেন যে, মুখে ভগবান্ ও ভক্তের গুণকীর্ত্তন কর, তাহা হইলে কোনদিনই আর কোন প্রকার ভবরোগ তোমায় আক্রমণ করিতে পারিবে না। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের জামাতা অমোঘের শ্রীচৈতন্যচরণে অপরাধ হওয়ায় বিসূচিকা-রোগগ্রস্ত হন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে ব'লেছিলেন, অমোঘ, তোমার হৃদয় ব্রাহ্মণ হৃদয়, তাহা কৃষ্ণের বসিবার যোগ্যস্থান, সেখানে প্রেমের আসন না পেতে তুমি সেখানে প্রেমবিরোধী মাৎসর্য্য-চণ্ডালিনীকে কেন আসন দিলে? শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের সম্বন্ধে তাঁকে কৃপা ক'রে ভগবৎ-সেবার উপদেশ কর্লেন। শ্রীচৈতন্য-বিরোধ বা বহির্ম্মুখতা যে বিসূচিকা-রোগ রূপ কায়া বা লক্ষণ প্রকাশ ক'রেছিল, সে রকম অনন্ত বিসূচিকা রোগ বা ত্রিতাপ শ্রীচৈতন্যের কৃপায় সমূলে নির্ম্মূল হ'য়ে যায়।

(ক্রমশঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্বপ্রধান পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ [illegible] চতুষ্টয় [illegible] [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন [illegible] কলিকাতায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আসন [illegible] সর্বত্র [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক [illegible] প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
উক্ত গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিদ্যমান শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়-মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) সীমন্তদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাইগাছি [illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)

১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

চাকদহ, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) বাগবাজার-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

২৪পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ [illegible], ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

রত্নাকর, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং [illegible], দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible], ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

৩৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ [illegible]

(৩৫) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible]

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণপথ, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীচৈতন্যমঠ পীঠ

[illegible]

(৩৯) [illegible]

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনাদি

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) মহেশ বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বোম্বে ৭

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]
শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]
শ্রী[illegible] সেবা

৫২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], উড়িষ্যা

৫৪) [illegible] পুরী

৫৫ [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]

(৫৯) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পো [illegible], [illegible]

(৬২) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (বাংলা)

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

[illegible]
[illegible], [illegible]
[illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ [illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিজ্ঞানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		অন্য সাধারণ পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ও	।।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক [illegible]। নমুনা সংখ্যা বিনা মূল্যে

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৯৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৪ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিজ্ঞভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব বৌদ্ধিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃপঞ্চাশৎ [illegible] আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'... শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' [illegible] সহ প্রকৃত হইতে কলাপ ও প্রয়োজনীয় অংশ টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কলাপ [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, পাদ-পাঠ-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত [illegible] পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ, ঢাকা, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূনমালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক টীকার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবন, শিক্ষা ও চরিত্র অভিজ্ঞভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের শ্রীমন্মহাপ্রভুর এবং শ্রীচৈতন্য লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিবার সুযোগে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে বহু তথ্য। এই গ্রন্থে, অচিন্ত্য ও অলৌকিক এবং সাধারণ ও বিশেষ চিত্র-সম্বলিত। তাহা ও পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত তালিকা ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। মূল্য—১২, বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (পোঃ—নদীয়া)।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সাক্ষাৎ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতদিন কোন প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের আদেশক্রমে [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলীর নির্দেশ ও পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ডবল ক্রাউন ১৬০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য মাত্র ৮০ আনা; ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার প্রকাশনী
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরাজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ০০	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫০	১৬-৫০	১৭ ৫০	২২ ২০
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩১	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ১	৮ ৪৪	১০-৮	১৪-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৬
(বদল) ছাঃ	৭ ১১		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১ ১০		১৮-১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৪৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৪১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ৪০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩০	১৬-০০	১৯-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ১৩	৯ ১৩	১০-৫	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১৯	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫০	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৩			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৩	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২০-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩০	১৮-১	(শান্তিপুর হিঃ)	১৮-৮ (শান্তিপুর)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩০
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৩		২০-৩

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভরতের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। প্লীহা যকৃত সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ফোন— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"দৈনিক"
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1594

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক সংবাদপত্র

১৪শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর -- ১০ই চৈত্র ১৩৪৫ ২৪শে মার্চ, ১৯৩৯ শুক্রবার । ২১৭ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

———:০:———

নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

গত ১৮ই মার্চ নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির এক অধিবেশন হয়। কতিপয় মুসলমান সভ্য "বন্দে মাতরম্" সঙ্গীত সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করায় সভায় তুমুল আলোচনা হয়। উক্ত মুজফ্ফর চৌধুরী বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের সমর্থনে এক আবেগময়ী বক্তৃতা দেন। আলোচনা শেষ না হওয়াতে মুলতুবী সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত এম, এল, সি, মহাশয়কে কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্তের বিবেচনার উপর "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত পরিত্যক্ত হইলে জনসাধারণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি হইবে।

বৃদ্ধ পণ্ডিতের কৃতিত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গত উপাধি বিতরণী সভায় পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র রায় বি, এ বেদান্তভূষণকে বৈষ্ণব দর্শনের 'জীবতত্ত্ব' সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার জন্য সরোজিনী স্বর্ণপদক এবং পারিতোষিক দিয়াছেন। বেদান্তভূষণ মহাশয়ের বয়স ৭৭ বৎসর।

গত ১০ বৎসরের মধ্যে এই সম্মান কেহ লাভ করে নাই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার মত একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সম্মানের অধিকারী হইলেন।

———

সিরিয়ায় সঙ্কটজনক পরিস্থিতি

সিরিয়া সরকার অশান্তি দমনের জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদকল্পে বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী এক জনতার উপর গত বুধবার রাত্রি প্রায় সাড়ে পুলিশ গুলীবর্ষণ করে। ফলে কয়েকজন লোক হতাহত হইয়াছে। ফরাসী সরকার সিরিয়া সরকারের নিকট এক নোট প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে ফরাসী সরকার অতঃপর স্বয়ং শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিবেন।

কিষাণ নেতাদের উপর নজর

গত ২০শে মার্চ বিহার ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত রামচরিত্র ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মিঃ কে বি সহায় বলেন, পাটনার স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী ও রামবৃক্ষ বেনীপুরী, মজঃফরপুরের কিশোরীপ্রসন্ন সিংহ, দ্বারভাঙ্গার যমুনাকর্জী মিশ্র, মুঙ্গেরের কার্য্যানন্দ শর্ম্মা, গয়ার যদুনন্দন শর্ম্মা, পণ্ডিত ভারতী ও মৌলবী আসিকের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট কোন কিছু প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহেন; কারণ উহা জনস্বার্থের অনুকূল নহে। প্রকাশ, তাঁহারা যে সব বক্তৃতা করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বেনীপুরী ও ভারতী প্রভৃতি অন্যান্যের বক্তৃতায় উত্তেজনা, হিংসা এবং শ্রেণী বিদ্বেষের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

ইঙ্গ জার্ম্মাণ নৌ চুক্তি বাতিলের হুমকি

জার্ম্মাণী তাহার সাম্প্রতিক নৌ চুক্তি বাতিল করিতে মনস্থ করিয়াছে। এমন কি ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ চুক্তিও সে বাতিল করিতে পারে। উক্ত চুক্তিতে জার্ম্মাণীর নৌ বল বৃটেনের নৌ-বলের শতকরা ৩৫ ভাগ হইবে বলা হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে জার্ম্মাণ সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য হইতে জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়। এই সব পত্রে বলা হইয়াছে যে, বৃটেন যদি পুনঃ জার্ম্মাণীর অতি গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের প্রতি কোন আঘাত না দেখায় তাহা হইলে জার্ম্মাণী ইঙ্গ নৌ চুক্তি বাতিল করিতে ইতস্ততঃ করিবে না।

ঐ দিবস রাত্রে হের হিটলার ও তাঁহার মন্ত্রীদের বৈঠকে নৌ-চুক্তি আলোচনা হয়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। কারণ এখনো তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই যে ঐ চুক্তি বাতিল করিয়া চুক্তি সীমার অতিরিক্ত করিয়া নৌবাহিনী গঠন করা জার্ম্মাণীর পক্ষে সম্ভব হইবে। হের হিটলার নাকি বিমান-বাহিনী বৃদ্ধি করার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

———

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য

রাষ্ট্রপতির স্বাস্থ্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত বুলেটিন প্রকাশিত হইয়াছে:— সপ্তাহকাল ধরিয়া পর্য্যবেক্ষণের পর মনে করা যাইতেছে যে, রাষ্ট্রপতির শরীরের তাপ আয়ত্তের মধ্যে আসিতেছে। চিকিৎসার বর্ত্তমান ব্যবস্থা ও পথ্যাদি অক্ষুণ্ণ রাখা গেলে শরীরের উত্তাপ আয়ত্ত করা যাইতে পারে। অবশ্য সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে কিছুদিন বেশী হইতে পারে; কিন্তু এখন ভয়ের আর কোন কারণ নাই। তবে যাহাতে কোন পুনরায় দুর্ব্বল না পড়েন, সেজন্য বিশেষভাবে সতর্ক থাকিতে হইবে। ঐ দিবস অপরাহ্ণে রাষ্ট্রপতির শরীরের তাপ ১০১ ডিগ্রী ছিল।

———

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠন সমস্যা

জানা গিয়াছে যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু রাষ্ট্রপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট কংগ্রেসের অধুনা অবস্থা সম্পর্কে এক চার পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, উক্ত পত্রে বলা হইয়াছে যে, ওয়ার্কিং কমিটি না থাকায় কংগ্রেসের প্রাত্যহিক কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি শ্রীযুক্ত বসুকে যথাসম্ভব শীঘ্র গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নাম স্থির করিবার জন্য বলিয়াছেন।

———

সিন্ধুতে মাদকবর্জন প্রচেষ্টা

সিন্ধু গভর্ণমেণ্ট চরসের দোকানের সরকারী লাইসেন্স ফি চরসের উপর প্রতি সের টাকা হইতে ৬০্ টাকা বাড়াইয়া এইরূপ আদেশ দিয়াছেন।

সুতরাং চরস বিক্রয় সম্পর্কে দোকানদারদের উপর ব্যয় নির্দ্ধারণের ভার দেওয়া হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ সম্পাদক ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩২০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৬॥, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত-বিভিন্নভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———॥০॥———

১। গীতিমালিকা শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমূহ হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সমস্ত ভক্তিবিনোদ-গ্রন্থোপদেশ উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩, তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অপ্রকটগুরুদেব পরিব্রাজক গোস্বামী প্রভৃতির ও এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া,

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০,
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮,
দশম স্কন্ধ— ৯,
২। প্রভুপাদ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৭,
৩। প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪.
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷, ২য় খণ্ড ১, ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১,; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১,
৮। সংক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১,
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত দিগ্‌দর্শন ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ভাগবত আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতা ৷৷৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল (বাঁধা) ১,
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২,
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২,
(অধীনা) ২,
২৬। গীতার কেবল বাংলা অর্থ ৷০
২৭। প্রকৃতিবাদ অপনোদনঃ (সাপ্তাহ) ১,
২৮। বেদান্তদর্শন (সাপ্তাহ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। শ্রীশিক্ষাষ্টক ৷৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷৵০
৩৫। গীতমালা ।১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপশতক ।০
৩৯। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়সমাপন ।০
৪০। শরণাগতি ৵
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সাধনদীপিকা ৵
৪৮। অনুপম-রত্ন-সংগ্রহ ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩,
৫১। বন্দনবিধি ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহ)
৫৩। গৌরসুন্দর
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয়
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা প্রেমাম্ভোজমকরন্দ ।০
৫৬ স্মরণমঙ্গল ও ভক্তিযোগ ৷৷০
৫৭। উপনিষদ্ (ভাষাটীকা) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলীলা ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সারস্বতী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিদ্বিজ্ঞতা ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। স্তবরত্ন ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকা ৷৵০
৬৭। সদাচারদর্পণম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ গ্লিম্পস্ ইন্টু দি লাইফ
৭০। সাধককণ্ঠ ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী এণ্ড অন্টোলজী ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড ৷৷৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। ভোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইকোনমিক্স্ সিনিফিকেন্স অব মায়াবাদক থিওরিজ ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷৷০
৭৯। শ্রীমদ্ভাগবত (ফাস্ট ভল্যুম) ১৫,

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৮১। সাধন-পথ
৮২। প্রমাণ-রত্নাকর ৵
৮৩। গীতাবলী ৵
৮৪। শরণাগতি ৵

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

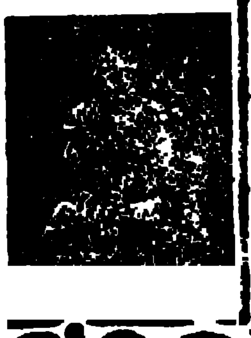

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ　　১৯ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ১০ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ২৪শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৯, শুক্রবার } ২১শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীল আচার্য্যদেব

গত ২০শে ও ২১শে মার্চ্চ রাত্রে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও গ্রামনিবাসী কতিপয় ভক্তের নিকট মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য, অসৎ-সঙ্গত্যাগ ও সৎসঙ্গগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা-কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব কথা-প্রসঙ্গে ভক্তবৃন্দের নিকট প্রায়ই হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। অসুস্থতাগ্রস্ত দিনগুলির মধ্যেও তাঁহার হরিকথা কীর্ত্তনের বিরাম নাই।

শ্রীধামে শ্রীপাদ গিরি মহারাজ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ১৬ই মার্চ্চ বৃহস্পতিবার রেঙ্গুণ-গৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া পোতযোগে গত ১৯শে মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ণে কলিকাতায় অবতরণপূর্ব্বক বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে পৌঁছেন। স্বামীজী তথায় দুই-দিন অবস্থানপূর্ব্বক ভক্তগণের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়া গত ২১শে মার্চ্চ মঙ্গলবার রাত্রে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া আনন্দিত হন। স্বামীজীর সহজ মৈত্রী, নিরভিমানতা ও সেবোৎসাহ সকলেরই অনুকরণীয়। বহুদিন পর তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আমরা সকলেই পরমানন্দিত।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

গত ২১শে মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীধাম মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্নিগ্ধ সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠমুখে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন

গত ২০শে মার্চ্চ সোমবার হইতে শ্রীধাম মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রাতে শ্রীপাদ জগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিকমল শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বাণীবৈভবগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যার পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত "কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥" এই মহাজন-বাক্যাবলম্বনে প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

ঢাকায় প্রচার

শ্রীভক্তিবিনোদবাণীর সদ্গুরু মহামহো-পদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধা-গোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমহা-প্রভুর কথা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছেন তাঁহাদের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া অনেক শ্রদ্ধালু ব্যক্তি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতেছেন শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুর ভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী কীর্ত্তনে পরমোৎসাহ ও পরমাগ্রহ দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই পরমানন্দিত। তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তির কিঞ্চিদংশও আমাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে আমরা কৃতার্থ হইব।

কলিকাতায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে কয়েক-দিন অবস্থান পূর্ব্বক ভক্তগণের নিকট নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সম্প্রতি কাঙড়া জেলায় প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ

গত ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৪৫, ইং ১৩ই মার্চ্চ, ১৯৩৯ সোমবার ঢাকা-প্রবাসী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রবোধ-রঞ্জন চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধকার্য্য ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়-মঠে শ্রীপাদ হরেন্দু ব্রহ্মচারীজীর পৌরোহিত্যে সাত্বতস্মৃতিবিধানে একাদশাহে মহাপ্রসাদ দ্বারা যথাবিধি সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে ঐ দিবস রাত্রিতে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ও সমাগত সাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়

মায়ার খেলা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

হইতে পারে। নিজের মনের কথা খতিয়ান ক'রে সর্ব্বদা দেখতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবেরা বলেন, প্রাণে হরিনামের এই সব নিয়ম চিরন্তন হউক। জীবরূপী মীন কোন না কোন জালে আবদ্ধ হবেই, এমন কৌশল ক'রে কৃষ্ণ জাল পাতাইয়াছেন। দেখে শুনে মহামায়ার জালে না পড়িয়া যোগমায়ার জালে পড়িতে পারিলেই জালে পড়ার সার্থকতা হইবে এবং নিজেরও চেষ্টা কেবল এইটুকু যে কোনমতে যদি যোগমায়ার জালে পড়িতে পারি।

বিষয়-গর্ত্তের কীট অতি দুরাচার।
ভক্তিহীন কামরত ক্রোধে মত্ত আর॥
এহেন দুর্জ্জন যদি মাগয় নিস্তার।
শ্রীগৌর সদয় বিনে নাহি গত্যন্তর॥
প্রেমদাতা কৃপাময় কৃপা-অকপট।
ভরসা তাহাতে বান্ধি আপদ্যা সঙ্কট॥
নবদ্বীপবাসী যত গৌর-ভক্তগণ।
এ পামর শিরে সবে ধরুন চরণ॥
এই ত' প্রার্থনা মোর শুন সর্ব্বজন।
আচরিতে পাই যেন চৈতন্যচরণ॥

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

"তিনিই প্রকৃত সাধু অর্থাৎ বৈষ্ণব—যিনি সকলের একমাত্র নিত্য ভজনীয় নামী কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাভিন্ন শব্দরূপে অবতীর্ণ নামের ভজন শিক্ষা দেন। সাধু বা বৈষ্ণব বা গুরু জীবের অধিকার বিচার পূর্ব্বক ক্রমশঃ ভজনের শুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা দিয়া অনর্থের নিবৃত্ত করাইয়া থাকেন। শ্রদ্ধা হইতে ভাবোদয় পর্য্যন্ত জীবের অনর্থ থাকে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ বিষ্ণু তিথি সর্ব্বোদশাখী গৌরাব্দ ৪৪৩

প্রজল্প

অনাবশ্যক গ্রাম্যকথার নাম প্রজল্প বা জল্পনা। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, 'গ্রাম্যকথা প্রজল্প নাশকে পাইল।' শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতেও পাই,—

কৃষ্ণকথা ছাড়ি জিহ্বা আন কথা কহে।
প্রজল্পী তাহার নাম বৃথা বাক্য কহে॥

হরিবিমুখ আমরা আহার-বিহার, শয়ন, ভ্রমণ বা উপবেশন সকলেই প্রজল্পরত। আমাদের হরিবিমুখতা এত প্রবল যে, অযথা কাহারও সহিত আলাপাদি করিতে গেলেই যত বাজে কথা আসিয়া পড়ে। সাধক জীব আমাদের সেই অসদালাপ বা বৃথা সময় যাপন করিতে সর্ব্বক্ষণ দূরে থাকা বিশেষ আবশ্যক। সময় অমূল্য। আমাদের জীবন ক্ষণস্থায়ী। সুতরাং এই অমূল্য জীবনের সদ্ব্যবহার করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বৃথা গল্প-গুজব, হরিকথা ব্যতীত অন্য ইতরকথা আলোচনা, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, তর্ক-বিতর্ক, পরদোষানুসন্ধান বা সাধুনিন্দা সবই প্রজল্প। এ সবই বাক্যবেগ। প্রজল্প কালক্ষয়কারী ও অতীব অনিষ্টকর। এইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নিষ্কপট ব্যক্তিগণ প্রজল্প দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া সকল সময়েই ভক্তসঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও হরিনামাদি করিবেন। আমরা যদি বৃথা গল্পে দিনাতিপাত করি, তাহা হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই উপদেশ লঙ্ঘন করা হইবে এবং সেই অপরাধে আমরা অধঃপতিত হইব। বৃথা গ্রাম্যকথালাপ ত' দূরের কথা, ভক্তিসাধকগণ সেইজন্য গ্রাম্য-সংবাদপত্র পাঠ করাকেও অসৎসঙ্গ বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা ভক্তি প্রতিকূল কোন কার্য্যেই নিযুক্ত না হইয়া শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির সহিত বৃথা তর্কবিতর্ক করিয়াও তাঁহারা সময় নষ্ট করেন না।

অকারণ পরচর্চ্চা অত্যন্ত খারাপ। ইহা ভক্তির বিরুদ্ধকথা। যে কথায় কৃষ্ণের সুখ হয়, তাহাই হরিকথা। আর বাদবাকী ইন্দ্রিয়তর্পণের যত কথা, সবই প্রজল্প। অনেকে আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পূর্ব্বক তাহার চরিত্র লইয়া আলোচনা করেন। এই সব উক্তর বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন, তাঁহাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে স্থির হয় না। সুতরাং ভক্তি সাধকমাত্রেরই পরচর্চ্চা সর্ব্বপ্রথমেই বন্ধ করা উচিত। কিন্তু শ্রীগুরুদেব যখন জীব-মঙ্গলের জন্য শিষ্যের নিকট অন্যের স্বরূপ বা কোন ব্যক্তিবিশেষের ভক্তিবিরোধ-কার্য্যের আলোচনা করিয়া শিষ্যকে সাবধান করেন, তাহা পরচর্চ্চা বলিয়া মনে হইলেও তাহা পরচর্চ্চা নহে। পরন্তু তাহা জীবের প্রতি পরম করুণার নিদর্শন। আমরা যেন গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করিতে গিয়া পরচর্চ্চায় নিযুক্ত না হই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রজল্পী নহেন, তিনি নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন-রত। তাঁহার সকল কার্য্যই কৃষ্ণের প্রীতি-বর্দ্ধক। আমরা যদি ঈর্ষা, দ্বেষ বা প্রতিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া পরের কথা আলোচনা করি, ভক্তি অনুকূল কথা আলোচনা ছাড়িয়া ভক্তিপ্রতিকূল কথায় ব্যস্ত হই, তাহা হইলে আমরা ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী হইব।

পরদোষানুসন্ধান বড় খারাপ জিনিষ। বৈষ্ণবগণ অদোষদর্শী ও গুণগ্রাহী। সর্ব্ব-গুণময় তাঁহারা কাহারও দোষদর্শন করেন না। লোভী ব্যক্তিগণই পিপীলিকার ন্যায় অপরের ছিদ্র দর্শন করিয়া থাকে। উহা হইতে সাবধান থাকা দরকার। নতুবা বাক্যবেগ বাড়িয়াই চলিবে, হরিবিমুখতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

সাধুনিন্দারূপ প্রজল্প অত্যন্ত অমঙ্গল-জনক। মহতের চরণে অপরাধের ন্যায় তীব্র অপরাধ আর নাই। যদি আমরা হরিভক্তি পাইবার আশা করি, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই সাধুনিন্দা করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা উচিত। ভগবদ্ভক্তগণই সাধু, আর সেই সাধুগণের অগ্রণী বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু—আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহাদের নিন্দা করিলে সমস্ত শ্রেয়ঃ নষ্ট হয়।

কোন প্রকারেই বৃথা বাক্যব্যয় করা ভাল নয়। আপনার এবং অন্য জীবের যাহাতে মঙ্গল হয় সেই সমস্ত কথা আলোচনা করাই ভাল। বাক্যবেগ দমিত না হইলে কোন কিছুই হইবে না, কায়বেগ ও মনোবেগ দমিত হইবে না। নিরন্তর হরিকথা-কীর্ত্তনই বাক্যের সার্থকতা এবং ইহাই বাক্যবেগ-দমন।

যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম্মের প্রশংসা করেন ও নিন্দা করেন, তিনি অসদ্বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া শীঘ্রই ভ্রষ্ট হন। সুতরাং আমরা যেন প্রজল্পের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারি এবং অসৎসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিয়া সাধুজনের সেবা করিতে পারি, তজ্জন্য গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদিগকে অযাচিত কৃপা করুন—ইহাই নিবেদন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম

——::•::——

আমরা পঙ্গু, পতিত জীব। আমাদিগকে সংসার বা অন্ধকারাগার হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই কারুণ্যঘনবিগ্রহ পতিতপাবন শ্রীগুরু-পাদপদ্ম গোলোক হইতে ভূলোকে কপট-মানব-রূপে অবতরণ করিয়া থাকেন। তাই আমরা মঙ্গলাচরণেও এইভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দনা করিয়া থাকি।

সংসার-দাবানললীঢ়-লোকত্রাণায়
কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণগুণার্ণবস্য বন্দে
গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, সনাতন, অখণ্ড-বস্তু। আমার গুরু আমার, তোমার গুরু তোমার, এরূপ নহে। আম্নায় পারম্পর্য্যে সাধুতঃ এই গুরুতত্ত্বটী আমাদের ন্যায় বদ্ধ-জীবের নিকট বহু দূরেই। আবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রয় অভিনয়কারী কতিপয় ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশে এই মহাগুরু-পাদপদ্মের নিত্যত্ব স্বীকার করিতে নারাজ। তাহারা বলিয়া থাকে যে, কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য প্রভুপাদ এজগতে আসিয়া-ছিলেন, তাঁহার কার্য্য শেষ হওয়ায় তিনি চলিয়া গিয়াছেন। গুরুর সঙ্গে যাহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই তাহাদের পক্ষে এরূপ কথা কিছু অসম্ভব নহে। কারণ, স্বয়ং-ভগবান্ই ইহাদের বিষয়ে বলিয়াছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

(গীতা)

[যাহারা নির্ব্বিশেষ বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, "আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষস্বরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্ত হই" তাহারা যতই বেদান্তাদি শাস্ত্র আলোচনা করুক, তথাপি নির্ব্বোধ, যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম, অব্যয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নিত্য, বিশেষসম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই।]

মূঢ় ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য স্বরূপ ও নিত্য প্রাকট্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। আমরা আর এক শ্রেণীর ব্যক্তি যাহারা স্পষ্টভাবে মহান্ত গুরুপাদপদ্মের নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াও অনেক সময় অজ্ঞাতসারে বশবর্ত্তী হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে গুরুবিরোধ বা আচার্য্যবিরোধে দুষ্টবোধ করি না। এমনি আমাদের দুর্দ্দিন! শ্রীগুরুদেবের প্রপঞ্চে মনুষ্যবেশে অবতরণ-লীলা মাদৃশ গুরুবিমুখ জীবের উপলব্ধির বিষয় নহে বলিয়াই আমরা গুরুদেবে বা আচার্য্যদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া নরকের দ্বার উন্মুক্ত করি। আমরা মনে করি, তিনি আমাদের ন্যায় একজন মনুষ্য-বিশেষ কিন্তু শ্রীভগবান্ই যে জীবের প্রতি পরম কৃপাপরবশ হইয়া সেবকের রূপ ধরিয়া গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা শাস্ত্রাদিতে এবং গুরুমুখে বহুবার শুনিয়াও তাঁহাকে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া অমঙ্গল বরণ করিয়া থাকি। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

[গুরুকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুকে সামান্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।]

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥

[মূঢ় লোক সমূহ আমার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চে বিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর ধারণ করিয়াছি। আমি যে এই স্বরূপেই সমস্ত ভূতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না। অতএব অবিবৎ-প্রতীতি দ্বারা আমাতে একটী দুর্ভাব অর্পণ করে।]

শ্রীভগবান্ যেরূপ কোন বিধির বাধ্য হইয়া প্রপঞ্চে অবতরণ করেন না, শ্রীগুরু-পাদপদ্মও তদ্রূপ কোন বিধির বাধ্য হইয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করেন না। তাঁহার চিন্ময় দেহটী যেরূপ বিধির বাধ্য হইয়া অবতরণ করেন না, সেইরূপ তাঁহার যাবতীয় কার্য্য-কলাপও বিধিনিষেধের বাধ্য নহেন। তাঁহার

সমস্ত কার্য্যই জীবকল্যাণকর। আমাদের ক্ষুদ্র, সীমাবদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"আচার্য্যের হরিসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই"। মহাভাগবতবর শ্রীগুরু-পাদপদ্মের ক্রিয়াকলাপ আমরা ভ্রষ্ট অভিপ্রায়ে দেখিতে গিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া বসি। আমরা নিজে নিজেকে বিজ্ঞ বলিয়া মনে করিলেও শ্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়"। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং কৃতার্থা ইত্যভিমন্যন্তি বালাঃ॥" অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুবিধ অবিদ্যার মধ্যে থাকিয়াই "আমরা কৃতার্থ হইয়াছি" এইরূপ অভিমান করে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা তত্ত্ব-অনভিজ্ঞ।

শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু আমরা বদ্ধজীব, বিষয়বিষ্ঠার মধ্যে আছি বলিয়া তিনি পায়খানার ভিতরে অবস্থানের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর আমরা তাহা দেখিয়া তাঁহাকে খুব বৈরাগ্যের পদবীতে আরূঢ় করিলাম। আবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ মর্ম্মর-প্রস্তরখচিত গৃহে অবস্থান করিতেন বলিয়া তাঁহাকে জড়বিলাসী পদবী দিলাম, এইরূপ আমাদের অবস্থা চিত্তবৃত্তি! শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা-প্রসঙ্গে প্রায়ই বলেন শ্রীশ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু এঁরা ছিলেন মহাচিদ্বিলাসী, আর রায় রামানন্দ প্রভু, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু এঁরা ছিলেন মহাবৈরাগী। ইহার সমাধান কোথায়?

বদ্ধজীব যেকাল পর্য্যন্ত নিজস্বরূপে অবস্থিত না হইবে, সেকাল পর্য্যন্ত হয় ভোগ, নয় ত্যাগ, দুইটার একটাকে বহুমানন করিবেই করিবে। কিন্তু মহাভাগবতের সর্ব্বত্রই কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শনহেতু তাঁহাদের ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধি নাই বা থাকিতে পারে না। তাঁহার সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরস্পর সেব্য-সেবকসম্বন্ধে অবস্থিত - এই উপলব্ধি। এই জীবাত্মা স্ত্রী নয়, পুরুষ নয়; বস্তুতঃ স্বরূপে "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" ইহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে জানাইয়াছেন। ইহাই জীবের নিত্য সত্ত্বা। যেখানে স্ত্রীদর্শন বা পুরুষ দর্শন সেখানেই ভোগদর্শন বা পুরুষাভিমান। তাই মহাপ্রভু বলিলেন—'সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু।' দেহাত্মবোধ থাকাকালে আমরা পুরুষ-দেহধারীই হই বা স্ত্রী-দেহধারীই হই,

মায়ার নেশা

(২)

দেহ দর্শন ক'রে যে জীব দর্শন হয়, সেই এক দেহের প্রতি যে আর এক দেহের আকর্ষণ তাহা প্রেম নয় "কাম"। জীবের প্রতি প্রকৃত দয়া, জীবের রোগের বীজ উৎপাটন পূর্ব্বক জীবকে প্রেমিক ক'রে দেওয়া, এই চেষ্টা একমাত্র শ্রীচৈতন্যভক্তের আদর্শেই প্রকাশিত হয়। শ্রীচৈতন্যভক্ত নিষ্ক্রিয় সাধক

বাহ্যপোষাকে সন্ন্যাসীই হই বা বানপ্রস্থই হই, ব্রহ্মচারীই হই বা গৃহস্থই হই, পুরুষাভিমান কিছুতেই বিদূরিত হইবে না। দেহাত্মাভিমান বা পুরুষাভিমান যাহার যে পরিমাণে অপগত হইবে, সে স্ত্রী-দেহধারীই হউক, বা পুরুষদেহধারীই হউক, সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বেশধারী হউক বা না হউক, তাহার সেই পরিমাণেই হরিভজন হইবে। নতুবা শতপ্রকার হরিভজনের কাচ কাচিলেও হরিভজন হইবে না। ইহাই আমাদের শ্রীগুরুদেবের বাণী ইহা আমার ব্যক্তিগত কথা নহে।

যে কোন অবস্থায় আমরা মহাভাগবতের অনুকরণ করিতে গিয়া যেরূপ অধঃপতিত হইব, আবার তাঁহাকে বিবিধ বাধা করিতে গেলেও তদ্রূপ অধঃপতিত হইব, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার শ্রীগুরুদেবের সব ভাল। তাঁহার কার্য্যে আমার কৈফিয়ৎ লইবার অধিকার নাই। এইরূপ শরণাগতি না হইলে আমার গুরুবরণ হইল কোথায়? শিষ্যত্ব বা কোথায়? সেদিন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথাপ্রসঙ্গে বলিতেছিলেন, 'গৌরের আমার সব ভাল। কৃষ্ণের সরলতা, কুটিলতা সব ভাল।' বাহিরে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার, কর্ণাহুগত্যের বহুবিধ আড়ম্বর দেখাইলেও অন্তরে অন্তরে তাঁহার সহিত সমচিত্তবৃত্তি-বিশিষ্ট না হইতে পারিলে, তাঁহার ইচ্ছার সহিত নিজের ইচ্ছা মিশাইতে না পারিলে, তাঁহার প্রতি কার্য্যকলাপে, প্রতিপদবিক্ষেপে করুণার প্রাবল্য উপলব্ধি করিতে না পারিলে আমাদের নিত্যমঙ্গল সুদূর-পরাহত এবং পতন অনিবার্য্য। তাই সকলের নিকট আমার করযোড়ে প্রার্থনা—

দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরা-
দ্গৌরাচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

—শ্রীসাধনা দেবী

জীব নহে। যাথার্থ্য বা অজ্ঞজ্ঞানে শ্রীজীব লাভ হয় না, প্রকৃতপক্ষে যোগমায়া বস্তুতঃ মায়াকেই হরি-হর-বিরিঞ্চি-জননী বলিয়া থাকে। ভগবানের কথায় মায়া নেই, মায়া বঞ্চনা বা প্রবঞ্চনাকারিণী। যাহারা সংসার চায় মায়া তাহাদিগকে বঞ্চনা দেন কিন্তু ভক্তের নিকট স্বরূপতঃ তিনি কৃষ্ণদাসী চিচ্ছক্তি যোগমায়া। মায়া বহুরূপিণী—চণ্ডিকা, ভৈরবী কালিকা, মাহেশ্বরী ইত্যাদি। ... যাহার প্রতীতি আছে, কিন্তু ... যাহার প্রতীতি নাই, তাহাই মায়া। মায়াবৃন্দগণ ঈশ্বরকে প্রকৃতি বা মায়াজীব মনে করিতেছেন। আমরা মায়া কবলিত হইয়া পিতা, পিতামহ, মাতা, ভগ্নী ইত্যাদি রূপে দেখি। উপাস্য তত্ত্ব নির্ব্বিশেষ জ্ঞান বা ভাবের অনুশীলনের দ্বারা মায়াকে জয় করা যায় না। শরণাগতি ব্যতীত কেহই ভগবানের বৈষ্ণবী মায়া অতিক্রম করিতে পারে না।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে।

ভগবানের দয়ার সীমা নেই, ভগবান্ ভক্তের প্রেমবাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রেমে ঋণ, তাই শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরী হইতে নবদ্বীপে দীপান্তরিত হইলেন, কৃপা ক'রে জগৎকে এমন নিধি দিলেন। "অনর্পিতচরীং চিরাৎ" শ্লোক তার সাক্ষী। যাগাদি, নিদ্রিত অচেতন জগতের চৈতন্য বিধান করিলেন। কৃষ্ণ এবার কার্ষ্ণের বেশে—কৃষ্ণভক্তের বেশে এসে নিজের ভজন নিজে আচরণ ক'রে শিক্ষা দিলেন। শ্রীচৈতন্যের সেই দানই শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, ইহা লাভ করাই প্রয়োজন। প্রেমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থ বা পঞ্চম পুরুষার্থ।

মায়ার নেশা ক'রে মাতাল গৃহব্রত কেবল ধর্ম্ম-অর্থ-কাম পর্য্যন্তই বুঝে গৃহমেধী ভোগের কথা বোঝে আর ভোগের আপাত প্রতিযোগী ত্যাগের কথায় তার অরুচি। হয় গৃহাসক্ত না হয় সন্ন্যাসী এই দুটা মোটা কথা বুঝা যায়। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের গৃহস্থালী বা অপ্রাকৃত গৃহস্থের কথা মাথায় প্রবেশ ত' কই করে না? কৃষ্ণের মত এত বড় গৃহাসক্ত আর কে আছে? দ্বারকাতেও কৃষ্ণের গৃহস্থালী সম্পূর্ণ হয়নি, একমাত্র ব্রজবনিতাগণই কৃষ্ণের গৃহস্থালীর প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করতে পেরেছিলেন; তাই তাঁ'রা সাধকগণকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে ব'লেছিলেন,—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

গোপীগণ ব'ল্লেন, 'হে পদ্মনাভ! অগাধ-বোধ বিষয়নিবৃত্ত যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে ধ্যেয়, সংসারকূপে পতিতগণের আশ্রয়স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম তোমার গৃহসেবী আমাদের হৃদয়ে উদিত হউক। বিষয়নিবৃত্ত ত্যাগিগণের ভোগের অভাব ব'লে তারা দূর হ'তে তোমায় ধ্যান মাত্র করে আর ভোগী বিষয়িগণ তোমাকে ভুলে মায়ার লাথি ঝাঁটা খায়। আমরা যোগীর মত তোমাকে দূর হ'তে ধ্যান করতেও চাই না বা ভোগীর মত তোমাকে ভুলে থাকবার সামর্থ্যও আমাদের নেই; তুমি আমাদের নিকট এত সহজ, এত নিকট ও এত আপনার যে, তোমার গৃহসেবী আমাদের শত চেষ্টা ক'রেও তোমা হ'তে অন্তর মন ফিরাবার উপায় নেই।' এই যে মনোভাব যাতে কেবল কৃষ্ণেরই সুখ উৎপাদন করিতেছে তাহাই প্রেম, এই প্রেম সম্পত্তি একমাত্র কৃষ্ণেরই একচেটিয়া সম্পত্তি।

কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র 'প্রেম' ত প্রবল॥
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম-সেবন॥

কোন না কোন মহতের চরণে অপরাধ আছে, তাই বৈষ্ণবের হরিকথা কাণে ঢুকে না, অজবাদের মত কাণে বিষয়বাসনা-রূপ তুলা প্রদান করিয়া সতত বৈকুণ্ঠবাণী হইতে কোটি-যোজন দূরে অবস্থান করি, বৈকুণ্ঠভক্তগণকে ছানি পড়া চোখে দেখি, তাই কানা যোগীর মত সকলকে আমার মত মনে করি। যে অক্ষের যতটুকু বৈকল্য দর্শন করে, তার ততটুকু বৈকল্য। এই মাপকাঠিকে ফাঁকি দিবার কারও সাধ্য নাই। যখন কৃষ্ণই একমাত্র মমতার পাত্র আর মমতার পাত্র কেহই নাই, এরকম একটী স্বাভাবিক আসক্তির উদয় হয়, তাকেই ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব, নারদাদি ভক্তগণ ভক্তি ব'লেছেন। সেই স্বাভাবিকী আসক্তি আমার কতটুকু উদয় হইয়াছে, তাহা কি আমি বুঝি না? আমার সবচেয়ে মমতার পাত্র স্ত্রী, পুত্র, মাতা, ভাই। এখন মায়া মদিরা পানে মাতাল হ'য়েছি, এই নেশা যদি কোন মহতের কৃপায় কাটে তখন সেই স্বাভাবিকী আসক্তি বা ভক্তির উদয় সম্ভব

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[illegible]

(২) [illegible]

[illegible]

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

চাঁদ কাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীগদাধর [illegible] স্থান

(১৩) কৃষ্ণদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, নদীয়া

(১৬) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৮) [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible]পুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible] (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

(৩০) মধুবন-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ইউ, পি

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] [illegible]।

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible], দিল্লী

(৩৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]

(৩৫) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] [illegible]

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ[illegible]

[illegible], বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪০) [illegible]বিহারী মঠ [illegible]

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়াট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

বম্বে [illegible]

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রী[illegible] সেবা

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

৫৪। [illegible]—[illegible], পুরী

৫৫ [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] ([illegible])

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়[illegible]

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ [illegible], পাটনা

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]পুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]পুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible] রোড

[illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০এ [illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিশ্ববিদিত গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রত্যেক বার
অস্থিরভাবে প্রতি লাইন ।০	৸০		।৵০	।০
" ইঞ্চি ২৲			১৸০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৩॥০			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
এক কলম ১৫৲			১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে হার

স্থায়ীভাবে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১১৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৪০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুল সমেত)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক ৩৲	
মাসিক ১৲	

প্রতি সংখ্যা /০ । [illegible]

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—[illegible]—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

অধ্যক্ষ শ্রী[illegible] বিদ্যারত্ন

সার্ব্বজনীন শিক্ষালয়—[illegible] : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। [illegible] স্বাস্থ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় সফল ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—[illegible]—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃশত বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টক্রমে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, গ্রন্থসূচী, অবতরণিকা-শ্লোক ও পদার্থ-সূচী প্রভৃতি এতে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও [illegible], [illegible], পোঃ [illegible], [illegible]।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিবিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য- মহাপ্রভু এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিবিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নবকিশোর অধিকারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিচিত্র চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর দার্শনিক সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। শ্রীবিষ্ণুপাদ [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও শেষে [illegible] সহিত [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (জেলা- নদীয়া)।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সাক্ষাৎ [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্‌ আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। তাহা এক্ষণে [illegible] অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয় মঠাচার্য্যবর্গের অন্যতম [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সংগৃহীত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ঠাকুরের বহু [illegible] চিত্রাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১০৫ পৃষ্ঠায় [illegible] সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার,
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে [illegible] গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

[illegible] অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় ক্ষুধা, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাঙ্গলাই ইহার কার্য্যফল অতীব সাক্ষ্য। [illegible] যুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫ ১৬	৬ ০০	৭ ২৬	১২-২৬	১৪ ৫	১৬-৫৩	১৭ ৫৬	২২ ২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-০১	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৩	১-১২
(বদল ছাঃ	৭ ১৫		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১ ১০		১৮-১৩		২০-৪৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৮ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৯
ছাঃ	১৪-৪০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-৮

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫			১৩-৩০	১৬-	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৬	৬ ১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১৩	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৩১	২০-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৩		
(বদল) ছাঃ	১৬-৪০	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮	(শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৫	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৪	১৮-৪০	১৮-৪৭	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৭	২০-৩	

স্টেশন— কৃষ্ণনগর
টেলিগ্রাম— শ্রীমায়াপুর
শ্রীমায়াপুর

REGD No C 1546

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর—১১ই চৈত্র, ১৩৪৫, ২৫শে মার্চ, ১৯৩৯ শনিবার | ২২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

হিন্দুগণ কর্ত্তৃক দস্যুদল বিতাড়িত

আব্দুল গনির আত্মীয় মামুদ এবং হাজি খোদা-উল্লাহ খাঁ ইহারা দল বাঁধিয়া [illegible] চাঁদা আদায়ের সময়ে একদল ডাকাত কর্ত্তৃক বিপন্ন হইয়াছে। ডাকাতগণ তাহার বন্দুক টাকা পয়সা এবং অনেকটি সোনা দানা প্রস্থান করিয়াছে।

আর একদল ডাকাত তাহার প্রায় লুঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু ঐ গ্রামের হিন্দুগণ বাধা দেওয়ায় তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রকাশ যে, ডাকাতগণ গ্রামে হানা দিলে হিন্দুগণ "লোক" আক্রমণকারীদের প্রতি অগ্নিবর্ষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট [illegible] গৃহ হইতে অগ্নিবর্ষণ করে। ইহার ফলে ডাকাতগণ দ্রুত পলায়ন করে।

সিন্ধুদের চোখে মরিচের গুঁড়া নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন

গত ২১শে মার্চ বিকালে চোরাবাগান [illegible] নিকটে একটি চৌচাকা গাড়ী [illegible] ২টি কার্তুজ, একখানি ছোরা ও একটি [illegible] দুইটি লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত বিভাগের একজন [illegible] টাকার থলে লইয়া [illegible] তখন [illegible] আক্রমণকারীরা তাহাকে বাধিত হলে এবং তাহার চোখে মরিচের গুঁড়া ছিটাইয়া দেয়। ইহাতে [illegible] চীৎকার করিয়া উঠে এবং বহু লোক [illegible] পশ্চাদ্ধাবন করে। [illegible]

তাহাদের [illegible] হইতে দেয় না। পরে [illegible] আরো ৪ জনকে [illegible] লোক আক্রমণকারীদের ধরিয়া পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে।

চিত্তগঞ্জে ভীষণ ঝড়বাত্যা

গত ১৯শে মার্চ প্রবল ঝড়বাত্যার ফলে বহু খড়ের ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। ফলে, [illegible] বন্ধ হয় এবং প্রায় চারি ঘণ্টা সমস্ত শহর অন্ধকারে ডুবিয়া থাকে।

ডেপুটি কমিশনারের বাংলো সমেত বহু বাড়ীর ক্ষতি হইয়াছে। স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন, অরোরা ভবন এবং পোষ্টাল ক্লাব-গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং বৃক্ষাদির উপর বৃক্ষ পতিত হওয়ায় বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২০ হাজার টাকা।

১৫ জন কংগ্রেসকর্ম্মী গ্রেপ্তার

ত্রিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী এবং অপর ১৪ জন কর্ম্মীকে স্টীমার এবং রেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। আগামী ৩০শে মার্চ মামলার দিন ধার্য্য হইয়াছে।

যাত্রী পিকেটারগণ রেল লাইনের উপর শুইয়া ট্রেন চলাচল বন্ধ করিয়াছিল।

কলিকাতার খড়িতে ধর্ম্মঘট

অবৈতনিক [illegible] প্রতিবাদে ও [illegible] দাবী উপস্থিত করিয়া [illegible]

[illegible] গত ২০শে মার্চ প্রাতে ধর্ম্মঘট করিয়াছে।

চটকলগুলা লইয়া ও নানাপ্রকার [illegible] করিতে অন্যান্য বহু [illegible] প্রবল করে। সমস্ত ও সাধারণ পুলিশ মোতায়েন করা হইয়াছে। অবস্থা শান্ত আছে। [illegible] জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

ঝড়বাত্যায় একটী যুবতী ও একটী বালিকার মৃত্যু

গত ১৯শে মার্চ প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ফলে সদরঘাটে বহু বড় বড় গাছ পড়িয়া গিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কোনাইবাড়ী গ্রামে একটি মুসলমান পরিবারের ২৫ বৎসর বয়স্কা এক যুবতী ও ১০ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকার আহত [illegible] চাপা পড়িয়া মৃত্যু হইয়াছে।

লণ্ডনে সপত্নীক ফরাসী প্রেসিডেণ্ট

রাষ্ট্রপতি লেব্রা ও মাদাম লেব্রা ফরাসী গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ইংলণ্ড পরিভ্রমণের জন্য গত ২১শে মার্চ লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। ভিক্টোরিয়া রেল ষ্টেশনে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধিত করেন। ষ্টেশন হইতে শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাদিগকে মোটরে বাকিংহাম প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহারা শুক্রবার পর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করিবেন।

জাপানীদের দাবী

চীনদেশে সর্ব্বত্র জাপানের আধিপত্য [illegible] সম্পূর্ণ।

করিবার জন্য এবং আপ-সাগর অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। গত সেপ্টেম্বরের মধ্যেই জাপান এইরূপ দাবী করিয়াছিল।

আরও একদল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি

বাংলার গভর্ণমেণ্ট সরকারীভাবে, নিম্নলিখিত রাজনৈতিক বন্দীদের বিষয় ও এডভাইসরী কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের মুক্তির আদেশ দিয়াছেন :—

ভূপেশচন্দ্র সাহা, ইন্দুভূষণ দাস, দীনেশচন্দ্র সাহা, ধীরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস ও হরিদাস সাহা।

ট্রেণ চাপা পড়িয়া দুইজনের মৃত্যু

দুইজন বৎসরজীবী রাঁচি হইতে টাটানগর রেল ষ্টেশনে প্রেরিত হওয়ার পথে গত ১৯শে মার্চ রেল লাইনের উপর দিয়া যাইবার সময় ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া চাপা পড়ে ও তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহাদের মৃত দেহ সরকারী হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের ধর্ম্মঘটের অবসান

কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুত দেওয়ায় ইসলামিয়া কলেজের আবাসী ছাত্রগণ ধর্ম্মঘট ত্যাগ করিয়া পুনরায় পড়াশুনা শুরু করিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী [illegible] কলিকাতা [illegible] মূল্য [illegible] টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় [illegible] সম্পাদিত [illegible] কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ২৲ টাকা।

৪। [illegible] বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] কলিকাতা [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। শ্রীচৈতন্যাশিক্ষা শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ১০৮টি [illegible] গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

[illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী [illegible] এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৴০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) শ্রীধাম [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ; পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) [illegible] পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত,—[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
২।	[illegible] (অর্ধ খণ্ড)	[illegible]
৩।	[illegible]	[illegible]
৪।	[illegible] (পদ্যাদ)	[illegible]
৫।	শ্রীল [illegible]	
	[illegible]	
৬।	শ্রীল [illegible]	
	[illegible]	
৭।	শ্রীচৈতন্যচরিত	১৲
৮।	[illegible]	[illegible]
৯।	[illegible]	১৲
১০।	[illegible]	১৲
১১।	শ্রীচৈতন্য [illegible]	
১২।	[illegible]	১৲
১৩।	[illegible]	[illegible]
১৪।	[illegible]	[illegible]
১৫।	[illegible]	
১৬।	[illegible]	[illegible]
১৭।	[illegible]	।০
১৮।	[illegible]	।০
১৯।	[illegible]	
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	[illegible]
২১।	[illegible]	[illegible]
২২।	[illegible]	[illegible]
২৩।	[illegible]	১
২৪।	[illegible]	১৲
২৫।	[illegible]	১৲
২৬।	[illegible]	[illegible]
২৭।	[illegible]	[illegible]
২৮।	[illegible]	।০
২৯।	[illegible]	৷৷০
৩০।	[illegible]	[illegible]
৩১।	[illegible]	[illegible]
৩২।	[illegible]	।০
৩৩।	[illegible]	৷৷০
৩৪।	[illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	[illegible]
৩৫।	[illegible]	[illegible]
৩৬।	[illegible]	[illegible]
৩৭।	[illegible]	[illegible]
৩৮।	[illegible]	।০
৩৯।	[illegible]	।০
৪০।	[illegible]	৴০
৪১।	[illegible]	৴০
৪২।	[illegible]	৷৷০
৪৩।	[illegible]	৴০
৪৪।	[illegible]	৴.
৪৫।	[illegible]	
৪৬।	[illegible]	
৪৭।	[illegible]	[illegible]
৪৮।	[illegible] (পত্রাবলী সংগ্রহ)	[illegible]
৪৯।	[illegible]	[illegible]
৫০।	[illegible]	[illegible]
৫১।	[illegible]	।০
৫২।	[illegible]	।০
৫৩।	[illegible]	৷৷০
৫৪।	[illegible]	০
৫৫।	[illegible]	।০
৫৬।	[illegible]	[illegible]
৫৭।	[illegible]	।০
৫৮।	[illegible]	[illegible]
৫৯।	[illegible]	[illegible]
৬০।	[illegible]	

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	[illegible]	।০
৬২।	[illegible]	।০
৬৩।	[illegible]	।০
৬৪।	[illegible]	।০
৬৫।	[illegible]	[illegible]
৬৬।	[illegible]	
৬৭।	[illegible]	[illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	[illegible]	।০
৬৯।	[illegible]	।০
৭০।	[illegible]	
৭১।	[illegible]	।০
৭২।	[illegible]	[illegible]
৭৩।	[illegible]	
৭৪।	[illegible]	।০
৭৫।	[illegible]	৴০
৭৬।	[illegible]	।০
৭৭।	[illegible]	
৭৮।	[illegible]	।০
৭৯।	[illegible]	[illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮০।	[illegible]	।০
৮১।	[illegible]	।০
৮২।	[illegible]	[illegible]
৮৩।	[illegible]	৴০
৮৪।	[illegible]	৴০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	[illegible]	০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	[illegible]	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
— মায়াপুর — নদীয়া

১ম বর্ষ | ২০ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ১১ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ২৫শে মার্চ ইং ১৯৩৯, শনিবার ২য় সংখ্যা

"তিনিই প্রকৃত সাধু অর্থাৎ বৈষ্ণব—যিনি সকলের একমাত্র নিত্য ভজনীয় নামী কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাভিন্ন শব্দরূপে অবতীর্ণ নামের ভজন শিক্ষা দেন। সাধু বা বৈষ্ণব বা গুরু জীবের অধিকার বিচার পূর্ব্বক ক্রমশঃ ভজনের উচ্চপ্রণালী শিক্ষা দিয়া অনর্থের নিবৃত্তি করাইয়া থাকেন। ব্রহ্মা হইতে তাবোদর পর্য্যন্ত জীবের অনর্থ থাকে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ বিষ্ণু অবার শীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

মঙ্গললাভের উপায়

আমাদের মঙ্গল কি করিয়া হইবে, একথা আমরা অনেকে অনেক সময় চিন্তা করিয়া থাকি। কিন্তু মনোধর্ম্মবশে নিজে নিজে উপায় ঠিক করিতে গিয়া বঞ্চিতই হই। মন বড় বিশ্বাসঘাতক, সে আমাকে ঠকাবেই। আমাকে বঞ্চনা করাই তাহার কাজ। সেই-জড় মনের কথা না শুনিয়া বৈষ্ণবের পরামর্শ গ্রহণ, অবৈষ্ণবের মনুষ্যপিত প্রলপিত বাক্য হইতে দূরে অবস্থান এবং অনুক্ষণ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র মঙ্গলের উপায়। হরিকথা শুনিলেই সব হইবে; আর তাহা বাদ দিলে 'সব' হইতে হইবে। প্রথমে কেবল শুনিতে হইবে, আগে দেখিতে বা আর কিছু করিতে হইবে না। কাণটী খুলিয়া রাখা দরকার, জাগ্রত থাকা দরকার, তৎপর থাকা দরকার; নতুবা মঙ্গলাভ সুদূর-পরাহত।

জাগতিক কোন কিছুরই বাস্তবতা নাই। বাস্তববস্তু—একমাত্র হরিকথা। শ্রীগুরু-মুখবিগলিত শ্রীহরিকথা যিনি সত্য সত্য শ্রবণ করেন এবং তাহা আচরণ করিয়া অনুকীর্ত্তন করেন, তাঁহার কোন অসুবিধা নাই, অভাব নাই, অকল্যাণ নাই। অহো, কি দুর্দ্দৈব! কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের সন্ধান পাইয়াও, তাঁহার সাক্ষাৎ পাইয়াও হতভাগ্য আমি তাঁহার পদধূলি প্রার্থনা না করিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বা সংসারই প্রার্থনা করিলাম! নির্ধন ব্যক্তি যেরূপ মূর্খতা-বশতঃ রাজার নিকট তণ্ডুলকণা প্রার্থনা করে, অজ্ঞ আমিও সেইরূপ শ্রীহরির নিকট অকিঞ্চিৎকর বস্তু প্রার্থনা করিলাম! শ্রীহরি—শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে নিত্যানন্দ বা সেবানন্দ প্রদান করিতে চাহিলেও আমি তাহা গ্রহণ করিলাম না! সুতরাং আমার ন্যায় দুর্ভাগা আর কে আছে?

যিনি সাত্বত-শাস্ত্রের কথা নিরন্তর কীর্ত্তন করিয়া আচারমুখে প্রচার করেন, যিনি প্রেম-প্রচারক ও পাষণ্ডদলনকারী শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নতনু, যিনি যোগী ও কৃষ্ণাভক্তমূলের মূলোৎপাটনকারী, যিনি প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, আনখকেশাগ্রে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করেন, যিনি কৃষ্ণের আপন জন, যাঁহার বাণী জীবের অজ্ঞানছিন্নকারী, যাঁহার কৃষ্ণাকর্ষী বাণী জীবকুলকে কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করে, ব্রজপ্রাপ্তি সর্ব্বদাই যাঁহার অধীন, যাঁহার কৃপা ব্যতীত শাস্ত্রার্থ উপলব্ধি করা যায় না, যিনি কৃপাপূর্ব্বক শাস্ত্ররূপ হস্তদ্বারা সংসার-পতিত জীবগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, যিনি ঐকান্তিক কৃষ্ণ-ভক্তোত্তম, যিনি জগন্নাথ শ্রীহরির অভিন্ন-বিগ্রহ, তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম। তিনি শুধু আমাদের গুরু নন, তিনি জগদ্গুরু—তিনি জগদাচার্য্য। এমন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের সন্ধান পাইয়াও তাঁহার আশ্রয় করিতে পারিলাম না, তদ্ভৃত্যানুভৃত্য বলিয়া নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা আর কি আছে?

ভগবান্ ভক্তকে বড় ভালবাসেন। ভক্তের মহিমা ভগবান্ সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করেন। ভক্তের সুখেই তাঁহার সুখ, ভক্ত তাঁহার এত প্রিয়! তাই ভক্তের সেবা ভগবানের সেবার চেয়েও বড়। ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।"

(ভাঃ ১১।১৯।২১)

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও লিখিয়াছেন,—

"আমার ভক্তের পূজা - আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"

"মৎপরো দুর্ল্লভো নাস্তি জন-গুরু" প্রভৃতি শ্লোকে ভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন, ভক্তগণই নিখিল জগতের গুরু, আর আমি ভক্তজনের গুরু। যেরূপ আমি অখিল লোকের গুরু, ভক্তগণও তদ্রূপ। ভক্তগণ আমার বান্ধব, আমি ভক্তবৃন্দের বান্ধব; ভক্তগণ আমার গুরু এবং আমি ভক্তগণের গুরু। ভক্তগণ যথায় গমন করেন, আমিও তথায় গমন করি। মুক্তিগণ প্রভৃতিগণের সহিত ভক্তবৃন্দের আলোচনা করিয়া থাকেন। যাহারা কেবল আমার ভক্ত বলিয়া পরিচয় প্রদান করে, তাহারা প্রকৃত ভক্তপদবাচ্য নহে, আমার ভক্তগণের ভক্ত বলিয়া যাঁহাদের অভিমান তাঁহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত। যাঁহারা আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আমার জন্য স্ত্রীপুত্র-বন্ধু-বান্ধবাদি বিসর্জ্জন করিয়াছেন, সেই সকল ভক্তের নিকটই আমি সর্ব্বতোভাবে বিক্রীত হইয়া আছি। ইহা ব্যতীত আমাকে ক্রয় করিবার অপরের সাধ্য নাই।

ভক্ত কৃষ্ণপ্রাণ, আর কৃষ্ণ ভক্তপ্রাণ। উভয়েই উভয়ের সুখের জন্য ব্যস্ত। কৃষ্ণ ভক্তগতপ্রাণ, আর ভক্ত কৃষ্ণগতপ্রাণ। কেউ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন

আশ্রয়ে করিয়া ভজ ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

না। "গুরু ও আত্মার এত প্রীতি! এত মাখামাখি! এত আপন ভাব! অথচ ও দুয়ের এতখানি বিভেদ! শ্রীগুরুদেবের মত কৃষ্ণের প্রিয় আর কেহ নাই। এ সকল ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে আর নিস্তার নাই। তাই, অজ্ঞ চিনিতে না পারিয়া বিপথে [illegible]। নিষ্কপটে আশ্রয়প্রার্থী হইলে গুরুকৃপাই প্রকৃত সদ্বস্তুর সন্ধান দিবে। সৎ ও অসৎকে এক করিলে চলিবে না; [illegible] কর্ষণ করিয়া সৎসঙ্গ করিতে হইবে। চক্ষের দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয়, জিহ্বার দ্বারা কৃষ্ণসেবা হয় না—জিহ্বা কীর্তন করিয়া কৃষ্ণসেবা হয়। জিহ্বা কখনও অন্যভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না, অন্যেন্দ্রিয় কখনও অন্যভাবে ভজনের অনুকূল হইতে পারে না। জিহ্বা পরিত্যাগ করিলে অসৎসঙ্গ বর্জন করণে ভজনের অনুকূলতা হয়। সেইজন্যই বলিয়াছি, অসদ্বস্তুর কর্ম হইতে নিস্তার পাইবার বা নিত্যমঙ্গললাভ করিবার একমাত্র উপায়—সাধুর উপদেশ শ্রবণ ও অসাধুর উপদেশে উদাসীনতা প্রদর্শন।

শ্রীগুরুপাদের চিত্তবৃত্তি

(শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ)

নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই-পদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

ইহা ভজনেরই কথা। জড়সংস্পর্শ চেতনের পক্ষে কিরূপ মহাপাতক তাহা তিনি জানেন। ত্রিতাপক্লিষ্ট অনন্তকোটি জীবদুঃখের আর্তনাদ ধ্বনি সর্বদা তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করে। জীবের দুঃখ, জীবের প্রকৃতি-কবলিত হওয়ার কারণ কি, তাহা তিনি জানেন এবং এই জঘন্য অবস্থা হইতে উদ্ধারের উপায়ও তিনি জানেন। তিনি জানেন, অপ্রাকৃত নন্দনন্দন কৃষ্ণই জীবের নিত্যবস্তু, জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণসেবাই তাঁহার নিত্যধর্ম; আর চিদ্বিলাস শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রিত থাকাই তাঁহার স্বরূপের নিত্যস্বভাব। পতিত, সংসার-দাবানলে দগ্ধ জীববৃন্দ বাঁচিতে শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কোটিচন্দ্রসুশীতল ছায়ায় নিত্য আশ্রয় লাভ করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনামসংকীর্তনরসে নিমগ্ন থাকিতে পারে—তজ্জন্যই তাঁহার চেষ্টা।

অনাদিবহির্মুখ জীবের পুঞ্জীকৃত সুকৃতি ও বৈষ্ণবের [illegible] হরিকথা-শ্রবণের ফলে সদ্গুরু উদিত যে সৌভাগ্যবান্ জীবের সদ্গুরুপাদাশ্রয় হইয়াছে, তিনি জানেন যে, সদ্গুরুপাদাশ্রয় ব্যাপারটি কল্পনা নহে বা স্বপ্ন নহে বা কেবল দেখা ব্যাপার নহে। ইহা বাস্তবসত্য—চিৎপ্রত্যক্ষ। তিনি জানেন, শ্রীগুরুপাদপদ্ম শব্দব্রহ্ম—তাঁহার প্রত্যেকটি কথাই শাস্ত্রবাক্য, তাহা শ্রবণকারী শিষ্যকে শাসিত করে ও সংশোধিত করে। তিনি জানেন, শ্রীগুরুদেব জগদ্গুরু—নিত্যানন্দস্বরূপ, জীব নহেন,—প্রাকৃত কোন রক্তমাংসের পিণ্ড নহেন, তাঁহার কোন প্রাকৃত বিকার নাই। তিনি জানেন, শ্রীগুরুদেবের এই কৃষ্ণবিমুখ জগতে অবতরণ ব্যাপারের মধ্যে কতখানি জীবের প্রতি অহৈতুকী করুণার নিদর্শন রহিয়াছে। তিনি জানেন, স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের করুণাশক্তিই জগদ্গুরুরূপে এজগতে অবতীর্ণ হন। তিনি জানেন, এজগতে পতিত জীবের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভিন্ন আর কেহ উদ্ধারকর্তা নাই, কোন রক্ষাকর্তা নাই এবং কোন বন্ধু নাই। তিনি জানেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রত্যেকটি আচরণ কৃষ্ণসেবা ও জীবে দয়া। তিনি জানেন, সকল পতিত জীবের একমাত্র আশ্রয়—শ্রীগুরুপাদপদ্ম; তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার ও তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করিবার অধিকার প্রত্যেক জীবেরই আছে—তিনি যতই দীন, হীন, পতিত ও জগতের চক্ষে ঘৃণ্য হউন না কেন। অভিজাত বংশে জাত হইলে অথবা পাণ্ডিত্যের দ্বারা আবৃত হইলেই যে কেহ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের যোগ্য হইবেন ইহা নহে; অথবা বর্ণে ব্রাহ্মণ কিংবা আশ্রমে সন্ন্যাসী হইলেই যে কেহ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের যোগ্য হইবেন, ইহাও নহে। বরং যিনি নিজের পতিত্ব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া নিষ্কপটে অনুতাপের সহিত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে করিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযাচিত কৃপা প্রার্থনা করেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেন। আর যিনি অহংকারমত্ত হইয়া মনে মহত্তা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ভোগ অথবা ত্যাগ-কামনায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযাচিত করুণা প্রার্থনা করেন না। তাই তিনি নিত্যানন্দের করুণা হইতে বঞ্চিত হইয়া জড়বিলাসী হইয়া পড়েন অথবা 'জড়বিলাসকে ধ্বংস করিতে পারি' এই অভিমানে গর্বিত হইয়া চিদ্বিলাসের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া মায়াবাদী হইয়া পড়েন। অকিঞ্চনই কৃপাপ্রার্থী হন—কৃপা পান। দাম্ভিক ব্যক্তি কৃপা প্রার্থনা করিতে পারে না; তাই কৃপা পায় না। জড়বিলাসী ও মায়াবাদী উভয়েই দাম্ভিক। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, উহারা ভক্তিশূন্য এবং অকারণ প্রাণ ধারণ করিয়া থাকে। উহাদের প্রত্যেকটি চিন্তা, কার্য্য ও বাক্যধারা কেবল জীবহিংসা হয়। প্রত্যেক আত্মমঙ্গলকামী জীবই উহাদের সঙ্গ হইতে সাবধান থাকিবেন। উহাদের মধ্যে মায়াবাদীসঙ্গ সর্বতোভাবে ভক্তিপ্রতিকূল। ঐসঙ্গ পরিত্যাগ-বিষয়ে বজ্রাদপি কঠোর না হইলে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত নিশ্চয়।

আমি সদ্গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়াছি কিনা, এইরূপ সন্দেহ নিষ্কপট গুরুসেবকের নাই। যাহার সন্দেহ আছে, তিনি গুরুসেবক নহেন। সদ্গুরুপাদপদ্মের সন্ধানপ্রদাতা, জীবের প্রকৃত হিতৈষী বৈষ্ণবের সঙ্গলাভ অতীব দুর্লভ। যিনি নিজে সুদৃঢ়ভাবে পরমমঙ্গলময় করুণাসিন্ধু শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন ও শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কৃষ্ণভজনের সন্ধান লাভ করিয়াছেন তিনি সকল অসহায় জীববৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন, অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্বলের বল বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্ম তোমাদের জন্যই এজগতে অবতরণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম কোটিচন্দ্র-সুশীতল। কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রকৃত স্বাধীন তিনি কৃষ্ণাধীনতায় স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহাররূপ প্রকৃত স্বাধীনতার সন্ধান-প্রদাতা। হে পার্থিববৃত্তির কবলে কবলিত ভ্রান্ত জীবগণ! "যদি পার্থিব অত্যাচার হইতে নিতান্তের জন্য রক্ষা পাইতে চান, যদি ভবরোগ হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসেবামৃত-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে চান, তবে বলদেবাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে আশ্রয়প্রার্থী হউন—তাঁহার অযাচিত কৃপাপ্রার্থী হউন; তিনি আপনাদিগকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, আপনাদিগকে কৃষ্ণনাম-সংকীর্তনে অধিকার প্রদান করিবেন।" সর্বতোভাবে অযোগ্য অধম পতিত জীবের প্রতি প্রভুর অহৈতুকী করুণার মহিমা অনন্তকাল কীর্তন করিলেও সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয় না। যাঁহার করুণায় সংসার-বাসনা তুচ্ছ হয় ও অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামে রুচি হয়, সেই প্রভুবর শ্রীগুরুপাদপদ্মে যাহার শ্রদ্ধা হয় না, তাহার দুর্ভাগ্যের সীমা নাই। বহু জন্মজন্মান্তরের মহতের চরণে অপরাধই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের করুণার এক কণাও যাহার হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, তিনি আর নিজেকে কোন জীবের ভোক্তা অথবা কোন জীবের ভোগ্য অভিমান করিতে পারেন না। কতটা অচেতন হইলে, কতটা প্রতিকূলতা আসিলে,

এইরূপ নিষ্ঠা কোন ক্রমে ত্যাজ্য নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে তার।

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

——:*:——

শ্রীগুরু ও বৈষ্ণব স্বরূপতঃ এক অভিন্ন বস্তু। সকলেই সেব্য-ভগবান্। গুরু ও বৈষ্ণব পর্যায়ক্রমে সেবকাভিমানী। সিদ্ধের দিক্ হইতে দর্শনে শ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্ব এবং সেবা-দক্ষতা সর্বাধিক। গুরু ও বৈষ্ণব মহাভাগবত; তাঁহাদের ভূমিকায় তাঁহারা পরস্পর বন্ধু বা সখিভাবে সম্বন্ধ-যুক্ত। সেবক তাঁহার গুরুদেবে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব দর্শন করেন, কিন্তু গুরুদেব নিজে অপর মহাভাগবত বৈষ্ণবকে

কতটা নিষ্ঠুর হইলে, কতটা মূঢ়তা প্রাপ্ত হইলে যে জীবের ভোক্তা বা জীবভোগ্য অভিমান হয়, তিনি জানেন। যাঁহারা রক্ত-মাংসের পিণ্ডে স্ত্রীদর্শন ও রক্তমাংসের পিণ্ডে পুরুষ দর্শন করেন, তাঁহাদের চেতনের বৃত্তি এতটা লুপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের মূর্খতার এতটা আধিক্য হইয়াছে যে, শাস্ত্র তাঁহাদিগকে পশুর মধ্যে গাধা আখ্যা দিয়াছেন, ইহা গুরুকৃপায় যিনি চেতনে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন তিনি জানেন। আত্মা স্ত্রী নহে, পুরুষ নহে, নপুংসক নহে—এই শ্রৌতবাণীতে অজ্ঞগণের অবিশ্বাস হইতে পারে কিন্তু শক্তিশালী শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত ভক্তগণের কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যেক চেতনের স্বাভাবিক নিত্য বৃত্তিই ভক্তি, ভক্তি জড়দেহের বা জড়মনের ধর্ম নহে ইহাই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী। যিনি সকল আধার—বাহ্যতঃ যে কোন দেহে আবৃত থাকুক না কেন—কৃষ্ণ-সেবাবৃত্তি দর্শন করিতে পারেন তিনি সাধু—তিনিই সদ্গুরুপাদাশ্রিত। আর যিনি কৃষ্ণসেবাবৃত্তি দর্শন না করিয়া রক্তমাংস দর্শন করেন, তিনি অসাধু—গুরুকৃপা হইতে বঞ্চিত।

কৃষ্ণ কার্ষ্ণের ভৃত্য হওয়া, তাঁহাদের সন্তোষ-বিধান করাই ভক্তি। এতদ্ব্যতীত সব অভক্তি। ভক্তগণ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-পদাশ্রয়ী। নিরপেক্ষতার ভানে তাঁহারা অন্তরে অসৎকে প্রশ্রয় দেন না—ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি। তাই ভগবান্ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আনুগত্যে বলিয়া থাকেন—

আচার্য্যপদ ছাড়ি' যে জন সেবক
যে ভাবে সে-ভাবে থাকে।
স্বামী ত' আচার্য্য- পদাশ্রয়ী সব
কভু না দেখিব তাকে।

ভগবানের সেবায় বাধা করিয়া নিবৃত্ত করিতে পারেন না। শ্রীবৃন্দাদেবীকে শ্রীবার্ষভানবীর পাদপদ্মে আমরা দিতে পারি না। তিনি নিজেকে শ্রীমতী বার্ষভানবীর চরণে প্রণতা অভিমান করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে জোর করিয়া সেবা করাইতে যাইব না, উহা ধৃষ্টতা, অপরাধ হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৭ম অধ্যায় ২৪৪ শ্লোকে এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদধূলি গ্রহণ ও তজ্জন্য মহাপ্রভুর সম্মুখে গঙ্গাস্নান করিবার বিষয় বর্ণিত আছে। এখানে মহাপ্রভু স্ত্রীদেহস্পর্শের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দেন নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু আশ্রয়ের আশ্রিতাভিমানিরূপে নিজে গোপীগণের কিঙ্করী এবং সকলকে কৃষ্ণশক্তি গোপীরূপে দর্শন করিতেছিলেন। আশ্রয় বা আশ্রয়বিগ্রহ সর্বত্রই গুরু বা কৃষ্ণশক্তি, আশ্রয় দর্শন করেন। তাঁহার বিচার -

নিজে শ্রেষ্ঠ জানি, উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হ'বে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্বদা,
না লইব পূজা কার॥

আশ্রয়বিগ্রহ সর্বদা বিষয়বিগ্রহের পদধূলি এবং বিষয়বিগ্রহের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ বিতরণ করেন। এখানে যে মহাপ্রভু সম্মুখে গঙ্গাস্নান করিয়াছেন এবং পুরীতে যমেশ্বর টোটায় গীতগোবিন্দের গান শুনিয়া সেদিকে ছুটিয়া যাইতে গোবিন্দ উহা স্ত্রীলোকের গান বলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করায় মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন।
স্ত্রী-পরশ হইলে আমার হইত মরণ॥

এই দুইটি সমতাব্যঞ্জক নহে। যেখানে তিনি "স্ত্রী-পরশ" বলিয়া উক্তি করিতেছেন, সেখানে নিজেকে আশ্রয়-জাতীয় সাধক জীব—সন্ন্যাসাশ্রমী বলিয়া অভিমান করিতেছেন। বিটোরাভিনিবেশযুক্ত পুরুষ সন্ন্যাসী-অভিমানে "আকারাদপি ভেতব্যং" শ্লোকের আচার শিক্ষা দিয়াছেন। নবদ্বীপে সচেলে গঙ্গাস্নান লীলায় গুরু বা আচার্য বা মহাভাগবতের আচার প্রদর্শন করিয়াছেন। এই মহাভাগবতের লীলাতেই নীলাচলে আবিষ্টা স্ত্রীকে গোবিন্দ স্তম্ভ হইতে নামাইবার চেষ্টা করায় মহাপ্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছেন। সেখানে ঐ স্ত্রীলোকটি জগন্নাথকে দর্শন করিয়া বা তাঁহার দূত হইয়া তাঁহার আনন্দবিধান করিতেছিল। আশ্রিতাভিমানী মহাপ্রভু জগন্নাথের—বিষয়-বিগ্রহের আনন্দবিধানকারীর আনন্দবিধান-কার্যের সর্বতোভাবে সাহায্য করাই সেই শরণাগত নিত্যকৃষ্ণ বিচার করিয়াছেন। তিনি সেখানে আবিষ্টা স্ত্রীলোককে আশ্রয়বিগ্রহরূপে দর্শন করিতেছেন। আশ্রয়বিগ্রহ যেখানে বিষয়বিগ্রহকে সুখ দিবার জন্য তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন, তখন সেই বিষয়বিগ্রহের ইন্দ্রিয়তর্পণকার্যে আশ্রিতাভিমানী মহাপ্রভু ত' বাধা দিতে পারেন না।

ব্রাহ্মণী পদস্পর্শ করায় গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়ার মধ্যেও এইরূপ চিত্তবৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণীকে মহাপ্রভু আশ্রয়বিগ্রহরূপেই দর্শন করিয়াছেন। আশ্রয়বিগ্রহ যখন আশ্রিত আমার পদধূলি গ্রহণ করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমাকে বিষয়বিগ্রহের প্রাপ্য সম্মান দিয়া বঞ্চনা করিতেছেন। সুতরাং 'আমার গঙ্গায় প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ'—ইহাই তাঁহার বিচার। এইজন্যই চরিতামৃতকার বলিয়াছেন,—

'দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার।'

মহাপ্রভুর আপাতবিরোধমূলক এই সকল লীলাই এক তাৎপর্যপর। জীবের প্রতি দয়া করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বালিশ, অজ্ঞ, সরল, মূর্খ যাহারা, তাহাদের প্রতি কৃপা করিতে উন্মুখ হইলেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা হইবে। দয়া-কার্যটী নিতাইচাঁদের। অন্যকে দয়া করার অর্থই হইতেছে শ্রীনিত্যানন্দ বা গুরুপাদপদ্মের missionএ যোগদান করা। শ্রীগুরুদেবের mission জানিয়া নিজেকে গুরুসেবকাভিমানে জীবে দয়া করিবার প্রবৃত্তি হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে ভজনবল লাভ হয়।

নিত্যানন্দের পাদপদ্মে অবস্থিত হইতে পারিলে বাহিরে যে-কোন স্থানেই অবস্থান করা যাইতে পারে, তাহাতে ভজনের কোন বিঘ্ন হয় না। যতক্ষণ নিত্যানন্দের পাদপদ্ম একমাত্র আশ্রয় বলিয়া বরণ করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ অতি সাবধানে বহির্মুখসঙ্গ বর্জন করিতে হইবে। যতক্ষণ দেহাত্মবুদ্ধি আছে ততক্ষণ দেহসম্পর্কীয় বস্তু বা ব্যক্তিতে মমতা আছে এবং ততক্ষণই সংসার আমাদের নিকট ভয়ানক পরীক্ষার স্থল। কিন্তু বস্তুতঃ সমস্তই ত' নিত্যানন্দের, তাঁরই সংসার। নিতাইএর হইয়া যাইতে পারিলে তখন সকল অবস্থায়, সকল স্থানে সকলেরই বন্ধু হইয়া যায়। সংসার নিতাইএর, তাঁহার হইয়া গেলে কি আর নিতাইচাঁদ তাঁহার সংসারে রাখিয়া গৌরবিমুখতা বাড়াইয়া দণ্ড দেন?, নিজের জনকে নিজের পরিবারের মধ্যে রাখিয়া কেহ কি মারিয়া ফেলে?

আমি যদি নিতাইএর সম্পূর্ণ শরণাগত, তাঁহার পরিবারভুক্ত বা তাঁহার দাসের দাস হইতে পারি, তখন তাঁহার সংসারে যাহারা তাঁহার সেবা অকৃতভাবে করিতেছে না, তাহাদের সহিত বাহ্য কপট ব্যবহার করিলেও নিতাই তাহার জন্য দণ্ড প্রদান করেন না অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য বা সেবা-শিথিলতা আসে না। পরিবারগত বা আত্মীয়ভাবে যাঁহারা নিত্যানন্দের পাদপদ্মে সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের dismissal হইবার ভয় নাই। কাজেই তাঁহারা বহির্মুখদের সহিত বাহ্য কপট সঙ্গ করিলেও নিত্যানন্দের অযাচিত কৃপা হইতে বঞ্চিত হন না।

শরণাগত হইতে পারিলে আর কোন চিন্তা নাই। নিজের বল বা অন্য চেষ্টা এবং অপরের বল বা চেষ্টার প্রতি ভরসা ছাড়িয়া নিতাইকে গোপ্তৃত্বে বা পালকত্বে বরণ করিতে হইবে। নিতাইএর শরণাগত হইলে কোন কিছুরই অভাব থাকে না। বদ্ধাবস্থার লোক মর্ত্যজীবের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে। তাহাদের সব সময় ভয় অমুক ব্যক্তি না হইলে কে আমাকে পালন করিবে? নিত্যানন্দের সংসারে কোন লোকের অভাব কিছু থাকিতে পারে কি? তিনি সকলেরই মালিক। তিনি দিলে তবেই সকলে পায়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ—এই ভোগ্য পদার্থগুলিও ত' মানুষের সৃষ্ট বা উপার্জিত বস্তু নয়, অথচ এগুলি ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারি না, তাহার জন্য কাহার মুখ চাহিব? নিতাই কৃপা করিয়া তাঁহার বৈভব অপ্রাকৃতধামে চেতন মহাভূতসমূহ প্রকট করিয়াছেন, তিনি কি পালন করিতে অক্ষম? রাজার সংসারে থাকিয়া কেহ কি অন্নকষ্ট পায়? পরন্তু এমন জিনিষ পাইতে পারে—যাহা সে কখনও চিন্তাও করিতে পারে নাই।

নিত্যানন্দের সংসার—আনন্দময়; সেখানে দুঃখ কিছু নাই। শরণাগতের ঘাত-প্রতিঘাতমূলক সংকল্পবিকল্পময় চিন্তা বা ভাবনা ত' কিছু নাই, তিনি একনিষ্ঠ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিবিশিষ্ট, কাজেই তিনি সকল বলের বল নিতাইর প্রতি একান্তভাবে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। ভোগ্য বস্তুর মুখাপেক্ষা করিতে হইলেই দুঃখ আপনিই আসে। শরণাগতের অবস্থা কুকুরের মত। কুকুর প্রভুকে দেখিলেই আনন্দিত হয় এবং তাহা নানাভাবে প্রকাশ করে। তাহাকে যদি খাইতে দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সে লেজ নাড়িবে; আবার খাইতে না দেও, তবুও সে মনিবকে দেখিয়া লেজনাড়া বন্ধ করিবে না। সকল সময়েই সে আনন্দে থাকে। নিত্যানন্দের সংসারে কি আনন্দের অভাব আছে?

কুকুর আবার নিজের প্রভু সেবাও কখনও ছাড়ে না। তাহাকে উপবাসী রাখিলেও সে অপরিচিত লোক দেখিবামাত্র চীৎকার করিয়া মনিবকে সতর্ক করা কি বন্ধ করিবে? তাহার কণ্ঠরোধ না হওয়া পর্যন্ত মনিবের এই সেবা হইতে তাহার বিরতি নাই। মৃত্যুকালে অত্যন্ত যাতনার মধ্যেও মনিবকে দেখিবামাত্র আনন্দ প্রকাশ করিতে সে ভুলিবে না।

ॐ ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

——(৩)——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
কলিকাতা
২০।৩।৩৩

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণাম পূর্বক নিবেদন—

* * তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

তুমি মুক্তিকামী হইবে না। সেবাদ্বারা সেবা লাভ হয়, মুক্তি লাভ হয় না। মুক্তি সেবক গ্রহণ করেন না। সুবিধা হইলে অসুবিধা হইতে উদ্ধার হইবার আবশ্যক থাকে না। তুমি স্বরূপতঃ মুক্ত। সুতরাং তোমার মুক্তির আবশ্যক নাই। অসুবিধার কথা অধিক চিন্তা না করিয়া কর্তব্য অর্থাৎ সেবা সম্বন্ধে মনোযোগী হইবে, তাহা হইলে শীঘ্রই সমুদয় অসুবিধার মধ্যেও কেবল সুবিধাই অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। পরমারাধ্য শ্রীল আচার্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম সর্বদা স্মরণ করিবে।

আমার দণ্ডবৎপ্রণাম গ্রহণ করিবে।

দাসাধম—
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ প্রধান

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঢাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ গোপীনাথ আড়াআড় চতুর্দ্দিশ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রব-আধিকারিকগণে নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, গ্রন্থাদিভুক্তের সেবা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তাহারই সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং চিহ্ন বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) শ্রীমদ্বয়-স্বরূপ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটি (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) কুলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোকুলপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) ভক্তকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

আটামপুদি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাকদহ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়াড়ি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং গান্ধী রোড, দার্জ্জিলিং

(৩০) মানবক-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বলিহার, জেলা মহানন্দা, ইই, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মন্দা রোড গয়া

(৩৩) কাশীধাম গৌড়ীয় মঠ

৮/১১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) গৌড়ীয়মঠ মঠ.

পোঃ মিরজাপুর, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

দিগরবাটি, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণবাহ, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপীনাথবাগ, বৃন্দাবন

(৩৯) রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাটি

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দকুঞ্জ বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) অযোধ্যার গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ অযোধ্যার, মথুরা

(৪৫) বরাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরাণা, মথুরা

(৪৬) গোবিন্দবিহারী মঠ—কেলাহী,

পোঃ হোসেন, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪নং কুইন্স রোড, নয়া দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অগাস্ট ক্রান্তি রোড ৭

(৫০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মাধবপুর, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুদেবের নামপ্রাপ্ত সার্বভৌমের সেবা

(৫১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কাজরা গোদাবরী, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুদেবের নামপ্রাপ্ত-প্রতিষ্ঠিত সেবা

(৫২) বড়গৌড়ীয়মঠ

বালিয়াসাহী, পোঃ গ্রাম দঃ, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—সমুদ্র পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

গোপালপুর, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) নরসিংহ গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ বরানগর, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ সাতক্ষীর, মেদিনীপুর

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ আমলাযোড়া, বর্দ্ধমান।

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ ঝাড়গ্রাম, (মেদিনীপুর)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

১০১ নং স্পার্কস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৩১, আর্লসকোর্ট

স্কোয়ার, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ নিউজেন্ট রোড, লণ্ডন (ডব্লিউ-সি)

(৬৮) শ্রীবিজ্ঞানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

একদণ্ডাকম, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

[illegible] পৃষ্ঠায়		[illegible] পৃষ্ঠায়	
১ম ও [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
প্রতিবারে প্রতি লাইনে [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]
অর্দ্ধকলম [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
এক কলম [illegible]		[illegible]	[illegible]

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে হার

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি [illegible]	[illegible]
সিকি কলম [illegible]	[illegible]
অর্দ্ধকলম [illegible]	[illegible]
এক কলম [illegible]	[illegible]

চাঁদার হার

বাৎসরিক ([illegible])	[illegible]
ষাণ্মাসিক	[illegible]
ত্রৈমাসিক	[illegible]
মাসিক	

প্রতি সংখ্যা [illegible] [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা [illegible] খাওয়া ও বোর্ডিং খরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স জ্জনতোষণী' [illegible]। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible] হইতে [illegible] ও প্রয়োজনীয় [illegible] টীকা-সহ [illegible] হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ [illegible] হইয়াছে। [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি [illegible] ও [illegible] একটি [illegible] ভূমিকা, [illegible], [illegible] ও [illegible] প্রভৃতি [illegible] সংযোজিত হইয়াছে। [illegible] কাগজে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রী[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; [illegible], পোঃ [illegible], [illegible] ও [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "গৌড়" [illegible] মুদ্রিত [illegible] হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] অপ্রকাশিত পত্র [illegible] হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র [illegible] আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] অধিকারী, [illegible] শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] এবং [illegible] অনুভব আস্বাদন করিয়া [illegible] বর্ণন এবং [illegible] ভগবানের [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] ও [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] [illegible] পৃষ্ঠা [illegible]। [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), [illegible] ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—১০ দশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমায়াপুর [illegible], [illegible]; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত [illegible] [illegible] প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। [illegible] বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের [illegible] [illegible] সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ [illegible] [illegible] বি-এ, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের [illegible] জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ঠাকুরের বহু [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] ১১০ পৃষ্ঠায় এই [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩৫নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। [illegible] [illegible] [illegible] কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ৸৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর [illegible]।

৩১নং [illegible] রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ [illegible], ২৪ পরগণা।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩০	৬-০৬	৭-২৮	১২-২৯	১৪ ৫০	১৬-৫০	১৭-৫০	২২ ৪৫
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-০০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৫৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১ ১০		১৮-১৩		২০-৫০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৫০		৯ ২৫			১৩-৩০	১৬-০	১৯-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৩	১০-৫	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৩	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৫	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৩			১৭-০১		
(বদল) ছাঃ			১১-০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-৩১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৩	১৯-১১	২১-৩১	২৩-৫

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৩		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৯-৮ (শনিবার)	
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১৩	১৮-২৭	১৯-৩৩	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০	১৯-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৩	২১-৩	

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর—১৩ই চৈত্র, ১৩৪৫, ২৭শে মার্চ্চ, ১৯৩৯ সোমবার | ২৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——[illegible]——

নদীয়া জেলা কৃষক-সম্মেলন

গত ১৮ই এবং ১৯শে মার্চ্চ [illegible] নদীয়া জিলা কৃষক-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে কলিকাতা হইতে আগত সভাপতি [illegible], ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, [illegible] সেন, বিধু সেন, বিভূতি [illegible] এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে ১৮ই তারিখে [illegible] স্টেশনে [illegible] এবং কৃষক [illegible] দেশের নিকট উপস্থিত থাকিয়া সম্বর্দ্ধনা জানান। অতঃপর মোটরে করিয়া নেতৃবৃন্দকে [illegible]পুরে আনয়ন করা হয়। এখানেও বহু [illegible] এবং কৃষক [illegible] তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা জানান।

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদ

গত ২২শে মার্চ্চ রাষ্ট্রীয় পরিষদের মাত্র ৩০ মিনিট কাল অধিবেশন হয়। এই সময়ের মধ্যে ৫টি সরকারী বিল পাশ হইয়া যায়। এই বিলগুলি সমস্তই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাশ হইয়াছিল। সেদিন আর কোন প্রয়োজন হয় নাই।

বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ [illegible] বৃটিশ ভারতে [illegible] প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যে বিল কেন্দ্রীয় [illegible] গৃহীত হইয়াছে, তাহা [illegible] বৃটিশ [illegible] অনুমোদিত হয় এবং কেন্দ্রীয় [illegible] বিবেচনাধীন ছিল। [illegible]

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের সম্বন্ধেও এই বিল গৃহীত হইয়াছে। এই সকল আইনের উপর ভিত্তি করিয়া [illegible] প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহ [illegible] করিবেন।

অতঃপর স্যার জগদীশপ্রসাদ ভারতীয় [illegible] আইন সংশোধন বিলটি উপস্থিত করেন। তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান আইন অনুসারে এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশুদিগকে যাত্রী সংখ্যার মধ্যে গণ্য করা হয় না এবং যাত্রীবাহী জাহাজে তাহাদের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয় না। ইহা [illegible] সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক চুক্তির বিরোধী। তিনি আরও বলেন যে, বোম্বাই ও মিশর হইতে যে সকল জাহাজ আসে, তাহাতে ঐ চুক্তি পালিত হয়।

রেল কোম্পানীর সিন্দুক চুরি

কয়েকদিন পূর্ব্বে বি, এন, আর রেলওয়ের দৈনিক আয় সমেত সিন্দুকটি [illegible] হইতে [illegible] ও [illegible] স্টেশনের মধ্যে উধাও হয়। [illegible] গ্রামের একটি কূপের মধ্যে ঐ সিন্দুকটি পাওয়া গিয়াছে। [illegible] টাকা [illegible] পাওয়া গিয়াছে।

[illegible] একটি লোহার সিন্দুক চুরি গিয়াছে [illegible] করেন। [illegible] যে, [illegible] কোন [illegible] পাওয়া যায়।

[illegible] সিন্দুকটি যে [illegible], তিনি তাহার কিছুই বলিতে পারিলেন না। তাঁহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

ভারত শাসন আইন

গত ২১শে মার্চ্চ কমন্স সভায় মিঃ সরেনসেন সহকারী ভারত-সচিবকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ভারতের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সম্পূর্ণরূপে [illegible] ভারতবাসীকে অধিকার দিতে এবং কোন কোন বৃটিশ উপনিবেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তনের জন্য অদূর ভবিষ্যতে কোন আইন প্রণয়নের অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টের আছে কি না।

স্যার জন সাইমন জানান যে, ভারত শাসন আইনের দ্বিতীয় ভাগের বিধানাবলী প্রবর্ত্তিত হইলেই ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার অনেকাংশে ভারতীয় আইন পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল হইয়া পড়িবেন। কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্টের আর কোনরূপ আইন প্রণয়নের অভিপ্রায় নাই। কিংবা কোন বৃটিশ কলোনীতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অদূর ভবিষ্যতে কোন আইন প্রণয়নের অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টের নাই।

মিঃ সরেনসেন—'ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তন সম্পর্কে উত্তরে তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহাতে উক্ত আইন প্রবর্ত্তন করিয়া তিনি কি জগতে আমাদের এই গণতান্ত্রিক মনোভাবের কথা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবেন না?

স্যার জন সাইমন—গত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিধানাবলী কমন্স সভার সকলেই অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা হইবে এরূপ কথা আমি বলিতে পারি না।

মিঃ সরেনসেন—'তিনি কি অবগত আছেন যে, ভারতের রাজনৈতিক জনসংখ্যার অধিকাংশ লোকই উহা অপেক্ষাও অধিকতর স্বায়ত্তশাসনের দাবী করিতেছেন?' এই প্রশ্নের আর কোন জবাব তিনি দেন না।

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের জন্য স্থান নির্ব্বাচন

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের জন্য স্থান নির্ব্বাচনের কার্য্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মিঃ [illegible] প্রসাদ, মিঃ মথুরাপ্রসাদ, মিঃ [illegible] সিংহ এম এল এ ও মিঃ দীপনারায়ণ সিংহ গত ১৯শে মার্চ্চ শোণপুর আসিয়াছিলেন।

তাঁহারা বহু স্থান পরিদর্শন করেন, কিন্তু শোণপুরের বিস্তৃত ময়দানটিই তাঁহারা উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন। [illegible] ও [illegible] পার্শ্বেই বহু শত বিঘা লইয়া এই ময়দানটি বিস্তৃত।

স্থানীয় অধিবাসীগণ ও জেলাবোর্ড তাঁহাদিগের সহিত সহযোগিতা করিবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। বর্ত্তমানে [illegible] জলের কলের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা বাড়াইয়া কংগ্রেস নগরে জল সরবরাহ করা চলিবে। প্রস্তাব, স্থানীয় [illegible] ইলেক্ট্রিক পাওয়ার হাউস হইতে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করা যাইবে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার সঙ্গীদের সঙ্গে পাটনায় পুনঃ রওনা হইয়া গিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী প্রভুর পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিস্তৃত সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গোষ্ঠীশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ বিপ্রলম্ভলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল পরিব্রাজকের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরানা পল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র	৪০
	প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত –	৩৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ঠাকুর নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অখণ্ড)	৬৲
৩।	অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬
৪।	সৎক্রিয়া সারদীপিকা (সটীকা)	৪
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সংক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	৬৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	৩৲
১১।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	প্রেমবিবর্ত্ত (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ	।০
১৮।	প্রাকৃত রসশত দূষণী	।০
১৯।	তত্ত্বসূত্র	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	।৶০
২১।	গৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল	।০
২২।	ভজন রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবতম ও শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (বাঁধা)	
২৪।	গীতা (শ্রীধরের টীকা-সহ)	
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ বাঁধা)	৩৲
২৬।	গীতার বেদান্ত ভাষ্য	৸০
২৭।	প্রাকৃতরস শতদূষণী (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৲
২৮।	প্রেমবিবর্ত্ত (সংস্করণ)	।০
২৯।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	শিক্ষা-দশমূল	৶০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	।৶০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	১০
৩৩।	নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	শ্রীগৌরাঙ্গলীলা	
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত	।০
৪০।	নবদ্বীপশতক	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	৸০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চনপদ্ধতি	
৪৭।	অমৃতপ্রবাহভাষ্য	৵/
৪৮।	অমৃতপ্রবাহভাষ্য (শিক্ষা সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	আত্মনিবেদন	৴১০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)	৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহিক)	।০
৫৩।	গৌরহরিনামামৃত	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ নির্ণয়	।০
৫৫।	পদ্য ভাবনী বা আমনাদবিভাবরী	।০
৫৬	আচমন ও অভিষেক	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ (আত্মাভিষেক)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণদেবশর	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০।	সারস্বতাবলী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতমাল	।০
৬২।	সিদ্ধান্ত সরস্বতী অভিষেক	।০
৬৩।	শ্রীকৃষ্ণনামামৃত	
৬৪।	অষ্টক	।০
৬৫।	সাধনার শিক্ষাষ্টক	৶০
৬৬।	গৌড়ীয়বৈষ্ণবাভিধান	৴০
৬৭।	সারার্থবর্ষিণী	৶৭

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	৪০
৬৯।	এ কিউ ফর্ম্মাল অফ রেলিজ	।০
৭০।	বিষ্ণুদেব	৴০
৭১।	বেদান্ত—ইটস ম্যাথেমেটিক্স এন্ড মরফলজি	।৶
৭২।	ভেদাভেদ প্রকাশ	।৶০
৭৩।	লাইফ এন্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।৭
৭৪।	শ্রীনবদ্বীপ	।০
৭৫।	স্বামী গৌড়ীয়মঠ উইথ স্বামী	
৭৬।	দি ভাগবত	
৭৭।	রেলিজিয়ন ফিলসফি এন্ড আমাদের শিক্ষা	
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	১৸০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অংশ, পঞ্চম)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৶০
৮৩।	গীতাবলী	৴০
৮৪।	শরণাগতি	৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

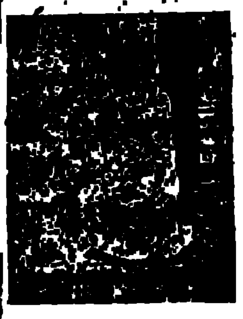

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ { ২২ গোবিন্দ ৪৪৪ গৌরাব্দ ৩রা চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৬ ১৭ই মার্চ ইং ১৯৩০, সোমবার } ২৩শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

চাঁদপুরে প্রচার

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় মঠসেবকসহ ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্তন করিতেছেন।

গত ১৮ই ও ১৯শে মার্চ স্থানীয় কালীবাড়ী-প্রাঙ্গণে "শ্রীগৌরলীলা" ও "শ্রীরামলীলা" ছায়াচিত্রযোগে প্রদর্শিত হইয়াছে। গত ২১শে মার্চ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের বাড়ী হইতে এক বিরাট নগরকীর্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া নগরের পূর্বাংশ ভ্রমণ করেন। বহু লোক নগর-সংকীর্তনে যোগদান করিয়া আনন্দ অনুভব করেন।

গৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট দর্শক

গত ২৩শে মার্চ বৃহস্পতিবার প্রফেসর ডক্টর রাধাকুমুদ মুখার্জী মহোদয় কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীগৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ মহোদয়ের সহিত তাঁহার বিস্তৃত আলাপ হয়।

সিলেটে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী মহোদয় সিলেট গৌড়ীয়মঠের বাৎসরিক মহোৎসবে যোগদান করত গত ১লা মার্চ হইতে ৮ই মার্চ পর্যন্ত পাঠ ও বক্তৃতা করিয়া অযোধ্যা অভিমুখে প্রচারার্থ গমন করেন।

ব্রহ্মচারীজী গত ৭ই মার্চ নিউদিল্লীর বিখ্যাত ধনী ও কন্ট্রাক্টার পণ্ডিত টি, এস, স্বামী মহোদয়ের বাসাবাড়ীতে রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনমুখে শুদ্ধভক্তিধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন।

বক্তৃতায় স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। পরদিবস শ্রোতৃবর্গের বিশেষ আগ্রহে ব্রহ্মচারীজী পুনরায় রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে নামভজন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতামুখে ব্রহ্মচারীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য-বিষয় কীর্তন করেন। পণ্ডিত টি, এস্ স্বামীর শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা বিশেষ প্রশংসনীয়।

পাটনায় প্রচার

গত ১৬শে মার্চ রবিবার শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পাটনা সহরের হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেও প্রসাদ এম্-এ, বি-এল, কাব্যতীর্থ মহোদয়ের গৃহে সাদরে আহূত হইয়া তথায় হরিকথা-কীর্তন করেন। ভজনানন্দ, দশাবতার-স্তোত্র প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্তনান্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ হইতে "স বৈ পুংসাং" শ্লোকটী ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে কর্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি হইতে ভক্তির অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা, ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের সর্বপ্রথম কর্তব্য শরণাগতি অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী বা কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ সদ্গুরুর চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবাবৃত্তিসহকারে হরিকথা-শ্রবণ প্রভৃতি বিষয় প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল হিন্দিভাষায় কীর্তন করেন। হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হন।

পাঠান্তে "মানস দেহ গেহ" ও মহামন্ত্র কীর্তন হয়। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে—

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদেও প্রসাদ এম-এ বি-এল, অ্যাডভোকেট, শ্রীযুক্ত সুখদেও নারায়ণ বি-এল, অ্যাডভোকেট, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ সাহাই উকিল, শ্রীযুক্ত সরস্বতী লাল উকিল প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গত ১৯শে মার্চ রবিবার অনারেবল বাবু রামধারী সিংহ (বিহার লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের স্পীকার) মহোদয়ের গৃহে শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত উপদেশক শ্রীযুক্ত মধুমঙ্গল দাসাধিকারী ভক্তিভূষণ মহোদয় প্রায় ২ ঘণ্টা যাবৎ শ্রীগৌড়ীয়মঠের বৈশিষ্ট্য, মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্তব্য ভগবদ্ভজন, কর্মাদির প্রয়াস পরিত্যাগপূর্বক সদ্গুরুর চরণাশ্রয়, কলিযুগের একমাত্র নামসংকীর্তন প্রভৃতির বিষয় হিন্দীভাষায় আলোচনা করেন। তাঁহার নিকট শ্রীহরিকথা-শ্রবণ করিয়া তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং শ্রীমঠে আসিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

[শ্রী]ল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

——::(০)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
কলিকাতা
২২।৩।৩০

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণাম পূর্বক নিবেদন—

• • তোমার ২০।৩ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি অবিশ্বাসই সমুদয় দুর্বলতার কারণ। শ্রীগুরুদেবের আশিস্ ও শক্তির বলের অভাব নাই, সুতরাং তুমি নিজকে দুর্বল কেন ভাব? শ্রীগুরুদেবের সেবার সর্বক্ষণ নিযুক্ত থাকিলে, ইহাই পারিবে। অন্য কোন উপায়ে সবল হইতে পারা যায় না।

আমার দণ্ডবৎপ্রণাম কৃপাপূর্বক গ্রহণ করিবে।

দাসাধম—

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

"তিনিই প্রকৃত সাধু অর্থাৎ বৈষ্ণব—যিনি সকলের একমাত্র নিত্যভজনীয় নামী কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাভিন্ন শব্দরূপে অবতীর্ণ নামের ভজন শিক্ষা দেন। সাধু বা বৈষ্ণব বা গুরু জীবের অধিকার বিচার পূর্ব্বক ক্রমশঃ ভজনের শুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা দিয়া অনর্থের নিবৃত্তি করাইয়া থাকেন। সাধু হইতে ভগবানের পাদপদ্মে জীবের অনর্থ থাকে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ বিষ্ণু সর্ব্বজিৎ সংবৎ গৌরাব্দ ৪৪৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

যাঁহাদের সেবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ও ব্যস্ত, সেই বৈষ্ণবের সেবা করবার জন্য অভক্ত, প্রাকৃত লোকের বুদ্ধি হয় না। তাই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—বৈষ্ণবের সেবা। অনেক প্রচারক ভগবানের সেবার কথা ব'লে থাকেন, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের সেবার সর্ব্বোত্তমতার কথা ব'লেছেন। যেখানে মূর্ত্ত ভগবদ্বিগ্রহ—যেখান হ'তে ভগবদ্বিগ্রহের জীবন্ত কথা প্রকাশিত হয়—যেখানে প্রশ্ন ক'রে উত্তর পাওয়া যায়, সেবা কা'কে বলে জান্‌তে পারা যায়, সেই ভগবদ্ভক্তের কথা ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অর্চ্চামূর্ত্তির সেবাও ভগবদ্ভক্তের বাণী-শ্রবণ ব্যতীত শুদ্ধ হ'তে পারে না। ভগবদ্ভক্তের পূজায়ই ভগবানের পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়।

কেহ কেহ বলেন, চুপ্ করিয়া থাকাই ভাল; চুপ্ করিয়া না থাকিলে পরচর্চ্চা হইয়া যাইবে। কিন্তু পরোপকার-চিকীর্ষা-বৃত্তি অপেক্ষা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির প্রবৃত্তিই যাহাদের প্রবল, তাঁহারাই অসত্যের প্রতিবাদকে 'পরচর্চ্চা' বলিয়া মৌখিক সংজ্ঞা প্রদান করেন। জগতের উপকার যদি কেহ না করেন, ভগবান্ কেন তাঁহার উপকার করিবেন? আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য—দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করা; দুঃসঙ্গ পরিত্যাগের নামই—তীর্থবাস। সত্যে প্রতিষ্ঠানই—তীর্থ, তাহা সর্ব্বত্রই সম্ভব। ভজনের গৃহও তীর্থ হইতে পারে; কিন্তু কপটতা যেখানে—কপটতার আবরণে অবৈধ বরণের চেষ্টা যেখানে, তাহা তীর্থ নহে।

যদি কেহ বলেন, কাল কলি হউক না কেন, আমাদের ঠিক থাকিলেই হইল। তদুত্তরে বলিতেছেন, যে ইন্দ্রিয়বর্গকে আমরা সম্বল করিয়াছি, সেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিই আমাদের প্রতি পরম শত্রুতা ও বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। তারপর ভক্তিমার্গ নানা-প্রকার মনোধর্ম্মের মতবাদরূপ কণ্টকের দ্বারা আবৃত হওয়ায় মানব ইন্দ্রিয়কে সম্বল করিয়া প্রকৃত সত্যপথ নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছে না। তাই শ্রীচৈতন্যদেবের নিজজনগণের শরণাগত হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।

প্রকৃত প্রস্তাবে ভোগী একমাত্র ভগবান্—তিনিই ভোগপুরুষ। জীবের স্বরূপ-ধর্ম্মে ভোগবুদ্ধির অবস্থান নাই। জীব ভোগপুরুষের ভোগের উপকরণমাত্র। নিষ্কপটভাবে হরিসেবা করিবার সময় কেহ যদি ভগবৎসেবককে ত্যাগী বা ভোগী দেখেন, দেখুন; হরিসেবক ত্যাগীও নন, ভোগীও নন; কিন্তু নিষ্কপট সেবক।

বর্ত্তমানে নিষ্কিঞ্চন সাধুর অভাব এবং আমাদেরও হরিকথা শুনিবার প্রবৃত্তির অভাব। আমরা ইতরবিষয় শুনিতে খুব প্রয়াসী! যেখানে গুরুর ও মহতের সম্মেলন, সেখানে হরিকীর্ত্তন হয়। বর্ত্তমান কালে নিষ্কপট পরচিন্তাশীল জগতে একান্ত বিরল। ভগবানের কথা আলোচনায় অভিনয়েও অনেক সময়ে অবান্তর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির যথেষ্ট চেষ্টা থাকে—মাঝখানে অন্য অর্থ থাকে। যাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ, কামের অতৃপ্তি এবং সংসার প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, জগতে তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী। তাঁহারা যে হরিকথা আলোচনার অভিনয় করেন, তাহাও অন্যান্য অবান্তর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য। সুতরাং কপটলোকের মুখে কীর্ত্তন শুনিলে কোন সুবিধা হইবে না। আমরা যদি সত্য সত্যই নিজের মঙ্গল করিতে দৃঢ় ইচ্ছাবিশিষ্ট হই, আর সত্য সত্যই পরের মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি দয়া করিবেন। অন্য লোককে ফাঁকি দিলে নিজেও ফাঁকিতে পড়িতে হইবে।

ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ ব্যতীত স্বাধীনতা লাভের আর অন্য উপায় নাই। ভগবানের অধোক্ষজ পূর্ণ পুরুষের অধীনতায় স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, তাহাই পূর্ণস্বাধীনতা। মনোযোগ দিয়ে হরিকথা শ্রবণদ্বারাই প্রকৃষ্ট সাধুসঙ্গ হয়। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'লে ভগবানের বীর্য্য ও জগতের দৌর্ব্বল্যের কথা আমরা বুঝ্‌তে পারি। আমরা যখন সাধুগণের কথামত সেবা করতে করতে কৃষ্ণ সেবায় সুদৃঢ় বিশ্বাস, আসক্তি ও প্রীতি লাভ করতে পারি। কৃষ্ণসেবায় প্রীতিই নিখিল জীবের চরম প্রয়োজন।

কৃষ্ণ—ভজনীয় বস্তু, জীব—ভজনকারী বস্তু; উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ক্রিয়া 'ভজন'। সম্বন্ধ জানার পর ক্রিয়া; যেমন ঘড়ি দেখ্‌লাম কটা বেজেছে; সে সময়ে আমার কি কর্ত্তব্য আছে, তা' জেনে সেই সময়ের আবশ্যক কাজ করলাম। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পর, ব্রহ্ম নিরূপিত হ'লে—ব্রহ্মের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ জান্‌লে, তাঁ'র প্রতি আমার কি কর্ত্তব্য আছে, সেই কৃত্য করতে হ'বে।

যিনি বিচারমূঢ়, তাঁ'রই 'আমি কর্ত্তা'—এই অভিমান; তিনি বিমূঢ়। সুনীচতা বা ভগবদ্দাস্যই আমাদের কৃত্য। তৃণাদপি সুনীচ হ'লে কর্ত্তৃত্বাভিমান আদৌ থাক্‌বে না। কর্ম্ম আর কিছুই নয়—পরের জিনিষ নিয়ে কর্ত্তা-গিরি করা মাত্র।

ভক্তিটী একটী ক্রিয়া। নিষ্কপট হরি ভজন-পরায়ণ পুরুষ বা ভগবদ্ভক্ত প্রসাদ সেবা করেন—ভোগ করেন না। আর ভাত-ডাল খায় ভোগী। ভাত-ডাল খাওয়াটা কর্ম্ম। ভগবদ্ভক্তের প্রসাদ-সম্মান বাহ্যদৃষ্টিতে কর্ম্মেরই মত দেখ্‌তে পাওয়া গেলেও তাঁ'র দেহ প্রাণ আত্মা ভগবৎসেবার্থে সমর্পিত ব'লে সেটা 'কর্ম্ম' নয়, 'সেবা'। মনোধর্ম্মিগণ ভজনীয় বস্তু ও ভজনকারীর স্বরূপনির্ণয়ে অসমর্থ হ'য়ে ভক্তিকে কর্ম্মের সহিত এক মনে করেন।

শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রকট-বাসর স্থান—বাগবাজার, গৌড়ীয়মঠ)

ভগবানের সেবার জন্য লীলা, ভূ ও শ্রীশক্তি প্রকটিতা হন। লীলা—বাম, শ্রী—লক্ষ্মীদেবী এবং ভূ—বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী। আজ সেই গৌর-মনোহরভীষ্টপূরণকারিণী ভূশক্তি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর প্রকট-বাসর। আজ জড়বিদ্যা-দাত্রী Godess of learningএরও পূজার দিন। শুদ্ধা সরস্বতীর আরাধনা কিরূপে করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য মাঘবী শুক্লপঞ্চমী তিথিতে শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব। শুদ্ধা সরস্বতীর বাণী ছায়া-সরস্বতীর উপাসকগণকে জাগ্রত করে। শুদ্ধা সরস্বতীর পূজা বৎসরে মাত্র একদিন, তাহা পাঁচ মিনিটেই শেষ হইয়া যায় না, সে পূজা সর্ব্বদিন, সর্ব্বক্ষণ হইয়া থাকে, তাহার অবসর নাই, বিরাম নাই। আপনাদের সম্মুখে যে শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান, তিনি নিত্য, তাঁহার পূজাও নিত্য। এই শ্রীবিগ্রহ চেতনের চক্ষে দৃষ্ট হন। আমরা সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারা শ্রীবিগ্রহ, আচার্য্য ও বৈষ্ণব দর্শন করিতে পারি। মহাপ্রসাদও কাণ দ্বারা গ্রহণ করিবার বিধি। ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই, কাণ দ্বারা কৃষ্ণকথা শ্রবণ বা গ্রহণ করিলেই শরৎকালের জলের ন্যায় হৃদয় পরিষ্কার হয়, সুষুপ্তি হইতে আত্মা জাগ্রত হয়। তখনই চেতন ইন্দ্রিয় সমূহ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যাকুল হয়। জীব গুরুকৃষ্ণকৃপায় স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিত্যকাল সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হয়। কিন্তু যিনি নিজেই সুষুপ্তির মধ্যে আছেন, তিনি অন্যকে জাগাইতে পারেন না। ছায়ার পূজায় 'বিদ্যাং দেহি' বলিয়া যিনি সতত বেত্রিয় তর্পণে রত, তিনি এই অনিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীধারী হইলেও তাঁহার কথা ও সঙ্গফলে জীবের হরিবিমুখতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। কারণ, তিনি বিশ্বনাথ-সেবাবিমুখ। সুতরাং তাঁহার সঙ্গ বর্জ্জনীয়। তিনি বলেন, "আমি পি, আর, এস; ডি, লিট্, বড় দার্শনিক, চৈতন্যের কথা তুমি আমাকে কি শিখাবে? চৈতন্য একজন মানুষ ছিলেন। তবে ভক্ত বলিতে পার—মানুষকে ভগবান্ বলিও না।" "অবজানন্তি মাং মূঢ়া" শ্লোক তাঁহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। বিশ্ববিদ্যার ডিগ্রী যত বাড়ে, দম্ভও তত বাড়ে, চেতনের চক্ষু, কাণ প্রভৃতি ততই অধিকতর আবৃত হয়। জীবের এরূপ পরিণাম দেখিয়া

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—

জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা॥

এই বুদ্ধি হইতে ত্রাণ করিতে তিনি নিষ্কপটকে যেমন নীতি প্রদান করেন—

"ভক্তিবাধা যাহা হৈতে সে বিদ্যার মস্তকেতে
পদাঘাত কর অকৈতব।
সরস্বতী কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণভক্তি তাঁর হিয়া
বিনোদের সেই সে বৈভব॥"

মুণ্ডক উপনিষদ্ "দ্বে বিদ্যে" শ্লোকে পরা, অপরা বিদ্যার কথা বিশেষভাবে বলিয়াছেন। যে বিদ্যায় সংসার-বাসনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহাই অপরা বিদ্যা। অপরা দেবীর ভাবকগণ বৎসরে মাত্র একদিন এই পূজার ব্যবস্থা করেন। পুরোহিত পাঁচ মিনিটে পূজা শেষ করেন—তাহাতে আপত্তি করিলে বলেন—"আমার আরও ৫০ বাড়ী পূজা আছে—তোমাকে পাঁচ মিনিটের বেশী সময় দিতে পারি না।" অপরা বিদ্যার ফল এই কাল এই মত বিচারে সতত চঞ্চল। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণের কথা ডক্টর আইন ষ্টাইন খণ্ডন করিয়াছেন। সম্প্রতি আবার ঢাকার কোন বিজ্ঞানবিদ্ যিনি Maker of many Doctors, তিনি আইন ষ্টাইনের Theory'ও খণ্ডন করিয়াছেন। এই চঞ্চলা বিদ্যার উপাসক চঞ্চল দুই হাতে তাবাখড়া ও আবাহন-বিসর্জনের চিন্তা লইয়া পূজা করেন বলিয়া তাঁহারা পৌত্তলিক। এই বিদ্যার কোন কৃতী পুরুষ ২১টী ভাষা জানিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য দেখিয়া একদিন জগৎ মুগ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু আমরা জানি, সাধারণ নৈতিকতা মাত্র তাঁহার ছিল না, তিনি চির-অন্ধকারেই ছিলেন এবং সেই অবস্থাতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি স্বর্ণ ও রত্ন পাইয়াও তাঁহার কোন মঙ্গলই করিয়া যাইতে পারেন নাই। আঁধারে যেরূপ আলো থাকিতে পারে না, ছায়াতেও তদ্রূপ সত্য থাকিতে পারে না। এইরূপে বহুভাবে আমরা তাহা বুঝিতে পারি; কিন্তু পরা বিদ্যা আলোকময়ী। পরা বিদ্যার উপাসনায় সংসার ক্ষয় হয়, দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়, স্বরূপ জাগ্রত হয়। এই বিদ্যাবধূকে শাস্ত্র এইরূপে আখ্যান করিয়াছেন,—

"তাহারে সে বলি বিদ্যা মন্ত্র-অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি স্থির করে মন॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়॥"

কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্তবৃত্তি রাখিয়া গৌড়ীয়-মঠবাসিগণ পরবিদ্যার উপাসনা করেন। প্রতিদিন রাত্রি ৪ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে এখানে শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর শ্রবণকীর্ত্তনমুখে সেবা-পূজা হয়। যে সমস্ত সজ্জনগুলি, এই ছুটিরদিনে আজ আপনারা যেখানে সমবেত হইবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাহা বৈকুণ্ঠ, এখানে কুণ্ঠাধর্ম্ম নাই, কখনও এস্থানকে সাধারণ স্থান মনে করিবেন না। ইহাই আপনাদের নিকট আমার করযোড়ে অনুরোধ। "স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি"। আমরা সকলেই গোলোকের বস্তু; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুঃসঙ্গ লাভ করিয়া বৃথা পুরুষ বা স্ত্রী অভিমানে বিভোর আছি। এবম্বিধ সংসারকূপে পতিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবের সম্মুখে ভগবানের কৃপারজ্জু সর্ব্বক্ষণ আছে; কিন্তু সংসারের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়ায় আমরা অনেকে সে রজ্জু ধরিবার ভাণ মাত্র করিয়াছি। সংসারের সম্বন্ধ একটু শিথিল করিয়া কৃপারজ্জুটি দৃঢ়ভাবে ধরিলেই সংসারকূপ হইতে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব। অনেকেই চিন্ময় ধাম শ্রীবৃন্দাবনের যাত্রী হইয়া আগ্রা বা চাক্‌তা বা ছোবড়ার মোহে পথের মধ্যে অবতরণ করেন। অনিত্য জগতের রূপ সর্ব্বক্ষণ আত্মবিস্মৃতি ঘটায়। অনিত্য জগতের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ সমস্তই অনিত্য ও আত্মবিভ্রমের কারণ আকাশ হইতে শব্দ, বায়ু হইতে শব্দ স্পর্শ, অগ্নি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, জল হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং পৃথিবী হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের উৎপত্তি। এই পঞ্চ-ভূতের পঞ্চ বিষয় সকলই অনিত্য। ভেক যেরূপ কোলাহল করিয়া কালসর্পের গ্রাসে পতিত হয়, অনিত্য শব্দ-কোলাহলও তদ্রূপ সমস্ত জগৎ ভরিয়া অসুবিধা ঘটাইতেছে। এই অসুবিধা হইতে ত্রাণ-দানের জন্য পরমকারুণিক শ্রীমন্মহাপ্রভু গোলোকের ধন মহামন্ত্র জগজ্জীবকে দান করিয়া গিয়াছেন। ভূতাতীত চিদাকাশের ধর্ম্ম শব্দ-ব্রহ্ম-কীর্ত্তন। শব্দ-ব্রহ্ম বা শ্রীনামে সবই আছে। দুই কানকে ত্রাণ করেন যাহা, তাহাই মন্ত্র। মহামন্ত্র শব্দ-সামান্য নহেন, এই মহামন্ত্র কীর্ত্তনে জীবের যে মহাসৌভাগ্যের উদয় হয়, "চেতোদর্পণ" শ্লোকে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা নিজে আস্বাদন করিয়া দুর্লভ জীবের অনুভূতির সৌধ বৃদ্ধি করিয়াছেন। আজ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরেরও আবির্ভাবতিথি। তিনি দয়াল নিতাই-চৈতন্যদেবের করুণা-কটাক্ষ ভিক্ষা করিয়া মহামন্ত্র কীর্ত্তনের অধিকার লাভ করিয়া সর্ব্বার্থসিদ্ধি করিতে

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে রূপ দেখিয়া আনন্দিত হন, সেই রূপেরই সার্থকতা। অবৈধতা-প্রসূত-শ্রীর মদ বা প্রতিষ্ঠা—স্বরূপের রূপের বাধা মাত্র। উহা রূপের উজ্জ্বল্য নষ্ট করে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে রূপ দেখিয়া সন্তুষ্ট হন, সেই রূপকে তিনি মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত করেন। মহাপ্রভুর গ্রহণ, আর কৃষ্ণের গ্রহণ—একই।

যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের তুষ্টি অর্থাৎ শুরুদেবের কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিবার ইচ্ছা দ্বারা শুরুদেবের সন্তোষ বিধান হয়, তবেই অবৈধর্যাদির সার্থকতা আছে। নতুবা উহাকে বহির্মুখ নরাধমের ভোগবর্দ্ধক বিষয় করিয়া কি লাভ? যদি অকিঞ্চনতা থাকে, তবেই শ্রীনিত্যানন্দ তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে এইভাবে বিজ্ঞপ্তি জানাইতে সংসারাসক্ত জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন,

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে ববে নীর॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥

আজ গৌরপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুরও প্রকটবাসর। তাঁহার বৈরাগ্য পাষাণের রেখা। তাঁহার সমস্তই সুন্দর। আজ শ্রীখণ্ডের শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরেরও প্রকট বাসর। যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনিই গুরু, তিনিই সর্ব্বপূজ্য। শ্রীল রঘুনন্দনের পিতা শ্রীমুকুন্দদাস। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমোদয়ে ভক্ত পুত্রকে পিতা বলিয়া ভক্তবে বরণ করিবার আদর্শ জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীও চিরদিন আমাদের এই শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল কথা যাহারা ২৫ বৎসর শুনিয়াও শুনে নাই, পালন করে নাই, বাণীকে চিরতরে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল বপুর সহিত সম্পর্ক রাখিয়া নিজেরাই গুরুশ্রেষ্ঠ (?) হইবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদের ভাগ্য অতিশয় মন্দ।

বর্ত্তমানে শ্রীল আচার্য্যদেব বিশ্বের সকলের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিতেছেন। হরিবিদ্বেষীর প্রতি তিনি বজ্রাদপি কঠোর, আর নিষ্কপট সেবকের প্রতি তিনি কুসুমাদপি কোমল। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। আচার্য্যদেব আমাদের প্রতি অযাচিত কৃপা করুন, এই শুভবাসরে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

তাঁহার রূপ দেখিলেন এবং মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োগ করিলেন। নতুবা ভোগীপালের গ্রাস হইয়া এই দৃশ্য উহারই শৃগালকুক্কুর-দেহের শেষ পরিণাম যে শ্মশান, ইহা প্রমাণ করিলেন।

অকিঞ্চনতাই স্বরূপের রূপ। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতিই রূপশোভা। অকিঞ্চনতা আত্মার নিত্যসিদ্ধ রূপ, জীবের সেবাময় স্বরূপের রূপ। ইহা শ্রীরূপের বা শ্রীগুরুপাদপদ্মের রূপ। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অকিঞ্চনতা উদিত হইলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীরূপের নামসেবা সৌন্দর্য্য আমাদের অনুভূতির বস্তু হয়। তখনই আমরা তাঁহার সেবাসৌন্দর্য্যালোকে উদ্ভাসিত হইতে পারি। তবেই সৌন্দর্য্য বা লাবণ্যের বিকাশ। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতি না থাকিলে শুরুপাদপদ্মের সেবা-বৈভব আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাঁহার অলৌকিক সেবা মহিমা আমাদের অনুভূতির বিষয় হয় না। আমরা সেবার লালসাবিশিষ্ট হইতে পারি না, তজ্জন্য সেবা সৌভাগ্যও লাভ করিতে পারি না। সেবাই সৌন্দর্য্য। শ্রীগুরুপাদপদ্মের, শ্রীরূপের রূপ-কিরণকণা লাভ হইলে প্রভুদেব সেই রূপ দেখিয়া আনন্দিত হন এবং তাহা নিত্যানন্দের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। মহাপ্রভুর আনুগত্যেই সেই রূপ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, সকল অপ্রাকৃত রূপের আকর, স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের কিশোর-রূপের (অথবা রস অনুযায়ী বালরূপ বা কুমার রূপের) গ্রাহ্য হইয়া থাকে। সে রূপের উজ্জ্বল্যের তুলনা নাই, সেই রূপই সার্থক, কারণ সকল বস্তুর মালিক ও ভোক্তা স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ; সুতরাং তিনি গ্রহণ করিলেই সব সার্থক। রূপ থাকিলে ভূষণের প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণ যে রূপ গ্রহণ করেন, সেই রূপের উজ্জ্বলা এতই বেশী যে, ভূষণ তাহার শোভা বা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে পারে না। ভূষণ ভূষণাদের সেবায় নিযুক্ত রূপই ভূষণ এবং ভূষণই রূপ।

যদি হৃদয়ে অকিঞ্চনতা থাকে, কৃষ্ণ-বৈরাগ্য-শোভা থাকে, তাহা হইলেই শ্রীনিতাই-গৌরের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারে, শ্রীগুরুদেবের সেবার তুষ্টি হইতে পারে। নতুবা অন্যাদির যাঁর শ্রীঅঙ্গ স্মরণে কেবল দম্ভই আনে। দম্ভই ভূষণ, ভূৎসিত; উহা রূপকে নষ্ট বা আবৃত করিয়া ফেলে। অকিঞ্চনতা রূপ, আর দম্ভ ঠিক তাহার বিপরীত বস্তু। দম্ভ থাকিলে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বা শ্রীরূপের রূপে রূপী হওয়া যায় না।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান ... শ্রীচৈতন্যমঠের মূল প্রচার-কেন্দ্র ...

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১৫।
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসন শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠ পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ... এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাতাপুর, পোঃ ভারুইডাঙ্গা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রভু বৃন্দাবনের ধাম

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনের পদ্ধতি নির্দ্দেশক)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুত্তকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
চাঁদাপালি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বালিয়াটী-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
মজ্জাপুর, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলা ঝোরা, দার্জ্জিলিং

(৩০) সাক্ষীগোপাল-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ... , জেঃ মেদিনীপুর, ই, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
...পুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
...রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ নং মহল্লা, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
গোপালপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) বৃন্দাবন-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড পাঠবাড়ী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোপীবিহারী মঠ—পেশাবাড়ী,
পোঃ ..., জেলা ... (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৯৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, অগস্ত্য কুঞ্জ গামডি রোড ৭

(৫০) আসাম-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ..., আসাম
শ্রীমহাপ্রভুর পাদপীঠ ...

(৫১) প্রপন্নাশ্রম-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ..., ...
শ্রীমহাপ্রভুর ...-বিরিঞ্চির সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
(৫৫) আলালনাথ

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
সাক্ষাল, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ
পোঃ ..., মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিদ্গিরি, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) ময়ানি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ময়ানি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ ..., বর্দ্ধমান

(৬৩) চেতলা গৌড়ীয়মঠ
চুঁচুড়া, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
২০১ নং দিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট ৬২
৫১, ...
... লণ্ডন, ...

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
২০৪ ক্লিকেট রোড, কলো (সি-আই)

(৬৮) শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব গৌড়ীয়মঠালয়
নবাবগঞ্জ, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়াপ্রকাশ-প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-মূল্যাদি-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি-পংক্তির ।০	৷৵০	৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৷০
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

বিশুদ্ধ নীতি শিক্ষা বিদ্যালয়

গাত্র ... বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ ... ও আদর্শস্থানীয়। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে ... থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও থাকার খরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্তমান বর্ষে .৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত ... ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ... পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটী বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদ্য-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' ... শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে ... প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ ... মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে প্রথিত হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, ... ও পত্রাঙ্ক-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের ... বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রী... ঢাকা।

— — · ·

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে ; শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা ... আনা।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন বিষয়ক ও ... সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নের ... যে সকল হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত ... বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে সংশোধিত করাইয়া ... 'গৌড়ীয়ে' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম ... শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু জটিলতম সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক প্রফেসর শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের ঐতিহাসিক গবেষণা এবং নিরপেক্ষ লেখনীর অদ্ভুত ফল আধ্যাত্মিক জগতে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের ভাবপ্রকাশ-পক্ষে এক রত্ন। এই গ্রন্থটি, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডটি ৩০০ অধিক পৃষ্ঠা সুন্দর বাঁধাই। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত পারিভাষিক শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর (জেলা—নদীয়া)।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুকম্পায় ভক্তিশাস্ত্রী ... "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। এতদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১এ নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর চাঁইপাড়ায় অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হজার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন বাড়িতেছে। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(১লা মার্চ হইতে)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫ ৩০	৬ ৩৬	৭ ২৬	১২-২৬	১৪ ৫০	১৬-৫৬	১৭ ৫০	২২ ২০
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৫	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭ ১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪১		১১ ১০		১৮-১০		২০-৫৫	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩৩
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	১০-৩	১১-৫১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১৯	
ছাঃ	৬ ২৫	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫০	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৩			১৭-০১		
(বদল) ছাঃ			১১-০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬		
ছাঃ	১৪-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৯	১৭-৫৩		
(বদল) ছাঃ	১৫-৩৩	১৮-১	(শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৬
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৫০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৩

শ্রীমায়াপুর

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪০ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৪ই চৈত্র, ১৩৪৫, ২৮শে মার্চ, ১৯৩৯, মঙ্গলবার [২৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

স্লোভাক-হাঙ্গারী সংঘর্ষ

একটি সংবাদ আসিয়াছে যে, হাঙ্গারির [illegible] সৈন্য স্লোভাকিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। ফলে স্লোভাক ও হাঙ্গারিয়ান সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়াছে। হাঙ্গারীর কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে [illegible] প্রেরণ করা হইয়াছে এবং অবিলম্বে সৈন্যদের অপসারণের দাবী করা হইয়াছে। বার্লিনে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে। জার্ম্মানীর নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে কি না তাহা এখনও জানা যায় নাই। ইতোমধ্যে স্লোভাকিয়ান সৈন্যেরা হাঙ্গারীর সৈন্যদিগকে বাধা দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং গোলাগুলি চালাইতেছে। উভয় পক্ষে অনেক হতাহত হইয়াছে। স্লোভাকদের উপর বহু বিমান উড়িতে দেখা যায়, কিন্তু কোন বোমা বর্ষিত হয় নাই।

জার্ম্মানী-স্লোভাকিয়ার মধ্যে চুক্তি

গত ২৩শে মার্চ অপরাহ্ণ চার ঘটিকার কিছু পূর্ব্বে হের হিটলার মেমেল ত্যাগ করেন।

জার্ম্মানী ও স্লোভাকিয়ার মধ্যে একটি অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির বলে রাইখ স্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা ও উহার সীমানা অক্ষুণ্ণ রাখার ভার গ্রহণ করিয়াছে। স্লোভাকিয়ার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্তে জার্ম্মান বাহিনী যে কোন মুহূর্তে সামরিক ঘাঁটি বসাইতে পারিবে। স্লোভাকেরা জার্ম্মানীর সেনা বাহিনীর সাহায্যে তাহাদের সেনা দল গঠন করিবে এবং জার্ম্মানীর অভিপ্রায়ানুযায়ী পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবে।

হোলকার রাজ্যের অনুন্নতদের উচ্চাধিকার

ইন্দোরের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম মিঃ সি এল বালকোটের পরিচালনায় চামার, মহর, ঢেড়, বাক্কুনার প্রভৃতি জাতের প্রধান সরকারী মন্দির গোপাল মন্দিরে বিগ্রহের বেদীর নিকট যাইয়া অঞ্জলি দেয় এবং প্রসাদ গ্রহণ করে।

মন্দির প্রবেশ সম্বন্ধে নূতন বিধান প্রকাশিত না হওয়ায় এতদিন অনুন্নতরা মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিত। নূতন বিধানে সর্ব্ববিধ বাধা দূর করা হইয়াছে এবং অন্যান্য হিন্দুদের ন্যায় তাহাদিগকেও অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

মিঃ সি এল বালকোটের সভাপতিত্বে তাহাদের এক বিরাট জনসভায় হোলকার মহারাজা হিন্দুদের অপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়া তাহাদের ব্যক্তি ও ধর্ম্মমূলক স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংযোগে সশস্ত্র পুলিশ

দাঙ্গা নিবারণের উদ্দেশ্যে ৬০০ সশস্ত্র পুলিশের একটি বাহিনী সংযোগে মোতায়েন করার সম্ভাবনা আছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় সাধারণ পুলিশের উপর যে অত্যধিক চাপ পড়ে, তাহা নিবারণের উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

৬০০ সশস্ত্র পুলিশের এই বাহিনীকে দাঙ্গা নিবারণের সর্ব্বপ্রকার উপায় শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং প্রয়োজন মত বিভিন্ন জেলায় পাঠান হইবে। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে দাঙ্গার সময় অতিরিক্ত পুলিশের চাহিদা কমিবে।

যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেণ্ট দাঙ্গার সময় কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহারে অভিজ্ঞ হইলেও উত্তরপ্রদেশ পুলিশ কর্ম্মচারী উহা প্রয়োগ করা ভাল মনে করেন। কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগের ফল শুধু অস্থায়ী নহে, এক বর্ষে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তে প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশে তাঁহারা অনাবশ্যক মনে করেন।

জনসাধারণ বা কর্ম্মচারী কাহারও উপরেই কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগের ফলে স্থায়ী ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন না। যে সব স্থলে জনতা বা দাঙ্গাকারীদের উপর কাঁদুনে গ্যাস ছাড়া হইয়াছে, সেই সব স্থলে কেহই আহত হয় নাই বা গ্যাস প্রয়োগের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া দাবী করে নাই।

চৌকারী হইতে টাকা উদ্ধার

কালিম্পং এর নূতন মহকুমা হাকিম অস্থায়ী ডাকঘরের নিকট হইতে অর্থদণ্ড ইত্যাদি বাবদ দাখিল কালে এক হাজার টাকা চৌকারীতে কম পান। এই ব্যাপারে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আপাততঃ একজন নিম্নপদস্থ পেস্কারকে হাজতে রাখা হইয়াছে। তদন্তের জন্য ২১শে মার্চ দার্জিলিং হইতে ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আসিয়াছেন। ভুটান রাজাকে যে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা এখানে ট্রেজারী হইতে দেওয়া হয় তাহা আসিয়াছিল, জানা যায় উক্ত হাজার টাকার একটি থলি উহার [illegible]।

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

আগামী ৩০শে মার্চ তারিখে পরিষদে নূতন ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা হইবে। মিঃ ভাই প্রস্তাব করিবেন যে পরিষদ চুক্তিটি অনুমোদন করিতেছে।

চীনের সিংহাও বন্দর

জাপানী বলপ্রয়োগ জেনারেলের বিবৃতিতে প্রকাশ, সমস্ত বিদেশী জাহাজের জন্য সিংহাও বন্দর পুনরায় খোলা হইবে। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, সামরিক প্রয়োজনেই ঐ বন্দর বন্ধ করা হইয়াছিল; বিদেশে রটান হইয়াছে যে, তৃতীয় পক্ষের বাণিজ্য বাধা দেওয়ার জন্য সিংহাও বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু উহা সত্য নহে। বন্দর খোলার পক্ষে এতদিন যাহা বাধা ছিল, এখন তাহা দূর হইয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবক ট্রেনিং ক্যাম্প গঠন

স্বেচ্ছাসেবক ট্রেনিং পরিকল্পনা অনুযায়ী [illegible] জেলা কংগ্রেস কমিটি প্রতিষ্ঠিত ক্যাম্পে প্রথম দল স্বেচ্ছাসেবককে ড্রিল ও অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাদান করিতেছেন।

মাত্র এক মাসের মধ্যেই প্রথম যুবক দলের ট্রেনিং সমাপ্ত করা হইয়াছে।

আসাম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বড়ুয়া ত্রিপুরী কংগ্রেস হইতে গৌহাটী হইয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, গত ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনে স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতির পক্ষে কোন নূতন বিষয় বিবেচিত না হইয়া ব্যক্তিগত বিষয়েই অবহেলা করা হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভৃতি সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। পত্রিকা একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—[illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয় সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—[illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র শোভিত ও বড় পুষ্ট সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তবিদ্ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ [illegible] পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৮০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে প্রশ্নোত্তর আকারে উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভু-প্রমুখ [illegible] এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৷/০ দশ আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৮০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত [illegible] এম্-এ, বি-এল্, [illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ২০
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধাংশ) ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। [illegible] (অর্দ্ধাংশ) ৫৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৮০, ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৪র্থ খণ্ড ৮০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৮০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৮০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণব[illegible] ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্য [illegible] (বাংলা)
১২। [illegible] (বাংলা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধনকণিকা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible] ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৷/০
২১। গৌড়ীয়[illegible] ৷৷/০
২২ [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাংলা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীল [illegible] টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ বাঙ্গালা) ১৲
২৬। [illegible] ।০
২৭। [illegible] ১৲
২৮। [illegible] (সাপ্তাহিক) ।০
২৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) (বাংলা ৷৷০)
৩০। [illegible] /০
৩১। [illegible] ৷৷/০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাংলা ৷৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম [illegible] ৷৷০
৩৪ [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) /০
৩৫। শ্রীনামমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য /০
৩৭। [illegible] /০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ[illegible]
৩৯। [illegible] ।০
৪০। [illegible] /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। [illegible]
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। [illegible] ০/
৪৮। [illegible] (শ্রীল [illegible]) /১০
৪৯। [illegible] /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৬৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। হরিভক্তি ([illegible]) ।০
৫৩। গৌড়ীয়[illegible] ৷৷০
৫৪। [illegible] ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬ [illegible] ও [illegible] ০/০
৫৭। শ্রীগৌরপার্ষদ ([illegible]) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ০/০
৫৯। [illegible] ০/০
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত [illegible] ।০
[illegible] ।০
৬২। [illegible] ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ০/০
৬৫। গৌড়ীয়[illegible] /০
৬৬। [illegible] ০/০

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। [illegible]
৭১। [illegible]
৭২। [illegible] ০/০
৭৩। [illegible]
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] /০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible] ১৷৷০
৭৯। [illegible]

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। [illegible] ।০
৮২। [illegible] ০/০
৮৩। [illegible] /
৮৪। [illegible] /

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১৩ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ১৪ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ২৮শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার ২৪৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ বিষ্ণু মধু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

নিত্যানন্দের কৃপা পাইতে হইলে দীন হইতে হইবে; ভোগবিলাসের বড়াই লইয়া থাকিলে চলিবে না। জগতের প্রতি, দেহের প্রতি আকর্ষণ থাকিলেই দম্ভ আসে। 'দেহোহহং'-বুদ্ধিই সকল দম্ভের মূল। 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ'-বুদ্ধিই অকিঞ্চনতার উদ্বোধক। কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য জীবের স্বরূপের শোভা। অকিঞ্চনতার মধ্যেই মহাপ্রভু যে রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, সেই তৃণাদপি সুনীচতা বর্ত্তমান। এই দীনতার সহিত রূপের তুল্যস্বরূপ তরোরপি সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব আছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বা শ্রীরূপের রূপলোভ লাভ করিতে হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য কায়মনোবাক্যে পালন করিবার জন্য অনুক্ষণ ব্যাকুল হইতে হইবে। এই বৈরাগ্যযুক্ত অকিঞ্চনতাই শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট বিধান করে, জড়চর্য্যাবৃত মরুপ্রাণেও প্রেমসম্পদ করে।

নামাশ্রয়ী ভক্তের অর্চ্চনের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ভোগীর কর্দ্দমে ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত নামানুশীলনে নিযুক্ত থাকিতে পারে না। নাম মুক্তকুলের উপাস্য। যাহারা কোনও চালাইব, নামও গ্রহণ করিব অর্থাৎ 'দুধও খাইব, তামাকও খাইব',—এরূপ কপটতাপূর্ণ বিচারের হাত হইতে রেহাই পাইয়াছেন, তাঁহারাই সাধনাবস্থায়ও কেবলমাত্র নামানুশীলনদ্বারাই মঙ্গললাভ করিতে পারেন। কৃষ্ণেতর ভোগ ত্যাগের ততটা স্পৃহা যাহাদের নাই, তাঁহাদের পক্ষেই অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক। শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন তাঁহার ভোগপ্রবৃত্তি হ্রাস করাইবার জন্যই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ভোগে যাহারা নিমগ্ন, তাহারা এতটা জড়মতি যে, শব্দের আঘাত তাহাদের হৃদয়ে পৌঁছায় না। ভোগজড়-মাথাকে অর্চ্চন চেষ্টা কিছু আঘাত দিতে পারে, কিছু পরিবর্ত্তন আনিতে পারে। যাহারা হরিকথা শ্রবণ না করিয়া সেবায় ফাঁকি দিয়েছে এবং যে-কোন উপায়ে দেহসুখ-অন্বেষণে ব্যস্ত, তাহারা যদি অর্চ্চন করে, তাহা হইলে নামানুশীলনের ছলনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া কিছু বাস্তব মঙ্গললাভ করিতে পারে।

কৃষ্ণভক্তি সংসার সকলের হয় না একই সংসারের সকলেই যে মহাপ্রভুর সেবা করিবে বা সকলকেই কৃষ্ণ ধারণ করিবেন,—এ কথা জোর করিয়া বলা যায় না। এক সংসারের সকলেই হরিভজন করিতেও পারেন, আবার করিতে নাও পারেন।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর একটি পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ মহাপ্রভুর অনুগত পার্ষদ; আর শ্রীকৃষ্ণ ও গোপাল ব্যতীত অন্যান্য সন্তানগুলি পাষণ্ড। তাহাদের ধারণা অদ্বৈত-প্রভু কৃষ্ণ এবং মহাপ্রভু তাঁহার শক্তি হইয়া রাধিকা মহাপ্রভুর চন্দ্রশেখর আচার্য্যের বাড়ীতে রুক্মিণীদেবী বা মহালক্ষ্মীর কাচ, শ্রীবাস পণ্ডিত নারদের কাচ, নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ীর কাচ কাচিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের পুত্রবর্গের ধারণা হইয়াছিল,—অদ্বৈত প্রভু কৃষ্ণের অভিনয় করিয়াছিলেন, অতএব তিনি কৃষ্ণ এবং মহাপ্রভু তাঁহার শক্তি। ইহা অতি জঘন্য পাষণ্ড-মতবাদ; যেহেতু মহাপ্রভু শাস্ত্রসিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া 'গোপী' 'গোপী' বলিয়া ক্রন্দন করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহার সকল বিষ্ণুতত্ত্বের আকর ও অংশিত্ব বাতিল হইয়া গিয়াছে,—এরূপ নহে। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কৃষ্ণের কাচ কাচিতে পারেন, কারণ মহাবিষ্ণু ও কৃষ্ণ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব। ব্রহ্মসংহিতার "রামাদিমূর্ত্তিষু" শ্লোকানুসারে কৃষ্ণ ও যাবৎ-তদংশাবতার বিষ্ণুগণ—একই বস্তু, পূর্ণতত্ত্ব; তাঁহাদের বস্তুগত পার্থক্য কিছু নাই।

উপাস্য বস্তুর অনেক রূপ আছেন। তথাপি কৃষ্ণই ভজনীয় কেন? কৃষ্ণনাম হ্লাদিনীর দ্যোতক, আনন্দের রূপ, আকর্ষক। হরি, যিনি গোপীজনমনোহারী, বাৎসল্যে নবনীত চুরি, সখ্য ও দাস্যেও এইরূপ। রাম নাম রাধিকারমণ—গোপীরমণকেই উদ্দেশ করে। নন্দগোপাল প্রাণারামও বাম। গোবিন্দ, যিনি গবীকের পালক, সর্ব্বজন সর্ব্বোত্তম দিয়া সেবা গ্রহণ করিয়া তিনি আনন্দ গ্রহণ ও বিতরণ করেন। কাত্যায়নীতে এই উপাসনাই আছে। শব্দের যোজনাদ্বারাই আনন্দের উদ্ভব করাইয়া নিজে গ্রহণ করেন ও সেবককে দান করেন। কৃষ্ণই হ্লাদিনীর ভোক্তা অন্য কেহ নহে। শুদ্ধ কৃষ্ণনামই পরিপূর্ণ আনন্দের রূপ বা দ্যোতক। নারায়ণ নামে এতটা আনন্দের ব্যঞ্জনা নাই। প্রকৃতি সম্বন্ধী বা প্রাকৃত জগৎসম্বন্ধী অপ্রাকৃত গৌণ নামসমূহ স্বরূপের নামের ন্যায় নাম, রূপ, গুণ, লীলাপ্রকাশক নাম নহে। নারায়ণ নাম স্বরূপশক্তি নিত্য ঐশ্বর্য্যযুক্ত ভগবৎস্বরূপবাচক নাম বটে। নারায়ণ নাম অন্যাপেক্ষা স্বরূপের নামের ন্যায় চারিটি বিশিষ্ট গুণের বাচক নহে। 'নার' বলিতে জীবসমষ্টি বা জল বুঝায়, নারের অয়ন অর্থাৎ জীবসমষ্টির অয়ন বা আশ্রয় অথবা নারের মূল কারণ [illegible] পুরুষাবতার [illegible] [illegible] নারের [illegible] অন্তরে বা [illegible] অন্তরে বর্ত্তমান, সেই পরমাত্মা [illegible] তাঁহার অংশ [illegible] নামের অনুযায়ী [illegible] শায়ী [illegible] ভাব—বিষ্ণুদেবের অয়ন, [illegible] নারায়ণ নামবাচ্য।

[illegible]

[illegible] কৃষ্ণ [illegible] নাম-রূপের [illegible] জগৎপালক, জগৎপাতা, পরমাত্মা, অন্তর্যামী বা ঈশ্বর অথবা ব্রহ্ম প্রভৃতি নামও বিশেষণ। নারায়ণ নাম মুখ্য হইলেও

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

ঐশ্বর্য্যাত্মক। ঐশ্বর্য্যের সহিত মাধুর্য্যের ব্যতিরেক সম্বন্ধ আছে। জীবজগৎ পরিয়া, জীবজগতের প্রভু নারায়ণ,—এইরূপ ভাবের সম্বন্ধ নারায়ণ নামের সহিত আছে। জগৎ-সম্বন্ধী গৌণ নাম (ঈশ্বর, অন্তর্যামী, পরমাত্মা প্রভৃতি) নিত্যসিদ্ধ পূর্ণমুখ রূপ দেখাইতে পারে না, কেবল একটী গৌণ লীলার উদয় করে মাত্র। মুখ্য নাম, মুখ্য লীলা, মুখ্য রূপ—সমস্তই একরূপ। কৃষ্ণ-শব্দটী তাঁহার শ্যামসুন্দর রূপ, তাঁহার যশোদানন্দনত্ব, তাঁহার 'শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী' গোকোলিক আকর্ষণ লীলা সমস্তই প্রকাশ করে। কৃষ্ণনাম গৌণ নামের ন্যায় বিশেষণ-মাত্র নহেন বা কেবল ঐশ্বর্য্যাত্মক মুখ্য নাম মাত্র নহেন। কৃষ্ণনাম একাধারে বিশেষ্য ও বিশেষণ। নামই নিত্যসিদ্ধ রূপ-গুণ-লীলা দেখান।

কৃষ্ণ অরূপরূপ। জগতের বা জগদতীত অন্য কোন রূপের অপেক্ষাই তাঁহার নাই। জগতের জীবের কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে ধারণা, তিনি সেই ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। জগতে সে রূপের কথায় তুলনা কোথায়ও নাই, জগতের ভাষায় সে রূপের ব্যাখ্যা হয় না বলিয়াই তিনি অরূপ অর্থাৎ অ-রূপ। অরূপ বলিতে রূপহীন বুঝায় না, জগতের সকল প্রকার ধারণার অতীত কোন অচিন্ত্য রূপ-গুণশালী পুরুষকে বুঝায় অর্থাৎ যাঁহার মত রূপ কাহারও নাই, তিনিই অরূপ। এইরূপ অনাম, অ(নি) গুণ, অ(নি) লীল প্রভৃতি শব্দের অর্থ।

মায়াবদ্ধ কৃষ্ণবিমুখ জীবের চিত্তের বিকার হইতে ভক্তেন্দ্রিয়-তর্পণকামনায় প্রাকৃত যে কৃৎ-দয়া, উহা অপ্রাকৃত হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ দয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ভগবান্ বা তাঁহার নিত্যসিদ্ধ বা সাধনসিদ্ধ ভক্তগণের মধ্যে দয়া-নাম্নী বৃত্তি বা কামনা ভক্তি নিত্য-সিদ্ধা ভূমিকায় আনন্দের প্রকার-ভেদরূপে ভগবল্লীলার অঙ্গীভূতরূপে নিত্যকাল বিরাজমান; এই দয়া বৃত্তির অভাব হইলে অবতার বা অবতারী ভগবানের মহিমা এবং ভজন সাধক জীবের পক্ষে সিদ্ধিলাভ বৃথা হইয়া পড়ে। মুক্তোত্থিত পুরুষের সাধন তুলনা দিয়া যে সাধুর কথা বলা হইয়াছে, উহা সাধনসিদ্ধ বা সাধনরত সাধুর কথা, নিত্যসিদ্ধ সাধুর কথা নহে। নিত্যসিদ্ধ ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণবের বা ভগবানের পক্ষে প্রাপঞ্চিক ক্লেশের অভিজ্ঞতা নাই। কিন্তু তাঁহারা সচ্চিদানন্দময় বলিয়া, সর্ব্বশক্তির আশ্রয় সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া ঈশবহির্মুখ জীবনিত জগতের ক্লেশ বা সংসার ভোগের কথা জানিতে পারেন, সাধনসিদ্ধ উত্তমাধিকারী বা সাধনরত মধ্যমাধিকারীও তাহা জানিতে পারেন। কিন্তু জানিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা কিছু বদ্ধ ঐ ক্লেশের দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়েন না—ইহাই তাঁহাদের ঈশ্বরত্ব। 'এতদীশ-নমীশস্য' শ্লোক এই প্রসঙ্গে বিচার্য্য। শ্রীব্যাসদেব সমাধিগত দর্শনে অপাশ্রিতভাবে মায়ামোহিত জীবগণের ক্লেশ দেখিয়াও তজ্জন্য স্বয়ং সংস্পৃষ্ট হন নাই এবং জীবগণের প্রতি উপকারের বা দয়ার ইচ্ছা করিয়াই শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। প্রকৃত অনুকম্পা বা দয়া সচ্চিদানন্দবৃত্তি, আর অনিত্য দয়া প্রাকৃত।

কৃষ্ণের ভোগ্য দ্রবিণ—ভোগলোলুপ আধ্যক্ষিকের দৃষ্টিতে বিষ বা আগুনের মত। বিষের জ্বালায় অথবা অগ্নির দাহে ভোগীকে পোড়াইয়া মারে। সেবাবুদ্ধিতে সেবার জন্য সেবক যখন উহা গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার কোন ক্ষতি করে না। ব্রজবাসীর অনলে বা বিষে কোনও ভয় নাই। পরম করুণ, ভক্তবৎসল কৃষ্ণ নিজেই দাবানল পান করেন, কালিয়কে দমন করেন। সমর্থ পুরুষ ঈশ্বরের শক্তি লাভ করিয়া কৃষ্ণের দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারেন, ঐশী শক্তি তাঁহার মধ্যে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। "যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্"—রুদ্রের অনুসরণে তিনি নীলকণ্ঠতুল্য হইয়া বিষ হজম করিতে পারেন। ব্রজবাসীর কিন্তু নীলকণ্ঠ হইতে হয় না। কৃষ্ণের ক্রীড়াকৌতুকে অর্থাৎ আনন্দের উচ্ছলতা বা তাণ্ডবে বিষের পাত্র মথিত, মাতত হয় "গোকুলরঞ্জন কান", "ব্রজজনপালন" কৃষ্ণ নিত্যকাল ব্রজবাসীর রক্ষা বিধান করেন। কালিয়দমনের কৃপায় বিষও নির্ব্বিষ হইয়া যায়।

কৃষ্ণের প্রসাদে ভোগবুদ্ধিতে গ্রহণ করা অর্থাৎ চরিত্রবান কারণ dire necessity বা প্রাণান্তকর সংকটাপন্ন অবস্থায়ও কৃষ্ণের নিবেদিত বা উৎসৃষ্ট বস্তু ভোগবুদ্ধিতে গ্রহণ করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। ইহা কেবল মুখে স্বীকার করিলেই রেহাই পাওয়া যায় না। ভোগী মনে করে—তাহার মূল ভোগটাই concrete আর হরিভজনের কথা বা কৃষ্ণের প্রসাদ একটা ethereal idea বা dream মাত্র। অতএব হরিভজনের বড় না করি। কৃষ্ণের প্রসাদ-গ্রহণের ছলনা করিলে যে তাহা বিষের ন্যায় বা আগুনের ন্যায় পোড়াইয়া মারিবে—এগুলিও একটা কথার কথা মাত্র। কিন্তু এগুলি যে কথার কথা নয়, তাহা কৃষ্ণ অন্তর ও বাহিরেকভাবে সর্ব্বদাই বুঝাইয়া দেন। জগতের মর্য্যাদা লোক-

গুলির এমনই পোড়া কপাল যে তাহা তাহারা বুঝিতে চায় না বা পারে না।

নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তাটা পর্য্যন্ত ভোগীরা করিতে পারে না। সকল সময় দেহসুখ লইয়াই মশগুল আছে। তাহাদের দূরদৃষ্টির অভাব তাহাদিগকে মরণচিন্তা করিতে দেয় না। কোনরূপে দুটাচুটি করিয়া দেহসুখটি অর্জ্জন করিতে পারিলেই হইল। অথচ যে দেহ লইয়া এত চিন্তা, এত শ্রম, সে যে শ্মশানের যাত্রী হইয়াই আসিয়াছে, সে খেয়াল তাহাদের নাই। কোন বিচারশক্তি ভোগীদের থাকে না।

ভক্তিমুক্ত ও ধার্ম্মিক, ইঁহাদের মধ্যেই বিচারের শৈথিল্য দেখা যায়। ভক্তিযুক্ত অর্থাৎ সিদ্ধ, পরমমুক্ত, কৃষ্ণপ্রেমিক মহাভাগবত অনুরাগময়, রুচিপ্রধান; তর্ক বিচারের কোন অপেক্ষা তাঁহার নাই। তাঁহার অনুরাগময়ী সেবার অনুসরণ করিয়া বিচারই তাঁহার অপেক্ষা করে। আশ্রয়ের অর্থাৎ ভোগের মুখাপেক্ষী তর্কবিচারের অনুসরণ করিবার কোন শক্তি ... । এ বিষয়ে জগদ্বাসীই তাহাদের মূর্খতার প্রমাণ—

কৃষ্ণ কহে, আমা ভজে চাহে বিষয় সুখ
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে সেই বড় মূর্খ॥

বিষয়াকাঙ্ক্ষীরাই মূর্খ। ভগবদ্ভজন করিতে আসিয়া যাহারা বিষয় লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহারা বড়ই মূর্খ অর্থাৎ অতি মূর্খ। বিচার করিবার বুদ্ধিযোগ ভগবান্‌ই দেন। সংযত ভক্তিযুক্তগণকেই সে বুদ্ধিযোগ দান করেন সকলকেই করেন না।

যে-কোন অবস্থা-বিপর্য্যয়, অসুবিধা আমাদের আসুক না কেন, শ্রীহরিনাম কোনরূপেই ছাড়িতে হইবে না। না খাইয়া শুকাইয়া মরিবার মত অবস্থা যদি আসে, তথাপি হরিনাম বন্ধ করিতে হইবে না। দুঃখের দিনেও হরিনাম ভুলিয়া থাকিতে হইবে না।

মৎস্যাদি-গ্রহণ হিংসা-মূলক পাপকার্য্য। কোন পশুকে হনন করা উচিত নহে, তাহাতে হিংসা করা হয়, পাপ হয়। কেহ কেহ তর্ক করেন, কৃষ্ণের নৈবেদ্যের জন্য ফল, শাকসব্জী আহরণ করিতে হয়, তখন ও' ঐগুলি ছেদন করার ফলে হিংসা করাই হয়। সুতরাং আমিষ-নিরামিষ যে-কোন প্রকার খাদ্যের সংগ্রহ করিতে গেলেই যখন হিংসা বা পাপ হয়, তখন আমিষ বর্জ্জন করিব কেন?

শাকসব্জী-আহরণ বা অর্চনের জন্য পুষ্পচয়ন করিতে গেলে হিংসা একটু হয় সত্য, কিন্তু উহাই জীবের বিচার আমিষ-গ্রহণ কোন সাত্ত্বিক শাস্ত্রেই বিধান নহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে biologyর বিচারও কিছু আছে। চেতনের প্রথম আচ্ছাদিত অবস্থাই গাছ—খুব delicate যন্ত্র ছাড়া যাহাদের movement কিছু বোঝা যায় না। গাছ হইতে fungus-এর মধ্যে চেতনতার বিকাশ একটু বেশী আছে। গাছের পর প্রাণিজগতের প্রথম স্তরে কেঁচো, জোঁক, শুয়ো পোকা প্রভৃতিতে চেতনতা আরও পরিস্ফুট। ইহারা হাঁটিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে স্পর্শ-বেদী বলে। স্পর্শ দ্বারাই ইহারা সকল বস্তুর জ্ঞান সংগ্রহ করে। স্পর্শ দ্বারাই শত্রু, মিত্র অর্থাৎ ইষ্ট বা অনিষ্টকারক সমস্ত বস্তু নির্ণয় করিতে পারে।

ইহাদের পর মৎস্য। মৎস্য রসবেদী। উহাদের সর্ব্বশরীরে একপ্রকার রস আছে। জলের মধ্যে যে-কোন বস্তু থাকুক উহারা ঐ রসের কোন বিশেষ ক্রিয়া দ্বারা তাহা বুঝিতে পারে। জলের নীচে কয়েক fathom-এর নীচে মানুষের বা মৎস্যেরও আর দৃষ্টি চলে না; কারণ এত নীচে আলো যায় না। কিন্তু মাছগুলি রসজ্ঞানদ্বারা বহু দূর হইতে সমজাতীয় স্ত্রী-মৎস্য বা পুরুষ-মৎস্য, অন্য জাতীয় মৎস্য, নিজের খাদ্য, অথবা শত্রু-জাতীয় প্রাণী বা বস্তুকে বুঝিতে পারে।

ভ্রমর, পিপীলিকা, মৌমাছি প্রভৃতি গন্ধবেদী—গন্ধদ্বারাই সকল বস্তু বুঝিতে পারে। গ্রহণ-যোগ্য অথবা অযোগ্য ফুল ঘ্রাণদ্বারাই চিনিয়া লইতে পারে। স্ত্রী-পুরুষ, শত্রু-মিত্র সমস্তই গন্ধ-দ্বারা অনুভব করিতে পারে। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাপ, টিকটিকি, সরীসৃপজাতীয় প্রাণী, ব্যাঙ প্রভৃতি প্রাণী শব্দবেদী। তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ রূপবেদী পক্ষী। তদপেক্ষা বহুপদ বাদুর ও তদপেক্ষা চতুষ্পদ পশু শ্রেষ্ঠ। তাহাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ই কার্য্যক্ষম। পশুর মধ্যে আবার বানর শ্রেষ্ঠ। বানরের মধ্যে ওরাং ওটাং এক শ্রেণী আছে, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। পশু অপেক্ষা তাবাবিদ্ অসভ্য মানব, তদপেক্ষা সভ্য মানব শ্রেষ্ঠ। সভ্য মানব শিক্ষিত। যাবতীয় বস্তুর অনুভূতি তাহারা পরিস্ফুটভাবে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে। সভ্যমানবের দুই শ্রেণী আছে—প্রভুর অনুগ ও প্রভুর বিরোধী। যাঁহারা বেদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে আবার তিনটি বিভাগ—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত। কর্ম্মী হইতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ; কোটি জ্ঞানীর মধ্যে একজন মুক্ত হইয়া থাকেন। এ পর্য্যন্ত স্তবিচার। অতঃপর স্বরূপ-শক্তির আশ্রিত কোটি মুক্তের মধ্যে একজন

মৎস্যরূপা বিনা কোন রূপে ভক্তি নয়। 'কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে' ক্ষয়॥

উক্তভক্তিপ্রধান ভক্ত দুর্লভ। তাদৃশ ভক্তের মধ্যে আবার প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমনিষ্ঠ ভক্তগণের মধ্যে ব্রজবাসিনীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ব্রজবাসিনীগণের মধ্যে শ্রীবার্ষভানবী সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তাঁহার অনুগত ব্রজবাসীর পদরেণু হওয়াই সকলের ভাগ্যের শেষ সীমা বা চরম ফল। ব্রজের তৃণ-গুল্মাদি, ব্রজের ধূলি—যাহারা ব্রজবাসিগণের পদসেবা করে, তাহারা অতি বড়। ব্রজের তৃণ গুল্মাদি সেবকানুসেবক হওয়া একমাত্র বাঞ্ছনীয় বিষয়।

যে কোন বিচার, সিদ্ধান্ত বা শ্লোক যিনি উপদেশ করুন, উহার উদ্দিষ্ট প্রকৃত অভিপ্রায় কোন্‌টি, তাহা জানিয়া লওয়া প্রয়োজন; নতুবা ভ্রম, প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া যাইবার সম্ভাবনা অধিক। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে শ্রীরুক্মিণী দেবীর উক্তি—

> ত্বক্‌শ্মশ্রুরোমনখকেশপিনদ্ধমন্ত-
> র্মাংসাস্থিরক্তকৃমিবিট্‌কফপিত্তবাতম্।
> জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতির্বিমূঢ়া
> যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী॥
>
> (ভাঃ ১০।৬০।৪৫)

এই শ্লোকে কেবলমাত্র জড়ে অনাসক্তি বা বৈরাগ্যের কথা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই কৃষ্ণরূপের অনুশীলনেও সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ, অতুলনীয়, অনবদ্য, নিত্য সচ্চিদানন্দরূপ দর্শনে ইতর রূপের প্রতি যে একটা স্বাভাবিক বিরাগের উদয় হয়, সেই তীব্র বিরাগের সহিত রুক্মিণীদেবী জগতের নারীদেহধারী জীবকুলকে শিক্ষা দিয়াছেন। শুষ্কবৈরাগ্যের দ্বারা কখনই ভক্তি লাভ হয় না। ভক্তি—রাগরূপা, ভক্ত—আকৃষ্ট, আসক্ত। বৈরাগ্যে বা ব্রহ্মচর্য্যে অনাসক্তি, আকর্ষণ হইতে শিথিল হইবার নিঃসঙ্গ—কেবল আত্মস্থ হইবার যোগ্যতা আছে। ভক্তি—সেবাময়ী। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সেবাবিধানের জন্য প্রবল উদ্যমের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ভক্তিতে দেখা যায়। কিন্তু রূঢ়ি অর্থে বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যই প্রত্যাহার। 'ভক্তিসন্দর্ভে' এই প্রত্যাহারের বিশেষ আলোচনা আছে। বৈরাগ্য বা ব্রহ্মচর্য্য কখনই ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না; তবে ভক্তির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐগুলি আপনা হইতেই উদিত হয়। "জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির কভু নহে 'অঙ্গ'। অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ॥" 'বুলে' অর্থাৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করে। কৃষ্ণকর্ণামৃতের "ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা" শ্লোক এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। ভক্তিচারে বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্য কৃষ্ণভক্তিরই পর্য্যায়ভুক্ত।

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির অনুগমন করে। যেমন আলো আসিলেই অন্ধকার আপনা হইতেই সহজভাবে সরিয়া যায়, অন্ধকার দূর করিতে করিতে আলোর উদয় করান সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ অতত্ত্বনিরসন করিতে করিতে তত্ত্বের লাভ হইবে, ইহাও সম্ভবপর নহে। বৈরাগ্য বা ব্রহ্মচর্য্য ঋণজাতীয়, ধনজাতীয় কিন্তু ভক্তি ধনজাতীয় বাস্তব বস্তু। প্রথমে প্রাতিকূল্য বর্জ্জন করিয়া পরে আনুকূল্য অনুশীলন হয় না। অনুকূল অনুশীলন হইলে তবে ত' প্রাতিকূল্য বস্তু বা বিচার আপনা হইতেই বর্জ্জিত হইবে। আগে ভোগ, তারপর ত্যাগ, তাহার পর ভক্তির অনুশীলন—ইহাই সাধারণ লোকের ধারণা। কিন্তু ত্যাগের দ্বারা কোনক্রমেই ভক্তিতে পৌঁছান যায় না। কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা ভক্তি হয় না। আবার কর্ম্ম-চেষ্টা, জ্ঞান-চেষ্টা পরিত্যাগ মাত্রই ভক্তি নহে। ভক্তির উদয়ে কর্ম্ম, জ্ঞানের গ্লানিমা দূরীভূত হয়। অনর্থ-নিবৃত্তি করিতে করিতে অর্থ-প্রবৃত্তি হয় না; কারণ, অনর্থনিবৃত্তি ঋণজাতীয়, আর অর্থপ্রবৃত্তি ধনজাতীয় ব্যাপার, ঋণ-ত্যাগের ইচ্ছা হইলেই কি ঋণ পরিশোধ বা জমা হয়? জমা আয় বা ধনের আমদানী হইলে তবেই ঋণ পরিশোধ এবং ক্রমে ধন বৃদ্ধি অর্থাৎ positive কিছু লাভ হইতে পারে:

> রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে।

পরতত্ত্বের দর্শন হইলে অপরবস্তু-দর্শন-স্পৃহা আপনা হইতেই নিবৃত্তি হয়। যে পরমান্ন ভোজন করিয়াছে, সে আর বিষ্ঠা ভোজন করিবে না। বাস্তব-বস্তু চেতন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হইলে অবাস্তব ধারণা দূরীভূত হয়। নামাপরাধ করিতে করিতে নামাপরাধ ক্ষয় বা শুদ্ধ নাম হয় না। শুদ্ধ নামকীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্য-ফলেই নামাপরাধ দূর হয়;—

> নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
> অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥

এস্থলে শুদ্ধনামই "নামানি এব" নাম-অপরাধ দূর করেন, এরূপ বলা হইয়াছে, পরন্তু নামাপরাধ 'অঘ' (অপরাধ) দূর করিয়া ক্রমশঃ অর্থকর অর্থাৎ প্রেম প্রদান করে, এরূপ বলা হয় নাই

আনুগত্য

(প্রাপ্ত)

'আনুগত্য' বলিতে কোন বস্তুবিশেষের দাসত্ব বা ভৃত্যত্ব বুঝায়। এ জগতে মানব মাত্রেই স্ব-স্ব মদগর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রভুত্ব করিতে গিয়া সেই সেই বস্তুর অনুগত বা ভৃত্য হইয়া পড়ে। যে অনুগত হয়, সে কিন্তু তাহা বুঝিতে পারে না যে, কোন বস্তুর উপরে প্রভুত্ব করিতে গিয়া সে সেই বস্তুর গোলাম হইয়া গিয়াছে। জীবের স্বরূপ ও বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করিলে দেখা যায় যে, জীব চেতনময়, কিন্তু যে বস্তুর সে আনুগত্য করে সে বস্তুটী জড় বা অচেতন। উভয়ে বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট হওয়ায় চেতন জীব জড়ের আনুগত্য করিতে গিয়া তদ্দ্বারা শোক, মোহ, ভয়, সুখ, দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকে। জীবস্বরূপে প্রভুত্ব বলিবা কোন কথা নাই। আনুগত্যই তাহার ধর্ম্ম। জড় বস্তুর আনুগত্যে বন্ধন, দুঃখ। নিত্যবস্তুর আনুগত্যে বন্ধনমুক্তি বা নিত্য আনন্দলাভ।

> জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
> কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥

স্বরূপে আমরা কৃষ্ণদাস এবং কৃষ্ণসেবা বা আনুগত্যই আমাদের ধর্ম্ম। কিন্তু আমরা জড় চক্ষে ভগবান্‌কে দেখিতে পাই না; সুতরাং কি করিয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিব? ভগবানের দাসত্ব আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম হইলেও ভগবানের নিজজন বা স্বরূপশক্তির কৃপা ব্যতীত আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। যেরূপ সূর্য্যের রশ্মির সাহায্যে আমরা সূর্য্যদর্শন করিতে পারি, চন্দ্রের কিরণের সাহায্যে চন্দ্র দেখিতে পাই, তদ্রূপ জীব তটস্থা শক্তি, ভগবানের স্বরূপ-শক্তি বা চিচ্ছক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা বা তাঁহার আনুগত্য ব্যতীত জীব ভগবানের সেবা লাভ করিতে পারে না। ভগবান্ যেরূপ সূক্ষ্ম, অনিত্য বস্তু নহেন, গুরুপাদপদ্মও তদ্রূপ সূক্ষ্ম, অনিত্য বস্তু নহেন। ভগবানই জীবের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া জগতে গুরুরূপে প্রকট হন। এ জগতে যেরূপ কোন বস্তুর উপরে প্রভুত্ব করিতে গিয়া বা ভোগ করিতে গিয়া তাহার গোলাম হইয়া যাইতে হয়, গুরুদেবের উপর ঐরূপ প্রভুত্ব করিতে গেলে তাঁহাদের গোলামী করা যায় না। সেখানে নিজেদের বুদ্ধি আরোপ করা চলে না, সেখানে স্বরূপের বৃত্তিদ্বারা সেবা—গোলাম হইয়া গোলামী করা। সেবায় প্রভুত্ব, দম্ভ, ভোগ বা ত্যাগ কোনটাই নাই। যেখানে এইগুলির অধিষ্ঠান, সেখান হইতেই সেবার স্বরূপে যবনিকা টানিয়া যায়, ছলনা বা কপটতার প্রকাশ।

আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের উদ্ধারের জন্য গুরুপাদপদ্ম জগতে প্রকট থাকিলেও আমরা জড়ৈশ্বর্য্যপ্রতিষ্ঠার অভিমানে গুরুপাদপদ্মের শরণাগত, প্রপন্ন বা অনুগত হইতে পারি না। আবার ঐশ্বর্য্যপ্রতিষ্ঠার অভিমান যদি বা ছাড়িতে পারি, কিন্তু গুরুপাদপদ্মে আসিয়া লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, কুটীনাটী, জীবহিংসা, বৈষ্ণবাপরাধ প্রভৃতি আসিয়া অনেক সময় আমাদিগকে গুরুপাদপদ্ম হইতে অনন্ত কোটিযোজন দূরে নিক্ষেপ করে। এই সকলের কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, দম্ভই উহার মূল কারণ। এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বদাই আমাদিগকে সাবধান করিয়া এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিতেন—'সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাময়ে'। দম্ভ হইতেই আমরা গুরুবৈষ্ণবকে দেখিয়া লইব, বুঝিয়া লইব, শোধন করিব, এই সব দেশে দেওয়া বুদ্ধি বা পাষণ্ডতা জাগিয়া উঠে। সর্ব্বপ্রকারে দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া গুরুবৈষ্ণবের দাসানুদাস-সূত্রে তাঁহাদের অনুগত হইতে না পারিলে ভগবানের কৃপালাভ অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় একমাত্র গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যই আমাদের প্রার্থনার বিষয় হউক।

> মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে,
> মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
> ত্বদ্‌ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
> ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥

হে লোকনাথ ভগবান, হে মধুকৈটভারে, আমার জন্মের ইহাই ফল, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য বৈষ্ণবের দাসানুদাস এবং বৈষ্ণব-দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন।

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ।০ ; ২য় খণ্ড ১, ; ৩য় খণ্ড ৳০ ৪র্থ খণ্ড —৳০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধামমায়াপুর নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠ, [illegible] শ্রীবাসাঙ্গন [illegible] প্রভৃতি [illegible] [illegible] [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন [illegible] বড়বাজার [illegible] কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী [illegible] [illegible] সভায় আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' [illegible] [illegible] [illegible] পাক্ষিক [illegible] [illegible] প্রকাশিত হয়।

(৩) শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাইকোণা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়ার [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তাঁসপাড়ি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপাড়ি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

২৪ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়ঝাওয়া, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওঙ্গ পাশাং [illegible], দার্জ্জিলিং

(৩০) সাবরক-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চাঁদখালি, জেঃ মেদিনীপুর, ই.বি. [illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible], [illegible] সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপীনাথপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-[illegible]

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সংকেত বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) বরাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বরাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)।

(৪৭) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible] বোম্বে ৭

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রী[illegible] সেবা

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible] পোঃ পুরী, উৎকল

(৫৪) [illegible]—[illegible] পুরী

(৫৫) [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উৎকল)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্ম[illegible]গৌড়ীয় মঠ-[illegible]

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬২) [illegible] [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible], [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪.৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ [illegible] রোড, [illegible] ([illegible])

(৬৮) শ্রীবিশ্বাবিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-মূল্য-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩	৩।০
" সিকি কলম ১৫৲	১৫৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৪৲	১৮
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

টাকার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুল সমেত)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য ভিন্ন হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———:o:———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী পত্রিকা', শ্রীল প্রভুপাদের "নবেদন" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দসূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও প্রবন্ধ-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পরিপাটীর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

———:o:———

উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর প্রাচীন গঙ্গাতীর—স্বাস্থ্যকর জলবায়ু; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং গৃহ পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং স্বাস্থ্যপ্রদ ও আলোবাতাসযুক্ত। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য অতি সুলভ ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আহার ও বোর্ডিং খরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সংস্কৃতজ্ঞ বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌড়ীয় বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান-শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি বিশ্বগৌরব-রবি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বজ্ঞ সজ্জনগণের সহিত প্রশ্নোত্তরচ্ছলে যে-সকল তত্ত্বসিদ্ধান্তমূলক কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে সংশোধিত করাইয়া ধারাবাহিকভাবে 'গৌড়ীয়' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে, বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চষষ্টিতম আবির্ভাব-বাসরে এই প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু আধ্যাত্মিক সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীশ্রীচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও লব্ধ অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল [illegible] সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অদ্ভুত ফল [illegible] আকারে [illegible] এবং [illegible] পাঠে [illegible] হইল। এই [illegible], অভিধান ও আবশ্যকীয় [illegible] মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। [illegible] প্রামাণিক [illegible] সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] সম্যক্ আলোচনা। [illegible] শ্রীবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সূচী ও শব্দসূচী (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। মূল্য—১২, [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল সপ্তম গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে লিখিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুকম্পায় পরবিদ্যাশ্রিত সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের যাবতীয় গ্রন্থাবলীর তালিকাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১২৫ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪৷১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলায় অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

আয়ুর্বেদ-প্রণীত জীর্ণ শীর্ণতার মূল, পাকাশয়ের প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] ইহার কার্য্য [illegible] থাকে। [illegible] সংযুক্ত [illegible], এবং নূতন পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর সুলভ।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৩	৬-৩৩	৭ ২৯	১২-২১	১৪ ৫৩	১৬-৫৩	১৭ ৫৩	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ১	৮ ৪৪	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৩	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭ ১৫		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১ ১০		১৮-১৩		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৪৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৪		৯ ২২		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৩	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৩	১৯-৫৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৫০			১৭ ৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ৩			১৭-৪৫		
কলিকাতা পৌঃ	৮ ১৩	৯ ২১	১১ ১	১২-১৩	১৪-১৩	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৫৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৫৩	১৮-১	(শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৫
(বদল) ছাঃ	১৭-২০	১৮-৪০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৩		২০-৩

ফোন—কৃষ্ণনগর
টেলিগ্রাফ—শ্রীমায়া
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত মূল্য এক পয়সা

৪০ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—১৫ই চৈত্র, ১৩৪৫, ২৯শে মার্চ, ১৯৩৯ বুধবার ২৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইউরোপে জার্মাণীর বিপুল শক্তি বৃদ্ধি

রুমানিয়ার সহিত জার্মাণীর যে অর্থনৈতিক চুক্তি হইয়াছে তাহাতে সকলের উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে। রুমানীয় সরকারী মহল হইতে বলিতেছেন যে, উহা দ্বারা রুমানিয়ার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় নাই এবং অন্য দেশের সহিত ঐরূপ চুক্তি করিতে পারে, তথাপি আশঙ্কা বিদূরিত দূরীভূত হয় নাই। বার্লিনের একটি সংবাদপত্র স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছে যে, ঐ চুক্তি সাধারণ বাণিজ্য চুক্তি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। 'ডয়েটসে আলগেমাইনে সাইটুং' বলিতেছেন যে, এখন হইতে জার্মাণী বিদেশের বাজারে অর্থ না ব্যয় করিয়াই তাহার আবশ্যকীয় প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে।

জার্মাণ-রুমানিয়ান চুক্তি

জার্মাণ রুমানিয়ান চুক্তির প্রধান বিষয় হইতেছে এই যে, রুমানিয়ার বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ (তৈল ও বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যই প্রধান) আহরণে জার্মাণী সহযোগিতা করিবে। তামা, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানীজ, বক্সাইট ও অ্যালুমিনিয়াম সংগ্রহের জন্য জার্মাণ-রুমানিয়ান যৌথ কোম্পানী খোলা হইবে। তৈল উৎপাদন বৃদ্ধি ও তৈল সরবরাহের জন্য একটি জার্মাণ-রুমানিয়ান কোম্পানী স্থাপিত হইবে। উভয় দেশ তাহাদের অর্থনীতির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিবে এবং কয়েকটি বিদেশের অবাধ সৃষ্টি করিয়া তথায় শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিবে। রুমানিয়ার সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান-বাহিনীর জন্য সমরোপকরণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে জার্মাণ তাহার কোম্পানীর শাখা তৈয়ারী করা হইবে। অন্যান্য এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

জার্মাণীর ব্যাপক কর্তৃত্ব

এদিকে রোমানিয়ার সহিত জার্মাণীর যে চুক্তি হইয়াছে, তাহার ফলে যোগাযোগ কার্য্যতঃ জার্মাণীর একটি সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং বাল্টিক এখন বহির্দেশ হইতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত হইয়াছে। শুধু মধ্য-ইউরোপের সমস্ত রাষ্ট্রগুলি নহে; পরন্তু উহাকে নিয়ন্ত্রিত এবং দক্ষিণপূর্ব রুমানিয়া ও জার্মাণ কর্তৃত্বের অধীনে আসিয়াছে।

ইন্দোর রাজ্যে শাসন সংস্কার

ইন্দোরের মহারাজা একটি শাসন সংস্কার কমিটি নিয়োগ করিয়া এক আদেশজারী করিয়াছেন। বিচার বিভাগের মন্ত্রী রায় বাহাদুর রাধিকানাথ এই কমিটির সভাপতি হইয়াছেন। কিভাবে রাজ্যে দায়িত্বশীল ব্যবস্থা প্রচলন করা যায়, শাসন ব্যাপারে জনসাধারণের যোগাযোগ বৃদ্ধি করিতে হইলে আইন সভার গঠন প্রণালীর কিরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করা প্রয়োজন কমিটি তাহার তদন্ত করিবেন এবং ৬ মাসের মধ্যে কমিটিকে রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। সকল সময়েই কমিটিকে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

চারিজন সরকারী এবং সাতজন বে-সরকারী সদস্য লইয়া কমিটি গঠিত হইয়াছে। বে-সরকারী সদস্যগণের মধ্যে ইন্দোর প্রজামণ্ডলের প্রেসিডেন্টের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে সুযোগ দান

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাণিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানাইতেছেন,—বঙ্গদেশের প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যাহাতে টেষ্ট পরীক্ষা না দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারেন, সেজন্য নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছিলেন। সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত মহীতোষ রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রচেষ্টার ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার মহোদয় গত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট বঙ্গ ও আসামে অনুমোদিত প্রাথমিক মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের তিন বৎসরকাল কর্মরত শিক্ষকগণ যাহাতে টেষ্ট পরীক্ষা না দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারেন, তাহার সুযোগ দিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবের ফলে এখন হইতে শিক্ষকগণ বিনা টেষ্টে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে পারিবে।

জব্বলপুরে শোচনীয় দৈবদুর্ঘটনা

জব্বলপুরে একটি বাড়ীর বারান্দা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে ১৫টি স্ত্রীলোক ও তিনটি শিশু নিহত হইয়াছে এবং বিশজন আহত হইয়াছে।

ঠাকুরনারায়ণ সিংহের শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য উক্ত বাড়ীর বারান্দা স্ত্রীলোক ও শিশুতে ভর্তি হইয়া যায়। অতিরিক্ত চাপে অকস্মাৎ বারান্দা ভাঙ্গিয়া পড়ে। কয়েকজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে। আহতদিগকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

স্যার এন এন সরকার

ভারত সরকারের আইন সচিব স্যার এন এন সরকার গত ৭ই এপ্রিল সকালের ফ্রন্টিয়ার মেলযোগে কলিকাতা রওনা হইবেন। গত ৩০শে যে সংবাদে কলিকাতা হইতেই আইন সচিবের পদত্যাগ করিবেন ঐ দিন তার ভারতীয় স্থানীয় বোম্বাই পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

কুকুরের উপর ট্যাক্স

এই আইনের ১৭০ ধারা অনুসারে কলিকাতায় কুকুর পালন করিলে প্রত্যেক কুকুরের জন্য বার্ষিক পাঁচ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইবে। কুকুরের মালিকগণ বা যাহাদের অধীন কুকুর আছে, তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের কুকুরের তালিকা ১লা মের পূর্বে মিউনিসিপ্যাল আফিসে দাখিল করার জন্য এবং সেই সময় প্রত্যেক কুকুরের জন্য যেন ট্যাক্স কর্পোরেশনে দেওয়ার জন্য বলা যাইতেছে। ফী দিলেই চলতি বৎসরের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইবে এবং একটি করে টিকিট দেওয়া হইবে, তাহা কুকুরের গলার বকলেসে আঁটিয়া বা ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে। কোন কুকুরের গলায় ঐরূপ টিকিট আঁটা না থাকিলে বা ঝুলান না থাকিলে উহা ধৃত হওয়া বা বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী পরিব্রাজকাচার্য গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-বিভাগ, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের কৃপাকণা-সম্বলিত, বহু চিত্র শোভিত ও বিবিধ মূল্যে সমৃদ্ধ "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্তিবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৷৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অবধূতপাদের পরিব্রাজকাচার্য গোস্বামী প্রভু-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৴০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৷৹ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্-এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সটীক ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ খণ্ড) ৯৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। নবদ্বীপ ভক্তি (অর্দ্ধ খণ্ড) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹; ৪র্থ খণ্ড—৷৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবগণ ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৹
১৭। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ী-সঙ্গীত ।৴
২২। ভক্ত মহিমা ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ১
(বাঁধা) ১
২৬। গীতার কোন কথা কথা
২৭। প্রাকৃতরসশতদূষণী (সংস্করণ) ১৲
২৮। প্রেমবিবর্ত (সংস্করণ) ।০
২৯। প্রেমপ্রদীপ (তৃতীয় সংস্করণ) -
(বাঁধা ৷৹
৩০। জৈব-ধর্ম [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৹
৪৩। সাধনপথ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৶/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চনপথ .১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৯৲
৫১। কৃষ্ণভক্তিরহস্য ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (বাঁধাই) ।০
৫৩। গৌড়ধামরহস্য ৷৹
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। অমৃতবাণী বা [illegible] ।০
৫৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৶০
৫৭। উপদেশামৃত (অনুবাদিত) ।০
৫৮। শ্রীমনঃশিক্ষা ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সারস্বতী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী নিবন্ধঃ ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সারস্বত নিবন্ধ
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাভিধান
৬৭। সারার্থদর্শিনী

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। [illegible] /০
৭১। [illegible] সরস্বতী [illegible]
[illegible] ।০
৭২। [illegible] ৷৴০
৭৩। [illegible]
[illegible] ।০
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
[illegible] ।০
৭৮। [illegible] ২।০
৭৯। [illegible] ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible]
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

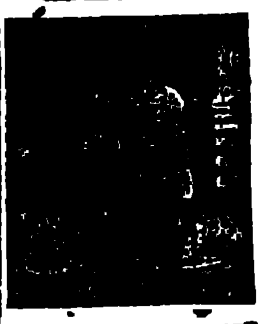

১৭শ বর্ষ } ২৪ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ১৫ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ২৯শে মার্চ্চ ইং ১৯৩৯, বুধবার } ২৫শ সংখ্যা

বোম্বেতে প্রচার

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক বম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমোৎসাহের সহিত শ্রীমঠে, মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে এবং সহরের বাহিরে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রচারিত বিমলপ্রেমধর্ম্মের কথা বিভিন্নভাষায় বিপুলভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন। দৈনিক প্রাতে এবং সন্ধ্যায় শ্রীমঠে নিয়মিতভাবে পাঠ, কীর্ত্তন প্রভৃতি হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠে আগত শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানমুখে এবং বিশেষ অধিবেশন প্রভৃতিতেও নানাভাবে হরিকথা আলোচিত হইতেছে।

গত ১৯শে মার্চ্চ রবিবার দিবস বম্বের প্রসিদ্ধ শেঠ্ মিঃ রামলাল মিস্ত্রী ও তাঁহার ভ্রাতা মিঃ খাটাউ ভাই বম্বে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী রাগালঙ্কার মহোদয়কে তাঁহাদের নিজের মোটরে করিয়া লইয়া গিয়া বম্বে সহরের নিকটস্থ "ভিলা-পার্লা" নিবাসী প্রিন্সিপ্যাল মিঃ ভাগবৎ জ্যোতির এম্-এ (অক্সফোর্ড) নামক জনৈক পার্শী সজ্জনের সহিত ব্রহ্মচারীজীর পরিচয় করাইয়া দেন। তথায় ভক্তিশাস্ত্রীজী উক্ত প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের সহিত প্রায় ২॥০ ঘণ্টাকাল ধরিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দয়ার অসমোর্দ্ধতার কথা এবং প্রশ্নোত্তরমুখে বিভিন্ন ধর্ম্মমতাবলম্বীগণের কথা ও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি রসের আশ্রয় ও বিষয়বিগ্রহের পরস্পর সম্বন্ধ এবং বৈশিষ্ট্যের কথা ইংরাজীভাষায় কীর্ত্তন করেন। প্রিন্সিপাল মহোদয় অতি সজ্জন ও অমায়িক ব্যক্তি। তিনি সস্ত্রীক এই সমস্ত বিষয় শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করেন। সময় অধিক হওয়ায় তাঁহারা অন্য দিন পুনরায় আরও হরিকথা শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার গৃহে এক দিবস কীর্ত্তন করিবার জন্য ব্রহ্মচারীজীকে অনুরোধ করেন

প্রায়শ্চিত্ত

——::•)::——

"বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।"
দোষের দর্শনে হয় সুকৃতির ক্ষয়॥
জনমার প্রতি শ্রদ্ধা হ'লে ধাবমান।
পুনরও তাঁহার বলি করে হেয় জ্ঞান॥
নীচযোনি প্রাপ্ত হয় অবশ্য তাহার।
বহু জন্ম অন্তে কভু লভে উদ্ধার॥
সেইরূপ কোন এক বৈষ্ণব চরণে।
অপরাধ হ'ল মোর বিনাশ কারণে॥
শাখা, মূল বিস্তারিয়া হ'ল মহীরুহ।
ভক্তিরস হৃদয়ের শুষি অহরহঃ॥
বিশুষ্ক হৃদয় হ'লো মরুভূমি-প্রায়।
সজ্জনার্ব্বক তাই ত্যজিল তাহায়॥
উত্তপ্ত মরুর সে "লু" বাতাসের ভয়ে।
সবাই ত্যজিল উহা সশঙ্কিত হ'য়ে॥
মায়ারে কাঁদিয়া জয় ছাড়ান না যায়
ক্রমে সে মরুর হ'ল অতীব বিস্তার।
সাগর শুকা'য়ে গেল বাতাসে তাহার॥
আমরের মরুভূমি সে যে ভয়ঙ্কর।
"রয়লের" অনুসার হ'লে শুভঙ্কর॥
হ'লে বা হ'তেও পারে কদাপি পবিত্র।
মরুর সে আশা নহে নিতান্ত বিচিত্র॥
মানুষেরই ভ্রম হয়, দেবতার নয়।
নিত্যানন্দ-কৃপা হ'লে ভ্রম দূর হয়॥
অতিতুচ্ছ অপমানে হইয়া বিক্ষুব্ধ।
চ'লেছি হইতে আমি চির অবরুদ্ধ॥
বিষ্ণুজনে অপরাধ মত্ত হস্তী সম।
ভক্তিলতা হৃদয়ের ছিন্ন করি' মম॥
করিল যে চিত্ত মোর কঠিন কুলিশ।
"কলমল পঙ্ক হৈল দুর্গন্ধ পুরীষ"॥
শ্রীনাম-সেবার যত রুচি মোর ছিল।
ক্রমশঃ অলক্ষ্যে তাহা অপগত হ'ল॥
হৃদয়ের আর্দ্রভাব গিয়াছে শুকা'য়ে।
সরস হইবে পুনঃ তাহা কি উপায়ে॥
পদ্মাকার জল নাহি দেখে কাল চক্ষে।
এ বিপদে নিত্যানন্দ বিনা কেবা রক্ষে॥
অদোষ-দরশী ওগো প্রভো নিত্যানন্দ।
এই দেখ দাস তব হ'য়ে নিরানন্দ॥
বিষাদ-সাগরে আজি চ'লেছে ভাসিয়া।
কর গো উদ্ধার তা'র কেশে আকর্ষিয়া॥
সর্ব্ব অভিমান ত্যাজ করহ বিদূর।
সহনে শকতি দাও কৃপায় প্রচুর॥
ধূলি সম সুনীচতা দাওগো তাহারে।
সহিষ্ণু বৃক্ষের সম কর দয়া ক'রে॥
মান দাতে উদাসীন মানদ অপরে।
হইতে শকতি দাও তব এ কিঙ্করে॥
এই সব গুণ বিনা ভক্তি লভ্য নয়।
অতএব মত সর্ব্ব ভক্তি করে ক্ষয়॥
সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়
দু-পণ্ডিত জন নয় বুঝিতে আমায়।
তাতে অপরাধী ভক্ত-পদ্ম পাদায়॥
সমস্ত বৈষ্ণব মোর পূজ্য গুরুজন।
অথও তদ্ভের সেই লইনু শরণ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায় ক্ষমা আজি চাই।
তাঁহাদের কৃপা বিনা অন্য গতি নাই॥
শুনেছি বৈষ্ণবগণ সদা কৃপাময়।
করুন পতিতে ত্রাণ হইয়া সদয়॥
প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ কিম্বা অপরোক্ষ দৃষ্টি।
নাহি যেন করে মোর বিভ্রমের সৃষ্টি॥
অধোক্ষজ দিব্যজ্ঞানে হউক প্রতিষ্ঠা।
হরি গুরু-বিষ্ণুজনে হয় যেন নিষ্ঠা॥

শ্রীসহজানন্দ দাসাধিকারী

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথামৃত মধু

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

গৌরের দয়া হ'লে ঈশ্বর-সাযুজ্য বা কৈবল্য নরকের ন্যায় - বিষ্ঠার ন্যায় মনে হয়, নির্ভেদজ্ঞানানুশীলন তুচ্ছ মনে হয়; "ত্রিদশপূঃ"—স্বর্গ আকাশ-পুষ্পের ন্যায়—ছায়াবাজীর ন্যায় নিরর্থক বা ভোগ্য দেখবা জিনিষ ব'লে মনে হয়। সে তখন আর বিষয় চায় না। ইন্দ্রিয়ের ন্যায় সুখদাত তখন আর শা'র জ্ঞান লা'গে না। যখনই দশও কীটের ন্যায় মনে হয়, 'ইন সুখময় হয়।

যেদিন গৃহেতে ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।

(ক্রমশঃ)

"যিনি প্রকৃত সাধু অর্থাৎ বৈষ্ণব—যিনি সকলের একমাত্র নিত্য ভজনীয় নামী কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাভিন্ন শব্দরূপে অবতীর্ণ নামের ভজন শিক্ষা দেন। সাধু বা বৈষ্ণব বা গুরু জীবের অধিকার বিচার পূর্ব্বক ক্রমশঃ ভজনের শুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা দিয়া অনর্থের নিবৃত্তি করাইয়া থাকেন। শ্রদ্ধা হইতে ভাবোদয় পর্য্যন্ত জীবের অনর্থ থাকে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ বিষ্ণু বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

আমার ভুল কোথায়?

—::(*)::—

পক্ষ মাত্র একটী। সেটী কৃষ্ণপক্ষ বা কৃষ্ণভক্তপক্ষ; সুতরাং দুইটী পক্ষই যেখানে নাই, সেখানে আবার গোলযোগের কি কথা আছে? আমরা মানি আর না মানি, সকলেই কৃষ্ণের সেবক, কৃষ্ণই সকলের একমাত্র বন্ধু। কৃষ্ণের শত্রু কেহ নাই। সুতরাং কৃষ্ণের সেবকদ্বয়ে জীবেরও শত্রু কেহ নাই। এইজন্য শুদ্ধভক্তগণ কাহাকেও শত্রু মনে করেন না, কাহারও প্রতি হিংসা বা বিদ্বেষ করেন না। দুর্ভাগ্যবশতঃ কেহ বন্ধুকে শত্রু মনে করিলে, কৃষ্ণকীর্ত্তনসেবায় উদাসীন হইলে একরূপে দিন কাটাইলে, গুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার বিচার গ্রহণের পরিবর্ত্তে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইলে, শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত না হইয়া স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারবশে ভক্তগণে অপরাধ করিলে শুদ্ধভক্তগণ ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গলকামনাই করিয়া থাকেন। এমন কি, ব্যক্তিগতভাবে কেহ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও তিনি তাহা অকাতরে সহ্য করিয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য তাঁহাকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। জীবের প্রতি দয়া, জীবের দুঃখে দুঃখী হওয়া, অপরের মঙ্গলের জন্য ব্যস্ত হওয়াই তাঁহার স্বভাব। তিনি এত করুণ! এত দয়াল! যাহারা ঠাকুর হরিদাসকে নির্দ্দোষ জানিয়া নানাভাবে উৎপীড়ন করিলেও তিনি তাহাদের প্রতি রুষ্ট না হইয়া তাহাদের মঙ্গলকামনাই করিয়াছিলেন, তাহাদের মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন,একথা আমরা শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই।

আসল ও নকল বাস্তবিক দেখিতে একরূপ হইলেও তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। আসল ও নকল এক হইতে পারে না—যুক্তি ও বিচুরি কখনও একজাতীয় হইতে পারে না। নকল জিনিষ লইয়া সাধারণ লোককে ধাঁধা দেওয়া সহজ বাস্তবকে ধাঁধা দিতে গেলে নিজেই ধাঁধায় পড়িয়া যাইতে হয়। সৎসঙ্গের এমনি প্রভাব যে, তাহা নিষ্কপট ব্যক্তিগণকে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করিবেই। অসদ্ব্যক্তি সৎসঙ্গে সৎ হইবার সৌভাগ্য পায় তাহার সকল ধাঁধা ঘুচিয়া যায়, সে তখন সত্যের সন্ধান পাইয়া পরমানন্দিত হয়। ভাগ্যহীন জনগণ নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ আসল ও নকলকে সমান জ্ঞান করিতে পারে, কিন্তু আসল ও নকল কখনই এক পর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না, এইজন্যই শুদ্ধভক্তগণ সাম্প্রদায়িক, সঙ্গদোষী, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তপক্ষাবলম্বী। তাঁহারা সৎ ও অসতের সমন্বয় করেন না, কিন্তু যাহারা বিষ্ঠা ও চন্দনকে একাকার করে, সেই সকল তথাকথিত সমন্বয়বাদিগণ সত্যের প্রতি নিষ্ঠার অভাবহেতু কুসাম্প্রদায়িক হইয়া বৈষ্ণবনিন্দা করিয়া থাকে। সেইজন্যই শুদ্ধবৈষ্ণবের সহিত জগতের লোকের মিল হয় না, শুদ্ধভক্তের সহিত কপট ভক্তের চিরকালই অ-সহযোগ থাকে। নিজের জন্য সমস্ত বাধা সহ্য করিলেও ভক্ত কখনও ভগবানের সেবায় বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে বাধা সহ্য করিতে পারেন না। তাই পাণ্ডবপক্ষীয়গণের সহিত কৌরব-পক্ষের সংগ্রাম দেখা যায়। ভক্তগণের এই অকিঞ্চিৎকর-ব্যবহার-নিরপেক্ষ ও ভগবানের সুখের জন্যই। সমস্ত সত্যোদ্দিষ্ট হয়। নিত্যসত্যবস্তু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌরবিগ্রহ অক্ষুণ্ণ থাকেন, শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিলাসস্থলী শ্রীচৈতন্যমঠ অক্ষুণ্ণ থাকেন। অতএব শ্রীচৈতন্যমঠে অস্থান নাই বা থাকিতে পারে না। সেইজন্য নিষ্কপট শ্রীচৈতন্য-মঠবাসিগণ—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত-গণ নিশ্চিন্তে শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত আছেন। বাস্তবসত্যবস্তু নিত্য-কালই অক্ষুণ্ণ আছেন ও থাকিবেন,—ইহাতে কাহারও সন্দেহ করিতে হইবে না।

আমাদের গোড়াতেই গলদ বা ভুল হইয়াছে—জীবের একমাত্র আশ্রয় বা বন্ধু যে সাধু,আমরা তাঁহাতে বিশ্বাস হারাইয়াছি। মায়া আবরণরূপে উপস্থিত হওয়ায়, অন্তরে নিষ্কপট সেবাপিপাসার অভাব হওয়ায় মায়া সেই ছিদ্র পাইয়া সাধুকে সাধু বলিয়া জানিতে দিতেছে না, মায়ার এমনি খেলা! মায়ার চাপড়ে যে একবার পড়িয়াছে, মায়া যাহার বা যাহাদের প্রতি একবার গোলমাল বা বেতাল বিস্তার করিয়াছে, সে বুঝিয়াও বুঝিবে না। এমনি তাহার দুর্দ্দৈব! তখন বন্ধুকে শত্রু মনে করাই তাহার স্বভাব হইয়া পড়িবে। একটু ভুল হইলেই ভগবানের প্রতি নির্ভরতার অভাব বা সন্দেহ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে। তখন চিন্তা করিয়া পার পাওয়া যায় না। মনোধর্ম্মের শেষ নাই। সেইজন্য মনোধর্ম্মী হইতে হইবে না—আত্মধর্ম্মী হইতে হইবে—শ্রৌতপন্থী হইতে হইবে—শ্রুতিবাক্যে বিশ্বাস করিতে হইবে—সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্যকে এক বলিয়া জানিতে হইবে। আমাদের এই ভুল সংশোধিত হওয়া দরকার। অসৎসঙ্গের ফলেই অশ্রদ্ধা হয় এবং সৎসঙ্গের প্রভাবে তাহা অনায়াসে বিদূরিত হইয়া জীব সত্যের আলোক দেখিতে পায়, নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে সেবাযোগ বরণ করে।

আশ্রয় দরকার। আমি কাহার আশ্রিত, জানা আবশ্যক। তাহা হইলে গুরুকৃপায় সব ভুল কাটিয়া যাইবে, সব ঠিক হইবে। কিন্তু যদি তাহা না হয়, আমরা যদি কেবলই ভুল বুঝি তাহা হইলে আমাদের অসুবিধাই থাকিয়া চলিবে। এই ভুল শাস্ত্রের মর্ম বুঝিতে দেয় না, প্রকৃত সাধুকে বুঝিতে দেয় না—অসত্যকে সত্য মনে করায়, এক কথাকে আর এক কথা বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, উপকারীকে অপকারী এবং অপকারীকে উপকারী মনে করায়।

ফল্গুবৈরাগ্য খারাপ জিনিষ সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া যুক্তবৈরাগ্যকে তজ্জাতীয় মনে করিয়া খারাপ বলিতে হইবে না। ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যকে এক বলিলে ভুল বুঝা হইবে। জড়বিলাস খারাপ বলিয়া চিদ্বিলাসকে বাদ দিতে হইবে না, নির্বিশেষবাদকেই মুখ্য মনে করিতে হইবে না। প্রাকৃত-সহজিয়া ভাবটা খারাপ বলিয়া অপ্রাকৃত-সহজিয়া-ভাবের নিন্দা করিতে হইবে না। সদ্গুরু-চরণাশ্রিত গুরুদাসগণের শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি সহজ দৃঢ়বিশ্বাসকে কল্পনা, অন্ধবিশ্বাস বা মনের উচ্ছ্বাস মনে করিতে হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা ভক্তদাসের সহজবৃত্তি। ভক্তদাস জানেন, শ্রীগুরুনিত্যানন্দ সর্ব্বশক্তিমান, ধর্মার্থকাম-মোক্ষ তাঁহার সেবার জন্য ব্যস্ত। তিনি কোন অন্যায় কার্য্য করেন না। গৌরের সেবা ছাড়া তাঁহার অন্য কৃত্য নাই। গুরুনিত্যানন্দের সব ভাল। তাঁহার সবই গৌরপ্রীতিবর্দ্ধক। মহাভাগবতবর শ্রীগুরুদেব নির্দ্দোষ, মহাবদান্য, জ্ঞানী ও মানদ প্রভৃতি অনন্তগুণে গুণী। তিনি অন্যায় কার্য্য করেন এরূপ প্রতীতি নিজের দুর্ভাগ্য-জ্ঞাপক। অপ্রাকৃত বস্তুতে প্রাকৃত-বুদ্ধি মহাপরাধ। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর। বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥" শ্রীগুরুদেব মায়াধীশ। মায়ার কোন সংস্পর্শ তাঁহাতে নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—"শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ; সেই কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহকে যে পাষণ্ডী বিবেক-বুদ্ধিতে গ্রহণ করে,সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের সহিত সম্বন্ধ রাখা ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য নহে। অসৎসঙ্গ-প্রভাবেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাধিকার নষ্ট হইয়া পড়ে। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরের ঐকান্তিক নিত্যসেবক ও শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন-কলেবর শ্রীগুরুদেবের স্মৃতি যাহাতে বিপর্য্যস্ত না হয়, তদ্রূপ বিচারে ইহকালে ও পরকালে অবহিত হওয়া আবশ্যক। গুরুদ্রোহ ও গুরু—সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে জীব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দকে ও তদভিন্নপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে পৃথক্ জ্ঞান করেন। তাঁহাদের গৌরসুন্দরের সেবালাভ কখনও হয় না। তাঁহারা নিত্যকাল গুরুদ্রোহী ও দুর্ভোগী হইয়া পড়ে।"

আমরা অনেক সময় পাণ্ডিত্যকেই ভগবদ্ভজনের উপায় মনে করি এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা তত্ত্ববিষয় জানিবার যত্ন করি। শরণাগত না হইলে যে কিছু বুঝা যায় না, একথা আমরা তখন ভুলিয়া যাই, তাই আমাদের অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। পাণ্ডিত্য ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইলেই তাহার সার্থকতা, কিন্তু যদি আমি পাণ্ডিত্যের প্রভু হইয়া পড়ি, নিজে নিজে সব বিচার করিয়া লইতে যাই, তাহা হইলেই অসুবিধা। সুতরাং আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে আমরা পণ্ডিত নহি, আমরা গুরুদাসানুদাস। আবার কেহ কেহ মনে করেন, পাণ্ডিত্য থাকিলে যখন অহঙ্কার বাড়ে তখন মূর্খ থাকাই ভাল, মূর্খতা-বৃদ্ধির নামই হরিভজন। এ ধারণাও ভ্রমাত্মক। মায়া যে আমাদিগকে কত প্রকার ভুল বুঝাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপ

ভুল হইলে আমরা চৈতন্যচন্দ্রের দয়ার কথা বিচার করিবার সৌভাগ্য পাইব না। অনুগত হইয়া বিচার করাটা খারাপ নয়। জগতের সবই কৃষ্ণসেবাপর। সেইজন্যই বলিতেছি, মূর্খই হউক বা পণ্ডিত হউক, এই সব লইয়া মারামারি না করিয়া শরণাগত হওয়াই দরকার। শরণাগত ব্যক্তিই মায়ার জাল হইতে নিস্তার পায়, শরণাগত না হইলে ভগবৎকৃপা পাওয়া যায় না। সুতরাং এখন আমাদের চিন্তনীয় বিষয় আমরা শরণাগত হইব কি করিয়া?

নিষ্কপট হইলে চিন্তা নাই। মায়াধীশের লোক—প্রতিনিধি বা বৈকুণ্ঠদূত অশরণাগতকে শরণাগত করাইবার জন্য চতুর্দিকে ঘুরিতেছেন। আমরা নিষ্কপট হইলে তাঁহাদের সন্ধান পাইব। কিন্তু আমাদের একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, এজগতে বৈকুণ্ঠদূতের নকল সংস্করণেরও অভাব নাই। এমন কি, তাহাদেরই দল বেশী ভারী। আমাদের বুঝিবার ভুল বা কপাল খারাপ হইলে আমরা বৈকুণ্ঠদূতকেই নকল ভাবি, বৈকুণ্ঠের দূত মায়ার কৌশল ধরাইয়া দিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিলে আমরা তাহাকে পরনিন্দা মনে করি, সাধুর তীব্রসত্যকথার মধ্যেও কিছু স্বার্থপরতা আছে মনে করি। পরদুঃখদুঃখী তাঁহাদের জীবন্দশ-কার্য্যে এত গরজ কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া উল্টা বুঝি, আবার সত্যকথা-কীর্ত্তনকারীকে কখনও প্রতিষ্ঠাকামী আবার কখনও দাম্ভিক মনে করিয়া থাকি। কিন্তু যেখানে অযোগ্যতার উপলব্ধি, নিজেকে কাঙ্গালবুদ্ধি—শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি অভিমান, সেখানে সে সব বালাই নাই। সেখানে গুরু-বৈষ্ণবের সেবানুষ্ঠানের আচরণকে বিপরীতভাবে দেখিবার দুর্ভাগ্য নাই, সেখানে আছে কেবল কৃপাপ্রার্থনা—নিরন্তর ব্যগ্র-ব্যাকুল-ভাবে কাতর ক্রন্দন। সেখানে আপনা আপনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৌভাগ্য এবং সকলেই তৎপাদপদ্মে শরণাগত হইবার জন্য যত্নশীল। সেইজন্যই বলিতেছি, নিষ্কপট হইতে হইবে, কপটতা ছাড়িতে হইবে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুঃখের কথা জানাইতে হইবে। তাহা হইলে কৃপাময় তিনি আমাদিগকে সৎপথে চালিত করিবেন, আমাদিগকে বিপথগমন হইতে রক্ষা করিবেন। গুরু-নিত্যানন্দ ছাড়া আর রক্ষাকর্ত্তা কেহ নাই। সুতরাং তৎপাদপদ্মধূলিই আমাদের সম্বল হউক। তাহা হইলেই আমাদের ভুল ভাঙ্গিবে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

——::-::——

(স্থান—শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির
কাল—২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩১,
৫টা—৬টা)

আজ শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার অধিবাস-দিবস। কাল অন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা হ'বে। অন্তর্দ্বীপ—আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র, আত্মনিবেদনের অপর নাম—শরণাগতি। বলি মহারাজ আত্মনিবেদনের উপমান-স্বরূপ। বলী ও বলি—দুইটি বলা যেতে পারে। বলী—বলবান্, যাঁ'র বল আছে। শরণাগতই বলী, অশরণাগত দুর্ব্বল। 'বলি'-অর্থ উপহার। আত্মবলি দিতে হ'বে। প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং
পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

'আদৌ অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত'—আগে আত্মনিবেদন, তারপর শ্রবণাদি ভক্তির অনুষ্ঠান—পরিক্রমার অনুষ্ঠান। জগদ্গুরু শ্রীধর স্বামিপাদ একথা ব'লেছেন ভজন ক্রিয়ার পূর্ব্বে আত্মনিবেদন ক'রেছি কিনা জিজ্ঞাসা করা যা'ক। অন্তর্দ্বীপ—নবদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপ। নবধা ভক্তি মূর্ত্ত হ'য়েছে আধাররূপে—নবদ্বীপধামরূপে। বিষ্ণুর শ্রবণ, বিষ্ণুর কীর্ত্তন, বিষ্ণুর স্মরণ, বিষ্ণুর পাদসেবন, বিষ্ণুর অর্চ্চন, বিষ্ণুর বন্দন, বিষ্ণুর দাস্য, বিষ্ণুর সহিত সখ্য, বিষ্ণুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন—ইহাই নবধা ভক্তি। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন ভক্তদের বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহের পীঠস্থানই নবদ্বীপ। এই নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা হ'বে।

আগে ক্ষেত্র, ক্ষেত্র থেকে বীজ নির্গত হ'য়ে বৃক্ষ হয়। সুতরাং যখন পরিক্রমায় বেরুতে হ'বে, তখন জিজ্ঞাস্য আত্মনিবেদন ক'রেছি কিনা; নতুবা পরিক্রমা হ'বে না। ভগবানের সঙ্গে উপাসকের সম্বন্ধ বা প্রেমলাভের উপায়—অভিধেয়, সেবা বা ভক্তি। ভক্তি নয় প্রকার; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আত্মসমর্পণ। অকিঞ্চন না হ'লে আত্মসমর্পণ হয় না। তোমাদেরমধ্যে এজগতের কোন কিছু বা কৃষ্ণেতর বিষয় যাঁ'র নাই, তিনিই অকিঞ্চন। কৃষ্ণের সেবার জন্য অনন্তকোটি বৈষ্ণবগণই অকিঞ্চন। আমরা সেরূপ অকিঞ্চনের ভৃত্য হ'য়েছি কি? শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু ব'লেছেন,—

শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তা'র মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥

অকিঞ্চনই শরণাগত, তন্মধ্যে অন্তর্গত আছে আত্মনিবেদন। দৈহিক ইন্দ্রিয় বা মনের দ্বারা ভোক্তৃত্বই কোন বস্তুর সঙ্গে অকিঞ্চনের সম্বন্ধ নাই। অকপটভাবে বুকে হাত দিয়ে দেখা যা'ক, আমি অকিঞ্চনের সেবক হ'তে পেরেছি কিনা। গুরুপাদপদ্ম স্পর্শ ক'রে নিষ্কপটে ব'লবার মত অবস্থা লাভ ক'রেছে কিনা, দেখা যা'ক। দেখা যা'ক, আমাকে অকিঞ্চন হ'বার উপদেশ দিবার মত কেউ আছেন কিনা। 'তৃণ শরণাগত হ'য়' এই ব'লে আমাকে কেউ কৃপা করবেন কিনা। বৈষ্ণবের কৃপা ছাড়া গতি দেখি না। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন -

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদছায়া॥
কবেবা কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর।
বৈষ্ণবের নিবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
কৃপা করি' মোর প্রভু এই অকিঞ্চনে॥

• • •

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে এই দয়ার কথা লোকে বুঝতে পেরেছিল। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ ব'লেছেন —

শ্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্র-
প্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজক্লেশং
তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে
পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য
আসীদ্রসঃ॥

যাঁ'রা ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগে নিতে চান, বিষয় গ্রহণ ক'রে, তাঁ'রা বিষয়ী। ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুই বিষয়। শ্রীচৈতন্যের দয়ার ফলে বিষয়িগণ স্ত্রীপুত্রাদির কথা—ভোগ্য-বিষয়ের কথা সব ছেড়ে দিয়েছে। পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিবাদ, ভক্তিবিরোধী যুক্তিতর্কমূলে যে মত, তা' ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁ'রা তার্কিক হ'য়ে নিজ দর্প গর্ব্ব দেখাবার জন্য পরস্পর যুক্তির সাহায্যে আর বাগ্‌বিতণ্ডা ক'রছেন না; তাঁরা জিগীষা পরিত্যাগ ক'রেছেন। যোগাচার্য্যগণ—যাঁ'রা পতঞ্জলির অনুগত, তাঁ'রা প্রাণায়ামজনিত ক্লেশ, আসনাদি অষ্টাঙ্গ যোগ, সিদ্ধি কামনা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন ক'রেছেন। সহস্রবদনের অবতার-রূপে কথিত পতঞ্জলি অষ্টাধ্যায়ীর মহাভাষ্য (ফণিভাষ্য) ক'রেছেন। হরিসেবাবিমুখ কোন 'ব্যাস' নামধারী ব্যক্তি আবার পতঞ্জলির যোগসূত্রের ভাষ্য ক'রেছেন। এই ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস নহেন। 'ব্যাস' নাম শুনে শ্রীমূর্ত্তিদ্বেষী কোন অপসম্প্রদায়ের একটও মারাত্মক ভুল ক'রেছেন। সর্পাদির বিকৃত অংশ যেমন রজ্জু, সহস্রবদন বা শেষ নাগের বিকৃত অংশও সেইরূপ পতঞ্জলি।

তপস্বিগণ তপস্যা ছেড়ে দিয়েছেন, মায়াবাদিগণ — নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরত জ্ঞানিগণ সোঽহংবাদ ত্যাগ ক'রেছেন। প্রকাশানন্দ প্রমুখ যতিগণ পর্য্যন্ত শঙ্কর-ভাষ্য আলোচনা ছেড়ে দিলেন। ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য-কামনা আর তাঁ'দের নাই। অকিঞ্চন এমনই জিনিষ। এই পরম-ভক্তিরস মহাপ্রভু যখন প্রকট ক'রলেন, তখন অন্য রস আর থাকলো না। তখন কৃষ্ণ-প্রেমরসে সমস্ত ভুবন প্লাবিত হ'ল। সেদিন আমার কবে হ'বে, কবে গৌর ও গৌরভক্তের দয়া পাব।

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদছায়া॥

বৈষ্ণব কত বড়! জড় বিদ্যার দুর্ব্বুদ্ধিকে ফুৎকার দিতে পারেন, জড়পাণ্ডিত্যকে ধিক্কার দিতে পারেন, এমন কি বৈরাগ্যের বৈরাগ্যকেও অতি তুচ্ছ জ্ঞান ক'রতে পারেন, মায়াবাদ ভাষ্যালোচনাকে তিরস্কার ক'রতে পারেন। এমন ভক্তিরসের প্রকট হ'লে, শ্রীচৈতন্যের দয়া হ'লে বৈষ্ণবের পাদ কত বড় বুঝা যা'বে। বৈষ্ণবের পদছায়া লাভ হ'লে—

"কৈবল্যং নরকায়তে ত্রিদশপূরাকাশ-
পুষ্পায়তে
দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়কালসর্পপটলী প্রোৎখাত-
দংষ্ট্রায়তে।
বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে বিধিমহেন্দ্রাদিশ্চ
কীটায়তে
যৎকারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং
গৌরমেব স্তুমঃ॥"

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় ৫ম স্তম্ভে দ্রষ্টব্য)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-মঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীজগন্নাথের ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীবিদ্যাভক্তি-সিদ্ধান্ত শ্রীপাদ প্রভুপাদ দ্বারা স্থাপিত। [illegible] প্রকাশ ও প্রচারের কেন্দ্র।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও বাংলায় সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) ভক্তকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাকদহ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারদি পোঃ বারদি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মঙ্গলাবাদ, পোঃ মৈমনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওনং পাগলা ঝোরা, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হাটবার, জেঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মন্দা রোড গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গন্ধীপাল, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনপীঠ

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

নন্দ, মথুরা।

(৪৪) কোশীপ্রান্ত গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ কোজোম, জেলা গুর্দাস (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দবিগ্রহের সেবা

(৫১) কাভুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কৃষ্ণা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহের সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ

সাতাসনমঠ, পোঃ গ্রাণ্ড রোড, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) শীতাকুটী

(৫৬) ভ্রিপদি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

শিবপাটন, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) সারদেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্নাশ্রম

পোঃ বালুকহাটা, সাতার

(৬০) ভাগবত-জনানন্দ মঠ

চিরঞ্জিব, পোঃ বারুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

তুষ্টপুরা, পোঃ চন্দ্রপুর, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৯০১ নং শেঠিয়ন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

গ্ল্যাড্ নং ৩
৪১, হ্যাণ্ডরোড
ব্রাম্পটন, লণ্ডন, ড ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪.৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ ষ্টেশন রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিজ্ঞানবিধি গৌড়ীয়মঠাসন

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশিত-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	৷৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲			১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৷৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——:(°):——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী পত্রিকা'য় এবং শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে প্রবন্ধাদি ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র ত্রয়োদশ খণ্ড হইতে প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, পত্র সূচী, শ্লোক-সূচী ও শব্দ-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুদৃশ্য বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্যদেবের লিখিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:(°):——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::°::——

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

ধাম মায়াপুর মহামন্দিরের নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ মনোরম। স্বাস্থ্য ও আবহাওয়া উৎকৃষ্ট। বিদেশী ছাত্রদের জন্য বোর্ডিং সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনাদির ব্যয় মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সকল মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়াচার্যবৈভবাবতার পরমহংসকুলচূড়ামণি বিশ্ববিখ্যাত প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও সজ্জনবৃন্দের সহিত প্রশ্নোত্তরে ও কথোপকথনে যে-সকল অমূল্য হরিকথা কীর্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে সংগৃহীত করিয়া লিপিবদ্ধ করেন এবং যাহা বিভিন্ন গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে ধারাবাহিকভাবে শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী বিরহতিথিপূজা-বাসরে ইহা গ্রন্থাকারে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যবহারিক জীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাঞ্চরাত্রাচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আমাদের বর্তমান প্রকাশনে দর্শন এবং ভক্ত ও জগতের জীবমাত্রের পক্ষে বহু কঠিন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী; ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত বিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমাংশ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মায়াপুর গৌড়ীয়মঠ, মায়াপুর; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যগ্ আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্যদেবের অন্তরঙ্গ সরস্বতীপাদপদ্মাশ্রিত সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সংগৃহীত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু দুষ্প্রাপ্য লিপিমালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ২০০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয় গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এস্থান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর রাজপথে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-০৬	৭-২৩	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫০	১৭-৫০	২২-৫০
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৫-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৬-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-২৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৩১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (গাড়ী বদলাইয়া)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ৪০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৪		৯ ২৫			১৩-০২	১৬-০	১৯-০৪
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৬	৯ ১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৫৬ ৭-১৮		১০-১১			১৬ ৫০	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৩			১৭-০১		
(বদল) ছাঃ			১১-০			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৩	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৪-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-১	১৭-৪৩		
(বদল) ছাঃ	১৬-০৭	১৮-১	(শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৩		২০-৬

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি ভারতময় ব্যাপ্ত। বিভিন্ন প্রকার সংযুক্ত জ্বরের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৮১নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

অথবা

বেহালা, ২৪ পরগণা।

রেজিঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম — [illegible]
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1844

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪০ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—১৬ই চৈত্র, ১৩৪৫, ৩০শে মার্চ, ১৯৩৯ বৃহস্পতিবার। ২৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

নদীয়ার গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

মেহেরপুর হইতে ৩০ মাইল দূরবর্তী চাঁদবিল গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২৩শে মার্চ ৩০ খানি কুটির এবং কয়েকটি গরু সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে। একটি স্ত্রীলোক আগুন হইতে তাহার শিশুপুত্রকে উদ্ধার করিবার সময় জীবন্ত অবস্থায় দগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ খুব বেশী বলিয়াই মনে হয়। প্রথমে একখানি বাড়ী ঘরে আগুন লাগিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

চাবি মার্কার টিন মালপত্র

চীনের জন্য চাবি মার্কার টিন মালপত্র "কেপ সেন্ট জ্যাকস" নামে ভাড়া করা এক বৃটিশ জাহাজ হইতে রেঙ্গুন বন্দরে নামান হইয়াছে। বন্দুক, মেসিনগান, রাইফেল, গোলা-বারুদ প্রভৃতি উহার মধ্যে আছে। প্রকাশ, এই সব মালপত্র হংকংয়ে প্রথমে আসিয়াছিল; তথা হইতে ঐ জাহাজে করিয়া রেঙ্গুনে আনা হয়।

মে মাসের প্রথমে বর্ষা আরম্ভ হইবে বলিয়া চীনারা মালপত্র পূর্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে। প্রকাশ যে, লাসিওতে চীনাদের বহু লরী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মালপত্র রেঙ্গুন হইতে লাসিওতে যাইতেছে এবং লাসিও হইতে লরীতে করিয়া আমিবার লইয়া যাওয়া হইতেছে। আরও কতকগুলি লরী রেঙ্গুন হইতে চীন যাইবার জন্য সীমান্ত অভিমুখে রওনা হইয়াছে। কয়েকটি লরীতে পেট্রোলের পিপা বোঝাই করিয়াছে। চীনের জন্য বিদেশ হইতে মোটরের যে সব অংশ ও কলকব্জা রেঙ্গুনে আসিয়াছে, সেগুলিকে সহরের উপকণ্ঠে প্রোম রোডের নিকট গুদামজাত করিয়া রাখা হইয়াছে।

চীনে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণে কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই

চীনা আন্তর্জাতিক দপ্তরের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর মিঃ এস কে টান ইউরোপ যাইবার পথে গত সপ্তাহে সিঙ্গাপুর আসিয়া পৌঁছেন। তিনি বলেন, "বিদেশী রাষ্ট্র হইতে সমরসম্ভার আমদানী করা সম্পর্কে চীনের কোন অসুবিধা হইতেছে না; একমাত্র পার্থক্য হইতেছে এই যে, পূর্বে যে সব পথে সমরসম্ভার আমদানী করা হইত, এখন সে সব পথে আমদানী না করিয়া অন্য পথে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করা হইতেছে।" মিঃ টান রাষ্ট্রসংঘে চীনা প্রতিনিধি দলের উপদেষ্টারূপে কাজ করিবেন।

তিনি বলেন যে, চীন সম্মানজনকভাবে রাষ্ট্রসংঘ চুক্তি মানিয়া চলিতেছে। চীন-ব্রহ্ম রাস্তা দিয়া সমরসম্ভার আমদানী করা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, দক্ষিণ পশ্চিম চীনে রাস্তাঘাটের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। 'চীনের সমস্ত প্রদেশগুলি এখন সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে এবং চীনা সৈন্যবাহিনীর দৃঢ়তা অটুট আছে। চীন দীর্ঘদিনব্যাপী শত্রুকে বাধা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

আন্তর্জাতিক শান্তিসঙ্ঘ

আন্তর্জাতিক শান্তি সঙ্ঘের লণ্ডন অধিবেশনে মাদাম চিয়াং কাইশেক যে বাণী পাঠাইয়াছিলেন, উক্ত সঙ্ঘের যুগ্মসম্পাদক লর্ড সিসিল এবং মঃ পিয়ের কো তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এক তার করিয়াছেন।

তাঁহারা মাদাম চিয়াং-কাইশেককে জানাইয়াছেন যে, জাপানী পণ্য বর্জন এবং তাহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর জন্য এবং চীনকে আর্থিক সাহায্যের জন্য সঙ্ঘ পূর্ণ উদ্যমে কার্য করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

জাপ বাহিনীর উহুচেংচেন দখল

হংকংয়ের একটি সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা উহুচেংচেন দখল শেষ করিয়াছে। চীনা বাহিনী এক সপ্তাহকাল জাপানীদের প্রতিরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। জাপানীরা দাবী করিতেছে যে, উহুচেংচেন দখল করায় এখন তাহারা সোজাসুজি কিয়াংসির রাজধানী নানচাং আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে।

জাপবাহিনী কর্তৃক নানচাং দখল

জাপ বাহিনী কিয়াংসি প্রদেশের রাজধানী নানচাং সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে। প্রকাশ, অন্যান্য স্থানে চীনা বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও জাপ সৈন্যগণ নদী পার হইয়াছে।

যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যম

জানিতে পারা গিয়াছে যে, শিক্ষকগণকে তাঁহাদের অধীত বিষয়ে পুনরায় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে যুক্তপ্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা-বিভাগ হইতে ৭টি ইন্টারমিডিয়েট এলাকায় ৭টি কলেজ স্থাপনের জন্য একটি পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে।

এই পরিকল্পনায় প্রদেশ গবর্ণমেন্টের পাঁচ লক্ষ টাকা খরচ হইবে এবং এপ্রিল মাস হইতে এই পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইবে।

প্রথমে বিভিন্ন জেলা বোর্ডের অধীনে নিযুক্ত প্রায় ৩০ জন শিক্ষককে দুই বৎসরের জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে। অতঃপর গবর্ণমেন্ট ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের অধীনে যে সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আছেন তাঁহাদিগকেও এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

ছোরার ঘায়ে পুলিশ কর্মচারী আহত

বোম্বাই সহরে জনৈক পুলিশ কর্মচারী যখন একজন পাঠানকে গ্রেপ্তার করেন, তখন ঐ পাঠানটি নাকি উক্ত পুলিশ কর্মচারীকে ছোরা মারে। পুলিশ কর্মচারীটির তলপেটে গভীর ক্ষত হয় এবং সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে নর্থকোর্ট পুলিশ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঘটনার বিবরণ এই যে, ঐ পুলিশ কর্মচারীটি কামাটিপুরায় টহল দিবার সময় পরিচিত আক্রমণকারীকে চিনিতে পারেন। পুলিশ কমিশনারের আদেশ অমান্য করিয়া ঐ লোকটি সহরে প্রবেশ করে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে ঐ কর্মচারীটি একজন পুলিশ লইয়া যান। সেই সময় পাঠানটি হঠাৎ একখানি ছোরা বাহির করিয়া পুলিশ কর্মচারীর তলপেটে আঘাত করে।

পাঠানটিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে তাহাকে আদালতে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে হাজতে রাখার আদেশ দিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible]

[illegible]

২। [illegible] মাসিক পত্র। [illegible] টাকা।

৩। [illegible]

৪। শ্রীগৌড়ীয় [illegible]

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

[illegible] "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible]

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। [illegible]

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible])

ভিক্ষা—[illegible] আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible])

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

[illegible]

ভিক্ষা—[illegible] আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

([illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—[illegible] আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—[illegible] আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা,

৩ [illegible]

[illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible]

প্রাপ্তিস্থান :—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৭ম বর্ষ | ১৫ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ১৬ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ৩০শে মার্চ ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার | ২৬শ সংখ্যা

দীনের বিজ্ঞপ্তি

(১)

প্রভু বাসুদেব মোর আচার্য্যরূপেতে।
জগতে প্রকট জীবে কৃষ্ণ বিতরিতে॥
কৃষ্ণসেবা নিরন্তর করে যেই জন।
কৃষ্ণছাড়া অন্য কিছু না করে চিন্তন॥
প্রভু বাসুদেব মোর পতিতপাবন।
এ পতিতে কর কৃপা এই নিবেদন॥

(২)

সর্ব্বশাস্ত্রে গায় যাঁকে শ্রীহরিস্বরূপ।
ভক্তগণ বলে যাঁকে সেই অনুরূপ॥
কিন্তু যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমরূপ।
সেই বলদেব প্রভু আচার্য্যস্বরূপ॥
প্রভু বাসুদেব মোর পতিতপাবন।
এ পতিতে কর কৃপা এই নিবেদন॥

(৩)

শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীআচার্য্যদেব।
নিত্যানন্দাভিন্ন মোদের শ্রীগুরুদেব॥
যেই মূঢ় কহে, আচার্য্য নিত্যানন্দ নহে
রৌরবে তাহার গতি সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
প্রভু বাসুদেব মোর পতিতপাবন।
এ পতিতে কর কৃপা এই নিবেদন॥

(৪)

জীবে নিত্যানন্দ দিতে হইলে উদয়।
জীবদুঃখে দুঃখী তুমি অতি দয়াময়॥
জীব উদ্ধারিতে কত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা।
সহিতেছ নিরন্তর একান্ত করুণা॥
প্রভু বাসুদেব মোর পতিতপাবন।
এ পতিতে কর কৃপা এই নিবেদন॥

(৫)

আচার্য্যের প্রতি যার সন্দেহ উদয়।
সেই নির্ব্বিশেষবাদী জানিহ নিশ্চয়॥
স্বপ্নেও তাহার সঙ্গ কভু না করিব।
তাহে ভক্তি হানি হয় নিশ্চয় জানিব॥
প্রভু বাসুদেব মোর পতিতপাবন।
এ পতিতে কর কৃপা এই নিবেদন॥

(৬)

আচার্য্যাবতাররূপে উদিত হইল।
মৎসর উলূকাদ্ধী তাহা না দেখিল॥
দিবান্ধ পেচকের কথা কেহ না শুনিবে।
চক্ষুষ্মান্ লোক সূর্য্য দেখিতে পাইবে॥
প্রভু বাসুদেব মোর পতিতপাবন।
এ পতিতে কর কৃপা এই নিবেদন॥

(৭)

অতএব ভক্তিচক্ষু আছয়ে যাঁহার।
সেই সে দেখিতে পায় আচার্য্যভাস্কর॥
বস্তু আছে, আমি অন্ধ দেখিতে না পাই।
বস্তুর কি দোষ দিব মোর ভাগ্য নাই॥
প্রভু বাসুদেব মোর পতিতপাবন।
এ পতিতে কর কৃপা এই নিবেদন॥

(৮)

ওহে মূঢ় মন! তোমায় বলি বারবার।
সাধুসঙ্গ কর, যাবে দুর্ব্বুদ্ধি তোমার॥
মদিরা যবনী যদি করয়ে গ্রহণ।
নিত্যানন্দে দোষ তুমি না কর দর্শন॥
প্রভু বাসুদেব মোর পতিতপাবন।
এ পতিতে কর কৃপা এই নিবেদন॥

(৯)

গোভক্ষ্যরূপকে জীব কীটাধম।
সেই হেতু দোষ তুমি করিবে দর্শন॥
আচার্য্যের দৃঢ়জ্ঞান যখনে হইবে।
তাঁহার কৃপায় তখন তাঁহাকে দেখিবে॥
প্রভু বাসুদেব মোর পতিতপাবন।
এ পতিতে কর কৃপা এই নিবেদন॥

(১০)

সেবোন্মুখে কৃপা হয় ওহে দুষ্ট মন।
ভোগোন্মুখে কৃপা নাহি হয় কদাচন॥
সেবা-আড়ম্বর আমি করিতেছি বহু।
হৃদয়ে নাহিক শ্রদ্ধা একবিন্দু লহ॥
প্রভু বাসুদেব মোর পতিতপাবন।
এ পতিতে কর কৃপা এই নিবেদন॥

(১১)

ইহার কারণ যদি করিয়ে নির্ণয়।
ভোগ-মোক্ষ-বাঞ্ছা আছে আমার হৃদয়॥
যত আমি করিয়াছি সেবার ছলনা।
সেবা নহে, করিয়াছি কেবল বঞ্চনা॥
শ্রীআচার্য্যদেব তব অভয় চরণে।
দাসের দাস করি রাখ এ পতিত জনে॥

(১২)

অতএব বঞ্চিত হইলাম আমি।
তোমার কি দোষ প্রভো মহাদোষী আমি॥
সতত দাম্ভিক অহঙ্কারী অভিমানী।
তোমার শরণাগত হই নাই আমি॥
শ্রীআচার্য্যদেব তব অভয় চরণে।
দাসের দাস করি রাখ এ পতিত জনে॥

(১৩)

অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম তব জিহ্বোপরি।
নৃত্য করিতেছে তাহা সাক্ষাৎ শ্রীহরি॥
সেবোন্মুখ কর্ণে যেই তাহা করে পান।
একমাত্র সেই পায় তোমার সন্ধান॥
শ্রীআচার্য্যদেব তব অভয় চরণে।
দাসের দাস করি রাখ এ পতিত জনে॥

(১৪)

পরমহংসবর তুমি ব্রহ্মাণ্ড তারিতে।
গোলোক হ'তে আসিয়াছ এই অবনীতে॥
তোমার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে।
ক্ষুদ্র কুমতি মুই না পারি বুঝিতে॥
শ্রীআচার্য্যদেব তব অভয়চরণে।
দাসের দাস করি রাখ এ পতিত জনে॥

(১৫)

গৌরনাম, গৌরনাম প্রচার করিতে।
অবতীর্ণ হইয়াছ এই পৃথিবীতে॥
ভুবনমঙ্গল তব গুণ গায়।
তারা নিজে ধন্য মানে যদি তোমা পায়॥
শ্রীআচার্য্যদেব তব অভয়চরণে।
দাসের দাস করি রাখ এ পতিত জনে॥

(১৬)

পরমহংসমণ্ডলমধ্যে তুমি অগ্রগণ্য।
তব কৃপা যেই পায় সেই জীব ধন্য॥
শুনিয়াছি সাধুমুখে তব গুণগান।
যেই করে সেই পায় তোমার সন্ধান॥
শ্রীআচার্য্যদেব তব অভয়চরণে।
দাসের দাস করি রাখ এ পামরজনে॥

(১৭)

জীবের কি সাধ্য করে তব গুণগান।
তব কৃপা হ'লে পারে ওহে গুণধাম॥
তব কৃপা যেই পায় সেই ভাগ্যবান্।
তাঁহার চরণে মোর অসংখ্য প্রণাম॥
শ্রীআচার্য্যদেব তব অভয়চরণে।
দাসের দাস করি রাখ এ পামরজনে॥

(১৮)

প্রভুপাদ জানাইল গোস্বামীগণে।
বজ্রাদপি কঠোর তুমি অসত্য সম্বাদে॥
তাহা এবে মোরা সবে প্রত্যক্ষ করিয়া।
তব সত্তা শ্রীচরণে আছি তাকাইয়া॥
শ্রীআচার্য্যদেব তব অভয়চরণে।
দাসের দাস করি রাখ এ পামরজনে॥

(১৯)

অহৈতুকী কৃপা দান করহে আমায়।
তবে ত' নিস্তার পাই ওহে দয়াময়॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই তোমার চরণে।
চরণ ছাড়া ক'রো না হে এ অধমজনে॥
শ্রীআচার্য্যদেব তুমি পতিতপাবন।
এ পতিতে কর কৃপা এই নিবেদন॥

শ্রীচরণরেণুভিখারী
শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী (গয়া)

মায়ারে কারণে বস্ত হারান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখ উপায়॥

"তিনিই প্রকৃত সাধু অর্থাৎ বৈষ্ণব—যিনি সকলের একমাত্র নিত্য ভজনীয় নামী কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাভিন্ন শব্দরূপে অবতীর্ণ নামের ভজন শিক্ষা দেন। সাধু বা বৈষ্ণব বা গুরু জীবের অধিকার বিচার পূর্ব্বক ক্রমশঃ ভজনের শুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা দিয়া অনর্থের নিবৃত্ত করাইয়া থাকেন। এজন্য কষ্টে ভাবোদয় পর্য্যন্ত জীবের অনর্থ থাকে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ বিষ্ণু তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

দুই একটী কথা

——::(০)::——

সূর্য্য স্বপ্রকাশ বস্তু। হাতে সূর্য্যকে ঢাকা যায় না। তাল দ্বারা নিজদর্শনকে বাধা দেওয়া হয় মাত্র। এমন কি মেঘও সূর্য্যকে ঢাকিতে পারে না। মেঘ কেবল অনুন্নতিসম্পন্ন লোকের চক্ষুকে ঢাকিয়া তাহাকে সূর্য্যদর্শন হইতে বঞ্চিত করে। সত্যসূর্য্য বা আচার্য্য-ভাস্করকেও তদ্রূপ কেহ আবরণ করিতে বা বাধা দিতে পারে না। তিনি স্বমহিমবলে জগতে উদিত হইবেনই হইবেন। আচার্য্য যে সে বস্তু নন—অত্যন্ত বড় জিনিষ - আমাদের ধারণার অতীত জিনিষ। তিনি কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দতনু, নারায়ণেরও অংশী যিনি সেই কৃষ্ণ তাঁহার প্রেমাধীন। তিনি কৃষ্ণের প্রতিনিধি—কৃষ্ণপ্রেরিত বৈকুণ্ঠজন। সেই বৈষ্ণবাচার্য্য বা জগদ্গুরু মানুষ দেবতা বা চৌদ্দভুবনের কোন জীবের বড় করা বড় নহেন—তিনি স্বতঃসিদ্ধ বড়। আমরা গৌড়ীয়ের বাণীতে পাই,—"বৈষ্ণবাচার্য্য জগতের লোকের ভোট লইয়া বড় হন না—তিনি জনমতের গড়া 'বড়' নহেন—তিনি ভগবানের নির্ব্বাচিত 'বড়'। তাঁহার বড়ত্বের মধ্যে অসম্পূর্ণতা নাই। আর একজন বড় আসিয়া সেই বড়কে ম্লান করিয়া দিতে পারে না বা সেই ভগবন্নির্দ্দিষ্ট বড়র সহিত তাঁহাদের সমকক্ষ উপস্থিত হয় না। তিনি ছোট জীবের সৃষ্টি করা বড় নহেন, সর্ব্বাপেক্ষা বড় যিনি—যাঁহার সমান বা যাঁহা হইতে অধিক বড় আর কেহ নাই, সেই বড় তাঁহাকে বড় বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন; আর সেই সর্ব্বোচ্চ বড় পর্য্যন্ত সেই বড়র পূজা করেন। আমরা এমন বড়র—এমন জগদ্গুরুর—এমন মূলাচার্য্যের পূজায় যেন আমাদের মাথা নত করিতে পারি—চিরতরে মাথা বিকাইতে পারি।"

———

মহাজন বা বৈকুণ্ঠ-পুরুষগণ বড় চতুর। তাঁহারা মহাবলবান্। তাঁহাদের কেশাগ্র স্পর্শ করিবার ক্ষমতা বা যোগ্যতা কাহারও নাই। এই অসত্য জগতের—অজ্ঞানান্ধকারময় দিনের লোক সত্যের কোন সন্ধান জানে না। মায়ামুগ্ধ জগৎ চিরকালই সত্যবিমুখ। অন্ধকারে থাকা তাহাদের স্বরূপগত স্বভাব না হইলেও তাহাই আজ অভ্যাসে বা স্বভাবে পরিণত হইয়াছে; এমনি দুর্দ্দৈব! আমরা সত্য গ্রহণ করিব না, কেহ অযাচিতভাবে তাঁহার সন্ধান দিতে আসিলেও আমরা তাহা শ্রবণ করিব না, ইহাই আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। এত আমাদের মায়াভিনিবেশ! আমাদের হরিবিমুখতার সীমা বা শেষ নাই; আর পরমকরুণাময় ভক্তগৌরের করুণার তুলনা নাই। তাই গৌরজন কলে কৌশলে আমাদের দুর্ব্বোধ বা অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য, আমাদের একটু সত্যালোকের আভাস প্রদান করিবার জন্য কতই না যত্ন করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাঁহার সেই আলোক সহ্য করিতে পারিতেছি না। একেত আমাদের অবস্থা দুষ্টক্ষতের পেঁচের মত; তদুপরি আমরা সত্যকথা শুনিয়া বেশীক্ষণ মনে রাখিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ আমাদের নিকট যতই ভাল কথা বলা হউক না কেন, পরক্ষণেই দেখা যায়, আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি, কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই, এমনি আমাদের অস্থিমজ্জাগত মায়াবদ্ধতা। এই দুরারোগ্য রোগ হইতে রক্ষা করিতে একমাত্র শ্রীগুরু নিত্যানন্দই সমর্থ। সুতরাং তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণ আমাদের শরণ্য হউক। আমরা যদি শুদ্ধবৈষ্ণবচরণে নিষ্কপটে আশ্রয় গ্রহণ না করি, তাহা হইলে ভগবান্ যাঁহাকে আমাদের মঙ্গলের জন্য এজগতে পাঠাইয়াছেন, সেই জীবদুঃখদুঃখী মহাপুরুষপ্রবরকে মায়ার চাতুরে পড়িয়া বা মায়ার পরামর্শ শুনিয়া আমরা আমাদের একমাত্র আশ্রয়দাতা, রক্ষাকর্ত্তা, মঙ্গলপ্রদাতা, পালনকর্ত্তা, জগদ্গুরু ও মূলাচার্য্যরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারিব না। পরন্তু শ্রুতিতে বিশ্বাস হারাইয়া মায়ার যুক্তিতে পড়িয়া নিরাশ্রয় হইব, নরকেকে আসল মনে করিয়া বিপথগামী হইব।

———

অনেকে মনে করেন যে, আচার্য্য নূতন কিছু করিতেছেন, নূতন কথা বলিতেছেন, নূতন আইন জারী করিতেছেন, কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। আচার্য্য জগতে কিছু ভাঙ্গিতে বা গড়িয়া তুলিতে আসেন নাই। ভাঙ্গাগড়া—মনের ধর্ম্ম। তিনি মনোধর্ম্মী ত' নহেনই পরন্তু তাঁহার কৃপালাভ হইলে মনোধর্ম্ম হইতে ত্রাণ পাওয়া যায়। আচার্য্য আসেন জগৎকে তাঁহার সহজ স্বভাবে পুনঃ স্থাপন করিতে। আচার্য্য destroyer বা reformer নহেন, তিনি re-establisher. তাঁহার কথা, তাঁহার ভাব ও ভাষা, তাঁহার আচার প্রচার বিকৃত-মানব-প্রাণে সম্পূর্ণ নূতন ও বিস্ময়ময় মনে হইলেও তাহাই বাস্তবসত্য। আচার্য্যের কৃপা হইলেই—তাঁহার সহিত সর্ব্বচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে পারিলেই—তাঁহার অনুগত হইতে পারিলেই তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিব; নতুবা নহে।

———

হরিকথাপেক্ষা বাজে কথাই আমাদের বেশী ভাল লাগে, আচার্য্যোপদেশ অপেক্ষা অনাচারীর কথাই আমাদের রুচিকর হয়। এমনি আমাদের মায়ামোহ! ইহাতেই বুঝা যায়, অসতেই আমাদের স্বাভাবিক প্রীতি। সুতরাং আমরা যদি রক্ষা চাই তাহা হইলে অসতের কোন পরামর্শ না শুনিয়া সতেরই পরামর্শ লইব।

———

যুক্তি বা বিচার জিনিষটা খারাপ নয়। তবে তাহা শ্রুতিবিরোধী হইলে সর্ব্বনাশ। গুরুবৈষ্ণব ভগবানের দয়ার কথা বিচার করিতে হইবে, অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে না। এই বিচার বা যুক্তি শাস্ত্রানুগত হওয়া চাই; নতুবা বিপদ ঘটাইবে। আমাদের সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, আমরা শাসক নহি, শিষ্য। শাস্ত্র বা গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ আমার মনগড়া বিচারের বা মাপিয়া লইবার বস্তু নহেন। তবে তাঁহাদের অনুগত থাকিয়া তদনুকূলে তাঁহাদের বাণী বা কথা উপলব্ধি করিবার জন্য কৃপাপ্রার্থনামুখে যত্ন করিতে পারি মাত্র। কিন্তু এই আনুগত্য বাদ দিয়া স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনবিচার আসিয়া গেলে ব্যভিচার বা বিপথগমন অবশ্যম্ভাবী। তখনই প্রকৃত বস্তু বা প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের প্রতি অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও সন্দেহ আসিয়া জীবকে গ্রাস করে। মায়া যে এইরূপ কতভাবে আমাদিগকে বঞ্চনা করিতেছে তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। মায়ার এই ছলনা বা বঞ্চনা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে শুদ্ধবৈষ্ণব-চরণে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইবার জন্য ভগবানের শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষা করা ছাড়া আমাদের মঙ্গললাভের আর কোন উপায় নাই।

———

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

——::০::——

(২)

ভগবান্ নিত্যসুখবোধতনু। 'সুখ'—আনন্দ, 'বোধ'—জ্ঞান। সচ্চিদানন্দবিগ্রহের কৃপায় সমস্ত বস্তুতে সচ্চিদানন্দানুভূতি হওয়াতে বিশ্ব সুখময় মনে হয়, বিশ্বে গোলোক ভাস। সেখানে বিশ্ব-দর্শন নাই, বিশ্বগুরুর কর্ত্তৃত্ব সর্ব্বত্র দেখছে। বিশ্বগুরুর সেবক-অভিমানে সকলকে বিশ্বগুরুর সেবক ব'লে দর্শন হ'চ্ছে। গৌরকারুণ্য-কটাক্ষ লাভ হ'লে এইরূপই জানছি। বৈষ্ণবের পদধূলি হ'বার জন্য অদম্য পিপাসা জাগে। বৈষ্ণবপাদপদ্মধূলির এত বড় মহিমা! জানি না এরূপ ইচ্ছা কবে হ'বে। শ্রীচৈতন্যের দয়া হ'লেই মঙ্গল হ'বে—বৈষ্ণব-পদধূলিতে আদর হ'বে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব'লেছেন—

'কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে।"

অকিঞ্চন না হ'লে সঙ্গে যাওয়া যায় না এবং তাঁ'রাও সঙ্গে নেন না।

অকিঞ্চন হওয়া মানে দীন, কাঙ্গাল, অমানি মানদ হওয়া। অকিঞ্চনের জড় দম্ভ নাই, অহঙ্কার নাই, কিন্তু শুদ্ধ অহঙ্কার আছে। 'আমি—তোমার' ইহাই শুদ্ধ অহঙ্কার।

গুরুদেব!

আমি ত' তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া　　সংসার ভজিনু
ভুলিয়া আপন ধন।

গুরুদেব!

এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া　　ছাড় নিজজনে
না কর করুণা লব॥

গুরুদেব!

তুমি ত সকলি জান।
আপনার জনে　　দণ্ডিয়া এখন
শ্রীচরণে দেহ' স্থান॥

'তোমার জন', 'আপনার জন' ও 'নিজজন' ডিন্ধার ব'লেছেন। ইহাই সম্বন্ধজ্ঞানের কথা। চেতনের অভিমানে বা সেবকাভিমানেই "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,' কি কাজ অপর ধনে"—এই বিচার প্রবল হয়। যেখানে এইরূপ অকিঞ্চনতা, দীনতা, সেখানেই দয়া। 'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্'। সেখানে দম্ভ নাই, সেখানে জড়দর্প থাকে না; সেখানে আছে কেবল সম্বন্ধযুক্ত জ্ঞান—কার্ষ্ণ্য-কিঙ্করত্বের অনুভূতি। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকে ব'লেছেন—

"অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয়॥"

'স্থিত' অর্থে সংলগ্ন। অসংলগ্ন থাক্‌লে হ'বে না। শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম সংলগ্ন ধূলি হ'তে হ'বে। ইহাই আমাদের স্বরূপ। আত্মনিবেদন না ক'র্‌লে শরণাগত বা অকিঞ্চন না হ'লে শ্রীধাম-পরিক্রমার অধিকার হ'বে না। পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই শিক্ষা ক'রেছেন—

"রাধাকৃষ্ণ বল, সঙ্গে চল,
এইমাত্র ভিক্ষা চাই"॥

মনোধর্ম্মে মগ্ন হ'য়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। অকিঞ্চন হ'য়ে বৈষ্ণবের সঙ্গে যেতে হ'বে—দক্ষিণা দিতে হ'বে। দক্ষিণা হ'চ্ছে আত্মনিবেদন। যে আত্মনিবেদন করে না, কায়মনোবাক্য এ তিনটীকে দক্ষিণা দেয় না, তা'র গুরু-বৈষ্ণবপার্ষদের সঙ্গে যা'বার অধিকার হয় না, বৈষ্ণবগণ তা'কে সঙ্গে যাবার অধিকার দেন না। সুতরাং আত্মনিবেদন হ'য়েছে কি না—শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদস্পর্শ ক'রে বুকে হাত দিয়ে বলা যায়। নোঙর যদি পোঁতাই থাকে, তবে নৌকা চালিয়ে কি হ'বে? অকিঞ্চনতার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অহঙ্কার যদি বজায় থাকে, তবে পরিক্রমা হ'বে কি? তাতে গ্রাম দেখা হ'বে, মাটি দেখা হ'বে, শ্রীধাম-দর্শন হ'বে না। তা'র ফল আবার সংসার—আবার গ্রামে যাওয়া। যে অমৃতের আস্বাদন একবার পায়, সে বিষ্ঠাগর্ত্তে যেতে চায় কি? কিন্তু শ্রীধামপরিক্রমা ক'রেও যদি আবার তোদের সংসারে ফিরে যেতে হয়, তবে ইহা কপটতা, না সরলতা?

গৌরধাম—মহাবদান্য, তা'র দয়ার তুলনা নাই। মথুরা হ'তেও তাঁর দয়া বেশী। ঔদার্য্য-মাঝে মাধুর্য্য প্রকাশ হ'বে, গৌরধামের কৃপায় ব্রজধামে প্রবেশ হ'বে। কৃষ্ণের চেয়েও গৌরের দয়া বেশী। গৌরধামকে আমি কি দক্ষিণা দিয়েছি—আত্মনিবেদন ক'র্‌তে এসেছি, না মাটি দেখ্‌তে এসেছি? মাটি—অচেতন, ধামটিমা—চেতন। অকিঞ্চন দীনহীন কাঙ্গাল হ'য়েছি কি? যদি হই তবে ধাম স্বরূপ দেখা'বেন। এই ধাম মাটিকে স্পর্শ ক'রে আছেন ব'লে মাটি ন'ন। এখানকার প্রত্যেক অণুপরমাণু দয়া ক'রবার জন্য প্রস্তুত।

পরিক্রমা হ'বে কুঞ্জনাথ। জগদ্‌গুরু শ্রীগুরুস্বামী ব'লেছেন—আগে আত্মনিবেদন, তা'র পরে ভজনের অনুষ্ঠান ক'র্‌তে হ'বে। জগদ্‌গুরু এই যে বিধি, তাঁ'র সেই আদেশ কি আমরা পালন ক'র্‌ছি? নর বা নারী যেকোন সকলেই বুকে হাত দিয়ে বলুন—এরূপ করা হ'য়েছে কি না? ধাম ও ধামবাসীর চরণে শরণাগত হ'লেই ধাম স্বরূপ-প্রকাশ ক'র্‌বেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

ধামবাসী জনে প্রণতি করিয়া
মাগিব তাঁদের কৃপায় লেশ।
বৈষ্ণবচরণরেণু গায় মাখি
ধরি অবধূত বেশ॥
গৌরব্রজজনে ভেদ না দেখিব
হইব বরজবাসী।
ধামের স্বরূপ স্ফুরিবে নয়নে
হইব রাধার দাসী॥

অকিঞ্চন না হ'লে দর্শন—অনুসরণ, অনুগমন, অনুধাবন হ'বে না। অকিঞ্চন না হ'লে সঙ্গে নেবেন না। শরণাগত হ'লে সব আপনা থেকে স্ফূর্ত্তি পাবে। জগদ্‌গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করি কেন? আপনাদের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন অকিঞ্চন হ'তে পারি। আপনারা অকিঞ্চন হ'য়ে আমাকে অকিঞ্চনতা শিক্ষা দেন, আচরণ ক'রে।

গুরুদেবের নাম—বৈষ্ণবঠাকুর। গুরুদেব 'বৈষ্ণব' রূপ ধ'রে বহুরূপে আমাকে কৃপা ক'র্‌তে এসেছেন। আমি যা'তে আমার স্বাভাবিক ধর্ম্ম অকিঞ্চনতা বা দীনতা লাভ ক'র্‌তে পারি, আপনারা আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। অকিঞ্চন না হ'লে ধামের স্বরূপ কেহ জান্‌তে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত ব'লেছেন—

জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥

অকিঞ্চন তোমাকে দেখ্‌তে পায়, ভক্ত চিদিন্দ্রিয়ে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষে ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পায়। অকিঞ্চনই ভক্ত। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিলোচন-প্রাপ্ত তিনি। ভগবান্‌কে দেখ্‌বার ভক্তিচক্ষু যাঁ'র আছে, তিনিই অকিঞ্চন, তিনিই ভক্ত। ভগবান্ সর্ব্বরূপে তাঁ'র জিহ্বায়ই নৃত্য করেন। অকিঞ্চন সেবোন্মুখ, তাঁ'র ইন্দ্রিয়—চিদিন্দ্রিয়, সেই চিদিন্দ্রিয়েই ভগবানের প্রকাশ হয়। আপনারা সকলে আশীর্ব্বাদ করুন—'তোমার দীনতা বাড়ুক, কৃষ্ণে তোমার মতি হউক।'

"সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরাময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥"

"ওরে দীনজন শুন এক কথা
উন্মত্ত হ'বে কিসে।
তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত দীনহীন জনে
করিলেন ভব পার॥"

দীন অকিঞ্চন হ'লে আত্মনিবেদনের সহিত আত্মনিবেদন হ'বে। আদের ঘরে চুরি না ক'রে আমার যা'তে অকিঞ্চনতা আসে, আপনারা এরূপ করুন। স্ত্রী বা পুরুষ যিনি যে কেহ অকিঞ্চন হ'য়ে গুরুপাদের চৌভবের রূপ ধ'রে আমাকে পরিক্রমা করান। অন্ততঃ একজন নিষ্কপটভাবে আত্মনিবেদন ক'রে আমাকে আত্মনিবেদনের সুযোগ দিন্ তবে আমার শতধাম্ন্য শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমার যোগ্যতা হ'বে।

আপনারা সকলে আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন। কিন্তু এই আশা কি আমার হ'বে? ভক্ত বৈষ্ণবকে ছলনা বা বঞ্চনা না ক'রে অন্তরে বাহিরে এক হ'য়ে পূর্ণ আত্মনিবেদন ক'রে আমাকে আপনাদের পশ্চাৎ আকর্ষণ করুন। তবেই বুঝিব কৃপা, তবেই বুঝিব করুণা। আপনারা যদি দয়া না করেন, তবে আমাকে বঞ্চনা করা হ'বে। আমি যেন বঞ্চিত না হই এবং কাহাকেও বঞ্চনা না করি, অকিঞ্চন হ'য়ে যেন পরিক্রমা ক'র্‌তে পারি, আপনাদের নিকট আজ আমার এই প্রার্থনা।

এ দাসের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের উপদেশ

১। এই সংসারে যিনি ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়াছেন, তিনিই সুকৃতী, তৎকৃতকই মূল অলঙ্কৃত হইয়া থাকে এবং তিনিই নিখিল প্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ।

২। কলিযুগে যে মনুষ্যগণ প্রতিদিন কলিমলধ্বংসী সর্ব্বপাপবিনাশক শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও শ্রীহরির ন্যায় বন্দনীয় হইয়া থাকেন।

৩। নিখিল প্রাণিগণের নাথ এবং দেবদেব সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করাই জন্মগ্রহণের ফল।

৪। জীব শুদ্ধদেব ব্রহ্মা বলেন, জীবের পাপহরণ করিতে শ্রীহরির নামের (উচ্চারণে) যে পরিমাণ শক্তি আছে, পাতকী লোক সেই পরিমাণ পাপ করিতেও পারে না।

৫। যাঁহার হৃদয়ে শ্রীহরির রূপ, মুখে শ্রীহরিনাম, উদরে হরির নৈবেদ্য, মস্তকে হরির পাদোদক এবং নির্ম্মাল্য বর্ত্তমান, তিনি বিষ্ণু হইতে অভিন্ন।

৬। যাঁহার জিহ্বাগ্রে 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় বর্ত্তমান, তাঁহার কুরুক্ষেত্র, কাশী অথবা পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটনের কি প্রয়োজন?

৭। সেই জিহ্বাই জিহ্বা যে জিহ্বা হরির স্তব করে, সেই চিত্তই চিত্ত যে চিত্ত হরিতে সমর্পিত হইয়াছে, সেই মস্তকই কেবল শ্লাঘ্য—যে মস্তক বিষ্ণুপূজায় রত হইয়াছে।

৮। শ্রীহরিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দেবতার উপাসনা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্ম আচরণ তুল্য। যে পর্য্যন্ত শরীরে স্বাস্থ্য এবং ইন্দ্রিয় সকলে পটুতা বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া জীবন সার্থক কর।

৯। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ কুক্কুরমাংসবিমিশ্রিত পায়সমিশ্রিত পঞ্চগব্যের ন্যায় দশমীবিদ্ধা উভয় পক্ষের একাদশী পরিত্যাগ করিবেন।

১০। ব্রহ্মহত্যা, গোমাংস ভক্ষণ, সুরাপান প্রভৃতি কার্য্য হইতেও একাদশী তিথিতে অন্নভোজন নিন্দনীয়।

১১। যাঁহার ললাটে মঙ্গল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়, তিনি চণ্ডালকুলে আবির্ভূত হইলেও শুদ্ধাত্মা। তিনিই একমাত্র পূজ্য, এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

১২। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তগণের অনিষ্ট আচরণ কখনই করিবে না। উভয় বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তন্মধ্যস্থিত উত্তম ব্যক্তির নির্দ্দেশই অনুসরণ করিবে।

১৩। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুভক্তের প্রিয় কার্য্যসমূহ অনুষ্ঠান করিবে। ধর্ম্মও যদি বৈষ্ণবগণের প্রীতিকর না হয়, তাহা হইলে তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও আচরণ করিবে না।

১৪। নীচকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও হরিভক্ত হইলে পূজনীয় হন। হরিভক্ত না হইলে উচ্চবর্ণ (ব্রাহ্মণও) পূজনীয় হন না।

১৫। ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্ত্তমান। হারিদ্রুমত গৌতম এইরূপ বৃত্তবিচার দ্বারাই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্যসংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible]

কলিকাতার [illegible]

[illegible] পাঠ, [illegible]

[illegible] এবং

[illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র

ও [illegible] পত্র

প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গোস্বামী [illegible] শ্রীশ্রী গৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গোচপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধ্যাহ্ন [illegible])

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৮) [illegible] আশ্রম

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible]পুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible], গয়া

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] (উঃ পিঃ)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠ[illegible]

[illegible], বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, [illegible], (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]

[illegible] বোম্বে ৭

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

শ্রী[illegible] সেবা

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—[illegible]

(৫৫) [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (খুলনা)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

[illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

২০৪ [illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		[illegible] পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	[illegible]	।০
" " ইঞ্চি ৩৲		২৷০	২,
" সিকিকলম ৫৲	৪,		৩৲
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১৪৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৮৲	২০৲
" এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যার [illegible] স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে [illegible] বিভাগ আছে। [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] শ্রীল [illegible] সম্পাদিত [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত [illegible] হইয়াছে। [illegible] আচার্য্যদেবের [illegible] প্রাপ্তিস্থান—শ্রী [illegible] পোঃ [illegible]পুর, জেঃ নদীয়া; [illegible] পোঃ [illegible] ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূনমালা

এই গ্রন্থ [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "গৌরব" [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে [illegible] হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা [illegible] আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—শ্রী [illegible] ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] ছাত্রদের [illegible] ব্যবস্থা [illegible] মাসিক মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছে। [illegible] ১৪ জন [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের [illegible] সুবিধা

পরীক্ষায় [illegible] পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] বিনা ব্যয়ে আহার ও [illegible] দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রী [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য-শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় [illegible]: এই [illegible] শ্রীমধ্বাচার্য্যের [illegible] আলোচিত হইয়াছে। [illegible] গ্রন্থ [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] ও চরিত্র [illegible] হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ৯৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] ভাগবত, [illegible] পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি [illegible] গোস্বামী-প্রভুপাদ [illegible] বিভাগ [illegible] করিয়াছেন, [illegible] প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] প্রভুপাদের [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ম'এমএকে প্রণীত সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং মহোদয়ের গৌরসুন্দরের এবং পবিত্র বেদান্তের অমৃতময় আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র সহ বর্ণিত। এই বিরাট, অভিনব ও আকৃতির গ্রন্থ বাস্তবিক এক বিশেষ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাচ্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ড তত্ত্ব অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা ২৫. পঁচিশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:o:———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্‌ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ ও লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১৭৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান- ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:o:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলাতে অবস্থিত। এখান হইতে গ্রন্থরাজ্যাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫ ৩৬	৬ ০৬	৭ ২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫০	২২ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৯	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৪ ২০	১৭-২৬	১৯ ১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১৯		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১ ১০		১৮-১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩১ (লাইট্‌ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩.	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১৫	১৬-৩৬	১৯-১১
ছাঃ	,২৬ ৭-১৮		১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭ ৩১	
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬ ৯ ২১	১৪ ১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১ ২১-৪১	২০-২৫

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

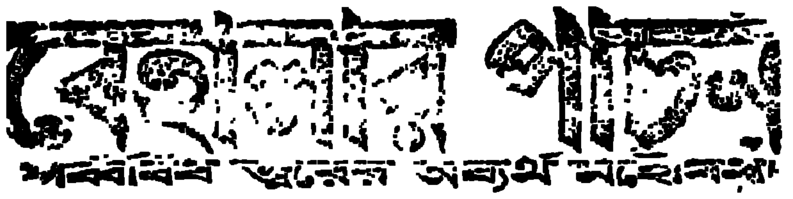

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। নিতান্ত প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ফোন— কৃষ্ণনগর
টেলিগ্রাম— শ্রীপাট
শ্রীমায়াপুর

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASI

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া-জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর—১৭ই চৈত্র, ১৩৩৫, ৩১শে মার্চ, ১৯২৯ শুক্রবার | ২৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

পাটনায় শ্রমিক ধর্মঘট

পাটনা সহর রেল ষ্টেশন হইতে সহরের মফস্বল দীঘার জেটিতে যে সব শ্রমিক কয়লা বহন করে তাহাদের ৩৫০ জন গত শুক্রবার হইতে ধর্মঘট করিয়াছে। খুঁটিতে তাহারা কয়লা বহনের মজুরীর বর্ত্তমান দর হার সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার দাবী তাহাদের ধর্মঘটের কারণ।

ধর্মঘট সম্বন্ধে আলোচনার জন্য গত মাসে পাটনা জেলা মজুর ইউনিয়নের এক জরুরী সভা আহুত হইয়াছিল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের অভিযোগ শুনিয়া উভয় পক্ষে আপোষ-মীমাংসা করিবার জন্য ইউনিয়নের সভাপতি সভার [illegible] আচার্যীকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

লক্ষ্ণৌতে প্লেগের প্রকোপ বৃদ্ধি

গত ১৬ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে লক্ষ্ণৌতে ২১৫ জন প্লেগে আক্রান্ত হয় এবং তন্মধ্যে ১০১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্বের সপ্তাহে ২৪৮ জন আক্রান্ত হইয়াছিল এবং ১২৮ জনের মৃত্যু হইয়াছিল।

সংক্রামিত অঞ্চলের বাড়ী গুলিতে ইঁদুর মারিবার এবং রোগের জীবাণু ধ্বংসের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সপ্তাহে ১৩,১৮১, জনকে টিকা দেওয়া হইয়াছে যেখানে প্লেগের প্রকোপ খুব বেশী, সেইসব অঞ্চলের জন্য অতিরিক্ত ডাক্তারের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ভারতীয়দের বিমানবিদ্যা শিক্ষা

বিলাতে ভারতীয়দের বিমান শিক্ষার জন্য ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজ ছয়টি এবং স্যার দোরাবজী একটি বৃত্তি দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। মেসার্স কিষ্ট এন ইসমাইল, এস মণ্ডল এবং ডি কে মজুমদার এই বৃত্তি পাইয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন।

প্রায় ছয় বৎসর কাল তাঁহারা শিক্ষা লাভ করিবেন। শিক্ষার সমুদয় ব্যয় বৃত্তির অর্থ হইতেই নির্ব্বাহিত হইবে। অধিকন্তু শিক্ষার্থীরা আহার ও বাসস্থান বাবদ বার্ষিক ২৫০ পাউণ্ড হারে ভাতা পাইবেন।

কলিকাতায় মোটর দুর্ঘটনা

ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ও সেন্ট্রাল এভিনিউর মোড়ের নিকটে (সেন্ট্রাল এভিনিউতে) এক মোটর-দুর্ঘটনার ফলে ছয়জন লোক আহত হয়; তন্মধ্যে দুইজন স্ত্রীলোক ও একটি বালকও আছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, একটি প্রাইভেট মোটর গাড়ী সেন্ট্রাল এভিনিউএ উত্তর দিক দিয়া যাইবার সময় রাস্তায় এক ব্যক্তিকে (তিনি একজন ডাক্তার—তাঁহার নাম কে কে মিত্র) ধাক্কা দেয়, একটি চলন্ত রিক্সার উপর যাইয়া পড়ে এবং সর্বশেষে একটি সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয়। রিক্সাটিতে দুইজন মহিলা ও একটি বালক ছিল। তাঁহাদের নাম, উমাঙ্গিনী দাস (বয়স ১৭), কৃষ্ণভামিনী দাসী (বয়স ৫০) ও গোপালচন্দ্র দাস (বয়স ৭)। তাঁহারা শোভাবাজার ষ্ট্রীটে থাকেন। আহতদের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। রিক্সা ও সাইকেলটি চুরমার হইয়া গিয়াছে; মোটরটির বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। একটির পায়ের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর। পুলিশ মোটরের চালককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কুঠারের আঘাতের ফলে বালকের মৃত্যু

বারাসত জজ মিঃ টি, এ, জেমস্, আই সি, এস, জুরীদের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বসিরহাট থানার এলাকাধীন হাকিমপুর গ্রামের দৈবা বেপারীকে (৬৯) তাহার ভাগিনের কৈলাসের ১২ বৎসর বয়স্ক পুত্র কানাইকে খুন করিবার অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, জমি লইয়া দৈবার সহিত উভয়ের সহিত দৈবার মনোমালিন্য ছিল। দৈবার ভাগিনের কৈলাস উভয়ের পক্ষ সমর্থন করিত। সেই আক্রোশে গত ১লা ডিসেম্বর উভয় ও কৈলাস অপর কয়েক ব্যক্তিসহ দৈবার জমীর ধান কাটিতে আরম্ভ করে। আসামী দৈবা কৈলাসের বাড়ীর নিকটে কৈলাসের ১২ বৎসর বয়স্ক পুত্র কানাই স্কুল যাইতে থাকিলে তাহাকে ধরিয়া কুঠার দ্বারা তাহার মস্তকে গুরুতর আঘাত করে। উহার ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বালকটীর মৃত্যু হয়। তদন্তে বসিরহাট থানার দারোগা আসামীকে বিচারার্থ চালান দেয়।

সিংহজানী ষ্টেশনের নিকট ট্রেন লাইনচ্যুত

বাহাদুরাবাদ হইতে নারায়ণগঞ্জগামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা সিংহজানী ষ্টেশন ছাড়িয়া কয়েক মাইল যাইবার পর লাইনচ্যুত হয়। ড্রাইভার যথাসময়ে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া গাড়ী থামাইতে সমর্থ হওয়ায় ট্রেনখানি বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। মাত্র দুইটি বগীগাড়ী লাইনচ্যুত হওয়ার পরই ব্রেক কষিয়া গাড়ী থামান হয়। প্রকাশ যে, একজন মাত্র যাত্রীর আঘাত কিছু গুরুতর, তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, ঘটনার পূর্ব্বে ঐ লাইনে অন্য একটি ট্রেন যাওয়াকালীন উহার সর্বশেষ গাড়ীর 'কাপলিং' খুলিয়া লাইনে পড়ে এবং উহা পরবর্ত্তী ট্রেনের একটি গাড়ীর চাকায় আটকাইয়া যাওয়াতেই গাড়ীগুলি লাইনচ্যুত হয়।

সরকারী রেলওয়ের আয়

১৯২৯ সালের ১০ই মার্চ পর্য্যন্ত দশদিনে সরকারী রেলওয়েসমূহে আনুমানিক মোট ২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের সমসাময়িক মোট আয় অপেক্ষা ১৩ আর ৪৭ লক্ষ টাকা কম এবং ১৯২৬-২৭ সালের তুলনায় ৬৩ লক্ষ টাকা কম। ১৯২৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২৯ সালের ১০ই মার্চ পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়েসমূহে মোট ৮৮ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের তুলনায় এই আয় ৫২ লক্ষ টাকা কম।

ডাকাতির অপরাধে দুই ব্যক্তি দণ্ডিত

চুঁচুড়ার সরকারী জেলা জজ ডাকাতির অপরাধে বিনোদ রায় ও গোপাল মণ্ডলকে তিন বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। উপেন বাগদী ও রক্ষী নামক দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

বাঁশবাড়িয়ার নিকট বেলুড়িয়া নিবাসী যোগেশের গৃহে ঐ ডাকাতি হইয়াছিল।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—[illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ [illegible] ইংরাজী পাক্ষিক। [illegible] কলিকাতা [illegible] হইতে প্রকাশিত। সডাক [illegible] টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] সডাক [illegible] টাকা মাত্র।

৩। [illegible] সাময়িক মাসিক পত্র। [illegible] প্রকাশিত। [illegible] সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত উৎকল [illegible] প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌরাঙ্গ—[illegible] বিদ্যার্ণব [illegible] প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] মাত্র।

পরমহংস শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয় [illegible], শ্রীগৌড়ীয় [illegible] ও '[illegible] শ্রীগৌরকিশোর' [illegible] প্রকাশিত [illegible]। [illegible] গৌড়ীয়বৈষ্ণব [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] শ্রীপাদ [illegible] [illegible] যায়।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-প্রদর্শনী

উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। শ্রীভক্তিবিনোদ [illegible]

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] সমালোচনা গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৮০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাদি [illegible] উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

শ্রীপাদ [illegible] গোস্বামী [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৫/০ [illegible] আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৮০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৬০ [illegible] আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩) [illegible] এম-এ, বি-এল্, [illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

১। শ্রীমদ্ভাগবত, [illegible] ৫০

[illegible] ১৬৲

[illegible] ৯

২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ([illegible])

৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৪। [illegible] ([illegible])

[illegible]

৮। [illegible]

৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল

৮। [illegible]

৯। [illegible]

১০। [illegible]

১১। [illegible]

১২। [illegible] ১৲

১৩। [illegible]

১৪। [illegible] (দ্বিতীয় [illegible]) ১০

১৫। [illegible] ।০

১৬। [illegible] ৬০

১৭। [illegible] ।০

১৮। [illegible] ।০

১৯। [illegible] ।০

২০। [illegible] ।৶০

২১। [illegible]

২২। [illegible]

২৩। [illegible] ১

২৪। গীতা ([illegible] টীকা-সহ) ১৲

২৫। গীতা ([illegible]) ১৲

২৬। [illegible] ।০

২৭। [illegible]

২৮। [illegible] ।০

২৯। [illegible] ([illegible])

৩০। [illegible]

৩১। [illegible] ৶০

৩২। [illegible] ।০

৩৩। [illegible] ৫০

৩৪। [illegible]

৩৫। [illegible]

৩৬। [illegible]

৩৭। [illegible] ৶০

৩৮। [illegible] ।০

৩৯। [illegible] ।০

৪০। [illegible] ৵০

৪১। [illegible] ৵০

৪২। [illegible] ৬০

৪৩। [illegible] ৵০

৪৪। [illegible]

৪৫। [illegible]

৪৬। [illegible]

৪৭। [illegible]

৫০। [illegible]

৫১। [illegible]

৫৩। [illegible]

৫৪। [illegible]

৫৬। [illegible]

৫৭। [illegible]

৫৮। [illegible]

৫৯। [illegible]

৬০। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible]

৬২। [illegible]

৬৪। [illegible]

৬৫। [illegible]

৬৬। [illegible]

৬৭। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible]

৬৯। [illegible]

৭০। [illegible]

৭১। [illegible]

৭২। [illegible] ।০

৭৩। [illegible]

৭৪। [illegible]

৭৫। [illegible]

৭৬। [illegible]

৭৭। [illegible]

৭৯। [illegible] ১৫

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৪। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ২৬ বিষ্ণু ৪৫০ গৌরাব্দ, ১৭ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৩১শে মার্চ ইং ১৯৩৪, শুক্রবার | ২৭শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহানন্দ দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ কয়েকদিন নদীয়া জেলার চুয়াডাঙ্গা সাবডিভিসনে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের চেষ্টায় আন্দুলী মন্দির-প্রাঙ্গণে দিবস-চতুষ্টয় বিরাট সভার আয়োজন হয়। প্রথম দিবস "সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম", দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসের "শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দানের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। ৪র্থ দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সভার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তন-দাসাধিকারীজীর মূলগায়কত্বে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। প্রত্যহ সভায় প্রায় তিন শতাধিক পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিতর মাত্র কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রায় সাহেব শ্রীযুত মন্মথকৃষ্ণ রায় উকিল, শ্রীযুত উমেশচন্দ্র চৌধুরী উকিল, শ্রীযুত দ্বিজলাল আচার্য্য উকিল, শ্রীযুত মন্মথনাথ ওই হেড মাষ্টার, শ্রীযুত বিনোদবিহারী পাল মোক্তার, শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ আচার্য্য উকিল, শ্রীযুত প্রমথনাথ নাথ মার্চেন্ট, শ্রীযুত মনোজকুমার নিয়োগী মুন্সেফ, শ্রীযুত ইন্দুভূষণ চৌধুরী উকিল, শ্রীযুত শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় উকিল, শ্রীযুত ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় উকিল, শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ উকিল।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—

আর কবে নিতাই চাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর।

আত্মনিবেদনের মূল আমার কৃপা পা'বার অভিলাষ। শরণাগতি ও কৃপা যুগপৎ হয়। অকপটভাবে নির্ব্যলীক হ'য়ে কৃপা চাওয়া, ফাঁকি না দিয়ে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে কৃপা চাওয়া জীবের স্বরূপগত নির্ম্মল অহঙ্কার বা অভিমান। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের কৃপা-বাঞ্ছাই সেই জিনিষ। শরণাগত হ'য়ে কৃপা চাওয়া। কৃপা কি ক'রে চাইতে হয় নদীয়াপ্রকাশ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কল্যাণ-কল্পতরু, শরণাগতি, গীতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষার মধ্যে প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত কেবল কৃপা—কৃপা—কৃপা—কৃপা ছাড়া উপায় নাই। প্রসাদ—কৃপা—করুণাই প্রয়োজন। আত্মনিবেদন করলে ক্রমশঃ সীমন্তদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপে বাস হ'বে। তাঁ'র শিক্ষা বা গানের প্রত্যেক পংক্তিতে, প্রত্যেক ছত্রে আগাগোড়া সব কেবল বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট কৃপাভিক্ষা। তিনি ব'লেছেন—

"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া॥"

এই কৃপা যদি না হয়, তা' হ'লে দয়ার বিপরীত চিত্তবৃত্তি বড় আসবে। কিন্তু শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু দম্ভের উপর মুদ্গরাঘাত ক'রেছেন। 'শঠা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমতিতুলাম্বরে।' দয়া চাওয়ার বিপরীত বৃত্তি হচ্ছে দম্ভকে বজায় রাখা। এটা জড়াভিমান। 'সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হউ দূর।' আমাদের জড়াভিমান দূর হউক।

আজ আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র পরিক্রমা ক'রে শরণাগত হ'য়ে আমরা কাল শ্রবণাখ্য দ্বীপ পরিক্রমা কর্‌বো।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

প্রথমে দীক্ষা। বৈষ্ণবের কাছে বা সাধুর কাছে গিয়ে আগে গুরুপাদাশ্রয়। এই আশ্রয়ের নাম দীক্ষা। তখনই আত্মসমর্পণ। আশ্রয় গ্রহণ সর্ব্বাগ্রে। ইহাই ভক্তবতার সদাচার। ইহারই নাম আত্মসমর্পণ ক'রে খাপে খাপে মিলে যাওয়া। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের ইচ্ছার সহিত নিজ ইচ্ছা মিশান, বিজাতীয় ভাব না রেখে dove-tailed হওয়া, Parallel না থাকা। অন্যজাতের ইন্দ্রিয়চালনার সঙ্গে নিজস্ব বা ইচ্ছা মিশান ও দ্বৈতধারণা বা স্বতন্ত্র চিত্তবৃত্তি না রাখা। ভক্তিবাদের প্রথমেই নবদ্বীপধামের আশ্রয়। গৌর ও গৌরধামের প্রথম দক্ষিণা—দম্ভ পরিত্যাগ ক'রে পৃথক্ স্বতন্ত্রতা ত্যাগ ক'রে ভগবান গৌরসুন্দরের ইচ্ছার সঙ্গে, নিত্যানন্দ ও নিত্যানন্দ-বৈষ্ণব গৌড়ীয়গণের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মিশান, ইহার নাম আত্মনিবেদন—শরণাগতি। পরিক্রমা ক'রে আমাদের যদি এইরূপ চিত্তবৃত্তি বা ইচ্ছা হয় তবেই সার্থকতা। আমি যাতে গুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছার সঙ্গে মিশাতে পারি—সেই প্রার্থনা। আমার প্রতি যদি আপনাদের দয়া বা সহানুভূতি থাকে, আপনারা যদি গুরুগৌরাঙ্গের সহানুভূতি পে'তে চান তবে ইহা করতে হ'বে। তা'হ'লে শ্রবণযোগ্যতা হ'বে। সেই শ্রবণকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র পাথেয়। এ জগতে সাধক মালী শ্রবণ কীর্ত্তন জল সেচন ক'রে চিদ্বিলাস আশ্রয় করে। জড়বিলাস পরিত্যাগ ক'রে জড়-নির্ব্বিশেষ বা চিদাকাশকে অতিক্রম ক'রে পরাকাশে চিদ্বিলাসের সন্ধান পেয়ে প্রথমেই নিত্য সুখবোধস্থলকে আশ্রয় করে। শ্রবণকীর্ত্তন জলসেচন করার পূর্ব্বে আত্মসমর্পণ।

শ্রদ্ধাই ভক্তিবীজ। এই শ্রদ্ধা বা অনুগ্রহ যুগপৎ লাভ হয়। ভক্তির প্রতি—শাস্ত্রের প্রতি যে বিশ্বাস—সংক্ষিপ্ত হ'য়েছে যে গুরুবৈষ্ণবরূপে, তাঁ'দের প্রতি যে বিশ্বাস তার নাম শ্রদ্ধা। গুরুকৃষ্ণ বা সাধু বেদমূর্ত্তি। তাঁ'র প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহাতে আত্মনিবেদন যুগপৎ হওয়া চাই। আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা ক'রে শ্রদ্ধা ও ভক্তির মূর্ত্তি সাধুগুরুবৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে অতৈতিক পথ বা শ্রৌতপথ অবলম্বন ক'রে বেদমূর্ত্ত হ'য়ে যা'তে মহাজনের পথ অনুসরণ কর্‌তে পারি আজ আপনাদের চরণে আমি সেই নিবেদন জানাচ্ছি।

আমারে করিয়া দয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"সুতরাং প্রকৃত সাধু অর্থাৎ বৈষ্ণব যিনি সকলের একমাত্র নিত্যমঙ্গলার্থী কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত শব্দরূপে অবতীর্ণ নামের ভজন শিক্ষা দেন। সাধু বা বৈষ্ণব বা গুরু জীবের অধিকার বিচার পূর্ব্বক ক্রমশঃ ভজনের শুদ্ধপ্রণালী শিক্ষা দিয়া অনর্থের নিবৃত্তি করাইয়া থাকেন। একটু হইতে ভাবোদয় পর্য্যন্ত জীবের অনর্থ থাকে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ বিষ্ণু তিথি পঞ্চদশনাথী গৌরাব্দ ৪৪৩

যৎকিঞ্চিৎ

গুরুবৈষ্ণবগণ অমানী ও মানদ। তাঁহারা অতি নম্রতা ও দৈন্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বয়ং মানশূন্য হইয়া সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করেন এবং আপনজনগণকেও তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিতে বলেন। হরিবিমুখ জগৎ তাঁহাদের সত্যকথা এতটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া সেই পরোপকারব্রত মহাভাগবতগণের প্রতিও ঈর্ষান্বিত হইয়া নানা দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার করিতে দ্বিধাবোধ করে না। সেই মৎসর জনগণ সাধুগণের গুণ অনেক গুণ দেখিতে না পাইয়া নিজের বক্তব্যেও দোষ দর্শন করিয়া থাকে। মন্দির বাদিরের কোথাও ছিদ্রের অবকাশ না থাকিলেও পিপীলিকা যেরূপ তাহার অতি অল্প ক্ষেত্রেও ছিদ্রানুসন্ধান করিয়া থাকে, মৎসরজনেরও বৃত্তি তদ্রূপই। তাহারা মৎসরতা হেতু হতবুদ্ধি হইয়া বিমল বস্তুতে কেবল দোষই দেখে। সাধুগণের গুণকীর্ত্তন ও শ্রেষ্ঠত্ব শ্রবণ ও দর্শনের যোগ্যতা তাহাদের নাই। এমন কি, সজ্জনগণ ঐ সকল পরশ্রীকাতর মহাবদান্য সাধুগণের যশোগান কীর্ত্তন করিলেও উহা তাহাদের নিকট পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হয়। বহির্ম্মুখজনগণ চিরকালই ভগবদ্ভক্তগণকে তাহাদের আনন্দের বস্তু বলিয়া মনে করে। কিন্তু সাধুগণ তাহাদের শত্রু নহেন, তাহাদের প্রকৃত বন্ধু।

গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষ একাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আমরা শাস্ত্রাদিতে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবাপরাধের অসংখ্য উদাহরণ দেখিতে পাই। আচার্য্যের প্রতি বিদ্বেষ সকল সময়েই দেখা যায়। গ্রন্থাদি পাঠেও জানা যায়, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদ প্রমুখ আচার্য্যগণের প্রতি পাষণ্ডগণ কি তাহা বিদ্বেষই না করিয়াছে। প্রত্যেক ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে যেমন রাবণ, শিশুপাল, কংস, পুতনা প্রভৃতি লীলাপোষকারী অসুরগণ জন্মগ্রহণ করে, তদ্রূপ যুগে যুগে আচার্য্যগণ আবির্ভূত হইলেও অপ্রকট শক্তিগণের অভ্যুত্থান হইয়া থাকে ইহা জগতের একটী চিরন্তনী প্রথা। কিন্তু আচার্য্যের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, যখন সমগ্র অনাচারী সমাজ আচার্য্য বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হয়, তখনও আচার্য্য সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তিতে সর্ব্বতোভাবে দণ্ডায়মান হইয়া গুরুগম্ভীরস্বরে সত্যের কথা কীর্ত্তন করিতে পশ্চাৎপদ হন না। একদিকে হরিবিমুখ বিশ্বের তীব্র চীৎকার, আর অপরদিকে আচার্য্যের বাস্তবসত্যকথা কীর্ত্তনের বিপুল ধ্বনি। কৃষ্ণকীর্ত্তন সমস্ত অনর্থকে বিদূরিত করে, এবং রোগীভাব নষ্ট করে। অপরাধী, বঞ্চিত ব্যক্তিগণই আচার্য্যের এই মঙ্গলময় কথা শ্রবণে বঞ্চিত হয়। শাস্ত্র বলেন,—

বিদ্যা, ধন, কুল, জ্ঞান, তপস্যার মদে।
যে মোর ভক্তের স্থানে করে অপরাধে॥
সেই সব জন হইবেক এ যুগে বঞ্চিত।
সবে তারা না মানিবে আমার চরিত॥

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটকালেও এইরূপ নানাভাবে বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিদ্বেষ—আচার্য্যবিদ্বেষের কথা শুনিতে পাই। বর্ত্তমান সময়েও তাহার অভাব নাই। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর হইতে সকলেই আমরা ইহা লক্ষ্য করিতেছেন।

ভক্তকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করিলে তিনি তাহা সহ্য করেন, তাহাতে মৌনাবলম্বন করেন। ইহা দেখিয়া অনেকে বাস্তবিকই মনে করেন যে, সাধুর প্রকৃত দোষ আছে বলিয়াই বোধ হয় তিনি অপমানিত হইয়াও, নানাভাবে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াও তাহার প্রতিকার ও প্রতিবাদ করিতেছেন না। ভক্তের সহিষ্ণুতা প্রকৃতি গুণের কথা উপলব্ধি না হওয়াতেই আমাদের এইরূপ ধারণা হয়। সাধুর প্রতি নিন্দাবাদ সাধু নিজে সহ্য করেন সত্য, কিন্তু গুরুবৈষ্ণবানুগ জন শ্রীগুরুদেবের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত গুরুবৈষ্ণবের অপমান কখনও সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা স্থান ত্যাগ করিতে পারেন, পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারেন, জীবন ত্যাগ করিতে পারেন, কর্ণে হস্তপ্রদান করিতে পারেন, তথাপি গুরুবৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিতে পারেন না। গুরুবৈষ্ণবের একমাত্র কৃত্য শ্রীগুরুদেবের ও বৈষ্ণবগণের সর্ব্বতোভাবে সেবা করা। সেইজন্য প্রকৃত গুরুর চরণাশ্রয় ছাড়িয়া তাঁহারা মনগড়া কোন মনগড়া ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া বরণ করিয়া যথেচ্ছাচার চালান না, তাঁহারা কখনও বৈষ্ণবগুরুর পাদপদ্ম-বিচ্যুত হন না, ইহাই তাঁহাদের সত্তা।

গুরু নিজে কিছু না বলিলেও ভক্তবৎসল ভগবানই তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। মহাভাগবত প্রহ্লাদের প্রতি অত্যাচার, রাবণের দুর্ব্বুদ্ধি, দুর্ব্বাসার কুব্যবহার প্রভৃতির কথা সকলেরই মনে আছে, কিন্তু তাঁহারা নিজে কোন কিছু প্রতিকার না করিলেও ভগবান্ সেই ভক্তবিদ্বেষিগণকে দণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তের নিত্যসেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ বৈষ্ণববিরোধীর চক্ষে প্রথমমুখে সমপক্ষীয় বলিয়া মনে হইলেও তাঁহারা কাহারও বিরোধী নন, তাঁহারা বিশ্বের বন্ধু। সকল লোক যাহাতে প্রকৃত আনন্দের সন্ধান পাইয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহের শ্রীচরণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়, তজ্জন্যই তাঁহাদের আপ্রাণ চেষ্টা। অর্ব্বাচীনের ন্যায় প্রকৃত তাৎপর্য্য না বুঝিয়া মূর্খের অহঙ্কৃত 'অমানী,' 'মানদ', 'সহিষ্ণু' প্রভৃতি শব্দার্থ স্বীকার করেন না। তিনি সজ্জন হইয়া মূর্খের ন্যায় ধারণা পরিবর্ত্তন করিতে যত্ন করেন। অনভিজ্ঞ মূর্খ জনসাধারণ শব্দের অর্থ যেভাবে গ্রহণ করে অভিজ্ঞ বহুবোধবিৎ পণ্ডিত বৈষ্ণব সেরূপ বিচার করেন না। সুতরাং অনভিজ্ঞ জনসাধারণ আপনাদিগকে অভিজ্ঞ মনে করিয়া, যেরূপ সহিষ্ণু, মানদ প্রভৃতি শব্দের অর্থ করেন, তাহা বিধজ্জনগণ অনুমোদন করেন না। সেই ভগবদ্বিমুখ জনগণ মনে করে যে, অবৈষ্ণব গুরুবৈষ্ণব-বিদ্রোহীকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করাই খুব বৈষ্ণব জনগণের কার্য্য। বৈষ্ণবগণ কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া থাকেন। তাঁহারা মানবকে মানবোচিত এবং বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবোচিত সম্মান করেন। এই মানবোচিত সম্মান ও বৈষ্ণবোচিত সম্মান সমজাতীয় নহে। যাঁহারা ইহাকে সমজাতীয় মনে করেন, তাঁহারা অভিজ্ঞতাবর্জিত নহেন।

অনেকে মনে করেন, সকলেই বুঝি আমারই মত। আমার যখন গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা নাই, তখন আর কাহারও নাই। সুতরাং ভক্তগণের প্রতি যদি অত্যাচার করি, তাঁহাদিগকে কোন উপায়ে গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করাইবার কৌশলজাল যদি বিস্তার করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের কথা শুনিয়া বুঝি তাঁহারাও ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তজনের প্রতি আস্থা হারাইবেন। কিন্তু মূর্খজনগণের এই চেষ্টা নিরর্থক মাত্র। ভক্তগণ ভগবৎসেবাপরায়ণ। তাঁহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে বিক্রীত এবং হরি গুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্মই তাঁহাদের আশাভরসা ও আশ্রয়স্থল। ভক্তগণ জানেন—বিশ্ববাসী প্রায় শতকরা শতজনই হরি গুরু বৈষ্ণব বিমুখ, তাই গুরুবৈষ্ণবভগবানের নিন্দা সম্বন্ধীয় কোন কথা শুনিলে তাঁহাদের ভজনের স্ফুরণে আর্ত্তি বা অনুরাগ আরও বাড়িয়াই যায়—তাঁহারা উত্তরোত্তর গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের চরণে আকৃষ্টই হন।

অসত্যের প্রতিবাদ করা আবশ্যক। চোরকে চোর বলা নিন্দা নহে, পরন্তু তাহা লোককে সাবধান করারূপ পরোপকার মাত্র। গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষীর দুষ্প্রবৃত্তিদমনের চেষ্টা নিন্দনীয় নহে, ইহাই গুরুবৈষ্ণবভগবানের ভৃত্যগণের একমাত্র কৃত্য। সাধুগণ আমাদের অসুবিধাগুলি উক্তি দ্বারাই খণ্ডন করেন। তাহাতে বাধা দিতে হইবে না। তাহাতে বাধা দেওয়া অসাধুচেষ্টামাত্র। তাহার লৌকিক প্রতিকার সাধুর উপলক্ষে ভগবানই করাইয়া থাকেন। অতএব সাধুকে দোষারোপ করিতে নাই। আচার্য্যের মঙ্গলময় উপদেশ প্রথমমুখে আমাদের অতিকটু মনে হইলেও তাহাই পরমমঙ্গলজনক। সুতরাং তাহাই সাদরে বরণীয়। আমরা যদি তাঁহার এই কৃপাশীর্ব্বাদ সাদরে বরণ করিতে না পারি, পরন্তু তজ্জন্য অপরাধ করিয়া তাঁহার কৃপাকে নিষ্ঠুরতা বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। সুতরাং এ সকল ছাড়িয়া আমরা গুরুসেবা ও সাধুসেবাই করিব। গুরুবৈষ্ণবসেবাই আমাদের কৃত্য। সুতরাং আমরা যেন কখনও গুরুবৈষ্ণবের অপমান করিবার উদ্দেশ্যে গুরুদ্রোহীর চিত্তবৃত্তি গ্রহণ না করি, তাহাদিগকে প্রশ্রয় না দিই এবং সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে পারি, ইহাই ভগবচ্চরণে একমাত্র প্রার্থনা।

বহুকথা দিয়া কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কুতর্কাদি দূরে রহু সংশয় নহে কভু।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

[স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠের অধিবাসের
নাটমন্দির
কাল—২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩, অপরাহ্ণ]

আনন্দোৎ যদপি শচীপুরন্দর স্বরূপং
রূপং তত্তাপ্রসমুজ্জ্বলমাধুরীং
গৌরনাটীং ।
রাধাকৃষ্ণং গিরিবরমহো ! রাধিকা-
মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং
তং নতোঽস্মি ॥

আজ আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা হ'য়েছে। শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকট লীলার পর এই দ্বীপ যখন গুপ্ত ছিল—(ইহা লুপ্ত হয় নাই) তারপর বহু বৎসর অতীত হ'য়েছে। এই গুপ্তকে ব্যক্ত, অপ্রকাশিত বস্তুকে প্রকাশ করলেন নবদ্বীপ-প্রকাশ। নবদ্বীপ-প্রকাশ নাম করতে গেলেই শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল বংশীদাস প্রভৃতি প্রভুর কথা মনে পড়ে। এই অন্তর্দ্বীপের মধ্যে আত্মনিবেদনের ক্ষেত্র।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

প্রয়োজন ও সম্বন্ধ দিতে সমর্থ—অভিধেয়।

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

প্রহ্লাদ মহারাজ নবধা ভক্তির কথা ব'লেছেন।

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং
পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব-
লক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥

'আদৌ অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত'। অর্থাৎ আগে অর্পণ, তারপরে অনুষ্ঠান। অসদ্গুরু প্রভৃতি ব্যাপার ইহা নিবারণ করলেন। এই কথা কাল বলা হ'য়েছে। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বললেন—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

অভিধেয়েই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন দেয়। কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়। অভিধেয় কি করে? কৃষ্ণকে দেয়। কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম তিনটি তত্ত্ব। তদ্বস্তু অন্য জান।

শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপকে জগতের নিকট প্রকাশ করলেন কে? কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে যিনি আশ্রয় ক'রেছেন, কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপের নিত্য আশ্রিত থাকিয়া যিনি ভজন ক'রেছেন—চিন্ময়-নিকুঞ্জের সেবা ক'রেছেন—সেই নবদ্বীপপ্রকাশ ঠাকুর ভক্তিবিনোদই জগদ্বাসীকে আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপের কথা জানিয়েছেন। কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রবণ, স্মরণ, দাস্য প্রভৃতি আটটি অন্তর্গত আছে। কীর্ত্তনই মূল। কীর্ত্তনই অঙ্গী আর সব অঙ্গ। সকল অভিধেয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'চ্ছে কীর্ত্তন। সেই কীর্ত্তন যে আধারে বাড়িত হ'য়েছেন, সেই কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপ যিনি আশ্রয় ক'রেছেন তিনিই অন্তর্দ্বীপ প্রকাশ ক'রলেন। তিনি আমাদের জানালেন, আগে আত্মনিবেদন কর, আত্মনিবেদন ক'রে আমার কাছে এস, মায়াপুরবাসী হও, তারপর গোদ্রুমচন্দ্রের চরণাশ্রয় কর। গোদ্রুমবাসী কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপের অধিবাসী। গোদ্রুম আনন্দসুখদের—শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত তনু শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাসক্ষেত্র। গৌর শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই মূর্ত্তিতে সেখানে বিলাস করছেন। সেখানে গৌরের কীর্ত্তন-বিলাসও চলছে গৌরসুন্দর কীর্ত্তননায়ক—কীর্ত্তনের অধিদেবতা। যিনি আত্মনিবেদন ক'রে আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ প্রকাশ ক'রেছেন, আত্মনিবেদন নামক অন্তরঙ্গা ভক্তি যেখানে আবির্ভূত, সেই নবদ্বীপপ্রকাশ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট যেতে হ'বে। তাঁ'রই গৌড়ীয়। ১৯২১ সালে গৌড়ীয়মঠের নামকরণ হয়। প্রথমে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসনে মঠের নাম ভক্তিবিনোদ-আসন ছিল। পরে প্রভুপাদ তার নাম রাখলেন গৌড়ীয়মঠ। গৌড়ীয়মঠ নাম রাখলেন কেন? এতে অনেক রহস্য আছে। ঠাকুরের এই মিশন সঙ্ঘারাম। বহু আশ্রিত সেবক একত্রিত হ'য়ে যেখানে ভগবৎসেবা করেন, তাহাই সঙ্ঘ। সঙ্ঘ+আরাম=সঙ্ঘারাম। আরাম—স্থান। বৌদ্ধগণ সঙ্ঘারাম বা বিহার শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন। ইহা সংস্কৃত শব্দ। মন্দির-সংক্রান্ত সেবকগণ—বিহার। শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত হ'লে প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠ নাম দিলেন। 'গৌড়ীয়' শব্দ মহাপ্রভু ব্যবহার ক'রেছেন। মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুকে ব'লেছেন, তোমার গৌড়ীয়া। আমাদের যত মঠ দেখবেন—সব স্থানেই প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়' শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন।

যিনি স্বরূপ দামোদরের অভিন্নমূর্ত্তি, যিনি গোদ্রুমচন্দ্রের অভিন্ন সেবকবিগ্রহ, নিত্য শ্রেষ্ঠ সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে স্মরণ ক'রে, তাঁ'র গৌড়ীয়ে অবস্থান জন্য প্রভুপাদ মঠের এইরূপ নাম দিয়েছেন।

আত্মনিবেদন সম্বন্ধে আলোচনা কেন? সে কথা কাল ব'লেছি। "সেবকের নিবেদন দৈন্যরূপে, কৃপা কর সবে দহ এই অকিঞ্চনে।" এই শ্লোক বা ক্ষুদ্রজনের একান্ত আর্ত্তি বস্তু গৌরসুন্দর। নব প্রকার ভক্তি স্বরূপ দামোদর ব'লেছেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস দেখে নিত্যানন্দ ব'লে থাকেন, তোমার সন্ন্যাস বা ডোর কৌপীন না দিলে ঈশ্বরের মত গুরুবেশে দিয়ে প্রভুর এ প্রকার দয়ার কথা বলেন। ... আত্মনিবেদন করলেন, কৃপা চাইলেন।

হে নাথ! হে দীনবন্ধো
প্রোজ্ঝিতাপরাধেষ্বদয়া
শ্যামস্থাম্বুজবিতারাদয়া
চিন্তামণিপ্রোজ্জ্বলয়া।
শবদ্ভক্তিবিনোদদয়া সমলয়া
মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে, তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

[হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা দেশের সমস্ত দোষ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিচার শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা স্বচ্ছতা দান করে, মাধুর্য্যমর্য্যাদা যাহা তোমার অতি বিস্তারিত সেই অতুল দয়া আমার প্রতি উদিত হউক।]

প্রত্যেক বিশেষণেরই পশ্চাৎ ব্যবহৃত 'যা' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে দয়া পদগুলি দেখা যাইতেছে। শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয়া দয়ার বিশেষণই পূর্ব্বোক্ত নয়টি বিশেষণ। বেলোচ্ছলিত বেলা দয়া, বিমলা দয়া, প্রোজ্ঝিত বাদোদা দয়া, শাস্ত্রাচ্ছায়-বিবাদা দয়া, রসদা দয়া, চিত্তার্পিতোন্মাদা দয়া, শশ্বদ্ভক্তিবিনোদা দয়া, সমদা দয়া ও মাধুর্য্যমর্য্যাদা দয়া। এই দয়া অমন্দোদয়া দয়া। তিনি কেবল এই দয়াই চাহিলেন। এইখানেই আত্মনিবেদন করলেন। আমাদের গুরুবর্গ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু প্রভৃতিও কি প্রকারে আত্মনিবেদন ক'রে দয়ার প্রার্থী হ'য়েছেন দেখুন—

অদ্ভুত মতি নামানন্দরূপং মুরারে-
বির্বিধবিনিবন্ধ-ধ্যান পূজাদিযত্ন।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে ॥

[যাহা ... অপরাধ-শুন্য ... নিশ্চেষ্টা বিরত হইয়া ... পরমানন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে কোনরূপে গৃহীত হইলেই (নামাভাস মাত্রেই) প্রাণিগণের মুক্তিদান করিয়া থাকেন এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহা আমার জীবন এবং ইহা আমার ভূষণ।]

শ্রীসনাতন নামের দয়া চাইলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও বলেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
একলা নিত্যানন্দ বিনা জগত মাঝারে ॥

এখানেও দয়া প্রার্থনা।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও ব'লেছেন—

"হাহা প্রভু! কর দয়া, দেহ' মোরে পদছায়া
নরোত্তম লইল শরণ ॥"

এমন প্রার্থনায় কপটতা নাই, অভীষ্টদেবের নিকট আন্তরিক কৃপাভিক্ষা, নিবেদন ও বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন। শ্রীল রূপ-গোস্বামী প্রভু আরও ব'লেছেন—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবতঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন ॥

হে দীনবন্ধো! তুমি আমার প্রতি দণ্ড অথবা দয়া যাহাই প্রদান কর না কেন, আমি দীন, আমার একমাত্র বান্ধব তুমি। এখানেও আত্মনিবেদন। দীনতায় অকিঞ্চনতা। হে প্রণতকরুণ দীনবন্ধো, দণ্ড বা দয়া যাহাই বিধান কর, তুমি ছাড়া আমার অন্য কোন গতি নাই। তুমিই আমার একমাত্র গতি। নবীন মেঘের মধ্য থেকে বজ্রই পড়ুক, জলই বর্ষিত হউক বা না হউক, তাতে ক্ষতি নাই তথাপি নবীন মেঘকে চাতক স্তব করে। শাস্তি প্রদানই করুক বা দয়াই করুক তথাপি ছাড়বে না। আত্মনিবেদন করায় 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো' এই বিচার তার হ'য়েছে।

ঠাঁহাদের নিকট আত্মনিবেদন করতে হবে। শরণাগতের কি বিচার, দীনের, কাঙ্গালের, অকিঞ্চনের কি চিত্তস্রোত তা' শিক্ষা দিয়াছেন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু এই শ্লোকে। রূপানুগ গুরুবর্গ আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন কি ক'রে সর্ব্বাত্মনা শরণাপন্ন হ'তে হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—

এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
একলা নিত্যানন্দ বিনা জগৎ মাঝারে ॥

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমায়াপুর
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীজগন্নাথ-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান, শ্রীবাসাঙ্গন [illegible] উত্তর দিকে অবস্থিত। [illegible] শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা [illegible]।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে [illegible] প্রতিষ্ঠিত। [illegible] নদীয়া, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা ও ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
উহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও [illegible] সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর [illegible]

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীমাধবদেবের [illegible])
পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) [illegible] আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible], (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible], গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], সীতাপুর [illegible] পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) গোবিন্দবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, [illegible] বোম্বে ৭

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]; [illegible]
শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
[illegible]

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—[illegible] পুরী
[illegible]

(৫৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী

(৫৬) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৮) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৫৯) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (আসাম)

(৬৩) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
১০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৪) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(৬৫) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৪,৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৬) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৭) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible]; চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲			
সিকিকলম	৫৲	৪০		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৫	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর:

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—:০:—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃপঞ্চাশদ্বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী সজ্জনতোষণী'; শ্রীল প্রভুপাদের "নবেদন" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে অর্থসার ও প্রয়োজনীয় অংশে টীকা সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র পরিবর্ত্তিত সংখ্যায় প্রকাশিত [illegible] হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে প্রথিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকের একটি বিস্তৃত ভূমিকা, পত্র সূচী, গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। প্রচ্ছদে উৎকৃষ্ট কাপড়ে বাঁধাই [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] বাঁধাই করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা, ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

— . .

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিবৃতি "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

[illegible]—মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

১ম শ্রেণী বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] আছে। বিদেশী ছাত্রদের জন্য [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বোর্ডিংএর খরচ মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাস [illegible] দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১৲ এক টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন বিদ্যার্থী ও জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের সহিত প্রশ্নোত্তরে ও সংলাপ-বিচারকালে যে সকল শ্রুতি-সিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ প্রভুপাদেরই শ্রীঅঙ্গে সংশোধিত করিয়া [illegible] বিবরণে গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের শতবর্ষপূর্ত্তি-[illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিক এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত আবশ্যক।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম.এ. মহাশয়ের ভক্তিময়ী লেখনী-বৈভবাদি এম.এ. মহোদয়ের গবেষণা এবং পাণ্ডিত্য লেখনীর অদ্ভুত ও আলোচনা করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে মুগ্ধ হইবে। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। তাহা ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষার সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংস্কৃত শব্দসমূহ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রভৃতি প্রকাশিত। মূল্য—১২॥ বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, তাম্বাচেট্টি মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

— —

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::•::—— —

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক প্রণালীতে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের আদেশক্রমে সর্ব্বপ্রথম সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ২০০ পৃষ্ঠায় ও ৪ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। মূল্য মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

— —

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৬নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

———

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

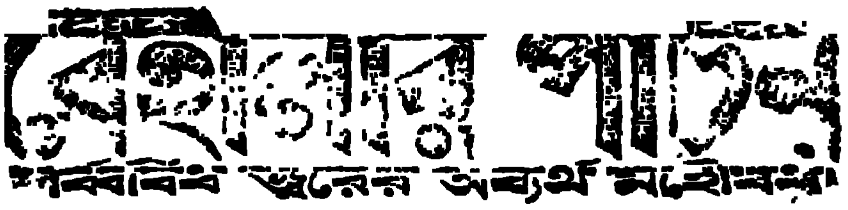

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষায় একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। পিলার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫ ৩৬	৬ ০৬	৭-২৯	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২ ২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ৫০	১৪ ৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪ ৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৪	১০ ৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৭	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭ ১৯		১০-৩১		১৭ ৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১ ১০		১৮-১৩		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১ ৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৫ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯ ১৬	১০ ৪	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১৭	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮		১০-১১			১৬ ৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৩			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ				১১ ০			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৩	৯-২১	১২ ১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৫

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩ ৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৩

পোঃ- শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASI

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪০ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর—১৮ই চৈত্র, ১৩৮৫ ১লা এপ্রিল, ১৯৭৯ শনিবার । ২৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

গোরক্ষপুরে সশস্ত্র ট্রেন ডাকাতি

গোরক্ষপুর হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ, এ সপ্তাহ রবিবার শেষ রাত্রে ট্রেনে ডাক লুট হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, খাকী পোষাক পরিহিত পাঁচটি যুবক গাড় বোস্ক রেল-ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। অতঃপর তাহাদের দলের নেতা পর পর তিনবার গুলী চালায় এবং ডাক পিওনকে কাবু করিয়া ফেলিয়া তাহার নিকট হইতে চাবী ও ডাকের থলিগুলি কাড়িয়া লয়। দুষ্কৃতকারীগণ রেল ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়।

ঘটনার পরে পুলিশ কর্তৃক অনুসন্ধানের ফলে ষ্টেশন হইতে ৫০ গজ দূরে কয়েকটি ডাকের থলিয়া পাওয়া যায়। তদন্ত চলিতেছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কয়েক মাস পূর্ব্বে এই বি-এন-ডব্লিউ রেল পথের পিপরাইচ ষ্টেশনেই একটি ভীষণ ট্রেন ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

আত্মরক্ষায় নরখুন

শিবনন্দন অববা (৪০ বৎসর) নামক এক ব্যক্তিকে হত্যা করার অভিযোগে সাগরের দায়রা জজ কিষণবাঈ (৪০ বৎসর) নামক এক স্ত্রীলোকের ফাঁসীর হুকুম দেন। কিন্তু বিচারপতি মিঃ আগরওয়ালা ও মিঃ চ্যাটার্জি অসহায় অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য হত্যা হইয়াছে, এই যুক্তি গ্রহণ করিয়া উক্ত স্ত্রীলোকটিকে মুক্তি দিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি প্রসঙ্গে স্ত্রীলোকটী বলে যে, শিবনন্দন রাত্রে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে ঘুম হইতে জাগায় এবং তাহার নিকট কুপ্রস্তাব করে। তখন সে বলে যে, শিবনন্দন চক্ষু বাঁধিলে তাহার সম্মতি আছে। তখন শিবনন্দন গামছা দিয়া তাহার চোখ বাঁধে। এই সময় সে (কিষণবাঈ) 'দাওলা' দিয়া তাহাকে ২।৩ বার আঘাত করে। উহাতেই শিবনন্দন মারা যায়। পরে সে মৃতদেহ পুঁতিয়া রাখে।

চীনের জন্য যুদ্ধ-সম্ভার

বৃটেনে নির্ম্মিত ২০খানা লরী রেঙ্গুনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এইগুলি চীনদেশে পাঠান হইবে। ডাক্তারখানা রোডে সম্প্রতি এ কারখানা খোলা হইয়াছে, লরীগুলি তথায় একত্র করা হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ২৭খানা লরী আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

অপর এক খবরে আমেরিকায় প্রস্তুত ১২টি ডীজ ইং-এর লরী রেঙ্গুন হইতে চীন অভিমুখে রওনা হইয়াছে। লরীগুলি বিশেষভাবে বোঝাই করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে বন্দুকগুলি বিশেষ সাবধানে প্যাক করা হইয়াছে। লরীগুলিতে কি আছে যদিও জানা যায় নাই, তথাপি অনুমান হয় যুদ্ধের সরঞ্জাম এবং আহতদের নিমিত্ত ঔষধপত্রাদি বোঝাই আছে

মারাত্মক আঘাতে একব্যক্তি নিহত

আসাম উপত্যকার সেসন জজ তেজপুরের নবাই খাঁকে মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা গুরুতর আঘাত করিয়া মুকুন্দের মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামী মুকুন্দের অনুপস্থিতিতে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া মুকুন্দের চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া কন্যা কমলাকে আক্রমণ করে। বালিকা চীৎকার করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়। তাহার পিতা তখন বাড়ী আসিতেছিল। সে ঐ চীৎকার শুনিয়া নবাইকে তাড়া করিয়া তাহাকে ধরে। নবাই ছুরি বাহির করিয়া তাহার পেটে বসাইয়া দেয়, ফলে মুকুন্দের নাড়িভুঁড়ি বাহির হইয়া পড়ে। তাহা সত্ত্বেও মুকুন্দ কতিপয় গ্রামবাসীর সাহায্যে আসামীকে বাঁধিয়া ফেলে। ইহার অল্প পরেই মুকুন্দ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রেঙ্গুন সহরে ভীষণ কাণ্ড

প্রকাশ গতকল্য ৮.৩০ মিনিটের সময় ৫ নং রোডে মুগলীয়ার তিনজন স্ত্রীলোকসহ বার স্ট্রীট দিয়া যাইতেছিল। ঐ সময় একব্যক্তি আসিয়া তাহাদিগকে বাধা দেয়। মুগলীয়ার বাধা দিলে ঐ ব্যক্তি একখানি ছোরা বাহির করিয়া মুগলীয়ারের তলপেটে আঘাত করে। স্ত্রীলোক তিনজন চীৎকার করিয়া উঠিলে আক্রমণকারী তাহাদিগকেও ছোরা দ্বারা আঘাত করে। অতঃপর আক্রমণকারী কেলিং পার হইয়া ফিটি রোডে পড়িয়া গা ঢাকা দেয়। একজন কনেষ্টবল ঐ সময়ে নিকটেই ছিল। সে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। আহত ব্যক্তিদিগকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেওয়া হইলে তথায় মুগলীয়ারের মৃত্যু হয়। স্ত্রীলোকদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। একজন ম্যাজিষ্ট্রেট হাসপাতালে মৃত্যুকালীন জবানবন্দী গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মে অস্থায়ী লাট নিয়োগ

ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান গবর্ণর স্যার আর্চিবল্ড ককরেনের আগামী ১১ই জুলাই ছুটিতে গেলে তাঁহার স্থলে স্যার ওয়াল্টার বুথ-গ্রেভলি গবর্ণরের কাজ করিবেন। 'মহাজিং' দলের পক্ষ হইতে এই নিয়োগের প্রতিবাদ করিয়া বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের নিকট এক পত্র প্রেরিত হইয়াছে।

বিলাতের পার্লামেন্টের বিরোধী শ্রমিক দল, ব্রহ্ম প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যবর্গ, ব্রহ্মের গবর্ণর ও এ বার প্রধানমন্ত্রীর নিকট এই প্রতিবাদ পত্রের নকল পাঠান হইয়াছে।

নগদ ও অলঙ্কারে ৪৫০০্ চুরি

গত ২৩শে মার্চ্চ গোপালগঞ্জ থানার অন্তর্গত টুঙ্গিপাড়া গ্রামের মিঃ নূরুল হক সাহেবের বাড়ীতে একটি ভীষণ চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, দুষ্কৃতকারীগণ গভীর রাত্রিতে বাড়ীর পুরুষদের অনুপস্থিতিতে টিনের বেড়া কাটিয়া নগদ ও স্বর্ণালঙ্কারে প্রায় ৪৫০০্ টাকা লইয়া গিয়াছে। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা তিন টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয় সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত, পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গোষ্ঠীপতি প্রভুপাদের বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমন্ত বিগ্রহ পরমহংস শ্রীশ্রীগৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিত্র বর্ণিত আছে।

— — —

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———:ঃ(০)ঃ:———

১। শ্রীভাগবতে শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র শ্রীভাগবতের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমূহ হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে সংকলিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামীপাদ-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ চারি আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩) শ্রীযুক্ত সুবর্ণরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপণ্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত—দশম খণ্ড—	
২।	অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা)	[illegible]
৩।	অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	[illegible]
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা)	
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী — ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী — ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা	১৷০
৯।	বৈষ্ণব	১৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	১৲
১১।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	২
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷০
১৫।	বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-মালা	৷০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	উপদেশামৃত	৷০
১৮।	ভাগবত-অর্কমরীচিমালা	৷০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	৷০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵০
২১।	গৌড়ীয়গীতাঞ্জলি	৷৵০
২২	অর্চ্চন পদ্ধতি	[illegible]
২৩।	শ্রীচৈতন্যোপনিষদ ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)	১
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)	১৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকা-সহ) (অধীনা)	১৲ / ১
২৬।	শ্রীকৃষ্ণবিজয় ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা	[illegible]
২৭।	প্রাকৃতরসশত দূষণী (সংস্কৃত)	১৲
২৮।	গোলোকবৈভব (সংস্কৃত)	৷০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	শ্রীল বিশ্ব কর্ত্তৃ	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	শ্রীগৌরমালা	৴০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
৩৭।	ই প্রশ্নোত্তর	৴০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
৩৯।	শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী	৷০
৪০।	কল্যাণকল্পতরু	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	সাধনকণা	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চ্চনকণা	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৮।	বিধিমার্গ ও রাগমার্গ (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	আর্য্যধর্ম	
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)	[illegible]
৫১।	ধর্ম্মপ্রবাহ	৵০
৫২।	বাণীসমগ্রী (সংস্কৃত)	৷০
৫৩।	গোবিন্দভাষ্য	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ বিনির্ণয়	৷০
৫৫।	গৌরকৃপাকণা বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৫৬	আচার্য্য ও আচরণ	৵০
৫৭।	উপনিষদ (অর্থসহিত)	৷০
৫৮।	শ্রীগুরুদেব	৵০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৬০।	সারস্বতী	৴০

নাগরী অক্ষরে প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৷০
৬২।	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিধঃ	৷০
৬৩।	সচিত্র শ্রীনবদ্বীপ	৷০
৬৪।	গুরুতত্ত্ব	৷০
৬৫।	সাধনার বিশেষত্ব	৵০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠ-পরিচয়	৴০
৬৭।	সারস্বতধারা	৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	শ্রী প্রশ্নোত্তর	৷০
৬৯।	এ ভিজিট টু শ্রী নবদ্বীপ	৷০
৭০।	নামভজন	৴০
৭১।	রেভারেন্ড হিন্দু অফ্ চৈতন্য এণ্ড দ্য অর্ডার	৷০
৭২।	বৈষ্ণবীয় পোষ্টিয়ার	৷৵০
৭৩।	লাইফ অফ্ শ্রীভক্তিবিনোদ অ্যাণ্ড শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	
৭৪।	বেদান্ত	
৭৫।	রোমান গৌড়ীয় মঠ	
৭৬।	দি ভক্তি	
৭৭।	রেলিজিয়ন হিষ্টরি অফ্ শ্রীচৈতন্য	
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রথম খণ্ড	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৷০
৮১।	সাধন-পথ	৷০
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৵
৮৩।	গীতাবলী	৴
৮৪।	শরণাগতি	৴

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ } ২৭ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ১৮ই চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ১লা এপ্রিল ১৯৩৯, শনিবার } ১৮শ সংখ্যা

"তিনিই প্রকৃত সাধু অর্থাৎ বৈষ্ণব—যিনি সকলের একমাত্র নিত্য ভজনীয় নামী কৃষ্ণ ও কৃষ্ণাভিন্ন শব্দরূপে অবতীর্ণ নামের ভজন শিক্ষা দেন। সাধু বা বৈষ্ণব বা গুরু জীবের অধিকার বিচার পূর্ব্বক ক্রমশঃ ভজনের শুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা দিয়া অনর্থের নিবৃত্তি করাইয়া থাকেন। অজ্ঞ' হইতে ভাবোদয় পর্য্যন্ত জীবের অনর্থ থাকে।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ বিষ্ণু অব্দার কীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

যুগাচার্য্য কে?

—:•:—

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে জানিতে পারি যে,—

কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥

কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি আচার্য্যই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন-প্রচারকারী। শ্রীল প্রভুপাদ অন্যত্রে বলিয়াছেন—কৃষ্ণের সাক্ষাৎ ইচ্ছা বা কৃপাশক্তি ব্যতীত কোন মানবই প্রাকৃত-মনোধর্ম্মবশে জগদ্গুরু আচার্য্যরূপে অপ্রাকৃত, অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণাভিন্ন তত্ত্বকল্পনাম কীর্ত্তন পূর্ব্বক জগতে কৃষ্ণপ্রাকট্য সংস্থাপন করিয়া বদ্ধজীবের চিত্তদর্পণমার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণ ও শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণে সমর্থ নহে। কৃপাশক্তির প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুদেবের কীর্ত্তননিষ্ঠ আশ্রয়—সাক্ষাৎ কৃষ্ণশক্তির অবতার—কৃষ্ণাভিন্ন-বিগ্রহ। তিনি—চারি বর্ণাশ্রমের গুরুদেব মহাভাগবত পরমহংস ঠাকুর।

পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই শ্রীনাম সংকীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন আমাদের পরমারাধ্যতম পতিতপাবন জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এবং তাঁহারই আদেশে তাঁহার মনোহভীষ্টপূরণ করিতেছেন, হরিকথাকীর্ত্তনের বন্যা আনিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ আমাদের শিক্ষা গুরুদেব নিত্যারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবই যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্রাট্‌রূপে স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া বর্ত্তমানে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসঙ্ঘকে রক্ষা করিতেছেন, তাহা নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেই অবিদিত অবগত আছেন। সুতরাং তিনিই যে যুগাচার্য্য—গুরুনিত্যানন্দ, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য। তিনিই একমাত্র সকলের আশ্রয়স্থল। সুতরাং প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সনিৎপাণি অর্থাৎ সেবোন্মুখ হইয়া সেই অপ্রাকৃত বস্তু জানিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিবেন। শ্রীগুরুদেব ভক্তিবিচার পারঙ্গত হওয়ায় জীবের সকল সমস্যার মূলোৎপাটন পূর্ব্বক হৃদয়গ্রন্থি বা সংশয়াদি ছেদন করেন এবং ভক্তিযুক্ত শিষ্যের হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকেন। ভ্রম-প্রমাদাদি অনর্থযুক্ত জীব আমরা জগদ্গুরু পরমমুক্ত শিরোমণি শ্রীগুরুদেবকে পরীক্ষা করিতে পারি না। সেইজন্য যাহারা নিজ বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্যাদ্বারা তাঁহাকে মাপিতে চান, তাঁহারা বঞ্চিতই হন। এইজন্য যাহারা শুদ্ধ শরণাগতির পথের পথিক, তাঁহারা বর্ত্ম-প্রদর্শক বা শ্রবণগুরুর সাহায্যবলে মহান্তগুরুর সন্ধান পান। মহান্ত-গুরুদেব তাঁহার নিজ সঙ্গ দানের দ্বারা অজ্ঞানান্ধ জীবের বুদ্ধিকে শুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ করিতে করিতে শিষ্যাভিলাষীর মলিনতা যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখনই তিনি শ্রীগুরু-কৃপালাভে সমর্থ হন। যেমন কোন পথিক ধনাদি উপার্জ্জনের ক্লেশ হইতে নির্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রবাস হইতে নিজ গৃহে আগমন করেন, তখন তাঁহার সকল আশা নিবৃত্ত হওয়ায় তিনি আর নিজ গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যান না; সেইরূপ শ্রীগুরুমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা অর্থাৎ সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস হইলে শিষ্য গুরুপাদমূল পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন না।

এজগতের প্রায় শতকরা শতজনই ন্যূনাধিক হরিবিমুখ। তাই এজগতে সত্যের আদর নাই। প্রেয়ঃ বাদ দিয়া শ্রেয়োবস্তুর গ্রাহকই এ জগতে বেশী। কিন্তু তাই বলিয়া—সত্যের গ্রাহক কম বলিয়া সত্যানুসন্ধান ছাড়িয়া দিতে হইবে না। সত্যানুসন্ধানের জন্যই আচার্য্যপাদপদ্মের আলোচনা করিতে হইবে। এই সত্যের সন্ধান দিতে পারেন একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্যগণ। সেইজন্যই আজ আমরা আচার্য্যানুশীলন বা আচার্য্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আচার্য্যের অনুকরণ বা বিদ্বেষ অনুসরণ নহে। আচার্য্যের কীর্ত্তনের অনুকীর্ত্তনই আচার্য্যানুশীলন বা আচার্য্যানুসরণ। গায়ের জোরে আচার্য্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। যে স্বপ্রকাশিত সত্য স্বতঃসিদ্ধ নিরপেক্ষতার সহিত স্বয়ং প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই আচার্য্যপাদপদ্মরূপ বাস্তবসত্যকে অনুশীলন করিবার নিষ্কপট চেষ্টাদ্বারাই তাঁহার বাস্তব সত্তা নির্দ্দিষ্ট হইবেই প্রকাশিত হইবে, ইহাই শ্রৌতসিদ্ধান্ত। আচার্য্য সেব্যবস্তু, তাই তিনি সেবোন্মুখেরই চিন্তনীয়, অপরের নহে। নিজের অভিমান সম্বল করিয়া আমরা এই বাস্তবসত্যের অনুসন্ধানের জন্য যতই চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে, কিন্তু সেই সত্য-স্বরূপের অনুশীলন করিবার ঐকান্তিকী পিপাসা ও আর্ত্তি লইয়া যদি আমরা তৎকৃপাভিখারী হই, তাহা হইলে সত্যস্বরূপ ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাদের নিকট আচার্য্যপাদপদ্মরূপ বাস্তবসত্যকে প্রেরণ করিবেন। তাই যুগে যুগে আমরা স্বপ্রকাশিত বা অপ্রকাশিত আচার্য্যের অনুসন্ধানের শক্তি পাই না। যাঁহারা সেবোন্মুখ চিত্তে তাঁহার দর্শনই প্রার্থী হইবেন। সকল সময়েই আচার্য্য এজগতে প্রকটিত আছেনই। অন্ধের সূর্য্য-দর্শনাকাঙ্ক্ষার ন্যায় আচার্য্য নাই বলিলেই সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনগণ তাহা

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

স্বীকার করিবেন না। তাঁহারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের নিত্য বাস্তবত্ব ও সম্বন্ধের কথা চিরকালই অন্তরে বাহিরে স্বীকার করেন ও করিবেন। তাঁহারা ভোগ বা ত্যাগকে পোষণ না দিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবৎ-সেবার কথাই বলিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন, শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। এই জন্য, আশ্রয়-পরতত্ত্ব নিত্য। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই বিষয়-বিগ্রহ লাভ হয়। বিষয় জাতীয় ভগবানের সেবায় আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব নিত্য প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন মহাজনগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেব প্রভৃতি পার্ষদমূর্ত্তি। তাঁহারা সকলেই আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ ও ভগবৎ। গুরু-ব্যতীত আর কাহারও কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার অধিকার নাই। গুরুদেবের অধিষ্ঠান-বিগ্রহ ব্যতীত আর কেহ আমাদিগকে ভাগবতীয় কথায় [illegible] এবং জ্ঞানের আসন অধিকার করিতে পারেন না। কীর্ত্তন শ্রবণসাপেক্ষ। কীর্ত্তনের অধিকার লাভ করিতে হইলে প্রথমেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। গুরু যাহা কীর্ত্তন করেন, তাহাই শ্রবণ করিতে হয় এবং তাঁহার আনুগত্যেই তাঁহার অনুকীর্ত্তন হয়। যে কীর্ত্তন গুরুমুখনিঃসৃত নহে এবং যে কীর্ত্তন গুরুর প্রীত্যর্থে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা কৃষ্ণকীর্ত্তনই নহে কৃষ্ণকীর্ত্তনের একটা বাহ্য অভিনয়মাত্র। ঐরূপ কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী কীর্ত্তনের ফল কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারে না। তাঁহারা আরও জানেন, গুরুপ্রীতিতেই কৃষ্ণপ্রীতি, গুরুর সুখেই কৃষ্ণের সুখ, [illegible] তাহা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুই ভাল জানেন। তাই যে সেবায় কৃষ্ণের সুখ হয়, গুরু সেই সেবাই করেন এবং আশ্রিত জনগণকে সেইরূপ সেবায় নিযুক্ত করেন। গুরুদেবের মধ্যাহ্নে হৃষীকেশের সেবা করেন ও সকলকে তৎ-সেবায় নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণসেবা দেখিয়াই গুরুদেবের প্রীতি হয়।

আচার্য্যই আচার্য্যের সন্ধান দিতে পারেন। আচার্য্যই আচার্য্যদেবের অসমোর্দ্ধ প্রকাশ করিতে পারেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সন্ধান আমাদিগকে দিয়াছেন এবং কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীআচার্য্যদেবের আদর্শ নিজ জীবনে প্রকট করিয়া তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন, আবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের স্বরূপ আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আচারের কথা উপলব্ধি হইলে আমাদের সকল অভাব নিবৃত্ত হইবে—আমরা [illegible] উৎপাদিত হইতে পারিব; নতুবা অশান্তি বা অভাব আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিবে। প্রকৃত আচার্য্যের সন্ধান না পাইলে হরিভজনের জন্য পূর্ণ প্রেরণা আসে না, হরিভজনের বস্তু সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ হওয়া যায় না। আচার্য্যগণ কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রিত। তিন তত্ত্ব-সিদ্ধান্তের অনুগত তাঁহারা। তাঁহার বাক্যবিশেষ আছে, তাঁহার বাণী জীবকে চেতনে উদ্বুদ্ধ করে, [illegible] করে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সঙ্গ যাঁহারা নিষ্কপটে করিয়াছেন, তাঁহারা এ সকল কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, সন্দেহ নাই। সেইজন্যই বলিতেছি, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ছাড়া বর্ত্তমানে জগদাচার্য্য আর কে? শ্রীল আচার্য্যদেব ব্যতীত বিশ্বে আমাদের রক্ষক আর কে? তিনি ব্যতীত জীবের নিত্য আশ্রয় আর কে? তাঁহার আচার্য্যত্ব শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত—লোকের দেওয়া বা দাবকরা কিম্বা স্বকপোলকল্পিত আচার্য্যাভিমান মাত্র নহে। তাঁহার চৈতন্য-নিত্যানন্দ বা নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব তাঁহার বাণীতেই প্রকাশিত।

নাম বিনা আর সবই মায়া

(পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] কাব্যতীর্থ)

শ্রীহরিনামই ধর্ম্ম, একমাত্র সত্য ও পরম সম্পদ্। তাহাই শুদ্ধজীবাত্মার কেবল রক্ষক, আশ্রয় ও পালক। অকিঞ্চনের বা শুদ্ধজীবাত্মার তাহাই অদ্বিতীয় [illegible] বা ধন। অকিঞ্চনের নাম-গান—নামের সংসারে বা ধামে। এই নাম, নামের সংসার, ধাম ও নামের পরিবার শ্রীগুরু বৈষ্ণব-চরণাশ্রিত নামের ভক্ত ও নামের, নামের সংসারের নামের পরিবারবর্গের আনুগত্য। অনুগত সেবা মাত্রের কর্ত্তাই নামাশ্রিত। উদ্ধবরূপ কাঙ্গাল [illegible] "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত।" নামের পরিকরগণ সকলেই শান্ত। এই সকল শান্ত নামাশ্রিতের [illegible] কৃপায়, [illegible] সংসারে প্রবেশের কাহারও [illegible] বা নির্গমন।

নাম বা [illegible] ব্যতিরেকে যাহা কিছু যেগুলি জীবকর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট বা কল্পিত হয়, তাহাই 'মায়া'। বদ্ধজীবের বাসস্থান—এই মায়ার সংসার। মায়ার সংসারটি বিষম। এখানে কেবল [illegible], এখানে কেবলই সংঘর্ষ। এই মায়া, মায়ার সংসার—ভব ও মায়ার পরিবারগণই বদ্ধজীবের আশ্রয় বা প্রাণস্বরূপ হইয়া আছে। মায়িক মাতা বা পুত্রাদি, মায়ার সংসার বা বিষয়-ভোগ্যবস্তু ও মায়ার অধীন [illegible] ও তাহাদের সেবাই যে বদ্ধজীবের কার্য্য হইবে তাহা কিছু বিচিত্র নহে। এই মায়া, মায়ার সংসার ও মায়ার সেবায় বা ভোগ ত্যাগবর্জ্জ শুদ্ধজীবের স্বরূপে নাই—একথা আমরা শ্রৌতবাণীতে শুনিতে পাই। মায়ার সেবা বা ভোগ কোনপ্রকারে কখনও জীবের ধর্ম্ম নয়। মায়ার সংসারে এক-মুহূর্ত্তও স্থিতিতে বিলাস করা বা 'আমি ও [illegible] আমি' এই অভিমানযুক্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকাটাই প্রকৃত দণ্ড। কিন্তু আত্ম-পতনাভিমান বশে আমার সব চ'লে গেছে বড় অভিমানে মত্ত হ'য়ে দম্ভ করে জীবন যাপন করা। শ্রীনামের আমি এই অভিমানে পদাঘাত বা [illegible], তাহা'তে বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাহার ভজন বা দয়াগ্রহে আমার [illegible] মতি নাই, কিন্তু বিষম মায়ার সংসারের কোলাহলের মধ্যে মত্ত হ'য়ে জড়ীয় প্রতিষ্ঠার জন্যে ও [illegible] পুরুষাভিমানযুক্ত বিষয়ে অনিবার্য্যবেগ আছে; মায়ার সংসারে মায়িক অভিমানে কাল যাপন করে লাভ করছি, সংসারদাবানল। জগৎটা দগ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে, 'মন কভু সুখ নাহি পায়', এই বাস্তব অবস্থাটি কিরূপে অনুসন্ধান করলে কি বুঝতে পারি? না আমার বুকের মধ্যে আগুনের [illegible] আছে না কোটিচন্দ্রসুশীতল নিতাইচাঁদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্থান পাইয়াছে? তা'হলে কি লাভ হলো? হায়! হায়! নিতাই চরণছায়ায় জুড়াতে এসে কি করলাম, কাকে আশ্রয় করে দগ্ধ হলাম। কৃষ্ণকে আশ্রয় করলে, নিতাইকে আশ্রয় করলে, শ্রীগুরুদেবকে আশ্রয় করলে, শ্রীনামকে আশ্রয় করলে জুড়াব না কেন? দুঃখ পাই কেন? ভয় গেল না কেন? সন্দেহাদি আমাকে এত জ্বালা দেয় কেন? যদি নামই আমার সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় আশ্রয়ের বিষয় হতো তা'হলে অপার্থিব সাধুর সঙ্গেকার [illegible] বিচার ও আচার্য্যবিরাগ এবং পরস্পর বার্ত্তা সংবাদরূপ দাবানল আমাকে গ্রাস করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে পারিত না।

হায়, হায়, দম্ভ ক'রে নামকে আশ্রয় ক'রে মায়িক অভিমানে আত্মহত্যা করিতেছি বলিয়াই মৎসরতা-জনিত পরদ্রোহরূপ অর্থাদির ও শঠতা, কপটতারূপ বঞ্চনা আমাকে গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে, নিরি-বরধারীর আশ্রয় পরিত্যাগের ফলেই অহংগ্রহোপাসনারূপ অশ্রৌতবিচার 'আমাকে শ্রীশ্রীরূপ-ভক্তিবিনোদ-শ্রী চ র ণ ধূ লি কে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। হায়, হায়, কেন ক্ষুদ্র, দীন হীন, হ'বার জন্য, শ্রীগুরুপাদপদ্মের—শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত বৈষ্ণব হ'বার বাসনাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য নিরন্তর রোদন করিতে শিক্ষা করি নাই বা করিতেছি না? কেন বড় হ'বার জন্য, চেতনের উপর প্রভুত্ব করিবার দুর্ব্বার বেগকে দমিত করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবিন্দু সতত প্রার্থনা করি নাই বা করিতেছি না? আমি শ্রেষ্ঠ, আমি বেশী বুঝদার, আমি বৈষ্ণব এই অপকৃষ্ট [illegible] কেন প্রশ্রয় দিতেছি? কৃষ্ণের সংসারে বা গৌড়ীয়মঠে বা সঙ্গে 'বড় আমি'র 'আমি গুরু আমার মজুর' এই প্রকার দুরভিমানীর স্থান হইবে না ও হয় নাই। এই [illegible] আমার এই [illegible], আমার জগৎটাকে আমাও বিদ্ধ ও বিদীর্ণ করিতেছি না কেন? হায়, হায়, অকিঞ্চন, কাঙ্গাল, সর্ব্বাপেক্ষা দীন, হীন, সতত কৃপার ভিখারী না হইলে শ্রীনামের শ্রীচরণে আমার নামটি পর্য্যন্ত উঠিবে না, এই বিচার সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে অধিকার করিয়া থাকে না কেন?

কবে মোর মূঢ় মন ছাড়ি' অন্য ধ্যান।
শ্রীকৃষ্ণচরণে পাবে বিশ্রামের স্থান॥
কবে আমি জানিব আপনে অকিঞ্চন।
আমার অপেক্ষা ক্ষুদ্র নাহি অন্যজন॥
কবে আমি আচমনে করিব প্রণতি।
কৃষ্ণভক্তি হাতে ল'ব করিয়া মিনতি॥

এই প্রকারের কায়মনোবাক্যে [illegible], কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় [illegible], সতত সকলকে শুদ্ধভাবে প্রণতি ও সৌহৃদ্য কৃষ্ণভক্তির কাঙ্গাল হওয়ার কথাই তো ভক্তিবিনোদধারাতে আছে, কৃষ্ণের সংসারে নন্দগোপ রাখালের গোপাল চিত্তবৃত্তি তো এই প্রকারের। নামপ্রভু একমাত্র তাঁহাদেরই প্রতি বৎসল হইয়া রক্ষণ বা পোষণ করেন, যাঁ'রা সর্ব্বদা "তুমি [illegible] জানে তুমি রাখবে নাথ। পালন পোষণ জানি কর তুমি নাথ।" এই ভাবে সতত নামের শ্রীচরণাশ্রিত অথবা আশ্রয়াভিলাষী। কবে গুরু-কৃষ্ণের পাদপদ্মে এই প্রকারের [illegible] অনাবৃতভাবে আমার হৃদয়ে সতত স্ফূর্ত্তি পাইবে?

[illegible] ঘোষ।
গোপাল গোবিন্দ [illegible]॥

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

চতুষ্পাদ কল্প যব ...
রক্ষা করায় যোগে ... । হরি ।
(এ) পণ্ডিত, হিংস্র, ক্রুরা গোকুলজন ।
রাখবি কেমন করে মন ।

এই মায়ার সংসারে মায়ার পরিবার-ভুক্ত কত্যাজ্যমানী জননেও, কৃষ্ণনের প্রতি বহুপ্রসিদ্ধ বাক্য এক বিশেষ বা সন্দেহ-স্বরূপ দাবানল হইতে রক্ষা পাবের জন্য নন্দ গোপাল, গোপ নামের নিকট 'রাখবি মোর', 'মোর রক্ষা করি', 'রাখবি কেমন করত বড়ন' এই প্রকার প্রার্থনায় কাতর আর্তি-ক্রন্দনই পাত্রত, দুর্গত, দুর্বল, দুর্জন আমার একবার কৃতা বলিয়া নির্দিষ্ট হয় না কেন? 'নামে রুচি ও জীবে দয়া' এ দুয়ের যুগপৎ পরস্পর সম্বন্ধ। আমার নিজের প্রতি দয়া করা হয় না, বাহিক অভাবে প্রবৃত্ত হয়েও অকিঞ্চনতা বা দীনতা আমার উপলব্ধির বিষয় হলো না। আমি দীন, অতি কাঙ্গাল —হে শ্রীগুরুদেব, তুমি বিনা আমার কেহই নাই, আমায় দয়া কর, আমায় কৃপা কর, আমার প্রতি কৃপাবলোকন কর, ওহে বৈষ্ণবঠাকুর, আমি তোমার দাস, তুমি ভিন্ন আর এই মায়ার সংসারে আমার বন্ধু কেহই নাই, অতএব তোমার পদছায়া কবে আমি পাব?

"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদছায়া॥"
কৃপা কর বৈষ্ণবঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান দূরে যায় ॥

ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর! 'আমি তোমার' এই সম্বন্ধজ্ঞান নিরন্তর আমার হৃদয়ে সর্বদা জাগরূক হইয়া থাকিবে কবে, 'কবে না জানিব আমি, কাঙ্গাল হ'য়ে দুরে বেড়াতে জানে ফুরাবে তুমি।' 'মায়িক আমি' এই অভিমান দূর হ'বে কবে? বৈষ্ণবঠাকুর কৃপা কর, ওহে শ্রীগুরুদেব কৃপা কর, ওহে গৌরসুন্দর দয়া কর, ওহে গোপীনাথ দয়া কর, একবার 'দয়া'র কাঙ্গাল, দয়াভিক্ষাতে নিযুক্ত হওয়া। অন্তরঙ্গ ধারণের সুযোগ বা অভ্যাস তো আমার ঘটিল না, 'জীবে দয়া কর' এই যে মহাপ্রভুর আদেশ তাহা তো পালন করিতে পারিলাম না, আমার জীবন তো বৃথা গেল: আমার তো গুরুসেবা হইল না, আমার নিজের প্রতি হিংসা বৃত্তিটাই তো প্রশমিত হ'লো না। মায়ার সংসারে অভিনিবিষ্ট থাকাই জীবহিংসা বা আত্মবঞ্চনা। মায়ার কার্য্যের সহায়তা, সমর্থন বা পুষ্টি করিলে নিতাই সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

নিতাই সর্বদা চেষ্টা করেন জীবকে বিষয় পঙ্ক হইতে উঠাইয়া শুদ্ধ করিয়া গৌরসুন্দরের শ্রীচরণে নিবেদন করিতে, আর 'মায়া' সর্বদা চেষ্টা করে—জীবকে বিষয়ে পাতিত করিতে—বিমুখ করিয়া রাখিতে। আমি তাহা হইলে উপস্থিত সময়ে কাহার চেষ্টার পুষ্টিতে নিযুক্ত আছি? যদি সকলা 'এহেন সময়ে বন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু, কৃপা করি কোন মোরে বলে।' 'তোমার সেবা মুক্তি তোমা পাসরিয়া। পাড়িয়াছি অপার মায়ায় এক। কৃপা কর কর মোরে পদধূলি সম। তোমার সেবক করো তোমার সেবক॥' এই প্রকার আর্তির সহিত গৌরসুন্দরকে ডাকিতে ডাকিতে সময় প্রতীক্ষা করিতে থাকি, তাহা হইলে নিত্যানন্দের প্রিয় বা পক্ষে বলিয়া অন্তরে দৃঢ়ভাবে প্রণাম করিতে পারিব, আর যদি অহঙ্কারমত্ত হ'য়ে নিত্যানন্দ বিমুখ হ'য়ে অন্তর্মন মায়ার সংসারে প্রবিষ্ট হ'য়ে জড়জগতের সহিত প্রায় বা টেকা দেওয়া কালো নিযুক্ত থেকে নিজেকে কৃতার্থ ব'লে ধারণা করে থাকি, তবে আমিই যে নিত্যানন্দের বিরোধী, ইহা বলাই বাহুল্য। যাঁহার চিত্ত অকপটভাবে সতত কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া থাকে, একমাত্র তিনিই নিত্যানন্দের প্রিয় বা নিত্যসেবক, তাঁহার পক্ষেই গুরুসেবা সম্ভব। তিনি ভগবদ্ভাবনের সহিত একান্তভক্তিবিশিষ্ট, আর তদ্বিধ অনর্থযুক্ত আমরা তাঁহার সেবা বা মনোভাবপূরণ ঠিক ঠিক ভাবে করিতে না পারলেও দোষাভাসের জন্য তাঁহার নিকট কৃপাপ্রার্থনাই আমাদের একমাত্র কৃত্য। কিন্তু অনাদৃতদোষ অভাবে সেখানে যথেচ্ছাচারিতা বা স্বেচ্ছাচারিতা।

বন্ধ, পণ্ডিত আমার উদ্ধারহেতু সম্বন্ধ বা কীর্তনাবধারণে অবতীর্ণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমাকে বিমুখ দেখিয়াও দুর্বলতাহেতু গৌরসুন্দরের সেবোপকরণ অভাবে ভোগবুদ্ধিরূপ আমার পাষণ্ডতা লক্ষ্য করিয়াও যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সাক্ষাদ্ভাবে প্রকৃত বুদ্ধি ধারণ করিয়া বিবেচনা না করি, ততক্ষণ পর্যন্ত সর্বপ্রকার সুযোগ দিয়া আমাকে সাহায্য করিতে থাকেন। তাই বলিয়া বস্তুতঃ 'নাম' আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া দুষ্টতরে 'বঞ্চক' অভিমানে অজ্ঞলোক-বঞ্চনা ও আত্মবঞ্চনা করা কি আমার পক্ষে চরমে মঙ্গলজনক হইবে? নিতাই এর সেবকের বা শ্রীচরণের ভৃত্যের কোন ইতরচিন্তা বা ভয় নাই। নিত্যানন্দের সেবক পরম শান্ত, নিত্যানন্দের সংসারে প্রবিষ্ট জন পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু, সেখানে সকলেই কৃপার কাঙ্গাল, গৌরসুন্দর শ্রীচরণে রতির ভিখারী। সেখানে কাহারও আক্রমণের চেষ্টা বা এই একাধিক অপ্রাকৃতদের প্রাকৃতত্বের লেশমাত্রও নাই। সকলেই শ্রীবৈষ্ণবচরণে অতিপ্রিয়, দীন, কাঙ্গাল ক্রন্দনশীল না হইতে পারিলে শ্রীনাম, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবৈষ্ণবগণ দয়া দেন না, তাঁহাদের স্পর্শ তো দূরের কথা, সন্ধানও পাওয়া যায় না। মায়াকে আপন করিয়া জগতে আমরা একেবারে নিজের লোক বা গৌড়ীয়মঠের লোক বলিয়া 'নন্দলাল' পাই না। শ্রীগুরুদেব কি আমাদের দুঃখ বা পারেন? যাহা দুঃখ, চিত্ত বা দুঃখভাবনে অন্তর্যামী আমার আত্মহীন বলিয়া বা পদ হইতে লয় হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া মায়া নানারূপে 'মায়া' বলিয়া জানিতে পারিব, তবে বা উৎকণ্ঠ-দশায়। হায়, হায়, মায়ার সংসারের নিকটে প্রেম আসে জগতকে ঘৃণা বা অবজ্ঞার কথা জান, জড়ীয়ক, ... সম্বন্ধ থাকিলা যেন আমার জনককে আপন ভাবে পালন না করে, আমাকে উদ্ধার না করে। হে শ্রীগুরুদেব, আমায় এই সুমতি প্রদান কর, যেন আমি সকলের নিকট নিন্দিত হইয়া সর্বত্র লাঞ্ছিত হইয়া তোমার শ্রীচরণে একান্তভাবে নিষ্কপট রতী থাকি। আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, আপনি অকিঞ্চন, কৃপার কাঙ্গাল ও দীনের দুঃখ নাশ করিয়া নিজের পদাশ্রয় দান করেন, নিত্যসঙ্গ দান করেন। কিন্তু আমার চিত্ত যে দ্রব হয় না, আমার হৃদয় যে সর্বক্ষণ ক্রন্দনমুখরিত হয় না, আমার মন যে আপনার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া ভৃঙ্গরূপে সতত অবস্থান করিবার জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করে না। তাই দুঃখের সহিত আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করি যে, আমার নামের সংসারে প্রবেশযোগ্যতারূপ অকিঞ্চনতা লাভ হয়, আমার হৃদয়ে যেন আত্মনিবেদনভাব সর্বক্ষণ দৃঢ়ভাবে জাগরূক থাকে, তাহা যেন দুর্বিপাকের ন্যায় ক্ষণিক না হয়। মহাপ্রভু বা নামরূপে অবতীর্ণ সপরিকর পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌরসুন্দরই একমাত্র অদ্বিতীয় আশ্রয়। সেই নামপ্রভুর শ্রীচরণই আমার একমাত্র ভরসা বা আশ্রয় হউক। তাঁহার শ্রীচরণে এই ক্ষুদ্র জীবকীট যেন কাতরভাবে আত্মনিক্ষেপ ও তাঁহার কৃপাবলোকন প্রার্থনা করিতে করিতে অহর্নিশ অতিবাহিত করে। কলি ও মায়ার প্রভাব যেন এই পতিত দুর্বলকে ক্ষুব্ধ ও অপার করিতে না পারে। অস্বাভাবিক নামাশ্রয় পরিত্যাগ করি। আধ্যাত্মিকতাকে সম্বল করিয়া 'হরি, 'গুরু' বা 'বৈষ্ণব'রূপে 'মায়াকে' আশ্রয় করত অহঙ্কারপূর্ণ করিয়া সাজিক হইয়া আত্মবঞ্চনা প্রাণের অন্তরে পদপ্রান্ত করিবার মহামায়া কখনও দাবার না জানে, ... কৃপা করিয়া আমি আপনার শ্রীচরণে আমার আর্তি নিবেদন।

ওহে দেব!
সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে
অভিমান দূরে যায়।
গুরুদেব!
নিজ চরণে স্থান।
মায়ার পাশে কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান ॥

নিরন্তর তিক্ত সংকীর্তনই আমার জীব দুর্দশা হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। এই যুগে ... করুণা বিতরণ করিয়া সংকীর্তনযজ্ঞ প্রকট করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের অনুগ্রহ ব্যতীত গৌরনিত্যানন্দ প্রকটিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাহা বহু মায়াজালাবৃত আধ্যাত্মিকগণের দুর্লভ বা অদর্শনীয় নহে। সেইজন্য নামই দুর্ভাগাদের পক্ষে অমৃত অবলম্বন। মায়াবুদ্ধি লইয়া যাহা লাভ করা যাইবে না আশ্রয় করা যাইবে তাহাই 'নাম'। সকলই তোমার মায়া' 'নাম বিনা কিছু নাহিক আর চৌদ্দ ভুবন মাঝে।' পাপ ও কুলবৃত্তিতে যাহা কিছু দর্শন করা যায়, সকলই মায়া। সর্বদা সকলপ্রকারেই সংকীর্তনের আশ্রয়গ্রহণ কারণে তবে সংকীর্তনের কৃপায় সুদর্শন লাভ হয়। তখন 'বিশ্বং পূর্ণসুখায়তে', 'দিক্-সমূহ সকলই মাধব' এই বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধির বিষয় হয়। তখন আর মায়ার প্রভাব থাকে না। তখন 'সর্বানন্দময়ং মুকুন্দরতি'... 'পরম' হওয়ায় তাহার আর কোথায় বা মায়ার আক্রমণের প্রতীতি বা ভীতি থাকে না। কিন্তু আমার মত বহির্মুখ বদ্ধজীবের পক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত রসনায় স্ফুরিত 'শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনই' একমাত্র অবলম্বন আশ্রয়। সংকীর্তনাশ্রয় ছাড়া হ'লেই প্রতি পদে পদে বদ্ধ ও বদ্ধ হ'য়ে যাব মায়ার ফাঁদে। সংকীর্তনাশ্রয়ে সংকীর্তনপিতা গৌরনিত্যানন্দের শ্রীচরণের সুশীতল ছায়ায় সংসার হ'তে পারলে আর চিন্তা নাই, সব কর্তব্যাকর্তব্য ঠিক হ'য়ে যায়। তাই গৌরসুন্দরের শিক্ষা দাও "পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনম্" তাহাই শ্রীগুরু বৈষ্ণবের আজ্ঞাতে সতত সর্বতোভাবে অনুকরণীয় হউক।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, তদন্তর্গত শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে [illegible] পরিচালিত। [illegible] সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩। যোগপীঠ-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর [illegible] স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লী [illegible])
পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) [illegible] আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদঘাটি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জ্জিলিং

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জেঃ [illegible], ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় [illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible] পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) [illegible]
[illegible], বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
শ্রীশ্রী[illegible] সেবা

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ[illegible]

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান।

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০২ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৫এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
২০৬ [illegible] রোড, [illegible]

(৬৮) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রতিদিন-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১৷০	১৲
সিকিকলম ৪৲	৩৲			৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲			১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬০	১৷০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৪০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য ভিন্ন হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———:০:———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'; শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কয়েকটি প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ [illegible] হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, গ্রন্থ-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে অ্যান্টিক টাইপে মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ, [illegible], ঢাকা।

———

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূনমালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

——:০:——

শ্রীধাম মায়াপুরে [illegible]

[illegible] সমস্ত [illegible] সাহায্যে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালনা [illegible] ও আধ্যাত্মিক। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও [illegible] মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় বাঙ্গালা সহ [illegible] ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিলে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও [illegible] দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

———

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় [illegible] পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ বিশ্বের [illegible] ও [illegible] পরিপ্রশ্নের [illegible] উত্তর [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের গৌড়ীয় সম্পাদক এবং [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করিয়া [illegible] এবং [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু জটিল [illegible] সমস্যার সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পরিবারেরই এই গ্রন্থ [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাঠক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ও ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং মৌলিক লেখনীর অদ্ভুত কৃতি আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে মগ্ন হউন। এই 'বৃহৎ অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ' সর্ব্বত্র বিশেষ উচ্চ-প্রশংসিত। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের যাবতীয় প্রামাণ্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে সাত শত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদত্ত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। মূল্য—৫৲ পাঁচ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ঢাকার গৌড়ীয়মঠ, রমনা ঢাকা, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সাক্ষাৎ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সাধারণে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন; কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের উপদেশে সর্ব্বজনপরিচিত ও লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৶০ আনা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু দর্শগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible]

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-১৬	৬ ০৬	৭ ২৫	১১-২১	১৪ ৫৬	১৬ ৫৬	১৭ ৫০	২২ ২০
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ৪০	১৪ ০৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩১	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ০	৮ ৪৫	১০-৮	১৪-২০	১৭ ২৬	১৯-১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭ ০৫		১০-৩১		১৭-৩৮		২০ ২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪১		১১ ১০		১৮ ১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৪৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫ ০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯ ১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬ ৩৬	১৯-১৯	
ছাঃ	৬ ২৬	৭-১৮		১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭ ৩১		
(বদল) ছাঃ				১১-০			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬ ১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪ ১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

REGD NO C 1514

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—২০শে চৈত্র, ১৩৪৫, ৩রা এপ্রিল, ১৯৩৯ সোমবার। ২৯শ সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

নূতন প্রজাস্বত্ব আইন

ঢাকার শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র রায়, যোগেশ চৌধুরী লাবণ্যপ্রভা সিংহ ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস তাঁহাদের এবং পূর্ব্ব বাঙ্গলার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে এক মামলা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মামলা সম্পর্কিত আর্জিসহ দেওয়ানী কার্য্যবিধি ৮০ ধারানুযায়ী একখানা নোটিশ ঢাকার কালেক্টরের নিকট পেশ করিয়াছেন। এই মামলায় নূতন প্রজাস্বত্ব আইনকে বিধিবহির্ভূত এবং প্রাদেশিক আইন সভার ক্ষমতার বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে এবং এই সম্পর্কে প্রতিকার প্রার্থনা করা হইয়াছে।

নিজাম রাজ্যে শাসন-সংস্কার

এক্ষণ জানা গিয়াছে যে, হায়দ্রাবাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং নিজাম সরকারের শাসন সংস্কার প্রবর্তনের সম্বন্ধ সম্পর্কে গান্ধীজীর সহিত স্যার আকবর হায়দরীর পত্র বিনিময় চলিতেছিল। সম্প্রতি তিনি গান্ধীজীকে শাসন-সংস্কারের নীতি ও কর্মপন্থা প্রচারের সিদ্ধান্তের কথা জানাইয়াছেন।

এরূপ আশা করা যাইতেছে যে, স্যার আকবর হায়দরী আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যেই রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তি এবং শাসন-সংস্কার প্রবর্তন সম্পর্কে প্রকাশ্যভাবে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিবারণের জন্য একটী কমিটি গঠন করিতে পারেন। কমিটির সদস্য নিয়োগের জন্য গবর্ণমেণ্ট নাকি ইতোমধ্যেই কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমানের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন।

ফ্রাঙ্কো বাহিনীর জয়যাত্রা

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর হেড কোয়ার্টার সালামাঙ্কা হইতে প্রচারিত একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গতকল্য ৩০টী গণতন্ত্রী বিভাগ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আলেকান্তে সীমান্তে ১৫ হাজার লোককে বন্দী করা হইয়াছে এবং দুইটী ব্রিগেড ও ছয় ব্যাটালিয়ান সৈন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছে। দক্ষিণ রণক্ষেত্রে ৭০ হাজার সৈন্য বন্দী হইয়াছে। অন্তর্গত টলেডো রণক্ষেত্রে দশ সহস্র সৈন্য বন্দী হইয়াছে। একটী রণক্ষেত্রে দশ সহস্র সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। প্রচুর রণসম্ভার ফ্রাঙ্কো বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে।

স্পেনের যে সকল প্রধান সহর গণতন্ত্রীদের হাতে ছিল সেগুলি ফ্রাঙ্কো-সমর্থকগণকে ছাড়িয়া দেওয়ায় ২৯শে মার্চ প্রকৃতপক্ষে স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিল।

সিনর মুসোলিনী জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নিকট তার করিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং জার্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব হের ফন্ রিবেন্ট্রপ ফ্রাঙ্কো গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-সচিব জেনারেল জোর্ডানার নিকট তার করিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছেন। পরে সিনর মুসোলিনী ফ্রাঙ্কোর জয় উপলক্ষে সমগ্র ইতালীতে ভোর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পতাকা দুলাইবার আদেশ দেন।

ট্যাক্সী চালকের ৪০০৲ জরিমানা

গত ২০শে নবেম্বর সন্ধ্যাকালে হ্যারিসন রোড হইতে বে-পরোয়াভাবে ট্যাক্সী চালাইয়া ইন্দ্রমন নামক একজন পথচারীর মৃত্যু ঘটাইবার এবং তিন ব্যক্তিকে গুরুতরভাবে জখম করিবার অপরাধে শিয়ালদহের সেকেণ্ড পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী মিয়া নামক একজন ট্যাক্সী চালককে ৪০০৲ জরিমানা করিয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করেন যে আসামী ইতঃপূর্ব্বে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১০০৲ দিয়াছে। সুতরাং তাহাকে জেলে না পাঠাইয়া জরিমানা করা হইল। জরিমানা অনাদায়ে আসামীকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। জরিমানা টাকা আদায় হইলে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ২০০৲ পাইবে এবং আহত ব্যক্তিরা ২৫৲ করিয়া পাইবে। আসামীর লাইসেন্স ৬ মাসের জন্য বাতিল করা হইয়াছে। কোর্ট ইন্সপেক্টর মিঃ জেমস্ মুখার্জি (গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের) ফরিয়াদী পক্ষ সমর্থন করেন।

রেঙ্গুনের নূতন মেয়র

উ বা উইন হইয়াছেন, এইবার রেঙ্গুনের মেয়র ও রেঙ্গুন রোটারী ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ একসঙ্গে এই দুই পদ অধিকার করেন নাই। ইহাতেই তাঁহার জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মত কম বয়সে ব্রহ্মদেশের আর কেহ এই দুইটি পদ লাভ করেন নাই।

উ বা উইন ১৯১৮ সালে বি-এস-সি পাশ করেন। তিনি ১৯২২ সালে রেঙ্গুন কর্পোরেশনের ও ১৯৩৬ সালে ব্রহ্ম ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

তাঁহার পরিচ্ছদের বিশেষত্ব আছে। স্বাধীন ব্রহ্মের আমলে দেশের প্রধান নাগরিক যে পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, তাহার অনুকরণে তিনি মেয়রের পোষাক প্রস্তুত করাইয়াছেন। তাঁহার পাগড়ি সবুজ রংয়ের ভেলভেটের তৈয়ারী এবং গাউন (সিল্কের) হাতে বোনা সাবেকী ধরণের কাপড়ে প্রস্তুত।

ইন্দোরের হোলকারের বিবাহ

গত ২৭শে মার্চ সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ উৎসবে মিস মার্গারেট ল্যাটারের সহিত ইন্দোরের মহারাজা হোলকারের বিবাহ হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

বিহার সরকারের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী

জানা গিয়াছে যে, সম্প্রতি বিহার সরকারের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীদের দপ্তরের রদ-বদল হইয়াছে।

পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী বাবু কৃষ্ণবল্লভ সহায় তাঁহার নিয়োগ ও রাজস্ব বিভাগ ছাড়া এখন হইতে স্বাস্থ্য এবং বিচার বিভাগের কার্য্যাবলীরও ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত শিবনন্দনপ্রসাদ মণ্ডল শিক্ষা-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত শারঙ্গধর সিংহ বর্ত্তমানে কেবলমাত্র রাজস্ব বিভাগের কার্য্য করিবেন। সেক্রেটে এই সংবাদ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি মাসে দুইবার প্রকাশিত হয়। কলিকাতা [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রী[illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রী[illegible]—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক বিদ্যাবিনোদ, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের [illegible], [illegible] "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম [illegible] বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ [illegible] শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—।০ চারি আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনারত্নাকর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সমগ্র [illegible] আলোচনাকারে [illegible] উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ।)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল [illegible] গোস্বামীপ্রভু-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা ।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৷৷০ আট আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ চারি আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
৩ শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ দাস এম-এ, বি-এল্,
[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —প্রথম ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ঠাকুর বৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত
(সটীকা) ৬৲
৩। কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (প্রথমার্দ্ধ) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড ৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্বসূত্র ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও শ্রীনবদ্বীপ[illegible] (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১
২৬। [illegible] ০
২৭। প্রাকৃতরস-শতদূষণী (মাদ্রাজ) ১৲
২৮। [illegible] (মাদ্রাজ) ৷০
২৯। [illegible] (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা ৷৷০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস, বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতাবলী ৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রী[illegible] ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। [illegible] ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৷৴০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (মাদ্রাজ) ।০
৫৩। [illegible] ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ [illegible]
৫৭। উপনিষদ্ ([illegible])
৫৮। শ্রী[illegible]
[illegible] ৶০
৬০। সাধুবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্য[illegible] ।০
৬২। সিদ্ধান্ত[illegible] ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible]
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। [illegible] ৴০
৭১। [illegible]
[illegible] ।০
৭২। [illegible] ।৶০
৭৩। [illegible]
[illegible]
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] ৴০
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
[illegible]
৭৮। [illegible] ।৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রী[illegible] ।০
৮১। [illegible] ।০
৮২। [illegible] ৶০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

১৭শ বর্ষ ১৯ বিষ্ণু ৪৪৭ গৌরাব্দ ২০শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ ৩রা এপ্রিল ইং ১৯৩৩, সোমবার ২১শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অসুস্থলীলাভিনয়ের মধ্যেও কথা-প্রসঙ্গে প্রায়ই শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ভক্তগণের মধ্যে কিরূপে সর্ব্বক্ষণ ভগবানের সেবা করিতে হয়, তাহার জ্বলন্ত আদর্শ তাঁহার আচরণে লক্ষ্য করিয়া ভক্তগণ সকলেই সেবোৎসাহিত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

গত ২৮শে মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সন্ধ্যার পর নির্ব্বিশেষবাদীর গতি, জাগতিক প্রীতির অনিত্যতা, নিত্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধই দরকার, নিরন্তর সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বহু বিষয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ২৯শে মার্চ্চ বুধবার শ্রীরামনবমীর দিনও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সন্ধ্যার পর রামানুজীয় শ্রীরামসেবা, দশরথের ভগবৎ-সেবা এবং বসুদেব ও নন্দের কৃষ্ণসেবার বৈশিষ্ট্য, শিরোপাসকমাত্রেই নির্ব্বিশেষবাদী প্রভৃতি বহু কথা আলোচনা করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীরামনবমী উৎসব

গত ২৯শে মার্চ্চ বুধবার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ মঠবাসী ভক্তবৃন্দ নিরাম্বু উপবাস ও সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীরামনবমীতিথি যথাবিধি পালন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাটে শ্রীরামসীতার শ্রীমন্দিরে সংকীর্ত্তনোৎসব হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দ তথায় গমন পূর্ব্বক পাঠ-কীর্ত্তনাদি-মুখে প্রায় সমস্ত দিনই হরিকথা আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

গত ২৬শে মার্চ্চ রবিবার সাপ্তাহিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীমঠে আহূত এক বিদ্বজ্জন মণ্ডিত সভায় মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় "বৈষ্ণব"-এর সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টাকাল মর্ম্ম-স্পর্শিনী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বৈষ্ণবের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ, বৈষ্ণবতা যে চেতনের বৃত্তি, জীবমাত্রই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব হইলেও চেতনের বৃত্তি দেখা গেলেই তাঁহাকে বৈষ্ণব, অন্যথা আবৃতা-বস্থায় কখনও জীবকে বৈষ্ণব বলা যাইবে না; বিষ্ণুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও যাহারা বৈষ্ণবের অস্তিত্ব স্বীকার করে না তাহারা নাস্তিক। আধ্যক্ষিক বিচারে কখনও বৈষ্ণবকে জানা যায় না। মধ্যমাধিকারে যে বৈষ্ণব চিনিবার কথা আছে, তাহাও বৈষ্ণবের কৃপাসাপেক্ষ। বহুলোকের মত ও প্রধান ব্যক্তির মতের দ্বারা যে বৈষ্ণব চিনিবার বিচার সাধারণে দেখা যায়, তদ্দ্বারা প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। বৈষ্ণবের পূর্ব্বাচরিত কাদাচিৎক, নষ্টপ্রায় ও প্রমাদগতদোষ ধরিয়া বৈষ্ণবের নিন্দা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। বিল্বমঙ্গল, অজামিল, ভক্তাভিযুক্তের প্রভৃতির অনুকরণ করিলে জীবের সর্ব্বনাশ হয়। 'নামবলে পাপ প্রবৃত্তি' ও কাদাচিৎক দোষ বা প্রমাদ-গত দোষ এক নহে। এই শাস্ত্রযুক্তিমূলে বৈষ্ণবাপরাধ ও বৈষ্ণবনিন্দার পরিণাম প্রদর্শিত হয়। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণরত্ন তীর্থ মহোদয় সভায় আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

মান্দ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহামান্য গ্রীস্ ও ডেনমার্কের রাজকুমার

গত ২৫শে মার্চ্চ শনিবার মহামান্য গ্রীস্ ও ডেনমার্কের রাজকুমার পিটার মাদ্রাজ সহরস্থ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সমভি-ব্যাহারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ পরিদর্শন করিতে আসেন। তাঁহারা সন্ধ্যারাত্রিকের সময় শ্রীমঠে উপস্থিত হন এবং আনন্দের সহিত শ্রীবিগ্রহের আরাত্রিক দর্শনান্তে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। তাঁহারা মঠসেবকগণের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার বিষয় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আচরিত এবং প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা আরও বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ-লিখিত "Sree Chaitanya Maha prabhu" গ্রন্থ তাঁহাকে উপহার দেওয়া হয়। গ্রন্থখানা পাইয়া মহামান্য রাজকুমার বাহাদুর পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান মুখে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন। উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে স্যার ভেপা রামেশম্, দেওয়ান বাহাদুর কে, এস্ রামস্বামী শাস্ত্রীয়ার, মড্ গোবিন্দ দাস, মাদ্রাজ করপোরেশন কমিশনার মিঃ আর, সুব্বাইয়া প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেহাত্মবুদ্ধি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

দরকার হউক, তাহাই আমাদের প্রয়োজন। জগতের লোকের যেরূপ অর্থের প্রয়োজন, তাহা সকলের পক্ষে সংগ্রহ করা সুগম হয় না; আবার চেষ্টা করিলেও সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে? যে যেরূপ পারে, সে সেইরূপ ভাবেই তাহার প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকে। আমাদের দেহে 'আমি' 'আমার' বুদ্ধির জন্য অকপট দর্শন যাইতেছে না বলিয়া কি আমরা তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব? আমরা যদি সত্য সত্যই নিষ্কপটে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মের সংলগ্ন ধূলি হইবার জন্য পিপাসাতুর হই, তবে এমন বিজাতীয় জ্ঞান লইয়া কখনই তাঁহাদের অপ্রাকৃত পাদপদ্মধূল্যান্বেষণ করিতে পারিব না। তাঁহাদের পাদপদ্ম সংলগ্ন ধূলিকণার স্বরূপ প্রাপ্তি তো আরও দূরের কথা।

দেহাত্মবুদ্ধি থাকা কালে কখনই গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা লাভ হয় না। আমরা কেহই গুরুপাদপদ্মের কৃপালাভ হইতে পারি নাই। দেহাত্মবুদ্ধি ছাড়া আরও কতিপয় ব্যাপার কিছু থাকিলেও তাহা সর্ব্বদা দেহ ছাড়িতেই হইবে। নতুবা ... বৈষ্ণবের স্বরূপ ... স্বরূপ ... বিষয় হইবে না। অতএব ... সম্বন্ধজ্ঞান লাভ না হইলে, ... প্রবল না হইলে ... গুরুবৈষ্ণব-সঙ্গ হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন হইতেই হইবে।

"আমরা জড়জগতে মেপে নেওয়া ধর্মে আষ্টে পিষ্টে বাঁধা প'ড়েছি। কৃষ্ণকীর্তনে সব বাঁধন কেটে যাবে। কীর্তন হ'লে দর্শন, শ্রবণের যোগ্যতা হয়। নির্মালা প্রাণে কি সৌগন্ধ আছে, তা' কৃষ্ণকীর্তনে বুঝতে পারি। কীর্তনের দ্বারা সবই সম্ভব। আমরা কীর্তন করতে করতে সেই পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হ'তে পারি। ধ্যাননিষ্ঠা, যজননিষ্ঠা, অর্চননিষ্ঠা—সবই কীর্তনে হয়।"

শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ বিষ্ণু [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ঈশভক্তগণ—গোলোক-বৈকুণ্ঠবাসী। ঈশ্বরকে যিনি ভজন করেন, তিনিই ঈশভক্ত। ঈশ্বরের সেবাবিমুখ হইলে জীবের সংসার লাভ হয়। ঈশ্বরের ভজনহীনগণ এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে নিজকে সেব্য গণিয়া অভিমান করিতেছে। হরিকথাবিমুখ হইলে সংসারক্লেশ অনিবার্য।

যে ব্যক্তি কৃষ্ণভজন করে না, কৃষ্ণেতর বস্তু তাহাকে গ্রাস করে। প্রভুর আসন গ্রহণ করিতে গেলেই কর্মকাণ্ডে প্রবেশলাভ হয়। দুঃখ বা আপাতসুখ যে-প্রকার অনিত্য, অদৃষ্ট বা স্বর্গসুখও সেই প্রকার অনিত্য।

আমরা কর্মী বা জ্ঞানী নহি। আমরা হরিজনগণের পাদত্রাণবাহী। ভক্ত হইতে হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে। তাঁহার ভজন একান্ত আবশ্যক। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষার সঙ্গে কৃষ্ণভজন আরম্ভ হয়।

অপ্রাকৃত দেহ ব্যতীত কৃষ্ণের ভজন হয় না। প্রাকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ ব্যতীতও জীবের অপ্রাকৃত দেহ আছে। চেতন জীব কাঠ-পাথরের ন্যায় নিস্পৃহ বা নিষ্ক্রিয় হইতে পারে না। জীব চেষ্টারহিত বা indolent হ[illegible] ধ্বংসবাদী হইয়া পড়ে। তাঁহারা নিজদিগকে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য বলিয়া প্রচার করিলেও তাহারা মোক্ষ উপাসনারূপ কপটতা ছাড়িতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের কোনই অভিলাষ নাই। তাঁহারা সকল ফল কৃষ্ণকে ভোগ করাইয়া থাকেন।

'পরমধর্মের আশ্রয় করা' অর্থে—ভক্তিমান হওয়া বুঝায়। ভগবদ্ধর্মক্রমেই সব সুবিধা হয়। কর্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ থাকিলে ভক্তিপথাবলম্বনের ভাণ করিলেও সুবিধা হইবে না। ভাবের রাজ্যে পৌঁছিতে পারিলে কৃষ্ণপ্রেমানন্দের উৎস প্রবাহিত

স্থূলরাজ্য হইতে মুক্ত হইয়া যখন ভাবরাজ্যের দিকে অগ্রসর হই, অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত হই, তখন অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে কৃষ্ণভজন হয়। কৃষ্ণভজন না করিলে জড়ভোগ বা জড়ত্যাগ প্রবৃত্তির উদয় হয়। নিজের ভোগ বা ত্যাগে কৃষ্ণভজন নাই, মোক্ষ খাইতেও নিজের ভোগ পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। যাহাতে অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি আছে, তাহাই পরমধর্ম। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি কর্তব্য। অক্ষজ বস্তুতে হেতুমূলে যে ভক্তি, তাহা পরমধর্ম নহে। ভোগ-মোক্ষ বাসনা থাকা পর্যন্ত ভক্তি হয় না। ভুক্তি ও মুক্তি ডাকিনী বা পিশাচীদ্বয় আমাদের চিত্তকে বা হরিভজনের বল শুষিয়া লইবে। নিত্যানন্দ একটু কম হইয়া যাওয়া ভাল। অসাধু কর্মী ও জ্ঞানী ভক্তকের হিতোপদেশে কর্ণপাত না করিয়া স্বেচ্ছায় অমঙ্গল বরণ করে। পাষণ্ড মায়াবাদীরা সাধুগণের সাধুত্ব কিছুতেই শুনিবে না।

সাধকভক্তগণ নির্মৎসর, তাঁহাদের ধর্মই পরমধর্ম। নির্মৎসর না হইলে সাধু হওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতই সাধুগণের জীবন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ, কীর্তন ও বিচারপর হওয়াই ভক্তি। বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্তন বাদ দিয়া কৃত্রিম উপায়ে স্মরণ বা নির্জনে ধ্যান করিতে গেলে আমাদের পক্ষে জড়ের বা ভোগের ধ্যান হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবের সম্ভার ভয়েও জগতের সর্বনাশ সাধন করিতে দ্বিধাবোধ করে না।

নিখিল অবস্থায় কায়মনোবাক্যে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিলে জীবন্মুক্তি ঘটে। জীব অধোক্ষজ-সেবোন্মুখ হইলে মুক্ত হয়।

অধোক্ষজ-সেবাবিরোধী ব্যক্তি আরোহপন্থায় যত উর্দ্ধে আরোহণ করুক না কেন, তাহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাঁহারা কায়মনোবাক্যে মাধবের আশ্রিত তাঁহাদের কোনও কালে পতন বা চ্যুতি ঘটে না।

সাধুসঙ্গে হরিকথা আলোচনায়ই অবিদ্যার ধ্বংস হয়। শ্রীহরির প্রীতির উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া যাহা কিছু করা যায় সবই বৃথা। মানুষ যদি মনে করে, আমি জগতের কার্যে ব্যস্ত আছি, আমার হরিকথা শুনিবার অবকাশ কোথায়, তাহা হইলে সে ভোগী হইয়া পড়িবে। আবার ভোগে বিরক্ত হইয়া লোক বৈরাগী হইলে নিঃশেষ জ্ঞানের দিকে প্রধাবিত হয়। ফল্গু বা মর্কট বৈরাগীদিগের সুবিধা হয় না। ভোগ বা ত্যাগ জীবের ধর্ম নহে, ভক্তিই জীবের পরমধর্ম।

গুরুবৈষ্ণব আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক হইয়া যাওয়া উচিত নহে। গৌরভোগী বা কৃষ্ণভোগী হইলে সর্বনাশ হইবে। ঘড়িতে বেশী দম দিলে যেমন উহার স্প্রিং ছিঁড়িয়া যায় তেমনি অতিমাত্রায় ভোগে ও ত্যাগে সর্বনাশ হইয়া যায়। ভোগ ও ত্যাগবাঞ্ছা থাকিলে জীবের অসুবিধা দূর হয় না। সমস্ত জিনিষ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত না হইলে ভগবৎসেবা হইল না। বৈষ্ণবকে গুরুজ্ঞান না হইলে তাঁহার ছিদ্রানুসন্ধান করিতে প্রবৃত্তি হইবে। সেইজন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।

ভগবান্ যাঁহাকে রক্ষা করেন, তাঁহার অমঙ্গল হয় না। "বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" বৈষ্ণব নিন্দাতে জীবের সর্বনাশ হয়। ভগবদ্ভক্ত কখনও কপটতা করেন না। তিনি জীবকে ভোগ বা ত্যাগের পথে লইয়া যান না। ত্যাগের পথ ভগবদ্ভক্তির বিপরীত দিকে। হরিগুরু বৈষ্ণবের অমায়ার ও মায়ার সহিত পৃথক্। মায়ার সহি কৃপাতে আমাদের জড়জগতে ধন-জন-পাণ্ডিত্য লাভ হইয়া থাকে। ভগবানের যথার্থ কৃপা লাভ হইলে জীবের সংসারবন্ধন থাকে না।

সাধুকে সেব্যবস্তু জানিতে হইবে। সাধুর উপর গুরুগিরি করিতে হইবে না। প্রকৃষ্টরূপে নত হইলে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। গুরুবৈষ্ণবের নিকট unconditional surrender করিতে হইবে। সাধুকে সেবা করিতে না পারিলে কাহারও সুবিধা হইবে না।

আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের বুদ্ধি-ভক্তি কম আছে মনে করি, অথবা তাঁহাকে মতিচ্ছন্ন মনে করি, তাহা হইলে আমাদেরই মতিচ্ছন্ন হইবে। একমাত্র গুরুদেবের নিকটেই যাথার্থ স্ফূর্তি লাভ করে। হরিকথা-শ্রবণের জন্য সময় দিতে হইবে। শ্রীগুরুমুখপদ্মবিনিঃসৃত বাণী প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত নিরন্তর শ্রবণ করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলেই সর্বার্থসিদ্ধি হইবে। শ্রীগুরুকৃপাই ভগবানের কৃপা। শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই। যিনি ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহার সেবা করিলেই সব সুবিধা হইয়া যাইবে। এ সকল কথা মুখে মুখে জানিলেই হইবে না, অন্তরের সহিত জানিতে হইবে। কৃপাপ্রার্থনা ব্যতীত জীবের আর কোন কাম্য নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমরা মুক্তবৈরাগ্যবান্ বলিয়া জানিব। কৃষ্ণভক্তিকে বাদ দিয়া ধর্মার্থকাম সব নিরর্থক। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপা ব্যতীত নিজের বিদ্যাবুদ্ধিতে কখনও যাথার্থ্য অবধারণ করা যায় না। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক।

মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিলে সে বন্ধুত্ব কালে কালে বিনষ্ট হয়। মানুষ যে-সকল ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তাহা নিরসন করিতে হইলে গুরু বা আচার্যের শিষ্যত্ব বা আশ্রয় স্বীকার করা দরকার। যাঁহারা সাধুমুখে হরিকথা শুনিবেন না, তাঁহারা চক্ষুতে শ্রীমন্দির ও পুতুল দেখিবেন বা ভাবিবেন, আর দ্যূত-পানাদি দ্বারা অসৎ আচরণ করিবেন ছাড়া আর কি করিবেন? তবে কোন কোন সুকৃতিমান্ ব্যক্তি বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃপা লাভের জন্যও তীর্থে আগমন করেন, কিন্তু ভক্তের সেবা যে ভগবানের সেবা হইতেও বড়, তাহা জানেন না অর্থাৎ বৈষ্ণবসেবা যে কৃষ্ণসেবা হইতে পৃথক্ নয়—একথা বুঝেন না।

যদি আমরা হরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম-সেবা-সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হই, তাহা হইলে আমরা দুরাচার পশু হইয়া পড়ি। 'আমি অপরের অপকার করিতে পারি বা করিব'—এরূপ বিচার মৎসরতা-প্রসূত। গুরু-বৈষ্ণবের অবহেলা করিতে নাই। সর্বদাই

…ধারণ করা দরকার। শ্রীগুরুদেবের সেবার উপকরণ সকলেও গুরুবুদ্ধি করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে নিজের মত অনর্থগ্রস্ত মর্ত্ত্য মানববুদ্ধি করিলে চিরতরে নরকে যাইতে হইবে। আমি যদি গুরুদেবের ঘরে প্রবেশ করিয়া নিজের ভোগের জন্য রান্না আরম্ভ করি, তাঁহার গৃহের মার্জ্জনাদি-সেবা না করি বা তাহা সযত্নে সংরক্ষণ না করি, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। সেই গৃহকে অতি যত্নের সহিত সংরক্ষণ করিতে হইবে—সম্মান করিতে হইবে—বন্দনা করিতে হইবে।

———

আচার্য্য বা সদ্গুরুপাদপদ্মই বৈষ্ণবধর্ম্মের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। শ্রীগুরুদেবই অজ্ঞান দূর করিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীরাধাদাস্যলাভ সাধারণ সেবাবিচার নহে। উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিশেষ সেবার কথা।

যেন শ্রীরূপের অনুগতগণের চরণের ধূলি হইতে পারি। ধূলি হওয়া অর্থে রূপানুগগণের পাদপদ্মে নিত্যসংলগ্ন হইয়া থাকা বুঝায়। শ্রীরূপপ্রভু তিনি, যিনি ভগবানের রূপ বা শোভা বিস্তার করেন এবং যাঁহার রূপে শ্রীকৃষ্ণও আকৃষ্ট হন। তাঁহার বিচার মায়াবাদী, ত্যাগী ও ভোগি-সম্প্রদায়ের বিচার হইতে পৃথক্। মধুর-রতিতে রূপানুগগণের আনুগত্যের উজ্জ্বলতাই ভজন বৈশিষ্ট্য।

আমি শ্রীরূপগোস্বামীর নিত্যকাল দাস থাকিব। আমি শ্রীরাধিকার সমান আসনে বসিব না। তাঁহার সহিত আমার সখ্য বিচার থাকিবে না। তাঁহার সহিত আমার নিত্যদাস্য বিচার থাকিবে। 'স্বসুখ'-বিচারে মূল আশ্রয়বিগ্রহের যতদূর নিকটে অবস্থানের বিচার হয় তাহাতেই মাধুর্য্য অধিক। প্রভু হওয়ার বিচার অপেক্ষা ভৃত্য হওয়ার বিচার শ্রেষ্ঠ। ভগবান্ ভুক্তি-মুক্তি দিয়া অথবা প্রভুত্ব প্রদান করিয়া বঞ্চনা করিতে চাহিলে শুদ্ধভক্ত কখন তাহা গ্রহণ করেন না।

মানুষ নিজে প্রভু না হইয়া প্রভুর স্থানে থাকিয়া ক্রিয়ানৈপুণ্য বেশ দেখাইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন কোন রাজ্যের রাজা নিজের প্রভুত্ব লইয়া থাকে, কিন্তু প্রজাদিগের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি আহার বিহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়া ব্যস্ত। তিনি তাঁহার power delicate করিয়াছেন প্রধান মন্ত্রীর উপর। প্রজারা প্রধান মন্ত্রীকে অধিক চিনে ও সম্মান দেয়। তাহাদের সহিত রাজার সাক্ষাৎকার হয় না। কিন্তু মহারাজের সহিত অমাত্য মহারাজের সাক্ষাৎকার হয়। স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বের দৃষ্টান্ত ঐরূপ। স্বয়ংরূপ ভগবান্ বিভুস্বরূপীয় শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরসময় ও নিত্যলীলায় প্রমত্ত। তিনি স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বেরও মালিক। আবার স্বয়ংপ্রকাশ হইলেন নারায়ণের অংশী।

শ্রীকৃষ্ণের মন্দির—সর্ব্বথ বলদেবের অভিন্ন-প্রকাশ। শ্রীবলদেব শয্যা, আসন, আবাস, ছত্র, উপাধান প্রভৃতি রূপেতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। জীবের জন্যই ভগবানের মন্দির। শ্রীভাগবতও বলেন,—"প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।" ভগবানের ধাম ও মন্দিরাদি স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বের সেবাবাদ্য। যাঁহারা শ্রীমন্দিরকে বিষ্ণু মনে করেন, তাঁহারাই আস্তিক। মন্দির বিষ্ণু হইতে অভিন্ন হইলে, তাহা তাহা সম্ভব নহে। মন্দির কেহ ভাঙ্গিতে পারে না। তাহা—ভোগের নয়। ভগবদ্ধাম নাশ্যাংশযুক্ত ভোগের সামগ্রী নহে। আধ্যক্ষিকের চক্ষুর দ্বারা দৃষ্ট এবং কর্ণযারা শ্রুত শ্রীবিগ্রহ ও বৈকুণ্ঠের অনুভব বা বস্তু সাধারণ বুদ্ধি হয়। মাপিয়া লইবার বুদ্ধিকে ভোগবুদ্ধি বলে। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহকে যাহারা প্রাকৃত মনে করে তাহারা অন্ধ। দিব্যজ্ঞান না হইলে শ্রীবিগ্রহ-অর্চ্চন ও শ্রীমন্দির-দর্শনাদি কিছুই হয় না। যখনই Iconographer বলিতেছেন, 'আমি মন্দির তৈয়ার করিয়াছি', তখনই Iconoclast বলিতেছেন—'আমি তোমার মন্দির ভাঙ্গিয়া দিতেছি।' ইহারা উভয়েই আধ্যক্ষিক ও পরতত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ। অধোক্ষজের সেবা উক্ত প্রকারের বিচারে অবস্থিত নয়। অহঙ্কারের দ্বারা গঠিত মন্দির অন্যে ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, কিন্তু অপ্রাকৃত মন্দির অন্তক্ষণ স্পর্শই করিতে পারে না।

নামগ্রহণের বিচার বৈকুণ্ঠনামগ্রহণকারী শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শুনিতে হইবে। যিনি সদ্গুরুর অনুগমনকারী, তিনিই শ্রৌতপন্থী। গুরুব্রুবের নিকট হইতে হরিকথা ও হরিনাম শুনিতে নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মাত্র একজন। স্বয়ংরূপ বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর এবং স্বয়ংপ্রকাশবস্তু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ ও ঈশ্বরতত্ত্ব। ভগবানের ভাবব্যূহ সকল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া "আচার্য্য" নামে অভিহিত হন। অতএব শ্রীআচার্য্যদেব সম্বন্ধে শাস্ত্র এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

"মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ, মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীভগবানের প্রকাশ বিগ্রহরূপে জানিলে তাঁহার সেবা হয়। তাঁহাকে অবজ্ঞা বা মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা উচিত হইবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টী রিপু একাধারে কতকগুলি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। কামাদি রিপু সবল হইলে মর্ত্ত্যবুদ্ধির সৃষ্টি হয়।

———

দেহাত্মবুদ্ধি

(পূর্ব্ব)

অস্থি, মজ্জা, রক্ত মাংস পূর্ণ বুক দেহে আত্মবুদ্ধিরূপ বিষ হইতে আমাদের অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্ বৈরাগ্যাকৃষ্টি-নিমিত্ত নিরন্তর সেবা ভুলিয়া যাইতেছে, প্রয়োজন হওয়ায় দেহ এবং দেহ-সম্বন্ধীয় সাংসারিক বস্তুতে মমত্ববুদ্ধি করিয়া আমরা এখানে গোলযোগ প্রাপ্ত হইয়াছি। জীব ভগবানের নিত্যদাস—দাস ভগবান্ ভোক্তা জীব তাঁহার ভোগ্য। জীব অণু, ভগবান্ ভোক্তা, জীব তাঁহার ভোগ্য, তিনি সেব্য, জীব সেবক। তাঁহারা নিত্যকালই সেব্য-সেবক সম্বন্ধে যুক্ত। জীব যে অনিত্য বস্তু নহে, অনিত্য বস্তুর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ নাই বা অনিত্য বস্তুর ভোক্তা বা ভোগ্য কোনটীই সে নয়, সে যে তাহার স্বরূপবিস্মৃতির ফলে দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট হইয়া সংসার-ভ্রমণ করিতেছে, ইহা তাহার উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না।

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥

সেই মায়ার দ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষিপ্ত হইলে জীব স্বরূপতঃ—এই ত্রিগুণের অতীত হইয়াও আপনাকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ 'প্রাকৃত' বলিয়া অভিমান করে। এই ত্রিগুণজাত প্রাকৃত অভিমান বশতঃ উহার অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

এইরূপ সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যদি জীবের সদ্গুরু লাভ হয় এবং সত্য সত্যই জীবের দিক্ হইতে নিষ্কপটে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসার উদয় হয়, তবে সে গুরু-কৃষ্ণের কৃপায় নিজতত্ত্ব অবগত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে। নতুবা দেহাত্মবুদ্ধি থাকা কালে বহু প্রকার সাধন ভজনের প্রক্রিয়া করিলেও সুফল লাভ হয় না। শাস্ত্র বলে, 'নাহং দেহো ন দেহস্থঃ।' দেহ তার স্বরূপ নহে, যে নিজকে জানিতে পারে না। দেহাত্মবুদ্ধি ছাড়িয়া স্বরূপে অবস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব ভগবানের শুদ্ধসেবালাভ করিতে পারে না। জল ও দুগ্ধ যেরূপ অভিন্নভাবে একত্র মিশিয়া থাকে, জলের সহিত দুগ্ধ মিশিয়া যায়, কিন্তু পাথর ও জল মিশিতে পারে না, পাথরের সহিত যেরূপ জল মিশিত করা যায় না, তদ্রূপ দেহাত্মবুদ্ধি নির্মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের প্রাকৃত দর্শন মিটিতে পারে না, তেমনি দর্শনও হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণত হইলেই তাঁহাতে প্রাকৃতবুদ্ধি হয়। শ্রীল মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণু নিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥

বিষ্ণুকে প্রাকৃতবুদ্ধি করিলে যেরূপ বিষ্ণুনিন্দা হয়, গুরুদেব বা বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধি করিলেও তদ্রূপই অপরাধ হয়। বিষ্ণু-বৈষ্ণব আত্মা দেহাত্মবুদ্ধির অতীত, অধোক্ষজ বস্তু। জীবের অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাদের মাপিতে গেলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। আমাদের অনেক সময় প্রশ্নের উদয় হয় যে, আমরা যখন বর্ত্তমানে অন্ধকার-ভূমিকায় অবস্থিত আছি, তখন অন্ধকার দর্শন ও আমাদের স্বাভাবিক। ইহার সমাধান সামান্য একটী ক্ষুদ্র উদাহরণের দ্বারাও হইতে পারে। যথা—নীচের ক্লাসের ছাত্র উচ্চ ক্লাসে উঠিতে চায় না বা সে যে স্তরে আছে, সেই স্তর হইতে আরও উচ্চজ্ঞান লাভ করিবার জন্যই পাঠাভ্যাস করিয়া থাকে। নিম্নস্তরের জ্ঞানকেই সে বহুমানন বা সম্মান করে না। অন্ধকার আছে বলিয়াই না আমাদের আলোর দিকে এত প্রগতি! আমাদের বাঞ্ছনীয় বস্তুটী কি? আলো, না অন্ধকার? কৃষ্ণ ও মায়া অপাশ্রিতভাবে আছেন। আমাদের প্রয়োজন কি? মায়া, না কৃষ্ণ? সুতরাং আমাদের জানিয়া রাখা উচিত—"যাঁহা রাম, তাঁহা নাহি কাম। যাঁহা কাম তাঁহা নাহি রাম"। 'যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার'। 'মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়। ইহাতে লোকে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়।'

অধোক্ষজ, অপ্রাকৃত অনুভূতি যেখানে, সেখানে অক্ষজ বা প্রাকৃত দর্শন থাকিতে পারে না। তাহা যতই কঠিন হউক না

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, বর্তমান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
[illegible]

(২) [illegible]
[illegible] কলিকাতা। [illegible] প্রতিষ্ঠিত। [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়।

৩। শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন [illegible] বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌড়েশ্বর [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গোস্বামী দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীনারায়ণী ও ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রী [illegible] গৌড়ীয় মঠ
[illegible]
পোঃ [illegible] (নদীয়া)

১৭। [illegible]
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) জগন্নাথ-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়ি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible]পাড়া, পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
[illegible]

(২৩) [illegible]গৌড়ীয় মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর পোঃ ঢাকা

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

২৬। জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], ইং, বি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible]পুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ [illegible], বেনারস সিটি

[illegible]-গৌড়ীয়মঠ

(৩৪) [illegible] মঠ,
পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)

(৩৫) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রী[illegible]
[illegible]পুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible] কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ – শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নই দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে ৭

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
[illegible] সেবা

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ পুরী, উৎকল

৫৪। [illegible]—[illegible] পল্লী
[illegible]

(৫৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উৎকল)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয় [illegible]
পোঃ [illegible], [illegible]

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]

৬২। [illegible] মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
[illegible]
[illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, ঢাকা (ইষ্ট-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এ. [illegible]-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:০:—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲			১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে হার

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵০; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

—:০:—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অত্যন্ত মনোরম। শ্রীচৈতন্য মঠের নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ পরিচ্ছন্ন, শান্ত ও স্বাস্থ্যকর। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য ঘরোয়া ভাবে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আহার ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর তদ্রূপ সচ্চরিত্র ছাত্রদিগকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী পত্রিকা হইতে,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কালানুসারে ও প্রয়োজনীয় অর্থ টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কালানুসারে সজ্জিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দসূচী, নাম-পত্র-গ্রন্থ ও পদ্য-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা শোভিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বান্বেষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও স্বতঃ [illegible] যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমদ্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং কতক 'গৌড়ীয়'-এ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম প্রদানপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত করিতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহোৎসব-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাইবেন। ভক্তিপথের পান্থমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

ল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত "গৌড়ীয়" নামক মন্তব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৸০ আট আনা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইংলিশের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীযুত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম্-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং সরিপক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে ধন্য হউন। এই নিরাড়ি, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিশেষ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষার সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৬৩৫ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দার্থ ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২, বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ভাষণালী মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:: ০)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতদিন কোন প্রামাণ্য আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের অনুজ্ঞায় সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু রচনাবলী শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০)———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪৩নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর কাটাইটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

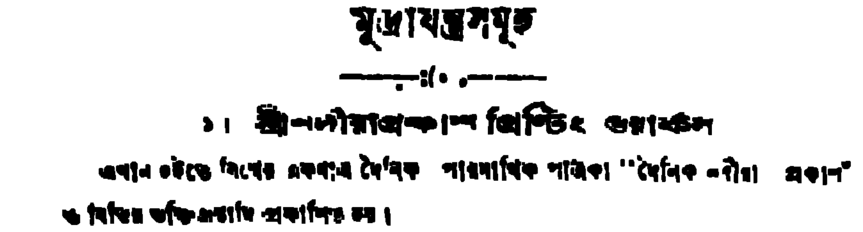

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় সুস্থ, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারে ইহার কাটতি দিন দিন অত্যন্ত অধিক। নিকটস্থ প্রীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	৫ ৩৬	৬ ০৬	৭ ৫৬	১২-২৬	১৪ ৫৪	১৬-৫৬	১৭ ৫০	২২ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ৫০	১৪ ৫৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৬	১৫-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ১	৮ ৪৫	১০-৮	১৪ ২৩	১৭-৪৮	১৯ ১১	২০-১৬	১-২৫
(বদল) ছাঃ	৭-০২		১০-৩১		১৭-৩৮			
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১ ১০		১৮-১৩			

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩১ (ন্যারো গেজের)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ৯
ছাঃ	১৪ ৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

আসা

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩৫
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১৩	১৬-৩৬	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬ ৭		১০ ১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২ ১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১০	২১-৪১	২৩-২৩

(আসা—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৭-০			
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮			
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫			
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬			
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮	(রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬	

ফোন—মায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২১শে চৈত্র, ১৩৪৫, ৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৯ মঙ্গলবার [৩০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::০::——

লালা খুশলচাঁদ ও তাঁহার ১৫৯ জন সঙ্গীর দেড় বৎসর কারাদণ্ড

গত ২১শে মার্চ গুলবর্গা জেলে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আবদুল্লা সাহেবের নিকট তৃতীয় ডিক্টেটার লালা খুশলচাঁদ এবং তাঁহার ১৫২জন সঙ্গীর বিচার হয়। আদালতের প্রশ্নের উত্তরে লালা খুশলচাঁদ উর্দুতে এক লিখিত বিবৃতি দিয়া বলেন যে, তাঁহারা নির্দোষ; ধর্মাচরণ, 'ওম' মন্ত্র উচ্চারণ এবং পতাকা লইয়া শোভাযাত্রা করা যদি অপরাধ হয়, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই অপরাধী। কিন্তু কোন সভ্য দেশেই এই সকল অনুষ্ঠান অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। হায়দরাবাদ রাজ্যে হিন্দুদের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে, এই সংবাদ পাইয়া, স্বচক্ষে সমস্ত বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা হায়দরাবাদ অভিমুখে আসিতেছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে গুলবর্গায় তাঁহাদিগকে অন্যায়রূপে ট্রেণ হইতে নামাইয়া গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার অনুগামীরাও এই বিবৃতি সমর্থন করিয়া নিজেদের নির্দোষ বলিয়া প্রকাশ করে।

লালা খুশলচাঁদ ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রত্যেকের তিনটি বিভিন্ন দফার অভিযোগে মোট দেড় বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

———

মাদারীপুরে কৃষকদের দুরবস্থা

গত ২৬শে মার্চ মাদারীপুরের অন্তর্গত বাজিতপুর ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন কোদালিয়া গ্রামে এক বিরাট কৃষক সভা হয়। কৃষক কর্ম্মী মোল্লা [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মাদারীপুরের কৃষক কর্ম্মী কমরেড সুনীল দাশগুপ্ত ও [illegible] সরকার বক্তৃতা প্রসঙ্গে কৃষকদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ বর্ণনা করেন এবং জমিদারী প্রথার আশু উচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কৃষকগণকে সচেতন হইতে উপদেশ দেন। রাজৈর থানার অন্তর্গত চাবারকান্দি গ্রামের মেহের মহম্মদ সাহায্যের বৃথা চেষ্টা করিয়া বহুদিন অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে থাকার পর বেলা ১২টার সময় মারা গিয়াছে। ঐ গ্রামের সুলাই ও আজমালী সেক অভাবে তাহাদের স্ত্রীকে তালাক দিয়াছে। কৃষকদের এইরূপ দুঃখদুর্দ্দশার প্রতি গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ উদাসীনতাকে তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে গবর্ণমেন্ট হইতে দুঃস্থ কৃষকদের জন্য যথোপযুক্ত সাহায্যের এবং চৌকীদারী ট্যাক্স আদায় স্থগিত রাখিবার দাবী জানাইয়া সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চাকুরী বাঁটোয়ারার কঠিন সমস্যা

চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক অনুপাতের প্রশ্ন মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত সকল বিভাগের ছুটী ভিন্ন অপর সকল পদে লোক নিয়োগ বন্ধ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার বিভাগীয় কর্ত্তাগণকে আদেশ দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

বাজেট আলোচনার সময় প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক বলেন যে, বিষয়টি গবর্ণমেন্টের বিচারাধীন এবং তিনি এই সম্পর্কে বিরোধীদলের নেতার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। তবে তিনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করার পর তিনি পুনরায় ঐ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সময় নির্দ্ধারণের দিন স্থির করিবেন।

প্রধান মন্ত্রী আশ্বাস দেন যে, কোন মীমাংসা করা সম্ভবপর হইলে গবর্ণমেন্ট অবিলম্বে তদনুসারে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

বিহার প্রদেশে জমিদারী

বিহার গবর্ণমেন্ট জমিদারী খাস করার জন্য একটি বিল আনয়ন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই এই বিল উত্থাপিত হইবে। বিলটি অনুমোদনমূলক হইবে এবং যে সকল জমিদার স্বেচ্ছায় জমিদারী ছাড়িয়া দিতে চাহিবেন, তাহা খাস করার সম্ভাবনা এই বিলে থাকিবে।

———

জেনেভা ছাত্রসঙ্ঘ কর্ত্তৃক সেমিনার স্কলার নিয়োগ

জেনেভার আন্তর্জাতিক ছাত্রসঙ্ঘ কয়েকজন 'সেমিনার স্কলার' নিযুক্ত করিবেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত পদের জন্য ইংলণ্ড প্রবাসী মিঃ অমলচন্দ্র গাঙ্গুলী ও মিঃ নৃপেন্দ্রনাথ চাটার্জ্জিকে মনোনীত করিয়াছেন।

বিহার-উড়িষ্যা গবেষণা সমিতি

সায়েন্স কলেজে বিহার লাটের সভাপতিত্বে বিহার উড়িষ্যা গবেষণা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচনের পর প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল মিঃ কে এন দীক্ষিত ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা করেন।

তিনি বলেন যে, নালন্দা এবং সুলতানগঞ্জে যে সকল স্তূপ আবিষ্কার হইয়াছে ঐ সকল স্তূপের গায়ে যে ফলক আছে, ঐ ফলকে দেখা যায় যে জাভার রাজাও ভারতে অর্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

———

আসাম ছাত্র সম্মেলন

আগামী ইষ্টারের ছুটীর সময় জোরহাটে আসাম ছাত্র-সম্মেলনের এক বিশেষ অধিবেশন হইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর উক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য শ্রীযুক্ত কুলধর চালিহাকে সভাপতি করিয়া একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

———

গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক জমিদারী ক্রয়
বিহার পরিষদে সরকারী প্রস্তাব

জমিদারের স্বেচ্ছায় জমিদারী ত্যাগ করিতে চাহিলে গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক সেই জমিদারী ক্রয় করিয়া লইবার সম্পর্কে জনমত অবগত হইবার উদ্দেশ্যে বিহার গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থা পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশনেই একটি প্রস্তাব উত্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল [illegible] গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, সাপ্তাহিক ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়া—[illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-[illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের [illegible], [illegible] "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে সকল গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়-[illegible] বৈরাগ্যের মূর্ত্তিবিগ্রহ [illegible] পরমহংস [illegible] শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আশ্চর্য্য চরিত্র বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। সাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সকল সাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমূহের [illegible] ১০০টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে [illegible] উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল [illegible] দেবের পর [illegible] গোস্বামীগণ রচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম-এ, বি-এল্‌, পুরানাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ([illegible]) ৬৲

৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। [illegible] ([illegible]) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী — ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী — ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সংকীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য ও সংস্কার [illegible] ১।০

৯। বৈষ্ণব [illegible] ৯৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ১৲

১১। [illegible] (বাংলা) ১৲

১২। [illegible] শিক্ষা (বাংলা) ১৲

১৩। [illegible] (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণব [illegible] ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। [illegible] ।০

১৮। [illegible] ।০

১৯। [illegible] ।০

২০। গৌড়ীয় [illegible] ৷৵০

২১। গৌড়ীয় [illegible] ৷৵০

২২ [illegible] ।০

২৩। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও [illegible] (বাংলা) ১

২৪। গীতা ([illegible] টীকা-সহ) ১৲

২৫। গীতা ([illegible] টীকা-সহ বাংলা) ৵

২৬। [illegible] ৷০

২৭। [illegible] ([illegible]) ১৲

২৮। [illegible] ([illegible]) ।০

২৯। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) (বাংলা) ৸০

৩০। [illegible] ৵০

৩১। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৷৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাংলা) ।০

৩৩। [illegible] ৪০

৩৪। [illegible] ([illegible]) ৵

৩৫। [illegible] ৷০

৩৬। [illegible] ৵০

৩৭। [illegible] ৵০

৩৮। [illegible] ।০

৩৯। [illegible] ।০

৪০। [illegible] ৵০

৪১। [illegible] ৵০

৪২। [illegible] ৸০

৪৩। [illegible] ৷০

৪৪। [illegible] ৵

৪৫। [illegible]

৪৬। [illegible]

৪৭। [illegible]

৪৮। [illegible] ([illegible] সংস্করণ) ৴১০

৪৯। [illegible] ৴১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲

৫১। [illegible]

৫২। [illegible] ([illegible]) ।০

৫৩। [illegible] ৷৸০

৫৪। [illegible] ।০

৫৫। [illegible] ।

৫৬ [illegible] ৶

৫৭। [illegible] ([illegible]) ।০

৫৮। শ্রী[illegible] ৶০

৫৯। [illegible] ৶০

৬০। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ।০

৬২। [illegible] ।০

৬৩। [illegible] ।০

৬৪। [illegible] ।০

৬৫। [illegible]

৬৬। [illegible]

৬৭। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ।০

৬৯। [illegible] ।০

৭০। [illegible]

৭১। [illegible] ।০

৭২। [illegible] ৷৵০

৭৩। [illegible] ।০

৭৪। [illegible] ।০

৭৫। [illegible] ৴০

৭৬। [illegible] ।০

৭৭। [illegible]

৭৮। [illegible]

৭৯ [illegible] ([illegible]) ১৪৲

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০

৮১। [illegible] ।০

৮২। [illegible] ৶০

৮৩। [illegible] ৴০

৮৪। [illegible] ৴০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] ৴০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible] ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
ধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ৩০ বিষ্ণু ৪৫৩ গৌরাব্দ ১১শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ৪ঠা এপ্রিল ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার | ৩০শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে গত ৩১শে মার্চ্চ শুক্রবার রাত্রে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাটমন্দিরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসম্বল ভাগবত মহারাজ 'কামাদীনাং কতি ন কতিধা' শ্লোকের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ কয়েকদিন যাবৎ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার সুমধুর কীর্ত্তন সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে।

গত ২৯শে মার্চ্চ বুধবার শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজের পাঠের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ধামাধিকারী সেবাসুহৃৎ ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব, বি-এল হেড্ মাষ্টার মহোদয় শ্রীরাম-নবমী সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমা ও প্রতি-বিরোধিনী যুক্তির নিরর্থকতার কথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীরামনবমী-তিথি-পূজা

গত ২৯শে মার্চ্চ বুধবার পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীরামনবমীতিথি নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনমুখে যথারীতি পালিতা হন। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে সাধক জীবের প্রয়োজনীয় বহু মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে ও 'গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন' মহাজনপদ কীর্ত্তনমুখে সমাগত সজ্জনবৃন্দ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। সমস্ত দিবস শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীশ্রীগোবিন্দের দশাবতার স্তোত্রাদি কীর্ত্তন হয়। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় শ্রীরামনবমী সম্বন্ধে প্রায় দুইঘণ্টা যাবৎ প্রাঞ্জলভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। মহানগরীর বহু বিশিষ্ট সজ্জন সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীরামচরিত্র সম্বন্ধে বহু কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দ লাভ করেন

চট্টগ্রামে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরম-হংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের কৃপাদেশে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় গত ১৭শে মার্চ্চ তারিখে ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ হইতে রওনা হইয়া চট্টগ্রাম নন্দনকানন-স্থিত শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীভক্তিবিনোদগৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রত্যহ পাঠে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ উপস্থিত হন। সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনাদির জন্য নিমন্ত্রণ আসিতেছে। প্রত্যহ বহু উচ্চশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া পরিপ্রশ্নাদির সাহায্যে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট দর্শক

সিন্ধুদেশবাসী মিঃ জেঠারাম লালচাঁদ নাথাল রায় এম-এল্ এ মহোদয় গত ২৮শে মার্চ্চ অপরাহ্নে নিউদিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ দর্শনার্থ আগমন করেন। মঠসেবক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট পরিপ্রশ্নমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন এবং পুনরায় শ্রীমঠে আগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কলিকাতায় প্রচার

গত ২৭শে মার্চ্চ সোমবার কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বতশ্রবণ-সদনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইতেছে। এ সংবাদ উক্ত তারিখের সুপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার পত্রিকা ও মাতৃভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

হরি ভজন করে কে?

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করিতে পারি। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥

ভগবানের যাঁহারা একান্ত ভক্ত, তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যাঁহারা শিক্ষা করেন, তাঁহারা স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর ইত্যাদি পাপজাতি হইলেও এবং তাঁহারা হংস পশু, পক্ষ্যাদি তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করিয়াও ভগবানের মায়া জানিতে পারেন এবং তাহা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন। সুতরাং যে সকল মনুষ্য শ্রীগুরু পরম্পরায় ভগবানের বাণী শ্রবণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভগবানের মায়াকে [illegible] হইয়া এরূপ করিতে পারিবেন এবিষয়ে আর সন্দেহ কি?

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"আমরা জড়জগতে যেপে নেওয়া ধর্ম্মে আষ্টে পিষ্টে বাঁধা প'ড়েছি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সব বাঁধন কেটে যাবে। কীর্ত্তন হ'লে দর্শন, শ্রবণের যোগাড় হয়। নির্ম্মাল্য ঘ্রাণে কি সৌগন্ধ আছে, তা' কৃষ্ণকীর্ত্তনে বুঝ্‌তে পারি। কীর্ত্তনের দ্বারা সবই সম্ভব। আমরা কীর্ত্তন করতে করতে সেই পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হ'তে পারি। ধ্যাননিষ্ঠা, দর্শননিষ্ঠা, অর্চ্চননিষ্ঠা—সবই কীর্ত্তনে হয়।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ বিষ্ণু ৰবি, প্রত্যয় গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীআচার্য্যবাণী

——::•::——

কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী এই তিনটি পুরুষাবতারই যথাক্রমে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ নামক তিনটী ব্যূহের রূপ ও অংশ. ঐ তিন পুরুষের মধ্যে সঙ্কর্ষণরূপ কারণোদশায়ী পুরুষটি—প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকারী, স্রষ্টাকারী, অংশধারী ও বিভাগে জীবের প্রকটনকারী; প্রদ্যুম্নরূপ গর্ভোদশায়ী পুরুষটি—প্রকৃতি পার্শ্বদ মধ্যে প্রবেশকারী ও প্রজননকারী (সমষ্টি অন্তর্যামী) এবং অনিরুদ্ধরূপ ক্ষীরোদশায়ী পুরুষটি প্রত্যেক জীবাত্মার নিয়ামনকারী, অন্তর্যামী এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রের মধ্যে যে বিষ্ণু, তিনি। প্রকৃতির দুইপ্রকার রূপ অথবা ভেদ বা অংশ—নিমিত্ত (যাহা অদৃষ্ট শক্তি) ও উপাদান (যাহা দৃষ্ট বা জড় বা প্রধান শব্দে কথিত)। শ্রীল ঠাকুর প্রভু এই উপাদান জড় বা প্রধানের কারণ; তিনি নিমিত্ত-কারণ নহেন। তিনি সঙ্কর্ষণরূপ কারণোদশায়ীরই অবতার। সঙ্কর্ষণরূপ কারণোদশায়ীর দুইটি রূপ—একটি নিমিত্ত-কারণ, অপরটি উপাদান-কারণ।

ও অধিকারী দর্শনে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবাময় বা কৃষ্ণপ্রেমময় দর্শনেই গোলোক-স্ফূর্ত্তি বা বৈকুণ্ঠস্ফূর্ত্তি। তৎকালে বা সেই মহাভাগবত দর্শনে বা অবস্থার উত্তম-বিচারে মধ্যম অধিকারী ও কনিষ্ঠ অধিকারী জীবের এবং বিরুদ্ধ পরপক্ষমত খণ্ডন-পূর্ব্বক প্রধানতঃ জীবে দয়া করিবার প্রবৃত্তিমূলেই যোগ্য বা অযোগ্যের ভেদভাব তুলনামূলক বিচার থাকিবে না,—এরূপ নহে। ঐরূপ বিচার থাকিলেই যে, মধ্যমাধিকারীবৎ খানিকটা দ্বিতীয়াভিনিবেশ আসিবে,—এরূপ নহে। মহাভাগবতের নিজের পক্ষেও কোন অচিৎ ভোগ্য বা দৃশ্য দর্শন বা দ্বিতীয়াভিনিবেশ না থাকিলেও মধ্যম-অধিকারীর লীলার উপযোগিভাবে তটস্থ-বিচারে কৃষ্ণ-মায়া-বৈচিত্র্যের তুলনামূলক বিচার করিতে সমর্থ তাহাতে তিনি স্বয়ং মায়া দ্বারা আকৃষ্ট হন না।

অন্তর্যামীর কার্য্যটি ঈশ্বরের বা পরমাত্মার কার্য্য, তাহা জীবের উপর এবং প্রকৃতি বা জড়ের উপর—এই দুই প্রকারে বিভক্ত হয়। সঙ্কর্ষণ যেরূপ তাঁহার সাক্ষী শক্তি-প্রকটিত উদ্দেশ্যে, চিন্ময় অবস্থায়ে ওতঃপ্রোতভাবে (তাঁতির কাপড়ের টানা পড়েন সূতার ন্যায়) সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, তদ্রূপ তাঁহার অভিন্ন অংশ বা রূপ কারণার্ণবশায়ী ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শক্তিধররূপে (শক্তিপরিণতরূপে নহে) যথাক্রমে তটস্থ শক্তি বৈভব জীবগণের ও জড়জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান কারণরূপে (অংশাদিরূপে নহে) নিত্য বর্ত্তমান। মহাবিষ্ণুর বিভক্ত অংশ রুদ্র প্রকৃতি-সঙ্গী (বা মায়া সঙ্গী) হইয়া প্রকৃতি-পরিণত দৃশ্য প্রধানরূপে বা জড়বিশ্বের উপাদান অণুপরমাণুরূপে চিন্ময় অবস্থান ভগবদ্দর্শনে বাধা বা বিরূপ হন—সেবাবিমুখ জীবকে আবরণ ও বিক্ষেপ করেন।

অন্তর্যামী, পরমাত্মা ও ঈশ্বর—ভগবান নহে; ভগবত্তার অন্তর্ভুক্ত এবং অচিৎ বিশ্বাধিপত্যের সংজ্ঞা-বিশেষ। ঐ অন্তর্যামী, পরমাত্মা বা ঈশ্বর—প্রকৃতি বা প্রধান বা মায়াশক্তির বা মায়াবদ্ধ জীবের উপরই বর্ত্তমান। ঐ দর্শনে বা ধারণায় আনন্দ বা বিলাস অর্থাৎ স্বরূপশক্তির সহিত সম্বন্ধ-সংশ্লেষ নাই, সুতরাং নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাবৈচিত্র্য নাই। ঐ অন্তর্যামী, পরমাত্মা বা ঈশ্বর ভগবানের অংশবৈভব মাত্র। কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী বা ক্ষীরোদশায়ী প্রত্যেকে শক্ত্যুক্ত বিগ্রহ হইলেও কারণ, গর্ভ ও ক্ষীর—এই তিনটি অচিৎ বা মায়াসম্বন্ধ উপাধি বা সংজ্ঞা। ঐ তিন পুরুষই স্বয়ং মায়াতীত, নিজেরা মায়ার সঙ্গে মিশেন দেখাইলেও বস্তুতঃ মিশেন না।

যাহারা হরিভজন করে না—beware of them, তাহারা অসদেব এবং তাহাদের আশীর্ব্বর্গ সকলকেই ঠকাইতে চায়। তাহার আশ্রিত বলিয়া পরিচিত, হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিতে ইচ্ছুক, এরূপ ব্যক্তিদিগকে সে নিজের অধীন, পাল্য বা আশ্রিত এবং নিজেকে কর্ত্তা, পালক-অভিমান করিয়া তাহাদের উপর স্বীয় আধিপত্য-বিস্তারে উদ্যত হয়। যে হরিভজন করে না, সে বিদ্বেষী, সুতরাং আর কাহাকেও হরিভজনের সাহায্য করিবার পরিবর্তে ক্রমাগত বাধাই দিতে থাকিবে। তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র টান, আত্মবুদ্ধি বা স্নেহ থাকিলে হরিভজনের আশা নাই।

অর্থগৃধ্নুতা একটি প্রধান অন্তরায়। উহার ফলে হৃদয় অত্যন্ত নীচ হইয়া যায় এবং শ্রীনারায়ণের চরণে অপরাধের সৃষ্টি হয়। যে হরিভজন করে না, তাহার স্বভাবই এই যে, সে গুরু-বৈষ্ণবের উপর এবং যাহারা হরিভজন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে ঠকাইতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং খুব সাবধান! তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বরং তাহাকে বাহিরে সম্মান দেখাইয়া এরূপ ভাবে বঞ্চনা করিতে হইবে যেন সে নিজে কিছু বুঝিতে না পারে, অথচ নিজের পথ নিষ্কণ্টক হয়; অথবা যদি হৃদয়ে তত্টা বল না থাকে, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইবে।

পূর্ব্ব জন্মে বা এই জন্মেই কোন মহাত্মা বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিবার ফলে দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হইয়া এমন জড়প্রায় পাষাণ করিয়া ফেলে যে, সাধু-গুরু-মুখনিঃসৃত বাণী কর্ণে প্রবেশ করিলেও তাহার হৃদয় সাড়া দেয় না। লোহে ক্রমাগত মরিচা ধরিয়া পুরু হইয়া থাকিলে যেমন চুম্বকের আকর্ষণ ব্যর্থ হয়, তদ্রূপ দেহাত্মাভিমান প্রবল থাকিলে সাধু-গুরু কীর্ত্তিত চৈতন্যবাণী শ্রবণ করিলেও হৃদয়ে হরিভজনের চেতনা উদ্দীপ্ত হয় না। এই মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায়, যাঁহার নিকট অপরাধ হইয়াছে, সেই বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে ক্ষমা ভিক্ষা করা। তিনি ক্ষমা করিলে তবেই নিস্তার, নতুবা কৃষ্ণও তাহাকে ক্ষমা করেন না।

অপরাধ নানা কারণে হইতে পারে; তবে প্রত্যক্ষভাবে বৈষ্ণববিদ্বেষী না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার ক্ষমা বিধানের জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করা যাইতে পারে।

অভক্তের হইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন-চেষ্টা হওয়া উচিত। Severest pangs of separation from our eternally nearest and dearest ones—ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভজন। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ সর্ব্বদা তীব্রভাবে অন্তরের বিষয় হউক, তাহা হইলেই দৈন্য আসিবে। নিজের প্রতি সমস্ত অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু গুরু-বৈষ্ণবের বিন্দুমাত্র অমর্য্যাদা সহ্য করিবে না। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতীকার যতটুকু সাধ্য হয়, তাহা করিতে হইবে। নিতান্ত অসমর্থ হইলে তাঁহার অমর্য্যাদা ঘটিবার সম্ভাবনার স্থল তৎক্ষণাৎ বা পূর্ব্বেই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

জীবে দয়া করিতে হইবে। জীবে দয়া করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছেন। জীবে দয়া-প্রবৃত্তি না থাকিলে শ্রীনাম স্ফূর্ত্তি হয় না। বাহিরের লোককে ব্যবহারিক সম্মান বা মর্য্যাদা যথাযোগ্যভাবেই দিতে হইবে। যাহারা হরিকথা শুনিলেও শুনিতে পারে, তাহাদের নিকট মহাপ্রভুর শিক্ষা কীর্ত্তন করা বিশেষ প্রয়োজন। মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করাই জীবের প্রতি দয়া। জীবের প্রতি যতটা দয়া-বিশিষ্ট হওয়া যাইবে, ততই শ্রীনামের সেবায় উন্মুখ হওয়া ঘটিবে। নিজের প্রতি স্তুতি বা নিন্দায় কিছুতেই বিচলিত হইতে হইবে না। নিন্দা-স্তুতি সমভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। নিন্দা যাহাদের মাথায় কোনমতেই প্রবেশ করে না, তাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপরাধ-ক্রমে জড়প্রায় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের সহিত মৌখিক ব্যবহার-মাত্র রাখিতে হইবে।

যথাযোগ্য সম্মান সকলকেই দেওয়া কর্ত্তব্য। তবে বৈষ্ণবোচিত সম্মান ও ব্যবহারিক সম্মানে পার্থক্য আছে, সেদিকে যেন লক্ষ্য থাকে। যাহারা এ জন্মে এখনও বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করে নাই, যাহারা হরিকথায় অনাদর করে না, তাহাদের নিকট হরিকথা বলা বা তাঁহাদের প্রতি প্রকৃত দয়া করিবার জন্য যদি ব্যক্তিগত মান-সম্মানাদির হানি বা অন্য কোনপ্রকার জাগতিক ক্লেশ উপস্থিত হয়, তথাপি তাহা হইতে বিরত হইতে হইবে না। নামসংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবার সাথে প্রচুর পরিমাণে জীবে দয়ার প্রবৃত্তি উদিত হলেই ভজনবল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সেবাধিকার দিবে। জীবে দয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভজনবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আমাদের সেবা-প্রবৃত্তি তীব্রতর হউক, ভজনবলবৃদ্ধিক্রমে অগ্রগতির বাধাস্বরূপ অনর্থাদি দূরীভূত হউক।

ভোগবুদ্ধিতে কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করিলে জীবের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। কৃষ্ণের প্রসাদ জলন্ত আগুনের মত মহাপ্রতাপশালী।

উঁহাকে শান্তভাবে গ্রহণ করিয়া ফেলা যায় না। কৃষ্ণের কৃপা—এই বুদ্ধিতে, সেব্য-বুদ্ধিতে না লইতে পারিলে পোড়াইয়া মারিবে অর্থাৎ "ভবিষা কুম্ভবর্ধে'ব"—এই গোলোকলিখিত চিত্রের গতি অতি দ্রুত আকারে দেখা দিবে। কৃষ্ণের প্রসাদ বা কার্ষ্ণের প্রতি সেবাবুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার বুদ্ধি লইয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে হইবে না। আবার কৃষ্ণের প্রসাদকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেই কি ঐ সর্বনাশের হাত হইতে রক্ষা পাইব? কৃষ্ণের প্রসাদ গ্রহণ না করিলে অন্য বিষয়ীর দ্রব্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে আমাদিগকে সতর্ক করা হইয়াছে।

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মন মলিন হইলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ॥

সুতরাং সেদিকেও রক্ষা পাওয়া যায় না। গুরুবৈষ্ণব যখন প্রসাদ দান করেন, তাহাকে না হয় ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু নিজের প্রাণাচ্ছাদনের জন্য নিজেই যদি অর্থাদি সংগ্রহ করি, তাহাই কি নিজের জিনিষ? এই দেহটাই কি আমাদের নিজের ভোগের দ্রব্য? যোগার্জিত অর্থ বা নিজের দেহ প্রভৃতিকে আমার ভোগের ইন্ধন বা আমার করায়ত্ত বস্তু মনে করিলে কৃষ্ণের সহিত বিরোধিতাই করা হইবে। সমস্তই কৃষ্ণের বস্তু, কোনটাই আমার ভোগের বা ত্যাগের জিনিষ নহে। আর ত্যাগ করিতে চাহিলেই কি করা যায়? আকাশ, বাতাস, জল, অগ্নি ও মাটী কি কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে? কিন্তু ঐগুলিও ত' কৃষ্ণের বস্তু; উহাদের ভোগবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবারই বা কি অধিকার আমাদের আছে? একমাত্র উপায় শরণাগত হইয়া থাওয়া, নিতাইচাঁদের হইয়া যাওয়া। সম্পূর্ণ ষোল আনা দিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। চিদ্বৈভব এবং অচিদ্বৈভবের মালিক বলদেব প্রভু। শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভুর নিকট আত্মনিবেদন করিলে, সম্পূর্ণ নিতাইচাঁদের হইয়া যাইতে পারিলে আর চিন্তা নাই; তখন আর কিছুতে ভোগবুদ্ধি আসিবে না। নিতাইচাঁদের সংসারে প্রবেশ লাভ হইলে কৃষ্ণপ্রসাদবুদ্ধিতে সকল বস্তুর আহরণের বা গ্রহণের অধিকার তৎক্ষণাৎই আসিয়া যাইবে।

গুরুবৈষ্ণব—নিতাইয়ের সংসার অর্থাৎ নামহট্টের অধ্যক্ষ। তাঁহারা সকল সময়ই সকল ব্যক্তিকে নিতাইয়ের সংসারে কৃষ্ণের যত প্রসাদ আছে, সমস্তই সেবাবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার জন্য বলিতেছেন। লোকে নিজ-নিজ অধিকার বুঝিয়া তাহা গ্রহণ করিবে।

হরিভজন করে কে?

(প্রাপ্ত)

কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি জীব স্বরূপে কৃষ্ণদাস, গোলোক-বৃন্দাবনবাসী। তাহার কৃত্য কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণভজন। বর্ত্তমানে স্থূল ও লিঙ্গ দেহের আবরণে আবৃত হইয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া জীব এই জড় জগতই তাহার নিত্য বসতিস্থল, দেহ ও দেহ-সম্পর্কীয় বস্তুকেই আত্মজ্ঞান এবং জড়বস্তুর সেবাই তাহার কৃত্য বলিয়া জানিয়া লইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন, 'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' জীব বলিতে

পাত্রপূর্ণ মধু রহিয়াছে, গুরুদেব বলেন, সমস্তই গ্রহণ কর। কিন্তু সকলেরই কি সকলটুকু গ্রহণের যোগ্যতা আছে? তবে এই যোগ্যতা হওয়া চাই, নতুবা অন্য কোন পন্থা নাই। কৃষ্ণের প্রসাদ-গ্রহণে যোগ্যতা না হইলে ভোগের বা ত্যাগের মধ্যে পড়িতে হইবে।

আবার অধিকার অনুযায়ী কৃষ্ণপ্রসাদ-গ্রহণের ব্যবস্থা নির্মৎসর, শিষ্যবৎসল কৃপালু গুরুদেব নিশ্চয়ই দেন বটে, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের বা নিতাইচাঁদের হইয়া কৃষ্ণের প্রসাদ সেবাবুদ্ধিতেই গ্রহণ করিতে বলেন, বৈষ্ণবে ভোগবুদ্ধি করিতে বলেন না। যেমন গোপীগণ কৃষ্ণের প্রসাদস্বরূপ; গুরুদেব কোন শিষ্যকে কৃষ্ণের প্রসাদজ্ঞানে গোপীগণের প্রতি ভোগবুদ্ধি বা ভোগ্যবুদ্ধি করিতে বলেন না।

কৃষ্ণের প্রসাদ পাইলে ভোগ-ত্যাগের আগুন অনায়াসে দূর হয়। আত্মসমর্পণ বা শরণাগতির বিচার ছাড়িয়া যাহাই করি না কেন, অর্থাৎ কৃষ্ণের নৈবেদ্য বস্তুর ভোগ বা ত্যাগের চেষ্টা যাহাই করি না কেন, সকলই আমাদের ভোগেচ্ছাকে আরও বাড়াইয়া তুলিবে। কৃষ্ণের বস্তু গ্রহণ না করিয়াও কোথাও পালাইতে পারিব না, সুতরাং উপায় কি? উপায়—শরণাগত হইয়া যাওয়া।

হরিভজনের রাস্তা ক্ষুরের ধারের ন্যায় দুর্গম। একটু এদিক্ ওদিক্ হইলেই সর্বনাশ। হয় ভোগ, না হয় ত্যাগ, যে-কোন গর্ত্তে পড়িয়া পঙ্গু হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু শরণাগতের নিকট তাহা ঋজু, সরল বা স্বাভাবিক; প্রপন্নের কোন কষ্ট নাই। তাঁহাকে নিতাইচাঁদ চালিত করেন। তিনি চক্ষু বুজিয়া চলিলেও পতিত হন না।

প্রাণীমাত্রকেই বুঝায়। স্ত্রী, পুরুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, কাহাকেও বাদ দিয়া বলেন নাই। জীব অর্থাৎ জীবাত্মা — চেতনবস্তু। এই জীবাত্মার বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, পুরুষ, স্ত্রী বা সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বলিয়া কোন পরিচয় নাই তাহার একমাত্র পরিচয়— 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস দাসানুদাসঃ।' তাই মহাপ্রভু আমাদের জানাইলেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

নিজ নিজ কর্মফলানুযায়ী জীব এক একটী দেহ ধারণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে মনুষ্যদেহে ভগবদ্ভজনের বিশেষ সুযোগ লাভ হয়। মনুষ্য বলিতে স্ত্রী-দেহধারী বা পুরুষ দেহধারী উভয়কেই বুঝায়। অনেকের ধারণা যে, স্ত্রী-দেহধারী যাহারা, তাঁহাদের ভগবদ্ভজনের অধিকার নাই। কিন্তু শাস্ত্র বলিয়াছেন "নৃমাত্রস্যাধিকারঃ"। নর বা নারী মাত্রেরই অধিকার আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণকীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥

ভোগাজগতের বিচারে স্ত্রীদেহধারী যাঁহারা, তাঁহারা কেবল অন্তঃপুরে থাকিয়া গৃহস্থালী করিবেন, আর পুরুষ-দেহধারী যাঁহারা, তাঁহারা

অর্থাৎ পুরুষাভিমান প্রবল রাখিয়া গৃহস্থের সজ্জায় গৃহব্রত বা গৃহমেধী হইয়া থাকিবেন। এই গৃহস্থালী বা গৃহমেধীত্ব হইতে ছুটী লাভ করাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীল প্রভুপাদ ও বর্ত্তমানে শ্রীল আচার্য্যদেব কত প্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন কিন্তু আমাদের বহির্মুখতার চামড়া এতই পুরু হইয়া গিয়াছে যে, সেবোন্মুখতার বিষয় কিছুতেই উপলব্ধি হইতেছে না।

আমাদের স্থূলদেহ বা মন হরিভজন করে না। শুদ্ধমন বা আত্মাই শ্রীগুরুপাদাশ্রয় করেন বা হরিভজন করেন। শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের বা হরিভজনের অধিকার প্রত্যেক মানবেরই আছে। হরিভজন একটী মনঃকল্পিত ব্যাপার বিশেষ নহেন। শ্রীগুরুমুখ হইতে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠবাণী, যাহা কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, সেই কৃষ্ণনাম রূপ-গুণাদি সেবোন্মুখ-কর্ণে শ্রবণ করিয়া তাঁহারই অনুকীর্ত্তনের দ্বারা জীব আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গল সাধন করিতে পারে। যাঁহাদের ধারণা কেবল নিজেরই মঙ্গল হউক, অন্যে বঞ্চিত হউক, তাঁহাদের বিষয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"স্বার্থপর যাহারা, তাহারা হরিভজন করিতে পারে না, কৃষ্ণ তাহাদের দয়া করেন না।"

গৌড়ীয়ের বাণীতে পাই—"পুরুষ বা স্ত্রী, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র, সন্ন্যাসীর বেশ বা আচরণ প্রভৃতি স্থূল পরিচয় ভগবদ্ভজন রূপের যোগ্যতা ও অযোগ্যতার নির্ণায়ক নহে। আত্মাই গুরুপাদাশ্রয় করেন। দীক্ষাজীবি মন্ত্রব্যবসায়ী যেরূপ যোষিৎসঙ্গ করিবার জন্য যোষিৎ দূরবীপতি এবং অবৈধ যোষিৎকে দীক্ষাদি প্রদানের ছলনা করেন, মহাভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্য সেইরূপ যোষিৎসঙ্গ করিবার জন্য মন্ত্র-প্রদানাদি করিতে ধাবিত হন না। স্ত্রী, শূদ্র, বালক, বৃদ্ধ—নৃমাত্রেরই হরিসেবার অধিকার। কারণ, আত্মা প্রকৃত স্ত্রী বা পুরুষ নহেন। মহাপ্রভুর শিক্ষা-প্রচারক আচার্য্য মহাপ্রভুর সেই শিক্ষানুসারে সকল সেবোন্মুখকেই কৃষ্ণসেবায় অধিকার প্রদান করেন। তিনি মন্ত্র-ব্যবসায়ীর মত পতিতার পাতিত্য সংরক্ষণ করিয়া পতিতপাবন গুরুদেবের সজ্জাগ্রহণ করিবার অভিনয় করেন না। অবৈধ যোষিৎসঙ্গিগণ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গিগণ এ সকল কথা বুঝিতে পারে না। প্রাকৃত সহজিয়াগণ ছোট হরিদাসের আদর্শের অনুসরণকারী, আর যথার্থ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় পরদুঃখদুঃখী। প্রকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যের একমাত্র অহৈতুকী অকৃত্রিম দয়া বিতরণ ব্যতীত স্ত্রী পুরুষ, মানবজাতি বা সমগ্র বিশ্বের সহিত অন্য কোন ব্যবহার নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে পাই,—"যে কোন দেশে, যে কোন কালে, যে-কোন পাত্রে যে কেহ উদিত হউক না কেন, শ্রীচৈতন্যের প্রেম সকলের চেতনবৃত্তিতে উদিত হইতে পারে"।

অনাদিবহির্মুখতার ফলে আমরা যে-কোন দেহই ধারণ করি না কেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর আলোকে আমরা আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া ভগবানের নিজজন শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হরিভজন

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরিক্রমা পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা আছে। চতুর্দিক শিক্ষা আছেন। প্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র। 'নদীয়া প্রকাশ' দৈনিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২২৫ কলিকাতায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিয়মিত পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রচারকগণের শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট নামক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীগৌরকিশোর ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রকটিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীমুসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তালখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মড়াপাড়া, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম।

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা ঝোরা, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ধরিহারা, জেঃ মাহাবুবনগর, ন্যু, দি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মধুপা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একাদশানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনপাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সংকেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশাবী,

পোঃ কোকোন, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল

বন্দর, বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫১) কাকিনাড়া গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) বল্লভগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

শাখারি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মগাদগৌড়ীয়-প্রবণ-মঠ

পোঃ বরুণকুণ্ডা, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিতলিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) আমাদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমাদি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

জুমরকুণ্ডা, পোঃ চক্রকুণ্ডা, (বাঁকুড়া)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৬০১ নং স্পার্কস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, আর্লস কোর্ট

গ্লাডস্টন, লণ্ডন, এস ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

চিৎপুর রোড, দিল্লী (ইউ পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

এনায়েতবাজার, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী বারের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৵০	৷৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮	৭৲		৬৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৬৷০
" সিকি কলম	১৩৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮
এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক "	৬৲
ত্রৈমাসিক "	৩৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা দ্বিগুণ।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টি বর্ষপূর্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদ্য প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অনেক টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] ব্যবস্থা। ছাত্রদের খোরাক ও বেতনাদির জন্য মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে .৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, কর্ম্মাধ্যক্ষ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক [illegible] পরিব্রাজকাচার্য্য [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] সময়ে [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকট কালে [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদের শ্রীমুখ সংগৃহীত [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে [illegible] প্রকাশিত [illegible]। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-বাসরে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু সমস্যার সমাধান [illegible] হইতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকগণের এই গ্রন্থ [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আর্. এম্. শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিলে একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বঞ্চ হইবেন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাবতীয় দার্শনিক মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত সূচনা (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত বিষয়-সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—২০, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—কটক গৌড়ীয়মঠ, চাঁদনীচক পোঃ কটক ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(•)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্যবরের আদেশায় সর্ববিদ্যাপ্রতিভায় সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ০৬	৭ ২৬	১২-২১	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৩১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৯-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৮-৩১

কৃষ্ণনগর পৌ ৬ ২৩ ৯ ১৬ ১০-৪ ১১-৪১ ১৪-১০, ১৬-৩৮ ১৯-১১

ছাঃ ৬-২৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬ ৫৬ ১৯-২৫

রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩১

(বদল) ছাঃ ১১-০ ১৭-৪০

কলিকাতা পৌঃ ৬ ১৬ ৯-২১ ১২-১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩ ৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)	
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০	১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬	

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•)———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

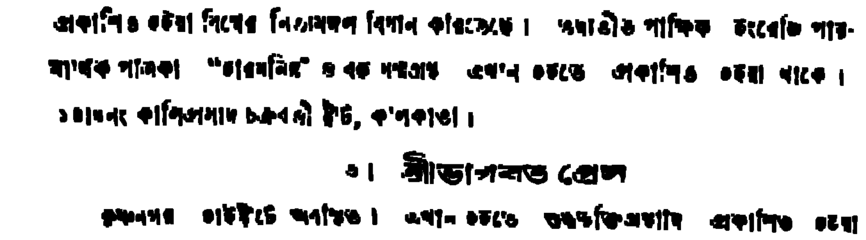

ম্যালেরিয়া-প্লীহা ও জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্তি ৭৭ সংখ্যায় দাঁড়ায়। দিবার প্রীতা সংযুক্ত কাগজ এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

প্রকাশস্থান—শ্রীমায়াপুর
কার্য্যালয়—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1344

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে চৈত্র, ১৩৪৫, ৫ই এপ্রিল, ১৯৩৯, বুধবার [৬১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::•::——

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

শুক্রবার ৩১শে মার্চ অপরাহ্ণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বার্ষিক অধিবেশন বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে হইয়া গিয়াছে। মহারাজাধিরাজ বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বাঙ্গলার জমিদারদিগকে নিজস্বার্থ রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইতে উপদেশ দেন এবং যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের জমিদারবর্গের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বলেন।

ফ্লাউড কমিশনের সদস্য হিসাবে তিনি উক্ত কমিশনের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে কোন কথা বলিতে অস্বীকৃত হন; কিন্তু ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কমিশনের প্রশ্নাবলীর যে উত্তর দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রশংসা করেন।

বর্ত্তমান বৎসরের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কর্মকর্তা নির্বাচিত হইয়াছেন—

সভাপতি—বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর।

সহঃ সভাপতিগণ—সন্তোষের মহারাজা; স্যার আবদুল হালিম গজনবী; স্যার হরিশঙ্কর পাল; কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

কোষাধ্যক্ষ—কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়।

যুগ্ম-সম্পাদকদ্বয়—মিঃ এস সি ঘোষ মৌলিক এবং মিঃ পি এন সিংহ রায়।

মেদিনীপুরের গ্রামে অগ্নিকাণ্ড

মেদিনীপুর জেলার সবঙ্গ থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামে কৈলাস বেরা নামক এক গৃহস্থের বাড়ীতে ২৮শে মার্চ রাত্রি তিনটার সময় আগুন লাগে। আগে তাহার গোয়াল ঘর পোড়ে, দুইটী গরু দড়ি ছিঁড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে আর পাঁচটী গরু জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে। এবৎসর এসব অঞ্চলে প্রায় প্রত্যহই গৃহদাহ হইতেছে। এই থানার উচিতপুর গ্রামে কয়েকদিন আগে একটি টিনের বাড়ীও পুড়িয়া গিয়াছে।

———

গোরক্ষপুরে কিষাণ আন্দোলন

যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত শিবনন্দন পক্ষেরা, গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত ব্রিজম্যানগঞ্জ আন্দোলন সম্পর্কে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতিতে মহারাজগঞ্জ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইবে। কিষাণেরা পদব্রজে লক্ষ্ণৌ যাত্রার যে সংকল্প করিয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহা স্থগিত রাখা হইবে।

———

বিহার সরকারের বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিবার জন্য বিহার সরকার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে কারীগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মচারী নিয়োগের আয়োজন করিতেছেন। প্রথমে বিহার সরকার একজন চীফ ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁহার একজন সহকারী নিয়োগ করিবেন। বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে গবর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিহারীদিগকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। এইজন্য গবর্ণমেণ্ট ১০টি বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে বিদেশে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। চারিটি বৃত্তি চারি বৎসরের জন্য এবং ছয়টি দু'ও দুই বৎসরের জন্য দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে এক বৎসরের জন্য আরও ছয়টী বৃত্তি দেওয়া হইবে। শেষোক্ত শ্রেণীর বৃত্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে ভারতবর্ষের কোনও বড় পাওয়ার হাউসে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। যাঁহারা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ উপাধিলাভ করিয়াছেন অথবা বাঙ্গালোর সায়েন্স ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে সার্টিফিকেট পাইয়াছেন, তাঁহারা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

———

দশজন হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী ডাকাত ধৃত

আলিপুরের গোয়েন্দা পুলিশের কর্মচারিগণ দশজন হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। প্রকাশ, ইহারা বেহালা মধ্যগ্রামের দুইটী ডাকাতদলের লোকজন। এই ব্যক্তিগণ বেহালা ও মধ্যগ্রাম অঞ্চলে ডাকাতি করিবার জন্য রওনা হয়, কিন্তু পুলিশের তৎপরতায় তাহাদের অভিসন্ধি ফাঁসিয়া যায়। পুলিশ তাহাদের যাইবার পথে লুকাইয়া থাকিয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। বেহালা পুলিশ ৪ জন হিন্দুস্থানী ও ১ জন পাঞ্জাবীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে পুলিশ ৩ খানি তরোয়াল, একটি সাবল ও একখানি ছোরা উদ্ধার করিয়াছে, মধ্যগ্রামে যে ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাদের সকলেই পাঞ্জাবী এবং তাহাদের নিকট হইতে একখানি তরোয়াল, কতকগুলি সিঁদ কাটি, কয়েকখানি দা ও কয়েকটী টর্চ লাইট পাওয়া গিয়াছে।

———

নূতন মুদ্রা

ভারত-সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের নামাঙ্কিত মুদ্রা শীঘ্রই জনসাধারণের হস্তগত হইবে। পূর্ব্বে "ডবল পয়সা" প্রচলিত ছিল, এখন আর নাই—পুনরায় ইহার প্রবর্ত্তন করা হইতেছে। চতুষ্কোণ দু-আনির স্থায় ইহার গঠন হইবে। নূতন দু আনির কোণগুলি আরও একটু গোলাকার হইবে। এক আনি ও পয়সায় মুকুটসহ সম্রাটকে দেখা যাইবে এবং উহার অক্ষরগুলিতে "আর্ট" দেখা যাইবে। এক-আনি ও পয়সা ইতোমধ্যেই বাজারে বাহির হইয়াছে। সকলে শুনিয়া সুখী হইবেন যে, মুদ্রা যাহাতে কেহ জাল করিতে না পারে, এবার সেই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। টাকা এমনভাবে সূক্ষ্ম নক্সাবিশিষ্ট হইবে, যাহা জাল করা সহজসাধ্য হইবে না।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ২৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত মধুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমধুর চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(•)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভুবরের উক্ত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্, পুরাণা-পল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৲
প্রথম খণ্ড—
২। আদর্শ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲
৩। আদর্শ প্রায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সংক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। দৈব বর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible]-আদর্শ ।০
১৯। সর্ব্ব[illegible] ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়[illegible] ।৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। দীন-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রী[illegible] ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধন[illegible] /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶০
৫০। বৈষ্ণবসেবা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠ[illegible] /০
৬৭। মায়া[illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। [illegible] ।
৭০। [illegible] /
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৫। [illegible] /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (১ম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রী[illegible] ।০
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীমায়াপুর

১৭শ বর্ষ | ১ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ ২২শে চৈত্র বঙ্গাব্দ, ১৩৪৫ ৫ই এপ্রিল ইং ১৯৩৯, বুধবার | ৩১শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

চট্টগ্রামে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রত্যহ চৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে চট্টগ্রাম নন্দনকাননস্থ শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠালয় ও সহরের বিভিন্নস্থানে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের চেতনবাণী শ্রবণে বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি আনন্দ লাভ করিতেছেন।

গত ২৪শে মার্চ্চ শুক্রবার স্থানীয় কিরিঙ্গিবাজার রোডের নিকটস্থ লেডি ডাক্তার মিসেস এস বি, মুখার্জ্জী মহোদয়ের স্বীয় বাসভবনে ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতি শুকশাপ-বিষয়ে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল যাবৎ পাঠ ও কীর্ত্তন করতঃ সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। মিসেস মুখার্জ্জী সপ্তাহে একদিন তাঁহার বাটীতে পাঠ কীর্ত্তনাদির জন্য ভক্তিশাস্ত্রীজীকে অনুরোধ করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

গত ২৬শে মার্চ্চ চট্টগ্রাম সদরঘাটের "রক্ষাকালী" কালী বাড়ীর কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় ভক্তবৃন্দসহ তথায় গমনপূর্ব্বক হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে পণ্ডিতজী শ্রীমদ্ভাগবতের শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদে মুমূর্ষু ব্যক্তি কে? তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য কি? বদ্ধজীবের ভবসমুদ্র পার হওয়ার প্রকৃষ্ট পন্থা বা উপায় কি? ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত সকলের আনন্দবিধান করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রীজীর মুখে শাস্ত্রযুক্তিমূলে শ্রীমদ্ভাগবতের সুযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ তাঁহাকে সপ্তাহে একদিন উক্ত স্থানে পাঠকীর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীযুত বরদাপ্রসন্ন বল, হেড্-ক্লার্ক, কমিশনার অফিস; শ্রীযুত দুর্গাকুমার ভট্টাচার্য্য বি, এল, উকীল; শ্রীযুত বিধুরায় চৌধুরী, ক্লার্ক পোর্টকমিশনার অফিস; শ্রীযুত উপেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, ক্লার্ক; শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র সরকার, মার্চ্চেণ্ট; শ্রীযুত মোহিনীমোহন তালুকদার, মার্চ্চেণ্ট; শ্রীযুত বিনোদবিহারী দফাদার, কন্ট্রাক্টার; শ্রীযুত মণিভূষণ ঘোষাল, কন্ট্রাক্টার; শ্রীযুত সুশীলকুমার দাশগুপ্ত, ক্লার্ক প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এলাহাবাদে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাদেশে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১১শে মার্চ্চ রবিবার এলাহাবাদ শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে গমন করেন। উক্ত দিবস হইতে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমঠে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রতিদিন হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য সহরের অনেক সজ্জন ব্যক্তি স্বামীজীর নিকট আগমন করিতেছেন। স্বামীজী প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীরূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠে বহু ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণের সমাগম হইতেছে। পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই গৌড়ীয়-মঠের বিচারের প্রশংসা করিতেছেন।

গত ২৩শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার এলাহাবাদে জনসনগঞ্জনিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর সরকার মহাশয়ের সাদর আহ্বানে কতিপয় মঠসেবক সহ স্বামীজী তাঁহার বাটীতে গমন করিয়া শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাকালে স্বামীজী গৃহস্থধর্ম এবং ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের বিষয় অতি সরল বাঙ্গলা ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পাঠে বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত তারাকিঙ্কর দত্ত, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব ঘোষ, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত পান্নালাল চট্টোপাধ্যায়, এম, বি; শ্রীযুক্ত দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ সিংহ হেড্‌মাষ্টার, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এস-সি, এল্-টি প্রভৃতি।

গত ২৬শে মার্চ্চ রবিবার স্বামীজী বাইরাণা নিবাসী শ্রীযুত কেদারনাথ দাসাধিকারী ভক্তিসদন মহোদয়ের বাটীতে গমন করিয়া শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বহু সজ্জন ব্যক্তি পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ভদ্রলোকের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত রায়, শ্রীযুক্ত গোপালদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বসাক, শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ ঘোষ প্রভৃতি।

ভগবৎ-স্বরূপ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

মোক্ষাভিসন্ধি একটী সর্ব্বপ্রধান কৈতব অর্থাৎ [illegible]। কেন না, তাহাতে জীবের নিত্যসিদ্ধ [illegible] আরাধনা নাই। [illegible] নিত্যসিদ্ধ [illegible] হইয়াছে। [illegible] আরাধনাই [illegible] এবং [illegible] নবীন [illegible] প্রসঙ্গ।

ধাক্কাতে কাঁদলে জন্ম ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকের কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিনকতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈন্যশাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ মধুসূদন ৬৬ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

যৎকিঞ্চিৎ

——::(*)::——

কৃষ্ণভক্তি অভিধেয়। কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদি ভক্তির আনুগত্য করিলেই তাহাদের সার্থকতা, নতুবা তাহাদের কোন মূল্য নাই। ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে চিত্তশুদ্ধি, সম্বন্ধজ্ঞানোদয় ও চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আমরা পাই,—

সাধনের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি সাধনের প্রধান।
কৃষ্ণোন্মুখ-নিরপেক্ষ কর্ম্ম-যোগ জ্ঞান॥

যাঁহারা ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত আর পৃথক্ কোন চেষ্টা করিতে হয় না। ভক্তির আনুষঙ্গিকফলেই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। শুদ্ধভক্তিই আবশ্যক, কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকে একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐগুলিকে বাহ্য বলিয়া অপেক্ষা উচ্চ-সিদ্ধান্তের কথা আলোচনা করিতে বলিয়াছেন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যদি কেহ সুষ্ঠুভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া তাহাতেই মগ্ন থাকি, হরিভজন না করি, তাহা হইলে আমাদের আর কি লাভ হইবে? জ্ঞানের ফল চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ আমি জড়দেহ বা জড়জগতের সৃষ্ট কোন বস্তুর অন্তর্গত নহি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। চিত্তশুদ্ধি—এইরূপ বিশুদ্ধজ্ঞান। এই জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি কেহ হরিভজন না করেন অথবা প্রচ্ছন্ন হরিবিদ্বেষী বা নাস্তিক হইয়া পড়েন, তাহা হইলে উহা নিরর্থক।

অনর্থযুক্ত, কনিষ্ঠাধিকারী অর্থাৎ সাধন ভক্তির পঞ্চমস্তরে অবস্থিত ব্যক্তিগণ শুদ্ধভক্তির সাধন করিতে পারেন। ভক্তির নিষ্ঠা ভূমিকায় আরোহণ করিবার পূর্ব্বে জীবের কর্ম্মমিশ্রা বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই সাধনীয় জানিতে হইবে। তৎকালে অনর্থযুক্ত জনগণ আপনাদিগকে শুদ্ধভক্তের সহিত সাম্যজ্ঞান করিলেও শুদ্ধভক্তি সাধন করিতে পারেন না। তাঁহাদের অনুষ্ঠান মিশ্রা ভক্তিতে আবদ্ধ থাকে। অতএব অনর্থযুক্ত ভক্তগণ কৃষ্ণৈকশরণ, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট, সাধন-ভূমিকার পঞ্চমস্তরে অবস্থিত শুদ্ধ সাধনভক্তের ন্যায় অমিশ্রা ভক্তির সাধন যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন না। যাহার যে অধিকার, সেই অধিকারে থাকিয়াই ভগবানের সেবা করা কর্ত্তব্য। অধিকার লঙ্ঘন করিলে পতন অবশ্যম্ভাবী দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর শুদ্ধভক্তের সঙ্গই বাঞ্ছনীয়। নতুবা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও ছোট মনে হওয়ার অপরাধ হইবে।

হরিনাম মহামন্ত্র নিরন্তর কীর্ত্তনীয়। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"সর্ব্বদা ভগবানকে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন।" শ্রীমন্মহাপ্রভুও "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই উপদেশ প্রদান করিয়া সকলকে নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন, স্বয়ং মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া জীবকে কৃষ্ণকীর্ত্তন শিক্ষা দিয়াছেন। নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাসও একলক্ষ নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন। সুতরাং মহামন্ত্র যে শুধু জপ্য নহে, তাহা নিরন্তর কীর্ত্তনীয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। কীর্ত্তন-বিরোধী যাহারা, তাহারাই মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে বলিয়া লোককে ধোঁকা দিয়া থাকে।

হরিনাম-কীর্ত্তনই নিত্যধর্ম্ম।

কলিকালে একমাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারাই অতি সত্বর জীবের পরম প্রয়োজন বা নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। এ সকল কথা শুনিয়া কোন কোন মৎসর ব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, 'যাঁহার কীর্ত্তনাখ্য না হয় মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়, কিন্তু উহা কেবল সংখ্যাযোগে কীর্ত্তনীয়, খোল-করতালের সহিত কীর্ত্তনীয় নহে।' কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করাই এ সকল দুঃখিক লোকের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা অধিপুরাণে দেখিতে পাই,—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
:'"' :কেদয় বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ
[illegible]

[illegible] —স্থানে 'রটনা' শব্দের অর্থ ঘোষণা—সর্ব্বত্র প্রচার। 'কেদার' শব্দের দ্বারা সংখ্যাদি নির্ব্বন্ধ না থাকিলেও যে 'হরেকৃষ্ণ' নাম করা যায়, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এবং হরিনাম মহামন্ত্র খোল-করতালের সহিত কীর্ত্তন, সংখ্যা বা নির্ব্বন্ধের সহিত কীর্ত্তন, মানসিক জপ ও উপাংশু জপ—সর্ব্বভাবেই নিরন্তর সেবিত। নাম বলিতে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রই তারকব্রহ্ম নাম জানিতে হইবে। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্মনাম কীর্ত্তনই শ্রেয়ঃ। অনর্থযুক্ত ব্যক্তি যদি তারকব্রহ্ম নাম নির্জ্জনে জপের ছলনা দেখাইতে যান, তাহা হইলে সে ব্যক্তি শ্রীনাম জপ করিবার পরিবর্ত্তে হয় বিষয়জপ, না হয় নিদ্রা বা অন্যান্য ইতর কথাই স্মরণ করিবে। সুতরাং সকল সময় সর্ব্বতোভাবে উচ্চৈঃস্বরে হরেকৃষ্ণ নাম ব্যতীত আর মঙ্গলের দ্বিতীয় রাস্তা নাই। অতএব সকলে সদ্গুরুর আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

অসাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম হয় না। সেইজন্যই সাধুসঙ্গে হরিনাম করিতে হইবে। যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিনামের সেবা করেন, হরি কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সঙ্গ ও সেবা করিলে আমাদের শ্রীনামে রুচি হইবে, কীর্ত্তনে অধিকার হইবে। কিন্তু সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া নিজে নিজে কোটিজন্ম নামাপরাধ করিলেও শ্রীনামের কৃপা বা সেবালাভ হইবে না। সুতরাং শ্রীনাম ও নামাচার্য্যের নিকট হইতে নিরন্তর কৃপা-ভিক্ষাই আমাদের একমাত্র কাম্য হউক। তাঁহাদের কৃপা হইলেই আমরা অধোক্ষজে ভক্তির কথা বুঝিতে পারিব।

আধ্যক্ষিক

(প্রাপ্ত)

এ জগতের যে কোনও বস্তুকে দেখিতে হইলে বা বুঝিতে হইলে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখিয়া বা বুঝিয়া থাকি। বৈকুণ্ঠ-জগৎ হইতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা তাঁহার বাণী এই ভৌম-জগতে বা প্রপঞ্চে অবতরণ করিলে তাহা আমাদের চর্ম্মচক্ষে প্রপঞ্চের ন্যায় মনে হইলেও তাহা প্রপঞ্চাতীত অতীন্দ্রিয় হয়। কাজেই জড়জগতের বস্তুবিশেষের ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহা দেখিতে বা বুঝিতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ বা তাঁহাদের বাণী অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহারা আধ্যক্ষিকের ইন্দ্রিয়ের অধীন নহেন। তাই এ বিষয়ে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণব সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র। এই জগতের হেয়তা, অবরতা, অনুপাদেয়তা তাঁহাতে আরোপ করিলে তাহা দ্বারা তাঁহাদের কিছু হানি বা ক্ষতি হয় না, তদ্বারা নিজেই বঞ্চিত হইতে হয়। জড় ইন্দ্রিয় ব্যতীত আমাদের সম্বল কিছু নাই, কাজেই আমরা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বিষয়কে কি করিয়া অস্বীকার করিতে পারি? তাহাই যে আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ইহাই বঞ্চিত ব্যক্তির কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হরিগুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থী যাঁহারা, তাঁহারা অধোক্ষজ বস্তুর উপাসক, সেবার অভিনয় নন। অভিনয়কারী যখন স্টেজের উপরে অভিনয় করিতে আরম্ভ করে তখন যেরূপ তাহার কোন ত্রুটী-বিচ্যুতি দর্শকের নয়ন-পথের গোচরীভূত না হয় এ বিষয়ে খুব লক্ষ্য থাকে, কিন্তু অভিনয় শেষ হইলেই তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলে, অর্থাৎ নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ আধ্যক্ষিকের গুরুভক্তি বা গুরুসেবার পরিণামও ঐরূপ হইয়া থাকে। বাস্তবসত্যের উপাসক যাঁহারা, তাঁহারা আমাদের ন্যায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রতারিত না হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবাবৃত্তি লইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থী হন। তাঁহারই নিকট অধোক্ষজ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব আত্মপ্রকাশ করেন। আর বঞ্চিতের নিকট—অভিনয়কারীর নিকট—আধ্যক্ষিকের নিকট যবনিকা টানিয়া দেন। আমার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা দেখিয়াছি বা বুঝিয়াছি তাহাই যথেষ্ট, শাস্ত্র-বিচার বা শ্রৌত-প্রণালী স্বীকার করিব না, এই যে দম্ভ বা স্বতন্ত্রতা, তাহাতে বাস্তবসত্য জগৎ ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের নিকট অপ্রকাশিতই থাকে। যাঁহারা অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়কে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন সেই সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

'সূর্য্য হইতে আগত রশ্মি যখন আমাদের চক্ষুর্গোলোকে পতিত হয়, তখন আমরা সেই সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে সূর্য্যকে দর্শন করি'—ইহাই অবরোহ-প্রণালীতে সূর্য্যদর্শন, আর যখন সূর্য্যরশ্মির সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনভাবে আমাদের নিজেদের প্রজ্বলিত কৃত্রিম আলোকের দ্বারা সূর্য্যদর্শন করিবার চেষ্টা করি তাহাতে

মৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

হর্ষাদর্শন হয় না। এই শেষোক্ত প্রণালীই আধ্যক্ষিকতা বা আরোহবাদ। আধ্যক্ষিকতাই রাবণের অভিনন্দিত প্রণালী। আধ্যক্ষিকতার বহির্মুখ লোকসমূহের ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সমর্থন আছে। প্রহ্লাদের পিতৃরূপে আত্ম-পরিচয় প্রদানকারী দৈত্যরাজ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণুকে আধ্যক্ষিকতার দ্বারা উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু একজন বড় sophist ছিলেন এবং তিনি তাঁহার আত্মরক্ষার পাকা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু নৃসিংহদেব তাঁহার যাবতীয় আধ্যক্ষিকতার বিনাশকারী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইলেন। প্রহ্লাদে অধোক্ষজ সেবাবৃত্তি ও হিরণ্যকশিপুতে আধ্যক্ষিকতার উপধান দৃষ্ট হয়। অনেক মনোধর্ম্মী ও বঞ্চক আমাদিগকে আপাত প্রলোভনের পথে বিপথগামী করিতে পারে; অনেক পুতনার বন্ধু, নানাপ্রকার মুখোস পরিধান করিয়া আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে আসিতে পারে, কিন্তু আধ্যক্ষিকতা পরিহার করিয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে নিষ্কপটভাবে শরণগ্রহণ করিলেই আমরা বঞ্চনার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারি।

ভগবানের দুইটী শক্তি,—একটী চিচ্ছক্তি, একটী অচিচ্ছক্তি। এই অচিচ্ছক্তির আনুগত্যে আধ্যক্ষিক জ্ঞান প্রবল হয়, অর্থাৎ এই জগতের বস্তুর ন্যায় গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্‌কে ও তাঁহাদের কার্য্যকলাপকে মাপিয়া লইতে পারি, এইরূপ বুদ্ধি হয়। এই মেপে নেওয়া ধর্ম্ম বা আধ্যক্ষিকজ্ঞান প্রবল থাকাকালেই আমরা গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মনখশোভা দর্শন হইতে বঞ্চিত হই।

আমরা অচিচ্ছক্তির আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া চিচ্ছক্তির আনুগত্য বরণ করিয়া যেন বলিতে পারি—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে॥

...ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা :— ১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ৵; ৩য় খণ্ড ৷৹ ৪র্থ খণ্ড ৷৹ আনা।
প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধামমায়াপুর নদীয়া

শ্রী শ্রীআচার্য্যবাণী

ভক্তি ষড়ৈশ্বর্য্যবতী। ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য আছে। ষড়ৈশ্বর্য্যের মধ্যে শ্রী বা মূর্ত্তি বা রূপই অঙ্গী। শ্রী ঐশ্বর্য্য-প্রধান ও মাধুর্য্য-প্রধানভাবে দুই রূপে প্রকাশিত। এই ঐশ্বর্য্য ভরতা বা মাধুর্য্য-ভরতার সহিত বৈরাগ্য আছে—ভুক্তি বা কিরণরূপে। এই বৈরাগ্য—ভক্তিরসযুক্ত বৈরাগ্য, যাহার সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান
যাহা দেখি' তুষ্ট হন গৌর ভগবান॥

এই বৈরাগ্য ... যুক্তবৈরাগ্য, বিলাসের সুধামী। শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া কপটতা বা কপটত্যাগ-দ্বারা ফলসংগ্রহের কল্পনা মাত্র নহে। বৈরাগ্য বা ব্রহ্মচর্য্য শুষ্ক, নীরস, ঔদাস্য তীব্র জ্যোতির্ম্ময় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানাত্মক; আর ভক্তি—রসময়ী, স্নিগ্ধ। ভক্তির বা অর্থপ্রবৃত্তির অনুশীলন প্রথমে আরম্ভ হয়—"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ"— এই অনুসারে ভক্তিলতাবীজ-স্বরূপ শ্রদ্ধার উদয় হইতে ভক্তির সূত্রপাত হয়। গুরু-কৃষ্ণ কৃপায় শ্রদ্ধা উদিত হইবার পর শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভক্ত্যঙ্গের যাজন হইলে ক্রমশঃ ভক্তির অনুশীলন হইতে থাকে। ভজন-ক্রিয়ার সহিত নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি প্রভৃতির বর্জ্জন হয়। আগে নিষিদ্ধাচার প্রভৃতি বর্জ্জন, পরে গুরুকৃষ্ণপ্রসাদ লাভ বা শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গের যাজন, তাহা নহে। প্রথমেই শ্রদ্ধা, পরে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া অর্থাৎ শ্রীনামানুশীলন—এইগুলি সমস্তই বাস্তব অনুশীলন বা ধনজাতীয়। এই অনুশীলন হইতে থাকিলে অনর্থনিবৃত্তি আনুষঙ্গিকভাবেই হইয়া যাইবে।

ভগবৎ-স্বরূপ

——::(০)::——

প্রীতির ন্যায় ভক্তিপ্রবৃত্তিও দুই প্রকার—ঐশ্বর্য্যপরা ও মাধুর্য্যপরা। ভগবানের মাহাত্ম্য ও ঐশ্বর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ভক্তি যখন স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভক্তি ঐশ্বর্য্যপরা হয়। সাধকের নিজ ক্ষুদ্রতা-ভাব হইতে দাস্যরসের উদয় হয়। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য প্রকাশ হইতে ভগবত্তত্ত্বে অপারাক্ত প্রভুতা লক্ষিত হয়। তখন পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত পরমপুরুষ সর্ব্বরাজরাজেশ্বরভাবে (নারায়ণ স্বরূপে) জীবের কল্যাণ বিধান করেন। এ ভাবটী ক্ষণিক নয়, কিন্তু নিত্য, সনাতন। পরমেশ্বর স্বভাবতঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ। তাঁহাকে ঐশ্বর্য্য হইতে পৃথক করা যায় না। কিন্তু ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যরূপ আর একটী চমৎকার ভাব তাঁহাতে স্বরূপসিদ্ধ। ভক্তের যখন মাধুর্য্যপর ভাবটী প্রবল হয়, তখন ভগবৎসত্তায় মাধুর্য্যের প্রকাশ হইয়া উঠে এবং ঐশ্বর্য্যভাবটী সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রালোকের ন্যায় লুপ্তপ্রায় হয়। ঐশ্বর্য্যভাব লীন হইলে সেই ভগবৎসত্তা উচ্চোচ্চ রসের বিষয় হইয়া উঠে। তখন সাধকের চিত্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস পর্য্যন্ত আশ্রয় করে। ভগবৎ-সত্তাও তখন তত্তদ্রসবিগ্রহ, পরমানন্দধাম, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপে প্রকাশিত হন। নারায়ণ-সত্তা হইতে শ্রীকৃষ্ণ-সত্তার উদয় হইয়াছে, এরূপ নয়, কিন্তু উভয় সত্তাই বিচিত্ররূপে সনাতন নিত্য। ভক্তদিগের অধিকার ও প্রবৃত্তিভেদে পৃথক্‌ভেদ বলিয়া স্বীকার করা যায়। আস্বাদগত পক্ষে রসমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসগুলির আশ্রয় বলিয়া ভক্তিতত্ত্বে ও প্রীতিতত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের সর্ব্বোৎকর্ষ মানা যায়।

স্বরূপে বিচার করিলে স্থির হয় যে, ভগবান্‌ই একমাত্র আলোচ্য। অদ্বয়তত্ত্ব-নিরূপণে পরমার্থের তিনটী স্বরূপ বিচার্য্য হইয়া উঠে। যথা—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি
শব্দ্যতে॥
(ভাঃ ১।২।১১)

আদৌ ব্যতিরেক চিন্তাক্রমে মায়াতীত ব্রহ্ম প্রতীত হন। ব্রহ্মের অন্বয় স্বরূপ লক্ষিত হয় না, কেবল ব্যতিরেক স্বরূপটী জ্ঞানের বিষয় হইয়া উঠে। জ্ঞানলাভই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অবধি জ্ঞানের আস্বাদন অবস্থা বলে উদিত হয় না, যেহেতু তত্ত্বে আস্বাদক আস্বাদ্যের পার্থক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া অন্বয়-ব্যতিরেক উভয়ভাবের মিশ্রতা সহকারে পরমাত্মা লক্ষিত হন। ভগবান্‌ই একমাত্র অনুশীলনীয় তত্ত্ব বলিয়া উক্ত শ্লোকের চরমাংশে দৃষ্ট হয়। আস্বাদ্য পদার্থের গুণগণ মধ্যে এক একটী গুণ অবলম্বিত হইয়া "ব্রহ্ম", 'পরমাত্মা' প্রভৃতি তত্ত্ব ভিন্ন অভিধা নির্ণীত হইয়াছে। যত প্রকার ঈশ্বর নাম ও স্বরূপ জগতে প্রচলিত আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভগবৎ স্বরূপের নৈর্ম্মল্য প্রযুক্ত পূর্ব্বগত পারমহংস্য সংহিতায় 'ভাগবত' নাম হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবান্‌ই সর্ব্বগুণাধার। মূল গুণ ছয়টী 'ভগবৎ' শব্দবাচ্য; যথা বিষ্ণুপুরাণে—

"ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥"

সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ অর্থাৎ মঙ্গল, শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, জ্ঞান অর্থাৎ অনন্ত এবং বৈরাগ্য অর্থাৎ অপ্রাকৃতত্ব—এই ছয়টীর নাম 'ভগ'। যাঁহাতে এইসব পূর্ণরূপে লক্ষিত হয়, তিনিই 'ভগবান্'। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, ভগবান্ কেবল গুণ বা গুণসমষ্টি নহেন, কিন্তু কোন স্বরূপ-বিশেষ—যাঁহাতে ঐ সকল গুণ স্বাভাবিকভাবে বর্ত্তমান আছে। উক্ত ছয়টী গুণের মধ্যে ঐশ্বর্য্য ও শ্রী ভগবৎস্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে প্রতীত হয়। অন্য চারিটী গুণ গুণরূপে সোপাদান আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন, জীবমাত্রই কৃষ্ণের সেবক, কৃষ্ণসেবাই জীবের একমাত্র স্বরূপধর্ম্ম। বিশ্বের যে কোনও জীব এই কৃষ্ণসেবার অধিকারী। অনন্তজ্ঞানময় মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় তিনি নির্ব্বিশেষবাদমূলে প্রতিষ্ঠিত ভেকের আধুলির মত চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ মাত্র প্রচার করেন নাই। নির্ব্বিশেষবাদিগণের 'কৃষ্ণ' শব্দের ধারণা ও ভক্তের 'কৃষ্ণ' এক নহে—আকাশ-পাতাল ভেদ। নির্ব্বিশেষবাদিগণ নিজ নিজ কামনার বশে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, সূর্য্য ও গণেশ প্রভৃতিকে সাময়িকরূপে খাড়া করাইয়া ভুক্তি ও মুক্তি কামনা করেন। নিত্য বিষ্ণুসেবা ইঁহাদের লক্ষ্য নহে। চরমে তাঁহার সহিত অভেদজ্ঞান বা এক কথায় আত্মবিনাশই ইঁহাদের লক্ষ্য।

"সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা
হতাঃ॥"

তমঃ অর্থাৎ মায়িক জগতের পারে ব্রহ্মধামরূপ সিদ্ধলোক। সেখানে ব্রহ্মসুখ-মগ্ন নির্ব্বিশেষবাদিগণ ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত কংসাদি অসুরগণ বাস করেন। পাতঞ্জল যোগিগণ কৈবল্যসিদ্ধি লাভ করিয়াও সেই লোকপ্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্ভাগবতে মোক্ষাভিসন্ধি পর্য্যন্তও ... নিরস্ত হইয়াছে। কারণ

(অবশিষ্ট ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্ত-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবিশ্ব-
পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর, গোস্বামী আচার্য্য
চতুষ্টয় বিগ্রহ অবস্থিত। সুপ্রাচীন মঠ
শ্রীভক্তিবিনোদ-নদীয়া প্রকাশ-প্রকাশালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ১১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে মঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠ পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয়-সেবার শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা প্রভৃতির সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তাহার পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অপ্রকটকুঞ্জনীলাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিগ্রহাদি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও গদাধরানন্দের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটি (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভারুইডাঙ্গা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাতুপাড়া (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত জনানন্দ

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপাড়ি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারদী পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা ঝোড়, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চারিয়ার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নয়া রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশদীঘিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পয়হারি মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা-গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা
[illegible]

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেপালী,

পোঃ কোটোণ, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

সাম্যালধাস চাইল রোড, অন্ধেরী
বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহারী-গান্ধর্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) কাম্যবন গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগৌরগোপালগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সাক্ষিগোপাল

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কপিলেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

সাতসাঁখ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

৫৯। শ্রীব্রহ্মানন্দগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ শ্রীশ্রীক্ষেত্র, মহীশূর

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চৈতন্যা, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জমাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জমাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুতুবপুর, পোঃ চিকপুর, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ১
৩১, আর্ল-রোড
গ্ল্যাপ্টন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

স্টেশন রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

ধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	খবরের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৩৲	৪০		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

		বিজ্ঞাপনের দর
প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	
" সিকি কলম	১৫৲	
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

সাংবৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালনা, ... ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বোর্ডিং-এ সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও সেবকাদির খরচ মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর ঐরূপ সাত্ত্বিক বিপ্রো ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—:(০):—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদ্য-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে ক্রমানুসারে ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ ক্রমানুসারে প্রকাশিত সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পদ্যর-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বরিশা, পোঃ ঢাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত ... ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ, ... পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়বৈষ্ণবসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক প্রভৃতি শিষ্যগণ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে সংশোধিত করাইয়া লইয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নামে শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। এবারে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিক এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম্-এ মহোদয়ের সুদীর্ঘকালের গবেষণা এবং গভীর লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমাবধি প্রকাশিত। ভিক্ষা ১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ম্যাঙ্গালোর মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতদিন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সদ্বিদ্যানাদিশিরোমণি গুরু-সেবক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সুরঞ্জিত ১২৫ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৴০ আনা; ডাক [illegible]

শ্রী [illegible]—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০)::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিতার প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৪-৩৬ ৬-০৬ ৭-২৬ ১২-২৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৫০ ২২-২০
রাণাঘাট পৌঃ ৮-৫০ ১৪-১৫
(বদল) ছাঃ ৯-৩৩ ১৪-৫০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮-৪৫ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৭-২৮ ১৯-১১ ২০-১৬ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-২৬
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২০-৪৬

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬
(বদল) ছাঃ ১৭-৩১ (শনিবার ভিন্ন)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-২
ছাঃ ১৪-৪০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫-৪৫ ৯-২৫ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬-২৩ ৯-১৬ ১০-৩ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১১
ছাঃ ৩-২৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩১
(বদল) ছাঃ ১১-০ ১৭-৪০
কলিকাতা পৌঃ ৩-১৬ ৯-২১ ১২-১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২০-৫৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-১৫
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৭-৫৬
(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-১ (শনিবার ভিন্ন) ১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-২৭ ১৮-৩০
(বদল) ছাঃ ১৭-৪০ ১৮-৪০ ১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৬ ২০-৬

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD No C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—২৩শে চৈত্র, ১৩৪৫, ৬ই এপ্রিল, ১৯৩৯ বৃহস্পতিবার। ৩২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

চীনে ইংরাজ বণিকের নিরুদ্দেশ

টিয়েন্‌ৎসিনের এক খবরে প্রকাশ, বৃটিশ বণিক সভার সভাপতি এবং উইলসন এণ্ড কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এইচ এফ ডারেটকে গত ১৭ই মার্চ্চ এক দল অপরিচিত লোক হরণ করে। পরে জানা গিয়াছে যে, জাপানী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের আদেশেই ঐ কার্য্য হইয়াছে। মিঃ ডারেট উত্তর চীনে জাপ মুদ্রানীতির খুব বিরোধিতা করিতেছিলেন বলিয়াই নাকি তাঁহাকে হরণ করা হইয়াছে।

উ চাং-লিন নামক এক চীনা ডাকাত-সর্দ্দারকে জাপানীরা পয়সা দিয়া হাত করে। মিঃ ডারেটকে হরণ করিবার জন্য তাহাকেই আদেশ দেওয়া হয়। ১৭ই মার্চ্চ তারিখে উ এবং তাহার সহচরবর্গ ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ এলাকায় মিঃ ডারেটের বাড়ীতে যায় এবং পিস্তল ধরিয়া তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে যাইতে বাধ্য করে।

গাড়ী একটু দূর অগ্রসর হওয়ার পর ইঞ্জিন বিগড়াইয়া যায়। তখন উ মিঃ ডারেটকে টিয়েন্‌ৎসিনের বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে। টিয়েন্‌ৎসিনের ৫০ কিলোমিটার পূর্ব্বে পিপিং-মুকডেন রেলওয়ের উপর অবস্থিত পেহতাং-এ পৌঁছিবামাত্র জাপ-নিযুক্ত পুলিশ গাড়ী আটক করে এবং তাঁহারা টিয়েন্‌ৎসিন মিউনিসিপ্যাল গবর্ণমেন্টের জাপ উপদেষ্টাকে ফোন করে। বিষয়টি যথারীতি জাপ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হয়; তাঁহারা তখনই পেইতাং জাপ সৈন্যবাসের অধ্যক্ষ মেজর কো'নশির নিকট লোক পাঠান।

পরে মিঃ ডারেটকে পেইতাং-এ আটক করা হয় সেখান হইতে তাঁহাকে এক অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। পেহতাং-এ যে মিঃ ডারেটকে দেখা যায়, এই খবর বাহাতে প্রকাশ না পায় সেজন্য কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। সুতরাং বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যখন পেইতাং-এ আসেন তখন মিঃ ডারেটের কোন সন্ধান তাঁহারা পান নাই।

ভাতের সহিত সাপ সিদ্ধ ভক্ষণ

একটী পরিবারের ভাতের হাড়ির মধ্যে একটি সাপের মাথা ও দেহের কিয়দংশ পাওয়া যায়। প্রকাশ সর্পসমেত উক্ত হাড়িতে ভাত রান্না করা হয়। তৎপর ঐ ভাত পরিবারের কতিপয় লোককে পরিবেশন করা হয়। তাহারা উক্ত অন্ন আহার করিলে পর হাড়ির মধ্যে সাপের মাথা ও দেহ দেখা যায় তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হয় এবং পরিবারের ৫ জনকে চিকিৎসা করা হয়। তাহার পর তাহারা এখন পর্য্যন্ত কোনরূপ অসুখ বোধ করিতেছে না।

বরিশালে পুলিশ আইন জারী

পুলিশ আইনের ৩০ ধারায় এক নোটিশ জারী করিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে যে, তিন দিন পূর্ব্বে দরখাস্ত করিয়া লাইসেন্স সংগ্রহ না করিলে, বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাভুক্ত কোন প্রকাশ্য রাস্তায় সভাসমিতি বা শোভাযাত্রা করা চলিবে না। দুইমাস পর্য্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকিবে।

ট্রেণ চাপা পড়িয়া মৃত্যু

সম্প্রতি দিনাজপুর ষ্টেশনে এক ব্যক্তি কাটিহার হইতে দিনাজপুর আগত ট্রেণের নীচে পড়িয়া শোচনীয়ভাবে মারা গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় উক্ত ট্রেণে গোচাগঞ্জ হইতে দিনাজপুর আসিতেছিল। ট্রেণখানা দিনাজপুর ষ্টেশন প্রাঙ্গণে ঢুকিবার সময়ই উক্ত ব্যক্তি চলন্ত ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়ে কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে ট্রেণের তলায় পড়িয়া মারা যায়।

নওগাঁ সংবাদ

গত ১৩ই চৈত্র অশোকাষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্র স্নান উপলক্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও শিল ঘাটে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য আসাম বেঙ্গল রেল কোম্পানী অতিরিক্ত গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নওগাঁ হইতে মোটর যোগেও বহু যাত্রী তীর্থস্থানে যোগ দিয়াছিলেন। ফিরিবার পথে যাত্রীসহ একখানি মোটর বাস চাকা ভাঙ্গিয়া উল্টাইয়া যায়; ফলে কয়েকজন লোক গুরুতরভাবে আহত হয়। আহত ব্যক্তিরা স্থানীয় হাসপাতালে আছেন।

বর্দ্ধমানে জোড়া দুর্ঘটনা

দুই দিনের মধ্যে বর্দ্ধমান সহরে দুইটি শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

কালু জগধারা নামক এক ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছিল। অবশেষে গত ৩০শে মার্চ্চ সে সহরের তাম্বাকর মহল্লাতে একটী গাছের ডালে দড়ি বাঁধিয়া নিজের গলায় ফাঁস লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

মহাজন টুলির আশারাম দুবাকি নামক এক ব্যক্তি নিজের ঘরের ছাদ হইতে দড়ি ঝুলাইয়া নিজের গলায় ফাঁস লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই আত্মহত্যার কারণ অজ্ঞাত।

রাজসাহীর গ্রামে ডাকাতি

আত্রাই থানার অন্তর্গত বিশা গ্রামে একটি দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাত দলের আক্রমণের ফলে গৃহস্বামী আহত হইয়াছে। তাহাকে নওগাঁ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে একজন কৃষককে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সে কয়েকজন ডাকাতের নাম করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কেমারী বন্দরে দাঙ্গার জের

গত ৩০শে মার্চ্চ কেমারী বন্দরে যে দাঙ্গা হইয়াছিল, তাহার ফলে এখনও তথায় হাঙ্গামা হইবার আশঙ্কা করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারায় আদেশ জারী করিয়াছেন। ইহাতে পাঁচ ব্যক্তির একত্র সমাবেশ এবং অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া গমনা-গমন নিষিদ্ধ হইয়াছে। দুই মাসের জন্য এই আদেশ বলবৎ থাকিবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৭।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩॥০, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম্পরা, গৌড়ীয়গৌরব সর্ব্বাধিক অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিনব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ,

৩ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাস এম-এ, বি-এল্, গুরুবন্ধুষ্টর পোঃ নসুনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০্
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮্
দশম স্কন্ধ— ৯্
২। ভাষ্যের নিয়ামক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অমুদ্রিত) ৬্
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬
৪। নবদ্বীপ ভাবনা (অমুদ্রিত) ৪্
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১্ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১্ ; ৩য় খণ্ড
৭। শ্রীচৈ[illegible] ১ম খণ্ড
[illegible] ৷০
৯। বৈষ্ণব ১্
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৯্
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২্
১২ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১্
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বেদান্তদর্শনে সম্বন্ধ তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৶০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১্
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২্
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অমুদ্রিত) ২্
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। শ্রীকৃষ্ণভক্তি-রসোদধিঃ (সাধারণ) ২্
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সাধারণ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-চিত্র-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। শ্রী কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ্ঠ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৹১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৭্
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাধারণ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ ভাগবতধর্ম ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (আম্নায়সূত্র) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যমালী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবিধাঃ ৷০
৬৩। শ্রীকৃষ্ণ-বিলাসবর্ণনম্ ৷০
৬৪ তত্ত্বম্ ৷০
৬৫। সাত্বত বিধানম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারস্বতলক্ষণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ভিজিট টু গৌড়ীয় মঠ ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজী ৷০
৭২। ভিসেটিড এন্ড্রেস ৷৶০
৭৩। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রেমপ্রভু ৷০
৭৪। বেদান্ত
৭৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ইন মুম্বঃ
৭৬ দি ভাগবত
৭৭ নবদ্বীপ পরিক্রমা এণ্ড সাধনা বিধান
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (তৃতীয় খণ্ড) ১৫্

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীভাগবতঅর্কমরীচিমালা
৮১। প্রেম-পথ
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৶
৮৩। গীতাবলী ৴
৮৪। শরণাগতি ৴

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান —শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

গঙ্গা নিত্যানন্দ জয়।

১৭শ বর্ষ | ২ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ ২৩শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ৬ই এপ্রিল ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার | ৩২শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

২৪পরগণায় প্রচার

পরমারাধ্যতম পূজ্যপাদ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে গত ১২ই মার্চ্চ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী ভক্তিস্থহৃৎ প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ২৪পরগণা জেলার বেড়াচাপা গ্রামনিবাসী শ্রীযুত জ্ঞানানন্দ দাসাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জীবের নিত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

১৯শে মার্চ্চ তারিখে আরিজুল্যাপুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত বঙ্কবিহারী ঘোষ মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে সনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উক্ত সভায় বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। পরে ঐ স্থান হইতে ২২।৩।৩৯ তারিখে দৈবজ্ঞপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সাগরচন্দ্র বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র মণ্ডল মহোদয়-দ্বয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদ হইতে জীবের সাধ্য-সাধন-নির্ণয় বিষয় পাঠ হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

২৯শে মার্চ্চ তারিখে জয়পুর গ্রামে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের বাটীতে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ হইতে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিষয় পাঠ হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

৩০শে মার্চ্চ তারিখে বিড়াগ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী পাল মহাশয়ের ভবনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজনতত্ত্ব আলোচনা হয়। পাঠের পর শ্রীযুত জ্ঞানানন্দ দাসাধিকারী মহোদয় ঐ তত্ত্ব-ত্রয়ের বিষয় শ্রোতৃমণ্ডলীকে সহজ ও সরল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। পরদিন শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী পাল ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দত্ত প্রভৃতি কতিপয় সজ্জনের আন্তরিক সেবাচেষ্টায় একটী বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া বিড়া ও বল্লভপাড়া গ্রামে শ্রীপাদ ভক্তিস্থহৃৎ প্রভুর মুখপদ্মে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীমহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। বিড়া ও বল্লভপাড়া গ্রাম-বাসীর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

———

বৈদ্যবাটীতে প্রচার

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী অযোধ্যার বিভিন্নস্থানে প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া বর্ত্তমানে ফয়জাবাদ নামক স্থানে শ্রীমন্মহা-প্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন।

ব্রহ্মচারীজী স্থানীয় পুলিশ সাহেব শ্রীযুক্ত পি, এন, লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে ছায়া-চিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শন করেন। সভায় উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন।

সভায় উপস্থিত কতিপয় বিশিষ্ট লোকের নাম প্রদত্ত হইল- মিঃ কে, এল ভার্গব সাব্ জজ্, মিঃ বি, এন, লাহিড়ী, এস পি, মিঃ বি, সি, ব্যানার্জী ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল, মিঃ সুখার্জি সিভিলসার্জ্জন।

স্থানীয় Grain market এর সুবিস্তৃত Hall এ ব্রহ্মচারীজী সনাতনধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রায় ১৷০ ঘণ্টাকাল হিন্দিভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় প্রায় ৪০০ ...

বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

———

দিল্লীতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারীজী নিউ দিল্লীর গৌড়ীয়মঠের বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করতঃ বিভিন্ন স্থানে পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন

ব্রহ্মচারীজী গত ১১ই মার্চ্চ ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রেসের বিশিষ্ট কর্ম্মচারী শ্রীযুত প্রমথনাথ সেন মহোদয়ের সাদর আহ্বানে রাত্রি ৭৷০ ঘটিকার সময় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে স্বরাট্ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের বিচিত্রতা-পূর্ণ বাল্যলীলার কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা-মুখে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। শ্রীযুত সেন মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাবিশিষ্ট। তাঁহার আন্তরিক সেবা-চেষ্টা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ

গত ১২ই মার্চ্চ ব্রহ্মচারীজী রাত্রি ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীযুত জানকীনাথ সরকার মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে তদীয় ভবনে গমন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে যমলার্জ্জুনভঞ্জন-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এই দিবস শ্রোতৃবৃন্দের সংখ্যা খুবই বেশী হইয়াছিল।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

...

মারামারিই তাঁহাদের উভয়ের ধর্ম্মের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি অমনোযোগের ফল। গৌড়ীয়-মঠের স্বার্থ সার্ব্বজনীন। সেইজন্যই তাঁহারা দল বিশেষের পক্ষ দলাদলি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্য সমর্থন করিতে অসমর্থ। তাঁহারা সর্ব্বদাই সকলের আত্মশোধনের পক্ষপাতী। আত্মশোধন দ্বারাই সকল গোলমালের প্রকৃত এবং স্থায়ী নিষ্পত্তি সম্ভব।

তোমরা একটী কথা কখনই বিস্মৃত হইও না। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে সকলে মিলিয়া-মিশিয়া সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যেই মেলামেশা-একতা ও সম্প্রদায়-সংরক্ষণ সম্ভব। নচেৎ বিশৃঙ্খলা হইবে —যাহা শ্রীল প্রভুপাদের কখনই উদ্দেশ্য নহে। যদি আমাদের দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য পালিত না হয়, তাহা হইলে আমাদের সে বৎসর বৈষ্ণবতার কি আবশ্যক কি?

আমার দণ্ডবৎপ্রণাম কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

দাসাধম—

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিনকতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈব-শাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মধুসূদন আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

ভজনে বি

——::(১)::-

হরিভজনে বাধার আর শেষ নাই। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—অনর্থগুলি [illegible]। সুতরাং হরিভজনের হরিসেবায় যতই বাধা আসুক না কেন, সেগুলি গুরুকৃপায় অতিক্রম করিয়া তিনি ভগবৎ-সেবায় উত্তরোত্তর অগ্রসর হন। এই প্রপঞ্চে কেবলই পরীক্ষা আসিতেছে। সেই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বা বাধাগুলি অতিক্রম করিতে পারিলেই নিত্যমঙ্গল হইবে। এই বাধা নিজে নিজে অতিক্রম করা যায় না। হরিজনের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সেগুলি নিজ জীবনে পালন পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে। এখানে সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পর-প্রশংসা প্রভৃতি হরিভজনের সহায়। এগুলি না থাকিলে হরিভজন করিতে গিয়া পদে পদে বাধা পাইতে হয়।

এ জগতের প্রায় শতকরা শতজনই হরিভজন করে না। সকলেই নিজ দল বৃদ্ধি করিতে চায়। সুতরাং তাহারা সকলেই যে হরিভজনে অনবরত বাধা দিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে একটা কথা, হরিভজনে যাহারা বাধা প্রদান করে, তাহাদের মধ্যে দেহ ও মনই সব চেয়ে বড় শত্রু। হরি-ভজনে প্রথমমুখে দেহ ও মন যেভাবে বাধা দেয়, এরূপভাবে বাধা আর কেহ দেয় না। আমরা পত্রটি পাঠে জানিতে পারি যে, প্রকৃত মহাজনের চরণে—জগদ্গুরু আচার্য্যের পাদপদ্মে চিরবিক্রীত হইতে না পারিলে ভজন আরম্ভই হয় না। সেইজন্য সর্ব্বপ্রথমেই সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের কথা। শ্রীগুরুদেব যে সে বস্তু নন, আমাদের পক্ষে নন—আমাদের নিত্যবান্ধব। এই মর্ত্ত্যজগতে যদি আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতৈষী, নিত্য-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, আমাদের দুঃখে দুঃখী কেহ থাকেন, তবে তিনি শ্রীগুরুদেব। তিনিই আমাদিগকে মরণময় প্রপঞ্চ হইতে অপ্রাকৃত নিত্যশান্তি-নিকেতনে লইয়া যান—নিত্যা-নন্দের সন্ধান প্রদান করেন। তাঁহার দয়ার তুলনা নাই, করুণার শেষ নাই। তাঁহার মহিমার কথা, অপার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না, জগতের তাবৎ জগতের লোককে বুঝান যায় না, তিনি এত করুণ, এত দয়াল! এই সদ্গুরু অভিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ। তিনি আর কেহই নহেন, তিনি আমাদের শ্রীল আচার্য্যদেব। তাঁহাকে মর্ত্ত্যজীব কখনও চিনিতে পারে না, ভোগের চক্ষুদ্বারা কখনও তাঁহার স্বরূপদর্শন হয় না। গুরু-কৃপা-প্রাপ্ত ও গুরুচরণে শরণাগতজনই সেই সদ্গুরুর সন্ধান পান ও অপরকে সেই সন্ধান দিতে পারেন। ভগবৎকৃপা ও নিষ্কপট গুরুচরণে শরণাগত হইলেই—গুরু সেবার জন্য ব্যাকুল হইলেই সব বুঝা যায়। শ্রীগুরুদেবের নিকট নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী হইলে তাঁহার কৃপাতেই তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া যায়। আবার গুরুসেবার জন্য উদ্গ্রীব হইলে গুরুসেবক বৈষ্ণবগণও সেই প্রত্যাশ্-জনগণকে সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সাহায্য করিয়া থাকেন। কোন ব্যক্তিকে গুরুসেবার জন্য উৎসুক দেখিলে তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না। শ্রীগুরুসুখে সুখী গুরুসেবকের এত সরল চিত্তবৃত্তি। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"চিরকাল সকলেই কোন না কোন বিশিষ্ট নিত্য সেবকের অনুগত যেখানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম, সেখানে সেবার স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। সদ্গুরুর নিষ্কপট চরণাশ্রয়ী অনুগতবর্গের মধ্যেও এইরূপই নিয়ম বর্ত্তমান। তাঁহারা কখনও ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার প্রণালী গ্রহণ করেন না—প্রভুর নিত্য অন্তরঙ্গ সেবকগণের আনুগত্যে গুরুদেবের সেবা করিয়া থাকেন। যেখানে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়াছে সেখানে প্রতিষ্ঠাশা বা ইন্দ্রিয়তর্পণ বিরাজিত।"

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ আমাদের নিত্য প্রভু—আমাদের শ্রীগুরুদেব। আর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ নিজজন—শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ—আমাদের শিক্ষাগুরুদেব। সুতরাং প্রভুপাদ-নিজজন—প্রভুপাদের অভিন্নমূর্ত্তি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিব, শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সুখবিধানমুখে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সুখবিধানে তৎপর হইব। অনন্তকোটি বিঘ্নব্রাত যদি আমাদের এই আচার্য্যানুগত্যময়ী প্রভুপাদ-সেবায় প্রবল-ভাবে বাধা প্রদান করে, তথাপি আমরা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের—শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সেবা ছাড়িতে পারিব না। কারণ, তিনি ছাড়া যে আমাদের আর কেউ নাই। শ্রীল প্রভুপাদ যে তাঁহাকেই আমাদের রক্ষা করিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিতে-ছেন, শ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপা আমাদিগকে তাহা সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করাইতেছে। প্রভুর [illegible] যে প্রভুসেবা করা [illegible] না, একথা শ্রীল প্রভুপাদই আমাদিগকে জানাইয়া সাবধান করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং যাহারা গুরুনিজজনের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের স্বরূপও আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। আমরা যদি নিত্য-বিলাস-অস্বীকারকারী নির্ব্বিশেষবাদীর সঙ্গ করি, তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিই, তাহা হইলে আমরাও গুরুসেবা হইতে বঞ্চিত হইব। সৎসঙ্গে যাহার আদর আছে, অসৎ-সঙ্গে তাহার অনাদর হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সৎ ও অসৎ এই উভয়ের প্রতি নিরপেক্ষভাব যেখানে, সেখানে অসতেই আদর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আছে জানিতে হইবে। এই দুঃসঙ্গে অনাদর, সদ্গুরু ও গুরুবৈষ্ণবে আসক্তি ও তাঁহাদের প্রতি স্বাভাবিক টান না হলে—সৎপক্ষপাতী না হইলে হরিভজন আরম্ভই হয় না—বাধা কাটে না।

মন বড় বিশ্বাসঘাতক! বড় দুষ্ট! বড় শয়তান! সেই শয়তানের পরামর্শ শুনিতে হইবে না। তাহার পরামর্শ শুনিয়া গুরুবৈষ্ণবানুগত্য ছাড়িতে হইবে না। বহুরূপী যাহার নাম আমাকে বহুধার বাধা দেখাইয়া সে কেবল আমাকে গুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মসেবা হইতে বঞ্চিত করিবে, অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব মনে করাইয়া আমাকে বিপথগামী করাইবে। সুতরাং আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে এ জগতের কোন লোকের পরামর্শ, মনের কোন উপদেশ গ্রহণ না করিয়া শ্রৌতবাণীই গ্রহণ করিব। সকলে আমাকে ত্যাগ করিলেও আমার পরমবন্ধু শ্রীগুরুদেব আমাকে ছাড়িবেন না, ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিব এবং সেই সাধু বাক্যকে সত্যবাক্য জানিয়া তদনুসারে জীবনযাপন করিব। তাহা যদি না করি, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়তর্পণকেই কৃষ্ণসেবা বলিয়া ভুল বুঝিব, মনের চালাকি ধরিতে পারিব না।

আমরা বৈষ্ণব নহি,—আমরা বৈষ্ণবের কিঙ্কর, বৈষ্ণবদাস্যই আমাদের একমাত্র কৃত্য। যখন মনের পাল্লায় পড়িয়া বৈষ্ণবসেবা ছাড়িয়া নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত হই, তখন যদি একটু স্থির হইয়া চিন্তা করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিব যে, হৃদয়ে ইন্দ্রিয়তর্পণপিপাসা জাগিয়াছে। তাই বৈষ্ণববিদ্বেষের উদ্দেশে বৈষ্ণব সাজিয়াছি। যেখানে সেবাপিপাসা নাই, সেখানে প্রভুগণের সহিত—হরিজন-বৈষ্ণবের সহিত একটা পাল্লা দেওয়ার প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক। এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি জাগিলে সেখানে যে আনুগত্য নাই তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং এই আনুগত্যের অভাব অন্তরে বাহিরে প্রকাশ পায়। ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা ত' শ্রৌতবাণীতে নাই। সেইজন্য আমি তখন শ্রৌতপথ ছাড়িয়া কখনও প্রকাশ্যভাবে আবার কখনও প্রচ্ছন্নভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণপথকেই বরণ করি। প্রভুসেবক হইবার পরিবর্ত্তে প্রভু হইবার যে দুরাশা, তাহা হরিভজনের প্রধান অন্তরায়। নিষ্কপট হরিজনের সঙ্গ ব্যতীত এই বিপদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই। সাধুসঙ্গে আমার মঙ্গল হইবে, ইহা আমি অনেক সময় বুঝি, কিন্তু অসৎসঙ্গের এমনি প্রভাব যে, সে আমাকে কিছুতেই সৎসঙ্গ করিতে দেয় না; পরন্তু হরিকথা আলোচনার সুযোগ না দিয়া আমাকে ইতর কথাতেই মজাইয়া রাখে। সেইজন্যই বলিতেছি, যাহাকে তাহাকে গুরু করিতে বা উপদেষ্টা মনে করিতে হইবে না। প্রকৃত শিক্ষকেরই নিকটে যাইতে হইবে। মনকে বা মনোধর্ম্মী কাহাকেও গুরু করিলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সাধুর নিকট হরিকথা শুনিয়া আমরা অনেকসময় মঠবাস করিবার জন্য সবিশেষ-বিশিষ্ট হই। কিন্তু ভোগী মন এত শয়তান যে, সে আমাকে যে কোন উপায়ে সাধুসঙ্গ হইতে তফাৎ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। সে তখন বলে, মঠে থাকিয়া কি হইবে, গৃহে যাও। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের জৈবধর্ম্ম কি পড় নাই? গৃহে গিয়া যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন কর। সেখানে গণ্ডগোল নাই। ভজননিষ্ঠা ও বাহ্যে লোকব্যবহার করিতে থাক, মর্কটবৈরাগ্য ভাল নয়। যোষিৎসঙ্গ বা নিজেন্দ্রিয়তর্পণ করিলেই কৃষ্ণসেবা হইবে। মন এত বিশ্বাসঘাতক!

মনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিলেই ঠকিতে হইবে। মনের কথা না শুনিয়া যিনি শুদ্ধবৈষ্ণবের কথা শুনিয়াছেন, তাঁহারই মঙ্গল হইয়াছে ও হইবে।

গৃহস্থ হওয়া ভাল, কিন্তু গৃহব্রত হওয়া উচিত নয়। যাঁহারা মহাভাগবত ও শ্রীগুরুকে আশ্রয় করিয়া গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর হরিকথাবিধানে তৎপর থাকেন, যাঁহাদের হরিসেবা ব্যতীত অন্যাভিলাষ নাই, তাঁহারাই বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ গৃহস্থ। আর যাঁহারা কেবল নিজ সুখসুবিধার জন্য গৃহে অবস্থান করেন, তাঁহারা গৃহব্রত। আজকাল প্রায় শতকরা শতজনই গৃহব্রত। আমি যদি সাধুসঙ্গ ছাড়িয়া গৃহে থাকিতে চাই, তাহা হইলে গৃহব্রতগণের সঙ্গফলে আমিও গৃহব্রত হইয়া পড়িব। অম্বরীষ মহারাজ, প্রহ্লাদ মহারাজ, শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহারা সকলেই পরমহংস। তাঁহারা গৃহস্থ নামমাত্র নহেন। তাঁহারা সকলেই ত্রিদণ্ডী—কায়মনোবাক্যে নিরন্তর ভগবৎসেবাপর। আমরা যেন তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিতে গিয়া গৃহব্রত হইয়া না পড়ি। সম্ভব হইলে সাধুজনসঙ্গবাসে থাকাই ভাল, আর সে সৌভাগ্য না হইলে গৃহব্রত না হইয়া গৃহে থাকিয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে হরিকথা আলোচনা করাই আবশ্যক।

মনোধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মীর পাল্লায় পড়িয়া ভুল বুঝাও আর একটা বাধা। আমি নিজের ভুলগুলি সংশোধন করি না তাই অপরের ভুল দেখাইয়া দিবার সাহসও আমার নাই। আমি অনেক সময় তৃণাদপিসুনীচ লোকের কার্য্য করিয়া সেই কার্য্যের আশ্রয়ে নিজেকে লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করি. অবৈষ্ণবতা বা কপটতাকে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া পরনিন্দা বা পরচর্চ্চা বলিয়া মনে করি। সেই সময় আমি খুব তৃণাদপিসুনীচতা দেখাই কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবের নিন্দা করিতে পশ্চাৎপদ হই না। আবার তখন আমি লোকের নিকট শুদ্ধভক্ত সার্টিফিকেট বাহির করিতেও দ্বিধাবোধ করি না। ভাগবতধর্ম্মের নিন্দা হইলে আমার তাতে না কিন্তু যখনই আমার প্রতিষ্ঠায় বাধা পড়ে তখনই আমি অভিমানী হইয়া জ্বলিয়া উঠি, এমনি আমার সহিষ্ণুতা। ভক্তগণ ভক্তবৈষ্ণবের আক্রমণে অসহিষ্ণু হইলেও নিজ আক্রমণের প্রতি উদাসীন থাকেন, একথা তখন আমি ভুলিয়া যাই। তাই ভোগোন্মুখ আমি ভাগবতধর্ম্মের অপ্রাকৃত অচিন্ত্য চেষ্টায় কোথায় কোন্ ছিদ্র আছে তজ্জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকি এবং অনবকাশে অচিন্ত্য বস্তুর সমালোচনা করিতে শতজিহ্ব হই। হরিভজনে আমার এত বাধা! এত গলদ! সেইজন্যই বলিতেছি, দুষ্ট মনকে জয় করিয়াই আমার এত বাধা হইয়াছে। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি আমি নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের চরণে আমাকে চিরবিক্রয় করিতে পারিতাম, তাঁহাকেই যদি একমাত্র কর্ণধার বলিয়া বরণ করিতে পারিতাম তাহা হইলে এ সকল বিপদ আসিত না, গুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা হারাইতাম না, ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইতাম না। এ বিপদ হইতে উদ্ধারকর্ত্তা অমোঘদর্শী নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আর কেহ নাই। তাই মনে হয়—

এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ ভিতরে॥

এই নিত্যানন্দ আমার মনের ছাঁচে গড়া নিত্যানন্দ নয়। নিত্যানন্দের সম্বন্ধে [illegible] বা কল্পনা তাহা মায়া। এই নিত্যানন্দ—[illegible] নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগুরুদেব—শ্রীআচার্য্যদেব। তিনি মাদৃশ দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, দীনের বন্ধু। আমি যেন নিষ্কপটে সেই গুরুনিত্যানন্দের চরণে চিরবিক্রীত হইতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

আত্মনিবেদন

(প্রাপ্ত)

শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের প্রথমেই আমরা আত্মনিবেদন বলিয়া কথাটী শুনিতে পাই। স্বরূপবিস্মৃত হইয়া জড়জগতে প্রভুত্ব, কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব করিতে করিতে আমাদের স্বভাবটী এমনই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বহু ভাগ্যফলে যদি বা গুরুপাদপদ্মে আসিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আত্মনিবেদন করিতে হইবে, একথাটী শুনিয়াও শুনিতে চাহি না, বুঝিয়াও বুঝিতে চাহি না। কর্ণরন্ধ্র তো আমাদের শুনিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, তবে শুনি না কেন? শুনিতে চাহি না, তাই শুনি না। দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি, জ্ঞান, বুদ্ধি, বুঝিবার শক্তি আছে বলিয়াই আমরা পশুত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করি, কিন্তু বুঝিতে চাহি না, তাই বুঝি না।

সাধু-গুরু-শাস্ত্র-বাক্য হইতে জানিতে পারি, 'আদৌ অর্পিতা', 'দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ। সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম।' আগে আত্মনিবেদন হইলে তবে গুরুপাদাশ্রয় বা সেবার কথা। দীক্ষা অর্থে দিব্যজ্ঞান। সেই দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদাতা—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। প্রথমেই যদি আত্মনিবেদন না হয়, তবে দীক্ষা-মুদ্রাদি দুঃখদান করে না, অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানলাভের পথে অন্তরায় ঘটায়। ভক্তিলাভের ক্রম-পন্থায় দেখা যায় 'আদৌ শ্রদ্ধা, ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।' শ্রদ্ধাটিকে বাদ দিলে যেরূপ অন্য কোন অনুষ্ঠানই কার্য্যকরী হয় না, তদ্রূপ প্রথমে আত্মনিবেদন না হইলে, কর্মনিপুণতা সেবা-পথে ক্রিয়াশীল হয় না।

মূলে ভুল, অর্থাৎ আমরা আমাদের আত্মপরিচয় যে নিত্য বৈষ্ণব-দাস্য বা কৃষ্ণানুগত্য, তাহা ভুলিয়া গিয়া বিরূপের পরিচয়ে পরিচিত হইয়া সংসার ভ্রমণ করিতেছি। আমরা সকলেই আত্মবস্তু, জড়বস্তু নই। আত্মা স্ত্রী-পুরুষ নয়, ধনী, দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ কোনটীই নয়। জীবমাত্রেই যে কোন দেশবাসীই হউক বা যে কোন উপাধিধারীই হউক বা যে কোন দেহধারীই হউক, সকলেই কৃষ্ণদাস। তাই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিলেন,—

মিছে মায়ার বশে, যাচ্ছ ভেসে
খাচ্ছ হাবুডুবু, ভাই।
(জীব) কৃষ্ণদাস, এ বিশ্বাস,
করলে ত' আর দুঃখ নাই॥

সম্প্রতি আমরা নিজ নিজ কর্ম্মফলানুযায়ী এক একটী দেহ ধারণ করিয়া তাহাতে অহংবুদ্ধি করিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা হইতে বঞ্চিত আছি। মহাজনবাক্যে আমরা আত্মনিবেদনের কথা এইভাবে শুনিতে পাই—

বপুরাদিষু যোঽপি কোঽপি বা
গুণতোঽসানি যথা তথাবিধঃ।
তদয়ং তব পাদপদ্ময়ো
রহমদ্যৈব ময়া সমর্পিতঃ॥

দেহাদি বিষয়ে আমার যে কোনও আখ্যাই হউক না কেন, অথবা গুণবিচারে আমার যে কোন পরিচয়ই হউক না কেন, হে ভগবান্, আমি আমার এই অহংবুদ্ধি তোমার শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলাম, অর্থাৎ আজ হইতে আমি তোমার হইলাম।

আমি ভগবানের হইয়া গেলাম, একথা মুখে বলিলেই তো ভগবান্ আমাদের স্বীকার করিবেন না। কারণ, আমরা কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীব। 'বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥' নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপা না হইলে যেরূপ মহাপ্রভুর কৃপা পাওয়া যায় না, তদ্রূপ গুরুপাদপদ্ম প্রসন্ন না হইলে ভগবান্ সন্তুষ্ট হন না। ভগবানের হইয়া যাইতে হইলে আমাদিগকে আগে গুরুদেবের 'আমি' হইতে—গুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করিতে হইবে।

বিষয় বিগ্রহ শ্রীভগবান্ ভোক্তা কৃষ্ণ, আর আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবককৃষ্ণ। ভগবানের স্ব-মুখোক্তি 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।' ভগবানে ভোক্তৃত্ব নাই। ভগবানের ভোগের যাবতীয় উপকরণকে তৎপাদপদ্মে পৌঁছাইবার মালিক নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। 'নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।' সেবক-ভগবান্, আশ্রয়বিগ্রহ—শ্রীগুরুদেব, যাঁহার আশ্রয়ে জীব কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ করিতে পারে। তাই ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুই সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে॥

কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভের আশা লইয়াই আমরা গুরুপাদপদ্মে উপনীত হই, কিন্তু আমাদের দুর্দ্দৈব বশতঃ প্রকৃত শরণাগত সাধুর সঙ্গের অভাবে আমরা গুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে পারি না। আত্মনিবেদন করিতে পারিলে, শরণাগত হইতে পারিলে কি আর সংশয়, মমতা, দুঃখ, চিন্তা এ সকল অন্তরে স্থান পাইতে পারে? তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি,
হইনু পরম সুখী।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল
চৌদিকে আনন্দ দেখি॥

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা,
১৭|৩|৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,—

* * তোমার ১৫|৩|৩৯ তারিখের কৃপালিপি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

গৌড়ীয়মঠ হিন্দু ও মুসলমানের কোন দলেরই পক্ষ অবলম্বন না করিয়া তাহাদের পরস্পরের প্রকৃত সমন্বয় সাধনের যত্ন করিতেছেন, ইহা তাঁহাদিগকে ভালরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। হিন্দু মুসলমানের

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম্‌-এ মহোদয়ের গোবেষণাপূর্ণ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সূচিপত্র ও শব্দার্থ-পত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, তায়ারপেট মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত অদ্যাবধি পর্য্যাপ্ত প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্তেবাসী পরবিদ্যাসমালঙ্কৃত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১৭৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০,	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৫	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ১০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১	
(বদল) ছাঃ			১১-০			১৭-৪৩	
কলিকাতা পৌঃ	৬ ১৬	৯-২১	১২ ১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০			
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮			
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫			
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬			
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮	(রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০		১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ফোন— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীনাথ"
শ্রীমায়াপুর

REGD No C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে চৈত্র, ১৩৪৫, ৭ই এপ্রিল, ১৯৩৯ শুক্রবার | ৩৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

পাখী শিকার করিতে যাইয়া বিপত্তি

তারকেশ্বর (হুগলী) থানার অন্তর্গত চাঁপাডাঙ্গা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ,—জনৈক গ্রামবাসী একটী বন্দুক ছুঁড়িতে যাইয়া নিহত হইয়াছে। এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে একটী দোনালা বন্দুকের লাইসেন্স লয়। গত শনিবার লোকটি সেই বন্দুক নিয়া পাখী শিকার করিতে গিয়াছিল। হঠাৎ বন্দুকের গুলী তাহার গায়ে লাগে। ৬ ঘণ্টা পরে লোকটীর মৃত্যু হয়।

আরোহীদের সলিল সমাধি

জলঙ্গী থানার নিকটবর্ত্তী [illegible] গ্রামের নিকট পদ্মাবক্ষে একখানি যাত্রীবাহী নৌকা ডুবি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত নৌকায় ১৯ জন যাত্রী ছিল তন্মধ্যে ৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ৯ জনের মধ্যে ছয় জন স্ত্রীলোক ও ১ জন বালক ছিল।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিমূর্ত্তি

সোমবার সকালে বাঙলার গবর্ণর স্যার জন হার্বার্ট আউটরাম ঘাটের সম্মুখে ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

সস্ত্রীক বাঙলা গবর্ণর সকাল ৮টার সময় উপস্থিত হন। তিনি প্রথমে সৈন্যদল পরিদর্শন করেন এবং পরে স্মৃতিরক্ষা কমিটির সভ্যদের সহিত পরিচিত হন।

স্মৃতিরক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান বর্দ্ধমানের মহারাজা বাঙলার গবর্ণরকে প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিতে অনুরোধ করিয়া সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যুর পর হইতে স্মৃতিরক্ষা কমিটি কিভাবে কাজ করিয়াছেন তাহার একটা ধারাবাহিক বিবরণ দেন।

অতঃপর বাঙলার গবর্ণর স্যার জন হার্বার্ট একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়া প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। সেই সময়ে বৃটিশদের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয় এবং কেল্লা হইতে ৩১টি তোপ পড়ে। প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিয়া গবর্ণর তাহা পরিদর্শন করেন এবং গবর্ণর চলিয়া যাওয়ার পর জনসাধারণ তাহা দেখে।

সাইকেল চাপা দিয়া মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগ

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী নাজিরুদ্দিন আহম্মদের কোর্টে [illegible] থানার অন্তর্গত কালেখপাড়া নিবাসী সুরেন্দ্রকুমার রায় সাইকেল চাপা দিয়া এক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ চৌকিদারের মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে দণ্ডবিধির ৩০৪ক ধারা (অসতর্ক ও বে-পরোয়া কার্য্য দ্বারা মৃত্যু ঘটান) অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বেলা প্রায় ১০ ঘটিকার সময়ে পাহাগ্রামের নিকটে জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া একিরাদী নামক বৃদ্ধ অবসরপ্রাপ্ত চৌকিদার যাইতেছিল। বিপরীত দিক হইতে আসামী সুরেন্দ্র সাইকেল চালাইয়া আসিতেছিল। বৃদ্ধ সাইকেলের ধাক্কা লাগিয়া পড়িয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর মৌলবী আলী আহাম্মদ সরকার পক্ষে ছিলেন।

ডাকাতি ও নরহত্যার অভিযোগ

ডাকাতি ও নরহত্যার অভিযোগে আবদুল মজিদ খাঁ এবং অন্য পাঁচজনের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের হয়, গত সোমবার হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস কে ঘোষের নিকট ঐ মামলার এক দফা শুনানী হয়।

একজন আসামী রাজসাক্ষী হয় এবং আর একজন স্বীকারোক্তি করে। ফলে তদন্ত করিয়া পুলিশ অধিকাংশ লুণ্ঠিত সামগ্রী উদ্ধার করে।

অভিযোগে প্রকাশ, ঘটনার দিন পূর্ণচন্দ্র দত্ত অত্যন্ত পীড়িত ছিল। পরদিন সে মারা যায়। পূর্ণচন্দ্রের পুত্রকে ডাকাতরা ছোরা মারে। তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে সে মারা যায়।

পূর্ণচন্দ্র দত্তের কন্যা সত্যবালা দাসী ডাকাতদিগকে বাধা দিতে গেলে ডাকাতরা তাহাকে আক্রমণ করে। কিন্তু দৈবাক্রমে সে রক্ষা পায়। জবানবন্দীতে সত্যবালা বলে যে, রাত্রি ২টার কাহারও পতন শব্দ শুনিয়া সে তাহার ভ্রাতাকে ডাকে। তাহার ভ্রাতা অগ্রসর হইলে ডাকাতরা তাহাকে ছোরা মারে। ভ্রাতার চীৎকার শুনিয়া সাক্ষী অগ্রসর হইলে একজন ডাকাত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লাঠি মারে। সে লাঠি তাহার পিঠে পড়ে। তারপর ডাকাতরা বাক্স ভাঙ্গিয়া জিনিষপত্র লইয়া চলিয়া যায়। প্রতিবেশীরা অগ্রসর হইলে ডাকাতরা ইটপাটকেল ছুঁড়িতে থাকে।

মামলার শুনানী স্থগিত আছে।

আসানসোলে খনি শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট

আসানসোল বেঙ্গল এণ্ড ট্রেডিং কোং লিঃর টিকরা কয়লা খনির শ্রমিকেরা (অনুমান ৫০০ শত) ৩০শে মার্চ্চ সকালে ধর্ম্মঘট করিয়া সার বাঁধিয়া এক মাইল দূরবর্ত্তী এক ময়দানে সমবেত হয়।

ধর্ম্মঘটের কারণ সম্পর্কে প্রকাশ, মালকাটারা ইতঃপূর্ব্বে খনির মধ্যে যে রাস্তায় যাইয়া কয়লা কাটিত, খনির ম্যানেজার গত বুধবার তাহাদের সে পথে না যাইয়া অন্য এক সুদূর ও দুর্গম পথ বাহিয়া যাইতে আদেশ দেওয়ায় অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

প্রাতে ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিলে কয়লার খনির ম্যানেজার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহাদিগকে কাজে যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ উপরোধ করেন। অবশেষে তাহারা শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীযুত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে মোটরযোগে এখান হইতে ডাকিয়া পাঠায়। ইউনিয়নের পক্ষ হইতে শ্রমিকদিগকে কাজে যোগদান করিতে বলা হয় যে, তাহাদের মধ্যে যে ৬০।৭০ জন দুই দিন কাজে যায় নাই তাহারা ঐ দুই দিনের পূর্ণ মজুরী পাইবে এবং ইতঃপূর্ব্বে যে রাস্তা দিয়া যাইয়া কাজ করিতেছিল, সেই রাস্তা দিয়া যাইয়া কাজ করিবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST — [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] টাকা মাত্র।

২। [illegible] [illegible] [illegible] বার্ষিক ভিক্ষা [illegible]

৩। [illegible] [illegible] [illegible] মাসিক [illegible] [illegible] ভিক্ষা [illegible] ২ টাকা।

৪। [illegible] [illegible] [illegible] পত্রিকা। বার্ষিক ভিক্ষা মাত্র ১ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় — [illegible] [illegible] শ্রীল [illegible] [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে [illegible] [illegible], গৌড়ীয় [illegible] [illegible] বৈরাগ্যের [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। [illegible] [illegible]

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] [illegible] সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদ[illegible]

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

[illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গোস্বামী [illegible] [illegible] এবং গৌড়ীয় [illegible] [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৴৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷৹ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible], [illegible]-[illegible], [illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১।	শ্রীচৈতন্যভাগবত,—মূল	[illegible]
	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —	[illegible]
	[illegible] —	৩৲
২।	[illegible] [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ([illegible])	[illegible]
৩।	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	[illegible]
৪।	[illegible] [illegible] ([illegible])	
৫।	শ্রীল [illegible] [illegible]াবলী	
	১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড ৸৹	
৬।	শ্রীল [illegible] [illegible]াবলী	
	১ম খণ্ড- ৸৹; ২য় খণ্ড -১৲, ৩য় খণ্ড—৸৹,	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	
৮।	[illegible] দীপিকা ও [illegible] দীপিকা	১৷৹
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	১৲
১০।	গৌড়ীয়-[illegible]	১৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	[illegible] শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	[illegible] ([illegible] সংস্করণ)	৸৹
১৪।	[illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৹
১৫।	বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible]	৷৹
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸৹
১৭।	বৈষ্ণবোপনিষৎ	৷৹
১৮।	[illegible]-[illegible]	৷৹
১৯।	[illegible]	
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	৷৵৹
২১।	গৌড়ীয়[illegible]	৷৵
২২	[illegible] [illegible]	
২৩।	শ্রীচৈতন্য[illegible] ও [illegible] বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা ([illegible] টীকা সহ)	২৲
২৫।	গীতা ([illegible]-টীকাসহ) (বাঁধা)	১৲
	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]	
২৬।	[illegible] [illegible] ([illegible])	১৲
২৭।	[illegible] ([illegible])	৷৹
২৯।	[illegible] ([illegible]) (বাঁধা , ৸৹	
৩০।	[illegible]-[illegible]-[illegible]	৵৹
৩১।	[illegible] ([illegible] সংস্করণ)	৶৹
৩২।	[illegible] [illegible] বাঁধা)	৷৹
৩৩।	নবদ্বীপধাম-[illegible]	৸৹
৩৪।	[illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶৹
৩৫।	[illegible]	১৹
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵৹
৩৭।	[illegible]-[illegible]	৵৹
৩৮।	[illegible]	৷৹
৩৯।	[illegible]	৷৹
৪০।	[illegible]	৴৹
৪১।	গীতাবলী	৴৹
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸৹
৪৩।	[illegible]	৴৹
৪৪।	[illegible]	৴
৪৫।	[illegible]	
৪৬।	[illegible]	
৪৭।	[illegible]	৹৴
৪৮।	[illegible] ([illegible] সংস্করণ)	৵৹
৪৯।	[illegible]	৴৹
৫০।	বৈষ্ণব[illegible] (১ম ও ২য় খণ্ড)	৯৲
৫১।	[illegible]	৷৹
৫২।	[illegible] ([illegible])	৷৹
৫৩।	[illegible]	৸৹
৫৪।	[illegible] [illegible]	৷৹
৫৫।	[illegible] [illegible]	৷৹
৫৬	[illegible] ও [illegible]	৶৹
৫৭।	[illegible] ([illegible])	৷৹
৫৮।	শ্রী[illegible]	৶৹
৫৯।	[illegible]	৶৹
৬০।	[illegible]	৴৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্য[illegible]	৷৹
৬২।	[illegible] [illegible]	৷৹
৬৩।	[illegible] [illegible]	৷৹
৬৪।	[illegible]	৷৹
৬৫।	[illegible] [illegible]	৶৹
৬৬।	গৌড়ীয়[illegible]	৴৹
৬৭।	[illegible]	৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	[illegible]	৷৹
৬৯।	[illegible]	৷৹
৭০।	[illegible]	
৭১।	[illegible] [illegible]	৷৹
৭২।	[illegible]	৷৴৹
৭৩।	[illegible] [illegible]	
৭৪।	[illegible]	
৭৫।	[illegible] [illegible]	৴৹
৭৬।	[illegible]	৷৹
৭৭।	[illegible] [illegible] [illegible]	
৭৮।	[illegible]	১৷৹
৭৯।	[illegible] ([illegible])	১৲

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮০।	[illegible]	৷৹
৮১।	[illegible]-[illegible]	৷৹
৮২।	[illegible]-[illegible]	৶৹
৮৩।	গীতাবলী	৴৹
৮৪।	[illegible]	৴৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	[illegible]	৴৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্য[illegible]	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ৩ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ ২৫শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ৭ই এপ্রিল ইং ১৯৩৯, শুক্রবার | ৬৩শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

গত ১২ই চৈত্র, ২৬শে মার্চ্চ রবিবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীপাদ হৃষীকেশ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপ হইতে গয়াগমন-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া-গমনের মধ্যপথে জ্বরযোগ প্রকাশ করিয়া লোকশিক্ষার জন্য বিষ্ণুভক্তের অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা জগতে স্থাপন করিবার ইচ্ছায় ঔষধরূপে নিজপ্রিয় বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করিবার লীলা প্রদর্শন করেন। এতদ্বারা একদিকে তিনি যেমন মায়াবদ্ধ স্মার্ত্ত মর্ত্ত্যজীবের মূঢ়তা উৎপাদন করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন, অপরদিকে জগতে যাহাতে বিষ্ণুতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার আদর্শ প্রদর্শন করেন। নারায়ণলীলায় যেমন স্বীয় বক্ষোদেশে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করিয়া নিজের ভক্তের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই গৌরলীলায়ও তিনি মাধবী অতিক্রমে অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। প্রভুর এই অচিন্ত্য গূঢ় লীলার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রাকৃত জাতসামান্যবুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইয়া তথাকথিত বিপ্রগণের চরণোদক পান করিয়া বসেন। অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণগণই ভগবান্ অচ্যুতের সেবা করিতে সমর্থ। তমোগুণাবৃত পাপিষ্ঠ শূদ্রগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুসেবাবিমুখ। অতএব ব্রাহ্মণ অনাত্মদেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত মনোধর্ম্মী নহেন। বৈষ্ণবের দাসগণই ব্রাহ্মণ। বৈষ্ণবতার মধ্যেই ব্রাহ্মণতা অন্তর্হিত। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গুরু। এই লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রকৃত ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও শ্রীনাম কীর্ত্তন হইয়াছিল। বহু সজ্জন ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিয়াছিল।

রংপুর জেলায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কতিপয় মঠসেবক সহ গত ২২শে মার্চ্চ দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া শিলিগুড়িতে অবতরণ করেন ও তথা হইতে ২৪শে মার্চ্চ নেওয়ানগঞ্জে গমন করেন। সেখানে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতিতে শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের কথা কীর্ত্তন করেন। স্বামীজী মহারাজ একাদিক্রমে নয়দিবস "সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের" কথা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে ধারাবাহিকভাবে বিশেষরূপে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

২রা এপ্রিল রবিবার প্রাতে নেওয়ানগঞ্জ হইতে স্বামীজী মহারাজ শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামী মহোদয় সহ নীলফামারী নামক স্থানে গমন করেন। তথায় শ্রীযুত ক্ষেত্র মণ্ডলের দানাধিকারী মহাশয়ের উদ্যোগে এক বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। তথায় স্বামীজী মহারাজ শুদ্ধ ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

হাওড়ায় প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔদুলোমি মহারাজ গত ৮ই চৈত্র ২২শে মার্চ্চ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ হাওড়া জেলার অন্তর্গত পাতিহাল গ্রামে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র মান্না মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া ৯ই, ১০ই ও ১১ই চৈত্র শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কুন্তীদেবীর স্তব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। স্বামীজী সেখান হইতে ১২ই চৈত্র রঘুনাথপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সর্দ্দার মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

সাত্বত-বিধানে শ্রাদ্ধ

হুগলী জেলার অন্তর্গত আঁখরগ্রামনিবাসী শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত শ্রীযুত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহোদয় তদীয় পরলোকগতা মাতার শ্রাদ্ধকার্য্য একাদশাহে গত ৪ঠা এপ্রিল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে সাত্বত-স্মৃতিবিধানানুসারে পণ্ডিত শ্রীপাদ মধুসূদনদাস কাব্যতীর্থ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীআচার্য্যবাণী

অর্থপ্রবৃত্তি হইতে অনর্থনিবৃত্তি হইবে, অনর্থনিবৃত্তি হইতে অর্থপ্রবৃত্তি নহে। শুদ্ধ নামের স্ফূর্ত্তি ও গ্রহণ যত হইতে থাকিবে ততই নামাপরাধ দূর হইবে, আবার নামাপরাধ যতই দূর হইতে থাকিবে ততই নামাভাস এবং শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ে নামের সেবা হইবে। যতই নিজকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবক বলিয়া উপলব্ধি হইবে, ততই পূর্ব্বাভিমান প্রভৃতি আনুষঙ্গিকভাবে দূর হইবে। নির্ব্বিশেষবাদী কল্পতাপসিগণের ন্যায় শ্রীনাম ভাণ্ডের মন্ত্র জপ করিতে করিতে প্রকৃতি সঙ্গের প্রতিই ধ্যান হইতে থাকিবে। শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—আমরা ইন্দ্রিয়তর্পণের সেবক অভিমানের নহি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন, আমরা বৈরাগী নহি অনুরাগী।

যেখানে জড়বিলাসী কর্ম্মী হইতে জড়বিলাসত্যাগী জ্ঞানীকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে—যেমন "কোটী কর্ম্মীর মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ" সেস্থলে চতুঃসন মুমুক্ষুকেই জ্ঞানিরূপে লক্ষ্য করা হইয়াছে; যেমন চতুঃসন, শুকাদি তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবামাধুর্য্যে আকৃষ্ট করিয়াছেন; তাঁহারা আত্মারাম হইলেও সাধুভাবাকাঙ্ক্ষী নহেন।

শ্রীবৈষ্ণবগণের অনেকেই জ্ঞানিপ্রভৃতি, আলোয়ারগণের অনেকেই, যেমন কুল শেখরাদি জ্ঞানিযুক্ত ভক্ত, শাণ্ডিল্যাদি প্রভৃতি যোগমিশ্র ভক্ত।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈন্যাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ মধুসূদন নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৩

দুই একটী কথা

—·:·—

ভগবান্‌ই জীবের প্রাণ। যিনি সেই ভগবানের সেবাশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই জীবন্ত। কিন্তু যেখানে আশ্রয় নাই, যেখানে সেবাহীনতা লক্ষিত হয়, তাহা জীবন্ত চাঞ্চল্য। হরিসেবকই নরবান্ ও পাণ্ডব। তাঁহাদের সঙ্গ করিলে সর্ব্বজীবপ্রাণ ভগবানকে অনুসন্ধান করিবার শিক্ষা। এবং প্রেরণা হয়। অতএব সেবাহীন, প্রাণহীন, সঙ্গহীন, বন্ধুহীন হইয়া জীবন যাপন করিয়া কি লাভ? আমরা দরিদ্র কৃষ্ণপ্রেমসেবা লাভে বঞ্চিত জীব। অমৃতের সন্তান না হইয়া সেবক হইয়া আজ আমরা নির্ধন—ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি আছে? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

ধন মোর নিত্যানন্দ পতি মোর গৌরচন্দ্র
প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল গদাধর মোর কুল
নরহরি বিলসই মোর॥
বৈষ্ণবের পদধূলি তাহে মোর স্নানকেলি
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।

এই মহাজনবাণীতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ব্যতীত অর্থাৎ জগদ্গুরুর পাদপদ্ম ব্যতীত বদ্ধজীবের অন্য কোন সম্পত্তি নাই। এই নিত্যানন্দ হয়েছেন—আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার পদাশ্রয় করিলে, জগতের মঙ্গল শ্রীগুরু নিত্যানন্দের কৃপা লাভ হইলে ধনবান্ হওয়া যায়—দারিদ্র্য অপসারিত হয়। অন্য বা অনর্থের নিবৃত্তি শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপাতেই হয়। হরিগুরুবৈষ্ণবের দাস্যই ধন বা সম্পত্তি, তাহাই পরমার্থ, আর বাকী সবই অনর্থ বা অধন। বদ্ধজীব আমরা ধনের প্রতি উদাসীন থাকিয়া অনর্থরূপ অধনকেই মহাধন করি বলিয়া ইন্দ্রিয়ের দাস্যই আমাদের ভাল লাগে এবং তজ্জন্য আমরা জন্মজন্মান্তর কেবল কষ্ট পাই। এই বিপদ হইতে আমাদিগকে কেউ নিষ্কৃতি দিতে পারেন না একমাত্র বিপদ্‌তারণ শ্রীগুরুদেব ব্যতীত।

কাহারও জড়প্রতিষ্ঠা দেখিয়া অসহিষ্ণু হইতে হইবে না। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উচ্ছিষ্ট-ভোজী দাসহয়ে আমাদের হৃদয়ে সেইরূপ অসতী স্পৃহা যেন বিন্দুমাত্রও স্থান না পায়। আমরা যেন সকলকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়া গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৈঙ্কর্য্য করিতে পারি—গুরুসেবারত হইতে পারি। যিনি ছাড়া বিশ্বে আমাদের বন্ধু বলিতে আর কেউ নাই, সেই জগদ্বন্ধু শ্রীগুরুদেবের করুণার কথা যেন আমরা এক মুহূর্তও বিস্মৃত না হই। 'আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার কি কাজ অপর ধনে' এই সম্বন্ধজ্ঞানে নিত্যকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যেন প্রভুর সেবা করিতে পারি। তৃণাদপি সুনীচতার কার্য আমার হৃদয় অধিকার করিয়া যেন আমাকে বিপথগামী না করে, বিদ্বেষিগণের নিন্দা শুনিয়াও তৃণাদপি সুনীচতার ভাণে আমি যেন সহনশীলতা দেখাইতে গিয়া জনমনোরঞ্জন না করি। আমরা যাকে তৃণাদপি সুনীচতা মনে করিয়া বৈষ্ণবের শত্রুর প্রতি সুনীচতাকে দাম্ভিকতা মনে করি, তাহা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের মানে প্রতিষ্ঠাই তৃণাদপি সুনীচতা। বৈষ্ণব দাসগণের ইহাই লক্ষণ। এই জন্যই তাঁহারা দাম্ভিক, কপট ও বৈষ্ণব-নিন্দাকারীকে প্রশ্রয় দেন না, পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়তর্পণ চালাইতে গিয়া যাহারা বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজী দুর্দ্দশাগ্রস্ত তাহাদের উৎকট মনোধর্ম্ম কার্য্যে বাধা প্রদান করিবার জন্য অগ্রসর হন এবং সকলকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনগণকে সতর্ক করিয়া দেন। কপটদিগের সকল কপটতা নিষ্কপট গুরুদাসগণের নিকট ধরা পড়িয়া যায়। তাঁহারা যখন এই সব অসৎকার্য্যে ব্রতী হন তখন মনোধর্ম্মী জীবগণ তাঁহাদের বাক্‌রোধ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে, এবং ভক্তি ও ভক্তকে উড়াইয়া দিতে চায়। এমন কি, শুদ্ধভক্তগণকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে বা তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। তখন তাহারা 'চোর বলে ঐ চোর' নীতি অবলম্বন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চায়। কিন্তু সময় হইলে কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাহাদের সকল কপটতাই ধরা পড়িয়া যায়। ভক্তগণ তাহাদের এই সকল কার্য্যকলাপ দেখিয়া চুপ করিয়া থাকেন, সেই সকল বাজে কথায় সময় না কাটাইয়া তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করেন—গুরুবৈষ্ণবভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করেন।

বৈষ্ণবদাসগণ কখনও হরি গুরু-বৈষ্ণবের অমর্য্যাদাবচন সহ্য করেন না, গুরুবর্গের নিন্দা শুনিতে পারেন না। তাই তাঁহারা তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন। অভক্তগণ তাঁহাদের এই তীব্র প্রতিবাদ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকে নানাভাবে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার চেষ্টা করে। তাঁহাদের সমভিব্যাহারিবিশিষ্ট বহু লোককে ডাকিয়া তাহাদিগকে বোকা বানাইবার বা কেবলই সাধারণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু নিষ্কপট ভক্তগণ তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণপাদপদ্মে নির্ভর করেন, আপদ্‌বিপদকে ভগবৎ-কৃপা বলিয়াই গ্রহণ এবং কি সম্পদে, কি বিপদে সকল সময়েই স্থির থাকিয়া প্রভুসেবা করেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণই শ্রীল প্রভুপাদের কথা স্মরণ করেন,—'শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনও জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈন্যাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।'

আমরা গৌড়ীয়ের বাণীতে পাই,—'নয়াপড়ী কখনও বিশ্বপ্রাণকুল রাবণের দ্বারা রামচন্দ্রের বিদ্বেষ সহ্য করেন না। প্রতিশোধ করাই তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতার চরম আদর্শ। প্রাকৃত সাহজিক বহুবেশীর দিগ্‌দর্শককে তিরস্কার করাই গৌড়ীয়ের নায়ক শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর দাস্যবেশ ধারণ। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতাভিমানীর প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব বিনষ্ট করিয়া ভগবৎ-অপরাধকারীর জিহ্বা স্তম্ভিত করাই গুরুদেবতাত্মা আচার্য্য শ্রীল শ্রীজীবের তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ প্রচার।' গুরুবর্গের এই আচরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, গুরুবর্গের নিন্দা শুনিয়া চুপ করিয়া থাকা তৃণাদপি সুনীচতা নহে, পরন্তু তাহাতে সহিষ্ণু থাকা অভক্তদের পক্ষে অসম্ভব এবং অসহিষ্ণু হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

আমার রক্ষাকর্ত্তা কে ;

(পণ্ডিত শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপোপদেশ—'তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে।' হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যে আচরণের দ্বারা আমরা নিজেরা নিত্যমঙ্গল লাভ করিয়াছি, সেইরূপ আচরণ করিতে সকলকে অনুরোধ করা আমাদের কর্ত্তব্য। মহাপ্রভুর আদেশ—অমন্দোদয়া দয়ার অভিব্যক্তি, তাহা নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। আমরা যদি তাঁহার আদেশ পালন করি—আচার-প্রচারে যত্নবিশিষ্ট হই, তবে আমরা নিত্যমঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে থাকিব। আর যদি তাঁহার আদেশপালনে উদাসীন হই, অমনোযোগী হই, তবে অমঙ্গল অনিবার্য্য।

কৃষ্ণবিস্মৃতিই জীবের একমাত্র অমঙ্গল। আর কৃষ্ণস্মৃতিতেই জীবের একমাত্র নিত্য-মঙ্গল। ইহা কল্পনার কথা নহে, ইহা শ্রৌত-বাণী। বহু জন্মজন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলে ইহাতে যে সৌভাগ্যবান্ জীবের নিশ্চয়াত্মক সুদৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, তিনি শ্রদ্ধাবান্—তিনি কৃষ্ণভক্তির অধিকারী—সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের অধিকারী। সদ্‌গুরুসঙ্গে

এই জগৎটি হরিবিমুখ। সুতরাং এই স্থান হইতে হরিবিমুখতা লুপ্ত হইতে পারে না। এই হরিবিমুখ জগতের মধ্যে থাকিয়াই নিজের কাজ গুছাইয়া লইতে হইবে—নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের সঙ্গ করিয়া সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। যদিও সাধুর সংখ্যা অতি অল্প তথাপি নিষ্কপট হইলে প্রকৃত সাধুর সন্ধান পাওয়া যাইবেই। কারণ, করুণাময় ভগবানের পরদুঃখদুঃখী নিজজনগণ ভক্তরূপে মাদৃশ বহির্ম্মুখ জীবের আত্যন্তিক ক্লেশ মোচনের জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়া নিজে আচরণ করিয়া আমাদিগকে সেবাশিক্ষা দেন। তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি আমরা তাঁহাদের প্রতি হিংসা করি, মাৎসর্য্যবশতঃ তাঁহাদিগকে আমারই সমান মনে করি, তাহা হইলে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।' কৃষ্ণ যাঁহার প্রেমবশীভূত—যিনি নিত্যকাল কৃষ্ণসেবা করেন ও কৃষ্ণসেবা অপরকে প্রদান করেন, তিনিই সদ্‌গুরু—অন্য কেহ নহেন। সেই সদ্‌গুরুপাদপদ্ম এ জগতে বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রকটিত থাকেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের একমাত্র যোগ্যতা শ্রদ্ধা, অর্থাৎ 'আমার কৃষ্ণভজনই একমাত্র কর্ত্তব্য, অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই।'—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস। শ্রীগুরুদেব শ্রদ্ধাবান্ জীবকেই কৃষ্ণনামভজন প্রদান করেন। 'কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।' অর্থাৎ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় হইতেই কৃষ্ণভজন আরম্ভ হয়। সদ্‌গুরুপাদপদ্মে যিনি আশ্রয় লাভ করেন নাই, তিনি কৃষ্ণভজন করিতে পারেন না। স্বতন্ত্রভাবে কৃষ্ণভজন করিবার সামর্থ্য দুর্ব্বল জীবের নাই। তিনি যদি সদ্‌গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিতে না পারেন তবে তিনি নিশ্চয়ই মায়া-কবলিত হইবেন, ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীদ্বয়ের ক্রীড়াপুত্তলী হইয়া মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইবেন। কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। কারণ, সদ্‌গুরুপাদপদ্ম ভিন্ন জীবের রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই। একমাত্র তিনিই কৃষ্ণভজন প্রদান পূর্ব্বক শরণাগত জীবকে নিত্যকাল পালন করিতে পারেন। যিনি সদ্‌গুরুপাদাশ্রিত, তাঁহার উপর মায়ার অধিকার নাই। সুতরাং সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ই জীবের একমাত্র পরম মঙ্গলের কারণ, আর সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় করিতে না পারাই ত' সকল অমঙ্গলের হেতু।

দীন, হীন, অকিঞ্চন ব্যক্তিই শ্রদ্ধাবান্—তিনি একমাত্র অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামের কাঙ্গাল। নিজের সম্পূর্ণ অযোগ্যতা বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই; তাই তিনি নিত্যকাল কৃষ্ণনাম-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের কৃপা-ভিখারী।

এখন জিজ্ঞাস্য—আমরা কি উদ্দেশ্যে প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলাম? আমরা কি অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামের কাঙ্গাল হইয়া সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছিলাম, না আমাদের অন্য মতলব ছিল? যাঁহাদের অন্যাভিলাষ ছিল, তাঁহারা সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বঞ্চনা করিতে আসিয়াছিলেন,—কাজে কাজেই বঞ্চিত হইয়াছেন—ভুক্তি-মুক্তি পিশাচীর পাদক্রীড়নক হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা একমাত্র অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামের কাঙ্গাল হইয়া সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় হইতে বঞ্চিত হন নাই। প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহাদিগকে পরমকরুণাময় ও বিভুপাদ শ্রীশ্রীল অনঙ্গমোহনের পরবিভাভূষণ গোস্বামী প্রভুর কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মে আশ্রয় প্রার্থনা করিবার প্রেরণা দিয়াছেন।

যিনি নিষ্কপটে জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আশ্রয় প্রার্থনা করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় পাইয়াছেন অথবা নিশ্চয়ই পাইবেন। ইহা সাধারণভাবে কৃপা। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব অসাধারণভাবেও কৃপা করিতে পারেন—সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য ব্যক্তিকেও কৃষ্ণভজনের যোগ্যতা দিতে পারেন।

সর্ব্বাপেক্ষা অণু, সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, সর্ব্বাপেক্ষা মায়াবশযোগ্য, সর্ব্বাপেক্ষা পতিত, সর্ব্বাপেক্ষা পশুবৃত্তির কবলে কবলিত, রক্ত-মাংস সম্ভোগেচ্ছারূপ আলেয়ায় আকৃষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে নিশ্চিত ধ্বংসপথের যাত্রী আমাকে কে রক্ষা করিয়াছেন? তিনি—অহৈতুকী করুণাসিন্ধু শ্রীল আচার্য্যদেব। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর কেহ আমাকে রক্ষা করেন নাই—আশ্রয় দেন নাই। পরমকরুণাময় শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-লাভের সৌভাগ্য মাদৃশ নরাধমের হয় নাই। তাঁহার একটি কথাও আমার ভোগোন্মুখ কর্ণে প্রবেশ করে নাই। সেইজন্যই দয়াময় প্রভুপাদ আমাকে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে স্থান দিয়াছেন। অনাশ্রিত আমাকে যদি পতিতপাবন শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপাপূর্ব্বক রক্ষা না করিতেন তবে আমার রক্ষা পাওয়ার কোনই উপায় ছিল না। শ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ও নিত্যকাল রক্ষা করিতে পারেন—ইহা বাস্তবসত্য কথা। ইহাতে যাঁহার শ্রদ্ধা হইবে, তিনিও নিষ্কপটে শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা প্রার্থনা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবেন—কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ করিবেন। শ্রীল আচার্য্যদেব আমাকে দুঃসঙ্গ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন—ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই, সন্দেহ নাই, সন্দেহ নাই। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় বুঝিবার সৌভাগ্য হইয়াছে যে অন্তরে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশার নরক সযত্নে রক্ষা করিয়া বাহিরে তিলকমালা ও দণ্ডধারণ করা কৃষ্ণভজন নহে। নিষ্কপটে আমার স্বাভাবিক বৃত্তিই কৃষ্ণভজন। এ জগতে ভক্তিবিনোদধারা ব্যতীত অন্যত্র শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির কথা নাই। আর এই ভক্তিবিনোদধারাকে সংরক্ষণ করিবার জন্যই শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] বক্তব্য। শ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপা ভিন্ন কৃষ্ণভক্তি লাভের অন্য উপায় নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব অনধিকারচর্চ্চা সহ্য করেন না—ইহা তাঁহার অপার করুণা। রক্তমাংসে দর্শনের যোগ্যতা লইয়া যে সব বুদ্ধাভিমানী বহির্ম্মুখ জীব কৃষ্ণের অপ্রাকৃত সম্ভোগ লীলা আলোচনা করিবার দাম্ভিকতা করিবেন তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে অপরাধ করিয়া অধঃপতিত হইবেন—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কোন সন্দেহ নাই—কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলার কথা শ্রবণ করা, কীর্ত্তন করা, এমন কি মনে মনে চিন্তা করাও বহির্ম্মুখের পক্ষে নিষেধ। যিনি করিবেন তিনি অনধিকার চর্চ্চা করার অপরাধে নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন। "সম্পূর্ণভাবে স্বরূপশক্তিভিন্ন শ্রীল আচার্য্যদেবের ইচ্ছানুসারে [illegible] কখনও অনধিকার চর্চ্চা করিব না।" এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা বিশিষ্ট ব্যক্তিই শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপালাভে অধিকারী, অন্য নহে। যাহারা নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিতে চাহে—সুবিধামত পায়ে হাত ও অসুবিধা হইলেই গলায় দিতে প্রস্তুত—তাহাদের মঙ্গল হওয়া সুকঠিন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনন্ত করুণার এক কণা যাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিবে—শ্রীল আচার্য্যদেবের করুণার কথা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করাই তাঁহার স্বভাব হইবে এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের করুণার কথা যিনি যত কীর্ত্তন করিবেন—তাঁহার হৃদয় তত নির্ম্মল হইবে ও কৃষ্ণনামোদয়ের যোগ্যতা লাভ করিবে; ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের করুণা লাভ করিয়াছেন ও শ্রীল আচার্য্যদেবের অসমোর্দ্ধ দয়ালুতার কথা সর্ব্বক্ষণ নির্ভীক কণ্ঠে কীর্ত্তন করেন—আমি তাঁহার কৃপাপ্রার্থী। [illegible] তাঁহার পাদপদ্মের ধূলিতে অভিষিক্ত হইলেই আমার নিত্যমঙ্গল হইবে।

বিপদের সময়েই বন্ধুতার পরীক্ষা হয়। যিনি আমাকে অনিবার্য্য ধ্বংস হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই শ্রীল আচার্য্যদেবই আমার একমাত্র প্রকৃত বন্ধু নহেন কি? তিনিই আমার একমাত্র প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহেন কি? তাঁহার অহৈতুকী করুণার কথা যদি বিস্মৃত হই তবে কি উহা কৃতঘ্নতা হইবে না—বিশ্বাসঘাতকতা হইবে না? শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে শরণাগত না হইতে পারায় যখন যে অবর্ণনীয় ক্লেশ সহ্য করিয়াছি এবং যখনই তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মের ছায়া আমার উপর পতিত হইয়াছে তখনই যে সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত [illegible] [illegible] পারায় মত কঠিনতম দণ্ড আর হইতে পারে না। যিনি সর্ব্বতোভাবে পতিতপাবন জগদ্‌গুরু শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইবেন, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার মনোভীষ্টপূরণে আত্মনিয়োগ করিবেন, তাঁহাকে শুদ্ধবৈষ্ণব জানিয়া—নিত্যকালের জন্য হৃদয়ের বন্ধু বলিয়া বরণ করিব; আর অহৈতুক-করুণাসিন্ধু শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে তিলমাত্র কেহ যিনি অপরাধ পোষণ করিবেন, তাঁহার দুঃসঙ্গ নিত্যকালের জন্য পরিত্যাগ করিব—ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হউক—শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে আমার ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা,
১৭|৩|৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,—

* * তোমার ১৮|৩ তারিখের কৃপা-লিপি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদ, জগতের সর্ব্বপ্রকার বিবাদ ও বিপদের সমূলে নাশ নিষ্পত্তি করিবার জন্য একমাত্র গৌড়ীয়মঠ যত্ন করিতেছেন। সুতরাং যাহারা বিবাদের সমর্থক তাহারা ব্যতীত কেহই গৌড়ীয়মঠের বিরোধী হইতে পারে না। গৌড়ীয়মঠের শিক্ষা ও আচরণ সম্বন্ধে যাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্রও আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছেন।

তোমরা সকলে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিবে। ইতি।

দাসাধম—

শ্রীনারায়ণচন্দ্র অধিকারী

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রতিষ্ঠা-শ্রীশ্রী, শ্রীশ্রীবাসাঙ্গন শ্রীমন্দির গোপীনাথ অধ্যক্ষ ঠাকুর বিগ্রহ আছেন। পুণ্যভূমি শ্রীকৃষ্ণ-পাঠাগার, ভাগবত, পদ্মপুরাণ প্রকাশ-স্থান আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রভুর সেবা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অপ্রকট-কাজীনগর-সমাধি

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিদ্যমান শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাকদহ (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) নৃসিংহ গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

পাঁচপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাকদহ পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বারিদা পোঃ ভুঞাদি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নারিন্দা, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাণ্ডুং'র রং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা)

(৩৫) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মধ্য রোড, গয়া

(৩৩) নয়াদিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় দরীবগলি, নেয়ারসম সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যাশ্রম মঠ,

পোঃ বিঠুর, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাতন, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) গোবর্দ্ধন-কৃষ্ণকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেকালী.

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, দিল্লী সিটী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, অপ্যাসাম বৈল ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাবিনোদবিহারীর সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মান্দ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা,

(৫২) পুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠ

আঠারনালা, পোঃ গ্রাণ্ডরোড, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) কাশীকুটী

(৫৬) সচ্চিদ্-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

সাতকড়ি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রজমোহনগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ বল্লভকুণ্ড, শহর

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জমাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জমাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

চুঁচুড়া, পোঃ চন্দননগর, (বাংলা)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৩১, গ্লাডস্টোন রোড
ক্ল্যাপাম, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ডিষ্ট্রিক্ট রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিজ্ঞানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

মধ্যমবাড়ীর, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	৪৲		১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /০ ; বিশেষ সংখ্যা ।০ ভিক্ষা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(॰)::——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::॰::——

শ্রীচৈতন্যমঠের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর মনোরম পল্লী—গঙ্গার সান্নিধ্যে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পবিত্রতা ও সুদক্ষ শিক্ষক ও অভিভাবক দ্বারা পরিচালিত। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে আহার ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা আনুপূর্ব্বিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অভিনবরূপভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয় নিরাকরণকল্পে যে সকল হরিকথা মুখে প্রচারিত কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদের শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া বাঙ্গালায় এবং ইংরেজী 'হার্মনিষ্ট' গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। এক্ষণে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-বাসরে ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিগণের পারমার্থিকেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিলে একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হইবেন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডটি ৩৫৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত অভিধান ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদিমধ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সদ্বিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গুণাবলী শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১৭৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০.)——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫ ৩৬	৬ ০৬	৭-২৬	১১-২৬	১৪ ৫০	১৬-৫৬	১৭ ৫০	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১২-১৫				
(বগুলা) ছাঃ			৯-০৩	১২-৪০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ১	৮ ৪৪	১০-৮	১৪-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৯
(বগুলা) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৭-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ৪০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন্

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৪		৯ ২৫		১৩-০১	১৬-০	১৯-০৩	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২০	৮-১৬	১০-৪	১১-৪১	১৪-১০	১৬-০৬	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫০	১৯-৪৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪০			১৭ ৩১		
(বগুলা) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৩		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮	(শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৭	২০-৩	

ফোন— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীনাথ
শ্রীমায়াপুর

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর—২৫শে চৈত্র, ১৩৪৫, ৮ই এপ্রেল, ১৯৩৯ শনিবার। ৩৯৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

ভারত সরকারের নূতন অর্থসচিব

গত শনিবার অপরাহ্নে ভারত সরকারের অর্থসচিব স্যার জেমস গ্রীগ বোম্বাই হইতে টেলিগ্রামে দিল্লীতে মিঃ এ জে রাইসম্যানকে কার্যভার বুঝাইয়া দিবেন। তিনি ঐ দিন বোম্বাই হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিবেন।

স্যার জেমস গ্রীগ জুন মাসের মাঝামাঝি লণ্ডনে সমর আফিসে তাঁহার নূতন কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

———

জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী

কলিকাতার অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংঘের প্রেসিডেন্ট মিঃ জি ই গিবন একটি নিখিল ভারত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করিতেছেন। রাজনীতি ও ধর্মের সহিত এই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর কোনই সম্পর্ক থাকিবে না এবং ইহা সম্পূর্ণ অহিংস হইবে।

———

মালগাড়ীর ওয়াগনে অগ্নিকাণ্ড

গত সোমবার রাত্রি ১টা ৫৫ মিনিটের সময় ই বি রেলপথের পাকশী ও ভেড়ামারা ষ্টেশনের মধ্যে একখানি ডাউন মালগাড়ীর ওয়াগনে আগুন লাগিয়া ওয়াগনখানি লাইনচ্যুত হয়। ইহার ফলে ডাউন লাইনের ক্ষতি হইয়াছে।

শীঘ্রই এক লাইনের উপর দিয়া সমস্ত ট্রেণ চলাচলের ব্যবস্থা করা হয় এবং প্রায় দুই ঘণ্টা বিলম্বের পর ডাউন দার্জ্জিলিং মেল আপ লাইনের উপর দিয়া ঐ স্থান অতিক্রম করে। এই দুর্ঘটনার ফলে পরবর্তী ৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সমস্ত ট্রেণই সামান্য বিলম্বে চলিয়াছে।

———

আবার ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা

৫ই এপ্রিল শুক্রবার বিহার সীমান্তের নিকটে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে আর একটি ট্রেণ দুর্ঘটনা ঘটাইবার চেষ্টা ধরা পড়িয়াছে।

প্রকাশ, ২৩নং ডাউন লুপ ট্রেণের ড্রাইভার সাহেবগঞ্জ সেক্সনে চাতরা ষ্টেশনের পূর্ববর্তী সিগন্যাল পার হওয়ার অল্পপরে একটি পুল পার হওয়ার সময় কয়েকবার ঝাঁকানি লাগায় লাইন পরীক্ষা করিবার জন্য ট্রেণ থামান। কয়েকটি ফিস প্লেট, সরানো হইয়াছে এবং কয়েকটি বোল্ট আলগা করা হইয়াছে বলিয়া দেখা যায়

ঘটনাস্থল কলিকাতা হইতে ১৫০ মাইল দূরে।

———

ভারত শাসন আইন সংশোধন বিল

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অনেক স্থান সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে শাসন সংস্কার বহির্ভূত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ঐ সকল অঞ্চল যাহাতে ভারত-শাসনমূলক সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির কর্তৃত্বাধীনে আসিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ও ভারত সচিবের মারফৎ ভারত-শাসন আইনের উপরোক্ত ধারাসমূহ উঠাইয়া দিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করার জন্য বিহার গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া প্রধান মন্ত্রী যে প্রস্তাব আনিয়াছিলেন, বিহার ব্যবস্থা পরিষদে উহা গৃহীত হইয়াছে

———

দ্বারভাঙ্গায় প্রবল শিলাবৃষ্টি

দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, ভীষণ শিলাবৃষ্টির ফলে অনেক লোক নিহত এবং বহুলোক আহত হইয়াছে। শিলাগুলি আকারে আপেলের ন্যায় বড় ছিল।

বহু সংখ্যক গবাদি পশু, হরিণ ও পক্ষী নিহত হইয়াছে এবং শস্যের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। অনেক চালাঘর একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে এবং সকল গাছের পাতা খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে।

———

ই বি রেলপথে দুর্ঘটনা

গত সোমবার রাত্রি ৩টা ৫১ মিনিটের সময় পূর্ণিয়া আরারিয়া শাখা লাইনের [illegible] গাঁও পূর্ণিয়া ষ্টেশনের মধ্যে ২৬১ নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণের সহিত দুইখানি গরুর গাড়ীর সংঘর্ষ হয়। ফলে একজন গাড়োয়ান সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছে এবং দুইখানি গরুর গাড়ীরই ক্ষতি হইয়াছে। দ্বিতীয় গাড়োয়ানটী দৌড়াইয়া পলাইয়া যায়। এই ঘটনার ফলে ট্রেণ চলাচলে কোনও বিলম্ব হয় নাই বা রেলপথের কোনও ক্ষতি হয় নাই।

———

ট্রেণে বস্তাবন্দী বিকৃত শব

মঙ্গলবার প্রাতঃকালে নৈহাটী ষ্টেশনের কর্মচারিগণ একটী তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে দুইটী বস্তার ভিতর চারিটী মানুষের মাথা ও দুইটী দেহের কতকগুলি খণ্ড খণ্ড অংশ পান। চারিটী মাথার মধ্যে দুইটী খুলি ছাড়া আর কিছুই ছিল না এবং অপর দুইটী অত্যন্ত বিকৃত অবস্থায় ছিল। বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,—মঙ্গলবার ভোরে কলিকাতা হইতে একখানি লোক্যাল ট্রেণ (নৈহাটী লোক্যাল) নৈহাটী ষ্টেশনে পৌঁছিলে যে সমস্ত কর্মচারী ট্রেণ পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারা দেখিতে পান যে, চট দিয়া জড়ানো দুইটী প্যাকেট একখানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার মধ্যে পড়িয়া আছে এবং মালিকের কোন খোঁজ নাই। রেলওয়ের লোক যখন প্যাকেট দুইটী নামাইয়া লয় তখন বস্তা দুইটীর মধ্য হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল। ইহাতে তাহাদের সন্দেহ হয় এবং তাহারা বস্তা দুইটী শিয়ালদহ ষ্টেশনে পাঠাইয়া দেয়।

শিয়ালদহ ষ্টেশনে বস্তা দুইটী খোলা হইলে রেল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ চারিটী মানুষের মাথা ও দুইটী দেহের কতকগুলি খণ্ড খণ্ড অংশ পান। বস্তার মধ্যে কয়েকখানি শাড়ীও ছিল। অতঃপর সেইগুলি শব ব্যবচ্ছেদাগারে ময়না তদন্তের জন্য পাঠান হয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরিব্রাজকবর গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরাজী পাক্ষিক। পাঁচ বৎসর যাবৎ প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত সাপ্তাহিক। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত 'উৎকল' ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। [illegible] ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যের ভূমিকা সম্বলিত, বহুচিত্র শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিনব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। সাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল [illegible] পরিব্রাজকবর গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীলভক্তিবিনোদ-চরিত প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্, [illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত ([illegible]) ৬৲
৩। কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী ([illegible]) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। [illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার [illegible] ৷০
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] (অনুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (ঠাকুর-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible] ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ।১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। [illegible] ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। [illegible] ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) [illegible]
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (অন্বয়াদিসহ) ।০
৫৮। [illegible] ৵০
৫৯। [illegible] ৵০
৬০। [illegible] ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ।০
৬২। সিদ্ধান্ত [illegible] ।০
৬৩। সটীক [illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৫। [illegible] ৵০
৬৬। [illegible] ⁄০
৬৭। [illegible] ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত (?) ।০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। [illegible] ৸০
৭৩। [illegible] প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

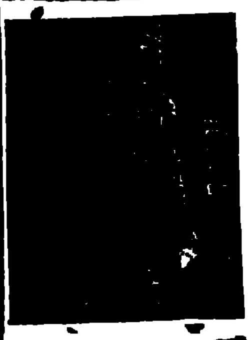

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৪ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ ২৫শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ৮ই এপ্রিল ইং ১৯৩৯, শনিবার } ৬৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪ মধুসূদন অবায় কামদাশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

গুরুসেবাময় হরিভজন

——::(০)::——

গুরু-নিত্যানন্দই জীবের একমাত্র আশ্রয়। এই সংসারে তিনিই একমাত্র আশ্রয়স্থল। এই বিশ্বে মাদৃশ বদ্ধজীবের আশ্রয় আর কেহ নাই। তাঁহার আশ্রয় লইয়াই হরিভজন করিতে হইবে। তাঁহার নিত্য আশ্রিত থাকিয়া গুরুসেবামুখে হরিসেবা করিতে হইবে। এক কথায় সদ্গুরুপদাশ্রিত হইয়া নিরন্তর অকপট গুরুসেবাময় হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবে। কায়মনোবাক্যে তাঁহার শুশ্রূষা বা সেবা করিবার জন্য চেষ্টাযুক্ত থাকিতে হইবে। নতুবা আমরা যদি আশ্রয় ছাড়িয়া দিই অর্থাৎ স্বতন্ত্রভাবে হরিসেবা করিতে যাই, তবে আমাদের বৃথা পণ্ডশ্রম হইবে। সেইজন্যই মহাজন বলিয়াছেন—'আশ্রয় লইয়া ভজে তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে আর সব মরে অকারণ।' তাই শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন,—'বাহিরের দৃষ্টিতে ভগবানের সেবা ছেড়েও ভক্তের সেবা কর্ত্তে হ'বে।'

'গুরু আমি' বিচার প্রবল হওয়া দরকার। ইহাই সম্বন্ধজ্ঞান। গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ নিত্য। 'চক্ষুদান দিলা যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই।' বৈষ্ণবগণ গুরুদেবতাত্মা। আমাদিগকেও গুরুদেবতাত্মা হইতে হইবে অর্থাৎ গুরুই দেবতা, ঈশ্বর এবং আত্মা অর্থাৎ প্রেষ্ঠ, এতাদৃশ দৃষ্টিবিশিষ্ট হইয়া ভজন করিতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—'যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব তথা ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করার জন্য ব্যস্ত, তিনি গুরুদেব। আর যিনি নিজের যথাসর্ব্বস্ব এবং ত্রিভুবনের যথাসর্ব্বস্ব সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরু-সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত তিনি ভগবান; সুতরাং কৃষ্ণের অধিক প্রিয়।' হরিভজনে সর্ব্বত্রই গুর্ব্বানুগত্যের কথা আছে। নির্ব্বিশেষবাদিগণের ন্যায় ছাদে উঠিয়া মই ফেলিয়া দেওয়ার ন্যায় গুর্ব্বানুগত্য পরিহারের কথা ভক্তিশাস্ত্রে নাই। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন,—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণ ভজে অন্তর্মনা হৈয়া॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই পয়ারের অমৃত-প্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"ব্রজবাসী ভক্তগণ কৃষ্ণের প্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে যিনি যে ভক্তের মাধুর্য্যে লোভপূর্ব্বক তদনুগমনে অভীষ্ট সেবা মনে করেন, তিনি তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া অন্তর্মনা হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণসেবা করেন।"

রাগানুগ ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ গুর্ব্বানুগত্যে সেই অভীষ্ট সেবা করেন। অন্য পরে বা কথা, রাগাত্মিক ভক্ত গোপীগণ—আমাদের গুরুবর্গ সকলেই শ্রীরূপের আনুগত্যে কৃষ্ণ-সেবা করিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গ বা সাধুর আনুগত্য বাদ দিলে কখনও হরিসেবা হয় না।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

সাধুসঙ্গ—গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিনাম বা হরিসেবা হয় না। অসাধুসঙ্গে বা নিঃসঙ্গ হইয়া হরিনাম বা হরিসেবা হয় না। বদ্ধ ত' দূরের কথা, সিদ্ধাবস্থায়ও গুর্ব্বানুগত্য থাকে—শ্রবণ-কীর্ত্তন থাকে। গুরুপাদাশ্রয় নিত্য—গুর্ব্বানুগত্য নিত্য—শ্রবণকীর্ত্তন নিত্য, ইহা দু'দিনের জন্য নহে। সাধুসঙ্গ বাদ দিয়া কোটিজন্ম শ্রবণকীর্ত্তন করিলেও কিছু হইবে না।

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণকীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

'জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদি-পুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা॥'

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—'জ্ঞানচেষ্টা দ্বারা সহজে মুক্তি হয়, যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা স্বর্গভোগাদি সুলভ হয়, কিন্তু সহস্র সহস্র সাধন করিলেও সহজে হরিভক্তি লাভ হয় না। তাৎপর্য্য এই—সাধনের সহিত আরও কিছু প্রক্রিয়া (শুদ্ধভক্তের দয়া ও সম্বন্ধজ্ঞান) আছে, তাহা অবলম্বন করিলে হরিভক্তি লাভ হয়।'

শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণনাম মুকুন্দের উপাস্য। গুরু, বৈষ্ণব বা সাধুর কৃপায় অনর্থনিবৃত্তি না হইলে কেহই কৃষ্ণসেবা করিতে পারেন না। মহৎ বা শুদ্ধভক্তের আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণপ্রাপ্তি অসম্ভব। কৃষ্ণ হ'চ্ছেন গুরুদেবেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। গুরুদেব কৃষ্ণধনের মালিক। তিনি কৃপা করিয়া কৃষ্ণসেবা দিলে জীব কৃষ্ণসেবা পায়, নতুবা নহে। 'কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।' সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। সাধুসঙ্গ বা গুরুপাদপদ্মসঙ্গ হইতে বিচ্যুতি যেখানে, সেখানে হরিভক্তি বা হরিসেবার কোন কথাই নাই। শাস্ত্র বলেন,—

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

হরিনামকীর্ত্তন বা হরিসেবা ত' দূরের কথা, গুরুবৈষ্ণবের কৃপা না হইলে সংসার-নিবৃত্তিও হইবে না। সুতরাং গুরুকৃপা ছাড়া, গুরুসেবা ছাড়া, গুরুর নিত্যদাস্য ছাড়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের মঙ্গললাভের আর কোন উপায় নাই। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ধূলি হওয়াই আমাদের নিত্যসত্তা। মহৎপাদরজে অভিষিক্ত থাকাই আমাদের কৃত্য।

শ্রীগুরুদেব আশ্রয়বিগ্রহ। তিনি কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। তিনি আমাদের শাসক ও নিয়ামক হইলেও আমাদের ভোক্তা নহেন; কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। শ্রীগুরুদেব তাঁহার শিষ্যসম্প্রদায়কে কৃষ্ণসেবোপকরণ জানে কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের সেবা করেন। তিনি কৃষ্ণের ন্যায় ভোক্তা নহেন, তিনি সেবক-ভগবান্। একজন শক্তি আর একজন শক্তিমান্। গুরু ও কৃষ্ণ পরস্পর অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধান্বিত। তাঁহারা কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। সর্ব্বত্রই তাঁহাদের যুগপৎ অবস্থান। শ্রীল আচার্য্যদেব বলিয়াছেন—"কৃষ্ণ—(বিয়োগ) গুরু=মায়াবাদীর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। আর

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

ভঙ্গ—(বিয়োগ) কৃষ্ণ=সাংখ্যের প্রকৃতি বা মায়া। এই উভয় কষ্ট অর্ত্তফলের বক্তব্য। 'অদ্বিতীয় বিলাসী কৃষ্ণের বিলাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ গুরুদেবকে বর্জ্জন করিলে তথায় মায়াবাদীর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধারণা আসিয়া উপস্থিত হয়।"

শ্রীগুরুসেবকগণই কৃষ্ণসেবক। গুরুসেবা ছাড়িয়া যাহারা কৃষ্ণসেবার দাম্ভিকতা করে, তাহারা কৃষ্ণসেবক নহে। শাস্ত্র বলেন,—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে
ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে
ভক্ততমা মতাঃ॥

অর্থাৎ হে পার্থ, যাহারা আমার ভক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা আমার ভক্ত নয়। যাঁহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহারাই আমার প্রকৃত ভক্ত।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং
তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং
দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।

যিনি ভগবানের উপাসনা করেন কিন্তু ভক্তের উপাসনা করেন না, তিনি ভক্ত নহেন, কেবল দাম্ভিক মাত্র।

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত-
সেবিনাম্।
ন সংশয়োঽস্তি তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্॥"

যাঁহারা কেবল অচ্যুতের সেবা করেন তাঁহাদের সিদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ আছে, কিন্তু যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের সেবা করেন, তাঁহাদের সিদ্ধি-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত ব্যক্তি কৃষ্ণসেবা পাইবেনই। এবং কৃষ্ণসেবা পাইয়াও তিনি নিত্যকালই গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণসেবা করিবেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—'ভগবদ্ভক্তের পূজাদ্বারাই পূজাবস্তুর পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়। কেবল ভগবানের পূজায় পূর্ণতা সাধিত হয় না। তা'তে বাকী থেকে যায়। ভগবদ্ভক্তের পূজাতেই ভগবানের পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়।' শ্রীচৈতন্যভাগবতে আমরা পাই,—

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈল দৃঢ়॥

নামাচার্য্যের আনুগত্যেই নামানুশীলন করিতে হইবে। গুরু-নন্দের ঘরের চাকর না হইতে পারিলে কৃষ্ণসেবা লাভ হইবে না। সুতরাং গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করাই আমাদের কর্ত্তব্য। গুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত সত্যোপলব্ধির আর কোন উপায় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, 'বাস্তব সত্য তখনই করায়ত্ত হয়—যখনই আমরা গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি। যাঁহারা শ্রৌতপ্রণালী বা বেদপন্থা স্বীকার করেন, তাঁহারাই শ্রীগুরুদেবের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। বৈদান্তিকগণ সকলেই আচার্য্যের নিত্যত্ব স্বীকার ক'রেছেন। বৈদান্তিকব্রুব বেদ-মুখো-মায়াবাদী সম্প্রদায় মুখে আচার্য্য বা গুরু স্বীকার করিলেও নিজের অদ্বয়জ্ঞানতত্বের জন্য আচার্য্যের নিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। এঁদের সকলই কপটতা; বেদমানা—কপটতা, বেদপড়া—কপটতা, গুরুমানা—কপটতা, সাধন—কপটতা, সিদ্ধি—কপটতা। আচার্য্যের পারমার্থিক নিত্যত্ব, বেদের পারমার্থিক নিত্যত্ব স্বীকার করেন না ব'লে এঁরা বেদবিরোধী প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ।'

অবৈধ ব্যক্তি সকল কেহ হাসিবে, কেহ কাঁদিবে, কেহ মহাভারতকে কল্পনা করেন করুন, আমরা কিন্তু গুরু-নন্দেরই বন্দনা করি—যাঁহার বাগানবাড়ীতে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন। কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠগণই আমাদের সরণীয় হউন।

"সভিমানেরে স্মৃতিমিত্তরে ভারতসরে জলন্ত
তবর্ত্তীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥"

গুরুকৃপা ও কৃষ্ণকৃপা, গুরুসেবা ও কৃষ্ণসেবা একটাই জিনিষ, পৃথক্ নয়। কৃষ্ণ অঙ্গী আর গুরুবৈষ্ণব অঙ্গ। গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে কৃষ্ণসেবাই বিধি। তাই শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু আমাদিগকে ব্রজবাসিজনের অনুগত থাকিয়া কৃষ্ণসেবা করিতে বলিয়াছেন,—

তন্নামরূপচরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিয়োজ্য।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগিজনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশসারম্॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও আমাদিগকে গুর্ব্বানুগত্যে কৃষ্ণভজনের কথা শিক্ষা দিয়াছেন. গুর্ব্বানুগত্য ছাড়িয়া কৃষ্ণসেবার কথা বলেন নাই। গুরুসেবাহীন কৃষ্ণভজন বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র, এই কথা তিনি আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

'রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥
বৃষভানুসুতা- চরণ-সেবনে
হইব যে পাল্যদাসী।
শ্রীরাধার সুখ সতত সাধনে
রহিব আমি প্রয়াসী॥
শ্রীরাধার সুখে কৃষ্ণের যে সুখ
জানিব মনেতে আমি।
রাধাপদ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গমে
কভু না হইব কামী
সখীগণ মম পরম সুহৃৎ
যুগল প্রেমের গুরু।
তদনুগ হ'য়ে সেবিব রাধার
চরণ-কল্পতরু॥
রাধাপক্ষ ছাড়ি যে জন সেজন
যে ভাবে সে ভাবে থাকে।
আমি ত' রাধিকা- পক্ষপাতী সদা
কভু নাহি হেরি তাকে॥'

মাদৃশ অশরণাগতের প্রার্থনা ভগবান্ শুনেন না। 'ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার। তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥' গুরুবৈষ্ণবগণ সকলের সকল কথা কৃপাপূর্ব্বক শ্রবণ করেন। গুরুনিত্যানন্দ জীবকে শুদ্ধ ও নির্দ্দল করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। তাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তি জানাইয়া থাকেন। আমাদের সকল আবেদন নিবেদন গুরুবৈষ্ণবগণ কৃষ্ণকে জানান। 'বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। মো হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয়॥' তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, তাহা হইলে কি ভগবানের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে না? কথা তা নয়। ভক্তগণ গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তিনজনের নিকটেই কৃপা ভিক্ষা করেন। তবে তাঁহারা ভগবানের নিকট কৃপাপ্রার্থনা প্রভৃতি যা কিছু সবই গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে করিয়া থাকেন।

নিষ্কপটে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলে ভগবানের কৃপায় সাধুগুরুসঙ্গ লাভ হয় এবং তাঁহাদের কৃপাতে ভগবৎসেবা লাভ হইয়া থাকে।

শ্রী শ্রীআচার্য্যবাণী

কৃষ্ণের রৌদ্ররূপ প্রভাবই—ব্রহ্ম। প্রকৃতিগত cessation of conception and perception ঘটে অর্থাৎ অচিন্ত্যাবস্থা; ইহা মহাকালীর গর্ভে লয়, আর প্রপঞ্চে চিন্তাভাবহাই কৃষ্ণহর্ষের কিরণের অন্তর্ভুক্তি।

"সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ
হরিণা হতাঃ"
(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

এখানে যে 'ব্রহ্মসুখ' শব্দ বলা হইয়াছে, তাহা লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য। শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি সাযুজ্যকামী জ্ঞানী; ইহারা জ্ঞানের সহিত 'ব্রহ্মলয়' চাহিয়াছিল। শিশুপাল deliberately কৃষ্ণের বিলাস অস্বীকার করিয়াছে। শিশুপাল কৃষ্ণের মাধুর্য্যের বিষয় জানিত, প্রতিকূলভাবে—অনুকূলভাবে নহে। অনুকূলভাবে জানিলে সেই মাধুর্য্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যাইত। যাঁহারা ব্রহ্মে লীন হন, তাঁহারাও ক্রমশে কারণার্ণবশায়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন।

মধ্যমাধিকারে অনর্থ থাকে, ভাবের আবির্ভাব পর্য্যন্তও অনর্থ থাকে।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যমাধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥

এখানে "দৃঢ়" শব্দের পরে (,) হইবে, "জানে"এর পর নহে। মধ্যমাধিকারী দৃঢ়-শাস্ত্রযুক্তি জানেন না; কিন্তু শ্রদ্ধাবান্। মধ্যমাধিকারী শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে পারেন না; কিন্তু উত্তমাধিকারী শাস্ত্র ও যুক্তিতে যেরূপ সুনিপুণ, শ্রদ্ধায়ও সেইরূপ সুদৃঢ়; এজন্য তিনি সংসার তারণ করিতে পারেন।

বেদ ও শ্রুতিতে অধিকাংশ স্থলেই কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কথা পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" প্রভৃতি মন্ত্রে কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুর কথা বলা হইয়াছে, "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" প্রভৃতি মন্ত্রে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর কথা উক্ত হইয়াছে, "দ্বা সুপর্ণা" মন্ত্রে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কথা বর্ণিত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যে ও উত্তরাপথে শেষশায়ী বিষ্ণু (পুরুষাবতারত্রয়), না হয় বড় জোর তুরীয় পুরুষোত্তমের কথা পর্য্যন্ত প্রচারিত রহিয়াছে। লীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণের কথার গ্রাহক এই সংসার জগতে খুব কম এবং পরাঙ্মুখ বদ্ধজীব তাঁহার প্রতি নৈসর্গিক বাৎসল্যযুক্ত বলিয়া প্রাকৃতবৎ প্রতীয়মান, কিন্তু বস্তুতঃ অপ্রাকৃত বা কেবল কৃষ্ণনামরূপ-চরিতাদির বর্ণন বেদে অতি সুনিগূঢ়ভাবে আছে, তজ্জন্য বেদগূঢ় আচার্য্য শ্রীনামপরায়ণ বৈষ্ণবের নিকট শুশ্রূষু হইতে হইবে।

কয়লা অগ্নির সংযোগে দহন করিতে পারে, লৌহ অগ্নির শক্তিতে দহন করে,—"অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ"। এক সম্প্রদায় কয়লা ও লৌহকেই মুখ্য মনে করিতেছেন। বৈষ্ণবগণ কয়লা বা লৌহ দর্শন করেন না, তাঁহারা অগ্নি দর্শন করেন। কয়লার কারণত্ব দর্শনই কালী দর্শন—প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্রী বা জগৎকারণরূপে দর্শন। প্রকৃতির স্বতঃ কর্তৃত্ব বা কারণত্ব নাই। শক্তি—শক্তিমানেরই অধীনা—ইহাই বেদোপনিষদে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কৃপার প্রকারভেদ আছে। মহাপ্রভু বেঙ্কট ভট্টকে সাক্ষাৎ মাধুর্য্যবিগ্রহের সেবা দান

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

করিলেন মুরারিগুপ্ত [illegible] তাহা দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু [illegible] তাহা গ্রহণ করিলেন না। [illegible] প্রভু কতকটা [illegible] পণ্ডিতকে উন্নত উজ্জ্বল রসের [illegible] কথা বলিয়াছিলেন।

বাচ্য হইতে [illegible] কৃপাময়। বাচকের স্বরূপে—[illegible] বেশী। "হরিস্থানে অপরাধ [illegible]।" বাচ্য ও বাচক, এবং [illegible] চরণে অপরাধ বাচকের [illegible] দূরীভূত হয়—বাচক ক্ষমা করেন [illegible] বাচকের চরণে অপরাধ অর্থাৎ নামা[illegible] ভীষণ বস্তু। বাচকের চরণে অপ[illegible] সাধুর চরণে অপরাধ হয়। [illegible] প্রধানতম বাচকা পরাধ। বাচকের অর্থাৎ হরিনামের যিনি বিলাসী অর্থাৎ হরিনাম উচ্চারণ করিয়া হরিনামকে সুখ প্রদান করেন, তাঁহার চরণে অপরাধ তিনিই ক্ষমা না করিলে তাহা হইতে উদ্ধার লাভের আর উপায় নাই। যে পথ দিয়া শরীরে কাঁটা প্রবিষ্ট হয়, সেই পথ দিয়াই উহাকে বাহির করিতে হইবে· তাহা না করিলে শরীরে পুঁজ জন্মিবে, এমন কি, সমস্ত শরীর বিষাক্ত হইয়া যাইবে; তাহাতে [illegible] পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। আবার ক্ষমাকারী বৈষ্ণব যদি ক্ষমা বিষয়ে indifferent (উদাসীন) থাকেন, তাহা হইলে আরও ভীষণ অবস্থা। অপরাধ দুইপ্রকার,—অজ্ঞতাজনিত ও জ্ঞানজনিত। অজ্ঞতাজনিত অপরাধ সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণের ফলে নিবৃত্তি হয়, কিন্তু জ্ঞানজনিত অপরাধ [illegible]।

'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সর্ব্বজগৎ মিশ্রিত'। এজন্য জগতের লোক ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ নারায়ণের পরমেশ্বরত্বের কথা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে, কেননা, নারায়ণ জগৎ হইতে বিলক্ষণ তত্ত্ব। মনুষ্য বা প্রাণী মাতাপিতা হইতে জন্মগ্রহণ করে; নারায়ণের মাতাপিতা নাই, তিনি অজ। মনুষ্যের দুই হস্ত, নারায়ণের চারি হস্ত। কিন্তু কৃষ্ণরূপচরিত্রাদি সমস্তই প্রাকৃত মানুষের মত বৈচিত্র্যময়, কেবলমাত্র অপ্রাকৃতত্বে ও পরমচমৎকারিত্বে অত্যন্ত প্রভেদ। তাই কৃষ্ণরূপ মানুষের ধারণার অতীত· কৃষ্ণ মানুষের মত মাতাপিতার জন্মলীলা প্রকাশ করেন, মানবেরই মত দ্বিভুজ। মানুষের মত হইয়াও কিরূপে তাঁহাতে অচিন্ত্য ও অপ্রাকৃতত্ব থাকিতে পারে,—ইহাই জীবের ধারণার অতীত। এজন্য কৃষ্ণতত্ত্বে পণ্ডিতগণ মোহপ্রাপ্ত হন।

গোস্বামিগণ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়াই সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই বৃহদ্ভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ ও শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, সংক্ষেপ ভাগবতামৃত, স্তবমালা ও বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থটীকে রসামৃতসিন্ধুর মধ্যে কিরূপ সুবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইয়াছেন! আর শ্রীজীবপ্রভু শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দ সেই সিদ্ধান্তকেই শ্রীমদ্ভাগবতের ষট্‌সন্দর্ভ, স্তব ও বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল রঘুনাথের স্তবাবলী প্রভৃতি শ্রীসনাতনরূপের প্রণালীতে বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতেরই বিবৃতি।

যেখানে নির্ব্বিশেষবাদ কৃষ্ণকে পিষিয়া ফেলিয়াছে, এইরূপ মনে হয়—কৃষ্ণ নাই এইরূপ মনে হইতেছে, তথায়ও অধোক্ষজের আবির্ভাব; কৃষ্ণ সেখানেও রহিয়াছেন। শকটাসুর কৃষ্ণকে পিষিয়া দেলেন, মনে হইয়াছিল; কিন্তু সেখানে অধোক্ষজ কৃষ্ণই আছেন। পাষণ্ডসম্প্রদায় হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে তাহাদের দাম্ভিকতারূপ ভারবাহিতার দ্বারা পিষিয়া ফেলিতেছে মনে হইলেও তথায় অধোক্ষজেরই আবির্ভাব হয়।

বৃকের দুরাগ্রহের ফলে রুদ্রেরও বুদ্ধিভ্রম হইয়াছিল। কেবল বিষ্ণু মায়াধীশ বলিয়া বৃককে কৌশলে বিনষ্ট করিয়া রুদ্রকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বৃক তাহার ইষ্টদেবকেই—গুরুদেবকেই তৎপ্রদত্ত সিদ্ধিবলে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। বিষ্ণু রুদ্রের এই অবস্থা দেখিয়া বৃককে বলিয়াছিলেন,—'তুমি কি শেষে রুদ্রের কথায় পাগল হইয়া পড়িলে? তোমার সিদ্ধির কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অপরের নিকট যাইবার প্রয়োজন কি? তোমার নিজের কাছেই ত' কষ্টিপাথর রহিয়াছে. নিজের মাথায় একবার হাত দিয়া দেখ না।' বৃক নিজের মাথায় হস্ত প্রদান-মাত্রই বিনষ্ট হইল।

যদি খাঁটি একজন লোক পাওয়া যায়, তবে তাঁহাকে লইয়াই 'মিশন' হয়—তিনিই 'মিশন'। এইরূপ একটী মঠ থাকিলেই প্রকৃত আচারপ্রচার থাকিবে- হাউই বাজির মত কতকগুলি সাজের প্রতিষ্ঠানের অকস্মাৎ অভ্যুদয় দেখাইয়া লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ করা প্রচার নহে। মাংসভুক্ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইয়া, তাঁহাদিগকে ছানার ডাল্‌না খাওয়াইয়া বা তাঁহাদের মাংসচক্ষে তাঁহারা যাহাকে কাঠ-পাথররূপে দর্শন করিতেছেন, সেইরূপভাবের সজ্জায় শ্রীমূর্ত্তি খাড়া করাইয়া মঠবাসিগণ যদি পরস্পরের মধ্যে ইন্দ্রিয়তর্পণের একটা রফাদফা করিয়া লয় অর্থাৎ তোমরা আমাদিগকে মাসিক কিছু চাঁদা দিও, আমরা সেই মালকড়া পাইয়া বেতনজীবী গৃহরক্ষকগণের ন্যায় নিশ্চিন্তমনে জীবন যাপন করিব, আর আমাদের শেঠ ঠাকুরদের্শনকে তিন্তজীবী রাখিবার জন্য উহার পক্ষপক্ষে তোমাদিগকে ছানার ডাল্‌না খাওয়াইয়া বা গালোৎসবে, ঝুলনোৎসবে (?) কিম্বা [illegible] উৎসবে তোমাদের মনের মত করিয়া [illegible] সাজাই [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইব তোমাদিগকে কোন চেতনের কথা [illegible] তোমাদের কোন নিত্যমঙ্গলের বা উপকারের চেষ্টা করিব না—এইরূপ বিচার প্রবল হইলে তাহাকে আর 'মঠ' বলা যায় না। এই সকল অর্থাভিলাষী [illegible] কাজ [illegible] করিতে হইলে, যদি সমস্ত খানাবাড়ী [illegible] উঠিয়াও যায়। খানাবাড়ী মঠ নহে, বাস্তব সত্য কথা কীর্ত্তনকারীই মঠ।

মঠবাসিগণ বিষয়ী গৃহস্থ লোকের তোষামোদ করিবার জন্য মঠবত গ্রহণ করেন নাই। কেহ যদি শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহাদের [illegible] হইয়া হরিভজন করেন, তবে মঠবাসিগণ প্রাণপণে তাঁহাদের সেবা করিবেন, আর যাঁহারা বহির্ম্মুখতা সংরক্ষণে তৎপর, কেবল সাময়িকভাবে কোন না কোন অর্থাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া কিছু অর্থাদি পদার্থ বা অন্য কোন উপায়ে মঠের সেবার আনুকূল্য করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে কৌশলে তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব শুদ্ধবৈষ্ণবসেবায় নিয়োগ করাইয়া তাঁহাদিগের প্রকৃত মঙ্গল বিধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের কিঙ্কর বা ক্রীতদাস হইয়া যাইতে হইবে না। তাঁহাদিগের নিকট নির্ভীকভাবে সত্যকথা কীর্ত্তন করিয়া জানাইতে হইবে যে, কৃষ্ণভক্তকে সর্ব্বস্ব দিতে হয়, তাঁহার নিকট হইতে কোন-প্রকারে কিছু আদায় করিতে হয় না। যেহেতু বিষয়িগণ মঠের সেবানুকূল্য করেন, অতএব মঠবাসিগণ বিষয়ীর খিদ্মদ্‌গার, ইহা যেন বিষয়িগণ মনে করিয়া অধঃপতিত না হন। পারমার্থিক মঠ জনসেবার স্থান নহে, জনগণের নিত্য মঙ্গলবিধানের স্থান, তাহা পূর্ণচেতনের অনুশীলনকারী অপ্রাকৃত শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবার স্থান—অপ্রাকৃত হরিজনসেবা সদন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] অন্যতম প্রচারক [illegible] শ্রীমৎ [illegible] তীর্থ [illegible] ব্রহ্মচারী সহ [illegible] গমন করেন [illegible] ১১শে মার্চ্চ [illegible] রামকৃষ্ণ-[illegible] ঘটিকা হইতে [illegible] সম্বন্ধে এক [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা [illegible] হইয়াছিল। হরিকথা [illegible] শিক্ষিত ব্যক্তি সভায় [illegible] করিয়াছিলেন।

[illegible] শেষ করিয়া স্বামীজী [illegible] গমন করেন। গত ২৯শে মার্চ্চ স্থানীয় হাইস্কুলে বেলা ৩ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। [illegible] ৩০শে ও ৩১শে মার্চ্চ দুই দিবস স্বামীজী বলরাম ইন্ডিয়ান্ ইন্‌ষ্টিটিউটে অপরাহ্ণে প্রত্যহ ২ ঘণ্টা করিয়া 'মনুষ্যজীবনের পরম প্রয়োজন' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১লা এপ্রিল ইষ্ট এন্ড ওয়ার্কস্ এষ্টেটের প্রোপ্রাইটর শ্রীযুত উমানাথ মিশ্রের ভবনে স্বামীজী [illegible] ঘটিকার সময় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল-উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। তৎপরদিবস রাধাকিষণ জুটমিলের ম্যানেজার শ্রীযুত এইচ্, এন্ ঝুন্‌ঝুন্ ওয়ালার সাদর আহ্বানে স্বামীজী তাঁহার গৃহে গমনপূর্ব্বক অপরাহ্ণে 'মনুষ্যজীবনই' কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

[illegible]বাদে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গত ২৫শে মার্চ্চ হইতে [illegible]বাদের সুবিখ্যাত বিশ্বাস কোম্পানীতে চারি দিবস যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর-লীলা ও শ্রীরামলীলা-সম্বন্ধে ছায়াচিত্র-যোগে কীর্ত্তন করেন। ৪র্থ দিবস শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীনারদ গোস্বামী ও ব্যাধের উপাখ্যান পাঠ করেন। উক্ত দিবস শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম উপলক্ষে প্রায় ২০০ শত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মচারীজীর মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই উপকৃত হইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচৈতন্যদেবের ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী
শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীবিগ্রহের [illegible] আছেন। [illegible] [illegible]
[illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-শ্রীমায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অমূল্যকৃষ্ণ[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর [illegible] স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোকুলপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাঁইগাছী -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) সুন্দা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ জাদি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওল্ড পোষ্ট অফিস বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াবত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মণ্ডপা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশমহল্লা, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমাধামন-কুঞ্জকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকারী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং সেখান রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, পূর্ব্ব গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ভুবনেশ্বর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) সাক্ষিগোপাল গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রপন্নাশ্রমগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জামালি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জামালি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২
৫১, আর্লস্-রোড
ক্লাপহাম, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যাবিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ(০)ঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ৷৷০	৷৵০	৷৵০		৷০
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০		
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৪৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		৫৲
এক কলম ১৪৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	৷৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮.
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃ০ঃ—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

—ঃঃ০ঃঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান স্বাস্থ্যকর—পরম সাধুসঙ্গ ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ বেশ। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বোর্ডিংএ সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও সেভবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা আনুপূর্ব্বিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব বৌদ্ধিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর অধিকারী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংস-কুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুদ্ধ সজ্জনবৃন্দের প্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া লইয়াছিলেন এবং ধারাবাহিকরূপে গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম দিয়া পুস্তক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—ঃঃ(০)ঃঃ—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীপ্সানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাসাধ্য ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসাধ্য প্রস্তুতের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকার সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বাংলা, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আট আনা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম্-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মত্ত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(•):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের গুরুভ্রাতা পরবিদ্যাশাস্ত্রীবিজ্ঞ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১০৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি এত অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ খোলা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-০৬	৭-২৩	১২-২৬	১৪-৫৩	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-৫৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৩	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-৫৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৪ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৩			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১-০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১০-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৩	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে চৈত্র, ১৩৪৫, ১০ই এপ্রিল, ১৯৩৯ সোমবার [৬৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——ঃঃ(০)ঃঃ——

নদীয়ার গ্রামে ডাকাতি

গোপীনাথপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ বিশ্বাসের বাড়ীতে গত ৩১শে মার্চ রাত্রিতে একটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা গৃহস্বামীর পুত্র শ্রীযুক্ত অদ্বৈতকুমার বিশ্বাসের বক্ষকে আঘাত করে ও অলঙ্কার, নগদ টাকা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া যায়। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত কেহই ধরা পড়ে নাই।

ছোটখাট সিঁধচুরি প্রায় প্রত্যহই হইতেছে।

রাঁচিতে সামরিক-কলেজ প্রতিষ্ঠা

বিহার গবর্ণমেণ্ট রাঁচিতে একটি সামরিক কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। রাঁচি ডোরাণ্ডার হাসপাতালটি এক্ষণে খালি পড়িয়া আছে। ঐ বাড়ীতে কলেজ খোলা হইবে। কলেজের উদ্বোধন ১৫ই এপ্রিল হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ে পুলিশের গুলীচালনা

গত ৩১শে মার্চ শিয়া ও সুন্নীদের ভিতরে সংঘর্ষ বাধিলে পুলিশে শিয়া মসজিদ ও আসফ উদ্দৌলা ইমামবারার মাঝখানে যে গুলী চালাইয়াছিল, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কুমার যশোবীর সিং সকালে তৎসম্পর্কে তদন্ত করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, গুলীচালনা ঠিকই হইয়াছে। গুলীবর্ষণের ফলে শুধু একটি সভাসদটই নিহত হয় নাই; ইহার ফলে অনেকের জীবন রক্ষা পাইয়াছে। গুলীবর্ষণ না করিলে বহু লোকের জীবন বিনষ্ট হইত।

নিংপো বন্দরে জাহাজ চলাচল বন্ধ

প্রকাশ, চীনের সামরিক কর্তৃপক্ষ সাংহাই বন্দরের দক্ষিণে চুকিয়াং উপকূলস্থ সন্নিকট নিংপো বন্দরে সর্ব্বশ্রেণীর জাহাজ চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বন্দরে জাহাজ চলাচল বন্ধ হইলে বৃটিশের বিশেষ ক্ষতি হইবে। কেন না, সাংহাই ও নিংপোর মধ্যে যে বিপুল ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থায় তাহা বন্ধ হইয়া যাইবে

পিতৃ সিংহাসনে মহারাজ-কুমারের অভিষেক

৫ই এপ্রিল রামনগর দুর্গে সর্দারগণ, সরকারী কর্ম্মচারীগণ এবং বারাণসীর জনসাধারণের উপস্থিতিতে রেসিডেণ্টের পক্ষ হইতে মহারাজ কুমার বিভূতিনারায়ণ সিংহকে তাঁহার স্বর্গীয় পিতার সিংহাসনে অভিষেকের ঘোষণা বাণী প্রচার করা হয়।

নরহত্যার দায়ে নেপালী

একটি উল্লেখযোগ্য নরহত্যা মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। এক নেপালী পাহারাদার একদিন তাহার মনিবের ঠাকুরঘরের সম্মুখে উন্মুক্ত ভোজালীসহ নৃত্য করিয়া ভোজালী দ্বারা বাড়ীর সকলকে তাড়া করিয়া ত্রাস সঞ্চার করিয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত বাড়ীর এক ভদ্রলোককে ভোজালী দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটাইয়াছিল। আসামী পক্ষ হইতে আসামীর মানসিক মস্তিষ্ক বিকৃতির অজুহাত দেওয়া হয়। কিন্তু জুরীগণ উক্ত অজুহাত অবিশ্বাস করিয়া একবাক্যে আসামী রণবাহাদুর সিংকে দণ্ডবিধির ৩২৬ ধারা (মারাত্মকভাবে আহত করা) অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করেন। অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুত সরোজকুমার চট্টোপাধ্যায় আই-সি-এস জুরীদের অভিমত গ্রহণ করিয়া আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

জাতীয় সপ্তাহ পালনের বাধা

বেলগাঁওয়ের নিকটবর্ত্তী রামদুর্গ রাজ্যে জাতীয় সপ্তাহের উদ্বোধন উপলক্ষে পতাকা অভিবাদনের জন্য বাজারে যে এক হাজার পরিমিত লোক সমবেত হয়, তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার জন্য পুলিশ ঐ জনতার উপর লাঠি চালনা করে এবং বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজও করে।

পুলিশ নাকি গমনাগমনে বাধা সৃষ্টির অভিযোগ করিয়া পতাকাদণ্ডটিও চক হইতে অপসারিত করিয়াছে। এক বৎসরকাল উক্ত দণ্ডটি ঐ চকে প্রোথিত ছিল। জনতা পতাকা অভিবাদন অনুষ্ঠানের অভিপ্রায়ে আর একটি পতাকাদণ্ড পুনরায় তথায় স্থাপন করিয়াছিল। সেই সময় নাকি পুলিশের প্রতি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষিপ্ত হয় ও তাহার ফলে একজন সিপাহী নাকি গুরুতরভাবে জখম হয় এবং আরও কয়েকজন সামান্য রকম আঘাত পায়। তখন ঐ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য লাঠী চালনার আদেশ নাকি দেওয়া হয়। কিন্তু অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে যাইবে মনে করিয়া পুলিশকে নাকি ফাঁকা আওয়াজ করার আদেশও দেওয়া হয়। পুলিশ ফাঁকা আওয়াজ করার পর জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

খুলনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

গত দোল পূর্ণিমার দিন সদর মহকুমার কসবাউলথানা অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ দেখা দিয়াছিল। তাহার ফলে মুসলমানগণ দোলমঞ্চ ভাঙ্গিয়া ফেলে। হিন্দুগণ মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনয়ন করে।

সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কুমার সবিক্রম মজুমদারের চেষ্টায় মামলাটি নিষ্পত্তি হইয়া যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে ঐ অঞ্চলে যান এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে একটা মিটমাট করিয়া দেন। নিষ্পত্তির সর্ত্ত এই যে, হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করিয়াছে তাহা তুলিয়া লইবে। মুসলমানগণও যেখানে বর্ত্তমানে দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে হিন্দুগণ দোল উৎসব করিলে আপত্তি করিবে না। মুসলমানগণ উপরোক্ত মর্ম্মে একটা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া দেয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টী অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষায় বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সজ্জনতোষণী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আম্নায় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। দুর্ল্লভসার গৌরাঙ্গ-সঙ্গীত (সাজনার) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সাজনার) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু-পরিক্রমার ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারবৃত্তি ০/
৪৮। অভিধেয়তত্ত্ব (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাজনার) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিবেক ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। নদীয়-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠগুপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ বিউ ওয়ার্ল্ড ন অন বেদাস ।০
৭০। সাধুতত্ত্ব ৵০
৭১। বেদাস—উইথ্ সরস্বতী ঠাকুর অর্জ্জুন ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রুইফ ৴
৭৬। দি ভাগবত ।
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনআল্লয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। অভিধেয়-তত্ত্ব ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ৬ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ ২৭শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ১০ই এপ্রিল খৃঃ ১৯৩৯. সোমবার ৬৫শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

দিল্লীতে

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় ভারতের রাজধানী নিউদিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী প্রমুখ প্রচারকগণের বিপুল উদ্যমে রাজধানীর বিভিন্নস্থানে ইংরাজী ও বঙ্গভাষায় পাঠ ও বক্তৃতাদি হইতেছে। প্রচারের ফলে কতিপয় সজ্জন প্রায়ই শ্রীমঠে আগমন করিয়া বিবিধ পরিপ্রশ্ন-মুখে পণ্ডিতজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কতিপয় সজ্জনের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ জেনারেল পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ অফিসের বিশিষ্ট অফিসার শ্রীযুত জ্ঞানকান্ত সরকার মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী পণ্ডিতজী শ্রীযুত সরকার মহোদয়ের ভবনে রাত্রে ৮ ঘটিকা হইতে গীতা হইতে কর্ম্ম কাহাকে বলে ও সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন কি? কৃষ্ণচন্দ্র কেনই বা কর্ম্মের প্ররোচনা দিলেন, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম কাহাকে বলে, কাহার উপাসনা করা কর্ত্তব্য, বর্ত্তমানযুগে যে নাস্তিকতাপূর্ণ, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ কখনও ভক্তির সমান নয়, গীতার অবতারণের কারণ কি? গীতার তাৎপর্য্য কাহার নিকট প্রকাশিত হন, ইত্যাদি বহু কথা ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রায় ২ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন।

ময়মনসিংহে

গত ১লা এপ্রিল ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ ময়মনসিংহ গভর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত বি, জি মুখার্জ্জি মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ উপাখ্যান প্রায় ২ঘণ্টা-কাল যাবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

মনুষ্য, জীবের কর্ত্তব্য এবং হরিই যে একমাত্র আরাধ্য এই সম্বন্ধে বহু কথা আলোচনা হয়। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবৈশিষ্ট্য এবং শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে বহু বিষয় আলোচনা হয়। সকলেই গৌড়ীয়মঠের কথা শুনিয়া আনন্দিত হন।

বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে হরিকীর্ত্তন হইয়াছে। মুখার্জ্জি মহাশয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তাঁহার হরিকথা শ্রবণে আগ্রহ দেখিয়া আমরা সকলে পরমানন্দিত।

শ্রীমঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর ও মঙ্গলারাত্রিকের পর যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও সাধনপথ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। সহরের অনেক ভদ্রলোক পাঠে নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেছেন।

সাঁওতাল পরগণায় জামসেদপুরে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ৩রা এপ্রিল জামসেদপুর টাটা আয়রণ ওয়ার্কসের ম্যানেজার শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে সন্ধ্যার পর প্রায় দুই ঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীর রসিকতাপূর্ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হইয়াছেন।

শ্রেয়স্কা ও শান্তি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

তন্মধ্যে সাধুর চরণে অপরাধ সর্ব্বপ্রধান অপরাধ। ভক্তের সেবা ভগবানের সেবা হইতেও বড় কথা। ভগবান্ বলিয়াছেন, 'আমার ভক্তের সেবা আমা হইতে বড়'। কাজেই ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদের মহদতিক্রম বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা প্রয়োজন। ভগবানের চরণে অপরাধ হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপা করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিয়া থাকেন, কিন্তু মহদপরাধ বা মহতের চরণে অপরাধ বা তাঁহার কোনরূপ অমর্য্যাদা হইলে ভগবান্ তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সাধারণতঃ দেখা যায়, যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবে অনুরাগী বা স্বাভাবিক প্রীতিবিশিষ্ট, তাঁহাদের স্বভাব— তাঁহারা নিজে অপর কর্ত্তৃক নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত হইলেও তাহা তাঁহারা সহিষ্ণুতা গুণের দ্বারা সহ্য করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধু বা গুরু বৈষ্ণবের নিন্দা শুনিয়া তাঁহারা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া স্থির থাকিতে পারেন না। ইহাই শরণাগত বা অনুরাগী ভক্তের লক্ষণ। ভক্তিপথে বিধি ও রাগ বলিয়া দুইটী কথা আছে। বিধিমার্গে ভগবানকে পরমৈশ্বর্য্য-শালী বলিয়া বোধ হয়, সেখানে রাগ বা অনুরাগ বলিয়া কথাটী ঐশ্বর্য্যের দ্বারা শিথিল। এই ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিতে যে সেবা, তাহাতে কৃষ্ণ তত প্রীত হন না। সেইজন্য রাগমার্গেই কৃষ্ণভজন হয়। শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা—দৃঢ়বিশ্বাস হইলে, তাঁহাদের সঙ্গ করিতে করিতে তাঁহাদের কৃপায় রাগ বা অনুরাগ স্বতঃই প্রকাশ পায়। ভগবানে যাঁহার প্রীতি বা অনুরাগ আছে, ভগবদ্ভক্তে তাঁহার ততোধিক অনুরাগ দৃষ্ট হয়। যেখানে ভগবানে খুব ভক্তি,প্রীতি আছে, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে প্রীতি বা অনুরাগ নাই, সেখানে জানিতে হইবে, ভগবানে ভক্তি বা প্রীতির অভাব আছে। ভগবদ্ভক্তে প্রীতির প্রাবল্যই ভগবদ্ভক্তির মূল।

স্বাভাবিক প্রীতি বা অনুরাগ, যাহা আমাদের স্বরূপে রহিয়াছে, তাহা জড়বস্তুর সেবায় না লাগাইয়া, শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীকৃষ্ণের স্বজন, তাঁহাদের প্রতি ভক্ত, প্রীতি বা অনুরাগ হইলে, কৃষ্ণ তাহা সানন্দে গ্রহণ করেন। কিন্তু শুধু ইন্দ্রিয় প্রীতি রহিত হইয়া তাঁহাদের প্রীতি হইবে. অনুরাগ-পরায়ণ হইয়া যোড়শোপচারে ভগবানের সেবা[illegible] করিলেও ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন না।

[illegible]

প্রার্থনার বিষয় হউক।

শ্রীমাধবী দেবী

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিনকতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈব-শাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীমায়াপুর সম্বন্ধিত সর্ব্বশ্রী গৌরাব্দ ৪৫০

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ যখন এক হইয়া যায়, যখন শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের সুসম্মিলন হয় তখন শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় আমাদের চিত্ত ধাবিত হইয়া থাকে। তখন প্রেয়ঃই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃই শ্রেয়ঃ হয়। কৃষ্ণভজনকারী মহাভাগবতের প্রেয়ঃই শ্রেয়ঃ, আর শ্রেয়ঃই প্রেয়ঃ।

যিনি সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে হরিনাম গ্রহণ করেন, তাঁ'কে মনে মনে আদর কর্‌তে হ'বে, আর যদি দীক্ষিত হ'য়ে তিনি অকপট গুরুসেবায় হরিভজনে প্রবৃত্ত থাকেন, তাহা হইলে তাঁ'কে মধ্যম-বৈষ্ণব জেনে প্রণামাদির দ্বারা তাঁ'র আদর কর্‌তে হ'বে, আর যিনি অনন্যশরণ হ'য়ে নিন্দাবন্দনাদিতে উদাসীন থেকে অষ্টকাল অকৃত্রিম কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত থাকেন, তাহা হইলে সেইরূপ মহাভাগবতকে বাঞ্ছিত সঙ্গ জেনে সর্ব্বপ্রকারে তাঁ'র শুশ্রূষা কর্‌তে হয়। কায়মনোবাক্যে মহাভাগবতের সেবাই কৃষ্ণভজনের মূল। বৈষ্ণবকে হৃদয়ের সহিত আদর কর্‌তে হ'বে, আর অবৈষ্ণবকে লৌকিক মাত্র সম্মান দিতে হ'বে। বৈষ্ণবকে যদি হৃদয়ের সহিত আদর না করি, তাহা হইলে আমাদের পতন অনিবার্য্য।

বৈষ্ণব হওয়া মানে—সকলের গুরু হ'য়ে যাওয়া। নিজে বৈষ্ণব হ'লে, অপরকে 'ও' আর বুঝিতে হ'ল না। এই সমস্ত গুর্ব্বাদি ব্যবসায় থেকে ছুটি পাওয়া দরকার। নতুবা ভাব বা ব্রাহ্মণের বৃত্তি হ'ল না।

ভক্তিতে চতুর্ব্বিধ কামুকতা নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অভিলাষই কামুকতা। ভোগ ও ত্যাগ দুইটাই কামুকতা। যাঁ'রা মুক্তিকে তুচ্ছ বলিয়া পদাঘাত করিতে না পারেন তাঁ'রা ভক্তিপদবী লাভ করিতে পারেন না। জ্ঞানবিমুক্ত হইলে শুদ্ধভক্ত-পদলাভ হইতে পারেন। শুদ্ধভক্তিই পরমা ভক্তি।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা হইলে কৃষ্ণ পাওয়া যায়। একমাত্র গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত কার্য্য করিবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। কৃষ্ণই প্রযোজক-কর্ত্তা আর প্রযোজ্য-কর্ত্তৃত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মের।

স্থূল শরীরের দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়—ইহা যেন কেহ মনে না করেন। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি স্থূল ইন্দ্রিয় বা মন প্রভৃতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিভজন হয় না। কিন্তু এই কথাটাই এই জগতের সম্বল। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু এই ইন্দ্রিয়-সমূহ কিরূপে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে পৌঁছিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য একটি কৌশল বলিয়াছেন। উক্তরূপ প্রভু বলিয়াছেন, 'ইন্দ্রিয় যখন নিজ চেষ্টায় অতীন্দ্রিয়ে আরোহণ করিবার চেষ্টা করে তখন তাহা অতীন্দ্রিয়ে পৌঁছতে পারে না। এইজন্য আরোহবাদী অপ্রাকৃতের সন্ধান পায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় যখন অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অবতীর্ণ সেবোন্মুখতায় আলোকিত হয়, তখনই ইন্দ্রিয়ের অতীন্দ্রিয় দিব্য রাজ্যপ্রবেশ যোগ্যতা লাভ হয়। তখন আর ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখতা থাকে না। ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখতায় উদ্ভাসিত হইয়া অতীন্দ্রিয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার লাভ করে।'

কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতে হইলে আমা-দিগকে কৃষ্ণের কার্য্যের অনুসন্ধানের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করার দরুণই—অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জ্ঞান করায় আমাদের অসুবিধা হইতেছে।

যিনি সতত সর্ব্বক্ষণই হরিভজন করেন, তাঁ'র কাছে ছাড়া অপরের নিকট ভাগবত শুনিলে ভাগবতের কথা কিছুই বুঝা যায় না। পূর্ণতম হরিভজনকারী ব্যক্তি ব্যতীত অপরকে কখনও গুরু বলা যাইতে পারে না। এইরূপ গুরুপাদপদ্মই একান্ত-ভাবে আশ্রয় করিতে হইবে। শত পরিমাণ অর্থাৎ পরিপূর্ণ হরিভজনকারীর আশ্রয়ে না থাকিলে কখনও হরিভজন হইতে পারে না।

শ্রীগুরুদেব জগদ্বিধ্বংসী রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র নহেন। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছাবশতঃ মহান্ত গুরুরূপে কৃপা পূর্ব্বক আমাদের নয়নপথের পথিক হন, আবার স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করেন। প্রকট-অপ্রকট-ভেদে উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। তিনি লীলাময়ের লীলার পার্ষদ বা সখী। আমাদের পরিচয়—আমরা শ্রৌত-গুরুপাদপদ্মের কিঙ্কর।

দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। দেবতা শব্দে—অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব সেই কৃষ্ণস্বরূপ—কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ। গৌড়ীয়গণ গুরুদেব ও কৃষ্ণে নিত্য-অভিন্ন-বুদ্ধিতে শ্রীগুরুদেবে পরভক্তিযুক্ত। এই পরভক্তি-বৃত্তি যাঁ'তে পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান তাঁ'রই হৃদয়ে শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত শ্রৌতবাণী পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হয়।

ভগবান্ পূর্ণ-পুরুষ। তাঁহার বিধানে কোন অপূর্ণতার স্থান নাই। তাঁহার বিধান শিরে ধারণ করিলেই নিজ মঙ্গল লাভ হইবে। অকিঞ্চন না হইলে আমরা সকলের নিকট হইতেই প্রয়োজনীয় জিনিষ পাইতে পারি। ভগবানের প্রীতিসম্পাদনে যত্নবান্ হইলেই সমস্ত কষ্টের সমাধান। আমাদিগকে এই জগৎ হইতে চলিয়া যাইতে হইবে—আমাদের নিত্যকর্ম্মস্থল ব্রজে যাইতে হইবে। 'ব্রজ' ধাতুর অর্থ চলা অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রীরাধামাধবের অপ্রাকৃত কামবর্দ্ধনের জন্য সর্ব্বক্ষণ চেষ্টাপর থাকিতে হইবে। নির্জ্জনভজনের প্রতি লোভ হইলে অথবা হরিসেবা কীর্ত্তন করিতে অক্ষম বা অলস হইয়া পড়িলে বৈষ্ণবসেবায় বিধি-বিচার-বিশিষ্ট নির্ব্বিশেষবাদী মায়াবাদী হইয়া পড়িতে হইবে। যাহারা জ্ঞানপ্রধান ব্যক্তি, তাহারা পরিণামে নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে।

সরস্বতীর অপর নাম কথা। হরিকথা-রূপা সরস্বতীর সেবা করিলে চিদ্বিলাসে প্রবেশ হয়। আর রূপণী ছায়া সরস্বতী বা দুষ্টা সরস্বতীর সেবা করিলে ক্রমশঃ জড়বিলাস বৃদ্ধি হয়। একমাত্র ভগবানের উপাসনার দ্বারাই সমস্ত ফল লাভ করা যায়। যাঁহারা একনিষ্ঠ—নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাঁহারা স্বভাবতঃই একমাত্র ভগবদুপাসনাই করিয়া থাকেন। হরিকথা ব্যতীত সংসার-নিবৃত্তি—ত্রিতাপ হইতে উদ্ধারের অন্য কোন উপায় নাই নাই—নাই। আমরা যদি কর্ণদ্বারা অহর্নিশ হরিকথা-শ্রবণরূপ প্রসাদসেবা না করি, তাহা হইলে জাগতিক অশ্লীলচিন্তাযুক্ত পুস্তক পড়িতে ও শুনিতে ইচ্ছা হইবে।

কৃষ্ণের চরণাশ্রয় ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নাই। কেবল হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে, হরিভজন কি তাহা বুঝিতে হইবে। হরিকথা ব্যতীত অন্য সব কথাই কেবল সংসার বা মায়া।

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন —শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তাঁহার উপদেশ নিত্যকাল শ্রবণ করা দরকার। তাঁহার উপদেশ শ্রবণ না করিয়া কর্ম্ম করিলে অবশ্য দুঃখকে ডাকা হইবে। বৈষ্ণবের অনুকরণ করা বা অনাদর করা উচিত নয়। তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। ভক্ত ও অভক্ত, মুক্ত ও বদ্ধ বা সিদ্ধ ও অসিদ্ধ এক নয়। যেমন অসিদ্ধ চাউল খাওয়া চলে না; চাউল সিদ্ধ হইলে এবং তাহা জুড়াইলে খাওয়ার উপযুক্ত হয়, তদ্রূপ সিদ্ধভক্তগণের সঙ্গই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

যিনি প্রকৃত বিষয়টি বুঝিয়াছেন, তিনি ভাল। যিনি উহা মোটেই বোঝেন নাই তিনিও ভাল হইতে পারেন; কিন্তু যিনি মাঝ রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন, সীমা বা শেষগতি না জানিয়াই বলেন—জানি, তিনি অসৎ ও দুর্ব্বুদ্ধিযুক্ত। বুঝিতে না পারার দল বা কথকুথুদার ভেঁপো দলের অসুবিধা আছে। হয় বুদ্ধিমান্ হও নতুবা নমনুথদার থাকিয়া একটি বুঝিবার যত্ন কর। বাস্তবসত্য অনুসরণ করা আবশ্যক। তাহা হইলেই সংসার থামিয়া যাইবে, চতুর্ব্বর্গের প্রয়াস থাকিবে না এবং সমস্তই মঙ্গলময় হইয়া যাইবে অর্থাৎ পরমমঙ্গল লাভ হইবে।

অজ্ঞজ্ঞান দ্বারা কখন বৈষ্ণবের চরিত্র বুঝা যায় না। যিনি নিজে হরিভজন করেন ও অন্যকে ভজন করিতে উপদেশ দেন তিনি আমাদের জগদ্বিজ্ঞা

অধিক হইলে হরিভজনের পরিবর্ত্তে বাধা উৎপাদনের পক্ষে শতকরা প্রায় শতভাগই সম্ভাবনা। আধ্যক্ষিকের কোন কথাই এবং কোন উপদেশই গ্রহণ করিতে হইবে না। যাহারা নিজদিগকে বৈষ্ণব মনে করে, তাহারা গোখর।

কোনরূপ অন্যবাসনা লইয়া হরিনাম করিলে হরিনাম হইবে না। হরিভজনই করিব—এইরূপ বিচারযুক্ত হইয়া নাম-পরায়ণের আনুগত্যে নাম করিলে তবে ভজন হয়। ভক্তসঙ্গে থাকিয়া খুব দৃঢ়চিত্ত হইয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে। ভক্ত ভক্তিবলে ভগবান্ ও ভক্তিভজনকে চিনিতে পারেন।

ভগবানের ইন্দ্রিয়তোষণ ছাড়িয়া নিজের ইন্দ্রিয়তোষণ-চেষ্টায় কেবল জড়সুখ ও নিরানন্দ মাত্রই লাভ হয়। ভোগ ও মোক্ষের ইচ্ছা থাকিলে ভগবান্‌কে বঞ্চনা করা হয় মাত্র। ফলে নিজেই বঞ্চিত হইয়া যায়। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। ভগবদ্ভক্তির উদয় না হইলে হয় ভোগ নতুবা ত্যাগ হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মাত্র একজন। শ্রীনিত্যা-নন্দ প্রভু শ্রীমহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরতত্ত্ব। ভগবানের কায়ব্যূহ সকল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া আচার্য্য নামে অভিহিত হন। শ্রীগুরুপাদপদ্মকে শ্রীভগবানের প্রকাশবিগ্রহরূপে জানিলে জীবের মঙ্গল হয়। তাঁহাতে অশ্রদ্ধা বা মৎসরতা করিতে হইবে না। স্বপরসাদি বিষয়-ভোগের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইলেও শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত তাহা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার আর উপায়ান্তর নাই। শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিলে হরিভজন হয় না। হরিভজন না হইলে মৃত্যুর পর যমালয়ে যাইতেই হইবে।

পরমমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তির নবদ্বীপ-ধামাশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। শ্রীগৌরনিত্যা-নন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নাম, ধাম ও কামের সেবা করা কর্ত্তব্য। যাহারা শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষবাদী হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা অধোক্ষজের সেবা করে না।

ভগবানে অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধা বিশ্বাসই প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাঁহাদের অকপট দৃঢ়বিশ্বাস রহিয়াছে, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। শ্রীল রূপ-রঘুনাথাদির শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত কখনও যুগল-ভজনের সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা জগতে ছোট বড় সকল প্রকার অভিমান ভুলিয়া যেন শ্রীরূপ গোস্বামি প্রভুর পাদপদ্মের নিত্যরেণুরূপে নিত্য অবস্থান করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

নিষ্কিঞ্চন ভক্তের পাদপদ্মধূলিকে মুকুট করিতে না পারিলে আমাদের সকলই অসুবিধা হইবে। কৃষ্ণভক্তের বিশেষ প্রিয়-পাত্র হইতে না পারিলে মায়া আমাদিগকে সংসারকূপে ফেলিয়া দিবে।

অনধিকার চর্চ্চা

(পণ্ডিত শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী)

জীবের পতনের বা প্রকৃতিকবলিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই, সেবাবিমুখ হইয়া প্রভুত্ব-কামনারূপ 'অনধিকার-চর্চ্চা'ই উহার মূল-কারণ। জীব স্বরূপতঃ অধীনতত্ত্ব। কৃষ্ণদাস্যরূপ বিমল প্রেমই তাহার নিত্যধর্ম্ম। কৃষ্ণ তাহার নিত্যপ্রভু। প্রভুত্ব-কামনা তাহার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা। জীব স্বরূপশক্তি নহে এবং জড়শক্তিও নহে। জীব চিন্ময় হইলেও অত্যন্ত অণুস্বরূপ দুর্ব্বল। সে যদি স্বরূপশক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করে তবে সে বলবতী মায়ার বশীভূত হইবার যোগ্য। সুতরাং প্রভুত্ব-কামনা বা মায়া সম্ভোগেচ্ছারূপ অনধিকার-চর্চ্চা করা বা কৃষ্ণবিস্মৃতিই তাহার মূল অপরাধ। মায়া স্বরূপশক্তির ছায়া। তিনি অপরাধী জীবকে দণ্ড দিয়া শুদ্ধ করেন। জীবকে স্বতন্ত্রতা দেওয়ার জন্য কৃষ্ণের কোন দোষ হয় নাই বরং উহা জীবের প্রতি কৃষ্ণের বিশেষ অনুগ্রহ বলিতে হইবে। কৃষ্ণদাস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মায়াভিনিবেশজনিত ক্লেশ স্বীকার করার জন্য জীব নিজেই দায়ী। অপরাধী জীবকে সংশোধন করিবার জন্য কৃষ্ণ অপার করুণা প্রকাশ করত জড়জগৎরূপ কারাগার এবং জড়মায়ারূপ কারাকর্ত্রীকে স্থাপন করিয়াছেন।

জীব কখনও কৃষ্ণ হইতে পারে না বা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হইতে পারে না। কৃষ্ণ হওয়ার ইচ্ছা জীবের পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা, ইহা অত্যন্ত অপরাধ। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস হইলেও সে স্বাধীনভাবে কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। স্বরূপশক্তি যদি কৃপা করিয়া তাহাকে কৃষ্ণসেবা প্রদান না করেন, তবে সে কৃষ্ণসেবা করিতে পারে না। স্বরূপশক্তি জীবশক্তি হইতে অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। স্বরূপশক্তি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের ইচ্ছাধীন কৃষ্ণ হইতে কোন স্বাধীন ইচ্ছা বা চেষ্টা তাঁহার নাই। ইচ্ছা কৃষ্ণের—সেই ইচ্ছার অধীন যে কৃষ্ণসেবার ইচ্ছা তাহা স্বরূপ শক্তির। স্বরূপশক্তি কখন দুর্ব্বল নহেন। জীব কখনও স্বরূপশক্তির উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না, অর্থাৎ স্বরূপশক্তি কখনও জীবের ভৃত্য বা ভোগ্য হন না। স্বরূপশক্তি নিত্যকালই কেবল লীলাপুরুষোত্তম নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভৃত্য ও ভোগ্য। জীবের [illegible] কৃষ্ণসেবা লাভ করা স্বরূপশক্তির কৃপা-সাপেক্ষ। তটস্থ জীবের স্বতন্ত্রতা আছে। সে স্বরূপশক্তির আনুগত্যও করিতে পারে, আবার স্বরূপশক্তির আনুগত্য বরণ না করিয়া মায়াশক্তির উপর প্রভুত্ব-কামনাও করিতে পারে।

জীব কখনও আশ্রয় বিগ্রহ হইতে পারে না। আমরা আশ্রয়বিগ্রহ নহি, আমরা আশ্রয়জাতীয় সেবক। বিষয়বিগ্রহ একমাত্র কৃষ্ণ; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রসের আশ্রয়বিগ্রহগণ পঞ্চবিধ রসে বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। আশ্রয়বিগ্রহের আশ্রিত অর্থাৎ অনুগত হইয়া জীব কৃষ্ণসেবারস আস্বাদন করিতে পারে।

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীব অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইয়া পুরুষাভিমানে অর্থাৎ ভোক্তাভিমানে জড়ে প্রবেশ করে। অণুচৈতন্যশক্তি জীবের মায়াকে ভোগ করিবার ইচ্ছা অনধিকার-চর্চ্চা—অপরাধ। এই অবস্থায় জীবের কেবল পতন—কেবল অধোগতি। জীব যত অধোগমন করিতে থাকে, পরম কারুণিক কৃষ্ণ সপার্ষদে ও স্বধামের সহিত তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তত উচ্চাধিকার প্রবিধা প্রদান করেন। জীব কৃষ্ণের অমৃত-ময়লীলা জড়জগতে পাইবে না বলিয়া কৃষ্ণ দয়া করিয়া স্বীয় অচিন্ত্যলীলা প্রপঞ্চে উদয় করান; আবার জীব সেই [illegible] অবস্থায় বুঝিতে পারে না বলিয়া শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া পরম উপাস্যের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা গুরুরূপে ব্যাখ্যা করেন এবং নিজভক্তি চরিত্র দ্বারা শিক্ষা দেন।

শ্রদ্ধা ও ত্যাগ

ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে বা ভজনপথে পদার্পণ করিতে প্রথমেই শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন হয়। গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। কোমল শ্রদ্ধার অপর নাম প্রাকৃত শ্রদ্ধা। কোমল শ্রদ্ধা সাধুসঙ্গ দ্বারা ক্রমশঃ দৃঢ়তা লাভ করে। [illegible] আমাদের এই কোমল শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিয়া থাকেন। কোমল শ্রদ্ধাকালে আমাদের মনে নানাপ্রকার সংশয় ও সন্দেহ উদয় হইয়া থাকে। বিশ্বাস দৃঢ় হইলে, শ্রদ্ধাবান্ হইলে অর্থাৎ ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিলে আর সংশয় ও সমস্যা [illegible] থাকে না।

শ্রদ্ধা দৃঢ়বিশ্বাস না হওয়া পর্য্যন্ত সদ্‌গুরু লাভ হওয়া যায় না, সম্বন্ধ-জ্ঞান হয় না। স্বরূপস্থিতি বা সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে অভিধেয় ও প্রয়োজন কি, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আমরা বলিতে পারি, সম্বন্ধ জ্ঞান ত আমাদের পূর্ণমাত্রাই আছে জড়জগতের নশ্বর বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া এবং অনিত্য বস্তুই আমার প্রয়োজন মনে করিয়া আমি [illegible] আছি, অর্থাৎ [illegible] পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থাদি উপার্জ্জন, সমস্তই তো আমার প্রয়োজনীয় বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়াই হইতেছে। সাধু-শাস্ত্র গুরুবাক্যে আমরা পাই—তোমার এ সকল সম্বন্ধ তাৎকালিক, ইহাকে সম্বন্ধজ্ঞান বলে না এবং তুমি যাহাকে তোমার প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা তোমার প্রয়োজনীয় বস্তু নয়। তুমি নিত্যবস্তু, তোমার প্রয়োজনীয় বস্তুও নিত্য। সম্বন্ধ কাহাকে বলে এবং কাহার সহিত সম্বন্ধ করিতে হইবে, তাহা তোমার জানা নাই, কাজেই তোমার সম্বন্ধ জানা চাই।

এই নিত্যসম্বন্ধ জ্ঞানদাতা—[illegible] শরণাগত হইলে তাঁহার কৃপায় আমরা অনুকূল হইয়া সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়া প্রকৃত সেবাপথে অগ্রসর হইতে পারি।

সেবোন্মুখী [illegible], কিন্তু এই কৃষ্ণসেবা [illegible] সম্বন্ধ-জ্ঞান হইলে [illegible] আপনা [illegible] এই [illegible] আমাদের [illegible] উদিত হয়,

([illegible] দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরিষদ্
পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী সোনার ভাগবত
চতুর্দিকে বিগ্রহ আছেন। শুদ্ধভক্তি মঠ
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-নদীয়া-প্রকাশ-প্রচার আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে
শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন,
প্রত্যহ শ্রীল রেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ
শাস্ত্রের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র
ও মাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র
প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং
...নি বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

শ্রীপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইনি গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর
সমাধি।

(৮) অষ্টকুলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও
শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত
শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) প্রকাশমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) হাপানিয়া গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বল্হাটি-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ. পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বুধগয়া রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশমহল্লা, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর, ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবনগরী,

পোঃ চোচোল, জেলা ... (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৭৬নং কুইন্স রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, অন্ধ্যাপক
বস্‌টিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রয়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) কভুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) সমুদ্রগৌড়ীয়মঠ

স্বর্গদ্বার, পোঃ বালিশাহি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) বিরজা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ যাজপুর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বারেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রপন্ন-মণ্ডল

পোঃ মঙ্গলকোট, মাদ্রাজ

(৬০) বাসবকুণ্ডেশ্বর মঠ

চিকলিয়া, পোঃ কাশিমপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জলাদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলাদি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পাণ্ডবেশ্বর (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরদহ, পোঃ ত্রিবেণী, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৪০১ নং সেন্টারস স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, গ্ল্যাডস্টোন রোড
ক্যাপ্টন, লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

কুইন্স রোড, নয়াদিল্লী। চট্টগ্রাম)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ(০)ঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৵০	৷৴০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	
এক কলম	১২৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———::(০)::———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বরিশা, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——।০।——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছিন্ন বোর্ডিং। শিক্ষকগণ স্বাস্থ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে পৃথক বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মিতব্যয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিনবভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অভিনবভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের প্রতি প্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া লইয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংস্য সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৬শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদীপ্ত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ভাবপাটী মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব্য জীবনচরিত এতাবৎকাল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের আদেশক্রমে সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তথাতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৫নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-০৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৫১	১৬-০	১৮-৫১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৩-২৬	৭-১৮		১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ				১১-০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২২-৪১	২৩-৫৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যধিক। পিত্তের পীড়া সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

বেহালা, ২৪ পরগণা

ফোন— মায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর—২৮শে চৈত্র, ১৩৪৫, ১১ই এপ্রিল, ১৯৩৯ মঙ্গলবার | ৬৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——:০:——

পার্ব্বত্য প্রদেশে ইতালীর বিপুল উদ্যম

বেতারযোগে একটি সংবাদে প্রকাশ যে, আলবানিয়া যুগোস্লাভিয়ার সাহায্য চাহিয়াছিল, কিন্তু যুগোস্লাভিয়া ইতালীর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ থাকায় আলবানিয়াকে সাহায্য করিতে অসমর্থ হইয়াছে। তিরানার বেতার ঘাঁটি হইতে আলবানিয়দিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে ও শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ সংগ্রাম করিতে আহ্বান করিয়া পাঁচটি বিভিন্ন ভাষায় ক্রমাগত আবেদন প্রচার করা হইতেছে। রোমের সংবাদে প্রকাশ যে, অপর একটি ইস্তাহার প্রচার করিয়া বলা হইয়াছে যে, সান্টিকোয়ারান্টি, ভ্যালোনা, ডুরাজ্জো, গিরোকাস্ত্রো, কোরিৎসা—এই চারিটি নগর ইতালিয়ানরা সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়াছে। রাজা জোগের প্রেরিত প্রতিনিধিমণ্ডলী জেনারেল গুজ্জোনির সহিত আলোচনা করেন এবং রাজা জোগ যে সব প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিকট পেশ করেন। এই সব প্রস্তাব রোমে প্রেরণ করা হইয়াছে।

——

বিমানে কলিকাতা হইতে ইংলণ্ড

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ লিমিটেড গ্রীষ্মকালের জন্য এই মাস হইতে দ্রুতগামী বিমান সার্ভিসের প্রবর্ত্তন করিবেন। ইহার ফলে বিমানে কলিকাতা হইতে সাউদাম্পটন যাইতে সাড়ে চারিদিন লাগিবে। বর্ত্তমানে শীতকালীন সময় তালিকা অনুযায়ী ৫ দিন লাগে।

নূতন ব্যবস্থা অনুসারে ১৩ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডগামী ফ্লাইংবোট (এ শ্রেণীর বিমানগুলি ডাঙ্গায় নামিতে পারে না, জলের উপর নামে) এবং ১৫ই এপ্রিল তারিখে দমদম হইতে ইংলণ্ডগামী 'ল্যাণ্ডপ্লেন' (এই শ্রেণীর বিমানগুলি ডাঙ্গায় নামে, জলে নামিতে পারে না) প্রথম যাত্রা করিবে।

গ্রীষ্মকালীন সময় তালিকা অনুযায়ী ইংলণ্ড হইতে প্রথম ফ্লাইং বোট কলিকাতায় (বালীতে) পৌঁছিবে ১৯শে এপ্রিল তারিখে এবং ইংলণ্ড হইতে প্রথম 'ল্যাণ্ডপ্লেন' কলিকাতায় (দমদমে) পৌঁছিবে ২১শে এপ্রিল তারিখে।

দিবারাত্রি রেল লাইন পাহারার ব্যবস্থা

৭২টি অস্থায়ী কনেষ্টবল পদের জন্য প্রায় ৩ সহস্র বাছাই প্রার্থী গত ৮ই এপ্রিল পাটনায় গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিস ঘেরাও করিয়া ফেলে। ১লা এপ্রিল ১৯৩৯ হইতে রেল লাইন ধ্বংস বন্ধ করিবার জন্য এই অতিরিক্ত পুলিশ লওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই তীব্র সাড়াতে কর্তৃপক্ষকে রীতিমত বেগ পাইতে হয় এবং প্রবল উত্তেজনার মধ্যে লোক নিয়োগ করিতে হয়।

ছয় মাসের জন্য বিহার সরকার উক্ত পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। গ্রাণ্ড কোর্ডের বরাকর ও কর্ম্মনাশা এবং মেইন লাইনের রূপনারায়ণ (মুঙ্গের) ও চৌসার (শাহাবাদ) মধ্যে রেল লাইন সর্ব্ব সময় পাহারা দেওয়ার জন্য ৪৭০ জনের একটি পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হইবে। তন্মধ্যে একজন সাব ইন্সপেক্টর ও ১৪জন হেড কনেষ্টবল থাকিবে।

——

ছয় শত শিখ গ্রেপ্তার

নিষিদ্ধ পুস্তিকা প্রকাশ্যে জনসভায় পাঠ করার অভিযোগে গত ৭ই এপ্রিল বালক উদ্দৌলা ইমামবাড়া হইতে ৬শত শিখকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে ছাত্রদিগের অনেক ব্যক্তিও আছেন। জুম্মার নমাজের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত এই সব ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নন্দীগ্রামে বৈষ্ণবদের গৃহ ভস্মীভূত

সম্প্রতি নন্দীগ্রাম থানার শ্রীকৃষ্ণপুর গ্রামে একটী পরিবারের ১২টী ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। ঘরের ভিতরের সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ পরিবার সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। অবিলম্বে সাহায্য করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে। তমলুকের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহায্য করিতে যাইতেছেন। চণ্ডীপুরের রামকৃষ্ণ মঠের সেবকগণ প্রাথমিক তদন্ত করিয়া আসিয়াছেন। তমলুক সহরের রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও নন্দীগ্রাম থানার কংগ্রেস কর্ম্মীগণ সাহায্যের জন্য যাইতেছেন।

——

মুর্শিদাবাদে

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার এলাকাধীন ভরতপুর গ্রামের বৈষ্ণবপাড়ায় অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত শরৎ-চন্দ্র গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত গোপীনাথ সেনের গৃহ একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। উহা ছাড়া আর ১৫।১৬ খানা গৃহ পুড়িয়া গিয়াছে। বহু চেষ্টা করিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণ অন্যান্য বাড়ীগুলি কোন প্রকারে রক্ষা করিয়াছে।

——

সাঁইবাড়ায়

কয়েকদিন পূর্ব্বে এলাহাবাদ ট্রেনের সর্টকাটের এক পাঞ্জাবীর শয়ন ঘরে বাতি হইতে আগুন লাগে। পার্শ্বের লোকজন আগুন নিবাইবার জন্য আসার পূর্ব্বেই উক্ত গৃহের মালিক অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে।

মেদিনীপুর গ্রামে

পল্লী অঞ্চল হইতে প্রত্যহই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

কাঁথিতে আলোয়া নন্দপুরে এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ১শত খানি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে।

চাঁদপাড়িয়া বাজারের পশ্চিম দিকে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৪০খানি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। ২জন লোক সাংঘাতিকভাবে জখম হয়; পরে তাহাদের মধ্যে দুই জনের মৃত্যু হইয়াছে।

নরকাটিয়া বাজারের এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ১২৫ খানি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৫ হাজার টাকা। সংবাদ পাইবামাত্র সমর মহকুমা হাকিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং অবিলম্বে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিচালনাধীন [illegible] ইংরাজী পাক্ষিক। [illegible] প্রকাশিত হয়। [illegible] বার্ষিক ভিক্ষা ৩. টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় —[illegible] সাপ্তাহিক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] কলিকাতা [illegible] প্রকাশিত হয়। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible]

৩। [illegible] সাময়িক মাসিক পত্র। [illegible] গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা মাত্র ২ টাকা।

৪। [illegible] পাক্ষিক। [illegible] হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] ১.০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় —[illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ [illegible] পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] মাত্র

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-[illegible], শ্রীগৌড়ীয় [illegible] প্রকাশিত [illegible] "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে [illegible] গৌড়ীয়-বৈষ্ণব [illegible] পরমহংস [illegible] শ্রীশ্রীল [illegible] চরিত্র বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার

উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:০:——

১। [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible])

ভিক্ষা—৸০ [illegible] আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদ-[illegible]

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ১০৮টি [illegible] [illegible] উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ।)

ভিক্ষা—৩৲ [illegible] টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

[illegible] গোস্বামী [illegible]

[illegible]

[illegible] গৌড়ীয়ে প্রকাশিত [illegible]

[illegible]-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ [illegible] আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের [illegible]

(ছাত্রদের [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible])

ভিক্ষা—৸০ [illegible] আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ [illegible] আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) "[illegible] ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible]

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—[illegible]

[illegible]

২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত [illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

৫। [illegible]

৬। [illegible]

৭। [illegible]

৮। [illegible]

৯। [illegible]

১০। [illegible]

১১। [illegible]

১২। [illegible]

১৩। [illegible]

১৪। [illegible]

১৫। [illegible]

১৬। [illegible]

১৭। [illegible]

১৮। [illegible]

১৯। [illegible]

২০। গৌড়ীয় গোষ্ঠী [illegible]

২১। [illegible]

২২। [illegible]

২৩। [illegible]

২৪। [illegible]

২৫। [illegible]

২৬। [illegible]

২৭। [illegible]

২৮। [illegible]

২৯। [illegible]

৩০। [illegible]

৩১। [illegible]

৩২। [illegible]

৩৩। [illegible]

৩৪। [illegible]

৩৫। [illegible]

৩৬। [illegible]

৩৭। [illegible]

৩৮। [illegible]

৩৯। [illegible]

৪০। [illegible]

৪১। [illegible]

৪২। [illegible]

৪৩। [illegible]

৪৪। [illegible]

৪৫। [illegible]

৪৬। নবদ্বীপশতক

৪৭। [illegible]

৪৮। [illegible]

৪৯। [illegible]

৫০। [illegible]

৫১। [illegible]

৫২। [illegible]

৫৩। [illegible]

৫৪। [illegible]

৫৫। [illegible]

৫৬। [illegible]

৫৭। [illegible]

৫৮। [illegible]

৫৯। [illegible]

৬০। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible]

৬২। [illegible]

৬৩। [illegible]

৬৪। [illegible]

৬৫। [illegible]

৬৬। [illegible]

৬৭। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible]

৬৯। [illegible]

৭০। [illegible]

৭১। [illegible]

৭২। [illegible]

৭৩। [illegible]

৭৪। [illegible]

৭৫। [illegible]

৭৬। [illegible]

৭৭। [illegible]

৭৮। [illegible]

৭৯। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮০। [illegible]

৮১। [illegible]

৮২। [illegible]

৮৩। [illegible]

৮৪। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৭ম বর্ষ { ৭ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ ২৮শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ১১ই এপ্রিল খৃঃ ১৯৩৯, মঙ্গলবার } ৬৩শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

অমৃতধামে সন্তোষের মহারাজ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার ভূতপূর্ব্ব স্বনাম-প্রসিদ্ধ সভাপতি সন্তোষের মাননীয় মহারাজ স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী কে-টি মহোদয় গত ১লা এপ্রিল রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় আলিপুরস্থ "সন্তোষ ভবনে" (কলিকাতা) ৬১ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ অমৃতধামে গমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ভূতপূর্ব্ব পাত্ররাজ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ও বর্ত্তমান পাত্ররাজ পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুর ব্যক্তিত্বের প্রতি মাননীয় সন্তোষাধিপতি আকৃষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে ও শ্রীল আচার্য্যদেবের সংকীর্ত্তন-সেবাধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উৎসবকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সহিত সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

মহারাজের অমৃতধামগমনের পর তাঁহার এই আদর্শ জগতের লোকের শিক্ষার বিষয় হউক। জন্ম, ঐশ্বর্য্য,শ্রুত ও শ্রীর উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিয়া ও জীবনে বহু ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত পালিত হইবার সুযোগ পাইয়াও তিনি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন যে, ধন, জন, যৌবন, পাণ্ডিত্য —ইহার কোনটিই চিরস্থায়ী নহে। জীবন-সমাপ্তির পরমুহূর্ত্তেই যে অবশ্যম্ভাবী পটপরি-বর্ত্তন হইবে, তজ্জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সুযোগ্য ও প্রিয়শিষ্য শ্রীপাদ শচীনন্দন ভক্তিপ্রমোদ প্রভুর নিকট কিছুদিন পূর্ব্বেও মহারাজ আহার ও বিশ্রাম ভুলিয়া ক্রমাগত সাত আট ঘণ্টা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের দান ও করুণার কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গত ১৯৩১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ প্রভু কলিকাতার অ্যালবার্টহলে 'সম্প্রদায় ও সমন্বয়' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, সে সভায়ও স্যর সন্তোষের মাননীয় মহারাজ মহোদয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-শতবর্ষপূর্ত্তি মহা-মহোৎসবের সময় কলিকাতা ভবানীপুরস্থ আশুতোষহলে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপ-দেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ মহোদয়ের বক্তৃতায় মাননীয় মহারাজ সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু শারীরিক বিশেষ অসুস্থতানিবন্ধন সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এজন্য তিনি বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মাননীয় মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় বিভিন্ন সেবকের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া যে ভক্তুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার আত্মা মঙ্গলময় ধামে গমন করিবেন, সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করি।

— — —

চট্টগ্রামে প্রচার

গত ২রা এপ্রিল রবিবার দিবস সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের মাদারবাড়ীর নিকটবর্ত্তী মহাদেবশ্রী বাড়ীর প্রাঙ্গণে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্য-মঠাশ্রিত শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ, শ্রীযুত নবীনচন্দ্র ঘোষ, শ্রীপাদ মতিলাল ব্রহ্মচারী, শ্রীযুত বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রমহিলা বিশিষ্ট সভায় প্রায় ২ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজীর মুখে আত্মমঙ্গলকর বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন ও তথায় বিপুলভাবে হরিকথা প্রচারের জন্য উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

গৃহীর সুখানুসন্ধান

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শ্রীবর্দ্ধনকারী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম তাহারা কেহই বলিবে না যে তুমি আত্মমঙ্গল বরণ কর। পরন্তু বলিবে তোমার জীবনের সর্ব্বস্ব দিয়া আমাদের ভোগের ইন্ধনটুকু যোগাড় করিয়া দাও। একমাত্র পরম দয়াল, অহৈতুক-কৃপাময়, পতিতপাবন শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুর জগজ্জীবকে উপদেশ দেন—

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্ম সার॥

যাদৃশ গৃহাসক্ত ব্যক্তি গৃহমেধের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে গৃহমেধী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণের সংসার স্থাপন করিলে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। গৃহমেধী গৃহসুখ পাইলে যেমন নিজকে কৃতার্থ মনে করে, তদ্রূপ প্রকৃত গৃহস্থ ব্যক্তি গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে পারিলে নিজের জীবনকে ধন্য মনে করে। যেখানে নিরবচ্ছিন্ন সেবা বর্ত্তমান, সেখানে গৃহ ভজনাগার, আর যেখানে সঙ্কীর্ণ জড়ীয় সুখের আকাঙ্ক্ষা, সেখানে ভোগাগার। একদিকে বৈকুণ্ঠভূমিকা আর একদিকে পশাদির ন্যায় বাঞ্ছাপূর্ণ নরকময় স্থান। একদিকে চিদানন্দপূর্ণ ভজনসেবা-প্রবৃত্তি, আর এক দিকে নিন্দা, দুঃখকর জড়ীয় ভোগ-প্রবৃত্তি। তাই বলি হে মন! তোমার পাল্লায় পড়িয়া আমার কি না দুর্গতি! তুমি গুরু-বৈষ্ণবের সেবাকথা নিষ্কপটে শ্রবণ করিয়া যাবতীয় ভোগাশা পরিত্যাগ করিয়া সেবা-মন্দাকিনীতে অবগাহন কর। সেই কালে বৈষ্ণব-কৃপায় আমরা দুঃসঙ্গের স্বরূপ জানিয়া তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ধৈর্য্য ধারণ করিব এবং পতিতপাবন জগদ্বাতা বৈষ্ণবঠাকুরকে নিজজন বলিয়া জানিব। সেইদিন আমরা নিত্য সুখের সন্ধান পাইব, সেইদিন সত্য সত্যই নিষ্কপটে বৈষ্ণবপদাশ্রিত আশ্রিত পারিব। সেদিন আমার কবে হইবে?

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিনকতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈবশাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ মধুসূদন শুক্লা পঞ্চমী গৌরাব্দ ৪৪৩

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা বদ্ধজীব। আমাদের কোন যোগ্যতা নাই। আমাদের অযোগ্যতা দেখিয়া পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব নিজগুণে আমাদের সকল দোষ ক্ষমা করিয়া তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আমাদিগকে সবলে আকর্ষণ করিয়াছেন। বেশে প্রকট থাকিয়া মানুষের বেশে সর্ব্বক্ষণ আমাদের সঙ্গে মিশিয়া আমাদিগকে যে কতভাবে রক্ষা করিতেছেন, আমাদের প্রতি কত দয়া প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার তুলনা নাই। জানি না, তাঁহার সেই অপার দয়ার একবিন্দু উপলব্ধি করিয়া কবে ধন্য হইতে পারিব।

আমাদের নিত্য আশ্রয়—শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অখিলজন অতীব শিক্ষাগুরুদেব শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব। আচার্য্যদেব সাক্ষাৎ—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়বিগ্রহ। তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই আমাদের মঙ্গল। তিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। ইহা না জানিয়া তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিলে অধম নরকগামী। তাঁহাকে সোজাসুজি মর্ত্ত্য মানববুদ্ধি করা ত' দূরের কথা, শ্রীল আচার্য্যদেবের মায়াবদ্ধ মর্ত্ত্যজীব, এরূপ আভাসও যদি আমাদের হৃদয়ের কোণে উদিত হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা অধিক পাষণ্ডতা আর কিছুই নাই।

শ্রীল আচার্য্যদেব নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। যাহা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে না। তিনি অন্তর্যামী। সকলের অন্তরের সকল কথাই তিনি জানেন। সেইজন্য নিষ্কপট ব্যতীত অপরে তাঁহার নিকট যাইয়া আনন্দ পায় না। আমাদের কপটভাব তিনি অবগত আছেন মনে করিয়া কপট আমরা তাঁহার সম্মুখে যাইতে লজ্জিত হই। তাঁহার আশ্রয় ও কৃপার কথা মনে করিলে নিষ্কপট জনগণ আনন্দে উৎফুল্ল হন, তাঁহার নিকট হইতে নিত্য নব নব সেবালোক প্রাপ্ত হইয়া পরমোৎসাহের সহিত সেবায় প্রবৃত্ত হন। আর কপট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে যমের মত ভয় করে, পাছে তাঁহার আনুগত্য করিলে আমাদের অন্যাভিলাষ দূর হইয়া যায় এই আশঙ্কায় আমরা অনেকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকি, তাঁহার আদেশ ও উপদেশকে শিরোধার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না।

নামাচার্য্যই নাম দান করেন। নামাচার্য্যের আনুগত্য ব্যতীত নাম-গ্রহণের অভিনয় নামাপরাধ মাত্র। নামাচার্য্যের চরণে যাঁহার শ্রদ্ধা নাই, তাঁহার নাম গ্রহণাভিনয় কেবল কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যেন কপটতা ছাড়িয়া নামাচার্য্যের আনুগত্যে শ্রীনাম প্রভুর সেবা করিতে পারি, ইহাই এক্ষণে প্রভুপাদের শ্রীচরণে একান্ত প্রার্থনা। আমরা যেন কেহ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে জগতের কোন বস্তু মনে না করি। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, "গুরু-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। অভিন্নতত্ত্বভেদ থাকিলেও ছয়তত্ত্বই ভগবান্ কিন্তু পরস্পর পৃথক্। শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণ দাসরূপে হইলেও কৃষ্ণের অতীব প্রিয় বস্তু। তিনি কৃষ্ণ নহেন, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে। কৃষ্ণের সহিত সমান মনে করিলে তাঁহার মর্য্যাদা করা হয়। যদি আমরা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন দিন কর্ণে শুনিতে পাই যে আমার গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ নহেন, তাহা হইলে সেদিন আমি নিশ্চয়ই জানিব যে আমার গুরুদেব আমাকে অত্যন্ত অপরাধী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে পাষণ্ডী আমার শ্রীগুরুদেবকে নিত্যানন্দ ভিন্ন অন্য কিছু বলেন, সে পাষণ্ডীর সহিত যেন আমার কোন দিন স্বপ্নেও সাক্ষাৎকার না হয়। আমরা যেন শ্রীগুরুদেবকে বিষয়বিগ্রহ মনে না করি—তিনি আশ্রয়বিগ্রহ, সেই আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে থাকা চিরকালই আমাদের নিত্য কাম্য হউক। মহাজন বলিয়াছেন—

আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ॥

ইহাই শ্রীরূপানুগ সিদ্ধান্ত, ইহার ব্যতিক্রম যেখানে, সেখানে হরিভজনের কোন কথা নাই। যাঁহারা আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বিগ্রহের সেবাভিমানী, তাঁহারা দাম্ভিক—শ্রীরূপানুগসিদ্ধান্তবিরোধী।

বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত গতি নাই। বৈষ্ণবের কৃপা সকল সময়েই আবশ্যক। বৈষ্ণব-কৃপা ব্যতীত সেবা-প্রবৃত্তি আসিতেই পারে না। বৈষ্ণবের নিষ্কপট স্নেহ ও কৃপাতেই তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি মমতাযুক্ত হওয়া যায়। নিষ্কপট শরণাগত না হইলে বৈষ্ণবের কৃপা উপলব্ধি করা যায় না। কনিষ্ঠাধিকারী জীব বৈষ্ণবের কৃপা অজ্ঞাতসারে লাভ করিয়া থাকে। বৈষ্ণবের কৃপা সেই সময় অজ্ঞাতসারে বর্ষিত হয় বলিয়া ভাগ্যবান্ জীব মধ্যমাধিকার লাভ করত বৈষ্ণবের কৃপায় বৈষ্ণবকে চিনিয়া তাঁহার প্রতি আদরযুক্ত হন। বৈষ্ণবের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ নিত্য। তাঁহার সহিত নূতন করিয়া সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয় না। সেই সম্বন্ধটি উপলব্ধি করাই আমাদের দরকার।

বৈষ্ণবসম্বন্ধে অবৈষ্ণবে অনাত্মীয়-জ্ঞান বা অনাদর যাঁহার যতটা আসিয়াছে তিনি সেই পরিমাণে বৈষ্ণবকে আত্মীয় জ্ঞান ও আদর করিতে পারিয়াছেন। অবৈষ্ণবে সম্পূর্ণরূপে অনাদর বা অনাত্মীয় বুদ্ধি না আসা পর্য্যন্ত বৈষ্ণবে আত্মীয়জ্ঞান হয় না। যে পরিমাণে অবৈষ্ণবকে পরবুদ্ধি হইবে সেই পরিমাণে বৈষ্ণবে আপনবুদ্ধি আসিবে। আমরা যদি বৈষ্ণবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে অবৈষ্ণবের প্রতি মমতা পরিহার করিতে হইবে। অবৈষ্ণবে পরবুদ্ধি হয় নাই অথচ বৈষ্ণবে মমতা বা আত্মীয়বুদ্ধি আছে, ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবার ক্ষমতা যাঁহার যত কম, সৎসঙ্গ করিবার আশাও তাঁহার তত কম। সেইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

বর্ত্তমানে আমাদের অসৎসঙ্গেই রুচি। সুতরাং তাহা হইতে অনুক্ষণ দূরে থাকিতে হইবে। অনর্থ পরিহার ও দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হওয়া পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় না। অনুকূল-গ্রহণ ও প্রতিকূল বর্জ্জন করিতে হইবে। শ্রীগুরুদেবকে আমাদের নিত্যপালক ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানিতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। অন্তরে আমাদের স্বতন্ত্রতাকে জলাঞ্জলি দিয়া বিক্রীত পশুর বিচার গ্রহণ করিতে হইবে। দীন কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কাঁদিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা মঙ্গলালোক দেখিতে পাইব।

দুর্দ্দৈব

(শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

আজ আমার দুর্দ্দৈবের কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে আমার নিজেকেই নিজে শত-ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হইতেছে। শ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমার ন্যায় দুর্দ্দৈব-গ্রস্ত জীবের কল্যাণের জন্যই বলিয়াছেন,—"দশ অপরাধ আমার দুর্দ্দৈব কেমনে হইবে ক্ষয়।" কিন্তু তাহা আমি একবারও নিষ্কপটে চিন্তা করিলাম না। ঠাকুর বলিয়াছেন, দশবিধ নামাপরাধই জীবের দুর্দ্দৈব। আবার তিনি কৃপাপূর্ব্বক শ্রীহরিনামচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্ণতত্ত্ব চিন্ময়রস-ময় নিত্যস্বরূপ হইতে অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণনামের নিকট দশবিধ নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব হইতে উদ্ধারের উপায়ও বলিয়াছেন। সেই দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে প্রথম অপরাধ যে সাধুনিন্দা তাহা হইতেই অন্যান্য অপরাধসমূহের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সেইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, "সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমপরাধং"। এখানে "পরম্" শব্দে অন্যান্য অপরাধসমূহের মূল বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অপরাধ। কারণ, অন্যান্য অপরাধসমূহ সর্ব্বতোভাবে সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে সাধুর কৃপায় নষ্ট হইয়া যায়। যদি কোন ব্যক্তি সচ্চরিত্রবান্ হইয়া কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করত সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন, অধ্যাপনা করেন এবং নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণনাম (?) গ্রহণের চেষ্টা করেন, কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীনাম যাঁহার অপ্রাকৃত জিহ্বাতে নিরন্তর নৃত্য করিতেছেন অর্থাৎ যে ভক্তের অপ্রাকৃত চিন্ময় বিশুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীনাম বিলাস করিতেছেন, এবম্প্রকার সাধু বা বৈষ্ণব-পরমহংসের প্রতি কোন-প্রকার অবজ্ঞা বা প্রাকৃতবুদ্ধি থাকে, তাহা হইলে শ্রীনামপ্রভু সেই অপরাধীর জিহ্বায় কোন দিনই উদিত হন না। শুদ্ধনামে রতি না হওয়া পর্য্যন্ত— শুদ্ধনামৈকশরণ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি যত বড়ই প্রাকৃত কবি হউন, মিতভুক হউন, জাগতিক করুণ, পণ্ডিত, মৈত্রী, দক্ষ, মৌনী হউন না কেন, তিনি মহামায়ার কবল হইতে কিছুতেই মুক্ত হইতে পারিবেন না। আর যিনি শ্রীকৃষ্ণনামৈকশরণ, অন্যান্য গুণই সকল-

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

সমূহ আমার ন্যায় মৎসর ব্যক্তি দেখিয়া না দেখিলেও সেই মহাপুরুষের শ্রীঅঙ্গে নিশ্চয়ই প্রকটিত থাকিবে। "যত্রাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।" তাই আমার দুষ্টমনকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—তুমি কি এই ভীষণ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত অবস্থা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য একবারও চিন্তা করিবে না? কেবল কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠাদিতেই মশগুল থাকিবে? যিনি আজ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় জীব-উদ্ধারের জন্য সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, আকুমার ব্রহ্মচারীর লীলা করিয়া, কনক, কামিনীকে বিষ হইতেও অধিক ভয়ঙ্কর এবং প্রতিষ্ঠাকে শূকরের বিষ্ঠা বলিয়া সর্ব্বদা জানাইয়াছেন, শ্রীগুরু-মনোঽভীষ্ট-পরিপূরণই জীবনের ব্রত শিক্ষা দিয়াছেন, অসতের নিকট এবং কুসিদ্ধান্তীর সম্মুখে যিনি চিরকালই বজ্রাদপি কঠোর, সমস্ত জীবের নিত্যকল্যাণের জন্য সর্ব্বদা তীব্র দৃষ্টিসম্পন্ন, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লোক বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও যিনি তাহাতে কোন ভ্রূক্ষেপ করেন না, পরন্তু নির্ভীকচিত্তে বাস্তব-সত্যবাণী আচার পূর্ব্বক প্রচার করিতেছেন, যিনি আজ শ্রীভক্তিবিনোদ গৌর-সরস্বতী-দয়িত আচার্য্য-ভাস্কর-মূর্ত্তি প্রকট করতঃ শুদ্ধভক্তির নির্ম্মল স্রোত বিশ্বে প্রবাহিত রাখিয়া জীবের চরম মঙ্গলবিধানের চেষ্টা করিতেছেন, তুমি কি সেই জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্যের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণাগত হইবার চেষ্টা করিবে না? তুমি কি কেবল লোক ঠকাইবার জন্য ত্যাগীর বেশ ধারণ করিয়া, আচার্য্যচরণে শরণাগতির ভাণ করিয়া—

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥

—প্রভৃতি সিদ্ধান্তবাণী বারংবার শুনিয়া, বহু লোককে বলিয়া ও অন্তরে অন্তরে একগুরুবাদরূপ আম্নায়-বিরোধী মত পোষণ করিয়া, আর কি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ন্যায় শক্তিশালী মহাপুরুষ জগতে রাখিয়া যাইতে পারেন? এইরূপ প্রচ্ছন্ন sceptic থাকিবে? তুমি পদ্মারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কোন্ রূপটী দেখিয়াছিলে? অপ্রাকৃততনু শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তরূপ, না চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত সুশ্রী, পণ্ডিত, সাধনভজনে উন্নত কিংবা জগৎ ভজনশীল হইলেও পারেন, এইরূপ ব্যক্তি দেখিয়াছিলে? তুমি যদি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তরূপটী তাঁহার অকপট কৃপায় দর্শনের সৌভাগ্য পাইতে, তাহা হইলে আজ সন্দেহাত্মা হইয়া এইরূপ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত ও ভ্রান্ত হইবে কেন? হায়! হায়! কোথায় তুমি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী "দুর্জ্জন, তুমি কিসের বৈষ্ণব" এবং শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের—দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরূপানুগ না হইতে পারিলে শ্রীশ্রীগৌরহরির কৃপা লাভ করা যায় না প্রভৃতি বাণী পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে দৃঢ় হইতে দৃঢ় হইয়া শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে শরণাগত হইবে আর কোথায় তুমি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া নিজেই বিচারক, দ্রষ্টা অর্থাৎ স্বয়ং গুরু অভিমান করিয়া ভক্তিরাজ্যের বিপরীত দিকে অভিযান করিলে! ভক্তির মূল যে বাস্তব বস্তুতে বিশ্বাস তাহা তোমার কই? ভক্তি যে দেহমনের বৃত্তি নহে তাহা ভাল করিয়া বিচার করিয়াছ কি? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সারবাণী শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট শরণাগত হইয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কি করিলে না?

অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরের কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপা লেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥

সুতরাং ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের নিকট কৃপাপ্রার্থনা করিলেই তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপ বুঝাইবেন। আর যাঁহার কৃপায় অনর্থ-নিবৃত্তি হয়, দুর্দ্দৈব কাটিয়া যায়, শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনামরূপ-গুণ-লীলাদি শুদ্ধ হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায়, সেই আচার্য্যভক্তে যদি তোমার অহম্মা অর্থাৎ মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকে অর্থাৎ যতদিন সাধুনিন্দা, শ্রীগুরুপাদপদ্মে মনুষ্যবুদ্ধি, তিনি নিত্যসিদ্ধ নহেন এরূপ অসতী-বুদ্ধি থাকে, ততদিনই তোমার সমস্ত ক্রিয়া হস্তিস্নানবৎ নিরর্থক হইবে।

তাই আজ পুনঃ পুনঃ তোমার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি হে মন! যদি বাস্তব মঙ্গল চাও তবে পরমহংসকুল চূড়ামণি ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগ অন্যান্য পূর্ব্বাচার্য্যগণ হইতে অভিন্ন গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ কর, তাহা হইলে নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে।

গৃহীর সুখানুসন্ধান

(প্রাপ্ত)

অনাদিকালের কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা বশতঃ আশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিবার পর জীব মনুষ্যজন্ম লাভ করে। এই মনুষ্যজন্ম সুদুর্লভ। নানাযোনিতে বহুপ্রকার ক্লেশাদি পাইয়া উপস্থিত আমরা মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি। পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মের দুঃখরাশি স্মরণ করিয়া হতাশায় প্রাণ বিকল হইয়া পড়ে। অন্যান্য জন্মের দুঃখরাশির কথা ভাবিলে আর ঐরূপ জন্মগ্রহণ করিবার ইচ্ছা থাকে না। পশুপক্ষ্যাদি জন্মে আহার মৈথুনাদি যাবতীয় ইন্দ্রিয়তর্পণের কার্য্য অতিশয় কষ্টজনক ছিল, কিন্তু মনুষ্যজন্ম পাইয়া আহার-মৈথুনাদির সুষ্ঠু সম্পাদন করিতে চেষ্টা করিতেছি। ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবার জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়া পাতিয়া বসি আত্মীয়স্বজন পরিপূর্ণ একটী গৃহ। গৃহের মধ্যে গৃহী সাজিয়া নিজেকে কর্ত্তা ও ভোক্তাভিমানে বিভূষিত করিয়া সকলকে আমার সেবায় নিযুক্ত করিতে চাহি। পশুজন্মে যাহা সম্পূর্ণ অসুবিধা ছিল, তাহা নির্ব্বিবাদে আদায় করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া নামিয়া পড়ি কর্ম্মক্ষেত্রে, আকাশ কুসুম কল্পনায় করিয়া তুলি ইন্দ্রিয়তর্পণের বিরাট সৌধ এবং রচনা করি কাম-ক্রোধ-হিংসা মৎসরাদির সুরম্য শিলাধার। ভোগরাজ্যে আমার ইন্দ্রিয়তর্পণের ইন্ধন যোগাড় করিবার নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন প্রচার করি ঐ কাম, ক্রোধ, হিংসা ও মৎসরাদির দ্বারা, এইরূপে একটী সংসার পাতিয়াছি মহামায়ার ভোগ-কোলাহলহর্ম্ম্যে।

সুখ কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। ইহা আমরা বিবেক-শক্তির দ্বারা ধারণা করিয়া থাকি। সুখই প্রত্যেকের আনন্দনিকেতন। উহা সকলেরই কাম্য, কিন্তু আমি কিভাবে অবস্থান করিতেছি, ইহা অনুসন্ধান না করিয়া সকলেই ধাবিত হই অজ্ঞ, অজানা, কল্পিত এক সুখরাজ্যের দিকে। ঐ সুখানুসন্ধানের দিকে এরূপ প্রবলভাবে ধাবিত হই যে, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার সময় থাকে না যে, সুখ কোথায়? আনন্দ কোথায়? আমার স্বকপোলকল্পিত চেষ্টার দ্বারা সুখ পাইব কি? মানুষ জ্ঞানহারা হইলে যেমন পাগলের বেশে সে যথা তথা ভ্রমণ করে, যা তা বলে, যা তা খায়, যা তা করে, সে যেন কোন গণ্ডীর মধ্যে থাকতে চায় না, পরন্তু তাহার উন্মত্ততাকে আরও অধিকরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলে, সেইরূপ মায়াগ্রস্ত জীব আমি উন্মত্তের ন্যায় অভিযান করিয়াছি এক মায়ামরীচিকার মনোহর দৃশ্যে মোহিত হইয়া ভোগপিপাসা মিটাইবার জন্য অজানানন্দরূপ মরুভূমির দিকে।

জীব পশুপক্ষী জন্মে একটী গৃহ প্রস্তুত করিয়া থাকিতে চায়, চৌরাশীলক্ষযোনি ত' গর্ভবাস করিতেই হয়, তা ছাড়া গর্ভবাস হইতে মুক্ত হইয়া আবার পুনঃ গৃহ সন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হয়, তখন পক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ করে, ইন্দুর গর্ত্ত প্রস্তুত করে, সিংহ ব্যাঘ্রাদি বনের পশু গিরিগহ্বরাদিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। মনুষ্যজাতি বিচার-বুদ্ধি ও মেধা, প্রতিভা, নৈপুণ্যের দ্বারা ভোগোন্মুখী হইয়া ভোগ-সংগ্রহের বিপুল চেষ্টা আরম্ভ করে, তখন সে কত রকমই না কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে, ক্রমে ক্রমে সুখানুসন্ধান করিয়া পর্ণকুটিরে সন্তুষ্ট না হইয়া অট্টালিকা নির্ম্মাণ এবং তাহা দ্বিতল, ত্রিতল, শততল করিয়া গৃহনির্ম্মাণ কার্য্যে মাতিয়া যায়। গৃহ অতি পরিপাট্যের সহিত নির্ম্মাণ করিয়া পরমসুখে কাল যাপন করিবার নিমিত্ত "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" এই গৃহমেধীর স্মৃতির সুযোগ লইয়া গৃহলক্ষ্মীতে মনোযোগ দিয়া বসি। তখন গৃহিণীর সেবাই আমার ব্রত হইয়া পড়ে। গৃহিণীর সেবা করিতে করিতে পুত্রকামনা আসিয়া পড়ে। বৃদ্ধ জীবনের সহায়তাকল্পে বহু সন্তানাদি হইলে পর ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয় তাহাদের ভরণপোষণের জন্য। কোথায় সুখের গৃহ গঠন করিলাম—কোথায় মনোরমা স্ত্রী লাভ করিলাম, সুখে থাকিয়া জীবনটী কাটাইব, তাহার বদলে আসিল ত্রিতাপে মহাতাপ, ক্রমে বৃদ্ধকাল আসিল, ইন্দ্রিয়াদি ক্রমশঃ নিজ নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিল, বহু চেষ্টা করিতে লাগিলাম ঐ সব ইন্দ্রিয় বলবান্ করিতে, কিন্তু হায়! যেমনটী ছিল আর তেমনটী হইতেছে না। পরন্তু ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। তখন ঐ সুখের দেহ গেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয় স্ত্রীপুত্র কোথায় যায়, একটী অকর্ম্মণ্য বাজে লোকের মত আমায় তারা কোন প্রকারে প্রতিপালন করিতে চায়, হায়! ইহা ভাবিয়া প্রাণ আকুল হইয়া পড়ে, যাহাদের নিমিত্ত সমস্ত জীবন ধরিয়া কত কিছু করিয়া আসিলাম সেই স্বজন আজ পর ভাবিয়াছে! ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণ বলবান্ হইয়া পড়িল, তবু আমি এমনই অবস্থায় থাকিতে চাই, এমনই আমার দুর্ব্বুদ্ধি!

আমার সমস্ত সমাজক দিগের নিকট করিয়া প্রকৃত বান্ধবের মত কে আমায় উপদেশ দিবেন? ঐ আত্মীয়, স্ত্রী, পুত্র পিতা, বান্ধবাদি, যাহাদিগকে আমার গৃহের

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঠাকুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব [illegible] চতুষ্টয় [illegible] আছেন। [illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কাশী মিত্র ঘাট স্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible] কলিকাতার [illegible] আসনে [illegible] পাঠ, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] গৌড়ীয় পত্র [illegible] প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]নুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
হাটডাঙ্গা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ
[illegible] পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

(২৪) গোপীনাথজীউ মঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
[illegible], দার্জিলিং

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ সারনাথ, জেঃ [illegible], ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গণেশ মহল্লা, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রী[illegible]পীঠ
[illegible], বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible] কুণ্ড
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ — শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড পাঠশালা

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪০নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
আঠারনালা, পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী — স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্ম[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]-মঠ
পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) [illegible] মঠ
চিকলিয়া, পোঃ [illegible]পুর, মেদিনীপুর

(৬১) অমার্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমার্ষি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
১০১ নং [illegible] স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
৪১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী স্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] (জেঃ [illegible], সি পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	৷৵০		৷০
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮
" এক কলম ৪৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য ভিন্ন হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুরশীতিতম-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে ক্রমানুসারে ও প্রয়োজনীয় অর্থ টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ ক্রমানুসারে প্রভৃতি সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে সজ্জিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকগণের একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দসূচী, গ্রন্থ-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাবলী দ্বারা শোভিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, বাংলাবাজার, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালন [illegible] আদর্শ ও আধ্যাত্মিক। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে আহার ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের পক্ষে সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, শিক্ষা ও দীক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] দীর্ঘ কালব্যাপী লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীমৎ [illegible] কার্য্যালয়, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক [illegible] পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] সজ্জনবৃন্দের পারমার্থিক ও সংশয়-নিরাকরণার্থ [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ মহাশয়ের দ্বারা [illegible] এবং তাহার [illegible] গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও '[illegible]' আকারে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিক এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গোড়শাস্ত্রপদ্ধতি এবং পরিষ্কৃত লেখনীর অদ্ভুত ফল আবাহন করিবে একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে বহু কথিন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রধান দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(*):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাপারিশিষ্ট্যক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বংশ-বৃন্দাবন শিক্ষাবলী ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর আউটপোষ্টে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫ ১৬	৬-০৬	৭ ২৫	১২-২৫	১৪ ৪৫	১৬-৪৬	১৭ ৪০	২২ ২০
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৪০	১৪ ১৪				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৫	১৪-৪০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৯	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭ ১৫		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১ ১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৭-৩১ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫			৯ ২৫		১৩-৩০	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২০	৯ ১৬		১০-৪	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭ ১৮		১০-১১			১৬ ৪৬	১৯-২৪	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ				১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯ ২১	১২-১	১২-৩৬	১৪-১৬		১৯-১	২১-৪১	২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible] জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় সন্নিপাত উহার কাট্‌তিই তাহার সাক্ষ্য। শিকার মীটা সংযুক্ত পাচন এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ দশ আনা, বড় বোতল ১৯০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং ওল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম"
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C434

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে চৈত্র, ১৩৪৫, ১২ই এপ্রিল, ১৯৩৯ বুধবার ৬৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

বিহারে মাদক বর্জ্জন আইন

বিহার গভর্ণর মাদক-বর্জ্জন আইন সংশোধন বিলে সম্মতি দান করিয়াছেন। বিলটি বর্ত্তমানে আইনে পরিণত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী উহা গেজেটে প্রকাশিতও হইয়াছে।

উদ্বন্ধনে ছাত্রের আত্মহত্যা

পরলোকগত ব্যবসায়ী সুরেন্দ্রমোহন পালের পুত্র হরিমোহন পাল (বয়স ১৬ বৎসর) নামে স্কুলের একজন ছাত্র বৃক্ষের শাখায় উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার মৃতদেহ যে গাছে পাওয়া যায়। আত্মহত্যার কারণ জানা যায় নাই।

—

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর গভর্ণমেণ্ট

বুর্গোস হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গেল যে, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর গভর্ণমেণ্ট কোমিনটার্ণ-বিরোধী চুক্তিতে যোগদান করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

রাজসাহীতে কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা

রাজসাহী মিউনিসিপ্যালিটির সদর হাসপাতালের এক অংশে কুষ্ঠ রোগী চিকিৎসার জন্য একটি বিভাগ খোলার জন্য সম্প্রতি ২০০৲ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। রাজসাহী সহরে কুষ্ঠ-রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

কামরূপে ভীষণ ঝড়

কামরূপে ভাঙাভাঙ্গী গ্রাম হইতে এই খবর আসিয়াছে যে, গত ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় প্রবল ঝটিকায় ১২০খানা বাড়ী বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। কোন জিনিসপত্র রক্ষা পায় নাই এবং গ্রামবাসিগণ গৃহহীন হইয়াছে।

—

শিক্ষাকরের বিরুদ্ধে আন্দোলন

গত ১৬ই চৈত্র পাইকপাড়া কানাই-বনের মাঠে শ্রীযুত চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সভাপতিত্বে শিক্ষাকরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য এক সাধারণ সভা হয়। বহু হিন্দু মুসলমান এই সভায় যোগদান করেন। শান্তিরঞ্জন দাস, মাধবচন্দ্র দাস, ধীরেন্দ্র দাস ও সভাপতি মহাশয় সভায় বক্তৃতা দেন। তাঁহারা বলেন, দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে কোন নূতন কর দেওয়া একেবারে মোটেই সম্ভবপর নয়। তদুপরি কর বাধ্যতামূলক করায় এবং শিক্ষা বাধ্যতামূলক না হওয়ায় অধিকাংশ প্রজাই কর দিয়াও কোন সুবিধাজনক পাইবে না। অতএব জনসাধারণের কর্ত্তব্য হইবে শিক্ষাকরের প্রতিবাদে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করা।

নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যপদ

নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সদস্য এবং 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের সম্পাদক ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন, নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির আগামী অধিবেশনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন—

নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতি কর্ত্তৃক কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন না হওয়া পর্য্যন্ত এই সমিতির মতে ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনের অধীনে নিযুক্ত মন্ত্রী ও পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির সদস্যপদে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। অতএব নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির যে সকল সদস্য, মন্ত্রী অথবা পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে পদত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে এবং তাঁহাদের স্থলে নূতন সদস্য নির্ব্বাচনের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দ্দেশ দিতেছে।

৫০ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা-পরীক্ষা

মহম্মদ আশরফ নামক পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জ কেন্দ্র হইতে এই বৎসর প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছেন। তিনি ঢাকার জনৈক দোকানের মুহুরী। মহম্মদ আশরফের এক পুত্র এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই-এ পরীক্ষা দিয়াছেন। তাঁহারা ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মতলব থানার নাওডি গ্রামের অধিবাসী।

রামদুর্গ রাজ্যে জেলখানা আক্রান্ত

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সহস্রাধিক লোক সমবেত হইয়া রামদুর্গ রাজ্যের জেল আক্রমণ করে এবং ৮জন কনেষ্টবল ও জেল ওয়ার্ডারকে পিটাইয়া মারিয়া ফেলে।

প্রকাশ, জনতা ইটপাটকেল জড় করে, জেলে যাইবার সমস্ত রাস্তা অবরুদ্ধ করে এবং টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেয়। পুলিশ তখন গুলী চালায়। ৬টি গুলী বর্ষিত হইয়াছিল বলিয়া একটি সংবাদে প্রকাশ। ইহার ফলে জনতার মধ্যে বহুলোক আহত হয়। জনতা তখন জেল-ফটক অভিমুখে ধাবিত হয় এবং জেলের বাসাপত্র কাড়িয়া লইয়া জেল-ফটকের সম্মুখে তাহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়।

জেলকর্ত্তৃপক্ষ ২৩জন কয়েদী ও ১২জন বিচারাধীন বন্দীকে জেল হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সুযোগ দিয়াছিলেন।

জনতা তাহার পর জেলারের বাড়ী আক্রমণ করে এবং তাঁহাকে মারপিট করিয়া তাঁহার বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়।

এই সব হাঙ্গামার জন্য বাধ্যে পুণা হইতে এক দল ভারতীয় সৈন্য রামদুর্গ রাজ্য অভিমুখে রওনা হইয়াছে।

—

বিমান-ক্লাবে সাহায্যদান

শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির প্রশ্নের উত্তরে যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মিঃ এ জি ক্লো বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট বিমান ক্লাবসমূহকে আর তিন বৎসর সাহায্য দান করিবেন। বিমান-ক্লাবে ভারতীয় শিক্ষানবীশ গ্রহণের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই। ক্লাবসমূহ পরিচালনে কোনপ্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা করা হয় না।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়া ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উড়িয়া পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবিধ সূচী সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গোবর্দ্ধনাবধি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———:(*):———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে সাজান সমুদয় উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রমুখ শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যবর্গ লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৴০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্, পুরানা পল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ঠাকুর বিনোদ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীন) ৬৲
৩। কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সজ্জনতোষণী (অধীন) ৪.
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে পরতত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। ধামের কথা ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷০
২২। শুদ্ধ বচন ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপদর্শন বাঁধা। ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (রসিক-রঞ্জন বাঁধা) ১.
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা ৷০
২৭। দুঃসঙ্গসঙ্গ অপরাধ ও মায়াবাদ ১৲
২৮। প্রেমপ্রদীপ (সাপ্তাহিক) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৷১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রপাদ ভজন ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। মায়াবাদশতদূষণী ৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ্
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহিক) ৷০
৫৩। গৌরহরেবাচ্যা ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্ব জ্ঞানী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। আচার্য্য ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (আখ্যাবিবৃত) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাধুসঙ্গাবলী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবৃতিঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। শরণাগতিরহস্যম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ লিভিং ধর্ম্ম ইন এ দেশ ৷০
৭০। নামতত্ত্ব
৭১। গৌরাঙ্গ—ইউঁস লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস্ ৷০
৭২। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৴০
৭৩। সারসংগ্রহ ভক্তিতত্ত্ব ও বেদান্ত
৭৪। সেবা-সূত্র ৷০
৭৫। কোয়াইট গৌড়ীয়মঠ ইন ইন্ডিয়া ৴০
৭৬। ঐ ভারত ৷০
৭৭। সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপত্র ও ভাগবতধর্ম্মের শিক্ষার
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব দান ৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীজগন্নাথচরিতামৃত ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৮ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ ২৯শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ ১২ই এপ্রেল ইং ১৯৩৯, বুধবার } ৬৭শ সংখ্যা

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিন কতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈন-শ্মশানে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মধুসূদন কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

মঠে গৃহভ্রম

——::(০)::——

গর্ভধারিণী জননী ও ধাত্রীর আচরণ, ক্রিয়াকলাপ, হাবভাব এক প্রকার হইলেও, উভয় বস্তু এক নহে। জননীর পুত্রস্নেহ ধাত্রীতে জন্মে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীযশোমতী ও পূতনার ব্যবহার দৃশ্যতঃ এক প্রকার হইলেও বস্তুতঃ এক নহে, বরং বিপরীত। যাঁহারা বাহিরের আচরণ বা ক্রিয়াদি দ্বারা জননী ও ধাত্রী বা যশোদা ও পূতনাকে সমজ্ঞান করেন, তাঁহারা বস্তুর যথার্থ পরিচয় হইতে দূরে থাকেন, ফলে প্রথমতঃ আত্মবঞ্চনা, দ্বিতীয়তঃ পরবঞ্চনা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জড়চক্ষুর প্রদত্ত সংবাদে নির্ভর করিয়া ভোগবাসনাময় জড়মন সর্ব্বদাই উপরিউক্ত ভ্রম করিয়া থাকে, যশোদার স্থানে পূতনার হাতে পড়িয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হন।

পরমার্থরাজ্যেও এই জাতীয় ভ্রম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাহিরের দৃষ্টিতে পরমার্থ ও জড়ীয় অর্থ বা ভোগ্যবস্তু—ভগবানের সেবা ও স্বীয় ইন্দ্রিয়-তোষণ অনেকেই একরূপ দর্শন করেন। অনেকে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া পুত্রকন্যাদি লইয়া অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক দিনপাত করেন, সঙ্গে সঙ্গে শব্দ, রূপ, রস, গন্ধাদির ভোগে প্রমত্ত থাকেন। ইঁহারা সংবাদ রাখেন না যে, এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহ ভবসাগর তরণের সুপটু নৌকা। কিন্তু যাঁহারা এই নশ্বর দেহের এই বিশেষত্ব অবগত হইয়া ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা ভবজলধি উত্তোরণ-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যদি ঐ জাতীয় ভোগপরায়ণ মানবগণ স্বীয় স্বীয় ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবপূর্ণ মনের দ্বারা মাপিতে যান, তবে জননীর স্থানে ধাত্রী বা যশোমতী স্থানে পূতনা দেখিয়া ফেলিবেন।

মঠ বলিয়া যে বস্তুটি বাহিরের দৃষ্টিতে গৃহস্থালীর ন্যায় প্রতীত হয়, বস্তুতঃ উহা গৃহস্থালী নহে। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে সর্ব্বস্ব বিষয়ভোগ হইতে তুলিয়া লইয়া বৈষ্ণবের আনুগত্যে আশ্রয় হইয়া অহর্নিশ শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় নিরত, তাঁহারাই মঠে বাস করেন। মঠবাসীর সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ভোগরহিত চেষ্টা এবং দীনচেতা গৃহীদিগের প্রতি দয়ার কার্য্য নানা আকারে প্রকাশিত হয়। মঠবাসিগণ সর্ব্বস্ব সরলভাবে শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়াছেন, আর গৃহী সর্ব্বস্ব অর্পণ করা দূরে থাকুক, কপর্দ্দকমাত্রও অনেক সময়ে শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োগ করিতে চাহে না। মঠবাসিগণ জীবে দয়ার কার্য্যে ব্রতী বলিয়া ঐ জাতীয় কৃপণ-স্বভাব গৃহীর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার সহিত যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারই কল্যাণবিধান করেন। গৃহীর অর্থ সংগ্রহ করিয়া মঠবাসিগণ স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। যেহেতু তাঁহাদের ইন্দ্রিয়প্রীতি নাই। হৃষীকেশ তাঁহাদের সমস্ত হৃষীক অপহরণ করিয়া নিজে সেই ধনের অধিকারী হইয়া রাজা সাজিয়াছেন। মঠবাসী হৃষীকেশকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া নিত্যকাল সংগৃহীত বস্তুদ্বারা সেবা করিতেছেন। এই সেবাকার্য্যে মঠবাসীর স্বতন্ত্রতা নাই। স্বয়ং নিত্যানন্দের আনুগত্যে অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবাই মঠের একমাত্র কৃত্য।

মঠবাসিগণ বদ্ধজীবের সুকৃতি জন্মাইয়া তাঁহাদের সাধুসঙ্গলাভের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। এই পথ নির্ম্মাণ ও পথপ্রদর্শন কার্য্যের জন্য মঠের বিবিধ অনুষ্ঠান। যাঁহারা মঠের নিত্য দয়ামূলক অনুষ্ঠানসমূহকে গৃহীর নিত্য নিষ্ঠুরতামূলক ও আত্মহননকারী অনুষ্ঠানের সহিত তুল্য বুদ্ধি করেন, তাঁহাদের দুর্ভাগ্য দর্শন করিয়া মঠবাসিগণ নিত্যকাল আক্ষেপোক্তি করিতেছেন। যাহারা দুষ্কৃতির বশবর্ত্তী হইয়া মঠকে গৃহ, মঠবাসীকে গৃহী, বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণবজ্ঞানে খাদ্যতরিতার কূপে পতিত হইতেছে, তাহাদের "গতি নাহি কোন কালে।"

মঠ বদ্ধজীবের—ভবরোগীর চিকিৎসালয়। এখানে ত্রিতাপউন্মূলনকারী ঔষধ-পথ্য প্রদানের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে। এখানে যে জীবে দয়া হয়, তদ্রূপ জীবে দয়া গৃহী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী কল্পনা দূরে থাকুক, ধারণাও করিতে পারে না। এখানে জীবহিংসার কোন ব্যবস্থাই নাই। জীবের সত্তারাহিত্য বা সত্তা রাখিয়া উহাকে জড়বৎ অবস্থা প্রদানের চেষ্টারূপ হিংসার অনুষ্ঠান করা হয় না। এখানে ভোক্তা আছেন, ভোগ্য আছেন, বোধ আছেন। এই তিনের নিত্য সম্বন্ধ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া এই মঠে নিত্য বিরাজ করে। সুতরাং মঠবিদ্বেষ বা মঠবাসীর প্রতি গৃহস্থালীর ভাব আরোপ জীব-হিংসারই পরাকাষ্ঠা। হিরণ্যকশিপু সর্ব্বদা 'হিরণ্য' (অর্থাদি) ও 'কশিপু' (উত্তম শয্যাদি ভোগবিলাসের দ্রব্য) প্রাপ্তি, সংগ্রহ ও ভোগের চেষ্টায় নিরত, সুতরাং তদ্বিপরীত বস্তু বিষ্ণু বা বিষ্ণুভক্ত দর্শনে অন্ধ। প্রহ্লাদ সর্ব্বদাই হিরণ্যকশিপুর বিপরীত দর্শনযুক্ত। তিনি 'হিরণ্য' ও 'কশিপু'তে কোন প্রকার আস্বাদ অনুভব করেন না। তাঁহার বিষ্ণু-বৈষ্ণবে আসক্ত। এইজন্য হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদে নিত্যকাল বিরুদ্ধভাব সমান্তরাল রেখার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। এই দুই রেখা কখনও মিলিত হয় না। 'তামাক'ও খাব, 'দুধ'ও খাব, দুই কার্য্য যুগপৎ চলিবে না।

একদিন হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে নিজের ভোগাবস্থ জানে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাঁহার মস্তক চুম্বন পূর্ব্বক তাঁহার গুরু-গৃহে অধ্যয়ন পাঠের হিসাবে 'সকল শিক্ষার' ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"বৎস প্রহ্লাদ! তুমি গুরুগৃহে এই কয় মাসে যাহা পড়িয়াছ, তাহা আমাকে বল।" উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ, নাম, রূপ, গুণ, টাকা, পয়সা, বাড়ী, [illegible] বলেন, বিশেষ কলা-কানন, [illegible], সমাস, কবিতা কিছুই না বলিয়া বলিলেন "হে অসুরশ্রেষ্ঠ! যাঁহারা সকল অসদ্ গ্রহ সঙ্গ করার ফলে নিরন্তর উদ্বিগ্ন চিত্তে দিন যাপন করিতেছেন, তাঁহারা অন্ধকূপরূপ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরিকে আশ্রয় করিলে তাঁহাদের নিত্যকল্যাণ, নিত্য শান্তি লাভ হইবে। অন্ধকূপস্থানে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শুধু পাহাড় ও বৃক্ষতলে বাস করার উদ্দেশ্যে বনে গমন করিলে কোন প্রয়োজন হইবে না। জীবের হরিভজনই কৃত্য, হরিপাদাশ্রয়ই উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য-হীন হইয়া শুধু সুখ লাভ বা মুক্তি লাভের আশায় গিরি-গহ্বরে নির্জ্জন [illegible] প্রবেশ করিলে কি হইবে? গৃহ ও বনের প্রভেদ কি? বনে গমন করিয়া বিষয়ানুসন্ধান করিলে তাহা কি বনবাস, না গৃহবাস? গৃহে আসক্তি, ভোগবুদ্ধিই [illegible] অন্ধকূপ। যে গৃহী গৃহে আসক্ত নহে [illegible] বনবাসী বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী। [illegible] হরিভজন, তিনিই গৃহে থাকিয়াও গৃহবাসী বা গৃহস্থ নহেন, তিনি মঠবাসীর মধ্যে মঠবাসী তাঁহার [illegible]। ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় মঠবাসী বলেন,—

"গৃহে বা বনেতে থাকে,
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।"

কৃপাকরুণাহিত মহা [illegible] জীবের প্রতি যখন মঠবাসী দয়া প্রকাশ করেন, তখনই সেই পতিত অজ্ঞ জীব মঠ ও মঠবাসীকে বুঝিতে ও জানিতে পারে। গৃহান্ধকূপে থাকিয়া কূপমণ্ডুকের ন্যায় নিজ-কলেবর [illegible] দ্বারা বিশাল-বিস্তীর্ণ জলধির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি বা পরিমাপ করিবার প্রয়াসের ন্যায় যাঁহারা মঠ বা মঠবাসীকে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ভ্রান্তির অবধি কোথায়? পতিত জীবের কবে যেন সুবুদ্ধির উদয় [illegible] করিয়া কাঁদি। বলিবে—

"বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া শোধহ আমারে
তোমার চরণ ধরি॥"

আমার মঠবাস হইল না কেন?

(শ্রীপাদ বৈদেশ গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

মঠবাসীর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি না করিয়া—আত্মবোধ নিত্যাঙ্গত না হইয়া লক্ষ লক্ষ জন্ম যদি মঠবাসী বলিয়া অভিমান করি, তাহা হইলে কি সত্যসত্যই মঠবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব? আমার স্বরূপের আত্মজ্ঞান অন্তর হইতে বিদূরিত হইল না, জড়দেহধারক ও স্ত্রীর অভিমান গেল না, দম্ভ, মান, অভিমান, হিংসা, দ্বেষ মৎসরতা, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, দর্প, গর্ব্ব অহঙ্কার, অসৎ-কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতে পরিমুক্ত হইতে যখন পারিলাম না, তখন কি করিয়া মঠবাসী হইব? পদে পদে আমি ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থের অভিমান—ভোগের অভিমান লইয়া ব্যস্ত। সুতরাং কি করিয়া আমার মঠে বাস হইল? গত বৎসর মঠবাস ছলনায় সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ শ্রীমুখ হইতে এই বীর্য্যবতী শ্রীভাগবতবাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছিল—'স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি' শুনিয়াছিলাম—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস', কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমি কৃষ্ণকার্য্য কিঙ্করে নিযুক্ত না থাকিয়া কৃষ্ণেতর বস্তুদাসীর দাস্যে, কনকের দাস্যে, কামিনীর দাস্যে দশবর্গ্য মায়ার দাস্যে প্রতিষ্ঠিত আছি। গোপীভর্ত্তার দাসানুদাস না হইয়া ভবানীভর্ত্তা সাজিয়া বসিয়াছি। পুরুষাভিমানে—স্ত্রী অভিমানে, কর্ত্তাভিমানে প্রমত্ত হইয়া [illegible] উপর প্রভুত্ব করিতে যাইতেছি। কৃষ্ণসেবক-অভিমান ব্যতীত জড়ীয় স্ত্রী বা পুরুষ-অভিমানে নিজেকে ভোক্তা জ্ঞান করিতেছি। প্রাকৃত স্ত্রীপুরুষ অভিমান থাকা কালে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য করা যায় না। এতদিন তাহা শুনিয়াও শুনি নাই। আমি শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অনুগত, শরণাগত, সমর্পিতাত্ম ও গুরুবৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট-পরভৃত বলিয়া মৌখিক কপটতা করিয়া অন্তরে অন্তরে কপটতাবশে স্বতন্ত্র গুরুবৈষ্ণব অভিমানে প্রমত্ত থাকায় আমার মঠবাস হইল না।

আমি মুখে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কথিত বাণীর [illegible], জগন্মঙ্গলকারী ও ভোগত্যাগনাশকারী পাণ্ডিত্যভাষার পরিচয় দিয়াও আমি আমার অন্তরের গুপ্ত আসুরিক বৃত্তির মুখোস্ লোকাস্তে প্রকাশ করিয়া মঠ হইতে চলিয়া যাইবার প্রয়াসী হইয়াছি। এমনই নির্লজ্জ আমি!

আমি এতদিন নিয়মিত হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে, শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবায় অহর্নিশ কাল যাপনে, গৌরবাণী প্রচার অভ্যাস-যাজনে, মঠসেবার বিবিধ আনুকূল্য সংগ্রহে, অনাহারে, অনিদ্রায় কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-প্রচার-মন্দিরে ও লেখনী সাহায্যে বাণীসেবার অহোরাত্র কাটাইয়াও মঠবাসী হইতে পারিলাম না, গুরুবৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি দূর করিতে পারিলাম না, শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, অপতিত-চরিত্র ও সচ্চিদানন্দময় অভিন্ন নিত্যানন্দপাদপদ্ম বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, এমনই আমার দুর্ভাগ্য! তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়জন; স্বরূপবিস্মৃত, ভ্রমে বিচরণে অসমর্থ বদ্ধজীবের উদ্ধারকল্পে সাধুশ্রেষ্ঠ পতিত-পাবন আচার্য্যরূপে তাঁহার জগতে অবতরণ-লীলা। তাঁহার বাণী অভ্রান্ত ও খাঁটী, তিনিই এজগৎ বিশ্বে সর্ব্বজীবের অকৃত্রিম বন্ধু ও বৈকুণ্ঠপথের একমাত্র পথপ্রদর্শক, তিনিই অজ্ঞানতম বদ্ধজীবের অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধ-জ্ঞান-প্রদানকারী মহাগুরু ও অপ্রাকৃত নরোত্তমরূপে তাঁহার এই পাদপ্রদান ও প্রেমপ্রচারলীলা, আমি ইহা বুঝিয়াও বুঝিলাম না কেন? আমি ভক্তির স্বরূপ, ভক্তের স্বরূপ, মঠসেবাস্বরূপ জানিবার সৌভাগ্য পাইলাম কৈ? আমার মত পোড়াকপাল আর কাহার?

আমার গৃহবাস করিবার, গুরু হইয়া পাণ্ডলীলা করিবার—তাঁহাকে ত্যাগ করিবার, মঠান্তরপে মঠস্থাপন করিবার অসৎপ্রবৃত্তি-প্রায় আসিতেছে কেন, সরলভাবে মনকে এই প্রশ্ন করায় তিনি উত্তর দিলেন—

গুরুকৃষ্ণের সেবার সর্ব্বস্ব বলি যেওয়ার কথা থাকায় তোমার ভোগ-চরিতার্থ হইবে না, তোমার ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ ও কনককামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের বাধা হইবে, সেইজন্য তুমি ভাবের ঘরে চুরি ক'রে আপন ঘরে ফিরে চল। মঠে আর থাকার আবশ্যকতা নাই। গুরুবৈষ্ণব তোমার পরম শত্রু ও বৈরী। তাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ তোমার দ্বারা তাঁহাদের মঠস্বার্থসিদ্ধি করাইয়া লইবেন এবং তোমাকে ফেলিয়া দিবেন।"

তাই আমি আজ মনোধর্ম্মবশে—খেয়ালের বশে—মায়ার বশে সংসার-সাগরের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেছি। যে গৃহকে—যে সংসারকে নরকের দ্বার, যে আত্মীয়স্বজনকে স্বজনাখ্যদস্যু, যে পিতামাতা পরমার্থপথের পরম বৈরী, যে ভোগ্যবিষয় বিষমবিষরূপ, যে দেহমন প্রকৃতিকে ভজনপ্রতিকূল বলিয়া তাহাদিগকে সম্যক্‌ভাবে গর্হণ ও তাহাদের সমস্ত পদার্থকে কুপথার্থ বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলাম, সেগুলিকেই আজ সাদরে বরণ করিয়া সমাবর্ত্তন করিবার প্রয়াসী হইয়াছি। কি আমার দুর্ভাগ্য! এমনই অঘটনঘটন-পটীয়সী দৈবীমায়ার প্রাদুর্ভাব!

দৈবী মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া।

আমার এরূপ অধঃপতনের কারণ জিজ্ঞাসায় উৎসুক হইয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণব সমীপে উপস্থিত হইলে শুনিতে পাইলাম, আমার গোড়ায় গলদ আছে। শ্রীল আচার্য্য-পাদপদ্মের উচ্চারিত কলিমলবিধ্বংসী বীর্য্যবতী বাণী, শ্রীরূপের শিক্ষা আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই।

"ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী
হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"
"ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাঁহা
দোঁহার গতি।
স্থাবরদেহ, দেবদেহ বৈছে অবস্থিতি॥"
"কৃষ্ণ আমায় পালে রাখে জান সর্ব্বকাল।
আত্মনিবেদন-দৈন্যে ঘুচাও জঞ্জাল॥"

এই বাণী অনুসরণ ও ব্যক্তিগত জীবনে তাহা আচরণ করিতে পারি নাই। তাই আজ বঞ্চক আমি বঞ্চিত হইয়া চেতনসত্তা লোপ করিবার অভিপ্রায়ে নির্ব্বিশেষবাদী হইবার আশা করিয়াছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের অভিনয় করার পূর্ব্বে কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিয়া প্রহ্লাদ মহারাজ কথিত নববিধা ভক্তিযাজনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা লাভ হইতে পারে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু আমার দ্বিতীয়াভিনিবেশ থাকায় নিষ্কিঞ্চন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমি নিষ্কপট শরণাগত হইতে পারি নাই। অঙ্ক নির্দ্ধারিত হইলে এবং এক অঙ্ক লিখিয়া শূন্য বসাইলে যেমন বৃত্ত গঠিত হয় ও সেই শূন্যের মূল্য থাকে, উহাদের অভাব হইলে যেমন কোনটীর মূল্য থাকে না, সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ না করিয়া—সম্বন্ধজ্ঞান লাভ না করিয়া স্বতন্ত্রবৃত্তি বজায় রাখিয়া যতই না কেন ভক্তির অনুষ্ঠান যাজন করিয়াছি বলিয়া মনকলা খাই, তাহা হইলে তাহার মূল্য অর্দ্ধকপর্দ্দকও নয়।

দুগ্ধ খাইলে যেমন পুষ্টি-পুষ্টি হয়, চূণ গোলার জল খাইলে যেমন তাহার বিপরীত ফল হয়, তাহাতে উদরাময় রোগের সৃষ্টি হয়, পরে অকালমৃত্যু ঘটে, অসৎসঙ্গ ফলে আজ আমারও সেইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহে সংসার নহে ক্ষয়।

সাধুসঙ্গ হইলে positive এর দিকে আত্মার গতি হইবে। সেই গতির নাম —ভক্তি। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানই গোপ্তা, ত্রাতা, রক্ষাকর্ত্তা ও নিয়ন্তা—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসীর শরণাগতের বৃত্তিই ভক্তি বা সেবা। উহা সেবোন্মুখ চেতনের ধর্ম্মে নিত্য-প্রসবিনী। তাহাতে শৈথিল্য, জড়তা, কর্ম্মস্পৃহা, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা প্রভৃতি কোন ভাবই নাই। গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ হইলে শাস্ত্রকথিত যুগপৎ ভক্তি, পরেশানুভব ও কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিরক্তি লাভ হইত। সাধুসঙ্গের চরম ফল যে কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ আত্মার, তাহার ক্রম-নির্দ্দেশে উক্ত হইয়াছে,—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ
ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা
রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ
প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে
ভবেৎ ক্রমঃ॥

ভক্তিস্রোত পুনঃ প্রবাহের মূল মহাজন শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঐ কথাই কল্যাণ-কল্পতরু গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

শ্রদ্ধা হৈতে সাধুসঙ্গে ভজনের ক্রিয়াসঙ্গে
নিষ্ঠা রুচি আসক্তি উদয়।
আসক্তি হইতে ভাব, তাহে প্রেম প্রাদুর্ভাব,
এই ক্রমে প্রেম উপজয়॥

ইহার প্রথমে শ্রদ্ধা না উদিত হইলে জীব কোন প্রকারেই সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পারে না। সাধুসঙ্গে বাস করিয়াও জীব যদি মনে মনে অসাধুসঙ্গ করে, তাহা হইলে সহস্র প্রকার ভজনলিঙ্গ স্বীকার করিলেও কোন প্রকারে প্রেমলাভ করিতে পারে না। অসৎসঙ্গ স্ত্রীজাতীয় বস্তু বা ধনজাতীয় বস্তু। অসৎসঙ্গ দুই প্রকার—স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত। প্রাথমিক আত্মা যে শ্রদ্ধা, তাহার অভাব হইলে চরম অবস্থা লাভ তাহার পক্ষে কি করিয়া হইবে? সাধুর সঙ্গে একত্র বসবাস করিলেই সাধুসঙ্গ হয় না। যথা, মৎকুণ ও উকুন যেমন সকল ব্যক্তির অতি নিকট সংস্পর্শে থাকিয়াও পরম শত্রু বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ সাধুর অত্যাচিন্তাগ্রস্ত বদ্ধজীবও সাধুর সঙ্গে থাকিয়া যথার্থ সাধুর অন্তরঙ্গ বলিয়া পরিচয় দিয়াও মৎকুণ ও উকুনের Part play করিয়া থাকে।

আমি একদিন সাধুগুরুর অন্নে প্রতিপালিত হইলাম, সাধুর অজস্র বাঞ্ছিত পালন পোষণ চিত্তবৃত্তের দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইলাম, যিনি নিরাশ্রয় আমার দুঃখে ব্যথিত হইয়া আমার মঙ্গলের জন্য কত না কত ভাবেই কৃষ্ণের নিকট আবেদন জানাইলেন, সাধুর গৃহে আশ্রয় পাইয়া তাঁহারই কৃপাশীর্বাদে বর্দ্ধিত হইয়া সেই মহোপকারীর উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপে আমি নিমকহারাম হইয়া—অকৃতজ্ঞ হইয়া সাধুর আচরিত ধর্ম্মকে বিধ্বস্ত করিবার ও তাঁহার সম আসনে বসিবার দুর্দ্দমনীয় লোভ পোষণের জন্য তাঁহার দোষ দর্শন করিয়া সাধুর হইতে খারিজ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া আমার জঘন্য চিত্তবৃত্তির পরিচয় দিতেছি।

"শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"

এই শ্রদ্ধা-শব্দের মূল তাৎপর্য্য না জানিয়া—এতদিন কত লম্ফ-ঝম্প করিয়া আজ আমার পতন হইয়া গেল। গুরুবৈষ্ণবকে পিছনে রাখিয়াছি বলিয়াই মায়ার কবলে কবলিত হইলাম।

শ্রীগুরুমুখপদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি
যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা॥
সকল বুঝিয়া আসিয়াছি আমি
তোমার চরণে নাথ
আমি নিত্যদাস তুমি পালয়িতা
তুমি গোপ্তা জগন্নাথ॥
সংসারসাগর হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
তুমি ত' আমার আমি ত' তোমার
কি কাজ অপর ধনে।

এই বিচারগুলি শুনিয়াও, বহুবার আবৃত্তি করিয়াও হৃদয়েতে কপটতা থাকায় গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের অভাবে ঐ বাণীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ হইল না। প্রাণহীন হওয়ায় তোতাপাখীর ন্যায় ঐ বুলি আওড়ান'র মূল্য কিছুই রহিল না। ফাঁকা আওয়াজ বাতাসে মিলাইয়া গেল। তাই আজ দুর্দ্দশার সীমা নাই।

'আপন আপন স্থানে, পীরিতি সবাই টানে' বিচারের ন্যায় আমার মনের মাধব, আমার তোষামোদকারী, আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের সহায়ক গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী ব্যক্তির সঙ্গ করিয়া আমার আজ এরূপ দুরবস্থা লাভ হইল। মায়া যে কতভাবে আমাকে বঞ্চনা করিতেছে, তাহা বলার ভাষা নাই। ইংরাজীতে একটা কথা আছে—One sheep follows another. সেইরূপ আমি গোলামের সঙ্গ করিয়া গোলাম হইলাম, গৃহব্রতগণকে বহুমানন করিলাম এবং তাহাদের চিত্তবৃত্তির অনুকরণ করিয়া বসিলাম। কৃষ্ণ-গৃহের গৃহস্থ হইবার ও পরমপাবন গোস্বামিগণের সুদুর্ল্লভ সঙ্গ পাইবার আশা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইলাম। এমনই আমার মন্দমতি!

এমন দিন আমার কবে হইবে, যেদিন আমি মহাজনের অনুগমনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে পারিব যে, যদি জগতের সমস্ত লোক নিরঙ্কুশভাবে বাস্তবসত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তথাপি আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের কোটী-প্রদুর্শিত ছায়ায় দাঁড়াইয়া ঐরূপ বহির্ম্মুখ গুরুবিরোধীদের সমস্ত বিচার ও যুক্তি অসার ও ভ্রান্ত বলিয়া তীব্রভাবে খণ্ডন করিয়া দিব। আকাশ-পাতাল আলোড়ন হইলেও কদাপি আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচলিত হইব না। কবে আমি উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারিব যে, আমার গুরুপাদপদ্মের আদেশ পালন করিতে যদি আমাকে পশু হ'তে হয়, নরকে যেতে হয়, তাহা হইলেও অনন্তকালের তরে Contract করে আমি নরকে যেতে প্রস্তুত আছি। বৈষ্ণব সাধুর আজ্ঞা পালন ছাড়া আমি জগতের হিংসাপরায়ণ কোন ব্যক্তির খেয়ালের কথা শুন্‌বো না। অসতর্ক ধর্ম্মধ্বজিগণের অপ্রমত্ত মস্তিষ্ক-প্রসূত যত সমস্ত ভক্তিবিরোধিনী মতকে আমি আমার অভীষ্টদেবের কৃপাশীর্বাদে মুষ্ট্যাঘাতে নিষ্প্রভ করবো। হায়! হায়! কবে আমি এইরূপ চিন্তনে বলীয়ান্ হ'য়ে শ্রীগুরুনিত্যানন্দের সেবায় অনুপ্রাণিত হ'ব! জড়বিলাস পরিত্যাগ ক'রে কবে চিদ্বিলাসী শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত সেবাসৌন্দর্য্য দর্শনের সৌভাগ্য পাইব। কবে আমার সেই শুভক্ষণ আসিবে—যেদিন বলিতে পারিব—

সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মই অবঞ্চক, অনর্পিত-চরবরদাবিতরণকারী ও জগতে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানকারী জানিয়া কি করিয়া দৃঢ়ভাবে তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, সেজন্য তাঁহার শ্রীচরণে অহৈতুকী কৃপা ভিক্ষা করিতেছি। কি করিয়া আজ হইতে আমি ভজন-চতুর হইতে পারি, কি করিয়া কে আমার ভজন-পথের অকৃত্রিম বন্ধু ও কে আমার ভজনের অন্তরায় চিনিতে পারি, কৃষ্ণের সংসারে সংসারী—প্রকৃত মঠবাসী বলিয়া পরিচয় দিতে পারি ও অনিত্য অনাচারীর সংসার হইতে পৃথক্ থাকিতে পারি, সেজন্য নির্ব্বালীক হইয়া আজ মহাজন-বাণীর অনুকীর্ত্তনে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইতেছি। তিনি কৃপাপূর্ব্বক এ দীনহীন কাঙ্গালকে অভয়চরণে আশ্রয় প্রদান করুন। যেন শ্রীগুরুদেবের পদরেণুর আস্বাদনায় বঞ্চিত না হই, ইহাই এ অধমের সকাতর নিবেদন।

বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি।
বিনোদ-সেবক না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি॥

প্রচার-প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তি-সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় মঠসেবকের সহিত খুলনায় শ্রীপাদ অনন্ত বাসাধিকারী প্রভুর আগ্রহাতিশয্যে সেই অঞ্চলে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শিলচর নর্ম্মাল স্কুলহলে গত ২রা, ৩রা ও ৬ঠা এপ্রিল যথাক্রমে "শ্রীচৈতন্যদেবের দান", "সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়বাদ" এবং "বিশ্ব ও ব্রহ্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। স্থানীয় গণ্যমান্য সজ্জনগণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভুর বক্তৃতা-শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন।

— —

২রা এপ্রিল রবিবার প্রাতে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ রাধাচরণ গোস্বামী কক্ষিরায় প্রমুখ ভক্তগণের সহিত নগরসংকীর্ত্তনমুখে নীলকামারীতে গমন করেন। স্বামীজী ও স্থানীয় ভক্তগণের প্রচেষ্টায় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা উত্তমরূপে বিশেষভাবে বিঘোষিত হইতেছে।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন

ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোদয় ২রা এপ্রিল রবিবার 'সাধক-জীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রাচিন-পুস্তক-সংগ্রহ-শালা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহচতুষ্টয় সেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপকুঞ্জাবলীসমাধাস্থ

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটি (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোদ্রুমপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদায় (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াদ্বীপ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) সদাশিব-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বাঁধা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম।

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাথাং বিজং, দার্জ্জিলিং

(৩০) মারধরু-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চরিয়ার, জেঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মদনা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গন্ধীগঙ্গ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) প্রদ্যুম্ন মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) বলভদ্র-শ্যামকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ

বর্ষা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাধী.

পোঃ কোটোবা, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ধ্যানগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বাগাম বম্বে ২০৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাপার্থসারথিজীউর সেবা

(৫১) কাব্যারণ্য-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) রমণগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) গোলকুটী

(৫৬) ক্ষিপ্তি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কপিলেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

গাছরাজি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) কাজেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মনাদগৌড়ীয়-প্রবণ-মঠ

পোঃ বহরমপুর, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিদম্বিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জাজপুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জাজপুর, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ঢুঢুকা, পোঃ চকদহ, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ক্রাউনরোড

ফ্লাপহাম, লণ্ডন, এ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ফিল্ডেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাসন

সদরকালন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৩৲	৪০		
অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	১।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুল সহ)		৯৲
ষান্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২॥০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন দর

প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতমবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্ট প্রচারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদ্য-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতি সহ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, [illegible]-শ্লোক ও পত্রাঙ্ক-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বাংলা, পোঃ [illegible], ঢাকা।

প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible]—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পবিত্র [illegible]। [illegible] ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনাদির প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু [illegible] ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] সম্বন্ধে [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় [illegible] 'গৌড়ীয়'তে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে [illegible] হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চসপ্ততিতম 'বর্ষ'-[illegible]-বাসরে [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] উত্তর [illegible] ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠসাধারণের [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাঞ্জাব আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ডক্টর মহাশয় সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং এ মহোদয়ের শ্রৌতপন্থা এবং গবেষণার অমৃত ফল আস্বাদন করিবা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে হয় হইন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাসঙ্গ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা; প্রথম খণ্ড তৎপর অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দ ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২৲ বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, আমাদের মান্দ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাসাহিত্যক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

-:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়াভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৯	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৫-২৬	৭-১৮		১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৫৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ				১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩০	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

লাল বোয়ালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর—৩০শে চৈত্র, ১৩৪৫ ১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৯ বৃহস্পতিবার | ৬৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::○::—

মুর্শিদাবাদ জেলায় কৃষকদের দুরবস্থা

গত বৎসর মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রবল বন্যার ফলে কান্দীর ও বাগড়ী অঞ্চলে এবং ভাগীরথী নদীর উভয় পার্শ্বে ভিন্ন স্থানে [illegible] ফসল না হওয়ায় কৃষকগণ চরম দুরবস্থায় উপনীত হইয়াছে। রবিশস্য যাহা বপন করিয়াছিল তাহা মোটেই আশাপ্রদ নহে। অর্থাভাবে অনেকে পাটের ও ধানের বীজ ক্রয় করিতে না পারিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিতে পারে নাই। কেহ বা জেলা বোর্ড পরিচালিত টেষ্ট রিলিফ কার্য্যে কাজ করিয়া কোন প্রকারে দিনাতিপাত করিতেছে। কেহ কেহ স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্নান্বেষণে বিদেশে চলিয়া গিয়াছে। অভাবের তাড়নায় তাহারা তৈজস-পত্রাদি সমস্ত বিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

———

আলবানিয়ায় ইতালীর অধিকার কায়েম করার ব্যবস্থা

পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট সিয়ানো টিরানা হইতে বিমানযোগে রোমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া প্যালাজো চিগিতে গিয়া সিনর মুসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। টিরানা হইতে প্রকাশিত একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, ইতালীয়ান সৈন্যেরা দক্ষিণ আলবেনিয়ার আর্গিরো কাষ্ট্রো নামক স্থান দখল করিয়াছে। অপর একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, "কতিপয় আলবেনিয়ান রাজপুরুষ ও প্রধান ব্যক্তিদিগকে" লইয়া গঠিত আলবেনীয় শাসন-সংস্থা কমিটি সাময়িকভাবে আলবেনিয়ার শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ইস্তাম্বুলের সংবাদে প্রকাশ যে, জার্ম্মানীর প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েবলস বুধবার ইস্তাম্বুলে পৌঁছিবেন এবং বিমানযোগে জার্ম্মানী যাত্রার পূর্ব্বে তিনি আঙ্কারায়ও যাইতে পারেন এরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বৃহত্তর জার্ম্মানীর অধিবাসী

হের হিটলার এক বিরাট 'গাইডবুক' প্রণয়নে আদেশ দিয়াছেন; এই গ্রন্থে বৃহত্তর জার্ম্মানীর প্রত্যেকটি নর-নারী ও শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবরণ তো থাকিবেই, উপরন্তু সমস্ত দোকান, কারখানা, হোটেল-কফি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় থাকিবে।

উহার প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে আগামী ১৭ই মে সমগ্র দেশব্যাপী সেন্সাস লওয়া হইবে। প্রত্যেক লোকের পরিবার ও কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা জানিতে চাওয়া হইবে তাহা বলিতে হইবে। সাড়ে সাত লক্ষ বেতন হীন এজেন্ট 'কম্পটোমিটার' বাছাই করিয়া ভাগ করিবে এবং সূচক তৈয়ারী করিবে।

এই সেন্সাস হইতেই প্রথমে বোঝা যাইবে, কাহারা খাঁটি ইহুদী, আধা ইহুদী, চারভাগ ইহুদী, আটভাগ ইহুদী ও ষোলভাগ ইহুদী আছে।

কৃষকগণকে দেখাইতে হইবে, কত মজুর তাহারা খাটায়, কত জমি আবাদ করে এবং কত গরু, ঘোড়া ও অন্য পশু তাহাদের আছে।

———

১৯জনের যাবজ্জীবন দীপান্তর

৬ই এপ্রিল মেদকের অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালতে নিজামাবাদ জেলার গোদা মারদন গ্রামের মালী প্যাটেল নরসিমহার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত মামলার বিচার শেষ হইয়া গিয়াছে। জজ দাঙ্গাহাঙ্গামা এবং হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে অভিযুক্ত ১৯ জন আসামীকেই দণ্ডিত করিয়াছেন।

আদালতে প্রকাশ, জমি-জায়গা ও গবাদি পশু লইয়া দুই পক্ষে বহুদিন যাবৎ বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছিল। এই দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষে ছিল আসামীগণ এবং অপর পক্ষে মৃত প্যাটেল। প্রকাশ, গত ৭ই আগষ্ট তারিখে আসামীগণ নরসিমহাকে পথিমধ্যে আক্রমণপূর্ব্বক এমন সাংঘাতিকভাবে লাঠি পেটা করে যে, তাহার ফলেই তাহার মৃত্যু ঘটে।

দায়রা জজ আসামীদের সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

———

জাপানের সহিত বাণিজ্য চুক্তি

শোনা যাইতেছে যে, ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ্চ জাপানের সহিত ভারতের বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর উক্ত চুক্তি বহাল বা সংশোধন বা বাতিল করা হইবে, তৎসম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলির অভিমত জানিতে চাহিয়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

স্বামী, স্ত্রী ও পুত্র জীবন্ত দগ্ধ

গত ২৬শে মার্চ্চ মান্দালয় জেলার অন্তর্গত ভবেহতো গ্রামে উচাইত নামক এক জমিদারের গৃহে কতকগুলি দুর্বৃত্ত প্রবেশ করিয়া উচাইত, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকে ঘরের খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া তাঁহার যাহা কিছু নগদ অর্থ তাঁহাদিগকে দিতে বলে। উচাইত-এর স্ত্রী তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার তাহাদিগের হস্তে দিয়া স্বামীর ও পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করেন। কিন্তু দুর্বৃত্তগণ তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া নগদ অলঙ্কারাদিসহ প্রস্থান করে। উচাইত তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রসহ জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছেন।

———

কাশীতে আবার অশান্তি

৯ই এপ্রিল অপরাহ্নে দুই ব্যক্তি ছোরার আঘাতে আহত হওয়ায় হিন্দুগণের উপর ২৪ ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য-শান্তি আইন জারী করা হইয়াছে। আগামী ১২ই এপ্রিল পর্য্যন্ত হিন্দুদের উপর এই সান্ধ্য-শান্তি আইন বলবৎ থাকিবে। মুসলমানগণ এই সান্ধ্যবিধি আইনের আমলে আসিবে না তবে মুসলমানদের উপর রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে সকাল ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত সান্ধ্যবিধি আইন প্রবর্ত্তিত আছে। ৫০ জন লোক সহঃ [illegible] বাহির করার অনুমতি পুলিশ মুসলমানদিগকে দেয়। কিন্তু মুসলমানগণ উক্ত [illegible] শান্তি বজায় [illegible] না। কেবলমাত্র হিন্দুদের উপরই সান্ধ্য-শান্তি আইন জারী করায় হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। সাধক ও ছাত্রগণকে এই সান্ধ্যবিধি আইন হইতে রেহাই দেওয়া হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৸০ টাকা মাত্র

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহু চিত্র শোভিত এই গ্রন্থ সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এ গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গোষ্ঠীপতি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যমূর্ত্তিবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আলেখ্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবার্ষিকী-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———:্:o:্:———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর [illegible] এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

[illegible]ক্তি-গ্রন্থমালা

বাগবাজারে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ	
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —	১৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অভিন্ন)	৯৲
৩।	অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬
৪।	সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা)	
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—	
	৪র্থ খণ্ড ৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	৷
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	৷
১১।	শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা)	
১২।	শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	
১৪।	[illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ)	
১৫।	বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible]	
১৬।	[illegible]	৷৹
১৭।	[illegible]	৷
১৮।	[illegible]	৷৹
১৯।	[illegible]	৷৹
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	৷৶০
২১।	গৌড়ীয়[illegible]	৷৶
২২।	[illegible]	
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)	
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)	
২৫।	[illegible] অধীনা)	১৲
২৬।	গীতার [illegible]	
২৭।	[illegible]	১৲
২৮।	[illegible] (সানুবাদ)	৷০
২৯।	[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	শ্রীল [illegible]	৶০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৶০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	৷০
৩৩।	নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা	৷০
৩৪।	[illegible] (নবদ্বীপ পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	[illegible]	
৩৬।	[illegible]	
৩৭।		
৩৮।	[illegible]	
৩৯।	[illegible]	
৪০।	[illegible]	/০
৪১।	গীতাবলী	
৪২।	শ্রীকৃষ্ণ[illegible]	
৪৩।	[illegible]	
৪৪।	[illegible]	/
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	[illegible]	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	
৪৮।	[illegible] (প্রথম সংস্করণ)	/১
৪৯।	[illegible]	
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)	
৫১।	[illegible]	
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	
৫৪।	পুরুষার্থ নির্ণয়	
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	
৫৬।	[illegible]	
৫৭।	[illegible]	
৫৮।	[illegible]	
৫৯।	[illegible]	
৬০।	[illegible]	

[illegible] প্রকাশিত

৬১।	[illegible]	
৬২।	[illegible]	
৬৩।	[illegible]	
৬৪।	[illegible]	
৬৫।	[illegible]	
৬৬।	গৌড়ীয় [illegible]	
৬৭।	[illegible]	

[illegible] প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	৷
৬৯।	[illegible]	৷
৭০।	[illegible]	
৭১।	বেদান্ত—[illegible]	৷
৭২।	[illegible]	৷৶
৭৩।	[illegible]	
৭৪।	[illegible]	
৭৫।	[illegible]	
৭৬।	[illegible]	
৭৭।	[illegible]	
৭৮।	[illegible]	
৭৯।	[illegible]	

[illegible] প্রকাশিত

৮০।	[illegible]	৷
৮১।	[illegible]	৷
৮২।	[illegible]	
৮৩।	[illegible]	
৮৪।	[illegible]	

[illegible] প্রকাশিত

৮৫।	[illegible]	
৮৬।	[illegible]	

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

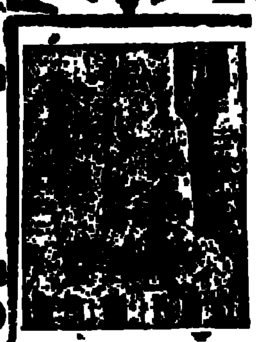

১৪শ বর্ষ { ১ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৩০শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৩ই এপ্রিল ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার } ৮৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। অপ্রকটলীলাপ্রকাশের মধ্যেও শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা-কীর্ত্তনে বিরাম নাই। যখন যিনি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনাভিলাষী হইয়া তাঁহার নিকটে যান, তাঁহার নিকটই স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া পরম মঙ্গলের কথা কীর্ত্তন করেন। গত ২৮শে চৈত্র মঙ্গলবার প্রাতে শ্রীপাদ শচীচরণ রায় ভক্তিবিজয় মহোদয়ের ও অপরাহ্নে শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারীর কতিপয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল আচার্য্যদেব বহুক্ষণ আত্মমঙ্গলের কথা কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত বহু শ্রোতা শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে সেই সমস্ত নিত্যমঙ্গলের কথা শুনিয়া বিশেষ লাভবান্ হইয়াছেন।

বোম্বেতে প্রচার

গত ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার দিবস ভিলা-পার্লানিবাসী পার্শী সজ্জন মিঃ জাহাঙ্গীর ভকীল এম্-এ (অক্সফোর্ড) মহোদয়ের সাদর আহ্বানে বোম্বে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ রাত্রি ৮ঘটিকার সময় তাঁহার "ভিলাপার্লা" বাসভবনে উপস্থিত হন। সজ্জনাগ্রণী, ধর্ম্মপ্রাণ মিঃ রামদাস পীমজী মহোদয় তাঁহার নিজের মোটরে করিয়া মঠসেবকগণকে তথায় লইয়া যান।

ব্রহ্মচারীবৃন্দ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, তৎপরে যথাক্রমে দশাবতারস্তোত্র, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রোতৃবৃন্দের বিশেষ আগ্রহে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য, প্রচার্য্য-বিষয় এবং প্রসঙ্গক্রমে "মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে বহু কথা গুজরাটী ভাষায় আলোচনা করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট, উচ্চশিক্ষিত গুজরাটী ও পার্শী ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ভকীল মহোদয়ের হাইস্কুলের অনেক ছাত্র ছাত্রীও সভায় উপস্থিত ছিল। কীর্ত্তন ও হরিকথা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। মিঃ ভকীল, মিঃ ত্রিবেদী বি-এ, মিঃ রামদাস পীমজী প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের ভগবদ্ভক্তির কথা শ্রবণে উৎসাহ সত্যসত্যই প্রশংসনীয়।

পুরীতে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দ জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের পূর্ণানুমত্যে ও নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমঠে প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

গত ১লা এপ্রিল শ্রীমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী জীবের স্বরূপ কি, জীবের বদ্ধাবস্থার কারণ এবং কি করিলে জীব মায়ার বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীভগবানের নিত্যসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন, এ বিষয়ে বিশদভাবে চিত্তাকর্ষিণী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সকলে পাঠ-কীর্ত্তন-শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রসিকলাল ব্রহ্মচারী প্রভু সুললিত কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ২রা এপ্রিল সন্ধ্যারাত্রিকের পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীমঠ-সেবক শ্রীপাদ গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায় হইতে 'জন্মাদ্যস্য' শ্লোকটী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাকালে ব্রহ্মচারীজী বলেন, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণভাবে শরণাপন্ন না হইলে জীব ভগবৎকথা-কীর্ত্তনে অধিকার পায় না। কীর্ত্তনকারী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বা আচার্য্যের কৃপা লাভ হইলে তাঁহার ঐ বাণীর দোহার করিবার যোগ্যতা লাভ হইতে পারে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধিই নিরয়গামী হইবার সুপ্রশস্ত পথ। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" এই ভগবদুক্তী আমাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ না হইলে কখনই ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারি না, আধ্যক্ষিকের মনগড়া বিচারে যদিও শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুকে সমভাবে সেবা ও বন্দনা করিতে কুণ্ঠাবোধ করে; কিন্তু শ্রৌতপন্থী আমরা আম্নায়-পারম্পর্য্যের নিতান্ত আনুগত্য স্বীকার করি বলিয়া ঐপ্রকার মায়িক বিচারকে কখনও বহুমানন করি না। জগদ্গুরু শ্রীল আচার্য্যদেব আশীর্ব্বাদ করুন যেন নিত্যকাল তাঁহার ভক্তানুকূল্য-সূত্রে নিজের সত্তাকে সংরক্ষণ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ও শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদবৃন্দের পাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত হইতে পারি।

তৎপর তিনি "জন্মাদ্যস্য" শ্লোকটী গুজরাটী ভাষায় উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর নিকট পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠ শ্রবণে সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন। পাঠের আদি ও অন্তে "গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া"—এই গীতিটী ও শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন করা হয়।

গত ৩রা এপ্রিল, সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সার্ব্বভৌম-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী বলেন,—অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবানকে তর্কদ্বারা কখনও জানা যায় না, পরমকরুণাময় শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে মায়িক বিচারোত্থিত বিবিধ বাক্যজাল দ্বারা প্রকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও স্বয়ং ভগবান্ তিনি সাক্ষাৎ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যের হৃদয়ের অচিন্ত্যশক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করিয়া স্বস্বরূপ কৃষ্ণ অতুল্য শক্তি প্রকাশ হইয়া তর্কজাল হইতে তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়া সাক্ষাৎ ভক্তবাক্যের সত্যতা সংরক্ষণ করিয়াছিলেন।

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিনকতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈবশাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

মধুসূদন আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫০

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

ভগবান্ যে অবস্থায় আমাদের রাখুন না কেন, তাহাই ভাল। আমি যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছি, সেইরূপই ত' ফল পাইব। কর্ম্ম করিবার সময় আমি কুকর্ম্ম করিয়াও খাঁটি থাকিব, আর ফল দিবার সময়ও উপযুক্ত ফল দিলে ঈশ্বরই দোষী হইবেন—ইহা কিরূপ বিচার? যতক্ষণ দেহাত্মাভিমান আছে, ততক্ষণই আমাদের বাধা বা অসুবিধা। ব্রজবাসীদের কি কোন বাধা আছে? তাঁহাদের কৃষ্ণের দিকে স্বচ্ছন্দ-সেবা-প্রগতিকে কি কেহ রোধ করিতে পারে? জীবস্বরূপটা ত' কাহারও স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভগ্নী প্রভৃতি নয়, কোন খণ্ড-দেশের অধিবাসীও নয়—সে কৃষ্ণেরই নিত্য সেবক—ব্রজবাসী।

দণ্ড দেওয়াই ত' আশীর্ব্বাদ। দণ্ড যখন দিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আমাকে আপন জন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—"আপনার জনে, দণ্ডিয়া এখন, শ্রীচরণে দেহ স্থান"। দণ্ড কাহাকে দিবেন? আপনার জনকেই ত' দণ্ড দিবেন। আর দণ্ড দিলেই, তিনি যে শ্রীচরণে স্থান দিতে ইচ্ছুক, তাহাও জানা যাইতেছে।

দেহের সৌন্দর্য্যবিধানটা কিছু নয়। এই জড়রূপের কোন বড়াই করা উচিত নয়। এ জড়রূপ ত' শ্রীকৃষ্ণ দেখেন না। বৈষ্ণবের অর্থাৎ যিনি স্বরূপে ভক্তসেবারূপ শোভাবিশিষ্ট, তাঁহার পদধূলি হইতে পারিলেই শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি বা আদরের বস্তু হওয়া যায়। এ জগতের অনিত্য অজ্ঞানময় রূপ লইয়া বড়াই করিয়া লাভ কি? জগতের রূপ থাকে না, যে রূপ যাহাকে মুগ্ধ করে, সেও থাকে না। কৃষ্ণনামের এমন একটা রূপ আছে, যাহা নষ্ট হয় না এবং সে রূপের অসমোর্দ্ধ উজ্জ্বল্য সমস্ত চেতনাচেতন রূপকে ঢাকিয়া দেয়। তিনি "ভূষণ-ভূষণাঙ্গ", তাঁহার অঙ্গই ভূষণের ভূষণ। লোকে অলঙ্কার পরে অঙ্গের শোভা বাড়াইবার জন্য; কিন্তু তাঁহার অঙ্গ সমস্ত অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূষণেরও সৌন্দর্য্য কোটিগুণ বৃদ্ধি করে। তাঁহার অঙ্গের যে ভূষণ, তাহা প্রাকৃত স্বর্ণ বা হীরকাদির অলঙ্কার নয়, অপ্রাকৃত অলঙ্কারসমূহও তাঁহার অঙ্গশোভা দ্বারা অলঙ্কৃত হয়। সে রূপ যাঁহার দর্শনীয় অর্থাৎ সেবনীয় হইয়াছে, তাঁহার পদধূলি হইতে পারিলে আমাদের স্বরূপে সেবা রূপ প্রকাশিত হইতে পারে। দম্ভই কুরূপ বা কুৎসিৎ রূপ। কৃষ্ণের রূপের কথা যিনি শুনিয়াছেন, তাঁহার নিকট কোন রূপের বড়াই টিকিতে পারে না। তিনি কেবল ব্রজবাসীর—গোপীদের পদধূলি, ধামের বা গোষ্ঠের ধূলি হইতে চান। ধামের ধূলি বাহ্যদর্শনে স্বরূপবিশিষ্ট নহেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নয়। প্রাকৃত জগতের শ্রেষ্ঠ রূপকে কোটি কোটি বার ধিক্কার দিতে পারে, এমন রূপ তাহাতে আছে। কৃষ্ণের রূপ সকলকে মোহিত—আকৃষ্ট করে। কিরূপে আকৃষ্ট করে, তাহা বলিয়াছেন,—

ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রী বিস্মাপিতচরাচরঃ॥

তাঁহার অতুলনীয় নাম রূপ গুণ-লীলাদি চেতনাচেতন জঙ্গম-স্থাবর, সকলের পরম বিস্ময়ের উদয় করায় এবং ত্রিজগৎ ও ত্রিজগদতীত ধামসমূহে স্থিত সকল পদার্থকেই আকর্ষণ করে তাঁহার বেণু, বংশী বা মুরলী, তাঁহার ধ্বনি অর্থাৎ তাঁহার বাণী। সেই বাণীই লইয়া যাইতে পারে সেই রূপের কাছে। সেই রূপই নামরূপে—বাণীরূপে জগতকে পরম করুণা করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বিরহ-উৎসবে আসিয়া কেবল এ বাড়ী ও বাড়ীতে [illegible] করিয়া আর খুব হৈ-চৈ করিয়া প্রসাদ পাইয়া গেলাম, তাহাতে বিরহের কি সেবা হইল? শোক দেখাইয়া কাঁদিলেই কিছু বিরহ হইবে না। প্রভুপাদের জন্য তাঁর বিরহ বোধ সর্ব্বক্ষণ হওয়া দরকার। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে যাইবার জন্য লোভ হওয়া দরকার। লোভ হইলেই বিরহ-বোধ হয়। শ্রীল প্রভুপাদ অপ্রকটপ্রকাশে কি ভাবে কৃষ্ণসেবা করেন, সমস্ত গুরুবর্গ অপ্রকট-প্রকাশে আছেন, তাঁহাদের সহিত তিনি কি ভাবে কোন্ লীলা করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য একটা তীব্র আর্ত্তি হওয়া দরকার। কাহাকেও না জানাইয়া গোপনে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অকৈতবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তীব্র আর্ত্তি জানাইতে পারিলে তাঁহার, গুরুবর্গের ও পঞ্চতত্ত্বের দর্শন হইবে, শ্রীধাম তাঁহার আবরণ মুক্ত করিবেন। তখন নিজকেও দেখা যাইবে। যে স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীমন্মহাপ্রভু থাকেন, সে স্থানের দর্শন হইবে। তখন আর কাদা-মাটি, জল বা বাদ-বিসম্বাদ দেখিব না; তখন ধাম আমাকে দেখিবেন, ধামের প্রত্যেক ধূলিকণাই আমাকে দেখিবেন; প্রসাদ আমাকে দেখিবেন, গ্রহণ করিবেন—আমি ধামের বস্তুকে অর্থাৎ বৈষ্ণবকে ভোগ করিব না।

অকৈতবে অতি গোপনে প্রচুর অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়া প্রভুপাদের নিকট হরিনামে রুচির জন্য আবেদন জানাইতে হইবে। হরিনামের মধ্যেই গুরুদেব আছেন। নামকারী নাম হইতে পৃথক্ নহেন; যে স্থানে নাম আছেন, সে স্থানেই নামকারী গুরুদেব আছেন। যেখানে সাক্ষাৎ দর্শন হয় না, সেখানেই বিরহ। আর নামরূপে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি না হওয়া অর্থাৎ জিহ্বায় নামের উদয় না হওয়াও বিরহ। কপট কৃত্রিম দুঃখ করিলে হইবে না। শ্রীনামের কৃপালোকের জন্য সত্য সত্যই অকৈতব আর্ত্তি হওয়া চাই।

প্রভুপাদের চরণে নিষ্কপট দুঃখ জানাইতে হইলে তাঁহার পাদপদ্মে ও তাঁহার আশ্রিত-গণের পাদপদ্মে শরণাগত হইতে হইবে। শরণাগত হইলেই তখন আর প্রভুপাদকে রক্তমাংসময় মনুষ্যরূপবিশিষ্ট দেখিব না। তখন প্রভুপাদ কি জিনিষ, তাহা দেখিতে ও বুঝিতে পারিব; তিনি কোথায় থাকেন, তাহাও দেখিব। শ্রীবাসঅঙ্গনে, সংকীর্ত্তন-রাসে, শ্রীচৈতন্যমঠে—সর্ব্বত্র 'প্রভুর কীর্ত্তন' দেখিব — প্রভুপাদের কীর্ত্তনে নৃত্যরত গৌরসুন্দরকে দেখিব। কীর্ত্তন ছাড়া প্রভুপাদকে দেখা যায় না, কীর্ত্তনই সব।

সেই ত' সুমেধা আর কলিহত জন।
সংকীর্ত্তনযজ্ঞে তারে করে আরাধন॥

যখন নাম বা প্রভুপাদ বা গৌরসুন্দর আমাদিগকে দেখিবেন, তখনই সংকীর্ত্তনরাস দেখিবার যোগ্যতা হইবে।

(কোন শিশুর দোলার উপর খাদ্যের টুকরা পড়ায় সে তাহা কাড়িয়া ফেলিয়া দেয়। তাহা দেখিয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন,—) খাদ্য বস্তুটি যদিও উহার প্রিয়, তথাপি উহার দোলার উপর সেটা থাকিবে, তাহা সে চায় না। কারণ খাদ্য বস্তুই প্রিয় হউক, দোলাটা পায়ের সহিত বাঁধা থাকায় সে উটাকে নিজের দেহের সহিত একাত্মবোধ করিতেছে। দেহটাকে এত প্রিয়জ্ঞান করিতেছে যে, সে তাহাতে অন্য কোন আগন্তুক জিনিষ (foreign element) থাকা পছন্দ করে না। খাদ্যবস্তু প্রিয় হইলেও দেহ সম্বন্ধে সে আগন্তুক (foreign)। যখন অতিপ্রিয় দেহটার প্রতি নজর পড়িতেছে, তখন foreign element তাৎকালিক প্রিয় হইলেও রাখিতে চায় না। আমাদের আত্মাই আমাদের প্রিয় বস্তু। যখন তাহার দিকে নজর পড়ে, তখন আর এখানকার প্রিয় দেহ প্রভৃতি foreign element বা আবরণের আদর থাকে না। শ্রুতি বলেন—"আত্মা বা প্রিয়মুপাসীত"। কৃষ্ণই আত্মার সম্বন্ধে প্রিয়তম বস্তু। তিনি সকলের প্রিয়—প্রভুপাদের, গুরুবর্গের প্রিয়। তাঁহার ভজনে ইচ্ছা হইলে জড় জগতের জড়ীয় দেহ-সম্বন্ধ, বহির্ম্মুখ আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধ আর ভাল লাগে না।

সকলের গুণ গ্রহণ করা উচিত। লোকের দোষ খুঁজিয়া বেড়ান ঠিক নয়, তাহা হইলে আমরা সারগ্রাহী হইতে পারিব না। প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ না করিলে অবশ্য কে কি রকম, তাহা জানা যায় না। এই রকম দেখিবার চক্ষুটি থাকা দরকার। ভগবদ্গুরু-প্রদত্ত শক্তিদ্বারাই দেখিতে বা জানিতে পারা যায়। বৈষ্ণবসেবা করিবার ইচ্ছা হইলেই নিজকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয়। নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করা দরকার। তাঁহার কথা বুঝিবার বা ধরিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে, তাঁহার ভূমিকার কথা জানিতে হইবে। তাঁহাকে আপন জানিয়া তাঁহার আনুগত্য করিতে হইবে।

তাঁহার বাণীর সন্নিকটে থাকা দরকার, নতুবা তাঁহার বাণী আমরা শুনিতে পাইব না। সাধুসঙ্গ করিবার জন্য যে-সকল দৈহিক বা মানসিক কষ্ট হয়, তাহা সানন্দে মাথা পাতিয়া লওয়া উচিত। কৃষ্ণের জন্য কষ্ট স্বীকার করায় ক্ষতি নাই বরং লাভ আছে; উহাই ভজন। সমস্ত কষ্ট স্বীকার করিয়াও সাধুসঙ্গ করা উচিত। তিনি তাঁহার ভূমিকায় দাঁড়াইয়া যে কথা বলেন, তাহা বুঝিবার জন্য শ্রদ্ধা, আগ্রহ ও শরণাগতি থাকা প্রয়োজন। তিনি যে

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

ভূমিকায় আছেন, আমাদেরও সেই ভূমিকায় থাকা দরকার এবং তাহা একমাত্র তাঁহার বাণী-শ্রবণদ্বারাই হইতে পারে। গুরু-বৈষ্ণবের সমষ্টি বা তাঁহাদের সহিত সম-আশয়বিশিষ্ট হইতে না পারিলে তাঁহাদের সঙ্গ হয় না। আবার অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠান দ্বারা কিছু হয় না। এই অন্তরে প্রবেশ করিবার শক্তি তাঁহার কৃপাসাপেক্ষ। তাঁহার বাণীগ্রহণে যদি আমরা প্রযত্ন করি, তাহা হইলে তাঁহারই কৃপার আলোকে আমরা তাঁহাদের অন্তরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিব।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনেক সেবা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীরূপ-সনাতন, শ্রীরঘুনাথ বা শ্রীহরিদাস—ইঁহারা কেহই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করা, দণ্ড, কমণ্ডলু বা বস্ত্রাদি বহন করা অথবা শ্রীঅঙ্গ-মর্দ্দন প্রভৃতি বাহ্যসেবা কিছুই করেন নাই। শ্রীরূপ-সনাতন দৈন্যভরে দূরে দূরে থাকিতেন। যদিও তাঁহারা কর্ণাট দেশীয় (যাজুষ) ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তথাপি বহির্দৃষ্টিতে ম্লেচ্ছসংসর্গে থাকায় নিজদিগকে পতিত, অস্পৃশ্য জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদের দৈন্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। দৈন্য দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন।" সে দৈন্যে বিরাট্ পাষাণময় হিমালয়ও গলিয়া দ্রব হইয়া যায়। শ্রীসনাতনের দেহে কণ্ডুরসা হইয়াছে বলিয়া অভিনয় করিতেছেন, মহাপ্রভু আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছেন, আর তিনি ভয়ে ভয়ে পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছেন। কারণ, তিনি মনে করিতেন, তিনি একে পতিত, তাহাতে আবার কণ্ডু হওয়ায় দেহটা অস্পৃশ্য হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহারা সর্ব্বদা দূরে দূরে থাকিতেন, মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবা কিছুই করেন নাই; তথাপি তাঁহারাই মহাপ্রভুর অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার মনোহভীষ্ট সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া জগতে স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর অন্তরের ভাব ষোল আনাই জানিতে পারিয়াছেন; কেন না, তাঁহারা ষোল আনাই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

বলভদ্র পাক করিয়াছেন, ভিক্ষা করিয়াছেন, কাঁথাকম্বল-বস্ত্রাদি বহন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ত' প্রেমে উন্মাদ, কোন বাহ্যজ্ঞান নাই, প্রেমভরে মূর্চ্ছিত হইয়া কোথায়ও পড়িয়া না যান,—এ বিষয়ে বলভদ্র সর্ব্বদা সতর্ক। নৃত্যাদি-শেষে পরিশ্রান্ত হইলে অঙ্গমর্দ্দনাদি সমস্ত কার্য্যই বলভদ্র একাই নিজের হাতে করিতেন।

কিন্তু করিয়া ফল কি হইল? মথুরায় গিয়া দশজনের অর্থাৎ গণমতের বাক্য বিশ্বাস করিয়া কৃষ্ণ দেখিতে যাইবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট অনুমতি চাহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে চাপড় মারিয়া নিবারণ করিলেন। এখানে বলভদ্র স্বয়ং কৃষ্ণের সেবা করিয়া তাঁহারই নিকট আবার অনুমতি চাহিতেছেন—কৃষ্ণ দেখিতে যাইবেন কি না। কৃষ্ণের সেবা করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারিলেন না, কালিয়দহে কৃষ্ণ দেখিতে চলিলেন! দশজনে বলিতেছে, তাহা কি মিথ্যা হইতে পারে?

বলভদ্র সরল বিপ্র ছিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বুঝাইলেন,—কলিকালে কৃষ্ণের অবতার হয় না। প্রকারান্তরে নিজের ও শ্রীনামের স্বরূপ ভগবত্তা জানাইলেন। কিন্তু সকলের ভাগ্যে ত' সেরূপ কৃপা হয় না।

যখন গুরুদেবের নিকট হইতে কিছু পাইবার ইচ্ছা হয় অর্থাৎ শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার ইচ্ছা হয়, তখন গুরুদেবও তাঁহাকে মৌখিক সম্মতি দিয়া আরও অধিক বঞ্চনা করেন।

অবৈষ্ণব মূর্খসাধারণ যাহাকে 'মিশন' বলে, ঐরূপ মিশনের সহিত প্রভুপাদের কোন সম্পর্ক নাই; আমাদেরও ঐরূপ মিশন-সেবার কোনই প্রয়োজন নাই—ঐরূপ মায়াকল্পিত মিশন জগতে না থাকিলেই জগতের মঙ্গল। মিশন বলিতে সজ্জনসঙ্গ বা নিত্য গুরুদেবের বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বুঝায়; তাহা ভাঙ্গা গড়ার বাহিরে। তাহা যেমন গড়া যায় না, সেইরূপ তাহার ধ্বংসও হয় না। বিষ্ণুর সৃষ্টি বা ধ্বংস নাই। তাঁহার বৈষ্ণবেরও সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না।

নিজের অভিজ্ঞতায় গুরুদেব বা গুরুদেবের মিশনকে জানা যায় না। ইহা আমাদের মনঃকল্পিত কথা নয়; ইহাই সাধু ও শাস্ত্রের বাণী। প্রভুপাদের মিশন বা body অর্থাৎ দেহকে—অঙ্গকে বাদ দিয়া অঙ্গীর সেবা বা মস্তকের সেবা কেবল আত্মবঞ্চনা মাত্র। আমরা বিদ্বেষমূলে কাহাকেও কিছু বলিতেছি না। যে স্থানে পরস্পর প্রতিযোগী দুইটি কোন পক্ষ বর্ত্তমান—সে স্থানেই বিদ্বেষ প্রভৃতি থাকিতে পারে। কিন্তু আমরা ত' জানি পক্ষ মাত্র একটি এবং সেটি কৃষ্ণের পক্ষ। কৃষ্ণের পক্ষ ও মায়ার পক্ষ, আলো ও অন্ধকারের দুই পক্ষ আমরা স্বীকার করি না। আমরা জানি পক্ষ কেবল আলোরই; কাজেই আমাদের প্রতিযোগিতা নাই। তবে যেখানে গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধ বা অন্ধকার, তাহা সরাইবার বা তাহার স্বরূপ জানাইবার চেষ্টাই আমাদের গুরু বৈষ্ণব-সেবা; তাহারই জন্য এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীবনকে উৎসর্গ করা কর্ত্তব্য। গৌড়ীয়কিঙ্করানুকিঙ্করগণের দুর্দ্দশা নাই। তবে যেমন অবতারী কৃষ্ণের মধ্যে রাম-নৃসিংহাদি আছেন, সেইরূপ আশ্রয় বিগ্রহের মধ্যেও হনুমান্, প্রহ্লাদ, অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলেই আছেন। আমরা আমাদের নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী শ্রীগুরুদেবের মধ্যে যে মহাবীরত্ব বা প্রোজ্জ্বলতা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অনুসরণ করিব। শ্রীল প্রভুপাদ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, বলদেব, বিশ্বনাথ, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির প্রতিকূল মতবাদ-নিরাস-কার্য্যে মহাবীরত্বই প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যক্তিগতভাবে প্রচার ও মিশনের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। যেখানে কোন শক্তিশালী অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ বা গৌর-নিজ-জন 'মিশন' স্থাপন করিয়াছেন, সে-স্থানে মিশনের অনুগত হইয়া প্রচারই গৌরমনোহভীষ্ট জানিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের দুই চারিজন যূথপতি হইলে প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে না। মস্তক দুই চারিটি হয় না। শ্রীল প্রভুপাদের একজন যূথপতিই আমরা স্বীকার করিব। যূথ যে স্থানে আছে, সে স্থানে যূথেশ্বর বা যূথেশ্বরী একজন। যূথ বা মিশন—অঙ্গ, যূথপতি—মস্তক।

নিজের চেষ্টায় কিছুই জানা যায় না। নিজের চেষ্টায় দেখিতে গেলে শ্রীল প্রভুপাদকে শুভ্রশ্মশ্রুযুক্ত সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট, বংশীদাস বাবাজী মহারাজকে অতিদীনহীন—এইরূপই দেখা যায়। বস্তুতঃ তাঁহারা সেরূপ নহেন। তাঁহাদিগকে দেখিতে হইলে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ কাণ দিয়া দেখা প্রয়োজন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম—নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করা দরকার। 'সঙ্গ' করা অর্থ—অন্তরে প্রবেশ করা। অনেকে পাক সমাপ্ত হইলে ভোজন করিয়াই চলিয়া যায়, কোন দিকে কিছুই খেয়াল করে না। অনেকে আবার রন্ধনের প্রকারটা শিখিবার জন্য ব্যগ্র হয়। সেইরূপ শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার ভজন-প্রণালীটি শিক্ষা করা দরকার।

শ্রীল প্রভুপাদ যে 'প্রাণপাত দিয়া বাগবিভাগ নীতির অনুসরণকারীদিগের দ্বারা মিশনে বহু সেবা, এমন কি বড় গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ সেবাও করাইয়া লইয়াছেন,—এ বাহাদুরী তাঁহারই। সার্কাস্‌ওয়ালা যে বাঘ-সিংহ লইয়া খেলা দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করে, সেখানে বাহাদুরী কি সার্কাস্‌ওয়ালার, না বাঘ-সিংহের? বাঘ-সিংহ লইয়া খেলা দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে গেলে তাহাদিগকে বদ্ধ করিয়া খাঁচায় স্থান দিতে হয়, প্রত্যহ মাংস দিতে হয়। বাঘ-সিংহের মত দেখিয়া কি সার্কাস্ ওয়ালার খাঁচার বন্ধন প্রতিবাদ করে? সার্কাসওয়ালার স্বার্থ ও তাহাদের স্বার্থ একই। তাহারা কেন প্রতিবাদ করিবে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঐরূপ বদ্ধ করিয়া মাংসের টুকরা দিয়া স্বার্থসাধন করাইয়া লইয়াছেন, তাহাতে বাধা দেওয়া ত' সেবা নহে। আর বাধা দেওয়া ত' আত্মমঙ্গলকর নহে; কারণ, মাংসের টুকরায় ত' আমাদের আত্মস্বরূপের প্রয়োজন নাই। শ্রীল প্রভুপাদ অর্থ প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে অপরের দ্বারা যে সকল সেবা সাধন করাইয়া লইয়াছেন, তাঁহার সেবক সম্প্রদায়েরও ত' তাহাতেই লাভ; কারণ, তাঁহাদের সকলের একই স্বার্থ। 'গৌড়ীয়ে' এইসকল কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের নিষ্কপট আশ্রিতাশ্রিতগণ কনক, কামিনী বা প্রতিষ্ঠাশার সর্ব্বদাই নির্ম্মম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা.
১।৪।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎপ্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,—

* * তোমার ৩০।৩ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতে হইবে না। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়।

আমি বৈষ্ণব নহি। সুতরাং আমার প্রতি অভিমর্ত্ত্যবুদ্ধি করিলে বৈষ্ণবাপরাধই

আমাকে দয়া করিয়া শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবায় অধিকার দিন মাত্র
প্রকৃত সুহৃদ্ ও প্রার্থী।

আমার দণ্ডবৎ প্রণাম গ্রহণ করিও।

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবার্ষভানবী, শ্রীগৌর-গোপাল আদি চতুর্ভুজ বিগ্রহ আছেন। মূল প্রাচীন মঠ ... আছে

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১১। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন শ্রীমঠ পরিচিত। শ্রীমঠে পাঠ, নদীয়া-প্রকাশচতুষ্টয়-সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)। এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ কাঁসপালি, (নদীয়া)

(২০) সত্যেন্দ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিধা পোঃ ধামরাই, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চাঁদবার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ. পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বরদা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গম্বীকান্দি, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যবর্দ্ধন মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) শ্রীব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড পার্ষদবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সত্যেন্দ্র বিহারী মঠ

বরশা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বরশা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরশা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—কোশী,

পোঃ কোকোবন, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১৫নং ওয়ার্ডেন রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডাল ...

(৫০) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাপার্থসারথি বিগ্রহের সেবা

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী তীরে (মান্দ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) শ্রীশচীক্ষি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বালেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রপন্নাশ্রমগৌড়ীয়-শ্রবণ-মঠ

পোঃ বড়দকুড়া, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পাণ্ডবেশ্বর (বর্দ্ধমান)

(৬৩) ঢেঙ্কানল গৌড়ীয়মঠ

কুমুরকুড়া, পোঃ ঢেকুয়া, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং শিউবস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, গ্লাউস্টার রোড

ক্যান্সিংটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible]

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসনাতন গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০		
" " ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪০		৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

[illegible] বোর্ডিং

[illegible] মায়াপুর [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] । বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনাদির প্রত্যেক মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর সকল [illegible] ছাত্রগণকে বিনা [illegible] আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, [illegible] ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কতিপয় ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ [illegible] হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ [illegible] সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত [illegible], শব্দ সূচী, গ্রন্থ-পত্র-শ্লোক ও পত্র-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible] শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ঢাকা, পোঃ [illegible], ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূনমালা

এই গ্রন্থে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] সজ্জনগণের পরিপ্রশ্নের উত্তরে ও সংশয় নিরাকরণকল্পে যে সকল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমদ্ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদের শ্রীমুখে শুনিয়া [illegible] লিখিয়াছিলেন এবং যাহা ক্রমশঃ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে সংগৃহীত শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। ইহার [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহোৎসবপূর্ত্তি-বাসরে [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অধিকাংশ সমস্যার উচিত সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকগণের এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাঠক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের প্রেমভক্তিপূর্ণ এবং গবেষণাপূর্ণ লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ইতিহাসের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, সচিত্র ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক মতের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দসূচী ও শব্দার্থসূচী (Index Glossary) সহ অদ্যাবধি প্রকাশিত। ভিক্ষা—২৫, পঁচিশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, [illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible], কটক ৪; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

———:::(•):::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় [illegible] "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ডিমাই ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:•:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। বাজারে ইহার কাটতিই অত্যন্ত অধিক। দ্বিতীয় প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible]বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ০৬	৭-২৫	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭ ১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৭ ৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-৪০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	১০-৪	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	..-২৬ ৭ ১৮		১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৭			১৭ ৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৯ ১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৯	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩০
(বদল) ছাঃ	১৭-৪১	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

ফোন- শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর—৩১শে চৈত্র, ১৩৮৫, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭৯ শুক্রবার | ৬৯শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::•::—

ইতালীর আসন্নবাসিন্না অভিযান

শ্রীসের উপকূলবর্তী কর্ফু দ্বীপে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্রিটিশ নৌবহর সন্নিবেশ করার যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, নৌ-সচিবের দপ্তর হইতে উহা সরাসরি অস্বীকৃত হইয়াছে।

১০ই এপ্রিল বেলা ১১ঘটিকার সময় কমন্স-সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। বহু বৎসর পর ছুটির দিনে এরূপভাবে মন্ত্রিসভার অধিবেশন আহূত হইল। গত গুড্‌ফ্রাইডের হইতে ইউরোপে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড হ্যালিফাক্সের বিস্তৃত বিবরণ এবং সরকারবিরোধী দল পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বানের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভার অধিবেশন আহূত হয়। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স (সম্প্রতি বিদেশে আছেন) এবং মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড (অবস্থ থাকায়) ব্যতীত মন্ত্রীদের সকলেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। সওয়া দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী মন্ত্রিসভার অধিবেশন হয়। মন্ত্রিবর্গ ডাউনিং ষ্ট্রীট ত্যাগ করিবার সময় সমবেত বিপুল জনতা জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করে। জনতা প্রাতঃকাল হইতে তথায় অপেক্ষা করিতেছিল। লর্ড হ্যালিফাক্স মিঃ চেম্বারলেন এবং লর্ড চ্যাটফিল্ডকে জনতা বিশেষভাবে অভিনন্দিত করে। বেলা চার ঘটিকার সময় পুনরায় মন্ত্রিসভার বৈঠক হইবে। সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ১৩ই এপ্রিল পার্লামেন্টের লর্ড ও কমন্স সভার অধিবেশন হইবে স্থির হইয়াছে।

মন্ত্রি-সভার অধিবেশন চলার সময়, গ্রীস ও রুমানিয়ার দুইজন পররাষ্ট্র দপ্তরে আসেন। রুমানিয়ার দূত অপরাহ্ণে পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় ইতালীয়ান দূতও পররাষ্ট্র দপ্তরে আসেন। এপ্রিল ১০ই অপরাহ্ণে বেলজিয়ম প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের মধ্যে ৪৫ মিনিটকাল বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়।

ইতালীয়ান সোলজারগণ গ্রীস সীমান্তের নিকটবর্তী কোরিৎসা নামক স্থান দখল করিয়াছে। ব্রিটিশ ও ফরাসী সভার অধিবেশনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যে আলোচনা হইবে, তার ফলাফল না জানা পর্যন্ত মিঃ মুসোলিনী সম্ভবতঃ নিজেরা বাধা স্থগিত রাখিবেন।

—————

তারকেশ্বর অঞ্চলে কলেরা

হুগলী জিলার হেলথ অফিসার মিঃ মুখার্জি জানাইতেছেন—

এতদ্বারা তারকেশ্বরগামী যাত্রিগণকে জানান যাইতেছে যে, তারকেশ্বর ও উহার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে কলেরা হইতেছে। এরূপ অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ব হইতে কলেরা প্রতিষেধক টীকা লইয়া তারকেশ্বর যাওয়া কর্তব্য। প্রত্যেক থানার স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের নিকট বিনামূল্যে টিকা দিবার ব্যবস্থা আছে।

দুর্নীতি দূরীকরণের চেষ্টা

বোম্বাই-সরকার ঐ প্রদেশের সরকারী কর্মচারিদের মধ্য হইতে দুর্নীতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রত্যেক জেলায় সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিদিগকে লইয়া কমিটি গঠিত হইবে, এই কমিটিতে জেলার কালেক্টর ও পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং দুইজন বিশিষ্ট জন-নেতা থাকিবেন। এই কমিটি দুর্নীতি দূরীকরণ কার্যে গবর্ণমেন্টকে সাহায্য করিবেন এবং কোথায়ও কেহ দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলে তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য গবর্ণমেন্টকে জানাইতে হইবে। এই আদেশ হাইকোর্ট সম্পর্কে খাটিবে না।

বোম্বাই সহরের জন্য পৃথক আদেশ জারী করা হইবে।

—————

শ্রীদুর্গাদাস আগরওয়ালা

শ্রীদুর্গাদাস আগরওয়ালা এম. এ. সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ফলিত মনোবিজ্ঞান বিভাগে বিশারদ করার নিযুক্ত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম এই সম্মান মাড়োয়ারীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম লাভ করিলেন। শ্রীযুক্ত আগরওয়ালা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ, পাশ করিয়া সায়েন্স কলেজ হইতে ফলিত মনোবিজ্ঞানে এম-এ উপাধি লাভ করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান সাইকো এ্যানালিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে অবৈতনিকরূপে psychoanalysis শিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন।

খেয়া নৌকা ডুবির জের

গত মঙ্গলবার একখানা খেয়া নৌকা ডুবি হইয়া একটি লোক জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

ঘটনার প্রকাশ, লাউকাঠী হাটের খেয়া নৌকায় ৩০।৩৫ জন যাত্রী নিয়া যখন পটুয়াখালী আসিতেছিল, তখন লঞ্চ চিপায় ষ্টীমারখানার ঢেউ খেয়া নৌকার উপর দিয়া হঠাৎ যাওয়ায় নৌকাখানা ডুবিয়া যায়। ৭ই এপ্রিল শুক্রবার, লোকটির মৃতদেহ নদীতে পাওয়া গিয়াছে।

—————

ব্রহ্মপুত্র নদের সংস্কার

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার প্রায় ২শত বর্গ মাইল স্থান প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদের ৩০ মাইল ব্যাপী গর্ভদেশ খনন ও পুনঃ সংস্কারের জন্য ৫০ হাজার অধিবাসী স্বাক্ষরিত এক আবেদন সম্প্রতি বাঙ্গালা সরকার সকাশে পেশ হইয়াছে। যে স্থান দিয়া ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত হইয়াছে সেইস্থানে ১২ লক্ষ লোক বসবাস করে, নদী গর্ভের অসংস্কার হেতু ঐ স্থানের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ ঐ স্থানের অধিবাসীবৃন্দ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অর্থ দান করিতে ও স্বেচ্ছায় পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত আছে।

—————

শীত কমে কেন ?-

বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন, সারা পৃথিবী ব্যাপিয়া শীতের প্রকোপ কমিতেছে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে এ শীত কমার কারণ ইংলণ্ড দেশেতে বহুদেশ জমাট জল গলিয়া সাগরে অন্তরাল রচনা করিতেছে। উহার ফলে শ্রীলঙ্কাদের অধিক আচ্ছাদনা শীত তাহাও তেজ কমিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। পত্রি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪১০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৲০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৲০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৲০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বর্ণানুক্রমিক, পত্রিকা সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরব-শিরোমণি অলৌকিক বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-বিরহপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:॥০॥:——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমূহ হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে (ভিক্ষা—৷৹ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

● শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র দাস এম-এ, বি-এল্‌,

পুরাণাপণ্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ১৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবীনা) ৯৲

৩। আদ্যখণ্ড শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবীনা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸

৪র্থ খণ্ড ৸৹

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণব ১৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয় সূচী ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹

১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ।০

১৮। প্রাকৃত আলেখ্য ।০

১৯। অর্চ্চবিগ্রহ ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹

২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৶৹

২২। শুদ্ধ রত্ন ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকা সহ অবীনা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মূল শ্লোক ০

২৭। মুক্তাফলক অপরোক্ষঃ সাধনাবলী ১৲

২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সাক্ষাৎ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹

৩০। জৈব-ধর্ম্ম-তত্ত্ব ৶৹

৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹

৩৫। গীতমালা ./০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০

৪০। নবদ্বীপ ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। স্বর্ণগড়

৪৭। আচারস্মৃতি ৹/

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। অর্চ্চনকল্প .১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ২৲

৫১। রসমঞ্জরী ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সাত্ত্বত) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸৹

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৫৫। অমৃতবাণী বা মহাজনসম্মতি ।০

৫৬। স্বরূপ ও ভক্তিপথ ৶৹

৫৭। উপনিষদ (অদ্বৈতবাদ) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶৹

৫৯। শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶৹

৬০। সাংখ্যবাণী -

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিচিন্তনঃ ।০

৬৩। ভক্তি-সিদ্ধান্তসূত্রম্‌ ।০

৬৪। ভক্তবন্দ্য ।০

৬৫। মায়াবাদ বিনাশনম্‌ ৶৹

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয় ৴০

৬৭। মায়াবাদখণ্ডন ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০

৭০। ব্রহ্মসূত্র ৴০

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী এণ্ড অন্টলজী ।।

৭২। কিংডম অফ প্যারাডাইস ৷৶৹

৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অফ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বেদান্তসূত্র

৭৫। শ্রীমঠ গৌড়ীয়মঠ এণ্ড ইট্‌স ৴০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইংরাজী বিশিষ্টাদ্বৈত এণ্ড আবিষ্কার বিজ্ঞান ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১০৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

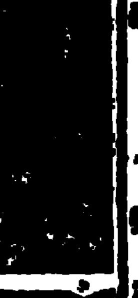

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ } ১০ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৩১শে চৈত্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৩ই এপ্রিল ইং ১৯৩৯, শুক্রবার } ৩১শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

রেঙ্গুণে

গত ২০শে মার্চ্চ রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী রেঙ্গুণ বুদ্ধিষ্ট মিসনের ভিক্ষু অরিন্দমের সহিত "আত্মা"র সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বাবৎ-আলোচনা করেন। হরিকথা শুনিয়া তিনি পরমানন্দিত হন।

গত ৩০শে মার্চ্চ রেঙ্গুণ ৩২ গলি নিবাসী এম, সি, সাহার গৃহিতে রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করেন। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বলিরাজার উপাখ্যান পাঠ হয়। শ্রীপাদ অনন্তরাম দাসাধিকারীজীর মূলগায়কত্বে কীর্ত্তন হয়। অবশেষে শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রজবাসী প্রভু মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের গৌড়ীয় মঠের প্রতি সহানুভূতি প্রশংসনীয়।

পাটনায়

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিয়মিতরূপে পাঠকীর্ত্তনমুখে হরিকথা আলোচিত হইতেছে। সহরের বিভিন্ন স্থানেও ভক্তগণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীযুত বাবু হরেন্দ্রনাথ পালিত মহোদয়ের সাদর আহ্বানে মঠবাসী সেবকবৃন্দ তাঁহার গৃহে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজদৃক্ দাসাধিকারী ভক্তিপ্রদীপ প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ' শ্লোকটী বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া সকলের আনন্দবিধান করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

নীলফামারীতে

গত ৩রা এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে নীলফামারীর সর্ব্বধর্ম্ম-সদনে আশ্রমে গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ "শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-দর্শন" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার আদিতে গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও 'গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব এবং অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। হরিকথা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন।

বক্তৃতায় যে সমস্ত সজ্জন উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরনাথ বিশ্বাস বি-এল, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ রায় বি-এল, শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ কুণ্ডু বি-এল, শ্রীযুক্ত সাতানাথ সাহুলী মোক্তার, শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ গুহ নিয়োগী, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী কবিরাজ প্রভৃতি।

পুরীতে

গত ৪ঠা এপ্রিল মঙ্গলবার পুরী শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের নাটমন্দিরে মঠসেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্দের প্রথম অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা,
৪।৪।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,—

• • তোমার ৩০ তারিখের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

তোমার প্রশ্ন খুব ভাল ও সময়োপযোগী হইয়াছে। সেবার জন্য সেবা করিলে কিরূপে বঞ্চিত হওয়া সম্ভব? অন্য উদ্দেশ্যে সেবার অভিনয় করিলে বৈষ্ণবের সেবা দ্বারা উদ্দেশ্য অনুযায়ী ফল পাওয়া যায়। উহাই প্রকৃত বঞ্চনা। উহা গ্রহণ করিতে নাই। সেবাই গ্রহণ করিতে হয়। ইহা নিষ্কপট ব্যক্তি-মাত্রেই সেবাদ্বারা বুঝিতে পারেন। নিষ্কপট অর্থে—যাঁহারা জ্ঞাতসারে শঠ নহেন। অর্থাৎ মুখে সেবা করেন বলেন, কিন্তু সেবা করিবার কিংবা সেবা কি, তাহা জানিবার উদ্দেশ্য নাই ইহাও তাঁহাদের জানা আছে। এরূপ অবস্থায় কিরূপে সেবালাভ সম্ভব? অনর্থযুক্ত অবস্থায় সেবার স্বরূপ জানিতে পারা যায় না। কিন্তু অনর্থযুক্ত অবস্থায় অনর্থ চাওয়াকে সেবা চাওয়া বলাও উচিত নহে এবং উহা সেবা নহে, ইহা সকলেই অনর্থযুক্ত অবস্থাতেও অনায়াসে বুঝিতে পারেন। দুর্ব্বলতা প্রকৃত বাধা নহে। কপটতাই একমাত্র বাধা। কপট জানিয়া শুনিয়া যাহা সেবা নহে, তাহাই চায় এবং মুখে বলে যে, সে সেবা চায়। সেবা কাহাকে বলে, অবশ্য তাহাও সে জানে না, জানিতে পারে না এবং জানিতে চায় না, অথচ বলে, সে সেবা চায় ও সেবা করে। এইরূপ ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। সেবা অনেকেরই ভাল লাগে না। কিন্তু ভাল না লাগিলেও কপট হইবার আবশ্যক নাই। এই সব কথা ভালরূপ চিন্তা করিয়া সকলেরই বর্ত্তমান অবস্থার বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক। যেন ইচ্ছাপূর্ব্বক সেবা ভিন্ন অন্য কিছু চাওয়ার প্রবৃত্তি প্রবল না হয়। শ্রীল প্রভুপাদের আনুগত্যই একমাত্র প্রার্থনার বস্তু হউক।

আমার দণ্ডবৎ-প্রণাম গ্রহণ করিবা। ইতি

দাসাধম –
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিনকতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈব শাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ মধুসূদন দাস গঙ্গোপাধ্যায় গৌরাব্দ ৪৫৩

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন

—::(০)::—

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর পরম উপদেশ যদি কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করিতে হইলে যেমন সাধুসঙ্গ গ্রহণ একান্ত আবশ্যক, তেমনি দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনও বিশেষ প্রয়োজন; তাহা না হইলে কখনও কৃষ্ণভক্তি লাভ করা যায় না। সমস্ত শাস্ত্র এবং মহাজনগণ একবাক্যে এই কথার সমর্থন করিয়াছেন।

নোঙ্গর না তুলিয়া সারারাত নৌকা চালাইলেও যেরূপ সেই নৌকা কিঞ্চিন্মাত্রও অগ্রসর হয় না, বরং পণ্ডশ্রমমাত্র হয়, তদ্রূপ দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন না করিয়া দশপ্রহর বা চৌষট্টি প্রহর চেঁচাইলেও, নাম মালায় অনবরত নাম-গ্রহণ বা অন্য সাধন অনুষ্ঠান করিলেও ভজন-পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হওয়া যায় না, বরং পিছুহটা হয়। এইজন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
(চৈঃ চঃ আঃ ৮ম পঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের প্রারম্ভে ভাগবতীয় শ্লোক উদ্ধার করিয়াও দুঃসঙ্গ বর্জ্জনের উপদেশ দিয়াছেন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত
বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥
(ভাঃ ১১।২৬।২৬)

এই শ্লোকটীতে তিনটী মূল্যবান্ কথা আছে আমরা দেখিতে পাই—(১) দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন, (২) সৎসঙ্গগ্রহণ ও (৩) সাধুর লক্ষণ। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যদি বিচারজ্ঞ হন, তবে সর্ব্বপ্রযত্নে দুঃসঙ্গবর্জ্জনপূর্ব্বক অনুক্ষণ সাধুসঙ্গ করিবেন; কারণ, সাধুগণের কৃত্য এই যে, তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ বিষয়াসক্ত জীবগণের বিষয়বাসনারূপ বন্ধনগুলিকে শাস্ত্রযুক্তিরূপ শাণিত অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া সম্বন্ধ জ্ঞানের উদয় করাইয়া দেন।

সাধারণ জীব মনে করেন,—ভোগে সুখ নাই, সুখ যদি থাকে, তবে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগে। ঐ বৃক্ষতলবাসী কৌপীনধারী মহাত্মা বেদান্তবাক্যে সদা মগ্ন থাকিতে থাকিতে বলিতেছেন—"অহং ব্রহ্মাস্মি এবং সোহহমস্মি" বা "শিবোহহং শিবোহহং", তিনিই সুখী; সুতরাং উঁহার পদাঙ্ক যদি যথাসাধ্য গ্রহণ করিয়া খুটাইতে পারি, তবেই সুখী হইতে পারিব। এই ভাবিয়া অজ্ঞানান্ধ জীব এক প্রকার অবিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে গিয়া অন্য প্রকার অবিদ্যার হস্তে পড়িয়া কখনই না জানিয়া ভোগ করিতেছেন। হায়! হায়! তাঁহারা জানেন না যে—

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে 'কৈতব', 'আত্মবঞ্চনা'।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
(চৈঃ চঃ ম ২৪।৯৮)

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কামনাই দুঃসঙ্গ। যোষিৎ সঙ্গ, সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ কালে সকল লাভ সম্ভব; কিন্তু মন্ত্রদাতা যে আত্মবঞ্চনারূপ কপটতা করিয়া প্রচ্ছন্ন ভোগের আবাহন করেন, তাহা আরও ভয়ানক নিন্দনীয়। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

নিবৃত্তি জগতে যবে সাধুসঙ্গ পায়
অনায়াসে লভে ভক্তি ভক্তের কৃপায়॥
মায়াবাদ দোষ যার হৃদয়ে পশিল।
কুতর্কে হৃদয় তার বজ্রসম ভেল॥
নিন্দ তার কৃষ্ণসেবা শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বজ্র হানে তাহার স্তবন॥

অতএব আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তির পক্ষে দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণ করা আবশ্যক। দুঃসঙ্গ-বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে সৎসঙ্গ গ্রহণ প্রয়োজনের কথা নহে। কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল বর্জ্জনই দুঃসঙ্গ বর্জ্জন, আর কৃষ্ণসেবার অনুকূল গ্রহণই সৎসঙ্গ গ্রহণ। নির্ব্বিশেষবাদিগণ—মায়াবাদিগণ ইহা বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয়গুলিকেও মায়িক বুঝিয়া ত্যাগ করিয়া থাকে। এইজন্যই তাহাদের ত্যাগকে ফল্গুত্যাগ বলে। তাহারা যে দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিতে গিয়া

"করি নীরে বাস, গেল না পিয়াস"

(শ্রীপাদ মুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী)

আমি অনাদিকাল কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া কভু স্বর্গে, কভু নরকে এবং কত কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া ভজনের অনুকূল সুদুর্ল্লভ নরতনু লাভ করিয়াছি। কতবার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি—কতবার জরা-শোক-মোহাদি ও ত্রিতাপে দগ্ধীভূত হইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। মাতা-পিতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন অনেকবার লাভ করিয়া তাঁহাদের প্রীতি অর্জ্জন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছি; তাহাতে আমার কত বাধা-বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু আমি তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করি নাই।

ক্ষণিক সুখের জন্য ইন্দ্রিয়গণের চির-গোলামের ন্যায় কত দুষ্ট-আদেশ পালন করিলাম, কিন্তু তাহাতে আকাঙ্ক্ষা ত' মিটিল না, বরং আরও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে চলিল। ষড়্‌বেগ ও ষড়্‌দোষ আমাকে সর্ব্বদা সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়াইতেছে; তাহাদের হস্ত হইতে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই দেখিয়া, অন্য কোন আশ্রয় না পাইয়া, শ্রীগুরুপাদপদ্মের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। আমার শ্রদ্ধা নাই, ভক্তি নাই বা কোন যোগ্যতাও

অপর দুঃসঙ্গের কবলে পতিত হয়। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ— বৈষ্ণবগণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার প্রতিকূল বিষয়কেই দুঃসঙ্গ জ্ঞানে ত্যাগ করেন এবং শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবার অনুকূল বিষয়কে সৎসঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। সর্ব্বেন্দ্রিয় ও সর্ব্ব বিষয়ের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীহরির ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বিধানই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য। যে কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি নির্ব্বিশেষ-বাদীর অস্পৃশ্য বিচারে ত্যাগের বস্তু, হরি-সেবকের অধোক্ষজ সেবার নিকট তাহাই ভগবৎসেবার উপকরণ। সুতরাং যাহা কল্পত্যাগীর নিকট দুঃসঙ্গ জ্ঞানে ত্যাজ্য বস্তু, তাহা আমার শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব সেবকের নিকট ভগবৎসম্বন্ধি পূজ্যবস্তু। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ বলেন,—

"আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়-সমূহ সকলি মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

নাই। আমি সর্ব্বপ্রকারে নিকৃষ্ট। কিন্তু শুনিয়াছি—শ্রীগুরুদেব পরমদয়াল অবতার, অধম পতিতজনের নিত্যবান্ধব। তাহাই আমার একমাত্র ভরসা।

শ্রীগুরুদেব আমাকে শ্রীচরণে স্থান দিয়া অযাচিত কৃপা বিতরণ করিতেছেন সত্য, কিন্তু আমি তাহা বরণ করিলাম কৈ? গুরু-গৃহ বা মঠ গুরুসেবকের নিকট নিত্য নিরাপদ ও পরমানন্দদায়ক স্থান। ধর্ম্মার্থকামী বা ভোগী-সম্প্রদায় ও মুক্তাভিমানী ত্যাগী-সম্প্রদায় যে অনিত্য সুখের জন্য বহুবর্ষ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করে, সে সুখ মঠাশ্রিত গুরুসেবকের সেবা করিতে সর্ব্বদা সম্মুখে প্রতীক্ষা করে। কিন্তু তিনি উহার প্রতি আসক্ত না হইয়া গুরুসেবানন্দে সর্ব্বদা মগ্ন থাকেন। আমার এমনি দুর্দ্দৈব যে, আমি সেই স্থানে বাস (?) করিয়াও চাতকের ন্যায় "জল দেও, জল দেও" করিতেছি, পিপাসা মিটিতেছে না।

বৈষ্ণবের নিকট অবস্থান (?) করিয়া প্রাকৃত বিচারে তাঁহাদের সঙ্গ করিতে গিয়া আত্মমঙ্গলের পরিবর্ত্তে প্রধান ও প্রথম অপরাধ সাধুনিন্দার ফলে কুম্ভীপাক নরকের পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছি। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা শ্রীহরির সেবায় নিযুক্ত আছেন; কিন্তু অনর্থযুক্ত আমি অপণ্ডিত, অমলচরিত বৈষ্ণব-ঠাকুরের নানাপ্রকার দোষ দর্শন করিয়া হরিভজন হইতে বহু দূরে অবস্থান করিতেছি। আমার এমনি নষ্টবুদ্ধি প্রভাব যে, তথাপিও নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করিতেছি। সুতরাং যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমি মঠে সাধুসঙ্গে বাস করিতেছি, তথাপি বস্তুতঃ আমি নরকেই আছি। প্রাকৃত-বিচারে এক স্থানে বাস করিলেও বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনে সর্ব্বদা কৃষ্ণসেবা করিতেছেন, আর আমি নরকে বিষ্ঠার মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছি।

আমি কি হরিভজন করিতে চাই? যদি চাইতাম, তবে নিশ্চয়ই বিপুল উৎসাহে গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতাম, যাহার সংসার প্রতিপালন করিবার জন্য অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হয়, তাহার অপরের দাসত্ব করিতেও কুণ্ঠাবোধ হয় না। সেইরূপ আমার যদি পরমার্থলাভের বিশেষ প্রয়োজন বোধ হইত, তবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার নিত্য দাসত্ব করিতে পরাঙ্মুখ হইতাম না। তাই গুরুদেবে রতি না হওয়ায় প্রকৃত সেবা লাভ করিতে পারিতেছি না।

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

মহাপ্রসাদকে অন্নব্যঞ্জনের খাদ্যদ্রব্য-বিশেষ, গোবিন্দকে প্রাকৃতজ্ঞান, নাম-ব্রহ্মকে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবকে জন্মমরণশীল জীব বিশেষ বলিয়া যখন দর্শন হইতেছে, তখন আমি যে একটা দুরন্ত পাষণ্ডী, ইহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু গুরুবৈষ্ণব আমা ভাবি-মঙ্গলের জন্য উৎসাহ প্রদান করিতেছেন দেখিয়া "যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই" এই শাস্ত্রবাক্য বিস্মৃত হইয়া নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিমান করিয়া নিজেই বঞ্চিত হইতেছি।

আমি ত' বৈষ্ণব,   এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি,   হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥

মঠকে (?) ভোগের একটা আড্ডাখানা মনে করিয়া, হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন বাদ দিয়া আমি আহার নিদ্রাতে খুব প্রবল হইয়াছি। গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য ছাড়িয়া নিজের খাম-খেয়ালীর কার্য্যকে সেবা বলিয়া জানিয়া লইয়াছি। তাই আমি সেবা বঞ্চিত।

আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে হরিভজন করিতে একস্থানে মিলিত হইয়াছি সত্য, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা বিস্মৃত হইয়া বাহিক প্রীতির ভাব দেখাইয়াও পরস্পর পরস্পরের প্রতি শত্রুতা করিয়া নূতন কাঁথা বিবাদময় সংসার পত্তন করিয়া লইয়াছি। মঠের যাবতীয় বস্তুকে সেবার উপকরণ না বুঝিয়া নিজের ভোগ্য বলিয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি। সুতরাং আমার মঠে বাস করা ত' বহু দূরের কথা, এখনও মঠ দর্শনই হয় নাই।

হরিভজন করিতে আসিয়া কপটতার জন্যই বঞ্চিত হইয়া গেলাম। হৃদয়ের যাবতীয় সন্দেহ বৈষ্ণব-চরণে জানানের পরিবর্ত্তে গোপন করিয়া রাখি—যাহাতে তাঁহারা আমাকে শাসন না করেন—অর্থাৎ আমি শাসিত হইতে চাই না। কিন্তু মূঢ় মন্দমতি আমি বুঝিলাম না যে ইহাতে নিজের শিরে নিজেই কুঠারাঘাত করিলাম। হায় কবে আমি—

দন্তে বস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম॥

আমার নিষ্কপট প্রার্থনা শ্রবণ করি দয়ার সাগর বৈষ্ণবঠাকুর পরমকরুণাময় হবে নিশ্চই আমায় জন্য কৃপা বাঞ্ছা করিবেন নিজ প্রিয়জনের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভগবান্ নিশ্চয়ই আমার প্রতি সদয় হইবেন। সুতরাং বুঝিলাম, বৈষ্ণবের কৃপা—গুরু-কৃপা বিনা কখনও কৃষ্ণ-কৃপা পাওয়া যায় না।

মহাজনগণ মাদৃশ বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য যে-সমস্ত প্রার্থনা-পংক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা নিষ্কপটে, আর্ত্তির সহিত একাগ্রচিত্তে অনুকীর্ত্তন করিতে পারিতেছি না; সুতরাং সেই প্রার্থনা গুরুবৈষ্ণবগণ শ্রবণ করিতেছেন না। তাই আমার মঙ্গলও হইতেছে না।

আমার মঙ্গল হইতেছে না—ইহার জন্য অন্য কেহ দায়ী নয়—সমস্ত দোষ আমারই। গুরুবৈষ্ণবগণ আমার নিত্যমঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে হরিকথামুখে ভজনের যত প্রকার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন, তাহা অন্য কোন যুগে কোন আচার্য্যও দেন নাই।

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেমরতনধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করমদোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস
তেকারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌরকীর্ত্তনরসে মগন না হৈনু॥

পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব—পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অযাচিত কৃপাপূর্ব্বক আমাকে সংসার-বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরি কীর্ত্তন-মুখরিত শ্রীমঠে আশ্রয় বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ দিয়াছেন সত্য, কিন্তু নিজদোষে যে সুযোগ গ্রহণ করিতেছি না! তাই বড় দুঃখেই বলিতেছি—

"নদী নীরে বাস,   গেল না পিয়াস
আপন করম দোষে॥"

কবে আমার দৃঢ়বিশ্বাস হইবে—পরম করুণাময় জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমার একমাত্র পালক, রক্ষক ও আশ্রয় এবং তাঁহার শ্রীচরণসেবা বিনা আমার আর গতি নাই।

"কবে হবে বল সেদিন আমার।
কবে নিত্যানন্দ   মোরে করি দয়া
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ-   চরণের ছায়া
নামের হাটেতে দিবেন অধিকার॥"

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও রায়বাহাদুর মদনগোপাল সার্দ্দানা

সার্দ্দানা সাহেব—নির্জ্জনস্থানে বসিয়া হরিনাম করা কি বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুমোদিত পথ নহে?

আচার্য্যদেব—যখন দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সাধু দেখিতে পাই না, তখন বহির্মুখ জনসঙ্গ অপেক্ষা নির্জ্জনে হরিনাম গ্রহণ করিবার বিধি দেখা যায়। বস্তুতঃ অকপট সাধুর সঙ্গই প্রকৃত নির্জ্জনতা।

সার্দ্দানা সাঃ—আমরা ত' প্রকৃত সাধু পাই না।

আচার্য্যদেব—আপনাকে প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধান করিতে হইবে। এ বিষয়ে অলস বা উদাসীন হইলে চলিবে না। প্রকৃত সাধুর সন্ধানের জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে। আপনার সন্ধানে ও ভগবানের প্রতি নিষ্কপট আর্ত্তি ও শ্রদ্ধা থাকিলে কৃষ্ণ কৃপায় প্রকৃত সাধুর দর্শন মিলিবেই।

সার্দ্দানা সাঃ—প্রকৃত সাধু পাইলেও আমাদের ন্যায় সংসারী লোকের সেরূপ সাধুসঙ্গ করিবার সময় কোথায়?

আচার্য্যদেব—আপনি নশ্বর পরিবারবর্গের পোষণের জন্য এতটা সময় ও শক্তি নিয়োগ করিতে পারেন, আর আপনার আত্মার ও আত্মসম্বন্ধী আত্মীয়গণের নিত্য-মঙ্গলার্থ সাধুসঙ্গের সময় নাই, এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলে তাহা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। সাধুসঙ্গের জন্যই সংসার বা দেহযাত্রা নির্ব্বাহের আবশ্যকতা আছে; নতুবা উহাদের কিছুরই আবশ্যকতা নাই। যে উদ্দেশ্যের জন্য সংসার, সেই মূল উদ্দেশ্যটী পরিত্যাগ করিয়া সংসার-প্রবৃত্তি যে পশু প্রবৃত্তি হইতেও হীন!

সার্দ্দানা সাঃ—ভাল হইলে যখন আমরা হরিনাম গ্রহণ করি, তখন কি একাকী থাকিব না?

আচার্য্যদেব কিছুতেই একাকী থাকি হইবে না। নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অকপট বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকিয়া হরিনাম করিতে হইবে; শ্রীহরিনামের কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে। যদি নিষ্কপট সাধুর অভাব হয় তবে শ্রীহরিনামের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে হইবে যে, যেন শুদ্ধ নামাচার্য্য অর্থাৎ শুদ্ধনামপরায়ণ প্রকৃত বৈষ্ণবের সঙ্গ লাভ হয়। শ্রীনাম প্রভুর নিকট সকাতরে প্রার্থনা জানাইলে তিনি প্রকৃত সাধু প্রদর্শন করিবেন এবং সাধুসঙ্গে থাকিয়া নাম গ্রহণ সেবা করিবার যোগ্যতা ও বল প্রদান করিবেন।

সার্দ্দানা সাঃ—যখন সাধুসঙ্গ পাই, তখন কি করিব?

আচার্য্যদেব—তখন সাধুর নিকট অকপটে আত্মসমর্পণ পরিপ্রশ্ন করিবেন এবং তিনি যাহা কীর্ত্তন করেন, তাহা সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা গ্রহণ (অর্থাৎ শ্রবণ) করিয়া তদনুরূপ জীবন যাপন করিবেন। ইহারই নাম 'সাধুসঙ্গ'।

সার্দ্দানা সাঃ—আমি যদি সাধুর সঙ্গে হরিকথায় একটা সময় দান করি, তবে নির্দ্দিষ্ট একান্ত হরিনাম করিবার সময় পাইব কিরূপে?

আচার্য্যদেব—হরিকথা ও হরিনাম একই বস্তু। যিনি হরিকথা কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, তিনি হরিনাম করেন না, এরূপ জড় ও পশুপ্রাকৃত বিচার করিবেন না। তবে নির্জ্জনভাবে যে হরিনাম গ্রহণ করা যায়, তাহা যদি হরিসেবায় বা হরিকার্য্যে নিযুক্ত থাকাকালে সম্পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে অন্যান্য লৌকিক কার্য্য—যেমন নিদ্রাদির সঙ্কোচ করিয়া হরিনাম করিতে পারেন।

সার্দ্দানা সাঃ—সেইরূপভাবে যে হরিনাম-গ্রহণ, তাহা ত' একাকীই করিতে হইবে; নতুবা কিরূপে নির্ব্বন্ধ রক্ষা হইবে?

আচার্য্যদেব—পূর্ব্বেই ত' বার বার বলিয়াছি—নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নামপরায়ণ সাধুর সান্নিধ্য না ঘটিলে অগত্যা একাকী দুঃসঙ্গ বা নামাপরাধ পরিত্যাগে যত্নবান্ হইয়া নৈরন্তর্য্যে শ্রীনাম করিবেন। সাধুর মুখে হরিকথা ও হরিনাম-মাহাত্ম্য শুনিতে শুনিতে, হরিনামের আদর করিতে করিতে শ্রীনাম গ্রহণ করিতে হইবে

(ক্রমশঃ

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পারমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :— ১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড ৮০; ৪র্থ খণ্ড —৮০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

সাধসঙ্গ সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে কথা। নবম্বীপ সাধুসঙ্গ সম্বন্ধে কথা

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থলের অদূরে শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌড়ীয়
মঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর গোপাল আচার্য্য
চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। উপাসিন এই
[illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী গঙ্গার চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে
প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন,
প্রত্যাহচতুষ্টয় সেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ
গুরুর সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র
ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র
প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং
টোল ছিল।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর
সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপ-শ্রীমায়াপুর

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও
শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত
শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাঁদন পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

নতুনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা ঝোড়া, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ দাঁতন, জেঃ মেদিনীপুর, বি, এন, আর

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] বাঁকীপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) মন্দার গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সনাতন মঠ

পোঃ মির্জাপুর, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১১নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible] বোম্বে ৭

(৫০) রাজপুত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রামনগর, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহের সেবা

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা

(৫২) বঙ্গগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) গোপালকুটী

(৫৬) শ্রীসচ্চিদ্-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], পাঞ্জাব

(৬০) [illegible] মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ৫
৩১, [illegible] রোড
[illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲			৬৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে হার

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] বিশেষ সংখ্যার [illegible] স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] । [illegible] ও স্বাস্থ্যকর। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাওয়া ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] বিদেশী বালকগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমৎ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible], শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয় [illegible] প্রতিষ্ঠ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ [illegible] ও [illegible] যে-সকল [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত [illegible] 'গৌড়ীয়'-এ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে [illegible] । বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] বিরহ [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। [illegible] এই গ্রন্থ [illegible] প্রয়োজন।

[illegible]ন প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—::০::—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অর্চ্চনাঞ্জলিরূপে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নবেন্দু" [illegible] হইতে [illegible] প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ [illegible] হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে [illegible] হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও শব্দ-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। [illegible] কাগজে [illegible] ও শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

[illegible]ন প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ [illegible] আনা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ডক্টর্ণাম্বা সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:৹:———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:৹:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থরত্ন এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ০৬	৭-২৭	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০ ১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-৫৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৭-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-৩১	১১-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৫৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)	
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০	১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাঙ্গলাই ইহার কাটতি দিন দিন অত্যধিক বাড়িতেছে। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১লা বৈশাখ, ১৩৭৬ ১৫ই এপ্রিল, ১৯৬৯, শনিবার [৪০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

মাল্টায় উপকূলরক্ষী বাহিনীকে প্রস্তুত থাকিতে আদেশ দান

আনগুইলায় যে-সব সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহাদের স্থলে কার্য্য করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর (সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা যে সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সাধারণ ভাষায় তাহাদিগকে সেই শ্রেণীর সৈন্য বলা হয়) রিজার্ভ সৈন্যকে সৈন্য-দলে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে বলিয়া জানা গেল। প্রকাশ, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ১৯১২ শ্রেণীর সৈন্য। যে-সব রিজার্ভ সৈন্যকে আহ্বান করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা দুইলক্ষ হইবে বলিয়া বে-সরকারীভাবে বলা হইয়াছে। ইতালীর আলবানিয়া অধিকার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার পার্লামেণ্টের উপর অর্পিত হইতে পারে বলিয়া সংবাদ আসায় ইতালীর রাজনৈতিক মহল আশা করিতেছেন যে, প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করা ব্যতীত বৃটেন এ সম্বন্ধে আর কোন কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না। ইতালী কর্ত্তৃপক্ষ সম্বন্ধে লিখিত সকল বিবরণের প্রতিই সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছে। কোন কোন মহল এই বলিয়া শাসাইয়াছে যে, ইতালীর মতের বিরুদ্ধে যদি কর্ফু অধিকার করা হয় তাহা হইলে ইতালী গ্র্যালোনিকা অভিমুখে অভিযান করিবে।

মাল্টার এক সংবাদে জানা গেল যে, মাল্টাতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে উপকূলরক্ষী ও বিমানধ্বংসী বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।

পোষ্ট মাষ্টার দণ্ডিত

বিশ্বাসভঙ্গপূর্ব্বক সরকারী টাকা তছরূপের অপরাধে, আলীপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ সি বাড়ৈ, টালিগঞ্জ গড়িয়া পোষ্ট আফিসের (একষ্ট্রা ডিপার্টমেণ্টাল ব্রেঞ্চ আফিস) পোষ্ট মাষ্টার হরিনাথ চক্রবর্ত্তীকে আদালতের কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আটক এবং ৫০৲ জরিমানা এবং তাহা অনাদায়ে আরও ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, লক্ষ্মী দাসী নাম্নী একটী স্ত্রীলোক সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউণ্ট খুলিবার জন্য ২০০৲ জমা দেয় এবং সত্য প্রামাণিক নামক অপর এক ব্যক্তি তাহার একাউণ্টে জমা দিবার জন্য ৫০৲ টাকা দেয়। আসামী সমস্ত টাকাই আত্মসাৎ করে।

আসামী অনেকদিন যাবৎ বৃদ্ধ ও গুরুতর রোগে ভুগিতেছে এবং টাকাও ফেরৎ দিয়াছে বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে লঘু দণ্ড দেন। মিঃ বীরেন চৌধুরী আসামী পক্ষে ছিলেন;

মুঙ্গেরে তামাকের কারখানায় শ্রমিক চাঞ্চল্যের অবসান

মুঙ্গের তামাকের কারখানায় শ্রমিক চাঞ্চল্য সম্পর্কে উক্ত কারখানার জেনারেল ম্যানেজার মিঃ চাওয়ান্ট ও লেবার ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণ মুখার্জ্জি শ্রমিক বিভাগের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ লালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। বহুক্ষণ আলোচনার পর তাঁহারা একটি সন্তোষজনক মীমাংসায় পৌঁছিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

উক্ত তামাকের কারখানার চীফ ডিরেক্টর মিঃ বেকার পৃথকভাবে শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ লালের সহিত আলোচনা করিয়াছেন।

ছয় শত বাড়ী ভস্মীভূত

মঙ্গুনী মহকুমার অন্তর্গত বসন্ত গ্রামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ৬ শত বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে, ৪ জন আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে এবং আর ৭ জন গুরুতররূপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। প্রথমে একটি রান্নাঘরে আগুন ধরিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

বাঙ্গলা ও আসামের নানাস্থানে ভূমিকম্প

গত ৮ই এপ্রিল রাত্রিতে বাঙ্গলা ও আসামের নানাস্থানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। স্থানভেদে এই কম্পন বেগের তারতম্য ঘটিয়াছে।

রাত্রি প্রায় দুইটার সময় ঢাকায় মৃদু কম্পন অনুভূত হয়। লালমণিরহাটেও প্রায় এই সময়েই কিছুক্ষণ ধরিয়া প্রবল ভাবে কম্পন অনুভূত হয়।

কোথাও কোনরূপ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আসাম প্রাদেশিক লাইব্রেরী এসোসিয়েশন

পল্লী-সংগঠন কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য এবং প্রাপ্ত-বয়স্কের অশিক্ষা দূর করিবার জন্য আসাম প্রাদেশিক লাইব্রেরী এসোসিয়েশন গঠিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রাদেশিক কার্য্যকরী সমিতিও গঠন করা হইয়াছে। অশিক্ষা দূর করা ছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়গুলিও উক্ত এসোসিয়েশনের কার্য্যতালিকাভুক্ত হইবে—

১। আসামে যতগুলি লাইব্রেরী আছে, জানিতে হইবে।

২। কিছুদিন অন্তর লাইব্রেরী সম্মেলনের অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে।

৩। যাঁহারা লাইব্রেরীয়ান হইতে চান তাঁহাদিগকে আধুনিক উপায়ে লাইব্রেরী বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হইয়াছে—

শ্রীযুক্ত এ কে চন্দ, শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন গুপ্ত চৌধুরী, বাবু রমাকান্ত দত্ত, সৈয়দ এম এম চিশ্‌তি, শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রোঃ এস সি দেব মজুমদার, এন কে মিশ্র, শ্রীযুক্ত সুখেন্দুভূষণ চৌধুরী, মিঃ টি কাজী, মৌলবী, মাহমুদ আলী আহমেদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালীরাম বরুয়া ও শ্রীযুক্ত রাজকুমার ভট্টাচার্য্য।

বিনা টিকেটে ভ্রমণ

একরূপ প্রকাশ যে, এ-বি ও ই-বি এবং ই-আই রেলওয়ে প্রভৃতি অনুরোধে বাঙ্গলা সরকার রেলওয়ে ষ্টেশন সমূহে বিশেষ ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বারা বিনা টিকেটে ভ্রমণকারীদের বিচার পদ্ধতি বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। ইহাও জানা যায় যে, ঐ পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে, রেল কোম্পানী সমূহকে তাহার জন্য ব্যয়ের অংশবিশেষ বহন করিতে হইবে বলিয়া সরকার অভিপ্রায় পোষণ করেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৸০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সহ ১০, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে, ও গুরুগৌরাঙ্গবৈষ্ণবগণের পরম্পরা, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিত্র বর্ণিত আছে।

ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাবলী হইতে সংগৃহীত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপাদ বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত পাঠ

ভিক্ষা—।৶০ ... মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। বাদশ-আদর্শ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অর্দ্ধবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেমন মানে ভাষা ৸০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। শ্রীল হিত-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। [illegible] ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৴০
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৸০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্শন ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিন্নঃ ৷০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। স্তবরত্ন ৷০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয় ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজী ৷০
৭২। [illegible] ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। কোয়ার্টি গৌড়ীয়মঠ কুইজ ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। [illegible] ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৸০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীনামভজনোপদেশ ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১১ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১লা বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৫ই এপ্রিল ইং ১৯৩৯, শনিবার } ৮০শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

——::(০)::——

খুলনায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী ও কলিকাতা প্রবাসী শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ মহোদয়সহ খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতবেড়িয়া-নিবাসী প্রবীণ গৃহস্থ-ভক্ত শ্রীযুত জনার্দ্দন দাসাধিকারী মহাশয়ের সাদর আহ্বানে গত ২রা এপ্রিল তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। ঐ দিবস স্বামীজী মহারাজের ও গোস্বামী প্রভুর নির্দ্দেশমত শ্রীপাদ গৌরকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তগণ হরিকীর্ত্তনমুখে বৈষ্ণবস্মৃতি-মতে, বৈষ্ণব-হোম ও মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রীযুত জনার্দ্দন বাবুর পরমা ভাগ্যবতী শ্বশ্রূমাতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রাদ্ধ-উপলক্ষে একটী মহোৎসবের আয়োজন হয় এবং তাহাতে চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামের প্রায় ৭০০।৮০০ শত বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও ভদ্র-মহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীযুত জনার্দ্দন বাবুর গৃহে অপরাহ্নে ২রা ও ৩রা এপ্রিল দুইটী সভার অধিবেশন হয়। প্রথম দিন প্রথমে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাই যে মনুষ্যজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, তাহা সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন।

দ্বিতীয় দিবসের অধিবেশনে নোয়াপাড়া-নিবাসী স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত হেমন্ত-কুমার ঘোষ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুত সুধীরকুমার ঘোষ মহাশয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু যথাক্রমে দুইটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। দুইদিনই সভার আদি ও অন্তে ভক্তগণ মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

পরদিন ৪ঠা এপ্রিল নোয়াপাড়ার বালিকা বিদ্যালয়ের জমিদার শ্রীযুক্ত হেমন্ত-কুমার ঘোষ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভু দুইটী বক্তৃতা করেন। নোয়াপাড়া, পিপরুল এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন। এই প্রচারের ফলে তথায় বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

বাগেরহাটের নিকটে, সরল গৃহস্থভক্ত ডাঃ শ্রীযুত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এল্-এম্-এফ্ মহাশয়ের চেষ্টায় তথাকার হরিসভা-গৃহে বাগেরহাট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ নাগ মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সভার ব্যবস্থা হয়।

৫ই এপ্রিল বুধবার দিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় স্থানীয় হরিসভা গৃহে বাগেরহাট কলেজের সুযোগ্য প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ নাগ মহাশয়ের সভা-পতিত্বে গৌড়ীয়-মিশনের পাশ্চাত্য-প্রচারক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন—এ কথা সহরে পূর্ব্ব হইতে প্রচারিত হওয়ায় সহরের প্রফেসর, উকিল, মোক্তার, স্কুলের শিক্ষক, জমিদার প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং মহিলা উপস্থিত হন। সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ "সনাতন-ধর্ম্ম" সম্বন্ধে কিছু সময় বক্তৃতা প্রদান করিলে পর প্রথমে সভাপতি মহাশয় প্রচারকগণের পরিচয় প্রদানমুখে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

পরদিন ৬ই এপ্রিল সন্ধ্যায় গোস্বামীজী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এল-এম-এফ মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ৭ই এপ্রিল দ্বিপ্রহরে গোস্বামীজী পার্টিসহ বাগেরহাট হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন। সপরিবার শ্রীযুত জনার্দ্দন দাসাধিকারী, শ্রীযুত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এবং শ্রীযুত কেবল লাল দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

খুলনায় প্রচারকালে যে সকল শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি [illegible] হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য—

শ্রীযুত বিভূতিনাথ বসু বি এল্ (উকিল), শ্রীযুত প্রফুল্লনাথ সরকার বি এল্ (উকিল), শ্রীযুত [illegible] গুপ্ত এম্ এ, বি এল্ (উকিল), শ্রীযুত মণিলাল ঘোষ জমিদার (কাটিপাড়া), ডাঃ শ্রীযুত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম্ বি (বাগেরহাট), শ্রীযুত দীনেন্দ্রকুমার ঘোষ বি-এল্ উকিল, (নওয়াপাড়া), শ্রীযুত যতীশচন্দ্র দাস, শ্রীযুত রাজকুমার ঘোষ, শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ঘোষ জমিদার (নওয়াপাড়া), শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি-এ, (পিপরুল), ডাঃ শ্রীযুত মতিলাল ঘোষ (রাজিরদিয়া), ডাঃ শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মরগাছিয়া), শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী মিত্র মোক্তার (বাগেরহাট) প্রভৃতি।

—

পাটনায়

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত -ই এপ্রিল [illegible] প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে আগমন করিয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। সহরের নানা স্থান হইতে বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় শ্রীমঠে আগমন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

———

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি না নাস্তিকেরা কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিনকতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে দৈব-শাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ মধুসূদন অব্দ শ্রীগৌরাব্দ পৌষ ৪৪৩

আমাদের "বড় ভরসা

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন আপনাকে গুরু নিত্যানন্দ-প্রভুর আশ্রিত নিত্যদাসাভিমানে মহাপ্রভুর সেবা-লাভ-বিষয়ে দৃঢ় আশাবন্ধ পোষণ করিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতের বহু স্থানে উর্দ্ধবাহু হইয়া পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াছেন—

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥"

(চৈঃ ভাঃ আ ১।১৫৩

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ এই বাক্যের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"নিত্যানন্দ প্রভু চৈতন্য-প্রকাশ হইয়াও মহাপ্রভুর দাস। নিত্যানন্দ-স্বরূপ—আমার প্রভু এবং গৌরসুন্দর—আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু। আমার গুরুদেবের ভজনীয় বস্তু স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়া সর্ব্বক্ষণ আমার চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমার গুরু নির্দ্দিষ্ট অভিধেয় আমার প্রভু গুরুদেবের কৃপা-বলে কোন-না-কোনদিন মহাপ্রভুর শুদ্ধসেবায় আমি সত্তা অধিকার লাভ করিব অর্থাৎ মহাপ্রভু আমাকে স্বীয় দাসানুদাস বলিয়া মনে করিবেন।"

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ও শ্রীল প্রভুপাদের উপরি-উক্ত বাক্যগুলি আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় জগদ্গুরু শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ভৃত্য, শিষ্য, সেবক বা অনুগত জন। মহাপ্রভুর শুদ্ধসেবায় সত্তা অধিকার লাভ করিবার বা মহাপ্রভুর দাসানুদাস হইবার তাঁহার জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা; আর এই আকাঙ্ক্ষা শ্রীগুরুদেবের কৃপাবলে নিশ্চয়ই একদিন না একদিন পরিপূর্ণ হইবে,—ঠাকুর বৃন্দাবন সর্ব্বক্ষণ এই দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত। কারণ, যে নিত্যানন্দ-স্বরূপকে তিনি তাঁহার শ্রীগুরুদেব বা প্রভুরূপে বরণ করিয়াছেন, সেই নিত্যানন্দ-শ্রীগুরুদেব শ্রীমহাপ্রভুর প্রকাশবিগ্রহ হইয়াও মহাপ্রভুর দাস, সেই নিত্যানন্দ-শ্রীগুরুদেবের প্রভুর প্রভু—মহাপ্রভু অর্থাৎ সেই নিত্যানন্দ গুরুদেবের ভজনীয় বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ভৃত্য বা শিষ্যরূপে চিন্তা করিতেছেন আমার গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রভু, গুরু বা আরাধ্যের —শ্রীমহাপ্রভু ইহা ত' বুঝিলাম; কিন্তু মহাপ্রভুকে আরাধ্য-রূপে জানিয়া তিনি কি কার্য্য করেন, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া জানা আবশ্যক। শ্রীগুরু কৃপায় ও এই প্রকার অনুসন্ধানের ফলে তিনি জানিতে পারিলেন—

"শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৫।১৫৬)

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব—সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, আর শ্রীনিত্যানন্দ—সেই কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ—শ্রীবলরাম। এই বলরাম নিত্যানন্দ প্রভু অবধূত পরমহংস; তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মনোবাঞ্ছা পরিপূরণ—দ্বিবিধ গৌর-সেবন—"প্রেম-প্রচারণ, আর পাষণ্ড-দলন" কার্য্য করিয়া থাকেন—

"প্রেম-প্রচারণ, আর পাষণ্ড-দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥"

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।১৪৮)

জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ-সেবক ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের চিত্তের বড় ভরসার কথাটী কি এবং কেনই বা তিনি এই কথাটিকে 'বড় ভরসা'র কথা বলিয়া বিচার করিয়াছেন, তাহা আমরা এখন অনেকটা বুঝিতে পারিলাম। ঠাকুর বৃন্দাবনের চিত্তের যে 'বড় ভরসা' ও 'দৃঢ় বিশ্বাস'—"আমার গুরু নির্দ্দিষ্ট অভিধেয় আমার প্রভু গুরুদেবের কৃপা-বলে কোন-না-কোনদিন মহাপ্রভুর শুদ্ধসেবায় আমি সত্তা অধিকার লাভ করিব অর্থাৎ মহাপ্রভু আমাকে স্বীয় দাসানুদাস বলিয়া মনে করিবেন",—এই 'বড় ভরসা' ও 'দৃঢ়বিশ্বাস' কখনও খেয়ালের বড় ভরসা ও অকারণবিশ্বাস নহে।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু—গুরুদেব, আর শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শিষ্য। শিষ্য শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—শ্রীগুরুদেব-নিত্যানন্দের সেব্য বা ভজনীয় বস্তু শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধসেবায় সত্তা অধিকার লাভ বা শ্রীগৌরসুন্দরের দাসানুদাস হওয়া। শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা বা বাসনা এই যে, জগতে কৃষ্ণভক্তির বাধক যত প্রকার শুভাশুভ কর্ম্ম, চিন্তা, ধারণা, কথা, আচার-প্রচার বা মতবাদ, সমস্তই খণ্ডিত—দলিত হইয়া শুদ্ধভক্তি—উন্নত ভক্তি—প্রেমভক্তির কথা জগতে প্রচার হউক; ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রীতি বা মনোহভীষ্ট পরিপূরণ সেবা-কার্য্য। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীগুরুদেব শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বক্ষণ স্বীয় প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের এই মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবা করিয়া থাকেন অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের "প্রেম-প্রচারণ ও পাষণ্ড দলন"-কার্য্যে শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বোক্ত কামনা মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবা সর্ব্বক্ষণ সাধিত হইতেছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যা শ্রীগুরুদেব যে শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ সেবা-কার্য্যে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত, তদীয় শিষ্য শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরও সেই শ্রীগৌরসুন্দরের শুদ্ধসেবা, মনোহভীষ্ট পরিপূরণ-সেবা-লাভের জন্য—মহাপ্রভুর দাসানুদাস হওয়ার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত।

শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিত্যকাল শ্রীমহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই; শেষিয় শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তি, আচার প্রচার, বিচার ও চিন্তাধারার সহিত যদি শিষ্যের উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তি, আচার-প্রচার, বিচার ও চিন্তাধারা এক হয় অর্থাৎ খাপে খাপে মিল থাকে, তাহা হইলেই শিষ্য সর্ব্বক্ষণ নিত্যমঙ্গল-লাভের দৃঢ় আশা-ভরসা করিতে পারেন। এখানে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিরন্তরই বাস্তব সত্যসহ শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবা সর্ব্বক্ষণ করিয়া থাকেন। এই গুরুতত্ত্বে—নিত্যানন্দ তত্ত্বে অন্য কোন কামনা নাই, কখনও থাকিতে পারে না; এই প্রকার জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রকৃত শিষ্য যে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর, তাঁহারও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ সেবা-লাভের আশা ব্যতীত অন্য কোন কামনা নাই, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দ-প্রভুর উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তি, আচার প্রচার ও চিন্তাধারার সহিত তদীয় শিষ্য শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তি, আচার-প্রচার ও চিন্তাধারার মিল রহিয়াছে, কোনও স্থলে বিন্দুমাত্র বেমিল নাই। এই জন্যই ঠাকুর বৃন্দাবন তদীয় শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ-পাদপদ্মে সর্ব্বক্ষণ দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত ও দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিয়া শ্রীগুরুদেবের কৃপায় একদিন-না-একদিন নিশ্চয়ই শ্রীমহাপ্রভুর শুদ্ধসেবায় সত্তা অধিকার লাভের দৃঢ় আশা-ভরসা নিরন্তর হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন।

শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস জগদ্গুরু শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের ভৃত্যানুভৃত্য-সূত্রে তদীয় শ্রীপাদপদ্মের অনুসরণে আজ আমরাও কি উচ্চকণ্ঠে উর্দ্ধবাহু হইয়া বলিতে পারিব না ?—

'আমাদের প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদকে ত' আমরা সকলেই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু হইতে অভিন্ন বলিয়া জানি এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রভু বা ভজনীয় বস্তু যেরূপ শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ-সেবায় অর্থাৎ "প্রেম-প্রচারণ ও পাষণ্ড-দলন"-কার্য্যে যেরূপ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকেন, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রভু বা ভজনীয় বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ উক্ত সেবাকার্য্য সম্পাদনই শ্রীল প্রভুপাদের একমাত্র কৃত্য, ইহাও ত' আমরা সকলেই জানি। শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তি, আচার-প্রচার, বিচারধারা ও চিন্তাস্রোতের মধ্যে ইহা সাক্ষাদ্ভাবে সর্ব্বক্ষণ দর্শন ও উপলব্ধি করিবারও সৌভাগ্য আমরা পাইয়াছি। সুতরাং আমরা যাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি, শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তি, আচার-প্রচার, বিচার ধারা ও চিন্তাস্রোতের সহিত যদি আমাদের উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তি, আচার-প্রচার, বিচার-ধারা ও চিন্তাস্রোত এক হয়, কাটায় কাটায় মিল থাকে, তাহা হইলে আমরাও সকলে সমস্বরে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিব —

"আমাদের গুরুদেবের ভজনীয়বস্তু স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়া সর্ব্বক্ষণ আমাদের চিত্তে এই দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, আমাদের গুরু-নির্দ্দিষ্ট অভিধেয় আমাদের প্রভু গুরুদেবের কৃপাবলে কোন-না-কোনদিন মহাপ্রভুর শুদ্ধসেবায় আমরা সত্তা অধিকার লাভ করিব অর্থাৎ মহাপ্রভু আমাদিগকে স্বীয় দাসানুদাস বলিয়া মনে করিবেন।"

শ্রীগুরুদেব—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অসত্য বা অনিত্যবস্তু নহেন, তিনি নিরন্তরই বাস্তবসত্যবস্তু, নিত্যকাল জগতে আছেন;

তাঁহার প্রকৃত শিষ্যগণ—সেবকগণও নি- কৃষ্ণে বাস্তবসত্যবস্তু, তাঁহারাও নিত্য জগতে আছেন—

"নিতাইর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নি-
নিতাই-পদ সদা কর আশ।"

"আচার্য্য-ধারা, ভক্তিবিনোদ-ধারা কখ লুপ্ত হইবে না।"

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।"

—এই সকল মহাজন-বাক্যের দ্বারা শ্রীগু- দেবের—শ্রীনিত্যানন্দের—শ্রীআচার্য্যের- শুদ্ধবৈষ্ণবের—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অর্থাৎ শ্রীগু- রু-বৈষ্ণবের বাস্তবত্ব ও নিত্যত্ব প্রমাণি- হইতেছে।

অতএব সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদে অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পরে আর তাঁহ কেহই এখন জগতে নাই বা তাঁহাদের শি- সেবক জগতে নাই—এ কথা শ্রীল প্রভুপাদে শ্রীপদাশ্রিত কোন সেবক বা শিষ্যই কখ- বলিতে পারেন না; বলা দূরে থাকুক, এ ক তাঁহারা চিন্তাও করিতে পারেন না। শ্রী প্রভুপাদের অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক পূর্ব্বেই আচার্য্যরূ নিরূপিত (শ্রীল প্রভুপাদ প্রকটকালে শ্রী আচার্য্যদেবকে স্বয়ং যে গৌরাশীর্ব্বাদপত্র প্রদান করিয়াছেন ও অপ্রকটের পূর্ব্বমুহূর্তে স্বয়ং শ্রীমুখে সকলের সম্মুখে শ্রীল আচার্য্য দেবকে যে কৃপাদেশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের আচার্য্যত্ব স্পষ্টভাবে বিঘোষিত হইয়াছে) তদীয় সেবকশ্রে পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব যে স্বয়ং আচার্য রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্রী প্রভুপাদের নিষ্কপট সেবকমাত্রই যে তাঁহাকে শ্রীল প্রভুপাদের স্থলাভিষিক্ত আচার্য্যরূপে বরণ করিয়া তদানুগত্যে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গসেবা লাভের দৃঢ়াশা সর্ব্বক্ষণ চিত্তে পোষ করিতেছেন—ইহা কোনপ্রকার ছলনা, কপটতা, তামাসা বা কৌতূহল-নিবৃত্তি নহে, —ইহা নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য।

শ্রীনিত্যানন্দের—শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তি, আচার-প্রচার, বিচার-ধারা ও চিন্তাস্রোতের সহিত অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের—শ্রীল প্রভুপাদের— শ্রীল আচার্য্যদেবের ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তি, আচার-প্রচার, বিচার-ধারা ও চিন্তাস্রোতের কাটায় কাটায় মিল আছে বলিয়া তাঁহাদের অনুগত, সেবক ব শিক্ষাভিমানী আমরাও আজ শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের—শ্রীল প্রভুপাদের—শ্রী আচার্য্যদেবের ও তদনুগত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের উদ্দেশ্য, চিত্তবৃত্তি, আচার-প্রচার, বিচার ও চিন্তাস্রোতের সহিত আমাদের উদ্দে চিত্তবৃত্তি, আচার-প্রচার, বিচারধারা ও চি স্রোত এক করিয়া উচ্চকণ্ঠে উদ্দাম আমাদের এই বড় ভরসার কথা জগ- জানাইতেছি—

"আমাদের শ্রীগুরুদেবের—আচার্য্যদেবের —শুদ্ধবৈষ্ণবগণের অভীষ্ট বস্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়া সর্ব্বক্ষণ আমাদের চি- এই দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, আমাদের শু- নির্ম্মল অভিপ্রায় আমাদের প্রভু শ্রীগুরুদেবের —শ্রীআচার্য্যদেবের—শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কৃপ বলে কোন-না-কোনদিন মহাপ্রভুর শুদ্ধসেবা আমরা সত্য অধিকার লাভ করিব অর্থা মহাপ্রভু আমাদিগকে স্বীয় দাসানুদাস বলি মনে করিবেন।"

আজ এই 'বড় ভরসা'য় বুক বাঁধি সেবক-ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রে—শ্রীগু- রুদেবে—শ্রীআচার্য্যদেবে ও শুদ্ধবৈষ্ণব-তত্ত্বে কোনপ্রকার ভেদবুদ্ধি না করিয়া ঠাকু শ্রীবৃন্দাবনের—শ্রীগুরুদেবের—শ্রীআচার্য দেবের ও তাঁহাদের অনুগত শুদ্ধবৈষ্ণবগণে দাসানুদাস সূত্রে মুক্তকণ্ঠে দৃঢ়বিশ্বাসের সহি উদ্দাম হইয়া ইহাও পুনঃ পুনঃ নিবে- করিতেছি,—

"নিতাইপদ-কমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি, ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।"
(প্রার্থনা-কণ্ঠমালা

"সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥"
"যদ্যপি যবনী ধরি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥
মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য বলে গৌরচন্দ্র॥
কেহ বলে—নিত্যানন্দ যেন বলরাম।
কেহ বলে—চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম॥
কেহ বলে—মহাতেজী অংশ অধিকারী।
কেহ বলে—কোনরূপ বুঝিতে না পারি॥
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত-জ্ঞানী
যা'র যেন-মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি।
যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তার পাদপদ্ম মোর রহুক হৃদয়ে॥
'সে আমার প্রভু, আমি জন্ম জন্ম দাস।'
সবার চরণে মোর এই অভিলাষ॥
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে॥

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও রায়বাহাদুর

মদনগোপাল সার্কেল

(৬)

সার্কেল সাঃ—তাহা হইলে সেইরূপ হরিনাম গ্রহণ ত' mechanical হইয়া পড়িবে?

আচার্য্যদেব—ইহাতে হরিনাম স্ফূর্ত্তির পক্ষে আরও সাহায্য হইবে। সাধুর শ্রীমুখ নিঃসৃত উপদেশগুলি হরিনাম কীর্ত্তনেরই পোষক। সাধুর শ্রীমুখ বাণীর শ্রবণ ও হরিনাম গ্রহণের তাৎপর্য্য ভিন্ন নহে। শ্রীহরিনাম-প্রভুর যাহা উদ্দিষ্টতৃপ্তি করে, তাহা হরিনামস্ফূর্ত্তিরই পুষ্টিকারক। যেরূপ হরিনাম ও হরি এক, সেইরূপ হরিকথা ও হরিনাম অভিন্ন। হরিকথাও হরি,— হরিনামই হরি। অতএব হরিকথাই হরি- নাম। যিনি হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তিনি হরিনামই করেন। হরিনাম গ্রহণের সময় [illegible] কারণ, তাহা একই তাৎপর্য্যময়। হরিকথা হরিনামের অধিকতর স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার বিভাগীয় ভাব [illegible] স্বরূপ।

সার্কেল সাঃ—আমার পিতৃদেব খুব অর্চ্চনাপর ও নেষ্ঠিক ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন না, তিনি নির্জ্জনে বসিয়া একসঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ধ্যান করিতেন। আমি যখন খুব বালক, তখন হইতেই তিনি আমাকে নির্জ্জনে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। এজন্য আমরা বাল্যকাল হইতেই নির্জ্জনে ধ্যানাদির দ্বারা চিত্ত নিরোধ করিবার বিচারের পক্ষপাতী। ইহার বিপরীত বিচার বিশ্বাস করিতে পারি না।

আচার্য্যদেব—কার্য্য দেখিয়া কারণ নির্ণীত হয়। আপনি বাল্যকাল হইতে নির্জ্জনে ধ্যানাদিতে অভ্যস্ত থাকিয়া কতটা আত্মোন্নতি করিতে পারিয়াছেন?

সার্কেল সাঃ—আমি ত' এ বিষয়ে ঐকান্তিক হই নাই। ঐকান্তিক হইলে মনে হয়, এ বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম।

আচার্য্যদেব—ইহা ত' আপনার অনুমান। শ্রীমদ্ভাগবত অতি স্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, চি- সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধসত্ত্ব ভূমিতে উপস্থিত হ হয়া পর্য্যন্ত কোন আকারের ধ্যান করিলে তাহা পৌত্তলিকতা ব্যতীত আ- কিছুই হইতে পারে না। অধোক্ষজ পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দ আকারকে চতুর্ব্বি মানের কোন ধ্যান বা ধারণার দ্বারা পরিমা- করা যায় না। পরমেশ্বর বদ্ধ জীবকে কল্পনার দ্বারা নির্ম্মিত হন না বলিয়া তাঁহার অধোক্ষজত্ব।

সার্কেল সাঃ—তাহা হইলে কি [illegible] হরিনাম গ্রহণ করিলে, তিনি কেবলমাত্র স্পন্দন করা ব্যতীত আর কিছুই করিবে না? সেই সময় তাঁহার মন কোথা থাকিবে?

আচার্য্যদেব—শ্রীহরিনাম গ্রহণকারী প্রথমেই প্রভাবযুক্ত বা শরণাগত হইবেন [illegible] আত্মনিবেদন করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তন রত হইবেন। [illegible] আত্মনিবেদন বা শরণা- গতিতে ছয়টী লক্ষণ আছে। সেই জন্য লক্ষণের দ্বারা চিত্তবৃত্তি অধিষ্ঠিত থাকিলে মন হরিনামগ্রহণকালে সেই নামেরই সেবানু- কূল্য করিবে। শরণাগতের মন সাধারণ ভোগী বা ত্যাগী জীবের মনের ন্যায় দৈহিক ভোগ বা ত্যাগের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায় না। যাঁহারা শরণাগতির পথে চলিয়াছেন, দীক্ষা মন্ত্রের দ্বারা সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহাদের মনোধর্ম্ম নিরস্ত হইতে থাকে এবং হরিনাম গ্রহণের দ্বারা কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্ত ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে ভুক্তাভুক্ত হয়। কাজেই হরিনামগ্রহণকালে তাঁহাদিগের মনের কোন উপজীব্য বস্তু পৃথক্‌ভাবে সরবরাহ করিবার প্রয়োজনীয়তা হয় না। মন তখন স্বতঃই হরিনামের রূপ ও মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হয়। হরিনামের নিকট কৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে তাহাতেই চিত্ত আকুল হইয়া উঠে। সেই আর্ত্তি ও আকুলতা যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই চিত্ত হরিনামে অধিকতর আকৃষ্ট হয়, আর অন্য মনোধর্ম্ম থাকে না। শ্রীনামপ্রভুর দিক্ হইতে যতটা কৃপা অবতীর্ণ হইতে থাকে, ততই চেতনের বৃত্তি বিকশিত হইয়া স্বতঃই এক- তাৎপর্য্যপর হইয়া উঠে। তখন শ্রবণ-কীর্ত্তন ও স্মরণে অন্তরায় থাকে না। শ্রীহরিনামের সেবা তাৎপর্য্যই সকল পথান্ত হইয়া উত্তরোত্তর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করিতে থাকে। এই উৎকণ্ঠার বিরাম নাই, ইহা ক্রমবর্দ্ধমান।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর॥
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দ্দিকে ভক্তবৃন্দ॥"
[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌরসুন্দরের ভবন শ্রীগৌড়ীয় মঠের [illegible] শ্রীব্রজপত্তন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন – [illegible] কলিকাতায় [illegible] আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠ প্রাঃ, সজীবন, প্রচারকগণের শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible] সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাময়িক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ বিপ্রবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা (শ্রীনসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী) পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়ার [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ ধানপাল, (নদীয়া)

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চ'ব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) মদন-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ নারিন্দা, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মছলাকান্দা, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওনং পাণ্ডাং [illegible], দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ নবিয়ার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

[illegible] [illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

গোপেশ্বর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible] কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড-[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible]

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible] [illegible] বোম্বে ৭

(৫০) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) [illegible]

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

(৫৩) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) [illegible]—[illegible] পুরী

(৫৫) সাক্ষিগোপাল

(৫৬) শ্রীমন্দির-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বাঁকুড়া)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

চিকলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ষ্ট্রীট নং ২

৫১, [illegible] রোড

[illegible], [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, মথুরা (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৩৲	৪০		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২॥০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

[illegible]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———::(•)::———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নবেদন" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও গ্রন্থ-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ [illegible], ঢাকা।

[illegible]ল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(*:*)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] সর্ব্বকার্য্য: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালনা। [illegible] ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাবার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রত্যেক বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible]৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, [illegible] ও শিক্ষা ধারাবাহিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রী[illegible]তন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা, ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক [illegible] পরমহংসকুলচূড়ামণি [illegible] প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ [illegible] জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনগণের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে সকল [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক এবং [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করিয়া, [illegible] 'সাপ্তাহিক গৌড়ীয়'তে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত [illegible]। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চমবার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-বাসরে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পক্ষিমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্‌স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত অধ্যাপক [illegible] শ্রীমৎ [illegible] সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য [illegible] এবং [illegible] আস্বাদন করিয়া [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-গ্রন্থে বহু হইল। এই বিরাট অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ [illegible] চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য [illegible] তুলনা-মূলক [illegible] সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও লেখকদ্বয়ের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয় সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত [illegible] ও শব্দসূচী Index Glossary) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা—২৫, পঁচিশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বঙ্গের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গের [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক [illegible] পারমার্থিক পত্রিকা "[illegible]" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি [illegible]। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ [illegible] আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

—পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্‌ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অপেক্ষায় [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্‌)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-০৬	৭ ২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৪০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-০৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৪-২৩	১৭-২৮	১৯	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০ ২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫ ৪৫ ৯ ২৫ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২৩ ৯-১৬ ১০-৩ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১১
ছাঃ ৬ ২৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬ ৫৬ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭ ৩১
(বদল) ছাঃ ১১ ০ ১৭-৪০
কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬ ৯-২১ ১২ ১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-৫৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৪-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)	
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০	১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬	

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO G 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা বৈশাখ, ১৩৬৬ ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৯. মঙ্গলবার [৪১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::•)::—

অগ্নিকাণ্ডের সর্ব্বস্থান্ত বিবরণ

গত ১লা এপ্রিল বেলা ১টার সময় বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত চিবিলা ও গোবিন্দপুর গ্রামে আগুন লাগিয়া ৫০টি পরিবারের ১৫০খানি গৃহ ও ধানের গোলা ইত্যাদি সমস্ত আসবাবপত্রাদি ভস্মীভূত হইয়াছে। অনুমান দশ হাজার টাকার উপর ক্ষতি হইয়াছে। একজন স্ত্রীলোক ও একটি ছোট শিশুকে অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় আগুনের মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করা হইয়াছে। বহু ছাগল ও মুরগী পুড়িয়া মরিয়াছে। ভুক্তভোগীগণ আশ্রয়াভাবে বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া সহৃদয় দেশবাসীর করুণা ও সাহায্যের আশায় রহিয়াছে। তাহারা চুয়াডাঙ্গার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বাদুড়িয়ার কংগ্রেসকর্ম্মীগণ ভিক্ষা করিয়া দুঃস্থ ব্যক্তিগণের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন।

গত ৮ই এপ্রিল গোপীনাথপুর গ্রামে দ্বিপ্রহরের সময় আগুন লাগিয়া বহু বাড়ী ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। ঐ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ঐখানকার জাতীয় বৈশবিদ্যালয়ের ঘরটি ভস্মীভূত হইয়াছে।

টাটা কোম্পানীর বিমান ধ্বংসের তদন্ত

গত ১১ই এপ্রিল টাটা কোম্পানীর একখানি ডাকবাহী বিমানপোত দার্জ্জিলিং এগলেজু গ্রামের নিকটে দেড় হাজার ফুট উচ্চে তেলেকোণা পাহাড় গাত্রে আহত হইয়া বিধ্বস্ত হয় এবং উক্ত বিমানপোতের একমাত্র আরোহী (বিমানপোত চালক) এই দুর্ঘটনায় নিহত হয়। এই দুর্ঘটনার যথাবিহিত তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে, চালক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ অতিক্রমকালে মেঘাবৃত পর্ব্বতকে মেঘ বলিয়া ভুল করায় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

রেঙ্গুণ বন্দরে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ

চীনের জন্য বহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আমেরিকা হইতে প্রেসিডেন্ট মনরো জাহাজ রেঙ্গুণ বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। জাহাজঘাটে বহু সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় মোতায়েন ছিল।

ইতালীর সৈন্যসংখ্যা

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশিত হইয়াছে যে ইতালীর বর্ত্তমানে দশ লক্ষাধিক সৈন্য আছে বলিয়া অনুমিত হয়। ইস্তাহারে স্বীকার করা হইয়াছে যে, আরও রিজার্ভ সৈন্যকে আহ্বান করা হইয়াছে; তবে বলা হইয়াছে যে, কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব না হইলে অন্য কোন শ্রেণীর রিজার্ভ সৈন্যকে আহ্বান করা হইবে না।

রংপুর মিউনিসিপ্যালিটী

রংপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায় ও মিঃ মহাত্মাপ উদ্দীন খাঁ যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মীরাটে মোটর দুর্ঘটনা

১৩ই এপ্রিল প্রাতে মোটর দুর্ঘটনার ফলে একজন নিহত ও চৌদ্দজন আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, একখানি যাত্রীবোঝাই লরী দিল্লী হইতে মীরাটের দিকে আসিতেছিল। পথিমধ্যে মীরাট ষ্টেশন হইতে চার মাইল দূরে বাগপুর জঙ্গলের নিকট উহা একটি গাছের সহিত ধাক্কা খায়। ফলে লরীর তিনজন যাত্রী আহত হয়। তন্মধ্যে একজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হইয়াছে।

কুমার মণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়

গত ১২ই এপ্রিল বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের এক বিশেষ সভায় কুমার মণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে তৃতীয়বার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান পদে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মজুমদার নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

নাম্বালয়ে ভীষণ ঝড়

গত শনিবার সন্ধ্যাকালে অকস্মাৎ নাম্বালয়ে ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। ফলে বহু বৃক্ষাদি উৎপাটিত হইয়াছে। বহু ঘর উড়িয়া গিয়াছে এবং বহু দালানের ছাদ উড়িয়া যায়। ৩০০ মণ চাউল বোঝাই একখানা নৌকা উল্টাইয়া যাইয়া বিশেষ ক্ষতি হয়। একটী কাঠের নৌকা চড়ায় উঠিয়া যাইবার ফলে তিনজন লোক জলে নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু তাহাদিগকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

ঝড়ে নাম্বালবাসীর মনে অত্যন্ত আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং সাময়িকভাবে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়। এই ঝড় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল ছিল।

জাপানে জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি

জাপান হইতে প্রত্যাগত এক ইংরাজ ভদ্রলোক বলেন যে, ক্রমবর্দ্ধমান কর ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির জন্য ইংরাজ ও ইউরোপীয়দের জাপানে বাস করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলেন, “জাপানীরা বিদেশী মুদ্রা পাইবার জন্য খুব ব্যগ্র। এখন সরকারী ভাবে ১ পাউণ্ড ১৭ ইয়েনের সমান; কিন্তু তাহারা বে-সরকারীভাবে ১ পাউণ্ডে ২৫ ইয়েন পর্য্যন্ত দিতে রাজী।”

জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এক টিন সাধারণ বিলাতী সিগারেটের দাম এখন ৬ শিলিং (৯ শিলিং ১১ আনা)। চামড়ার জুতার দাম এত বেশী যে, জাপানীদের এখন কাঠের জুতা পরিতে বলা হইতেছে।

বিজ্ঞাপন

কাঁথলাল নিবাসী ৬ ভূপেন্দ্র পালের টীপারা টী-কর্পোরেশন লিমিটেডে ১০০০-১০৩১, ১০৪৮ ১০৫২, ১১০০, ১১০৩, ১১০৬ এবং ১১৪০ নম্বরের শেয়ার ছিল। উক্ত শেয়ার সমূহের মূল-শেয়ার সার্টিফিকেট হারাইয়া যাওয়ায় তাঁহার পুত্রগণ শ্রীযুক্ত কর্ণভূষণ পাল উক্ত শেয়ার সার্টিফিকেটের নকল পাইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন। ১৫ দিনের মধ্যে কোন আপত্তি না আসিলে তাঁহাদিগকে এই কোম্পানী হইতে উক্ত শেয়ার সার্টিফিকেটের নকল দেওয়া হইবে।

প্লান্টার্স ইউনিয়ন
ম্যানেজিং এজেন্টস্।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" অধুনা প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আশ্চর্য্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০):———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমুদ্র হইতে বাছাই ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্ক—
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ২৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ৪৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible]মালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার ত্রয় ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়শিক্ষা ।৶০
২২ ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। [illegible] ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীচৈতন্য[illegible] ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধন[illegible] /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible] ৶/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৭৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা [illegible] ।০
৫৬ [illegible] ও [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (সানুবাদিক) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।-
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অনটলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ১৪ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৫ঠা বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৮ই এপ্রিল খৃঃ ১৯৩৯, মঙ্গলবার } সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

--ঃ(*)ঃ-

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল আচার্য্যদেব

গত ১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে গোপে শ্রীবর্ষিপূজা, নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নতুবা কলি প্রবেশ করিবে, হরিকীর্ত্তন ব্যতীত আমাদের আর অন্য কোন কৃত্য নাই—প্রভৃতি বহু কথা প্রায় একঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

গত ১২ই এপ্রিল অপরাহ্ণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। ঐ দিবস প্রাতে ও সন্ধ্যায় মহোপদেশক শ্রীপাদ গুরুবিলাস দাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সকল সময়ে পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ মহোদয় ও ত্রিদণ্ডিপাদগণ সমাগত সজ্জনগণের নিকট প্রায় সকল সময়েই হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীধামে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের অপ্রকট তিথি-পূজা

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশে ও আনুগত্যে গত ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীশ্রীবাসঅঙ্গনে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকট তিথি পূজা সংকীর্ত্তনমুখে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হইতে থাকে। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিদৈতন সাগর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ঠাকুরের জীবনী, পবন চরিত্র ও জগজ্জীবের প্রতি তাঁহার অমায়ায় অপার করুণার কথা বহুক্ষণ যাবৎ আবেগভরে কীর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ভক্তবৃন্দ গুরু-বৈষ্ণব বন্দনান্তে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীবাস অঙ্গনে উপস্থিত হন এবং মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অনন্তর শ্রীপাদ সাগর মহারাজ একটি সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার পর কিছুক্ষণ যাবৎ মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। অনন্তর সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ভক্তবৃন্দ পুনরায় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরপরিক্রমান্তে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপরে মহোপদেশক শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় প্রায় ২ ঘণ্টাকাল যাবৎ আবেগভরে শ্রীনিত্যানন্দমহিমা ও ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের অপার করুণার কথা কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন। অতঃপর মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

- -

মোদদ্রুমদ্বীপে শ্রীল ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি-পূজা

গত ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে মামগাছি শ্রীমোদদ্রুমছত্রে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের অপ্রকটতিথিপূজা সংকীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐদিবস ভক্তবৃন্দ মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে গুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক ও উষঃকীর্ত্তনাদি অন্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন। মধ্যাহ্নে ঠাকুরের ভোগ-রাত্রিকের পর শ্রীমঠে একটী মহোৎসব [illegible] হয়। মহোৎসবে [illegible] অনিমন্ত্রিত বহু লোককে মহাপ্রসাদ [illegible] করা হয়।

চট্টগ্রামে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী গত ৫ই এপ্রিল বুধবার কালীর এনায়েতবাজারনিবাসী শ্রীযুত শ্যামাচরণ দত্ত মহাশয়ের বাসভবনে সন্ধ্যার পর প্রায় দুই ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বৈদিক বিপ্রোপাখ্যান পাঠ প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপার বৈশিষ্ট্য ও গৃহীর আদর্শ ও অতিথিসেবা সম্বন্ধে বহু কথা বলেন। পাঠে বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

শ্রীযুত রমেশচন্দ্র চৌধুরী মোক্তার; শ্রীযুত ননীগোপাল রক্ষিত রায়, জমিদার; শ্রীযুত কমলাকান্ত চৌধুরী বি এল উকিল; শ্রীযুত [illegible] হেড মাষ্টার;

আচার্য্যদেব ও রায়বাহাদুর মদনগোপাল সার্দ্দা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

Benevolent Mediator—She shows and invokes mercy of Krishna for the Chanter. [illegible]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

[illegible]

"শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন— ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকের কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। [illegible] তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে চৈতন্যাসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ মধুসূদন ৪৪৭ [illegible] বৈশাখ ১৩৪০

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

হরিকথা শ্রবণে শুদ্ধ হইলে তবে কীর্ত্তন হইবে। হে জীব! হরিকথা সর্বক্ষণ কীর্ত্তন কর, তাহাতেই [illegible] বর্জনের [illegible] করিবার [illegible] থাকিলে মঙ্গল হইবে। যাহারা হরিকীর্ত্তন করে না, তাহাদের সর্বনাশ হইবে। যাহারা হরিকীর্ত্তন না করিয়া নানাপ্রকার কথা [illegible] চৌর্য্যবৃত্তি [illegible] করে, তাহারা নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া যাইবে। থিয়েটার, সিনেমা, টক, গ্রামোফোন, খবরের কাগজ, নাটক, বক্তা, পণ্ডিত প্রভৃতি [illegible] বিষয়ভুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ ও কথা শ্রবণ করিলে হরিকথা শ্রবণ হয় না। ইহারা কেহই হরিকথা জানে না। প্রাকৃত সহজিয়াগণ বিষয়কথা ও হরিকথাকে এক মনে করে। কৃষ্ণভজন বড় জিনিষ। যিনি কৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সর্বস্ব হরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ তাঁহার শেষ আশা ও বিষয়সুখ অপহরণ করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। "যস্যাহম্-অনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" অর্থাৎ আমি যাহাকে কৃপা করি তাহার সর্বস্ব হরণ করি।

হরিভজন করিতে আসিয়া সুখদুঃখে অভিভূত হইলে চলিবে না। যিনি আপাত সুখদুঃখে বিচলিত হন না, যিনি কৃষ্ণ কীর্ত্তন করেন, তাঁহার ইতর চিন্তা আসিতে পারে না। রোগের চিন্তা করিতে হইবে না। হরিসেবা না করিলে রোগ হয়।

হরিকথা বলাই জীবের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়া। কৃষ্ণ কীর্ত্তন হইলে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। কীর্ত্তন বলিলে নাম-রূপ-গুণ ও পরিকরবৈশিষ্ট্যের কীর্ত্তন বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণনাম ও অন্য শব্দকে এক মনে করা মহা অপরাধ। হরিভজনের প্রতিকূল জিনিষগুলি সর্বদা বর্জনীয়। আর ভজনের অনুকূল ছয়টি গুণ অর্জন করা একান্ত আবশ্যক।

মায়ার কথা বা বোকামি শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের কাণ বোঝাই হইয়া আছে। অতএব সেই অসুবিধাগুলিকে দূর করিবার জন্য এখন প্রচুর পরিমাণে হরিকথা শুনিতে হইবে। সাধুগুরুর মুখে চব্বিশঘণ্টা হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে চব্বিশঘণ্টা কৃষ্ণের স্মরণ হইবে। বহির্মুখ লোকেরা [illegible] করিতে পারে না, কি করিয়া চব্বিশঘণ্টা হরিভজন হয়। আমাদের স্মরণ হয় নিজের ভোগের কথা, কখন কৃষ্ণের স্মরণ হয় না। নিষ্কপটে [illegible] করা চাই। কৃষ্ণস্মরণ হইলে সব অনর্থ দূরীভূত হয়।

বৈরাগী বা আসক্ত হইলে হরিভজন হইবে না। হরিভজনে নিযুক্ত না হইলে শুধু কর্মত্যাগ কোন কাজের কথাই নয়। বৈরাগ্যের নামে আলস্যে প্রবৃত্ত হওয়া অথবা ভোগী হইয়া বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া— এ উভয়ের কোনটাই উচিত নয়। ভোগ ত্যাগ, আসক্তি বিরক্তি, আলস্য ও কর্মপ্রবৃত্তি প্রভৃতির উদয় হইলে বা সেই সেই কালে বড় ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিলে অবশ্যই অসৎ হইয়া পড়িব। কীর্ত্তন করার না—এইরূপ বিচার করিলে অসৎ হইতে হইবে এবং অবশেষে সর্বনাশ হইবে। নিজের চিত্তবৃত্তিকে নষ্ট করিতে হইবে না; চিত্তের মলিনতা দূর করিতে হইবে— বিরূপের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। প্রথমে সম্বন্ধজ্ঞানের কথা গুরুমুখে শ্রবণ করিতে করিতে স্বরূপের উদ্বোধন হউক, তারপর নামগ্রহণে ক্রমশঃ [illegible] পাইবে। যদি হরিভজন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক জিনিষের দ্বারা তাঁহার ভজন করিতে হইবে। তাঁহার সেবায় যে বস্তুটী বাদ পড়িবে, তাহা আমার জীবের ভোগ হইয়া যাইবে। আমাদের যেরূপ বহু দিনের বহির্মুখতা ও চিত্তের মলিনতা, [illegible] গুরু স্বরূপাগত সাধুর মুখ হইতে সর্বক্ষণ শুদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন কথা শ্রবণ করা দরকার। আমরা এমন অপদার্থের সন্তান হইয়াছি যে, ভোগ ব্যতীত আর কোন

শ্রীল আচার্য্যদেব ও রায়বাহাদুর মদনগোপাল সার্দ্দানা

(২)

সার্দ্দানা সাঃ—আপনি যে শরণাগতির ছয়টী লক্ষণের কথা বলিলেন, তাহা কি কি?

আচার্য্যদেব—যে সকল বিষয় শ্রীহরিনামের নিত্য তর্পণবিধান বা তর্পণবিধানে সহায়তা করে, সেই সকল অনুকূল বিষয় গ্রহণে সুদৃঢ় সঙ্কল্প—ইহাই প্রথম লক্ষণ।

সার্দ্দানা সাঃ—শ্রীহরিনামগ্রহণে অনুকূল বিষয় কি কি?

আচার্য্যদেব—নিষ্কপট হরিনামগ্রহণকারী সাধুর প্রীতিপূর্ব্বক সঙ্গই হরিনামগ্রহণের অনুকূল। পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি,— কর্ণের দ্বারা সেই সাধুর শুশ্রূষা বা সঙ্গ করিতে হইবে। সেইরূপ নামপরায়ণ সাধুর নামগ্রহণে পরম উৎসাহবিশিষ্ট হইতে হইবে। ইহা দ্বারাই আমাদের চরম মঙ্গল হইবে, ইহাতে সুদৃঢ়নিশ্চয় হইতে হইবে। অন্যের প্রাপ্য থাকায় হরিনামের ক্ষতি হইতেছে না দেখিয়া শ্রীহরিনামের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন প্রকার আরোহবাদী ধীরগণের দ্বারা আশু ফল পাইবার চেষ্টায় [illegible] হইয়া বিশেষ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত গুরুদেবের আনুগত্যে হরিনামগ্রহণে ধৈর্য্য, সাধুগণের প্রশংসিত ও কথিত সেবার অনুশীলন, অসৎসঙ্গত্যাগ ও সাধুগণের সেবাময় বৃত্তির অনুসরণ—এই সকল হরিনামগ্রহণের অনুকূল বিষয় ইহাই আত্মনিবেদনের প্রথম লক্ষণ।

সার্দ্দানা সাঃ—শরণাগতির দ্বিতীয় লক্ষণটী কি?

আচার্য্যদেব—যে সকল বিষয় হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনের পক্ষে প্রতিবন্ধকরূপে উপস্থিত হয় বা তাহার কোনরূপ প্রাতিকূল্য বিধান করে, সেইগুলিকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প। 'অদ্য প্রতিকূল বিষয় কিছু গ্রহণ করি, কল্য বা ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করা যাইবে' এইরূপ বিচারকে প্রতিকূল বর্জ্জনের সঙ্কল্প বলা যায় না। যখনই প্রতিকূল বিষয় উপস্থিত হইবে বা হইয়াছে, তখনই কালবিলম্ব না করিয়া সুদৃঢ়তার সহিত তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে।

সার্দ্দানা সাঃ—যদি সেইরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্প হৃদয়ে না আসে, তবে কি করিব?

আচার্য্যদেব—প্রকৃত সাধুগণের সঙ্গ করিলে সেইরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্প হৃদয়ে অবশ্য আসিবে। শ্রীনামের নিকট ও শ্রীনামপরায়ণ বৈষ্ণবের নিকট সেইজন্য অকপটে কৃপা প্রার্থনা করিতে হইবে, যাহাতে প্রতিকূলবর্জ্জনে দৃঢ়তা উপস্থিত হয়।

সার্দ্দানা সাঃ—শরণাগতির অপর লক্ষণগুলি কি?

আচার্য্যদেব—'কৃষ্ণই আমাকে রক্ষা করিবেন,' এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস। জগতের কোন ধন, ঐশ্বর্য্য, লোকবল, বিদ্যাবুদ্ধি বা কোনপ্রকার বস্তু জীবকে রক্ষা করিতে পারে না। কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা— ইহা অন্তরের সহিত বিশ্বাস; আর কৃষ্ণকেই একমাত্র পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ—শরণাগতির চতুর্থ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ। কৃষ্ণে unconditional full surrender অহৈতুক পূর্ণ আত্মনিক্ষেপ—পঞ্চম লক্ষণ এবং 'কৃষ্ণসেবা করিতে পারিলাম না'— এ বিচারমূলে অধিকতর কৃষ্ণসেবার জন্য উৎকণ্ঠাজনিত দৈন্য ও আর্ত্তি অর্থাৎ নিজকে শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদপদ্মের হেয়তম তৃণজ্ঞানরূপ দৈন্যই—ষষ্ঠ লক্ষণ।

সার্দ্দানা সাঃ—ভক্তগণ যখন হরিকীর্ত্তন করেন, তখন ত' [illegible] কার্য্য হয়, তখন মন কোথায় যাইবে? যদি মনে কোন রূপাদি চিন্তা করা না যায় বা ভগবানের রূপ ধ্যান না করিলে মন কি কখনও স্থির হইতে পারে?

কথাই আমাদের—বিচারের আবলেই আসিতেছে না।

সেবোন্মুখ পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণ করাই ভজন বা আরাধন। নিজের ভোগ বা ত্যাগ চালানই মায়া। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে আমাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হওয়া আবশ্যক এবং কৃষ্ণেতর বাসনার ধ্বংস হওয়া আবশ্যক।

প্রতিষ্ঠাশা অতি জঘন্য, উহা ত্যাগ করা বড় কঠিন। সব ত্যাগ করা যায়, কিন্তু এটা ত্যাগ করিতে পারা যায় না। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচিত হউক, সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তন প্রচারিত হউক। যে সে স্থানে বা যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইবে না, শুদ্ধ-বৈষ্ণব শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে নাম গ্রহণ করিতে হইবে— হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে।

আচার্যদেব—আপনি সেই একই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন। বিষয়টী ভাল করিয়া অবধারণ করুন। শ্রীনাম-গ্রহণের আনুষঙ্গিক ফলরূপে চিত্তদর্পণ পরিমার্জিত হইবে, সংসাররূপ মহা-দাবাগ্নি নির্বাপিত হইবে; ইহা হরিনামগ্রহণের আনুষঙ্গিক ফল—This is the secondary effect of Harinam. The net result of Harinam is attainment of pure reinstatement in true unconditioned self and love of Sri Krishna.

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন মলিনচিত্ত জীবের হৃদয়-দর্পণকে মার্জ্জন করেন, ভবাটবীর মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণ করেন, জীবের পরমমঙ্গলরূপ কুমুদের শুভ্রবিকাশক কল্যাণ কিরণ বিতরণ করেন, তিনি অপ্রাকৃত বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ ও জীবের অপ্রাকৃত-কৃষ্ণসেবানন্দবর্দ্ধনকারী। তিনি পদে পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন করান এবং সর্ব্বাত্মার কৃষ্ণপ্রেমসলিলে স্নান সম্পাদন করেন। সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন।

সাদানা সাঃ—যখন আমরা কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিব, তখন যদি কৃষ্ণের কোন রূপ মনে হয়, তবে কি তাহাও পরিত্যাগ করিতে হইবে?

আচার্যদেব—আপনি নিজে কোনই কল্পনার মধ্যে যাইবেন না। আপনি কেবল শ্রীহরিনাম উচ্চারণ করিবেন এবং অকপট আর্তি ও প্রণতি-সহকারে তাঁহার করুণা প্রার্থনা করিবেন, আর বাদবাকী শ্রীহরিনামই আপনার জন্য বিধান করিবেন। হরিনাম—সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্মবিশিষ্ট ও স্বরাট্।

সাদানা সাঃ—হরিনামগ্রহণ করিবার সময় কি কৃষ্ণের রূপের কথা আদৌ চিন্তা করিতে হইবে না?

আচার্যদেব—এবিষয়ে হরিনামকীর্ত্তনের জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট অনর্থযুক্ত ব্যক্তির দিক্ হইতে কোনপ্রকার চেষ্টাই হইবে না। শ্রীহরিনামই তাঁহাকে স্ফূর্ত্তি করাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিত্যরূপ প্রদর্শন করিবেন।

সাদানা সাঃ—আমাদের কি কোন পুরুষাকারই থাকিবে না?

আচার্যদেব—সাধনী ফলভোগকারী কর্ম্মীর পুরুষাকারজাতীয় নহে, তাহা কৃত্রিমতা বা কল্পনা নহে। আমরা অভক্ত মলিন মনে অধোক্ষজ পুরুষোত্তমের কোন রূপ বা আকার কল্পনা করিতে পারি না। কল্পনার রূপ পুতুল-বিশেষ। Harinam is not impotent—He is potent—He can show His Eternal Form অর্থাৎ হরিনাম পুরুষত্ব-হীন বস্তু নহেন; তিনি সম্পূর্ণ শক্তিশালী, তিনি তাঁহার স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম্মের দ্বারাই তাঁহার নিজ রূপ স্বয়ং প্রদর্শন করিবেন। "তস্মৈ চাত্মকরণে স্বরূপম্"।

সাদানা সাঃ—হরিনাম করিবার সময় চক্ষু মুদ্রিত করা উচিত কি অনুচিত?

আচার্যদেব—হরিনাম গ্রহণকারীর ঐরূপ চেষ্টার কোন প্রয়োজন নাই। শুনুন, শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু কি বলিয়াছেন,—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ
স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং
কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি
বর্ণদ্বয়ী॥

'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃতের সহিত যে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানি না; দেখ, যখন (নটীর ন্যায়) তাহা তুণ্ডে (মুখে) নৃত্য করে, তখন বহু তুণ্ড (মুখ) পাইবার জন্য রতি বিস্তার (অর্থাৎ আসক্তি বর্দ্ধন) করে, যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে (অঙ্কুরিত হয়), তখন অর্বুদ কর্ণের জন্য স্পৃহা জন্মায় যখন চিত্তপ্রাঙ্গণে (সঙ্গিনীরূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে বিজয় করে।

If any empiric or mechanic effort is shown or attempt made by you to conduct your senses which is not accepted by Harinam that effort may not reach its goal no empiric (physical or mental) attempt should be mechanically made by a noviate—অর্থাৎ যদি আপনার দিক্ হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালনা করিবার জন্য কোন চেষ্টা করা হয়, যাহা হরিনামের অনুমোদিত নহে, তাহা দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। নবীন ব্যক্তির দিক্ হইতে কোনপ্রকার কৃত্রিম আধ্যক্ষিক চেষ্টাই করা কর্ত্তব্য নহে।

সাদানা সাঃ—আমি ত' অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইহা করিতেছি না; যাহাতে হরিনামে আমার একাগ্রতা হয়, তজ্জন্যই করিতেছি।

আচার্যদেব—ইহা আপনার অনুমান (Hypothesis) মাত্র। চক্ষু মুদ্রিত করিবার জন্য নিজের কোন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের চেষ্টা করিতে হইবে না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ে স্বতঃই অবতীর্ণ হইবেন। মনে রাখিবেন, কৃষ্ণের সমস্ত শক্তি তাঁহার নামে নিহিত আছে। তথাপি হরিনামে রুচি হইতেছে না—বিশ্বাস হইতেছে না—শরণাগতি আসিতেছে না—ইহাই আমাদের দুর্দ্দৈব, অনর্থ বা অপরাধ। এজন্যই শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন,—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

[হে ভগবন্, তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তোমার সর্ব্বশক্তি নিত্য নিহিত আছে এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ অতুলনীয়া কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব আমাকে এরূপ করিয়াছে যে, তোমার এত দয়াল নামেও অনুরাগ জন্মিল না।

সাদানা সাঃ—চক্ষু মুদ্রিত করায় কি হরিনামের শক্তিকে কিছু কম বলা হইতেছে বা তাঁহার শক্তির প্রতি অবিশ্বাস করা হইতেছে?

আচার্যদেব—আপনি কেন ঐরূপ কোন চেষ্টা আদৌ করিবেন,—যাহা হরিনাম প্রভুর দ্বারা গৃহীত হইবে কি না হইবে, তদ্বিষয়ে আপনি নিশ্চয় নহেন। আপনার পক্ষে যাহা প্রকৃত মঙ্গলকর তাহা বিধান করিবার পরিপূর্ণ শক্তি শ্রীহরিনামের আছে। আপনি কেন পূর্ব্বেই কল্পনা করেন যে, হরিনামের সেইরূপ শক্তি নাই।

সাদানা সাঃ—তাহা হইলে আমি কি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকিব?

আচার্যদেব—আপনি শ্রীহরিনাম প্রভুর ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য নিখিল চেষ্টাবিশিষ্ট হইবেন। যাঁহারা হরিনামের অনুশীলন করেন, তাঁহাদের ন্যায় সর্ব্বোপাধিনির্মুক্ত হরিনাম প্রভুর সেবায় অখিল চেষ্টাবিশিষ্ট ব্যক্তি আর কেহ নাই। তাঁহারা জগতের প্রাকৃত ফলভোগী বা ফলত্যাগী বহির্ম্মুখকারী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিশ্রমীর ন্যায় কখনও বিশ্রামসুখবাঞ্ছা, শান্তিসুখ বা মোক্ষলাভের জন্য আলস্যপ্রদর্শন বা নিশ্চেষ্টভাবে বিশ্রাম, গ্রহণ বা পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কর্ম্ম ভোগের বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আপনি হরিনামপ্রভুর সেবা ও কৃপা প্রার্থনা করিতে থাকিবেন, তখন দেখিবেন আপনার নিজ তাঁহার সেবা করিবার জন্য কিরূপ চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। হরিনাম-প্রভুর সেবার জন্য আপনি তখন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিবেন। এই স্বভাব আপনাতে স্বতঃই প্রকাশিত হইবে।

সাদানা সাঃ—তাহা হইলে কি আমরা নির্জ্জন স্থানের অনুসন্ধান বা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হরিনাম করিবার চেষ্টা কিছুই করিব না?

আচার্যদেব—আপনি সাময়িকভাবে তাহা করিলেও সেই প্রণালীর সহিত শুদ্ধ হরিনাম অনুশীলনের কোন সম্বন্ধই নাই। হরিনামসংকীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহার প্রথম আনুষঙ্গিক ফলই মনের সম্পূর্ণ নির্ম্মল চিত্তদর্পণ মার্জ্জন। ইহা প্রথম ফল হইলেও কিন্তু মুখ্য ফল নহে।

সাদানা সাঃ—কিন্তু উহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

আচার্যদেব—আপনার নিকট। কিন্তু আপনার পক্ষে উহাকেই ব্যগ্র হওয়া উচিত নহে। আপনি কেবল একান্ত হরিনামের ইন্দ্রিয়তর্পণ অনুসন্ধান করিবেন। আপনার মন নিয়মিত করিবার পক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীর ও হরিনামের যথেষ্ট শক্তি আছে। আপনার মন কেবল হরিনামের কি ভাবে ইন্দ্রিয়তর্পণ-বিধান করিবেন তজ্জন্যই সর্ব্বক্ষণ চেষ্টাবিশিষ্ট থাকা।

সাদানা সাঃ—চিত্তের বিক্ষেপ যে দূর হয় না? কি করিয়া হরিনাম করিব ও তাঁহার সুখানুসন্ধান করিব?

আচার্যদেব—খুব উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিবেন—আর্ত্তনাদে হরিনাম প্রভুকে ডাকিবেন, তাহা হইলে চিত্তবিক্ষেপ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকিবে।

সাদানা সাঃ—উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিলে চিত্তবিক্ষেপ নষ্ট হয়। আচ্ছা তুলসীর মালায় হরিনাম করিবার সার্থকতা কি?

আচার্যদেব—তুলসী কৃষ্ণের অতীব প্রিয়: তুলসী - কৃষ্ণপাদপদ্ম Ever

(ক্রমশঃ ৮ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যের [illegible] পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ [illegible] আচার্য্য চতুষ্টয় [illegible]। [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন, মহাপ্রভুর সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং মূর্ত্তি বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
পুরাতন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অদ্ভুতকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ঔঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীনারায়ণী ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর সন্নিকটবর্ত্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট
কাঁচাদাপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
২৪ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং [illegible], দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible]পুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
মাণ্ডা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গন্ধীবাগ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible]পুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড পার্ষদগদী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বম্বে ৭

(৫০) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মান্দ্রাজ
শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর জেলা গোদাবরী (মান্দ্রাজ)
শ্রীশ্রী[illegible]-মিলনস্থলের সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় প্রপন্ন-মঠ
পোঃ [illegible]

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিৎশিলা, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible]রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, [illegible])

(৬৮) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিস্থানে প্রতি লাইনে ।০	৶০	।৶০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৩৲		৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲				
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিস্থানে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম পূর্ব্বাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে, পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রভৃতি সংগৃহীত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, শ্লোক-পাদ-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(ঃ০ঃ)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

সরকার কর্ত্তৃক স্বীকৃত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্ত্বিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সকল বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রাবাসে খাবার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ; ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও ভাগ্যবান্ সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে সকল হরিকথা-সুধাবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে সংশোধিত করাইয়া বা অনুলিখন করিয়া বিভিন্ন গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নামে শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চষষ্টিতম বিরহতিথিপূজা-বাসরে ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিক এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের চাদ্দাদের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং স্বয়ং ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট শব্দ-সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—২৫, পঁচিশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—অধ্যক্ষ গৌড়ীয়মঠ, ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশন রোড, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের অন্তরঙ্গ সর্ববিদ্যাপ্রতিভাক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও নদীয়ার ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩৮নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত। শিশুর প্লীহা যকৃৎ কামালর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

, দায় বেহালা, ২৪ পরগণা।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬ ০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫০	১৭ ৫০	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৪	১০-৮	১৪-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-৪০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬ ১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭ ৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৬ই বৈশাখ, ১৩৪৬ ২০শে এপ্রিল, ১৯৩৯, বুধবার ৪২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইতালীর রাজা কর্ত্তৃক আলবানিয়ার রাজার পদ গ্রহণ

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল আলবানিয়ার রাজার পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন হইতে রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের উপাধি হইবে 'ইতালী ও আলবানিয়ার রাজা এবং ইথিওপিয়ার সম্রাট্।" আলবানিয়ার রাজার প্রতিনিধিরূপে একজন লেপ্টেন্যান্ট জেনারেল কার্য্য করিবেন। তিনি তিরানায় অবস্থান করিবেন।

ইতালীর আলবানিয়া জয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য সিরিয়া, লেবানন, দামাস্কাসের অধিকাংশ সহরে প্রবল আন্দোলন শুরু হইয়াছে ও দামাস্কাসের একটি মসজিদে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য তিন সহস্র লোক সমবেত হয়। এই সভায় বক্তাগণ ইতালীর আলবানিয়া আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করেন। অতঃপর বিক্ষোভ প্রদর্শনকারিগণ মিছিল করিয়া "ঈশ্বর একজন এবং মুসোলিনী তাহার শত্রু" ধ্বনি করিতে করিতে রাজপথ পরিভ্রমণ করে।

১২ বৎসরের ফেরার আসামী

বাবু সেখ নামক এক ব্যক্তি বার বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৫ সালে জমির বিরোধ সম্পর্কে বেহারী সেখ নামক এক ব্যক্তিকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে এবং ফলে তাহার মৃত্যু হয়। তদবধি আসামী পলাতক ছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে কোন এক ব্যক্তি তাহাকে বলে যে, যখন বার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে তখন ঐ অপরাধ সম্পর্কে তাহাকে আর গ্রেপ্তার করা হইবে না। আসামী তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া এই বৎসর সাহেবের সহিত টাঙ্গাইল থানায় হাজির হয়। পুলিশ তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং বিচারার্থ চালান দেয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান দণ্ডিত

কারবারের টাকা আদায় করিয়া তাহার যথাযথ হিসাব না রাখা ও তাহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করার অভিযোগে বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভোলা লোকাল বোর্ডের চেয়ারম্যান চৌধুরী মিঞা বরিশালের এক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

নিখিল ভারত মোটর ইউনিয়ন কংগ্রেস

নিখিল ভারত মোটর ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত কে এফ নরীম্যানের নির্দ্দেশক্রমে আগামী ২১শে এপ্রিল কাণপুরে নিখিল ভারত মোটর ইউনিয়ন কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে। আগামী ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে এপ্রিল কাণপুরেই যুক্তপ্রাদেশিক মোটর ইউনিয়ন সম্মেলনের অধিবেশন হইবে।

সৈন্য বিভাগে ভারতীয়করণ সম্পর্কে কমিটি

সৈন্যদল ভারতীয়করণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিগত সিমলা অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, আগামী ৯ই মে তারিখে সিমলায় তাহার প্রথম বৈঠক হইবে।

বৈঠকের পূর্ব্বে কমিটির সভ্যগণকে দেরাদুনে সামরিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ২৬শে, ২৭শে ও ২৮শে এপ্রিল তারিখে তাঁহারা সামরিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন।

পিস্তলসহ একব্যক্তি ধৃত

বোম্বাইয়ের সহরতলী জোগেশ্বরীতে জনৈক ব্যক্তির নিকট হইতে জাপানীর মার্কাযুক্ত একটি পাঁচ ঘরা পিস্তল ছিনাইয়া লইবার সময় একজন পুলিশ কর্মচারী ও দুইজন কনেষ্টবল সাংঘাতিক জখম হইয়াছে। পরে ঐ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হইয়াছে।

হবিগঞ্জে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন

গত ১৫ই এপ্রিল সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত মহানন্দ চৌধুরী বি এল মহাশয়ের সভাপতিত্বে হবিগঞ্জ মহকুমা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির এক অধিবেশন হইয়াছে। সেই অধিবেশনে নিম্নলিখিত ভদ্রলোকগণ আগামী মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়াছেন।

কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থিগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল—

১নং ওয়ার্ড— ডাঃ দুর্গাকুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রলাল দাস চৌধুরী।

২নং ওয়ার্ড—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত রাজকুমার পাল।

৩নং ওয়ার্ড— শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র সাহা, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দাস চৌধুরী।

৪নং ওয়ার্ড—ডাঃ নরেন্দ্রকুমার রায় এম বি, শ্রীযুক্ত রুক্মিণীনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দেব।

৫নং ওয়ার্ড—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত প্রমোদচন্দ্র দত্ত।

চীনা তুর্কীস্থানে অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণের আদেশ

সর্ব্বপ্রকারের অস্ত্রশস্ত্র ১৫ দিনের মধ্যে সমর্পণ করিবার জন্য চীনা তুর্কীস্থানের কাসগড় জেলার সর্ব্বত্র হুকুম জারী হইয়াছে। আদেশ পালন করা না হইলে মৃত্যুদণ্ড হইতে পারিবে।

অখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘের সাধারণ সভা

অখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত জে সি কুমারাপ্পা এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করিয়াছেন যে, আগামী ৭ই মে চম্পারণ জেলার বেতিয়ার নিকটস্থ বৃন্দাবন গ্রামের গান্ধী সেবা সঙ্ঘে অখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সঙ্ঘের সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিবিরাজক গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। [illegible] কলিকাতা [illegible] প্রকাশিত। [illegible] টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible]

৩। [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। ভাগবতী —[illegible] পাক্ষিক। [illegible] শ্রীমায়াপুর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক [illegible] টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় -[illegible] সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] মাত্র।

শ্রীলগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক [illegible] "[illegible]" [illegible] প্রকাশিত করিয়াছেন। [illegible] শ্রীগৌরকিশোর গোস্বামী [illegible] চরিত্রকথা [illegible] আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-প্রদর্শনীর
উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] সম্পাদিত গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] প্রশ্নোত্তরাকারে [illegible] উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

[illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু [illegible] এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥৹ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible]

১। [illegible] —[illegible] ৷৹

[illegible] —১৸৹

[illegible] ২৲

২। [illegible]

(সচীক) ৬৲

৩। [illegible] ৬

৪। [illegible] (সচীক) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸৹ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড ৸৹

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸৹, ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸৹

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। [illegible] ও [illegible] ১৷৹

৯। [illegible] ২৲

১০। [illegible] ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। [illegible] শিক্ষা (বাঁধা) ১

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹

১৫। [illegible] ।৹

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹

১৭। [illegible] ।৹

১৮। [illegible] ।৹

১৯। [illegible] ।৹

২০। গোদ্রুম [illegible] ।৶৹

২১। [illegible] ।৶৹

২২ [illegible] ।৹

২৩। [illegible]

[illegible] (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা ([illegible]) ২৲

২৫। গীতা ([illegible]) ২৲

(বাঁধা) ১৲

২৬। [illegible] ৹

২৭। [illegible] ১৲

২৮। [illegible] ।৹

২৯। [illegible] সংস্করণ)

(বাঁধা ৸৹

৩০। [illegible] ৶

৩১। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৶

৩২। [illegible] বাঁধা ।৹

৩৩। [illegible] ৷৹

৩৪। [illegible] ৶৹

৩৫। [illegible] ৷৹

৩৬। [illegible] ৶৹

৩৭। [illegible] ৶৹

৩৮। [illegible] ।৹

৩৯। [illegible] ।৹

৪০ [illegible] ৴৹

৪১। [illegible] ৴৹

৪২। [illegible] ৸৹

৪৩। [illegible] ৴৹

৪৪। [illegible] ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। [illegible]

৪৭। [illegible] ৹৴

৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹

৪৯। [illegible] ৴১৹

৫০। [illegible] (১ম ও ২য় খণ্ড)

৫১। [illegible] ।৹

৫২। [illegible] ।৹

৫৩। [illegible] ৸৹

৫৪। [illegible] ।৹

৫৫। [illegible] ।৹

৫৬ [illegible] ৶

৫৭। [illegible] ১

৫৮। [illegible] ৶

৫৯। [illegible] ৶৹

৬০। [illegible] ৴৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ।৹

৬২। [illegible] ।৹

৬৩। [illegible] ।৹

৬৪। [illegible] ।৹

৬৫। [illegible] ৶৹

৬৬। [illegible] ৴৹

৬৭। [illegible] ৶৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ১

৬৯। [illegible]

৭০। [illegible]

৭১। [illegible]

[illegible] ।৹

৭২। [illegible] ।৶৹

৭৩। [illegible]

[illegible] ।৹

৭৪। [illegible] ।৹

৭৫। [illegible] ৴৹

৭৬। [illegible] ।৹

৭৭। [illegible]

[illegible]

৭৮। [illegible]

৭৯। [illegible] ১৲

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।৹

৮১। [illegible] ।৹

৮২। [illegible] ৶৹

৮৩। [illegible] ৴৹

৮৪। [illegible] ৴৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—[illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, [illegible]

[illegible] পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১৫ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৬ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৯শে এপ্রিল ইং ১৯৩৯, বুধবার { ৪২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

——::(*)::——

শ্রীপাদে হরিকথা

* গত ১৬ই এপ্রিল রবিবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের এসিষ্টাণ্ট হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত হরিদাস মৈত্র এম এ মহাশয় সন্ধ্যার সময় শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে উপনীত হইয়া কয়েকটী প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব প্রায় একঘণ্টাকাল ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান এই ত্রিবিধ প্রতীতির কথা, জ্ঞানী ও যোগীর ব্রহ্ম পরমাত্মা সম্বন্ধে যে ধারণা, সেই ধারণার সহিত ভক্তের ধারণার পার্থক্য কোথায়, ক্ষীরোদকশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও কারণোদকশায়ী—বিষ্ণুত্রয়ের কাহার কি কার্য্য, জীবহৃদয়ে বিষ্ণুর অবস্থান এবং কৃষ্ণ ও নারায়ণের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বহু কথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন। হরিকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীযুত হরিদাস বাবু পরমানন্দিত হন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল সাগর মহারাজ গত ১৫ই এপ্রিল অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রায় ২॥০ ঘণ্টাকাল মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পরও স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শুদ্ধসেবকের স্বরূপ, সেবা কাহাকে বলে, অসৎসঙ্গ দূরভাবে ত্যাজ্য প্রভৃতি বহু কথা আবেগভরে একঘণ্টারও অধিককাল কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। স্বামীজীর যুক্তিয়ারপূর্ণ প্রাণস্পর্শী পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন।

পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিহারের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া সহরের বিভিন্নস্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ৭ই এপ্রিল শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকায় রায় গণেশ দত্ত সিং (Ex-Minister of Self Government of Bihar and Orissa) মহোদয় শ্রীমঠে আগমন করিয়া ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট দেড় ঘণ্টা যাবৎ পরিপ্রশ্নমুখে "চিত্তের স্থিরতা", "ভক্তের বৈশিষ্ট্য", "গৃহস্থজীবনের কর্ত্তব্য" প্রভৃতি বিষয় শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হইয়াছেন। তাঁহার নিকট শ্রৌতবাণী শ্রবণ করিয়া এত আকৃষ্ট হইয়াছেন যে, তিনি প্রতিদিন বেলা আড়াই ঘটিকা হইতে চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত দেড়ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা শ্রবণ করিবেন বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। যে দিন তিনি শ্রীমঠে আসিতে না পারেন, সেদিন নিজের মোটরগাড়ী করিয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে সাদরে লইয়া যান। তিনি দেশসেবা (?), লোকসেবা (?) প্রভৃতি হইতে শুদ্ধভক্তির বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় ধারাবাহিকভাবে ব্রহ্মচারীজীর নিকট শ্রবণ করিয়াছেন।

সাত্বতবিধানে শ্রাদ্ধ

গত ১৩ই এপ্রিল ৩০শে চৈত্র বৃহস্পতিবার হাওড়া জেলার অন্তর্গত উত্তরগৌড়ীগ্রাম-নিবাসী গৌড়ীয়মঠাশ্রিত শ্রীযুক্ত দাশরথি দাস মহোদয় তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য সাত্বত-স্মৃতিবিধানে একাদশাহে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তবিনোদদাস ভক্তিমধুপ ভক্তিশাস্ত্রীজীর পৌরোহিত্যে মহাপ্রসাদ দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে

——

দক্ষযজ্ঞ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রূপ প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন। দক্ষ এত বাহাদুরী করিয়া—খুব্‌কিয়ানা করিয়া যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রীতিবিধান করিবার জন্য যে যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু তাঁহার সেই যজ্ঞে উপস্থিত হন নাই; এমন কি, ব্রহ্মাও সেই যজ্ঞে উপস্থিত হন নাই। দক্ষের বাহ্যানুষ্ঠানের কোনপ্রকার ত্রুটী ছিল না। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন—যজ্ঞের দ্বারা বিষ্ণুর প্রীতিবিধান করিবেন। কিন্তু কেবলমাত্র বৈষ্ণবপ্রবর শিব-বিদ্বেষের ফলে সমস্ত ফলই বিপরীত হইয়াছিল। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" এইরূপভাবে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন না করিলে আমরা অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে পড়িয়া যাইব। যেখানে হরিকীর্ত্তন নাই, সেখানে আত্ম-প্রশংসা বা আত্মম্ভরিতা স্থান লাভ করিয়া আমাদিগকে নরকের পথের যাত্রী করিয়া দেয়।

মহাদেব দক্ষকে যেন-যজ্ঞে প্রত্যক্ষভাবে সম্মান প্রদর্শন করিবার অভিনয় না করিলেও তিনি প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শক্তাক্রান্ত বাদিগণ অনেক সময় অধোক্ষজ বাসুদেবের সেবাপরায়ণ বৈষ্ণবের প্রকৃত চেষ্টা বুঝিতে অসমর্থ হন। বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা অপ্রাকৃতের ভাব সকল প্রত্যক্ষভাবে প্রতীত হয় না। মহাভাগবত সর্ব্বদাই ভগবানের অনুগত ও সেবোন্মুখ হইয়াই অবস্থান করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে অধোক্ষজসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবগণ স্থূল সূক্ষ্ম সকল দেহের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হইয়া সর্ব্বদা পরতত্ত্বের প্রণতি-নিপুণ। বাহিক অভিবাদনাদি স্থূলদেহের। অনেক সময়ে বাহ্য-ক্রিয়াকলাপ-দর্শন-ফলে স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহাভিমানিগণের ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধ ঘটে; বস্তুতঃ এই সকল কারণেই বৈকুণ্ঠ-ধাম বৈষ্ণবের চরিত্র যাহা দেখিয়া থাকেন, উহা তাঁহাদের ভ্রান্তিমাত্র। ভাগবতগণ প্রত্যেক বস্তুকেই ভগবৎসম্বন্ধি-বিচারে দর্শন করেন। এইজন্য তাঁহাদের বিচারে কোনও প্রকার ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। তাঁহারা সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বক্ষণ শ্রীপদ্মপলাশ-নিপাতনকারণাপাটব—এই লোকবুদ্ধি-বর্জ্জিত।

"ভগবান্ ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল দূরে যাইবে। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও সাবধানতার সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করুন। ভগবান্ও নিশ্চয়ই চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাঁহার যেরূপ সাধন, শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তদনুসারে তাঁহাকে সুফল প্রদান করেন। হরি-সেবার নামই ভক্তি।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ মধুসূদন বৃহস্পতিবার অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

সত্যানুসন্ধান

ভগবানই একমাত্র বাস্তবসত্য বস্তু। এই বাস্তব সত্যের অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব আছে। ইহা অখণ্ড। সত্য বস্তুটী প্রভু বস্তু। তাঁহার অসংখ্য ভৃত্য আছে। তাঁহার সেবক বা ভৃত্যগণও এক একজন অপ্রাকৃত ব্যক্তি। বাস্তবসত্যের যা কিছু সবই অপ্রাকৃত রূপবিশিষ্ট। বাস্তবসত্য স্বয়ং রূপবান্, তাঁহার নিজজন ভক্তগণ রূপবান্, এমনকি তাঁহার অপ্রাকৃত সেবাও বিগ্রহ-বিশিষ্ট। ভক্তগণই ভগবৎসেবাবিগ্রহ। এই ভক্তগণ ভগবান্ হইতে অভিন্ন। ভক্তের দেহ, মন, বাক্য এবং যাবতীয় চেষ্টা সব সত্য। তাঁহাদের সকল কার্য্যই ভগবৎ-সেবা। অক্ষজজ্ঞান বা জড়েন্দ্রিয়কে সহায় করিয়া সত্যের অনুসন্ধান করা যায় না। এই অধোক্ষজ বাস্তব-বস্তু একমাত্র শ্রৌতপন্থাবেদ্য। ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সত্যানুসন্ধান করিতে হইবে না। জাগতিক অভিজ্ঞতাদি সত্যের নিরূপণ-হেতু হইতে পারে না। ভক্তগণ কদাচ স্বীয় নিজ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেন না। কর্ম্মিগণ তাঁহাদের পরিদর্শন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করেন বটে, কিন্তু সর্ব্বদা দণ্ড, ভীত ও সন্তপ্ত। কিন্তু ভক্তগণ বাস্তবসত্য শ্রীভগবৎপাদপদ্মে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। সত্য ব্যতীত অন্য জিনিষের আশ্রিত যাঁহারা, সেই অক্ষজজ্ঞানিগণের তথাকথিত সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জন ব্যক্তিগণ অধোক্ষজ বস্তুকে জড় ইন্দ্রিয়দ্বারা মাপিতে যান না। তাঁহারা জানেন, সত্যবস্তু অতীন্দ্রিয়। তাই তাঁহারা বাস্তবসত্যের উপাসক ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ লাভের জন্য উদ্গ্রীব হন, শ্রেয়ঃপন্থীর সঙ্গ ছাড়িয়া প্রেয়ঃপন্থী বা শ্রৌতপন্থীর পদাঙ্কানুসরণ করেন। এই সত্যানুসন্ধান বা সত্যোপলব্ধি জিনিষটী সত্যের প্রতি প্রভুত্ব করিবার প্রয়াস নহে পরন্তু বাস্তবসত্যের সম্পূর্ণ অধীন হইবার ঐকান্তিক যত্ন বা চেষ্টা। প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নিজ বল ও চেষ্টার প্রতি ভরসা না করিয়া বাস্তবসত্যের কৃপার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকেন। নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি বাস্তবসত্যের অস্তিত্বে ও ব্যক্তিত্বে এবং বাস্তবসত্যের উপাসকগণের অস্তিত্বে ও ব্যক্তিত্বে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট—দৃঢ়বিশ্বাসযুক্ত। সৌভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কৃপায় সত্যের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস আছে বলিয়া তিনি সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সত্যের ব্যক্তিত্বে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই। তিনি অসত্যকে সত্য মনে করেন না। এ বুদ্ধি ভগবৎপ্রদত্ত। নিষ্কপটে কৃপাভিখারী হইলে সেই কৃপাপ্রার্থীকে ভগবানই বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকেন।

সত্যের সেবা প্রাকৃত মন বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয় না। অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা তাহা সম্ভব। বাস্তবসত্যের উপাসক ভক্তগণই এই বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান আমাদিগকে দিতে পারেন। আমরা নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু হইলে ভগবানই কৃপা করিয়া আমাদিগকে শুদ্ধভক্তের সন্ধান প্রদান করেন। ভগবৎ-কৃপাতেই ভগবদ্ভক্তের অপ্রাকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হয়। এই ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য দ্বারাই বাস্তবসত্যের সহিত সেব্যসেবক-সম্বন্ধ লাভ করা যায়। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ বাদ দিয়ে, সম্পূর্ণ আনুগত্যের সহিত ভগবদ্-ভক্তের সেবা—ভগবদ্দাসগণের দাস্য স্বীকার না করিলে ভগবৎসেবা—ভগবদ্দর্শন বা সত্যের সেবালাভের অন্য কোন উপায় নাই।

ভক্তের সেবাই সত্যের সেবা। ভগবান্ যেমন সত্য, ভক্তও সেইরূপ নিত্য সত্য। এই ভগবদ্দাসগণই সত্যের সন্ধান-প্রদাতা। সত্যনিষ্ঠ ভক্তগণ সত্যবিগ্রহ-কাতর হইয়া সতত সত্যানুশীলনপর—কৃষ্ণ-কীর্ত্তনপরায়ণ। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন,—

নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাইপদ সদা কর আশ।

ভগবচ্চরণ—নিতাইচরণ — ভক্তচরণ আচার্য্যচরণই নিত্য সত্যবস্তু। বদ্ধজীব আমরা এই সত্যের সেবা করিবার ইচ্ছাবিশিষ্ট হইতে পারি, আবার সত্যের উপর প্রভুত্ব বা কর্ত্তৃত্ব করিবার ইচ্ছাও হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি। সেবা ও কর্ত্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা যুগপৎ থাকিতে পারে না। সুতরাং আমরা যদি মঙ্গল চাই তাহা হইলে সত্যের সন্ধান পাইবামাত্রই তচ্চরণে নিষ্ঠাযুক্ত হইব, সমস্ত ছাড়িয়া সত্যের সেবাতেই নিযুক্ত থাকিব, সত্যের অধীন থাকিব, সত্যকে নিজ প্রভু বলিয়া বরণ করিব, সত্যকেই শাসক বা নিয়ামক বলিয়া জানিব, সত্যের আনুগত্য করিব, সত্যকেই ভজনীয় বস্তু বলিয়া জানিব।

সাধক অবস্থায় জীবের সর্ব্বদাই পতনের আশঙ্কা থাকে। এ অবস্থায় যদি রক্ষক না থাকে, আমরা যদি ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের আশ্রিত বা শরণাগত না থাকি তাহা হইলে কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? সেইজন্য শাস্ত্র প্রথমেই সদ্গুরুচরণ আশ্রয় করিতে—সত্যের আশ্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আশ্রয় করা মানে—চৈতন্যবস্তু লাভ করা—ভক্তি করা। আশ্রিতগণই ভক্ত। তাঁহারা আত্মদর্শী। সেই শ্রৌতপন্থিগণ মনো-ধর্ম্মী নহেন। আর অসত্যাশ্রিত তর্কপন্থিগণ মনোধর্ম্মী। তাই তাঁহারা চঞ্চলচিত্ত, ভক্তের ন্যায় শান্ত নহেন তাঁহারা সংশয়াত্মা। সেইজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" এই কথা বলিয়া সাবধান করিয়াছেন।

বাস্তব সত্যবস্তু অবিতর্ক্য, unchalle-ngeable। কিন্তু যাঁহারা সেই Absolute Truth কে challengeable মনে করেন, তাঁহাদের success সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। প্রপন্ন বা আশ্রিত জনগণের সেরূপ কোন বালাই নাই। তাঁহাদের সাফল্য অনিবার্য্য। তাঁহারা বিশ্ববিগ্রহ শ্রীভগবান্ এবং আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত থাকিয়া অসংখ্য বিপদের মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। বহু আপদ্-বিপদের মধ্যেও শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবকগণ কখনও বিচলিত হন না—সত্যের সেবা হইতে একবিন্দুও বিচ্যুত হন না।

দক্ষযজ্ঞ

(শ্রীপাদ জয়গোবিন্দ ভক্তিসারী)

বেদান্ত-দর্শনের অকৃত্রিমভাষ্য অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধ পাঠে আমরা দক্ষযজ্ঞের বিষয় অবগত হইতে পারি। সেই দক্ষযজ্ঞ আখ্যানে শ্রীল ব্যাসদেব আমাদিগকে যে মহতী শিক্ষা দিয়াছেন, শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস করিতেছি।

কোন সময়ে দেবতাগণের যজ্ঞে যখন ভব-বিরিঞ্চ্যাদি উপস্থিত ছিলেন, তখন প্রজাপতি দক্ষ তথায় উপস্থিত হইলেন প্রজাপতি দক্ষ উপস্থিত হওয়ামাত্রই ভব-বিরিঞ্চি ভিন্ন সকলেই দক্ষের যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। বিরিঞ্চিকর্ত্তৃক দক্ষ প্রজাপতির আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাই বিরিঞ্চি দক্ষকে সম্মান না দিলেও দক্ষ তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট বা কুপিত না হইয়া বামদেবের ভবের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিন্দা ও কটূক্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি নানাভাবে মহাদেবের নিন্দা করিলেন

প্রজাপতি ব্রহ্মা দক্ষের বিচারের অনুকূল যোগানদারের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাই দক্ষ ব্রহ্মার প্রতি অসন্তুষ্ট হন নাই। ভোগী, প্রতিষ্ঠাকামী জীবগণ এইভাবে বঞ্চিত হয়। যাহারা অত্যন্ত ভোগী বা প্রতিষ্ঠাকামী, তাঁহারা কখনও সাধুগণের মহত্ত্ব বুঝিবার শক্তি ভগবান্ হইতে প্রাপ্ত হন না। জীব

বদ্ধজীবের হরিবিমুখতা প্রবল। সে মায়ামুগ্ধ। সুতরাং কৃষ্ণসেবোন্মুখতা তাহার কি করিয়া থাকিবে? কিন্তু যদি তিনি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ ও সেবা করেন, তাহা হইলে ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে কিয়ৎ-পরিমাণে অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা উদয়ের সম্ভাবনা হয়। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ভক্তের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে ভক্তের চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের বাসনা ভক্তের কৃপায় জীবহৃদয়ে উদিত হয়। সেই সমর্পিতাত্ম সজ্জন যখন অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া ভক্তের সেবা করেন, ভক্তের অহৈতুকী কৃপায় তখন তিনি বাস্তবসত্যের সেবার অধিকার লাভ করেন এবং নিত্যকাল ভগবানের নিত্য দাসগণের আনুগত্যে চিত্তাবে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হন

যতই ভোগের, ত্যাগের বা প্রতিষ্ঠাদির প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িবে, ততই শ্রীভগবানের নিকট হইতে, ভগবদ্ভক্তের নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িবে। এমন কি, ক্রমশঃ শ্রীভগবানের প্রতি বিশ্বাস ছাড়িয়া নির্ব্বিশেষবাদী, সন্দেহবাদী, শূন্যবাদী এবং অবশেষে চার্ব্বাকপন্থী হইয়া পড়িবে। তাই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"বিদ্যা থাকিতে কৃষ্ণ-প্রেম বশ নহে।" এ জগতে যাঁহারা যখন বাহাদুর, কিংবা মুরুব্বি হইতে চাহিবেন, তাঁহারা তখন সত্যের নিকট হইতে মায়াদেবী কর্ত্তৃক দূরে অপসারিত হইবেন।

"দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥"

বহু যোগ্যতা-সম্পন্ন দক্ষের—নিপুণের—বাহাদুরের—'বড় আমি'র আজ সেই দশা উপস্থিত। দক্ষের অনুচরগণ চান—জগতের সকলেই তাঁহাদের অনুগত হউক। কেহ তাঁহাদের অমর্য্যাদা করিলে তাঁহারা একেবারে অগ্নিশর্ম্মার বিচার অবলম্বন করেন। সত্যের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিবার মত শক্তি তাঁহারা একেবারেই হারাইয়া ফেলেন। মায়ার এমনি প্রভাব! এই মায়া কুহকিনীর আকর্ষণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তির দ্বারা—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

দক্ষ পূজ্য আমি, বড় আমির বিচারে আত্মপত্য করিতে যাইয়া মহাদেবের মহ [illegible] এবং সঙ্গে সঙ্গেই মহাদেবের নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবা বরণ না করেন, তাঁহারা মায়ার সংসারে ভোক্তা-অভিমান করিয়া নরকের রাস্তা পরিষ্কার করেন মাত্র। যে মুহূর্তে জীব হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা ভুলিয়া যাইবেন, সে মুহূর্তে জীব মায়ার দাসত্ব করিবার মত বুদ্ধি বিশিষ্ট হইবেন। মায়া যে কি ভাবে প্রতিনিয়ত আমার ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে প্রতারিত করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত আছেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এমন কি, প্রাকৃত সেবার সুযোগ পাইয়া মায়া আমাদের সামনে উপস্থিত হইয়া আমাদের সহিত প্রতারণার খেলা খেলিয়া থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন—মায়া ভোগের ও ত্যাগের টোপ দেখাইয়া সেবা-বিমুখ জীবগণকে প্রতিনিয়ত প্রতারিত করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত, ইহা তাঁহার একটা কার্য্য। তিনি এইরূপে ব্যতিরেক-ভাবে শ্রীভগবানের [illegible]

পরিবর্ত্তে 'ভাল আমি' হইবার বিচার হইয়াছে, মায়াদেবী তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে তিনি কৃপা করিয়া শ্রীভগবানের সেবাতে নিযুক্ত করেন।

দক্ষ কেবলমাত্র মহাদেবের নিন্দা করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি মহাদেবের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় নানাপ্রকার যাচ্ছেতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সেই মায়ার রাজ্যের বাহাদুরী লইয়া মহাদেবকে পরিমাপ করিতে যাইয়া তাঁহাকে নিজগম্য বিচার করিবার মত দুর্ব্বুদ্ধি, বোকামি প্রকাশ করিতেও লজ্জিত হন নাই। সতীকে আপন কন্যা জ্ঞান করিয়া নারকীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা বরণ করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নয়, দক্ষ সেই যজ্ঞালয়ে প্রচার করিলেন—মহাদেবকে আর যজ্ঞের ভাগ দেওয়া হইবে না। সাধুদিগের বৃত্তি বন্ধ করাই দক্ষের বিচার হইল।

আজ এই জগতে আমার ন্যায় বহু [illegible] বিচার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বিচার করেন—শ্রীগৌড়ীয়ম[illegible] না, তাঁহাদের কোনও প্রকার লোকরঞ্জন করিবার মত শক্তি নাই, তাঁহাদের মোটেই জগতের বিচারের সহিত পাল্লা দেওয়ার সামর্থ্য নাই—'বড় আমি' হইবার বিচার তাঁহাদের নাই; সেইজন্য জগতে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান কোনও প্রকারে থাকা উচিত নহে; পরন্তু তাঁহাদের আচার-প্রচার চিরতরে বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দক্ষ যে সনাতন নহে, এই বিচার দক্ষ-সম্প্রদায়ের মাথায় মোটেই প্রবেশ করে না। যেমন শ্রীভগবান্ নিত্য সনাতন, তাঁহার সেবক-সম্প্রদায়ও সেই প্রকার নিত্য ও সনাতন। শ্রীল প্রভুপাদ তাই বজ্রগম্ভীরস্বরে জানাইয়াছেন—"[illegible] না।" এই ভক্তিসিদ্ধান্তধারা-সংরক্ষণকারী—শ্রীগৌড়ীয়মঠ। শ্রীগৌড়ীয়মঠ কাহারও নির্ম্মিত বা কাহারও অর্থ-প্রসূত প্রাকৃত বস্তু নহেন।

কর্ম্মকাণ্ডের প্রতীক দক্ষ মহাদেবের যজ্ঞভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক বিচার করিলেন এবং নানাভাবে মহাদেবকে অভিশাপ দেওয়ার মত বিচার দেখাইলেন—যদিও মহাদেব তাঁহার অভিশাপগ্রস্ত হওয়ার মত পাত্র নহেন। জীব যজ্ঞ করেন যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রীতি-উৎপাদন করিবার জন্য, কিন্তু শাস্ত্র বলেন,—বৈষ্ণবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া—বৈষ্ণবকে অগ্রাহ্য করিয়া বিষ্ণু-সেবালাভের [illegible]

যখন প্রজাপতি দক্ষ মহাদেবকে অভিশাপ প্রদান করিবার মত বৃথা দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন মহাদেবের অনুগত সম্প্রদায় দক্ষ-সম্প্রদায়কে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন যে, মহাদেবের—বৈষ্ণবের সেবা-নিরোধিগণের ছাগলের মত মাথা হউক। যাঁহারা বৈষ্ণবের সেবা পরিত্যাগ করিবেন, তাঁহারা এই জগতে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিবার জন্য ছাগলের মত অত্যন্ত কামাসক্ত হইয়া জীবনযাপন করিবেন,—ইহা শিবভক্ত নন্দীর দক্ষ-সম্প্রদায়ের প্রতি অভিসম্পাত। যাঁহারা বৈষ্ণবসেবা পরিত্যাগ করিবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কামুক হইয়া গোচারণ বিষয়ে লিপ্ত হইবেন। জগতে বর্ত্তমানকালে প্রতিনিয়ত তাহাই লক্ষ্য করিতে পারিতেছি। "ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা।" "পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।" অতএব আমরা কখনও বৈষ্ণব সেবাতে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিব না।

মহাদেবের ভৃত্য—বৈষ্ণব-সেবক নন্দীর অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া দক্ষানুচর ভৃগু নন্দী প্রভৃতি বৈষ্ণব-সেবকগণকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন যে, যাঁহারা শিবের প্রতি অতিভক্তি দেখাইতে গিয়া যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে পরমদেবতা বিচার না করিয়া মহাদেবকে পরমদেবতা বিচার করিবেন, তাঁহারা "শিবোঽহং"—এই পাষণ্ডমতবাদ আশ্রয় পূর্ব্বক চরমে নির্ব্বিশেষগতি লাভ করিবেন তাঁহাদের অতিভক্তি তাঁহাদের অধঃপতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। যাঁহারা মহাদেবকে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণের সহিত সেব্য সেবকভাব-রহিত হইয়া অভিন্ন-বোধে সেবা করিবার অভিনয় করেন তাঁহারা শাস্ত্র-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী বলিয়া শিবভক্ত ত' নহেনই, পরন্তু পাষণ্ডী নামে অভিহিত হন।

শৈব এবং বৈষ্ণব পরস্পরের বিবাদ হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে এই দুই সম্প্রদায়ের মতের কোনও মত অবলম্বন করিয়াই বিষ্ণুর সেবা লাভ করা যায় না। বিষ্ণুর সেবালাভের পথ মাত্র একটী এবং সেই পথটিই ভক্তিপথ। সেই পথই ভগবানের রাজ্যে উপস্থিত হওয়ার রাজকীয় পথ। এই পথকে অনাদর করিয়া অন্য কোনও উপায়ে শ্রীভগবানের সেবা লাভ করা যায় না। এই পথ অগ্রাহ্য করিয়া বিষ্ণুসেবা লাভের যে চেষ্টা, তাহা কখনও ফলপ্রসূ হয় না।

এদিকে দক্ষ "বৃহস্পতিসব" নামক এক যজ্ঞের আয়োজন করিলেন। তাহাতে সমস্ত দেবতার আবাহন করা হইয়াছিল কেবলমাত্র মহাদেবকে আবাহন করা নাই। মহাদেবের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া এই যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছিল; তাই মহাদেবকে জানান হয় নাই। সতী মহাদেবের অনিচ্ছাসত্ত্বেও যখন যজ্ঞে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন মহাদেবও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষের যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। সতী যজ্ঞে মহাদেবের ভাগ নাই দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পরে পিতা দক্ষের মহাদেবের প্রতি বিদ্বেষভাব স্পষ্টভাবে অবগত হইয়া পিতার সমক্ষে দেহত্যাগ পূর্ব্বক জগৎকে শিক্ষা দিলেন, বৈষ্ণব নিন্দা শুনিলে—"সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বা ছে[illegible] তত্রাপ্যসমর্থো স্বপ্রাণ পরিত্যাগোঽপি কর্ত্তব্যঃ।"

সতীর দেহত্যাগ বিচার লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক সাধক জীবের লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যেখানে গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ, তথায় আপোষের কোনও কথা চলিতে পারে না, সতী আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহারা বৈষ্ণব-বিদ্বেষের যে কি ভীষণতম পরিণাম, তাহা বুঝিয়াও বুঝে না—বৈষ্ণব-বিদ্বেষ যে আত্মার সেবাবৃত্তি শুষ্ক করে অর্থাৎ আত্মনাশের কারণ হয়, তাহা তাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয় না। জগতের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই—যখন জগৎ বৈষ্ণব-বিদ্বেষের স্থান হইয়া উঠে। আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের দেহের মত প্রিয় জিনিষ আর কিছুই নাই, সতী তাহাও ত্যাগ করিয়াছিলেন বৈষ্ণব[illegible] পিতার গোচরে বিচার করিয়া। জগতের সঙ্গে আমাদের যে সম্বন্ধ আছে, তাহা আমরা অনায়াসে ত্যাগ করি—যদি জগৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হয়। ইহা বৈষ্ণব-সেবকের বিচার, প্রত্যেক চেতনের—ভগবৎসেবকের এই বিচার ইহাই বাস্তব-শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।

সতী দেহত্যাগ করিলেন, দক্ষ বৈষ্ণব বিদ্বেষের চরম সীমায় উপস্থিত হইলেন এদিকে দক্ষের আয়ুকালও ফুরাইয়া আসিয়াছে। বৈষ্ণব-নিন্দার ফলে জীবের চেতনতা ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার একমাত্র বন্ধু—বৈষ্ণব ঠাকুর।

দক্ষের অনুচরগণ নানাভাবে শিবানুচরগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইলেন; দক্ষের যজ্ঞ [illegible] ভাসিয়া গেল [illegible] নন্দী দক্ষের মস্তক ছিন্ন করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অজমুণ্ড যোজনা পূর্ব্বক বৈষ্ণব-বিদ্বেষের উপযুক্ত ফলপ্রদান [illegible]

(অবশিষ্ট ৩য় পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, তাঁকবর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-সর্বধামা-শীর্ষ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীশ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রুত-মালিকাধারণের পীঠ গর্ভনিষ্ঠাদি আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৭৬ বড়বাজার ৪২১

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আস শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাতঃকাল হইতে বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিক পত্রিকা ও পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এখনও বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঔঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

বিডালপুর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাল, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চ'ব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিকা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ পানিহাটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা ঝোড়া, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চারঘাট, জেঃ মহারাজপুর, ইউ. পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মহেন্দ্রপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) শ্যামানন্দ-কুঞ্জকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—জেলালী,

পোঃ কোটোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৪নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কাম্বালাহিল

[illegible]

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মাদ্রাজ, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাকান্তবিগ্রহের সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) শিরবিন্দু-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মানন্দগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ বক্রকুণ্ডা, বঙ্গাল

(৬০) নাগরশুদ্ধানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) ঢেকমরগৌড়ীয়মঠ

কুচবিহার, পোঃ ঢেকমর, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৯০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

স্ট্যাট নং ৫

৫১, মার্চমেন্ট রোড

গ্লাসটন, লণ্ডন, এস ডব্লু, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

স্টেশন রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৵০	।০
ইঞ্চি			১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১২৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার [illegible] মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুকম্পায় "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকায় প্রকাশিত, শ্রীল প্রভুপাদের "নদীয়া-প্রকাশ" সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত [illegible] প্রয়োজনীয় অংশ টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকের একটি বিস্তৃত বক্তব্য, শব্দসূচী, শাস্ত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি [illegible] কাগজে [illegible] ও শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible] বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বাংলাবাজার, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূনমালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মূল্য ।০ আনা মাত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] আদর্শস্থানীয়। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। খাওয়া ও [illegible] মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতি বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। [illegible] ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭০ নম্বর পাইতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় [illegible]: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই রূপ অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। [illegible] বিশ্ববিখ্যাত [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীচৈতন্যমঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীসরস্বতী [illegible] পরিষ্ট ১০০শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা ইহার [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] প্রভুপাদের শ্রীমুখের [illegible] [illegible] গৌড়ীয়গণের প্রকাশ হইয়াছে, [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'উপদেশামৃত' ও 'প্রবন্ধাবলী' [illegible] এক্ষণে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] পাওয়া যাইবে [illegible] এই গ্রন্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত বল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে মগ্ন হউন। এই গ্রন্থে অর্দ্ধশত ও আরও শত গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক পাণ্ডিত্য সম্মেলনে তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৬৫০ অধ্যায়ে সাত শতের পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দকোষ (Index Glossary) সহ ... ভিক্ষা ... টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতদুদ্দেশ্যে সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের অনুকম্পায় পরবিদ্যাপরিচিত সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলী ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১৭৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::(•)::——

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরাজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর গোয়াড়িতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

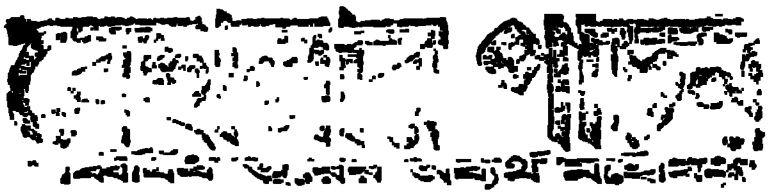

ম্যালেরিয়া প্লীহা যকৃত জীর্ণ জ্বরের যম, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারের হাজার বাটি ... অব্যর্থ ঔষধ। বিনাব ... সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ৩৬	৭ ২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫০	২২ ৫০
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ৫০	১৪ .৫				
(বদল) ছাঃ			৯ ০১	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ১	৮-৪৫	১০-৮	১৫ ২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১০		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-৪৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮ ১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৪৫		২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৫	৯ ১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৩ ২৬	৭-১৮		১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ				১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১৩ ১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-৫৫

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৫	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

ষ্টেশনঃ— [illegible]
টেলিগ্রাম—'চৈ:মঠ'
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর— ৭ই বৈশাখ, ১৩৮৬ ২১শে এপ্রিল, ১৯৭৯, বৃহস্পতিবার | ৪৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বালীগঞ্জে চুরির হিড়িক

বালীগঞ্জ থানার এলাকায় সম্প্রতি অনেক বার চুরি হইবার পর পুলিশ ঐ অঞ্চলের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে এই সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি কমিশনার রায় বাহাদুর বনবিহারী মুখার্জির নেতৃত্বাধীনে গত শনিবার প্রত্যুষে ঐ অঞ্চলের কতকগুলি বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়া পুলিশ ২২ জন বদমায়েস লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং চোরাই সম্পত্তির কতক মালও উদ্ধার করিয়াছে। ধৃত সন্দেহে গ্রেপ্তার ব্যক্তিদিগকে হাজতে আটক রাখা হইয়াছে।

প্রকাশ, তদন্ত শেষ হইবার পর পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে একটী গ্যাংকেস রুজু করিবে।

ভারতে উৎপন্ন ধানের পরিমাণ

কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির প্রশ্নের উত্তরে স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা বলেন যে, গত ২রা মার্চের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জার্ণেলে আসামের ১৯৩৮-৩৯ সালের ধানের যে শেষ পূর্ব্বাভাষ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, উক্ত বৎসরে উৎপাদন পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩ লক্ষ টন অর্থাৎ শতকরা ১২ ভাগ কম হইবে। তিনি আরও জানান যে ব্রহ্মদেশ হইতে ধান আমদানী করিয়া এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে।

অতঃপর বাণিজ্যসচিব ১৯৩৮ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ হইতে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে আমদানী ধান ও চাউলের নিম্নরূপ হিসাব দাখিল করিয়াছেন—১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর—চাউল ১৫২৫০ টন, কিন্তু ধান কিছুই আমদানী হয় নাই। অক্টোবর (১৯৩৮)—চাউল ২১৫২৯ টন এবং ধান ৫ টন; নভেম্বর (১৯৩৮)—চাউল ২৭১৮৬ টন এবং ধান ৩ টন, ডিসেম্বর (১৯৩৮)—চাউল ১৫২৮০ টন এবং ধান ২২৬১ টন; জানুয়ারী (১৯৩৯)—চাউল ৩২৬৬৫ টন এবং ধান ৭৩৭৬ টন; ফেব্রুয়ারী (১৯৩৯)—চাউল ৫৩৯৯১ টন এবং ধান ৭৭২২ টন।

স্যার জি এস বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত বি এন চৌধুরীকে জানান যে, গবর্ণমেণ্ট যে ঔষধ নিয়ন্ত্রণ বিল তৈয়ার করিয়েছেন, তাহাতে জীবাণু ঘটিত ঔষধের উৎপাদন ও বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শ্মশানকালী মেলায় ভীষণ কাণ্ড

মেদিনীপুর দেবরা থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর একটি বিশিষ্ট গ্রাম। ঐ গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রে শ্মশান কালীপূজা উপলক্ষে এক বৃহৎ মেলা হয়। মেলায় শ্মশানকালী জাগ্রত দেবী বলিয়া দেশদেশান্তর হইতে ঐ এক রাত্রির জন্য বহু যাত্রীর সমাগম হয়। বহু রকমের দোকানও বসিয়া থাকে। উপরন্তু বহুলোক মন্দিরের সম্মুখে ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বলিদান করে ও দেবীর নিকট মিষ্টান্ন ভোগাদি উৎসর্গ করে।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও গত এই চৈত্র, রবিবার রাত্রে মেলা হয়। কিন্তু মেলার মধ্য রাত্রে এক বীভৎস কাণ্ড ঘটে।

ঘটনার দিন মধ্যাহ্নে দেখা যায় যে, আর্য্যসমাজী দলের লোক বলিয়া বর্ণিত এক দল লোক নিশান পতাকা হস্তে পশু বলি বন্ধ কর ধ্বনি করিতে করিতে মেলায় মধ্য রাত্রে এক বীভৎস কাণ্ড হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করিয়া মেলার লোকদিগকে উত্তেজিত করিতে থাকে। সেজন্য মেলার কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ কর্মচারী তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেন। উহাতেও অনেক ঘণ্টার জন্য সাড়া পড়ে। নির্ব্বিঘ্নে দেবীর পূজা সমাপন হওয়ার পর বলিদানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দেখা যায় যে, ঐরূপ প্রকৃতির অসংখ্য লোক বলিদান কার্য্যে বাধা দেয়। তাহারা ইষ্টকপ্রস্তরাদি ছুড়িতে থাকে। মেলার মূল্যবান্ বহু আলোক নষ্ট হয়। প্রকাশ যে, তাহারা মন্দিরের ভিতর বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া দেবীর মূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া মায়ের মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি লুণ্ঠন করে এবং দেবীর ভগ্নমূর্ত্তি জলে ফেলিয়া দেয়;

ইহাও জানা গেল যে, মন্দিরের চূড়া ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া শেষে মেলার যাবতীয় চালা ঘরে ও মন্দিরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়। যাহারা বলি দিবার জন্য ছাগল ও ভেড়া লইয়া আসিয়াছিল তাহাদিগকে মারপিট করা হয়। পরদিন সকালে স্থানীয় পুলিশ কর্মচারিগণ ঐস্থান পরিদর্শন করেন। এখনও তদন্ত শেষ হয় নাই।

ফরাসী সীমান্তে স্পেনীয় সৈন্য সমাবেশ

এক সপ্তাহিক বৃটিশ ইঞ্জিনীয়ার জিব্রাল্টারের উত্তর সীমায় প্রধান রাস্তার উপর সামরিক উদ্দেশ্যে এক প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়েছেন।

সূর্য্যাস্তের পর কোন মোটরগাড়ী বা বাসকে জিব্রাল্টার দুর্গে প্রবেশ করিতে বা দুর্গ হইতে বাহির হইতে দেওয়া হইতেছে না। প্রকাশ, এই সপ্তাহে গোরস্থানের উত্তর প্রবেশ পথেই বেষ্টনী নির্ম্মাণ করা হইবে।

গত শনিবার হইতে জিব্রাল্টারের নিকটবর্ত্তী আলজেসিরাস ও অন্যান্য স্পেনীয় সহরে খুব সামরিক তোড়জোড় দেখা যাইতেছে বলিয়া সতর্কতার জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

জিব্রাল্টারের উত্তরে অদূরবর্ত্তী স্পেনীয় সহর লালিনিয়াতে প্রত্যেক দিন কামান ও ট্যাঙ্ক আসিয়া পৌঁছিতেছে। শত শত স্প্যানিশ সৈন্যও লালিনিয়াতে আসিয়াছে।

ফরাসী সীমান্তের বিদাসোয়া এবং পীরানিজের নিকট সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তবে স্পেনীয় গভর্ণমেণ্টের দপ্তর স্পষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট মহল উপরোক্ত সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল [illegible] গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। পত্রিকা [illegible] প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১০ টাকা মাত্র।

৩। [illegible]—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরব [illegible] বৈরাগ্যের [illegible] পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজায় উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু-রচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম্-এ, বি-এল্, [illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— [illegible]
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ([illegible])
৩। অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
৪। [illegible] ([illegible])
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড-৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। [illegible] ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) [illegible]
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible]
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। [illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা [illegible] ।০
২৭। [illegible] ১৲
২৮। [illegible] ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible] ৵০
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ।০
৩৪। [illegible] ৵০
৩৫। [illegible] [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য [illegible]
৩৭। [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। [illegible] ।০
৪০। [illegible] /০
৪১। [illegible]
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible] /০
৪৪। [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ [illegible]
৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) [illegible]
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) [illegible]
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সংস্কৃত) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রমালা বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ও ভক্তিতত্ত্ব [illegible]
৫৭। উপদেশামৃত ([illegible]) ।০
৫৮। শ্রীভজনরহস্য [illegible]
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ [illegible]
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত [illegible]
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। [illegible]
৬৬। গৌড়ীয়[illegible]
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। [illegible]
৭০। [illegible]
৭১। [illegible]
৭২। [illegible] ।৵০
৭৩। [illegible] ।০
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible]
৭৯। শ্রীচৈতন্যদেব [illegible]

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীগৌড়ীয়মঠবাণী [illegible]
৮১। সাধন-পথ [illegible]
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু [illegible]
৮৩। গীতাবলী [illegible]
৮৪। শরণাগতি [illegible]

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ { ১৬ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৬ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৯শে এপ্রিল ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার } ৮৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

---::(•)::---

শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

গত ১৩ই এপ্রিল কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে পাঠে শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত, অপরাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তত্ত্বের কথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

চট্টগ্রামে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় মঠের ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে চট্টগ্রামস্থিত গৃহস্থ ভক্ত কবিরাজ শ্রীযুত নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের স্থানীয় জাপদিঘির পূর্ব্বপারস্থ স্বীয় বাসভবনে উপস্থিত হইয়া গত ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে দৈত্যবালকগণের প্রতি মহাত্মা প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন। সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ভক্তিশাস্ত্রীজীর মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের উপরিউক্ত বিষয়ে সাধকগণের অকাট্য প্রমাণ ও সুযুক্তিমূলক ব্যাখ্যা শ্রবণ করত পরমানন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে—শ্রীযুত হেমেন্দ্রলাল দত্ত, বি-এল উকিল; শ্রীযুত প্রসন্নকুমার দাস, বি এল উকিল; শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র রক্ষিত, বনানন্দ কবিরাজ, শ্রীযুত হরিধন গুপ্ত, জমিদার; শ্রীযুত উপেন্দ্রলাল মজুমদার, এম-বি, ডাক্তার; শ্রীযুত জগচ্চন্দ্র দে ক্লার্ক; মহম্মদ খলিলর রহমান, মার্চেন্ট; মহম্মদ আবদুল গনি মার্চেন্ট; মহম্মদ নাজের হোসেন ক্লার্ক গভর্ণমেন্ট পেনসনার; [illegible] দত্ত, জমিদার; শ্রীযুত নন্দকুমার নাথ, মার্চেন্ট; শ্রীযুত চন্দ্রনাথ, মার্চেন্ট; শ্রীযুত সুখেন্দু বিকাশ গুহ, বি-এল উকিল; শ্রীযুত দশরথ দাস বি-এল, উকিল; শ্রীযুত নগেন্দ্রচন্দ্র দেব রায়; শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দে বি এল উকিল; শ্রীযুত নীতিপূর্ণ বড়ুয়া মোক্তার প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাটনায় প্রচার

গত ৮ই এপ্রিল শনিবার পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গৌরপার্ষদগোবিন্দ দাসাধিকারী ভক্তিপ্রদীপ প্রভু পাটনা কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক রায়সাহেব মহেন্দ্র প্রসাদ এম-এ, বি টি, মহোদয়ের সহিত বিশেষ তথাকথিত সম্প্রদায়ের সহিত ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদানসমূহ ও অবতারণার কথা প্রায় ১॥ ঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তন করেন। তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন ও মধ্যে মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

চয়ন

---::(•)::---

কাটিহারের সংবাদ

কাটিহার, ২রা এপ্রিল

শ্রীশ্রীভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ (ইনি গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে লণ্ডনে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন) কয়েকদিন যাবৎ কাটিহারে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছেন। প্রথম দিন উক্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন [illegible] ইনষ্টিটিউটে, চতুর্থ দিন বিহারী বৈদিক ব্রাহ্মণ [illegible] ভুবননাথ মিশ্র মহাশয়ের ভবনে ও পঞ্চম [illegible] দিন সভা হয়। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, ইংরাজগণ প্রথমে পরাধীন ভারতবাসীর নিকট শিক্ষার কিছু নাই বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসেন নাই। পরে বিশিষ্ট ইংরাজগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপূর্ব্ব মহিমার কথা জানিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গৌড়ীয়মঠের চেষ্টায় ও বিপুরার মহারাজার দানে লণ্ডনে একটি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জড়বাদের চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহার পরপারে যাহা ভারতীয় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশেষ করিয়া মহাপ্রভুর বিশ্বপ্রেমই শান্তি আনিতে পারে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা:—২৪শে চৈত্র, শুক্রবার)

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ,

কলিকাতা,

১।৬।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব [illegible] দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,—

• • আপনার ২৭।৩ তারিখের পত্র পাইয়া সকল অবগত হইলাম।

বৈষ্ণব [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] হইল।

[illegible] করিবেন।

[illegible]

করিবেন।

দাসাধম—

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

[illegible] ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না [illegible]।

"ভগবান্ ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল দূরে যাবে। কালের ভয় থাকিবে না হইয়া দৈন্য ও সরলতার সহিত সর্বদা ক্রন্দন করুন। ভগবানও নিশ্চয়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। তাঁহার সেবক সাধন [illegible] শ্রীগোবিন্দের [illegible] অনুসারে তাঁহাকে স্বরূপ প্রদান করেন। হরি-সেবার নামই ভক্তি।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ মধুসূদন [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৩

অপরাধ

ভক্তের চরণে অপরাধ মহা বিপজ্জনক। যাঁহার চরণে অপরাধ হয়, তিনি যদি দয়া করিয়া ক্ষমা করেন, তবেই অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, অন্যথা ভগবৎসেবার অধিকার লাভ হয় না। ভগবান্ অঙ্গী, আর ভক্তগণ তাঁহার অঙ্গস্বরূপ। অঙ্গকে বাদ দিয়া অঙ্গীর সেবা হয় না। আবার অঙ্গীকে বাদ দিয়া অঙ্গের সেবাও বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। ভগবান্ ভক্তপরাধীন - ভক্তহৃদয়ে রুদ্ধ। ভক্তগণ তাঁহার হৃদয়ে আত্মসাৎ করিয়াছেন। তিনি ভক্তেরই সব ভোগ লইয়াছেন। ভক্তগণ ভগবানের বিলাস। সেইজন্য ভক্তই ভগবান্ মন্দির। বৈষ্ণবগণ ভগবানের অঙ্গ এবং ভগবান্ বৈষ্ণবগণের হৃদয়। ভগবানের যাঁহারা বৈষ্ণবের নিন্দা করেন ভগবান্ ব্যথিত হন। আবার বৈষ্ণবের প্রাণ ভগবানের নিন্দা করিলে বৈষ্ণবগণ দুঃখিত হন। সেইজন্য ভগবানের প্রায় ভক্তগণের সেবা করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে প্রীত করিতে হইবে। একমাত্র ভক্তকৃপাতেই ভগবানের সেবাধিকারে প্রবিষ্ট হইবেন। যিনি ভক্ত, তিনিও ভগবানের; আবার যিনি ভগবানের তিনিই ভক্ত। ভক্ত ও ভগবান্ কখনও পৃথক্ থাকেন না। ভক্ত সর্বক্ষণ ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন। ভগবৎসেবা ছাড়া ভক্তের অন্য কোন কৃত্য নাই। ভক্তই ভগবানের বেশি প্রিয়। এই ভক্তের ভক্ত-ভক্তের সেবক না হইতে পারিলেই ভগবানের কৃপা লাভ করা যায়। শ্রীনারায়ণগণ ভক্তের কৃপা ও সঙ্গ ব্যতীত শ্রীনামের সেবা ভগবানের অনুবিধান করা যায় না। সুতরাং আমরা যাহাতে ভক্তগণের অপরাধ না করি তজ্জন্য আমাদিগকে বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে।

ভক্ত ব্যতীত অপরের নিকট হরিকথা বা শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতে হইবে না। অবৈষ্ণবের নিকট হরিকথা শুনিলে সাধকজীব আমাদের মঙ্গলের আশা নাই। কেহ কেহ শ্রীনাম পণ্ডিতের অনুকরণে যে কোন ব্যক্তির নিকট হরিকথা শুনিতে গেলে ক্ষতি অবশ্যই হইবে। শ্রীনামপণ্ডিতের ন্যায় মহাভাগবতও বৈষ্ণবী নিরপেক্ষ কৃষ্ণসেবা-বিলাসী। তাঁহারা আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, তেজীয়ান্ এবং সর্বদা অপ্রাকৃত কৃষ্ণকার্ষ্ণদর্শনে নিযুক্ত থাকায় তাঁহারা অন্যের মুখে হরিকথা শ্রবণের অভিনয় করিলেও, অসৎসঙ্গ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ক্ষীর ও নীর একত্রে মিশ্রিত থাকিলেও যথার্থ শুদ্ধা ভক্তি ও মিছা ভক্তির কথা কোন অন্যাভিলাষী ব্যক্তি কীর্তন করিলে পরমহংস মহাভাগবতগণ তাঁহাদের অধিকারবলে মিশ্রিত শব্দ হইতে প্রকৃত বিষয়টী ধরিয়া লইতে পারেন। কিন্তু অপরে তাহা পারে না। কখন কখন কেহ পারি মনে করিলেও তিনি বঞ্চিত হইয়া থাকেন। সেইজন্য শাস্ত্রে নিরপেক্ষ শ্রৌতপন্থী শুদ্ধভক্তের সঙ্গ করিতে এবং অভক্তসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিতে বলিয়াছেন। বৈষ্ণবাপরাধী, মুমুক্ষু ও অন্যাভিলাষী ব্যক্তির মুখে কখনই ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতে হয় না। সাধক জীবের কখনও ঐরূপ ব্যক্তির মুখে ভাগবত শ্রবণ করা উচিত নয়—শ্রীমন্মহাপ্রভু উহা আমাদিগকে জানাইবার জন্য শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধী ভাগবত-ব্যাখ্যাতা দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভুর সেবক বা কীর্তনকারী কখনও গ্রন্থভাগবত ও ভক্তভাগবতে ভেদবুদ্ধি করেন না। তাঁহারা [illegible] শ্রীভাগবতের সেবা বা কীর্তন করিয়া থাকেন। আমরা দুর্বল জীব। আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অপরাধ করিয়া ফেলিতেছি। আমরা নিষ্কপট শরণাগত হইলে, শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিলে তাঁহারা নিজগুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিবেন। তাঁহারা অদোষদর্শী। তাঁহারা কাহারও দোষ বা অপরাধ গ্রহণ করেন না। আমরা দেবানন্দ পণ্ডিতের জীবনে দেখিতে পাই, তিনি ভোগবাদী হইলেও এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া ফেলিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যও সহিষ্ণুতার সহিত শিরোধার্য করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া অপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। অপরাধী জীব আমাদের অপরাধ বশতঃ ভগবান্ ও ভক্তসেবায় রুচি নাই, হরিকথালোচনায় আগ্রহ নাই। এক্ষেত্রে আমরা যদি আমাদের অভিমান ছাড়িয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের বাক্যও শিরে ধারণপূর্বক নিষ্কপট অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাদের চরণে ক্ষমাভিক্ষা করি, তাহা হইলে আমাদের নিশ্চয়ই মঙ্গলই হইবে—শ্রীনামে রুচি হইবে। আমরা যদি আত্মশোধনে তৎপর না হই, নিজের দোষ যদি নিজে না বুঝিতে পারি, শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের চরণে অপরাধ ক্ষালনের আবশ্যকতা বোধ না করি, তাহা হইলে আমরা ভগবৎ-কৃপা কি কারণে লাভ করিব? যাদৃশ অপরাধগ্রস্ত বহু জীবের অপরাধের অন্ত নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে সেবাধিকার প্রদান করুন—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

প্রশ্ন—১। অহংগ্রহোপাসনা কাহাকে বলে? উহার প্রাপ্য ফল কি?

উত্তর—শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু অহংগ্রহোপাসনার সংজ্ঞা দিয়াছেন "অথাহংগ্রহোপাসনং তচ্ছক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর এবাহমিতি-চিন্তনম্"—(ভঃ সঃ ২১৬ সংখ্যা)। "আমিই তাদৃশশক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বর - এইরূপ চিন্তার নামই অহংগ্রহোপাসনা।"

অহংগ্রহোপাসনার ফল সম্বন্ধেও শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"অস্য ফলং স্বস্মিংস্তচ্ছক্ত্যাবির্ভাবঃ। যথা বিষ্ণুপুরাণে নাগপাশাভিবন্ধিতঃ শ্রীপ্রহ্লাদস্তাদৃশত্বাধ্যানং স্মরন্ নাগপাশাদিক-মুৎসারিতবান্। অন্যত্রাপ্যসঙ্ক কীটপেশস্কৃন্যায়েন সারূপ্য-সার্ষ্ট্যাদিকঞ্চ জ্ঞেয়ম্।'

(ভঃ সঃ ২১৬ সংখ্যা)

"নিজের মধ্যে তাদৃশ শক্ত্যাদির আবির্ভাবই তাদৃশ উপাসনার ফলস্বরূপ। বিষ্ণুপুরাণে দৃষ্ট হইয়াছে যে,—শ্রীপ্রহ্লাদ নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া তাদৃশরূপে আত্মাকে স্মরণ পূর্বক বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। পেশকারী কীট (কাচপোকা) কর্তৃক তৎকার্য্য নিজগৃহে আনীত অন্যজাতীয় কীট যেরূপ সর্বদা ভয়ের সহিত ঐ পেশকারী কীটের রূপ চিন্তা করিতে করিতে স্বয়ংও তাদৃশ রূপ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অহংগ্রহোপাসনারও ভগবানের সারূপ্য এবং সমান ঐশ্বর্য্যাদিই অভিব্যক্তরূপে প্রাপ্য"।

প্রশ্ন—২। সংসারী লোক, যাহারা পাপপুণ্যে রত, তাহাদের অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ কি না? জগাইমাধাই যেকালে পাপে লিপ্ত ছিলেন, সে অবস্থার সহিত কাশীবাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও তাঁহার মায়াবাদী শিষ্যগণের তুলনা করিলে কাহাকে অপেক্ষাকৃত ভাল বলা হইবে?

উত্তর—২। জগাইমাধাই পূর্বজীবনে পাপী ও মহাপ্রভুর সমসাময়িক কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণ পূর্বজীবনে কৃষ্ণাপরাধী। পূর্বজীবনে জগাই-মাধাই জড়বিলাসী, আর মায়াবাদিগণ কৃষ্ণের বিলাস অস্বীকারকারী। প্রাকৃত নীতির দৌলতে বিচার করিলে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, বেদান্তনিরত, তপস্বী পরম ত্যাগী কাশীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণই শ্রেষ্ঠ। আত্মধর্ম-ভক্তির বিচারে পাপপুণ্য অপেক্ষা শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ অধিকতর গুরুতর, বৈষ্ণবাপরাধ হইলে ত' কথাই নাই। পাপপুণ্য আত্মবৃত্তির ধ্বংসসাধন করে না, সাময়িকভাবে আচ্ছাদিত রাখে, কিন্তু অপরাধ আত্মার উপর ক্রিয়া করে। এজন্য [illegible] মহাজনগণ পাপ অপেক্ষা অপরাধকে সর্বাধিকভাবে গর্হণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা মনে করিতে হইবে না যে, তাঁহারা কোন প্রকার পাপ বা দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, পাপ ভক্তির দ্বারকে চিরতরে রুদ্ধ করিতে পারে না; কিন্তু অপরাধ চিরতরে ভক্তিকে রুদ্ধ করিয়া থাকে। যেমন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—

'যদিও ঘটনাক্রমে দুরাচার, এমত কি, সুদুরাচার (পরহিংসা, পরদ্রব্যহরণ, পরদারধর্ষণ, যাহাতে ভক্তের সহজে রুচি হইতে পারে না, তাহা) কদাচিৎ লক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবলপ্রবৃত্তিরূপা ভক্তি দূষিত হয় না,—ইহাই জানিবে।'—

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলেন,—

"ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্যে কৃষ্ণজন্মাষ্টমীকারাঃ দাস্যাঃ প্রসঙ্গেনাপি কস্যচিৎ তৎফলপ্রাপ্তিঃ। তথা চ বৃহন্নারদীয়ে তাদৃশ দুষ্কার্যার্থমপি ভগবদালয়ং মার্জয়িত্বা কশ্চিজ্জন্মাং গতিমবাপ। নত্বীদৃশমং ব্রহ্মজ্ঞানস্যাপি; যথোক্তং ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—বিষয়স্নেহসংযুক্তো ব্রহ্মাহমিতি যো বদেৎ। কল্পকোটিসহস্রেষু পচ্যতে পাপকৃন্নরঃ॥"—

(ভঃ সঃ ১৫২ সং)

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে জন্মাষ্টমী-মাহাত্ম্যেও উক্ত আছে যে, জন্মাষ্টমীব্রতকারিণী এক দাসীর (কুলটার) সহিত অসৎসঙ্গ-সত্ত্বেও একব্যক্তি জন্মাষ্টমীব্রতের ফল লাভ করিয়াছিল। বৃহন্নারদীয়েও এরূপ কথিত আছে যে, তাদৃশ চরণের নিমিত্ত কোন ব্যক্তি ভগবন্মন্দির মার্জ্জন করিয়াও উত্তমা গতি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ঐরূপ ফল কোথাও নাই। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে —বিষয়রাগযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি 'আমি—ব্রহ্ম', এরূপ উক্তি করে, সেই পাপাচারী সহস্রবার গর্ভবাস-যাতনায় দণ্ডীভূত হয়।

কিন্তু সাধু সাবধান!! এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া যেন আমরা প্রাকৃত সহজিয়া বা ভক্তদেবীর সম্বন্ধে অপরাধী কিংবা নামবলে পাপপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট নামাপরাধী হইয়া না পড়ি। ঐ সকল দৃষ্টান্ত আকস্মিক অর্থাৎ যদি কোনও অকপট সেবোন্মুখ ব্যক্তিতে আকস্মিকভাবে ঐ সকল দুরাচারও দৃষ্ট হয়, তথাপি যেন কেহ ভক্তদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন না হইয়া পড়ে। অজামিল, বিল্বমঙ্গল, ভক্তাজিতদেবু, পরাশর, ব্যাস ও জগাই মাধাইর চরিত্রে আকস্মিক দুরাচার দেখিয়া কেহ যেন তাঁহাদিগের প্রতি বিমুখীব অশ্রদ্ধা না করেন, বা ভক্তিকে কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞানাদির ন্যায় কিংবা বিশ্বামিত্রের তপস্যার ন্যায় ব্যাপারাদেশের মনে করিয়া ভক্তিদেবীর পাদপদ্ম হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট না হন; বিশেষতঃ পূর্ব্বোক্ত মহাজনগণের অচিন্ত্য চরিত্র অনুকরণ করিয়া নামবলে পাপপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট প্রাকৃত সহজিয়া, লম্পট, নামাপরাধী না হইয়া পড়েন। যখনই আমরা মনে করিয়াছি, "আমিও বিল্বমঙ্গল বা জগাই-মাধাইর ন্যায় পূর্ব্বজীবনে পাপের চরম সীমায় উপনীত হইয়া পরজীবনে সদাচারী সাধু হইব", তখনই আমার হৃদয়ে নামবলে পাপপ্রবৃত্তির উদয় হইয়াছে, আমি ভক্তির চরণে অপরাধী হইয়াছি; তবে ইহাও জানিতে হইবে যে, বিল্বমঙ্গল বা ভক্তাজিতদেবু কিংবা পরাশর, ব্যাস, জগাইমাধাই প্রভৃতির চরিত্রে আকস্মিক দুরাচার দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা জগদ্গুরু, মহাভাগবত বা আচার্য্যপদবাচ্য হইতে পারেন নাই, তাহা নহে। যদি তাঁহাদিগকে আমার আধ্যক্ষিক বিচারের গণ্ডির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দুরাচার বা 'পতিত' বলিয়া তাঁহাদের নিন্দা করি, তবে আমিই ভক্তিরাজ্য হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইব। তাঁহাদিগের পূর্ব্বচরিত্র স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিলে প্রভো নরকভুক্ ন্যায়ানুসারে জীবনাদপি তীব্র বৈষ্ণবাপরাধ হইবে।

প্রশ্ন—৩। হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন ও গুরুবৈষ্ণবের আদেশাদি পালন সত্ত্বেও আমাদের ভক্তিবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয় না কেন?

উত্তর—৩। হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে কোন কপটতা থাকিলে শাস্ত্রশ্রবণাদির অভিনয় ও কীর্ত্তনের অভিনয় করিয়াও ভক্তি বৃদ্ধি হয় না। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলেন,—

"পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তরশতৈরপি। প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥ অত্র কৌটিল্যম্ অশ্রদ্ধা ভগবন্নিষ্ঠাচ্যাবকবস্তুস্মৃতিঃ নিবেশো ভক্তৈশ্বর্য্যাদিকৃতা-নির্ব্বিন্নোপাসনায়াগীন মহৎসেবাদি লক্ষণ ভক্ত্যাপি নির্বর্ত্যং দুষ্কর্ম্মাণি চেৎ হি ভগবৎপদবন্দৈক কার্যাণি চাপ্রীতিস্তু উক্ত সিদ্ধান্ত। অতএব কুটিলাত্মনামুত্তমমপি নানোপচারা দিকং নাঙ্গীকরোতি ভগবান্ যথা দুর্য্যোধনস্য দ্রোণাদিনস্য। আধুনিকানাং শ্রুতশাস্ত্রানামপ্যপরাধনোমধ্যে শ্রীমদর্চিত শ্রীগুরো দেবতাদিষু চাপ্রদানাদ্যপরাধাদি সতি বহিঃক্রিয়াঙ্গতারম্ভ কৌটিল্যম্। অত এবাকুটিলচরানাং তদ্বিনা ভাসাদিনাপি কৃতার্থসম্পদম্। কুটিলানাং ভক্তাভক্তৃত্বমপি ন ভবতীতি স্কান্দে শ্রীপরাশর বাক্যে দৃশ্যতে,—'ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্। ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥' ইতি এতদপি কয়োক্তং বিষ্ণুধর্ম্মে—"সত্যং শতেন বিঘ্নানাং সহস্রেণ তথা তপঃ। বিঘ্নায়ুতেন গোবিন্দে নৃণাং ভক্তির্নিবার্য্যতে॥" ইতি অতএবাহ (ভাঃ ৩।১১।৩৪),—'ঘং মুমানাথামূর্দ্ধিক্ষতনৃপবৈণুর্ন্তিঃ। কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ॥"

(ভঃ সঃ ১৫৩ সং)।

শত শত জন্মে ভগবান্ বিষ্ণু পূজিত হইলেও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয় শ্রীবৈষ্ণব ঠাকুর যদি অবমানিত হন, তাহা হইলে বিশ্বাত্মা শ্রীহরি কখনও প্রসন্ন হন না। কুটিলতা, অশ্রদ্ধা, ভগবন্নিষ্ঠা-চ্যুতিকারক বস্তুতে বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ, ভজন শৈথিল্য, সেবাকার্য্যাদির ভক্ত অহঙ্কারের প্রভৃতি দোষগুলি যদি মহৎ অর্থাৎ মহাভাগবত বৈষ্ণব বা সাধুর সঙ্গ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ভক্তির দ্বারাও নিবারণ করা অযোগ্য হয় অর্থাৎ নিবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে ঐসকল দোষ অপরাধেরই শাখা এবং পূর্ব্বাপরাধের সূচক বা কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব দুর্য্যোধনের নিকট পাণ্ডবদের দূতরূপে প্রেরিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ দুর্য্যোধনপ্রদত্ত নানা বিলাসোপচারযুক্ত পূজা গ্রহণ করেন নাই, তদ্রূপ কুটিল চিত্তজনের বিবিধ উপচারাদি প্রস্তুত হইলেও ভগবান্ তাহা স্বীকার করেন না। শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াও আধুনিক কোন কোন লোকেরা অপরাধ দোষে শ্রীভগবান্, শ্রীগুরুদেব ও ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অদান অনাদর সত্ত্বেও বাহিরে তাঁহাদের প্রতি যে পূজাদির অনুষ্ঠান করে, তাহা সমস্তই কুটিলতা মাত্র। অতএব যদি হইলেও অকুটিল অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্যক্তিগণের ভক্ত্যাভাসাদি দ্বারাও কৃতার্থতা কথিত হইয়াছে; কিন্তু কুটিল (কপট) ব্যক্তিগণের আদৌ ভক্তির আবির্ভাব হয় না,—ইহা স্কন্দপুরাণে পরাশরবাক্যে দৃষ্ট হয়,—এই জগতে মূঢ়, কুটিলচিত্ত, পাপী অজনগণেরই শ্রীগোবিন্দের প্রতি ভক্তি বা তাঁহার কীর্ত্তন ও স্মরণ-সেবা হয় না। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও এইরূপ কথিত হইয়াছে,—'শতাধিকের দ্বারা সত্য, সহস্র বিঘ্নের দ্বারা তপস্যা এবং অযুত অযুত অর্থাৎ অসংখ্য বিঘ্নের দ্বারা শ্রীগোবিন্দের প্রতি লোকের ভক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়।' অতএব শ্রীভাগবতের প্রতি শ্রীসূতের উক্তি,—কেবলার অনুসরণ অর্থাৎ নিষ্কিঞ্চন, অকৈতব, সরলচিত্তজনগণের অনায়াস-সেব্য এবং অসাধু, দুর্জ্জন, অভক্তগণের দুষ্প্রাপ্য সেই ভগবান্ শ্রীহরিকে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেবা না করিয়া থাকেন?

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :- ১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৮০, ৪র্থ খণ্ড —৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম-মায়াপুর,-নদীয়া

পৌত্তলিক কে?

(শ্রীপাদ ভক্তিপ্রমোদ ভক্তিশাস্ত্রী)

মহাপ্রভু আনন্দময় আত্মা ভাব হ'লে।
কল্পনে জড়ের পূজা পৌত্তলিক ব'লে॥
প্রতিমার বিগ্রহেতে ভেদ সেই নয়।
বস্তুতত্ত্ব-জ্ঞানহীন পৌত্তলিক হয়॥
গুণজাত বস্তু মূর্ত্তি সৃষ্ট আকৃতিগণ।
যে করে সে পূজাকারী পৌত্তলিক জন॥

(২)

নিত্য সত্য গুণ নষ্ট করি তুচ্ছ জ্ঞান।
জড় নিত্যভাব যারা করে সাধন দান॥
না জানিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ-বিশেষে।
ঈশ্বর কল্পনা করে শান নির্বিশেষে॥
ভক্তিজ্ঞানহীন যারা নির্ব্বিশেষ গায়।
অজ্ঞানে সেই জন পৌত্তলিক হয়॥

(৩)

ঈশ্বরের রূপ নাই করিয়াছে স্থির।
অথচ ঈশ্বর বলি যে হয় অস্থির॥
ঈশ্বরের জড়রূপ করিয়া কল্পনা।
নির্ব্বিশেষবাদী করে পঞ্চ-উপাসনা॥
তাহারা স্বরূপ তত্ত্ব কভু জানা নয়।
অতএব কল্পনাকারী পৌত্তলিক হয়॥

(৪)

কাষ্ঠ বিষ্ণুর মূর্ত্তি ধ্যানেতে আনিয়া।
সেইজন এক চিৎশক্তির লাগিয়া॥
অষ্টদল সিদ্ধ তাকে দয়া হ'তে পারে।
শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎকার প্রভু দিতে নারে॥
সচ্চিৎ আনন্দ-সেবা বিনা বাঞ্ছা যদি।
পৌত্তলিক বলি শাস্ত্র যায় উচ্চ করি॥

(৫)

বহু রূপে বহু জীব নিত্য সমুখে।
ঈশ্বর ভাবনা করে ঈশ্বরের মুখে॥
সেইজন পৌত্তলিক তুমি শাস্ত্রের বিচারে।
তাই মত সেই পৌত্তলিকা অনুসারে॥
শালগ্রাম শিলাতে যেই বলে নারায়ণ।
মহা-অপরাধী সেই পাষণ্ড গণন॥

(৬)

শুদ্ধ সত্ত্বে শ্রীবিগ্রহ চিন্ময় স্বরূপ।
স্বধাম আবির্ভাব সদা হয় হরিরূপ॥
প্রেমাঞ্জনে দেখে যেবা তাঁহার প্রকাশ।
শ্রীহরির সাক্ষাৎ নহে বস্তু, জানি পাশ॥
ভক্ত বিনা অন্য সব পুত্তলপূজক।
মৎস্য শিলা নহে ভক্ত বিগ্রহ-পূজক॥

(৭)

সর্ব্বশক্তি নিত্য দেখে হেরে ভগবান্।
সর্ব্ব রূপে অবতরণ হয় ভগবান্॥
মন্দিরে বিগ্রহ যে বলে সদা তাঁ'র ধাম।
প্রেমে সে দর্শন তাঁর পায় নিত্যধাম॥
ক্ষীরে নিত্য নহে অন্য ভগবান্।
শ্রীগুরুর সেবাতেই উপায় প্রধান॥

[illegible]-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যজন্মস্থান [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া [illegible]

[illegible]

(২) শ্রী[illegible] মঠ

[illegible]

৩। যোগপীঠ মায়াপুর শ্রী[illegible]

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রী[illegible] [illegible]

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে [illegible] [illegible] বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

[illegible] শ্রীমায়াপুর, [illegible] (নদীয়া)

[illegible] [illegible] [illegible]

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) [illegible]

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

[illegible]

(১০) গৌর-[illegible]-মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

[illegible]

১১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

[illegible]

(১৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

(১৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

১৫ । [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], নদীয়া

(১৬) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

১৭ [illegible]

পোঃ [illegible], (নদীয়া)

(১৮) [illegible]

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৯) [illegible]মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (নদীয়া)

(২০) [illegible] পাট

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(২১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

২২ । [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible], ঢাকা।

[illegible]

(২৪) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ ঢাকা

(২৫) [illegible]-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

(২৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

(২৭) [illegible]

পোঃ [illegible] (আসাম)

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible], আসাম।

(২৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

(৩১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] [illegible]।

(৩২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

(৩৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ [illegible]

(৩৫) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible]

(৩৬) [illegible] গৌড়ীয়[illegible]

[illegible] পোঃ [illegible]

(৩৭) [illegible] মঠ,

[illegible], [illegible]

(৩৮) [illegible]

[illegible]

(৩৯) [illegible]

পোঃ [illegible]

(৪০) [illegible] মঠ—[illegible]

(৪১) [illegible]

(৪২) শ্রী[illegible]

[illegible], মথুরা

(৪৩) [illegible] মঠ

[illegible], মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) [illegible]

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৬) [illegible] মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible] ([illegible])

(৪৭) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(৪৮) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

[illegible]

(৪৯) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

[illegible]

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible]

৫২ । [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])

(৫৩) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ [illegible]

৫৪ । [illegible]—[illegible]

[illegible]

(৫৫) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

(৫৬) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

(৫৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ[illegible]

(৫৮) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible]

(৫৯) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

(৬০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(৬১) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible]

(৬২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

(৬৫) গৌড়ীয় [illegible]

[illegible]

(৬৬) গৌড়ীয়মঠ [illegible]

[illegible]

(৬৭) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible]

[illegible] মায়াপুর [illegible] প্রকাশ [illegible] হইতে শ্রী[illegible] [illegible]

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিন
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ।০	৶০	।৶০	।	
" " ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible] ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

[illegible]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃশতীতম [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদ্য প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নদীয়া-প্রকাশ" [illegible] [illegible] হইতে যথাসাধ্য [illegible] টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসাধ্য [illegible] হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি [illegible] [illegible] একটি বিস্তৃত [illegible], [illegible] [illegible]-[illegible] ও [illegible]-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ, [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

[illegible] ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] [illegible] [illegible] থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] [illegible] [illegible], শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার [illegible] গৌড়ীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীহস্তে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা [illegible] [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible] আকারে [illegible] [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়া যাইবে। [illegible] [illegible] এই গ্রন্থ [illegible] [illegible] প্রয়োজন

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইংরাজের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-বৈষ্ণবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের প্রেমোন্মাদন এবং গভীর লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র শোভিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর পরাবিদ্যা সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩২শ অধ্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ অধুনা প্রকাশিত। ভিক্ষা—২৫, পঁচিশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, চাপড়া বাজার, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠ ভরতের

[illegible]

আমেরিকা প্রভৃতি কার্য্য দীর্ঘকাল মুক্ত, পাটীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। শিশুর গ্রীষ্মা সম্বন্ধ কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় সর্ব্ববিদ্যাশাস্ত্রবিৎ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ০৬	৭ ২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৯	১৪ ৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৩	১-১৯
(বদল) ছাঃ	৭-১১		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-৫৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮ ১৬		২১-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-৩
ছাঃ	১৪ ১০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫ ৫৫ ৯ ২৫ ১৩-০১ ১৬-০ ১৮-০১

কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২৬ ৯ ১০-৩ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৬ ১৯-১১

ছাঃ ৬ ২৩ ৭ ১৮ ১০-১১ ১৬ ৫৩ ১৯-২৫

রাণাঘাট পৌঃ ১০-৫৬ ১৭-৩১

(বদল) ছাঃ ১১ ০ ১৭-৪০

কলিকাতা পৌঃ ৮-১৬ ৯-২, ৯ ১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬

ফোন— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত

[illegible] একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৭ই বৈশাখ, ১৩৪৬ ২১শে এপ্রিল, ১৯৩৯, শুক্রবার [৪৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বর্দ্ধমান সহরে জলকষ্টের আশঙ্কা

বর্দ্ধমান সহরে শীঘ্রই দারুণ জলকষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সন্ধান করিয়া জানা গেল যে, এক সপ্তাহ হইল, বাঁকা নদীর জল [illegible] গিয়াছে। দামোদর ক্যানাল কর্ত্তৃপক্ষকে, দামোদর ক্যানাল হইতে বাঁকা নদীতে অবিলম্বে জল সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, জাহানপুরে একটি বাঁধের ভাঙ্গা বাঁধ প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে; সুতরাং জল সরবরাহ করিতে এক সপ্তাহ বিলম্বের সম্ভাবনা।

বর্দ্ধমান সহরের জলের কলে সম্প্রতি যে জল মজুত আছে, তাহাতে এক সপ্তাহ চলিবে না। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সেইজন্য ১০ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ৭ ঘণ্টাকাল সহরে দৈনিক জলসরবরাহ করার আদেশ দিয়াছেন। চেয়ারম্যান এই সম্পর্কে সেচ-বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের নিকট তার করিয়াছেন।

কংগ্রেস নেতার প্রতি হুমকী

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ রায় একজন সম্ভ্রান্ত উকিল। তিনি যশোহর জেলা কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি। তিনি সম্প্রতি [illegible] ডাকঘরের শীলমোহরযুক্ত ভীতি প্রদর্শনমূলক পত্র পাইয়াছেন। তাহাতে লেখা হইয়াছে যে, তিনি কংগ্রেসী হইয়া মুসলমানগণের বিরোধিতা করিতেছেন। তিনি যদি তাহার প্রচার কার্য্য বন্ধ না করেন তাহা হইলে অপমানিত হইবেন এবং তাঁহার বাড়ী লুট হইবে ইত্যাদি। পত্রখানি স্থানীয় নেতৃবর্গকে এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে দেখান হইয়াছে।

পল্লীর নিরক্ষরতা দূরীকরণ ব্যবস্থা

চট্টগ্রাম ছাত্র ফেডারেশন ঐ জেলার পল্লী অঞ্চলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রীষ্মের ছুটির সময় ছাত্রগণ পল্লী অঞ্চলে যাইয়া উক্ত ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য করিবেন স্থির করিয়াছেন।

৪।৫ জন ছাত্র দল বাঁধিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে যাইবেন এবং 'শান্তি, উন্নতি ও স্বাধীনতার' পতাকা বহন করিয়া, প্রচার-পত্র, ছাত্রদের সাময়িক পত্র, প্রগতি পন্থী সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রসহ পল্লীতে প্রবেশ করিবেন। এই উপলক্ষে ছাত্রগণ প্রতি গৃহস্থের দারিদ্র্য, বেকার, নিরক্ষরতা এবং ঋণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবেন। ক্লাবে, খেলার মাঠে, প্রাঙ্গণে তাঁহারা স্থানীয় ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। চারি সপ্তাহ এই পদ্ধতিতে কার্য্য চলিবে।

জাপানীদের সহিত প্রচণ্ড হাতাহাতি সংগ্রাম

চীনা মহলের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, তিন দিন তিন রাত্রিব্যাপী কঠোর সংগ্রামের পর চীনাবাহিনী ক্যান্টনের ৪০ মাইল পূর্ব্বদিকবর্ত্তী শাওচেন নামক সহর দখল করিয়াছে। প্রবল গোলা বর্ষণের মধ্যে চীনাবাহিনী সহরের উত্তর ও দক্ষিণ দ্বারে হানা দেয় এবং চীনাবাহিনীর দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যেরা জাপানীদের প্রবল অগ্নি বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া সাঁতরাইয়া পরিখা পার হয় এবং সহরে প্রবেশ করে। ইতোমধ্যে সহরের বিভিন্ন স্থানে অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইয়াছিল। অতঃপর প্রচণ্ড হাতাহাতি সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং জাপানীরা দক্ষিণ দিকে পশ্চাদপসরণ করে। তদুপরি দক্ষিণ শান্সির কুলান এবং বাইকেঙ-এর দক্ষিণপশ্চিমবর্ত্তী টাকঙ চীনারা দখল করিয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।

বর্মী লরী চালকগণের প্রতি চীনা কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্ব্যবহার

ব্রহ্ম সরকারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক সংবাদ বাহির হইয়াছে যে, ব্রহ্ম-ইউনিয়নবোর্ডে যে সমস্ত লরী চালক লরী চালনা করে, তাহাদের প্রতি চীনের কর্ত্তৃপক্ষ অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিতেছে। আরও প্রকাশ যে, জনৈক ব্রহ্মদেশীয় লরী চালককে নাকি গুলি করিয়া মারা হইয়াছে।

অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, গুলী করিয়া মারার সংবাদ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকাশ, দুইজন লরী চালককে অসঙ্গত আচরণের জন্য গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের প্রতি যে খারাপ ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা মনে করিবার কোনই কারণ নাই।

মাটী ধসিয়া পড়ায় মৃত্যু

বিহার থানার অধীন চরাখণ্ড গ্রামের জনৈক মজুরের শোচনীয়ভাবে মৃত্যু ঘটিয়াছে। প্রকাশ, উক্ত গ্রামের কয়েকদিন যাবৎ জনৈক ব্যক্তি পাতকুয়া খনন করিবার জন্য কূপের তলদেশে নামিয়া কাজ করিতে থাকে। হঠাৎ চারিদিক হইতে মাটির চাপ ধসিয়া পড়ায় সে চাপা পড়িয়া মারা যায়। উক্ত মজুরের মৃতদেহ কূপ খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে।

ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্ব

এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মরিসাস প্রবাসী মিঃ প্রহ্লাদ রায় চিনি প্রস্তুতের এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। আখের গুড় হইতে তিনি ঐ পদ্ধতিতে শতকরা ৯০ ভাগ চিনি বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মিঃ রায়ের উদ্ভাবিত উপায়কে সুপ্রসিদ্ধ ব্যাটেল পদ্ধতিরই সহজ সংস্করণ বলা যাইতে পারে।

মিঃ রায় মরিসাসের রয়েল কলেজে এবং ইউনিয়ন ক্লাব সুগার এষ্টেটে গবেষণার কার্য্য করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বৃত্তি লইয়া মিঃ রায় গবেষণার কার্য্য সম্পূর্ণ করার জন্য মরিসাসে গিয়াছিলেন।

বেকার সমস্যার প্রতিকার

গত ২৮শে মার্চ মঙ্গলবার বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে বাঙ্গালা দেশের বেকার সমস্যার প্রতিকার কল্পে আনীত একটী বে-সরকারী বিল পাশ হইয়াছে। উক্ত বিলটী পূর্ব্বে উচ্চতন পরিষদে পাশ হইয়াছিল।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ স্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দী ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত বিরাট গ্রন্থ "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের বিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(०)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাবলী হইতে আজ ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরমহংস গোস্বামী প্রভু-বর্ণিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা —৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

[illegible] প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
[illegible] হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবীণা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবীণা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড —১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা
৯। বৈষ্ণব ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বীণা) ১৲
১২। শিক্ষাষ্টক্ (প্রভুর শিক্ষা) (বীণা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ৷০
১৮। বামন-আদর্শ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বীণা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ, অবীণা) ২৲ / ১
২৬। গীতার কেবল মাত্র কথা ॥০
২৭। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব অপগোঁরত্ত্ব (অবীণা) ১৲
২৮। প্রেমাম্ভোজমার (অবীণা) ৷০
২৯। প্রেমাবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বীণা) ৸০
৩০। দীন-দিশা-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বীণা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। শ্রীভজনমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাতবী প্রভৃতি ৷০
৪০। নবদ্বীপশতক ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৫। নবদ্বীপশতক
৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৭। সদাচারস্মৃতি
৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৯। অর্চ্চনকণ [illegible]
০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৬৲
১। ব্রজশিক্ষা
২। বর্ণিবদ্ধী (সাগ্রহ) [illegible]
৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ [illegible]
৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৬। ভাগবতের ও ভক্তিপথ
৭। ঈশোপনিষদ্ (আধ্যাত্মিক) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখা ৶০
৯। সিদ্ধান্তদর্পণ [illegible]
০। সাধুবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিধিঃ [illegible]
৬৩। সটীক [illegible]
৬৪। [illegible]
৬৫। সাত্বত নিত্যকৃত্য
৬৬। গৌড়ীয়ভাষ্য-নিত্যাঃ ৷০
৬৭। সাধুসম্মত্বম্ ৷০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। A Key to Vedic [illegible] ৷০
৭০। [illegible]
৭১। বেদান্ত—শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর [illegible]
৭২। [illegible]
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] ৴০
৭৬। [illegible] ৷০
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible] ৷০
৭৯। [illegible] ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। নবধাভক্তি ৴০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। নবধাভক্তি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১৭ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৭ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২১শে এপ্রিল ইং ১৯৩৯, শুক্রবার | ৪৭শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

——:(*):——

কলিকাতায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ কতিপয় মঠসেবক সহ গত ১৫ই এপ্রিল কলিকাতা ভবানীপুরনিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত রাজেন্দু রায় মহোদয়ের বাসভবনে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের সকলেই স্বামীজীর পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। পাঠে বহুলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল।

ডাঃ রাজেন্দু রায় এম-বি; ডাঃ গোবিন্দ প্রসাদ মিত্র এম-বি; ডাঃ প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী এম-বি; ডাঃ নিখিলরঞ্জন চাটার্জ্জি এম-বি; ডাঃ সুধাংশু কর এম-বি; ডাঃ এ, আঢ্য; ক্যাপ্টেন মাণিক মুখার্জ্জি; ডাঃ আর, মুখার্জ্জি এম বি; মিঃ এস, সিংহ বি-এস-সি; ডাঃ পি, কে গুপ্ত এম বি; মিঃ শ্রীপতিরঞ্জন বোস; মিঃ নিত্যগোপাল রায়; মিঃ মণীন্দ্র লাল দত্ত; মিঃ সুকুমার বোস; মিঃ রাম-নারায়ণ রায় এম-এ বি এল; মিঃ ডি, এন রায় চৌধুরী; গৌরীশঙ্কর এণ্ড কোং'র ম্যানেজার; মিঃ কে, সি দে; মিঃ কিরণচন্দ্র সেন; মিঃ এস মুখার্জ্জি প্রভৃতি।

বম্বে নগরীতে

জগদ্গুরু পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদগণের পরিব্রাজকাচার্য্য ভক্তিরক্ষক... কৃপাশীর্ব্বাদে বম্বে নগরীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সমূহ কেহ মঠে আগমন পূর্ব্বক, কেহ বা নিজ গৃহে মঠবাসী প্রচারকগণকে আহ্বান করিয়া বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বাস্তবসত্যবাণী শ্রবণ করিতে-ছেন জানিয়া আমরা সকলেই বিশেষ আনন্দিত। যে সমস্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে এক মিনিট সময় দিতে অনিচ্ছুক ছিল, সেই সমস্ত ব্যক্তি এখন পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় ৪।৫ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পরিশ্রম সহকারে এই সমস্ত চেতনবাণী শ্রবণ করিতেছেন এবং সকলেই শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের করুণার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতেছেন, ইহা শ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী করুণা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? মঠসেবকগণও শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্ম একমাত্র সম্বল করিয়া পরমোৎ-সাহের সহিত বাস্তবসত্যের বাণী বিপুলভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ১০ই এপ্রিল সোমবার দিবস বম্বে সেকেণ্ড পাঁচীগল্লা-নিবাসী শেঠ, ধীরজলাল জবকিল মিস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা পাঠ এবং শ্রীহরিসংকীর্ত্তনের জন্য মঠসেবকগণকে সাদর আহ্বান করিয়া নিজ গৃহে লইয়া যান। রাত্রি ৮।০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মচারিবৃন্দ তথায় উপস্থিত হন। প্রথমে যথাবিধি শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা হয় এবং দশাবতারস্তোত্র, 'ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন' প্রভৃতি গীতিসমূহ কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা পাঠ ও গুজরাটী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠ-কালে ব্রহ্মচারীজী "শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা" শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য, কি ভাবে গীত বা কীর্ত্তিত হইলে তাহাকে সুগীত বলা যাইতে পারে? ভগবান্ কে? গীতা পাঠ ও শ্রবণের অধিকারী কে? অষ্টাদশ অধ্যায়ের "যথা হয় অধ্যায়ে" কেন ভক্তিযোগের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং শ্রীভগবানের অভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে শরণাগতি ব্যতীত যে কোন ব্যক্তিই গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না, এই সমস্ত কথা প্রায় এক ঘণ্টাকাল বিশেষভাবে কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে কিছুক্ষণ যাবৎ মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়। বহু গুজরাটী ভদ্রমহোদয় ও মহিলা পাঠে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ প্রীতি লাভ করেন।

——

শ্রীএকায়নমঠে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৩ই এপ্রিল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে হংসখেড় শ্রীএকায়নমঠে গমন করিয়া তথায় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহার নিকট হরিকথা শুনিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

দিল্লীতে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম শাখা নিউদিল্লীর শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভারত সরকারের আইন-সচিব স্যার এন্ এন্ সরকার কে-টি মহোদয়ের সহধর্ম্মিণী মাননীয়া লেডি সরকার মহোদয়া গত ১৩ই এপ্রিল পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে বিগ্রহ-দর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীমূর্ত্তি দর্শনান্তে তিনি খুবই প্রীতি লাভ করেন। তিনি কিছুক্ষণ যাবৎ উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট গৌড়ীয়-মঠের কথা ও বর্ত্তমান শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ও তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনার্থ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

নির্য্যাণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠাশ্রিত রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত সিংদৈনিবাসী গৃহস্থভক্ত (নামাশ্রিত) শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র রায় মহোদয় গত ২৩শে চৈত্র বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় হরিনাম করিতে করিতে স্বধামে গমন করিয়াছেন। তিনি খুব সরল ও হরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবোন্মুখ ছিলেন। তাঁহার অপ্রকটে আমরা দুঃখিত।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়

"ভগবান ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল দূরে যাইবে। কালের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বদা কাম্যনাম করুন। ভগবান্‌ও নিশ্চয়ই চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাঁহার যেরূপ সাধন; শ্রীগৌরহরি স্বয়ংই তদনুসারে তাঁহাকে সুফল প্রদান করেন। হরি-সেবার নামই ভক্তি

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ মধুসূদন নিধি শতোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

যৎকিঞ্চিৎ

——::(•)::——

ভগবদ্ভক্তের সম্পূর্ণ আনুগত্যের দ্বারা ভগবানের প্রকৃত সেবা লাভ হয়। যাঁহারা ভগবানের নিজজনগণকে ভগবান্ হইতে পৃথক্ বুদ্ধি করিয়া ভগবদ্দাসগণের সেবা করেন না, তাঁহারা ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত হন। ভগবদ্ভক্তের সেবা দ্বারা ভগবৎসেবাশিক্ষা লাভ করা যায়। যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবা করেন, তাঁহাদের সঙ্গ, আনুগত্য ও সেবা না করিলে, তাঁহাদিগকে সেবাশিক্ষা-গুরুরূপে বরণ না করিলে, তাঁহাদের শিক্ষার অনুসরণ না করিলে, কি করিয়া ভগবৎসেবা লাভ হইবে? সেইজন্যই বলিতেছি, ভগবদ্-ভক্তসেবা উপেক্ষা করিয়া কেবল ভগবানের সেবাচেষ্টা দ্বারা ভগবানের সেবা হয় না, পরন্তু ভক্তের সেবাদ্বারাই ভগবানের সেবা লাভ হয়। ভক্তকে নিজের নিকট বাঁধিতেই হইবে; নতুবা ভক্তের ভক্তত্ব যাইবে না। যাঁহারা এই সব কথায় দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহারা ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিতই হইয়া থাকেন। এমন কি, ভক্তসেবার ভাণ করিয়া আমরা যদি তাঁহার সম্পূর্ণ আনুগত্য না করি, তাহা হইলে আমরা ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারিব না, সাধুগুরুর কৃপালাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। সাধুর চরণে সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিলাইতে না পারিলে, তাঁহার বিশেষ কৃপালাভ হইতে না পারিলে সাধুপ্রাণধন ভগবানের সন্ধান মিলিবে না।

ভগবান্ অখণ্ডবস্তু। ভগবদ্দর্শনের কথা আলোচনা করিতে গিয়া আমরা ভগবদ্দর্শন, পরমাত্মদর্শন ও ব্রহ্মদর্শনের কথা শুনিতে পাই। ব্রহ্মদর্শন ভগবানের অঙ্গপ্রভাদর্শন-মাত্র। উহা সমগ্র দর্শন নহে। ভগবানের এই অঙ্গপ্রভা দর্শন হইলে তদ্দ্বারা জীবের সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার বা অনর্থ দূর হয়। ভগবানের এই অঙ্গপ্রভা বা চিন্ময়জ্যোতিঃ জড়জ্ঞানগম্য নহে। ভগবদ্দর্শনের প্রাগ্ভাগ দর্শন বা শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মদর্শন ও জড়জ্ঞানীর নির্ব্বিশেষ কল্পনা সজাতীয় নহে। জড় নির্ব্বিশেষজ্ঞান চিন্নির্ব্বিশেষজ্ঞানের বিকৃত প্রতিফলন। আরোহপন্থাবলম্বনে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ তাহা কাল্পনিক-মতমাত্র। তাহা শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মদর্শন নয়। এই কাল্পনিক জড়-নির্ব্বিশেষবাদ নাস্তিকতার নামান্তরমাত্র। আমরা প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য বাদ দিয়া স্বতন্ত্রভাবে শাস্ত্রাদির আলোচনা দ্বারা কল্পনা-বলে যদি ব্রহ্ম-দর্শন বা ভগবদ্দর্শন পাইয়াছি মনে করি, তাহা হইলে তাহা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। গুরু-কৃপায় ভগবদ্ভাবে চিজ্জ্যোতিঃর আভাসদর্শনবাদেই তদ্দ্বারা বিষয়ভোগস্পৃহা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইলে সাধুর আনুগত্যে ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। শাস্ত্রোক্ত চিন্ময় জ্যোতিঃ-দর্শন ভগবানের অসম্যগ্ দর্শন হওয়ায় তদ্দ্বারা ভগবানের সেবা সম্ভব হয় না। নিরন্তর ভগবৎসেবারত সাধুর চরণে নিষ্কপট শরণাগত হইলে তাঁহার কৃপাতেই জীবের ভগবদ্দর্শন সম্ভব হয়। তখন ভাগ্যবান্ জীব ভগবৎ-সেবায় অধিকার পায়

ভক্তের দর্শনই ঠিক। তাঁহাদের দর্শনে কোন ভ্রান্তি নাই। তাঁহাদের দর্শনই সুদর্শন। সে দর্শনে হেয়তা, অনিত্যতা বা লঘুতা নাই। সে দর্শন—কৃষ্ণকার্ষ্ণ-দর্শন—শুদ্ধদর্শন। ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ভগবানের সেবা করেন এবং বিশ্বের যাবতীয় পদার্থকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন। ভগবৎসেবা যেরূপ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু, তাঁহার সেবার উপকরণাদিও সেইরূপ সম্পূর্ণ চিন্ময়। সেবকের সেবা-দর্শন ছাড়া অন্য কোন দর্শন নাই। তাই তিনি বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে ও সচ্চিদানন্দ-সম্বিৎযুক্ত জীবগণকে ভগবৎসেবার উপকরণরূপে—গুরুরূপে দর্শন করেন। তিনি কাহারও নিকট হইতে নিজের জন্য কোন কিছু গ্রহণ করেন না। তিনি জানেন, চিন্ময় উপকরণের দ্বারা কিরূপে ভগবানের সেবা করিতে হয়, উপকরণগুলিই তাহা উপাসককে জানাইয়া দেন। সুতরাং তাঁহারা গুরুস্থানীয়। ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখবিধানে নিযুক্ত থাকায়, সেবকাভিমান তাঁহাদের হৃদয়ে অত্যন্ত প্রবল থাকায়, সেব্যাভিমান ব্যতীত তাঁহাদের হৃদয়ে সেব্য, ভোক্তা বা কর্ত্তাভিমানের লেশমাত্রও না থাকায়, সেবাচিন্তা ছাড়া অন্য চিন্তা স্থান না পাওয়ায় তাঁহাদের হৃদয়ে ভোগ্যবুদ্ধি আদৌ নাই। কারণ তাঁহারা নিজেকে ভগবদ্ভোগ্য বলিয়া জানেন এবং সকলকেই ভগবদ্ভোগ্য জানিয়া গুরুজ্ঞানে সম্মান করেন। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের কৃপাতেই এই সুদর্শন লাভ হয়। ইহাই প্রকৃত দর্শন, শুদ্ধদর্শন বা সুদর্শন।

প্রশ্নোত্তর-স্তম্ভ

——::(•)::——

প্রশ্ন—৪। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন যে, "বৈষ্ণবপূজকগণ বৈষ্ণবগণের আচার সম্বন্ধে বিচার করিবেন না, যেহেতু গীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, সুদুরাচার পুরুষও অনন্যচিত্তে আমার ভজন করিলে, তিনি সাধু এবং সম্যক্ ব্যবসায়যুক্ত-রূপেই জ্ঞাত হইয়া থাকেন। গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে, বিষ্ণুভক্তিযুক্ত পুরুষ মিথ্যাচার এবং অনাশ্রমী হইলেও উদিত সূর্য্যের ন্যায় অখিল সমস্ত লোক পবিত্র করিয়া থাকেন।" আবার শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ 'হরিনামচিন্তামণি'র সাধুনিন্দা-অপরাধ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার পরিত্যাগ করিলে যথার্থ বৈষ্ণবের বৈষ্ণবাপরাধ হয়।"—উপরি-উক্ত দুই আচার্য্যের এই সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য কি?

উত্তর—৪। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, নামপরায়ণ বৈষ্ণবের বা শুদ্ধভক্তের কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদগত দোষ, নষ্টপ্রায় দোষ ও শরণা-পত্তির পূর্ব্বাচরিত দোষ বা মিথ্যাপবাদ ধরিয়া নিন্দা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী, সিদ্ধাভক্ত বা প্রাকৃত সহজিয়াগণের সম্বন্ধে বৈষ্ণবাবৈষ্ণব বিচার করিতে হইবে না, তাহা নহে। ভক্ত-ভোগী, বৈষ্ণবে ভোগবুদ্ধিকারী বা বৈষ্ণবা-পরাধীকে বৈষ্ণব বলিতে হইবে না। গুরু বা আচার্য্যবর্গের সম্বন্ধে আধ্যক্ষিক বিচার করিয়া তাঁহাদের দোষোদ্ঘাটন বা মিথ্যাপ-বাদে বিশ্বাস করিলে ভক্তিরাজ্য হইতে চিরতরে পতিত হইতে হইবে।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—"ভক্ত সমস্ত পাপ হইতে দূরে থাকিয়া আবার ভজন করেন। তথাপি জড়দেহসম্বন্ধে কখনও কোন গতিকে যোষিৎ অযোগ্যসংযুক্ত উৎ-সেবনের ন্যায় কোন পাপ-ক্রিয়া ঘটিতে পারে। এই পাপ অত্যন্ত অস্থায়ী কেন না, প্রবৃত্তিগত নয়।" "* * * অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্যচরিত্রে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন। হা কলি! তুমি যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে তাহাই করিলে! অনেকগুলি ব্যক্তি কপট বৈষ্ণব হইয়া শ্রীনিত্যানন্দকে মৎস্য-মাংসাশী বলিয়া নিন্দা করেন, আবার ধর্ম্ম-মূর্ত্তি শ্রীমহাপ্রভুতে যোষিৎসঙ্গদোষারোপ করিয়া তাঁহাকে নবরসিক মধ্যে গণন করেন। নির্ম্মলচরিত্র শ্রীরূপ-গোস্বামী ও শ্রীরামানন্দ প্রভৃতির সম্বন্ধে মিথ্যা স্ত্রীসঙ্গদোষ রচনা করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করেন, এ সমস্তই দুষ্ট কলির কার্য্য।"

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর ভক্তিসন্দর্ভের উক্তি ও তাঁহার উদাহৃত শাস্ত্রীয় বচন হইতে ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, বিষ্ণুভক্তিযুক্ত পুরুষেরই আপাতপ্রতীয়মান মিথ্যাচার বা সুদুরাচার প্রভৃতি দর্শন করিবে না। কিন্তু যাহার বিষ্ণুভক্তি নাই—অর্থাৎ যে কর্ম্মী, জ্ঞানী বা সিদ্ধাভক্ত, তাহার মিথ্যাচার বা সুদুরাচারের বিচার করিলে অপরাধ হইবে না, বরং তাহা না করাই বৈষ্ণবাপরাধ। ইহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুর সিদ্ধান্তের সঙ্গতি। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—যিনি বৈষ্ণবের (১) জাতিদোষ (২) কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদগত দোষ (৩) নষ্টপ্রায় দোষ ও (৪) শরণাপত্তির পূর্ব্বা-চরিত দোষ ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণবনিন্দক; তাঁহার কখনও নামে রুচি হইবে না। যিনি শুদ্ধভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধবৈষ্ণব। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার দোষ কথঞ্চিৎ তাঁহাতে লক্ষিত হইতে পারে; তাঁহার অন্য কোন দোষের সম্ভাবনা নাই।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কথিত শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে,—শুদ্ধবৈষ্ণবকে নিন্দা করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। এখানে সংশয় হইতে পারে শুদ্ধবৈষ্ণব কাহাকে বলিব? সেই সংশয় নিরসনকল্পে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"যিনি শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি অন্যাভি-লাষিতাশূন্য জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত ভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনিই শুদ্ধবৈষ্ণব।" এখানে আর একটী সংশয় হইতে পারে

মৎকল্পনা ছিন্ন। কোন কষ্টে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রয় সংসার নহে ক্ষয়।

কোন্ অধিকার হইতে এই শুদ্ধবৈষ্ণবের গণনা আরম্ভ হয়? অর্চ্চনপর কনিষ্ঠ ভক্তকেও কি শুদ্ধভক্ত বলা যাইবে? শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সজ্জনে বলিয়াছেন, "মধ্যম-বৈষ্ণব হইতেই শুদ্ধবৈষ্ণবের গণনা।"

"মধ্যম-বৈষ্ণব হইতে" বাক্যে "হইতে" শব্দের দ্বারা মধ্যম-বৈষ্ণব হইতে আরম্ভ করিয়া মহাভাগবত বা উত্তম বৈষ্ণব পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণবে পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার দোষ কথঞ্চিৎ লক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু তাঁহার অন্য কোন দোষের সম্ভাবনা নাই; ইহাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শাস্ত্রসম্মত-সিদ্ধান্ত।

মধ্যমভাগবত ও মহাভাগবতের জাতিগত দোষ দর্শন করিলে বৈষ্ণবাপরাধ ও সাধু-নিন্দা নামাপরাধ হইবে। ঐরূপ অপরাধকারীর কখনও নামে রুচি হইবে না। যেমন মহাভাগবত-শিরোমণি শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুগণকে বা শঠকোপাদি আল্‌বার বা শ্রীহরিদাসকে যদি কেহ "নীচ জাতি" বা "শূদ্র" বলিয়া মনেও মনে করেন, তবে তাঁহার বৈষ্ণবাপরাধ হইবে।

শুদ্ধভক্তির আশ্রয়কারী মধ্যম-ভাগবত হইতে মহাভাগবত পর্য্যন্ত যদি কাহারও কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ বা দুরাচার লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণবতা বা মহাভাগবতত্ব হইতে ভ্রষ্ট হন নাই জানিতে হইবে। আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে বিপ্রনারায়ণ ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা তোণ্ডরাডিপ্পোড়ি আল্‌বারের প্রমাদাগত দোষ দর্শন করিয়া যদি কেহ তাঁহাকে নিন্দা করে, তবে তাহার অতীব তীব্র বৈষ্ণবাপরাধ হইবে, কখনও তাহার নামে রুচি হইবে না। সেইরূপ অপরাধী যদি সাক্ষাৎ শূলপাণি শিব বা ব্রহ্মার তুল্য ব্যক্তিও হন তথাপি তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া হয় জড়বিলাসী না হয় নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়িতে হইবে। * উক্ত ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর চরিত্র প্রপন্নামৃত গ্রন্থে ও শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত সজ্জনতোষণীতে দৃষ্ট হয়। "ইঁহার পূর্ব্বনাম বিপ্রনারায়ণ। ইনি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত মণ্ডনগুড়ি গ্রামে ১৮১৪ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আবির্ভূত হন। বিপ্রনারায়ণ শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করেন। অহিংসা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সর্ব্বভূতে দয়া, ক্ষান্তি, হরিকীর্ত্তন, হরিস্মরণ, জ্ঞান ও সত্য এই অষ্টপ্রকার মানসার্চ্চনোপকরণরূপ পুষ্পমালা দ্বারা তিনি ভগবানের নিত্য শ্রীঅর্চ্চন করিতেন। তিনি শ্রীরঙ্গনাথের সেবার জন্য উরাইউর নামক রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীরঙ্গনাথের একটী পুষ্পকানন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। একদিন দেবদেবী নাম্নী একটী বারবণিতা চোল-রাজের প্রাসাদ হইতে নিজ ভগ্নীর সহিত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে বিপ্রনারায়ণকে সেই পুষ্পকানন-মধ্যে একাগ্রমনে পুষ্পচয়ন করিতে দেখিয়া তাহার ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ঐ লোকটী কি পাগল? নতুবা কেন সে আমাদের রূপ-লাবণ্যের প্রতি একটুকুও দৃক্‌পাত করিতেছে না?"

তাহারা বিপ্রনারায়ণ সম্বন্ধে পরস্পর নানাপ্রকার আলোচনা করিবার পর দেবদেবী প্রতিজ্ঞা করিল,—যে-কোনরূপেই হউক, সে বিপ্রনারায়ণকে মোহিত করিবে। একদিন দেবদেবী ছদ্মবেশে বিপ্রনারায়ণের সম্মুখে আগমন করিয়া ঐ বাগানে মালিনীর কার্য্য করিবার জন্য কাতরভাবে আবেদন জানাইল। সরলচিত্ত ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু কপটিনীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তাহাকে তথায় স্থান দিলেন; কিন্তু সেই সুযোগে সেই বারনারী সরলচিত্ত বিপ্রনারায়ণের সাধুতা ক্রমে ক্রমে অপহরণ করিতে থাকিল। শ্রীরঙ্গনাথ কোন কৌশলের দ্বারা নিজ ভক্তকে মোহিতের কবল হইতে উদ্ধার করিলেন। দেবদেবী নাম্নী বারবণিতাও ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর কৃপায় বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিতা হন। এই ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুকে শ্রীযামুন-রামানুজাচার্য্যাদি শ্রীনারায়ণের বৈজয়ন্তী বনমালার নিত্যসিদ্ধ অবতার ও জগদ্‌গুরু দিব্যসূরি বলিয়া পূজা করিয়াছেন ও সমগ্র শ্রী-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবসম্প্রদায় এখনও করেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ দ্বাদশ-অধ্যায়ের আখ্যায়িকা-অবলম্বনে বর্ণিত হইয়াছে যে, জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা কামোদয়ের ভায় অভিনয় করিয়া নিজ সুন্দরী কন্যাকে যখন অভিলাষ করিয়াছিলেন, তখন তাহা দেখিয়া ব্রহ্মার ছয় পৌত্র 'সিদ্ধদেবগণ' উপহাস করিয়াছিলেন, তৎফলে তাঁহাদের (ঐ 'সিদ্ধদেবগণের'ও) অধঃপাত ও অসুরযোনিতে জন্মলাভ হয়।—"সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ। তা' সবার এত দুঃখ শুন যে-কারণ। দৈবে ব্রহ্মা কামশরে হইলা মোহিত। লজ্জা ছাড়ি' কন্যা প্রতি করিলেন চিত। তাহা দেখি' হাসিলেন এই ছয় জন। সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ। মহান্তের কর্ম্মেতে করিল উপহাস। অসুর-যোনিতে পাইলেন গর্ভবাস॥"

শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায়ে 'বৈষ্ণবাগ্রণী' চিত্রকেতু জগদ্‌গুরু বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শিবকে স্থূলদৃষ্টি-বিচারে (আন্তরিক না হইলেও বাহ্যতঃ) উপহাসের অভিনয় করায় বৃত্রাসুররূপে জন্ম-গ্রহণ করেন—এই শিক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। পরন্তু বৈষ্ণবী পার্ব্বতী বৈষ্ণব-নিন্দা সহ্য করেন নাই। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন যে, চিত্রকেতু ও শিবের আদর্শের মধ্যে এই শিক্ষা আছে যে, অনন্য-ভজনপরায়ণ বৈষ্ণবগণের দুরাচার দর্শন করিতে হইবে না। চিত্রকেতু সহস্র বিদ্যাধরীর সহিত নির্জ্জনে বাস করিয়াও যেরূপ হরিভক্তি হইতে চ্যুত হন নাই, তদ্রূপ জগদ্‌গুরু শিবও লোকসমক্ষে পত্নীকে ক্রোড়ে স্থাপন ও আলিঙ্গনপূর্ব্বক অবস্থান করায় কিছু চরিত্রাঙ্কের বিরুদ্ধ কার্য্য বা আদর্শকে হীন করেন নাই। কারণ, ঐরূপ আদর্শের দ্বারা ইহাই প্রচারিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণে অনন্যশরণাগত পরমহংস বৈষ্ণবের ঐ সকল দুরাচার-দর্শনকারীরই অমঙ্গল ঘটে। বৈষ্ণবের দুরাচারত্ব নাই—দর্শনকারীরই দুরাচারত্ব ও পাতিত্য। মহান্তের আচরণ অনুকরণীয় বা নিন্দনীয় নহে, ইহাই শিক্ষা।

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও তাঁহার উপদেশামৃতে এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

শ্রীল প্রভুপাদ ঐ শ্লোকের অনুবৃত্তিতে লিখিয়াছেন, "ভজনবিজ্ঞ ভক্তে দুরাচার থাকিলে ভক্তদ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন; ভক্তের প্রাকৃত দৃষ্টির পরিমাণ-মতে ভক্তদর্শন করিতে নিষেধ। তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান অনন্যভক্তির বিনাশ-কারক নহে; পরন্তু অসম্বুদ্ধ দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। যে সকল ভক্তিপথাশ্রিত বৈষ্ণব ভক্তির অলৌকিক চেষ্টাসমূহ বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতকে খর্ব্বদৃষ্টিতে মধ্যমভাগবতের অধীন করিবার প্রয়াস পান, তাঁহাদের ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে। * * * ভাবকটি সিদ্ধ মহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে পতিত মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধভক্তগণ বৈষ্ণবভক্তগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তকে কেবল বদ্ধ প্রাকৃত জীবজ্ঞানে শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজাতশ্রদ্ধ সাধক ও সিদ্ধভক্তে ভেদ আছে জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না। শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাই বিবেচ্য।"

সন্দেহ হইতে পারে, বৈষ্ণব যখন ভ্রম-প্রমাদের অতীত, তখন তাঁহাতে প্রমাদাগত দোষ কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন—যদি কোন মহাভাগবত বৈষ্ণবেও আধ্যক্ষিক বিচারে কোন প্রকার প্রমাদ লক্ষিত হয়, তবে তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা হইবে না। বস্তুতঃ ঐরূপ বিচারই অমঙ্গল। মহাভাগবতবর জগদ্‌গুরু শ্রীল ঈশ্বর-পুরীপাদ যখন নিজকৃত কৃষ্ণলীলামৃত-গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখন মহাপ্রভু জীবের জন্য এই শিক্ষা দিয়াছেন,—"প্রভু বোলে,—'ভক্ত-বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন। ইহাতে যে দোষ দেখে, সে-ই 'পাপী' জন॥ ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ। ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥"

দোষ ভক্তের নহে, ভক্তের মধ্যে যে ব্যক্তি দোষ দর্শন করে, তাহারই দোষ। মহাপ্রভুর এই সিদ্ধান্তটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মহাভাগবত শ্রীল ঈশ্বর-পুরীর দোষের দ্রষ্টাই দোষী, পরন্তু শ্রীঈশ্বরপুরী নহেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ স্বরচিত সভায় উপস্থিত হইয়া 'অপিচেৎ সুদুরাচারঃ' শ্লোকের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাহাতেও এই সিদ্ধান্তই প্রকটিত হইয়াছে,—কস—দেবের পুত্র। দুধা Ethics (সুনীতি) বা ধর্ম্মের দেবতা, যাহারা সৌর তাঁহারা ethical; Ethics (সুনীতি) বড়, না ভগবদ্ভক্ত বড়? যমুনাদেবীর ভ্রাতা—যম। যমুনা কৃষ্ণের প্রেয়সী। কিন্তু যম সুনীতি-দুর্নীতির দণ্ডমুণ্ডবিধাতা—Ethics—stern Justiceএর মালিক—এজন্য তাঁহাকে ধর্ম্মরাজ বলা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড —৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সরস্বতী-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং প্রাকাশ্যভাবে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রবাসকৃত্তৈর-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং গোষ্ঠী বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ঐ বিভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাকদহ (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসাঙ্গনের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেশ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোদ্রুমপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা – (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাকদাহি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাদনগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ

মজবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা ঝোরা রোড, দার্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চাঁইবাসা, জেঃ সাবারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ময়দা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গন্ধার্ব্বপুর, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপীশ্বর, বৃন্দাবন

(৩৯) শ্যামানন্দ-কুঞ্জকুটীর

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ – শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) মহেশ বিহারী মঠ

মথুরা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবালী,

পোঃ কোকোনা, জেলা গুরদাস (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ওয়াটার রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়াটঙ্ক রোড, গোয়ালিয়াটঙ্ক বম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) নাগপুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভর, কভর গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) মঙ্গলগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ রঘুনাথপুর, পঞ্জাব

(৬০) ভগবদ্ভক্তাশ্রম মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারহাটা, পোঃ চকদহ, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং লেইটন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ৩
৫১, ডাউনরোড
ক্যাপিটল, লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

চিৎপুর রোড, দেরাদুন (ইউ পি)

(৬৮) শ্রীবিজ্ঞাননিধি গৌড়ীয়মঠালয়

মধুমকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ(০)ঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৶০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	
সিকিকলম	৫৲			৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন ব্যবস্থা।

[illegible] প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রকাশিত [illegible] হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, পদ্য সূচী, শাস্ত্র-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, বাংলা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

[illegible] প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃ০ঃ—

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] থাকার ব্যবস্থা হইয়াছে খাওয়া ও বেতন [illegible] মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ [illegible] ও শুদ্ধভক্ত সজ্জনবৃন্দের সহিত [illegible] ও [illegible] যে সকল [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয়ের [illegible] [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রী[illegible]" [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের এই [illegible] পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকগণের এই গ্রন্থ [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের প্রোজ্জ্বল গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমাংশ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়পেট্টা, মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(*)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরিব্রাজকাচার্য্যত্রিদণ্ডিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-০৬	৭-২৭	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২০
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৫৪	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৩	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৫৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯-১৬	১০-৫	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮		১০-১১			১৬ ৫০	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ				১১-০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৫

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৩	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

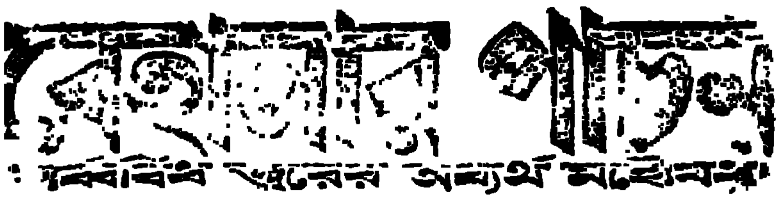

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন অত্যন্ত অধিক। ডিস্পেন্সারী সংযুক্ত কারখানা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৯১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর— ৮ই বৈশাখ, ১৩৪৬ ২২শে এপ্রিল, ১৯৩৯, শনিবার । ৪৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত

বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে বঙ্কু দৈবা ও পান্থু মহাকরকে ৩ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০্ করিয়া অর্থদণ্ড করা হয়। আসামীদের পক্ষে দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হইয়াছিল। বিচারপতি ঘোষ ও বিচারপতি দাস রুল জারী করিয়াছেন।

খেদু দাস নামক এক ব্যক্তি এই মর্ম্মে অভিযোগ করে কলিকাতায় বাঁশপাড়ায় যে সব উড়িয়া গোয়ালা আছে তাহারা একটি মন্দির নির্মাণের টাকা সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বাঁশপাড়া মাধব সমিতি নামে একটি সমিতি গঠন করে। প্রথম আসামী বঙ্কু দৈবা ঐ সমিতির প্রেসিডেন্ট এবং পান্থু ক্যাশিয়ার। প্রেসিডেন্ট হিসাব লিখিতেন এবং হিসাবের খাতা তাঁহার নিকট থাকিত। ঐ ভাবে ১০০্ টাকা সংগৃহীত হয় এবং তাহা ক্যাশিয়ারের নিকট থাকে। ঐ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখিবার প্রস্তাব হলে তাহারা হিসাবের খাতা এবং টাকার কথা এমন কি বাঁশপাড়া সমিতি বলিয়া কোন সমিতির অস্তিত্বের কথা পর্য্যন্ত অস্বীকার করে। ঐ সমিতির একজন সদস্য হিসাবে ফরিয়াদী হইয়া এই মামলা দায়ের করেন।

মিঃ এস সি তালুকদার দরখাস্তকারীদের পক্ষ সমর্থন করেন।

নূতন চীনা-ফরাসী চুক্তি

চীন কুওমিনটাং গভর্ণমেন্টের সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ হইতে বিমানপোত আমদানী ও চীনাকে বৈমানিক শিক্ষা সাহায্য করা সম্বন্ধে ফরাসী গভর্ণমেন্টের একটি চুক্তি হইয়াছে। চিয়াং কাইশেক গভর্ণমেন্ট গত বৎসর বিদেশী বৈমানিক বাহিনী আনিবার চেষ্টায় চীনে বিমানবাহী শিক্ষকের খুব অভাব ঘটে। এই অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত চীনা গভর্ণমেন্ট অবধি ফরাসী গভর্ণমেন্টের সহিত এ সম্বন্ধে পত্র লেখালেখি করিতেছিলেন। ফলে সম্প্রতি চীনা ও ফরাসী গভর্ণমেন্টের মধ্যে এই চুক্তি হইয়াছে।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল সবের নেতৃত্বে সম্প্রতি ১৮ জন ফরাসী বৈমানিক হ্যানয়ে (ফরাসী ইন্দো-চীন) আসিয়া পৌঁছেন। তাঁহারা এখান হইতে স্থলপথে কেন্টন যাত্রা করিয়াছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ফরাসী বৈমানিক দল শীঘ্রই হ্যানয়ে আসিয়া পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতীয় দলে ১৭ জন এবং তৃতীয় দলে ১৫ জন বৈমানিক থাকিবে।

কাশীর বর্ত্তমান অবস্থা

এখন আর কাশীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নাই। সহরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল উৎকট সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশের দরুণ দুইখানা কাগজের বিরুদ্ধে যে মামলা করার কথা ছিল, সেই মামলা করা হইবে না। উক্ত কাগজ দুইখানার সম্পাদকদ্বয় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ঘোষণা করিয়াছেন যে, যাহারা অতর্কিতে লোকদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল তাহাদের সম্পর্কে সংবাদ দিতে পারিলে এবং সেই সংবাদের ফলে অপরাধীর শাস্তি হইলে পুরস্কার দেওয়া হইবে। যাহারা অতর্কিত আক্রমণের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিল তাহাদের সম্পর্কে উক্তরূপ সংবাদ দিতে পারিলেও পুরস্কার দেওয়া হইবে।

বোম্বাইএ পুরস্কার প্রতিযোগিতা

বোম্বাই গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে যে, বোম্বাই-এর পুরস্কার প্রতিযোগিতার উপর শতকরা সাড়ে বার টাকা ট্যাক্স ধার্য্য করা সম্পর্কে শীঘ্রই পরিষদে একটি বিল উপস্থিত করা হইবে। উক্ত বিলের মর্ম্ম এই যে, কোন পুরস্কার প্রতিযোগিতা লাইসেন্স ছাড়া হইতে পারিবে না এবং এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সংগৃহীত মোট টাকার শতকরা সাড়ে বার টাকা ট্যাক্স কালেক্টর উদ্যোক্তাগণের নিকট হইতে আদায় করিবেন।

বিভিন্ন প্রকার শব্দ প্রতিযোগিতা পুরস্কার প্রতিযোগিতা বলিয়া গণ্য করা হইবে।

উদ্যোক্তাগণকে লাইসেন্স প্রত্যেক বৎসরই নূতন করিয়া লইতে হইবে এবং যিনি এই লাইসেন্সের অধিকারী হইবেন, লটারী আইন বাধার দরুণ, তিনি ফৌজদারী আইনে পড়িবেন না।

ত্রিনয়ন বালকের আবির্ভাব

আলমোড়ার একজন সাধারণ দর্জ্জির স্ত্রী বিস্ময়কর বিশিষ্ট এক শিশু সন্তান প্রসব করিয়াছে। শিশুর ঘাড়ের উপর একটি মস্তক আছে এবং উহা কপালের [illegible] শিশুর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া আসায় বহু নরনারী তাহাকে দর্শন করিতে আসিতেছে। শিশুর নাম রাখা হইয়াছে 'ত্রিনয়ন'—ইহা শিবেরই অপর একটি নাম।

বৃদ্ধ বৈদ্যগণের জীবনী সংগ্রহ

নিখিল ভারত বৈদ্য মহাসম্মেলনের পক্ষ হইতে বৃদ্ধ কবিরাজদের জীবনী সংগ্রহ করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বৃদ্ধ কবিরাজদের চিকিৎসার দ্বারা আয়ুর্ব্বেদের বিভিন্ন চিকিৎসা-পদ্ধতি ও ঔষধাদি কিরূপভাবে প্রচলিত হইয়াছে তাহাই অনুধাবন করিতে হইবে। যাহারা পল্লী বা সহরের পরলোকগত কবিরাজদের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ও স্থান চিকিৎসাবৈশিষ্ট্য ও লিখিত পুস্তকের বিষয় কিছু জানেন তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় উহা জানাইলে বাধিত হইব। কবিরাজ শ্রীচপল কুমার মজুমদার এম-এ সভাপতি, বৃদ্ধবৈদ্য-জীবনী সংগ্রহ বিভাগ ৫২ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

সীমান্তে তিনজন দুর্বৃত্ত গ্রেপ্তার

ডেরা ইসমাইল খাঁ জেলার কতকগুলি ডাকাতির সহিত সংশ্লিষ্ট দুর্বৃত্তগণের সন্ধান চলিতেছিল। সম্প্রতি তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ডেরা ইসমাইল খাঁ হইতে ছয় মাইল দূরে পনিয়ালার একটি কূপের নিকট পুলিশ তাহাদিগকে সন্ধান পায়। আত্মরক্ষার সময় পাইবার পূর্ব্বেই তাহারা গ্রেপ্তার হয়। গ্রেপ্তারের সময় [illegible] সঙ্গে ছিল।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—পরমারাধ্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ [illegible] পাক্ষিক। [illegible] প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার [illegible] হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় [illegible] শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত [illegible]। শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] টাকা মাত্র।

৩। [illegible] - [illegible] মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী - শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় —[illegible] পণ্ডিত [illegible] সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। [illegible] ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-[illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের [illegible], [illegible] ও [illegible] "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গণের যথার্থ [illegible] বৈরাগ্যের মূর্তিমান বিগ্রহ [illegible] পরমহংস ও [illegible] শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের [illegible] চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:০:——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনাকারে [illegible] অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

[illegible] শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও [illegible] শ্রীল [illegible] গোস্বামী [illegible] এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible], পোঃ [illegible] ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ৩৮
দশম স্কন্ধ— ৭৲
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (অখণ্ড) ৯৲
৩। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। [illegible] (অর্থসহ) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড ৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। [illegible] ও [illegible] ১।০
৯। [illegible] [illegible]
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীনবদ্বীপধাম [illegible] (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] ।০
১৬। [illegible] ৸০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible] ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয় [illegible] ।৵০
২২ [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্য[illegible] ও [illegible] (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীচক্রবর্তী টীকা, সহ) ২৲
২৫। গীতা (বলদেব টীকাসহ, অর্থসহ) ২৲ ১
২৬। [illegible] ০
২৭। [illegible] ১৲
২৮। [illegible] (সচিত্র) ।০
২৯। [illegible] (বাঁধা) ৸০
৩০। শ্রীল [illegible] ৵০
৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। [illegible] ০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫। [illegible] ৴০
৩৬। [illegible] ৵০
৩৭ [illegible] ৵০
৩৮। [illegible] ৴০
৩৯। [illegible] ।০
৪০। [illegible] ৴০
৪১। [illegible]
৪২। [illegible] পরিক্রমা
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। প্রেমবিবর্ত ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible] ৷৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ২ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌড়ীয়[illegible] ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।
৫৫। [illegible] ।০
৫৬ [illegible] ৵০
৫৭। [illegible] (সানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৵০
৫৯। [illegible] ৵০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্য[illegible] ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ৷০
৬৩। সটীক [illegible]
৬৪। [illegible]
৬৫। [illegible]
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] ৴০
৬৭। [illegible] ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ৷০
৬৯। [illegible] ৷০
৭০। [illegible] ৴০
৭১। [illegible]—[illegible] ৷০
৭২। [illegible] ৷৵০
৭৩। [illegible] মহাপ্রভু
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] উড কুক
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible] ১৷০
৭৯। [illegible] ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ৷০
৮১। [illegible] ৷০
৮২। [illegible] ৵০
৮৩। [illegible]
৮৪। [illegible]

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১৮ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৮ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২২শে এপ্রিল ইং ১৯৩৯, শনিবার | ৯৫শ সংখ্যা

"ভগবান্ ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল অসুবিধা দূরে যাইবে। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করুন। ভগবান্ও নিশ্চয়ই চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাঁহার যেরূপ সাধন, শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তদনুসারে তাঁহাকে সুফল প্রদান করেন। হরিসেবার নামই ভক্তি।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ মধুসূদন অদ্য ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

প্রকাশকত্বই সত্ত্বের ধর্ম্ম। যখন যত শুদ্ধ হয়, ততই অনর্থ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মল সেবা-বৃত্তির প্রকাশ হয়। নির্ম্মল সেবার বৃত্তিতে যিনি যতটা প্রতিষ্ঠিত, সেবাবিষয়ে তাঁহার বুদ্ধির বিকাশও সেইরূপ দেখা যায়। কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে বা যে-কোন সেবাকার্য্যে পরামর্শের প্রয়োজন হইলে তাঁহার মনে দ্বিধা হয় না বা নানাপ্রকার চিন্তা আসে না। আবার উপস্থিত সমস্যার প্রতি তিনি উদাসীন হইয়াও থাকেন না; উহার সহজ মীমাংসা তাঁহার হৃদয়ে আপনা হইতেই উদিত হয়। সমস্ত কার্য্যেই তাঁহার তৎপরতা থাকে। তিনি সরল বা ঋজু। তাঁহার হৃদয়ে অন্য চিন্তা না থাকায় এবং তাঁহার একের দিকেই গাঢ় অভিনিবেশ থাকায় তাঁহার মধ্যে দ্বৈতভাব বা সংশয়সন্দেহ থাকার অবকাশ নাই। কিন্তু যাহারা ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে রহিয়াছে অর্থাৎ বিভ্রমে অবস্থিত, তাহাদের ঐরূপ সেবার বুদ্ধিযোগ দেখা যায় না। তাহাদের মোহ আছে, এইজন্য তাহাদের দ্বিধা থাকে। তাহারা নানাপ্রকার সঙ্কল্পবিকল্প করে, কিন্তু কোন স্থির সিদ্ধান্ত তাহাদের মনে সহসা উদিত হয় না। তাহাদের শিখাইয়া দিলে তবে তাহারা শিখিবে, নতুবা নিজ হইতে কোন সেবাকার্য্য সুষ্ঠুভাবে তাহারা করিতে পারে না।

শুদ্ধসত্ত্ব আলোর মত বাস্তব বস্তুকে প্রকাশ করে। যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত, তাঁহারা সমস্ত বস্তুই সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব করেন; এইজন্য তাঁহাদের মনে কোন দ্বিধার ভাব আসে না, সমস্ত সমস্যার সমাধান তাঁহাদের সহজভাবেই হইয়া যায়।

যাহারা অনর্থের জন্য ছুটাছুটি করে, তাহাদের অর্থলাভ হয় না। যাহারা উহা চায় না, তাহাদের নিকট অযাচিতভাবে উপস্থিত হয়। "ধর্ম্মার্থকামাদয়ঃ সম-প্রতীক্ষাঃ"। প্রতিষ্ঠা যে চাহে না, তাহার নিকট আপনিই আসিবে,—যেমন শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের নিকট আসিয়াছিল।

প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী রহে পলাঞা।
কৃষ্ণপ্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৪)

শ্রীব্রজবাসী ও গৌড়ীয়গণের সেবার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। গৌড়ীয়াচার্য্য শ্রীগুরুদেব—ব্রজবাসী। শ্রীব্রজবাসীর মত তাঁহার যুযুৎসা না থাকিলেও যখন তিনি মিশনরক্ষক আচার্য্যের লীলা করেন, তখন ব্রজবাসীর সেবাকার্য্য তাঁহার মধ্যে প্রকাশিত হয়। শ্রীগুরুদেবে বলদেব অনুস্যূত আছে—যেমন স্বয়ংরূপ কৃষ্ণে কৃষ্ণের যাবতীয় প্রকাশ ও বিলাস সমূহ অবস্থিত আছেন। স্বয়ংকৃষ্ণের যুযুৎসা নাই, তিনি যে বিদ্বেষিগণকে বিনাশ করিয়াছেন, (যথা—শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি) তাহা তাঁহারই অংশরূপে তাঁহাতে অবস্থিত বিষ্ণুর কার্য্য। স্বয়ংরূপের মধ্যেও সেইরূপ মহিষীগণ ও সখীগণ অবস্থিত আছেন। আবার মধুর রসের মূল আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্নস্বরূপা শ্রীরূপ-মঞ্জরীই শ্রীগুরুদেব, তাঁহার মধ্যেও সকল রসের আশ্রয় বা গুরুবর্গ আছেন। তাঁহার মধ্যে উদ্ধব, পাণ্ডবগণ, ব্রজবাসী, অম্বরীষ, প্রহ্লাদ প্রভৃতি আছেন—যেমন, মূল-প্রকাশবিগ্রহ বলদেবের মধ্যেই অন্যান্য প্রকাশবিগ্রহগণ আছেন।

ব্রজবাসীর সেবা restricted by ethics. গৌড়ীয়শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব যখন মিশন প্রকট করিয়া তাহার ভার গ্রহণ করেন, তখন তিনিও ethics-কে স্বীকার করেন। বহির্জগৎ-দৃষ্টিতে কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী লইয়াই মিশন। মিশনে দৈব-বর্ণাশ্রম পালিত হয়—দৈব-বর্ণাশ্রমই theistic socio-ethics. দৈববর্ণাশ্রমান্তর্গত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মের সেবা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মশব্দের অর্থ বিষ্ণু। ব্রাহ্মণ বিষ্ণুর সেবা অপ্রতিহতভাবে করিলেই তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব বজায় থাকে। দৈব-ক্ষত্রিয় প্রকৃত ব্রাহ্মণের অনুগমন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। দৈব-বৈশ্য মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণের অনুকূল কর্ম্ম করিয়া ব্রাহ্মণের বিষ্ণু-পূজার সাহায্য করিবেন। শূদ্র এই তিন বর্ণের সেবা করিবেন; উহার ফলে তাঁহার শোক-বশবর্ত্তিতা ক্রমশঃ কমিবে। এইরূপ মিশনকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীগুরুদেবকে দুর্জনকে উৎসর্গকরণরূপ পারমার্থিক যুদ্ধ-বিগ্রহাদি করিতে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার যুযুৎসা নাই।

অক্ষজবুদ্ধিতে শ্রুতি আলোচনা করিতে গেলে উহার তাৎপর্য্য কখনই হৃদয়ঙ্গম হয় না। অজ্ঞব্যক্তি শ্রুতির 'আকাশ', 'আনন্দ' প্রভৃতি শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারে না। বাসুদেব—চিত্তের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা, সঙ্কর্ষণ—অহঙ্কারের, প্রদ্যুম্ন—বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ—মনের অধিষ্ঠাতৃদেবতা। মূর্খলোক মনে করে যে, বদ্ধজীবের দেহাত্মাভিমানকেই সঙ্কর্ষণ, তাহাদের জড় বুদ্ধি ও মনকেই প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ বলা হয়। অগ্নি প্রভৃতি শব্দে তত্তদভিমানী দেবকে বুঝায়, আবার অগ্নি শব্দে অনিরুদ্ধ বিষ্ণুকেও বুঝায়। "বিষ্ণুর্বৈ দেবানাং পরমঃ, অগ্নির্বৈ দেবানাং অবমঃ"—প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে অগ্নি প্রভৃতি শব্দে অগ্নি-দেবতাকে বুঝায়, আবার বিষ্ণুকেও বুঝায়—"পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নি ত্রয়ী-

শ্রঃ" ; স্ত্রী—বেদ, স্ত্রীবন অথি বা সত্যাদিই কিছু। "ঝাঙ্গা" অথি বা অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর লক্ষ্মী। ইনি রত্নাকরসম্ভূতা। অল্পলোক এই সকল গূঢ়-তাৎপর্য্য কি করিয়া গ্রহণ করিবে? তাহারা সাধারণ অর্থই গ্রহণ করে। ঈশোপনিষদে "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে—"প্রভৃতি মন্ত্রে অগ্নি শব্দে বিষ্ণুকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ ঋগ্বেদের প্রথমদিকে টীকায়, এ বিষয়ে প্রকৃতির সংজ্ঞা উল্লেখ কথা কিছু কিছু আছে।

সাধনপথে কতকগুলি লোক উন্নত—কিছুই বোঝে না, কতকগুলি লোক খানিকটা অগ্রসর হইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কতকগুলি আবার অগ্রাভিলাষী লোকও আছে। মত সবাই আশাপ্রদ (promising)—এরূপ লোক খুব কম। যাঁহারা ছোট বাড়াইতেছেন, তাঁহাদের সেই পরিমাণ মনের মধ্যে ঘটনাটা ... রহিয়াছে, keeping pace side by side—এ জিনিষটা নাই। চরিত্রকে সাধারণ করিবে—বুদ্ধি দিবে, এরূপ লোক খুবই কম। অনেকেই নিশ্চিন্ত, কেহই কিছু ভাবিতে বা মাথা খাটাইতে চান না; জানেন, তাঁহারা পরিশ্রম না করিলেও যাহা দরকার তাহা একস্থান হইতে আসিয়া মিলিবেই। সকলেই সব জানেন এবং সময়কালে সকলেরই বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হয়।

আমাদের কাহারও আপন দায়িত্বজ্ঞান অত্যন্ত বেশী। আমরা মনে করি যে, আমরাই makers and breakers of the Mission. আমরাই স্বামী আর সমস্ত মিশনটা কোথায় যাইবে বা অধীন। আমরা না থাকিলে মিশন বিপন্ন হইল। অন্যলোককে সামনে রাখিয়া যথেচ্ছাচার করিবার দুর্বুদ্ধি আমাদের যোল আনা।

ইহা ছাড়াও শান্তিপ্রিয়তা বা জড়তা অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বস্তুর দিকে টান—ইহা বাড়িয়াই চলিয়াছে। লোম বাছিতে গেলে কম্বল থাকে না। সাধারণের ধারণা কম্বলটা রাখিতেই হইবে; কিন্তু যত আপদই হউক না কেন, তথাপি সেই লোমের কম্বলই যে রাখিতেই হইবে তাহা কেন? লেপ অথবা কার্পেট বা শতরঞ্চির প্রচলন হউক। লোম অর্থাৎ undevotional element এবং কম্বল বা sum-total of undevotional elements বা প্রাতিকূল্যের সমষ্টিকেই কেন পকম্বল বলিয়া জানিব কেন? যাহাতে একটিও যাহার উপাদানে nondevotional element নাই, সেই বস্তুকে অর্থাৎ unalloyed devotional attitudeকেই মিশনের প্রাণ বলিয়া জানিব।

অনেকে একটু শান্তিপ্রিয় হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ, মামলা-মোকদ্দমাকে জড়জগতের ব্যাপার মনে করিতেছেন, তাহাদের আর উহা ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু শান্তিটাও ত' কাম্য নহে। শান্তি বা শান্ত-রসে আমাদের প্রয়োজন নাই। রসেও জড়-জগতের ন্যায় ব্যাপার আছে। অতএব উহা অপ্রাকৃত সেবা-বৈভব বিশুদ্ধ-সত্ত্বেরই ক্রিয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন—"তারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচায় ভুবন।" শান্ত রসের কথা ত' বলিলেন না। শান্তরসে প্রেমের কথা নাই। আর সেই শান্তরস আছে। তথায় ও যমুনা পুলিন, গো প্রভৃতি শান্তরসে সেবা করেন। তাঁহাদের দ্বারা কৃষ্ণের সুখ হয়, কিন্তু তাঁহাদের নিজের সে অনুভূতি নাই। কৃষ্ণের গাভীগণ শান্তরসের আশ্রয়। শ্রুতিগণই শান্তরসের আশ্রয়—কৃষ্ণের গাভী। শ্রুতিগণের মধ্যে কেহ কেহ গোপীদেহ লাভ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ কৃষ্ণের গাভীরূপে বনে আছেন। শাস্ত্র—কতকগুলি সবিশেষ ও কতকগুলি নির্বিশেষ জ্ঞানপর। কৃষ্ণ গাভীর পৃষ্ঠমর্দ্দন করেন বা পাচন-বাড়ি দ্বারা আঘাত করেন—তাহার ফলে শ্রুতি-সকলের নির্বিশেষপর ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়।

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা

গোপালনন্দনঃ।

পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং

গীতামৃতং মহৎ॥

কোন কোন সবিশেষপর শ্রুতিগণ গোপীদেহ লাভ করেন।

কিন্তু সেই শান্তরস আর এই শান্তি প্রিয়তা এক নহে। এই ব্যবসায়প্রিয়তা বা শান্তিপ্রিয়তা নির্বিশেষ বিচার হইতেই আসে। এই নির্বিশেষ বিচার আবার আন্তরিক ভোগ হইতেই উদিত হয়। ভোগের পর ত্যাগ—ইহাই নিয়ম। কিন্তু নির্বিশেষবাদীর গতি মহা-হানিকর প্রাপ্তি। যত কিছু ত্যাগের বিচার, ethics বা morality র বিচার—সব নির্বিশেষ-বিচারের নিশ্চলতাকে করিবে।

হুকুম করা, লোকের উপর কর্তৃত্ব করা, ইহা এক মারাত্মক নেশা। হুকুম করিতে পারেন একমাত্র কৃষ্ণ, আর সকলেই তাঁহার হুকুম তামিল করিবে। কিন্তু বদ্ধ জীবের নৈসর্গিক প্রবৃত্তিই হইতেছে কৃষ্ণের অনুকরণ করা অর্থাৎ সকলে মাথা পাতিয়া আমার কথা শুনিবে, আমার অধীন হইয়া থাকিবে—এ চিন্তাটা খুবই ভাল লাগে। হুকুম করায় মধ্যেও প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে। যেখানে একজন মাথার উপর সমস্ত দায়িত্ব লইয়া সর্ব্বদাই মাথা ঘামাইতেছেন, সে স্থলে তিনি যদি আর একজনকে কিছু করিতে বলেন, তাহা দোষের হয় না। কিন্তু আমরা কেবল আরাম করিব, আর অপরে আমাদের হুকুমে খাটিবে—ইহা নিতান্ত অন্যায় বিচার। সেবাচিন্তা-রাহিত্য একেবারে পাইয়া বসিয়াছে,—ইহা বড় খারাপ লক্ষণ।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

(পূর্ব্ব সংখ্যার প্রকাশিতের পর)

জগতের তথাকথিত সুনীতি বিষ্ণুর আনুগত্যহীনা। বস্তুতঃ বিষ্ণুর আনুগত্য-বিহীনা সুনীতির সুনীতিত্ব বা সতীত্ব থাকিতে পারে না। যাদব বৈষ্ণবের অন্তত্ব দর্শনাভ যবের সভায় গীতার 'অপি চেৎ সুদুরাচারো' শ্লোকের সংশয়-ভঞ্জনার্থ যে সভা আহূতা হইয়াছিল। শিব-প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ সেই সভায় এই শ্লোকের সংশয় মীমাংসা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ তখন যেখানে ঐ সংশয় নিরসন করিয়াছিলেন, সেই তাৎপর্য্যটি শ্রীল প্রভুপাদ "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ" শ্লোকের অনুবৃত্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। "অনন্য-ভজনকারীর 'লোক দেখান' দুরাচারে শঙ্কিত না হইয়া যিনি তাঁহার সাধুত্ব দর্শন করেন, সেইরূপ দর্শন-কারীই শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া পরমা শান্তি লাভ করিতে পারেন। অনন্যভজন-কারীকে গুরু-স্থান ও নিজেকে শিষ্য-স্থান করিয়া যিনি তাঁহাকে (অনন্যভজনকারীকে) মায়া জগতের সুনীতি ও দুর্নীতির মাপকাঠির আসামী করেন না, তাঁহারাই শীঘ্র সাধুত্ব লাভ হয়।

যশোহর জিলার কোন লৌকিক গোস্বামী, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর স্থায় বৈরাগ্যের আদর্শের অভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। শ্রীল বাবাজী মহারাজ যে কলিকাতা-নগরীকে 'কলির ব্রহ্মাণ্ড' বলিতেন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন, উক্ত লৌকিক গোস্বামী মহাশয়ের ধারণানুসারে 'আচরিত ত্যাগাত্মক মহাজনেরও পরমহংস-বেষ অর্থাৎ কৌপীনাদি গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ব-স্বীকৃত পত্নী-পুত্রাদির মধ্যে থাকা উচিত নহে', কেন না, তিনি যে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বৈরাগ্য দেখিয়াছেন, সেই বৈরাগ্যের তড়িৎপ্রভা, বিকৃত রুচির তেজের দ্বারা তাঁহার (উক্ত লৌকিক গোস্বামীর) চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়াছে, হৃদয় শুকাইয়া দিয়াছে। তাঁহার ধারণায় বৈষ্ণব শুক্র-শোণিত হইতে উৎপন্ন মাংসপিণ্ড-বিশেষ; যাহা তাঁহারই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিমাপযোগ্য একটি খণ্ডস্থান অর্থাৎ অপর তাঁহার মায়ার ব্রহ্মাণ্ড বিশেষ। অতএব যে ব্যক্তি শিষ্য হইবারও যোগ্য হন নাই, সেই ব্যক্তি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গুরুত্বাভিধান (?) করিতে উদ্যত হইলেন। উক্ত লৌকিক গোস্বামী নিজে শিষ্য হইবার জন্য কতটা প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা যাচাই করিবার জন্য বাবাজী মহারাজ উক্ত লৌকিক গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন,—"আপনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বাধ্য করিয়া কলির ব্রহ্মাণ্ড হইতে শ্রীধামে লইয়া আসুন।" উক্ত ব্যক্তি এই কথা কলিকাতায় আসিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে জানাইলে ঠাকুর উক্ত লৌকিক গোস্বামীজীকে বলিলেন—"গৌর-কিশোর প্রভুকে দণ্ডবৎ জ্ঞাপন করিয়া বলিবেন, আমার এখানে ভজনের কোন অভাব হইতেছে না—'যে দিন গৃহে ভজন দেখি' গৃহেতে গোলোক ভায়।' আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন তাঁহার বৈরাগ্যের সিদ্ধি হয়।" শ্রীল প্রভুপাদকে যখন শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরকে শ্রীনবদ্বীপে লইয়া আসিবার কথা জ্ঞাপন করিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল বাবাজী মহারাজকে বলিয়াছিলেন—"আমাকে এতটা পাষণ্ড মনে করিবেন না যে, আমি কল্পনায়ও ভাবিতে পারি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নবদ্বীপ বা গোলোক-দর্শন ব্যতীত অন্য দর্শন আছে। আপনি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতেছি।"

কোন কোন নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতেও পূর্ব্বে মৎস্যাদিভোজন দোষ দৃষ্ট হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহারা নিত্যসিদ্ধস্বরূপ হইতে চ্যুত হন নাই। শ্রীসনাতন শ্রীরূপ অহিন্দুর সংসর্গে থাকিয়া অহিন্দুর আচার, ব্যবহার, বেশ ও নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে অহিন্দুর বেশ হইতে 'ভদ্র' করাইয়াছিলেন বলিয়া নিত্যসিদ্ধ গৌরপার্ষদ শ্রীসনাতনের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপত্ব নাই, এরূপ নহে। এজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ বলিয়াছেন,—"কোন কোন পরম-ভক্তের পূর্ব্বে মৎস্যাদি-ভোজন এবং পূর্ব্ব-সংগৃহীত পত্নীর-সঙ্গাদি লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাদিগকে 'অসাধু' মনে করিবে না।"

এখানে একটি সংশয় হইতে পারে যে, যিনি জগদ্গুরু বৈষ্ণব বা আচার্য্য হইবেন, তিনি যদি আচরণ না করেন, তাহা হইলে কিরূপে লোকশিক্ষা দিবেন? কেবল কি লোকবঞ্চনা করিবার জন্যই তাঁহার জগদ্গুরুত্ব, লোকশিক্ষাদানের জন্য নহে?

জগদ্গুরুগণ যখন মধ্যমাধিকারের অভিনয় করিয়া লোকশিক্ষা দেন ও আচরণ করেন, সেই আচরণই অনুসরণ করিতে হইবে। শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু আচার্য্যের কার্য্য করিবার কালে দুই পত্নী বা শ্রীরসিকানন্দ মুরারি কলহকারিণী তিন পত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই আদর্শ জগতের লোককে অনুকরণ করাইবার জন্য তাঁহাদের আচার্য্যলীলা নহে; বা তাঁহারা ঐরূপ আচরণের দ্বারা আচার্য্যত্বের বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, তাহাও নহে। আচার্য্যকুলশিরোমণি, বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তি-সংস্থাপনের মূলপুরুষ, গোদ্রুমচন্দ্র ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পরমহংসবেষ-গ্রহণলীলা প্রকট করিবার পর ভক্তিভবনে বাস করায় লোকশিক্ষার বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নহে। বরং বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চরিত্রে ঐরূপ যুগপৎ মধ্যমাধিকার ও উত্তমাধিকারের আচরণসমূহ প্রকটিত হওয়ায় তাহাতে সার্ব্বদেশিক শিক্ষা লাভ হয়। যদি তাঁহারা কৃপা করিয়া ঐ উভয় প্রকার শিক্ষা প্রকট না করিতেন, তবে ভক্তি ও সদাচার আধ্যাত্মিকের একদেশী মায়া-ধর্ম্ম-বিশেষ হইয়া পড়িত।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের পাঁচু পেঁচো গোস্বামী-পাদের আদর্শের অনুকরণ-কার্য্যকে যে শিষ্যক্রবগণ আচার্য্যের অনুগমন মনে করে, তাহারা আচার্য্যের আচার্য্যত্ব ও শিক্ষার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই। শিষ্য আচার্য্যের আচরণ হইতে শিক্ষা লাভ করিবেন মনে করিয়া যেন আচার্য্যের প্রতি মৎসরতা ও অবজ্ঞা করিয়া আচার্য্যকে মধ্যমাধিকার বা কনিষ্ঠাধিকারের গণ্ডীর মধ্যে পাতিত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ না করেন। আচার্য্যের আচরণের এই বৈশিষ্ট্য শিষ্যকে সর্ব্বদাই শিক্ষা দিয়া থাকে যে, প্রাকৃত জ্ঞানে ভগবদ্ভক্তিকে মাপা যায় না। আচার্য্যের আচরণের স্বরূপ-লক্ষণ—কৃষ্ণে অনন্যা শরণাগতি। তাহা আচার্য্যের দর্শনের আলোকে না দেখিয়া অর্থাৎ কর্ণের দ্বারা সাধু, গুরু, আচার্য্য বা বৈষ্ণবকে না দেখিয়া যাঁহারা চক্ষুর দ্বারা গুরু বা আচার্য্যকে দেখিতে চাহে, তাহারা আচার্য্যের আচরণ হইতে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া থাকে; না হয়, আচার্য্যকে প্রাকৃত নীতি, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য ও ঐশ্বর্য্যের প্রতীকরূপে দর্শন করিয়া স্বরূপ-দর্শন হইতে বঞ্চিত হয়।

আর একটি সংশয় হইতে পারে যে, যদি শুদ্ধ-বৈষ্ণব, সদ্গুরু বা আচার্য্য সর্ব্বপ্রকার আচরণ প্রদর্শন না করেন কিংবা শুদ্ধ-বৈষ্ণবে পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার দোষ দর্শন অপরাধজনক বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে সদ্গুরুর পদাশ্রয়কারী (অন্ততঃ অভিনয়কারী) অন্যান্য ব্যক্তিগণেরই বা কেন সেই দোষ দেখা হইবে? তাঁহাদেরও পাপাদি দোষ উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলা যায়?

এই সংশয়ের মীমাংসার্থ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-কথিত "বৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ, প্রাগুৎপন্ন, নষ্টাবশিষ্ট ও দৈবোৎপন্ন" দোষ হইতে "নামবলে পাপপ্রবৃত্তি"র বৈশিষ্ট্য বিচার করিতে হইবে। প্রাগুৎপন্ন, নষ্টাবশিষ্ট ও দৈবোৎপন্নদোষে ভগবদ্ভক্তিকে যত্ন করিয়া তদ্দ্বারা পাপপ্রবৃত্তি পরিবর্দ্ধনের স্পৃহা বা পাপাসক্তি থাকে না। ভগবান্, ভক্তি, গুরু বা বৈষ্ণবকে যন্ত্র করিয়া তদ্দ্বারা কৃষ্ণভোগী, গুরুভোগিসম্প্রদায় বা প্রাকৃত সহজিয়াগণ পাপপ্রবৃত্তিকে পরিপুষ্ট করিতে থাকে বলিয়া তাহাদের হৃদয় অপরাধ-কঠিন হইয়া পড়ে। যিনি পাপপ্রবৃত্তি পরিপুষ্ট করিবার জন্যই ইচ্ছুক, তাঁহার চিত্তও ক্রমশঃই কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় লুব্ধ হইয়া পড়ে; নানা উপশাখা তাহাতে আশ্রয় করে; ভক্তিলতার বীজ শুষ্ক হইয়া যায়। কেবল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপের প্রদর্শনী খুলিয়া সে ব্যক্তি লোক বঞ্চনা করে। তাহার হৃদয় হইতে চৈতন্যবাণী কোনও বাস্তবসত্য কথা বা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয় না এবং সে ব্যক্তি অপরেরও মঙ্গল করিতে পারে না, তাহার সংস্পর্শে আসিয়া অপরের প্রকৃত ভজনবল বৃদ্ধি হয় না, অপরের আত্মগ্লানি আসে না।

আল্‌বর ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর সংস্পর্শে আসিয়া কেবল যে, সহস্র সহস্র লোকের মঙ্গল হইয়াছে তাহা নহে, দেবদেবী বারবণিতারও মঙ্গল লাভ হইয়াছিল। যদি ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু বা বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণভোগ, গুরুভোগী ও প্রাকৃতসহজিয়া সম্প্রদায়ের ন্যায় নামবলে বা ভক্তিবলে পাপপ্রবৃত্তি, অসৎ-তৃষ্ণার পরিপুষ্টিই করিতেন, তবে সেইদিকেই তাঁহাদের প্রগতিসাধন হইত, এত লোকের মঙ্গলসাধন করিতে পারিতেন না; দেবদেবী বা চিন্তামণিকে গুরুরূপে দর্শন করিতে পারিতেন না। বিল্বমঙ্গল রাজ-বিষ্ণুস্বামীর প্রধান শিষ্য হইয়া আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন এবং বেল্বমঙ্গল প্রভৃতি বহু শিষ্যের গুরুপাদপদ্ম হইয়াছিলেন। তিনি "চিৎসুখাচার্য্য" নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়; অতএব সেইরূপ দিব্যসূরি আচার্য্য বা নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণের তথাকথিত চারিপ্রকার দোষের সহিত কৃষ্ণভোগী, গুরুভোগী বা প্রাকৃতসহজিয়াগণের নামবলে পাপপ্রবৃত্তিরূপ অপরাধ ও পবিত্রতানাশক পাপাসক্তিকে কখনই এক মনে করিতে হইবে না।

প্রশ্ন—৫। যদি অনন্যভজনপরায়ণ বৈষ্ণবের আকস্মিক তথাকথিত নিষিদ্ধ পাপাচার বা দুরাচারকে দর্শন না করিয়া তাঁহাকে সাধু বিচার করাই মঙ্গলের পথ হয়, তবে ছোটহরিদাসের আদর্শকে মহাপ্রভু কেন সেইরূপ বিচার করেন নাই? মহাপ্রভুর ভক্তগণ ছোটহরিদাসের অপরাধকে 'অল্প অপরাধ' এবং ছোটহরিদাসের শিক্ষা হইয়াছে, আর তাঁহাতে ঐরূপ অপরাধ করিবেন না, এইরূপ বলা সত্ত্বেও এমন কি, পরমানন্দপুরী-গোস্বামিপাদ হরিদাসের জন্য মহাপ্রভুর নিকট আবেদন জ্ঞাপন সত্ত্বেও মহাপ্রভু কেন ছোটহরিদাসকে ক্ষমা করিলেন না? অথবা ভক্ত-শিক্ষার্থ শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—"স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥" "বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ। নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥ অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত। কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥" তবে মহাপ্রভু কি জন্য ছোটহরিদাসের সম্বন্ধে বলিলেন যে,—'প্রকৃতি দর্শন করিলে বিশেষতঃ বেশ্যাগণই তাহার প্রায়শ্চিত্ত'?

উত্তর—৫। শুদ্ধদেবের শাসনযোগ্য শিষ্যকে শিক্ষাদান আর অপর বৈষ্ণব, সাধু, গুরুগণের বা গুরুকে শিক্ষাদান এক জাতীয় নহে। মহাপ্রভু ছোটহরিদাসকে যেভাবে শিক্ষা দিয়াছেন, রামচন্দ্রপুরী বা ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে স্বয়ং জগদ্গুরুগণের গুরু হইয়াও সেইরূপভাবে শিক্ষাদান করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি নিজ-পার্ষদের দ্বারা এই আদর্শ শিক্ষা না দিতেন, 'তাহা হইলে অবৈধভাবে প্রশ্রয় পাইয়া কালক্রমের দুর্ব্বল ভাব প্রাকৃতসহজিয়াবাদ প্রভৃতি জড়ীয় উপধর্ম্ম বা অপধর্ম্মকে বৈষ্ণবধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া নরকে পচিতে থাকিত।' শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোটহরিদাসকে দণ্ড দান করিয়াছেন দেখিয়া আমরাও ছোটহরিদাসকে দণ্ড প্রদান করিব না তাঁহাকে পাপী, অপরাধী, ভীমরতী, মর্কট বৈরাগী বিচার করিব, যদি এই দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের উপস্থিত হয়, তবে আমাদের অপরাধের সীমা নাই; কিন্তু আমাদের এই বুদ্ধি হওয়া উচিত যে, 'আমরা যেন স্বপ্নেও প্রকৃতিসম্ভাষণ না করি এবং বৈষ্ণবের অনুকরণ না আপাতপ্রতীয়মান দুরাচার অনন্যভজনকারীর চরণে কোনপ্রকার অপরাধ না করি; মহাপ্রভু আমার জন্যই ঐ শিক্ষা দিয়াছেন; আমি আজ হইতে আমাকে দণ্ডিত করিব, মহাপ্রভুর পার্ষদ বা বৈষ্ণবকে দণ্ডিত করিব না।' গুরুদ্রোহী রামচন্দ্রপুরী বা গুরুবৈষ্ণবাপরাধী শঙ্কর, মাধব বা অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের ন্যায় ছোট হরিদাস শ্রীস্বরূপাদি অন্তরঙ্গ গৌরপার্ষদগণের দ্বারা পরিত্যক্ত হন নাই।

সুবুদ্ধি রায়কে মহাপ্রভু স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে দেন নাই; অতএব 'প্রকৃতি দর্শন করিলে এই প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি উক্তি কেবল শিষ্যের প্রতি লোকশিক্ষার্থ কঠোর শাসন ও মহাপ্রভুর দয়ার পরিচয়।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—"নিজভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম্ম বুঝাইতে।" শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"যদিও কপটতাপূর্ব্বক অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ পাপের অন্তর্গত মাত্র, তথাপি বৈষ্ণবের বিপ্রলম্ভভাবোচিত অপ্রাকৃত পরমোচ্চ আদর্শ বুঝাইবার জন্য এবং ভাবিকালের নিন্দ্য প্রাকৃতসহজিয়া প্রভৃতি উপধর্ম্ম ও অপধর্ম্ম-যাজী নারীসঙ্গরত ব্যবহার যে নিতান্ত অধর্ম্ম ভিত্তিতে গঠিত ও শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সম্পূর্ণ বিপরীত ও অশুভ, তাহা বুঝাইবার জন্য নিজ ভক্ত হরিদাসকে দণ্ড প্রদান করিলেন। শ্রীমাধবীদেবী—উচ্চাধিকারী মহাভাগবত; তাঁহার নিকট ভক্তভিক্ষা গ্রহণ হরিদাসের ন্যায় প্রভুপার্ষদের অবৈধ কার্য্য না হইলেও ভবিষ্যতে ঐপ্রকার উদাহরণ বা আদর্শে চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া অনেকে শাঠ্য ও কাপট্য-পূর্ব্বক কলিযোচিত অবৈধ মত প্রচার করিতে পারে, তাহার নিবারণকল্পে জগদ্গুরু লোকশিক্ষক ভগবানের এই হরিদাস-দণ্ডলীলা।" ।

শ্রীল প্রভুপাদ আরও লিখিয়াছেন,—"লোকশিক্ষার জন্য নিজভক্ত হরিদাসকে গ্রহণ না করার পরে তাঁহার মুখে কৃষ্ণকীর্ত্তন-রূপ সেবা থাকার জন্য প্রভু নিষ্কপট বলিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। বিরহিসাধু বা দীর্ঘ সঙ্গ বিচ্ছেদের কথা প্রকৃতিসম্ভাষণরূপ অপরাধ—তাহার নিন্দিত হেতুই দণ্ডের হেতু; কিন্তু শ্রীল রামানন্দপ্রভুর বিষয় বা নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহতের কোন অনুকরণকারী নিজ দুর্ব্বাসনাকে প্রকাশসম্ভাবী বলিয়া মনে করিলে, তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।"

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীরূপানুগবর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য মতে 'শ্রীপদ অঙ্কিত' রাখা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানচতুষ্টয় বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও বাংলাভিন্ন পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টুল বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অমৃতকুণ্ডকাঞ্চনপল্লীগৌড়ীয়মঠ

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) সুন্দর গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ আটি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নারিন্দা, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহারাজপুর, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওল্ড পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হাথিয়ার, জেঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মখদা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশবাগ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) শঙ্করানন্দ মঠ,

পোঃ বিসওয়া, সীতাপুর ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-কুঞ্জকুটীর

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড-পার্ষদবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশাবী,

পোঃ কোয়েম, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং লোয়ার রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অ্যালেক্সান্ড্রা বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সারঙ্গা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দরাধামাধবজীউর সেবা

(৫১) মাধবেন্দ্র গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দরাধিকা-বিগ্রহের সেবা

(৫২) ব্রজগৌড়ীয়মঠ

জগন্নাথ, পোঃ বলাগন্ডি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

গঙ্গাবাটী, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ কানকুড়া, মাদ্রাজ

(৬০) মাধবগৌড়ানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বালেশ্বর, মেদিনীপুর

(৬১) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমহরা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, হাউস রোড

আর্লস্ কোর্ট, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ফিউরেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীচিতাগিরি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিবস	পরবর্তী দিবসের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিবস	পরবর্তী দিবস
প্রতিবারের প্রতি লাইনে	।০	।/০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	১।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮
" এক কলম	৩৬৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা। [illegible] মাত্র।

প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃপঞ্চাশৎবর্ষ-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্ব ও উত্তর দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী পত্রিকা হইতে', শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক [illegible] হইতে [illegible] ও [illegible] টীকা-সহ পদ্যাবলী [illegible] হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র [illegible] প্রবন্ধ [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে প্রদত্ত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, পত্র সূচী, [illegible]-শ্লোক ও পদ্যার্দ্ধ-সূচী সহ গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডেই [illegible] [illegible] সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীনন্দ-[illegible], [illegible], [illegible] [illegible]।

— — · ·

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::o::— —

শ্রী [illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] [illegible] আবাসস্থল। [illegible] ছাত্রদের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] ৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের সমাদর ও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, [illegible] ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

——·——

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] [illegible], শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর [illegible] [illegible] [illegible] পর্য্যন্ত ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] [illegible] প্রভু সজ্জনবৃন্দের [illegible] [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার সঙ্গীগণের [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদের [illegible] [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রী [illegible]" শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] ও "[illegible]" আকারে [illegible] প্রভুপাদের [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] বহু জটিল [illegible] সমস্যা ও জটিল [illegible] সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। [illegible] পারমার্থিক এই গ্রন্থ [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের প্রৌঢ় বয়সে এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমাদি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, মায়লাপুর মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(o):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর ডাইট্রিক্টে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যধিক। পিলার পীলা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

—পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—:(o):—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৩৬	৬ ০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪ ১৪				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭ ৪৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৭
(বদল) ছাঃ	৭ ১২		১০-৩১		১৭-৫৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১ ১০		১৮-১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬ ২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬ ১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩০
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

ফোন: ৮ শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীনাথ
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর— ১০ই বৈশাখ, ১৩৪৬ ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩৯, সোমবার । ৪৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

পর্ব্বতের দুর্নিবার আকর্ষণ

দুর্গম পর্ব্বতের দুর্জ্জয় রহস্যের আকর্ষণে তিনজন জার্ম্মাণ অভিযাত্রী হিমালয় আরোহণের উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইহারা হইলেন মিঃ হেনেস আনষ্ট এবং মিঃ লুডভিগ স্মাডারের এবং মিঃ হার্ব্বার্ট পেডার; তাঁহারা বোম্বাই হইতে বিমানযোগে ১৯শে এপ্রিল কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। ১৯৩৭ সালে তাঁহারা সিকিমের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত বরণীয় সিনিয়লচু শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন।

এইবার তাঁহারা নেপাল গ্যাপ সোমান্তের উত্তরে এবং দক্ষিণে অবস্থিত 'টুইনস' (উচ্চতা ২৪,০০০ ফিট) এবং 'টেন্ট' (উচ্চতা ২৩,৯১০ ফিট) শৃঙ্গদ্বয় আরোহণের চেষ্টা করিবেন। গতবার তাঁহারা বর্ষার পর আরোহণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবারে বর্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই প্রচেষ্টা আরম্ভ হইবে।

তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, দার্জ্জিলিঙে যাইয়া বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহারা গ্যাংটক অভিমুখে রওনা হইবেন; সেখান হইতে লোকজন সঙ্গে লইয়া লাচেন এবং সেখান হইতে জেমুগ্লেসিয়ারে যাইবেন। গ্রীণ হ্রদের নিকট তাঁহাদের প্রথম কেন্দ্র হইবে। নেপাল গ্যাপ যে সময় পৌঁছিবার পর তাঁহারা ১৯,০০০ ফিট উচ্চতায় আর একটি কেন্দ্র স্থাপন করিবেন এবং সেখান হইতে টেন্ট ও টুইনস, শৃঙ্গদ্বয় আরোহণের চেষ্টা করিবেন।

ইহারা সকলেই বলিষ্ঠ গড়নের এবং তাঁহারা আল্পস, ককেসাস এবং আফ্রিকার পর্ব্বতসমূহের বহু বিপজ্জনক শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন। মিঃ পল বোয়ারের নেতৃত্বে নাঙ্গা পর্ব্বত অভিযানকারীদের মধ্যে মিঃ স্মাডারও ছিলেন।

—

কালিম্পঙে প্রসূতি ও শিশুপালন কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন

বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোকের উপস্থিতিতে বাঙলার স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর লেঃ কঃ এ সি চ্যাটার্জি কালিম্পঙে প্রসূতি ও শিশুপালন কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। মিসেস চ্যাটার্জি অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

এই অঞ্চলে শিশু মৃত্যুর হার অত্যধিক উচ্চ হওয়ায় এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব অনুভূত হইতেছিল; এক্ষণে স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের উদ্যোগে এবং কালিম্পংবাসীদের উদ্যমে এই কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

একজন ধাত্রী ও শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলা-ডাক্তার ইহার ভার গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার সাহায্যার্থে একজন শিক্ষাপ্রাপ্তা ধাত্রী থাকিবেন। তাঁহারা কালিম্পং ও ইহাকে কেন্দ্র করিয়া এক মাইল দূরত্বের মধ্যে গ্রামসমূহের সমস্ত সন্তান প্রসবে বিনা খরচে সাহায্য করিবেন, তদুপরি তাঁহারা প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে প্রসূতি ও শিশুর পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

—

ভূপর্য্যটক শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস

সম্প্রতি ভূপর্য্যটক শ্রীযুক্ত রামনাথ বিশ্বাস তাঁহার কলিকাতাস্থ জনৈক বন্ধুকে একখানা পত্র দিয়াছেন। তাহাতে জানা গেল, তিনি কিছুদিন হইল সাইকেলে আফ্রিকা ভ্রমণ শেষ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী কেপ টাউনে পৌঁছিয়াছেন। তিনি শীঘ্রই সমুদ্র-পথে লণ্ডন যাইবেন এবং তথায় কিছুকাল বিশ্রামের পর আমেরিকা ভ্রমণে বাহির হইবেন।

তিনি ইতঃপূর্ব্বে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ একাকী সাইকেলে ভ্রমণ করিয়াছেন। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা ভ্রমণ করিলেই তাঁহার পৃথিবী ভ্রমণ প্রায় সমাপ্ত হইবে।

নিউইয়র্কগামী জাহাজ জলমগ্ন

জেনারেল ট্রান্স আটলান্টিক কোম্পানীর 'প্যারিস' নামক জাহাজ নিউইয়র্ক শিল্প প্রদর্শনীর জন্য আড়াই কোটি ফ্রাঙ্ক মূল্যের মূল্যবান শিল্প সংগ্রহ লইয়া যাত্রা করে। দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত জাহাজে আগুন লাগে। জাহাজের পাকশালা হইতেই অগ্নিকাণ্ড শুরু হয় বলিয়া প্রকাশ। প্রাতঃকালে অগ্নি শিখা আয়ত্তে আনা হয় বলিয়া জানিতে পারা যায়। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, 'প্যারিস' জলমগ্ন হইয়াছে। জেনারেল ট্রান্স আটলান্টিক কোম্পানীর লণ্ডনস্থিত ডিরেক্টর মিঃ ম্যালেট বলেন যে, "অগ্নিকাণ্ডের মূলে কোন প্রকার দুরভিসন্ধি ছিল বলিয়া প্রবল সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন অঘটন ঘটিতে পারে এই আশঙ্কায় জেনারেল বন্দরের ভয়ে উক্ত জাহাজের উপর বিশেষ নজর রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ঝিনাইদহ মহকুমা কৃষকসম্মেলন

গত ১৬ই এপ্রিল, রবিবার অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় কালীগঞ্জ স্কুলের পার্শ্ববর্ত্তী বিস্তৃত মাঠে ঝিনাইদহ মহকুমা কৃষক-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক কমরেড আবদুল্লা [illegible] গ্রহণ করেন। দশ সহস্র কৃষক সম্মেলনে যোগদান করে। বক্তা ও শ্রোতাগণ মাইক্রোফোনের অভাব বিশেষভাবেই অনুভব করিয়াছিলেন। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌঃ ওয়ালিয়র রহমান, ডাঃ জীবনরতন ধর, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র মজুমদার, নগেন গাঙ্গুলী, ডাঃ সুনীল দত্ত, গোবিন্দচন্দ্র কুণ্ডু, গোলাম মুস্তাফা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। সম্মেলন পণ্ড করিবার জন্য সহর হইতে মুসলীম লীগের তরফ হইতে একদল লোক গিয়া সম্মেলন স্থলে গোলমাল করিতে আরম্ভ করে, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা তাহাদের কার্য্যে তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করায় এবং মুসলমান কৃষকগণ তাহাদের কথামত সম্মেলন ত্যাগ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় তাহারা হতাশ হইয়া সম্মেলন স্থল ত্যাগ করে। কমরেড কৃষ্ণবিনোদ রায় প্রথমে পতাকা উত্তোলন করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। সভাপতি মহাশয় আসন গ্রহণ করার পর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌঃ ওয়ালিয়র রহমান সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন যে, কৃষকদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ নাই। উভয় সম্প্রদায়ের চাষীরাই জমিদার মহাজন কর্ত্তৃক সমভাবে উৎপীড়িত, কাজেই কৃষক-আন্দোলনে ধর্ম্মের প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সবলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিনব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

[illegible] পর্ব্বতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাগুচ্ছ হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত [illegible] এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুরাণা-৮৫ পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্‌ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধাংশ) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অর্দ্ধাংশ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। দৈববর্ণ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৷৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮ [illegible] ৷০
১৯ তত্ত্ববিবেক ৷০
২০ গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵
২১ গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ২৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ অর্দ্ধাংশ) ১৲
২৬। গীতার কেবল মান্য-ভাষ্য
২৭। শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত (গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ (সানুবাদ) ২৲)
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। জৈব-ধর্ম-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৪০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রভজনোপদেশ ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৵
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ্ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। ভজনামৃতম্‌ বা নামাবলাকমুদী ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্‌ (ভাষ্যানিষদ্‌) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিত্য ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷০
৬৪ তত্ত্বসূত্রম্‌ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠকপরিচয় ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ক ন অব বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্‌ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্ট্‌স্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্‌ ৷০
৭৫। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অপূর্ব্ব পর্য্যায়) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ২০ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১০ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৪শে এপ্রিল ইং ১৯৩৯, সোমবার } ৪৬শ সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

——::(*)::-

হংসক্ষেত্রে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৭ই এপ্রিল হইতে চার দিন যাবৎ হংসক্ষেত্রে হরিকথা প্রচার করেন। তথা হইতে শ্রীযুক্ত এস, এন, সরকার মহোদয়ের সাদর আহ্বানে হংসক্ষেত্র হইতে ৪ ক্রোশ দূরবর্তী শিবনিবাস নামক স্থানে গমন করত তথায় হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। তথাকার প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া স্বামীজীর শীঘ্রই হংসক্ষেত্র হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার কথা আছে

কাছাড় জেলায়

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহোদয় কতিপয় মঠসেবক সহ কাছাড় জেলায় শিলচর নামক স্থানে কয়েক-দিন যাবৎ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার নিকট অকৈতব সত্য কথা শ্রবণে বিশেষ উপকৃত ও লাভবান্ হইয়াছেন। সহরের বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণের সাদর আহ্বানে প্রত্যহ তাঁহাকে স্থানে স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা এবং কীর্ত্তনাদি করিতে হইতেছে। তিনি বিপুল উৎসাহের সহিত সহরের সর্ব্বত্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের আদর্শশিক্ষা ও অবদানের প্রচার করিতেছেন।

গত ২৫শে চৈত্র হইতে ১লা বৈশাখ পর্য্যন্ত পশ্চিমী স্থানীয় "শ্রীহরিসভা প্রাঙ্গণ", "অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য পাঠশালা" গৃহ এবং কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বাসায় ক্রমান্বয়ে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যহ পাঠ ও বক্তৃতায় বহুসংখ্যক শিক্ষিত সজ্জন উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার অধিকারী কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত গোপেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ দাস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নর্ম্মাল স্কুল, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার পুরকায়স্থ উকীল, শ্রীশ্রীশচন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকিশোর কর ক্যাপ্টেন, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন গুপ্ত সাব-এ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন, শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন রায় বাজিতার একষ্ট্রা এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার, শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র সেন, হেড ক্লার্ক আর, এম, এস, প্রভৃতি।

সিরাজগঞ্জে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় নদীয়া জেলার বিভিন্নস্থানে প্রচার করিয়া পার্টিসহ পাবনা জেলার বিখ্যাত বন্দর ও সাবডিভিসন সিরাজগঞ্জে উপস্থিত হন। স্থানীয় শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের চেষ্টায় তথায় মহাপ্রভুর বাটীর নাটমন্দিরে সপ্তাহাধিককাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী তথায় ক্রমান্বয়ে 'সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম', 'গীতার শিক্ষা ও শ্রীচৈতন্যদেব', 'শ্রীচৈতন্যদেবের দানের বৈশিষ্ট্য', 'শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যদেব' বিষয়ে প্রায় দুই ঘণ্টার অধিককাল যাবৎ বক্তৃতা প্রদান করেন। পরে আরও কয়েকদিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের 'কপিলদেবহুতি-সংবাদ' পাঠ হয়। প্রত্যহ আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তন দাসাধিকারীজীর মূল-গায়কত্বে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়। বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত থাকিতেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে সেখানে একটী বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

অতঃপর নিকটস্থ গ্রাম খোকসাবাড়ীর শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষুদিরাম বাগাকারের ঐকান্তিক আগ্রহে প্রচারকগণ সেখানকার হরিসভা-প্রাঙ্গণে এক বৃহৎ সভায় 'সমসাময়িক বিশ্বে শ্রীচৈতন্যদেবের অসমোর্দ্ধ দান' বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। হরিকথা শুনিয়া সভায় উপস্থিত সকলেই অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও শ্রবণ করিবার আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। তথাকার ভক্তগণ বরাবরই শ্রীগৌড়ীয়মঠের মাসিকপত্রে নিয়মিতভাবে শুদ্ধভক্তির কথা আলোচনা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি তাঁহাদের নিষ্কপট অনুরাগ এবং সদ্ব্যবহার প্রচারকগণের হৃদ-স্পর্শ করিয়াছে।

কাশীতে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ৯ই এপ্রিল রবিবার কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে গমন করেন। উক্ত দিবস হইতে তিনি শ্রীমঠে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। ঐ দিবস স্থানীয় বাঙ্গালীটোলাস্থিত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবাগীশ মহোদয়ের আহ্বানে তথায় গমন করত প্রাঙ্গণ ভাগে প্রায় ১ ঘণ্টা যাবৎ "ভক্তত্ত্ব" সম্বন্ধ ভাবে বুঝাইয়া দেন এবং রাত্রে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করায় তিনি "বৈরাগ্যযুগ্ভক্তি রসাইনং তৎ প্রভুং আশ্রয়ামি" শ্লোক প্রায় ১॥০ ঘণ্টা যাবৎ শ্রীমঠের সেবকবৃন্দকে বুঝাইয়াছেন। ১১ই এপ্রিল কেদারনাথস্থিত শ্রীযুক্তা শরৎকুমারী দেবীর অনুরোধে তথায় যাইয়া প্রায় একঘণ্টা যাবৎ হরিকথা বলেন এবং অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে 'শ্রীসনাতন-শিক্ষা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

· —

মঙ্গল শঙ্খ

([illegible])

ভজ মন ভাই [illegible]

[illegible] নাই॥

প্রেমানন্দ [illegible]

[illegible] ভুলে।

এসব [illegible]

[illegible] সমূলে॥

কাম ভাজ [illegible]

কৃষ্ণ পদাম্বুজ তলে।

জয় সব [illegible]

জয় বাসুদেব বলে॥

"ভগবান্ ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল অসুবিধা দূরে যাইবে। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করুন। ভগবান্ও নিশ্চয়ই চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাঁহার যেরূপ সাধন, শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তদনুসারে তাঁহাকে সুফল প্রদান করেন। হরি-সেবার নামই ভক্তি।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ মধুসূদন মঙ্গলবার সর্ব্বণ গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

হরিভজন কাহাকে বলে, তাহা জগতের জীবকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। শ্রীমহাপ্রভুর দানের কথা প্রত্যেককে জানাইতে হইবে। মহাপ্রভু জানাইলেন—লোককে কৃষ্ণকথা দিলে, তাহাদিগকে মায়ার কথা দিলে ঐ সকল জীব কেবল ভোগ বা ত্যাগে প্রমত্ত থাকবে। এমন্মহাপ্রভু কি দান করিয়াছিলেন? তিনি কেন মহাবদান্য? তিনি সকলাপেক্ষা অধিক দাতা, যেহেতু তিনি হরিকীর্ত্তন করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, কৃষ্ণপ্রেম দান করিয়াছেন, কৃষ্ণকথামৃত বিলাইয়াছেন। শ্রীহরিকীর্ত্তন করিলে যাহারা শ্রবণ করে, তাহাদেরও প্রচুর মঙ্গল হয়। ইহাই বদান্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ। কৃষ্ণপথে এমন করিতে গেলে কখনও দুঃখ, কখনও সুখ আসিয়া আমাদিগকে বিপন্ন করে। সাংসারিক অসুবিধা হইলেও ভগবান্ সেই সময় আশ্রয়-স্থল হইয়া তাঁহার সেবার অধিকার দেন। ভগবৎসেবায় আত্মসমর্পণ করাই আমার বিচারে একমাত্র কর্ত্তব্য।

শ্রীহরিনাম তাঁহার সেবকগণের ত্রিবিধ উত্তাপ নষ্ট করেন। তবে হরিভজন করিতে আসিয়া সুখদুঃখে অভিভূত হইলে চলিবে না। শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, তদ্বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাঁহার স্পৃহা হয় না এবং যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই স্থিতধী অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ। যিনি আপাত সুখদুঃখে বিচলিত হন না, যিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁহার ইতরচিন্তা আসিতে পারে না।

ভগবদ্বস্তুকে ভোগ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি হইলে বা স্বল্প আত্মমনিগ্রহকে উল্লঙ্ঘন করিয়া নিত্যবিগ্রহকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে ভোগ করিবার যত্ন করিলে আত্মবিনাশ অনিবার্য্য। যেহেতু রাবণের ভগিনী শূর্পণখা সীতা-দেবীর সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি কামুকতা প্রকাশ করিলে তৎকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া শ্রীরামসেবক লক্ষ্মণের নিকট কামজর্জ্জরিতা হইয়া গমন করিলে, তিনি উহার নাক কাণ কাটিয়া তদনুচিত কর্ম্মের যোগ্যফল প্রদান করেন। শ্রীসীতাদেবী—একপত্নীব্রতধর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপশক্তি, নিত্যা-সঙ্গিনী ও সেবিকা, তাঁহাতে রামচন্দ্রের স্ত্রীভোগ্যরূপ নিত্যকান্ত-প্রেম বর্ত্তমান। আর শূর্পণখা রাক্ষসী হইয়া সুন্দরী রূপসীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে ভোগ করিতে গিয়াছিল; কিন্তু শ্রীলক্ষ্মণের নিকট উহার এই কপটতা ধরা পড়িল। তিনি উহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া উহার যথার্থ স্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম রামানুজ লক্ষ্মণের ন্যায় স্বপাদাশ্রিত কপট গৌরভোগিগণের কপটতা ধরাইয়া দেন এবং তাহাদিগকে ইহাদের নিকট হইতে বহু দূরে নিক্ষেপ করেন।

আমরা যদি ভক্তের চরিত্র সেবোন্মুখ হইয়া দেখিবার সুযোগ পাই, তাহা হইলে আমাদের ভুক্তির বিষয়ে আর বাসনা থাকে না। অজ্ঞজ্ঞানে মায়া-মমতা জীবের অসুবিধা ঘটায়

হরিভজনের কথা শুনিয়াও ইচ্ছাপূর্ব্বক ভোগ চালাইব, ইহা পাষণ্ড ভোগীদিগের বিচার; কিন্তু কোমলশ্রদ্ধ সেবক বা সাধকের পক্ষে প্রথম প্রথম কিছু অনর্থ দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা যে আপাত ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যকেই নিত্যকৃত্য বলিয়া গ্রহণ করেন, বাস্তবিক তাহা নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন, "আমার কথায় যাহাদের শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহাদের ঐ ইতর চেষ্টারূপ দুঃস্বপ্নাদি সমস্তই নিশ্চয়ই ক্রমে ক্রমে দূর হইয়া যাইবে।" যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণ বাস করেন, তাঁহার অন্য সকল কামনা নষ্ট হইয়া যায়।

আমাদের যতদিন কাদা, জল, মাটী প্রভৃতি বুদ্ধি আছে, ততদিন যাইকায়ে রসকেলি-বার্ত্তা বুঝা যাইতে পারে না। আত্মাহুকৃতি না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনের দ্বার বন্ধ থাকে। আবার বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইলে শ্রীরূপানুগদের আনুগত্য ব্যতীত আর কোনও কথা নাই। প্রাণহীন দেহের যেমন কোন মূল্য নাই, তদ্রূপ রূপের আনুগত্য ব্যতীত জীব-সাধনের কোনও সার্থকতা নাই। যদি গৌরনিত্যানন্দের মাধুর্য্যৌদার্য্য উপলব্ধি করিতে চান, তবে রূপানুগজনের আনুগত্য করুন।

'কৃষ্ণপ্রেম' অর্থে কৃষ্ণের সন্তোষ; সেবকের নিকট হইতে কৃষ্ণ যাহা চান তাহাই। গয়াধামে যে গদাধরের পাদপদ্ম আসুরিক কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধদের জ্ঞানকাণ্ড চাপা দিয়াছেন, সেই পীঠ দর্শন করিবার পর শ্রীগৌরসুন্দর কাহাকেও আর অন্য কোন কথা বলেন নাই। সর্ব্বজীবকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন,—

যা'রে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥

তিনি প্রত্যেককে প্রচারক হইতে বলিয়াছেন। যাঁহারা স্বার্থপর, তাঁহারা এরূপ কথা বলিতে পারেন না। মহাবদান্য ব্যতীত আর কেহই জীবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদে আরোহণ করাইবার অভিলাষী হন না। জগতের লোক স্বার্থপর। তাহারা অন্যান্য জীবকে সর্ব্বদা নিষ্পেষিত করিয়া তাহাদের অধীন রাখিতে প্রয়াসী। তন্মধ্যে কেহ কেহ একটু উদারতার ভাণ দেখাইয়া, নীচকে অপেক্ষাকৃত উচ্চপদবীর ছায়াভাসের লোভ দেখাইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে যত্নবান্। গীতাদি শাস্ত্রে যে সমদর্শিত্বের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাও গৌরসুন্দরের মহাবদান্যতা কোটি কোটি গুণে অধিক। তিনি কাহাকে সকল করিয়াছেন। বিজ্ঞী, পাতিত জীবকে গোলোকের পরমোৎকৃষ্ট নিত্যশোভা-সম্পদ্ প্রদান করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বজীবকে কীর্ত্তনে অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

কীর্ত্তনকারীর আসনগ্রহণ করিলে আমাদের অভিমান আসিতে পারে, তাই তিনি কীর্ত্তন করিবার প্রণালী বলিয়া দিয়াছেন, 'তৃণাদপি সুনীচ' না হইলে হরিকথা কীর্ত্তন করা যায় না, কেহ তাহ[া] শুনেন না। যিনি সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরু[র] মুহূর্ত্তে[র] জন্য হরিকীর্ত্তন ব্যতীত অন্য কোন কৃ[ত্য] নাই। হরিকীর্ত্তন ও মায়ার কীর্ত্ত[ন] একসঙ্গে থাকিতে পারে না। যাঁহারা মায়[ার] অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন আবার সময়ে সময়ে কৃষ্ণকীর্ত্তনের ছল প্রদর্শ[ন] করেন, তাঁহাদের ঐ 'লোক-দেখান' কৃষ্ণ কীর্ত্তনও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা মায়ার কীর্ত্ত[ন] মাত্র। যিনি কনককামিনী ও প্রতিষ্ঠার জ[ন্য] লালায়িত, তিনি 'তৃণাদপি সুনীচ' নহেন যিনি জগৎকে ভোগ্যজ্ঞান করেন, জগতে প্রত্যেক বস্তুকে যিনি কৃষ্ণসেবায় নিযু[ক্ত] করিবার কৌশল না জানেন, তাঁহার কো[ন] সহিষ্ণুতা নাই। তিনি ধৈর্য্যহীন, নিজে[ই] 'কৃষ্ণ' সাজিতে প্রস্তুত। যিনি জগতে[র] প্রত্যেক জীবকে গুরু করিতে না পারেন প্রত্যেক বস্তুকে গুরুরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা না করিয়াছেন, যিনি প্রত্যেক জীবকে কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার প্রদান করিতে কুণ্ঠিত তিনি 'অমানী' ও 'মানদ' নহেন সুতরাং যিনি সর্ব্বপ্রকার-ব্যবধান-রহিত শুদ্ধহরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা করিয়া থাকেন, তিনি[ই] শ্রীগুরুদেব। শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীসনাতন প্রভু শ্রীরূপ প্রভু, শ্রীজীব প্রভু, শ্রীঠাকুর হরিদা[স] প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ এইরূপ গুরুদেবে[র] আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম পরোপকারের পরাকাষ্ঠা। স্বার্থপর ব্যক্তিগণ ধ্যানযোগাদি প্রণালী গ্রহণ করেন ঐরূপ প্রাকৃত চেষ্টা দ্বারা জীবের পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। নিরন্তর এ[ক] মুহূর্ত্তও বাদ না দিয়া হরিকথা-কীর্ত্ত[ন] করিলেই জীবের সর্ব্ববিধ সুবিধা হইতে পারে। আমরা মায়ার কীর্ত্তনকে অনে[ক] সময় হরিকীর্ত্তন বলিয়া মনে করি। [যে] কীর্ত্তনে কৃষ্ণেন্দ্রিয়ের তর্পণ নাই, যাহা উদ্দেশ্য স্বেন্দ্রিয়তৃপ্তি তাহাই মায়া কীর্ত্তন। উহার দ্বারা শ্রীহরিকীর্ত্তন হ[য়] না, কেবল আভিধানিক শব্দ কীর্ত্তিত হ[য়] মাত্র। যেমন ঘোড়া বলিলে তৎসঙ্গে আমরা ঘোড়ার চেহারা ভাবিয়া থাকি তদ্রূপ হরি বলিলেও একটা প্রাকৃতরূপ চিন্তা করিয়া থাকি। উহা প্রাকৃত চে[ষ্টা] বা পৌত্তলিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে যখন নামনামী অভিন্নজ্ঞানে আমরা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য হরিজনের আনুগত্যে হরিকীর্ত্তন করি, তখনই বৈকুণ্ঠ-কীর্ত্তন হয় চিজ্জগতের বিকৃত প্রতিফলন এই অচিজ্জগতে প্রাপঞ্চিক বহু সেব্য ও বহু সেবকরূপে বিরাজিত এই স্থানে সেবক ও সেব্যের স্বার্থ পরস্পর

ভিন্ন। এখানে সেবক নিজের সুখের বিঘ্নকর হইলে সেব্যের সেবা পরিত্যাগ করিয়া থাকে। অর্থাৎ এক কথায় এই স্থানে সেব্য ও সেবকের নিত্যত্ব নাই; এই স্থানে সব ব্যভিচার। পত্নী পতির সেবা করিয়া থাকে—নিজের স্বার্থের জন্য। পতির স্বার্থ ও পত্নীর স্বার্থ এক নহে। পতি পত্নীকে ভাল বলিয়া থাকে নিজের ভোগ বা ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য। এখানে বড় বড় সতী স্ত্রী বা বড় নীতিপরায়ণ স্বামীই হউন না কেন, দেহ ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ থাকা নিবন্ধন তাঁহাদের চেষ্টা ব্যভিচারময়। আত্মধর্ম্ম ব্যতীত কোথায়ও অব্যভিচারিণী সেবা নাই। এখানে পিতামাতার পুত্রের প্রতি যে স্নেহ, পুত্রের মাতাপিতার প্রতি যে শ্রদ্ধা তন্মধ্যেও ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ব্যভিচার। দেহ ও মনের রাজ্যে পরস্পর ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধ, শুদ্ধসেব্য-সেবকসম্বন্ধ নাই বা থাকিতে পারে না।

কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তনের গ্রাহক নাই। অনাত্মপ্রতীতিতে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের প্রয়োজনী-য়তা উপলব্ধি হয় না, অন্যাভিলাষ, জ্ঞান-কর্ম্মাদিরই বহুমানন হইয়া থাকে। জগতে কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হওয়া দূরে থাকুক, আংশিক কীর্ত্তন পর্য্যন্ত হইতেছে না। অকৃষ্ণ-কীর্ত্তনকে, মায়ার কীর্ত্তনকে কৃষ্ণকীর্ত্তন বলিয়া আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা চলিতেছে। কৃষ্ণনাম ব্যতীত জগতে আর কোন ঔষধ নাই—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥

হরিনাম ব্যতীত অন্য কোন পন্থা নাই, বর্ত্তমান সময়ে হরিনামের মহাদুর্ভিক্ষ উপস্থিত, এখন হরিনামের দ্বারা, কৃষ্ণনামের দ্বারা উদরভরণ, প্রতিষ্ঠা, কামিনী-সংগ্রহ, রোগনিবারণ, দেশের সুবিধা, সমাজের সুবিধা করিয়া লইবার জন্য সকলে ব্যস্ত। হরিনাম ভোগের যন্ত্র বা মুক্তি-লাভের যন্ত্র নহে। বর্ত্তমানে জগতে ভোগবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তিগণ নামাপরাধ করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। অষ্টপ্রহরের পর আবার খাওয়া দাওয়া থাকার কথা, আবার বাসস্থানের কথা, আবার ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা হইলে তাহাকে অষ্টপ্রহর বলা যায় না। নিরন্তর হরিনাম-গ্রহণই অষ্টপ্রহর। নামাপরাধ গ্রহণ অষ্টপ্রহর নহে। নামাপরাধের ফল—ভুক্তি, বর্ত্তমানের বিকৃত অষ্টপ্রহরে হরিনাম বা বৈকুণ্ঠনাম কীর্ত্তন হয় না, মায়ার নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। নামের ফলে কৃষ্ণে প্রীতির উদয় অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমানে মায়ার সংকীর্ত্তনকে কৃষ্ণের কীর্ত্তন বলিয়া জুয়াচুরি চলিয়াছে। এই জুয়াচুরি হইতে কোমলশ্রদ্ধ লোকদিগকে উদ্ধার করা একান্ত দরকার।

প্রশ্নোত্তর স্তম্ভ

——::(০)::——

প্রশ্ন—৬। অনন্য কৃষ্ণভক্ত বা অনন্য-ভজনকারী কাহাকে বলিব?

উত্তর—৬। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"যাঁহার হৃদয়ে শুদ্ধভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি অনন্য কৃষ্ণভক্ত; যবন হইলেও সম্যোগ্য।"—শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু অনন্য-ভক্তকে কর্ম্মান্তরপরিত্যাগী শরণাগত ভক্ত বলিয়াছেন, অর্থাৎ যিনি কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিতে আস্থা স্থাপন না করিয়া একমাত্র ভক্তির শরণাগত অথবা যিনি ভগবৎপ্রাপ্তি কৈবল্যও প্রার্থনা করেন না।

প্রশ্ন—৭। শাস্ত্রে যে উন্মার্গগামী গুরু-পরিত্যাগের কথা আছে, ইহার তাৎপর্য্য কি? উন্মার্গগামী বলিতে কি দুরাচারকে বুঝায়?

উত্তর—৭। উন্মার্গগামী বলিতে শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভু ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মায়াবাদী ও বৈষ্ণবাপরাধীকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কারণ, অনন্যভজনপরায়ণ হরিভক্তের তথাকথিত দুরাচার আপাতিকভাবে দর্শনই ভ্রম-প্রমাদযুক্ত দর্শন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। দর্শনকারীরই দুরাচারত্ব; অধিক কি,—"যে নৃশংসা দুরাচারাঃ পাপাচাররতাঃ সদা। তে যান্তি পরমং ধাম নারায়ণপদাশ্রয়াঃ॥ লিপ্যন্তে ন চ পাপেন বৈষ্ণবা বীতকল্মষাঃ। পুনন্তি সকলান্ লোকান্ সহস্রাংশুরিবোদিতঃ॥" (ভক্তিসন্দর্ভ)। —নৃশংস, দুরাচার, সর্ব্বদা পাপাচারে রত, তাঁহারাও শ্রীনারায়ণের পদাশ্রিত হইলে পরমধাম লাভ করেন। গতকল্মষ অর্থাৎ পাপ বিগত হওয়ায় তাঁহারা আর পাপকর্ম্ম-দ্বারা লিপ্ত হন না, সেই বৈষ্ণবগণ গগনোদিত ভাস্করের ন্যায় সকল লোক পবিত্র করিয়া থাকেন। "বৈষ্ণব-বিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব" (ভক্তিসন্দর্ভ)।" —"যদি গুরুদেবের মুখেও (বৈষ্ণব) নিন্দা শুনা যায়, তাঁহাকেও বিনীত-ভাবে ভক্তজ্ঞ সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিতান্ত পক্ষে বৈষ্ণববিদ্বেষী হন, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিবেন।"

এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য যে,—তথাকথিত দুরাচার অনন্যভজনপরায়ণ ব্যক্তির সহিত পাপাসক্ত মিছাভক্ত বা ভক্তব্রুব এক নহে। পাপাসক্ত ভক্তব্রুব কোনদিনই গুরুপদবাচ্য নহে। যদি কোন ব্যক্তিতে পাপাসক্তি, ভক্তিবিরোধ ও মায়াবাদ দুষ্ট হয়, তবে তাহাকে অসৎসঙ্গ-জ্ঞানে চিরতরেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। সেই ব্যক্তি বৈষ্ণবপদবাচ্যই নহেন। মোটকথা সাধুসঙ্গ ব্যতীত উপায় নাই, সাধুসঙ্গ করিতেই হইবে। ঐরূপ অসদ্গুরু পরিত্যাগ করিয়াও নিরাশ্রয় হইয়া থাকিবার বিধি শাস্ত্রে নাই, তৎপরিবর্ত্তে মহাভাগবত মহান্তগুরুর চরণাশ্রয়ের বিধি শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভক্তি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে।

'আশ্রয় লইয়া ভজে, তা'রে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।'

'বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাৎ বিষ্ণুবদ্গুরুম্। পূজয়েদ্ বাঙ্মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥ শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি। কিং পুনর্ভগবদ্বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥' ইত্যাদি। শাস্ত্রে দেবহূতিস্তুতৌ—"অহিংসা ধর্ম্মো যেষাং তদ্ব্রতা গুরো যদি। যথাপি তেন সচ্চান সদর্শয়তু যে হরিঃ॥" ইতি। তথাহরম্ ভগবত্তজনমপি নাপেক্ষতে।—"যিনি জ্ঞানোপদেশক বৈষ্ণবগুরুকে বিষ্ণুতুল্য-জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করেন, তিনিই বস্তুতঃ বৈষ্ণবপদবাচ্য হইয়া থাকেন। যিনি এক শ্লোকের চতুর্থাংশও উপদেশ করেন, তিনিও সর্ব্বদা পূজনীয় হইয়া থাকেন, সুতরাং যিনি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রদান করেন, তাঁহার সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?" ইত্যাদি। পদ্মপুরাণে দেবহূতি-স্তুতিতে উক্ত হইয়াছে যে,—"শ্রীহরির প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি বর্ত্তমান শ্রীগুরুর প্রতিও যদি সেরূপ উত্তমা ভক্তি বর্ত্তমান থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত সত্যানুসারে শ্রীহরি আমাকে স্বরূপ প্রদর্শন করুন।" অতএব গুরুসেবাব্যতীত অন্য ভগবদ্ভজনেরও অপেক্ষা থাকে না।

প্রশ্ন—৮। অহৈতুককৃপাময় নিত্যারাধ্য হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্য জীবের চেষ্টা হয় কেন?

উত্তর—৮। কলির একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞা এই যে, সে জগতের জীব, এমন কি ভক্তিরাজ্যের সাধকগণেরও মতিভ্রষ্ট করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের মিথ্যাপবাদ প্রচার-পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধাকে বিপর্য্যস্ত করিবে; নতুবা স্বয়ং মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু, বেদ, ভাগবত, শ্রীনাম, শ্রীধাম, মূল আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমতী বার্ষভানবী—ইঁহাদের বিরুদ্ধেও মিথ্যাপবাদ ও জাল প্রমাণাবলী সৃষ্ট হয় কেন? বেদকে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক মানবকল্পিত পুঁথি, উচ্চপদস্থ... সাহিত্যিকদিগের রচিত লৎপ্রবাদ ও অশ্লীলতাপূর্ণ পুস্তক, বেদে কৃষ্ণনামের অপ্রসঙ্গ, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে শ্রীরাধানামের অপ্রসঙ্গ, শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্‌কে জাল পুঁথি, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি শ্রীলকবি রায়, রায়-রামানন্দ, শ্রীরূপ প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দের অনাত্মিক অশ্লীল মিথ্যাপবাদ প্রচার এবং শ্রীব্রজধাম ও শ্রীগৌরধামের সংস্থিতিসম্বন্ধেও কত সন্দেহের উদয় করাইয়া কলি নিত্য আরাধ্য বস্তুগণের প্রতি সাধকগণের শ্রদ্ধার বীজ উৎপাটন করিবার চেষ্টা করে, শালগ্রাম, শ্রীবিগ্রহ, তুলসী, গঙ্গাজলকে কতপ্রকারে অসম্মাননা করে। কলি শুদ্ধ বৈষ্ণবের প্রতি অনর্থ প্রকারে অশ্রদ্ধা জন্মাইয়া সাধককে পাতিত করে। এই বিপদে কেবল নিজের অসদাচার ও পাপ-প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে সুদৃঢ় নিষ্ঠা ও অধিকতর ঐকান্তিক-তার সহিত তাঁহাদের নিকট আত্মরক্ষার জন্য অবিরাম অকপট-ক্রন্দন প্রার্থনাই একমাত্র উপায়।

মঙ্গল শঙ্খ

(প্রাপ্ত)

জগত-বান্ধব আজি
আগত অবনী-তলে।
এস জীব সর্ব্ব ত্যজি'
জয় শ্রীআচার্য্য ব'লে॥
নয়ন মেলিয়া দেখ
ত্যজিয়া মায়ার ঘুম।
জগতে উদিত আজি
গোলোকের মহাধুম॥
মায়ার মোহিনী রূপে
মজিয়া জীবন ভোর।
কত জন্ম কেটে গেল
না ভাঙ্গিল ঘুমঘোর॥
কর্ম্ম-জ্ঞান দুই জন
সতত পিছনে থাকি।
দেখায়ে রঙীন্ নেশা
জীবকে দিতেছে ফাঁকি॥
অন্য ভোগী কত ত্যাগী
দু'জন চতুর ঠক্।
অন্য-ভোগী গুরু-ত্যাগী
কাঁদাবে বঞ্চক বক॥
কৃষ্ণসেবা বিনা জীব
এ জগতে সুখ নাই।
—— —— —— ——

(অতঃপর অন্য পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারী, গৌরাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজিত আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-[illegible] 'নদীয়া প্রকাশ' বর্ত্তমান আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যহ সেবার-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ভদ্রদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাইগাছা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পূর্ণা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং [illegible], দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জকুটী

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—সেনাপতি,

পোঃ [illegible], জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালা হিল, বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাবিনোদবিহারীর সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধামাধব-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬৯) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডপ

পোঃ বরুণকুআ, গঞ্জাম

(৭০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিড়ামিয়া, পোঃ পাড়কেশপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অমাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুলুকুণ্ডা, পোঃ চিড়কুণ্ডা, (মানভূম)।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, আর্ডনরোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, এলাহা (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

মদনখান, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসনৎগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৴০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৩৲	২৲		২৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৪৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২৷০
" সিকি কলম	১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ সংগ্রহ প্রকৃতস্থ সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি সুদীর্ঘ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত মুখবন্ধ, শব্দসূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিজ্ঞতার ভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অভিজ্ঞতার ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল উপদেশ সংলাপ কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার বহুলাংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়ে পুস্তক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহ'তিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গৌড়ীয়-দর্শন এবং পৃথিবীর লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিবার একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দার্থ ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•)——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা “হারমনিষ্ট” ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩৪নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় “পরমার্থী” নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

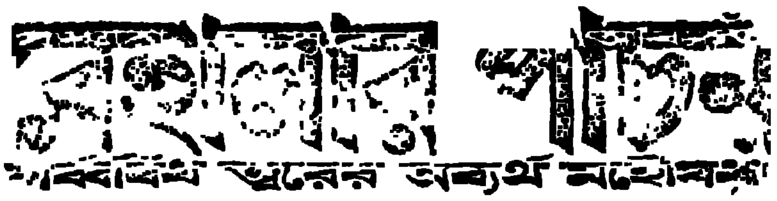

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি ও অত্যন্ত অধিক। শিশুর প্লীহা সংযুক্ত কামলায় এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৵৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

(পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা)

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

——:(•):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদিবর্ত্তী জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পারমার্থিক সাহিত্যিক সুলেখক “গৌড়ীয়”-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি “ঠাকুর ভক্তিবিনোদ” নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪ ৩৬	৬ ০৬	৭ ২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২ ২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩১	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ৪০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৪৫		৯ ২৫			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯ ১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৩ ২৬	৭-১৮		১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭ ৩১		
(বদল) ছাঃ				১১-০			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬ ১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৫

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৫৩	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ফোন— [illegible]
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

Regd. No. [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর- ১২ই বৈশাখ, ১৩৪৬ ২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৯ মঙ্গলবার | ৪৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ভাবী যুদ্ধে বড়লাট

"গত ২৮শে মার্চ নয়াদিল্লীতে সেণ্টজন অ্যাম্বুলান্স ও ইণ্ডিয়ান রেডক্রস এসোসিয়েশন সোসাইটীর সভায় বড়লাট লর্ড লিনলিথগো বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, রেডক্রস সোসাইটী এপর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে আহত জনগণের সেবাকার্য্য করিয়া আসিতেছে, বন্যা ও দুর্ভিক্ষের সময়ও উহা সেবাকার্য্য করিয়াছে; দুঃখের বিষয়, প্রথমোক্ত বিষয়ে সেবাকার্য্যের শীঘ্রই প্রয়োজন হইতে পারে। এই সম্ভাবনা ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে।"

তিনি আরও বলেন, "গত বৎসর আমি বলিয়াছিলাম যে, এই এসোসিয়েশনকে যে সকল কার্য্যের সংস্পর্শে আসিতে হয়, তাহাতে তাহাদিগের প্রতি "প্রস্তুত থাক" কথাটি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। তখন আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এই নির্দ্দেশ কার্য্যে প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ দিন বহু দূরেই থাকিবে। কিন্তু এক্ষণে আমরা কেহই নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি না যে, আমরা যেরূপ আশা করিয়াছিলাম; এখনও তত দূরেই ঐ দিন রহিয়াছে।"

নিদ্রিতাবস্থায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

পাঠাভ্যাসের সময় কোন ছাত্রকে ঘুমাইতে দেখিলে অভিভাবকগণ বিরক্ত হন, সময় সময় ছাত্রগণ এই অপরাধের জন্য প্রহৃত হইয়া থাকে। ডাঃ ফ্রান্সিস হোর (আমেরিকা) অধ্যাপক এমার এইচ, প্রাউন বলিয়াছেন যে, নিদ্রিত অবস্থায়ই শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিলে সেই শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হয়। তিনি নিদ্রাবস্থায় শিক্ষাদানের জন্য একটী যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। একটী বৈজ্ঞানিক ফনোগ্রাফ শিরস্ত্রাণরূপে নির্ম্মাণ করিয়া উহা ছাত্রদিগকে মস্তকে সংলগ্ন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ শিরস্ত্রাণ পরিধান করিয়া ছাত্রগণ নিদ্রা যায়, নিদ্রা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিষয়ের বক্তৃতা ফনোগ্রাফের সাহায্যে ছাত্রদিগের কর্ণগোচর হইতে থাকে। অধ্যাপক প্রাউন বলেন যে, নিদ্রার সময় মানুষের অবচেতন মন জাগ্রত থাকে। এই সময় যদি ধীরে ধীরে শিক্ষণীয় বিষয় কর্ণে প্রবেশ করে, তাহা হইলে অবচেতন মনের উপর উহার প্রভাব থাকিয়া যায়, শিক্ষার্থী কখনও তাহা বিস্মৃত হয় না।

কেন্দ্রীয় প্রতিষেধক ব্যবস্থা

বসন্ত, কলেরা, সর্দ্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ব্রঙ্কাইটিস রোগের প্রতিষেধক ঔষধ সম্বন্ধে একখানি পত্র সহযোগী "চারু-মিহির" প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে দেখা যায় যে, কবিরাজ শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী বি, এ, কবিভূষণ তাঁহাদিগের আয়ুর্ব্বেদ রিসার্চ লেবরেটরীতে ২০-২৫ বৎসর গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণাদির পর এই সকল মুষ্টিযোগ অব্যর্থ ফলপ্রদ বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। যাহাতে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ এই সামান্য মুষ্টিযোগের সাহায্যে কঠিন ও জটিল পীড়ার হস্ত হইতে নিস্তার পায়, সেজন্য তাঁহারা মুষ্টিযোগগুলি দেশের শিক্ষিত জনগণকে জানিয়া রাখিতে ও দরিদ্রদিগকে জানাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। মুষ্টিযোগ গুলি এই—

কলেরা—কলেরার আক্রমণের সময় কিছু কাগজী লেবুর রসের সহিত একটু লবণ ও জল এবং একমাত্রা কর্পূর মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ খালি পেটে সেবনে ভুক্তদ্রব্য, অজীর্ণ প্রভৃতি দূর হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি করিয়া শরীর হইতে কলেরার বীজ সম্পূর্ণ দূর করিয়া ফেলে। কিছুদিন প্রত্যহ ব্যবহারে কোন ভয় নাই।

বসন্ত—বীজসহ উচ্ছে, সিদ্ধ হিসাবেই হউক, ভাজা হিসাবেই হউক বা অন্য যেরূপ ভাবেই খাওয়া হউক না কেন, উহা প্রত্যহ বসন্তের আক্রমণ সময়ে ব্যবহার করিলে বসন্তের আক্রমণের সম্ভাবনা মাত্র থাকে না। যে বাড়ীতে বসন্তের আক্রমণ হইয়াছে, সে বাড়ীতে প্রত্যহ উচ্ছে খাওয়া প্রয়োজন। যাহার বসন্ত ব্যাধি হইয়াছে, তাহাকেও পথ্য হিসাবে উক্তরূপে বীজসহ কচি উচ্ছে খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে উপসর্গ ক্রমেই কমিয়া আসে।

উচ্ছে সমস্ত ঋতুতেই পাওয়া যায় না। এই জন্য নিম্নলিখিত ভাবে 'উচ্ছে গুঁড়' প্রস্তুত করিয়া রাখা প্রত্যেক গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে এক বৎসর পর্য্যন্ত উচ্ছে ভাল থাকিবে।

যখন উচ্ছে যথেষ্ট পাওয়া যাইবে, তখন উহাকে এক-চতুর্থ ইঞ্চ পুরু করিয়া চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া একটী টিনের কৌটার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়া মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিয়া রাখিলেই বেশ ভাল ভাবেই উহা সংরক্ষিত থাকিবে। উহা ভাজিয়া বা জলে সিদ্ধ করিয়া তিক্ত ডাল হিসাবে বেশ খাওয়া যাইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদ হিসাবে উচ্ছে রক্তশোধক, ক্রিমিঘ্ন, ভেদক, লঘু, অগ্নি, উদ্দীপক, রসায়ন, রক্ত, বাত, প্লীহা ও যকৃৎ পীড়ার উত্তম পথ্য। নিত্য ব্যবহারে কোনও ভয় নাই। আমাদের মতে বীজসহ উচ্ছে বসন্ত ও হাম রোগের প্রতিষেধক ও ঐ দুই এক সপ্তাহ প্রত্যহ উক্তরূপ উচ্ছে ব্যবহারের পর এইরূপ নিয়মিত যথাবিধি সেবনে আমরা কাহাকেও এই সুদীর্ঘ সময়ের ভিতর কোনও রূপ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইতে দেখি নাই।

ব্রঙ্কাইটিস, সর্দ্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা—একটী আস্ত পানের ভিতর কয়েক টুকরা আদা, আদার পরিমাণ হইতে কিছু বেশী তুলসীর পাতা, কয়েকটী গোলমরিচ, এক টুকরা দারুচিনি ও কিঞ্চিৎ মিছরী পুরিয়া একটী লবঙ্গ দিয়া পান প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। এইরূপ পান প্রত্যহ প্রাতে, বৈকালে, সন্ধ্যায় ও রাত্রে চিবাইয়া অল্প অল্প গিলিয়া খাইলে রোগীর আরাম হইতে পারিবে।

ডাকের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষান্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রী গৌরকিশোর" গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরব যথার্থ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব চরিত্রকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজায় উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। শ্রীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমূহের হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-লিখিত

এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-

চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাবে লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিঃ—।৹০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরন্দরপুর পোঃ বজ্রযোগিনী, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম,—সমগ্র ২০৲
সকল খণ্ডের একত্র মূল্য ১৮৲
প্রতি খণ্ড— ৯৲
২। অনুভাষ্য-বিবৃতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণবদর্শন ৩৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৪৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে 'বর্ণ' তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ধামের আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ী-সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষ্য ।০
২৭। দক্ষিণভারতে শ্রীগৌরপদাঙ্ক (সাড়ম্বর) ১৲
২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (সাড়ম্বর) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩১। নামভজন (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। শ্রীকৃষ্ণপরিক্রমা (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। শ্রীগৌরমালা ৵০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী ।০
৪০। বেদান্তদর্শন ৵০
৪১। শীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিক্রমা
৪৩। সাধনকণা ৵০
৪৪। প্রেমবিবর্ত্তচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। আত্মনিবেদন ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৩৲
৫১। প্রমেয়রত্নাবলী ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাড়ম্বর) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তরত্নাবলী বা নামামৃতসমুদ্র ।০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষাবিবৃতি) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলীলা ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬০। সাধ্যসাধনী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিধঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়ভক্তপরিভাষা ৵০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিজিট টু দি অল প্রেসেন্ট ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজি অ্যান্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ।০
৭৪। বেদান্ত ।০
৭৫। গোল্ডেন গৌড়ীয় মিশন ৵০
৭৬। দ্য ভাগবত
৭৭। থিওলজি অফ ভক্তি সিদ্ধান্ত
৭৮। উপদেশামৃত ১॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
ধাম—মায়াপুর—নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ২১ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১১ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৫শে এপ্রিল ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার | ৪৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ মধুসূদন মাধু প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

দেশের নেতাদের মধ্যে দুইটী দল,—একটি নির্ব্বিশেষবাদী; তাহাদের মত—ধর্ম্মের আবরণ দিয়া রাজনীতি চালান। ধর্ম্মটাকে একেবারে অস্বীকার করিলে লোকের সহানুভূতি পাওয়া যাইবে না, কারণ, যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের লোকগুলি ধর্ম্মবিষয়ে নিতান্ত গোঁড়া। আর একদল—স্পষ্ট নাস্তিক। তাহাদের মত—ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের দরকার নাই, সমস্ত দেশকে ধর্ম্মের আবহাওয়া হইতে মুক্ত করিয়া পুরা নাস্তিক করিয়া তোলা হউক। পূর্ব্বদলে কয়েকটী প্রবীণ লোক আছে, তাহাদের জন্য শেষের দল বিশেষ মাথা উঁচু করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। ঐ লোকগুলির দেহান্তে ইহারা বিক্রম প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিবে— সোভিয়েট রাশিয়ার মতের অনুকরণেই ইহাদের বিচার। সোভিয়েট রাশিয়াতে সকলের সমান অধিকার—সকলেই সকলের বন্ধু, কেহ কাহারও প্রতি অন্যায় অত্যাচার করে না। গরুবেদী মৌমাছি ও উইপোকা, পিপীলিকা প্রভৃতির ন্যায় তাহাদের জীবনযাত্রা। কিন্তু মৌমাছি, পিপীলিকা প্রভৃতির শত্রু ভালুক। উহারা চাকের মধু ও পিপীলিকার চিনি নষ্ট করিয়া খায়। সেইরূপ যত কেন না সমান অধিকার, আর যাই হউক, কোন্‌দিক হইতে কোন্ মতবাদ ভালুকের মত প্রবল হইয়া সমস্ত ধ্বংস করিয়া দিবে, কে জানে? অতএব শ্রুতিবিরোধিনী আধ্যক্ষিক যুক্তিকে গ্রহণ করিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

বাহিরে এইরূপ প্রবল নাস্তিকতার বন্যা। কলিকাল, যতই দিন যাইবে, ততই নাস্তিকতা, তর্কপথ, শ্রৌত-পথের অনাদর বা উহাকে আক্রমণের চেষ্টা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে। অহঙ্কার কত! জগতের জিনিষকেই মাপিতে—খণ্ড করিতে পারে না, আর ঈশ্বরকে খণ্ড-বিখণ্ড করিতে—উড়াইয়া দিতে চায়! ইহাই নাস্তিকতার চরম,—ইহাই বাহিরের অবস্থা। ইহারই মধ্য হইতে নিজের ধর্ম্ম স্থির করিয়া লইতে হইবে। যদি নির্জ্জন ভজনের নাম করিয়া দায়িত্ব এড়াইতে চাই, তাহা হইলে মনের সঙ্কল্প-বিকল্পের মধ্যেই থাকিতে হইবে, অলীক কল্পনার সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডেই বাস হইবে। সমস্ত প্রাণ দিয়াও যদি অন্ততঃ একটী জীবকে ভক্তি-সিদ্ধান্ত বাণীদ্বারা উজ্জীবিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই জীবন সার্থক হইল। অবশ্য কাষ্ঠবিড়ালীর সেতুবন্ধনের ন্যায় চেষ্টা ব্যতীত আমাদের পক্ষে আর বেশী কি হইতে পারে। তবে ঐ কার্য্যটী করিতে পারিলেই গুরুদেবের প্রকৃত সেবা হইল।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গুরুকৃষ্ণাভিন্ন হইলেও তিনি ভোক্তা নহেন। গুরু—ভগবান, একথা সত্য। কিন্তু ভগবান্ দুইরূপে প্রকাশিত,—সেব্য বা বিষয়-ভগবান্ ও আশ্রয় বা সেবক-ভগবান্। গুরুদেব—সেবক বা ভোগ্য-ভগবান্। শিষ্য তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিলেও তিনি তাহা নিজে ভোগ বা আত্মসাৎ করেন না, সমস্তই কৃষ্ণের নিকট পৌঁছাইয়া দেন। Opaque ও transparent দুইটী কথা আছে। যিনি transparent গুরু, তিনি নিজে ভোগ করেন না। গুরু কৃষ্ণ বটে, কিন্তু তিনি গোপীভর্ত্তা বা নন্দনন্দন বা সুবলসখা বা রক্তক-পত্রক প্রভৃতির প্রভু নহেন, তিনি—সেবক,—ভোগ্য। তাঁহাকে ভোক্তা কৃষ্ণ সাজাইলে অপরাধ হয়। গুরুদেব—কৃষ্ণাভিন্ন, চিচ্ছক্তি। চিচ্ছক্তি অর্থাৎ হ্লাদিনী-সারসমবেত সম্বিৎ-শক্তিতে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত যুক্ত-শক্তি। কৃষ্ণকে বাদ দিয়া গুরু কল্পনা করা যায় না। কৃষ্ণ ছাড়া যে গুরু, তাহা মায়া বা প্রকৃতি। চিচ্ছক্তি হইতে চিৎ বা কৃষ্ণ বাদ গেলে অচিচ্ছক্তি মায়াই অবশিষ্ট থাকে।

অনর্থযুক্ত সাধকের সাধনপথে কিছু কিছু বিঘ্ন থাকেই। কিন্তু তিনি যদি সরল হন, অকুটিল হন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার শরণাগতির পরিমাণ অনুসারে বল পাইয়া থাকেন। কাহারও অপ্রবৃত্তিতে কোন প্রকার বাধা দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রমাত্মক ধারণা করিতে হইবে না। চলিবার পথে পায়ে আঘাত লাগা বা পড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক। কেহ হয় ত' না পড়িতেও পারে, কিন্তু যদি কেহ চলিতে চলিতে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে কেন সে পড়িল বা পড়িবে —এরূপ প্রশ্ন নিরর্থক। পড়িলেও সে আবার উঠিয়া চলিবে; পড়িয়া যদি একবার দু'বার যায়ই, তাহাতেই বা কি? সে ত' চলার উপরেই রহিয়াছে।

তাবৎ যদা ন চরণাম্বুজং হরে
রুজ্জৃম্ভতেহব পতেদ্ভ্রষ্টো যদি।
তত্র কো বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোহভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত)

পায়ে আঘাত লাগিলেও বা পড়িয়া গেলেও সে আবার উঠিয়া চলিবে। "বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।" কৃষ্ণ তাহার অমঙ্গলরাশি দূর করিয়া দিবেন। যে শরণাগত, সে যদি পড়িয়াও যায়, বা কোন বাধা-বিপদ্ যদি তাহার চলার পথে আসে, সে তখন—"গোপীনাথ, আমি ত' তোমার জন। তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু ভুলিয়া আপন ধন। গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি জান। আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন শ্রীচরণে দেহ স্থান॥"

এইরূপে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিজের দুর্গতির কাহিনী জানাইবে। কৃষ্ণ তাহার শরণাগতি দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিবেন। বহুপ্রকারের কথাটি আসিল কেন? তাহা ভক্তিতেই ত' হয়। যেখানে কোন দৌরাত্ম্যক কর্ম্ম নাই, সে স্থলে দোষও নাই, ক্লেশও নাই। যেখানে পড়িই নাই, সেখানে পায়ে আঘাত লাগা বা পড়িয়া যাইবার কোন কথাই নাই। যতক্ষণ অনর্থ আছে, ততক্ষণ ত' দোষ আছেই,

পড়িবার ভয় আছেই; কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? শরণাগত ব্যক্তি কোন দোষ করিলেও কৃষ্ণ তাঁহাকে আপনজন জ্ঞানে দোষের দণ্ড স্বহস্তে দিয়া পূর্ব্বক শোধন করিয়া শ্রীপাদপদ্মে স্থান দিবেন। প্রতিক্রিয়ায় দোষ বা পতন ত' ক্রিয়াশীলতা বা প্রতিষ্ঠারই লক্ষণ। যাহারা দোষ করে না, তাহারা কোন কার্য্যও করে না। যেস্থলে পরীক্ষা, Promotion প্রভৃতি নাই, সেস্থলে যে পড়াশুনার বাধা আছে, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? সুতরাং কোন দোষ দেখিয়া হতাশ হইবার কিছু নাই

যে ভক্তিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।

বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্

পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥

ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ

জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ

গর্হয়ন্॥

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো

মাসকৃন্মুনেঃ।

কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বাক্যানুসারে স্বীয় দোষগুলিকে প্রথমমুখে কিছুকাল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে সমর্থ না হইলেও উহাকে দুঃখাত্মক বলিয়াই জানে। সেই দোষগুলির গর্হণমুখে সেবা করিতে থাকিলে ক্রমশঃ উহা দূর হইয়া যাইবে। 'জাতশ্রদ্ধ' এবং ততো ভজেত মাং ... শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ—ইহাই তাহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয়। দোষ ... থাকিলেও শরণাগতির বলে সে ঐ সকল দোষ বা বাধা সমস্তই অতিক্রম করিতে পারিবে।

যিনি শরণাগত, তিনি ত' অপর কোন বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করেন না, পথে পতন হইলেও পথ ছাড়িয়া বিপথে যান না,—ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। "... ... ... স্বধর্মস্থঃ"। যদি তাঁহার পতনও হয়, তাহাতে তাঁহার ত' কিছু অমঙ্গল হয় না। "... পরোক্ষং ... ... না। ... কোন অবস্থা (... ... হয় না অর্থাৎ তিনি ... ... করিয়া কর্ম্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড ... ... না। তাঁহার পথ এক, ... আশ্রয়। ... ... পতিয়া ... ... 'তিনি কি এই শরণাগতের বিচার অবলম্বন করেন ...?

ভূমৌ স্খলিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্

ত্বয়ি জাতাপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো

গুরুপাদাশ্রয়

(পণ্ডিত শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ)

শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু আমাদিগকে কৃপা পূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, গুরুকৃপারূপা ভক্তির বলে যে সৌভাগ্যবান্ জীবের কৃষ্ণভক্তিবিষয়ে শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনি সর্ব্বপ্রথমেই কৃষ্ণতত্ত্বেত্তা সদ্‌গুরু অন্বেষণ করিয়া তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিবেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—আশ্রয় করার অর্থ—ভক্তি করা। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও গাহিয়াছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তাঁরে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,

আর সব মরে অকারণ।

সুতরাং মহাজনগণের বাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ভক্তির প্রথম কথাই হইতেছে আশ্রয় গ্রহণ করা—শরণাগত হওয়া—আত্মসমর্পণ করা। যতদিন গুরুপাদাশ্রয় হয় নাই, গুরুর কৃপা-প্রাপ্তি ঘটে নাই, ততদিন ভক্তির বীজ যে শ্রদ্ধা তাহা লাভ হয় নাই, শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ জলসেচনও আরম্ভ হয় নাই। ভক্তি নিত্য, গুরুপাদাশ্রয় নিত্য ভক্ত নিত্যকালই গুরু-গুর্ব্বানুগত্যই ভক্তের প্রাণ। কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের গুর্ব্বানুগত্য ফলপ্রাপ্তিকাল পর্য্যন্ত; সেইজন্য তাঁহাদের গুর্ব্বানুগত্যকে ভক্তগণ ভক্তি বলেন না। যতদিন গুরুপাদাশ্রয় করিয়া গুরুকৃপায় অনর্থ-নিবৃত্তি না হয়, ততদিন যাহা কিছু করা যায়, তাহা শুদ্ধভক্তি নহে। চেতনের নিত্যা বৃত্তিই ভক্তি। অচেতনের বৃত্তি ভক্তি নহে। সচ্চিদানন্দময়েশ সম্বিচ্ছক্তির নাম ভক্তি। ভক্তিতে অজ্ঞান নাই, অচেতনতা নাই, সংশয় নাই, সন্দেহ নাই, ভয় নাই, নিরাশা নাই, শোক নাই, মোহ নাই। এই শ্রদ্ধা—ভক্তিলতাবীজ- কৃষ্ণানুরাগ বা কৃষ্ণপ্রীতির বীজ। নিশ্চয়াত্মক সুদৃঢ় বিশ্বাসই ভক্তির প্রথম কথা। ইহার অপর নাম শ্রদ্ধা। শ্রীগুরুকৃপায় ও ভজনপ্রভাবে অনর্থ-

যাঁহার লক্ষ্য স্থির আছে, একাঙ্গ পন্থা যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার বাধা বা ত্রুটি দেখিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অন্যরকম কিছু আশঙ্কা করিতে হইবে না। অনর্থ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ বাধা বা দোষ আছেই; উহা দেখিতে হইবে না। শরণাগত ভক্ত ক্রমশঃ ঐ সকল বাধা দূর করিয়া অগ্রসর হন,—ইহাই লক্ষ্য করিতে হইবে।

নিবৃত্তি হইলে এই শ্রদ্ধাই ক্রমে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমে পরিণত হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, শ্রদ্ধা জীবের নিত্য স্বভাব। চেতনধর্ম্মই শ্রদ্ধা আর জড়ধর্ম্মই অশ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা—গুণদর্শন আর অশ্রদ্ধা—দোষদর্শন। চিজ্জগতে সর্ব্বত্র গুণদর্শন, তথায় দোষদর্শন নাই। অচিজ্জগতে কেবল দোষদর্শন, গুণদর্শন নাই। শ্রদ্ধাই চেতনতা, শ্রদ্ধাবান্ জনই ভক্তি-লাভের অধিকারী। অশ্রদ্ধ ব্যক্তি ভক্তিলাভের অধিকারী নহে। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির 'কর্ত্তাহং' অভিমান নাই। তিনি দীন, হীন, অকিঞ্চন, অপ্রাকৃত কৃষ্ণনামের কাঙ্গাল।

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি কৃষ্ণভজনের জন্য সদ্‌গুরু-পাদাশ্রয় করেন। গুরুপাদাশ্রয়লাভ সম্পূর্ণ কৃষ্ণকৃপা-সাপেক্ষ। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'অদয়জ্ঞান গৌরসুন্দরেরই প্রকাশ-বিশেষ করুণাবতার মহান্তগুরুরূপে জগতের মঙ্গল বিধান করেন।' শ্রীগুরুদেব শ্রীগৌর-করুণাশক্তি। এই জগতে তাঁহার প্রাকট্য নিত্য। ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না। বর্ত্তমানে শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় তদীয় নিজজন শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তিবিনোদ ধারাকে সংরক্ষণ করিতেছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ। যাঁহারা কুশিক্ষাকে ভক্তিশিক্ষা মনে করেন, তাঁহাদের কবল হইতে অজ্ঞ জনদিগকে উদ্ধার করিয়া দিব্যজ্ঞানালোকে আলোকিত করিয়া হরিসেবায় রুচি প্রদান করাই শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের জীবের প্রতি দয়া। শিষ্য বা সেবাকাঙ্ক্ষিণী শরণাগত ব্যক্তিই আচার্য্যপাদপদ্মে জগদ্‌গুরুত্ব দর্শন করিয়া তাঁহার অমন্দোদয় দয়া-প্রার্থী হন।

গুরুপাদাশ্রয় অর্থ—চেতনে উদ্বুদ্ধ হওয়া, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া—জড়মুক্ত হওয়া। গুরুপাদাশ্রয় করার নামই অর্থ-প্রবৃত্তি। গুরুপাদপদ্মের কৃপাতেই দিব্যজ্ঞান—সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়—পাপপ্রবৃত্তি দূর হয়। জড়সম্ভোগস্পৃহাই পাপ। অবিদ্যাই পাপের মূল কারণ। কেহ কেহ স্বর্গাদিলোকে সুখ ভোগ করিবার জন্য পুণ্যকার্য্য করে। পাপকার্য্য দ্বারা অধোগতি ও পুণ্যকার্য্যদ্বারা ঊর্দ্ধগতি লাভ হয়। পাপ ও পুণ্য দুইই জড়ীয় ব্যাপার, মায়িক ব্রহ্মাণ্ডেই উহাদের অবস্থিতি। কেহ কেহ পাপকে দুর্নীতি ও পুণ্যকে সুনীতি বলেন। গুরুপাদপদ্মই একমাত্র আশ্রয়—শ্রীগুরুপাদপদ্মই ব্রজধাম। শ্রীগুরুপাদপদ্ম চেতনময়, তাঁহার হৃদয়—বৃন্দাবন—কৃষ্ণবিলাসক্ষেত্র। সেখানে জড়-গন্ধ নাই, পাপপুণ্য, দুর্নীতি-সুনীতি প্রভৃতি দ্বন্দ্ব নাই, ভুক্তি-মুক্তিকামনা নাই। গুরু-

পাদাশ্রিতের দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই, ভয় নাই। গুরুপাদাশ্রয় করাই জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। গুরুপাদাশ্রয় করার অর্থ—সম্পূর্ণভাবে তাঁহার অনুগত হওয়া, তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলা, নিজ স্বতন্ত্রতাকে অকপটে চিরতরে অর্পণ করা। স্বেচ্ছায় নিজ স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া—অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত হইয়া গুরুপাদাশ্রয় করিতে হয়। স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার নাম গুরুপাদাশ্রয় নহে। জীব স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিতে পারে না—মায়ার দাস হইয়া পড়ে—প্রকৃতির পদতলে পতিত হইয়া মৃত শবের ন্যায় অবস্থান করে, তাঁহার চেতনের বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে। স্বরূপতঃ প্রেমধর্ম্মী জীব বিরূপগ্রস্ত হইয়া হিংসাকেই নিজধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। একদিকে সংসারসমুদ্র, অন্যদিকে ভক্তির সমুদ্র। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—

'সংসারের পার হৈঞা ভক্তির সাগরে।

যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচান্দেরে॥'

অর্থাৎ সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া ভক্তির সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবার একমাত্র উপায়—নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম আশ্রয় করা। অন্য কোন উপায়ের কথা তিনি কিংবা অন্য কোন মহাজন বলেন নাই। যাঁহার কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র প্রয়োজন, তাঁহাকে নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিতেই হইবে। যতদিন গুরুপাদাশ্রয় না হয়, ততদিন কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। গুরুপাদপদ্মে অনাশ্রিত থাকা যে কি ভয়ানক বিপদের অবস্থা তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই জানেন। যে সৌভাগ্যবান্ জীব গুরুপাদাশ্রয় লাভ করিয়াছেন,—অপ্রাকৃত শ্রদ্ধাবান্ হইয়া কৃষ্ণনামানুশীলনরত হইয়াছেন,—তিনি কি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি কি শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আনুগত্যে সকলকে নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের করুণার কথা বলিবেন না? সকলকে শ্রীমদাচার্য্যপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে বলিবেন না? সংসার-দাবানলে দগ্ধ জীবগণের জুড়াইবার একমাত্র স্থল যে কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম তাঁহার কথা কি সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিবেন না? নিশ্চয়ই করিবেন। যদি না করেন, তবে বুঝিতে হইবে তিনি গুরুপাদাশ্রয় করেন নাই, নিত্যানন্দ প্রভুর করুণা তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। গুরুপাদপদ্মের করুণার কথা প্রচার করাই গুরুপাদাশ্রিত বৈষ্ণবগণের একমাত্র কৃত্য। বৈষ্ণবই জীবের একমাত্র প্রকৃত বন্ধু। তিনি

...না কোন কর্ম্মে তাহে নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

কোন জীবকে বঞ্চনা করেন না—কোন জীবের শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে বাধা হন না, তিনি সকলকে ষোল আনা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অধীন হইতে বলেন। বদ্ধজীব বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চিনিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের পর শ্রীগুরুকৃপাতেই সে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব চিনিতে পারে। তখনই তাঁহার বৈষ্ণবের সেবাধিকার হয়। বৈষ্ণবগণ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ লীলা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেই আনন্দলাভ করেন। ইহাই তাঁহাদের নিত্যধর্ম। মৎসরতা বৈষ্ণবের স্বভাব নহে। উহা অবৈষ্ণবের স্বভাব। বৈষ্ণব কৃষ্ণনামে প্রীতিযুক্ত ও জীবে দয়ার্দ্র। তিনি নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের করুণার কথা সকলের নিকট কীর্ত্তন করেন। তিনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অনুসরণে বলেন—

"শ্রীমুকুন্দপ্রিয়জন ভজনেতে জান মন
তোমা লাগি পতিতপাবন।"

অদ্বৈতজ্ঞ জীবের জড়েতে 'আমি-আমার-বুদ্ধি' করা অপরাধ। এই অপরাধ থাকিতে কৃষ্ণনাম হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা করিয়া তাঁহাকে এই অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না করিলে সে কৃষ্ণনামসেবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সম্বন্ধ নিত্য। গুরুতত্ত্ব একটি অখণ্ড-তত্ত্ব। সমস্ত গুরু-বর্গের পরস্পরের মধ্যে এক অভিন্ন-সুহৃদ্-ভাব। শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করাই সকলের স্বরূপভাব।

অহৈতুককৃপাসিন্ধু শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের করুণার একটি কণারও কি কেহ প্রতিদান দিতে পারে? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাহাকে আশ্রয় করা যায় ও পরিত্যাগ করা যায় তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম নহেন। যিনি গুরু-পাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই আশ্রয় আর পরিত্যাগ করিতে পারেন না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—'দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।' নিত্যকালই শ্রীগুরুপাদাশ্রিত থাকিতে হইবে—তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলিতে হইবে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্টপূরণে কায়মনোবাক্য—যথা-সর্ব্বস্ব নিযুক্ত করিতে হইবে। যিনি ষোল আনা শ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণপূর্ব্বক নিত্যকালের জন্য গুরুদেবের হইয়াছেন, তিনিই গুরুদেবের একমাত্র সম্পত্তি কৃষ্ণসেবাধন লাভ করিতে পারেন। গুর্ব্ববজ্ঞা অপরাধ থাকিতে কৃষ্ণনাম হয় না। যতক্ষণ গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি আছে, ততক্ষণ শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হয় নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নিজেকে বেশী বুদ্ধিমান্ মনে করা আস্তিক্যের লক্ষণ নহে। হরিবিমুখ জগতের লোক গুরু মানে না, বৈষ্ণব চিনে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। তাঁহার অনুগত জনগণ বৈষ্ণব—কেহ কনিষ্ঠ, কেহ মধ্যম, কেহ উত্তম। শ্রীল আচার্য্যদেব জানাইয়াছেন,—"যিনি যতটা বৈষ্ণবের সেবক, তিনি তত অধিক বৈষ্ণব। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈষ্ণবসেবক, তিনি বৈষ্ণবশিরোমণি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সম্রাট্ শ্রীগুরুদেব।" সুতরাং শ্রীগুরুদেবের কৃপাতেই বৈষ্ণবসেবার যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীগুরুদেব নিজে বৈষ্ণবসেবা করেন ও সকলকে বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীগুরুদেবকে বৈষ্ণবঠাকুর বলিয়াও সম্বোধন করা হয়।

'সকলেই যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য করে তবে আমার আনুগত্য কে করিবে?' এইরূপ মৎসরতা বৈষ্ণবের নাই। বৈষ্ণব নিজে গুরুদেবের অনুগত ও সকলকে গুরুদেবের অনুগত হইতে বলেন। শ্রীগুরু-দেবের কৃপায় শুদ্ধবৈষ্ণব-সঙ্গ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা অসৎসঙ্গ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারি না। শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন ভজনকারীদের অনেককে শুদ্ধবৈষ্ণববিদ্বেষীর সঙ্গে পতিত হইতে দেখা যায় ও তাহাদের প্রতি প্রীতি-যুক্ত হইতে দেখা যায়। উপদেশামৃতের ভাষায় প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"ভক্তে অপ্রীতি করে ভগবান্ সেই।" শুদ্ধ-বৈষ্ণববিদ্বেষীর প্রতি প্রীতি হওয়া অচেতনের লক্ষণ। শুদ্ধবৈষ্ণবে যাঁহার শ্রদ্ধা নাই, তাঁহার চেতনতা নাই, তিনি জীবন্মৃত।

শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য,তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা; আর নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীআচার্য্য-দেব মহামহাবদান্য, তিনি শ্রীগৌরসুন্দর-প্রদাতা। একমাত্র শ্রীআচার্য্যদেবের কৃপাতেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে—অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর জানাইয়াছেন,—

"অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্যকীর্ত্তন॥"

ইহার গৌড়ীয়ভাষ্যে প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"শ্রীমন্নিত্যানন্দরামের স্তব অর্থাৎ নাম-গুণাদিকীর্ত্তনফলেই জীবের অবিদ্যাজনিত অচেতন উপাধি বা বন্ধন নষ্ট হয়। তখন শুদ্ধজীব শ্রীনিত্যানন্দ-রামকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি-পুরঃসর তাঁহারই আনুগত্যে অপ্রাকৃত সেবোন্মুখী জিহ্বায় নিজ অভীষ্টদেব ও উপাস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কীর্ত্তন করিতে থাকেন।" শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আনুগত্যে আমরাও আত্মমঙ্গলের জন্য নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের 'অনন্ত-গুণাবলীর যৎকিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা প্রার্থনা করিব। শ্রীআচার্য্যদেবের কৃপা ব্যতীত আমাদের কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। শ্রীল আচার্য্যদেব সত্যস্বরূপ পরমসত্যে নিত্যপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার প্রত্যেকটি কথা বেদবাক্য—নিত্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। তিনি মহাবদান্য। তাঁহার অভীষ্টদেবের সেবা-প্রবাহিকে বাধা দিতে পারে এমন শক্তি কাহারও নাই। তাঁহার হৃদয়ই বৃন্দাবন-ধাম—নবদ্বীপধাম। তাঁহার হৃদয়েই কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার নিত্যপ্রাকট্য। শ্রীল আচার্য্য-দেবের সেবকাভিমান নিবৃত্ত করাইয়া তাঁহাকে ভোক্তাভিমান দিতে পারে এইরূপ শক্তি কাহারও নাই। তিনি সেবক ভগবান্। পরিপূর্ণ ভগবত্তা তাঁহাতে আছে। তিনি সকলের অন্তর্যামী, এমন কি সর্ব্বান্তর্যামী স্বয়ংরূপ ভগবানেরও অন্তর্যামী। মায়ার কোনরূপ কপটতা, চালাকী, বাহাদুরী তাঁহার নিকট চলে না। তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে এরূপ শক্তি মায়ার নাই। এমন কি শ্রীল আচার্য্যপাদাশ্রিত নিষ্কপট অনুগত জীবকেও মায়া মুগ্ধ করিতে পারে না। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রভুতত্ত্ব—অধীনতত্ত্ব নহেন। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেমবশ্য। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীল আচার্য্য-দেবকে নিজাপেক্ষা বেশী বিশ্বাস করেন। শ্রীগৌরসুন্দর যাঁহাকে কৃপা করেন তাঁহাকে শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে আশ্রয় প্রদান করেন। একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাতেই শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। তিনি অধোক্ষজ বিভুবিগ্রহ—আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। তিনি প্রাকৃতবিগ্রহও পরিণামশীল কোন বস্তু নহেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার কখনও ভুল হয় না। জীবের প্রতি তাঁহার করুণার অন্ত নাই। তাঁহার অনুগ্রহেই জীবের হরিভজন-প্রবৃত্তির উন্মেষ লাভ ঘটে। তাঁহার করুণাতেই জীবের সংসারবাসনা দূর হয়, হৃদয় নির্ম্মল হয় ও বৃন্দাবন নবদ্বীপধাম দর্শনের যোগ্যতা হয়। হরিবিমুখ মায়ান্ধ জনগণ শ্রীল আচার্য্যদেবকে শত্রু মনে করিয়া তাঁহার উপর আসুরিক অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি তাঁহাদের মঙ্গলচিন্তায় বিরত হন না। সকল জীবের নিত্যমঙ্গলই তিনি কামনা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অপার অনন্ত অহৈতুকী করুণার কথা অবিকলভাবে কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা যেন কোন দিন লাভ করিতে পারি, ইহাই শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে এ অধমের নিবেদন।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী অপার করুণায় বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তিত হইতেছে। আচার্য্য-ভক্তগণ আচার্য্যের আদেশ শিরে ধারণ করিয়া নির্ভীককণ্ঠে দেশে-দেশে, নগরে-নগরে, সহরে-সহরে, গ্রামে-গ্রামে প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে বাস্তবসত্যবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। বিশ্বের প্রতি বিশ্বনাথ-গণ—বিশ্বপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অদ্ভুত করুণা দেখিয়া অদ্যৎ-কৃপা-বঞ্চিত—শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাবঞ্চিত আমাদেরও ভগ্ন প্রাণে পরম আশার সঞ্চার হইতেছে।

শ্রীল আচার্য্যদেবেরই কৃপাদেশে শ্রীধাম-মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন হইতেছে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বক্ষণ স্বয় ও হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া মঠস্থ ভক্তবৃন্দ সকলেই বিশেষ উপকৃত ও পরমানন্দিত হইতেছেন।

আচার্য্যদেবের কৃপায় কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীমঠে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন। প্রত্যহ শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

মঙ্গলারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও মহামন্ত্রপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীভক্তি-বিনোদবাণী-বৈভব গ্রন্থ পাঠ হইতেছে ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন সহকারে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হইতেছে।

মধ্যাহ্নে ২ ঘটিকা হইতে ৩।০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ইংরেজী ক্লাস হইতেছে ও "নদীয়া-প্রকাশ", "গৌড়ীয়" ইত্যাদি পাঠ হইতেছে।

৩।০ ঘটিকা হইতে ৫।০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠে পুনরায় "শ্রীভক্তিবিনোদবাণী বৈভব" গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীশ্রীগৌরগান্ধর্বিকা-গিরিধারী শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠিত। [illegible] ইহা বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভার [illegible] কেন্দ্র।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং ক লীপাসার চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্তন, প্রচারকগণের দেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অষ্টকুলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

১১) সার্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীধামাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

১৭) কুলিয়া ...

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পূর্ব্ব গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বাংলা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ পালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৬নং [illegible], দার্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চরিবার, জেঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বেলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশগঞ্জ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একায়নমঠ-শ্যামকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ – শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গান্ধর্বী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—কেশপুরী,

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৪নং [illegible] রোড, নই দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বম্বে ৭

(৫০) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, আলালনাথ
শ্রীশ্রীগোপীনাথ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী জীউর সেবা

(৫১) সারস্বত গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কভুর গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী জীউর সেবা

(৫২) সত্যগৌড়ীয়মঠ

স্বর্গদ্বার, পোঃ একাম্র [illegible], (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডল

পোঃ মঙ্গলকুটা, মাদ্রাজ

(৬০) [illegible] মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

৬২) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চেতপুরগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

১০১ নং সেইন্ট [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ষ্ট্রীট নং ২
৫১, [illegible]
[illegible], লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	৷৵০	।৵০	।০
ঐ ঐ ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
ঐ অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
ঐ এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
ঐ সিকি কলম	১৫৲	১২৲
ঐ অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮
ঐ এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক ঐ	৫৲
ত্রৈমাসিক ঐ	২৷০
মাসিক ঐ	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন দর।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, গ্রন্থ-শাস্ত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, বাঙ্গলাবাজার, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ দশ আনা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

শ্রীধামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। পড়ার সুবিধা; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালক বেতনভোগী শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনসহ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অধিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত কর্ম্মাধ্যক্ষ, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পারমার্থিক ও সংশয়-নিরাকরণের জন্য যে সকল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে সংলাপ করিয়া নোট করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে গ্রন্থে প্রকাশিত হইতেছে। বর্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের সংলাপাবলির বিষয়ানুক্রম-সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠমাত্রেই এই গ্রন্থ সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম. এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ... অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মায়াপুর গৌড়ীয়মঠ, চারপাড়া মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা-নদীয়া।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাপ্রতিষ্ঠিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান্ শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

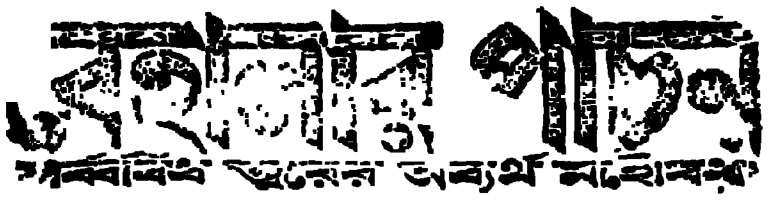

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যধিক। শিশুর প্লীহা সংযুক্ত কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর সুলভ

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ০৬	৭ ২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৩	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫৩				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭ ১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪১		১১ ১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২ ৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩১ (গাড়ী বদলহবে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১৩	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৫ ২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬ ১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম— শ্রীনদীয়া
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১২ই বৈশাখ, ১৩৮৬, ২৬শে এপ্রিল, ১৯৭৯, বুধবার [৪৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বাংলাদেশীর কারাদণ্ড

বিক্রমপুর বলদং গ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী হীরেন্দ্রনাথ সেনকে রাখালচন্দ্র নামক এক বাংলাদেশী ভাবোন্মেষের গুরুতর আক্রমণ এবং তৎফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটার বিবরণ পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস, কে, চ্যাটার্জি আই-সি-এস-এর আদালতের বিচারে জুরীদের দ্বারা দোষী সাব্যস্ত হইয়া উক্ত বাংলাদেশী সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

কৃষকসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি

কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ও নিখিল ভারত কৃষক সভার জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক এন জি রঙ্গ জানাইয়াছেন যে, এ পর্যন্ত ১৯৭৯ সালের জন্য ৭ লক্ষ ৫০ হাজার কৃষক সদস্য হইয়াছে। গত বৎসর হইতে এ বৎসর ১ লক্ষ ৭০ হাজার সদস্য বেশী হইয়াছে।

কলিকাতার উপকণ্ঠে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

বালী (হাওড়া) এক পরিবারের চারিজনের সকলেই অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, বালীর কেটিয়া রোডের শ্রীযুত তুলসীচরণ ঘোষাল (৩২) বাড়ি ফিরিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িয়া একটি আলমারি খোলেন। আলনার নিকট একটি কেরোসিন টিনের উপর একটি জ্বলন্ত লণ্ঠন সংযোগ ছিল শ্রীযুত ঘোষাল আলনার উপর কাপড়চোপড় রাখিবামাত্র ভীষণভাবে অগ্নিদগ্ধ হইয়া পড়িয়া যান। শ্রীযুত ঘোষালের স্ত্রী (২০) স্বামীর কি হইয়াছে দেখিবার জন্য ছুটিয়া যান। তিনিও অগ্নিদগ্ধ হইয়া পড়িয়া যান। শ্রীযুত ঘোষালের চার বৎসর বয়স্কা কন্যা এবং দুই বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্র তৎপর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। তাহারা অনুরূপভাবে পিতামাতার ন্যায় অগ্নিদগ্ধ হয়।

পরদিন প্রাতে শ্রীযুত ঘোষালের প্রতিবাসীরা অধিক বেলা পর্য্যন্ত ঘোষালের বাড়ীর দরজা বন্ধ দেখিয়া সন্দেহ পরবশ হয় এবং দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে ও ঘোষালের পরিবারের চারিজনকেই মৃতাবস্থায় দেখিতে পায় তৎক্ষণাৎ পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়, পুলিশ আসিয়া মৃতদেহগুলি মর্গে লইয়া যায়।

জামশেদপুরে বিক্ষোভ

জামশেদপুরে পুনরায় গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, হরিজন সম্প্রদায় পাড়া হইতে শোভাযাত্রা সহকারে বাহির হয়। জানা গিয়াছে যে, তাহারা বাড়ি, দোকান ও পতাকা ভস্মীভূত করে এবং মারা-ধরা শুরু করে। ফলে বহু লোক আহত হইয়াছে। অতঃপর সেখানে সাহেব ও ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বহু কষ্টে জনতা ছত্রভঙ্গ করিতে সক্ষম হন।

শোভাযাত্রাকারীদের বাধার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কালে একটি বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান করা হয় এবং ৫ পয়সা বা সরকার কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করেন তদবধি সমস্ত প্রকার কাজকর্ম বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই ঘটনা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর নিকট জানানো হইয়াছে।

ভারতীয় সামরিক কর্মচারীদের কায়রো গমন

যুদ্ধ বাধিলে ভারত হইতে সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জেনারেল পার্ক্ষি কার্নেট এবং আরও কয়েকজন অফিসার কায়রো পৌঁছিয়াছেন বলিয়া কায়রো হইতে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, ভারত সরকার উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, কোনো অবস্থা সৃষ্টি হইলে সৈন্য পরিচালন ব্যাপারে যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যেই জেনারেল কার্নেট তথায় গিয়াছেন।

বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন শেষ

বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদের বাজেট অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই অধিবেশন প্রায় আড়াই মাস চলিয়াছে। এই অধিবেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অধিবেশনে পল্লী উন্নয়ন, কৃষকদের উন্নত সাধন ও প্রায় দেড় কোটি টাকা রাজস্ব ক্ষতি স্বীকার করিয়া বোম্বাই সহরে মাদক দ্রব্য বর্জন সম্পর্কে কয়েকটি বিল পাশ হইয়াছে। অধিবেশন শেষ হইবার পূর্বে শাসনবিভাগ হইতে বিচার বিভাগ স্বতন্ত্র করা সম্পর্কে আলোচনা হয়। স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ কে, এম, মুন্সী বলেন যে, কংগ্রেসের কার্যসূচী অনুযায়ী শাসন ও বিচার-বিভাগ স্বতন্ত্র করিবার জন্য গভর্ণমেন্ট নানা পরিকল্পনা বিবেচনা করিতেছেন; কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ তাহা কার্যে পরিণত করা শক্ত হইয়া উঠিল, এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলেও গভর্ণমেন্ট উক্ত সমস্যা সমাধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার পুনর্গঠন প্রতিযোগিতা বিল, রাজস্ব নিরূপণ বিল ও মিউনিসিপ্যাল বরো ও জেলা বোর্ড সংশোধন বিল পাশ হয়।

নানাস্থানে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

টাঙ্গাইলে ২৫খানি গৃহ ভস্ম

টাঙ্গাইলের নিকটবর্তী বড় বেলচরে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ২৫খানি চালাঘর ভস্মীভূত হইয়াছে। অগ্নিকাণ্ডে অধিবাসীগণ একেবারে নিঃস্ব প্রায় হইয়াছে। বহু পরিবার নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছে।

কান্দিতে বহু গ্রাম ভস্মীভূত

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির নিকটবর্তী যশোপাড়া গ্রামখানি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রথমে একজন কৃষকের গৃহে আগুন লাগে এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আগুন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। অনেকগুলি গরু ও ভেড়া প্রভৃতি জীবজন্তু অগ্নিদগ্ধ হইয়া উহার কাহারও পুড়িয়া জীবন্ত দগ্ধ হইয়াছে।

কান্দিতে এখনও গ্রীষ্ম পড়িয়াছে। গত ৯ মাসের মধ্যে এখানে আদৌ বৃষ্টি হয় নাই।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সম্পাদকত্বে [illegible] পাক্ষিক। [illegible] প্রকাশিত হয়। কলিকাতা [illegible] হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

গৌড়ীয় [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] পত্র। পাটনা [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—[illegible] সম্পাদিত [illegible] পাক্ষিক। কটক [illegible] প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] টাকা।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—[illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক [illegible] মাত্র।

প[illegible] শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক [illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠের [illegible] "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে [illegible] গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের [illegible], গৌড়ীয়গণের [illegible] বৈরাগ্যের [illegible] শ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী প্রভুবরের [illegible] চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। [illegible] শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] আলোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৮০ [illegible] আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] ১০৮টি অধ্যায়ে [illegible] উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের [illegible] প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—[illegible] আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৮০ [illegible] আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—[illegible] আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) [illegible] ইন্‌ষ্টিটিউট, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩। শ্রী[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

শ্রীভাগবতপ্রেস হইতে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
২।	[illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা)	[illegible]
৩।	[illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	[illegible]
৪।	[illegible] (অধীনা)	[illegible]
৫।	শ্রীল [illegible] গ্রন্থাবলী	
	[illegible]	
৬।	শ্রীল [illegible] গ্রন্থাবলী	
	[illegible]	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	[illegible]	১।০
৯।	[illegible]	[illegible]
১০।	[illegible]	[illegible]
১১।	শ্রীচৈতন্য[illegible] (বীণা)	[illegible]
১২।	[illegible] (বীণা)	১৲
১৩।	[illegible]	[illegible]
১৪।	[illegible]	[illegible]
১৫।	বৈষ্ণব[illegible]	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	[illegible]
১৭।	[illegible]	।০
১৮।	[illegible]	।০
১৯।	[illegible]	।০
২০।	গৌড়ীয় গৌরব	[illegible]
২১।	গৌড়ীয়[illegible]	[illegible]
২২	[illegible]	।০
২৩।	[illegible] (বীণা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীধরের টীকা সহ)	[illegible]
২৫।	গীতা ([illegible])	[illegible]
	[illegible]	১৲
২৬।	[illegible]	[illegible]
২৭।	[illegible]	[illegible]
২৮।	[illegible]	।০
২৯।	[illegible]	[illegible]
৩০।	[illegible]	
৩১।	[illegible]	
৩২।	[illegible] (বীণা)	[illegible]
৩৩।	[illegible]	[illegible]
৩৪।	[illegible]	[illegible]
৩৫।	[illegible]	[illegible]
৩৬।	[illegible]	[illegible]
৩৭	[illegible]	[illegible]
৩৮।	[illegible]	[illegible]
৩৯।	[illegible]	।০
৪০।	[illegible]	[illegible]
৪১।	[illegible]	[illegible]
৪২।	[illegible]	।০
৪৩।	[illegible]	[illegible]
৪৪।	[illegible]	[illegible]
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	[illegible]	
৪৭।	[illegible]	[illegible]
৪৮।	[illegible]	[illegible]
৪৯।	[illegible]	[illegible]
৫০।	বৈষ্ণব[illegible]	[illegible]
৫১।	[illegible]	।০
৫২।	[illegible]	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়	[illegible]
৫৪।	[illegible]	।০
৫৫।	[illegible]	।০
৫৬	[illegible]	[illegible]
৫৭।	[illegible]	।০
৫৮।	শ্রী[illegible]	[illegible]
৫৯।	[illegible]	[illegible]
৬০।	[illegible]	[illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্য[illegible]	।০
৬২।	[illegible]	।০
৬৩।	[illegible]	।০
৬৪।	[illegible]	।০
৬৫।	[illegible]	[illegible]
৬৬।	গৌড়ীয়[illegible]	[illegible]
৬৭।	[illegible]	[illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	[illegible]	।
৬৯।	[illegible]	।
৭০।	[illegible]	[illegible]
৭১।	[illegible]	
৭২।	[illegible]	[illegible]
৭৩।	[illegible]	।
৭৪।	[illegible]	
৭৫।	[illegible]	[illegible]
৭৬।	[illegible]	।০
৭৭।	[illegible]	[illegible]
৭৮।	[illegible]	[illegible]
৭৯।	শ্রী[illegible]	[illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮০।	শ্রী[illegible]	
৮১।	[illegible]	।০
৮২।	[illegible]	[illegible]
৮৩।	[illegible]	[illegible]
৮৪।	[illegible]	[illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	[illegible]	[illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্য[illegible]	[illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম-শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ ২২ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১২ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৬শে এপ্রিল ইং ১৯৩৯, বুধবার } ৮৮শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ মধুসূদন বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

যৎকিঞ্চিৎ

কর্তৃত্ব ও সেবা যুগপৎ থাকে না। কর্তৃত্বাভিমানে সফলতা লাভের চেষ্টা অভক্তি। কর্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব একমাত্র ভগবানেরই এক-চেটিয়া। আর ভগবৎসেবাই ভগবৎসেবক জীবের স্বভাব। এই স্বভাবের ব্যতিক্রম যেখানে সেখানেই কৃষ্ণানুকরণমূলে কর্তৃত্বা-ভিমান বা সেবার বিপরীত অর্থাৎ অভক্তি। ভক্তগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণকারী — কৃষ্ণপ্রেমিক। আর বদ্ধজীবগণ স্বসুখকামী অর্থাৎ কর্মী। এই কর্মীগণের মধ্যে কেহ বা ভোগি-কর্মী কেহ বা ত্যাগি-কর্মী অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভোগী। ভোগীই বলুন আর ত্যাগীই বলুন সকলেই স্বসুখকামী। ভোগী ধর্মার্থকামকামী আর ত্যাগী মোক্ষ-কামী। ধর্মার্থকামে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই বলিয়া সেই কামনা-ত্যাগরূপ যে মোক্ষ, তাহার মূলেও স্বসুখকামনা অন্তর্নিহিত আছে বলিয়া শাস্ত্রকারগণ কামনারাহিত্যরূপ মোক্ষকে মোক্ষকামনা বলিয়াছেন। সুতরাং ইহাও অভক্তি। কর্মী ও জ্ঞানী বা ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই সকাম অর্থাৎ স্বসুখকামী। ভক্তের স্বসুখকামনা নাই। তিনি ভগবৎ-সেবাকাম। তাই তাঁহারাই একমাত্র নিষ্কাম। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম—অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলি অশান্ত।

বাহিরতঃ কেহ কেহ মনে করেন যে, ভক্তগণেরও যখন কৃষ্ণসেবাকামনা আছে, তখন তাঁহারা নিষ্কাম নহেন, সকাম। সাধুসঙ্গের অভাব বশতঃই এইরূপ বিচার তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায়। সাধুসঙ্গ করিলে তাঁহারা জানিতে পারিবেন যে কৃষ্ণসেবা কামনাই নিষ্কামতা। চেতনজীব কামনা বা ইচ্ছাশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। হয় সে স্বসুখ-কামনা করিবে অথবা কৃষ্ণসুখকামী হইয়া কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। যেমন 'নিশ্চিন্ত' একটী শব্দ। 'আমি নিশ্চিন্ত' বলিলে যেমন আমি চিন্তাশূন্য জড়বস্তু বুঝায় না, পরন্তু তাহাতে উদ্বেগকর-চিন্তাশূন্যতা ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সুখকর-চিন্তাযুক্ত অবস্থাই বুঝায়, সেইরূপ নিষ্কাম বলিতে কৃষ্ণসুখকামনাকেই লক্ষ্য করে।

অন্য বস্তু দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার চেষ্টাই অভক্তি। আর অপ্রাকৃত অদ্বয়জ্ঞান-ভগবানের সর্ব্বতোভাবে সেবক-অভিমানই ভক্তিপর চেষ্টা। এই ভক্ত্যাশ্রিত জনগণই তৃণাদপি সুনীচ। ভক্তগণ স্বরূপ-শক্তির আশ্রিত। চিচ্ছক্তি জীবকে ভোগে প্রমত্ত করায় না কিন্তু অচিচ্ছক্তি মায়া জীবকে উপসেবার পরিবর্তে ভোগের ভোক্তা করাইয়া বিপথে লইয়া যায়। ভোগ-প্রবৃত্তি অকল্যাণকরী ও পরিবর্তনশীল। কিন্তু সেবা নিত্যা ও অপরিবর্তনীয়া এবং সর্ব্বতোভাবে নিত্যসেব্যের প্রতি সেবনধর্মে অবিচ্ছিন্ন-সম্বন্ধবিশিষ্টা। ভোগ আর অপরদিকে সেবা অবস্থিত। মধ্যবর্ত্তী স্থানে ভোগত্যাগ ও ভোগরাহিত্য অবস্থা। ভোগে আশ্রয় ও বিষয় উভয়ের বহুত্ব আছে। ত্যাগে বিষয় ও আশ্রয়ের অভাব অবস্থিত। আর ভক্তি—চিদ্বিলাস, ভক্তিতে বিষয়ের একত্ব ও আশ্রয়ের বহুত্ব বর্ত্তমান। ভক্ত ও ভগবান্ পরস্পর প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ ভগবান্ ভক্তের সেবা করেন, আর ভক্ত ভগবানের সেবা করেন। অণুচিৎ ভক্ত বিভুচিৎ ভগবানের সেবক। সেবা করিবার প্রবৃত্তি অণুচেতনের সেবা-গ্রহণ ব্যাপারটী বিভুচিৎ ভগবানের। বিভুচেতের এই সেবা-গ্রহণ-প্রবৃত্তি অণুচিতে উদয় হইলেই অণুচিৎ জীব ভগবৎসেবাই যে একমাত্র ধর্ম একথা বুঝিতে পারে। সাধুসঙ্গে বদ্ধজীবের চিদ্ধর্ম উদ্বোধিত হইলে সে বুঝিতে পারে যে, বিভুচিৎ ভগবানের সেবাই তাহার একমাত্র কর্তব্য। অণুচিৎ জীবের আর অন্য কার্য্য নাই। যখন জীবের ভক্তের বাক্যাবলীতে বিশ্বাস হয় তখনই তিনি নিজ মঙ্গল চেষ্টা করেন এবং ভক্তকৃপায় বৈকুণ্ঠকথায় প্রীতি-বিশিষ্ট হন। কিঞ্চিৎ অম্লের সংযোগে বহু পরিমাণ দুগ্ধও যেরূপ দধিধর্ম লাভ করে, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তের অল্প সঙ্গক্রমে ভোগ-প্রবৃত্তি বিনাশ করিয়া জীব ভগবৎসেবায় আকৃষ্ট হন।

পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা-প্রভাবে জীবের অনর্থনিবৃত্তি হইলে তাহার নামভজনে অধিকার হয়। অর্চ্চনে সিদ্ধিলাভ করিলে জীব অনর্থমুক্ত হইয়া দীক্ষার ফল লাভ করে। অধিকারোন্নতিক্রমে জীব ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, বালিশে কৃপা ও বিদ্বেষী জনে উপেক্ষা প্রভৃতি ভক্তি অনুশীলন প্রভাবে উন্নতি লাভ করিয়া বহির্মুখ জগতের ভোগময় আকর্ষণের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া সেব্যবস্তুর সেবায় প্রমত্ত হন।

নামসংকীর্ত্তন ব্যতীত মঙ্গলের উপায় নাই। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-প্রসঙ্গে থাকিতে হইবে। শ্রীনাম ও শ্রীনামকীর্ত্তনকারীই অনুকূল হন। নিষ্কপটভাবে কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইতে না পারিলে—'অহং আমি' নির্দেশ-রূপ প্রকৃত তৃণাদপি সুনীচতা লাভ করিতে না পারিলে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে পারা যায় না। ইতর বাক্যের সহিত সংযোগ না করিলে প্রশ্রয় হইয়া পড়ে। কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে এই কীর্ত্তন সম্ভব। ইহাতে পারমার্থিক সদাচারের আবশ্যকতা আছে।

———

কৃষ্ণের সংসার [illegible] এক নহে। কৃষ্ণের সংসারে কৃষ্ণসুখসেবাই নিজসুখ [illegible]। সেখানে মায়ার সংসারের ন্যায় স্বতন্ত্রভাবে নিজসুখ চেষ্টা নাই। এই কৃষ্ণের সংসার মুক্তগণই করিতে পারেন। কৃষ্ণের সংসারের কথা মায়ার সংসারে থাকিয়া বুঝা যায়

না। পরমগুরু শ্রীগুরুদেবের সংসারে অর্থাৎ গুরুগৃহে সাধুজনের আনুগত্যে নিষ্কপট সেবোন্মুখ হইয়া কায়-মনো-বাক্যে আজীবন কৃষ্ণের সেবা শিক্ষা করিতে হইবে সেবোন্মুখ না হইয়া গুরুগৃহে থাকিয়াও ফিতে বিপরীত হয়।

অর্থাৎ কৃষ্ণের সংসারে বা ভক্তের গৃহে বাসের অভিনয় করিয়াও জীব স্ব-স্বতন্ত্র ভগবদ্দাস-মধ্যে কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া সেবা হইতে বিচ্যুত হয়। সেইজন্য সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুগত থাকিতে হইবে—তাঁহাদের আজ্ঞাবাহী হইয়া থাকিয়া উপদেশ-পালনমুখে জীবনযাপন করিতে হইবে। নিষ্কপটে সেবা করিতে করিতে শ্রীগুরুদেবের বিশ্বাসভাজন ও প্রিয়পাত্র হইতে পারিলে গুরুকৃপায় জীব কৃষ্ণসংসারে বা কৃষ্ণবিলাসক্ষেত্র ভক্তমঠে প্রবেশাধিকার পায়। আমাদের নিত্যপ্রভু ভগবান্ আমাদের নিকট হইতে কেবল submission (আনুগত্য) চান। এই আনুগত্যই সদাচার—ভক্তি। এই আনুগত্যের অভাব যেখানে, সেখানেই স্বতন্ত্রতা বা ব্যভিচার। আনুগত্যই ভক্ত মাত্র ভক্তই অভক্ত। এই কৃষ্ণের সংসার বা কৃষ্ণের সেবা কঠিন জিনিষ নয়। গুরুকুল-শিরোমণি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় তাহা অতি সহজ।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব সতত আত্মশোধনে তৎপর হইবেন। গুরুর উপদেশ বা কৃপা শাসন শিরোধার্য্য করিয়া তাহা নিজজীবনে পালন করিবার জন্য [illegible] করিবেন। পর-দোষানুসন্ধান করা উচিত নয়। গুণগ্রাহী হওয়া দরকার। সাধুর চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করা উচিত। সংযম বিশেষ প্রয়োজন। সংযম ব্যতীত মহৎসেবা ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগিতে পারে না। জীবন ক্ষণস্থায়ী, কখন কি হয় বলা যায় না। সুতরাং এই মুহূর্ত্ত হইতে আর বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনায় নিযুক্ত হওয়া দরকার। নতুবা বৃত্রাসুর সংসার অনর্থজালে [illegible] সাধুর হরিকথা ছাড়া আমাদের আর রক্ষাকর্ত্তা নাই—নাই—

[illegible] বিদ্যাবুদ্ধি, কৌশল কেহই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। বিপদগ্রস্ত আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা শ্রীহরিনাম — শ্রীকৃষ্ণকথামৃত শ্রীকৃষ্ণ। সেই হরিই আমাদের একমাত্র আশ্রয় হউন।

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর

(পণ্ডিত শ্রীপাদ মধুসূদন দাস কাব্যতীর্থ)

আচার্য্যঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক যখন এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তখনই মায়ার প্রভাবে আবৃত, সুপ্তচেতন মৃতপ্রায় জীবকুলের মধ্যে অত্যল্পমাত্র অত্যন্ত সুকৃতিসম্পন্ন জীবের অসামান্য সৌভাগ্যফলে শ্রদ্ধার উদয় হইলে তাঁহারা আচার্য্যবাণী শ্রদ্ধাপূত আত্মকর্ণে শ্রবণ করিয়া তাঁহার সঙ্গলাভ ও সেবালাভের জন্য লোলুপ হন। আচার্য্যবাণীতে সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলা হয়। গৌরসুন্দরের কৃপায় যাঁহাদের আচার্য্যের অবতরণবিষয়ে ও তাঁহার বাণীতে স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধা বা দৃঢ়-বিশ্বাস থাকে তাঁহাদেরই 'সাধু-সঙ্গ' হয়। সাধুগণের শ্রীমুখ হইতে শুদ্ধ কর্ণের দ্বারা সৎকর্ণরসায়ন, অত্যন্ত বীর্য্যবতী হরিকথা নিরন্তর শ্রবণ ও আচরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহারা কৃষ্ণরতি— সাধন-ভাব-প্রেম-ভক্তি পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসই হরিভজনের 'মূলধন' বা ভজন-সম্পৎ। সাধু ও শ্রৌতবাণীতে বিশ্বাসটি আবশ্যক। যাঁহারা প্রকৃত সাধু বা নামাচার্য্য বা তাঁহার আচার ও বাণীতে অকৃত্রিম বিশ্বাস আছে, যাঁহাদের হৃদয়ে কোন সন্দেহের লেশ-মাত্রও নাই, সমগ্র চতুর্দ্দশভুবনের অনাত্ম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত সন্দিগ্ধচিত্ত জীবকুল সমস্বরে যদি তাঁহাদের একমাত্র কাণ্ডারী ধ্যানসর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মের আচরণে বা বাণীতে কটাক্ষ কিম্বা সন্দেহবাদ ঘোষণা করে, তথাপি সেই জীবগণের অপার দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিয়া তাহাদের কতদিনে সুমতি হইবে, কতদিনে মহতের শ্রীচরণে তাহারা প্রণত হইয়া তাহাদের অপরাধের খণ্ডন করিবে, এই মঙ্গলচিন্তা করিতে থাকেন। যাঁহার এই প্রকার দৃঢ়বিশ্বাস হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তিনিই সাধুসঙ্গ করিয়াছেন ও করিবেন; তাঁহারই জীবন সার্থক। সাধুসঙ্গে যেমন ক্রমশঃ শ্রদ্ধার বৃদ্ধি হয়, কৃষ্ণরতি লাভ হয় তদ্রূপ অসাধুসঙ্গে প্রাপ্ত শ্রদ্ধারও ক্রমশঃ হ্রাস হয়, এমনকি হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অস্তিত্ব-সম্বন্ধেও অবিশ্বাস আসিয়া যায়, ইহাই জীবের শোচনীয় দুরবস্থা। সেইজন্য পুনরায় 'কৃষ্ণ-রতি' লাভ করিয়া জীবন সার্থক করিবার ইচ্ছা থাকিলে যাহাতে সাধু বা গুরুর প্রতি অবিশ্বাসের লেশমাত্রও আছে জানা যায় তাহার সঙ্গ তন্মুহূর্ত্তেই পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই ভক্তির প্রতিকূল-বিষয় ত্যাগে ঔদাসীন্য লক্ষিত হইলে সেই ভজনকারীর নিষ্কপটতা নাই ইহাই প্রমাণিত হইয়া যায়।

যাঁহারা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান্ তাঁহারাই 'বৈষ্ণবদাসানুদাস' হওয়াই একমাত্র জীবনের সার্থকতা বলিয়া সুবিশ্বাস করিতে পারেন এবং তাহাই তাঁহাদের একমাত্র প্রার্থনীয় হয়। "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর। সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে (জড়) অভিমান হউ দূর।" এই যে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাবধান বা উদ্যান ইহা যাঁহাদের হৃদয়ে জড়ত হইয়াছে, এই গীতি আত্মকর্ণে শ্রবণ করিয়া যাঁহাদের পুরুষ, স্ত্রী, বর্ণগত নানাপ্রকার দুরভিমান বা জড়ীয় মিথ্যাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া বৈষ্ণবের কিঙ্করাছকিঙ্কর বা বৈষ্ণবচরণরেণু হইবার লোভ জাগিয়াছে তাঁহাদের ভাগ্যের সীমা নাই। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের, শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুরের ও শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের এই প্রপঞ্চে অবতরণের একমাত্র উদ্দেশ্য,— কৃষ্ণবহির্ম্মুখ, মায়ার কারাগারে বদ্ধ জীবগণকে "তোমরা কৃষ্ণদাস, নিত্যপ্রভু ছেড়ে তোমরা আর কেন দুঃখ পাও, আমাদের সঙ্গে চ'লে এস তোমাদের আপন দেশে, 'কৃষ্ণ বল সঙ্গে চল এই মাত্র ভিক্ষা চাই।' 'কৃষ্ণদাস এ বিশ্বাস ক'রলে তো আর দুঃখ নাই।" এই সমস্ত সংবাদ দিয়ে জড়ভোগতৃপ্ত-জীবের বিষয়সুখকে তুচ্ছ ক'রে দিয়ে তাহাদিগকে নিত্যপ্রভুর পাদপদ্মে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুলতা দান করা। তাঁহাদের বাণীই ইহার সুপ্রমাণ। শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতে ষষ্ঠবৃষ্টি তৃতীয় ধারায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর —কি উপায় অবলম্বন করিলে কৃষ্ণ কৃপা-পূর্ব্বক আবার নিজচরণে জীবকে টানিয়া লইয়া সেবা দান করেন তাহার সন্ধান দিয়াছেন—"জীব অন্য উপায় না দেখিয়া সাধুভক্তকৃপায় যখন ক্রন্দন করিয়া বলেন, হে কৃষ্ণ, হে পতিতপাবন, আমি তোমার নিত্যদাস হইয়া সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া ক্লেশ পাইতেছি; প্রভো, কৃপা করিয়া আমাকে ভবদীয় চরণধূলিতে আশ্রয় দাও। তখন কৃপাময় প্রভু জীবকে স্বচরণে তুলিয়া লইয়া আদর করেন।" যখন কোন ভাগ্যবান্ জীবের সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, অত্যন্ত সৌভাগ্য উদয় হয় তখনই সেই জীব ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই সমস্ত দয়া লাভ করিয়া ধন্য হয়। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দয়ার এক বিন্দু লাভ করিবার সুযোগ ঘটিলেই জীব ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন আর এই বিষয়ভোগাম্বুধিমধ্যে পড়িয়া থাকিয়া বৃথা তর্কে, বাদবিসম্বাদে, ভোগে বা ত্যাগে এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করিবার ইচ্ছা থাকে না। তখন তাঁহার রচিত গীতাবলীর গীতি নিরন্তর আস্বাদন করিয়া জীব অনুক্ষণ আর্ত্ত, দীন, ও অকিঞ্চন হইতে থাকে। ঐ সমস্ত গীতি আস্বাদন করিতে করিতে জীব নিত্যানন্দ লাভ করিতে থাকে। ভক্তি-বিনোদঠাকুর গীতাবলীতে জীবের বিষয়বাসনা তুচ্ছ করাইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মরেণুরূপে স্থলস্থিতি লাভে লোভ জন্মাইয়া গাহিয়াছেন—

অনাদি করমফলে পড়ি ভবার্ণব জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয় হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায়।
* * * *
আমি তব নিত্যদাস ভুলিয়া, মায়ার পাশ-
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময়।
পতিত কিঙ্করে ধরি, পাদপদ্মধূলি করি,
দেহ' ভক্তিবিনোদে আশ্রয়॥

এখানে ভক্তিবিনোদঠাকুর বদ্ধজীবের বদ্ধরূপে অনর্পিতচর সহজ ব্রজাভিমানের পথ দেখাইয়াছেন। ইহাতেই তিনি যে নিত্য-ব্রজবাসী ইহার প্রমাণ সুব্যক্ত হইয়াছে। এ জগতের বস্তুর ন্যায় তিনি এখানের রূপরসে লুব্ধ হইয়া থাকিতে উপদেশ দেন নাই। এ জগতের জড়সুখে বা বিলাসে লুব্ধ থাকিয়াও ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভৃত্যিসাধন করিতেছি এই যে বিশ্বাস, ইহা দম্ভ মাত্র। যাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণচরণে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা অনুক্ষণ উদ্দীপ্ত তাঁহারাই ভক্তি-বিনোদঠাকুরের নয়নোৎসব বিধান করেন সন্দেহ নাই। তিনি বলেন যে, নামাশ্রিত প্রকৃত দুঃখিদের হৃদয়ের বাস্তব লক্ষণ এইরূপ হইবে—

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
কৃষ্ণ নিত্যদাস মুঞি হৃদয়ে স্ফুরিল॥
জানিলাম মায়াপাশে এ জড় জগতে।
গোবিন্দ-বিরহে দুঃখ পাই নানা মতে॥
আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই, কৃষ্ণ হেরি এ চিন্তা বিশাল॥

যাঁহারা ভক্তিবিনোদঠাকুরের কৃপার পাত্র হইতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের গৌর-সুন্দরের পাদপদ্মদর্শন-বিরহ-বেদনা সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে বর্ত্তমান ও বর্দ্ধনশীল। তাঁহারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপার কাঙ্গাল। যাহাদের এ সংসার ভাল লাগে, যাহাদের কর্ম্ম-জ্ঞানানুশীলন, তর্ক-বিবাদবিসম্বাদ, পরচর্চ্চাদি কার্য্যে দক্ষতা খুব বেশী কিন্তু গৌড়ীয়গণের একমাত্র প্রীতিবিধান যদ্দ্বারা হয় সেই কৃষ্ণ-রতির একেবারেই অভাব তাহাদিগকে সাধু ও শাস্ত্র 'শব' আখ্যা দিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তিহীন জীবের সমস্ত চেষ্টা প্রাণহীন শবের লোক-রঞ্জনহেতু মণ্ডনের ন্যায় বৃথা। প্রভুপাদের যাহাতে সন্তোষ, তাহাই যদি অনুষ্ঠিত না হইল, তবে বৃথাই থাকিলাম, চৈতন্যলাভ হইল না। প্রভুপাদের সন্তোষ কিসে হয়? তাঁহার বাণীই তাহার প্রমাণ। (গৌ ১৬শঃ খঃ ৩৯ সংখ্যা) "ভগবানের চরণে

অকপট দৃঢ়তা বিশ্বাসই প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাঁহাদের অকপট দৃঢ়বিশ্বাস রহিয়াছে তাঁহাদের সেবা করা দরকার। আমরা কোনদিন মরিয়া যাইব তাহার স্থিরতা নাই। আমরা জগতে ছোটবড় সর্ব্বপ্রকার অভিমান ভুলিয়া যেন শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুর পাদপদ্মের নিত্য-রেণুরূপে নিত্য অবস্থান করিতে পারি। শ্রীরূপরঘুনাথাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা-ব্যতীত কখনও মূলতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না। মহতের পদরজে অভিষিক্ত হইতে না পারিলে অর্থাৎ তাঁহার ঐকান্তিক ভৃত্য না হইতে পারিলে কখনও জীবের নিস্তার নাই। 'I should have no other ambition than to be the transcendental Dust of Sree Rupa Goswami Prabhu only'. শ্রীরূপের আনুগত্যের দ্বারাই অভিধেয়াধিদেবতা শ্রীগোবিন্দের কৃপালাভ হয়। নিষ্কিঞ্চন ভক্তের পাদপদ্মধূলিকে মুকুট করিতে না পারিলে আমাদের সকলই অসুবিধা হইবে। কৃষ্ণভক্তের বিশেষ প্রিয়পাত্র না হইতে পারিলে মায়া আমাদিগকে সংসারকূপে ফেলিয়া দিবে।"

প্রভুপাদ এ জগতের রূপরসাদি বিষয়-ভোগ বা ত্যাগে ব্যস্ত হইয়া দম্ভ করিয়া জীবনযাপন করিতে তো উপদেশ দেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—"জাগতিক জ্বালা-যন্ত্রণা আমাদিগকে এই যে এত চঞ্চল করিয়া ফেলিয়াছে তাহা সত্ত্বেও কেন আমরা ভগবানের চিন্তা করি না। এমন দিন কি আমাদের আসিবে যেদিন আমরা জগতের বন্ধন হইতে মুক্তি পাইব? ভগবান্ যে আমাদের নিত্য আশ্রয় সেই বিচার তো আসিল না। সেই বিচার না আসা পর্য্যন্ত যে আমাদিগকে এই অনিত্য সম্বন্ধে ব্যস্ত থাকিতে হইবে। ত্রিতাপে তাপিত হইয়াও যদি আমাদের বুদ্ধির উদয় না হয়, তাহা হইলে কি প্রকারে আমাদের সদ্গতি হইবে? শ্রীনিত্যানন্দের করুণা ব্যতীত তত্ত্ব-বিচার পাওয়া যাইবে না। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের পাদপদ্মই আমাদের একমাত্র ভরসা। স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব, কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ বস্তু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আকর্ষণে এই ঘোর সংসার হইতে মুক্তি পাইব। যে কাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবা-বিমুখ থাকি, সেইকাল পর্য্যন্তই সংসার। কবে কৃষ্ণের কথা চিন্তা করিতে করিতে ভোগ ও ত্যাগের কথা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভক্তিরসে মগ্ন হইব? যাহারা গুরু-বৈষ্ণবানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষবাদী হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা অধোক্ষজের সেবা করে না।"

এই সমস্ত বাণী শ্রবণ বা ইহার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া যদি চর্ম্মচক্ষু ও জড়বিজ্ঞানজ মনোধর্ম্মের দ্বারা সাদা কালা দেখিয়াও বৈষ্ণবকে বুঝিয়া লইয়াছি মনে করিয়া তৃপ্ত হইয়া দাম্ভিক হইতে থাকিলাম তাহা হইলে আমার দ্বারা বিন্দুমাত্রও প্রভুপাদের সন্তোষ বিহিত হয় নাই ইহা জানা উচিত কি না? কখন গৌরসুন্দরের, পঞ্চতত্ত্বের, যোগমায়ার কৃপায় যোগপীঠের দর্শন হইবে, কবে মহাপ্রভুর প্রসাদ আমাকে অকিঞ্চন জানিয়া আমাকে আত্মসাৎ করিবেন, এই আকাঙ্ক্ষা বা বিরহ-ব্যাকুলতা যদি আমার হৃদয়কে অহর্নিশ দ্রব না করে, যদি রূপরঘুনাথাভিন্ন পূর্টসুন্দরদ্যুতি-সম্বলিত, সমস্ত জীবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার বিষয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-পদ্মনখজ্যোতি-সন্দর্শনলালসা, এই মায়ার কারাগার পরিত্যাগের তীব্র আর্ত্তি যদি সর্ব্বক্ষণ হৃদয় অধিকার করিয়া না থাকিল, তবে তো মৃত, অচেতন আমার দ্বারা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের বিন্দুমাত্র প্রীতি বিহিত হইল না, হায় হায়, আমার জীবন তো বৃথা যাইতেছে! কেন এরূপ হয়? তৃপ্ত হ'য়ে থাকিতে পারি কেন? 'আমি কৃষ্ণদাস' এই অভিমান আবৃত হইলেই আমাদের এ সংসারে থাকিতে ভাল লাগে, যদি বৈষ্ণব ঠাকুরই আমার একমাত্র ভরসা এই সম্বন্ধজ্ঞান হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক থাকিত—তবে তাঁহার অদর্শনেও প্রাণধারণ করা নিতান্ত অসহনীয় হইত। আমার জড় অভিমানটি তো প্রবল। তাইতো তাঁ'দের সাক্ষাৎকার না হওয়াতেও আমার কিছু ক্ষতিবোধ হ'চ্ছে না। বৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপাই বিমুখ বিষয়ান্ধ আমার একমাত্র সম্বল। তিনিই— 'আমি তো তোমার জন' এই সম্বন্ধজ্ঞানের কথা ব'লে প্রাণ-সঞ্চার করেন, তিনি জীবে কৃপা সঞ্চার ক'রে 'কৃপার' কাঙ্গাল করেন, অবশেষে তাঁহাকে তাঁহার প্রাণারাম গৌরসুন্দরকে পর্য্যন্ত দান করেন। এই আমার বড় ভরসা।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

তিনি যে পঞ্চতত্ত্ব, প্রভুপাদ, শ্রীগৌর-ধাম দিতে পারেন তাহা তাঁহার বাণী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, তিনি প্রকট প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে শরণাগত অকিঞ্চনকে শক্তিসঞ্চার করিয়া বাঁচাইতে-ছেন, ইহা শরণাগত তাঁহার উচ্ছিষ্টভোজী অযোগ্যতম কিঙ্করকিঙ্করগণ শেষনিঃশ্বাস-টুকু থাকা পর্য্যন্ত উচ্চকণ্ঠে বলিতে বিরত হইবে না, বিরত হইতে পারেন না। আচার্য্যের এই করুণা আধ্যাক্ষিক-গণের বোধের বিষয় নহে, যেহেতু অবিশ্বাসই তাহাদের ব্যবসায়ের মূলধন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদের রাধিকামাধবাশা প্রদান করিতে-ছেন, তিনি আমাদিগকে নিত্যানন্দ প্রদান করিতেছেন, ইহা প্রত্যেক নিষ্কপট শরণাগত কৃপাপ্রার্থীর উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই—(গৌঃ ১৭শ বর্ষ ৩৫ সংখ্যায়) তিনি বাণীদ্বারে যে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন তাহা এই—

"প্রভুপাদের জন্য তীব্র বিরহবোধ সর্ব্বক্ষণ হওয়া দরকার। শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে যাইবার জন্য লোভ হওয়া দরকার। লোভ হইলেই বিরহবোধ হয়। শ্রীল প্রভু-পাদ অপ্রকট-প্রকাশে কি ভাবে কৃষ্ণসেবা করেন, সমস্ত গুরুবর্গ অপ্রকট-প্রকাশে আছেন, তাঁহাদের সাথে তিনি কি ভাবে কোন্ লীলা করিতেছেন, তাহা জানিবার জন্য একটা তীব্র আর্ত্তি হওয়া দরকার। "কাহাকেও না জানাইয়া গোপনে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অকৈতবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তীব্র আর্ত্তি জানাইতে পারিলে তাঁহার (প্রভুপাদের), সকল গুরুবর্গের ও পঞ্চতত্ত্বের দর্শন হইবে, শ্রীধাম তাঁহার আবরণ মুক্ত করিবেন। তখন নিজেকেও দেখা যাইবে। যে স্থানে শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীমহাপ্রভু থাকেন, সেখানের দর্শন হইবে। তখন আর কান্নাকাটি, দল বা বিবাদবিসম্বাদ দেখব না। তখন ধাম আমাকে দেখিবেন, ধামের প্রত্যেক ধূলিকণাই আমাকে দেখিবেন, গ্রহণ করিবেন—আমি ধামের বস্তুকে অর্থাৎ বৈষ্ণবকে ভোগ করিব না। অকৈতবে অতিগোপনে প্রচুর অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া প্রভুপাদের নিকট হরিনামে রুচির জন্য আবেদন জানাইতে হবে।"

ইঁহারা সকলেই ব্রজবাসী, ধামবাসী, দেখুন তাই কেবল আমাদিগকে ব্রজে, ধামে লইয়া যাইবার জন্য, ব্রজবাসী গুরুবর্গের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য আর্ত্ত হইতে বলিতে-ছেন, ধামে যাবার জন্য ব্যাকুল হ'লেই তাঁ'দের আনন্দ। আর সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া বহুই activity দেখান যাউক্ না কেন, তাঁ'রা অত্যন্ত দুঃখিত হন, ইহা অত্যন্ত সত্য কথা। তাই কবে প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে উপনীত হ'ব, এই আশায় অনুক্ষণ 'কৃপা করি তোল মোরে বলে, কৃপা অসি ধরি বন্ধন ছেদিয়া পড়িতে করহ দাস।' 'কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর। সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হউ দূর॥' 'কৃপা করি কর' মোরে পদধূলিসম। তোমার সেবক করো' তোমার সেবন॥" এই সমস্ত বাণী হৃদয়ে ধারণ ক'রে ক্রন্দন ক'রতে ক'রতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযোগ্য ভৃত্যরূপে—ধূলিরূপে স্থান লাভ ক'রবো, এই আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়কে সর্ব্বক্ষণ সমগ্রভাবে অধিকার করুক, ইহাই গৌরসুন্দরের শ্রীচরণে একমাত্র প্রার্থনা। গৌরসুন্দরের কৃপা হ'লে তবে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে রতি হয়, আবার শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় সপরিকর শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সাক্ষাৎ সেবা লাভ হয়। তাই কবে বিষয় ছাড়িয়া শুদ্ধমনে শুদ্ধসম্বন্ধজ্ঞানে গৌরবনে ব্রজবন ও ব্রজবনে গৌরবনের অনুভূতিতে গৌরনিত্যানন্দের সেবা লাভ ক'রবো—এই আশায় যেন সর্ব্বদা জাগ্রত-চেতন থেকে গুরুগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে প'ড়ে ক্রন্দন ক'রতে পারি—

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদছায়া॥
পতিতের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে॥

গুরুদেব,

আমি তো তোমার জন।
আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন
শ্রীচরণে দেহ স্থান॥

চট্টগ্রামে প্রচার

গত ১৪ই এপ্রিল শুক্রবার শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী চৈতন্যমঠাশ্রিত কতিপয় ভক্তসমভিব্যাহারে চট্টগ্রামের কিরিঙ্গিবাজার রোডস্থিত মিসেস্ এস্, বি, মুখার্জ্জী লেডী ডাক্তার মহোদয়ার বাসভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মহাত্মা অম্বরীষ মহারাজের প্রতি ব্রহ্মশাপ বিষয়ে কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে জীবের সর্ব্বকালে একমাত্র হরিকীর্ত্তনই শ্রেয়ঃ, অন্য কোন প্রকারে জীবের সর্ব্বোত্তমা গতি লাভ হইতে পারে না ইত্যাদি বিষয় বহু শাস্ত্র-প্রমাণমুখে সরল প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সমবেত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদিগের আনন্দবিধান করিয়াছেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত নাম সমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত বাবু গঙ্গাদাস সেন, এম, এ, বি এল, উকীল, শ্রীযুত উপেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার, এম, বি ডাক্তার, শ্রীযুত রজনীকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র রক্ষিত, কবিরাজ শ্রীযুত শশীভূষণ সেন, শ্রীযুত যশোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী।

পাঠের আদি ও অন্তে ভক্তিশাস্ত্রীজীর সুমধুরকণ্ঠে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

সাধুসঙ্গ সাধুসেবা সকলশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন মায়াপুর, কাজন্দ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর; তদ্‌সন্নিকটে শ্রীচৈতন্যমঠ ...। [illegible]

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] কলিকাতায় শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর শ্রীমঠে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, মহাপ্রভুর বৈষ্ণবগণের শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ভারতীয় পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)। এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)। গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)। শ্রীনারায়ণীর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বালিয়াটী-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সরিষাবাড়ী, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।২৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নৈমিষার, সীতাপুর, ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) রাধাকুণ্ড-কুঞ্জকুটীর

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দেশ্বর বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—পেশোয়ারী

পোঃ [illegible], জেলা গুরদাস (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১২নং কুতুব রোড, নই দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রী [illegible] সেবা

(৫১) ব্রহ্মগৌড় গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী [illegible]-গিরিধারীর সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠ

আঠারনালা, পোঃ পুরুষোত্তম, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) প্রিয়নাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ নবরঙ্গপুর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) [illegible] মঠ

চিকনিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) অলালী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অলালী, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ আমলাজোড়া (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চেতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ চন্দনগর, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০।১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ষ্ট্যাড নং ২

৫১, [illegible]

ব্ল্যাণ্ডন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-[illegible]-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০	।০	
ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	১।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
এক কলম ৪০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্ব ও উত্তর দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বাদ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতি [illegible] হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; গ্রন্থারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি [illegible] উপোদ্ঘাত ও গ্রন্থশেষে একটি বিস্তৃত সূচী, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-লোক ও পয়ার সূচী [illegible] সংযোজিত হইয়াছে। প্রথমে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] বাঁধাই [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ, [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক গদ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] পরিচালিত [illegible]। [illegible] আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য [illegible]

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদ্যার্থী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন্‌,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এত এক অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রী[illegible]-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি [illegible] প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী [illegible] গোস্বামী [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা ইঁহার [illegible] 'গৌড়ীয়' [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] পাওয়া যাইবে। [illegible] ও লোকের

" শ্রী কৃষ্ণচৈতন্য "

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম্-এ মহোদয়ের গ্রেষণাবেশণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ত্রিশ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ঢাকার গৌড়ীয়মঠ, আরমানিটোলা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রচারাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অনুজ্ঞায় সর্ব্ববিদ্যাসাগিত্যে সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তথাগত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় নিশ্চয়ই ইহার কার্য্যকরিতা অতীব আশ্চর্য্য। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৫৫	১০-৮	১৪-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৭-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২০	৯ ১৬	১০-৩	১১-৪১		১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১
ছাঃ	৬ ২৬	৭-১৮	১০-১১				১৬ ৫৬	১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬				১৭ ৩১	
(বদল) ছাঃ			১১ ০				১৭-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৬০	১৮-১	(শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬

পোঃ- শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৩ই বৈশাখ, ১৩৪৬, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার [৪১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::○::—

নদীয়ার গ্রামে অগ্নিকাণ্ড

নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার নিকটস্থ গোপালনগর গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৬০ খানি গৃহ ভস্মীভূত হয়। উহার ফলে বহু লোক গৃহহীন হয়। বর্দ্ধমানের নিকট বালিয়া গ্রামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৭ জন লোক গৃহহীন হয় এবং বহু সম্পত্তি ও কয়েকটি গোলাঘর বিনষ্ট হয়।

—

চীনাবাহিনীর ব্যাপক আক্রমণ

জনৈক চীনা সামরিক মুখপাত্র দাবী করিয়াছেন যে, চীনা বাহিনী বিগত দুই দিনে ৩০টির অধিক সহর অধিকার করিয়াছে; তন্মধ্যে অনেকগুলি সহরের সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী। তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতি যে সব যুদ্ধ হইয়াছে, তাহার ফলাফল দেখিয়া চীনারা তাহাদের সাফল্য সম্পর্কে অনেকটা আশান্বিত হইয়াছে। তবে ব্যাপকভাবে আক্রমণ সুরু করার ঠিক সময় এখনও আসে নাই। তিনি বলেন, চীনাদের উদ্দেশ্য হইতেছে, জাপ-সৈন্যগণকে বিশেষ করিয়া তাহাদের প্রধান বাহিনীকে পার্ব্বত্য অঞ্চলের মধ্যে এমন স্থানে লইয়া আসা যেখানে তাহাদের উন্নত ধরণের অস্ত্র-শস্ত্র কোন কাজে আসিবে না এবং তখন তাহাদের উপর তীব্রভাবে আক্রমণ সুরু করা।

—

জাপবাহিনীর দাবী

যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রেরিত একটি সংবাদে জাপসামরিক কর্তৃপক্ষ দাবী করিয়াছে যে, তাহারা চীনাদের অভিযান ব্যর্থ করিয়া বর্ত্তমানে পশ্চিম এবং উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে। আনপে অধিকার করার পর জাপ-বাহিনী ইনান পর্ব্বত-শ্রেণী পর্য্যন্ত চীনাসৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করে। আনপে পাওটাওর ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

—

চীনা সৈন্যবাহিনীর সাফল্য

চীনাদের সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, ২৩শে এপ্রিল তারিখ হইতে চীনারা নানকিং—চিংকিয়াং অঞ্চলে জাপানীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চালাইতেছে।

—

ই বি রেলের চলন্ত ট্রেণে চুরি

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের কুমেরঘাট ষ্টেশনের নিকট চলন্ত ট্রেণে দুঃসাহসিক চুরির ফলে নগদ ও অলঙ্কারাদি ৭ শত পরিমিত টাকা অপহৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত বি চক্রবর্ত্তী এবং তাঁহার পত্নী চট্টগ্রাম মেলে সিলেট যাইবার সময় ট্রেণে একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় ঘুমাইতেছিল। সেই সময় দুর্বৃত্তকারী ঐ কামরায় প্রবেশ করিয়া নগদ ও অলঙ্কার পত্র অপহৃত করে। সাড়া পাইয়া শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী জাগরিত হন ও চোরটিকে ধরিবার চেষ্টা করেন। লোকটি কুমেরঘাট ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া চম্পট দেয়।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী আসাম বেঙ্গল রেলের ইঞ্জিনীয়ারের আফিসের চীফ ক্লার্ক। ঘটনা সম্বন্ধে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

—

বিহার ব্যবস্থা পরিষদ

বিহার ব্যবস্থা পরিষদের মুলতুবী অধিবেশন ২৪শে এপ্রিল সোমবার হইতে পুনরায় আরম্ভ হইবে এবং প্রাত্যহিক অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশনে বহু বিল আলোচিত হইবে।

সাধারণ বিক্রয় বিল, বিহার কোর্টস অব ওয়ার্ডস সংশোধন বিল, ছোটনাগপুর কোর্টস অব ওয়ার্ডস সংশোধন বিল, মুসলিম ওয়াকফ বিল, মার্কেট ও ব্যবসায় বিল। এই বিল সম্পর্কে এই যে পর্য্যন্ত তদন্ত সংগ্রহ করা হইবে। মোটর স্পিরিট ট্যাক্স বিল, পাণ্ডুলিপি ছাপন বিল, কৃষি আয়কর সংশোধন বিল, সেচ বিল (দ্বিতীয়) ও অর্ডিন্যান্স সম্পর্কিত সংশোধন বিল—পূর্ব্বেই পেশ হইয়াছিল। বর্ত্তমান অধিবেশনে এই সব বিলের আলোচনা শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

কলিকাতায় আসন্ন নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন এবং বৃন্দাবনে (চম্পারণ) গান্ধী সেবাসঙ্ঘের সম্মেলনের জন্য মাঝে মাঝে স্থগিত থাকিতে পারে। ইহাতে যে মাসের শেষ পর্য্যন্ত অধিবেশন চলিবার সম্ভাবনা। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের ১৫ই মে হইতে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত রাঁচি যাইবার পরিকল্পনা কার্য্যকরী নাও হইতে পারে।

—

বিহার কৃষি আয়কর আইন

প্রকাশ, পাটনার মহারাজ শ্রীযুক্ত বিশ্বনারায়ণ সিংহ পাটনার কালেক্টরকে জানাইয়াছেন যে, তিনি পাটনা কোর্টে এই মর্ম্মে এক মামলা আনিবেন যে, ১৯৩৮ সালের কৃষক আয়কর আইন রচনা করা বিহার ব্যবস্থা পরিষদের পক্ষে অবৈধ এবং সেই হেতু তাঁহার এবং তাঁহার জমিদারীর উপর উহা প্রযোজ্য নহে, এই মর্ম্মে আদালত হইতে ঘোষণা করা হউক।

—

ফরাসী সরকারের তোড়জোড়

মন্ত্রিসভা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে কয়েকটি নূতন বিধান জারী করা হইয়াছে তাহার একটিতে বলা হইয়াছে যে, ফ্রান্সের পশ্চিমে মার্সেলকেন্দ্রিক বন্দরে একটি নূতন নৌঘাঁটি নির্ম্মাণ করা হইবে। উক্ত বিধানে গবর্ণমেণ্টকে প্রয়োজনীয় জমি দখল লইবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং সামরিক লাইসেন্স ব্যতীত কোন ব্যক্তি উক্ত এলাকায় নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না বলিয়া বলা হইয়াছে।

—

জার্ম্মাণী ফিনল্যাণ্ডের বন্ধু

জার্ম্মাণীর প্রশ্নের উত্তরে ফিনিশ গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণ দূতকে জানাইয়াছেন যে জার্ম্মাণী ফিনল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ করিবে বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করেন না।

—

ক্ষুধার তাড়নায় সন্তান বিক্রয়

টেকপাড়া গ্রাম হইতে একটি ছেলে বিক্রয়ের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, চারিদিন উপবাসে থাকার পর উক্ত গ্রামের ইমান শেখ ক্ষুধার জ্বালায় তাহার একটি নাবালক পুত্রকে পাঁচ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরত্নে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অত্যাশ্চর্য্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনারত্নাকর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে ভক্তির অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী গোস্বামী পরিব্রাজক গোস্বামীপাদ-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৪৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আন্দুর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। মুক্তিকর্ণামৃত গৌরগোবিন্দঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী-প্রবাদ
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵০
৪৯। অর্চ্চনবিধি ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভজনামৃত বা নামানামাপরাধ ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (অন্বয়াদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩ সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। স্তবরত্ন ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। শারণাগত্যম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বৈষ্ণবিজম ।০
৭০। ব্রহ্মতত্ত্ব ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবিজম
৭৫। গোল্ডেন গৌড়ীয়াজ ইন জুইক
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইম্পোরিক্যাল ফিলজফী এণ্ড আবদনালসেন্ট ফিলোসফি
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৫শ বর্ষ { ২৩ মধুসূদন ৪৪৩ গৌরাব্দ, ১৩ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ২৭শে এপ্রিল ইং ১৯২৯, বৃহস্পতিবার } ৯৫শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

---::(*)::---

শ্রীল আচার্য্যদেব

পরমকরুণাময় মহামহাবদান্য জগদ্গুরু পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ২৩শে এপ্রিল রবিবার সন্ধ্যায় তিনি অর্চ্চা, অর্চ্চাবাসী, বৈভব, ব্যূহ ও পরতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তৃতভাবে কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দ সকলেই পরমোপকৃত ও পরমানন্দিত হইতেছেন।

শ্রীধামে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ নদীয়া জেলার অন্তর্গত হংসক্ষেত্র ও শিবনিবাস প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ২৩শে এপ্রিল সন্ধ্যায় আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গ পাইয়া মঠবাসী ভক্তবৃন্দ সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন।

বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রায় একপক্ষকাল শিলচর প্রভৃতি স্থানে প্রবল উৎসাহে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার হরিকথা-প্রচারে তথায় একটা বেশ সাড়া পড়িয়াছে। গত ২৬শে চৈত্র ভক্তিশাস্ত্রীজীকে অগ্রণী করিয়া শিলচর হরিসভা-প্রাঙ্গণ হইতে একটী বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া শিলচর সহরের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করেন। শোভাযাত্রায় আবাল-বৃদ্ধ বনিতা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। বিচিত্র বর্ণের পতাকা, খোল, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যসংযোগে এরূপ বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ইতঃপূর্ব্বে এই সহরে আর দৃষ্ট হয় নাই। সহরের পথিপার্শ্বস্থ গৃহ হইতে সকলেই নির্ণিমেষনয়নে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলেন। তথাকার হৃদয়বান্ জনগণের শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাস্তবসত্যবাণী প্রচারে সহানুভূতি দেখিয়া আমরা সকলে পরমানন্দিত।

শ্রীল আচার্য্যদেবের একনিষ্ঠ সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ ব্রজসুন্দর দাসাধিকারী বি-এ মহোদয় বর্ত্তমানে কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ শিলচর সহরের নানাস্থানে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার আচার্য্যচরণে দৃঢ় সেবা-নিষ্ঠা দেখিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ সকলেই প্রীত হইয়াছেন। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি, যেন তাঁহার শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে উৎসাহ আরও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

মঙ্গল-বরণ

সময়ে অমরজ্যী

তীর, স্রোত আদি করি যত অতিরথ
তিমিঙ্গিলপরিপূর্ণ দুরন্ত দুস্তার
ভয়াবহ দুর্দ্দৈবের সাগর বিশাল।
যাঁহার চরণতরী করিয়া আশ্রয়
দুস্তরে পাণ্ডবগণ অতি অবহেলে
গোষ্পদ সলিল সম কালসিন্ধু সেই
অতিক্রমি পারে গেলা উচ্চারে নিশান
গাহি কণ্ঠে নিরবধি বাসুদেব জয়।
নানামতবাদ-নক্র-পরিপূর্ণ ধরা
মায়া ঘন অন্ধকারে কলি বিসবাদে
আমরাও গুরুপদ করিয়া আশ্রয়
বিশ্বমাঝে সর্ব্বস্থানে করিব উড্ডীন
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গবাণী বিজয় নিশান
গাহিব আচার্য্যজয় কোটিকণ্ঠে মেলি
জয় শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্য বাসুদেব জয়।
পার হব দুস্তাপূর্ণ সংসার-সাগর
কৃষ্ণ বলি ছুটে যাব গুরুপদপুত
দলিয়া সকল বাধা আচার্য্য কৃপায়।
কক্ষচ্যুত হয় যদি রবি-শশি-তারা
স্থানভ্রষ্ট হয় যদি জ্যোতিষ্কনিচয়
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি বাধা দেয় মোরে
প্রলোভিয়া কত্তলে বিবিধ-দেবেন্দ্রের পদ
টলিব না, নড়িব না, গুরুসেবা
হ'তে একতিল।
দুর্ল্লভ ক্রুকৃতি যেন দুষ্ট মন।
তাহে আছে বিপত্তি ভীষণ
কিন্তু মন নিষ্কপটে গুরুপদে লইলে শরণ
অনায়াসলভ্য হবে ভকতি রতন।
কুহকী মায়ার গান শুনিব না কাণে
বাজায়ে বিজয়ডঙ্কা আচার্য্যের নামে
সাধুসঙ্গে ছুটে যাব গোকুল নগরে।
ফেরিব নিখিল দেশে চৈতন্যের মহামহোৎসব
পরমকরুণাময় আচার্য্য কৃপায়।
নতুবা অসৎসঙ্গে হবে চির-
অন্ধকার নিরয়ে পতন
পরমকরুণাময় হে আচার্য্যদেব!
শ্রীচৈতন্যসরস্বতী শির বাসুদেব
শ্রীচরণধূলি করি রাখ দীনে করুণা বিতরি।

ভক্তবৈষ্ণবকৃপাবিন্দুপ্রার্থী
শ্রীভক্তিসৌরভ দাস

পাটনায় প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ২২শে এপ্রিল শনিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় মিঠাপুরস্থ মিঃ সরযূপ্রসাদ শ্রীবাস্তব মহোদয়ের গৃহে হরিকীর্ত্তন করিতে গমন করেন। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, দশাবতার স্তোত্র, "যশোমতী নন্দন" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ পত্তপালপঙ্কজভৃঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিপ্রদীপ প্রভু শ্রীমদ্ ভাগবত হইতে "প্রহ্লাদ উপাখ্যান" পাঠ ও সরল হিন্দি ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু শিক্ষিত বাঙ্গালী ও বিহারী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। উক্ত শ্রীবাস্তব মহোদয় বিভিন্ন প্রকারে শ্রীমঠের সেবা করিয়া থাকেন। পাঠের পর "ভজহুঁ রে মন" ও "মহামন্ত্র" কীর্ত্তন হয়।

"ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্ত এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্ত নানাপ্রকার অসুবিধা এই প্রপঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ গুলিই আমাদিগের মঙ্গলের কারণ জানিয়া আমরা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন তাঁহারাই ধন্ত। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎ-কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ মধুসূদন আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

রাবণ সীতার দর্শনই পায় নাই

আমরা শাস্ত্রে যে সীতাহরণের কথা শুনিতে পাই, তাহা মায়িক—অসত্য। শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ নারায়ণের অবতার। তিনি কোন দেব বা মনুষ্য নহেন, তিনি শক্তিমান্—বিষ্ণু। শ্রীসীতাদেবী ভগবান্ রামচন্দ্রের স্বরূপশক্তি, সুতরাং তাহা হইতে অভিন্ন। তিনি অপ্রাকৃত বস্তু। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।' প্রাকৃতচক্ষে অপ্রাকৃত দর্শন হয় না, সুতরাং দশানন রাবণ অপ্রাকৃত সীতাদেবীকে স্পর্শ ও হরণ করা ত' দূরের কথা, তাঁহার দর্শনও পায় নাই। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা—চিদানন্দমূর্ত্তি।
প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে তাঁ'রে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কার্য্য আছুক না পায় দর্শন।
সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ॥
রাবণ আসিতেই সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর॥

শ্রীরামচন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীসীতাদেবীও পরমেশ্বরী। ভগবান্ রামচন্দ্র যে যে বিশিষ্ট প্রকার লীলা সম্পাদন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, স্বরূপশক্তি শ্রীসীতাদেবীও তাঁহার সহায়কারিণী হন। তাই সীতাদেবীকে হরণ করিতে রাবণ তাঁহার সম্মুখে আসিলে সীতাদেবী নিজ মায়া-প্রতিকৃতি রাবণের অগ্রে স্থাপন করিয়া কৈলাসে গমন করেন ও তথায় হরগৌরী কর্ত্তৃক অর্চ্চিতা হন।

আমরা কূর্ম্মপুরাণ-পাঠে জানিতে পারি, সীতা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অগ্নি ছায়া সীতা প্রস্তুত করিলেন। দশগ্রীব রাবণ সেই ছায়াসীতা হরণ করিয়াছিল; মূলসীতা বহ্নিপুরে রহিলেন। রামচন্দ্র যখন পরীক্ষা করেন, তখন ছায়াসীতা বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন; অগ্নিদেব মূলসীতাকে আনিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলেন। এসম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

পতিব্রতা-শিরোমণি জনকনন্দিনী।
জগতের মাতা সীতা রামের গৃহিণী॥
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ।
রাবণ হৈতে অগ্নি সীতা কৈল আবরণ॥
মায়াসীতা রাবণ নিল শুনিল আখ্যানে।
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে॥
সীতা লৈয়া রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে।
মায়াসীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে॥
রঘুনাথ আসি যবে রাবণে মারিল।
অগ্নিপরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল॥
তবে মায়াসীতা অগ্নি কৈল অন্তর্দ্ধান।
সত্য সীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান॥

সীতা স্বয়ং চিদানন্দমূর্ত্তি। তাঁহাকে স্পর্শ ত' দূরের কথা তাঁহাকে দর্শন করিবার শক্তিও এজগতের কাহারও নাই। সুতরাং রাবণ যে তাঁহার চিদাকৃতির ছায়াস্বরূপ মায়াসীতাই হরণ করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

রুচি—হ্লাদিনীর কণা। রুচিমার্গই ভক্তিবিনোদ অন্বোদয়ধারার সন্ধান প্রদান করে—কৃষ্ণপাদপদ্মে লইয়া যায়। সজাতীয়াশয় স্বরূপের আশ্রয় লইতে হইবে—ভক্তিবিনোদধারা আশ্রয় করিতে হইবে, তদ্ব্যতীত শুদ্ধভক্তিপথের অনুসরণ হইবে না। ভক্তিবিনোদধারার আশ্রিত যাঁহারা, তাঁহাদের ভক্তিবিনোদ-ধারাশ্রিত লোক দেখিলে আপনা হইতেই প্রীতির উদয় হইবে। বিবাহিত ভগ্নী তাহার ভ্রাতাকে কখনও না দেখিলেও পিত্রালয়ে আসিয়া তাহার ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য যেরূপ স্বতঃস্ফূর্ত্তি লাভ করে, নিজের লোক দেখিলেই প্রীতির উদয় হয়, সেইরূপ সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ সাধুতে প্রীতি স্বাভাবিক। যেখানে তাহার অভাব, সেখানে আত্মীয়তা-বিচারে কোন না কোন বিপর্য্যয় অবশ্যই উদিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

'গুরুদেবের আমি' বিচারাভিমানই প্রকৃত তৃণাদপি ভাব। জগতের লোকের চিন্তাধারার সঙ্গে dovetailed হইতে গিয়া—তাহাদের নিকট তৃণাদপি সুনীচতা দেখাইতে গিয়া তাহাদের বহির্ম্মুখতার—শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বিচারের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে হইবে না। জগতের লোক আমাকে তাহাদের সমশ্রেণীর জানিতে পারিয়া আমাকে দাম্ভিক বলে বলুক। তাহাদের নিকট ভাল হইতে গিয়া তাহাদের ভক্তি-বিরোধী আচার-বিচারে ditto (সায়) দেওয়া কখনও আত্মমঙ্গলের বিচার নহে। আমার বিচার হইবে আমি "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"। এই প্রতিষ্ঠানিষ্ঠাই আমার সর্ব্বক্ষণ বলবতী থাকা আবশ্যক। তাহা হইলেই বিপজ্জালে জড়িত হইতে হইবে না, ভক্তিবিনোদধারা ছাড়িতে হইবে না। গুরুদেবের নিকট দীক্ষার অভিনয় করিলেই যে তিনি গুরুদেবের ধারার আশ্রয় লাভ করিলেন, তাহা নহে।

হরিকথা-প্রসঙ্গ

(মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার)

হরিকথা বলিতে হরিসম্বন্ধিনী কথা বুঝাইয়া থাকে। হরিজন অর্থাৎ সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-মহাজনের কথাও হরিকথা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ" অর্থাৎ হরি সাক্ষাৎ নির্গুণ বস্তু; সুতরাং হরিসম্বন্ধি বা হরিজনসম্বন্ধি কথাও নির্গুণ কথা। কোনও কোনও অক্ষজ-জ্ঞানদৃপ্ত সম্প্রদায়ের বিচার এই যে, নির্গুণ বস্তুর সম্বন্ধে কোন কথাই বলা যাইতে পারে না। যাহা কিছু বলা হইবে সকলই অসম্পূর্ণ ও ভুল, সুতরাং অনর্থক। এ সম্বন্ধে কথা না বলিয়া চুপ্ করিয়া ধ্যান-জপাদি সাধনভজন করাই ভাল।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি শ্রুতির বাক্য দ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, হরি বা নির্গুণ বস্তু কীর্ত্তনীয় হইতে পারেন না। ইহার দ্বারা সারগ্রাহী অধোক্ষজ সেবোন্মুখ হরিজনগণ জানেন যে, শ্রীহরি ভোগোন্মুখ জড় ইন্দ্রিয়ের কীর্ত্তনীয় বিষয় নহেন, কিন্তু শ্রীহরি সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয় জিহ্বাদির সাহায্যে কীর্ত্তনীয়। এই বিষয় লইয়া একদিকে যেমন অক্ষজজ্ঞানদৃপ্ত মুমুক্ষু মায়াবাদি-সম্প্রদায় ভ্রমে পতিত, তদ্রূপ অপরদিকে কর্ম্মজড়, স্মার্ত্তাভিমানী, কর্ম্মী প্রভৃতি বুভুক্ষু সম্প্রদায়ও অপর একপ্রকার ভ্রমে পতিত।

মায়াবাদি-সম্প্রদায় বিচার করেন যে, জগতের যাবতীয় বস্তুই ভ্রম-কল্পিত, অতএব ব্রহ্মও যদি সবিশেষ বস্তু হন, তাহা হইলে তিনিও জাগতিক বস্তুশ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া পড়েন; সুতরাং নির্গুণ বস্তুর সম্বন্ধে কোন কথা নাই, তাঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে তাহা সগুণ ব্রহ্মেরই কথা হইয়া পড়িবে। মায়াবাদিগণের এইরূপ বিচারের মূল—অক্ষজ বা ইন্দ্রিয়-জ্ঞান। জাগতিক অভিজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এরূপ সিদ্ধান্ত করেন,—শ্রুতির যথার্থ গ্রহণ করেন না। ইহার দ্বারা ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব বা বৃংহণত্বকে খর্ব্ব করা হইল। বৃহৎ বস্তু যে সর্ব্বশক্তিমান্ বা সর্ব্বশক্তির আধার, তাহা অস্বীকার করা হইল।

ব্রহ্মবস্তু তাঁহার অনন্ত, অসীম, অচিন্ত্য শক্তির বলে পরম নির্গুণ বস্তু হইয়াও সেবোন্মুখ শুদ্ধজীবের চিদাত্মায় তাঁহার নির্গুণ স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন এবং সেই শরণাগত সেবোন্মুখ জীব চিদিন্দ্রিয়ের সাহায্যে নির্গুণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন। ভগবানের অবিচিন্ত্য-শক্তিকে মাপিয়া লইবার প্রয়াস করেন বলিয়া অক্ষজজ্ঞানবাদি-সম্প্রদায় সাত্বতশাস্ত্র ও মহাজনগণ কর্ত্তৃক মায়াবাদি-সম্প্রদায় নামে অভিহিত হন। তাঁহারা অনন্তশক্তিসম্পন্ন ভগবান্‌কেও নিজ নিজ ক্ষুদ্র মাপকাঠির ছাঁচে ফেলিয়া ভগবানের অচিন্ত্যশক্তির কার্য্যাবলীতেও মায়ার বিবাদ উঠাইয়া থাকেন। এইরূপ বিচারের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধে কোনও কথা নাই, সগুণ ব্রহ্মের সম্বন্ধেই কথা। কিন্তু সাত্বত-শাস্ত্র বলেন, নির্গুণ হরিই সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয়—

তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ
নিত্যদা॥

(ভাঃ ১।২।১৪)

অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ একান্তভাবে ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষবাঞ্ছাশূন্য হইয়া ভক্তপালক ভগবান্ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও পূজা করা কর্ত্তব্য।

অপরদিকে অর্থকাম বা প্রাকৃত সাহজিকগণ মনে করেন,—শ্রীহরির বা শ্রীহরিজনগণের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-লীলা আমাদের জড়েন্দ্রিয় গোচর হইতে পারে। জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে অক্ষর উচ্চারণ করা হয়, তাহাই 'নাম', জড়েন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে-সকল কথা কীর্তন বা শ্রবণ করা হয়, তাহাই হরিকীর্তন বা শ্রবণ। ইঁহারাও বিষ্ণুমায়া-মোহিত হইয়া শাস্ত্রের যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন না—

'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।'

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়ের গোচর নহে; কিন্তু সেবোন্মুখ অপ্রাকৃত চিদিন্দ্রিয়ে সেই স্বপ্রকাশবস্তু স্বতঃই কৃপাপূর্বক স্ফুরিত হইয়া থাকেন।

যদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হরিকথা শ্রবণ বা কীর্তন করা যাইত, তাহা হইলে গ্রামোফোনে কোন হরিবিষয়ক কথার রেকর্ড লাগাইয়া শ্রবণ-কীর্তন করিলে গ্রামোফোনের বা ঐ সকল কথা শ্রবণকারীর মঙ্গল হইয়া যাইত। কিন্তু ঐরূপভাবে—

কোটি জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

দেহে আত্মবুদ্ধির সহিত বা ভোগোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে-সকল কথা হয়, তাহাতে 'হরি'—এই অক্ষরের বারংবার উল্লেখ থাকিলেও বা তাহা শাস্ত্রের কথা হইলেও প্রজল্প বা কাব্য, ইতিহাস, সাহিত্যের কথার ন্যায় হইয়া পড়িবে। নির্গুণ হরিকথা ভোগোন্মুখ ব্যক্তির নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন না। এজন্য দেখা যায়, ঐ সকল বিজ্ঞ ভোগী ব্যক্তি হরিকথার সেবা না করিয়া তাঁহার সাহায্যে কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া থাকে। এজন্যই ভাগবত ৭ম স্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ" শ্লোকে শরণাগত ব্যক্তিকেই হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনের যথার্থ অধিকারী বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

কর্মজড় ব্যক্তিগণের ধারণা এই যে, হরিকথার দ্বারা কখনও জীবের উপকার হইতে পারে না, ইহা কেবল কথার কথা বা লোককে ভোলা দেওয়া মাত্র। সুতরাং হরি-কথাদির আলোচনা করাইয়া দরিদ্রের সেবা, দেশের সেবা, দশের সেবা, সমাজের উন্নতি, পীড়িতকে ঔষধ-প্রদান, ক্ষুধার্তকে অন্ন-প্রদান, চাকা, যন্ত্র প্রভৃতি শিল্পকার্যের শিক্ষা-প্রদান করাই বিশেষ কর্তব্য। কারণ, তাহাদের যুক্তি এই—আগে বাঁচিয়া না থাকিলে হরিকথা শুনিবে কে? রোগ-শোক-কাতর ব্যক্তির কর্ণে কি হরিকথা পৌঁছে?

জগতের শতকরা নিরানব্বই জনেরও বেশীসংখ্যক লোক এই সকল কথার আদর করিয়া থাকেন। সূক্ষ্মদৃষ্টিপরায়ণ হইয়া বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায়, এই সকল কথার মূলে অসীম অপরিতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা লোল-জিহ্বা ব্যতীত আর কিছু নাই। এরূপ দেশ-সেবা, দশ-সেবা, সমাজ হিতৈষিতার মূলে নিজ-নিজ সুবিধার চেষ্টা প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া রহিয়াছে। ঐসকল কার্যে যদি নিজ-সুখ না থাকিত, আমি যদি ঐ দেশের দশজনের মধ্যে একজন না থাকিতাম, তাহা হইলে সেই দেশের বা সমাজের ঐরূপ উন্নতির জন্য আমার চেষ্টা হইত না। গভীর নদীর জল শুকাইলে তারপর নদী পার হইব,—এ আশা বিফল; নদীও শুকাইবে না, পারও হওয়া যাইবে না। দেশের উন্নতি করিয়া, খাওয়া-দাওয়ার সংস্থান করিয়া পরে হরিকথায় মনোনিবেশ করিব,—এ বিচারও তদ্রূপ।

খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করিলেই হরিকথা শুনিবার কাল হয় না, যদি তাহাই হইত, তবে সমস্ত ধনী বা অবস্থাশালী লোকই হরিকথা শুনিতেন। 'আগে উপসর্গগুলি কমাইয়া পরে মূল রোগ চিকিৎসা করা যাইবে, আগে গাছের পাতায় পাতায় জল সেচন করা যাউক, আগে বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আহার্যবস্তু প্রদান করা হউক'—ইহা বাতুলের প্রলাপমাত্র।

সুবিজ্ঞ চিকিৎসক সর্বপ্রথমে মূল রোগ অনুসন্ধান করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন, উত্তম মালী গাছের গোড়ায় জল সেচন করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি প্রাণেই আহার প্রদান করেন। এই জগৎটাই অভাব-অসুবিধার রাজ্য—বদ্ধজীবের জেলখানা; জেলখানায় আরাম, সুখ সুবিধা হাজার হাজার বৎসর চেষ্টা করিয়াও পাওয়া যাইবে না। যতদিন ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকিব, ততদিন এই অভাব-অসুবিধা থাকিবেই থাকিবে। কখনও সোনার খাঁচায় পরিবর্তন হইতে পারে, কিন্তু ভগবান্‌কে ভুলিয়া থাকা পর্যন্ত খাঁচা বা শৃঙ্খল দূর হইবে না। ভগবদ্বিমুখতা রাখিয়া দেশের উন্নতি, সমাজের উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা—কুকুরের লেজ সোজা করিবার মত বৃথা পরিশ্রম।

সারগ্রাহী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ পূর্বোক্ত ফলত্যাগী নির্বিশেষবাদী—মায়াবাদী বা বিষয়ভোগীর ঐরূপ পণ্ডশ্রমের কার্যে দুর্লভ মনুষ্য-জীবন নষ্ট করেন না; তাঁহারা বলেন,—

যথেচ্ছ ভবান্ ভবতু ভগবান্
পূর্বকর্মানুরূপম্।
এতৎপ্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি।
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

অর্থাৎ হে ভগবন্, পূর্বকর্মানুসারে আমার যাহা হয় হউক না কেন, আমার যেন তোমার পাদপদ্মে একান্ত রতি হয়।

হরিকথা-বিমুখ হইয়া বাঁচিয়া থাকিয়া কি লাভ? শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—অশ্বত্থ-বৃক্ষাদি কি মানুষের অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে না? কামারশালের ভস্ত্রা কি মানুষের চেয়েও অধিক শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণাদি করে না? গ্রাম্য শূকরগুলি কি মানবের চেয়েও অধিকবার খাদ্যাদিগ্রহণ ও স্ত্রীসঙ্গাদি ইন্দ্রিয়তর্পণ করে না? ভগবদ্ভজনকারীর সামান্য খাওয়া-দাওয়ার অভাব ত' দূরের কথা, ইন্দ্রাদিপদ, সার্বভৌমত্ব, ধর্ম, অর্থ, কাম ও পঞ্চবিধ মুক্তি ভক্তের শ্রীচরণে বিলুণ্ঠিত হইবার জন্য—ভক্তের সেবার জন্য সর্বদা প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীভগবান্ স্বয় বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ
পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহম্॥

ভগবান্ নিজে ভক্তের যাবতীয় বোঝা বহন করিতে পর্যন্ত স্বীকৃত। আমরা এতদূর নাস্তিক যে, বেদবাণীতে পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাস নাই। যে পর্যন্ত আমাদের হরিকথায় শ্রদ্ধা না হইবে, ততদিন আমাদের ধর্ম, কর্ম বৃথা পরিশ্রম মাত্র।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্॥
(ভাঃ ১।২।৮)

একমাত্র হরিকথায় রতি হইলে জীবের যাবতীয় অনর্থ-বীজ উৎপাটিত হয় এবং শ্রীভগবান্ জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যাবতীয় কামাদি বাসনা বিনষ্ট করেন—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ
সতাম্॥
(ভাঃ ১।২।১৭)

হরিকথা মুমূর্ষু ব্যক্তিরও মৃতসঞ্জীবনী। একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনাদি দ্বারাই জীবের ঐকান্তিক মঙ্গল সাধিত হয়। যোগ, যাগ, ধ্যান প্রভৃতির দ্বারা জীবের নিত্য-কল্যাণ হইতে পারে না; কারণ, ঐসকল আত্মার স্বরূপধর্ম নহে। মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরীক্ষিৎ মহারাজ নানাযুক্তি নানাধর্মাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণ-পূর্বক মুমূর্ষু অবস্থায়ও নিত্যমঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী প্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি
বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্॥
(ভাঃ ১০।১।১৩)

অর্থাৎ হে ব্রহ্মন্, যদিও আমি প্রায়োপবেশনার্থ উদক পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আপনার মুখপদ্ম-বিনিঃসৃত হরিকথামৃত পান করাতে এই দুঃসহ ক্ষুধা আমাকে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্লেশ দিতে সমর্থ হইতেছে না।

বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা অথবা শ্রীবিষ্ণু-চরণোদক যেরূপ ঊর্ধ্ব, মধ্য এবং অধোলোক-সমূহকে (ত্রিভুবনকে) পবিত্র করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বাসুদেব-চরিত্রবিষয়ক প্রশ্ন বক্তা, প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতা—এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকেই পবিত্র করেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যথা—

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄংস্তৎপাদসলিলং
যথা॥
(ভাঃ ১০।১।১৬)

সূর্য প্রতিদিন সকল লোকেরই আয়ুঃ হরণ করিতেছেন; কিন্তু যাঁহারা হরিকথায় কালযাপন করেন, তাঁহাদেরই আয়ুঃ বৃথা নষ্ট হয় না, অমর হইয়া থাকে—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্তয়া॥
(ভাঃ ২।৩।১৭)

হরিকথা মুক্ত, মুমুক্ষু ও বিষয়ী—সকলেরই আস্বাদনীয় বস্তু, ইহা একমাত্র ভবৌষধি। যিনি এই হরিকথা হইতে বিরত হন, তিনি আত্মঘাতী বা পশুঘাতী—

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্-
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥
(ভাঃ ১০।১।৪)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ প্রধান

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ-সেবা, আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। ভগবদ্দীন প্রভু-বাক্তিগণের 'নদীয়া'-প্রকাশ'-প্রকাশালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠ পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রভুপাদগণের বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপ [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া কুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মদনগোপালমঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ গদিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ নরিয়াও, জেঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
মণলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দোত্ত বিহারী মঠ
নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৫) কাম্যবন গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ কাম্যবন, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবলালী,
পোঃ কোজোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-[illegible]-বিগ্রহের সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী [illegible]
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-[illegible]-বিগ্রহের সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) শ্রীসত্যকুটী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মবাসগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৬০) [illegible]-মঠ
চিকনিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আমাবি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আমাবি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুসুমকুড়া, পোঃ [illegible], (বাঁকুড়া)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিজয়ানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

সাংবৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা, বিশেষ সংখ্যার মূল্য ভিন্ন হইবে।

ধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

শ্রীধাম শ্রীচৈতন্য বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অধ্যাপকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে স্বতন্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও সেবকবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ন প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাসাধ্য ও প্রয়োজনীয় অর্থের টিকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসাধ্য প্রকৃত্তর সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, শ্লোক-পাদ-সূচী ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পরিপাটীরূপে মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বাঙ্গলা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

ন প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমন্মাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিশেষ জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু সজ্জনগণের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে সকল সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক প্রবর সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার অনেকাংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে সংগৃহীত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহোৎসব-বাসরে উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠমাত্রেই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসাগর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বহু কঠিন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ বাঁধাই ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক মতবাদের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডটি ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত অভিধান ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:::(০):::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সাম্প্রতিক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব্য জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাশাস্ত্রবিত্ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হওয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার,
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

-:(০)-——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

উহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

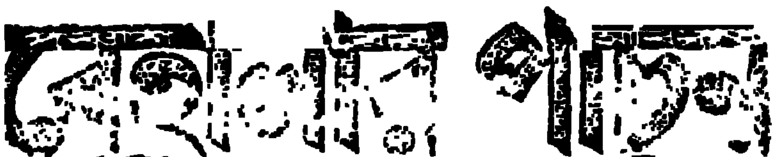

ম্যালেরিয়া-প্লীহা জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার ক্রমবৃদ্ধি জয় ঘোষিত। দিবার মাত্রা সংযুক্ত কাগজ এবং নূতন ও পুরাতন ব্যবে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

১১০।১ উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-০৬	৭-২৬	১২-২১	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৪০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-০১	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৫৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৫৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২০-৯

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩০	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৪	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১৯	২০-৮	২০-৮

ফোন-- মায়াপুর
টেলিগ্রাম--শ্রীমা
শ্রীমায়াপুর

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর— ১৪ই বৈশাখ, ১৩৪৬, ২৮শে এপ্রিল ১৯৩৯ শুক্রবার। ৫০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইতালি ও জার্মানের ভাগাভাগি

যুগোশ্লাভিয়ার সংখ্যালঘু ক্রোট জাতির নেতা ডাঃ মাটচেক মনে করেন, হিটলার ও মুসোলিনী যুগোশ্লাভিয়াকে তাহাদের প্রভাবাধীন দুইটি অংশে বিভক্ত করিবার মতলব করিয়াছেন।

"ডেলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার সংবাদদাতার নিকট ডাঃ মাটচেক বলেন, "আমার বিশ্বাস, জার্মানী বেলগ্রেড ও দক্ষিণ পূর্ব্ব অঞ্চলকে তাহার আয়ত্তে আনিতে চায়। আমি একটি মানচিত্র দেখিয়াছি, যাহাতে বেলগ্রেডের মধ্য দিয়া সালোনিকা পর্য্যন্ত বিরাট জার্মান রাজ্য ও রেলপথ বিস্তারিতভাবে অঙ্কন করা হইয়াছে। সালোনিকা বন্দরকে জার্মানরা তাহাদের প্রধান ভূমধ্যসাগরীয় পোতাশ্রয়ে পরিণত করিতে চাহে।

"যুগোশ্লাভিয়ার আড্রিয়াটিক উপকূল এবং ক্রোশিয়া ইটালীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। আর ক্রোশিয়াতে মুসোলিনীর প্রভাব হিটলার ক্ষুণ্ণ করিবেন না।"

যুগোশ্লাভিয়াকে ভাগ করিয়া যে এই প্ল্যান কার্য্যে পরিণত করা হইবে তাহা নয়। ডাঃ মাটচেক মনে করেন, জার্মানী ও ইটালী রাষ্ট্রনৈতিক চাপ দিয়া তাহাদের মতলব হাসিলের চেষ্টা করিবেন, যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীনতাকে নামমাত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

হিটলার ও মুসোলিনী যুগোশ্লাভিয়া বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য একটি পাকা কৌশল অবলম্বন [illegible]। চেকো-শ্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রে তাঁহারা যেমন শ্লোভাকগণকে চেকদের সহিত সংযোগ ছিন্ন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তেমনি যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্রান্তর্গত ৬০ লক্ষ ক্রোটকে তাঁহারা সার্ব্বদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের প্ররোচনা দিতে পারেন।

গত দুই সপ্তাহের মধ্যে ক্রোশিয়া এবং শ্লোভেনিয়া প্রদেশে বহু জার্মান-চর প্রবেশ করিয়াছে।

ডাঃ মাটচেক বলেন যে, তাঁহার নিকট কোন জার্মান বা ইটালীর সাহায্য প্রস্তাব লইয়া আসে নাই। যাহাতে ক্রোটরা স্বায়ত্তশাসন পাইয়া যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সন্তুষ্টচিত্তে বাস করিতে পারে, সে জন্য তিনি যুগোশ্লাভ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইতেছেন।

নিখিল ভারত মজলিস-ই আহরার

২১জন সদস্য লইয়া নিখিল ভারত মজলিস-ই আহরার [illegible] নির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ কর্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন—সভাপতি—মৌলানা হাবিবুর রহমান, সহঃ-সভাপতিগণ—[illegible] এবং মৌলানা [illegible]। জেনারেল সেক্রেটারী—মৌলানা মাজহার আলী আজহার, [illegible] সেক্রেটারী মৌলানা [illegible], কোষাধ্যক্ষ—[illegible]।

সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি

কাউণ্ট সিয়ানো ও যুগোশ্লাভিয়ার পররাষ্ট্র সচিব মঃ মার্কোভিচের মধ্যে আলোচনা শেষ হইবার পর একটি ইস্তাহার প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি চিন্তা করিয়া উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থ ও [illegible] সম্পর্কিত ঘটনাবলীর বিষয় আলোচনা হয়। ইস্তাহারে বলা হয় যে, কাউণ্ট সিয়ানো এবং মঃ মার্কোভিচের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা চলিয়াছিল। ফলে উভয় রাষ্ট্র পারস্পরিক সহযোগিতার দৃঢ় [illegible] রাষ্ট্রসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তা [illegible] ক্ষেত্রে যুগোশ্লাভিয়া ও ইটালীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। [illegible] বিষয় বিবেচনা করিয়া উভয় রাষ্ট্রের সচিব এই মত প্রকাশ করেন যে, [illegible] হইয়াছে যাহার ফলে [illegible] ও [illegible] একটি আপোষ-আলোচনার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। মঃ মার্কোভিচ জার্মান কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণ ক্রমে ২৬শে এপ্রিল বার্লিন যাত্রা করিবেন।

স্পেনে বিদেশী সৈন্য অবস্থান

একটি সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, "বিদেশী সৈন্যগণের স্পেনে অবস্থান সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিছক মিথ্যা এবং জিব্রাল্টার ও ট্যাঞ্জিয়ার সম্বন্ধে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহাও [illegible]।" বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে, স্পেন এখন সংশ্লিষ্ট [illegible] অভিযোগ করিতে সক্ষম।

ভারতীয় সরকারী রেলপথের আয়

গত ১০ই এপ্রিলের পূর্ব্ববর্ত্তী দশ দিনে ভারতবর্ষের সমস্ত সরকারী রেলপথ হইতে মোট ৮৮ কোটি সত্তর লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ঠিক এই সময়েই যে আয় হইয়াছিল, তাহা হইতে এবার এই সময়ে ছয় লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে।

টাটা ষ্টীল কোম্পানীর শ্রমিক বিরোধ

জানা গিয়াছে যে, টাটা ষ্টীল কোম্পানীর শ্রমিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যে সালিশী বোর্ড হইয়াছে, সেই বোর্ডে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু থাকিতে রাজী হইয়াছেন। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে কমিটির অধিবেশন হইবে আশা করা হইতেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা

প্রকাশ, কলিকাতার বণিক সমিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় [illegible] সম্বন্ধে আলোচনা করিতে সম্মত হইয়াছে। অর্থাৎ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদ সরবরাহ ও নিয়োগ-বিভাগের সহিত যেরূপ ভাবে আলোচনা করা হয়, সেইরূপ ভাবে আলোচনা করিতে

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-শিরোমণি, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের কৃপাপাত্র, বহু গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গণের যথার্থ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অত্যদ্ভুত চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:::(০):::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনারত্নাকর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বর্ণিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ চরিত প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরুষোত্তম পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৬৲
৩। অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৯৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৯৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা ১ম খণ্ড ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব
২১। গৌড়ীয়[illegible]
২২। ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা, মূল)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) (বাঁধা)
২৬। গীতার কেবল মূল [illegible]
২৭। [illegible]
২৮। বেদান্তদর্শন (সংস্কৃত) ।০
২৯। শোকশাতন (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible] ৶
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶
৩৫। গীতমালা ৵১
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶
৩৭। [illegible] ৶
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।
৩৯। শ্রীগোদ্রুম[illegible] ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকল্প
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ০৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পকেট সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাহিত্য) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। [illegible] ।০
৫৮। [illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। [illegible] ।০
৬৩। সটীক-[illegible]
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] ৴০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। [illegible]
৭০। [illegible]
৭১। [illegible] ।০
৭২। [illegible] ৷৵০
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রী[illegible]
৮১। নাম[illegible]
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ২৮ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৭ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ১৮শে এপ্রিল ১৯৩৯, শুক্রবার ৫০৭ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——:(*):——

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

গত ১লা বৈশাখ একাদশীব্রতবাসরে শনিবার দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের শ্রবণসদনে পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায় হইতে অসুরবালকগণের প্রতি শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশপ্রসঙ্গে "তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং", "গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা", "শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ", "এবং নির্জ্জিতষড়্‌বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে।" প্রভৃতি শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। "ভগবতো উদিতঃ" অর্থাৎ সহস্র সহস্র সাধন বা উপায়ের মধ্যে সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্ভক্ত উপায়ই একমাত্র উপায়। অন্য উপায়গুলি অর্থাৎ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি উপায় অনিত্য। তদ্দ্বারা কখনও ভগবৎপ্রেমা লাভ হয় না। ভগবৎকথিত উপায় ও উপেয় যে ভগবৎপ্রীতি তাহাতে ভেদ নাই। শ্রীহরির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি উপায় ও উপেয়। গুরুশুশ্রূষা শব্দে শ্রীগুরুদেবের বহির্দ্দর্শনে অঙ্গসেবামাত্র বুঝায় না। শ্রীগুরুদেবের বাণী উন্মুখ হইয়া শ্রবণেচ্ছাকেই শুশ্রূষা বলে, অকপট শ্রবণেচ্ছা না থাকিলে সেবা হয় না। তাহাতে গুরুকে ভোগ করা হয়। ভোগ ও ভক্তি এক নহে। ভক্তিতে নিজের কামনা নাই, কেবল পরিপূর্ণভাবে সেব্যের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কথা আছে। সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে না দিলে হরিভজন আরম্ভই হয় না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবা ব্যতীত কখনও ভগবানের সেবা হয় না। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ভিন্ন তারতম্য দ্বারাই ভগবানে ভক্তির তারতম্য লক্ষিত হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনকে বাদ দিয়া কখনও শুদ্ধ স্মরণ বা ধ্যান হয় না। কারণ, শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অনর্থ অপগত হয় না। অনর্থ অপগত না হইলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না। অশুদ্ধচিত্তে নির্জ্জনে বসিয়া হরিধ্যানের ছলনা করিলে মায়ারই ধ্যান হয়। প্রাকৃতসহজিয়াগণ প্রথমেই ধ্যানের জন্য ব্যস্ত হয়। ইহা হরিভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত পথ। "শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াঞ্চ" এস্থলে সাধুগুরু-শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস অর্থাৎ "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।" এই দৃঢ়বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারেই কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমাধিকার। "নির্জ্জিতষড়্‌বর্গৈঃ" ছয় রিপুর বশীভূত হইলে হরিভজন হয় না। ভক্তির অনুশীলনের আনুষঙ্গিকভাবেই অনর্থ দূর হয়।—ইত্যাদি শাস্ত্রযুক্তিমূলে বহু কথা বলেন। তাঁহার মর্ম্মস্পর্শিনী বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণে সজ্জনবৃন্দ পরম উপকৃত হন। বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

——

কলিকাতায় প্রচার

কলিকাতা মহানগরীর বেলগাছিয়াস্থিত ভেটারিনারি কলেজের ডাক্তার শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রলাল সেন মহাশয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২৭শে এপ্রিল শুক্রবার সন্ধ্যায় কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ তাঁহার বাসায় উপস্থিত হন। তথায় স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পুত্রশোকাতুর রাজা চিত্রকেতুর প্রতি দেবর্ষি নারদ এবং অঙ্গীরা ঋষির সান্ত্বনায় উপদেশপ্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় অন্তঃপুরমহিলা ও অন্য মহোদয়গণ বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত স্বামীজী মহারাজের পাঠ ও সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করেন এবং পাঠান্তে শ্রোতাগণ বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও আনন্দপ্রকাশ করেন।

'গুরুকৃপা হি কেবলম্'

শ্রীগুরুচরণে যার রতি নাহি কেল
বৃথা তার জীবনধারণ।
নামমন্ত্র জপ তপ অকারণে গেল
ব্যর্থ তার ভজন-সাধন॥
শ্রীগুরুকরুণা বিনা কেহ নাহি জানে,
কিবা নাম অর্চ্চার স্বরূপ।
অপ্রাকৃত গুরুদেবে হেরে নরজ্ঞানে;
অন্ধ সেই জড় পিণ্ডরূপ॥
শ্রীগুরুচরণে নাহি ঘটিলে সম্বন্ধ,
বুঝিবে না সাধু কোন্ জন।
চিজ্জড়ে বিবর্ত্ত হবে সতত প্রমাদ,
নাহি হবে সংসার-মোচন॥
না করিলে গুরুপদ সদা আরাধনা,
নাহি হবে শ্রবণকীর্ত্তন।
না করিলে গুরুপ্রীতি সতত কামনা
নাহি হবে নির্জ্জনে স্মরণ॥
না সেবিলে অকপটে আচার্য্যরতন
নাহি হবে শ্রীহরি-তোষণ।
না পূজিলে সর্ব্বোপরি আচার্য্যচরণ
নাহি হবে শ্রীহরি অর্চ্চন॥
শ্রীগুরুচরণে হ'লে আত্মনিবেদন
তবে হবে ভক্তি সম্ভব।
গুরু তুষ্ট হ'লে মিলে কৃষ্ণ-প্রেমধন,
রুষ্ট হ'লে ভক্তি অসম্ভব॥
যে সাধনে গুরুদেব আরাধিত নন
সে সাধনে বিষময় ফল।
যে সাধনে গুরুদেব আরাধিত হন
সেই ভক্তি জীবের সম্বল॥
অন্তরে বাহিরে যার গুরুসেব নাই
সেই ছার হয় মায়াদাস।
অন্তরে বাহিরে যদি গুরু স্ফূর্ত্তি পাই
তবে হয় গোলোকেতে বাস॥
শ্রীচৈতন্য-দেশে যেতে গুরুকৃপা যার
তাহা নিত্য কল্যাণের পথ।
অন্ধ হ'লে সেই দ্বার সব অন্ধকার
ছলনায় ব্যর্থমনোরথ॥
দেখিলাম বিশ্বমাঝে করিয়া ভ্রমণ
সব মাঝে আশ্রয় না পাই।
হে আচার্য্য কৃপাময় পতিতপাবন
তোমা বিনা আর কেহ নাই॥
দাও দীনে সুশীতল চরণ আশ্রয়
অহৈতুকী করুণা বিতরি।
দাস করি রাখ মোরে সকল সময়
শ্রীচরণে নত কেশে ধরি॥

শ্রীগুরুকৃপাভিক্ষু—
শ্রীভক্তিসৌরভ দাস

[illegible] না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখে উপায়॥

"ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা এই প্রপঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ গুলিই আমাদিগের মঙ্গলের কারণ জানিয়া আমরা তাঁহার সেবায় প্রমত্ত হইব। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎ-কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ মধুসূদন তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

কর্ম্ম ও ভক্তি

কর্ম্ম ও ভক্তি পরস্পর পৃথক্। একটী অন্যটীর বিপরীত। একটী স্বেন্দ্রিয়তর্পণ-মূলে ক্রিয়ার আবাহন আর অপরটী সেবকাভিমানে সেব্যসুখবিধানে তৎপরতা। কাম—কর্ম্ম, আর প্রেম—ভক্তি।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

কর্ম্ম করিতে করিতে ভক্তি হয় না। পশ্চিম দিকে যাইতে যাইতে কি পূর্ব্বদিকে আসা যায়? ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কাম বা কর্ম্ম কখনও ভক্তি বা প্রেমের জনক হইতে পারে না। সেইজন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কর্ম্মনিন্দা, কর্ম্মত্যাগ, সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥

কর্ম্ম-প্রতিপাদক শাস্ত্রাদিতে কর্ম্মের প্রশংসা দেখা গেলেও চরমে কর্ম্মের নিন্দা বা ত্যাগের কথাই শাস্ত্রাদিতে দেখা যায়। এক হৃদয়ে দুইটী বাসনা যুগপৎ থাকিতে পারে না। যে হৃদয়ে কর্ম্মবাসনা, ভোগবাসনা বা স্বসুখবাসনা প্রবল, সেখানে কৃষ্ণসুখবাসনা কি করিয়া স্থান পাইবে?

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ দ্বারা কৃষ্ণে কখনই প্রেমভক্তি হইতে পারে না। কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত শুদ্ধ হইলে সৎসঙ্গবলে অনন্য কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শ্রদ্ধোদয় হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপ সাধনভক্তি হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি সাধন করিতে করিতে অনর্থের যত নিবৃত্তি হয়, প্রেমের ততই অভ্যুদয় হয়। সুতরাং কর্ম্ম বা কর্ম্মার্পণ হইতে অনিবার্য্যরূপে কৃষ্ণভক্তি উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই; কেন না, শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি সৎসঙ্গ-জনিত শরণাপত্তিলক্ষণা শ্রদ্ধার অপেক্ষা করে।

কর্ম্ম ও ভক্তি বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিতে একরূপ মনে হইলেও কর্ম্ম ও ভক্তি এক নহে। কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য এই যে, কর্ম্ম দেহ ও মনের নশ্বর কার্য্য-বিশেষ আর ভক্তি চেতন আত্মার নিত্যবৃত্তি। কর্ম্মের ফল ইন্দ্রিয়তোষণ আর ভক্তির ফল কৃষ্ণের সন্তোষ। প্রাকৃত দেহ-মনের দ্বারা এই ভক্তি সাধিত হইতে পারে না। গুরু বা ভগবৎকৃপায় জীবের আত্মবৃত্তি জাগরিত হইলে তিনি ভগবচ্চরণে সহজভাবে আকৃষ্ট হইয়া যে চেষ্টা করেন, তাহাই ভক্তি।

শুধু কর্ম্মই বা বলি কেন, জ্ঞান বা বৈরাগ্য কেহই ভক্তির জনক নহে। ভক্তি নিরপেক্ষ। ভক্তি জীবের নিত্যসিদ্ধা সেবা-বৃত্তি. এই ভক্তি হইতেই তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবদিতর ব্যাপারে বিরক্তি উৎপন্ন হয় শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

(ভাঃ ১।২।৭)

কৃষ্ণে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি যাজন করিতে হইবে। আত্ম-নিবেদন না করিলে, শরণাগত না হইলে কিছুই হইবে না। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত হওয়াই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। ভগবানের জন্য অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া শ্রীনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, ভগবচ্চিন্তা, গ্রন্থ পাঠ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান কর্ম্ম নহে। কিন্তু খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন প্রকৃত বস্তু লাভে অসমর্থ হয়, সেইরূপ ভোগপর-বুদ্ধি লইয়া দাম্ভিকগণের ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান কর্ম্ম অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির প্রয়াস বা কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কর্ম্ম ও জ্ঞান যদি ভক্তির অনুগত হয় তবেই তাহাদের মূল্য আছে। ভক্তি ব্যতীত কখনও মুক্তি হইতে পারে না। ভক্তি বলেই মুক্তি হয় এবং মুক্ত হইয়াই জীব কৃষ্ণভজন করে।

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয়॥
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত গুণাকৃষ্ট হঞা
কৃষ্ণ ভজে।
শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে অধো মজে॥

মঙ্গললাভের উপায় কি?

——::(•)::——

মঙ্গললাভের উপায় জানিবার পূর্ব্বেই আমাদের প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখা উচিত, সেই মঙ্গল জিনিষটা কি? মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণের সেবাকামনাই মঙ্গল। এতদ্ব্যতীত আর যা কিছু সবই অমঙ্গল। কৃষ্ণপ্রেমই মঙ্গল আর তদ্বিপরীত রাগ অমঙ্গলজনক। এই মঙ্গল লাভ করিতে হইলে নিষ্কপট হইতে হইবে, সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। মঙ্গলময় সাধুই মঙ্গলপ্রদাতা— সেবাপ্রদাতা। সাধুর কাছে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে—সেবা করিতে হইবে —ভজনে প্রমত্ত হইতে হইবে, সাধুকে আপনজ্ঞান করিতে হইবে। সাধুকে জীবনের অকপট বন্ধু জানিয়া অসৎসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিতে হইবে। যেখানে সাধুসঙ্গ সেইখানেই মঙ্গল। সাধুর সঙ্গ করিলে—সাধুকৃপায় সাধুর অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে, তাঁহার মনোগতভাব জানিতে পারিলে জীবহৃদয়ে সেবাকামনা স্বতঃই স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হয়।

নিজের আচরণ ঠিক রাখিতে হইবে। কদাচারও করিব আবার সাধুসঙ্গও করিব, এরূপ হয় না। এরূপ নিরপেক্ষতার ফল ভয়াবহ।

জীব হয় সৎসঙ্গী না হয় অসৎসঙ্গী না হইয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু সৎসঙ্গ না করিয়া যেখানে নিরপেক্ষতার ভাণ সেখানে হৃদয়ে অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় অসৎ-সঙ্গস্পৃহা আছে জানিতে হইবে। এরূপ দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইলে সাবধান থাকিতে হইবে। অসৎসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিয়া সাধুসঙ্গের জন্য উদগ্রীব হইতে হইবে—কায়মনোবাক্যে সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। এই সাধুসঙ্গ, সাধুতে আশ্রয়, সাধুতে প্রীতিই মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। কৃষ্ণপ্রিয় সাধুর সঙ্গই মঙ্গলজনক। যদি আমরা মঙ্গল চাই, তাহা হইলে যাহাতে আমাদের অন্তরে হরিসেবোৎসাহ বা বৈষ্ণব-বৈষ্ণব-ভগবানে প্রীতি হয় এরূপ আচরণ করিতে হইবে। বৈষ্ণব-ভগবানে যদি অকৃত্রিম আন্তরিক অনুরাগ না থাকে, তাহা হইলে বাহ্যে যতই আমরা সেবাভজন করি না কেন, তাহাতে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইবেন না—কৃপা করিবেন না, কৃষ্ণ সেখান হইতে অনন্তকোটী-যোজন দূরে লুকাইয়া থাকিবেন, আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করিবেন না। যদি কেহ অকপটে ভজনে আগ্রহযুক্ত হন, তাহা হইলে তাঁহারা সেই গুরুবর্গের নিকট আর্ত্তিভরে উপস্থিত হন, তখন আলোর আগমনে অন্ধকার অপগমের ন্যায় সকল অসুবিধা আপনা হইতেই চলিয়া যায়।

সর্ব্বক্ষণ হরি ও হরিজন-সঙ্গ করা দরকার। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু বলিয়াছেন,—"আমরা যদি উপবাস করিয়া দিবারাত্র হরিনাম করিতে পারি, আর লোককে না দেখাইয়া অন্তরের আর্ত্তির সহিত বৃষভানু-নন্দিনীর সেবালাভের জন্য সর্ব্বক্ষণ কাঁদিতে পারি, তাহা হইলে রাধার প্রাণ-ধন কৃষ্ণ আপনা হইতেই পাকড়াও হইয়া যাইবে।"

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::(•)::——

জগতের অভাবগ্রস্ত বা শোকার্ত্ত লোক তাঁহাদের অভাব বা শোকের কারণ উপস্থিত না হইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াও বিফলমনোরথ হওয়ায় শেষে ভগবান্‌কেই দোষী সাব্যস্ত করে, অথবা ভগবান্ বলিয়া কিছু নাই, একটা কল্পনামাত্র বা 'গোবিন্দ মিথ্যা, ভগবান্‌ই সত্য' অর্থাৎ ভগবানের নাম রূপাদি কাল্পনিক মতবাদমাত্র, ভগবান্ বলিয়া কিছু থাকিলে তিনি নিরাকার নির্ব্বিশেষ-তত্ত্ব—এইরূপ অপসিদ্ধান্তে উপনীত হয়। 'পূর্ব্বে ভক্তি ছিল, এখন নাই'—এ সকল কথার কোন অর্থ নাই। যাঁহার জাগতিক স্বার্থের একটু আঘাত ঘটিলেই ভক্তি ছুটিয়া যায় তাঁহার পূর্ব্বের ভক্তিও বিশ্বাসযোগ্য নহে। ভগবান্ যখন "হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ"-রূপ কৃপা বিস্তার করেন, যখন প্রকৃতপক্ষে ভজন আরম্ভ হইবার কথা, তখন যদি ভক্তি ছুটিয়া যায়, তবে জানিতে হইবে—সে ভক্তি জাগতিক সুবিধাবাদোত্থ কপট ভক্তি; সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের বিচারের উপর আত্মনির্ভর করাই প্রকৃত ভক্তের বিচার।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥

হরিকথা-প্রসঙ্গ

(২)

হরিকথাই অনন্তভক্তগণের প্রাণ। শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং
প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥
(গীঃ ১০।৯,১০)

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ চিত্ত ও প্রাণকে ভগবানে সমর্পণ করিয়া পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ এবং সাধ্যাবস্থায় আস্বাদন করিয়া রাগমার্গে প্রেমানন্দ-সুখে রমণ করেন। যিনি এইরূপ হরিকথা-কীর্ত্তন করিতে করিতে সতত ভগবানের সহিত যুক্ত থাকিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবানের ভজনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে নির্ম্মল বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। সেই সম্বন্ধজ্ঞানের সাহায্যে তিনি ভগবানের নিত্যসেবা লাভ করেন।

হরিকথা-কীর্ত্তনের ন্যায় আর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান নাই। যিনি হরিকথা-কীর্ত্তন-দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গলবিধান করেন, তিনিই মহাবদান্যবর। কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও গৌরপার্ষদগণ সকলেই মহাবদান্য। শ্রীমদ্ভাগবতে বিরহ-কাতরা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং
কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে
ভূরিদা জনাঃ॥

অর্থাৎ হরিকথা বিরহদুঃখে ম্রিয়মাণ জনের অমৃত এবং মুক্তকুলেরও উপাস্য-বস্তু, যাবতীয় কল্মষ-বিধৌতকারী, কর্ণরসায়ন ও সর্ব্বশক্তিসমন্বিত। যাঁহারা সংসারে এই হরিকথা বিস্তার করেন, তাঁহাদের মত মহাদানশীল আর দ্বিতীয় নাই; অন্ন-দান, বস্ত্র-দান, ঔষধ-দান, বিদ্যা-দান, যত দানই হউক না কেন, তাহা তাৎকালিক নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র দান-মাত্র; কারণ, তদ্দ্বারা আত্মমঙ্গল সাধিত হয় না; কিন্তু হরিকথা-দানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান, কারণ তাহার দ্বারাই জীবের নিত্যমঙ্গল—আত্মমঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য সাধুগণ, সাত্বতাগ্রগণ জীবকে হরিকথা দান ব্যতীত অপর ক্ষুদ্র দান বা তাৎকালিক নৈমিত্তিক দান করেন না।

কলিযুগপাবনাবতারী, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-বিগ্রহ, সঙ্কীর্ত্তনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।"

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার
এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ॥
চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

উপরিউক্ত শ্লোকের বিবৃতিতে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন—"সর্ব্বসিদ্ধির মধ্যে সাতটী বিশেষ সিদ্ধি শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে সংশ্লিষ্ট। তাহাই এস্থলে উদাহৃত হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন জীবের মলিন চিত্তদর্পণের মার্জ্জনকারী। ঈশ-বৈমুখ্যরূপ অন্যাভিলাষ, ফলভোগ ও ফল-ত্যাগ—এই ত্রিবিধ প্রাকৃত আবিলতাদ্বারা বদ্ধজীবের চিত্ত সম্পূর্ণভাবে আবৃত হইয়া আছে। জীবের চিত্তদর্পণ হইতে ঐ আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিবার প্রধান যন্ত্র—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন। জীবচিত্তদর্পণে জীবস্বরূপ প্রতিফলিত হইবার বাধারূপে ঐ ত্রিবিধ কৈতব-আবরণ বর্ত্তমান। শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনই তাহা উন্মোচন করিতে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণের সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করিতে করিতে জীব স্বীয় চিন্মুকুরে নিজ কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্য উপলব্ধি করেন।

এই সংসার আপাতমধুর হইলেও ইহা নিবিড় অরণ্যাভ্যন্তরে দাবাগ্নি-সদৃশ। দাবাগ্নিদ্বারা কাননস্থিত বৃক্ষরাজি মধ্যে মধ্যে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণবিমুখজন সংসারের জ্বালা দাবাগ্নির তাপের ন্যায় সর্ব্বদা সহ্য করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন হইলেই এই সংসারে থাকিয়াও কৃষ্ণোন্মুখতা-হেতু দাবজ্বালার দহন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্ কীর্ত্তন পরম মঙ্গল-জ্যোৎস্না বিতরণ করে। 'শ্রেয়ঃ'—মঙ্গল; 'কৈরব'—কুমুদ; 'চন্দ্রিকা'—জ্যোৎস্না, ঔজ্জ্বল্য। চন্দ্রোদয়ে যেরূপ কুমুদের ঔজ্জ্বল্য বিকাশ লাভ করে, শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে সেরূপ অখিল-কল্যাণ সমুদিত হয়। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান কল্যাণের উপায় নহে, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই জীবের পরম-মঙ্গল-বিধায়ক।

মুণ্ডক উপনিষদে দুই প্রকার বিদ্যার কথা আছে—লৌকিকী বিদ্যা ও পরা বিদ্যা। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন গৌণভাবে লৌকিকী বিদ্যা-বধূর জীবনসদৃশ এবং মুখ্য ভাবে পরা বিদ্যা বা অপ্রাকৃত বিদ্যা-বধূর জীবন। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-প্রভাবে জীব জাগতিক বিদ্যার অহঙ্কার হইতে উন্মুক্ত হইয়া কৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞান লাভ করেন। অপ্রাকৃত বিদ্যার সর্ব্বস্ব বস্তুই শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই জীবের অপ্রাকৃত আনন্দ-সমুদ্রের বর্দ্ধনকারী। খণ্ড জলাশয় সমুদ্র-শব্দবাচ্য নহে, অতএব অখণ্ড আনন্দই অসীম সমুদ্রের সহিত তুলনীয়।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন প্রতিপদেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করায়। অপ্রাকৃত-রসাস্বাদনে অভাব বা অপূর্ণতা নাই, শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বক্ষণ পূর্ণ নিত্য রসাস্বাদন হয়।

অপ্রাকৃত সকল বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে স্নিগ্ধতা লাভ করে এবং প্রাকৃতরাজ্যে দেহ, মন ও তদতিরিক্ত আত্মা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে কেবল যে নির্ম্মলতা লাভ করে, তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের স্নিগ্ধতাও অলঙ্ঘ্যবারী। উপাধিগ্রস্ত জীব স্থূল-সূক্ষ্মভাবে যে সকল মলিনতা লাভ করিয়াছেন, সেই সমস্ত কীর্ত্তন প্রভাবে বিধৌত হইয়া যায়। জড়ের অভিনিবেশ ছাড়িয়া গেলে কৃষ্ণোন্মুখ জীব সুশীতল কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা লাভ করেন।"

আধুনিক চিজ্জড়সমন্বয়বাদী বা কর্ম্মজড় নাস্তিকগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব হরি-বিমুখ ভোগপরায়ণ দেহের সেবা, দরিদ্রসেবা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা পরোপকারের দৃষ্টান্ত দেখান নাই। তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার পার্ষদবৃন্দ জগতে হরিকথা-কীর্ত্তন প্রচার দ্বারা পরোপকারের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। ইহাকেই বলে মহা-বদান্যতা। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (আদি ৯ম পরিচ্ছেদ)—

একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
অতএব সবে ফল দেহ যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥

সুতরাং যাঁহারা হরিকথা প্রচার করেন, তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা, তাঁহারাই জীবের নিত্যমঙ্গলপ্রদাতা।

হরিজনগণ, সাধুগণ, বিবেকিগণ জাগতিক অভ্যুদয়, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা নৈতিক কথার আদর করেন না, একমাত্র হরিকথাতেই তাঁহাদের সন্তোষ। শৌনকাদি ঋষি ভাগবত-বক্তা শ্রীসূত গোস্বামীকে বলিয়াছেন,—

তৎকথ্যতাং মহাভাগ যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্।
অথবাস্য পদাম্ভোজমকরন্দলিহাং সতাম্।
কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ॥
(ভাঃ ১।১৬।৬-৭)

হে মহাভাগ সূত! যদি আপনার বক্তব্য বিষয় বিষ্ণুকথাশ্রয় হয় অথবা ইহাতে যদি বিষ্ণুর পাদপদ্মের মধু আস্বাদনকারী হরিজনের কথার সংশ্রব থাকে, তাহা হইলেই বর্ণন করুন, নচেৎ অসদালাপে প্রয়োজন নাই, তাহাতে বৃথা আয়ুক্ষয় হয় মাত্র। একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারাই জীবের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

জ্ঞান-কর্ম্ম যোগাদি চেষ্টা দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল হয় না, বরং জীবকে নানাপ্রকারে বিপদে পাতিত করিয়া থাকে। জ্ঞানে আত্মবিনাশরূপ অনর্থ, যোগে অষ্টসিদ্ধ্যাদির প্রলোভনরূপ বিপদ্ বা কৈবল্যরূপ আত্মবিনাশ এবং কর্ম্মে নানা যোনিভ্রমণাদি হইয়া থাকে। কিন্তু হরিকথায় অজিত ভগবান্ও জিত ও সম্যক্ হৃদয়ে অবরুদ্ধ হন।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

অর্থাৎ হে ভগবন্, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধান-রূপ জ্ঞান-চেষ্টাকে সম্পূর্ণরূপে দূরে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা সাধুমুখ-বিগলিত ভবদীয়কথা শ্রবণ করেন ও সাধুগণে স্থিত হইয়া ভবদীয় কথা শ্রবণ করেন ও সাধুপথে স্থিত হইয়া ভবদীয় নাম-রূপ-গুণ-লীলাপর বাক্য শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সৎকার করিতে করিতে জীবনধারণ করেন, ত্রৈলোক্য মধ্যে আপনি সকলের নিকট অজিত হইলেও তাঁহাদের বশ হন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-তাত্ত্বিক ও 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রকাশ আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যহ অষ্টপ্রহর-ব্যাপী শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং মঠ বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অপকূলকৃষ্ণাস্মরণ-লীলাস্থান

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিদ্যমান শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধারমণের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদায় (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাকদহ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিধা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বরাট-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা বেন্ধে, দার্জ্জিলিং

(৩০) আসাম-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ গৌহাটী, জিঃ মজঃফরপুর, ই, আই, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ষ্টেশন রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠশ্রীপীঠ

গোপেশ্বর, বৃন্দাবন

(৩৯) একান্তানন্দ-কুঞ্জকুটীর

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) মদনমোহন বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—লেখাশী,

পোঃ কোটকোম, জেলা গুর্দ্দাশপুর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, অগাষ্টক্রান্তি কিং রোডে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীঅনন্তাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীরায়রামানন্দ-মিলন-স্থান

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

সাক্ষীগোপাল, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডল

পোঃ কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুলুকুল্পা, পোঃ চাঁচল, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, কাউন্সিল রোড
আর্লস কোর্ট, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৫, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

চিৎপুর রোড, কলিকাতা (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিজয়বিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲			৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নিবেদন" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ [illegible] হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি বর্ষানুক্রমে [illegible] হইয়াছে; অধিকন্তু শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, পত্র সূচী, [illegible]-শ্লোক ও পয়ার-সূচী গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সম্বলিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ, বাংলা, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা, [illegible]।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible]। শিক্ষকগণ [illegible] ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট এণ্ড
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] গ্রন্থাগার, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] পরমহংসকুলচূড়ামণি [illegible] প্রভৃতি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ বিভিন্ন বিভাগীয় ও [illegible] সঙ্গে 'হরিকথা'র যে সকল [illegible] কীর্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ প্রভুপাদের শ্রীমুখে সংগৃহীত করিয়া [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে [illegible] প্রকাশিত হইল। বর্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য্য সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গবেষণা এবং সর্ব্বিশেষ লেখনীর অমৃতফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আদর্শ গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ মতের সহিত তুলনা-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩০ অধ্যায়ে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ সম্প্রতি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—গৌড়ীয় মঠ, [illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুকম্পায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

উহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিশুর প্লীহা যকৃৎ কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ নাশ সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-০৬	৭-২৭	১২-২০	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ১	৮-৫৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৮
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২০-৫৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩৮	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৬	৯ ১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬ ২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১-০			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪৭		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪০ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর— ১৫ই বৈশাখ, ১৩৪৬, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৯, শনিবার । ৫১শ সংখ্যা

ইনকাম্‌ট্যাক্স নোটিশ

[ভারতবর্ষীয় ১৯২২ সালের ইনকাম্‌ট্যাক্স আইনের (১৯২২ সনের ১১ আইন) ২২ ধারার (১) সাবসেকসন]

১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিলের পূর্ব্বে ১ বৎসর অতীত হইয়াছে। সেই বৎসরের আয় সম্বন্ধে রিটার্ণ দিবার নিয়ম। ১৯২২ সনের ভারতবর্ষীয় ইনকাম্‌ ট্যাক্স আইনের ২২ধারার অন্তর্গত ১ নং ধারা বিধান অনুযায়ী নোটিশ দেওয়া যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাহার আয় পূর্ব্ব বৎসরে ইনকাম্‌-ট্যাক্স ধার্য্য হইবার যোগ্য আয়কে ছাপাইয়া গিয়াছে সেই ব্যক্তি এই নোটিশ পাইবার পর ৬০ দিনের মধ্যে যেন রেকর্ডের নির্দ্দিষ্ট ফরমে ও নির্দ্দিষ্ট ভেরিফিকেসন দ্বারা লিখিত সমুদয় বিবরণসহ পৃথিবীব্যাপী তাহার পূর্ব্ব বৎসরের সমস্ত আয়ের রিটার্ণ দাখিল করেন।

যে ব্যক্তি এই নোটিশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রস্তুত, তিনি মুর্শিদাবাদ-নদীয়ার বহরমপুরে অবস্থিত ইনকাম্‌ট্যাক্স অফিসারের নিকট দরখাস্ত করিলে বিনা ব্যয়ে তাহাকে ঐরূপ নিয়মের ফরম্‌ প্রদত্ত হইবে।

অকরণে দণ্ডবিধি—যদি বিনা বিশেষ কারণে এই নোটিশের মর্ম্মানুযায়ী ঐরূপ রিটার্ণ দাখিল করেন না বা উপরোক্ত সময় মত দাখিল করিবেন না অথবা নিয়মিত দিন অনুযায়ী দাখিল করিবেন না তিনি উক্ত আইনের ২৮ ধারা অনুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন। উক্ত দণ্ডের পরিমাণ তাহার দেয় ট্যাক্সের দেড় গুণের অতিরিক্ত হইবে না।

ট্যাক্স ধার্য্য হইবার স্থান—উক্ত আইনের ৬৪ বিধান অনুসারে ট্যাক্সদাতা যেখানে তাঁহার কারবার কার্য্য বা ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া থাকেন সেই এলাকার ইনকাম্‌ট্যাক্স অফিসার কর্ত্তৃক অথবা যদি তাঁহার ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় অবস্থিত থাকে, তবে তাঁহার প্রধান ব্যবসায়কেন্দ্র যেখানে অবস্থিত সেই এলাকার ইনকাম্‌ট্যাক্স অফিসার কর্ত্তৃক এবং অন্যত্র অবস্থায় যে স্থানে বসবাস করেন, সেই এলাকার ইনকাম্‌ট্যাক্স অফিসার কর্ত্তৃক তাঁহার ট্যাক্স ধার্য্য হইতে পারে।

তবে যদি কোথাও কোনও ইনকাম্‌ট্যাক্স অফিসার কোন বিশেষ প্রকারের আয় বা কোন বিশেষ প্রকারের ব্যক্তির উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিবার জন্য বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বা সেইরূপ আয় উক্ত অফিসার কর্ত্তৃক ধার্য্য হইবে।

তারিখ ২৯শে এপ্রিল ১৯৩৯

Note :—১৯৩৯ সালে যে বৎসর আরম্ভ হইয়াছে যে পরিমাণ আয়ের ট্যাক্স ধার্য্য হয় না।

(১) কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডস্‌ ম্যাজিষ্ট্রেটের যেকোন অফিসার স্থায়ী কোন আদালত কর্ত্তৃক নিযুক্ত কোন ম্যানেজার বা রিসিভার কিম্বা কোন ট্রাষ্টি (বলিল) কর্ত্তৃক নিযুক্ত, যেখানে কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে কোন আয় বা মুনাফা গৃহীত হয় না কিম্বা যেখানে অনেক লোকের সম্বন্ধে আয় গৃহীত হয় অথচ ব্যক্তিগত ভিন্ন অংশাই বা জানা থাকে না সেখানে............(টাকা শূন্য)

২। কোন কোম্পানী বা লোক্যাল অথরিটি........(টাকা শূন্য)

৩। কোন ব্যক্তি যদি বৃটিশের প্রজা কিম্বা ভারতবর্ষ কিম্বা বর্ম্মার অন্তর্গত কোন ষ্টেটের প্রজা এবং যিনি বৃটিশ-ভারতবর্ষের অধিবাসী নহেন এবং যাহার মোট পৃথিবীব্যাপী আয় ২০০০৲ টাকার অধিক.. .. .. (টাকা শূন্য)

৪। অন্য কোন ব্যক্তি যিনি এ দেশের অধিবাসী নহেন.. .. .. (টাকা শূন্য)

৫। অন্য কোন ব্যক্তি, হিন্দু যৌথ পরিবার যৌথ কারবার বা সঙ্ঘ...... (২০০০৲ টাকা)

স্বাক্ষর
মিঃ এ, আর মুখার্জ্জি

২৯শে এপ্রিল
১৯৩৯

ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার
মুর্শিদাবাদ-নদীয়া
বহরমপুর (বেঙ্গল)

ফজলেহকের প্রতি সাভারকর

নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকর মিঃ ফজলুল হকের নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন—

"হিটলারের নিকট আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, যদি তাহা সার্থক অভিযান হইতে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিকতাকে রক্ষার জন্য নিষ্কাশিত মানবীয় ভূমিকা প্রণোদিত হইয়া করিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক বৃটেনকে হিন্দুস্থানের উপর তাহার সমস্ত আধিপত্য অপসারণ করিতে এবং তাহাকে স্বাধীন ও আত্মনিয়ন্ত্রণশীল শাসনতন্ত্র অর্পণ করিতে বলিবেন। ক্ষুদ্র জাতিগুলি যতখানি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবী করিতে পারে, হিন্দুস্থানের ন্যায় একটা বিরাট জাতি অন্ততঃ ততটুকু ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবী করিতে পারে।"

কার্ম্মান-ইহুদীর মরীশাসে চাকুরী লাভ

ডাঃ অটো কোমিসেনবাক্তর নামক একজন জার্ম্মান ইহুদীকে মরীশাস সরকারের অতিরিক্ত স্থপতি নিযুক্ত করা হইয়াছে। আগামী ডিসেম্বর মাসে মরীশাস সরকারের স্থপতি মিঃ এস এইচ গ্রীমসোয়া অবসর গ্রহণ করিলে তিনি তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কুচাও বন্দরে জাপ বিমানের হানা

এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, ২৯শে এপ্রিল তারিখে কুচাও সহরে ও বন্দরের উপর জাপ-বোমারু বিমান বোমা বর্ষণ করে। ফলে বিদেশীদের ধনসম্পত্তির বহু ক্ষতি হইয়াছে। একটি জার্ম্মান জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে। একটি আমেরিকান হাসপাতালের উপর বোমা পড়ে এবং বৃটিশ ধর্ম্মযাজকের আফিস আংশিকভাবে বিনষ্ট হইয়াছে।

পৃথিবীর সবচেয়ে দামী মানচিত্র

ফ্রান্সের রেশাল্ড মুসেও ট্রেজারীতে একখানা মানচিত্র আছে। উক্ত ম্যাপটি ফ্রেঞ্চ বিপ্লব সম্পর্কে রচিত। সম্পূর্ণ ম্যাপখানি খাঁটি সোনা দ্বারা প্রস্তুত ও দামী রত্নের বোতাম দ্বারা আঁটা আছে। ম্যাপখানির মূল্য প্রায় ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।

ভাক্তর অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৸০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-শিরোমণি, শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষের কৃপাপ্রাপ্ত, বহুশাস্ত্রবিৎ এর রচিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরব মহামহিম অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তি-তিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——※——

১। শ্রীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র সাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ) —

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাবলী হইতে সংগৃহীত ১০৮টী অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অপূর্ব্ব উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর পরমহংস গোস্বামীপ্রভু-বর্ণিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত [illegible] ৮৭-এ, বি-এম্‌, [illegible] পোঃ [illegible]।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সজ্জনতোষণী (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০ ; ২য় খণ্ড —১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। [illegible] ।০ ৸০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়দর্শিকা ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীধরের টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
অধীনা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৸০
২৭। [illegible] (সংস্করণ) ১৲
২৮। [illegible] (সংস্করণ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। শ্রীল [illegible] ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। শ্রীগুণমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। [illegible] ৵০
৩৮। [illegible] ।০
৩৯। [illegible] ।০
৪০। [illegible] ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনপথ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চনকণ্ঠ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ২৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সংস্কৃত) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীরূপশিক্ষা ৶০
৫৯। নিত্যধর্মদর্পণ ৶০
৬০। সাধনবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্‌ ।০
৬২। শিক্ষাষ্টক সম্বন্ধী বিবৃতিঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] /০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ভিজিট টু ওয়েষ্টার্ন [illegible] ।
৭০। [illegible] /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজি অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২ রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্‌ ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিইষ্টিক ফিলজফি অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৸০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। [illegible] /০
৮৪। [illegible] /০

জার্মান ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible]

ফ্রেঞ্চ ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যদেব ২৲

প্রাপ্তিস্থান — শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ২৫ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৫ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৯শে এপ্রিল ইং ১৯৩৯, শনিবার | ৫১শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——:(*):—

শ্রীপাটে কীর্ত্তন

শ্রীধামমায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠ প্রাঙ্গণে, যথারীতি ৭ সন্ধ্যায় সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন হইতেছে। গত ২৫শে এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। প্রাতে পণ্ডিত শ্রীপাদ উদ্ধারণীনন্দি ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত ও মধ্যাহ্নে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ, ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী-বৈভব" গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

— —

কলিকাতা মঠাশ্রমগৃহে প্রচার

কলিকাতা মহানগরীর (বালিগঞ্জ) গোতার রোডস্থিত শ্রীযুক্ত শান্তিময় সেন মহাশয়ের মাতাঠাকুরাণীর আন্তরিক আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ২৫শে এপ্রিল মঙ্গলবার কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকার সময় তাঁহার গৃহে গমন করেন। স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে চিত্রকেতু উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, নিত্যবস্তু কৃষ্ণ, তাঁহাকে না চাহিয়া, তাঁহার সহিত সম্বন্ধ না করিয়া, আমরা এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে অনিত্য বস্তু চাহিতেছি এবং তাঁহার সহিত সম্বন্ধ করিতেছি তাই বস্তুর অপ্রাপ্তিতে দুঃখ ও প্রাপ্তিতে ভয় আসিয়া শোক প্রভৃতি নানাপ্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছি। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ অশোক, অভয় ও অমৃতপূর্ণ নিত্য শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধ করিয়া নিত্যশান্তি লাভ করিবেন। স্বামীজী মহারাজ প্রায় ২॥০ ঘণ্টা-কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। বহু শ্রদ্ধালু ভদ্র মহোদয় ও মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সকলেই বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত স্বামীজী মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন।

চট্টগ্রামে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় মঠসেবক সহ গত ১৫ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ শনিবার পাথরঘাটা নিবাসিনী শ্রীযুক্তা সাবিত্রী বালা সেন মহোদয়ার ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণকে অনুগ্রহ ও যাজ্ঞিক-বিপ্রগণের অনুতাপ সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও অন্তঃপুরিকা মহিলা উপস্থিত হইয়া ভক্তিশাস্ত্রীজীর মুখে পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীগুরুবন্দনা, বৈষ্ণববন্দনা, গৌরকীর্ত্তন, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ১৭ই এপ্রিল সোমবার ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় মঠসেবক সমভিব্যাহারে চৈতন্য-মঠাশ্রিত ভক্ত ডাক্তার শ্রীযুত ভজনলাল দাসাধিকারী মহাশয়ের খাতুনগঞ্জস্থিত বাসায় উপস্থিত হইয়া রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৩০শ অধ্যায়ের কপিল দেবহূতি-সংবাদ মরণ প্রাক্কালীন অবস্থার ব্যাখ্যা করিয়া সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর আনন্দবিধান করেন। পাঠের আদি ও অন্তে গুরুবন্দনা, গৌরকীর্ত্তন, মহামন্ত্র ইত্যাদি কীর্ত্তন হয়। সভায় উপস্থিত শিক্ষিত সজ্জনবৃন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

শ্রীযুত ধীরেন্দ্রচন্দ্র দে সরকার, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত নন্দী, কবিরাজ, কবিশেখর, শ্রীযুত নন্দকুমার মহাজন মার্চ্চেন্ট, শ্রীযুত দুলীগোপাল পাল, মার্চ্চেন্ট, শ্রীযুত দুর্গাচরণ পোদ্দার, মার্চ্চেন্ট, শ্রীযুত বিহারী লাল সাহা, মার্চ্চেন্ট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বিশ্বমাঝে জানিবে বন্ধু পিতামাতা
বিনাতে পরমা শান্তি তাঁর পদতলে॥

(৭)

ভজনের মূল হয় শ্রীভজনগণ—
ভজন সেবক হয় মাত্র আপনার।
ভগবান্ কৃপা করি জানায় তখন,
ভক্তরূপে বাসুদেব কৃপা-অবতার।

ভজনের মূল

(প্রাপ্ত)

(১)

নির্জ্জনে বসি মন কিবা কর ধ্যান,
"ধ্যানমূলং গুরুমূর্ত্তি" আশ্রয়-বিগ্রহ;
গুরুপাদে না লভিলে চেতন বিজ্ঞান,
জানিবে অদৃষ্টে আছে দারুণ দুর্গ্রহ।

(২)

গুরুপাদপদ্মপূজা করি বিসর্জ্জন,
কোথা যাও করিবারে শ্রীহরি অর্চ্চন;
"পূজামূলং গুরুপদং" জেনো সর্ব্বক্ষণ,
কর মন গুরুপদে আত্মনিবেদন।

(৩)

অবহেলি গুরুবাক্য কিবা কর জপ,
"মন্ত্রমূলং গুরুবাক্যং" শুন ওরে মন,
চেতনতা হীন হবে যত জপ তপ,
গুরু বিনা বিধ্যাচার সকল সাধন।

(৪)

গুরু ত্যজি হ'তে চাও সিদ্ধ-মহাজন,
কতই করিছ মন জল্পনা কল্পনা;
"সিদ্ধিমূলং গুরুকৃপা" মুক্ত্য বচন,
অকৃপায় কপটতা স্বপর-বঞ্চনা।

(৫)

কৃপাময় শ্রীগুরুদেবে করি অনাদর,
দশুক্তে প্রীতি তব ওরে মূঢ় মন,
বৎসহীনা বকাগাভী-সেবনে তৎপর,
মিটিবে না ক্ষুধা তাহে শুন রে বচন।

(৬)

কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ গুরুদেব কৃষ্ণভক্তি-দাতা,
মহা অপরাধ তাঁরে মর্ত্ত্যবুদ্ধি হ'লে।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

"ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা এই প্রপঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ গুলিই আমাদিগের মঙ্গলের কারণ জানিয়া আমরা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন তাঁহারাই ভক্ত। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎ-কথা, শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ মধুসূদন অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

অসুখ

সুখের অভাবই অসুখ। যিনি সুখময় বস্তু, যিনি নিত্যসুখবোধবস্তু, যিনি নিত্যানন্দ বস্তু, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীব সুখসাগরে নিমজ্জিত হয়, যাঁহার আশ্রয় ব্যতীত সুখশান্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই, সেই শুদ্ধবৈষ্ণব ভগবানের নিকট কি অসুখ থাকিতে পারে? যেখানে আলোক সেখানে কি অন্ধকার থাকিতে পারে? তবে সুখময়গণের অসুখ দেখা যায় কেন? অন্ধকারে কি সুখের সম্ভাবনা আছে? কিন্তু তথাপি যদি সুখময়গণের মধ্যে অসুখ দেখা যায়, তবে তাহা বঞ্চনা নহে কি? সুখ ও দুঃখের যুগপৎ সমন্বয় হইতে পারে না। যেখানে সুখ সেখানে দুঃখ নাই, যেখানে দুঃখ সেখানে সুখ নাই, ইহা স্বাভাবিক। সুখের মধ্যে দুঃখ বা আলোর মধ্যে অন্ধকার প্রতীতি ভ্রান্ত প্রতীতি ছাড়া আর কিছুই নহে

নিরন্তর ভগবৎসেবানন্দে মত্ত থাকিয়া সময় সময় শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে যে অসুখের লীলাভিনয় করিতে দেখা যায় তাহা ত্রিতাপ-ভোগ নহে, পরন্তু তাহাতে অপার কৃপা নিহিত আছে। শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবান্ উভয়েই কৃপাময় ও রক্ষক উভয়ই। বঞ্চিত তাঁহাদের কৃপালাভে অসমর্থ হইয়া বঞ্চিত হয়, কিন্তু কৃপাপ্রার্থীর নিকট তাঁহার কোন কথা নাই। ভক্তগণ অসুস্থাভিনয় করিয়া সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে সেবাসুযোগ প্রদান করেন, আর বিমুখ অপরাধী জীবকে বঞ্চনা করেন। অসুস্থ হইয়াও, নানা ক্লেশের মধ্যে থাকিয়াও যে কি করিয়া হরিসেবার জন্য অখিল-চেষ্টাবিশিষ্ট হইতে হয়, তাহা তাঁহারা এই লীলায় প্রদর্শন করেন। সুস্থই হরিভজন করিতে পারে, অসুস্থ হরিভজন করিতে পারে না, সর্ব্বাবস্থায় হরিভজন করিতে পারা যায় না,—এই ভ্রম ভাঙ্গিবার জন্য অসুস্থতার মধ্যেও তাঁহারা নানাভাবে ভগবৎ-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আমাদিগকে ভগবদ্ভজন শিক্ষা দিয়া থাকেন। সুতরাং ভক্তের অসুখের অভিনয় যে সেবাশিক্ষা বা সেবার সুযোগ প্রদান ছাড়া আর কিছুই নহে, তাহা বলাই বাহুল্য।

দেহাসক্ত জীবের জন্য কৃপাবতার শ্রীবিগ্রহ যেরূপ পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হইয়াও অশক্তিকপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, পালক হইয়াও পাল্যপ্রায় রূপ প্রদর্শন করেন, শুদ্ধবৈষ্ণবগণও সেইরূপ সেবোন্মুখ জীবকে সেবানুষ্ঠানের সুযোগ প্রদানের জন্য ঐরূপ রোগিপ্রায়, অজ্ঞপ্রায় ও সাপেক্ষপ্রায় রূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ঐরূপ না করিলে দেহাসক্ত জীবের সেবাসুযোগ লাভ হয় না। সেইজন্যই বলিতেছি, ইহা তাঁহাদের জগতের প্রতি অপার করুণার নিদর্শন।

যাঁহার কৃপায় মায়ামুক্ত হওয়া যায়, ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়, তাঁহার কি আবার ত্রিতাপ থাকে? ভক্তগণ জানেন যে, শুদ্ধবৈষ্ণবের অসুখ হয় না, তথাপি শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানে তাঁহার এত প্রীতি যে, তাঁহারা তাঁহার সেবার জন্য আর্ত্ত না হইয়া পারেন না। শ্রীগুরুদেব অভিমর্ত্ত্য, তাঁহার রোগ-শোক-কষ্ট নাই, সুতরাং তাঁহার সেবার কোন দরকার নাই, এরূপ দুর্ব্বিচার তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। যেরূপ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে কেহ মারিতে পারেন না জানিয়াও ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের কোন কিছু দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না সেইরূপ। অভক্তগণ ইহা বুঝিতে না পারিয়া, এত সুযোগ পাইয়াও শুদ্ধবৈষ্ণব-কৃপা ও সেবা হইতে বঞ্চিতই হন। সুতরাং শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ রোগের অভিনয় করিয়া অনুগত শিষ্যকে যে সেবাসুযোগ প্রদান করেন, সেই সুযোগ গ্রহণ না করিলে শিষ্যের পক্ষে সেই সর্ব্বনিরপেক্ষ মহাভাগবতের সেবা করিবার অন্য সুযোগ নাই

ভজন-বিজ্ঞান-রহস্য

(প্রাপ্ত)

সদ্গুরু-পদাশ্রিত নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেই সর্ব্বক্ষণ চিন্তা করিয়া থাকেন,—"আমি ক্রমশঃ ভজন-উন্নতি করিয়া আমার একমাত্র লোভনীয়—পরম পুরুষার্থ—পরম প্রয়োজনীয় বস্তু কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করিব।" এই প্রকার বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের কৃপায় তিনি বুঝিতে পারেন যে, শুদ্ধভক্তির অনুকূল-বিষয়-গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয়-বর্জ্জনে সর্ব্বদা চেষ্টা না থাকিলে তিনি কখনও অভীষ্টের আস্বাদন—কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করিতে পারিবেন না। তখন এ বিষয়ে সাধু শাস্ত্রসমূহের — মহাজনগণের — শ্রীগুরুবৈষ্ণবসাধুগণের আচরণ ও উপদেশ-সমূহকেই তিনি তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারারূপে নির্দ্দেশ করেন।

• ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদের উপদেশ—

"যদি ভজন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শিথিল না হইয়া পড়ে, তবে আর কখনও নাম-ভজনে উদাসীনতা, আলস্য বা বিক্ষেপ আসিতে পারে না। সুতরাং উৎসাহই সকল ভজনের সহায়। ভক্তিক্রিয়া উৎসাহময়ী হইলে অতি অল্পদিনে অনিষ্ঠতা-দর্প পরিত্যক্ত হইয়া নিষ্ঠা দশাকে লাভ করে।"

("উৎসাহ",—সঃ তোঃ ১১।১)

"সাধন-সময়ে যে কাল বিলম্ব হয়, তাহাতে অধৈর্য্য হইয়া কোন কোন ব্যক্তি পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হন। অতএব ফলের আশা করিয়াও যে ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি ধৈর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহারই ফলপ্রাপ্তি হয়। 'কৃষ্ণ আমাকে অদ্য বা একশত বৎসরে বা কোন জন্মে অবশ্য কৃপা করিবেন; আমি দৃঢ়তা পূর্ব্বক তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, কখনও ছাড়িব না'—এই প্রকার ধৈর্য্য ভক্তিসাধকদিগের পক্ষে নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।"

(—'ধৈর্য্য', সঃ তোঃ ১১।৫)

"ভক্তির অনুকূল স্বীকার এবং প্রতিকূল পরিহার-বিষয়ে সাধকের দৃঢ়তা ও যত্ন আবশ্যক। সংসারী জীবের অনেক সময়ে অনেক ভজন-প্রতিকূল ব্যাপার ঘটে; বিশেষ যত্ন ও দৃঢ়তা-পূর্ব্বক সেগুলি পরিত্যাগ না করিলে সাধনের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া অভীষ্ট-লাভে বিলম্ব ঘটায়।"

(—'সাধন' সঃ তোঃ ১১।৫)

"ভগবদ্ভাগবত-প্রসাদ ব্যতীত কিছুই ভোজন করিব না, ভগবদ্-ভাগবতরূপ ব্যতীত ও স্থানাদি ব্যতীত আর কিছুই দেখিব না, প্রসাদ-গন্ধ ব্যতীত আর কিছুর ঘ্রাণ লইব না, ভগবদ্-ভাগবত কথা ব্যতীত আর কোন কথা শুনিব না, হস্তপদাদিবিশিষ্ট শরীরকে ভগবদ্-ভাগবত-সম্বন্ধযুক্ত ব্যাপারে নিযুক্ত করিব না, তদ্ব্যতীত কিছুই ধ্যান, চিন্তা ও আস্বাদন করিব না, ভক্তির ব্যতীত অন্য কাব্যালাপাদি বলিব না'—এইরূপ সমস্ত প্রাতিকূল্য বর্জ্জন।"

(—'শ্রদ্ধা ও শরণাগতি', সঃ তোঃ ৪।৯)

"ভজনের অনুকূল বিষয়ে মহাজনের চিত্তটি পুষ্পের ন্যায় কোমল। ভজনানুকূল বিষয়, দ্রব্য, কাল, পাত্র ও দেশ লক্ষ্য করিলে মহাজনের চিত্ত আর্দ্র হয়। ভজনের প্রতিকূল বিষয়, দ্রব্য, কাল পাত্র ও দেশ লক্ষ্য করিলে মহাজনের চিত্ত বজ্রের ন্যায় কঠিন হয়; সে সমুদয় তিনি কিছুতেই স্বীকার করেন না।"

(—'বৈষ্ণবস্বভাব', সঃ তোঃ ৪।১১)

"নামাশ্রিত ভক্ত গৃহে থাকুন বা বনে যান, তাহাতে কোন বিচার নাই; কেন না, গৃহ নামানুশীলনের অনুকূল হইলে ভিক্ষাশ্রম অপেক্ষা ভাল, আবার নামানুশীলনের প্রতিকূল হইলে গৃহত্যাগই বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য।"

(—'নামবলে পাপবুদ্ধি,' হঃ চিঃ

"নামভজনকারী ব্যক্তি নামের যাহা অনুকূল, তাহা ব্যতীত আর কিছুই করিবেন না।" নামাপরাধ অর্থাৎ নামের যাহা প্রতিকূল, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা ও প্রতিপালক,—এই অনন্যভাব আশ্রয় করিবেন।"

(—'কৃষ্ণলাভ,' সঃ তোঃ ১১।৩)

"আমার মত এই প্রতিকূল বিষয়টী স্বীকার করি, কল্য হইতে বিশেষ সাবধান হই।"—এইরূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করিলে কখনই মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টী ভজন-বাধক বোধ হইবে, শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা অবলম্বন করিয়া তখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধন-কার্য্যের এক পদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।"

(—সাধন, সঃ তোঃ ১১।৫)

"শুদ্ধবৈষ্ণব-মতে পুরুষ-সাধকগণ স্ত্রী-সাধক হইতে পৃথক্ মণ্ডলী হইয়া ভজন করিবেন এবং স্ত্রী সাধকগণ কোন পুরুষকে তাঁহাদের ভজন-মণ্ডলীতে আসিতে দিবেন না। ভজন সম্পূর্ণ চিন্ময় কার্য্য, একটু জড়ভাব প্রবেশ করিলেই নষ্ট হয়।"

(—'সর্ব্বসিদ্ধান্তের বেদ,' সঃ তোঃ ৪।৬)

হরিকথা-প্রসঙ্গ

(৩)

একদা দেবহূতি কপিলদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"বৎস, আমি অবলা নারী, যোগ-যাগ-জ্ঞানাদি-সাধন আমার পক্ষে সম্ভব নহে, আমার পক্ষে নিত্যমঙ্গল-লাভের সহজ সাধন কি?" তদুত্তরে কপিলদেব বলিয়াছিলেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

(ভাঃ ৩।২৫।২৫)

সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গক্রমে আমার বিক্রম হৃৎকর্ণরসায়ন কথা সকল আলোচিত হয়। সেই সকল কথা শ্রবণ করিতে করিতে অপবর্গপথস্বরূপ আমাতে অনতিবিলম্বে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেম-ভক্তি উদিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বহু স্থানে হরিকথার আরও প্রচুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতং।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি॥

(ভাঃ ২।৮।৪)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি-বিষয়ক কথা নিত্য শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে করিতে কিম্বা প্রবণেই অতি অল্পকালের মধ্যেই ভগবান্ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"সোঽপি স্মরণপ্রধানঃ শ্রবণকীর্ত্তনয়োর্ভক্ত্যঙ্গানাং স্বতন্ত্রতয়াহ শৃণ্বত ইতি শ্রবণকীর্ত্তনাধীনমেব স্মরণাদ্যন্ত জ্ঞেয়ং।" অর্থাৎ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকারী ব্যক্তির স্মরণ-প্রথা অনাবশ্যক। স্মরণ শ্রবণও কীর্ত্তনেরই অধীন।

প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য
যথা শরৎ॥

(ভাঃ ২।৮।৫)

শ্রীহরি কথারূপে কর্ণরন্ধ্র দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্তগণের হৃৎসরোজের কাম-ক্রোধাদি মল ধৌত করিয়া থাকেন,—যেমন শরৎ ঋতুর প্রবেশে নদী-তড়াগাদির জলের মলিনতা তিরোহিত হইয়া যায়। শ্রীল শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এই শ্লোকের টীকায় বলিতেছেন—কাম-ক্রোধাদিরূপ হৃদয়ের মল ত' জ্ঞান-যোগাদি সাধনের দ্বারাও দূরীভূত হইতে পারে, তবে হরিকথার বিশেষত্ব কি? সেইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত শরৎকালের নদীর জলের সহিত হরিকথার তুলনা করিয়াছেন।

কূপের মলিন জল যেমন কোন যন্ত্রবিশেষ দ্বারা পরিস্রুত হইলেও মলরাশি কূপের নীচে পড়িয়া থাকে, আবার জল ঈষৎ ক্ষুভিত হইলেই মলাগুলি জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ জ্ঞান-যোগ-তপাদি দ্বারা হৃদয়ের কাম-ক্রোধাদি অনর্থ কথঞ্চিৎ ও কিয়ৎকাল প্রশান্তভাবে থাকিলেও আবার ক্ষোভের কোন কারণ উপস্থিত হইলেই ঐসকল অনর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হরিকথার বিশেষত্ব এই যে, উহা দ্বারা হৃদয়ের সমস্ত মল নিঃশেষিতরূপে বিদূরিত হয়। কৃষ্ণকথা কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, সুতরাং যেখানে কৃষ্ণ প্রবেশ করেন, সেখানে মায়ার কোন অধিকার থাকিতে পারে না; যেমন শরৎকাল জগতে প্রবিষ্ট হইলেই নদীর মলিনতা আপনিই বিদূরিত হয়, তখন পুনঃ পুনঃ বিক্ষুব্ধ হইলেও জলে মলিনতা আর আসিতে পারে না।

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা॥

(ভাঃ ২।৮।৬)

ক্রমসন্দর্ভঃ—"এবং ন কর্ম্মজ্ঞানাদিবৎ স্বকার্য্যসিদ্ধৌ তত্ত্যাগঃ। কিন্তু স্বতঃ পরম-সুখরূপত্বাদপি তদেকত্বাশ্রয়ণম্।"

যেমন প্রবাস হইতে আগত পথিক স্বগৃহে পৌঁছিয়া সর্ব্বক্লেশমুক্ত হইলে আর নিজ-গৃহ পরিত্যাগ করেন না, তদ্রূপ প্রশান্তচিত্ত পুরুষ হরিকে প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-সাধনের মত হরিকথাকে পরিত্যাগ করেন না, বরং তখনও আরও হরিকথাতে রমণ করিতে থাকেন।

হরিকথা জীবের সাধন ও সাধ্য। নারদ-শুকদেবাদির ন্যায় মুক্তকুলও নিয়ত হরিকথা সুধা-সরিৎ পান করিয়া থাকেন—

এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ং।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানু-
কীর্ত্তনং॥

(ভাঃ ২।১।১১)

শ্রীধরটীকা—"সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমন্যৎ শ্রেয়োহস্তীত্যাহ এতদিতি।"—হরির নামানুকীর্ত্তন একান্ত ভক্তগণের আস্বাদনীয় বস্তু, কর্ম্মকাণ্ডি-মুমুক্ষুদিগের অজ্ঞতাবশেষ মধ্যেও, মুমুক্ষুদিগের মোক্ষ সাধন, আত্মারামগণেরও সেব্য বস্তু। সাধক ও সিদ্ধের ইহা অপেক্ষা অন্য পরমমঙ্গল নাই।

কর্ম্মজড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের হরিকথায় বিশ্বাস নাই। তাঁহারা কর্ম্মের কথাটীকেই বড় মনে করেন। উহার কারণ, তাঁহারা দৈবী মায়ায় বিমোহিত। সেইজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে (৬।৩।২৫) ধর্ম্মরাজ বলিয়াছেন—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্ব্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্ম্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

হরিকথাই জীবের স্বরূপধর্ম্ম বা পরমধর্ম্ম। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ
পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

গৌরপার্ষদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ চৈতন্যচন্দ্রামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

তাবদ্ ব্রহ্মকথা বিমুক্তপদবী
তাবন্ন তিক্তীভবেৎ
তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বমুয়তে নো
লোক বেদ স্থিতিঃ।
তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলোনানা-
বহির্ব্বর্ত্মসু
শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্-
গোচরঃ॥

অর্থাৎ জীব যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন হরিজনের সাক্ষাৎকার না পান, ততদিনই তাঁহার সামাজিক কথা, দেশের কথা, নৈতিক কথা, সাহিত্য ও কাব্যের কথা, বহির্ম্মুখ শাস্ত্রবিদ্‌গণের পরস্পর বিবাদের কথা, নির্ব্বিশেষবাদী সন্ন্যাসিগণের ব্রহ্মকথা বা মুক্তির কথায় রুচি থাকে। কিন্তু প্রকৃত হরিজন বা সাধু শুদ্ধহরিসেবার কথা ছাড়া অন্য কোন কথার আদর করেন না।

প্রেমাবতার শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

শ্রুতমপ্যৌপনিষদং দূরে হরিকথামৃতাৎ।
যন্ন সন্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

অর্থাৎ ঔপনিষদ পরম ব্রহ্ম হরিকথা-মৃতের প্রসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থিত। যেখানে হরিকথা অবস্থান করেন, তথায় চিত্তের দ্রব, কম্প, অশ্রু, পুলক প্রভৃতি [illegible] সকল [illegible] বিকার নিসর্গতঃ উদিত হয়। ভাবপ্রবণ ব্যক্তির চতুর ফল নহে, প্রাকৃত সহজিয়ার কৃত্রিম ভাব-চেষ্টা নহে, কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের "এবংব্রতঃ" শ্লোকে তাহা নিরাকৃত হইয়াছে। ইহা শুদ্ধ প্রেমিক ভক্তের পরম প্রাণাবস্তু, ইহাই পরম প্রয়োজন, জীবের একমাত্র সাধ্য, আত্মধর্ম্মের চরম উৎকর্ষ। সুতরাং হরিকথা-প্রচারই জীবে দয়া, একাধারে পরার্থপরতা ও স্বার্থপরতার অপূর্ব্ব সম্মিলনের দৃষ্টান্ত, জীবমাত্রেরই নিত্য আচরণ, অভিন্ন শ্রীহরির মূর্ত্ত সঙ্গ ও সেবা।

স্বয়ং ভগবান্, সাধু গুরু-বৈষ্ণব-মহাজন এবং সকল শাস্ত্রশাস্ত্র একবাক্যে বলিয়াছেন যে, কলির জীবের হরিনামগ্রহণ ব্যতীত নিত্যমঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই। এই শ্রীহরিনাম ও শ্রীহরিকথা ভিন্ন বস্তু নহেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীতে আমরা শুনিতে পাই—

"সাধুর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশবাণী হরিনামকীর্ত্তনের পোষক। সাধুর শ্রীমুখ-বাণীর শ্রবণ ও হরিনামগ্রহণের তাৎপর্য্য ভিন্ন নহে। শ্রীহরিনাম-প্রভুর যাহা ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করে, তাহা হরিনাম-স্ফূর্ত্তিরই পুষ্টিকারক। যেরূপ হরিনাম ও হরি এক, সেইরূপ হরিকথা ও হরিনাম অভিন্ন। হরিকথাই হরি,—হরিনামই হরি। অতএব হরিকথাই হরিনাম। যিনি হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তিনি হরিনামই করেন। হরিনাম গ্রহণের সময় সময় হরিকথা শুনিলে চিত্তের বিক্ষেপ হয় না; কারণ, তাহা একই তাৎপর্য্যময়। হরিকথা হরিনামের অধিক স্ফূর্ত্তি করাইয়া থাকে। উভয়ের মধ্যে কোন-প্রকার বিজাতীয় ভাব নাই। হরিকথা ও হরিনাম—উভয়ই একই স্বরূপ।"

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৷৵০ ; ২য় খণ্ড ৷৶ ; ৩য় খণ্ড ৷৵০, ৪র্থ খণ্ড —৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীবিদ্যাধর [illegible] আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। [illegible] এখানে [illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৪
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, আচার্য্যচতুষ্টয় সেবা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের নিয়ত আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীনারায়ণীসুত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোপপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বয়াই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং [illegible], দার্জ্জিলিং

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেলা সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।৩৭ বড় [illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
[illegible], মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৩০নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] রোড ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রী [illegible] সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, পূর্ব্ব গোদাবরী [illegible]
শ্রীশ্রী [illegible]

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
[illegible], পো [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, [illegible] (ইউ পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ফোন— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'ইশান'
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর— ১৭ই বৈশাখ, ১৩৪৬, ১লা মে, ১৯৩৯ সোমবার । ৫২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

হিন্দু যুবকের সামরিক শিক্ষালাভের সুযোগ

এই বৎসর কয়েকজন বাঙ্গালী হিন্দু যুবককে নাগপুরে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অফিসার ট্রেনিং ক্যাম্পে ভর্ত্তি করিবার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি বৎসর ভারতের সকল স্থান হইতে পাঁচশতাধিক যুবক নাগপুরের এই শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান করেন। আমরা আশা করি যে, বাঙ্গলার হিন্দু যুবকগণ এই সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিবেন।

অদ্য হইতে ১০ই জুন পর্য্যন্ত ক্যাম্প হইবে। এখানে মিলিটারী স্কোয়াড ড্রিল, কোম্পানী ড্রিল, ব্যাটেলিয়ান ড্রিল, মাস্কেট্রি (বন্দুক) প্রভৃতি ও শরীরচর্চা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

নাগপুরে স্বেচ্ছাসেবকগণের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হইবে। আহার, বাসস্থান, ভৃত্য প্রভৃতির ব্যয়ের জন্য ১৭ টাকা (সতের) মাত্র লাগে। কলিকাতা হইতে নাগপুরের রেলভাড়া ১১ টাকা (প্যাসেঞ্জার ট্রেনে)। প্রত্যেক ক্যাম্পার্থীকে নিজের ইউনিফর্ম তৈয়ারী করাইতে হইবে এবং তাহাতেও আনুমানিক ১৫ (পনের) টাকা ব্যয় হইবে। সর্ব্বসমেত মোট খরচ পঞ্চাশ টাকার অধিক হইবে না।

যাঁহারা এই শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিবেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমরা বাঙ্গলা দেশে স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর গঠন ও শিক্ষাদানে সাহায্যলাভের আশা করি।

শিক্ষার্থিগণের বয়স ১৬ বৎসরের অধিক ও ম্যাট্রিক উত্তীর্ণ হওয়া আবশ্যক।

যাঁহারা নাগপুর অফিসার্স ট্রেনিং ক্যাম্পে শিক্ষালাভে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সন্ধ্যা ৬-৩০ হইতে ৭-৩০টার মধ্যে ২০শে এপ্রিলের মধ্যে নিম্ন ঠিকানায় দেখা করিতে অনুরোধ করি—ডাক্তার শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হিন্দুমহাসভা ভবন, ১নং সরকার লেন, কলিকাতা।

ইংলণ্ডে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে মন্ত্রিসভার মতলব

স্যার নেভিল হ্যাণ্ডারসন বোধ হয় হের ভন রিবেনট্রপের সহিত দেখা করিবেন। রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ইহাতে এইরূপ ধারণা করা হইতেছে যে, জার্ম্মাণী আর কোন রাজ্য দখলের চেষ্টা করিলে ব্রিটিশ সরকারের তাহাতে বাধা দান করিতে সঙ্কল্প প্রভৃতি ব্রিটিশ রাজনীতির কতিপয় মূলসূত্র এই সাক্ষাৎকারের সময় ব্রিটিশ রাজদূত দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করিবেন। ব্রিটিশ রাজদূত একথাও উল্লেখ করিতে পারেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতিই এখনও ব্রিটিশ সরকার অনুসরণ করিতেছেন। তবে সেই সঙ্গে সম্প্রতি কতিপয় ঘটনার ফলে যে সঙ্কটের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার অবসান করাও তাঁহারা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন।

জীব্রাল্টারে তোড়জোড়

জীব্রাল্টারে দুর্গনির্ম্মাণ কার্য্যে যোগদান করার জন্য পেন্সনভোগী ৬৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সাবেক সমস্ত রাইফেল কারীকে তলব দিয়া আনা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহারা দৈনিক সকাল ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত কার্য্য করিতেছে।

বৃটেনে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি মন্ত্রিসভার অভিমত

জানা গেল, বৃটিশ মন্ত্রিসভা বৈঠকে নীতির দিক দিয়া বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্ত্তনের বাঞ্ছনীয়তা স্বীকার করেন। সমীচীনতার প্রশ্ন এখনও বিবেচনা করা হয় নাই।

জার্ম্মাণীতে বৃটিশ ব্যবসায়ী বহিষ্কারের আদেশ জারী

জার্ম্মাণীতে যে তিন জন বৃটিশ ব্যবসায়ীকে গবর্ণমেণ্ট বহিষ্কৃত করিবার সঙ্কল্প করেন তাঁহাদিগকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, ১০ই মে'র মধ্যে তাঁহাদিগকে জার্ম্মাণী ত্যাগ করিতে হইবে।

হের হিটলারের প্রশ্ন

রুমানিয়া জার্ম্মাণ আক্রমণ আশঙ্কা করে কি না, হের হিটলারের এই প্রশ্নের উত্তরে রুমানীয় গবর্ণমেণ্ট একটি 'নোট' পাঠাইয়াছেন। এই 'নোটে' বলা হইয়াছে যে, রুমানিয়া জার্ম্মাণ সীমান্ত সংলগ্ন নয় বলিয়া রুমানিয়া জার্ম্মাণ আক্রমণের আশঙ্কা করে কি না তাহা বলা কঠিন। এ প্রশ্নের উত্তর জার্ম্মাণী নিজেই সবচেয়ে ভাল দিতে পারে। রুমানিয়াকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রস্তাব পূর্ব্বে জানান হয় নাই; তবে ইউরোপের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সে সম্মত নয়।

ডেনমার্কের উত্তর

ডেনমার্ক হের হিটলারকে জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণী তাহাকে আক্রমণ করিবে বলিয়া সে মনে করে না এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রস্তাব তাহাকে পূর্ব্বে জানান হয় নাই।

লাহোরে কুড়িজন কিষাণ সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় পুলিশ কুড়িজন কিষাণ সত্যাগ্রহীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইজন স্ত্রীলোক আছেন। মহিলা সত্যাগ্রহী দ্বয়কে আনারকলি বাজারে এবং পুরুষ সত্যাগ্রহীদিগকে পরিষদ গৃহের নিকট গ্রেপ্তার করা হয়।

বেলুচিস্থানের রেসিডেণ্ট ও চীফ কমিশনার নিযুক্ত

আগামী আগষ্ট মাসে লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল স্যার আর্থার পারসন্স বেলুচিস্থানের রেসিডেণ্ট ও চীফ কমিশনারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে বর্ত্তমান পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী স্যার অব্রে মেটকাফ ঐ পদে বহাল হইবেন। যে তারিখে স্যার অব্রে মেটকাফ পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন ঐ দিন হইতে বেলুচিস্থানের রেভিনিউ কমিশনার মিঃ সি কে বেলী আই-সি-এস ঐ পদে বহাল হইবেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত বনমালী মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আশ্চর্য্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজায় উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে ভক্তির অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরাণাশ্রম পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ২০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড – ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমণি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible]
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্
১৮। বামন অষ্টক
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতি গ্রন্থ ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ ৯৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাযুক্ত) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী (অনুবাদ সহ)[illegible]
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। গীত-চিন্তামণি ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গৌরমালা ৴০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঠাকুর শ্রীমহাপ্রভু ৵০
৩৮। শ্রী-নবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০
৪০। কল্যাণকল্পতরু ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনক্রম ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৵/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্র [illegible] ।০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (সানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০ সাধনবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিন্ন ।০
৬৩। জীব [illegible]ম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্ত্বত [illegible] ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয় ৴০
৬৭। [illegible] ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৲
৬৯। এ ভিউ অফ্ দ্য [illegible] ।০
৭০। [illegible] ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজী ।০
৭২। ভিজেটিং বৈষ্ণবিজ্ম ৷৵০
৭৩। লর্ড অ্যাণ্ড ভক্তিভিজেন্স অফ্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদান্ত [illegible] ।০
৭৫। গোয়াই গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] গ্যাজেট অ্যাণ্ড আল্‌ট্রা [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ প্রকাশ) ১০৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। [illegible] ।০
৮২। [illegible]
৮৩। গীতাবলী
৮৪। [illegible]

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান— শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম—শ্রীমায়াপুর—নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২১ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৭ই বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১লা মে ইং ১৯৩৯, সোমবার | ৫২৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ মধুসূদন সর্ব্বনিৎ সংকর্ষণ গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

ভক্তগণের তথাকথিত অমঙ্গল নাই। কিন্তু অভক্তগণের অন্যাভিলাষ ও কর্ম্মজ্ঞানাদি স্পৃহাজনিত তথাকথিত শুভ ও মঙ্গলে অমঙ্গলের খনি প্রচ্ছন্ন থাকে। ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের যাবতীয় বিধান অবনত-মস্তকে স্বীকার করেন। ভগবানের ব্যবস্থায় চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে তাঁহাতে শ্রদ্ধার অভাব ও নিজের অন্যাভিলাষ প্রমাণিত হয়। বৃষ্টি বজ্রগর্ভই হউক বা সুশীতল বারিগর্ভই হউক, চাতক সেই বৃষ্টির জল ব্যতীত অন্য কোন জল গ্রহণ করে না। ভগবদ্ভক্তও ভগবৎকৃপা আপাত-দৃষ্টিতে দণ্ড বা নিষ্ঠুরতা বলিয়া প্রতীয়মান্ হউক, কিম্বা সম্পদযুক্তই হউক, তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঐকান্তিকভাবে শ্রীভগবানেরই শরণাগত থাকেন। জাগতিক কোন প্রকার অসুবিধা তাঁহাকে শরণাগতি হইতে—কৃষ্ণের গোষ্ঠে বাস হইতে বিন্দুমাত্রও চ্যুত করিতে পারে না।

ভগবান্ সর্ব্বদ্রষ্টা; কিন্তু বদ্ধজীবের দর্শন নানাপ্রকার বাধাযুক্ত। কাজেই ভগবানের বিধানে অসন্তোষ বা চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে নিজের অমঙ্গলই বরণ করা হয়। শরণাগত ব্যক্তির ভগবানের বিধানে সন্তুষ্ট হইয়া অনুক্ষণ হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন বিচার নাই।

ঐকান্তিক ভগবদ্ভক্ত কর্ম্মফলবাধ্য নহেন। কিন্তু তিনি নিজে দৈন্যক্রমে জানেন যে, 'আমি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছি'। তিনি হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোন শুভাশুভ কর্ম্মের আবাহন করেন না।

যাঁহারা কুকুরের সেবা, ঘোড়ার সেবা, মানবের সেবা বা দেবতার সেবা করেন না, কিন্তু ইহাদের সকলেরই একমাত্র প্রভু শ্রীভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই নিজের ও পরের প্রকৃত মঙ্গল করিতে পারেন। বহু অপূর্ণের সেবায় এক পূর্ণের সেবা—ইহাই আরোহবাদের কথা। আর এক পূর্ণতম মূলবস্তুর সেবায় সমস্ত বস্তুর প্রকৃত মঙ্গল—ইহাই অবতারবাদের কথা। আমরা চব্বিশঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা তাঁহার সেবা করিব, সকল বিপদের মীমাংসা ভগবানের উপর নির্ভর করা, ইহাই ভাগবতী চিত্তবৃত্তির লক্ষণ।

শ্রীগৌরনিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। তাঁহাদের নাম, ধাম ও কামের সেবা করাই কর্ত্তব্য। যাহারা অদ্বৈতবাদ-গন্ধ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষবাদী হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা অধোক্ষজের সেবা করে না।

ভগবানের চরণে অকপট দৃঢ় শ্রদ্ধা-বিশ্বাসই প্রয়োজন। ভগবানের চরণে যাঁহাদের অকপট দৃঢ়শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হইয়াছে, তাঁহাদের সেবা করা দরকার। আমরা কোন্ দিন মরিয়া যাইব তাহার স্থিরতা নাই, অতএব আমাদের ক্ষুদ্র, অনিত্য, নশ্বর বস্তুর সেবা করিবার সময় নাই। মহতের পাদরজে অভিষিক্ত হইতে না পারিলে অর্থাৎ তাঁহাদের ঐকান্তিক ভৃত্য হইতে না পারিলে কখনও জীবের নিস্তার নাই।

যিনি হরিনাম না করেন, তিনি ভোগ ও ত্যাগে আসক্ত হইয়া পড়িবেন। হরিনাম না করিলে জীবের নিশ্চয়ই ক্ষোভ হইয়া যাইবে। একমিনিট কালও হরিভজন না করিলে সংসারে আসক্ত হইয়া পড়িতে হইবে। নিষ্কিঞ্চন ভক্তের পাদপদ্মধূলিকে মুকুট করিতে না পারিলে আমাদের সকলই অসুবিধা হইবে। কৃষ্ণভক্তের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইতে না পারিলে মায়া আমাদিগকে সংসারকূপে ফেলিয়া দিবে।

শ্রীকৃষ্ণের মন্দির—সঙ্কর্ষণ-বলদেবের অভিপ্রকাশ। জীবের হৃদয়ই ভগবানের মন্দির। ভগবানের ধাম ও মন্দিরাদি বলদেবপ্রকাশতত্ত্বের সেবাকার্য্য। এই বলদেব-প্রকাশ হইলেন নারায়ণের অংশী। যাঁহারা শ্রীমন্দিরকে বিষ্ণু মনে করেন, তাঁহারাই আস্তিক। মন্দির বিষ্ণু হইতে অভিন্ন হইলে তাহা ভাঙ্গা সম্ভব নহে। মন্দিরকে কেহ ভাঙ্গিতে পারে না, ভাঙ্গে জোরের বস্ত। শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহকে যাহারা প্রাকৃত মনে করে, তাহারা অন্ধ। দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চন ও শ্রীমন্দির দর্শনাদি—কিছুই হয় না।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিভাষণের মর্ম্ম

[স্থান—শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জ; কাল—বেলা ৩৷৷ ঘটিকা; তারিখ—২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৯]

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥
অমদাদপ্যহং বন্দে বারং বারং পুনঃ পুনঃ।
ভক্তিবিনোদপাদাব্জেষু তাং জন্মজন্মনি॥

আজ পরিক্রমার তৃতীয় দিবস। আজ কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুম-দ্বীপ-পরিক্রমা হইল। এই দ্বীপে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌর কৃষ্ণের ইচ্ছায় জীবের ভজনের জন্য অবতীর্ণ হ'য়ে নিজে নামসংকীর্ত্তন ক'রে অপরকে সেই কীর্ত্তন-প্রচার ক'রেছেন। তাঁ'র এই করুণার তুলনা জগতে আর কোথাও পাওয়া যায় না। গৌড়মণ্ডলের অন্তর্গত নিত্য-ধাম গৌড়ীয়মঠ সকলস্থানের আচার্য্য-বিগ্রহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই স্থানে তাঁ'র নিত্যাবস্থানের অনুভব ক'রেছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ গৌরজন। জগদ্গুরু শ্রীল জগন্নাথ প্রভুকে ভক্তিবিনোদঠাকুরের আপনতত্ত্বাবধানে ভজনের

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

দর্শন করতে পাই। গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হ'বার পূর্ব্বেই বা কোন মহাপুরুষের নিকট শিক্ষালাভ ক'রবার পূর্ব্বেই শুদ্ধভক্তির রহস্যের কথা তিনি স্বকৃত গ্রন্থে লিখেছেন। যেমন রায় রামানন্দ ভক্তিকথা শুনবার আগেই মহাপ্রভুর নিকট তা' কীর্ত্তন ক'রেছেন। সেখানে শ্রোতা—মহাপ্রভু, আর বক্তা—রায় রামানন্দ। শ্রীস্বরূপ-দামোদর—যাঁ'র পূর্ব্বনাম শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য, তিনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের কথা শুনে, নির্ব্বিণ্ণ হ'য়ে কাশীতে গেলেন। সেখানে সন্ন্যাস গ্রহণ না ক'রে ব্রহ্মচারী নাম নিলেন। কাহারও নিকট তাঁ'র শিক্ষার কথা কোন লেখনীতে দেখ্‌তে পাই না। যদিও তিনি দীক্ষার অভিনয় ক'রেছেন, কিন্তু তিনি কা'রও নিকট কোন শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। তৎপূর্ব্বেই তিনি গৌর-প্রচারিত ভক্তিরহস্য তাঁ'র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ক'রেছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও সেইরূপ বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর বাহ্যদৃষ্টিতে সাক্ষাৎকারের পূর্ব্বেই বাংলাদেশ গ্রন্থে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনের কথা বর্ণন ক'রেছেন। এতেই বুঝা যায়, তিনি—নিত্যসিদ্ধ।

ব্যক্তিগতভাবে ভজন ও সঙ্গে থেকে ভজন এই দুইএর বৈশিষ্ট্য আছে। চিন্ময়জগতে নির্জ্জনতা নাই, ওখানে সঙ্গ আছে। যূথপতির সঙ্গে থেকে ওখানে সেবা করতে হয়। সেই সঙ্গ এখানেও আছে। ব্যক্তিগত ভজনও হয়। ব্যক্তিগত ভজনে কাহারও সহিত মেলামেশার দরকার হয় না। কোন প্রকারে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে হরিনাম-ভজন করতে হয়।

যাঁ'রা রোগী বা অযোগ্য কনিষ্ঠাধিকারী তাঁ'দিগকে মধ্যমাধিকারে এবং যাঁ'রা মধ্যম তাঁ'দিগকে উত্তমাধিকারে উঠাবার জন্যই সঙ্গ। বিভিন্ন অধিকারের লোক নিয়েই সঙ্গ। এখানে অধিকারবিচার আছে। সব একাকার করলে চ'ল্‌বে না। সঙ্গে থেকে "যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥" —মহাপ্রভুর এই আদেশ পালন করতে হবে। মহাপ্রভু একবার বল্‌লেন—গুরুপরম্পরা বা গৌড়-পথে যে বাণী বা শিক্ষা, তাঁ'র বাস্তব-স্বরূপে তোমার জন্য যেগুলাকে যা ব'লেছেন তাই সকল বা গ্রহণ ক'রে সকলের নিকট গিয়ে আমার কথা বল—কৃষ্ণ-উপদেশ কর। আবার বল্‌ছেন—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়)

বিষয়ী দর্শন ক'রো না। যোষিদ্দর্শন বিষ-ভক্ষণ অপেক্ষাও অসাধু, অনিষ্টকর। এখানে সঙ্গের কথা নাই।

ভোগপ্রবৃত্তিযুক্ত হ'য়ে দর্শনই সন্দর্শন। হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সম্বন্ধচ্যুত বা তৎসম্বন্ধ-গন্ধ-বিহীন হ'য়ে পুরুষাভিমানীর ইন্দ্রিয়চালনায় যে দর্শন, তা' যোষিদ্-দর্শন।

জগদেব তাঁ'র গুরুদেবের কাছে এই কথা শুনে, অনুগত-জনকে বলেন—'যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।' ইহা গোষ্ঠীকে নিয়ে ভজনের কথা। ইহা বিশিষ্টের কথা—একজনের কথা বা ব্যষ্টিগত কথা নয়। সমষ্টি বা সকলের মঙ্গললাভের একমাত্র উপায়—কৃষ্ণসংকীর্ত্তন, যাহা পরম অভিধেয় ও পরম প্রয়োজন।

ঠাকুর যেখানে ব্যক্তিগতভাবে ভজনের কথা ব'লেছেন, সেখানে 'নির্জ্জন' বল্‌তে বৈষ্ণবসঙ্গশূন্য হওয়ার কথা বলেন নাই—সাধুসঙ্গহীন হ'য়ে থাকতে বলেন নাই। তিনি অসজ্জনসঙ্গরাহিত্যের কথাই ব'লেছেন। যেখানে সাধুজন নাই, বিলাসের উপকরণ নাই, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত, উদ্গাতা যিনি, তিনি এইরূপ নির্জ্জনতার কথা নিশ্চয়ই বলেন নাই। জনসঙ্গ খারাপ। শ্রীরূপ যে 'জনসঙ্গশ্চ পরমাণসেবাকুতে' ব'লেছেন, সেই জন—সজ্জন। অন্ত জন—দুর্জ্জন। অসৎসঙ্গ-রহিত হ'য়ে হরিভজন কর, তাঁ'র নাম নির্জ্জনতা। সজ্জন-সঙ্গ ক'রে হরি-ভজন কর—ইহাই তাৎপর্য্য। অসৎসঙ্গ ত্যাগ বা বর্জ্জন ও সৎসঙ্গে বাস বা সৎসঙ্গ-গ্রহণই তাৎপর্য্য। সব স্থানেই সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ ছেড়ে হরিভজন হয় না। তাই ঐ ঠাকুরটিই ব'লেছেন,—

'বৈষ্ণব-ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমায়,
তোমার চরণ ধরি॥
ছয় বেগ দমি', ছয় দোষ শোধি',
ছয় গুণ দেহ' দাসে।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে॥
একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনামসংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণনাম-ধনে॥'

হরিসঙ্গ-রহিত হ'য়ে, কোন প্রকার অসৎসঙ্গ না ক'রে সৎসঙ্গে হরিভজন কর। তিনি ব'লেছেন, সৎসঙ্গ চাই। বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট তোমার প্রার্থনা হউক। 'দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি' এই ছয় প্রকার সঙ্গ যেন বৈষ্ণবের সঙ্গে হয়। নির্জ্জন-ভজনের কথা যিনি বল্‌ছেন, তিনিই বল্‌ছেন সৎসঙ্গ যেন হয়। এখানে আপাতবিরোধ দেখা গেলেও ঠিকই আছে। কারণ সৎসঙ্গই প্রকৃত নির্জ্জনতা। গৌড়ীয়-সঙ্গের নিত্যারাধ্য শ্রীস্বরূপদামোদরের অভিন্নমূর্ত্তি নিত্যোপাস্য ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ মহাপ্রভুর নিজজন। তিনি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন বা সঙ্গের কথা আমাদিগকে জানিয়েছেন। বৈষ্ণবঠাকুরের অনুগত হও। বহুর দ্বারা তিনি কৃষ্ণকে ভোগ করান। সংকীর্ত্তন-রাসে বহু সেবক যোগ দিয়েছেন। তা'তেই গৌরের আনন্দ। নিত্যানন্দের কার্য্যই এই। 'নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের সাধ।' সংকীর্ত্তনে প্রবেশ করান—নিত্যানন্দ।

• ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব'লেছেন—
'কবে নিত্যানন্দ মোরে করি' দয়া
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ চরণের ছায়া
নামের হাটেতে দিবে অধিকার॥'

শুদ্ধভক্তিলতার বৃদ্ধিকে স্তব্ধ ক'রে দেয় যে উপশাখা, সেই আগাছাগুলিকে সর্ব্বদা হল চালনা ক'রে ধ্বংস ক'রে দেন। গুরু-নিত্যানন্দ সেবোন্মুখ সাধকের হৃদয় থেকে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদি আগাছাগুলি উপড়ে দিয়ে সেই হৃদয়কে কৃষ্ণের নির্ম্মল রসভিক্ষা ক'রবার জন্য—কৃষ্ণবিলাসক্ষেত্র ক'রবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত।

চৈতন্যরূপ—সংকীর্ত্তন। কৃষ্ণ স্বয়ং এসেছিলেন ভক্তভাব নিয়ে এই সংকীর্ত্তন প্রচার ক'রবার জন্য। বহু সেবোন্মুখ ব্যক্তি মিলে যে শ্রীনামকীর্ত্তন তাহাই সংকীর্ত্তনের রাস। এই রাসের নাম গৌর-রাস। সেই রাসে পৌঁছিয়ে দেন গুরু নিত্যানন্দ এবং তাঁ'র বৈভব বৈষ্ণবঠাকুর। ঠাকুর নামহট্টের পরিমার্জ্জকের কার্য্য ক'রেছেন। তিনি শত উপায়ে—শত গ্রন্থ লিখে—শতমুখী নিয়ে একান্ত সেবাভিলাষী জনগণের হৃদয়রূপ হট্ট পরিমার্জ্জন ক'রেছেন। যত আবর্জ্জনা, যত কাঁকর, সব পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যা'তে জনগণের বসবার সুখ হয় তাঁ'র ব্যবস্থা ক'রেছেন। নামহট্টের কার্য্য বিবিক্তানন্দিগণ করেন না। নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকামের সেবা নিজে ক'রে কি ক'রে গৌরসুন্দরের সুখবিধান করতে হয় তা' শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি গোষ্ঠ্যানন্দী ছিলেন। যেখানে সাধু নাই তথায়ই নির্জ্জনভজন। এরূপ নির্জ্জনে অনর্থই প্রবল হয়। সুতরাং যেখানে সাধু পাওয়া যায় তথায়ই যেতে হ'বে।

পাষণ্ডগণ বল্‌ছে, শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মনোহভীষ্ট প্রচার করেন নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদই যে তাঁ'র মনোহভীষ্ট প্রচার ক'রেছেন একথা জগদ্‌গত জনগণই সন্ধান পে'য়েছেন। শ্রীস্বরূপদামোদরাভিন্ন ঠাকুরের চরণাশ্রয়ের (?) সৌভাগ্য পেয়েও অপরাধিগণ ঠাকুরের চরণে কিরূপ অপরাধ করছে দেখুন; তা'রা বল্‌ছে—প্রভুপাদ ঠাকুরের বিরুদ্ধ কথা প্রচার ক'রেছেন। এদের উদ্ধার নাই!—যদি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা না করেন।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই গোদ্রুমে তাঁ'র নিত্যারাধ্য উপাস্যগণের ভজনা ক'রেছেন। তিনি কেশ-পোষাকশয্যা। কেশ—ক+ঈশ। ক—ব্রহ্মা, ঈশ—মহেশ। শেষ—সহস্রবদন। এঁ'রা তাঁ'র সন্ধান পান না। এই স্থানের রেণু বা ধূলি হ'তে পারলেই নিত্যমঙ্গল। যে ধূলির উপর তাঁ'র পাদপদ্ম বিচরণ করে—যে পাদপদ্ম তাঁ'র বক্ষে রাখেন—সেই পাদপদ্মের ধূলি যেন হ'তে পারি—ইহাই প্রার্থনা।

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
ভক্তিবিনোদপাদাব্জরেণুঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"

পূর্ণ আত্মনিবেদন ক'রে শ্রবণ ক'রে, তবে কীর্ত্তন। Reserved Tank থেকে জল বা Power House থেকে light আসবে। শ্রবণপুটে যে বাণীর ধারা বা স্রোতঃ আসছে, শিক্ষামৃত-ধারা আসছে, সেই চৈতন্য-শিক্ষা, মহাপ্রভুর শিক্ষা বা অমৃতধারা কর্ণের pipe দিয়ে অবতীর্ণ হ'য়ে মুখ দিয়ে বেরোয়। চৈতন্যের শিক্ষামৃত—উপদেশামৃত, এটি চলে আসছে—শ্রীস্বরূপ-দামোদর-রূপ রঘুনাথ-শ্রীজীব-কবিরাজ-নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর ও সরস্বতী-ধারায়। তাঁ'রা সেই অমৃতধারা পান ক'রে বিলিয়েছেন। তা' আবার শ্রীল প্রভুপাদের উচ্ছিষ্ট হ'য়ে মহামহাপ্রসাদ হ'য়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত যেমন শুকমুখবিগলিত হ'য়ে অমৃত হ'তেও অমৃত হ'য়েছে—সেইরূপ। প্রভুপাদ যেভাবে শ্রবণ ক'রে কীর্ত্তন ক'রেছেন, সেই ধারায় আসতে হ'বে, নতুবা হয় অহঙ্কার বা গুরুত্যাগ হ'তে হ'বে অথবা নির্জ্জন-ভজনের নাম ক'রে বিলাসের বিপরীত নির্ব্বিশেষ-গতি লাভ হ'বে। সজ্জনকে দুর্জ্জন জ্ঞান ক'রে, অসৎ জ্ঞান ক'রে নির্জ্জন-বিলাসী হওয়াটাই মায়াবাদ,—তা' ভক্তিবিনোদবিরোধ। শ্রীল

গৌরকিশোর প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ বিলাসে—ভক্তিবিলাসে অবস্থিত ছিলেন। তিনি—মহাচিদ্বিলাসী, আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ—মহাবৈরাগী। রায় রামানন্দ—মহাবৈরাগী আর শ্রীরূপসনাতন—মহাবিলাসী—চিদ্বিলাসী—সেবাবিলাসী—ভক্তিবিলাসী। এই বিলাস ও বৈরাগ্য একতাৎপর্য্যপর—একার্থবোধক। যাঁ'রা সাধুর অনুকরণ করবার জন্য ব্যস্ত, তাঁদের মূলে অহংগ্রহোপাসনা। তথায় কেবল শরীরপূজা। যেখানে কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা নাই তথায় জীবন-পুষ্পগুলিকে কৃষ্ণপাদপদ্মে দিবার ইচ্ছা নাই। সংকীর্ত্তন-পূজার পূজারী যদি "জন্ম সার্থক করি' কর পরোপকার" এই শিক্ষার অনুগত হ'য়ে কোন জীবকে সুযোগ না দেন, তা হ'লে তাঁর অসাধ্য কিছুই নাই—তিনি সব কর্‌তে পারেন। যে জীবকে হিংসা কর্‌ল,—মহাপ্রভুর কথামৃত বল্‌ল না—সেই ধারায় পৌঁছিয়ে না দিয়ে হিংসা কর্‌ল, কৃষ্ণবিলাসের উপকরণ যে তত্ত্বজ্ঞ, তাঁ'র অনুগত না হ'য়ে বিরোধ আচরণ কর্‌ল তাঁ'র প্রতি কৃষ্ণের দয়া হ'বে না। উন্মুখ বহু না হ'লে তাঁ'র উল্লাস হয় না। তিনি বহুবল্লভ। তাঁ'র বহু গোপী। এই নিয়েই তাঁ'র সুখ—উল্লাস। কৃষ্ণ একজনকে নিয়েই সন্তুষ্ট। তিনি আবার বহু কায়বিস্তার ক'রে কৃষ্ণকে সম্ভোগ করান। বৈষ্ণবঠাকুর দয়ার সাগর। তাঁ'র ইচ্ছা—সকল জীব কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করুক। অনেকে মিলে যে কীর্ত্তন তা'ই রাস, উন্মুখ বহুর সমাবেশ সেখানে। নিবৃত্তানর্থ শুদ্ধভক্তগণ বড় সুন্দর। বৈষ্ণবঠাকুর অভিন্ন-নিত্যানন্দ,—পূজারী হ'য়ে কৃষ্ণের পাদপদ্মে সেই অনন্ত বহু পুষ্পসম্ভার অঞ্জলি প্রদান ক'রে সুখ পা'ন। নির্জ্জনে ব'সে থাক্‌লে হ'বে না—সাধুসঙ্গে সেবা কর্‌তে হ'বে। নতুবা সংকীর্ত্তন হ'বে না। 'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্'।

একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি' শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ কৃষ্ণনামধনে॥

আমি যদি নির্জ্জনে হরিনাম—হরিভজন কর্‌তে যাই, তবে বল পাব না। একজনে সংকীর্ত্তন হয় না। সংকীর্ত্তন হচ্ছে—নামের বিলাস বা আরাধনা। শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগলনাম; সংকীর্ত্তন-রাসে তাঁ'র বিলাস।

কবে নিত্যানন্দ মোরে করি দয়া
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ চরণের ছায়া
নামের হাটেতে দিবে অধিকার॥

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥

আমার বিষয়-তৃষ্ণা দূর হো'ক, তত্ত্ব বাসনা, অপরাধ, চারি প্রকার অনর্থ নিবৃত্ত হ'য়ে আমার হৃদয় সংকীর্ত্তন-রাসোৎসবের উপযুক্ত হো'ক, কৃপা ক'রে আমাকে যোগ্যতা দাও।

কাঙ্গাল না হ'লে বৈষ্ণবের কৃপা হ'বে না। যে স্থানে শুদ্ধ-বৈষ্ণবসঙ্গ পরিত্যাগের ইচ্ছা, তথায় বিলাসবিরোধ। কৃষ্ণের বিলাস হো'ক, জড়বিলাস রহিত হো'ক—ভক্তিবিলাস হো'ক—সেবাবিলাস হো'ক—সংকীর্ত্তন-বিলাস হো'ক। যে যুগে ভক্তিবিরোধিনী যুক্তি প্রবল, যে যুগে একপক্ষ অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষ বা কৃষ্ণের পূর্ণাধিপত্য নাই, সেই কলি বা বিবাদযুগে ঠাকুর এই প্রপঞ্চে এসে সেবা-বিলাসের কথা কীর্ত্তন ক'রেছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ নিজকে কাঙ্গাল ব'লেছেন। যতক্ষণ কাঙ্গাল না হওয়া যায় ততক্ষণ হ'বে না। নিত্যানন্দ ও তদ্বৈভব বৈষ্ণবের কৃপা না হ'লে হ'বে না। কৃষ্ণের অনুকরণ ক'র্‌তে হ'বে না; পুরুষাভিমান তাঁ'রই একচেটিয়া। পুরুষাভিমানে ইন্দ্রিয়-পরিচালনা ক'র্‌তে গেলে বদ্ধজন্ম হ'বে। যে কাঙ্গাল তাঁ'র সর্ব্বত্র গুরুদর্শন—কৃষ্ণপ্রিয়-দর্শন—সুদর্শন—চেতন দর্শন। সচ্চিদানন্দাকৃতিই—তত্ত্ববিবেক। এই অনুভূতিতে নিজেকে কাঙ্গাল—বৈষ্ণবের দাসানুদাস অভিমান। সর্ব্বত্র কৃষ্ণভোগ্য—কৃষ্ণসম্বন্ধি দর্শন। কৃষ্ণেরই পৌরুষ থাক্‌বে। ইচ্ছাশক্তির কর্ত্তা মদনমোহন। আমার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছার অনুগত হওয়া দরকার, নতুবা বন্ধন—বিবর্দর্শন—অবৈষ্ণব-দর্শন—অন্যদর্শন—অবিদ্যা; তা'তে অসুবিধা। বৈষ্ণবঠাকুরের কৃপার পর্দ্দা স'রে গেলে পুরুষাভিমান চ'লে গিয়ে দীনতা বা অকিঞ্চনতা প্রবল হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশ—

'একাকী আমার নাহি পায় বল
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া
দেহ' কৃষ্ণনাম-ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি'
ধাই তব পাছে পাছে॥

আমরা যেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পিছনে নিত্যকাল যেতে পারি। দেখুন, এখানে অভিন্ন ব্রজধাম। গৌরলীলায় কৃষ্ণলীলা এবং কৃষ্ণলীলায় গৌরলীলা সর্ব্বত্র দর্শন ক'রে কীর্ত্তনমুখে স্মরণ ক'রে নিত্যসিদ্ধ গৌরজন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরধাম আশ্রয়ের আদর্শ প্রদর্শন ক'রেছেন। গৌরধাম—গৌরাভিন্ন। গৌরধাম গৌরের ন্যায় মহাবদান্য। শ্রীধামের সাক্ষাৎ কৃপা-কটাক্ষ লাভ করা দরকার। তিনি কৃষ্ণধামে গৌরধাম এবং গৌরধামে কৃষ্ণধাম দর্শন ক'রেছেন। তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তনের কথা ব'লেছেন। নাম-সংকীর্ত্তনই যে একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয় তা' তিনি চোখে অঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, প্রকৃষ্টভাবে দর্শন ক'রেছেন। তিনি অতি সৌভাগ্যবান্ জীবের সেবোন্মুখ জিহ্বায় কীর্ত্তন করিয়েছেন। জীবের প্রতি এটা তাঁ'র মহাকৃপা; তিনি মহাবদান্য। তাঁ'র এই উপকারের কথা সহস্রবদনও বর্ণন ক'র্‌তে পারেন কিনা জানি না। যে যুগে ভক্তিকে লঙ্ঘন ক'রে, বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়ে পাষণ্ডতার শেষ সীমায় যাঁ'রা জড় সম্ভোগে উন্মত্ত, সেই বিবাদ যুগে একমাত্র চরম পরমমঙ্গলের পূর্ণ নিদান শ্রীনামপ্রভুর অবতরণের জন্য অহৈতুক-জীবদুঃখকাতর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে যত্ন ক'রেছেন তাঁ'র তুলনা নাই।

ভকতিবিনোদ দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

যদি উন্মুখ হ'য়ে, তাঁ'র হৃদ্গত চিত্তবৃত্তির সহিত এক হ'য়ে, সেই চিত্তবৃত্তির সহিত dovetailed হ'য়ে তাঁর ইচ্ছার সহিত খাপে খাপে মিলে গিয়ে, সেই ভূমিকায় গিয়ে দর্শন ক'রার ইচ্ছা হয় তবে পাষাণ গলে যাবে,—অতি বড় পাষণ্ড গ'লে যা'বে। এত বড় কথা—এই গূঢ়রহস্য তাঁর অনুগত হ'য়ে অনুসরণ ক'র্‌লে বুঝা যা'বে। অনুসরণ না ক'র্‌লে সর্ব্বনাশ।

অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি প্রাকৃত বিলাস আরোপ ক'র্‌তে হ'বে না। ভগবান্‌কে anthropomorphise ক'র্‌তে হ'বে না—বদ্ধমানবোচিত মনে কর্‌তে হ'বে না। জড় বিচার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। বহির্ম্মুখ জীবকে বৈষ্ণব বা বিষ্ণুজ্ঞান নিষেধ ক'রেছেন। আমাদের আত্মার সব কৃত্রিমতা, কপটতা পরিত্যাগ ক'রে যে শুদ্ধবৃত্তি, তা' যা'তে জাগে, কৃষ্ণপ্রেম যা'তে লাভ হয়, তার উপায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সহজভাবে ব'লে দিয়েছেন। কোন আচার্য্য জীবের প্রতি এরূপ উপকার দেখিয়েছেন, সহজ ভাষায় বহির্ম্মুখ জীবকে উন্মুখ ক'রবার জন্য সুযোগ দিয়েছেন কি না আমাদের জানা নাই। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আরও অনেক গুণরত্নের কথা তাঁ'র কৃপা ব্যতীত ব'লবার উপায় নাই। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ব্যতীত ঠাকুরের দয়ার কথা বলা যায় না। অনেক কথা ব'লবার আছে কিন্তু আমি নির্গুণ্য অন্ধ জীব-কীট। তাই কোন কথা হৃদয়ে আসে না। ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন ক'র্‌তে আমি সর্ব্বতোভাবে অযোগ্য, তাঁর গুণের কথা ব'লবার সাধ্য আমার নাই। তাঁ'র বৈষ্ণবরূপে আপনারা আমার প্রতি কৃপা করুন, যেন নিত্যকাল ব'ল্‌তে পারি,—

'আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
ভক্তিবিনোদপাদাম্ভোজরেণুঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥

দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন

(প্রাপ্ত)

(১)

বাজিল ধর্ম্মের ভেরী গম্ভীর নিনাদে,
আবার পঙ্কিল পথ সাধু সাবধান।
মজো না দুর্ব্বল জীব কলিতস্কবাদে,
আচার্য্যচরণে লও বিশ্রামের স্থান॥

(২)

পুনঃ পুনঃ উঠে ধ্বনি সাধু সাবধান,
শ্রীনাম, গোবিন্দ, সাধু, শ্রীমহাপ্রসাদ।
অপ্রাকৃত বলি কহে সর্ব্বশাস্ত্রগণে,
বাধা'বে তাহাতে কলি সংশয় বিবাদ॥

(৩)

গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া দুর্জ্জন,
বন্ধ করিবারে চাহে শ্রৌতবাণী-ধার।
গুরুদ্রোহী সঙ্গ চির করিয়া বর্জ্জন,
সাধুসঙ্গ করি ধর ভক্তিপথ সার॥

(৪)

কলি ছলনায় কর্ণে প্রদানি অঙ্গুলি,
কর্ণপুটে পান কর গুরুবাণী সার।
শিরে লহ আশীর্ব্বাদ আচার্য্যের ধূলি,
চলরে অমৃত দেশে ত্যজিয়া অসার॥

(৫)

কৃষ্ণশক্তি গুরু নন্দে যেই দুরাচার,
জেনো স্থির তার সঙ্গ নরক গমন।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার,
গুরুভোগ গুরুত্যাগী দুঃসঙ্গ দুর্জ্জন॥

(৬)

দুঃসঙ্গ পিশাচ আসে বিস্তারি বদন,
ছুটে এস জীব ভক্তিসুধাকরালোকে।
নতুবা আঁধারে চির আত্মার পতন,
একমাত্র বাস্তবে আশ্রয় ভূলোকে॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাস-অঙ্গন ... শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible] চতুর্দিকে [illegible] ... অবস্থিত [illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে মঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠ পাঠ, মহোৎসব, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনন্তকুলকুণ্ডলীমন্দির

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসপত্নীর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) অম্বুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) স্বর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেব মন্দির নিকটবর্তী) পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয় মঠ

চারধাম পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ পানিহাটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দ বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোবিন্দবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব।

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বোম্বে ৭

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

শ্রী[illegible] প্রাপ্ত

(৫২) নন্দ গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—[illegible], পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) [illegible] মঠ

চিলকিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, উ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৫, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৩৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮
এক কলম	৩০	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ । বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———:(০):———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী পত্রিকা,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ সংগৃহীত ও মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দসূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

[illegible]ল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

[illegible] শ্রেণী বিদ্যালয়

[illegible] ম্যাট্রিকুলেশন [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালনা [illegible] আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাবার ও সেবকনাপিত প্রভৃতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

———

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী [illegible] বিভিন্ন স্থানে সজ্জনবৃন্দের প্রশ্নোত্তরে ও সম্বন্ধে [illegible] করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে [illegible] ধারাবাহিকভাবে গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে [illegible] বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক 'বিরহ'-উৎসব-বাসরে [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু সমস্যার সমাধান [illegible] পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পক্ষে [illegible] এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

৮৬ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

প্রথম খণ্ড শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের সংস্কৃতের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিভাস্কর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং শুদ্ধ ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমার্দ্ধ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। দিবার শীলমোহর সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

, পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ববিদ্যাসাগরিত্বিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলী শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৪			৯-২৫	১৩-৫১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৬	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১৯	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮		১০-১১		১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬		১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ				১১ ০		১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO [illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড, শ্রীমায়াপুর— ১৮ই বৈশাখ, ১৩৪৬, ২রা মে, ১৯৩৯, মঙ্গলবার। ৫৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

গাংপুর রাজ্যে সৈন্যপ্রেরণ

উড়িষ্যা দেশীয়-রাজ্য প্রজা সম্মেলন নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন—

"বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, গাংপুর রাজ্যের প্রজারা সমবেত হইয়া কয়েকজন লোকের গ্রেপ্তারে বাধা দিয়েছে এবং সম্ভবতঃ দরবারের অনুরোধে কটক ও ঢেঙ্কানাল হইতে প্রায় ৭০ জন ভারতীয় সৈন্যকে সত্বরে সম্বলপুরের পথে গাংপুর পাঠান হইয়াছে। গাংপুরে কোন প্রজা মণ্ডল না থাকায় গ্রেপ্তার এবং দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণ বোঝা যাইতেছে না। তথাপি এই সংবাদ পাইবার পর উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের সম্পাদক [illegible] তাঁহার জনৈক বন্ধুকে ভার দিয়া, তাঁহার মারফতে উক্ত রাজ্যের প্রজাদিগকে এরূপ কার্য হইতে বিরত হইবার পরামর্শ দিয়াছেন। এই কার্য অহিংসানীতির বিরোধী এবং উহার ফলে দরবার কর্তৃক দমননীতির আশঙ্কা রহিয়াছে। সঠিক সংবাদের প্রতীক্ষা করা হইতেছে।"

গাংপুর উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে চতুর্থ। ইহা সম্বলপুর জেলার সীমান্তে অবস্থিত। উহার আয়তন ২,৪৯২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২,৫৬,৬৭৮।

বুন্দেলখণ্ডে [illegible] দল গঠন

রাজা '[illegible]' [illegible]'-এর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নের [illegible] অনুমোদন-

গার্ডস"-এর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ান গঠন অনুমোদন করিয়াছেন।

যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা

ভারতবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি লাভের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সাহায্য এদেশে যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিতেছে। এ সম্বন্ধে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতের নেতৃবর্গের এক দল সংশোধিত আকারে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিবার অনুকূল মনোভাব প্রকাশ করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের অভিমত এই যে, আপোষ রফার পথে ভারতের স্বাধীনতালাভ হইবে না। অতএব সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম আবশ্যক। সুনিয়ন্ত্রিত আন্দোলন ও প্রচার দ্বারা জনসাধারণের মনোবৃত্তি আরও সংগ্রামশীল করিয়া তুলিলে এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা লাভ করিলে কংগ্রেস শক্তিশালী এবং ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম হইবে বলিয়া এই সম্প্রদায় মনে করিতেছে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করায় এই সম্প্রদায় তাঁহার উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে তিনি যে কোন পন্থা অবলম্বন করিবেন, তাঁহার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে এই সম্প্রদায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

হাজারীবাগ ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত

হাজারীবাগ ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য যে তদন্ত কমিটি নিযুক্ত হয়, তাহার রিপোর্ট [illegible] রেলওয়ে বোর্ডের নিকট দাখিল করা হইয়াছে এবং বোধ হয় আগামী সপ্তাহে উহা প্রকাশ করা হইবে। উক্ত ট্রেন দুর্ঘটনা লাইন অপসারণের ফলেই ঘটে, কমিটি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের পুনরায় সমবেত প্রচেষ্টা

ওয়াকিবহাল রাজনীতিক মহলের মতে বৃহস্পতিবার সোদপুরে গান্ধীজী এবং রাষ্ট্রপতি বসুর মধ্যে চার ঘণ্টা ব্যাপী যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব সম্ভবপর।

একটি সংবাদে প্রকাশ যে, গত বৎসরের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদিগকে লইয়া নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিবার পরামর্শ দিতে গান্ধীজী এখনও স্বীকৃত নন; কেন না রাষ্ট্রপতি বসু ও তাঁহার পূর্ব সহকর্মীদের মধ্যে নীতি এবং কার্যক্রম লইয়া গভীর মতভেদ আছে বলিয়া মনে হয়।

অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে শেষ পর্যন্ত হয় ত, গান্ধীজীর সাহায্য ও পরামর্শ ছাড়াই রাষ্ট্রপতিকে নিজ অভিপ্রায় অনুসারে নূতন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করিতে হইতে পারে।

গান্ধী-বসু আলোচনা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মধ্যস্থের কাজ করিতেছেন; রাষ্ট্রপতিকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের পরামর্শ দিবার জন্য তিনি গান্ধীজীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক, কংগ্রেস হইতে ভেদ-বিরোধ দূর করা আবশ্যক; কেন না বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করিলে কংগ্রেসের মধ্যে ভেদ-বিরোধ ঘটিতে দেওয়া কোনক্রমে উচিত হইবে না। বৃহস্পতিবার পণ্ডিতজীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। প্রকাশ যে, গুজরাট প্রান্তে যে সকল নেতা কলিকাতায় পৌঁছিবেন, তাঁহাদের কাহারও সহায়তায় তিনি পুনরায় চেষ্টা করিবেন।

মেদিনীপুর পল্লীতে শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত

গত ২২শে এপ্রিল, শনিবার অপরাহ্ণ ৩টার সময় হইতে রাত্রি পর্যন্ত মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার গৌরি ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে প্রচণ্ড ঝড় ও প্রবল শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। শিলা বর্ষণ এত অধিক হইয়াছিল যে ভূমিতলে প্রায় ৩ ইঞ্চি পুরু শিলা জমিয়াছিল। দরিদ্র গ্রামবাসিগণের বহু টাকার শস্যাদি বিনষ্ট হইয়াছে।

ঐ দিন বৈকালে প্রায় ৫টার সময় হুগলী জেলার গোঘাট থানার ভাংগাঙ্গা গ্রামে একটি গোয়াল-ঘরে বজ্রপাত হয়। ইহার ফলে বৎস সহ একটি সদ্য প্রসূতা গাভীর মৃত্যু হয় এবং গোয়াল ঘরটি অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদের পরিব্রাজকগণ গোস্বামী মহারাজগণ দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। পক্ষি একবারেই প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩্, ষান্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১্ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ভূমিকা সম্বলিত, বর্দ্ধিত শোভিত ও চিত্র সহ সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গণের যথার্থ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অত্যদ্ভুত চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমূহ হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩্ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিব্রাজকগণ গোস্বামীপাদ [illegible] এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত [illegible]

ভিক্ষা—৷৴০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩) শ্রীযুক্ত [illegible] দাস [illegible], [illegible], পুরাণা-[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০্
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮্
দশম স্কন্ধ— ৯্
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬্
৩। অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪্
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১্, ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড—১্; ৩য় খণ্ড ৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১্
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।
৯। [illegible] ১্
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২্
১১। শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (বাঁধা) ২্
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মত ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible] ৷০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২ ভজন রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১্
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ ২্
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অবাঁধা) ১
২৬। গীতার কোন কথা [illegible] ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১্
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। [illegible] ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনপথ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। [illegible] ৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬্
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা মাহাত্ম্যজ্ঞানলহরী ।০
৫৬। আচরণ ও উপদেশ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (সানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিন্নঃ ।০
৬৩। [illegible] ।০
৬৪। [illegible]
৬৫। [illegible]
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। [illegible]

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ কিট [illegible]
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত- [illegible] ভাষ্য [illegible]
৭২। [illegible] ৷৶০
৭৩। [illegible]
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible] [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫্

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীনামনামাষ্টকাবলি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা ৬্

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ | ২৮ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৮ই বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২রা মে ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার | ৫৬শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ মধুসূদন হাপু প্রত্যয় গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

——::(*)::-

"গৌড়ীয়মঠ" বলিতে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার অনুগতজন। গৌড়ীয়ের নাথ মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীস্বরূপ-দামোদর সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ শুদ্ধভক্তগণ ব্যতীত অন্যধারাবলম্বী কাহাকেও মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হইবার অধিকার দেন না। গুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত অর্পিতকৰ্ম্ম ব্যক্তিই সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহে পুত্তলি বুদ্ধি বা পুত্তলিতে শ্রীবিগ্রহ-বুদ্ধির নিবৃত্তি হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ। নতুবা 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ'-রূপ নারকী বুদ্ধি অনিবার্য্য। মর্ত্ত্য স্থাবর-জঙ্গমাদিকে ভগবান্ বলিয়া তোলা বা ভগবানে মর্ত্ত্যবুদ্ধি—ঘোরতর পৌত্তলিকতা। শ্রীগুরু-কৃপা ব্যতীত প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন লাভ না হওয়ায় অচিন্ত্য-অপ্রাকৃত-রূপ-স্বরূপ ভগবদ্বস্তুর দর্শন লাভ হয় না—পৌত্তলিকতা যায় না। শ্রীবিগ্রহ-সেবকাভিমানীর অযোগ্যতা বিচার করিতে গিয়া শ্রীবিগ্রহকে বাদ দিতে হইবে না। আমাদের জিহ্বা বা অনুশীলনেই দোষগুণ বিচার্য্য, বস্তুর সম্বন্ধে কোন কথা নাই। মৎসরজড়িত ছড়ানাম আপত্তিকর বলিয়া নাম কখনও দোষের নহে। গৌরনিজজনের শ্রীমুখে উচ্চারিত নামই শব্দব্রহ্ম। অপরাধীর উচ্চারণই দোষের, নাম দোষের নহেন। 'অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং' শ্লোকে 'উদ্গীর্ণং' কথাটীই বিচার্য্য; নতুবা অমৃত কখনও বিষ হইতে পারে না।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের দীক্ষাগ্রহণের ছলনা বা অভিনয়েই যে দিব্যজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়, তাহা নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিদ্বিলাস-সিদ্ধান্ত বুঝিতে না পারিলে তাঁহার কৃপাবঞ্চিত হইয়া চরমে অচিদ্বিলাস বা নির্ব্বিশেষবাদই সত্য হইয়া পড়ে। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যাভিমানকারী শ্রীরামচন্দ্রপুরীই তাহার দৃষ্টান্ত। "জাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ"—বিচারই চরম নিঃশ্রেয়স প্রদান করে।

জগতের লোক শ্রীগৌড়ীয়মঠের যত নিন্দাই করুক, তাঁহার সহিত যুক্তিতে কখনও আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কেবলমাত্র এইজন্য যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করেন। ভক্তিসিদ্ধান্তে ফাঁকি বা গোঁজামিল নাই। এইজন্য সতর্ক থাকা দরকার, গোলমাল যেন কিছু না হয়।

ব্রহ্মা ও শ্রীকৃষ্ণ

(উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার, ভক্তিশাস্ত্রী)

ভক্তজন-পালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যু-স্বরূপ অঘাসুরের কবল হইতে ব্রজবালকগণকে রক্ষা করিয়া এক মনোরম সরোবর-তীরে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ বলিলেন,—হে বয়স্যগণ, দেখ, এই সরোবরতীর অতিশয় রমণীয়। বিকশিত পদ্মগন্ধে আকৃষ্ট ভ্রমর ও পক্ষিগণের নৃত্যগীতে এস্থান মুখরিত। আমাদের বিলাসোপযোগী কোমল ও নির্ম্মল বালুকাপূর্ণ এই স্থানে আমাদের বনভোজন একান্ত প্রয়োজন। ভোজনের সময় অতীত হওয়ায় সকলেই ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে। বৎসগণ জলপান করিয়া নিকটেই তৃণ ভোজন করুক।

ব্রজরাখালগণ শ্রীকৃষ্ণবাক্য অঙ্গীকার করিয়া বৎসগণকে জলপান করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন। পদ্মমধ্যস্থিত কর্ণিকারের চতুর্দ্দিকে যেরূপ পত্রসমূহ শোভা পায়, সেইরূপ বন মধ্যে ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দ্দিকে বহু পংক্তি রচনা করিয়া শোভা পাইতেছিলেন।

কৃষ্ণপরায়ণ গোপালগণ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ সহ ভোজনানন্দে মগ্ন হইলে গো-বৎসগণ তৃণ-লোভে দূর বন মধ্যে প্রবেশ করিল। গোপবালকগণ গোবৎসগণকে দেখিতে না পাইয়া ভীত হইলে বিশ্বের ভয়রূপ মৃত্যুরও ভয়প্রদ শ্রীকৃষ্ণ বালকগণের ভয় নিবারণ পূর্ব্বক বলিলেন—হে মিত্রগণ, তোমরা স্বচ্ছন্দে আহার কর, আমি এখনই বৎসগণকে আনয়ন করিতেছি। এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ দধি ও অন্নমিশ্রিত গ্রাস হাতে লইয়াই বৎস অন্বেষণ করিতে করিতে পর্ব্বত, কন্দর, কুঞ্জ, গহ্বর প্রভৃতি সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। যিনি পূর্ব্বে আকাশে অবস্থান করিয়া মহাপ্রভাবশালী শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুর-মোচন-কার্য্যদর্শনে বিস্ময়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মা তখন সেখানে উপস্থিত হইয়া সর্ব্ব মোহোৎপাদক বাল্যলীলাপরায়ণ নিজ ঐশ্বর্য্য-প্রকটকারী ভগবানের মহিমার দর্শনাভিলাষে গোবৎস এবং গোপালগণকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গিয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হইলেন। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বৎসগণকে দেখিতে না পাইয়া সরোবরতীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু সেখানেও গোপবালকদিগকে দেখিতে পাইলেন না। তখন সর্ব্বত্র বৎস ও বালক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। বনমধ্যে কোথায়ও তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ সহসা বুঝিতে পারিলেন যে—এই সমস্ত কার্য্য একমাত্র ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তখন সর্ব্বকারণ কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা এবং গোপালকগণের সন্তোষ উৎপাদনের জন্য নিজকে গোবৎস এবং গোপালসমূহ রূপে প্রকট করিলেন। তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ বৎসপালক এবং বৎসগণের সংখ্যানুসারে সুকোমল হস্ত পদাদি উপাঙ্গ, যষ্টি, বিষাণ, বেণু, শৃঙ্গ, কুণ্ডল, যথাযোগ্য অলঙ্কার, গুণ, নাম, আকৃতি, বয়স এবং ক্রীড়াভঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেরূপ, ঠিক সেইরূপ ভাব গ্রহণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন।

ধামারে পাইয়া জন্ম ছাড়ান না যায়। সাপ—

পূর্ব্ববৎ তাঁহাদের লইয়া তিনি ক্রীড়াবিলাস করিতে লাগিলেন। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণ গোপালক হইয়া বৎসপালক রূপে নিজেই নিজেকে পরিপালন করিতে করিতে এক বৎসর পর্য্যন্ত বনে ও ব্রজে ক্রীড়া করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা নিজ পরিমাণে ত্রুটিমাত্র কাল গত হইলে পুনরায় আগমন করিয়া দেখিলেন যে, মানবের পরিমাণে এক বৎসর অতীত হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত শ্রীহরি স্বকীয় অংশরূপ বালক ও গোবৎসগণের সহিত ক্রীড়ায় রত আছেন। তখন ব্রহ্মা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে গোকুলে যে সব বালক ছিল, আমি গোবৎসগণের সহিত তাহাদিগকে মায়াশয্যায় শায়িত করিয়া রাখিয়াছি। তাহারা আজ পর্য্যন্ত উত্থিত হয় নাই অতএব আমার মায়ায় মোহিত বালকগণের অতিরিক্ত তাহাদের সমসংখ্যক এই সকল বালক এখানে কোথা হইতে আসিয়া এক বৎসর যাবৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহার করিতেছে? এইরূপে ব্রহ্মা বহুকাল চিন্তা করিয়াও প্রকৃত এবং শ্রীকৃষ্ণ-কল্পিত বালকগণের মধ্যে কাহারা সত্য এবং কাহারা অসত্য তাহা কোনরূপেই জানিতে সমর্থ হইলেন না।

ব্রহ্মা স্বয়ং বিশ্বের মোহজনক শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিতে উপক্রম করিয়া বিভুর মায়াবলে স্বয়ংই এইরূপে মোহগ্রস্ত হইলেন। হিমজনিত অন্ধকার যেরূপ তামসী রাত্রির অন্ধকার বিনাশ করিতে পারে না, পরন্তু সাহাই করিয়া থাকে কিংবা দিবাভাগে খদ্যোতের আলোক সূর্য্যালোকের নিকট যেরূপ তিরস্কৃত হয়, সেইরূপ নিকৃষ্ট মায়া মহাপুরুষের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া কিছুই করিতে পারে না; পরন্তু নিজেরই সামর্থ্য নাশ করে। যথা :-

তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি।
মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ॥
• (ভাঃ ১০।১৩।৪৫)

ব্রহ্মা এইরূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার সম্মুখেই সমস্ত বৎস ও বালকগণ নবঘনের ন্যায় শ্যামবিগ্রহ পীতবর্ণ কৌশেয়বসন পরিহিতরূপে দৃষ্ট হইলেন। তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম সুশোভিত, তাঁহাদের মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষঃস্থলে হার এবং গলদেশে বনমালা বিরাজমান। ব্রহ্মাদি হইতে তৃণ পর্য্যন্ত স্থাবর-জঙ্গম সকলেই মূর্ত্তিমান্ হইয়া নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রভৃতি বহুবিধ উপচারের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপাসনা করিতেছেন। . . . সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দময় [illegible] হলেন। তাঁহার প্রকাশ . . . প্রকাশ পাইতেছে, ব্রহ্মা সেই পরব্রহ্ম ও তদাত্মক নিখিল গো, গোবৎস এবং গোপালগণকে একবার দর্শন করিলেন। তদনন্তর অত্যন্ত আশ্চর্য্যবশতঃ ব্রহ্মার চিত্ত বিশেষভাবে আলোড়িত হইতে লাগিল এবং আনন্দে তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের বৃত্তি স্তম্ভীভূত হইল, তিনি ঐ সকল বৎস ও বালকগণের তেজঃপ্রভাবে বহু লোকের পূজনীয় গ্রামদেবতার সম্মুখে অপূজ্য মৃণ্ময়ী পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সেই প্রকৃতির পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম বিষয়ে "ইহা কি"—বর্ণন করিতে অসমর্থ হইয়া মোহগত হইলেন। তখন পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীয় মায়া বা ঐশ্বর্য্য সংবরণ করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মা বাহ্যদৃষ্টি লাভ করিয়া মৃততুল্য ব্যক্তির ন্যায় উত্থিত হইলেন এবং অতিকষ্টে নয়ন উন্মীলিত করিয়া নিজের সহিত এই বিশ্ব দর্শন করিলেন। তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সম্মুখে জনসমূহের জীবিকার উপায়স্বরূপ বৃক্ষে পরিপূর্ণ, সর্ব্ব ঋতুতে সুখদায়ক বৃন্দাবনধাম দেখিতে পাইলেন। সেখানে পরস্পর স্বাভাবিক শত্রুতাযুক্ত মানুষ ও সিংহ প্রভৃতি প্রাণিগণ মিত্রের ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে এবং শ্রীকৃষ্ণের নিবাস বলিয়া তথা হইতে ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ভাব পলায়ন করিয়াছে। সেখানে ব্রহ্মা দেখিলেন যে, গোপালবালকের বেশধারণরূপ অভিনয়কারী অদ্বিতীয় নিত্য পূর্ণজ্ঞানময় পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ একাকী হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস ধারণ করিয়াই পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বত্র গোবৎস এবং গোপালবালকগণের অনুসন্ধান করিতেছেন। ব্রহ্মা তদ্দর্শনে সত্বর নিজবাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া নিজশরীরকে সুবর্ণদণ্ডের ন্যায় নিপতিত করিয়া শিরস্থিত মুকুট চতুষ্টয়ের অগ্রভাগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল স্পর্শ ও প্রণাম পূর্ব্বক আনন্দাশ্রুজলে সেই পদযুগলের অভিষেক করিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বদৃষ্ট মহিমা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তদীয় পদযুগলে পতিত ও উত্থিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া নয়নযুগল মার্জ্জনপূর্ব্বক অবনত কন্ধরে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া সবিনয়ে ও সাবধানে কৃতাঞ্জলি সহকারে কম্পিতকলেবরে গদগদবাক্যে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন।

জগদ্‌গুরু লোকপিতামহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা নিজ আচরণদ্বারা জগদ্বাসীকে মহতী শিক্ষা দান করিলেন। অপ্রাকৃত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার নিজজনগণের সমূহ প্রাকৃত চক্ষে দর্শন করিতে গেলে মোহগ্রস্ত হইতে হইবে। 'দুহিতি বং যয়ঙ্গ' অনুসারে সে তত্ত্বে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত মোহগ্রস্ত হন, সাধারণ মনুষ্য ত' দূরের কথা। কিন্তু অশোকভক্তরে শরণাগত জন "সদা পশ্যন্তি" বেদ-বাক্যানুসারে শ্রীভগবানের কৃপায় তাঁহার শ্রীচরণদর্শন লাভ করিয়া ধন্য হন।

গুরুতত্ত্ব—ভগবত্তত্ত্ব তর্কের অগোচর। নিজ ঐশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত স্বপ্রকাশ সুখস্বরূপ অস্থূল, অনণু, অহ্রস্ব প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য দ্বারা আরাধিত। অতএব জড়জ্ঞান-নিরস্ত হইলে সেই প্রকৃতির অতীত পরতত্ত্বের জ্ঞান লাভ হয়।

শ্রীগুরুদেব নিজ সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মোহিত করিতে নিত্য সমর্থ। সেই তত্ত্বে আধ্যক্ষিকগণ মোহগ্রস্ত হন বলিয়া যেন আমরা গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া অপরাধ সঞ্চয় না করি শ্রীগুরুদেবে শরণাগত হইলেই পরম কল্যাণ।

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং।
স্থানে স্থিতা শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্‌মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥

শরণাগত হইতে হইবে

(শ্রীধনঞ্জয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে

ভগবানে প্রপন্ন বা শরণাগত না হইলে কেহই এই দুরতিক্রমণীয়া মায়াকে জয় করিতে পারে না। মায়া না ছাড়িলে বা সংসার-ভোগ-ত্যাগস্পৃহা না কমিলে কেহই নিত্যমঙ্গল লাভ করিতে পারে না—ভক্তি বা ভগবদ্ভজন হয় না। সাধুগুরুর অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণ-বিমুখ, মায়ামোহিত জীব আমাদের নিত্যমঙ্গল লাভের অন্য উপায় নাই। জীব আমরা স্বরূপতঃ চেতন বা নিত্য ভগবৎ-সেবক হইলেও বিমুখমোহিনী মায়ার মোহে পতিত হইয়া জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছি—প্রাণহীন হইয়াছি—হরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম-সেবা হইতে বহু দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। এখন আমাদের স্বরূপে অবস্থিত হইতে হইলে—তাঁহাদের পাদপদ্মসেবালাভ করিতে হইলে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রপন্ন হইতে হইবে—আত্মসমর্পণ করিতে হইবে যদি তাঁহারা কৃপা পূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্ম-সেবার অধিকার দিতে ইচ্ছা করেন, যদি কোন দিন আমার স্বরূপ লাভ করিবার মহাসৌভাগ্য উপস্থিত হয়, সেইদিনই কৃষ্ণ-কৃপাবতার শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের সহিত আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণী শক্তি। তিনি আকর্ষক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট। তিনিই কৃপাপূর্ব্বক জগতের সমস্ত জীবকে কৃষ্ণপাদপদ্মসেবার অধিকার দিতে পারেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিতে আর কেহই সমর্থ নহেন। ভগবান্ একমাত্র গুরুপাদপদ্মেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। কৃষ্ণের উপর ষোল আনা অধিকার একমাত্র শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মেরই আছে। অজিত ভগবান্ একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই জিত ও প্রেমবাধ্য। 'কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে,' কৃষ্ণ-প্রদানের ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই আছে। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীশ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম আমাদের মূর্খতা, অক্ষমতা, দুর্ব্বলতা, অসদ্বিচারপ্রণালী, অস্থির সিদ্ধান্ত প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় অবগত আছেন। কাজেই তিনি আমাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করেন। শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম আমার জন্য আমাদের যে ব্যবস্থা করেন তাহা শরণাগত কৃপার ভিখারী হইয়া অবনত-মস্তকে সাদরে সাগ্রহে গ্রহণ করিলে মায়া ছাড়িয়া যাইবেই, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সকল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ ভগবান্ আমাদের সকল মঙ্গল অর্পণ করিয়াছেন—শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে। আমরা যদি সরল নিষ্কপট হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারি—তাঁহার অযাচিত কৃপার ভিখারী হইতে পারি—"গুরুদেব! আমি ত' তোমার জন। তোমারে ছাড়িয়া সংসার ভজিনু ভুলিয়া আপন ধন।" এই সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া "মাগে এ পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া করহে করুণা দান" এইরূপ আকুল ক্রন্দনে ব্যাকুল হইতে পারি, তবেই তিনি তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দিবেন, সংসার-দাবানলদগ্ধ তাপিতপ্রাণে সুশীতল-বায়ু সঞ্চালন করিবেন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম অতি দয়াল, অতি করুণাময়, মহামহাবদান্যাবতার। নিরাশ্রয়, অসহায়, দুর্ব্বল, পতিত আমাদের কাতর ক্রন্দন দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারেন না, মঙ্গলময় আমাদের মর্ম্মবিদারী না করিয়া পারেন না। আর যদি কপটতা করি, বিজ্ঞতা করি, লোক-দেখান ভক্তি

ভাবি কৃষ্ণ সাধনের। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহে সংসার নহে ক্ষয়।

করি, জগতে থাকিলে যেমন রাজা বা শাসক একজন স্বীকার করিতে হয়, তাই রাজা বা শাসক স্বীকার করি, সেইরূপ মিশনে থাকিতে হইলে গুরু বা আচার্য্য স্বীকার করিতে হয় তাই গুরু বা আচার্য্যকে মুখে মানি কিন্তু অন্তরে অন্তরে অনাদর করি, বিরোধ আচরণ করি, তাহা হইলে বঞ্চক-শিরোমণি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে চিরতরে বঞ্চনা করিবেন—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া—সোনার সার্টিফিকেট প্রদান করিয়া হরিভক্তির রাজ্য হইতে অনন্তকোটি যোজন দূরে নিক্ষেপ করিবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, তিনি সমস্ত গুণের আকর। ভগবান্ যেরূপ নির্দোষ, ভগবদভিন্ন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মও সেইরূপ নির্দোষ। ভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত
কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম মর্ত্ত্যবস্তু নহেন। তাঁহাকে যাহারা মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে, তাঁহাতে দোষ দর্শন করে, তাঁহাকে দেশকাল-পাত্রের অন্তর্গত-বস্তু মনে করে, যাহারা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে লঘু মনে করে, তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করে না, প্রভুপাদ-রূপে স্বীকার করে না, সেই বঞ্চক অসতের সঙ্গ হইতে বহু যোজন দূরে থাকিতে হইবে—অসহযোগ করিতে হইবে—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কথিত পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে।

'বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি॥'
'দুষ্ট মনঃ তুমি ভক্তিবিনোদ জেন
অকতজ্ঞ করি সার।'

কনককামিনীমাত্রেই গুরুভোগপদ, গুরু-পদ—আচার্য্যপদ বা কৃষ্ণপদ অবলম্বন করিয়া গুরুভোগী, গুরুত্যাগী, চিদ্বিলাস-অস্বীকারকারী, নির্বিশেষবাদীর সঙ্গ হইতে তফাৎ থাকাই কর্ত্তব্য। হরিসেবা-লোলুপ ব্যক্তির ইহাই প্রথম লক্ষণ। কারণ,—

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু—কৃষ্ণাভক্ত আর॥
* * * *
বিষয়-বিমুগ্ধ আর মায়াবাদী জন।
ভক্তিশূন্য দুঁহে প্রাণ ধরে অকারণ॥
এই দুই সঙ্গ নাথ না হয় আমার।
প্রার্থনা করিয়ে আমি চরণে তোমার॥
সে দুয়ের মধ্যে বিষয়ী তবু ভাল।
মায়াবাদী সঙ্গ নাহি মাগি কোন কাল॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম অজর, নিত্য, সনাতন বস্তু। তাঁহার সেবক নিত্য, তাঁহার সেবা নিত্য। "নিতাই চরণ-সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাইপদ সদা কর আশ।" সুতরাং যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত হইয়াছেন, তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহার আর চিন্তা কি? শিষ্যের নিকট শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য প্রকটিত থাকেনই যে কোনরূপে। তাঁহারা অবশ্যই আচার্য্যেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম-শোভা দর্শন করেন। তাঁহারা জানেন, আচার্য্য-তত্ত্ব—গুরুতত্ত্ব—সেব্যতত্ত্ব — প্রভুপাদতত্ত্ব। তাঁহারা জানেন, গুরুতত্ত্বের মধ্যে ছোট বড় নাই। যাহারা মাৎসর্য্যবশতঃ তাঁহাতে ভেদ-দর্শন করে,—ছোট বড় দর্শন করে, তাহাদের দুঃসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকাই সকলের কর্ত্তব্য। তাহাদের সেই ভীষণ সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু কোমলশ্রদ্ধের হৃদয়ে একটু প্রবেশ করিলে তাহার কোমল শ্রদ্ধাটুকুকে একেবারেই নষ্ট করিয়া ফেলে। এ বিষয়ে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধককে খুব সাবধান হইতে হইবে। নিজের সুবিধা-অসুবিধা, উন্নতি-অবনতি, লাভ-ক্ষতির দিকে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। হরিভক্তির পথ কোটি-কণ্টকময় ও ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ। একটু অসাবধান হইলেই —শুদ্ধবৈষ্ণবের বাণীর আনুগত্য ছাড়িলেই বিপদ। একটু সুযোগ পাইলেই মায়া আমাদিগকে সংসারকূপে ফেলিয়া দিবে। কলি নানামূর্ত্তিতে বৈষ্ণবের বেশে জীবকে পাতিত করায়। এতদবস্থায় আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নামাচার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীনাথ প্রভু ও শ্রীল আচার্য্যদেবের একান্ত ভৃত্যগণের শাসনবাণী দ্বারা যদি নিয়মিত না হয়—আমাদের প্রত্যেক পদ-বিক্ষেপে, ভ্রমণে, জাগরণে, শয়নে, যে কোন কার্য্যকালে তাঁহার বাণীর সহিত নিজের আচরণকে যদি না মিলাইতে পারি—কৃষ্ণ যদি স্মৃতিপথে না থাকেন—শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, প্রহ্লাদ মহারাজ ও পাণ্ডবগণের কথা যদি ভুলিয়া যাই, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বিপথগামী হইব, কোনও সন্দেহ নাই। ভগবান্‌কে, ভগবদভিন্ন শ্রীল আচার্য্যদেবকে, আচার্য্যানুগত ভক্তবৃন্দকে কেন্দ্র করিয়া সকল কাজ করিতে হইবে। তাঁহাদের সুখবিধানের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে হইবে, জগতের সমস্ত লোক যদি বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তথাপি অচল অটল থাকিতে হইবে। "আচার্য্যপাদাতোভূমিঃ তাং অবলম্বনি" বলিয়া সকল ভক্তবৃন্দ ও শ্রীভগবানের নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে। আমরা যে মুহূর্ত্তে আচার্য্যকে ভুলিব—তাঁহার আচার্য্যত্বে—ভগবৎপ্রেষ্ঠত্বে সন্দিহান হইব—মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিব সেই মুহূর্ত্তেই মায়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, সত্যপথ হইতে কুপথে, বিপথে, অসৎপথে লইয়া যাইবে। তাই বলি মন, 'দৃঢ় করি ধর আচার্য্যের পায়।'

'আচার্য্যকৃপা হি কেবলম্।'

মায়াবদ্ধ, নির্ব্বোধ, দুষ্কৃত আমার শ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী করুণাই একমাত্র সম্বল। আমরা এ জগতের কাহারও কৃপার ভিখারী নহি। এই গুরুকৃপা বা আচার্য্য-কৃপাও অনুগত গুরুসেবকের কৃপাসাপেক্ষ। নিজে নিজে হরিভজন হয় না—গুরুসেবা হইতে পারে না। যিনি গুরুসেবতাক—গুরুর অন্তরে যিনি প্রবেশ করিয়াছেন, অন্তরঙ্গ হইয়াছেন, তিনি জানেন, কিসে গুরুদেবের সুখ হয়, সেইরূপ শুদ্ধবৈষ্ণবের আনুগত্যে তাঁহার শাসন ও নিয়মনের মধ্যে থাকিয়া—অনর্গল হরিকথা স্রোতের মধ্যে থাকিয়াই গুরুসেবা করিতে হইবে। আনুগত্যই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ। 'তস্মাত্তো-পাস্যো হি তদনুগতিরেব'। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আনুগত্য ব্যতীত হরিভক্তির পথে এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় না। সাম্‌নে হরিভজন-কারী কোন শুদ্ধবৈষ্ণবের জলন্ত আদর্শ না থাকিলে নিজে নিজে উন্নতি লাভ করা যায় না। যাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে বা যাঁহার নিকট হরিকথা শুনিলে হৃদয় অভূত-পূর্ব্ব বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠে—বিপুল উৎসাহ বাড়ে, আলস্য, জাড্য, নিরুৎসাহ, দ্বিতীয়াভিনিবেশ কমে, গুরুকৃপা লাভ করিবার একটা প্রবল আশার সঞ্চার হয়, সেইরূপ শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গে, সঙ্ঘে ও গোষ্ঠীতে থাকিয়া গুরুসেবা করিতে হইবে। আমরা কখনও তাঁহার আনুগত্য ছাড়িব না, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিব না, কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে বলিতে আসিলে তাঁহাকে দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে তাঁহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব। মৎসর জগতের লোক শুদ্ধবৈষ্ণবের প্রতি চিরদিনই মৎসরতা করিবে। তাহারা সর্ব্বদাই ছলনাময় বাক্যদ্বারা যাহাতে আমাদের শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদপদ্মে দৃঢ়শ্রদ্ধা না হয় তজ্জন্য চেষ্টা করিবেই। তাই সাধু সাবধান! সেই সকল ব্যক্তির সঙ্গ ত্যাগ করিতেই হইবে, তাহারা যতই নিকটজন হউক না কেন। তাই অতিশয় দুর্ব্বল, দীন, হীন আমি বলদেব-নিত্যানন্দ শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপাবল ভিক্ষা করিতেছি।

দাস্য-ভিক্ষা

বহুদিন করিলাম গুরুগৃহে বাস।
প্রচারিনু বিশ্বমাঝে আমি গুরুদাস॥
কিন্তু রে অদৃষ্টে মোর একি হলাহল।
না হেরিনু একদিন গুরুপদতল॥
কোটিচন্দ্রশীতল চরণ-ছায়ায়।
কখন আশ্রয় আমি না লইনু হায়॥
বুঝিলাম অদূরে নিত্যানন্দদয়া।
শ্রীচৈতন্য-সেবাদাতা অমন্দ উদয়া॥
তবু গুরুপদে মোর নহিল বিশ্বাস।
কেন রে জীবিত আমি ধরণীর ত্রাস॥
বন্ধু বলি কপটেরে করি আলিঙ্গন।
নিত্যবন্ধু প্রতি করি খরতর নয়ন॥
কৃষ্ণের সংসার করি সবারে জানাই।
দিবানিশি ভোগচিন্তা প্রভুচিন্তা নাই॥
ভোগে বাধা হ'য়ে মোর ক্রোধে হয় ...
পরবশ্যারে দেখি' মোর অসন্তোষ॥
আচার্য্য গৌরাঙ্গপ্রেষ্ঠ জগত-মঙ্গল।
নাশিবারে পারে যিনি মোর অমঙ্গল॥
সে আচার্য্যে না হইল নিত্যপ্রিয় ...
কেমনে নাশিবে মোর সেবকাভিমান।
আচার্য্য-সেবক মুই বাহ্যবেশবাস।
এই চিন্তা বিনা মোর কেন বহে শ্বাস॥
কবে হব শ্রীআচার্য্য-সেবক-সেবক ...
হেরিব নিজেরে পাল্য তিনি ...
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁকে তিনি সর্ব্বাধার।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তিদাতা অশোক ...
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর সব দাস দাসী।
কৃপাকণা মাগে যাঁর চরাচরবাসী॥
কিন্তু রে হৃদয় মোর এমনি পাষাণ।
না মাগিনু তাঁর পদে করুণার দান॥
কত জন্ম কেটে গেল স্বতন্ত্র হইয়া।
এ সংসারকারাগারে যাঁহারে ভুলিনু॥
কত দুঃখে মরিয়াছি ভুলিয়া যাঁহারে।
কহিবার স্থান নাই বলিব কাহারে॥
চেতন বিজ্ঞানে মোর নাহিক প্রয়াস।
ভে কাগজে না খুলিল কর্ণ বদ্ধ কাঁস॥
অশেষ মায়ার বাঁধ হাতে পলে মোর।
গুরুকৃপা-অসি বিনা কে কাটিবে ডোর॥
কৃপাময় গুরুদেব আচার্য্য রতন।
তব শ্রীচরণে কাঁদে এই মূঢ় জন॥
নিজগুণে কৃপা করি পামর দুর্জ্জনে।
ভুলায়ে মায়ার চিন্তা রাখহ চরণে॥
পারি যেন এ বাঞ্ছা দিতে বিসর্জ্জন।
শ্রীচরণধূলি ভিক্ষা মাগে দাস জন॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ-প্রার্থী—
শ্রী ভক্তিসৌরভ দাস

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-ধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-তাত্ত্বিক 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যানচতুষ্টয়-সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) সুন্দা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অকল্যাণ্ড পাশাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮৭১৭ বড় গণেশ দিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যরঞ্জন মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একচাক্রানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ হোতোল, জেলা গুরদাস (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং শ্যামান রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্পলাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রাধারমণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জগন্নাথ, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

ঝাঁঝপীঠ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রমবাদগৌড়ীয়-প্রাপন্নাশ্রম

পোঃ বসন্তকুমার, পাঞ্জাব

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অমাথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

চুঁচুড়া, পোঃ চিকহুলা, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ল্যান্স্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভারউইক রোড

আর্লস কোর্ট, লণ্ডন, এস ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

রমনাকালন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
১ম ও দ্বিতীয় জন্ম	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিন	পরবর্তী দিন
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৶০	।০
" ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮	৭৲	৭৲	৬৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৬।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

[illegible]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———:(০):———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টক্রমে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা হইতে ও শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' [illegible] [illegible] হইতে অবিকল ও প্রয়োজনীয় অংশে টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ অবিকল প্রকাশিত [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, পত্র-সূচী, নাম-পাত্র-শ্লোক ও শব্দ-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা শোভিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, বাংলা, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

—— · ·

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

——:(০):——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——:০:——

[illegible]

[illegible] সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] [illegible] ও আবাসচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে আহার ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অসাধারণ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, শিক্ষা ও [illegible] আনুপূর্ব্বিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। এরূপ অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

———

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] [illegible], শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু [illegible] পরিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ [illegible] [illegible] [illegible] সজ্জনগণের পরিপ্রশ্নের উত্তরে [illegible] সকল [illegible] [illegible] করিয়াছেন, তাহা তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] সংগৃহীত করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা [illegible] [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও '[illegible]' আকারে [illegible] [illegible] [illegible]। এক্ষণে শ্রীল প্র[illegible] সাময়িক বিবরণ [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিক এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক নাতত্ত্ব আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের দীর্ঘ গবেষণা এবং পরিশ্রম লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় সাধক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৫০ পৃষ্ঠা অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা ১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ম্যানেজার গ্রন্থ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ—নদীয়া।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অধিকতর জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ববিদ্যাপারঙ্গত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামৃতও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা “হারমনিষ্ট” ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় “পরমার্থী” নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫০	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৪০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭ ৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-৪০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	১০-৫	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	
ছাঃ	৬-২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭ ৩১		
(বদল) ছাঃ			১১-০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

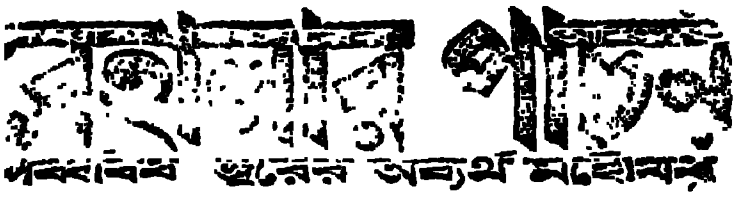

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় নিয়াই উহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহার পীড়া সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর পত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৬৲
" " এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে [illegible] উপরন্তু ছয়টি বিভাগ আছে। পূর্ব্বাংশে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সম্পাদিত পত্র প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরাংশে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ [illegible] হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; গ্রন্থারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেবের একটী মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত [illegible], পত্র [illegible], স্থান-পাত্র-লোক ও পদ্যাংশ প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। প্রতি [illegible] কাগজে [illegible] সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদি [illegible] হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, ঢাকা, পোঃ রমনা, ঢাকা।

প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

ফ্রী বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] পরিচালিত [illegible] ও [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রত্যেক বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] সাধারণ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় [illegible] শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] শিক্ষা ও চরিত [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] দীর্ঘ [illegible] লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৭৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] ডাক্তারী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসারস্বত-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] ১০৮শ্রী [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] সজ্জনগণের সহিত [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] প্রভুপাদের শ্রীমুখের [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা [illegible] প্রভুপাদের 'শ্রুতিবাণী' ও 'পত্রাবলী' আকারে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের সারস্বত বিচারবিশেষ [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] সকল [illegible] পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের [illegible] এই গ্রন্থ [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতভূষণ সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আত্মপ্রকাশ করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য করিল। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ নানাবিধ ও বিচিত্র চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রামাণ্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ডবল ক্রাউন আকারে প্রায় সাত শত পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের মুখবন্ধ (Preface), বিষয়সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দ-সূচী ও ইংরাজী অভিধান (Index Glossary) সহ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা—১৫০ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

——:o:——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় পরবিদ্যাবিভাগীয় অধ্যাপক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় এই গ্রন্থ হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:o:——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর ষষ্ঠীতলাতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উড়িষ্যা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬	৭ ২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪ ১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৬	১৯-১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪১		১১-১০		১৮-১৩		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ২৫		৯ ২৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১৭	
ছাঃ	৬-২৬	৭ ১৮	১০-১১			১৬ ৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ			১১ ০			১৭-৪৪		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩ ৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-১	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৪	১৮-৪০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৩		২০-৩

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। ভিতরে প্রীহা সংযুক্ত কামলার এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

(পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা)

ফোন:— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1944

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর ১৯শে বৈশাখ, ১৩৪৬, ৩রা মে, ১৯৩৯ বুধবার [৫৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

যশোহরে কামান প্রাপ্তি

যশোহরে কচুয়াপাড়া গ্রামের সদর টৈবর নদের উপর বড়খানা সেতুর নীচে জলের মধ্যে একটি ছোট কামান পাওয়া গিয়াছে। কামানটির দৈর্ঘ্য প্রায় তিন ফিট এবং ব্যাস আড়াই ইঞ্চি। কামানটি যশোহরের শেষ স্বাধীন নৃপতি রাজা প্রতাপাদিত্যের আমলের বলিয়া মনে হয়। কামানটি সদর মহকুমা হাকিমের বাংলোর প্রাঙ্গণে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জাপানে রপ্তানি বন্ধ

গত দিনের নোটিশে এক কমিশনা ছাড়া আর সমস্ত দ্রব্য জাপানে রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিবার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টকে দিয়া এক প্রস্তাব সেনেটর পিটম্যান কংগ্রেসে পেশ করিয়াছেন। নবশক্তি চুক্তির লঙ্ঘনকারী যে কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক প্রস্তাব প্রযুক্ত হইতে পারে; কিন্তু সেনেটর পিটম্যান বলিয়াছেন যে, প্রকৃতপক্ষে জাপানই এই প্রস্তাবের লক্ষ্যস্থল।

বড়পেটা মহকুমা প্লাবন

মানাস নদীতে হঠাৎ জলোচ্ছ্বাসের ফলে বড়পেটা মহকুমার উত্তর পশ্চিম অংশে বিস্তীর্ণ স্থান প্লাবিত হওয়ায় এলাকাটি প্রায় জলমগ্ন হইয়াছে। বহু ফসল নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। কর্তৃপক্ষ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

গত বৎসরও ঐ অঞ্চল জলপ্লাবিত হইয়াছিল।

২৫০ খানি গৃহ ভস্মীভূত

কাজীপুর (বর্দ্ধমান) ২৭শে এপ্রিল বর্দ্ধমান জেলার ভাতাড় থানার কাজীপুর গ্রামে গত ১১ই বৈশাখ ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। গ্রামে মোট ৭২টি পরিবারের বাস তন্মধ্যে ৬০টি পরিবারের ২৫০খানি ঘর ভস্মীভূত হইয়াছে এবং ৫০টি পরিবার নিঃস্ব ও গৃহহীন হইয়াছে। অবিলম্বে এই আশ্রয়হীন ব্যক্তিদের সাহায্যের ব্যবস্থা না হইলে তাহারা অনাহারে মারা যাইবে।

বারাণসীতে সাম্প্রদায়িক আইন প্রত্যাহার

বারাণসীর অবস্থা সম্পূর্ণ শান্তিভাব ধারণ করিতে দেখিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ৩রা মে হইতে সাম্প্রদায়িক ও ভবদের সভা-সমিতির বন্ধের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া লইবার আদেশ দিয়াছেন। তবে লাইসেন্স বিহীন শোভাযাত্রীদের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববৎ বলবৎ থাকিবে।

গাছের ডালে তাণ্ডব নৃত্য

"চায়না দি এশ্যানের" একজন নবজনবীশ একটি অশথ গাছের ডালের শীর্ষদেশে উঠিয়া বিভিন্ন প্রাকৃতি সহ নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গীসহকারে হাস্যোদ্দীপক নৃত্য করিয়া সহরবাসীগণকে প্রায় এক ঘণ্টাকাল প্রচুর আনন্দ দান করে।

তাহার চীৎকারে ও বিকট শব্দে বহু লোকজন তথায় জমায়েত হয় এবং লোকটাকে তাহার সেই বিপজ্জনক ক্রীড়া-কৌতুক হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে।

উত্তমরূপে তথায় পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অনেক চেষ্টার পর লোকটাকে গাছের ডাল হইতে নীচে নামিতে রাজী করে।

ট্রেণ চাপায় শিশুর মৃত্যু

কয়েকদিন হইল কুমারখালির পশ্চিমে পরবর্ত্তী ষ্টেশন চড়াই কোলের সন্নিকটে চট্টগ্রাম মেল ট্রেণের নীচে পড়িয়া ৪।৫ বৎসর বয়স একটি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, শিশুটিকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাখিয়া তাহার মাতা অনতিদূরে রেল লাইনের অপর পার্শ্বে জল আনিতে যায়। ইতোমধ্যে শিশুর নিদ্রা ভঙ্গ হয় ও সে মায়ের অনুসন্ধানে বাহির হইয়া রেল লাইনের উপরে আসিয়া পড়ে। এমন সময় উক্ত রেল ট্রেণখানি শিশুটির উপর দিয়া চলিয়া যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। শিশুর মাতা জল লইয়া ফিরিয়া আসিতে রেল লাইনের মধ্যে নিজ শিশুর মৃতদেহ দেখিয়া শোকে অধীর হয়।

মাজদিয়া ট্রেণ দুর্ঘটনার জের

বিভাগের একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের অফিসের সহকারী অফিসার মিঃ ধুম কে পি সাহা মাজদিয়া ট্রেণ দুর্ঘটনায় মাথায় গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন। হাঁচীতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

তিনি তাঁহার পত্নী ও কয়েকটী সন্তান-সন্ততি রাখিয়া গিয়াছে।

ট্রেণ দুর্ঘটনার পর নিরুদ্দিষ্ট

ঢাকা জেলার লৌহজঙ্গ থানার অধীন মেদিনীমণ্ডলবাসী কমরুন্নেছা বিবি জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পুত্র মহম্মদ বাদশাহ গত মাজদিয়া রেল-দুর্ঘটনার দিন ঢাকা মেল গাড়ীতে কাঁচড়াপাড়ায় অভিমুখে রওনা হইয়াছিল। ঐ দুর্ঘটনার পর হইতে তাহার কোন সংবাদ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যাইতেছে না। তাহার বয়স ৩০।৩৫ বৎসর শ্যামবর্ণ, মুখে দাড়ি চেহারা লম্বা রকম। তাহার বাড়ী বিক্রমপুর অন্তর্গত মেদিনীমণ্ডল গ্রামে। কাঁচড়াপাড়ার কারখানায় কাজ করিত। ঠিকানা, পোঃ ও গ্রাম মেদিনীমণ্ডল, মহম্মদ সাহেবালী বেপারীর বাড়ীতে কমরুন্নেছা বিবির নিকট কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার পুত্রের সংবাদ দিয়া জানাইলে উক্ত মাতা অত্যন্ত উপকৃত হইবেন।

আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ সংশোধন বিল

স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ এ টফোর্ড আফ্রিকার ইউনিয়ন গভর্ণমেণ্টের সচিবের এক মধ্যে এক নোটিশ দিয়াছেন যে, আগামী ১লা ট্রান্সভালে এশিয়াবাসীদের বাসস্থান-বাণিজ্য ও জমি দখল নিষেধের জন্য আইন বিধানাবলী সম্বলিত একটি বিল পরিষদে পেশের জন্য পরিষদের সম্মতি প্রার্থনা করিবেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩ সাপ্তাহিক ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয় সম্পাদক লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গোষ্ঠীপতির অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(o)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমূহ হইতে সংগৃহীত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে সাজানো অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ [illegible]

এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিষয়ক-প্রবন্ধ

ভিক্ষা— ৷৴০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা.

৩ শ্রীযুক্ত [illegible] রায় বি-এ, বি-এল্,

[illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। [illegible] ৩৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক ৷
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴
২১। গৌড়ীয়-গীতা ৷৴
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৪। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষা ।০
২৭। [illegible] ১৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সানুবাদ) ৷০
২৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible]
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ।১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। [illegible]
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। [illegible] ৷
৪০। কল্যাণকল্পতরু ৴
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনপথ
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সাধ্যসাধনম্ ৹৴
৪৮। অনর্থনিবারক (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷০
৫৫। [illegible] বা [illegible] ৷০
৫৬ [illegible] ও [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (সানুবাদ ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ
৬৩। সটীক-[illegible]
৬৪। [illegible] ৷০
৬৫। সাত্বত [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] ৴০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷
৬৯। এ [illegible] ৷
৭০। [illegible] ৴০
৭১। বেদান্ত—তাহার [illegible] ৷০
৭২ [illegible] ৷৴
৭৩। [illegible] অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্ত
৭৫। [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible]
৭৯। [illegible] ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। [illegible]
৮১ [illegible]
৮২। [illegible]
৮৩। গীতাবলী
৮৪। [illegible]

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] ৷০

হেন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য [illegible] ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীমায়াপুর-নদীয়া

[illegible] | ২১ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৯শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৩রা মে ইং ১৯৩৯, বুধবার | ৫৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[দৈন]িক নদীয়া-প্রকাশ

২১ মধুসূদন ভক্ত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

গৌড়ীয়মঠের কৃত্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠ—গুরুসম্প্রদায়—কৃষ্ণবিলাস [ক্ষেত্র]। শ্রীগৌড়ীয়মঠ— ভগবৎসেবক [ভগ]বানের সেবা ছাড়া তাঁহার আর অন্য [কা]জ নাই; অধোক্ষজের সেবাই সমস্ত [জী]বের একমাত্র ধর্ম—ইহাই গৌড়ীয়মঠের [ক]থা। অধোক্ষজসেবক গৌড়ীয়মঠের [অ]ধোক্ষজের সেবাপ্রচার ছাড়া অন্য কো[ন] কৃত্য নাই। অন্যদের সেবাকে—মায়া[সে]বাকে তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম বলেন না। গৌড়ীয়মঠবাসিগণ [i]কান্তে শ্রীগুরুদেবের অনুগত থাকিয়া নিরন্তর শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাতৎপর। তাঁহারা জানেন, বিশ্ব—বৈকুণ্ঠের—ভগবানের। জগতের সকল [মা]নুষই আমাদের আত্মীয়। বিশ্বের সকল [প]শু-পক্ষী-তৃণ-গুল্ম আমাদের বন্ধু। যেখানে [যে] যেমন সকলেই আমাদের প্রভুর, সুতরাং আমরা আমাদের আত্মীয়গণকে মায়ার [মু]খ হইতে ঘরের দিকে লইয়া [যাইব] —Back to God and Back to Home— ভগবানের দিকে [ফি]রিয়া [যাওয়া]… গৃহে চল, ইহা তাঁহাদের নিকট বলিব তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের সাহায্য করিয়া—তাঁহাদিগকে কৃষ্ণবিমুখ রাখিয়া আপাত মধুর সহানুভূতি দেখাইব না। তাঁহার মায়ার চাতরে পড়িয়া আমাদের চেষ্টার বিরুদ্ধে উচ্চ চীৎকারে আকাশপাতাল আন্দোলন করিলেও আমরা তাঁহাদের নিকট অমৃতের বার্তা ঘোষণা করিব—বান্ধবসত্যের সন্ধান দিয়া তাঁহাদিগকে তচ্চরণে আকৃষ্ট করিবার প্রয়াস পাইব। হরিকীর্ত্তন বাড়ীর অপর চেষ্টা সংসারের সেতু—পূর্ব্বদিকের উঁচা রাস্তা। আর সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন বিভিন্ন দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্বমুখ হওয়া বা বাড়ীর দিকে চলা—ভগবানের দিকে যাওয়া। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে করিতে সংসার ক্ষয় হয়—সেবাধিকার লাভ হয়।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

গৌড়ীয়মঠ অনুকরণের কোন কথা না বলিয়া অনুসরণের কথা বলেন। অনুকরণ করাটা কপটতা। শ্রীগৌড়ীয়মঠ জীবের প্রতি পরম কৃপালু। তাঁহারা বিশে নামাপরাধ ছড়ান না। তাঁহারা সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বিতরণ করিবার জন্য সচেষ্ট। শ্রীনাম নিজজন শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশেই এই গৌড়ীয়মঠ পরিচালিত হয়। শ্রীনামের মুখ্যবিধান ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টা গৌড়ীয়মঠে নাই। তাঁহারা প্রকৃত চেতনতা চান—অনন্ত জীবন চান—আত্মার বৃত্তি প্রস্ফুটিত করা চান—আচার-প্রচার [i] চান [illegible] আচারের সহিত

মাপাবুদ্ধি

——::(ক)::——

এজগতে সকলেই মাপাবুদ্ধির বাহাদুরী লইয়া গর্ব্বিত। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নিজ নিজ ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। জগতের জানা অজানা বিষয় বা বস্তু কোনটাই যাহাতে ভোগের পথ হইতে সরিয়া না যায়, উদ্‌ভ্রান্ত সেই চিন্তায় প্রত্যেকে ভরপুর। মাপাবুদ্ধির মাপকাঠিতে প্রত্যেকেই ইহা জানিয়া বুঝিয়া মাপিয়া লইয়াছে। এইপ্রকার বিশ্বগ্রাসী ভোগের পিপাসা বদ্ধজীবের আনখ-কেশাগ্র ব্যাপিয়া আছে। কর্ম্মীর কর্ম্মপ্রবৃত্তি, জ্ঞানীর জ্ঞানপ্রবৃত্তির মূল

কীর্ত্তন প্রচার করিয়া পরমাত্মীয় হৃদয়ে গৃহাভিমুখী করাই— ভগবৎ-সেবোন্মুখ করাই—সকলকে ভগবানের দিকে লইয়া যাওয়াই তাঁহাদের একমাত্র কৃত্য।

গৌড়ীয়মঠ শ্রৌতপন্থী। তাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী বা অশ্রৌতপন্থী নহেন। জগতের অধিকাংশ লোক প্রত্যক্ষবাদী হইলেও সবচেয়ে বড় প্রত্যক্ষ যে মৃত্যু, সেটাকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না। এই বড় প্রত্যক্ষটার কথা যদি আমাদের মনে থাকে তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই অমৃতের জন্য লালায়িত হইব এবং আমরা যে অমৃতের সন্তান ইহা সাধুসঙ্গে উপলব্ধি করিয়া অমৃতের সন্ধানপ্রদাতা গৌড়ীয়মঠকে বন্ধু বলিয়া জানিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য পাইব।

অনুসন্ধান করিলে সেখানেও বহুধারি ভোগপ্রবৃত্তি এবং [i]চ্ছেটাই লক্ষ্যের বিষয় হয়। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের প্রতি প্রীতি বা সেবা এই মাপাবুদ্ধির অন্তর্গত নহে।

শাস্ত্রবাক্যে জানা যায়, জীবের ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতা অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥" স্বসুখ-বাসনার উদয়েই নিজকে ভোক্তা-অভিমান হয়। কৃষ্ণ সাজিবার দুষ্প্রবৃত্তি-মূলেই মায়ার কবলে জীব কবলিত হইয়া নিত্য [i] পড়িয়া যায়, কলুর চোখ ঢাকা বলদ-দিগের ন্যায় সংসারচক্রে নিরত ঘূর্ণায়মান হইতেছে। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া এই প্রকারে কষ্টকে [illegible] হইলেও আমাদের চৈতন্যোদয় নাই এবং যাহাতে আরও আষ্টে-পিষ্টে সহস্র বন্ধনযুক্ত হইয়া জন্মজন্মান্তর ধরিয়া একপ ঘানি টানিলেই যাইতে পারি তাহার ব্যবস্থা করিতে চেষ্টাযুক্ত হই। বিষ্ঠার কীট যেমন বিষ্ঠার মধ্যে থাকিয়া তাহাতেই স্বচ্ছন্দ উপভোগ করিয়া থাকে মনে করে, বিষয়াসক্তির মধ্যে থাকিয়া [illegible]। [illegible] এই [illegible] ও [illegible]। [illegible] এই প্রকার [illegible] সঙ্গে [illegible] দিয়াছে; বাস্তবিক ইহা যে ছলনা বা কপটতা তাহা ধরিবার সামর্থটুকুও [illegible] ইচ্ছা করিয়াই

[illegible] করিয়া জন্ম ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখ উপায়।

করিতে চাহি না। যেকালে মায়ার আপাত-মনোহর দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া বহুবাসনাধারা জীব প্রলুব্ধ হইয়াছে, কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ মৃত্যু সেইকালে আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিয়াছে এবং স্বভাবের বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছে। ইহা বিকৃত স্বভাবের পরিচয়। এই বিকৃত স্বভাবকে স্ব-স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যিনি স্ব-স্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাঁহার পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করিতে হইবে, ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু এই মায়া-প্রবৃত্তি প্রবল থাকা পর্য্যন্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় লাভ হয় না, সেবাপ্রবৃত্তি আসে না, স্বভাবের বিকৃতভাব দূর হয় না।

জগতের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহ মূল সঙ্কর্ষণ বা বলদেব শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপে জগতে প্রকটিত হন। দুর্গত, পতিত, বিপথগামী জীবকুলের নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার প্রাণ নিয়তই কাঁদে, তাই ভবসাগরে পতিত জীবের উদ্ধারকারিরূপে পতিতপাবন নাম ধরিয়া তিনি এই প্রপঞ্চে আসেন। পতিত, দুর্গতদিগকে দয়া করাই তাঁহার স্বভাব, দয়া না করিয়া তিনি থাকিতে পারেন না। নিত্যানন্দী গুরুপাদপদ্ম হইতে গৌরানন্দী গুরুপাদপদ্মের কৃপা অধিক। তাঁহারা দয়ালের শিরোমণি। নিত্যানন্দী গুরুপাদপদ্ম একান্ত নিজজন ব্যতীত সকলের নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন না, তাই বদ্ধজীবের পক্ষে তাঁহার সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। গৌরানন্দী গুরুপাদপদ্ম কৃপার মূর্ত্তি, তিনি পতিত, দুর্গত বদ্ধজীবকুলকে তাঁহার গোষ্ঠীতে বা সঙ্গে কৃপাপূর্ব্বক আশ্রয় দান করিয়া পালন করেন। পথভ্রষ্ট, স্বস্থানচ্যুত, অভাবগ্রস্ত জীবকুলের নিকট পরিপূর্ণ অমৃতের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া তাহাদের অমৃতের সন্ধান দিতেছেন। অমৃত বিলাইবার মহাজন তিনি, একমাত্র তাঁহারই নিকট অমৃতের বার্ত্তা পাওয়া যায়।

এই গৌরানন্দী নিত্যানন্দী শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমাদের মায়াবুদ্ধির বাহাদুরী লইয়া মাপিতে যাই। মনে করি, এই জগতের বহু প্রতিষ্ঠানের বা সঙ্ঘের নায়ক বা তথাকথিত গুরুদেবের ন্যায় তিনিও একজন দয়াশীল ব্যক্তি বিশেষ। ইঁহার অন্তর আমার ন্যায় মনোধর্ম্মীর চিন্তাসাপেক্ষ, আমি বলিলেই তিন অঙ্ক, আবার আমার ইচ্ছা-প্রবৃত্তির পথে অন্তরায় হই বা বাধা দিলে ইঁহাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে লঘু করিয়া ফেলি। কৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিকে বিধিবাধা-নীতিবাধা করিয়া তাঁহার ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করিবার অযথা চেষ্টাদ্বারা নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদানে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করি না। পরমহংস পরম স্বতন্ত্র বৈকুণ্ঠপুরুষ যে আমাদের সকল অসম্পূর্ণ ধারণার অনুগামী নহেন ইহা আমরা ভুলিয়া যাই। আমরা মনে মনে পরমহংস কল্পনা করিয়া রাখি। যখনই আমাদের বদ্ধধারণার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া অধোক্ষজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার পরম স্বতন্ত্রভাব প্রকাশ করেন, তখনই আমরা আমাদের ধারণানুযায়ী পরমহংসত্ব না দেখিতে পাইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠি। দাম্ভিকতা আমাদের এমনই অন্ধ করিয়া রাখে যে, আমাদের যে প্রতি পদে পদেই ভুল হওয়া স্বাভাবিক, ইহা আমাদের মনে পড়ে না। আমরা আমাদের পর্ব্ব অসম্পূর্ণ দৃষ্টি লাভের দূর হয় সেজন্য প্রার্থনা না করিয়া আগেই মানদণ্ড লইয়া বিচারে উদ্যত হই। প্রবল দেহাত্মবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করি। অথচ দীর্ঘকাল যাবৎ শুনিতেছি—"সাধু শাস্ত্র-গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেমমাঝে।" শ্রীগুরুদেব শাস্ত্রবাক্য ব্যতীত অন্য কথা কীর্ত্তন করেন না। শাস্ত্র শ্রীগুরুমুখ ব্যতীত কীর্ত্তিত হন না। শ্রীগুরুদেব সাধু বা পূর্ব্ব মহাজনগণের কথা কীর্ত্তন ব্যতীত অন্য বিষয়ের উপদেশ প্রদান করেন না। সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য একসূত্রে গাঁথা,—পরস্পরে এক মহান্ ঐকতান।

জগদ্গুরু লীলাভিনয়কারী স্বয়ং নন্দেন্দ্রনন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখবিগলিত বাণীতে শুনিতে পাই—'যাঁহাকে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম, তাঁহাকে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান'। মায়াবুদ্ধির ফাঁদে পড়িয়া এইসকল মহাজন ও শ্রীভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য বুদ্ধিযোগ একেবারে লোপ পায়। যাঁহার সান্নিধ্যে ও শ্রীমুখের সিদ্ধান্তপূর্ণ অমৃতময়ী বাণীশ্রবণে সকল প্রকার বাদানুবাদ, সন্দেহ, সংশয় চিরতরে ঘুচিয়া যায়, তিনি বৈষ্ণবপ্রধান জগদ্গুরু শ্রীল আচার্য্যদেব।

কাহার নিকটে গেলে আমাদের মনোধর্ম্মপ্রসূত সকল প্রকার অসুবিধা দূর হইয়া যায়, নিষ্কপটে হৃদয়ে চিন্তা করিলে অনধিকার প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী কি তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না? হইতে পারে আমার বহির্ম্মুখতার জন্য সেই ভাব অল্পকালস্থায়ী কিন্তু "দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ" ইহা যে কতখানি সত্য তাহা সত্য সত্যই কি আমরা একটুও অনুভব করি নাই? অপস্বার্থের খাতিরে আমরা কতখানি পাষণ্ড হইতে পারি? অভাভিলাষ লইয়া,—বাহিরে আনুগত্যের ভান দেখাইয়া, সাধু এবং শাস্ত্রবাক্য কপচাইয়া কিছুদিন পর্য্যন্ত লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করা যায় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা হয় না – হইতে পারে না।' 'গাঁয় মানে না—আপনি মোড়ল' এই নীতি অবলম্বন করিয়া মোড়ল সাজিয়া জড়বিলাস ধ্বংস হয় হৌক, কৃষ্ণের বিলাসও থাকিবে না—এই নির্ব্বিশেষ মতবাদ জগতের লোকের নিকট আদৃত হইতে পারে কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণপাদপদ্মদাতের আশায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিরর্থক হইবে মাত্র।

জগদ্গুরু শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম আমার মায়াবুদ্ধির অনুগামী নহেন। সত্যাসুর তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না, আজই হৌক আর দু'দিন পরেই হৌক, হয় আনুগত্য স্বীকার করিয়া নিজ মঙ্গল বরণ করিবে না হয় নিজের ধ্বংস সাধন করিবে।

অন্তর্যামিরূপে যিনি আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে আছেন তাঁহার নিকট আমাদের গোপন কিছু থাকে না। এই সর্ব্বান্তর্যামীর অন্তর আবার যিনি জানেন, জানিয়া তাঁহার অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ করেন, আমাদের কাথা, মনের ভাব তাঁহার গোচর নহে কি? তবে যে তিনি প্রত্যক্ষভাবে তখনই তীব্র শাসন করেন না তাহার অর্থ তিনি যে এ বিষয়ে অজ্ঞ তাহা নহে। যেমন লোহাকে সহসা অধিক আঘাত করিলে ভাঙ্গিয়া যায়, দক্ষ কর্ম্মকার ধীরে ধীরে আঘাত করিয়া তাহা দ্বারা কার্য্যোপযোগী অস্ত্রাদি প্রস্তুত করে, সেই প্রকার পরমদয়াল তিনি, পরম করুণাময় তিনি ত' আমাদের ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চান না, সহনোপযোগী আঘাত দিয়া আমাদের উপযুক্ত করিয়া লইতে চান। তাঁহার কার্য্যই যে পাষণ্ডদলন আর প্রেমপ্রচারণ; ইহা ভুলিয়া গিয়াই আমরা ভ্রান্ত হই। ধ্বংস নিশ্চিত জানিয়াও পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয়, আমরাও সেই প্রকার নিজেদের ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যেই গুরুপাদপদ্মের অবমাননা করিতে যাই।

ভ্রম-প্রমাদযুক্ত বদ্ধজীব আমরা যাহাতে নিজেদের সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, সেইজন্য আমাদের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত হউক তবেই মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা, তাহা না করিয়া যদি নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে অশ্রদ্ধা করি, তাহা হইলে চিরদিনের মত হরিভজন ত' দূরী হইবেই এবং শুধু এই অপরাধের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতেই কত কোটিজন্ম কাটিয়া যাইবে। অতএব আমরা যেন অভিলষিত বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারি—ইহাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তাঁহার নিজজনগণের শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা।

—শ্রীকনকলতা দেবী

আমার প্রকৃত বন্ধু কে?

(শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী)

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে আমরা জানিতে পারি যে, সে গুরু গুরু নহেন, সে পিতা পিতা নহেন, সে মাতা মাতা নহে সে পতি পতি নহেন, সে স্বজন স্বজন নহেন, এমন কি সে দেবতা দেবতা নহেন, যিনি বা যাঁহারা ভক্তি-উপদেশ দ্বারা আমাকে মৃত্যুস্বরূপ এই সংসার হইতে উদ্ধার করিতে না পারেন।

হায়! আমার উপায় কি? কে এখন আমাকে এই ভীষণ মৃত্যুর হস্ত হইতে—ভোগবাসনার কবল হইতে উদ্ধার করিবেন? কে আমাকে এই ভীষণ দাবানলরূপ সংসার হইতে অনায়াসে কেশাকর্ষণ করিয়া আমার স্বরূপের নিত্য-বাসস্থান যে শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন সেই পথে অগ্রণী হইয়া আমাকে নিজ-অযোগ্য-ভৃত্যজ্ঞানে আমার উপর মহাকরুণা-পরবশ হইয়া সেই ব্রহ্মাদি দুর্ল্লভ নিত্যধামের সন্ধান দিবেন? কে আমাকে হাত ধরিয়া তথায় লইয়া যাইবেন? হায়! আমার এমন প্রকৃত বন্ধু কে আছেন? তাই শ্রৌতবাণী আমাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছেন,—

সেই সে পরমবন্ধু সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥

আমি নিতান্ত অযোগ্য, দীন-হীন, কাঙ্গাল। আমি যে স্বরূপতঃ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্যদাস—ইহাই যে আমার প্রকৃত স্বরূপ, আমি যে তাঁহাদের পতিত অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্য, বৈষ্ণববৃন্দ এবং বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মই যে আমার একমাত্র নিত্যবন্ধু—অনন্তকালের বন্ধু তাহা ভুলিয়া গিয়া আমার স্বাধীনতার

ন ক.শ পাওনার। ... দুগে বহু সংসার নহে পথ।

অপব্যবহার-ফলে কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এই ভবসমুদ্রে অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মহামায়ার কবলে কবলিত হইয়া সর্ব্বদা ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইতেছি। কিন্তু আমি তাহা একবারও চিন্তা করিতেছি না। এমনি আমার দুর্দ্দৈব! তাই বলিতেছি—এ চিন্তা কি আমার আসে! আসিবে না?

হায়! আমার কি দুর্ভাগ্য! আমি যে সেই গোলোকবৃন্দাবনের পূর্ণ-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহের অণু অংশ। তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মই যে আমার মধ্যে অণুরূপে বিদ্যমান আছে, তা আমি বুঝিতে পারিতেছি না! বুঝিবার চেষ্টাও করিতেছি না। তিনি পূর্ণ-চৈতন্য বিভু, আর আমি অণুচৈতন্য। আমার একমাত্র স্বরূপ যে সেই পূর্ণ-বস্তুর সেবা করা তাহা একেবারে ভুলিয়া গেলাম। হে আমার স্বজাতীয় বস্তুরূপি স্বজনগণ, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কাররূপি-ইন্দ্রিয়গণ, তোমরা কি আমাকে চিরদিন এইরূপে বিপথেই চালিত করিবে? তোমরা কি আমাকে দয়া করিবে না? তোমরা কি চিরদিন আমাকে ভোগময় কারাগারে রাখিয়া আমাকে বঞ্চিত করিবে?

অহো! আজ তোমরা আমার দৈহিক-সুখী, চেতনের বন্ধু, নিত্যকালের বন্ধু দেব এবং তদনুগত শুদ্ধবৈষ্ণবরূপের ... আমার অণুচেতনের বুদ্ধিকে অধিকৃত করিয়া আমাকে ভোগে আকৃষ্ট করিতেছ এবং আমার নিত্যসেব্য শুদ্ধ বৈষ্ণব-ভগবানের অপ্রাকৃত চিন্ময় ব্যক্তিত্বকে মোহচ্ছ বলিয়া প্রতীতি করাইতেছ। হায় কলি! এই কি তোমার পরিণাম! হে আমার পরমবান্ধব, নিত্য প্রভু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব এবং তদনুগ শ্রীবৈষ্ণববৃন্দ, এই হরিবিমুখ মায়াপ্রগতিশীল যুগে আপনারাই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল এবং নিত্যবন্ধু। আপনারা নিজগুণে দয়া করিয়া আমাকে শ্রীচরণে আশ্রয় প্রদান করুন—ইহাই প্রার্থনা।

আমাদের শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। তিনি জগদ্‌গুরু, জগদ্বন্ধু। তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড—চৌদ্দ-ভুবন, এমন কি দেবাদিদেব ইন্দ্রাদিরও বরেণ্য। তাঁহার পাদপদ্মের ধূলি পাইলে চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ড সুশীতল হইয়া যায়। তিনি এত বড়, এত ভারী বস্তু। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

নিতাইপদ-কমল, কোটীচন্দ্রসুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনা ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।

হায়! আমার তো সে সম্বন্ধ হইল না, আমি তো শুদ্ধ নিত্যানন্দ-স্বরূপ বুঝিতে পারিলাম না। আমি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া আত্মবিস্মৃতিবশে অনাচরণ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেছি না। তাই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মকে আমার ভোগোন্মুখ মাংসদৃক্ চক্ষুর দ্বারা মাপিতে গিয়া, আমার প্রাকৃত বিচার লইয়া সেই অপ্রাকৃত বস্তুকে দর্শন করিতে গিয়া তাঁহাতে নানারূপ দোষারোপ করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেছি না। সুতরাং আমার ন্যায় হতভাগ্য বিশ্বে আর কে আছে? তাই বলি হে মন! সাবধান হও তোমার বাপাবুদ্ধিকে নিরস্ত করিয়া বিশ্বের একমাত্র প্রকৃত বন্ধু শ্রীআচার্য্যচরণে আশ্রয় লও, তাঁহার নিকট সর্ব্বদা নিষ্কপট কৃপাভিক্ষা কর, তাহা হইলেই মঙ্গল। নতুবা মঙ্গললাভের অন্য গতি নাই—গতি নাই—গতি নাই।

হে পতিতপাবন, জগদ্‌গুরো শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব! আমার ন্যায় পতিতের কি উদ্ধার হইবে না? আপনার পতিত-পাবন নামের স্বরূপ কি আমি বুঝিতে পারিব না? আমি কি চিরদীন এই হতাশার মধ্যেই পড়িয়া থাকিব? না, না, ঐ যে অদূরে আপনার নিজজন উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেছেন,—

তোমারে তারিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত দীনহীনজনে
করিলেন ভবপার॥
(আমি) সেকথা শুনিয়া আসিয়াছি নাথ
তোমার চরণ তলে।
এ অধম দাস কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আপন কাহিনী বলে॥
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ (আচার্য্যদেব)
বিনা জগত মাঝারে॥

হে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, হে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আমি নিতান্ত হীন, দীন, কাঙ্গাল কিন্তু তথাপি আপনি নিজগুণে মাদৃশ অধমকেও কৃপা করিবেন—ইহাই আমার একমাত্র ভরসা। কিন্তু আপনি বলেন যে, কপট ব্যক্তির কোন দিন মঙ্গল হইবে না, সে ভগবানের কৃপা পাইবে না। কিন্তু আমি যে কপট, ভীষণ কপট, সেইজন্যই আমি সর্ব্বদা চিন্তা করি যে, বহু বহু জন্মের সুকৃতির ফলে প্রকৃত বন্ধু পাইয়াও—আপনার শ্রীপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়াও প্রাক্তন দুষ্কৃতিফলে কপটতা-দোষে দুষ্ট হওয়ায় আপনার সেবার কথা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। তাই প্রার্থনা যদি কোন দিন আপনি কৃপা করিয়া আপনার নিজজন নিষ্কপট বৈষ্ণববৃন্দের দাসের দাসের সেবা প্রদানপূর্ব্বক নিজের বলিয়া ঘোষিত করেন, তবেই আমার মঙ্গল হইবে। নচেৎ আমি বন্ধুহীনই থাকিব। তবে—

ভরসা আমার, ঐশ্বর নাথ,
তুমি ত' করুণাময়।
তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম
অবশ্য ঘুচাবে ভয়॥
আমারে তারিতে কাহারো শকতি,
অবনী ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর, ঘোষণা তোমার
অধম পামরে তারি।
সকল ছাড়িয়া, আসিয়াছি আমি
তোমার চরণে নাথ।
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা জগন্নাথ॥
তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি।
তোমার চরণ, করিনু বরণ,
আমার নহি ত' আমি॥
এ অধম দাস, কাঁদিয়া শরণ
লয়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায়

—ইহাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমার প্রার্থনা। আশীর্ব্বাদ করুন যেন জন্ম-জন্মান্তরে আপনার কৃপাসিক্ত ভক্তবর্গের শ্রীচরণ-সেবানন্দের যোগ্যতা লাভ করিতে পারি, ইহাই পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেছি।

আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ
শ্রীমদাচার্য্যপাদাম্ভোজ ধূলিঃ স্যাং
জন্মজন্মনি॥

মঙ্গল-সরণি

——::(*):: ——

কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় সাধুকৃপা-দ্বারে।
বিষয়াকে অন্য কিছু ভক্তি দিতে নারে
সাধুকৃপা বিনা নহে সংসারের ক্ষয়।
সাধুসঙ্গে দুঃখ নাশ প্রেম উপজয়॥
ভবভ্রম ক্ষয়োন্মুখী সুকৃতির ফলে।
লভে জীব সাধুসঙ্গ কৃষ্ণকৃপা-বলে॥
ভ্রমিতে সংসার বনে কোন ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণ ক্ষয়োন্মুখে পায় সাধুর সন্ধান॥
সেই সাধুপদে যদি দৃঢ় নিষ্ঠা হয়।
পারে জীব করিবারে গোলোক বিজয়॥
... ... জনায়।
... ... দুঃখ ঘোচায়॥
পাপ... ... জগতে মজিলে।
উদ্ধার হৈতে ... ভবনে রহিলে॥
মিলি... তাতে কভু আত্ম-প্রয়োজন।
বিফল ... এই দুর্লভ জীবন॥
পাইয়া সর্ব্বশাস্ত্রে বেদ অধ্যয়নে।
অথবা অনাদি সুখ দেবতা অর্চ্চনে॥
তাহাতে না পায় জীব কভু অকিঞ্চন।
ভক্তি দূরে রহ নহে সংসার-মোচন॥
মহতের পদরজে অভিষেক বিনা।
মঙ্গললাভের অন্য উপায় দেখি না॥
অতএব কর মন অসতে বর্জ্জন।
ধর সদা মহতের ধরিয়া চরণ॥
কৃপাময় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহৎ সজ্জন।
কৃপা করি দিবে তোমা কৃষ্ণপ্রেমধন॥
আমার-ধারায় চিনে সাধু বিকিঞ্চন।
সে ধারায় সমুদিত আচার্য্যরতন॥
শ্রীমদনবাসুদেব করুণা পাথার—
অমন্দ যেদিকে বাবে মায়ার সংসার॥
প্রতি জন্মে বাঞ্ছা করি চরণের ধূলি।
হে আচার্য্য পদপ্রান্তে লও দাসে তুলি॥

দাসাধম—
শ্রীভক্তিসৌরভ দাস

পুরীতে প্রচার

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবকবৃন্দ পরমোৎসাহের সহিত শ্রীমঠে, সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা বিভিন্ন ভাষায় বিপুলভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন। দৈনিক প্রাতে এবং সন্ধ্যায় শ্রীমঠে নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠে আগত শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানমুখে এবং বিশেষ অধিবেশন প্রভৃতিতেও নানাভাবে হরিকথা আলোচিত হইতেছে।

গত ১৫ই এপ্রিল শনিবার দিবস কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু ... গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে নানা বাবুর ... বাগানবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যমঠের ... সাধা ... অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী ... মহাশয় ... ৮ ঘটিকা হইতে ... বিষয় আলোচনা করেন। ... নিকট হরিকথা ... তিনি আনন্দিত হন এবং ... প্রশংসা করেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর সেবা আছেন। শুদ্ধভক্তি প্রচার ... প্রকাশিত হয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং এভিনিউ ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ভাগবত পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অপ্রকট ... সমাজ

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিগ্রহাদি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মোদদ্রুমের-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসুদেবদত্তের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ভক্তদের গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তাঁতপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাকলা পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) সত্যই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং, পাগলা 'ব'ঙ্কঃ, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

(খাজাপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বন্দা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় সড়ক, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাতনশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ... শ্যামকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড ...

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—...

পোঃ ... জেলা ... (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮৬নং ... রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ... বম্বে ৭

(৫০) ...-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা

(৫১) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., ...
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ...গৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সাক্ষীগোপাল

(৫৬) ভক্তি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) ... মঠ

... পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) ... গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রজমোহন গৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ ..., পঞ্জাব

(৬০) ... মঠ

টিকলিয়া, পোঃ ..., মেদিনীপুর

(৬১) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., মেদিনীপুর

(৬২) ... প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

..., পোঃ ..., (বাঁকুড়া)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ... রোড
ক্লাপহাম, লণ্ডন, এস ডব্লিউ

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

... রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

... চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ... ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৵০	
ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible]; বিশেষ সংখ্যা [illegible]।

[illegible]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃপঞ্চাশৎবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' [illegible], শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে [illegible] ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র [illegible] প্রবন্ধ [illegible] সংযুক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকের একটি বিস্তৃত [illegible], শব্দ-সূচী, গ্রন্থ-পত্রি-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] সহিত সুমুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিবারা [illegible] বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া; [illegible], পোঃ [illegible], কলিকাতা ও শ্রীমা [illegible], [illegible], পোঃ [illegible], [illegible]।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত "গৌরব" নামক অংশের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খাওয়া ও [illegible] মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন [illegible] উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৬৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়ীয়-মঠাদি-সংরক্ষক [illegible] পূর্ব্বে ১০৮শ্রী [illegible] [illegible] সজ্জনগণের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সম্বন্ধ-[illegible] [illegible] করিয়াছেন, যাহা তাঁহার পার্ষদ [illegible] বিদ্যাবিনোদ [illegible] প্রভুপাদের শ্রীমুখ [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] ও [illegible] [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] পাওয়া [illegible]। [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় দার্শনিক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়-বিরচিত। এর এ মহোদয়ের প্রোজ্জ্বল গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মনোহর ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রাচীন দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৫০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দার্থ ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ অধুনা প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রণালীতে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলী নিবন্ধাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র দশ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ৩৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-২১	২০-১৩	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১ ১০		১৮-১৬		২০-৫০	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৪৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৪		৯ ২৫		১৩-৩১		১৬-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	-২৬	৭-১৮		১০-১১		১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬		১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ				১১-০		১৭-৫০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৫৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৪-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৪৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)	
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০	১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বঙ্গ-পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। নিজের শীর্ণ শরীর বাঁচাইবার এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৮০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
; পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

REGD NO C 1846

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২০শে বৈশাখ, ১৩৪৬, ৪ঠা মে, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার [৫৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ই বি রেলে দুর্ঘটনা

ই বি রেলের পাবলিক ডিটি ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস যোগে জানাইতেছেন,—

গত ১২শে এপ্রিল রাত্রি আটায় গোপালপুর ষ্টেশনের নিকট ১৩১।৯ নং মাইলে, রেলওয়ে ক্রসিংএ ৬নং ডাউন পার্শেল এক্সপ্রেস ট্রেণ একখানি গরুর গাড়ীর উপর যাইয়া পড়ে। গাড়ীখানির ক্ষতি হইয়াছে বটে; কিন্তু গাড়োয়ান ও বলদ দুইটী রক্ষা পাইয়াছে। নয় মিনিটকাল লাইন বন্ধ ছিল; পরে রেল লাইনের বাধা অপসারিত হয়।

——

উত্তর কলিকাতায় ডাকাতি

উত্তর কলিকাতার বৃন্দাবন মিত্র লেনের সত্যনারায়ণ দাসের বাড়ীতে সম্প্রতি যে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে তৎসম্পর্কে কলিকাতা পুলিশ গোয়েন্দার নামক এক ব্যক্তিকে হাওড়ায় গ্রেপ্তার করিয়াছে।

গত শনিবার তাহাকে অস্থায়ী অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে আমেদের এজলাসে হাজির করা হইলে বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে হাজতে থাকিবার আদেশ দিয়াছেন।

এই সম্পর্কে ধৃত অপর ৮জন ব্যক্তিকে ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে ৫ই মে পর্য্যন্ত হাজতে থাকিবার আদেশ দিয়াছেন।

বিহার বাকী খাজনা আইন হ্রাস

"বিহার বাকী খাজনা হ্রাস আইনের ১৬ ও ১৭ ধারাটি ডিক্রী বলে ক্রোক নিলাম সম্পর্কে সংশোধিত বিহার প্রজাস্বত্ব আইনের বিধানের সহিত সামঞ্জস্যহীন"

—মুঙ্গেরের এক মুন্সেফ একটি দেওয়ানী মামলায় এই মত প্রকাশ দিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ধারা দুইটি দেওয়ানী কার্য্য বিধির বিরোধী, সুতরাং ভারত শাসন আইন অনুসারে ঐ ধারা দুইটি অসিদ্ধ

নেশা বর্জ্জনের আন্দোলন

গত ৭ই বৈশাখ, শুক্রবার রাত্রি ১০টার সময় চাকদা থানার মুরারিশাহের একনিষ্ঠ কর্ম্মী শ্রীযুক্ত জগদীশ দাস মহাশয় অনশন ভঙ্গ করেন। দাস মহাশয়ের অনশনের ফলে ঐ অঞ্চলে একটা সাড়া পড়িয়াছে এবং কয়েকজন বিশিষ্ট নেশাখোর নেশা ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

ঐদিন রাত্রে মদনপুর কালীতলায় একটী সভা আহ্বান করিয়া অনশন ও নেশা ত্যাগ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। শ্রীযুক্ত সাধনেন্দ্রনাথ মিত্র নেশার অপকারিতা এবং কৃষকগণের উন্নতির উপায় ও তাহার প্রতিকারের বিষয় বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলে পর সভায় সকলে একবাক্যে নেশা বর্জ্জনের প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় কয়েকখানি গ্রামের প্রধান মণ্ডল উপস্থিত ছিলেন।

ঐ প্রতিশ্রুতি পাইয়া রাত্রি প্রায় ১০টার কমলালেবুর রস পান করিয়া দাস মহাশয় অনশন ভঙ্গ করেন।

অচৈতন্য অবস্থায় প্রাপ্ত ব্যক্তি

ঢাকা সহরের অন্তর্গত বেগমবাজারের নিকটস্থ রাস্তার উপর গত সপ্তাহে কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তিকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া স্থানীয় একজন মুসলমান ঐ লোকটিকে মিটফোর্ড হাসপাতালে রাখিয়া আসে। সেইখানেই হাসপাতালে তাহার মৃত্যু ঘটে। বিষক্রিয়ার ফলে লোকটির মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ডাক্তারগণ সন্দেহ করেন। মৃত ব্যক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। লোকটির বয়স অনুমান ৩০ বৎসর শরীরের রং ময়লা ও মাথার চুল ছোট করিয়া কাটা ছিল।

জাপ-সৈন্যগণ বিতাড়িত

চীনাদের এক সংবাদে প্রকাশ, চীনা সৈন্যবাহিনী জাপ-সৈন্যবাহিনীকে কাশান হইতে বিতাড়িত করিয়াছে এবং তাহারা সহরটি সম্পূর্ণভাবে দখল করিয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে জাপ-সৈন্য গত বুধবার সহরের প্রায় তিন চতুর্থাংশ স্থান অধিকার করে; কিন্তু চীনা-সৈন্যগণ বুধবার দিন তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়াছে।

কেন্‌টন রণাঙ্গণে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। দক্ষিণ চীন রণক্ষেত্র হইতে প্রেরিত চীনাদের এক সংবাদে দাবী করা হইয়াছে যে, চীনা বাহিনী অগ্রগামী সৈন্যগণ ক্যাণ্টনের অতি সন্নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

——

চীনাদের কাইফেং অধিকারের চেষ্টা

জাপানীদের এক সংবাদে প্রকাশ, চীনা সৈন্যবাহিনী কাইফেং পুনরাধিকারের চেষ্টা করিতেছে বটে; কিন্তু তাহারা বর্ত্তমানে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। পশ্চিম কাইফেং-এর ২৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

——

জেনারেল ব্রাউশিটসের রোমে গমন

বার্লিন হইতে যে সংবাদ মিলিয়াছে তাহাতে জেনারেল গারিবা এসকাইবস এবং জার্মান সেনাপতিমণ্ডলীর তিনজন সদস্য আছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মার্শাল বাডোগলিও এবং জেনারেল পারিয়ানির সহিত সামরিক আলোচনার জন্য জার্মানবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল ব্রাউশিটস রোমে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জেনারেল ব্রাউশিটস সিনর মুসোলিনীর সহিতও সাক্ষাৎ করিবেন। রোম হইতে তিনি মার্শাল বালবোর সহিত আলোচনার জন্য লিবিয়া যাইবেন। জেনারেল ওয়াইস জানাইয়াছেন যে, উত্তর আফ্রিকা এবং অন্যান্য পররাষ্ট্র রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে যে শীঘ্রই ব্যাপক আক্রমণাত্মকনীতি অনুসৃত হইবে, ইহা তাহারই পূর্ব্বাভাষ মাত্র।

— —

মজঃফরপুর সংবাদ

মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত হাজীপুর সাবডিভিসনে প্লেগের ভীষণ প্রকোপ দেখা দিয়াছে। গত সপ্তাহে কয়েকটী মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই কারণে ঐ সহরের মধ্যেই ভীষণ আতঙ্ক হইয়াছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি সহরের লোকদের প্লেগের টীকা লইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা, বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—বিহারের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা সম্বলিত, বহুচিত্র শোভিত ও বিবিধ সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" অধুনা প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——— ::(০):: ———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে সংগৃহীত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পর বিদ্যাভূষণ গোস্বামীপাদ লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৸৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

(৩) শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম-এ, বি-এল্‌,

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অমৃতপ্রবাহভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অগ্রিম) ৭৲
৩। অনুভাষ্য সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অগ্রিম) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ২৲; ৩য় খণ্ড—৸ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০, ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব-স্মৃতি ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। বামন-আনন্দ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিগুচ্ছ ৷৵০
২২। [illegible] ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তী টীকাসহ) (অগ্রিম) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা কথা
২৭। পুষ্পাঞ্জলি [illegible] ২৲
২৮। বেদান্ত তত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। শ্রীশ্রী-দিক্‌ দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ৺ কৃষ্ণচৈতন্য (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। শ্রীকৃষ্ণের [illegible] ৷০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ৷০
৪০। [illegible] ৴০
৪১। [illegible] ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। [illegible]
৪৪। প্রেমবিলাস [illegible]
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকাণ্ড
৪৭। আচারস্মৃতিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৭৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও অভিধেয় ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্‌ (সানুবাদ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৵০
৬০। সাধ্য ঐ ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷০
৬৪। শ্রীকৃষ্ণস্তব ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থদর্শনম্‌ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড দি অল বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' ৷৵
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্তত্ত্ব
৭৫। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। [illegible] এণ্ড [illegible] ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অগ্রিম) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীগৌরলীলামৃত ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ { ৩০ মধুসূদন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৫শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৮ই মে ১৯৩৯, [illegible] } ৫৫শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে

গত ২রা বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যাকালে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের শ্রবণ-সদনে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় "হরিভজন" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করেন। হরিভজন ব্যতীত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের নিরর্থকতা, "তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।" অর্থাৎ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবাই হরিভজন, সকলকেই শ্রীহরিভজনবৈভব রক্ষা করেন, "সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ। মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন।"—হরিভজনের এই পাঁচটি প্রধান অঙ্গ। ভগবানের চরণে অবিশ্বাসকারীর অবিশ্বাস দূর করেন যে সাধু, তাঁহার চরণে অপরাধ হইলে জীবের আর নিস্তার নাই। নানা বাধা বিপত্তিতে ভীত বা নিরুৎসাহিত না হইয়া হরিভজনের পথে অগ্রসর হওয়াই আবশ্যক, ইত্যাদি হরিভজনের সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করিয়া তিনি সকলকেই ঐকান্তিক হরিভজনে উৎসাহিত করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদ কীর্ত্তিত হয়।

গত ৯ই বৈশাখ রবিবার, সন্ধ্যাকালে উক্ত শ্রবণসদনে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভু "কাম" সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ ও গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। কৃষ্ণসেবকের কামই প্রেম, কৃষ্ণভক্ত যে ভোগ বা ত্যাগ করেন, তিনি যে কৃষ্ণকামী, কৃষ্ণকামপূরণ-ব্যতীত জীবের প্রাকৃত কাম বা মদন যে কখনও নষ্ট হইবে না, মদনমোহনের সেবকের সেবক হইতে পারিলেই প্রাকৃত কামের কবল হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, ইত্যাদি অনেক গম্ভীর তত্ত্বকথা কীর্ত্তন করিয়া তিনি সকলের প্রাণে বল সঞ্চার করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

পাটনায়

শ্রীবিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় ও নির্দ্দেশানুসারে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত, দৈনিক শ্রীনদীয়াপ্রকাশ, গৌড়ীয় ও শ্রীহরিনামচিন্তামণি গ্রন্থ প্রভৃতি পাঠ হইতেছে। মঠসেবকগণ সহরের বাহিরেও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠে আগত শ্রদ্ধালু ব্যক্তির নিকটও মঠসেবকগণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ২৮শে এপ্রিল শুক্রবার পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীযুত প্রভুচরণ সাহাই মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে শ্রীমঠসেবকগণ উপস্থিত হইয়া "পঞ্চতত্ত্ব", "তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার", "যশোমতীনন্দন" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ [illegible] ব্যাসাধিকারী ভক্তিপ্রসূন মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র" শ্লোকের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে সরল হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দেন এবং ৭ম স্কন্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে অসুর বালকের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ অতি প্রাঞ্জলভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। পাঠান্তে "ভজহুঁরে মন" ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

পুরীতে

গত ২২শে এপ্রিল শনিবার দিবস শ্রীপুরুষোত্তম মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী পুরীধামস্থ কানিয়ার শ্রীযুত [illegible] মহোদয়ের ঠাকুর বাড়ীতে তাঁহার সাদর আহ্বানে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধের শ্রীসূতগোস্বামীর প্রতি শৌনকাদি ঋষিগণের প্রশ্ন পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজীর পাঠ শুনিয়া উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু 'নিতাইপদকমল', '[illegible]' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

ঢাকায়

গত ১৪ই, ১৬ই ও ১৭ই এপ্রিল ঢাকা বংশীবাজার নিবাসী [illegible] শ্রীযুত মনোমোহন নিয়োগী মহাশয়ের ভবনে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণ-তীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী কাব্যবিনোদ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে শৌনকাদি ঋষির 'পুরুষের ঐকান্তিক শ্রেয়ঃ কি?', 'আত্মা যাহাতে প্রসন্ন হন, সেই শ্রেয়ঃ কি?' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গ পাঠ হয়। [illegible] ভক্তি যে জীবের পরমধর্ম, বাসুদেবে ভক্তিকারীরই আনুষঙ্গিকভাবে জ্ঞান [illegible] [illegible] পরমাত্মা হরিকথায় রুচি উৎপাদনই যে সকল ধর্ম্মকার্য্য ও ভক্তাঙ্গ-যাজনের ফল, মহৎসেবা দ্বারাই যে প্রধানতঃ জীবের হরিকথায় রুচি ও পরম-[illegible] ইত্যাদি কীর্ত্তিত হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পাঠে বহু বিশিষ্ট সজ্জন ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

[illegible]

গত ১৬ই এপ্রিল [illegible] গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] 'বান-[illegible]' [illegible], নাপিতপাড়া মহোদয় [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible] আলোচনা করেন।

গত ২১শে এপ্রিল [illegible] নিবাসী [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ও শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন

"ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা এই প্রপঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ গুলিই আমাদিগের মঙ্গলের কারণ জানিয়া আমরা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৪০ মধুসূদন আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৫

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

——ঃ*ঃ——

শৈবদিগের সহিত বৈষ্ণবের সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনে ভেদ আছে। শৈবগণ চরমে শিবত্ব লাভ করিতে চায়। উপাসনার সময় যিনি উপাস্য থাকেন, চরমে তাঁহার পদবীই উপাসকের লাভ হয়। এইজন্য সাধনকালের 'মা' সিদ্ধিতে 'বাবা' হইয়া যায়। সাধনকালের ক্রিয়ার সহিত শুদ্ধবৈষ্ণবের সাধনের সাম্য থাকিলেও শৈবগণের উপাসনা অনিত্য; কারণ, উপাসনার সিদ্ধিতে উপাস্য বা উপাসকের ভেদ থাকে না, আর উপাসনাও থাকে না—ঐগুলি সবই তাৎকালিক, ফলকালে উপাসক উপাস্যের পদবীই দাবী করিয়া বসেন; তাহাকেই তাঁহারা 'মুক্তি' বলেন। বৈষ্ণব নিত্য বিগ্রহ, তাঁহার সেবা নিত্য এবং দাসত্ব বা সেবাই পাপান্তর। তাঁহাদের সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন সবই নিত্য এবং একই অবস্থা হয়।

পঞ্চোপাসনার শৈবোপাসনা বা বিষ্ণুপাসনা সবই এক জাতীয়; কারণ, তাহারা উপাসনাকালে যে কোন মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া কার্য্যসিদ্ধ করেন না। [illegible] আদি ও [illegible] কারণ; তাহাতে [illegible] তিনি অপ্রাপ্য। [illegible] তাহা [illegible] অনির্দ্দেশ্য উপাসনা দ্বারা নিত্যবস্তুর সন্ধান পান না। যাহার সন্ধান তিনি নিজেই পান নাই, অপরকে তাহার সন্ধান কি করিয়া দিতে পারেন?

"সমপাদা ভজন্তি বৈ"—নিজ নিজ গুণানুসারে জীব সেই সেই গুণের অধিপতি দেবতার উপাসনা করে। নির্গুণ অবস্থায় বিষ্ণুর দাস সৌভাগ্যবানের প্রতি রুচি হয়। বৈষ্ণবেতর-সম্প্রদায় আপনাকে বদ্ধ জ্ঞান করিয়া বন্ধদশা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু বৈষ্ণব মুক্তিকামী নহেন। বৈষ্ণব স্বরূপের উদ্বোধনে নিত্যকাল অধোক্ষজ সেবা-লোভী। যেখানে বদ্ধাভিমান নাই, সেখানে মুক্তির প্রসঙ্গ নাই। বদ্ধ ও মোক্ষ, উভয়ই মায়িক। কিন্তু বৈষ্ণব মায়াতীত।

বিষ্ণুভক্তগণই চরম পরম উপকারী; তাঁহারা নিৰ্ম্মৎসর। তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা—জগতের উপকার তাঁহারা করিবেনই। শিব ও ব্রহ্মার নিকট বরপ্রাপ্ত অসুরগুলি সকলেই জীবের বা জগতের অমঙ্গলকারী। একমাত্র মুক্ত ও প্রহ্লাদ ব্যতীত রাবণ, হিরণ্যকশিপু, বৃক ও ত্রৈলোক প্রভৃতি সকলেই দেববিদ্বেষী বিশ্বদ্রোহী। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত নিত্যকাল শান্ত ও সর্ব্বোপকারক।

বাবাজী মহারাজ বহিদৃষ্টিতে কঠোর শুষ্ক বৈরাগী, কিন্তু তাঁহার অন্তর ভক্তিরসে পূর্ণ। Hard shell without, কিন্তু mellow juice within. অনেক সময় তিনি শ্রীবার্ষভানবীকে অত্যন্ত আবেগভরে আহ্বান করিতেন। ঐ আহ্বানে এইটা আপনভাব প্রকাশিত হইত যে, সেই সম্বোধনে সম্ভ্রম বা গৌরবসূচক কোন শব্দ পর্য্যন্ত থাকিত না। একাকী নিভৃতে বসিয়া প্লুতস্বরে শ্রীমতীকে আহ্বান করিতেন। একেন হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত- এই তিনপ্রকার স্বর থাকে। অ, ই প্রভৃতি হ্রস্ব; আ, এ ও দীর্ঘ। আর তিন 'প্লুত' স্বরে তিনটি মাত্রা থাকে, যেমন হরে—এ- -এ—এইরূপ। দূরস্থ ব্যক্তিকে আহ্বানকালে ঐরূপে ডাকা হয়।

বহিদৃষ্টিতে দেখিলে তাঁহার কোন ব্যবহারের তাৎপর্য্য বোঝা যাইত না। শ্রীল প্রভুপাদকে একদিন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চরণে প্রণাম করিবার লীলা অভিনয় করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ জোড়হস্তে বসিয়া নীরবে সব দেখিলেন। তারপর দণ্ডবৎ প্রণামান্তে উঠিয়া চলিয়া আসিতেছেন, এমন সময় বাবাজী মহারাজ, যাহাও চোখে দেখিতে পান না, এরূপ লীলাভিনয় করিতেছেন, বলিলেন- "আপনি চলিয়া যাইতেছেন? আপনি রাগ করিয়াছেন বোধ হয়। রাগ করিবেন না,—আমার কথায় রাগ করিবেন না।" বলিতে বলিতে নিজের পদধূলি লইয়া স্বহস্তে শ্রীল প্রভুপাদের মস্তকে মাখাইয়া দিলেন।

বাবাজী মহারাজের চরিত্র বুঝিবার ভাগ্য লোকের কবে হইবে? তাঁহার অন্তর যে কতটা ভক্তিরসাপ্লুত, বৈরাগ্য-বিপ্রলম্ভ-রীতে বিভূষিত, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাতেই উপলব্ধিযোগ্য। ধূপের সুরভি ধূম যেরূপ কুণ্ডলী করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ তাঁহার সর্ব্বত্র অন্তর মথিত করিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত বৈরাগ্যযুক্ত প্রেমভক্তি বা আশ্রয়-সমন্বিত-বিষয়বিগ্রহের সেবার জন্য তীব্র ব্যাকুলতা কিরূপ গভীরভাবে প্রকাশিত হইত!

দলে দলে লোক উন্মত্তের মত গঙ্গাস্নান করিতেছে। মনে হয়, তাহারা যেন মরিয়া হইয়া চলিয়াছে। ধর্ম্মের জন্য, পুণ্যের জন্য এত উন্মত্ততা! সকাম বদ্ধজীবের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মার্থ-কামের জন্য তাহাদের উৎসাহের প্রাবল্য এত বেশী যে, শেষ পর্য্যন্ত তাহা প্রাণান্তকর হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু ইহাদের ঠিক এই পরিমাণে শৈথিল্য বা জাড্য। একবার নিজের নিত্যমঙ্গলের কথা একটু ভাবিয়া দেখিবার অবসর ইহাদের নাই। ইহারা দুইপ্রকারে বঞ্চিত হইতেছে। প্রথমতঃ—যে পুণ্যের জন্য তাহাদের এত উন্মত্ততা, তাহা ক্ষণস্থায়ী। হয় এজন্মে না হয় পর জন্মে ইহজগতে বা পরজগতে—স্বর্গাদিতে কিছু সুখভোগ, পুণ্যের ফল। কিন্তু ঐ সুখভোগ এত ক্ষণস্থায়ী তাহার উপর অভাব দুঃখ থাকে। দ্বিতীয়তঃ তাহারা মনে করে, গঙ্গা তাহাদের পাপ দূর করিবার এবং পুণ্য সঞ্চয় করাইবার যন্ত্রমাত্র। গঙ্গাকে পার্থিব একটা নদী বা জল মনে করিয়া তাহাতে আবার পুণ্যবুদ্ধি আরোপ করিতেছে। 'সলিলে তীর্থবুদ্ধি' গোখরের পরিচয়। গঙ্গাকে জড়বস্তু, জল বলিয়া খুব দৃঢ় বিশ্বাস বা ধারণা আছে। ঐ জল স্নানে পান-ভোজনে কাজে লাগে, পবিত্রতা—আরোপিত বা কল্পিত মাত্র; তথাপি তাহাতে কিছু পুণ্যজনক থাকিতে পারে এই বিচারে পুণ্য-বুদ্ধি আরোপ গোখরের পরিচয়। গঙ্গাকে সাধারণ পুণ্য নদী মনে করিলে উহাতে অপরাধের আরোপ করা হয়। গোখর—গরুর মধ্যে গাধা সবই বোকা তাহার উপর আবার গরুর মধ্যে গাধা-বোকামির শেষ সীমা। সাধুর নিকট শ্রবণ করিবার অবসর ইহাদের নাই। শ্রবণের স্পৃহা বা বিন্দুমাত্র কৌতূহলও ইহাদের হয় না। সাধুসঙ্গের জন্য এই উৎসাহের এক কণাও দেখা যায় না। ইহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডী বলে। কর্ম্মকাণ্ডীরা ফলভোগকামনায় কর্ম্মের প্রয়াস করিয়া থাকে। এজন্য বহু কষ্টও স্বীকার করে। জ্ঞানী বা জ্ঞানীদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান নৈষ্কর্ম্ম্যলাভের জন্য, তথাপি তাহাদেরও তীর্থবাস-স্নানাদির উপর অদ্ভুত আসক্তি দেখা যায়। হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় নিরঞ্জনী ও নির্ব্বাণীদের মধ্যে ভীষণ মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল,—কে আগে স্নান করিবে। সিদ্ধিতে যে ফলভোগমূলক দ্বৈত কর্ম্ম থাকিবে না, সে কর্ম্মের জন্য এত প্রয়াস কেন? নির্ব্বিশেষ মুক্তিতে ত্রিপুটী-বিনাশে ভোক্তৃ-ভোগ্যের অস্তিত্ব থাকে না। তথাপি কর্ম্ম-ফলবাধ্য হরিবিমুখগণ ভোক্তৃবুদ্ধিতে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে।

শ্রীমায়াপুরে খোলা জায়গায় আকাশের নীচে বহু লোক পড়িয়া আছে। পয়সা নাই, অথচ পুণ্য করিবার অদম্য স্পৃহা আছে। সহর নবদ্বীপে এখন বাড়ীর ভাড়া দশগুণ। সহরবাসী ব্যবসায়ীদের এই একটি স্বর্ণসুযোগ। তাহারা মনে করিতেছে,—"যাত্রীরা যখন গঙ্গায় সহিত পুণ্যের জন্য ব্যবসাদারী করিতেছে, তখন আমরাও ইহাদের কর্ম্মের সাহায্য করিয়া ব্যবসার দ্বারা অর্থসংগ্রহ করিয়া লই না কেন!" পুণ্যকামীরা গঙ্গাকে ফুল জল দিয়া তাহার নিকট হইতে in return পুণ্য বা ধর্ম্ম লাভ করিতেছে, আমরা ইহাদের অর্জ্জিত ধর্ম্মের সুযোগ লইয়া অর্থসংগ্রহ কেনই বা না করিব? ধর্ম্মের ফলই ত' অর্থ। উহাদের ধর্ম্মই প্রয়োজন, আমাদের প্রয়োজন অর্থ এবং উহাদের ধর্ম্ম আমাদের অর্থরূপ প্রয়োজন-লাভের উপায়। বণিকে বণিকে পাল্লা দেওয়া চলিতেছে। দুই জনেই মনে করিতেছে—'আমি খুব জিতিলাম!' কিন্তু হারজিৎএর খতিয়ান দেখে কে!

মায়াপুরে গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় পাইবার জন্য উহারা রীতিমত জুলুম আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা বাণিয়া বুদ্ধিরই আদর করিতে জানে, উহা তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার। যে-স্থানে বাণিয়া-বুদ্ধি বা ব্যবসায় নাই, সেখানে জুলুমবৃদ্ধি করিয়া জুলুম করিবে। নবদ্বীপে যাত্রি-ব্যবসায়ীদের প্রতি ত' আর এত জুলুম চলে না। সেখানে তাহাদের রক্তচক্ষু দেখিয়াই সব ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। এই সব পুণ্যার্থীদের ধারণা—যাহারা জুলুম করে, তাহারা নিশ্চয়ই

পুণ্যাদি কিছু দিতে পারে। পয়সার জন্য—ভেট বা প্রণামীর জন্য যখন ইহারা এতটা জোর করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই এখানে কিছু আছে। সেখানে যাহারা পয়সা দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যোগপীঠে ভেটপ্রথা নাই, অতএব সেখানে একেবারে কিছুই দিবে না। মনে করে, যখন ইহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু পয়সাই চাহিতেছে না, তখন ইহাদের কিছু নাই। ইহাদের কিছু দিতে নাই, দিলে পাপ হইবে। অদ্ভুত বুদ্ধিবিপর্য্যয়! অথবা অত্যাচার করিয়া ঠকাইবে, তাহা সহ্য হয়; কিন্তু উপকারীর প্রকৃত মঙ্গল-চেষ্টাকে বা প্রকৃত মঙ্গলনিলয় পবিত্রধাম ভূমিকে জানিবার ইচ্ছা হয় না, বা জানিবার মত ধৈর্য্যও নাই। মঙ্গলকারীর প্রতি মৎসরতাই ইহাদের ধর্ম। ধর্মের ফলরূপে ইহারা অর্থকেই জানে; কাজেই যেখানে ধর্মের বিনিময়ে অর্থের কথা নাই, সেখানে আস্থা স্থাপন করে না! নাম-ব্যবসায়ী ও ভেট-গ্রহণকারীদের অত্যাচারকে তাহারা ভাষ্য বলিয়াই জানে। এখানে এই দুইপক্ষই অর্থকেই ধর্মের ফল বলিয়া জানে এবং ঐ অর্থের ফল কাম—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই অর্থাৎ ইহ-পরজগতে সুখভোগ-কামনাই আবার ধর্মের প্রেরণা দেয়। এই প্রকারে ধর্মার্থকামের মধ্যেই জীব cyclic orderএ ঘুরিতেছে। যাঁহারা এই গতির মুখ ফিরাইয়া দিতে চান, তাঁহাদের প্রতি হয় বিদ্বেষ, না হয় প্রবল বিরাগ। তথাপি ইহাদের দ্বারা বঞ্চিত ভক্তগণের নিকটই হরিকথা বলিতে হইবে। তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ রক্ত খরচ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

প্রকৃতি-নির্ব্বাণ ও বিরজাতে লয় একই কথা। বিরজার জল চিন্ময় হইলেও দর্শনের ভেদে তাহা দুইপ্রকারে লক্ষিত হয়। আরোহ পথে এ জগৎ হইতে নেতি নেতি বিচার করিতে করিতে অগ্রসর হইলে চিৎ ও জড়ের মধ্যবর্ত্তী তটরূপে দেখা যায়। জড়বিলাস থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু চিদ্বিলাস নাই। বি-রজা, রজঃ বা জড়-জগতের ব্যাপার থামিয়া গিয়াছে, কিন্তু চিৎএর সন্ধান নাই। ঐ জগতের দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বিরজা—বিষ্ণুপাদোদক বিষ্ণুর অঙ্গের ঘর্ম্মজল।

নিত্যাঙ্গ স্বেদজল করিল মর্দ্দন।
শেষ শয়ন জলে করিল শয়ন॥

বৌদ্ধ বা অন্যান্য বৈদান্তিক সম্প্রদায় জড়ে বা প্রকৃতিতে লয় বলিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ উহাকেই বিরজাতে লয় বলেন।

জড়দর্শনে বিরজাকে 'মায়া', 'প্রকৃতি' প্রভৃতি বলা হয়। বিরজা রুদ্রের সঙ্গিনী ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শিব বা রুদ্রের নাম বিরজ, তাঁহার সঙ্গিনী বিরজা।

হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ॥

এখান হইতে দেখিতে গেলে—ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা, জড়ের বিলাস যেখানে থামিয়া গিয়াছে;—অব্যক্ত বা প্রকৃতি। বি-রজ অর্থাৎ রজঃ বিগত হইয়াছে যাহা হইতে। রজঃ—ত্রিগুণের normal অবস্থা। 'রজঃ' বলিলে তাঁহার মধ্যে সত্ত্ব ও তমোগুণও মিশ্রিত আছে, বুঝিতে হইবে। রজোগুণেই জড়বিলাস। রুদ্রে জড়বিলাস একেবারেই থামিয়া গিয়াছে, তথাপি দর্শকভেদে তাঁহাকে তমোগুণাধিষ্ঠিত মায়াসঙ্গী দর্শন হয়। সেই প্রকার বিরজা চিন্ময় বারি হইলেও এই জগৎ হইতে দর্শন করিলে অব্যক্ত, প্রকৃতি বা ত্রিগুণ সাম্যাবস্থামাত্র দর্শন হয়। সাম্যাদিক দ্রষ্টা প্রকৃতিকেই 'কারণ' বলিয়া জানে, সেইজন্য কারণবারি বলে। এখানে বিরজা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা এবং বিরজও গুণসংবৃত, এইজন্যই রুদ্র এখানে মায়াসঙ্গী। কিন্তু চিন্ময় দর্শনে গঙ্গাধর হইয়াও শিব মায়াসঙ্গী নহেন। বিষ্ণু-সম্বন্ধ দর্শনে বদ্ধজীবের কারণ-স্বরূপ বিষ্ণুর শয়নস্থান বিরজা, বিষ্ণুর পাদোদক গঙ্গা। সেখানে চিদ্দর্শন বা পূর্ণদর্শন বা সুদর্শন; মায়া বা জড়দর্শন নাই বিভিন্ন perspectiveএ বিরজার বিভিন্ন নাম হইয়াছে।

"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি"। এই সাম্য—ত্রিগুণ-সাম্যাবস্থা নহে। বৈকুণ্ঠের -কুণ্ঠাহীন চিদ্-রাজ্যের কথা, যেখানে রজঃ বা গুণের বিষমভাব একেবারেই নাই, বা পৌঁছাইতে পারে না, সেই রাজ্যের কথা। সাম্য অর্থে সমদর্শন। ১৮০ ডিগ্রী বা গোলোকের নিম্নাঙ্ক দর্শন হইলেই সমদর্শন হইতে পারে। straight angle বা ১৮০ ডিগ্রীতে কোণের দর্শন নাই, সেইখানেই 'সম' বা সাম্যের ভূমিকা

ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা ১ম খণ্ড ৫০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৫০; ৪র্থ খণ্ড ৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

দোষীই দোষ দেখে

(প্রাপ্ত)

——::(০):——

দ্রষ্টা ও দৃশ্য বিচারে আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, নিজে দ্রষ্টা না হইয়া দৃশ্য হইতে পারিলে, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে মাপিয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি অপসারিত হয়। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে এই ভোগোন্মুখ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। জড় চক্ষুর দ্বারা দেখিতে গেলেই কাঠ, পাথর, জল, কাদা, মাটী, হাড়, মাংস প্রভৃতি দর্শন হয়। চামড়ার চক্ষু দিয়া চেতন বস্তু দেখিতে গেলেই আমরা প্রতারিত হইয়া থাকি। কারণ,—

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ পুরাণেতে ইহা কহে নিরন্তর॥

ভোগবুদ্ধি থাকা কাল পর্য্যন্তই আমাদের নিজেকে দ্রষ্টা অভিমান হয়। তাই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—'অভিমানী ভক্তিহীন, জগ মাঝে সেই দীন, বৃথা তার অশেষ ভাবনা।' তখনই সাধুর সাধুত্বে দোষ দর্শন, শ্রীবিগ্রহকে কাঠ পাথর, শ্রীধামে জল কাদা বুদ্ধি, শ্রীনামে শব্দসামান্যবুদ্ধি, মনুষ্যবুদ্ধি প্রভৃতি হইয়া থাকে। শক্তিপাত বা শৌক্রপথে অন্যনরই আমাদের এরূপ দুর্দ্দৈবের কারণ বলিয়া সাধু-শাস্ত্র জানাইয়াছেন। কারণ কর্ণধারা শ্রবণের পর যে দর্শন, অর্থাৎ কর্ণদ্বারা দর্শন করিলে, শব্দের দ্বারা নিয়মিত হইতে পারিলে আর নিজে দ্রষ্টা হইবার স্পৃহা জাগে না। তখন শ্রীনাম, শ্রীধাম, শ্রীহরি, গুরু, বৈষ্ণব আমাদিগকে দেখেন, অর্থাৎ আমাদিগকে ও, সংশোধিত করিয়া আত্মসাৎ করেন প্রত্যক্ষ(?) প্রদান পূর্ব্বক সেবাসুযোগ প্রদান করেন।

'সাধু' এই শব্দটী কোনও প্রাকৃত দোষ-গুণের দ্বারা আক্রান্ত বা বিপদাপন্ন হইতে পারেন না। কারণ, 'সাধু' বস্তুটী নিত্য, সত্য, অপ্রাকৃত। দ্বৈত জগতের অর্থাৎ জড় জগতের দোষ, গুণ, ভাল, মন্দ সবই মনোধর্ম্ম। তাহা আত্মধর্ম্মে বা সাধুতে আরোপিত হইতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম।
এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম॥

ভ্রম-প্রমাদাদি দোষযুক্ত থাকায় আমাদের সর্ব্বদাই সর্পে রজ্জু ভ্রম, রজ্জুতে সর্প ভ্রম, শুক্তিতে রজত ভ্রম, সাধুতে অসাধু, অসাধুতে সাধু ভ্রম হইয়া থাকে। এ সকল ভ্রমাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায়—সাধুকৃপা। প্রভুর অনাবিল আলোকদানের জন্য সাধুকৃপা দুর্গত জীবের উপর সতত বর্ষিত হইতেছে, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিবার আমাদের যোগ্যতার অভাব। অযোগ্যকে যোগ্য করিয়া লইবার শক্তি সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের আছে, কিন্তু কপটতা থাকিলে বঞ্চিত হইতেই হইবে, সন্দেহ নাই।

কোনও একটী শ্বেত বর্ণের বস্তুকে যদি কোন কামলা রোগগ্রস্থ ব্যক্তি হলুদ বর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়, তাহা যেরূপ দ্রষ্টার দর্শনের খারাপতা বলিয়াই পরিগণিত হয়, তদ্রূপ 'সাধু' বস্তুতে অসাধুত্ব দর্শন করিলে তাহাতে দর্শকের অর্থাৎ দ্রষ্টার অযোগ্যতাই নিরূপিত হইয়া থাকে। দোষ ও দ্রষ্টা হইতে সাধু বস্তুটী সতত্তই স্বতন্ত্র। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

গোবিন্দ বিমুখ জনে,
স্ফূর্তি নহে হেন ধনে,
অসত্যেরে সত্য করি মানে।
মধ্যে মধ্যে আছে দুই, দৃষ্টি করি হয় কই,
তাহে বিগুণ করি জানে॥

জগতে অভিমান থাকা কালে, অর্থাৎ নিজের সাধুতার অভাব থাকিলেই সাধুর সাধুত্ব দর্শনে ব্যাঘাত ঘটায়। সাধুর সাধুতাই তখন অসাধুতা বলিয়া বোধ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক কালে অনেক ব্রাহ্মণের মহাপ্রভুর সদাচোচিত আচারের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দপ্রভুর সাধুত্ব বুঝিতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

সাধু মত বুঝি ভাল না দেখি আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥

মহাপ্রভু উত্তরে বলিয়াছিলেন,—

নাগ নিকৃষ্ট সেন ধরেন শঙ্করে।
তাহা নাহি সর্ব জনে বুঝিবারে পারে॥
পরমার্থে মহাদেব অনন্ত জীবন।
নাগ ছলে অনন্ত ধরেন সর্বক্ষণ॥
না বুঝিয়া নিন্দে তান চরিত্র অগাধ।
অতএব নিন্দকের তার হয় অপরাধ॥

শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত তাঁর স্বাভাবিক দোষ।
আর তাঁর দেহ-দোষে না করিহ রোষ॥
প্রাকৃত দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়।
দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয়॥
হীন অধিকারী হ'য়ে মহতের দোষ।
নিন্দকের হীন স্থানে না পারে সন্তোষ॥
এরূপ সংশোধক প্রভাতে [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
সাধু-দোষ [illegible]
[illegible]

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীরূপানুগ ভজনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরমহংস-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৩১৩
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ স্থাপিত। [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-দেশীয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রকটিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)
শ্রীনারায়ণীর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) কৃষ্ণদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) বক্রেশ্বর-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা ঝোড়া, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] নারায়ণপুর, [illegible], [illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ -শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ধামগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, [illegible], (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৪নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বম্বে ৭

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]
শ্রী[illegible]-সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]
শ্রীশ্রী[illegible]-গিরিধারীর সেবা

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—[illegible], পুরী

(৫৫) [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডল

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৬০) [illegible] মঠ

চিকমিলা, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	৪৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲		
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২।৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষ আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনতোষণী [illegible]' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক [illegible] কালানুসারে ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কালানুসারে [illegible] হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে সজ্জিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা [illegible] বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] শিক্ষক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible]৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৭৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক [illegible] পরমহংস [illegible] ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] শুদ্ধভক্ত সজ্জনগণের পরিপ্রশ্নমূলে ও সংশয়-নিরাসকল্পে [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া [illegible] 'গৌড়ীয়'-তে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'নদীয়াপ্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়' আকারে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] পাওয়া যাইবে। [illegible] একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পরিশ্রম লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০টা অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:*:———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় পরবিদ্যাপারদর্শী সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:*:———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-০৬	৭ ২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭-৪৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭ ১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৫৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৭-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৫৫		৯ ২৫		১৩-৫১	১৬-০	১৮-৩৩	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	
ছাঃ	৩-২৬	৭-১৮		১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭ ৩১		
(বদল) ছাঃ				১১-০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১২-১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১ (শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)	
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭	১৮-৩৩	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০	১৮-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬	২০-৬	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। বাজারেই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। বিজ্ঞাপনের দীর্ঘ তালিকা সংযুক্ত কারখানা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীগৌর
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর— ২১শে বৈশাখ, ১৩৪৬, ৫ই মে, ১৯৩৯, শুক্রবার | ৫৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বলিভিয়ার নূতন ডিক্টেটর

বলিভিয়ার নূতন ডিক্টেটর কর্ণেল বুশের এক আদেশ দ্বারা ক্যাবিনেট, সিনেট ও কমিটিসমূহের সমস্ত কার্য্যকলাপ বন্ধ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণকর অপরাধ নিবারণের জন্য আরও আদেশ জারি হইয়াছে। সৈন্যদলের সাধারণ সৈন্য ও কর্মচারিগণ সকলেই সামরিক আইনের অধীন থাকিবে; ঐ আইন লঙ্ঘনের জন্য প্রাণদণ্ডের বিধান আছে। কর্ণেল বুশ কয়েকদিন পূর্ব্বে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া "আর্থিক ও সামাজিক একনায়কত্ব" প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ঘোষণা করিয়াছেন।

নূতন পার্লামেণ্ট নির্ব্বাচন করা হইবে। ইতোমধ্যে গবর্ণমেণ্ট এক হুকুমনামা দ্বারা দেশ-শাসন করিতেছে।

ভাবী যুদ্ধ সম্ভাবনায় সতর্কতা

ফরাসী ভারতের গবর্ণর মসিয়ে বঁ ভাঁ এই সপ্তাহে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। এরূপ জানা গিয়াছে যে, তাঁহাকে ভারতে ও ফরাসী ইন্দো-চীনে ফরাসী উপনিবেশগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সকল প্রকার উদ্যোগ আয়োজন করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। পর-রাষ্ট্র-সচিবের সহিত মসিয়ে বঁ ভাঁ র দীর্ঘকাল আলোচনা হইয়াছে। যুদ্ধ বাধিলে ভারতে ও ইন্দো-চীনে ফরাসী উপনিবেশগুলি রক্ষণাবেক্ষণের [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তৎসম্বন্ধে পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্সে গিয়াছিলেন।

বৃটিশ মন্ত্রিসভার বৈঠক

প্রকাশ, হের হিটলারের বক্তৃতার পর যে নূতন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য ১লা মে বৃটিশ মন্ত্রিসভার এক বিশেষ অধিবেশন হইবে। মিঃ হোর বেলিশার সভাপতিত্বে সমর পরিষদের এক বৈঠকে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি সম্পর্কিত বিল সম্বন্ধে সাত ঘণ্টাকাল আলোচনা হইয়াছে।

সীমান্তে উপজাতির হানা

টচির ফকিরের সহকর্মী মেহের দিলের দলবল পুনরায় এই অঞ্চলে হানা দিয়াছে।

একটি বে-সরকারী লরী বান্নু-কোহাট রাস্তার ৪০ নম্বর মাইল পাথরের নিকট আসিয়া পৌঁছিলে শত্রুগণ লরীটির প্রতি গুলী নিক্ষেপ করে। সহিসানক ও অপর ৪ ব্যক্তি সাংঘাতিক আহত হয়। শত্রুগণ [illegible] শিবিরের গুলী নিক্ষেপ করে। ফলে টোচি স্কাউট দলের জনৈক হাবিলদার গুরুতরভাবে আহত হয়। প্রকাশ, তাহার অবস্থা সঙ্কটজনক।

পাবনার বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক অশান্তি

পাবনার পুলিশ সাহেব মিঃ এইচ ঘোষ চৌধুরী রূপনাই হিন্দুদের "চড়ক" মুসলমান-গণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইবার সংবাদ পাইয়া সম্প্রতি তদন্ত করিবার জন্য রূপনাই অঞ্চলে গিয়াছিলেন। তদন্ত করিয়া ৪ জন মুসলমানের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করিবার জন্য পুলিশকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যাহাতে উক্তরূপ কোন ঘটনা ভবিষ্যতে না ঘটে তজ্জন্য পুলিশ সাহেব কড়া বন্দোবস্ত করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

মিঃ ঘোষ চৌধুরী সিরাজগঞ্জ থানার অন্তর্গত ভুলপাড়া, সিমলা, পাঁচটিকুরী, কুড়ালিয়া প্রভৃতি স্থানে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক হিন্দুদিগের কালীমূর্ত্তি ভঙ্গ ও অপবিত্র করার সংবাদ পাইয়া তদন্ত করিবার জন্য ঐ সকল প্রত্যেক জায়গায় উপস্থিত হইয়া ঘটনার অবস্থা বিবেচনা করেন। ভগ্ন মূর্ত্তিগুলি বর্ত্তমানে পুলিশ হেপাজতে আছে। এখনও তদন্ত শেষ হয় নাই।

ব্রেজিলে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি

সম্প্রতি এই মর্ম্মে একটি আদেশ জারী করা হইয়াছে যে, যুদ্ধের সময় ব্রেজিলের প্রত্যেক অধিবাসীর সৈন্যবিভাগে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হইল। ব্রেজিলের প্রত্যেক নারীও এই আদেশের আমলে আসিবে; তবে তাহাদিগকে হাসপাতালে, কলকারখানায় কিম্বা অন্য কোন কাজে নিযুক্ত করা হইবে।

ভবিষ্যতে সামরিক বিভাগের কাগজ-পত্র পরীক্ষা করিয়া না দেখা পর্য্যন্ত ব্রেজিলের কোন অধিবাসীকে সরকারী কার্য্যে নিয়োগ করা হইবে না কিম্বা বিদেশে যাইবার ছাড়পত্র দেওয়া হইবে না।

মেমেলে সামরিক তোড়জোড়

মেমেলের অন্তর্গত ক্রেমবুর্গ হইতে যে সব লোক আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাদের নিকট হইতে জানা গেল যে মেমেলের সামরিক কর্তৃপক্ষ হুকুম জারী করিয়া তথাকার অধিবাসিগণের যে সব মোটর ও লরি আছে, তাহা সরকারী কার্য্যে ব্যবহারের জন্য আদেশ দিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে ইহাও জানা গেল যে, শত শত চেক মজুর দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া ক্রেমবুর্গের খাড়ির দক্ষিণ উপকূলে মাটির নীচে বিমানপোত রাখার জন্য এক বিরাট ঘর তৈয়ারী করিতেছে।

রাষ্ট্রপতি সুভাষ বসুর পদত্যাগ

কংগ্রেস মহল সুভাষচন্দ্র বসুর পদত্যাগের সংবাদ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছেন। ঘটনার এইরূপ পরিবর্ত্তনে কংগ্রেস বিরোধী দল উৎফুল্ল হইয়াছেন কিন্তু যাহারা কোন দলভুক্ত নহেন তাঁহাদের অভিমত এই যে [illegible] পারে। যাহারা দক্ষিণ-পন্থীও নহেন, কিম্বা বামপন্থীও নহেন, এইরূপ বহু কংগ্রেস কর্ম্মী কংগ্রেসের এই সঙ্কটের জন্য [illegible] এই যে, এই সঙ্কটজনক অবস্থার জন্য ভারতের স্বাধীনতার যাহারা শত্রু তাহারা ভিন্ন অপর কেহই সুখী হইবেন না। এরূপ একজন কংগ্রেস নেতা আমাকে বলেন যে, [illegible] নেতাদের মধ্যে এই সব দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। [illegible] তাহা কিরূপ নৈতিক অধঃপতন ঘটাইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষের ভূমিকা-সম্বলিত, বর্দ্ধিত কলেবর ও বহু ছবি সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———:::(০):::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাবলী হইতে সংগৃহীত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে প্রশ্নোত্তরে অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত প্রসঙ্গ।

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল, পুরাণাপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
- দশম স্কন্ধ— ৲
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধাংশ) ৬৲
- ৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
- ৪। সজ্জনতোষণী (অর্দ্ধাংশ)
- ৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী — ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড— ৪র্থ খণ্ড —৸০
- ৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী — ১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
- ৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
- ৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
- ৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৯৲
- ১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
- ১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
- ১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
- ১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
- ১৮। বালক আদর্শ ।৹
- ১৯। তত্ত্ববিবেক ।
- ২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶
- ২১। গৌড়ীয়দর্শিকা ৷৶
- ২২ ভজন রহস্য ।
- ২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপতত্ত্ব (বাঁধা) ১৲
- ২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
- ২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲ (অর্দ্ধাংশ) ১৲
- ২৬। গীতার কেবল মাত্র কথা ।০
- ২৭। [illegible] (সাড়বার) ১৲
- ২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সাড়বার) ।০
- ২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
- ৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৹০
- ৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
- ৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
- ৩৩। নবদ্বীপধাম প্রমাণ ৷০
- ৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
- ৩৫। গীতমালা ৴১০
- ৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩৭। দৈব বর্ণাশ্রম ধর্ম ৶০
- ৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ৩৯। শ্রীগোদ্রুমভজনোপদেশ ।০
- ৪০। শরণাগতি /০
- ৪১। পদ্যাবলী /০
- ৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
- ৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
- ৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
- ৪৫। নবদ্বীপশতক
- ৪৬। অর্চ্চনতত্ত্ব
- ৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ
- ৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
- ৪৯। অর্চ্চনকথা ৶১০
- ৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
- ৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।
- ৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
- ৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
- ৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
- ৫৫। তত্ত্বসূত্রবাণী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
- ৫৬ ভারতবর্ষ ও ধর্ম্মপথ ৶০
- ৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যানুবাদ) ।০
- ৫৮। [illegible] ৶০
- ৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
- ৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
- ৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
- ৬৩। সটীক-বিলাপকুসুমম্ ।০
- ৬৪। স্তবত্রয় ।০
- ৬৫। সাত্বত বিলাসচম্পু ৶০
- ৬৬। গৌড়ীয়মঠতুলামান /০
- ৬৭। সারাৎসারম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৮। রায় রামানন্দ ।০
- ৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড্স অন বেদান্ত ।০
- ৭০। নামভজন
- ৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি ।০
- ৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
- ৭৩। [illegible] অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
- ৭৪। [illegible]
- ৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং
- ৭৬। দি ভাগবত
- ৭৭। [illegible] প্রিন্সিপাল অ্যান্ড [illegible] ।০
- ৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০
- ৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible] খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
- ৮১। [illegible] ।০
- ৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
- ৮৩। গীতাবলী ৴০
- ৮৪ [illegible] /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৫। শরণাগতি /০

হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৬। শ্রীচৈতন্যদেব ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রী শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২১শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫, ৫ই মে ইং ১৯৩৮, শুক্রবার | ৫৮শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::—

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অন্তর্লীলাভিনয়ের মধ্যেও নিরন্তর চেতনবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ২রা মে মঙ্গলবার অপরাহ্ণ প্রায় ৫॥০ ঘটিকার সময় শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি হিরণ্যকশিপুর অত্যাচার, প্রহ্লাদের সর্ব্বত্র বিষ্ণু-বৈষ্ণব-দর্শন, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণই কর্ত্তব্য, অসতের স্বরূপ, শুদ্ধবৈষ্ণবকেই একমাত্র বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, ইত্যাদি বহু কথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণে ভক্তবৃন্দ সকলেই পরমোপকৃত ও পরমানন্দিত হইয়াছেন।

———

গৌড়ীয়-মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম-এ মহোদয় ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের সঙ্গ পাইয়া পরম হর্ষিত হইয়াছেন।

———

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে শ্রীমন্দিরাদি পরিক্রমা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনাদির পর শ্রীপাদ অকিঞ্চন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ উপদেশকশিরোমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় উপদেশামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠের পর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

———

শ্রীধামে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথি-পূজা

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপার নির্দ্দেশানুসারে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথিপূজা যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে শ্রীপাদ অকিঞ্চন ব্রহ্মচারী ভক্তিসর্ব্বস্ব প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী ও ধামবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীমঠ হইতে একটী সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা করিয়া উচ্চ-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীশ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন। ভক্তবৃন্দ উদ্দণ্ড নৃত্যসহকারে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীমন্দির-সম্মুখে উপবেশন করিয়া বিবিধ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অনন্তর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ-উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর পুনরায় উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তবৃন্দ শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীপাট পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় পুনরায় শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তবৃন্দ শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হন এবং স্তবস্তুতি, ভক্তিতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকেন। অনন্তর সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির পরিক্রমা করিয়া যোগপীঠ শ্রীমন্দিরে আগমন করেন এবং স্তবস্তুতি, পঞ্চতত্ত্ব, 'জয় জয় শ্রীগুরু-চরণরেণু' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তনের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। পাঠ-কীর্ত্তনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন। তৎপরে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

তৎপর দিবস শ্রীমঠে একটী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত বহু লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

গত ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম নন্দন-কাননস্থিত শ্রীবিদ্যানিধিগৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীব্রজবল্লভ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে হরিভজনই মানবের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং মহাপ্রভুর দানের অসমোর্দ্ধত্ব বিষয়ে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর আনন্দবিধান করিয়াছেন। তথাকার সমাগত ব্যক্তিগণের হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক প্রফেসর মিঃ সাহা যে কোন প্রকার জীবন্ত বিষধর সর্প ভক্ষণ ও যে কোন প্রকার বিষ-ভক্ষণের দ্বারাও জীবনাশ হয় না, এরূপ অদ্ভুত শক্তিশালী যাদু সর্বস্থানে বাহবিদ্যা প্রদর্শনপূর্ব্বক বর্ত্তমানে চট্টগ্রাম আসিয়াছেন। তিনি গত ২৬শে এপ্রিল বুধবার বৈকালে শ্রীবিদ্যানিধিগৌড়ীয়মঠে আসিয়া উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট প্রায় একঘণ্টাকাল হরিকথা শ্রবণ করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে আচ্ছাদিত চেতন, সঙ্কুচিত চেতন, মুকুলিত চেতন, বিকশিত চেতন ও পূর্ণবিকশিত চেতনের ক্রমবিকাশক্রমে জীবের ক্রমোন্নতির বিষয় বর্ণন করেন। এই সকল দার্শনিক বিচার শ্রবণ করিয়া প্রফেসার মিঃ সাহা ও তাঁহার সঙ্গী ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ আনন্দিত হন।

মায়ারে কাটিয়া ভয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা এই প্রপঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ গুলিই আমাদিগের মঙ্গলের কারণ জানিয়া আমরা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২ ত্রিবিক্রম তিথি পর্দ্ধোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারক শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহার বাণী পরস্পর অভিন্ন বলিয়া না জানেন, তাঁহারাই শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপরাধী। তাঁহাদের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনের যাহা কিছু অনুষ্ঠান সবই ছলনাময় বা কপটতা। তাঁহারা বাহিরে গুরুসেবা করিয়াও অন্তরে অন্তরে শ্রীগুরুদেবের আসনে বসিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

সিদ্ধান্তজ্ঞান লাভ বিষয়ে উদাসীন হইলে বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে না। শাস্ত্রসিদ্ধান্তে উদাসীন হইয়া যে কিছু উদ্যম করা যায়, তাহার মূলে আছে কোন অভিসন্ধি। সিদ্ধান্তহীন সেবা কল্পনা, উহা সেবা নহে। সিদ্ধান্তের সেবায় যখন অনুরাগ হয় তখনই বুঝিতে হইবে হৃদয়ে কোন কপটতা প্রবেশ [illegible] নাই।

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রীগুরুদেবের কৃপা [illegible] ইহা [illegible] দ্বারা উপার্জ্জন করা যাইতে পারে না। শরণাগত [illegible] [illegible] শরণাগত [illegible] [illegible] হইলে, যাহা ক্রমশঃ অপরাধে পর্য্যবসিত হয়। পূর্ণ শরণাগত হইয়া শ্রীগুরুদেবে প্রপন্ন হইলে ঐ সিদ্ধান্তজ্ঞান আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়। শাস্ত্রসিদ্ধান্তজ্ঞান লাভে বিদ্যা বুদ্ধির অপেক্ষা নাই। যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব তাঁহারা সকলেই সিদ্ধান্ত-পারদর্শী। সিদ্ধান্তজ্ঞানপূর্ণ না হইলে মহাজনগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব বলেন না।

অনেক সময় এরূপ দেখা যায়, কেহ হয়তো কিছুদিন শ্রদ্ধালু হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শিক্ষা লাভ করিলেন। সেই সময় তাঁহার সেবাবৃত্তির উন্মেষক্রমে সৎসিদ্ধান্ত তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতেছিলেন এবং ঐ সময় শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইয়া তাঁহারই কীর্ত্তিত বিষয়ের অনুকীর্ত্তন করিতে ঐ ব্যক্তি যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে সৎসিদ্ধান্তই কীর্ত্তিত হইয়াছে। [illegible] হয়তো ঐ ব্যক্তির দুঃসঙ্গ-দোষে শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধের সঞ্চার হইল, অবোধক শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিল। যে মুহূর্ত্তে শ্রীগুরুপাদপদ্মে এইরূপ অপরাধ হয় সেই মুহূর্ত্তে শাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত সেই অপরাধী ব্যক্তির নিকট হইতে আপনাকে সঙ্গোপন করেন। কিন্তু অপরাধী ব্যক্তি তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। প্রকৃত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত তাহার হৃদয়ে মায়িক প্রতিচ্ছবি রাখিয়া অন্তর্হিত হন। সেই বঞ্চিত ব্যক্তি তখনও তাহাকে প্রকৃত সিদ্ধান্ত মনে করিয়া ও নিজেকে সিদ্ধান্তবিৎ মনে করিয়া অহঙ্কারে স্ফীত হইতে থাকেন তখনও তিনি পূর্ব্বের ন্যায় কীর্ত্তনের ছলনা করিতে পারেন কিন্তু ঐ কীর্ত্তন শ্রবণে বক্তা ও শ্রোতা কাহারও কোন প্রকার মঙ্গলোদয়ের সম্ভাবনা নাই। কারণ, যদিও তিনি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃতবাণীর কীর্ত্তনের অভিনয় করেন বলিয়া তাঁহার বাক্যে ও শ্রীগুরুদেব-কীর্ত্তিত বাক্যে আপাততঃ কোন ভেদ দেখা যায় না কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উভয়ে আকাশ-পাতাল ভেদ রহিয়াছে। ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী—বৈকুণ্ঠবস্তু এবং তাহার চরম কল্যাণদাতা [illegible]। কিন্তু ঐ সব বাণী বাস্তব [illegible] উচ্চারণ করে, তাহা প্রাকৃত [illegible] হইতে উৎপন্ন শব্দ মাত্র। [illegible] [illegible] [illegible] নিকট [illegible] [illegible] হইলেও প্রকৃত পক্ষে [illegible] আছে। [illegible] [illegible] [illegible] যে সেরূপ কোন মঙ্গল হয় না, সেই প্রকার ঐ পতিত ব্যক্তির কীর্ত্তিত হরিকথাও কোন মঙ্গল উৎপাদন করিতে পারে না। বৈকুণ্ঠবস্তু কাহারও অধীন নহেন। [illegible] সেব্যবস্তু, তাঁহাকে ভোগ করা যায় না। সেবক-অভিমানে যে কীর্ত্তন হয় তদ্দ্বারা বৈকুণ্ঠবস্তু কীর্ত্তিত হন বটে, কিন্তু যখনই অপরাধমূলে সেব্যবস্তুতে ভোগ-বুদ্ধি হয়, তখন আর তাহার জিহ্বায় বৈকুণ্ঠবস্তু উচ্চারিত হন না। উহা মায়ারই কীর্ত্তন হইয়া যায়।

ভক্তিসিদ্ধান্ত জাগতিক দর্শনীতি বা সমাজ-নীতির ন্যায় অধ্যয়ন জ্ঞানগম্য নহে। জাগতিক বিদ্যা বা অভিজ্ঞতার দ্বারা ঐগুলি অর্জ্জন করা যায় সুতরাং প্রয়োজন হইলে অন্তরে মানি আর না মানি বাহিরে ঐগুলিকে অর্থ বা মানের জন্য যথাযথভাবে আবৃত্তি করা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে লব্ধবাণী ঐরূপ নহে। অপরাধী ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত কোন সিদ্ধান্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিলেও উহা নির্দ্দোষভাবে অপরের নিকট কীর্ত্তন করিতে পারেন না। তাহাতে সিদ্ধান্ত-বিরোধ থাকিবেই, সাধারণ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারেন না।

ঈশ্বরের দেহ-দেহীতে ভেদবুদ্ধি অপরাধজনক। উহা নির্ব্বিশেষবাদ; সেইরূপ শ্রীগুরুদেব ও শ্রীচৈতন্যবাণীতে যাহারা ভেদ-বুদ্ধি করেন, তাঁহারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নির্ব্বিশেষবাদেরই আবাহন করেন বুঝিতে হইবে। মায়াবাদী-সম্প্রদায় মুখে আপনাদিগকে বেদান্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াও শ্রীগুরুদেবও [illegible] পোষণ করিতে পারেন, এরূপ ধারণা করায় "প্রচ্ছন্ন নাস্তিক" নামে অভিহিত হইয়াছে। সেইরূপ যাঁহারা শ্রীগুরুদেব ও শ্রৌত সিদ্ধান্তসমূহ পরস্পর অভিন্ন বলিয়া না জানেন, তাঁহারা বাহিরে মায়াবাদকে যতই গর্হণ করুন না কেন, অন্তরে প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদেরই আশ্রয় করিতেছেন মাত্র। সিদ্ধান্তকে বাহিরে ইঁহারা যতই সম্মান দান করুন না কেন, সিদ্ধান্তের প্রতি ইঁহাদের আন্তরিক টান কতটুকু তাহা তখনই বুঝা যায়, যখনই ইঁহাদের স্বার্থে আঘাত পড়ে। তখন স্বার্থান্ধ হইয়া ইঁহারা যে সকল প্রলাপোক্তি করিতে থাকেন, তাঁহার অকিঞ্চিৎকরতা [illegible] [illegible] ধরিতে পারেন।

বল্লভ ভট্টের সাধুবুদ্ধিতে শাস্ত্রজ্ঞান কম ছিল না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীরূপের [illegible] একটু ছলনাবশে বল্লভকে বলিয়াছিলেন, "তুমি মহাকুলীন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি আর শ্রীরূপ হীনজাতি তাঁহাকে তুমি স্পর্শ করিও না", তখনও বল্লভভট্ট শ্রীমন্মহাপ্রভুর বঞ্চনামূলক বাক্যে বঞ্চিত হইবার লক্ষণ দেখান নাই। বলিয়াছিলেন, "শ্রীরূপ সর্ব্বদা হরিনাম করেন সুতরাং ইঁনিই সর্ব্বোত্তম ব্যক্তি" তৎসত্ত্বেও বল্লভ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপা পাইলেন না। কারণ, এরূপ যে উক্তি করিয়াছিলেন উহা শরণাগতিমূলক নহে। প্রাকৃত বিচার-বুদ্ধি লইয়া বল্লভ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন এবং নিজেকে শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তবিৎ জানিয়াই ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। মুখে শ্রীরূপকে উত্তম বলিলেও শ্রীরূপগত প্রাণের বিচার তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। শ্রীরূপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করায় অপ্রাকৃত ভাগবত-সিদ্ধান্ত তাঁহার হৃদয়ে কখনও স্ফূর্ত্তিলাভ করেন নাই, তাঁহার পাণ্ডিত্য অবশেষে স্বার্থদ্রোহেতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। শরণাগতির প্রথম কথা "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্প"। যাহা অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন বিচারে পূর্ণতালাভ করিয়াছে, তাহাতে যখনই আমরা অনাদর করি তখনই মায়াবাদীর প্রতিকূল-বিচারের আবাহন হইয়া পড়ে। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন করেন, যিনি জীবের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুকূল হইয়া কৃষ্ণের কথা শিক্ষা দেন, সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের পূর্ণানুগত্যে যখন কৃষ্ণানুশীলন হয় তখনই তাঁহার প্রতি একান্ত অনুকূল কৃষ্ণ আমাদের প্রতি অনুকূল হন। ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অমায়ায় কৃপা হইতেই কৃষ্ণস্বরূপ জ্ঞান লাভ হয়, আর যখন সেই অনুকূল শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিতম্মন্যরূপে কৃষ্ণানুশীলন করি, তখনই কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামে ভেদবুদ্ধি করিয়া বসি। কৃষ্ণনামের বহু অর্থ কল্পনা করিয়া স্বৈরাচারী হইয়া যাই; তখনই মায়া আসিয়া আমাদের চিত্ত কলুষিত করে।

অতএব ভক্তিমার্গানুশীলনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিরই সুশৃঙ্খল হইয়া সিদ্ধান্ত আলোচনা করা দরকার কিন্তু শাস্ত্র-বিচারকালে উহার প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণে যদি যত্ন না হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রপাঠ বৃথা। শাস্ত্রবাক্য বা সাধুবাক্যই জীবকে কৃষ্ণের সন্ধান দিয়া থাকেন।

সিদ্ধান্তজ্ঞান আমাদের কষ্টিপাথরের স্বরূপ। যাঁহার যে পরিমাণে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ও প্রপত্তির উদয় হয়, সিদ্ধান্তজ্ঞানও তাঁহার হৃদয়ে সেই পরিমাণে নির্ম্মলভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া শিষ্য নিজস্বরূপের পরিচয়লাভে সমর্থ হন। এই স্বরূপজ্ঞান বা সিদ্ধান্ত-জ্ঞানই চিত্তকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট করায়। সিদ্ধান্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভে অনাদর হইলেই প্রাকৃত সহজিয়াবাদ আসিয়া হৃদয়ে স্থান করে। যাঁহারা বলেন—ও রুচি ব্যক্তির পক্ষে

শাস্ত্রাদি পাঠের আবশ্যকতা নাই, তাঁহারা অন্ধ। একমাত্র সিদ্ধান্তবাণীই জীবের অনর্থ দূর করিয়া তাহাকে পরমতত্ত্বে নিষ্ঠিত করিতে সমর্থ এবং শাস্ত্র-সিদ্ধান্তই অন্য কোন শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করিতে পারেন। শাস্ত্রপাঠ কেবলমাত্র কনিষ্ঠাধিকারীর পক্ষেই প্রয়োজনীয় নহে, উহা সকল সময়ে সকল অধিকারেই অনুশীলনের বস্তু।

অমোঘ দর্শন

(প্রাপ্ত)

নীলাচলে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে
নিবেদিলা আকুল-পরাণে। কৃপাময়
মোর গৃহে একমাস কৃপা বিতরণে
ভিক্ষা অঙ্গীকার কৈলে তবে ধন্য হয়
দাসাধম। ধন্য হবে গৃহাশ্রম মোর।
হাসিয়া কহিলা প্রভু ভট্টাচার্য্য শুন
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম হয় অত্যন্ত কঠোর—
অন্ন ছিদ্রে সন্ন্যাসীর নাশে সর্ব্বগুণ,
বহুদিন একস্থানে ভিক্ষা অঙ্গীকার
হয় অনুচিত। সার্ব্বভৌম অনুরোধে
ভক্ত বৎসল হরি করিলা স্বীকার,—
পঞ্চদিন ভিক্ষা তাঁর গৃহে ভক্তবোধে
করুণা-প্রকাশি।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য
প্রভুর ইঙ্গিত লভি' আনন্দিত মনে,
আদেশিলা কহিবারে রন্ধনাদি কার্য্য
আপন গৃহিণী প্রতি। পরম যতনে
গৌরভক্তি-পরায়ণা 'ষাঠীর' জননী
মহানন্দে, নানাবিধ নৈবেদ্য 'আহরি',
রচিলা বিচিত্র ভোগ আদর্শ-গৃহিণী।
যাহে পরিতৃপ্ত হন প্রভু গৌরহরি
ভক্তারাধ্যধন। ভক্তিপূত যে দম্পতি
সাজাইল যে বিচিত্র নৈবেদ্য-সম্ভার
বর্ণিতে না পারে মোর অতিক্ষুদ্র মতি;
বর্ণিলা 'চরিতামৃতে' করিয়া বিস্তার
'কৃষ্ণদাস কবিরাজ' গোস্বামীপ্রবর।
হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া
ভট্টাচার্য্য গৃহে অতি হরষ অন্তর
আসিলা একাকী তাঁর হৃদয় জানিয়া।
পাদ-প্রক্ষালন করে, ভোজনে বসিতে
হইলা বিস্মিত অতি, অলৌকিক সব
প্রসাদ ব্যঞ্জন হেরি কহিলা ভঙ্গীতে
অবিলম্বে এত সজ্জ হয় অসম্ভব,
শতেক চুল্লিতে যদি রাঁধে শতজনে
তথাপি করিতে নারে এত আয়োজন।
তুলসীমঞ্জরি দেখি অতি যতনে
রাধাকৃষ্ণ এই অন্ন কৈলা আস্বাদন
ভক্তশিরোমণি অনুমানে। শ্রীচৈতন্যদেবে
বসাইল ভট্টাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ আসনে।
আচার্য্য-গৃহিণী তাঁরে শ্রীভক্তিরে সেবে
স্বগৃহে পাইয়া সেই গোলোক-রতনে।
প্রভু কহে এত অন্ন খাইতে না পারি,
শুনিয়া কহিলা ভট্ট, করি কৃতাঞ্জলি
তুমি অন্ন খাও শত শত ভার ভরি
একাকী বারম্বার। জানি গো সকলি
নীলাচল শ্রীমন্দির-দ্বারে। দ্বারকাতে
ষোড়শ সহস্র নিজ মহিষী কক্ষেতে,
যাদব গৃহেতে আর ব্রজ মথুরাতে,
ভোজন করিলা বহু। অন্নকূটেতে
গোবর্দ্ধনে খেলে অন্ন পর্ব্বত-প্রমাণ
তার পাশে এই অন্ন নহে একগ্রাস
কৃপা করি হে ঠাকুর করহ গ্রহণ।
কৃষ্ণ মাধুকরী এই, ধন্য হবে দাস।
ভট্টাচার্য্য অনুরোধে হাসিয়া তখন
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বসিলা ভোজনে
আচার্য্য স্বহস্তে তাঁরে করান ভোজন,
জগন্নাথের প্রসাদ আনি যতনে।
হেনকালে ভট্টাচার্য্য জামাতা কুলীন
ষাঠীনাথী কন্যাকর্ত্তা অমোঘ ব্রাহ্মণ
ভোজন দেখিতে চাহে। জানি তাঁরে হীন
দুর্জ্জনে ভট্ট দ্বার করেন রক্ষণ,
যাহে না আসিতে পারে নিন্দক দুর্জ্জন।
একবার ভট্টাচার্য্য হৈলে অন্যমন
অমোঘ আসিয়া দেখে, প্রভুর ভোজন
মাৎসর্য্য-স্বভাবি করে শ্রীগৌর-নিন্দন
সেই দুরাচার। 'সন্ন্যাসী সেজেছে ধন
ভোজনের লাগি। যেই অন্ন খাইলেও
পরিতৃপ্ত হ'তে পারে দশ বার জন
একেলা সন্ন্যাসী খায় কোন বিচারেতে'
বলিয়া নিন্দয় পাপী। শুনি ভট্ট তবে
চাহিল উলটি। অমোঘ পলা'ল দূর
ভট্ট যষ্টি লয়ে ধায় আজি কোথা যাবে
প্রহারিব তোমা পাপী পঞ্চে দূর দূর।
প্রভুনিন্দা শুনি ভট্ট অভিশাপ দিলা
"ষাঠী রাণ্ডী হো'ক" বলি গজ্জিতে লাগিলা
ষাঠীর জননী শোকে শিরে বজ্রহানে,
কাঁদিতে লাগিল দুঁহে মহাপ্রভু স্থানে,
ধূলায় লুটায়ে পড়ি। অন্য অপরাধ
নিবারিয়া আনি গৃহে করিনু নিন্দন
হ'ল মোর চিত্তে শুদ্ধভক্তি-বাধ,
কেন পূর্ব্বে নাহি হল মোদের মরণ
বলি কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
অমোঘ দরশি প্রভু কহিলা তখন
মোর নিন্দা নহে, ইহা সত্য কহিল
'কিবা অপরাধ' বলি আশ্বাসি তখন
চলিলা স্বস্থানে। ভট্ট সঙ্গেতে চলিল
প্রভু তুষ্টভরে। ভট্টাচার্য্য গৃহে আসি'
নিন্দিয়া আপনে, কহিলা বিষাদভরে
পত্নী, কন্যা পতি। কেন মোরা ভালবাসি
চৈতন্য-নিন্দকে। মোর হস্তে যদি মরে
এই অমোঘ, তবে প্রায়শ্চিত্ত হয়
নিন্দা শ্রবণের। কিম্বা যদি নিজ প্রাণ
পারি বিসর্জ্জিতে। তবু অপরাধ ক্ষয়
হয় কথঞ্চিৎ। বধ্য নহে বিপ্রপ্রাণ
কি করি উপায়। নিশ্চয় ত্যজিনু আজ
জামাতা অমোঘে, মুখ না হেরিব তার
নাম না শুনিব। জামাতার নাহি কাজ
সে পতিতে কন্যা যেন করে পরিহার।
হরি-গুরু ভক্তদ্বেষী অধম পতিত
হইলেও পতি সেই ত্যজিতে উচিত
ষাঠীরে জানাও ইহা শাস্ত্রসম্মত
নাহি তাহে কোন পাপ। সজ্জন-বিদিত
"পতিঞ্চ পতিতং ত্যজেৎ" স্মৃতির বচন।
অমোঘ পলাল কোথা। ষষ্টির গঞ্জনে
পরদিন অমোঘের ঘটিল তখন
বিসূচিকা ব্যাধি। শুনি হাসে ভট্ট মনে
এতক্ষণে দৈব মোর হইল সহায়—
ঈশ্বরের অপরাধ ফলিল এখন,
ভট্টাচার্য্য শ্রোতবাণী উচ্চৈঃকণ্ঠে গায়
মহৎ আত্মক্রমে হয় বিনাশ সাধন
আয়ুঃ শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম,লোক, আশীর্ব্বাদ।
অমোঘের মৃত্যুবার্ত্তা মহাপ্রভু শুনি
ভট্টাচার্য্য গৃহে, জানি ভক্তের বিষাদ
অমোঘেরে বক্ষে দিয়া বক্ষে হস্ত দানি।
'সহজে নির্ম্মল হয় ব্রাহ্মণ হৃদয়।
কৃষ্ণের বসতি এই যোগ্যস্থান হয়।
মাৎসর্য্য চণ্ডাল কেনে ইহা বসাইলা।
পরমপবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলা।"
জানাইলা মহাপ্রভু কিবা ব্রাহ্মণতা।
ভক্ত বৎসল ভগবান ভব চণ্ডাল—
অমোঘ-দর্শনে দণ্ড হয়ে ভক্তিদাতা
দুষ্ট হলে চেতনতা, ধ্বংস সর্ব্বকাল।
অমোঘের প্রতি ভক্তসম্পাদিত বিচার
অভিশাপী অভিশক্তি কভু ইহা নয়।
'ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে' বৈষ্ণব-আচার।
অমোঘ হেরিয়া চক্ষে প্রত্যক্ষ দর্শনে
না করিল গৌরচন্দ্রে মাৎসর্য্য প্রভাবে।
ভট্টাচার্য্য নিরখিল প্রেমের নয়নে
গৌরচন্দ্রে কৃষ্ণচন্দ্র শুদ্ধভক্তি ভাবে।
অমোঘ হেরিল গৌরে উদরক-স্বামী
ভট্টাচার্য্য জানে গৌর গোলোকনিবাসী
সর্ব্বলোকা কৃষ্ণচন্দ্র। শ্রীগৌরকৃপায়
জাগিল অমোঘ, পুনঃ চেতনতা পায়।
কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত হয় অপ্রাকৃত বস্তু
কভু দৃশ্য নহে। যোগ্য ভাব ভেদে হেরে
সব অসার। গুরুদেব কৃপা বিনু
নহে চেতনতা লভি মৃত্যু মায়া ঘোরে।
পদে যার পরিহর অমোঘ দর্শন
ভক্ত-আনুগত্য কর হতে মুক্ত মন।
হেরিবে চিন্ময়দেশে আচার্য্যচরণ
স্বরূপে অবতীর্ণ কৃষ্ণবিগ্রহগণ।

চট্টগ্রামে প্রচার

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় মঠসেবক সহ গত ২০শে এপ্রিল সোমবার কোর্টজানী-পর্ব্বতস্থ শ্রীযুত বরদাকান্ত সরকার মহাশয়ের বাসভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধ ৩৩ অধ্যায় হইতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদ বর্ণনপ্রসঙ্গে জীবের বিবিধপ্রকার গতি সম্বন্ধে শাস্ত্রভাষায় প্রায় দুইঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত সজ্জন মণ্ডলীর আনন্দবিধান করিয়াছেন। পাঠে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে ভক্তিশাস্ত্রীজী সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

গত ২১শে এপ্রিল মঙ্গলবার ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত কতিপয় ভক্তসহ জানায় মাদারবাড়ীর নিকটবর্ত্তী "শ্রীমঙ্গলেশ্বরী" বাড়ীর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম অধ্যায় হইতে প্রহ্লাদচরিত্র বর্ণন-প্রসঙ্গে সর্ব্বোত্তম প্রয়োজন কি? নবধা ভক্তির যাজন কিরূপ? অনিত্য দুঃখপূর্ণ সংসারে আসিয়া ভগবদ্ভজনই একান্ত কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে দুই ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলীর আনন্দবিধান করেন। উক্ত দিবসের সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

উপস্থিত ভদ্রলোকগণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য—শ্রীযুত সুধাংশুধর সিংহ উকিল, শ্রীযুত কামিনীকুমার সেন উকিল, শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রলাল দত্ত মোক্তার, শ্রীযুত পুলিনবিহারী পাল মোক্তার, শ্রীযুত উপেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুত বিনোদবিহারী মজুমদার, শ্রীযুত মধুসূদন ঘোষ, কণ্ট্রাক্টর, শ্রীযুত মদনলাল সরকার, শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী শ্রীযুত দুর্গাপদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

গত ২৭শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় মঠাশ্রিত ভক্তসহ পাথরঘাটায় 'পতিতপাবন কীর্ত্তন সমিতি'-তে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যলীলা ১৩শ পরিচ্ছেদ হইতে জগাই-মাধাই উদ্ধার-প্রসঙ্গে উক্ত সম্প্রদায়ের বিচার বর্ণন করিয়া উপস্থিত বিশিষ্ট সভ্যবৃন্দের চিত্ত আকর্ষণ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বিকা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আছাড়া চতুর্ব্বিংশ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতত্ত্ব...মঠে 'নদীয়া-প্রকাশ'-যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীব্রহ্মসূত্র-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীচৈতন্যপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটি (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নু-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা — (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াদ্বীপ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আশ্রম

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচাদপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চটক পর্ব্বত

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদ্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ গণ্ডারিয়া, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৬নং গান্‌তাক রোড, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর · পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশদেবী(?), বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) এক্ষোলনন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ মেহেরোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং ক্যানাল রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ওয়ানাথাম ভিলা বোম্বে ৭

(৫০) ভারাপুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বারপেটা, আসাম
শ্রীরুক্মিণীরমণবিক্রমাদিত্যবিরচিতের সেবা

(৫১) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, খোর্দ্দা মোহনগড় (জেলা)
শ্রীশ্রীরুক্মিণীরমণবাসিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) নদীয়া গৌড়ীয়মঠ

আলমচাঁদ, পোঃ সন্তোষ, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জয়দেবপুর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ মধুকুণ্ডা, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

তিলদিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) আমাবি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমাবি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চিঙ্কণ, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লেইস্‌ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্ডলোড
ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিজ্ঞানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৶০	।৶০	
" ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲			৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য ভিন্ন হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আজ্ঞানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-পাক্ষিকী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতি সংযুক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, শ্লোক-পাদ-সূচী ও প্রমাণ-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

ল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান স্বাধীন গঙ্গাতীরে -সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। সমস্ত আবাস ও আলোবাতাসযুক্ত। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য শ্রীধাম মায়াপুরে বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সদাচারী দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউশন,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত কার্য্যাধ্যক্ষ ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের প্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল সুদুর্লভ সদুপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ কিন্তু প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া বা দেখাইয়া লইয়াছেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া পূর্ব্ব শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible]বার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, ত্যাগরাজ নগর, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর, জেলা—নদীয়া।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অধিকৃত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ববিদ্যাবিভূষিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামৃতও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। [illegible] সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৫০	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-১১	০-১৬	১-৪২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৪৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৪৫		৯-২৫		১৩-৫১	১৬-০	১৮-৩৯	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৩-২৬	৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩১		
(বদল) ছাঃ				১১-০			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১০-১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-২৬

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(শনিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৮-৪০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬

পোঃ- শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1844

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪০ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর— ২২শে বৈশাখ, ১৩৪৬ ৬ই মে, ১৯৩৯ শনিবার | ৫৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

জাভাবাসীর বীরত্ব

বাটাভিয়া (ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ) জনৈক জাভাবাসী তাহার স্ত্রীকে একটি বাঘ মুখে করিয়া ঝোপের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত খালি হাতে বাঘটির সহিত লড়াই করিয়া তাহার স্ত্রীকে উদ্ধার করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, স্ত্রীলোকটি একটি বন পথে তাহার স্বামীর পিছনে পিছনে যাইতেছিল। এমন সময় বাঘটি হঠাৎ তাহাকে আক্রমণ করে।

উক্ত স্ত্রীলোকটির স্বামীর নিকট যদিও কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, তথাপি সে খালি হাতেই বাঘটিকে পাল্টা আক্রমণ করে; ফলে বাঘটি স্ত্রীলোকটিকে ফেলিয়া দিয়া বনের মধ্যে পালাইয়া যায়।

পরে স্ত্রীলোকটিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাহার জীবনের আশা আছে বলিয়া ডাক্তারগণ বলিতেছেন।

গোয়ালপাড়ায় অনাবৃষ্টি

ধুবড়ী গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ভীষণ জলকষ্ট দেখা দিয়াছে। অনাবৃষ্টির ফলে লক্ষীপুর থানা এলাকার অধিকাংশে কূপ ও নদী শুকাইয়া গিয়াছে। শত শত গরু-বাছুর মারা যাইতেছে। ৪/৫ মাইল দূর হইতে লোকে জল টানিয়া আনিতেছে। আর এক সপ্তাহকাল এইরূপ চলিলে মানুষও আর বাঁচিবে না। গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিবার জন্য আবেদন জানান হইতেছে।

ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার বিশেষ অধিবেশন

মন্ত্রিসভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়, মন্ত্রিদের সকলেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রিসভার অধিবেশন হইবার আরও পূর্বে মিঃ এটলি ও মিঃ গ্রীনউড প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের সহিত ১৫ মিনিট কাল ধরিয়া আলোচনা করেন। অতঃপর মন্ত্রিসভার বৈঠক আরম্ভ হইবার পূর্বে সাম্রাজ্য-রক্ষা কমিটির এক অধিবেশন হয়। অতঃপর বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি সম্পর্কে শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের নীতি নির্দ্ধারণের জন্য ট্রান্সপোর্ট হাউসে নেশনাল লেবার কাউন্সিলের এক সভা হয়।

কুমিল্লার নিকটে মোটর দুর্ঘটনা

গত ২০শে এপ্রিল কুমিল্লার নিকট এক শোচনীয় বাস দুর্ঘটনা হইয়াছে। প্রকাশ, ঐ তারিখে কুমিল্লা-আগরতলা বাস সার্ভিসের একখানা গাড়ী রাস্তা হইতে পড়িয়া যাওয়ায় বেনারসী নিবাসী মিঃ এস গোস্বামী নামক এক যুবক নিহত ও একজন মহিলা সহ তিনজন যাত্রী সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছেন। প্রকাশ, বাসখানা আগরতলার বৈশাখী মেলা উপলক্ষে ১৩ জন যাত্রী লইয়া কুমিল্লা হইতে যাত্রা করে, কিন্তু দূর যাইতে না যাইতেই মোটর গাড়ী বিকল হইয়া পড়িয়া যায়। ড্রাইভার যাত্রীদের রক্ষার কোন চেষ্টা না করিয়াই লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করে।

কুমিল্লা স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ আহত ব্যক্তিগণের প্রাথমিক সেবা শুশ্রূষা করেন। মৃতদেহ ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আনীত হওয়ার পর ময়না তদন্ত করা হয়।

ইতালীর মন্ত্রীসভার বৈঠক

গত ডিসেম্বর মাসে দেশরক্ষা বাবদ যে এক হাজার কোটি লিরা বিশেষ বরাদ্দ করা হইয়াছিল, তাহার একটি মোটা অংশ কিরূপভাবে ব্যয়িত হইবে সিনর মুসোলিনী তৎসম্পর্কে সেনাপতি-মণ্ডলীর প্রধান কর্তা এবং অর্থসচিবের সহিত আলোচনা করিয়া এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে সিনর মুসোলিনী এ সম্বন্ধে তাঁহার রিপোর্ট পেশ করেন। একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সৈন্যবাহিনীর জন্য নূতন করিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেকে অনুমান করিতেছে যে, আগামী দশ বৎসরে সৈন্যবাহিনীর জন্য পাঁচ শত কোটি লিরা ব্যয় করা হইবে। সিনর গায়াদা এই বরাদ্দকে ইতালী ও জার্মানীকে বেকায়দায় ফেলিবার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির প্রচেষ্টার আর একটি উত্তর বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

পোল্যাণ্ডের নিকট জার্মানীর নোট

পোলিশ গবর্ণমেণ্ট হের হিটলারের নোটের উত্তর দিবেন বলিয়া আশা করা যায়। কর্ণেল বেক শুক্রবার দিবসে একটি বক্তৃতা দিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে জার্মাণ নোটের উত্তরও সরকারীভাবে প্রদত্ত হইতে পারে। জার্মাণী পোল্যাণ্ডের সহিত ২৫ বৎসরের জন্য একটি অনাক্রমণ চুক্তি করিবার এবং স্লোভাকিয়া সম্পর্কে সম্মিলিতভাবে জার্মাণ-পোলিশ-হাঙ্গেরীয়ান প্রতিশ্রুতি দিবার প্রস্তাব করিয়াছিল বলিয়া হের হিটলার বলিয়াছেন। এখন তাহা অস্বীকার করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, হের হিটলার বৃটেন ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন।

৫শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা

গত ২১শে এপ্রিল রাত্রিতে পাটনার যাদুঘর হইতে পাঁচশতটি দুষ্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা চুরি গিয়াছে। কে বা কাহারা এই চুরি করিয়াছে, যে ব্যক্তি তাহার সন্ধান দিতে পারিবে তাহাকে ৫ শত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই চুরি সম্পর্কে কয়েকজন লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে এবং পুলিশ কয়েকটি বাড়ীতে খানাতল্লাসীও করিয়াছে।

বাংলায় উষ্ণ প্রবাহ

বাংলা দেশের অধিকাংশ স্থানে উষ্ণ প্রবাহের ফলে সর্দ্দি গর্ম্মিতে একাধিক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

মুরাদপুর বাজারে একটি মোটবাহী কুলী অকস্মাৎ অচেতন হইয়া পড়ে এবং কোনরূপ চিকিৎসার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল [illegible] পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিস্তৃত সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গোবর্দ্ধনধারী অসাধারণ বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(*)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভুবর [illegible] এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
(৩) শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ [illegible], বি-এ, [illegible]

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৮৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮
৪। সৎক্রিয়াসারদীপিকা (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৩৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবের পরিচয় ।০
১৮। ব্রাহ্মণ ও [illegible] ।০
১৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২। [illegible]
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমা (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকা সহ, অবাঁধা) ১৲
২৬। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠ [illegible] ৷০
২৭। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য [illegible] (সংস্করণ) ১৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সংস্করণ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (দ্বিতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ৶০
৩১। সাধনপথ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। [illegible] ৶০
৩৮। [illegible] ।০
৩৯। [illegible] ।০
৪০। [illegible] /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকণ্ঠ /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। আচারপদ্ধতি ৶/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। চৈতন্যচন্দ্রামৃত বা মহাপ্রভুর [illegible] ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (সানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবৃতিঃ ।০
৬৩। সটীক-[illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সানুবাদ [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়সম্প্রদায়বিচারঃ /০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। [illegible] ।
৭০। [illegible] ৲
৭১। [illegible] ।০
৭২। [illegible] ।৶০
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] গৌড়ীয় [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible] ১।০
৭৯। [illegible] ৫৲

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। [illegible] /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible] /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ৩ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২২শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৬ই মে ১৯৩৯, শনিবার ৫০৭ সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব তিথিপূজা

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশে কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী মহামহোৎসব দিবস শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে যথারীতি পালিত হয়। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মঙ্গলারাত্রিকান্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর মহামন্ত্র কীর্ত্তনমুখে সমাগত সজ্জনবৃন্দ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ ত্রিভুবনের দাসাধিকারী, শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সমস্ত দিবস শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ করেন। শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবক্ষণে শ্রীমন্দিরে ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা আরম্ভ হয়। তৎকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীনারদ-শ্রবণ-সদনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে পাঠ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক সাগর মহারাজ ভাক্তবিঘ্ন-বিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল প্রাঞ্জলভাষায় একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। হরি-ভক্তিপথে অদ্ভুত অদ্ভুত পরীক্ষা অতিক্রম করিয়া ভক্ত পরমানন্দে ভগবৎপাদপদ্মে উত্তরোত্তর অপূর্ব্ব রতি লাভ করেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

—::(*)::—

শিলচরে

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের কৃপাদেশে গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় মঠসেবক সহ শিলচরে মাসাধিক কাল শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে উপনীত হইয়াছেন। পণ্ডিতজীর শ্রীধামে গমনের পর তাঁহার পার্টির সকলেই পরমোৎসাহে হরিকথা প্রচার করিতেছেন।

উপর্য্যুপরি পরীক্ষা বা বাধা না আসিলে জানিতে হইবে—হরিভক্তির দ্বারদেশেও উপস্থিত হইতে পারি নাই। ভক্তের নিকট অদ্ভুত প্রকারের বাধাও ভয়ের কারণ নহে। ভক্ত বলেন না—"আমার বিপদ উদ্ধার করিয়া দাও।" ভক্ত পরম ভরসায় বলেন—"মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা।" প্রহ্লাদ মহারাজ অনন্ত অসুবিধা বরণ করিয়া আমাদের এইরূপে সর্ব্বতোভাবে শরণাগতির শিক্ষা দান করিয়াছেন। নৃসিংহদেবও ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন তাহাও আমরা প্রহ্লাদ-চরিত্রে জানিতে পারি। সমাগত সজ্জনবৃন্দ তাঁহার বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণে পরমানন্দ লাভ করেন।

গত ৮ই বৈশাখ শ্রীযুত অবনী-কুমার দত্ত উকিল মহাশয়ের বাটীতে শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ১০ই বৈশাখ স্থানীয় হরিসভায় শ্রীমদ্ভাগবতের নবযোগেন্দ্র উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

গত ১১ই বৈশাখ স্থানীয় বিশিষ্ট ভদ্র-লোক শ্রীযুত বিমলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত মহাশয় গৌড়ীয়মঠসেবকগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া তাঁহার বাটীতে লইয়া যান। তথায় শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

সভাতে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ বিশ্বম্ভর দাস ব্রহ্মচারীজী সুমধুরস্বরে 'অনাদরে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়', 'ভজহুঁ রে মন' প্রভৃতি গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

গত ১৩ই বৈশাখ স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের জন্য গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ সাদরে আহূত হন। তথায় শ্রীপাদ শ্যামসুন্দর দাস অধিকারী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভাতে প্রায় ২০০ দুই শতাধিক শিক্ষিত ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হয়।

চট্টগ্রামে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় মঠসেবক সহ গত ২৬শে এপ্রিল বুধবার চট্টগ্রামের চৌরিঙ্গাজার-স্থিত বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী শ্রীযুত জনবন্ধু পোদ্দার মহাশয়ের গদিতে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১৯ অধ্যায় হইতে মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করেন। উক্ত দিবসের সভায় বহু বিশিষ্ট বস্ত্রব্যবসায়ী ও শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে ভক্তি-শাস্ত্রীজী সুমধুরস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

শ্রীযুত জ্যোতিষচন্দ্র বসু, শ্রীযুত রাজেন্দ্র চন্দ্র দে, শ্রীযুত নিবারণচন্দ্র কর্ম্মকার, শ্রীযুত মোহিনীমোহন তালুকদার, শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র পাল, শ্রীযুত উপেন্দ্র চন্দ্র পাল, শ্রীযুত দ্বারিকানাথ কর্ম্মকার, শ্রীযুত অখিলচন্দ্র নন্দী, শ্রীযুত অমরচন্দ্র পাল, শ্রীযুত সন্তোষ-চন্দ্র পাল, শ্রীযুত চন্দ্রমোহন পোদ্দার, শ্রীযুত অবনীমোহন ভৌমিক, শ্রীযুত তারাপদচন্দ্র দালাল, শ্রীযুত হারাধন সাহা, শ্রীযুত নীহার-চরণ পোদ্দার, শ্রীযুত যতীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু ব্যক্তি পাঠে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

হরধাম বা ব্রহ্মধাম—Infinite এবং দেবীধাম finite হওয়ায় দেবীধামের অন্তর্গত—এরূপ নহে। দেবীধামই হরধামের অন্তর্গত কারণ, finite infinite-এর মধ্যেই থাকে। দেবীধাম উক্ত চারিলোক হরধাম-সোপান অর্থাৎ দেবীধামের অন্তর্গত। আবার চতুর্দ্দশ লোকাত্মক দেবীধামের সমস্তটাই হরধাম বা ব্রহ্মধামের অন্তর্বর্ত্তী; কারণ Infinite-ই

"ভগবান্ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য এবং আমাদিগের মঙ্গল বিধানের জন্য নানাপ্রকার অসুবিধা এই প্রপঞ্চে স্থাপন করিয়াছেন। ঐ গুলিকে আমাদিগের মঙ্গলের কারণ জানিয়া আমরা তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন তাঁহারাই ধন্য। সকল অসুবিধার মধ্যে ভগবৎ-কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ ত্রিবিক্রম শুক্রবার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫০

ভগবৎ-প্রসাদ

——ঃঃ(০)ঃঃ——

ভগবৎপ্রসাদ অর্থে ভগবানের অনুগ্রহ কিম্বা তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট। ভগবৎপ্রসাদ বলিলে ভক্ত-বিচারে ভগবানের কেবল অনুগ্রহ ও তাঁহার ভুক্তাবশিষ্ট একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া থাকে। ভগবান্ জীবের প্রতি করুণা করিয়া কখনও গুরুরূপে, কখনও সাধুরূপে, কখনও নামরূপে, কখনও শাস্ত্ররূপে আবার কখনও বা প্রসাদরূপে জীবকুলকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। যেমন নামের সেবা করিতে করিতে নামই স্বয়ং সাধকের নিকট নিজস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকটিত হন, সেইরূপ শ্রীভগবানের প্রসাদ প্রতিদিন সেবন করিতে করিতে প্রসাদের কৃপায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং প্রসাদ সেবকের নিকট প্রকাশিত হন। ভগবান্‌কে পাইবার যাঁহাদের ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের অন্য কোন সাধনের বিশেষ প্রয়োজন নাই। মহাপ্রসাদ সেবা করিলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। কেবলমাত্র মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ সেবনই ভগবান্‌কে পাইবার একমাত্র সহজ উপায়। ভগবানের প্রসাদকে এবং বৈষ্ণবের ভুক্তাবশেষকে মহামহাপ্রসাদ বলে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্ত শেষ হৈলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান।

একমাত্র প্রসাদ-সেবার দ্বারাই ভগবানের কৃপা লাভ হয়। প্রসাদসেবাতেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস নামক এক ব্যক্তি কেবল বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট সম্মান দ্বারাই অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি যখন যেখানে কোন বৈষ্ণব আছেন শুনিতেন, তখন তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। যদি তিনি প্রসাদ দিতে অস্বীকার করিতেন তবে কালিদাস লুকাইয়া তাঁহার প্রসাদসেবা করিতেন—

"রঘুনাথ দাসের হয় জ্ঞাতি খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহ হইল বুড়া॥
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহ করিলা ভোজন॥"

কালিদাস ব্রাহ্মণ বা শূদ্রকুলোদ্ভব বৈষ্ণব, তাহার কিছু বিচার করিতেন না; বৈষ্ণব হইলেই তাঁহার প্রসাদ সেবন করিতেন। অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের আবার প্রাকৃত জাতিবিচার আছে, তাহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না; কারণ, তিনি জানিতেন যিনি জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে ভগবানের সেবা করেন, তিনিই বৈষ্ণব এবং তিনিই সর্ববর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ। যাহারা কৃষ্ণের অভক্ত, তাহারা কেহ শূদ্র, কেহ বা শূদ্রাধম অথচ মধ্যে গণ্য। শাস্ত্রও বলেন, যথা—

নীচ-জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥

এক দিবস কালিদাস শুনিলেন যে ঝড়ু ঠাকুর নামে একজন বৈষ্ণব সেখানে বাস করেন, কিন্তু তিনি কখনও তাঁহার প্রসাদ পান নাই। এই ঝড়ু ঠাকুর ভুঁইমালী বংশ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় কালিদাস তাঁহার নিকটে যাইয়া ও কতকগুলি আম ভেট দিয়া ঝড়ু ঠাকুরের ও তাঁহার পত্নীর শ্রীচরণে দণ্ডবৎপ্রণাম করিলেন। ঝড়ু ঠাকুরও তাঁহার পত্নীসহ কালিদাসকে বহু সম্মান করিয়া তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠি করিলেন। কালিদাস বলিলেন, আমি অদ্য আপনার এখানে প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করি। কিন্তু ঝড়ু ঠাকুর আপনাকে অতি নীচ কুলোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়া বলিলেন— তিনি নিকটস্থ কোনও ব্রাহ্মণের বাটীতে তাঁহার প্রসাদ পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। বৈষ্ণব সর্ব্বদা আপনাকে নীচ দেখেন। 'আপনি নিরভিমানী হয়ে দিবে মান।' তাই ঝড়ু ঠাকুরও কালিদাসের নিকট আপনাকে নীচজাতি বলিয়া পরিচয় দিলেন। কালিদাস বলিলেন, আমার একবাঞ্ছা হয় যে, আপনি আমার শিরে একবার আপনার শ্রীচরণযুগল ধারণ করুন এবং আমাকে আপনার পদধূলি দিন। ঝড়ু ঠাকুর বলিলেন, আমি অতি নীচ, আপনি আভিজাত্যবিশিষ্ট সজ্জন, আমাকে এইরূপ কথা বলা উচিত নহে। কালিদাস একটী শ্লোক পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইলেন—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ
পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

চতুর্ব্বেদী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলে ভক্ত হয়, এরূপ নহে। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়, তিনিই যথার্থ দানপাত্র এবং গ্রহণপাত্র। ভক্ত আমার ন্যায় পূজ্য।

শ্লোক শুনিয়া ঝড়ু ঠাকুর বলিলেন,— এই শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নহে; যিনি কৃষ্ণভক্ত তিনি নীচ নহেন। কিন্তু আমি নীচ, আমাতে কৃষ্ণভক্তির লেশমাত্রও নাই। কালিদাস তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বিদায় মাগিলেন ও ঝড়ু ঠাকুরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছু দূর গমন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কালিদাস কিছু দূরে একস্থানে লুকাইয়া রহিলেন। ঝড়ু ঠাকুর সেই আম্রগুলি ভগবানে নিবেদন করিয়া তাঁহার পত্নী সহ সেই আম্রপ্রসাদ সম্মানান্তর আঁটি ও খোসা বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন। পরে কালিদাস যে স্থানে ঝড়ু ঠাকুরের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল, সেই স্থানের ধূলি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া উচ্ছিষ্ট গর্ত হইতে সেই আম্রআঁটি ও খোসাদি বহু করিয়া তুলিয়া পরমানন্দে চুষিতে লাগিলেন এবং চুষিতে চুষিতে প্রেমের উল্লাসে নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে কালিদাস গৌড়দেশে যত বৈষ্ণব বাস করিতেন, সকলের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। এই কালিদাস যে দিন নীলাচলে আসিয়াছিলেন, সেইদিন মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—

এই মত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড় দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে॥
সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা।
মহাপ্রভু তাঁ'র উপর মহাকৃপা কৈলা॥

ভগবানের দৈবীমায়া জয় করিতে হইলে তাঁহার আশ্রয় কিংবা তাঁহার প্রসাদ-সেবা বিশেষ প্রয়োজন। যিনি নিত্য অগ্রে ফল-মূল, অন্ন, মিষ্টান্নাদি শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া শেষে প্রসাদ গ্রহণ করেন, তিনি মায়াকে জয় করিতে পারেন

প্রসাদ-সেবা, করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ জয়।

এইরূপ পরমকল্যাণ-প্রদ মহাপ্রসাদে যে সকল ব্যক্তির বিশ্বাস জন্মে নাই তাহারা অত্যন্ত দুর্ভাগাশালী; মহাপ্রসাদে অবিশ্বাস ও অনাদরের জন্য তাহাদের সকল সাধন-ভজন পণ্ড হইয়া যায়। শাস্ত্রে বলেন—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো
নৈব জায়তে।

মহাপ্রসাদে, গোবিন্দে, নামব্রহ্মে ও বৈষ্ণবে যাহাদিগের স্বল্পপুণ্য হে রাজন্ তাহাদিগের কিছুতেই বিশ্বাস জন্মে না।

যদি সৌভাগ্যক্রমে মহাপ্রসাদ আমাদের কাহারও নিকট আগমন করেন, তবে কালাকালের কোন বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মান করা কর্ত্তব্য। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ভক্তগণসহ অতি প্রত্যুষে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং ভট্টাচার্য্যও সেই সময়ে কৃষ্ণ কৃষ্ণ করিয়া জাগিয়া উঠিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার হস্তে কিছু প্রসাদান্ন দিলেন, ভট্টাচার্য্য কালাকালের বিচার না করিয়া মহা-আনন্দিত হইয়া সেইপ্রসাদ ভক্ষণ করত নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটী পাঠ করিলেন।

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥

মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক বা দূরদেশ হইতে আনীতই হউক, প্রাপ্তিমাত্রে ভক্ষণ করাই বিধি, ইহাতে কালবিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্রে শিষ্টলোক ভোজন করেন, ইহাতে দেশ ও কালের কোন নিয়ম নাই, ভগবান্ এই আজ্ঞা করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যের প্রসাদ-গ্রহণে মহাপ্রভু অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীভগবানে কোনও দ্রব্য নিবেদিত হইলে তাঁহার কৃপায় তাহা অমৃত হইয়া যায়। তখন সেইবস্তুর জড়গুণ লোপ পায় এবং উহা অপ্রাকৃত গুণ ধারণ করে। ভগবান্‌কে কোন বস্তু নিবেদন করিয়া খাইলে সেই প্রসাদে যুগপৎ শরীর রক্ষা ও ভগবানে ভক্তি বৃদ্ধি পাইবে। মহারাজ প্রহ্লাদের পিতৃপ্রদত্ত বিষও ভগবানে নিবেদন করিয়াছিলেন কিন্তু ভগবানের কৃপায় সেই বিষ অমৃত হইয়াছিল। ইহাই ভগবানের অলৌকিক শক্তির পরিচয় এবং তাঁহার ভক্তবৎসলতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভক্তই এই সকল রহস্য বেশ বুঝিতে পারেন। এই

সকল বিষয় ভক্তের বোধগম্য নহে। ভগবান্ গীতাতে অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে অর্জ্জুন! আমার ভক্ত পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা কিছু ভক্তির সহিত আমাকে অর্পণ করিয়া থাকে, তাহা আমি সাদরে গ্রহণ করি। যথা গীতাতে—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

প্রযতাত্মা সকল আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জল, যাহা দেন, তাহা আমি অত্যন্ত স্নেহ পূর্ব্বক স্বীকার করি।

অনেক আয়াসপূর্ব্বক বহু সম্ভার যাহা আমাকে কেবল তাৎকালিক শ্রদ্ধা-সহকারে যে পূজা করে, আমি তাহা গ্রহণ করি না। যেহেতু তাহারা কেবল কোন উপরোধক্রমে আমার পূজা করিয়া থাকে। সুতরাং ভগবান্‌কে প্রত্যেকের সাধ্যমত পবিত্র সাত্ত্বিক উৎকৃষ্ট বস্তুই প্রদান করাই উচিত। তিনি ভক্তের হৃদয় ভাবই দেখেন, বিদ্যাবুদ্ধি, কি জাতি-ধনাদির দিকে লক্ষ্য করেন না। মূর্খ ব্যক্তিও যদি সরলান্তঃকরণে "বিষ্ণায় নমঃ" বলিয়া ভগবানে সামান্য খাদ্যাদি অর্পণ করে, তাহাও ভগবান্ পরম সমাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু কোন জাত্যভিমানী, কুলীন, পণ্ডিত, কি ধনী দম্ভ সহকারে প্রচুর পরিমাণে অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়াও যদি ভগবানে নিবেদন করে, তাহাও ভগবান্ গ্রহণ করেন না। কারণ, তিনি ভাবগ্রাহী, ভক্তের হৃদয়টি সরল কি কুটিল তাহাই তিনি অগ্রে অবলোকন করেন, পরে বৈষ্ণবসূত্র ভক্তের সামান্য তণ্ডুল-কণাও গ্রহণ করিয়া থাকেন। যথা—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥"

মূর্খ ব্যক্তি "বিষ্ণায় নমঃ" বলে, ধীর ব্যক্তি "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া থাকে কিন্তু পুণ্য উভয়েরই তুল্য; কারণ জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী। অনেকের ধারণা মহাপ্রসাদ কেবল শ্রীক্ষেত্রেই পাওয়া যায়; কারণ যাহা জগন্নাথদেবের প্রসাদ, তাহাই মহাপ্রসাদ, কিন্তু তাহা ভুল; যাহা ভগবানে অর্পিত হয় তাহাই মহাপ্রসাদ। ভগবানে যেখানে যাহা নিবেদন করেন, তাহাই মহাপ্রসাদ। সুতরাং আমরা যাহা আহার করি, তাহা অগ্রে ভগবানে অর্পণ করিয়া পশ্চাতে সেই প্রসাদ-সেবন করাই উচিত। যদি আমরা পবিত্রভাবে সাত্ত্বিক খাদ্যদ্রব্যাদি ভগবানের

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

কঠোপনিষৎ বলেন—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
'মহতঃ' পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥

'মহত্ত্ব' মহৎ অর্থাৎ বদ্ধজীব হইতে অব্যক্ত বা প্রকৃতি এবং প্রকৃতি হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। এই পুরুষ পুরুষাবতার, পুরুষোত্তম নহেন। পুরুষাবতার তিনজন—

শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে স্থাপন করিয়া নিম্নলিখিতভাবে কাতরপ্রাণে তাঁহাকে নিবেদন করি, তবে তিনি নিশ্চয়ই সেই দ্রব্যগুলি সাদরে স্বীকার করিবেন এবং উহাই মহাপ্রসাদ হইবে। যথা—

"যা প্রীতির্বিদুরার্পিতে মুররিপোঃ কুন্ত্যার্পিতে যাদৃশী
যা গোবর্দ্ধনমূর্দ্ধ্নি যা চ পৃথুকে স্তন্যে যশোদার্পিতে।
যা বা তে মুনিভাবিনী-বিনিহিতেঽন্নেঽপি তামর্পয়॥"

হে মুররিপো! বিদুরার্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি, কুন্তিদত্ত অন্নে তোমার যে প্রীতি, শ্রীদামের চিপিটকে তোমার যে প্রীতি, যশোদার্পিত স্তন্যে তোমার যে প্রীতি, ভরদ্বাজ সমর্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি, শবরিকাদত্ত অন্নে তোমার যে প্রীতি, ব্রজাঙ্গনাদিগের অধরে তোমার যে প্রীতি এবং মুনিপত্নীদিগের অর্পিত অন্নে তোমার যে প্রীতি, সেই প্রীতি এই অন্নের প্রতিই অর্পণ কর। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট প্রচারক শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে লিখিয়াছেন যে—বাক্য, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, উদর এবং উপস্থ এই ছয়টির বেগ ভক্তির অতিশয় প্রতিকূল। এই জিহ্বাবেগ দমনের সহজ উপায় একমাত্র প্রসাদ-সেবা। এইজন্য ভক্তগণ প্রসাদ-সেবনকালে সাধুকে সাবধান করিয়া থাকেন—সাবধান! সাবধান!

"(ভাইরে)
শরীর অবিদ্যাজাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্ম্মতি
তাহে জেতা কঠিন সংসারে॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময় করিবারে জিহ্বা জয়
স্ব-প্রসাদ অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও
প্রেমে ডাক চৈতন্য-নিতাই।"

কারণোদশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী। "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।" উপনিষৎ এই পর্য্যন্ত বলিয়া চরমসীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। পুরুষের বিচারই চরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা বলিয়া পুরুষোত্তমের ক্রমোর্দ্ধ বিলাস-বিচারকে ন্যূনাধিক গোপন রাখিয়াছেন।

প্রকৃতিবাদীরা বিরজাকেই 'কারণ' বলে। দুর্গার অপর নাম 'অপরাজিতা'। তাঁহাকে কেহ পরাজয় বা সীমার মধ্যে আনিতে বা Conquer করিতে পারে না। বিরজা unconquerable and unapproachable. মহাভারতে দুর্গার নাম প্রক্ষিপ্ত আছে। কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দুর্গার স্তব পাঠ করিতে বলিলেন এবং অর্জ্জুন শরসন্ধানের পূর্ব্বে দুর্গার সহস্রনাম স্তব পাঠ করিলেন ইত্যাদি বর্ণনা অতিসন্ধিমূলে মহাভারতে কে বা কাহারা ঢুকাইয়া দিয়াছে। মহাভারতে আরও একটি বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত আছে,—জয়দ্রথবধের পূর্ব্বে অর্জ্জুনের পাশুপত-অস্ত্র লাভ; স্বপ্নে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন শিবের নিকট গমন করিলেন ইত্যাদি। মহাভারতের উপক্রম-উপসংহারাদি ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যলিঙ্গ-দ্বারা বিচার করিলে এইগুলি সমস্তই প্রক্ষিপ্ত মনে হইবে। বিরজা Infinite Liquid Absolute এবং ব্রহ্মকে Infinite Halo Absolute বলা যাইতে পারে। যেখানে finite, সেখানেই জড়ের বিলাস বা গুণের ক্রিয়া। Finiteকেই conquer করা যাইতে পারে।

দর্শনভেদে বিরজাকে বহু নামে অভিহিত করা হয়—বিরজা, প্রকৃতি, মায়া, অব্যক্ত, কারণার্ণব, একার্ণব, গঙ্গা প্রভৃতি। বিরজা বিষ্ণুপাদপদ্মের ঘর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। বিরজাও বৈকুণ্ঠের বাহিরে অবস্থিত।

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীন কেবল-ভক্ত গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্যস্থিতি লাভ করেন। যাঁহারা গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে কৃপাসুপ্তকলে নিত্যলাভ করেন, তাঁহারাই গোলোক-বৃন্দাবনে সেবাধিকার লাভ করেন। বৃন্দাবনধাম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করিতে হয়। প্রথম এই ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দ্দশ স্তর। এই চতুর্দ্দশ স্তরের উর্দ্ধভাগে চারিটি স্তর সূক্ষ্ম এবং নিম্নস্থিত স্তরগুলি স্থূল। ব্রহ্মাণ্ডের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক গুণ-সমষ্টি প্রকৃতির অতীত বিরজা অবস্থিত। সেই প্রকৃতির অতীত বিরজাতেও দুইটি স্তর আছে—ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ। প্রেমিক ভক্ত ঐ দুইটি স্তরও অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত মাথুরমণ্ডল প্রাপ্ত হন।

এই ব্রহ্মাণ্ড দেবীধাম। ইহার মধ্যে চতুর্দ্দশ সংখ্যক স্তর আছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ এবং সত্য এই সাতটি লোককে বা ভুবনকে ঊর্দ্ধ লোক বলে। তল, অতল, বিতল ইত্যাদি সাতটিকে অধো বা নিম্ন লোক বলে। ঊর্দ্ধ সপ্তলোকের শেষ চারিটিই ক্রমোন্নত সোপান।

যাহারা অকর্ম্মী বা কুকর্ম্মী, তাহারা নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়। যাহারা সৎকর্ম্মী গৃহস্থ, ত্যাগী নহে, তাহাদের গতি ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বর্লোক পর্য্যন্ত। মহঃ, জন, তপঃ ও সত্যলোক স্ত্রীসঙ্গরহিত ঊর্দ্ধরেতাদিগের প্রাপ্য স্থান। অন্য দশটি লোক ভুক্তভোগী, কুকর্ম্মী অথবা সুভোগী, সুকর্ম্মীর প্রাপ্য। কিন্তু এই চারিটি লোক ব্রহ্মচারিদিগের প্রাপ্য।

দর্শকের চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা অনুসারে উমা-মহেশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন হয়। যোগিসম্প্রদায় উমাকে কালী বা প্রকৃতি, জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিত্রী মহামায়ারূপে এবং রুদ্রকে প্রকৃতিসঙ্গী নিষ্ক্রিয় বা তমোগুণাক্রান্তরূপে দর্শন করে। শিবকে তাহাদের কেহ কেহ ভবানীভর্ত্তা বা প্রকৃতিভোক্তা বিচার করিয়া থাকে। ঐ বিচারকে বহুমানন করিয়াই তাহারা শিবকে মহাকাল, কালীনাথ প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করে। যোগীর দৃষ্টিতে শিব মায়াসঙ্গী।

কৃপাসুপ্ত সাধনসিদ্ধ ভক্ত এই চতুর্দ্দশ ভুবন অতিক্রম করিয়া বিরজা অতিক্রম করেন। বিরজার দুইটি রূপ আছে—সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। কর্ম্মী যাহারা, তাহাদের চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডেই গতাগতি। বিরজা জ্ঞানিগণের প্রাপ্য স্থান। জ্ঞানী দুই প্রকার—সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী বিরজাকে নির্ব্বিশেষই দেখে। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানীর চক্ষে উমা মহেশ্বর, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্ম বিরজা পরস্পর অভেদরূপে দৃষ্ট হন। নির্ব্বিশেষবাদী বিরজাকে ও ব্রহ্মকে নির্গুণ দেখে, মায়াবাদী, দেখে না। তাহার এক অভেদ দর্শন।

সবিশেষ জ্ঞানী বিরজাকে বিষ্ণুপাদোদক তদীয় বস্তু সুতরাং সবিশেষ বস্তুই জানেন। গঙ্গা বা বিরজা বিষ্ণুর পাদধৌত জল বা পরধামে বৈকুণ্ঠের শ্রেণী পরিখা। সবিশেষ-জ্ঞানী জানেন বিষ্ণুপাদোদক, সুতরাং পূজনীয়, মহাদেব বিষ্ণুভক্ত, গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন।

বিরজা বৈকুণ্ঠের পরিখা। তথায় গুণের কোনও ক্রিয়া নাই। বিরজার জল স্থির—Stagnant, তাহাতে বিলাসের তরঙ্গ বা স্পন্দন নাই।

(... পৃষ্ঠায় ... কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচৈতন্যদেব-জন্মে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রদর্শনী-সংগ্রহ 'নদীয়া'-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর-সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ বাঁশখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলাঝোরা, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চাঁদপুর, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

খিজিরপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মখ্দা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গন্ধীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একচক্রাধাম-কুঞ্জকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সচ্চিদ্ বিহারী মঠ

মথুরা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কেদার রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ওপেরাহাউস
বম্বে, বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫১) মধ্বাচার্য্য-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) শ্রীলাকুটী

(৫৬) বিমলা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কমলেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

সাখরাম, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ বরুণকুণ্ডা, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অমার্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমার্দ, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

তুমলুক, পোঃ চন্দ্রকোণা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং লেইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্লসকোর্ট
র্যাপটন, লণ্ডন, এস ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ জার্ম্মান

উইলেট রোড, বার্লিন (জার্ম্মানি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

নদীয়াপাড়া, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিপালক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রতিষ্ঠাতা-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুল সমেত)	৯৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার দ্বিগুণ মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক [illegible] হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে প্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, [illegible]-পাদ-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিশোভিত [illegible] বাঁধাই [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীনামহট্ট [illegible], [illegible], পোঃ [illegible], [illegible]।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক স্তবের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ১০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট—

-- --::o::-- --

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় বোর্ডিং এর [illegible]। [illegible] আনন্দ ও স্বাস্থ্যকর। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও বোর্ডিং খরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible], শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রী[illegible] [illegible] প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] [illegible] সঙ্গে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] সমস্যা ও জটিল [illegible] সমাধান [illegible] পাওয়া যাইবে। [illegible] এই গ্রন্থ [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের বাংলাভাষার প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্পাদক-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলামাধুর্য্যে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৮ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাশীর্বাদ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা ১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল যথাযথ প্রণালীতে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্যতম পদবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ভবিষ্যতে পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। শিকার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-০৬	৭-২৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬	
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৪০	১৪-১৫					
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-১১	২০-১৩	১-০৮	
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২০-৫৬		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ২
ছাঃ	১৪ ২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-২৫			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	১০-৩	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১		
ছাঃ	৬ ২৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫		
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭ ৩১			
(বদল) ছাঃ			১১-০			১৭-৪০			
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১২ ১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-১৫		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৭-৫৬		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-১	(রবিবার ভিন্ন)	১৮-৮ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-২৭		১৮-৩৩
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৮-৪০		১৮-৪০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৬		২০-৬

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর— ২৪শে বৈশাখ, ১৩৪৬ ৮ই মে, ১৯৩৯ সোমবার | ৫৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বৃটেনের সামরিক তোড়জোড়

সামরিক শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কিত বিলের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যক্তিগণকে সৈন্যদলে যোগদানের নিমিত্ত আহ্বান করা হইয়াছে, নৌ-বিভাগ ও বিমান-বিভাগকে উহাদের মধ্য হইতে কতক অংশকে স্ব-স্ব বাহিনীতে লইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। নৌ-বিভাগকে একটি বিশেষ রিজার্ভ বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। একটি 'অক্জিলিয়ারী' বাহিনী থাকার জন্য বিমান-বিভাগকে এ বিষয়ে আর কোন বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। পরে বিলের যে পরিবর্তন সংশোধন করা সিদ্ধান্ত করা হইবে তাহা অনুযায়ী এই বিল উত্তর আয়র্লণ্ডের অধিবাসীদের বেলায়ও প্রযুক্ত হইবে বলিয়া আদেশ দিতে পারিবেন; অবশ্য জরুরী অবস্থায় সময় কিম্বা যুদ্ধের সময় ব্যতীত এতদ্রূপ কোন আদেশ দেওয়া হইবে না। আয়র্লণ্ডের যে সব নাগরিক সাধারণতঃ বৃটেনে বাস করিয়া থাকে তাহারাও অন্যান্য উপনিবেশের অধিবাসীদের এই বিলের আমলে আসিবে; তবে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর লোকদের বেলায় এই আইন খাটিবে না। এই আইন প্রবর্তনের ফলে প্রায় ২ লক্ষ লোককে সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করিতে হইবে সম্ভবতঃ জুন মাস নাগাদ অন্তত ৫০ হাজার লোককে সৈন্য বাহিনীতে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইবে। বাকীদিগকে সৈন্যদলে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হইবে। তাহাদিগকে কাজে পুনর্নিয়োগ এবং যে সব মালিক তাহাদিগকে কাজে নিযুক্ত করিতে অসমর্থ হইবে তাহাদিগকে সাজা-দান ও যাহাদিগকে কাজে পুনরায় নিযুক্ত করা হইবে না, তাহাদের জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থাও এই বিলে করা হইয়াছে।

পত্নী, দুই পুত্র ও দুই কন্যা হত্যা

বোম্বাই হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, ২রা মে রাত্রে একজন ক্ষুব্ধ শ্রমিক ক্ষিপ্ত হইয়া তাহার পত্নী, দুই পুত্র ও দুই কন্যাকে একখানি দা' দ্বারা আঘাত করিয়া হত্যা করে। লোকটা তাহার পর নিজের দেহে আঘাত করিয়া গুরুতররূপে জখম হয়। তাহাকে স্থানীয় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এবং তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। তাহার পত্নী ও পুত্র-কন্যাদের মৃতদেহ শবচ্ছেদে প্রেরিত হইয়াছে।

পোল্যাণ্ডে আত্মরক্ষার তোড়জোড়

পার্লামেন্টের বৈঠক না বসা পর্য্যন্ত জাতীয় আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আর্থিক ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার জন্য যে বিল প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহা মন্ত্রিসভা অনুমোদন করিয়াছেন।

অগ্নিকাণ্ড

গত ২৭শে এপ্রিল বৃহস্পতিবারে রঘুনাথগঞ্জ থানার অধীন জুনরা গ্রামে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১১খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, কোন কর্মকারের 'কামার' হইতে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটাইয়া তাহার চালে আগুন ধরিয়া যায় এবং ক্রমে উহা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। জলাভাবে অগ্নি নির্বাপিত করার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

গত ২৮শে মে বেলা আন্দাজ ১১ ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জের নদে ঘোষের বাড়ীতে আগুন লাগে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুইখানি ভস্মীভূত হয়। কেহ নষ্টামি করিয়া অগ্নিসংযোগ করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করিতেছেন।

হ্যাঙ্কাওয়ে চীনাদের আক্রমণ ব্যর্থ

সাংহাই হইতে প্রেরিত জাপসামরিক বিবরণীতে এই দাবী করা হইয়াছে যে, হ্যাঙ্কাওয়ের উত্তর পশ্চিমে চীনা বাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। জাপ-বাহিনী এক্ষণে ব্যাপকভাবে আক্রমণ শুরু করিয়াছে এবং উহাসমেত চীনাদের সুরক্ষিত ব্যূহ ভেদও করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ফলে চীনা বাহিনী শহরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পাহাড়ে অঞ্চলে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

দুই শত গৃহ ধ্বংস, শতাধিক ব্যক্তি হতাহত

নিংপো বন্দরের উপর জাপানীদের বিমান আক্রমণের ফলে ২ শত গৃহ ধ্বংস হইয়াছে। এই বন্দরটিতে সাধারণতঃ অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীরাও ব্যবসাবাণিজ্য উপলক্ষে বসবাস করেন। শতাধিক ব্যক্তি এই বিমান আক্রমণে হতাহত হইয়াছে।

জিব্রাল্টারে রণতরীর গতিবিধি

সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সম্প্রতি লাপিনিয়ার পথে যে বাধ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। ব্রিটিশ রণতরী 'রামেলিস' এবং তিনখানি ব্রিটিশ ও তিনখানি ফরাসী ডেষ্ট্রয়ার পূর্বদিকে রওনা হইয়া গিয়াছে। 'রামেলিস' রণতরীখানি গুলী বর্ষণ শিক্ষার জন্য বন্দর ত্যাগ করিয়াছে। জার্মাণ রণতরী ও ডুবোজাহাজসমূহ অপরাহ্নে জিব্রাল্টার প্রণালীর মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা যায়।

পণ্ডিত জওহরলালের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার ওয়ার্কিং কমিটিতে যোগদান না করার কারণ এবং কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন দলের আদর্শগত মতভেদ দূর করিয়া তাহাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা সম্পর্কে পণ্ডিতজী বলেন, "এই বিষয়টি গুরুতর এবং জটিলও বটে; এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি ঐ সম্পর্কে কিছু বলিতে পারিব না।"

কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদের লোক যাহাতে একত্রে কাজ করিতে পারে তাহার জন্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্মীদের বৈঠকের ব্যবস্থা করিতে পারেন। তিনি এই সম্পর্কে কতিপয় প্রবন্ধ লিখিতে পারেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের পরিব্রাজকপ্রবর গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি [illegible] প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, সাধারণ ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—[illegible] পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত [illegible] মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়-[illegible] সংবাদ [illegible] ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবস্বরূপ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মুকুটমণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপ্রাকৃত চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার

উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে [illegible] অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পরিব্রাজক গোস্বামী প্রভু-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৴০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি-এল, [illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত, —প্রথম [illegible] ৪০

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲

দশম স্কন্ধ — ৯৲

২। ভাগবত বিভাগে শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ) [illegible]

৩। [illegible] ৩

৪। [illegible] (অর্দ্ধ) ২

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ২৲ ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণব ৯৲

১০। গৌড়ীয় [illegible] ৯৲

১১। [illegible] (বাঁধা) ১৲

১২। [illegible] (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) [illegible]

১৫। [illegible]

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ

১৮। [illegible]

১৯। [illegible]

২০। গৌড়ীয় গৌরব ৸৴

২১। [illegible] ৷৵

২২। [illegible]

২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible] (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীধরের টীকা সহ)

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকা) (বাঁধা) ১৲

২৬। গীতার [illegible]

২৭। [illegible]

২৮। [illegible] (সাধারণ) ।০

২৯। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। [illegible] ৵০

৩১। [illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ৸৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। [illegible] ॥০

৩৪। [illegible] ৵০

৩৫। [illegible]

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

৩৯। [illegible] ।০

৪০। [illegible] ⁄০

৪১। [illegible] ⁄০

৪২। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ৸০

৪৩। [illegible] ⁄০

৪৪। [illegible] ⁄

৪৫। [illegible]

৪৬। [illegible]

৪৭। [illegible]

৪৮। [illegible] (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১

৪৯। [illegible] ৵

৫০। [illegible] (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩

৫১। [illegible]

৫২। [illegible] (সাধারণ) ।

৫৩। [illegible] ৬

৫৪। [illegible] ।

৫৫। [illegible] ।

৫৬। [illegible] ৵

৫৭। [illegible] (সাধারণ) ।

৫৮। [illegible] ৵

৫৯। [illegible] ৵।

৬০। [illegible] ⁄।

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible] ।

৬২। [illegible] ।

৬৩। [illegible] ।

৬৪। [illegible] ।

৬৫। [illegible] ৵।

৬৬। [illegible] ⁄।

৬৭। [illegible] ৵।

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ।।

৬৯। [illegible] ।।

৭০। [illegible] ⁄০

৭১। [illegible] ।০

৭২। [illegible] ৸০

৭৩। [illegible] ।০

৭৪। [illegible] ।০

৭৫। [illegible] ⁄০

৭৬। [illegible]

৭৭। [illegible]

৭৮। [illegible] ॥০

৭৯। [illegible] ১৩৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।।

৮১। [illegible] ১।০

৮২। [illegible] ৵।০

৮৩। [illegible] ⁄০

৮৪। [illegible]

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। [illegible]

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ ৫ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৫শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৮ই মে ইং ১৯৩৯, সোমবার ৫৮শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কিছুদিন যাবৎ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে অবস্থান করিয়া গত ৫ই মে শুক্রবার কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ প্রচারার্থ বহির্গত হইয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কোন দিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রূপশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন এবং কোন কোন দিন বক্তৃতাদিমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রাতে শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী সেবাদর্শ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। মধ্যাহ্নে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় ইষ্টগোষ্ঠী করিতেছেন।

———

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথিপূজা

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্ত বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে ও আনুগত্যে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথি সংকীর্ত্তনমুখে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ২রা মে মঙ্গলবার শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। ঐ দিবস অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও দশাবতার স্তোত্র কীর্ত্তন হয় এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। রাত্রে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিভূষণ মহোদয় শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ কি; ভজনবিঘ্ন-বিনাশোপায় কি ও শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তৎপরে মহামন্ত্র-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ১৬ই বৈশাখ (১৩৪৬। ৩০শে এপ্রিল (১৯৩৯) রবিবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকায় শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনোপলক্ষে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু "ভক্তির বিঘ্ন ও তাহা নিবারণের উপায়" সম্বন্ধে সাধক-জীবনের পরমপ্রয়োজনীয় বহু বিষয় সম্বলিত ও গভীর গবেষণাপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শ্রবণ জন্য বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

পুরীতে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান মহোদয় গত ১৬ই এপ্রিল রবিবার দিবস পুরীধামস্থ বাঙ্গলার রাজস্বসচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার মহোদয়ের সহিত বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা আলোচনা করেন।

গত ২০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীপুরুষোত্তম-মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমঠের নাটমন্দিরে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী বলেন—"মানবজীবনের চরম কর্ত্তব্য হরিভজন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের কৃপাতে যাহার স্বরূপজ্ঞান উদিত হইয়াছে, তিনি আর বিশ্বের ভগবৎ সেবোপকরণ দ্রব্যগুলিকে নিজের ভোগ্য বিচার করেন না। অন্যায়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মী ও জ্ঞানীগণ বা মুমুক্ষু ও বুভুক্ষুগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নিষ্কপট সেবাই যে পরম মঙ্গলদায়ক ও জন্মমৃত্যু-মালার হস্ত হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়, তাহা বুঝিতে পারেন না" প্রভৃতি বহু কথা কীর্ত্তন করেন।

গত ২১শে এপ্রিল শুক্রবার রাত্রে শ্রীমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ভক্তিবিজ্ঞান প্রভু শ্রীপুরীধামের কোর্টের সন্নিকটস্থ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী শ্রীকানাইচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়ের ৫ম শ্লোক ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ২২শে এপ্রিল শনিবার অপরাহ্ণে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রসাদ ব্রহ্মচারী এবং শ্রীপাদ সতীশচন্দ্র ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠসেবকগণ পুরীর 'সতর্ক হাউসের' নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত কলিকাতা [illegible] ঠাকুরের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতে গমন করেন। রবি ঠাকুর [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণীর কথা [illegible] করেন। ব্রহ্মচারীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি পরম সন্তুষ্ট হন এবং আরও শ্রবণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

———

কাশীতে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ২ই এপ্রিল কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হন এবং স্থানীয় বাঙ্গালীটোলাস্থিত শ্রীযুত [illegible] মুখোপাধ্যায় [illegible] গৃহে সমস্ত কর্ত্তব্য "গুরু [illegible]" সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ঐ [illegible] তিনি শ্রীমঠের [illegible] "[illegible]" প্রভৃতি [illegible] ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন।

"সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ করিলে কোন বিপত্তিই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ভগবানের নাম-ভজন না করিলে জীবের অন্য কোন প্রকারে মঙ্গল হয় না। শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্; কেবল সংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। মুক্ত পুরুষগণ শ্রীনামকেই ভগবান্ জানেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ ত্রিবিক্রম শর্বাণিব সর্বশ গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

—::(•)::—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এগুলি আমাদের পরম প্রয়োজনীয় বিষয়। এই পাঁচের অন্যতম হ'তেই ভজনীয় বস্তুর অনুশীলন করতে পারি। পাঁচের অল্প-সম্প্রভাবে ভগবদ্বস্তুর লাভ ঘটে। পাঁচের অনুসঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়। একদিকে ভজনীয় বা সেব্যবস্তু ভাগবত, অপরদিকে ভাগবতের পাঠক ও শ্রোতারূপ সেবক এবং মধ্যবর্ত্তী স্থানে ভক্তি বা ভাগবতকথা শ্রবণাদি সেবা। ভাগবতকথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যের অকৃত্রিম দাসগণের ভাগবতের কথা ব্যতীত অন্য কথা নাই। ভাগবতের কথাই চৈতন্যদেবের কথা, ভাগবত থেকে শ্রীচৈতন্যের কথায় কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা যাঁ'রা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত, অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞানাদি চেষ্টা হ'তে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত ভাগবত তাঁ'দের আরাধ্য, তাঁ'রাই ভাগবতের আরাধনা জানেন।

দ্বাদশস্কন্ধ ভাগবত ভগবানের দ্বাদশ অঙ্গ ব'লে কথিত হ'য়েছে। কিন্তু এটা বিরাট্ রূপের কল্পনার ন্যায় নহে। বাস্তব শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবান্ এতে অবস্থিত আছেন। এটা বিশেষরূপে আলোচনা করলেই বুঝ্‌তে পারা যায়।

অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে চেতন অচেতন সকলেরই প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু তিনি অচেতন দ্বারা আবৃত অবস্থায় পরিদৃষ্ট হন না অর্থাৎ অচেতন-বিগ্রহ নিয়ে তাঁ'কে দেখা যায় না। আবার আমরা যখন সকল জ্ঞানে অভিনিবিষ্ট থাকি, তখন ভগবানের শ্রীমূর্ত্তিমধ্যে অনেক মলিনতা লক্ষ্য করি। এটা নিজ নিজ দর্শনেন্দ্রিয়ের অপটুতা মাত্র। কাচের ভেদ হেতু এক বস্তুকে বিভিন্নভাবে দর্শন করি। নিজেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা-সংশ্লিষ্ট দর্শনে মলিনতা আছে। অনর্থবিশিষ্ট অবস্থায় পূর্ণপ্রকাশ বস্তুর দর্শন হয় না। অনেক সময় একই বস্তু বিভিন্নভাবে দৃষ্ট হয় কেন? এ কথায় উত্তর হ'চ্ছে—মলিনতার পরিমাণ অনুসারে অনর্থ থাকা অবস্থা ও অনর্থাপগমের দর্শন পৃথক্। বাক্তিবিশেষ ও পরম মুক্তপুরুষের দর্শনে পার্থক্য আছে। চব্বিশ বৎসরের যুবার কাব্য-অধ্যয়ন ও শিশুর কাব্য-অধ্যয়নে অজ্ঞ সাধারণ ব্যক্তির ভেদ-দর্শন হয় না। সে উভয়কে এক মনে করে। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তি সেটা বুঝ্‌তে পারেন।

ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্বস্তু। তাঁ'র শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচার প্রভৃতিই ভগবদনুশীলন। বহির্জ্জগতের বস্তু দর্শনের কালে সঙ্গে সঙ্গে যদি ভগবদ্দর্শনের স্মৃতি উদিত হয়, তাহা হইলে সেই বস্তু-বিচারে আমাদের ভোগ বা ত্যাগ করার প্রবৃত্তি পরিচালনা-কালে সেই বস্তুর সহিত ভগবানের কি সম্বন্ধ আছে আলোচিত হ'য়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তি যখন বাজনা বাজিয়ে বিবাহ করতে যাচ্ছে, তখন যদি কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রুক্মিণী বিবাহ বা বৃন্দাবনীয় কথা তাঁ'র হৃদয়ে স্থান পায়, তা'হ'লে তাঁ'র ভোগের ইন্ধনসংগ্রহের জন্য সমাবর্ত্তনের অকিঞ্চিৎকরত্বের এবং দুইয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য বুঝ্‌তে পারেন।

ভাগবত হ'চ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রমাণ দ্বারা শক্তিবিশিষ্ট হ'বার পরে আমরা প্রজ্ঞা-বিশিষ্ট হ'তে পারি। প্রকৃষ্টরূপে মেপে নেওয়া ধর্ম্ম যাতে, তা'ই প্রমাণ। ভাগবত নিত্য লীলাময় ভগবানের চরিত্রবর্ণনের প্রমাণ। ভাগবত সমগ্র মানবজাতির ভীষণতম ব্যাধির সর্ব্বাপেক্ষা বড় ঔষধ ও চিকিৎসক—উভয়ই। বর্ত্তমান সময়ে ঈশ-বৈমুখ্যভাব—কারও আনুগত্য করব না, ইহাই আমাদের স্বভাব হ'য়ে প'ড়েছে। এই ব্যাধির হস্ত হ'তে পরিত্রাণ পা'বার জন্য বৈষ্ণবানুগত্যে অনুক্ষণ ভাগবত পড়া

দীনের প্রার্থনা

(শ্রীকেশবচরণ দাসাধিকারী)

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পিরীতি॥
শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে এই মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা এ অধম দাস॥

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, তাঁহার করুণা না হইলে, আমার কোন

দরকার। যেমন নামাপরাধীর পক্ষে অনুক্ষণ নামগ্রহণই নামাপরাধ বিনাশের উপায়।

ভাগবতের নিকট ভাগবত আলোচনা করতে হ'বে, ভাগবতবিরোধীর নিকট নয়। চব্বিশ ঘণ্টা যাঁ'রা ভাগবত সেবা করেন, প্রত্যেক কার্য্যই যাঁ'দের ভগবৎসেবা, যাঁ'রা চেতনে দর্শনে মেপে নেওয়া ধর্ম্মকে নিযুক্ত ক'রেছেন, অচিৎপিণ্ডদর্শনে আবদ্ধ নন, এমন পূর্ণচেতনবিগ্রহ বৈষ্ণবগণ—পূর্ণপ্রজ্ঞের অধীন ভাগবতগণ, অচেতনের মলিনতা হ'তে যাঁ'রা জ্ঞান সংগ্রহ করেন না, তাঁ'রাই ভাগবত সুষ্ঠুভাবে উপদেশ করতে পারেন।

কৃষ্ণচেষ্টা ব্যতীত অন্য চেষ্টা উদিত হ'লে অসুবিধা হ'বে। অতএব চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন শ্রবণ-কীর্ত্তন-বিচার হ'তে বিচ্ছিন্ন না হই। ভগবদ্বস্তু সাক্ষী, কেবল, চেতা নির্গুণ। ভগবানের অন্য কেহ এ চক্ষুদ্বারা দর্শনে সমর্থ হন না। তিনি দয়াপূর্ব্বক যদি আমাদিগকে দর্শন করেন, আমরাও যদি তাঁ'র সেবার উপযোগী হ'য়ে যেতে পারি, তবেই তাঁ'র দর্শন সম্ভব হ'তে পারে। শ্রীবিগ্রহকে যদি ভোগ্যজ্ঞান করি, পুণ্য-সঞ্চয়ের জন্য, অপরাধ ক্ষালনের জন্য, ভব-রোগের ঔষধ জ্ঞান ক'রে দর্শন করতে যাই, তবে তিনি আমাদের মলিনচিত্ত দেখে কুণ্ঠিত হ'য়ে দর্শন না করতেও পারেন। সেজন্য চিত্তের মলিনতাকে পরিমার্জ্জিত ক'রে গেলেই ভাল হয়।

সাত্বতসংহিতা ভাগবত না পড়া পর্য্যন্ত জীব আব্যক্তিক থাকে। ভাগবত—পারম-হংসী সংহিতা। পরমহংসগণ—পরমমুক্ত নিষ্কিঞ্চনগণ কি ব'লেছেন তা জানতে হ'লে, আলোচনার ইচ্ছা থাকলে ভাগবত আলোচনা করতে হ'বে। সেজন্য ভাগবত-শ্রবণই আমাদের একমাত্র কার্য্য, ভাগবত-শ্রবণেই অন্যান্য চারটি অঙ্গ—সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন_সেবা ও মথুরাবাস হ'বে।

বিনা সংসার-বন্ধন—বিষয়-বাসনা, অন্যবাসনা, ভোগবাসনা দূর হইবে না, হইতে পারে না। এই সংসারবাসনার অপর নাম ভোগবাসনা—অনিত্যবাসনা বা ই হি র সু খ বা স না। আমাদের এই অনিত্য আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ সংসারবাসনা দূরীকৃত না হইলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেম লাভ হইবে না, কৃষ্ণপ্রেম লাভ ত' দূরের কথা, অনর্থ-নিবৃত্তিও হইবে না, যদি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা না হয়। তাই তাঁহার কৃপাই এখন আমার একমাত্র সম্বল।

তাই দীনের প্রার্থনা—হে শ্রীরূপ-রঘুনাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-ধারা-সংরক্ষক শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, কবে আপনার কৃপায় আমার ভোগোন্মুখতা বা জড়ীয় সংসার-বাসনা দূরীকৃত হইবে, কবে আমি আপনার অনবোদয় অহৈতুকী কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়া শুদ্ধ দেহে সেই ব্রহ্ম-শিবাদির প্রার্থনীয় আপনার দুর্ল্লভ সঙ্গলাভে সমর্থ হইব? হায়, সেদিন আমার কবে হইবে?

হে পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, যদি আমি কোন দিন আপনার কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিবার সৌভাগ্য পাই, তাহা হইলে অনন্তকালের জন্য অনন্তমুখে অনন্তগুণময় সেই আপনার অপ্রাকৃত গুণানুকীর্ত্তন করিয়া জীবন সার্থক করিব এবং প্রভুপাদের শ্রীমুখবিগলিত "বাসুদেবানন্দাতে থাকিয়া ত' সদা লহ নাম" এই বাণীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার সেবাসুখ বিধান করিতে সমর্থ হইব। হায়, সেদিন আমার কবে হইবে?

কবে আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মের সুশীতল ছায়ায় দাঁড়াইয়া নির্ভীককণ্ঠে জগদ্বাসীকে জানাইতে পারিব,—

আচার্য্যচরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য
আচার্য্যচরণ সদা কর ধ্যান।
আচার্য্যের করুণা হবে, তবে রাধাকৃষ্ণ পাবে
দৃঢ় করি ধর আচার্য্যের পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার।

হে দয়াব্ধি শ্রীগুরুদেব, আমি নিতান্ত মূর্খ, অযোগ্য, দীন, হীন, কাঙ্গাল। জানি না কি বলিয়া কি ভাবে আমার মত একজন নগণ্য বদ্ধ ক্ষুদ্রজীব আপনার শ্রীপাদ-পদ্মের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া তাহার হৃদয়ের ব্যথা দূর করিবে। আপনি স্বেচ্ছাময় ও স্বতন্ত্র। আপনি সর্ব্বগুণময়, আর আমি সকল দোষের দোষী, কৃপাহারা আমার গতি নাই, আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও কে যেন আমার অন্তর হইতে উৎসাহ প্রদান

করিতেছেন, যে উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও আপনার শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতে আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কোন দিন আপনার শ্রীপাদপদ্মের সেবকানুসেবকের সেবার যোগ্যতা লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারি। বর্ত্তমানে আপনার এই যে বাগবাজারে অনুষ্ঠানের অভিনয়, ইহাতে আপনি যেমন একদিকে আপনার নিষ্কপট, সরল, সেবাকাঙ্ক্ষী সেবকবৃন্দকে সেবা-সুযোগ প্রদান পূর্ব্বক শ্রীচরণে আকৃষ্ট করিতেছেন, অন্য দিকে তেমনি বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে মোহন করিতেছেন। তাই আমার প্রার্থনা—হে বলদেবাভিন্ন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, আমাকে বল দান করুন, যাহাতে আমি চিরদিন দুঃসঙ্গকে দূরে রাখিয়া সর্ব্বদা আপনার নিষ্কপট সেবকানুসেবকের সঙ্গ লাভ করিতে সমর্থ হই।

হায়! আমার তো কোন যোগ্যতা নাই, আপনি ভিন্ন তো আমার আর অন্য উপায় নাই।

(আমার) এ তিন ভুবন মাঝে
আর কেহ নাই।
(প্রভু) দয়া করি নিজপদ তলে
দেহ ঠাঁই।

সে সৌভাগ্য আমার কবে হইবে, যেদিন আপনি কৃপাপূর্ব্বক নিজ ভৃত্যজ্ঞানে—শিষ্যজ্ঞানে এ অযোগ্য দাসাধমকে শাসন করিবেন। নিজগুণে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমায় শ্রীচরণে স্থান দিবেন।

হায়! আমি যে জীবন অপরাধী, পাপী, সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়চিন্তায় রত, এই অপরাধময় জীবনে কি হইবে? তাই প্রার্থনা করি—
এ হেন নির্গুণ মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ (শ্রীআচার্য্য) বিনা
জগৎ মাঝারে॥

গুরুদেব! তুমি ত সকলি পার।
দুর্জ্জনে তারিতে, তোমার শকতি
কে আছে পাপীর আর॥
গুরুদেব! আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই॥
গুরুদেব! আমি ত তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া সংসার ভজিনু
ভুলিয়া আপন ধন॥
গুরুদেব! তুমি ত সকলি জান।
আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন
শ্রীচরণে দেহ স্থান॥
গুরুদেব! আমার জনম তুমি।
তোমার চরণে লইনু শরণ
তোমার কিঙ্কর আমি॥
গুরুদেব! নিজ চরণে স্থান॥
মাগে এ পামর কাঁদিয়া কাঁদিয়া
করহে করুণা দান॥

হে নন্দনন্দন! আমি কবে নন্দাভিন্ন শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম এবং তাঁর বৈষ্ণব নিষ্কপট বৈষ্ণববৃন্দের সঙ্গলাভ করিতে সমর্থ হইব? হায়, সেদিন আমার কবে হইবে?
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
মোহেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥

হে নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব! আপনার নিত্যানন্দস্বরূপ কবে আমি বুঝিতে পারিব, কবে আমার সে অনুভূতি হইবে? 'তুমি আমার নিত্যপ্রভু, আমি তোমার নিত্যদাস' এ সম্বন্ধ আমার কবে উদয় হইবে? নতুবা তো' আমার আর উপায় নাই। আপনার কৃপা ব্যতীত জড়ীয় দাম্ভিকতা ত' কাটিবে না, আমার ত' সেবা হইবে না। কোন দিন সেবাযোগ্যতা লাভ করিতে ত' আমি পারিব না! হায়! সে দিন আমার কবে হইবে, কবে আপনার কৃপালাভের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে, উৎকণ্ঠে ব্যাকুলতার সহিত আপনার পাদপদ্মে জানাইতে পারিব,—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥
আমি তো তোমার, তুমি তো আমার
কি কাজ অপর ধনে॥

হে পরমহংস-কুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব! আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন। হে তদীয় বৈষ্ণব বৈষ্ণববৃন্দ! আমাকে কৃপা করুন, যাহাতে আমি চিরদিন শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের কৃপাভিখারী হইয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত, কেবল এ জীবনে নয় জন্মজন্মান্তরের জন্য, তাঁহার পাদপদ্মতলে দাঁড়াইয়া বলিতে পারি,—
কবে হেন কৃপা লভিয়া এ জন
কৃতার্থ হইবে নাথ।
শক্তিবুদ্ধি হীন আমি অতি দীন
কর মোরে আত্মসাথ॥
যোগ্যতা-বিচারে, কিছু নাহি পাই
তোমার করুণা সার।
করুণা না হলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া
প্রাণ না রাখিব আর॥

* * *

পতিতবন্ধু তুহুঁ, পতিতাধম হাম
কৃপায় উঠাও ভব পার॥

সাধুসঙ্গ সংবাদ স

গৌড়ীয়বাণী

যদিও প্রকৃত সারগ্রাহীর নিকট মঠ ও মিশনের অন্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি মঠ শ্রীগুরু-পদাশ্রিত ও উন্মুখ ব্যক্তিগণের পরমার্থ-শিক্ষার অনুশীলন ও মিশনের কার্য্যে জগতের বহির্ম্মুখ জনসাধারণের নিকট পরমার্থের কথা প্রচারের ভার, লোকসংগ্রহ-চেষ্টা ও তৎপুষ্টির জন্য আনুষঙ্গিক অন্যান্য কৃত্য সংশ্লিষ্ট আছে। যদি মিশন একমাত্র হরিকথা-কীর্ত্তনরূপা কৃপার বিতরণকেই সার করিয়া জগতের সহিত সংস্পর্শ রাখেন, তাহা হইলে উহাতে কোনপ্রকার বিক্ষেপই কখনই উপস্থিত হইতে পারে না, কিন্তু হরিকথা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে জগতের সহিত প্রসঙ্গেও সঙ্গ হইলে সেখানে বিশ্বের ছায়া নির্ম্মল সূর্য্যকেও আমাদের লোচনের নিকট গ্রস্ত বলিয়া অনুভূত করায়।

এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মঠের স্থূল পরিচয়ের মধ্যে বা দালানের একঘরে একাসনে পাশাপাশি দুইজন সেবকাভিমানী আছেন; কিন্তু উভয়ের মধ্যে এক বিরাট্ বিরজা ব্যবধান রহিয়াছে, অর্থাৎ একজন ব্রজে আছেন, আর একজন বিশ্বে আছেন। যিনি ব্রজে গোবর্দ্ধনপূজায় নিরত ব্রতী আছেন, তিনি প্রকৃত মঠের অধিবাসী, মঠের স্বরূপ উপলব্ধি করিতেছেন; আর যিনি নিজ ইন্দ্রিয়বর্দ্ধনপূজায় নিযুক্ত আছেন, তিনি বিশ্বে বাস করিয়া বিশ্বের শিক্ষাদীক্ষায় অধিকতর দীক্ষিত ও পারদর্শী হইতেছেন, নানাপ্রকার কপটতা ও মৎসরতা শিক্ষা করিতেছেন, দুনিয়াদারীর বাজী জিতিয়া লইতেছেন; কম হউক, বেশী হউক, ইন্দ্রিয়সুখ যে টুকুই পাওয়া যায়, উহাই লাভ—ইহা মনে করিয়া অধিকতর অপরাধ-কঠিন বিশ্ববাসী হইয়া পড়িতেছেন।

যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যষ্টিই ভজনোন্মুখ অর্থাৎ আশ্রয়-বিগ্রহের বিষয়-বিগ্রহকে আশ্রয়বিগ্রহের সুখে সুখী করিবার জন্য নবনবায়মান লৌল্যবিশিষ্ট, সে জাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তি বা ব্যষ্টি লইয়া যে সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্ঘ, তাহাই প্রকৃত মঠ। জল ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া, চেতনতা ও জড়ে একাকার করিয়া উন্মুখ ও বিমুখকে লইয়া যে গোষ্ঠী, তাহা গৌড়ীয়-গোষ্ঠী-পদবাচ্য নহে, তাহা "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সংকীর্ত্তনম্" বাক্যের বহু নহে। সেবোন্মুখ—ভজনোন্মুখ 'বহু' লইয়াই 'মঠ', সুতরাং [illegible] পদার্থ নহে বা [illegible] মিশ্রিত ব্যাপার ও নহে; দালান-কোঠা মঠ নহে; বিমুখ রক্তমাংসের পিণ্ডও মঠ নহে, যে স্থানে আশ্রয়-বিগ্রহের পোষণ বিষয়-বিগ্রহকে আশ্রয়-বিগ্রহের সেবানুগত্যে অর্পণ করিবার জন্য দিব্যজ্ঞান লাভ হয়, তাহাই গৌড়ীয়মঠ।

মঠমন্দির-নির্ম্মাণ, অর্চ্চনাদির জাঁকজমক—পঞ্চরাত্রের কার্য্য। কীর্ত্তন বা হ্লাদিনী আশ্রয়-বিগ্রহের সেবার আনুগত্যে পঞ্চরাত্রের লক্ষ্য না থাকিলে তাহা বুভুক্ষা ও মুমুক্ষায় পর্য্যবসিত হয়। যাঁহারা পাঞ্চরাত্রিক কার্য্যে উদ্যোগী, তাঁহাদের ঐ সকল কার্য্যের আদর করা যাইতে পারে যদি তাঁহারা কীর্ত্তনকারীর—বেদ-সংজ্ঞিত বাণীসেবকের অনুগত হইয়া চলেন। বাণীর অনুগত হইয়া না চলিলে ব্যক্তিগত লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা বলবতী হইয়া শ্রীরূপানুগধারা—শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারাচ্যুত হইয়া—কর্ম্মকাণ্ডী—অচিদ্বিলাস-বাসনারত হইতে হইবে।

কৃপা-ভিক্ষা

(ভক্ত শ্রীরাধারমণ)

গুরুদেব!
আমি অতি দুরজন আছিনু সংসারে।
বিষয়েতে মত্ত সদা অসৎ মাঝারে॥
পরহিংসা, পরচর্চ্চা, কু-কার্য্যে রতন।
সাধু-গুরু-বাক্য কভু না কৈনু শ্রবণ॥
এমত সময়ে প্রভু নিজ করুণায়,
তব কৃপা-আগমন জানালে আমায়॥
তব কৃপা-রজ্জু মোর গলায় বান্ধিয়া।
তব পাদপদ্ম-মূলে আনিল টানিয়া॥
দন্তে তৃণ ধরি এবে করো নিবেদন।
দৃঢ়ভক্তি দাও পদে 'আচার্য্য-রতন'॥
তব জন-সঙ্গ যেন পাই সর্ব্বক্ষণে।
তব গুণ গান যেন পশয়ে শ্রবণে॥
শুনিতে শুনিতে তব মাহাত্ম্য-বর্ণন।
উপলব্ধি হবে জানি ওপদ রতন॥
বামন হইয়া মুক্তি চাঁদে করে আশ।
হিমগিরি লঙ্ঘিবারে পঙ্গুর প্রয়াস॥
কিন্তু জানি শাস্ত্রে কহে তব কৃপাবারি।
মূকেরে বাচাল করে পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি॥
এই আশে অতি ক্ষুদ্র মুক্তি দুরাচার।
আশা করি এ ভব সমুদ্রে পার॥
ভরসা পাইতে লাগি "আচার্য্য"-প্রকাশ।
সেই লাগি করি তব করুণার আশ॥
কৃপা কর দীন জনে হে দীনতারণ।
তোমার অভয়পদে লইনু শরণ॥
তব কৃপাবলে যেন স্ফুরে হরিনাম।
স্বরূপ চিনিয়া যেন পাই নিজধাম॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, মায়াপুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্বপ্রধান মঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী ও শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা; আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজিত আছেন। সুপ্রাচীন ব্রজ-পত্তনের সৌধ-শিখর-শ্রেণী নবদ্বীপ মণ্ডলের শোভা বর্ধন করিতেছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১০। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্তন, প্রাত্যহিকরূপে বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধ গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাময়িক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এখন বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

শ্রীন্যাসানন্দের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১২) কুলিয়া-গৌড়ীয়মঠ

কাটোয়া ... পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

শ্রীগদাধরদাসের শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জন্মবের গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) বাগবাজার-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাঁকদা পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ ... ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

তেঘরিয়া, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩২, পান্নার বিল্ডিং, দার্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ নরিয়ার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

কলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮১৩৭ বড় গম্ভীরা, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) প্রয়াগমঠ মঠ

পোঃ ..., ... ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপালপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) রাধাকুণ্ড-সুবলকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোলাপী,

পোঃ ..., জেলা ... (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮৫নং কুতুব রোড, নই দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বাই, ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মাদ্রাজ, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ ... সেবা

(৫১) বাসালুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., ... গোদাবরী জেলা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

টোটাগোপীনাথ পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সাক্ষীগোপাল

(৫৬) ক্ষীরচোরা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রেমুণা, পুরী

(৫৭) অলিপুরগন্ধ মঠ

... পোঃ ... (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রচার-মন্দির

পোঃ মঙ্গলঘাট, ... পঞ্জাব

(৬০) ... মঠ

চিকমিলা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আমাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ

কুতুবপুর, পোঃ ..., (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৪০১ নং ফিটাক ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ষ্টাট নং ২

৫১, আর্ল্সকোর্ট

কেনসিংটন, লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১নং, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

"ভজনকুটী রোড, পটনা। ইউ-পি।"

(৬৮) শ্রীবিশ্বাসিনি গৌড়ীয়মঠালয়

বৃন্দাবন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০			
" " ইঞ্চি ২৲			১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲				৩৲
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲		২৷০
" সিকি কলম ১৫৲		১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲		২০৲
" এক কলম ৩৫৲		৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷০ তিন পয়সা।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———:॥০॥:———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃসপ্ততিতম-আবির্ভাব-বাসরে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নদীয়া" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসার প্রভৃতি সহ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:॥০॥:——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——:॥০॥:——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত— গঙ্গার সন্নিকট; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিমিত খোলা। আলোকযুক্ত ও আয়তনবিশিষ্ট। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে স্থান ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অপূর্ব্ব সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুশৃঙ্খলভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ তাঁহার জিজ্ঞাসু ও শরণাগত সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংকীর্ত্তন-বিবরণকল্পে যে-সকল হরিকথামৃতধারা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া প্রকাশিত করেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চসপ্ততিতম আবির্ভাব-বাসরে এই সংলাপের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিক এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণ[illegible]"

ইংরেজী ভাষায় [illegible] শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের [illegible] অধ্যাপক [illegible] পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অধিকর ও অদ্বিতীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ঠাকুর [illegible] [illegible] আলোচনা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী [illegible] [illegible] (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়সূচিকা (Contents) ও [illegible] [illegible] [illegible] (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। [illegible] [illegible] [illegible] প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার; [illegible], [illegible], কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(o):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] [illegible] [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম [illegible]। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল [illegible] [illegible] না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে [illegible] সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুকম্পায় [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ [illegible] [illegible] কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ঠাকুরের বহু [illegible] [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১১০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(o):——

১। শ্রীনবদ্বীপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অদ্বিতীয় পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬		১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৪-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৩			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৩-৩৬	৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৩	১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩০	
(বদল) ছাঃ				১১-১			১৭-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১ ২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৭-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৯	১৯-১৪		২১-৫৫
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর পক্ষে একমাত্র উপায় বাঙ্গলার উহার [illegible] অধিক। [illegible] [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উণ্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible] বেহালা, ২৪ পরগণা

গোপাল... মায়াপুর
গৌড়ীয় ... মিশন
শ্রীমায়াপুর

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

বঙ্গের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪০শ খণ্ড   শ্রীমায়াপুর— ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪৬ ৯ই মে, ১৯৩৯   মঙ্গলবার : ৫৯শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

মুঙ্গেরে কিষাণ সত্যাগ্রহ

গত ৪ঠা মে হইতে মুঙ্গেরে যে কিষাণ সত্যাগ্রহ শুরু হইয়াছে, অকস্মাৎ সেই সম্পর্কে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সত্যাগ্রহী নেতা ও মুঙ্গের জেলা কিষাণ সভার সেক্রেটারী শ্রীযুত কার্য্যানন্দ শর্মা ও লক্ষীসরাই কিষাণ কাউন্সিলের সদস্য শ্রীযুত যদুনন্দন(?) ভারতীয় রেলওয়ে আইনের ১২৪ ধারা অনুযায়ী রেলওয়ে পুলিশ কর্ত্তৃক লক্ষীসরাই রেল ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। প্রকাশ, রেল কর্তৃপক্ষ একশত কিষাণ কর্মীকে মুঙ্গের যাইতে বাধা দেওয়ায় একদল কিষাণ স্বেচ্ছাসেবক গত মঙ্গলবার লক্ষীসরাইয়ে রেল লাইনের উপর শুইয়া পড়িয়া মুঙ্গের গামী প্যাসেঞ্জার ট্রেণ দীর্ঘকাল আটক করিয়া রাখিয়াছিল। শ্রীযুক্ত শর্মা ও তাঁহার সহকর্মীদের পরে তাঁহাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে দেওয়া হয়। ধৃত ব্যক্তিদের ভাগলপুর জেলে হাজত করা হইয়াছে; এ পর্য্যন্ত ২৫৫ জন সত্যাগ্রহী জেলে পৌঁছিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শর্মার স্ত্রীর পরিচালনাধীনে ১৫ জন মহিলা সত্যাগ্রহীও আছেন।

বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির বিরোধিতা

পার্লামেন্টের শ্রমিক দল, কমন্স সভার সামরিক শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিলের দ্বিতীয় দফা আলোচনা[য়] ... দ্বারা বিরোধিতা করার সিদ্ধান্ত [করিয়া]ছেন। শ্রমিকদল এই ... গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্ত্তনের নিন্দা করিয়া তাহাদের সংশোধন প্রস্তাব করিবেন যে, স্বেচ্ছাসেবক(?) প্রথায়ই প্রয়োজনীয় সংখ্যক সৈন্য পাওয়া যাইবে।

ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ-চুক্তি

জার্ম্মাণী ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ-চুক্তি বাতিল করায় কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেনকে তৎসম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে মিঃ চেম্বারলেন যে কথা বলেন যে, সম্প্রতি গোলমালের যে সব গোলযোগ দেখা দিয়াছে তাহা ইঙ্গ জার্ম্মাণ নৌ চুক্তির বিরোধী বলিয়া গবর্ণমেণ্ট মনে করেন। চুক্তিকারী গবর্ণমেণ্টদ্বয়ের মধ্যে যে কোন গবর্ণমেণ্ট উক্ত নৌ চুক্তির বৈধতা বাতিল করিতে পারিবেন বলিয়া চুক্তিতে কোন বিধান ছিল না। হের হিটলার আর একটি চুক্তি সম্পাদনের জন্য কোন প্রস্তাব করিয়াছিলেন কি না প্রধান মন্ত্রী তাহা সঠিকভাবে বলিতে পারেন না তবে গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীর নোটের কি উত্তর দিবেন তাহা বিবেচনা করিতেছেন।

নৌ-বিভাগের কর্ণেল জে জে লিউয়েলিন কমন্স সভায় বলেন যে, ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ-চুক্তি বাতিল হওয়ার ফলে জার্ম্মাণী[?] হইতে ১৫ ইঞ্চি কামানবাহী যুদ্ধজাহাজ সমূহ বাদ দেওয়া কিনা যাবে হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই।

আম্বুলে হিন্দু মহাসভার শাখা স্থাপন

গত ৩০শে এপ্রিল রবিবার বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু সভার উদ্যোগে আম্বুলে বারোয়ারী তলায় বারোয়ারীর প্রাঙ্গনে ... মিত্র মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভা করা হইয়াছে। সভায় আম্বুল ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রায় ২০০০ লোক সমবেত হইয়াছিল। প্রাদেশিক হিন্দু সভার শ্রীযুক্ত আশুতোষ লাহিড়ী, নরেন্দ্রনাথ দাস এম-এল-এ, বিশ্বনাথ মিত্র, নিবারণচন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ বক্তাগণ এক ঘণ্টা কাল হিন্দু সমাজের দুর্দ্দশার কারণ বিশ্লেষণ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় বর্ত্তমান সামাজিক দুর্নীতি, অশান্তি ও অসন্তোষের মূল কারণগুলির উল্লেখ করেন। হিন্দু মহাসভার আদর্শ প্রচারের নিমিত্ত ঐ সভায় একটী শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছে।

বৃটেন হইতে জাপানী বিতাড়নের জের

জাপানীর ছয়জন বৃটিশ অধিবাসী জাপান গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে জাপানী পরিত্যাগ করিবার আদেশ পাইয়াছেন। ছয়জন জাপানীকে বৃটেন পরিত্যাগ করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তই জাপান গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আদেশ দিয়াছেন। বৃটিশ দূতাবাসে জানান হইয়াছে যে, উক্ত ছয়জন বৃটিশকে একপক্ষ কালের মধ্যে জাপানী ত্যাগ করিতে হইবে। "ডেলী টেলিগ্রাফ"-এর সংবাদদাতা মিঃ এইচ সি গ্রীণ, একজন ব্যবসায়ী, একজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন শিক্ষক এবং কোম্পানীর দুইজন ডিরেক্টরকে জাপানী পরিত্যাগের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

হেড মাষ্টার আক্রান্ত

গোয়ালপুর হাইস্কুলের হেড মাষ্টারকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করার অভিযোগে উক্ত স্কুলের সিক্স্থ ক্লাশ ও সপ্তম শ্রেণীর দুইজন ছাত্র প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী এম রহমান কর্ত্তৃক দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, হেড মাষ্টার শ্রীযুত চন্দ্রমোহন দে রাত্রে নিদ্রিত থাকা কালে কতিপয় দুর্বৃত্ত তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে বেধড়ক আঘাত করে। উক্ত লাইটের আলোয় হেড মাষ্টার আসামীদ্বয়কে চিনিতে পারেন। তাঁহাকে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং প্রায় দেড় মাস পরে তিনি আরোগ্য লাভ করেন।

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা

বৃষ্টির অভাবে চাষগণ জমি চাষ-আবাদ করিতে না পারায় গত কয়েকদিন যাবৎ প্রত্যহই শত শত কৃষক ডেপুটি কমিশনারের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন জানাইতেছে। অনাবৃষ্টির জন্য এ সমস্ত কৃষকদের অন্তত সম্পূর্ণ নষ্ট হইবে তাহাদিগকে উপযুক্তভাবে সাহায্য করা সম্বন্ধে মিঃ এইচ এ ক্রেগার আই-সি-এস বিশেষভাবে চিন্তা করিতেছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদন করেন থাকেন। পাক্ষিক ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ১ বৎসর ভিক্ষা ৩৷৹ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, [illegible] ১০ টাকা [illegible]।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভক্তিকথা সম্বলিত, বহুচিত্র শোভিত ও বিবিধ সুন্দর মলাটে "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়-গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাবলীসমূহ হইতে প্রায় ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল [illegible] পরমহংসবর্য্য গোস্বামী প্রভু বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷৹ চারি আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্, [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, [illegible] ১০৲
[illegible] ১৬৲
[illegible] ৯৲
২। [illegible] শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অর্দ্ধ ম্য) ৬৲
৩। ভাগবতের শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬
৪। [illegible] (অর্দ্ধ) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸৹ ৪র্থ খণ্ড ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড ৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ২৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধকবন্ধুমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible]
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷৹
১৮। [illegible] ৷৹
১৯। [illegible] ৷৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৵৹
২২। [illegible] ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তী টীকাসহ, অর্দ্ধ বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল শ্লোক [illegible]
২৭। [illegible] (সাধারণ) ১৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সাধারণ) ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। [illegible] ৵৹
৩১। সাধনপথ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৷৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। [illegible] ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় [illegible] ৷৹
৪০। [illegible] ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। [illegible] ৴
৪৮। [illegible] (নূতন সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। [illegible] ৶১
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সাধারণ) ৷৹
৫৩। [illegible] ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। [illegible] ৷৹
৫৬। [illegible] ৵৹
৫৭। [illegible] (সাধারণ) ৷৹
৫৮। [illegible] ৵৹
৫৯। [illegible] ৵৹
৬০। [illegible] ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ৷৹
৬২। [illegible] ৷৹
৬৩। [illegible] ৷৹
৬৪। [illegible] ৷৹
৬৫। [illegible] ৵৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠ-পরিচয় ৴৹
৬৭। [illegible] ৵৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। [illegible] ৷৹
৬৯। [illegible] ৷৹
৭০। [illegible]
৭১। [illegible] ৷৹
৭২। [illegible] ৷৵৹
৭৩। [illegible]
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ৬

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ৷৹
৮১। সাধন-পথ ৷৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵৹
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴১

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible] ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ৬ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৫শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৯ই মে ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার | ৬৯শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ ত্রিবিক্রম বাদু প্রহর গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রদ্ধা

আমরা শাস্ত্রে কোমল-শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা ও দৃঢ়-শ্রদ্ধার কথা শুনিতে পাই। যেখানে বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই, তাহাই কোমল-শ্রদ্ধা। এই কোমল-শ্রদ্ধা প্রকৃত শ্রদ্ধা নহে। তাহা প্রকৃত শ্রদ্ধার ছায়া বা প্রতিবিম্ব। সেই কোমল শ্রদ্ধার অপর নাম শ্রদ্ধাভাস—ছায়া-শ্রদ্ধা বা লৌকিকী-শ্রদ্ধা। কর্মাসক্ত ভক্তপ্রায় ব্যক্তিগণ কোমল-শ্রদ্ধ কনিষ্ঠ ভক্ত। ইঁহারা বৈষ্ণবপ্রায় বা বালিশের মধ্যে পরিগণিত। শাস্ত্র বলেন,—

'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা অনুসারী॥
শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥
শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্॥
যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে কনিষ্ঠজন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম॥

সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা ভক্ত্যধিকারদায়িনী। এরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে, অথচ যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে দৃঢ় নহেন, তিনি মধ্যম অধিকারী—তিনি শ্রদ্ধাবান্। ভক্তিতে তাঁহার অধিকার আছে, তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মধ্যম বৈষ্ণব হইতে শুদ্ধবৈষ্ণবের গণনা করিয়াছেন। মধ্যম অধিকারীর বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব বিচার করিবার অধিকার আছে। কেন না শুদ্ধবৈষ্ণব-সেবাই তাঁহার প্রয়োজন। বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব বিচার পরিত্যাগ করিলে মধ্যম বৈষ্ণবের অপরাধ হয়। মধ্যম বৈষ্ণবগণ উত্তম বৈষ্ণবের অনুগত এবং কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের উপকারক—ইহাই মধ্যম বৈষ্ণবের স্বরূপ। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ বাস্তববস্তু নিত্যসত্য পরমার্থ কৃষ্ণে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাসবিশিষ্ট ব্যক্তিই কেবল ভক্তির অধিকারী। ভক্তের বিশ্বাসের নিশ্চয়াত্মক দার্ঢ্যের তারতম্যেই উত্তমত্ব, মধ্যমত্ব ও কনিষ্ঠত্ব নির্ভর করে।

কেবল শুষ্কভক্তি—জ্ঞান, যিনি এইটুকু বিশ্বাস করেন কিন্তু শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি কি তাহা জানেন না, তিনিই কোমলশ্রদ্ধ। তিনি লৌকিকী শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চামূর্ত্তিতে হরিকে পূজা করেন অথচ তত্ত্বভক্তিতত্ত্ব অবগত না হওয়ায় হরিভক্তকে পূজা করেন না। সেইজন্য তাঁহাকে ভক্তপ্রায় বা ভক্তাভাস বলা হয়।

কনিষ্ঠাধিকারী—কোমলশ্রদ্ধ, মধ্যমাধিকারী—শ্রদ্ধাবান্ আর উত্তমাধিকারী মহাভাগবত—দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্। উত্তমাধিকারী শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ। তাঁহার অজানা কিছু নাই। তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ। অনেকের সঙ্গক্রমে কনিষ্ঠাধিকারীর কোমল-শ্রদ্ধা বা কিছুকে শ্রদ্ধাটুকু চলিয়া যাইতে পারে সুতরাং এসংসঙ্গ হইতে বিশেষ সাবধান থাকা দরকার। মধ্যমাধিকারী আমাদি তাহাদিগকে [illegible] করুন তৎক্ষণাৎ মত্ত হইতে না পারিলেও শাস্ত্রবিৎ ও হরিজন সঙ্গপ্রভাবে দৃঢ়তা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু অনেকগণ কিছুতেই উত্তমাধিকারীর শ্রদ্ধার হানি করিতে পারে না।

ভক্তিপথে আদৌ শ্রদ্ধার কথা, আদৌ অশ্রদ্ধা নহে। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস চেতনের বিকাশ, মনের ধর্ম্ম নহে। শ্রদ্ধা হইলে সাধুসঙ্গ হয়। কিন্তু যদি সাধুতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ সুদৃঢ়-বিশ্বাসই না হয়, তাহা হইলে সাধুসঙ্গ অর্থাৎ সাধুর অনুসরণ কি করিয়া হইবে? প্রীতি না হইলে সঙ্গ হয় না। এই প্রীতি বা ভক্তির বীজ শ্রদ্ধা অর্থাৎ সুদৃঢ়-বিশ্বাস। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—বহুজন্মের সাধুসঙ্গ কেবল [illegible] রুচির উৎপাদকমাত্র, ভক্তির শ্রদ্ধাই ভক্তিলতার বীজ। ইহা গুরুকৃপায় লাভ হয়। কিন্তু আমরা যদি ভক্তিলতার বীজই তাঁহার নিকট হইতে না পাই অর্থাৎ তাঁহার কৃপায় যদি আমরা সুদৃঢ় বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা লাভ করিতে না পারি—শ্রদ্ধাবান হইতে না পারি, তাহা হইলে বাস্তবে ভক্তিলতার উদ্গমের সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং আমাদের প্রত্যেকের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার জন্য—শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি নির্ভরতা বা সুদৃঢ় বিশ্বাসলাভের জন্য যত্ন করা উচিত নহে কি? অন্তরে বা কোমল শ্রদ্ধ আমার কৃপা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর এই মহাজন বাণীকে একমাত্র আশ্রয় করিয়া ভক্তিলতা বীজ লাভের জন্য ব্যাকুল হওয়া কর্ত্তব্য নহে কি?

শ্রদ্ধা হইলেই গুরুপাদাশ্রয় বা সাধুসঙ্গ লাভ ঘটে। শ্রদ্ধা হইতেছে না বলিয়া—গুরুপাদ [illegible] হইতেছে না বলিয়া নানাবিধ ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াও আমাদের [illegible] বা সেবা হইতেছে না। তাই, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—[illegible] যে পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্য্যন্ত [illegible] কোন দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক [illegible] অনুষ্ঠান করিলেও যে কৃষ্ণ [illegible] অনন্যশরণা, তিনিও পড়ুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন।

শ্রদ্ধাই অধিকার এবং ইহাই ভক্তিবিষয়ে যোগ্যতা। [illegible] শ্রদ্ধা উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শরণাপত্তির [illegible] হয়। শ্রদ্ধাবান্ জীবই [illegible] হন। [illegible]

শ্রীল ঠাকুর [illegible] যোগিগণ ভক্তিযোগে [illegible] ভক্ত এবং [illegible] সাপেক্ষ [illegible] [illegible] শ্রদ্ধা লাভ করেন। [illegible] [illegible] এবং ভোগোন্মুখী [illegible]। [illegible] জনক, তাহা ভক্তিপ্রতিকূল [illegible] উৎপন্ন করে। আর যে কর্ম্মের ফল বিষয়ভোগ তাহা ভোগোন্মুখী [illegible], আর যাহার ফল—

নামাপরাধে [illegible] না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা [illegible]

লোক, তাহাই লোকোন্মুখী প্রকৃতি। ভক্তি বা ভক্তিলতা-বীজ শ্রদ্ধা লাভ করিতে হইলে, অন্তর্মুখী প্রকৃতি থাকা দরকার। শুদ্ধ চেতনের অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি যে বিশ্বাস, সেই শ্রদ্ধাই আবশ্যক। কনীক্সানীয় যে প্রাকৃত শ্রদ্ধা তাহার কোন মূল্য নাই।

আমার কি ঘুম ভাঙ্গিবে না?

(শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।

করুণাময় সাধু-শাস্ত্র এই মঙ্গলময়ী বাণী তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়া মায়ানিদ্রিত বাক্তির সুষুপ্তির ঘোর ভাঙ্গাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। মন, আর কতদিন ঘুমাইবে? সাধুগুরু—আচার্য্যের একান্তিকী ও সর্ব্বতো উদার কি তোমার কর্ণে পৌঁছিবে না? করুণাময়ের কাতর আহ্বানে কি তুমি সাড়া দিবে না? কতদিন পরে—বহু জন্ম-জন্মান্তর পরে ভগবৎ-কৃপায় শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। কৃপাশ্রেষ্ঠ, কৃপাবন্ধু শ্রীগুরুদেব আমাদের দুঃখ দেখিয়া—নিবুদ্ধিতা দেখিয়া, মঙ্গলময় কৃষ্ণের পাদপদ্মসেবা ছাড়িয়া ত্রিতাপ পরিপূর্ণ মায়ার সেবায় নরকের পথে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছি দেখিয়া কৃপাময় প্রভু আর গোলোক হইতে ভূলোকে—প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়াছেন। পতিত আমাদের উদ্ধারের জন্যই পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের অপ্রাকৃত নরোত্তমলীলা বা কপটমানবরূপে আত্মপ্রকাশ। তিনি জীব নহেন—জীবপ্রভু। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরণ গুরুদেবে জান মন
তোমা লাগি পতিতপাবন।
জগতে প্রকট তাই তাঁহা বিনা গতি নাই
যদি চাহ আপন কুশল॥
তাঁহার চরণে ধরি তাঁহাদেশ মাথা ধরি
এ ভক্তিবিনোদে দেহ বল॥

এই কৃপাশ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইয়াও কি আমরা ঘুমাইয়াই কাটাইব? আমাদের কি চক্ষু উন্মীলিত হইবে না? ঘুম কি ভাঙ্গিবে না? মায়ার নেশা কি কাটিবে না? চিরকালই কি নিদ্রিতই থাকিব? স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিত থাকার নামই জাগ্রত ... [illegible] ... থাকা, ... [illegible] ... [illegible] ... নাম

নামই জাগ্রত থাকা। আমরা কি নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের—আচার্য্যপাদপদ্মের শ্রীপাদপদ্মসংলগ্ন নিত্যধূলিকণারূপে উপলব্ধি করিতে পারিব না? তাঁহাকে প্রভুরূপে, পালকরূপে—পোষ্টারূপে বরণ করিতে পারিব না? শরণাগত হইয়া বহির্ম্মুখ জগতের বহির্ম্মুখ লোকের আশায় বসিয়া না থাকিয়া তাঁহার একান্ত ভক্তগণের আনুগত্যে তাঁহার অহৈতুক কৃপালাভের আশায় কি জন্মজন্মান্তর তাঁহার কোটিচন্দ্রশীতল শ্রীচরণ-ছায়ায় বসিয়া থাকিতে পারিব না? তিনিই যে আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, 'আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভব সংসারে' একথা কি উপলব্ধি করিতে পারিব না?

সংসারের গন্ধস্রলিকাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বহু জন্ম জন্মান্তরের পর কৃষ্ণকৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় পাইয়াছিলাম। তিনি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীচরণে স্থান দিয়াছেন। তিনি—

"চৌদ্দ লাখ জীব আস গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে॥
এনেছি ঔষধ মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥"

—এই বাণী আমার মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিলেন। তীব্র হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া আমার জন্মসিদ্ধি ছেদনে বদ্ধপরিকর হইলেন—অযাচিত কৃপা করিয়া হরিভজন করাইতে—নিত্যমঙ্গল প্রদান করিতে—ভবমহাদাবাগ্নি ত্রিতাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে চাহিলেন কিন্তু আমি তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলাম কি? হরিবিমুখতার মূল—দেহাত্মবোধ। দেহাত্মবোধ থাকাকাল পর্য্যন্ত গুরুপাদাশ্রয় হয় না। যখনই করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম হৃদচালনা করিয়া—নিত্যানন্দের 'কঙ্গণ' করিয়া আমার দেহাত্মবোধের বীজ—সংসারবাসনা-বীজ—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রাপ্তির বাসনা বা এ জগতের প্রতি টান বা আসক্তিটুকু কমাইবার চেষ্টা করেন, তখনই আমি মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া বাহিরে কৃতজ্ঞতার খাতিরে বলিয়া থাকি,—"প্রভো, আমি কি করিয়া হরিভজন করিব, সুযোগ নাই, কোন যোগাড় নাই।" ভিতরে ভোগের আশা পুরামাত্র—গুরুদেবের মঙ্গলময়ী শাসন হইতে তফাতে থাকি—তাঁহার সান্নিধ্যকে অস্বীকার করি, আর বাহিরে তাঁহার অনুগত, শরণাগত বলিয়া লোক সমক্ষে প্রচার করি—ইহাই আমার গুরুপাদাশ্রয়—ইহাই আমার আচার্য্যচরণাশ্রয়। হায় মন, অন্তর্য্যামীকে ফাঁকি দিয়া তোমার কি লাভ হইবে? যিনি সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্য্যামী, তাঁহাকে ফাঁকি দিবার তোমার চেষ্টা কেন? বাহিরে বহির্ম্মুখ লোকের নিকট, যাবক-সম্প্রদায়ের নিকট, অথবা খবরের কাগজে নির্দোষ, নিরপেক্ষ থাকিতে পার, জনমতের নিকট ভাল থাকিতে পার, কিন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তোমাকে বৈষ্ণব বলিয়া বিচার করিবেন কেন? যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণতলে চিরদিনের জন্য মস্তক বিক্রয় করিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার আজ্ঞার শাসনবাণী স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা কি জানেন না কে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত, কে আশ্রিত নহেন। তাঁহারা জানেন কিন্তু জানিয়াও বলেন না, আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য। যদি আমি আমার ভুল বুঝিতে পারি—কপটতা বুঝিতে পারিয়া যদি নিষ্কপটে কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করি—তাঁহার আজ্ঞার শাসন স্বীকার করি। সংসার ছাড়িয়া—পিতা-মাতা-আত্মীয়স্বজনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া—সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া মঠাদিতে বাহ্যতঃ মঠবাস করিয়া ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী সাজিয়া বক্তা, পাঠক ও বহু লোকের উপদেষ্টা হইয়া, বহু লোকের শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের পাত্র হইয়া যাহ বৈষ্ণবাবৈষ্ণব চিনিতে না পারি—শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মকে অভিন্ন বলদেব-নিত্যানন্দ বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারি, যদি তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি থাকে, এমন কি এ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের—শুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দের অনুগত থাকিয়া মঠবাস করিতে পারিব কিনা সন্দেহ হয়, তবে এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি আছে? তাই বলি মন, তোমার গুরুপাদাশ্রয় হয় নাই, তুমি আশ্রিত, শরণাগত হও নাই। যখন এ জগতের সমস্ত বস্তু এমন কি ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্রাদির পদও তোমার অভাব মোচন করিতে পারে না, যখন সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধারের ঐকান্তিক ইচ্ছা হয়, যখন ব্যাকুলতা, আর্ত্তি, দৈন্য, কার্পণ্যে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, যখন জগতের আর কোথাও কোন ভরসা বা নির্ভরতার আশা থাকে না, তখনই জীব—

সর্ব্বস্ব তোমার চরণে সঁপিয়া
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমিত ঠাকুর তোমার কুকুর
বলিয়া জানহ মোরে॥

—বলিতে বলিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে। আত্মনিবেদন বা গুরুপাদাশ্রয়ই হরিভক্তির প্রথম কথা— "আদৌ সদ্গুরু-চরণাশ্রয়"। এই হরিভক্তির পথ কোটিকণ্টকময়। হরিবিমুখ জগতের প্রত্যেক বস্তুই বাধাপ্রদান করিবে, হরিভজন করিতে কিছুতেই দিবে না—গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লইতে কেহই বলিবে না। তাই হরিভজনোন্মুখ প্রত্যেককে খুব সতর্ক হইতে হইবে—জাগ্রত হইতে হইবে—সাহসী হইতে হইবে। জাগ্রত না হইলে—গুরুদেবের বলে বলীয়ান্ না হইলে মায়ার আক্রমণে কিছুতেই স্থির থাকিতে পারা যাইবে না। জাগ্রত যাঁহারা, গুরুপাদপদ্মের বলে বলীয়ান্ যাঁহারা, যাঁহাদের 'আচার্য্য-কৃপায় ভেঙ্গেছে-স্বপন' সেই জীবন্মুক্ত পুরুষের সঙ্গ হইলেই জীবন্মৃত আমাদের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার হইবে আমাদের চেতনের স্বরূপসত্তা গুরুপাদপদ্মের ধূলি বলিয়া উপলব্ধি হইবে। হরিভজনে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়। যেখানে বাধা নাই, সেখানে বাধা বা আরাধনার কোনও কথা নাই। সেখানে শিক্ষার কথা, মঙ্গলের কথা, সেখানেই পরীক্ষা। আমরা হরিভক্তির রাজ্যে কতটুকু অগ্রসর হইয়াছি, কতটুকু নিজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া গুরুবৈষ্ণবের সুখ দুঃখে সুখী দুঃখী হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, গুরুবৈষ্ণবে—আচার্য্যপাদপদ্মে আমরা কতটা দৃঢ়শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করিতে বা নির্ভরশীল হইতে পারিয়াছি তাহা জানিবার জন্যই ভক্তিরাজ্যে নানাপ্রকার বাধা-বিপত্তি বা দুর্বিপাকের সৃষ্টি করিয়াছেন। পরীক্ষার মধ্যেই—বিপদের মধ্যেই গুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, শরণাগতি প্রভৃতি বাড়ে—বিপদের সময় গুরুপাদপদ্মে শরণাগত হইলে, তাঁহার একান্ত আশ্রিতগণের অনুগত হইলে যে বল পাওয়া যায় তাহা অন্যত্র অতি দুর্লভ। বিপদের মধ্যেই দৃঢ়তা, ধৈর্য্য ও সৎসাহস বাড়ে, অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়তা, গুরুবৈষ্ণব কৃপালাভে নিষ্ঠা ও তাঁহাদের সেবার জন্য অদম্য পিপাসা জাগে। সেবার যত কিছু বাধাবিপত্তি আসে, সবই অহৈতুক গুরু-সেবকের সেবোৎসাহই বর্দ্ধন করে। গুরুপাদপদ্মের আশ্রিত, শরণাগত বা রক্ষিত যাঁহারা, তাঁহারা বাধাবিপদসমূহ দেখিয়া ভয় পান না, তাঁহারা আচার্য্যচরণধূলি মস্তকের মুকুট করিয়া 'জয় রাম' বলিয়া বিপদের তুমুল ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে বজ্রাঙ্গজীর আনুগত্যে পরমোৎসাহের সহিত সেবা করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন যে, বিপদসমূহ সম্পদের প্রাগ্‌বস্থা। সেইজন্য ভগবৎসেবকগণ বিপদকে ভয় করেন না বরং প্রার্থনাই করেন, যেমন কুন্তীদেবী বিপদই প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

তাই বলি মন, আর ঘুমাইও না। কৃষ্ণবিমুখতারূপ ঘুমঘোরে তোমার বহু দিন কাটিয়া গেল। বহুভাগ্যফলে

শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের সঙ্গ পাইয়াছ, আর বঞ্চিত হইও না—করুণাময়কে বঞ্চনা করিও না, তাঁহাকে ফাঁকি দিলে নিজেই ফাঁকি পড়িবে। হরিভজনে বিঘ্ন দেখিয়া—বহির্ম্মুখ জগতের ধনবল, জনবল, পাণ্ডিত্যবল দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না। "তত্র পণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।" "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" প্রভৃতি বাক্যের সত্যতা চক্ষুষ্মান্ জনগণ অনবিতর প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সন্দেহ নাই। আলো-অন্ধকারে, ভক্ত-অভক্তিতে, সাধু-অসাধুতে কখনও মিল হয় না, একথা প্রভু প্রকট থাকিতে থাকিতেই অনেকেই অনবিতর বুঝিতে পারিয়াছেন। হরিবিমুখ জগৎ চিরদিনই হরিজন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদনুগত বৈষ্ণবগণের উপর কি অত্যাচার না করিয়াছে। ভক্তগণের উপর—আচার্য্যের উপর এরূপ অমানুষিক অত্যাচার কি কেহ প্রাণ থাকিতে সহ্য করিতে পারে? সুপুত্র—ভক্তপুত্র—আচার্য্যপুত্র কি প্রভুপাদ ও আচার্য্যের প্রতি—গুরুপিতার প্রতি আক্রমণ সহ্য করিতে পারে? কিন্তু হায়, আমি ত' কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না? আমি যে প্রাণহীন—জীবন্মৃত। ভক্তবর্গের উপর কত অত্যাচার হয় হউক, তাঁহারা যত নির্য্যাতন, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় করুন, আমি নির্ব্বিঘ্নে নিরপেক্ষ হইয়া ভদ্রলোকও বলিয়া ভালমানুষ সাজিয়া দিন কাটাইতে পারিলেই হইল। হায় মন, এই কি তোমার মঠবাস, এই কি তোমার গুরুগৃহবাস—এই কি তোমার গুরুপাদাশ্রয়? বৈকুণ্ঠাগত মহাজনের কিনা আমাদের মঙ্গলের জন্য এত অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। কি অপার করুণা! তাই বলি মন, তুমি বঞ্চিত—চিরবঞ্চিত; নতুবা এখনও কি দেহ-মনোসুখে জলাঞ্জলি না দিয়া—শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের—শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের দুঃখে দুঃখী না হইয়া থাকিতে পারিতে? কতদিন তোমার গুরুদেবের এই অনাহারে, অনিদ্রায় কাটিয়াছে? তাই বলি, আমি কি এখনও আচার্য্যচরণাশ্রিত বলিয়া মৌখিক অভিমানই করিব? ইহা কি কখনও বা অবস্থায় পরিণত হইবে না? আচার্য্যের মনোঽভীষ্ট-পূরণের পিপাসা কি আমার হৃদয়ে জাগিবে না? আমার ধন, প্রাণ, দেহ, মন, বাক্য কি আচার্য্যসেবায় নিয়োজিত হইবে না? আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া এই কথা কি তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিতে পারিব না? আমরা কি শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসঙ্গী, নিত্যপার্ষদ, অভিন্ন প্রভুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে প্রভুপাদসেবা—ভগবৎসেবা পাইবার যত্ন করি না? শ্রীল প্রভুপাদের সেববাণী "বাসুদেবানন্দাত্তে থাকিয়াতো সদা সহ নাম।" এই বাণী কি ভুলিয়া যাইব? আচার্য্যপাদপদ্মের হইবার সুতীব্র পিপাসা কি আমার হৃদয়ে বলবতী হইবে না?

মন, এমন গোলোকের ধন, আচার্য্য-রতন পাইয়াও কি তাহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে না? কেবল তাঁহার চরণাশ্রিত বলিয়া মনে করিলে চলিবে না, তাঁহার মনোঽভীষ্ট বুঝিতে হইবে—বুঝিয়া তদনুসারে চলিতে হইবে। সেইজন্যই বলিতেছি এবার জাগিয়া উঠ, আর ঘুমাইবার সময় নাই, জেনে রেখো, মৃত্যু তোমার অতি সন্নিকট। এখন জাগ্রত হইয়া—চেতনতা লাভ করিয়া—তাঁহার কৃপাকণের ভিখারী হইয়া নৃসিংহস্বয় জপ করিতে করিতে আচার্য্য-সেবায় ব্রতী হও—আচার্য্যবিমুখ নিজ-জনে পর জেনো। আচার্য্য অসীম শক্তিশালী, অপ্রাকৃত বস্তু। এ জগতে এমন শক্তি নাই, যাহা আচার্য্যের একটী কেশও স্পর্শ করিতে পারে। আমরা যদি নিষ্কপটে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করি, তাহা হইলে আমাদেরও ভয় থাকিবে না। তিনি বিশ্বের একমাত্র রক্ষক, পালক; দীন, হীন কাঙ্গালের ঠাকুর। যদি তাঁহার শ্রীচরণে একবার আশ্রয় লইতে পারি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব তাঁহার শ্রীচরণ কত কোটিচন্দ্র সুশীতল। সেই শ্রীচরণতলে একবার বিশ্রাম লইতে পারিলেই ত্রিতাপ জ্বালার হস্ত হইতে নিবৃত্তি হইবে—বিশ্ব পূর্ণঃস্বরূপ হইবে। যদি আমাদের তাঁহার সঙ্গ বা সেবালাভের জন্য তীব্র আর্ত্তি জাগে, মস্তকে আগুন ধরিলে যেমন জলের জন্য লোক পাগল হইয়া উঠে সেইরূপ যদি তাঁহার কৃপা লাভের জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল হই, তাহা হইলে তাঁহার নিজজনের সঙ্গ লাভ আমাদের নিশ্চয়ই হইবে। সুতরাং যদি বাঁচিতে চাই, তাহা হইলে আর সময় নষ্ট করা উচিত নহে, আচার্য্যপাদপদ্মে শরণাগত হওয়াই প্রয়োজন।

তাই বলি মন, তোমার সর্ব্বক্ষণ জানিয়া রাখা উচিত যে, গুরুবৈষ্ণবসেবা ছাড়া আর অন্যগতি নাই। বৈষ্ণবরাজ হইতেছেন—শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম। তাঁহার এবং তদনুগ শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কৃপাই মাদৃশ বদ্ধজীবের একমাত্র সম্বল। নতুবা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। গোলোকের ট্রেণ আজ ভূলোকে। ট্রেণ চলিয়া যাইবেই, তোমার জন্য চিরকাল বসিয়া থাকিবে না। তাই, যদি ত্রিতাপের রাজ্য হইতে মঙ্গলের রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে চাও, তাহা হইলে গোলোকগত ট্রেণ ধরিতেই হইবে—বৈকুণ্ঠের পথে অগ্রসর হইতে হইবে—ব্রজবাসীর অনুসরণ করিতে হইবে। তাই বলিতেছি,—'আমার কি ঘুম ভাঙ্গিবে না?'

উপকারী কে?

———গ্রাঃ।

আজকাল জগতের সর্ব্বত্রই অভাব, অভাব বলিয়া একটা রোল উঠিয়াছে। কিন্তু এই অভাবের মূলে কি, কি জন্যই বা আমরা এই অভাবের তাড়নায় ক্লিষ্ট হইতেছি, সেদিকে কেহই ফিরিয়াও তাকান না। এই অভাবের মূলে ভগবদ্বহির্ম্মুখতা। এই যে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, এই যে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, অগ্ন্যুৎপাত, আগ্নেয়গিরির উৎপাত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, এই যে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক হিংস্রজন্তুর করাল কবলে পতিত—মশকের উপদ্রব—ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর অত্যাচার—জরা মৃত্যু, সুখ-দুঃখ এই ত্রিতাপের মূলে কি? এ জগতে যাহাকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করি, যে অভাবের ক্ষণিক নিবৃত্তির জন্য আমরা এত লালায়িত হই, তাহা কি আমাদিগকে নিত্য শান্তি দিতে পারিবে? বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী দূর করা এবং দরিদ্রকে খাইতে পরিতে দিলেই কি তাহাকে এই অভাবের হাত হইতে বাঁচান যাইবে? ভগবদ্বহির্ম্মুখতাই সমস্ত অভাবের মূল-কারণ। সুতরাং এই বহির্ম্মুখতা রূপ মূল-কারণ দূরীকৃত করিবার চেষ্টা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য নহে কি?

এই হরিবিমুখতা দূর করিবার একমাত্র উপায় হরিনাম। হরিকথা-কীর্ত্তনেই জীবের সমস্ত অভাব দূরীকৃত হইবে। কিন্তু জগতে জগদীশের নামগন্ধও পাওয়া যায় না। বিশ্বে বিশ্বনাথের কথা আজ কেহই আলোচনা করিতেছে না। বিশ্বব্যাপী হরিকথার ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কয়জনের প্রাণ সত্যসত্যই নিষ্কপটভাবে কাঁদিতেছে? জগতের সর্ব্বত্র জীব যে অবিদ্যা মহামারীর করাল কবলে পতিত হইয়া প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তে তপ্ত, ক্লিষ্ট, জর্জ্জরিত হইতেছে, সে দিকে কয়জনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে? দুর্ভিক্ষে অন্নদান, মহামারীতে ঔষধ দান করিয়া জীবের স্থূল শরীরের উপকার করিতে পারেন এমন লোকের অভাব নাই, কিন্তু আত্মার দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয় যে হরিকথায় তাহা এমন মহাদাতা লোক জগতে আছে কয়জন? হরিকথামৃত কীর্ত্তনের ন্যায় বদান্য আর নাই। কারণ, হরিকথার দ্বারা জীবের নিত্য পরমকল্যাণ সাধিত হয়—জীবের নিত্য-স্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে—জীব স্বরূপের ধর্ম্ম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। বর্ত্তমানে এই পরোপকারব্রতে ব্রতী হইয়াছেন একমাত্র শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেব ও তদনুগত গুদ্ধবৈষ্ণববৃন্দ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে বিশিষ্ট দর্শক

রংপুর দিনাজপুর-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত জানকীপ্রসাদ মহোদয় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সমভিব্যাহারে গত ৮ই বৈশাখ প্রাতে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে শ্রীবিগ্রহ-দর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীমঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই পরমানন্দিত হন।

ঐ দিবসই মথুরানিবাসী শ্রীযুক্ত বিষণলাল ইঞ্জিনীয়ার মহোদয়ও সস্ত্রীক শ্রীমঠ দর্শনের জন্য আগমন করেন। মঠবাসী ভক্তবৃন্দের ব্যবহারে তাঁহারা সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন এবং পুনরায় শ্রীমঠে আগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

পুরীতে প্রচার

গত ১১শে এপ্রিল বুধবার আলালনাথ শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ বিপিনবিহারী দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীপুরুষোত্তমমঠের নাটমন্দিরে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। জীবের স্বরূপ এবং জীবের বদ্ধাবস্থা, জীব কি করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ভগবানের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিতে পারেন তদ্বিষয়ে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ রসিকানন্দ ব্রহ্মচারীজী মহাজনপদাবলী ও মধুর কীর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

প্রথম খণ্ড ১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ২৲; ৩য় ২৷৵০, ৪র্থ খণ্ড —৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ-সমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীজগন্নাথ ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌরবিহার, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আদি বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শাস্ত্রাদি [illegible] নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৩ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যাহ বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও বাঙ্গালী পাক্ষিক [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এখন বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অন্বকুলকুঞ্জ [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীভাগবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়ানগর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) বাগবাজার গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চটক পর্ব্বত

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ পালিবাড়ি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চরিধার, জেঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।৩৭ বড় মহাল্লা, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড পার্থ্যপীঠ

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দেশ বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—দেবনালী,

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বন্ধে ৭

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) ব্রহ্মানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী[illegible] সেবা

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ [illegible] (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটক পর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) আলালনাথ

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক। উড়িষ্যা।

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় [illegible]

পোঃ [illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

টিকলিয়া, পোঃ [illegible]

(৬১) আসাম গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]

(৬২) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

[illegible]

[illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] ইউ পি)

(৬৮) শ্রীবিকাশনিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনমালী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:)::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুল সমেত)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম মায়াপুরে

——:০:——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন বোর্ডিং। শিক্ষকগণ সুযোগ্য ও অভিজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিদ্যালয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খাওয়া ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রফেসর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত ... কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::০::——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী পত্রিকায় বর্ষ,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসার প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দসূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে আর্টপ্লেটের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা শোভিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, বাংলাবাজার, পোঃ ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিবৃতি "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল পারমার্থিক সদুপদেশাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদের শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম দিয়া গ্রন্থাকারে শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিক বিরহ-তিথি বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠ্যবিষয়েই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

[illegible] গৌড়ীয়া

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য [illegible] শিক্ষা ও জীবন চরিত

[illegible] অধ্যাপক [illegible] পাঠক [illegible] বহুবর্ণ ভক্তগণের [illegible] আস্বাদন করিয়া [illegible] বিরাট [illegible] জীবন-বৃক্ষ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] আলোচনা। [illegible] শ্রী [illegible] গোস্বামী [illegible] ভূমিকা (Foreword) [illegible] (Preface) [illegible] (Contents) [illegible] (Glossary) [illegible] প্রকাশিত। [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান— [illegible] কলিকাতা; [illegible] জেলা- নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস**

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক [illegible] পারমার্থিক পত্রিকা "[illegible]" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১[illegible]নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস**

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া [illegible] জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল ১[illegible] আঠার আনা। পাইকারী [illegible]।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible] বেহালা, ২৪ পরগণা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। [illegible] কিন্তু [illegible] শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের [illegible] "গৌড়ীয়"-সম্পাদক [illegible] "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের [illegible] জীবনী [illegible] হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— [illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(স্টার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৫৬	৬-৩৬	৭-০৬	১১-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২১-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১২-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৪	১২-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১১		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৭		১৩-৩১	১৬-	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	১০-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৫-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৭১	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৪
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

পোঃ- শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২৬শে বৈশাখ, ১৩৪৬, ১০ই মে, ১৯৩৯, বুধবার [৬০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

গৌহাটিতে প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্ত

গত ৩রা মে রাত্রে এক প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা গৌহাটীর উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রায় একঘণ্টা উহা স্থায়ী হইয়াছিল। বহু চালাঘর ও বৃক্ষ ভগ্ন পড়িয়া গিয়াছে এবং পক্ষী মারা গিয়াছে। গৌহাটী কোর্টের রেকর্ড আফিসের টিনের চাল ঝড়ের বেগে উড়িয়া গিয়াছে। উত্তর গৌহাটি হইতে বহু গরু বাছুর মারা গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পরিষদ সদস্যের মানহানির অভিযোগ

লাহোরের জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ ধারা অনুসারে "ডেইলী ন্যাশন্যাল কংগ্রেসের" সম্পাদক ডাঃ সত্য পাল ও প্রেসের রক্ষক ধামপালের বিরুদ্ধে এক নোটিশ জারী করিয়াছেন। ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস দলভুক্ত সদস্য চৌধুরী কর্ত্তার সিং এই মর্ম্মে অভিযোগ করেন যে, গত ৮ই জানুয়ারী উক্ত পত্রিকায় একটি মানহানিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অভিযোগক্রমেই ম্যাজিষ্ট্রেট এই নোটিশ জারী করিয়াছেন।

চল্লিশ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

কিষণগঞ্জের সাব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল আলি খাঁর এজলাসে কেওগাছ থানার ৪০ জনের বিরুদ্ধে এক চাঞ্চল্যকর মামলার বিচার শুরু হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২৯শে এপ্রিল ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব এ কে গাঙ্গুলী কেওগাছ থানায় যাইবার পথে বাঁশবাড়ীতে সংবাদ পান যে, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে একটি জঙ্গল দখলের জন্য দাঙ্গা বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। দুইজন কনেষ্টবল, একজন চৌকিদার সঙ্গে করিয়া তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পান যে, প্রায় ১০০ শত লোক লাঠি ও মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তথায় সমবেত হইয়াছে। সময় মত পুলিশ আসিয়া পড়ায় দাঙ্গা হইতে পারে নাই। পুলিশ ৪০জনকে গ্রেপ্তার করে এবং বহু লাঠি, ১৩খানি সুরকী ও ১খানি দা তাহাদের নিকট হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। অবশিষ্ট দাঙ্গাকারিগণ পলাইয়া যায়। ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজে প্রথম এজাহার দেন এবং তদন্তের পর আসামীগণের বিরুদ্ধে চার্জ সীট দাখিল করা হয়।

ধরলা নদীর অসম্পূর্ণ বাঁধ

ধরলা নদীর অসম্পূর্ণ বাঁধের নিকট ১০ জন সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করা হইয়াছে। যাহাতে অন্য কেহ এই অসম্পূর্ণ বাঁধটি সম্পূর্ণ করিতে না পারে তজ্জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

সম্প্রতি জনসাধারণের একটি সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, বর্ষার পূর্ব্বে বাঁধটি সম্পূর্ণ না হইলে তাহাদের কষ্টের অন্ত থাকিবে না। অতএব নদীর পাড়ে যে অব্যবহৃত মাল মশলা পড়িয়া আছে, তাহা দ্বারাই স্থানীয় অধিবাসিগণ বাঁধ নির্ম্মাণ শুরু করিয়া দিবে।

অবশ্য কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে স্থানীয় অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক সেইরূপ কোন প্রচেষ্টাই হয় নাই।

যুদ্ধ করিতে জাপানের অনিচ্ছা

"জাপান যে আর অধিক দিন যুদ্ধ চালাইতে সক্ষম হইবে না, নানাভাবে তাহার নমুনা পাওয়া যাইতেছে। যুদ্ধ চালাইতে থাকিলে জাপানের নিজেরই সর্ব্বনাশ হইবে; অধিকন্তু যত দিন যাইতেছে, জাপানে ও চীনের জাপান অধিকৃত অঞ্চলে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে"—চীন নাবিক-সঙ্ঘের চেয়ারম্যান মিঃ ইয়াং হি মিথিন ভারত নাবিক ফেডারেশনের সভাপতি, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ আফতাব আলির নিকট এক পত্রে উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন।

আসামে নিরক্ষরতা বিদূরণ

প্রকাশ আসাম হইতে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট ৫০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। শীঘ্রই পরীক্ষামূলক ভাবে কাজ আরম্ভ করা হইবে। প্রত্যেক মহকুমার ছোট ছোট নির্দ্দিষ্ট এলাকায় কাজ আরম্ভ করা হইবে।

ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন শেষ হইলেই প্রধান মন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ গৌহাটী মহকুমায় নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা আরম্ভ করিবেন এবং অন্যান্য মহকুমায়ও ঐ সময় কাজ আরম্ভ করিতে আদেশ জারি করা হইবে।

চুরির অপরাধে এক ব্যক্তির কঠোর সাজা

উত্তর কলিকাতার কুণ্ডু লেনে এক বাড়ীতে চুরি সম্পর্কে মিঃ বাবাছন নামে জনৈক নেপালী ও প্রমীলাবালা দাসী নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোককে অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খানবাহাদুর আই এম মুখার্জ্জির এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়।

প্রথম আসামীর বিরুদ্ধে দরজার তালা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ ও অলঙ্কার চুরির অভিযোগ আনা হয়।

উক্ত আসামীকেই চোরাই মাল রাখা ও বিক্রয়ের অভিযোগেও অভিযুক্ত করা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট প্রথম আসামীর প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও দণ্ডভোগের পর ২ বৎসরের জন্য পুলিশের নজরবন্দী থাকিবার আদেশ দিয়াছেন।

দ্বিতীয় আসামীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

কোর্ট ইন্সপেক্টর জে এন লাহিড়ী সরকার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

সাংহাইর আন্তর্জাতিক এলাকা

সাংহাইর আন্তর্জাতিক এলাকার শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়া সহকারী জাপ-পররাষ্ট্র সচিব মিঃ সাওয়াডা বৃটিশ ও মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নিকট দুইটি 'নোট' দিয়াছেন। বৃটিশ ও মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ সাওয়াডার প্রস্তাব তাঁহাদের স্ব স্ব গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—শ্রীল আচার্য্যদেবের পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী মহার তত্ত্বাবধানে ইংরাজী পাক্ষিক। শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ৩ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—[illegible] পাক্ষিক শ্রীমদ্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, বৎসরিক ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত [illegible] একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—[illegible] শ্রীমদ্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবিধ তথ্যসমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গোষ্ঠীপতি অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মুকুটমণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:o:——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমূহ হইতে অন্যূন ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরম্পরাগত গোস্বামীগণ-[illegible] এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-[illegible]

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩) শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল, পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত,—প্রথম ৪০৲, প্রথম খণ্ড হইতে নবম খণ্ড পর্যন্ত ১৮৲ প্রতি খণ্ড—
২। ভাগবত দিগ্দর্শন শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধাংশ) ৲
৩। ভাগবতে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬
৪। প্রবন্ধ বা কবিতা (অর্দ্ধাংশ)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৬, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল ১৲
৮। মহাপ্রভুর শিক্ষা ও অবতার ১৷০
৯। [illegible] ২৲
১০। [illegible] ২৲
১১। [illegible] (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনাম-চিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। [illegible] (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত-বিধি ছত্র ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible]
১৯। [illegible] ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ ।৶০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীধরের টীকা সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্তী টীকাসহ, বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। পুরুষার্থ-[illegible] (সাধনাদি) ১৲
২৮। [illegible] (সাধনাদি) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। শ্রীল বিশ্ব-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (দ্বিতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০৵
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (নূতন সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চন-[illegible] ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৲
৫১। বন্ধুবান্ধব ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গোবিন্দলীলামৃত ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।
৫৫। [illegible] বা [illegible] ।
৫৬। ভাগবত ও বিরুদ্ধ [illegible] ৶০
৫৭। উপদেশামৃত (ভাষ্যসহ) ।০
৫৮। শ্রীস্তবাবলী ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবৃতিঃ ।০
৬৩। পটীক-[illegible] ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। সাধনায় [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়সম্প্রদায়িকঃ
৬৭। সারাৎসার [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। [illegible] ৸০
৭০। [illegible] ৵০
৭১। বেদান্ত—[illegible] ।০
৭২। [illegible] ।৶০
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] ৵০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীনামাচার্য্য ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৭ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৬শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১১ই মে ইং ১৯৩৯, বুধবার } ৬০শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—:(*):—

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তি বান্ধব পরমহংস গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া নিরন্তর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। বৈষ্ণব-সম্রাট্ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দ সকলেই পরমোপকৃত ও পরমোৎসাহিত হইতেছেন।

গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্-এ মহোদয় সপ্তাহাধিককাল শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে অবস্থান করিয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার আচার-প্রচার-পরায়ণ জলন্ত আদর্শ ও নির্ভীক হরিকথা কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দ উত্তরোত্তর শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে আকৃষ্ট ও অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি গত ৭ই মে রবিবার অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে গমন করেন। তাঁহাকে পাইয়া তথাকার ভক্তবৃন্দ সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ৬ই মে শনিবার কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী গোদ্রুম শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শুভাগমন করিয়া ঐ রাত্রি তথায় অবস্থান করেন। তৎপর দিবস পূর্ব্বাহ্ণে ১০ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে উপস্থিত হন। তৎপর দিবস পুনরায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস স্বামীজী সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রাতে শ্রীপাদ অনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসর্ব্বস্ব মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ জগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী ভক্তি-মঙ্গল গৌড়ীয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহামন্ত্র ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ শ্রীমন্দিরে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে নিরন্তর পাঠ-কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনা হইতেছে। প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, কৃত্তিবেশিক প্রভু এবং সন্ধ্যায় পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথনাথদাস কাব্যতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীশ্রীনৃসিংহজয়ন্তী

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বিষ্ণুনামপরায়ণ বিষ্ণুমায়াজ্ঞান।
বিষ্ণুনাম করে সদা বিষ্ণু করে ধ্যান॥
দেখিয়া অসুরপতি ক্রমে ক্রুদ্ধ হয়!
কি করিলে চিত্তে সদা পায় দুঃখ ভয়॥
গুরুদ্বয় ষণ্ডামর্ক অতি ভীত হ'ল।
রাজার সমীপে আসি নিবেদন কৈল॥
অবশেষে বলে রাজা ডাকিয়া সবারে।
যে কোন উপায়ে মার এই প্রহ্লাদেরে॥
আজ্ঞা পেয়ে দুষ্টজন চলিল সত্বরে।
প্রহ্লাদে লইয়া ফেলে অগ্নির ভিতরে॥
তথায় প্রহ্লাদ উচ্চ স্বরে হরিনাম।
দেখি অগ্নি নিজ ক্রোড়ে দিলেন বিশ্রাম
তার পর দয়ে ফেলে হস্তিপদতলে।
তথায় ভক্তবর হরি হরি বলে॥
সাধুমুখে হরিনাম শুনি হস্তিবর।
শুণ্ডে করি যত্নে নিল পৃষ্ঠের উপর॥
তারপর ফেলে দিল গিরিশৃঙ্গ হ'তে।
অনন্ত রক্ষিল ভক্ত কৃষ্ণ-ইচ্ছা মতে॥
এবার পাষাণ বান্ধি ফেলে সিন্ধুজলে।
সবে দেখে ভাসে শিলা সিন্ধুবক্ষঃস্থলে॥
এইরূপে নানারূপ অত্যাচার করে।
বহু তীক্ষ্ণ অস্ত্র মারে শিরের উপরে॥
অস্ত্রে শস্ত্রে নাহি মরে যখন দেখিল।
অবশেষে বিষ পানে মারিতে বলিল॥
এত করি দুষ্ট রাজা কাষ্ঠ না হইল।
সিংহাসনে সেই দুষ্ট গর্জ্জিতে লাগিল॥
অবশেষে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদে জিজ্ঞাসে।
ত্রিভুবন প্রকম্পিত সদা মোর ত্রাসে॥
সেই ত্রিভুবন-জয়ী অবহেলি মোরে।
কার বলে বলীয়ান্ বল মম ক'রে॥
প্রহ্লাদ কহিল মোর রক্ষাকর্ত্তা হরি।
তাঁর নামাভাসে সর্ব্ব বিপদেতে তরি॥
হিরণ্যকশিপু বলে তোর হরি কোথা।
প্রহ্লাদ বলেন হরি থাকেন সর্ব্বথা॥
দম্ভপ্রকাশিয়া রাজা গর্জ্জে ঘোর স্বরে।
তোর হরি আছে কিরে স্তম্ভের ভিতরে॥
প্রহ্লাদ বলেন হরি [illegible]।
মুষ্ট্যাঘাত করে স্তম্ভে সে দুষ্ট ক্রোধেতে॥
হইল ভীষণ নাদ সবে হল ভীত।
নরসিংহরূপে হরি হন আবির্ভূত॥
ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী প্রভু ভগবান্।
হিরণ্যকশিপু দুষ্টে হৈলা খানখান॥
দুষ্ট দৈত্যে বধি নখ [illegible] করে॥
সেই কালে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে॥
ভক্ত আসি স্তুতি করে অতি সযতনে।
ক্রমে বিশ্বপতি শান্ত হলেন তখনে॥
সেকালে প্রহ্লাদ আসি কত স্তব কৈল।
ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী আনন্দিত হৈল॥
প্রহ্লাদে ডাকিয়া বর দিলেন তখন।
এরূপে ভক্ত-হরি [illegible]॥
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।
যুগে যুগে করে প্রভু [illegible] স্থাপন॥
ভক্ত হিংসা কভু যেন না কর শ্রবণ।
[illegible]॥
[illegible] নাম।
[illegible]।
সেই [illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible]।
জন্মে জন্মে যেন তাঁর নাম যশ গাই।
তব আবির্ভাব দিনে [illegible] চাই॥
এইমাত্র ভিক্ষা প্রভু তোমার চরণে।
ভক্তিবিঘ্ন দূর কর [illegible] সনে॥

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

"সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ করিলে কোন বিরোধীই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ভগবানের নাম-ভজন না করিলে জীবের অন্য কোন প্রকারে মঙ্গল হয় না। শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্; কেবল সংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। মুক্ত পুরুষগণ শ্রীনামকেই ভগবান্ জানেন।

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ বিবিক্রম কৃত [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৫

ভক্ত ও ভগবান্

ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই সচ্চিদানন্দতত্ত্ব—অপ্রাকৃতবস্তু। তাঁহারা স্বপ্রকাশবস্তু। তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত তাঁহাদিগকে জানা যায় না। তাঁহাদের চরণে শরণাগত জনগণই তাঁহাদের দর্শন পান। ভগবানের পাদপদ্ম জানিতে হইলে ভগবানের নিজজনস্বরূপ তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজনগণের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতিই একমাত্র সাধন। সেখানে জড়েন্দ্রিয়ের কোন কথা নাই। তাহা চিৎপ্রত্যক্ষ—জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। ভক্তজনের এই আত্মপ্রত্যক্ষানুভূতিই অধোক্ষজের নির্দ্দেশ একমাত্র প্রমাণ। সেই অনুভূতিই অবতারণার বা পর্য্যাবসান [illegible]। ভক্তের কৃপায় যেরূপ ভগবানের সন্ধান মিলে, সেইরূপ ভগবানের কৃপায় ভক্তের সন্ধান পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অপ্রাকৃত-বস্তু-সাক্ষাৎকারের অন্য উপায় নাই।

ভক্ত হৃদয়েই—বিশুদ্ধচিত্তেই ভগবানের আবির্ভাব। ভক্তের জন্ম ব্যাপারটী প্রাকৃত নয়। প্রাকৃত জীবের ন্যায় চরম ধাতু প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবান্ বা [illegible] কখনও জন্ম গ্রহণ করেন না। ভগবান্ হইতেই [illegible]। তিনি সর্ব্বকারণকারণ। সুতরাং তাঁহার জনক কেহ নাই। [illegible] বা জনক। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তথাপি তিনি বাৎসল্যরস-রসিকগণের প্রেমবাধ্য, তাঁহাদের নিত্য পুত্ররূপে নিত্য বিরাজিত। তাই শুদ্ধসত্ত্ব বসুদেব-দেবকী বা শচী-জগন্নাথের বিশুদ্ধচিত্তে ভগবানের আবির্ভাব বা জন্মলীলা প্রকাশ। পূর্ব্বদিক্ যেরূপ চন্দ্রকে ধারণ করে, শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তগণও সেইরূপ অপ্রাকৃত মনের দ্বারা ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ করেন। বাহিরে প্রকটলীলা প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে বিশুদ্ধ মনে ভগবানের আবেশ যে কেবল বসুদেব-দেবকীতেই দৃষ্ট হয় তাহা নহে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। শ্রীনারদ, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি মহাভাগবতগণের [illegible] ভগবান্ [illegible] হইয়া পরে বাহিরে প্রকাশিত হয়েন।

জগতে জন্মগ্রহণশীল [illegible] [illegible] সম্বন্ধে [illegible]। [illegible] কথা [illegible] করিলে এতদ্বিষয় বুঝিতে পারি। [illegible] বা বসুদেব-দেবকী নিত্যসিদ্ধ [illegible]। তাঁহাদের জন্ম ও দেহ অপ্রাকৃত—অপ্রাকৃত। তাঁহারা মায়াতীত [illegible]। প্রাকৃতের গন্ধলেশও তাঁহাদের মধ্যে নাই। তাঁহারা গৌরকৃষ্ণ-[illegible] গৌরকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিবিধান ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কামনা নাই। তাঁহাদের বিশুদ্ধ হৃদয়ে গৌরের নিত্যবাস। সেই বিশুদ্ধসত্ত্বেই বাসুদেবের আবির্ভাব। [illegible] প্রাকৃতরক্তমাংসময়দেহ [illegible] স্ত্রী-পুরুষের কামক্রিয়া ও গর্ভের [illegible] শচী জগন্নাথের মিলন বা গর্ভসঞ্চার হয় নাই। সুতরাং তাহা মনে মনে চিন্তা করাও [illegible] ভীষণ অপরাধ। শচী ও জগন্নাথ উভয়েই গুরু—উভয়েই সেবক-অভিমানী—উভয়েই কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যস্ত। তাঁহাদের পুরুষাভিমান নাই—স্ত্রী-পুরুষাভিমান নাই। তাঁহারা সেবা-[illegible]। তাঁহারা কৃষ্ণধনে ধনী। কৃষ্ণসেবাই তাঁহাদের [illegible]। তাঁহারা কৃষ্ণসেবাপ্রার্থী। তাঁহাদের কৃপা হইলে জীবের পুরুষাভিমান বা ভোক্তাভিমান অপসারিত হইয়া হৃদয়ে সেবাভিমান [illegible] হয়। তাঁহাদের কৃপাতেই অযোগ্য দুর্গত জীব সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

দেবকীর যে ষড়্গর্ভ বিনাশের কথা [illegible], তাহাকে [illegible] সম্বন্ধে [illegible] [illegible]। [illegible] বিষয়ের সহিত তুলনা [illegible] এবং [illegible] বলিয়াছেন যে, এই [illegible] ষড়্‌বিধ বিষয়-নিবৃত্তি [illegible], বংশও সেইরূপ দেবকীর গর্ভজাত ষড়্গর্ভ নাশক অষ্টম গর্ভে ভগবান্ অবতীর্ণ হয়। বিষয় নিবৃত্ত হইলে যেমন ভক্তহৃদয়ে ভগবদ্দর্শনঃ সেবার্থী প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, দেবকীতেও সেইরূপ ষড়্‌গর্ভ নাশক অসুর বিনষ্ট হওয়ার পর সপ্তমগর্ভে শয্যা-আসনাদিরূপ অনন্তদেবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। প্রেমভক্তির উদয় হইলেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

শচীদেবীর যে অষ্টক [illegible] মৃত্যুর পর নবমগর্ভে বিশ্বরূপের আবির্ভাব ও দশমগর্ভে গৌরাবির্ভাবের কথা শুনা যায়, তদ্বিষয়ে ভক্তগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, অষ্ট প্রকৃতিতে আবদ্ধ থাকাকালে জীবের স্বরূপের উদয় হয় না। অষ্ট প্রকৃতি স্ব স্ব কারণে বিলয় প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ গুরুকৃষ্ণ-কৃপায় পাঞ্চ-ভৌতিক স্থূলদেহ ও মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহে আত্মবুদ্ধি বিগত হইলে শুদ্ধ জীবাত্ম-স্বরূপ ও তৎসহ পরমাত্মার উদয় হয়। জীবাকর্ষী সঙ্কর্ষণের অবতার বিশ্বরূপের বা সেবাবিগ্রহের আবির্ভাবের পরে সেব্যতত্ত্ব ভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব হইয়া থাকে। গুরু-কৃষ্ণ-কৃপায় মায়ামুক্ত হইয়া জীব-হৃদয় যখন শুদ্ধসত্ত্ব হয়, সেই সময় তাঁহার সেবোন্মুখী অবস্থায় অর্থাৎ সেবকাভিমানে সেবাবিগ্রহ গুরুরূপী শ্রীসঙ্কর্ষণ সেব্যবিগ্রহ গৌরসুন্দরকে প্রদান করেন। তৎকালে জীবহৃদয় শুদ্ধগৌরাঙ্গের বিলাসক্ষেত্র নবদ্বীপ বৃন্দাবনরূপে প্রকাশিত হয়।

প্রলম্ব

(প্রাপ্ত)

ভগবান্ রামকৃষ্ণ গোপালন ছলনা করিয়া কৃষ্ণসখাগণের সঙ্গে বৃন্দারণ্যে বিহার করিতেছিলেন। চিত্রবিচিত্রতাপূর্ণ অপ্রাকৃত মাধুর্য্যময় ব্রজধামের প্রভাববশতঃ ষড়্‌ঋতু যেন কৃষ্ণের বাসনানুসারে কৃষ্ণসেবার সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। বৃন্দারণ্যে অগাধসলিলা কালিন্দী নদী তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া তীরদেশ স্পর্শ করিয়া পূজা করিতেছিল। বনরাজি অতিশয় শোভাময় ও কুসুমিত হইয়াছিল। পশুপক্ষীগণ শব্দ, ময়ূর ও ভ্রমরগণ সঙ্গীত, কোকিল ও সারসগণ কূজন করিতেছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ [illegible] গোপগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া বলদেব সহ বেণুবাদন করিতে করিতে সেই বনে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ রামকৃষ্ণ ও [illegible] ময়ূরপুচ্ছ, পুষ্পগুচ্ছ ও মালাদি [illegible] হইয়া নৃত্য গীত ও ক্রীড়া কৌতুকে [illegible] হইলেন। এইরূপে ভগবান্ [illegible] পরিকরসহ নানাবিধ ক্রীড়ায় [illegible] বৃন্দাবনের নদী, পর্ব্বত, সরোবর, কুঞ্জবন ও সরোবর সমূহে বিহার করিতে-ছিলেন।

এই সময় প্রলম্ব নামক একটী অসুর গোপরূপ ধারণ করিয়া রামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইল। ছদ্মবেশী কংসানুচর প্রলম্বাসুর রামকৃষ্ণের হরণমানসে গভীরকর্ম্মশীল গোপগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়াও তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা না করিয়া প্রলম্বকে 'বন্ধু' বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ক্রীড়ারসজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তখন গোপালগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—হে গোপগণ! আমরা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যথাযথভাবে ক্রীড়া করি। অতঃপর গোপগণ সেই ক্রীড়ায় রামকৃষ্ণকে দুইপক্ষের নায়ক স্বীকার করিলেন। গোপগণের মধ্যে কতিপয় কৃষ্ণের পক্ষে এবং কতিপয় বলরামের পক্ষে যোগদান করিলেন। তাঁহারা বাহ্য ও বাহকভাবে নানারূপ ক্রীড়ায় আচরণ করিলেন। সেই ক্রীড়ায় বিজেতাগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ এবং পরাজিতগণ তাঁহাদিগকে বহন করিলেন। এইরূপে কৃষ্ণানুবর্ত্তী গোপগণ কেহ কেহ বাহকরূপে এবং কেহ কেহ অন্য স্কন্ধ বাহিত হইয়া গোচারণ করিতে করিতে ভাণ্ডীরক নামক বটবৃক্ষমূলে গমন করিলেন। যখন বলদেবের পক্ষস্থ শ্রীদামাদি গোপগণ খেলায় জয়ী হইতেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি গোপগণ তাঁহাদিগকে বহন করিতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে এবং প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন করিতেছিল। প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন পূর্ব্বক সত্বর নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে [illegible] নেত্রের অগোচর স্থানে প্রস্থান করিল।

বলদেব প্রলম্বাসুরের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া দেহভার পর্ব্বত প্রমাণ বৃদ্ধি করিলেন। প্রলম্বাসুর বলদেবের মেরুসদৃশ দেহভার বহন করিতে না পারিয়া লুপ্তগতি হইয়া স্বীয় অসুররূপ প্রকাশ করিল। বলদেব প্রলম্বাসুরের অদ্ভুত আকারের আস্ফালনে বিস্মিত হইলেন। অতঃপর দৈত্যবধের জন্যই তাঁহার অবতার এইকথা জানিয়া ইন্দ্র যেরূপ বজ্রের দ্বারা গিরিশৃঙ্গে প্রহার করেন, সেইরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে অপহরণকারী অসুরের মস্তকে দৃঢ় মুষ্টিবজ্রদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। দারুণ মুষ্টি বজ্রাঘাতে অসুরের মস্তক বিদীর্ণ হইল। লুপ্তগতি হইল। পুনঃ পুনঃ রুধির বমন ও মহাশব্দ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রলম্বাসুর ইন্দ্রের বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূপতিত হইল। মহাবলশালী বলদেবের মহাকপট প্রলম্ব ভয় নিবারণে

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

চতুর্দ্দিক্ হইতে 'সাধু,' 'সাধু' ধ্বনি উত্থিত হইল। দেবগণ নন্দন-কুসুম-মাল্য বর্ষণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণের গোষ্ঠেও নানাপ্রকার অসুরের ও আধ্যক্তিার উপদ্রব হইয়াছিল। প্রতি যুগেই বলদেবের লীলায় অসুর নিধন ও ভক্তানন্দ বর্দ্ধনের কথা আমরা শাস্ত্রে শুনিতে পাই। কেহ প্রকাশ্যভাবে রামকৃষ্ণের বিরোধাচরণ করিয়াছে, কেহ প্রলম্বাসুরের মত আনুগত্যের ভাণ দেখাইয়া কাপট্য বিস্তার করিয়া অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিলাসের বিনাশে উদ্যত হইয়াছে, কিন্তু কপটতা কখনও অপ্রাকৃতত্ত্বের ধ্বংস করিতে পারে না। বলদেবাভিন্ন গুরুদেবের প্রতি কপটতা কতক্ষণ বহন করিতে পারে ? ... হইবেই হইবে। কপটতা ... শ্রী পাদপদ্মকে দূরে ফেলাইয়া ... অবস্থায় বিনাশ করিয়া নিজের আধিপত্য বিস্তার করিবে। কিন্তু কপটতার সেই দুরাশা কখনই পূর্ণ হয় না। পরন্তু সিদ্ধান্ত-বাণীর দারুণ মুষ্টিপ্রহারাঘাতে কপটতার শির বিদীর্ণ হইয়া কপটতা রক্তবমনে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, ইহাই ভাগবতীয় স্থির সিদ্ধান্ত। হায় ! আমার মন কপটতা বিস্তার করিয়া আমাকে কতভাবে নাচাইতেছে। বলিতেছে "তুমি বলদেবাভিন্ন গুরুদেবকে বলহীন করিয়া ফেল। তাঁহার সেবার ছলনা করিয়া আনুগত্যের ভাণে তাঁহার অস্তিত্ব ধ্বংস করিলে তোমাকে একবার বলদেবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিব।" আমি আজ দুষ্টমনের প্রলোভনে বলদেব-পাদপদ্মকে শিরে ধারণ করিয়া প্রলম্বাসুরের মত সেবার ছলনা দেখাইতেছি। কিন্তু মন ! সাবধান, তোমার কপটতা অপ্রাকৃত গুরুতত্ত্বের কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না পরন্তু তোমারই স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। সারল্যের প্রতি ঐ বলদেবাভিন্ন গুরুদেবের একদিকে বরাভয় প্রদর্শনে নিত্যানন্দ চেতনতা দান। অন্যদিকে কাপট্যের প্রতি চৈতন্যবাণীর ভীষবজ্রমুষ্টিপ্রহারে রক্তবমনে অচৈতন্য সম্পাদন। হে মন ! এই প্রকাণ্ড সত্যালোকে তোমার নিত্যমঙ্গল অনুসন্ধান কর। পায়ে ধরি বলি, কপটতা পরিহার করিয়া বলদেবাভিন্ন আচার্য্যচরণে শরণাগত হও।

যে সাধব সজ্জনের বিহার দুরাৎ।
আচার্য্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্॥

জীবগতি

জীব বলিলে ভগবানের তটস্থা শক্তিকেই বুঝায়। চিৎ ও অচিৎ উভয় জগতেই জীবের যাইবার যোগ্যতা আছে। সেইজন্যই উহাকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। জীব যখন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে, তখনই ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মায়া তাহাকে এই দুঃখময় সংসারে ভ্রমণ করাইয়া—জন্মমরণ নানারূপী ত্রিতাপে দগ্ধীভূত করিয়া ভগবৎ-সেবোন্মুখ করিবার চেষ্টা করেন। চৌরাশী-লক্ষ যোনি-ভ্রমণ সময়ে জীব নানাবিধ পাঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করিয়া থাকে। এইরূপে জীবের কোন একটি দেহে অবস্থিত-কালের পরিমাণকে পরমায়ু বলে। জীব যখন সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটি দেহ আশ্রয় করে, তখনই লোকে বলে যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে বা পরমায়ু শেষ হইয়াছে। কিন্তু জীব বস্তুতঃপক্ষে কোন কালের অধীন নহে, জীবের বিনাশ হয় না, তাহার দেহেরই বিনাশ হয় জীব নয়। কৃষ্ণদাস তাহার জন্মমৃত্যু বা জরা নাই। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা বশতঃ ... জীব স্থাবর-জঙ্গমাদি বা মনুষ্যাদি নানাবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে বহু পুণ্য ফলে মানবজন্ম লাভ করে। এই মানবজন্ম অতিশয় দুর্লভ—সুদুর্লভ। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

"নরতনু ভজনের মূল", মানব জীবনই হরিভজনের বা পরমমঙ্গললাভের একমাত্র উপায়। এই জীবনেই জীব জানিতে পারে—

"কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়।"

আমি কে ? কোথা হইতে আসিলাম ? কেনই বা এই দারুণ যন্ত্রণাময় সংসারে ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতেছি ? মাতৃগর্ভের দারুণ যন্ত্রণা হইতে কে আমাকে রক্ষা করিলেন ? আবার মরিয়াই বা এজগৎ হইতে কোথায় যাইতে হইবে ? ইত্যাদি মঙ্গলজনক প্রশ্ন উদিত হইয়া জীবকে পরমার্থের পথে, নিত্যমঙ্গলের পথে, ত্রিতাপ-নির্ম্মুক্তির পথে লইয়া যায়। যদি কেহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ফলে এই সব প্রশ্নের মীমাংসা জানিবার জন্য অনুসন্ধিৎসু হন, তবে সাধু শাস্ত্র-গুরুকৃপায় জানিতে পারেন যে, জীব ভগবানের নিত্যদাস—ভগবৎসেবাই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য। ভগবানের সুখানুসন্ধান ব্যতীত তাহার আর অন্য কোন কৃত্য নাই। জীব নিত্য, জীবপ্রভু ভগবান্ নিত্য ও ভগবৎসেবা নিত্য এবং সেই সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। স্ত্রী-স্বামীর সেবা বা তাহার নিজের দেহের সেবা তাহার স্বধর্ম নহে। যাহারা এই নিত্য সেবা বা ধর্ম্মের কথা ভুলিয়া নিজের দেহসেবা বা দেহের নিবৃত্তি-স্বরূপ আত্মীয়-স্বজনের সেবাতেই ব্যস্ত রহিলেন, তাহাদের পুনরায় সংসার-যাতনা ভোগ করিতেই হইবে, তাহাদিগকে পুনরায় চৌরাশীলক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে যাতায়াত করিতেই হইবে। তবে—

সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য়॥

সাধু, শাস্ত্র ও গুরুপাদপদ্মই এই ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র সেতু। তাঁহাদের কৃপাতেই জীব স্ব-স্বরূপ, পর স্বরূপ, উপায়-স্বরূপ ও বিরোধী-স্বরূপ জ্ঞানলাভ করে। স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইলেই বিরূপ বা কুরূপ আপনা হইতেই সরিয়া যাইবে। মায়া তাহাকে ছাড়িয়া যাইবে। যখন জীবের এই স্বরূপজ্ঞান লাভ হয়, তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদন করিতে থাকেন—

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশা
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং
নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥"

আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে যাবে ও পদ বরণে॥

হে ভগবন্, আমি কামাদির কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিলাম, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না, আমার লজ্জা বা উপশান্তি হইল না। হে যদুপতে, আমি সম্প্রতি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার চরণে শরণাগত হইয়াছি, এখন তুমি আমাকে তোমার দাস্যে নিযুক্ত কর।

এইরূপে জীব যখন ভগবৎপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করে, তখনই ভগবানের কৃপায় ভগবৎপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হয়। গুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তখন আর বেশদিন বাঁচিয়া থাকিবার বা অতিরিক্ত ধরিয়া রাখিবার প্রয়াসী হন না। কারণ, তিনি জানেন সকলই ভগবানের ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তাঁহার উচ্ছ্বাস যতদিন দেহ থাকে, ততদিন তাঁহার সেবা করিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য। যাহার জিহ্বা একবারও ভগবানের নামগুণ কীর্ত্তন করে না, যাহার দাম্ভিকতা-পূর্ব্বক একবারও ভগবানের শ্রীচরণে ন... না, যাহার ... একবারও শ্রীগুরুপাদপদ্ম স্মরণ করে না, গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লয় না তাহাকে মৃত্যুর পর যমালয়ে যাইতেই হইবে।

একমাত্র গুরুপাদাশ্রিত ভগবদ্ভক্তই কালভয়, ... নহে। যদি সরল অন্তঃকরণে ভগবচ্চরণে প্রপন্ন হইয়া ভক্তিদেবীর আশ্রয় কেহ লন, তাহা হইলে তাঁহার কিছু কিছু অপরাধ ও পাপ থাকিলেও যমদণ্ড্য নহেন, যেহেতু তিনি প্রপন্ন।

অতএব যদি কাহারও ভগবানের কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনে স্পৃহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিষয়ের ভয় হইতে চিরকালের জন্য মুক্ত হইয়া নিত্যশান্তি লাভ করিতে পারেন। অন্য কোন প্রকারেই আর নিস্তার নাই।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শ্রীশ্রীনৃসিংহজয়ন্তী

(শ্রীকেশবচন্দ্র দাসাধিকারী)

বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয়বিজয় নামেতে।
সনকাদি শাপে তারা আসিল জগতে॥
হিরণ্যকশিপু আর হিরণ্যাক্ষ নামে।
জনম লভিলা দোঁহে এই মর্ত্ত্যধামে॥
বরাহ রূপেতে বিষ্ণু হিরণ্যাক্ষ বধে।
ভ্রাতৃশোকে হিরণ্যকশিপু মরে ক্রোধে॥
হরিবিদ্বেষোৎপাদনে দানবে কহিল।
বিষ্ণুবধ কর বলি সবে আদেশিল॥
মন্দর পর্ব্বতে ঘোর তপ আরম্ভিল।
অবশেষে ব্রহ্মা আসি বরদান কৈল॥
ব্রহ্মবরে হিরণ্যকশিপু দৈত্য রাজা।
দেবলোক-নরলোক হ'ল তা'র প্রজা॥
...
বিষ্ণুনামে হ'ল সদা ক্রোধপরবশ॥
... কঠোর পাপে হ'ল ... রত।
সেকালে প্রহ্লাদ তার পুত্র আসিল ...॥
পুত্রমুখ দেখি রাজা হ'ল আনন্দিত।
বন্দপুরে দেবগণ হ'ল হরষিত॥
বয়োবৃদ্ধি দেখি রাজা পুত্রে পাঠাইল।
ষণ্ডামর্ক স্থানে পাঠাইবারে আসি দিল॥

(অবশিষ্ট অংশ পরবর্ত্তী সংখ্যায় দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর-গোপীনাথ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ভক্তিশাস্ত্রাদি-শিক্ষার প্রকাশিকালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ-বৈষ্ণব-সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও নানাবিধ পারমার্থিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সভা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীনারায়ণী ও ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লী বিজ্ঞাপনী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ তালপাড়ি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাঁদকপ গরান্‌

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিশা পোঃ পরারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগাড় বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিষার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিয়াপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মানা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গন্ধীগঞ্জ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ বিসবার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একচক্রগ্রাম-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোপীবিহারী মঠ—শেরপাটী,

পোঃ কোহেড়া, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)।

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং গুপ্তান রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

খোতাচীওয়াড চান্দ রোড, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মঙ্গলকোট-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রাজমহেন্দ্রী, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহাদি-সেবা

(৫১) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ঠাণ্ডী, আবর্তন গোবিন্দজী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাগোবিন্দজীউ সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ

আঠারনালা, পোঃ এমার মঠ, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটক পর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আলালনাথ, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

সাবদেশ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) গৌড়ীয় মঠ পীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডপ

পোঃ বরাহনগর, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আম্রাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আম্রাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)।

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

হুসেনপুর, পোঃ চৈতপুর, (মালদহ)।

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৬০১ নং পঞ্চাশ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৩১, আর্ডন রোড
অ্যাক্টন, লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ভিক্টোরিয়া রোড, দেরাদুন (ইউ পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ(ঃ)ঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের ।০	৶০	।৵০		
" " ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪॰		৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৫০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———ঃঃ(০)ঃঃ———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টি-বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নদীয়া-প্রকাশ" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দসূচী, গ্রন্থ-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে অ্যান্টিকাটোর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, বাংলা, পোঃ রমনা, ঢাকা।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের পদ্মপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [পদ্যাবলী] শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——ঃ০ঃ——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——ঃঃ০ঃঃ——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব মনোহর—গঙ্গার সন্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ খোলা। স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও প্রভৃতির প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নবকিশোর ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও ভাগ্যবান্ সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথামৃতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং অপূর্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্ভুত গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমাংশ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসী সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিত্তের পীড়া সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১২-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৪	১৫-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১১
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১৭			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৫৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১	
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১						
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৬-৫৬	১৯-২৫		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৩০			
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৭-৪০	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪৬ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-২০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর— ২৭শে বৈশাখ, ১৩৪৬ '১১ই মে, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার । ৬১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:o:—

মান্দালয়ের ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত কমিটি নিয়োগ

মান্দালয়ে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০ হাজার লোকের এক জনতাকে বলপূর্ব্বক ছত্রভঙ্গ করার একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে। অতিরিক্ত গেজেটে উক্ত কমিটির সভ্যগণের নাম প্রকাশিত হইয়াছে। সভ্যদিগের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

চেয়ারম্যান—জেলা জজ মিঃ ডব্লিউ এ হাইট, প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য উ টুন অং, এডভোকেট উ সিন টুন অং এবং সেক্রেটারী উ-ইবা সাইন।

চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী উভয়েই আই-সি-এস। কমিটি ক্যাম্বো শাকাধো তদন্ত করিবেন। সেক্রেটারী টে যে ঘটনা ঘটিয়াছে তৎসম্পর্কে নিয়োজিত তদন্ত কমিটি তাহাদের কার্য্য শেষ করিলে উক্ত কমিটি তাহাদের কার্য্য আরম্ভ করিবেন।

ব্রহ্মের গবর্ণমেন্ট যেখানে অভিমুখে ঘোষণা করিবেন।

কাশী রাজ্যের জন্য রিজেন্সী কাউন্সিল

গোয়ালিয়রের রেসিডেন্ট এবং রামপুর ও কাশী রাজ্যের পলিটিক্যাল এজেন্ট মিঃ ... টি হিসাবে কাশী রাজ্যের মহারাজার নাবালক অবস্থায় উক্ত রাজ্যের শাসন পরিচালনার জন্য রিজেন্ট কাউন্সিল গঠন সম্পর্কে নিয়োগ ইস্তাহার প্রচার করিয়া-মিঃ পি আর পেটারকে সভাপতি করিয়া রিজেন্ট কাউন্সিল গঠন বড়লাট বাহাদুর অনুমোদন করিয়াছেন। ১লা মে হইতে চীফ সেক্রেটারী এবং প্রধান বিচারপতিও রিজেন্ট কাউন্সিলের সদস্য হইয়াছেন।

সদস্য সংস্কার কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর রিজেন্ট কাউন্সিলের চূড়ান্ত গঠন জানাইয়া দেওয়া হইবে। মহারাজার নাবালক অবস্থায় রিজেন্ট সভা ইহার সম্পত্তির দেখা শুনা করিবেন।

সমাজতন্ত্রী নেতার কারাদণ্ড

বামপন্থী দলের অন্তর্ভুক্ত বোম্বাইয়ের সমাজতন্ত্রী নেতা ভাবে সেথ গত ১৯৩৬ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতায় এক রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহার চারি মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। উক্ত কারাদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করিলে, হাইকোর্ট আপিল অগ্রাহ্য করেন। গত শনিবার উক্ত ভাবে সেথ অস্থায়ী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে কে বিশ্বাসের নিকট আত্মসমর্পণ করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে জেলে প্রেরণ করেন।

জোড়হাট কলেজের নাম পরিবর্ত্তন

জোড়হাট কলেজের সেক্রেটারী সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন যে, আগামী জুলাই মাস হইতে ডিগ্রী ক্লাস খোলা হইবে এবং কলেজের নাম বদলাইয়া জগন্নাথ বড়ুয়া কলেজ রাখা হইবে।

উত্তর আসামে এই কলেজটিই একমাত্র আর্ট কলেজ। অনারারী প্রিন্সিপাল মিঃ কে কে হান্দিকের পরিচালনায় কলেজটি ক্রমেই উন্নত হইতেছে। সম্প্রতি দক্ষিণপথ সত্রের অধ্যক্ষ কলেজটিকে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার জন্য ১০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কালীমূর্ত্তি ভঙ্গের বাতিক

গত ৩০শে এপ্রিল, রবিবার রাত্রে কে বা কাহারা বলদহাটা হাটখোলায় বারোয়ারী কালীমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এক মাসের মধ্যে পাশাপাশি তিনটি গ্রামের বারোয়ারী কালীমূর্ত্তি ভগ্ন হইয়াছে। এ যাবৎ সিরাজগঞ্জ মহকুমায় ১৩টি কালীমূর্ত্তি ভগ্ন হইল। পুলিশ এই মূর্ত্তিভঙ্গকারী দুর্বৃত্তগণের কোনই সন্ধান করিতে পারিতেছে না।

টাটা কোম্পানীর শ্রমিক সমস্যা

প্রকাশ, জামসেদপুরের টাটা কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের বিরোধ মীমাংসার ভার বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে লইয়া গঠিত সালিশ বোর্ডের উপর দেওয়ার যে কথা ছিল, তাহা এখনও কার্য্যকরী হয় নাই। কারণ, জানা যায় কর্তৃপক্ষ বোর্ডের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করাইয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়ন এই কারণে এখনও তাহাদের সম্মতি দেয় নাই যে, বিরোধের সমগ্র বিষয় মীমাংসার ভার বোর্ডের হাতে দেওয়া হয় নাই; কেবলমাত্র বিষয়টির আংশিক মীমাংসার ভার দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মানির সৈন্য সমাবেশ

জার্ম্মানীতে সৈন্য চলাচল সম্বন্ধে এখানে সর্ব্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, পোল্যাণ্ড সীমান্তের সন্নিকটে বিমানপোত এবং অন্যান্য সমরসম্ভার সমাবেশ করা হইয়াছে; বলা হইয়াছে যে, কিছু কিছু সামরিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে সত্য; তবে এইরূপভাবে সৈন্যসমাবেশ করা হয় নাই, যাহা দ্বারা পোল্যাণ্ডকে শীঘ্রই আক্রমণ করা হইবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

শ্লোভাকিয়ার সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। কারণ শ্লোভাকিয়া পোল্যাণ্ডের শিল্পকেন্দ্রের খুব নিকটে অবস্থিত। শ্লোভাকিয়াকে হাঙ্গেরী ও জার্ম্মাণীর মধ্যে ভাগ করিয়া লওয়া সম্বন্ধে হের ফন রিবেনট্রপ ও কাউণ্ট সিয়ানোর মধ্যে আলোচনা হইবে বলিয়া গুজব শোনা যাইতেছে।

সিউইয়াং সহর জাপানীদের হস্তগত

জাপানী সামরিক বিভাগের সংবাদে প্রকাশ, উত্তর হোনানে সিউইয়াং সহর জাপানীদের করতলগত হইয়াছে। এ প্রদেশের প্রধান দিক হইতে চীনাদের ৪০নং বাহিনীটির ঘাঁটি ঐ স্থানে ছিল। প্রায় দশ হাজার চীনা সৈন্যের বিরুদ্ধে পাঁচদিন সংগ্রামের পর সহরটি হস্তগত হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় —মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-বিদ্যাবিনোদ, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের কৃপাবলে সম্প্রতি, [illegible] ও বিষয়সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি ত্যক্তাশ্রমী বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে [illegible] ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল [illegible] গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷৹ চারি আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
৩ শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। মাধ্যন্দিন বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড ৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণব ৯৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৯৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে বিবর্ত্ত তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। [illegible]
১৮। [illegible] ।৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵৹
২১। গৌড়ীয়-গীতিকা ৷৵৹
২২। ভজন রহস্য ।৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেবের টীকা সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (বাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মানব ভাষা ।৹
২৭। [illegible] ২৲
২৮। [illegible] ।৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। [illegible] ৵৹
৩১। সাধন পথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵৹
৩৫। গীতমালা ৷৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵৹
৩৭। [illegible] ৵৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
৩৯। [illegible] ।৹
৪০। শরণাগতি /৹
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। [illegible]
৪৪। [illegible] /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। [illegible] ।৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সাধ্যায়) ।৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।৹
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৫৬। [illegible] ৶৹
৫৭। উপদেশামৃত ।৹
৫৮। [illegible] ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ
৬৩। সটীক [illegible]
৬৪। [illegible]
৬৫। [illegible]
৬৬। গৌড়ীয়মত[illegible]
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। [illegible]
৭০। [illegible]
৭১। [illegible]
৭২। [illegible] ৷৵৹
৭৩। [illegible]
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible]
৭৬। [illegible]
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।৹
৮১। সাধন-পথ ।৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵৹
৮৩। গীতাবলী /৹
৮৪। শরণাগতি /৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৭ ত্রিবিক্রম ৪৪৩ গৌরাব্দ, ২৭শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ১২ই মে ইং ১৯২৯, কৃষ্ণপ্রতিপদ | ৬১শ সংখ্যা

৭ ত্রিবিক্রম আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ॥

দুই একটি কথা

যিনি কৃষ্ণের ভজন করেন, তিনি মায়াবদ্ধ জীবের ন্যায় কালক্ষোভধর্ম জন্ম-মৃত্যুর অধীন নহেন। বস্তুতঃ ভগবদ্ভক্ত কালপ্রভাবে কখনই বিনষ্ট হন না; ভক্তি দ্বারা জীবন লাভ করিয়া তিনি সর্বক্ষণই হরিসেবা করেন। কালের জন্ম-মৃত্যু জনক প্রবল চক্র তাঁহার ভক্তিপ্রভাব দেখিয়া ভীত হন। ভীষণ কালচক্র কৃষ্ণবিমুখ বা বিস্মৃত মায়াবদ্ধ জীবকে নানাযোনি ভ্রমণ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করাইয়া পরিশেষে সংহার করেন; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত নিত্য চিন্ময় আত্মবিৎ বলিয়া তাদৃশ ভয়ঙ্কর কালচক্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না, পক্ষান্তরে দাসের ন্যায় উঁহার অনুসরণ করে।

ইহজগতে কৃষ্ণবিমুখ জীব জন্মাদিত্রিবিধক্লেশাবেষ্টিত হইয়া মাতৃগর্ভে বাসকালে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। ভক্ত কিন্তু গর্ভবাসকালেও সেই সকল ক্লেশাদি বোধ করেন না, পরন্তু ক্রমবর্ধিষ্ণু বিবিধ তাপ প্রপঞ্চে আগমন করিবার পূর্বে। তিনি গর্ভবাস-ক্লেশাদিতে উদাসীন থাকিয়া তৎকালেও ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবদ্ভক্ত কোন অবস্থাতেই জন্ম-মরণে কোন প্রকার দুঃখাদি অনুভব করেন না।

কৃষ্ণ হইতেই চেতন জীবজগৎ ও অচেতন জড়জগৎ উদ্ভূত হয় বলিয়া কৃষ্ণই সকলের একমাত্র জনক। কৃতজ্ঞ পুত্রের পিতা-মাতার প্রতি সেবাই একমাত্র ধর্ম বা কর্তব্য, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবের বিশেষতঃ মানবের কৃষ্ণপাদপদ্মকেই সর্বকারণ-কারণ জানিয়া তাঁহাকেই নিত্যকাল আনুগত্যের সহিত ভজন কর্তব্য। যে সকল জীব আত্মস্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া ... পূর্ণনারায়ণ কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিরহিত হয়, সেই সকল অকৃতজ্ঞ পুত্রস্থানীয় জীব নানা প্রকার সংসার-ক্লেশ লাভ করে। ভগবদ্বিমুখ, কর্মোন্মাদনকারী অপরাধী পুত্র স্থানীয় জীবগণের দণ্ডস্বরূপ সংসারের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিতাপের ব্যবস্থা আছে।

ভক্ত বা বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে যে মুহূর্তে আমরা হরিকথা হইতে বিরত থাকিব, সেই মুহূর্তেই মায়ার কোন না কোন প্রকার ছলনা আসিয়া আমাদের পতন ঘটাইবেই ঘটাইবে। ... শ্রবণ-কীর্তনের অভাবে নিজের অমঙ্গল ধরিতে পারে না এবং নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তির পথেই অধিকতর চলিতে চলিতে আত্মহত্যা করিয়া ফেলে। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনকারী কখনও কখনও সামান্য অমঙ্গল ঘটিলেও হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন-প্রভাবেই পুনরায় হরিকথায় মনোযোগী হন এবং নিজেন্দ্রিয়তর্পণ চেষ্টা ছাড়িয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের পথে চলিবার বল ... পাইতে পারেন। হরিকথাই সাধুর বলদেবতা-রূপে তাঁহাকে বল দান করে। অনেক সময় শারীরিক বল মানসিক বলের নিকট দুর্বল হইয়া পড়ে; যেমন কাম-ক্রোধ-লোভাদি রিপুতাড়িত মনের উত্তেজনায় নিকট অনেক শারীরিক শক্তিশালী পুরুষও হীনবীর্য হইতে দেখা যায়। যে বলবান পুরুষ হস্তীর বল পর্যন্তও তুচ্ছ করিতে পারে, মনের দুর্বলতায় দুর্বল হইয়া সে ব্যক্তিও হীনবীর্য হইয়া পড়ে। কিন্তু হরিকথা শ্রী বলদেব হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিলে শারীরিক নিতান্ত দুর্বল ব্যক্তিও সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় প্রলোভনের দুর্দমনীয় বলাৎকার চেষ্টা অনায়াসে ও অজ্ঞাতসারে প্রতিরোধ করিতে পারে। ... হরিকথা সংসার-পথে একমাত্র আলোক-স্তম্ভ। হরিকথা-বিহীন ধ্যানী ও মৌনীর জীবন আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনার নিকেতন স্বরূপ। হরিকথা সাক্ষাৎ হরি, আর হরিকথাহীন কার্য আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিকর কর্মমাত্র; সেরূপ কর্মবীরত্ব যে কোন প্রাণিজাতি বা পশুপক্ষীগণেও অধিক পরিমাণে দেখা যায়। হরিকথা ছাড়িয়া যাহারা 'কার্য'কে বহুমান করে, তাহারা প্রকৃত-প্রস্তাবে ভগবানের সেবার প্রতি দ্রোহাচরণকারী। তিনি যত কর্মবীরত্ব প্রদর্শন করুন না কেন, সেগুলি নশ্বর ও পরিণামে অমঙ্গল প্রসবকারী হইবে। কোন কর্মই সম্পূর্ণ ও নির্দোষ নহে, অধিক কি, ভগবানের উদ্দেশে যে অর্চনাদি ক্রিয়া বিহিত হয়, তাহাও সম্পূর্ণ নিশ্ছিদ্র হইতে পারে না; কিন্তু প্রকৃত সাধুমুখ-বিগলিত হরিকথা সকল অসম্পূর্ণতা ও ছিদ্রভাবে অপসারিত করিয়া আমাদিগকে নিশ্ছিদ্র ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ করিয়া থাকে। হরির সহিত সাক্ষাৎ সংযোগের পূর্বেই হরিকথা অন্যান্য উপায় দ্বারা সাক্ষাৎ সংযোগ হয় না অনেক আয়াসে কতকটা পরোক্ষ সংযোগ হয়।

প্রকৃত সাধুর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিলে আমরা আমাদের প্রত্যেক কার্যের পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি। আমাদের ... ভক্তি হরির প্রীতির পক্ষে অনুকূল নহে, তাহা যেরূপ নিষ্কিঞ্চন সাধুমুখ-বিগলিত কথা-কষ্টিপাথরে ধরা পড়ে, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। হরিকথা আমাদের প্রয়োজনের ...

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

'কৃষ্ণ-উপদেশ' বলিতে আত্মমঙ্গল আত্মসংশোধনের উপদেশ—যাহা অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলায় প্রবেশের অধিকার দান করে, তাহাই কৃষ্ণোপদেশ। সেই কৃষ্ণোপ...

কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য বিষয়-তরঙ্গ হইতে নিষ্কৃতি ও তৎসঙ্গে সঙ্গে গৌরবাণীর সম্প্রাপ্তি। গুরুপাদপদ্মবাণীর অনুকীর্ত্তন—আত্মসংশোধন ও আত্মশাসনের জন্য। ঘরে একাকী বসিয়া মনে মনে কীর্ত্তন করিলে লোকে আমাকে কেবল গুরু-প্রতিষ্ঠা দিয়া আমার অমঙ্গল সাধন করিতে পারে; কিন্তু সর্ব্বসাধারণে উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিলে আমিও তাঁহাদের আক্রমণের পাত্র হইয়া বা আক্রমণের পাত্র হইতে পারি ভাবিয়া পূর্ব্বেই সতর্ক বা ভবিষ্যতে সংশোধিত হইবার বিশেষ সুযোগ পাই। এইজন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম ঘর বন্ধ করিয়া একাকী কীর্ত্তন করিবার উপদেশ না দিয়া নির্ভীকভাবে, উচ্চকণ্ঠে মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক কাগজ ছাপাইয়া দেশে-দেশে, নগরে-নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে-পল্লীতে, গৃহে-গৃহে, প্রত্যেক জীবদ্বারে, সর্ব্বসাধারণে কীর্ত্তন করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

যে কোন ব্যক্তিতে 'আচার্য্য'-বুদ্ধি বা আচার্য্যে বিষয়-জাতীয় বুদ্ধি, কিম্বা মালা-তিলক দেখিলেই বৈষ্ণববুদ্ধি অথবা সকল বৈষ্ণবকেই সমবুদ্ধি মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত নহে—উহা প্রাকৃতসহজিয়া ও মায়াবাদিগণের সিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাপ্রভু কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমভেদে ত্রিবিধ বৈষ্ণবের কথা বলিয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

যে কেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে॥

কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই যে রাগানুগভজনের অধিকারী হইবে, এরূপ কথা যায় না। প্রাকৃত সহজিয়াগণের ধারণা—বিষয়-রাগই কৃষ্ণানুরাগ। সুতরাং রাগ-ভজনের দোহাই দিয়া বিশৃঙ্খলতাকে রাগমার্গ বলিয়া প্রচার করা তাহাদের স্বভাব। যেহেতু তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি হউক বা না হউক, শিশ্নোদর- পরায়ণ প্রাকৃতসহজিয়াগণের ইন্দ্রিয়তর্পণে কোন বিঘ্ন উৎপাদন করে না, এইজন্য তাহারা রাগানুগমার্গের অধিক পক্ষপাতী। [illegible]

শ্রীপাদ সাগর মহারাজের বক্তৃতা

[স্থান—সারস্বত-শ্রবণ-সদন। বিষয়—শ্রীরূপশিক্ষা। কাল—২৬শে এপ্রিল, রাত্রি ৮ ঘটিকা]

সমবেত বৈষ্ণববৃন্দ, সজ্জনমণ্ডলি ও মাতৃমণ্ডলি, আজ আমাদের শ্রীরূপশিক্ষা আলোচনার বিষয়। আমি অতি ক্ষুদ্র নগণ্য জীব। শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্ম বুঝিতে না পারিলে তাঁর শিক্ষা বুঝা যায় না। শ্রীগৌরসুন্দর প্রয়াগে শ্রীরূপকে শক্তিসঞ্চার করিয়া যে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাই শ্রীরূপশিক্ষা। এই শিক্ষা জানিবার একটী কৌশল আছে। তাহা গুরুপাদপদ্মের আশ্রয়-দাস্য। নিজেকে যেদিন রূপানুগজনের পাদপদ্মধূলা বলিয়া অভিমান করিতে পারিব সেদিন তাঁহার শিক্ষা বুঝিতে পারিব। শ্রীরূপ প্রভু গুরুপাদপদ্ম, শ্রীরূপশিক্ষা — গুরুশিক্ষা। দামোদর-স্বরূপের

আত্মসুখদুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ লাগি' আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥
নিজপ্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয়
মহাক্রোধে॥

শুদ্ধভক্তগণ অকৈতব শুদ্ধভক্তির প্রচারক। তাঁহাদের মধ্যে কপটতা নাই। তাঁহারা মুখে ও আচরণে এক। তাঁহারা নিরপেক্ষ সত্যের প্রচারক; তাঁহাদের মধ্যে 'যাত্রার দলের নারদ সাজার' অর্থাৎ লোক-দেখান এক প্রকার এবং কাজের বেলা অন্য প্রকার—এরূপ বৃত্তি নাই। এজন্য তাঁহারা কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী বা যোগী-সম্প্রদায়ের যে কোন পূর্ব্বপক্ষকে উপযুক্ত যুক্তিদ্বারা খণ্ডন করিয়া দিতে পারেন। ভক্তগণ চিরকালই বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবায় উৎসাহবিশিষ্ট। কিন্তু যেখানে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ না হইয়া ভক্তির ছলনায় জোগীর ইন্দ্রিয়তর্পণ হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানে শুদ্ধভক্তগণ ভোগী কর্ম্মীর খেয়ালী কথায় পড়িয়া নব উৎসাহবিশিষ্ট অর্থাৎ তাড়াতাড়ি সাময়িক ভাব কর্ম্মী, ভোগীর খোসামোদী করেন না। ভক্তগণ [illegible] ও বৈষ্ণবের প্রীতিলাভ, বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সেবাতেই তাঁহাদের নবনবায়মান উৎসাহ।

অভিন্ন শ্রীরূপ আমাদের শ্রীগুরুদেব। শ্রীজীব-রঘুনাথাদি সকলে স্বরূপ-রূপানুগ। জগতের যেদিন সৌভাগ্য হইবে, সেইদিন এই শ্রীরূপশিক্ষা বুঝিতে পারিবে। তাঁহার শিক্ষা বুঝিতে গেলে রূপানুগত্য করিতে হইবে। শ্রীরূপশিক্ষাই—কৃষ্ণানুশীলন, শ্রীরূপশিক্ষা—কেবলা ভক্তি। নিরুপাধিক হইলে শ্রীরূপশিক্ষা বুঝিতে পারিব। শ্রীরূপ প্রভু বলিয়াছেন,—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥
(ভঃ রঃ সিঃ)

রূপানুগৈকেরা ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্ল্লভ হয়। রূপানুগজনের পাদপদ্মের একটু ধূলিকণা পাইলে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার লাভ করে। জগতের লোক কেবল জড়-বিদ্যার জন্য লালায়িত। তাহারা যে সব Research Institute করছে তাহাতে কৃষ্ণানুশীলন নাই। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ যে Research Institute ক'রেছেন, তাহার নাম অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনাগার। এই অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনই শ্রীরূপশিক্ষা। শ্রীরূপের যে অপ্রাকৃত সাহিত্য, তাহা এই জগতের কোন লোকের বুঝিবার সাধ্য নাই।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

জ্ঞানী ও কর্ম্মী না হইয়া অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইলে তাহা বুঝা যাইবে।

কর্ম্মী দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট বা দেহারামী। সেইজন্য কর্ম্মীকে ভোগী আখ্যা দেওয়া হয়। এরূপ জড়াভিলাষী ভোগী ব্যক্তি কখনও শ্রীরূপশিক্ষা বুঝিতে পারে না। যেখানে ইন্দ্রিয়তর্পণ, সেখানে কৃষ্ণানুশীলন হয় না। শ্রীরূপকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবকে এক মহান্ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অবশ্য কোন কিছুই জানা বাকী নাই।

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড সকলই বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কর্ম্মী বা জ্ঞানীরও যোনিভ্রমণ হইতে নিস্তার নাই।

কৃষ্ণ হইতে যে গুরুপরম্পরা চলিয়া আসিয়াছে তাহাতে জড়ের কোন সম্বন্ধ নাই। যাঁহারা সত্যসত্য গুরুকৃপা পাইয়াছেন, তাঁহারা এই গুরুপরম্পরার কথা বুঝিতে পারেন। আর যাহারা আধ্যক্ষিক হইয়া গুরুপাদপদ্মে জড়ত্বের আরোপ করে, তাহারা নিজের অসুবিধা নিজেই আনয়ন করে।

শ্রীরূপ একা নন। তাঁহার গণ আছে, আশ্রয়বিগ্রহ কখন একা থাকেন না। তিনি মূলশক্তি। ভক্তির প্রথমেই শ্রদ্ধা। বর্ত্তমানে আমাদের হরিভজন হইতেছে না, তাহার একমাত্র কারণ—আশ্রয়বিগ্রহে বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমাদের শ্রদ্ধা বা দৃঢ় বিশ্বাস নাই। মূলে গলদ হওয়ায় এই অবস্থা হইয়াছে। শ্রীরূপের কৃপা পাইলে মহাপ্রভুর ও রাধাগোবিন্দের কৃপা পাওয়া যায়। শ্রীরূপানুগজনকে ধরিতে পারা বড় কঠিন। তাঁহাদের দয়া না পাইলে ভক্তিলাভ অসম্ভব। উদ্ধবাদি ভক্তগণ যে ভক্তি প্রার্থনা করেন, তাহাই শ্রীরূপশিক্ষা।

রায় রামানন্দ মহাবৈরাগ্যবান্ ছিলেন। বৈরাগ্যবান্ অর্থ—চিদ্বিলাসী। অনভিজ্ঞ-দৃষ্টিতে বা আধ্যক্ষিকের দৃষ্টিতে তাঁহাকে ভোগীর মত দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্যে ত্যাগ বা ভোগের লেশমাত্র নাই। সুনীতি ও দুর্নীতিপরায়ণ উভয়েই শ্রীরূপের কথা বুঝিতে পারে না। ভক্তি স্বসুখদা। ভক্তি বলিলে আশ্রয় ও বিষয় আছে। যেখানে বিশ্রম্ভসেবা, সেখানেই কৃষ্ণানুশীলন। এজগতে যেমন পতিব্রতা সতী নারী সর্ব্বপ্রকারে স্বামীকে বশ করিতে পারেন, তেমনি ভগবান্ ভক্তের বশীভূত। এখানকার সৌশব বেশী হইলে মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

প্রত্যেক জীবের একমাত্র ধর্ম্ম আশ্রয়ের সুখবিধান। তাহাতেই বিষয়ের সুখ হয়। নিখিল জীবের একমাত্র গুরু শ্রীরূপ প্রভু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অভিন্ন শ্রীরূপপ্রভু। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শিক্ষাই শ্রীরূপ-শিক্ষা। তাঁহার শিক্ষা সকলে বুঝিতে পারিবে না বলিয়া তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ আসিয়া বিশদভাবে বুঝাইলেন, আবার শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও লীলা আরও বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আগমন। সুতরাং শ্রীরূপশিক্ষা বুঝিতে হইলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের একান্ত অনুগত হইয়া অনুশীলন করিতে হইবে। ইহা শুধু মুখের কথা নয়, সত্য সত্য কাজে করিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণনাম রসনে স্ফুরি'
পূরাল আমার আশ।
শ্রীরূপপদে যাচয়ে ইহা
ভকতিবিনোদ-দাস॥

—ইহার নামই ভজন।

কেহ যদি বলে "আমি শ্রীরূপ" তাহা হইলে মায়াবাদ হইয়া যায়। মায়াবাদী বিচার করেন, 'আমি গুরু হইতে পারিলাম না'। শ্রীগুরুপাদপদ্মও স্বয়ং নিজেকে

আদর্শন করেন। তাঁহার দর্শন সর্ব্বত্র আদর্শন। তিনি সকলকেই তাঁহার গুরু-পাদপদ্মের বৈভব বলিয়া মনে করেন। এই কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। গুরুকে কখনও শিষ্য শাসন করিবে না অর্থাৎ উপদেশ দিবে না। এইজন্য আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—গুরুর উপদেশ লইতে হইবে। আমাদের যখন কপাল খারাপ হয়, তখন গুরুকে উপদেশ দিতে যাই।

শ্রীরূপের আর একটী শিক্ষা আছে। তাহা এই—আমরা কখনও গুরুর সহিত সমকক্ষ হইব না, কখনও তাঁহার সহিত সখ্য করিব না। তাঁহার দাস্যই নিত্যকাল চাই। শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে
পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম-জন্মনি॥"

শ্রীরূপের ধূলির আবার তত্ত্ব অধিকার আছে। তাহা শ্রীরূপের দাস্যাভিমান। তাহা অতি বড় কথা।

জীবকে শ্রীরূপানুগদের—শ্রীরূপের পাদপদ্মে আনিতে পারিলে বড় কাজ হয়। শ্রীরূপের পাদপদ্মে বা শ্রীরূপানুগজনের পাদপদ্ম সর্ব্বক্ষণ ধরিয়া থাকিলে রক্ষা, নতুবা রক্ষা নাই।

শ্রীরূপানুগজনের ও শ্রীল আচার্য্যদেবের —শ্রীগুরুপাদপদ্মের এমনি দয়া যে, তাঁহারা সহজে ছাড়িতে চান না। শিষ্য-গ্রামের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ধরিয়া চৈতন্যশিক্ষা করিতে হইবে। চৈতন্যশিক্ষার অনুশীলনের মধ্যে অন্যাভিলাষিতা আসিলে শ্রীরূপশিক্ষা হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। অনেক সময় আমরা নিজেদের চশমা দিয়া গুরুপাদপদ্মকে দেখিতে যাই, নিজেদের যে সমস্ত দোষ তাহা গুরু-পাদপদ্মে আরোপ করিয়া থাকি। এ প্রকারের শিষ্য কখনও তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারে না। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের এমনি মহিমা যে, তাঁহার পদনখের একটী রেণু পাইলে জীব ধন্য হইয়া ব্রহ্মানন্দকে তুচ্ছজ্ঞান করে। ভাবিয়া দেখুন, তাহা কত বড় বস্তু। তাঁহার সেবা নিত্য নবনবায়মান। তাঁহার কথায় নিজে শিক্ষিত হইয়া জগৎকে শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাই চৈতন্যশিক্ষা। শিক্ষক একমাত্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম; শ্রীরূপপ্রভু আমাদের জন্য কত কষ্ট ক'রেছেন, আবার এ দিকে অভিন্ন শ্রীরূপ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর উদ্ধার ক'রেছেন। আবার সেই শ্রীরূপাভিন্নবিগ্রহ শ্রীশ্রীআচার্য্যদেব বর্ত্তমানে যাহাতে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হয় তাহার জন্য কত কষ্টই স্বীকার করিতেছেন। আমাদের উদ্ধারের জন্যই তাঁহার আগমন।

ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্টই শ্রীগৌর-সুন্দরের মনোহভীষ্ট। আমরা তাঁহাদের মনোহভীষ্ট-পরিপূরণ করিতে পারি না। নিত্যানন্দপ্রভুই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট পরিপূরণ করিতে পারেন। শ্রীবার্ষভানবী শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন। তিনি তাঁহার মনোহভীষ্ট পূর্ণ করিতে সমর্থ।

"নিত্যানন্দ পূর্ণ ক'রে চৈতন্যের কাম" আমরা কেবল তাঁহাদের আনুগত্য ক'রে জন্মজন্মান্তরে কখনও তাঁহাদের অনুকূল কিছু সেবা করতে পারি—এই আশাই পোষণ করা দরকার। আমরা অনেকে তাঁহার মনোহভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারি বলিয়া অভিমান করি। সেইজন্য আমরা সকলেই নিত্যানন্দ প্রভু সাজিতে যাই। তাহাতে আমাদেরই ঠকা।

"গুরুদেব!
কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।"

ইহা কেবল মুখে গাহিলে চলিবে না প্রাণে প্রাণে, অন্তরে অন্তরে গাহিয়া অনুভব করিতে হইবে। যিনি লিখিয়াছেন, তিনিই এই গানটী গাহিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার আনুগত্য—শ্রীগুরুপাদপদ্মানুগত্য—শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মানুগত্য করিয়া গাহিতে হইবে। তবেই স্বরূপ ফিরিয়া পাইব। তখন শ্রীরূপপ্রভু আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। তিনি কুরূপ দর্শন করেন না।

স্বরূপের ধর্ম্ম কেবল আনুগত্য—সেবা। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ প্রদর্শনী আকারে শ্রীরূপশিক্ষা দেখাইয়াছেন। তাঁহার কত করুণা! তাঁহার দয়ার তুলনা নাই। একদিনে শ্রীরূপশিক্ষা আলোচনা করা যায় না। নিত্যকাল আলোচনা করিতে হইবে। এই শ্রীরূপশিক্ষা যাহাতে হৃদয়ে সত্য সত্য উপলব্ধি হয়, যাহাতে হৃদয়ে দাগ বসে তাহার জন্য যত্ন করিতে হইবে। আমি অবশ্য আপনাদিগকে উপদেশ দিতে আসি নাই। আপনারা সকলে কৃপা করুন, যেন আমি সেই শ্রীরূপ-শিক্ষা সত্য সত্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার জন্য যত্নবিশিষ্ট হইতে পারি।

দশবিধ নামাপরাধ

(প্রাপ্ত)

বাসনা যদ্যপি থাকে শ্রীহরিভজন।
দশ অপরাধ নামে করিবে বর্জ্জন॥
অসাধুকে সাধুজ্ঞানে করিলে গ্রহণ।
প্রকৃত সাধুর যদি না হয় পূজন॥
তা'তে হয় সাধকের নাম অপরাধ।
সাধকে নাম তার সাধু নিন্দাবাদ॥
শিবদুর্গা আদি করি দেবদেবী যত।
কভু না ভাবিবে তাঁ'রা শ্রীকৃষ্ণের মত॥
অথবা শ্রীকৃষ্ণ হ'তে স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
ভাবিলে তা' অপরাধ হইবে বিস্তর॥
গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আদেশ লঙ্ঘন।
গুর্ব্ববজ্ঞা অপরাধ বড়ই ভীষণ॥
সাত্বত-শাস্ত্রের নিন্দা করিলে প্রচার।
নাম অপরাধ মধ্যে গণনা তাহার॥
নামের মহিমা শুনি অতিস্তুতি কয়।
হরিনামে অর্থবাদ অপরাধ হয়॥
অক্ষর যোজনা মাত্র শ্রীহরির নাম।
কাল্পনিক শব্দ শুধু এই যার জ্ঞান॥
নাম হ'তে নামী ভিন্ন করিলে বিচার।
নাম-অপরাধ হ'তে নাহিক নিস্তার॥
শ্রীহরিনামের বলে পাপ কেটে যাবে।
পাপ করে যত পারে মনে এই ভেবে॥
নামবলে যত কিছু পাপ আচরণ।
গুরুতর অপরাধ জেনো বিলক্ষণ॥
যাগ, যজ্ঞ, স্নান, দান, তপস্যা ও ব্রত।
শুভকর্ম এ জগতে জানা আছে যত॥
শ্রীনামের সহ তাহা করিলে তুলনা।
নাম-অপরাধ হবে কভু তা' ভুল না॥
হরিনামে শ্রদ্ধাহীন দেখিবে যাহারে।
নাম-উপদেশ কভু করিবে না তা'রে॥
নাম অপরাধ তাতে হইবে সঞ্চয়।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই জানিবে নিশ্চয়॥
নামের মহিমা শুনি অন্তরে যাহার।
নাহি হয় ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সঞ্চার॥
নাম-অপরাধী তিনি শাস্ত্রের বিধান।
এই দশ অপরাধ সাধু সাবধান॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸৹; ৪র্থ খণ্ড —৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

বঙ্গে গৌড়ীয়মঠে

শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব তিথি-পূজা

——::(*)::-

পরমকরুণাময় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে গত ১৮ই বৈশাখ ২রা মে মঙ্গলবার দিবস শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা বঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়। মঠসেবকগণ নিরম্বু উপবাসী থাকিয়া পাঠ-কীর্ত্তনাদিমুখে তিথিবাসর সম্মান করেন।

মঙ্গলারাত্রিকান্তে মঠসেবকগণ উচ্চকণ্ঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের তথা অস্মদ্ গুরুবর্গের জয়প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের অহৈতুক-কৃপা-প্রার্থনা-মুখে বন্দনা সমাপ্ত করেন। তদনন্তর বিভিন্ন ভক্তিগীতি সমূহ কীর্ত্তন করা হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ হয়। পাঠান্তে অনেকক্ষণ যাবৎ মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। দ্বিপ্রহরে শ্রীবিগ্রহের যথারীতি ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয়।

অপরাহ্ণ ৬॥৹ ঘটিকা হইতে প্রায় ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে হিরণ্য-কশিপুর হরিভক্তি-পরায়ণ মহাভাগবত প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতি ক্রোধ, প্রহ্লাদের নিকট তাঁহার রক্ষক হরির অবস্থিতি সম্বন্ধে প্রশ্ন এবং সর্ব্বত্রই যদি হরির অবস্থিতি হয় তবে সভা-মধ্যস্থ স্তম্ভের মধ্যে কেন দেখা যাইতেছে না ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন ও প্রহ্লাদের মুখে স্তম্ভে হরির অবস্থিতির বিষয় জানিয়া মুষ্ট্যাঘাতে স্তম্ভ বিদীর্ণকরণ, স্তম্ভ মধ্য হইতে ভীষণ ধ্বনিশ্রবণ, ভক্তবাক্য-রক্ষাকারী ভক্তবিঘ্নবিনাশন শ্রীশ্রীনৃসিংহ-দেবের স্তম্ভমধ্য হইতে আবির্ভাব এবং ভোগিকুলের আদর্শ অসুরশ্রেষ্ঠ হিরণ্য-কশিপুর নিধন, দেবগণ কর্ত্তৃক শ্রীনৃসিংহ-স্তুতি, দেবগণ শ্রীনৃসিংহদেবকে তুষ্ট করিতে অসমর্থ হইয়া লক্ষ্মীদেবীকেও প্রেরণ এবং তিনিও অসমর্থা হইলে পরিশেষে প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক নৃসিংহস্তুতি ও নৃসিংহদেবের ক্রোধ-সম্বরণ প্রভৃতি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে শ্রীনৃসিংহদেবের অর্চ্চন, ভোগারাত্রি প্রভৃতি সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হয়।

[illegible] গৌড়ীয় মঠ-প্রচারকেন্দ্র

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগুরুদেবের ভবনে শ্রীগৌড়ীয়মঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর [illegible] ঠাকুরের বিগ্রহ [illegible]। [illegible] প্রাচীন শ্রীপরমহংস-[illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১২৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রচারকগণের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অপ্রকট-শ্রীকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিদ্বৎপ্রবর শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীলাসবাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাতুপাড়া (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়ার [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাকদহ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিকা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহারাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৬নং পাগাড় [illegible], দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ [illegible], [illegible] সিটী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ - শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—[illegible]

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] [illegible] বোম্বে ৭

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] গোস্বামী [illegible]

শ্রীশ্রী[illegible] সেবা

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], পুরী)

(৫৩) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], উড়িষ্যা

(৫৪) [illegible] গম্ভীরা, পুরী

(৫৫) [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬২) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] ([illegible])

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]।

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং ২

[illegible]

[illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ [illegible]

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত।
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲	
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যা।৹ ভিক্ষা বলয়।

[illegible]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে প্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, বিষয় সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] হাই স্কুল বিদ্যালয়

স্থান স্বাস্থ্যকর [illegible]—গঙ্গার সান্নিধ্যে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ [illegible]। [illegible] ও [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিস্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব দার্শনিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] দর্শনীয় [illegible] দ্বারা লিখিত হইয়া ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান প্রভুত্ব [illegible] ভাণ্ডার, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক [illegible] বিষ্ণুপাদ-শ্রীশ্রী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন [illegible] ও [illegible] সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণ [illegible] জীবন কাটাইয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের [illegible] বিশ্ববিনোদ [illegible] [illegible] কিয়দংশ গৌড়ীয়গণের প্রকাশিত হইয়াছে, [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible] শ্রীল প্রভু[illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] হইতে পাওয়া যাইবে। [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌড়ীয়দর্শনে এবং গভীর লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া প্রকারান্তরে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিশেষ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩৯ অধ্যায়ে পায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাতারপাড়ায় অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিকার প্রীতা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———:(*):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের কৃপাভাজন পরবিদ্যাপারিষদ্যক অ-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫০	২২-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮	২০-২৬		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬	২১-৪		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪৬ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1944

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড। শ্রীমায়াপুর— ২৮শে বৈশাখ, ১৩৪৬ ১২ই মে, ১৯৩৯, শুক্রবার। ৬২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

সোশ্যালিষ্ট সমিতির সদস্য হওয়ার জের

বার্লিনের এক সংবাদে জানা গেল যে, "ইণ্টারন্যাশনাল সোশ্যালিষ্ট ফাইটিং লীগের" সদস্য হওয়ার অভিযোগে বার্লিনের আদালত আট ব্যক্তিকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে নাগরিকের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

তাহাদিগকে তিন বৎসর হইতে আট বৎসর পর্য্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও আনা হয় যে, তাহারা বে-আইনী পুস্তক বিতরণ করিয়াছে এবং গুরুতর রাজদ্রোহমূলক কার্য্য করিয়াছে।

নানাস্থানে ঝড়বৃষ্টি

বাংলা ও আসামের বহু স্থানে ঝড়বৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গত ৪ঠা মে ধুবড়ীতে শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং ধুবড়ীর নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানে প্রবল বর্ষণ হইয়াছে।

গত ৩রা মে ঢাকায় প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বহু পাকা দেওয়াল ও পাকা বাড়ীর অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। গো-মহিষাদিরও মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রাদেশিক হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গত ৫ই মে শিলচরে প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি হইয়াছে। নারায়ণপুরেও বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। উল্লাপাড়া, সদর, ভাগতলি ও নাটোর-মোহনপুরেও প্রবল ঝড়বৃষ্টি হইয়াছে। সদর চৌধুরীদের বহু বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে।

গোয়ালন্দে এত সামান্য বৃষ্টি হইয়াছে যে, উত্তাপ একটুকুও হ্রাস পায় নাই। পাট ও ধানের অবস্থা আদৌ আশাপ্রদ নহে।

আসানসোলেও গত রবিবার ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বহু গাছ পড়িয়া গিয়াছে এবং বহু ঘরের চালা উড়াইয়া নিয়াছে। নদীর জল বৃদ্ধি পাইতেছে।

পাঞ্জাব সরকারের ব্যয় সঙ্কোচ কমিটি

পাঞ্জাব গভর্ণমেন্ট মন্ত্রী লালা মনোহরলালকে চেয়ারম্যান করিয়া আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন তাহা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে প্রদেশের সহর অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর কতকগুলি নূতন কর ধার্য্য, কতকগুলি অনাবশ্যক পদ ছাটাই এবং পল্লী-সংগঠন বিভাগ বন্ধ করিয়া দিতে সুপারিশ করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

যদি আংশিকভাবেও এই কমিটির প্রস্তাবসমূহ কার্য্যে পরিণত করা যায় তাহা হইলে প্রাদেশিক রাজস্বে পদ ছাটাই ও নূতন কর ধার্য্য হইলে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া ধারণা করা যাইতেছে।

জার্ম্মাণীতে ইঞ্জিনীয়ারের অভাব

* বুখারেষ্ট হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, ইহুদী-বিদ্বেষী জার্ম্মাণীতে ইঞ্জিনীয়ারের খুব অভাব হওয়ায় অভিজ্ঞ রুমানীয় ইহুদী ইঞ্জিনীয়ারগণকে উচ্চপদে নিযুক্ত করা হইতেছে।

জনৈক রুমানীয় ইহুদী রসায়নবিৎ বিতাড়িত হইয়া বেকার বসিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ডুসেলডর্ফের একটি রাসায়নিক কারখানায় মাসিক এক শত মার্ক (১০ পাউণ্ডের অধিক) বেতনে একটি কাজ পাইয়াছেন।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতের যোগদান

"বৃটেন কোনও যুদ্ধে লিপ্ত হইলে ভারতবর্ষ যদি তাহাতে যোগ দিতে অসম্মত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা অন্যায় ও অশোভন হইবে।"

এসোসিয়েটেড প্রেসের পক্ষ হইতে পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করা হইলে তিনি নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেন। "নিজের স্বার্থের খাতিরেই ভারতবর্ষ এইরূপ যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হইবে।"

যুদ্ধে যোগদান করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া কংগ্রেস যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়া স্যার সেকেন্দার বলেন যে, সময় হইলে কংগ্রেস নিজেই যে মত পরিবর্ত্তন করিবেন সে সম্বন্ধে তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই। সময় হইলে কংগ্রেস যে যুদ্ধে যোগ দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিবেন—তিনি এই কথা বিশ্বাস করিতে রাজী নহেন। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন,—"এখানে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কোনও কথা নাই। যদি আমরা যুদ্ধে যোগ দিই তাহা হইলে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহা রক্ষা করিবার ও আরও কিছু পাইবার জন্যই যুদ্ধে যোগদান করিব।"

জার্ম্মাণ ও ইতালীর শান্তি রক্ষার চেষ্টা

মিলানে আলোচনার ফলে জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব হের ভন রিবেনট্রপ এবং ইতালীর পররাষ্ট্র-সচিব কাউণ্ট সিয়ানো ইতালী ও জার্ম্মাণীর মধ্যে একটা রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হইয়াছেন। আলোচনা শেষ হইলে পর তৎসম্পর্কে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। ইস্তাহারে বলা হয় যে, ৬ই মে ও ৭ই মে তারিখে কাউণ্ট সিয়ানো ও হের ভন রিবেনট্রপের মধ্যে ইউরোপের বর্ত্তমান পরিস্থিতির বিষয় ব্যাপকভাবে আলোচিত হয় এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পূর্ণ মতৈক্যের বিষয় পুনরায় উপলব্ধি হয়। আলোচনার সময় স্থির হয় যে, ইতালী ও জার্ম্মাণীর পক্ষে যাহাতে ইউরোপে শান্তি রক্ষার পথ সুগম হয়, তজ্জন্য একটা রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের পারস্পরিক যোগাযোগ চূড়ান্তভাবে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

হাঙ্গেরীর পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া গেল

হাঙ্গেরীর পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১০ই জুন নাগাদ নির্ব্বাচনে নূতন পার্লামেন্ট গঠিত হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" অধুনা প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে সাড়ে ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ চারি আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত স্বর্ণচরণ দাস এম-এ, বি-এল, পুরাণা-৮৯ পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৭০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। তাৎপর্য্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
॥ সরস্বতী-জয়শ্রী (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার
৯। দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকৌমুদী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাক্য-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২ অর্চন-তত্ত্ব ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) অধীনা) ২৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। ভক্তিমার্গ বাঙ্গালা সাধন ভজন (সপ্তম) ১৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সপ্তম) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। নাম-ভিত্তি-অর্থ ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৷১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা
৪০। নবদ্বীপশতক ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। স্বর্ণকরণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (মাধ্বমত) ।০
৫৩। গৌড়কণ্ঠহার ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ আয়ুর্বেদ ও ভক্তিগণ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যানিষ্ঠ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। শিক্ষার সরস্বতী বিজিতায় ।০
৬৩। সঙ্গীত-নিকামকমূলম্ ।০
৬৪। অনুস্মরণ ।০
৬৫। সাত্বত বিশারদ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকা ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডন ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ভিউ অফ ভার্সেস অফ গোয়ালা
৭০। সমন্বয়
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। ব্রহ্মসংহিতা
৭৫। গোল্ডেন গৌড়ীয়স ইজ ফুটঃ
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস ব্রহ্ম অ্যানথ্রোপলজি রিলেশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফাস্ট ভল) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যচরিতাবলী ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ { ৮ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৮শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৯শে মে ১৯৩৯ শুক্রবার } ৬২শ সংখ্যা

বিভিন্নমঠে শ্রীনৃসিংহ-দেবের আবির্ভাবোৎসব

——::(•)::——

গয়ায়

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে গত ১৮ই বৈশাখ ২রা মে মঙ্গলবার ভক্তিবিঘ্নবিনাশক শ্রী শ্রী নৃ সিং হ দে বে র আবির্ভাব-তিথি প্রতিপালিত হয়। এতদুপলক্ষে মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও দশাবতারস্তোত্র প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। অতঃপর শ্রীপাদ গুরুপাদপদ্মভৃঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিপ্রদীপ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণমুখে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমার কথা প্রায় ১॥০ ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। সমস্ত দিনই শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গত বৎসর শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-দিবসে শ্রীচৈতন্যমঠের অদ্বিতীয়ভবন নাটমন্দিরে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব যে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই "আচার্য্য-কথা-প্রসঙ্গ" ১৬শ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ প্রভু হিন্দিভাষায় সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীকে যথাবিধি মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

কাশীতে

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে মঠবাসী ভক্তগণ গত ১৮ই বৈশাখ ২রা মে মঙ্গলবার প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিকের পর "দশাবতারস্তোত্র" পঞ্চতত্ত্ব, 'উদিল অরুণ পূরবভাগে' ও মধ্যম কীর্ত্তন সহকারে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। বেলা ৩ ঘটিকার সময় শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র ও নৃসিংহদেবের আবির্ভাব-বিষয়ে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীতিথি যথাযথ পালন করিয়াছেন। তৎপর দিবস মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করা হয়। নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত বহু লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কয়েকদিন যাবৎ শ্রীমঠে প্রত্যহ শ্রীমদ্ ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধের ষড়্‌বিংশ অধ্যায় হইতে পুরঞ্জন উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। প্রাতে "চৈতন্যশিক্ষামৃত" মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় "শ্রীগৌড়ীয়", "নদীয়া-প্রকাশ" ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচিত হইতেছে

পাটনায়

গত ২রা মে মঙ্গলবার আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-মহোৎসব ভক্তগণ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবমহিমা কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক ও ঊষঃকীর্ত্তনান্তে ১৩শ বর্ষের নদীয়া প্রকাশ হইতে "শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব" নামক প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। বেলা ১ ঘটিকা হইতে ৪॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ ও সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা হইতে রাত ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত পুনরায় শ্রীমঠের প্রাঙ্গণে একটী সভার অধিবেশন হয়। শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের ভোগারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, দশাবতারস্তোত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ জ্যোতিরত্যুৎকর্ষদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব ও হিরণ্যকশিপু বধ"-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন

লক্ষ্ণৌতে প্রচার

গত ৫ই বৈশাখ বুধবার ত্রিদণ্ডিস্বামী [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কৈলাস হইতে লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধদানের বিষয় কীর্ত্তন করেন। শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী প্রভু লক্ষ্ণৌ মৌলভীগঞ্জের শ্রীযুক্ত বাবু কৌশলেশ প্রসাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার ঠাকুর বাড়ীতে গত ১৫ই বৈশাখ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় মঠসেবকগণ সহ উপস্থিত হইয়া ছায়াচিত্রযোগে 'শ্রীকৃষ্ণলীলা' ও 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' বর্ণনমুখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবৈশিষ্ট্য সমবেত শতাধিক সজ্জন ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ সমক্ষে প্রাঞ্জল হিন্দি ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। ছায়াচিত্রের পূর্ব্বে ও পরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয়। সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই ভক্তপ্রবরগণের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয় গণের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল।

যুক্তপ্রদেশের সেক্রেটারিয়েটের য়্যাকাউণ্টেন্ট শ্রীযুক্ত বাবু ত্রিপুরারি শরণ শ্রীবাস্তব, উক্ত ঠাকুর বাড়ীর মালিক শ্রীযুক্ত বাবু কৌশলেশ প্রসাদ, যুক্তপ্রদেশের কৃষিবিভাগের হেড্‌ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ, লক্ষ্ণৌ চীফ্‌কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণশরণ মাথুর, লক্ষ্ণৌ চীফকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু [illegible], [illegible] [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] [illegible] বিভাগের [illegible] শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামসুন্দর নাথ যুক্তপ্রদেশের সেক্রেটারিয়েটের শ্রীযুক্ত বাবু ত্রিভুবন নাথ, পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগের শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র মাথুর প্রভৃতি।

"সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ করিলে কোন বিপত্তিই আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ভগবানের নাম-ভজন না করিলে জীবের অন্য কোন প্রকারে মঙ্গল হয় না। শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্; কেবল সংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। মুক্ত পুরুষগণ শ্রীনামকেও ভগবান্ জানেন।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ ত্রিবিক্রম নিমি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৩

জীবের স্বরূপ-ধর্ম

—:(*):—

অনন্ত শক্তিমান্ শ্রীভগবানের শক্তিসমূহ প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত; চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি। চিচ্ছক্তিকে স্বরূপ বা অন্তরঙ্গা, জীবশক্তিকে তটস্থা ও মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়। জীবগণ অণুচৈতন্য বলিয়া তাঁহাদের মায়াশক্তির বশীভূত হইবার যোগ্যতা আছে। এই তটস্থাখ্য জীবগণ নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। নিত্যমুক্তজীবগণ কৃষ্ণোন্মুখ হওয়ায় কৃষ্ণের পার্ষদরূপে নিত্যকাল তাঁহারই সেবাতে নিযুক্ত আছেন। কিন্তু নিত্যবদ্ধজীবগণ কৃষ্ণবহির্মুখ হওয়ায় ভগবানেরই মায়াশক্তি তাঁহাদিগকে গলে ফাঁস দিয়া এই দুঃখময় সংসারে আনয়ন করতঃ ত্রিতাপ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়া তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তির সংশোধন করিতেছেন। জীবগণ এইরূপে সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন অজ্ঞাতসুকৃতিক্রমে কোন সাধুপুরুষের সঙ্গলাভ করেন, তবে সেই সাধুর উপদেশ-বাক্যে মায়াজাল ছুটিয়া যায় এবং তাঁহারা নিজ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের নিত্য প্রভু শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হন। ভগবৎ-সেবাপরাঙ্মুখ এই জীবসমূহকে বদ্ধমুক্ত-জীব বলা হয়। সুতরাং এই জগতে আমরা দুই শ্রেণীর জীব দেখিতে পাই। এক নিত্য-বদ্ধ আর এক বদ্ধমুক্ত। মানবগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীভগবানের শ্রীচরণারবিন্দের সেবা না করিয়া মায়ার সেবায় নিযুক্ত সেই সকল কর্মিজ্ঞানী মনুষ্য ও যাবতীয় গো, মহিষ, কুকুর, শূকর, পক্ষী, কৃমি ইত্যাদি জীব নিত্যবদ্ধ এবং শ্রীভগবানের ভজনপরায়ণ জীব সকলই বদ্ধমুক্ত জীব নামে অভিহিত হন। কেহ কেহ সংসারের ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া স্ত্রীপুত্রাদির মায়াতে আবদ্ধ না হইয়া সন্ন্যাস আশ্রয় অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবানের সেবাই যে জীবগণের একমাত্র নিত্যধর্ম, তাহা অবগত না হইয়া তাঁহারা সংসার হইতে বিরত থাকেন এবং আপনাদিগকে মায়ামুক্ত জীব বলিয়া অভিমান করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা মায়ামুক্ত জীব নহেন; তখনও তাঁহারা মায়ার মধ্যেই অবস্থান করেন। কারণ, তাঁহাদের শক্তি-সাধনে তিন প্রকার; একটি মায়িক স্বর্গ, দ্বিতীয় মায়িক ভোগরাজ্য ও তৃতীয় নিত্যধাম। মায়িক জগৎ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে গমন করিলে তাহাকে অনর্থ না বলিয়া মায়াই বলিতে হইবে। অতএব সারগ্রাহিগণ বুঝিতে পারেন যে, ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত জগতে যত জীব আছেন, তাঁহারা সকলেই মায়াবদ্ধ জীব ব্যতীত অন্য জীব নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্॥

নৈষ্কর্ম্যরূপে নির্মল জ্ঞান অচ্যুত-ভক্তিবর্জিত হইলে শোভা পায় না। যে কর্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তাহা নিষ্কাম হইলেও কিসে শোভা পাইবে? শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলেন,—

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥
অজ্ঞ জ্ঞান-কারণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি করি মানে।
বস্তুতঃ নাহি ফল ভক্তি বিনে॥

এবে শুন প্রভু এই সাধ্যের নির্ণয় মহাপ্রভুকে ... কৃষ্ণে কর্মার্পণ সাধ্যসার।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কিছু কর, যাহা ভক্ষণ কর, যাহা হবন কর, যাহা দান কর এবং যে তপস্যাই কর, সে সমস্তই আমাতে অর্পণ কর। ইহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—

"প্রভু কহে এহো বাহ্য—আগে কহ আর।
রায় কহে—স্বধর্মত্যাগ এই সাধ্যসার॥"
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥

বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম, যতিধর্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি ধর্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতায় বশীভূততা প্রভৃতি বহুপ্রকার ধর্ম আছে, সে সমুদয় পরিত্যাগ পূর্বক ভগবৎস্বরূপের একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার করিলে সংসারবন্ধনের সমস্ত পাপ তথা পূর্বোক্ত ধর্ম-পরিত্যাগের যে সকল পাপ, সে সমুদয় হইতে ভগবানই উদ্ধার করেন।

ভগবানে নির্গুণ ভক্তি আরম্ভ করিলে জীবের চিত্তভাব সহজেই শান্তিলাভ করে। ধর্মাচরণ, কর্তব্যাচরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদি তৎ জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস তখন আবশ্যক হয় না। বদ্ধ অবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম করিলে, কিন্তু সেই কর্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বর-নিষ্ঠা ত্যাগ পূর্বক ভগবৎ-সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাকৃষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানেরই শরণাগত হইবে। শরীরী জীব জীবন-নির্বাহের জন্য বহু প্রকার কর্ম করে, সে সমুদয় উক্ত তিন প্রকার নিষ্ঠা হইতে করে অথবা ইন্দ্রিয়-সুখনিষ্ঠারূপ অন্য নিষ্ঠা হইতে করে। জীবগণের যে পর্যন্ত না হরিকথায় রুচির উদয় হয়, সে পর্যন্ত তাঁহারা কর্ম করিতে বাধ্য হন এবং তখনও তাঁহাদিগকে বদ্ধজীব বলা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত
যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

কাম্য কর্মাদিতেও চিরকাল প্রবৃত্ত থাকা বিধেয় নহে; যেকাল পর্যন্ত মৎকথা শ্রবণাদিতে বিশেষ শ্রদ্ধা না জন্মে এবং তদনুসারে ভোগে বিরক্তি না আসে, সেই পর্যন্তই কর্মাদিতে নিবিষ্ট থাকা বিধেয়।

জীবগণ যদি শ্রীগুরুমুখনিঃসৃত উপদেশ-বাক্য শ্রবণ না করিয়া নিজে মনঃকল্পিত ধারণার বশে কিংবা অসৎ উপদেষ্টার উপদেশে স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণার-বিন্দে একান্ত শরণ না লন, তবে তাঁহারা কখনই মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। তাই গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং
তরন্তি তে॥

এই ত্রিগুণময়ী মায়া অতি কষ্টে পার হওয়া যায়। একমনে ভগবানে যিনি প্রপত্তি করেন, তিনি কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন। যদিও মায়া শ্রীভগবানেরই একটি শক্তি, তথাপি এই মায়াশক্তি ভগবদ্রাজ্যের বা চিজ্জগতের বহির্দেশে অবস্থানপূর্বক তাঁহারই (শ্রীভগবানেরই) দাসীরূপে কার্য্য করিতেছে। এই মায়া-শক্তিই জড়জগতের অধিষ্ঠাত্রীদেবী নামে পরিচিত। শ্রীভগবান্ই সত্যবস্তু বলিয়া অনাদি ও নিত্য, তদ্ব্যতীত সকল বস্তুই অসত্য ও অনিত্য। শ্রীভগবান্‌কে নিরস্ত-কুহক সত্যবস্তু বলিলে তাঁহার নিত্যসেবক বা ভক্তবৃন্দকেও সত্য এবং নিত্যবস্তু বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, যেরূপ প্রজাহীন রাজা কিংবা শিষ্যহীন গুরু থাকা সম্ভবপর নহে অর্থাৎ রাজা বলিলেই তাঁহার প্রজা আছে এবং গুরু বলিলেই লঘু অর্থাৎ শিষ্য আছেই বুঝিতে হইবে, সেইরূপ সেবক বা দাসহীন সেব্যবস্তু থাকা সম্ভবপর নহে। ভগবত্তত্ত্ব প্রভু বা সেব্যতত্ত্ব বলিয়া সেবক-তত্ত্বসহ একই কালে একই স্থানে বর্তমান।

তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"নিতাই চাঁদ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিত্যটাঁদ সদা কর আশ।"

অধিকাংশ মানবই অসদ্‌গুরুর উপদেশে ও কেহ নিজ মনঃকল্পিত ধারণার বশবর্তী হইয়া নশ্বর দেহে আত্মবোধ করিতেছেন। কেহ ধনমদে, কেহ বিদ্যামদে, কেহ জাতিমদে, কেহ যৌবন বা রূপমদে, মত্ত হইয়া অসার অনিত্যসুখে বৃথা সময় অতিবাহিত করতঃ নরকের দিকে অভিযান করিতেছেন। জীব নিত্য কৃষ্ণদাস এবং তাঁহার সেবা করাই জীবের নিত্যধর্ম, এই ধারণার পরিবর্তে স্ত্রীপুত্রাদিকে সেব্যবোধে নিরন্তর তাহাদের সেবাতেই নিযুক্ত থাকেন। ভগবান্ই একমাত্র ভোক্তা এবং জীবগণ ও যাবতীয় বস্তু তাঁহার ভোগ্য এই ধারণার পরিবর্তে নিজে ভোক্তা সাজিয়া যাবতীয় বস্তু নিজে উপভোগ করিতে সদাই চেষ্টিত। তাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা সকলের চেয়ে বেশ বুঝেন; তাঁহারা যাহা করিতেছেন, তাহাই মনুষ্যজীবনের সর্বপ্রধান কার্য্য, কিন্তু একবারও ভাবেন না যে চক্ষু বুজিলেই সব নিরর্থক। শেষের দিন কেহই সঙ্গে যাইবে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জীবগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অভক্ত এবং ভক্ত। যাঁহারা নিরন্তর বাস্তববস্তু শ্রীভগবানের সেবাতেই সর্বদা নিযুক্ত তাঁহারাই ভক্ত। আর অন্য সকলেই অভক্ত। ভক্ত ও অভক্ত ভিন্ন অন্য কোন সংজ্ঞায় জীবকে অভিহিত করা

থাকিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো
বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং
ভাগবতং ভটাঃ।
গুহ্যং বিশুদ্ধং দুর্ব্বোধং
যং জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে॥

স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, নারদ, ত্রিলোচন, সনৎকুমার, স্বায়ম্ভুব মনু, কপিলদেব, প্রহ্লাদ, জনকরাজ, ভীষ্ম, বলি, ব্যাসতনয় শুকদেব এবং আমি (যম) এই দ্বাদশজন মাত্র ভাগবতধর্ম্ম অবগত আছি। হে দূতগণ, এই পবিত্র অতিগুহ্য দুর্ব্বোধ্য ধর্ম অবগত হইলে মানব মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান সাধনে জীবের নিত্য সেবা-বৃত্তির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। ভক্তিদ্বারাই জীবের সেবাবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাগবত-পাঠক

——::•::——

বৈষ্ণবের পরম পারমার্থিকগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ "শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্" এইবাক্যে ভাগবতকেই একমাত্র অমলপ্রমাণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

অতুলনীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠগ্রন্থ ভাগবত যদি আচারবান্ নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্ত ভাগবতগণের দ্বারা ব্যাখ্যাত হন, তাহা হইলে ভাগবতের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আমরা জগদ্‌গুরু গৌরসুন্দরের আদেশেও তাহাই পাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যাসিদ্ধপার্ষদ ভাগবতের অদ্বিতীয় বক্তা রঘুনাথ ভট্টগোস্বামী প্রভুকে আদেশ করিয়াছিলেন।

"বৈষ্ণবের পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।"
"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবে নির্ম্মল॥
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
ইহা না বুঝয়ে বিদ্যা-তপ-প্রতিষ্ঠায়॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যার।
সে জানয়ে ভাগবত অর্থভক্তিসার॥"

গৌড়ীয়ের স্বরূপ দামোদর প্রভু জগজ্জীবের শিক্ষার জন্য জানাইয়াছেন যে, চৈতন্যভক্তগণের আশ্রিত ব্যক্তির নিকট ভাগবত না পড়িলে কেহ কখনও সুসিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভাগবত বুঝা যায় না। বৈষ্ণব-গুরুর শিষ্যই ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ, অন্যে নহে।

মহাকুল-প্রসূত সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, বেদের সহস্র শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও যদি অবৈষ্ণব হন, তবে তিনিও শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার অধিকারী নহেন। ইহাই নিখিল বৈষ্ণব-শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত।

মহাপ্রভু একদিন দেবানন্দ পণ্ডিতকে বলিয়াছিলেন,—

"ভাগবতে যত অধ্যাপক লোকে ঘোষে।
মর্ম্মার্থ না জানে ভক্তিহীন দোষে॥
কোপে বলে প্রভু বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবতের অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপ ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥"

দেবানন্দ পণ্ডিতের মত জ্ঞানবৃদ্ধ, তপস্বী, সংসারে উদাসীন, শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত ব্যক্তিও যখন অভক্তজ্ঞানহেতু অধোক্ষজ ভাগবতের মর্ম্মার্থ-গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছে, তখন অনর্থযুক্ত ব্যক্তি যাহা পাঠ দে তথু কামিনী-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠাশায় হইয়া থাকে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

ভাগবত-ব্যবসায়ী, শাস্ত্রব্যবসায়ীর মুখে শ্রীহরি কীর্ত্তিত হন না। তাহাদের মুখে যাহা কীর্ত্তিত হয়, তাহা নামাকারে দেখিতে হরিনামাক্ষরের ন্যায় হইলেও, উহা মায়া। শ্রীহরি নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের হৃদয়ের ধন, শ্রীহরির চরণকমলের মকরন্দ-কণাগ্রাহী মহদ্ব্যক্তিগণের সেবোন্মুখ বদন হইতেই উচ্চারিত হইয়া জীবগণের জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত চিত্তদর্পণের মলরাশি দূর করিয়াছেন। নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণার্পিত অখিলচেষ্ট ভক্তিনিষ্ঠগণই ভাগবত-পাঠের যোগ্য। যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমেই ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণাদি ভক্তি যাজন করেন, তাঁহারাই ভাগবত-পাঠের অধিকারী। ভক্ত কখনও শাস্ত্র পাঠ করিয়া বা অপরকে শাস্ত্র-শ্রবণ করাইয়া ঐ সকল শাস্ত্রের দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়তোষণ ও অপরের চিত্তরঞ্জন করেন না। যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য ভাগবত পাঠ করেন এবং উহা উপজীবিকা মনে করিয়া শ্রোতার মনস্তুষ্টির জন্য তদনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া উদরস্থ করাই যাঁহাদের নীতি, ঐ সকল ব্যক্তি ভাগবত-ব্যবসা করিয়া উহার শ্রোতাগণের সহিত নরক পথের পথিক হন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত বলিয়াছেন,—

"বেদ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥"

দেবানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর বাক্যেও দেখিতে পাওয়া যায়,—

"শুনিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ অভিমত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যেবা ভুঞ্জে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥"

যে ব্যক্তি উদর ভরিয়া ভোজন করেন, তিনি যে প্রকার বহির্দ্দেশে যাইয়া সন্তোষ পান, তদ্রূপ যিনি প্রকৃত গুরু, তিনি শাস্ত্রের উপদেশ স্বয়ং আচরণ করিয়া থাকেন। তিনি জীবদুঃখে কাতর হইয়া জীবে দয়া করিতে সমর্থ। কিন্তু তিনি কখনও কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠাশায় প্রচার করেন না বা প্রচারক হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া লোক-বঞ্চনা করেন না।

যাহারা শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত অন্যায় করিয়া শ্রোতৃগণকে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, আগে ভজন, পরে আত্মসমর্পণ অর্থাৎ আগে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ পরে আত্মসমর্পণ, এইরূপ আরোহবাদীর ন্যায় প্রাকৃতচিন্তাবিশিষ্ট তাহারাও বদ্ধজীব। এইরূপ অবস্থায় এক অন্ধকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অন্য অন্ধের যেরূপ গতি হইয়া থাকে, এস্থলে তাহাই হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত অমল পুরাণে বাস্তববস্তু কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম "পারমহংসী সংহিতা" তাহ কলির জীবের মঙ্গলের জন্য আমাদের সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

দুই ভাই জগতের নাশি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৮০; ৪র্থ খণ্ড —৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

প্রার্থনা

——::•::——

বহুদিন ভুলিয়াছি তোমার চরণ।
এবে প্রভু আসিয়াছি লইতে শরণ॥
কত জন্ম করিলাম সংসার-ভ্রমণ।
না হইল একদিন ওপদ স্মরণ॥
মায়ামোহে মত্ত হ'য়ে রহিনু ভুলিয়া।
কৃপা করি নিজজনে দিলে পাঠাইয়া॥
গুরুরূপে তুমি প্রভু এই অবনীতে।
মো হেন পামরে প্রভু এলে উদ্ধারিতে॥
তুমি ত আচার্য্যবর সর্ব্বজীব-গুরু।
এ পতিতে কর দান পদ কল্পতরু॥
তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর।
আর কেহ নাহি প্রভু জগতে আমার॥
প্রভুপাদ রেখেছেন তব পদতলে।
বিশ্বাস না হ'ল হায় বিষ্ণুমায়াবলে॥
মুখেমাত্র করেছিনু শ্রীপাদাশ্রয়।
তাই প্রভুবাক্যে মোর বিশ্বাস না হয়॥
মূঢ়ের প্রার্থনা প্রভু তব পদতলে।
কৃপা করি তব তত্ত্ব জানাও হৃদয়ে॥
কোটিচন্দ্র সুশীতল তব পদ হয়।
হায়, কবে পাইব সে চরণে আশ্রয়॥
কবে আমি ত্যজিব জড় অভিমান।
কবে বাসুদেব-পদ হবে ধ্যান জ্ঞান॥
পরম বান্ধব তুমি জগতে আমার।
তুমি প্রভু নিস্তারিলে এ ভবসংসার॥
আমি তব নিত্যদাস তুমি নিত্যপ্রভু।
তোমার চরণ আমি না ছাড়িব কভু॥
তব পাদপদ্মে প্রভু এই নিবেদন।
জন্মে জন্মে যেন পাই তব শ্রীচরণ॥
নিজগুণে কৃপা করি রাখ পদতলে।
যেন তব নাম-গুণ গাই কুতূহলে॥
সর্ব্বদা চিন্তিব আমি আচার্য্যচরণ।
তব পাদপদ্মে মোর এই নিবেদন॥
কবে গুরু-কৃপাবলে হ'বে হেন দিন।
নিত্যকাল হ'য়ে রব ওপদ অধীন॥
কবে সব দাস প্রতি প্রীতি উপজিবে।
তবে নিত্যদাস্য মোর হৃদয়ে জাগিবে॥
শ্রীঅনন্তবাসুদেব-পদ করি সার।
তাঁহার চরণে রতি হউক আমার॥
আচার্য্যচরণে মোর এই যে প্রার্থনা।
নিত্যকাল তব দাস্য হউক কামনা॥
নিত্যকাল যেন তব নাম গুণ গাই।
প্রতি জন্মে শ্রীচরণরেণু যেন পাই॥

শ্রীআচার্য্যচরণরেণুপ্রার্থী
শ্রীকেশবচরণ দাস।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্ব্বপ্রধান পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ [illegible] [illegible] তথায় বিরাজ করেন। প্রাচীন [illegible] [illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি সৎশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] [illegible] [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি

(৮) শ্রীপ্রদ্যুম্নকুঞ্জ-[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ আমলাজোড়া (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ তাসগড়, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর [illegible] স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাকচাঁদা -(শ্রীপ্রকাশের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াদ্বীপ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদমাহি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চাকদহ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা ঝোরা, দার্জ্জিলিং

(৩০) আরঙ্গজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মণি রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় সর্ব্বেশ্বর, কেদারঘাট কাশী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একাদশাধিদেব-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) মহেশ বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ
শ্রীশ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রী[illegible] সেবা

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) শ্রীসাক্ষীগোপাল

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মপুর, পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৮) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-গৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডল

পোঃ [illegible], মন্দার

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং ২
৬১, [illegible]
[illegible], এস. ডব্লিউ. ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲			৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসর হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	১।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ । বিশেষ সংখ্যা৷৹ তিন পয়সা ।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে বঙ্গাব্দ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ বঙ্গাব্দ প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, শাস্ত্র-পত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, বাংলাবাজার, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর সুবিস্তৃত খোলা। অভিজ্ঞ শিক্ষক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও পোষাকখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'এম্-এ' শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত সম্পাদক কার্য্যালয়, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া লইয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়াপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং শক্তিশালী লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনালেখ্য-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডের অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দ-সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার : শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অদ্ভুত জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক্ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্যতম সুবিখ্যাত সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১০।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শিশুর প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। প্যাকিং মাশুল স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোষ্ট বেলঘরিয়া, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭ ০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৩-৫৩	১৭-৫৬	২২-০[illegible]
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-[illegible]
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩-০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(ন্যারো গেজ লাইনে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২	
ছাঃ	১৪-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯ ১০			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৫৮	১১-৫১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১৭	২১-১[illegible]
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৫০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-[illegible]

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৭		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-০৭

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধর
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর— ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪৬ ১৩ই মে, ১৯৩৯, শনিবার | ৬৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—০—

বঙ্গীয় মহাজনী আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

জানা গিয়াছে, বঙ্গীয় মহাজনী ব্যবস্থার প্রস্তাবিত বিলের প্রতিবাদ করিয়া এই জেলার প্রায় তিন শত হিন্দু ও মুসলমানের স্বাক্ষরিত এক স্মারক-লিপি বঙ্গের প্রধান মন্ত্রীর নিকট পেশ করা হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে স্মারক-লিপিতে বলা হইয়াছে যে, সিলেক্ট কমিটি বিলটি যেভাবে সংশোধন করিয়াছেন, তাহাতে বিলের ধারাগুলি অত্যন্ত কঠোর, অবৈধ এবং ন্যায়নীতি বিরুদ্ধ হইয়াছে। বিলের ধারাগুলিতে ছোট বড় সকল মহাজনের প্রতিই আঘাত করা হইয়াছে। বিলটি পাশ হইলে এই প্রদেশের উপর একটা অবসাদের ছায়াপাত হইবে এবং ঋণদান একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। অথচ ঐ আদানপ্রদানের উপর দেশের কৃষি-শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

স্মারক-লিপিতে বিলটি প্রত্যাহারের দাবী করা হইয়াছে; আরও বলা হইয়াছে যে, বিলটি প্রত্যাহার করা সম্ভব না হইলে, ব্যাঙ্ক লোন কোম্পানী, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও প্রভিডেন্ট সোসাইটি প্রভৃতি সম্পর্কে ঐ বিল যাহাতে প্রযুক্ত না হয়, তাহার বিধান করিতে হইবে।

[illegible] চুরি

সোনাতলার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত [illegible] গৃহ-সংলগ্ন দেব-মন্দিরে একটি ভীষণ চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, দুর্বৃত্তেরা ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া বহু মূল্য সোনা-রূপার অলঙ্কার চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই বা চুরির কোন সন্ধান মিলে নাই।

ভ্রাতা ও ভগ্নীর সলিল সমাধি

গত ২৮শে এপ্রিল বাগচী জমসেরপুর হইতে ৭ মাইল দূরবর্ত্তী শিকারপুর গ্রাম হইতে এক সংবাদে প্রকাশ যে, ঐ গ্রামের হাইস্কুলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত কালীপদ বিশ্বাস অধিকারী মহাশয়ের একটি পুত্র (৭) ও একটি কন্যা (৯) "হাওলা" নদীতে স্নান করিবার সময় জলে ডুবিয়া মারা যায়। বাড়ীর নিকটেই নদী। তথায় কেহই ছিল না এবং এবং তাহাদের কেহই সাঁতার জানিত না।

উহাদের খোঁজ পড়িলে নদীর ঘাটে আসিয়া জামা-কাপড় দেখিয়া সন্দেহ হয় ও জলে খোঁজাখুঁজির পর উহাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি

জানা গিয়াছে যে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আগামী অধিবেশনের তারিখ পরিবর্ত্তনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। আগামী ৬ই জুন নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনুরোধে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ অধিবেশনের তারিখ পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ জুন মাসের শেষ সপ্তাহে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে।

গঠনতন্ত্র সংশোধন কমিটির বৈঠক জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভুসাবলে (সুরাট) অথবা বোম্বাইতে বসিতে পারে। খুব সম্ভব জুন মাসের প্রথম দিকে ১৫ দিনের জন্য বোম্বাইতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির বৈঠক বসিবে।

শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে মামলা

গত সোমবার হাওড়ার মহকুমা বিচারক রায় সাহেব ডি সি দাসের এজলাসে শ্রীযুক্ত শিবনাথ ব্যানার্জি এম, এল, এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১০৭ ধারানুযায়ী আনীত মামলার আর একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত ফরিয়াদীপক্ষের ৫৫জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ফরিয়াদীপক্ষ হইতে ১০৪টি একজিবিট দাখিল করা হইয়াছে। বাউড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার মিঃ এ রহমানের জেরা শেষ হইবার পূর্ব্বে সেই দিনকার মত শুনানী মুলতুবী থাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা

কেপটাউন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ মালানের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজগ পরিষদে বলেন যে, জুন মাসের পরিষদের অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি পরিষদ কর্ত্তৃক সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিল পাশ করাইয়া লইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, সংবাদপত্রসমূহ এ বিষয়ে তাঁহাকে সমর্থন করিবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

পোষ্টমাষ্টারের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের অভিযোগ

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব এস, এন, [illegible] আদালতে পোষ্ট অফিসের হিসাব-পত্র জাল ও তহবিল-তছরূপ সংক্রান্ত আর একটি মামলার শুনানী হইতেছে।

ভবানী সাব-অফিসের পোষ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত রামকরণ সিংহ এই মামলার আসামী। অভিযোগে প্রকাশ, তিনি দুই হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন এবং পরে ঐ টাকার বেশী অংশ পূরণ করিয়া দেন। এখন সেভিংস ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত ২৯৫৲ টাকা তছরূপের অভিযোগে মামলা চলিতেছে।

বিশ্বনাথের মন্দিরে চুরি

চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে অত্যধিক যাত্রীর ভীড়ের মধ্যে বিশ্বনাথের মন্দিরে চুরি করিবার অপরাধে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৫জন লোককে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট একজন আসামীর প্রতি এক বৎসর এবং তিনজনের প্রত্যেকের প্রতি তিনমাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। পঞ্চম আসামী একজন অল্পবয়স্ক ছাত্র বলিয়া তাহাকে [illegible] মুচলেকায় আবদ্ধ করা হইয়াছে।

খালের মধ্যে নৌকায় ডাকাতি

সোনাপুর খালের মধ্যে কোনও নৌকায় ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া [illegible] থানা হইতে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। নৌকাখানি খালের মধ্যে নোঙ্গর করিয়া ছিল। মধ্য রাত্রে ৫।৬ জন ডাকাত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নৌকায় উঠে এবং নৌকার মাঝি-মাল্লাকে প্রহার করিয়া নগদ ৩ শত টাকা লইয়া চলিয়া যায়। নৌকার লোকজন [illegible] অঞ্চল হইতে ধান লইয়া বিক্রয় করিত। এই সম্পর্কে ৩জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ২॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অলৌকিক বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের সংক্ষিপ্ত চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ দুই আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

— শ্রীযুক্ত সুশতিরঞ্জন দাস এম-এ, বি-এল, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৫০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ৷০
১৮। বাল্য আলবার ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাধিকা ৷৷৵০
২২ ভজন-রহস্য
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। দুর্ব্বিজ্ঞেয় গুপ্তগৌরবঃ (সানুবাদ)
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। দীন-ভিক্ষু-দর্শন ৷৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকথা
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৫৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকথা ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪ খণ্ড) ৭৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা সারাৎসারতত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৫৬। ভাগবতধর্ম ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (সানুবাদ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবক ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিদ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মতাবলম্বিচন্দ্রঃ ৴০
৬৭। সারাৎসারবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৷৵০
৭৩। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু: হিজ লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্ট্স ৷০
৭৪। বেদান্তম্ ৷০
৭৫। শর্ট গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যান্ড আনালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴৩
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

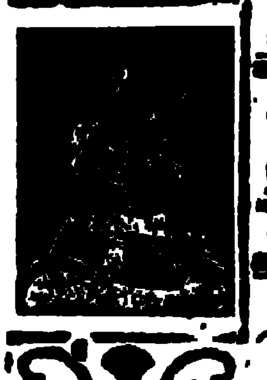

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ ৯ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২১শে বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৩ই মে ইং ১৯৩৯, শনিবার ৬০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ ত্রিবিক্রম অবায় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

——::•)::——

বদ্ধজীবের নিরপেক্ষতার অভিমান নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন ব্যতীত আর কিছুই নয়। 'নিরপেক্ষতা' অর্থে ভোগ-ত্যাগে নিরপেক্ষ হইয়া যুক্তবৈরাগ্যের সমাশ্রয়।

গৌড়ীয়মঠের কোন পক্ষান্তর নাই। উনি একমাত্র কৃষ্ণপক্ষ। অগৌড়ীয় কখনও গৌড়ীয়গণের প্রতিপক্ষ হইতে পারে না। এক অদ্বিতীয় অদ্বয়জ্ঞান বাস্তব-সত্যের প্রতিযোগ-প্রয়াসী যাহা কিছু, তাহাই মিথ্যা।

মহাপ্রভুর অবতারে অপরাধাদি ব্যাপার থাকিলেও নিত্যানন্দ-অঙ্গে আঘাতপ্রদান-কারীর প্রতি, শ্রীবাসচরণে অপরাধী দেবানন্দ প্রভৃতি, কীর্ত্তনবিরোধী কাজী প্রভৃতি তাঁহার কৃপা-লীলার পরিচয় আছে। অসংখ্য-জনে দূরতার আদর্শও ছোট হরিদাস-বর্জন-লীলায় জাজ্বল্যরূপে বর্ত্তমান। কালা-কৃষ্ণদাস মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপার পাত্র হইয়াছিলেন।

কিন্তু শ্রীগুরুদেব বা তৎপ্রিয় বৈষ্ণবচরণে অপরাধীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোন কৃপার আদর্শ কোথায়ও নাই। শ্রীরামানুজ লক্ষ্মণ সীতাদেবীর বিরোধী শূর্পণখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিন্দুমাত্র deviated হইলেই সব গেল। ব্যক্তিগত পীড়নে অসহিষ্ণু হইয়া প্রতিহিংসা লইতে হইবে না; কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচার দর্শনে সম্পূর্ণ অসহিষ্ণু হওয়াই বৈষ্ণবতার আরম্ভ।

গুরুদেবই কৃষ্ণকে দিতে পারেন, অন্যের ক্ষমতা নাই। ধন, জন বা কবিতাসুন্দরী প্রভৃতির প্রার্থনা কিম্বা আত্মবিপ্রলম্ভ ক'রে তাঁ'র আসন গ্রহণ করা রূপ অহং-গ্রহোপাসনা যেন কদাপি না হয়। তাঁ'র সর্ব্বোত্তমা প্রীতি কৃষ্ণানুশীলন যা'তে অনুকূল-ভাবে হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি—তাঁ'র রূপস্ফূর্ত্তি ও ধামস্ফূর্ত্তি যাঁ'র যতটা হ'বে, তিনি তত আমায় কৃপাপাত্র ক'রেছেন। কৃষ্ণভজনের ভজনপ্রবৃত্তি যাঁ'র যতটা, কৃষ্ণসেবার উদ্দীপন তাঁ'র হৃদয়ে ততটা প্রতিভাত।

শুদ্ধা ভক্তির ইতিহাস আলোচনা ক'র্লে দেখা যায়, যাঁ'রা মাপ্‌তে গিয়েছে, তাঁ'রা চিরকালই ব্যর্থমনোরথ হ'য়েছে। তাঁ'রা জগতের প্রশংসা-ভাজন হ'লেও অপ্রাকৃত বস্তুকে স্পর্শ ক'র্তে পারে নাই। যখন সেইরূপ চেষ্টা হয়, তখনই তিনি নিজকে লুক্কায়িত রাখেন, মায়া দ্বারা আচ্ছাদন করেন। তাঁ'রা মায়িক বস্তু লাভ ক'রে মনে করে যে, অধোক্ষজ বস্তু লাভ ক'র্লাম।

হরিগুরুবৈষ্ণব যদি সত্যসত্যই কাহারও সেবা গ্রহণ করেন, তাঁ'রা আমাকে ব্যক্তিগত-ভাবে নিষেধ ক'র্লেও জানি যেন তাঁ'দিগের প্রতি বিন্দুমাত্রও কোনভাবে বিদ্বেষভাব পোষণ না করি। যেখানেই থাকি নির্ব্যলীক হ'য়ে যেন আশ্রয়বিগ্রহের নিষ্ঠা আশ্রিত থাক্‌তে পারি। স্থূলভাবে তাহা বৃক্ষতলই হউক আর অভ্রভেদী শ্রেষ্ঠ সৌধবিক্রয়কারী রাজপ্রাসাদই হউক, তাহাই শ্রীধাম নবদ্বীপাদির শ্রীধাম, যেখানে আশ্রয়-বিগ্রহের আনুগত্যে নিত্যকাল বিষয়বিগ্রহের সেবার বিচার প্রবল।

যখন সেবার চোখ্ থাক্‌বে না, যখনই আধ্যক্ষিক দৃষ্টি প্রবল হ'বে, তখনই নির্ব্বিশেষবাদী জড়রূপ ভাগের অভিনয়ে চিদ্রূপ হ'তেও বঞ্চিত হ'বে। ইহা ভক্তি-পথের সর্ব্বাপেক্ষা পরিপন্থী। সুবিধাবাদ বা স্বার্থসিদ্ধির কামনামূলে যে বিচার, তাহা আত্মমঙ্গলকামীর বিচার নহে। বস্তুতঃ আত্মমঙ্গলকামীর বিচার এই যে, সম্পূর্ণ শরণাগত হ'য়ে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব যখন যে অবস্থায় রেখে সুখ পান, তজ্জন্য মৃত্যু পণ ক'রে শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সেই অবস্থায় সন্তুষ্ট হ'য়ে, সর্ব্ববিধ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে শ্রীচৈতন্যের সেবায় এই জীবনকে আহুতি প্রদান কর্‌। এইরূপ নিষ্ঠা না হৈলে কথা থাক্‌লেই মুখে বিরহশোভক আশ্রয়-বিগ্রহ-সমাধিষ্ট বিষয়-বিগ্রহের নাম বা গোকুল-মহোৎসব প্রকটিত হন।

সাধুসঙ্গ

(পণ্ডিত শ্রীপাদ উদ্ধবদাসনঅধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ)

সৌভাগ্যবান্ জীবেরই কৃষ্ণকৃপায় গুরু-পাদাশ্রয় লাভ হয়। সৌভাগ্য না থাকিলে হয় না। 'ভাগ্যবান্' বলিতে সুকৃতিসম্পন্ন জীবকে বুঝায়। অজ্ঞানক্রমে বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবা সাধিত হইলে জীবের 'সুকৃতি'র উদয় হয়। এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব সুকৃতি জীবমাত্র চিদ্বৃত্তির অস্ফুট বিকাশ, উহা জড়কর্ম নহে। শ্রীসনাতনশিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥
কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে মুচুকুন্দ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন,—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা
ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

অর্থাৎ হে অচ্যুত, সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন জনের ভবাপবর্গকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সাধুসঙ্গ সংঘটিত হইয়া পড়ে, তবেই সদ্গতি ও পরাবরেশের-স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে।

অনন্ত কৃষ্ণবিমুখজীব নিরুপায় হইয়া সংসারে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখ উপায়॥

কাহারও দৈবাৎ ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি হয়। শুদ্ধভক্তির কোন অঙ্গ, যথা—একাদশাদি-দিবসে উপবাস, ভগবল্লীলাতীর্থের দর্শন ও স্পর্শ, অতিথিবোধে শুদ্ধভক্তের উপকার, নিষ্কিঞ্চন সাধুদিগের বদন-নির্গত হরি-নামাদির কথা বা গীত শ্রবণ ইত্যাদি যদি কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি ঘটনাক্রমে বা লোক-দৃষ্টিতে ভুক্তি-মুক্তি স্পৃহা-রহিত হইয়া করেন, তাহা হইলে ঐ সকল কার্য্য ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি হয়। যাহাদের ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে উহারা ভক্তিপ্রদ-সুকৃতি হয় না, পরন্তু ভোগোন্মুখী ও মোক্ষোন্মুখী সুকৃতি হয়।

ঘটনাক্রমে সৌভাগ্যে প্রথম সাধু সঙ্গের ফলে যে শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহা অনন্যভক্তির অধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মাধিকার-নিবারক বিশেষণ মাত্র। এই প্রাথমিক শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ নয়। যথা আম্নায়-সূত্র,—

'শ্রদ্ধা ত্বন্যোপায়বর্জ্জং ভক্ত্যুন্মুখী-
চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ।'

অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদি অন্যোপায়-পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্ত্যুন্মুখী চিত্তবৃত্তি-বিশেষ শ্রদ্ধা। জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগাদি প্রয়োজনসিদ্ধির উত্তম উপায় নয়, ভক্তিই একমাত্র বিশুদ্ধ উপায়—এবম্ভূত দৃঢ়বিশ্বাস— "শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাপত্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই আমার মঙ্গল নাই। অতএব আমি সেই শ্রীচরণে শরণাপন্ন হইলাম"—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা, শরণাপত্তি বা প্রপত্তি। এই শ্রদ্ধা উদিত হইলে জীব কাঁদিতে কাঁদিতে বৈষ্ণব সাধুর অনুগমনে রত হন। এইরূপে যে সাধুর আশ্রয় করেন, তিনি শ্রীগুরুদেব।

কৃষ্ণপ্রসাদেই গুরুপ্রসাদ লাভ হয়। সুকৃতিমান্ অনুগ্রহযোগ্য জনের পরম-শ্রেয়োলাভের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবান্ নিজ প্রিয়তম জনকে শক্তি অর্পণ করিয়া জগতে নিজ কৃপাশক্তি বিতরণের জন্য মহান্তগুরুরূপে প্রেরণ করেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে কৃষ্ণ-সেবারূপ সম্বোধন দীক্ষা প্রদান করেন। গুরু-কৃষ্ণের প্রসন্নতা হইলেই ভক্তিলতার বীজরূপ শ্রদ্ধা পাওয়া যায়। যথা,—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥

এই ভক্তিলতাবীজ শ্রদ্ধা হইতে ভগবানের সেবালতিকা উৎপন্ন হয়। এই সুদৃঢ়বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা ভক্তির অঙ্গ। শ্রদ্ধাবান্ জীবই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন ও শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। গুরু কৃষ্ণ [illegible] সম্বন্ধজ্ঞান ও [illegible] প্রাপ্তি হয় না—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞান-বীজের প্রাপ্তি ঘটিতে পারে।

গুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়া তৎ-কীর্ত্তন-কার্য্যে ব্রতী হইলেন, তাহারা ভক্তিলতা-বীজ ক্রমশঃ ভগবানের সেবারূপ লতিকায় পরিণত হয়। এই লতিকা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া গোলোক-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় পাইয়া থাকে এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছারূপ অপ্রাকৃত প্রেমফল প্রদান করে।

অপরাধশূন্য বৈষ্ণবাপরাধই সাধনপথে সর্ব্বপ্রধান 'বিঘ্ন'। প্রবল ভক্তিবিরোধী ভাব বা দুর্নিবারূপ বৈষ্ণবাপরাধ ভক্তিলতার বিনাশকারক। কৃষ্ণাঙ্কুশসহ-বর্জ্জন-চেষ্টা-রূপ আবরণ বা বেড়া না থাকিলে অসৎ-সঙ্গক্রমে জাত অপরাধ মত্তহস্তীরূপে ভক্তিলতাকে উৎপাটিত ও নিঃশেষ করিতে পারে। এরূপ যাহাতে না ঘটে তজ্জন্য সাধকের নিতান্ত সাবধান হওয়া আবশ্যক।

দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া অপরাধের সহিত প্রবল সংগ্রাম করিতে করিতে জীবগণ ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-পরায়ণ, কপটপ্রিয় অর্থাৎ নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ-প্রমত্ত হইয়া নির্ব্বোধ লোকগণকে বঞ্চনাপূর্ব্বক জগতে 'ধার্ম্মিক' বা 'সাধু' বলিয়া পরিচয়-আকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়ে, বাস্তবিক শুদ্ধ হরিসেবক হইতে পারে না।

দুঃসঙ্গবর্জ্জন-বিষয়ে বজ্রাদপি কঠোর না হইলে সাধু-গুরুর কৃপা পাওয়া যায় না। শ্রীসনাতন-শিক্ষায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর॥

ইহার অনুভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"অবৈষ্ণবসঙ্গ-পরিত্যাগই বৈষ্ণবের একমাত্র সদাচার। অবৈষ্ণব বলিলে স্ত্রীসঙ্গী ও 'কৃষ্ণের অভক্ত'—এই দুই শ্রেণীর লোককে বুঝায়। সংসারে পাপপরায়ণ ব্যক্তি বৈষ্ণব নামের একেবারেই অযোগ্য। 'ধর্ম্ম', 'অর্থ' ও 'কাম' নামক ত্রিবর্গ স্ত্রীসঙ্গরূপ অবৈষ্ণবা-চারে আবদ্ধ। 'মোক্ষ' নামক চতুর্থবর্গ স্ত্রীসঙ্গ হইতে উৎপন্ন না হইলেও কৃষ্ণবৈমুখ্য-ক্রমে মোক্ষাভিলাষী স্ত্রীসঙ্গী অপেক্ষা অধিক-তর অবৈষ্ণব হয়ে। মায়াবাদী ও মায়াবিলাস—উভয়ের সঙ্গই বৈষ্ণবতা বা ভক্তির বিনাশের কারণ"।

বস্তুতঃ গুরু কৃষ্ণ-প্রসাদে যে শ্রদ্ধা লাভ হয় তাহা নষ্ট করিবার জন্য বহুবিধ ব্যাঘাতগণের অভাব নাই। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, 'আলোর অনুসরণ' প্রবন্ধে কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন— "আমাদিগকে আঁধারে—মহাকালীতে লীন করাইবার জন্য আত্মমতব আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিতেছে। আচার্য্যবৃন্দের আলোর আকর্ষণ যদি আমরা অনুসরণ করিতে পারি, তাহা হইলে যাবতীয় প্রতিকূল চেষ্টা—কোটি কোটি বাধা-বিঘ্নের পর্ব্বত আমাদের সেবোৎসাহ আরও কোটিগুণ বৃদ্ধি করিবে।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধুসঙ্গফলে ভক্তিপ্রদা সুকৃতি লাভ হইলে কৃষ্ণকৃপায় গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় পাওয়া যায়। সদ্গুরু-পাদাশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তসঙ্গে কৃষ্ণানুশীলনই একমাত্র উদ্দেশ্যপূর্ণ উপায়। শ্রোতবাণীতে ও শ্রীগুরুতে অবিশ্বাস হওয়া অতিশয় দুর্ভাগ্যের পরিচয়। পাপে যাহাদের চিত্ত মলিন অথবা অসৎসঙ্গক্রমে যাহাদের চিত্ত মোহগ্রস্ত, তাহাদেরই এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়া থাকে। লোকাবিষ্ট করিয়া অসৎসঙ্গ করাতে কোন বাহাদুরী নাই। ভুল করিয়াও যদি গুরু বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করিলে দণ্ড হইতে রেহাই পাওয়া যায় না। একমাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণবের অহৈতুকী কৃপাতেই আমরা সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারি। অন্য উপায় নাই—নাই—নাই।

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

আনুগত্য

(শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী)

ভক্তি কি প্রকারে পাওয়া যায়? তদুত্তরে বলা যায় যে, ভক্তিপ্রাপ্তির চেষ্টাই একমাত্র উপায়। ভগবদ্ভক্তিরাজ্যে প্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্তি ভিন্ন নহে, উপায় ও উপেয় পৃথক্ নহে। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, অন্যাভিলাষ প্রভৃতি বিষয়ে বস্তুপ্রাপ্তির উপায় ও প্রাপ্তি অর্থাৎ উপেয় ভিন্ন। নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে 'মই' দিয়া ছাদে উঠিবার পর 'মই'এর আর কোন দরকার থাকে না। একবার ছাদে উঠিতে পারিলে মই চিরতরে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও কোন আপত্তি নাই; অর্থাৎ তাহাদের সাধ্য ও সাধন পৃথক্। কিন্তু ভক্তিরাজ্যের সিঁড়ি পাকা সিঁড়ি—ইহা ছাদের সহিত নিত্য সংলগ্ন থাকে। ঐ সিঁড়ি কখনও ভাঙ্গা যায় না। সিঁড়ি ভাঙ্গিলে ছাদও পড়িয়া যায়। অর্থাৎ অনিত্য বস্তুদ্বারা নিত্যবস্তু লাভ করা যায় না, নিত্যবস্তু দ্বারাই নিত্যবস্তু লাভ করা যায়। ভক্তি দ্বারাই ভক্তি লাভ হয়।

এজগতেও দেখা যায় যে, কোন একটী বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। শিক্ষকের শরণাগত না হইলে, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার না করিলে, তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী না হইলে কোন শিক্ষা লাভ করা যায় না। তদ্রূপ আচার্য্য, গুরু বা বৈষ্ণবের নিকট আত্ম-সমর্পণ না করিলে—শরণাগত না হইলে—শিষ্যত্ব স্বীকার না করিলে হরিভক্তির পথে একপদও চলিতে পারা যায় না। আচার্য্য আচরণ করিয়া কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। তাঁহার আচার-প্রচার-পরায়ণ জীবনের অনুসরণ করিলে—অমায়ায় কৃপার প্রার্থী হইলে তবেই মঙ্গল। শরণাগত বা শিষ্যকেই তিনি শাসন করেন—কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন। অনুগ্রহ-নিগ্রহের মালিক এক-মাত্র গুরুবৈষ্ণবই। কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেম-বশীভূত। তাঁহাদের ইচ্ছাই কৃষ্ণের ইচ্ছা—তাঁহাদের কৃপা বা অনুগ্রহই কৃষ্ণের কৃপা বা অনুগ্রহ। হরিজনের কৃপাতেই হরিভক্তি লাভ হয়। সেইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

'কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।'

কৃষ্ণপ্রসাদ ও সাধনাভিনিবেশের কৃপা হইতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। 'কৃষ্ণপ্রসাদ' বলিতে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত উভয়কেই বুঝায়। ইঁহাদের কৃপার কোন কারণ নাই। যদি ইঁহারা কোন সুকৃতিমান্ ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের ভক্তিলাভ অতি সুলভ হইতে পারে। সেইজন্যই তাঁহাদের অহৈতুকী করুণার কাঙ্গাল হইয়া তাঁহাদের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া নিষ্কপটে তাঁহাদের অমায়ায় কৃপার প্রার্থী হওয়াই প্রয়োজন। গুরুনিত্যানন্দের পাদপদ্মে অবস্থিত হইতে পারিলেই আর ভয়ের বা নিরাশা-হতাশার কোন কথা নাই। শরণাগত হইতে পারিলে চিন্তার কোন কারণ নাই। নির্ভীক হইয়া নিজের বল-ভরসা প্রভৃতি আশা ছাড়িয়া তাঁহাকে গোপ্তৃত্বে বা পালকত্বে বরণ করিতে হইবে। অকিঞ্চনতা, দীনতা বা শরণাগতি থাকিলেই গুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণশ্রেষ্ঠত্বের বিষয় উপলব্ধি হয়। শরণাগতের নিকটই তিনি তাঁহার স্বরূপ প্রকট করেন। তাঁহার অমায়ায় কৃপা না হইলে তাঁহার ভুবনমোহন-মনো-মোহনকারিণী সেবা বা মহিমার কথা উপলব্ধির বিষয় হয় না। তাঁহার স্বরূপ অর্থাৎ সেবাময়রূপ স্বরূপ দর্শন না হইলে তৎপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে কেহ পারে না। যদি আত্মাবগ্রহ—সেবাবিগ্রহ—সেবাশিক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেবের সংকীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনযজ্ঞে পূর্ণ আহুতি দিয়ে

কাহারও সৌভাগ্য হয়, যদি নিজেকে দীন, হীন, অকিঞ্চন বলিয়া বলিয়া উপলব্ধি হয় তবেই শ্রীগুরু-নিত্যানন্দ তাঁহার সেবার রূপ দেখাইয়া তাহাকে আকৃষ্ট করিবেন। গুরুকৃপাপ্রসাদে ভক্তিলতা-বীজ লাভ হইবে। জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী প্রভৃতি হরিভক্তিলাভের বাধকারী নহে। ঐ সকল পুণ্য-আভিজাত্যাদি না থাকিলেও কৃষ্ণকৃপা হইতে পারে।

দীন বা অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া ভগবানকে ডাকিলেই ভগবানের কৃপা পাওয়া যায়। এ জগতের কোন কিছুর বিন্দুমাত্র অভিমান থাকিলে নিত্যানন্দের কৃপা পাওয়া যাইবে না। নিত্যানন্দের কৃপা না হইলে সংসৃতি-বাসনার বীজ নষ্ট হয় না—ভগবৎসেবা হয় না। সেইজন্যই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন বলিয়াছেন,—

সংসারের পার হই ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

গুরু-নিত্যানন্দের কৃপা পাইতে হইলে দীন, অকিঞ্চন হইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম অকিঞ্চনেরই লভ্য। অকিঞ্চন না হইয়া দাম্ভিক হইলে তাঁহার কৃপা পাওয়া যায় না। দীনতার বিপরীত দম্ভ। দম্ভ থাকিলে গুরুপাদাশ্রয় লাভ হয় না, তাঁহার স্বরূপ বা দাসরূপ সেখানে প্রকাশ করেন না। দম্ভ ছাড়িয়া—স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া দীন হইলে, অনুগত হইলে অকিঞ্চন বা নির্ম্মৎসর হইলে তবেই ভগবদ্ভক্তি লাভ হইবে। নির্ম্মৎসর হইয়া সাধুমুখ-বিগলিত শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিলে হৃদয়ের মলসমূহ অপসারিত হইয়া ভগবানের সেবার জন্য একটা তীব্র আর্ত্তি উপাহৃত হয়। ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্য তীব্র আর্ত্তি না হইলে সেব্যের স্বরূপ, সেবকের স্বরূপ, সেবার স্বরূপ কিছুই বুঝা যায় না। সদ্গুরুর কৃপা না হইলে গুরু-সেবা পাইতেছি না বলিয়া নিজের একটা আত্মগ্লানি বা দুঃখও হয় না; সুতরাং পাইবার জন্য ইচ্ছাও জাগে না। তাই প্রথমেই সদ্গুরুর—যাঁহার গুরুপাদপদ্মে অচলা শ্রদ্ধাবিশ্বাস আছে, তাঁহার কৃপার ভিখারী হওয়া প্রয়োজন। এইরূপ একজন সদ্গুরু পাইলেই যথেষ্ট। একজনের সঙ্গ হইলেই—একজনের কৃপা হইলেই গুরু-পাদপদ্মে দৃঢ়শ্রদ্ধা-বিশ্বাস জন্মিবে। সেইজন্যই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ চিনিয়া লইয়া সদ্গুরুর সেবা করিতে বলিয়াছেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

সাধু চিনিতে হইবে। সাধুর তারতম্যানুসারে সেবারও তারতম্য আছে। যেখানে সেখানে মস্তক বিক্রয় করিতে হইবে না। যেখানে সেখানে আত্মসমর্পণ করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। বৈষ্ণবকে চিনিতে হইবে—আদর করিতে হইবে—বৈষ্ণবতার দিক্ হইতে। বৈষ্ণবতা থাকুক্ বা না থাকুক, বেশীদিন মঠে বাস করিলেই যে তাহাকে বৈষ্ণব বলিতে হইবে এরূপ নহে। বৈষ্ণবতা অর্থে বিষ্ণুর ঐকান্তিক সেবা-তৎপরতা। উহা বৈষ্ণবের স্বরূপ। কৃষ্ণৈকশরণতাই বৈষ্ণবের স্বরূপ-লক্ষণ, আর সব, দয়াদি অন্যান্য গুণসমূহ গৌণ। এইরূপ কৃষ্ণৈকশরণ সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। এক মুহূর্ত্ত সাধুর সঙ্গ ছাড়া হইলে মায়া আমাদের গ্রাস করিবে, অজহরিনাম হইবে না। সাধুর সঙ্গে হরিনাম শ্রবণ-কীর্ত্তন করাই একমাত্র কার্য্য। অন্য সমস্ত কাজ বাদ দিয়া অর্থাৎ দেহ-মনোবৃত্তে জলাঞ্জলি দিয়া ২৪ঘণ্টার মধ্যে ২৫ ঘণ্টাই সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করিতে হইবে। এইরূপ সাধুর সঙ্গ ছাড়িয়া দিলে দুষ্ট মন নির্জ্জন-ভজনের ছলনা করিয়া মহা-সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। নিষ্কপট গুরুদাসের নিকটে অনুগত হইতে না পারিলে গুরুদেবের উপদেশ স্মৃতিপথে আসে না। যে সাধু আমাদিগকে তোষামোদ করেন না, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়া তোষা দেন না—তীব্র হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া আমার গলদ্‌গুলি ধরাইয়া দেন, তাঁহারই সঙ্গ করিতে হইবে, তবেই মঙ্গল হইবে। নতুবা মঙ্গলের আশা সুদূর-পরাহত।

শ্রীশ্রীআচার্য্য-আরতি

জয় জয় শ্রীআচার্য্য পতিতপাবন।
মো হেন পতিতে প্রভু করহে তারণ॥
জয় জয় শ্রীঅনন্তবাসুদেব জয়।
এ হেন পতিতে প্রভু দেহ' পদাশ্রয়॥
তুমি ত' জগদ্‌গুরু সর্ব্বজীব-গুরু।
এ অধমে দেহ' প্রভু পদকল্পতরু॥
জয় জয় শ্রীআচার্য্য গোস্বামী ঠাকুর।
কলিজীব-উদ্ধারিতে করুণা প্রচুর॥
মুই সে পামর অতি অতি দুরজন।
কৃপা করি দেহ' প্রভু তব শ্রীচরণ॥
কর্ম্মী, জ্ঞানী, মায়াবাদী অভক্তাদিগণ।
গুরু-ভোগী, গুরুত্যাগী যত দুরজন॥
কনক-কামিনী আর প্রতিষ্ঠাসম্ভার।
বঞ্চনা করিলে প্রভু দিয়া এ সবার॥
বাহ্যকল্পতরুরূপে জগতে প্রকাশ।
যে যাহা মাগয়ে তার পূর্ণ কর আশ॥
কিন্তু এক গূঢ় ইচ্ছা আছয়ে তোমার।
গোলোকের পূর্ণ বস্তু করিতে প্রচার॥
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম, কৃষ্ণের কামনা।
জানাইতে আসিয়াছ এই বিবজনা॥
অসিদ্ধান্ত চূর্ণ করি সিদ্ধান্ত স্থাপিয়া।
নানা ক্লেশ সহিতেছ জগতে আসিয়া॥
কিছু না বুঝিনু হায়! তোমার করুণা।
তব তত্ত্ব নাহি জানি তব কৃপা বিনা॥
তাই তব পাদপদ্মে মোর নিবেদন।
কৃপা করি এ তত্ত্ব জানাও এখন॥
সিংহরবে দূর করি' দুষ্টজনগণে।
নিষ্কপটে রক্ষা কর অতি সযতনে॥
প্রভুপাদশ্রেষ্ঠ তুমি প্রভু আজ্ঞা ধরি'।
জগতে করিছ নাশ দুষ্ট তর্ক-অরি॥
যত কালি-পুষ্টচর গুরু-দ্রোহিগণ।
সকলে পলায় দেখি' তোমার বিক্রম॥
বজ্রাদপি-কঠিন তুমি অভক্তেরো প্রতি।
কুসুম-কোমলবৎ শুদ্ধভক্ত প্রতি॥
জয় জয় হে আচার্য্য গোস্বামিপ্রবর।
পরমহংসশিরোমণি সর্ব্বশক্তিধর॥
তোমার মহিমা-রাশি কে বর্ণিতে পারে
কৃপা করি যদি তুমি না জানাও মোরে॥
মূকও বাচাল হয় তব কৃপাবলে।
তব কৃপা হ'লে পঙ্গু গিরি লঙ্ঘি' চলে॥
তোমার চরণে আমি মাগি এই ভিক্ষা।
জন্মে জন্মে তব কৃপাবাণী করি শিক্ষা॥
তব পাদপদ্মে মোর সদাই কামনা।
তোমার করুণা মোর হউক প্রার্থনা॥

শ্রীআচার্য্য-করুণাপ্রার্থী—
শ্রীকেশবচরণ দাস

পয়ার

শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব তিথি-পূজা

গত ১৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার, লক্ষ্মৌ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে অহোরাত্র উপবাস-মুখে শ্রীশ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী-তিথি পালন করেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উষঃকীর্ত্তনান্তে সমস্ত দিন শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ হইতে থাকে এবং মধ্যে মধ্যে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইতে থাকে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের বন্দনা ও দশাবতার-স্তোত্রাদি সংকীর্ত্তন অন্তে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী বলেন যে, ভক্তরাজ প্রহ্লাদের চরিত্রে আমরা সাধনভক্তের শিক্ষণীয় বিষয় পাই যে,—প্রহ্লাদ যেমন বিষ্ণুবিদ্বেষী পিতা হিরণ্য-কশিপু ও অসুর বালকগণের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও এবং নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত হইয়াও ভগবদুপাসনা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, পরন্তু অসুর বালকগণকে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, তদ্রূপ ভগবদ্ভক্তও বহির্ম্মুখ জনগণের সহিত বাস করিয়াও ভগবদ্ভজন হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবেন না। অনন্যচিত্ত ভক্ত প্রহ্লাদের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য যেমন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেইপ্রকারে একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া হিরণ্যকশিপু-সদৃশ ভোগী ও ধর্ম্মবিদ্বেষী জনগণের কবল হইতে এবং সত্যার্ক সদৃশ স্বার্থান্বেষী ও বিপথে পরিচালনকারী শিক্ষাগুরুবর্গগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ 'আচার্য্য কেশরী' সকল সময়েই প্রকাশিত হইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের আনুগত্য ব্যতীত সাধনভক্তের অন্যপ্রকারে বহির্ম্মুখ জনগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় নাই, প্রভৃতি বহু কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের জয়গান করিতে করিতে সভা ভঙ্গ হয়।

দার্জ্জিলিং-এ প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিং শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীদিবস তিনি মঠাগত শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্ত আকর্ষণ করেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন। পণ্ডিতজী প্রত্যহ শ্রীমঠে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার হরিকথা প্রচারে উৎসাহ দেখিয়া আমরা সকলেই পরমানন্দিত।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸৹; ৪র্থ খণ্ড—৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরমহংস-শ্রী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগান্ধর্বা-গোপীনাথ আচার্যচতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রীবাস্তুপ্রাঙ্গণ-শ্রীযোগপীঠ-প্রকাশিত ভাবসেবা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন, মহাপ্রভুর বৈরাগ্য শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও বাঙ্গলায় পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) সত্যেন্দ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বারিকা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নয়াবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
ওনং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চরিধার, জেঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
... মুরাদপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
ঘাট রোড গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গণেশ সিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যসাধনঃ মঠ,
পোঃ বিসরাহ, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রভুপাদ-কুঞ্জকুটী
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
সঙ্কেত, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—সেনাপতি,
পোঃ কোটোয়াল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং ওয়ার্ডেন রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অগস্ত্যাধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) বাঙ্গালোর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাঙ্গালোর, মহীশূর
শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ...র, পথর রোয়াপেঠা মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দরাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রজগৌড়ীয়মঠ
আঠারনালা, পোঃ গ্র্যাণ্ড রোড, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আলালনাথ, পুরী

(৫৭) অচ্যুতানন্দ মঠ
শালবনি, পোঃ আলালনাথ (উড়িষ্যা)

(৫৮) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ মঙ্গলগিরি, মাদ্রাজ

(৬০) ... মঠ
চিকদিয়া, পোঃ ...পুর, মেদিনীপুর

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬২) আসনসোল প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ আসনসোল (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
...কুণ্ডা, পোঃ চিকুলিয়া, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং স্পার্কস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্ল্সকোর্ট রোড
কেন্সিংটন, লণ্ডন, ডব্লু ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
উইটেল রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৵০	৷৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১৫৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(০)::——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃপঞ্চাশবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগ্রহে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাসাধ্য ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসাধ্য প্রকাশিত সহিত যুক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ রমনা, ঢাকা।

——

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক স্তবের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:০:——

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

হিন্দু উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অত্যন্ত স্বাস্থ্যপ্রদ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য অল্প ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নির্ধন ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, শিক্ষা ও দীক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ বিদ্বদ্বিখ্যাত শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত উহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

স্বতঃ-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীবল্লভ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও ভক্তগণের সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল স্বতঃসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীস্বতঃ-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। সাধকগণের বহু জটিল সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিকেরই এই গ্রন্থ [illegible] একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আর্ট্রাস লিখিত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং গভীর লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট আকার ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় ধর্ম-দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষার সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিভাগীয় শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত সুবিস্তৃত শব্দকোষ (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। মূল্য—২৫ পঁচিশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধুনাতন পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

কৃষ্ণবেরী পাঁচন

ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিশুর প্লীহা সংযুক্ত কাশাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর ।।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অবিমর্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় ভক্তিশাস্ত্রসিদ্ধান্তজ্ঞ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৪-৩৬ ৬ ২৬ ৭ ০৬ ১২-২৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৫৬ ২২-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ ৮-১৮ ১৪-১৫
(বদল) ছাঃ ৯-৩৯ ১৪-৫০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮-৪৪ ১০-৮ ১৫-২০ ১৭-২৮ ১৯-০৮ ০০-১৬ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-২৬
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২১-৪

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬
(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৯
ছাঃ ১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫-৪৪ ৯-১০ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২৩ ৯-১৬ ৯-৪৮ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১৯ ২১-১০
ছাঃ ৫-৩৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৫৬ ১৭-৩০
(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪৬
কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩৩
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪
(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৫
(বদল) ছাঃ ১৭-৪০ ১৯-১৪ ২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০ ২৩-০৭

পোঃ— শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৬, ১৫ই মে, ১৯৭৯, সোমবার [৬৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::০::—

দুইটী ভারতীয় দলের বরখাস্ত সম্পূর্ণ

১৩শ সংখ্যক ল্যান্সার্স ও ১৪শ সংখ্যক সিন্ধ হর্স এই দুইটি ভারতীয় সৈন্যদলের বরখাস্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া সমর বিভাগের কর্তৃপক্ষ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। সেনাপতিগণের যাঁহারা বরখাস্ত ভারতীয় সৈন্যদল পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, আধুনিক বরখাস্ত পরিকল্পনার সহিত তাঁহারা নিজেকে যে ভাবে খাপ খাওয়াইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আরও কয়েকটি ভারতীয় সৈন্যদলকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব আলোচিত হইতেছে। কিন্তু চ্যাটফিল্ড কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়ায়, এ সম্বন্ধে আপাততঃ সরকারীভাবে কোনও ঘোষণা করা হইবে না। সমর বিভাগের হেডকোয়ার্টারে সমূহ মিকানিজেশন ডিরেক্টরেট নামে নূতন একটি পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে।

চ্যাটফিল্ড কমিশনের প্রস্তাবিত সৈন্যদল পুনর্গঠন সম্পর্কে সিমলায় এ পর্য্যন্ত কোনও সংবাদ পৌঁছে নাই। তবে 'লণ্ডন বিলিটারী কর্পোরেশনে প্রকাশিত মন্তব্য এ সম্বন্ধে কতকটা আভাষ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত মন্তব্য হইতে জানা যায় যে, অপেক্ষাকৃত যুবক কমাণ্ডারদিগকে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য উচ্চ পদস্থ সামরিক কর্মচারীদিগের অবসর গ্রহণের বয়স কমাইয়া দেওয়া হইবে। ভারতবর্ষ ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যদলের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া এংলো-ইণ্ডিয়ান সৈন্যদল গঠনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইবে। নৌ বিভাগ ও বিমান বিভাগের উন্নতিকল্পে ঐ সকল বিভাগের পুনর্গঠনের ব্যবস্থা হইবে বলিয়াও অনুমান হইতেছে।

—

প্রবীণ কংগ্রেসকর্মীদের পদত্যাগের সম্ভাবনা

স্থানীয় কংগ্রেস মণ্ডল কমিটিগুলির নির্বাচন লইয়া যে গোলযোগের উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলে প্রবীণ কংগ্রেস-সেবিগণ এলাহাবাদ সহর রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সহর রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি কতকগুলি কারণে পুলবাবাদ মণ্ডল কমিটির নির্বাচন স্থগিত রাখেন। ইহাতে অপর দল বিশেষ ক্ষুব্ধ হয় এবং তাঁহারা সভাপতির কার্য্যে নিন্দা প্রকাশ করিবার জন্য একটি প্রস্তাবের নোটিশ দেন। শেষ পর্য্যন্ত আর প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয় না এবং পুলবাবাদ মণ্ডল কমিটির নির্বাচনও হইয়া যায়। আবার শোনা যাইতেছে যে, প্রাদেশিক কংগ্রেস নির্বাচন ট্রাইবুন্যাল বাকি হিটাৰিং অফিসারের নিকট এক তার করিয়া তাঁহাকে ভোট গণনা স্থগিত করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কতিপয় কংগ্রেসকর্মী প্রাদেশিক ট্রাইবুন্যালের এই কার্য্য নিয়মতন্ত্রবিরোধী বলিয়া মনে করিতেছেন এবং ট্রাইবুন্যালের এইপ্রকার অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদস্বরূপ তাঁহারা সহর রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

—

কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিস্থিতি

যশোহর টাউনহলে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভা হয়। সভায় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এল এ এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তিনি দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং কংগ্রেসের মধ্যে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি ও পার্থক্য প্রভৃতি বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, বামপন্থীগণ দেশের স্বাধীনতার জন্য গান্ধীজীর অহিংসনীতি প্রতিপালন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত; কিন্তু ধর্ম হিসাবে তাঁহারা উহা গ্রহণ করিতে একেবারেই অসম্মত। তাঁহার মতে কংগ্রেসের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ছাড়া এমন কোন নেতা নাই—যাহাদের উপর বিভিন্ন দলের আস্থা আছে।

তাঁহার বক্তৃতার পর সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দলের সহিত কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থীদের ঐক্য আছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহার কি প্রমাণ আছে জানিতে চাহেন। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার পর ধন্যবাদান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

—

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার ফল

ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অসিতরঞ্জন শর্ম্মা (আর্মানীটোলা স্কুল) ও সুধাংশু করুণা গুপ্ত (ইডেন গার্লস্ স্কুল) যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ইন্টারমিডিয়েট আর্টস পরীক্ষায় নরেশ রায় ও বন্ধীশ্বর দাস (উভয়েই জগন্নাথ কলেজের ছাত্র) যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান এবং ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স পরীক্ষায় খন্দকার আবুল হাসান মুকাররম হোসেন ও ননীগোপাল গুহ (উভয়েই জগন্নাথ কলেজের ছাত্র) যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

—

বৃটেন ও ফ্রান্সকে সাহায্যের দাবী

সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের প্রস্তাবের উত্তরে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট যে পাল্টা প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, পোল্যাণ্ড এবং রুমানিয়াকে স্বাধীনতা রক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তদনুসারে বৃটেন এবং ফ্রান্স যদি কোন যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়েন তাহা হইলে সোভিয়েট গবর্ণমেন্টকে তাহাদের সাহায্যার্থে অবিলম্বে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে হইবে। পূর্ব্ব ইউরোপের কয়েকটী রাষ্ট্রকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইবে তাহা রক্ষার জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেন্ট বৃটেন এবং ফ্রান্সের নিকট হইতে কিরূপ ধরণের সাহায্য পাইবে, উক্ত সংবাদে সে সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই।

ঠাকুরের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার
উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টী অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৭০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৬৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। সানুবাদ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ৪৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামভজনমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। সাধন পাথেয় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵
২১ গৌড়ীয়গীতিকা ।৵
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ৪৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকা সহ বাঁধা) ২৲
২৬। গীতার কেবল বঙ্গ ভাষা ৷০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ২০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা ৸০
৩০। দীপ-নির্ণয়-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৭
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵
৩৫। গীতমালা ৷৵
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।।
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৵/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। প্রমাণত্রিতয় ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা [illegible] ।০
৫৬ [illegible] ও ভক্তিপদ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (সানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীভূগোলেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। [illegible] ।০
৭০। [illegible] ৴০
৭১। [illegible] ।০
৭২। [illegible] ।৵০
৭৩। [illegible] ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] ৴০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। [illegible] ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮০। [illegible]
৮১। [illegible] ।০
৮২। [illegible] ৶০
৮৩ [illegible] ৴০
৮৪ [illegible] ৴০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য [illegible] ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১১ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১লা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৫ই মে ইং ১৯৩৯, সোমবার ৬৭৭ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

-::(০)::——

শ্রীধামে হরিকীর্ত্তন

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পরমকরুণাময় জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুর শ্রীধামমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া ভক্তবৃন্দ উত্তরোত্তর সেবোৎসাহিত হইতেছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় পাঠ, ব্যাখ্যা ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচিত হইতেছে। প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরপরিক্রমাদি অন্তে শ্রীপাদ অনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসর্ব্বস্ব প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ জগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল গৌড়ীয় এবং সন্ধ্যায় শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী, সেবাসুহৃৎ বি-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনগীতি ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

দিল্লীতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় কয়েকদিবস দিল্লী গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া নিরন্তর শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া সেবকগণ সকলেই আনন্দিত হইতেছেন। তাঁহার শ্রীহরিকথার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সর্ব্বদা "আচার্য্যনিষ্ঠাই সাধকের একমাত্র সাধন" ইহাই কীর্ত্তন করেন। আচার্য্যপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি রাখিয়া আমরা যতই শ্রবণকীর্ত্তন ও প্রচারাদি করি, তাহার কোন মূল্যই নাই। শরণাগতিই বৈষ্ণবতা। শরণাগতির তারতম্যানুসারে বৈষ্ণবতার তারতম্য। যাঁহারা শরণাগতির মূল্য না দিয়া জাগতিক কর্ম্ম-দক্ষতাকে বহুমানন করেন, তাঁহারা বৈষ্ণবতার কথা বুঝেন নাই, ইত্যাদি বহু কথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার হরিকথায় মঠ সর্ব্বদাই মুখরিত হইতেছে। তাঁহার নিষ্কপট শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন-সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

মথুরায় প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কয়েকদিন যাবৎ মথুরায় অবস্থান করিয়া শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। গত ১৮ই এপ্রিল মথুরায় ষ্টেশন মাষ্টার পণ্ডিত লক্ষীচাঁদ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া দুই ঘণ্টাকাল শ্রীহরিকথা আলোচনামুখে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করেন। তিনি বলেন যে, আত্মধর্ম্মের অপর নাম বৈষ্ণবধর্ম্ম, ইহা দেহ-মনের কোন প্রকার আগন্তুকধর্ম্ম-বিশেষ নহে। শুদ্ধ আত্মার সহিত পরমাত্মার নিত্য সম্বন্ধ। ভগবৎ-সেবার নামই প্রেমধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। কিন্তু প্রকারে এই শুদ্ধ আত্মা ভগবৎসেবা-বিস্মৃতিক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণে আবরিত হইয়া দ্বিতীয়াভিনিবেশবশতঃ অনাত্মবস্তুকে আত্মবস্তু মনে করিয়া ভয়, শোক ও অভাব দ্বারা ক্লিষ্ট হইতেছে তাহা সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত লক্ষীচাঁদ মহোদয় নিয়মিতভাবে শ্রীমঠে আগমন করিয়া ব্রহ্মচারিগণের নিকট আরও কথা শ্রবণ করিবেন এবং হরিকথা-প্রচারে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কথোপকথন-সময়ে অ্যাসিষ্টাণ্ট ষ্টেশনমাষ্টার ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

গত ২০শে এপ্রিল তারিখে ভক্তিশাস্ত্রীজী মথুরার রিটায়ার্ড পোষ্টমাষ্টার পণ্ডিত বৈকুণ্ঠচন্দ্র মিশ্র মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার গৃহে গমন করিয়া শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। পোষ্টমাষ্টার মহোদয় কথাপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলা বর্ণন-প্রসঙ্গ থাকা অন্যায় বলিলে ভক্তিশাস্ত্রীজী ঐ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহিলে তিনি পরদিন প্রাতে ঐ সম্বন্ধে শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে ভক্তিশাস্ত্রীজী পরদিন শ্রীপাদ বনীগোপাল দাসাধিকারী প্রভুর সহিত তাঁহার গৃহে গমন করেন। তিনি বলেন যে, মানব যখন আধ্যাত্মিকজ্ঞানে সদ্গুরুর আনুগত্য স্বীকারের আবশ্যকতা না বুঝিয়া শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করেন তখন তাঁহার ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা। শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ অপ্রাকৃত, উহা প্রাকৃত বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের বলে বোধগম্য নহে। "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে।" এই শ্লোক বিশেষভাবে বর্ণন করেন। তিনি বলেন যে, অনধিকারী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির উহা সাধ্য নহে। অনধিকার, উহা পাঠ করিলে উহার ফল বিষময় হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীমদ্ভাগবতে সাধক ও সিদ্ধ উভয়ের আলোচ্য-বিষয় আছে। যাহা একজনের নিকট খাদ্য, অপরের নিকট তাহা অখাদ্য বিষতুল্য প্রাণহানিকর। যীহাগ্রস্ত রোগীর পক্ষে যাহা বিষতুল্য হইলেও সুস্থ ও সবল ব্যক্তির পক্ষে উহা পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্য। পরমান্নের কোন দোষ নাই। কিন্তু গ্রহণকারীর তাহার লোভতার উপরই দোষগুণ নির্ভর করে। সেইপ্রকার শ্রীমদ্ভাগবতে সাধকের শ্রবণীয় প্রথমস্কন্ধ হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত বহু কথা আছে। উহা সদ্গুরুমুখে শ্রবণ করিতে করিতে অনর্থমুক্তাবস্থায় ১০ম স্কন্ধ আলোচ্য হয়। তখন উহা পরম উপাদেয় মনে হয়। যাঁহারা এই ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রথমেই ১০ম স্কন্ধ আলোচনা করেন, তাঁহারা এই প্রকার শ্রীমদ্ভাগবতের দোষ দেখিতে পান। পরন্তু নিজের অনধিকার-চর্চ্চাকে দোষ বলিয়া বুঝিতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে তিনি "বৈষ্ণবং সম চরেৎ . . বিষম্" শ্লোক আলোচনা করিয়া অনধিকারীর রাসলীলা আলোচ্য নহে ইত্যাদি বহু কথা কীর্ত্তন করেন।

আগ্রায় প্রচার

আগ্রানিবাসী শ্রীযুক্ত গৌরীশঙ্কর বি-এ মহোদয়ের সহিত আকবরাবাদ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠের পরিচালক সেবক গত ৭ই ও ৮ই বৈশাখ প্রাতে দুই দিন যাবৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচার-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এবং গৌড়ীয়মিশনের প্রচার-বিষয়ে অর্দ্ধঘণ্টা যাবৎ কীর্ত্তন করেন। তিনি পরিপ্রশ্নমুখে বৈষ্ণব কাহাকে বলে? বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কি, ভগবানে ও জীবে সম্বন্ধ কি প্রভৃতি বহু কথা শ্রবণ করেন।

"বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিব', যাহাদের এই বিচার, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড। বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিবার পিপাসা—কৃষ্ণ সাজিবার ইচ্ছা। একমাত্র কৃষ্ণই বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। কোন কোন পাষণ্ড গুরুদেবের উপর প্রভুত্ব অর্থাৎ 'গুরুদেব আমার order-supplier, অর্থাৎ আমি যখনই যাহা বলিয়াছি, তিনি তখনই তাহা শুনিয়াছেন'—এইরূপ বিচার করে। উহাদিগকে জন্মজন্মান্তর বৈষ্ণবের বিসর্জ্জনীয় মলমূত্র বহন করাইতে হইবে, তবে যদি উহাদের মঙ্গল হয়।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ ত্রিবিক্রম সর্ব্বশিব সংবৎসর গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::(৪)::——

হরিকথার প্রবাহ অব্যাহত রাখার জন্য—হরিকথার প্রবাহ যাহাতে থামিয়া না যায় তজ্জন্য আমাকে গৌরব স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়। তদর্থেই আমাদের একথাই শ্রোতব্য। আচার্য্য আমাকে যে ভাবে থাকিবার দরকার মনে করেন, আমাকে তাহা মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতে হয়। এইজন্য যে অসুবিধা হয়, তাহার জন্য আমি দায়ী নহি।

তৃণাদপি সুনীচ হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে। যিনি কীর্ত্তন করেন, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। কীর্ত্তন বিষয়ের শ্রবণই শিষ্যের বিচার। শ্রীগুরুমুখের কীর্ত্তন-শ্রবণেই সেই সকল কথা হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। আমিও তাই শিষ্যের মতই এই সকল কথা শ্রবণ করিবার অধিকারী হইয়াছি। ভগবান্ বা ভগবানের ভক্তের নিকট কি করিয়া দৈন্য-সহকারে যাইতে হয়, কি করিয়া তাঁহাদের স্তুতি গান করিতে হয় ও তাঁহাদিগকে সম্মান দিতে হয়, শ্রীগুরুমুখে তাহা শিক্ষা করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কি করিয়া নিজে অল্প লোককে সম্মান দিতে হয়, সর্ব্বপ্রকার নিষ্কপটভাবে গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবান্ ও ভক্তের উদ্দেশ্যে কিরূপ স্তবগান করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিবার বিষয় হইয়াছে।

———

যদি আমরা দাম্ভিক হইয়া পড়ি, তাহা হইলে সেবা হইতে চিরতরেই বঞ্চিত হইতে হইবে। ভগবানকে যে প্রকার ভক্তি করিতে যাই, ভগবদ্ভক্তের চরণে যদি তাদৃশী ভক্তির উদয় না হয়, তাহা হইলে আমরা অপরাধী হইয়া গেলাম—জীবন বৃথা হইয়া গেল। আমি যতই না কেন অযোগ্য হই অযোগ্য — অত্যধম — অনধিকারী আমার ন্যায় অধমের জন্য কৃপাপূর্ব্বক [illegible]ত হইয়াছেন। যাঁর বন্দনীয় পাদপদ্ম তাঁহাতে এই ভক্তের সমাবেশ হইয়াছে। তাঁহারা আমাকে সকলেই ভগবদ্ভজন শিক্ষা দিতেছেন। ভগবদ্ভক্তেরই নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান পাইব, এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি যেদিন শত সহস্র শতমুখী দ্বারা নিরাকৃত করিতে পারিব, অন্যের নিকট সম্মানের অভিলাষ হইতে যেদিন উদ্ধার লাভ করিব সেইদিনই আমাদের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ হইবে, আমরা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইব। অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা প্রদানের দ্বারা তাহার অযোগ্যতা হইতে অবসর লাভ ঘটে। স্ত্রী-পুত্রাদি নিজ নিজ কার্য্যদ্বারা জগতের চক্ষে অত্যন্ত নিন্দিত ঘৃণিত হইলেও তাহারাও ভক্তের অমানি মানদ-স্বভাব-দর্শনে ভক্তের আচরণ ও শিক্ষার অনুসরণ পূর্ব্বক নিত্যমঙ্গললাভে সমর্থ হয়।

ভক্তি আশ্রয় করিয়া যদি দাম্ভিক হই,—শুধু ভগবানের পূজা করিয়া ভক্তের পূজার অনাদর করি, তাহা হইলে ভক্তের চরণে অপরাধবশতঃ নানাপ্রকার অসুবিধা—ভক্তিতে বিতৃষ্ণা আসিয়া সমূহ অমঙ্গল বরণ করিতে হইবে।

মনুষ্যজীবন যে অমঙ্গল সঞ্চয়ের জন্য নহে, পরমমঙ্গল লাভের জন্যই—ইহা ভুলিয়া যাই কেন? আমি যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অধম, ইহার ভুল হয় কেন? যাহার প্রয়োজনে প্রলুব্ধ হইয়া লোভ হইবার—বড় হইবার বিচার নিতান্ত ক্ষুদ্র ও অপ্রয়োজনীয়। যদি জগতে বড় হইবার প্রবৃত্তি কমাইবার দরকার থাকে—প্রকৃত মঙ্গললাভের দরকার থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণবের বিচারই গ্রহণ কর্ত্তব্য।

যোগ্য ব্যক্তি যাঁহারা, তাঁহাদের সেবাবল যথেষ্ট, তাঁহারা বলবান্। আমি এত বল লাভ করি নাই—যে বলে দৃপ্ত হইয়া বৈষ্ণবের ছিদ্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব, বৈষ্ণবতাকে দোষ দিব—যেপ্রকারে সেবা হয়, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া স্বতন্ত্র স্থাপনে যত্নবান্ হইব। ইহাতে মনুষ্যজীবনের যে কিরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হয়, তাহা বলিবার নহে। আপনাদের দুটী চরণ ধরিয়া অত্যন্ত বিনীত সহকারে বলিতেছি, আপনারা দয়া করিয়া অনুকরণ করিবেন না, বৈষ্ণবের বিচার অনুগমন করুন। আমাদের ভক্তেরও অন্তরের সঙ্গে সংশয় নাই তাদৃশ সংশয় নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আশাই আনিতে পারে।

বুঝিয়াছি—বৈষ্ণবের পাদপদ্ম ব্যতীত আমার গত্যন্তর নাই। তাঁহারা দয়া করিয়া মূর্খ, জ্ঞানহীন ও দুর্ব্বলকে বল দান করিলেন—যোগ্যতা দিবেন—শক্তিসঞ্চার করিবেন।

যিনি হরিসেবা করেন, তিনি নিজকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন জ্ঞান করেন। সর্ব্বাপেক্ষা হীন অভিমান হইলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইতে পারেন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হরিভক্তির কথা বলিতে পারেন।

"সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।"

সর্ব্বোত্তম হইলে নিজের অযোগ্যতা পরীক্ষা করা দরকার। নিজের পরীক্ষা হইতেছে না অথচ পরছিদ্রানুসন্ধানে এত প্রবৃত্তি কেন? এই কি বৈষ্ণবের স্বভাব? পক্ষান্তরে বৈষ্ণবের পাদপদ্মের আদর্শে অধমও উন্নত হয়।

———

নিজের শ্রেষ্ঠতা লাভের জন্য যদি ভগবদ্ভক্তকে অপমান করি—অবজ্ঞা করি, তাহা হইলে তিনের dimentionএর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া সঙ্কীর্ণতার পরিবর্ত্তে বৃহত্ত্বের দিকে ছুটিতে হইবে। আমি ভাল হইব, আমার ব্যাধি যাউক, মঙ্গল হউক—এই বিচারই ভাল; পরন্তু আমি বড় হইব, জগতের সকলকে দাবাইয়া দিয়া আমার হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হউক এই ধারণা আদৌ প্রশংসনীয় নহে। নিজের শ্রেষ্ঠতা লইয়া ভক্তের পূজাকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। যাঁহারা ভগবদ্ভক্তের প্রভু—ভগবানের প্রভু হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অত্যন্ত দাম্ভিক।

জড়জগতের যে সকল রাস্তা তাহার একটীও ভগবৎসেবার রাস্তা নহে; ভগবদ্ভক্তের প্রভু হইবার বিচার কেবল নরকগমনের রাস্তা। ঐসকল পথে অনুগমন অমঙ্গলকর। ভগবদ্ভক্তের অনুগমনই মঙ্গলের পথ; তাঁহার সকল ব্যবহারই আদরের।

আমাদের জন্মজন্মান্তর হউক, আমরা যেন ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের ধূলি হইয়া শ্রীরূপানুগ-পদ্ধতি অনুশীলন করিতে পারি। স্বীয় অযোগ্যতার উপলব্ধিরূপ দৈন্যই ইহার মূল। আমি অযোগ্য—এই বিচার যদি স্বতঃ পরতঃ আসিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের শোভা দর্শন করিতে পারিব। সাধারণ মনুষ্যজাতির যে কথা তাহাকে ইন্দ্রিয়তর্পণ কি প্রকারে সাধিত হইবে তাহার বিচারই প্রবল। তাহাকে যদি ধর্ম্মপথ বলিয়া বিচার করি, তাহা হইলে আর প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়া হইল না।

———

ভগবানের শ্রীচরণের অর্চ্চন সকলেই করিয়া থাকেন, কিন্তু 'ভগবান্ আমাদের কিছু সুবিধা করিয়া দিন্'—এই বিচার দোকানদারী ছাড়া আর কিছুই নহে। ঐরূপ রাস্তা ধরিবার চেষ্টা করিলে কৃষ্ণের সেবা খুঁজা যাইবে না। ভগবান্ পরম মঙ্গলময়, তাঁহার নিকট পরমমঙ্গল প্রার্থনা করিবার পরিবর্ত্তে কামাদি প্রার্থনা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নহে। কৃষ্ণকে কি প্রকারে ভজন করা যায়, সেই বিচারই অনুসরণীয়।

এখানে আমরা ভগবানকে দেখিতে পাইতেছি না। ভগবানকে যাঁহারা সেবা করেন, সেই ভক্তবৃন্দ কৃপা করিয়া আমাদিগকে দর্শন দান করেন। তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপ অনুসরণীয় এবং আমাদের একমাত্র মঙ্গলের উপায়। স্বমনীষা-বলে নিজ নিজ ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় অনেকেই ভগবদ্ভক্তের বিচারকে slave mentalityর সহিত সমান জ্ঞান হয়। Mental liberationএ চালিত হইয়া যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলুন, কিন্তু আমাদের বিচার হইবে—

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা
ননু মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তা
ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্বিশামঃ॥"

আমরা ভক্তের চরণকে গড়াগড়ি দিব, কাহাকেও নিন্দা করি নাই, করিবও না। কারণ, তাহা না হইলে অভক্তের প্ররোচনা-ক্রমে অন্ধ পথে অন্ধ দিকে ধাবিত হইব।

:...কথা দিবা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

গুরুই মঙ্গলসেতু

বহুলক্ষযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে পুঞ্জীভূত অজ্ঞাত সুকৃতিবলে জীবগণ এই মানবশরীর প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এই মানব-জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ। এবংবিধ উপায়ে লব্ধ এই একমাত্র দুর্ল্লভ মানব-দেহেই পরমার্থ সাধন হইতে পারে। উচ্চযোন্যাদি জন্মে অথবা নিকৃষ্ট পশুপক্ষ্যাদি জন্মে সে সাধন হইতে পারে না। যেহেতু দেবাদি জন্মে কেবলমাত্র ইহজগতে কৃত সৎকর্ম্মের ফলভোগ হয়, নূতন কোন সৎকর্ম্ম হয় না এবং নিকৃষ্ট পশ্বাদি জন্মেও ইহসংসারে কৃত অসৎকর্ম্মের ফলভোগ হইয়া থাকে, জ্ঞান ও বিচার-শক্তির অভাবে কোন স্বাধীন সৎকর্ম্ম কৃত হইতে পারে না। সুতরাং এতদুভয়ে পরমার্থ-চেষ্টা নাই। এই দুই শ্রেণীর জন্ম অপেক্ষা মনুষ্যজন্ম অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। কেন না, ইহা পরমার্থ-সাধনের অর্থাৎ ভগবদ্ভজনের উপযোগী। কিন্তু এই দুর্ল্লভ পরমার্থপ্রদ মনুষ্যশরীর আবার অনিত্য। কখন যে কাহার জীবনান্ত হয় তাহার কোনই স্থিরতা নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান্ জন অত্যন্ত উচ্চাবচ অমঙ্গলপ্রদ অনিত্য বিষয়-সুখাসক্তি ত্যাগ করত ক্ষণমাত্র কাল বিলম্ব না করিয়া মৃত্যুকালাবধি এই ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করত পরমমঙ্গলময় ভগবদ্-ভক্তিপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করিবেন।

এই ভবমহাসমুদ্রে পতিত জীবের উদ্ধারের জন্য সদ্গুরুই একমাত্র কর্ণধার। যে সকল জীব সদ্গুরু-চরণাশ্রয় না করিয়া কেবল নিজ নিজ বুদ্ধিবলে ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার যত্ন করে তাহারা নিতান্ত মূর্খ। সামান্য 'অ, আ, ক, খ' প্রভৃতি শিক্ষা করিতে যখন শিক্ষকের আবশ্যক হয়, তখন সকল বিষয়ের শ্রেষ্ঠ যে পরমার্থ, তাহা প্রাপ্তির উপায় শিক্ষা করিতে গুরু লাগিবে না, নিজেরা যা' মন চায়, তাহা করিলেই লভ্য হইবে, এরূপ বুদ্ধি নির্ব্বোধেরাই পোষণ করে। শিক্ষকের আবশ্যকতা নাই, বোধ করিয়া ছাত্র যদি শিক্ষককে অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে তাহার শিক্ষালাভ যেমন ঘটে না, সেইরূপ সদ্গুরুর অনাবশ্যক-বোধে যদি সদ্গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় না করা যায়, কিম্বা চরণাশ্রয় করিয়াও যদি তাঁহার শিক্ষানুযায়ী সাধন করা না যায়, তাহা হইলে কাহারও কখনও ভগবদ্দর্শন-প্রাপ্তি ঘটিতে পারে না। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই সদ্গুরুর উপদেশমত নিঃশ্রেয়স্ লাভের জন্য যত্ন করিবেন।

সদ্গুরু নিত্য ভগবৎপার্ষদ। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ইহজগতে জীবোদ্ধারকল্পে তিনি বহু সুকৃতি-সম্পন্ন যে কোন বর্ণীয় গৃহে আগমন করিয়া থাকেন। কলিযুগ-পাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর এইজন্য গুরুর লক্ষণ বিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন—

"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

অর্থাৎ যে কোন কুলে উদ্ভূত হউন না কেন এবং যে কোন আশ্রমে স্থিত হউন না কেন, শ্রীভগবত্তত্ত্ববিদ্‌জনই সদ্গুরু-পদবাচ্য। বেদ বলেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ,
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।"

অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে হইলে যজ্ঞীয় উপকরণাদি হস্তে লইয়া একমাত্র সদ্গুরুর নিকট সর্ব্বতোভাবে গমন আবশ্যক।

সদ্গুরু সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ এবং ভগবদ্ভজন-পরায়ণ। এখানে কোন জাতির উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে সদ্গুরু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য-শূদ্রাদি যে কোন বর্ণে উদ্ভূত হইতে পারেন। তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণতার অভাব হয় না, কারণ তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। শাস্ত্র বলেন :—

"ব্রহ্ম জানাতি যঃ স ব্রাহ্মণঃ"

অর্থাৎ ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত হইলেও ব্রহ্মজ্ঞতার অভাবে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রপারদর্শী এবং ভগবদ্ভজন-পরায়ণতা এই দুইটি লক্ষণ-সম্পন্ন। কৃপাময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় বদ্ধজীবোদ্ধার-কারণে ইহ সংসারে আগত জনই সদ্গুরুপদবাচ্য। বদ্ধজীবের হৃদয়ে লক্ষ লক্ষ জন্মার্জ্জিত আসক্তিগুলি শাস্ত্রোক্তিদ্বারা দূরীকৃত করিয়া দেওয়াই সদ্গুরুর কার্য্য। সুতরাং তিনি যদি বেদাদি শাস্ত্রে পারদর্শী না হন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে সে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন? আবার যদি তিনি বেদাদি শাস্ত্র-পারদর্শী হন, কিন্তু ভগবদ্ভজনে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তিনি কিরূপে শিষ্যকে সুষ্ঠুভাবে ভজন-বিষয়ক উপদেশ দান করিতে সমর্থ হইবেন এবং ভজনবিষয়ক উপদেশ সুষ্ঠুভাবে প্রাপ্ত না হইলে শিষ্যই বা কিরূপে ভজনোন্নতি লাভ করিবেন? সুতরাং সদ্গুরুর বেদকথিত উভয় গুণই থাকা নিতান্ত আবশ্যক। ঐ উভয়গুণ না থাকিলে অথবা গুণদ্বয়ের কোন একটির অভাব থাকিলে, তাহাকে সদ্গুরু বলা যাইতে পারে না। সদ্গুরু শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং 'বৈকুণ্ঠবাসী'। মায়া তাঁহার ছায়া স্পর্শ করিতেও সমর্থ নহে। কিন্তু বর্ত্তমানে মায়াবদ্ধ, গৃহমেধী, শিষ্যের রক্তশোষণকারী, ঘোর স্বার্থপর তথাকথিত গুরুব্রুবগণ গুরু সাজিয়া শিষ্যগণসহ নরক হইতে মহানরকে গমন করিতেছে। তথাকথিত শিষ্যগণও দৈবমায়ার মোহিত হইয়া গুরুব্রুবগণসহ মহানরকে অভিগমন করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না। শাস্ত্র আরও বলিয়াছে :—

"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে
বিফলা মতাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ
ক্ষিতিপাবনাঃ॥"

অর্থাৎ অধোক্ষজজ্ঞানসম্পন্ন শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনকাদি চারিজন বৈষ্ণব হইতে যে চারিসম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে, কেবল মাত্র এই চারি-সম্প্রদায়ের শিক্ষা হইতেই বদ্ধজীবগণ উদ্ধার হইতে পারেন। সদ্গুরু অবশ্য এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন এক সম্প্রদায়ের শিক্ষাদান করিয়া জীবগণের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। অক্ষজজ্ঞানসম্পন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা অগণিত। কিন্তু এইসকল সম্প্রদায়ের যে কোন শিক্ষা হইতে বদ্ধজীবগণ আপাত চাকচিক্যশালী এবং আপাত মনো-মুগ্ধকর কোন অবস্থা-প্রাপ্তির লোভ করিতে পারে সত্য, কিন্তু সে অবস্থাপ্রাপ্তি তাহাদের ভাগ্যে কখনও ঘটিতে পারে না। কারণ, তাহা কল্পিত চিন্তালব্ধ, অসত্য ব্যাপার মাত্র। অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা কখনও অধোক্ষজ-বস্তু বাধ্য হন না এবং অসত্য কল্পিত অক্ষজ-জ্ঞান কখনও জীবের কোনরূপ মঙ্গল সাধন করিতে পারে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥"

অর্থাৎ ভূর্ভুবাদি সপ্তস্বর্গ, তল, অতলাদি সপ্ত পাতাল—যাহাদিগকে এক কথায় চৌদ্দভুবন বা ব্রহ্মাণ্ড কহে, সেই সকল স্থানে বদ্ধজীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মফলানু-যায়ী চক্রবৎ পরিবর্তনশীল সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিতে করিতে ভ্রমণ করে। এইরূপ বহু জীবের মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবান্ জীব অজ্ঞাতসুকৃতি-বলে গুরুরূপী সেবক-রূপের কৃপায় ভক্তিলতাবীজ প্রাপ্ত হন এবং তদুপদেশে ভজনোন্নতিক্রমে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করেন। শ্রীভগবান্ দ্বিবিধগুরুরূপে জীবগণের মঙ্গলসাধন করিয়া থাকেন। দীক্ষাগুরুরূপে অধোক্ষজ মন্ত্রদীক্ষা ও সম্বন্ধ-তত্ত্ব-জ্ঞান দান, শিক্ষাগুরুরূপে অধোক্ষজ-ভজনপ্রণালী শিক্ষাদান এবং চৈত্ত্যগুরুরূপে হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থান করত ভজনের অনুকূল স্বীকার ও প্রতিকূল বর্জ্জনাদি বিষয়ক বুদ্ধিযোগ দান করিয়া থাকেন। এই চৈত্ত্যগুরু সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন
মামুপযান্তি তে॥"

[আমি চৈত্ত্যগুরুরূপে ভাগ্যবান্ জীবের হৃদয়ে এমন বুদ্ধিযোগ দান করি, যে বুদ্ধি-যোগাশ্রয়ে সে আমাকে প্রাপ্ত হয়।]

শ্রীভগবান্ স্বয়ং পুনরায় বলিয়াছেন,—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত
কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

আমি আচার্য্যরূপে জীবগণকে আমার প্রাপ্তির উপায়রূপ শিক্ষাদীক্ষাদি প্রদান করিয়া থাকি। এইরূপ সর্ব্বদেবময় আচার্য্য আমাকে কখনও মর্ত্ত্যবুদ্ধি অর্থাৎ মৎসরতা-বশে নিজ প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিয়া তদ্দেশকালগত সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি করত অবজ্ঞা করিবে না। গুর্ব্ববজ্ঞা জীবের অপরাধ। একবার সে অপরাধে পতিত হইলে জীবের পক্ষে তাহা হইতে উদ্ধার লাভ অসম্ভব। দীক্ষাগুরুকে অবজ্ঞা করিলে মন্ত্রের বল নষ্ট হইয়া যায়। শিক্ষাগুরুকে অবজ্ঞা করিলে ভজনপ্রক্রিয়া শিক্ষা হইতে পারে না এবং চৈত্ত্যগুরুকে অবজ্ঞা করিলে ভজনের অনুকূলগ্রহণ ও প্রতিকূল-বর্জ্জন-বুদ্ধির উদয় হয় না। সুতরাং গুরুপাদ-পদ্মকে অবজ্ঞা করিলে বদ্ধজীব কখনও উদ্ধারলাভে সমর্থ হয় না। কিন্তু অযোগ্য লৌকিক বা কৌলিক গুরুকে অথবা অক্ষজজ্ঞানি-সম্প্রদায়ের গুরুকে ঐরূপ অপ্রাকৃত বুদ্ধি করিতে গেলে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। অযোগ্যপাত্রে উক্তবিশ্বাস অনর্থোৎপাদক।

ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৮০; ৪র্থ খণ্ড —৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। অপ্রাচীন প্রত্ন-শাস্ত্রপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রস্থানচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোদপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপাড়ি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) প্রাণঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পার্ক বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বলা রোড, গয়া

(৩৩) প্রয়াগ-গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গণেশগঞ্জ, [illegible]

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কৃষ্ণকুণ্ড
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশাওরী,
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রী[illegible]-র সেবা

(৫১) কভূর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রী[illegible]-গিরিধারীর সেবা

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) আলালকুটী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) [illegible] মঠ
চিকনিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৩১, আর্ল্‌সকোর্ট
স্কোয়ার, লণ্ডন, এস ডব্লু ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-নিয়মাবলী-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৵০	।০
" ইঞ্চি	২,		১।০	১,
সিকিকলম	৩,	৪০		৩,
অর্দ্ধকলম	৮,	৩,	৩,	৫,
এক কলম	১২,	১০,	১০,	৮,

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩	৬।০
" সিকি কলম	১৫,	১২,
" অর্দ্ধকলম	২৪,	১৮,
" এক কলম	৩৬,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯,
ষাণ্মাসিক	"	৫,
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৴৫। বিশেষ সংখ্যা ৴০ ভিক্ষা বৎসর।

[illegible] প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টি বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদ্য গদ্যাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী পত্রিকা' শ্রীল প্রভুপাদের '[illegible]' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাসাধ্য ও প্রয়োজনীয় অংশে টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসাধ্য প্রচুর সংখ্যক সংযুক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, গ্রন্থ-পদ্য-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদি দ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; [illegible], পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমদ্ [illegible], [illegible], পোঃ [illegible], [illegible]।

[illegible] প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত "গৌরব" নামক প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—[illegible]—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালন [illegible]। [illegible] ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে খাওয়া ও বোর্ডিংবাসের প্রতি মাসে মাত্র ৬, টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২, দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ২, টাকা। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীমৎস্বরূপ-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীগৌড়ীয় [illegible] ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান [illegible] ও [illegible] পরিচালনে ও [illegible] কীর্ত্তন [illegible], যাহা শ্রীমঠের [illegible] বিনোদ [illegible] প্রভুপাদের শ্রীচৈতন্য [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রী[illegible] প্রভুপাদের [illegible] [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] [illegible] পাওয়া যাইবে। [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য এবং মহোদয়ের [illegible] এবং [illegible] লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] জীবনচরিত [illegible] হইল। এই [illegible] প্রকাশিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] পৃষ্ঠ ব্যাপী। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মায়াপুর গৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অদ্বিতীয় পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উৎকলভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] উহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। [illegible] সংযুক্ত কাগজে এবং নূতন পুরাতন ঘরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶৹ আঠার আনা। পাইকারী দর [illegible]।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

; [illegible] বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(•):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদ্যবর্দ্ধ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের ভক্তেচ্ছায় পরবিদ্যাসাধিত সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

অপ্

কলিকাতা ছাঃ	৫ ৩৬	৬ ২৬	৭ ০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৬				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৬	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(অপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-৫
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন্

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ১৭		১৩-৫১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৫১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৫৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৫-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩১		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৫	১৮-২৫	(রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-২০	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

পোঃ ঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর— ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬; ১৬ই মে, ১৯৩৯, মঙ্গলবার । ৬৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বার্লিনে হের হিটলারের বক্তৃতা

হের হিটলার তাঁহার বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, আজ ছয় বৎসর হইল যে দিবসের অনুষ্ঠান জাতীয় দিবসরূপে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। এই ছয় বৎসরকাল জার্মাণ জাতিকে ন্যাশনাল সোশালিষ্ট (নাৎসী) দলের পরিকল্পনা অনুযায়ী সাফল্যের সহিত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং জার্মাণ পতাকার গৌরব ও মর্য্যাদা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। জার্মাণীর তরুণ তরুণীদিগকে ভবিষ্যতে এই জয় পতাকা বহনের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। ন্যাশনাল সোশালিষ্ট (নাৎসী) আন্দোলনের ফলে জার্মাণ পতাকার প্রতি যেরূপ অবিচলিত অনুরাগ ও নিষ্ঠা দেখা দিয়াছে, জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরেরা যদি জাতি গঠনে সেরূপ দৃঢ়তার পরিচয় দেয়, তাহা হইলে তাহারা জার্মাণীর জয়-পতাকা বহনের গুরু দায়িত্ব পালনে সক্ষম হইবে।

অতঃপর হের হিটলার বলেন আমি আশা করি যে, আমার দেশের তরুণদের চরিত্র বীরত্ব এবং তরুণীদের চরিত্র সততার মূর্ত্ত প্রতীক হইবে। যাহারা বীর তাহারা জানেন যে, শুধু যুক্তি দ্বারা কোন কিছু লাভ করা যায় না এবং কোন কিছু লাভ করিতে হইলে সংগ্রামের মধ্য দিয়াই তাহা পাইতে হয় ও রক্ষা করিবার শক্তি না থাকিলে কোন কিছু অধিকারে রাখা যায় না। যেসব যুক্তি দ্বারা জাতির, ব্যক্তি ও জাতীয় জীবন বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা সেই সব যুক্তির মোহে তোমরা আত্মবিশ্বাস হারাইও না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আমরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার মূলনীতি বিস্মৃত হইয়া আমরা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করিতে ছিলাম। আজ সেইদিন চলিয়া গিয়াছে। আজ বৃহত্তর জার্মাণ জাতির পুনরুত্থান হইয়াছে। অতঃপর হের হিটলার তরুণদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, যদি কোনদিন জার্মাণীর স্বাধীনতা বিপন্ন হয়, তাহা হইলে দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণের কণ্ঠের বাণীতে স্বাধীনতা রক্ষার দৃঢ় ও ঐকান্তিক সঙ্কল্প ঘোষিত হয় যে, আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া জার্মাণীর সংহতি বিপর্য্যস্ত করিবার দিন অতীত হইয়াছে বলিয়া যেন সমগ্র জগৎ উপলব্ধি করিতে পারে। সমগ্র জগতের হুমকীতে আমরা বিচলিত হইব না। জার্মাণীর সমৃদ্ধতা দেখিয়া তাহারা ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইবে।

বাঙ্গলায় একসপ্তাহে ৩২টি ডাকাতি

গত ১৯শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে উহাতে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় পুলিশ ৩২টি ডাকাতি এজাহার পাইয়াছে। পূর্ববর্ত্তী সপ্তাহে ইহা অপেক্ষা সামান্য কম এজাহার পাওয়া গিয়াছিল। নিম্নে বিভিন্ন জিলায় ডাকাতির সংখ্যা দেওয়া হইল -

নদীয়া ৪, বাখরগঞ্জ ৩, ফরিদপুর, মেদিনীপুর ও মালদহ ৩টি করিয়া; খুলনা, দিনাজপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহে ২টি করিয়া; হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, রংপুর ও ত্রিপুরায় একটি করিয়া।

উক্ত ডাকাতিসমূহে এক স্থলে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং অপর এক স্থলে ডাকাতগণ এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে।

ভারতে শ্রমিক ধর্মঘট

১৯৩৮ সালের ১লা অক্টোবর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে বৃটিশ ভারতে কলকারখানাসমূহে শ্রমিকদের ১৩৬টি ধর্মঘটে প্রায় ১ লক্ষ ২৫ হাজার লোক জড়িত ছিল; তাহারা প্রায় ২০ লক্ষ লোকের মজুরী হারাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী তিন মাসে ১০৪টি ধর্মঘটে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার লোক ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের মজুরী হারাইয়াছে।

উক্ত ধর্মঘটসমূহের মধ্যে শতকরা ২৯-৪ ভাগ, শতকরা ৭১-৪ ভাগ এবং নষ্ট লোকের শতকরা ৬৯-২ ভাগ কাপড়ের কল ও চট কলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

উক্ত ধর্মঘটসমূহের মধ্যে ৭৪টিতে প্রধান দাবী ছিল মজুরী সম্পর্কে।

ধর্মঘটসমূহের মধ্যে ১৬টি সফল হইয়াছে এবং ৬৬টি নিষ্ফল হইয়াছে; পক্ষান্তরে ১২টি ধর্মঘট ৩১শে ডিসেম্বরের পরও চলিয়াছিল।

পাঞ্জাবে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের নির্ব্বাচন

মিউনিসিপ্যাল কমিটি এবং জেলা বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের নির্ব্বাচন নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে পাঞ্জাব প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি একটি সাব-কমিটি গঠন করিয়াছে। উক্ত সাব-কমিটি উপযুক্ত প্রার্থীকে টিকেট দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কোন কংগ্রেসপ্রার্থী কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক বিধান প্রয়োগের সুপারিশও কমিটি করিতে পারিবেন।

সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের পরিকল্পনা

আগামী বৎসরের প্রথম হইতে বালেশ্বর জেলায় সকল প্রকার মাদক দ্রব্য বর্জ্জন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন এবং পরে অন্যান্য জেলায়ও উক্ত পরিকল্পনার প্রসারের জন্য উড়িষ্যা গবর্ণমেন্ট আগষ্ট মাসে ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে একটি বিল উপস্থিত করিবেন।

বালেশ্বর জেলায় সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য বর্জ্জন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে মোট প্রায় ৫ লক্ষ টাকা রাজস্বের ক্ষতি হইবে। ইহা এই প্রদেশের সমগ্র আবগারী রাজস্বের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ।

এই মাসের প্রথম হইতে বালেশ্বর জেলায় আংশিকভাবে অহিফেন বর্জ্জন কার্য্যকরী হইয়াছে। বর্ত্তমানে শুধু রেজেষ্টারী যুক্ত অহিফেনসেবিগণ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অহিফেন ক্রয় করিতে পারে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" অধুনা প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের মর্ম্মস্পর্শী চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আদর্শ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সজ্জনতোষণী-অনুবাদ (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸
৪র্থ খণ্ড— ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৪৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শিক্ষাষ্টকপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আন্দর ।০
১৯। ধর্ম্মবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাক্য ভাষা ।০
২৭। হরিভক্তিকল্পলতিকা (সানুবাদ) ১৲
২৮। প্রেমভক্তিসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিশ-বর্ণন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকর্ম ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা সারাসারানুবৃত্তি ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীধ্রুবদেবক ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিতম্‌ঃ ।০
৬৩। নবীন শিক্ষাপ্রণয়নম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬ গৌড়ীয়মঠপুষ্পাঞ্জলিঃ ৵০
৬৭ সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ মিষ্টিক ওয়ার্ক্‌স অব গেরয়াঙ্গ ।০
৭০। নামভজন ৷৶
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী য্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷০
৭৩। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেহুলীকে ৷০
৭৫। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ ইন্ ইণ্ডিয়া ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিওরেটিকাল পাসিংস্ য্যাণ্ড আচরণাপেক্ষা প্রিপোজন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১৩ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২রা জ্যৈষ্ঠ শকাব্দ ১৮৬১, ১৬ই মে ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার | ৬৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ ত্রিবিক্রম মাধব প্রহরা গৌরাব্দ ৪৫৩

কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধি

—::(০)::—

কৃষ্ণ বস্তুটী স্বয়ং ভোক্তা, তিনি কাহারও ভোগের বস্তু নহেন। কৃষ্ণের নিত্য ভোগের জন্য তাঁহা হইতে অনন্ত পরিকরবৈশিষ্ট্য প্রকটিত হইয়াছেন। পরিকরবৈশিষ্ট্যের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

কৃষ্ণবস্তুটী নিত্য, তাঁহার নিজ ভোগের বস্তুগুলিও নিত্য। তাঁহার শক্তি ও বিভিন্ন জীবসমূহ তাঁহার দাস। ঈশ্বর সকল তাঁহাদের সকল বস্তু সহ কৃষ্ণের সেবা করেন। কৃষ্ণ পরমেশ্বর।

কৃষ্ণ বস্তুটী আনন্দের আস্বাদনকারী অর্থাৎ রসময়। সেই রস নিত্য, অখণ্ড ও চিন্ময়। তিনি সংবেত্তা বা জ্ঞাতা, আনন্দময় বলিয়াই তাঁহার জ্ঞেয়, রসাস্বাদন-ধর্ম্ম নিত্য, তাঁহাকে অবস্থা বা কালের কোন আক্রমণ সহ্য করিতে হয় না। জগৎ-মোহনের জন্য, নির্ব্বোধের বুদ্ধিনাশের জন্য তিনি তাঁহার মায়াশক্তিতে দুই শ্রেণীর বৃত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। জীব যদি ঈশ্বর বা পরমেশ্বর কৃষ্ণ হইত তাহা হইলে তাহার আসুরিক প্রবৃত্তি হইত না। অসুরের ধর্ম্ম কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা বা ভোগ-দাস্য। কৃষ্ণের মায়া-নাম্নী বহিরঙ্গা-শক্তি বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণী বৃত্তিদ্বারা কৃষ্ণবিমুখ জীবকে কৃষ্ণসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত করেন ও তাঁহার নিত্য হরি-সেবাবৃত্তিকে আবরণ করেন। জীব তখনই অসুরের ধর্ম্মকে নিজ ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া হরির ন্যায় ভোগে প্রমত্ত হইয়া সকল বস্তুকেই ভোগ করিতে আরম্ভ করেন। মায়াশক্তি-প্রভাবে ভোগ করিবার উপযোগী বৃত্তিগুলি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শাকারে ভোগীর সম্মুখে উপস্থিত হয়। মায়াশক্তিই জীবের ইন্দ্রিয়গুলিকে ভোগ্যবস্তু গ্রহণের যোগ্যতা দিয়া হরিবিমুখ হইবার সুবিধা করিয়া দেন। বদ্ধজীব কৃষ্ণবিমুখতাক্রমে এরূপ অসুবিধার মধ্যে পতিত হন যে, ভোগ ব্যতীত তাঁহার আর অন্যপ্রকার সম্বল থাকে না। যদি কেহ কৃষ্ণকথা বলিতে আসে, তিনি সেই হরিকথাকেও নিজভোগ্য বিষয়-জ্ঞানে কৃষ্ণকেও ভোগ করিতে ব্যস্ত হন। কিন্তু পূর্ণ ভোক্তার ভোগ্য হইবার সম্ভাবনা না থাকায় পরিশেষে তাদৃশ চেষ্টায় বিফলমনোরথ হন।

কৃষ্ণ মায়াশক্তি-পরিণামে বদ্ধজীবের আবৃত-বৃত্তি ও হরিসেবাবিক্ষিপ্ত-বৃত্তি দেওয়ায় জীব ভোগের কাঙ্গাল হইয়া পড়েন। জীবের নিত্য হরিসেবা-বৃত্তি আবৃত হওয়ায় তিনি হরিদাস্য করিবার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণকে ভৃত্য করিবার সময়ে বুদ্ধিয়া (?) বেড়ান, কিন্তু কৃষ্ণ ভোগিজীবের দাস হইবার যোগ্য না হওয়ায় পরিশেষে জীবের সেই উদ্ধত্য বৃথা হইয়া পড়ে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় অনুচরবর্গ কৃষ্ণের সেবা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভোগি-জীব তাহা ভুলিয়া গিয়া কর্ম্মফলের বণ্টনকে কৃষ্ণের সেবা বলিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। জীব-গণ কেবল যে আচার্য্য ও উপদেশকের সজ্জায় কৃষ্ণসেবায় বঞ্চিত হইয়াছেন এরূপ নয়, যাবতীয় জীবকে মোহিত করিয়া আসুরিক বৃত্তিকেই হরিসেবা বলিয়া প্রচার করিয়া ভোগে প্রমত্ত হইয়াছেন এবং জগৎকে ভোগী করাইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষ্ণবিমুখ করিতে-ছেন। কৃষ্ণবৈমুখ্যকেই ভক্তি বলিয়া সাধারণ লোকে ধারণা করিয়াছে। তাঁহাদের ভোগ-ময়ী ধারণা পরিবর্জ্জিত করিতে হইলে অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু আমরাও কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবের ন্যায় উপদেশক-সজ্জায় যতই হরিকীর্ত্তন করি না কেন, হরি-বিমুখ জীব কৃষ্ণে ভোগবুদ্ধিই করিয়া বসিবে এবং বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইবে। দুষ্টগ্রস্ত (?) দুরাচারসম্পন্ন আচার্য্যব্রুবগণ সংসারিক কুবুদ্ধির বশে কৃষ্ণকে ভোগ্যবস্তু জ্ঞানে বলিয়া প্রচার করায় আজ ভক্তির স্বরূপো-পলব্ধিতে সাধারণের অধিকার হইতেছে না। এই আচার্য্যব্রুবগণকেই এই সামাজিক দুর্দ্দশার কারণ বলা যাইতে পারে। যাহাদের জড়ভোগস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল, তাহাদের হরিসেবা-প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না দেখিয়া ভোগীদিগের শিষ্যপ্রতিম ব্যক্তিগণ যাহাতে উপদেশক আচার্য্যের কার্য্য না করিতে পারেন, তজ্জন্য প্রত্যেক নিজ কল্যাণপ্রার্থী ও সজ্জনহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিত।

ভোগ্যবস্তুকে কৃষ্ণজ্ঞান করিলে কখনই ভোগ্যবস্তু ভোক্তাকে ছাড়িবে না এবং পরস্পরের ক্লেশ কোন দিনই বিনষ্ট হইবে না। হরি সেব্যবস্তু। তাঁহাকে সেবা করিতে গেলে নিজের ভোগ থাকিতে পারে না। সেবার অভাবেই ভোগের উদয়। যে বস্তু কৃষ্ণ নহে, তাহাকেই জীব ভোগ করে, সুতরাং রাবণের সীতাহরণ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া জড়ভোগ্য বস্তুজ্ঞানে হরিসেবাকে কর্ষণার মধ্যে করিতে হইবে না। কৃষ্ণসেবা আত্মধর্ম্ম, উহা অনাত্মধর্ম্ম ভোগের সহিত এক নহে।" উহাদের পরস্পর সৌসাদৃশ্য দেখা গেলেও তাহাদের বৈশিষ্ট্য নিত্য।

পণ্ডিত কে?

—::(০)::—

আমরা শাস্ত্রে বহুবিধ পণ্ডিতের সংজ্ঞা দেখিতে পাই। মহাভারত বলেন,—

"পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স পণ্ডিতঃ॥"

অর্থাৎ অধ্যয়নকারী ও অধ্যাপক এবং অন্যান্য যে সকল শাস্ত্রচিন্তাকারী সকলেই মূর্খ অর্থাৎ তাঁহারা শাস্ত্র পড়িয়াও বা শাস্ত্র পড়াইয়াও শাস্ত্রের কথা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি ও মনের দ্বারা চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই শাস্ত্রোপদেশ পালন করেন না।

যিনি শাস্ত্রোপদেশগুলি নিজজীবনে আচরণ করেন, সেই ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিই 'পণ্ডিত'। গীতা বলেন—

"পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" অর্থাৎ পণ্ডিতগণ সমদর্শী।

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেন—

"ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ
ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥"

অর্থাৎ যিনি শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ করিয়া নবলক্ষণযুক্ত হইয়া শ্রীহরির কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, শ্রীহরির স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য ও সখ্যাদি নববিধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন, তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই স্থানে শ্রীধরস্বামীপাদ ভাবার্থদীপিকা মধ্যে লিখিয়াছেন, "ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তিঃ অর্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত তদুত্তমমধীতং মন্যে"—অর্থাৎ যিনি ভগবান্ বিষ্ণুর বিষয় আরোহ-চেষ্টাক্রমে জানিতে চাহেন, তিনি উত্তম অধ্যয়ন করেন নাই, পরন্তু যিনি সর্ব্বপ্রথমেই ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া সাক্ষাদ্ভাবে শ্রবণাদি ভক্তি যাজন করিতেছেন, তিনি উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন—তিনিই প্রকৃত 'পণ্ডিত'। শ্রীভগবান্ বলেন—

"মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধিঃ, পণ্ডিতো
বন্ধমোক্ষবিৎ"

অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাকৃত সহজিয়াই মূর্খ; আর যিনি বন্ধ ও মোক্ষের বিষয় অবগত আছেন, তিনি পণ্ডিত।

পণ্ডা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির্যস্য স এব পণ্ডিতঃ—অর্থাৎ 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ বেদে উজ্জ্বলা বুদ্ধি; যিনি বেদের সারগ্রাহী, সর্ব্ববেদের তাৎপর্য্য তিনি অবগত আছেন এবং তাহার দ্বারা যাঁহার বুদ্ধি উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে, তিনিই পণ্ডিত।

জগতে একমাত্র ভক্তকেই 'পণ্ডিত'। কারণ একমাত্র ভক্তই "ক্রিয়াবান্" অর্থাৎ আচারবান্। ভক্ত শাস্ত্রের ভারবাহী নহেন। ভক্ত কখনও শাস্ত্র পাঠ করিয়া বা অপরকে শাস্ত্র শ্রবণ করাইয়া ঐ সকল শাস্ত্রের বাক্য বুদ্ধি ও চিন্তার মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখেন না, অথবা নিজের চিত্ততোষণ ও অপরের চিত্তরঞ্জনের জন্য শাস্ত্রের পাঠক হন না। যাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিয়া থাকেন, তাঁহারা 'পণ্ডিত' শব্দবাচ্য নহেন। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, জগতে লৌকিক ও বৈদিক যে কোনও কার্য্য যদি কৃষ্ণতোষণপর না হয়, সেই সকল কার্য্য কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র। যে ব্যক্তি ঐ সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনি কখনও পণ্ডিত নহেন—তিনি মূর্খ। যাঁহারা শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকে উপজীবিকা মনে করিয়া উহার দ্বারা সেবাবিমুখ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা ক্রিয়াবান্ অর্থাৎ আচরণশীল নহেন, সুতরাং মূর্খ। তাঁহারা ভোগবশী অর্থাৎ তাঁহাদের বিত্তাদিজনিত [illegible] বশতঃ ভয়, অজ্ঞান প্রভৃতির চিন্তা বর্ত্তমান। তাঁহারা শ্রীভগবানে আত্মনিবেদন করেন নাই, তাঁহারা "দেহাদ্যহংবুদ্ধি", তাঁহাদিগের 'বেদে উজ্জ্বলা বুদ্ধি' নাই। ঐ সকল ব্যক্তি ভাগবত-সপ্তাহ [illegible] করিয়া উহাদের শ্রোতৃগণের সহিত নরকপথের পথিক হন।

"যত ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে॥"

ভাগবত-ব্যবসায়ী পাঠ-ব্যবসায়ী পাঠকগণের মুখে শ্রীহরির কীর্ত্তন হয় না। তাহাদের মুখে [illegible] হয়, তাহা বাহ্য দৃষ্টিতে হরিনামাক্ষরের ন্যায় হইলেও উহা নাম নয়। কারণ শ্রীহরি নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের জীবনের ধন। শ্রীহরির চরণ-কমলের মকরন্দ-পানরত অখিল মহাভাগবতগণের প্রেমোন্মুখ-বদন হইতেই উচ্চারিত হইয়া জীবগণের জন্ম-জন্মান্তরের চিত্তদর্পণের মলরাশি বিদূরিত করিয়া দেন।

স উত্তম-শ্লোক-মহন্মুখচ্যুতো
ভবৎপদাম্ভোজ-সুধাকণানিলঃ।
স্মৃতিং পুনর্বিস্মৃততত্ত্ববর্ত্মনাং
কুযোগিনাং নো বিতরত্যলং বরৈঃ॥

কিন্তু যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ করেন নাই, যাঁহারা কেবল শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্র-পাঠক মাত্র, বাসনাদিতে নিযুক্ত অর্থাৎ যাঁহারা কলির অনুগ-সকল—দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও কনকে আসক্ত, যাঁহারা "পণ্ডিতম্মন্য" বা "পণ্ডিতব্রুব", যাঁহারা বিষয়ী, যাঁহারা শ্রীভগবদ্বাণীর বিরোধ করিয়া আগে শ্রবণ পরে আত্মসমর্পণ অর্থাৎ আগে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ পরে আত্মসমর্পণ এইরূপ আরোহবাদীর ন্যায় প্রাকৃত চিন্তাবিশিষ্ট, যাঁহারা নিজেরা বদ্ধ, "এক অন্ধকে অপর অন্ধ পথ প্রদর্শন করিতে পারে"—এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট, যাঁহারা জীবের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ অবগত নহেন, (যেমন ভূত, পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তি বা উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তি নিজের অর্থ্যাদি নিজে বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ ঐ সকল ব্যক্তিও [illegible]) ভাগবত (?) পাঠের ছল দেখাইয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া থাকেন এবং লোকের মনোরঞ্জন করিয়া "শ্রোতার সহিত যমপাশে ডুবি মরে"। সুতরাং বদ্ধজীবের কারণ জানিতে পারেন না। যাঁহারা বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বেদবাদী মাত্র, যাঁহারা আত্মবর্গকে, বেদাঙ্গ শব্দ সকলকে অবৈদিক বলিবার ধৃষ্টতা দেখান, তাঁহারা কখনই 'পণ্ডিত' নহেন।

কিন্তু নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট ত্রিদণ্ডিগণই পণ্ডিত, কারণ—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা
মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ
স উচ্যতে"

তাঁহাদের কায়, মন এবং বাক্য নিখিল অবস্থাতে হরিসেবার যাবতীয় চেষ্টায় নিযুক্ত, তাঁহারা কায়মনোবাক্যকে দণ্ডিত করিয়া ত্রিদণ্ড হরিসেবা করিয়াছেন। সেই সকল ত্রিদণ্ডিগণই পণ্ডিত। তাঁহারা জীবন্মুক্ত। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাদী, ভারবাহী, শাস্ত্রোপজীবী, ভাগবতোপজীবী পণ্ডিতব্রুব ব্যক্তিগণের ন্যায় জীবন্মৃত নহেন—

দেহ বৎকর্ম্ম নর্ম্মায় ন বিনাশায়
কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো
হি সঃ॥

ঐ সকল পণ্ডিতব্রুবের যাবতীয় কর্ম্ম স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য, কৃষ্ণতোষণের জন্য নহে, কিন্তু ত্রিদণ্ডিগণের যাবতীয় চেষ্টা হরিতোষণোদ্দেশ্যে। বাহ্যদৃষ্টিতে ও পণ্ডিতব্রুবের বাহ্যিক চেষ্টায় অনেকাংশে মিল থাকিলেও যে প্রকার উভয়ের অন্তর্নিষ্ঠার আকাশ-পাতাল ভেদ, তদ্রূপ এই লোকের চিত্ত-বিনোদনকারী ঐ সকল ব্যবসায়ীদিগের চেষ্টা ও একমাত্র কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণজনের ইন্দ্রিয়-তোষণকারী ত্রিদণ্ডিগণের চেষ্টায় ভেদ বর্ত্তমান।

ভক্তই—পণ্ডিত, কেন না তিনি ক্রিয়াবান্ অর্থাৎ আচারবান্—তিনি "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।" তিনি পরিপূর্ণরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। সেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যে আমরা দেখিতে পাই—

'বুঝিলাম তুমি সে পড়াও ভাগবত।
কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ অভিমত॥
পরিপূর্ণ করিয়া যে সব জনে খায়।
তবে বহির্দ্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায়॥'

—অর্থাৎ যে ব্যক্তি উদর ভরিয়া ভোজন করেন তিনি যে প্রকার বহির্দ্দেশে গিয়া সন্তোষ পান, তদ্রূপ যে ব্যক্তি প্রকৃত পণ্ডিত তিনি শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ এবং আচরণ করিয়া থাকেন, তিনি জীবদুঃখে কাতর হইয়া জীবে দয়া করেন। কিন্তু কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রচারকের বেশে প্রতারক, ব্যাধ বা হিংস্র জীব-বিশেষ হন না।

ভক্তই—পণ্ডিত; কেননা তিনি সমদর্শী, আবার ভক্তের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-লব্ধ ভক্তগণ কেবল সমদর্শী নহেন, তাঁহারা সমদর্শী অপেক্ষাও উচ্চদর্শী অর্থাৎ তাঁহারা মানদ। তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের—

"কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াময়।"

এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জগাই মাধাই'র ন্যায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিগণকেও মহাভাগবতগণে উন্নীত করিয়া তাঁহাদিগকে 'গুরু'-পদ দান করেন, সুতরাং তাঁহারাই যথার্থ 'পণ্ডিত।'

ভক্তই—পণ্ডিত; কেন না, তাঁহারা অবরোহবাদী। শরণাগত প্রপন্ন তাঁহারা ভগবৎপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া ভগবত্তোষণের জন্যই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি বা দাস্য নিত্যকাল যাজন করিয়া থাকেন। আরোহবাদী দাম্ভিক ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁহারা দেহাত্মবোধ লইয়া বা মনোধর্ম্মের বশীভূত হইয়া শ্রবণাদিকে অনিত্য উপায় জ্ঞানে গ্রহণ করিয়া পরিশেষে ধর্ম্মার্থ-কাম বা ব্রহ্মকৈবল্যরূপ উপেয় প্রভৃতি আত্মঘাতরূপ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ লাভের দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন না—

"হেন দাস্যযোগ ছাড়ি' আর যেবা চায়।
অমৃত ছাড়িয়া যেন বিষ মাগি খায়॥
সে বা কেন ভাগবত পড়ে বা পড়ায়।
ভক্তির প্রভাব নাহি যাহার জিহ্বায়॥
শাস্ত্রের না জানি মর্ম্ম অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে॥
এইমত শাস্ত্র বহে অর্থ নাহি জানে।
অধম সভায় অর্থ অধম বাখানে॥"

ভক্তই পণ্ডিত, কেন না তিনি বন্ধ-মোক্ষবিৎ, তিনি পরব্রহ্মকে বিজ্ঞাত। সুতরাং তিনি সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন:—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধি, মূর্খ পণ্ডিতমানী বলিয়া থাকেন:—

"ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং
বলবান্ সুখী।
* * *
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি
সদৃশো ময়া"

—অর্থাৎ আমি প্রভু, আমিই ভোক্তা ধনিক। আমিই সিদ্ধ, আমার ন্যায় বলবান্

ধর্ম্মরূপা বিনা কোন অংশে ভাল নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

আর কেহ নাই, আমিই সুখী, আমিই সম্পন্ন, আমিই কুলীন, আমি সিদ্ধকাম, 'আমার ন্যায় আর কে আছে?'—এইরূপ শ্রেণীর ব্যক্তি কখনও বা ভক্তাচার্য্যের ন্যায় ভাগবত হইয়া নিজকে ভোগ করিবার জন্য ধাবিত হন এবং উঁহাকে বিষ্ণুবৈষ্ণবের সেবায় না লাগাইয়া নিজের সেবায়, নিজের স্ত্রী-পুত্রাদির সেবায় নিযুক্ত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন, আবার কখনও হিরণ্যকশিপুর ন্যায় পিতৃব্রুব হইয়া কৃষ্ণদাস জীবকে নিজের পুত্র মনে করিয়া ইহার দ্বারা নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইবার চেষ্টা করেন।

ভক্তই যথার্থ পণ্ডিত; কেননা তিনি বেদোজ্জ্বলা-বুদ্ধিবিশিষ্ট। তিনি জানেন যে, বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজন। যাঁহারা জ্ঞানবাদী- যাঁহারা পেচকসদৃশ অন্ধ, তাঁহারা বেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণসূর্য্যকে দেখিতে পান না, তাঁহারা মনে করেন, কৃষ্ণ বুঝি তাঁহাদের মাপিয়া লইবার বস্তু—ভোগের বস্তু—তাঁহাদের অক্ষজজ্ঞানগম্য বস্তু, আভিধানিক বা ব্যাকরণ-নিষ্পন্ন একটী শব্দ। সুতরাং তাঁহারা বেদ পড়িয়াও, পড়াইয়াও বেদের উদ্দিষ্ট, বেদের অধীশ্বর নিখিলশ্রুতিমৌলি রত্নমালাদ্যুতি নীরাজিত প্রাণপদকমল অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে পারেন না।

সুতরাং ভক্তই একমাত্র পণ্ডিত। তিনি শ্রেষ্ঠ আচারবান্ পুরুষ, তিনি পরম সুদার্শনিক, যেহেতু তিনি সমদর্শী ও মানবধর্ম্ম-বিশিষ্ট, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধ্যেতা এবং অধীত বস্তুকে তিনি পরিপাক (digest) করিয়াছেন। তাই তাঁহাতে ভক্তি পরেশানুভব ও তদিতর বিষয়ে বিরক্তিরূপ ফল দৃষ্ট হইতেছে, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভিজ্ঞ, কেননা তিনি বহুশ্লোকবিৎ, তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি উদিত হইয়াছে, কেননা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন—"বিদ্যা ভাগবতাবধি"। নিগম-কল্পতরুর গলিতফল শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য উত্তমশ্লোকের দ্বারা তাঁহার বুদ্ধি সর্ব্বদা উজ্জ্বলীকৃত।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি র্যে
প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি
তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

কৃষ্ণভক্তগণই পণ্ডিত, কেননা তাঁহারা আরোহজ্ঞানচেষ্টা পরিহার পূর্ব্বক প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত নিত্যকাল সদ্গুরুর মুখরিত ভগবদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া জীবন ধারণ করেন। অজিত শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের নিকট জিত হন।

আবার গৌরভক্তগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট পণ্ডিত, তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিত আর কোথাও নাই। তাঁহাদের গৌরদাস্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাণ্ডিত্য বিরাজিত রহিয়াছে; কেননা, তাঁহারা গৌরপাদপদ্মনখশোভার উদ্ভাসিত হইয়া ব্রহ্মকৈবল্যকে নরকের ন্যায়, ইন্দ্রপুরীর সুখকে কুসুমের ন্যায়, ব্রহ্মাদির প্রতিভাকে খদ্যোতের আলোকের ন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা জানেন—

"অচৈতন্যমিদং বিশ্বং যদি
চৈতন্যমীশ্বরম্।
ন বিদুঃ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞা হ্যপি
ভ্রাম্যন্তি তে জনাঃ॥"

এই বিশ্বের জীবগণ তাঁহাদের স্বরূপ-বিস্মৃতিক্রমে অচেতনপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। এই সমগ্র বিশ্ব যদি শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে ভজনা না করেন এবং বিশ্বের সেই সকল জীব যদি সর্ব্বদা মহাপণ্ডিত বলিয়াও নিজ-দিগকে মনে করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা অচেতনের ন্যায় বৃথাই সংসার-ভ্রমণ করিতেছেন জানিতে হইবে।

জ্ঞান-বৈরাগ্যভক্ত্যাদি সাধয় যথা তথা।
চৈতন্যচরণাম্ভোজ ভক্তিলভ্যং সদা বুধঃ॥

লোকে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি যতই সাধন করুন না কেন, শ্রীচৈতন্য-চরণ-কমল আশ্রয় দ্বারা যে জ্ঞানপরাকাষ্ঠা লাভ হয় তত্তুল্য আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। যে পর্য্যন্ত জীবের চৈতন্যচরণকমলশোভা দর্শন-সৌভাগ্য না ঘটে, সে কাল পর্য্যন্তই তাঁহার ব্রহ্মকথা তিক্ত বোধ হয় না, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণের শাস্ত্রপ্রবাদও ভেক-কোলাহলের ন্যায় অসার বলিয়া বোধ হয় না, লোকস্থিতি ও বেদস্থিতিকে বিশৃঙ্খল বলিয়া বোধ হয় না। তাই ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন যে,—শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র পরম-ভক্তি যোগ পদবী অর্থাৎ অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বলরস জগতে প্রকাশ করিলে অন্য যাবতীয় রসই আর রস বলিয়া মনে হইল না। উহারা কেবল বিরসমাত্র। তাই প্রতাপরুদ্র প্রভৃতি বিষয়িগণও স্ত্রী-পুত্রাদি কথা বিষয়-কথা বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া গৌরদাস্যে নিমগ্ন হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় চিন্তক, নৈয়ায়িক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈদান্তিকগণও তাঁহাদের শাস্ত্রপ্রাধান্যকে বিষবৎ ত্যাগ করিয়া গৌরদাস্যের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিলেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ন্যায় যোগিবীর, জ্ঞানবীরগণও তাঁহাদের "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ" প্রভৃতি কথা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' জ্ঞানাভ্যাসের কথা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণকমল-সেবায় নিযুক্ত হইলেন।

সুতরাং গৌরভক্তের ন্যায় পাণ্ডিত্য আর কাহারও নাই। উন্নতোজ্জ্বলরসের পরাকাষ্ঠা যে বিপ্রলম্ভরস তাঁহারা সেই রসের সেবক; 'বিদ্যাবধূজীবন' যে শ্রীহরিনাম তাঁহারা সেই শ্রীনামের একনিষ্ঠ ভক্ত, নিরন্তর গৌর-বাঞ্ছাভিলাষিণী শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহাদের জিহ্বায় নিত্য প্রকাশিতা।

সুতরাং গৌরভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচারবান্ ও প্রচারক। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমদর্শী; কেন না, তিনি শ্রীগৌরসুন্দরকথিত 'তৃণাদপি' শ্লোকের মানবধর্ম্মের আচরণ ও প্রচারকারী, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন। কারণ:—"তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে"—তিনি নিরন্তর নামকীর্ত্তনকারী, নববিধাভক্তির মধ্যে নামকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ—"তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন", তিনি প্রকৃত বহুশ্লোকবিৎ; কারণ—"মুক্তিহিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" এই কথার তাৎপর্য্য অর্থাৎ রায়-রামানন্দমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুকথিত—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার। কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥ মুক্ত মধ্যে কোন জীব মুক্ত করি মানি। কৃষ্ণপ্রেম যাঁর সেই মুক্ত-শিরোমণি॥"—এই কথার সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। গৌরভক্তের ন্যায় বেদে উজ্জ্বলা বুদ্ধি আর কাহারও নাই। কেন না, তাঁহার আত্মবৃত্তি বিপ্রলম্ভরসে আকৃষ্ট। আমরা একটি গৌরভক্ত মহাজন-রচিত গীতি উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

কলি ঘোর তিমিরে গরাসল জগজন
ধরম করম বহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি
গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।
ভাইরে ভাই গোরাগুণ কহনে না যায়।
কত শত আনন কত চতুরানন
বরণিয়া ওর নাহি পায়॥
চারি বেদ ষড়্দর্শন পড়ি
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তার অধ্যয়ন লোচনবিহীন জন
দরপণে অন্ধে কিবা কাজে॥
বেদ-বিদ্যা দুই কিছুই না জানত,
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়নানন্দ ভনে সেই সে সকলি জানে
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার॥

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমে বার্ষিক মহোৎসব

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ গত ২৬শে এপ্রিল সোমবার আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমে গমন করিয়া রাঢ়দেশের বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার করিয়াছেন।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে গত ১৬ই বৈশাখ ৩০শে এপ্রিল রবিবার একাদশী-দিবস হইতে ২৫শে বৈশাখ ৮ই মে সোমবার পর্য্যন্ত আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমে ৯ দিনব্যাপী বার্ষিক-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতাদিদ্বারা নবধাভক্তির কথা বিভিন্নরূপে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীএকাদশীব্রত, শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রত, শ্রীনিবাস-আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাব ও শ্রীল রামরামানন্দ প্রভুর তিরোভাব-তিথি কীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইয়াছে।

আমলাযোড়ার নিকটবর্ত্তী স্থানের জমিদার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, শিক্ষক ও রেলের কর্ম্মচারী প্রভৃতি বহু ব্যক্তি এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। পলাশডাঙ্গা হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ মহাশয় এতদঞ্চলে প্রচারকার্য্যে নানাপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-মঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সারস্বত-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-সামগ্রীসহকারে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাচীনাচার্য্য-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত-ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌড়কুল-পাবন শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণকাষ্ণীলাপাঠ
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীঋতুদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাতুপুর—(শ্রীরাধাকুণ্ডের পশ্চিম নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) প্রকাশমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপাড়ি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বালিয়াটী পোঃ জয়দি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বল্লাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
ওক্‌ পাদাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
দিঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
স্বর্গদ্বার রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গণেশ গলি, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোবিন্দবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং লোদীর রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল
বম্বে, জি বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রী ... শ্রীপ্রতিষ্ঠিত ... সেবা

(৫১) ...-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ..., কভুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রী... শ্রীবিগ্রহের সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) দীনাকুটী

(৫৬) ...-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
গাপমণি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রাচ্য-মন্দির
পোঃ ..., গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিড়লিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) জমানি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ জমানি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) ...গৌড়ীয়মঠ
কুষ্টিয়া, পোঃ চাঁদপুর, (ত্রিপুরা)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং মিউনিসিপ্যাল ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ...রোড
...টন, লণ্ডন, ... ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
...রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ, পি)

(৬৮) শ্রীবিজয়ালক্ষী গৌড়ীয়মঠালয়
... ..., চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ । বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র ।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুকম্পায় "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'... শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক ... হইতে যথাসাধ্য ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসাধ্য প্রায় ৩২ সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, বিষয় সূচী, শাস্ত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে ... সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠ, ... পোঃ ..., ...।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত ...বলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ...র ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

... বিদ্যালয়

... ... বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর ... খোলা। ... ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য ... বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বোর্ডিংখরচ প্রতি ... মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই ... 'সর্ব্বত্র' ... শ্রীমৎ ... তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ... ... শ্রীযোগপীঠ, ... পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ... পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ... সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল ... কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার বিবরণ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নামে ... শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ...। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চষষ্টিতম বিরহতিথিপূজা-বাসরে ... প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজাতির বহু অমীমাংসিত সমস্যার ... সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিক ... এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের দর্শনের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ লিখিত। সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এবং মহোদয়ের গৌড়ীয়গবেষণা এবং লিপিকার লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলারস-পাঠে মত্ত হইবে। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর অচিন্ত্য সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৩৮ অধ্যায়ে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ একখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

একমাত্র বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল কারণ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অচিন্ত্য জীবন-চরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদিনে পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলী লিপিমালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তথা হইতে পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা।

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৪-৩৬ ৬-২৬ ৭-০৬ ১২-২৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৫৬ ২২-৫৩
রাণাঘাট পৌঃ ৮-১৮ ১৪-১৫
(বদল) ছাঃ ৯-৩৩ ১৪-৪০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮-৪৫ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৭-২৮ ১৯-০৮ ২০-১৬ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-২৬
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২১-৪

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬
(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১২
ছাঃ ১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫-৪৫ ৯-১৫ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬-২৩ ৯-১৬ ৯-৪৮ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১১ ২১-১০
ছাঃ ৬-৩৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩০
(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪৩
কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩৪
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪
(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৫
(বদল) ছাঃ ১৭-৪০ ১৯-১৪ ২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

বিষম জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

লোহ বেহালা, ২৪ পরগণা

(ডাকঘর—শ্রীমায়াপুর
প্রতিষ্ঠান—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1144

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ১৭ই মে, ১৯৩৯, বুধবার [৬৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ভারতে সাইকেলের কারখানা

পাটনার নিকটে ফুলওয়ারী শরিফে একটি সাইকেল তৈয়ারী কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হইয়াছে। ১০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া এই কোম্পানী খোলা হইবে। এখানে চেন, বল ও টায়ার টিউব ইত্যাদি যে সকল দ্রব্য ভারতের অপরাপর কারখানায় তৈয়ার হয় উহা ছাড়া সাইকেলের আর সমুদয় অংশও তৈয়ার হইবে। এক বৎসরের মধ্যেই কোম্পানীর কাজ আরম্ভ হইবে। যন্ত্রপাতির জন্য জার্মেনী ও অন্যান্য দেশে পাঁচ লক্ষাধিক টাকার অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধের আশঙ্কায় বৈদেশিক কারখানাগুলি ইতঃপূর্ব্বে দাবী করিয়াছিল যে, যাবতীয় অর্ডারের মোটা রকম টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। এ বিষয়ে একটি আপোষ নিষ্পত্তি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সোভিয়েটের সহিত টালবাহনা

ইহা খুবই স্পষ্ট যে, বৃটেন ফ্রান্সের পক্ষে এখন রাশিয়ার সহিত টালবাহনা করা উচিত হইবে না। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বৃটেন ও ফ্রান্সের সাহায্যের প্রয়োজন যতটুকু, বৃটেন ও ফ্রান্সের নিকট সোভিয়েটের সাহায্যের প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা কিছু কম নহে। রুমানিয়া এবং পোল্যাণ্ডের সুদূর প্রাচ্যের বেলায় এই কথাটি বেশী খাটে। পোল্যাণ্ড যদিও সোভিয়েট সাহায্যের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে সম্মত হইয়াছে; কিন্তু রুমানিয়া এ বিষয়ে টালবাহনা করিতেছে; ইহা খুবই আশঙ্কার কথা। ইউরোপে পরিস্থিতির সময় রুমানিয়ার পররাষ্ট্র সচিব মঃ গাফেনকুর মনোভাবের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, তিনি একদিকে যেমন জার্মানী ও ইতালীকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা করিবেন, অন্যদিকে তিনি আবার তেমনি বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত ভাল রাখিয়া চলিবেন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় রুমানিয়াকে বিশ্বাস করা কঠিন এবং একথা স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, এমন সময় আসিতে পারে, যখন রুমানিয়া জার্মানীকে তাহার "রক্ষক" বলিয়া বিবেচনা করিবে এবং সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে জার্মানীকে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিতে দিবে।

বৃটেন ও ফ্রান্সের টালবাহনার জন্য যদি সোভিয়েটের সহিত আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে তাহারা মহা ভুল করিবে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে এই কথাই বলা চলে যে, মঃ লিটভিনফের পদত্যাগে সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, যদি কোন পরিবর্ত্তন হয় ত' তাহা হইবে ভবিষ্যতে মিত্রশক্তিবর্গের সহিত তাহার ব্যবহারের ক্ষেত্রে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় নিষেধ

দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউনিয়ন সরকার তথাকার ভারতীয়দের পৃথক করিবার জন্য যে নূতন কার্য্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, গান্ধিজী বলেন যে ইউনিয়ন সরকারের এসিয়াবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযানের কোন শেষ নাই দেখিয়া তিনি বিশেষ মর্ম্মাহত হইয়াছেন। বর্ত্তমান কার্য্যের ফলে তাহাদের অতীতের ঘোষণাবলী এবং তাহাদের স্বাক্ষরিত কমিশনের সুপারিশগুলি নাকচ হইয়া যাইতেছে।

দক্ষিণ-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়গণ যে এই কার্য্যপন্থার নিন্দা করিবে এবং নিরুপায় হইয়া আইন অমান্য আন্দোলন করার সিদ্ধান্ত করিবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তাঁহার একমাত্র কামনা যে, শেষ পর্য্যন্ত ইউনিয়ন সরকারের শুভবুদ্ধি হইবে এবং ভারতীয়গণ তথায় যে অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে তাহার উপযুক্ত সম্মান করিবে।

আসাম ব্যবস্থাপক সভা

আসাম ব্যবস্থাপক সভায় মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিল, মোটর স্পিরিট ও লুব্রিকেণ্টসের উপর ট্যাক্স বসাইবার বিল, মোটর যান ট্যাক্স বিল এবং আবগারী সংশোধন বিল পাশ হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধন দিবসে যে মাদকদ্রব্য বর্জ্জন বিল উত্থাপিত হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উহা, কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাব সহ তাহা গৃহীত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট সকল সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

কৃষিজাত আয়ের উপর করধার্য্যের বিল অগ্রাহ্য হওয়ায় বর্ত্তমান অধিবেশনে তাহা আবার উত্থাপিত হইবে এবং বে-সরকারী প্রস্তাবের আলোচনা হইবে।

শনিবার বর্ত্তমান অধিবেশনের অবসান

অদ্যই আসাম ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন বসিবে। বে-সরকারী প্রস্তাবগুলির অধিকাংশ প্রত্যাহৃত হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যবস্থাপক সভার এবারকার অধিবেশন শেষ হইবে।

রাঁচীতে নিখিলভারত সঙ্গীত দিবস

"নিখিল ভারত সঙ্গীত দিবস" প্রতিপালনের জন্য রাঁচীর ছাত্রসমাজের এক সভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত ধনপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সভায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্রের প্রতি আস্থা প্রকাশ এবং তাঁহাকে টাকার একটি তোড়া উপহার দিতে অনুরোধ করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

চেক অস্ত্রশস্ত্রের ভাগ চাই

টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ, জাপ গবর্ণমেণ্ট জার্মানী ও ইতালীর, প্রস্তাবিত পূর্ণ সামরিক চুক্তিতে যোগদান অস্বীকার করিয়াছেন। তবে জাপসমরকর্তাগণ জার্মানী ও ইতালীর নিকট পুনরায় উপায় খুঁজিতেছেন। তাহারা বিশেষ জাপান চেকোশ্লোভাকিয়াতে জার্মানী যে অস্ত্রশস্ত্র হস্তগত করিয়াছে, তাহার ভাগ চাহিবে। সে নাকি এই কারণ দেখাইবে যে, বর্ত্তমান বৎসরের শেষে তাহার সমর [illegible] ফুরাইয়া যাইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনারত্নাকর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুবিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম্‌-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ—

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অদীনা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সজ্জনতোষণী পত্রিকা (অদীনা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ॥০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড— ৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ভজন-রহস্য ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়ের কথা ৷৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীনবদ্বীপধামতত্ত্ব বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি টীকাসহ) ২৲
অদীনা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৸০
২৭। প্রাকৃতরস শতদূষণী (সাতবার) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রম্ (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত তাত্ত্বিক-সংস্করণ (বাঁধা, ৸০
৩০। দীপ-নিশ-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ৷৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। স্বর্ণশতক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০৵
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চনপদ্ধতি ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৬৲
৫১। বঙ্গসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ আচরণ ও আচরিত ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (সানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধনাবলী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবৃতিঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। শরণাগতি শিক্ষাষ্টক ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴
৬৭। সারসংগ্রহ ৶

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। ন্যায় তত্ত্ব ৴
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।
৭২। ভিশেটিভ ওয়ার্ডস ৷৶
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। শ্রীমদ্ভাগবত ।০
৭৫। জোয়াইস গৌড়ীয় মঠ ইন ব্রীফ ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। রেলেটিভ ওয়ার্ল্ডস অ্যাণ্ড অ্যাবসোলিউট রিয়েলিটি ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১০ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৩রা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৭ই মে ইং ১৯৩৯, বুধবার ৬৬শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

---::(•)::---

শ্রীধর-অঙ্গনে কীর্ত্তন

গত ১৩ই মে শনিবার শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তবৃন্দ সন্ধ্যার সময় শ্রীধর-অঙ্গনে গমন পূর্ব্বক গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, আরতি কীর্ত্তন ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। অনন্তর শ্রীপাদ জগন্নাথ দাস ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধন শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে মহাপ্রভু ও সার্ব্বভৌম উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ কেশবচরণ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ অনন্তরাম ব্রহ্মচারী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন।

কলিকাতায় প্রচার

গত ১০ই মে বুধবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দত্ত প্রমুখ বড়বাজার, পাথুরেঘাটার মহাজনগণের সাদর আহ্বানে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ সুপ্রসিদ্ধ বনবিহারী বাবুর গদীতে গমন করেন। পণ্ডিতজী তথায়, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে "শ্রীসনাতনশিক্ষা" সম্বন্ধে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হয়। বহু বণিক্ ও সজ্জনব্যক্তি পণ্ডিতজীর মুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। সভায় বহু ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুত প্রিয়নাথ দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিগণের সেবাচেষ্টা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক—ইহাই আমরা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা করি।

শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীকুঞ্জবিহারী-মঠে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব উৎসব

দিল্লী শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় মথুরা ও শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে শ্রীরাধাকুণ্ডে উপস্থিত হইয়া শ্রীকুঞ্জবিহারী-মঠে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদে মঠস্থ সেবকগণ দিবারাত্র উপবাসী থাকিয়া নিরন্তর নামকীর্ত্তনমুখে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথি-পূজা সম্পন্ন করেন। শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীহরি-কথা-কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীনৃসিংহদেব ভক্তিবিঘ্নবিনাশন। সাধকের সাধনপথে অশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীনৃসিংহদেবের কৃপা-কটাক্ষে মুহূর্ত্তে সমস্ত বিপদ বিদূরিত হয়। তিনি নিজ ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই চতুর্দ্দশীতিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি ভক্তের নিকট শান্ত এবং অভক্তের নিকট ভীষণ। যেমন সিংহ অন্যের নিকট ভীষণ হইলেও নিজ শাবকের নিকট স্নেহপরায়ণ, শান্ত। ভক্তবিঘ্নবিনাশন শ্রীনৃসিংহদেবের জয় হউক।

পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় মঠে ধারাবাহিকরূপে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীআচার্য্য-বন্দনা

জয় জয় শ্রীআচার্য্য পতিতপাবন।
প্রণমে তোমারে প্রভু এ পতিতাধম॥
ভকতের রক্ষা হেতু তব অবতার।
ভক্তদ্বেষী বহির্ম্মুখে কর পরিহার॥
ভক্তের আশ্রয় তুমি ভকত-বৎসল।
বিদ্বেষী জনের হও কৃতান্ত কেবল॥
ভকতের যত চেষ্টা সব সেবাপর।
তাহাতে যে বাধা দেয় অবশ পামর॥
তাহার নিধন হেতু হইয়া প্রকাশ।
জোতির্ম্ময় শাস্ত্রের রক্ষ নিজ দাস॥
নৃসিংহতত্ত্বাবতারী শ্রীআচার্য্য জয়।
ভক্তিপথ-বিঘ্নরাজি নাশ দয়াময়॥
তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার মিনতি।
অসৎসঙ্গ-ত্যাগে যেন হয় দৃঢ়মতি॥
বিষয়ী, যোষিৎসঙ্গী, তদ্‌সঙ্গী আর।
জড়ভোগী, ধর্ম্মধ্বজী নাস্তিক প্রকার॥
সুদৃঢ় যতনে এই সব তেয়াগিব।
বৈষ্ণব-আশ্রয়ে আত্মকৃপা সঞ্চিব॥
প্রণতপালক প্রভু শ্রীআচার্য্য জয়।
শ্রীপদে মিনতি মোর ওহে দয়াময়॥

কৃপাসিন্ধু

শ্রীঅনন্তনারায়ণ ব্রহ্মচারী

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

---::(•)::---

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা,
২১।৪।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,—

* * *

তোমার ২৩৪ তারিখের কৃপালিপি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

* * *

আশা করি তোমার দিক্ হইতে তুমি সেবাধর্ম্মে সর্ব্বদা সযত্ন আছ। তাহা হইলে শ্রীগুরুদেব তোমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন।

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের নিষ্কপট আনুগত্যপ্রার্থীর কোন অমঙ্গল সম্ভব নহে জানিবা। ইহা যেন সর্ব্বদাই মনে থাকে। তাঁহার বাণীই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ।

আমার দণ্ডবৎপ্রণাম কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবা

দাসাধম—

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

"বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিব", যাহাদের এই বিচার, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড। বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিবার পিপাসা—কৃষ্ণ সাজিবার চেষ্টা। একমাত্র কৃষ্ণই বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। কোন কোন পাষণ্ড গুরুদেবের উপর প্রভুত্ব অর্থাৎ "গুরুদেব আমার order-supplier, অর্থাৎ আমি যখনই যাহা বলিয়াছি, তিনি তখনই তাহা শুনিয়াছেন"- এইরূপ বিচার করে। ইহাদিগকে জন্ম-জন্মান্তর বৈষ্ণবের বিসর্জ্জনীয় পঙ্ক-মূত্র গ্রহণ করাইতে হইবে, তবে যদি উহাদের মঙ্গল হয়।"

(শ্রীল আচার্য্য দেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ ত্রিবিক্রম কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

স্মরণ

——:::(•):::——

স্মরণ নবধা ভক্তির অন্যতম। কীর্ত্তন অঙ্গী আর শ্রবণ ও স্মরণ অঙ্গ। সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে হইবে—ইহাই বিধি। এই কৃষ্ণস্মরণই জীবের নিত্যস্বরূপ বা ধর্ম্ম। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন—

মনের স্মরণ প্রাণ   মধুর মধুর নাম
    লীলা রূপগুণাদি সার
সাধ্য-সাধন এই   আর নাই ইহা বই
    এই তত্ত্ব সর্ব্বতত্ত্বসার।

স্মরণ উপায় ও উপেয় উভয়ই। স্মরণ কীর্ত্তনসাপেক্ষ। যিনি কীর্ত্তন করেন, তাঁহার কাছে শ্রবণ করিলে,—তাঁহার শিষ্য হইলেই তাঁহাকে অধিকার হয় এবং অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে ভজন-প্রভাবে অন্তঃকরণে কৃষ্ণস্মৃতি স্থান পায়। তখন হৃদয়ে আর অন্য চিন্তা থাকে না। সেইজন্য মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণস্মরণের উপায় স্থির করিয়াছেন,—"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" হরি সদা কীর্ত্তনীয়, হরিই সদা শ্রবণীয়, হরিই সদা স্মরণীয়। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ যাহাতে হরিস্মৃতি উদ্দীপিত থাকে, তজ্জন্য যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক। মহাপ্রভুর আদেশ শিরে ধারণ করিয়া সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিতে চেষ্টা করা দরকার।

কৃষ্ণস্মৃতিই ভক্তি। এতদ্ব্যতীত যত চিন্তা সব অভক্তি। কৃষ্ণস্মরণমুখে যাহা কিছু করা যায়, যাহা কিছু বলা যায়, যাহা কিছু চিন্তা করা যায়, সবই শাস্ত্রানুমোদিত, সবই ভক্তি। কৃষ্ণস্মরণ বাদ দিয়া ভক্তি সাধিত হয় না। কৃষ্ণস্মরণকারী—কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী কখনও অবৈধ ক্রিয়া, কুক্ষেত্রর প্রসঙ্গ বা মনোধর্ম্মের প্রশ্রয় দেন না। তিনি নিত্য কৃষ্ণানুশীলন। কৃষ্ণবিস্মৃতি বা স্বরূপভ্রান্তি তাঁহার নাই। স্বরূপভ্রষ্ট জীবের প্রধান ও প্রথম অনর্থ। এই স্বরূপভ্রম হইতেই প্রতিষ্ঠা, জড়ভোগবাঞ্ছা ও অপরাধ এই অনর্থসমূহের উদয় হইয়াছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠা বা জড়ভোগবাঞ্ছা যাঁহাদের আছে অথচ যাঁহারা স্বসুখ-বাসনা ছাড়িতে পারেন নাই, নিজসুখের জন্য অবস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহারা ভোগী। তাঁহারা কনক কামিনী-কামী। সাধুসঙ্গে জড়ভোগবাঞ্ছা অপসারিত হইয়া ইঁহাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণকার্ষ্ণ চরণে তীব্র অপরাধী, গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন — নির্ব্বিশেষবাদী—প্রতিষ্ঠাকামী তাঁহাদের মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত। এই প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা সব চেয়ে বেশী খারাপ! সব ছাড়া যায় কিন্তু প্রতিষ্ঠা ছাড়া যায় না। প্রতিষ্ঠা এমনি জিনিষ! প্রতিষ্ঠাকামীর হৃদয়ে সাযুজ্যাকাঙ্ক্ষা অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠাভিলাষ বা মোক্ষাকাঙ্ক্ষা তীব্র কপটতা বা কৈতব প্রভুপাদ-সাধনের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত এই প্রতিষ্ঠাশার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার অন্য উপায় নাই।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান উভয়ই দরকার। বিজ্ঞান জিনিষটি অপ্রাকৃত। অধোক্ষজবিজ্ঞান বা অধোক্ষজানুভূতি অধোক্ষজসেবক ভগবদ্‌বৈষ্ণবের কৃপা ও সংস্পর্শেই লাভ হয়। সুতরাং আমরা যদি বিজ্ঞান লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে ভগবদ্ভক্তের শরণাপন্ন হইবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

বৈষ্ণব-চরণরেণু   ভূষণ করিয়া তনু
    যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন   সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ
    অজ্ঞান-অবিদ্যা-পরাজয়।

জাগ্রত সাধুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাহা আচরণ পূর্ব্বক প্রচার করিলে হৃদয় মার্জ্জিত হয়। মার্জ্জিত-হৃদয় সাধুর সঙ্গ ব্যতীত হৃদয় মার্জ্জিত হইবার অন্য উপায় নাই। এই সাধুসঙ্গ অনুক্ষণ করিতে হইবে। সাধুর বাণীকে পথ-প্রদর্শক করিয়া জীবনপথে চলিতে হইবে। এই মার্জ্জনই ভজন।

হরিবিমুখ জীব আমাদের কৃষ্ণস্মৃতি লাভ করা বিশেষ আবশ্যক। নতুবা শান্তিলাভের অন্য উপায় নাই। জীবন কৃষ্ণস্মৃতিময় করিবার একমাত্র উপায়—নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনপরায়ণ সাধুর পদাশ্রয়। আমরা যদি নিষ্কপটে সাধু-গুরুর পদাশ্রয় করি, তাহা হইলে শ্রীগুরুদেব 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই জ্ঞানের বীজ আমাদের চিত্তে বপন করিয়া দিবেন। পরে তাঁহার সঙ্গক্রমে তাঁহার উপদেশ লাভ করিতে করিতে—তাঁহার আদেশে বল লাভ করিতে করিতে ঐ বীজ হইতে অঙ্কুরোদগম হইবে এবং ক্রমে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া সম্বন্ধজ্ঞান পুষ্ট হইবে। যেখানে এই সম্বন্ধজ্ঞানের বিকাশ হয় নাই, "আমি আর কাহারও নহি, আমি শ্রীগুরুদেবের"—এইরূপ আত্মবুদ্ধি হয় নাই, সেখানে গুরুপাদপদ্ম-সম্বন্ধ হয় নাই জানিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে সম্বন্ধজ্ঞান বা ভক্তিলতাবীজ প্রাপ্তির জন্য শ্রদ্ধাবান্ সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে। সাধুর কৃপাতেই এই সম্বন্ধজ্ঞান হৃদয়ে প্রকাশ পাইবে।

কীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া স্মরণ হয় না। যেখানে সার্ব্বক্ষণিক কীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া সাধুস্মরণের প্রচেষ্টা, সেখানে কৃষ্ণস্মৃতি নাই জানিতে হইবে। 'শ্রবণকীর্ত্তনাধীনস্য স্মরণস্থিতি' অর্থাৎ স্মরণ শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীন। শ্রবণ-কীর্ত্তন-রহিত হইয়া স্মরণ হইতে পারে না—ইহাই শাস্ত্রোপদেশ। এই শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া যেখানে কৃত্রিম-স্মরণের চেষ্টা, সেখানে আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নহে। সেইজন্যই বলিতেছি, সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে হইবে। তাহা হইলেই স্মরণ হইবে। নিরন্তর স্মরণ হইলেই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

শ্রীদয়িতদাস   কীর্ত্তনেতে আশ
    কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে   স্মরণ হইবে
    সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।

নাম করে ডাকে নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহে সংসার বহে যায়।

বৈষ্ণবের লক্ষণ

-::০::

যাহার দ্বারা বস্তুর স্বরূপ লক্ষিত হয়, তাহার নাম লক্ষণ। সেই লক্ষণ দুইপ্রকার—স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণ। যে লক্ষণ সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বাবস্থায় বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাই বস্তুর স্বরূপ লক্ষণ। যে লক্ষণ অবস্থাবিশেষে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার নাম তটস্থ-লক্ষণ। সকল বস্তুরই যেমন দুইপ্রকার লক্ষণ আছে, সেইরূপ বৈষ্ণবেরও দুইপ্রকার লক্ষণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন,—

"সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে॥
কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥"

উক্ত চব্বিশটি লক্ষণ দ্বারা বৈষ্ণব লক্ষিত হন। উক্ত গুণগণ মধ্যে কৃষ্ণৈকশরণতা গুণটি বৈষ্ণবের স্বরূপলক্ষণ। অপর গুণগুলি তটস্থ লক্ষণ। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥
সূর্য্যাংশকিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয়।"

স্বরূপতঃ জীব চিৎকণ এবং সূর্য্যস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের অংশকিরণ-স্বরূপ। অতএব সূর্য্যকিরণ যেরূপ সূর্য্যমণ্ডল-বহির্গত হইয়া স্বরূপহীন হয়, সেইরূপ জীবও কৃষ্ণপাদপদ্মবিমুখ হইয়া বদ্ধ হইয়া পড়েন। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি-দুঃখ॥"

জীবের উক্ত স্বরূপ-লক্ষণই জীবের নিত্যধর্ম্ম। তাহা কখনই জীবকে পরিত্যাগ করে না। কেবল মায়াবদ্ধ অবস্থায় তাহা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া থাকে। উপযুক্ত সময় হইলেই পুনরায় প্রকাশিত হয়। স্বর্ণ যেরূপ রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা বিকৃত অবস্থায় জ্যোতিঃশূন্য হইয়া থাকে এবং পুনরায় তাহার ঐ ধর্ম্ম উদয় হয়, জৈবধর্ম্মও তদ্রূপ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া অনাহাসে পুনরুদিত হয়।

জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় যেরূপ স্বরূপধর্ম্ম অন্তর্হিতপ্রায় থাকে, সেইরূপ কতকগুলি মায়িক ধর্ম্ম জীবকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। সেই জীব মায়াত্যাগের একমাত্র উপায় যে সাধু-

সঙ্গ, তাহা যখন ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হয়েন, তখনই তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম পুনঃ প্রকটিত হইতে আরম্ভ হয়। সাধুসঙ্গে সেই ধর্ম যতই আলোচিত হইতে থাকে, ততই তাহার উন্নতি ক্রমশঃ পূর্ণতাপ্রাপ্তি হয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

'কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।'

যে সময়ে সাধুসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতির কথা আলোচনা হইতে থাকে, সেই সময় মায়িকগুণবিনাশী পূর্ব্বোক্ত পঁচিশ প্রকার তটস্থগুণ বৈষ্ণব-শরীরে স্বতঃ উদিত হয়। ঐ সমস্ত গুণ ক্রমশঃ মায়িকগুণ সমূহকে বিনাশ করিয়া ফেলে। বৈষ্ণবগণের কৃষ্ণৈকশরণতাই মাত্র স্বরূপ-লক্ষণ।

ভক্ত দুঃখীজীব মাত্রেই সর্ব্বজীবে কৃপা-বিশিষ্ট হন। তিনি কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না। সত্যতত্ত্বকে একমাত্র সার বলিয়া জানেন, সকল জীবকে সমদৃষ্টি করেন। বস্তু নির্দোষ, যথাশক্তি বদান্য, তিনি ধীর, পবিত্র ও দৈন্যবুদ্ধিসম্পন্ন। তিনি সকল জীবের যথাসাধ্য উপকার করিয়া থাকেন, ইন্দ্রিয়সুখ হইতে শান্তি লাভ করেন। নিজে ভুক্তিমুক্তিকামনা শূন্য, জীবনযাত্রানির্ব্বাহাতিরিক্ত উদ্যমরহিত। তিনি স্থিরবুদ্ধি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরতাকে জয় করিয়া থাকেন। ভক্তি-আলোচনার অবিরোধী ভোজনমাত্র স্বীকার করেন। অত্যন্ত বিজ্ঞ, আলস্য ও মাদকসেবনাদি পরিত্যাগী, সর্ব্বজীবের প্রতি মানদ, নিজে সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইয়াও অভিমানশূন্য, অসার আলোচনারহিত, অপরাধীর প্রতি ক্ষমাবিশিষ্ট। তিনি জগদ্বন্ধু, ভগবল্লীলাদি-বর্ণনে কবি, সৎকার্য্যপটু, তিনি অকারণ বাক্যব্যয় করেন না।

যেখানে যে পরিমাণে ভক্তির উদয় হইয়াছে, সেখানে সেই পরিমাণে এই পঁচিশ-প্রকার তটস্থগুণ স্বতঃ উদিত হইবে। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে, এই সকল গুণও তত বৃদ্ধি হইবে। যেস্থলে এই সকল তটস্থগুণের অত্যন্ত অভাব, সেস্থলে ভক্তিরও অত্যন্ত অভাব বুঝিতে হইবে। এই লক্ষণই বৈষ্ণব তারতম্যের একমাত্র পরিচয়। ভক্তিহীন ব্যক্তির উক্ত গুণ সকল স্থায়ী হয় না এবং উন্নতি লাভ করে না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন,—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥"

প্রতিষ্ঠাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা সাধুসঙ্গে ভক্তিলাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে উক্ত তটস্থগুণগণ স্বভাবতঃ উদিত হইয়া প্রতিষ্ঠাশাশূন্য ব্যক্তিকেও জগতে প্রতিষ্ঠিত করে।

আচার্য্যপদই ভরসা

জয় জয় পরমহংসকুলশিরোমণি।
সর্ব্বজীবগুরু তুমি মঙ্গলের খনি॥
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ হও তুমি জগৎ-আচার্য্য।
জীবের উদ্ধার লাগি' তব সব কার্য্য॥
দয়ার সাগর তুমি, তুমি নিত্যানন্দ।
যে পদ আশ্রয়ে হয় সবার আনন্দ॥
সেই গুরুনিত্যানন্দ করিয়া আশ্রয়।
নাশাই আমার যত দুঃখকষ্টচয়॥
তোমার চরণে আমি সব নিবেদিব।
তব শ্রীচরণে আমি প্রণত থাকিব॥
তোমার চরণে আমি লইয়া আশ্রয়।
ছাড়িব ভবের ভয় ওহে দয়াময়॥
তুমিই আমার মাত্র রক্ষাকর্ত্তা জানি।
সর্ব্বদা রাখিবে তুমি এ বিশ্বাস মানি॥
আমি তব নিত্যদাস তুমি নিত্যপ্রভু।
তোমার চরণ আমি না ভুলিব কভু॥
তুমিই রাখিবে প্রভু তব নিজজনে।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি মনে মনে॥
এই ভিক্ষা করি প্রভু তব শ্রীচরণে।
বহির্ম্মুখ হ'তে রক্ষা কর দীন হীনে॥
কনক-কামিনী আর প্রতিষ্ঠা-বাসনা।
ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যার সদাই কামনা॥
মৎসরতাশ্রয়ে যার কুটিল নয়ন।
স্বপ্নেও না হেরি যেন তাহার বদন॥
কপটতা করি সেই রহে অনুগত।
সেই অপরাধফলে সেও হয় হত॥
হরিস্থানে অপরাধ তারে হরিনাম।
গুরুস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥
এই ত' শাস্ত্রের বাক্য সর্ব্বত্র বাখানে।
সাধু-গুরু-শাস্ত্রমুখে শুনিয়ে পুরাণে॥
তব অপরাধিজনের মুখ নাহি হেরি।
এই বল দেহ' প্রভু তব পদ ধরি॥
তোমার মহিমা আর তোমা কথা রঙ্গে।
তব গৃহে বাস আর তব জনসঙ্গে॥
দান, প্রতিগ্রহ আর নিভৃতে গুহ্যকথা।
ভক্ষণ, ভোজন, দান এই শাস্ত্রকথা।
সঙ্গের লক্ষণ এই ছয় গুণ হয়।
ইহাতে বাড়য়ে ভক্তি প্রেম উপজয়॥
প্রার্থনা করি হে প্রভো তোমার চরণে।
তব পাদপদ্মে ভক্তি থাকে অনুক্ষণে॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে যাবে ও পাদবরণে॥
তুমি গৃহস্বামী মোর তুমি পালয়িতা।
তব গৃহভৃত্য হ'য়ে থাকিব সর্ব্বদা॥
সকল ছাড়িয়া তুয়া চরণকমলে।
পড়ে আছি আমি নাথ তুয়া পদতলে॥
লক্ষ লক্ষ বাধাবিঘ্ন আসিলে এখন।
তথাপি না ছাড়ি আমি তব শ্রীচরণ॥
তব পাদপদ্ম-দ্বয় ধরিয়া মস্তকে।
ঘোষিব তোমার বাণী সকল সমক্ষে॥
তোমার অভয়পদ শিরেতে ধরিয়া।
পরম আনন্দে আমি নাচিব গাহিয়া॥
হরিনাম মহামন্ত্র করিব কীর্ত্তন।
পলাবে অসুর কলি যত দুর্জ্জন॥
শত দোষ দেখি যদি ত্যজহ আমারে।
আমি কিন্তু নাহি পারি তোমা ত্যজিবারে॥
যেহেতু আমার আর বন্ধু কেহ নাই।
তুমি বিনা এজগতে বন্ধু নাহি পাই॥
এই মাত্র ভিক্ষা প্রভু মাগি শ্রীচরণে।
কৃপা করি সেবাবল দেহ' দীনহীনে॥
জীবনের শেষ কাল ও পদবরণে।
দৃঢ় হয়ে যেন থাকি ধ'রে শ্রীচরণে॥
সকল বুঝিয়া আমি আসিয়াছি নাথ।
পাদপদ্মধূলি করি রাখ ভক্তসাথ॥
ভক্তসাথে থাকি করি পদধূলি আশা।
তব পাদপদ্ম মোর সদাই ভরসা॥
অধমের নিবেদন আচার্য্যচরণে।
কৃপা করি সেবাদানে রাখ শ্রীচরণে॥

আচার্য্যচরণরেণুপ্রার্থী—
শ্রীকেশবচরণ দাস

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে কীর্ত্তন

মথুরা হইতে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয়দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠে আগমন করেন। তথায় রাত্রে ও প্রত্যূষে তিনি শ্রীহরিকথা আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে বলেন যে, গুরুতত্ত্ব অধোক্ষজ বস্তু। আধ্যক্ষিক দর্শনে যাঁহারা তাঁহাকে বুঝিতে ও মাপিতে যান, তাঁহারাই নির্দোষ গুরুপাদপদ্মে দোষ দেখিতে পান। প্রকৃতপ্রস্তাবে অপ্রাকৃত গুরুপাদপদ্মে কোন দোষ নাই। ঐ দোষ-দর্শন দর্শকের মায়াক্রান্ত ভ্রান্ত দর্শনমাত্র। শ্রীগুরুপাদপদ্মে কোন দোষ থাকিতে পারে এই প্রকার চিন্তাও নারকীয় বিচার। ইহা তাঁহাদের অসৎসঙ্গ ও বৈষ্ণবাপরাধের ফল জানিয়া ঐ প্রকার অসৎসঙ্গ সর্ব্বপ্রকারে বর্জ্জন করিতে হইবে। কোন প্রকারেই তাহাদের দুঃসঙ্গ করিতে হইবে না। যাহারা গুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাহীন, আমাদের ন্যায় কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের কখনও তাহাদের মুখ হইতে ঐ সকল অপরাধের বীজ নিজ হৃদয়ে সঞ্চারিত করা কর্ত্তব্য নহে। মায়াবদ্ধ জীবের দর্শন ভ্রান্ত, এই মাত্রদর্শনে শ্রীমূর্ত্তিদর্শনকালে অপ্রাকৃত-শ্রীমূর্ত্তিতে কাঠ-পাথর-বুদ্ধি হইলেও শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন, উহা চিন্ময়। সুতরাং ইহা আমার দর্শনের দোষ। শ্রীবিগ্রহে কোন হেয়তা বা নশ্বরতা নাই। শ্রীবিগ্রহ-সাক্ষাৎ ভগবান্। গুরুপাদপদ্ম কেবলমাত্র সেবোন্মুখনেত্রে দর্শনীয়, শরণাগতের চিন্তনীয়। শরণাগত ব্যক্তির হৃদয়ে স্বতঃই গুরুপাদপদ্ম প্রকাশমান। শরণাগত ব্যক্তির কোন প্রকার সন্দেহ নাই। তাঁহারা জানেন, গুরুপাদপদ্ম যাহা করেন, তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তৃপ্তি ছাড়া আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির কোন কথা নাই। তিনি যাহা করেন তাহাই একমাত্র সত্য ও কর্ত্তব্য। মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া আমরা যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করি, তাহাই অসত্য। গুরুপাদপদ্মে দোষ থাকিতে পারে এই নারকীয় চিন্তাস্রোত যে জীবের হৃদয়ে স্থান পায়, সে গুরুপাদপদ্মের দ্বারা নিজে সংশোধিত না হইয়া গুরুপাদপদ্মকে সংশোধনের চেষ্টা করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ করত হরিভজনের পথ চিরতরে রুদ্ধ করিয়া থাকে। তাহাতে নিত্য, সত্য, নির্মল, অশোক, অভয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কিছু যায় আসে না, তাহাতে নিত্যশ্রেয়ের পথ হইতে চ্যুত হইয়া জীবেরই সংসারদশা লাভ হয়। আমরা ইহাই বিশ্বাস করি যে, যদি আন্তরিক চেষ্টা করিয়া শরণাগত হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট তাঁহার নিজজনের সঙ্গ প্রার্থনা করি তবে তিনি অবশ্যই তাঁহার নিজজনের সঙ্গ প্রদান করিবেন। কখনই আমাদের বঞ্চিত করিবেন না। অতএব আমূলপ্রাণে শরণাগত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৷৹ ; ২য় খণ্ড ১ ; ৩য় খণ্ড ৷৹ ; ৪র্থ খণ্ড —৷৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-[illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' দপ্তর আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, [illegible]-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেবের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লী নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) [illegible]কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible] বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮৬।১৭ বড় [illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) নৈমিষারণ্য মঠ,

পোঃ মিস্রিখ, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) [illegible]বিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধিকা-[illegible] সেবা

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) [illegible]কুটী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং ২

৫১, [illegible] রোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি			১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম		৯৲		৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

ন প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(॰)::——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুরশীতিবর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নবেদন" [illegible] প্রকাশ হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতি সহ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত [illegible], পত্র সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(॰)——

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] খোরাক ও বেতনাদির [illegible] মাত্র ৩৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা সর্ব্বোচ্চ [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে [illegible] কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। [illegible] শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বত-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক [illegible] প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ [illegible] শুদ্ধভক্তগণের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার [illegible] 'গৌড়ীয়' সম্পাদক [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদের শ্রীচরণে [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বত-সংলাপ" নাম [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে [illegible] প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের শুভাবির্ভাব [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের [illegible] এই গ্রন্থ [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য দেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় [illegible] শ্রীপাদ [illegible] সম্পাদক [illegible] বৈষ্ণবাচার্য [illegible] আবাহন করিয়া [illegible] এবং [illegible] ইহা [illegible] শ্রীমৎ [illegible] Foreword [illegible] Contents [illegible] Index Summary [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

এখান হইতে বঙ্গের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া [illegible] বিতরণ করিয়া থাকে। [illegible] পাক্ষিক [illegible] "[illegible]" [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক প[illegible]

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible] অব্যর্থ মহৌষধ [illegible] এবং [illegible] দেখুন যে আপনার [illegible] মূল্য ছোট বোতল [illegible] আনা, বড় বোতল ১৮/০ আড়াই আনা। পাইকারী [illegible]

—১১নং [illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible]

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল [illegible] প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু [illegible] সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের [illegible] "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১২০ পৃষ্ঠায় [illegible] হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার [illegible]

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১১-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৫	১৭-৫৬	২২-৫৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১২-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১২-৪০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-০	৮-৪৪	১০	১৩-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৫	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৫	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫		১১-১০		১৮-১৬		২১-৫	

(আপ শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৯
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯ ১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-[illegible]
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৫

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৪
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১	২১-৫
			২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
মায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪০ খণ্ড । শ্রীমায়াপুর— ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ১৮ই মে, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার । ৬৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

জার্মাণী-ইতালীর উদ্যম

জার্মাণী এবং ইতালী স্পেনে যে সমরায়োজন আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে বৃটেন এবং ফ্রান্সে বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে। বৃটেন অপেক্ষা ফ্রান্সই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছে বেশী; কারণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যদি জটিল আকার ধারণ করে তাহা হইলে ফ্রান্সকেই তাহার প্রথম ধাক্কা সহ্য করিতে হইবে।

জিব্রাল্টার অধিকার করাই জার্মাণী ও ইতালীর অভিপ্রায় কিনা তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই; তবে ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, দূর-পাল্লা বিশিষ্ট কামান শ্রেণী দ্বারা জার্মাণী ও ইতালী এই প্রণালীটির উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। পীরানীজ ও পর্তুগীজ সীমান্তে স্পেনীয় ও ইতালীয় সৈন্যসমাবেশ করা হইয়াছে। পর্তুগীজ সীমান্তে ইহাই প্রথম সৈন্যসমাবেশ। পর্তুগালের সামরিক গুরুত্ব খুব বেশী। স্পেন যদি যোগদান করে মিত্র শক্তিবর্গের প্রধান নৌঘাঁটি এখান হইতে তাহারা ভূমধ্যসাগরে এবং পশ্চিম আটলান্টিক সাগরে যুদ্ধ চালাইতে পারিবে। মিশ্র স্পেনীয় ইতালীয় সৈন্যদল গঠন করা হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহাও খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; কারণ এই সংবাদের পর ইতালীয় ও স্পেনীয় সৈন্যদলের মধ্যে ঘোরতর মতানৈক্য হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্বে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা আর বিশ্বাস করা যায় না।

কংগ্রেস-সংবাদ

গত ১১ই মে হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্য্যকরী সমিতির সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে—

(১) হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির এই সভা হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সদস্য, কতেপুর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ জানার অকালমৃত্যুতে এবং ঢাকার বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবী মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এল-এ ও বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম এল-এর আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

(২) যেহেতু অধিকসংখ্যক প্রাথমিক কংগ্রেস কমিটি হইতে জেলা সম্মেলনের সভাপতির নাম আসে নাই, সেইজন্য এই সভা হুগলী জেলা সম্মেলনের সভাপতি পদের নাম মনোনয়ন করিয়া পাঠাইবার তারিখ আগামী ২৫শে মে পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দিতেছে।

২০শে মে রবিবার প্রাতে ৮টা ঘটিকায় বহরমপুর মহাকালী পাঠশালায় মুর্শিদাবাদ জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতির এক সভা হইবে। উক্ত সভায় সদস্যগণকে ও জেলার সমস্ত প্রাথমিক কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উপনির্ব্বাচন

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ রায় চৌধুরীর লোকান্তরে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একটি সদস্যপদ খালি হওয়ায়, ঐ পদের জন্য পুনর্নির্ব্বাচন হইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ইউরোপীয় ও মুসলমান নির্ব্বাচকমণ্ডলী হইতে নির্ব্বাচিত সদস্য ব্যতীত অন্যান্য সদস্যগণকে, মুসলমান ও ইউরোপীয় সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের একজন সদস্য নির্ব্বাচনের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। ২০শে মে নির্ব্বাচন-পত্র দাখিলের শেষ দিন এবং ২২শে মে নির্ব্বাচন পত্র বাছাই করার দিন ধার্য্য হইয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সেক্রেটারী মিঃ কে আলি আফজাল রিটার্ণিং অফিসার নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে দমন নীতি

গত ২রা মে ত্রিপুরার মহারাজা ত্রিপুরা রাজ্যের "জনমঙ্গল" সমিতির প্রচার সম্পাদক এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রজাদের মুখপত্র 'প্রজার কথা' সম্পাদক কমরেড বীরেন্দ্রচন্দ্র দত্তকে এক বৎসরের জন্য রাজ্য হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিয়াছেন। কমরেড দত্ত ডাকযোগে সাক্ষাতের সময় চাহিলে উক্ত প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। ইতোমধ্যে উক্ত আদেশ প্রত্যাহার অথবা আইনসঙ্গত ভাবে আদালতে বিচারে প্রার্থনা করিয়া কমরেড দত্ত মহারাজ সমীপে দরখাস্ত করেন। কোন ফল না হওয়ায় গত ৮ই মে তাঁহাকে ত্রিপুরা রাজ্য ত্যাগ করিতে হইয়াছে। আগরতলা যোগবাগ ময়দানে ৮ই মে এক বিরাট জনসভায় এই বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয় ও তাহা মহারাজ সমীপে প্রেরিত হয়।

খুলনা জেলা বামপন্থী সম্মেলন

গত ৫ই মে খুলনা জেলা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির এক সভায় স্থির হয় যে, মে মাসের শেষ সপ্তাহে খুলনা জেলা বামপন্থী সম্মেলন আহ্বান করা হইবে এবং কৃষকসভা, শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রগতিপন্থী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। বর্ত্তমান অস্থায়ীভাবে খুলনা জেলা কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড হরেন্দ্র ঘোষের সম্মেলন আহ্বান করিবার যাবতীয় ভার অর্পণ করা হইয়াছে।

ইংলণ্ড হইতে ১৬খানি বিমান

ইংলণ্ড হইতে জাহাজে করিয়া ১৬ খানি বিমান করাচী বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এখানে রাজকীয় বিমান বাহিনীর ডিপোয় ঐগুলি রাখা হইবে। যুদ্ধ বাধিলে ভারতে বাহিরের জন্য ও সীমান্তে টহল দিবার জন্য এইগুলিকে নিয়োজিত করা হইবে। এই বিমানগুলি "ব্লেনাম" ধরণের। এই ধরণের বিমান ভারতে আরও আসিতেছে কি না তাহা জানা যায় নাই।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজকাচার্য্য গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। পূর্ব্বে একাধিক্রমে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ২৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উৎকলের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা দৈনিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-বিদ্বৎ, শ্রী... [illegible] সম্বলিত, নব্য-প্রেরিত ও চিত্র সমৃদ্ধ "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:৹:——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল [illegible] পরিব্রাজক গোস্বামী প্রভু-বিরচিত
এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-
চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণা-[illegible] পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৭০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ঠাকুর [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫
(অর্দ্ধাংশ) ২৷৷০
৩। কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্দ্ধাংশ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ॥০, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৩৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। সাধন-পাথেয় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৶০
২২। স্মরণ মঙ্গল ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
অর্দ্ধাংশ) ১৲
২৬। শ্রীনামে কেবল মাত্র নাম ৵০
২৭। [illegible] ১৲
২৮। [illegible] (সাপ্তাহিক) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। [illegible] (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। [illegible] ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
৩৯। শ্রীগোদ্রুম [illegible] ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। [illegible] ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible]
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৴
৪৯। [illegible]
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য়)
৫১। [illegible]
৫২। মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহিক)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৫৬। [illegible]
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। [illegible]
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ
৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। [illegible]
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible]
৬৩। [illegible]
৬৪। [illegible]
৬৫। [illegible]
৬৬। গৌড়ীয়মঠ[illegible]
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। [illegible]
৭০। [illegible]
৭১। বেদান্ত —ইট্‌স্ [illegible]
৭২। [illegible] ।০
৭৩। [illegible]
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible]
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। [illegible]
৭৮। [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীচৈতন্যভাগবত
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১৫ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৮ই মে খৃ: ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার | ৬৭৭ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

---::(*)::---

শিলচরে

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ও তাঁহার পূর্ব্বাদিষ্ট পথে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারী মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১০ই মে কাছাড় জেলায় শিলচরের নিকটবর্ত্তী দুধপাতিল গ্রামের বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন নাথ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে গমন করেন এবং তথায় রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত কুরুপাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভে পরীক্ষিৎ মহারাজের বিনাশ সাধনোদ্দেশ্যে যখন অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন অস্ত্রের দ্বারা সেই ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিয়া ভক্তকে কিরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কুন্তীদেবী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ বিশ্বম্ভর দাস ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে গুরুবন্দনা, শরণাগতি ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পাঠে বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গত ১২ই মে ভক্তিসারীজী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শিলচরের নিকটবর্ত্তী রংপুর গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দেব মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাসভবনে গমনপূর্ব্বক ছায়াচিত্রযোগে রাত্রি ৮॥ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন করেন। সভায় বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভার আদি ও অন্তে যথারীতি গুরুবন্দনা, শরণাগতি ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। বক্তৃতা-শ্রবণে সকলেই বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন ও গৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছেন। ভক্তিসারী মহোদয় সেক্সান্ যাবৎ শিলচর ও শিলচরের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া গত ১৩ই মে রবিবার শিলচর হইতে প্রচারোদ্দেশ্যে তিনসুকিয়া রওনা হইয়াছেন। গৌড়ীয়মঠের প্রচারে বাস্তবিকই এতদ্দেশে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

বহরমপুরে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৭ই মে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ গঞ্জাম জেলার বহরমপুর নামক সহরে ৮ই মে তারিখে শুভবিজয় করিয়াছেন। বহরমপুরনিবাসী সজ্জনগণ বিপুল সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা সহকারে স্বামীজী মহারাজকে ষ্টেশন হইতে গৌড়ীয়মঠ অফিসে লইয়া যান। সেই সংকীর্ত্তনে [illegible] হইয়া একজন পাশ্চাত্য-দেশীয় মহিলা স্বামীজী মহারাজের নিকট উপস্থিত হন ও পুনঃপুনঃ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। মঠে উপস্থিত হইয়া স্বামীজী মহারাজ অনেকক্ষণ হরিকথা বলেন। তথায় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্বামীজীর আগমনে স্থানীয় সজ্জনগণ সকলেই উৎসাহান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছেন।

আশ্রয়-প্রার্থনা

---::(*)::---

কর্ম্মের বশে আমি হ'য়েছিনু যবে।
সদাই চিন্তিনু হায় কে মোরে তারিবে॥
স্থাবর-জঙ্গম কীট-পতঙ্গ-রূপেতে।
লক্ষ লক্ষ জন্ম মোর কেটে গেল তা'তে॥
বহু ভাগ্যফলে মনুষ্য জনম পাইনু।
জনম লভিয়া কাম হরি না ভজিনু॥
শিশুকাল কাটাইনু মায়ের ক্রোড়েতে।
বাল্যকাল কেটে গেল বাল্যক্রীড়াতে॥
যৌবনকালেতে পাঠ সমাপন করি।
ধন-উপার্জ্জন লাগি' কত যত্ন করি॥
ধন-উপার্জ্জন করি থাকি গৃহ-সুখে।
বিবাহ করিনু হায় সংসার-বাসনে॥
সংসার-সুখেতে মোর বৃথা কাল গেল।
বহু দুঃখ-দুর্গতি হায় জনম লভিল॥
দারাপুত্র পরিবার যত বন্ধুগণে।
সকলে মিলিয়া টানে নিজ ভোগ স্থানে॥
গুণময়ী দৈবী মহামায়ার কবলে।
সর্ব্বদা ফেলিছে মোরে বিষয়-অনলে॥
এত দুঃখ কষ্ট আমি না পারি সহিতে।
অস্থির হইয়া আমি সদা ভাবি চিত্তে॥
কি করি কোথায় যাই সদা চিন্তি মরি।
বিষম বিপদে পড়ি ডাকি হরি হরি॥
তখন না বুঝি হায় তোমার করুণা।
তাই সহ্য করিয়াছি বিষম যাতনা॥
সাধুমুখে প্রকাশিত সাধুভাবে বাস।
সাধুর হৃদয়ে তুমি সর্ব্বদা প্রকাশ॥
সেই সাধুকৃপা হ'লে তব কৃপা হ'বে।
তব কৃপা হ'লে সদানন্দ হ'বে॥
সাধু-গুরুরূপে তুমি জগতে উদিত।
তুমিই আচার্য্যরূপে জগতে বিদিত॥
আমার-সাধারণে পাবে বলিতে হবারে।
কৃষ্ণ গুরুরূপে আছে জগত মাঝারে॥
পরমহংসাবতংস গৌড়ীয়-আকাশে।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত নামেতে প্রকাশে॥
এই কথাতে যদি বিশ্বাস না হয়।
মহা অপরাধ তা'তে জানিহ নিশ্চয়॥
আমি ত' মূরখ অতি কিছু না বুঝিনু।
আচার্য্যের মাধুর্য্য কিছু না জানিনু॥
জীব প্রতি কত দয়া করেই করুণা।
জীব উদ্ধারিতে তব অশেষ কামনা॥
আপনা-করুণা মনে করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥
আমি ত' পতিত জীব অতি দুরাচার।
এইবার কর প্রভু আমারে উদ্ধার॥
মো সম পতিত আর নাহি ত্রিভুবনে।
কৃপা করি রাখ প্রভু তব শ্রীচরণে॥
সংসার-অনল হ'তে কেশে ধ'রে তুলি।
এ অধমে রাখ প্রভু দিয়া পদধূলি॥
অনুপায়ী শিশু যথা নাহি ছাড়ে মায়।
সেইরূপ আমি যেন থাকি তব পায়॥
তব পাদপদ্ম আমি এই ভিক্ষা চাই।
তব শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ সদা যেন পাই॥

শ্রীবৈষ্ণবকৃপাকণভিক্ষু—

শ্রীকেশবচন্দ্র দাস

"বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিব', যাহাদের এই বিচার, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড। বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিবার পিপাসা—কৃষ্ণ সাজিবার চেষ্টা। একমাত্র কৃষ্ণই বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। কোন কোন পাষণ্ড গুরু-দেবের উপর প্রভুত্ব অর্থাৎ "গুরুদেব আমার order supplier, অর্থাৎ আমি যখনই যাহা বলিয়াছি তিনি তখনই তাহা শুনিয়াছেন"—এইরূপ বিচার করে। ইহাদিগকে জন্মজন্মান্তর বৈষ্ণবের নিষ্পীড়নীয় দণ্ডসমূহ বহন করাইতে হইবে, তবে যদি উহাদের মঙ্গল হয়।'

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ ডিসেম্বর শনি বার,গোবর্দ্ধন শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৫

শ্রী শ্রীআচার্য্যবাণী

'বৃত্তি' শব্দের অর্থ কুক্কুরের ন্যায় পরান্ন-লোলুপতা, অস্বতন্ত্রতা, পরমুখাপেক্ষিতা, পরনির্ভরতা প্রভৃতি বর্হির্দৃষ্টীয় দাসগণের অবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ ১৭ অধ্যায়ে ৪৭ শ্লোকে "ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন" উক্তি পাওয়া যায়। শ্রীধরস্বামিপাদ উহার টীকায় লিখিয়াছেন,- 'শ্ববৃত্ত্যা — নীচ-সেবয়া'। এমন কি বিপৎকালেও নীচের সেবা কখনও করিতে হইবে না। 'নীচ' অর্থে যে কৃষ্ণের প্রতি অসৎ বা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এরূপ ব্যক্তি।

মায়াবাদিগণ ও বৌদ্ধগণ জীবের প্রকৃতিপরিণতিতে দর্শন করিয়া জীবের ক্লেশ অপসারণের পন্থা নির্দ্দেশে মুক্ত বা speculation দ্বারা স্থির করিয়াছেন। এই ক্লেশ [illegible] অনুভব হয়না যাহা অনাদিকাল হইতে লাগিয়া আছে ... দেখিয়া বুদ্ধ ও শঙ্করের অনুগতগণ কল্পনা করিলেন যে, এই মায়াপরতন্ত্রতার বিপরীত বা ব্যতিরেক ভাবই তাপবিনাশে সমর্থ হইবে। তাঁহারা দেখিলেন যে, চেতনের অনুভূতি নামক একটি বৃত্তি আছে, উহাই জীবের যাবতীয় ক্লেশের মূল। জীবের সত্তায় যদি অনুভূতি না থাকে, তাহা হইলে ক্লেশের অস্তিত্ব থাকে না। ইহা হইতেই সাংখ্য প্রভৃতি বেদান্তের দার্শনিক-সম্প্রদায় প্রকৃতি-নির্ব্বাণকেই মুক্তি বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। বুদ্ধও এজন্যে জন্মই দুঃখের কারণ, ইহা স্থির করিয়া সত্তাবিলোপই দুঃখনাশের উপায়—এইরূপ শূন্যবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

শঙ্কর বলিলেন যে, কেবল অচিৎ-বিনাশ-দ্বারা শূন্য হইয়া যাওয়া যায়, তাহা নহে। চিৎ পদার্থ কেবল জ্ঞান বা কেবল চেতন থাকিবে। চেতন থাকিলেও তাহার বিশেষ নাই। জ্ঞান আছে, জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় নাই। কারণ, এই শঙ্করের অনুগতগণ ভাবিয়াছেন যে, জ্ঞাতা হইলে তাহার অনুভূতি থাকিবে এবং তদ্দ্বারা সে জ্ঞেয়ের বশবর্ত্তী, মুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। অতএব জ্ঞাতার অনুভূতি থাকিলে এবং জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকিলে জীবের দাসত্ব (অবিদ্যা-বন্ধন) হইতে মুক্ত হইতে পারে না। তজ্জন্য শঙ্কর জ্ঞেয়ের অস্তিত্ব ও জ্ঞাতার অস্তিত্বকে বিলোপ করিবার উদ্দেশ্যে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার একীভূতত্ব কল্পনা করিয়াছেন, অর্থাৎ তখন আর অনুভূতির বিষয় ও কর্ত্তা কিছুই না থাকায় মুখাপেক্ষা বা দাসত্ব নাই,—জীব মুক্ত (ব্রহ্ম) হইলেন। মুক্ত হইবার জন্য তাঁহারা যে জ্ঞানাদি পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহাও কল্পিত। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনম্"। তাঁহাদের ধ্যান-ধারণাদি সকলই কল্পিত পথ। চরমে ধ্যেয় বা ধ্যাতার অস্তিত্ব নাই, সুতরাং ধ্যানটা সর্ব্বাংশে কল্পনামাত্র। রূপ না থাকিলে ধ্যানও হয় না। ঐরূপ মুক্তির কল্পনাকারিগণ নির্ভেদ-নির্ব্বিশেষবাদযুক্ত। তাঁহাদের লক্ষ্য রহিয়াছে প্রকৃতি, অবিদ্যা বা মায়ার প্রতি। তাহার ক্রিয়া বা বিক্রম লক্ষ্য করিয়া তাহার ব্যতিরেক অবস্থাকে মুক্তি কল্পনা করা হইয়াছে। মুক্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মুক্তিকে জানা হইতেছে না। মায়ার প্রতি লক্ষ্য, মায়ার নিকট মায়াপরতন্ত্রতা—দাসত্বটাই একমাত্র অনুভবের বিষয় হইতেছে এবং ঐ দাসত্বটার উপস্থিত হইতেছে। এই জন্যই তাহাদের মুক্তির আশ্রয়। 'আকাশ' অর্থে আশ্রয়, আধার। মায়াবাদিগণ ও বৌদ্ধগণের তত্ত্ব নির্ণয় হইয়া গিয়াছে। সাধ্য, সাধন অথবা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনে—সর্ব্বত্রই তাঁহাদের ভয়ই প্রকাশিত। মায়াবদ্ধ পাছে মায়াগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এই ভয়ে যাহা মায়া-পরতন্ত্রতার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, সেগুলির ব্যতিরেক ভাব তাহাতে স্থাপন করিয়াছেন। প্রকৃতি-পরতন্ত্রতায় ক্রিয়া আছে, জীব নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে পারে না, ভোগ না করিয়া থাকিতে পারে না, পঞ্চভূতজাত বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ না করাইয়া থাকিতে পারে না—ঐ গুলিই তাহাদের দাসত্ব; অতএব সাধনে ইন্দ্রিয়বৃত্তির পরিত্যাগই একমাত্র কর্ত্তব্য। জগতে বিলাস আছে, তাহার পরিণাম দাসত্ব; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে বিলাস-হীন হওয়াই প্রয়োজন। এইরূপে সর্ব্বদাই তাহাদের ভয়। এই ভয়টা স্বরূপগত নহে, বৈদেশিক অর্থাৎ আগন্তুক (foreign).

স্বদেশী ও বৈদেশিক বলিয়া দুইটী শব্দ আছে যে আধারে যাহার প্রকৃত নিত্য অবস্থান সেই আধারের সম্বন্ধে তাহাকে 'স্বদেশী' বলা যায়। অস্বাভাবিক বা নৈমিত্তিক, ক্ষণস্থায়ী ভাবে যে বিষয়ের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, তাহাকে 'বৈদেশিক' বলে। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। অশোক, অভয় কৃষ্ণপাদপদ্ম সেই স্থানে অবস্থিত বলিয়া বাস্তব পক্ষে জীবও স্বরূপতঃ অশোক ও অভয়। সকল বিষয় কৃষ্ণ সম্বন্ধে দর্শন করাই চেতনের বৃত্তি। তজ্জন্য চিদ্দর্শনে দ্বিতীয়াভিনিবেশ নাই। সর্ব্বত্র অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, অতএব ভয় তাহার থাকিতেই পারে না। বর্ত্তমানে নৈসর্গিক অবস্থার কারণবশতঃ নৈমিত্তিকভাবে ভয় প্রবেশ করিয়াছে।

ঐরূপ ভয়াশ্রিত জনগণের মুক্তির আশ্রয় আকাশ—জড়াকাশ। জড়ব্যতিরেক বিচার করিতে যাইয়া তাহাদের কল্পনা এই জগতের মধ্যে থাকিয়া এই জগতের সীমা অতিক্রম করিতে না পারায় প্রকাশগুণহীন আকাশকে নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থা (চিদম্বরম্) বা তাহাদের চরম আশ্রয় কল্পনা করে। এই যে আকাশ, ইহাও জড়। সুতরাং জড়ব্যতিরেক অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাঁহারা যে জড়বিশেষে লীন হইবার চেষ্টা করেন, তাহাতে জড় হইতে পরিত্রাণের কোন কথাই পাওয়া গেলনা; অতএব তাহা 'মুক্তি'-শব্দবাচ্য হইতে পারে না। Negative হইতে Positiveএ যাইবার চেষ্টা করায় তাহাদের আধ্যাত্মিক speculationএর মূল্য কাণাকড়ি হইয়াছে। এই জগতের অবস্থা দেখিয়া পরজগতের অবস্থার কল্পনা করিতে গিয়াছে। "মোক্ষ—বিকৃতির নাশঃ" বা "স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" —ইহার কোনটির বিচারই উহারা বুঝিতে পারে নাই। মায়ার অধীনতাই জীবের ক্লেশ; অতএব অধীনতা বা শরণাগতিমাত্রই হেয়। স্বতন্ত্রতাই প্রয়োজন, তাহা হইলেই বিদ্যা অধীনা হইবে, অবিদ্যার দাসত্ব করিতে হইবে না। সাধক অবস্থায় কল্পনা করিয়া যাহাকে প্রভু বলিয়াছিল, সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকিয়া তাহার প্রভুত্ব অপসারণ করিয়া নিজেই সে-স্থান অধিকার করিবার কল্পনা করিয়া লইল। মায়াবাদী সর্ব্বত্রই মায়া দর্শন করে। জীব মায়া, ঈশ্বরও মায়া; ব্রহ্মও মায়া কর্ত্তৃক পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ খণ্ডিত। সর্ব্বদা সর্ব্বত্র এই মায়াদর্শনই দ্বিতীয়াভিনিবেশ। ইহা হইতেই সম্প্রদায় সকল হইতে তাহারাও বৈদেশিক ভয়ের দ্বারা কবলিত। ভয়ের দ্বারা চালিত হইয়া বৌদ্ধগণ অভিধেয়ের দ্বারা সকলই নিরাশ করিতে করিতে শেষে আর আশ্রয় কিছু স্বীকার করিতে পারে না। চেতনের নির্ব্বিশেষত্বই তাহাদের একমাত্র কাম্য হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বস্তু অর্থাৎ জীবের যে সত্তা আছে, তাহা হইতে অন্য দ্বিতীয় সত্তাই তাহাদের কাম্য। বৌদ্ধ বা সাংখ্যবাদীর শেষ গতিই প্রকৃতি। অচিৎই তাহাদের মুক্তির আশ্রয়; তজ্জন্য শূন্যাবস্থায় তাহারা লীন হয়। মায়াবাদী —চিন্মাত্রবাদী। তাহারা চেতনই শেষ-গতি বলিয়া স্বীকার করে। অর্থাৎ চেতন আছে, তাহাই থাকিবে,—এই অদ্বয়জ্ঞান স্বীকার করে বটে, কারণ অদ্বয়জ্ঞানই বেদান্তপ্রতিপাদ্য বিষয়, কিন্তু অদ্বয়জ্ঞানের দিক্ হইতে বিচার না করায় মায়াবাদিগণ অদ্বয়জ্ঞানের বাস্তব পরিচয় পান না। বিশেষ বা বিলাসের সন্ধান না পাইয়া ব্যতিরেক যে ধারণা করেন, তাহাও জড় বলা যায়। সুতরাং তাঁহাদের মুক্তির আশ্রয় চিদাকাশ—চিদাকাশ হইলেও উহা পরব্যোম নহে—ব্রহ্মলোক 'চিদম্বরম্',—শিবের, যোগেশ দেবতা বা ব্রহ্মের নাম। মাদ্রাজে ঐ নামে একটী স্থান আছে; তথায় 'চিদম্বরম্' শিব আছেন। এই চিদাকাশ ও পরাকাশে পার্থক্য আছে। চিদ্বিলাসময় পরাকাশ বৈকুণ্ঠ বিলাসবিশেষহীন চিদাকাশ—ব্রহ্মলোক বা মহেশলোক।

ভক্তিসিদ্ধান্ত-জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

——::০::——

পূর্ব্বপক্ষ নিরসন করিয়া সিদ্ধপক্ষ স্থাপনরূপ মীমাংসাকে সিদ্ধান্ত বলে। সিদ্ধান্ত ব্যতীত কাহারও প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ হইতে পারে না। যাহার সিদ্ধান্ত বিষয়ে স্থিরতা নাই, সে বায়ুদ্বারা পরিচালিত তৃণের ন্যায় এক এক সময়ে এক এক স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া অশান্তরাজ্যে পরিভ্রমণ করে।

কোনও একটি প্রয়োজন লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তদ্বিষয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আবশ্যক। কোন কোন উদারতাভিমানী ব্যক্তি অপরের মতে বা লোকের মনে আঘাত দিতে হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ে বিরত হন। তাঁহাদের মতে সকল মত ও সকল পথই এক একটি স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত, যেহেতু সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছায় প্রাদুর্ভূত। তাঁহারা গীতার কথা উদ্ধার করিয়া বলেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং-স্তথৈব ভজাম্যহং"—"যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ" ইত্যাদি।

এই সকল ব্যক্তি আরও বলিয়া থাকেন যে, যুগে যুগে প্রয়োজনানুসারে আচার্য্যগণ এক একটি মত প্রচার করিয়া থাকেন; আবার আচার্য্যগণের মধ্যেও বহু মতভেদ দেখা যায়, সুতরাং কোন একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত লইয়া মারামারি না করিয়া ভগবান্‌কে ডাকিতে আরম্ভ করিয়া দেওয়াই ভাল। যে ব্যক্তি যে-কোন মত বা যে-কোন পথই গ্রহণ করুক না কেন, সকলেই একই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবে। ইঁহারা আপনাদিগকে সমন্বয়বাদী বলিয়া প্রচার করিয়া জগতের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হন।

আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা নিজে নিজে যাহা স্থির করিয়াছেন বা বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকেই একমাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া থাকেন। ইঁহারা "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর"—ইত্যাদি বাক্যের কদর্থ করিয়া স্বমনোচিত অন্ধবিশ্বাসকেই সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করেন।

শাস্ত্রবিচার-প্রণালীর কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিলে বুঝা যায় যে, উক্ত উভয়বিধ ব্যক্তিই মনোধর্ম্মের বশীভূত। মনোধর্ম্মশীল জগতের নিকট তাঁহাদের এইপ্রকার বাক্য যতই আদরের হউক না কেন, তাঁহাদের আসন যতই উর্দ্ধে স্থাপিত থাকুক না কেন, বাস্তবসত্য-বিচারে সিদ্ধান্তসার শব্দপ্রমাণাবলীর নিকট তাঁহাদের কথার মূল্য খুবই কম।

জগতের নিকট জৈমিন্যাদি বা বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রকার বিষ্ণু, পরাশর, হারীত প্রভৃতি ঋষিবর্গের খুবই প্রতিষ্ঠা আছে; উঁহারা প্রত্যেকেই এক একজন মহাজন ও ধর্ম্মপালক বলিয়া পরিচিত। কিন্তু সাত্বত-শাস্ত্রগণের অগ্রণী বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে ধর্ম্মরাজ যম বলেন,—

ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রণীতং
ন বৈ বিদুর্ঋষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরা মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধরচারণাদয়ঃ॥
স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো
বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্॥
দ্বাদশৈতে বিজানীমো ধর্ম্মং
ভাগবতং ভটাঃ।
(ভাঃ ৬।৩।১৯-২০)

সাক্ষাৎ-ভগবৎপ্রণীত ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিবর্গ, দেববৃন্দ, সিদ্ধগণ, অসুরগণ, মনুষ্য সকল, বিদ্যাধর, চারণ প্রভৃতি কেহই জানেন না। ধর্ম্মসিদ্ধান্তবিৎ মাত্র দ্বাদশ জন। ব্রহ্মা, শম্ভু, সনৎকুমার, নারদ, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি (যমরাজ) মাত্র সাক্ষাৎ ভগবৎপ্রণীত ভাগবতধর্ম্ম অবগত আছি।

সুতরাং অন্যান্য লোক জগতে যতই প্রসিদ্ধি লাভ করুন না কেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত উক্ত দ্বাদশ মহাজন বা সিদ্ধান্তবিৎএর অনুগত না হইলে তাহা সিদ্ধান্ত-নামে অভিহিত হইতে পারে না, তাহা—অপসিদ্ধান্ত বা কুসিদ্ধান্ত। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥

অর্থাৎ মহাজন বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ জৈমিন্যাদি ব্যক্তিগণও সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। তাদৃশ মহাজনের বিবেকশক্তি দৈবী মায়াদ্বারা বিমোহিত। ত্রয়ীর মধুপুষ্পিত-বাক্যে তাঁহাদের বুদ্ধি জড়ীকৃত হওয়াতে তাঁহারা বিস্তারশীল মহা-কর্ম্মানলে রত।

অতএব মনোধর্ম্মের কোন কথাই ভক্তিসিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ভোগ-প্রবৃত্তি প্রবল হইলেই ভক্তিসিদ্ধান্ত-নির্ণয়ে অসমতা বা অক্ষমতা দেখা যায়। ভগবান্‌কে যিনি যে ভাবে ভজনা করেন, ভগবানও তাঁহাকে তদ্রূপই ফল প্রদান করেন। ভগবান্ তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তকে এক প্রকার ফলপ্রদান করেন, আবার কংস, জরাসন্ধ, হিরণ্যকশিপুকে আর এক প্রকার ফল-প্রদান করিয়া থাকেন। বিচারক সাধু ও চোরের ব্যবস্থা কখনও সমান করেন না। অতএব সমন্বয়বাদিগণ শাস্ত্রের যে অর্থ করেন, তাহা কদর্থমাত্র।

'কাহারও ধারণায়, চিন্তায় বা ভাবে আঘাত দিব না' কথাটা শুনিতে আপাত মধুর হইলেও পরিণামে উহা সুফল প্রদান করে না। যাঁহারা সারগ্রাহী, তাঁহারা অপরকে উদ্বেগ দিবার ভয়ে সৎসিদ্ধান্ত—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারে পশ্চাৎপদ হন না। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন অধিকার অনুসারে নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা সিদ্ধান্ত অনেক হইতে পারে, কিন্তু আত্মমঙ্গলকামীর নিত্যধর্ম্ম বা সিদ্ধান্ত—চরম সিদ্ধান্ত মাত্র একটী। চরম সিদ্ধান্ত বা আত্মমঙ্গলের সিদ্ধান্ত-বিষয়ে উদাসীন হইলে আমরা বাস্তব রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব না। অধিকার-বিশেষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধান্তে মজিয়া থাকিলে বা নৈমিত্তিক সিদ্ধান্তগুলিকে নিত্য-চরম-সিদ্ধান্তের সহিত সমান জ্ঞান করিয়া সমন্বয়বাদী হইলে আমরা আত্মধর্ম্মে—পরমমঙ্গলের ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব না।

জননী-জন্মভূমির ধর্ম্ম হইতেও শ্রেষ্ঠত্ব, গৃহমেধিগণের পঞ্চসূনা পাপ নিবারণের জন্য প্রত্যহ পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা, মাংসপিণ্ডদান-দ্বারা পিতৃলোক তৃপ্তির ব্যবস্থা, নানাবিধ দেবতা-উপদেবতা-পূজা ইত্যাদি এবং বহু মীমাংসা, শাস্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত একশ্রেণীর লোকের নিকট আদরণীয়। আবার এক শ্রেণীর লোক চেতন ও অচেতনকে সমান জ্ঞান করেন, অজ্ঞান বালক ও পরব্রহ্মনিষ্ঠ পরমহংস পুরুষকে সম বলিয়া থাকেন, চন্দন ও বিষ্ঠায় ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত হওয়াকেই সাধনের উচ্চতম সোপান মনে করেন, সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ ও অধীন দেবতাবৃন্দকে সমান জ্ঞান করেন; দেহধর্ম্ম কর্ম্ম, মনোধর্ম্ম জ্ঞান ও আত্মধর্ম্ম ভক্তিতে কোনই ভেদ নাই, সকলই এক একটি পন্থা,—এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই সকল অপসিদ্ধান্তমূলে মায়াবাদ ও মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নাই।

সিদ্ধান্তসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্র জগতে যতপ্রকার মত ও পথ আছে, তাহা পূর্ব্বপক্ষ স্বরূপ অবতারণা করিয়া আত্মধর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা সংস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীগীতার আদি, মধ্য ও অন্তে আত্মধর্ম্ম ভক্তি বা ভগবানে শরণাগতিই সর্ব্বোত্তম সিদ্ধান্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীগীতার ৩য় অধ্যায়ে পূর্ব্বপক্ষরূপে কর্ম্মের খুব প্রশংসা দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা প্রকৃত সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইল,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং
কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর

শঙ্করাচার্য্য-টীকা—যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরস্তদর্থং যৎ ক্রিয়তে তদ্যজ্ঞার্থং।

অর্থাৎ বিষ্ণুর জন্য কর্ম্ম করা যাইতে পারে, তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম সমুদয়ই বন্ধনের কারণ।

সাত্বতশাস্ত্রও বলেন,—

স্বধর্ম্মে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ
পরা ভবেৎ॥

ভক্তির উন্মেষে ক্রিয়াই ভক্তি। তাহাই পরিণামে পরাভক্তিস্বরূপে পরিণত হয়।

শ্রীগীতা চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগের প্রশংসা দৃষ্ট হয়, কিন্তু শুষ্কজ্ঞানের প্রশংসা নাই।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং", "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।" শ্রদ্ধা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত জ্ঞান হইতে পারে না; সুতরাং জ্ঞানও যে ভক্তি-উন্মেষক তাহাই সিদ্ধান্তিত হইল। সাত্বত-শাস্ত্রও তাহাই বলেন,—

"জ্ঞানং যৎ তদধীনত্বং ভক্তিযোগ-
সমন্বিতং।"

"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান।"

আবার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগের খুব প্রশংসা দৃষ্ট হয়; কিন্তু উক্ত অধ্যায়-শেষের সিদ্ধান্ত—

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি
মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে
যুক্ততমো মতঃ॥

ভগবান্ অর্জ্জুনকে আদেশ করিলেন,—তুমি যোগী হও; কারণ, তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, সাংখ্যজ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, সকামকর্ম্মী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ।

সিদ্ধান্ত করিলেন—সব প্রকার যোগী [illegible] যোগীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধার সহিত আমার ভজনা করেন, তিনিই আমাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যুক্ত।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-ভাণ্ডার ও 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্থ-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুষ্প গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড . গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গন্ধীবাগ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একাদশানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—কেদারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৪নং কমান রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল
বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রী গুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫ সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কমলেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

সাতসাহি, পোঃ কটক। উড়িষ্যা।

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ মঙ্গলগিরি, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিড়ুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অবধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অবধি, মেদিনীপুর

(৬২) আসামবোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাট (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুঁড়েবুড়া, পোঃ চন্দ্রকোনা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লেউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ক্রাউন রোড
ক্যাপটন, লণ্ডন, উ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ফৈজাবাদ রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	
সিকিকলম	৫৲	৪৲		
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲		
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুমোদনে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদ্য-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'... শ্রীল প্রভুপাদের "নিবেদন" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাসাধ্য ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসাধ্য প্রস্তাব... সংগৃহীত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, পদ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি ত্রয়োদশ কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বাঙ্গলাবাজার, পোঃ ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

[illegible]

যাহা অতীব [illegible] মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালক [illegible]। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] আহারাদির ব্যবস্থা আছে। আহার ও বোর্ডিং খরচ মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১২ জন সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী,—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব[illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] [illegible] ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible], শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বত-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল গৌড়ীয়মঠাদির প্রতিষ্ঠাতা [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] কামাক্ষানন্দ [illegible] পণ্ডিত মণ্ডলীর পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে [illegible] বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "সরস্বত-সংলাপ" [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' [illegible]। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের [illegible] সমাধান হইতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় নিশিকান্ত সান্যাল ... ... বৈষ্ণবদিগের ... ... এবং ... ... আস্বাদন করিয়া ... ... চিত্র ... ... আলোচনা। প্রথম খণ্ড ... ... (Foreword), ... (Preface), বিষয়সূচী (Contents) ও ... ... (Index Glossary) সহ ... প্রকাশিত। ... ... প্রাপ্তিস্থান- ... গৌড়ীয় মঠ, ... ; ... , ... , ... , ... , ... প্রভৃতি ... ।

পারমার্থিক ... ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ... পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর ... অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

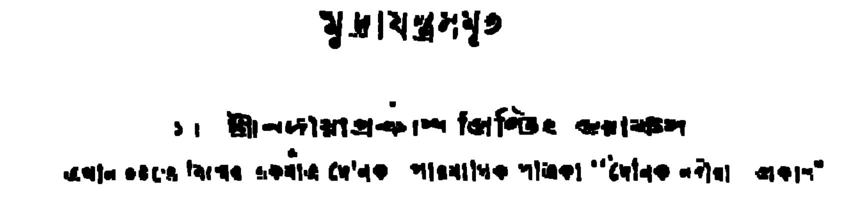

... ... প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় ... ... এবং নূতন ও পুরাতন ... একবার ... করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ... সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ... আনা, বড় বোতল ... আট আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

... ভবানীচরণ রোড, কলিকাতা

অথবা

... , ... পরগণা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল পৃথক্ আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অনুজ্ঞায় ... "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ... হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ... ঠাকুরের ... ... সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ... ১২৫ পৃষ্ঠায় ... সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার প্রচারিণী

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭ ০৬	১০-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-০৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১৩		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১		১৮-১৬		২১-৪	

আপ— শান্তিপুর হইয়া

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫				১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৪-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১ ১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৭	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-২৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1948

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ১৯শে মে, ১৯৩৯, শুক্রবার [৬৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

নাগপুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি

গত ১৭ই মে তারিখে নাগপুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচন হইবে। এই উপলক্ষে কংগ্রেসীদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে।

শেঠ যমুনালাল বাজাজ ও শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ বাবু সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ভাইস-প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত নীলকণ্ঠরাও দেশমুখ উক্ত পদের জন্য প্রার্থী হইয়াছেন। তাঁহাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্ব্বাচন করার জন্য তিনি এক আবেদন করিয়াছেন। নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ সভাপতিপদের জন্য প্রার্থী হইয়াছেন। শ্রীযুত জি আর প্রধান, শ্রীযুত চতুর্ভুজ ভাই জসানী ও শেঠ পুনামচাঁদ রাকা।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী সমূহের কর্ত্তব্য

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীসমূহকে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি এবং ভারত শাসন আইন সংশোধন সংক্রান্ত প্রস্তাব জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

উক্ত ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে প্রাদেশিক এবং স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিসমূহ জনসভা আহ্বান করিয়া ঐ সকল প্রস্তাব পুরাপুরি গ্রহণ করিবে।

আগামী ২১শে মে যথাযথভাবে নিখিল ভারত রাজনৈতিক বন্দিদিবস পালনের জন্য ইস্তাহারে নির্দ্দেশ আছে। সভাসমিতি আহ্বান করিয়া প্রস্তাবাদি গ্রহণের জন্য সাধারণ সম্পাদক অনুরোধ করিয়াছেন।

বগুড়া সহরে মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত

বগুড়া সহরে বগুড়া মেডিক্যাল স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। উক্ত স্কুলে ইনডোর ও আউটডোর হাসপাতাল থাকিবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও বগুড়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খান বাহাদুর মহম্মদ আলী এই স্কুল স্থাপনের উদ্যোক্তা। এই বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, এলোপ্যাথিক চিকিৎসার বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষা তিন বৎসরে সমাপ্ত হইবে। ডাঃ নির্ম্মলচন্দ্র কুণ্ডু এম-বি বিদ্যালয়ের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। জুন মাস হইতে নূতন বৎসর আরম্ভ হইবে।

হাজারীবাগ জেলায় নির্ব্বাচন

বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন স্থান নির্ব্বাচনের ভার বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ হাজারীবাগ জেলার রামগড় ষ্টেটের নিকটবর্ত্তী বিশাল প্রান্তরে আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন স্থান স্থির করিয়াছেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ রাঁচী রোড ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে বাবু রামনারায়ণ সিংহ ও বহু কংগ্রেস-কর্ম্মী তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ উঁহাদের সহিত যাইয়া ঐ স্থান পরিদর্শন করেন। গান্ধীজীর পল্লীতে কংগ্রেস চালাইবার আদর্শ অনুযায়ী এই স্থান তাঁহাদের মতে সর্ব্বাংশে উপযোগী বলিয়া মনে হয়। স্থানটি দামোদর নদীর তীরে—তিনটি রেলওয়ে ষ্টেশন যথা—রাঁচী রোড (ই আই আর), বরকাকানা (ই আই আর) ও রামগড় (ই আই আর ও বি এন আর) এই স্থানের অতি সন্নিকটে অবস্থিত।

সাম্রাজ্য রক্ষায় মালয়ের তোড়জোড়

ফেডারেটেড মালয় ষ্টেটসের চারিটি দেশীয় রাজ্য সাম্রাজ্য-রক্ষা তহবিলে ৪০ লক্ষ ডলার দানের প্রস্তাব করিয়াছে। ১৮ই মে তারিখে ফেডারেল কাউন্সিলে পেরাক, সেলাঙ্গর, নেগ্রিসেম্বিলান ও পাহাং এই চারিটি দেশীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তার অনুরোধক্রমে উপরোক্ত অর্থদানের প্রস্তাব করা হইবে। গত ২০ বৎসরে ব্রিটেন-মালয় সাম্রাজ্য-রক্ষার জন্য ২ কোটি ডলার দান করিয়াছে।

শেরপুরে কৃষক সভা

গত ৭ই মে রবিবার শেরপুর হইতে চৌদ্দ মাইল দূরবর্ত্তী খানপাইন গ্রামে একটি কৃষক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। শেরপুর কৃষক সংগঠন সমিতির কর্ম্মী কমরেড বীরেন নাগ ছায়াচিত্র সহযোগে বক্তৃতা করিয়া কৃষকদিগের বর্ত্তমান দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী ও তাহার কারণসমূহ বিবৃত করেন। তিনি সকল কৃষককে দলে দলে কৃষক সমিতির পতাকাতলে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাহাদের দাবী দাওয়া পূরণের জন্য দেশময় তীব্র আন্দোলন করিতে বলেন।

ব্রিটেনের পাল্টা প্রস্তাবে সোভিয়েটের উত্তর

পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ স্যার উইলিয়ম সীডসের হস্তে সোভিয়েট ব্রিটেনের পাল্টা প্রস্তাবের যে জবাব দিয়াছে তাহার উত্তর লণ্ডনে প্রেরণ করা হইয়াছে। ব্রিটেনের পাল্টা প্রস্তাবে সোভিয়েট কিরূপ ধরণের উত্তর দিয়াছে তাহা এখানে প্রকাশ পায় নাই। স্যার উইলিয়ম সীডস মঃ মলোটভের সহিত আলোচনায় অনুমান অর্দ্ধঘণ্টাকাল অতিবাহিত করেন। উভয়ের মধ্যে আন্তরিকপূর্ণ আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন অমান্য আন্দোলন

ট্রান্সভালে ভারতীয়গণ আইন অমান্য পরিচালনার জন্য পরিষদ গঠন সম্পর্কে সারাদিন ধরিয়া আলোচনা করেন। এটিতে গান্ধীজীর কৃতপূর্ব্ব অনুচর মিঃ ই আই আসভাট সভাপতি নির্ব্বাচিত হন এবং ডাঃ ওয়াই এম দাদু কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত হন। স্বেচ্ছাসেবকগণের নাম তালিকাভুক্ত করার কাজ চলিতেছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অলৌকিক বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

ভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
৩ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার নাগ এম-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩০৲
দশম স্কন্ধ— ৩৲
২। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অর্দ্ধবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবদর্শ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। অর্চ্চনবেদ ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০
২২ [illegible] ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
অর্দ্ধবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷০
২৭। [illegible] (অনুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (অনুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ দিগ্দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। [illegible] প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগো[illegible]পরিক্রমা ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকণ ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷০
৫৫। শতদূষণী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ [illegible] ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৵০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ
৬৩। [illegible]
৬৪। চতুষ্কম্
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন
৭১ বেদান্ত— ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। [illegible] ১
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴
৭৬। দি ভাগবত ১
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড [illegible] ১
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৴০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

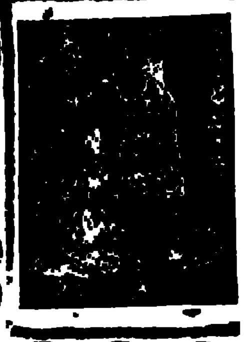

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ ১৬ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৫ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৯শে ১৯৩৯, শুক্রবার [illegible] সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ ত্রিবিক্রম তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

সেবা কাহাকে বলে?

সেবকের আন্তরিক, সরল, সহজ, স্বাভাবিক বৃত্তিই সেবা। এই সেবা সেবা-সুখময়ী, প্রেমময়ী, আনুগত্যময়ী ও প্রীতিময়ী। এই সেবার সেব্যের সহিত সম্বন্ধ আছে। এই সেবা যিনি করেন, তিনি সেবক। শ্রদ্ধা, প্রীতি, স্নেহ, সেবা প্রভৃতির পাত্র—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব এই তিন জন। সেবা-বিমুখ আমি কাহারও সেবার বা শ্রদ্ধার পাত্র নহি। ভ্রান্তিবশতঃ যদি কেহ আমাকে তাহার শ্রদ্ধা বা স্নেহের পাত্র বলিয়া মনে করে, তাহা হইলে গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ই যে তাহার একমাত্র শ্রদ্ধার পাত্র, একথা তাহাকে জানাইয়া দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য। নতুবা উভয়েরই অমঙ্গল হইবে।

কর্ম্মকাণ্ড সেবা নহে। নিজসুখের জন্য যাহা কিছু করা যায়, তাহাই কর্ম্মকাণ্ড। নিজ সুখের জন্য—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদির জন্য ভজনাদি-যাজনও কর্ম্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। সেবাতে স্বসুখবাঞ্ছার লেশমাত্রও নাই। সেইজন্য যাঁহারা সেবাপ্রার্থী সেই সাধকগণ নিজসুখের জন্য কোন কিছু করিতে চান না। সহসা ইতরকামনা হৃদয়ে উপস্থিত হইলেও সেগুলিকে প্রশ্রয় না দিয়া সেই কামনা বাসনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তাঁহারা গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কৃপা-ভিক্ষা করিতে করিতে সেবা করেন। গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় সেই নিষ্কপট সেবকের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য দূর হয় এবং তিনি শুদ্ধসেবা লাভ করিয়া ধন্য হন। কপটতা করিয়া বা ইচ্ছা করিয়া নিজসুখের জন্য সেবাভিনয় তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না।

সেবা কাহাকে বলে জানা দরকার। নতুবা সেবা করিতেছি মনে করিয়াও সেবার ফল প্রেম লাভ না হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণ বা নরকই লাভ হইবে। মূর্ত্তিমন্ত সেবকবিগ্রহ নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীগুরুদেবই এই সেবার স্বরূপ জানেন—সেবা দিতে পারেন। সুতরাং সেবা পাইতে হইলে তাঁহার চরণে শরণাগত হইতে হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি ও তাঁহাদের কৃপাই সেবাপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যেখানে শ্রীগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা নাই, সেখানে সেবা নাই, সেখানে সেবার ছলে আছে ভুক্তি বা মুক্তি—স্বার্থাভিলাষ—ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা—ভোগেচ্ছা বা ত্যাগেচ্ছা। শ্রদ্ধাহীনের সেবায় অধিকার নাই। সুতরাং তাহার সেবাভিনয় কর্ম্মকাণ্ড ছাড়া আর কি? এই বিপদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে প্রণিপাত বা আত্মনিবেদন করিতে হইবে; নতুবা সেবা পাওয়া যাইবে না। সেবা পাওয়া ত' দূরের কথা, সেবা কাহাকে বলে বুঝিতেও পারিব না।

সেব্য, সেবক ও সেবা এই তিনটীই নিত্য। এই সেবামূলে কোনও কামনা নাই, হেতু নাই বা কপটতা নাই। সেবার উদ্দেশ্যে সেবা, সেবা লাভের জন্য সেবা, আবার সেবা লাভ করিবার সেবা। সেবাতে সেবা ছাড়া আর কিছুই নাই। সেবার সহিত সেবকের পার্থ পরিচয় নয়। এ পরিচয় নিত্য— আনন্দময়— চিরস্থায়ী— প্রীতিময়। সেবাই সেবকের জীবাতু। সম্বন্ধযুক্ত সেবকের বন্ধন নাই। সেবক সেবা ছাড়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। যেমন চব্বিশ ঘণ্টা নিঃশ্বাস গ্রহণ না করিয়া কেহ থাকিতে পারে না, সেইরূপ সেবারত সেবক চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক মুহূর্ত্তও সেবা ব্যতীত অন্য কার্য্যে রত হইতে পারেন না। সেবানুকূলতা বা সেবাপ্রাপ্তিই তাঁহার পক্ষে সুখস্বরূপ। আর সেবানানুকূলতাই তাঁহার প্রাণ—তাঁহার জাগ্রত অবস্থা [illegible] অবস্থা। সেবার উন্মেষ বা প্রাকট্যই জীবের মুক্তাবস্থা—সুস্থাবস্থা—সহজ অবস্থা—স্বাভাবিক অবস্থা—স্বরূপাবস্থা। এই সেবার মূলে আনুগত্য। আনুগত্যই সেবাধর্ম্মের মূল—আনুগত্যই সেবার প্রাণ। অধিক কি আনুগত্যই সেবা। বাস্তবসত্য—ত্রিকাল-সত্যকে কেহ বিনা করিতে পারে না। জাগতিক বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই সত্য আনুগত্য বা তদাশ্রয় বুদ্ধির গোচরীভূত হয়। সেই পরম সত্যের আনুগত্যই সেবা। যেখানে আনুগত্য নাই—শ্রদ্ধা নাই—শরণাগতি নাই, সেখানে সেবার কোন কথা নাই। সেইরূপ কাল্পনিক সেবা নিরয়প্রাপিকা, সংসারমুখিনী ও দুঃখদা।

সেবাতে কাড়াকাড়ি, মারামারি নাই। সেবায় যদিও কখনও এরূপ দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে সেব্যের সেবা উদ্দেশ্যের থাকায়, একের মুখ্য ধর্ম্মের জন্য সকলে বদ্ধপর হওয়ায় তখন কোন গোলযোগ নাই। সেখানে পরস্পর ভেদ নাই, মতানৈক্য নাই. থাকিলেই বা কি পর্য্যন্ত—সেখানে সকলেরই এক প্রকার উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সাধনই সকলের লক্ষ্য। কিন্তু তথাপি সেবকগণের মধ্যে যে মতভেদ দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেখানে অনেক সেবা সেবক সাজিয়াছে। সেখানে সকলে এক একজন নিজ নিজ সুখের জন্য ব্যস্ত হন নাই। সেবক বৈকুণ্ঠবাস, ঐশ্বর্য্য-সম্পত্তি, ভগবানের স্বরূপতা, নৈকট্য লাভ, সাযুজ্য বা অন্যান্য কিছুই গ্রহণ করেন না যেহেতু সেবকের সেবা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনীয় নাই। এই সেবা অপ্রাকৃত। জগতে এমন কোনও প্রলোভনের বস্তু নাই যাহা সেবককে নিজেদের অধিকার এই সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে। এই সেবা অহৈতুকী। কারণ, সেব্যসুখতাৎপর্য্যই এই সেবার একমাত্র উদ্দেশ্য। সাধন অবস্থায় যে সেবার প্রকার দেখা যায়, তাহাও নিত্যানন্দসেবা লাভের জন্য—অন্য উদ্দেশ্যে নহে।

আমরা অনেকে নিজে বড় বড় সেবক মনে করি না কেন, গুরুদেবের কৃপা বা গুরুসেবা ছাড়িয়া কখনও ভগবানের সেবা পাইতে পারি না। যাঁহারা গুরু-সেবা ছাড়িয়া ভক্তপদপদ্মকে লঙ্ঘন করিয়া শুধু শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবানের পূজা করিতে যান তাঁহারা শুধু কপট মাত্র।

অদ্বৈতজন-অপরাধরূপ মত্তহস্তী তাঁহাদের জন্ম হইতে রক্ষিত ভক্তিলতাকে একেবারে উপড়াইয়া দেয়। সেইজন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রহিছে একমাত্র ভগবানের সেবা-পাপিষ্ঠ কারণ। সেবা আচার-প্রচারনী। সেবক আশ্রয়বান্ ও ভগবান। আর এ প্রকার যেখানে নাই সেখানে সেবা থাকিতে পারে না, তাহা লোকের বাহিরে সেবার মত হইলেও সেবার বিপরীত অন্য কিছু অর্থাৎ অভক্তি।

যৎকিঞ্চিৎ

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যে, যাহা ভগবানের অধীন শক্তি প্রভৃতি। জীবের পক্ষে সেই অধীন শক্তি মায়া অতিক্রম করা অসাধ্য। একমাত্র যিনি ভগবানের শরণাগত হন, তিনিই মায়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু চতুর্বিধ দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ ভগবানকে ভজনা করে না; চতুর্বিধ সুকৃত ব্যক্তি ভগবানের ভজনা করেন। তাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ; এই জ্ঞানী শুদ্ধ নির্বিশেষবাদী জ্ঞানী নহেন। যিনি সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া মুক্তকাম ছাড়িয়া একভক্তিমান্‌ই,— এই প্রকার জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ; সুতরাং সিদ্ধান্ত করিলেন—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি-বিশিষ্যতে।"

পরের শ্লোকে আবার বলিলেন,—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

অর্থাৎ যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বহু জন্মের পর আমাতে প্রপন্ন হইয়া সর্বত্র বাসুদেবকে দর্শন করেন,—এরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ।

অতএব এখানেও শুদ্ধা ভক্তির সিদ্ধান্তই প্রচারিত হইল।

আবার শ্রীভগবান্ অন্য দেবতা যাজনকারিগণকে বলিলেন। — "অন্তর্যামিস্বরূপ আমি যাহার যে অভীষ্ট দেবমূর্তি, তাঁহাতে তাঁহার শ্রদ্ধানুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি সে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্বক সেই দেবতার আরাধনা করিয়া অভীষ্ট লাভ করে।" আবার নবম অধ্যায়ে বলিলেন,—"যাহারা অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারাও অবিধিপূর্বক পূজা করিয়া থাকে।" ইহা [illegible] সিদ্ধান্ত করিলেন [illegible] দেবতা পূজা করাই বিধেয় [illegible] স্থাপন করিলেন দেবতা ও ভগবান্ নাম ও রূপমাত্র ভেদ, স্বরূপতঃ একই বস্তু; কিন্তু ভগবান্ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন—

"অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।"

অর্থাৎ যে সকল লোক অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারা অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদের ফল নশ্বর।

এস্থলে দেবপূজকগণ এখানে হয় ত' বলিতে পারেন যে, কেন, ভগবান্ ত' বলিয়াছেন,

"যাহারা দেবতা আরাধনা করেন, তাঁহারা দেবলোক এবং আমার ভক্ত আমাকে প্রাপ্ত হন। সুতরাং আমরা না হয় দেবলোকই পাইলাম, তাহাতে ক্ষতি কি?"

ভগবান্ সিদ্ধান্ত করিলেন—ইহাতে যথেষ্ট ক্ষতি। তাহাদের লোক নশ্বর, দেবতা নশ্বর; কিন্তু আমি "অব্যয়" আর—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়
পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"

নিম্ন লোক ও অব্যয়। ব্রহ্মলোক হইতে যাবতীয় লোকই অনিত্য, সেই সেই লোক হইতে পুনরাবৃত্তি হয়; কিন্তু যিনি কেবলা ভক্তির বিষয়রূপ আমাকে আশ্রয় করেন, তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না। পুনরায় পর পর শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন -

"যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।"

আমার পরমধাম প্রাপ্ত হইয়া জীব আর প্রতিনিবৃত্ত হন না। সেই ধামপ্রাপ্তির উপায়

"পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা
লভ্যস্ত্বনন্যয়া।"

সেই পরমপুরুষ একমাত্র অনন্যভক্তিদ্বারা লভ্য। কেহ কেহ পূর্বপক্ষ করিয়া বলিতে পারেন, ভগবান্ বলিয়াছেন, যাহারা শ্রদ্ধা-সহকারে অন্য দেবতার পূজা করে, তাহারা আমারই পূজা করে, তবে অন্য পূজায় দোষ কি?

সিদ্ধান্ত—পূজকের পক্ষে যথেষ্ট দোষ; কারণ, "তেঽপ্যবিধিপূর্বকং"—তাহাদের পূজা অবিধি পূর্বক অনুষ্ঠিত হয়।

অবিধি কি? "বিধিনা ভগবৎপ্রাপ্তিবর্তকা মৎপ্রাপ্তিঃ তাং তং বিধিং বিনৈব"—অর্থাৎ যে বিধি দ্বারা ভগবৎসেবাপ্রাপ্তি লাভ ঘটে ও পুনরায় জগতে প্রত্যাবর্তন করিতে না হয়, সেই বিধি ব্যতীত অপর বিধিই 'অবিধি'। ঐসকল লোক পুনরায় সংসারে প্রত্যাবর্তন করে, তবে ভগবানের পূজা হইল কি প্রকারে? 'মামেব যজন্তি' কথার সার্থকতা কি? তদুত্তরে পরশ্লোকে বলিতেছেন,—

"অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ
প্রভুরেব চ
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥"

অর্থাৎ মূলে আমি একমাত্র পরমেশ্বর। অতএব আমি ছাড়া স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই; সুতরাং যাহা কিছু পূজোপকরণ সমস্তই আমাতে অর্পিত। কিন্তু অন্য দেবপূজকগণকে তাহার পূজাটি হইয়া যায়— অবিধি। যেমন একজন রাজা ও তাঁহার অসংখ্য ভৃত্য। ঐসকল ভৃত্য রাজার প্রদত্ত শক্তিতে শক্তিমান্। কেহ যদি ঐসকল ভৃত্যকে রাজা বোধে কিংবা ভৃত্য-বোধে সম্মান করে, তবে মূলতঃ সম্মানটা রাজাতেই করা হয় বটে; কিন্তু যাহারা রাজার ভৃত্য এইজন্য ইহাদিগকে সম্মান দিতেছি— এই জ্ঞানে ঐ সকল ভৃত্যকে সম্মান করে, তাহারা রাজার, তাহাদের সম্মান-প্রদান যথাবিধি পূর্বক হয়; আর যাহারা ভৃত্যকে রাজা জ্ঞানে অর্থাৎ ভৃত্যকে রাজার প্রতিজ্ঞানে সম্মান করে, তাহাদের সম্মান-প্রদানব্যাপারটা অবিধি পূর্বক হইয়া থাকে। অতএব বিধি ও অবিধি জীবপক্ষে। এইজন্যই পর পর শ্লোকে বলিলেন যে, একমাত্র আমার ভক্তজনের বিনাশ নাই—

"কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ
প্রণশ্যতি।"

এইপ্রকারে শ্রীগীতোপনিষদে শ্রীভগবান্ স্বতন্ত্র কর্ম, জ্ঞান, যোগ-পথা, স্বতন্ত্র দেবতারাধনা, সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ-বাদ, জৈমিনির অদৃষ্টবাদ, নির্বিশেষবাদ প্রভৃতি যাবতীয় মতকে পূর্বপক্ষ করিয়া সর্বত্র শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন।

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সাংখ্যের "অচেতনত্বেঽপি ক্ষীরবৎ চেষ্টিতং প্রধানস্য" প্রকৃতির স্বতঃকর্তৃত্ব খণ্ডিত হইয়াছে।

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।"

—এই বাক্যের দ্বারা জৈমিনীর "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্মঃ" (১ম অঃ ১ পাদ, ২ সূত্র) খণ্ডিত হইয়াছে। আবার ১৮শ অধ্যায়ে কেবল নির্বিশেষবাদের অকিঞ্চিৎকরত্ব দেখাইয়া বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ... মদ্ভক্তিং
লভতে পরাম্।"
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্
যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥

ব্রহ্মভূত হইয়া ভক্তিযাজন করিলে জীব পরা ভক্তি লাভ করিতে পারেন ও ভক্তিবলেই আমার স্বরূপ, আমার নিত্য আকার তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন। এই ব্রহ্মজ্ঞানই শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ সংসার নহে অতএব

উপদেশ। পরে পরমাত্মজ্ঞানরূপ গুহ্যতর উপদেশ বলিতেছেন —

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন
তিষ্ঠতি।"

"যেবান্ দেবয়জো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি
মামপি।"

অর্থাৎ সর্বজীবের হৃদয়ে আমি পরমাত্মরূপে অবস্থিত।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং
প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্
গুহ্যতরং ময়া॥"

সর্বভাবে পরমাত্মারই শরণ গ্রহণ কর তাঁহার প্রসাদে পরা শান্তি ও পূর্ণ শাশ্বত স্থান লাভ করিতে পারিবে। ইহা গুহ্যতর উপদেশ।

এখন গুহ্যতম উপদেশ বলিতেছেন। অর্জুন অতি প্রিয়তম ও শরণাগত বলিয়া তাঁহার হিতের জন্য এই সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ বলিতেছেন,—

"সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি
তে হিতম্॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে
প্রিয়োঽসি মে॥
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥"

শ্রীভগবান্ এবার স্বয়ং প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্জুনকে বলিতেছেন যে, "তুমি আমার ভক্ত হও, সর্ববিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈমিত্তিক ধর্ম ত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে যে সকল কর্ম, জ্ঞান, যোগ, বর্ণাশ্রমাদির কথা বলিয়াছি, তাহা সমস্ত ত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবৎ প্রপত্তিরূপ কেবলা ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি কিছু প্রত্যবায় হয়, তবে তাহা হইতে আমিই রক্ষা করিব, তোমার সেজন্য শোক করিবার প্রয়োজন নাই।"

এইরূপে শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, বেদান্ত, উপনিষদাবলী, শব্দপ্রমাণসমূহকে যদি কেহ সারগ্রাহী হইয়া বিচার করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, একমাত্র ভগবদ্ভক্তিকেই জীবের পরমধর্মের চরম সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করা হইয়াছে। যাঁহারা শব্দপ্রমাণের এইরূপ সুসিদ্ধান্তকেও মতবাদ মনে করেন, তাঁহারা দৈবী মায়ায় মোহিত হইয়া নিজেরাই মতবাদী হইয়া পড়িয়াছেন।

[illegible] কোন কষ্টই লাভ নয়।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

[গত ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৩) শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি-দিবসে কীর্ত্তিত শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা অবলম্বনে শ্রীপাদ নীলমণি ব্রহ্মচারি-লিখিত]

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর করুণাতেই শুদ্ধসত্ত্ব-বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবা-সৌভাগ্য-লাভ একমাত্র সম্ভব। মহাপ্রভুর কৃপাপাত্রী নারায়ণী দেবীর আত্মজ শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের দর্শনে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে দেখিতে হইবে। ঠাকুরের মাতা মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট ভোজী কৃপাপাত্রী ছিলেন বলিয়া তিনি শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপার দাবী করেন। নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাতেই সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানদাতা শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎকার লাভ হয়—পরম সৌভাগ্যের উদয় হয়—সকল বাসনা পূর্ণ হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার তাহা এইভাবে জানাইয়াছেন,—

"জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় কৃপাময়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপ-সনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু ভক্তিরস-প্রান্ত॥
জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীরাধাগোবিন্দ॥"

শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ জগতে প্রকাশিত হন। মহাপ্রভুর আচার্য্যলীলা ও দণ্ডধারণাভিনয়ের তাৎপর্য্য নিত্যানন্দ-কৃপালোকে অবগত হওয়া সম্ভব। মহাপ্রভু দণ্ডধারী আচার্য্য-মাত্র নহেন, ইহা জানাইতে তিনি দণ্ড ভঙ্গ করেন, এ সাহস আর কাহারও নাই।

নিত্যানন্দ অভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম। গুরুদেব বিধিবাধ্য জীবমাত্র নহেন,—শাস্ত্র-সিদ্ধ মাত্র নহেন,—সন্ন্যাসী মাত্রও নহেন; তিনি অবধূত—পরমহংস। ধূত—পরিহৃত। অব—Negative হীন অর্থে, অবজ্ঞা, অবজ্ঞান, অবনমন, অব নীচু করা আবৃত—Dirty, Filthy.

নিত্যানন্দ—জাহ্নবা-বসুধার প্রাকৃত ভোক্তা নহেন। অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীবলদেব প্রভু—রেবতী, বারুণীর প্রাকৃত ভোক্তা নহেন। শ্রীবসুদেব-রোহিণীতে—শ্রীহাড়াই-পদ্মাবতীতে প্রাকৃত বিচার করিলে সর্ব্বনাশ হয়। এক অগ্নি অন্য অগ্নিকে কখনও দগ্ধ করে না। প্রাকৃত ভোগের বিন্দুমাত্র অবশেষ থাকিলেও তিনি গুরুভক্ত হইতে পারেন না।

গুরুদেব যখন আমার মত মানুষ হইয়া আসিয়াছেন, তখন মানুষের গণ্ডীর মধ্যেই রাখিতে হইবে—নিতাইচাঁদ এই আধ্যক্ষিকতা সর্ব্বতোভাবে নিরাস করিয়া অবধূতের যথেচ্ছাচারিতাও (?) যে দোষাবহ নহে এই শিক্ষা দিতে—চতুর্দ্দিকে দণ্ড নিক্ষেপ, সন্ন্যাসী ও গুরু হইয়াও শিষ্য-কন্যার পাণি-গ্রহণাভিনয় প্রভৃতি বহু প্রকার করুণাভিনয় করিয়াছেন। আমার নিতাই-চাঁদের—গুরুদেবের সব ভাল। তাঁহার চরিত্রে কেবল দয়া—কেবল করুণা, আর করুণা—অন্য কিছুই দেখিতে পাই না।

গৌরসুন্দরের সুখদাতা মূর্ত্তি ধরিয়াছে শ্রীনিত্যানন্দে বা শ্রীগুরুদেবে। গোলোক-নাথের পরমপ্রিয় শ্রীগুরুদেবের সমালোচক আমি হইব না। তাঁহার প্রতি আধ্যক্ষিক বিচার করিব না। যিনি মনে করিতে পারেন—আমার গুরুদেবের সব ভাল—সকলই আমার মঙ্গলের কারণ, কেবল তিনিই শিষ্য হইবার যোগ্য। তিনি অত্যন্ত ভাগ্যবান্, তাঁহার নিশ্চয়ই সুবিধা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা
ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে
গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

গুরুদেব-নিত্যানন্দ-পরাশর ভোগের (?) দৃষ্টান্তিকা বিচার করিলেও ভাগ্যবান্ জীব যোগ মায়া গ্রহণের এই লীলাভিনয় বুঝিতে পারেন। যখন জীবের ভক্তিলতা-বীজ নিরপরাধ সেবোন্মুখ নিষ্কপট জীবন-যাপনে অপ্রতিহতভাবে চিদ্বিলাসের দিকে যায়, তখন পুরুষাভিমান, সংসার, আধ্যক্ষিক বিচার দূর হয়; তখনই তিনি মায়াধর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইয়া গুরুদেব সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতে পারেন,—"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥" যোগ মায়া দিলে যোগ মায়া লাভ, নচেৎ অসুবিধা কখনও যায় না।

"সংসার মধ্যেতে কোন ভাগ্যে
কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥"

খুব বড় কপালের দরকার।

"সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই চাঁদেরে॥"

নিত্যানন্দ একটা নিরাস করেন (সংসার-বাসনা), আর একটায় যোগ্যতা দেন (কৃষ্ণসেবা)। তাঁহার বা বৈষ্ণবের বা বৈষ্ণবের কেবল Negative নিরাস বা অপলোষটুকুই কৃপার শেষ নহে, পরন্তু প্রচুর দান করেন;—এমন দয়াল, এত দাতা আর কেহ নাই। জীবের বহির্ম্মুখতার মধ্যেও অন্তর্দ্বারায় তাঁহার কৃপা বিরাজিত। বহির্ম্মুখকে উন্মুখ করিয়া সেব্যের সুখোৎপাদন করা তাঁহার কার্য্য—কেন্দ্র তাঁহার দয়া অতুলনীয়া। অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহরূপে প্রকট হইয়া জীব-মঙ্গল-বিধানে সতত তিনি চিন্তান্বিত। দশ-দেহে সর্ব্বক্ষণ তিনি কৃষ্ণসেবা করেন। তিনিই নন্দ যশোমতী-চিত্রক-পত্রক পর্য্যন্ত সকলরূপে সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসুখ উৎপাদন করেন। তাঁহার এত কাজ! কেবল তিনিই কৃষ্ণের সেবতা পাইয়া শেষ নাম ধরেন; কৃষ্ণসেবার প্রারম্ভ হইতে Finishing task পর্য্যন্ত সকল কার্য্যই তাঁহার।

বহির্ম্মুখকে দেখিবার সময় কৃষ্ণের নাই। তিনি সর্ব্বক্ষণ বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর বয়স বিলাসে সার্থক করেন। তিনি একচেটিয়া বা একমাত্র ভোক্তা—অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভোক্তা।

বলরামের রাসে কৃষ্ণসুখের অধিকতর বিস্তার। তিনি নিজে বিষয় বিগ্রহ রেবতী-রমণ হইয়াও সতত রুক্মিণীরমণের দাস অভিমানে মত্ত। যেখানে নিজের ভয় বলিয়া অনুভূতি হয়, সেখানে কত গাছতা—তরলতা!

যেখানে বিকার বিক্ষোভ নাই, রূপচিন্তা নাই, তাহা মহেশ ধাম; তাহা অতিক্রম করিয়া পুরুষোত্তম দর্শন। ব্রহ্মজ্ঞান বা অপরোক্ষ চক্ষুদ্বারা, জড়বিলাস-ধ্বংসপ্রয়াসী অধোক্ষজ বিচারের দ্বারা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, সংশয়, নাস্তিক্য, সগুণ, নির্গুণ, ক্লীব-বিচার নিরাস হইলে অপ্রাকৃত অনুভূতিতে জানা যায় যে, পুরুষোত্তম স্বীয় মাধুর্য্যে মদনকে মোহন করিয়া সেবা-দানে কৃতার্থ করেন। তিনি মদনারি নহেন, মদনমোহন। পুরুষোত্তমধামে পূর্ণমদনোৎসব—আনন্দ উল্লাস সর্ব্বক্ষণ প্রবাহশীল। সেখানে অনন্তকোটি প্রাকৃত কাম ধিক্কৃত—তিরস্কৃত। এখানে 'ছি, ছি' ও cessation আছে, সেখানে তাহা পূর্ণ, অবিরাম গতিশীল, সুন্দর, উপাদেয়। চিদ্বিলাসের অনেক জননী মায়াবাদ কৃষ্ণ-বিলাসের বিরোধী বা আত্মবঞ্চনার কারণ বলিয়া ইহারা দুঃসঙ্গ।

"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব, আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥"

নিত্যানন্দের কৃপায় সর্ব্বপ্রকারে দুঃসঙ্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ-গৌরসুন্দরের মনস্কাম অভিন্ন শ্রীবলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ করেন—

"নিত্যানন্দ পূর্ণ করেন চৈতন্যের কাম।"

"হেন নিতাই বিনা ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥"

"নিতাই না বলিল মুখে,
মজিল সংসার-সুখে
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার॥"

সূর্য্যের আলো প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮২ হাজার মাইল গতিশীল। বহির্ম্মুখতার অন্ধকার তদপেক্ষাও দ্রুত গতিশীল। শ্রৌত ধারায় নিত্যানন্দের শ্রীনাম-দানের অসমোর্দ্ধ-দয়ার কথা ও শ্রীনামের অপার মহিমার কথা কীর্ত্তনে জগতের দুরাচারত্ব ধ্বংস করিতে হইবে, সকল প্রকার অভক্তিপর বৃত্তিকে সিদ্ধান্তদ্বারা চূর্ণ করিতে হইবে। ইহা ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের বিশেষ আদেশ। ইহাতে উদাসীন হইলে মঙ্গলের কোন উপায় নাই।

সারকথা

বৈষ্ণবসঙ্গ-মাহাত্ম্য

কৃষ্ণ-সেবকের মায়া কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ভয়ায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥
গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্ম বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মায়া কিছুই না জানে॥
কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে॥
সাজি বহে ধুতি বহে লজ্জা নাহি করে।
সন্তোষে বৈষ্ণবগণ হাতে আসি ধরে॥
এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বম্ভর।
আপন দাসের হয় আপনে কিঙ্কর॥
কোন্ কর্ম্ম সেবকের প্রভু নাহি করে।
সেবকের লাগি নিজধর্ম্ম পরিহরে॥
ভক্ত-দুঃখ প্রভু সহিতে না পারে।
ভক্ত লাগি সর্ব্বজয় কৃষ্ণের অবতারে॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রীক্ষেত্র ... নদীয়া প্রকাশ্য আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠ পাঠ, মহোৎসব, প্রচারকবৃন্দ-সেবার-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ... পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এখন বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অপ্রকটকল্পতরুশ্রীনৃসিংহ...

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঠ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাকদহ (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীপাট

(১৩) কোলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ ... (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) প্রপন্নাশ্রম

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) ধামরাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ মানিকগঞ্জ, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৬নং গান্ধার বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ গবিরাম, জেঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

... পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

... রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১ বড় শহীদপুর, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যভামা মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনাদি

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ

নন্দ, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—সেবাদাস,

পোঃ কোকোম, জেলা জলোর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, অম্বালা, পাঞ্জাব

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতব রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কাম্বালাহিল বোম্বে ৭

(৫০) সমুদ্রতট-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বালেশ্বর, উড়িষ্যা

শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ ও আদিবিগ্রহের সেবা

(৫১) সাক্ষিগোপাল গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সত্যবাদী, উড়িষ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

৫৫ সীতাকুটী

(৫৬) দক্ষিণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-মুখ্য-মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৬০) [illegible] মঠ

চিকলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) জলাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চট্টগ্রাম, (বাংলা)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, হাউণ্ডরোড

ব্রাম্পটন, লণ্ডন, S. E.

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-নদীয়ার-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	।৵০		
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲		৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৩৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫। বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———:॥(০)॥:———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম পূর্ণাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদ্য-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কালানুক্রমে ও প্রয়োজনীয় স্থলে টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কালানুক্রমে সূচীর সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, বিষয়-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পদ্যার্দ্ধ-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নবাবপুর, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

——— - -

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

——(:০:)——

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

গঙ্গা ও জলঙ্গী নদীর সঙ্গমস্থলে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিত বোলা। স্বাস্থ্যকর স্থান ও আবহাওয়া। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। আহার ও বেতনবাবদ খরচ মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সঙ্ঘ দ্বারা; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব বৌদ্ধিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

———

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ব্রজবাসী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথামৃতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া গ্রন্থাকারে শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'বাণী' আকারে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক তিরোভাব-পূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। সাধকমাত্রেরই সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরাজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজির প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক সারস্বত-সাহিত্যবিশারদ শ্রীল নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ মহোদয়ের গৌরসেবাময়ী এবং গবেষণাপূর্ণ লেখনীর অদ্ভুত ফল আবাহন করিয়া প্রকাশের অপেক্ষা এবং ভক্ত ও অনুরাগীদের জীবনসিন্ধু-পারে ধন্য হইব। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৮০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Forword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সূচীপত্র (Index & Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:০:—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক-সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উৎকল ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায়। বিলাতি ঔষধ কুইনাইন অপেক্ষা অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত বালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৷৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:০:———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় সর্ব্ববিদ্যালঙ্কৃত সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১১০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্‌)

আপ্‌

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন্‌

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৪		৯-১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৩	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৪০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৫০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-৫

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২২-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪০ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর— ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ১০শে মে, ১৯৩৯, শনিবার | ৬৯শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

জার্মানির আক্রমণের পথ বাধায় আপত্তি

আক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কে বৃটেনের পাল্টা-প্রস্তাবের যে জবাব সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিব মঃ মলোটভ বৃটিশ রাজদূত-মারফৎ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা লণ্ডনে পৌঁছিয়াছে। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ও পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষজ্ঞগণ সোভিয়েটের উত্তর মঙ্গলবার দিন পর্য্যালোচনা করিবে; বুধবার উহা মন্ত্রিসভায় আলোচিত হইবে।

প্রকাশ, সোভিয়েট তাহার উত্তরে বলিয়াছে যে, বৃটিশ প্রস্তাব সন্তোষজনক নয়; কারণ ঐ প্রস্তাব যথেষ্ট ব্যাপক হয় নাই, এমন কি পরোক্ষভাবেও উহাতে সোভিয়েট রাশিয়াকে সাহায্যের কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই। উপরন্তু পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার মধ্যবর্ত্তী অংশ ফাঁক করিয়া রাখা হইয়াছে; এই অংশে অবস্থিত বাল্টিক রাষ্ট্রগুলির কোন উল্লেখ করা হয় নাই। সোভিয়েট রাজ্যের উপর প্রত্যক্ষ আক্রমণের সম্ভাবনাও বিবেচনার মধ্যে ধরা হয় নাই। সুতরাং সোভিয়েট তাহার জবাবে দাবী করিয়াছে যে, একটা পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি করা হোক। এই চুক্তিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার আক্রমণ নিবারণের প্রতিশ্রুতি থাকিবে এবং শুধু অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর নয়, বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার উপর আক্রমণ হইলেও তাহা ঐ চুক্তির আওতায় পড়িবে।

কমন্স সভায় বিরুদ্ধবাদী দলের বহু প্রশ্নের উত্তরে মিঃ চেম্বারলেন বারে বারে এই কথাই বলেন যে, আলোচনায় বাধা না এ অবস্থায় কমন্স-সভায় প্রকাশ্যে কিছু বলিলে আলোচনার অসুবিধা হইবে। তিনি বলেন, জেনিভাতে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স সোভিয়েট প্রতিনিধির সহিত এ বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবার সুযোগ পাইবেন।

সোভিয়েটের নোট বিবেচনাধীন

সোভিয়েট 'নোট' এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। শীঘ্রই সোভিয়েটের সহিত পুনঃ স্বতন্ত্রভাবে কথাবার্ত্তা চালান হইবে এবং বৃটেনের পক্ষ হইতে বক্তব্য সম্বলিত আর একখানি পত্র মস্কোতে প্রেরণ করিতে আর কালক্ষেপ করা হইবে না বলিয়া মনে করা হইতেছে। আগামী সপ্তাহে জেনেভাতে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সহিত সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ পোটেমকিনের সাক্ষাৎ হইবে। ইতোমধ্যে উভয় দেশের রাজনীতি ধুরন্ধরদের মধ্যে আলোচনা চালাইয়া অবশিষ্ট বিষয়গুলির একটা সমাধান করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করা হইতেছে। তাহা হইলে ইউরোপের নিরাপত্তার জন্য তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে আলোচনার পথ পরিষ্কার হইবে এবং আলোচনা দ্রুত অগ্রসর হইতে পারিবে।

পাটনায় ভূগর্ভে ঘর্ঘর শব্দ

পাটনা সহরের কোন একটি স্থানে ভূগর্ভে ঘর্ঘর শব্দ শোনা যায়। ঐ শব্দ শুনিবার জন্য হাজার হাজার লোক সমবেত হয়।

স্থানীয় লোকেরা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করে। অধিবাসিগণের মনে ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তাহারা মনে করে যে, ঐ শব্দ হইতেছে ভূমিকম্পের পূর্ব্বাভাস।

বহু লোক সমবেত হইয়া সেই শব্দের রহস্যের কারণ অনুমান করিবার চেষ্টা করে। কেহ বলিল 'ভূমিকম্প না হইয়াই যায় না।' দাড়ীওয়ালা বুড়ারা বলিল, "পৃথিবীতে মানুষের পাপাচারের ফলেই এই কাণ্ড ঘটিয়াছে—ক্রুদ্ধ ধরিত্রীমাতা দৃপ্তা হইয়া পাপাচারিগণকে গিলিয়া ফেলিতে চাহিতেছে।" একজন অজ্ঞেয়তা-বাদী যুবক বৈজ্ঞানিক ভঙ্গীতে যুক্তি দেখাইয়া বলিল, "ভূগর্ভ হইতে সঞ্চিত গ্যাস বাহির হইয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে।"

সমবেত স্ত্রীলোকগণ বুড়াদের সহিত মত প্রকাশ করেন এবং যে স্থান হইতে ঐ শব্দ উত্থিত হইতেছিল সেইখানে সিন্দুর লেপিয়া দিল, ফুল দিয়া সেইস্থান পূজা করিল এবং প্রার্থনা করিল "ধরিত্রী-মা শান্ত হও।"

এদিকে পুলিশ কিন্তু বরাবরই সব লক্ষ্য করিতেছিল, কিন্তু তাহাদের আসল লক্ষ্য ছিল পরে কি ঘটে।

হিন্দু সভার প্রচারকার্য্য

চুয়াডাঙ্গা মহকুমা হিন্দু সভার উদ্যোগে নদীয়া জিলার অন্তর্গত দামুড়হুদা গ্রামে গত ১২ই মে তারিখে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ কুণ্ডু মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভা অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বহু বিশিষ্ট হিন্দু ভদ্রমহোদয় এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। চুয়াডাঙ্গা মহকুমা হিন্দু-সভার কর্মীগণ হিন্দু সংগঠন, হিন্দু সংহতি ও অস্পৃশ্যতাবর্জন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া দামুড়হুদায় হিন্দু সভা প্রতিষ্ঠার উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় হিন্দুর মধ্যে সঙ্ঘশক্তি উদ্বোধনের আবশ্যকতা সকলেই উপলব্ধি করিয়া দামুড়হুদা শাখা হিন্দু সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আপাততঃ পনরজন সদস্য লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় যুবক ও প্রবীণগণ হিন্দু সভার উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াছে।

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

ভারত শাসন আইনের নবম তপশীলের ৬৭ (ক) ধারানুসারে ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি অনুমোদনের জন্য একটা বিলের মধ্যেই পার্লামেন্টে উপস্থিত করা হইবে। বিলাত এবং ভারত শাসন সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত ভারতের বড়লাটের 'ডেসপ্যাচ' একখানি হোয়াইট পেপারে এই মাসেই বিলাতি সম্রাট কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

———

সারণ জেলায় মাদক বর্জন

সারণ জেলায় মাদক-বর্জন পরিকল্পনা চালু হওয়ার পর বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, মাদক-সেবীদিগকে রোগের জন্য ঔষধ প্রদান করিবার জন্য বিহার গবর্ণমেন্ট কয়েকজন বাঙ্গালী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয় -মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয় সম্পাদক-শিরোমণি, শ্রী[illegible] ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয়সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে সমগ্র গৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয় [illegible] অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের সংক্ষিপ্ত চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:॥(০)॥:——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমুদ্র হইতে অন্যূন ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে সংগৃহীত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। [illegible] (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ॥০ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড- ৸০; ২য় খণ্ড —১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমণি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible] ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। [illegible] ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। [illegible] ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২। [illegible] ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামমাহাত্ম্য (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ অবাঁধা) ২৲
২৬। গীতার কেবল মূল অংশ
২৭। [illegible] ১৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। জীব-শিক্ষা-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুম[illegible] ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। [illegible] ০/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। [illegible] ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। ভাগবত ও [illegible] ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (সানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীগুরুদেব ৵০
৫৯। শিক্ষাপ্রদীপ ৵০
৬০। [illegible] /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৵০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] /০
৬৭। [illegible] ৵০

হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। [illegible] ।
৭০। নামভজন /
৭১। বেদান্ত—ঈশ সম্বন্ধী জ্ঞান অর্থাৎ [illegible] ।
৭২। [illegible] ।৵০
৭৩। [illegible]
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] /০
৭৬। ঐ ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১৭ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৬ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২০শে মে ১৯৩৯, শনিবার | ৬৯শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

গৌড়ীয়বিশ্বের একমাত্র কর্ণধার গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পূর্ব্বাদেশক্রমে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ সকল সময়ে শ্রীমঠে শুদ্ধ-বৈষ্ণবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন।

প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিজীবন, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

মধ্যাহ্নে ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু "ইষ্টগোষ্ঠী" স্থলে মঠবাসি-গণের ব্যক্তিগত জীবনে দৈনন্দিন আচরণীয় ও অনুসরণীয় বিষয়ে বহু মূল্যবান্ কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু নানাপ্রকার সেবাকার্য্যের মধ্যেও সর্ব্বক্ষণ মঠবাসী ও গৃহস্থভক্ত এবং আগন্তুক বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ১৪ই মে রবিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু "জীবে-দয়া" সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদের বিচার অবলম্বনে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তগণের জীব সম্বন্ধে ধারণা এবং নিজ নিজ বিচারে জীবের প্রতি দয়ার পার্থক্য সম্বন্ধে সরল ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পূর্ব্ব হইতে সহরের সকল সংবাদপত্রে বক্তৃতার বিষয় বিজ্ঞাপিত থাকায় সভায় বহু বিশিষ্ট শ্রদ্ধালু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

কলিকাতা মহানগরীতে প্রচার

কলিকাতা মহানগরীর অন্তর্গত ট্যাংরার "ভূতনাথ মহামায়া ইন্‌ষ্টিটিউট"এর প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত (All Bengal teachers Association এর Secretary) মহোদয় এবং ট্যাংরা-প্রবাসী গৃহস্থভক্ত শ্রীযুত সন্তোষ কুমার দাসাধিকারী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ এবং শ্রীধাম-মায়াপুরের "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের" প্রধান শিক্ষক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ গত ১৩ই মে শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ঘটিকার সময় উক্ত স্কুলে উপস্থিত হন।

স্বামীজী মহারাজের অনুরোধে প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আসন গ্রহণ করিয়া সভাপতি মহোদয় সর্ব্বপ্রথমে প্রচারকদ্বয়ের গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য প্রদান করেন এবং সভায় শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর নিকট প্রচারকদ্বয়ের পরিচয়-প্রদানমুখে একটী ক্ষুদ্র অভিভাষণ প্রদান করেন। তৎপর মহোপদেশক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব প্রভু পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বিষয় "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে সরল সংস্কৃত ভাষায় অর্দ্ধঘণ্টিককাল একটী বক্তৃতা প্রদানের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল যাবৎ উক্ত বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতার পর সভাপতি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি ছাত্রদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, যাহাতে তাহারা লৌকিক ছাত্রজীবনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার অনুসরণ করিয়া পারমার্থিক ছাত্র-জীবন আরম্ভ করিতে পারে।

সভার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু ছাত্র এবং শিক্ষকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বাবুর এই পাশ্চাত্য শিক্ষার যুগে তাঁহার স্কুলের কোমলমতি ছাত্রদিগকে শ্রীহরিকথা-শ্রবণ করাইবার চেষ্টা এবং সজ্জন বাবৎ ছাত্র-গণের হরিকথা-শ্রবণের বৈশিষ্ট্য বিশেষ প্রশংসনীয়।

শরণাগতি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

না কোন জীবের দ্বারা ভোলা না ভুল-ভোলা হইব না একমাত্র শ্রীমদাচার্য্য-দেবের কথাই বিশ্বাস করিব, বিশ্বের আর কাহারও কথা বিশ্বাস করিব না।' ইহাই শরণাগতি। তিনি শ্রীমদাচার্য্যদেবের শ্রীচরণে নিষ্কপটে শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহার শোক নাই, মোহ নাই, ভয় নাই, ভুল নাই, দোষ নাই। তাঁহার চিত্ত বিভ্রান্ত হয় না। তিনি বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব বলেন না—অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলেন না। তিনি সর্ব্ববিধ নামাপরাধ হইতে মুক্ত হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গে নিরন্তর আশ্রয়বিগ্রহসনাথিত-বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণনামানু-শীলনরত।

শ্রীমদাচার্য্যদেবের পদরেণুগণ মহাভাগবত—সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণব। শ্রীমদাচার্য্যদেবের পদরেণুগণের পদরেণু হওয়ার সৌভাগ্য কি আমার হইবে না? তাঁহারা কি কৃপা করিয়া এই পতিত অধম জীবটীকে তাঁহাদের নিত্য প্রভু এবং শ্রীমদাচার্য্যদেবের সেবার অধিকার দিবেন না? তাই প্রার্থনা—

বৈষ্ণবচরণে মোর এই মনস্কাম।
ভজি যেন জন্মে জন্মে প্রভু বলরাম॥

"বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিব", যাহাদের এই বিচার, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড। বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিবার পিপাসা—কৃষ্ণ সাজিবার ইচ্ছা। একমাত্র কৃষ্ণই বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। কোন কোন পাষণ্ড গুরুদেবের উপর প্রভুত্ব অর্থাৎ "গুরুদেব আমার order supplier, অর্থাৎ আমি যখনই যাহা বলিয়াছি, তিনি তখনই তাহা শুনিয়াছেন"—এইরূপ বিচার করে। উহাদিগকে জন্মজন্মান্তর বৈষ্ণবের বিসর্জনীয় নখাগ্রযুক্ত মস্তক করাইতে হইবে, তবে যদি উহাদের মঙ্গল হয়।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ ত্রিবিক্রম বারবার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

সেবকাভিমান

——:০:——

যাহাতে নিজ পরিচয় লাভ হয়, তাহার নাম অভিমান। অভিমান দুইপ্রকার—চিদভিমান ও জড়াভিমান। আমি কৃষ্ণদাস, ইহাই চিদভিমান বা সেবকাভিমান। এতদ্ব্যতীত সবই জড়াভিমান। চিদভিমান যেখানে, সেখানে অহৈতুকী সেবাবৃত্তি প্রকাশিত। আর যেখানে জড়াভিমানের প্রাবল্য, সেখানে মানব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র, পণ্ডিত অথবা মূর্খ, দুর্ব্বল বা সবল, বালক বা বৃদ্ধ, পুরুষ বা স্ত্রী, হিন্দু বা মুসলমান, রাজা বা প্রজা, সুস্থ বা অসুস্থ, ধনী বা দরিদ্র, ভোগী বা ত্যাগী, যোগী বা জ্ঞানী, নৈতিক বা অনৈতিক, পাপী বা পুণ্যবান্ প্রভৃতি নানা অভিমানে প্রমত্ত থাকে। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের স্বরূপের পরিচয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো
ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

আমি ভগবদ্দাসানুদাস—ইহাই চেতনের অভিমান—ইহাই তৃণাদপি সুনীচতা। এই তৃণাদপি সুনীচতা যেখানে, সেখানেই সেবকাভিমান—দাসাভিমান এবং এই দাসাভিমানীই সেবক। যাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি উদিত হইয়াছে, তিনি নিজেকে ভক্তগণের দাস ব্যতীত অন্য কিছু অভিমান করেন না। সেবকের একমাত্র অভিমান এই যে, তিনি অযোগ্য সেবক অথবা তিনি সেবক হইতে পারিলেন না। যিনি সেবা পাইয়াছেন, তিনি কেবল সেব্যের জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যাকুলিত আছেন। সেবায় তাঁহার আশা মিটিতেছে না। সেবার অপূর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকিয়া তাঁহাকে বিরহ-ব্যাকুল করিতেছে। তাই তিনি বিরহী—বিপ্রলম্ভ-ভাবাশ্রিত—নিরন্তর সেবোন্মত্ত। তাঁহার চিত্তদর্পণে কোনও প্রকার মল নাই। সেবাসুখে মগ্ন হইয়া তাঁহার সেবক সম্বন্ধ ছাড়া অভিমান [illegible]। এইজন্য প্রেমিক শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—

ভুলিয়ে এখন
সেবাসুখ পেয়ে মনে।
যাচিত তোমার   তুমিও আমার
কি কাজ অপর ধনে

সেবক সেব্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধযুক্ত। তাঁহার হৃদয়ে দাসাভিমান প্রবল। দাসাভিমান ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্য তাঁহার হৃদয়ে লেশমাত্রও নাই। তাই তিনি ভক্ত বৈষ্ণবের নিত্য অনুগত—তাঁহাদের প্রীতিবিধানে তৎপর। তাঁহার জীবন চরিত্র গুরুবৈষ্ণব-সেবাময়। সেবা ছাড়া তিনি একমুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। এ জগতের মানুষের ন্যায় জড়ভোগে সুখ নাই। সেবাসুখের নিকট ব্রহ্মানন্দও তুচ্ছ। সেবায় এত সুখ! সেবায় যে কত সুখ তাহা সেবকই জানেন। বদ্ধজীব আমরা তাহা ধারণা করিতে পারি না। সেবা আনন্দময়ী। সুতরাং গুরুকৃষ্ণসেবক বা গুরুকৃষ্ণদাস যে সর্ব্বক্ষণ পরমানন্দময় তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেবকের নিজসুখবাঞ্ছা নাই। গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সুখেই তাঁহার সুখ। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ তাঁহার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। সুতরাং প্রিয়ের সুখ না হইলে তাঁহার সুখ হয় না। ভগবানে তাঁহার এত আন্তরিক প্রীতি!

সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবেই আমাদের জড়-অভিমান প্রবল হয়। গুরুকৃপায় সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইলে জীব নিজেকে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মমধুপানরত দাসগণের অনুদাস বলিয়া উপলব্ধি করেন, হরিজন-পদধূলিই তাঁহার সম্বল জানেন। তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা করেন—

"মজ্জন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে,
মৎপ্রার্থনীয় মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য পরিচারক-ভৃত্য-ভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ॥"

অর্থাৎ হে লোকনাথ ভগবন্, হে মধুকৈটভারে, আমার জন্মের ইহাই ফল, ইহাই আমার প্রার্থনা এবং ইহাই আপনার অনুগ্রহ যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্য বৈষ্ণবের দাসানুদাস, সেই বৈষ্ণবের দাসানুদাস, আবার সেই বৈষ্ণবের দাসানুদাস এবং বৈষ্ণবদাসানুদাসের দাসানুদাসের দাসানুদাস বলিয়া স্মরণ করিবেন।

সেবকের দাস্যই প্রবল। অন্য বা স্বপ্রভুত্বপ্রদ অভিমান সেবকের নাই। নচেৎ কে আপনাকে প্রভুজ্ঞান অভ্যাস আছেন। বৈষ্ণবগণ ভগবানের সহিত অভেদ অভিমানে যেরূপ অহং প্রহোপাসনারূপ অপরাধ হয়, ভগবানের নিত্যপরিকরগণের সহিতও আপনাকে অভেদ জ্ঞান করিলে—নচেৎ গুরুবৈষ্ণবের দাস না জানিয়া তাঁহাদের সমান মনে করিলে সেইরূপ অপরাধই হইয়া থাকে। সম্বন্ধজ্ঞান ও সাধুসঙ্গের অভাববশতঃই জীবের এই নারকীয় বৃত্তি প্রবল হয়। সুতরাং সাধুসঙ্গ বিশেষ প্রয়োজন।

আমি গৃহস্বামী, আমি স্ত্রীর ভর্ত্তা, আমি পুত্রের পিতা, আমি আমার পাল্যগণের পালক, আমি সমাজনেতা, আমি শিক্ষক—সবই জড়াভিমান। এমনকি, আমি লেখক, আমি সম্পাদক, আমি ম্যানেজার, আমি সংরক্ষক, এসব অভিমানও জড়াভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়, যদি সেখানে সেবকাভিমান না থাকে, গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য না থাকে। আনুগত্য না থাকিলে এগুলি সবই দম্ভের ব্যঞ্জক। সেইজন্য শাস্ত্র আমাদিগকে শরণাগত হইয়া এই সমস্ত কার্য্য করিতে বলিয়াছেন। এক কথায় স্বসুখ-তৎপর জনগণই জড়াভিমানী আর ভগবৎ-সুখসাধনেচ্ছু জনগণই চিদভিমানী বা সেবকাভিমানী

জড়াভিমানী ব্যক্তিগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী আর চিদভিমানী ব্যক্তিগণ দাসাভিমানী। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামী ভোগী ও মোক্ষকামী ত্যাগী উভয়েই স্বসুখকামী বলিয়া অশান্ত কিন্তু চিদভিমানী ভক্তগণ নির্ভয়ে; তাঁহারা জাগতিক সকল বস্তুকে তুচ্ছবোধে তৎপ্রার্থী না হওয়ায় কাহারও প্রতি তাঁহাদের হিংসা নাই, তবে তাঁহারা জাগতিক সকল বস্তুকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে ব্যস্ত হন বলিয়া ভগবদ্বিমুখ জড়াভিমানী ভোগিকুল তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে।

জড়াভিমান বড় খারাপ জিনিষ। জড়াভিমান থাকাকালে সেবা করা ত' দূরের কথা, সেবার কথা বুঝাও যায় না। জন্মাভিমান, বিত্তাভিমান, রূপাভিমান, ঐশ্বর্য্যাভিমান প্রভৃতি জড়াভিমানগুলি ভক্তি-পথের কণ্টক। গুরু-নিত্যানন্দের কৃপা ছাড়া এই জড়াভিমান যায় না। তাই শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম লিখিয়াছেন,—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥

সুতরাং গুরু-নিত্যানন্দের আশ্রিত থাকিয়া সাধুসঙ্গে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে জড়াভিমানকে নিরাস করিতে হইবে। সাধুসঙ্গে যখন হৃদয় অনর্থনির্ম্মুক্ত হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে হৃদয়বিহারী শ্রীহরির দর্শন ও চিদভিমানের বিমল নিত্যানন্দরূপ জ্যোতিঃ অঙ্কুরিত হইবে। এই চিদভিমানই প্রকৃত অভিমান এবং এই সেবকপদবীই সর্ব্বোচ্চ পদবী এবং ইহাই আমাদের নিত্যকাম্য। সেইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'বড় আমি' না হইয়া 'কাল আমি' হইতে হইবে।

আমাদের হৃদয় জড়াভিমানাক্রান্ত হইয়া কঠিন প্রস্তরের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। এই প্রস্তরের স্তর ভেদ করিতে না পারিলে চেতনের উন্মেষ কি করিয়া হইবে? প্রস্তরের স্তর ভেদ করিতে হইলে ছেনি ও ডিনামাইট-রূপ উত্তম যন্ত্রের প্রয়োজন। আমরা যদি এই জড়াভিমানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চাই, তাহা হইলে সাধুসঙ্গরূপ ছেনি ও ভগবৎ-সেবারূপ ডিনামাইট দ্বারা আমাদের হৃদয়ের জড়াভিমানরূপ কঠিন প্রস্তরের স্তর ভেদ করিতে হইবে। গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে করিতে আমাদের অনর্থ ও অসৎচিন্তা বিদূরিত হইয়া আমাদের হৃদয় বিগলিত ও শুদ্ধ হইবে। তখনই আমাদের হৃদয়ে চিদভিমান বা সেবকাভিমান জাগিবে। তখন 'গুরুদেব! আমি ত' তোমার জন।' একথা বলিতে পারিব। তখন গুরুসেবা ছাড়া অন্য কোন কার্য্য আমাদের থাকিবে না।

জড়াভিমানী আমাদের পক্ষে চিদভিমানী বৈষ্ণবের সঙ্গ ও কৃপা বিশেষ আবশ্যক। এই কৃপা কিরূপে চাহিতে হইবে, তাহা

বৃহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥
* * *
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
গুরু অভিমান ত্যজি।
তোমার উচ্ছিষ্ট পদজলরেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥

শরণাগতি

(শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ)

শ্রদ্ধাবান্ হইলেই জীব অনন্ত কৃষ্ণভক্তির অধিকারী হন। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইতে কৃষ্ণবিষয়ে যে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে তাহাই 'শ্রদ্ধা'। শ্রদ্ধা ও শরণাগতি প্রায় একই তত্ত্ব। জগতে কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি—'কৃষ্ণভক্তির অনুকূল যাহা, তাহাই আমার স্বীকার্য্য; কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল যাহা, তাহাই আমার বর্জ্জনীয়, কৃষ্ণই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা; আমি কৃষ্ণকে একমাত্র পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিলাম; আমি অত্যন্ত দীন ও অকিঞ্চন এবং আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছা ভাল নয়, কৃষ্ণের ইচ্ছার আনুগত্যই ভাল'—এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস যাঁহার হইয়াছে, তিনিই অনন্যভক্তির অধিকারী। অধিকার লাভ করিবামাত্রই তিনি কৃষ্ণভক্তিশিক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া যেখানে সদ্গুরু পান, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় করেন। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

"অতএব উত্তমশ্রেয়োজিজ্ঞাসু হইয়া শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।" ইহার 'বিবৃতিতে' শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামী প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"সাত্ত্বিক-অহঙ্কার যখন মহত্তত্ত্বে অবস্থান করিবার যোগ্যতা লাভ করে, তখনই জীবের উত্তম-শ্রেয়োজিজ্ঞাসার উদয় হয়। জিজ্ঞাসার উদয়ে জীব নিত্যকাল শ্রীগুরুপাদপদ্মকে আপেক্ষিক অহঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত না জানিয়া অতিরিক্ত ত্রিগুণাতীত নির্গুণ অপ্রাকৃত সকল সংজ্ঞাসম্পন্ন ভগবানের প্রিয়া শক্তির মূর্ত্ত-প্রকাশ-বিগ্রহ বলিয়া জানিতে পারেন।"

শ্রদ্ধাবান্ অকিঞ্চন শরণাগত শিষ্য জানেন, শ্রীভগবান্ই কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহার নিকট শ্রীমদাচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি জানেন, শ্রীমদাচার্য্যের আচরণে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টপূরণ ভিন্ন অন্য কার্য্য নাই। তিনি জানেন, শ্রীমদাচার্য্য সাক্ষাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ; শ্রীমদাচার্য্যের অনন্ত-গুণই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। তিনি জানেন, শ্রীমদাচার্য্যদেব—সেব্য-ভগবানের অভিপ্রায়।

শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপাতেই শরণাগত উত্তমশ্রেয়োজিজ্ঞাসু শিষ্যের হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি হয়। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

'অনুমান প্রমাণ নহে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানে।
কৃপা বিনা ঈশ্বরেরে কেহ নাহি জানে॥
ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে॥'

ইহার উত্তরে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয় তর্ক উত্থাপন করিয়া বলিলেন—'আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হয় নাই সত্য; কিন্তু তোমার প্রতি ভগবৎকৃপাই বা কি প্রকারে হইয়াছে, বুঝাইয়া দাও।' তদুত্তরে আচার্য্য গোপীনাথ বলিলেন—"ভগবজ্জ্ঞান-ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধির নিদর্শন—কেবলমাত্র তাঁহার কৃপা। তিনি যাঁহাকে নিজকৃপা দ্বারা স্ব-স্বরূপ দেখাইলেন, তিনিই তাঁহাকে বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা তাঁহার কৃপা পাইয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার স্বরূপ বুঝিয়া কৃপা-ভিক্ষু হইয়াছেন এবং ইতর জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করেন না।"

যখন জীব শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে সেবোন্মুখতা লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ-নাম শ্রবণ করিবার অধিকার লাভ করেন, তখনই তিনি শ্রীগুরু-কৃপায় বুঝিতে পারেন যে, তিনি শব্দব্রহ্ম-নিষ্ণাত—পরব্রহ্ম নিষ্ণাত ভগবদাশ্রয়কে আশ্রয় করিয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব—শ্রীমদাচার্য্যদেব শ্রৌতবাণী—শ্রীচৈতন্যবাণী—নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যই নিত্যকাল কীর্ত্তন করেন। শ্রৌতপথ কখনই রুদ্ধ হয় না। এই শ্রৌতবাণী—এই নিরস্ত-কুহক বাস্তবসত্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভক্তিবিনোদ-ধারায় বর্ত্তমান সংরক্ষক গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব গোস্বামি-প্রভুপাদ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। ইহাই অবরোহ বা অবতরণবাদ। এখানে কোন অজ্ঞান আবরণই এই শ্রৌতবাণীকে—নিরস্ত-কুহক সত্যকে আবৃত করিতে পারে না। আরোহবাদী প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে সম্বল করিয়া বাস্তবসত্য নিরূপণ করিতে গিয়া ভক্তদ্রোহী হইয়া পড়েন।

গৌড়ীয়ধারার বর্ত্তমান শ্রীমদাচার্য্যদেব—নিরস্তকুহক বাস্তবসত্যের কীর্ত্তনকারী। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনকারী। শব্দরূপ নামী কৃষ্ণই নামরূপে শ্রীমদাচার্য্যদেবের হৃদয়ে বিলাস করেন—তাঁহার জিহ্বায় নৃত্য করেন। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমদাচার্য্যদেবের বাণী তাঁহা হইতে অভিন্ন—তাঁহার বাণীই তাঁহার স্বরূপ। তাঁহার বাণীই—আশ্রয়-বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়-বিগ্রহ। তাঁহার বাণীই শ্রীহরিনাম মহাপ্রভু। তীব্র আলো যেমন অন্ধকার বিনাশ করে ও বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ করে, সেইরূপ তাঁহার অপ্রাকৃতবাণী শরণাগত বিশ্বস্ত শিষ্যের হৃদয়ের অজ্ঞানতমঃ বিনাশ করিয়া দিব্যজ্ঞান—সম্বন্ধজ্ঞান প্রদান করে। শ্রীমদাচার্য্যদেবের একটি কথা যে সৌভাগ্যবান্ শরণাগত শিষ্যের চেতনকর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহার অবিদ্যার আবরণ—প্রতিষ্ঠাভিমান—ভোক্তাভিমান—পুরুষাভিমান চিরতরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—তিনি স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন—সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিয়াছেন; তিনি অচিদ্-দর্শন—কুদর্শন—লঘুদর্শন হইতে মুক্ত হইয়াছেন; তিনি চেতনদর্শন-সুদর্শন—গুরুদর্শন লাভ করিয়াছেন। সেই শরণাগত শিষ্য নিঃসন্দেহে জানিয়াছেন, শ্রীমদাচার্য্যদেবের অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করিবার যোগ্যতা লাভই তাঁহার একমাত্র সাধন ও সেই বাণী নিত্যকাল শ্রবণ করাই তাঁহার স্বরূপের সিদ্ধি। শ্রীমদাচার্য্যদেবই বাণীরূপে শরণাগত বিশ্বস্ত শিষ্যের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আত্মসাৎ করেন, তাঁহার উপর প্রভুত্ব করেন—তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন ও কুসঙ্গ হইতে রক্ষা করেন। শ্রীমদাচার্য্যদেবের অপ্রাকৃত বাণীই আচার্য্যদেবের প্রকৃত স্বরূপ। সেই অপ্রাকৃত বাণীতে যিনি আশ্রিত হইয়াছেন, তিনিই গুরুগৃহে জন্মলাভ করিয়াছেন, তিনিই অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবাযোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। শ্রীমদাচার্য্যদেবের শক্তিতে যিনি সম্পূর্ণরূপে সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই স্বাধীনতা-রত্ন লাভ করিয়া রাগমার্গে প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীমদাচার্য্যদেব রাগাত্মিক ব্রজবাসী। সম্পূর্ণরূপে তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলাই রাগানুগ ভজন। শ্রীমদাচার্য্যদেব ঐশ্বর্য্যপর ভগবৎসেবক নহেন, তিনি মাধুর্য্যো-পাসনাপর কৃষ্ণসেবাবিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদাচার্য্যদেবের প্রাণবন্ধু। তাঁহার হৃদয়ে কেবল ভাব এত প্রবল যে সেখানে ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্রও স্থান পায় না। শ্রীমদাচার্য্যের শ্রীব্রজই শ্রীধাম। তাঁহার সমস্ত শ্রীব্রজই কৃষ্ণলীলার উপকরণ। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক সকল সেবাই তিনি করেন। শ্রীমদাচার্য্যদেব স্বয়ংই বৃন্দাবনবাসী। বৃন্দাবন ধাম ভিন্ন অন্য কোথাও তাঁহার অধিষ্ঠান নাই। তিনি নিত্যকাল বৃন্দাবনধামই দর্শন করেন,—বৃন্দাবনে বাস করেন,—মায়ার সাধ্য নাই তাঁহার দৃষ্টিকে আবরণ করে। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমদাচার্য্যদেবের গুণগানে—তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলী কীর্ত্তনে ব্রজধাম নিত্য মুখরিত। ভক্তগণ সকলেই জানেন, আশ্রয়বিগ্রহের সুখেই কৃষ্ণের সন্তোষ; সেইজন্য তাঁহারা আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীমদাচার্য্য-সুখবিধানে নিত্যকাল তৎপর। শ্রীমদাচার্য্যদেব সর্ব্বদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত—নিত্যকাল স্ব-স্বরূপে অবস্থিত। নিত্যকাল স্বরূপই দর্শন করেন—তিনি কখনও বিরূপগ্রস্ত হন না—বিরূপ দর্শন করেন না। যিনি কৃষ্ণের লীলাবিলাসের সমস্ত উপকরণ—একমাত্র আশ্রয় ও সহায়—যাঁহাকে বাদ দিলে কৃষ্ণ নির্ব্বিশেষব্রহ্ম হন—সেই চিদ্বিলাস শ্রীমদাচার্য্যদেবের কৃপা ব্যতীত কি কেহ কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণরূপ, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণপরিকর ও কৃষ্ণলীলার সেবা পাইতে পারেন? আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীমদাচার্য্যদেবের কৃপা-প্রার্থনা—দয়া প্রার্থনা—যুক্ত ভক্তজীবগণের নিত্য স্বভাব। মায়ার সঙ্গে—কপটতার সঙ্গে আপোষ করিয়া—সম্বন্ধ রাখিয়া শ্রীমদাচার্য্য-দেবের শ্রীচরণাশ্রয় করা যায় না। জীবকে স্বেচ্ছায় মায়ার দাসত্ব—কামের দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় চিদ্বিলাস শ্রীমদাচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করিতে হইবে—স্বেচ্ছায় তাঁহার দাসত্ব বরণ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে—'আমি স্বেচ্ছায় আমার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার পূর্ব্বক আমার নিত্যপ্রভু—আমার অভীষ্টদেব শ্রীমদাচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করিব। আমি জানি—তিনি আশ্রয়বিগ্রহ ভগবান্। তাঁহার ভগবত্তায় আমার কোন সন্দেহ নাই—সংশয় নাই। যত প্রকার বিমুখমোহিনী মায়া আছে—দৈবী মায়া, আসুরী মায়া, রাক্ষসী মায়া, পৈশাচী মায়া, লৌকিকী মায়া—কর্ম্মমায়া—কোন মায়ার চাতুরে পড়িব না—মুগ্ধ হইব না, mesmerised হইব না। কাহারও ভয়ে শ্রীমদাচার্য্যদেবের আনুগত্য—সেবা পরিত্যাগ করিব না। শ্রীমদাচার্য্যপাদপদ্মদর্শনে অন্ধ অনন্তকোটি কপট জীব যদি শ্রীমদাচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয় না করে, তথাপি আমি একা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মাশ্রয় করিব—তাঁহাকে আমার নিত্যপ্রভু বলিয়া বরণ করিব, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়িব

(৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-শ্রীবিজ্ঞানকেন্দ্র'-নদীয়া প্রকাশ'মুদ্রণালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাকদহ (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসপণ্ডিত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) কোলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ আরি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

খিড়কীপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মুরলী রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১ বড় গণেশ গলি, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একায়ন-কুসুমকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দ বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবগ্রাম,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কামাথিপাল
বোম্বে

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণবিহারীর সেবা

(৫১) সার্থকমন্দির-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পুরুষ গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণ-গিরিধারীর সেবা

(৫২) কবচ গৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ব্রহ্মগিরি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আঠারনালা, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

সত্যবাদি, পোঃ কটক, উড়িষ্যা।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রজমোহন গৌড়ীয়-মঠ

পোঃ বহুলবনা, পঞ্জাব

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অরাবি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অরাবী, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিকুরুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ডিঙ্কম ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্ল্‌সকোর্ট
স্ক্যাওয়ার, লণ্ডন, এস্ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আফিস

স্টেশন রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵৹	।৶৹	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲			৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২।৷০
মাসিক	"	

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুজ্ঞাক্রমে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী পত্রিকা' হইতে ও শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, গ্রন্থ-শাস্ত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকাটোর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম—মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

বায় অতীব স্বাস্থ্যকর [illegible] ম্যাট্রিক বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর সুবিদিত [illegible] [illegible] ও আবাসিক। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য [illegible] আবাসের ব্যবস্থা হইয়াছে; খাওয়া ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা সর্ব্বোচ্চ নম্বর [illegible] রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সঙ্কলিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] [illegible] জীর্ণ [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ৭৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান ঃ [illegible] ভাক্তগৌর, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বত-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বান্বেষী সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সম্বোধনে [illegible] যে সকল অপূর্ব্ব [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদের শ্রীচরণ সন্নিধানে [illegible] [illegible] কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বত-সংলাপ" নামে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' [illegible] [illegible] বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চষষ্টিতম বিরহতিথিপূজা বাসরে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের [illegible] সমস্যার [illegible] সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের [illegible] প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] সংস্কৃত [illegible] শ্রীরূপানুগ [illegible] এক [illegible] [illegible] অত্যন্ত আনন্দ [illegible] একাধারে [illegible] এবং [illegible] [illegible] হইল। এই বিরাট, অভিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ [illegible] শ্রীরূপানুগ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবত [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] (Glossary) [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, [illegible] ; শ্রীমায়াপুর [illegible] জেলা- নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক [illegible] পারমার্থিক পত্রিকা "[illegible]" [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

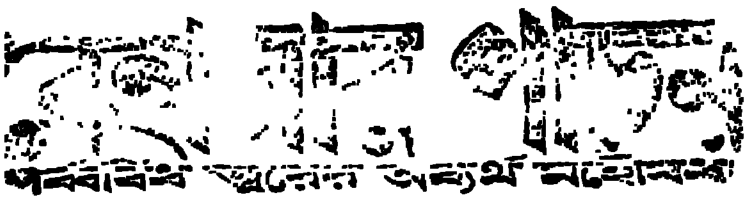

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন পুরাতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল [illegible] প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি [illegible] সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় [illegible] সুলেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্‌)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	২৬	৭-০৭	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	০০-১৩	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্‌ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৯
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১৩	১৬-৩৬	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৪	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1344

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

বঙ্গে বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ২২শে মে, ১৯৩৯, সোমবার [৭০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ভারতীয় বীমা কর্ম্মী সম্মেলন

ভারতীয় বীমা কর্ম্মী সম্মেলনের (৫ম অধিবেশন) অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র ঘোষ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন যে, উক্ত সম্মেলনের অধিবেশন আগামী ২৭শে ও ২৮শে মে ১৫নং কলেজ স্কোয়ার এলবার্ট ইনষ্টিটিউট হলে হইবে। ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উক্ত সম্মেলনে প্রতিনিধিগণ যে সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার প্রতিলিপি আগামী ২৫শে মে বেলা ৫টার মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতির অফিসে (৪নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস) পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

ভারতীয় বীমা কোম্পানীর যে কোন কর্ম্মী ১৲ টাকা চাঁদা দিয়া প্রতিনিধি (ডেলিগেট) হইতে পারিবেন।

চীনা-তুর্কীস্থান হইতে ভারতীয় বিতাড়ন

সম্প্রতি যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, চীনা-তুর্কীস্থান হইতে বিদেশীগণকে (যাহাদের অধিকাংশই ভারতীয় ব্যবসায়ী) বাহির করিবার জন্য তীব্র চেষ্টা চলিতেছে। গত অক্টোবর মাসে সিংকিয়াং গবর্ণমেন্ট কমিশনারদের নিকট এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন যে, বিদেশীগণ কর্ত্তৃক স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ে বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে হইবে এবং বিদেশীরা পূর্ব্বেই যে সকল স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে, তাহা যাহাতে ফেরৎ পাওয়া যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী খোটানের কমিশনার আদেশ জারী করেন যে, তাঁহার জেলায় যে সকল বিদেশী স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে, তাহা বিক্রয় করিয়া দিবার জন্য তাহাদিগকেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। কেরিয়া, খোটান, গোমা ও কারঘালিক এই চারি জেলায় সমস্ত বৃটিশ ভারতীয় প্রজাকে তাহাদের ভূসম্পত্তি ও বাড়ী স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য করা হইয়াছে। ইহার জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাহাদিগকে অতি সামান্য অর্থই দেওয়া হইয়াছে। ফলে ঐ সকল বৃটিশ প্রজার চীনা তুর্কীস্থান ত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

বিলাতের কয়েকটি উপনির্ব্বাচন

কাপ্তেন হোপ মাদ্রাজের গবর্ণর নিযুক্ত হওয়ায় এষ্টন বার্ম্মিংহাম কেন্দ্রে যে উপনির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাতে মেজর কোফট (রক্ষণশীল) ১২০২৩ ভোট পাইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। মিঃ নিপাপ (শ্রমিক) ৬১২২ ভোট পাইয়াছেন।

মিঃ ট্রাউন পরলোকগমন করায় নর্থ-সাউথওয়ার্কে যে উপনির্ব্বাচন হইয়াছে তাহাতে মিঃ জি এ ই মার্কস্ (শ্রমিক) ৫৮১৫ পাইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। মিঃ ডেভাইনসন্স লিডসে (লিবারেল ন্যাশন্যাল) ৪০২২ ভোট পাইয়াছেন।

স্যার সিডনি হারবার্ট পরলোকগমন করায় ওয়েষ্টমিনিষ্টারে যে উপনির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাতে স্যার হ্যারল্ড ওয়েবি (রক্ষণশীল) ১৩৭৮ ভোট পাইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। মিঃ ক্যাণ্ডেট (ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট) ৪৬৭৪ ভোট পাইয়াছে।

হের হিটলারের অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব

হের হিটলার ফিনল্যাণ্ডের নিকট অনাক্রমণ চুক্তির যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ফিনল্যাণ্ড তাহা মানিয়া লইতে অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ফিনল্যাণ্ড জানাইয়াছেন যে, ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের দেশসমূহ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ-নীতি অনুসরণ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

প্রকাশ, নরওয়ে এবং সুইডেনও হের হিটলারের প্রস্তাব সম্পর্কে অনুরূপ উত্তর প্রেরণ করিয়াছে। এই সব উত্তর গত ১৯শে মে প্রকাশিত হইয়াছে।

ডেনমার্ক হের হিটলারের অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আসাম গবর্ণমেণ্টের উদ্যম

আসাম উপত্যকায় সার্টিফিকেট প্রথা প্রবর্ত্তন করার উদ্দেশ্যে প্রজাগণের অভিযোগ তদন্ত করার জন্য শীঘ্রই আসাম গবর্ণমেণ্ট একটি প্রাথমিক তদন্তের ব্যবস্থা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে একজন সাব-ডেপুটি কালেক্টরকে নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আসাম উপত্যকায় রেবোত্তর কৃষি সম্পর্কে পর্চা ও হিসাবপত্র রাখিবার ব্যবস্থাও আসাম গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে রাজস্ব আদায় করা সুবিধাজনক হইবে।

জাপানী মাল আমদানী নিষিদ্ধ

হ্যানয়ের তারযোগে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, ১৯৩৯ সালের ১০ই মে হইতে ফরাসী ও ফরাসী উপনিবেশে কর্পূর ও সিল্কের বস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য জাপানী দ্রব্য আমদানী করা যাইবে না। ফরাসী উপনিবেশের মধ্যে ভারতের ফরাসী অধিকৃত স্থানও পড়ে। ঐ তারিখের পূর্ব্বে যে সমস্ত দ্রব্য এখানে পৌঁছিয়াছে, সে সমস্ত দ্রব্যের উপর ঐ আদেশ বলবৎ হইবে না।

বিহার ব্যবস্থাপক সভা

তিন মিনিটকাল অধিবেশনের পর বিহার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। বিহার কৃষি আয়কর (দ্বিতীয় সংশোধন) বিল, বিহার উড়িষ্যা বে-সরকারী সেচ আইন সংশোধন বিল, বিহার সরকারী সেচ বিল ও বিহার মোটরস্পিরিট বিক্রয় ট্যাক্স বিল—এই চারিটি বিল সম্বন্ধে বাংলা পরিষদ হইতে ব্যবস্থাপক সভায় যথারীতি সংবাদ আসে।

অগ্নিকাণ্ড

নয়াদিল্লী কারলবাগ অঞ্চলের একটি নব-নির্ম্মিত ঘরে আগুন লাগিয়া যায়। উক্ত ঘরে প্রায় এক হাজার মণ খড় সঞ্চিত ছিল। দিল্লী ও নয়াদিল্লী হইতে দমকল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ৪ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর আগুন আয়ত্বে আনয়ন করে। কাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৮০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—বিহারের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আলেখ্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র দাস এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৬০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। তাৎপর্য্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। [illegible] (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible]-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৪০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুম[illegible]পরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। আচারবৃত্তি ৶/
৪৮। কল্যাণ-কল্পতরু (শতক সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। তারতম্য ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ (অন্বয়াদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সারদাবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী [illegible] ।০
৬৩। নবীন দিগ্দর্শনম্ ।০
৬৪। স্তবকল্প ।০
৬৫। সাধনামৃত চন্দ্রিকা ৶০
৬৬। গৌড়ীয়[illegible] ৵০
৬৭। নারায়ণস্তব ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷
৬৯। এ পিপ্ অ্যাট দ্য [illegible] ৷
৭০। নামভজন ৵
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজি অ্যান্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। [illegible] শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible]
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়[illegible]
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

জার্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১৯ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৮ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২২শে মে ইং ১৯৩৯, সোমবার | ৭০ম সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

কলিকাতায়

কলিকাতা "ইউনিক্ ইন্সিওরেন্স" কোম্পানীর জেকলপিং অফিসার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ১৩ই মে শনিবার তাঁহার গৃহে গমন করেন।

বিদ্যালঙ্কার প্রভু তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বসু প্রভৃতির শ্রীমহাপ্রভুর নিকট বৈষ্ণবসেবা সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন এবং তদুত্তরে শ্রীমহাপ্রভু গৃহস্থ-ভক্তগণকে উদ্দেশ করিয়া বৈষ্ণবসেবন-বিধি ও ত্রিবিধ বৈষ্ণবের লক্ষণ প্রভৃতি যে বহু মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করেন, সেই প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ উপকৃত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

সভায় ভদ্রমহোদয় এবং মহিলাগণ বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন।

অনেক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বাবু যখন বোম্বেতে ছিলেন, তখন বম্বে গৌড়ীয়মঠের অনেক সেবা করিয়াছেন এবং মঠের প্রচারকগণের নিকট অনেক সময় হরিকথা শ্রবণ করিতেন। তাঁহার ন্যায় নিষ্কপট, শ্রদ্ধালু ব্যক্তির হরিকথা-শ্রবণে এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমরা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে একান্ত প্রার্থনা করি।

পাবনা জেলায়

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পাবনা জেলায় সাহাজাদপুর, হাটুরিয়া জগন্নাথপুর, নাবালিয়া বেরাবন্দর প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিয়া ময়মনসিং জেলার সাত্তার-বাটী নগরে কয়েকদিন যাবৎ হরিকথা প্রচার করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী স্থানীয় ঠাকুরবাটির জগন্নাথ মন্দিরের নাট্যমন্দিরে বহুলোক পরিবৃতা এক সভায় ২ দিবস 'ভাগবতধর্ম' ও 'শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্থানীয় বাজারে ডাক্তার শ্রীযুত বনবিহারী বাবুর বাসায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে "কপিলদেবের জননী দেবহূতিকে উপদেশ" প্রসঙ্গ অবলম্বনে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল পাঠমুখে বহু বিষয় আলোচনা হয়। সভায় বহু ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিবস বিভিন্ন বাটীতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ এবং ব্যাখ্যা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ দাস মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে প্রচারকগণ দুই মাইল দূরস্থ সেওতার গ্রামে বহু ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা-পরিবৃতা একটী সভায় 'সনাতনধর্ম' ও 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' বিষয়াবলম্বনে প্রায় ২ ঘণ্টার অধিককাল বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রত্যহ বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

কাশীতে

গত ৯ই মে বুধবার হইতে ১৬ই মে মঙ্গলবার পর্য্যন্ত কাশীর স্থানীয় বাঙ্গালী টোলাস্থিত অগস্ত্যকুণ্ডে শ্রীযুত পাল্ সি, এন দে মার্চেন্ট মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার ভবনে আকুমারিকা শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের সেবক উপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিসুন্দর প্রভু ৭ দিন যাবৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সজ্জনসদ্ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ জনার্দ্দন প্রভুর মূলগায়কত্বে মহাজন-গীতি ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হয়।

পাঠে বহু শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্র-মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হন।

দার্জ্জিলিংএ

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় গত ১৪ই মে রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় দার্জ্জিলিং-এর নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু পাবলিক হলে 'আত্মানাত্মবিবেক' সম্বন্ধে একটী হৃদয়-গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মিঃ বি, সি সেনগুপ্ত এম-এ, বি-এল সাবজজ্ ও ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রভুপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

— -::(•)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা,
২৯।৪।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎপ্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,—

* * *

তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত সংবাদ অবগত হইলাম।

* * *

বিলম্ব দেখিয়া অধীর হইবে না। কৃষ্ণ সর্ব্বদাই তোমাকে রক্ষা করিবেন—যদি তুমি অপরাধী না হও। শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইলে অপরাধ ক্রমশঃ কাটিয়া যাইবে। তুমি নিজে ভালরূপ সেবা না করিলে কে সাধু, কে অসাধু তাহা চিনিতে পারিবে না। তুমি অনুগত থাকিলে কে অনুগত নহে, তাহা বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।

আমার দণ্ডবৎপ্রণাম জানিবে। ইতি।

দাসাধম—
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

"বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিব', যাঁহাদের এই বিচার, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড। বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিবার পিপাসা—কৃষ্ণ সাজিবার চেষ্টা। একমাত্র কৃষ্ণই বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। কোন কোন পাষণ্ড গুরু-দেবের উপর প্রভুত্ব অর্থাৎ "গুরুদেব আমার order supplier, অর্থাৎ আমি যখনই যাহা বলিয়াছি তিনি তখনই তাহা শুনিয়াছেন"—এইরূপ বিচার করে। উহাদিগকে জন্মজন্মান্তর বৈষ্ণবের বিসর্জ্জনীয় মলমূত্র বহন করাইতে হইলে, তবে যদি উহাদের মঙ্গল হয়।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৯ ত্রিবিক্রম সর্ব্বশিব সম্বৎ গৌরাব্দ ৪৫০

অসচ্চিন্তা আসে কেন ?

——:(*):——

চেতনজীব সৎ অথবা অসৎ যে কোন একটী চিন্তা করিবেই। মননশীল জীব চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। চিন্তা করা তাহার স্বভাব। আমরা সাধুমুখে শুনিতে পাই, নিরন্তর হরিকীর্ত্তন না করিলে সর্ব্বক্ষণ হরিচিন্তা বা হরিস্মৃতি হয় না। সাধুর এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাহা বর্ণে বর্ণে পালন ত' দূরের কথা, তাহা পালনের জন্য যত্নও করিয়াছি কি ? নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা আমার না থাকিলেও গুরুবৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থনামুখে নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিবার যত্ন করিলে গুরুবৈষ্ণবই কৃপা করিয়া আমাকে বল প্রদান করিবেন। কিন্তু কৃপা লাভের জন্য—নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য আমি ত' যত্ন করি নাই ! সুতরাং আমার অসচ্চিন্তা যাইবে কি করিয়া ?

সচ্চিন্তাপর থাকিবার একমাত্র উপায় —হরিকীর্ত্তন। নিরন্তর হরিকীর্ত্তনকারী সাধুর সঙ্গে না থাকিলে ইহা সম্ভব হয় না ! নিরন্তর শ্রবণ না হইলে—গুরু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ না [illegible] কি করিয়া হইবে এবং [illegible] না কি প্রকারে [illegible] সেইজন্য শুদ্ধ [illegible]

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পাইয়াছি, শ্রীচৈতন্য-প্রকাশবিগ্রহ আচার্য্যের শ্রীমুখে অবিশ্রান্ত উপদেশ শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের সহিত বাসের ভাগ্যও পাইয়াছি কিন্তু তথাপি যে কেন আমাদের অসৎ-চিন্তা যাইতেছে না, ইহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তাহার কারণ, আর অন্য কিছু নহে, তাহা সাধু-গুরুতে শ্রদ্ধাহীনতা বা বিশ্বাসের অভাব। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার একান্ত শিষ্য-সেবকগণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে যে-ভাবে আন্তরিকতার সহিত ভগবৎসেবা করিতেছেন, তাঁহাদের সেই সেবাকার্য্য আমার অন্তরে দৃষ্ট হইতেছে না বলিয়া আমি অন্তরকে আমার মত মনে করিয়া অসুবিধায় পতিত হইতেছি। প্রাণহীন দেহের যে প্রকার জীবন্ত দেহের আকারের সহিত কোন বিশেষ ভেদ দেখা যায় না, সেরূপ গুরুভক্তের আচার ও ভক্তদেহের আচারের মধ্যে বাহ্য দৃষ্টিতে কোনও ভেদ দেখা যায় না বলিয়া সব একাকার করিতে গিয়া আমি বঞ্চিত হইতেছি, কিন্তু আমি যদি সাধুগুরুর বাণীর সহিত মিলাইয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, অন্তর্নিষ্ঠায় পরস্পরের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান, একজন দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানবিহীন হইয়া প্রাণহীন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠববিধানে রত, আর একজন দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া সজীব সুখবিধানে রুচিবিশিষ্ট। ইহাদের মধ্যে একজন দেহ-মনোধর্ম্মী হইয়া স্বসুখে রত, আর অপর একজন সর্ব্বপ্রাণ-প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের সুখতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট। সেবায় তাঁহার প্রগাঢ়নিষ্ঠা। তাঁহার সেবোৎসাহ নিত্যবর্দ্ধমান, তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন, নিঃশ্রেয়সবুদ্ধি বা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা স্বতঃই প্রকাশিত। নিষ্কপটতার অভাবে এই দুইয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারি না বলিয়াই আমার কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-গুণকীর্ত্তনে রুচি হয় না; তাই অসচ্চিন্তাও যায় না।

অসৎসঙ্গে আমার সহানুভূতি ও প্রীতি থাকায় আমি নিষ্কপটে হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-সুখ বরণ করিয়া লই নাই, তাই পূর্ব্ব ইতিহাস বা পূর্ব্বচিন্তাসমূহ আমাকে এখনও বিব্রত করিতেছে। গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ আমাকে সর্ব্বক্ষণ সেবা দিবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু আমি যে সেবা চাহি না। তাই আমি তাঁহার সেই অযাচিত [illegible] করিতে পারি না। বৈষ্ণবী প্র[illegible] দরকার। প্রগাঢ় বৈকুণ্ঠ-[illegible] সেই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা।

এই বাসাভিমান ভাগবতগণের সঙ্গে থাকিয়া লাভ করিতে না পারিলে আমার অন্য অভিমান বা অসচ্চিন্তা কি করিয়া যাইবে ?

আমার মস্তিষ্কে কেবল মন্দমাত্রি অসচ্চিন্তা নানাভাবে খেলিতেছে। তাই দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক সময় মনে হয়, আমি যাঁহাদিগকে প্রভু ও বন্ধু বলিয়া বরণ করিলাম, সেই গুরুবৈষ্ণবগণ সকলকে ভাল-বাসেন, বিশ্বাস করেন, আমাকে বোধ হয় ভালবাসেন না, বিশ্বাস করেন না, সন্দেহের চক্ষে দেখেন। দুষ্টমনই আমাকে এইরূপ দুর্বিচারের হস্তে নিক্ষেপ করে। তখন আর আমার নিজের দোষ বা অসুবিধাগুলি দেখিতে না পাইয়া অধোক্ষজ গুরুবৈষ্ণবের পক্ষপাতিত্ব দোষ আছে মনে করি। গুরুবৈষ্ণবের বিশ্বাসভাজন হইতে না পারা যে আমারই দুর্দ্দৈব, তাহা একবারও বিচার করি না। গুরুবৈষ্ণবগণ আমাকে বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে আমি তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করি কিনা, একথা একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছি কি ? যিনি গুরুবৈষ্ণবকে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করেন, তাঁহার হৃদয়ে এরূপ চিন্তা আসিতে পারে না। শ্রদ্ধাহীন বা কোমলশ্রদ্ধের হৃদয়েই এইরূপ বিচার স্থান পায়। আমরা নিজের দোষগুলি গোপন করিবার জন্য যত্ন করিলেও নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের করুণা বুঝিতে পারিব। তখন তাঁহাদের বাক্য-কলাপে করুণা ছাড়া অন্য কিছু দেখিতে পাইব না, তাঁহাদের প্রত্যেক কথাই যে আমার মঙ্গলের জন্য ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিব। তখনই স্থির হইবার সৌভাগ্য হইবে। তখনই আমার অসচ্চিন্তা যাইবে, নতুবা নহে।

অভক্তাভিলাষী ব্যক্তিগণই গুরুবৈষ্ণব-গণের অপ্রিয়। আর কৃষ্ণসেবাভিলাষী সজ্জনগণ গুরুবৈষ্ণবগণের একান্ত বিশ্বস্ত-ভাজন। নিজের দিক্‌টা খুব বিচার করিতে হইবে—নিজে ঠিক থাকিতে হইবে তবেই মঙ্গল; নতুবা নিস্তার নাই। সুতরাং আমার জানিয়া রাখা উচিত যে, আমার যতটা অভক্তাভিলাষ থাকিবে, আমি ততটা গুরুবৈষ্ণবের নিকট অবিশ্বস্ত থাকিব। আর আমার যতটা কৃষ্ণসেবাভিলাষের নিষ্কপটতা প্রকাশিত হবে, আমি ততটা গুরুদেবের বিশ্বস্তভাজন হইতে পারিব। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবাভিলাষী, তিনি তত অধিক বিশ্বস্তভাজন। তাঁহাকেই তিনি অন্তরের সকল কথা বলেন। কিন্তু কই, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেবাভিলাষী হওয়া ত'

দূরের কথা, আমার বিন্দুমাত্রও সেবাভিলাষ জাগিয়াছে কি ? আবার সেবাভিলাষ ত' দূরের কথা সেবাদীক্ষা লাভ হইয়াছে কি ? গুরুপাদপদ্মকে আমি নিত্যরক্ষক ও পালকরূপে বরণ করিতে পারিয়াছি কি ? সুতরাং আমি সতের চিন্তা কি করিয়া করিব ?

আমরা অনেক সময় মনে করি, দুর্ব্বলতাই আমাদিগকে বাধা দিতেছে, আমাদের বুঝি কপটতা নাই। কিন্তু কথা তা' নয়। এই দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় কপটতা থাকে। কারণ, দুর্ব্বলতাই কপটতার জননী। আমরা যদি এই দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিই, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। এই দুর্ব্বলতা ও কপটতা কোনটাকেই হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে না। এই দুইটীর একটী থাকিলেই আমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমি কপট নহি, অপরাধী নহি, আমি দুর্ব্বল মাত্র—ইহা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে পার হওয়া যাইবে না। দুর্ব্বলতা অপসারিত করিয়া সবল হইবার জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে হইবে। অকৃত্রিম সাধুর সন্ধান পাইবার জন্য নিষ্কপটে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতে হইবে। যদি মঙ্গললাভের এইরূপ সত্যি পিপাসা বা দৃঢ়তা আমার থাকে, তাহা হইলে সাময়িক আপদ-বিপদ, বাধাবিঘ্ন কোন কিছুই আমাকে আমার শ্রীগুরুদেবের নিত্যসেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না, ইহা অবিসংবাদিত সত্যকথা।

আগন্তুক বাধাবিঘ্ন নিষ্কপট সেবককে তাঁহার সেব্যের সেবা হইতে বিচ্যুত করিবার শক্তি ধারণ করে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা—মিথ্যা—মিথ্যা। সেই সকল বাধা-বিঘ্ন তাঁহাদিগকে উত্তরোত্তর প্রভুপাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে সংলগ্নই করিয়া থাকে। সুতরাং আমাদের সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে, আমরা হরিভজন করিতে আসিয়াছি, অন্য কিছুর জন্য আসি নাই। সেবা ছাড়া গৌরকৃষ্ণ-অভিন্ন গুরুদেবের নিকট অন্য কিছু চাহিতে আসি নাই। আমরা আসিয়াছি—শ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলি হইতে। সুতরাং অকপটে সেই সিদ্ধি আমাকে এখনই লাভ করিতে হইবে। সেই সফল-সিদ্ধি লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন'—এই তীব্র-প্রতিজ্ঞা হইতে কিছুতেই টলিব না। আমার বিশ্বাসঘাতক মন বা মায়ার কোন পরামর্শ শুনিব না। আমি একবার গুরু-বৈষ্ণবের আদেশই শিরোধার্য্য করিয়া সেবাময় জীবন-যাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিব। এইরূপ

শেষ [illegible] পৃষ্ঠ

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নাহে [illegible]

কৃষ্ণা যদি আবার হৃদয়ে কখনও আসে, তখনই আমি সাধুসঙ্গের সুযোগ পাইয়া অসচ্চিন্তার হস্ত হইতে রক্ষা পাইব। কিন্তু সঙ্গের সঙ্গই যদি আবার না হয়, তাহা হইলে অসচ্চিন্তা কি করিয়া যাইবে?

দুই একটী কথা

বৈদিক মীমাংসা-শাস্ত্র দুইভাগে বিভক্ত। একই মীমাংসা-শাস্ত্রে পূর্ব্বমীমাংসা নাম দিয়া জৈমিনী "অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"-সূত্রের অবতারণা-পূর্ব্বক যে বিষয়কে ধর্ম্মসিদ্ধান্ত বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, উত্তরমীমাংসায় বেদব্যাস উহাকেই পূর্ব্বপক্ষ করিয়া "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রের অবতারণা দ্বারা পরমেশ্বর-তত্ত্বরূপ নিঃশ্রেয়স্ই সিদ্ধান্ত বলিয়া সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং সর্ব্বশেষে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"-সূত্রের দ্বারা নিঃশ্রেয়স্-লব্ধ ব্যক্তির যে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহা শব্দপ্রমাণের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎসঙ্গে যাবতীয় মতবাদও খণ্ডিত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে—সনাতনধর্ম্ম, নিত্যধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম বা শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম সর্ব্বক্ষণ ভক্তিসিদ্ধান্তে বা সত্যবিচারে সুপ্রতিষ্ঠিত।

মহাজনগণ-প্রদর্শিত একমাত্র শুদ্ধভক্তি-পথ আশ্রয় ব্যতীত কোন জীব কখনও নিঃশ্রেয়স্—পঞ্চম-পুরুষার্থ—কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারেন নাই, পারিতেছেন না এবং পারিবেন না; আবার সেই শুদ্ধভক্তি-পথ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইলে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে বা সত্যবিচারে সুনিপুণ হওয়া একান্ত প্রয়োজন, নতুবা নিরবচ্ছিন্ন বাস্তবসত্যবস্তু—পরম প্রয়োজনীয় বস্তু নিত্যশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন—

সব শ্রোতাগণের করি চরণ-বন্দন।
এ সব সিদ্ধান্ত শুন, করি' একমন॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এসব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে॥
(চৈঃ চঃ)

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ইহার অনুভূত প্রবাহভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"কোন কোন ভক্তিপিপাসু ব্যক্তি এই সকল সিদ্ধান্তকে ভক্তির অঙ্গ না বলিয়া ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে আলস্য প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহা মঙ্গলের বিষয় নয়; কেন না, কৃষ্ণের সম্বন্ধজ্ঞান জানিতে পারিলে তাঁহার পাদপদ্মে চিত্ত দৃঢ়রূপে লগ্ন হয়। অতএব এরূপ সংসিদ্ধান্ত শুদ্ধভক্তির মূল।"

পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ ইহার অনুভাষ্যে বলিতেছেন,—"সিদ্ধান্ত-বিষয়ে তাদৃশ প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই, এইরূপ আলস্য হইতে অনেকে ভজন-বিষয়ে অভাবগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন ও ভক্তির বিরোধী অন্যভাবসমূহকে ভক্তি মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হন। বিচার-প্রধান-মার্গ যদিও অজাতরুচিগণের পক্ষে উপযোগী, তথাপি জাতরুচিগণের স্বরুচিবিশিষ্টজনের শ্রবণাদি বিশেষ আবশ্যক। কৃষ্ণ-বিষয়ক সিদ্ধান্ত শ্রবণ না করিলে রুচিবৃদ্ধি হয় না। নবধা ভক্তির প্রারম্ভেই কীর্ত্তিত বাক্যের পূর্ব্বে শ্রবণের ব্যবস্থা। শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে সিঞ্চিত হইলে ভক্তিলতা সংবর্দ্ধিতা হন।

ব্রহ্মা যে-কালে তত্ত্বজ্ঞানপ্রয়াস ভক্তগণের অবস্থা বর্ণিয়া কৃষ্ণের স্তব করিলেন, তথায়ও "সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্ত্তাং ...প্রভিসভাং" বলিয়াছেন। "। মহৎ অমলজ্ঞানপ্রদ ভাগবতের বিচারপর হইয়া পঠন শ্রবণাদি করিলেই জীবের মহা-ভাগবতাধিকার হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সনাতন-শিক্ষা মধ্যেই আমরা শুনি—"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী তিঁহ তারয়ে সংসার॥" শ্রীরূপগোস্বামি-পাদও বলিয়াছেন—আলস্য ত্যাগ করিয়া "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ। সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥"

সিদ্ধান্তহীন ভক্তাভিমানিগণ মূর্খতাবশতঃ অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে সাত্ত্বিকবিকারসমূহ অভ্যাস করিয়া লোককে বৈষ্ণবসমীপে খর্ব্ব করেন। তাঁহাদের তাদৃশ অসৎ অভ্যাস গর্হণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত 'তদশ্মসারং' শ্লোক লিখিয়াছেন। তাহার টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন—'বহিরশ্রুপুলকয়োঃ সত্তোরপি যদ্ হৃদয়ং ন বিক্রিয়েত, তদশ্মসার-মিতি। কনিষ্ঠাধিকারিণাং এব অশ্রুপুলকাদি-মত্ত্বেঽপি অশ্মসারহৃদয়তয়া নিন্দ্যেবা।' সিদ্ধান্তকে অনাদর করিয়া যে কৃত্রিম ভক্তি দেখা যায়, তাহার চিত্র শ্রীরূপপ্রভু এরূপ লিখিয়াছেন—'নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদভ্যাস-পরেঽপি চ। সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥' বিচারজ্ঞরূপ সিদ্ধান্ত ভাবপ্রবুদ্ধ বিরূপ সাত্ত্বিক বিকারকে অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে, তাহাও ইহার অপর দৃষ্টান্ত।

অনেকে শ্রীরামানুজ-মধ্বাচার্য্য-নিম্বার্ক-বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের লিখিত সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের পাঠকেও ভক্তিবিরোধী অদ্বৈতবাদিগণের গ্রন্থালোচনার ন্যায় গর্হণ করে। শ্রীজীবপাদ ইঁহাদের সুসিদ্ধান্তগুলিই ষট্সন্দর্ভে জীবের মঙ্গলের জন্য উদ্ধার করিয়াছেন। নির্ব্বিশেষবাদিগণ যেরূপ ভজনাঙ্গগুলিকে স্বরূপতঃ কর্ম্মাঙ্গ জ্ঞান করেন, তদ্রূপ সিদ্ধান্তহীন জীবগণ ভক্তির অনুকূল-সিদ্ধান্তগুলিকেও প্রতিকূল শ্রেণীর কল্পনা করিয়া কৃষ্ণভক্তি হইতে বিচ্যুত হন।

কলিযুগপাবনাবতারী লোকশিক্ষক, জগদ্গুরু ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর দ্বিতীয়-স্বরূপ শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামি-প্রভুকে ভক্তিসিদ্ধান্তের একমাত্র পরীক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শুদ্ধ বিষয়কেই আদর করিতেন; ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ কোন বিষয়েই কখনও মহাপ্রভু প্রীতি প্রদর্শন করিতেন না—

গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভুপাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, প্রভু তাহা শুনে॥
ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, আর রসাভাস।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস॥
অতএব স্বরূপ-গোসাঞি করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি প্রভুরে করা'ন শ্রবণ॥
(চৈঃ চঃ)

শ্রীল প্রভুপাদ ইহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"যাহাতে কৃষ্ণভজনের ব্যাঘাত হয়, সেই সব সিদ্ধান্তই ভক্তিবিরুদ্ধ, সুতরাং অশুদ্ধ। শুদ্ধভক্তগণ তাদৃশ সিদ্ধান্তকে অনুমোদন অথবা রসাভাসপরায়ণ বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত-বিশিষ্ট জীবকে 'শুদ্ধভক্ত' বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। অশুদ্ধসিদ্ধান্ত বা রসাভাসপুষ্ট হইয়া যে-সকল কুমত জগতে চলিতেছে, লোকাপেক্ষাযুক্ত হইয়া সাধারণের নিকট আদর লাভ করিবার জন্য যাঁহারা ভক্তিবিরোধী অসৎ সিদ্ধান্তকে আদর করেন, তাঁহারা 'গৌরগণ' বলিয়া অভিমান করিলেও শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়বৈষ্ণব' বলিয়া স্বীকার করেন না এবং শ্রীমহাপ্রভুর নিকট যাইতে দেন না।"

ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞান পূর্ণমাত্রায় না থাকিলে জীব কখনও শুদ্ধভক্তিপথে অগ্রসর হইয়া আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারিবে না, এইজন্যই লোকশিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তি-সিদ্ধান্তবাণীর বিরোধ কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না, সিদ্ধান্তবিরোধ কোন কথা শুনিলেই ক্রুদ্ধ হইতেন,—

গীত, শ্লোক, গ্রন্থ, কবিত্ব, যেই
করি' আনে।
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে॥
স্বরূপ-ঠাঞি উতরে যদি লঞা তাঁর মন।
তবে মহাপ্রভু-ঠাঞি করায় শ্রবণ॥
'রসাভাস' হয় যদি 'সিদ্ধান্ত-বিরোধ'।
সহিতে না পারে প্রভু, মনে হয় ক্রোধ॥
(চৈঃ চঃ)

ভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞানে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীতে—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতে দৃঢ়বিশ্বাস ও দৃঢ়নিষ্ঠা না থাকাতেই, জগতের লোক ভক্তিপথ আশ্রয় করিবার ছলনা করিয়া—শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদ গোস্বামি-গণের অনুগত বলিয়া অভিমান করিয়াও আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা-সহজিয়া প্রভৃতি কত কত অসংখ্য অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে; এমন কি, ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আশ্রিত, আপন, সেবক, শিষ্য প্রভৃতি অভিমান করিয়াও সত্য সত্য তাঁহার একান্ত শরণাগত এবং তাঁহাতে দৃঢ়বিশ্বাস ও দৃঢ়নিষ্ঠা না থাকায় সিদ্ধান্তজ্ঞান-লাভে অসমর্থ হইয়া অনেকেই বিপথগামী হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামি-প্রভু, অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ ও অভিন্নবিগ্রহ বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি প্রভুপাদ,—ইঁহাদের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। ইঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে দৃঢ়বিশ্বাস ও দৃঢ়নিষ্ঠা না থাকিলে—ইঁহাদের শ্রীচরণে নিষ্কপটে একান্ত শরণাগত না হইলে কোন ব্যক্তিই ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ হইয়া কখনও আত্মমঙ্গল বরণ করিতে পারিবেন না। এইজন্যই শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় আমরা জানিতে পারিলাম—'ভক্তিবিরুদ্ধ-সিদ্ধান্তবিশিষ্ট' বা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে গৌরগণ বলিয়া অভিমান করিলেও শ্রীদামোদরস্বরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' বলিয়া স্বীকার করেন না এবং শ্রীমহাপ্রভুর নিকট যাইতে দেন না।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের নিত্যমঙ্গলের জন্য—গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের দাসানুদাস হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিবার জন্য পুনরায় আমাদিগকে সাবধান করিয়া জানাইয়াছেন—

"বাসুদেবানন্দাভে থাকিয়া ত' সদা
লহ নাম।"

পরমারাধ্য শ্রীল গুরু ...র শ্রীমুখের এই সমস্ত উপদেশ যেন আমরা কণ্ঠহাররূপে সর্ব্বক্ষণ কণ্ঠে ধারণ করিয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হই,—ভক্ত-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে ইহাই আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক দর্শনীয় ‘নদীয়া প্রকাশ’ প্রেস আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রদর্শনী-মেলা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি সদ্গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং ‘গৌড়ীয়’ পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অমৃতকুণ্ডসুরভিসরোবর

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাজনঘাট, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুতকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) প্রকাশমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) সপ্তম-পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওনং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াবত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মনপা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ নং পাঁড়াটোলা, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যকাম মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

বিশোকপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) গোবর্দ্ধন-কুসুমসরোবর

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ ফোজোপ, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কেনাল রোড. নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল, বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুপাদপদ্মকিঞ্চিদ্বিষয়ের সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, ওপর গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ

সাক্ষীগোপাল, পোঃ সাক্ষীগোপাল, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) আলালনাথ

(৫৬) বিরজা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জাজপুর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটী, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রেমাম্বরগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ বড়পুরকা, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজন্মস্থানানন্দ মঠ

চিত্রশিলা, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) অমাধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাধি, মেদিনীপুর

(৬২) আরামবাগ প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ আরামবাগ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

তুমুরহুড়া, পোঃ চিতরহুড়া, (মানভূম)।

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং মিউচুয়েল ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্ল-কোর্ট
স্কোয়ার, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ডিষ্ট্রিক্ট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

পশ্চিমপাড়া, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	
ইঞ্চি	১৲		১৷০	
সিকিকলম	৫৲			৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲		৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

-::(০)::-

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার সহ ১৮ সংখ্যক মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি সুন্দর কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, বরিশাল, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-:০:-

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

-::০::-

গঙ্গার উপকূলে স্বাস্থ্যকর স্থান

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালক বৈষ্ণব। শিক্ষকগণ ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রগণের খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা আনুপূর্ব্বিকভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিবিধ জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথামৃতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই সংলাপের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যার মীমাংসা ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠশালেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য প্রবর নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, পিএইচ-ডি ... পৃথিবীর ... ইংরেজী ভাষায় ... জীবনচরিত ... শিক্ষা ... আলোচনা। প্রথম খণ্ড ... পৃষ্ঠা ... শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত ... সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। মূল্য—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের ... বিধান করিতেছে। ... পাক্ষিক ... পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উৎকলভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

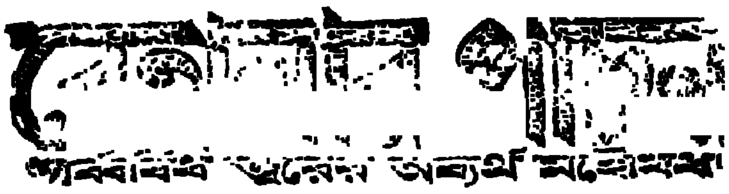

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। ... প্লীহা সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, কলিকাতা

অথবা

—পাত্রসায়ের, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

/o|:——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সম্যকাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু এতদ্দিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অনুজ্ঞায় পুরীধামাধিষ্ঠিত ও লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ... ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২০-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১১		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৭-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৭
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১০			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	২১-১০	
ছাঃ	৩-৩৬	৭-১৮	১০-১১						
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৬-৫৬	১৯-২৫		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৩০			
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৭-৪০			
						১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩০		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ২৩শে মে, ১৯৩৯, মঙ্গলবার [৭১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ভারত হইতে প্রতিনিধি দল

আগামী ৮ই জুন জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের ২৫তম অধিবেশন আরম্ভ হইবে। ভারতবর্ষ হইতে নিম্নোক্ত প্রতিনিধি দল উক্ত সম্মেলনে যোগদান করিবেন।

সরকার পক্ষের প্রতিনিধিগণ—স্যার ফিরোজ খাঁ নুন এবং স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস্; সরকার পক্ষের উপদেষ্টা—মিঃ এ ডিউকেন এবং মিঃ এস ইক্রামুল্লা; মালিকদের প্রতিনিধি শ্রীযুত কে লে দালাল্কর; মালিকদের পক্ষের উপদেষ্টা—শ্রীযুত কে বসু; প্রতিনিধি দলের সেক্রেটারী—মিঃ এস ইক্রামুল্লা।

সোলোমান দ্বীপপুঞ্জে ভূমিকম্প

বৃটিশ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় হাইকমিশনারের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত ১৩ই এপ্রিল সোলোমান দ্বীপপুঞ্জে (অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর পূর্ব্বে) ভূমিকম্প হয়। কম্পনের উৎপত্তি হয় গুয়াডালকানাল দ্বীপে। এই দ্বীপে কয়েকটি বাড়ী বিধ্বস্ত হয়।

ভূমিকম্পের পর সামুদ্রিক প্লাবন হয় এবং কয়েকটি গ্রাম জলমগ্ন হয়। রাসেল দ্বীপের কোম্পানী অফিসের জেটি ও বাড়ীরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। সেই জন্য দ্বীপের নিকটবর্ত্তী ইসাবেল দ্বীপের গ্রামগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশীয় অধিবাসীগণের মধ্যে কিছু [illegible] হইয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে, জলে ডুবিয়া বার জন মারা গিয়াছে, তন্মধ্যে শিশু নয়টি। সাভো-দ্বীপে মাটিতে ফাটল দেখা গিয়াছে; তবে অন্য কোন ক্ষতি হয় নাই। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছেন যে, দুই একদিন আগে পর্য্যন্ত মৃদু কম্পন অনুভূত হইতেছিল। এ জন্য আবশ্যকীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের দপ্তর

পুণায় বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের দপ্তর স্থানান্তরিত করিবার পন্থা রহিত করা হবে কিনা এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত কোন শেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। আগামী জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের দপ্তর পুণায় স্থানান্তরিত করা হইবে।

মাদক বর্জ্জন পরিকল্পনা যে পর্য্যন্ত কার্য্যকরী না হয়, ততদিন স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীযুত কে এম মুন্সী ও আবগারী মন্ত্রী ডাঃ গিল্ডার বোম্বাইয়ে অবস্থান করিবেন।

যশোহর জেলা কৃষক সমিতি

যশোহর জেলা কৃষক সমিতির নব নির্ব্বাচিত কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির প্রথম অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

সভাপতি পণ্ডিত মৌঃ [illegible] রহমান, কমরেড গোলাম রহমান বিশ্বাস, কমরেড প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী; সাধারণ সম্পাদক অতীন ঘোষ, সহ-সম্পাদক চারুচন্দ্র মিত্র ও গৌরবিনোদ রায়; অফিস-সম্পাদক গৌর মজুমদার। কোষাধ্যক্ষ শান্তিময় ঘোষ। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির উক্ত অধিবেশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের আগামী অধিবেশনে পরবর্ত্তী অধিবেশন যশোহরে আহ্বান করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য কবির বন্ধঃসালা পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে কমরেড শরৎচন্দ্র মজুমদারকে সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

উক্ত অধিবেশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভার নিয়মতন্ত্র সংশোধনের জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব উপস্থিত করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া একটি সাবকমিটি গঠিত হইয়াছে—কৃষ্ণবিনোদ রায়, প্রফুল্লকুমার রায় চৌধুরী, শান্তিময় ঘোষ, হরিদাস মিত্র (সভা আহ্বায়ক)।

বৃটিশ শ্রমিক দলের বাধাদান

পার্লামেণ্টারী শ্রমিক দল মিলিশিয়া বিলের দ্বিতীয় দফা আলোচনায় আপত্তি করিয়া এক সংশোধন প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন।

তাঁহারা ঐ বিলে আপত্তি করার এই কারণ দেখাইয়াছেন—পর পর অনেকগুলি অসম বাজেটের জের উঠাতে টানা হইয়াছে; প্রধান সমস্ত আর্থিক সমস্যাগুলি চাপা দেওয়া হইয়াছে; জাতীয় ঋণ আরও প্রায় ৪০ কোটি পাউণ্ড বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপযুক্ত অর্থ ধনিকগণের নিকট হইতে আদায় করা হয় নাই, এবং বোঝা বহন করিবার দায়িত্ব সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বিভক্ত করার অজুহাতে এমন সব অতিরিক্ত টাক্স ধার্য্য করা হইয়াছে যাহা দরিদ্রের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইবে।

জার্ম্মাণীর সহিত অনাক্রমণ চুক্তি

বাল্টিক ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজ্যগুলির সহিত জার্ম্মাণীর যে আলোচনা চলিতেছিল, তাহার ফলাফল একটি ইস্তাহারে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এস্থোনিয়া ও ল্যাটভিয়ার সহিত আলোচনা প্রায় শেষ হইয়াছে। ডেনমার্ক সম্পর্কে অবিলম্বে পরস্পরের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা বিষয় মূলনীতি স্বীকৃত হইয়াছে। সুইডেন, নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ড গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী হইতে তাঁহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই এবং সেই হেতু তাঁহারা অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন বোধ করিতেছেন না।

পূর্ব্ববঙ্গ মিউনিসিপ্যাল সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র

শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মৃত্যুর ফলে পূর্ব্ববঙ্গ মিউনিসিপ্যাল সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলী ছাড়া অপর সকল প্রার্থী তাঁহাদের মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। ১৯শে জুন তারিখে ভোট গ্রহণ ও ২০শে জুন তারিখে ভোট গণনা হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনারত্নসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০

৪র্থ খণ্ড—৷৷০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার

দীপিকা ১৷০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্য বিষয়-তত্ত্ব ৷০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০

১৮। বাগ্দ আদর্শ

১৯। অর্চ্চনাদেশ ৷০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০

২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৶০

২২ ভজন-রহস্য

২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকাসহ

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মূল-অন্বয় ৷০

২৭। দৃষ্টিকণিকা অবগোপ্তুঃ (সানুবাদ) ১৲

২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ৷০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০

৩০। দীন-হীন-দর্পণ ৷০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৷৶০

৩৫। গীতমালা

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০

৩৭। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৷০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবীকথা ৷০

৪০। শরণাগতি

৪১। গীতাবলী

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০

৪৩। সাধনচক্র ৷০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৷

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৷১০

৪৯। অর্চ্চনরত্ন ৷১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ

৫৭। উপদেশামৃত (সানুবাদ) ১

৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০

৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০

৬০। সাধুবাণী ৷০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ৷০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০

৬৪। চতুঃশ্লোকী ৷০

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপ্রতিষ্ঠা ৷০

৬৭। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ১

৬৯। এ ভিজিট টু ওয়েস্টার্ণ ওয়ার্ল্ড ১

৭০। নামভজন ৶

৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০

৭২। ভিজিট টু ইংল্যাণ্ড ৷৶০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

৭৪। বেদান্ত

৭৫। রিলেশন অব শ্রীচৈতন্য উইথ রূপ ৷০

৭৬। শ্রীভাগবত ৷০

৭৭। রিলিজিয়াস ফিলজফি অ্যাণ্ড সাইকোলজি ৷০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৮১। সাধন-পথ ৷০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

৮৩। গীতাবলী ৷০

৮৪। শরণাগতি ৷০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৷০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১৬নং রামবাগান রোড, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১০ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৯ জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৩ মে ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার | ৭১শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীল আচার্য্যদেব

ঔদার্য্যবিগ্রহ স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্টপরিপূরণকারী 'জীবে দয়া'র মূর্ত্তবিগ্রহ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান্ সজ্জনগণের নিকট নিরন্তর শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার কীর্ত্তিত কলিমলবিধ্বংসী, নিখিল জীবের পরমকল্যাণদায়িনী শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া সকলেই আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন।

———

বেরহামপুরে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত বেরহামপুর টাউনে কিছুদিন যাবৎ শ্রীহরিকথা প্রচার করিতেছেন।

গত ৯ই মে স্বামীজী মহারাজ বেরহামপুর-নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ শর্ম্মা মহোদয়ের গৃহে সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকা হইতে ৯॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধ হইতে অজামিল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনগীতি কীর্ত্তন হয়।

গত ১০ই মে প্রাতঃকালে একটী নগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হইয়া সহরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন। তৎপরে ৮ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থানীয় বেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় বহুক্ষণ যাবৎ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলেই পরমানন্দিত হন।

ঐ দিবস সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকা হইতে ৯॥০ ঘটিকা পর্য্যন্ত তথাকার কবিরাজ শ্রীযুক্ত মধুসূদন শর্ম্মা মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে অবধূত মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়।

তৎপরদিবস প্রাতঃকালে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের কতিপয় ভক্তের নিকট স্বামীজী মহারাজ বহুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত হন। সন্ধ্যাকালে স্থানীয় সত্যনারায়ণ মন্দিরে পাঠকীর্ত্তনাদি হয় এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ শর্ম্মা মহোদয়ের গৃহে হরিকথা আলোচনা করেন। স্বামীজীর প্রচারে তথায় একটী সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

দিল্লী গৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব, ভক্তিশাস্ত্রী, বি-এ মহোদয় কিছুদিন যাবৎ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা দিল্লীস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া হরিকথা-কীর্ত্তন করিয়াছেন। গত নৃসিংহচতুর্দ্দশী-তিথি ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তনমুখে যথারীতি সম্পন্ন করেন। ঐ দিবস মধ্যাহ্নে ভক্তিশাস্ত্রীজী বহুক্ষণ যাবৎ শরণাগতির কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নিখিল জীবের প্রতি অহৈতুকী অনর্পিত করুণা, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা লাভ করিতে হইলে শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাই একমাত্র সম্বল, শ্রীল আচার্য্যদেবের শরণাগত বা আশ্রিত হইতে না পারিলে ভক্তিবিনোদ ধারায় প্রবেশ লাভ হইবে না, মঙ্গল হইবে না ইত্যাদি বহু কথা কীর্ত্তন করেন। তৎপরে 'তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার' গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় এখন শ্রীমঠে প্রায় সর্ব্বক্ষণই হরিকথা আলোচনা হইতেছে। নিয়মিতভাবে ত্রিসন্ধ্যা পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে।

... ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

——::(০)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা,
১৬।৫।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক নিবেদন,—

তোমার ১২।৫ তারিখের কৃপালিপি পাইলাম।

*　*　*

সেবার আদর্শ জানিয়াও যদি তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারা যাইতেছে না—ইহা প্রকৃতই অসুবিধা এবং উহার জন্য কষ্ট হয় ও সাধ্যমত আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সরলতা বলা যায়। উহাই ভক্তির মূল জানিবে। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি বিচার অভক্তি। সুতরাং তোমার বর্ত্তমান কোন অসুবিধার আশঙ্কা করিবার আবশ্যক নাই। সর্ব্বদা শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে—ইহাই প্রার্থনা।

আমার দণ্ডবৎপ্রণাম গ্রহণ করিবে। ইতি।

দাসাধম—
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিব", —দের এই বিচার, তাহারা সর্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড। বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিবার পিপাসা—কৃষ্ণ সাজিবার ইচ্ছা। একমাত্র কৃষ্ণই বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। কোন কোন —— গুরু-দেবের উপর প্রভুত্ব অর্থাৎ 'গুরুদেব আমার order-supplier, অর্থাৎ আমি যখনই যাহা বলিয়াছি তিনি তখনই তাহা শুনিয়াছেন।" এইরূপ 'বিচার' করে। ইহাদিগকে —— বৈষ্ণবের বিসর্জনাদ্বারা —— করাইতে হইবে, —— মঙ্গল হয়।"

(——)

—— ——

[illegible] —— প্রকাশ

—— [illegible]

শ্রী ——বাণী

যেমন বিদ্যুৎ বিকারী —— প্রকাশ, —— [illegible] —— আবির্ভাব। —— [illegible] মানবে —— [illegible] —— অন্তরের বা বৈষ্ণবের। —— [illegible] পশু ও নরো—— প্রকাশিত —— পশুত্ব ও নরত্বের —— করেন। —— বিষ্ণু বা —— [illegible] —— হইটা —— [illegible] একবারে —— [illegible] না। [illegible] ইহাদ্বারা —— [illegible] হইতেছে। [illegible] —— [illegible] কাৰ্য্য —— করিয়াছিলেন। —— [illegible] পূজক। [illegible]

—— গ্রহ করিতেছেন ও তাহা পরমুহূর্তে ছাড়িয়া দিয়া আবার নূতন বাহ্য অভিজ্ঞান গ্রহণ করিতেছেন, আবার তাহা ছাড়িয়া দিতেছেন। গণেশের শুণ্ড ইহাই প্রকাশ করিতেছে। তাই জগতের লোকের আদর্শে পূজায় বরণ হইতেছেন—গণেশ. যিনি জগতের কামনা শীঘ্র পূরণ করিতে পারেন। সমগ্র জগৎ বুদ্ধিদাবকারী গণেশের উপাসক— —দের উপাসক -বৈশ্য।

— · —

পরমার্থ বলেন,—ভগবান্—কামদেব; তাঁহার কামনা নির্ব্বাহই উপাসকের ধর্ম। —দের কামনা নির্ব্বাহই মহামায়ার কপট কৃপা; কামদেবের কামনা-নির্ব্বাহ জীবের প্রতি যোগমায়ার অকপট কৃপা, তাই কামদেবকে —— [illegible] —— নির্বিশেষ, নিরাকার, —— [illegible] —— অকৃপা।

—— [illegible] করিয়া। —— [illegible] —— মুখ্য —— আছেন —— নাই। যেমন বড় সাহেবের কাছে —— তাঁহার Private Secret—র কাছে আগে যাইতে হয়, তাঁহাকে ডিঙাইয়া যাওয়া যায় না, তদ্রূপ প্রভুর কাছে যাইতে হইলে তাঁহার সেবককে আগে জানিতে হয়। —— উপাসনা —— —— উপাসনা হয় না। —— —— "ভগবান্ আমাকে —— না ক'রে আমার ভক্তি —— পূজা করে, তাহাদের উপাসনা —— উপাসনা। বড় সাহেবের —— বা —— অস্বীকার করিলে —— কোন মূল্য নাই। যাঁহারা বড় সাহেবের কোন খবর না রাখিয়া Secretaryকেই বড় সাহেব মনে করেন, —— মনে করাটা —— পূর্ণ। —— Secretaryকে —— হয়, প্রকৃত Secretary —— না —— —— নাই। —— [illegible] —— আছে, —— [illegible] —— পারেন, —— [illegible] পারেন।

— —

—— [illegible] —— নিত্যসময়। —— [illegible] আছে, —— আছে। ভগবান স্বয়ং, তিনি সর্ব্বশক্তি-মান, তাঁহার নিত্য স্বরূপ আছে। ত্রিগুণাতীত জগতে থাকিয়া একমাত্র অপ্রাকৃত —— দ্বারা সেই তুরীয় বস্তুর অনুশীলন হইতে পারে।

— — —

অহৈতুকী সেবা না করিলে নারায়ণের সেবা হয় না। নির্ব্বোধ বালকগণকে খেলনা দ্বারা ভুলিয়ে রাখার ন্যায় মহামায়া অজ্ঞানকর্মীদেরকে ও কামনা দ্বারা অজ্ঞান ব্যক্তিগণকে ভুলাইয়া রাখেন। যখন জীব প্রেমেতে আকৃষ্ট না হইয়া প্রেমেতে আকৃষ্ট হয়, তখনই দয়াময়ী দেবী জীবের প্রতি নিষ্কপট কৃপাদৃষ্টি করিয়া তাহাকে গোপীদের মধ্যে —— করেন।

— —

যিনি আমাকে আমার রুচির অনুকূল কথা বলিয়া —— করিতে চান না, —— —— আমার —— কাটিয়ে, আমার আমার —— সেই —— পরম —— —— করেন। এইরূপ পরমমুক্ত গুরুদেবের কাছে —— তাঁ'র কাছে যা' কিছু সব ছেড়ে —— শরণাগত হ'তে হ'বে।

— —

আচার-প্রচারপরায়ণ ব্যক্তিই আচার্য্য। আচার্য —নিরপেক্ষ, মুক্ত। তিনি জগতে দেখাদেখি আচার নহে। মহাপ্রভু ব'লেছেন, —"অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার"। নিজে সম্পূর্ণ অসৎসঙ্গ-ত্যাগ ও নিরন্তর কৃষ্ণচর্চ্চার মহান্ আদর্শ দেখিয়ে তিনি সকলকে নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে অসৎসঙ্গ-ত্যাগের কথা বল্‌তে পারেন —অসৎসঙ্গ ছাড়াতে পারেন —কৃষ্ণানু-শীলনে প্রবৃত্ত করা'তে পারেন, তিনিই আচার্য্য।

কৃষ্ণই এক অদ্বয়তত্ত্ব। একব্যক্তি যেমন কারও পিতা, কারও মাতুল, কারও শ্বশুর, কারও দাদা, কারও ঠাকুরদাদা, কারও —, কারও ডাক্তার, কারও উকিল ইত্যাদি, সেইরূপ কৃষ্ণ। যদি নারায়ণকে 'কৃষ্ণ' বলা না হ'ত, তা'হ'লে নারায়ণ হ'ত্র —, —— করা হ'ত। নারায়ণ ও কৃষ্ণে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, কেবল রসের বিচিত্রতা —লীলাবৈচিত্র্য মাত্র আছে। কৃষ্ণ ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তুর অধিষ্ঠান না থাকায় সকলেই কৃষ্ণের উপাসনা করছে বিধি পূর্ব্বক, আর অবিধিপূর্ব্বক। কৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর আর সব তাঁ'র অনুচর।

——

এই মনুষ্যজন্ম ক্ষণভঙ্গুর ও অতীব দুর্লভ। কাজেই পাষণ্ডতা, অপরাধ বা

গুরুকৃপাই সম্বল

(প্রাপ্ত)

——::(০)::——

যাঁহার অহৈতুকী কৃপা ও আশীর্বাদে মাদৃশ হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাবিমুখ জীবও আজ স্বদেশের সন্ধান পাইয়া তাহাদের আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছে, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ, তদীয় নিত্যদাসবর্গের চরণ ও তদীয় আরাধ্য শ্রীনামপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ শ্রীচরণকমল আমার একমাত্র আশ্রয় হউন। সেই নিত্যারাধ্য কারুণ্যঘনবিগ্রহ আমার নিত্য-শাসক, অভিন্ন নিত্যানন্দ মদীয় শ্রীগুরু-পাদপদ্মের শ্রীচরণকমল-সেবাসন্ধান ও ভক্তপ্রাণে আকৃষ্ট হইবার দুর্ল্লভ সুযোগ যে গুরুদেবতাত্মগণ কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করেন, সেই মদীয় শিক্ষাগুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্ম সর্ব্ব-প্রথমে বন্দনা করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি।

মদীয় শ্রীগুরুদেব লীলা-পুরুষোত্তমের অখণ্ড, অনন্ত লীলার পার্ষদ বা অপ্রাকৃত রাধাকুণ্ডবাসী। তিনি গৌরকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়তম। তাই যদি না হইবেন, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব যদি তিনি নিত্য প্রকটিত না রাখিবেন, তাহা হইলে কে মাদৃশ হরিবিমুখ জীবগণকে নিঃশ্রেয়সের সন্ধান প্রদান করিবেন। স্বয়ংরূপ নন্দনন্দন সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণাদপি ক্ষুদ্র সকল কীটাণুকীটের আরাধ্য বা ভজনীয় বিগ্রহ। তাঁহার পরমপদ দেববৃন্দেরও বন্দ্য। তাঁহার পরমপ্রিয়তম নিত্যসিদ্ধ সেবক, তথা তদভিন্নবিগ্রহ তদীয় স্বরূপ-শক্তি বা প্রকাশবিগ্রহ মদীয় জগদ্-দেবতা শ্রীগুরুপাদ-

বৃথাকাব্যে সময় নষ্ট না ক'রে সকলের সব ছেড়ে হরিভজনে মন দেওয়া উচিত। যে মুহূর্ত্তে জীব ভগবানের সেবা করবে না, সেই মুহূর্ত্তে রোগ এসে গ্রাস করবে। কৃষ্ণ সর্ব্বদা কৃপা করবার জন্য—আমাদিগকে আকর্ষণ করবার জন্য প্রস্তুত কিন্তু অন্ধকূপে পতিত আমরা তাঁ'র দেওয়া দড়িগাছা যদি স্বপ্রবৃত্তি হেতু না আঁকড়ে ধরি, তাঁ'র প্রতি পেছন ফিরে দি, তা'হ'লে পতিতই থাকলুম—ভগবৎসেবাবিমুখ হ'য়ে অন্ধকূপে পড়ে রইলুম। এ জগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকে এই অন্ধকূপ হ'তে উঠাতে আসেন। যাঁ'রা তাঁ'র কৃপা-রজ্জুগাছা হাত দিয়ে ধরেন, তাঁ'রাই মঙ্গললাভ করতে পারেন—পরা শান্তির ধামে যেতে পারেন।

গুরুর সেবোন্মুখ হইলেও সম্ভব। বদ্ধজীবের প্রতি কৃপা বিতরণের বৃত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মের। তাঁহার করুণাসাগরের একবিন্দু যদি কদাচিৎ কোন সৌভাগ্যবান্ জীব লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই ভাগ্যবান্ জীব শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী প্রভুর শ্রীমুখারবিন্দনিঃসৃত শ্রীগৌরসুন্দরের নবপ্রকার দয়ার বিষয় জানিয়া কম্প স্বেদ ও কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। শ্রীগুরুদেব ভগবদ্ভক্ত। তবে তিনি অপ্রাকৃত আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। তিনি ব্রজে অপ্রাকৃত কামদেব অদ্বিতীয় ভোক্তা মদনমোহনের নিত্য নবনবায়মান কামোৎসবের সহিত তাঁহার ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত রাখিয়াছেন। যে অকিঞ্চন গুরুদাস-স্পৃহা ভুক্তাভিলাষ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা-কর্ম্ম জ্ঞান- যোগাদি-চেষ্টারহিত হইয়া, স্থূল দেহাদিতে অনাসক্ত হইয়া তাঁহার কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীচরণকমলে নিত্যযুক্ত হইতে পারেন, তাঁহার মনোহভীষ্টের সহিত স্বীয় চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত করিতে পারেন, সেই অশেষ ভাগ্যবান্ সেবকবৃন্দও নিত্যকাল তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয়ে, তাঁহার শ্রীচরণকমলরূপ সুশীতল ছায়ায় অবস্থান পূর্ব্বক স্ব-স্বরূপে অপ্রাকৃত গোকুল-মহোৎসব শ্রীনামপ্রভুর নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত হন। এই প্রপঞ্চে হিরণ্যকশিপুবৎ কৃষ্ণকার্ষ্ণ বিদ্বেষীর সংখ্যাই অধিক এবং সেই সকল পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক কোমলচিত্ত মানবগণের হৃদয় যে বিকৃতভাব প্রাপ্ত হইবে তাহাও সুনিশ্চিত। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই,—

> কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং
> ত্রিলোকনাথানত-পাদপঙ্কজম্।
> প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং
> যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥
>
> (ভাঃ ১২।৩।৪৩)

এই কলিকালে মানবগণের চিত্ত পাষণ্ডগণদ্বারা দূষিত হইবে এবং ত্রিলোকপতি ব্রহ্মাদি দেবতা যে পরমপদের আরাধনা করেন, তাহারা সেই ভগবান্ অচ্যুতের সেবা করিবে না। কিন্তু মদীয় শ্রীগুরুদেব এবম্প্রকার দয়ালু ও পরদুঃখকাতর যে, সেই সকল ভোক্তৃ-অভিমানযুক্ত মাদৃশ নরাধমগণেরও সেবকাভিমান জাগাইবার জন্য সতত চেষ্টান্বিত ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় হইতেছেন। শত সহস্র সাংসারিক বিপদাপদ প্রভৃতি তাঁহার নিত্যপ্রভুর কৃপা-রূপে বরণপূর্ব্বক তৎপ্রতি উদাসীন থাকিয়া নিরন্তর সেবাসুখে প্রভুর সুখবিধান করা। মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রতি জীবহৃদয়ের দ্বারে দ্বারে নানাপ্রকারে ঘোষণা করিতেছেন যে হে জীবগণ! তোমরা কেন অদ্বিতীয় ভোক্তা মদনমোহনের ভোগের উপকরণ তাঁহার অনুকরণে স্ব-স্ব ভোগে নিযুক্ত করিতেছ। এই প্রকার ভোগ বা প্রভুত্ব ভোগরূপ ত্যাগ তোমাদের বৃত্তি নহে। তোমাদের নিত্য সনাতন বৃত্তি স্মরণ কর। তোমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম কেবলমাত্র ভগবৎ-সেবাকার্য্যে অবিক্ষেপে নিযুক্ত থাকা। তোমরা আর বিরূপের ধর্ম্মে আকৃষ্ট থাকিও না। কিন্তু হে হতভাগ্য জীবগণ! তোমাদের এই দুর্লভ অমূল্য সম্পদ অধুনা দেহ ও মনরূপী দুইজন শঠ ও কপট দস্যু কর্ত্তৃক হৃত বা গাঢ়রূপে আবৃত হইয়াছে। অধুনা সেই কপট দস্যুদ্বয়কেই তোমাদের হিতকারী বন্ধু-জ্ঞানে তোমাদের নিত্যস্বভাব বিস্মৃত হইয়াছ ও স্ব স্ব সনাতন জ্ঞান চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া জড়জ্ঞান হইয়াছ। তোমরা স্বেচ্ছায় তীক্ষ্ণ দস্যুহস্তে অমূল্য রত্নরাজি উৎসর্গ করিতে উদ্যত হইয়াছ। মাদৃশ নিত্যান্ধ জীবমাত্রেই কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ বিষয়ক জ্ঞানে সম্পূর্ণ অজ্ঞান। তাহারা স্বীয় নিত্যপ্রভুর প্রতি আকৃষ্ট বা প্রেমরূপ অমূল্য সম্পদ্‌বিষয়ক কোন কথা শ্রবণ করিলেও তাহাকে ভোগ বা মায়া-বুদ্ধিতে কল্পনামূলক ধারণাই করে। এই দুর্ব্বুদ্ধি মায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু আমাদের পতিতপাবন গুরুবর্গ এই প্রকারের দুর্ব্বুদ্ধি বা মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভের পন্থা বহু পূর্ব্বেই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা ত্রিকালদর্শী। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই,—

> "তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
> মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

মদীয় শ্রীগুরুদেব স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের নিত্য-পার্ষদ বা স্বরূপশক্তি বা প্রকাশবিগ্রহ—তদ্ভিন্নবিগ্রহ। সপরিকর শ্রীগুরুপাদপদ্মে আমাদের রতিমতি হইলেই মঙ্গল নতুবা রক্ষা নাই। বর্ত্তমানকালে মাদৃশ পতিত পামরের হৃদয় কপটতায় পূর্ণ রহিয়াছে। পরমপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং ভক্তগণে আকৃষ্ট পূজনীয় বৈষ্ণববৃন্দ অহৃক্ষণ শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন যে চেতনময়ী ভগবদ্বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই বাণী যে পর্য্যন্ত না আমাদিগের হৃদয়কে স্পর্শ করিবে বা দাগ বসাইবে, সেপর্য্যন্ত অপ্রাকৃত বাণীর সম্পূর্ণ আনুগত্যবুদ্ধি বা পূর্ণভাবে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে, প্রতি পদবিক্ষেপে অনুসরণ করিবার বৃত্তি আমাদিগের হৃদয়ে না জাগিবে সেই পর্য্যন্ত আমাদের গলদ আছে জানিতে হইবে। যে কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের মলিন চিত্ত সম্যগ্‌ভাবে মার্জ্জিত হইয়া শ্রীগুরুনিত্যানন্দ-পাদপদ্মে অকপট আর্ত্তি, বিলাপ, বিজ্ঞপ্তি জ্ঞাপন করিতে না পারিবে, যে পর্য্যন্ত গোকুলমহোৎসব শ্রীনামপ্রভুর কৃপালাভার্থে অহৃক্ষণ ব্যাকুল ও অধীর হইয়া গৌরনিত্যানন্দের কৃপাবরণ ও আনুগত্য বাঞ্ছা না করিবে, সে পর্য্যন্ত হৃদয়ে অন্যাভিলাষ আছে জানিতে হইবে। করুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম যদি কৃপাপূর্ব্বক স্বচরণে স্থান দান না করেন এবং কৃপা না করেন, তবে কি প্রকারে আমরা নিষ্কপটে তাঁহার পূর্ণানন্দময় শ্রীচরণকমলে অনন্যভাবে শরণাগত হইব? আমাদিগের চঞ্চল চিত্ত যে জন্ম-জন্মান্তরের ভোগবাসনায় প্রস্তর ও লৌহসদৃশ কঠিন হইয়াছে, তথায় তীব্র বৈরাগ্য কি ভাবে আসিবে? ভোগবাসনার প্রজ্বলন্তী শিখা কি প্রকারে চিরতরে নির্ব্বাপিত হইবে? গৌরপার্ষদ শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

> দেখ ওরে ভাই ত্রিভুবনে নাই
> এমন দয়াল দাতা।
> পশু, পাখী ঝুরে পাষাণ বিদরে
> শুনি' যাঁর গুণগাথা॥

এই অভয় চেতনবাণী আমাদিগের নিরাশচিত্তে আশার ক্ষীণ-প্রভা প্রদর্শন করিতেছে—বহু যোজনব্যাপী উত্তপ্ত মরুভূমি মধ্যে তৃণগুল্মলতাযুক্ত মরুদ্যানের সন্ধান প্রদর্শন করিতেছে। এই মহাজন-বাণী আমাদিগকে কৃপাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, অসীম করুণার সাগর গৌর-নিত্যানন্দের আশ্রয়গণের গুণগাথা শ্রবণানুকীর্ত্তন বা সুকীর্ত্তন ব্যতীত, তদানুসারিজনানুগমন ব্যতীত উদ্ধার লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। হে পতিতপাবন মদীশ্বর শ্রীগুরুদেব! আপনি নিজগুণে কৃপা করিয়া এ পতিতপামরের প্রতি আপনার অসীম করুণার একবিন্দু বিতরণ করুন, যাহাতে সে কোনকালে, যে কোন স্থানে আপনার ইচ্ছাবশতঃ অবস্থান করিয়াও আপনার শ্রীচরণকমলের সহিত নিত্যযুক্ত থাকিতে পারে এবং আপনার শ্রীমুখানঃসৃত চেতনবাণীই আপনার প্রকৃত স্বরূপ, একথা উপলব্ধি করতঃ আপনার সম্পূর্ণ আনুগত্যে সেই বাণী অনুশ্রবণ, অনুকীর্ত্তন ও অনুস্মরণ করিতে পারে। আপনার কোটিচন্দ্রসুশীতল অশোক-অভয় অমৃতের আধার-স্বরূপ শ্রীপাদপদ্মের ধারণা যেন নিত্যকাল পূর্ণভাবে হৃদয়াকাশে বিরাজিত থাকিয়া আমার চিত্তকে শুদ্ধ করে। "দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্" এই বাণীই যেন আমার একমাত্র সম্বল ও পাথেয়স্বরূপ হয়।

সারকথা

——::•::——

বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য

> ভক্তগণ হৈতে হবে জগৎ উদ্ধার।
> করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার॥
> আপনভক্তের গুণ শুনিয়া ঠাকুর।
> পাষণ্ডের প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর॥
> সংকীর্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতার।
> ভক্তজন পালি দুষ্ট করিমু সংহার॥
> সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
> পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ॥
> পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
> মিথ্যা নহে, কহি শুন মন দিয়া॥
> সেবকের হিংসা মুঞি না পারোঁ সহিতে।
> কাটিমু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥
> যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে।
> তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥
> এই তার প্রমাণ যবন হরিদাস।
> ব্রহ্মাদির দুর্লভ দেখিল পরকাশ॥
> যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
> জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে॥
> এ বচন মোর নহে সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
> ভক্তাখ্যান শুনিলেই কৃষ্ণে ভক্তি হয়॥
> যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়।
> সর্ব্বধর্ম্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয়॥
> সন্ন্যাসিসভায় যদি হয় নিন্দাকর্ম্ম।
> মদ্যপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম্ম॥
> মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্যগোসাঞি।
> বৈষ্ণবনিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি॥
> নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম সবে পাপ লাভ।
> এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ॥
> নিত্যানন্দ-গৌরচাঁদ যারে কৃপা করে।
> সেই সে বৈষ্ণববাক্য বুঝিবারে পারে॥
> সবারে করিল গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার।
> ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবনিন্দক দুরাচার॥
> শূলপাণি সম যদি ভক্তনিন্দা করে।
> ভাগবত-প্রমাণ তথাপিহ শীঘ্র মরে॥
> হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্ব্বজ্ঞ হই।
> সে জনের অধঃপাত সর্ব্বশাস্ত্রে কহি॥
> সর্ব্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
> বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে প্রাণ॥
> কান্দিয়া গৌরাঙ্গচন্দ্র কহেন সবায়।
> সেইক্ষণে হবে সর্ব্ব বৈষ্ণবের পায়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-অন্তরে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্ব্বপ্রধান পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী, গৌরাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজমান আছেন। সুপ্রাচীন এবং [illegible] নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) [illegible]দেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাঁটিতলা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বালিয়াটী-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওক্ পার্ক বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় [illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) নৈমিষারণ্য মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫১) কভূর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]শ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) আমর্দা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমর্দা, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৶০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম		৭৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুরশীতিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাসাধ্য ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসাধ্য [illegible] সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চতুর্দ্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। [illegible] খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিনবভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] দৈর্ঘ্য [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible], শ্রীগোপপাড়, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসারস্বত-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথামৃত কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে সংশোধিত করিয়া [illegible], তাহা "শ্রীশ্রীসারস্বত-সংলাপ" [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে [illegible]। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিক [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকগণের এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য প্রভৃতি মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং পরিশ্রমলব্ধ অমূল্য দান আস্বাদন করিয়া ভক্তগণের প্রাণ এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মুগ্ধ হউন। এই বিরাট, অতুলনীয় ও অভিনব গ্রন্থ সচিত্র ও নির্ভুল চিত্র সংবলিত। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দার্শনিকের ও ভারতীয় ধর্মের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৬৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইল, দাম পুরা পাঁচ টাকা। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভাপতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদীপ্ত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয়সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সুবিস্তৃত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। মূল্য ৫, পাঁচ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———:(•):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সঞ্জীবক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অতিমর্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্যবরের অনুজ্ঞায় সর্ববিদ্যাসমিতির সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু প্রধান শিক্ষাবাক্যও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৭নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible]

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। ম্যালেরিয়া গ্রস্থ জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-১৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৫-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯ ০৮	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৭		১৩-৫১	১৬-৫	১৮-৫১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৭-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৪-২৮	১৭-৩৯		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীমঠ
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ২৪শে মে, ১৯৩৯, বুধবার [৭২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

আসামের প্রতিনিধি লইতে দাবী

আসাম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সিদ্ধিনাথ শর্ম্মা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে আসামের একজন প্রতিনিধিকে গ্রহণের পক্ষে নানারূপ প্রবল যুক্তি দেখাইয়া কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও গান্ধীজীর নিকট দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন। আসামের একজন প্রতিনিধিকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে লইবার জন্য নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া, আসাম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির গত অধিবেশনে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে তাহার একপ্রস্থ নকল তিনি ঐ পত্রের সহিত প্রেরণ করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে কলিকাতায় নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির গত অধিবেশনের সময় কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত আসামের কতিপয় বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্মেলন

কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় রাষ্ট্র বিজ্ঞান সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী ও [illegible] অধ্যাপক গুরমুখ নিহাল সিংহ জানাইয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের ২রা, ৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারী ভারতীয় রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন লাহোরে হইবে। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ডাঃ পি এন ব্যানার্জ্জি উক্ত সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন। সম্মেলনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

(১) রাজনীতির সাম্প্রতিক ধারা।

(২) ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের কার্য্যক্রম।

(৩) আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ও কার্য্য।

১৯৩৯ সালের ৩১শে অক্টোবরের পূর্ব্বে এই সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। প্রবন্ধ ১৫ পৃষ্ঠার বেশী হইতে পারিবে না।

হুগলী কিষাণ-কর্ম্মিগণের উপর আইনজারী

হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে জিলা কিষাণ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সুধাংশুনাথ চট্টোপাধ্যায়, চন্দননগর কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের শ্রীযুক্ত কালী ঘোষ, জিলা-কিষাণ সভার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন হাজরা, শ্রীযুক্ত আনন্দ পাল, শ্রীযুক্ত বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সন্তোষ নন্দীর উপরে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছিলেন তাহা সংশোধন করিয়া এক নূতন আদেশজারী করিয়াছেন।

যে সমস্ত সভায় জমিদার, মহাজন ও গবর্ণমেন্টের অথবা কোনও শ্রেণী বিশেষের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা হইবে, সংশোধিত আদেশ দ্বারা উঁহাদিগকে সেই জাতীয় সভার আয়োজন করিতে অথবা সেই সমস্ত সভায় বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। উঁহারা কোন কোন সভায় জমিদারী ও মহাজনী প্রথা উচ্ছেদের জন্য অথবা খাজনা ও চাঁদা বন্ধের জন্য বক্তৃতা করিতে পারিবেন না।

প্রথম আদেশ দুই মাসের জন্য জারী করা হইয়াছিল। সংশোধিত আদেশ এই দুই মাসের বাকী সময়ের জন্য বলবৎ থাকিবে।

সংশোধিত আদেশজারীর ফলে উঁহারা ধর্ম্মীয় ও অরাজনৈতিক সভায় যোগ দিতে পারিবেন।

রেলওয়ে ফেডারেশন

রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফাইন্যান্স কমিটির সভা উপলক্ষে আগামী জুন মাসে রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যগণ যখন বোম্বাই যাইবেন, রেলওয়ে ফেডারেশনের প্রতিনিধিগণ তখন তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া জানা গেল।

রেলওয়ে ফেডারেশন ও রেলওয়ে বোর্ডের সাথে গত বৈঠক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিয়াই শেষ হইল। দুই দিনব্যাপী বৈঠক হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু আজ প্রাতেই উহা শেষ হইয়াছে। রেলওয়ে ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীযুত যমুনাদাস মেহতা সিমলায় পৌঁছেন নাই। বৈঠক স্থগিতের ইহাও একটি কারণ। রেলের অধস্তন চাকুরীয়াদের প্রোমোশন ফান্ড ও পাস পাওয়ার নিয়মকানুন এবং নূতন কর্ম্মচারীদের সংশোধিত বেতনের হার প্রভৃতি আলোচনাধীন বিষয়গুলি সম্পর্কে জুন মাসের বৈঠকে ফেডারেশনের প্রতিনিধিগণ নির্দ্দিষ্ট জবাব পাইতে চাহেন—এই কথা তাঁহারা উক্ত বৈঠকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও জানাইয়া দিয়াছেন যে, জুন মাসের বৈঠকে কোন সন্তোষজনক জবাব না পাওয়া গেলে দাবী জানাইতে বাধ্য হইবেন এবং ফেডারেশনের সভার অনুসারে তাঁহারা সরকারকে সালিশ বোর্ড নিয়োগ করিবার জন্য আবেদন করিবেন।

মন্ত্রিদলের সদস্যের নির্বাচন নাকচ

জানা গিয়াছে যে, অমৃতসর মুসলমান নির্বাচন কেন্দ্রে একজন ভোটার শেখ মহম্মদ সাদিকের নির্বাচন নাকচের জন্য যে আবেদন করিয়াছিল, তদনুসারে নির্বাচন ট্রাইবুনাল নির্বাচনে দুর্নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে বলিয়া নির্বাচন নাকচ করিবার জন্য এবং কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে নির্বাচনে দাঁড়াইতে না দেওয়ার জন্য গবর্ণরের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন। মহম্মদ সাদিক একটি উপনির্বাচনে মন্ত্রীদলের পক্ষ হইতে দাঁড়াইয়া ডাঃ কিচলু (কংগ্রেস) এবং চৌধুরী আফজল হককে (অহরার) পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হন।

ভারতীয়দের পুষ্টির অভাব

"অপুষ্টি প্রতিকার সমিতি" ভারতে পুষ্টিকর খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য এক জনসভা আহ্বান করেন। সভায় ভারতীয় সরকারী চিকিৎসা বিভাগের 'কর্ত্তা' স্যার জন মেগ, পুষ্টিকর খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য গঠিত ভারতের সমিতির সদস্য ডাঃ কাসেল উইলসন, ডাঃ মার্গারেট বালফোর, স্যার [illegible], অধ্যাপক নগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

বহু ভারতীয় ও ইংরাজ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বর্ণচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবাগ্রগণ্য অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামিপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত প্রণতিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৭০
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ৩৮
দশম স্কন্ধ— ৯
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধবাঁধা) ৯
৩। অমৃতপ্রবাহভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্দ্ধবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবমঞ্জুষা ১
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ১
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ।০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। দ্বাদশ-আলবর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶০
২২ ভজনরহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) (অর্দ্ধবাঁধা) ১
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-নির্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১
৪৯। আত্মনিবেদন
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়)
৫১। ব্রহ্মসংহিতা
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।
৫৬ আরত্রিক ও ভক্তিপথ ৶
৫৭। ঈশোপনিষদ (আগমনিভাষ্য) ।
৫৮। শ্রীগুরুদেবের ৶
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶
৬০। সাধ্যসাধন ৵

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ।
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶১
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵১
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶১

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। ভাগবত ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লড্স ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। [illegible] ৵০
৭৬। [illegible] ।০
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণকল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২১ ত্রিবিক্রম ৪৫০ গৌরাব্দ, ১০ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৪শে মে ইং ১৯৩৯, বুধবার ৭১শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ ত্রিবিক্রম বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫০

শ্রীআচার্য্যবাণী

নিত্যমুক্তেই মুক্তির অবস্থানের সম্ভাবনা—মুক্তির সাধনের সম্ভাবনা নহে। নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ যাহার কাল স্বষ্টির পূর্ব্ব হইতে ভক্তবিমুখ, তাহার পক্ষে নিজের মুক্তাবস্থা বা নিত্য ভক্তাঙ্গসেবের কথা আলোচনা করা সম্ভব নহে। মুক্তাবস্থার অভিমান তাহার বৃত্তিপথের অতীত, সুতরাং, বদ্ধাবস্থায় তাহার আলোচনা—শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তনাদি করিতে পারে না। স্বরূপে অবস্থিতি বা বিষ্ণুপাদপদ্ম-প্রাপ্তিই মুক্তি। সেই বিষ্ণুপাদপদ্মই নিত্য, তাহার দর্শক ও দর্শনও নিত্য। বিষ্ণুপাদপদ্মেই নিত্যস্থিতি বা নিত্যসত্তা আছে। স্বরূপভ্রষ্ট হইলে জীবের দর্শন কৃষ্ণ-পাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। তখন বিষ্ণুসম্বন্ধে দর্শন হয় না—দ্বৈত দর্শন হয়। ঐ দ্বৈত-দর্শনে বিষ্ণুর সম্বন্ধ না থাকায় স্থিতি বা নিত্য সত্তার উপলব্ধি হয় না, তখন বদ্ধজীব নিজকে পরিবর্ত্তনযোগ্য মাংসপিণ্ড বা মনোধর্ম্মী মনে করে। বিষ্ণু জড়-বস্ত-দর্শনে আপনাকে জেকেন, দি জানিতে পারেন। তখন আর মাংসমাত্র দর্শন হয় না। চিদ্বিলাসী ভগবান্ সর্ব্বদা চিদ্বিলাসে রত থাকেন। তিনি পরিবর্ত্তনযোগ্য মাংসপিণ্ডদর্শনের অন্তর্ভুক্ত কোন প্রকার জড়বিশেষযুক্ত নহেন, অথবা জড়ধারণার অতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মমাত্র নহেন, তিনি চিদ্বিলাসময় বৈকুণ্ঠাধিপতি। দেবীধাম জড়বিশেষযুক্ত অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক; তাহার পর বিরজায় ত্রিগুণসাম্যাবস্থা; তাহার পর ব্রহ্মলোক বা মহেশধাম—চিদ্ব্রহ্ম—চিন্মাত্রাবস্থা বা নির্ব্বিশেষ-ধাম। তাহার পর চিদ্বিলাসময় পরব্যোম। তাহা বাস্তব-বস্তু বা স্থান transcendental positive real space. জড়বিলাসের কুণ্ঠা সেখানে নাই। বৈকুণ্ঠাধিপতি স্বীয় চিদ্বিলাসে রত; সৃষ্টি, স্থিতি বা সংহারের কার্য্যের মধ্যে তিনি নাই। স্থিতি বা পালন বিষ্ণুর কার্য্য। বিষ্ণুর সহিত মায়ার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই। কারণ, গর্ভ ও ক্ষীর এই তিনটি সংজ্ঞা জীবজগৎ ও জড়জগতের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, কিন্তু পুরুষাবতারত্রয় স্বয়ং মায়াতীত।

বৈকুণ্ঠাধিপতি চিৎসবিশেষযুক্ত অর্থাৎ ইতর বা ব্যতিরেক ভাবের সংস্পর্শহীন হইয়া স্বতন্ত্রই অর্থাৎ স্বরূপগত লীলার positive phase এ অবস্থিত। পরশক্তির সহিত শক্তিমানের এই যে বিলাস, ইহা শক্তিমানের স্বরূপবিরোধী ব্যাপার নহে; কারণ, পরশক্তি ও শক্তিমান্ স্বরূপতঃ অভিন্ন, চন্দ্র অথবা বিম্বের ন্যায় বিরাজমান। পরশক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ বা পার্থক্য নাই, তবে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। 'বিশেষ' শব্দের অর্থ—ভেদবৎ প্রতীয়মান, কিন্তু ভেদ নহে। 'ভেদ' ও 'বিশেষ' শব্দের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য আছে। 'ভেদ' শব্দের অর্থ—সত্তা বা রূপগত পার্থক্য।

অচিদ্বিলাসে রত ব্যক্তিগণ নিত্যবস্তু-দর্শনে বঞ্চিত হইয়া নশ্বরতাই দর্শন করে। বিষ্ণুর দর্শনে নিত্যতা আছে, "সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" ইহারা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া সৃষ্টি ও ভঙ্গ—ব্রহ্মার সৃষ্টিকার্য্য ও রুদ্রের সংহার-লীলার তাণ্ডব সর্ব্বদাই দর্শন করে। জড় জগতের নশ্বরতা দর্শন করিয়া ক্রমে নির্ব্বিশেষ ধারণারূপ "সর্ব্বতোভাবে মৃত্যুকে আশ্রয় করে।" বৌদ্ধগণের মতে অস্তিত্বের চিরতরে লোপই নির্ব্বাণ। উহাই আত্যন্তিকভাবে মৃত্যু। ক্ষণিক শব্দের অর্থ—transient, short-lived. বৌদ্ধবাদে বিলাসহীন austerity, pessimistic view দ্বারা বৈদান্তিকের নশ্বরত্ব উপলব্ধি হয়। এই অবস্থা ক্ষণিক। জড়বিশেষহীন বা স্তব্ধত্ব অর্থাৎ গুণসাম্যাবস্থায় জীব বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না; উহা একটা সাময়িক অবস্থামাত্র। বিপরীত দিক্ হইতে অগ্রমুখী হইতে পারে, কিন্তু ঐ অবস্থাটা কিছু জীবের নিত্য অবস্থান নহে।

মায়াবাদিগণ জড়বিশেষহীন অবস্থায় অবস্থিত হওয়াকেই "মুক্তি" মনে করে; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে ঐ অবস্থাও নিত্য নহে। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" শ্লোকে এই কথাই বলা হইয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মভূত অবস্থায় উপনীত হইয়া যদি পরা ভক্তিকে আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলেই প্রকৃতপক্ষে মঙ্গল হইতে পারে, নতুবা শীঘ্রই ঐ সাময়িক শান্ত অবস্থা হইতে পতন হইয়া থাকে।

জীবের ভাস্বর ... ... এবং, উহাই নশ্বর। চৈতন্য এই ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা দ্বারা জীব ... ভোগবাঞ্ছাই পোষণ করে। ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা নশ্বর বস্তু ভোক্তা সাজে, কিন্তু নিজ নশ্বর ... এবং জীবের উপাদানে ভোক্তৃত্ব না থাকায় ভোগ করিতে যাইয়া ... প্রাপ্তি কিছুই তাহার বাসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণ অতৃপ্ত বাসনাতাড়িত হইয়া নশ্বর বস্তুর অনুসন্ধানে ... ফলে কাপট্য, দুঃখ-ভয় লাভ হইয়া থাকে এবং তাহাতে বাসনা নিবৃত্ত না হইয়া বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। প্রাকৃত জগতের বস্তু পরিণামশীল বলিয়া এখানে বাসনা বা ইন্দ্রিয়ের তৃষ্ণার শান্তি হয় না। প্রাকৃত রাজ্য অতিক্রম করিয়া, বিরজা, ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে অধোক্ষজের সেবা ব্যতীত তাহাদের অন্য গতি নাই। প্রাকৃত রাজ্যের নশ্বরতাদি কুণ্ঠা বা জড়বিশেষ বৈকুণ্ঠে নাই। ইন্দ্রিয়ের বাসনা অতৃপ্ত অর্থাৎ শক্তিবিশিষ্ট; তাহা কখনও নির্ব্বিশেষভাবে নিত্য অবস্থিত হইতে পারে না। অধোক্ষজের সেবায় নিযুক্ত হইলে জড়বিলাস দূর হইয়া যায়, জীব তাহার স্বরূপ ও বৈকুণ্ঠ-প্রকাশের অস্তিত্ব করে। এই অবস্থা অতিক্রম করিবার পর আপনার নিত্যাবস্থার উপলব্ধিতে বৈকুণ্ঠাধিপতি ... সেবা হয়। বৈকুণ্ঠ হইতে উর্দ্ধ অযোধ্যা, তথা হইতে দ্বারকা, তথা হইতে মথুরা এবং তথা হইতে বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ। ক্রমেই অধোক্ষজ ধামে কৃষ্ণসেবার উৎকর্ষ এই সকল ধামে বর্দ্ধমান। বৃন্দাবনের মধ্যেও আবার গোবর্দ্ধন ও তাঁহার

দ্বারে দ্বারে জয় ধ্বজা ...

বিনা না ... ...

পাশেই রাধাকুণ্ড—সেখানে, তীর গতি-বিশিষ্ট। এই স্থানই "কুণ্ড তাণ্ডিনী রতি" লোকের অনুশীলনভূমি। ইহাই রাগ—পন্থার কথা। ইহা [illegible] শ্রেষ্ঠ গতি আর কি হইতে পারে? [illegible] শব্দের অর্থ—[illegible], প্রাপ্য। এই [illegible] অতি পরমসৌভাগ্য [illegible]।

দুঃসঙ্গ-বর্জন

([illegible] ব্রহ্মচারী, [illegible])

সাধু যে কৃষ্ণনাম লই বাস চাই।
সংসার [illegible] আর কোন [illegible] নাই॥

যাহারা সৎ-পথ অনুশীলন করেন, তাঁহারাই সৎ বা সাধু। এই সাধুর সঙ্গ বা কৃপা [illegible] হয় না। কৃষ্ণনাম করিতে হইলে সাধুর সঙ্গ [illegible] হইবে। সাধুর সঙ্গী [illegible] কৃষ্ণনাম [illegible] বৃত্ত করিয়া থাকেন। [illegible] ভগবানের [illegible] [illegible] বৃন্দাবন [illegible] কোথাও [illegible] না। [illegible] কৃষ্ণসেবার [illegible] সঙ্গে, সঙ্গে থাকিলে—অনুগত, আনুগত্য, [illegible] ভগবানের [illegible] কৃপা লাভ করা যাইতে পারে। নামাচার্য্য কৃষ্ণনাম প্রদান করিতে পারেন। নামপ্রদাতা শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] কৃষ্ণনাম প্রদানের [illegible] আর [illegible] না। তাঁহাকে ও [illegible] বার [illegible] সেখানে [illegible]। হরিনাম গ্রহণ বা হরিকথা শ্রবণ করিতে [illegible] হইবে। আশ্রয়বিগ্রহগণকে বিষয়বিগ্রহের সেবাই করেন। আশ্রয়বিগ্রহ [illegible] সেখানে বিষয়ের সেবা, সেখানে সাত্ত্বিকতা বা [illegible] মায়াসার হইয়া পড়ে। আশ্রয়-বিগ্রহকে আশ্রয় করিলাই বিষয়বিগ্রহ ভগবানের [illegible] করা যায়। আশ্রয়বিগ্রহ আমাদের [illegible] প্রদানকারী শ্রীগুরুদেব [illegible]। এই বৈকুণ্ঠ [illegible] ধারা শ্রৌত [illegible] প্রবাহিত হইতেছে। গৌড়ীয়-আম্নায়ে [illegible] এক ধারা প্রবাহিত থাকে। এই ধারা, [illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন এবং [illegible] বর্ত্তমানে সেই ধারার [illegible] সংরক্ষক হইয়াছেন আমাদের আচার্য্যদেব পরমহংস অষ্টোত্তরশত শ্রী [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] গোস্বামী ঠাকুর। [illegible] তিনিই [illegible] হরিকীর্ত্তনকারী—হরিনিত্যকারী—কৃষ্ণনাম-প্রেমপ্রদানকারী নামাচার্য্য। সেজন্য এই বিষয়বিমুখ বিশ্বে আর গুরু নাই—নাই—নাই।

এই হরিকীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] না করিলে মঙ্গল হইবে না। প্রকৃত [illegible] কৃপা, [illegible] বা সেবা [illegible] কৃপা পাওয়া যায় না [illegible] হয় না। প্রকৃত [illegible] বা কৃপা পাইলেই [illegible] সকল [illegible] হইবে। শ্রীল [illegible] কৃপা [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা [illegible]। [illegible] শ্রীল [illegible]। [illegible] [illegible] না, [illegible] আচার্য্যদেবের [illegible] [illegible] না, [illegible] হয় না, [illegible] স্থান [illegible] পায় না। [illegible] আমাদের মঙ্গল [illegible] বুঝিতে পারে না [illegible] আমাদের [illegible] পাইতে না [illegible] হইতে [illegible] [illegible] কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। [illegible] সেবা [illegible] হইয়া [illegible] লোক [illegible] করিয়া উহা প্রকাশ করিতে থাকে। [illegible] সেই সকল [illegible] লোকের [illegible] থাকিতে হইবে—[illegible] ত্যাগ করিতে হইবে [illegible] করিতে হইবে। এই সকল [illegible] না করিলে [illegible] হইবে না। [illegible] [illegible] সঙ্গ [illegible] করিতে [illegible] না [illegible] [illegible] পাদপদ্মের কোন সম্বন্ধ নাই—তাহাদের [illegible] সকল নীচ-প্রকৃতি লোকদের কোনও প্রকার সাহায্য করিতে হইবে না বা তাহাদের নিকট হইতে কোন সেবাও গ্রহণ করা হইবে না।

যাহারা কৃষ্ণের প্রতি—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আচার্য্যপাদপদ্মের প্রতি বৎসর বা শ্রদ্ধাহীন—শাস্ত্রসিদ্ধান্তে যাহাদের বিশ্বাস নাই, সেই সকল নীচ ব্যক্তির সেবা মঠ্য [illegible] সমস্ত করিতে হইবে না। প্রাণ যায় সেও ভাল, তথাপি নীচের সেবা করিতে হইবে না বা তাহাদের নিকট হইতে কোন সাহায্য লইতে হইবে না। কে সাধু, কে অসাধু তাহা [illegible] কষ্টিপাথরে [illegible] দেখিতে হইবে—[illegible] বিবেক [illegible] হইবে। [illegible] [illegible] না। প্রকৃত সাধু [illegible] [illegible] সেবা [illegible] হইবে। [illegible] সাধু [illegible] তাঁহার [illegible] হইবে, [illegible]।

[illegible] সৎ, সাধু, গুরু বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ [illegible] আমাদের শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম। [illegible] [illegible] সাধু [illegible]। শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] যে পরিমাণে [illegible] বা [illegible] সেই পরিমাণে সাধু। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা [illegible] কেহই ভগবানের সেবা পাইতে পারেন না। তিনি যাহাকে তাঁহাকে সেবাধিকার কৃষ্ণ দিতে পারে। শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা ছাড়া কেহই শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা পাইতে পারেন না। নিজেকে শ্রীল আচার্য্যদেবের শিষ্য বলিয়া উপলব্ধি না হইলে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে কখনও শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন না বা করেন নাই, একথা ধ্রুবসত্য। তিনি যে পরিমাণে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত [illegible] সেই পরিমাণে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা পাইয়াছেন বা পাইবেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা একটাই জিনিষ। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের ব্যক্তিত্বের মধ্যে [illegible] বা তাঁহার সঙ্গসেবা হয় না। [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনও দিন [illegible] হয় না বা হয় নাই, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাই বলি, যদি আমরা প্রকৃত [illegible] চাই, তাহা হইলে দৃঢ়—[illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রী[illegible] [illegible] হইবে [illegible] হইতে হইবে। নতুবা [illegible] সমুদ্রে আশ্রয়হীন অবস্থায় হাবুডুবু খাইতে হইবে। ছদ্ম-বেশী কলি উপগ্রহগণ সাধুর বেশে—সজ্জনের বেশে—মহতের বেশে জীবকে অমঙ্গলের দিকে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ প্রস্তুত আছে। একটু ফাঁক পাইলেই সেই সুযোগে জোর করিয়া অসৎপথে লইয়া যাইবে, তথা সর্ব্বনাশ সাধন করিবে। তাই অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুর সঙ্গ করিলে—সাধুর কীর্ত্তিতবাণী শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া শ্রবণ করিলেই সুবিধা হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-নিরত ব্যক্তির নামই সাধু। যিনি নিত্য কৃষ্ণকথায় দিন কাটান—হরিকথাই যাঁহার প্রাণ—সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-সেবার জন্য যিনি ব্যস্ত, তিনিই সাধু। যাঁহার সকল ক্রিয়া-কলাপ, কাজ-কাম, চাল-চলন, সকল চেষ্টার মধ্যেই কৃষ্ণসেবার জন্য ব্যস্ততা, তিনিই সাধু, গুরু, মহাজন বা আচার্য্য। তিনি অনিত্য জগদ্দ্বন্দ্বের কথায় দিন কাটান না। আমরা যে সকল কথা সাধুকে জানিতে দিই না—যে সকল কথা অতি গোপনে চাপা রাখি, যে সকল কাজ চন্দ্র-সূর্য্যেরও অগোচরে করি, প্রকৃত সাধু সেই সকল কথা আমাদের নিকট হইতে বাহির করিয়া তাহার উপর অস্ত্রোপচার করেন। প্রকৃত সাধু কাহাকেও তোষামোদ করেন না—কাহারও গায়ে হাত বুলাইয়া—মিষ্টি কথা বলিয়া—অর্থাদি দিয়া সাহায্য করিয়া তাহাকে বশীভূত করিতে চান না। তিনি আপাত-অপ্রিয় তীব্র নিখুঁত বাস্তবসত্য বাণীই কীর্ত্তন করেন—আলো-অন্ধকার, সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দের আপোষ-মীমাংসা করিয়া কোন কথা বলেন না। তিনি জগতের কাহারও খাতির রাখিয়া কথা বলেন না। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলের অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া এইরূপ সাধুর সঙ্গই সর্ব্বতোভাবে করিতে হইবে। আমাদের একমাত্র কার্য্য—যাহারা অসৎ, তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করা ও অকৃত্রিম সাধুর সেবায় পরিনিষ্ঠিত হওয়া। যাহারা কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা বিলাসের কথা বাদ দিয়া নির্ব্বিশেষ বিচারের কথা লইয়া বিষয়-কথাকেই কৃষ্ণকথা বলিয়া চালান—যাঁহারা কপটেই ভক্ত বলিয়া লোক-বঞ্চনা করিবার জন্য ব্যস্ত—যাঁহারা লোকের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতে অতি দক্ষ, সেই সকল অসতের সঙ্গে অসহযোগ না করিলে সতের সঙ্গে সহযোগিতা হইবে না। যিনি আচার্য্যসেবাবিমুখ তাঁহার সঙ্গে অসহযোগ করিয়া আচার্য্যপাদপদ্মরেণুগণের সহিত সহ-যোগিতা করিতে হইবে—রামের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর ন্যায় রামসেবোন্মুখী হইতে হইবে—আচার্য্যের অপার করুণার একবিন্দু প্রার্থী হইতে হইবে—আচার্য্যদেবকে নিজজনের পর জানিতে হইবে—ভগবদ্ . ভক্তবেদি-

কৃষ্ণভাবে [illegible]

জনের প্রতি ক্রোধ দেখাইতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরু। জগদ্গুরু—সমগ্র জগতের গুরু; আমার গুরুবিদ্বেষী—জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী মনুষ্যমাত্রের বিদ্বেষী। গুরুদ্বেষিজনের প্রতি ক্রোধ করতে হ'বে, সেটা কীর্তনের অঙ্গবিশেষ, তা' না করাটাই অন্যায়।" গুরুবিদ্বেষী অসতের সঙ্গে কোনও সহানুভূতি দেখাইতে হইবে না। শিষ্য অভিমান করিয়া—গুরুপুত্র অভিমান করিয়া গুরুবৈষ্ণব-বিরোধীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কি শিষ্যের কৃত্য? আমার সম্মুখে গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা হয় হউক, আর আমি নিরপেক্ষ হইয়া লোকের অপ্রিয় হইব না এবং উদারতা দেখাইব, ইহাতে কোন মঙ্গল হইবে না। নিরপেক্ষ বলিয়া কোন কথা নাই। আলো ও অন্ধকারের মধ্যে কোন স্থান নাই। হরি-ভক্তির রাজ্যে নিরপেক্ষ বলিয়া কোন কথা নাই। ভগবদ্ভজনের মূলেই সাপেক্ষধর্ম বিরাজিত। সর্বদা হরিগুরু-বৈষ্ণবের পক্ষে থাকিয়া—গুরুবৈষ্ণবের অনুগত থাকিয়া ভগবদ্ভজন-প্রয়াসই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর একমাত্র কর্তব্য। রূপানুগগণ—ব্রজবাসিগণ সর্বাপেক্ষা বেশী সাপেক্ষ-ধর্মপর। যিনি যে পরিমাণে গুরুবৈষ্ণবের পক্ষপাতী—যে পরিমাণে শ্রীগুরুপাদপদ্মের—আচার্য্যপাদপদ্মের পক্ষপাতী তাঁহার বৈষ্ণবতার পরিমাণও তত। শ্রীভক্তিবিনোদ-ধারার ভক্ত সকলেই বিষ্ণু-বিগ্রহের চেয়েও আশ্রয়বিগ্রহের অধিক পক্ষপাতী। সেইজন্যই আচার্য্যকিঙ্করগণ কীর্তন করেন—

আচার্য্যপক্ষ ছাড়ি যে জন সে জন
যে ভাবে সে ভাবে থাকে।
আমি ত' আচার্য্য- পক্ষপাতী সদা
কভু না হেরিব তাকে॥

শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহারা আচার্য্যনিন্দুক, তাহাদের সঙ্গ করিতে হইবে না—তাহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিতে হইবে না। তাহাদের সহিত অসহযোগ করিতে হইবে। তাহাদের সঙ্গে আলাপাদি করিলে—সম্মান প্রদর্শন করিলে, এমনকি তাদের স্নেহ-ভালবাসাদি বা দণ্ডবৎ-প্রণামাদি গ্রহণ করিলেও হরিভক্তি হইতে পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই বলিতেছি, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধকমাত্রেরই সেই সকল বহির্মুখের সঙ্গে অসহযোগ করা উচিত।

ভুলি ভক্তিবহির্মুখ সঙ্গ না করিব।
গৌরাঙ্গ-বিরোধী জনার মুখ না হেরিব॥
দূরেতে দণ্ডবৎ বিনোদসেবক হেন
আচারাচরণ করি সার॥

যৎকিঞ্চিৎ

——শ্রী ঃ)ঃঃ-

আমরা ব্যক্তিগত পীড়নে, নিন্দা, তিরস্কারাদিতে কখনও অসহিষ্ণু হইব না পাথরের মত সব সহ্য করিয়া যাইব—ভগবানই আমার সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিবার জন্য এইরূপ বলাইতেছেন মনে করিয়া সেদিকে উদাসীন থাকিব। কিন্তু যদি কোন অভক্ত আমার প্রভু গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা করে, তাঁহাদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার আরম্ভ করে,—তাঁহাদের প্রতি মাৎসর্য্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে গুরুবৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থী আমরা কি চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিব? হরিদাস ঠাকুরকে বাইশবাজারে বেত্রাঘাতকারিগণকে কি প্রাণের বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিব? গুরুভক্তি বা গুরু-প্রীতির কি ইহাই পরিচয়? শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচার দর্শনে সম্পূর্ণ অসহিষ্ণু হওয়াই বৈষ্ণবতার আরম্ভ। আমার মন একটা ভয়ানক কৃষ্ণকার্ষ্ণ-বিদ্বেষী। সে কখনও গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মচিন্তা—তাঁহার সুখচিন্তা করে না—গুরুপাদপদ্মের মহিমা-কীর্তন করে না, কেহ কীর্তন করিলেও তাঁহার মুখবন্ধ করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে উঠিয়া পড়িয়া লাগে। নিজসুখে সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকায় কিসে গুরুবৈষ্ণবের সুখ হয়—আনন্দ হয়, সে কথা বুঝিতে পারে না। সমস্ত দিন পরচর্চায় কাটাইয়া দেয় "কামুকা পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ" ন্যায়ানুসারে সর্বক্ষণ পরছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত থাকে, নিজের দোষ কিছুতেই দেখিতে পায় না। এমন পাষণ্ড গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী মন আমার সে নিজেও হরিভজন করিতেছে না, শ্রীগুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাপ্রীতি করিতেছে না এবং অপর কেহ করিতে গেলেও তাহাকে প্রাণপণে বাধাপ্রদান করিতেছে। মনে করিতেছে আমি বৈষ্ণব—আমি গুরু, আমার আশ্রয় গ্রহণ করিলে—আমার অনুগত হইলেই সকলের মঙ্গল হইবে—আমিই সকলকে শ্রীগুরুপাদপদ্মে, কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিব। আমার আনুগত্যেই সকলের গুরুসেবা কর্তব্য। শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রদত্ত আমার খুব লম্বা-চওড়া সার্টিফিকেট আছে—কত মান-সম্মান আছে, অতএব আমার অনুগত না হইলে লোকের কোনও সুবিধা হইবে না। এই যে পাষণ্ড মন আমার, সর্বপ্রথমে তাহাকেই নিগ্রহ করিতে হইবে—তাহার দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে—গুরুবৈষ্ণবের তীব্র উক্তি-রূপ কৃপা-আশীর্বাদরূপ কপট পুত্তলিকারূপী মনের জন্য সংশোধন করিতে হইবে। পাষণ্ড মন দমন করিতে পারিলেই আমরা গুরুপাদপদ্মের বা-সেবা করিতে পারিব। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত করিয়া নিদ্রাকাল পর্যন্ত এবং নিদ্রাকালেও গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী আমার দুর্জনকে শতসহস্র শতমুখী দ্বারা নীরবীকৃত করিতে হইবে। জুতা মারিয়া সর্বক্ষণই তাহার প্রতি ক্রোধ দেখাইতে হইবে নিজেকে পবিত্র করিতে হইলে যাহাতে আদর্শচরিত্র হইয়া—আচার্য্যভৃত্যের ভৃত্য হইয়া মঙ্গললাভ করিতে পারি—যাহাতে সর্বক্ষণ আচার্য্যানুগত্যে—আচার্য্যসুখে গোপালসুখ জানিয়া গুরুপাদের সেবা পারি তজ্জন্য যত্ন করিতে হইবে। মনের দুঃসঙ্গে পড়িয়া আমার কৃষ্ণসেবা-সুখকে বিসর্জন দিতে হইবে না। দুর্জন আমার সর্বক্ষণ চেষ্টা করিতেছে আমাকে গুরুবৈষ্ণবসেবা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য। গুরুপাদপদ্মে আমার যে কোমল শ্রদ্ধাটুকু হইয়াছে তাহাকে নষ্ট করিয়া সেখানে অপরাধের বীজ সঞ্চার করাই তাহার কার্য্য হইয়াছে। সে নিজেও নরকে যাইবে এবং অপরকেও নরকে লইয়া যাইবার জন্য চেষ্টা করিবে—ইহাই তাহার কার্য্য।

হরিবিমুখ জগতে হরিসেবাবিরোধী চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট লোকের অভাব নাই। কোমলশ্রদ্ধ কনিষ্ঠাধিকারী মাদৃশ ব্যক্তির ঐরূপ দুঃসঙ্গে পড়িবার খুবই সম্ভাবনা, যদি সাধুশাস্ত্রবাণীর প্রতি একটু উদাসীন হই। আমাদের সর্বক্ষণ জানিয়া রাখা উচিত—আমরা গুরু-সেবার জন্য মঠবাস করিতেছি। মঠবাস করিয়া যদি গুরুসেবা না হইল—অনর্থের প্রাবল্য দিন দিন না কমিয়া যদি বাড়িতেই থাকিল—কিসে গুরুর সুখ হয় তাহা বুঝিতে না পারিলাম—গুরুপাদপদ্মে বিক্রীত পশু হইতে না পারিলাম—"আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া" বিচারে তাঁহার অমায়ায় শাসন-বাণী অনন্যমস্তকে স্বীকার করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে সেইরূপ মঠবাস করিয়া কি লাভ হইবে? আমরা ত' গুরু-সেবার জন্যই পিতা মাতা-আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন মঠে আসিয়া অসতের পাল্লায় পড়িয়া—মায়ার চক্রে পড়িয়া তাঁহাকে ভুলিয়া যাই কেন? শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবাতে যে বাধা দেয় সেই সকল অসতের সাথে আমার কিসের সম্বন্ধ? মঠে বাস করিয়া মঠের বিরুদ্ধ কথা শুনিব কেন? মঠ বা মিশন ত' শ্রীগুরুপাদপদ্ম—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম। তাঁহার বিরুদ্ধ কোন কথা শুনিব না। যে ডালে বসিয়াছি সে ডাল কখনই কাটিব না, যাঁহাকে আজ গুরু—প্রভু বলিয়া স্বীকার করিলাম—যাঁহার পাদপদ্মে মস্তক বিক্রয় করিবার জন্য—জীবনপুষ্প অঞ্জলি দিবার জন্য বিশ্ববাসী সকলকে আহ্বান করিলাম, তৎপরে আবার কেন তাঁহাকে লঘু বলিয়া প্রচার করি—গুরুকে গুরুর আসন হইতে নামাইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগি—আমি বুঝি গুরু-ভাঙ্গাগড়ার মালিক! গুরু বুঝি আমার হাতের কাঠামো যখন ইচ্ছা ভাঙিতে বা গড়িতে পারি! কিন্তু মন জেনে রেখো, গুরু—গুরু, লঘু নহেন। তাঁহাকে কেউ গুরুর আসনে বসাইতেও পারে না আবার নামাইতেও পারে না; এ ক্ষমতা বিশ্ববাসী দেবতা-মনুষ্যাদির কাহারও নাই। সর্বোত্তম পূজ্যবস্তু—বৃহদ্বস্তু শ্রীবিষ্ণু। সেই সর্বোত্তম বস্তু—বৃহত্তম বস্তু যাঁহাকে বড় করিয়াছেন, সর্বোত্তম পূজ্য হইয়াও যাঁহার পূজা করেন—যাঁহাকে মস্তকে, বক্ষে ধারণ করেন, যাঁহাকে একমুহূর্ত না দেখিলে পাগল হইয়া যান, সেই গুরুপাদপদ্ম কি আমার মতামতের আসামী? আমি ভাল বলিলেই ভাল হইবেন—গুরু বলিলেই গুরু হইবেন আর না বলিলে হইবেন না। সেইজন্যই বলিতেছি, আমি এইরূপ চঞ্চল অসজ্জনের সঙ্গে কোন মিত্রতা করিব না—তাহার মুখদর্শন করিব না—তাহার সহিত কোনও সংস্পর্শ রাখিব না—এইরূপ তীব্রপ্রতিজ্ঞ হইয়া তাহা বর্ণে বর্ণে পালন করিতে যত্নপর হইব। আমি ত' কাহারও মুখ দেখিয়া সংসার ত্যাগ করি নাই—কাহারও ভালবাসা—স্নেহ পাইব বলিয়া পিতামাতাকে কাঁদাই নাই, গুরুপাদপদ্ম— আচার্য্যপাদপদ্ম-সেবা করিবার জন্য—তাঁহার শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করিবার জন্যই ত' মঠে আসিয়াছিলাম। তবে মঠে আসিয়া অসতের পাল্লায় পড়িয়া—সুন্দরী মনোমোহিনী শূর্পনখার মোহে পড়িয়া—বাহ্যদেশে পূজনায় স্নেহ-ভালবাসায় ভুলিয়া—দক্ষের কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া গুরুপাদপদ্মকে ভুলিয়া যাই কেন? তাহাদের সহিত আমার কিসের সম্বন্ধ? খুব বড় জিনিষের—বড় আশার আসিয়া ক্ষুদ্রবস্তুতে আটকাইয়া গেলে সুবিধা কি কারও হইবে?

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে।
সুদর্শন অস্ত্রে সে পাপী পুড়ে মরে॥
সবার করিব গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা এক পাপী বৈষ্ণব-নিন্দক দুরাচার॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সরস্বতী-[illegible] শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-[illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে [illegible] প্রতিষ্ঠিত। [illegible] পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] [illegible] গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

বিল্বপুষ্করিণী, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীল বাসুদেবের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ভক্তদেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

হাটডাঙ্গা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) [illegible]-আশ্রম

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) মদন-গোপাল মঠ

পোঃ পাণিহাটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওক্ পাণ্ডাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গন্ধাবাগ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] গোদাবরী [illegible]
শ্রীশ্রী[illegible]-গিরিধারীর সেবা

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তি কুটী—[illegible], পুরী

(৫৫) [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

চিকন্দি, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং [illegible]
[illegible], [illegible] রোড
[illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
অক্ষরযুক্তে প্রতি লাইনে ।০	৵০	৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ পয়সা। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

[illegible]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-পরিবী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নবেদন" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিবৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, গ্রন্থ-পাদ-শ্লোক ও পত্রাঙ্ক-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকাটোর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীনামহট্টোদ্যান[illegible], [illegible], পোঃ [illegible], [illegible]।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:(০):—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

[illegible]

[illegible] — [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] পরিচিত [illegible]। [illegible] দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর [illegible] ব্যবস্থা [illegible] খাওয়া ও বেতনাদিসহ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] ৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সাধারণ মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংস-কুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ [illegible] জিজ্ঞাসু ও [illegible] সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণোদ্দেশে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার নিকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদের শ্রীমুখে সংগৃহীত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম সংকলনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিক বিরহোৎসব-বাসরে [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। যাবতীয় জীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম্‌-এ মহোদয়ের অপূর্ব্ব লিপিকৌশলে সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গ্রন্থাবলীর সারসংগ্রহ এবং পাশ্চাত্য লেখকগণের অভিমত আলোচনা করিয়া প্রকাশিত দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-গ্রন্থ বাহির হইল। এত বিস্তৃত, অতিনব ও অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রামাণিক ও বিবিধ চিত্রসম্বলিত। কাঠ ও পাশ্চাত্য বাহ্যিক নানা দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ওলন্দাজ অধ্যায়ে প্রায় ৭৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ ভূমিকা (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার মুখবন্ধ (Preface) বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সূচীপত্র (Index & Glossary), সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—[illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———:(*):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অলৌকিক জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্যতম সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৯৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর চাটিয়াটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্‌)

আপ্‌

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭ ০৬	১২-২৬	১৪-৪৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৩৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৬	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৩৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২০	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

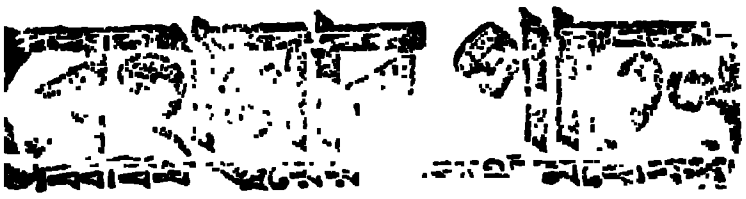

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাট্‌তি এত অসম্ভব অধিক। পিলার প্লীহা সংযুক্ত কামলাদি এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

লাল বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ-শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম— শ্রীধাম
মায়াপুর

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর— ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ২৫শে মে, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার | ৭৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ফিনিক্স মিলের শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ফিনিক্স মিলে পুনরায় কাজ আরম্ভ করিতে বাধা দিবার জন্য প্রায় ১০ হাজার শ্রমজীবী সমবেত হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শন করে; তাহাদের মধ্যে এক হাজার নারী ছিল। পুলিশ কমিশনার সমস্ত্র এক দল পুলিশ-সহ উপস্থিত হওয়ায় কোন হাঙ্গামা ঘটিতে পারে নাই।

প্রকাশ যে, একটি মোটর লরী যখন এক দল নূতন শ্রমজীবী লইয়া আসিতেছিল তখন শ্রমিকদের মধ্যে কেহ কেহ উহার উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করে; পক্ষান্তরে ছয় শত নারী মিলের ফটকে শুইয়া পড়িয়া উহার গতিরোধ করে।

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মিলের মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ-মীমাংসার জন্য বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ দিবাতিয়াকে মধ্যস্থ মান্য করা হয়; কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের প্রতিকূল হওয়ায় তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় কাজ আরম্ভ করিতে অসম্মত হয়।

মিল কর্তৃপক্ষ নূতন শ্রমজীবী সংগ্রহের চেষ্টা করিলে পুরাতন শ্রমজীবিগণ উহা বিফল করিবার জন্য মিলের উপর দৃষ্টি রাখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ফলতঃ প্রজাসেবকদল ও রিজার্ভ পুলিশ ঘটনাস্থলে রবিবার হইতে এখনও তথায় উত্তেজনা

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন

গত ১৪ই মে মালদহের সদর থানার অন্তর্গত সাওঘাটরা গ্রামে কৃষকদের এক সভা হয়। মোঃ নিজামান হাজী সভাপতির আসন গ্রহণ করার পর কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ কৃষকদিগকে তাহারা যে মুসলিম লীগের ব্যর্থ প্রচারে কর্ণপাত করেন নাই, তাহার জন্য অভিনন্দন করেন। তিনি বলেন যে, কৃষক সমিতিই কৃষকদের একমাত্র শ্রেণী প্রতিষ্ঠান যাহা তাহাদের ন্যায্য দাবী ও অধিকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করিয়া যাইতেছে। তিনি কৃষকদিগকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে দলে দলে যোগদান করিতে বলেন।

তারপর কমরেড শিবনাথ দত্ত কৃষকদিগকে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের প্রচারে না ভুলিতে সতর্ক করিয়া দেন। কৃষকরা প্রতিজ্ঞা করে যে তাহারা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধ প্রচারে কর্ণপাত করিবে না। সভায় সংখ্যাধিক মুসলমান উপস্থিত ছিল।

গত ১৩ই মে সদর থানার অন্তর্গত টিপাজানি হাটে কৃষকদের এক সভা হয়। শ্রীযুক্ত ভগবৎ দাস সভাপতিত্ব করেন। কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ কৃষকদিগকে তাহাদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান কৃষক সমিতিতে যোগদান করিতে বলেন। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের জমিদারী-প্রথা ধ্বংস না হইতেছে ততদিন তিনি কৃষকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করিতে বলেন। কমরেড শিবনাথ দত্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে সকলকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনে যোগদান করিতে বলেন।

হাতি কর্তৃক মোটর আক্রমণ

জলপাইগুড়ির ম্যাজিষ্ট্রেট কে সি চাটার্জ্জি তাঁহার কন্যা ও পুত্রসহ মোটরযোগে ভ্রমণকালে ছয়টি হাতী তাঁহার মোটর আক্রমণ করে। চালক মোটরখানা রাস্তা হইতে নামাইয়া মাঠের মধ্যে লইয়া যায়, একটি হাতী সেখানেও তাড়া করিয়া যাইয়া শুঁড় দিয়া গাড়ীর সম্মুখভাগ কয়েক ফুট পর্য্যন্ত উঁচু করিয়া তোলে। পল্লীবাসীরা আসিয়া পড়ায় বহু কষ্টে হাতীটিকে বাগে আনা যায়। অপর হাতীগুলি পলাইয়া গিয়াছিল।

বগুড়ায় কলেজ স্থাপন

বগুড়া কলেজ কমিটির সভায় স্থির হইয়াছে যে, আগামী ৩রা জুলাই তারিখে কলেজ খোলা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর মাননীয় খান বাহাদুর আজিজুল হক সাহেব কলেজ গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। কলেজ খুলিবার পূর্ব্বে আনুষঙ্গিক কার্য্যভার সমাধা করিবার জন্য "সাময়িক প্রশাসনীয় দলের", খান বাহাদুর মহম্মদ আলি এম-এ, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন, মৌলবী আবদুল বারী, ডাঃ কাছেদ আলি তালুকদার, মৌলবী রহমান গণী, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মৌলবী আবদুল গণি তালুকদার প্রভৃতিকে লইয়া দিপের কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

ভারতের সরকারী রেলপথ সমূহের আয়

গত ৩০শে এপ্রিলের পূর্ব্ববর্ত্তী দশ দিনে সমস্ত সরকারী রেলপথ হইতে মোট ২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। এই টাকা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ঐ সময়ের আয় হইতে ১১ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩৮-৩৮ সালের ঐ সময়ের আয় হইতে ২১ লক্ষ টাকা কম।

১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত সরকারী রেলপথ হইতে মোট ৮ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। এই টাকা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের এপ্রিল মাসের আয় হইতে ৩৩ লক্ষ টাকা কম।

বীরভূমে ডাকাতি

সাঁইথিয়া থানার অন্তর্গত চকটা গ্রামে শ্রীযুত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গত ১৩ই মে রাত্রি প্রায় একটার সময় ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১৫।২০ জন ডাকাত মশাল হস্তে তাঁহার বাড়ী ঘেরাও করে ও দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং নগদ টাকা ও বস্ত্রাদি লইয়া প্রস্থান করে। অন্যান্য গৃহের দরজাগুলি বাহির হইতে আটকাইয়া দেওয়ায় কেহই সাহায্যার্থ আসিতে পারে নাই। পুলিশ তদন্ত করিতেছে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি

১৭ই মে পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এ বৎসর মোট ২৪,৭০৮ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছিল। তন্মধ্যে ১৮,৪২৫ জন কৃতকার্য্য হইয়াছে। শতকরা ৭৫-২৪ জন পাশ করিয়াছে। গত বৎসর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২২,৫৯৩।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম্পরা, গৌড়ীয়গোস্বামিগণের অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আশ্চর্য্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার

উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপণ্ডিত পোঃ ধবলা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ	
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	১৮৲
	দশম স্কন্ধ—	
২।	অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা)	৬৲
৩।	অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	
৪।	সরস্বতী-জয়শ্রী (বাঁধা)	
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৸০ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষদ	।০
১৮।	স্বানন্দ-আদর্শ	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৶০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	৷৶০
২২	ভজন-রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)	১
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	৩
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (বাঁধা)	১
২৬।	গীতার 'কবল মায়াবাদ-ভাষ্য	৭
২৭।	মুক্তিকাস্তবকঃ গৌরগোবিন্দঃ (সানুবাদ)	১.
২৮।	প্রেমাম্ভোজমরন্দ (সানুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	দীপ-নিৰ্ম্মাণ-দর্পণ	৶০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৷৶০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	৶০
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবী	।০
৪০।	শরণাগতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চ্চনপদ্ধতি	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৹৴
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	৴১০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	৪০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌড়ভক্তিকথা	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ-নির্ণয়	।০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	।০
৫৬	আত্মতত্ত্ব ও ভক্তিপদ	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ (ভাষানিষদ)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণদেবের	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০।	সাংখ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬২	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিধস্তবঃ	।০
৬৩।	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৪।	তত্ত্বসূত্রম্	।০
৬৫।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৶০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ	৴০
৬৭।	মায়াবাদখণ্ডনম্	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।
৬৯।	এ ভিউ অফ দি অব বেদান্ত	॥
৭০।	বায়োগ্রাফি	৴
৭১।	বেদান্ত—ইটস্ মর্ফোলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি	।
৭২।	ভিনেটিভ এমাজ স	৷৶০
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৭৪।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৭৫।	ভোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴০
৭৬।	দি ভাগবত	।০
৭৭।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন	
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	১॥০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৶০
৮৩।	গীতাবলী	৴০
৮৪।	শরণাগতি	৴

জার্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গো জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ২২ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১১ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৫শে মে খৃঃ ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার } ১৫৪শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

—::(০)::—

তিনসুকিয়ায়

সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পূর্ণাশ্রিত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় আসামের তিনসুকিয়া নামক স্থানে শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতেছেন।

ভক্তিশাস্ত্রীজী স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে মে যথাক্রমে 'জীবের পরম ধর্ম', 'সমন্বয়ের যুগে গীতার বাণী', 'শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান বৈশিষ্ট্য' বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। বহু সজ্জনব্যক্তি বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপকৃত হইয়াছেন। প্রত্যহ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ ভক্তিশাস্ত্রীজীর নিকট ভাগবতধর্ম বিষয়ে প্রশ্নোত্তর দ্বারা তাঁহাদের যাবতীয় সংশয় মীমাংসা করিয়া লইতেছেন।

লক্ষ্ণৌএ

লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণের চেষ্টায় ও লক্ষ্ণৌ মৌলভিগঞ্জনিবাসী বাবু বিপুরারি শরণ শ্রীবাস্তবের এবং লক্ষ্ণৌ বেকারগঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বাসুদেব প্রসাদের ঠাকুরবাড়ীতে গত ২৩শে বৈশাখ রবিবার ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তিত হয়। শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কতিপয় সেবকসহ উক্ত তারিখে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় উপস্থিত হইয়া ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বাণী শ্রবণে সমবেত সজ্জনমণ্ডলী বিশেষ আকৃষ্ট হন। ঐদিবস শ্রীকৃষ্ণ-লীলা-শ্রবণে উৎসুক হইয়া বহু শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে লক্ষ্ণৌ বেকারগঞ্জস্থিত বাসুদেব-কীর্ত্তনসভার সভাপতি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু জয়দয়ালজী বি-এ, আর, কে, রেলের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু মথুরাপ্রসাদ, শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার উকীল লক্ষ্ণৌ জজকোর্ট, স্বামী সতীশ সেঠজী, মহারাজ নকস্ কীর্ত্তন সভার সভ্য, আমরুদা-বাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু খেয়ালীরাম, লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যাল আফিসের ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু বাবুলাল, শ্রীযুক্ত বাবু প্রভুদয়ালজী, শ্রীযুক্ত বাবু তুলসীরাম বৈশ্য, উকীল, শ্রীযুক্ত বাবু গৌরহরি, শ্রীযুক্ত বাবু প্রহ্লাদকুমার, শ্রীযুক্ত বাবু বিমলকুমার, ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাজকুমার প্রভৃতি সজ্জন-বৃন্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীপাদ সুদর্শন প্রভু তিন সপ্তাহকাল লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া মঠের ব্রহ্মচারিগণের ও মঠে সমাগত সজ্জনগণের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ও সহরের বিভিন্নস্থানে আহুত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গত ২৬শে বৈশাখ বুধবার পার্টিসহ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ সীতাপুর যাত্রা করিয়াছেন।

পাটনায়

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ণাশ্রিত নিয়মিতরূপে পাঠ, কীর্ত্তন ও সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচিত হইতেছে। সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন পূর্ব্বক শ্রীপাদ পদ্মপলাশলোচন মঠাধিকারী ভক্তিশরণ প্রভুর নিকট পরিপ্রশ্নমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন।

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অমূল্যধন গাঙ্গুলী জি, এম্, পি, মহোদয়ের পুত্র শ্রীযুত কুঞ্জনাথ গাঙ্গুলী ও দৌহিত্র শ্রীযুত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় গত ১০ই মে হইতে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ভক্তিশরণ প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। দিন দিন তাঁহাদের হরিকথা-শ্রবণের আগ্রহ বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

কক্সুরে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে কক্সুর শ্রীপ্রাণানন্দগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-তিথি-পূজা উপবাস ও সংকীর্ত্তনমুখে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ২রা মে, ১৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার দিবস মঙ্গলারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা; গুর্ব্বষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর পাঠ হয়। তৎপরে নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্পাদির দ্বারা শ্রীবিগ্রহের অভিষেকরূপে পূজার কার্য্য হয়। অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকার সময় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নৃসিংহদেবের আবির্ভাব ও ভক্তবৎসল প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্র ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকের পর আরতি, ভক্তপ্রসাদের প্রতি বরদান-প্রসঙ্গ পাঠ ব্যাখ্যা হয়। অতঃপর সন্ধ্যারাত্রিকে সমাগত সজ্জনমণ্ডলীকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট দর্শক

গত ১৭ই মে বুধবার কাশী বৃটিশ সৈন্যের ইউরোপীয়ান্ সেক্রেটারী Mr. Kev. S, R, Hollywood এবং Mr. H. K. dey শ্রীমঠে আগমন করত শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দিত হন। মঠস্থ সেবকবৃন্দ তাঁহাদের অনুরোধে পরপারে হইতে 'ভজহুঁ রে মন' ইত্যাদি মহাজনপদাবলী ও মধুর কীর্ত্তন করেন। সত্যানুসন্ধিৎসু দেখিয়া শ্রীমঠ হইতে তাঁহাদিগকে কয়েকখানি গ্রন্থ ও উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়।

সাধু উপস্থিতিতে শ্রাদ্ধ

গত ২৭শে বৈশাখ মঙ্গলবার রংপুর জিলার কলাচাদা থানার অন্তর্গত সিন্দেশ্বরী গোপালবাড় গ্রামনিবাসী গৌড়ীয়মঠাশ্রিত স্বধামগত শ্রীযুক্ত চন্দ্রনারায়ণ দাসাধিকারী মহোদয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের উপস্থিতিতে ও তাঁহাদের এবং হরনারায়ণ দাসাধিকারী মহোদয়ের পৌরোহিত্যে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিব", যাহাদের এই বিচার, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড। বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিবার পিপাসা—কৃষ্ণ সাজিবার ইচ্ছা। একমাত্র কৃষ্ণই বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। কোন কোন পাষণ্ড গুরুদেবের উপর প্রভুত্ব অর্থাৎ "গুরুদেব আমার order supplier, অর্থাৎ আমি যখনই যাহা বলিয়াছি তিনি তখনই তাহা শুনিয়াছেন" এইরূপ বিচার করে। ইহাদিগকে জন্মজন্মান্তর বৈষ্ণবের বিসর্জ্জনীয় বস্তুসমূহ বহন করাইতে হইবে, তবে যদি ইহাদের মঙ্গল হয়।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ ত্রিবিক্রম আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৫

নিশ্চয়

—-:(*):—

নিশ্চয়ের অপর নাম সুদৃঢ় বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। এই নিশ্চয়তা যাঁহার আছে, তিনি শ্রদ্ধাবান্। তিনিই সংসঙ্গ বা ভক্তির অধিকারী। শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা যতদিন না হয়, ততদিন সংশয় থাকে। যাহাদের সংশয় আছে, তাহাদের কখনও মঙ্গল হয় না। সংশয়াত্মার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণকে নিশ্চয় বা শ্রদ্ধাবান্ হইবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন।

এই নিশ্চয়তা, শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ়বিশ্বাসই ভজনের মূল। উৎসাহই বলুন, আর ধৈর্য্যই বলুন কোন কিছুই স্থায়ী হয় না, যদি মূলে সুদৃঢ়বিশ্বাসরূপ নিশ্চয়তা বা শ্রদ্ধা না থাকে। যেখানে শ্রদ্ধা নাই অথচ কোন সাময়িক কারণে উত্তেজিত হইয়া সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায়, এরূপ কৃত্রিম উৎসাহ বেশী দিন থাকে না। যে উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া উৎসাহ প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহার অভাব হইলেই সেই অস্থায়ী কৃত্রিম উৎসাহ বা ধৈর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যেখানে শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা আছে, সেখানে অসংখ্য বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইলেও তিনি দিশাহারা হন না, পরন্তু পরম ধৈর্য্যসহকারে পরমোৎসাহের সহিত অভীষ্টলাভের জন্য যত্ন করেন। সেখানে আদরের সহিত অনুশীলন আছে। সেই সেবোৎসাহ বা সেবানুশীলন চেতনের—দেহ-মনের নহে।

সম্বন্ধজ্ঞানহীন, শ্রদ্ধাহীন ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ন্যায় হতভাগ্য আর কেহ নাই। তাহার ইহলোকে বা পরলোকে কোনও সুবিধা হয় না। চিত্তের দোদুল্যমানতা ও বিশ্বাসাত্মক মনের অধীনতা স্বীকার করা হেতু সে কখনও সুখ পায় না। কিন্তু গুরু বৈষ্ণব ভগবানের কৃপায় যাঁহার শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা হইয়াছে, তিনি এখনেই নিঃসংশয় হইয়া নিশ্চিন্তে নির্ভীক হইয়া আনন্দের সহিত নিত্যকর্ত্তব্যে তৎপর আছেন। যতদিন সংশয় আছে, ততদিন চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন হইতে পারে না। সেইজন্যই বলিতেছি, শ্রদ্ধাবান্ বা নিশ্চয়াত্মকাবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই সংশয়হীন এবং নিরন্তর সেবোৎসাহী, ধীর ও শান্ত। গুরু কৃষ্ণের কৃপায় যখন এই সৌভাগ্য লাভ হয়, তখন ভজনবলে তাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় মায়া-বন্ধন ছেদন করত কৃষ্ণসেবা লাভ করেন। এই শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা একটা কথার কথা নয়; গায়ের জোর বা মানসিক উত্তেজনা নয়, ইহা চেতনের বিকাশ, চেতনের স্বপ্রকৃতি। ইহা মনঃকল্পিত ব্যাপার নহে, ইহা আত্মার সহজ, সরল স্বভাব। তাই এই নিশ্চয়তা বা বিশ্বাস যাঁহার আছে, তিনি দৃঢ়ভাবে জানেন, অবশ্য গুরুকৃষ্ণের কৃপা কোন না কোনদিন হইবেই। কারণ, গুরুকৃষ্ণকৃপা ব্যতীত আর অন্য গতি নাই। তাই তিনি কৃপা-প্রতীক্ষায় সেবাময় জীবনযাপন করিতে থাকেন এবং তজ্জন্য তাঁহার জন্মজন্মান্তর অপেক্ষা করিতেও কষ্ট হয় না। সেই সেবোৎসাহী শ্রদ্ধাবানের ধৈর্য্যের অভাব ত' হয়ই না। বরং কৃপা-প্রাপ্তিতে যত বিলম্ব হয়, তিনি ততই ধৈর্য্যশীল হইয়া কৃপা-লাভের যত্ন করেন সেবাই আমার স্বরূপের ধর্ম্ম - সেবা ছাড়া আমার অন্য কৃত্য নাই—সেবাই আমার জীবন—সেবাই আমার সত্তা—সেবাহীনতাই আমার মৃত্যু—সেবাই আমার নিত্য কাম্য, এবিষয়ে তাঁহার নিশ্চয়তা থাকায় তিনি আর কোন কিছুর দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া গুরু-নিত্যানন্দের কৃপালাভের জন্য ভক্ত ও গুরুদাসগণের পশ্চাতে ছুটিয়াছেন। তাঁহার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই, সুখ নাই, তিনি কেবল ব্যগ্র-ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য। তাঁহার কৃপা-প্রার্থনা বা সেবার আর্ত্তি কমে না। কারণ, এ যে চেতনের আর্ত্তি। তদভক্তের সঙ্গে থাকিয়া এইরূপ ব্যাকুলতা যাঁহার জাগিয়াছে, তিনিই গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সেবানুকূলে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের অভাব উপলব্ধি করিতেছেন এবং নিজের অযোগ্যতার জন্য তাঁহাদের নিকট ক্রন্দন করিতেছেন। শরণাগতের ইহাই লক্ষণ। শরণাগতের ইহাই কার্য্য। শরণাগতের ইহাই সম্পত্তি।

আমরা সদ্গুরুচরণাশ্রয় পূর্ব্বক পরমার্থানুশীলনে অর্দ্ধশতাব্দী যত্ন করিয়াও যে ফল লাভ করিতে পারিতেছি না, তাহার একমাত্র কারণ শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তার অভাব। নিশ্চয়তা না থাকাতেই আমাদের পতন হইতেছে এবং ক্রমে পতনের আশঙ্কা জাগিতেছে। সাধুমুখে নিষ্ঠিতা ও অনিষ্ঠিতা—এই দুই প্রকার ভজনক্রিয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রদ্ধার সহিত সাধুসঙ্গে হরিভজন করিতে করিতে অনর্থনাশে নিষ্ঠার উদয় হইলে জীব যে ভজন-ক্রিয়ায় রত থাকেন, তাহাকে নিষ্ঠিতা ভজন-ক্রিয়া বলে। সাধুগুরু-কৃপায় নিষ্ঠার উদয় হইলে সেই ভাগ্যবান্ জীবকে আগন্তুক বাধা-বিঘ্ন সেবাপথ হইতে বিচ্যুত ও বিচলিত করিতে পারে না। ভজনক্রিয়া যেখানে অনিষ্ঠিতা অর্থাৎ যেখানে নিষ্ঠা হয় নাই, সেরূপ ভজনক্রিয়ার প্রবৃত্তি একটা সাময়িক উত্তেজনা-বশে হইয়া থাকে। তখন কোমলশ্রদ্ধ জীব ভজনের প্রকৃত রহস্য কিছুই জানিতে পারে না। তাই প্রথমে কিছুকাল তাহার খুবই উৎসাহ থাকে। কিছুদিন উৎসাহের সহিত সেবা করিতে করিতে যখন সে কিছুই দেখিতে পায় না, তখন তাহার উৎসাহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। সাধুসঙ্গের অভাব বশতঃই বদ্ধজীব আমাদের এইরূপ অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। এ অবস্থায় ভাগ্য বা অজ্ঞাতসারে যদি সাধুসঙ্গ হয়, [illegible] হইলে আর তাঁহাদের কৃপায় [illegible] আকৃষ্ট হইতে পারে। আর দুর্ভাগ্যক্রমে যদি অসাধুর পাল্লায় পড়িয়া যায় তাহা হইলে ভাবের এই দিকে শ্রদ্ধাটুকু বা লোক-দেখান উৎসাহ সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, ফলে বিষয়ভোগ, ইন্দ্রিয়সুখ-লিপ্সা বা তত্ত্ব বাহাই বাড়িয়া চলে। সেইজন্যই বলিতেছি, নিশ্চয়তা বা বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। ইহার অভাব থাকিলে ভক্তির দ্বারে প্রবেশাধিকার পাওয়া যাইবে না। বিষয়কে বা ইন্দ্রিয়সুখকে সর্ব্বস্ব—একমাত্র কাম্য বলিয়া জানিতে না

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

শ্রীআচার্য্যবাণী

:-::——

'সবিতা' শব্দে ব্রহ্মবস্তু বিষ্ণুকে বুঝায়। সবিতা—প্রসবিতা। "নারায়ণঃ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরম্।" "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" শ্লোকে সবিতা অর্থে ব্রহ্মলোক; সবিতা অর্থাৎ তেজোমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সবিশেষ ভগবৎস্বরূপবিগ্রহ। সূর্য্য বা তেজোমণ্ডল—সবিশেষ বিগ্রহেরই মণ্ডল। সূর্য্য—ethics-এর দেবতা; সূর্য্যপূজা করিলে ধর্ম্ম লাভ হয়। সূর্য্যপূজা বা ধর্ম্ম অর্থ ও কামের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ধর্ম্ম যদি বিরাগ বা মোক্ষ অর্থাৎ শিবের উপাসনায় নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম বৃথা হইয়া যায়। বৈরাগ্য যদি তীর্থপাদের সেবায় নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে উহা ক্ষণস্থায়ী ফল প্রসব করে মাত্র। তীর্থপাদ শব্দের অর্থ—বিষ্ণু ও বৈষ্ণব; আশ্রয়-বিগ্রহের সহিত বিগলধন্ বিষয়বিগ্রহ।

খৃষ্টানদের বিচার, সে অর্থের (?) প্রশ্রয় দিবে না। কৃষ্ণের লাম্পট্য বা ঔপপত্য ethics-এর গণ্ডীর বাহিরে, অতএব তাহাকে

পারিলে কি সংসারে এত উৎপাত থাকে? সেইরূপ ভগবদ্ভক্তিতে নিশ্চয়তা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে সেবোন্মুখ কি করিয়া আসিবে? হতাশার হাত হইতে আমাদিগকে কে বাঁচাইবে?

শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা লাভ করা বিশেষ আবশ্যক। গুরুকৃষ্ণের নিকট নিষ্কপটে কৃপাভিক্ষা করিলে ইহা নিশ্চয়ই লাভ হইবে। তবে একটা কথা এই যে, যাঁহার নিকট কৃপাভিক্ষা করিতে হইবে তাঁহার চরণে যেন জানিয়া শুনিয়া অপরাধ না করি, তৎপাদপদ্মে আঘাত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি না হয়। স্বরূপ-দৌর্ব্বল্যবশতঃ গুরুবৈষ্ণবচরণে প্রথমাবস্থায় সুদৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলেও জীব যদি অকপটে অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাদের নিকট কৃপার ভিখারী হয় তাহা হইলে কৃপাময় গুরুবৈষ্ণবগণ তাহাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাদিগকে শ্রীচরণে স্থান দেন—কৃপা করেন। তাঁহাদের কৃপাতেই জীব শ্রদ্ধা বা নিশ্চয়তা লাভ করিতে পারে, এবং গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে করিতে জীবের কোমলশ্রদ্ধা ক্রমশঃ শ্রদ্ধা ও দৃঢ়শ্রদ্ধায় পরিণত হয়। তখনই জীবের জীবন ধন্য হয়।

ত্যাগ করিতে হইবে। সে নিজে কিন্তু আত্মবিগ্রহকে ভোগ করিতে চায়; কিন্তু তাহার ধারণা, তাহার পক্ষে উহা দোষাবহ নহে; পরন্তু ethical কৃষ্ণের নিন্দা, সর্ব্বস্বকে আক্রমণ কৃষ্ণ কখনও সহ্য করেন না। আচার্য্যগণের বক্তৃতাবলী এত সুগভীর যে, সাধারণের নিকট উহা perplexing—puzzling. শ্রীল ঠাকুরও যাহার সম্বন্ধে certificate দিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ তাহাকেই বলিয়াছিলেন—অতিষ্ঠাম্বর।

* * * *

যুক্তবৈরাগ্য বা ভক্তিমান্ যুক্ত-বৈরাগ্য বিলাসের সহিত অপাশ্রিতভাবে বর্ত্তমান নহে, উহা বিলাসেরই পর্য্যায়, নামান্তর। অপাশ্রিত বলিতে সর্বাঙ্গীণ, নিরুদ্ধতর বুঝায়। ভক্তিসম্পৃক্ত বৈরাগ্য বিলাসের বিরুদ্ধ বা পর্য্যায় নহে। আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ত্যাগই বৈরাগ্য। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবিধানের সহিত তাহা বর্ত্তমান থাকে। ঐ বৈরাগ্য রাহিত্যবোধক নহে, সেবাহীনতা নহে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন;—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞান-বিরাগ ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

(ভাঃ ১২।১৩।১৮

ভাগবতধর্মে চিদ্বিলাসের অনুশীলনে জ্ঞানের কথা আছে। ঐ জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির সহিত বর্ত্তমান। ভাগবত পরমহংসগণ ঐ চিদ্বিলাসবিচিত্রতারূপ বৈরাগ্য শোভায় সম্পূর্ণরূপে মণ্ডিত। এই বিলাসে অনুশীলনে বিচারের কথা আছে। ঐ বিচার চিত্ত শুষ্ক করে না, কৃষ্ণজ্ঞানের উদয়ে চিত্তকে সরস করে। তখন—

ধন্য হইতে বলে জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।
কণ্ঠে মোর ভঙ্গে স্বর, অঙ্গ কাঁপে থর থর
স্থির হইতে না পারে চরণ॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৸০; ২ খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড —৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

অসত্য টিকিবে না

—:*:—

(প্রাপ্ত)

প্রতি যুগে যুগে সত্যকে আবরণ করিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ মৎসরতা বশতঃ অসত্যের ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা স্ব-স্ব আধ্যক্ষিক বুদ্ধি লইয়া প্রাকৃত অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইয়া নিজবাহুবলে নিত্য স্বপ্রকাশ সত্যবস্তুকে বিলুপ্ত করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু তাহাতে বাস্তব সত্যবস্তু আবৃত না হইয়া ব্যতিরেকভাবে সত্যেরই বিজয়-ঘোষণা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মৎসরগণ সত্যের অভ্যুত্থান দেখিয়া হিংসানলে দগ্ধীভূত হইতে থাকে, পরিশেষে তাহারা নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে।

কাল কলি! ইহা বিবাদের যুগ, দলে-দলে, সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, পরস্পর মতানৈক্য এ যুগে স্বাভাবিক। কলিচরগণ সম্ভোগের দাস হইয়া অক্ষেন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য পরস্পর বিবাদের সৃষ্টি করিয়া থাকে। স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও অন্যপ্রকৃতির জীবগণ ভোগোন্মত্ত হইয়া একমাত্র নিত্য সত্য সনাতন সর্ব্বভোক্তা শ্রীহরির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সত্যের বিরোধী হইয়া পড়ে। ক্রমে ক্রমে তাহাদের ভোগলালসা এতই ভীষণাকার ধারণ করে যে, শেষে ভক্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া অনন্ত নরক বরণ করে। মাদৃশ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তি অনাদিকালের তীব্র অপরাধফলে বর্ত্তমানে ভগবান্ ও ভক্তবিদ্বেষী হইয়া দুরন্ত মায়াজালে পতিত হইয়া নানাপ্রকার ত্রিতাপদ্বারা ক্লিষ্ট হইলেও সত্যকে অপলাপ করা যেন তাহার ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কি করিয়া, কি প্রকারে, কোন্ যুক্তির দ্বারা ঐ স্বপ্রকাশ সত্যের বিনাশ সাধন করিবে, ঐ সত্যাশ্রয়ীর সত্য-প্রচার-কার্য্যে বাধাপ্রদান করিয়া উহাকে সত্যালোক হইতে অপসারিত করিয়া নিজ-গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করিবে, এইরূপ নানা প্রকার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া সত্য সূর্য্যকে ঢাকিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু ভাবি নাই, হাজার হাজার পতঙ্গ কি সূর্য্যের গতিরোধ করিতে পারে? পরন্তু তাহারা যতই সূর্য্যের সম্মুখীন হইতে থাকে একে একে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। সম্মুখে ঐ বিষ্ণুবৈষ্ণব-অপরাধীর কুষ্ঠাদি রোগ দং ও কালরূপ স্ত্রীপুত্রাদির ভীষণ কর্ম্মজালে হৃদয় কর্ষিত; আবার দেবতাদির অভিশাপ বশতঃ ভোগাভাবে দুঃখকষ্ট ইত্যাদি নানাপ্রকারের শাস্তি দেখিয়াও কি আমি বৈষ্ণব-বিদ্বেষ হইতে ক্ষান্ত হইব না? হায় আবার নরকযাত্রার অপূর্ব্ব পন্থা!

সত্যবাণী-প্রচারের বিরুদ্ধে যে অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা ব্যতিরেকভাবে সত্যবাণী প্রচারেরই সাহায্য করে। চন্দনবৃক্ষে কুঠারদ্বারা আঘাত করিলে চন্দনগন্ধে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হয়। আঘাতকারী অপেক্ষা চন্দনেরই মহিমা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সত্যবাণীপ্রচারের বা সত্যাশ্রয়ীর বিরুদ্ধে যুগে যুগে যে দুর্ব্বৃত্তগণের অভিযান দেখা যায় তাহা সত্যপ্রচারের সহায়ক। তাহা মঙ্গলদায়ক বলিয়া বরণ করিতে পারিলে মাদৃশ বদ্ধজীবের মঙ্গল লাভ হইবে।

যুগে যুগে যেরূপ সত্যের বিরুদ্ধে পাষণ্ডীগণ দর্প সহকারে অভিযান করে, তদ্রূপ যুগে যুগে সত্যপুরুষ ভগবান্ দর্পহারি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া অহঙ্কারীর দর্পচূর্ণ করেন কুরুপাণ্ডবের ভীষণ রণাঙ্গনক্ষেত্রে ভক্তের হৃদয়ে অমিত বলপ্রদান করিয়া শ্রীভগবান্ অভয়বাণী প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্থাৎ—নিত্যকাল ভগবান্ তাঁহার ভক্তগণকে নিজাশ্রিতদের মধ্যে রাখিয়া সতত সেবা করেন, অসুরস্বভাব অসাধুগণ তাঁহাদের কোনপ্রকারে অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। পরন্তু মায়ার ফাঁসে পড়িয়া পাষণ্ডিগণ অশেষ যাতনা ভোগ করিয়া নানাযোনি-ভ্রমণ করিয়া কুম্ভীপাকে অবস্থান করে।

বাস্তব সত্যকে আবৃত করিবার অভিলাষকারী যখন নিজবাহুবলে সাধুগণের সহিত সংঘর্ষের অভিযান করে তখন তাহার তাহাদের যাবতীয় জাগতিক প্রতিভা, বুদ্ধি বা কামক্রোধাদির অবতারণা করিয়া সত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্ব কতক্ষণের? ক্রমাগত তাহার সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করিয়া পরিশেষে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তখন হৃদয়ের মধ্যে বিষ্ণুবৈষ্ণবের প্রতি মৎসরতা স্থান পাইয়া নিজে নিজে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। ইহাই বৈষ্ণবনিন্দকের অন্তরস্থ শাস্তি। যখন দৈহিক ও মানসিক প্রবৃত্তি যুগপৎ বিষ্ণু-বৈষ্ণবনিন্দায় নিয়োজিত হয় তখন আর যন্ত্রণার সীমা থাকে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবনিন্দকের পরিণাম কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবকে এই মহাঘোর অপরাধের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

প্রভু বলে বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ ভাবে শাস্তি যে এখন॥
আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
আর কত আছে যমযাতনার পাত্র॥
চৌরাশী সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণবনিন্দকে॥

তাই বলি হে মন! তুমি খুব সাবধান! স্বপ্নেও যেন বৈষ্ণব ও ভক্তসাধুগণের প্রতি সন্দেহ তোমাতে উদিত না হয়। এবং ঐরূপ মহামহা অপরাধীর সঙ্গ হইতে সতত দূরে থাকিয়া যেন কালযাপন করিতে পার। উপস্থিত যে নানাপ্রকার দুঃসঙ্গের মধ্যে বাস করিয়া অমূল্য জীবনটী হারাইতেছি তাহাতে আবার যদি গুরুবৈষ্ণবের নিন্দা শ্রবণ করিতে হয় বা বৈষ্ণবনিন্দকের সঙ্গ করিতে হয় তদপেক্ষা হীনতর কদর্য্যবৃত্তি কি থাকিতে পারে?

শ্রীগুরুবৈষ্ণব দয়ার সাগর। আমরা নিজ অন্তর স্বভাবটী ব্যক্ত করিয়া শত শত মুখে তাঁহাদের নিন্দা করিয়া মহারৌরবে পতিত হইতে যাইলেও তাঁহারা পতিতপাবন অদোষদর্শী। তাই তাঁহারা পতিতেরও সতত মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। আমরা যদি নিজ নিজ কুকর্ম্মের ও অপরাধের স্বরূপ জানিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বৈষ্ণবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহারা মহা-অপরাধীকেও উদ্ধার করেন। বৈষ্ণব ঠাকুর ব্যতীত বৈষ্ণব-অপরাধীকে কেহ উদ্ধার করিতে পারে না। স্বয়ং শ্রীহরিও বৈষ্ণব-অপরাধীকে মুক্তি-প্রদান করিতে পারেন না। বৈষ্ণবের স্থানে শরণাগত হইয়া ক্ষমা-প্রার্থনাই অপরাধীর অপরাধ-ক্ষালনের একমাত্র উপায়।

যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সেই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥
কাঁটা ফুটে যেই মুখে সেই মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি স্কন্ধে বাহিরায়॥

যেন কোন দিন বহির্ম্মুখতা বশতঃ এইরূপ মহা অপরাধী না হইতে হয়। কোন দিন যেন তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া অসত্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক নিজ অন্তঃ-পতনকে আহ্বান না করি। সত্যের বিরুদ্ধে শত শত চেষ্টা প্রবল ঘূর্ণিবাত-ঝঞ্ঝাবাতে তৃণের মত উড়িয়া যাইবে। তাই বলি অসত্য কখনই টিকিবে না।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীরূপেশ্বর ভবনে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীগৌর-গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-[illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভা পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অদ্বুতকৃষ্ণনীলমাধব

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীরামানন্দ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) শুক্লদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোদ্রুমপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াদ্বীপ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ আরি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং গান্ধী বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারকণ্ড-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মরিচা, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নবণী রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।৩১ বড় গণেশবাগ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরানসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) রাধাকৃষ্ণ-কুসুমকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) মহেন্দ্র বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবনাগরী,

পোঃ হোড়োল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কমান রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রী[illegible] সেবা

(৫১) কাভুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুন্টুর জেলা (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রী[illegible]-গিরিধারীর সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) শুভ্রযোগ্য মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) সচ্চিদানন্দ—সমুদ্র, পুরী

(৫৫) আলালনাথ

(৫৬) ব্রিজসিদ্ধি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাশীপুর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডল

পোঃ বরপেটা, আসাম

(৬০) [illegible] মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আমার্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমার্ষি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবেড়িয়া, পোঃ ডেবড়া, (বাঁকুড়া)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৯০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

গ্লাট নং ২
৫১, আর্লসকোর্ট
গ্লাস্টার, লণ্ডন, উ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, দিল্লী (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যাবিধি গৌড়ীয়মঠালয়

সদরঘাট, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-::(০)::-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
তিনবারে প্রতি লাইনে ৷০	৵০	।৵০		
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲			৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮	৬৲	৬৲	৫৲	
এক কলম ১২৲	১১৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১০৲	১৪৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক " "	৬৲
ত্রৈমাসিক "	৩৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন বাড়ী। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ন প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(০)::——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রভু'ত্তর সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

——

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

ঁচাকা পরিক্রপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত নিজের আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত করা যা... প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গত বৎসর ২১...না। হইয়াছিল।

গৌড়ীয় সেবা...
শ্রীকৃষ্ণ পুস্তকালয়, গৌড়ী...

——

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

——

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'নরফিরাস্‌' প্রভৃতি ইংরাজী অভিনব বিলাতী ফাইন্‌ কাগজে মুদ্রিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীমৎ কার্য্যালয়, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুপাদের গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বমুমুক্ষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া লইয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য দেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কাশীর হিন্দু কলেজের ইংরাজীর [illegible] অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা ও [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] প্রবন্ধসমূহ এবং [illegible] লেখনীর অমৃত ধারা আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং [illegible] শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয় হইল। এই [illegible] ও [illegible] গ্রন্থ [illegible]। [illegible] শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ডতথা অধ্যায়ে প্রায় ৩৫০ পৃঃ প্রাপ্য। শ্রী বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface) বিষয় সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে [illegible] (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—২৫০ [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, [illegible], [illegible], শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু কতদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের [illegible] [illegible] "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের যত [illegible] লিখাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় এই সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও এই যন্ত্রালয় হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৪৫		৯ ১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯-১৩	৯-৪৮	১১-৫১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-৩১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ				১১-১			১৭-৪৫		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১		১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	[illegible]

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(রবিবার ভিন্ন)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ঐ-পি।

২০-৪০ শ্রীগৌড়ীয়মঠ

২১-১০অ, চট্টগ্রাম

২১—

২৩–

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ২৬শে মে, ১৯৩৯, শুক্রবার [৭৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

পেট্রোল ও কেরোসিনের মূল্য নির্দ্ধারণ

প্রকাশ, বোম্বাই প্রদেশে পেট্রোল ও কেরোসিন তৈলের নিম্নতম মূল্য বাঁধা করার উদ্দেশ্যে বোম্বাই সরকার পরিষদে একটি বিল উত্থাপনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদেশে তৈল এবং পেট্রোল ব্যবসায়ের মধ্যে মূল্যের হার লইয়া যে প্রতিযোগিতা চলে, তাহা রোধ করা এবং বিদেশী ব্যবসায়ী পরিচালিত শক্তিশালী প্রতিযোগী কোম্পানীর সহিত মূল্যের হারের প্রতিযোগিতায় স্বদেশী তৈল কোম্পানী বিলুপ্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা, প্রস্তাবিত বিলের উদ্দেশ্য।

ভারতীয় তৈল কোম্পানী গঠনের পর মূল্যের হার লইয়া বিদেশী কোম্পানীর সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পেট্রোলিয়ম ইম্পোর্টিং কোম্পানী-সমূহ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। মূল্যের হার লইয়া ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতা রোধ করার উদ্দেশ্যেই এই বিল আনা হইবে।

তাঁত শিল্পের উন্নতি বিধান

ভারত গবর্ণমেন্ট আসামের জন্য যে টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন, আসামের তাঁত শিল্পের উন্নতি-বিধানকল্পে চারিটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য তাহা হইতে গত বৎসর ২৩,১৮৫৲ টাকা দেওয়া হইয়াছিল।

গৌহাটিতে সেন্ট্রাল ষ্টোরস্ ও সরকারী বোর্ড পুনর্গঠন, গৌহাটিতে একটি সেন্ট্রাল ষ্টোরস্ ও শাখা আড়ত স্থাপন, শ্রীহট্টে একটি শাখা আড়ত স্থাপন, তাঁতী সঙ্ঘের কার্য্য পরিদর্শন করিবার জন্য ইন্সপেক্টর নিযুক্তকরণ, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণকরণ, বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কারিগরদের দ্বারা বস্ত্র রং করা ও ছাপা করা শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলি উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

বর্ত্তমান বৎসরেই এই পরিকল্পনা শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু গত বৎসরের উদ্বৃত্ত টাকা ও বর্ত্তমান বৎসরে ভারত সরকার কর্ত্তৃক যে টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে—এই মোট টাকায় উক্ত পরিকল্পনা ১৯৩৯-৪০ সাল পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করার চেষ্টা করা হইবে। বিশেষ করিয়া শেষোক্ত বিষয়টি কার্য্যকরী হওয়ার ফলে তাঁতিদের অনেকটা উপকার হইয়াছে বলিয়া এই বিষয়টির উপর এবারও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মিঃ কর্ডেল হলের বক্তৃতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সচিব মিঃ কর্ডেল হাল বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, মোটামুটি চারিটি লক্ষ্য সাধনের জন্য মার্কিন গবর্ণমেন্ট বর্ত্তমানে কার্য্য করিতেছেন। এই লক্ষ্য চারিটি হইতেছে এই (১) অভিযোগসমূহের মীমাংসায় অস্ত্র যুদ্ধ বাধান হইবে না, এই সঙ্কল্প গ্রহণ; (২) ন্যায়সঙ্গত আলোচনার পরিবর্ত্তে সশস্ত্র বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টার অবসান ঘটান; (৩) অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটী চুক্তি সম্পাদন—যাহার ফলে ভবিষ্যতে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ হ্রাস পাইবে এবং (৪) উপরোক্ত লক্ষ্য তিনটী সাধনের পর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন—যাহার ফলে সকলেই বিশেষ লাভবান্ হইবে।

ইতালি জার্ম্মাণ সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর

হের হিটলার কর্ত্তৃক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের শান্তি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে মিঃ কর্ডেল হালের বক্তৃতাকে মার্কিন সরকারের পাল্টা জবাব বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

হের ভন রিবেনট্রপ ও কাউন্ট সিয়ানো ইতালী-জার্ম্মাণ সামরিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। তিনটী সর্ত্তে এই চুক্তি হইয়াছে—(১) উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অথবা সমগ্র ইউরোপের আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি সংশ্লিষ্ট সর্ব্ববিষয়ে মতের সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইবে; (২) আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর আবর্ত্তে উভয় রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট স্বার্থ বিপন্ন হইলে ঐ সব স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য উভয় রাষ্ট্র কালবিলম্ব না করিয়া পরস্পরের মধ্যে আলোচনায় ব্যাপৃত হইবে, (৩) বহিঃশত্রু দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে কোন একটীর নিরাপত্তা অথবা অন্য কোন মূল স্বার্থ বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে অপর রাষ্ট্র উহাকে রাজনৈতিক অথবা কূটনৈতিক দিক হইতে পূর্ণ মাত্রায় সমর্থন করিবে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এক রাষ্ট্র যদি অন্য কোন রাষ্ট্র কিম্বা রাষ্ট্রসমূহের সহিত যুদ্ধসংশ্লিষ্ট জটিলতায় জড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে অপর রাষ্ট্র উহার মিত্রকে জলে-স্থলে নভঃস্থলে সর্ব্বপ্রকার সামরিক শক্তি দ্বারা সাহায্য করিবে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপনির্ব্বাচন

সন্তোষের মহারাজা স্যার মন্মথনাথ চৌধুরীর মৃত্যুতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে আসন খালি হইয়াছে, তাহার জন্য পুনর্নির্ব্বাচনে যে দশজন মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছিলেন, বলিহারের কুমার বিমলেন্দু-নারায়ণ রায় ব্যতীত অন্যান্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র গৃহীত হইয়াছে। ২৭শে মে ভোট গৃহীত হইবে। প্রার্থীদের নাম—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার [illegible], অমূল্যধন রায়, যোগেশচন্দ্র দাশগুপ্ত, হেমন্তকুমার সরকার, অরবিন্দ শা, মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, রায় বাহাদুর ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাস, রাজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ সিংহী এবং কুমার বিমলেন্দুনারায়ণ রায়।

লক্ষ্মী মিলের গুদামে অগ্নিকাণ্ড

লক্ষ্মী মিলের গুদামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। মধ্যাহ্নে এ আগুন লাগে। [illegible] সকাল, [illegible] ছিল; কিন্তু আগুন নির্ব্বাপিত করা যায় নাই। [illegible] প্রায় দশ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ—
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার স্তব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আশ্রম ।০
১৯। অর্চ্চনবোধ ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ। অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস, বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ০/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। আর্ত্তিনাদ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ২ খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভক্তসুধা ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। নারায়ণবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিজিট টু দি ওয়েষ্টার্ণ ওয়ার্ল্ড ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্তদর্শন
৭৫। শোর্ট গৌড়ীয়মঠ টক্‌স ইন ইংলিশ /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ৩

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /
৮৪। শরণাগতি /

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৪

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

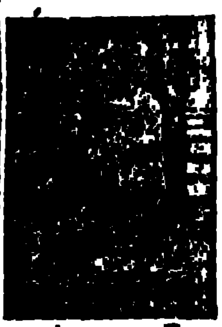

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১৯ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১২ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৬শে মে ইং ১৯৩৯, শুক্রবার ৭৬শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

গত ২১শে মে রবিবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকায় সময় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে "শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে ২ ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীগৌড়ীয়, শ্রীগৌড়ীয়মঠ বা শ্রীগৌড়ীয়-মিশন বলিতে কি বুঝায়? গৌড়ীয়মঠ ও গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অভেদত্ব, কলিযুগ পাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর-প্রবর্ত্তিত কলিযুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তনই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয়; সংকীর্ত্তনধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনামের আচার-প্রচারই গৌড়ীয়মঠের আচার-প্রচারের প্রাণ বা আদর্শ; নিরপরাধে নামগ্রহণ অর্থাৎ দশ-প্রকার অপরাধ ও নামাভাস বর্জ্জন পূর্ব্বক শুদ্ধনামগ্রহণ বা কীর্ত্তন-বিষয়ে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও গৌড়ীয়মঠের উপদেশ; শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পৃথক্ পৃথক্ ফল-প্রদর্শন; শুদ্ধনামতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর সকলেরই হরিনাম-দান বা হরিনামোপদেশ প্রদানে অযোগ্যতা বা অসমর্থতা; নামগ্রহীতার বা নামকীর্ত্তনকারীর সর্ব্বক্ষণ সদ্গুরু, শুদ্ধবৈষ্ণবের বা প্রকৃত সাধুর আনুগত্য বা সঙ্গে থাকিবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা; নাম-শ্রোতা গুরু ও নাম-গ্রহীতা শিষ্য উভয়েরই নামপ্রদান ও নাম-গ্রহণ বিষয়ে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার অবলম্বন না করিলে নরকপ্রাপ্তি, তদ্বিষয়ে বহু শাস্ত্র-প্রমাণ প্রদর্শন; বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের স্বরূপ; অবৈষ্ণবের মুখে কখনও নিরপরাধে হরিনাম বা শুদ্ধহরিনামকীর্ত্তন হয় না; অবৈষ্ণবের মুখে নামগ্রহণ বা নামকীর্ত্তনের মত যাহা উচ্চারিত হয়, তাহা নামাপরাধ উচ্চারণ বা নামাপরাধ কীর্ত্তন; তাহা শ্রবণে নামাপরাধের ফললাভ; একমাত্র হরিনামাশ্রয়ে বা কৃষ্ণকার্ষ্ণ-লাভে অপর সকল কার্য্যের সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনতা: শ্রীনামের আচার-প্রচার-বিষয়ে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার-প্রচারের একতাৎপর্য্যপরতা; এ বিষয়ে অপর সকলের আচার প্রচার সম্পূর্ণ পৃথক্, তাহা শুদ্ধনামকীর্ত্তন নয়, নামাপরাধ কীর্ত্তন, তাহা প্রদর্শন; উহাদ্বারা জীবের নিত্য মঙ্গললাভ না হইয়া অমঙ্গল-লাভ; এইপ্রকার বহু বিষয় আলোচনা করিয়া সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও গৌড়ীয়মঠের কলিযুগধর্ম্ম শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন প্রচারের সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেন।

সভায় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে বিরহতিথিপূজা

গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে কভুর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে গৌরপার্ষদ শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভুর বিরহ-তিথিপূজা সংকীর্ত্তনমুখে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ৮ই মে সোমবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউ মঙ্গলারাত্রিকান্তে মঠসেবকগণ গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, 'আমার জীবন সদা পাপে রত', 'কলি কুকুর কদন যদি চাও', 'বিভাবরী শেষ', 'জয় রে জয় রে আমার মন অতি মন্দ' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রায়রামানন্দ সংবাদ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপরে সংকীর্ত্তনযোগে শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়।

অতঃপর ভোগারাত্রিকান্তে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত আহূত ও অনাহূত বহু ব্যক্তিকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ দিবস অপরাহ্নেও বহু কাঙ্গালীকে অকাতরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৫॥০ ঘটিকায় শ্রীমঠে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক মহোদয় ইংরাজী ভাষায় শ্রীল রায়রামানন্দ প্রভুর শিক্ষামূলক জীবনী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণকাহিনী সরল সহজ ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার বক্তৃতার পর সভাপতি মিঃ ই, ভি, বেঙ্কটরত্নম্ মহোদয় তেলেগু ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সভায় বহু ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম প্রদত্ত হইল।

মিঃ ইউ, ভি, সুব্বারাও; মিঃ গোপাল কৃষ্ণা (জমিদার); মিঃ এ, ভি, সত্যম রাও, এন, এস ডাক্তার; সপরিবারে মেসার্স এন, বেঙ্কটরত্নম্ এণ্ড ব্রাদার্স; মেসার্স ভাস্কর রাও; মিঃ জি, বেঙ্কটশাস্ত্রী প্রভৃতি।

আসামে শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবতিথিপূজা

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে আসামের ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাবতিথি যথাবিধি পালন করিয়াছেন।

গত ১৮ই বৈশাখ মঙ্গলবার আবির্ভাব-তিথি দিবস রংপুর, উলুবাড়ী, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থান হইতে বহু ভক্ত গৌরীপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র দাস মহোদয়ের গৃহে সমবেত হইয়া সংকীর্ত্তনমুখে উৎসবকার্য্য সম্পন্ন করেন।

সাম্বৎসরিক উৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত হাওড়া জেলার অন্তর্গত উত্তর বালী নিবাসী শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয় অপ্রাকৃত তিরোভাব দিবস এই জ্যৈষ্ঠ শনিবার দিবস কলিকাতা, বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে তাঁহার সহধর্ম্মিণী একান্তভাবে বৈষ্ণবসেবা ও শ্রীহরিকীর্ত্তন-বিধানে 'বৈষ্ণব-সেবা'র মহাপ্রসাদ দান সাম্বৎসরিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণব ও সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

"বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিব', যাহাদের এই বিচার, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড। বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিবার পিপাসা—কৃষ্ণ সাজিবার চেষ্টা। একমাত্র কৃষ্ণই বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। কোন কোন পাষণ্ড গুরুদেবের উপর প্রভুত্ব অর্থাৎ "গুরুদেব আমার order supplier, অর্থাৎ আমি যখনই যাহা বলিয়াছি তিনি তখনই তাহা শুনিয়াছেন" এইরূপ বিচার করে। তাহাদিগকে জন্মজন্মান্তর বৈষ্ণবের বিসর্জ্জনীয় বস্ত্র-মূত্র বহন করাইতে হইবে, তবে যদি তাহাদের মঙ্গল হয়।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ ত্রিবিক্রম তিথি সর্ব্বোত্তমাখী গৌরাব্দ ৪৫৩

অসুবিধা যায় কিসে ?

কৃষ্ণ-বৈমুখ্যতাই অসুবিধা। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে জীবহৃদয়ে ভোগবাসনা উদিত হয়, আবার ভোগবাসনা হইতে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি
সুহৃৎ সতাম্।

শ্রীল প্রভুপাদ ইহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—এবং সাধুদিগের একমাত্র বন্ধু কৃষ্ণ যাঁহার কর্ণে শব্দব্রহ্মরূপে উদিত হইয়া নামব্রহ্মরূপে কীর্ত্তিত হন, তাঁহার হৃদয়ে মায়িক ভোগপর অভদ্রসমূহ কোন ক্রমেই অবস্থান করিতে পারে না। হরি-স্মরণরূপ খড়্গ ই উচ্চৈঃ বিচ্ছিন্ন করিয়া ভোগময়ী চিন্তা একেবারে ধ্বংস করে। অতএব কৃষ্ণ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সেবিত হইলেই জীবের বাহ্য ভোগময় গ্রহণ করিবার পিপাসা থাকে না।

আস্তিক না হইলে সুবিধা যায় না। সর্ব্বজীবপ্রভু ভগবানই জীবকে রক্ষা করিতে পারেন—এই শরণাগতিমূলক বিশ্বাসই আস্তিকতা। এই কথায় বিশ্বাস না থাকার নামই নাস্তিকতা বা ভগবদ্-বিদ্বেষ। শ্রদ্ধাবান্ জনগণ আস্তিক আর শ্রদ্ধাহীন জনগণ নাস্তিক বা ভগবদ্বিদ্বেষী। এই নাস্তিকতা বা বিদ্বেষ যাহার অন্তরে যত বেশী, তিনি তত ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত। ভগবান্ পরমকরুণাময়। আমরা যাহাতে তাঁহার ও ভক্তগণের চরণে বিশ্বাস স্থাপন বা নির্ভর করিতে পারি, তজ্জন্য তিনি নানাভাবে আমাদের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তভাগবতরূপে আমাদের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা যদি আমরা অস্বীকার করি বা গ্রহণ না করি, তাহা হইলে মায়া আসিয়া আমাদিগকে আরও অসুবিধায় ফেলিবে। আমাদের কৃষ্ণবিমুখতা বা সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাস যে পরিমাণে বাড়িবে, আমাদের অসুবিধাও তত বাড়িবে। সুতরাং মূল অসুবিধা কৃষ্ণ-বিমুখতা দূর না হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রপত্তি থাকার দরুণ কৃষ্ণোন্মুখ না হইলে কোনও অসুবিধাই দূরীভূত হইবে না। সমস্ত অসুবিধার জননী—দৈবী মায়া। আর সমস্ত মঙ্গলের আকর সাধুসঙ্গ। সুতরাং সাধুসঙ্গ বা সাধুর আনুগত্য ছাড়িয়া মায়ার দাসত্বে জীব কখনও অসুবিধার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য। এইটী উপলব্ধি হওয়া দরকার। এই বিষয়টী যতদিন আমাদের প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধ না হইবে, ততদিন সাধুসঙ্গে ভগবৎ-কথা শ্রবণ, সাধু উপদেশ বাক্য শ্রবণ, সাধুনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্র আলোচনা ও সাধু সেবার কোন ব্যাপারেই আমাদের আন্তরিক স্পৃহা বা উৎসাহ স্বতঃই জাগা সম্ভবপর নহে। শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনে আমরা বাহিরে যতই আন্তরিকতা প্রদর্শন করি না কেন, জাগতিক ব্যাপারে আমাদের আগ্রহ থাকায় আমাদের সেই আন্তরিকতার কপটতা সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। যিনি পশ্চিমমুখী তিনি পূর্ব্বমুখী হইবেন কি করিয়া ? একসঙ্গে ত' পূর্ব্বমুখী ও পশ্চিমমুখী থাকা যায় না। জাগতিক বিষয়ে আসক্ত বা আগ্রহ থাকিলে কৃষ্ণ-বিষয়ে আন্তরিক নিষ্ঠা থাকিবে কি করিয়া ? সুতরাং সুবিধা লাভ করিতে হইলে—জাগতিক বিষয়ে অভিনিবেশ দৃঢ়তার সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা হইলেই কৃপা পাওয়া যাইবে।

শ্রীমন্দির-পরিক্রমা

——::(০)::——

শ্রীমন্দির-পরিক্রমণ চৌষট্টি ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম। ভক্তমাত্রেই এই ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিয়া থাকেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই প্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। অর্চ্চন বা ধ্যানাদি ক্রিয়া ভগবত্তাকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে অসমর্থ বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সংকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়াছেন। এই সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়। কীর্ত্তনই অঙ্গী আর অন্যগুলি তাহার অঙ্গ। সুতরাং অঙ্গী কীর্ত্তনকে বাদ দিয়া অর্চ্চনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে গেলে সেটা শুদ্ধ হয় না। সেইজন্য হরিমন্দির পরিক্রমা করিবার সময় শ্রীনামকীর্ত্তনমুখে করা উচিত।

কৃষ্ণসেবাই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা স্থিরীকৃত না হইলে সেবায় ঐকান্তিকতা আসে না। ভোগও চাই, মোক্ষও চাই, কৃষ্ণকেও চাই আবার মায়াকেও সন্তুষ্ট রাখা চাই, ঐরূপ দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিয়া কৃষ্ণকার্ষ্ণ-প্রীতিলাভ সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণসেবাকে আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করি না বলিয়াই বহুকাল ধরিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়াও কিছুমাত্র লাভবান্ হইতে পারি না। শুদ্ধ কৃষ্ণকেই যদি আমাদের একমাত্র সেব্য বলিয়া জানিতাম, তবে তাঁহাদের সেবা ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য আমাদের মনে উঁকিঝুঁকি মারিবে কেন ? কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের প্রীতিই যদি আমাদের লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে কি আমরা কৃষ্ণসেবা ছাড়িয়া নিজসুখে ব্যস্ত হইতে পারি ? কিন্তু তা' যখন হয় না, তখন গোড়ায় গলদ নিশ্চয়ই আছে জানিতে হইবে। সেইজন্যই বলিতেছি—গোড়ায় গলদ রাখিয়া যতই সেবাড়ম্বর দেখাই না কেন, তাহা গুরুকৃষ্ণের প্রতি উপহাসমাত্রেই পর্য্যবসিত হইবে। সুতরাং শ্রীগুরুকৃষ্ণ-পাদপদ্মেই প্রপন্ন হইতে হইবে, একমাত্র তাঁহার ব্যতীত আমাদের আর কোন কৃত্য নাই—সাধুসঙ্গে এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ না হইলে অসুবিধার হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায় দেখি না। জানি না, কবে শুদ্ধ বৈষ্ণব ভগবানের কৃপায় আমরা তাঁহাদের পদসেবা করার নামে তাঁহাদিগকে উপহাস করিবার দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া সত্য সত্য সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহাদের সুখবিধান করিতে পারিব। সেদিন আমার কবে হইবে ?

শাস্ত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি, ভক্তিসহকারে ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে তাঁহার নামকীর্ত্তন ও সামর্থ্যানুযায়ী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি করিতে হইবে। নৃসিংহপুরাণে চণ্ডীকে একবার, সূর্য্যকে সাতবার, গণপতিকে তিনবার এবং ভগবান্ বিষ্ণুকে চারিবার ও মহাদেবকে অর্দ্ধবার প্রদক্ষিণ করার ব্যবস্থা আছে।

যাহারা ভক্তিপূতচিত্তে ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করেন, তাঁহারা যমালয়ে যান না এবং ভক্তগণের গতি লাভ করিতে পারেন। চারিবার বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই প্রদক্ষিণ হইয়া থাকে, সুতরাং এইরূপ বিষ্ণুমন্দির-প্রদক্ষিণ-ফল যে তীর্থ-গমন-ফল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা বলাই বাহুল্য। যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হন। প্রথমবার প্রদক্ষিণের পর শ্রীহরি-মন্দির দ্বিতীয়বার প্রদক্ষিণ করিলে মানব পুনঃ পুনঃ সংসারাগমন হইতে পরিত্রাণ পায়। পূর্ব্ব জন্মে শৃগালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণমন্দির-প্রদক্ষিণ-প্রভাবে সুধর্ম্মার মহাসিদ্ধি লাভের কথা বৃহন্নারদীয়-পুরাণে শুনিতে পাওয়া যায়।

যে ব্যক্তি বিষ্ণুর সহস্র নাম অথবা ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে ভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ করেন, তিনি সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর প্রদক্ষিণ ও তাঁহার দানের ফল প্রাপ্ত হন। যিনি শ্রীহরিমন্দির তিনবার মাত্র প্রদক্ষিণ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া অনায়াসে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া থাকেন। তবে এই বিষয়ে আমাদের একটী কথা জানিয়া রাখা উচিত যে, এক হস্ত দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম, একবার মাত্র শ্রীকৃষ্ণমন্দির প্রদক্ষিণ এবং নিষিদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে প্রাক্তন সুকৃতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়। আর শ্রীমন্দিরের সম্মুখে অনধিকার পরিক্রমণের ন্যায় মণ্ডলাকারে প্রদক্ষিণ করিবে না। কারণ, তাহাতে শ্রীভগবান্‌কে পশ্চাদ্ভাগ প্রদর্শন করা হয়। তাহাতে অপরাধ হয়।

ভক্তি বা ভক্ত্যঙ্গ-যাজনের মূলকথাটিও সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। ভক্তিবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত থাকিয়া গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপা ও সেবালাভের আশায় ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিতে হইবে। কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবে আনুগত্যই যদি না থাকে, তাঁহাদের হইয়া তাঁহাদের ও তৎপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য যদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন না হয়, তাহা হইলে বিশেষ কি লাভ

হইবে ? অকিঞ্চন হওয়া—কৃষ্ণ—জাবৈকব-ভগবানে প্রীতি। নিষ্কপটে সেবা করিতে করিতে ইহা লাভ হয়। কপটতা করিলে কিছুই হইবে না।

বিরহ

(শ্রীপাদ অনুতানন্দ সেবাবিলাস, ভক্তিশাস্ত্রী)

অনেকের ধারণা শোক ও বিরহ একতাৎপর্য্যপর। তবে ভক্তগণ শোক-শব্দ ব্যবহার না করিয়া বিরহ শব্দ ব্যবহার করেন মাত্র। কিন্তু বিরহ ও শোক কি সত্য সত্যই একতাৎপর্য্যপর ?

প্রাপ্ত-বস্তু-বিয়োগে যে অবস্থা হয়, তাহার নাম শোক। শোকশব্দটীকে শূন্য সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করা হয়। মিলন না হইলে বিয়োগ কি প্রকারে হয় ? এজগতে মিলনের পরের অবস্থা শোক। জড়ের সহিত জড়ের যে মিলন তাহা অনিত্য, বিচ্ছিন্ন ও অসত্য। সেই জড়ের সহিত জড়ীয় স্বার্থের তারতম্য হিসাবে মিলন ও বিচ্ছেদের তারতম্য দেখা যায়। ইহার মিলন বা বিচ্ছেদে কাহারও আনন্দ, কাহারও বা নিরানন্দ। আবার ভোগের বস্তু পাইলে পূর্ব্ব ভোগের বস্তু-বিচ্ছেদের শোক অন্তর্হিত হয়। অতএব যে বিচ্ছেদ-জনিত শোক ক্ষণিক বা অনিত্য, তাহাতে ভোগের স্বার্থ-সিদ্ধির ব্যাঘাতজনিত হেতু থাকায় তাহা অনুপাদেয়, তাহা কেহ বরণ করিতে চাহে না। কেন না, তাহাতে অভাব, সন্তাপ ও ব্যবধান আছে। এখানকার বিরহের পাত্র, বিরহী ও বিরহ এই তিন বস্তুর মধ্যে ভেদ আছে। কিন্তু অপ্রাকৃত রাজ্যের বিরহ তাহা নহে। সেখানে বিরহ সেবার প্রগাঢ় পরাকাষ্ঠা; বিরহের ন্যায় আকর্ষণের আর দ্বিতীয় বস্তু নাই। আকর্ষণের যতকিছু বৃত্তি আছে তাহার পরিপূর্ণতম অভিব্যক্তি ও সমষ্টিকে বিরহ আশ্রয় করিয়া আছে। কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে পারেন একমাত্র বিরহ। চেতনের মধ্যে যতকিছু সর্ব্বাকর্ষক কৃষ্ণে আকৃষ্ট আছেন, তন্মধ্যে পূর্ণতমরূপে অধিক আকৃষ্টের অগ্রণী শ্রীগুরুপাদপদ্ম।

শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগরসের মূর্ত্ত বিগ্রহ, আর ভক্তগণ সেই রসের আশ্রয়; কিন্তু তাঁহাদের এই সম্ভোগকে অধিকতর সুস্বাদু করিবার জন্য যোগমায়া বিরহবিভা বিস্তার করিয়াছেন।

এই বিরহ-মাধুরী আস্বাদনের জন্য সম্ভোগ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ বিরহমূর্ত্তি শ্রীমতীর ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন গৌরসুন্দররূপে। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদকথিত "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥" শ্লোকে অপ্রাকৃত-বিরহের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। অপ্রাকৃত বিরহ দৈন্যভূষিত। কৃষ্ণবিরহী আপনাকে দীন মনে করেন। এই বিরহদৈন্যে বিভূষিত হইয়া বিরহিগণ 'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' বলিয়া অনুক্ষণ কীর্ত্তন-ক্রন্দন করেন। ইহাই তৃণাদপি সুনীচ হইয়া নাম-কীর্ত্তন। তৃণাদপি সুনীচ অর্থে—বিরহবিভাবিভূষিত।

কৃষ্ণ-সেবাসুখ-তাৎপর্য্যই প্রেম, তদ্বিপরীত জীবন দারিদ্র্যময় ও স্বার্থ।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেমনাম॥
প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
দাস করি বেতন মোরে দেহ' প্রেমধন॥

জগতে যতপ্রকার লৌকিক বা পারলৌকিক ধর্ম্ম আছে, তাহার মূল উদ্দেশ্য অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা কোন না কোন প্রকার নিজ নিজ সুখ বা সম্ভোগের অনুসন্ধান করে। কর্ম্মীর স্বর্গাদি ভাবী সম্ভোগের বাসনা মাত্র। নির্ব্বিশেষবাদী অধিক চতুর, তাহাদের কপটতা সাধারণের দুরধিগম্য হইলেও তাহারা প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী। অহিংসা ও বিবিধ নীতির অনুশীলনকারী অচিদাত্মবাদী চেতনের ক্রিয়া-বিনাশকারী ও চেতনকে ক্রিয়া-রহিত করিয়া জগতের সুখ দুঃখ-অনুভূতির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কেবল চিন্ময় অবস্থাই আনন্দময় অবস্থা বিচারকারী। চিদাত্মবাদীও প্রচ্ছন্ন সম্ভোগবাদী। উভয়েই ভোগের অনুসন্ধিৎসু উভয়েই অন্তরে একতাৎপর্য্যপর। জগতের যাবতীয় নৈমিত্তিক ধর্ম্মমত কোন সম্ভোগের পিপাসা হইতে উত্থিত কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষায় আত্মসম্ভোগের গন্ধ নাই। প্রেমাস্পদের সেবা পূর্ণমাত্রায় করিয়াও "কিছুই করিতে পারিলাম না" এইরূপ অতৃপ্ত সেবাকাঙ্ক্ষা প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তরভাবে হৃদয়ে প্রজ্বলিত থাকে।

দীনাভিমানী বিরহকাতরভক্তগণ সর্ব্বদা তাঁহার কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনা করিতে ভালবাসেন। কৃষ্ণবিরহকাতর ভক্তগণ অনুক্ষণ কৃষ্ণ কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও আলোচনাতেই রত থাকেন। তাই, কৃষ্ণ বিরহিগণের উক্তি—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥

যে সকল লোক এ পৃথিবীতে বিরহ-তাপিত ব্যক্তিগণের জীবাতুস্বরূপ, অপ্রাকৃত রসিকগণের আস্বাদিত বিরহজন্য-দুঃখ-বিনাশক, বিরহতাপিতগণের কর্ণরসায়ন সর্ব্বশক্তিসমন্বিত তোমার কথামৃত বিস্তার করেন, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে মহাবদান্য। হরিকথামৃত-বিতরণকারীর মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠদাতা আর কোথাও নাই। যাঁহাদের হৃদয় কৃষ্ণ-বিরহে উদ্দীপ্ত হয় নাই, তাঁহারা একমাত্র হরিকথা ব্যতীত আত্মসম্ভোগের জন্য প্রাকৃত দানের দাতা ও গ্রহীতা হইয়া থাকেন। সেই দান আপাতপ্রিয় ও লোভনীয় মনে হইলেও শল্য প্রসব করে; উহার দাতা ও গ্রহীতার অন্তরে আত্মসম্ভোগ লুক্কায়িত থাকে। যে সকল চেতনের নিত্যসিদ্ধ স্বভাবে কৃষ্ণ-সেবা-বিরহের অগ্নি উদ্বেলিত হইয়াছে, সেই ভক্তগণের বিরহের মহৌষধস্বরূপ হরিকথামৃত শ্রবণ, কীর্ত্তন ও তাহা পৃথিবীতে বিতরণই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কৃত্য হইয়া পড়ে।

কৃষ্ণবিরহীর কৃষ্ণদর্শনের আকাঙ্ক্ষা নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর সম্ভোগবাদীর কৃষ্ণদর্শনের মত নহে। কৃষ্ণ আমাকে দর্শন করিয়া সুখী হইবেন বলিয়া ভক্ত কৃষ্ণদর্শনের ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। উহা কৃষ্ণকে অধিকতর সুখপ্রদানের জন্য কৃষ্ণসেবা করিবার আন্তরিক উৎকণ্ঠা। যদি কৃষ্ণদর্শন বা কৃষ্ণ-সেবাকারীর নিজানন্দ-প্রাপ্তিতে কৃষ্ণসুখের বিন্দুমাত্রও বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহারা ধিক্কার প্রদান করেন। অনেকে নিজেকে প্রেমিক, বিরহকাতর বা বড় ভক্ত বলিয়া জাহির করিবার জন্য ক্রন্দনে বুক ভাসান, যাহা স্ব-পর-বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহা ভক্তির বিপরীত অর্থাৎ -সম্ভোগবাদ। অকৃত্রিম বিরহীর চিত্তবৃত্তি—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্ মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

[এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ তাঁহার ইচ্ছা হয় আলিঙ্গন পূর্ব্বক পেষণ করুন অথবা অদর্শন দ্বারা মর্ম্মাহতই করুন, সেই লম্পট আমার প্রতি যেরূপ বিধানই করুন না কেন, তিনি অপর কেহ নহেন, একমাত্র আমারই প্রাণনাথ।]

শ্রীমহাপ্রভু কুব্জা বিপ্রের জনৈক আদর্শ উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ঐ পতিব্রতার বেশ্যাসেবা তাহার নিজের সম্ভোগের জন্য অনুষ্ঠিত হয় নাই, কেবল পতির সুখের জন্যই করিত হইয়াছে। সেইরূপ শুদ্ধভক্তগণের চিত্তবৃত্তিতে নিজ সম্ভোগের জন্য কোন চেষ্টা নাই। অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভ বা বিরহ একমাত্র শুদ্ধভক্তের চিত্তবৃত্তিতেই উদিত হয়।

গৌরভক্তের চরিত্রেই উক্ত কৃষ্ণ বিরহের প্রকাশ দেখা যায়। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর বাক্যে জানা যায়, আমার জীবাতুস্বরূপ স্বরূপের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমার নিকট মহাগোষ্ঠ শূন্যের ন্যায়, গোবর্দ্ধন গিরিরাজ অজগরের ন্যায়, শ্রীরাধাকুণ্ড ব্যাঘ্রতুণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, যদি আমার দেহ তৎক্ষণাৎ ধারা পতিত না হয়, তাহাতে দেহের কোন দোষ নাই; কারণ আমার এ দেহকে বিধাতা বজ্রসারের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অন্যা আমি গাঢ় তর্কের দ্বারা আর একটী কারণ দেখিতে পাইতেছি যে, আমি ভিন্ন আর কে এরূপ দুঃখভার বহন করিবে? আমি যেন রাধাশ্যামের কীর্ত্তি প্রচার করিতে করিতে রাধানাথের গান ও শ্রবণীয় গাথার স্মরণ করিতে করিতে এবং ব্রজের দধি ও কন্দ ভোজন করিতে করিতে গোবর্দ্ধন ও উত্তরী মুখে বৃন্দাবনেশ্বরীর যে সরোবর তাহাতেই সর্ব্বকাল বাস করিতে পারি।

শোক ও বিরহ সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিষ। দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যগণই শোক করেন—দেহসম্বন্ধীয় আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগে শোকার্ত্ত হইয়া পড়েন। ভক্ত অশোক, অভয় ভগবৎ পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করায় ও নিত্যকাল ভগবান্ কর্ত্তৃক রক্ষিত থাকায় তাঁহার কোন ভয় বা শোক নাই। তবে তাঁহারা বিপ্রলম্ভভাবাম্বিত—কৃষ্ণবিরহকাতর। ইহা তাঁহাদের সহজ স্বভাব বা ধর্ম্ম। এই বিরহ চেতনের বৃত্তি—চেতনের, জড় চেতনের আন্তরিক আর্ত্তি বা বিচ্ছেদানুভূতি। আর শোক দেহ-মনের ধর্ম্ম। শোকার্ত্ত ব্যক্তি দেহ-মনোধর্ম্মী। একজন ত্রিতাপতপ্ত বদ্ধজীব আর একজন ভক্ত। একটী ভক্তি অপরটী অভক্তি।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৫০; ২য় খণ্ড ১; ৩য় খণ্ড ৫০; ৪র্থ খণ্ড ৫০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, মায়াপুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ-সহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীমন্দিরে সেবিত আছেন। চতুর্দশ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ভক্তিশাস্ত্রের গ্রন্থাগার আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। উল্টাডাঙ্গা হইতে কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রভুর সেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীপাটবাসের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোস্তপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাহিরগাছি –(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াতীর্থ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

একরামপুর, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ষ্টেশন রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১। বড় গণেশবাগ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোবিন্দপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একচক্রধাম-কুঞ্জকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবিন্দবাড়ী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোবিন্দবিহারী মঠ—লোনারী,

পোঃ বোকোল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪নং কুইন্স রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, আনন্দধাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মাইলাপুর, মাদ্রাজ

শ্রীঅনন্তশয়ন-মঠাধিকারি-বিশ্ববিশালীর সেবা

(৫১) মঙ্গলগিরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মঙ্গলগিরি, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব-প্রসিদ্ধ-পদ্মনাভ-গৌরীশঙ্করের সেবা

(৫২) কৃষ্ণগৌড়ীয়মঠ

আলমগুণ্ডা, পোঃ ব্রহ্মপুর, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা,

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) শ্রীসাক্ষী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কটক, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

মালগোদাম, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ বসুদেবপুর, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) অমদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমদি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাড়, বর্দ্ধমান।

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবাড়ী, পোঃ ইংরেজবাজার, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, গ্লাডেস্টোন রোড

ব্রাম্পটন, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ডিষ্ট্রিক্ট রোড, এটোয়া (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিশ্ববিদ্যালয় গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিবসে বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিবসে
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০		
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৮৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৮৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক ও প্রভৃতি হইতে যথাসাধ্য ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসাধ্য প্রকৃত্তির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, উদ্ধৃত-শাস্ত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে টাইপের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই করা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমদনমোহনমঠ, নাঁইপা, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:(০):—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:০:—

অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়

স্থান স্বভাব সুন্দর—সহর সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ বেশ। অন্যতম স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাবার ও বেতনাদির খরচ মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্ স্কুল, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও ভগবদ্ সম্বন্ধজ্ঞানের পরিসংরক্ষণে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল অমৃতোপম হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চসপ্ততিতম বিরহতিথিপূজা-বাসরে ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

[illegible]চৈতন্য

[illegible] ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চিত্র-সম্বলিত। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] [illegible] প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের [illegible] মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয়-সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে [illegible] [illegible] সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয় মঠ, [illegible] [illegible]; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——[illegible]——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

[illegible] বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধভক্তি প্রচারের মূল [illegible] [illegible] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম [illegible]। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদর্শ জীবনচরিত এতাবৎকাল [illegible] প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্যবর্যের অনুজ্ঞায়, [illegible] [illegible] "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীমৎ [illegible] [illegible] [illegible] কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরাজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১[illegible]নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৫-৩৬ ৬ ২৬ ৭ ৪৬ ১২-২৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৫৬ ২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ ৮-২৮ ১৪-১৫
(বদল) ছাঃ ৯-৩৩ ১৪-৫০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮-৪৫ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৭-২৮ ১৯-০৮ ২০-১৬ ১-১৪
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-২৬
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২১-৪

(আপ-শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৭৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬
(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (ন্যারো রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১১
ছাঃ ১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫-৪৪ ৯-১৭ ১৪-৩১ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২০ ৯ ১৬ ৯-৪৮ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১৭ ২১-১০
ছাঃ ৩-৩৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৬ ১৯-৪৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩০
(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪০
কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১, ২৫-৩৭]

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৯০
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪
(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৫
(বদল) ছাঃ ১৭-৪৩ ১৯-১৪ ২১-৫০
২০ ২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

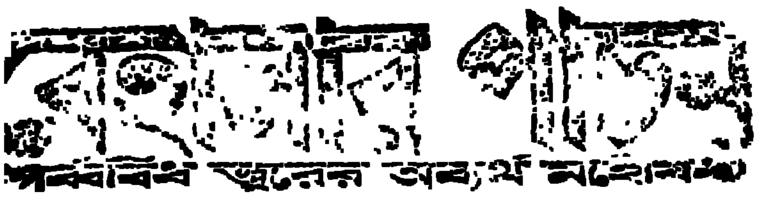

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। [illegible] [illegible] কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

[illegible]নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible] বেতনা, ১৪ [illegible]

ফোন—১
টেলিগ্রাম— শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬, ২৭শে মে, ১৯২৯ শনিবার [৭৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-:::-

ইন্দোরে চারিদিনব্যাপী পূর্ণ হরতাল

গত চারি দিন ইন্দোরে পূর্ণ হরতাল চলিতেছে। সম্প্রতি মিউনিসিপাল ট্যাক্স অত্যধিক পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার প্রতিবাদে হরতাল ঘোষণা করা হয়। হরতাল উপলক্ষে, হরতাল কমিটির চারিজন সদস্য শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত উপাধ্যায়, যাদবজী ও পবনদেব গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

ইন্দোর গভর্ণমেন্ট পৌর শুল্ক আদায় স্থগিত করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। হরতাল করায় জনসাধারণের যে ক্ষতিগতি প্রকাশ পাইয়াছে, সরকারী ইস্তাহারে তজ্জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। গভর্ণমেন্টের এই ইস্তাহার প্রচারের ফলে অবস্থার কোনও উন্নতি হয় নাই, এখনও হরতাল চলিতেছে।

ইন্দোর রাজ্য প্রজামণ্ডল সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত বৈদ্যনাথজী তথায় পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাকে সজ্জিত গাড়ীতে বসাইয়া শোভাযাত্রা সহকারে সহরের সর্ব্বত্র লইয়া যাওয়া হয়।

বিহারে ঘূর্ণিবাত্যা

গত রবিবার রাত্রিতে সারণ জেলার উপর দিয়া চার মাইল বিস্তীর্ণ এক প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। ফলে বহু ঘরের বাড়ীর চাল উড়িয়া গিয়াছে। চাষের ক্ষেতের ক্ষতি হইয়াছে এবং শত শত বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের লাইনের ক্ষতি হওয়ায় সোনপুর সারাদিন খবর আদান প্রদান বন্ধ ছিল। পালেজা ঘাট সোনপুর এবং ছাপরার মধ্যে ট্রেণ চলাচল কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ ছিল। সোনপুর এবং মাঝরাওয়া থানার অধীন গ্রামগুলির অধিবাসীরাই বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

ছাপরা সহরের নিকট এক গ্রামে গাছ ঘর চাপায় পাঁচজনের মৃত্যু হইয়াছে।

গভর্ণমেন্ট অবিলম্বে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। গৃহ মেরামতি বাবৎ পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে। তাহা ছাড়া সরকারী তহবিল হইতে কৃষকদিগকে পাঁচ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হইবে বলিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

গত রবিবার রাত্রির ঘূর্ণিবাত্যা সম্পর্কে উত্তর বিহারের নানাস্থান হইতে উদ্বেগজনক সংবাদ আসিতেছে। সারণ ও মজঃফরপুর জেলাতেই ক্ষতি হইয়াছে অধিক।

সারণ জেলায় সাতজন নিহত এবং অপর কয়েকজন আহত হইয়াছে।

পল্লী স্বাস্থ্য সমিতিগুলির সাহায্য প্রার্থনা

গত মঙ্গলবার মেয়রের কক্ষে মেয়র ও ডেপুটী মেয়র একটি প্রতিনিধিদলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের নেতৃত্বে শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (কাউন্সিলার), রামচন্দ্র শেঠ, মদনমোহন বর্ম্মণ, কালীপদ মুখোপাধ্যায় জনৎকুমার ঘোষ, হরিপদ চক্রবর্ত্তী, বীরেন্দ্রনাথ সরকার এবং তুলসীচরণ নাগকে লইয়া প্রতিনিধিদল গঠিত হয়। প্রতিনিধিদলের পক্ষে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস বিভিন্ন পল্লীস্বাস্থ্য-সমিতিকে যে অর্থ সাহায্য দেওয়া হইত, তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করার প্রয়োজনীয়তা জানাইয়া আবেদন করেন। মেয়র এবং ডেপুটী মেয়র ধীরভাবে তাঁহাদের বক্তব্য শুনিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিকে বিষয়টি পুনর্ব্বিবেচনা করিতে বলেন। তদনুসারে প্রতিনিধিদল ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য জানান। অতঃপর ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির একটি বিশেষ বৈঠক আহ্বান করেন।

প্রকাশ যে, ১৬ জন কাউন্সিলার পল্লী-সমিতিগুলির সাহায্য পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন।

ভারতীয় নৌ সমর বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা

ডাফরিণ নৌবহর এবং সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য যে পরীক্ষা গৃহীত হয়, উক্ত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীগণ সম্বন্ধে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা বিশেষ নৈরাশ্যব্যঞ্জক। শীঘ্রই ভারতীয় স্যাণ্ডহার্ষ্ট কমিটির অধিবেশন হইবে। সেইজন্য কমিশনের মন্তব্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

প্রকাশ,—ভারতীয় নৌ-বিভাগে গতবার চারিটি পদ শূন্য হয়। ঐ পদের জন্য ১৪ জন প্রার্থী ছিলেন। তাঁহাদের সকলেই উত্তর ভারতের অধিবাসী। পরীক্ষায় তাঁহাদের কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশন এই উপলক্ষে বলিয়াছেন যে,—ইহা বড়ই হতাশার কথা। চারিটি শূন্য পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব। বেকার-সমস্যা সম্বন্ধে এত অভিযোগ সত্ত্বেও সারা ভারত হইতে এত অল্প-সংখ্যক প্রার্থীর আগমনের প্রধান কারণ এই যে—নৌ-বিভাগীয় জীবনযাপনপদ্ধতি ভারতবাসীর অজ্ঞাত। তাহা ছাড়া, এই সুযোগ তাহাদের নিকট ভীতিজনক।

সমর বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ১৯ জন প্রার্থীকে পরীক্ষা করা হয়। তন্মধ্যে ৩৯ জন কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কমিশনের মতে, প্রার্থীদের যোগ্যতা আশানুরূপ নহে। সাধারণতঃ প্রার্থীগণ পূর্ব্ববর্ত্তীদের ন্যায় যোগ্যতাসম্পন্ন হন।

বহির্মঙ্গোলিয়ার সোভিয়েট সৈন্যদল

বহির্মঙ্গোলিয়ার সৈন্যদল গত সপ্তাহের শেষভাগে দুইবার মাঞ্চুরিয়া সীমান্ত আক্রমণ করিয়াছিল। গত ২০শে মে পুনরায় দুইশত সৈন্য সীমান্ত আক্রমণ করে এবং লোলোকিন পাহাড় অধিকার করে।

সীমান্ত রক্ষীদের সহিত এক খণ্ডযুদ্ধের পর তাহারা পশ্চাদপসরণ করে। ২১শে মে আর এক দল সৈন্য (চার শত হইবে) সীমান্ত অতিক্রম করিয়া লোকদুর্গের নিকটস্থ একটি পাহাড় দখলের চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীদেবের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। পা'ও একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীদেবের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

সদ্ভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲

৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয় তত্ত্ব ৷০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০

১৮। বাহ্মণ আদর্শ ৷০

১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০

২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০

২২ ভজন-রহস্য ৷০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল বাঙ্গলা ভাষা ৷০

২৭। দুঃখিনাশিকা ভক্তগৌরভঃ (সানুবাদ)২৲

২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ৷০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার ৷০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনকল্প

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। আর্চ্চনকল্প ৴১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০

৫৭ ঈশোপনিষদ্ (অন্বয়াদিসহ) ৷০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবস্ব ৵০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷০

৬৩। সটীক-বিবাদশমনম্ ৷০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০

৬৫। সানুবাদ বিবাহকম্ ৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০

৬৭। সারসংগ্রহম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০

৭০। নামভজন ৴০

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০

৭৪। বৈষ্ণবীজম

৭৫। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং

৭৬। দি ভাগবত

৭৭। বংশীতিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনয়ালেজড ফিলোজফি

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামাচরাধাম ৷০

৮১। সাধন-পথ ৷০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১৪ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৭শে মে ইং ১৯৩৯, শনিবার | ৭৫শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

বেরহামপুরে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গঞ্জামে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ১২ই মে শ্রীযুক্ত বাবু রাধামোহন পট্টনায়েক ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের গৃহে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৩ই মে মিঃ ভেঙ্কটেশ্বর রাও গ্র্যাণ্ড্‌ভোকেট মহোদয়ের গৃহে স্বামীজী মহারাজ "গীতার শিক্ষা" সম্বন্ধে একটী হৃদয়াকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১৩ই মে স্থানীয় আঞ্জুমান-বিবর্দ্ধিনী সমাজ-গৃহে মাননীয় গোরাচাঁদ পট্টনায়েক এম-এল-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা" সম্বন্ধে স্বামীজী ইংরাজী ভাষায় দুই ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটী সারগ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ দিবসই প্রাতে একটী বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন বহির্গত হইয়া সহরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন।

গত ১৫ই মে হরিবাসর দিবস শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

গত ১৬ই মে মিঃ রঙ্গনাথ গ্র্যাণ্ড্‌ভোকেট মহোদয়ের সভাপতিত্বে "শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের দর্শন" সম্বন্ধে এক ঘণ্টাকাল যাবৎ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজীর বক্তৃতা-শ্রবণের জন্য প্রত্যহ বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইতেছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হইয়াছে।

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে ইষ্টগোষ্ঠী

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে বিভিন্ন পরিপ্রশ্নমুখে ইষ্টগোষ্ঠী হয়। ঐ দিবস বিশেষভাবে শ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ণাত্মগত্যময় জীবনযাপন বিষয়ে আলোচিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব সর্ব্বক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে শ্রীরাধা-গোবিন্দমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট প্রচার করিয়া আমাদের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছেন। সুতরাং যদি আমরা সর্ব্বক্ষণ ছলনা, প্রজল্প, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ভজন-প্রতিকূল বিষয়গ্রহণের চেষ্টা করিয়া বাহিরে তাঁহার অনুগত হইবার ভাণ করি, তাহা হইলে তাঁহার অনুগত হওয়ার পরিবর্ত্তে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণই করিব। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ যদি শ্রীল আচার্য্যদেব ও তাঁহার নিজজনগণের নিকট সকাতর প্রার্থনা ও দৈন্য সহকারে তাঁহার শাসন মানিয়া সেবাময় জীবনযাপন করিতে পারি, তাহা হইলে কোন না কোন জন্মে তাঁহার কৃপালাভ নিশ্চয়ই করিতে পারিব প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়।

অধোগতি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

অন্যের সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠত্ব-দর্শনই গুরুদর্শন। পরচর্চ্চা ও অন্যকে ছোট করিবার বৃত্তি বৃদ্ধি হইতে হইতে ক্রমশঃ শ্রীগুরু ভগবান পর্য্যন্ত গিয়া ঠেকে। যাঁহারা অন্যের দোষদর্শন করিয়া ঐ কুদর্শনের জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনুতপ্ত না হন, তাঁহাদের নাস্তিকতা বৃদ্ধি হইয়া যায়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কাহারও দোষদর্শন করেন না। তবে তিনি যে শাসন করেন ও করান, তাহা নির্ম্মৎসরতা ও জীবে দয়ার জলন্ত-প্রমাণ। যাহাকে আমরা শাসন জ্ঞান করি, তাহাকেই শাসন করি, এই শাসন প্রকৃত শাসনের বিকৃত প্রতিফলন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত ধাপে ধাপে মিলিবার যাঁহার যত উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে থাকে, তিনি সেই পরিমাণে সুদর্শন প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকটে প্রাকৃত বিচার বন্ধ হইয়া যায়। প্রত্যেক ক্রিয়া-কলাপ অপ্রাকৃত শব্দের দ্বারা নিয়মিত হয়।

বদ্ধজীবের স্বাভাবিক ইচ্ছা উচ্ছৃঙ্খলতা। সাক্ষাৎ জীবন্ত নিয়ম বা গুরুবৈষ্ণবানুগত্য তাহার ভাল লাগে না। যখন গুরুবর্গের শাসনদণ্ড হইতে একটুও এড়াইবার অভিসন্ধি হয়, তখনই তদ্রূপ স্বেচ্ছাভিলাষী দাসী ছুটিয়া যায়। অসতের সহিত কানাকানি করিতে ভাল লাগে।

একজনের ঘরে আগুন লাগিলে অনেকগুলি লোকের তাহার মধ্যে আগুন লাগার দৃশ্য দেখিতে মজা লাগে। সেইরূপ যাঁহারা স্থির করিয়া বসিয়াছে যে, আমাদের ঘরে আগুন কখনই লাগিবে না, তাহারাই অন্যের মজা দেখে। কিন্তু অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার ইঙ্গিতে সকলই সম্ভব। যাঁহারা কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মে বাস করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই নিরাপদ থাকিবেন। বিরুদ্ধ পরপারে থাকিয়া তিক্ত-দংশিত সঙ্গে ঘুরিতে থাকিলে শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইতে হইবে।

একটী শৃগাল নদীর তীরে জল খাইতেছিল, তীরে বটগাছের কয়েকটী শিকড় জলে পড়িয়াছিল। ঐ শৃগালটীর পা কুম্ভীর ধরিলে শৃগালটী এ বিপদ দেখিয়া বলিল, কুম্ভীরটা এমন বোকা বটগাছের শিকড়কে আমার পা ভাবিয়া ধরিয়া ফেলিয়াছে। ভাগ্যে আমার পা-টা ধরে নাই। পা ধরিলে জলে ডুবিয়া মারা যাইতাম। একথা শুনিয়া কুম্ভীর তৎক্ষণাৎ শৃগালের পা ছাড়িয়া দিয়া শিকড়টা ধরিয়া ফেলিল। শৃগাল এই অবসরে পলায়ন করিল। মায়াদেবী এইরূপ মায়াবদ্ধগণকে প্রকৃত সত্য-স্বরূপ হইতে বঞ্চিত করিয়া অসত্যে সত্য জ্ঞান করাইতেছে। তাই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় অভিজ্ঞতাবাদী সংসারাভিমানিগণের দুঃখে দুঃখী হইয়া গাহিয়াছেন—

অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাইপদ পাসরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি।

নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ধর নিতাইর চরণ দুখান ॥

"বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিব", যাহাদের এই বিচার, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড। বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিবার পিপাসা—কৃষ্ণ সাজিবার ইচ্ছা। একমাত্র কৃষ্ণই বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। কোন কোন পাষণ্ড গুরুদেবের উপর প্রভুত্ব অর্থাৎ 'গুরুদেব আমার order-supplier, অর্থাৎ আমি যখনই যাহা বলিয়াছি, তিনি তখনই তাহা শুনিয়াছেন"—এইরূপ বিচার করে। উহাদিগকে জন্মজন্মান্তর বৈষ্ণবের বিসর্জ্জনীয় বস্তুসমূহ বহন করাইতে হইবে, তবে যদি উহাদে— — — —।"

(শ্রীল [illegible])

[illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

[illegible]

শ্রীকৃষ্ণ

——:০:——

শ্রী + কৃষ্ণ = শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ সর্ব্বদাই শ্রীসমন্বিত। তিনি শ্রীমান্। আশ্রয়-বিগ্রহ-সমাশ্লিষ্ট বিষয়বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রী ও কৃষ্ণ কখনও তফাৎ থাকেন না। তাঁহারা নিত্য অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম। তিনি রূপবান্, গুণবান্ ও লীলাময়। তিনি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর—পরমেশ্বর। তিনি স্ত্রী বা ক্লীব নহেন, তিনি পুরুষ। শুধু পুরুষই বা বলি কেন, তিনি পুরুষোত্তম। তিনি নির্ব্বিশিষ্ট নহেন—বিগ্রহবান্। তিনি সকলের আদি তনকপুরুষ। তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণ-কারণ। তিনি গোবিন্দ, তিনি হৃষীকেশ, তিনি নন্দনন্দন, তিনি নারায়ণ। তিনি কাহারও অধীন বা বশীভূত বস্তু নহেন। সকলে তাঁহারই বশীভূত। তাঁহা হইতে অপরের সত্তা। তিনি স্বয়ংরূপ। তিনি নারায়ণ-বাসুদেবাদিরও অংশী। তিনি পরব্রহ্ম। তিনি পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু [illegible] তাঁহার রূপ তাঁহার গুণ তাঁহার লীলা, তাঁহার পরিকর-বৈশিষ্ট্য সকলই তিনি। এজন্য তিনি অদ্বয়জ্ঞান। তিনি সর্ব্বজীবপ্রভু। সকলেই তাঁহার দাস এবং তাঁহার উপাসক। যিনি এই কথা যতটা উপলব্ধি করিতে পারেন, তিনি ততটা মুক্ত বা সাধু। আর যিনি ইহার যতটা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না, তিনি ততটা বদ্ধ, অমুক্ত বা পরাধীন।

তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। তিনি অতি [illegible] ভাবে অবস্থিত আছেন। জাগতিক কোন কিছু তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি অধোক্ষজ বস্তু—স্বতঃপ্রকাশিত বস্তু। তিনি স্বেচ্ছাময়। তাঁহার যখন ইচ্ছা হয়, তখন যাহার প্রতি তাঁহার দয়া হয়, তাঁহাকে তিনি প্রকাশিত হন। সেবোন্মুখচিত্তে স্বতঃই তাঁহার আবির্ভাব।

তিনি সর্ব্বজ্ঞ। তিনি জ্ঞানময়। তিনি সমস্ত জীবহৃদয়ের মধ্যে থাকেন। তিনি সকলের কান্ত। তিনি গোপীনাথ।

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।।"

কৃষ্ণ গোপগোপাল। তিনি বৎসলারস-রসিক ব্রজপিতৃকুলের একমাত্র উপাস্য [illegible] কৃষ্ণ [illegible] [illegible] সহিত এবং না করিয়া [illegible] এই জগতে অজ্ঞানাচ্ছন্ন বা হরিবিমুখ ব্যক্তিগণকে যিনি মনে করিলে বিপদে পড়িতে হইবে। কৃষ্ণ একমাত্র প্রভু আর সকলেই তাঁহার দাস শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই জীবনের সার্থকতা কারণ, তিনিই একমাত্র নিত্যসেব্য। কৃষ্ণ ব্যতীত অপরের সেবা করিতে গেলে অবশেষে সেবাহারা হইয়া বা সেবা ছাড়িয়া নিজে সেব্য হইতে হয়। যেখানে সেবককে সেব্য বলিয়া কল্পনা করিয়া সেবার প্রচেষ্টা, সেখানে এইরূপই অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। অবশেষে সেব্যাভিমানে পরমসেব্য কৃষ্ণের সহিত পাল্লা দিবার ধৃষ্টতা হৃদয়ে স্থান পায়। সুতরাং সকলের সকল সেবা, সব প্রীতি বা শ্রদ্ধা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের প্রতি নিযুক্ত না হইলে অসুবিধা। কার্ষ্ণ বা সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণানুশীলনে রত। কার্ষ্ণ বা ভাগবতের সেবা না করিলে কৃষ্ণসেবায় অধিকার কাহারও হয় না। কৃষ্ণসেবায় অধিকার না পাওয়ায় কৃষ্ণকৃপা লাভও হয় না এবং তখনে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভেরও সম্ভাবনা থাকে না।

কৃষ্ণই সম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেম প্রয়োজন। কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ প্রদায়িনী। কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা বা কৃষ্ণভক্তিই জীবের একমাত্র স্বার্থগতি। ভক্তি [illegible] আত্মধর্ম। ভক্তিই [illegible] এবং এই চেতনতাই জীবের জীবন। এই ভক্তির কথা যিনি আমাদিগকে জানান, ভগবানের সন্ধান যিনি আমাদিগকে দেন, তিনি সদ্গুরুরূপী ভগবান্। এই শ্রীগুরুদেব সকল ভক্তের অগ্রণী—ভক্তশ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। সুতরাং কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে হইলে এই অন্তর্যামী সদ্গুরুর চরণাশ্রয় করিতেই হইবে। কয়লা যেমন জলন্ত অগ্নির সংস্পর্শে জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ বদ্ধজীব নিত্যমুক্ত সদা স্বস্বরূপ-সংপ্রাপ্ত পূর্ণবস্তু শ্রীগুরুদেবের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য পাইয়া স্বীয় স্বভাব ফিরিয়া পায়—আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীগুরুদেবই সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অগ্নি সংযোগ করিয়া দেন। শ্রীগুরুদেবের শ্রেষ্ঠ উপদেশ বাতাসের সহায়তায় জীব-হৃদয়ে সেবাপিপাসাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। তখনই জীবের অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের আলোচনা করিবার সুযোগ হয়। শ্রীগুরুদেবের সংস্পর্শ ব্যতীত চেতনতার বা ভক্তির উদ্বোধন অসম্ভব। জড় দেহ-মনের দ্বারা চেতনের অনুশীলন হয় না। সাধুসঙ্গের ফলেই জীব জানিতে পারে—শ্রীকৃষ্ণের আনুগত্যই তাহার স্বভাব।

ভক্তি ও ভক্ত দুর্ব্বল নহে যে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার ধৃষ্টতা না করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে। ভক্তি নিজেই সম্পূর্ণভাবে অন্যনিরপেক্ষা—স্বাধীনা। বরং তাঁহার সাহায্য ব্যতীত ধর্ম্মই বলুন বা নীতিই বলুন, কাহারও মূল্য নাই। ভক্তি বা ভক্তের আশ্রয় লইলে তাঁহারাই জীবকে সকল অমঙ্গলের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। ভক্তি বা ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য জাগতিক ধন-বল, লোক-বল কোন কিছুর প্রয়োজন নাই। কারণ, তাঁহারা নিরন্তর কৃষ্ণভুজ-রক্ষিত — সুদর্শনধারা সুরক্ষিত ভক্তি কৃষ্ণবশতা। সুতরাং ভক্তি বা ভক্তানুগত্য যাহার আছে, তাঁহারই সকল আর ভক্তি যাঁহার নাই, তিনি রাজা হইলেও তাঁহার কেবল অমঙ্গল। ভক্তি বা ভক্তের রক্ষণবিধান ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের জন্য ব্যস্ত আর কৃষ্ণ সেই ভক্তগণের জন্য ব্যাকুল। কৃষ্ণ ভক্ত ও ভক্তিরক্ষক। আমরা যেন নিজে কোনও দিন ভক্তরক্ষক বা ভক্তির রক্ষক মনে না করি, তাহা হইলে কৃষ্ণের চরণে অপরাধ হইবে। আমরা যেন ভক্তানুগত থাকিয়া নিত্যকাল কৃষ্ণের সেবা করিতে পারি, ইহাই প্রার্থনা।

জীব ও ভগবান্

——::(০)::——

জীব ও ভগবান্ এক জিনিষ নয়। পরস্পরের মধ্যে ভেদ আছে। তবে জীব—ভগবানের। জীব তটস্থা শক্তির পরিণতি। জীব ও ভগবান্ উভয়েই চেতন—একজাতীয়। তবে একজন বিভু একজন অণু, একজন প্রভু, একজন ভৃত্য। ভগবান্ মায়াধীশ আর অণুচেতন জীব মায়াবশযোগ্য। এইখানেই ভগবান্ ও জীবে পার্থক্য। অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন জাতীয়ত্বে এক, সেইরূপ পূর্ণচেতন ভগবানের বিভিন্নাংশ অণুচেতন জীবও জাতীয়ত্বে এক। সেইজন্যই জীবের সহিত ভগবানের ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

জীব কভু জড় নয়, হরি কভু নয়।
হরি-সহ জীব অচিন্ত্য-ভেদাভেদময়।।
দেহ কভু জীব নয়, ধরা ভোগ্য নয়।
দাস ভোগ্য জীব, কৃষ্ণ প্রভু ভোক্তা হয়।।

এই পয়ারের গৌরব নামক ভাষ্যে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব লিখিয়াছেন,—"হরি ভগবান্। তিনি স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির আশ্রয়। হরি স্বরূপশক্তির সহিত অভিন্ন, জীবশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত ও মায়াশক্তি হইতে ভিন্ন। জড়দর্শনে বিশ্ব, চেতন-দর্শনে গোলোক। চেতনদর্শনই কৃষ্ণভোগ্য দর্শন।"

কৃষ্ণাধীনতাই জীবের স্বরূপ, এই স্বভাব-বশে জীবগণ বিভুচেতনের নিত্য অনুগত। অতএব জীব ভগবানের নিত্যদাস এবং নিত্যদাসত্বই তাহার নিত্যস্বভাব বা ধর্ম্ম। এই দাস্য ভুলিয়াই জীব বদ্ধ। আবার ভগবানের নির্ম্মল আনুগত্যই তাহার মুক্তি। তাঁহার নিত্যদাসত্বই জীবচেতনের পূর্ণ-প্রকাশ।

ভগবৎ-প্রীতিসম্পাদনই ধর্ম্ম বা ন্যায়, তদ্বিপরীত কার্য্যই অধর্ম্ম বা অন্যায়। নিজের সুখবাঞ্ছা ছাড়িয়া দিয়া কেবল ভগবৎ-সুখ-বাঞ্ছার নামই ভগবৎসেবা বা ভগবদ্ভজন। যেখানে তাদৃশী সেবা নাই বা অহৈতুকী ভক্তি চেষ্টা নাই, সেখানে যতই ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান বা বৈরাগ্যাদির আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান থাকুক না কেন, তাহা প্রতিষ্ঠাশা-বঞ্চরনীর বিহার-ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ দৈন্যভরে প্রতিষ্ঠাকেই—'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাস'-অভিমানী শুদ্ধভক্তচরণকমলাশ্রয়কেই একমাত্র মঙ্গলের সেতু বলিয়া জানেন।

আমরা যদি নিষ্কপট হই, তাহা হইলে ভগবানের কৃপায় নিশ্চয়ই সংস্কার লাভ করিব

পারিব। আর যদি কাহারও হৃদয়ে অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে কৃষ্ণ সেই ব্যক্তির নিকট সাধুরূপে আসিবেন না; পরন্তু মায়াই সাধুগুরুর বেশ ধরিয়া তাহাকে বঞ্চনা করিবে। কৃষ্ণভক্ত সদ্গুরু জগতে বড় দুর্লভ। হাটে ঘাটে বাজারে কৃষ্ণভক্ত পাওয়া যায় না। মানুষ যদি নিষ্কপট হইয়া এসকল কথা অনুধাবন করে, তাহা হইলে সে অমানুষী শক্তি লাভ করিয়া নিজেও ধন্য হইতে পারে এবং জগৎকেও ধন্য করিতে পারে। তবে মূলে নিষ্কপটতা থাকা চাই—সেবাকাঙ্ক্ষা থাকা চাই। যাহারা ইন্দ্রিয়তর্পণকারী, তাহারা মুখে ভগবানের প্রতি নির্ভরতার যতই ভাণ প্রদর্শন করুক না কেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের শরণাগত নহে। তাহাদের নির্ভরতা যে ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহা তাহাদের কার্য্যকলাপেই প্রকাশ পায়। কিন্তু ঐকান্তিক শরণাগত ভক্তগণ ভগবানের চরণে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল, তাই হৃষীকেশের হৃষীকতোষণ ব্যতীত তাঁহাদের একমুহূর্তও নিজেন্দ্রিয় তোষণের জন্য ব্যয়িত হয় না। অনন্যভাব ভক্তের অন্তরের অতি নিভৃত কোণেও কৃষ্ণসুখবাসনা ব্যতীত অন্য কামনা নাই। তাঁহারা বলেন, সেবায় বহু বাধা। বাধা দেখিয়া বিচলিত হইতে হইবে না। অভাব অসুবিধার মধ্য হইতেও ভগবানকে ডাকিতে হইবে। ভগবানকে ডাকার জন্যই ত' সেই সকল অসুবিধা, যাহা ভগবানের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই মর্ত্ত্য পুরীতে থাকিয়া কি নিশ্চিন্ত হইবার কোন উপায় আছে? সুতরাং সুখই আসুক আর দুঃখই আসুক, সেবাপিপাসু আমরা দেহে একবিন্দু রক্ত থাকাকাল পর্য্যন্ত গুরুদেবের সেবা ছাড়িব না। এমন কি দেহান্তেও সেবা হইতে বিচ্যুত হইব না।

আমরা অনেক সময় যে ভজনের এক আধটুকু চেষ্টা দেখাই তাহাতে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার আশা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে আছে, ইহা একটু অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কনক-কামিনীর আকাঙ্ক্ষা কেহ কেহ হয় ত' কোন প্রকারে বন্ধ করিতে পারেন কিন্তু ধার্ম্মিক, বৈরাগ্যবান্ ও ভক্ত বলিয়া সম্মান পাইবার আশা কিছুতেই কেহ ছাড়িতে পারেন না। আমাদের বাস্তবিক যদি সেবাপিপাসা থাকিত, তাহা হইলে এগুলির প্রতি আমাদের লোভ নিশ্চয়ই থাকিত না। আমরা সাধু-গুরুর উপদেশ-শ্রবণের জন্য ব্যাকুল হইতাম, নিজেদের যজ্ঞভাগী সাধুগুরুর পাদপদ্মে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাদের কৃপাভিখারী হইতাম,

অধোগতি

(উপদেশক শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথিত একটী গল্প মনে পড়িল। চারিজন গুলিখোর একটী নদীর তীরে বসিয়া গুলি খাইবার যোগাড় করিল, কিন্তু আসল জিনিষ আগুন না থাকায় টিকে ধরান হইল না। নদীর পরপারে নৌকায় আগুন জ্বলিতেছিল। একজন দুই হাত সরিয়া গিয়া টিকে হাতে ধরিয়া আগুন লাগাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু আর একজন তাহার ব্যর্থতা জানিয়া আরও দুই হাত অগ্রসর হইল। এইরূপ সকলে নদীর এই পারে থাকিয়া টিকে ধরাইবার খুব কসরৎ করিল। কিন্তু মাঝে এক মাইল ব্যাপী গভীর নদী

কনক-কামিনী বা প্রতিষ্ঠাশা ছাড়িয়া দিয়া সাধুশাস্ত্রের শাসনবাক্য ধৈর্য্যের সহিত শ্রবণ করিতাম। শরণাগত হইলে নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতাম যে, ভক্তি ও ভক্তের আনুগত্য ব্যতীত আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই বৃথা এবং আমাদের যে আনুগত্যহীন ভক্তিচেষ্টা তাহা কেবল ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নহে।

প্রতিষ্ঠা ভীষণ জিনিষ। প্রতিষ্ঠা যাহার হৃদয়ে আছে, সে হৃদয়ে ভক্তি কখনও স্থান পাইতে পারে না। দুর্ব্বল কনক-কামিনী-ভোগীর মঙ্গলের আশা আছে, কিন্তু কপট প্রতিষ্ঠাকামীর মঙ্গলের আশা সুদূরপরাহত। বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলে এই প্রতিষ্ঠার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। তাই শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—প্রভুপ্রেষ্ঠ প্রভু-সেনাপতি ভক্তের পদাশ্রয় ব্যতীত প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালিনীর সঙ্গত্যাগ আদৌ সম্ভবপর নহে।

প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টা শ্বপচ-রমণী মে হৃদি নটেৎ
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্নন্ন মনঃ।
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভু দয়িতসামন্তমতুলং
যথা তাং নিষ্কাস্য ত্বরিতমিহ তং

বেশয়তি সঃ॥

জীবের কৃত্য—সর্ব্বক্ষণ হরিকে মনে রাখা। ইহাই বিধি, এতদ্ব্যতীত সবই অবিধি বা অভক্তি। প্রভুসেবাচিন্তাই দাসের ধর্ম বা স্বভাব। এই দাস্য যে সে জিনিষ নয়, এজগতের দাস্যের ন্যায় হেয় জিনিষ নয়। ইহা পরমোপাদেয় ও আনন্দপ্রদ বস্তু। লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা-শিব-নারদ-শুকাদি নন্দ-যশোদা-শ্রীদাম-সুদাম-বলদেব-নি ত্যা ম ন্দ সকলেই কৃষ্ণদাস্য-প্রার্থী—কৃষ্ণদাসের কাঙ্গাল। দাস্যে এত সুখ! এত আনন্দ!

ব্যবধান। তাই টিকে ধরান হইল না। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কর্ম্মজ্ঞানীদিগের বুদ্ধির দৌড় লক্ষ্য করিয়া এইরূপ উদাহরণ বলিতেন। এখন দেখিতেছি যে, বদ্ধ আমার জড় অভিজ্ঞানই সম্বল হইল। বদ্ধজীব যত বড় মহামনীষি হউক না কেন, তথাপি সে দোষচতুষ্টয়-দুষ্ট। মুক্তপুরুষের এই দোষচতুষ্টয় নাই। সদ্গুরু—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, কৃষ্ণৈকশরণ ও শান্ত। সদ্গুরু—দুর্লভ। তত্ত্ববিৎ উপদেষ্টা লভ্য হইলেও প্রকৃত শিষ্য অতি দুর্লভ। কঠোপনিষদে একটী বহুমূল্য উপদেশ পাই।

"শ্রবণায়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥"

এই শ্লোকটী বদ্ধজীবের অবস্থা জানাইতেছেন। বদ্ধজীব ধার্ম্মিকের সজ্জা গ্রহণ করিয়া নিজের অভিজ্ঞতার দিক্ হইতে যতই ছুটাছুটি করুক না কেন, পরতত্ত্বের অনুভূতি লাভ করিতে হইলে মাঝখানে বিরজা ব্যবধান রহিয়াছে, একথা জানা আবশ্যক। এই বিরজা নদীর পরপারে গিয়া আবার সাধনা আরম্ভ করিতে হইলে মানব-মনীষায়, এমন কি গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবতার মাথায়ও কুলাইবে না। তাই কঠোপনিষদ্ বলিলেন শ্রোতা অতি দুর্লভ।

বদ্ধজীবের চিন্তাধারা বিচার করিলে দেখা যায়, বদ্ধজীব শ্রেয়ঃ বুঝে না, তাই প্রেয়ঃপথে ধাবিত হয়। কঠোপনিষদে ১।২।২এ পাই—

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ
সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের কথা নিখিল শাস্ত্র ও আচার্য্যগণ কতই না আলোচনা করিয়াছেন। ব্যতিরেকভাবে প্রেয়ের দমন ও শ্রেয়োবিষয় অন্বয়মুখে প্রচার করাই প্রহ্লাদচরিত ও ভক্তভাগবতের স্বরূপ। বিবেকহীন মন্দব্যক্তি বড়ই চঞ্চল। ভুক্তি, মুক্তি, অন্যাভিলাষ থাকিলে ধীর হওয়া যায় না। ধীরব্যক্তি শেষনিঃশ্বাস পর্য্যন্ত চরমকল্যাণলাভের জন্য সচেষ্ট। বহু জন্মের পর দুর্লভ মানবজন্ম লাভ হয়। এই জন্ম অনিত্য হইলেও পরমার্থপ্রদ জানিয়া বুদ্ধিমান্ ধীরব্যক্তি দুর্লভ সদ্গুরুপাদপদ্ম-প্রান্তে বসিয়া থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করেন, এরূপ শিষ্য অতি দুর্লভ।

প্রশ্ন হয়, আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে অনেকের প্রশ্ন জাগে না কেন? প্রশ্ন উঠিলেও শ্রবণের সুযোগ হয় না কেন? শ্রবণ করিয়াও অনেকেই অনুভব করিতে পারে না কেন? সংশয় প্রশ্নের উত্তরে জানি তত্ত্ববিদ্ উপদেষ্টা দুর্লভ। যদিও সৌভাগ্যক্রমে উপদেষ্টা লভ্য হয় কিন্তু শ্রোতা অতি দুর্লভ। শ্রোতা বা শিষ্য হাটে ঘাটে মাঠে পাওয়া যায় না। তাই ভক্তিপথের পথিক অতি বিরল। বদ্ধজীব নিজের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের প্রতি এতদূর আস্থাবান্ যে, সে নিজে একজন উত্তম শ্রোতা ইহা জ্ঞান করে। নিজের ত্রুটী ধরিতে পারে না, ধরাইয়া দিলেও স্বীকার করে না, ইহাই পতনের পিচ্ছিল-পথ।

যাহা মায়ার ধর্ম্ম তাহা মাপিয়া লওয়া যাইতে পারে, সর্ব্বজ্ঞ অভিজ্ঞতাবাদিগণ বিশ্বকোষ হইয়া তাদাপড়ায় ধর্ম্মে ব্যস্ত আছেন। যাহা তাদাপড়া যাইতে পারে না, যাহা মেপে লওয়া যাইতে পারে না, তাহা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ভূমিকার অন্তর্গত নয়। তাই শাস্ত্রশাস্ত্রে অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত অনুশীলনের নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। সর্ব্বজ্ঞ অধোক্ষজকে মাপিতে চায়, বদ্ধজীব সর্ব্বদা গুরু-অভিমান ভালবাসে। আধিপত্য করাই তাহার দৈনন্দিন জীবনের কাম্য। যত সংসারে অবস্থান করিতে থাকে, ততই আধিপত্য-আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরিশেষে কামক্রোধাদি রিপুতাড়িত হইয়া মৎসর হইয়া পড়ে। মৎসর ব্যক্তি কোটী জন্ম শিষ্যত্বের বা শ্রোতার অভিমান করিলেও বিপরীত দিকে চলিয়া যায়। তখন নিজেকে গুরু ও অন্য সেবকগণকে ভালবাসার (?) ছলনা দেখায়। ক্রমে সেই ভালবাসার স্রোত সঙ্কীর্ণ হইতে থাকে। স্বল্পকালমধ্যে কেবল শ্রীগুরুর প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়। ক্রমে ঐ কেন্দ্রীভূত ভক্তি (?) সমান্তর রেখা-তুল্য গুরু সমান বিচার আনিয়া দেয়। কিছুদিন পরে এই সমস্ত রেখা প্রসারিত হইতে থাকে। অন্যের চক্ষে বা নিজের চক্ষে সমান্তর রেখায় বৃদ্ধিকে ভক্তিবৃদ্ধি বলিয়া দেখা গেলেও ইহা নিছক মায়াবাদ।

মায়াবাদ বা সোঽহংবাদের বীজ হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে অন্যের চেয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কিছুমাত্রায় অনুভূত হয়। ক্রমে ক্রমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, একজন ব্যক্তিকে নিজাপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠদর্শন করা দূরের কথা, কোনগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়াও মনে হয় না। তখন সর্ব্বজ্ঞ জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া অভিজ্ঞতাবাদীকে শূন্যবাদের উপাসক করিয়া তোলে।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীরূপেশের ভবন শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্ব্বশিক্ষা-পীঠ, শ্রীগিরিধারী-শ্রীগৌর-গোপাল আদি চতুর্দ্দশ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং আধুনিক 'নদীয়া প্রকাশ' প্রকাশ-মন্দির আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে মঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ ভক্তির-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিঃ পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অপার পাথার বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমনা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) প্রপন্নাশ্রম মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
নন্দা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—সেখারী,
পোঃ কোটকোট, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং কলোনি রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, অপেরা হাউস
বম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫১) কভূর-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) আলালকূট

(৫৬) সিদ্ধি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
শাসনগ্রাম, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-গৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডল
পোঃ বহুলকুণ্ডা, পঞ্জাব

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জমালী গৌড়ীয়মঠ
পোঃ জমালী, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুসুমকুণ্ডা, পোঃ চিত্রকূপা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ক্রমওয়েল রোড
সাউথ কেন্সিংটন, লণ্ডন, এস ডব্লিউ

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
চিটরোড রোড, পাটনা (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৩।০
" সিকি কলম	১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩৩৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুল সহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৩ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(•)::——

প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-পক্ষিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রবৃত্তির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, বাবিবা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্মপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——/:০:/——

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান স্বাস্থ্যকর—সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ শোভা। শিক্ষকগণ সুযোগ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনসমেত প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

——

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্‌শা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পারঙ্গত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত বল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অতীব ও অনবদ্য গ্রন্থ মনোরম ও বিচিত্র চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে শব্দসূচী ও সূচীপত্র (Index Glossary) ১ম খণ্ডখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—২৫, পঁচিশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অপূর্ব্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল সাধারণভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় পারমার্থিক সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৪ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। সুবিখ্যাত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩৪নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

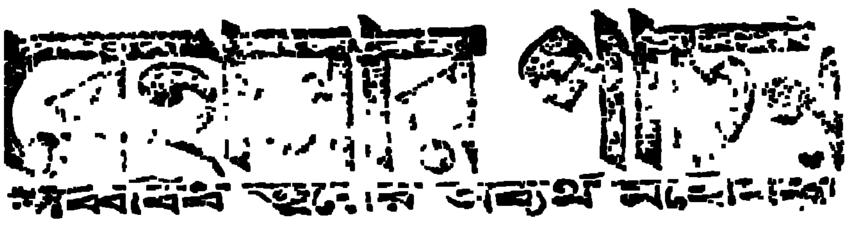

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিলে প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৪	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩-০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(লাইট্ রেলওয়ে
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৯	
ছাঃ	১৪-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৪		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৪		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ২৯শে মে, ১৯৩৯, সোমবার [৭৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

সুভাষ বাবুর মনোনয়নের প্রতিবাদ

কর্পোরেশনের বিভিন্ন কমিটি নিয়োগ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মিঃ জি সি ঘোষ; সৈয়দ জালালুদ্দিন হাসেমী, সৈয়দ বদিরুদ্দোজা এবং দেবজীবন ব্যানার্জি ইঁহারা সুভাষ বাবু কর্ত্তৃক যে সকল কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন তাহা হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সুভাষবাবুর মনোনয়ন অনুসারে বিভিন্ন কমিটির নির্ব্বাচন নাকচ করিয়া উক্ত কমিটির পুনর্গঠন করা হউক, এই দাবী করিয়া উক্ত চারজন এবং অপর চারজন সদস্য মেয়রের নিকট রিকুইজিশন পাঠাইয়াছেন।

কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের সম্পাদক কুমার বিশ্বনাথ রায় কর্পোরেশনের সদস্য পদ ত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগের কারণ এখনও সঠিকভাবে জানা যায় নাই।

ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি

কমন্স সভায় ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি সম্পর্কে মিঃ এটলীর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বলেন যে, জেনেভা যাত্রার পথে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স প্যারিসে ফরাসী মন্ত্রীদের সহিত আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া কমন্স সভার সভ্যগণ অবগত আছেন। অতঃপর লর্ড হ্যালিফ্যাক্স জেনেভায় থাকা কালীন আলোচনা চালান। লণ্ডনে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের সহিত প্রথমে এই আলোচনা সুরু হয়। এই সব আলোচনার ফলে ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তির অনুকূল যাবতীয় বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি সংক্রান্ত মূল বিষয় সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সব প্রস্তাব করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাহার ফলে যথাসত্বর একটা চুক্তি সম্পাদন করা সম্ভবপর হইবে। তবে আরও কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট করিবার প্রয়োজন হইবে, কিন্তু এতদ্বারা কোনপ্রকার গুরুতর বাধার সৃষ্টি হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।

লণ্ডনে চেকদের যে জাতীয় সম্পত্তি আছে তৎসম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, এই সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া গিয়াছে কিন্তু এতদ্বারা জার্মাণী কর্ত্তৃক বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া গ্রাস কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া বুঝাইতেছে না।

মিঃ ম্যাক্সটন কমন্স সভার সদস্যদের সহিত প্রথমে পরামর্শ না করিয়া বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া গ্রাস কার্য্যতঃ স্বীকার করা হইবে না বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতে অনুরোধ করেন। উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, তিনি এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারিবেন না। এই সময় সরকারবিরোধী দল হইতে তুমুল প্রতিবাদ ও আবার মিউনিক চুক্তির পুনরাভিনয় ধ্বনি উত্থিত হয়।

মিঃ এটলী—আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, গবর্ণমেণ্ট চেকোস্লোভাকিয়ার বর্ত্তমান অবস্থাকে বাস্তবৈতিকভাবে স্বীকার করিয়া লইবার পরিকল্পনা করিতেছেন?

প্রধান মন্ত্রী—না, আমি তাহা বলিতেছি না। আমি বলিয়াছি যে, আমি প্রতিশ্রুতি দিতে পারিব না; কারণ প্রচলিত প্রথানুযায়ী এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় না।

মিঃ এটলী বলেন যে, প্রধান মন্ত্রীর উত্তর সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত না হওয়ায় তিনি এই বিষয় আলোচনার জন্য অবিলম্বে একটি মুলতুবী প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন।

উড়িষ্যা সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যম

প্রদেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণকল্পে উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট এক ব্যাপক পরিকল্পনা করিয়াছেন।

প্রকাশ, গবর্ণমেণ্ট সরকারী ও বে-সরকারী সদস্য লইয়া এই উদ্দেশ্যে একটি প্রাদেশিক কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন। শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুত বোধরাম দুবে এই কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন। এই উদ্দেশ্যে জেলা কমিটিও গঠিত হইবে।

প্রথমে প্রত্যেক জেলায় দুই স্থানে এই কার্য্য আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ইহাদের একটি কেন্দ্র জেলার অভ্যন্তরভাগে এবং অপরটি জেলার সদরের নিকটবর্ত্তী হইবে। এই কেন্দ্রগুলি কমিটির প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন হইবে। গবর্ণমেণ্টের অভিমত এই যে, জনসাধারণের সাহায্য ভিন্ন কেবল সরকারী প্রচেষ্টায় এই পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। এই হেতু গবর্ণমেণ্ট বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানকে বিনামূল্যে চার্ট ইত্যাদি পাঠাইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির লেখাপড়ার সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রদেশের সর্ব্বত্র ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৬ বৎসরের মধ্যে প্রদেশের প্রত্যেক নিরক্ষরকে শিক্ষিত করিতে পারিবেন বলিয়া সরকার আশা করেন। বর্ত্তমানে উড়িষ্যায় শিক্ষিতের হার শতকরা ছয় জন।

মহাকোশল প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলন

মহাকোশল প্রাদেশিক হিন্দু সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির এক সভায় ডাঃ জ্ঞানসুন্দর ভার্গব সভাপতি, শ্রীযুক্ত ভি কে আঙ্খি সাধারণ সম্পাদক ও লালা রাধামোহন আগরওয়ালা কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এই সভায় পাঁচজন সহকারী সভাপতি এবং বোলজন বিভাগীয় সম্পাদকও নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কার্য্যকরী সমিতিতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ ও মিউনিসিপ্যাল কমিটীর স্থায়ী সেক্রেটারী-সহ মোট ৬৮জন সদস্য আছেন।

সভায় আরও স্থির হইয়াছে যে, প্রতিনিধি ও দর্শকগণের নিকট হইতে নিম্নলিখিত হারে চাঁদা আদায় করা হইবে— প্রতিনিধিগণের চাঁদা ১৲, বিশিষ্ট দর্শকগণ ৩৲ টাকা বা ততোধিক, প্রথম শ্রেণীর দর্শক—২৲ টাকা দ্বিতীয় শ্রেণীর দর্শক ১৲ টাকা ও তৃতীয় শ্রেণীর দর্শক ।৹ আনা।

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র শোভিত ও বিষয় সূচী সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

—— . ・)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা)	৬৲
৩।	ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬
৪।	সরস্বতী-জয়শ্রী (অধীনা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	৪৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষৎ	।০
১৮।	বাংলা-আন্দোলন	।০
১৯।	অর্চ্চনপদ্ধতি	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	।৵০
২১।	গৌড়ীয়সংহিতা	।৵০
২২	প্রবন্ধ গুচ্ছ	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	২৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) অধীনা)	২৲ / ১৲
২৬।	গীতার কেমন মানে তাহা	৸০
২৭।	প্রাকৃতরসশতদূষণী (অনুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্তসূত্র (অনুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	দীপ-দিগ্‌-দর্শন	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	।৵০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা	।০
৪০।	শরণাগতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চ্চনপদ্ধতি	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	৩৴
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনদর্পণ	৴১০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (অনুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫।	ভক্তবৃত্তাবলী বা আবাধনাপদ্ধতি	।০
৫৬	ভারতবর্ষ ও বৈষ্ণব	৵০
৫৭।	ঈশোপনিষৎ (অনুবাদিত)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণবেদ	৵০
৫৯।	শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬০।	সাংখ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬২।	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিক্তঃ	।০
৬৩।	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৪।	চতুষ্টয়ম্	।০
৬৫।	সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠস্তবপরিচয়	৴০
৬৭।	সারাৎসারনির্ণয়	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	।০
৭০।	নামভজন	৴০
৭১।	বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি	।০
৭২।	সিলেক্টেড ওয়ার্কস	।৵০
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৭৪।	বৈষ্ণবীজম	।০
৭৫।	কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং	৴০
৭৬।	দি ভাগবত	।০
৭৭।	ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনরালোয়েড ডিভোশন	।০
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	২।০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৵০
৮৩।	গীতাবলী	৴০
৮৪।	শরণাগতি	৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

জ্যৈষ্ঠ ... ১৩৪০ ...

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ১৬ ত্রিবিক্রম ৪৪৫ গৌরাব্দ, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৮, ২৯শে মে ইং ১৯৩১, সোমবার | ৭৬শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

হাওড়ায় প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৩০শে বৈশাখ ১৩ই মে রবিবার দিবস শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রচারার্থে বহির্গত হইয়া হাওড়া জেলার অন্তর্গত কাহুপাট গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মণ্ডল মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাটীতে শুভাগমন করেন। ঐ দিবস শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ পাহাল মহাশয়ের বহির্বাটীতে রাত্রি ৮।০ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পুরঞ্জনোপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। শতাধিক লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন।

১লা জ্যৈষ্ঠ ১৫ই মে সোমবার দিবস কাহুপাট ধর্মতলায় স্বামীজী মহারাজ "শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার দান" সম্বন্ধে তিন ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। সভায় তিন শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন।

২রা জ্যৈষ্ঠ ১৬ই মে মঙ্গলবার দিবস স্বামীজী পূর্ব্বোক্ত ধর্মতলায় "সাধু ও ভগবদ্" সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

৩রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার দিবস স্বামীজী তথায় পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৮ই মে স্বামীজী বেণীপুর-গ্রামনিবাসী শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাটীতে গমন করেন এবং ঐ দিবস রাত্রি ৭।০ ঘটিকা হইতে ৯।০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভবানীপুর বাজারে "শ্রীচৈতন্যদেব ও জীবে দয়া" সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তথায় প্রায় চারিশত লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত গোষ্ঠবিহারী পাল মহাশয়ের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে শ্রীকৃষ্ণের চন্দনযাত্রা-মহোৎসব

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে গত অক্ষয়তৃতীয়া হইতে যুগাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধিযুক্ত চন্দন লেপনাদি আরম্ভ করিয়া ২১ দিন যাবৎ শ্রীমূর্ত্তির সেবন কার্য্য মহোৎসবমুখে উক্ত ব্রতোদযাপন করেন। শেষ দিবস শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের গোপীনাথের চন্দনলেপন-প্রসঙ্গ পাঠ হয় এবং সমাগত বহুব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

শ্রীমঠে প্রত্যহই সকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত, দ্বিপ্রহরে ইষ্টগোষ্ঠী ও সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নিয়মিতভাবে পাঠ ও কীর্ত্তন হইতেছে।

ময়মনসিংহে প্রচার

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে শুভাগমন করেন। শ্রীমঠে আসিয়াই মঠবাসী সেবকগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন ও সেবা-কার্য্যের বিভিন্ন উপদেশ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে হরিভজন করিয়া জীবনযাপনের বিভিন্ন উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমৎ বিদ্যাবিনোদ প্রভু সমাগত বহু শিক্ষিত সজ্জনের নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতনশিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

——::(•)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা,
১৬।৫।৩১

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক নিবেদন,—

• • •

তোমরা নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদে পৌঁছিয়াছ জানিলাম। শ্রীগৌড়ীয় ও শ্রীনদীয়া-প্রকাশে যেরূপ উপদেশ পাওয়া যায়, দৃঢ়তার সহিত সেইরূপ আচরণে যত্নশীল হওয়া মঠবাসীগণের একমাত্র কর্ত্তব্য এবং সেইরূপ আদর্শ জীবন যাপন করিয়া শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া সোৎসাহে হরিকীর্ত্তনের নামই প্রচার। যিনি আত্মমঙ্গলপ্রয়াসী, তিনি প্রচার বা পরোপকার করিতে পারেন। লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কামনা লইয়া বহুদিন প্রচারাভিনয় বেশ করিলেও কিছুমাত্র আত্মমঙ্গল হয় না বা প্রচারের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা যায় না। প্রচার মধ্যে থাকা প্রথম হইলেও আচার-প্রচারকার্য্য যুগপৎ করিতে পারিলে প্রথমাবস্থাতেও আশাতীত মঙ্গল হইতে পারে। নিজের মঙ্গল ও শ্রীভগবদ্দেবার প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য নিষ্কপট আর্ত্তি-সহকারে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে পুনঃ পুনঃ নিষ্কপটে সহকারে তাঁহার অপ্রাকৃত বাণীর তাৎপর্য্য অনুসন্ধানের জন্য শ্রবণ, অনুকীর্ত্তন ও স্মরণ অনুষ্ঠানই একমাত্র মুখ্য সদাচার।

তোমরা সকলে আমার দণ্ডবৎ জানিবে।

দাসাধম—
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

ভ্রম-সংশোধন

৭৩ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশের ৩য় পৃষ্ঠার ১ম কলমের শেষ প্যারায় 'আন্তিক না হইলে সুবিধা যায় না' স্থলে 'আস্তিক না হইলে অসুবিধা যায় না'—এইরূপ হইবে।

"বৈষ্ণবের উপর 'প্রভুত্ব করিব', যাহাদের এই বিচার, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড। বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিবার পিপাসা—কৃষ্ণ সাজিবার ইচ্ছা। একমাত্র কৃষ্ণই বৈষ্ণবের উপর প্রভুত্ব করিতে পারেন। কোন কোন পাষণ্ড গুরুদেবের উপর প্রভুত্ব অর্থাৎ 'গুরুদেব আমার order supplier, অর্থাৎ আমি যখনই যাহা বলিয়াছি তিনি তখনই তাহা শুনিয়াছেন'—এইরূপ বিচার করে। উহাদিগকে অন্য আশ্রয় বৈষ্ণবের বিসর্জ্জনীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া জানাইতে হইবে, তবে যদি উহাদের মঙ্গল হয়।"

(শ্রীল আচার্য্যদেব)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ ত্রিবিক্রম শনিবার সপ্তম গৌরাব্দ ৪৪৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::(০)::——

কর্ম্মকাণ্ড সম্প্রদায় বাহ্য আচারে অত্যাগ্রহবিশিষ্ট। পুণ্যপুষ্করিণী খনন ও পবিত্র-তীর্থাদি গমনে তাঁদের কর্ম্মপরিক্রমা শেষ। কর্ম্মকাণ্ডীয় ও নির্ভেদ-জ্ঞানিসম্প্রদায় ভক্তির বিলোপ সাধন করবার জন্য যে বল-সংগ্রহ ক'রেছিলেন সেই বলকে হ্রাস ও দমন ক'রবার জন্য নৈষ্কর্ম্ম্যবাদপ্রচারকারী শ্রীগৌরসুন্দরের সেনাপতির আবশ্যক হ'য়েছিল। যে রাজনীতি সাধারণের খুব প্রয়োজনীয়, সেই রাজনীতিকে যাঁ'রা খুব ভাল ক'রে বুঝ্‌তেন—স্মৃতিগুলিকে (রাজনীতিসমূহকে) নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও বল-মূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করবার জন্য যাঁদের হৃদয়ে অসাধারণ বল ছিল—শ্রীরূপসনাতন শ্রীমহাপ্রভুর সেই সেনাপতি-দ্বয়। শ্রীরূপ—সেনাপতি, রূপানুগগণ—সব সেনা। শ্রীদামোদর স্বরূপ—গৌড়ীয়ের ঈশ্বর, তাঁ'র নিকট হ'তে recruit ক'রে সব সেনা হ'বে, বিরুদ্ধ দলকে—অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী সম্প্রদায়কে পরাজয় ক'রবার জন্য।

রূপানুগ সৈন্যের হাতে অন্য কোন অস্ত্র নাই—তাঁদের একমাত্র অস্ত্র—হরিনামসঙ্কীর্ত্তন। সেই সকল রূপানুগ সৈন্যের দ্বারা কিরূপ ব্যূহরচনা ক'রতে হ'বে, ভক্তি-বিদ্বেষী সম্প্রদায়সমূহের বিরুদ্ধে কিরূপ অভিযান করতে হ'বে এবং সেই সকল দুর্জ্জন হ'তে কিরূপে আত্মরক্ষা ক'রতে হ'বে তা'র প্রণালী শিক্ষা দিয়েছিলেন শ্রীগৌরসুন্দর—সেনাপতি শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে প্রয়াগে শক্তিসঞ্চার ক'রে। সেই সেনাপতি গিয়ে পৌঁছেছিলেন শ্রীবৃন্দাবনে। সেনাপতি তাঁ'র সৈন্যগণের দ্বারা কি প্রকারে যুদ্ধ করিয়েছিলেন, সেই সকল বর্ণনা আলোচনা ক'রে আমরা ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি প্রভৃতি গ্রন্থে ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায়ের বিচারের প্রতি গুলি ক'রতে পারব—অসদ্বুদ্ধি দমকামনা কর্ম্মাগ্রহ জ্ঞানাগ্রহ যোগাগ্রহ—সাধ্যাগ্রহ—নিরোধ—এ সকলের প্রতি গুলী করতে হ'বে।

শ্রীরূপ সেনাপতির অধীনে রূপানুগ সৈন্যগণ যেরূপ দুর্গের ব্যূহরচনা ক'রেছেন তা'তে এখনও দেখ্‌ছি শ্রীজীব-গোস্বামী প্রভুকে, তিনি রূপানুগ সৈন্য হয়ে সমস্ত অন্যায় বিচারগুলোকে, মায়াবাদী সম্প্রদায় যা' কিছু আট ঘাট বেঁধেছিল সবগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক'রে তা'দের সব আটকে রেখে দিয়েছেন। এখন আধ্যক্ষিকতায় নিজাম্ব করতে গিয়ে 'আরোহবাদী' সম্প্রদায় ভগবদ্ভক্তের প্রতি আক্রমণ করতে উদ্যত হ'য়েছিল, তখন শ্রীরূপ সনাতন সেনাপতিদ্বয়ের আজ্ঞা হ'য়েছিল নিজের সেনাসমূহের দ্বারা মানবজাতির চিন্তাস্রোতে যে মায়াবাদ-দানব এসে প'ড়েছিল তা'দেরকে ধ্বংস করা, অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম ও 'আদি' বল্‌তে যোগ প্রভৃতি, অপ্রাপ্তবস্তু, নিরপেক্ষ, অহৈতুকী ভক্তির বাধক তত্তাবৎ যে কিছু কর্ম্ম বা প্রয়াস, সেই সকল অভক্তি মতবাদকে নিরাস ক'রে অনুকূল অহৈতুক কৃষ্ণানুশীলনের বিচার স্থাপন করা।

যে রূপের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করা যায়, তা' বর্ত্তমানে ঢাকা প'ড়েছে, উপাধির দ্বারা। একটা মানসিক উপাধি আর একটা শারীরিক উপাধি। সেই রূপের বিরোধী হওয়ায় কেহ অন্যাভিলাষী কর্ম্মী সেজেছি, কেউ জ্ঞানী সেজেছি। কখনও মনে কর্‌ছি—আমি মানবরূপ, কখনও মনে কর্‌ছি—আমি দেবতারূপ, কখনও মনে কর্‌ছি—আমি পশুপক্ষীপ্রেতাদি-রূপ, কখনও মনে কর্‌ছি—আমি ব্রাহ্মণাদি-রূপ, আমি সন্ন্যাসী প্রভৃতি রূপ। জাতরূপ, বর্ণ-রূপ, প্রতিষ্ঠারূপ আমার নিকট বরণীয়, লোভনীয় হ'চ্ছে। শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীরূপ যে রূপের কথা জানিয়েছেন সেই রূপ প্রাপ্ত হ'বার জন্য কি আমাদের একবারও লোভ হ'বে না ?

রূপানুগ সম্প্রদায় পরিত্যাগ ক'রে যাঁ'রা শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করতে যান, তাঁ'দের দর্শন দুষ্কর প্রায়। তাঁ'দের প্রকৃত বা সম্যক্ শ্রীচৈতন্যদর্শন হয় না।

প্রেমবিভাবিত, সেবোন্মুখ, নিষ্কপট বৈষ্ণব দিয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন হয়। ভজন, পূজন, সর্ব্বস্ব, উদ্দেশ্যবস্তু যখন শ্রীরূপ গোস্বামীর পাদপদ্ম হ'বে তখনই চৈতন্যকে পূর্ণভাবে দেখ্‌তে পাব। শ্রীরূপের পাদপদ্মে আমাদের প্রকৃত আশা আছে। বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোতে যখন আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ি, যখন কর্ম্মী হ'য়ে পড়ি, জ্ঞানী হ'য়ে পড়ি, অন্যাভিলাষী হ'য়ে পড়ি, তখনই শ্রীরূপ প্রভু আমাদের কাছ থেকে সেবাবিমুখ জেনে চ'লে যান।

আমাদের বড় আশা। নিত্যজীবনে যে আমাদের প্রাপ্য এত বড় আশা-ভরসা তা' কেবল শ্রীরূপের পাদপদ্ম। আমাদের আশাবন্ধ—শ্রীরূপের পাদপদ্ম, আমাদের আকাঙ্ক্ষা—শ্রীরূপের পাদপদ্ম, আমাদের লালসা—শ্রীরূপের পাদপদ্ম সেই আশালতিকা প্রস্ফুটিত হউক।

নরকগমনের জন্য যদি কাহারও ইচ্ছা থাকে তা' হ'লে সে বৈষ্ণববিদ্বেষ করুক। বর্ত্তমান কালের কথিত বৈষ্ণবধর্ম্মের হস্ত হ'তে গৌড়ীয়বৈষ্ণবপরিচয়াকাঙ্ক্ষীদিগকে—অন্ততঃ গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য প'ড়ে গেছে—নিজের ভজন ছেড়ে দিয়েও কর্ত্তব্য পালন ক'রতে হ'বে। কেউ গৌরসুন্দরের নিষ্কপট আনুগত্য ক'রছেন না, শ্রীরূপের কথা শুন্‌ছেন না। কেউ বল্‌ছেন, চিত্তশুদ্ধিসম্বন্ধে থাক্‌বো, কেউ বলেন, ঐকান্তিকত্ব একঘেয়ে ব্যাপার, তা'তে ইন্দ্রিয়ের উদার-প্রবৃত্তি বৈচিত্রী দূরে রক্ষা করতে পারে না। কেউ বল্‌ছেন, নির্জ্জন-ভজনের নামে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লাভ করব। কৃষ্ণভক্ত ও বৈষ্ণবসমাজের বিরুদ্ধে যে অভিযান তা'তে ঐ সকল ব্যক্তির সর্ব্বাধিক ক্লেশ উপস্থিত হ'য়েছে। এরা মনে কর্‌ছে মহাপ্রভুর ঐ সকল কথা বাদিয়ে দিয়ে যা'-তা' এবং ইন্দ্রিয়তর্পণটাকে বৈষ্ণবধর্ম্ম ব'লে চালাব। অশ্ব-বক-পূতনা যেরূপ ধ্বংস হ'য়ে গিয়েছিল গৌড়ীয়মঠের প্রচারে সেরূপ সব অগৌড়ীয় ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

ভগবদ্ভক্ত জল, বায়ু, খাদ্য প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করেন না। ঐ সকল দ্রব্যাদির দ্বারা ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসাদি গ্রহণও ভগবৎসেবার জন্যই। ভগবৎসেবা ব্যতীত তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, সুতরাং তাঁহার কোন কার্য্যই জড় বা মায়িক নহে; পক্ষান্তরে অভক্ত সর্ব্বক্ষণই ভোগের জন্য প্রধাবিত হয় এবং ভগবানকে প্রকৃতিজাত বিবেচনা করে। তাহার বিবেচনায় ভগবান্ বড় জোর সত্ত্বগুণের দেবতাবিশেষ, বিশুদ্ধসত্ত্বের কথা কিছুমাত্র তাহার বোধগম্য হয় না।

— —

শ্রীজগন্নাথদেব অর্চ্চা। তিনি কৃপাপূর্ব্বক পূজকের নিকট আসিয়াছেন। আমরা যদি সেবক হইয়া সেবা করি, তাহা হইলে সব ঠিক। আর যদি সেবার ভাণ দেখাইয়া জগন্নাথের নিকট হইতে কিছু আদায় করিবার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে বণিগ্‌বুদ্ধি হইল মাত্র।

ভোগোন্মুখ-চিত্তে জগন্নাথ-দর্শন—কাষ্ঠ-দর্শন। কাষ্ঠদর্শন হইলে অধঃপতন হইয়া গেল। যখন জ্ঞান থাকে না, তখন বুঝিতে পারি না—হয় ত বাবার কোলেই প্রস্রাব করিলাম, লাথি মারিলাম; জ্ঞান হইলে আর তাহা পারি না। তখন বাবাকে সম্ভ্রমজ্ঞানে—পূজ্যজ্ঞানেই দেখি। সম্বন্ধজ্ঞান উদয়ে—দিব্যদৃষ্টি লাভ হইলে বিগ্রহকে আর কাঠপাথর জ্ঞান হয় না, সেব্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপেই দেখি। তখন তাঁহার প্রতি প্রাকৃতবুদ্ধি আরোপ করিয়া যে অন্যায় করিয়াছি তজ্জন্য অনুশোচনা আসে।

যিনি বলেন যে, আমি বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছি তাঁহার নরক গমন হইয়াছে মাত্র বৈষ্ণবের কৃপা ভিক্ষা করিতে হইবে। বৈষ্ণবের পাদপদ্মে কৃপা প্রার্থনা হইলে নিজেকে বৈষ্ণবের ভৃত্যজ্ঞান হইবে—বৈষ্ণবের কৃপায় নিজ স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যাইবে মানবগণ কামক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া দাম্ভিক হয়। দাম্ভিক হইলে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় আর প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে না। ভগবৎ-প্রসঙ্গ বৈষ্ণবের নিকট শুনিতে হইবে, অবৈষ্ণবের নিকট নহে। অসৎলোকের নিকট হরিকথা শুনিতে গেলে অসতের প্রভাবে অসৎ হইয়া যাইবে।

কীর্ত্তন বলিতে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট যে ভগবদ্বাণী শ্রবণ করিয়াছি তাহার পুনরাবৃত্তি। সরলান্তঃকরণে শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করিলে এবং শ্রবণ ও কীর্ত্তনই ভগবৎসেবা ইহা জানিলে ভগবৎস্মৃতি হৃদয়ে দেদীপ্যমান থাকিয়া আমাদিগকে নিরন্তর সেবায় নিযুক্ত রাখিবে। বিষ্ণুর কথা যথাযথভাবে কীর্ত্তন হইলে বিষের আর কোনও কথা আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশাধিকার

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

পারিবে না। প্রাকৃত অশান্তিসমূহে নিষ্পেষিত হইয়া আমরা এখন ভগবদ্ভজনের সময় পাইতেছি না; কিন্তু স্বরূপের অভিজ্ঞান হইলে সর্ব্বক্ষণ ভগবদ্ভজনের লৌল্য হইবে, তখন অন্য কার্য্যে মন থাকিবে না। তখন ক্লেশের কারণ উপস্থিত হইলেও চিত্ত ক্ষুব্ধ হইবে না। হরিসেবা ব্যতীত ক্ষণকালও অন্য কার্য্যে সময় নষ্ট করিলে প্রাণ ফাটিয়া যাইবে, কৃষ্ণেতর বিষয়ে স্বাভাবিকী বিরক্তি উদিত হইবে—স্বয়ং স্বভাবতঃই ভগবৎ-প্রাপ্তি-বিষয়ে দৃঢ় আশা পোষণ করিবে।

শ্রীগুরু-কৃপা ও শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা পৃথক্ নহে। গুরুদেব কৃষ্ণভজন ব্যতীত কার্য্যান্তর-রহিত। আর কৃষ্ণ তাঁহার শ্রেষ্ঠজনের সেবা ব্যতীত আর কাহারও সেবা অঙ্গীকার করেন না। সকলের সকল সেবা গুরুদেব কর্তৃকই কৃষ্ণের চরণে নিবেদিত হয়। তাঁহার দ্বারাই কৃষ্ণের প্রসাদ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়। শ্রীগুরুদেব ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীববিশেষ নহেন, তিনি পতিত জীবগণের উদ্ধারকল্পে কৃষ্ণেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতরণ করিয়া সৌভাগ্যবান্ জীবকে ভক্তিলতার বীজ প্রদান করেন।

কাহার সেবা করিব?

(শ্রীঅনন্তবাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

আলো-অন্ধকারে, জলে-আগুনে কখনও মিল হয় না। সত্যে-অসত্যে, সাধু ও অসাধুতে কখনও আপোষ-মীমাংসা হয় না। অসত্য চিরকালই সত্যে বাধাপ্রদান করে। অসত্য চিরকালই সত্যকীর্ত্তনে, সত্য-শ্রবণে, সত্যগ্রহণে বাধাপ্রদান করিবেই—ইহা হরি-বিমুখ জগতের একটা চিরন্তনী-প্রথা। যাহার যাহা স্বভাব সে তাহা না করিয়া থাকিতে পারে না। কামুক জগৎকে কামিনীময় দেখে। অসৎ—মৎসর। সে সত্যাশ্রয়ী বা সত্যানুসন্ধিৎসুকে বাধাপ্রদান না করিয়াই পারে না। ইহা তাহার স্বভাব। হরিবিমুখ জগৎ হরিসেবায় বাধাপ্রদান করিবেই। কিন্তু যাঁহারা হরিসেবোন্মুখ, তাঁহারা গুরুকৃপায় সেই বাধাবিপত্তি অনায়াসেই অতিক্রম করেন। যেখানে সূর্য্যের রশ্মি প্রদান আর সূর্য্যদর্শন-কারীর সেই রশ্মি বা আলোক দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা বা উদ্‌গ্রীবতা,সেখানে কোন কিছুই সূর্য্যদর্শন হইতে তাঁহাকে বিরত করিতে পারে না। সেইপ্রকার যেখানে গুরুবৈষ্ণব-সেবার জন্য তীব্র-আর্ত্তি জাগিয়াছে, গুরুপাদ-পদ্মের সঙ্গে যাঁহার সম্বন্ধ হইয়াছে, সেখানে কোন বাধাই তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। সেবাপথে যত বাধা পায় জীব ততই অতি-কাতরভাবে নিজেকে অসহায়, দুর্ব্বল, কাঙ্গাল, পতিত, দীন, হীন জানে পতিত-পাবন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মের দিকে ধাবমান হয়। কিন্তু দুর্বৃত্ত কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করিলে যেমন সেই নিরাশ্রয় ব্যক্তি ঊর্দ্ধশ্বাসে আশ্রয়ের জন্য বলবানের নিকট দৌড়াইয়া যায় বা সাহায্য পাইয়া নিশ্চিন্ত হয়, সেইরূপ আশ্রয়-প্রার্থী হরিভজনোন্মুখ ব্যক্তির এজগতের বাধা-বিপত্তিও কোন কিছুই করিতে পারে না। সেইজন্যই বলি, গুরুকৃষ্ণসেবোন্মুখ আমরা কেন বহির্ম্মুখ জগতের বহির্ম্মুখ-লোকের যুক্তিতে বা বাধায় গুরু কৃষ্ণসেবা পরিত্যাগ করিব? হরিবিমুখ ব্যক্তিগণ গুরুকৃষ্ণসেবায় যত বাধাপ্রদান করিবে, আমরা ততই প্রবল হইতে প্রবলতর—প্রবলতমভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম—আচার্য্যপাদপদ্মকে আঁকড়াইয়া ধরিব—তাঁহার গুণমহিমাকীর্ত্তনে জগৎ মুখরিত করিব। নিজেও সম্পূর্ণভাবে আশ্রিত-শরণাগত হইব এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলকে তাঁহার শরণাগত—আশ্রিত হইতে বলিব। সর্ব্বক্ষণ শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের কীর্ত্তন করিব। আমরা আর কাহারও কথা শুনিব না, একমাত্র গুরুপাদপদ্মের কথা ছাড়া। আর কেহই কৃষ্ণ দিতে পারেন না। কৃষ্ণপ্রদানের ক্ষমতা একমাত্র শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মেরই আছে। তাঁহার কৃপার প্রার্থী না হইলে—তাঁহার অন্তরে প্রবেশ না করিলে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না। সেইজন্য সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কৃপালাভের জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল হইতে হইবে—যাহাতে তাঁহার অযাচিত কৃপা লাভ হয়, সেই পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। কৃপা করার মালিক একমাত্র শ্রীগুরুদেব। তাঁহার কৃপা ব্যতীত এজগতের দেবতা-মনুষ্যাদি কাহারও কৃপার ভিখারী আমরা নহি। আমার প্রতি তাঁহার যাহা ভাল হয় তাহাই করুন, আমি কিন্তু আর কাহারও নিকট হইতে মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করি না—এইরূপ সতী স্পৃহা যদি সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক থাকে, যদি নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার ভিখারী হইতে পারি, তাহা হইলে কেহই আমাদের গুরুসেবার ক্ষতি করিতে পারিবে না—সাময়িকরূপে বাধা দিলেও তাহা হরিসেবার অনুকূল হইয়া আমাদিগকে উত্তরোত্তর সেবাপথে পরিচালিত করিবে। নিষ্কপটে গুরুসেবার প্রয়োজন বোধ উদিত হইলে যাবতীয় ক্লেশ ও বাধাবিপত্তি কিছুই করিতে পারে না। যদি সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া—ষোল আনা তাঁহার হইয়া সকল কাজ তাঁহার সুখের জন্য করি তবে আমাদের মঙ্গল হয়। নিজকে গুরু-দেবের নিত্যভৃত্য জানিতে হইবে—গুরু-সেবক হইতে হইবে। আমরা আর কাহারও সেবা করিব না। যাহাকে তাহাকে প্রাণ দিব না—ভালবাসিব না—প্রীতি করিব না—বিশ্বাস করিব না। বিশ্বকে বিশ্বাস নাই। অনিত্য বিশ্ব ও বিশ্ববাসীকে বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। তবে কাহাকে বিশ্বাস করিব? আমরা নিত্যানন্দ-গুরুপাদপদ্ম—শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মকে বিশ্বাস করিব—শ্রদ্ধা-প্রীতি-ভক্তি করিব। কারণ, 'নিতাই-চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাইপদ সদা কর আশ।' গুরুনিত্যানন্দ নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য ও তাঁহার সেবা নিত্য। গুরু-নিত্যানন্দ ও তাঁহার ভৃত্যবর্গের সহিতই আমাদের সম্বন্ধ আর কাহারও সহিত সম্বন্ধ নাই। তাঁহাদের বাদ দিয়া অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ করিতে গেলে সেখানে দ্বন্দ্বই হইবে। যাহারা ভগবদ্ভজন করে না, গুরু-নিত্যানন্দের সহিত যাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, সেই সকল ব্যক্তির সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা অভক্তের সেবা করিব না—মনুষ্যের সেবা করিব না—পুতুল-পূজা করিব না—আমরা গুরুপাদপদ্মের—আচার্য্যপাদপদ্মের সেবাই সাদরে বরণ করিব। সেবা, প্রীতি বা ভক্তির পাত্র—একমাত্র হরি, গুরু ও বৈষ্ণব। হরি-গুরু-বৈষ্ণবকেই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে হইবে—সেবা করিতে হইবে। লঘুর সেবা করিতে হইবে না। লঘুর প্রতি সেবাপর প্রবৃত্ত হইতে পারে না। লঘুর প্রতি দয়া বা কৃপাই করিতে হয়। গুরুবৈষ্ণব-বিরোধী বা গৌরাঙ্গবিরোধী জনকে উপেক্ষা করাই তাহার প্রতি কৃপা। তাহারা যাহাতে গুরুগৌরবিরোধ করিতে না পারে, তাহা করাই তাহাদের প্রতি কৃপা। আমরা যদি গুরুর সেবা বাদ দিয়া লঘুর সেবা করিতে দৌড়াই, তাহাতে নিজের কোন মঙ্গল ত' হয়ই না আবার যে লঘুর সেবা করিতে যাই, তাহারও মহা সর্ব্বনাশ হয়। জীবহিংসা করিতে হইবে না। যাহাতে নিজের ও অপরের মঙ্গল হয় তাহা করাই দরকার। সকলের হরিভজনের দিকে—মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখাই প্রয়োজন। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মঙ্গলের দিকে তাকাইয়া চলিলে পরস্পরের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হয় না। পরস্পরের সেবায় সাহায্য করিবার জন্যই সকলের একত্রে, একসঙ্গে বাসের প্রয়োজন। বন্ধুর কাজ করা দরকার। যাহাতে সকলেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে—আচার্য্যপাদপদ্মে সর্বতোভাবে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধানে তৎপর হইতে পারে তজ্জন্য সকলকে প্রাণপণে যত্ন করিতে হইবে, তবেই গুরুসেবা বা প্রকৃত সহবাস হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাতেই সকলের সকল প্রকার মঙ্গল হইবে, একথা নিজে উপলব্ধি করিয়া সকলের নিকট নির্ভীকভাবে কীর্ত্তন করিতে হইবে। তবে আগে নিজের নিষ্ঠা দেখা দরকার। আমি নিজে কতটা শরণাগত হইতে পারিয়াছি—নিজে কতটা মঙ্গল লাভ করিয়াছি—নিজে কতটা তাঁহার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী হইতে পারিয়াছি, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে—"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥" যে কথা আমি নিজে শুনি না—পালন করি না সেকথা অপরে শুনিবে কেন? যাঁহারা শুনিবেন—যাঁহারা পালন করিবেন তাঁহাদের ত' প্রাণ আছে, বুদ্ধি-বিবেক আছে। গুরুপাদপদ্মে যে নিজে আকৃষ্ট হয় নাই—তাহার কথায় অপরে আকৃষ্ট হইবে কি করিয়া? সেইজন্যই শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাদেশ শিরে ধারণ করিয়া যাহাতে নিত্যকাল আচরণমুখে তাঁহার বাণী কীর্ত্তন করিতে পারি তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃপাবল ভিক্ষা করিতে হইবে। দীন হইতে হইবে। দৈন্য বা দীনতাই যথার্থ বল। দৈন্যহীন ব্যক্তি কখনও গুরুকৃপা লাভ করিতে পারে না। পতিত না হইলে পতিতপাবন নিত্যানন্দের কৃপা বহিত হয় না। 'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।' বাহিরের দিক্ হইতে এই দীনহীনকে নিঃশক্তিক মনে হইলেও এই দীনতার এমন একটা শক্তি আছে যাহাতে দীনবন্ধু ভগবান্ সেই দীন-হীনের নিকট না আসিয়া পারেন না। সাধকের নিকট নিষ্কপট দীনতা ব্যতীত আর বড় সাধন কিছুই নাই। যাহাতে এইরূপ নিষ্কপট দীনতা জাগে তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের পাদপদ্মে জানাইতে হইবে। দীন হইলে দীনবন্ধুর কৃপালাভ হইবে। আমরা হরি, গুরু ও বৈষ্ণব—এই প্রভুত্রয়ের একটী আসনও গ্রহণ করিব না—তাঁহাদিগকে অসম্মান করিব না। প্রভুকে প্রভুর আসনে রাখিয়া—গুরুকে গুরুর আসনে রাখিয়া নিত্যকাল তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে। কৃষ্ণসেবা-কাঙ্ক্ষী আমরা কাহারও পরামর্শ না শুনিয়া—কোন বাধা না মানিয়া, সাধুরূপী কপট পূতনার স্নেহ-ভালবাসাকে উপেক্ষা করিয়া সাধুর ভক্তর—আশ্রয়ের—শুদ্ধ আচার্য্য-সেবকবৃন্দের সেবা নিত্যকাল করিব।

৭। ১।২০-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, তাৎকালীন শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। অপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রদর্শনী ও 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, আচার্য্যচতুষ্টয় সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অবধূতকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা – (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া ...

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিকা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলাঝোরা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নদী রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যরক্ষণ মঠ,

পোঃ ... , সীতাপুর ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একাদশানন্দ-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন ...

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দেশ বিহারী মঠ

নন্দগাঁ, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—কেলারী,

পোঃ কোকোল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ... বম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মাদ্রাজ, ...

শ্রীশ্রী...সেবা

(৫১) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রী...বিগ্রহের সেবা

(৫২) ... গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ ... (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) সাতাসন (?)

(৫৬) ...-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

..., পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) ... গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রজনাথগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ ..., পঞ্জাব

(৬০) ...

চিকণিয়া, পোঃ ..., মেদিনীপুর

(৬১) আমাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবাড়ী, পোঃ ..., (বাংলা)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৩১, ... রোড

... লণ্ডন, ...

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

... রোড, ... ইউ·পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

..., চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵৹	।৵০	
ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যায় ভিন্ন দর।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন.

[illegible]

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালিত বোর্ডিং। [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত [illegible] আহার ও [illegible] প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা [illegible] নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর [illegible] [illegible] নিয়মী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিবিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] ভাণ্ডার, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয়মঠাদিপ্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু পরমহংস [illegible] নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ [illegible] [illegible] ও [illegible] সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া [illegible] [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছেন। [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিলতম সমস্যার [illegible] [illegible] সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকগণের এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃপঞ্চাশবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী [illegible]' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র হইতে [illegible] ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ [illegible] সহিত যুক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, [illegible]-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও [illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ [illegible] [illegible]।

[illegible]ল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত [illegible]। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের ইংরেজির প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম. এ মহোদয়ের বহু গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আত্মপ্রকাশ করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বহু হইল। এই বিরাট ৬৪৮ পৃষ্ঠা ও আধুনিক বহু মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ অসম্পূর্ণ প্রকাশিত। ভিক্ষা ১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(*):: ———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীব-চরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যপাদের শুভেচ্ছায় সর্ববিদ্যাবিভূষিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলীর তালিকাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(*)———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭ ০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৪-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১৭		১৩-৩১	১৬-০		১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮		১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬		১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০			
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩			
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	[illegible]	১৯-১১	২১-৪১	২০-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৪	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিত্তার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাফ— শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ৩০শে মে, ১৯৩৯ মঙ্গলবার [৭৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

রেল দুর্ঘটনার প্রতিকার

দুই লোহেরা থাকাতে রেল লাইন লাফাইয়া ট্রেণ দুর্ঘটনা ঘটাইতে না পারে তজ্জন্য ভারতবর্ষের নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান ও গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলা রেলওয়েতে পরীক্ষা চলিতেছে, এই উদ্দেশ্যে কলিকাতার মেসার্স গেষ্ট, কীন, এণ্ড উইলিয়াম্‌স্ এণ্ড কোম্পানী ফার্ম হইতে একজন বিশেষজ্ঞ আনাইয়াছেন। প্রতিকার পন্থা মোটামুটি এই—

বর্ত্তমান রেলগুলি ৩৬ ফুট বা ৪২ ফুট লম্বা। ঐগুলি জোড়া লাগাইয়া ১২০ ফুট করা হইতেছে। ফলে রেল অপসারণ করা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য হইবে, কারণ রেলগুলি অত্যন্ত ভারী হইবে এবং ১২০ ফুট লম্বা এক এক খানা রেল সরাইতে অনেকগুলি স্ক্রু নাট্ সরাইতে হইবে। এক একটি জোড়া লাগাইতে ৩০ টাকা করিয়া খরচ পড়ে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, জোড়া লাগাইলে শুধু যে দুর্ঘটনার আশঙ্কা কমিবে কেবল তাহাই নহে; গাড়ীর ক্ষয় ও কম হইবে। যাহারা রেল গাড়ীতে চড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, রেলের প্রত্যেকটি জোড়ার উপর দিয়া চাকা যাইবার সময় খট করিয়া আওয়াজ হয়, এবং [illegible] গাড়ীর কিছু ক্ষয় হয়। একটি [illegible] ক্ষয়ের পরিমাণ অবশ্যই সামান্য, কিন্তু [illegible] রেলের উপর অসংখ্য জোড়া আছে এবং [illegible] এক খানা গাড়ীর চাকাগুলি [illegible] প্রত্যেকটি জোড়ার [illegible] কাজেই মোট ক্ষয়ের পরিমাণ কম নহে। যাহা হউক, কর্তৃপক্ষ জোড়া লাগাইবার ব্যয় এবং ক্ষতির পরিমাণ খতাইয়া দেখিবেন।

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

জার্ম্মাণী ভারতের বাজারে ব্যাপক বাণিজ্য বিস্তারের জোর চেষ্টা চালাইবার অভিপ্রায় করিয়াছে। ব্রিটেন যে সব পণ্য সম্পর্কে ভারতীয়দের উপকারের জন্য নিজের সুবিধা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়াছে, জার্ম্মাণী সেই সব পণ্যের ব্যবসা চালাইবার পরিকল্পনা করিয়াছে। কোন একটি জার্ম্মাণ পত্রিকায় এডগার [illegible] কর্তৃক লিখিত "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক একটি প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, "ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে যে নূতন বাণিজ্য চুক্তি হইয়াছে তদ্দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিসাধনকল্পে ব্রিটেন তাহার স্বকসুবিধার অনেকখানি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছে। একণে জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদের সহিত সমান ভিত্তিতে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবেন। ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে ব্যক্তিগত অথবা রাজনৈতিক কারণে সমান মূল্যের ব্রিটিশ পণ্য অপেক্ষা বিদেশী পণ্যকে অধিকতর সুবিধা দিতে প্রস্তুত আছেন।" "ডিউট সাক ডিনেষ্ট" পত্রিকা বলিতেছেন,—"ভারতে জোটের ব্যবসাকে ইংলণ্ড এখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিতেছে।"

কংগ্রেসের বর্ত্তমান সঙ্কট

ময়মনসিংহ টাউন হলে এক জনসভায় শ্রীযুক্ত মানবেন্দ্রনাথ রায় দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করিয়া বলেন যে, কংগ্রেসের নেতৃত্ব লইয়া কয়েক মাস পূর্ব্বে যে সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার একটা সমাধান হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ইহাতে দূর হয় নাই। কংগ্রেসের বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তাগণ এবং তাঁহাদের কার্য্যক্রম সম্পর্কে বৈপ্লবিক মনোভাবসম্পন্ন কংগ্রেসকর্ম্মীরা যে অনাস্থাভাব পোষণ করেন, তাহার ফলে কংগ্রেসের সংগ্রামমূলক কার্য্যকর্ম্ম প্রায় বন্ধ রহিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই সমস্যার সমাধান না হইতেছে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রগতিশীল অংশের হস্তে না আসিতেছে, ততদিন কংগ্রেসের এই অবস্থা থাকিবেই। "ফরোয়ার্ড ব্লক" সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, সমস্ত বামপন্থী দলগুলিকে একত্র করিয়া এই ব্লক গঠিত হইলে তাঁহাদের প্রগতিশীল কংগ্রেস কর্ম্মীসমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে; তবে উক্ত ব্লকের কার্য্যক্রমের উপরই সমস্ত নির্ভর করে

তুরস্ক ইরাক প্রভৃতির মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি

তেহারাণে (ইরাণের রাজধানী) তুরস্ক ইরাণ, ইরাক ও আফগানিস্থানের মধ্যে অনাক্রমণ স্বাক্ষরকারী প্রতিনিধিগণের বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই অধিবেশনে ঐ সব রাষ্ট্রের [illegible] বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। কাবুলে বৈঠকের পরবর্ত্তী অধিবেশন হইবে। তারিখ স্থির হয় নাই।

জাপ ডেষ্ট্রয়ারের সাহস

হংকং বন্দরের বাহির দরিয়ায় 'রণপুরা' নামক ব্রিটিশ জাহাজের সম্মুখভাগ দিয়া একটি জাপানী ডেষ্ট্রয়ার ছুটিয়া গিয়াছে। রণপুরার অনেক যাত্রী বলিয়াছেন যে, জাপ-ডেষ্ট্রয়ার 'রণপুরা'কে থামিবার জন্য সঙ্কেত করে, কিন্তু ব্রিটিশ দরিয়ায় পৌঁছিবার জন্য উহা পূর্ণ বেগে চলিতে থাকে। জাপ-ডেষ্ট্রয়ার উহার পশ্চাদনুসরণ করে এবং অবশেষে 'রণপুরা' গতি বন্ধ করে এবং তিন জন অফিসার উক্ত জাহাজে আরোহণ করিয়া ক্যাপ্টেনের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও জাহাজের কাগজপত্র পরীক্ষা করে। 'ডাচেস' নামক ব্রিটিশ ডেষ্ট্রয়ার ঘটনাস্থল অভিমুখে যাত্রা করে এবং জাপ-ডেষ্ট্রয়ার তন্মুহূর্তে ঘটনা স্থল ত্যাগ করে। তদুপরি 'রণপুরার' উক্ত যাত্রী ইহাও বলিয়াছেন যে, এমন কি 'রণপুরা' বৃটিশ দরিয়ায় প্রবেশ করার পরও একটি জাপ সামুদ্রিক বিমানকে 'রণপুরা'র উপর চক্রাকারে ঘুরিতে দেখা যায়।

জাপানী যুদ্ধ জাহাজ বৃটিশ জাহাজ রণপুরাকে আটক করিয়াছিল বলিয়া বৃটিশ কনসাল [illegible] জাপানীদের উক্ত কার্য্যের বিরুদ্ধে খুব কড়া [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ শাখার দ্বারা সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দীভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী —শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র শোভিত ও বিবিধ গুণ সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম্পরা, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিত্রকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত নৃপতিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আকর সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ২৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদল-আস্বাদ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভগবৌষধঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তকথাসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকাণ্ড
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকম ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১ ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষান্বিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণরেখা ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবাণী .

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবৃতিঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। স্তবরত্নম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম ৶০
৬৬ গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭ সাধ্যসাধনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী য়্যাণ্ড অণ্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৶০
৭৩। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আব্‌স্ট্রাক্ট ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামীয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

দৈনিক

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ ২১ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৩০শে মে ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার ১১৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ ত্রিবিক্রম বাৎ প্রচ্যায় গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রী শ্রীআচার্য্যবাণী

সকলেই সকলের হরিভজনের দিক্ দিয়া দেখিলে আর কেহ কাহারও সুখ-দুঃখের কারণ হয় না। কাহারও হরিভজনে বাধা আসিতেছে বা আসিয়াছে দেখিলে সেই বাধাকে লক্ষ্য করিয়াই তাহার জন্য দুঃখ করিতে হইবে। জড়াসক্তি ছাড়িতে চায় না সত্য, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাগ্রহণেচ্ছু হইলে জড়াসক্তি আপনিই দূরে সরিয়া যায়। শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই absorbed (অভিনিবিষ্ট) থাকিলে জড়াসক্তি কোন মতেই থাকিতে পারে না। শ্রীল প্রভুপাদ মঙ্গলকামী আশ্রিতবর্গকে এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহাদের দেহ-মনের সুবিধা-অসুবিধার দিকে একেবারেই তাকাইতেন না। ইহা প্রভুপাদের অসীম করুণার নিদর্শন। যে মুহূর্ত্তে আমরা দেহ-মনের সুবিধা-অসুবিধার দিকে তাকাইয়া হরিভজনে শিথিলতা প্রকাশ করিব, তখনই মায়া ঘাড়ে চাপিয়া বসিবে।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপার মধ্যে পড়িলে কোন প্রলোভন আসিতেই পারে না, প্রলোভনই পলায়ন করে। ইহাতে আমাদের দিক্ হইতে কোন বাহাদুরী নাই বা অহঙ্কারের কথা নয়, তাঁহার কৃপারই বড়াই বা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দাসানুদাসত্বের বড়াই। এটা খুব জোর গলায় শুদ্ধ অহঙ্কার করিয়া বলিবার জিনিষ যে, আমরা অযোগ্য হইলেও তাঁহাদের কৃপাকণা তাঁহারা নিজের ইচ্ছায়ই অযত্ন অযোগ্যতমগণের উপর বর্ষণ করিতেছেন। এই কৃপার কোন কারণ নাই, সম্পূর্ণ অহৈতুকী। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দাসানুদাসত্বের চেয়ে শুদ্ধ অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই। এই অহঙ্কারটী শুদ্ধ ও নিত্য—প্রাকৃত নহে। ঠাকুরের দাসানুদাসত্বের উপলব্ধি যদি না-ও হয়, তবুও সকল সময় হৃদয়ে তাঁহার আবৃত্তি বা জপ করিতে পারাও সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা।

শ্রীজাতির তত্ত্ববিষয়ে জানিবার কৌতূহল একেবারেই নাই। ছোট ছোট জিনিষ লইয়া বেশ সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত। যাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে আসিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহাদের যে কত বড় বড় এবং কত ভাল ভাল কথা শুনিবার সুযোগ হইয়াছে, এ কথা তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন না। এই সুযোগ ও সৌভাগ্যের কথা তাঁহাদের জানাইলেও তাঁহাদের একটু তাতে না বা প্রাণে একটু সাড়া দেয় না।

প্রায় শতকরা ৯৯.৯ জন স্ত্রীমূর্ত্তিক শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথাটা জানিবার জন্য কোন চেষ্টা করিতে একেবারেই নারাজ সুযোগ পাইলেও তাঁহারা তাঁহাদের সংসারাসক্তি ছাড়িবেন না। অনেকে মানুষ হিসাবে ভাল আছেন, কিন্তু ঐ সংসারটীকেই একমাত্র গতি বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবেনই। তাঁহাদের একমাত্র চিন্তনীয়, স্মরণীয় বা ধ্যেয় বস্তু থাকলাম। তাঁহাদের এইরূপ চিত্তবৃত্তি দেখিয়া আত্মীয় স্বজনের মস্তোদরের জন্য আহূত তাঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্যকে উদর (চুলী) পরিক্রমা নাম দেওয়া হইয়াছে। উদরপরিক্রমা ধামপরিক্রমার বিপরীত কার্য্য একমাত্র মৃত্যুর ভয়ই ইহাদের কিছু সাড়া আনিয়া দেয়। সংসারাসক্ত লোকদিগের উহাই একমাত্র ভয়ের কারণ। সর্ব্বাপেক্ষা আসক্তির বস্তু দেহ ও দেহসম্পর্কিত আত্মীয়স্বজন; তাহার পর ভোগের সুন্দর স্থান এই পৃথিবী, এই সকল ছাড়িবার মত দুঃখের বা ভয়ের আর কি আছে? 'সংসার ছাড়িব না' বলিলেই কি কাল ছাড়িবে? সময় থাকিতে হরিভজন করিয়া লইতে পারিলেই মঙ্গল। আশার অবধি নাই। ভোগের আশা কিছুতেই জীবকে ছাড়ে না—অতি বৃদ্ধ হইলেও ভোগাগার পৃথিবী ও নিজের দেহকে ছাড়িতে চায় না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেইজন্যই বলিয়াছেন—

"একবার ভাব মনে, আশা বশে ভ্রমি' হেথা
পাবে কি সুখ জীবনে?
কে তুমি কোথায় ছিলে,
কি করিতে হেথা এলে,
কিবা কাজ ক'রে গেলে,
যাবে কোথা শরীর পতনে॥
আশা-বশে ঘুরে ঘুর' আর কোথা যাই রে।
(আশার শেষ নাই রে)
হরি ব'লে যাও ভাই আশার মুখে ছাই রে॥
(নিরাশ ত' সুখ রে)

—এ একটা তামাস কথা ব'লে মনে হয়। আশাই ত' ভাল জিনিষ: ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়া দিলেন—"নিরাশ ত' সুখ রে।"

শ্রীশ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ অবধূত—লোকের অগম্য। জগতের দুই প্রকার লোক তত্ত্ববিচার করে না; এক শ্রেণী অতিমূঢ়, আর এক শ্রেণী অতিমুক্ত শ্রীল বাবাজী মহারাজ অতিমুক্ত। তাঁহার অলৌকিক আচরণ ইঙ্গিত সাধারণ লোকে কিছুই বোঝে না। কৌপীনের মত বলিয়া মনে করে। তাঁহার কার্য্য করিয়া কেবল [illegible] লাভ করে। 'অবধূত' কথাটী [illegible]। শ্রীল বাবাজী মহারাজ বাহিরে [illegible] থাকেন, ভাবার সেবা করেন, [illegible] তাঁহাকে মাংস-[illegible] লোকে কেবল [illegible] হয়। তিনি প্রচারক নহেন জগতের [illegible] সম্বন্ধে বা জগতের [illegible] সম্বন্ধে তাঁহার কোন খেয়াল নাই। সাধারণ লোক তাঁহার নিকট যাইয়া প্রায় অনবরত বমন করিয়া আসে। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ ইঙ্গিতাদি প্রচার করিতেন না। [illegible] গায়ে 'মুটা' ছুড়াইতেন। [illegible] তাঁহাকে [illegible] অবস্থা—[illegible] অবস্থা। [illegible] ছিলেন [illegible] হইতেই পারতী [illegible] সম্প্রদায় এসে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। "দৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম। এই ভাল, এই মন্দ এই সব ভ্রম।"

জৈনগণ অতি-বৈরাগ্যবান্। উহাদের 'স্যাৎ'বাদী বা অর্হৎ বলে। 'সাম্রোর্দ্ধ'র দল বৈকালের মধ্যে অর্থাৎ সূর্য্যের আলো থাকিতে থাকিতে নিরামিষ খাদ্য খাইয়া লইবে, অন্ধকারে পোকা ইত্যাদি ঢুকিবে, এইজন্য নাক মুখ ঢাকা দিয়া রাখে।

জৈনদের দুই দল আছে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। শ্বেতাম্বর—অর্থাৎ শুভ্র, সাদা কাপড় পরেন। দিগম্বর [illegible] তাঁহারা [illegible]। [illegible] জৈনমন্দির আছে, উহা দিগম্বর [illegible] এবং [illegible] [illegible] হলের। জৈনগণ তাঁহাদের [illegible] origin [illegible]। এই [illegible]

[illegible]

কাটিতে অধিকার নাই, নিজেদের—বৈরাগ্য [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] history [illegible]

[illegible] নাই, [illegible] পৌত্তলিকতার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

বৌদ্ধ-জৈনাদি ধর্ম ঐ স্থানে সহজেই adopted হইয়াছিল।

জৈনরা ২৪ জন তীর্থঙ্কর স্বীকার করেন; তাহার মধ্যে আরিষ্টনেমি একজন আছে। ধর্মিষ্ঠ অর্থাৎ ethics-এর চরম অতি-বৈরাগ্য অর্থাৎ অনিন্দ্যাহার উহাদের মধ্যে আছে। মহাবীর, ঋষভদেব, পরেশনাথ প্রভৃতিও আছেন। সহজগণের প্রভাব জৈনদের প্রচ্ছন্নভাবে আছে। উহারা মূর্ত্তিপূজক। উহাদের মূর্ত্তি পূজা করে, লোম দেয়, [illegible] না; কারণ, উহারা উচ্চে, অতএব [illegible]। [illegible] জৈনমন্দিরে পূজার [illegible] নারিকেল [illegible] হইতে যায়; [illegible], [illegible]

[illegible]

[illegible] নাই। [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

মধ্যে কত কি-ই যে গোলমাল করিয়া ফেলিতে [illegible] [illegible] 'প্রীত' [illegible] অন্যের নামই 'প্রীত'। সুতরাং কৃষ্ণ ব্যতীত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] পৌছান যায়, অভিধেয়ে বা অভিধেয়ে পৌছান যায়, কিন্তু চেতন-সাহিত্য—চিদ্‌ব্যাপে—

[illegible]

ভক্তিবৈভবে পৌছান যায় না। 'অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্'। যদি কেবল দুঃসঙ্গবর্জ্জনরূপ প্রত্যাহারের দ্বারা কৃষ্ণাসক্তি লাভ হইত, তাহা হইলে 'অতো' কথাটা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। 'অতো' - অতএব। পূর্ব্বে অসতের কথা, লোভনীয় বস্তুর কথা, পরাভবগণের কথা বলা হইয়াছে যে,—'ভাল জিনিষ আছে, অতএব সেইটার উদ্দেশ্যে মন্দটা ছাড়।' বিধেয় (positive বস্তু) অভাবেই পিতরোগ (আগন্তক) অমৃত বা অর্ব্ব দূর হয়। 'দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য' বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 'সৎসু সজ্জেত' বলিয়াছেন। কেবল দুঃসঙ্গ-ত্যাগই সব নয় এই সৎসঙ্গের কথাই আগে বলা হইয়াছে, সেইজন্য 'অতো' [illegible] প্রথমেই বলিয়াছেন। তবে সাধকাবস্থায় প্রাতিকূল্য বর্জ্জনের দৃঢ়তা ও চেষ্টা [illegible]; [illegible] প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের পক্ষে আছে। একান্তে [illegible] ও আনুকূল্যের গ্রহণ যুগপৎ হইবে। প্রাতিকূল্য ত্যাগ করিয়া যুক্ত বা কষ্টসাধ্য হইলেও আনুকূল্য গ্রহণ করিব, তাহা কোন মতেই হয় না। আনুকূল্যের গ্রহণ হইলে সঙ্গে সঙ্গে প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আসিবে। ভগবানের প্রতি রাগ আসিলে ইতিতর বস্তুর প্রতি রাগ সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে, দূরীভূত হইতে থাকে। 'রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' আগে 'রসং' পরে 'দৃষ্ট্বা'। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে "কাঞ্চন-গ্রাম্য রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে", "কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার"। আগে কৃষ্ণের সংসারের প্রাকট্য হউক, তাহা হইলেই অনাচার যাইবে। 'উহা অনাচার, এটা অনাচার' এই বলিয়া কেবল সেই গুলি ছাড়িতে গেলে কি কৃষ্ণের সংসার হইয়া যায়? কৃষ্ণ বাস্তব বস্তু। তাঁহার নিজের পাদপদ্মেই তাঁহাকে জানা যায়, —'এটা নয়, ওটা নয়', বলিলেই কি আর তাঁহাকে জানা যায়? বিষয় ত্যাগ ত' চেষ্টা, অনবরত, এগুলো ত' ছাড়তেই হবে। জ্ঞানীরাও ত' বলেন—বিষয় ছাড়িতে। কর্ম্মও বলেন —বিষয় ছাড়িতে। জ্ঞানীরা বলেন—বিষয়-বাসনা না ছাড়িলে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ হইতে পারে না। কর্ম্মীরা বলেন বিষয় না ছাড়িলে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হইতে পারে না; সুতরাং [illegible] উহাদের কোথায়ও কৃষ্ণানুশীলন-প্রাপ্তি না হওয়ায় জ্ঞানী নিজে ই হইয়াও নিজকে ঈশ্বরের নির্দ্দেশক, মুক্ত বলিয়া মনে করেন— ইহাই আশ্চর্য্য! কৃষ্ণের বিষয়-বাসনা হইতে মুক্ত হইবার জন্য উপদেশের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি বিষয়-বাসনাতেই না হইয়াও

দৈতভাবে বলেন—"বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।" শুদ্ধ প্রথমেই বলেন— "আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে", পরেও বলেন—"কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন।" "শ্রৌতপন্থা" অর্থাৎ মঙ্গলসরণি যে ভক্তিপথ, তাহাকে 'উদ্ধ' ছুঁড়িয়া ফেলিয়া—শ্রীল প্রভুপাদের কথিত উৎকল ভাষায় 'কোপাড়িয়া'—যিনি "কেবল-বোধ" অর্থাৎ কেবলজ্ঞান লাভ করিতে চান, তাঁহার মঙ্গল হয় না। জ্ঞান অর্থাৎ 'এই ভাল, এই মন্দ' বিচার। "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ, —এই সব ভ্রম।" একথাটা জ্ঞানীরাও বলেন। "দ্বৈতাবস্থায় যে ভাল-মন্দ বিচার, ইহা ভুল। ভক্ত কেবলমাত্র "এই ভাল, এই মন্দ,—এই সব ভ্রম" এই বিচারই সবটুকু মনে করেন না। তিনি প্রকৃত ভাল, উপাদেয়, নির্গুণ বিষয় অনুশীলন করিতে চেষ্টা করেন, অন্য জ্ঞানের অনুশীলন করিতে করিতে দ্বৈতের হেয়তা উপলব্ধি করেন। দ্বৈত হইতে অদ্বৈতে পৌছাইতে চেষ্টা করেন না। পিয়াজের খোসা ছাড়াইবার ন্যায় কেবল অসারত্ব নিরাস অর্থাৎ 'এটা নয়' 'ওটা নয়' বলিলেই হইবে না। ভিতরের শাঁসের প্রতি নজর রাখিতে হইবে। যদি শাঁসের প্রতি নজর না থাকে, তবে পিয়াজের বা নারিকেলের খোসা ছাড়ানই সার হইবে।

প্রীতির প্রকৃত পাত্রে যদি প্রীতি হয়, তাহা হইলে সবই ঠিক থাকে। পত্নীর প্রতি আদরও খারাপ হয় না—যদি কৃষ্ণ-কার্য্যে প্রীতি বৃদ্ধি পায়; পত্নীরূপে বা স্বামিরূপে আদরের নিন্দা নাই, যদি অপরকে কৃষ্ণের দিকে, কার্ষ্ণ-সেবার দিকে অগ্রসর করাইবার চেষ্টা থাকে, তবে তাহা খারাপ হইতে পারে না।

মৎস্যমাংস প্রভৃতি অমেধ্য গ্রহণ সকল প্রকার ব্যাধির মূল। মানুষের দাঁত Pure Vegetarian এর মত। Canine teeth —শ্বদন্ত, তাহাদের নহে। সেইজন্য প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে গেলেই তাহার ফলস্বরূপ ব্যাধিতে ভুগিতে হইবে। নিরামিষ শাক-সব্জি, দুধ, ছানা, ঘি এই সবই খাওয়া ভাল। এটা অন্তত নিরামিষ আহারের বিচার। নিরামিষ আহার দুই শ্রেণীর লোকে করে। নিরীশ্বর নিরামিষাশী ও সেশ্বর নিরামিষাশী। প্রথম দল—জৈন। তাহারা নিরামিষ খায়, কিন্তু প্রসাদ-বিরোধী অতি-বৈরাগী হইয়া প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের পরিপোষ্টা —ছুঁৎমার্গ বা এটোর বিচার এত বেশী যে, উপাস্যের ভুক্তাবশেষকেও অস্পৃশ্য, তুচ্ছজ্ঞানে

[illegible]

কৃষ্ণকীর্ত্তন দূরে রহ সংসার [illegible]।

দূর করিয়া দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণী—ভক্ত, তাঁহারা ভগবৎপ্রসাদই কেবলমাত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা নিরামিষাশী নহেন—প্রসাদ-সম্মানকারী। নিরামিষাহার—সাত্ত্বিক আহার; কিন্তু প্রসাদ নির্গুণ ব্রহ্মবস্তু।

শ্রীগুরুদেব

(উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার)

শব্দব্রহ্মনিষ্ণাত ও পরব্রহ্মনিষ্ণাত ব্যক্তিই সদ্‌গুরু। বেদে এই প্রকার শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ, কৃষ্ণসেবাপরায়ণ গুরুর নিকট সমিৎ হস্তে কায়মনোবাক্যে অভিগমন করিবার আদেশ রহিয়াছে।

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
(মুণ্ডক ১।২।১২)

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

এখানে 'সদ্‌গুরু' বলিতে কোন বর্ণ কিম্বা আশ্রমের বিচার নাই, জড়পাণ্ডিত্য ও জড়বিদ্যাহীনতার বিচার নাই। কোন জাগতিক হ্রস্ব, দীর্ঘ, স্থূল কৃশ, রূপবান্ বা রূপহীনের বিচারের উপর গুরুত্ব নির্ভর করে না। বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক, বালক, স্ত্রী বা পুরুষ-দেহধারী যে কেহ সেব্য কৃষ্ণনিষ্ঠজনই একমাত্র সদ্‌গুরু। যেখানে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুকে পরিহার করিয়া অন্য কোন লক্ষণদ্বারা গুরুনির্ব্বাচন করা হয়, সেইখানেই আরোহবাদাবলম্বনে বাস্তবসত্য হইতে বহু দূরে মায়ার রাজ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া বঞ্চিত হইতে হয়। নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য আশ্রয় জাতীয় তত্ত্ব শ্রীগুরুদেব। তিনি নিরন্তর পরব্রহ্মে সেবাময় থাকিয়া বাস্তবসত্যের কথা কীর্ত্তনকারী। সেই কৃষ্ণাশ্রিত গুরুদেব জড়ীয় কোন প্রকার মায়িক দর্শনের সুনীতি-দুর্নীতির যোগ্যাযোগ্যরূপ মায়িক অজ্ঞানদ্বারা আবরণযোগ্য নহে। তিনি মায়াতীত অপ্রাকৃত তত্ত্ব। বেদে যে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুদেবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুদেব নিত্যকাল প্রপঞ্চে অবতীর্ণ থাকেন। বিবর্ত্তদর্শনের অবস্থা বাহিরের বিচার প্রবল হইলে সেই গুরুপাদপদ্ম উপলব্ধি হয় না।

শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুদেবকে মায়াবুদ্ধির দ্বারা দর্শন করিতে গেলেই বঞ্চিত হইতে হইবে। মায়াবুদ্ধি নিরস্ত করিবার জন্যই সেই অপ্রাকৃত পরম গুরুতত্ত্ব এই বিশ্বে বিচিত্রলীলা-বৈচিত্র্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সেই গুরুতত্ত্ব একমাত্র ভক্তির দ্বারাই উপলব্ধির বিষয় হয়।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্
যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে
তদনন্তরম্॥

যে নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মার হৃদয়ে অভিব্যক্ত হইয়াছিল, ব্রহ্মা সেই অবিসংবাদিত সত্যাশ্রিত নারদকে প্রদান করিয়াছিলেন। বদরীবৃক্ষ সুশোভিত শম্যাপ্রাসে দেবর্ষি শ্রীনারদ তাহাই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাসকে জানাইয়াছিলেন। বেদব্যাসের নিকট হইতে সেই পরমসত্য শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থপাদ লাভ করেন। আনন্দতীর্থপাদের অষ্টাদশ অধস্তন পরিচয়ে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজজনগণের নিকট অপূর্ব্ব রহস্যসহিত পরমবিজ্ঞান প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছিলেন। সেই অপ্রাকৃত শ্রৌতপরম্পরায় সেবা-বিজ্ঞান ভক্তিবিনোদ-সরস্বতীধারায় গুরুপারম্পর্য্যে নিত্যকাল প্রপঞ্চে প্রবাহমানা। এই ধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না। ইহা ভক্তিবিনোদ ধারা—ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীধারা—ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-বাসুদেবধারা। এই প্রপঞ্চের অজ্ঞানালোক কোনপ্রকার অহমিকা সেই আম্নায়ধারাকে রুদ্ধ, পরিবর্দ্ধিত বা পরিবর্জ্জিত করিতে পারিবে না—পারিবে না—পারিবে না।

সুরধুনী ঐরাবত যে প্রকার দম্ভভরে জাহ্নবীদেবীকে রোধবুদ্ধি করত বিপুল তরঙ্গে তৃণের মত ভাসিয়া গিয়াছিল সেই প্রকার অপ্রাকৃত শ্রৌত-সরস্বতী-ধারাকে বাধিতে গেলে বিপুলস্রোতে কোন দিগ্‌দিগন্তরে ভাসিয়া যাইবে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই আম্নায়ধারা স্বীকার—অবরোহবাদাবলম্বন। যেখানে ইহার বিপরীত ক্রমে গুরুনির্ব্বাচন হইয়াছে, সেইস্থলেই অপ্রাকৃত গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধিরূপ অপরাধ আসিয়া মর্ত্ত্যজীবকে গুরুবুদ্ধি করিয়া মহানিরয়ের যাত্রী হইয়াছে। সেইখানেই জড়বাদ বা নির্ব্বিশেষবাদ। নির্ব্বিশেষবাদে গুরুদেবের নিত্যত্ব নাই বলিয়া শ্রুতিবিরোধী।

শ্রোত্রিয় গুরুর প্রসাদেই শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ লাভ হয়। সেইখানেই সিদ্ধ শিষ্য চতুর্ব্বর্গাতীত লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, আরোহবাদীর সকল প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি। আরোহবাদী অভিরুচি বাস্তবসত্য নির্ণয় করিতে গিয়া গুরুদ্রোহী; সুতরাং বিষ্ণু বা বৈষ্ণব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াই সিদ্ধ শিষ্যকে নিত্য অবিমিশ্র নিরস্তকুহক সত্য প্রদান করেন। যেখানে কাপট্য বা কুহক বর্ত্তমান, তথায় গুরুশিষ্যের অভিমানটী অধিরোহ বাদাশ্রিত। তথায় বাস্তব-সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। পরম ক্লেশে অর্জ্জিতপ্রায় সত্যপ্রতিম উপলব্ধি অজ্ঞানাবধারী ও শুদ্ধিপদকে অনেপাস্তিত করে। সেইখানেই গুরু ও শিষ্যের অকৃত্রিম পন্থা প্রবলা। আরোহবাদীর ইন্দ্রিয়গুলি ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা দোষ-চতুষ্টয়ে সর্ব্বদাই দূষিত। শ্রীগুরুমুখে কীর্ত্তনশ্রবণকারীর বাস্তববস্তুর ধারণায় ঐগুলি নাই। "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে"— ইহাই সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় নতুবা নিজ ভ্রমাদি দোষচতুষ্টয়বান্ সকল করিয়া ভাগবত পড়িলে কোন ফলই হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্তসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। ভাগবত-বিরোধী কৃত্রিম শারীরক ভাষ্যকারগণ নিজ নিজ অভ্যাভিনিবেশক্রমে যে সকল সাম্প্রদায়িক মত সৃষ্টি করিয়া জনবৃন্দকে বিপথগামী করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, তাহা "কুহকাবৃত সত্য" নামে পরিচিত হইলেও প্রাকৃত ভোগ ও ত্যাগীর উপযোগীমাত্র। উহা আত্মার নিত্যবৃত্তি নহে, অনাত্মার মিশ্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত জানিতে হইবে এবং উহাদের ক্রিয়াকলাপ প্রাকৃত স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূমিকায় অবস্থিত।"

অবৈষ্ণবগণ বিষ্ণুমায়া-প্রতারিত হইয়া বিষ্ণুবৈষ্ণবতত্ত্বকে প্রাকৃত জ্ঞান করেন। আত্মবিদ্‌গণ গুরুদেবভাস্য হইয়া সেইরূপ ছলনা হইতে দূরে থাকেন। যেখানে গুরুকরণের লাভ-কামনা নাই, অধিকন্তু অন্যাভিলাষ লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-বাসনাই প্রবল, সেখানে গুরুদেবের অপ্রাকৃতত্ব উপলব্ধির বিষয় হয় না। অনন্ত শাস্ত্রে অনন্ত দৃষ্টান্তই ইহার জাজ্বল্য প্রমাণ।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

::(•)::

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা,
১৮।৫।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ পূর্ব্বক নিবেদন,—

* * *

তুমি কৃষ্ণদাস। শ্রীগুরুদেব তোমাকে কৃষ্ণদাস্য প্রদান করেন, তিনিও কৃষ্ণদাস। তুমি শ্রীগুরুদেবের একান্ত আনুগত্যে সর্ব্বদা কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত থাকিলে কোন অসুবিধা তোমাকে সেবা হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

তোমরা সকলে আমার দণ্ডবৎ জানিবে।

দাসাধম—
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

হাওড়ায় প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৯শে মে গুপ্তনগোড়াগ্রামনিবাসী শ্রীযুত কীর্ত্তনলাল দাস মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তাঁহার বাড়ীতে শুভাগমন করেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ২০শে মে শনিবার দিবস তাঁহার বহির্বাটীতে স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যামুখে সম্বন্ধতত্ত্ব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

৭ই জ্যৈষ্ঠ ২১শে মে স্বামীজী প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া রাত্রি ৯টার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দিল্লীতে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারকদ্বয় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাস ভক্তিশাস্ত্রী ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু দাস বিদ্যার্ণব ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় বর্ত্তমানে নিউ দিল্লীস্থ গৌড়ীয়মঠে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর হরিকথা আলোচনা ও সহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদিদ্বারা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমার কথা বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় প্রচার করিতেছেন। বিগ্রহের মঠের ইষ্টগোষ্ঠীসভায় কথা-প্রসঙ্গে চারি দিবস "প্রমূর্ত্তি ও গৌরাণকথা" সম্বন্ধে অনেক বিষয় ভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব-গ্রন্থ হইতে আলোচনা হয়। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা প্রত্যহই পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের মহিমার কথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের এ [illegible] ব্যাপারে পূর্ব্বকই প্রশংসনীয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগুরুদেবের ভজনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বা-গিরিধারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আদি চতুর্ব্যূহ বিগ্রহ আছেন; সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রকাশালয় ও 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পূতা গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
ওং পাগাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াকুণ্ড-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
দীঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১। বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামবাটি, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুরা, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুণ্ডকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপুরী,
পোঃ কোকোল, জেলা গুজরাত (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং কেনিং রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) কাভুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাভুর, জেলা গোদাবরী, মাদ্রাজ.
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধারমণ-[illegible] সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) টোটাকুটী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কলেবর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
বাঘমারি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রমানন্দগৌড়ীয় প্রপন্ন-মঠ
পোঃ বহরমপুর, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকসিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুমুরুপা, পোঃ ছতরক, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৪০১ নং ডেলহাউসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ক্লাপ্টন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, [illegible] (সী-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
ঘরে প্রতি লাইনে ।০	৵০	।৶০	।০	
" ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪০		৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		
এক কলম ১২৲	৩৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

বিজ্ঞাপনে প্রতি ইঞ্চি ৬	৩।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(০):——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টক্রমে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-পত্রিকা সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক প্রভৃতি হইতে ক্রমানুসারে ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ ক্রমানুসারে প্রকৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, মূল-শাস্ত্র-শ্লোক ও প্রবন্ধ-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে চিত্রাদির সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয়মঠ, ব্রহ্মবা, পোঃ ঢাকা, পূর্ব্ববঙ্গ।

——— ...

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(০)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যকর-স্থানে অবস্থিত; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিমিত খোলা। অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী ও আদর্শচরিত্র। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রত্যেক বৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত গ্রন্থাধ্যক্ষ ভক্তিশাস্ত্র, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পদ্যাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গৌরবময়ী এবং পবিত্র লেখনীর অদ্ভুত ফল আমাদের করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও অবতারের ঐতিহাসিক সারে যুক্ত হইল। এই ত্রিবর্ণ, অতিবল ও আংশিক এবং মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। ঢাকা ও পাটনার বাবু ... দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬৩০ পৃঃ বাহির হইল। শ্রী বিশ্বপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়সূচী (Contents) ও গ্রন্থশেষে বর্ণানুক্রমে সটীক শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ভারতের গৌড়ীয় মঠ শাখা মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সপ্তমানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রচারাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্গের অন্যতম সর্ব্বজনসাদিত্যক সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গুণাবলী শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস**

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তথা উড়িয়া পাক্ষিক ও ইংরেজি পাক্ষিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৮নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস,**

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

"সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ"

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বন্ধু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। শিকার নীলা সংযুক্ত ঔষধের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৯৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৪	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১০			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ১০	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১৫	
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫		
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০			
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০			
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৭-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৪		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)		২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ৩১শে মে, ১৯৩৯, বুধবার [৭৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

প্রস্তাবিত ইঙ্গ-ভারত চুক্তি সম্পর্কে মুসলিম লীগ দল স্থির করিয়াছেন যে, আলোচনার গতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। কিন্তু কংগ্রেস ও কংগ্রেস জাতীয় দলের পক্ষ হইতে অনেকগুলি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা। শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি চারটি, শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের একটি এবং শ্রীযুক্ত কে সান্তানমের একটি, এ পর্য্যন্ত এই ছয়টি সংশোধন প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি সিমলা অধিবেশন পর্য্যন্ত আলোচনা স্থগিত রাখা, অ'বক সংখ্যক নির্ব্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত কমিটি কর্ত্তৃক সর্ব্বাঙ্গীণ পরীক্ষা ইত্যাদি চাহিয়া তাঁহার সংশোধন প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করিতে চাহিয়াছেন। ভারতীয় জাহাজ ব্যবসায়ের কথা চুক্তির সর্ত্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই বলিয়া ক্রটী স্বীকারের উদ্দেশ্যে তিনি একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্তের প্রস্তাব শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির প্রস্তাবের অনুরূপ, তবে তিনি সর্ব্ব-দলীয়, বিভিন্ন দলের নেতৃবর্গ ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের পক্ষ হইতে একজন করিয়া বে-সরকারী নির্ব্বাচিত সদস্য এবং একজন অতিরিক্ত সদস্য লইয়া কমিটি গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সান্তানমের প্রস্তাব আরও জোরাল। তাঁহার মতে এই চুক্তি ভারতের স্বার্থবিরোধী বলিয়া গ্রহণের অযোগ্য। তবে বে-সরকারী পরামর্শদাতারা ১৯৩৮ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তদনুসারে সংশোধিত হইলে চুক্তি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইতে পারে।

ভারতে বিদেশীর অধিকার লোপ

পরিষদে বে-সরকারী প্রস্তাব আলোচনার শেষ দিনে কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে একটি প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে।

যে সকল কোম্পানীর মূলধন, অংশীদার এবং পরিচালনা মুখ্যতঃ ভারতীয় নহে, তাহারা সংরক্ষণ অথবা সুযোগ পাইবে না; বিদেশীরা যাহাতে স্বাধীনভাবে ভারতে বসবাস না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা, ভারতের বাণিজ্যিক উপযুক্ত অংশ যাহাতে ভারতীয় জাহাজ ব্যবসায়ের আয়ত্তে আসে তজ্জন্য ব্যবস্থা করা এবং সমস্ত বৈদেশিক শক্তিবর্গের সহিত আলোচনার দ্বারা ভারতের বৈদেশিক অধিকার লোপ করিবার ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তাবে বড়লাটকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

রংপুরের দীর্ঘজীবী লোক

জেলা রংপুর, থানা পীরগঞ্জের অধীন খোলাহাটি গ্রামে কাজী আয়েন হায়াৎ নামক একজন বৃদ্ধ ১২৬ বৎসরে পদার্পণ করিয়াও সুন্দর স্বাস্থ্যে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে সক্ষম। ইনি পূর্ব্বে গভর্ণমেন্টের অধীনে দারোগার পোষ্টে চাকুরী করিয়াছিলেন। তিনি আজ প্রায় ৫৬ বৎসর হয় পেন্সন উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। তিনি দৈনিক এক মাইল পথ হাঁটিতে ও বিনা চশমায় অতি ক্ষুদ্র অক্ষর 'দ'বতে ও পড়িতে সক্ষম। এ পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষের কোনও প্রকার জ্যোতির হ্রাস হয় নাই। সকল প্রকার খাদ্য তাঁহার নিকট অতি প্রিয় এবং সহজে হজম করিতে পারেন।

তাঁহার বংশাবলী—ছেলের ছেলে নাতী, নাতীর নাতী ইত্যাদি শাখা-প্রশাখা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া একটী ছোট বংশের গ্রামে পরিণত হইয়াছে। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকে।

মশক-নিবারণের ব্যবস্থা

কীট-পতঙ্গাদি ধ্বংসকারী পিচকের (spray) মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা নিরূপণার্থে "ম্যালেরিয়া সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া" কর্ত্তৃক দিল্লীর নিকটবর্ত্তী ৬,০০০ লোকের বসতিসম্পন্ন জংপুরা এবং নিজামউদ্দীন নামক দুইটি পল্লীতে পরীক্ষা-মূলক কাজ ব্যাপকভাবে সুরু করা হইয়াছে।

এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাময়িকভাবে এই কীট-পতঙ্গ বিনাশ করিয়া ম্যালেরিয়া দূর করিবার প্রচেষ্টার চেয়ে পল্লী অঞ্চলে উপযুক্তরূপ গঠনমূলক উপায়ে এবং প্রয়োজন অনুরূপ পরিচালনাধীনে কীট-পতঙ্গাদি ধ্বংসকারী পিচকারী সাহায্যে ম্যালেরিয়া দূর করা যাইতে পারে।

পাঁচটি বিভিন্ন কীট-পতঙ্গাদি ধ্বংসকারী পিচকের দ্বারা তুলনামূলক পরীক্ষা চালান হইয়াছিল। একসঙ্গে ৩০টি কূপ এই উদ্দেশ্যে বাছাই করিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং পতঙ্গরা থাকার বিভিন্ন মাত্রায় "প্যারিস গ্রীণ, লোগ চৌন মিক্সচার" বাড়ির মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে দেখা গেল যে, একবার করিয়া ছড়াইয়া দিলেই কূপের একটুও পরিবি-সম্পন্ন বাসগৃহে সকল মশকই মরিয়া যায়। এইভাবে আরও ২০টি কূপ বাছাই করিয়া তাহাতে পেট্রোল ঢালা হইয়াছিল।

বুঝা গিয়াছে যে, কূপে মশক ধ্বংস করিতে হইলে প্রতি পাঁচদিন অন্তর "প্যারিস গ্রীণ" এবং পেট্রোল প্রয়োগ করিতে হইবে।

কাটোয়ার পল্লী-সংস্কার

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত বাগটিপুর একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এতাবৎকাল বাগটিপুর যাইবার কোনরূপ রাস্তা না থাকায় জনসাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। সুযোগ্য মহকুমা হাকিম খোন্দকার আলি আহমেদের চেষ্টায় এই অভাব এতদিনে দূর হইল। কিছুদিন হইল মহকুমা হাকিম ও সার্কেল অফিসারের উপস্থিতিতে ও তত্ত্বাবধানে বাগটিপুর ও বাহাদুর গ্রামের শতাধিক লোক এই রাস্তার পত্তন করিয়াছে। মহকুমা হাকিম, সার্কেল অফিসার, লোক্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রমণ্ডলী স্বয়ং কোদাল হস্তে মাটি কাটিয়া রাস্তায় ফেলিয়াছেন।

ডাকের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক সত্যভামাপুর হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়বৈষ্ণবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸০, ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
১৭। চৈতন্যোপনিষদ
১৮। বালক-আনন্দ
১৯। তত্ত্ববিবেক ॥
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৶
২২ ভজন রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধব ভাষ্য ৫০
২৭। যুক্তিমালিকা গণগৌরবঃ (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্তকণ্ঠহার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমায় ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ আর্য্যধর্ম্ম ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (সানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীভূগোল ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ॥
৭০। নামভজন ৴
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ॥
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶।
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবিজম
৭৫। তোয়াট গৌড়ীয়মঠ উও কুইঃ ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম—মায়াপুর—নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২৮ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৩১শে মে ইং ১৯৩৯, বুধবার | ৭৮শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

কলিকাতায়

গত ২৩শে মে বুধবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত শ্রবণ-সদনে প্রায় দেড়ঘণ্টা-কাল "শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত ও বর্ত্তমানযুগে গৌড়ীয়মঠ-প্রচারিত শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনের অপর নাম—সনাতনধর্ম্ম, জৈবধর্ম্ম, আত্মধর্ম্ম, ভাগবতধর্ম্ম, শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম বা শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি অনাবৃত ও আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলনযুক্ত; বেদ-বেদান্ত-ভাগবতগীতাদি সাত্বতশাস্ত্র পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ ও সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের ও সর্ব্বপাত্রের ইহাই একমাত্র পরম মঙ্গলের ধর্ম্মরূপে নিরূপিত। একমাত্র এই শুদ্ধভক্তিপথাশ্রয় ব্যতীত জীবের আত্মমঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই,—ভগবদ্বাক্য, মহাজনবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা তাহার প্রমাণ প্রদর্শন; জগজ্জীব দেহ ও মনোধর্ম্মকে একমাত্র সম্বল করায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়মঠ প্রচারিত আত্মধর্ম্ম তাহাদের নিকট অভিনব ও অপ্রীতিকর—এই সমস্ত বিষয় আলোচনা দ্বারা সপার্ষদ মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়মঠ-প্রচারিত সংকীর্ত্তনধর্ম্ম বা শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সংস্থাপন করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর শাস্ত্রযুক্তি-পূর্ণ সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন

বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভার স্থানীয় সংবাদপত্র সমূহে যথাসময়ে বক্তৃতার বিষয় বিজ্ঞাপিত হওয়ায় শ্রদ্ধালু ব্যক্তির সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

চট্টগ্রামে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ২০শে মে শনিবার চট্টগ্রামের স্থানীয় সদরঘাটস্থিত 'রাজরাজেশ্বর' বাড়ীতে শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শিক্ষক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহোদয়গণের আমন্ত্রণক্রমে পাঠপত্র মঠসেবক সহ তথায় উপস্থিত হন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কতিপয় ভক্তসঙ্গে নীলাচল-যাত্রাপ্রসঙ্গে ক্ষীরচোরা গোপীনাথের বিষয় ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিষয় বর্ণনমুখে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'নমো মহাবদান্যায়' প্রণাম মন্ত্রের সরল প্রাঞ্জলভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলীর পরমানন্দ বিধান করেন। সভায় বহু ভদ্র-মহিলা ও শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রোতৃবর্গের মধ্যে পরমোৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত শীতলবাবু ও শ্রীযুক্ত বীরেন বাবুর হরিকথা-শ্রবণে উৎসাহ ও প্রচারের সহায়তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। যাহাতে তথায় হরিকথা আলোচনা হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তাঁহারা চেষ্টিত আছেন। পাঠে ব্যক্তিগণের ভদ্রলোকদের মধ্যে নিম্নলিখিত উপস্থিত নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র নাগ, পোষ্টেল ক্লার্ক; শ্রীযুক্ত শশাঙ্কমোহন চৌধুরী, বি-এস-সি ক্লার্ক পোর্ট কমিশনার অফিস; শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, বি-এ সহকারী শিক্ষক, মিউনিসিপ্যাল স্কুল; শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-বিজয় চৌধুরী, বি-এল উকিল; শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সরকার, ডাক্তার সদরঘাট।

———

যোগপীঠে কীর্ত্তন

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠ শ্রীমন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইতেছে। গত ২৭শে মে হইতে সন্ধ্যারাত্রিকের পর প্রত্যহই শ্রীপাদ নবকিশোর ব্রহ্মচারী, কাব্যবৈশিক প্রভু শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবিধান করিতেছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

মায়ার সংসার

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

মায়ার গুণে জড়জগতে সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছেন। আপন কর্ম্মফল-ভোগ-জন্য জন্ম-মরণ-মালা গলায় পরিয়াছেন। কখন উচ্চ, কখন নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নূতন নূতন অভিমানে নানা অবস্থায় নীত হইতেছেন। কখনও বা ক্ষুৎ-পিপাসাদি দ্বারা কাতর চালিত হইতেছেন। সংসারে দ্রব্যের অভাবে নানাপ্রকার কষ্টে পড়িতেছেন। নানাবিধ পীড়া আসিয়া শরীরকে জর্জ্জরিত করিতেছে। গৃহে স্ত্রী-পুত্রের সহিত কলহ করিয়া কখনও আত্মহত্যা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতেছেন। অর্থ-লোভে কতপ্রকার পাপাচরণ করিতেছেন। রাজদণ্ড, লোকের নিকট অপমান ও নানাবিধ কারাক্লেশ ভোগ করিতেছেন। আত্মীয়বিয়োগ, ধন নাশ, তস্কর দ্বারা অপহরণ ইত্যাদি নানাবিধ দুঃখের কারণ সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। বৃদ্ধ হইলে আত্মীয়গণ যত্ন করে না, তাহাতে কতই দুঃখ হয়। জ্বর, পীড়া, বাত, ব্যথা ইত্যাদি দ্বারা দুর্ব্বলশরীর কেবল দুঃখের কারণ হয়। মরণ হইলে পুনরায় গর্ভ-যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। তথাপি শরীর থাকা পর্য্যন্ত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—ইহারা প্রবল হইয়া বিবেককে স্থান দেয় না। ইহাই সংসার।

মায়াবদ্ধজীব স্বীয় জড়দেহের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়া জড়-বিষয়ে প্রবেশ করেন। চক্ষু দ্বারা আকার ও বর্ণ দেখেন। কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করেন, নাসিকা-দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করেন, ত্বক্ বা চর্ম্মদ্বারা স্পর্শ করেন। জিহ্বার দ্বারা রস গ্রহণ করেন। এই পঞ্চদ্বার দিয়া জড়জগতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে আসক্ত হইয়া থাকেন। যত জড়ে আসক্ত হন, ততই স্বীয় প্রাণনাথ কৃষ্ণ হইতে দূরে যান। ইহারই নাম বহির্ম্মুখ সংসার বা মায়ার সংসার।

"মনুষ্যজন্মের সার্থকতাই—গৌরভক্তের ভৃত্য হওয়া। মনুষ্য-জন্মের একমাত্র প্রয়োজন—গৌর-সুন্দরের ভজন। যাহারা ইহা বুঝিতে পারে না, তাহারাই কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া নিজ অমঙ্গল আনয়ন করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ ত্রিবিক্রম কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

যৎকিঞ্চিৎ

——::(•)::——

মায়াবদ্ধ, অনর্থযুক্ত, সেবাবিমুখ জীবগণ যখন দেহে ও মনে আত্মবুদ্ধি করত নিজে ফলভোগকারী হইয়া নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তখন তাঁহাদিগকে স্মার্ত্ত বা অবৈষ্ণব বলা হয়। ইঁহারা সাধুজনে বা ভগবানে শরণাপন্ন নহেন, সর্ব্বদা নিজ নিজ দেহ-মনের সুখ-সুবিধাতেই ব্যস্ত। ইঁহাদিগকে শাসন করিবার জন্যই স্মৃত্যুক্ত বিধান-সমূহ রচিত হইয়াছে। যাহারা সর্ব্বদাই নিজ স্বার্থলাভের জন্য মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, অসদাচার, পরদ্রব্যে লোভ, পরহিংসা প্রভৃতি অসৎকার্য্যে নিযুক্ত, তাহাদিগের ঐ সকল কুপ্রবৃত্তি সঙ্কোচিত করিবার জন্য স্মৃতির কঠোর আদেশ; সুতরাং স্মৃত্যুক্ত কার্য্য সমূহ নিত্য নহে,—নৈমিত্তিকমাত্র অর্থাৎ কোন নিমিত্তকে অবলম্বন করিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ভগবৎকার্য্যসমূহ নিত্য, কারণ, সেখানে কার্য্যের ফলভোক্তা ভগবান্, ইহা একমাত্র ভগবচ্ছন্দেতেই কৃত হয় এবং পরেও নিত্যকাল কৃত হইবে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে লিখিত দায়ভাগ, 'সংস্কার', 'শুদ্ধিনির্ণয়', 'প্রায়শ্চিত্ত', শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য মানবের অন্তর্ব্বর্ত্তী পরমায়ুকালের জন্য; আবার সেখানে ফলভোক্তা ঐ মানবই। সেখানে জীবের স্বরূপের কোন কৃত্যের উল্লেখ নাই। দুর্গোৎসব, একাদশ্যাদি নির্ণয়, বৃষোৎসর্গ প্রভৃতি কার্য্যও ভুক্তিমুক্তিমূলক, সুতরাং তাঁহারা নৈমিত্তিক। কিন্তু ভগবানে শরণাগত বৈষ্ণবগণের নৈমিত্তিক কর্ম্মের প্রয়োজন নাই। তাঁহারা সর্ব্বদাই ভগবানের উদ্দেশে ভগবান্‌কেই একমাত্র সর্ব্বফলভোক্তা জানিয়া নিত্য ভগবদ্ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন,—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

অর্থাৎ বিষ্ণুই সর্ব্বদা স্মরণীয়,—এইটীই একমাত্র বিধি, আর বিষ্ণুকে কখনও বিস্মৃত হইবে না,—এইটীই নিষেধ। এই মূল দুইটী বিধি ও নিষেধ-বাক্য অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিধি নিষেধ বিধান-সমূহ রচিত হইয়াছে অর্থাৎ যাহা অবলম্বন করিলে ভগবান্ সর্ব্বদা স্মরণপথে আসেন, তাহাই বিধি, আর যে কার্য্যের দ্বারা ভগবানের বিস্মরণ হয়, তাহাই নিষেধ।

বৈষ্ণবগণ ভগবানের শরণাগত বলিয়া তাঁহাদের যাবতীয় কর্ম্মই ভগবানের সেবা-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট ভগবানের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় তাঁহারা নির্ম্মৎসর ও নিরভিমানী। অপরে বড় হইবেন, অপরকে ছোট করিবেন, অথবা বহু দান, যজ্ঞ, ধ্যান, জপ, তপস্যা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, বহু তীর্থে ভ্রমণ, দুর্গোৎসব, বহু বহু বলি প্রদান করিয়া জগতে সুনাম ও পরলোকে স্বর্গাদি লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও নাই, কিম্বা তাঁহারা জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া মুক্তিসুখ ভোগ করিবেন,—এরূপ আকাঙ্ক্ষাও করেন না। কোটি কোটি জন্ম, এমন কি, নরকবাসেও যদি আরাধ্যদেবের সেবা লাভ হয়, তাহাই তাঁহাদের প্রার্থিতব্য বিষয় অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীতিতেই তাঁহাদের প্রীতি।

শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে দেখা যায়, পূর্ব্বকালে অজামিলকে লইয়া হরিজনের (বিষ্ণুদূতের) সহিত প্রাকৃতজনের (যমদূতের) বিচার হইয়াছিল।—অন্যের কা কথা, জৈমিন্যাদি বা মন্বাদি কর্ম্মকাণ্ডৈকবুদ্ধি মহাজনগণও হরিজনের স্বভাব সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদের বুদ্ধি ত্রয়ীর (ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই বেদত্রয়ের) মধুপুষ্পিত বাক্যসমূহ দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের বিবেকশক্তি দৈবী মায়াদ্বারা বিমোহিত। এইজন্য বহু বিস্তারশীল, আড়ম্বরপূর্ণ স্মৃত্যুক্ত কর্ম্মসমূহকেই তাঁহারা বহুমানন করেন।

হরি-গুরু বৈষ্ণব সেবাবিমুখ জীবগণ কায়মনোবাক্যে যখন যে কার্য্য করিবে, তাহা নিশ্চয়ই শুভাশুভ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্য-পাপ, সদসৎ কার্য্য হইবে। এ সমস্তই অজ্ঞানতমোধর্ম্ম অর্থাৎ কৈতবপূর্ণ বলিয়া কৃষ্ণভক্তির বাধক। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ইহাই জানাইয়াছেন,—

অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥

(চৈঃ চঃ)

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—"এই পদ্যগুলির তাৎপর্য্য এই যে, জীব চিৎস্বরূপ হয়। জীবের স্বধর্ম্ম—কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম। শুভকর্ম্ম (পুণ্য) ও অশুভকর্ম্ম (পাপ) এবং মোক্ষাভিসন্ধি সকলই জীবের ধর্ম্মরূপে প্রবেশ করত তাহাকে তমোধর্ম্মময় করিয়াছে। কর্ম্ম ও জ্ঞানপ্রতিপাদক সমস্ত উপদেশই কৈতব অর্থাৎ ছল, অতএব তমোধর্ম্মের অন্তর্গত।"

অবৈষ্ণব স্মার্ত্তগণ দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া "কাম্যকাঃ পশুভিঃ স্ত্রীভিঃ" এই ন্যায়ানুসারে শুদ্ধবৈষ্ণবের ভক্তিচেষ্টাতেও নানাবিধ দোষারোপ করিয়া থাকে; তাহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদোদককে জলবুদ্ধি করে, শ্রীনারায়ণ শূদ্রস্পর্শে অপবিত্র হইয়া গেলে আবার পঞ্চগব্যাদিদ্বারা শোধনযোগ্য মনে করে অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবানেরও স্পর্শদোষ সম্ভব এবং গোময়াদিও ভগবান্‌কে পবিত্র করিতে পারে,—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে। তাহারা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে, ভগবৎ-প্রসাদকে সামান্য ডালভাত মনে করিয়া তাহা স্পর্শদোষে দুষ্ট হয়,—এরূপ জ্ঞান করে, শিষ্যের পক্ব অন্ন গুরু গ্রহণ করিলে বা ভগবানে নিবেদন করিলে গুরুর ও ভগবানের জাতি যাইবে,—এইরূপ বুদ্ধি করে; আতপ অন্ন-ভোজন, ত্রিসন্ধ্যা-স্নান, পথ ডিঙ্গাইয়া চলা, গঙ্গার মৃত্তি পরিধান প্রভৃতি কার্য্য-মধ্যেই ভগবদ্ভক্তি নিরাজিত বলিয়া মনে করে; বৈষ্ণবকে কর্ম্মশবাধ্য জীব মনে করে, আবার বর্ণাশ্রমের উদ্দিষ্ট কার্য্য না করিলে প্রত্যবায় হইবে বিবেচনা করে। ধর্ম্মকে সমাজের অধীন জ্ঞান করে, ভগবদ্বিরোধী সমাজকে বহুমানন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রমাণশিরোমণি গীতোপনিষদ গীতায় শ্রীভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ

অর্থাৎ (হে অর্জ্জুন,) তুমি সমস্ত ধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণাগত হও। সেই সকল ধর্ম্ম ও আশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণে যে-সকল পাপ হইবে, আমি তোমাকে তাহা হইতে মুক্ত করিব। তৃতীয় অধ্যায়ে আরও বলিয়াছেন,—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

অর্থাৎ যে-সকল সাধু ব্যক্তি ভগবদুচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন, তাঁহারাই কর্ম্মমার্গীয় পঞ্চসূনাদি-কৃত পাপ হইতে মুক্ত হন। আর যাহারা নিজে ভোক্তা সাজিয়া নিজের ভোগের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করে বা তাহা ভোগ করে, তাহারা পাপ-ভোজন করিয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।

যজ্ঞ অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষ্ণুর জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, নতুবা কর্ম্ম বন্ধনের কারণমাত্র। বিষ্ণুর জন্য কর্ম্মই ভক্তি, তাহাই ক্রমে পরা ভক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র বলেন,—

সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা তয়া ভক্তিঃ পরা ভবেদিতি॥

অন্যত্র বলিতেছেন,—

লৌকিকী বৈদিকী যাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

যিনি ভক্তি ইচ্ছা করেন, তিনি লৌকিকীই হউক বা বৈদিকীই হউক, যে-কোন কার্য্যই করুন না কেন, হরিসেবার অনুকূলেই করিবেন; সুতরাং ভক্তের যাবতীয় কার্য্যই হরিসেবানুকূল বলিয়া সর্ব্ব-পাপনির্ম্মুক্ত ও নির্গুণ পরভক্তিলাভের সহায়ক, আর অভক্ত স্মার্ত্তের যাবতীয় কার্য্যই নিজের ভোগ-তাৎপর্য্যে কৃত বলিয়া পাপযুক্ত। কর্ম্মজড় ভোগী স্মার্ত্তের বিচারের সৎকার্য্যগুলিও সম্পূর্ণ পাপনির্ম্মুক্ত নহে। যেমন সাত্ত্বিকদ্রব্য ভোজন একটী সৎকার্য্য, কিন্তু কর্ম্মমার্গীগণ যে সাত্ত্বিকদ্রব্য গ্রহণ করে, তাহা দ্বারাও জীব-হিংসা হয়; কারণ, তণ্ডুলাদিও জীব, তাহাদিগকে কাটিয়া ভক্ষণ করিলেও জীব-হিংসা পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার উপায় নাই। কিন্তু শরণাগত ভক্ত যখন হরির উদ্দেশে ভক্তিসহকারে ফল-মূল-জল যাহা কিছু অর্পণ করেন, ভগবান্ তাহাই আদরের সহিত গ্রহণ করেন এবং ঐ ভক্ত

যখন নির্গুণ ভগবদ্ভক্তি গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাকে কোন পাপ স্পর্শ করিতে পারে না।

পাপ ও ভক্তি

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্রভু এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥

ভগবদ্ভজন ব্যতীত নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম করিলেও তাহাকে পাপ ভোগ করিতে হয়। কারণ, ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত যাবতীয় চেষ্টা ভোগমূলা, সুতরাং পাপ-সংযুক্ত, একমাত্র ভগবৎসেবামূলক কার্য্যই সম্পূর্ণ পাপ-নির্ম্মুক্ত।

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

যদিদং কুরুতে পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে।
মামনাদৃত্য ধর্ম্মোঽপি পাপং
 স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥

আমার (ভগবানের) জন্য কৃত পাপও ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়, আর আমাকে অনাদর করিয়া যদি ধর্ম্মও করা হয়, তাহাও আমার প্রভাবে পাপরূপে পরিণত হয়।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় আচার্য্য শ্রীরামানুজ-শাখার উর্দ্ধতন একজন মহাপুরুষের চরিত্রে একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে আমরা উহা আলোচনা করিলেও উপরিউক্ত বাক্যের যাথার্থ্য এবং পাপ ও ধর্ম্মের স্বরূপ অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিব।

পূর্ব্বকালে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে ভিক্ষুনাই নামে একজন বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। যুবাকাল হইতেই তিনি ভগবানের সেবোদ্দেশে নানা-তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। তীর্থ-পর্য্যটন-কালে চারিজন শিষ্যপুরুষ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রথম শিষ্যের নাম—'তর্কচূড়ামণি', দ্বিতীয় শিষ্যের নাম—'দ্বার-উন্মোচক', তৃতীয় শিষ্যের নাম—'ছায়াগ্রহ' অর্থাৎ যে-কেহ ছায়া স্পর্শ করিবামাত্র তাহার গতিরোধ হইয়া যাইত, চতুর্থ শিষ্যের নাম—'জলোপরিচর' অর্থাৎ তিনি জলের উপরও পরিভ্রমণ করিতে পারিতেন।

উক্ত চারিজন শিষ্যসহ তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে একদা ভিক্ষুনাই শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন মন্দির ভগ্নপ্রায়—অতি ক্ষুদ্র পক্ষির ও চর্ম্মচটীবৃন্দের নিবাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে পরিবৃত, ব্যাঘ্রসিংহ প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর ভয়ে সেবক-গণ দিনের বেলায় একবার মাত্র আসিয়া শ্রীরঙ্গনাথের অর্চ্চন সমাধা করিয়া যান। ইহা দেখিয়া ভিক্ষুনাই আলোয়ারের প্রাণে যুগপৎ দুঃখ ও ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—বিষয়ী ভোগিগণ সুরম্যপ্রাসাদে অধিষ্ঠিত হইয়া ভোগ্যা কামিনীর সহ নানা ক্রীড়ারসে বিভোর আছে, আর যিনি বিশ্বেশ্বর, রাজরাজেশ্বর, সেই প্রাণের দেবতাকে তাহারা ক্ষুদ্র, ভগ্নপ্রায় মন্দিরে ফেলিয়া রাখিয়াছে। আর কৃষ্ণের সংসার অন্তরে লুটিয়া খাইতেছে। তিনি নিজে কপর্দ্দকহীন; কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে ভিক্ষুনাই আলোয়ার উক্ত চারিজন শিষ্যসহ যেখানেই কোন ধনীর নাম শুনিতে পাইতেন, সেই স্থানেই ভিক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ধনগর্ব্বান্ধ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অর্থদান করা দূরে থাকুক, চোর, তস্কর সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া, কেহ বা সাধুর আবার অর্থের দরকার কি? ইত্যাদি ব্যঙ্গবাক্য বলিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিলেন। ভিক্ষুনাই কিছুতেই তাঁহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তিনি যখন দেখিলেন,—ধনিগণ ভগবানের অর্থ অপহরণ করিয়া ভোগ করিতেছে এবং নিজদিগকে ধনবান মনে করিতেছে, তখন ঐ সকল চিত্তাপহারী তস্কর ধনিগণের নিকট হইতে যে-কোন উপায়ে হউক ভগবানের অর্থ ভগবানের সেবা-কার্য্যে লাগাইতে কৃতসংকল্প হইলেন।

ভিক্ষুনাই শিষ্যগণসহ একটী দস্যুর দল বাঁধিলেন। তাঁহার তর্কচূড়ামণি নামক শিষ্য বিপক্ষিগণকে তর্কজালে বিজড়িত করিতেন, দ্বার-উন্মোচক নামক শিষ্য ধনাগারের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতেন, 'ছায়াগ্রহ' গতিশক্তি রোধ করিতেন এবং 'জলোপরিচর' নামক শিষ্য পরিখা-বেষ্টিত রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ধনরাজি লুণ্ঠন করিয়া আনিতে লাগিলেন।

অতঃপর বিপুল অর্থ সংগৃহীত হইলে ভিক্ষুনাই নানাদেশ হইতে সহস্র সহস্র শিল্পী আনয়ন করাইয়া সপ্তপ্রাকারবিশিষ্ট পরম রমণীয় শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। কিন্তু ভিক্ষুনাই নিজে দিনান্তে নিজ-হস্তে রন্ধন করিয়া বিষ্ণু-নিবেদিত অন্ন একমাত্র গ্রহণ করিতেন। তিনি ভগবানের শরণাগত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন এবং শিষ্যবর্গকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতেন। তিনি জিতেন্দ্রিয় গোস্বামী ছিলেন।

একজন নৈতিক বা স্মার্ত্তের চক্ষে দেখিতে গেলে ভিক্ষুনাই আলোয়ারের উপরিউক্ত কার্য্যটী একটি দস্যুর কার্য্য বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু ভিক্ষুনাই নিজে এইরূপ দস্যুদলের নেতা হইয়া শিষ্যগণের দ্বারা ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে এই কার্য্যটী করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার নিজের বিন্দুমাত্রও ভোগ বা প্রতিষ্ঠার আশা ছিল না। তিনি দেখিলেন, যাবতীয় ধনই শ্রীপতি নারায়ণের; কেবল মোহবশতঃ ধনিগণ ভগবানের সেবার অর্থদ্বারা নিজ নিজ ভোগবৃত্তি সাধন করিতেছে, অতএব উহারাই প্রকৃত দস্যুপদবাচ্য। সুতরাং ঐসকল দস্যুর নিকট হইতে যখন সোজা কথায় ধন ফিরিয়া পাওয়া গেল না, তখন ভগবানের সেবার জন্য যে-কোন উপায় গ্রহণ করাই উচিত।

ভিক্ষুনাই আলোয়ারের এই দস্যুচিত কার্য্যটি হরিজনগণের বিচারে ভগবদ্ভক্তি ও তৃণাদপি সুনীচতা। যেমন হনুমানের লঙ্কা-দহনই ভগবদ্ভক্তি, জনসেবা ও তৃণাদপি সুনীচতার পরিচয়। কারণ, এই কার্য্যে তাঁহাদের নিজের ভুক্তি-মুক্তির গন্ধমাত্রও নাই। আর ভুক্তি-মুক্তিমূলক যে-সকল কার্য্য জগতের চক্ষে সৎকার্য্য বলিয়াও বিবেচিত, তাহা অসৎ; কারণ, তাহা একমাত্র সর্ব্বেশ ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে কৃত হয় নাই।

অতএব ভাগবতের উপদেশ এই যে,—

সেহ স্বকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

মায়ার সংসার

——:(*):——

বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধভক্তিস্রোত পুনঃ-প্রবাহের মূল পুরুষ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্ম্মগ্রন্থে সংসার যে কি বস্তু, তদ্বিষয়ে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

জীবের দুইটী দশা স্পষ্ট দেখা যায়—মুক্ত দশা ও সংসারবদ্ধ দশা। শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত জীব, যিনি কখনই মায়াবদ্ধ হন নাই বা কৃষ্ণ-কৃপায় মায়িক জগৎ হইতে পরিমুক্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তজীব এবং তাঁহার দশাই মুক্তদশা। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া অনাদিকাল মায়ার কবলে যিনি পড়িয়া আছেন, তিনি বদ্ধজীব এবং তাঁহার দশাই সংসারদশা। মায়ামুক্ত জীব চিন্ময় ও কৃষ্ণদাসই তাঁহার জীবন। জড়জগতে তাঁহার অবস্থিতি নয়; কোন বিশুদ্ধ চিজ্জগতে তিনি অবস্থিত। সেই চিজ্জগতের নাম—গোলোক, বৈকুণ্ঠ, বৃন্দাবন ইত্যাদি। মায়ামুক্ত জীবের সংখ্যা অনন্ত।

মায়াবদ্ধ জীবের সংখ্যাও অনন্ত। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাদোষে কৃষ্ণের ছায়াশক্তি যে মায়া, তিনি তাহাকে নিজের সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আবদ্ধ করিয়াছেন। গুণের তারতম্যবশতঃ বদ্ধজীবের অবস্থা বিচিত্র হইয়াছে। বিচিত্রতা বিচার করিয়া দেখুন—জীবের শরীরের বিচিত্রতা, ভাবের বিচিত্রতা, রূপের বিচিত্রতা, স্বভাবের বিচিত্রতা, স্থানের বিচিত্রতা ও গতির বিচিত্রতা। জীব সংসারে প্রবেশ-পূর্ব্বক একটী নূতন রকম আমিত্ব ধারণ করিয়াছেন। শুদ্ধাবস্থায় 'আমি কৃষ্ণদাস' এইরূপ আমিত্বের অভিমান ছিল। এখন—আমি মনুষ্য, আমি দেবতা, আমি পশু, আমি রাজা, আমি ব্রাহ্মণ, আমি চণ্ডাল, আমি পীড়িত, আমি ক্ষুধিত, আমি অপমানিত, আমি দাতা, আমি পতি, আমি পত্নী, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি শত্রু, আমি মিত্র, আমি পণ্ডিত, আমি রূপবান্, আমি ধনী, আমি দুঃখী, আমি বীর ও আমি দুর্ব্বল—এইরূপ কত রকমের আমিত্ব হইয়াছে। ইহার নাম 'অহংতা'।

'মমতা' বলিয়া আর একটী ব্যাপার হইয়াছে। আমার গৃহ, আমার বস্তু, আমার ধন, আমার শরীর, আমার পুত্রকন্যা, আমার পত্নী, আমার পতি, আমার পিতা, আমার মাতা, আমার বর্ণ ও জাতি, আমার বল, আমার রূপ, আমার গুণ, আমার বিদ্যা, আমার বৈরাগ্য, আমার জ্ঞান, আমার কর্ম্ম, আমার সম্পত্তি, আমার অধীন জনগণ ইত্যাদি কতপ্রকারের আমার হইয়াছে। 'আমি' ও 'আমার' লইয়া যে একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার দেখা যাইতেছে, তাহার নাম 'সংসার'।

শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত-গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ-প্রধান শ্রীজগদানন্দ বলিয়াছেন,—

চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ—চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণে দেখি—কৃষ্ণে করেন আদর॥
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হঞা ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
'আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস' এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥

তাৎপর্য্য এই যে, জীব যে নিত্যকৃষ্ণদাস, তাহা ভুলিয়া মায়িক শরীর আশ্রয় করিয়া

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রতিপাদ্যকর নদীয়া-প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যহ গ্রন্থ-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণচৈতন্যালয়

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিভানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোকুলপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাড়ীখাটা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ বালি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউ মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওয়ার পাশার বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ঢরিয়াম, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মছুয়াটোলি, পাটনা

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বহদা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১ বড় গড়ীবাগ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) নৈমিষারণ্য মঠ

পোঃ মিশ্রিখ, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সচ্চিদানন্দ বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবলাটী

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং রেখান রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বেলান বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীজীর সেবা

(৫১) প্রপন্নাশ্রম-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কবুর গোদাবরী জেলা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ-বিহারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সত্যকুটী

(৫৬) ক্ষিরচোরা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বুদ্ধপুর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বারেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ চন্দনকোড়া, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতানন্দ মঠ

ঠিকনিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ বাকতার (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুড়ুম্বুকা, পোঃ ঠিকুক্কা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৪০১ নং ডিটিস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, হাউস্‌রোড

ক্যামডেন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ফিটারেট রোড, নাগ্রা (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়,

সাহাকানন, চট্টগ্রাম।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	।৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি			১।০	
সিকিকলম	৫৲			
অর্দ্ধকলম	৮৲			
এক কলম	১২৲	৩৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যা৷০ ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(১)::——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-বিরহ-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী পত্রিকা,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রকৃত তথ্য সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি কালানুক্রমে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকের একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, গ্রন্থ-পত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা শোভিত এবং সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আট আনা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

——::০::——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

স্থাপিত ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ সম্পূর্ণ নির্জ্জন আনন্দ ও আধ্যাত্মিক। নিয়মিত ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সৎসঙ্গ বাসস্থানের ব্যবস্থা। বোর্ডারগণের আহার ও পোষাকাদির প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রজধাম গৌড়ীয়মঠাদি-সংস্থাপক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন দেশের ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথা অমৃতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদের নিকটে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিকী বিরহ-তিথিপূজা-বাসরে [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু জটিল প্রশ্ন সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

———

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম্-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত অভিধান ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ভাগ্যশ্রী আশ্রম; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পদ্যাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সারবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৶০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩১৷১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৩	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৫-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩-০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(লাইট্ রেলওয়ে
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২	
ছাঃ	১৪-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৭			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৫৮	১১-৫১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১৩
ছাঃ	৩-৩৬ ৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬ ৯-২১		১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫৭		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ১লা জুন, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার [৭৯শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যা

ট্রান্সভালে এশিয়াবাসীদের জমি দখল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে বিল পেশ হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, কমিটিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাহার আলোচনা হয়। ভারত সরকারের সহিত দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন সরকারের ঐ সম্পর্কে যে সব আলোচনা চলিয়াছে এবং উক্ত আলোচনার ফলে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, সে সমস্ত বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। উহার প্রতিকারে ভারত সরকার যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, তাহার বিষয় এবং উহার সম্ভাবিত প্রতিক্রিয়ার বিষয় কমিটিতে আলোচিত হয়। গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে যে কার্য্য-ধারা অনুসরণের প্রস্তাব করা হয়, তাহাই নাকি কমিটি অনুমোদন করিয়াছেন।

ব্রহ্মের পরিস্থিতির বিষয়ও কমিটিতে আলোচিত হয় এবং তথাকার দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে ভারতীয় সমস্যার বিষয় কমিটির নিকট বিশ্লেষণ করা হয়। সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক প্রেরণ সম্পর্কেও প্রসঙ্গতঃ আলোচনা হয়।

সিংহলে ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা বিষয়ও কমিটিতে আলোচিত হয়। ভারতীয় শ্রমিকদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত যে সব প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও কমিটিতে পেশ করা হয়।

মিউনিসিপ্যাল বিল

স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন যে, কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিল সম্পর্কে হিন্দুদের কোনও আপত্তি নাই, তবে কংগ্রেসের আশঙ্কা হইয়াছে যে, কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব তাহার হস্তচ্যুত হইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, কর্পোরেশন হইতে হিন্দু কর্তৃত্ব বিলোপিত হইবে, তিনি এমন মনে করেন না। মুসলমানদিগকে সংখ্যানুপাতের অতিরিক্ত আসন দেওয়া হয় নাই; শ্বেতাঙ্গদের জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কংগ্রেসের পক্ষে সংখ্যাধিক্য লাভ তেমন সহজ হইবে না। তবে দলে ভাঙ্গন না ধরিলে সর্ব্বদাই তাহাদের সংখ্যাধিক্য বজায় থাকিবে।

জনসংখ্যা অনুপাতে চাকুরীতে নিয়োগ সম্পর্কে স্যার নাজিমুদ্দীন বলেন যে, ভারত-গবর্ণমেন্ট এমন কি বিলাতে গবর্ণমেন্টও সংখ্যা অনুসারে চাকুরীতে নিয়োগ নীতি অনুসরণ করিয়া থাকেন। মুসলমানদের শতকরা ৫৫টি চাকুরী পাওয়া আবশ্যক বলিয়া তিনি মনে করেন।

স্বরাষ্ট্রসচিব সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত

স্বরাষ্ট্রসচিব সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন সংবাদপত্রসমূহ নিয়ন্ত্রণকল্পে এই অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। সম্মেলনে কড়াকড়িভাবে সাম্প্রদায়িক সংবাদপত্রসমূহ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ একযোগে যাহাতে এই জাতীয় সংবাদপত্রসমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন তজ্জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবটি প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সম্মেলনে স্বরাষ্ট্রসচিবগণ আরও একটি ব্যাপারে মোটামুটি একমত হইয়াছেন বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। এক ভাষা-ভাষী বা এক শ্রেণীর লোকজন অন্য ভাষা-ভাষী বা এক শ্রেণীর লোকজনের বিরুদ্ধে যে বিদ্বেষ প্রচার করিয়া থাকে তাহাও অশান্তির অন্যতম কারণ বলিয়া নির্ণীত হয়। এই সম্পর্কে বাঙ্গালী বনাম বিহারী এবং গুজরাটী বনাম মারাঠীদের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই জাতীয় কার্য্যকলাপ শ্রেণী বিদ্বেষ প্রচার সম্পর্কিত আইনের আওতায় পড়ে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সম্মেলন মোটামুটিভাবে সিদ্ধান্ত করেন যে, এই সম্পর্কে অবস্থা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝিয়া দেখা দরকার।

মুর্শিদাবাদের পল্লীতে ডাকাতি

গত ২০শে মে তারিখে সাগরদীঘি গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে এক চাঞ্চল্যকর ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় কোন ভদ্র ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিয়া ডাক্তার ঘোষ পুলিশের নিকট এজাহার দিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত ২০শে মে রাত্রি আন্দাজ ১২টার সময় কুকুরের চীৎকারে নবদ্বীপবাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তিনি জাগিয়া দেখেন প্রায় ১৪।১৫ জন ডাকাত তাঁহার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি ও তাঁহার চাকর তাহাদের প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলে তাহারা তাঁহাদিগকে মারপিট করে এবং তাহার চাকরটিকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখে। ২।৩ জন লোক যাবতীয় স্বর্ণালঙ্কার জোর করিয়া ছিনাইয়া লয় এবং তাহাদিগকে মারপিট করে। ডাকাতরা আত্মগোপন করিবার জন্য কাল রং মাখিয়া আসিয়াছিল। তাহাদের মুখও বস্ত্রাচ্ছাদিত ছিল। তাহারা কেহ লাঠি, কেহ টাঙ্গি, কেহ বল্লম লইয়া আসে। চীৎকার করিয়া লোকজন জড় করিবার পূর্ব্বেই ডাকাতরা প্রায় ৬০০৲ টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি লইয়া সরিয়া পড়ে। ডাক্তার ঘোষের স্ত্রী ও তাহার চাকর দলের মধ্যে এক ব্যক্তিকে চিনিতে পারিয়াছে।

ট্রেন লাইনচ্যুত

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে অল্প দিনের মধ্যে যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, তৎসমুদয়ের কারণ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য যে ট্রাইবুনাল গঠিত হইয়াছিল, উহার রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ট্রাইবুনাল মধুপুর, শঙ্করপুর, ভাদৌর ও হাজারীবাগ ট্রেন দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অনিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে রেল অপসারিত করায় ঐ তিন স্থলে ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়াছিল।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাগবত বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধাংশ) ৯৲
৩। ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অর্দ্ধাংশ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষ্ণু তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। বামন অবতার ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অর্দ্ধাংশ) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ৷০
২৭। মুক্তাফলটীকা অনুসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০/
৪৮। অন্যাপদেশক (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭ ঈশোপনিষদ্ (ভাষাবিবৃত) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনাম ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংখ্যাবলী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিগীষা ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ
৬৭। সামান্যনির্ণয়ঃ ৶০১

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬৯। এ ভিউ অব থার্ড ন অব বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী এ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
৭২। ডিভোটিড ওয়ার্ক্স ৷৶০
৭৩। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্ট্স অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্তসূত্র ৷০
৭৫। দি গৌড়ীয়মঠ ইন ইণ্ডিয়া ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। থিয়োষ্টিক ফিলজফি এ্যাণ্ড আনন্দান্দে চিন্তোষ ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধক-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। ঝুলনগীত ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম—শ্রীমায়াপুর—নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ২১ ত্রিবিক্রম ৪৪৩ গৌরাব্দ, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ [illegible] ১লা জুন ইং ১৯২৯, বৃহস্পতিবার | ৭৯শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

—::(০)::—

তিনসুকিয়ায়

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ ভক্তিসারের [illegible] মহোদয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ শিরে ধারণ করিয়া আসামের তিনসুকিয়া অঞ্চলে প্রবল উৎসাহের সহিত শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ২০শে মে তিনসুকিয়ার [illegible] চা বাগানের বড়বাবু শ্রীযুক্ত [illegible] ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রী[illegible] এম-বি মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তথায় গমন করিয়া রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তিশাস্ত্রী সেখানে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করেন। সভায় ১০০০ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। বক্তৃতার আদি ও অন্তে গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হইয়াছিল। এতদঞ্চলে এরূপ বিরাট সভা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও হয় নাই।

গত ২১শে মে স্থানীয় দুর্গাবাড়ী হলে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শিত হয়। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গত ২২শে মে [illegible] পরিবর্ত্তী স্থানীয় শ্রীযুক্ত [illegible] রায় মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে গমন করেন। রাত্র ৭॥০ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত ভক্তিশাস্ত্রীজীর আবেশে অনেক মঠসেবক শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] "সাধুসঙ্গ" যে ত্রিজগতের মুখ্য [illegible] এবং সদ্গুরুর পাদাশ্রয় বিনা যে জীবের এই সুদুস্তর ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই ইত্যাদি বহু কথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের [illegible] করেন। সভার আদি ও অন্তে [illegible] গুরুবন্দনা, [illegible] কীর্ত্তিত হয়।

ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ২৩শে মে মঙ্গলবার স্থানীয় [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মাড়োয়ারী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় বাসভবনে সন্ধ্যা [illegible] ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীভাগবত [illegible] অধ্যায় হইতে [illegible] কর্ত্তনা [illegible] পাঠ ও [illegible] ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। সভার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ বিষ্ণুপ্রিয় ব্রহ্মচারী [illegible] গুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

[illegible]

[illegible] শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্যতম পরম কৃপালু শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া তত্রত্য বিপুল উৎসাহের সহিত শ্রীমঠে এবং সহরের বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের সহিত প্রশ্নোত্তরমুখে শ্রীচৈতন্যদেবের অসমোর্দ্ধ দানের কথা বিভিন্ন ভাবে কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ২০শে মে শনিবার দিবস শ্রীমঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ নিতাই দাস ব্রহ্মচারী বাগবাজার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের সহিত "[illegible]" [illegible] এম, [illegible] এম, এ, মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় [illegible] ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়াছিলেন। সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কীর্ত্তন করেন। [illegible] [illegible] [illegible] উভয় বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়াছে। [illegible] মহোদয় সব বিষয়ে আলোচনা [illegible] ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

গত ২০শে মে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এম, ডি, ডি, [illegible]) ([illegible] এম, ডি, [illegible]) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] বিষয়ে বহু কথা কীর্ত্তন করেন। [illegible] মহোদয় [illegible]। তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মণের সহিত [illegible] [illegible] শুদ্ধ বৈষ্ণবের পার্থক্য এবং পরম চৈতন্য-কারত্বের বিষয় [illegible] অতি সুন্দর রূপে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। ব্রহ্মের সাকার-নিরাকার বিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্র-প্রমাণ শ্রবণ করিয়া তিনি আনন্দিত হন।

—

শিলচরে

গত ১৮ই মে তারিখে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের একনিষ্ঠ সেবক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় স্থানীয় Director General Post and Telegraph office এর একজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত [illegible] ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের সাদর আহ্বানে কতিপয় মঠ-সেবক সহ তাঁহার বাসভবনে গমন করত [illegible] ৮ [illegible] ১০ ঘটিকা [illegible] নিম-[illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে [illegible] করেন। [illegible] [illegible] পরমা-[illegible] ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তিত হয়।

— —

[illegible]

গত ২৩শে মে [illegible] সন্ধ্যা ৭টার সময় [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] মহোদয়ের সাদর আহ্বানে [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণ গোস্বামী [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] ও শ্রীযুক্ত [illegible] প্রমুখ [illegible] [illegible] ও [illegible] 'প্রভু' তত্ত্ব সম্বন্ধে [illegible] ব্যাখ্যা কীর্ত্তন করেন।

—

"মনুষ্য জন্মের সার্থকতাই— গৌরভক্তের কৃপা হওয়া। মনুষ্য-জন্মের একমাত্র প্রয়োজন - গৌর-ভক্তের কৃপালাভ। মানুষেরা ইহা বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণ-বিমুখ হইয়া নিজ অমঙ্গল আহ্বান করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ [illegible] [illegible] ৪৪৫

দুই একটী কথা

[illegible] আসিতে পারে না। [illegible] কোন বস্তু হইতে ভীত নহেন। তিনি নির্ভীক, নিরাশ্রয় ও অপরাজ। [illegible] রুগ্ন। [illegible], দানব, [illegible] কেহই তাঁহার কিছু করিতে পারে না। [illegible] মায়ার নিকট প্রণত বা [illegible] নিযুক্ত হন না। তিনি [illegible] [illegible] সন্ধান করিয়া [illegible] করেন। তিনি [illegible] বিষয় বা [illegible] হইয়া [illegible] নির্ভর করেন। শরণাগতের ভয় নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, [illegible] নাই, আছে কেবল সেবানন্দের জন্য উত্তরোত্তর আগ্রহ, বৈকুণ্ঠ।

সর্ব্বাগ্রে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই আবশ্যক। সম্বন্ধের পরে অভিধেয় অর্থাৎ কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ ও অনুষ্ঠান। সম্বন্ধ ও অভিধেয় পরস্পর [illegible] সম্বন্ধ ব্যতীত অভিধেয় নির্দ্দিষ্ট হয় না। আবার অভিধেয়-পালন ব্যতীত সম্বন্ধ দৃঢ় হয় না। ভগবানই আমাদের নিত্যপতি। শ্রীগুরুদেব সেই নিত্যপতির সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন। শ্রীগুরুদেবই সম্বন্ধজ্ঞান-দাতা। এই সম্বন্ধ-জ্ঞানের নামই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান।

সম্বন্ধের পূর্ব্বে যে সেবা, তাহা সেবা-পদবাচ্য নহে। পতির সহিত সম্বন্ধ হইবার পূর্ব্বে বালিকা যে কিছু গৃহকার্য্যাদি করে, তাহা পুতুলখেলা বা লক্ষ্যহীন অনুকরণ মাত্র। বালিকার পুতুল-খেলা দ্বারা সত্য সত্য পতির সেবা হয় না, কেবল জ্ঞানহীনা বালিকার সাময়িক মানসিক সন্তোষ হয় মাত্র। সম্বন্ধযুক্ত হইয়া পতিসুখের জন্য পতিব্রতার যে চেষ্টা বা প্রয়াস তাহাই পতিসেবা। সম্বন্ধভাবে নিজসুখ বা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া [illegible] [illegible] অনুসন্ধানও সেইরূপ [illegible]। [illegible] সম্বন্ধযুক্তের [illegible] কোন [illegible] নাই।

শুধু সম্বন্ধযুক্ত হওয়াই শেষ কথা নহে। সম্বন্ধের পরে [illegible] আরম্ভ হয় [illegible] [illegible] [illegible] বা প্রীতি গাঢ় হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তাহা হইতে তাহার পতি [illegible] [illegible] [illegible] হয় না। [illegible] [illegible] পতিকে আপনজ্ঞানে সে পতি [illegible] [illegible] আপনার বোধে প্রাণপণে [illegible] [illegible] করিতে থাকে, পতিপ্রীতি [illegible] [illegible] নানাপ্রকার [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] অভ্যাস [illegible] যখন সে সংসারের কাজ কর্ম্ম [illegible] সহিত করিতে থাকে, তখনই [illegible] তাহার যথার্থ সম্বন্ধ হইয়াছে বলা যায় এবং তাহাতেই কৃপাপ্রাপ্তি ঘটে। [illegible] [illegible] সম্বন্ধযুক্ত হইয়া [illegible] [illegible] আপনজ্ঞানে তাঁহাদের সেবা করিতে করিতেই প্রয়োজন লাভ হইবে।

[illegible] নিত্যপদার্থ। তিনি নিত্য কাল ভগবানের অবিচ্ছিন্ন নিত্যরূপে অবস্থান করেন। সৌভাগ্যবান্ জনগণই এই [illegible] সন্ধান পান। [illegible]-সম্প্রদায়ই [illegible] [illegible] স্বীকার করেন। তাঁহারা [illegible] ন্যায় [illegible] অনিত্য বস্তু মনে করেন না। তাই তাঁহারা নিত্যকাল শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে [illegible] করেন। [illegible] কখনও সদ্-গুরুর দর্শন লাভ করিতে পারা যায় না। [illegible] [illegible] [illegible] দর্শনলাভ হয়। যিনি নিষ্কপটে সত্য সত্য ভগবানের ইচ্ছানুবর্ত্তন করিতে চান, ভগবান্ তাঁহার নিকট মহান্ত গুরুরূপে আবির্ভূত হন। সুতরাং আমরা যদি সদ্‌গুরু লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে ভগবানের শ্রীচরণে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] আর কোন উপায় নাই।

বজ্রাঙ্গজী ও রাবণ

(শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী)

[illegible] [illegible] [illegible], প্রথম দিনের কথা প্রায় ভুলিতেই বসিয়াছি। তখন [illegible] চরিত্রগঠন করিবার জন্য যে [illegible] ছিল পরপর [illegible]-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া অভিযান করায় তাহা নিভিয়া জল হইয়া গিয়াছে। [illegible] সেই জলের প্রবাহেই ভাসিয়া চলিয়াছি। কোথায় যে চলিয়াছি তাহা এখন [illegible] অবসর নাই। এখন আর কোন তাপ বোধও নাই, চলিয়াছি ত' চলিয়াছিই। আমি এখন মনে করি যে আমি [illegible]। আমার চালাকি আর কেহ বুঝিতে পারে না। কারণ, আমি কৃষ্ণ-[illegible] করিতেছি। ঠাকুর নরোত্তম কৃষ্ণ-[illegible] স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—'যেই [illegible] কৃষ্ণ [illegible], সে বড় [illegible]।' কাজেই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। সকলের নিকট হইতে লাভ-পূজা গ্রহণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিলাম। দশাননের ন্যায় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিলাম, কিন্তু যেখানে রাবণ, সেখানে [illegible] আছে, তাহা স্মরণ ছিল না। কোনও দুষ্ট বা চালাকি [illegible] কাছে খাটে না। কারণ বজ্রাঙ্গজী (হনুমান) দাস-রাম। পরব্রহ্ম রামচন্দ্র তাঁহার [illegible] [illegible]। তাঁহার প্রভু-প্রীতি, প্রভুদাস্য অনিন্দনীয়। তিনি [illegible] [illegible] বিগ্রহ। ইন্দ্র, ব্রহ্মা, প্রহ্লাদ অপেক্ষাও তাঁহার প্রভুদাস্য মহোচ্চ গরীয়ান্।

নির্ব্বোধ রাবণ নিজকে খুব বড় [illegible] পরমশ্রেষ্ঠ বিচার করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] যখন বিষ্ণুশক্তিকে লইয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তখন বজ্রাঙ্গজী তাঁহার নিজ জীবন-সর্ব্বস্বকে [illegible]-[illegible] [illegible] [illegible] রাখিয়া নিজে [illegible] অপেক্ষা না করিয়াই সাগর উল্লম্ফন পূর্ব্বক [illegible]

যিনি [illegible] করেন তিনি গুরু আর যিনি শাসন গ্রহণ করেন বা শাসিত হন, তিনি শিষ্য। শিষ্যের দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু গুরুর কোনও দোষ থাকিতে পারে না, গুরুকৃপাতেই শিষ্য দোষমুক্ত হইবার সৌভাগ্য পান। গুরুসেবানিষ্ঠাই গুরুর [illegible]। তাঁহার [illegible] শিষ্যের কৃষ্ণনিষ্ঠা লাভ হয়। তাঁহার কৃপাতেই [illegible] [illegible] নিষ্ঠা [illegible] হইয়া সহজ বৈরাগ্য উদিত হয়।

সোনার লঙ্কা ধ্বংস করিয়া দিয়া থাকেন। অতি সংগোপনে রক্ষিত মৃত্যুবাণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও [illegible] [illegible] শ্রীরামচন্দ্রকে আনিয়া দেন তখনই রাবণ বুঝিতে পারে যে সবংশে ধ্বংস হইবার সময় নিকটবর্ত্তী। [illegible] বৈষ্ণব—অমানি-মানদ। লাঞ্ছিত হইয়াও তিনি পতিত জীবের মঙ্গল কামনা করেন। দশাননকে রামনামে নিযুক্ত করিবার জন্য কতই না সংযোগ করেন। [illegible] রাবণ শরণাগত হইলে তাহাকে রক্ষা করিবেন, পুনঃপুনঃ একথা জানাইয়া থাকেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠা বড় শত্রু। রাবণের [illegible]-আকাঙ্ক্ষা অত্যধিক। বহুদিনের সঙ্গোপনে রক্ষিত লাভ-পূজা তাহাকে পরব্রহ্মের চরণে পতিত হইতেও বাধা দেয়। এমনই দুর্দ্দৈব! স্বর্ণলঙ্কা-ভোগ-কামনাই তাহার কাল হইয়া পড়ে।

লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা অকিঞ্চনতার বিরোধী। অকিঞ্চনকে বাধা দিতে, বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে বহুবার তাহা মাথা তুলিয়া যে উপস্থিত হয় বটে কিন্তু দুর্ভাগা বঞ্চিতগণই উহা গ্রহণ করিয়া নরকে যায়। যাহারা অকিঞ্চনতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক লাভ-পূজাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে, তাহারা রাবণের অনুচর [illegible] বিষ্ণুশক্তিকে আক্রমণ করার দুর্ব্বুদ্ধি তাহাদের উপস্থিত হইবেই তাহারা মহা অপরাধী। অপরাধ চরমে না উঠিলে চিৎশক্তিকে আক্রমণ করার মত দুর্ব্বুদ্ধি আসে না। বজ্রাঙ্গজী কিন্তু তাহা কখনও সহ্য করেন না। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীর পাষণ্ডতা সহ্য না করাই তাঁহার ধর্ম্ম। সেখানে তিনি ভাল মানুষটী হইয়া নিরপেক্ষভাব ধরিয়া চুপ্ চাপ্ বসিয়া থাকেন না। সেই সব পাষণ্ডের সঙ্গে তিনি কখনও আপোষ করিতে প্রস্তুত নহেন। কারণ প্রভুপ্রীতিই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। নিজের কোনও আলাদা অস্তিত্ব বা লাভ-পূজা-কামনা তাঁহার নাই। তাই বজ্রাঙ্গজীর এত গৌরব! তাঁহার ভজন—তাঁহার প্রভুনিষ্ঠা, তাঁহার অসৎসঙ্গ-ত্যাগে দৃঢ়তা তাঁহার বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধীর প্রতি ক্রোধের ব্যবহার, তাঁহার শ্রীরামসেবকে প্রীতি অদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয়। তাই তিনি পারমার্থিকগণের মহাপূজ্য সর্ব্বসেব্য। একান্ত পারমার্থিকগণের তিনি ধ্রুবতারা, চলার পথের আলোকস্তম্ভ। তাঁহার দাস্যভক্তির মহিমা হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত না হইলে রূপানুগগণের ভজন-সৌষ্ঠব হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইবে না। তাঁহার কোনও সন্ধান আমরা পাইব না। বজ্রাঙ্গজী রামদাস। বিষ্ণুদাস্যই তাঁহার জীবন। বিষ্ণুবিরোধী পাষণ্ডদলের নিকট তিনি দমনাঙ্কুশ। তিনি অকিঞ্চন। [illegible]

প্রতিষ্ঠাকে তিনি শূকরের বিষ্ঠার মত দেখেন। রাবণের বড় সাধের সোনার লঙ্কা তাঁহার নিকট কদর্য্য সদৃশ। রামচন্দ্রের শ্রীচরণ-ধূলিই তাঁহার প্রাণ—রামচন্দ্রই তাঁহার ভূষণ, রামচন্দ্রই তাঁহার সর্ব্বস্ব। তাঁহার সাধন-ভজন জপতপ যাহা কিছু সবই শ্রীরামচন্দ্র। তাঁহার সাধন-ভজনের মূলমন্ত্রই এই—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ॥

হনুমানজীর ভজন বুঝিতে না পারিলে—হনুমানজীর দাস্যে রতি না হইলে আমরা কখনও ব্রজভজন পাইব না; শ্রীরূপ-সনাতনের ভজন-রহস্যের দ্বার আমাদের নিকট উদ্ঘাটিত হইবে না। বিধি-মার্গের পথে না চলিলে রাগমার্গের সন্ধান পাওয়া যাইবে না। হনুমানজীর কৃপা না পাইলে কেহ রঘুনাথের কৃপা পাইবে না। রঘুনাথ তাঁহার প্রেমে বশীভূত। প্রেমের্গুণা ঠাকুর দাসের হাতের ক্রীড়নক। হনুমানজী অবহেলে যেখানে সেখানে যাঁহাকে তাঁহাকে শ্রীরামচন্দ্রকে দিয়া দিতে পারেন। তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া রামচন্দ্রের ভজনে অগ্রসর হইলে রামচন্দ্র তাঁহার দিকে ফিরিয়াও চাহেন না। তাঁহাদের ভিতর নিশ্চয়ই কপটতা আছে। নিষ্কপট হইলে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাকে নিজদাস্য দিবার অভিপ্রায়ে হনুমানজীর দাসত্বে নিযুক্ত করেন। শ্রীরামচন্দ্র হনুমানজীরই প্রভু। কিন্তু আমাদের ন্যায় দীনহীন কাঙ্গালের ভরসা হনুমানজীর কৃপা। হনুমানজীই আমাদের প্রভু।

শ্রীকৃষ্ণ যেমন শ্রীরামচন্দ্রেরও মূল—শ্রীরূপ-সনাতনও তেমনই হনুমানজীর মূল। তাই ঠাকুর নরোত্তম ভজন-পূজন-জপ-তপ বলিতে যাহা কিছু সবই শ্রীরূপের পাদপদ্মকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥
সেই মোর রসনিধি সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি
সেই মোর বেদের ধরম।
সেই ব্রত সেই তপ সেই মোর মন্ত্রজপ
সেই মোর ধরম করম।

আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহের প্রতি সম্বন্ধজ্ঞানের কত গভীরতা! প্রাণের কত সুগভীর টান! কত প্রগাঢ় ভাব! শ্রীরূপের পাদপদ্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কিসের ভজন? কিসের সাধন? কৃপা উল্লঙ্ঘন করিয়া কে কোথায় রাধাকৃষ্ণ পায়?

"হেন নিতাই বিনা ভাই
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইএর পায়॥"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীরূপেরই অভিন্নবিগ্রহ। আচার্য্যপাদপদ্ম শ্রীরূপাভিন্ন—শ্রীনরোত্তমাভিন্ন—শ্রীভক্তিবিনোদাভিন্ন—প্রভুপাদাভিন্ন। এটী কথার কথামাত্র নহে, মনের উচ্ছ্বাসমাত্র নহে, ভাবুকতাও নহে। ইহা অভ্রান্ত বাস্তবসত্য। এটী ভক্তিসিদ্ধান্ত বিচার। তাঁহার কৃপা উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রভুপাদের কৃপা লাভের আশা দুরাশামাত্র। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোনও বস্তু থাকিতে পারে না, যাহা রূপাভিন্ন আচার্য্যদেবের পদধূলির একটী কণার সঙ্গেও তুলনা হইতে পারে। এহেন আচার্য্যপাদপদ্ম যে দিন আমাদের সাধনভজন-পূজন-জপতপ-জীবন-ভূষণ রসনিধি-বাঞ্ছাসিদ্ধি হইবে সেইদিনই প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভজন আরম্ভ হইবে। সেই অপ্রাকৃত গুরুপাদপদ্মে যাঁহার বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধার ভাব থাকিবে সেই দুর্ভাগা অচিরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। দোষজ্ঞানতা টিকিবে না। মায়ার প্রভাব প্রবল। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নিরভিমানে প্রবল আর্ত্তিসহ শ্রদ্ধাবান্ শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্য নিষ্কপটে করিলে এই ব্যাধির হাত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, পরিত্রাণের পথ হয়।

কবে দুবাহু তুলিয়া আমরা নিখিল বিশ্ববাসীকে, শুধু বিশ্ববাসী কেন, স্বর্গলোকবাসী দেববৃন্দকে, মহঃ-জনঃ-তপঃ-লোকবাসী ভাগ্যবন্ত জনগণকে পর্য্যন্ত আচার্য্যপাদপদ্মের কৃপাভিক্ষাপ্রার্থী হইতে আহ্বান করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। কবে জগদ্গুরু প্রভুপাদের শ্রৌত-সিদ্ধান্তের অনুকীর্ত্তন করিয়া দুবাহু তুলিয়া নির্ভীকভাবে বলিতে পারিব—"আমাদের আচার্য্যপাদপদ্ম (গুরুদেব) সমগ্র জগতের আচার্য্যপাদপদ্ম। আচার্য্যতত্ত্ব সমস্ত জগতের গুরুতত্ত্ব। আমাদের আচার্য্যপাদপদ্মের বিদ্বেষী—জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী মহন্মাত্রেরই বিদ্বেষী।" সেই শুভদিন আমার ভাগ্যে কবে আসিবে?

কবে আমার সেই সৌভাগ্য উদিত হইবে, কবে আমার ভাগ্যে সেই শুভদিন আসিবে যেদিন প্রাণ ভরিয়া শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের দাসানুদাসসূত্রে কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা পাইব,—

নিত্য শ্রীআচার্য্যপদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন-পূজন।
সেই মোর প্রাণধন সেই মোর আভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥

জগদীশের বিদ্বেষী—মহন্মাত্রের বিদ্বেষী—আচার্য্যবিদ্বেষী পাষণ্ডের সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। বাহিরের অজ্ঞ সাধারণ ভাবিকালে কোনও দিন সুকৃতিমান্ হইয়া এই আচার্য্যপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ মহিমা অবগত হইয়া পরিত্রাণ পাইবে। কিন্তু যাহারা আমার মত বিপথভুক্ত অভিমান করিয়াও বিশ্বগুরু শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ মহিমা আজও অবগত হইতে পারিল না, নিশ্চয়ই তাহারা বহুদিন হইতে আপরাধী অপরাধ সঞ্চয় করিয়া কপটতার আশ্রয়ে তাহাকে ঢাকিয়া ঢাকিয়া চলিয়াছে বুঝিতে হইবে। এহেন আচার্য্যপাদপদ্মে যাহাদের মহদ্বুদ্ধি কিছুতেই হেল না, অভিন্ন-প্রভুপাদবুদ্ধি কিছুতেই হইল না, তাহাদের চিরতরে সর্ব্বনাশ হইতে চলিল। স্বয়ং কৃষ্ণও তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন না। যাহারা 'খায় দায় কাশী যাত্রায়' সেই সব পাপী-বাজাদারের বরং একদিন সুবিধা আসিবে কিন্তু এই সব আচার্য্য-বিদ্বেষী অথচ বিপথভুক্ত অভিমানী মাদৃশ প্রচ্ছন্ন কলিগুপ্তচরের (আচার্য্যপাদ অস্বীকারকারিগণের) কি সর্ব্বনাশ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। নিতাইপদ উল্লঙ্ঘন করিলে—'আপনি চৈতন্য বলে সেই জন গেলা।' এমন দুর্ভাগ্য যেন পরম শত্রুরও না হয়।

জীবের অনেক ভাগ্য হইলে তবে হনুমানজীর আনুগত্য করিবার যোগ্যতা আসে। হনুমানজী অযাচিত কৃপা করিলে চিৎশক্তির বিলাস-অস্বীকারকারী কপট সন্ন্যাসী-বেশধারী রাবণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া তাহার ভোগের লঙ্কা দগ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, দুঃসঙ্গত্যাগে ও পারগমনে মহাযোদ্ধা হওয়া যায়।

রাবণের মত মায়াসীতা হরণ করিয়া অপ্রাকৃত জগন্মাতা স্পর্শ করিয়া ফেলিয়াছি মনে করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমরা কিন্তু পিতামাতা-বাটীঘর-বন্ধুবান্ধব ছাড়িয়া ছেলেখেলা করিতে বা নূতন করিয়া ভোগের সংসার পত্তন করিতে মঠে আসি নাই। ভোগের সংসারে আগুন জ্বালিয়া দিয়া রকমারী ভোগ করিতে আসি নাই—কখনই নহে। গুরুদেবের গৃহে বাস করিয়া কৃষ্ণের সেবা করিতে আসিয়াছি। কলিগুপ্তচরের সঙ্গ আমরা কখনও করিব না। আম্নায়ধারা-উপেক্ষাকারী প্রকাশ্য কলিগুপ্তচরের জন্যও শ্রীগুরুদেব অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু যে সমস্ত প্রচ্ছন্ন কলিগুপ্তচর নিজদিগকে অধিক সেয়ানা বিবেচনা করিয়া 'দুধও খাব তামাকও খাব' নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক চলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সে ইচ্ছা কোনও দিন ফলবতী হইবে না। কোন দিন কোন কালেও ইহা সম্ভব হয় নাই। কপটের কখনও পরিত্রাণ নাই। ভক্তিপথ—শরণাগতির পথ। বাস্তবসত্যকে কখনও কপটমূল মোহিনী মায়া নিগড়ে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। আচার্য্যপাদপদ্ম দৃঢ় করিয়া না ধরিলে ভবসমুদ্রের ভীষণ পাথারে ভাসিয়া যাইতেই হইবে। পাপরাশি কঠিন হইলে আমরা দেখিয়াও দেখি না—বুঝিয়াও বুঝি না। তাই পুনঃ পুনঃ পরিত্রাণের সুযোগ পাইয়াও হারাইয়া ফেলি। পতিতপাবন আচার্য্যপাদপদ্মে দীনের ইহাই প্রার্থনা—শতবিপদে, সহস্র প্রলোভনে, অসংখ্য বাধা থাকিলেও যেন আচার্য্যপাদপদ্ম ছাড়িবার কল্পনা স্বপ্নেও না করি। জীবনে যেন কখনও আচার্য্য-বিরোধি-(প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য) গণের মুখ দর্শন করিতে না হয়।

'আচার্য্যপক্ষ ছাড়ি যে জন সে জন
যে ভাবে সে ভাবে থাকে।
আমি ত' আচার্য্য- পক্ষপাতী সদা
কভু না হেরিব তাকে॥

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

প্রচার প্রসঙ্গ

——::(*)::——

চট্টগ্রামে প্রচার

গত ২০।৫।৩১ তারিখে চট্টগ্রাম শ্রীশ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীচৈতন্য-মঠের বরজন প্রচারক শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দাস ব্রজবাসী ও শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভু কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ রওনা হওয়া ঐ দিবস সন্ধ্যায় বীণাজুরিনিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ সরকার মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হন। তথায় ২১শে ও ২২শে যে তারিখে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে হরিকথা প্রচার করেন। পাঠকীর্ত্তনে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রচারকগণ তথা হইতে ২৩শে তারিখ প্রাতে রওনা হইয়া সুলতানপুরনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিশিচন্দ্র দুল মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া ঐ দিবস সন্ধ্যায় ছায়াচিত্রযোগে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ২৪শে যে তথায় অপরাহ্নে শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর অধ্যাপক শ্রীপাদ বঙ্কবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌-এ মহোদয় ভাগবতধর্ম-সম্বন্ধে অর্দ্ধঘণ্টাকাল একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সন্ধ্যায় পর ছায়াচিত্রযোগে হরিকথা কীর্ত্তন করা হয়। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-মঠ[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগুরুদেবের ভজন স্থলী ও [illegible] শ্রী[illegible],
শ্রী[illegible] [illegible] আছেন। [illegible] এই
[illegible] প্রকাশিত হয়।

(২) শ্রী গৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১০
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ কালনা (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাতাপুর, পোঃ কালনা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদাসের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠ[illegible]

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোকুলপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) সত্যেন্দ্র-পণ্ডিতের পাট
[illegible]পুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চাকদহ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগাড় বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
মুরাদপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গন্ধীবাগ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible]পুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সত্যেশ্বর বিহারী মঠ
কোশী, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)।

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১২নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বিল্ডিং, বম্বে ৭

(৫০) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]
শ্রী[illegible]

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible]
শ্রী[illegible] সেবা

(৫২) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—[illegible] পুরী
(৫৫) [illegible]

(৫৬) শ্রী-শ্রী-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গৌড়ীয়-[illegible]
পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) [illegible] মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)।

(৬৩) চেতলা গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (বাংলা)

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, [illegible]।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
[illegible]
৩১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ [illegible]
[illegible] রোড, [illegible] ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩০	৬।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ প; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম পূর্ব্বাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপায় "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স্বধর্ম্মনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নদেয়া" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতি সহ সংযুক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বাংলাবাজার, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং গৃহ পরিচ্ছন্ন খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৯৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সঙ্কলিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সবিস্তারভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব নূতন গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'গৌড়ীয় মঠ' হইতে প্রকাশিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ দেশ বিদেশে ও নানা সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ প্রভুপাদের শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া [illegible] সাপ্তাহিক গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। এক্ষণে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিক বিরহ-উৎসব-[illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যার অতীব সুন্দর সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভাবুকগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ পাঠ একান্ত প্রয়োজন।

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেবষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত গ্রন্থ হইল। এই বিরাট, অভিনব ও অতুলনীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় দার্শনিক দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই এক অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশব গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্তক সপ্তম গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল, পুস্তক আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের জনৈক পরমবিশ্বাসী শিষ্য ও লেখক “গৌড়ীয়” সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি “ঠাকুর ভক্তিবিনোদ” নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১২৫ পৃষ্ঠায় এক খণ্ডে সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনবদ্বীপপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশেষ বিষয়সম্বলিত দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা “দৈনিক নদীয়া প্রকাশ” ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘গৌড়ীয়’ এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশেষ নিয়োজন বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা “হারমনিষ্ট” ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় “পরমার্থী” নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাংলাই তাহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিজের প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
লোহ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭ ০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২ ২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১২-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১২-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩-০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৯	
ছাঃ	১৪-৪০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৪৫		৯ ১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৫১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ				১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৫১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩০	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ২রা জুন, ১৯৩৯, শুক্রবার [৮০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

১০ম

স্বরূপনগর লোক্যাল বোর্ড

স্বরূপনগর লোক্যাল বোর্ডের সদস্যদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। এই বৈঠকের বিশেষত্ব এই যে, লোক্যাল বোর্ডের সন্নিহিত কংগ্রেস কৃষক সদস্যগণ যে সকল প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছিলেন, লোক্যাল বোর্ডের মুসলিম লীগ দলভুক্ত চেয়ারম্যান মৌলবী আবুল বারি এম-এল-এ সাহেব সবগুলি তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাবলে না মঞ্জুর করিয়া দিয়াছেন। ফলে বৈঠকে অত্যন্ত তিক্ততার সঞ্চার হয়। অকস্মাৎ চেয়ারম্যান সাহেব বলিয়া বসেন যে, আলোচ্য অন্যান্য বিষয় বস্তু অন্য বৈঠকে আলোচিত হইবে—এই বলিয়া সকল সদস্যকে হতভম্ব করিয়া তিনি সভাস্থল পরিত্যাগ করেন।

ইদানিং সরকারী হিসাব পরীক্ষক স্বরূপনগর লোক্যাল বোর্ডের হিসাব পরীক্ষা করিতেছেন। তাহাতে গলদ ধরা পড়িয়াছে।

হাঙ্গারীতে সাধারণ নির্বাচন

গত রবিবার হইতে হাঙ্গারীতে সাধারণ নির্বাচন শুরু হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সরকার পক্ষের নির্বাচন প্রার্থীদের বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ৫০টি ক্ষেত্রে ভোট শেষ হইয়াছে এই ৫০টী ক্ষেত্রের মধ্যে ৪৯টী ক্ষেত্রে সরকার পক্ষ জয়লাভ করিয়াছেন। অন্যান্য বহু নির্বাচন ক্ষেত্রে এখনও ভোটাভোটি চলিতেছে।

ব্রহ্ম-মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

মন্ত্রিসভা গভর্ণমেন্টের নিকট পদত্যাগ-পত্র পেশ করিয়াছেন। উহা গৃহীত হইয়াছে। নূতন মন্ত্রীদিগকে শপথ করাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, রাজ্যের মন্ত্রি সঙ্কট সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী গভর্ণমেন্টের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি মন্ত্রিগণকে এক সভায় আহ্বান করিয়াছেন।

কাঠের সিন্দুকে মৃতদেহ

সোমবার প্রাতঃকালে শিয়ালদহ ষ্টেশনের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামাগারে একটি কাঠের বাক্সের ভিতর একটি মৃতদেহ পাওয়া যায়। ইহাতে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

মৃত ব্যক্তির দেহে আঘাতের চিহ্ন ছিল। মনে হইতেছে কেহ অর্থের লোভে অন্য কোথাও তাহাকে হত্যা করিয়া কাঠের বাক্সে ভরিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে রাখিয়া যায়।

মৃত ব্যক্তিকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের পিয়ন ভুবন বেহারা বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশ মেডিক্যাল কলেজের দারোয়ান গোরা সিং নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঐ কাঠের বাক্সের ভিতর পুরাতন চটের বস্তা, হিন্দুস্থানীদের পরিধেয় ছুরী পাওয়া গিয়াছে মৃত ব্যক্তির কোমরে রূপার শিকল ছিল। তাহার বয়স ৫০ বৎসর হইবে।

মৃত ব্যক্তির দেহে যে জখমের চিহ্ন আছে, তাহা অস্ত্রের চোট বলিয়া মনে হয়। রবিবার শেষ রাত্রিতে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে।

শব-ব্যবচ্ছেদের জন্য উহা মর্গে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফরিদপুর জেলা ছাত্র সম্মেলন

ফরিদপুর জেলা ছাত্র সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন গত ২১শে মে তারিখে হইবার কথা ছিল; কিন্তু উহা স্থগিত রাখা হয়। আগামী শুক্রবার, ২রা জুন কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীর সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হইবে। ডাঃ বীরেন সেন (সম্পাদক হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড) সম্মেলনের উদ্বোধন করিবেন। কমরেড দীনেশ ঘটক ছাত্র পতাকা উত্তোলন করিবেন।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু, সুরেশ ব্যানার্জি, দেবেন সেন, বিমলপ্রতিভা দেবী, মীরা দত্তগুপ্তা, বিশ্বনাথ মুখার্জি, কে এন আমেদ ও কমলা চ্যাটার্জি প্রভৃতি সম্মেলনে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া আশা করা যায়। (স্বাঃ) বিশ্বনাথ মুখার্জি সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন।

নবদ্বীপে বৈজ্ঞানিক অভিযান

ডাঃ বজ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ অচ্যুতকুমার মিত্রের পরিচালনায় যে বৈজ্ঞানিক অভিযান নবদ্বীপ যাইবার কথা হইতেছে, তাহা সম্ভবতঃ আগামী শীতকালে রওনা হইবে। নবদ্বীপের কৃষ্টিতে ভারতের দান লইয়া এ পর্য্যন্ত বহু গবেষণা হইয়াছে, কিন্তু এই অভিযান সমাজতত্ত্ব এবং নবদ্বীপ ও ভারতের অধিবাসিগণের শোণিত সম্পর্কে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিবে।

ডাঃ চট্টোপাধ্যায় বিষয় বৃত্তমূলক ব্যাপক গবেষণা করিয়াছেন, তিনি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বর্তমানে ভারতীয় আদিমজাতিদের সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। ডাঃ মিত্রও বাঙ্গালীদের উৎপত্তি বিষয়ে গবেষণা করিয়াছেন।

প্যালেষ্টাইনে অশান্তি

ওয়েলস রেজিমেন্টের সৈন্যরা সাফেদের নিকট একটি সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী দলকে বেষ্টন করে। এই সময় সংঘর্ষের ফলে সন্ত্রাসবাদী দলের তিনজন নিহত, তিনজন আহত এবং পাঁচজন বন্দী হয়।

লণ্ডন সম্মেলনে আরব প্রতিনিধি দলের অন্যতম উপদেষ্টা ফকীর বের বাসভবনে ন্যাশানালিষ্ট দলের নরমপন্থী সভ্যদের এক সভা হয়। সভায় হোয়াইট পেপারকে ব্রিটেনের সহিত আলোচনা চালাইবার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর একটি প্রস্তাবে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করিয়া বলা হয় যে, মুফতীর সহিত যোগাযোগে কোন কোন বিদেশী শক্তি সন্ত্রাসবাদীদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেছে।

গ্যাস দ্বারা তিন ব্যক্তির মৃত্যু

রেঙ্গুনের নূতন জলের কলের বাঁধে কাজ করিবার সময় তিন ব্যক্তি ভূগর্ভস্থ নর্দমা হইতে গ্যাস বাহির হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। পূর্বে মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-ত্রিদণ্ডি, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গণের শিরোমণি অলৌকিক বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপ্রাকৃত চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরানাপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবত, সম্পূর্ণ	৪০৲
	প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত —	৩৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	ভাগবত বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অর্দ্ধ দা)	৬৲
৩।	অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৬
৪।	প্রবন্ধ মঞ্জরী (ভাষা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০,	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	
৮।	সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা	১৷০
৯।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা	৪৲
১০।	গৌড়ীয় কণ্ঠহার	৩৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি চতুর্থ সংস্করণ	৸০
১৪।	সাধনকণিকা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৷
১৫।	বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা	৷০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	দৈবোপনিষদ	৷০
১৮।	বাদন ...	৷০
১৯।	প্রহ্লাদ-চরিত	৷
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵
২১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষা	৷৶
২২	ভজন রহস্য	৷
২৩।	শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধাম (বাঁধা)	
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)	
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ, বাঁধা)	২৲
২৬।	সদাচার কেবল মাত্র অপা	৷
২৭।	প্রমেয়রত্নাবলী আলোচনা (মাধ্বাচার্য্য)	১৲
২৮।	বেদান্তসূত্র (মাধ্বভাষ্য)	১০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	শ্রীল শিক্ষাষ্টক	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ)	৷৵০
৩২।	গোস্বামী ও দাস (বাঁধা)	৷০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৷০
৩৪।	নবদ্বীপভাবতরঙ্গ (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৶০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৶০
৩৭।	ই প্রমাণ খণ্ড	৶০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	৷০
৩৯।	শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু	৷০
৪০।	নবদ্বীপশতক	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৷০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	বৈষ্ণবাচারদর্পণ	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চ্চনকণ্ঠ	
৪৭।	সদাচারস্মৃতিঃ	০৴
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনপথ	৴১০
৫০।	বৈষ্ণববন্দনা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	৷০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সাক্ষাৎ)	৷০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ-নির্ণয়	৷০
৫৫।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী	৷০
৫৬	আম্নায়সূত্র ও অর্থপঞ্চক	৶০
৫৭।	ঈশোপনিষদ (আমালিগত)	৷০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	৶০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৶০
৬০।	সাধনাবলী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্	৷৵
৬২।	সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিন্নঃ	৷০
৬৩।	প্রমেয় রত্নাবলী	৷০
৬৪।	তত্ত্বসূত্র	৷০
৬৫।	সারস্বত নিকাশক	৶০
৬৬।	গৌড়ীয়দর্শনপরিচয়ঃ	
৬৭।	সারসংগ্রহ	৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	৷৵
৬৯।	এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত	৷০
৭০।	নামভজন	৴৫
৭১।	বেদান্ত ইটস্ মরফলজী এণ্ড অন্টোলজি	৷০
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্লড্স	৷৵০
৭৩।	শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হিজ লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস	
৭৪।	বেদান্তভাষ্য	
৭৫।	গোলাপ-লীলা ইন ম্যান	
৭৬।	দি ভাগবত	৷০
৭৭।	স্পিরিচুয়াল টিচিংস এণ্ড রিয়ালিটি	
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	১৷০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	
৮১।	সাধন-পথ	
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৶০
৮৩।	গীতাবলী	৴০
৮৪।	শরণাগতি	৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ৩০ ত্রিবিক্রম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২রা জুন ইং ১৯৩৯, শুক্রবার | ৮০৭ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীল আচার্য্যদেব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ২৮শে ও ২৯শে মে রবিবার ও সোমবার সন্ধ্যার পর শ্রীল আচার্য্যদেব শরণাগতের নির্ভীকতা ও স্বরূপ, গুরুকৃপা-লাভের উপায়, ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরতা ব্যতীত গতি নাই, ভগবানই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা,—প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন।

গত ২৯শে মে সোমবার মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল, হেডমাষ্টার মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর এক ঘণ্টাকাল শ্রীল আচার্য্যদেবের অপার দয়া ও অসমোর্দ্ধ মহিমার কথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

হাজারিবাগে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ হাজারিবাগে গমন পূর্ব্বক রায়বাহাদুর কে, সি 'সেন অবসরপ্রাপ্ত সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়ের বাসভবনে অবস্থান করিয়া তথায় কিছুদিন যাবৎ মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়াছেন। রায়বাহাদুর মহোদয় সপরিবারে ও সবান্ধবে স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হইয়াছেন। তাঁহাদের সেবাচেষ্টা ও শ্রবণাগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়।

কলিকাতায় প্রচার

গত ২৮শে মে রবিবার মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদনে "বৈষ্ণবসেবা ও জীবে দয়া" সম্বন্ধে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

পণ্ডিতজী বক্তৃতায় 'সেবা' ও 'দয়া' শব্দে কি বুঝায়? 'বৈষ্ণব' ও 'জীব' এবং 'সেবা' ও 'দয়া'- এই দুই দুইটী শব্দের পার্থক্য; বৈষ্ণবের সম্বন্ধে 'সেবা' ও জীবের সম্বন্ধে 'দয়া' শব্দের প্রয়োগের সার্থকতা; বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পরিচয়; বিষ্ণু অপেক্ষা বৈষ্ণবের আরাধনা বা সেবার শ্রেষ্ঠতা; 'জীব সেবা' কথায় অযৌক্তিকতা; মায়াবদ্ধ জীবকে প্রভু, ঈশ্বর, নারায়ণ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাষণ্ডতা; মায়াবদ্ধ জীবকে দরিদ্রনারায়ণ, চোরনারায়ণ, দস্যুনারায়ণ, লম্পটনারায়ণ, দরিদ্র নারায়ণ, কৃপণনারায়ণ, দুর্জ্জননারায়ণ প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়া তাহাদের সেবা বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিসাধনে সেব্যের ও সেবকের নিরয়-লাভ; শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত যাহার ভক্তের দৃষ্টান্ত এ বিষয়ের বাস্তব প্রমাণ; সপার্ষদ মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক শুদ্ধনামকীর্ত্তন-কারী গুরু-বৈষ্ণবের সেবা ও এইরূপ গুরু-বৈষ্ণবকর্ত্তৃক জীবকে নিরপরাধে নাম-গ্রহণ অর্থাৎ জীবকে কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ করিয়া জীবে দয়ার আদর্শপ্রদর্শন; নামে রুচি, জীবে দয়া ও বৈষ্ণবসেবা—এই তিনটী পরম ধর্ম্মের কথা সপার্ষদ মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক যথাযথরূপে আচরণ পূর্ব্বক প্রচার প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশদরূপে শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা আলোচনা করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছিল। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

দিল্লীতে প্রচার

শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী মহোদয় গত ১৯শে মে শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস মহাশয়ের সাদর আহ্বানে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় তাঁহার ভবনে গমন করত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীঅম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজীর পাঠ শ্রবণ করিয়া সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আনন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয় মহোদয় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

পুনর্মূষিকো ভব

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

নাই। অতএব গুরু নিত্যানন্দ যে কোনও রূপে যে কোনও অবস্থায় নিজকে প্রকাশিত করিতে পারেন। আমরা মোহগ্রস্ত হইয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিলে আর নিস্তার নাই। আচার্য্যের সাক্ষাৎসঙ্গ চাই। অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে আচার্য্যের সাক্ষাৎসঙ্গ না পাওয়া বড়ই দুর্ভাগ্যের পরিচয়। বদ্ধজীব পদে পদে শাসিত, পদে পদে নিয়মিত না হইলে তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনা কম। আহার-বিহার নিদ্রাতেই আছে। গুরুদেবের কৃপা করিয়া তাঁহার আশ্রিত আগন্তুকে রাখিয়া যান। বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবই সেই গুরুদেব। একমাত্র তিনিই জনে জনে কৃপা দিতে আসিয়াছেন। এই অভাবনীয় কার্য্যটী তিনি ব্যতীত আর কেহই করিতে সমর্থ নহেন। তাই তিনিই একমাত্র আমার ধারায় উদিত হয়েছেন। তিনি নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গুরু। তাঁহার বিরোধী—সমস্ত কল্যাণের বিরোধী—সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বিরোধী—ইহা প্রভুপাদের কথা। তাঁহার কৃপা বিনা মূষিকগণ রূপ জীবকোটি ব্যাঘ্রসদৃশ বলবান্ হইতে পারে না। ব্যাঘ্রসদৃশ আবার যদি তাহাকেই বিনাশ করিতে উদ্যত হই, তাহা হইলে আমাদের ভাগ্যে 'পুনর্মূষিক' হওয়া ছাড়া আর কি উত্তম গতি আসিতে পারে?

সাধুবেশে পরিয়া কেহ ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"মনুষ্যগণের সার্থকতাই—গৌরভজনের স্পৃহা করা। মনুষ্যজন্মের একমাত্র প্রয়োজন—গৌর সুন্দরের ভজন। যাহারা উহা বুঝিতে পারে না, তাহারাই গৌরবিমুখ হইয়া নিজ অমঙ্গল আবাহন করে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ ত্রিবিক্রম তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

একাকার করিতে হইবে না

——:(●):——

ভক্ত ও অভক্তকে এক মনে করা উচিত নয়। একজন প্রেমিক, একজন কামুক। বাহিরে দেখিতে একরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য আছে। একজন নিজের জন্য ভাবিতেছেন, আর একজন করিতেছেন—কৃষ্ণের জন্য। একজন কৃপণের লোক, আর একজন মায়ার গোলাম। একজন কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাশী ভোগী আর একজন নামামৃতপানকারী—কৃষ্ণসুখান্বেষী। অতএব আমরা ভক্তের আচার বিচার সব সময় বুঝিতে না পারিয়া ভক্তপদে অপরাধ করিয়া বসি। সাধুসঙ্গই এই বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় সেইজন্যই বলিতেছি, সাধুসঙ্গ হইতে তফাৎ থাকিয়া নিজ অভিজ্ঞানকে সম্বল করিয়া সব একাকার করিতে হইবে না।

আধ্যক্ষিক আমরা অনেক সময় মহাভাগবতের কৃষ্ণসুখৈষণা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া কুকার্যে আবদ্ধ সেই ভগবদ্ভক্তগণকে বহির্মুখ নিজ মনঃকল্পিত ক্ষুদ্র বিচার-বুদ্ধির মাপকাঠির ভিতর আনিয়া তুলিয়া দেখাইয়া বৈষ্ণবচরণে মহা অপরাধের আবাহন করিয়া ফেলি। আমার কোন দোষ দৃষ্ট ব্যক্তি মনে করেন যে, তাঁহারা নিজবুদ্ধিবলে অনাদি হইতে পূর্বাপর আচার্যগণের চরিত্র ও ভজন-প্রণালী সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া উহার দ্বারা অপর মহাভাগবত বৈষ্ণবকে বা মহাভাগবতশিরোমণি বৈষ্ণবরাজ শ্রীগুরুদেবকেও বিচার করিয়া লইতে পারেন। এরূপ বুদ্ধি তাঁহাদের দুর্বৈবেরই পরিচায়ক। মহাভাগবতের চেষ্টা বা কার্য-কলাপ মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তির অধিগম্য নহে। তাই শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

অবোধ অন্যথা অধিকারীর ব্যবহার।
ইহা না বুঝিয়া নরঃ দেখি কিছু আর॥
অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে তার নাহিক নিস্তার॥
অনন্তদেবের যে আচার যেন ধর্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে তেন কর্ম॥
কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সংকট কেহ মরে, কেহ তরে॥

(চৈঃ ভাঃ)

মহাভাগবত বৈষ্ণব যাহা অভিলাষ করেন, তাহাই কৃষ্ণের অভিলষিত। যেটা প্রীতিকর, সেইটাই কৃষ্ণের প্রীতিকর। আর তাঁহার যেটা অপ্রীতিকর, সেইটা কৃষ্ণেরও অপ্রীতিকর। মহাভাগবত ভগবানে সম্পূর্ণভাবে শরণাগত। কৃষ্ণেচ্ছাপূর্তি ব্যতীত অন্য কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা তাঁহার নাই। তাঁহার ইচ্ছা কৃষ্ণের ইচ্ছার সহিত একসূত্রে গাঁথা। ঐকান্তিক শরণাগত ভক্ত কৃষ্ণের ইচ্ছার সহিত তাঁহার সমস্ত ইচ্ছা মিলাইয়াছেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন; সুতরাং ভক্তের চেষ্টা রুচিকর, কৃষ্ণেরও সেইটাই রুচিকর। তাঁহার যাহা ভাল লাগে, কৃষ্ণেরও সেইটা ভাল লাগে। ভক্ত যদি কখনও কৃপা করিয়া তাঁহার কোন বিশ্রম্ভ সেবকের নিকট কোন কিছু চান বা অমুকবস্তু আমার ভাল লাগে বলেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে ঐ বস্তুটী কৃষ্ণ অভিলাষ করিয়াছেন।

ভগবান ও ভক্তের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধক বা ব্যবধান নাই। অন্তর্যামী ভগবানের জন্য কাঁদিয়া অনুধাবনী মহাভাগবত বৈষ্ণবগণ ভগবানের অভিলষিত বস্তুর দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে ও সর্বতোভাবে তাঁহার সেবা করেন। এ যোগ্যতা আমাদের নাই। তাঁহাদের কৃপা হইলে যোগ্যতা লাভ করিয়া আমরা সেবা করিতে পারিব। সেইজন্যই বলিতেছি, সাধুর অনুগত হইয়া সাধুর অনুসরণ করিতে হইবে। নতুবা সাধুকে চিনিতে পারা যাইবে না। সাধু ও অসাধুকে একাকার মনে হইবে। মহাভাগবতের ভোগদর্শন সর্বত্রই তাঁহার কৃষ্ণস্ফূর্তি। প্রত্যেক বস্তুকেই তিনি কৃষ্ণসেবোপকরণ বলিয়াই জানেন, তাই তাঁহার প্রত্যেক বস্তুতেই কৃষ্ণ-উদ্দীপন হইয়া থাকে। কৃষ্ণ ভগবানরূপে প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে ওতপ্রোতভাবে সর্বত্র সর্বক্ষণ বিরাজিত রহিয়াছেন, তথাপি আমাদের প্রকৃত দর্শনের অভাব নিবন্ধন কৃষ্ণকে সম্মুখে পাইয়াও উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, আমাদের প্রকৃত দর্শন হইতেছে না। কিন্তু মহাভাগবতের দর্শন সেবনদর্শন। কৃষ্ণদর্শন ছাড়া যাহা দর্শন, ভোগদর্শন বা ত্যাগদর্শন তাঁহার নাই। তিনি সাধারণ জীবের ন্যায় ভোক্তা সাজিয়া কোন বস্তু গ্রহণ করেন না, তাঁহার সর্বত্র কৃষ্ণভোগ্য-দর্শন—গুরুদর্শন। একমাত্র শরণাগত ভক্ত ব্যতীত বাসনাকী জগতের সকলেই জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশিতভাবে জগতের ন্যূনাধিক ভোক্তা সাজিয়াছেন। সুতরাং শরণাগত ঐকান্তিক ভক্ত ব্যতীত অপর সকলেই যে ভোগ বুদ্ধিবিশিষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ কি? কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট ব্যতীত জগতের কোনও বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, ইহাই তাঁহার বিচার। তিনি বস্তুর স্বরূপ দর্শন করেন, বাহিরের আবরণ বা খোসা দেখেন না। ভক্তের দর্শন ও অভক্তের দর্শনে এত পার্থক্য। সেইজন্যই বলিতেছি, সব একাকার করিতে হইবে না, শরণাগত হইয়া কৃপালোকে এসব বুঝিতে হইবে। নতুবা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

'পুনর্মূষিকো ভব'

(শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী

——:(●):——

এক ইঁদুরছানা মুনির আশ্রয়ে বাস করিত। মুনি তাহাকে স্নেহ করিয়া বিড়াল, কুকুর ও ব্যাঘ্র আদির ভয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রথমে বিড়াল পরে কুকুর অতঃপর ব্যাঘ্র করিয়াছিলেন। ব্যাঘ্র হওয়ার পর মূষিক তাহার পূর্ব অবস্থা একেবারেই ভুলিয়া গেল। মূষিক যে কোন কালেও ব্যাঘ্র হইতে পারে না, অন্য কোনও মূষিক আজ পর্যন্ত হয় নাই, এই অঘটনীয় ব্যাপার কেবল মুনির কৃপাতেই সম্ভব হইয়াছে, মুনি ইচ্ছা করিলে সকল মূষিককেই অনায়াসে ব্যাঘ্র করিয়া দিতে পারেন—এ সমস্ত চিন্তা ঐ কৃতঘ্ন ব্যাঘ্রের মস্তকে প্রবেশ করিল না। মুনির অপারসীম স্নেহের কথা, অলৌকিক মহিমার কথা এবং অদ্ভুত তপোবলের বিষয় চিন্তা করিলে সে মুনির দাসানুদাস হইয়া থাকিতেই গৌরব বোধ করিত এবং তাহাতেই তাহার মঙ্গল লাভ হইত। কিন্তু সে অন্য প্রণালীর চিন্তা-ধারা অবলম্বন করিল। নিজের কিসে সুবিধা হইবে, নিজের অধিকার কিসে নিষ্কণ্টক হইবে ইহা চিন্তা করিতে করিতে মুনির প্রতি কৃতজ্ঞতা ভক্তির শেষচিহ্নটুকুও হৃদয় হইতে নির্বাসিত করিয়া ফেলিল। হৃদয় পাষাণ হইয়া গেল। অবশেষে মুনিই তাহার আক্রমণের পাত্র হইয়া পড়িল। দুর্বুদ্ধি এতই প্রবল হইল যে মহিকর্তা প্রভুকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইল ফলে তাহাকে পুনরায় মূষিক হইতে হইল। জীব প্রভুই যখন আক্রমণের পাত্র নির্বাচিত হয় তখন লোক অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছায়।

বদ্ধজীব আমরা মূষিক-সদৃশ। আমাদের পারমার্থিক উন্নতি কেবল শ্রীগুরুদেবের কৃপার উপর নির্ভর করে। 'গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।' কৃপা—কৃপা—কেবল কৃপা। চাতকের মত কেবল কৃপার আশায় চাহিয়া থাকা ছাড়া শুদ্ধভক্তির পথে আর কোনও কথাই নাই। এহেন কৃপার ভাণ্ডারী—শ্রীগুরুদেব। তিনি অধোক্ষজ বস্তু। আমরা তাঁহাকে বাধ্যবাধকতার মধ্যে ফেলিতে পারি না। কৃপা করা না করা তাঁহার ইচ্ছা। তবে আমাদের কৃপা না পাওয়া পর্যন্ত গতি নাই—অন্য পথ নাই। কাজেই আমাদের চাতক বৃত্তি অবলম্বন করা ছাড়া উপায় কি? কৃপার ভাণ্ডারী শ্রীগুরুদেব মুনিসদৃশ। তাঁহাকে আক্রমণ করা চলে না। নির্বুদ্ধিতা যাহা তাঁহাকে আক্রমণ করিলে অধঃপতন অনিবার্য। তিনি আক্রমণের পাত্র নহেন। পর্বতকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে তাহার উপর মাটির ঢিল নিক্ষেপ করিলে ঢিল চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। বদ্ধজীব সব করিতে পারে। অপ্রাকৃত বস্তুকেও আক্রমণ করিবার ধৃষ্টতা করে। অত্যন্ত অপরাধী লোকেরাই পরমপাবন ভুবনমঙ্গল গুরুদেবতাকে আক্রমণ করিবার বুদ্ধি হয়। যেমন সুকৃতির ফলে গুরুদেবের সেবা করিবার জন্য কি জানি কেন প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তেমনই দুষ্কৃতির ফলে গুরুদেবকে আক্রমণ করার বুদ্ধি জাগে। এখন শ্রীগুরুদেবে অসম্পূর্ণতা ও জড়ের হেয়তা আছে বলিয়া ভ্রান্তি হয়। যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের একটী শ্রীচরণধূলিস্পর্শ হইলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীবগণ—দেবতাগণ পর্যন্ত মহাপবিত্র হইয়া যায়—উদ্ধার হইয়া যায়, আধ্যক্ষিক প্রাকৃত সহজিয়াগণ তাঁহাদের প্রতিও দোষারোপ করিয়া অজস্র অপরাধ করে। এবং মহাপ্রভুকে পর্যন্ত তাহারা

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

আক্রমণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। ঐ ভূমিকায় থাকিয়া তাহারা মনে করে, তাহাদের দর্শন ঠিক, তাহারা ভ্রম-প্রমাদশূন্য, তাহারা আর মায়ার কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইবার পাত্র নাই, বস্তুই ঠিক আছে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া যাহাকে চাপিয়া ধরে সে তখন বিবর্তগ্রস্ত হইয়া জলকে মনোরম উদ্যান আর মনোরম উদ্যানকে সুন্দর সরোবর মনে করে। কিন্তু প্রাণ গেলেও নিজের ভুল স্বীকার করে না। এ এক দুরারোগ্য ব্যাধি।

শরণাগতিই ভক্তের প্রাণ। শরণাগত—দীন হীন, কাঙ্গাল, অকিঞ্চন। দম্ভ বাহাদুরীর লেশমাত্রও তাঁহাতে নাই। শরণাগত ব্যক্তি সরলতার মূর্ত্তবিগ্রহ। তাঁহারা অকিঞ্চন 'অকিঞ্চনতাই সারস্বতীর্থের যাত্রিগণের সম্বল'- ইহা আচার্য্যদেবের উক্তি। শরণাগতিই ভক্তি। শরণাগতিই গুরুদেবের কৃপা আকর্ষণ করে। শরণাগতিই গুরুদেবের কৃপার ফল। শরণাগতের আহ্বানই নন্দনন্দনকে বিচলিত করে। জগবাসী জীবকুলকে শরণাগতি শিক্ষা দিবার জন্য কৃষ্ণই গুরুরূপে আগমন করেন। গুরুদেবকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণভজন হয়ই না। কৃষ্ণই গুরুরূপে বদ্ধ বিধ শরণাগতি জীবের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণচরণে অঞ্জলি দিয়া থাকেন বদ্ধজীব সোজাসুজি কৃষ্ণের সঙ্গে আদান-প্রদান করিতে পারে না। তাহাদের আশা-ভরসা একমাত্র গুরু-কৃষ্ণ—সেবক-ভগবান্

"গুরু কৃষ্ণ রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
তা'তে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

সমস্ত ব্যাপারের মূলে শ্রীগুরুদেব। তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই বৃত্ত বৃত্ত অঙ্কিত হয়। তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা কিছু করা যায় সবই ভস্মে ঘৃতাহুতি মাত্র।

শ্রদ্ধা—ভক্তির বীজ। বীজ লাভ করা কেবল গোড়ার কথা। এই বীজ আমাদের লাভ হইয়াছে কি না বিচার করা কর্ত্তব্য। এই বীজ-লাভ একটা কাল্পনিক ব্যাপার নহে। অনেক ভাগ্যে বহুদিন ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে করিতে তবে কোনও ভাগ্যে ইহা লাভ হয়। প্রাকৃতসহজিয়াগণ এই বীজ-লাভই করিল না, যাঁহার পাদপদ্মে এই বীজ লাভ হয়, সেই জগদ্গুরুর সন্ধান পাইল না অথচ জনে জনে প্রেমিকভক্ত হইয়া পড়িতে চায়; এমনি মোহ! আমাদিগের ভিতর এই রোগ প্রবেশ করিয়াছে। বীজ লাভ হইয়াছে কি না এ বিষয়ে কাহারও খেয়াল নাই অথচ ফল পাকিয়াছে বলিয়া ভ্রম করিয়া বসি। বীজ বা শ্রদ্ধা দিবে কে? নিজে নিজেই যদি ইহা যেখান সেখান হইতে সংগ্রহ করিবার অধিকারী হইতাম, তাহা হইলে আর গুরুকরণেরই বা কি প্রয়োজন ছিল? বীজদাতা—শ্রীগুরুদেব। সেই শ্রীগুরুদেবেই যদি সন্দেহ হইল, অশ্রদ্ধা হইল তবে আর বীজ পাওয়ার আশাই বা কোথায়?

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

এই শ্রুতির বচন যদি গ্রাহ্য না করি, তবে মঙ্গল হইবে কি প্রকারে? ঔষধ খাইতে হইবে। না খাইয়া মঙ্গলের আশা করা বাতুলতা মাত্র। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুতে ভেদ নাই। ইহা বহুবার শুনিয়াছি। যাহারা শিক্ষাগুরুকে মানে না—তাহারা দীক্ষাগুরুকেও মানে না। যে কোনও গুরুদেবকে মায়ার মত মানিলে সমস্ত গুরুতত্ত্বই তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি হইত। নিজে অপরাধ মলিন হইলে অপ্রাকৃত গুরুদেবেও মলিনতা আছে মনে হয়। এটা শুধু দুর্দৈব ছাড়া আর কিছুই নহে। বৈষ্ণব দাসগণের গুরুভক্তিতে যক্ষ, রক্ষ, সুর, দৈত্য, দানব, কোটী কোটী মায়া কেহই কিছুই করিতে পারে না। গুরুদাস জানেন যে, তাঁহাদের আদর্শনে মাৎসর্য্য-পরায়ণ হইয়া দেবগণও গুরুদেবে অশ্রদ্ধা উৎপাদন করিবার জন্য বিভিন্ন কৌশলজাল চিরদিনই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইহা একটা নূতন রকমের বা অভিনব ব্যাপার নয়।

সাধকস্য গুরৌ ভক্তিং মন্দীকুর্ব্বন্তি দেবতাঃ।
ব্রহ্মোভীত্যা প্রজেশিতুং নিত্যো ভক্ত্যা গুরোর্দৃঢ়ম্॥

আমারধারার উদিত গুরুগণের মধ্যে তত্ত্বতঃ কোনও ভেদ নাই। ইঁহারা সকলেই জগদ্গুরু—সকলেই গৌরপ্রকাশ নিত্যানন্দ। কাজেই সকলেই আমার পরম-পূজ্য পরমারাধ্যতম।

অভিমানী ব্যক্তি জগদ্রোগী। কাজেই নিজ দীক্ষাগুরু ব্যতীত পরবর্ত্তীকালের আম্নায়ধারার রক্ষক গুরুদেবকে সংকীর্ণ অভিমান করে। উপযুক্ত সম্মান বা শ্রদ্ধা দিতে কিছুতেই রাজী হয় না, বাহিরে একটু ভাণ করিলেও অন্তরে ঠিক আছে, শুধু কপটতা। সেই গুর্ব্ববজ্ঞারূপ অপরাধ তাহাদের সঞ্চিত হয়। অপরাধীর হৃদয়ে গুরুদেবও কৃপালোক বিস্তার করেন না। কৃপালাভটা জোর জবরদস্তীর ব্যাপার নহে। জোর করিলেই কৃপা পাওয়া যায় না। ভিতরে পূর্ণ-শরণাগতির ভাব না থাকিলে শুধু ললাট গৈরিক হইলে হয় না। মুখে কৃপা কৃপা করিয়া অন্তরে উদাসীন হইলে হয় না। অন্তরে নিরন্তর কৃপার কাঙ্গাল হইলে, কৃপা না পাইয়া প্রাণ ফাটিয়া গেলে বাহিরে লোকলোচনে আত্মগোপন করিলেও, সাক্ষাদ্ভাবে কৃপা না চাহিবার ভাণ করিলেও কৃপা পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামী, জগতের জীব বাহিরটা দেখে, জগদ্যোগপিপাসু ভক্তিহীন ব্যক্তি জগৎকে দেখাতে চায়—আমরাও কৃপাপ্রার্থী, আমরাও শরণাগত এবং শ্রদ্ধালু। কিন্তু তাহাদের এই কপটতা অন্তর্যামী গুরুবৈষ্ণবগণ ধরিয়া ফেলেন। তাই বলিতেছি, ভিতরে শ্রদ্ধা ও শরণাগতির অভাব থাকিলে সব কর্ম-কুশলতা আধ্যাত্মিকের ব্যর্থ-প্রয়াস হইয়া যায়।

গুরুপাদপদ্মে শরণাগতি বা দৃঢ়শ্রদ্ধাই ভক্তের স্বরূপলক্ষণ। মোহগ্রস্ত হইয়া আমরা মনে করি, 'বহুদিন মঠবাস', 'বহু বহু ভিক্ষা সংগ্রহ', 'বহু বহু সার্টিফিকেট পাওয়া', 'বহু বহু কর্মকুশলতা', 'বহু বহু লোককে মঠে আনা', 'বহু বহু বক্তৃতা দেওয়া', 'নিরন্তর অনলস পরিশ্রম করা', 'কত লেখালেখি করা', 'বহুল নৈতিকতা, একনিষ্ঠার ভাণ—অনবরতভাবে ভাগবত পাঠ—ব্রহ্মচর্য্যপালন' এই সমস্ত পরিমাণ অনুযায়ীই বুঝি বৈষ্ণবতার তারতম্য; কিন্তু আচার্য্যপাদপদ্মে দৃঢ়শ্রদ্ধা, শরণাগতি ও নিষ্কপট আনুগত্য যাহা সমস্ত বহির্ব্যাপারের প্রাণ-স্বরূপ, সেদিকে আমাদের কিছুতেই লক্ষ্য করিবার অবসর হয় না। কারণ, যেটা অন্তরে গুপ্ত থাকে সেটা বুঝিতে হইলে অন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। নিজে শ্রদ্ধাবান্ ও অনুগত না হইলে কে অনুগত ও শ্রদ্ধাবান্ তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কাজেই অধিকাংশ লোকই মোহগ্রস্ত হয়।

পরমারাধ্যতম আচার্য্যদেব কৃপা করিয়া প্রথমলীলা-প্রকাশকালেই সকলের চোখ ফুটাইয়া দিবার জন্য এই ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিকতা যে ভক্তি নহে ইহা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তখন সকলে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়াছিলাম। তখন যাহারা ওটা উপদেশের বস্তু—হুজুগের ব্যাপার—বক্তাদির 'চাটনি' বিশেষ মনে করিয়াছিলাম—নিজের শিক্ষণীয় বিষয়টী লক্ষ্য করিয়া সতর্ক হওয়ার আবশ্যক বোধ করি নাই, তাহাদেরই এবার বিপদ। তখন অপরের ঘরে আগুন লাগার মত কৌতুক দেখিয়াছিলাম, নিজের ঘর সামলাই না', কাজেই ঐ একই ধরণের বিপদ আমারও হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? যে গুর্ব্ববজ্ঞা বা আম্নায়-পারম্পর্য্য-অস্বীকারের ফলে বহির্মুখিতে আমা অপেক্ষাও অনেক বেশী ধুরন্ধর হইয়াও—তথাকথিত বহু দিনের মঠবাসী হইয়াও ভাগীরথী-স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গেল সেই অপরাধটী আমার ভিতরে আছে কি না সে বিষয়ে মোটেই লক্ষ্য করি নাই। তাই আবার পরীক্ষা ও আবার যাচাই হয়। ঐ উন্নতির অংশের উন্নতিতেই ব্যাঘাতজনক, পরমার্থের পথে উহা চলিবে কি করিয়া? প্রভুপাদ তাই বলিতেন—'প্রত্যহ সকালে উঠিয়া নিজ মনকে শতসহস্র ঝাড়ু মারিবে।' আচার্য্যদেব বলিতেন—'প্রাত্যহিক উন্নতির Tangible result চাই'। কই এসমস্ত কথা একদিনও অনুশীলন করিয়াছি কি? নিজকে পরীক্ষা করিয়াছি কি? কিছুই নয় কেবল হুজুগ—সমালোচনা—পরচর্চ্চা। তাহাতেও কোনও ক্ষতি ছিল না—মূল বস্তুর সঙ্গে বন্ধনটী যদি ঠিক থাকিত। বাপের হাতে হাত দিয়া চলিলে কচি শিশুও হাসিয়া খেলিয়া নির্ভয় পুকুর লাফাইয়া ছাদের কার্ণিশের উপর দিয়া চলিতে পারে। আর যেখানে নিজেই নিজের কর্ত্তা অন্য কাহারও নিয়ামকত্ব মানিলেও সেটা মুখে মুখে মাত্র, কার্য্যকালে নিজে নিজেই চলার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে, সেখানে খুব বেশী মনোযোগী হইলেও পড়িয়া যাইতে হয়। উদাসীন হইলে ত কথাই নাই। ভাগবতোক্ত—'বেহত্যের-বিন্দাক্ষ' শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

বাপের হাতে হাত দিয়ে চলাই শরণাগতির দৃঢ় বন্ধন। সেখানে সুদৃঢ় শ্রদ্ধা আছে, মেকী নহে, তাহা আমার কপট শ্রদ্ধার ন্যায় সামান্য পরীক্ষাতেই—সামান্য যাচাইতেই সঙ্কটের সামান্য একটু হেলাদোলাতেই, একটু ঠুনকো আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায় না। এই শরণাগতি থাকিলে কচি শিশুও বৃদ্ধ অপেক্ষাও পূজ্য হইয়া পণ্ডিত হইয়া থাকে। আর ইহটীর অভাব থাকিলে পণ্ডিতগুরু বৃদ্ধ বাঁকও অবোধ শিশু-পদবাচ্য হয়। কেশ-চোমটা-কর্ণধারী প্রধান বাঁকও শরণাগতির অভাব থাকিলে পরমার্থরাজ্যে তাহার একফোঁটাও মূল্য

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীব্রজপত্তন

প্রাচীন নবদ্বীপ, আকর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীব্যাস-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা গিরিধারী, শ্রীগৌরাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। ভক্তিতীর্থ এবং শ্রীব্রজপত্তনে নদীয়া-প্রকাশ মুদ্রণালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রভুর দোষ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটি (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসদেবাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলাঝোরা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিনাভি, জিঃ মাহেশপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মছুয়াটোলি, পাটনা

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বলদ রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যভামা মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) শ্রীরাধারাস-পুষ্পকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—লেখারী,

পোঃ লোভোল, জেলা অমৃতসর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ... বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বারাঙ্গা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীর সেবা

(৫১) মধুসূদন গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) যাজপুর-গৌড়ীয়মঠ

আলমরনাথ, পোঃ এলাশগর, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ভিক্ষু-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

যাজপুর, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) সাক্ষীগোপাল গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডল

পোঃ বালুকুণ্ডা, মাদ্রাজ

(৬০) শ্রীপ্রবোধানন্দ মঠ

চিরুদা, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) আমালী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমালী, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুন্দ্রুবা, পোঃ চকদহ, (যশোহর)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ... রোড
... লণ্ডন, ডব্লু ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

... রোড, ... (ইউ পি)

(৬৮) শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব গৌড়ীয়মঠালয়

ব্রহ্মলোক, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲		৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫ ; বিশেষ সংখ্যা।০ তিন পয়সা।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্ট অনুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদ্য-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাসাধ্য ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় টীকা সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দসূচী, গ্রন্থ-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকাটের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত এবং সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

শ্রীল ঠাকুর [illegible] প্রতিষ্ঠিত

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ শোভা। অতি উত্তম স্বাস্থ্য ও আহার্য্যাদির। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র ধনহীন ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, গ্রন্থ ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত'। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত সম্পাদকের তত্ত্বশাখা, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে সকল হরিকথা [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করিয়া [illegible] কতক কতক গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজাতির যত অভাব, যত সমস্যা ও তাহাদের সকল সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিকের এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাঠক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে রত হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত দুরূহ শব্দ ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাজার গৌড়ীয়মঠ, চাঁদপাড়া বাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল কারণ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষের অন্তেবাসী পরবিদ্যাপারিচ্ছিন্ন সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলীর শিক্ষাসারও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইস্কুলে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৩	১৪-৫৩	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৪				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১১
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১০		১৩-৫১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৩	৯-৫৮	১১-৫১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১৯	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৫		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৩১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৪		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রেণুসার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥/০ দশ আনা, বড় বোতল ১।/০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ৩রা জুন, ১৯৩৯, শনিবার [৮১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

রুমানিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ

সোফিয়ার এক স্কোয়ারে হাজার হাজার বুলগারিয়ান্ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া রুমানিয়ানদের উপর প্রতিশোধ লইবার শপথ গ্রহণ করে। গত সপ্তাহে এক দল বন্দী বুলগারিয়ানকে কনস্টান্জায় লইয়া যাওয়ার পথে রুমানীয় রক্ষিগণ গুলি করিয়া হত্যা করে; এই কারণে বুলগারিয়ানগণ উপরোক্ত শপথ গ্রহণ করে।

১৯১৩ সালে বুলগারিয়া যে দক্ষিণ দোব্রুজা অঞ্চল রুমানিয়াকে ছাড়িয়া দেয়, সেই অঞ্চলে এক বনের মধ্যে ঐ ঘটনা ঘটে।

সোফিয়ার ছাত্র এবং অসামরিক অধিবাসিবৃন্দ দুই ঘণ্টা ধরিয়া রুমানিয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে অসমর্থ হয়; তবে তাহাদিগকে রুমানীয় দূতাবাসে গমন হইতে নিবৃত্ত করে। অতঃপর বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীরা পার্লামেণ্ট স্কোয়ারে সমবেত হইয়া তাহাদের "নিহত দেশবাসীদের" জন্য দুই মিনিট কাল নতশিরে নীরব থাকে। তৎপরে তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া রাজ প্রাসাদের দিকে যায় এবং সেখানে আবার হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া দোব্রুজা জাতীয় সঙ্গীত গায় এবং "রুমানিয়া নিপাত যাক" "হত্যাকারীরা নিপাত যাক" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। অবশেষে জনতা আলেকজাণ্ডার স্কোয়ারে সমবেত হইয়া প্রতিশোধের শপথ গ্রহণ করে।

বুলগারিয়া সরকারীভাবে রুমানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছে। তবে ব্যাপারটা নির্ঝঞ্ঝাটে মিটিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

প্যালেষ্টাইন সমস্যা

রাষ্ট্র বিভাগের দপ্তর হইতে কংগ্রেসের বিভিন্ন সদস্যের নিকট যে পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে তাহাতে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সরকারী কর্মচারীগণ স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, গত অক্টোবর মাসে এক বিবৃতিতে মিঃ কর্ডেল হাল প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে মনোভাবের কথা বলিয়াছিলেন তাহা এখনও অপরিবর্ত্তিত আছে। বর্ত্তমান অবস্থায় প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি করার জন্য গবর্ণমেণ্ট পীড়াপীড়ি করিতে পারেন না এবং ১৯৩০ সালের চুক্তিতে বর্ণিত মার্কিণদের অধিকার যতদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে গবর্ণমেণ্ট ততদিন পর্য্যন্ত সরকারীভাবে কোন প্রতিবাদ প্রেরণ করিতে পারিবেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণ

সর্দার সন্ত সিংহ কেন্দ্রীয় পরিষদের সিমলা অধিবেশনে আলোচনার জন্য একটি প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন। প্রস্তাবটি হইতেছে এই, "দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের অবস্থা, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের ভবিষ্যতের উপর ট্রান্সভাল ভূমি ও বাণিজ্য বিষয়ক বিলের ফলাফল আলোচনার জন্য এবং তথাকার ভারতীয়গণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ভারত সরকার কি কি প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন তৎসম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য এই পরিষদের বে-সরকারী সদস্যগণ এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের প্রতিনিধিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হোক।"

বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি সম্পর্কে নিয়ম-কানুন

বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি সম্পর্কে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে কতকগুলি নূতন নিয়ম কানুন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সৈন্যবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করাই নূতন নিয়ম-কানুন প্রবর্ত্তনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বলা হইয়াছে। নৌ-বিভাগে কার্য্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া চার বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর করা হইয়াছে এবং যাহারা ইহা ছাড়া আরও অতিরিক্ত কাল কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে তিন বৎসরের কম সময়ের জন্য লওয়া হইবে না।

সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হইতেছে এই যে, যাহারা মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে পূর্ণ পাঁচ বৎসর কাল নৌ-বিভাগে কাজ করিতে হইবে, এতদিন পর্য্যন্ত যে নিয়ম বলবৎ ছিল, তাহাতে এই কার্য্যকালের মেয়াদ ছিল দুই বৎসর।

নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তদনুসারে এই নিয়ম করা হইয়াছে।

"সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে ২৩ হাজার ৭ শত মাইল উপকূল রক্ষা করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত নৌ-বহর মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে গঠন হইয়াছে; কিন্তু ইতিমধ্যেই ইহা প্রায় অপরাজেয় হইয়া উঠিয়াছে।" নৌ-শক্তির দিক হইতে প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত হইতে বাধ্য এবং তাহার যুদ্ধ জাহাজগুলি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধ জাহাজ অপেক্ষা কোন অংশে হীন হইবে না।

সোভিয়েটের সহিত মিটমাট চাই

উচ্চপদস্থ তুর্কী রাজকর্মচারিগণের নিকট হইতে জানা গেল যে, তুর্কী গবর্ণমেণ্ট এই সর্ত্তে বৃটেনের সহিত একটি পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করিতে রাজী হইয়াছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সহিতও অনুরূপ একটি চুক্তি করিতে হইবে।

আমবাড়ী কিষাণ সত্যাগ্রহ

সারণ জেলার আমবাড়ী কিষাণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত ও দণ্ডিত ঠাকুর রণধীর সিংহকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কিষাণ নেতা পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নকে মুক্তি দেওয়ার পর তিনি অনশন আরম্ভ করেন।

আমবাড়ী কিষাণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ১৬জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয়সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" অধুনা প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার

উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৪৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ৷০
২৭। মুকুন্দমালা স্তোত্রম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনভক্তি ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পকেট সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যগীতামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী [illegible] ৷০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বত্রয়ম্ ৷০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। [illegible] ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷
৭৪। [illegible] ৷
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ [illegible] ৴
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড রিপেলসন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর

১৪শ বর্ষ { ১ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২০শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৩রা জুন ইং ১৯৩৯, শনিবার } ৮১শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীধামে কীর্ত্তন

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে ও নির্দ্দেশানুসারে শ্রীধামের সর্ব্বত্রই হরিকীর্ত্তন হইতেছে। আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহই প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইতেছে।

গত ৩০শে মে মঙ্গলবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপাদ অনন্তবিদ্ দাসাধিকারী, ভক্তিগৌরব বি-এল মহোদয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে সাক্ষিগোপাল-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলেরই আনন্দবর্দ্ধন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

গত ৩১শে মে বুধবার ঢাকা হইতে গৌড়ীয়সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছেন। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর তিনি শ্রীচৈতন্য-মঠের অবিদ্যাহরণ শ্রবণ-সদনে 'আত্মিকতা ও শরণাগতি' সম্বন্ধে দেড় ঘণ্টাকাল একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার মুখে শ্রদ্ধা ও শরণাগতির বিষয়ে বহু কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হইয়াছেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠ শ্রীমন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইতেছে। প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথনাথ দাস কাব্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী, মধ্যাহ্নে শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী ও সন্ধ্যায় আরাত্রিকাদির পর শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী কৃত্তিবেদিক প্রভু পাঠাদি করিতেছেন।

রংপুরে প্রচার

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষ দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কতিপয় মঠসেবক সহ রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে পাঠ, বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তরমুখে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে তথায় একটি বিপুল সাড়া পড়িয়াছে

পাটনায় প্রচার

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপা ও নির্দ্দেশানুসারে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ গভপালপঙ্কজভৃঙ্গ দাসাধিকারী ভক্তিপ্রদীপ প্রভু সর্ব্বক্ষণ শ্রীমঠসেবকগণের ও শ্রীমঠাগত শ্রদ্ধালু ভদ্র ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার মুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া মঠসেবকগণ শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সহরের বিভিন্ন স্থানেও শ্রীচৈতন্যদেবের দানের অমোঘ মহিমার কথা প্রচার করিতেছেন। সর্ব্বশেষে তিনি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আদেশ ও নির্দ্দেশানুসারে পাটনা ও গয়া উভয় মঠের সেবাভার গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ২৫শে মে বৃহস্পতিবার শ্রীপাদ গভপালপঙ্কজভৃঙ্গ ভক্তিপ্রদীপ প্রভু বিহার ও উড়িষ্যার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল মিঃ এন. এন. ব্যানার্জ্জী মহোদয়ের নিকট শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জীবের প্রতি অনর্পিতচরদানের কথা—আত্ম-ধর্ম্মের কথা—জীবের একমাত্র নিত্যমঙ্গল-লাভের কথা প্রায় ১ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। পোষ্টমাষ্টার জেনারেল মহোদয় শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ প্রভুর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া মঠের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং যথাসাধ্য মঠের সেবায় সহায়তা ও মধ্যে মধ্যে শ্রীমঠে আসিবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পোষ্টমাষ্টার জেনারেল মহোদয় সজ্জন ব্যক্তি। তাঁহার হরিকথা-শ্রবণে আগ্রহ দেখিয়া সকলেই পরমানন্দিত।

ঐ দিবস ২৫শে মে রাত্রে সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে পাটনা সহরের ১২ নং গর্দ্দানিবাগ রোড স্থিত শ্রীযুক্ত কালিকা নারায়ণ সিংহ মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীপাদ গভপাল-পঙ্কজভৃঙ্গ ভক্তিপ্রদীপ প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ শ্রীহরিকীর্ত্তনোদ্দেশে তাঁহার বাসবাটীতে উপস্থিত হন। তৎপরে শ্রীগুরুবন্দনা, দশাবতারস্তোত্র, পঞ্চতত্ত্ব, যশোমতীনন্দন, গীত কীর্ত্তনান্তে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ ও সরল হিন্দীভাষায় ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যামুখে তিনি কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা, ভক্তির স্বরূপ, একমাত্র ভক্তির দ্বারাই ভগবৎসেবা লভ্য, শ্রীহরিনাম নশ্বর নহেন, সম্বন্ধ-বিহীন হইয়া ভগবানের কোটীজন্ম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলেও শুদ্ধনামের উদয় হয় না, শুদ্ধনাম আত্মপ্রকাশ হইতে লভ্য হন। [illegible] ধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম [illegible] একমাত্র আত্মধর্ম্ম [illegible], উহা দেহধর্ম্মের [illegible] [illegible] [illegible] সর্ব্ব জীবেরই একমাত্র [illegible], অধোক্ষজ শ্রীমদ্ভাগবতই ভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, এই অধোক্ষজবস্তুকে অক্ষজবাদিগণ প্রাকৃত বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা জানিতে পারে না, শরণাগত ভক্তই [illegible] ভক্তির দ্বারা তাঁহাকে [illegible] পারেন। [illegible] [illegible] সেবার জন্য সেবা করেন—তিনি স্বীয় স্বার্থের জন্য বা সাযুজ্যাদি মুক্তি পাইবার জন্য [illegible] করেন না। সাধুসঙ্গের দ্বারাই কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয়। সুতরাং আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেকেরই সৎসঙ্গে থাকিয়া—সদ্গুরুর শরণাগত হইয়া ভক্তি যাজন করা উচিত, ইত্যাদি বিষয় প্রায় ১॥০ ঘণ্টা যাবৎ আবেগভরে কীর্ত্তন করেন।

পাঠান্তে "জয় জয় গোরাচাঁদের" ইত্যাদি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পাঠে [illegible] [illegible] [illegible] (বাঙ্গালী ও বিহারী) ও [illegible] উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। [illegible] পর কয়েকজন বিশিষ্ট [illegible] [illegible] করিলে শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ প্রভু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা সদুত্তর প্রদান করেন।

"মনুষ্যগণের সার্থকতাই—গৌরভক্তের কৃপা কণা। মনুষ্য জন্মের একমাত্র প্রয়োজন—গৌরসুন্দরের কৃপালাভ। যাহারা উহা বুঝিতে পারে না, তাহারাই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া নিজ অমঙ্গল আহ্বান করে"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১ [illegible] শ্রীগৌরাব্দ [illegible]

ভক্তিলাভের উপায়

—::(২)::—

ভক্তি এ জগতের জিনিষ নয়; তাহা চিন্ময়লোকের কথা। অপ্রাকৃত জগতের লোকেরাই এই হরিভজনের কথা জানেন। প্রাকৃত বুদ্ধি দিয়ে হরিভজনের কথা বুঝিতে গেলে কেবল বৃথা সময় নষ্ট করা হয়। তবে সাধুসঙ্গফলে ভক্তি-পিপাসা [illegible] কোন অহৈতুকীর সাহায্যে নাই, পূর্ব্বজন্মের কৃপায় যাঁহার এক্ষণে মঙ্গল, সেই গৌরভক্তের ভক্ত হইবার ইচ্ছা [illegible] সুযোগ পাইয়া তাঁহার সেবা [illegible] হন।

[illegible] ভজনই হয়। আর [illegible] দিয়া স্বতন্ত্রতা, [illegible] বা ভোগ। আনুগত্যই [illegible] উপায়। এই [illegible] বা [illegible], ইহা অধিকন্তু কৃপাপ্রার্থন-[illegible] আনুগত্য। নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবাপরায়ণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম [illegible] উপদেষ্টা বা গুরু। [illegible] জীবনযাপন করা ব্যতীত [illegible] লাভ করার [illegible] নাই। সুতরাং ভক্তকে [illegible] সর্ব্বদা [illegible] লাভ [illegible] শ্রীগুরুচরণাশ্রিত [illegible] হইয়াছেন।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ।"

শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—
"সেবা-শব্দেন ভজনমুচ্যতে। সা চ কায়িক-বাচিক-মানসাত্মিকা ত্রিবিধৈবাত্র [illegible]। তত্রোপায়ো হি [illegible]।" সেবা-শব্দে ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। কায়িক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ আনুগত্যই সেবা। তাঁহার আনুগত্যই তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়স্বরূপ।

এই আনুগত্য ব্যাপারটী আমরা যত সোজা মনে করি, বস্তুতঃ তত সোজা নয়। অনুগত জনের সঙ্গ লাভ ব্যতীত কেবলমাত্র স্বতন্ত্রভাবে শাস্ত্রপাঠে বা শাস্ত্রশ্রবণের দ্বারা ইহার গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। যদি গুরুকৃপায় তদনুগত ভক্তের সঙ্গ [illegible] হয়, তখনই আনুগত্যের স্বরূপ বুঝিতে পারি বা অনুগত হইতে পারি।

মনে করিতে পারি যে, আমি আনুগত্যের [illegible] দাস্য করিয়াছি, তাহা আমার [illegible] ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা আনুগত্য না করিয়াই স্বতন্ত্রভাবে ভজন সাধন করি, তজ্জন্য ভজনে উন্নতি করিতে পারি না। আমাদিগকে [illegible] না করে। তখন আমরা যাহার জন্য আসিয়াছি সেই ভক্তি বা ভগবান লাভের জন্য ব্যস্ত না হইয়া সাধুসঙ্গ-ত্যাগের [illegible]। এখন আমাদের হরিভজনের [illegible]!

ভক্তের জীবন আনুগত্যময়। তাঁহার প্রত্যেক বাক্য ও কার্য্যে তাঁহার আনুগত্যের আদর্শ প্রকাশিত থাকে। নিষ্কপটে তাঁহাদের সঙ্গ করিলেই জীবন আনুগত্যপূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু একটা কথা, সেটুকু আনুগত্য করিলে হরিভক্তি লাভ হয় সেটুকু আনুগত্য আমি করি কি? ইহাতে বুঝা যায় যে, আমার নিজের গাফলতিতেই আমার সুবিধা হইতেছে না। সেইজন্যই বলিতেছি, সর্ব্বতোভাবে আমাদিগকে গুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য করিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজ স্বতন্ত্রতাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিতে না পারিব, ততদিন অকিঞ্চন হইয়া হরিভজন করিতে পারিব না। প্রকৃত আনুগত্যের অভাবে কীর্ত্তনাদি ভজনের অনুষ্ঠান না করিয়া আমাদের ভোগের প্রচারক মাত্র হইয়া পড়িব। যেখানে সম্পূর্ণ আনুগত্য নাই, সেখানে ভক্তি আবির্ভূত হইতে পারে না। আমরা গুরুবৈষ্ণবের পাদাশ্রিত হইবার সৌভাগ্য পাইয়াছি সুতরাং আমাদের [illegible] হইবার কোন কথা নাই। তবে আমরা স্বতন্ত্রজীব, আনুগত্যও করিতে পারি, স্বতন্ত্রও থাকিতে পারি। আমরা যতটুকু আনুগত্য করিব ততটুকু মঙ্গলই লাভ হইবে। আর যদি যোগ্য আনুগত্য করি, তাহা হইলে গুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আত্মসাৎ করিবেন। কৃপাময় গুরু-বৈষ্ণবগণ আমাদিগকে কৃপা করিবার জন্য [illegible]। কৃপার আবশ্যকতা বোধ হইলেই হইল। কৃপা নিরন্তর অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে, আমার আবশ্যকতা নাই বলিয়া আমি [illegible] না। সাধুজনের কাছে আনুগত্যাকাঙ্ক্ষা জাগিলেই শুদ্ধ ভক্তি বা ভগবৎসেবা সহজ ও সুখময় মনে হইবে। সুতরাং আনুগত্যই যে হরিভক্তিলাভের একমাত্র উপায়, তাহা বলাই বাহুল্য।

। না, কোন কপট ব্যক্তি নহ

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

—:•:—

জিহ্বার দুইটী কার্য্য—রস-আস্বাদন ও শব্দ-উচ্চারণ। উপদেশামৃতে যে ছয়টী বেগের কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে দুইটী বেগই জিহ্বার। ইহা খুব প্রবল, ইহাকে জয় না করিতে পারিলে সকল বিষয়ই বিফল হয়—'জিতং সর্ব্বং জিতে রসে'। সমস্ত ইন্দ্রিয় অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটী ইন্দ্রিয় জিহ্বা, তাহার একারই দুইটী বেগ। 'বাক্যবেগ' এবং 'জিহ্বাবেগ'। জিহ্বা ব্যতীত শব্দোচ্চারণ হয় না। ভোগীর এই ইন্দ্রিয়ই প্রবল। ভোগসংগ্রহের জন্য সর্ব্বদা শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়। শব্দ-দ্বারাই জগৎ চলে। জিহ্বার—রসনার দ্বারা ভোগ-বস্তু গ্রহণই বিষয়ীর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় এবং উহাই তাহার সব—জীবাতু।

জিহ্বার কার্য্য ভক্তের নিকটও প্রবল, শ্রীনাম-গ্রহণ ও প্রসাদ-আস্বাদন। জিহ্বা উভয়বিধ কাজ করে, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপে। Efferent ও afferent senses. Efferent—Leading out-wards বা কর্ম্মেন্দ্রিয়, afferent—leading in-wards বা জ্ঞানেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ জিহ্বার অপব্যবহার "জিহ্বাবেগ", কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ জিহ্বার অপব্যবহার "বাচোবেগ"। ভোগীর জিহ্বা ভোজ্যের রস গ্রহণ করে, আর সেবক নিজের সেব্যকে আস্বাদন করেন Initiative গ্রহণের। প্রসাদ-সেবাদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ জিহ্বার সদ্ব্যবহার এবং শ্রীনামানুশীলন দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপ জিহ্বার সদ্ব্যবহার হয়। শ্রীনামানুশীলন—শ্রীনামগ্রহণ-দ্বারা রসনার দুইটী কার্য্যই একসঙ্গে হয়। শ্রীনামের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদনও হয়। প্রসাদ চতুর্ব্বিধ—

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎপ্রসাদ-
স্বাদ্বন্নতৃপ্তান্ হরিভক্ত-সঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

গুরুদেব প্রসাদ বিতরণ করেন। হরিভক্তসঙ্ঘ বা আশ্রিতবর্গকে প্রসাদের দ্বারা তৃপ্ত করেন অর্থাৎ প্রসাদের দ্বারা আত্মসাৎ করান—ইহাই তাঁহার ভজন। সেই প্রসাদ চতুর্ব্বিধ। চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় পদার্থ—এই চারিপ্রকারের। চর্ব্বণের জন্য জিহ্বার প্রয়োজন হয়। কেবল দাঁতের সাহায্যে চর্ব্বণ হয় না। জিহ্বার নীচের 'গ্ল্যাণ্ড'গুলি কেবল থাকিলেও হয় না—জিহ্বার দরকার। চুষ্য ও লেহ্য বস্তুও কেবল জিহ্বার দ্বারাই গ্রহণীয়, পানীয় বস্তু জিহ্বা ছাড়াও গ্রহণ করা যায়। তবে সাধারণতঃ লোকে জিহ্বার সাহায্যেই পানীয় গ্রহণ করে, ইহা ছাড়া পানীয়ের আস্বাদন জানিতে হইলে জিহ্বার একান্ত প্রয়োজন। চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় এদের মধ্যে চুষ্য ও লেহ্যই প্রবল, কারণ উহাদের কার্য্য বহুক্ষণ স্থায়ী এবং জিহ্বার সহিত সম্বন্ধ বেশী। চুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময়যুক্ত। বাতাসা, মিছরি, মধু ও পানা চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয়। মিছরি ও মধুই ইহাদের মধ্যে উত্তম গ্রাহ্য সামগ্রী,—জিহ্বার বহুক্ষণ পরিতৃপ্তি বিধান করিতে পারে। শ্রীনাম মিছরি ও পানা দুইরূপেই রসনায় গৃহীত হন। পানা-পানের সঙ্গে সঙ্গে আস্বাদন অর্থাৎ জিহ্বার সম্বন্ধ অল্প, মিছরিতে আস্বাদন বেশীই অত্যন্ত প্রবল। নাম সর্ব্বদাই রসযুক্ত, রসনার দ্বারা সেব্য। উচ্চারণ-প্রধান হইলে পানা বলা যায়। রসাস্বাদন-প্রধান হইলে মিছরিরূপে আস্বাদ্য হন।

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী
পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা:—১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৷৵০; ৪র্থ খণ্ড—৷৵০ আনা।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া।

যৎকিঞ্চিৎ

(শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

আত্মিকতা অর্থাৎ অক্ষ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয় বস্তু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব, শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতিকে মাপিয়া লইবার চেষ্টা। বহির্মুখ জগতের শতকরা প্রায় শতজন লোকেরই এই প্রবৃত্তি আছে। জগদ্বাসী সকলেই ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষে দুষ্ট। এজগতের খণ্ড ধারণা লইয়া তাহারা গুরু-বৈষ্ণব ভগবান্‌কে মাপিতে যায়। ইহাই বহির্মুখ ব্যক্তির বৃত্তি। তাঁহাদিগকে জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ—দেশ-কাল-পাত্র বা ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষের আসামী মনে করে। নিজেরা শত সহস্র দোষে দোষী বলিয়া সেই সেই দোষ অতীন্দ্রিয় বস্তুতেও আরোপ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নির্দোষ, নির্ভুল কোন বস্তু আছে বলিয়া মনে হইলেও তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। তাহারা এই গোঁড়ামি প্রাণান্তেও ছাড়িতে প্রস্তুত নহে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ সমগ্র মানবজাতির আত্মিকতার এই গোঁড়ামির প্রতিবাদকারী। তাঁহারা গোঁজামিল দেওয়া কোন কথা বলেন না। তাঁহারা নির্ভীকভাবে এই অসত্যের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। জগতের সমস্ত লোক যদি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তথাপি তাঁহারা অতল অটলভাবে বজ্রগম্ভীরস্বরে, সিংহনাদে এই কথা প্রচার করেন, করিতেছেন ও নিরন্তর করিবেন।

'গুরুরও ভ্রম হইতে পারে—তাঁহার কোন কোন কার্য্যে ত্রুটী থাকিতে পারে—সব বিষয়ে Sound knowledge নাও থাকিতে পারে' যেখানে তাঁহার প্রতি এইরূপ ভাব, সেখানে গুরুশিষ্য কোন সম্বন্ধ নাই। যেখানে গুরুকে পূর্ণদর্শন—পরিপূর্ণ-বস্তুকে অসম্পূর্ণ দর্শন, খণ্ডদর্শন, সেখানে ভ্রান্তদর্শন বা বিবর্ত্তদর্শন। এই বিচার লইয়া কেহ গৌড়ীয়, গৌড়ীয়মঠ ও গৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎকার হয় না। যেখানে গুরুবর্গের মধ্যে এই প্রকার কোন দুর্ব্বলতা প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে অবশ্য গুরুই দুঃশাসন দখল করিয়া বসিবে। যেখানে গুরু ও শিষ্যে সাময়িক চুক্তি, সেখানেই গুরুকে বা সাধুকে নানারূপ দোষদর্শন করিয়া থাকে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গুরুবৈষ্ণব আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ করিবেন ও ইন্দ্রিয়তর্পণে নানাভাবে সহায়তা করিবেন ততক্ষণই তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ, আর যখন তাঁহারা বলিবেন—'তুমাকের দ্বারা দুর্ব্বৈষ্ণবের সেবাই প্রয়োজন, তাহা না করিলে অমঙ্গল হইবে—খুব বড় জিনিষের আশায় খুব বড়-বস্তুর কাছে আসিয়া বঞ্চিত হইলে ভাল হইবে না', তখন হইতে তাঁহাদের সহিত আমাদের মতভেদ আরম্ভ হয়। তাঁহাকে তখন পিষিয়া মারিয়া ফেলিবার জন্য—শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-সরস্বতীবাণী-বীণার কণ্ঠরোধ করিবার জন্য প্রবল অভিযান চালাই। ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর দোহারগণদিগকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিবার হুম্‌কি দেখাই—যাহাতে জগতে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার বন্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণের কথা প্রবলভাবে চলে তজ্জন্য প্রবল উৎসাহ উদ্যম প্রকাশ করি। কিন্তু তা' হইবে কি করিয়া? ইহা যে তাঁহাদের নিত্য স্বভাব! সরস্বতীপুত্রের যে বাণীই একমাত্র সম্বল। তাঁহারা ত' বাণী বাদ দিয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারেন না। গৌড়ীয়মঠ বাণীর উপাসক। বাণীই তাঁহার প্রাণ, বাণীই তাঁহার জীবন, বাণীই তাঁহার ভূষণ, বাণীই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। বাণীদ্বারেই শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন বা সেবা সম্ভব। বাণীর আনুগত্য বাদ দিয়া বপুর সেবা হয় না। বাণীই বিশ্বকে চালিত করিতেছে। বাণী বা শব্দ বন্ধ হইলে মানুষ মৃত, বাণী বন্ধ হইলে চেতন ও অচেতনে পার্থক্য থাকে না। মৃতের লক্ষণ—বাগ্‌রোধ। মৃত ব্যক্তি কথা বলিতে পারে না। বাণীদ্বারাই চেতন-অচেতন বুঝা যায়। বাণীর মত শক্তিশালী বস্তু আর নাই। বাণী ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের দূরদর্শন করাইতে পারে। বাণী তড়িতের চেয়েও দ্রুতগতিতে শক্তিসঞ্চার করে, বাণিজ্যকে শান্ত করে, শত্রুকে মিত্র করে, নির্গুণকে উন্মুখ করে, বদ্ধকে মুক্ত করে। অতএব গৌড়ীয়মঠ এই বাণী ছাড়িবেন কি করিয়া? এই বাণীকীর্ত্তন-কারী আচার্য্য বা গুরু ছাড়িবেন কি করিয়া? তাঁহারা গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন আর কাড়িতে পারেন না। গৌড়ীয়মঠবাসিগণের সহিত গুরুর বা আচার্য্যের সম্বন্ধ সাময়িক নহে, নিত্য। তাঁহাদের সহিত গুরুর কখনও মতভেদ হয় না। তাঁহারা জানেন—"ভগবানের কায়ব্যূহ সকল বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশিত হইয়া "আচার্য্য" নামে অভিহিত হন।" গৌড়ীয়মঠবাসিগণ আচার্য্যদেবকে ভগবানের অভিন্নবিগ্রহ বলিয়াই জানেন। তাঁহাকে অবজ্ঞা বা মৎসরতা করিলে জীবের মহা সর্ব্বনাশ হইবে, তাহাও তাঁহারা জানেন। তজ্জন্য তাঁহারা 'মুক্তি চুপ, বাঁচি চুপ' নীতি অবলম্বন না করিয়া সর্ব্বক্ষণই অকৈতব শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহাদের কীর্ত্তনে কেউ বাধা দিতে পারেন না—মুখ বন্ধ করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন, যদি কোন কীর্ত্তনবিরোধী কাজিচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট মৎসর ব্যক্তি সত্যকথা-কীর্ত্তনে বাধা দেয় তাহাতে তাঁহাদের কোন কিছু ক্ষতিই করিতে পারিবে না, দৈবশাসনে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। কাজিদলন হইবেই, কোন সন্দেহ নাই। সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীগৌরসুন্দর কীর্ত্তন বিরোধ কখনই সহ্য করিতে পারেন না। সেইজন্যই গৌড়ীয়মঠবাসী সকলেই সর্ব্বত্র হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন, পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্‌' শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনেই সকলের সকল মঙ্গল হইবে। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম, তাঁহার পচারিত নিত্য সত্য—তাঁহার বাণী অব্যর্থ যাঁহার কথা অপরিহার্য্য—প্রতিপাদ্যবস্তু, যাঁহার বাণী অপরের দ্বারা আচ্ছাদিত হইবার ভয়ে ভীত, তাহা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী নহেন, সেই বাণীকীর্ত্তনকারী ভক্তিবিনোদ-গৌর-সরস্বতী-মনোহর-ধারাশ্রিত নহেন। বাস্তব শ্রৌতসিদ্ধান্তে কোনও গোঁজামিল নাই। ইহাই গৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয়।

হরিকথা প্রচার করিতে হইলে আচার আবশ্যক। আচারহীনের প্রচার সাফল্য লাভ করিতে পারে না। সেই আচার শাস্ত্রীয় আচার হওয়াই আবশ্যক। যে সকল স্থানে কলি বাস করে, সেই দ্যূত, পান, বৈধ না অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, পশুবধ, নিজ ভোগের জন্য চরি গুরু-বৈষ্ণবসেবার অর্থ বা কনকের প্রতি প্রবল আসক্তি প্রভৃতি সকলই কলি-সম্ভব। ইহাতে আসক্ত হইলে গুরু-বৈষ্ণবে আসক্তি হয় না, শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করিতে পারে না। তাহারা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে গুরুবৈষ্ণবের বিরোধই করিয়া থাকে। তাহারা ভোগবুদ্ধিতে ঐ সব গ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া বৈষ্ণবদ্বেষী। যাহারা ঐরূপ দোষীদের সঙ্গ করে, আর যাহারা প্রচ্ছন্নভাবেই হউক বা প্রকাশ্যভাবেই হউক গুরুবৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত অন্য অভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করে তাহারা অসৎ। অতএব শাস্ত্রীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ আর সেবকের সেবা এক নহে। যাহারা উভয়কে এক মনে করে, মুক্তি-মিশ্র, সাধু-অসাধু, সেবা ও কর্মকে সমান মনে করে, তাহারাও অসৎ। জগতে যদি এই প্রকার লোক অধিকসংখ্যক থাকে, এমন কি শতকরা প্রায় শতজনও থাকে। তাহাদের সঙ্গ হইতে কৌশলে স্বতন্ত্র ও সতর্ক থাকিয়া নিজের ও পরের মঙ্গলের জন্য সচেষ্ট হওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

গৌড়ীয়ের বাণী

কাহাকেও 'বৈষ্ণব' বলিবার পূর্ব্বে সর্ব্ব-প্রথমেই জানিতে হইবে, তিনি ভগবানের নিত্য নাম, নিত্য রূপ, নিত্য গুণ, নিত্য পরিকরবৈশিষ্ট্য ও নিত্য লীলা স্বীকার করেন কি না? তাহা না হইলে তিনি যদি নিজে নিজেকে 'বৈষ্ণব' বলেন বা জগতের অসংখ্য নির্ব্বিশেষ বিচার-পরায়ণ বিক্ষুব্ধ বা অজ্ঞ-সমাজ তাঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলেন, তাহা হইলে আমরা সেই মতে ভোট না দিয়া সতর্কতার সহিত সেই বিচার গ্রহণ করিব।

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥

শ্রীজগন্নাথদেবের কলেবর বিষ্ণু-কলেবর, আর নিমকাষ্ঠদর্শন প্রাকৃত। Heno-theism ঠাকুরঘরে প্রবেশের অভিনয় করিলেও বিষ্ণুপূজা করেন না; তাঁহারা ভাগবতপাঠ, ভাগবতব্যাখ্যা, কীর্ত্তন-নৃত্যাদির অভিনয় করিলেও ভক্ত নহেন। কামুক ব্যক্তির স্ত্রীদর্শন ও শ্রীরামানন্দরায়ের দেবদাসী দর্শন এক নহে। রামানন্দ রায় জানেন, মানুষ, দেবতা, পশুপক্ষীর ভোগ্যা কোন স্ত্রী নাই, সমস্ত যোষিৎই একমাত্র কৃষ্ণভোগ্যা। শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিবার জন্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ বা পূজার অভিনয় আর সত্য সত্য পূজা করিবার জন্য ঠাকুরঘরে প্রবেশ বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে এক হইলেও সম্পূর্ণ পৃথক্‌।

আমরা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিব না। য়ুরোপের লোকেরা বৈষ্ণব হইতে পারে না, তাহা নহে।

শ্রবণদশাই নিত্যানন্দের পথের যাত্রীর প্রথম দশা। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কে?—যিনি তাঁহার শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে সমগ্র শ্রবণ করিয়াছেন। শ্রবণ করিতে করিতে সেবা-পথ অঙ্গীকার বা বরণ করিবার চেষ্টা হয়। সেবা-পথ বরণ করিলে অনুক্ষণ অধোক্ষজ নিত্যবস্তুর স্মরণ সমগ্র ধাতুকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে। তখন ক্রমে আপনদশা উপস্থিত হয়। আপনদশায় অধোক্ষজ লীলাপুরুষোত্তমের সেবা-সমাধিতে চিত্ত অনুক্ষণ তন্ময় হইয়া থাকে। এইরূপ ঐকান্তিক ভগবৎসেবায় গাঢ় অভিনিবেশ হইলে বস্তুসিদ্ধি লাভ হয়, ইহাই প্রকৃত আপনদশার উপাদান। পরে এই জগৎ হইতে দেহপাতকালে নিত্যদেহে নিত্যলীলার পরিকররূপে যখন প্রকাশিত হয়, তখনই সম্পন্নদশা বা বস্তুসিদ্ধি লাভ হয়। ইহাই কৃষ্ণী অপবর্গ ভ্রমণের চরমকল্প অর্থাৎ অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দবস্তুকে তৎক্ষণাৎ শ্রবণ-মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সত্য—অবিলম্বে বিচারিতে অবলম্ব করিবার একমাত্র রহস্য।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। তদ্ব্যতীত এত-স্থানে 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ'-যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৩
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীনারায়ণী ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) ভক্তিতত্ত্ব গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) স্বর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

ময়মনসিংহ, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওল্ড পাগলা ঝোরা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিপাল, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

খিজিরপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মণি রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮১১ বড় মহাদেব, বেনারস সিটী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সপ্তঋষিকুঞ্জ মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

গোপালপুর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দকিশোর বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—কোশাবী,

পোঃ কেকোরা, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪নং পাহাড়গঞ্জ রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কাম্বালা হিল, বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ৭০ পত্তন, মাদ্রাজ
শ্রীরাধাকৃষ্ণ গৌড়ীয় অধিবাসীর সেবা

(৫১) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি আলালনাথ আলালনাথ
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ-বিগ্রহের সেবা

(৫২) নদী গৌড়ীয়মঠ

জগন্নাথপুর, পোঃ জগন্নাথপুর, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

রামপাড়া, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) সিংহেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ কভুর, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিড়ুলিয়া, পোঃ গঙ্গেশপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ ঝঙ্কলা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং শিয়ার্স ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ক্যাডোগান রোড
স্লোন স্কোয়ার, লণ্ডন, ডব্লিউ

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

নিউ রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিভাবিধি গৌড়ীয়মঠালয়

কানাইকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
যাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲
প্রতি সংখ্যা ৴৫, বিশেষ সংখ্যাদি ভিন্ন দর।	

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক প্রভৃতি হইতে যথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ সংকলিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, শাস্ত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে ও ছাপাটের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমায়াপুরচন্দ্রোদয়মঠ, নদীয়া, পোঃ [illegible]।।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

—

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

শ্রীধাম মায়াপুরে [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] সুন্দর [illegible] ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সবিস্তারভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সবিস্তারভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ বিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমন্মাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ [illegible] জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সৎসঙ্গ-বিবাদাবসরে যে-সকল সুসিদ্ধান্তসমূহের কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করিয়া [illegible] এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নামে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও '[illegible]' আকারে [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহ-[illegible]-বাসরে এই [illegible] প্রকাশিত হইতেছেন। মানবজীবনের বহু [illegible] সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের দর্শনের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য এম্-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অতুলনীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০টী অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—সারস্বত গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তরঙ্গ পরবিদ্যাভিজ্ঞ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলীর [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১১৩নং, কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ্

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-০০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-০৬	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৯-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৪৫	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

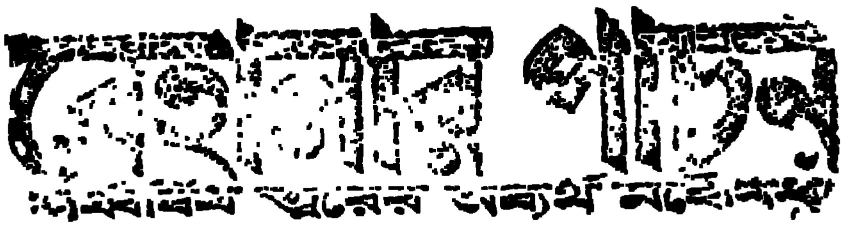

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণদের মুখে, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারে ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিজের সীল সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible], ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬; ৫ই জুন, ১৯৩৯, সোমবার [৮২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—প্র০।

ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিণ আলোচনার সম্ভাবনা

বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার ক্লার্ক কের এবং এডমিরাল স্যার পার্সি নোবল [illegible] হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই মাস শেষে প্রধান বৃটিশ ফরাসী এবং মার্কিন রাষ্ট্র-দূতত্রয় এবং নৌ-অধ্যক্ষগণ সাংহাইয়ে একত্রিত হইয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহারা সম্মিলিতভাবে কুলাংসুর অবস্থা এবং বিদেশী জাহাজ চলাচলের ব্যাপারে জাপানীদের হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন বলিয়া মনে হয়। অবস্থা লক্ষ্য করিবার জন্য এখনও কুলাংসুতে দুইটি মার্কিন এবং কয়েকটি বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ রহিয়াছে।

যুক্তপ্রদেশে কারাবিভাগের সংস্কার

যুক্ত-প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট প্রদেশের তরুণ কয়েদীদের জন্য লক্ষ্ণৌতে একটি সংশোধনাগার স্থাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সম্পূর্ণ আধুনিক কারাগারে যেরূপ ব্যবস্থা থাকা দরকার উক্ত সংশোধনাগারেও সেইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে। অল্প বয়স্ক কয়েদিগণ যাহাতে মুক্তির পর সমাজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে তজ্জন্য তাহাদিগকে গড়িয়া তুলিবার জন্য অপরাধতত্ত্ব এবং কারা-শাসন সম্পর্কিত অতি আধুনিক গবেষণাগুলি এইখানে প্রয়োগ করা হইবে।

বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌ নর্মাল স্কুল যে স্থানে রহিয়াছে, সেই স্থানে এই সংশোধনাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। নর্মাল স্কুলের অট্টালিকাটিকে প্রয়োজন অনুসারে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া লওয়া হইবে।

বৃটেনের তোড়জোড়

সৈন্যগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি স্থায়ী ক্যাম্প খোলার নিমিত্ত সমর-বিভাগের পক্ষ হইতে সম্প্রতি এখানবোলিয়া সন্নিকটে যে একশত একর জমি ক্রয় করিয়াছেন, তাহা পরিষ্কার করা আরম্ভ হইয়াছে। কাঠের চালা এবং ক্যাম্পের কেন্দ্রস্থলে একটি বিরাট হল নির্ম্মাণের জন্য তিনশত লোক নিযুক্ত করা হইবে। ইহার জন্য মোট তিন লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করা হইবে। এই ক্যাম্পে একযোগে ২ হাজার ৩ শত লোক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আরও কয়েকটি ক্যাম্প খোলা হইবে। গোলন্দাজ সৈন্যদের শিক্ষাদানের জন্য ডসেটশায়ারে দুইশত একর জমির উপর একটি ক্যাম্প খোলা হইয়াছে। একটি নৌ-ঘাটি নির্ম্মাণের জন্য নৌবিভাগ ইভ-ফিলের সন্নিকটে ৪ শত একর জমি ক্রয় করিয়াছেন। চেষ্টারের নিকট আরও একটি ক্যাম্প খোলা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ

প্রদেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় গত মার্চ মাসে হোলী ও মহরম উৎসবের সময় নাগপুর, জব্বলপুর, রায়-পুর, মির্জাপুর ও মালকাপুরে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল। এইরূপ বিদ্বেষ প্রচার-কারীদিগকে মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বিদ্বেষ প্রচার যখন বন্ধ গবর্ণমেণ্ট জন-সাধারণকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, বিদ্বেষ প্রচারক ব্যক্তি অথবা সংবাদপত্রের উপর গবর্ণমেণ্ট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট বলেন যে, প্রদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে সমস্ত বিষয়ই গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন এবং সমস্যা সমাধানের জন্য জরুরী ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

ম্যাট্রিকুলেশনে কৃতিত্ব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বড়িষা হাই স্কুলের (বেহালা, কলিকাতা) শ্রীমান শান্তিপ্রিয় চ্যাটার্জ্জি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতা ভবানীপুর মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশনের শ্রীমান অমলেন্দুকুমার ব্যানার্জ্জি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

বেহালা হাই স্কুলের একটি ছাত্র ও কলিকাতা সরস্বতী ইন্‌ষ্টিটিউশনের একটি ছাত্র উভয়েই তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে।

কৃষি শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপন

সিন্ধু গবর্ণমেণ্ট সাক্রাণ্ডে কৃষি শিক্ষাদানকল্পে একটি কলেজ স্থাপন করার জন্য ২,২৫,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং উক্ত কলেজের জন্য বাৎসরিক ৪০,০০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। এই ব্যয় গবর্ণমেণ্টই বহন করিবেন।

এই বৎসর হইতেই কলেজের কার্য্য আরম্ভ হইবে। কলেজটির নাম "দি কিং জর্জ্জ দি ফিফথ ইন্‌ষ্টিটিউট অব এগ্রিকালচার" হইবে। কারণ কলেজের প্রথম খরচ ১ ৫০,০০০ টাকা রাজা জর্জ্জের স্মৃতি-ভাণ্ডার হইতে দেওয়া হইবে।

প্রতিষ্ঠানটি গবর্ণমেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

কলেজে কৃষকের ছেলে ভর্ত্তি হইতে পারিবে। তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রথম সুবিধা দেওয়া হইবে। সিন্ধুবাসীদিগকে কৃষি-কার্য্যে যোগদান করার জন্য কতিপয় বৃত্তি দেওয়া হইবে বলিয়া প্রচার করা হইবে।

সিমলা পার্ব্বত্য অঞ্চলের দেশীয় রাজ্যসমূহ

জানা গিয়াছে যে, গত মার্চ মাসে বড়লাট দিল্লীতে রাজন্যমণ্ডলের এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সিমলা পার্ব্বত্য অঞ্চলের দেশীয় রাজ্যসমূহের যুক্ত শাসন সম্পর্কে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য উক্ত দেশীয় রাজ্যসমূহের রাজন্যবর্গের এক ঘরোয়া বৈঠক হইবে।

১৫ই জুন তাঁহাদের আর একটী বৈঠক হইবে এবং সেই বৈঠকে পলিটিক্যাল এজেণ্ট অথবা রেসিডেণ্ট উপস্থিত থাকিবেন।

যুক্তরাষ্ট্র আদালতের প্রধান বিচারপতি

যুক্তরাষ্ট্র আদালতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার ইংলণ্ডের পথে আজ সিমলা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিলেন। ৩রা জুন তারিখে তিনি ভারত ত্যাগ করিয়াছেন, ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আলেখ্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত ভূপতিমোহন দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
১১শ স্কন্ধ— ২৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ; ৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমাল (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ।০
১৮। ভজন-আলয় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতায় কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমজনপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনত্র ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৩/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩৲
৫১। বন্দসংক্রিয়া ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীরূপশেখর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। স্তবস্তবক ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনএ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ৩ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২২শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৫ই জুন ইং ১৯৩৯, সোমবার } ৮২শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

মেদিনীপুরে

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পা ত্র রা জ ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নির্দেশানুসারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৮ই বৈশাখ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীভাগবতজনানন্দমঠে গমন করিয়া বিভিন্ন স্থানে শ্রীহরিকথা প্রচার করেন।

গত ১০ই বৈশাখ শ্রীভাগবতজনানন্দমঠ হইতে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কুমিরদা গ্রামনিবাসী শ্রীযুত গোপালচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাসভবনে গমন করিয়া ১৫ই বৈশাখ পর্যন্ত স্বামীজী তথায় শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৬ই বৈশাখ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত ভাটোড় নিবাসী শ্রীযুত জীবনকৃষ্ণ ভূঞা মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীতে গমন পূর্ব্বক স্বামীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ১৭ই বৈশাখ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত নাচিন্দা গ্রামবাসী সজ্জনবৃন্দের সাদর আহ্বানে তথায় গমন করিয়া উক্ত গ্রামের বাজারের চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে স্বামীজী 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১৮ই বৈশাখ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত কালিন্দী-গ্রামনিবাসী শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র দাসমল মহাশয়ের সাদর আহ্বানে স্বামীজী তথায় গমন করিয়া ২১শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত হরিকথা প্রচার করেন।

গত ২৫শে বৈশাখ মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত কাঁথি টাউনে গমন করিয়া উক্ত টাউনের শ্রীহরিসভার নাটমন্দিরে স্বামীজী ৩০শে বৈশাখ পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু সজ্জন ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইতেন।

গত ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত বালিঘাই গ্রামে গমন করিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে স্বামীজী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ৬ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত এগ্রাবাজারের শ্রীযুত রাধাকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের গৃহে গমন করিয়া শ্রীহরিকথা প্রচার করেন।

গত ৭ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১১ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত আমবাড় গ্রাম নিবাসী শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ বেরা মহাশয়ের বাসভবনে [illegible] হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

দিল্লীতে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় শ্রীযুত প্রমথনাথ সেন মহোদয়ের সাদর আহ্বানে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২০শে মে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় তাঁহার বাসভবনে গমন করত বহু বিশিষ্ট শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় পার্ষদবর্গ আবির্ভূত হইয়া জগতে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের প্রতি মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ যে, যাহাকে দেখিবে তাহাকেই কৃষ্ণকথা বলিবে বলিবে। কৃষ্ণভজন করিতে শিক্ষা দিবে, ইহা ছাড়া আর অন্য কোন কথা বলিবে না। কারণ, কৃষ্ণভজন ব্যতীত জীবের মঙ্গলের আর পথ নাই। জীবের সহিত কৃষ্ণের নিত্য সম্বন্ধ আছে। জীব তাঁহার নিত্য দাস। প্রভুসেবাবিস্মৃতিবশতঃ মায়ার সেবা করিতেছে। কৃষ্ণকথাই একমাত্র তাহার স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। তাই মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ প্রত্যেক জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া তাঁহাদের নিকট মহাপ্রভুর কথা কীর্ত্তন করেন।

জীবের বান্ধব

(প্রাপ্ত)

কালিন্দী চিন্ময় সলিল মাঝারে,
কালীয় ভুজঙ্গ গোপনে রয়।
সেই আশীবিষ বিষের উদগারে,
ভরুল হইল গরলময়।
ধেনু রাখি সব বেণুধারিগণ
আসি'ল তপনতনয়া-তীরে।
অঞ্জলি পূরিয়া পিয়ে সে জীবন
হইল মূর্ছিত গরল নীরে।
এক্ষণো তাই কোথা হে কানাই
দিবে বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া আজ।
তুমি বিনা আর ভবে কেহ নাই
রাখ এজনে রাখালরাজ॥
আত্মপরাধে কারে বন্ধন
তবে কারে সেবার কাঁদি।
কাল বিষধরে হইল মগন
কোথায় লুকালে ভক্ত-অরি॥
সেথা কালীয় সেই দানবে
[illegible]
মহাকাল সেই [illegible]
[illegible]
বালি-সমদর্শী [illegible]
কোন্ ভুজঙ্গে লুকায়ে আজ।
বিলাসবিহারী [illegible]
সাধিতে পাদপ্র কংসের কাজ॥
বাণীপুরাণে করিবারে নাশ
কে তুমি নিঠুর ভুজঙ্গ বল।
নির্বিশেষবাদী [illegible]
চালে আশীবিষ [illegible] জল॥
বিকৃত কথা কহে উন্মত্ত
হবে না তোমার গরল তার।
হও বাসুদেব-পদতলে নত
চরণ-[illegible] আর॥
শান্তিতে বসিয়া [illegible]
সেথা বাসুদেব [illegible] অরি।
প্রভু বাসুদেব [illegible]
লভ কৃপা তাঁর চরণ ধরি॥

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উ[illegible]

"রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদের সম্প্রদায় সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অনর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরী গোঁসাই তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া বর্জ্জন করেন। সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্কজ্ঞানোপদেশ—এই সকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন।"

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ বামন শনিবার সপ্তমী গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীরূপানুগবর বলেন, আমার প্রভু—শ্রীকৃষ্ণ। আমি যতই অযোগ্য হই না কেন, তবুও আমার তাঁহার নামে একটী কৃত্য আছে। আমি [illegible] হইলেও পরম ভাগ্যবান্। [illegible] পাইয়াছে [illegible], আমিও যখন [illegible] তখন [illegible] আমারও একটী কৃত্য আছে। কৃপা-প্রার্থনা—প্রার্থনা।

জগতে মায়ার কথা প্রবলভাবে চলিতেছে। হরিকথার বড়ই দুর্ভিক্ষ। হরিকথায় লোকের আদৌ উৎসাহ নাই। ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইলে ধন্য হইবে না, ইন্দ্রিয়সুখকে নষ্ট করিলেও ধন্য হইবে না। বৈরাগ্যেও হইবে না, ভোগেও হইবে না। কিন্তু ভগবানেরই সেবা করা চাই।

এই জগতে ভোগের চোখে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা দুষ্প্রাপ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহাতে সুপ্রাপ্য হয় তজ্জন্য শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—নামাশ্রয়ই একান্ত আবশ্যক। নামাশ্রয়েই রূপ-গুণ-লীলার স্ফূর্ত্তি হয়।

শ্রীনামগ্রহণ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন কৃত্য নাই। অনর্থ থাকাকালে আমাদের নামগ্রহণ হয় না। অধিকন্তুই নামাপরাধ, কখনও নামাভাস হয়। অনর্থমুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা উচিত। ভগবান্‌কে নিষ্কপটে ডাকিলেই অনর্থনিবৃত্তি হয়। অন্য কোন উপায় নাই। নাম করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইবে—নামাপরাধ করিতে করিতে হয় না। অনর্থ-নিবৃত্তি হইলে ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা ভক্তচিত্তে স্বয়ং প্রকাশিত হন। নামেতে যাহাদের প্রাকৃতবুদ্ধি, তাহাদের নামগ্রহণে শুদ্ধ হয় না। অনর্থযুক্ত ব্যক্তিরই নাম ভাল লাগে না, অনর্থযুক্ত ব্যক্তির নামে আগ্রহ হয় না। নামাপরাধহেতু নাম হয় না, নাম হয় না বলিয়া প্রেমোদয় হয় না, কৃষ্ণের হাতটী দেখিতে পাই না।

কামিনীকে যেরূপ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিবে, কনকের দ্বারাও তদ্রূপ কৃষ্ণসেবা করিতে হইবে। কনক ভোগ করিতে হইবে না বা প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের বাসনায় কনকত্যাগও করিতে হইবে না। কনককে প্রাকৃত বোধ না করিয়া চিন্ময় করিয়া লও। যে কনক হরিভজন করে, তাহা ব্রজবাসীর কনক। চিন্ময় কনক হরিভজনের সাহায্য করে, হরিজন ও হরিসেবার আনুকূল্য করে।

হরিসেবোন্মুখ জীবন্মুক্ত পুরুষ যথাসর্ব্বস্ব দিয়া হরিভজন করেন। যিনি কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্ট তিনিই মুক্ত। মুক্ত না হইলে কৃষ্ণসেবায় অধিকার হয় না। কৃষ্ণ ত' একমাত্র রাধারাণীর বস্তু। রাধারাণীর সেবা ব্যতীত কখনও কৃষ্ণসেবায় অধিকার হইতে পারে না।

যাতে ভগবানের ইন্দ্রিয়ের সুখ হয়,—সেরূপ কথার নামই হরিকথা। জটাজুট ধারণ করলে, ত্যাগী সাজলে বা বড় লেখক হ'লেই তাকে সাধু বলা যায় না। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-রত ব্যক্তির নামই সাধু। সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের সেবার জন্য ব্যস্ত যাঁ'রা তাঁ'রাই সাধু। নিত্যকাল সর্ব্বক্ষণ যে সকল চেষ্টার জন্য ব্যস্ত থাকেন, সে সকলই যাঁহার ভগবানের সেবার জন্যই, তিনি সাধু।

মূর্খ তাঁ'কে (অজিত ভগবান্‌কে) সেবায় জয় করতে পারে, পাণ্ডিত্যাভিমানী তাঁ'কে জয় করতে পারে না। জগদ্গুরু ব্রহ্মবাক্যের অনুসরণ করেন, অনুকরণ করেন না।

গুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করলে মঙ্গল হ'বে না। যে বলদেব প্রভু কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবা করেন, তাঁ'র অনুগ্রহ পেলেই আমাদের মঙ্গল হয়। যিনি অখণ্ড বস্তুর সেবা করেন, তাঁ'র আনুগত্য দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। আমরা যদি অবৈষ্ণবের কথা শুনি, অবৈষ্ণবের পরামর্শ নেই, তা'হ'লে দৃশ্য-জগতের প্রত্যেক পরমাণুর সেবা করতে করতে আবৃত অবস্থায় আমাদের অনন্তকোটী জীবন কেটে যাবে।

পরিকরবিশিষ্ট গৌরসুন্দরই আমাদের পূজার সামগ্রী; পরিকর বাদ দিয়ে গৌরসুন্দরের পূজা হয় না। বৈষ্ণবের পূজা ব্যতীত জীবের আর মঙ্গলের দ্বিতীয় রাস্তা নাই। বৈষ্ণবের অনুকরণ দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না—অনুসরণ দ্বারাই মঙ্গল হয়। শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বগুরুগণের গুরু। তিনি জানালেন, গুরু ভগবান্ হ'তে অভিন্ন হ'লেও ভগবদ্ভক্তের প্রধান স্বরূপে গুরুদেবের অবস্থান। বদ্ধজীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য বৈষ্ণবসেবা। জগতে পতিতগণের হিতবাঞ্ছা না করিলে ভগবান্ দয়া করেন না। অবৈষ্ণবতা থেকে পৃথক্ থাকতে হ'বে। যাঁ'র অবৈষ্ণবতা-বৃত্তি এসেছে, সে ইহা বুঝতে পারবে না। হরিভক্তের সঙ্গ না করিলে হরিভক্তি হ'বার সম্ভাবনা নাই।

গৌরসুন্দরের অন্য উপদেশ নাই—বৈষ্ণবের অন্য কোনও কৃত্য নাই—ভগবান্‌কে ডাকা ছাড়া অন্য কোনও কথা নাই। যাঁ'রা কৃষ্ণকে আহ্বান করছেন, সেই কৃষ্ণকে ডাকা কাঠটা ফুল বা হৃদয় কাদার অন্যতম নহে। পরন্তু কৃষ্ণের যে চিন্ময় শরীর, তাঁ'র সেবা করবার জন্যই তাঁ'রা ডাকছেন।

যেকালে আত্মা হরিসেবা করে, তখন আত্মার হরিসেবা ধর্ম্মক্রমে মন ও দেহও হরিসেবা করিতে বাধ্য হয়। যখন নামাভাস হয়, তখন জীব এই জগৎ হইতে মুক্ত হ'য়েছে। নামাপরাধ দ্বারা ধর্ম্মার্থকাম লাভ হয়, কখনও বা অধর্ম্ম, অনর্থ বা কামনার অতৃপ্তিও লাভ হয়। যখন ভগবানের চরণে ভজনের প্রবৃত্তি উদিত হয়, তখন তাহা হাত দিয়ে, পা দিয়ে, মন দিয়ে নয়। আত্মা দিয়ে ভগবানের উপাসনা হয়।

অভাবের মূল কোথায় ?

(শ্রী[illegible] দাস ব্রহ্মচারী)

স্বরূপ-বিস্মৃত জীব আমি। নিত্যপ্রভুর সেবা ছাড়িয়া আজ মায়াপিশাচীর আনুগত্য করিতেছি। প্রকৃতির বিচিত্রতা দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইতেছি। মনে করিতেছি, এই জগৎ কত সুখের স্থান! এখানে স্বচ্ছ-সলিলা নদী, সুমন্দ সমীরণ, সুশোভিত কাননাভ্যন্তরে সুগন্ধি পুষ্পরাজি বিরাজিত, ঋতুষট্ক ক্রমশঃ একটীর পর একটী করিয়া পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। চন্দ্র-সূর্য্য নিয়মিতভাবে আকাশে উদিত হইয়া আলোক দান করিতেছে। প্রত্যহই কত-শত নয়নমনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলী দর্শন করিতেছি; সঙ্গে সঙ্গে বিধাতাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। মনে করিতেছি, আহা! জগৎ এত সুন্দর! এখানে এত আনন্দ!

অপর দিকে মাঝে মাঝে যখন জরা-মৃত্যু, ব্যাধি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর ভীষণ তাণ্ডব নৃত্যের কথা জলদাকাশে বিদ্যুতের ন্যায় দেখা দিতেছে, তখন যেন অমানিশায় ঘোরঘনঘটায় অন্তরটা আচ্ছাদিত হইতেছে। হৃদয়রাজ্যে একটা বিপুল আন্দোলনের সৃষ্টি হইতেছে। তখন পদে পদে যেন দুঃখময় নিবিড় অরণ্যের পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হইতেছি। একটু আগে যে জগৎ সুখের স্থান বলিয়া মনে করিয়াছিলাম সেখানে এখন শোক, মোহ ও ভয় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভাবিতেছি এই জগৎ সুখের স্থান নয়? যেখানে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ নাই, সেখানে জীব সকল কি করিয়া সুখী হইতে পারে? অনিত্য বস্তু ত' জীবকে সুখ দিতে পারে না; বরং দুঃখেরই উদয় করায়।

নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া মানুষ নিজেকে কখনও সুখী আবার কখনও দুঃখী মনে করে; কিন্তু নিদ্রা ভাঙ্গিলে যেমন স্বপ্ন-দৃষ্ট সুখ ও দুঃখ মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারে তদ্রূপ মায়াবিমোহিত জীব আমি অভিলষিত অনিত্য ভোগবস্তু-প্রাপ্তিতে সুখ ও তাহার অপ্রাপ্তিতে দুঃখ অনুভব করিতেছি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের কৃপায় মায়ার মোহ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে জগতের সুখ ও দুঃখ সমস্তই স্বপ্নদৃষ্ট সুখ ও দুঃখের ন্যায় অলীক বলিয়া বুঝিতে পারা যায়।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অভাবের ধ্বনি শ্রুত হইতেছে। সকলেই 'চাই চাই' রবে চতুর্দ্দিকে

ভগবৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে শান্তি নাই। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহে সংসার নহে ক্ষয়।

তেছে। ঐ যে সুরম্য অট্টালিকায় বহু আত্মীয়স্বজনপরিবৃত ব্যক্তিকে সুখী বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া জানা যাইতেছে যে তিনি সুখী নন, যেহেতু তাঁহার অভাব রহিয়াছে। তিনি অধিক পরিমাণে ধনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। সুতরাং যেখানে অভাব বর্ত্তমান সেখানে সুখ কোথায়? প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যাহার পাঁচ টাকা আছে সে দশ টাকা চাহিতেছে। যাহার দশ টাকা আছে সে একশত টাকা পাইতে চেষ্টা করিতেছে। সামান্য ভিক্ষুকের দরজা হইতে আরম্ভ করিয়া সম্রাটের পর্য্যন্ত অভাব দূর হইতেছে না। ভিক্ষুক একমুষ্টি চাউল পাইলে ক্ষণকালের জন্য সুখী বলিয়া নিজেকে মনে করিতেছে, আবার সম্রাট একটা বিশাল দেশকে নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিলে ভাগ্যবান্ মনে করিতেছে। ইহার কারণ কি? আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইতেছে না; বরং সমুদ্রের ন্যায় অনন্তরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। জগতের লোকগুলি দিনরাত্র আপ্রাণ পরিশ্রম করিতেছে। কিন্তু তবুও অভাব দূর হইতেছে না কেন?

মনে করিতেছে, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি পাইলে অভাব দূর হইবে। যখন তাহা পাইতেছে, তখন আবার নষ্ট হইবার আশঙ্কায় ভয় হইতেছে। নষ্ট হইয়া গেলে শোক আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিতেছে। অনিত্যবস্তুর স্বভাবই জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ। সুতরাং অনিত্য বস্তু পাইয়াও অভাব বা দুঃখ যাইতেছে না বরং উদ্বেগ বাড়াইয়া দিতেছে। ইহা আশ্চর্য্যের কিছুই নয়।

এই অভাবের মূল কোথায়? অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে—জীব যতদিন পর্য্যন্ত ভগবানের সেবা ভুলিয়া অনিত্যবস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার অভাব দূর হইবে না—আকাঙ্ক্ষা মিটিবে না; বরং ক্রমশঃই তাহার আকাঙ্ক্ষার সমুদ্র অনন্ত ও অকূল বলিয়া মনে হইবে। জীব অণুচৈতন্য এবং ভগবান্ বিভুচৈতন্য। অণুচৈতন্য জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে বিভুচৈতন্য ভগবানের সেবা করা। তাহাই তাহার নিত্যধর্ম্ম বা নিত্যস্বভাব। সুতরাং নিত্য প্রভুর সেবা বাদ দিয়া ভোগ্যদর্শনেচ্ছায় অনিত্য ভোগ্যবস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিলে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করার দরুণ জীবের দুঃখ-ভোগ ছাড়া আর কি লাভ হইতে পারে? নিত্যধর্ম্ম বা স্বভাব-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে এইরূপ দুর্গতি জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করিতে হইবে। স্বভাব হইতে বিচ্যুত হইলেই অভাব আসিয়া গ্রাস করিবে। আমাদের স্বভাবে ভোগের কোন কথা নাই, আছে কেবল মদনমোহনরূপে সেব্যের সেবা করার কথা। সেখানেই নিত্যানন্দ বিরাজমান। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব! এখন ভোগটাই স্বভাবধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ভগবানের সেবাটা আগন্তুক ব্যাপার মনে হইতেছে।

বৈষ্ণবজগতের সমস্ত বস্তু কৃষ্ণের ভোগোপকরণ। জীবমাত্র তাঁহার নিত্য-সেবক। সেবকের একমাত্র কৃত্য—সেব্যের প্রীতিবিধান করা। যেখানে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে, সেখানে জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিবার ফলে রাজা যেমন অপরাধীকে কারাগারে নিবদ্ধিত করিয়া কষ্ট দেয়, সেইরূপ মায়া কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবকে কখনও স্বর্গে কখনও নরকে ফেলিয়া কষ্ট দিতেছে।

স্বরূপার্থৈর্হীনান্ নিজসুখপরান্
কৃষ্ণবিমুখান্
হরের্ম্মায়া দণ্ড্যান্ গুণনিগড়জালৈঃ
কলয়তি।
তথা স্থূলৈর্লিঙ্গৈর্দ্বিবিধাবরণৈঃ
ক্লেশনিকরৈ-
র্মহাকর্ম্মালানৈর্নয়তি পতিতান্
স্বর্গনিরয়ৌ॥

স্বরূপহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ জীবসকলকে মায়া সত্ত্বরজস্তমোগুণনিগড়-সমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গ-দেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান। এই দশমূলের ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর জীবের অভাব ও অসুবিধার মূল কোথায় তাহা জানাইয়াছেন। মায়াবদ্ধজীব স্বদেশ হইতে আসিয়া বিদেশকে স্বদেশ জ্ঞান করিতেছে। নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলিয়া আজ সে পুরুষ, স্ত্রী, ধনী, দরিদ্র, ভারতবাসী, ইংলণ্ডবাসী, মূর্খ, পণ্ডিত কত কি মনে করিতেছে। আবার কখনও দেহকে 'আমি' কখন বা মনকে 'আমি' বলিয়া স্থির করিতেছে। সে কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যপর কার্য্য না করিয়া নিজের সুখের জন্য ধর্ম্মার্থকামপাতাল আলোড়ন করিতেছে।

বিরূপের ধর্ম্মে চালিত হইয়া বিশ্ববাসী প্রাকৃত মেধার দ্বারা চিন্তা করিয়া অভাব-রাশিকে এখান হইতে দূরীভূত করিয়া দিতে যতই চেষ্টা করুক না কেন, কোন দিনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। জেলখানা সুখের স্থান নয়, তাহা অপরাধী জীবের সংশোধনের স্থান; সেখানে সকল অপরাধীর একত্রিত হইয়া জেলখানাকে সুখের আগার করিয়া তুলিবার চেষ্টা যেমন ব্যর্থ হয়, তদ্রূপ বদ্ধজীব সকলের এই ভবকারাগারে নিত্যসুখ-ভোগের আশাও ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র।

আজকাল কৃত্রিম উপায়ে জীবের অভাব-অসুবিধা নিবারণের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। তথাকথিত লোকাপ্রিয় সম্প্রদায় সাধুর বেশধারী কলিগুরুচরণ পরোপকারের পরিবর্ত্তে জগৎকে বঞ্চনা করিতেছে। তাহারা দরিদ্রকে নারায়ণ সাজাইতেছে, দুর্জ্জনকে হরিজন বলিয়া প্রচার করিতেছে। হিংসানীতিকে অহিংসা-নীতি বলিয়া জাহির করিতেছে। কলির তাণ্ডবনৃত্য চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে। অপর দিকে প্রকৃত সাধুর চরণে অবিশ্বাসকারী কলির অনুচরগণ সত্য বুঝিতে দিতেছে না। মায়া চতুর্দ্দিকে এইরূপ জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে।

প্রকৃত পরদুঃখদুঃখী সাধু জীবের দুঃখে ব্যথিত হইতেছেন। তিনি জীবকে তাহার স্বদেশের খবর দিয়া তথায় লইয়া যাইতে চাহিতেছেন। তিনি জীবকে স্বরূপের পরিচয় জানাইয়া দিতেছেন যে, "হে জীব, তুমি কৃষ্ণের নিত্যদাস, তুমি পরমচৈতন্য কৃষ্ণের সেবা কর, তবে তোমার সকল অভাব যাইবে।" মনে করুন, কোন ব্যক্তির দশটী টাকা হারাইয়া গিয়াছে, যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে ঐ টাকার সন্ধান দিতে পারে তবে তাহাকে কতটা বান্ধব জ্ঞান করে। সেইরূপ আজ আমি ঐরূপ অনিত্য দশ পাঁচ টাকা হারাই নাই, আমি নিজকে নিজে হারাইয়া ফেলিয়াছি। যদি কেহ সেই অমূল্যনিধির সন্ধান দিতে পারেন, তিনি কত বড় বান্ধব! কত বড় উদার! কত বড় মহান্!!! আজ ব্রহ্মদেশে যে রৌপ্যখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেখানে একদিন কাঠুরিয়া কাঠ আহরণের জন্য সেই খনির উপর দিয়া কতবার যাতায়াত করিয়াছে কিন্তু যদি রৌপ্যের সন্ধান পাইত তাহা হইলে তাহার কষ্ট করিয়া কাঠ-সংগ্রহের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে হইত না, একদিনে ধনী হইতে পারিত। সেইরূপ জীবের দশা হইয়াছে। জীবও কাঠুরিয়ার বৃত্তি গ্রহণ করিয়া নিজ পেটসর্ব্বস্ব হইয়াছে। কৃষ্ণপাদপদ্মরূপ অমূল্যধনের সন্ধান জীব যদি গুরুকৃপায় পাইত তবে তাহার সকল অভাব দূর হইয়া যাইত। শ্রীগুরুদেব সেই অমূল্যধনের সন্ধান দিতে আসিয়াছেন, জীব তাঁহার অনুসরণ করিলে আর কাষ্ঠসংগ্রহের অধিকারী হইবে না।

একটা জীব নিরাহারে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া পরোপকারী অভিমানীর দুঃখ হয়, মনে করে কিছু আহার দিলে সে সুখী হইবে। যেহেতু সে দেহাদ্যহংবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব, ভোগই তাহার ধ্যানের বিষয় হইয়াছে, খাওয়া-দাওয়া-বাঁচিয়া থাকাই তাহার সর্ব্বস্ব হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত সাধু তাহার আত্মার অনশনের জন্য কাঁদিয়া বুক ভাসাইতেছেন। তিনি জানেন, ঐ যে পথের ভিখারী পেটের চিন্তায় রত, সেও কৃষ্ণের দাস। সে যদি কৃষ্ণের সেবা করে তবে তাহার কোন অভাব-অসুবিধা থাকে না। তাহার স্বরূপে অভাব নাই। সে নিজেই অভাব বরণ করিয়া লইয়াছে। রোগীর মূলরোগ ধরিয়া চিকিৎসা না করিলে যেমন রোগ কোন দিন নিরাময় হইতে পারে না—বরং রোগী বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জীবের অবিদ্যা বা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দূর না হইলে কিছুতেই এই অভাবের হস্ত হইতে রক্ষা নাই। সদ্বৈদ্য যেমন রোগীর মূল ধরিয়া চিকিৎসা করেন, রোগীর রুচির অনুকূলে কিছু করেন না, তদ্রূপ সদ্গুরু বা সাধু জীবের অবিদ্যার গ্রন্থি ছেদন করিয়া তাহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। সাধু কত বড় দয়ালু! তিনি কত বড় পরদুঃখদুঃখী! তাঁহার মত দয়ালু জগতে আর কেহ নাই! এই অভাবের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড —৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-রাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সরস্বতী-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতত্ত্বপ্রচারক 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬এ: কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অদ্বৈতকুলকাভূমীজগাপাৎ

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাসন

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতাড়া (শ্রীপ্রদ্যুম্নের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওক্ পাসাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ঘাটা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশগলি, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাসন

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একায়ন-কুঞ্জকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাসন

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাসন

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাসন

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—লেখাদী,

পাঃ দেহোয়ান, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

দেশেশ্বর পোঃ বালেশ্বর, কুর্ম্ম, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং লোধান রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) ভুবনেশ্বর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাহাদেওবাটী, বালেশ্বর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাবিনোদবিহারীজীউর সেবা

(৫১) নারায়ণ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কটক, কটক গোস্বামী বাজার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) বরাহগৌড়ীয়মঠ

যাজপুরধাম, পোঃ যাজপুর, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) কিশোরী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

সাতসাহি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মনাথগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ ব্রহ্মকুণ্ড, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ কাঞ্চনপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জয়শ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জয়শ্রী, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুড়মুড়া, পোঃ চেড়কুড়া, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং সিডেন্‌হাম্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

২১, আর্লস্‌ কোর্ট

স্কয়ার, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ডিইরেক্ট রোড, পাটনা (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিত্তাগিরি গৌড়ীয়মঠাসন

নবশক্তিন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিঙ্গেল কলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲		৭৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৩।০
" সিঙ্গেল কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	৩৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন বন্দোবস্ত।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম পূর্ত্তাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নদীয়া প্রকাশ" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশ টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতি সহ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, [illegible]-পাদ-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; [illegible] গৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীশ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ, [illegible], পোঃ [illegible], [illegible]।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক স্তবের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট

[illegible]

[illegible] সরকারী বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] ব্যবস্থা [illegible] খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় [illegible]-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীগোপীনাথ [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বত-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রজপত্তন গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ [illegible] পরমহংস [illegible] প্রভুপাদ [illegible] ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী [illegible] ও [illegible] পরিপ্রশ্নের ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয়ের শ্রীহস্তে সংগৃহীত হইয়া [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বত-সংলাপ" নামে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে [illegible] প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চসপ্ততিতম [illegible]-বাসরে [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিগণের পাঠ্যস্বারূপ এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] কলেজের [illegible] প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় [illegible] শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিসুধাকর [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য [illegible] এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত [illegible] আস্বাদন করিয়া [illegible] এবং [illegible] জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই [illegible] মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। [illegible] দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃঃ ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ [illegible] গোস্বামী প্রভুপাদের প্রণীত, মুখবন্ধ (Foreword), [illegible] (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [illegible] বর্ণানুক্রমে [illegible] (Index Glossary) সহ [illegible] প্রকাশিত। ভিক্ষা [illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের [illegible] পরবিদ্যা-[illegible] সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও [illegible] ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া [illegible] বিধান করিতেছে। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১ [illegible] কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৫	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৯-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১১
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১০			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৫১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৪-২৮	১৭-৩০		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫৫		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible]

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] অত্যন্ত অধিক। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
সাং বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1348

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

প্রচারিত নদীয়া জেলার

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ৬ই জুন, ১৯৩৯, মঙ্গলবার [৮৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

যুক্তপ্রদেশের শর্করা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

গত ২৯শে এপ্রিল যুক্তপ্রদেশের শর্করা নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের এক সভায় ইক্ষু মূল্য (স্লাইডিং স্কেলে) ও ইক্ষুর উন্নতি বিধানের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি সাব কমিটী গঠিত হইয়াছে।

(১) মিঃ এস সি মেটা, আই সি এস যুক্তপ্রদেশের কৃষিবিভাগের সেক্রেটারী (চেয়ারম্যান)। (২) মিঃ এল এম বস, আই-সি-এস, উন্নয়ন বিভাগের সেক্রেটারী, (৩) মিঃ ডি আর নাগু, বস্তি—(৪) লালা শ্রীরাম নয়াদিল্লী, (৫) অধ্যাপক শিবনাথ শকসেনা এম-এস-এ, (৬) মিঃ বিপিনবিহারী বর্মা—কেন্দ্রীয় পরিষদে সদস্য

এই সাব কমিটী নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে রিপোর্ট করিবেন।

(ক) ইক্ষুর সর্বনিম্ন মূল্য সম্পর্কিত পরিকল্পনা আছে এবং ইক্ষু ও শর্করা স্লাইডিং স্কেলে মূল্য নির্দ্ধারণ সম্ভব কি না।

(খ) শর্করার মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া সম্পর্কে উপায় নির্দ্ধারণ অথবা সমস্ত বৎসর শর্করার মূল্যের যে উঠানামা হয়, তজ্জনিত ক্ষতের লাঘব কি ভাবে করা যায়।

(গ) যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের ইক্ষু উন্নতির উদ্দেশ্যে ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসরের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরী কর। স্লাইডিং স্কেল সম্পর্কে সাব কমিটিকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করিতে হইবে—

(১) কৃষকগণ শুধু ইক্ষুর উৎপাদনে খরচই পাইবে না; তাহারা যাহাতে খুব সঙ্গত হারে লাভ পাইতে পারে এবং সেই লাভের হার পাঁচ আনা হয় পাইবে কম না হয়, সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(২) শর্করা যাহারা তৈরী করেন তাঁহাদিগকে উৎপাদন খরচের উপর একটা যুক্তিসঙ্গত লাভের ভরসা দিতে হইবে।

সাব কমিটীকে ৩০শে জুনের পূর্ব্বে রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

যুক্তপ্রদেশের ইক্ষু কমিশনার মিঃ বিষ্ণু সহায় আই-সি এস বিহারের ইক্ষু কমিশনার মিঃ ডি কে বি পিলাই আই সি এস, এবং কানপুরের ইম্পিরিয়াল ইন্‌ষ্টিটিউট অব সুগার টেকনলজির ডিরেক্টর মিঃ আর সি শ্রীবাস্তব সাব-কমিটীর টেকনিক্যাল এডভাইসার হিসাবে কাজ করিবেন।

পঁচিশ হাজার জাপানী সৈন্য হতাহত

চীনা গরিলা-বাহিনী আনহুয়েই-এর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল পুনরধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইয়াংসী নদী এবং রেলওয়ে লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী সহরগুলি শুধু জাপানীদের অধীনে আছে।

জাপবাহিনী যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ দখল করিয়াছিল তথায় বর্ত্তমানে একজনও জাপসৈন্য নাই। জাপানীরা ঐসব অঞ্চলে যে সব চীনা কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে চর গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, নয় বন্দী করা হইয়াছে।

গরিলা বাহিনীকে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া জাপানীদিগকে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহাতে তাহারা বর্ত্তমানে ঐ অঞ্চল পুনরধিকারের চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছে।

উক্ত সমর পরিষদের সহকারী সভাপতি জেনারেল জেং উই-লিয়াং বলিয়াছেন যে, জাপসৈন্যবাহিনী হুপেই রণক্ষেত্রের উত্তর দিকে প্রায় দুইশত মাইল হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে এবং তাহাদের ২৫ হাজার সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

চীনা সামরিক কর্তৃপক্ষ অনুমান করিতেছেন যে, এ পর্য্যন্ত মোট ৮ লক্ষ ৭০ হাজার জাপ-সৈন্য হতাহত হইয়াছে। জেনারেল জেং বলিয়াছেন যে, জাপানীরা হতাহত চীনা সৈন্যদের যে সংখ্যার কথা বলিতেছেন তাহা অনেকটা অতিরঞ্জিত।

জাপ সামরিক হেড কোয়ার্টারের মতে এ পর্য্যন্ত মোট ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার চীনা নিহত হইয়াছে। তাঁহারা দাবী করিয়াছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত চীনা সৈন্যদের সংখ্যাই হইতেছে এই ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার। তাহা ছাড়া হতাহত চীনা সৈন্যদের মোট সংখ্যা হইতেছে ২৩ লক্ষ।

জেনারেল জেং বলিয়াছেন যে, তিনি চীনা সৈন্য বাহিনীর দৃঢ়তা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

সাংহাই-এর জনৈক জাপ মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, চীনা সৈন্যগণ কর্তৃক "বৃটিশ ও ফরাসী পতাকার অপব্যবহার সম্বন্ধে বৃটিশ ও ফরাসী দূতাবাসে প্রতিবাদ পাঠান হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং নেদারল্যাণ্ডের নিকটও শীঘ্রই অনুরূপ প্রতিবাদ পাঠান হইবে।

উক্ত জাপ-মুখপাত্র স্বীকার করিয়াছেন যে, জাপানীরা 'আর্ম্মিস' জাহাজে গুলিবোঝাই করায় ফরাসী দূত সরকারীভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তবে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, সন্দেহ হইলে জাপানীরা যে কোন জাহাজ খানাতল্লাসী করিয়া দেখিবে।

মন্ত্রিসভা এবং মন্ত্রিসভার কাউন্সিলারগণের এক যুক্তবৈঠকে জাপ-সমরসচিব এবং পররাষ্ট্রসচিব বহির্মঙ্গোলিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে এক রিপোর্ট দেন।

গত রবিবার ক্যুমৈ হইতে সোভিয়েট গানবোট মাঞ্চুকুও গানবোটের উপর যে গুলী বর্ষণ করিয়াছিল, মাঞ্চুকুও গবর্ণমেণ্ট তৎসম্পর্কে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদের দুরবস্থা

জানা গেল যে, কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মিঃ এস ক্রেনসকে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদিগকে পরিষদের সিদ্ধান্ত বুঝাইবার জন্য তথায় যাইতে অনুরোধ করা হইবে। তিনি স্বীকৃত হইলে সম্ভবতঃ এ প্রস্তাব সফল হইবে। নূতন বিলের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের মনোভাব আরও তীব্র হইয়াছে।

হবিগঞ্জের গ্রামে অগ্নিকাণ্ড

গত বুধবার রাত্রে হবিগঞ্জের উদয়নগর গ্রামে অগ্নিকাণ্ড হওয়ায় ১০০টি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে এবং ১৫টি পরিবার গৃহহীন হইয়াছে এবং তাহাদের যথাসর্বস্ব ধ্বংস হইয়াছে।

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীপ্রভুর পরিব্রাজক ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা [illegible] টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন, যাহাতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতে, পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তিবিগ্রহ [illegible] পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——— ::(০):: ———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমূহ হইতে আড়াই ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীপ্রভুর পরিব্রাজক শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক [illegible] এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ দাস এম-এ, বি-এল, পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৲
২। অন্বয়সহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবীণা) ৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত [illegible]
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবীণা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)
১৪। শরণাগতি (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত [illegible] ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। প্রাকৃত-রস-শতদূষণী ৷০
১৯। ভক্তিবিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়ার্চ্চন [illegible] ৷৵০
২২ অর্চ্চন গুচ্ছ ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীল [illegible] (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲
অবীণা) ১৲
২৬। ঈশ্বরের কেবল নামের কথা ৷০
২৭। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ও [illegible] (সাতখানা) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সাতখানা) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দর্শন-বর্ণন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷০
৩৪। অর্চ্চনপদ্ধতি (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ও প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮।
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবদের ব্রত
৪০। সর্ব্বসাধ্য
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩। সাধনকল্প
৪৪। গোপালোপাসনা
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপ্রকাশ
৪৭। মনঃশিক্ষা ০/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আর্ত্তনাদ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৲
৫১। বঙ্গসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাতখানা) ৷০
৫৩। গৌরহরেরথ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০
৫৫। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বা প্রাণারামানন্দগুরু ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। শ্রীগোপালতাপনী (সাতখানা) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬০। সংস্কারদীপিকা ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভিন্নাঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। চতুঃশ্লোকী ৷০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়ার্চ্চনপদ্ধতিঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী এণ্ড অন্টোলজি
৭২। বিবেক্টস অব প্রাণ ৷৵০
৭৩। শ্রীকৃষ্ণ এণ্ড প্রেসেপটস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বেদান্তদর্শন
৭৫। তোয়াচ গৌড়ীয়ান টিউ মাইণ্ড
৭৬। দি হারমনিষ্ট ৷০
৭৭। রিলিজিয়াস বিষয় এণ্ড আপনার [illegible]
৭৮ [illegible]
৭৯ [illegible] ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতামৃত ৷০
৮১। শিক্ষাষ্টক ৷০
৮২। কল্যাণকল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴
৮৪। শরণাগতি ৴

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যভাগবত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ৮ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৬ই জুন ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার | ৮৩শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীল আচার্য্যদেব

গত ৩রা জুন সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল আচার্য্যদেব কৃপা ও সাধন যুগপৎ আবশ্যক, হরিভজনই জীবের একমাত্র কৃত্য, প্রভৃতি বিষয় কিছুক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব কথা-প্রসঙ্গে প্রায় সকল সময়েই হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণের সেবোৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন।

চৈতন্যমঠে হরিকথা

শ্রীধাম-মায়াপুর আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার মুখে আচার্য্যপাদপদ্মের মহিমা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইতেছেন এবং আচার্য্যচরণে উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইতেছেন।

যোগপীঠে কীর্ত্তন

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় গত ১লা জুন বৃহস্পতিবার শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে ঠাকুর হরিদাসের মাহাত্ম্য পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন। তাঁহার যুক্তিযুক্তপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

——::(•)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা,
২২।৫।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক নিবেদন,—

* * * তোমার পত্র পাইলাম।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আদেশ স্বপ্রকাশ বস্তু অর্থাৎ উহা নিজেই নিজেকে বুঝাইয়া দেয়। অন্যভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিলে উহার অপ্রাকৃতত্বে অবিশ্বাস হওয়ায় অপরাধ হয়। অনর্থ যে পরিমাণে নিবৃত্ত হয় সেই পরিমাণে ভগবানের আদেশ সেবোন্মুখ চিত্তে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করেন।

তোমরা সকলে আমার দণ্ডবৎ জানিবে।

দাসাধম—
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

অথ কিমধিকং

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

সীমা অতিক্রম করিয়া না যাইলে জীবের ভাগ্যে এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয় না। ছলচাতুরীর দুরপনেয় নিজের কুৎসিৎ রূপ নিজকে চমৎকৃত করিয়াছে। আজ বুঝিতেছি, এতদিন প্রচ্ছন্ন কলিগুপ্তচর থাকিয়া কেবল লোকপ্রতারণায় ব্যস্ত ছিলাম। আচারধারা-মর্য্যাদারক্ষাকারী কলি-গুপ্তচরগণকে গালাগালি দিয়া নিজস্বরূপ লোকলোচনে আবৃত রাখিয়া আমি এতদিন মিষ্টান্নভোগে ব্যস্ত ছিলাম। তাই প্রচ্ছন্ন কলিগুপ্তচর আমার স্বরূপ আজ ধরা পড়িয়াছে। এই আচার্য্য লীলায় আর একমুহূর্ত্তও আমি নিজকে গোপন রাখিতে পারিলাম না। কারণ বর্ত্তমান আচার্য্য-ভাস্কর কপট ও ভণ্ডের যম কিন্তু তিনি দুর্ব্বলের বল, নিষ্কপটের পরমবান্ধব।

আদৌ গুরুপূজা—গুরুপাদাশ্রয়।
'আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।'

আশ্রয় লওয়া মানেই শ্রীগুরুদেবে অচলা বিশ্বাস সহ তৎপাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরা। অচল হিমাদ্রি টলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু গুরুদাসের শ্রদ্ধা টলিতে পারে না, গুরুদেবে তাঁহার মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসিতেই পারে না। তিনি মূলে ঠিক আছেন। গুরুদাস জানেন—শ্রীগুরুদেবে কোনও জড়ীয় হেয়তা থাকিতেই পারে না। কারণ তিনি অপ্রাকৃত জগৎ হইতে কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করিয়াছেন। শ্রীগুরু-দেব জীব নহেন, তিনি জীবপ্রভু—মায়াধীশ। দেবগণও তাঁহার কৃপাভিক্ষা করেন। তিনি দীনহীন কাঙ্গাল নিরাশ্রয় দেখিয়া আর্ত্ত তৃষিত-তাপিত হৃদয়ে কোটী-চন্দ্রশীতল পাদপদ্ম উদয় করান, যাঁহার অহৈতুকী কৃপা বিনা জীবাধমের এমন কোনই যোগ্যতা থাকিতে পারে না, যদ্দ্বারা জীব তৎপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে, চিত্তে যাঁহার কৃপা অঙ্কিত না হইলে আমাদের পশুত্ব ঘুচিতে পারে না, যাঁহার সন্ধান না মিলিলে আমার মত কোটী কোটী চৈতন্যের অকারণ মৃত্যুযাতাই সার হয়, যাঁহার কৃপা ব্যতীত অমৃতের সন্ধানলাভ সুদূরপরাহত, তিনিই আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব।

প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক মাদৃশ দীনহীন পতিত অধমের জন্য শ্রৌতপন্থী কীর্ত্তনবিগ্রহ আচার্য্যপাদপদ্মকে জগতে উদিত করাইয়াছেন। সর্ব্বাপরাধিশ্র আচার্য্যপাদপদ্ম দিন দিন তাঁহার অভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাঁহার উদগ্র বার্ত্তা ঢক্কা-নিনাদে জগতে বিঘোষিত করিতেছেন। তাঁহার বীর্য্যবতী চেতনদায়ী মৃত-সঞ্জীবনী সুধার মত সহস্র সহস্র কোটী কোটী অচেতন প্রাণে নব-নবায়মানভাবে জাগরণ আনিয়া দিতেছে। তাঁহার বাণীর অমল-ধবল বা কীর্ত্তন-বিগ্রহ দিন দিন উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতর হইতেছে। নিষ্কপটের আজ মহা আনন্দ। কিন্তু কপট আজ বিষণ্ণ। তাই বলি সাবধান!

"রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদের সম্প্রদায় সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অবৈধ উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরী গোঁসাই তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া বর্জ্জন করেন। সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্ক-জ্ঞানোপদেশ—এই সকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন।"

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ বামন ব্যাপী প্রভুর গৌরাব্দ ৪৫৩

দীক্ষালাভ হইয়াছে কি?

—::(০)::—

কাণে ফুঁ দেওয়ার নাম দীক্ষা নয়। দিব্যজ্ঞান লাভের নামই দীক্ষা। দিব্যজ্ঞান মস্তিষ্ক বা অক্ষরজ্ঞান নহে। যে জ্ঞান চেতন, সুন্দর, আনন্দময় ও নিত্য, তাহাই দিব্যজ্ঞান। দিব্যজ্ঞানের অপর নাম অপ্রাকৃত-অনুভূতি। প্রাকৃতের লেশমাত্র ইহাতে নাই। ইহা আত্মজ্ঞান বা স্বরূপ-জ্ঞান। দেহধর্ম কর্ম বা মনোধর্ম জ্ঞান সবই প্রাকৃত। রোগময় ব্যাধি বা ত্যাগময় ব্যাধির ছলনা—উভয়ই প্রাকৃত ভোগের প্রকার-ভেদ; সুতরাং অপ্রাকৃতের বিপরীত। দিব্যজ্ঞান যাঁহার আছে, তিনি প্রাকৃতবুদ্ধিবিশিষ্ট নহেন। এই দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান দান করেন—অপ্রাকৃত শ্রীগুরুদেব। দীক্ষিত ব্যক্তি কখনও প্রাকৃত থাকিতে পারেন না। কারণ, দীক্ষাদাতা গুরুদেব—অপ্রাকৃত, তিনি—স্পর্শমণি। স্পর্শমণির স্পর্শ লাভ করিয়া যদি কোন ধাতু পূর্ব-ধাতুর সংরক্ষণ করে, তাহা হইলে জানিতে হইবে, হয় পূর্ব্বোক্ত বস্তুটী প্রকৃত বস্তু নহে, উহা মেকি জিনিষ, অথবা উক্ত ধাতুটী স্পর্শ-মণির সংস্পর্শ প্রাপ্ত হয় নাই। কিম্বা উভয়ের মধ্যে এমন কোন ব্যবধান রহিয়াছে, যাহা সংস্পর্শে ব্যাঘাত বাধাপ্রদান করিয়াছে।

অতএব প্রকৃত দীক্ষালাভের সৌভাগ্য না পা ... প্রধান অপরাধ ও গুরুকাভিমান জাগে না, সেখানে কপটতাই ইহার মূল-কারণ জানিতে হইবে। সদ্গুরু-চরণাশ্রিত জীব যদি একটু মনোযোগের সহিত তাহার অন্তর খুঁজিয়া দেখে, তাহা হইলে সে বুঝিতে পারিবে যে, সে নিজের দোষেই গুরুকৃপা-বঞ্চিত হইয়াছে—দীক্ষাগ্রহণ করিয়াও দীক্ষা লাভ করিতে পারে নাই। অনবরত সুধা-বর্ষণ করিতে থাকিলেও যেমন কখনও বেতসী তরুর ফল বা ফুলের উদগম হয় না, সেরূপ প্রচার সদৃশ গুরুর উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়াও কপট ব্যক্তির কোন সুবিধা হয় না। অথবা ভাগীরথীর তীরে আম্র, কপিত্থ ও নিম্ব—এই ত্রিবিধ বৃক্ষ একসঙ্গে থাকিলেও যেরূপ একই ভাগীরথীর একই প্রকার সুমিষ্ট ও পবিত্র জল আহরণ করিয়াও ফলদানকালে কেহ মধুর, কেহ কষায়, কেহ বা তিক্ত ফল দান করে, তদ্রূপ সদ্গুরুর চরণপ্রান্তে আসিয়া শরণাগত শিষ্যই প্রেমফল লাভ করেন। আর গুরুর নিকট আসিয়াও অভিনয়কারী কপট ব্যক্তি গুরুপরাধ, গুরুনিন্দা, পাষণ্ডতা প্রভৃতি বিষই উদ্গীরণ করিয়া থাকে।

শ্রীগুরুদেব আত্মসমর্পণকারী ভক্তকেই দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। তখন শিষ্য গুরু-কৃপায় অপ্রাকৃত হন। কিন্তু যিনি আত্ম-সমর্পণই করিলেন না, তিনি কি করিয়া অপ্রাকৃত হইবেন? তাঁহার দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান কি করিয়া হইবে? প্রাকৃতবুদ্ধি-বিশিষ্ট থাকিয়া দাস্যাভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া তিনি কি প্রকারে অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করিবেন? অসৎ ও কখনও দেবতার সেবা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং প্রাকৃত অপ্রাকৃতের সেবা কি করিয়া করিবে? আলো অন্ধকারে কি মিল হয়?

গুরুকৃপায় দিব্যজ্ঞান বা অপ্রাকৃত অনুভূতি যাঁহার লাভ হইয়াছে, তাঁহার প্রাকৃত অভিমান, প্রাকৃত দর্শন বা প্রাকৃত চিন্তার কিছুই থাকিতে পারে না। তিনি প্রাকৃত মনের দ্বারা চালিত হন না। দিব্যজ্ঞান লাভ হইলে জীব বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হন, শুদ্ধবৈষ্ণব-দাসানুদাসাভি-মানে প্রমত্ত হইয়া সেবাসুখে বিভোর থাকেন। শুদ্ধবৈষ্ণব-রাজ্যই তখন তাঁহার আকাঙ্ক্ষণীয় ও কাম্য হয়। তাহাই তখন তিনি গৌরব অনুভব করেন। পূর্ব্ব ইতিহাসের কথা তখন তাঁহার আর মনে থাকে না। শ্রীগুরুদেব শিষ্যের নিকট সর্ব্বদা কৃষ্ণকথার কথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে ভজনরাজ্যে উন্নত করেন। দীক্ষিত ব্যক্তি এইরূপে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রতিদিন দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া যখন অভিধেয় যাজন করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞানে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং প্রয়োজন-সম্পত্তিলাভে ধন্য ও কৃতার্থ হন, তখনই তাঁহার দীক্ষার পরিপূর্ণতা সাধিত হয়।

"আমরা অনেক সময় মনে করি, দীক্ষার বাহ্য-অনুষ্ঠান কার্য্যটী হইলেই বুঝি দীক্ষা শেষ হইল কিন্তু কথা তা' নয়। জীব সদ্গুরু-পাদপদ্ম হইতে মন্ত্র প্রাপ্ত হইবার পরমুহূর্ত্ত হইতেই দিব্যজ্ঞান লাভের পথের পথিক হন। ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে নাম লেখাইলেই কি আমাদের শিক্ষা-সমাপ্তি হইবে? না, তাহা হয় না। কলেজে ভর্ত্তি হইলে কলেজের অধ্যাপকগণ তাহাকে উন্নত শিক্ষা লাভের অধিকার দেন মাত্র। সেই অধিকার লাভ করিয়া ছাত্রকে পরিশ্রম সহকারে নিয়মিত অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহা হইলেই সে শিক্ষিত হইতে পারিবে। ইহাই শিক্ষা-ক্রম। দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে হইলেও সেইরূপ আমাদিগকে গুরুদেবের নিকট উপনীত হইবার পর দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা, গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগতি এবং সাধননিষ্ঠা দ্বারা গুরু-প্রসন্নতা বিধান পূর্ব্বক ক্রমে অনর্থনিবৃত্তি, তৎপরে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেমভক্তি লাভ করিতে হইবে। কিন্তু শিষ্যের পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার সৌভাগ্য হইলেই তাহার মন্ত্রসিদ্ধি বা পূর্ণ দীক্ষালাভ ঘটিবে। সেইজন্যই বলিতেছি, দীক্ষাক্রিয়া ও প্রকৃত দীক্ষাকে এক মনে করিতে হইবে না।

দীক্ষার দ্বারা অপ্রাকৃত জ্ঞান হয় এবং পাপের সমন্ধ ক্ষয় হয় অর্থাৎ ফলোন্মুখ প্রারব্ধ, প্রারব্ধের উন্মুখ বীজ, বীজকারণ কূট ও অপ্রারব্ধ ফল—এই পাপচতুষ্টয় সমূলে বিনষ্ট হয়। শ্রেষ্ঠী বৈষ্ণবী দীক্ষার প্রারম্ভ-মাত্রেই সমগ্র পাপমূল উৎপাটিত হইয়া থাকে। তবে যে স্থলে বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ বা পাপপ্রবৃত্তি প্রতীয়মান হয়, উহা উৎপাটিত-মূল বৃক্ষের সজীবতা লক্ষণের ন্যায় অর্থাৎ যেমন বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হইলেও কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহাতে সজীবতার চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ।

অসৎব্যক্তিগণ নিজেও দীক্ষা গ্রহণ করে না এবং অপরকেও দীক্ষা গ্রহণ করিতে দেয় না, এমনি তাহাদের স্বভাব বা চিত্তবৃত্তি। তাহারা অপরাধবশতঃ শুদ্ধবৈষ্ণবসঙ্গ-বিচ্যুত হইয়া নরকের পথে গমন করে এবং কপট ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার অভিনয় দেখাইয়া সরল লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের প্রতিষ্ঠিত হওয়ারূপ দিব্য-জ্ঞানের কথা তাহাদিগকে না বলিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাভোগী তাহারা ঐ সব বস্তু দিয়া তাহাদিগকেও বঞ্চিত করে। দীক্ষিত বা দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গ করিবার সুযোগ তাহাদিগকে দেয় না। সেইজন্যই বলিতেছি, দীক্ষিত—অনুগত ব্যক্তির সঙ্গের অভাববশতঃই আমার দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান হইল না, গুরুতে নিত্যানন্দবুদ্ধি হইল না, শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি গেল না। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি গেল না, আমার দিব্যজ্ঞান হইল না।

এক প্রকার লোক আছেন, তাহারা বলে, শ্রীগুরুদেব হরিনাম করিতে বলিয়া-ছেন। হরিনামেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের আদেশ প্রতিপালন, গুরুসেবা ও গুর্ব্বানুগত্য করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়া লাভ কি? গুর্ব্বানুগত্য ছাড়িয়া স্বাধীনভাবে হরিনাম করিতে থাকিব, যেখানে সুখী সেখানে বেড়াইব, নির্জ্জনে থাকিব, কাহারও ধার ধারিব না। ভোগ-বুদ্ধি বা ভগবদ্বহির্ম্মুখতাবশতঃ এইরূপ স্বতন্ত্রতা বা বৈষ্ণবাভিমান যাহাদের হৃদয়ে আসিয়াছে, তাহাদের মুখে কখনও শ্রীনাম উদিত হন না। তাহারা সাধু-গুরুচরণে অপরাধী, তাহারা নামাপরাধী। সদ্গুরু-চরণাশ্রয় করিয়াও যেখানে এ বিচার প্রবল, সেখানে দীক্ষা হয় নাই, দীক্ষার অভিনয় হইয়াছে মাত্র। দীক্ষায় স্বেচ্ছাচারিতা নাই। সেখানে জীবন আনুগত্যময়। কিন্তু কই আমি ত' অনুগত হইতে পারি নাই? সেই-জন্যই বলিতেছি, 'আমার দীক্ষালাভ হইয়াছে কি?'

যৎকিঞ্চিৎ

(শ্রীপাদ ... ভক্তিশাস্ত্রী)

বাহির্জগতের পূর্ব্বেই প্রতীয় ক্ষণটা আমাদিগকে তাঁহার আগমনী সংবাদ জানাইয়া দেয়। পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার বহুপূর্ব্বেই পরীক্ষার্থিকে দিন ধার্য্য করিয়া দেওয়া হয়। গাড়ী ছাড়িবার সময় নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও তৎপূর্ব্বে ঘণ্টা দেওয়া হয়, নিশান উড়ান হয় কিন্তু সাধক জীবের পরীক্ষা যে কখন কোন্ দিনে, কোন্ ক্ষণে আসিবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। সর্ব্বদাই তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে হয়; নতুবা বিপদ পদে পদে। কোটীকণ্টকবহুল ভক্তিপথে সর্ব্বদাই পরীক্ষা, সর্ব্বদাই বাছাই হইয়া থাকে। আমাদের নিজের এপথে চলার

কোনও যোগ্যতাই নাই। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কোনও আশাই নাই গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা ভিন্ন। নিতাইচরণ দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিলে অযোগ্য পতিত মূর্খ বিচারবুদ্ধিবিহীন ব্যক্তিও অনায়াসে পরিত্রাণ পায়। সেখানে শিথিলতা থাকে না। গুরুদেবের আনুগত্যের অভাব হইলে যোগ্য কতিপয় বুদ্ধিমান্ বিচারক নীতিপরায়ণ মহানুভব ব্যক্তিও আত্মরক্ষা করিতে পারে না। এপথের পথিকগণের আশা-ভরসা বল-বুদ্ধি-বিচার নীতি-যোগ্যতা আদি যা কিছু সবই শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মের একটী ধূলিকণার প্রভাবে মাত্র। তাঁহাদের ভরসা 'গুরুকৃপা হি কেবলম্'। তাঁহাদের প্রার্থনা 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন।' কিন্তু সেই গুরুপাদপদ্ম—আচার্য্যপাদপদ্ম সুদৃঢ় করিয়া ধারণ করা ত' দূরের কথা, তাঁহাতে যাহাদের মর্য্যবুদ্ধি ছুটে নাই সেই সব হতভাগ্য জীব যে ভবসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের বেগে ভাসিয়া যাইবেই, পরমার্থের পথে তাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না।

বর্ত্তমান আচার্য্যভাস্করের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই যাহারা তাঁহার কৃপালোক সহ্য করিতে না পারিয়া অন্ধকার কোটরে আশ্রয় লইয়াছিল, যাহারা প্রথম বাহ্যতেই স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা বহুদিন হইতেই শ্রীগুরুদেবের দ্বারা নিজ নিজ অভাভিলাষ পোষণ করাইবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। কিন্তু শ্রীগুরুদেব কখনও বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না। জীবকে মায়ার কোলে নিদ্রাভিভূত রাখিবার জন্ত তিনি এজগতে আসেন না। তিনি পিশাচীগ্রস্ত বঞ্চিতমাতৃশ বদ্ধজীবের প্রলাপ শুনেন না, পরামর্শ গ্রহণ করেন না। তিনি নিরঙ্কুশ ইচ্ছাময় পরম স্বাধীন স্বতন্ত্র পুরুষ।

বলদেবাভিন্ন—শ্রীরূপাভিন্ন—ভক্তিবিনোদাভিন্ন—প্রভুপাদাভিন্ন আচার্য্যদেব অত্যন্ত করুণাময়, তাই কৃপা করিয়া আমাদের ভায় পতিত অধমগণকে বহুপূর্ব্বেই জানাইয়া দিয়াছেন—"আর একবার ঝাড়াই হইবে।" কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি আমায় কৃপা করিয়া নিরপেক্ষ বীর্য্যবতী মঙ্গলপ্রদায়িণী কীর্ত্তন করিয়াছেন "এখনও সর্ষপের হলচালনা আরম্ভ করা হয় নাই। হলচালনা আরম্ভ করা হইলে কাহার কতটা অকপট অনুরাগ বুঝা যাইবে। আমরা বহু অন্তাভিলাষীকে চাহি না—অকপট হরিভজনকারী একটী হইলেই যথেষ্ট।" সেদিনও তিনি কৃপা করিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—"যদি খাঁটি একজন লোক পাওয়া যায় তবে তাহাকে লইয়াই 'মিশন', তিনিই মিশন * * অন্তাভিলাষী লোকগুলিকে জলাঞ্জলি করিতে হইবে। * * উক্ত প্রকারের একটী মঠ থাকিলেই প্রকৃত আচার-প্রচার থাকিবে, হাউই-বাজীর মত কতকগুলি সাজের প্রতিষ্ঠানের অকস্মাৎ অভ্যুদয় দেখাইয়া লোকের ইন্দ্রিয়তর্পণ করা প্রচার নহে।" সর্ব্বদাই উদয়ের প্রারম্ভ হইতেই তাঁহার একসুর—কেবল সতর্কবাণী। বহুপূর্ব্ব হইতেই তিনি সকলকে প্রস্তুত হইতে সুযোগ দিতেছেন, কিন্তু আমার কি দুর্দ্দৈব! আমি বুঝিয়াও বুঝি নাই, শুনিয়াও শুনি নাই, হেঁসে খেলে কাল কাটাইয়াছি; মনে ভাবিয়াছি, ঐ সকল কথা আমার জন্ত নহে, উহা কোমলশ্রদ্ধদিগের জন্ত। আমিত মধ্যমঅধিকারী হইয়া পড়িয়াছি। হায়! তখন হইতেই পরীক্ষা দিবার জন্ত আমার প্রতিনিয়তই প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল। প্রতিনিয়তই নিজকে পরীক্ষা করা উচিত ছিল—বাস্তবিকই হরিভজনে আমার অকপট অনুরাগ কিছু জন্মিয়াছে কিনা? সবই কপটতা, সবই ছেলে-খেলা? যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সব, যাঁহাকে বাদ দিলে সবই নির্বিশেষ, বিরাট্ শূন্যতামাত্র, সেই আচার্য্যপাদপদ্মেই বা আমার শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ়বিশ্বাস কতটুকু হইয়াছে? তখনই ধারণা করা উচিত ছিল পরীক্ষার দিন আসিতেছে। মহাপরীক্ষক স্বয়ং আচার্য্য যে লীলা প্রদর্শন করিতে, যে গৌরকাম—ভক্তিবিনোদকাম বা সরস্বতীমনোহভীষ্ট পূরণ করিতে জগতে আসিয়াছেন তাহা তিনি করিবেনই। সে দিনের বড় বেশী বিলম্বও নাই। বৃথা বুলি কপচান তিনি পছন্দ করেন না। তিনি যে পূর্ব্বেই বহুপ্রকার ইঙ্গিত করিয়া আমাদিগকে সতর্ক হইবার সুযোগ দিয়াছেন। এটী শুধু তাঁহার অহৈতুকী কৃপা। তখনই জানা উচিত ছিল যিনি বরাবরই বলিতেছেন—'আমি বহু অন্তাভিলাষী চাহি না'। তিনি বজ্রাদপি কঠোর। কপটের নিকট তিনি শমনসদৃশ। তখন সতর্ক হই নাই, তখন অন্তাভিলাষ পুষিয়া রাখিয়া অজগরভাবে দিন কাটাইয়াছি; তখন প্রাত্যহিক উন্নতির tangible result দেখি নাই এবং এখনও দেখিতেছি না; সুতরাং এখন উপায় কি? হলচালনার সূত্রপাত যে দেখা দিয়াছে। সূত্রপাতেই কি ভাগলবা-নীতি অবলম্বন করিব? হায়! ইহাই কি আমার পরিণাম?

যাহারা আচার্য্যলীলার প্রারম্ভেই ছুটিয়া পলাইয়াছে, তাহারা দুর্নীতিপরায়ণ। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি পরম নৈতিক, গুরুদেবের দ্বারা আদেশের বশোবর্ত্তী করি নাই, লোকলোচনে আচার্য্যানুগত অভিমানী হইয়া বিদ্বেষী দলকে যথেষ্ট গালাগালি প্রদান পূর্ব্বক নিজ বাহাদুরী জ্ঞাপনে ব্যস্ত আছি, আমাকে আর এবার পায় কে? মনে মনে কত মনকলা খাইতেছিলাম 'আচার্য্যদেব ত' মাদৃশ একটী বোকা-চোকা লোককে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। আমি কি আর বাহাইরের পাত্র হইতে পারি? সর্ষপের হলচালনা আরম্ভ হইলে তাহাতে আমার ভয় কি? তিনিত আমার সতীর্থ-মাত্র। আমিও তাঁহার সঙ্গে parallel হইয়া চলিয়াও আমি একজন বাছাইকারক হইব। বাছাই হইবার পাত্র ত' কয়েকটী নিরীহ গোবেচারাই নির্দ্দিষ্ট আছে আমার ভয় নাই। বরং এবার আমাদের মত সকলের পোয়া-বার। আমারই চিত্তবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া আচার্য্যদেব কীর্ত্তন করিয়াছেন, কতকগুলি দাম্ভিক লোক মনে করে, আমরাই makers and breakers of the Mission, আমরাই স্বামী আর সমস্ত মিশনটাই জোগ্য, যোষিৎ বা অধীন। আমরা না থাকিলে মিশন বিধবা হইল, গুরুদেবকে সামনে রাখিয়া স্বেচ্ছাচার করিবার দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের ষোল আনা।' কিন্তু পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, অন্তাভিলাষের আশার ঘরে আগুন না লাগাইয়া দেওয়া শ্রীগুরুদেবের কার্য্য। মহাপ্রভু ভোগের লঙ্কা দহন করিয়াছেন শ্রীগুরুদেবে মহাপ্রভুজীব অনুগৃহীত আছে। তদতিরিক্ত আরও অনেক কিছু আছে তাই সর্ষপের হলের আঁচড় আমারই ভাগ্য দাম্ভিকের উপর ক্ষেত্রে আগে পড়িল। এখন আমার পক্ষে দুইটী পথ খোলা আছে দেখিতেছি। একটী নিষ্কপট ক্রন্দনে বুক ভাসাইয়া প্রায়োপবেশনে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কেবল নিতাইচরণে আবেদন জানান —"গুরুদেব তুমি ত' সকলই জান। 'আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন শ্রীচরণে দেহ স্থান'। দ্বিতীয়টী 'ভাগলবা' নীতি অবলম্বন করা। যাঁহারা আমার ন্যায় গুরুদেবকে কিছুতেই অভিমর্ত্ত্য ও অন্তর্য্যামী মনে করিতে পারেন না, তাঁহারা অধিকতর অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত কপটতা অবলম্বনপূর্ব্বক মিশনভুক্ত থাকার চেষ্টা করেন। দুইটীর কোনটীই তাঁহারা বরণ করিতে না চাহিলেও নিদারুণভাবে শেষেরটীই তাঁহারা পুরস্কার পাইয়া থাকেন। কারণ, 'মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে। সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে।' তাই আজ কল্পচালনায় সূত্রপাতেই মহাসমস্যায় পড়িয়াছি, সর্ব্বদাই চিন্তায় বিষম হওয়া পড়িয়াছে—'সরল হ'ব, না বাহাইরে পড়িব। তাহা রাখিব না মুখ রাখিব।'

আজ আমার কৃত্রিম মুখোস খুলিয়া পড়িয়াছে। নিজের কুৎসিৎ বীভৎসরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহা দেখিয়া নিজেই চমৎকৃত হইয়াছি। আজ আমি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছি, অন্তরাত্মের সর্ব্বনিম্নস্তরে যে আচার্য্যনিষ্ঠা বা তৎপাদপদ্মে সুদৃঢ়বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা বর্ত্তমান, সেখানে আমি উপনীত হইতে পারি নাই, অথচ এতদিন কেবল লোককে প্রতারিত করিয়াছি, ফলে নিজে নিদারুণভাবে প্রতারিতই হইয়াছি। আচার্য্যকে আমি আমার মত মানুষ মনে করিয়াছি। কখনও মনে করিয়াছি—'আচার্য্য ত' আমাদেরই গড়া পুতুল—আমাদেরই . কৃপার পাত্র। আমাদের গড়াপুতুল যেমন আমরা গড়িয়া দু'দিন পূজা করার ভড়ং করিতে পারি, আবার বিসর্জ্জন দিয়া নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া যাইতে পারি, তদ্রূপ'। কখনও বা একটু বেশী ভাল মানুষ সাজিয়া মনে করিয়াছি 'আমি ত' আচার্য্যকে মানিয়া লইয়াছিলাম—তাঁহার আনুগত্যে চলিব ঠিক করিয়াছিলাম। কিন্তু আচার্য্য তাঁহার অভিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্ব আমার হৃদয়ে প্রকাশ করিলেন কই? সকল অবস্থাতেই কর্তৃত্বাভিমান ও দম্ভ, আধ্যাত্মিকতা ও অশ্রদ্ধা আমার অন্তরে দৃঢ় থাকিয়াই যায়, তাই অভিমর্ত্ত্য আচার্য্য-ভাস্কর আমার চিত্তগুহায় আলোকপ্রদান করেন না। তাই দুর্ভাগা পেচক আমি অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া আত্মরক্ষা করিবার জন্ত বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া উৎকট উৎসব করিবার জন্ত অন্ধকারকোটর খুঁজিয়া মরিতেছি, বাহিরে মঠবাসের একটা সজ্জা মাত্র আছে।

আচার্য্যে আমার এমনই বিশ্বাস যে, একটু ধাক্কাতেই, একটু বাধাতেই একটু পরীক্ষাতেই মৃৎপাত্রের মত ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। চিৎশক্তির বিলাস স্বীকার করিতে না পারায় নির্ব্বিশেষবাদী হওয়াই আমার পরিণাম হয়। আচার্য্যে সুদৃঢ়বিশ্বাস না হওয়ার মত দুর্ভাগ্য জীবের পক্ষে আর হইতেই পারে না। প্রচ্ছন্নভাবেও এই দুর্ভাগ্য আমাকে আক্রমণ করিলে প্রায়োপবেশনে প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করা উচিত, সব ছাড়িয়া তাহা নাশের জন্ত যত্ন করাই প্রয়োজন। অপরাধ

(অতঃপর ৯ম পৃষ্ঠার ১ম কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল ও আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রচ্ছন্ন মুদ্রিকাগারকপে'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫।
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিঃ পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ম বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অদ্ভুতনৃসিংহদেবমন্দির নীলাচলাশ্রম

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাটতলা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নৈমিষারণ্য-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিহর, জিঃ সাহাজানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

খিড়কীপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মগধ রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা।

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—সেবাশ্রম,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রেশান রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়াতক টাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) সম্বলপুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রাঃ পল্লী, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর কলাস গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠ

ভক্তিকুটীর, পোঃ স্বর্গদ্বার, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) দৌলাকুটী

(৫৬) প্রীতিনিধি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ কভুনদুরা, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আলালনাথ, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকুণ্ড, পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লেউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ক্রমওয়েল রোড
ক্যাপটন, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা।

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ক্যানিং রোড, দিল্লী (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিশ্বাধিপতি গৌড়ীয়মঠালয়

মন্দিরবাজার, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম পূর্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী পত্রিকা'য় শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে প্রতিকৃতির সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

[illegible] সংখ্যা [illegible]

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] পরিচালিত হয়। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] থাকিবার ব্যবস্থা [illegible] আহার ও বেতনাদির প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন ছাত্রের মধ্যে ১২ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক [illegible] আলোচিত হইয়াছে [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় [illegible] শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু [illegible] ও চরিত আলোচনা [illegible] উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] ভিক্ষা মাত্র [illegible] টাকা। [illegible] গৌড়ীয়মঠ, শ্রীচৈতন্যমঠ, [illegible] ঢাকা।

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-সংবাদ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ [illegible] ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব [illegible] শাস্ত্র সম্মত যুক্তি [illegible] উত্তর দিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকাশ [illegible] ভাবিবার বিষয় [illegible] গৌড়ীয়গণের প্রকাশিত হইয়াছে [illegible] আমাদের [illegible] প্রভুপাদের [illegible] সময়ে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] পাওয়া যাইবে। [illegible] যোগ্য।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলারস-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ছয় অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মায়াপুর গৌড়ীয়মঠ, আপার মণ্ডল, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(০)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অবিস্মরণীয় জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছানুসারে বিশিষ্ট সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র বৈষ্ণব পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পত্র হার্মনিষ্ট ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১২৫নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৪				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৫৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৫৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩১	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৫৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবারে)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪১	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৫০	২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

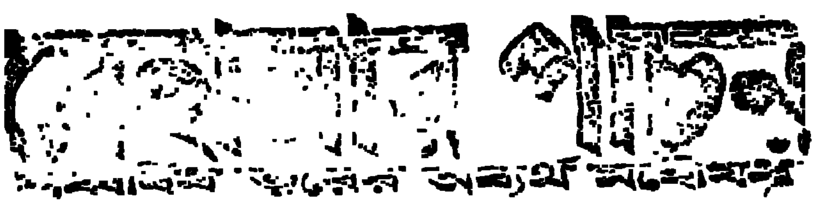

ম্যালেরিয়া প্লীহা যকৃত জীর্ণ শীর্ণকায় সুস্থ, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় কবিরাজী ঔষধ কাষ্ঠ্ঠিক স্বতন্ত্র সাধক। বিশেষ প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম— শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ৭ই জুন, ১৯৩৯, বুধবার | ৮৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

এক রাত্রিতে নির্ম্মিত মসজিদ

মথুরা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড রহমান টিলায় এক রাত্রির মধ্যে নির্ম্মিত এক মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য আঞ্জুমান মুসলেমিনের সেক্রেটারীর উপর নোটিশ জারি করার সিদ্ধান্ত করায় বোর্ডের চারিজন মুসলমান সদস্য পদত্যাগ করিয়াছেন। মথুরার মুসলমানগণ মসজিদ ভাঙ্গিতে বাধা দিবার জন্য সত্যাগ্রহ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

এই সম্পর্কে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আঞ্জুমানের সেক্রেটারী রহমানটিলায় এক মসজিদ নির্ম্মাণের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে এক দরখাস্ত করেন। বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দেন যে, মুসলমানগণ যে স্থানে মসজিদ নির্ম্মাণ করিতে চাহে উহার একশত গজের মধ্যে একটি মন্দির আছে এবং ঐস্থানে মসজিদ নির্ম্মিত হইলে মিউনিসিপ্যাল উপবিধি ভঙ্গ হইবে বলিয়া মসজিদ নির্ম্মাণের অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। তদনুসারে বিল্ডিং কমিটি দরখাস্ত না মঞ্জুর করেন। অতঃপর আঞ্জুমানের আপীলে বোর্ড মসজিদ নির্ম্মাণের অনুমতি দেন।

উহার বিরুদ্ধে রহমানটিলার মন্দিরের পূজারী আগ্রা বিভাগের কমিশনারের নিকট আবেদন করেন। কমিশনার পূজারীকে মথুরার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আপীল করিতে বলেন। তদনুসারে আপীল করা হইলে এক রাত্রির মধ্যে মসজিদ নির্ম্মিত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আপীল মঞ্জুর করিয়া মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের আদেশ নাকচ করেন। সেইজন্য মিউনিসিপ্যালিটি আঞ্জুমানের সেক্রেটারীকে মসজিদ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার নির্দ্দেশ দিবার সিদ্ধান্ত করেন।

মোটর সাইকেল আরোহী আহত

মোটর সাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর-ভাবে আহত হইয়া রংপুর সরকারী কৃষি বিভাগের জনৈক পদস্থ কর্ম্মচারী স্থানীয় মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। প্রকাশ রংপুর ফার্ম্মের কর্ম্মচারী মিঃ হামিদুদ্দিন এম-এস-সি গত শনিবার সন্ধ্যায় মোটর সাইকেলে সান্ধ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে একটি কুকুরকে পাশ কাটাইয়া যাইবার সময় মোটর সাইকেল সহ কাৎ হইয়া পড়িয়া যান। ফলে তিনি কপালে, দক্ষিণ চক্ষুতে ও দক্ষিণ পার্শ্বদেশে গুরুতরভাবে আহত হন এবং তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। ফার্ম্মের ডাক্তার দ্বারা প্রাথমিক শুশ্রূষার ব্যবস্থা করার পর অবস্থাবশে তাঁহাকে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রকাশ, আহত হওয়ার পর উক্ত হামিদুদ্দিন সাহেব ২।৩ বার রক্ত বমি করিয়াছেন। বর্ত্তমানে রোগীর অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে।

কানাডায় রাজা-রাণীর অভ্যর্থনা

বৃটিশ কলম্বিয়ার লেফটানান্ট গবর্ণর এবং প্রাদেশিক কাউন্সিল কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক প্রীতিভোজ সভায় প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী মিঃ প্যাটুলোর সম্বর্দ্ধনার উত্তরে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জ বলেন, "এমন দিন আসিবে যখন জগতের সমস্ত লোক বুঝিতে পারিবে যে, সহযোগিতার মধ্যেই উন্নতি সম্ভব, বিরোধের মধ্যে নহে। আমি আশা করি, যখন সেদিন আসিবে তখন কানাডা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে

রাজ্ঞী ভ্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, কুইবেকে অবতরণের পর হইতে যে সহস্র সহস্র কানাডাবাসী আমাদিগকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছে, আমি তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

বাঙ্গলা সরকারের নদনদী সংক্রান্ত গবেষণাগার

প্রকাশ যে, বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গলায় হাইড্রো-ডাইনামিক লেবরেটরী (নদ-নদী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত গবেষণাগার) গঠনের যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গলা সরকারকে সাহায্য করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকার পাঞ্জাব গবর্ণমেন্টের সেচ বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর ডাঃ এন, সি বসুকে নিযুক্ত করিয়াছেন। ডাঃ বসু আগামী জুলাই মাসে কলিকাতায় আসিবেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা করিবেন

উপরোক্ত গবেষণাগারে বিভিন্ন প্রকারের ঘূর্ণস্রোত ঐ সকল স্রোতে উত্থান পতন, নদীখাত ও নদীর তীরে ভাঙ্গন কিভাবে নদী গর্ভের পরিবর্ত্তন হয় ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে পরীক্ষা-কার্য্য চালান হইবে

আফগানিস্থানের স্বাধীনতা দিবস

আফগানীস্থানের স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে আফগানিস্থানের কনসাল জেনারেল ২৮শে মে সন্ধ্যায় [illegible] হল ঘরে চা-পানের ব্যবস্থা করেন। উক্ত চা পার্টিতে প্রায় ৪ শত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে লেফটেনান্ট জেনারেল স্যার রোজার সি উইলসন, স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খান, স্যার আব্দার রহিম, স্যার অব্রে, লেডী মেটকাফ, কুমার স্যার জগদীশপ্রসাদ, স্যার জেমস [illegible], স্যার [illegible], স্যার মহম্মদ ইয়াকুব খান, ডাঃ স্যার জিয়াউদ্দিন, জাপানের কনসাল জেনারেল মিঃ টি যনীদা ও তদীয় পত্নী, ইরাণের কনসাল জেনারেল মিঃ এ মাবুদ আনসারী, মিঃ মেয়েরস ও তদীয় স্ত্রী, স্যার ছোটুরাম, স্যার সুন্দর সিংহ মাজিথিয়া, মেজর নবাবজাদা [illegible], খিজার হায়াৎ খান, মিঞা আব্দুল বারী, মেজর এইচ জেণীষা, মেজর ভার্ট্ট আর বে ও তদীয় স্ত্রী, মিঃ দাফল ও তদীয় স্ত্রী, খান বাহাদুর নবী-বক্স ও তদীয় পত্নী ও অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন।

— —

বৃটিশ জাহাজের উপর গুলীবর্ষণ

একটি সংবাদে প্রকাশ যে ''নও' নামক একটী ক্ষুদ্রকায় বৃটিশ জাহাজ হইতে বেতারে খবর আসিয়াছে যে, জাপানীরা উক্ত জাহাজের উপর গুলী বর্ষণ করিয়াছিল। ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় নাই

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীপ্রভুর পরিব্রাজকবর্গ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৫০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠোপাধ্যায় ও সভা-সভাপতি, বর্ত্তমান গৌড়ীয় ও বিশ্ব সন্ন্যাসী "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের শিরোমণি, গৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:::(•):::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমূহ হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীপ্রভুর পরিব্রাজকবর্গ গোস্বামীপ্রভু বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত সুদর্শনজন রায় এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত — ২৮৲

দশম স্কন্ধ—

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৪র্থ খ°

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০

৯। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৩৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধনকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ৷০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০

১৮। বাউল সঙ্গীত

১৯। তত্ত্বসূত্রবিবেক

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০

২১। গোস্বামিদের কথা ৷৶০

২২। ভজন রহস্য

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক বাঁধা ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চ° বর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲

অবাঁধা ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র শ্লোক ৷৶০

২৭। দুর্গমসঙ্গমনী শ্রীগৌরকৃষ্ণ (সানুবাদ) ১৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ)

(বাঁধা) ৸০

৩০। দীন দিগ্‌দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস বাঁধা ৷০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ৷০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। পত্রাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতি ৹/

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। ভক্তিতত্ত্ব ৴১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জুরী (সানুবাদ) ৷০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ৷০

৫৫। তত্ত্ব ভাবনা বা ভাবনাসার সংগ্রহ ৷০

৫৬। জাতি-নির্ণয় ও ভক্তিতত্ত্ব ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ (অনুবাদসহ) ৷০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণলীলা ৶০

৫৯। শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০

৬০। শরণাগতি ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্‌ ৷০

৬২। শিক্ষায় সরস্বতী বিভিতম্‌ ৷০

৬৩। সটীক-বিবাদসম্বিধনম্‌ ৷০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্‌ ৷০

৬৫। সাধনায় শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা ৴০

৬৭। সারাৎসারসংগ্রহম্‌ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০

৬৯। এ গ্লিম্পস্ ইনটু দি বেদাস ৷৶

৭০। নামভজন ৴০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফোলজি অ্যাণ্ড অন্টোলজি ৷০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০

৭৩। ভাইস্ রয় অ্যাণ্ড শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০

৭৪। বেদান্তসার ৷০

৭৫। গোস্বামী গৌড়ীয়মঠ কি চায় ৴০

৭৬। দি ভাগবত

৭৭। থিওলজি অ্যাণ্ড ফিলজফি অফ শ্রীচৈতন্য ৷০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীমহাপ্রভুঙ্ক শিক্ষা ৷০

৮১। সাধন-পথ ৷০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক-পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ ৫ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৭ই জুন ইং ১৯৩৯, বুধবার } ৮৪শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ বামন বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

সাধন করিতে হইবে

আমরা শাস্ত্রাদিতে কর্ম্মসাধন, জ্ঞানসাধন, যোগসাধন ও ভক্তিসাধনের কথা শুনিতে পাই। বর্ত্তমানে আমাদের শতকরা প্রায় শতজনই কেহ কর্ম্মপ্রয়াস, কেহ জ্ঞানপ্রয়াস, কেহ বা যোগ-প্রয়াসাদিতে ব্যস্ত করি। ভগবদ্ভক্তি বা ভগবৎসুখ ব্যতীত যত কিছু সাধন আছে; সবই স্বসুখ-সাধন বলিয়া সেগুলি বন্ধনের কারণ। কৃষ্ণের জীব দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বসুখসাধনে ব্যস্ত হইয়া আর প্রভুসুখসাধনের কথা বিস্মৃত হইয়াছে এবং মায়াকবলিত হইয়া সুখাশায় এজগতে নানাযোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে। সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে সংসার-সুখাশা পরাঙ্মুখ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন জন্মেই জীবের ভগবদুন্মুখতা বা ভগবৎসুখসাধন-স্পৃহা হৃদয়ে জাগিতে পারে না। বহু সুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবৎকৃপাক্রমেই জীবের সংসার-বাসনা বা স্বসুখপ্রয়াস দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন কর্ম্মপ্রয়াসাদি আর ভাল লাগে না এবং স্বভাবতই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে হরিকথা আলোচনা করিতে করিতে জীবের শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং আদরের সহিত ভগবদনুশীলন হইলে ক্রমশঃ ভগবান্‌কে পাইবার লোভ জন্মে। তখন কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় পূর্ব্বক জীব ভগবৎসেবা শিক্ষা করে এবং সেবা করিতে করিতে ভগবৎকৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

উদ্যম বা উৎসাহ অল্পবিস্তর সকলেরই আছে। ইন্দ্রিয়তর্পণরত জীবের স্বসুখবিধানে যে কত উদ্যম তাহা বলাই বাহুল্য। তাহাদের ধারণা—যদি উদ্যমই করিতে হয় তবে নিজসুখের জন্যই করিব। যদি নৈপুণ্য দেখাইতে হয়, তাহা হইলে হরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষেই দেখাইব। যদি কিছু করিতে হয় তবে হরিবিমুখতা বৃদ্ধির জন্যই করিব। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তাহাদের এই অসৎপ্রয়াসের প্রশংসা করেন না; পরন্তু ভক্তিসাধনের জন্যই—নিজসুখে বিসর্জ্জন দিয়া কৃষ্ণসুখসাধনের নিমিত্তই উপদেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।' যে যাহাই বলুক, হতভাগ্য আমি 'কাণে দিয়েছি তুলো, পিঠে বেঁধেছি কুলো।' হরিবিমুখ জগতে এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই। তাই আজ আমরা ভক্তিসাধনের কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

জীব ভগবৎসেবক। সেবা ছাড়া তাহার আর অন্য কোন কার্য্য নাই। ভগবৎসেবা বাদ দিয়া সে যাহা কিছু করিবে, সবই অন্যায় ও অনর্থ। তাহাতে তাহার বন্ধন ও অশান্তি হইবে। সুতরাং ভগবৎসেবক জীব মাত্রেরই যে সাধনকার্য্যটী অপরিহার্য্যভাবে স্বীকার করা উচিত, তাহা বলাই বাহুল্য। কষ্ট ছাড়া কৃষ্ণ মিলে না। সাধন বিনা সিদ্ধি হয় না। সুতরাং সাধনে উদাসীন হইলে সাধ্যবস্তু কি করিয়া লাভ হইবে? ভাগ্যক্রমে অল্প পরিমাণ শ্রদ্ধা লাভ করিয়াও কেহ যদি সাধনকার্য্যে অলসতা প্রকাশ পূর্ব্বক কেবল কৃষ্ণকৃপা পাইবার আশায় বসিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার আশাটী বৃথায় যাইবে, কোন ফলও হইবে না। কারণ, কৃপার্থী বা সেবার্থী কখনও কৃপাভিক্ষা বা সেবা না করিয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। যেখানে কৃপা বা সেবালাভের জন্য যত্ন নাই, সেখানে কৃপা-প্রার্থনাও নাই জানিতে হইবে। অলসের যে কৃপা-প্রার্থনার ভাণ, তাহা কপটতামাত্র। সুতরাং আমরা যেন কৃপার দোহাই দিয়া সাধনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন না করি। আলস্য করিলে—শ্রবণকীর্ত্তনে তৎপর না হইলে বা আদর-যত্ন না করিলে বিফলকাম হইতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত যত্ন হইলে সুফল অবশ্যই পাওয়া যাইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"ভগবান্ ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল অভাব দূরে যাইবে। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করুন। ভগবান্‌ও নিশ্চয়ই চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাঁহার যেরূপ সাধন, শ্রীগৌরহরিও অবশ্যই তদনুসারে তাঁহাকে সুফল প্রদান করেন।"

ভগবানের দয়ার তুলনা নাই। তিনি বহু শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া এবং কখনও স্বয়ং ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া কি করিয়া সাধন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। আমাদিগকে ভগবদুন্মুখ করিবার জন্য নানাভাবে যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহার নিজজন ভক্তগণ সকল সময়েই বিশ্বে প্রকটিত থাকিয়া নিজে আচরণ করিয়া আমাদিগকে হরিসেবা-শিক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের প্রতি তাঁহার এত কৃপা! কিন্তু তথাপি যদি আমরা ভগবৎকৃপা-লাভের জন্য যত্ন না করি, তাহা হইলে আমাদের মঙ্গললাভ কি করিয়া হইবে? অনেকে বলেন, ভগবান্ ত' সর্ব্বশক্তিমান্ ও স্বতন্ত্র। তিনি ত' ইচ্ছা করিলেই জীবকে দর্শন দিতে পারেন, অনর্থযুক্ত জীবের হৃদয়ে প্রেম বিধান করিতে পারেন, তবে তাহা করেন না কেন? কিন্তু আমরা বলি, যাঁহারা বলিতেছেন, 'কৃষ্ণ দেখা দিলেই ত পারেন, তাহা হইলে ত আর আমাদের কোন অসুবিধা থাকে না।' তাঁহারা বাস্তবিক কৃষ্ণকৃপা চান কি? ভগবৎসেবা-লাভের জন্য তাঁহাদের আছে কি? যাঁহার হৃদয়ে এরূপ আগ্রহ নাই যে, অল্প একটু সাধন করিয়া ভগবান্‌কে লাভ করে, তাহার মৌখিক কৃপা কৃপাভাস নহে কি? তাহার উপর-সাধকের কৃপাকে কৃপা বলা যায় কি? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এসকল কথা স্থিরচিত্তে বিচার করিবেন।

ভগবৎকৃপাই ভগবৎসেবা লাভের একমাত্র উপায়, একথা সত্য। তবে কৃপাপ্রার্থী হইতে হইবে। কৃপা ও সাধন যুগপৎ আবশ্যক। কৃপাপ্রার্থনাই সাধন। সাধনব্যাপারটী আর কিছুই নহে, কেবল ভগবদ্বিষয়ে রুচিবৃদ্ধির কৌশল মাত্র। কৃষ্ণসেবা জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি। তাহা হৃদয়ে প্রকট করাইবার জন্য যে চেষ্টা, তাহাই সাধন। সুতরাং যত্ন ও আগ্রহের সহিত সাধন করিতে করিতে যাঁহার যতদূর রুচি বৃদ্ধি হয়, [illegible] কৃপা বুঝিতে

করেন। তখন পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধিত হইলেই [illegible] উপনীত হইয়া পড়েন, কিছুতেই থামিতে পারেন না। সেইজন্যই বলিতেছি, সাধনকার্য্যটী নিজের আমাদের অঙ্গীকার করিলে [illegible] স্বীকার করিতে হবে। আমরা পুনঃ যে পরিমাণে সাধন করিব, সিদ্ধিও সেই পরিমাণে নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িবে।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তিঅঙ্গের কথা শুনিতে পাই। সকল সাধনের সার হরিনাম-সংকীর্ত্তন। অন্যান্য সাধনাঙ্গগুলি কীর্ত্তনেরই সহায়করূপে গৃহীত হয়। যদিও 'এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ' প্রভৃতি কথা শাস্ত্রাদিতে [illegible] তথাপি [illegible] করা [illegible] অন্য আশ্রয় করিলে প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। সেইজন্যই অন্য [illegible] শ্রীনাম-[illegible] সাধন [illegible] একান্তভাবে নামাশ্রয় করত নামের সাধকরূপে অন্যান্য অঙ্গগুলি স্বীকার করিতে হইবে। নতুবা মঙ্গলের আশা নাই। সেইজন্যই শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ, কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংযোগেনৈব।"

সাধন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়। সুতরাং সাধনের [illegible] দৃঢ় ও কর্ম্মপটু হওয়া আবশ্যক। বুদ্ধি-আহারাদির দ্বারা সেইটী [illegible] হয়।

[illegible] কথা বলিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

"ন নির্ব্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ" অর্থাৎ অত্যাহারী বা অনাহারী না হইয়া যথাযোগ্য গ্রহণ করিলে [illegible] হয়।

অত্যাহারী, নিতান্ত অনাহারী, [illegible] এবং নিতান্ত নিদ্রালুক [illegible] সাধন করিতে পারে না। সেইজন্য [illegible] পরিত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গে [illegible] সাধনে সর্ব্বদা রত থাকেন।

তাঁহার মন আর অন্য উত্তরচিন্তা অবসর পায় না। কোনটী সাধক-[illegible] ভক্তির [illegible] গ্রহণ [illegible] আবশ্যক [illegible] সাধনে নানা প্রতিকূল ব্যাপার বা বিঘ্ন আসিলে। বিশেষ [illegible] না করিলে [illegible]

এই প্রতিকূল বিষয়টী স্বীকার করি, কাল হইতে পরিত্যাগ করিব, এইরূপ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য থাকিলে কখনও মঙ্গল হয় না। যে বিষয়টী ভজন প্রতিকূল বলিয়া মনে হইবে, সেই বস্তুটী তখনই দৃঢ়তাসহকারে ত্যাগ করিতে হইবে। দৃঢ়তাই সাধনের মূল। দৃঢ়তার অভাব হইলে সাধনকার্য্যে একপদও অগ্রসর হওয়া যাইবে না।

সাধুই সাধনের সর্ব্বপ্রধান সহায়। সাধুসঙ্গ হইলে কোন অনর্থই বল প্রকাশ করিয়া আমাদের কিছুই করিতে পারিবে না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

কথা না শুনিতে পারে কামক্রোধ সাধকেরে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।

সাধসঙ্গ সর্ব্বক্ষণ করিতে হইবে। [illegible] কীর্ত্তনকারী সাধুর সঙ্গী বা অনুগত হইতে হইবে। নিরন্তর সাধুসঙ্গে থাকিয়া সাধন করিতে হইবে, তাহা হইলে সাধনে সিদ্ধিলাভ [illegible] হইবে।

— — —

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা

[শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রবণ-সদন, ১।১১।৩৮]

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী
তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণা-
স্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ
প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে
সেবাং বিবেকী ন কঃ॥

এই শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু বিভিন্ন ধামের সেবকগণের আধারের ক্রমোৎকর্ষের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। বৈধভক্ত ও রাগানুগভক্ত, দুই প্রকার ভক্তেরই প্রাপ্য আধারের কথা বলা হইয়াছে। বৈধভক্ত বিধি বা শাস্ত্রশাসনদ্বারা চালিত হইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হন। [illegible] কিছু করিতে পারেন, এইরূপ আশঙ্কা যাঁহার [illegible] সেইরূপ ব্যক্তিকে সাধন করিবার জন্য শাস্ত্রীয় বিধির প্রয়োজন হয়। বৈধভক্ত শাস্ত্রাদির দ্বারা সাধনে ভক্তির অঙ্গ যাজন করিয়া থাকেন।

রাগবৃত্তি লোভময়ী। শাস্ত্রশাসনদ্বারা বা কোন প্রকার চেষ্টাদ্বারা লোভের উৎপত্তি হয় না [illegible] সাধুর সঙ্গফলেই রাগমার্গে লোভের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ভক্তিতে একেবারেই [illegible] উদয় হয়। রাগ দুই প্রকার কৃষ্ণপ্রসাদক বা তদ্ভক্ত-প্রসাদজ এবং সাধনাভি-নিবেশজ। কৃষ্ণ ও তদ্ভক্ত-প্রসাদজ রাগ বিরল; সাধনাভি-নিবেশজই সাধারণ। বৈধী ভক্তির অনুশীলন-ক্রমে ক্রমশঃ রাগোদয় হইয়া থাকে।

বিধিপর মার্গ ঐশ্বর্য্যপ্রধান। বিধির গতি পরব্যোম পর্য্যন্ত। পরব্যোমকে মহাব্যোম, বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি বলা হয়। এই বৈকুণ্ঠের বিচার করিবার সময় আমাদের খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন—যেন কোন সময়েই anthropomorphise না করিয়া ফেলি। বদ্ধ-ভূমিকার বিচার, জড়জগতের [illegible], অসুন্দরতা, জড়তা বৈকুণ্ঠরাজ্যে [illegible] হইবে না। এখানকার কুণ্ঠা, মাপ, মাপিয়া লইবার বিচার বা three dimension-এর ধর্ম সেখানে নাই। বৈকুণ্ঠ তুরীয় মানের অতীত, তুরীয়, অধোক্ষজ বস্তু। সুতরাং বৈকুণ্ঠের বিষয় আলোচনা করিবার সময় আমাদের বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে।

বৈকুণ্ঠে ভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রকাশ বিগ্রহ নারায়ণ অবস্থান করেন। ভগবান্ দুই-প্রকারে স্বীয় লীলা প্রকাশ করেন অর্থাৎ তিনি দেবলীল ও নরলীল। ঐশ্বর্য্যপূর্ণ লীলাই দেব-লীলা এবং মাধুর্য্যপূর্ণ লীলা—নরলীলা। বৈকুণ্ঠে দেবলীলা প্রকাশিত; তথায় ভগবান্ অজ, তাঁহার জন্মাদিলীলা নাই। বৈকুণ্ঠ বিশুদ্ধসত্ত্ব-এর শুদ্ধসত্ত্ব-ভূমি। উহা কেবলমাত্র জগতের মায়াবস্থা-রূপা নিত্য বা নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মধাম নহে। বৈকুণ্ঠে মায়ার কোন প্রকার উপাধি নাই, স্বরূপশক্তির সহিত নিত্য-বিলাসই কেবল তথায় বর্ত্তমান। বৈকুণ্ঠ, পরব্যোম, মহাব্যোম বা চিদাকাশ তুরীয় বস্তু—[illegible] দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা অতিক্রম করিয়া [illegible]

বৈকুণ্ঠে অনন্ত ভগবানের নারায়ণ-স্বরূপও [illegible]। নারায়ণ সকলের কারণ। পুরুষাবতারগণ আদি চতুর্ব্যূহ হইতে প্রকটিত। পুরুষাবতার—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী। কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু—Cause এবং এই জীবসমষ্টি ও জড়-জগৎ—effect। তিনি তাঁহার শক্তির দ্বারা জীবের ও জড়জগৎ সৃষ্টি করেন। গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু সমষ্টি জীবের বা হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী এবং ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী। এই পুরুষাবতারও নারায়ণ। কারণ, গর্ভ, ক্ষীর এইগুলি মায়িক উপাধি; কিন্তু পুরুষাবতারগণ স্বরূপে মায়িক নহেন। তাঁহারা সকলেই মায়াস্পর্শরহিত, তুরীয় বস্তু, স্বীয় শক্তির সহিত স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠে বিলাস-পরায়ণ।

পুরুষাবতারগণ সকলেই চতুর্ভুজ ও দেবলীল; তাঁহাদের জন্মলীলা নাই। তাঁহাদেরও কারণ অর্থাৎ অংশী আকর বা prime cause নারায়ণেরও জন্মলীলা নাই। কারণ, জন্ম স্বীকার করিলে prime causeএরও cause স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে cause 'effect' হইয়া পড়েন। কারণ কার্য্য হইলে আর তাহার কারণত্ব থাকে না। বৈকুণ্ঠে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণাদি সকলেই লক্ষ্মীযুক্ত, চতুর্ভুজ, অজ এবং দেবলীল। সকলেই ব্যূহরূপে নারায়ণের সেবা করিতেছেন। সঙ্কর্ষণ হইতে পুরুষাবতারত্রয় ও শেষ প্রকটিত। শেষ—Last Manifestation of Krishna.

বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্য প্রবল। তথায় সম্ভ্রমের সহিত ভগবানের সেবা হয়। সেব্য ও সেবকের মাখামাখি ভাব বৈকুণ্ঠে নাই। সেবক সর্ব্বদাই সম্ভ্রমভরে দূরে দূরে অবস্থান করেন। 'সেব্য ভগবান্ পূজ্য, মহান্ এবং আমি দীন দরিদ্র, অত্যন্ত ক্ষুদ্র'—সেবকের এইরূপ অভিমানই বৈকুণ্ঠে প্রবল।

বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা মাথুরধাম "জনিতঃ" অজ ভগবানের জন্মলীলাবিষ্কারের ক্ষেত্র বলিয়া শ্রেষ্ঠ। বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্যকে পরাভূত করিয়া মথুরায় মাধুর্য্য প্রকাশিত। দেব-লীলাকে ক্রোড়ীকৃত, অভিভূত করিয়া নরলীলায় পরমচমৎকারিতা পূর্ণরূপে প্রকাশিত। এই জন্ম বদ্ধজীবের জন্মের ন্যায় নহে। কর্ম্মফলদ্বারা নিয়মিত হইয়া বহির্ম্মুখ জীব যে-প্রকারে দেহলাভ করে, ভগবানের জন্ম বা ঐরূপ প্রাকৃত ব্যাপার-বিশেষ নহে। এইজন্য ভগবানের জন্মকে আবির্ভাব, প্রাদুর্ভাব বা উদয় বলা যায়।

বৈকুণ্ঠ যেরূপ শুদ্ধসত্ত্বভূমিকা, মথুরাও ঐরূপ বিশুদ্ধজ্ঞানময়ী ভূমি।

মথ্যতে তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন
যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্যস্যাং মথুরা সা
নিগদ্যতে॥

'মথ' শব্দের মুখ্য অর্থ কৃষ্ণ। ব্রহ্মজ্ঞান শব্দে কৃষ্ণজ্ঞানকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। 'বা' অর্থাৎ অথবা। 'যেন বা'—কৃষ্ণজ্ঞান অথবা প্রেমজ্ঞান, কৃষ্ণজ্ঞানের দ্বারা অথবা প্রেমের দ্বারা যিনি জগৎকে মথন করেন; আবার সেই কৃষ্ণজ্ঞান ও প্রেমের সার যেখানে বর্ত্তমান—সেই ধামই মথুরা। 'তৎসারভূতং যৎ'—কৃষ্ণজ্ঞান ও প্রেমের সারতত্ত্ব যাহা, তাহা। 'যস্যাং—যস্যাং পুর্য্যাং' যে পুরীতে বর্ত্তমান। সেই পুরীই

দু ' [illegible] সংখ্যার বাকি অংশ।

'মথুরা' নিগদ্যতে—কথ্যতে; সেই পুরীকেই 'মথুরা' বলা হয়।

প্রেম ঘনীভূত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় মথুরায় ঐশ্বর্য্য অভিভূত। ঐশ্বর্য্যের প্রখরতা মাধুর্য্যের কমনীয়তায় স্নিগ্ধ হইয়াছে। ভক্তগণ এইজন্য কোটিকণ্ঠে মথুরাধামের জয়গান করিয়াছেন—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে॥
শ্রবণে মথুরা বদনে মথুরা নয়নে মথুরা হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা পরতো মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা মথুরা॥

উপাসকগণ প্রথমে শ্রবণপথের পথিক হন; শ্রুত হইয়া কীর্ত্তিত হন। কীর্ত্তনের পর সাক্ষাদ্দর্শন, তারপর হৃদয়ে তাঁহাকে ধারণ করা যায়। মথুরা মথুরা কেন? উপাসিতব্য বস্তুও আমাদের প্রেমাস্পদ প্রিয়। শ্রুতি বলেন—"আত্মা বা প্রিয়মুপাসীত"। সেই প্রেমাস্পদের ধাম মথুরা—প্রেমের ক্ষেত্র। 'মধুর' শব্দটীর সহিত 'প্রিয়' শব্দের ঘনিষ্ঠতা আছে। প্রিয়বস্তু দূরে থাকিলে প্রথমে তাঁহার কথা শ্রবণ এবং পরে স্বয়ং কীর্ত্তন ক্রমে প্রেমের উদ্দীপন হয়। তারপর দর্শন এবং স্মরণ। স্মরণ হইতে ধারণা, ধারণার পর ধ্যান, তারপর ধ্রুবানুস্মৃতি এবং অবশেষে সমাধি। কীর্ত্তিত বিষয় সামান্য কালে স্মরণই 'স্মরণ'। বিষয় হইতে চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বিশেষভাবে স্মরণই ধারণা। রূপ, গুণ, লীলাবিস্মরণ—ধ্যান। অনবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় স্মরণ—ধ্রুবানুস্মৃতি এবং হৃদয়ে সাক্ষাদ্দর্শনের নাম সমাধি।

মধু রাক্ষসের নাম হইতে এই ধামের নাম হইয়াছে মধুপুরী। মধু রাক্ষসের পুত্র লবণনামক রাক্ষস। শত্রুঘ্ন এই লবণ রাক্ষসকে শূলহীন অবস্থায় বধ করিয়াছিলেন। লবণ শক্তিনির্বাণবাদী ছিল। মধু রাক্ষস মায়াবাদী। সে তপস্যা বা বৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা রুদ্রের উপাসনা করিবে রুদ্রের নিকট হইতে অমোঘ শূল লাভ করিয়াছিল। নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানকে মথুরায় সম্পূর্ণরূপে নিরাস করা হইয়াছে; পূর্ণ-চিৎ-সবিশেষের পূর্ণতম প্রকাশ পাইয়াছে। কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেমবিলাসবৈচিত্র্যের পূর্ণতা এখানে প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নরলীল ভগবান্ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন—সকল প্রকার নির্ব্বিশেষ-বাদ সমূলে উৎপাটিত হইয়া গিয়াছে। শাস্ত্র ইহার অধিক আর কিছু বলেন নাই। বাসুদেবের জন্মকে আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোতঃ anthropomorphise করিয়া ফেলিতে পারে, আশঙ্কা করিয়া শাস্ত্র অতি গূঢ় ও গম্ভীরভাবে মথুরার কথা জানাইয়াছেন। শাস্ত্রে পুরুষাবতারের কথাই অধিক। তাহার পর সাবধানে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের কথা বলিয়াছেন। তাহা অপেক্ষাও গোপনে মথুরার কথা বলিয়াছেন। তাহারও পরের কথা অর্থাৎ "রাসোৎসবাদ্ বৃন্দারণ্যম্"—এ বিষয়টি অত্যন্ত গোপনভাবে, গূঢ়তম ভাবে কেবলমাত্র ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। শাস্ত্রে যে এ-সকল কথা নাই, তাহা নহে। শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু শাস্ত্রবহির্ভূত কোন কথা বলেন নাই। তবে শাস্ত্র নিগূঢ়ভাবে এই সকল কথা প্রকাশ করেন নাই। 'রস' শব্দ হইতে 'রাস' শব্দ উৎপন্ন। রসের কথা অতিশয় গূঢ়। "বাচাতীত ভাবনাবর্ত্ম" ভাবনার পথ বিশেষভাবে অতিক্রম করিয়া তাহার অবস্থান।

রসই কৃষ্ণ; কৃষ্ণ রসস্বরূপ। শ্রুতি—"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি। "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মৌনী হইয়াছেন। রাস বা বহু আশ্রয় ও এক বিষয়বিগ্রহের সম্মেলনে যে রসের অপূর্ব্ব অনুশীলন, তাহার অপ্রাকৃতত্ব লোকে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কৃষ্ণকে লম্পট মনে করিয়া নরকে যাইবে, এইজন্যই শাস্ত্র উহার ব্যাখ্যা করেন না।

মথুরায় প্রেমের আতিশয্যে ঐশ্বর্য্য অভিভূত। বৃন্দাবনে সেই প্রেম অত্যন্ত গাঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া রসানুশীলনের অপূর্ব্ব চমৎকারিতাময় রাসরূপে প্রকটিত। পুরুষাবতারের পর বাসুদেব, সঙ্কর্ষণাদি ব্যূহচতুষ্টয়; তাহার পর লক্ষ্মীসহ বিলাসবান্ পরতত্ত্ব নারায়ণ অর্থাৎ প্রথমে পুরুষ, তারপর পুরুষোত্তম, তারপর মিথুন। সেই মিথুন অপেক্ষা স্বকীয় রসতত্ত্ব এবং তাহা অপেক্ষাও পারকীয় রসতত্ত্বের উৎকর্ষ। সেই পারকীয় রসানুশীলন যে স্থানে হয়, তাহাই বৃন্দারণ্য—তাহার কথা কে বুঝিবে? সেই বৃন্দারণ্য হইতে "উদারপাণিরমণাৎ" উদারপাণি কৃষ্ণের রমণস্থ নিবন্ধন শ্রীগোবর্দ্ধন এবং "প্রেমামৃতপ্লাবনাৎ" প্রেমামৃতের পরিপূর্ণ প্লাবনস্বরূপ বলিয়া শ্রীরাধাকুণ্ড ক্রমানুসারে শ্রেষ্ঠ। গোবর্দ্ধন-সম্বন্ধে আমরা ইহাই জানিতে পারি যে, 'রমণ' অর্থাৎ লীলাবিলাসের আতিশয্য, পূর্ণতম অভিব্যক্তি যে স্থানে, চেতনতার সর্ব্বোত্তম প্রকাশ যে স্থানে, তাহাকে অচেতনাবৃত প্রেমশূন্য নেত্রে আমরা অচেতন দেখিয়া থাকি। অপ্রাকৃত চাঞ্চল্য, চাপল্যের শেষসীমা, উচ্ছলিত লীলাবিলাসের শেষসীমা যাহাতে বিদ্যমান এমন যে উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সেই অসমোর্দ্ধ লীলা বিলাসের ক্ষেত্র, চেতনের পূর্ণতম অভি-ব্যক্তিরূপ অপ্রতিহত বিলাসের ক্ষেত্র যে গোবর্দ্ধন, আমাদের বিমুখতা, পরাঙ্মুখতা বা জড়বুদ্ধিক্রমে তাহাকে জড়, অচেতন প্রস্তরমাত্র দেখি। আর শ্রীরাধাকুণ্ড, যেখানে প্রেমের পরিপূর্ণতম প্লাবন - flood, চেতনের তীব্রতম গতি accelerated velocity র পরিপূর্ণতা যেখানে, তাহাকে দেখি stagnant, শৈবাল-পরিপূর্ণ পুষ্করিণী বিশেষ! একমাত্র শ্রীরূপের পদ-ধূলির অহৈতুক অভিলাষী ব্যতীত নিম্বার্কাদি সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌর-ভক্তিহীন মধুর রসাশ্রিত ভক্তগণেরও শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রবেশাধিকার নাই।

যে গোবর্দ্ধন প্রেমের ঘনীভূত, কমাট্ solid অবস্থা, যে রাধাকুণ্ড বিলাসের নিবিড় রসে চপল, তরল—liquid—সেই নিবিড়, নিকুঞ্জ গোবর্দ্ধন, রাধাকুণ্ডকে অচেতন প্রস্তর বা বদ্ধজল মাত্র দেখি! দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় গিয়াছি! ভাগ্য যতদূর মন্দ হইতে পারে, তাহা হইয়াছে—ইহাই নিদারুণ অবিবেক, ইহাই চরম দুরদৃষ্ট! অচেতনতার শেষসীমায় আমরা পৌঁছিয়াছি, আমাদের চেতনই অনাদিবহির্ম্মুখতার ফলে প্রস্তরের ন্যায় অনুভূতিশূন্য অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, তাই গোবর্দ্ধন দেখি—প্রস্তর! আমরা স্পন্দনরহিত হইয়া পড়িয়াছি বলিয়াই শ্রীরাধাকুণ্ডে প্রেমের মহাপ্লাবন দেখিতে পাই না, তাহার তরঙ্গ-রঙ্গ দেখিতে পাই না। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। আমাদের শোচনীয় দুর্ভাগ্যের বিষয় স্মরণ করিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রবল বেদনা ও আর্ত্তির সঞ্চার হোক্। শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে, শ্রীভক্তি-বিনোদ-গৌর সরস্বতীর শ্রীপাদপদ্মে আমাদের ইহাই প্রার্থনা হউক, যেন কোন জন্মে আমাদের এই নিদারুণ অবিবেক দূর হয়। শ্রীগোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধাকুণ্ড যেন কোন জন্মে আমাদের আশ্রয়স্থল হন, আমাদের নিষ্কপট ক্রন্দনে যদি শ্রীরূপ-রঘুনাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর সরস্বতী আমাদের প্রতি অনুকম্পাযুক্ত হন, তাহা হইলেই আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইতে তাঁহাদের অকপট সেবার দ্বারাই শ্রীরাধা-কুণ্ডাশ্রয় সম্ভব।

গৌড়ীয়ের বাণী

——::(●)::——

সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্যের পতাকাবহগণই শ্রৌতপন্থী ভগবদ্ভক্তের দল। ইহার অমর্য্যাদা করিয়া ঐকান্তিকী হরিভক্তির ছলনা শাস্ত্রে উৎপাতের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, রাগাত্মিক জনগণও রাগানুগ ভজননিপুণ নিত্য বক্তপরিকরগণেরই অনুসরণ করিয়াছেন। অননুগত্য—বৈষ্ণবধর্ম। স্বতন্ত্রতা বা স্বেচ্ছাচারিতাই শাক্তের ধর্ম।

আমরা পূর্ব্বাচার্য্যগণের চরিত্র আলোচনা করিলে সর্ব্বত্রই শুদ্ধানুগত্যের আদর্শ চিত্র দেখিতে পাই। যেখানে আনুগত্য-ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইয়াছে, সেইখানেই জীব শুদ্ধভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন।

শ্রীভগবান্ যাঁহাকে কৃপা করেন, তিনি তাঁহার ভক্ত। ভক্ত ব্রাহ্মণই হউন আর শূদ্রই হউন, তাঁহার নিকট সমতুল্য। ভক্ত ব্রাহ্মণেরও সেই ভজন, ভক্ত শূদ্রেরও সেই ভজন। ভক্তি-যাজনই উভয়ের তুল্য ব্রত।

শ্রৌতপন্থায় নিষ্কপট আনুগত্য ব্যতীত সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ে চেষ্টা হইলে পরস্পর গোলযোগপূর্ণ দুঃসিদ্ধান্ত, অপসিদ্ধান্ত প্রভৃতিই হইয়া থাকে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্য দ্বারাই সেবোন্মুখ জীব-হৃদয়ে অপ্রাকৃত শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী অবতীর্ণ হইয়া সেবোন্মুখ-জিহ্বায় কীর্ত্তনরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১; ৩য় খণ্ড ৮০, ৪র্থ খণ্ড —৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য মঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, তদন্তর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। অত্যাচীন গ্রন্থ শ্রী[illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১০।

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুঃষষ্টি দণ্ড শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অদ্ভুতলক্ষ্মীকান্ত গৌরলীলাপাত্র শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) সারঙ্গ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপল্লি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

এসং পাসাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মথুরা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একচক্রানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোর্দ্ধবিহারী মঠ—দেবদাসী,

পোঃ মোড়োম, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং হসপাতাল রোড, নিউ দিল্লী।

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডার হিল হিল রোডে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মাদ্রাজ, মাদ্রাজ

শ্রীঅনন্তবাসুদেব-গৌরাঙ্গ-রাধাবিহারীর সেবা

(৫১) কাবুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীবলদেব-রাধাকৃষ্ণ-রঙ্গনাথ-জিউর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) শ্রীনরসিংহ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

শালগাঁও, পোঃ কটক। উড়িষ্যা।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-গৌড়ীয়-ভজন-মন্দির

পোঃ [illegible], বালেশ্বর

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) অমলি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমলি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চেতলাগৌড়ীয়মঠ

কুড়কুড়ুলা, পোঃ চিতলা, (আসাম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, দেরা (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিন	পরবর্তী দিন
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ॥৹	৷৶৹	৷৹		
" " ইঞ্চি ২৲		১		
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬	॥১৹
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷৹
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা [illegible]; বিশেষ সংখ্যার [illegible] ব্যতীত।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———:০:———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে [illegible] অর্থাৎ দুইটি বিভাগ আছে। [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর [illegible] সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রবন্ধ হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশ টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র [illegible] প্রবন্ধ কথাসার [illegible] হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; তদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত [illegible], [illegible]-পাদ্য-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। [illegible] বিশালের মধ্যে মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ [illegible], [illegible]।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূনমালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক তাঁহার সংস্কৃত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ।৹ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন"

[illegible]

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় [illegible] [illegible] [illegible] আহারাদি ও বেতনাদির [illegible] মাত্র ৯৲ টাকা। [illegible] ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় [illegible] ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান সনে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১২ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী ঠা, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় [illegible]: [illegible] ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

—— —

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী [illegible] প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু [illegible] শিক্ষা [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। [illegible], শ্রীমায়াপুর, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা গৌড়ীয়মঠের [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] প্রভুপাদ সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সঙ্গে [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদের শ্রীচরণে সংশোধিত করিয়া [illegible] এবং তাহার [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" [illegible] শ্রীল প্রভুপাদ [illegible] 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে [illegible] বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের [illegible] সমাধান [illegible] পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের [illegible] এই গ্রন্থ [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম এ মহোদয়ের জ্ঞানগবেষণা এবং [illegible] লেখনীর অদ্ভুত ফল আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের [illegible] হইল। এই বিরাট ঐতিহাসিক ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। তাহা ও পাশ্চাত্য যাবতীয় [illegible] দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে প্রায় [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও [illegible] শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকা (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে [illegible] শব্দের (Index Glossary) [illegible] অধ্যায় প্রকাশিত। ভিক্ষা—[illegible] টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible]; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বঙ্গের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া [illegible] বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পত্র [illegible] "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং [illegible] চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর [illegible] অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

[illegible] জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় বন্ধু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় [illegible] ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিশির গায়ে সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবন-চরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসী [illegible] সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-২৬	৭-৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ				৮-২৮	১৪-১৫			
(বদল) ছাঃ				৯-৩৩	১৪-৫০			
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৪-২৩	১৭-২৬	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১০-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৪
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫			৯-১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২০	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৪১		১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ				১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১		১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৪-২৮	১৭-৩৩		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৪
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ৮ই জুন, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার [৮৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ভারতে তুলার আমদানী হ্রাস

ভারত গবর্ণমেণ্টের অর্থসচিব স্যার জেমস গ্রীগ বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে ৫০ লক্ষ টাকা ঘাট্‌তি পূরণের উদ্দেশ্যে তুলার আমদানী শুল্ক বাবদ আরও ৫০ লক্ষ টাকা আদায় পাইবার জন্য আমদানী শুল্কের হার দ্বিগুণ করিয়াছেন; কিন্তু গত এপ্রিল মাসে তুলার আমদানী যে পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে, সেই পরিমাণে হ্রাস পাইতে থাকিলে তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইবে। গত এপ্রিল মাসে মাত্র ৯৩৩০ টন তুলা আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে ১৬৬০৭ টন তুলা আমদানী হইয়াছিল। শুল্কের হার দ্বিগুণ করা সত্ত্বেও গত এপ্রিল মাসে শুল্ক বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে, পক্ষান্তরে ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে ৯৫০ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছিল।

গত এপ্রিল মাসে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে মাত্র ৬৬ টন তুলা আমদানী হইয়াছে, ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে ৩২১১ টন আমদানী হইয়াছিল। কেনিয়া হইতে তুলার আমদানী প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। ব্যবসায়ী মহল হইতে ইহার কারণ বর্ণনা করা হইতেছে যে, মিঃ গ্রীগ জাপানের বিরুদ্ধে ভারতীয় মিলমজুরের যে সুবিধা ছিল, তুলার আমদানী শুল্ক দ্বিগুণ করায় ফলে, উহা রহিত হওয়ায় ভারতীয় মিলমজুরের কম পরিমাণে মিহি সূতা প্রস্তুত করিতেছে।

চেক-জার্ম্মাণ বিরোধ

জার্ম্মাণ সীমান্তের নিকটবর্ত্তী সহরগুলিতে চেক-জার্ম্মাণ বিরোধ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সব সহরে চেক এবং জার্ম্মাণ উভয় জাতির লোকই বাস করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রনোর চেক অধিবাসীরা দাবী করিতেছে যে, ব্রনোতে চেকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং সেখানে একজন চেক মেয়র হওয়া উচিত। এদিকে আবার জার্ম্মাণরা বলিতেছে যে, ব্রনো এক সহস্র বৎসরের পুরাতন একটি জার্ম্মাণ নগরী।

জার্ম্মাণ ঝটিকাবাহিনীর সৈন্যরা সম্প্রতি চেক পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে হানা দিয়া ৪১জন চেক পুলিশকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল।

ব্রাটিস্লাভায় গত সপ্তাহে সহস্রাধিক ইহুদীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ ইহাদের এখনও ৫০ জনকে আটক রাখিয়াছে।

বেলজিয়াম কঙ্গোয় ভারতীয়গণ

বেলজিয়াম কঙ্গোর ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিকর মাদিরা নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন—

"আমরা বৈকাল প্রায় সাত ঘটিকার সময় গান্ধীজীর সমীপে উপনীত হই। বাপুজী আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখান এবং বেলজিয়াম কঙ্গো ও রুয়াণ্ডা উরুণ্ডিতে ভারতীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা মন দিয়া শুনেন। এই সম্পর্কে তিনি কয়েকটি প্রশ্নও করেন। আমরা তাঁহাকে ভারতীয়দের দুর্দ্দশার বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞাত করাই। তিনি আশ্বাস দিলেন যে, তিনি বিশেষ ধীর ও যত্নের সহিত বিষয়টি বিবেচনা করিবেন। তিনি বর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিতে রাজী হইলেন না, তবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতীয়দের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

আমরা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সহিত সাক্ষাৎ করিব।

প্রাপ্তবয়স্কদিগকে লেখা-পড়া শিখাইবার ব্যবস্থা

ঝিনাইদহ স্কুল কমিটির উদ্যোগে ঝিনাইদহ স্কুলে অশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। বহু ভদ্রলোক এবং শিক্ষিত যুবকগণ সভায় যোগদান করেন। সভার উদ্দেশ্য প্রত্যেকে সমর্থন করায় এবং শিক্ষিত যুবকগণ বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করায় একটি প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষা কমিটি গঠিত হয় এবং ঝিনাইদহ হাইস্কুলের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী সেরাজুল ইসলাম এম-এ, বি-এল সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সভাপতি মহোদয় এবং স্থানীয় ভদ্রলোকগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই শহরটী এবং ভুটিয়ারগাতি গ্রামে স্থানীয় প্রজা কমিটি গঠনপূর্ব্বক স্থানীয় লোক দ্বারা চালাইবার ব্যবস্থায় দুইটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি স্কুলে ৪০।৫০ জন করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শিক্ষালাভের জন্য উপস্থিত হইতেছে। অন্যান্য গ্রামেও শীঘ্রই স্কুল স্থাপন ও কার্য্যারম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। নিরক্ষর চাষী ও মজুরগণ লেখাপড়া শিখিবার জন্য বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছে।

মার্কিণ নাৎসী নেতা

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নাৎসী দলের নেতা ফ্রিট্‌স্ কুহ্‌নকে পেন্সিলভানিয়ার অ্যালেন্‌টাউনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে চৌর্য্য ও জালিয়াতির ১২ দফা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রায় ৫০ হাজার টাকা এই ব্যাপারে জড়িত।

হিটলারের অন্ধ অনুকরণকারী ফ্রিট্‌স কুন বৎসর পনের আমেরিকায় আছেন এবং আমেরিকার নাগরিকাধিকার পাইয়াছেন।

তাঁহার দল "জার্ম্মাণ-আমেরিকান বুন্দ"-এর এক লক্ষ সদস্য বলিয়া তিনি দাবী করেন।

সম্প্রতি এই অভিযোগ পাওয়া যায় যে, কুন আমেরিকানদের অর্থ অন্য কাজে দিয়াছেন। (কোন সুপরিচিত নাৎসী সম্বন্ধে কিছু করিলে আমেরিকায় এইরূপ অভিযোগ দেওয়া হয়)। এই কারণে তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে তদন্ত দাবী করা হয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অত্যাশ্চর্য্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনা-সমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয় তত্ত্ব
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ বৈষ্ণবোপনিষৎ ।০
১৮ [illegible]-আন্দোলন ।০
১৯ তত্ত্ববিবেক ।০
২০ গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১ গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible] ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকল্প
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৩/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ।১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-[illegible] ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। [illegible] ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকা ৴০
৬৭। [illegible] ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী এণ্ড অন্টোলজী ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

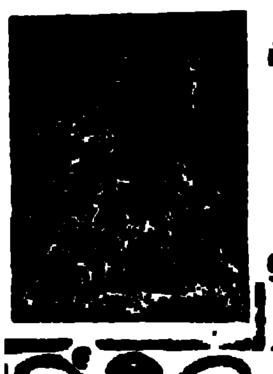

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ | ৬ বামন ৪৪৩ গৌরাব্দ, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ৮ই জুন ইং ১৯২৯, বৃহস্পতিবার | ৮৫শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(•)::——

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

পরমারাধ্যতম পতিতপাবন জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া ভক্তবৃন্দের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ৫ই জুন গোধূলির সন্ধ্যার সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুত হরিদাস বৈদ্য এম্‌-এ ও শ্রীযুত শ্রীদামচন্দ্র মণ্ডল বি-এ মহোদয়দ্বয় শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মে আগমন করিলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের নিকট মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য, হরিভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব, নাস্তিকতা, সংশয়, সগুণ, নির্গুণ ও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ অধোক্ষজ ভগবানের সেবার কথা, বিশ্ববাসী চিন্তাস্রোতের সহিত শ্রীচৈতন্যমঠ-বাসী ভক্তবৃন্দের চিন্তাস্রোতের পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার কথা প্রায় এক ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া তাঁহারা পরমানন্দিত হন। শ্রীযুত হরিদাস বাবুর আচার্য্যচরণে শ্রদ্ধা, অমায়িক ব্যবহার ও সৌজন্য বাস্তবিকই প্রশংসার্হ।

———

কলিকাতায় প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তি-সৌরভ্যান ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সজ্জনগণের সাদর আহ্বানে কলিকাতা বড়-বাজার পানপোস্তায় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গমনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করেন। গত ১লা জুন ভক্তিশাস্ত্রীজী "বৈষ্ণবধর্ম্মের স্বরূপ", ২রা জুন "যোগ ও ভক্তি", ও ৩রা জুন "শ্রীচৈতন্যদেবের দান" সম্বন্ধে তিনটী জনমনোহারিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। পণ্ডিতজীর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ চেতনময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হইয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও নামের কীর্ত্তন হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত ভক্তিশাস্ত্রীজী কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া মঠবাসী ভক্তগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার সেবোৎসাহময়ী বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ সকলেই আচার্য্যচরণে উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইতেছেন।

— —

মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌-এ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ ভক্তবৃন্দ শ্রীগৌড়ীয়মঠে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট পাঠ, বক্তৃতা ও আলোচনামুখে নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তনমুখরিত আছে দেখিয়া সজ্জনগণের আনন্দের সীমা নাই। শুধু কলিকাতা গৌড়ীয়মঠেই বা বলি কেন, শ্রীধাম-মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও তাঁহার শাখামঠসমূহেও শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন হইতেছে। হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনে রত থাকিয়া ভক্তগণ পরমোৎসাহের সহিত সানন্দে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গের সেবা করিতেছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্রাট শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় ও আনুগত্যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র মহাপ্রভুর কথা বিপুলভাবে প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা সর্ব্বত্র প্রবলভাবে নিত্য প্রচারিত হউক—ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের চরণে প্রার্থনা।

— —

গয়ায় প্রচার

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আশ্রিত আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা গয়া গৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ নিয়মিত পাঠ কীর্ত্তনাদি নির্ব্বিঘ্নে হইতেছে। দুপুরে ইষ্টগোষ্ঠীমুখে গৌড়ীয় নদীয়া-প্রকাশ আলোচনা করা হয়। প্রাতে ও সায়াহ্নে শ্রীসত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীপাদ পতিতপাবনবন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিপ্রবণ প্রভু পাটনা হইতে গয়া গৌড়ীয়মঠে আসিয়া সেবকগণকে বিবিধ সেবাকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি প্রায় সর্ব্বক্ষণই আচার্য্যপাদপদ্মের মহিমা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার আচার্য্যনিষ্ঠা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

প্রশ্ন—একান্ত সদাচারী আচার্য্যকেও লোকে দোষারোপ করে কেন?

উঃ—"সকল আচার্য্যের আর কি কথা, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং ঈশ্বর হইলেও কখনই নিজ চরিত্রে কোন দুরাচার দেখান নাই। এমন নির্ম্মলচরিত্র প্রভুকে যাহারা দুরাচারী বলিয়া নিন্দা করেন তাঁহাদের জীবনে ধিক্! অসদাচারী ব্যক্তিগণ আচার্য্যদিগের মিথ্যা দোষারোপ করিয়া আপনাদের দোষকে গুণ বলিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন। হা কাল! [illegible] করিবে! [illegible] কপট বেষধারী হইয়া [illegible] নিন্দা করেন, আবার [illegible] মহাপ্রভুর গোস্বামিগণের উপর দোষারোপ করিয়া তাঁহাদের [illegible] করেন! [illegible] গোস্বামী ও [illegible] সম্বন্ধে [illegible] কেন করেন।"

[illegible] হরিকথা

শ্রীপাদ মাধব [illegible] সন্ধ্যার পর [illegible]। ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রত্যহ [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হইয়াও গুরুভ্রাতাদের সম্প্রদায় সঙ্গে [illegible] অর্থাৎ উপাসনা [illegible]। [illegible] পুরী গোঁসাই তাঁহাকে অপরাধী বলিয়া বর্জ্জন করেন। সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, গুরু-অবজ্ঞা প্রভৃতি —এই সকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদলের দ্বারা উপেক্ষিত হন।"

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible]

দক্ষতা

——::(•)::——

দক্ষতা শব্দের অর্থ নিপুণতা, পটুতা বা সামর্থ্য। ভক্ত ও অভক্ত উভয়েরই দক্ষতা আছে। তবে একজনের দক্ষতা নিজেন্দ্রিয়তর্পণের জন্য আর একজন ভগবৎ-সেবার্থ। [illegible] বৈষ্ণবের নিকট সেই হাস্যরসীদের দক্ষতা তুচ্ছাতিতুচ্ছ। [illegible] দক্ষ। [illegible] তাঁহাদের উৎসাহ [illegible] বৃদ্ধি করিতে তাঁহারা বিশেষ দক্ষ। [illegible]

[illegible]

[illegible] প্রতিবন্ধক। [illegible] সেবাপক মানুষ।

যাহারা নিজদিগকে বাহাদুর মনে করে সেই সকল বাহাদুরগণ নিজেদের বাহাদুরী চতুর্দ্দিকে কলে-কৌশলে প্রচার করে। কিন্তু ভক্তগণ তাঁহাদের সেবার কথা কাহাকেও না জানাইয়া অন্তরের অন্তঃস্থলে [illegible] করেন বলিয়া সাধারণ লোক তাঁহাদের গুণসমূহ দেখিতে পায় না। তাই তাহারা সেবাবিরোধী ভক্ত অপেক্ষা [illegible] মনে করে। [illegible] তাহারা তাঁহাদের [illegible] করে। [illegible] নাই। তবে [illegible] তাঁহারা দক্ষ। [illegible] তাঁহারা যদি [illegible] করেন।

বৈষ্ণবগণ সকল কার্য্যেই যে লোক [illegible] দক্ষ হইবেন, এরূপ নয়। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সুদক্ষ, তাঁহারাও [illegible] আদর করেন এবং [illegible] তাঁহাদিগকেই বৈষ্ণব জানেন। [illegible] বৈষ্ণব-ধর্ম্ম [illegible] হয় না। অন্যথা বাহ্য পার্থিব কার্য্যে দক্ষতা বা সেবাদক্ষতা কিরূপে প্রকাশ পাইবে?

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে কর্ম্মকুশল দক্ষ ও [illegible] শিবের কথা জানিতে পাই। এই দক্ষ শিববিরোধী। দক্ষ অভক্ত, আর শিব ভক্ত। দক্ষের [illegible] শিবের [illegible] [illegible] থাকবে। [illegible] কারণ হবে? কোথা দক্ষ বৈষ্ণব-প্রবর শিবকে তাঁহার [illegible] সুতরাং কনিষ্ঠ মনে করিয়া বৈষ্ণবে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া [illegible] [illegible]। [illegible] দক্ষতা বা [illegible] ইহাই পরিণাম! বৈষ্ণব-[illegible] [illegible] বৈষ্ণবাপরাধে [illegible]। [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণ, ইন্দ্রিয়-পরিচালন বা [illegible] তাহাদের লক্ষ্য। পুনঃ পুনঃ [illegible] তাহাদের প্রাপ্য ফল। সেই [illegible] বাহিরের [illegible] তাহারা [illegible] পারে না। তাহারা মনে করে, ভক্ত তাহাদেরই মত লোক, ইন্দ্রিয়তর্পণ-পর ব্যক্তিরা [illegible] ভক্তগণও বুঝি পাপপুণ্যের অধীন। এমন তাহাদের দুর্দ্দৈব! তাহারা [illegible] না হওয়ায়—[illegible] সম্পূর্ণভাবে ভক্ত-[illegible] নিযুক্ত না হওয়ায় [illegible] চরমকল্যাণ লাভ অসম্ভব।

—— ——

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

——::•::——

অপরের আশ্রয়ে যখন শ্রীনামপ্রভুর প্রতি [illegible] উদয় হয় এবং শ্রীনাম-প্রভু যখন নামোচ্চারণকারীকে [illegible] জ্ঞান করেন, তখনই নামকীর্ত্তনকালে নামের সুমধুর উপদ্রব বা নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের অত্যাচার উপলব্ধির বিষয় হয়। অন্যত্র আপনজনের নিকটই শ্রীনামপ্রভু স্বীয় প্রতাপ বা চাপল্য প্রকাশ করেন। কান্ত ও কান্তার মধ্যে যেরূপ [illegible] নানাপ্রকার চাপল্য লক্ষিত হয়, শ্রীনামও [illegible] শরীর প্রতি [illegible] নানাপ্রকারে চাতুর্য্য বা চাপল্য প্রকাশ করেন। নাম-গ্রহণকারীকে আপনজন-জ্ঞানে তাহার উপর নানাপ্রকারে স্বীয় [illegible] প্রভুত্বের অত্যাচার বিস্তার করিয়া থাকেন।

এই উপদ্রব অত্যন্ত মধুর। উহা চিত্তে [illegible] করে। স্বীয় বিচিত্র বিলাস [illegible] নামগ্রহণকারীকে একান্ত আপনার, নিজের [illegible] নিজের সম্পত্তি-জ্ঞানে নানাপ্রকারে তাহার সহিত রঙ্গ করিয়া যে স্বীয় প্রতাপ দেখান, উহা নামগ্রহণকারীকে আনন্দসিন্ধুতে নিমজ্জিত করে। "অঙ্গ বৈছে নিদয়ার, দেখাইয়া অতিচার, গড়ীয়ে আকর্ষিয়া খায়।"—শ্রীনাম-প্রভুও সেই-রকম-ভাবে স্বীয় মাধুরী প্রদর্শন করিয়া ভজনকারীর চিত্ত সবলে আকর্ষণ করেন। নাম-প্রভুর এইরূপ উপদ্রব সিদ্ধিকালেই লাভ হয়। তখনই শ্রীনামের রস-স্বরূপ উপলব্ধি হয়—রসের আস্বাদন হইতে থাকে। রসস্বরূপ শ্রীনামের উদয়েই রসাস্বাদন বা তাহার [illegible] উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য লাভ হয়। ইহা ভাবভাব অতিক্রম-পূর্ব্বক প্রেমের স্তরে পৌঁছিলেই সম্ভব হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে। প্রেমের রাজ্যে অবস্থান হইলেই শ্রীনামের বিলাস দর্শন বা রসাস্বাদন সম্ভব হয়।

'কল্যাণকল্পতরু'র দ্বিতীয় গীতিটিতে কামাদ্য়েরও অর্থ বলা হইয়াছে। কৃষ্ণ—মদনমোহন, পঞ্চশরের দ্বারা শক্তিগণকে আকৃষ্ট করেন। [illegible] সাধুসঙ্গ করেন, তখনই কৃষ্ণ বাণ ছুঁড়িয়াছেন জানিতে হবে। [illegible] স্পর্শ করা পর্য্যন্ত জীব শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি পর্য্যন্ত স্তর অতিক্রম করেন। জীবের হৃদয় স্পর্শ করাই ভাবোদয়। এর আগেকার অবস্থাগুলি In the course of the flying of the shaft that is shot by Krishna towards the target (the jiva-soul)। ভাব অর্থাৎ জীবের কেন্দ্রস্থান target স্পর্শ করা যায়, রক্তপাত বা বিদ্ধ করা পরে। রক্তপাত মানেই অনুভাবাদি। একই ভক্তির বিভিন্ন অবস্থা। সাধনাবস্থায় অর্থাৎ আসক্তি পর্য্যন্ত (In the course of flying of the shaft এই অবস্থা পর্য্যন্ত) শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তি প্রকাশাবস্থা। ভাবোদয়ে রতির উদয়। ভাবভক্তি—রতিমূলা। প্রেমকেই 'ভক্তি' বলা হয়। প্রেম—[illegible]। ভাবে জীবের সহিত হৃদয়ের সঙ্গে স্পর্শ হয়, অর্থাৎ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তরঙ্গের উদয় হয়। প্রথমতে রতি ripple's দেখা যায়। ripple-ও সব সময় ঠিক বলা যায় না, stir (কোভিত) ও বলা যায়। অতএব Calm (শান্ত), stagnant (স্থির) নয়—[illegible] নয়, বিরলতে ripples নাই নিথর, নিস্পন্দ। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সেরূপ নহে, তাহাতে লহরী আছে। প্রথম অবস্থায় stir and ripples, ভাবাবস্থায় তরঙ্গ waves, তাহার পর প্লাবন flood। তখন আর কেবল হৃদয় স্পর্শ নহে, একেবারে এপিঠ ওপিঠ পার হইয়া বিদ্ধিয়া মূর্চ্ছিত, পাতিত করা।

বিপদের নানা প্রতিকূল অবস্থা বা বিপদ-বিপদের মধ্য দিয়া শ্রীগুরুদেব যে কি ভাবে কত কৌশলে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাবিয়া তাঁহার কোন কূলকিনারা পাওয়া যায় না। প্রভুপাদের দৃষ্টি খণ্ডিত ছিল না, তিনি ত্রিকাল সত্যদর্শী, তথাপি আজ আমাদের এই যে বিপদের সম্মুখীন করিয়াছেন এবং তাহা হইতে রক্ষা করিতেছেন—ইহার মধ্যেও তাঁহার গভীর মঙ্গলময়ী ইচ্ছা এবং সুগভীর লীলারহস্য আছে। চারিটা রাক্ষস বিপদ ধ্বংস করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। প্রভুপাদের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা সর্ব্বাবস্থায় জয়যুক্ত হউন—ইহাই আমাদের প্রাণের কথা হউক—

শ্রীউপদেশামৃতের "বৈকুণ্ঠাজ্জনিত" শ্লোকে যে 'বিবেকী' শব্দ আছে, তাহার দ্বারা অনুরাগের কথাই বলা হইয়াছে। 'বিবেকী' শব্দের অর্থ অনুরাগী, বিচার-বুদ্ধিযুক্ত নয়। ভাগবতে যে জীব ও নরোত্তম সম্মানের কথা বলা হইয়াছে, সেই নরোত্তমই 'বিবেকী'। নরোত্তম—বিবৎ, জীব বিবিদিষা। 'বিবেকী' শব্দে অনুরাগী, নরোত্তম, বিবৎ, পরমহংস, কৃতী প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে।

হরিকথা বলিবার সময় শ্রোতার বুঝিবার সুবিধা হইতেছে কি না, তাহার দিকে

বিশেষ নজর রাখা দরকার। সকলের temparament (চিত্তের রুচি) কিম্বা ধরিবার capacity (ক্ষমতা) এক-রকম নয়। শ্রোতার temparament বা capacity লক্ষ্য করিয়া তিনি যাহাতে বেশ interest পাইতে পারেন, সেইভাবে বলা দরকার। তবে তাহার মন যোগাইতে হইবে না, তাহা হইলে তাহার উপকার করা হইবে না, বঞ্চনা করা হইবে।

খুব বড় জিনিষের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে, তাহার পথও বলা হইয়াছে। এখন অগ্রসর হইতে হইবে। acceleration (ক্রমবর্দ্ধমান গতি) চাই। accelerated speedএ চলিতে হইবে। সে বাক্যের নিত্য নূতন কথা কীর্ত্তন করা চাই। কৃত্রিমভাবে নূতন কথা বলিবার বাহাদুরী দেখাইতে হইবে না; আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি পাইবে। কৃত্রিমভাবে দেখাইতে গেলে 'প্রাকৃত-সহজিয়া' হইতে হইবে। সহজিয়া তত্ত্বস্ফূর্ত্তি না হইতেই তত্ত্বের কথা বলিতে চায়। কৃষ্ণের shaft পুষ্পবাণ হৃদয়ে না পৌঁছাইতেই অর্থাৎ হরিস্মৃতি না হইতেই 'অনুভাব' দেখাইতে চায়। ইহা কৃত্রিম ও অপরাধজনক কিন্তু আবার এই অনুভাব বা নামের উপদ্রব—ইহাই ত' সাধ্য ও প্রয়োজন। বিভাব—হেতু, অনুভাব-লক্ষণ; কতকগুলি অন্তর্লক্ষণ এবং কতকগুলি বাহ্যলক্ষণ আছে। লক্ষণ যদি প্রকাশ না-ই পাইল, তবে আর কি হইল? Calm থাকিলেই ত' হইবে না, ripples বা তরঙ্গ হওয়া দরকার, shaft লক্ষ্য স্পর্শ করিলে তাহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। Shaft or শব্দব্রহ্ম, গুরুমুখ হ'তে যখনই হরিনাম বা মন্ত্র বিনিঃসৃত হইয়াছে, তখনই The Transcendental shaft is shot by কৃষ্ণ the Transcendental Eros or Cupid towards the target the jiva-soul. In the course of the flying of the shaft সাধুসঙ্গ, ভজন-ক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি ইত্যাদি। যদি এই পথ বা আকাশ-অবকাশের (time or space-এর) মধ্যে obstacle (বাধা) থাকে, তাহা হইলে shaft (তীর) target (লক্ষ্য) স্পর্শ করে না। Shaftএর বিদ্ধ করার অবস্থায় রক্তপাত, ভূলুণ্ঠন প্রভৃতি অনেক বাহ্যলক্ষণ প্রকাশিত হয়। কেবল calm থাকা ত' বিজ্ঞের চিহ্ন, সেখানে তরঙ্গ নাই। যেখানে shaft target স্পর্শ করে নাই, সেখানে রক্তপাতাদি দেখাইবার চেষ্টা কৃত্রিম ও জড় অহঙ্কারপ্রবৃত্তি; তবে এগিয়ে যাওয়া দরকার। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ, সাধুবৃত্তি একান্তভাবে অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য। ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে হইবে। তীর বাণের দ্বারা স্পর্শ করিল না, সে পথ অবকাশ বা time ও spaceএর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, obstacle কিছু খাড় করাইয়াছে, আলো আসিতে দিল না, সেখানে shaft অন্যদিকে গেল, হরিনাম তাহার দ্বারে প্রবেশ করিল না। গুরুমুখ-বিনিঃসৃত শব্দব্রহ্ম কর্ণরন্ধ্র-পথ দিয়া হৃদি মাঝে প্রবেশ করে,—"সখি! কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম। কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মন প্রাণ॥" 'হৃদি মাঝে প্রবেশ,' 'মরমে পশিল' ইহাই target স্পর্শ করা। স্পর্শ করিলে পরে উৎকর্ষ—আকুল করিল মন প্রাণ, ইহাই রক্তপাতাদি অনুভাব। যদি মরমে না পশে তাহা হইলে গুরুদেব হরিনাম উচ্চারণ করিলেন অর্থাৎ পুষ্পবাণ ছোঁড়া হইল কিন্তু target missed হইল। প্রভুপাদের সেবা করিয়া যদি তত্ত্বস্ফূর্ত্তি না হইয়া থাকে, তবে ঐ সেবা প্রভুপাদ গ্রহণ করেন নাই, নিজের সেবা হইয়াছে। প্রভুপাদ গ্রহণ করিলে তত্ত্বস্ফূর্ত্তি হইবে।

মনোব্যথা

(উপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী)

বহুদিন হইল শুদ্ধভক্তিমঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিবার সৌভাগ্য করিয়াছি। মঠে আসিয়াই নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকি নাই। মঠসেবকগণের নিকট আমার কত প্রকারের যোগ্যতা আছে সেইগুলি ক্রমে ক্রমে দেখাইয়া তাহাদিগকে মুগ্ধ করিবার কত চেষ্টা করিয়াছি। যখন যে সেবাকার্য্য করিবার সৌভাগ্য করিয়াছি সবগুলিতেই বাহবা মিলিয়াছে। আমার কর্ম্মদক্ষতারূপ সেবোৎসাহ দেখাইয়া মঠবাসিগণকে বিস্মিত করিয়াছি। এমন কি, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পর্য্যন্ত আমার গুণকীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-প্রদত্ত কত ধন্যবাদ, কত সার্টিফিকেট, কত উৎসাহপ্রদত্ত পত্র স্যুটকেস্ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছি, ভবিষ্যতে সেইগুলিকে কাজে লাগাইবার জন্য। এখন দেখিতেছি, বাস্তবিকই সেইগুলি কার্য্যে লাগাইবার সময় আসিয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যখন যাহা আদেশ করিয়াছেন সেই কাজেই আমার যোগ্যতার প্রশংসাপত্র পাইয়াছি। যখন মঠ-মন্দির পরিচালনের ভার দিলেন, তখন আমার ব্যবস্থাই সব চেয়ে শৃঙ্খলাপূর্ণ। এরূপ শৃঙ্খলতা আর আমার কোথায়ও গোচরীভূত হয় নাই। যখন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে আদেশ করিলেন, তখন কত লোককে যে কাঁদাইলাম তাহা বর্ণনাতীত। বক্তৃতা করিতে গিয়া প্রথমেই ডাক লাগাইয়া দিলাম। হরি-কীর্ত্তনে বারঘণ্টা উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত তিনলক্ষ হরিনাম জপ করিয়া কত মালা টানিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমার কত যোগ্যতা! আমার যোগ্যতার কেবল একটুখানি পাঠকগণের নিকট দিগ্-দর্শন করিলাম। পাঠক মহোদয়গণ যদি আমার সাক্ষাৎ পান তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিবেন, প্রশান্ত মহাসাগরের কূল আছে, কিনারা আছে, তল আছে কিন্তু আমার যোগ্যতা অকূল, অতুল, অতল ও অপার। আমার যোগ্যতা আছে বলিয়াই সম্মান! পাঠক মহোদয়গণ যদি কখনও মঠে আসেন, দেখিবেন মঠচারিগণ আমার সেবার জন্য কত ব্যস্ত! বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ পাত্র আমার অপেক্ষা করিতেছে। ভাল ভাল লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে হয়, তাই আমার নানাপ্রকার পোষাকের ব্যবস্থা। বিনা পরিশ্রমে সহস্র সহস্র মুদ্রায় আমার পকেট ভারী। কত গৃহস্থ কত সাধুসজ্জন আমার পাদপদ্মে ডালি দিয়া আমার কৃপাপ্রার্থী। আমার কত দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠায় করতালি উঠিতেছে।

এখন মন আমার বলিতেছে, দেখ তুমি কি যে সে লোক। আমিও দেখিতেছি, সত্যই তো আমি কি যে সে লোক। বন্ধু মন বলিতেছে, তুমি আর কাহারও আনুগত্য করিও না, তুমি নিজেই সুন্দর। আমি তোমাকে বৈষ্ণব করিয়া দিব, আচার্য্য করিয়া দিব, গুরু করিয়া দিব। পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিব; তুমি প্রস্তুত হও। এমন সময় কে তুমি আমার হৃদয় হইতে ধ্বনি করিতেছ, কে তুমি বান্ধব, করুণাময় আমার প্রেরণা দিতেছ—শুনিও না, শুনিও না, মনের গান শুনিও না। মনের গান শুনিলে চিরকাল কাঁদিতে হইবে—তোমার সুখের চাঁদি চিরতরে আঁধার গগনে বিলীন হইয়া যাইবে। সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!

রে মন, এখন তোমার করযোড়ে নিবেদন করি, তুমি আমায় বঞ্চিত করিও না। দয়া করিয়া বল তোমার সঙ্গে তো অনেক দিন মঠবাস করিলাম, কৈ আমার তো বিশ্ব-দর্শন হল না, তোমার পিছনে ভ্রমণ করিয়া আমার বিষের ক্ষুধা নিবৃত্তি ত' হইল না। আমি যে চেতনের কাঙ্গাল। কোথায় চেতন? কোথায় শ্রীচৈতন্যমঠ? কোথায় শ্রীচৈতন্যমঠবাসী বৈষ্ণববৃন্দ? কোথায় শ্রীচৈতন্যের বিলাস-ভূমি শ্রীধাম? তুমি আমায় বিশ্বাসের ছলনা দেখাইয়াছ। তুমি সেবার নামে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছ। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমার জীবন ব্যর্থ করিয়া দিয়াছ। বিশ্বাসঘাতক মন! তুমি আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে দাও নাই, শ্রীচৈতন্যমঠের দ্বারদেশে যাইতে দাও নাই।

রে মন! তুমি বিশ্বকে ভোগরূপে আমার সামনে ধরে আমার ভোক্তা সাজাইয়াছ এবং মঠবাস বলিয়া ছলনা দেখাইয়াছ। আমার বিশ্ব-ভ্রমণে নরকগমনের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছ। অতো, তোমার মত বিশ্বাসঘাতক মহা-শত্রু পৃথিবীতে আর কে আছে?

হায় হায়! মনের ছলনায় পড়িয়া আমার মঠবাস হইল না! আমি কখনও বিশ্বের ভোগী ও বিশ্বের ত্যাগী সাজিলাম। আমার সাধুসঙ্গ হইল না। অধিকন্তু ভীষণ বৈষ্ণবাপরাধে অনন্তকালের জন্য মহানিরয়ের যাত্রী হইলাম।

এখন কোথায় যাই? বিশ্ব চতুর্দ্দিকে শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চতুর্দ্দিকে মুণ্ড-মালিনী ডাকিনী-যোগিনী-পরিবৃত হইয়া চর্ম্মপাত্রে রক্ত পান করিতে করিতে উন্মুক্ত কৃপাণ লইয়া থেই থেই করিতেছে। ভৈরব বাজায়ের কাল ভৈরবের ভূতগণ ভৈরব-নাদে ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। অন্ধকার, চতুর্দ্দিকে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। পরিত্রাহি—পরিত্রাহি—হে শ্রীচৈতন্যবাণীর বরপুত্র একমাত্র বিশ্ববান্ধব করুণাময় শ্রীআচার্য্যদেব—পরিত্রাহি!!

দীনের প্রতি—অযোগ্যের প্রতি অহৈতুকী কৃপা করুন। পতিতপাবন আচার্য্যদেব এই পতিতাধমের সম্মুখে উদিত হউন। আমি আপনার কোটীচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন ধন্য করি।

গুরুদেব! আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই।

গুরুদেব! হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শোধিয়া লহ নিজ পানে
ঘুচিবে বিপদ ঘোর॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর.গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। তৎপ্রাচীন প্রত্ন-মাজিকচালকদের'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

'১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যহচতুষ্টয় বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ভাগবত পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপকাদম্বিনীজলাশয়

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসানুজ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা —(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াতীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) সত্যবাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওবং পাগাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

খাজাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

স্বরাজ রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গন্ধীবাগ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—দেওলারী.

পোঃ ফোজোন, জেলা গুরদাস (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮৫নং কুতুব রোড, নয়া দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বাল্লাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, আলালনাথ

শ্রীশ্রীগৌরগোপীনাথ-জগন্নাথ-বলদেবসুভদ্রাবিগ্রহের সেবা

(৫১) সাক্ষীগোপাল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সত্যবাদী, খুরদা রোড গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরগোপালগান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ

ভক্তি কুটি, পোঃ স্বর্গদ্বার, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪। ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

৫৫ শ্রীগোরকুটী

(৫৬) গিরিধারি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কমলেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

নাজিরাবাদ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) খড়েশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মবারগৌড়ীয়-ভ্রমণ-মন্দির

পোঃ মঙ্গলকুন্ডা, মাদ্রাজ

(৬০) মাধবগৌড়ীয়মঠ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ সাহেবগঞ্জ, মেদিনীপুর

(৬১) ভজন গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রণডিহা। বর্দ্ধমান।

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

চুচুড়া, পোঃ চিনসুরা, (মাদ্রাজ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লেউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাইনকোর্ট

গ্ল্যাশটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ফিটকেট রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি।

(৬৮) শ্রীবিষ্ণুনিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৩৲	২৲		৩৲
অর্দ্ধকলম			৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম-বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সংসাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

শ্রীচৈতন্যমঠের তত্ত্বাবধানে

গ্রাম্য স্বাস্থ্যকর স্থানে স্থাপিত বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালন ব্যবস্থা। শিক্ষকগণ সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আহার ও বেতনাদিতে প্রায় মাসে মাত্র ৯৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সবিস্তারভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত সম্পাদক ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ব্রজপত্তন, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

ব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বজ্ঞ সজ্জনগণের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চসপ্ততিতম বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই সংলাপের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংস্য সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন মহোদয়-বিরচিত এম এ মহোদয়ের গ্রন্থ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——॥(৩)॥——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন মহিমান্বিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সরস্বতীসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——॥(০)॥——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(টাওয়ার টাইম্)

আপ্

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৫	৭ ০৩	১২-২৫	১৪-৫৬	১৬-৫৯	১৭ ৫৯	২২-২৯
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৩-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৯	১৭-৫৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১৯
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৩	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৭
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন্

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৫৫		৯-১০			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ১৯	৯ ১৯	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৯	১৯-১১	২১-১৩
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৯-১৬	১৯-১১	২১-৪০	২৩-২৯

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৯		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৯০ (রবিবার)	
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৪	১৯-১৯		২১-৫০

২৩-৩০

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিত্যই নূতন সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৮৯।১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পো: শেওড়াফুলি, ৪৪ ক্ষ—

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম মায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ৯ই জুন, ১৯৩৯, শুক্রবার [৮৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

নবদ্বীপে সভা

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বাগচি মহাশয়ের ভবনে, নবদ্বীপ-প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত [illegible] গোস্বামী সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রী[illegible] দত্ত, প্রগতি লেখক সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। সভায় [illegible] ইকবালের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। তাহার পর শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল রায় 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সম্বন্ধে এবং কমরেড অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য্য 'দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলন' ও শ্রীযুক্ত অমলেন্দু ভট্টাচার্য্য 'বোবা বোনার একখানি পত্র' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সভায় স্থির হয় যে, যথাসম্ভব শীঘ্র 'বিংশ শতাব্দী' নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে সভায় একটি কমিটি গঠন করা হয়।

বেলজিয়াম কঙ্গোতে ভারতীয় নির্য্যাতন

বেলজিয়াম কঙ্গোতে নির্য্যাতিত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি মিঃ [illegible] আলী জাবনি ও মিঃ কীর্ত্তিকর লাদিয়া গত ৬ই জুন প্রাতে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের বক্তব্য জানান। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, আগামী ২১শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে বেলজিয়াম কঙ্গোয় নির্য্যাতিত ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বিষয় আলোচিত হওয়ার সম্ভাবনা।

বেলজিয়াম কঙ্গোতে আদালতে বিচারের সময়ে ভারতীয় আসামী দলকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যবহারজীবী নিযুক্ত করিবার অধিকারও দেওয়া হয় না। প্রতিনিধিদের নিকট হইতে উহা শুনিয়া ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, ভারতীয়দের প্রতি চরম অন্যায় ব্যবহার করা হইতেছে।

প্রতিনিধিরা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিতও সাক্ষাৎ করিবেন।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি

রাঁচি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের লেকচারার ডঃ সত্যচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের লেকচারার মিঃ মুকুন্দমুরারি চক্রবর্ত্তী এ বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তি [illegible] বিষয়ে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষ

কমন্স সভায় মিঃ [illegible] সহকারী ভারত-সচিব কর্ণেল মুইরহেডকে জিজ্ঞাসা করেন যে, লর্ড লিনলিথগো দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বিদ্বেষ আইন সম্পর্কে ১৯২৭-২৮ সালের ন্যায় গোল-টেবিল বৈঠক আহ্বানের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ইউনিয়ন সরকার তাহাতে সম্মত হইয়াছেন কিনা এবং একটা বৈঠক হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা। উত্তরে কর্ণেল মুইরহেড বলেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্ট ও ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই বিষয় আলোচনা চলিতেছে। এক্ষণে আমার কোন বিবৃতি না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করেন।

বাঙ্গলার নূতন অস্থায়ী গবর্ণর

বাঙ্গলার বর্ত্তমান গবর্ণর স্যার হার্বার্ট [illegible] শীঘ্রই ছুটি লইতেছেন। তাঁহার স্থলে স্যার জন উডহেড অস্থায়ীভাবে কাজ করিবেন। স্যার জন গত সপ্তাহে বোম্বাই পৌঁছেন। সোমবার প্রাতে ডাউন বোম্বাই মেলে তিনি কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। সরকারী কর্মচারীরা তাঁহাকে হাওড়া ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন।

বাঙ্গলার নবনিযুক্ত অস্থায়ী গবর্ণর স্যার জন উডহেড সোমবার রাত্রিতে কলিকাতা হইতে দার্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন।

ব্রহ্মের মন্ত্রিসংখ্যা বৃদ্ধি

উ পু'র প্রধানমন্ত্রিত্বে, ছয়জন মন্ত্রী লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইবার পর হইতেই রাজনৈতিক মহলে গুজব শোনা যাইতেছে যে, মন্ত্রিসংখ্যা বাড়াইয়া আটজন করা হউক। প্রকাশ যে, মন্ত্রীরা নিজেরাও এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহারা গবর্ণরের নিকট আরও দুইজনের নাম পাঠাইয়াছেন। সমস্ত বিষয় এক্ষণে গবর্ণরের বিবেচনাধীন।

মন্ত্রিসংখ্যা বাড়াইবার পক্ষে এই যুক্তি দেখান হইতেছে যে, [illegible] মন্ত্রী থাকায়, উক্ত ব্যাপারে গবর্ণরের সম্মতি আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। [illegible] শিক্ষা ও বনবিভাগের মন্ত্রীদের কাজের চাপ এত বেশী যে, একজন অতিরিক্ত মন্ত্রীর বিশেষ প্রয়োজন। নূতন মন্ত্রী নিয়োগ হইলেই পুনরায় রাজনৈতিক সঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে।

পাঞ্জাবে পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিয়োগের প্রস্তাব

প্রকাশ যে, মন্ত্রিসভা সাতজন পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ছয়জন মন্ত্রীর ছয়জন সেক্রেটারী থাকিবে; তাহা ছাড়া প্রধান মন্ত্রীর একজন অতিরিক্ত সেক্রেটারী থাকিবে। ইউনাইটেড দল হইতে তিন জন এবং আকালী, [illegible] এবং অন্যান্য দলের একজন করিয়া প্রতিনিধি লইয়া এই সাতজন পূরণ হইবে।

কলিকাতামুখী চট্টগ্রাম মেল

গত মঙ্গলবার রাত্রে কলিকাতামুখী চট্টগ্রাম মেল প্রায় ন'টার সময়ে [illegible] নিকটবর্ত্তী হইয়া অকস্মাৎ [illegible] খালের সেতুর উপর দাঁড়াইয়া পড়ে এবং ১৫ মিনিট সেই অবস্থায় থাকে। জানা গেল যে চলন্ত ট্রেন হইতে একজন যাত্রী নাকি পড়িয়া যাওয়ায় বিপদসূচক শিকল টানিয়া গাড়ী থামান হয়। ট্রেনের ড্রাইভার ও গার্ড বহুক্ষণ পর্য্যন্ত যাত্রীটির অনুসন্ধান করেন, কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৹ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিহুতের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷৹ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুর্গতিরঞ্জন নাথ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অপ্রাপ্য) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অপ্রাপ্য) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৹ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷৹
১৮। বামন-অংশুবর ৷৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶৹
২২। ভজন রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲ (অপ্রাপ্য) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ৷৹
২৭। বৃন্দাবনলীলা বর্ণনোৎসব (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রম্ (সানুবাদ) ৷৹
২৯। গোবিন্দভাষ্য (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-শিখা-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৴১৹
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ৷৹
৪০। শরণাগতি ৴৹
৪১। গীতাবলী ৴৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনপথ ৴৹
৪৪। [illegible] ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৹/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴১৹
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। স্তবমালা বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶৹
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৬০। সারগ্রাহী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷৹
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিধিজ্ঞঃ ৷৹
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। তত্ত্বসূত্র ৷৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টক ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়ভজনপদ্ধতি ৴৹
৬৭। সারাৎসারনির্ণয় ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৯। এ পিপ্ অ্যাট বৈষ্ণব অন বেদান্ত ৷৹
৭০। নামভজন ৴৹
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টোলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৶৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹
৭৪। বেদান্তসূত্র ৷৹
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয় মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৭৬। দি ভাগবত ৷৹
৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আধ্যাত্মিক ইনস্টিটিউশন ৷৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮১। সাধন-পথ ৷৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ৭ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৯ই জুন খৃঃ ১৯৩৯, শুক্রবার | ৮৬শ সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-বাণী

নাম যেরূপ সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব, নামাপরাধ সেইরূপ সকল প্রকার পাপ ও অপরাধ অপেক্ষা কঠিন। সর্ব্বপ্রকার পাপ ও অপরাধ নামাভাসমাত্রেই দূর হয়, নামাপরাধ তত সহজে যায় না। পঞ্চবিধ পাপ কোটিগুণিত হইলেও নামাপরাধের তুল্য হয় না।

জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যেস্থলে স্থূল শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সেস্থলে বৈষ্ণবতা নাই। যেহেতু তদ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিন্তু নিত্য উপকার হয় না। তবে যেখানে ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সেখানে তত্তৎকার্য্যেও বৈষ্ণবের যত্নপ্রবৃত্তি হয়।

অকারণ পরচর্চ্চা করা অতীব ভক্তি-বিরোধী। অনেকে আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কোন কোন লোক অন্যের প্রতি বিদ্বেষপূর্ব্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন। এ সকল বিষয়ে যাঁহারা ব্যস্ত হন, তাঁহাদের চিত্ত কখনও কৃষ্ণপাদপদ্মে স্থির হইতে পারে না। পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তি-সাধকের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভক্তিসাধকের অনেক অনুকূল কথা আছে, তাহা পরচর্চ্চা হইলেও দোষ হয় না।

ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিদ্বেষিগণই অসুর। সাধুতে ও অসুরে যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্য বর্ত্তমান আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্য-বিষয়েও সেইরূপ বৈপরীত্যভাব থাকা আবশ্যক। অসুরদের সাধু-বিদ্বেষ ও গো-বিপ্রহননই সাধন এবং মোক্ষ সাধ্য। ভক্তদিগের ভক্তিই সাধন এবং প্রেমই সাধ্য।

আপনারা না জানিয়াও অসাধুসঙ্গ করিলে ভক্তির নিকট অপরাধী হইতেছেন। বৈষ্ণবের অনাদর, অসম্মান করিলে অপরাধ হয়। বৈষ্ণব-অবমাননা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ জীবের পক্ষে হয় না। পাপ-সমূহ সাধারণ প্রায়শ্চিত্তেই ক্ষয় হয় কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপ—স্থূল ও লিঙ্গশরীরনিষ্ঠ। আর অপরাধ—জীবের আত্মনিষ্ঠ পতন-বিশেষ।

যিনি বৈষ্ণবের জাতিদোষ, কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ, নষ্টপ্রায় দোষ ও শরণাপত্তির পূর্ব্বাচরিত দোষ ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণবনিন্দক; তাঁহার কখনও নামে রুচি হইবে না। যিনি শুদ্ধভক্তির আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি শুদ্ধ-বৈষ্ণব। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধনামপরায়ণ সাধুর পদধূলি দেহে ভক্তি-পূর্ব্বক ধারণ করিবে।

পুরীতে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ইতঃপূর্ব্বে কিছুদিন যাবৎ গঞ্জামপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে অবস্থান পূর্ব্বক মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও সমাগত সজ্জনবৃন্দের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ৩রা জুন সন্ধ্যার পর স্বামীজী বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটীর প্রফেসার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রচন্দ্র দাস এম্-এ, প্রফেসার প্রেসিডেন্সী কলেজ; শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃ সেন এম্-এ প্রফেসার য়্যাঙ্গলো বেঙ্গলী কলেজ (এলাহাবাদ), কলিকাতা প্রুডেন্সিয়াল ইন্সিওরেন্স কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্ট শ্রীযুক্ত শচীনাথ মুখার্জ্জী প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত ও তাঁহার দয়ার কথা অনেকক্ষণ যাবৎ কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই পরমানন্দিত হন।

শ্রীপাদ সাগর মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

পুনরায় নৃত্য করিয়া মহাপ্রভুর আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা যদি সদানন্দ বা শিবানন্দ সাজিয়া পুনঃ পুনঃ আবদ্ধ হইয়া ভজনের অভিনয় করি, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। কোথায় নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ আর কোথায় আমরা বদ্ধজীব!

যখন মহাপ্রভু প্রয়াগে বিন্দুমাধব দর্শন করিয়া বিপ্রগৃহে নিভৃতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম দুই ভাই দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া দণ্ডবৎ-প্রণতি করিলেন এবং নানা শ্লোক পড়িতে পড়িতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন।

শ্রীরূপ দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
'উঠ উঠ রূপ আইস' বলিল বচন॥
কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণনে।
বিষয় কূপ হৈতে কাড়িল দুইজনে॥

এখানে আমরা যেন মনে না করি শ্রীরূপ বা শ্রীঅনুপম প্রভু বিষয়কূপে পতিত ছিলেন। তাহা হইলে আমাদের মহাপরাধ হইবে। কারণ তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ, তাঁহাদের কখনও বন্ধন সম্ভব নহে। কেবল কি করিয়া বদ্ধজীব সংসার হইতে উদ্ধার হইতে পারে, তাহা লীলায় করিয়া দেখাইতেছেন। একমাত্র কৃষ্ণের ও শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত সংসারকূপ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। শ্রীঅনুপমের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু। অনেকে বলে বলে বলেন—বেশ তাহলে তাহাঁদের কথা থাক, এখন যাই যেন কাজে পড়ায়। বেহারাবারা আধ্যাত্মিকগণ কিছুতেই মহতের ক্রিয়া-কলাপ বুঝিতে পারেন না। মহাভাগবতের চরিত্রে অচিন্ত্য বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ আছে। মহাভাগবতের এই লীলা অনুগ্রহ না হইলে প্রাকৃতগণ কিছুতেই তাঁহাদের মর্ম্মে প্রবেশ করে না।

মায়াতে থাকিয়া কভু ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

'রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদের সম্প্রদায় সঙ্গে দূষিত সিদ্ধান্ত লইয়া অধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন, এবং যে পুরী গোঁসাই ও ঠাকুরকে অপরাধী [illegible]। সেই প্রকার পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্ক-জ্ঞানোপদেশ—এই সকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন।"

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৭ বামন তিথি [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৫

বৈষ্ণবতা

কৃষ্ণভক্তির নাম বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবের [illegible] নাম বৈষ্ণবতা নহে। [illegible] বৈষ্ণবতা [illegible] বৈষ্ণবের [illegible] বৈষ্ণব—[illegible]। [illegible] বৈষ্ণবের প্রতি অপরাধ বা বিদ্বেষ বৈষ্ণবতা নহে। বহির্মুখতা ও [illegible] অবৈষ্ণবতার স্বরূপ। বৈষ্ণব [illegible] বৈষ্ণব—[illegible]। তিনি [illegible] জন্য [illegible] করেন, তিনিই বৈষ্ণব। [illegible] সেই কৃষ্ণ[illegible] বৈষ্ণবতা। অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগাদি-স্পৃহা [illegible] আরম্ভ হয় না। [illegible] করেন। [illegible] বৈষ্ণব। তাঁহারা [illegible] নাই, সাধুশাস্ত্রবাক্যে [illegible] নাই সেই শ্রদ্ধা-হীন শাস্ত্রিকগণ বৈষ্ণব নহেন। এই অবৈষ্ণবতাকে শাস্ত্র পাষণ্ডতা বলিয়াছেন। যেখানে শ্রুতিবিরোধী ব্যাপার, যেখানে শ্রুতিতে আস্থা নাই, সেইখানেই নাস্তিকতা বা সংশয়। কপাল খারাপ হইলেই জীব সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হারায়, শ্রুতি-বিরোধিনী যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া অধোক্ষজ-বস্তু গুরুবৈষ্ণবকে মাপিতে গিয়া মঙ্গলের পথে কণ্টক দেয়।

কৃষ্ণভক্ত অতি বিরল। অতি বিরল হইলেও নাই এরূপ নয়, তবে সংখ্যায় অতি অল্প। 'কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।' এই কৃষ্ণভক্ত হাটে-বাজারে পাওয়া যায় না। ভাগ্যবান্ জীবই এরূপ ভক্তের সন্ধান পান। নিজেকে সে [illegible] মনে করিতে হইবে না। শুদ্ধ বৈষ্ণবের [illegible] প্রতিষ্ঠার দরকার। [illegible] প্রতিষ্ঠা। [illegible] প্রতিষ্ঠা নহে। এই [illegible] উপলব্ধির সম্বন্ধ-জ্ঞান। ইহাই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা। লোকদেখান প্রতিষ্ঠা দরকার [illegible] বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠাকে জড়প্রতিষ্ঠা মনে করিতে হইবে না। বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা জিনিষটা বৈষ্ণবের [illegible]—অন্যের গুরু হওয়া বা দাস্ত করা। জড় প্রতিষ্ঠা—বাহিরের চমক বা [illegible] সম্মানলাভের চেষ্টা। বৈষ্ণবগণ তৃণাদপি সুনীচ। তাঁহারা অকিঞ্চন। তাঁহারা মাদৃশ বদ্ধজীবের ন্যায় জড়-প্রতিষ্ঠারূপ শূকরের বিষ্ঠার প্রার্থী নহেন। কৃষ্ণ[illegible]ই তাঁহাদের কাম্য। এক-কথায় কৃষ্ণকার্য্যাধীন থাকাই বৈষ্ণবতা। ইহাই [illegible]—ভক্তি—বৈষ্ণবতা। এতদ্ব্যতীত [illegible] সব অবৈষ্ণবতা অভক্তি।

বৈষ্ণবতায় কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা স্থান নাই। বৈষ্ণবতা জিনিষটা—অনুক্ষণ সেবাকামনা। ইহা যাহার যে পরিমাণে আছে, তিনি সেই পরিমাণে বৈষ্ণব। বৈষ্ণবতায় কপটতা নাই—[illegible] কাম-ক্রোধ-বাহাদি নাই। বৈষ্ণবতা ভগবানের নামে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ নহে, তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা। বৈষ্ণব—শরণাগত—অনুগত, তিনি স্বেচ্ছাচারী বা স্বতন্ত্র নহেন। যেখানে স্বতন্ত্রতা, সেইখানেই অবৈষ্ণবতা। কর্ত্তাভিমান ত্যাগই বৈষ্ণবতা। 'বড় আমি' হওয়া [illegible] আর 'দাস আমি' হওয়া বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবতায় ভোগ ও ত্যাগের কোন কথা নাই, অন্তরের খোশামোদ নাই, অন্তরে বাহিরে দুই রকম ভাব নাই। বৈষ্ণবের দুর্দর্শন বা কোপদর্শন নাই, তাঁহার সর্ব্বত্র

অনর্পণ—সেবার্পণ—চেতনার্পণ—আত্ম-অর্পণ—ভগবৎসম্বন্ধি-অর্পণ। কৃষ্ণকার্য্যে প্রীতি থাকায় তাঁহার কৃষ্ণের মায়ার প্রতি বৈরাগ্য স্বাভাবিক। বৈষ্ণব যুক্ত-বৈরাগ্যবান্। বৈষ্ণব—অনুরাগী। বৈষ্ণবতায় শঠতা নাই। বিষয়ে জড়ীভূত হইয়াও বাহিরে লোকদেখান বৈরাগী হওয়া বা অন্তরে অনর্থগ্রস্ত থাকিয়াও বাহিরে অনর্থ-মুক্তের ছদ্মবেশ লওয়ার ভাণ বৈষ্ণবতায় নাই। তাঁহাদের ভগবৎসেবা বা ভগবান্কে ডাকা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য নহে, পরন্তু ভগবান্কে সুখ দিবার জন্য। স্বরূপতঃ অশুচি হইয়া এরূপ পাপির দ্বারা বা বাহ্যৈরী—ঐরূপ কৃষ্ণসেবাবিলাস-বিরোধিনী অসতী চেষ্টা বা দুঃসঙ্গের আবাহন সেখানে নাই। সেখানে আছে কেবল চিদ্বিলাসের কথা। আত্মহারা অস্বীকার বা নিষ্কিঞ্চনের কথা সেখানে স্থান পায় না। বৈষ্ণবতায় পাপপুণ্যের কোন কথা নাই, তাহা পাপপুণ্যের অতীত—অতীন্দ্রিয় বস্তু। যাহারা [illegible], তাঁহারা সাধুসঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনে রত আর অবৈষ্ণবগণ কণ্ঠবৈরাগ্যের আবাহন করিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য ব্যস্ত। সেখানে নিজের বৈষ্ণবাভিমান প্রবল হওয়ায় সাধুগুরু বা বৈষ্ণবের বিরোধী হইয়া নির্ব্বিশেষবাদী বা ক্রমশঃ শুদ্ধবৈষ্ণবের বিদ্বেষী হইয়া পড়াই তাহাদের স্বভাব হইয়া দাঁড়ায়। তখন সৎকথা বা সৎসঙ্গ আর ভাল লাগে না। শ্রদ্ধাহীন জনগণ সাধুগুরু-শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করে না—[illegible] বিশ্বাস করে না, এমন কি, নিজেকেও বিশ্বাস করে না। আর যদি কখনও কাহাকেও সৌখিনভাবে বিশ্বাস করে, তবে সে ব্যক্তি তাহাদেরই সমজাতীয় লোক—অভক্ত। এই দুঃসঙ্গ বা অবৈষ্ণবের সঙ্গে বৈষ্ণবতার দ্বন্দ্ব চিরকালই আছে ও থাকিবে। বৈষ্ণবতা অবরোহপন্থা, আর অবৈষ্ণবতা আরোহপন্থা। একজনের আধ্যক্ষিক ভাই সম্বল, আর একজন গুরুবৈষ্ণব ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল—তাঁহাদের কৃপা-ভিখারী।

শ্রীল ভাগবতের বাণীতে আমরা পাই, সাধনাবস্থায় অর্থাৎ আসক্তি পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা [illegible] সাধনমূলা। ভাবোদয়ে রতির উদয়। ভাবভক্তি—রতিমূলা। প্রেম—কৃষ্ণমূলা।' এই ভক্তি লাভ করিতে হইবে। ভক্তের আনুগত্যেই ইহা সম্ভব, নতুবা নহে। ইহারই নাম খাঁটি বৈষ্ণবতা—কৃষ্ণপ্রেম-বিহ্বলতা। যাঁহার ভক্তি আছে তিনিই শ্রেষ্ঠ তিনি গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, পণ্ডিতই হউন বা মূর্খই হউন, ধনীই হউন বা দরিদ্রই হউন, সবলই হউন বা দুর্ব্বলই হউন, ব্রাহ্মণই হউন বা শূদ্রই হউন কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবানিরত তিনিই ভক্ত—তিনিই জগৎপূজ্য—জগদ্বন্দ্য। তাঁহার পদধূলির সহিত এজগতের কোন কিছুরই তুলনা হয় না।

কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত কোমলশ্রদ্ধ, তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই। মধ্যমাধিকারীর শাস্ত্র-যুক্তিতে বিশেষ নিপুণতা না থাকিলেও তিনি শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের চরণে ও সাধুগুরু-শাস্ত্রবাক্যে তাঁহার সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস আছে। আর উত্তমাধিকারী মহাভাগবত বৈষ্ণবগণ শাস্ত্র-যুক্তিতে সুনিপুণ এবং সর্ব্বথা দৃঢ়শ্রদ্ধ ও দৃঢ়নিশ্চয়। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ—অন্তর্যামী কৃষ্ণ তাঁহাদের প্রেমবশীভূত। এই মহাভাগবত বৈষ্ণব ও মহাভাগবতবর শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যই যথার্থ বৈষ্ণবের জীবন।

কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চিনিতে পারেন না বলিয়া সময় সময় বড় বিপদ্গ্রস্ত হন। মধ্যমাধিকারী গুরুকৃপায় বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব চিনিয়া অসৎসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সৎসঙ্গ করেন।

যাহার কতটুকু বৈষ্ণবতা আছে, তাহার কতটুকু গুরুবৈষ্ণবে প্রীতি আছে তাহা বুঝা যায়, তাঁহাদের আজ্ঞা-পালনে তৎপরতা দেখিয়া। বৈষ্ণবতা অন্তরের জিনিষ, লোক-দেখান একটা ব্যাপার নয়। বৈষ্ণব গুরুবৈষ্ণবের আজ্ঞা পালন করেন, তাঁহাদের আদেশ অনুসারে সেবাময় জীবন-যাপন করেন, নিজের খেয়ালমত চলেন না। এক কথায় তিনি আচারবান্। তিনি গুরুমুখে যা শুনেন, তাই করেন এবং যা করেন তাই বলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনই তাঁহার স্বভাব। যেখানে [illegible] কীর্ত্তন নাই, সেখানে শ্রবণ নাই, সেখানে স্মরণও নাই, সুতরাং বৈষ্ণবতার অভাব। কৃত্রিম-ভাবে কৃষ্ণস্মরণের চেষ্টা অভক্তি। সাধুসঙ্গে কীর্ত্তন করিতে করিতে কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে, তখনই উহা [illegible] হইতে থাকিবে। যেখানে বৈষ্ণবতা সেখানে কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অবস্থিতি বিরাজমান। যে অন্তরে অন্যাভিলাষ আছে, সেখানে আবার বৈষ্ণবতা কোথায়? গুরুকৃপা না হইলে কি তাঁহাদের সুখের জন্য ব্যস্ত হওয়া যায়? সুতরাং সম্বন্ধজ্ঞান আগেই দরকার, শ্রদ্ধাবান্ ও সম্বন্ধযুক্তের সঙ্গেই ইহা লাভ হয়।

[illegible] তাঁহার ভোগ্য নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে যত সংসার নহে কভু।

হরিভজন

(শ্রীপাদ নিতাইলাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

আমরা বহু জন্মের পর এই পবিত্র ভারতভূমিতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি। পশ্বাদি মনুষ্যেতর প্রাণীসকল বিবেকের অভাবহেতু সদনুষ্ঠান করিতে পারে না। দেবতাদি ঊর্দ্ধলোকবাসিগণও বিষয়ভোগে অতিনিবিষ্ট থাকাহেতু হরিস্মরণরূপ মূলবিধি অনেক সময় ভুলিয়া যায়। অতএব মনুষ্য-জীবনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সৎকর্ম্মসাধক বলিয়া সর্ব্বত্র শাস্ত্র ও মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—"নরতনু ভজনের মূল"। ভগবান্ শ্রীগৌরহরিও বলিয়াছেন,—

"ভারতভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥"

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই—

'নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরু-কর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥'
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

এই দুর্লভ মানব দেহরূপ সুদৃঢ় নৌকা, সদ্গুরুরূপ কর্ণধার ও ভগবৎ-কৃপারূপ অনুকূল বায়ু লাভ করিয়াও যাহারা ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া হরিভজন করে না, সেই সকল প্রাণীকেই আত্মঘাতী বলিয়াছেন। যাহারা আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তিটী সম্বন্ধে জাগ্রত না করিয়া কেবল নশ্বর দেহ-মনের বৃত্তি ভোগত্যাগেই প্রমত্ত থাকিল, তাহারা আত্মঘাতী ছাড়া আর কি? শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবাই আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তি। ভগবৎপ্রকাশ বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাছাড়া হরিভজন হওয়া অসম্ভব। শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা নিত্যা। কেবল ভগবদ্দর্শনের জন্য গুরুবরণের আবশ্যকতা আছে, পরে আর গুরুদেবের কোন দরকার নাই, এই প্রকার সিদ্ধান্ত কোন সাত্বত-শাস্ত্রে নাই।

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং গয়াধামে-শ্রী-শ্রী শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন,—

প্রভু বলেন—গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত রস পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥
(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্যতীত আর কেহই কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান করাইতে পারেন না। সুতরাং যেদিন শ্রীগুরুসেবাই হরিভজন বুঝিতে পারিব, সেইদিনই আমার হরিভজন আরম্ভ হইবে। গুরুসেবা ছাড়া—আচার্য্যসেবা ছাড়া হরিভজনের প্রয়াস দাম্ভিকতা মাত্র। শ্রীগুরুদেবের কৃপালেশ হইলেই কৃষ্ণকৃপা হইবে। আবার যেরূপ শ্রীগুরুদেবের কৃপার লেশমাত্র পাইলেই জীব কৃতকৃতার্থ হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে মর্ত্যবুদ্ধি বা অবজ্ঞার আভাসেও মহা অসুবিধা আনয়ন করে। "আদৌ গুরুপাদাশ্রয়ঃ"—এই শাস্ত্রবাণী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। শাস্ত্রোক্ত সমস্ত ভক্ত্যঙ্গ সকল পালন করিয়াও যদি কেহ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করে, সেই ব্যক্তির সমস্ত সাধনচেষ্টা হস্তিস্নানবৎ নিরর্থক হইবে। তাহার প্রমাণ, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥

সুতরাং যেখানে শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যসেবার কথা নাই, শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবার কথা শাস্ত্রে নাই, পরন্তু তদ্বিপরীত দিকে লইয়া যাইবার কথা আছে, সেই সকল দুঃসঙ্গ হইতে খুব সাবধান থাকা আবশ্যক। "আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে—শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে দৃঢ়শ্রদ্ধা আছে, যদি স্বয়ং ব্রহ্মাও আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমার আরাধ্যদেব শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের নিন্দা করেন, আমি তাহা বিশ্বাস করি না অর্থাৎ অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচ্যুত হইব না।' এ সব বড় বড় কথা আমি মুখে খুব বলিতে পারি কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পরীক্ষার সময় সব ভুলিয়া যাই। তখন যে কোন ব্যক্তি শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া আমার নিকট কিছু বলিলেই তৎক্ষণাৎ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া বসিতে থাকি—এই প্রকার নাকি? তবে আর গুরুসেবা করিয়া কি লাভ আছে? আসুন, স্বতন্ত্র হইয়া ভ্রমণ কিংবা কোন নির্জ্জনে বসিয়া নির্জ্জন-ভজন (?) করা যাক্। এইরূপ আমার সাধু-গুরু বৈষ্ণবের চরণে শ্রদ্ধা! শ্রদ্ধা ক্ষণিকী মানসিক উত্তেজনা নহে, তাহা চেতনের বিকাশ। এই শ্রদ্ধা গুরু-কৃপা ব্যতীত লাভও হয় না আবার ইহা সহসা নষ্টও হয় না—গুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধ ব্যতীত। আমরা দুর্ব্বল জীব। শুদ্ধবৈষ্ণবের কৃপাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনীয়। আমার ইহাও শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছে, শুদ্ধ-বৈষ্ণব কখনও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হইতে—শ্রীগুরুদেবের আচার-বিচার হইতে বিন্দুমাত্রও অসংলগ্ন বা বিচ্যুত থাকেন না। শ্রীগুরুদেবের গুরুদেবের তারতম্য অনুসারেই শুদ্ধবৈষ্ণবের মধ্যে বিচার-বৈশিষ্ট্যের কথা দৃষ্ট হয়। শ্রীনাম-ভজন-শিক্ষাদাতা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় শিথিলতা বা অবজ্ঞার ভাব যেখানে দৃষ্ট হয়, সেখানে শুদ্ধবৈষ্ণবতার বিচার থাকিতে পারে না। বাহিরের আবরণ থাকিলেও ভিতরের সারাংশ হ্রাস পাইতে থাকে। এমতাবস্থায় শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ কেঁদে কেঁদে জানান ছাড়া—সত্য সত্য অনুতপ্ত হইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণাগত হওয়া ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নাই। তাই আজ এই অধম গুরুদেবতার বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে সকাতর প্রার্থনা করিতেছে, আপনারা আমাকে অহৈতুকী কৃপা করুন, যেন আমি আপনাদের কৃপায় দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর অভিন্নত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব এবং চিদ্বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া শ্রীআচার্য্যানুগত্যে এই ক্ষুদ্র জীবনটা উৎসর্গ করিতে পারি এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য আনুগত্যেই হরিভজন সম্ভব, ইহা উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতে পারি।

পাদ সাগর মহারাজের হরিকথার মর্ম্ম

(*)::——

শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব ব্যতীত অপরের প্রীতির পাত্র হওয়া যোগ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহারা হরিভজন করে না, তাহারা আমাকে ভালবাসিয়া নরকে লইয়া যাইবে। শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবে প্রীতি ব্যতীত অন্যত্র প্রীতি বন্ধনের কারণ যাহারা হরিভজন করে না, তাহারা কখন আমাদের হরিভজনের আনুকূল্য বিধান করিতে পারে না। শুভানুধ্যায়ী বাদ দিয়া যেখানে আনুকূল্যের ভাব, তাহা কপটতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হরিবিমুখ স্বজনের প্রতি প্রীতিও বন্ধনের কারণ। তাই শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন"।
(চৈঃ চঃ)

অবশ্য তিনি নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তাঁহার বন্ধন নাই। তবে কেবল বদ্ধজীবের মঙ্গলের [illegible] করিয়া তাহা [illegible] গিয়াছেন।

যেখানে [illegible] বিমুখ স্বজনে প্রীতি আছে, সেখানে জানিতে হইবে শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবে প্রীতি নাই। একপাত্রে দুই বস্তু থাকিতে পারে না। বাস্তবিক বহির্ম্মুখ জনগণের অপ্রীতির পাত্র হইতে পারিলেই মঙ্গল।

একদিন শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু যখন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সভাতে ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত লইয়া ভাগবত বিচার করিতেছিলেন, তখন রাজা স্বয়ং তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাজবাটীতে রাখিয়া দিলেন এবং পরে উড়িষ্যার যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন। এদিকে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুকে সংবাদ দিলেন—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল হইতে বৃন্দাবন গমন করিতেছেন। আমি ও অনুপম মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শনার্থ বৃন্দাবন যাত্রা করিলাম; আপনি যে কোন উপায়ে মুক্ত হইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে চলিয়া আসুন। মুদি স্থানে দশ সহস্র মুদ্রা আছে তাহা দিয়া বন্ধন মোচন করুন। তাই আমরা দেখিতেছি, শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু দশসহস্র মুদ্রা রাখিয়াছিলেন বন্ধনমোচনের জন্য। আর আমরা রাখি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিবার জন্য—তাঁহাদের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য। বেশ আমাদের বিচার! অর্থের সার্থকতা বটে!

শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর ছোট ভাই অনুপম। ইনি রামভক্ত ছিলেন। এক সময় শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার নিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—অনুপম এস, আমরা তিন ভাই মিলিয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করি। [illegible] ও শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বতঃ অভেদ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণসেবায় অধিক উৎকর্ষ আছে। কিন্তু অনুপম তাহা পারেন নাই। শ্রীরামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিতে হইবে জানিয়া দুঃখে নিদ্রা যাইতে পারেন নাই এবং প্রাতে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে জানাইলেন,—

রঘুনাথের পায় মুঞি [illegible] মাথা।
কাঢ়িতে না [illegible]
[illegible] ব্যথা॥
(চৈঃ চঃ)

ইহারই নাম নিষ্ঠা। সদানন্দ প্রভু পঞ্চপুত্রসহ এবং সেন শিবানন্দ প্রভৃতি তিন

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-তত্ত্বিক সম্বলিত 'নদীয়া-প্রকাশ'-যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুভকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাটালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) সুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাশাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গভীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৪নং প্লেয়ার রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] হিল বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদবিহারীর সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible] জেলা গোদাবরী, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদ-বিহারীজীউর সেবা,

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ
পোঃ [illegible], [illegible]

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকন্দি, পোঃ [illegible], ফরিদপুর

(৬১) আমারি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আমারি, ফরিদপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্লাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, [illegible], ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ।০ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। বিশুদ্ধ বায়ু ও পানীয় জল। দরিদ্র ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৪ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র ধনহীন ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible], শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়াচার্য্যবৈভবকেশরী জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও সমাগত ব্যক্তিগণের প্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে সংশোধিত করাইয়া [illegible] তাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে [illegible]। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চবার্ষিক বিরহ-মহোৎসব-বাসরে [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান উহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিক [illegible] এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগ্রহে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ গ্রথিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পরিপাটীর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক পদ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৷০ আট আনা।

চেতনা

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য [illegible] গবেষণা এবং পরিশ্রম লেখনীর অতুল বল আধান করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলারস [illegible]। এই ইতিহাস, দর্শন ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমন্বিত ও বিশদ [illegible]। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনামূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্‌ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই [illegible] পৃষ্ঠায় [illegible]। ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয়সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত শব্দার্থ পরিভাষা (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—৫৲ পাঁচ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্গের [illegible] পারমার্থিক সাপ্তাহিক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ইংরাজী পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর চাউলপটিতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাজারে চলিত কাটতিও অত্যন্ত অধিক। [illegible] এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আড়াই আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭ ০৬	১২-২৬	১৫-৫৬	১৬-৫৫	১৭ ৫৬	২২-২০
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ১	৬ ৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১১		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৫	

আপ—(শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৬
(বদল) ছাঃ	১৩ ৩১ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-২০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ১৭		১৪-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	৯-৫৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৫৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ১০ই জুন, ১৯৩৯, শনিবার [৮৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ধনসম্পত্তির লোভে দেবতার নিকট বলিদান

শিয়ালকোট জেলার বেগওয়ালার নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, শিশুকে বলি দিতে পারিলে তাহার ধনসম্পত্তি হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া একজন অ-পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানীর এক ডাক্তারের দুই বৎসর বয়স্ক একমাত্র শিশুসন্তানকে হত্যা করিয়াছে।

প্রকাশ, আততায়ীর গুরু তাহাকে বলে যে, দেবতার নিকট একটি শিশুকে বলি দিলে তাহার পৈত্রিক সম্পত্তি সে ফিরিয়া পাইবে; একটি স্ত্রীলোক নাকি ছেলেটিকে সন্দেশ দেখাইয়া প্রলুব্ধ করে। শিশুটিকে মাল্যভূষিত করার পর দেবতার নিকট নীচু হইয়া প্রণাম করিতে শিখান হয়। শিক্ষামত শিশুটি যখন যুক্তকরে নত হইয়া প্রণাম করিতেছিল, সেই সময় হত্যাকারী তাহার মস্তক ছেদন করে।

শিশুটির পিতামাতা কয়েকঘণ্টা অনুসন্ধান করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া পুলিশে সংবাদ দেন, পুলিশ আততায়ীর গৃহে মাটির নীচ হইতে শিশুটির মৃতদেহ বাহির করে।

মামলা তদন্তের জন্য মৃতদেহটি শিয়ালকোট আনা হইয়াছে। এই সম্পর্কে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কৃষক শ্রমিক-সম্মেলন

গত মঙ্গলবার নকেরপাড়া কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে চাষীদের নিকট হইতে সেলামী বাজের উপর অতিরিক্ত সুদ (বাড়ী) ও নানারূপ আবোয়াব আদায় বন্ধ করার নিমিত্ত বামাদের হাটে এক জনসভা আহূত হয়। শ্রীযুক্ত যোগিন্দ্রচন্দ্র দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথমে বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত গীত হয়। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, মাখনলাল দাস ও সৌরেন্দ্রকুমার বসু বক্তৃতা করেন। চারু বাবু সমস্ত কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ হইতে বলেন। তিনি বলেন, কৃষকদের দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ শুধু জমিদার ও মহাজন নহেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টই আজ দেশের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন লোককে এইরূপ অন্নহীন করিয়াছে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সমস্ত লোক চাষ করিয়া খাইত না। বহু লোকে স্বদেশীয় শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কলকারখানা স্থাপিত হওয়ায় এবং কুটীর শিল্পের দ্বারা যাহারা নির্ভর করিত, আজ তাহারাই বেকার হইয়া জমির ভাগ বসাইয়াছে। সেই সুযোগে জমির মালিকরা সেলামী, অত্যধিক সুদের হার এবং অতিরিক্ত বাজের সুদ (বাড়ী) গ্রহণ করিতেছেন। তিনি জমির মালিকগণকে এসম্বন্ধে ভালভাবে চিন্তা করিয়া দেখিতে বলেন। অবশেষে কয়েকজন জমির মালিক শ্রীচক্রপাণি কামার, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ কামার, বঙ্কিমচন্দ্র পুরকাইত ও আরও একজন মালিক সেলামী, অতিরিক্ত বাজের বাড়ী, বে-আইনী সুদ প্রভৃতি গ্রহণ করিবেন না বলিয়া সভায় ঘোষণা করেন।

অগ্নিদগ্ধ হইয়া ৭ ব্যক্তির মৃত্যু

নারণপাড়া তহশিলের অন্তর্গত চাকা-দিয়া বাজারে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৭ জন লোক অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে এবং বহু লোক গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে।

ক্ষতির পরিমাণ অনুমান ২ লক্ষ টাকা হইবে।

জমি লইয়া বিবাদের শোচনীয় পরিণতি

ফরিদপুর জেলার কালকিনী থানার অধীন দক্ষিণপুর গ্রামের হাসেন আকনের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্ব্বে হাসেন আকন ও তাহার স্বগ্রামবাসী মদন সেখের মধ্যে একখণ্ড জমি লইয়া ঝগড়া হয় এবং মদন সেখ উত্তেজিত হইয়া হাসেনের প্রতি চাকেক হইতে ঢিল ছোড়ে। উক্ত ঢিল হাসেনের পেটের উপর পড়িলে সে তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইয়া মারা যায়। পুলিশ মদন সেখকে মাদারীপুর চালান দিয়াছে এবং সে এখন বিচার সাপেক্ষে জেল হাজতে আছে।

বিনোদপুর-মহাটী রাস্তা

গত বৎসর বর্ষার সময় এই রাস্তাটির বহু স্থানে জলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, অদ্যাবধি সেই স্থানগুলির মেরামত কার্য্য হইল না লোকের ও গাড়ীর চলাচলের খুব অসুবিধা হইতেছে পুনরায় বর্ষা আসিতে আর দেরী নাই ইউনিয়ন বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষের এবিষয়ে দৃষ্টি আবশ্যক।

জলে ডুবিয়া মৃত্যু

বিনোদপুর বণিক পাড়ার একটি স্ত্রীলোক মল্লিকদের ঘাটে দ্বিপ্রহরে স্নান করিবার সময় হঠাৎ পা পিছলাইয়া গভীর জলে পড়িয়া ডুবিয়া যায় ও আর একটি সঙ্গিনী তাহাকে ধরিতে যাইয়া ডুবিয়া যায়। পাড়া হইতে লোক আসিবার পূর্ব্বেই স্ত্রীলোক দুইটির মৃত্যু হয়।

গত বৃহস্পতিবার সাঁতার নদীতে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। এইরূপ প্রকাশ যে, সাত-জন লোক একখানা সাম্পান নৌকায় নদীপথে চলিয়াছিল। শিশির হইতে আঠার মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে হঠাৎ নৌকার তলদেশ ছিদ্র হইয়া যায়। তাহাতে নৌকাখানা ডুবিয়া যায়, একজন লোকের জলে ডুবিয়া মৃত্যু হয় এবং অন্যেরা রক্ষা পায়।

অতি শোচনীয় ভাবে একটি চারি বৎসর বয়স্কা বালিকা জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, বালিকাটির মাতা বালিকাটিকে স্নান করাইয়া নদীর পাড়ে বসাইয়া রাখিয়া স্নান করিতে থাকে। স্নানের উপরে উঠিয়া আসিয়া সে আর বালিকাটিকে দেখিতে পায় না বহু অনুসন্ধানেও কোন খোঁজ না পাওয়ায় সকলেই সন্দেহ করে যে সকলের অজ্ঞাতে সে জলে পড়িয়া গিয়াছে। সহর হইতে প্রায় ১ মাইল পূর্ব দিকে নদীর পাড়ে বালিকাটির মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ভিন্ন ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যসিদ্ধ পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

দ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ—

২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড -৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০

৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০

১৮। ব্রাহ্মণ-আস্তব ৷০

১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০

২১। গৌড়ীয়ার্চ্চনা ৷৵০

২২ ভজন রহস্য

২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲ অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷০

২৭। মুকুন্দমালা অপসোহস্তু (সানুবাদ) ২৲

২৮। প্রেমামৃতসার (সানুবাদ) ৷০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-দিশ-দর্শন ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার ৷০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্থপঞ্চক

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০/

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও খণ্ড) ৩৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০

৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা দামোদরাষ্টকবৃত্তি ৷০

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যান্বিত) ৷০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিক্তঃ ৷০

৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তসূত্রম্

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৬। গৌড়ীয়মতদর্পিতঃ ৴০

৬৭। সারারত্নদর্পণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০

৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড্স অন বেদান্ত ৷০

৭০। নামভজন ৴০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৵

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

৭৪। বৈষ্ণবীজম

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴

৭৬। দি ভাগবত

৭৭। থিওলজিক্যাল প্রিন্সিপলস অ্যাণ্ড আনবায়াসড ফিলোসফি

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (জনৈক প্রধান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৮১। সাধন-পথ ৷০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পত্র

ধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ৮ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১০ই জুন খৃঃ ১৯৩৯, শনিবার ৮৭৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ বামন অব্দ ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

দুই একটী কথা

——::(০)::——

সাধু নির্ম্মৎসর। তিনি কাহাকেও হিংসা করেন না। কেহ তাঁহার অপকার করিলে উপকার করিয়া তিনি তাহার প্রতিদান দেন। তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিলেও তিনি কাহারও অনিষ্টচিন্তা না করিয়া ইষ্টচিন্তাই করিয়া থাকেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! বহির্ম্মুখ জগৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। সুজনের হিংসা করাই যেন তাহাদের স্বভাব। বাহিরের চেহারা দেখিয়া সুজন ও দুর্জ্জন বা সাধু ও অসাধু চেনা যায় না। কারণ, অসাধুগণও আপাতদৃষ্টিতে সাধুগণের ন্যায়ই ভক্ত্যঙ্গ যাজনের ভাণ করিয়া থাকেন। সাধারণ লোক মনে করে যে, এ সকল ব্যক্তিও যখন ভগবদাচরণ বা হরিনামাদি (?) করিতেছে তখন ইহারাও বুঝি সাধু। এইরূপে সাধারণ জনগণ দুর্জ্জনকর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া প্রকৃত সজ্জনে সন্দেহবিশিষ্ট হন এবং তাহাদের কথাতেই বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সত্যের পথ গ্রহণ না করিয়া অসৎকে সৎ মনে করত তাহাদের প্রতি আসক্ত হন। যাহারা সেই ফাঁক পাইয়া তাহাদিগকে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের নিকট হইতে দূরে রাখেন। প্রাকৃত-সহজিয়াগণেরও ভজনের বাহ্যের কমতি কিছু কম নয় কিন্তু তাহাদের আনুগত্য বা শরণাগতি নাই। সদ্গুরুর কৃপাশাসন গ্রহণ বা আনুগত্যের পরিবর্ত্তে তাহারা স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপনকারী। কে ভক্ত, কে অভক্ত ইহা বুঝা ভয়ানক কঠিন। তবে কৃষ্ণোন্মুখ হইলে নিষ্কপট জীব চৈত্যগুরুর কৃপায় ইহা বুঝিতে পারেন। তখন তিনি ঐ সকল ব্যক্তির কপটতাকে ভক্তি বা সুজনতা মনে করেন না।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু লিখিয়াছেন,—

কুর্ব্বন্তে প্রাজ্ঞমানেঽপি স্তুর্বানে
সুপুরুষৈঃ।
বুকন্তি সারমেয়াস্ত কা ক্ষতিস্য জায়তে॥

অর্থাৎ গজরাজ দীপ্তিশালী হইয়া উপস্থিত হইলে সজ্জনগণ তাঁহার প্রশংসা করিয়া থাকেন কিন্তু বিষ্ঠাভোজী কুকুরগণ উহাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি অনুসারে ঘেউ ঘেউ করিতে ছাড়ে না কিন্তু উহাতে গজরাজের কি ক্ষতি হয়?

হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভুঁকে হাজার।
সাধুনকো দুর্ভাব নেহি, যও নিন্দে সংসার

নগরের মধ্য দিয়া হাতী চলিতে থাকিলে যেরূপ হাজার হাজার কুকুর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শব্দ করিতে করিতে ধাবিত হয় কিন্তু হাতী তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না বরং অবিচলিতচিত্তে নিঃশঙ্কভাবে স্বীয় গন্তব্যপথে গমন করিতে থাকে, সেইরূপ সাধুব্যক্তিকে সমস্ত সংসারের কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা-পিপাসু দুষ্ট ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া মিথ্যা দোষারোপ করত নিন্দা ও আক্রমণ করিলেও তাহাতে সাধুর কিছু ক্ষতি হয় না। সেই চীৎকারে সাধু কর্ণপাত না করিয়া পূর্ব্ববৎ স্বভাবে অবস্থান করেন।

— —

কোন কোন কপট ব্যক্তি বৈষ্ণব গুরুর নিকট আগমন করিয়া বৈষ্ণবের ছদ্মবেশ গ্রহণ পূর্ব্বক মনে করে, আমিও যখন বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছি, এখন কেনই বা না আমি গুরুর উপর গুরুগিরি করিব? বৈষ্ণবই যে জগদ্গুরু এবং নিজকে যে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কিঙ্কর, এ কথা ভুলিয়া গেলেই এরূপ হাস্যোদ্দীপক বুদ্ধির উদয় হয়। পতিতপাবন শ্রীগুরুদেবের এবম্বিধ জীবের এই সকল অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিলেও ঐকান্তিক ভক্তগণ তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া সৎসিদ্ধান্তের দ্বারা পাষণ্ডমত খণ্ডনপূর্ব্বক বিষ্ণু বৈষ্ণবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। সেই সকল লোকের প্রতিষ্ঠা নাই, কারণ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তেরই নিত্যপ্রতিষ্ঠা। তাই তাঁহারা সৎসিদ্ধান্তের নিকট দাঁড়াইতে না পারিয়া আধ্যক্ষিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অজ্ঞতাই তাঁহাদের সম্বল, তাই তাঁহারা অধোক্ষজসেবা হইতে বঞ্চিত হন। সদ্গুরু চরণাশ্রিত জীব গুরুর চেয়ে অন্য কাহাকেও বেশী বিশ্বাস করে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সুতরাং শ্রীগুরুকৃপায় যে নিষ্কপট সজ্জনগণ সদ্গুরু পাদপদ্মের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনও শ্রৌতপথ ছাড়িয়া তর্কপথ আশ্রয় করেন না বা অশ্রৌতপন্থী কাহারও কথা শুনেন না।

— — —

সাধুগণ সর্ব্বতোভাবে কৃপাবিশিষ্ট। তাঁহারা কাহারও প্রতি দোষ করেন না। তাঁহারা সত্যবস্তুকে কৃষ্ণের সার বলিয়া মানেন। সর্ব্বত্রই [illegible]। [illegible] এবং নিষ্কাম ও শান্ত। তাঁহারা অপরাধীর প্রতি [illegible]। [illegible] তাঁহাদের বল।

— —

অসাধুসঙ্গ করিতে হইবে না। [illegible] উপেক্ষা করিয়া [illegible] বৈষ্ণব-নিন্দা বলিয়া [illegible] করেন। তাঁহাদের কথায় সাধুগণ আর [illegible] পারেন না। যাঁহার [illegible] 'বৈষ্ণব' শব্দ লাগে [illegible], তাহা উপেক্ষা করাই সদাচারের ধর্ম্ম। কিন্তু তাহা গোপন করিবার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবনিন্দা বা [illegible] নাই—এই ছলনা যাঁহারা বিস্তার করেন তাঁহাদের কাপট্য [illegible] পারেন। [illegible] চায়। তাঁহাদের [illegible] নাই, সব সমান। [illegible] পাছে লোকে ধরিয়া ফেলে [illegible] চেষ্টা। তাই [illegible] চুপ থাকি [illegible]। কিন্তু সাধুগণ নির্ভীকভাবে [illegible] প্রচার করেন, সৎ ও অসতের স্বরূপ জানাইয়া দিয়া জগৎকে সাবধান করেন।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

মানব নিজের দোষ আবরণ করিতে গিয়া নানা ছলনা বিস্তার করিয়া থাকে। চতুর তস্কর বাড়ীর জগতে তাহা বুঝিতে পারিবে না। আমরা যদি সেই চতুর জন বঞ্চকের শরণাগত হইতে পারি, তাহা হইলে জগৎ আর আমাদিগকে ঠকাইতে পারিবে না, আমরা শ্রীগুরুকৃপায় সাধু ও অসাধু চিনিবার সৌভাগ্য পাইব। সত্যকে কেউ চাপা দিয়া রাখিতে পারে না। সত্য স্বতঃপ্রকাশিত বস্তু, তাহা প্রকাশিত হইবেই। আমরা নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু হইলেই সত্যের সন্ধান পাইব।

কি আশ্চর্য্য! যার ধন নাই সেই ব্যক্তি লোকের নিকট নিজেকে ধনী বলিয়া জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত। ধনবানের কিন্তু এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি নাই। ধর্ম্মরাজ্যেও এইরূপ চিত্তবৃত্তির অভাব নাই। আমার হৃদয়ে ভক্তি নাই কিন্তু বাহিরে ভক্তি দেখাইবার জন্য আমি ব্যস্ত, লোকে ভক্ত না বলিলে মনে শান্তি আসে না। গৌড়ীয় মঠ এই বিচারের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহারা এ জগতে কাহারও স্তুতি বা নিন্দার ধার ধারেন না। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণের প্রীতি-বিধানই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। বিশ্বের লোক তাঁহাদের সেবাপথে শত বাধাপ্রদান করুক না কেন, সেদিকে কোন দৃকপাত না করিয়া তাঁহারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত সেবাপথে অগ্রসর হন।

জগতের সবই উল্টা। এ জগতের লোক দোষ ঢাকিয়া নিজের গুণ-কীর্ত্তনে অগ্রসর কিন্তু ভক্ত পথের পথিকগণ কেবল নিজের দোষ অনুসন্ধান করিয়া তাহা সংশোধন করেন এবং সতত গুরুবৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তন করেন। নিজগুণগ্রাম বাহিরে প্রকাশ ত' দূরের কথা, এমন কি অন্তরেও ঠাঁই দিতে চান না।

প্রচলিত "চোর বলে ঐ চোর" কথাটি প্রায়ই বলিতে শুনা যায়। চোর সাধুকে বলে— ঐ চোর। বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাকে কেহ যেন চোর মনে না করে। দোষী ব্যক্তি অপর নির্দ্দোষকে লোকপ্রতারণার উদ্দেশ্যে তাহারই মত চোর মনে করে এবং সাধু ও অসাধু উভয়েই সমান বা কখনও কখনও সাধুই চোর বলিয়া লোককে বুঝিতে প্রয়াস করিয়া থাকে। সজ্জন ব্যক্তিগণ চিত্তবৃত্তি দেখিয়া বা ব্যবহার দেখিয়াই তাহার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

[স্থান—অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দির
কাল—অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা,
তারিখ—২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১]

নানাশাস্ত্রবিচারণৈকনিপুণৌ সদ্ধর্ম্মসংস্থাপকৌ... বৈরাগ্যাচরণে চ পরমার্থকৃপাং প্রতিকূলত্যাগী

শ্রীরূপং তদুদারভ্রাতরসুপূর্ব্বং সাধুর্বীং

গোষ্ঠবাটীন্।

রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
প্রাপ্তো যস্ত প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং

তং নতোঽস্মি॥

আজ পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস। আজ সীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা হ'ল। সীমন্ত দ্বীপ—শ্রবণাখ্য-দ্বীপ। আত্মনিবেদন ক'রে—সাধুর নিকট অভিগমন ক'রে—সদ্গুরুর চরণাশ্রয় ক'রে গুরুপাদপদ্মে অভিষেক অনুষ্ঠান—শ্রবণ 'গুর্ব্বাশ্রয়াৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি শিক্ষণম্' অর্থাৎ গুরুপাদাশ্রয়ের পর তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ এবং শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করতে হয়—বিশ্রম্ভের সহিত গুরুসেবা করতে হয়।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করে আত্মসম॥

কৃষ্ণদীক্ষা ও শিক্ষা দুই-ই দরকার। শ্রবণ করতে হয় কীর্ত্তনকারীর নিকট। শ্রীগুরুদেব—কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী। মন্ত্রোচ্চারণকারী—দীক্ষাগুরু; কৃষ্ণভজনবিষয়ে যিনি ভজনের কথা বলেন, তিনি শিক্ষাগুরু। কি ক'রে কৃষ্ণের সুখ হয়, যিনি বলেন, তিনিই শিক্ষাগুরু। নাম-ভজনশিক্ষাদাতা তিনি। আত্মনিবেদনের পর শ্রবণ করতে হবে। প্রথমেই শ্রবণ। প্রথমাবস্থায়—শিষ্য। শ্রবণাদি নবধা ভক্তি নিত্য। ইহা সাধকের অনুশীলনের সাধন নয়, সিদ্ধির পরেও চলবে। জ্ঞান ও প্রেম লাভের পরেও শ্রবণ-কীর্ত্তন করতে হ'বে। কা'র শ্রবণ কীর্ত্তন? শ্রীহরি-কথার শ্রবণ-কীর্ত্তন। শব্দ বা কথাকারে—শব্দাকারে ভগবান্ অবতীর্ণ হন। শব্দের আকারে ভগবানের বিলাস। শব্দী—যাঁহার শব্দ, যাঁ'র নাম তিনি শব্দী। কীর্ত্তিত শব্দ বা কথা শব্দের নির্দ্দেশ্যতায় শ্রবণকারীর শ্রবণপথে প্রবেশ করেন। এই কথা-শ্রবণ নিত্যকাল চলবে। অর্থাৎ শিষ্যত্ব নিত্য, যেমন গুরুর কীর্ত্তন বা শিক্ষকত্ব নিত্য, সেইরূপ। শিষ্য শ্রবণ করেন, গুরু কীর্ত্তন করেন। আমি গুরুর ভৃত্য—ইহাই শিষ্যের উপলব্ধি—ইহাতে দম্ভ নাই। এখানে সর্ব্বপ্রকারে কীর্ত্তনকারী গুরুর কাছে শাসিত হ'বার বিচার। শাসিত হওয়াই শিষ্যত্ব। তাঁ'র মুখে অবতীর্ণ যে ভগবৎকথা, তাহা চিন্ময়রূপে অবতীর্ণ। সেই শব্দরূপী ভগবান্ সেবোন্মুখ চেতন ইন্দ্রিয়ে অবতীর্ণ। তাঁ'র দ্বারা শাসিত হওয়া দরকার। শিষ্যরূপে উপলব্ধি সম্বন্ধ।

পরীক্ষিৎ শ্রবণে সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন, তাঁ'র আয়ুর আর সাতদিন বাকী। তাই তিনি মুমূর্ষুর কৃত্য কি জানতে চেয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা ব'লেছিলেন। কিন্তু তা'তে তিনি সন্তুষ্ট হ'তে পারেন নাই। ভাগবতের দৃষ্টিতে তাঁ'র কোন অভাব ছিল না। তবু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান্ কিসে হওয়া যায়, সেইটাই তাঁ'র দরকার হ'য়েছিল ব'লে তিনি এত ব্যাকুল হ'য়ে ছিলেন। ভগবানের সেবা-লাভ—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভ। সর্ব্বাপেক্ষা লাভের শেষ সীমা—ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি। ইহা কি ক'রে লাভ হ'বে এই ইচ্ছা তাঁ'র অন্তরে জেগেছিল। সেখানে অনেক দেবর্ষি, মহর্ষি প্রভৃতি ছিলেন, কিন্তু তাঁ'র কথার উত্তর অন্য কেউ দিলেন না। উত্তর দিলেন—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু। সকলেই একবাক্যে শ্রীশুকদেবকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবক্তা ব'লে নির্দ্দেশ করলেন। তাঁ'র শুদ্ধত্বে কারও সন্দেহ ছিল না। তাঁ'র কাছে হরিকথা—শ্রীমদ্ভাগবতে গৌরকথাই শুনলেন

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

(ভাঃ ১১।৫।৩৩)

হে প্রণতপালক, হে মহাপুরুষ, (মহাভাগবত লীলাভিনয়কারী মহাজন) আপনিই একমাত্র শুদ্ধজীবের নিত্য ধ্যেয় বস্তু, আপনিই জীবের মোহ-বিনাশক, আপনিই বাঞ্ছাকল্পতরু, নিখিল তীর্থের আশ্রয়, শিব-বিরিঞ্চির (সদাশিবরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের) বন্দ্য, আপনিই সর্ব্বকারণ, দাসগণের আর্ত্তি-হরণকারী এবং ভবসমুদ্রের একমাত্র ভেলাস্বরূপ। আমি আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি।]

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

(ভাঃ ১১।৫।৩৪)

[হে মহাপুরুষ, আপনি প্রাণ অপেক্ষাও সুদুস্ত্যজা রাজলক্ষ্মী (অর্থাৎ আপনার অভিন্ন শক্তি)—যাঁহার (কৃপা-কটাক্ষ) দেবতাগণেরও বাঞ্ছিত, সেই মহালক্ষ্মীকে (বিষ্ণুপ্রিয়াকে) পরিত্যাগ করিয়া কোনও ব্রাহ্মণের শাপে তাঁহার বাক্যরক্ষার্থ সন্ন্যাসলীলা-প্রকটন, আবার বাহিরে আর্য্যরূপ মর্য্যাদা বা বৈধী ভক্তি পালনরূপ ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন এবং মায়ামৃগ অর্থাৎ মায়ার অনুসরণকারী (অজামিলাদি, চোর, ভণ্ড, কুতার্কিক, পাষণ্ড, অধম পড়ুয়া প্রভৃতি সংসারাবিষ্ট জনসমূহের প্রতি মহাকরুণা প্রদর্শনাভিলাষে নিজচরণ-স্পর্শ প্রদান দ্বারা ভগবদ্ভক্তি-বিতরণরূপ (উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে) গমন করিয়া সেই ভবার্ণব-নিমগ্ন জনগণকে কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত করিয়াছেন, আমি আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি।]

পরীক্ষিৎ যাগযজ্ঞাদি যথেষ্ট করতে পারতেন কিন্তু যোগ, ব্রত, তপস্যা প্রভৃতি না ক'রে শুধু কৃষ্ণের কথা শুনলেন। যদি শুনতে হয়, তবে কৃষ্ণের কথা শুনাই দরকার। মুমূর্ষু অবস্থায় এত অল্প সময়ে পূর্ণবস্তু প্রাপ্তির এত সহজ উপায় আর ইহা ছাড়া আর কিছু নাই।

সময় অল্প, লোকবল নাই। এমতাবস্থায় পূর্ণবস্তুপ্রাপ্তি কি ক'রে হয়? শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণে তাহা লাভ হয়। শ্রীশুক গোস্বামী সভামধ্যে আবির্ভূত। শ্রীশুকদেবের নিকট তাঁ'র গুরু ব্যাস, নারদ প্রভৃতিও শুনলেন। সকল পথেরই লোক সেখানে ছিল। ব্রহ্মরাত শ্রীশুকদেব তাঁ'র গুরু ব্যাসদেবের নিকট কৃষ্ণকথা শুনে আত্মারাম হ'য়েও ভগবৎপ্রেমলাভকারী। তিনি ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি বললেন, আর পরীক্ষিৎ শুনলেন।

নিত্যকাল শিষ্য থাকাই একমাত্র কর্ত্তব্য। বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট শুনতে হয়। কীর্ত্তন—গান, কথা, রচনা, প্রবন্ধ আকারে আছে। কীর্ত্তনের মধ্যেই সব আছে। কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের আশ্রিত ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদ কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী। কীর্ত্তনকারীর মুখে কীর্ত্তন শ্রবণ করলে শ্রবণকারীর হৃদয়ে আত্মনিবেদন পূর্ণভাবে উদিত হ'বার সুযোগ হয়। কীর্ত্তনাখ্যা-ভক্তি আত্মনিবেদন ও শ্রবণকে প্রকট করায়। ভক্তিবিরোধী যুগে সর্ব্বত্রই যেখানে মারামারি, সেই কলিযুগে শ্রবণ-কীর্ত্তনই আশ্রয়। কলি মানে—বিবাদ। যেখানে দুই পক্ষে দ্বন্দ্ব, সেখানে ঐক্য নাই বা একতানতা নাই। যাঁ'কে পে'লে সব পাওয়া হ'য়ে যায়, যাঁ'কে জানলে জানতে আর কিছু বাকী থাকে না, আত্ম-

নিবেদন ক'রে তাঁ'র কথাই শ্রবণ করতে হয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ-প্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

প্রেম—শেষ প্রয়োজন। নিজের চেষ্টার দ্বারা তাহা লাভ হয় না। শ্রবণাদি-দ্বারা শোধিত চিত্তেই প্রেম উদিত হয়। শিষ্য কখনও গুরুর আসন গ্রহণ করেন না। আমি গুরুপাদপদ্মের ধূলি, ইহাই শিষ্যের অভিমান।

শ্রবণকারীই কীর্তন করেন। বৈকুণ্ঠ-বার্তার বাহকসূত্রে তিনি সকলকে সে কথা বলেন, গুরুর অনুগত হন বা গোষ্ঠী-বর্দ্ধন করেন, গুরুর আসন গ্রহণ করেন না। গুরুর সমান অভিমান তাঁ'র নাই। গুরুর নাম—চিদ্বিলাস। যোগশাস্ত্রে পরেও যেখানে গুরু গুরুত্ব থাকে, তাহাই চিদ্বিলাস। শিষ্য গুরুর সাযুজ্য লাভ করেন না।

গোপী—গুরু। জগন্নাথ, গুরুনাথ হ'চ্ছেন—কৃষ্ণ। তিনি গোপীনাথকে বল্ছেন,—"আমাকে শোধন কর, আমি শিষ্য থাক্ব।" যিনি আমার গুরু, তিনি আবার তাঁ'র গুরুর শিষ্য অভিমান কর্ছেন।

মন্নাথ তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যম্।
দাস্যায় তে মম রসোঽস্তু রসোঽস্তু সত্যম্॥

তুমি আমাকে বান্ধব মনে কর্তে পার আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমি জানি, আমি তোমার নিত্য দাস। শিষ্যের দাস্যাভিমানই প্রধান। সিদ্ধির পর পরস্পর বন্ধুত্ব। তাতেই আমার উল্লাস হোক্। আমি তোমার পাদপদ্মের দাস। একসঙ্গে বসা'তে চাইলেও আমি বস্‌ব না, এটা আমার সত্য। তোমার সহিত সমান আসনে আমি বস্‌ব না। আমি দাস। আমার হৃদয় দাস্যরস-ভাবিত হোক্, ইহাই শিষ্যের প্রার্থনা।

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্বজন।
শ্রীরূপ কৃপায় মিলে যুগলচরণ॥
হাহা প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার।
সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়।
সে পদ আশ্রয় যার, সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে।
শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥
হেন কি হইবে মোর নর্মসখীগণে।
অনুগত এ অধমে করিবে শাসনে॥

সেখানে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণরূপে শ্রবণ। কৃষ্ণের মাতাপিতৃগণও নন্দের সুখ চাচ্ছেন। সকলেরই পরস্পর অনুগত অভিমান। চিত্রক-পত্রকের বেলায়ও তা'ই। নিজেকে গুরু বলা উচিত নয়। শিষ্য থাকা দরকার। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে কীর্তন শ্রবণ করতে হয়। গুরুদেব যখন বলেন, কীর্তন কর, তখন যে কীর্তন বা পাঠ করা হয়, তাহা শ্রবণেরই নামান্তর। ভক্তিশাস্ত্রপাঠ—শ্রবণ, শিষ্য হ'য়ে পড়া। যদিও পাঠটা বাহিরে দেখ্‌তে কীর্তন, তথাপি ব্যাখ্যাটা শিষ্য হ'য়ে ব্যাখ্যা। শ্রবণমুখে উচ্চারণ করা হ'চ্ছে। নিজ হৃদয়ের সঙ্গে মিল ক'রে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। সেই ব্যাখ্যাদি সব করা যাচ্ছে শিষ্য হ'য়ে এবং তৎকার বেদব্যাসরূপী যে আমার গুরু বা বৈষ্ণব ঠাকুর, তাঁ'র হৃদ্গত ভাব উপলব্ধি ক'রে। উপলব্ধি ক'রে যে পাঠ সেখানেও শ্রবণ। শ্রবণকারী যখন কীর্তন করে, সেই কীর্তনও শ্রবণ। তাহা গুরুর কীর্তিত কথারই পুনরুক্তি। Power house থেকে শক্তি-সঞ্চার হচ্ছে। ভগবৎসেবার মূল উৎস—তিনি, তিনি Pipeএর সাহায্যে জল দিচ্ছেন, কিন্তু Pipe যদি বলে আমি জল দিচ্ছি, তা' হ'লে অপরাধ হ'বে। শ্রীগুরুদেবের প্রাপ্ত শিক্ষা সেবোন্মুখ কর্ণ দ্বারা পান ক'রে, কর্ণ দ্বারা দর্শন ক'রে বিতরণ হ'চ্ছে। মহাপ্রভু ব'লেছেন,—

যারে দেখ তারে কহ—কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার
এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

মহাপ্রভুর এই আদেশ পালন করছেন গুরুগণ। সেই আদেশ শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথ-কবিরাজ- নরোত্তম-বিশ্বনাথ-বলদেব-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌরকিশোর-সরস্বতী-ধারায় চ'লে আস্ছে। মহাপ্রভুর আদেশ ও শিক্ষা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম পর্য্যন্ত এসেছে। গৌড়ীয়মঠ বল্‌ছেন, কাণ দিয়ে দেখ, আস্বাদন কর, স্পর্শ কর। পৃথিবীর কেউ বল্‌বে না কাণ দিয়ে দেখ কিন্তু গৌড়ীয়মঠ বলেন, শ্রবণ কর, শিষ্য হও। শ্রবণই দর্শনকে নিয়ন্ত্রিত করবে, চক্ষুকে 'সেবক' করবে—হৃদয়কে শোধন করবে।

আগে শোন। মন বড় বিশ্বাসঘাতক। সেই মন শোধিত হয় শুধু শব্দদ্বারা। ভগবৎকথা—নিত্যানন্দের কথা চিত্তকে শোধিত করে। গুরুকে চক্ষুকে সেবক করে, চক্ষুর দর্শন বদ্‌লে দেয়। গৌড়ীয়-মঠের সেবক শ্রবণরূপে দেখে। সে নিজেকে দৃশ্য দেখে, দ্রষ্টার অভিমান তাঁ'র নাই। সে জানে—

আসক্তি-রহিত, সম্বন্ধ-সহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব।

সে বিষয়কে দ্রষ্টা এবং নিজকে দৃশ্য জ্ঞান করে; আর অন্যান্য সকলে দর্শক অভিমান করে, তবে দেখে। গৌড়ীয়মঠ বলেন,—নিজকে দৃশ্য জ্ঞান কর। মাধবের দর্শনীয় তুমি—ধাম ও ধামবাসীর দর্শনীয় তুমি। সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার। জগতের ধারণার সঙ্গে বিলম্ব। বক্তৃতাক্ষেত্রে অনেক বক্তা দেখা যা'য়। কিন্তু এঁরা বক্তা নন। বক্তা যা বল্‌বে, যাঁ'কে লক্ষ্য কর্‌বে, সেই বস্তু একটা। যাঁর কথা তিনি ও কথা একটা জিনিষ। তিনি চেতন। তিনি পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত। সেই কথার রূপ,গুণ ও পরিকর আছে। কথা লীলা করতে পারে, কথার আকার আছে। যে কীর্তনকারীর এই বিশ্বাস আছে, তাঁর কাছে শিষ্য হ'য়ে থাক। বিস্ময়ের কথা! তুমি চোখ্ দিয়ে দেখো না। শব্দ ও রূপ বা আকার একটা জিনিষ। ভক্ত নিজকে মাধবের দৃশ্য জানেন। মাংসচক্ষুতে দেখ্‌তে গেলেই বঞ্চনা করবে, পশ্চাৎ দেখ্‌লে, তা'তে মোহগ্রস্ত হ'য়ো না, মূঢ় হ'য়ো না, নিজকে দর্শনীয় জ্ঞান কর। তিনি স্বপ্রকাশ। তুমি দেখ্‌তে গিয়ে জড় দেখ্‌ছ। তুমি জীবকে দেখ্‌তে গিয়ে তাঁ'র দেহ ও মন লক্ষ্য কর্‌ছ তোমার চেতন-দর্শন হ'চ্ছে না। তাই তোমার দর্শনের মধ্যে সাড়া দেয় না, reciprocate করে না, তোমাকে স্বরাটের সন্ধান দেয় না, কথা বলে না। জড় বস্তু তোমার সঙ্গে আলাপ করে না, কথা বলে না। যেমন গোল দাও, তাই থাকে। তুমি আত্মার দ্বারা আত্মাকে দেখ। সদ্গুরুর নিকট শ্রবণ ক'রেছেন যিনি, সদ্গুরুর চরণে নিজকে পূর্ণভাবে ঢালি দিয়েছেন যিনি, যদি তাঁ'র কাছে শোন, তা হ'লে চক্ষুর দর্শন পেয়ে যা'বে। তখন কাণ দিয়ে দেখ্‌বে। গৌড়ীয়-মঠসেবক বলেন,—সে জগৎ থেকে যে সকল কথা আস্ছে তা' শ্রদ্ধাপূত কর্ণ-পুটে পান কর।

কৃষ্ণনাম ধরে কত বল।
বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে,
রবিতপ্ত মরুভূমি-সম॥
কর্ণরন্ধ্র পথ দিয়া, হৃদি মাঝে প্রবেশিয়া,
বরিষয় সুধা অনুপম।
হৃদয় হৈতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ॥

আপনা থেকেই বেরোবে। জল যখন আস্‌বে তখন আপনিই পড়্‌বে। দর্শক সেজো না। দর্শক সাজ্‌লে সাড়া দেবে না, তোমাকে ঠকাবে। শিষ্য হও। শ্রবণ-রূপ ভক্তি হ'তে বিচ্যুত হ'য়ো না। ভগবৎ-রাজ্যের বার্তাটা গুরুদেব দয়া ক'রে আমাদের বলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ক'রে দেন। তাঁরা কিছু চান না। যেখানে আদায়ের চেষ্টা, সেখানে সেবা নাই, সে সেবক নয়, সে শিষ্যাভিমানী হ'লেও বিলাসী। যেখানে পূর্ণ বস্তুতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বলি দেবার চেষ্টা, সেখানেই শ্রবণের আদর্শ। আমাদের গুরুদেব বল্‌ছেন,—

আসক্তি রহিত, সম্বন্ধ সহিত,
বিষয় সমূহ সকলি মাধব।

সকলই মাধব। বিষয়ী বা বিলাসী—কৃষ্ণ। আমি বিষয়ী নই। যার জায়গা-জমি আছে, তাকেই সাধারণ লোক বিষয়ী বলে। যে ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয় নিয়ে থাকে তা'কে বিষয়ী বলে। আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই বিষয়ী। প্রকৃত বিষয়ী মাধব। গৌরের সংকীর্তন বিলাসে যোগ দিতে হ'বে। সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম সেবকের চিত্তবৃত্তি দিয়ে সর্বজ্ঞ স্বয়ংরূপ শিক্ষা দিচ্ছেন—কি ক'রে নামের চরিতার্থতা করতে হয়। সংকীর্তন-বিলাসে যোগদান করলেই মঙ্গল হ'বে। নাম-বিলাসে যোগদান করা—কাণ দিয়ে দেখা দরকার। আগে উন্মুখ হও। উন্মুখ হ'য়ে সেই বৈকুণ্ঠকথামৃত সর্বক্ষণ পান কর। কর্ণ হৃদয়কে শোধিত করবে, কর্ণদ্বারা সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ হ'বে।

পুরুষোত্তমের পুরুষত্ব বজায় রাখ। নিজকে পুরুষ মনে ক'রো না। তিনি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ন'ন। সেই পুরুষের ভোগ্য বা দৃশ্য হও। তাঁ'র যাতে সুখ হয়, সেই চেষ্টা নিয়ে তাঁ'র কাছে যাও। তাঁ'র উপর প্রভুত্ব ক'রো না, সর্বতোভাবে তাঁ'র সেবা ক'রে, তাঁ'কে সর্বস্ব দিয়ে তাঁ'কে সুখ দাও। দাসানুদাসে প্রতিষ্ঠিত হও। গৌড়ীয়মঠ-সেবকের ইহাই প্রতিষ্ঠা—মুক্ত হ'বার পরও প্রতিষ্ঠা। ইহাই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। প্রভুপাদ ব'লেছেন,—

বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব।

আগে আত্মনিবেদন ক'রে পরে শ্রবণ করতে হবে।

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥
(ভাঃ ১।২।১২)

আত্মদর্শন হ'লে সব সংশয় চ'লে যা'বে, কপকপ থাকবে না। শিষ্য হ'য়েও গুরুর আনুগত্যে থেকে শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখে কথা শ্রবণ করতে হ'বে এবং নিজের পক্ষে একমাত্র অনুশীলন—এই শ্রবণ। এইরূপ চিত্তবৃত্তি হোক আমার সব, ইহাই আপনাদের আমার প্রার্থনা।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর-গোপাল আদায় চতুর্ব্যূহ বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন ব্রজ-মণ্ডলপরিক্রমা'-'নদীয়া' প্রকাশ'বিভাগ আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে [illegible] প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাচীনঠাকুরের সেবায়-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ম বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেব মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) প্রপন্নাশ্রম

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাশার বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ নৈমিষার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় মহাদেব, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপালপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) নন্দগ্রাম-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বরষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—দেলাদী,

পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৫নং রেডমান রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
ইঁহাতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী মাদ্রাজ
প্রেসিডেন্সি

(৫২) পুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ

সমুদ্রতীর, পোঃ স্বর্গদ্বার, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সাক্ষীগোপাল-কুটী

(৫৬) জিয়ড়-নৃসিংহ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আলালনাথ, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ কটক। উড়িষ্যা।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রজনাথ গৌড়ীয় প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রেমুণা, বালেশ্বর

(৬০) [illegible] মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্য গৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ [illegible], (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং বেলিসন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৩১, আর্লিংটন
গ্লাডষ্টন, লণ্ডন, ড ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৫।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ফিরোজ রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

সদরঘাট, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০	।৵০		।০
" " ইঞ্চি ৩৲			১।০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০			৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫। বিশেষ সংখ্যার দ্বিগুণ মূল্য।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সৎ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাবার ও লেখাপড়ার খরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—::(০)::—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলামাধুর্য্য-পাঠে মগ্ন হউন। এই গ্রন্থ, অতুলন ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ সাবলীল ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ৬৫০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:৹:——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রণালীতে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রাভিজ্ঞ সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:৹:—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজী পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর বাটীষ্টে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-২৬	৭-৪৫	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৩-১৫				
(বগুলা) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৪০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৪-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৪
(বগুলা) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৪৪
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৩	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বগুলা) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩১	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪৭ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৭	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ১২ই জুন, ১৯৩৯, সোমবার [৮৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ডেপুটি কমিশনারের বাংলোয় চাঞ্চল্য

সম্প্রতি শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনার মিঃ ষ্টুয়ার্টের বাংলোতে এক চাঞ্চল্যকর ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, করিমগঞ্জ মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসের কেরাণী যোগেশচন্দ্র দে বি-এস-সি তিন চারদিন পূর্ব্বে খুব ভোরে ডেপুটি কমিশনারের বাংলোতে জানালা দিয়া ঢুকিয়া গোলমাল করিতে থাকিলে ষ্টুয়ার্ট সাহেব জাগেন। তিনি আসা মাত্রই সাহেবকে তৎক্ষণাৎ বাংলো হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য যোগেশচন্দ্র দে আদেশ দেন। তাহার গম্ভীর ও উচ্চস্বরে সাহেব হতভম্ব হইয়া যান। তখন যোগেশ দে বলেন যে, ডেপুটি কমিশনারের কার্য্যভার গ্রহণ করার জন্য ভগবান্ তাঁহাকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, কাজেই আমাকে ডেপুটি কমিশনারের চার্জ বুঝাইয়া দিয়া এখনই ষ্টুয়ার্ট সাহেবকে বাংলো ত্যাগ করিতে হইবে।

সাহেবকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া যোগেশ দে সাহেবকে আক্রমণ করেন, উভয়ে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলে। ইতিমধ্যে সাহেবের লোক ও চাপরাশী প্রভৃতি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং যোগেশ দেকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় প্রেরণ করা হয়। সম্প্রতি তাহাকে জেল হাজতে রাখা হইয়াছে।

প্রকাশ যে, কিছুদিন পূর্ব্বে যোগেশ দের মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা যাওয়ায় তিনি কিছুদিন ছুটিতে গিয়া চিকিৎসা করাইয়া আসিয়াছিলেন। সম্প্রতি মস্তিষ্ক আবার সেই লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে।

হিলি হাটে দাঙ্গা হাঙ্গামা

হিলিহাটে এক মাড়োয়ারী মরিচ বিক্রেতা জনৈক ক্রেতাকে মরিচ ওজনে কম দিয়াছে এই অজুহাতে উভয়ের মধ্যে বচসা আরম্ভ হয়, পরে কিল চড়ও চলে। কিছু মরিচ ও কাপড় রাস্তায় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যায়। ক্রমে হাটের বহু লোক ঐ স্থানে সমবেত হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই দর্শক—উত্তেজনামূলক চীৎকারও কিছু শোনা যায়। পুলিশ আসিয়া লুঠ-তরাজের সম্ভাবনা নিবারণের জন্য জনতার উপর লাঠিচার্জ করে। ফলে জনতা হটিয়া যায়। সন্দেহ ক্রমে দশ-বারজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া বালুরঘাট চালান দিয়াছে। ব্যাপক হাঙ্গামার সম্ভাবনা মাড়োয়ারীর পক্ষ হইতে ডিঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সশস্ত্র পুলিশবাহিনী প্রেরণের জন্য তার করা হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ

দিল্লীতে ছেলে চুরির গুজব

দিল্লীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দিল্লীতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৪৪ ধারা জারি করিয়াছেন। উক্ত আদেশ অনুসারে এমন সকল বিবৃতি, গুজব বা সংবাদ প্রচার করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, যাহাতে এক শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের অন্য শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অথবা এক শ্রেণীর লোকের অন্য শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইবার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা আছে। উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড অথবা জরিমানা কিংবা কারাদণ্ড ও জরিমানা উভয়ই হইতে পারিবে

সম্প্রতি, এক শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোক কর্ত্তৃক অন্য শ্রেণীর বা সম্প্রদায়ের সন্তান চুরির মিথ্যা গুজব প্রচারিত হওয়ায় কয়েক স্থানে ছোট খাট মারপিটের ফলে দুইজন নিহত হইয়াছে। এই ঘটনার পর ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত আদেশ জারি করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় ডাকাতির সংখ্যা

২৭শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জেলায় ২২টি ডাকাতি হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় এই সপ্তাহে ডাকাতির সংখ্যা কিছু কম।

এই ২২টী ডাকাতির মধ্যে একমাত্র বাখরগঞ্জে ৪টি বর্দ্ধমান ও দিনাজপুরে ৩টি মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা ও ময়মনসিংহে ২টি করিয়া এবং ঢাকা, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, রংপুর ও চট্টগ্রামে একটি করিয়া ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে। একটি ডাকাতের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল।

প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শিকার

শান্তিগ্রাম কাঠ ব্যবসায়ী মোঃ জাহেদআলী মিঞা অসীম সাহস ও তৎপরতার সহিত একটী "রয়েল টাইগার" তাঁহার নিজ বন্দুক দ্বারা শিকার করিয়াছেন। কয়েকদিন যাবৎ ব্যাঘ্রটী কৃষকদের গরু ও মহিষ আক্রমণ করিতেছিল। ঘটনার দিনও একটী গরু মারিয়া ব্যাঘ্রটী নিকটস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করে। তখন উক্ত জাহেদআলী সাহেব সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন এবং ব্যাঘ্রটীকে শিকার করেন। শিকারের কয়েক ঘণ্টা পরে ব্যাঘ্রটী ধুবড়ী প্রেরণ করা হয়। ব্যাঘ্রটী ১২ ফুট লম্বা ছিল।

শিয়া সুন্নী বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ

শিয়া-সুন্নী বিরোধ মিটাইবার জন্য এ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তবাররা আন্দোলন এখনও পুরাদমে চলিতেছে। সিমলা হইতে শিয়া ও সুন্নী নেতাগণ যে আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে বোঝা যায় যে, যদিও একটা মিটমাট করিবার জন্য শিয়া সম্প্রদায় চেষ্টিত আছে, তথাপি ইহার ফল এখনও স্পষ্ট করিয়া কিছু জানা যায় নাই।

তবাররা আন্দোলন সম্পর্কে চুয়াল্লিশ জন শিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র আদালতের প্রধান বিচারপতি

যুক্তরাষ্ট্র আদালতের প্রধান বিচারপতি স্যার মরিস গায়ার ইংলণ্ডের পথে আজ সিমলা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিলেন। গত ৩রা জুন তারিখে তিনি কার্য্যভার ত্যাগ করিয়াছেন, ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—বিহারের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিনব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয় তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। বামন আদর্শ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যমঙ্গলম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ১৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতায় কেবল সাম্য ভাষা ৷০
২৭। দুর্জ্জাতিকা মনঃশিক্ষা (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনতত্ত্ব
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ্য ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সংকল্পবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিগীষাঃ ৷০
৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। স্তবস্তম্ভ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠস্থাপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদনিরসনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ কিউ পার্টিস অন্ বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যান্ড অন্টোলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবাচার্য্য ৷০
৭৫। লেটার্স গৌড়ীয়মঠ টু অরবিন্দ ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইংলিশ টিচিংস অ্যান্ড ... ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ সহ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। [illegible] ৬

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

[illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ | ১০ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১২ই জুন ইং ১৯৩৯, সোমবার | ৮৮শ সংখ্যা

গৌড়ীয়বাণী

প্রতিষ্ঠাশাপর অবৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করায় অনভিজ্ঞ অবৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগের কাপট্য ও কৃত্রিম দৈন্যকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া জাহির করেন। গুরুভক্তের প্রতি কোন রূপানুগের বিশ্বাসের অভাব থাকিতে পারে না। যেখানে রূপানুগের নামে কপট দৈন্য, তথায় তাদৃশ কাপট্যে আঘাত লাগিলে নিজমূর্ত্তি প্রকাশ হইয়া পড়ে। টাকা বাজাইয়া লইতে হয় নতুবা মেকিকে আসল মনে করিলে পরিশেষে অসৎসঙ্গই হইয়া পড়ে। আনুগত্য বা শরণাগতিই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ। বৈষ্ণবের ভাব—আচার্য্যানুগত্য বা রূপানুগত্য। তাহা মুখে স্বীকার করিয়া পরক্ষণেই বৈষ্ণবনিন্দা করিয়া বাধা যায়।

বৈষ্ণবের ছিদ্র থাকিতে পারে, এরূপ বিশ্বাস পোষণ যিনি করেন, তাঁহার বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা আছে বলা যায় না। বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট জনকেই বৈষ্ণবাভাস বলা যায়। যেখানে অবৈষ্ণবের মাটিয়া বাকো, মাটিয়া রবে শ্রদ্ধা, সেইখানেই অপ্রাকৃত বৈষ্ণবে অশ্রদ্ধা জানিতে হইবে। শাস্ত্র-বিচারে অসমর্থ হইলেই যে বৈষ্ণবকে নিন্দা করিতে হইবে এবং তাহাকে পণ্ডিত বলিয়া বৈষ্ণববিদ্বেষ-রূপ মূর্খতাকে বৈষ্ণবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এরূপ নয়। বর্ত্তমানকালে সহজিয়া নামক অপসম্প্রদায়ে অবৈষ্ণবকে নিজের ন্যায় দুর্ব্বল ও অক্ষম মনে করিয়া পদে পদে বৈষ্ণব-অপরাধে পতিত হইবার যোগ্যতালাভের সম্ভাবনা। এইজন্য সরলতার অভাবকে দৈন্য বলা যায় না। বৈষ্ণবকে মিষ্টবাক্যে আক্রমণ করা দৈন্যের আকৃতি নহে।

অনুরগণের কোনও সদ্গুণ নাই। গুণের মধ্যে তাহারা নিজেরাই নিজেকে বড় বলিয়া বেড়ায়। গুণী লোককে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেই আদর করেন। অসুরগণ নিজে ঠিক না হইয়া নিজের গৌরবের কথা বৃথা গাহিয়া বেড়ায়, অসুরপ্রকৃতি ও সমজাতীয় কতকগুলি প্রাণী তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করে।

ভগবদ্ভক্তের সহিত আসুরীসম্পদ্‌যুক্ত ব্যক্তির চিরকালই বিবাদ। বিবাদের কারণ মৎসরতা। অসুরগণ পরের ক্ষেত্রে [illegible] চায়। কিন্তু তাহা কি কখনও সম্ভব? ভগবদ্ভক্তগণ আত্মবর্ণী—সমদর্শী পণ্ডিত। তাঁহাদের প্রেমাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সকলে তাঁহাদের সেবকাচরণে শির বিলুণ্ঠিত করে।

বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণবের ন্যায় গুরুকে অনিত্য মনে করেন না। বৈষ্ণবের গুরু নিত্য, নিত্যকাল অনন্ত জীবনে শিষ্যের সাহায্যকারী। অবৈষ্ণবের গুরু মরিয়া যায়, শিষ্য জগতে লয় হইয়া যায়; তখন আর গুরু শিষ্য থাকে না। কিন্তু বৈষ্ণবের গুরু মরে না—তিনি নিত্যকাল শিষ্যের সহায়করূপে উপস্থিত থাকেন

সাময়িক-প্রসঙ্গ

— [illegible] —

গত ৩রা জুন কৃষ্ণনগর শ্রীগোপালজী মঠের বার্ষিক উৎসব (স্নানযাত্রা উপলক্ষে) পরমারাধ্য জগদ্গুরু শ্রীল [illegible] কৃপায় অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা ঘটিকা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন, পাঠ ও ভোগরাগাদি হয়। তৎপরে পণ্ডিত [illegible] রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণরত্নাচার্য্য মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ১২শ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন-লীলা পাঠ করেন। [illegible] মহোদয় সম্মান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগোপালদেবের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরবাসী বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু ও শ্রীযুত [illegible] বাবু উৎসবটীকে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীপাদ [illegible] ব্রজবাসী প্রভুর ঐকান্তিক সেবাপরতা ও শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর উৎসাহে উৎসবের শৃঙ্খলা সাধিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম প্রদত্ত হইল :—

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র [illegible], শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায়, শ্রীযুক্ত [illegible] রায় এম-এ, শ্রীযুক্ত [illegible] বি টি, শ্রীযুক্ত [illegible] ভূপতিরঞ্জন দাস, [illegible] প্যারীমোহন [illegible]

[illegible] প্রচার

শ্রী[illegible] শাখা মঠে শ্রীগৌরাবির্ভাব [illegible] উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] মস্তক ধারণ করিয়া [illegible] শ্রীধাম [illegible] [illegible] শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও [illegible] কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার [illegible] উপদেশ [illegible] বিশেষ আকৃষ্ট ও [illegible] হইয়াছেন

গত [illegible] ব্রহ্মচারীজী [illegible] হাইকোর্টের [illegible] এম্‌ বাবা বি-এ, [illegible] [illegible] কথা কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মচারীজী [illegible] বাখ্যা করেন

[illegible]

"রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হইয়াও শুষ্কজ্ঞানীদের সম্প্রদায় সঙ্গে রহিত সংস্কার লইয়া অধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। তাহাতে পুরী গোঁসাই উঁহাকে অপরাধী বলিয়া বর্জ্জন করেন। সেই অবধি পরনিন্দা, পরদোষানুসন্ধান, শুষ্কজ্ঞানোপদেশ—এই সকল কার্য্য করিয়া তিনি বৈষ্ণবদিগের দ্বারা উপেক্ষিত হন।"

(শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ বামন সর্ব্বশিব সর্ব্বপ গৌরাব্দ ৪৪৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

—::(*)::-

সত্যকথা আবরণ করাই বর্ত্তমানে একটা মহা-পাণ্ডিত্যের লক্ষণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। যাঁ'রা 'সত্যং পরং' এই ভগবৎস্বরূপ লক্ষণ হ'তে তফাৎ হ'য়ে আত্মবাণী প্রচারাদির কার্য্যে ব্যস্ত, তাঁরাই কপটাচারী। যাঁ'রা সত্যের কথা বিশ্বাস করেন না, [illegible] সর্ব্বশ্রেষ্ঠ [illegible] উপাস্যবস্তুকে জানেন না, [illegible] অনাত্মজ্ঞ। [illegible] প্রচ্ছন্ন-ভোগী বা ফল্গুত্যাগী।

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের অধিকারী সকলেই। মনুষ্য পরিত্রাণ কালে হরিনাম করা যায়, পাপীও নামাপরাধ করিতে পারে। [illegible] হরিনাম ক'রে পাপ ক্ষয় করব—এইরূপ কপটতার আশ্রয় করে, যাঁ'রা [illegible] না। নাম যে পাপ [illegible] হরিনাম হয় না।

—

[illegible] 'হে জীব, তোমরা [illegible] কিছু ক'রো না, [illegible] ক'রবে। অমানি-মানদ, [illegible] না হ'লে কীর্ত্তন হয় না. [illegible] এ সকল [illegible] উপদেশ [illegible] আকর্ষণ করে [illegible] নাম করা

উচিত—আবার তখন জানা উচিত যে আজ ভগবান্ আমাকে কৃপা ক'রে তৃণাদপি সুনীচ হ'বার অবসর প্রদান ক'রেছেন। এরূপ জেনে আমার হরিনামে আরও উৎসাহান্বিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেউ যদি আমাদের শুদ্ধবর্গের উচ্চ পদবীর অমর্য্যাদা করে, তবে তা'কে বলব,—ওরে পাষণ্ড, তুই বৈষ্ণবের মহিমা বুঝতে পারছিস নে। তাই ভগবানের বক্ষে—স্কন্ধে—মস্তকে রাখবার বস্তু যে বৈষ্ণব, তাঁ'কে তুই তোর চেয়েও নীচ মনে কর্‌ছিস, তোকে যে ঘৃণা পাবার আছে তা' তুই বৈষ্ণবে আরোপ কর্‌ছিস্ কোন্ সাহসে? পাষণ্ডী কলী তুই জানিস্ নে, স্বয়ং ভগবান্-মূর্ত্তি হাত জোড় ক'রে যে বৈষ্ণবের সেবা-প্রতীক্ষায় [illegible] দণ্ডায়মান, সেই বৈষ্ণবের নিন্দা করলে তোর যে অবশ্য অমঙ্গলপ্রাপ্তি। বৈষ্ণবাপরাধ করলে জীবের পরম অমঙ্গল ঘটে।

বৈষ্ণব-নিন্দককে সমুচিত দণ্ডিত করতে হ'বে, ইহাই তৃণাদপি সুনীচতা, সহিষ্ণুতা, কিন্তু যখন কেউ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে গালিগালাজ কর্‌তে থাকবেন, তখন আমি জানবো—যে সকল লোক শত্রুবিধায় পড়্‌বেন, শ্রীভগবান্ তাঁদের দ্বারা আমার মঙ্গলবিধান ক'রে দিচ্ছেন। ভগবান্ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্য মুখে অসংখ্য প্রকার কটুকথা বলাইয়া আমাকে সহগুণ শিক্ষা দেন। ভগবান্ আমাকে জানান হরিনামের নিন্দা সহ্য করতে না শিখলে হরিনাম করবার অধিকার হয় না।

———

হরিসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য যে সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহাই হরিকথা। ভোগপ্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য যে সকল কথা আলোচনা করা যায়, তাহা হরিকথা নয়—মায়ার কথা। আমাকে লোকে সেবা করুক—এর নাম কর্ম্মকাণ্ড। সেবার অনুকূল যে সকল কার্য্য, তাহাই ভক্তি। কর্ম্মের সঙ্গে [illegible] গোলমাল ক'রে ফেলা উচিত নয়।

কর্ম্মকাণ্ডীর তৃণাদপি সুনীচতা নাই কপটতা ক'রে ঐরূপ ভাব দেখান তৃণাদপি সুনীচতা নহে। চৈতন্যচরণে নিষ্কপট অনুরাগবিশিষ্ট পুরুষ ব্যতীত অপরে তৃণাদপি সুনীচতা সম্ভব নহে।

———

নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণটা হরিকীর্ত্তন নয়। যাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হয় তা'র নামই

[illegible] কোন কথা ভাল নয়!

তত্ত্বজ্ঞান, তত্ত্ববিরাগ ও ভক্তি এক-তাৎপর্য্যপর। ইহাতে জীব উভিন্নবৃত্তির পরিবর্ত্তে সকলই নৈষ্কর্ম্ম্য। সুখ ও দুঃখ দুইটী ভিন্ন বস্তু। সুখের জন্য যেকালে দুঃখ আসে। সুতরাং ফলের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। কর্ম্মকাণ্ড মুক্তপুরুষের কৃত্য নহে। কর্ম্মের ফল কখনও ভাল কখনও মন্দ। শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ দেন না। যা'তে জীবের পরমমঙ্গল লাভ হয়, ভাগবত সেই পরমাত্মার কথা কীর্ত্তন করেন। ভাগবত শুন্‌তে হ'বে, পড়্‌তে হ'বে ও বিচার কর্‌তে হ'বে। ভাগবত ছেড়ে অন্য গ্রন্থ পড়্‌লে কর্ম্মজ্ঞান-মার্গের, সুখ-দুঃখের ও জন্মমৃত্যুর বাধ্য হ'তে হয়। তাতে ধর্ম্মার্থকাম- হ'তে পারে। মোক্ষকামী ভোগ ত্যাগ করলেও ঈশ্বর উপাসনা করে না। ভক্তই ভগবানের সেবা করেন।

যোগের দ্বারা ভগবানের ভজন হয় না, তাহাতে অণিমা, লঘিমা লাভ হয়। মোক্ষকামীর কথা ছেড়ে দিতে হ'বে। সে কেবল সংসারের সুখ-দুঃখের হাত হ'তে ছুটী চায়। সুতরাং সেও নিজেই ভোক্তা।

———

যিনি কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগমার্গ গ্রহণ ক'রেছেন, ভাগবত বলেন তিনি কুপথ গ্রহণ ক'রেছেন। ভক্তি হ'লেই মুক্তি হ'তে পারে। প্রেয়ো বস্তু হ'লে শ্রেয়ঃ বস্তু নাও হ'তে পারে। কিন্তু প্রেয়ো বস্তুই শ্রেয়ঃ হওয়া উচিত। ভক্ত বলেন, আমি আমার ভগবানের সেবাই করব, তিনি গ্রহণ করতে পারেন, নাও করতে পারেন। ইহাই ভক্তি। Bhakti is the function of pure soul. If we regain real position the we have the chance of disassociating ourselves from the world.

———

ভগবান্ স্বরাট্। ভগবানের দেহ ও দেহী (Proprietor and properties) ভেদ নাই (identical)—তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলা এক। He does not require anyother help. He may come upon the scene of anybody and everybody.

———

ভগবান্ নারায়ণ আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রথমেই ভাগবত প্রকাশ করেন। হরিগণেরও বাস্তবসত্য (Absolute Truth) ধারণা (catch) করতে ভুল হয়। মানবের বিচারে ভুল আছে, Absolute Truth এ

কৃষ্ণভক্তি দূরে রয় সংসার নহে ক্ষয়।

আমরা কাঁহার সঙ্গ করিব?

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি,—

"অতো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

সাধু ও শাস্ত্র বলেন, যদি শ্রীহরির সান্নিধ্য লাভ করিয়া ভগবৎসেবানন্দ লাভের অকপট বাসনা থাকে, তাহা হইলে অসৎ, মায়িক মিথ্যা আবরণ বা খোসার সঙ্গ পরিত্যাগ করত সৎ বা সত্যবস্তুর সন্ধান করিয়া তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সেবা কর। শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই সুনিত্যসত্যে পরমসত্যবস্তু। আমরা বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস হইয়াও সম্প্রতি তাঁহাকে ভুলিয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা বিশ্বের বা মায়িক আবরণের বা খোসার সঙ্গ বা সেবা করিতেছি। এই বিশ্ব বা আবরণই সত্যবস্তু দর্শন বা সঙ্গলাভের পথে বাধক। অজ্ঞতা-হেতু অনাদিকাল হইতেই এই জগতের খোসার সম্বন্ধে তাহাতে প্রীতি জন্মিয়াছে। জড়তঃ এই খোসা বা আবরণ অসত্য, অসৎ—আমাদের পরমশত্রু। কিন্তু তাহাতেই আত্মবোধ হইয়াছে, অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে, তাহাকেই বাস্তব সত্য বলিয়া তাহার সম্বন্ধে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছি। যে বস্তু যাহা নহে, তাহাতে সেই বস্তু-জ্ঞানই বিবর্ত্ত। আমাদেরও এই বিবর্ত্তবুদ্ধি হইয়াছে। গৃহিণী ও দেহজ্ঞানে মাংসপিণ্ডে জীববুদ্ধি, ভৌমে ঈশ্বরবুদ্ধি, জলে তীর্থবুদ্ধি, সাধারণ্যে হরিনামবুদ্ধি এইগুলি বিবর্ত্তের স্থান। ভগবান প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের চালনা দ্বারা আমরা ভগবতী মায়ার পরিণতি বিশ্বের সহিতই যুক্ত হইতে পারি। এই ভাবে অনাদিকাল হইতে যে অসৎসঙ্গ করিয়া আসিতেছি, তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য পরম দয়াল গৌরসুন্দর স্বয়ং স্বেচ্ছায় আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া স্বরূপরূপানুগবর শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরসরস্বতী-বাক্সদেন-সেবাগত দান করিয়া আত্মদর্শনলাভের সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। আত্মদর্শন না হইলে অর্থাৎ আমি কৃষ্ণদাস এই দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে সৎসঙ্গলাভ সম্ভব হইয়া উঠে না। প্রাকৃত স্ত্রী-পুরুষ-অভিমান—খোসাগত অভিমান যতদিন প্রবল থাকে, ততদিনই বিষয়দর্শন ও তৎসঙ্গে স্বাভাবিক প্রীতি থাকে; সদ্বস্তুর প্রতি বিশ্বাস বা তৎসঙ্গে প্রয়োজন বোধ থাকে না। তাহা হইলে যে বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে

ভুল নাই। জাগতিক অভিজ্ঞতা দিয়ে ভাগবত জানা যায় না। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ই দরকার।

আমাদের বিবর্ত্তবুদ্ধি বা অজ্ঞানতমঃ দূর হইয়া সত্যবস্তুজ্ঞানালোক লাভ হয়, তাহা অবশ্যই সৎ ও মঙ্গলময়। যাঁহার সান্নিধ্যে অচৈতন্য, নিদ্রিত, মৃতপ্রায় আমাদের চৈতন্য বা স্বরূপ-জ্ঞান, জাগরণ বা জীবন লাভ হয় তাহাই পরমসত্যবস্তু। এই পরমসত্য শ্রীহরি বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এই অদ্বিতীয়বস্তু জীবকে স্বীয় সেবাসম্পত্তি প্রদান করিবার জন্য ও স্বীয় বিলাসবর্দ্ধন হেতু হরি, গুরু, বৈষ্ণব, ধামাদি রূপে প্রকাশিত হইয়া এই প্রপঞ্চে নিত্যবিরাজিত। ইঁহাদের প্রত্যেকের আবার স্বরূপ দ্বিবিধ। একটি স্বরূপ তাঁহার নাম, আর একটি সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহ। এই দুই স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রকাশ। তাঁহারাই সৎ এবং তাঁহাদের সঙ্গ হ'লেই জীব তদবৎ সেবাবিলাস লাভ করেন। গীতাবলীতে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই কথা স্পষ্ট-ভাবে জানাইয়াছেন—

বাচ্য-বাচক, দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার॥
বাচকস্বরূপ তব শ্রীকৃষ্ণাদি নাম।
বর্ণরূপী সর্ব্ব জীব আনন্দ বিশ্রাম॥
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া করি দেয় জীবে তোমার বিলাস॥

শ্রীহরি, শ্রীগুরুদেব ও শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গে আমাদের দিব্যজ্ঞান লাভ হয়—আত্মদর্শন লাভ হয়। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গলাভের পথে বাধক হয় ঐ মায়ার আবরণ। আমরা শ্রীধাম আশ্রয় করিয়া শ্রীহরি গুরু-বৈষ্ণব-সঙ্গে বিশ্ব দর্শন হইতে—অসৎসঙ্গ হইতে রক্ষা পাইয়া আত্মদর্শন, নিষ্কৈতবদর্শন লাভ করিবার জন্য আসিলাম কিন্তু এখানেও আবরণ, খোসা, মাংসদর্শন বাধারূপে—নানারূপে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতেছে। তাই আমাদের কাহার সঙ্গ করা উচিত সে বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। আমরা বস্তুতঃ কৃষ্ণদাস, অতএব যাঁহাদের আত্মদর্শন হইয়াছে, যাঁহারা আমার চৈতন্যবিধান করিতে পারেন, যাঁহাদের বাণী শ্রবণ করিলে, যাঁহাদের সান্নিধ্য লাভ করিলে আত্মহারা আমি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া কৃষ্ণের সেবা লাভ করিবার জন্য উন্মুখতা লাভ করি, 'মায়াকে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়' এই অবস্থা লাভ করিতে পারি তাঁহারাই প্রকৃত সাধু। সেই প্রকারের সাধুর সঙ্গলাভই নিঃশ্রেয়স্লাভের একমাত্র উপায়। যাঁহারা কৃষ্ণদাস, তাঁহারা সকলকে অনুক্ষণ গোবিন্দ-বিরহ-বিধুর হইয়া অবস্থান করেন। তাঁহারা সকলেই প্রভুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরের কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে ব্যস্ত। তাহাই তাঁহাদের জীবাতু। কৃষ্ণদাসের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি নিজের আত্মবিস্মৃত, মায়াপাশবদ্ধ, দুর্গত জীবের দুঃখে-দুঃখী হইয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন, অকপট হইলে জাগ্রত করিবেন, উন্মুখ করিয়া দিবেন। বাহ্যে সাধুবেশ, কিন্তু বাস্তবিক যাহারা কৃষ্ণদাস, গৌরভক্তদাস অভিমানে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে নাই, প্রাকৃত মনুষ্যদেহগত পুরুষ-স্ত্রী-অভিমানে—খোসা-গত অভিমানে জাগ্রত থাকে, তাহাদের উচ্চারিত শব্দে শক্তি নাই, তাহাদের সেবাচেষ্টায় আন্তরিকতা নাই. তাহাদের সেবোন্মুখতা নাই, তবে যে কর্ম্ম বা জ্ঞাননৈপুণ্য দেখা যায়, তাহা আত্ম-প্রবঞ্চনা। সেবোন্মুখতা ও বহির্ম্মুখতাই সাধু ও অসাধু নির্দ্ধারণে নিকষপাথর। মহাভাগবত ও শ্রীমদ্ভাগবতের কৃপায় কোন ভাগ্যে কোন জীবের সেবোন্মুখতা লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা হইলে তবে অত্যন্ত ভাগ্যবান্ জীব শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভের লালসাময়ী প্রার্থনাই একমাত্র সাধন, ভজন, কর্ত্তব্য, সমস্ত শাস্ত্রের সার উপদেশ বলিয়া জানিতে ও বিশ্বাস করিতে পারে। গৌর ভক্তের দাসের দাস, গৌরভক্তের পদছায়া লাভের প্রার্থনায় বিভোর, গৌরভক্তের উচ্ছিষ্টের কাঙ্গাল স্বরূপগত বৈষ্ণবাবে অবস্থান করেন, ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্বকে আকাশ-কুসুমের ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান করেন, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, গণপতি প্রভৃতি মহাপ্রতাপশালী দেবতা-বর্গের মস্তকে সামান্য কীটছায় জ্ঞান করেন। দৈবী গুণময়ী মায়ার আচিত নানাপ্রকারের প্রলোভনের বস্তুর উপর নির্ম্মম পরিত্যাগ করত বৈষ্ণবপদছায়া-প্রাপ্তির জন্য অনুক্ষণ শ্রীচৈতন্যের দয়ার ভিখারী হইয়া উন্মুখ হইয়া কালযাপন করেন, সংকীর্ত্তনাগারে গুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মছায়ায় বিশ্রাম লাভ করেন—সর্ব্বদা সম্বোধন করেন—

"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদছায়া॥"

বৈষ্ণবপদছায়া-প্রাপ্তিই যাঁহার একমাত্র আশা, তাঁহার কখনও ভক্তিবিনোদধারা হইতে চ্যুতি হইবে না—ইহা শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর শ্রীমুখ-বিগলিত বাণীতে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি ও লক্ষ্য করিতে পারি। যে জীবের হৃদয়ে অনুক্ষণ বৈষ্ণবপদছায়া লাভের বাসনা জাগে, সেই জীবটিই জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহার সবই বাঞ্ছনীয়। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রায় সমস্ত গীতির উপদেশ অনুশীলন করিলে বৈষ্ণবের পদছায়া-প্রাপ্তিই জীবাত্মার সর্ব্বসিদ্ধিলাভ বলিয়া জানিতে পারা যায়। যাঁহারা নিষ্কপটে গৌরসুন্দরের নিকট বৈষ্ণব-পদছায়া [illegible] জন্য অনুক্ষণ কাতরভাবে প্রার্থনা করেন তাঁহাদের কখনও ভক্তিবিনোদধারা হইতে পতন হয় না। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পাদপদ্মাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া, তাঁহার উপদেশের অন্যথা করিয়া বৈষ্ণবপাদপদ্ম-ছায়া-প্রাপ্তির লালসা তো দূরের কথা, সেই বৈষ্ণবপাদপদ্মকে অনাদর করিয়া মাধবের ভোগের উপকরণ কনককামিনী প্রভৃতি বিষয় এবং নিত্যানন্দের একচেটিয়া-সম্পত্তি প্রতিষ্ঠাকেও আত্মসাৎ করিবার দুর্ব্বাসনায়, কর্ত্তৃত্বাভিমানে স্ফীত হইয়া জীব নিজবুদ্ধি-দোষেই কৃষ্ণের সংসার হইতে বিতাড়িত হয়। মাধবের পালন ও দমনীতিই এইরূপ। মাধব তাঁহার ভক্তের অনুগত-জনকেই তাঁহার সংসারে স্থান দিয়া পালন করেন। যখন যাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান জাগে, তাঁহার ভক্তের উপরও কর্ত্তৃত্ব করিবার সাধকতা প্রকাশিত হয়, তখনই তাহাকে কৃষ্ণের সংসার হইতে বিয়োগ, চ্যুতি বা মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হয়। ইহার ভূরি ভূরি নিদর্শন জগতে নিত্যই দেখা যায়। যাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই তাঁহার মৃত্যুও নাই। কৃষ্ণের ভৃত্য যে কোন স্থানে যে কোন পোষাক গ্রহণ করিয়া প্রভুর সেবকগণের সহিত সেবায় সর্ব্বক্ষণ নিযুক্ত থাকেন, মাধবের সংসারে কখনও তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান জাগে না। তজ্জন্য তাঁহার আমি আমার বুদ্ধি বা ভোগাসক্তিও নাই. বিয়োগজনিত শোক. ব্যথা-বেদনা নাই, চ্যুতি নাই, মৃত্যু নাই। তিনি একস্থান হইতে অন্যস্থানে কৃষ্ণের নিয়োগে কৃষ্ণসেবার জন্যই গমনাগমন করেন মাত্র। প্রভুপাদের ভাষায় বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠা অর্থাৎ বৈষ্ণবের পদছায়ালাভের উন্মুখতা লাভ হইলেই সমস্ত অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, সকল সমস্যার সমাধান হয়, আত্মদর্শন-লাভের সুযোগ উপস্থিত হয়। যাঁহাদের বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠা হইয়াছে, তাঁহাদেরই সঙ্গ করিতে হইবে। যাঁহারা শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের দাস্যলাভকেই চরমসিদ্ধি বলিয়া বহুমানন করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গলাভ করিতে পারিলেই সমস্ত সন্দেহ, ভয়, মায়ার আবরণ বিদূরিত হইবে। যাহারা আচার্য্যপাদপদ্মের সেবাকে জীবনে মরণে একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া আদরে বরণ করিতে না পারিবেন, তাহারা প্রাকৃত ভাবযুক্ত হইয়া মায়ার পাশবদ্ধ হইয়া অসত্যে সত্য বস্তুজ্ঞানে বিবর্ত্তগর্ত্তে পড়িয়া পচিতে থাকিবেন, কোন প্রকারেই ভীতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না—ইহা ধ্রুব সত্য কথা। তাই এই জীবকীটের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের নিকট অনুক্ষণ একমাত্র প্রার্থনা যেন কোন জন্মেও আচার্য্যপাদপদ্মের ধূলি-রূপে—ঐকান্তিকভৃত্যরূপে নিত্য সংলগ্ন সংশ্লিষ্ট হইতে পারি—যেন দিবানিশি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিচ্ছেদব্যথায় ক্লিষ্ট হইয়া ডাকিতে পারি—

বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর
এ দাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া শোধ হে আমারে
তোমার চরণ ধরি॥
কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া॥

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

——::(•)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা,
৪।৮।৩১

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক নিবেদন,—

তোমার ১২।৫ তারিখের কৃপালিপি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

নিম্নাধিকারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে কপটতাই সেবালাভের একমাত্র অন্তরায়। কনিষ্ঠ অধিকারী ব্যক্তি নিষ্কপট হইলে সহজেই উন্নত অধিকার লাভ করিতে পারেন। বৈষ্ণবে প্রীতিই নিষ্কপটতা। অবৈষ্ণব-প্রীতিই কপটতা। নিজে ভাল না হইলে, ভাল হইবার চেষ্টা না করিলে বৈষ্ণব চিনিতে পারা যায় না। সুতরাং সকল অমঙ্গলের জন্য সম্পূর্ণ দায়ীত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের। * * কোন ব্যক্তিগত সমালোচনা তোমার অধিকার-বহির্ভূত জানিয়া আবশ্যক হইলে সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল আচার্য্য-দেবের শ্রীপাদপদ্মে জানাইতে প্রার্থনা। সে সম্বন্ধে অন্য কৃত্য তোমার নাই।

তোমরা আমার দণ্ডবৎপ্রণাম গ্রহণ করিবে। ইতি।

দাসাধম—

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন ভক্তিবিজ্ঞাতারকবে 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানতঃই বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
শ্রীপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অদ্ভুতক্রবগ্রাহীজলাশয়
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
বাউডাঙ্গা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া কুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বারদী, পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) মদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৬নং পাগলাঝোরা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিধাম, জেঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) গোবিন্দশরণ মঠ,
পোঃ মির্জাপুর, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) শ্রীনন্দাদ-সুবলকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড - সার্ঙ্গবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বরষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বরাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বরাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেবস্থানী,
পোঃ কোটকোন, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৩৫নং পেশোয়ার রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অগষ্টক্রান্তি বম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মান্দ্রাজ
শ্রীশ্রী[illegible]বিহারীর সেবা

(৫১) কভুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী, মান্দ্রাজ
শ্রীশ্রী[illegible] সেবা

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) [illegible]

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩৩১ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনন্দগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় বার জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৴০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(০)::——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম-পূর্ব্বাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রকৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, উদ্ধৃত-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে বড় টাইপে সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত এবং সুন্দর বাঁধাই করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমায়াপুরগৌড়ীয়মঠ, নদিয়া, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

—— • —

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকট। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন ঘর। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনাদি প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নির্ধন ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিজ্ঞতারভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত .... ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে সকল অমূল্য সদুপদেশবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া যথাযথভাবে এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চসপ্তাধিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের ঐতিহাসিক গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৩৫ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

——:(*):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনবত্ব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের ভক্তোত্তম পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাদি শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কামাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৪৬	১৬-৪৬	১৭-৪৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩-০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২	
ছাঃ	১৪-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৪		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৪	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬		
ছাঃ	১৪-২৮	১৭-৩৩		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-০৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ১৩ই জুন, ১৯৩৯, মঙ্গলবার [৮১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

লণ্ডন

ইংলণ্ডের সৈন্যবল বৃদ্ধি

৮ই জুন মিঃ বার্গিন কমন্স সভায় সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সম্ভার সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী নিয়োগ সম্পর্কিত বিলের দ্বিতীয় দফা আলোচনা আরম্ভ করিতে গিয়া বলেন, "আমরা একটা জরুরী অবস্থার মধ্যে কাল কাটাইতেছি"। অতঃপর তিনি বলেন যে, জরুরী অবস্থার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণ দ্রব্যসম্ভার সঞ্চিত করিয়া রাখার প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। সহসা সৈন্যবল বৃদ্ধি করায় দ্রব্যসম্ভার সরবরাহের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা বর্ত্তমান প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং সৈন্যবাহিনীকে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার ফলে এই প্রয়োজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে।

রেলে কাটা পড়িয়া যুবকের মৃত্যু

গত ৬ই জুন রাত্রি অনুমান ১১টার সময় রাণাঘাট ও বারাসতবাড়ী রেল ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ৭০নং আপ ডাক গাড়ীর তলে পড়িয়া একটি যুবক বিখণ্ডিত হইয়াছে। যুবকটির মৃতদেহ এখনও সনাক্ত হয় নাই। তবে দেখিয়া মনে হয় তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইবে। রেলওয়ে পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে আসে এবং মৃতদেহের ভার নেয়। যুবকটির মৃত্যু এখনও রহস্যাবৃত। আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা।

৮ই জুন সকাল ৭টার ২২১নং আপ ডাকগাড়ী যখন রাণাঘাট ষ্টেশন হইতে ছাড়ে তখন বাজিৎপুর জেলার চৈনপুর গ্রামের মনমোহন পাণ্ডে নামক এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিবার সময় হঠাৎ গাড়ীর নীচে পড়িয়া যায়। উক্ত ব্যক্তি অতি আশ্চর্য্যজনকভাবে বাঁচিয়া যায়; কিন্তু তাহার দক্ষিণ হস্ত বিখণ্ডিত হইয়া যায়। তৎক্ষণাৎ ষ্টেশন মাষ্টার ডাক্তার ডাকেন। ডাক্তার আসিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা এবং ইনজেকসনাদি করিয়া উহাকে শিবনিবাস সদর হাসপাতালে পরের গাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। প্রকাশ যে, হাসপাতালে উক্ত ব্যক্তির অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক।

পঞ্জাবে বহরমপুর সহরতলীতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

বহরমপুরের (পঞ্জাব) পাশ্চমে সহরতলীতে গত মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় ১৬০ খানি গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে। মধ্যাহ্নের প্রবল গরম বাতাসে আগুন দেখিতে দেখিতে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং নিকটে পর্য্যাপ্ত জল না থাকায় উহা অবিলম্বে আয়ত্তে আনাও সম্ভব হয় না।

বিধ্বস্ত অঞ্চলটির বেশীর ভাগ অধিবাসীই তাঁতী, ধোবা, দিন মজুর ও চাপাই প্রস্তুতকারক। ইহারা সকলেই অতি দরিদ্র। তবে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। কেবল গৃহপালিত পশাদি কিছু দগ্ধ হইয়াছে। তাঁত ও উহার অনুষাঙ্গিক এবং বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যে প্রায় ৫৭ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রাজদম্পতি

রাজা ও রাণী মার্কিনে পৌঁছিলে প্রেসিডেন্ট ও মিসেস রুজভেল্ট তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করেন। রাজদম্পতি ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া প্লাটফর্মে আসেন। এই সময় সমবেত জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি সহকারে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করে। পথিপার্শ্বে নৌ ও স্থল সৈন্যবাহিনী শ্রেণীবদ্ধভাবে দোতায়েন ছিল। ষ্টেশন হইতে হোয়াইট হাউস (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টের বাসভবন) পর্য্যন্ত দুই মাইল দীর্ঘ পথের দুই পার্শ্বে রাজদম্পতিকে দেখিবার জন্য অনুমান ছয় লক্ষ নর-নারীর সমাগম হইয়াছিল।

হাওড়া জেলা পল্লী উন্নয়ন

হাওড়া জেলার ইউনিয়নগুলির মধ্যে "জয়পুর ইউনিয়ন" পল্লী-সংস্কার কার্য্য সাধনে বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে। অবলম্বন প্রথায় সুদীর্ঘ ৫ মাইল ব্যাপী 'জয়পুর' ও 'আমাপনা' খালের সংস্কার সাধন তাহার সম্যক পরিচায়ক। বিগত নভেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত কর্ম্মসূচী অনুসারে ইউনিয়নস্থ ১৮ খানি গ্রামের ২৪০টি পুষ্করিণীর কচুরীপানা পরিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩৯টি পুষ্করিণী পল্লী-সংস্কার সমিতির উদ্যোগে স্থানীয় গ্রামবাসিগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পরিশ্রমে এবং ৫৭টি পুষ্করিণী ইউনিয়নবোর্ড কর্ত্তৃক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আইনের ২৭ ধারার বিধানমতে পরিষ্কৃত হইয়াছে। ১ খানি গ্রামের মধ্যস্থিত ও রাস্তার পার্শ্বস্থ জঙ্গলাদি গ্রামবাসিগণের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কৃত হইয়াছে। ৩টি গ্রামে নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইউনিয়নের মধ্যে দুইটী কৃষি ও হিতকরী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। অনতিবিলম্বে একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র গঠনের ও একটি বীজাগার স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। পল্লীর শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে ৫ খানি গ্রামে ৫টি পল্লীরক্ষী দল গঠিত হইয়াছে। উহাদের কার্য্য অতীব সন্তোষজনক ও প্রশংসার্হ। ইউনিয়নের মধ্যে 'জয়পুর গ্রাম' খানিকে একটি আদর্শগ্রামে পরিণত করার প্রচেষ্টা চলিতেছে। উক্ত গ্রামে হাইস্কুল, প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়, সাধারণের পাঠাগার নৈশ-বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্যানিটারী অফিস, খেলার মাঠ, পল্লীমঙ্গল সমিতি, বাজার, ২টি বৃহৎ পানীয় জলের পুষ্করিণী ও ৩টি নলকূপ স্থাপিত হইয়াছে। আদর্শ গ্রাম গঠনের উপযোগী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলি আশু স্থাপন জন্য ও উক্ত গ্রামের অন্যান্য অভাব-অভিযোগ অবিলম্বে দূরীকরণার্থ পল্লীসংস্কার সমিতি সাধনে যত্নবান্ ও সচেষ্ট রহিয়াছেন।

রাঁচীতে প্রবল ঝড়বৃষ্টি

৮ই জুন অপরাহ্নে রাঁচীতে প্রবল শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ঝঞ্ঝা হইয়া গিয়াছে। ফলে বহু বৃক্ষ উৎপাটিত এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইনের ক্ষতি হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪১০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲; ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে ভক্তির অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮

দশম স্কন্ধ—

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীনা) ৬৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অধীনা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড - ৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড -১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষ্ণুতত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। বেদান্তোপনিষদ ।০

১৮। বারণ-আশ্রম ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০

২২ ভজন-রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ অধীনা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০

২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ (সানুবাদ) ১৲

২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ দিগ্-দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০

৪০। শরণাগতি /০

৪১। গীতাবলী /০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব /০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতি ০/

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখা ৶০

৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০

৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০

৬৩। সটীক শিক্ষাষ্টকম্

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্

৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকা /০

৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ভিজিট টু দি ওয়ার্ল্ড অব লেডীজ ।০

৭০। নামভজন /০

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ।৵০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

৮৩। গীতাবলী /০

৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১১ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৩ই জুন ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার } ৮৯৭ সংখ্যা

আচার্য্যবাণী

হনুমান্ ও গোপীদের কৃষ্ণের সেবার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। দাস্য—Absolute restricted by ethics. দাস্য—এবং গোপী-প্রেম, সীতাও পতিপরিব্রতা। হনুমান্ ব্রহ্মচারী। রাবণ তাঁহার প্রভুর ভোগে বাধা দিতে চায়, সেখানে যে শুশ্রূষা, তাহাতেও ethics এর প্রেরণা আছে। হনুমান্ ব্যতীত সুগ্রীব, বিভীষণাদি অন্যান্য ভক্তগণের স্ত্রী আছেন। তবে সেখানে স্বামি-স্ত্রী ভোক্তৃভোগ্য-সম্বন্ধযুক্ত নহেন। স্বামি-স্ত্রী অর্থাৎ একই বিভক্ত সত্ত্বের দুইটী রূপ—part, যেমন বসুদেব-দেবকী, কৌশল্যা ও দশরথ। তথাপি ব্রহ্মচারী হনুমানই প্রভুর বিরুদ্ধাচরণকারীকে দমন করিবার জন্য initiative লইয়াছেন। ব্রজবাসীর শুশ্রূষা নাই। দ্বারকা পর্য্যন্ত শুশ্রূষা আছে। জরাসন্ধের সহিত দ্বারকা-বাসী যাদবগণ যুদ্ধ করিয়াছেন। দন্তবক্র, শিশুপাল, শাল্ব, বিদূরথ, কাশীরাজ, পৌণ্ড্রক ইহাদের সকলকেই কৃষ্ণ মারিয়াছেন এবং তাহাতে দ্বারকাবাসীর শুশ্রূষাও প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মথুরাবাসীর যুদ্ধ নাই। কংস-বধে তাঁহাদের শুশ্রূষার উদয় হয় নাই। ব্রজে সখাগণের, নন্দযশোদা বা গোপীগণের যুদ্ধ চেষ্টা নাই। কৃষ্ণ অরিষ্টাসুরকে উন্নতীর সহিতেই হত্যা করে। অরিষ্টাসুর কৃষ্ণবিরোধী ethics এর প্রতিমূর্ত্তি। 'অরিষ্ট' শব্দের অর্থ মন্দ, বাধা প্রতিবন্ধক—impediment, অরিষ্টাসুর—embodiment or sum total of the impediment of প্রেম। Impediment অর্থাৎ যত অসুর ব্রজে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে সকলের sum total—অরিষ্টাসুর। সে ethicsএর প্রেরণায় কৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়া শ্রীরাধিকে (?) enjoy করিতে চাহিয়াছিল।

অসুরের অনুশীলন হওয়া দরকার। যাহারা এই কথাটী বোঝে না, তাহারাই বলিতে চায়—"মায়া ও কৃষ্ণের সহিত একটা compromise হউক।" মায়ীরা [illegible] ভাগ-বাটোয়ারা করিতে চায়। কৃষ্ণের সম্পত্তির কি ভাগ-বাটোয়ারা করা চলে? ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পাঁচটী দ্রব্যের উপাদান। মাটীর খণ্ড-বিখণ্ড করা যায়, আর অন্য মহাভূতগুলির কোনটাই ভাগ করা যায় না। মাটী অর্থাৎ ক্ষিতি, যার মধ্যে কৃষ্ণ ও তাঁহার অংশী পুরুষাবতার সর্ব্বব্যাপী ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন—"বিশ্বমেকরূপং দৃষ্ট্বা প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ" এই বাক্যে তাহাই জানা যায়। এইরূপ পৃথিবীর বা মাটীর ধ্বংস বা খণ্ড বিখণ্ড সম্ভব কিন্তু নিরাকার ঐ সব নাই, সেখানে যাহারা, তাহা খণ্ডিত বিখণ্ডিত হয় না। "পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ" পার্থিব অর্থাৎ ক্ষিতি, পার্থিব বস্তু দারু বা কাষ্ঠ বস্তু। ক্ষিতি—inert, তাহার পরে ধূম অর্থাৎ motion কেবল আরম্ভ হইয়াছে, on the starting point, তাহার পর অগ্নি—on motion. ধূম—ক্রিয়া রজোগুণ—ব্রহ্মা, পরে ত্রয়ীময় অগ্নি বা অনিরুদ্ধ বিষ্ণু।

শ্রীল গুরুপাদের কথা কতজন লোক বুঝিতে পারিয়াছেন? ইহা অত্যন্ত উচ্চের কথা, সত্যের কথা, কল্যাণের কথা। লোক ভাবিয়া চাহি না! এ যে তাত্ত্বিক বিচারের প্রয়োজন নহে; [illegible] যে কেবল দুঃখের অভাব নহে; [illegible] প্রেম না [illegible] প্রেম নহে। প্রেমের উপাদেয় এবং তাহাই প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত সুখ বা আনন্দময়। প্রেমই সুখকর [illegible]। জড়ীয় Pessimism বা optimism কোনটাই নয়। জাগতিক pessimism বা optimism হইতে transcendental optimism এর দিকে [illegible] Pessimistic view আসিতে পারে, ইহা [illegible] কথা নয়। পরে যে দুঃখ দেখা যায়, তাহা জগতের সুখদুঃখ নহে। বিরহ বা বিপ্রলম্ভ জাগতিক দুঃখ বা সুখ নহে। সেটী unalloyed or transcendental optimism. 'কার উপমা, [illegible]' উপমার সেখানে [illegible] প্রথম অবস্থায় একটা Pessimism আসিতে পারে—"বিষয়-বাসনানলে, মোর চিত্ত সদা জ্বলে, রবিতপ্ত মরুভূমি সম"। পরেই optimism "কর্ণরন্ধ্রে সুধা অনুপম" ইহার পরে সুখ দুঃখ যাহাই দেখা যাউক না কেন, সকলই অপ্রাকৃত, অবিমিশ্র সুখ—unalloyed transcendental optimism. উপমা সেখানে অবাস্তব নহে। "কর্ণরন্ধ্রে সুধা অনুপম" বলিয়া পরে 'উপমার'—অভাবের কথা বলিয়াছেন। "মোর চিত্ত নিব সদা জ্বলে" অর্থাৎ মনকে বিদ্ধ করে—[illegible] তাহা দেখিতে দুঃখের মত বটে, কিন্তু সুধাবর্ষণ করে। মহাপ্রভু 'নবীন মদনমোহন' প্রভৃতি বাক্যে উপমার [illegible] বলিতেছেন "কথা [illegible]"। [illegible]

[illegible] প্রস্তাব

গত ৫ই [illegible] উপলক্ষে শ্রীপাদ [illegible] ও [illegible] বাহাদুর [illegible] সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রায় এক ঘণ্টাকাল [illegible] সম্বন্ধে বহু কথা [illegible] বাহাদুর [illegible] সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন করেন। [illegible] তাঁহার [illegible] প্রদান করেন। [illegible] সম্বন্ধে [illegible] বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং আরও [illegible] আগ্রহ প্রকাশ করেন।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার করবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার কর্ব্বে, কোন অংশে কম মনে কর্ব্বে না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ বামন বাধু [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রবণ করিতে হইবে

——::(০)::——

ভগবানের নাম, রূপ, গুণ ও লীলাসমূহের শ্রবণেন্দ্রিয়স্পর্শের নামই শ্রবণ। ভগবানের নামাদি শ্রবণের ন্যায় ভক্তগণের [illegible] শ্রবণও শ্রবণাঙ্গ[illegible]। মহাজন[illegible] না করিলে তাঁহাদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] প্রথমে আশ্রিত হইতে হইবে, সদ্গুরুচরণাশ্রয় করিতে হইবে, তাহা[illegible] শ্রবণ হইবে। শ্রবণ-[illegible] [illegible] শ্রবণ জিনিষটা [illegible]। [illegible] না হইলে শ্রবণ হয় না।" যে বিশ্বাসের ভাড়াই হইল না, সে আবার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]? [illegible] [illegible] অধিকার নাই। [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible] অতীত কীর্ত্তনাদির বিষয়ে জ্ঞান হয় না; [illegible] শ্রবণকে তাহাদের অপেক্ষা মূল বস্তু বলিয়া জানিতে হইবে। [illegible] আর কোন কর্ত্তব্য নাই [illegible]। শ্রবণ পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে—[illegible] করিতে হইবে। সিদ্ধির পরেও শ্রবণ চাই। [illegible] হইয়া শ্রবণ করিতে হইবে। [illegible] থাকিয়া শ্রবণের অভিনয় করিতে হইবে না। লোক দেখাইবার জন্য [illegible] লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠার্জ্জন করিবার আশায় শ্রবণের অভিনয় শ্রবণ নহে। শ্রবণ করিবার পর তাহার অনুশীলন অর্থাৎ তত্তৎ-কার্য্যে ও তত্ত্বদেশে নিষ্কপটভাবে পালন করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। ইহাই সংশ্রবণ, খাঁটি শ্রবণ বা অন্তঃশ্রবণ। আচারটাই শ্রবণ আর কীর্ত্তন [illegible]—প্রচার। যেখানে শ্রবণেচ্ছা বা শ্রবণ-লালসা আছে, সেইখানেই শ্রবণ হয়। আর তাহার অভাব যেখানে, সেখানে কীর্ত্তন আরম্ভ হইবামাত্রই নিদ্রার আক্রমণ হইতে হয়। ইহা অপরাধ। প্রভু কোন কথা বলিলে প্রকৃত ভৃত্য কি সেই সময় ঘুমাইতে পারে? কখনই না। ভৃত্য বা শিষ্য সর্ব্বক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া থাকে কখন কি আদেশ আসে তজ্জন্য সে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকে। সে প্রভুর আদেশ অনুসারেই চলে। স্বতন্ত্র বিচার বা স্বতন্ত্র স্পৃহা সে জন্য স্থান পায় না।

[illegible] আমাদের শ্রবণে অনেক বাধা [illegible]। [illegible] সেই বাধা অপসৃত হইয়া শ্রবণ [illegible] [illegible] অপসারিত হইবে। [illegible] শ্রবণ করিতে করিতে নিষ্কপটে আত্মসমর্পণ [illegible] হয়। তখনই [illegible] অনুকীর্ত্তন. অনুকীর্ত্তন [illegible] স্মরণ হয়। শ্রবণমুখেই অর্চ্চন, [illegible] বন্দনাদি হইয়া থাকে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককেই শ্রবণশালিত জীবন যাপন করিতে হবে। শ্রবণকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে. তাহা হইলে শ্রবণ আমাদিগকে আত্মসাৎ করিবে, শ্রবণ আমাদিগকে দিব্যচক্ষু দান করিবে, শ্রবণ আমাদের অশান্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়মিত করিবে। শ্রবণ যদি মুহূর্ত্তে না হইলে আমরা অপরাধের পথিক। কারণ, শ্রবণের ভক্তির পথ — শ্রীগুরুদেবের [illegible] পথ। সেবোন্মুখ কর্ণদ্বারে শব্দরূপে প্রবেশ করিয়াই ভগবান্ আমাদের অন্তরে আসন রচনা করত আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেন। সেইজন্যই বলিতেছি, শ্রবণপথের কৈঙ্কর্য্য করিলেই মঙ্গল। এতদ্‌-ব্যতীত যত পথ আছে, সবই অমঙ্গলের।

শ্রীগুরুদেব নিত্যকাল কীর্ত্তনকারী। আর আমরা নিত্যকাল শ্রবণকারী অর্থাৎ শিষ্য। [illegible] অনর্থযুক্তকে প্রবেশ করিতে হইলে নির্ব্বাধ [illegible] পথে অগ্রসর হইতে হইবে। গুরুপাদাশ্রয় করিয়া [illegible] বাণী অকপটে ও অনন্যভাবে নিরন্তর শ্রবণ করিতে হইবে। মুক্তকুলোপাস্য শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিতে পারিলে সর্ব্বাঙ্গ [illegible] হইতে রক্ষা পাইয়া জীব যখন সেবোন্মুখ হয়, তখন ভগবত্তত্ত্ব তাহার নিকট প্রকাশিত হয়। শ্রবণই দর্শনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। শ্রবণের পূর্ব্বে যে দর্শন, তাহা প্রাকৃত দর্শন। তাহা-স্তুদর্শন নহে। শ্রবণের পরে যে দর্শন অর্থাৎ শ্রবণানুগ্রহে দর্শনই শুদ্ধ দর্শন। শ্রবণ-শরণাগত প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন—শ্রবণকারীই দর্শন করিতে পারেন—সেবোন্মুখ শ্রোতাই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বদর্শনের যোগ্য। যেখানে শ্রোতার সহিত বক্তার আর ব্যবধান থাকে না।

কেহ কেহ বলেন যে, আপনারাই কেবল বলেন শ্রবণ না হইলে কীর্ত্তন হয় না, কিন্তু শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই—

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

[illegible] দেখিতেছি, দর্শনমাত্রেই কীর্ত্তন হইতেছে। সুতরাং শাস্ত্রের সামঞ্জস্য কোথায়? উত্তর এই যে, অজ্ঞজনেরা [illegible] বৈষ্ণবকে দেখিলেই হরিনাম হয় না। শ্রীচৈতন্যদেবকে দর্শন করিয়াও বৌদ্ধাচার্য্য ও বৌদ্ধগণের মুখে কৃষ্ণনাম নির্গত হয় নাই। কিন্তু ঠাকুর হরিদাসের দর্শনে বেশ্যার মঙ্গলোদয় বা হরিনাম স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। মহাভাগবত যদি কৃপা করিয়া নিজ স্বরূপ দর্শন করান তবেই তাঁহার দর্শনে জীবের মুখে হরিনামের উদয় হয়। মহাভাগবতকে শ্রবণ-সেবোন্মুখতার দ্বারা যে দর্শন হয়, তৎফলেই জীবের জিহ্বায় প্রকৃত কৃষ্ণনাম প্রকাশিত হইয়া থাকে। নতুবা কীর্ত্তন অসম্ভব। আমরা দ্রষ্টৃ হিসাবে যে হরি-গুরু বৈষ্ণবকে দর্শন করিতে যাই, তাহা দর্শন নহে, পরন্তু দর্শনবাধ। কৃষ্ণ-ভক্তদিগের নিকট শ্রবণদ্বারেই প্রকৃত দর্শন হয়।

সাধু কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী। তিনি যদি কৃপা করিয়া কীর্ত্তন না করেন, তাহা হইলে আমাদের শ্রবণ সুযোগ বা মঙ্গললাভের উপায় নাই। সেইজন্যই আমাদের প্রতি তাঁহাদের এত কৃপা! বিশ্বের সর্ব্বত্রই হরিকথা প্রচারের জন্য তাঁহাদের এত ব্যস্ততা! সাধুর কথাই হইতেছে আমাদের হৃদয়-গ্রন্থিছেদিকা উক্তিসমূহ নিরন্তর আমাদিগকে শ্রবণ করান। যে সাধু অকপট শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগকে শ্রবণ না করান, তিনি হয় আমাদিগকে অত্যন্ত পাষণ্ড দেখিয়া আত্মগোপন করিতেছেন, না হয় তিনি নিজে বঞ্চিত ও অপরকে বঞ্চনা করিতেছেন। সাধু কীর্ত্তনকারী। কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী বলিয়াই তিনি মহাবদান্য। তবে এটা ধ্রুবসত্য যে, সাধু নিষ্কপট শুশ্রূষু ব্যক্তির নিকট আত্ম-গোপন করেন না।

[illegible] [illegible] [illegible] ছাড়ে না।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

শ্রীপাদ সাগর মহারাজের বক্তৃতা

——::(০)::——

[স্থান—শ্রীমঠ শ্রবণসদন
কাল—১০ই এপ্রিল]

সমবেত বৈষ্ণববৃন্দ, সজ্জনবৃন্দ ও বালকগুলি! আজ আমাদের আলোচ্য-বিষয় "শ্রীহরিনাম ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।"

ভগবানের কথাই ভগবান্। যন্ত্র যেমন নিজে বাজিতে পারে না, বাদকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ আমরা

যত ভজনাঙ্গ আছে, সব শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধীন। অর্চ্চন যদি শ্রবণের অধীন না হয়, তাহা হইলে ঐ অর্চ্চনাপরাধের দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইবে না। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তন শ্রবণ করাইয়া অকপট কীর্ত্তনকারী প্রস্তুত করিতে আসিয়াছিলেন, আর অন্য কিছু করিতে তিনি আসেন নাই এবং সেই কার্য্যের ভার তিনি দিয়া গিয়াছেন—শ্রীল আচার্য্য-দেবকে। আমরা যদি প্রভুপাদের সেবক হই, প্রভুপাদের কথা শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-শ্রবণ-কীর্ত্তনপীঠ চৈতন্যমঠ-রূপে প্রকাশিত হইয়া আচার্য্যানুগত্যে সেবাময় জীবনযাপন করিব। তাহা হইলেই প্রভুপাদের প্রকৃত সেবা করা হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রভুপাদের প্রিয়তম সেবা আর কিছুই নাই। অযোগ্য আমরা প্রভুপাদের সেবা করিতে না পারিলেও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবায় আমাদিগকে নিযুক্ত করিবেন, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে কৃপাপূর্ব্বক পৌঁছাইয়া দিবেন, ইহাই ভরসা।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

শ্রীচৈতন্যমঠ এ জগতের কোন বস্তু নহেন। শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিলাসস্থলীই শ্রীচৈতন্যমঠ। তত্ত্বজ্ঞানই সেই বস্তু। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যেক জীবকে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে — হরিশ্রবণানুকীর্ত্তন-পীঠ হইতে বলিয়াছেন—বহুধাবিধে শ্রীচৈতন্যদেব ও তন্নিজজনকে বলাইতে বলিয়াছেন। সেই-জন্যই বলিতেছি, অকপট নিষ্কপটে শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণকারী সজ্জনই শ্রীচৈতন্যমঠ। এই শ্রীচৈতন্যমঠ বা গুরু-ভাগবতের সঙ্গে বাস বা চৈতন্যমঠবাসীর ভৃত্য হওয়াই জীবনের সার্থকতা। শ্রবণ-ফলে এত লাভ হয়, শ্রবণফলে স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি হয়। শ্রবণ এত বড় জিনিষ।

যদি বীণাপাণি সরস্বতীর হস্তের যন্ত্র হইতে পারি তবেই অনায়াসে বাজিতে পারিব। আমাদের প্রভু অপ্রাকৃত সরস্বতী। তিনি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র। সেই শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী হৃদয়ে উদিত হইয়া হরিকথা কীর্ত্তন করান।

ভক্তিবিনোদের বৈভব শ্রীচৈতন্য-সরস্বতী গৌরসুন্দরের বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ। শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর গুণ-কীর্ত্তনের পূর্ব্বে তাঁহার শ্রেষ্ঠ শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম ও অনুগজনগণের পাদপদ্ম বন্দনা করি।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ শ্রীরূপপাদ—বিভুর বৈভব। অণুর কিন্তু বৈভব হয় না। তিনিই কেবল সংকীর্ত্তন বা সম্যক্ কীর্ত্তন করেন। আর সকলে দোহার করেন। আমরা যদি শ্রীগুরুপাদপদ্মের কীর্ত্তনের দোহার না করি, তাহা হইলে মায়ার কীর্ত্তন করিতে হইবে। কর্ম্মী, জ্ঞানী, তপস্বী বা যোগিগণ কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন না। এ জগতে নীতিমান্ ভোগী বা ত্যাগীও শ্রীকৃষ্ণনাম করিতে পারিবে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-
দ্যুতিনীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি! মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং
পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥

সুতরাং দেখা যায় যে, কেবল মুক্ত-কুলই হরিনাম করিতে পারেন। বদ্ধজীবের জন্য এবার কৃষ্ণের ঔদার্য্যলীলা। নামপ্রেমের কেহই সন্ধান পাইত না যদি গৌরসুন্দর আশ্রয়ের ভাব লইয়া না জানাইতেন। গৌরসুন্দরের দয়ায় জীব জানিতে পারিয়াছে। শ্রীনামের গূঢ়রহস্য তিনি না জানাইলে কেহ জানিতে পারিত না। তিনি শিক্ষাষ্টকে তাঁহার শিক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। বিভুর অসীম দয়া। কৃষ্ণশক্তি বিনা অন্যে নাম-মহিমা জানাইতে পারে না। শ্রীবার্ষভানবীই কৃষ্ণশক্তি। নিত্যানন্দ-অভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অসীম দয়া।

নিতাই-চৈতন্যের নাম করিলে অপরাধ দূর হইবে। এই চৈতন্যদেব পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পঞ্চতত্ত্বের কৃপায় অপরাধ দূর হয়। আমরা এমন দুর্ভাগা যে আমরা মনে করি নিজেরাই নাম করিয়া লইব। কিন্তু শ্রীহরিনাম নিত্য, শুদ্ধ, অপ্রাকৃত ও ও চৈতন্যরসবিগ্রহ। অপরাধী ব্যক্তি নামোচ্চারণে কোন ফল পায় না। বৈষ্ণব-গণই শুদ্ধ হরিনাম করেন।

কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও বৈষ্ণবগণই নামের একমাত্র মালিক।

কাঙ্গাল না হইলে শ্রীহরিনামের বা বৈষ্ণবগণের কৃপা পাওয়া যাইবে না। জড় সম্ভোগ বা বাসনা যাহাদের দূর হইয়াছে, তাহারাই কাঙ্গাল। "আমার কিছু নাই, অতএব কাঙ্গাল"—এইরূপ বিচার-সম্পন্ন ব্যক্তিকে কাঙ্গাল বলা যাইবে না। যাহাদের জড় সম্ভোগ দূর হইয়া গিয়া সেবার জন্য বিরহ আসিয়াছে, তাঁহারাই নাম করিতে পারেন। নামাপরাধ দূর করিতে হইবে। অপ্রাকৃত শ্রীনাম বৈকুণ্ঠবস্তু। সেই শ্রীনাম সমস্ত অঘ দূর করিয়া থাকেন আবার দাবানলও ধ্বংস করেন। হরি-ভজন করিতে গেলে ২৪ প্রকার অসুর আসিয়া উপস্থিত হইবে। সেইজন্য সকলকেই সাবধান হইতে হইবে। কৃষ্ণ-লীলায় ব্রজে তৃণাবর্ত্তাদি অনেক অসুর ছিল। তাহাদের মূল ছিল কংস। কংস অসৎ-প্রতিপালক। সে নির্ব্বিশেষবাদী। সে নিজে না আসিয়া এক একজন অসুরকে কৃষ্ণবধের জন্য বা ব্রজের ক্ষতি করিবার জন্য পাঠাইত।

নাম করিতে গেলে বহু প্রকার বাধা আসিবেই। ভক্তের দেশে অসুরগণ আসিবে। কিন্তু কৃষ্ণ সত্য সত্য নিষ্কপট ব্যক্তির নিকট হইতে সমস্ত বাধা দূর করিয়া দিবেন। ব্রজ-বাসিগণ লড়াই করেন না। তাঁহারা নিজকে রক্ষা করিবার জন্য কোন চেষ্টা করেন না। তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্তা—শ্রীকৃষ্ণ।

ব্রজবাসিগণের প্রতি যদি প্রীতি না হয় তাহা হইলে নাম হইবে না। কৃষ্ণশক্তি শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবগণই নামমহিমা বিশ্বে প্রচার করিতে পারেন। ভোগীরা কৃষ্ণের চরণে অপরাধী আর ত্যাগীরা আশ্রয়জাতীয়-ভগবান্ শ্রীবার্ষভানবীর চরণে অপরাধী।

আমি গুরু মানি না, কিন্তু কৃষ্ণকে মানি—তাহা কখনও সম্ভব নহে।

ত্রিবেণীতে স্নান করিতে হইবে। ভক্তি-বিনোদ, গৌরকিশোর ও সরস্বতী—এই ত্রিবেণী। এই ত্রিবেণী বর্ত্তমান আচার্য্যে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের মুখে নাম শুনিতে হইবে। গুরুকে যাহারা পাটনীর মত বা মাঝির মত মনে করে, তাহারা আত্মঘাতী বা নরকগামী।

নাম যে করে, সে বোকা নয়। "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।" তাহাকে ঠকান যায় না। তিনি নাম দ্বারা চালিত হইতেছেন। সেবোন্মুখ হইলেই নাম হইবে। ভোগোন্মুখ হইলে নাম হয় না। রূপানুগগণের চরণধূলি হইতে পারিলে তবে নাম করিবার অধিকার হইবে। তাঁহার পদনখের এত জ্যোতিঃ যে তাহা দ্বারা আমাদের সকল অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে।

রূপানুগ না হইলে নাম হইবে না। এই-জন্য লালসা চাই। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার লালসা থাকিলে নাম হইবে না। ফাঁকি দিয়া নাম করা যায় না। তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তিনি অন্তর্য্যামী। এসব কথা অনেক পূর্ব্বে গৌড়ীয় জানাইয়া দিয়াছেন। 'বেণু ও গণু', 'সোনার খড়িয়ান' প্রবন্ধ পড়িয়া তখন ভাবিয়াছিলাম এ সব কথা আমার জন্য নহে, অপরের জন্য।

নামাপরাধীর ব্যবস্থা শ্রীকৃষ্ণই করিয়া থাকেন। তাহাকে সৎসম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত করিয়া থাকেন।

গুণ্ডিচা মার্জ্জন কর। খুব পরিষ্কার করা চাই। এইজন্য মহাপ্রভু জগন্মন্দির পরিষ্কার করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। রামচন্দ্রপুরী পিপীলিকার সঞ্চরণ দেখিয়া ভাবিয়াছিল—নিশ্চয়ই সাধু ও মিষ্টান্নভোজী ভোগী। রামচন্দ্রপুরী শ্রীগুরুপাদপদ্ম মাধবেন্দ্র পুরীকে উপদেশ দিতে গিয়া সর্ব্বনাশ আনয়ন করিয়াছিল। সত্য সত্যই আমাদের হৃদয়ের ময়লা দূর করিতে হইবে। তবে ভয় নাই। শ্রীগুরুদেব সমস্ত সেবকগণকে রক্ষা করেন।

পরীক্ষার সময় দেখে সকলেই, পাশ করে খুব কম লোক। সেই প্রকার প্রকৃত নাম করে খুব কম লোক। নামের কৃপা না হইলে নামাপরাধ হইয়া যাইবে, উল্টা ফল ফলিবে।

পক্ষহীন হইয়া পক্ষের মধ্যে থাকা যাইবে না। বাতাসে উড়িয়া যাইতে হইবে।

মিলন একমাত্র গুরুদেবের। এখানে খাঁটি লোক আছেন। ত্যাগী হইয়া বৈষ্ণব-নিন্দা করিলে কখনও মঙ্গল হইতে পারে না।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।

সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই।

সত্য সত্য নামপরায়ণের নিকট নাম গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি একটী শুদ্ধ নাম করেন, তিনিও জগতের মঙ্গল করিতে পারেন। সহজিয়াগণ অসত্যে সদ্বুদ্ধি করে বলিয়া তাহাদের মঙ্গল হয় না, আবার সত্যে অসদ্বুদ্ধি করিলেও মঙ্গল হইতে পারে না।

নামপরায়ণকে মর্ত্ত্যের অপরাধগণও স্পর্শ করিতে পারে না।

বাস্তবিক নাম হইলে নাচাবে কাঁদাবে। তবে নামপরায়ণ ব্যক্তি বহির্ম্মুখের নিকট আত্মগোপন করেন।

ভোগী যেমন বোধিৎ চিন্তা করে, সে ভাবে অন্তেও যুবি বোধিৎ চিন্তা করিতেছে।

অশ্রদ্ধার পরেই বিদ্বেষ আসিবে। জেগে ঘুমাইলে মঙ্গল হইবে না। গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াও যদি দিন দিন মঙ্গল না হয় তাহা হইলে জানিতে হইবে নামাপরাধ হইতেছে।

একই হাওয়া একজনের অনুকূল, আবার আর একজনের প্রতিকূল হয়। গুরু কর্ণধার না থাকিলে দৈব প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়।

অজামিলের বৈষ্ণবাপরাধ ছিল না বলিয়া উদ্ধার হইয়াছিল। বৈষ্ণবেরা পতিতকে উদ্ধার করেন, কপটকে উদ্ধার করেন না। দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে কপটতা আসিয়া পড়ে অর্থাৎ দুর্ব্বলতা বলিয়া যদি নামবলে পাপ চালাই তবে কপট হইয়া পড়িতে হইবে।

গুরুবৈষ্ণবের নিকট কাতর প্রার্থনা করা চাই। তবে নামপ্রভুর প্রকট হইবে। হিংসুক লোকের মঙ্গল হয় না, যার হিংসা করা যায় তার কোন ক্ষতিই হয় না।

শ্রদ্ধা হইলে তাহা সহজে যাইবার নহে, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ হইলে নিস্তার নাই। বৈষ্ণবাপরাধ একদিনে হয় না।

"সেইজন্য পাত্র উপশাখা বাড়ি' যায়।" নামাপরাধ বৈষ্ণবকৃপায় দূর হয়, কিন্তু বৈষ্ণবাপরাধ করিলে নামপ্রভুর কৃপা পাওয়া যায় না। নামাপরাধ হইতে নামাভাস ভাল। নাম আকর্ষণ করেন। কপাল অত্যন্ত মন্দ হইলে কীর্ত্তন রুদ্ধ হইয়া যায়। তখন হয় ভোগী না হয় ত্যাগী হইয়া পড়ি।

নামের বিলাসে কামক্রোধ কোথায় চলিয়া যায়। নামের নিশান ধরিতে হইবে। নাম নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও মুক্ত। কোটি ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি হয় না, কিন্তু আমাদের যত অসুবিধা আছে সে সকলই এক নামাভাসে দূর হইয়া যায়।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ-সম্বন্ধে বক্তৃ। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন ভক্তিপ্রভাকর 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানতঃ সেবায়-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধগ্রন্থের ব্যাপক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধারমণের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাঙ্গনাথ ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারদিকা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) পরাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাথাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিহর, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ফল্গু রোড, গয়া

(৩৩) সত্যাশ্রম গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় মণ্ডীর গলি, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সনাতনমঠ মঠ

পোঃ বিন্দাবন, মীরাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপালপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একচক্রধাম-কৃষ্ণকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনাই

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া,

পোঃ কোকোল, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৫৫নং ওয়ারান রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বম্বে ৭

(৫০) কামাখ্যা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রাজসাহী, আসাম

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) বাসুদেব-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বড়পেটা জেলা গোয়ালপাড়া আসাম

শ্রীশ্রীগৌরনারায়ণ-বিজয়-বিগ্রহের সেবা

(৫২) ব্রহ্মণ্য-গৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) শ্রীসচ্চিদানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কটক, পুরী

(৫৭) শ্রীমাধবানন্দ মঠ

শাসন, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সুদর্শন-মঠ

পোঃ বহরমপুর, গঞ্জাম

(৬০) মাধবানন্দ মঠ

উকলিয়া, পোঃ নাগরদেবপুর, আজমীপুর

(৬১) অনাদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অনাদি, মেদিনীপুর

(৬২) আকনা মাহেশ প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাড়ী (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ চৈতন্য, (মাদ্রাজ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ম্যাডলি রোড

আপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ষ্টেশন রোড, পাটনা (বি-এন-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যাসিন্ধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-নিয়মাবলী-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন বন্দোবস্ত।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুমত্যনুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রভুপাদের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন দালান। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও দেখাশুনার খরচ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৫০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক সেট ত্রিবর্ণচিত্র ও সুন্দর ... ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত ...কিশোর ..., শ্রীযোগপীঠ, ... পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন স্থানে ও প্রশ্নকর্ত্তৃগণের পরিপ্রশ্নের ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীপদে সংশোধিত করাইয়া লইয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া পৃথক্ শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইলেন। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইংরাজের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬টী অধ্যায়ে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, তাম্বুচেটী মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অভিনবতা জীবনচরিত এতাবৎকাল পদ্যাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় সুবিদ্বৎপ্রতিভাযুক্ত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৪নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর চাঁদসড়কে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৪-৩৬ ৬ ২৬ ৭-০৬ ১২-২৬, ১৪-৪৬ ১৬-৫৩ ১৭-৫৬ ২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ ৮-২৮ ১৪-১৫
(বদল) ছাঃ ৯-৩৪ ১৪-৫০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮-৪৫ ১০-৮ ১৫-২০ ১৭-২৮ ১৯-০৮ ০০-১৬ ১-১২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-২৬
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২১-৪

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৩
(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১২
ছাঃ ১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫-৪৫ ৯-১৭ ১৩-০১ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২০ ৯-১৬ ৯-৪৮ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১১ ২১-১০
ছাঃ ৩-৩৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩০
(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪০
কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-০১ ১৬-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪
(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৫
(বদল) ছাঃ ১৭-৪০ ১৯-১৪ ২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০ ২৩-৪৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

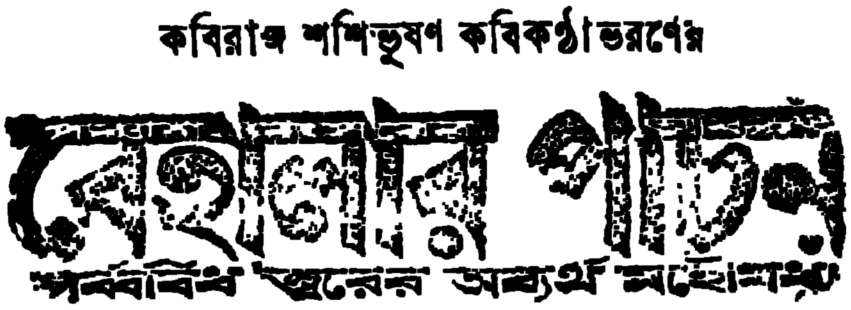

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোষ্ট—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬, ১৪ই জুন, ১৯৩৯, বুধবার [৯০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-:০:-

নূতন মুদ্রার পরিকল্পনা

টাকা জাল রোধ করার উদ্দেশ্যে বোম্বাইএ রাজকীয় টাকশালের কর্তৃপক্ষ নূতন ধরণের টাকা প্রস্তুত করা সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। নূতন পরিকল্পনা অনুসারে টাকার ধারে এমন ভাবে খাঁজ কাটা হইবে, যে তাহা জাল করা দুঃসাধ্য হইবে।

লণ্ডনের রাজকীয় টাকশালে এইরূপ নূতন ধরণের খাঁজ কাটার পরিকল্পনা হয়। ভারতবর্ষে এখনও এইরূপ মুদ্রার প্রচলন মঞ্জুর হয় নাই বটে, কিন্তু মরিশস্ দ্বীপে ও অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশে উহা প্রচলিত হইয়াছে এবং ইহার উপযোগিতা প্রমাণিত হইয়াছে।

বোম্বাইর টাকশালে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের মুদ্রার নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ইতোমধ্যেই নূতন আনী ও পয়সা বাজারে বাহির হইয়াছে। অন্যান্য মুদ্রা সম্ভবতঃ শীঘ্রই বাহির হইবে।

নূতন আনী ও পয়সায় শুধু রাজার মুকুট খোদিত মস্তকই আছে, আগেকার আনী ও পয়সার ন্যায় রাজার আবক্ষ মূর্ত্তি নাই। অপর পৃষ্ঠের লেখাগুলিও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট।

নূতন দু-আনী প্রায় একরূপই থাকিবে, তবু কোণগুলি একটু বেশী গোল হইবে। নূতন দু-আনী বাজারে বাহির করার জন্য রাজার মস্তকের প্রতিকৃতি করা হইতেছে। এবার নূতন অর্দ্ধ আনা মুদ্রাও প্রস্তুত করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। উহা দু-আনীর মত চৌকা হইবে, তবে আকারে দু-আনী অপেক্ষা ছোট হইবে। অর্দ্ধ আনা মুদ্রাও নিকেল তৈরী হইবে। এই সকল মুদ্রার নমুনা ভারত সরকারের অনুমোদনের জন্য দিল্লীতে পাঠান হইয়াছে।

আবার হিমালয় অভিযান

ইটালীয় জাহাজ কণ্টে ভার্ডিযোগে সুইৎজারল্যাণ্ডবাসী একটি হিমালয় অভিযানকারী দল বোম্বাই পৌঁছিয়াছেন। ১৯৩৩ সালের আন্তর্জাতিক কারাকোরাম অভিযানকারী দলের অন্যতম সদস্য মিঃ এন্‌ড্রু বস এই অভিযানের অধিনায়কত্ব করিবেন। নেপালের পশ্চিমস্থ গাড়োয়াল পর্ব্বতমালা অধিরোহণের বাসনা তাঁহাদের হইয়াছে। বর্ষারম্ভের পূর্ব্বে তাঁহারা পর্ব্বত চূড়াসমূহ জরীপ করিবেন এবং সম্ভবতঃ হিমানীর শৃঙ্গ আরোহণের চেষ্টা করিবেন। অভিযানকারীরা বর্ষা আরম্ভ হইলে ফিরিয়া আসিবেন না, হিমালয়ের আবহাওয়ার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা তথায় থাকিবেন। বর্ষাকালের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা পুনরায় হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গাভিমুখে অভিযান শুরু করিবেন।

এই অভিযানকারী দল বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। এই দলে মিঃ এন্‌ড্রু বসের বিশ্বস্ত সহযোগী রহিয়াছেন মিঃ ফ্রিজ ষ্টুয়ার্ট ও মিঃ জেভিড জন সুইৎজারল্যাণ্ডের স্কী চাম্পিয়ন; মিঃ আর্ণেষ্ট হাব্বার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইঞ্জিনীয়ার হইয়া বাহির হইয়াছেন। মিঃ রাসবার উক্ত অভিযানের ও পর্ব্বতশৃঙ্গসমূহের ম্যাপের ফটো তুলিবেন। পর্ব্বতারোহণের উদ্দেশ্যে সুইৎজারল্যাণ্ডবাসীদের ভারতে আগমন এই প্রথম, তবে নূতন বিজ্ঞানের কার্য্যে একটি অভিযাত্রীদল পূর্ব্বে ভারতে আসিয়াছিলেন।

সেন্ট্রাল জেলের অবৈতনিক পরিদর্শক

ঢাকা ম্যাজিষ্ট্রেট আনন্দময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রভাতা বাগকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের অবৈতনিক পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন।

নদীতে ডুবিয়া মরার পণ

সেনাপতি পি এম বাপাত এক বিবৃতিতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য তিনি আগামী ২০শে জুলাই সঙ্গম (পুণা) নদীতে ডুবিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

বিবৃতি-প্রসঙ্গে সেনাপতি বাপাত বলেন যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে রত্নগিরি জেলে বন্দী থাকাকালে তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন, তাঁহাকে ডুবিয়া মরিতে না দিলে তিনি জেলের ভিতরে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবেন।

সেনাপতি বাপাত বলেন, জাতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে আত্মোৎসর্গের প্রথা। যতদিন পর্য্যন্ত দেশবাসিগণ দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে না পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যপথে পৌঁছিতে পারিবেন না।

তিনি বিশ্বাস করেন যে, তাঁহার আত্মদান আশানুরূপ ফলপ্রসূ হইবে এবং অপর ব্যক্তিদের পুরোভাগে একটা অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবে। উপসংহারে শ্রীযুক্ত বাপাত বলেন, তিনি গান্ধীকে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া তাঁহার অনুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ভারতীয় মেয়েদের মর্য্যাদা তদন্ত

সিমলার ১১শে মের সংবাদে প্রকাশ যে, জাতি সঙ্ঘ ভারতীয় মেয়েলোকদের আইনগত ও সামাজিক মর্য্যাদা সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিটি বসাইয়াছে এবং ঐ কমিটী সে তদন্ত কার্য্য চালাইতেছেন। মনে হয়, জাতিসঙ্ঘ ভারতবর্ষের মেয়েলোকের মর্য্যাদা তদন্ত আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া ইউরোপীয় পুরুষদের বর্ত্তমান মর্য্যাদা সম্পর্কে তদন্ত আরম্ভ করিলেই ভাল করিতেন।

কাশীপুর গান ফ্যাক্টরী

কাশীপুর গান এবং শেল ফ্যাক্টরীতে দুইটি নূতন শাখার বিস্ফোরকের বোমা এবং মেসিনগানের অংশ তৈয়ার করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে শেল ফ্যাক্টরী আছে তাহা নূতন শাখায় পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, সহস্র-শোভিত ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টী অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। [illegible] শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদন-আন্দুর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
বাঁধা) ১৲
২৬। গীতায় কেবল বাঙ্গ ভাষা ।০
২৭। প্রাকৃতরসশতদূষণী (সারদ্বয়) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সারদ্বয়) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনদর্পণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সারদ্বয়) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতম্ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত স্মিতাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপঞ্জিকা ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদ্মীজম ।০
৭৫। শ্রীধাম গৌড়ীয়মঠ ইন কুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইংরাজীক শিক্ষিত অ্যাণ্ড আনরিয়ালাইজড্ রিডেম্পশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অখণ্ড খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১২ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৪ই জুন ইং ১৯৩৯, বুধবার | ২০৭ সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

——::(•)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,

কলিকাতা,

৪।৯।৩৭

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক নিবেদন,—

• • •

হরিভজন উদ্দেশ্য হইলে পরস্পরের বিবাদ সম্ভব হয় না। তখন শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য প্রকৃতই স্বীকার করিবার ইচ্ছা হয়। সকলে শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইলে ব্যক্তিগত কলহ আপনা হইতেই কমিয়া যায়। তোমরা সকলে মিলিয়া মিশিয়া সর্ব্বদা হরিসেবায় নিযুক্ত থাকিবা। নচেৎ বাঁচিয়া থাকিয়া কোন লাভ নাই, ইহা শ্রীল প্রভুপাদের ও আচার্য্যবর্গের শ্রীমুখে শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে যাহাতে হরিভজন হইতে চ্যুতি না হয়, তজ্জন্য তুমি যত্ন করিয়া আর অপরের সহিত সেবা সম্বন্ধে অবহিত হইবা।

দাসাধম—

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শ্রীগৌড়ীয়মঠে হরিকথা

গত ৪ঠা জুন রবিবার কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠের "ভাগবত-শ্রবণ-সদনে" রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় "গৌড়ীয়" পত্রিকার সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভু "শ্রীচৈতন্যদেব ও অদ্বৈতবাদ-তত্ত্ব" সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় দুই ঘণ্টা-কাল যাবৎ একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

পূর্ব্ব হইতে সহরের সংবাদপত্রগুলিতে বক্তৃতার বিষয় বিজ্ঞাপিত থাকায় সভায় বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। কি মঠবাসী, কি গৃহস্থ ভক্ত, কি সাধারণ শ্রোতা সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতা শ্রবণ করেন এবং সকলেই তাঁহাদের বহু জটিল সমস্যার সমাধান পাইয়া বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

সারকথা

——::(•)::——

এ-ক অঙ্কে

১। ভজ ও অভজন।
২। শ্রীনাম ও নামাপরাধ।
৩। ভোগ ও ফল্গুবৈরাগ্য।
৪। বৈষ্ণবের ভিক্ষা ও লোভীর উদরান্নের চেষ্টা।
৫। কৃষ্ণার্থে চেষ্টা ও কর্ম্ম (হৃ ও হু)।
৬। কৃষ্ণপ্রীত্যে ভোগত্যাগ ও মর্কট বৈরাগ্য।
৭। বৈষ্ণবের একাদশী পালন ও স্মার্ত্তের একাদশী।
৮। দেহের সেবা ও আত্মার সেবা।
৯। দেহ ও জীব (আত্মা)।
১০ মূল উৎপাটন ও শাখা কর্ত্তন।
১১ অরুচি ও অনাসক্তিহীনতা।
১২ পুতুল ও শ্রীবিগ্রহ।
১৩ পৌত্তলিকতা ও শ্রীবিগ্রহসেবা।
১৪ মনঃকল্পনা ও যথার্থ অনুকৃতি।
১৫ কাম ও প্রেম।
১৬ মন ও আত্মা।
১৭ বণিগ্‌বৃত্তি ও শ্রীহরিসেবা।
১৮ জড়রাগ ও চিদ্রাগ।
১৯ মাতার স্নেহ ও ধাত্রীর পরিচর্য্যা।
২০ পূতনা ও যশোদা।

শ্রীগুরুদেব ও শ্রীনামপ্রভু

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, ইহাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণে একান্ত প্রার্থনা। আমরা যেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে সকলের নিকট বলিতে পারি,—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

হীরক খণ্ড হইতে কোন কাচখণ্ড অধিক উজ্জ্বল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও জহুরীর নিকট হীরকেরই আদর, কাচের মূল্য নাই। শ্রীতুলসী হইতে বিছুটীর তেজঃ অধিক হইলেও ভক্তের নিকট তুলসীই পরম সেব্যা, পূজনীয়া। সৎ ও অসৎ, সাধু ও অসাধু, সত্য ও মিথ্যা, জ্ঞান ও অজ্ঞান, আলো ও অন্ধকার যুগপৎ পাশাপাশিভাবে থাকিবেই। অন্ধকার না থাকিলে যেরূপ আলোর উৎকর্ষ উপলব্ধির বিঘ্ন হইত না, অসত্য না থাকিলে যেরূপ সত্যের মহিমা স্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না, তদ্রূপ অসদ্ব্যক্তির অসাধুক্রিয়া প্রকাশ না পাইলে সাধুর সাধুত্ব জগতে বিস্তার লাভ করে না।

যখন যখনই জগতে নামাচার্য্যের অভ্যুদয় হইতে দেখা যায়, তখন তখনই হরিগুরুবৈষ্ণব বিরোধী সম্প্রদায়ের বিরোধ স্থূলাকারে প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত, অন্যান্য আচার্য্যবৃন্দের এবং শ্রীল প্রভুপাদের হরিনাম-প্রচারে বিরোধিদলের অসংখ্য প্রকারে বাধা-বিপত্তি দেখা গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি নানা আকারে নিত্য নূতনভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। সত্য-পথাশ্রয়ী হরিগুরু-নাম-নামাশ্রয়গণ কাহারও অন্যায় বা ভীতি চক্ষুর পাত্র নহেন। নিত্য নূতন বাধা-বিপত্তি তাঁহাদের সেবাপথে নিত্য বর্দ্ধনশীলভাবে উৎসাহেরই প্রেরণা দান করিয়া থাকে। অজ্ঞানিলোকের ন্যায় বিপদ্ দেখিলেই বিমর্ষ বা এখন কি করিব, কোথায় যাইব, বলিয়া অন্ধ কোটরে প্রবিষ্ট হইবার স্পৃহা তাঁহাদের অন্তরে স্থান পায় না। কারণ, তাঁহারা গুরু-নিত্যানন্দ-নন্দনের বলে সর্ব্বদাই বলীয়ান্ এবং নিত্যানন্দের কোটী-সূর্য্যশীতল ছায়া কর্ত্তৃক সুরক্ষিত।

নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস ও তদনুগত দাসানুদাসগণের আদর্শ ও সাধনা সম্বল করিয়াও নিষ্কপট আদর্শপ্রচারকগণতো ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর জয়গান করিয়া আত্ম-শোধনে প্রয়াস পাইবে। ইহাই আমাদের স্বরূপের কৃত্য।

আত্মীয়ের কার্য্যের দ্বারা হারাবার দায় নয়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

'মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বলে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারণ করিবে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ নিষ্ঠা করিবে, গুরুদেবকে যেরূপ নিষ্ঠা করিবে, [illegible] মনে করিবে না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ [illegible]

শ্রীজগন্নাথ-যাত্রী

চক্রধারি বিপরীতগামী চলন্ত ট্রেনের যাত্রীর [illegible] দেখা [illegible] হয়? পাল্লাপারের বহু বিভিন্নদেশ-যাত্রী যেমন [illegible] বিলম্ব হয়, তারপর পাল্লাপারের আলকারার আদেশে যে যাহার [illegible] চলিয়া যান [illegible] তাহাদের [illegible] থাকে [illegible] দরকার। [illegible]

এক সংসারে সকলেরই হরিভজন হইবে, এমন কোন কথা নাই। একজন হয়ত হরিভজনে প্রবৃত্ত হইলেন, আর একজন সম্পূর্ণ বিপরীত পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। [illegible] না হইলে [illegible] না।

[illegible] করিব না, সংসার [illegible] বিষয় [illegible] এক [illegible]। সাধু [illegible] আছে, প্রকৃত [illegible] হইবে, গুরুকৃপা পাইলে [illegible] বলা অর্থাৎ বানপ্রস্থ [illegible] করিবে, তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। "[illegible] এবং [illegible]"—ইহা [illegible] এই বিধি। [illegible] গ্রহণ করিলে বহু, তপঃ ও সত্যলোকে [illegible] হয়। এই চারিলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সংসার যদি ছাড়িতে না পার, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিধান দিয়াছেন কৃষ্ণের সংসার কর। সংসারের সমস্ত বস্তুকেই কৃষ্ণসম্বন্ধরূপে দর্শন কর। কৃষ্ণের সম্বন্ধে যোগাযোগ হইলে [illegible] দৃষ্টি হইবে। তখন স্বামী স্ত্রীকে, মাতাপিতা সন্তানকে, ভাই ভ্রাতাকে বা বন্ধু বন্ধুকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে। এই দুইটি পথ।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥"

যতদিন [illegible] অর্থাৎ অনেক ভোগ করিবার পর ভোগে বিতৃষ্ণা না আসে, ততদিন কর্ম্ম কর। তবে বিতৃষ্ণা আসা দরকার। যদি কৃষ্ণ-নিষ্ঠায় [illegible] হয়, তবে।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

অথবা যদি ভক্তিমার্গে রুচি হয়, তাহা হইলে আপনিই ভোগে বিতৃষ্ণা আসে। ভোগ কৃষ্ণসেবার অনুকূল নহে, সুতরাং উহাতে আমার প্রয়োজন নাই এইরূপ বিচার হয়; কিন্তু উহার কোনটারই দরকার নাই [illegible] কথাই [illegible]—এরূপ বিচারও কোন প্রকারেই সমর্থনযোগ্য নহে।

নির্ব্বোধ কর্ম্মীর নিকট খুব বড় কথা; [illegible] হরিভজন [illegible] নাই। সন্ন্যাসীরই [illegible]—এরূপ কোন কথা নাই। [illegible] বা মায়াবাদীর বিচারে ত্রিদণ্ডী [illegible] ব্রাহ্মণের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে এবং ব্রাহ্মণের সম্মান [illegible] হইবে, নতুবা মোক্ষলাভ হইবে না। হরি [illegible] ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী বলিয়া কোন কথা নাই।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥

শাস্ত্রে এরূপ কথা আছে, কিন্তু লোকে তাহার কোন খোঁজ রাখিত না। শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বপ্রথম এই সকল কথা লোককে দেখাইলেন। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, তিনিই গুরু। এইজন্যই মহাপ্রভু শ্রীরামানন্দের দ্বারা রসতত্ত্ব ও ঠাকুর হরিদাসের দ্বারা নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছেন।

সন্ন্যাসি-পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ।
নীচ শূদ্র-দ্বারা করেন ধর্ম্মের প্রকাশ॥
'ভক্তি', 'প্রেম', 'তত্ত্ব', কহে রায়ে করি' 'বক্তা'।
আপনি প্রদ্যুম্নমিশ্র সহ হন 'শ্রোতা'॥

হরিদাস-দ্বারা নাম মাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতন-দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস॥

অতএব বহির্দৃষ্টিতে যাহাই হউন না কেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; তাঁহার ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসী (সর্ব্বাশ্রমের অন্তর্গত) হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণতা থাকেই। অতএব, যিনি বৈষ্ণব ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহার ব্রাহ্মণতার অভাব নাই। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু, শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সকল কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

আবার সংসার ছাড়িতে হইবে, এ কথা শুনিলে জগতের লোক শিহরিয়া উঠে। [illegible] মতের [illegible] প্রভৃতি [illegible] মতই আপাততঃ [illegible]। তাহাদের ধারণা, একদিনের মধ্যে মুক্ত হইয়া যাওয়ার যদি আর একদিনের নিবাস [illegible] হইল, তাহাতে আর লাভ কি? কৃষ্ণদাস [illegible] সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণদাসের নিকট উহা যে নরকতুল্য—"নরক [illegible] না [illegible]" অথবা কৃষ্ণদাসের নিকট "[illegible] তুচ্ছ" [illegible] তাহারা জানেই না। তাহাদের বিচার ঠিক ক্রীতদাসের মত। Willasforce, Hume প্রভৃতি যখন ক্রীতদাস প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন ক্রীতদাসগুলি ঐ ব্যবস্থা ভাল মনে করে নাই। তাহাদের ধারণা [illegible] বেশ, ইহাই বেশ। স্বাধীনভাবে জীবিকানির্ব্বাহের চেষ্টা করিতে হইবে—এ ভীষণ বিপদ!

গুরুদেবের নিকট আসিয়া ছাইপাঁশ চাহিয়া বসে। বিলাতের এক একটা দোকানের (emporium) সব জিনিষ পাওয়া যায় একটা জিনিষ এক দোকান হইতে কিনিয়া আর একটা জিনিষের জন্য আবার আর এক দোকানে যাইতে হয় না। সেইরূপ গুরুদেব যে যাহা চাহিবে, তাহাকে তাহা দিবেন। প্রতীতার চিত্তবৃত্তি অনুসারে কেহ বা ছাইপাঁশ [illegible], কেহ চায়—কৌস্তভ। গুরুদেব সব দিতে পারেন। ছাইপাঁশের প্রতি যাহার দৃষ্টি, সে তাহাই চাহিবে। কিন্তু যাঁহারা [illegible] চান না, তাঁহারা কৌস্তভ চাহিবেন। যে জিনিষটি গুরুদেবের হৃদয়ের ধন, তাহা ছাড়া অন্য কিছু চাহিবেন না।

শ্রীগুরুদেবকে মানি, আর তাঁ'র সেবককে মানি না, অমুককে মানি, অমুককে মানি না, বিষ্ণুকে মানি, বৈষ্ণবকে মানি না—এরূপ হয় না। "অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়" তাদের মত উহা অপরাধ মাত্র। 'শ্রীগৌরসুন্দরকে মানি অথচ নিত্যানন্দকে মানি না' এই যে অপার্থিব বিশ্ব বা শ্রীল কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে অন্ত।

কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর আঁতার [illegible] বিচার, ইহা কেবলমাত্র কপটতা, দাম্ভিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে উহার ফলে বঞ্চনা লব্ধ হয়।

শরণাগতির বিচারটি বুঝিতে যেন ভুল না হয়। ভুলের পর্য্যায় কিছু অবকাশ আছে —ভুল sprout এবং radicate করে, অর্থাৎ উহার অঙ্কুরোদ্গম এবং মূলের আত্মগোপন হ না থাকে, সুতরাং ভুলও শরণাগতের আদর্শ নহে। "তাহার পুতলী যেন কৃষ্ণকে নাচায়"—এই অনুসারে কাঠের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা অথবা "শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ। তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ।" এই অনুসারে আত্মসমর্পণের নামে নিশ্চেষ্ট বা চুপ চাপ থাকাই 'শরণাগতি'—এই বিচার আদৌ ঠিক নহে, সম্পূর্ণ ভ্রম। শরণাগতির ফলে পুষ্টিবর্দ্ধন হয় না বা স্বরূপতঃ লোপ পাইয়া জড়বৎ অবস্থা লাভ হয় না।

দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিতে হইবে

(শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

যাঁহারা দেহ-মনোধর্ম্মী, মনই যাঁহাদের নিয়ামক, যাঁহারা গুরুবৈষ্ণবের অনুগত নহেন, জগদীশ-চিন্তার পরিবর্ত্তে জগচ্চিন্তাই যাঁহাদের হৃদয়ে প্রবল, তাঁহারা অসৎ। সৎসঙ্গস্পৃহা বা সেবাকামনা তাঁহাদের নাই। কপটতাই তাঁহাদের সম্বল। তাঁহারা শ্রীহীন —ভক্তিহীন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কর্ম্মী, কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী, কেহ অন্যাভিলাষী প্রভৃতি। গুরুবৈষ্ণব-ভগবানে তাঁহাদের শরণাগতি নাই। তাঁহাদের আশা মিটে না বলিয়া তাঁহারা অশান্ত। তাঁহারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী। তাঁহারা ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ। তাঁহারা গুরুবৈষ্ণব-ভগবানে শ্রদ্ধাহীন। তাঁহাদের ভগবদ্ভজনের অভিনয়াদি যা কিছু সব নিজসুখের জন্য। তাঁহারা স্বাধীন। এই অসদ্‌জনের সঙ্গ করিলে সহস্র সহস্র সাধন করিয়াও মঙ্গললাভ হইবে না। দুঃসঙ্গ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে দৃঢ়তার সহিত বর্জ্জন করিয়া সাধুসঙ্গ করিলে তবে ভক্তিমার্গে প্রবেশাধিকার লাভ হইবে। আবার সৎসঙ্গ না করিলে এই দুঃসঙ্গের বিষয় জানাও বুঝা যায় না। দুর্জ্জনগণ বড় কপট। তাঁহারা সহসা কাহাকেও ধরা দেন না। পরন্তু নিজদিগকে সাধু বলিয়া জাহির করেন। সুতরাং সরলচিত্ত ব্যক্তিগণ

যদি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গ হইতে তফাৎ না থাকেন এবং আমাদের সহিত সাধুসঙ্গ না করেন, তাহা হইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। আমি সাধুসঙ্গ ও সাধুর আনুগত্য করিলে কে সাধু-সঙ্গী, কে সাধু ও কে অসাধু বুঝিতে পারিব।

ভক্তি ও অভক্তিতে মিল হয় না। সেখানে আপোষ বা Compromiseএর কোন কথা নাই। সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইবে, এই কথাটী বুঝিতে না পারিলে মায়া ও ভক্তের সহিত একটা Compromise করিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু কৃষ্ণপাদপদ্ম ভক্তগণ এসব বিষয় হইতে তফাৎ থাকেন। তাঁহারা আপোষের কোন ধার ধারেন না। 'কপটতা' যেখানে নাই, সেখানে আবার আপোষের কি কথা আছে? ভক্তের ত' আর শত্রু নাই। সুতরাং তিনি কাহার সহিত আপোষ করিবেন? তিনি ত' জগতের বান্ধব। তবে নিষ্কপট ভগবৎসেবাভিলাষী হইলেই জীব ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য পায়।

যেখানে কপটতা, সেখানে ভক্তি নাই, সেখানে আছে অভক্তির তাণ্ডবনৃত্য। সুতরাং প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ বা নিজ সুবিধার জন্য যেখানে লোক-দেখান বিদ্ধাভক্তির আড়ম্বর আছে, সেই অসাধুগণকে সাধু মনে করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে সেখানে কেবল কোলাকুলি করা ছাড়া আর কি লাভ হইবে? অভক্তের সঙ্গে থাকিলে কখনও হরিভজন হইবে না। হরিভজন ত' দূরের কথা সংসারক্ষয়ও হইবে না। তাই বলি, সাধু সাবধান!

হরিবিমুখতাই নাস্তিকতার প্রাণ। হরিবিমুখ জগতে দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়। এক প্রকার সরল নাস্তিক, আর এক প্রকার কপট নাস্তিক। চার্ব্বাক ও বৌদ্ধগণ সরলভাবে বেদ অস্বীকার করেন, আর মায়াবাদি-সম্প্রদায় মুখে বেদ স্বীকার করিয়াও কার্য্যতঃ অস্বীকারই করেন। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক।

এক শ্রেণীর লোক সরলভাবে হিন্দু, বৈষ্ণব ও ভাগবত প্রভৃতি অমান্য করেন। আর একশ্রেণীর লোক মুখে ঐ সকলের পরম ভক্ত বলিয়া নিজদিগকে জানাইয়া কার্য্যতঃ উহাদিগের বিরোধ করিয়া থাকেন। কেহ আর্য্য-সমাজীদল সাধারণভাবে হিন্দু, বৈষ্ণব বা ভাগবত মানেন না, আর বর্ত্তমান বৈষ্ণবব্রুব-সমাজ গাহিক কথাবার্ত্তা, হাবভাবে, আকারে-প্রকারে ঐ সকল বস্তুর প্রতি খুব শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু কার্য্যতঃ উঁহারা হিন্দু, বৈষ্ণব, ভাগবত ও মহাপ্রভুর বিরোধ ছাড়া আর কিছুই করেন না।

বর্ত্তমানে পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণবাচার্য্যগণকে অবৈষ্ণবরূপে ব্যক্তিগতভাবে গালাগালি করা একটা ফ্যাসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ মনে করেন যে, বৈষ্ণবাচার্য্য যখন জীবকল্যাণের জন্য অবৈষ্ণব, বৈষ্ণব-ব্রুব ও গুরুব্রুবগণের মুখোদ্ঘাটন করিয়াছেন, তখন তাদৃশ অপরাধী আমরাও কেন না অলোকিক বৈষ্ণবাচার্য্যকে আক্রমণ করিবার অধিকারী হইব? রোগী মনে করে, যখন সদ্বৈদ্য আমাদিগকে শাসন করিয়াছেন, তখন আমরাও তাঁহাকে কেন না শাসন না করিব? চোর মনে করে, সাধু যখন আমাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দিয়াছে তখন আমিও কেন না এই সুযোগে সাধুকে ছলনা-প্রকারে চোর বলিয়া প্রমাণিত করিবার যত্ন করিব? এইরূপ মনোবৃত্তি হইতেই ভক্ত পাষণ্ডগণের শ্রৌত-পন্থা বা আচার্য্যলঙ্ঘনের চেষ্টার উদয় হয়।

সৎ যেমন 'অলৌকিকগুণসম্পন্ন', অসৎ সেইরূপ অনন্তদোষে দোষী। সুতরাং বহুরূপী অসতের কথা আর কত বলিব? তবে মূলতঃ তাঁহারা শরণাগত নহেন—গুরু-বৈষ্ণবের অনুগত নহেন, গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের প্রতি তাঁহাদের সুদৃঢ়বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা নাই,—ইহাই তাঁহাদের স্বরূপ।

সাধুসঙ্গের নিষ্কপট পিপাসা থাকিলেই সাধুর কৃপাতেই বহুরূপী অসাধুগণের স্বরূপ ধরিতে পারা যাইবে। যদি সৌভাগ্য-ক্রমে একটী সাধুরও সঙ্গ পাই তাহা হইলেও যথেষ্ট। তাঁহার সঙ্গ করিলেই অসৎ আমার আর কিছু করিতে পারিবে না। কারণ, সতের নিকট যাইবার সাধ্য, সতের সঙ্গ বা আনুগত্য করিবার ক্ষমতা অসতের নাই।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :- ১ম খণ্ড ৷৶০; ২য় খণ্ড ৷৶০; ৩য় খণ্ড ৷৶০; ৪র্থ খণ্ড —৷৶০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

গুরুরূপে ও শ্রীনাম প্রভু

(প্রাপ্ত)

এই কলিযুগে দয়ার ঠাকুর শ্রীমহাপ্রভু প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে কথা আজ আমাদের ন্যায় হতভাগ্য জীবের নিকট ঠাকুরমা'র ঝুলির গল্প বা উপাখ্যানের মত মনে হইলেও গৌরভক্তবৃন্দ চিন্ময় নেত্রে নিত্যকালই শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যলীলা দর্শন করিয়া থাকেন। কোন ভাগ্যবান্ জীবই ভক্তানুগত্যে তাহা দর্শনে সমর্থ হন।

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

ঘোর কলি! কোটি কণ্টকের দ্বারা ভক্তিপথ রুদ্ধ। বাদ, বিসম্বাদ, দ্বন্দ্ব, তর্কের দ্বারা সত্য আচ্ছাদিত। ভ্রম, প্রমাদাদি দ্বারা বদ্ধজীব মোহগ্রস্ত, ভ্রান্ত। এমন সময়ে 'সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া। সাধু-গুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥' কৃষ্ণ-নামের সহিত অবতীর্ণ হইলেন—কৃষ্ণই গুরু বা আচার্য্যরূপে। 'গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে'॥ 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ' প্রভৃতি উক্তি হইতে জানা যায় যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে, আচার্য্যরূপে শরণাগত জীবকে কৃষ্ণনাম প্রদান করেন। 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।' নাম ও নামী অভিন্ন। যেই নাম, সেই কৃষ্ণ। "নাম-শ্চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥" এই সকল বাক্যের যথাযথ বিগ্রহ কৃষ্ণ আশ্রয়-বিগ্রহের ভাব লইয়া সপার্ষদে আচার ও প্রচারের দ্বারা কলিহত দুর্গত পতিত জীবকে জানাইলেন যে, নাম বিনা জীবের গতি নাই।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, শ্রীনামগ্রহণ ও কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার একই কথা। বদ্ধজীবের ইহা উপলব্ধির বিষয় হয় না। এখন অনুধাবনের বিষয় এই যে, এই হরিনাম-প্রদান কার্য্যটী কি কোন ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা সম্পাদিত হয়? শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালীন দেখা গিয়াছে যাব কোনও ব্যক্তিকে আপাত বিপথগমন হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোনও সন্ন্যাসী মহারাজ বা মিশনের অন্য যে কেহ হরিনাম প্রদান করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদ সেই মালিকা পবিত্রাণ করাইয়া পুনরায় সেই ব্যক্তিকে শ্রীনাম প্রদান করিয়াছেন। ইহা হইতে কি চক্ষুষ্মান্ বা ... ব্যক্তির বিষয় হয় নাই যে শ্রীহরিনামপ্রদানকার্য্যটী একমাত্র শ্রীগুরু-নিত্যানন্দেরই একচেটিয়া। তাই যাঁহারা প্রভুপাদের শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত, প্রকৃত আচার ও প্রচার-পরায়ণ, তাঁহারা আজ শত বাধাবাঁধের মধ্যেও জগজ্জীবকে অভয় প্রদান করিয়া বলিতেছেন—

'নিতাইচরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাইপদ সদা কর আশ॥'

মহাজনের উপরই শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা—

যা'রে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় 'গুরু হঞা তার' এই দেশ॥
ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

মহাপ্রভুর এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য আমরা এইভাবে গ্রহণ করিয়া থাকি যে, মহাপ্রভু যখন সকলকেই কৃষ্ণ উপদেশ করিতে এবং গুরু হইতে বলিয়াছেন, তখন আমরা সকলেই—যথাযথভাবেই কৃষ্ণ-উপদেশ করিতে বা গুরু হইতে পারি, ইহাতে বাধা কি? আমাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। আমার 'আজ্ঞায়' অর্থাৎ আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে বিষয়বিগ্রহের বা শ্রীনাম প্রভুর সেবায় নিয়োজিত হওয়া ও অপর জীবকে নিয়োজিত করা—যুগপৎ আত্মমঙ্গল ও পরমঙ্গল সাধনে উদ্যোগী হওয়া। ইহাই জগদ্গুরুলীলাভিনয়কারী শ্রীমহাপ্রভু ও জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আচার-প্রচার, আদেশ ও উপদেশ।

আমার প্রভু ও আমার প্রভুর প্রভুর আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া যে কোনও ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার উচ্চ বর্ণ, ধন, রূপ, বিদ্যাবুদ্ধি-পাণ্ডিত্যাদি প্রভৃতি গুরুত্ব গুরুত্বের মাপকাঠি বিবেচনা করিয়া গুরু-নিত্যানন্দের আসনে অধিষ্ঠিত হইবার দুরাশা পোষণ করিলেও শ্রীচৈতন্যবাণী বা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্তবাণীর সহিত যাঁহার পরিচয় হইয়াছে, তিনি ভক্তিসিদ্ধান্ত বা ভক্তি-বিনোদগৌরবাণীর কষ্টিপাথরে তাহা বুঝিয়া লইতে পারিবেন, ইহাই আমাদের আশা। যাঁহারা বপু-সেবায় নিয়োজিত আছেন থাকুন, এদিকে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বীণায় নিত্যগান বাদিত হইতে থাকুন, আমরা যেন নিত্যকাল সেই ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বীণাধ্বনির দোহারীতে সিদ্ধান্তবাণীর সেবায়

(অতঃপর ৬৯ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-গৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। তত্রাধীন প্রচারকগণকর্ত্তৃক 'নদীয়া-প্রকাশ' দৈনিক আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে মঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রভুর-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসাঙ্গনাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) অমৃতবেদ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা — (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ ভালুকা (নদীয়া)

(১৭) ঋতুদ্বীপ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) সাপাহাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চরিয়ার, জিং সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

গয়া রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গদৌলিয়া, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যপ্রবণ মঠ,

পোঃ [illegible], দীনাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণবন, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠশাখা

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একাদশরস-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) কাম্যবন গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ কাম্যবন, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)।

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী।

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] হিল রোডে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণগৌরাঙ্গরাধাগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) কোভুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রী গৌরগোপালরাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম-মঠ

জগন্নাথপুর, পোঃ [illegible] (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ধর্ম্মকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) টোটাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠশাখা

(৫৯) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ [illegible], মঙ্গলবার

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

চুঁচুড়া, পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী বারের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী বারের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
ইঞ্চি	২,		১।০	১,
সিকিকলম	৫,			৩,
অর্দ্ধকলম	৮,		৬,	৫,
এক কলম	১৫,	১০,	১০,	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬,	৪।০
" সিকি কলম	১৫,	১২,
" অর্দ্ধকলম	২৫,	১৮,
" এক কলম	৩৫,	৩০,

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯,
ষাণ্মাসিক "	৫,
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১,

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(*)::——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম পূর্ব্বাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রস্তাব সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাবলীর ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

ল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন বাড়ী। শিক্ষকগণ সাধিক ও অভিজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে আহার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬, টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদ্বান ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২, দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪, টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিবিধ জিজ্ঞাসু ও ভজনোদ্যত সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহোৎসবপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

[illegible]

[illegible] ·চৈতন্য দেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক [illegible] কলেজের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য [illegible] শাস্ত্রী ও [illegible] সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের [illegible] এবং [illegible] লেখনীর অদ্ভুত কৃপা আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দসূচী-(Index Glossary) সহ প্রথখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—২৫, পঁচিশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল সুলভ আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্তরঙ্গ পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গুণাবলী-শিক্ষামালাও সন্নিবেশিত হইয়াছে। সর্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা ; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থও এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। শিতার প্লীহা সংযুক্ত কামাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৩	৬ ২৩	৭-০৬	১২-২৩	১৪-৫৩	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩-০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(নাইট্ রেলওয়ে
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২	
ছাঃ	১৪-২০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৪১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৩২শে জ্যৈষ্ঠ. ১৩৫৬. ১৫ই জুন, ১৯৩৯. বৃহস্পতিবার [৯১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বেথুয়া নদীর চরে দাঙ্গা

মুন্সীগঞ্জ থানার অধীন বেথুয়া নদীর কিয়দংশে চর পড়িয়াছে এই চরের দখল লইয়া নমঃশূদ্র ও মুসলমানদের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে ৬ জন আহত হইয়াছে এবং একজন আহত ব্যক্তির কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

ঘটনায় প্রকাশ যে, নমঃশূদ্ররা জমিদারের নিকট হইতে উক্ত চরের বন্দোবস্ত লইয়া আত্মীয় পরিজনসহ তথায় বাস করিতেছিল। মুসলমানেরা ঐ চর জোরপূর্ব্বক দখল করিয়া লইতে চেষ্টা করিলে নমঃশূদ্ররা এক নালিশ রুজু করে। মহকুমা হাকিম সব তদন্ত করিয়া মুসলমানেরা যাহাতে উক্ত চরে প্রবেশ করিতে না পারে তজ্জন্য ১৪৪ ধারা জারী করেন।

এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা সত্ত্বেও প্রায় ২ শত মুসলমান লাঠি, সড়কি ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র লইয়া চর দখল করে। নমঃশূদ্ররা বাধা দিলে দাঙ্গা উপস্থিত হয়। দাঙ্গায় সামান্য আঘাত ব্যতীত প্রায় ৬ জন নমঃশূদ্র গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে।

প্রকাশ, তিন জন আহত নমঃশূদ্রকে মুসলমানেরা লইয়া যায়। তন্মধ্যে এক ব্যক্তির কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

আহত ব্যক্তিদিগকে মুন্সীগঞ্জ হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

দিনদুপুরে দুঃসাহসিক চুরি

গত শনিবার দ্বিপ্রহরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুত প্রবীণচন্দ্র বসুর বাড়ীতে (দক্ষিণ কলিকাতা প্রতাপাদিত্য রোডে) এক দুঃসাহসিক চুরি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ঘটনার দিন মহিলারা বাড়ীতে কেহ ছিলেন না এবং প্রবীণবাবু ও তাঁহার ভ্রাতা অফিসে চলিয়া যান। বাড়ীর ভৃত্যগণও দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়। এমন সময় কয়েকজন লোক একাধিক দরজা, দোতার কড়া ও তালা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে এবং ঘরে রক্ষিত বাক্স ও সুটকেস্ ভাঙ্গিয়া জিনিষপত্র বাহির করে। এই সময় বাড়ীর নিম্নে ও নিচের তলায় অনেক লোক ছিল। প্রবীণবাবু অফিস হইতে ফিরিয়া বাড়ীর মধ্যে দুইজন অপরিচিত ভদ্রবেশধারী লোককে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হন। কিন্তু ঐ দুইজন লোক তাঁহার সহিত অতিশয় পরিচিত লোকের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে এবং কথা বলিতে বলিতে বাহির দরজার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রবীণবাবু তাহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া চিৎকার করিয়া তাহাদিগকে ধরিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে তাহারা তাঁহাকে লোহার ডাণ্ডা দিয়া আঘাত করিতে চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে একটী লোক ৪৫৲ টাকার মত লইয়া পলায়ন করে। ইত্যবসরে বাড়ীর অন্যান্য লোক আসিয়া পড়ে এবং অপর ব্যক্তিকে ধরিয়া পুলিশের হাতে দেওয়া হয়।

এক সঙ্গে চার পুত্র

বেগম নামী ২৩ বৎসর বয়স্কা একটি [illegible] রমণী এক সঙ্গে চার পুত্র প্রসব করে। প্রসূতী এবং নবজাত শিশুচতুষ্টয়কে দেখিবার জন্য গত ১১ জুন এখানকার সরকারী হাসপাতালে বহু দর্শনার্থীর ভীড় হইয়াছিল। অবশেষে জনতা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য পুলিশ ডাকিতে হয়। স্ত্রীলোকটীর বাড়ী এখান হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী নবাবগঞ্জ নামক গ্রামে। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় স্ত্রীলোকটির প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে গ্রাম্য ধাত্রী তাহাকে প্রসব করায়। তখন দুইটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু গর্ভে আরও সন্তান আছে বুঝিতে পারিয়া ধাত্রী তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিতে বলে। অতঃপর তাহাকে এখানকার হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে আরও দুইটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। প্রসূতি এবং নবজাত শিশুচতুষ্টয় সুস্থ আছে।

ক্ষুধার জ্বালায় আত্মহত্যা

এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, চন্দনীপুর গ্রামের জনৈকা মুসলমান রমণী (৩০) ক্ষুধার জ্বালা হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য গলায় ফাঁসি দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, স্ত্রীলোকটীর স্বামী মাত্র একসের চাউল সম্বল রাখিয়া প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে মজুরী দ্বারা কিছু রোজগারের জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায় এবং ঘটনার দিন পর্য্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। স্ত্রীলোকটী তিনটী সন্তানসহ কয়েকদিন অর্দ্ধাহারে কাটাইবার পর তিনদিন সম্পূর্ণ অনাহারে কাটায়। অবশেষে ক্ষুধার্ত সন্তানদের যন্ত্রণার দৃশ্য অসহ্য হওয়ায় ও নিজে ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারায় গলায় ফাঁসি দিয়া মৃত্যু বরণ করে।

সিন্ধুপ্রদেশে ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর খনি

নিউইয়র্কের ১৩ জন বিশেষজ্ঞ লইয়া গঠিত মার্কিন অয়েল কনসেশন কমিশন এই অঞ্চলের ভূগর্ভ পরীক্ষা করিয়া কোটরীর নিকট থানা বুলাখানে ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর খনির সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহারা এখন ঐস্থানে শিবির স্থাপন করিয়া ডিনামাইট বসাইবার এবং ভূগর্ভে শলাকা প্রবেশ করাইবার আয়োজন করিতেছেন।

তৈলের সন্ধানে তাঁহারা থর এবং কালাত রাজ্যের কোন কোন অঞ্চলে যাইতে মনস্থ করিয়াছেন।

বগুড়াতে দস্যুদের হানা

বহু সংখ্যক সশস্ত্র দস্যু সদর হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত সামরিক ঘাঁটির এলাকায় প্রবেশ করিয়া, সামরিক জিনিষপত্রে এবং ঘাঁটির ঘর ও বাসের অংশে আগুন লাগাইয়া দেয়। তাহারা ১০।১২ বার গুলী ছুঁড়িয়াছিল। আধ ঘণ্টা পর তাহারা চলিয়া যায়। প্রকাশ যে, কেহ হতাহত হয় নাই।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িষ্যাভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৬৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী.

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৪৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০

১৮। বালক-আদর্শ ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০

২১। গৌড়ীয়শিক্ষা ৷৵০

২২ ভজন রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲

অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেমন মানে-কথা ।০

২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ব্যক্তিবিবেক (সারার্থ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সারার্থ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)

(বাঁধা) ৸০

৩০। জীব-শিব-তর্ক ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা /১০

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু পরিক্রমার ।০

৪০। শরণাগতি /০

৪১। গীতাবলী /০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব /০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৩/

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০

৪৯। অর্চ্চনকণ /১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সারার্থ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাবিবৃত) ।০

৫৮ শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০,

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবৃতিঃ ।০

৬৩। সটীক-মিত্রাজপূরণম্ ।০

৬৪। ভজনরত্নম্ ।০

৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপদ্ধতিঃ /০

৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০

৭০। নামভজন /০

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।৵

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৵০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

৭৪। বৈষ্ণবীজম

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং

৭৬ দি ভাগবত ।০

৭৭। ইসোটেরিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আয়ুর্ব্বেদের মিতোলজি ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০

৮৩। গীতাবলী /০

৮৪। শরণাগতি /০

আসামীজ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক-পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ | ১৩ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সকাব্দ ১৮৬১, ১৫ই জুন ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার | ১১৭ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(০)::——

শ্রীবাস-অঙ্গনে মহোৎসব

গত ১২ই জুন ২৯শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ সংকীর্ত্তনরাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে গৌরপার্ষদ শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিতের অপ্রকট-তিথি-পূজা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে হরিসংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীযোগপীঠ ও শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় শ্রীবাস-অঙ্গনে গমন পূর্ব্বক গুর্ব্বৈষ্ণব-বন্দনা, অর্চ্চিক, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীপাদ অবধমন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীবাসতত্ত্ব, শ্রীবাসের মাহাত্ম্য, তাঁহার ঐকান্তিক শরণাগতি ও গৌরপ্রীতির কথা এক ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। অনন্তর সন্ধ্যারতি-কীর্ত্তনের পর পুনরায় গুর্ব্বৈষ্ণব-বন্দনা, গুরুপরম্পরা, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইতে থাকে। সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথনাথ দাস কাব্যতীর্থ, ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ নন্দকিশোর দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়দ্বয় সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের প্রীতি-বিধান করেন।

কীর্ত্তনান্তে রাত্রি ৯ঘটিকার সময় সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ভক্তবৃন্দ পরমানন্দিত হন।

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিকবি ও শ্রীসুন্দরমুনিবন্দ্য ব্রহ্মচারী আন্তরিক সেবাচেষ্টায় উৎসবটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব

ঐ দিবস শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীবাসপণ্ডিতের সম্বন্ধে কিছুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ভক্তগণের সেবোৎসাহ বর্দ্ধন করেন। শ্রীল আচার্য্য-দেবের পদধূলি ও কৃপাদেশ শিরে ধারণ করিয়া ভক্তগণ তাঁহারই শ্রীমুখবিগলিত হরিকথামৃত অনুকীর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীবাসপণ্ডিতের শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষা করেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব ঢাকাবাসী জনৈক ভদ্রলোকের নিকট প্রায় এক ঘণ্টা-কাল মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য, ভক্তের দর্শন ও অভক্তের দর্শনের বৈশিষ্ট্য, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব, শরণাগতের নিকট বাস্তববস্তু কৃপাপূর্ব্বক প্রকাশিত হন প্রভৃতি বহু কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি পরমানন্দিত হন।

কলিকাতায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার মহোদয় এবং প্রেসিডেন্সি শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দাস এম-এ, (অডিটর জি, পি ও মহাশয়ের সাদর আহ্বানে গত ৫ই জুন সোমবার সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকার সময় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ বিদ্যালঙ্কার প্রভু তথায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পৃথু মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সপরিবার শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বাবু বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন। দিন দিন তাঁহাদের হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় রুচি এবং হরিকথায় শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হউক, ইহাই শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব চরণে আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

প্রভুর বাণী

——::(০)::——

আমাদের জীবনের পরমায়ু অনিশ্চিত। সুতরাং কৃষ্ণের কৃপালাভের জন্য ব্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বালবৃদ্ধ যুবা-নির্ব্বিশেষে সকলেই মনে করিতে পারেন যে, জীবনের অপরাহ্ণ সমাগত। কারণ জীবন কখন শেষ হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই। সুতরাং এক্ষণ হইতেই হরিভজন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। জীবনের যে নিমেষগুলি চলিয়া যাইতেছে, জগতের যাবতীয় অর্থ একত্র করিলেও তাহার একটীকেও আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। এই সকল লক্ষ্য করিয়া দুর্লভ মনুষ্য-জীবনের ক্ষণকালও হরিভজন না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে।

যাঁহারা অসুস্থ হইয়া জীবন সন্ধ্যায় দীর্ঘ-কাল শারীরিক ক্লেশ ভোগ করেন, তাঁহাদের পক্ষে জাগতিক সুখের ক্ষণস্থায়িতা অনুভব দ্বারা হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করিবার বিশেষ সুযোগ আছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহারই বা আমরা কয়জনে করি?

হরিভজন দ্বারাই সমস্ত সংস্কার ক্ষয় হয় এবং সর্ব্বসিদ্ধি লাভ ঘটে। নন্দনন্দন বৃন্দাবনে থাকেন এবং লীলাস্থান ও বৃন্দাবনে। জগৎ সম্পূর্ণ বিস্মৃত না হইলে ভগবান্‌কে ব্রজে বৃন্দাবনে পাওয়া যায় না। নন্দনন্দনের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই। কৃষ্ণের আনন্দবিধান যেখানে, সেই স্থানে আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কৃপা হইলে আমরা তাঁহার নামের কৃপা পাইব।

কেহ কুকর্ম্মে কেহ বা সুকর্ম্মে রত, আবার কেহ বা দুষ্কর্ম্মের জন্য যত্নশীল। কিন্তু ভক্ত সর্ব্বদা এখন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। তাঁহারা সচ্চিদানন্দ বস্তুকে জানেন, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন, তাঁহার সেবা করেন। ভক্ত ভগবানের সেবায় নিত্য-স্বরূপটী ভগবানের দৃশ্য পদার্থরূপে উপস্থিত করেন। ভগবান্‌কে দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে চাহেন না; এই কাম্যটীকে তিনি আত্মভোগ বলিয়াই জানেন। ভগবান্ তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন—এইটাই ভক্তের ইচ্ছা।

গৃহব্রতগণের ভোগের আশা মিটে না। সংসারে নিত্য যাতায়াত করিয়াও শিক্ষা হইতেছে না। কিছুতেই ভবসংসার তাহাদের ত্যাগ হয় না। যাহারা ভক্তির প্রার্থী হইয়া থাকিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নপর! এই জগতের শ্রেষ্ঠ সর্ব্বদা ভগবানের সেবা লাভ হইবে। তিনি ভোক্তা—কর্ত্তা কর্ত্তা। আমি আশ্রয়। আমার ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণ করাই কার্য্য।

"[illegible] শ্রীগুরুদেবকে ভগবান্ ব'লে জানিয়া, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না হলে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারণ হ'তে না। [illegible] ভগবানকে যেরূপ [illegible] শ্রীগুরুদেবকে সেরূপ [illegible], কোন প্রকারে কম মনে [illegible] না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ [illegible] [illegible], গৌরাব্দ ৪৫৩

ভয় কি থাকে না?

—:০:—

সর্ব্বত্রই ভয়ের কথা—ভৈরবের কথা। আমার কথা [illegible] যুগে জলা [illegible]। সকলেই যেন [illegible] হইয়া [illegible] করিতেছে। অদৃষ্টের মায়ায় [illegible] ভয় কেন? [illegible] [illegible] কেন? [illegible] [illegible], তাই [illegible] অবস্থায় [illegible] করিতেছে। ভয় যাহাকে ভয় করে, সেই ভগবানের শরণাগত যে [illegible]। [illegible] পাইয়া অসংখ্য [illegible], [illegible] আপনা [illegible] করিতেছে। [illegible] নিষ্কপটে হইয়া সকল উপায়ের উপায় [illegible] আত্মসমর্পণ করে, শরণাগত হয়, তাহার [illegible] আর [illegible] না [illegible] হইয়া সে [illegible] হইতে পারিবে।

[illegible] বড় ভয়। কিন্তু [illegible] নির্ভয় [illegible] পদ। সেই [illegible] ভয় প্রবেশ করিতে পারে না। কোন বিঘ্ন বা ভয় [illegible] করিতে পারে না। যে যে তাহার সকল [illegible] সমর্পণ করিয়া সর্ব্বাপদের [illegible], নির্ভয় বা নিশ্চিন্ত হইয়াছে। সে সেবা ভিন্ন আর অন্য কিছু চাহে না, আর কিছু জানে না, আর কোন চিন্তাকেই হৃদয়ে স্থান দেয় না। তাঁহার হৃদয় [illegible] যে কৃষ্ণময়। কৃষ্ণ যে তাঁহাকে [illegible] রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং সেই কৃষ্ণগতপ্রাণ বা কৃষ্ণৈকশরণ ভক্তগণের আবার [illegible] কিসের? তাঁহাদের আবার [illegible] কিসের? তাঁহারা পরমোৎসাহী, পরম সাহসী। তাঁহাদের আবার ভাবনা কি? তাঁহাদের হৃদয়ে নিরানন্দের লেশমাত্র নাই। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ সেবানন্দে ভরপুর আছেন। আর যত [illegible] যত দুঃখ, যত বিপদ তাঁহাদেরই, যাঁহারা সর্ব্বস্ব-জীবন কৃষ্ণকে ভুলিয়াছেন, পরমার্থীর গুরুবৈষ্ণবকে আশ্রয় না করিয়া পর [illegible], তাঁহাদিগকে [illegible] [illegible]। যেখানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। যেখানে [illegible] [illegible]। আর যেখানে [illegible] [illegible], [illegible] সম্বন্ধ বা বন্ধন। যেখানে [illegible] [illegible]। [illegible] হইতেই ভয় হয়। সেই [illegible] কি? আমি [illegible] কিছু সবই কৃষ্ণ-[illegible] একমাত্র সেবা ও [illegible] আমার [illegible] ও [illegible] এইরূপ [illegible] অভাব [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু সাধুগুরু [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্ম—[illegible] [illegible] আশ্রয় [illegible] ভগবান্ সম্বন্ধ [illegible] স্বরূপ শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ে [illegible] তাঁহারই [illegible] সত্য ভয় ও দুঃখের হস্ত হইতে চিরতরে [illegible]। এই [illegible] [illegible] [illegible] কোন [illegible] টলেন না, পরন্তু এমন অটল [illegible] অবস্থান করেন—[illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থান করিয়া [illegible] চরণের আশ্রয় থাকেন, নিরন্তর সেই [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] ও কৃষ্ণ কথামৃত [illegible] করিয়া [illegible] করেন। [illegible] ছাড়েন না—[illegible] হইতে [illegible] থাকেন না। নিরন্তর নিষ্কপট-[illegible] থাকাকেই যাঁদের একমাত্র [illegible], সত্য বা ধ্যান জানেন। তাই তাঁহারা নিজের হরি-গুরু-বৈষ্ণব হইতে ভিন্ন মনে না করিয়া তদধীন দাসভাবে প্রভুর সুখে নিজেকে সুখী মনে করেন, শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠা ও সুখকে নিজ প্রতিষ্ঠা ও সুখজ্ঞান করেন। সুতরাং তাঁহাদের ভয়ও নাই। নিঃস্বত্বের প্রতি অভিনিবেশ না থাকায় দ্বিতীয়াভিনিবেশের অভাববশতঃ তাঁহাদের ভয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।

বদ্ধজীব আমাদের মন, জন ও জীবনের [illegible] ভয়। [illegible] আমাদের [illegible] বেশী হয়। প্রাণ[illegible] কথা শুনিলেই আমাদের [illegible] স্থির হইয়া যায়। [illegible] ছাড়িতে পারে, কিন্তু প্রাণ কেহই ছাড়িতে চায় না। প্রাণ এত প্রিয়! [illegible] বাঁচিয়া থাকিতে চায়, কিন্তু চিরদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে না—ইহাই দুঃখ। [illegible] চিরকাল [illegible] না তজ্জন্য আমরা কতই না [illegible] করি। কিন্তু যাহা নিত্যকাল থাকবে, সেই আত্মার প্রাণ, আত্মার [illegible] কথা কোনদিনও চিন্তা করি না। দেহরক্ষার জন্য আমরা দেহরক্ষার জন্য সর্ব্বক্ষণ [illegible]। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আজো ভয় নাই। তজ্জন্য আমাদের [illegible] ভয়ও হয় না। বরং অনেক সময় আত্মবিনাশের জন্য আমাদের কত উৎসাহ দেখা যায়। এমন অমূল্য [illegible] প্রতি উদাসীন থাকিয়া আমরা [illegible] রক্ষা করিবার জন্যই সারাটী জীবন কেবল ভয়েই মরিতেছি। কিন্তু এ ভয় আমাদের কিছুতেই যাইবে না, যতদিন গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে আমরা আপনজ্ঞান না করিব, তাঁহাদের চরণে শরণ না লইব। মায়া বা ভয় কিছুতেই আমাদিগকে ছাড়িবে না। কিন্তু আমরা যদি নিষ্কপটে শরণাগত করি, তাহা হইলে তিনি তাঁহার মায়াকে অতি সহজ ও স্বেচ্ছায় সরাইয়া লইতে পারেন। [illegible] তাঁহার অধীনস্থ [illegible] বা দেহকে সরাইয়া লইতে পারেন, কিন্তু [illegible] তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তি বা বস্তুর [illegible] হইতে গমন করিবার স্বাধীনতা বা স্বতন্ত্র সামর্থ্য নাই। তাই আমরা ভক্তভীত সকলের নিকটে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি,—

হে সাধব! সকলমেব বিহায় দূরাৎ।
চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

—:০:—

শ্রীযুক্ত [illegible] বাবু—দীক্ষাগুরু এবং শিক্ষাগুরুর মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি?

শ্রীল আচার্য্যদেব—শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু দুই-ই এক সমজ্ঞান। দীক্ষাগুরু—[illegible]—[illegible]। গুরু তিন প্রকার—শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু। শ্রবণগুরু—বহু [illegible]। দীক্ষাগুরু মাত্র একজন, দুইজন হইতে পারেন না। শ্রবণ-গুরু ও শিক্ষাগুরু অনেক হইতে পারেন। শ্রবণগুরু—Preliminary কথা ব'লে দেন, প্রাথমিক যোগ্যতা দেন। যিনি মন্ত্র দেন, তিনি দীক্ষাগুরু। তিনি সম্বন্ধজ্ঞান দেন। শ্রীমূর্ত্তির প্রতি কি কর্ত্তব্য, ব'লে দেন। অর্থপঞ্চক শিক্ষা দেন, সংস্কার দেন। শিক্ষাগুরু হরিভজনের কথা বলেন, কি ক'রে ভজন করতে হয় তা' শিক্ষা দেন। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু একই হ'তে পারেন। এঁকে বড় ছোট বলিবা কোন কথা নাই। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরুতে Mundane Superiority—Inferiority উচ্চনীচ বিচার নাই, কারণ, বস্তু এক। উভয়েই ভগবৎপ্রেষ্ঠ। ভগবৎপ্রেষ্ঠগণের মধ্যে ছোট-বড় ভেদ নাই। যেমন দীক্ষাগুরু শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য সম্বন্ধে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন—

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং
গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকা-
মাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং
নতোঽস্মি।

শ্রীল যদুনন্দনাচার্য্য প্রভু শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামী প্রভুর দীক্ষাগুরু। শ্রীস্বরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ—ইঁহারা শ্রীরঘুনাথের শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু এই তিনজনের সন্ধান দিয়েছেন। তিনজনই আবার বড়।

শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু গোষ্ঠবাটী, রাধাকুণ্ড, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন ও শ্রীরাধামাধবের সেবা পেয়েও 'সেবাশা'র কথা বলছেন। সেবা পেয়েও 'সেবাশা' অর্থাৎ বিরহ। তিনি কৃষ্ণের প্রিয়জন, তথাপি "পেয়েছি" এই অভিমান নাই। কেবল "পাব" এই আশা। পেয়েছি [illegible] [illegible]। [illegible]

দীক্ষাগুরু শিক্ষাগুরুও হ'তে পারেন। শিক্ষাগুরু অভিধেয়দাতা। অনর্থ-নিবৃত্তির পর অভিধেয়দাতা শিক্ষাগুরু নামভজন শিক্ষা দেন। দীক্ষাগুরু দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা। তিনি মন্ত্র দিয়ে সংসার মোচন করেন। তিনি tendency to measure the universe (বিশ্বকে মাপিয়া লইবার প্রবৃত্তি)—বা Predominating mood (ভোক্তৃত্বাভিমান) ছুটি করান—মন্ত্র দ্বারা। মন্ত্র—ভগবৎ-শব্দ বা ভগবানের মধ্যে "নমঃ" বা "স্বাহা" শব্দ আছে। এখানে চতুর্থী বিভক্তি। কেবল ভগবান-ভজনের কথা—অনর্থনিবৃত্তির পর বিশুদ্ধ অভিধেয়ের কথা শিক্ষাগুরু বলেন। অভিধেয় ও প্রয়োজন দেন শিক্ষাগুরু। ভাগবত-পরম্পরা— শিক্ষাগুরু- পরম্পরা। ইহা দীক্ষাগুরুপরম্পরা নয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর পর শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম। শ্রীল কৃষ্ণদাসের প্রিয় 'নরোত্তম'। নরোত্তমের দীক্ষাগুরু—লোকনাথ। নরোত্তমের প্রিয় বিশ্বনাথ। গঙ্গানারায়ণ প্রভৃতি তিন পুরুষের পর বিশ্বনাথ। ইহা পাঞ্চরাত্রিক পরম্পরা নয়—ইহা শিক্ষাগুরু-পরম্পরা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথের পাঞ্চরাত্রিক শিষ্য নহেন। শ্রীল রাধা-দামোদর যিনি 'বেদান্তস্যমন্তক'-এর রচয়িতা—তিনি বলদেবের দীক্ষাগুরু। শ্রীবলদেব শ্রীবিশ্বনাথের অনুগত।

সম্বন্ধজ্ঞান দীক্ষাগুরু দেন। নাম-ভজন শিক্ষা দেন শিক্ষাগুরু। মন্ত্র, দীক্ষা ও ভজন শিক্ষার পর আবার শিক্ষা। স্বরূপ-সিদ্ধির পর যখন সৌভাগ্যক্রমে লীলাপ্রবেশ হয় অর্থাৎ বস্তুসিদ্ধির পরও শিক্ষাগুরুর সাহচর্য্য করতে হয়।

শ্রীরূপবিলাস প্রভু—শিক্ষাগুরুগণ কি জীবতত্ত্ব?

শ্রীল আচার্য্যদেব—না। গুরু জীবতত্ত্ব ন'ন। যখনই গুরুজ্ঞান হ'য়েছে, তখন জাবতত্ত্ব-দর্শন বা তটস্থদর্শন নাই; মুক্ত-জীবরূপেও দর্শন নাই। গুরুতে কৃষ্ণপ্রিয়—ভগবানের স্বরূপশক্তি বা পরা শক্তি দর্শন, বিভিন্নাংশ দর্শন নাই। তটস্থ জীব মুক্ত হইলেও বিভিন্নাংশ থাক্‌বেন। তটস্থজীব ভাগবতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মায়া কবলিত। যখন গুরু বলা হয় তখন মুক্তজীবরূপে—বিভিন্নাংশ দর্শন কর্‌তে হ'বে না। গুরু বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি ভগবানের সহিত অভিন্ন—সেবক-ভগবান্। শ্রীগুরুদেব Enjoyer ন'ন, তিনি Enjoyed Absolute. কৃষ্ণ ও গুরু—ভোক্তৃভগবান্ ও ভোগ্য-ভগবান্—সম্ভোক্তা ও সম্ভোগ্য। সম্ভোক্তা-ভগবান্—কৃষ্ণ, আর সম্ভোগ্য-ভগবান্—আশ্রয় বা গুরুদেব। শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম সেবক। ভগবানের সহিত তাঁ'র অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তবে তিনি সম্ভোক্তা ন'ন। শিক্ষাগুরুগণ সকলেই ভগবৎশ্রেষ্ঠ। গুরু-ভাগবত্-ভক্তগণ শিব ও গুরুকে ভগবানের সহিত এক মনে করেন। 'ভগবৎপ্রিয়তমত্বেনৈব দৃঢ়তে।' সদাশিব ভগবানের সহিত অভিন্ন। রুদ্র যিনি গুণের দ্বারা জগৎ ধ্বংস করেন, যিনি মায়াসঙ্গী, তিনি সেই শিব নহেন। ব্রহ্মা যিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, তিনি আমাদের গুরু ন'ন। আমার গুরুর সহিত জগৎসৃষ্টি বা মায়াশক্তির সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। তিনি ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখবিধান করেন। যিনি ভগবান্‌কে বেশী সুখ দেন, তিনিই আমার গুরুদেব।

মুক্ত জীবগণ বৈষ্ণব। বদ্ধ, তটস্থ ও মুক্ত এক নয়। গুরুদর্শনে জীবরূপে দর্শন নাই। 'আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ।' এখানে জীবরূপে দর্শন করলে অপরাধ হ'বে। নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ জীবজাতীয় ন'ন। তাঁ'দের জীব বলা যা'বে না। তটস্থ অবস্থায় এক-পংক্তিতে স্থান, আর মুক্ত অবস্থায় ভগবদ্ভক্তি।

ব্রজেশ্বরী বাবু—গুরুজ্ঞান কে করলে, কখন হ'বে?

আচার্য্যদেব—শিষ্য আচার্য্যকে গুরুজ্ঞান করবে।

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

বর্ণাশ্রম—বদ্ধজীবের হয়, ভগবান্ বা পরমহংসের বর্ণাশ্রম নাই। শ্রীগুরুদেব বিপ্রকুলে জাত হউন, যে কোন বর্ণ বা যে কোন আশ্রমেই থাকুন বা শূদ্রবর্ণেই আবির্ভূত হউন, তা'তে কিছু আসে যায় না। যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু হ্লাদিনীর- সমবেত- সম্বিৎশক্তি -বৃত্তিই ভক্তি। ইহা কৃষ্ণের—জীবের নয়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর 'সিদ্ধান্তরত্নে' ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 'জৈবধর্ম্মে' এসব কথা আছে। সেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা কৃষ্ণ ছাড়া হয় না। কৃষ্ণকে কৃষ্ণই জানেন। সেখানে জীব বা তটস্থ বা বিভিন্নাংশ দর্শন নাই। মুক্ত জীব দু'প্রকার—নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত।

ব্রজেশ্বরী বাবু—তা' হ'লে মুক্তজীবগণকে কি গুরু বলা চলে না?

আচার্য্যদেব—জীব বললে 'গুরু' বলা হ'বে না। আর 'গুরু' বললে জীব বলা হ'বে না। পার্ষদ আর জীব এক ন'ন। পার্ষদ বা পরিকরই 'গুরু'। তখন জীব বলা চলে না।

শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব প্রভু—গুরুকে বৈষ্ণব বললে কি দোষ হয়?

আচার্য্যদেব—বৈষ্ণবের মধ্যে দু'রকম—বিভিন্নাংশ জীব ও আশ্রয় বিগ্রহগণ। মুক্ত-জীবই বৈষ্ণব। মধুররসে—বার্ষভানবী, বাৎসল্যরসে—নন্দ-যশোদা—ইঁহারা স্বাংশ—স্বরূপশক্তি। গুরুকে শুধু বৈষ্ণব না ব'লে 'ভক্তশ্রেষ্ঠ' বা 'বৈষ্ণবরাজ' বলা যায়। মহাভাগবত বা বৈষ্ণব এক জিনিষ। মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ—গুরুদেব। 'মহাভাগবতবর শ্রীগৌরকিশোরবর', মুক্তজীব—বৈষ্ণব। স্বরূপশক্তি বা পরিকরগণ তাঁ'রা ঠিক মুক্ত জীব ন'ন। তাঁ'রা চিচ্ছক্তির বিলাস। বিভিন্নাংশ জীব কারণার্ণবশায়ী হইতে প্রকটিত। তাঁ'রা তটস্থ। সঙ্কর্ষণ হ'তে প্রকটিত জীব নিত্যসিদ্ধ। সন্ধিনীশক্তিময়-বিগ্রহ বলদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ কারণার্ণবশায়ী হ'তে প্রকটিত জীবের সহিত ঠিক সমান ন'ন, তাঁ'দের থেকে শ্রেষ্ঠ। বলদেবই নানাদিরূপে কৃষ্ণের সেবা করছেন। সন্ধিনী-শক্তি-প্রকটিত ধাম নিত্যানন্দের সহিত সমান। তিনি বহুরূপে গৌরসেবা করছেন।

শ্রীভক্তিমোহন — বিলাস বলিতে কি বুঝায়?

আচার্য্যদেব—বিলাসী যেখানে জীব, সেখানে জড়বিলাস। তাহা বন্ধন। চিদ্-বিলাস—পরমমোক্ষ—মোক্ষের পরাকাষ্ঠা। কৃষ্ণের যত বিলাস সব পূর্ণজ্ঞান-ঘনানন্দরূপ। তাহা অবিদ্যাদ্বারা অভিভূত কোন পদার্থ নয়। সেখানে বন্ধন বা ক্লেশ নাই, সেখানে আছে নিরবচ্ছিন্ন কেবল অনন্ত আনন্দ। সেখানে সব একতাৎপর্য্যপর—All Harmony একসূত্রপর। সেখানে বিরোধ নাই—parallel নাই। তাহা প্রেমভূমি, সেখানে বিলাস হ'চ্ছে। সঙ্গ—মিলন, সঙ্গ—সুখ। সেই সঙ্গ এখানে অবতীর্ণ হন

অভিধেয়-ভক্তি বিশুদ্ধ নয়। শ্রদ্ধা থেকে ভক্তির আরম্ভ।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥

এখানে বীজ আছে,- সেখানে বীজ নাই, সবই প্রস্ফুটিত। এখানে সুরু হ'ল বীজ। প্রথমে অঙ্কুরিতাবস্থা শ্রদ্ধা, তারপরে মুকুলিত অবস্থা। অপ্রস্ফুটিত বিকাশ বা অসম্পূর্ণ প্রকাশই বীজ। বৃক্ষের প্রথম আরম্ভ - Seed (বীজ), embroic stage (অঙ্কুরিত অবস্থা), slightest manifestation (ঈষৎ বিকশিতাবস্থা)।

বিলাস ও প্রকাশ একই বস্তু। যেখানে বহুরূপে প্রকাশিত হ'ন, তাহা প্রকাশ। যেমন দ্বারকায় কৃষ্ণ বহুরূপ ধারণ ক'রে ষোড়শ সহস্র মহিষীর পাণিগ্রহণ করলেন। সেখানে প্রকাশ, আর যেখানে মূর্ত্তির আকারে ভেদ, তাহা বিলাস। বলদেব, নারায়ণ—কৃষ্ণের বিলাস। রাসে কৃষ্ণের প্রকাশ। শক্তির বিলাস-বিচিত্রতা বা বৈশিষ্ট্য Excellent Diversity. প্রভুপাদ 'Relative worlds' ব'লেছেন।

শ্রীভক্তিবান্ধব—গুরুদেবকে বলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ বলিলে কি বিষ্ণুবিগ্রহত্ব থাকে না?

আচার্য্যদেব—শ্রীও পদ রোহিণী-নন্দন বা রৌহিণেয় রাম নহেন। বলদেবের যে রাস তা'তে কৃষ্ণই বলদেবের অঙ্গে রাস ক'রেছেন, ভোগ ক'রেছেন। বলদেবে কৃষ্ণসুখপরতা ছাড়া কিছু নাই। তিনি চারিরসে কৃষ্ণসেবা করছেন। রাসে তিনি নিজ অঙ্গে কৃষ্ণকে সুখভোগ করিয়েছেন।"

চতুর্ব্যূহের মধ্যে যে বলদেব, তাঁ'তে ঈশ্বরত্ব আছে। Quadrant Diversity যেখানে, সেখানে বিষ্ণুবিগ্রহের প্রাবল্য। হ্লাদিনীর আনুগত্য করতে হ'লে অপ্রাকৃত প্রকৃতি হ'তেই হ'বে। শক্তিবিলাসের কথাই ত' সেবার কথা—আশ্রয়ের কথা। শ্রীগুরুদেব শক্তিমান্ নহেন, তিনি কৃষ্ণের শক্তি—স্বরূপশক্তি—আশ্রয়বিগ্রহ।

সন্ধিনীর প্রকাশ—ধাম, চিত্তবৃত্তি বা ভাব ও রূপ—Entity. সম্বিৎ হ'তে কৃষ্ণের অনুভূতি; আর হ্লাদিনী শক্তির কার্য্য—রসের উদয় করা বা আনন্দ দেওয়া।

শ্রীভক্তিবান্ধব—সাধুসঙ্গ কি ক'রে লাভ হয়?

আচার্য্যদেব—'কোন ভাগ্যে,
কোন জীবের,
শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব
সাধুসঙ্গ করয়।'

শ্রদ্ধা ও সাধুসঙ্গ যুগপৎ হ'চ্ছে। যখন সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, prison-gate খুলবার সময় হয় তখন High Court Judge release order দিয়েছেন বুঝতে হবে, কারণ দু'টা একসঙ্গে হয়।

যেখানে কৃষ্ণকে আপন-জ্ঞান, সেখানে পূর্ণ শরণাগতি বুঝতে হ'বে। যেখানে শরণাগতি, অকিঞ্চনত্ব বা দীনতা উপলব্ধি, সেখানে গুরু ও বৈষ্ণব ঠাকুরের সঙ্গ। সেখানে মায়াবন্ধ, পুরুষাভিমান বা প্রভুত্ব-স্পৃহা ক'মে যাচ্ছে—অস্মিতা হ্রাস হচ্ছে, সেখানে বন্ধনও কেটে যাচ্ছে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, তাকপুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তনের মধ্যে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীবিদ্যাপীঠ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রাক্প্রচারকরূপে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যাহ চতুষ্টয় বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং … বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিধা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ পাটিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওক্ পাসাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিহর, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ঘণ্টা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গন্ধীগলি, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একচক্রানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনপাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—লেখারী,

পোঃ রোহতক, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং লেখার রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অক্টারলোনি বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, মাদ্রাজ

শ্রীঅলকেশ্বরলক্ষ্মীবল্লভ্রিদণ্ডিস্বামীর সেবা

(৫১) সাক্ষীগোপাল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভর, কবর গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীজগন্নাথবলরামসুভদ্রা-বিগ্রহের সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ

স্বর্গদ্বার, পোঃ বালিশাহি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সাক্ষাকুটী

(৫৬) ভ্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

শালবাঁধ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-প্রপন্ন-সদন

পোঃ বড়ঙ্কুড়া, গঞ্জাম

(৬০) ভক্তসমুদ্রানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আমাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ কাঁকসা, বর্দ্ধমান।

(৬৩) ঢেঙ্কল গৌড়ীয়মঠ

তুরসুড়া, পোঃ উদ্দুক, (আসাম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং সিটিজেন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ৫

৫১, কাউণ্ট রোড

ক্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ইউরোপ রোড, দেরা (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-০(*)০-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী বারের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী বারের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	৷৵০	
" " ইঞ্চি	৫৲		১৷০	১৲
" সিকিকলম	৮৲	৪০		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৩৲		৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(০)::——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতমবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গঙ্গাতীরে অতীব স্বাস্থ্যকর স্থানে মন্দিরের নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অত্যুত্তম স্বাস্থ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রায় মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বজ্ঞ সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথামৃতধারা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম প্রদানপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে ঐ সংলাপের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত্যাচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং পবিত্র লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিবার একমাত্র দর্পণ এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-গ্রন্থে দত্ত হইল। এই হিস্ট্রি, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৫ অধ্যায়ে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ গ্রন্থে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১২, বার টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিজের সীল মোহরযুক্ত কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৮১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সপ্তমগোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অদ্যাবধি জীবনচরিত প্রামাণ্যভাবে পৃথক্ আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাশাস্ত্রনিষ্ঠ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান্ শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৪				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৬
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৫	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৩১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১লা আষাঢ় ১৩৪৬, ১৬ই জুন, ১৯৩৯, শুক্রবার [৯২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

নিউইয়র্কে ব্রিটিশ রাজদম্পতী

রাজদম্পতীকে লইয়া 'ওয়ারিংটন' ডেস্ট্রয়ার নিউইয়র্ক বন্দরের পথে অবস্থিত বিরাট 'স্বাধীনতার মূর্ত্তি' নিকট পৌঁছিলে বন্দরের রণতরীসমূহ হইতে নানাপ্রকার জলক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। বন্দরস্থিত সমস্ত জাহাজ একযোগে বংশী-ধ্বনি করিয়া রাজদম্পতীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। ২১ বার তোপধ্বনি করিয়া রাজদম্পতীকে অভিনন্দিত করা হয়। প্রভাতের অস্পষ্ট আলোকে রাজদম্পতী সর্ব্বপ্রথম ম্যানহ্যাটান দ্বীপে অভ্রভেদী প্রাসাদমালা দেখিতে পান। এই সময় একজন পুলিশ রক্ষী নৌকা হইতে জলে পড়িয়া যাওয়ায় একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু তাহাকে উদ্ধার করা হয়। বেলা ১১ ঘটিকার সময় জেটিতে জাহাজ ভিড়ান হয়।

বিশ্ব মেলা প্রাঙ্গণে যাইবার জন্য রাজদম্পতী ম্যানহ্যাটান দ্বীপে অবতরণ কালে নিউইয়র্কের নাগরিকগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ম্যানহ্যাটান দ্বীপের অভ্রভেদী প্রাসাদমালা জনতার হর্ষধ্বনিতে উচ্ছ্বসিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ পথ ৩০ লক্ষ দর্শনার্থী সমাবেশে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিশকে এরূপ কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, যাহা নিউইয়র্কে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও করিতে হয় নাই। জনতা বেশ শান্ত ছিল। রাজদম্পতী ম্যানহ্যাটান দ্বীপে অবতরণ করিলে বিপুল জনতা হইতে তুমুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হয়। যাহাদের নিকট ছাড়পত্র ছিল না, তাহাদিগকে তথা হইতে দুইশত গজ দূরে রাখা হয়। বেলা দুই ঘটিকার পর কোন জাহাজকে জাহাজ হইতে অবতরণের সেতুর নিকট আসিতে দেওয়া হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ বিনা অনুমতিতে কোন বিমান উড়িতে দেখিলে উহাকে ভূপৃষ্ঠে নামিবার জন্য বিমানবহর প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। ব্রিটিশ ও মার্কিণ পতাকা জনতার মধ্যে বিতরিত হইতে থাকে। বেলা দ্বিপ্রহরে রাজদম্পতী মেলাপ্রাঙ্গণে পৌঁছিলে ২১ বার তোপধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করা হয়।

বিবাহ মিছিল আক্রান্ত

গত ১০ জুন সন্ধ্যায় কীডগঞ্জে মসজিদের নিকট একদল মুসলমান কর্ত্তৃক একটি হিন্দু বিবাহের শোভাযাত্রা আক্রান্ত হওয়ায় সারা শহরের একটা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

পুলিশ তৎপরতার সহিত বাধা থামাইয়া দেয়। যে সকল স্থানে বিবাদের সম্ভাবনা, সেই সকল স্থানে সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন রাখা হয়।

এলাহাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন,—

১০ই জুন সন্ধ্যায় এই শহরে সামান্য রকমের একটা সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের একটি মিছিল যখন মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, তখন ইট পাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়। পুলিশ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যায় এবং আক্রমকে গ্রেপ্তার করিয়া শান্তি স্থাপন করে। তাহার পর বিবাহের মিছিল গন্তব্য স্থান অভিমুখে অগ্রসর হয়।

শহরের অবস্থা স্বাভাবিক হইলেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে স্থানে স্থানে প্রহরী মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

দুইজন নিহত ও কয়েকজন আহত

চাকলেও গ্রাম হইতে বন্দুকের গুলীতে দুই ব্যক্তির মৃত্যু ও কয়েক ব্যক্তি আহত হওয়ার এক সংবাদ আসিয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, একদল জাঠ গ্রামের এক ব্রাহ্মণের গৃহ আক্রমণ করে। তাহারা ব্রাহ্মণের গৃহের আঙ্গিনায় একটি [illegible] ভাঙিয়া ফেলিতে চাহে। ব্রাহ্মণ নিজের অসহায় অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া গৃহের ছাদে আরোহণ করে এবং বন্দুক লইয়া জাঠদলকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করে। কয়েকজন জাঠও ছাদে উঠিবার চেষ্টা করে; তাহাতে ব্রাহ্মণটি গুলী করিয়া একজনকে নিহত ও কয়েকজনকে আহত করে। তাহাদের মধ্যে একজন হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করে।

ডাউন পাঞ্জাব মেল লাইনচ্যুত

ডাউন পাঞ্জাব মেল নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় ৩ ঘণ্টা পর দিল্লী ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

যাত্রীদের নিকট সংবাদ লইয়া জানা গেল, ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়াছিল—ইঞ্জিনের সামনের চাকা দুইটি লাইনচ্যুত হয়। এই সম্পর্কে সরকারীভাবে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। যাত্রী কিংবা ইঞ্জিন চালক কেহই কোনরূপ আঘাত পায় নাই। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা যায় নাই। লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রিলিফ ইঞ্জিন আসিয়া ট্রেনটি টানিয়া ষ্টেশনে লইয়া যায়।

আগ্নেয়াস্ত্রের অনুমতি প্রত্যাহার

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশক্রমে খুরাকী এলাকার সমস্ত বন্দুকের এবং রাইফেলের অনুমতি প্রত্যাহার করা হইয়াছে এবং মালিকদিগকে ১২ই জুনের মধ্যে তাহাদের অস্ত্র সরকারের নিকট জমা দেওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছে।

গত ২৭শে মে এই এলাকায় একদল সশস্ত্র আক্রমণকারীদের সহিত সীমান্ত পুলিশের সংঘর্ষ হয়; ফলে কয়েক ব্যক্তি গুলীতে নিহত হয় এবং একজন সুবাদার আহত হয়।

আক্রমণকারীদিগকে আশ্রয় ও আহার্য্য দেওয়ার জন্য খুরাকির অধীন বাপুরী গ্রামের ৭ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বে-আইনী চরস প্রাপ্তি

কলিকাতা ডিটেকশন ব্রাঞ্চের সাব ইন্স্পেক্টর মিঃ গোলাম মোস্তান গত শনিবার প্রাতে ১০নং বলাই সিংহ লেনের বাটী খানাতল্লাসী করিয়া ১৫ সের ৬ ছটাক বে-আইনী চরস (মূল্য প্রায় ২ হাজার ৩ শত টাকা) উদ্ধার করিয়াছেন। এই সম্পর্কে মহম্মদ জানের নামে একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিনব চরিতকথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনারত্নসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণাপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵
২২ ভজন-রহস্য ।
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲ অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।
২৭। ভক্তিসন্দর্ভ অগ্রাহৃত্যঃ (সানুবাদ)২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸
৩০। দীপ-বিন্দু-দর্পণ ৵
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু-পরিক্রমায় ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্পণকথা
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৩৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। দর্শনকথা ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবঃ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। ভক্তসঙ্গম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকা ৴০
৬৭। মায়াসংনর্দনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন্ সেবাভ ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্‌ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদান্তদর্শন ।০
৭৫। রোমাট গৌড়ীয়মঠ ইন ভুইৎ ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনরয়্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১ সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৭

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক-পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১৪ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১লা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৬ই জুন ইং ১৯৩৯, শুক্রবার | ৯২শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::(০)::—

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় গত ১২ই জুন সোমবার কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ সদনে সন্ধ্যারাত্রিকের পর আহূত এক বিদ্বজ্জনমণ্ডিতা সভায় "নির্বিশেষবাদ ও ভক্তি" সম্বন্ধে একটী যুক্তিতর্কপূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। সকলেই বিশেষ মনোযোগ সহকারে পণ্ডিতজীর কথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন। তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিলে পর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে বক্তৃতার কথা পূর্ব্ব হইতে প্রকাশিত হওয়ায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

আসামে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণপূর্ব্বক কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ আসামের অন্তর্গত তিনসুকিয়া নামক স্থানে শুদ্ধভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গত ২০শে মে তথা হইতে রওনা হইয়া ৩০শে মে গোয়ালপাড়ায় উপনীত হন। তথা হইতে তাঁহার আগমনের পর তাঁহার পার্টির মঠসেবকগণ বিভিন্ন স্থানে পাঠ, কীর্ত্তন এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অনন্তর মঠসেবকগণ গত ৭ই জুন তিনসুকিয়া হইতে যাত্রা করিয়া ৮ই জুন ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে পৌঁছেন। ৮ই দিবস শ্রীমঠে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শিত হয়। উভয় দিবসই বহু শিক্ষিত সজ্জনব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভার আদি ও অন্তে শুরুবন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয়। এতদ্ব্যতীত মঠবাসী ভক্তগণ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ব্বাদিষ্টমতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় নিয়মিতরূপে শ্রীচৈতন্যভাগবত, গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত- পাঠমুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অপার করুণার কথা আলোচনা করিয়া সর্ব্বদা মঠকে মুখরিত রাখিয়াছেন।

শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা আলালনাথে শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ৯ই জুন (১৯৩৯) শুক্রবার দিবস মহাসমারোহের সহিত বার্ষিক মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গারাদি করা হয়। দর্শনার্থিগণ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হন। প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 'অনবসর'-সময়ের ন্যায় শ্রীপুরীধামস্থ শ্রীপুরুষোত্তম-মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তথায় অবস্থান করিয়া শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। তৎপর ৮ই জুন বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসৈরেশ ভক্তিশাস্ত্রী কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ও শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত পুরুষ ও মহিলা ৩০ জন সহ মহোৎসবে যোগদান করেন। প্রত্যহ প্রাতে শ্রীমঠে মঙ্গলারাত্রিকের পর শুদ্ধবৈষ্ণব-বন্দনান্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে মহানন্দ- কীর্ত্তনমুখে মঠস্থ শ্রীমন্দির ও শ্রীশ্রীআলালনাথজীউর শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয় এবং উৎসব দিবস বেলা ৮ ঘটিকায় একটী বিরাট্ নগরসংকীর্ত্তন শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া বেলা ১১॥০ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমঠ সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিকথায় ও হরিনামধ্বনিমুখে মুখরিত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভে বিভাবিত হইয়া আলালনাথ- আগমন প্রসঙ্গ পণ্ডিত শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা দ্বারা সমাগত সজ্জনবৃন্দকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তৎপর দুই শতাধিক ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধরসসমন্বিত বিবিধ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। উক্ত মঠের সেবক শ্রীপাদ বিপিনবিহারী দাসাধিকারীজীর সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

আমুসঙ্গে কৃষ্ণভজন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

বিরুদ্ধ কথায় পড়িয়া যেন আমাদের হৃদয়ে নবোদিতা কৃষ্ণভজন স্পৃহা বা গুরুসেবালিপ্সা অন্তর্হিত না হয়। মায়াবীর পক্ষাকারে ভুলিয়া আমরা যেন আত্মবঞ্চিত হইতে না চাই। বুদ্ধিমান্ হইয়া সাধু চিনিয়া আমরা যেন কৃষ্ণভজন করিতে পারি—শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে পারি। অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমরা যেন সাধুসঙ্গে হরিভজনের জন্য উন্মুখ হইতে পারি—ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা।

শুদ্ধভক্তের কথা প্রচারিত হইলে অভক্তের প্রাণ যায়। কিন্তু তাহাতে নিষ্কপট শুদ্ধভক্তের আনন্দের সীমা থাকে না। খাঁটি কথা বলিতে হইবে, সত্যকথা, নির্ভীক হইয়া কীর্ত্তন করিতে হইবে—সেকথা প্রচারিত হইলে অসত্যবাদিসম্প্রদায় ইহার বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তখন সত্যবাদিগণ—বাস্তবসত্যের উপাসকগণ বিপথগামী সম্প্রদায়কে—অসৎ-সঙ্গকে অনায়াসে ধরিয়া ফেলিতে পারেন। শুদ্ধবৈষ্ণব-ভাবনের অভাবে প্রথমেই গুরুতর বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা দরকার, নতুবা হরিভজন হয় না। শ্রদ্ধাবান্ জনগণ এই সাধুসঙ্গ কীর্ত্তন করিলে শ্রদ্ধাহীন অসৎসঙ্গ উত্তাপিত জনগণের তাহাতে পাওয়ানা উপস্থিত হয়। সাধুর কষ্টিপাথরে ধরিলে ভগবান্ নিষ্কপট-জীবগণকে সাধু ও অসাধু চিনিবার সুযোগ দেন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত কৃষ্ণভজন হয় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে সাবধান না হইলে বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী

"মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্‌লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার কর্‌বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার করবে, কোন অংশে কম মনে কর্‌বে না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৪ [illegible] ৪৪৩

মনকে গুরু করিতে হইবে না

——:o:——

আমাদের সকল কাজেই সময় হয়, কেবল সময় হয় না—হরিভজনে—হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে। [illegible] বোধ না থাকিলে [illegible] কি কারণ? [illegible] মনঃ [illegible] কিছু [illegible] আসে। [illegible] গুরুবৈষ্ণবের নিকট [illegible] অভিমান [illegible] হয় না, [illegible] আমার [illegible]। আমি [illegible], বৈষ্ণবই আমার সকল। আমি [illegible] মনের আদেশ ও উপদেশ ছাড়া চলিতে পারি না। ইন্দ্রিয়[illegible] সুযোগ পাইয়া বিপথে [illegible] লিপ্ত করিয়াছে। সে [illegible] তোষণ [illegible]। '[illegible]' এর [illegible] নিকট হইতে [illegible] শ্রবণ করা যায়, তিনিই [illegible]। [illegible] চিন্তা ছাড়া—প্রভুত্ব বা কর্ত্তৃত্ব করা ছাড়া মনের আর কোন কাজ নাই। [illegible] কেবল [illegible] ইন্দ্রিয়তর্পণ। সুতরাং সে [illegible] কি [illegible] পাইবে?

নিজেন্দ্রিয়তর্পণ ও হরিভজন ত' আর এক জিনিষ নয়, পরস্পর উল্টা রাস্তা। মন অসৎ। অসদ্বস্তুর চিন্তা বা বাহ্য জগতের পশ্চাৎ ধাবিত হওয়াই তাহার ধর্ম্ম। মন [illegible]। যদিও আমরা ধ্যান, যোগ, পূজা, [illegible] বা নির্জ্জনবাসাদি দ্বারা বড়ই মনের শান্তি বিধান করিতে চেষ্টা করি না কেন, হরিভজন ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই সে শান্ত হইবে না। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণাদিরূপ হরিভজন বাদ দিয়া অন্য উপায়ে মনকে প্রশান্ত করিবার চেষ্টায় আমাদের হরিতোষণ হয় না, চিত্ততোষণ হয় মাত্র। উহা হৃৎকোষস্থ শ্রীভগবান্‌ নহে, পরন্তু মনোরাজ্যের শ্রীবিগ্রহ বা কামনার। সেইজন্য বলিতেছি, প্রচ্ছন্ন শত্রু মনের সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইবে না। মনোরূপী গুরুর পরামর্শ লইয়া হরিতোষণ করিতে হইবে না। তাহা হইলে কেবল বৃথা যাইবে। সুতরাং মনের আনুগত্য ছাড়িয়া মনোনিগ্রহকারী গুরুদেবের [illegible] করিতে হইবে। ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্ম ব্যতীত আর আশ্রয়ের স্থান কোথায়ও নাই। নিরাশ্রয় না থাকিয়া আশ্রিত হইয়া সাধুসঙ্গ করিতে করিতে চিদ্গত সবিশেষ শক্তি যখন [illegible] সহিত যুক্ত হইয়া আমাদিগকে নিরন্তর কৃপা করিবেন, তখনই আমরা জগৎস্বরূপ অবগত হইতে পারিব—মনের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব।

আত্মরক্ষা করিতে হইবে সত্য কিন্তু [illegible] আমাকে রক্ষা করিতে পারি না। রক্ষক একমাত্র কৃষ্ণ। সুতরাং ভগবচ্চরণে শরণাগত না হইলে আমাকে কে রক্ষা করিবে? ভগবচ্চরণে শরণাগতিই আত্মরক্ষা। শরণাগত ব্যক্তিগণই রক্ষিত। [illegible] রক্ষা নাই। সকলেই [illegible] হইবে। শরণাগত ভক্তগণ দেহ ও মনে আত্মনিষ্ঠ নহেন। [illegible] দ্বিতীয়াভিনিবেশ না থাকায় [illegible] তাঁহারা তাঁহাদের দেহ, মন ও আত্মা ও তৎসম্বন্ধীয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, গৃহ ও ধনসম্পত্তি সব ভগবানে অর্পণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের 'আমার' বলিতে আর কিছুই নাই। সেইজন্য তাঁহারা ভক্তের ন্যায় আত্মরক্ষার জন্য চিন্তা না করিয়া ভগবান্ তাঁহাদিগকে যে সকল বস্তুর প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সকল বস্তুসংরক্ষণে পূর্ণমাত্রায় যত্নশীল থাকেন। 'আমার' বস্তু আমি যেভাবে [illegible] রক্ষা বা নষ্ট করিতে পারি, আমার নিকট গচ্ছিত বা রক্ষিত বস্তু সেইভাবে রক্ষা বা নষ্ট করিতে পারি না। যাঁহার বস্তু তাঁহার ইচ্ছাক্রমে ঠিক প্রহরীর ন্যায় আমাকে সেই সেই বস্তু সংরক্ষণ করিতে হয়। এই দুইজাতীয় সংরক্ষণ বাহ্যদৃষ্টিতে দেখিতে একরূপ মনে হইলেও বস্তুতঃ এক নহে। একজন প্রভু সাজিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে রক্ষা করেন, আর একজন কিঙ্করাভিমানে আদেশপালনমুখে প্রভুসেবা করেন।

শরণাগত ভক্তগণ আত্মরক্ষার কথা আদৌ চিন্তা করেন না। ভগবৎসেবা চিন্তাই তাঁহাদের স্বভাব। তাঁহারা নিরন্তর কায়মনোবাক্যে হরিসেবায় নিযুক্ত থাকেন। কেহ তাঁহাদের সেবায় বাধা দিলে তাঁহারা অবৈষ্ণবের ন্যায় প্রত্যাঘাত করিয়া বা নৃশংসতার অভিনয় করিয়া বৈষ্ণবতার পরিচয় প্রদান করেন না। তাঁহারা অপকারীর অপকার না করিয়া উপকার করিয়া তাহার প্রতিদান দেন—যাহাতে তাঁহারা হরিসেবোন্মুখ হন, তজ্জন্য যত্ন করেন। উপদেশ শ্রবণ না করিলে তাঁহারা সেই অশান্তিপ্রদাতা ভজনবিঘ্নকারীর নিকট হইতে তফাৎ থাকেন। তাঁহারা কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক সদ্গুরুর আনুগত্যে ভগবৎসেবা করিয়া এই বিপৎসঙ্কুল জগতে যাবতীয় বিঘ্নরাশির মস্তকে পদাঘাত করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন। তাঁহারা ভয়ের হাত হইতে বাঁচিবার একমাত্র মহৌষধ ভাগবতধর্ম্ম-যাজন করেন, নিরন্তর হরিকথাশ্রবণকীর্ত্তন-মুখে জগৎসুখবিধান করিয়া অভয়-মঙ্গল-বিধান করিয়া থাকেন।

ভক্তগণের কেহ বিঘ্ন করিতে পারে না। স্বয়ং যাঁহাকে ভয় করে সেই ভগবানের ভক্তগণের আবার ভয় কিসের? ভয়ঙ্কর কালচক্র সেই আত্মবিৎ ভক্তগণকে ভয় করেন। ভক্তকে স্পর্শ করিবার সাধ্য কালচক্রের নাই, পরন্তু সে দাসের ন্যায় ভক্তের অনুগমন করে। সেই ভক্তগণের পাদ যাঁহারা অত্যাচার করেন তাঁহাদের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কৃষ্ণসেবকের মায়া কভু নাহি নাশ।
কালচক্র ডরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস॥
এই না সম্মুখে সুদর্শনচক্র ফিরে।
বৈষ্ণবজনের নিরবধি বিঘ্ন হরে॥
ব্যাপদেশে মহাপ্রভু কহেন সবারে।
নিরবধি সুদর্শন ভক্তরক্ষা করে॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের পথ হিংসা করে।
সুদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি' মরে॥
নিরুদ্বেগে সুদর্শন রক্ষক থাকিতে।
কা'র শক্তি আছে ভক্তজনেরে
লঙ্ঘিতে?
কিছু চিন্তা নাহি কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
তোমা কিবা দেখ-সে ফিরে সুদর্শন॥

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশ

(২)

ভজনভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিই ভাগ্য। সংসার ক্ষয়োন্মুখ না হ'লে শ্রদ্ধা হয় না। অতি সৌভাগ্যবান্ জীবই গুরু-কৃষ্ণকৃপায় শ্রদ্ধা লাভ করেন। যাঁ'র শ্রদ্ধা হ'চ্ছে না, তাঁ'র ভাগ্য হয়নি।

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥

[হে অচ্যুত, সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে যখন ভবমোচন কাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই জীবের যদি সৎসঙ্গ হইয়া পড়ে তবেই সদ্গতি ও পরাবরেশ্বরস্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে।]

সাধুসঙ্গ বিশেষ দরকার। সাধুসঙ্গ কর্‌তে কর্‌তে বন্ধন খুলে যা'বে, সব অসুবিধা কেটে যা'বে। কৃষ্ণ accept কর্‌বেন। A pencil of ray from the sun of mercy এসে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব কর্‌বার স্পৃহা ক'মে যা'বে। বর্ণ বা আশ্রমের প্রতি আসক্তি তখন আর থাক্‌বে না। জাগতিক অভিমান বা ভোগ-ত্যাগ-প্রবৃত্তি ক'মে আস্‌বে। এ জগতের সহিত কেবল দেহের সম্বন্ধ। এ জগতের সহিত সম্বন্ধ বা দেহাত্ম-বুদ্ধি তখন শিথিল হ'য়ে আস্‌বে। সঙ্গের এত প্রভাব! কৃপার এত শক্তি!

সাধুসঙ্গ কর্‌তে কর্‌তে আত্মাভিমান বা সেবকাভিমান জাগ্‌ছে হ'লে বৈষ্ণবের প্রতি তাঁ'র অভিনিবেশ হ'চ্ছে। আত্মানুভূতিতে অপ্রাকৃত বস্তুর প্রতি—সাধু-গুরুর প্রতি যে অভিনিবেশ তাহাই রাগ। 'রঞ্জ্'ধাতু থেকে 'রাগ'-শব্দ নিষ্পন্ন হ'য়েছে। এই রাগ বা অভিনিবেশ অনাত্ম-বস্তুতে বা প্রাকৃতবস্তুতে হ'লে রজোগুণ বা বন্ধন, আর আত্মবস্তুর সঙ্গে হ'লে—অচ্যুত-বস্তুর সঙ্গে হ'লে—ভাগবতবৈষ্ণবের সঙ্গে হ'লে সম্বন্ধ বা বন্ধুত্ব। সেখানে বন্ধন নাই। এইটীই দরকার। প্রীতি না হ'লে সব হয় না।

কৃষ্ণের আহ্বান করার নাম প্রভুর ইচ্ছা। তাহাই বন্ধন। যেখানে তটস্থ জীব অনুমান ক'রে নিজকে অবিদ্যা দেহ বা মনের সহিত এক মনে করছে, একমাত্র ভোক্তা ভগবানের অনুকরণ করতে গিয়ে বিবর্ত্তবুদ্ধি দ্বারা কৃষ্ণের প্রতি বৎসর হ'য়েছে, সেখানে সর্ব্বনাশ। Enjoyment is the eternal function of Krishna. Krishna minus enjoyment—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, আর যেখানে কৃষ্ণের অনুকরণ সেখানে জড়বিলাস। বদ্ধজীব Perverted shadow ভোগ করে। জীবের স্বরূপে পুরুষাভিমান নাই। পুরুষাভিমানটা wrong, স্বরূপে গ্রহণ বা ত্যাগের কোন কথা নাই।

শ্রীভক্তিবান্ধব—সাধুসঙ্গটা কি?

. শ্রীআচার্য্যদেব—সাধু হচ্ছেন কৃষ্ণের চিৎশক্তি—প্রকৃতির অতীত বস্তু। কৃষ্ণের সেবোপকরণের নাম সাধু। সাধু দর্শন হ'লে আর বাহিরের দর্শন থাকে না। যেখানে দেহের প্রতি দৃষ্টি, সেখানে আত্মদর্শন নাই। আত্মদর্শন হ'লে দেহের দিকে দৃষ্টি থাকে না। শরীররক্ষার জন্য পোষাকের আদর।

অজ্ঞানক্রমে অপ্রাকৃত-বস্তুর মুখের জন্য যদি কিছু করা হয় এবং সেই ফল যদি অপ্রাকৃত বস্তু পান, তা'হ'লে সুকৃতি হয়। যেখানে সম্বন্ধ হয় নাই, সেখানে সুকৃতি। সাধুসঙ্গের পূর্ব্বে এটা অজ্ঞানক্রমে হয়, আর যেখানে সম্বন্ধজ্ঞান, সেখানে ভক্তি। তাহাই প্রকৃত সেবা।

ঘরে আগুন লেগেছে। কোন বন্ধু ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বল্ছে। দ্বার খোলার বা বন্ধ করার কর্ত্তৃত্ব বা এক্তিয়ার স্বাধীনতা আছে। যদি সেই সময় স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার হয় অর্থাৎ শ্রৌতবাণীতে—আত্মীয়ের ডাকে যদি সাড়া দেয়, তবেই বাঁচে, আর যদি ঘুমিয়ে থাকে তবে বঞ্চিত হ'ন অথবা মরণ। সূর্য্য উঠেছে, বেলা হ'য়েছে। বন্ধু দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। কিন্তু আমি যদি দরজা না খুলি তা' হ'লে আলো কি ক'রে পা'ব? সাধুসঙ্গ করলে—বন্ধুর ডাকে সাড়া দিলে মঙ্গল হ'বেই। সাড়া দেওয়াই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তা'কেই আদর করে; মোহকে কেহ আদর করে না।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং
জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা
পশ্যতো মুনেঃ॥

সেবার আগন্তিক বিবর্ত্তবাদের প্রশংসা করলো; নতুবা পুরুষাভিমানে বন্ধন হ'বে। যেখানে চেতনের ডাকে সাড়া নাই, সেখানেই পুরুষাভিমান—সেখানেই বন্ধন।

সংসারে আসিয়া, প্রকৃতি ভজিয়া,
পুরুষাভিমানে মরি।

জীব যখন প্রকৃতির ভজনা করে, তখন জড়া প্রকৃতির অধীন হয়। প্রপন্ন বা শরণাগত হ'য়ে মুক্ত জীব যেভাবে ভজন করে—যেভাবে আমার সঙ্গে বিলাস করে, সেইভাবে বা সেই রসে আমি (ভগবান্) তাঁ'কে সুখ দেই। কৃষ্ণ ব'লেছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব
ভজাম্যহম্।"

তটস্থের পুরুষাভিমান— বন্ধন। পুরুষোত্তম—তুরীয়। পুরুষাবতার তিনটী—কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী। প্রকৃতি বা বীজের সঙ্গে এঁদের কাজ। জীবের কারণ বা আশ্রয় হ'লেন কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু। সমষ্টি-অন্তর্যামী বা আধার হ'লেন গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু আর প্রত্যেক জীবের অন্তর্যামী হ'লেন ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু। তিনি পুরুষ, ক্লীব নহেন। পুরুষ—বিলাসী। তিনি চিৎশক্তির সহিত বিলাস করেন। জীবকে মুক্ত ক'রে তুরীয়ে পৌঁছিয়ে বলদেবের কৃপায়। 'মাং'—আমাকে—আমার বিগ্রহকে। স্বাধীনতার গতি উদয়ের পূর্ব্বে বিগ্রহ-দর্শন নাই।

দেবতা—অচিরাবৃত তটস্থ। সত্ত্বগুণ-প্রধান তটস্থজীব দেবতা। তাঁ'র ভজনে Bartering System আছে। দেবতার মধ্যে jealousy আছে। একজনকে ভজন করলে আর একজন চটে যায়। কিন্তু Absoluteকে সেবা করলে Bartering System হ'বে না।

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

[যেরূপ বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি সকলই সঞ্জীবিত হয়, প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে অর্থাৎ ভোজন করিলে যেরূপ সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধিত হয়, সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজা দ্বারাই নিখিলদেব-পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে।]

—— ~

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভজন

দুঃখের জীব কৃষ্ণভজন না করিলে দুঃখের আর অবধি থাকে না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু জননীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—

এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধুসঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা, মুখে বল হরি॥

সাধুসঙ্গে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণের ভজন কর, আর মুখে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণ স্মরণ কর। সাধুসঙ্গবর্জ্জিত হইয়া অর্থাৎ অসাধুকে সাধুজ্ঞানে তাঁহার শিক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণের ভজনচেষ্টা করিলে কৃষ্ণসেবার সম্ভাবনা নাই। সাধুসঙ্গ করিলে, সাধুর চিত্তবৃত্তি অনুসরণ করিলে, সাধুর সেবায় নির্ম্মল হৃদয়ের ন্যায় নিজের হৃদয়টীকে নির্ম্মল করিতে চেষ্টা করিলে সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য হইবে।

সাধু কীর্ত্তন করেন তাঁহার কীর্ত্তন চেতনের কীর্ত্তন। তিনি জাগ্রত। তাঁহার কীর্ত্তন চেতনের ক্রিয়া—আত্মার ধর্ম্ম। তাঁহার কীর্ত্তন কৃষ্ণসুখবিধান করে। তাঁহার কীর্ত্তন কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক মনোধর্ম্মী জীবের প্রাণহীন কীর্ত্তনের ন্যায় জড়ের কীর্ত্তন বা লোকরঞ্জক বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলক নহে। সেই চেতনের কীর্ত্তন চেতনের উপর কার্য্য করে, চেতনকে জাগ্রত করে—হরি-উন্মুখ করে। সে কীর্ত্তনে জড়ের কীর্ত্তনের ন্যায় ভোগোন্মুখ দেহ ও মনের ইন্দ্রিয়তর্পণ না হইয়া কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্ট ভক্তের কীর্ত্তন ও অভক্তগণের কীর্ত্তন বাহ্যকারে দেখিতে এক হইলেও জড় ও চেতনের কীর্ত্তনের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। ইহা সাধারণ লোক ধরিতে পারে না।

প্রাকৃত-লোকে বা অভক্তগণ কীর্ত্তন করে, আবার শুদ্ধভক্তের সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনামরূপী কৃষ্ণ কীর্ত্তিত ও সেবিত হন। এ'দের মধ্যে একটী জড়বিলাস, অপরটী ভক্তিবিলাস বা চিদ্বিলাস। একটী নিজসুখের জন্য, অপরটী কৃষ্ণ-সুখের জন্য। একটী জাগতিক ব্যাপার, আর একটী বৈকুণ্ঠের জিনিষ। একটী ভোগোন্মুখতা আর একটী সেবোন্মুখতা, একটী ব্যভিচার, অন্যটী সদাচার। একটী কাম, আর একটী প্রেম। দেহমনোধর্ম্মী সাধারণ ব্যক্তিগণ এই জড়বিলাস ও চিদ্বিলাসকে এক মনে করিয়া বঞ্চিত হয়। আবার কখনও বৈষ্ণবগণের চরণে অপরাধ করিয়া নরকের রাস্তা পরিষ্কার করে। শ্রীগৌরসুন্দরের নিজজনগণ—ব্রজবাসিগণ—কৃষ্ণভক্তগণই একমাত্র হরি-

. . , তাহা তাঁহারা
. . . কীর্ত্তনকারী
. . কথা শ্রবণের ইচ্ছা
জাগিলেই তাঁহার শিষ্য হইয়া শ্রবণ-সেবালাভের সৌভাগ্য হয়। সুতরাং সাধুসঙ্গের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে।

সাধুর কথা বড়ই অপ্রিয় ও মর্ম্মস্পর্শী। তিনি কাহারও তোষামোদ করেন না। তিনি জানেন, সবই কৃষ্ণের ভোগ্য—কৃষ্ণের ভোগ্য। পুরুষ বা হৃষীকেশ একমাত্র কৃষ্ণ। সেইজন্য লোকে ভক্তিই করুক বা নিন্দাই করুক সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া তিনি কৃষ্ণের সুখের জন্য কৃষ্ণসেবার কথা বলেন। ভাগ্যবান্ জীবগণ সেই কথা শুনিয়া সত্যের সন্ধান পা'ন।

প্রতিকূল ব্যাপারটা খারাপ নয়। তাহা আনুকূল্যের সৌন্দর্য্যই বৃদ্ধি করে। যেখানে প্রাতিকূল্য নাই সেখানে আনুকূল্যের অভিব্যক্তিও কম। অন্ধকার না থাকিলে আলোর মহিমা লোকে কি করিয়া বুঝিত? গোষ্ঠে পূতনা, অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি প্রতীপকুল না থাকিলে কৃষ্ণের মাহাত্ম্য ব্যতিরেকভাবে আর কেই-বা এত প্রচার করিত? সুতরাং হরিভজনে প্রতিকূলতা দেখিয়া ঘাবড়াইয়া যাইতে হইবে না পরন্তু তাহার মধ্যেও কৃষ্ণকৃপার কথা উপলব্ধি করিতে হইবে। কারণ, করুণাময়ের সকল বিধানই জীবমঙ্গলের জন্য।

পূতনা ভুক্তিমুক্তিলিপ্সক কপটগুরু। ভুক্তিমুক্তিকামী কপট সাধুগণও পূতনাতুল্য। বালকৃষ্ণ পূতনার ন্যায় কপট গুরুদিগকে নিষ্ঠুর দ্বারা বিনাশ করেন। আচার্য্যেও কিছু অবতীর্ণ; তাই আচার্য্য কপট গুরুব্রুবগণের কপটতারূপ পূতনাত্বকে সর্ব্বাগ্রে বিনাশ করেন। পূতনা যেরূপ যশোদার ন্যায় বেশ গ্রহণ ও কৃষ্ণের প্রতি কপট মাতৃস্নেহ প্রদর্শন করে, কপট গুরুব্রুবগণও সেইরূপ গুরুর ন্যায় লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য শিষ্য বা অনুগতজনগণের প্রতি কপট প্রীতি দেখাইয়া থাকেন। জীববান্ধব আচার্য্য জীবমঙ্গলের জন্য কৃপাপূর্ব্বক যখন তাঁহাদের সেই কপটতার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেন তখন তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাঁহারা বিকট চীৎকারে গগন-পবন মুখরিত করিয়া থাকেন। সেই বিকট-চীৎকারে অনেকের কাণে তালাও লাগিয়া যায়। তখন তাহারা হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে বিমুখ হইয়া বিপথগামী হইয়া পড়ে। তাঁহাদের গগনভেদী চীৎকার, কৌশল ও

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠপ্রধান
প্রাচীন নবদ্বীপ, তাৎকালিক শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীগৌর-সোপান আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। তত্রাচীন প্রদ্যুম্ন-কাব্যাবতরণে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাচ্যাসচতুষ্টয়-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) জয়কুলকুঞ্জগন্ধনীলপাথ
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ চাকদহ (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউগাছা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বালিয়াটী পোঃ ঢাকা, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
ওয়ার্ড নং ... বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিহর, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
ধরণী রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গন্ধেশ্বরী, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একাদশানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেওয়ালী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং কমোন রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল, বিলডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রী ... সেবা

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রী ... -বিগ্রহের সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
... পোঃ আলালনাথ, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটক পর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ব্রহ্মহরিদাস মঠ—সমুদ্র, পুরী

৫৫. লীলাকুটী

(৫৬) শ্রীসচ্চিদানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কটক, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
... পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীরাধামাধবগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির
পোঃ ... পঞ্জাব

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিৎপিরা, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ... মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুঞ্জঘাটা, পোঃ চাকদহ, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লেউইস্ ষ্ট্রীট. রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৪১, ভাইন্সরোড
ক্যান্টন, লণ্ডন, ডব্লু ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
ইউরোপ রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকাটের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্মপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, প্রধানালয়, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথামৃতবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিবা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ সম্প্রতি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ভাগলাটি বাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(০)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ ও সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	০০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩-০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১১	
ছাঃ	১৪-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৪	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷/০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
বেলঘরিয়া খোষালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1844

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২রা আষাঢ় ১৩৪৬, ১৭ই জুন, ১৯৩৯, শনিবার [১৩শ সংখ্যা

নোটীশ

——::০::——

জলকর ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার চেৎলা'পুর ওয়ার্ড এষ্টেটের বাগবাড়িয়া মার্কেল ও চাপড়া থানার অধীনে পাগলা বিল নামে একটী মুতুংৎ জলকর আগামী ১৩ই আষাঢ় ১৩৪৬ সাল হইতে লিজ দেওয়া হইবে। এই জলকরটি দৈর্ঘে প্রায় ১২ মাইল এবং ইহার বর্ত্তমান নির্দ্ধারিত আয় বার্ষিক প্রায় ১০০০০৲ টাকা। যথাযোগ্যরূপে মৎস্য ব্যবসায় সর্ব্বাংশে উপযুক্ত। বর্ত্তমান লিজের সর্ত্তাবলী ১৩ই আষাঢ় ১৩৪৬ সালে শেষ হইবে এবং বর্ত্তমান সর্ত্ত নিঃশেষিত হইবার পূর্ব্বে নূতন লিজের সর্ত্তাবলী স্থিরীকৃত হইবে।

বিশদ বিবরণ ১৩৪৬ সালের ৯ই আষাঢ় মধ্যে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এষ্টেটের জেনারেল ম্যানেজার অফিসে অফিস-দিবসে ১১টা হইতে ৫টার মধ্যে পাওয়া যাইবে। এবং ১১ই আষাঢ় মোতাবেক ২৫শে জুন ১৯৩৯ বেলা ৩টার সময় নিলামডাকের বন্দোবস্ত হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার
কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেট
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

——::(০)::——

ভারতীয় কয়লা কমিটী

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ১২ই জুন হইতে ভারতীয় কয়লা কমিটীর কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

বর্ত্তমান অধিবেশনের শেষ ভাগে যাহাদের সাক্ষ্য গৃহীত হইবে, তাঁহাদের মধ্যে বে-সামরিক ও সামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের সাক্ষ্যই অগ্রগণ্য হইবে।

আগামী ২১শে জুন বর্ত্তমান অধিবেশন শেষ হইবে। আগামী ২রা জুলাই তারিখের পূর্ব্বে সদস্যগণ সিমলা পরিত্যাগের সুযোগ পাইবেন না। ঐ সময়ের মধ্যে তাঁহাদিগকে আরও অনেক কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

সম্প্রতি যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তদনুসারে আগামী ৩রা জুলাই কমিটির ২য় বৈঠক আরম্ভ হইয়া ২২শে জুলাই শেষ হইবে।

কয়েকজন সদস্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে যাইয়া সেনাদল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিবেন।

বৃটিশ গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, আলবানিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজা জোগ তাঁহার পত্নী রাণী জেরালডিন দুই মাসের পুত্র প্রিন্স ইস্কন্দর এবং তাঁহার তিন ভগ্নীসহ লণ্ডনে অবস্থানের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অনুমতি চাহিয়াছেন।

রাজা জোগ এক সপ্তাহের মধ্যে তুরস্ক হইতে প্যারিস যাত্রা করিবেন। তাঁহারা ভার্সাইতে "শাতো জগারে" ভবনে মাস চারেক থাকিবেন। এই অট্টালিকায় ইতোমধ্যে উইণ্ডসরের ডিউক ও ডাচেস ছিলেন।

[illegible] আন্দোলন

[illegible] আন্দোলন সম্পর্কে ২৭৩ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

[illegible] আন্দোলন সম্পর্কে ৫ই জুন পর্য্যন্ত ৩১১৯ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৫০০ জন লোক ক্ষমা প্রার্থনা করায় মুক্তি লাভ করিয়াছে।

বড়লাট, যুক্ত-প্রদেশের গবর্ণর, কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, যুক্ত-প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নিকট বিভিন্ন স্থানে শিয়াদের রাজনৈতিক সম্মেলনের সেক্রেটারী ও শিয়াসিয়াসিক কমিটির সেক্রেটারী তারে শিয়াদিগকে যে ছোরা দ্বারা আঘাত করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

মোটর কামান ইঞ্জিন ক্রয়ের প্রস্তাব

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার কলিকাতা কর্পোরেশনকে একটি নূতন ধরণের মোটর কামান ইঞ্জিন ক্রয় করিতে প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। উক্ত ইঞ্জিন সহরে আগুন লাগিলে তাহা নির্ব্বাপন করিবে। যদি এরোপ্লেন দ্বারা সহরে গোলা নিক্ষেপ করা হয় তবে যে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হইবে তাহাও এই ইঞ্জিনের সাহায্যে নির্ব্বাপন করা যাইবে। ইঞ্জিনটি ক্রয় করিতে ২৮ হাজার টাকা হইবে।

কর্পোরেশনের ফাইনান্স ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ঐ প্রস্তাব গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, ঐ ব্যয়ভার গবর্ণমেন্টেরই বহন করা উচিত।

মধ্যপ্রদেশের সরকারী প্রচার বিভাগ

নাগপুরের "হিতবাদ" সংবাদ পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, অভিজ্ঞ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত এ, ডি, মাহানীর তত্ত্বাবধানে মধ্যপ্রদেশ গবর্ণমেন্ট প্রচার বিভাগ পুনর্গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মাহানী 'সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির' আজীবন সদস্য ছিলেন। গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে 'পাবলিসিটি অফিসার' নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মাহানী একজন যশস্বী সাংবাদিক, তিনি আমেরিকায় শিক্ষালাভ করেন। সম্প্রতি তিনি ঐ সমিতির আজীবন সদস্য-পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

ঢাকার কমিশনারের পার্শ্বনাল এসিষ্ট্যান্ট

ঢাকা বিভাগের কমিশনারের পার্শ্বনাল এসিষ্ট্যান্ট স্বরূপে মিঃ সাদেক খানের কার্য্যকাল আগামী ৩১শে জুলাই পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই তিনি অন্যত্র বদলী হইয়া যাইতেছেন। ইতঃপূর্ব্বেও তাঁহার দুইবার বদলীর আদেশ হইয়াছিল; প্রথম বারে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের কৃষি ও শিল্প বিভাগের সহকারী সম্পাদক রূপে, দ্বিতীয়বারে শিক্ষা বিভাগের সহকারী সম্পাদকরূপে বদলী হইবার কথা ছিল; কিন্তু দুই দিনেই গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞপ্তি দ্বারা তাঁহার বদলী নাকচ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সরকারী রেলের আয়

সমস্ত সরকারী রেলে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ব বৎসরে ঐ সময়ের আয় অপেক্ষা এবার ১ লক্ষ টাকা কম। গত ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মে পর্য্যন্ত সরকারী রেলসমূহে ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। গত বৎসরে ঐ সময়ের আয় অপেক্ষা ৪১ লক্ষ টাকা কম।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলোকসামান্য চরিতকথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
(৩) শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুরাণা-পল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড-৪র্থ খণ্ড- -৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা-সংস্কার-দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮ [illegible] ।০
১৯ তত্ত্ববিবেক ॥০
২০ গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১ গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ॥০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ॥০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ [illegible] ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। [illegible]
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। [illegible] ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বকণাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেব ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ॥০
৬২। সিদ্ধান্তসরস্বতী-বিজয়ঃ ॥০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। অষ্টকম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপঞ্জিকা ৴০
৬৭। [illegible] ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। [illegible] অন বেদান্ত ॥০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ডস্‌ ফর
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১৫ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২রা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৭ই জুন ইং ১৯৩৯, শনিবার | ১৩৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ বামন অদ্য ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

ল ভক্তিবিনোদ

——::(*)::-

আজ ২রা আষাঢ় ১৭ই জুন শনিবার গৌরধাম-নিত্যজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-তিথি। বাঙ্গলা ১৩২১ সালের ৭ই আষাঢ়, ইং ১৯১৪ সালের ২৩শে জুন প্রায় মধ্যাহ্নকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ও নিজশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট তিথিতে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ঠাকুর জীবকল্যাণার্থ স্বেচ্ছায় বাঙ্গলা ১২৪৫ সালের ১৮ই ভাদ্র, ইংরাজী ১৮৩৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর রবিবার নদীয়া জেলার উলা (বীরনগর) নামক স্থানে আবির্ভূত হন। শ্রীগৌরাঙ্গের নাম-ধাম-কাম-প্রচারার্থই তাঁহার বিশ্বে আগমন।

আজ তাঁহার ভজনস্থলী গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্নবিগ্রহ বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে অপ্রকট-তিথিপূজা নিয়ত সংকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হইতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রিত আচার্য্যানুগত ভক্তগণ কুঞ্জে আগমনপূর্ব্বক পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের গুণগাথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীকুঞ্জ আজ হরিকীর্ত্তন-মুখরিত হইয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে।

ঠাকুরের নাম ভক্তিবিনোদ। ভগবদ্ভক্তিতে তাঁহার প্রেমোবৃদ্ধি বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবিধানে তাঁহার একমাত্র বিনোদ, তাই তিনি ভক্তিবিনোদ। ভক্তি তিনিই অকিঞ্চনা পরা নিষ্ঠা। এই ভক্তির বিনোদ—প্রীতিবর্দ্ধন, গৌরধাম প্রকাশ ও উদ্দেশ্য প্রকটন করিয়াছেন—আমাদের নিত্যোপাস্য, আমাদের একমাত্র আশ্রয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। তাঁহার পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক। আমরা যেন নিত্যকাল তদাশ্রিতদের দাসানুদাস থাকিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের নিষ্কপট আনুগত্যে আন্তরিকতার সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সেবা করিতে পারি। ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণকমলে আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণের পরম প্রিয়তম। তাঁহার পরিপূর্ণ ঈশ্বরবিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণনামে প্রগাঢ় প্রীতি, হরিনাম-প্রেম-প্রচারে অদম্য উৎসাহ, জীবদুঃখকাতরতা, সদ্গুরুচরণাশ্রয়ের পূর্ব্বে সহজসিদ্ধ-স্ফূর্ত্তি, বাল্যকাল হইতেই ভগবানের প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতি দেখিয়া সজ্জনগণ তাঁহার নিত্যসিদ্ধ স্বরূপত্ব উপলব্ধি করেন। তিনি ছিলেন নিত্যমুক্ত আদর্শ-সেবাবিগ্রহ। তিনি সর্ব্বগুণে গুণী, তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবান্। তিনি গদাধরাভিন্নবিগ্রহ। তিনি নিত্যানন্দের অভিন্নতনু। তিনি গৌরশক্তি। তিনি কৃষ্ণশক্তির অবতার। ভগবানের ইচ্ছায় তিনি অপ্রকট হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত অপর নন্দ নহেন। তিনি কৃষ্ণচৈতন্যেরই অচিন্ত্য ভেদাভেদপ্রকাশ। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি কৃষ্ণচৈতন্যাভিন্নবিগ্রহ হইলেও আশ্রয়তত্ত্ব।

ভগবদ্ভক্তে একাধারে ভগবদ্ধাম, স্বয়ং ভগবান্, ভগবানের পার্ষদ ও ভগবল্লীলার সমাবেশ আছে। ভগবদ্ভক্ত ভগবানের শ্রীমন্দির বা শ্রীধাম। সেই মন্দির বা শ্রীধামে ভগবান্ আছেন, ভগবানের সহিত তৎসেবক ভক্ত আছেন। সেখানে সর্ব্বক্ষণ লীলাময়ের লীলা-বিলাস চলিতেছে! ভক্ত-হৃদয়ে আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও বিরাজিত। আবার যেখানে গুরুদেব সেখানেই শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান। সুতরাং ভক্ত-দর্শন হইলেই জীবের পাপবন্ধনাশ হয়। ভক্তের সঙ্গ হইলেই জীব নিত্যবস্তুর সন্ধান পায়। ভক্তে প্রীতি হইলেই ভগবৎপ্রীতি হয়। ভক্তের কৃপা ছাড়া ভগবৎকৃপালাভের অন্য কোনও উপায় নাই। সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ হইচ্ছেন আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তিনি কৃপাপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া বিশ্ববাসীর প্রতি যে কৃপা করিয়াছেন সেই দয়ার ও দানের তুলনা নাই। তাঁহার দান সাক্ষাৎ ভক্তিবিনোদ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করে। এই কৃষ্ণপ্রেমের অপধিনা কীর্ত্তন করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। সেই অলোকিক বস্তুকে যদি আমরা অপ্রাকৃতভাবে বুঝিতে চাই তাহা হইলে বক্তিতেই হ'ন। তাঁহার অনুগত নিজজনের আনুগত্যেই তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি হয়। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শ্রীল প্রভুপাদ এবং প্রভুপাদের অভিন্নরূপ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যেই তাঁহাকে জানা যাইবে, তাঁহার কৃপা লাভ হইবে। তাঁহাদের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া [illegible] প্রণালী অবলম্বনে [illegible] করিলে ভক্তি হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। তাই বলি, সাধু সাবধান!

আমরা অনেকেই সাক্ষাৎভাবে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই, আর কেহ কেহ তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেও নিষ্কপট কৃপা-প্রার্থনা ও আনুগত্যের অভাবে তাঁহাকে [illegible] আর [illegible] তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতে না পাইলেও, তাঁহার অপ্রাকৃত মনোভীষ্ট [illegible] আমাদের না হইলেও এখন যে তাঁহার [illegible] না পাইব এরূপ নয়। আমরা [illegible] নিষ্কপট হইয়া [illegible] শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখে ঠাকুরের উপদেশ [illegible] করি, তাহা হইলে ঠাকুরের সেই ভাবধারার মধ্যেই তাঁহার সাক্ষাৎ [illegible] লাভ করিতে পারিব, আমাদের [illegible] ঠাকুরের অপার করুণা [illegible] পারিব।

ঠাকুর [illegible] মূর্ত্তবিগ্রহ ছিলেন। তাঁহার [illegible] সকলেরই আশ্রয়স্থান। [illegible] ছিল তাঁহার একমাত্র [illegible] সর্ব্বাপেক্ষা অধিক [illegible] তিনি সর্ব্বক্ষণ বলিতেন, যিনি পারমার্থিক হইতে ইচ্ছা করিবেন [illegible] বাহিরে

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

নিষ্কপট হইবেন। তিনি আরও বলিতেন, "নিত্যবস্তুনিষ্ঠা ব্যতীত জীবের মঙ্গল আর কিছুতেই নাই। সকল বিষয়ে নিরপেক্ষতাকে ভাল বলা যায় না। বরং সত্যাপেক্ষ হইয়া নিরপেক্ষতাকে বিসর্জ্জন দেওয়াই কর্ত্তব্য। উদাহরণস্থলে আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, যাহার পতিনিষ্ঠতা নাই সে কখনও পতিব্রতা ধর্ম্মের উপযোগী হইতে পারে নাই। পতিব্রতা স্ত্রী তাহার স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতা দ্বারা জগৎপূজ্যা হয়। নিরপেক্ষ ধর্ম্ম স্বীকার করিলে স্ত্রীলোকের বেশ্যা উপাধি হয়। পরমার্থবস্তু চিরদিনই বাস্তবনিষ্ঠ।'

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বিবিক্তানন্দী ছিলেন না, তিনি ছিলেন—গোষ্ঠ্যানন্দী। তিনি ছিলেন আচারবান্ প্রচারক—জগদ্গুরু। আপনার আচরণের অনুবর্ত্তন করার নামই আচার। আর সাধুদের আচারের কথা জগতে কীর্ত্তন করার নামই—প্রচার। যাঁহারা কেবল আচার-পরায়ণ তাঁহারা বিবিক্তানন্দী। তাঁহাদের পারমহংস্যের [illegible] আছে। তবে তাহাতে উচ্চাধিকারী ব্যক্তি ব্যতীত সাধারণ জীব উপকৃত হইতে পারেন না। আচারহীন প্রচারের কোন মূল্য নাই। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে আচারময় প্রচারের কথাই শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার কৃপাতেই আজ আমরা ভগবানের নিকট শুদ্ধভক্তির কথা শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিতেছি।

শ্রীভক্তিজ্ঞানশান্তবাণী

রূপানুগ হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের মহিমা জীবের হৃদয়ে প্রকটিত হইবে। শ্রীরূপকে অতিক্রম করিয়া যাহা কিছু করিতে যাইবেন, সকল আপনার অমঙ্গল সাধন করিবে। শ্রীগৌর উপাসিত [illegible] ভক্তিরস বুঝিতে হইলে [illegible] ভাবে গুরুতত্ত্বময় জীবন গঠন করুন। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভীষ্ট উপাসনা পদ্ধতির সহিত অপর [illegible]গণের মতবাদের পার্থক্য বুঝিবার চেষ্টা আন্তরিক করুন, নিশ্চয়ই আপনি শুদ্ধভক্তি-পথে প্রবিষ্ট হইবেন।

কৃষ্ণানুশীলনই ভক্তি। 'অনুশীলন' অর্থে 'অনুগত সেবা' বুঝায়। 'অনু' অর্থে পশ্চাৎ। পশ্চাৎ অর্থাৎ ব্যবধানরহিত। 'শীল' ধাতুর অর্থ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনে অন্যাভিলাষিতা আদৌ থাকিবে না। কর্ম্ম, [illegible] সেবা ও সেবোপকরণ অন্বেষণে নিজের জন্য ফল ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ভক্ত সেবা করিবেন না। ভক্তের নিজের কামনা কিছু থাকিলে উহা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গান্তর্গত কোন হৈতুকী বৃত্তি হইয়া যাইবে।

'মায়াবাদি—ভগবানের নিত্য-নিরাকার' এইরূপ জ্ঞান প্রধান হইলে বাহ্য সন্ন্যাস-গ্রহণ বা বাহ্য গৃহস্থ বিষয়সেবা কিছুই জীবের বাহ্য মঙ্গল সাধন করিয়া উঠিতে পারে না; কেন না কৃষ্ণস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃত নিজ ভোগের পদার্থ হইলেই জীবের বন্ধন ঘটে এবং কৃষ্ণসেবাপর অপ্রাকৃত হইলেই গৃহে থাকিয়াও মহাত্যাগ হয়। জীব পাপে যুক্ত হইলে প্রাকৃত বন্ধন ও অপ্রাকৃত বন্ধন উভয় বন্ধনেই তাহার অসুবিধা ঘটে।

[illegible] শ্রীগৌরসুন্দরেরই পরমার্থিক কল্যাণ-[illegible] জগতের কল্যাণবিধান করেন। মহাগুরু—জগদ্গুরু। সকল মহাত্মা [illegible] ঐকান্তিক বলিয়া [illegible] থাকেন। যেখানে মহাজনগুরুর পূজার আদর নাই, সেখানে অনেক স্থলেই চৈত্তগুরু ও দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরুর সন্ধানপ্রদানে পূর্ণকারুণ্য প্রকাশ করেন না।

শ্রীগৌরকিশোরবাণী

সাধুসঙ্গের অভিনয় সাধুসঙ্গ নহে। সাধুসঙ্গের ফল করিবার পূর্ব্বে সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিলে সেই ফল হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। বৈষ্ণবসেবা যাহাদের প্রিয় হয় নাই, তাহারা যে কোনও উপায়ে পবিত্র হইবার চেষ্টা করুক, সেই পবিত্রতা ভক্তের সুখকর হয় না।

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। কিন্তু বহির্মুখ জীব যাহা স্ত্রী-পুরুষরূপে দর্শন করে, তাহা কেবল মায়াই দর্শন হয়। ভক্তিচক্ষু না থাকিলে কেহ কৃষ্ণদাসের নিত্যস্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। স্ত্রী-পুরুষের প্রতি বদ্ধজীবের সর্ব্বদাই ভোগবুদ্ধি থাকে। যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁহাদের স্ত্রীর প্রতি কোন দিনই ভোগবুদ্ধি থাকে না। তাঁহাকে কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণভক্তরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা নিষ্কপটে হরিভজন করিতে চাহেন অথচ অন্তরে দুর্ব্বলতা আছে, স্ত্রীপুরুষাদির প্রতি ভোগবুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে দূর হয় নাই, তাঁহারাও মহাভাগবত বৈষ্ণবের নিরন্তর সঙ্গ, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে স্ত্রীপুরুষাদির প্রতি ভোগবুদ্ধি শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে পারেন। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণের শরণাগত হইলেই আত্মমঙ্গল হইতে পারে। দেহাত্ম-বোধ থাকিতে আত্মসমর্পণ হয় না—শ্রীহরির কৃপালাভ হয় না। দেহাত্মবোধেরই বিকৃতি—স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি আসক্তি।

হরিকথা-শ্রবণের সময় সাধুসঙ্গ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ হইলে মায়া ভজনের বিঘ্ন ঘটাইতে পারে না। নির্জ্জন-ভজনের চেষ্টায় যদি হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন বা সাধুসঙ্গের অভাব থাকে, তাহা হইলে নির্জ্জন-ভজন প্রয়াসীকে মায়া আরও অধিক জড়াইয়া ধরে। তখন হরিচিন্তার পরিবর্ত্তে বিষয়-চিন্তা আসিয়া হৃদয় অধিকার করে।

যে সাধু তীব্র সত্যকথা বলিয়া মায়া-পিশাচীকে তাড়াইয়া দেন, তিনি প্রকৃত সাধু ও পরবন্ধু। কেহ যদি প্রকৃত হরিভজন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি বৈষ্ণবের শাসনকে মায়াত্যাগের মহৌষধের মত গ্রহণ করিবেন। তাহা হইলে হরিনাম গ্রহণ করিবার অধিকার লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীআচার্য্যবাণী

বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই গুরুদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়। যিনি যতটা বৈষ্ণবের সেবক, তিনি তত অধিক বৈষ্ণব। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈষ্ণব সেবক, তিনি বৈষ্ণবশিরোমণি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সম্রাট্ শ্রীগুরুদেব। গুরু অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইয়াও যিনি বৈষ্ণবের সেবা করেন, তিনি আশ্রয়বিগ্রহ জগদ্গুরু।

উৎসাহদানের সহিত প্রতিষ্ঠা-দান এক নহে। উৎসাহদানে শিষ্যের কৃষ্ণসেবা-বৃত্তি আবৃত হয় না, উহা ক্রমশঃ সম্প্রকাশিত হয়। উৎসাহ প্রদান-ব্যাপারটী শ্রীগুরুদেবের আশীর্ব্বাদ ও শক্তিসঞ্চার, আর অযথা প্রতিষ্ঠা-প্রদান ব্যাপারটী শ্রীগুরুদেবের বঞ্চনা বা ছলনামাত্র।

'মঠ'শব্দের অর্থ—হরিকীর্ত্তনমুখরিত গৃহ। সঙ্ঘারাম বা 'মিশন' গৃহ বা গোষ্ঠী। গোষ্ঠানন্দিগণ যেখানে আশ্রয়-বিগ্রহানুগত্যে পরস্পর [illegible] পরস্পরকে বিষয়বিগ্রহের সঙ্গে মিলন করাইবার জন্য—সেবারত করাইবার জন্য ব্যস্ত থাকেন।

বৈষ্ণবের আনুগত্যেই আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হয়। বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেবা-গ্রহণের চেষ্টা কেবল অহঙ্কার, তাহা শ্রীগুরুদেবের অনুসরণ নহে। শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করেন না, বৈষ্ণবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া সুখী হন। গুরুদেবের কৃষ্ণসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ—কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীপাদপদ্ম সমগ্র জীব-জগতের জীবন-সর্ব্বস্ব হউন—ইহাই আমাদের হৃদয়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীপাদপদ্মকে যথা-সর্ব্বস্ব করিতে পারিলে সপরিকর, সভৃত্য, সপুর, সকলত্র শ্রীগৌরসুন্দরের সাক্ষাৎসেবা লাভ হইবে, অন্য কোন উপায়ে নহে, ইহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। মদীশ্বর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রবৈশিষ্ট্যের কথা জগতে জানাইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে না জানাইলে গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুরের মহাবদান্য লীলার কথা কেহই জানিতে পারিতেন না।

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী

অসৎসঙ্গ-পরিত্যাগ-ব্যতীত জীবের শ্রেয়ঃসাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাহার অসৎসঙ্গ আছে, তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফল লাভ করিতে পারেন না। আজকাল অনেকেই ভজনলিঙ্গ স্বীকার করিয়া সাধনের অঙ্গসকল পালন করেন; কিন্তু বহুদিন পরে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহাদের উন্নতি দেখা যায় না। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণবাচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন। প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতদূর ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে, তাহা হইলে অসৎসঙ্গকেই কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

পয়সা হরিনামের মূল্য নয়; একমাত্র শ্রদ্ধাই ইহার মূল্য। অতএব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সকলের নামকীর্ত্তন করা উচিত। নিরপরাধে নামের আশ্রয় না করিলে নামের ফলোদয় সম্ভব হয় না। শ্রদ্ধাবিহীন লোকের শ্রীনাম উচ্চারণের ফল এই যে, পরে সশ্রদ্ধ-নাম হইতে পারে।

দৈন্য ও সরলতার সহিত যিনি যত ভজন করিবেন, কৃষ্ণকৃপায় তিনি ততই কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন। গুরুভক্তিরই পক্ষপাত করিব, আর কোন প্রকার সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিব না। সর্ব্বত্র সাধুসঙ্গ ও

গুরুকৃপা ব্যতীত বিপথ-পতন হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না। গুরুকৃপায় স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয়। অপরাধ পরিত্যাগের সহিত যত্নসহকারে নাম করিলে অল্পদিনের মধ্যেই নাম সুখকর বোধ হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতিবলে সাধুদিগের মুখ হইতে হরিকথা শ্রবণানন্তর হরিবিষয়ে যে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার উদয় হইতে হইতে একটু শরণাপত্তির উদয় হয়। অন্যভজনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণপূজায় যে শ্রদ্ধা তাহা প্রকৃত শ্রদ্ধায় দাঁড়ায়। একটু আদরের সহিত বৈষ্ণবসঙ্গ করিলে সংস্কার ও আসক্তি প্রভৃতি সকল সবই দূর হয়। সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতি সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎকথা আলোচনাই সাধুসঙ্গ, তাহাতেই ভক্তি লাভ হয়।

যৎকিঞ্চিৎ

——::✿::——

বৈষ্ণবধর্ম্মই আত্মার ধর্ম্ম—জীবাত্মার পরমধর্ম্ম—ইহা ঔপাধিক দেহ ও মনের বহুবিধ ধর্ম্মের অন্যতম নহে। ভাবপ্রবণতা বা সাময়িক মানসিক উচ্ছ্বাস অথবা কপটতা মূলে বাহ্য ভাবভঙ্গীপ্রকাশ প্রাকৃত বিকার মাত্র। উহা শুদ্ধভক্তের অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হইতে স্বতন্ত্র।

বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি অব্রাহ্মণ নহেন। আবার তিনি কর্ম্মপর ব্রাহ্মণতার জন্যও ব্যস্ত নহেন। দীক্ষিত বৈষ্ণব পারমার্থিক ব্রাহ্মণ আর মহাভাগবত পরমহংস সেইরূপ দীক্ষিত ব্যক্তির গুরুদেব। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—বর্ণাশ্রমের অতীত।

ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্য এক নহে। জড়প্রতিষ্ঠা ও বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা এক নহে। ভগবদুচ্ছিষ্টভোজী সেবাপরায়ণ ব্যক্তির ভোগ ও জড়াসক্ত ব্যক্তির ভোগ এক নহে। ভক্তের সংসার ও মায়ার সংসার এক নহে। বাহ্যদৃষ্টিতে এক হইলেও উভয়ের অন্তর্নিষ্ঠায় আকাশ-পাতাল ভেদ। একটী নরকের পথ আর একটী বৈকুণ্ঠের পথ।

ভক্তিই ভগবানের ভজন। কৃষ্ণপ্রীতি ও সর্ব্বতোভাবে ভগবৎসুখান্বেষণই ভগবদ্ভজন। শরণাগত হইয়া সেবাই জীবের হরিভজন। প্রণিপাতাদি নববিধ ভজনের মূলে আত্মনিবেদন অর্থাৎ শরণাগতিই সকলের মূল। ঐ মূলকে ছেদন করিয়া ভগবদ্ভজনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। অতএব হরিগুরুবৈষ্ণবের নিত্য আনুগত্যই কৃষ্ণসেবা বা বৈষ্ণবধর্ম্ম। জীব যখন সাধু, গুরু ও বৈষ্ণবের কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখনই স্বরূপজ্ঞানের উদয় হয়। এবং ভগবচ্চরণে আত্মনিবেদনের ভাব আসে।

গুরু নিত্যকালই গুরুর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। যেখানে গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া কৃষ্ণভজনের প্রয়াস তাহা হরিভজন নহে, উহা প্রকৃতপক্ষে মায়ার ভজন। যদি কোন ব্যক্তি গুরুর আনুগত্য ব্যতীত নিজ মতানুযায়ী সদাচার, তীর্থভ্রমণ, ভগবদ্ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাজন, নাম-সংকীর্ত্তন, জপ, ধ্যান, ত্যাগ প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গানুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি তাহার কিছুমাত্র ভক্তি হইতেছে না, পরন্তু সেই ব্যক্তি আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামচরিতার্থ করিতেছে মাত্র। যেখানে প্রতিষ্ঠাশা বা কনককামিনী-সংগ্রহের জন্য হরিভজনের কপট অভিনয়, তাহা হরিভজন নহে। তাহা কৈতবযুক্ত আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র। হরিভজনের মূলই গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য। বদ্ধাবস্থায় জীবের গুরুর আনুগত্য ভিন্ন হরিভজনে প্রবেশলাভই হয় না। আবার সিদ্ধাবস্থায় যে সিদ্ধদেহে ভজন তাহাতেও নিত্য গুরুদেবের নিত্য আনুগত্য বর্ত্তমান আছে।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

——::(°)::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,

কলিকাতা,

১৪।৮।৩১

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ-প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,—

* * প্রভো,

আপনার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। * *

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত বুদ্ধি ভগবৎকৃপায় উদিত হয়। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে অপরাধী জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয় না। ভগবৎ-কৃপালাভের জন্য শ্রীগুরুকৃপা এবং শ্রীগুরুকৃপার জন্য বৈষ্ণববৃন্দের কৃপা প্রার্থনা আবশ্যক। শ্রীগুরুকৃপাই পরমার্থজীবনের মূল। যাহারা গুরুবিরোধী তাহারা অপ্রাকৃত বিচারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগা। কতকগুলি কপট ব্যক্তি তাহাদের প্রচ্ছন্ন গুরুবিরোধ লুক্কায়িত রাখিবার জন্য কোন বিশিষ্ট পূর্ব্বজন প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শনের অভিনয় করিয়া থাকে। ইহারা প্রত্যক্ষ (প্রকট) গুরু স্বীকার করে না। কারণ প্রত্যক্ষ গুরু স্বীকার করিলে তাহাদের নিজের ভক্ত-বিধি ও যথেচ্ছাচার চলে না। পরমার্থবিষয়ে এইরূপ অরাজকতা যাহারা আবাহন করে তাহারা ধ্বংসবাদী বা মায়াবাদী নামে অভিহিত।

গুরুবিরোধী ব্যক্তি পারমার্থিক ও ব্যবহারিক নীতিভঙ্গকারী। যথেচ্ছাচারই তাহাদের প্রকৃত নীতি।

প্রত্যেক যুগেই মহাজনগণ জগতে উদিত হইয়া জীবের নিত্য আদর্শ শুদ্ধভাবে প্রচার করিয়া থাকেন। মহাজন-পরম্পরা কখনও লুপ্ত হয় না। মহাজনের ব্যক্তিত্বের মূলে তাঁহার স্বীয় জীবন্ত আদর্শ-আচরণ। ভগবানের স্বরাটত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করাই প্রকৃত মহাজনের আচরণের মূল নীতি। ইহা কোন যথেচ্ছাচারী দাম্ভিক জীব আদৌ বুঝিতে বা আদর করিতে পারে না। ভগবানের যথেচ্ছাচার সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করাই সমুদয় নীতির একমাত্র বৈধ উদ্দেশ্য। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া যে নীতি কল্পিত হয় তাহার পরিণাম ধ্বংস বা নির্ব্বিশেষ।

ধ্বংসনীতিবাদিগণ শ্রীগুরুদেবের আদর্শ অনুসরণ করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা শ্রীগুরুদেবের সমান কিংবা শ্রীগুরুদেব হইতেও শ্রেষ্ঠ হইবার দুর্দ্দমনীয় পিপাসা-বিশিষ্ট। ভগবান্‌ই একমাত্র প্রভু, ইহা যিনি স্বীকার করেন তাঁহাকেও ইহারা ইহাদের পরমশত্রু বলিয়া মনে করে।

ভগবানের সেবা লাভ করিতে হইলে স্বীয় প্রভুত্ব কামনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে হয়। তজ্জন্যই ভগবানের সেবা লাভ হইলে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের বাসনা হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অন্য কোন উপায়ে কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা-কামনা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। গুরুদ্রোহী ব্যক্তি অন্তরে কনককামিনী প্রতিষ্ঠাপরায়ণ এবং বাহিরে ত্যাগের আদর্শ প্রদর্শন করে। শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবের সেবার জন্য ভোগত্যাগ নিশ্চয়ই আবশ্যক। অন্য উদ্দেশ্যে সর্ব্বান্তঃকরণে ভোগত্যাগ বাস্তবিকই সম্ভব নহে। অন্য উদ্দেশ্যে ত্যাগ শাস্ত্রাদিতে অবৈধ ত্যাগ, ধ্বংসনীতি বা ফল্গুবৈরাগ্য নামে নিন্দিত হইয়াছে। অবৈধ ত্যাগী জগতের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শত্রু। ভগবদর্থে বৈধ ভোগ ও বৈধ ত্যাগ সর্ব্বত্রই প্রশংসিত। ভগবানের সেবার জন্য ভোগ ও ত্যাগ স্বীকার অবশ্য কর্ত্তব্য।

যাহাতে ভগবান্ প্রীত হন, তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য। ভগবানের ইচ্ছামাত্রই পরমমঙ্গলময়। জীবের ইচ্ছা ভগবানের ইচ্ছার অনুকূল হইলেই মঙ্গল, বিরুদ্ধ হইলে পরম-অমঙ্গলজনক।

শ্রীগুরুদেব মহাভাগবত। যিনি শ্রীগুরুদেবেও দোষের সম্ভাবনা থাকা সম্ভব—এইরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়া গুরু স্বীকার করিবার অভিনয় করেন, তাঁহার শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হয় নাই ও হইতে পারে না। পাদাশ্রয় না হইলে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চিনিতে পারা যায় না। তখন শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে প্রাকৃত বুদ্ধি অনিবার্য্য হয়। ইহাই বৈষ্ণব-অপরাধ এবং সমুদয় প্রকৃত মঙ্গলের একমাত্র বাধা। যিনি শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে ইচ্ছাবিশিষ্ট, তিনিই সর্ব্বতোভাবে মহাভাগবত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রয় করিবেন এবং শ্রীগুরুদেব ও মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া জীবন যাপন করিবেন, ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ও গৌড়ীয়-মিশনের মূল প্রচার্য্য-বিষয়।

মধ্যম-ভাগবত গুরু হইতে পারেন কিংবা মহাভাগবতেও দোষের সম্ভাবনা হইতে পারে এতদ্বাক্যই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মতবাদ। যাহারা ভ্রান্ত মতবাদদুষ্ট, তাহারা মহাভাগবতের অপ্রাকৃত আচরণ সর্ব্বদা বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবতে দোষের সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া বৈষ্ণবাপরাধী হয়। পক্ষান্তরে তাহারাই অবৈষ্ণবে বৈষ্ণববুদ্ধি প্রচার করে। কিন্তু তাহারও সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে না। এবম্বিধ কপট মায়াবাদীর দুঃসঙ্গ হইতে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে দূরে না থাকিলে শুদ্ধভক্তিলাভের কোনই সম্ভাবনা থাকে না এবং সেরূপ দুঃসঙ্গে অতি শীঘ্র কোমলশ্রদ্ধ সাধকদিগের আস্তিক্য-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়।

বৈষ্ণব বর্ণী কিংবা আশ্রমী নহেন। তিনি নিত্যমুক্ত আত্মা। সুতরাং তাঁহার কোন দোষের সম্ভাবনা নাই। বদ্ধজীব বৈষ্ণবের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার না করিলে নিজের ও বৈষ্ণবের প্রকৃত স্বরূপ—আত্ম-ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ কখনই বুঝিতে পারে না।

* * *

আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম কৃপাপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

দাসাধম—

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানের নিকট মঠ, গৌরকুণ্ড, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী শ্রীগৌর-গোপীনাথ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন ভক্তিবিনোদ-আসন, শ্রীচৈতন্য-মঠ প্রকাশ আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিত্য পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) প্রদ্যুম্নকুঞ্জ-শ্রীনৃসিংহ

শ্রীধাম মায়াপুর।

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাইকোলা -(শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াতীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিহর, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

খাজেকলা ঘাট, পোঃ পাটনা সিটি
চৌধুরী... (বাঁকীপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মহলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশগড়, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) রাধাকুণ্ড-কৃষ্ণকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ

বরসাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বরসাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরসাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ ফেরোজপুর, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৮৩নং লেডিহার্ডিঞ্জ রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

খোজাদিয়ার চাল রোড, অন্ধেরী ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ড বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) ভাস্কর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভাস্কর..., মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ক...., রায় পেটা (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) শ্রীশ্রীসাতাসন কুটী

(৫৬) বিরজা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

...পাড়া, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ-পীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রথমপাদগৌড়ীয়-প্রচার-মঠ

পোঃ বহরমপুর, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবত...আনন্দ মঠ

চিতলিয়া, পোঃ শ্রীরামদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আলাম গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আলাম, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ আমলাজোড়া (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলবেড়িয়া, পোঃ টাকুড়া, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ...ইঁট ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২
৩১, আর্ল্স-কোর্ট
স্কোয়ার, লণ্ডন, এস ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

হিউলেট রোড, এলা (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিকাশ... গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ(০)ঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

ভিতরে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন দর।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——ঃঃ(০)ঃঃ——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুর্নবতিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টক্রমে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

———

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——ঃ০ঃ——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——ঃঃ০ঃঃ——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধু ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিজ্ঞতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরবময় বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

———

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমদ্ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———

শ্রীশ্রীসরস্বত-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথামৃতরাশি কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া ক্রমশঃ শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিক বিরহ-মহোৎসব-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহোদয়ের শ্রীশ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আশ্রিত গবেষণা এবং গবেষণাপূর্ণ লেখনীর অদ্ভুত ফল আমাদের কবিতা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডটিতেই অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——ঃঃ০ঃঃ——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসী সরস্বতীসিদ্ধান্ত-সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——ঃ০ঃ——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিতান্ত প্রীতা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৩	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৩-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৩-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৭		১৪-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১৭	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৫৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবারে)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-৫০,
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-০৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৪ঠা আষাঢ় ১৩৪৬, ১৯শে জুন, ১৯৩৯ সোমবার [৯৪শ সংখ্যা

নোটিশ

—::(o)::—

জলকর ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার [illegible] ওয়ার্ড এষ্টেটের বাগবাড়িয়া সার্কেল ও চাপড়া থানার অধীনে পদ্মা বিল নামে একটি সুবৃহৎ জলকর আগামী ১লা শ্রাবণ ১৩৪৬ সাল হইতে বিলি দেওয়া হইবে। এই জলকরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ মাইল এবং ইহার বর্তমান নির্দ্ধারিত আয় বার্ষিক প্রায় ১০০০৲ টাকা। যথাযোগ্যরূপে মৎস্য ব্যবসায় সর্বাংশে উপযুক্ত। বর্তমান লিজের মেয়াদী ১২ই আষাঢ় ১৩৪৬ সালে শেষ হইবে এবং বর্তমান সর্ত বিবেচিত হইবার পূর্বে নূতন লিজের সর্তাবলী বিবেচিত হইবে।

বিশেষ বিবরণ ১৩৪৬ সালের ৯ই আষাঢ় মধ্যে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরস্থ কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এষ্টেটের জেনারেল ম্যানেজার অফিসে অফিস-দিবসে ১১টা হইতে ৫টার মধ্যে পাওয়া যাইবে। এবং ১১ই আষাঢ় সোমবার মোতাবেক ২৬শে জুন ১৯৩৯ বেলা ৩টার সময় নিলামডাকের বন্দোবস্ত হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার
কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেট
নদীয়া

বিবিধ সংবাদ

—::(o)::—

খেলার মাঠে অলৌকিক ঘটনা

একদিন সাংহাই খেলার মাঠে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকাশ, জাপান পুলিশ এবং সাংহাই [illegible] পুলিশ ফুটবল খেলিতেছিল ও একজন ইউরোপীয় সার্জেন্ট যথেচ্ছভাবে রীতি বিরুদ্ধে খেলিতেছিল, তখন দর্শকগণের মধ্য হইতে একজন (ইনি সাংহাই থানার জনৈক মুসলমান দারোগা) প্রকাশ্যে উক্ত ইউরোপীয় সার্জেন্টের রীতি-বিরুদ্ধ খেলার সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করায় ঐ সার্জেন্ট ক্রুদ্ধ হইয়া [illegible] খেলার মাঠ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া উক্ত মুসলমান দারোগার মুখে ঘুষি মারিয়া তাহার উপরের দুটি দাঁত ভগ্ন করিয়াছেন এবং ইহাতে নাকি প্রচুর রক্তপাত হইয়াছে। এই ব্যাপার লইয়া এখানে ঘোর সমালোচনা চলিতেছে।

বৃটিশ এলাকা অবরোধে হুমকী

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ যে, টিয়েনৎসিন হইতে একটি জাপ সংবাদ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ এলাকা অবরোধ সম্পর্কে আরও কড়া ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে বলিয়া হুমকী দেখান হইয়াছে। উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, টিয়েনৎসিনের জাপ কর্তৃপক্ষ ইতোমধ্যে বর্তমান ব্যবস্থা দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে আরও অধিকতর কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত সংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, চীন সম্পর্কে ব্রিটেন বর্তমানে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে একমাত্র তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন দ্বারাই টিয়েনৎসিন সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

টোকিওর আর সংবাদে প্রকাশ যে একটি জাপ সংবাদসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, উত্তর চীনের জাপ কর্তৃপক্ষ ব্রিটেন চিয়াং-কাইশেকের প্রতি সাহায্য প্রদান ও জাপ বিরোধী মনোভাব সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন না করা পর্যন্ত টিয়েনৎসিনের ব্রিটিশ ও ফরাসী এলাকা অবরোধ করিয়া রাখিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তদুপরি ইহাও বলা হইয়াছে যে, সর্বপ্রকার "জোড়া-তালি" দেওয়া আপোষ-আলোচনা সরাসরি অগ্রাহ্য করা হইবে।

টিয়েনৎসিন—পিকিং এর দক্ষিণপূর্বে এবং পোর্ট আর্থারের বিপরীত দিকে অবস্থিত বন্দর। ১৯৩৭-এর ২২শে জুলাই জাপানীরা উহা দখল করে।

কুলাংসু—[illegible] সম্মুখে চীন উপকূলের নিকট অবস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপ। ইহাকে এময়েরই একটা অংশ বলা যায়। এময়ের বিদেশী অধিবাসীরা কুলাংসুতে বাস করে।

রেলগাড়ী লাইনচ্যুত

ই আই আর রেলওয়ের গ্রাণ্ড কর্ড লাইনে [illegible] ষ্টেশনের নিকটে একখানি মালগাড়ী লাইনচ্যুত হইয়াছে। এই স্থান হাওড়া ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই শত উনিশ মাইল দূর। ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ায় গাড়ী চলাচলের অত্যন্ত অসুবিধা হইয়াছে। মাত্র একটা লাইনে ট্রেন চলিতেছে। সমস্ত আপ ট্রেনকে ডাউন লাইনে চালানো হইতেছে। সম্ভবতঃ উভয় লাইনে ট্রেন চলাচল আরম্ভ হইবে। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

NOTICE

—::(o)::—

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

Sealed tenders are invited for the conveyance of mails by horse drawn carriages daily between Krishnagar P. O. and Krishnagar R. S. P. O. for up and down journeys throughout the year on a fixed monthly subsidy for a period of three years commencing from the 16th December 1939. The form of tender and a copy of the schedule showing the number, timings and other details of the service required together with particulars regarding other conditions of the contract may be obtained on application from the office of the undersigned at Krishnagar on payment of Rs. 5/- in advance, which will not be refunded in any case. Tenders must reach the undersigned on or before the 15th July, 1939 by 12 hours.

K. M. Hossain,
Supdt. of Post offices,
Nadia Division.

Dated Krishnagar,
The 15th June 1939.

অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম্পরা, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আলেখ্য চরিত্র কথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সর্ব্ব-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,
পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ঠাকুর নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। কবিরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ ৯৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষ্য ।০
২৭ [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮ বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
দীপ-নির্ণয় ৵০
সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ [illegible] ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৬৲
৫১। ব্রজরীতিচিন্তা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫ তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সারত্নী বিবৃতিঃ ।০
৬৩। নবীন-শিক্ষাকল্পদ্রুমং ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকা ৴০
৬৭। সামান্যবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্য[illegible] ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ ১৭ বামন ৪৪৩ গৌরাব্দ, ৬ঠা আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ১৭ই জুন ইং ১৯২৯. সোমবার ১৪৭ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

চট্টগ্রামে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী মহোদয়দ্বয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার করিতে করিতে গত ২৬শে মে হুলতানপুর-নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ নন্দী মহোদয়ের আহ্বানে তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া তিন দিন তথায় অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা-প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রচারকবৃন্দ তথা হইতে ২৯শে মে রাউজাননিবাসী প্রসিদ্ধ উকিল ও জমিদার শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চৌধুরী মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় গৃহে উপস্থিত হইয়া তথায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলার চতুর্থ-পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন ও তৎপর দিবস ছায়াচিত্রযোগে বর্ত্তমান বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্লানি ও গৌরলীলা প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা প্রদান করেন।

গত ১লা জুন রাউজান হাইস্কুলে স্থানীয় শিক্ষিত সজ্জনবৃন্দের চেষ্টায় এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও অধ্যাপক শ্রীপাদ সুন্দর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল মহোদয় 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল বহু শাস্ত্রযুক্তিমূলে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন।

গত ২রা জুন প্রচারকগণ রাউজান-বাজারে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা প্রদর্শন করা হয়। পাঠে যে সকল শিক্ষিত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে নিম্নে কতিপয় ব্যক্তির নাম দেওয়া গেল।

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেন উকিল, শ্রীযুক্ত অটলবিহারী পালিত উকিল, শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকিল, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন মহাজন উকিল, শ্রীযুক্ত হরমোহন দত্ত দেববর্ম্মণ, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র পালিত ডাক্তার, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার দে জুয়েলার, শ্রীযুক্ত রুক্মমোহন চৌধুরী জমিদার, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র পাল, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল মজুমদার কবিরাজ, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পালিত মার্চেন্ট, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার রায় পোদ্দার, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন কাহনগোর নাজির, শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র পালচৌধুরী ডাক্তার প্রভৃতি।

গত ৩রা জুন রাউজাননিবাসী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র পাল মহোদয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রচারকগণ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ছায়াচিত্রযোগে কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনমুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা এবং পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গত ৬ঠা জুন জাবুরা-নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার ও মার্চেন্ট শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ধর মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় সুবৃহৎ প্রাসাদে প্রচারকগণ উপস্থিত হইয়া তথায় দুই দিন অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীল অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর ছায়াচিত্রযোগে গৌরলীলা প্রদর্শিত হয়।

গত ৮ই জুন উক্ত গ্রামনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত ঈশ্বর দে মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পঞ্চ-পরীক্ষিৎ-সংবাদ পাঠ, ব্যাখ্যা এবং ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করেন। পাঠ ও বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাবেশ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

৯ই জুন তারিখে প্রচারকগণ সদলে তথা হইতে চট্টগ্রাম শ্রীনিত্যানন্দ-গৌড়ীয়-মঠে ফিরিয়া আসেন এবং ১০ই জুন চট্টগ্রাম দেওয়ান বাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত নিশিচন্দ্র নাগ মহোদয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ হইতে যুগলগীতের ধ্রুব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তথায় বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। তথা হইতে প্রচারকগণের শীঘ্রই অন্যত্র প্রচারে যাইবার কথা আছে।

শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব

পতিতপাবন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পূর্ণাঙ্গ সংকীর্ত্তনমুখে গত ২রা জুন (১৯২৯) শুক্রবার হইতে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

ঐ দিবস হইতে প্রত্যহই প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর গোবর্দ্ধনাদির চটকপর্ব্বত এবং টোটা গোপীনাথের শ্রীমন্দির প্রভৃতি পরিক্রমা, অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী এবং সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা নিয়মিতভাবে চলিতেছে।

গত ১০ই জুন শনিবার অপরাহ্ণে কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মঠে আগমন করেন। তাঁহারা শ্রীবিগ্রহাদি দর্শনের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর নিকট কিছুক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। এবার ভক্তবৃন্দের প্রভুর নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা পরমানন্দিত হন। ঐ দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগুরুবন্দনা, মহাজন-পদাবলী পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের সেবক শ্রীপাদ গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সমাগত সকলেই পরমানন্দিত হন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

পুরীধামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল ও শ্রীপাদ সুহৃৎ ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ মহোদয়দ্বয় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বলিবার কথা বিশিষ্ট সজ্জনগণের নিকট কীর্ত্তন করিতেছেন।

'শ্রীগুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বলে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারণ হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার করবে গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার করবে, কোন অংশে কম মনে করবে না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ মাঘ মঙ্গলবার ২ ফাল্গুন গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

যাঁদের নিত্যজ্ঞানের উদয় হয় নাই, তাঁরা নিজে প্রভু হ'য়ে সেবা গ্রহণ করে। যাঁরা ভগবদ্ভজনপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির ভজনের সাহায্য করেন, তাঁরা সেবা করেন, সেবা হয়। যাঁরা মঙ্গলের আশ্রয়ীনা ভক্তির ধারণা না ক'রলে, তাঁরা ছিন্ন মূলে বধ্য পশুর ন্যায় অনুতাপ করবেন।

আমাদের মরণান্ত নিয়ে উপস্থিত হ'তে হবে। শুনা না শুনা তাঁ'রই ইচ্ছা, আমার নয়। শতকরা শতজন মিলে ভগবান্ উদ্ধার করবেন। ভগবানের কথাতে আমাদের কর্ণ পরিপূর্ণ থাকুক। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রত্যেকেই আমার চেতনা সম্পাদন করুন। যাঁরা এখানে আছেন তাঁ'রা এক লোকেরও অন্য কার্য্যে নিযুক্ত না। সর্ব্বক্ষণই চৈতন্য-কথা ও ভগবানের চিত্তবৃত্তি যেন থাকে হয়। ভগবানের সেবা পরিচর্য্যাই যে হরির সেবক তা' জানতে চেষ্টা করুন। যাঁদের সেইরূপ চেষ্টা, তাঁ'রাই শ্রীচৈতন্যমঠের অধ্যক্ষ পার্ষদ হন।

বিষ্ণুর কথা শ্রবণ করিতে হইবে, বিষ্ণু কি জিনিষ জানিতে হইবে। শ্রুত-বিষয় কীর্ত্তন করিতে হইবে। কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে। নিরন্তর বিষ্ণুর অনুশীলন করিতে হইবে।

ভক্তি ও ভোগ এক জিনিষ নহে। আমরা যখন ভোগের দিকে যাই, তখন পাপ, মোহ ও ভয় আসিয়া পড়ে। ভোগেও আমরা ভগবানের করুণা দেখিতে পাই। ধনজনবিদ্যায় আসক্ত হওয়ার পরিণতি ভগবান্ দেখাইয়া দেন। সুতরাং সতর্ক হওয়া ভগবানের ভজন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

গোপনে থাকো, ডুব দিয়ে জল খেলে একাদশী নাশ কেউ টের পায় না। কিন্তু কে কে গোপনে কি কি অন্যায় কার্য্য করেন শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ তা' দর্শন করেন। যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বদর্শী। লোক সমাজকে গোপন রাখিতে

মহাভাগবত ভক্তের কোন সম্বন্ধ-চিন্তা করেন না। মহাভাগবতের নিকট গিয়া তাঁহার সেবার ছলনা করিতে গেলে তিনি তাহার হৃদয়ের কথা দর্শন করিবেন কেবল বিচার প্রার্থনা মাত্র। কনিষ্ঠাধিকারী থাকাকালে মহাভাগবতাভিমান নিরয়প্রাপক মাত্র। নিজে কাঁচা চাউল অর্থাৎ অপক্ক বা সাধকাবস্থায় থাকিয়া সিদ্ধ ভাত অর্থাৎ পরিপক্ক বা সিদ্ধের অভিমান করিতে হইবে না। সাধনভক্তি ব্যতীত ভাবভক্তি হয় না।

এক সময়ে হিরণ্যকশিপুও প্রহ্লাদ মহারাজের নিকট হইতে শ্রৌতবাণী-শ্রবণের আদর দেখাইয়াছিল। কিন্তু তাহার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি ছিল না। সে মাত্র প্রহ্লাদকে ধীরভোগ্য বালক জ্ঞানে ভোগবুদ্ধিতেই ঐ সকল শ্রৌতবাণী শুনিয়াছিল। তাহাতে তাহার মঙ্গল না হইয়া অমঙ্গলই ঘটিল। বৈষ্ণবাপরাধ থাকাকালে মহাভাগবতের মুখে উপদেশ শুনিয়াও মঙ্গল লাভ হয় না।

ভগবদ্ভক্তের কৃপা অর্থের দ্বারা হ'তে কাহারও নিস্তার নাই। কৃপাহীন নিজের সামান্য জ্ঞানবুদ্ধির বাহাদুরী দেখাইয়া যতই উর্দ্ধে উঠুক না কেন, গুর্ব্ববজ্ঞা করিলে তা'র পতন অবশ্যম্ভাবী। যেকাল পর্য্যন্ত না শ্রীগুরুদেবের শাসন কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করি এবং শ্রীগুরুদেবের প্রদর্শিত সাধন-পথ অনুসরণ করি, সেইকাল পর্য্যন্ত পরমমঙ্গলের পথে চলাই শুরু হইল না। বৈধী ভক্তি ও গুরুবৈষ্ণবানুগত্য পরিত্যাগ করিলে কোনও কালে বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান লাভ হয় না এবং বদ্ধভূমিকা হইতে উন্নত প্রদেশে অভিযানের আগ্রহও হয় না। ভক্তিকে অন্যের দর্পণে নিযুক্ত করিলে বিচার হইবে যে, জড়রূপরসাদি বা এই সংসারের ভোগ্য। কিন্তু বস্তুতঃ বিশ্ব ভগবানের ভোগ্য। এই বিশ্ব জীব-ভোগ্য—ইহাই জড়ভোগবাদ বা কর্ম্মকাণ্ড। অধোক্ষজ ভগবানের সেবাই জীবের পরমার্থ। ভগবদ্ভোগ্য বস্তুকে জীবভোগ্য জ্ঞান করিলে অনর্থ উপস্থিত হয়। গুরু-কৃপা না হইলে ব্রহ্ম-দর্শন হয় না। জীব বদ্ধাবস্থায় কর্তৃত্বাভিমানী হইলেও ভগবানের ইচ্ছা না হইলে কিছুই করিতে পারে না। ভগবানের জীবনিয়ন্তৃত্বের কথা উপনিষদে রহিয়াছে।

সিদ্ধের ভূমিকায় আরোহণের ভাণে সাধন পরিত্যাগ করা পাষণ্ডতা ও গুরু-দ্রোহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া পরমহংসের অধিকার লাভ হইয়াছে মনে করা—শ্রবণ-কীর্ত্তন বাদ দিয়া নিজেই গুরু হইব, সাধন-পথটা ছাড়িয়া দিয়া সিদ্ধের ন্যায় আচরণ করিব—ইহা পাষণ্ডতা মাত্র।

মহামহা-অধিকারী হইলেও কখনও নির্জ্জনে কোনও স্ত্রীলোকের সহিত অষ্টাঙ্গ-মৈথুনের কোন একটাও করিবেন না। ইহাতে ভাগবত-পরমহংসচূড়ামণি শ্রীল রায়রামানন্দেরই একমাত্র অধিকার আছে।

ছোট হরিদাসের প্রকৃতির লোক এখানে থাকিতে পারিবে না। তাহাদের স্থান মঠে নহে—গ্রামে। ধর্ম্মের নামে ব্যভিচার চলিতে থাকিলে ভগবদ্ভক্তগণ বা ভক্তগণ তাহা বোধ করেন। দেখিতে হইবে—এখানে যেন কোন আত্মদ্রোহিতা না ঢুকিতে পারে। পরহিংসাই আত্ম-দ্রোহিতা। মঠে যেন কোন ভোগী লোকের বাস না হয়। কেবল হরিভজনকামী সদ্-গৃহস্থ ও ত্যক্ত গৃহদের স্থান এই অন্তর্দ্বীপে হইবে, অন্য কোন বহির্ম্মুখের স্থান হইবে না।

কর্ম্মী, জ্ঞানী ও মিছাভক্ত—ইহারা দুঃসঙ্গ। ইহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলিলে আদৌ পরচর্চ্চা হয় না। যাঁহারা পরমার্থী, তাঁহারা গৌড়ীয় ও নদীয়াপ্রকাশ প্রত্যহ পড়িবেন ও আলোচনা করিবেন। যাহারা আচার্য্যকে বরণ করিবে না, তাহারা চিরকাল অন্ধকূপের গর্ত্তে পড়িয়া থাকিবে। দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ গ্রহণীয়।

আপনারা যোষিৎসঙ্গীর কোন কথা শুনিবেন না। যোষিৎসঙ্গী ও অভক্তের কোন সদ্গুণ থাকিতে পারে না। যাবতীয় সদ্গুণ হরিভক্তকে আশ্রয় করে। যাহারা সচ্চিদানন্দ ভগবান্ অধোক্ষজের কথা স্বীকার বা শ্রবণকীর্ত্তন করে না, তাহাদের মঙ্গল হইবে না। মৎসরতা থাকিতে হরিসেবা হয় না। ভগবদ্ভক্তের কোন প্রকার সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও অমঙ্গল হয় না। অভক্ত অসৎ বলিয়া হরিভক্তের ও হরিভক্তির বিদ্বেষী। অভক্ত পরমার্থী নহে, সে প্রাকৃত অর্থী। যিনি ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণব, তিনিই প্রকৃত দয়ালু। আর বাদবাকী সকলেই নির্দ্দয় বা নিষ্ঠুর। কেবলমাত্র হরিকথার শ্রবণকীর্ত্তন ও আলোচনাতেই জীবমাত্রের মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে। শ্রীচৈতন্যমঠের বিগ্রহগণ সর্ব্বক্ষণ আত্মনিবেদন করিয়া হরিভজন করিবেন। কীর্ত্তন প্রভাবেই স্মরণের উদয় হয়। বদ্ধাবস্থায় সিদ্ধের অনুকরণ করিতে নাই। আগে সাধন হউক—আগে কাঁচা চাউল সিদ্ধ হউক, তত্ত্বজ্ঞানাভাব দূর হউক, জিহ্বা-চাঞ্চল্য বাহাদুরীর গর্ব্বভাব (অহঙ্কার) ঘুচিয়া যাউক, তারপর সিদ্ধ ভাত (নির্ম্মল আত্মা) কৃষ্ণসেবায় আপনা হইতেই উপাদেয় হইবে।

বাস্তব গুরু অন্যকে শিষ্য করেন না। শিষ্যকে গুরু করিতে না পারিলে সুবিধা হয় না। নিজেই নিজের মনে 'গুরু, গুরু' করিলে অর্থাৎ হামবড়াভাব পোষণ করিলে গুরুত্বে নর্দ্দমাতেই স্থান হইবে কিন্তু গঙ্গাস্নান হইবে না। অর্থাৎ অন্তরের মলিনতা বা অনর্থের নিবৃত্তি হইবে না। লঘু ব্যক্তি হরিভজন-রহিত হইয়া নিজেকে গুরু বলিয়া জাহির করিতে গিয়া বলে, 'আমি গুরু, অতএব আমায় নমস্কুর।'

গুরুকৃপা বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রয় সংসার নহে ক্ষয়

ভ্রম

(প্রাপ্ত)

বদ্ধজীব এই জগতে ভ্রমের দ্বারা চালিত হইয়া অনিত্য বস্তুকে নিত্য বলিয়া ভ্রম, সাধুকে অসাধু বলিয়া ভ্রম, অসাধুকে সাধু বলিয়া ভ্রম, ভক্তিতে কর্ম্মভ্রম, কর্ম্মে ভক্তিভ্রম, বস্তুতে সর্ব্বত্র ভ্রম করিয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্র বদ্ধজীবকে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব এই দোষচতুষ্টয়ে দুষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্য্য-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥

শাস্ত্র-নির্দ্দেশানুযায়ী এই দোষচতুষ্টয় আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবেই পরিলক্ষিত হয়। সাধু-গুরু-বৈষ্ণবে দোষচতুষ্টয় নাই বা থাকিতে পারে না। বদ্ধজীব আমরা ভ্রমবশতঃ কোনও কার্য্য করিলে পরে নিজের ভ্রম নিজে বুঝিতে পারিলে, কিম্বা অপরে বুঝাইয়া দিলে তাহা পরিবর্ত্তনের প্রয়াস পাইয়া থাকি, ইহাই আমাদের স্বভাব। সাধু-গুরু বৈষ্ণবের বাক্য বা কার্য্য, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয় না কারণ তাঁহাদের বাক্যে বা কার্য্যে ভ্রম প্রমাদাদি নাই।

তাই শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

কভু আর মুক্ত, বদ্ধ আর মুক্ত
কভু না ভাবিহ একাকার সব॥

সাধু বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝিয়া থাকি, মালাতিলক ও গৈরিকবসনধারী ব্যক্তিই সাধু। তাহার সদ্বৃত্তি বা সদ্দেশ্যের দিকে কতটা লক্ষ্য, সেদিকে দৃক্‌পাত করি না। তাই আমরা অসাধুকে সাধুভ্রম করিয়া বঞ্চিত হই, আবার প্রকৃত সাধু যিনি, তাঁহাতে অসাধুর দর্শন করিয়া সাধুকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি। গুরুকৃপা-প্রাপ্ত যোগ্যতানুযায়ী সাধু-অসাধু চিনিবার ক্ষমতা লাভ হইয়া থাকে। বদ্ধজীবের ভোগদর্শন—জড়দর্শন প্রবল থাকায় জড়বিলাস ও নির্ব্বিশেষবাদ অর্থাৎ ভোগ ও ত্যাগ ব্যতীত আর কিছু বোধগম্য হয় না। জগতের চিন্তাস্রোত হয় ভোগ, নয় ত্যাগ কিন্তু পরম কারুণিক শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক জানাইলেন যে, ভোগ ও ত্যাগ দুইটি কোনটিই জীবের স্বরূপের বৃত্তি নহে [illegible]

উপকরণ। প্রভুর বিলাসের উপকরণে ভোগবুদ্ধি বা তাঁহার বিলাস-বিরোধী বুদ্ধি উভয়ই ত্যাজ্য। তাই বলিলেন—

ভোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥

সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব মনুষ্যের আকারে আমাদের জড়চক্ষুর গোচরীভূত হইলেও তাঁহারা মনুষ্য নহেন। মনুষ্যের ন্যায় তাঁহাদের কার্য্যকলাপাদি পরিলক্ষিত হইলেও তাহা মনুষ্যের ন্যায় প্রাকৃত ব্যাপারবিশেষ নহে। তাই শ্রীভগবান্ বলিলেন—'জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং'। শ্রীভগবানের জন্ম-কর্ম্ম যেরূপ প্রাকৃত নহে, তদ্রূপ শ্রীগুরুদেবের জন্ম-কর্ম্মও প্রাকৃত নহে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ'। ভগবান্ যেরূপ অধোক্ষজ বস্তু, গুরুদেবও তদ্রূপ অধোক্ষজ বস্তু। বদ্ধজীব নিজের জড়তা নিবন্ধন তাঁহাতে প্রাকৃত জগতের হেয়তা [illegible] নির্ব্বন্ধিত হইয়া থাকে। সাধুবৃত্তি সদ্বৃত্তি যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি জানেন,—

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-
র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধী-
র্যস্য বা নারকী সঃ॥

যে ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সর্ব্ব কলুষ-বিনাশী বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দসামান্য বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অন্য দেবতার সহিত সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

এই জড়জগতে বদ্ধজীব আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানই একমাত্র সম্বল। এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়াই আমরা সাধারণতঃ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা জগতের সমস্ত বস্তুকে আমরা মাপিয়া লইতে পারি কিন্তু শ্রীগুরু বৈষ্ণব-ভগবান্ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষের [illegible]

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা তাঁহাদিগকে মাপিয়া লইতে পারি না, কিন্তু তাঁহারা আমাদের অন্যাভিলাষ বা ভোগত্যাগবুদ্ধি কাহার কত পরিমাণে আছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন।

প্রত্যক্ষ দর্শনের দ্বারা আমরা কিরূপে প্রতারিত হইতে পারি, তাহার দর্শন শ্রীচৈতন্যলীলায় আমরা দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীঅঙ্গের বহু প্রকার সেবা করিয়াও জনৈক সেবক প্রত্যক্ষবাদের পঙ্কে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। নদীতে নৌকার উপর জালিয়া মাছ ধরিতেছিল আর সকলে তাহা দেখিয়া বলিতেছিল,—কালীয়দহে স্বয়ং কৃষ্ণ নৃত্য করিতেছেন। তাহা শুনিয়া মহাপ্রভুর উক্ত সেবকটী মহাপ্রভুর নিকটে সকলের দেখা বা শুনা কথায় বিশ্বাস করিয়া কৃষ্ণ দেখিতে যাইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু কৃপাপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যক্ষদর্শনের প্রতারণা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন ইহা হইতে আমাদের শিক্ষার বিষয় এই যে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ কখনও আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হন না জড়বস্তুই জড় ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। তাহা হইলে আমি যে এজগতের ভোক্তা, অবরত সাধু গুরুতে দর্শন করি, তাহা কোন ইন্দ্রিয়ে? সেবোন্মুখ চিদিন্দ্রিয়েই সেব্য প্রকাশিত হন। চিদিন্দ্রিয়েই চেতন-দর্শন হয়, তাহাতে জড়তা, হেয়তা স্থান পায় না। ভোগোন্মুখ জড়েন্দ্রিয়েই ভোগ্যদর্শন, জড়দর্শন। আমরা আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহাই অনুভব করি বা প্রত্যক্ষ করি তাহাই ভোগ বা মায়া। সেখানেই জড়বিলাসের তাণ্ডবনৃত্য। চিদ্বিলাস বা কৃষ্ণের বিলাসের কোন কথা সেখানে নাই।

শ্রীগুরুদেব জড়বিলাসী নহেন। তিনি চিদ্বিলাসী। কৃষ্ণের ইচ্ছাই তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার ইচ্ছাই কৃষ্ণের ইচ্ছা। তিনি কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ। জড়বিলাসী জীবকে শোধন করিয়া কৃষ্ণবিলাসের উপকরণরূপে কৃষ্ণপাদপদ্মে পৌঁছাইতে একমাত্র তিনিই দক্ষ। কৃষ্ণ ইন্দ্রিয়-পূর্ত্তিই তাঁহার কার্য্য। কৃষ্ণের বিলাস কথাটী আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের নিকট অভিনব বলিয়াই মনে হয় এবং কৃষ্ণের বিলাস স্বীকার করিতে গেলেই ভোগত্যাগ বা অন্যাভিলাষ পরিত্যাগ করিতে হয়, কাজেই ব্যাপারটী বড়ই কষ্টসাধ্য। গাছ হইতে ফুল তুলিলে গাছের কষ্ট হয়, ইহা সাধারণ বৈজ্ঞানিকের বিচার, কিন্তু আস্তিকের বিচার ঐ গাছের কষ্ট হইলেও ভগবানের সেবা, পূজা বা প্রীতির জন্য ফুল তুলিয়া তাহা ভগবৎপাদপদ্মে অর্পণ করা। আবার এরূপও দেখা যায়, পূজারী সাজিতে ফুল তুলিলেও কোন কোন ফুল দুর্ভাগ্যবশতঃ সাজির ফাঁক দিয়া গড়াইয়া পড়িয়া যায়, ভগবানের পাদপদ্মে পৌঁছিতে পারে না।

বদ্ধজীব আমরা জড়ে বিচরণ করিতে করিতে এতই জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়াছি যে, ভোগ ও ত্যাগ ব্যতীত 'সেবা' কথাটী আমাদের অন্তরে স্থান পায় না। তাই ভোগী আমরা কৃষ্ণসেবার উপকরণ-সমূহে বা গুরুপাদপদ্মে জড়ত্ব আরোপ করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়া থাকি।

আমাদের এইরূপ ভ্রম হইতে উদ্ধার লাভ করিবার একমাত্র উপায়—ভ্রম-প্রমাদাদিমুক্ত, দয়ালু, শরণাগত সাধুর আচরণ অনুসরণ করা। নতুবা আমাদেরই ন্যায় ভ্রম-প্রমাদাদিযুক্ত ব্যক্তির সমজাতীয় বদ্ধজীবের সঙ্গফলে কোন দিনই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাইবে না। ভ্রমের দ্বারা চালিত হইয়াই আমরা অসত্যের সত্তা করি মানি। তাই বলি ভাইমন! তুমি গুরুভোগী বা গুরুত্যাগী না হইয়া গুরুসেবায় নিয়োজিত হও।

মনরে, তুমি বড় সন্দিগ্ধ অন্তর।
আসিয়াছ এ সংসারে, বদ্ধ হ'য়ে জড়াধারে,
জড়াসক্ত হ'লে নিরন্তর।
ভুলিয়া স্বকীয় ধাম, সেবি' জড়গত কাম,
জড় বিনা না দেখ অপর॥

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৮০, ৪র্থ খণ্ড —৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। তত্রাচীন এবং ভক্তিশাস্ত্রকণে নদীয়া-প্রকাশ-যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্টীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১২৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রচারণ-বেদ্ধার শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) প্রদ্যুম্নকুঞ্জ শ্রীলজগন্নাথ

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিহর, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

স্বরাজ রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮/১১ বড় গণেশগলি, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যমঙ্গল মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একাদশ-কুঞ্জকুটীর

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ হোতোদ, জেলা কর্ণাল (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং ... রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ... বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) মন্দারমঠ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভর, গোদাবরী জেলা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রজনগৌড়ীয়মঠ

আলমচণ্ডীর, পোঃ জগন্নাথপুর, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) প্রেমাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

গণপতি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) সাক্ষীগোপাল গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রজবাসগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ ... পাঞ্জাব

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ দারেশপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আলাদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আলাদি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুকুরকুণ্ডা, পোঃ চিত্রকুণ্ডা, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ... রোড

... লণ্ডন, ... ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

... রোড, ... (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিশ্বাসিধি গৌড়ীয়মঠালয়

... চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(০):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———:(০):———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-মহিমী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রকৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, গ্রন্থ-পাদ্য-শ্লোক ও পদ্যার্থ-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিবারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বড়িশা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

—— ——

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:০:——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। অধ্যাপক অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

——————

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অভিনবভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীঅঙ্গে সংশোধিত করাইয়া লইয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম সংজ্ঞিত শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের Election প্রধান ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় সারদা প্রসাদ ... শিক্ষায় সাহায্য ... মহাপ্রভুর বৈষ্ণবাচার্য্য এবং মহোদয়ের শ্রৌতসম্বন্ধ এবং পরিষ্কৃত লেখনীর অমুক্ত রস আস্বাদন করিবা একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলাকাহিনী-সাগরে মগ্ন হইন। এই গ্রন্থটি অভিনব ও আধুনিক গ্রন্থ মাত্রিক ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। ... প্রাচীন ও নবীন যাবতীয় প্রাচ্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ওপর অধ্যায়ে প্রায় ... পৃঃ বাণী। শ্রী বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের মুখবন্ধ (Preface) বিষয় সূচিপত্র (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সূচিপত্র ও শব্দার্থ (Index Glossary) ... অধ্যায় প্রকাশিত। ভিক্ষা—২৫, পচিশ টাকা। প্রাপ্তিস্থান— শ্রীগৌড়ীয় মঠ ... বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা— নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ভবিষ্যতে পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর শহরে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ রোগীর মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি দিন দিন বাড়িতেছে। পিলার ও লিভার সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৬১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

শ্যামখোলা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অবিকলা জীবনচরিত এতাবৎকাল যথাযথ আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের অনুজ্ঞায় বিদ্বজ্জনাদৃত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ... ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৶০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ছোট লাইনে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১১
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-০৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৪১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
মায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর— ৫ই আষাঢ় ১৩৪৬, ২০শে জুন, ১৯৩৯, মঙ্গলবার | ৯৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-::(০)::-

মাদ্রাজে ১৪৪ ধারা জারীর প্রতিবাদ

মাদ্রাজ সরকার ১৪৪ ধারানুসারে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়া হায়দরাবাদ সত্যাগ্রহ সম্পর্কে সভা করা নিষেধ করায় হিন্দুদের মধ্যে যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা জ্ঞাপন করিয়া আর্য্য লীগের জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুধাকর মাদ্রাজ প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন। তারে শ্রীযুক্ত সুধাকর প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার আদেশ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। উক্ত আদেশে যে সংশোধিতভাবে কংগ্রেসের তৃতীয় প্রস্তাবেই স্বীকৃত জনসাধারণের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রাথমিক অধিকার রক্ষার সংগ্রামে হায়দরাবাদ সরকারকেই সমর্থন করা হইয়াছে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে।

এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া গান্ধীজী, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নিকটেও তার প্রেরণ করা হইয়াছে।

পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত দেশবন্ধু গুপ্ত মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রীর নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার প্রেরণ করিয়াছেন—"হায়দরাবাদের সত্যাগ্রহ সম্পর্কে সভা করা নিষেধ করিয়া আপনি যে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত এবং অতিমাত্রায় হঠকারিতামূলক। ধর্ম্ম-বিষয়ক মৌলিক ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার জন্য জীবন মরণ সংগ্রাম যাহারা চালাইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন কর্তৃপক্ষের হস্ত শক্তিশালী করার অশোভন নজির উহা দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহার ফলে মাদ্রাজ সরকারের এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ দেখা দিবে। সেজন্য ঐ আদেশ সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করিতে আমি আপনাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।"

দুইজন বৃটিশ সৈন্য গ্রেপ্তার

জনৈক মুসলমানের চাঞ্চল্যকর হত্যা সম্পর্কে তদন্তের ফলে বর্ত্তমানে রাণীক্ষেতে অবস্থিত ৫২ সংখ্যক লাইট ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের প্রাইভেট কোয়াইট ও ল্যান্স কর্পোরেল টাইলার নামক দুইজন বৃটিশ সৈন্য দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে নরহত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,—চৌবাটিয়া নামক স্থানে বৃটিশ সৈন্যগণ 'কোকেন' বিক্রেতা মহম্মদ হোসেন নামক জনৈক মুসলমানকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ বাজারে ফেলিয়া দেয়। মৃত ব্যক্তি সৈন্য বিভাগের কণ্ট্রাক্টর মেসার্স সাহাবুদ্দিনের একজন কর্মচারী। একটি অপরিসর রাস্তার ধারে মৃতদেহটি রক্তাপ্লুত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃতদেহের পার্শ্বে মৃত হোসেনের টুপি ও কোকেনের বাক্স পড়িয়াছিল। ময়না তদন্তে দেখা যায়, মাথা ফাটিয়া লোকটির মৃত্যু হইয়াছিল। যুক্তপ্রদেশের পুলিশ সুপার মিঃ ডি এ পিরান স্বয়ং তদন্তকার্য্য পরিদর্শন করেন।

প্রথমে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিন্তু তদন্তকালে দেখা যায় যে, আরও কয়েকজন এই হত্যার সহিত জড়িত। ফলে, প্রাইভেট কোয়াইট ও ল্যান্সকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাণীক্ষেত থানার অধীন চৌবাটিয়া ক্যান্টনমেন্ট অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

মদ্য পানেই পাপ বিক্রয় নহে

একান্নভুক্ত পরিবারে পিতা বিধিসঙ্গত নিয়মে মদের ব্যবসা চালাইবার জন্য যে ঋণ করেন, পুত্র তজ্জন্য দায়ী—এই সিদ্ধান্ত করিয়া বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ লোকুর পূর্ব্বোক্ত রুলিং দিয়াছেন।

আহমদাবাদের জেলা কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ধনশঙ্কর মহাশঙ্কর নামক ব্যক্তি হাইকোর্টে যে আপীল করেন, ঐ আপীলের শুনানীকালে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রকাশ, আপীলকারীর পিতা গবর্ণমেণ্টের সহিত ১৯৩১-৩২ সালের মদ বিক্রয় সম্পর্কে এক চুক্তি করেন। ঐ চুক্তি অনুযায়ী কিছু টাকা বাকি পড়ে। কালেক্টার তাহার জমিজমা নিলাম বিক্রয় দ্বারা টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করেন।

তখন ঐ ব্যক্তির পুত্র বর্ত্তমান আপীলকারী, এক মামলা দায়ের করিয়া, এইরূপ ঘোষণা করার প্রার্থনা করে যে, আপীলকারী একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারভুক্ত। বিষয়-সম্পত্তিতে তাহার অংশ আছে। নীলাম-বিক্রয়ের দ্বারা তাহার অংশ বিক্রয়যোগ্য নহে; কারণ মদের ব্যবসায় দুর্নীতিমূলক এবং নীতিবিগর্হিত ব্যবসায়। উক্ত ব্যবসায়ের চুক্তি বাবদ ঋণ আপীলকারী দিতে বাধ্য নহে।

নোটিশ

জলকর ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার চেংগাখাঁড়া ওয়ার্ড এষ্টেটের বাগবাড়িয়া সার্কেল ও চাপড়া থানার অধীনে পলদা বিল নামে একটি সুবৃহৎ জলকর আগামী ১৩ই আষাঢ় ১৩৪৬ সাল হইতে লিজ দেওয়া হইবে। এই জলকরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ মাইল এবং ইহার বর্ত্তমান নির্দ্ধারিত আয় বার্ষিক প্রায় ১০০০০৲ টাকা। যথাযোগ্যরূপে মৎস্য ব্যবসার সর্ব্বাংশে উপযুক্ত। বর্ত্তমান লিজের সর্ত্তাবলী ১২ই আষাঢ় ১৩৪৬ সালে শেষ হইবে এবং বর্ত্তমান সর্ত্ত নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে নূতন লিজের সর্ত্তাবলী স্থিরীকৃত হইবে।

বিশদ বিবরণ ১৩৪৬ সালের ৯ই আষাঢ় মধ্যে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরস্থ কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এষ্টেটের জেনারেল ম্যানেজার অফিসে অফিস-দিবসে ১১টা হইতে ৫টার মধ্যে পাওয়া যাইবে। এবং ১১ই আষাঢ় সোমবার মোতাবেক ২৬শে জুন ১৯৩৯ বেলা ৩টার সময় লিজগ্রহীতাদের বন্দোবস্ত হইবে।

জেনারেল ম্যানেজার
কোর্ট অব ওয়ার্ডস এষ্টেট
নদীয়া

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীদেবের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবিধ সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীদেবের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। দৈববর্ণ ৬৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আশ্রম ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সংহিতা ৷৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ, অবাঁধা) ১৲
২৬ গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭ দুর্জ্জয়মানিকা কৃষ্ণগৌরাজ্ঞঃ (সাক্ষ্যাৎ) ২৲
২৮ বেদান্ততত্ত্বসার (সাক্ষ্যাৎ) ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-দিগ-দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৵১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমায় ।০
৪০ শরণাগতি ৵০
৪১ গীতাবলী ৵০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকল্প
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। রত্নসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাক্ষ্যাৎ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী ভিক্ষিকাঃ ।০
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তসমূহ ।০
৬৪। ভক্তগণ ।০
৬৫। সাধনার সিদ্ধাঞ্জন ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠাঙ্গনিকাঃ ৵০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ গ্লিম্পস্ ইন্‌টু দি বেদাস ।০
৭০। রাসলীলা
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। বিদেহীর কাব্য ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইটিং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনমিক্সড্ ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ ১৮ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৫ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২০শে [illegible] ৩৯. মঙ্গলবার ১৫৭ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

চৈতন্যমঠে কীর্ত্তন

গত ১৮ই জুন রবিবার প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অধিবাসিগণ [illegible] গৌড়ীয়মিশনের সেক্রেটারী মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ মহোদয় এক ঘণ্টার অধিককাল ভগবত্তত্ত্বের স্বরূপ, শ্রবণ ও কীর্ত্তন, ভক্তত্ত্ব ও অভক্তির স্বরূপ, সাধু ও অসাধুর স্বরূপ বিষয়ে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবিধান করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

———

শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে মহোৎসব

গত ১৭ই জুন শনিবার গৌরনিজজন শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অপ্রকট-তিথি-পূজা শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীআনন্দসুখদকুঞ্জে নিরন্তর সংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ ও বিভিন্ন স্থান হইতে গৃহস্থভক্তগণ আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন।

ঐ দিবস ঊষাকাল হইতে ঠাকুরের মঙ্গলারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টকবন্দনা, গুরু-পরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকে অগ্রণী করিয়া একটী সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা নির্গত হয়। ভক্তবৃন্দ পরমোল্লাসে শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিপুণ কবমণিপ্রণালমুখে উচ্চ-সংকীর্ত্তন-রোলে [illegible] করিতে শ্রীগোদ্রুম পরিক্রমা করেন। পরিক্রমা শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহদশা গৌড়ীয় হইতে ঠাকুরের বর্ণিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। পাঠের পর কীর্ত্তনান্তে ঠাকুরের ভোগারতি কীর্ত্তন হয়। অনন্তর সমাগত নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত প্রায় পাঁচ শত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সংকীর্ত্তন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি সহকারে প্রসাদ সম্মান করিয়া পরমানন্দিত হন।

উৎসব উপলক্ষে শ্রীজগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিমঙ্গল, শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিকৃতি ও শ্রীসুরেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

ময়মনসিংহে প্রচার

গত ১১ই জুন রবিবার ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামলীলা প্রদর্শিত হয়। সভাতে প্রায় সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে বহু উচ্চশিক্ষিত সজ্জনব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। মঠে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় মঠের সম্মুখে মিউনিসিপ্যালিটীর সদর রাস্তায় বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পাঠের প্রারম্ভে গুরু-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজন পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তিত হয়।

গত ১৫ই জুন বৃহস্পতিবার স্থানীয় নাটোরের রাজবাটীতে [illegible] [illegible] শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীসীতাহরণলীলা-দর্শন করিয়া উপকৃত ও আনন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তনাদি হয়।

[illegible] শ্রীমঠে প্রত্যহ নিয়মমত পাঠ-[illegible] ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হইতেছে। বিপুল উৎসাহের সহিত [illegible] সহরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইতেছে।

———

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

শ্রীশ্রী[illegible] প্রভুর পাদপদ্মে [illegible] নিবেদন,—

[illegible]

[illegible]

তাহার সম্বন্ধে [illegible] [illegible] না [illegible] হয় না। শ্রীগুরুদেব ও শ্রীভগবান [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] করিবে। [illegible] আবশ্যক হইবে। শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণপদ্ম অর্থাৎ তাঁহার বাণী ও সেবাদর্শ সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। বিপদের সময় [illegible] স্মরণ করিলে তিনিই আমাদের রক্ষক জানিবে। কোন বিরুদ্ধ কথার মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে না।

আমার দণ্ডবৎ-প্রণাম জানিবে। ইতি

দাসাধম—

শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

———

মায়ারে কাহারা কভু ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার করবে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার করবে, কোন অংশে কম মনে কর্‌বে না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ মাঘ ... গৌরাব্দ ৪৪৩

সত্যপ্রচার বন্ধ হয় না

——:০:——

সত্য চিরকালই সত্য। সত্য নিরপেক্ষ সে কাহারও অপেক্ষা রাখে না। ... কোন শক্তি ... যতই ... চেষ্টা করুক না কেন, ...

... প্রয়াসই ব্যর্থ হইবে। সত্য ... তাহা পূর্ব্বেই ... ক্ষুদ্র শক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে ... কি করিবে? সত্যের বিরোধী ... ভক্তিবিমুখ জনগণের ... ; স্বয়ংই তাহাদিগকে দমন করেন।

... শ্রীভগবানের ... মহাপ্রভুর ... একটী প্রেমপ্রচারণ, ... পাষণ্ডদলন। প্রেমপ্রচারণ যেরূপ ... অহৈতুকী দয়া, পাষণ্ডদলন ... সেইরূপ ... ...। ... হরিভক্তগণ ... আন্দোলন করিতে ... নিকট ... নিরস্ত ... তাহাদের ... প্রভাবে তাহাদের সেই অসৎ ... চিরকাল পরে আপনিই থামিয়া যাইবে, ইহা ধ্রুব সত্য। কৃষ্ণকোলাহল বা কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতে থাকিলে ভেক-কোলাহল বা প্রজল্পাদি আপনা হইতেই থামিয়া যাইবে। আমরা শ্রীপ্রভুপাদপদ্ম হইতে শ্রবণ করিয়াছি যে, সত্যকথা বলিলে যদি সত্যবিরোধিজনগণ চীৎকার করে, মৎসরতা-বশে শিষ্টাচার লঙ্ঘনপূর্ব্বক অত্যন্ত অশ্লীলভাষায় প্রলাপ বা নানাভাবে অত্যাচার করে, তথাপি ঐরূপ উৎপীড়িত হইবার ভয়—এমন কি প্রাণভয়ে পর্য্যন্ত সত্যপ্রচার বা উচ্চকীর্ত্তন হইতে বিরত হওয়া সত্যাশ্রিত ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নয়।

সত্যই যাঁহাদের জীবন, সত্যই যাঁহাদের প্রার্থনা, উপাস্য, সেই সত্যের উপাসকগণ কি সত্যপ্রচার বন্ধ করিতে পারেন? ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যিনি সত্যনিষ্ঠ, সত্য-প্রচার বাধা দিলে তিনি আরও প্রবল উৎসাহের সহিত সত্যপ্রচারের জন্য অগ্রসর হন। সত্যনিষ্ঠ প্রাণভয়ে ভীত নহেন। তিনি ধন জন, মান প্রাণ সমস্তই নিয়োজিত সত্যের চরণে। সুতরাং প্রাণে একবিন্দু রক্ত থাকা কাল পর্য্যন্ত, শেষনিঃশ্বাস ... তিনি সত্যের কথা নির্ভীকভাবে প্রচার করিবেনই, ইহা তাঁহার দৃঢ়-...। সত্যপ্রচারের জন্য তিনি দৃঢ়-... তিনি প্রাণ দিতে পারেন কিন্তু ... ছাড়িতে পারেন না। সত্যে নিজের কোন স্বার্থ নাই, সত্যপ্রচার বা সত্য ... তাঁহার স্বার্থ ও সুখময়। সেইজন্য কোনও অত্যাচার তাঁহার কিছু করিতে পারে না। কিন্তু ... স্বার্থপর ... দ্বারা উপদ্রুত হইয়া ভয়ে সত্যপ্রচারে পরাঙ্মুখ হন। এই পরাঙ্মুখতা তাহাদের সত্যনিষ্ঠার অভাবই প্রমাণ করে।

অসদাচারী ব্যক্তিগণ বড় কৌশলী। তাহারা সত্যাশ্রিতগণকে নানা প্রলোভনাদি দ্বারা কল-কৌশলে তাহাদের দলে আনিবার চেষ্টা করে। তাহাদের সেই প্রলোভনে অনেক সময় অনেক সরল অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কিংবা সংসারে শ্রদ্ধা ... ব্যক্তিগণ অসৎসঙ্গের দলে নিজেদের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া অসৎ ব্যক্তিগণ হইতে নিস্তার ... ব্যক্তিগণকে আশ্রয় করে। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কপট সাধু অথবা যাঁহারা প্রকৃত সাধুর অনুগত বা শরণাগত, তাঁহাদিগকে সেই অসদ্-ব্যক্তিগণ কোন প্রলোভনেও পাপ্য করিতে পারে না। কুৎসিত কলুষিত জনগণের সমস্ত কৌশল বা চাতুরী যখন ব্যর্থ হয়, তখন তাহারা অত্যন্ত ... হইয়া ঐ সকল সাধুর বিরুদ্ধে বহু লোকগুলি চাপাইবার প্রয়াস করে এবং ঐরূপ বৃথা প্রয়াসদ্বারা স্ব-স্ব কল্পিত সাধুর অভাবে প্রচার করিয়া থাকে। স্বার্থান্ধ ব্যক্তিগণ নির্ম্মৎসর আচার্য্যের প্রতি নিজের দোষগুলি চাপাইয়া সজ্জনসমাজে তাহাদের নিজ চরিত্রটীই প্রকাশ করিয়া ফেলে। যখন নিজেদের অসদাচার, ধর্ম্মের নামে ব্যবসায়, লোকবঞ্চনা প্রভৃতির প্রতিকূলে কোন সদ্যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারে না, তখন তাহারা ব্যক্তিগত ভাবে সাধুর প্রতি আক্রমণের চেষ্টা করিয়া থাকে। অসাধুর সহিত সাধুর চিত্তবৃত্তি মিলে না। ... তাঁহারা অসৎ-সঙ্গ হইতে ... থাকেন। জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা ঐ সকল অসাধুর অসাধু সর্ব্বজীবকে নিরপেক্ষভাবে প্রচার করিয়া দেন এবং ভক্তের সঙ্গে স্বীয় আচরণদ্বারা সাধুর ও অসাধুর পার্থক্য সকলকে বুঝাইয়া দেন। সাধুর এই অসৎসঙ্গবর্জনকার্য্যে অসাধুগণ যেরূপ কপটতা ও মৎসরতাকে আশ্রয় করে তাহা বর্ণনাতীত। ... বুদ্ধিমান্ নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই তাহাদের সেই কপটতা ধরিয়া ফেলিতে পারেন।

সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালে সকল আচার্য্যকেই হরিবিমুখ জনগণ নানাভাবে আক্রমণ করিয়াছে। সুতরাং আচার্য্যকে কেহ আক্রমণ করিলে তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য ... ভাবে বাস্তব-সত্যপ্রচারকারী আচার্য্যের ভাগ্যে সর্ব্বদাই এরূপ ঘটিয়াছে। কি আচার্য্য শ্রীরামানুজ, কি শ্রীরূপ, কি শ্রীরূপ সনাতন, কি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, কি প্রভুপাদ প্রত্যেক বৈষ্ণবাচার্য্যই বিপুলভাবে সত্যের প্রচার করিয়াছেন বলিয়া পাষণ্ডগণ তাঁহাদের প্রতি অনেক কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তাঁহাদের প্রতি নানাভাবে অত্যাচার করিয়াছে। কিন্তু তথাপি তাঁহারা সত্যপ্রচার বন্ধ করেন নাই, পরন্তু সমস্ত অত্যাচার অম্লানবদনে সহ্য করিয়া সত্যের কথা প্রচার করিয়াছেন। নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণের কিন্তু কাহারও সহিত কোন বিরোধ করিবার ইচ্ছা নাই। তাঁহারা সত্যকথা কীর্ত্তন করেন মাত্র। সত্যকথা কীর্ত্তিত হইলে বিবর্ত্তবাদ বা অসত্য ধ্বংস হয় দেখিয়া ... কৃষ্ণকীর্ত্তনকারীর সহিত গায়ে পড়িয়া বিরোধ করে। এমন তাহাদের স্বভাব। তাহারা মনে করে যে কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী আচার্য্যের বিরুদ্ধে কল্পিত মিথ্যাকথা রটাইতে পারিলেই বুঝি সত্যানুসন্ধিৎসু শিক্ষিত বা ভক্তিপ্রবণ জনগণ তাঁহাদের ... ছাড়িয়া দিয়া অসৎপথে প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া আমাদের কথায় বিশ্বাস করিবে আমাদিগকে গুরু করিবে—আমাদের ন্যায় ভক্তিরসভাবহীন কল্পিত ভক্তিপথ আশ্রয় করিবে। কিন্তু তাহাতে ফল হয় উল্টা। গুরুর বিরুদ্ধাচরণ করিলে ভগবদ্‌ভক্তিসম্পন্ন জনগণের গুরুসেবোৎসাহ বা আচার্য্যানুরাগ অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাহাতে গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা বৃদ্ধি হইয়া গুরুগৌরাঙ্গের মহিমা কীর্ত্তন-স্পৃহা দ্বিগুণ চতুর্গুণ বাড়িয়া যায়। ভগবান্ কৃষ্ণ কাহার ব্যক্তিত্বের প্রতি কাহার কতটুকু শ্রদ্ধা আছে তাহা পরীক্ষা করিতেছেন জানিয়া ভক্তগণ গুরুনিত্যানন্দ-পাদপদ্মকে আরও দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরেন এবং কৃষ্ণের সকল বিধানকে পরম-মঙ্গলদায়ক ও ভগবৎকৃপা জানিয়া আনন্দিত হন। রাবণপক্ষী স্বরূপশক্তি সতীশিরোমণি শ্রীসীতাদেবীতে রামবিমুখ জনগণ মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করে বলিয়া হনুমান্‌জী-প্রমুখ রামদাসগণের সীতাদেবীর চরণে নিষ্ঠা কমিয়া যায় না; পরন্তু জগতের দুর্ভাগ্য ও দুষ্প্রবৃত্তি দেখিয়া তাঁহারা দুঃখিতই হন। অভক্তগণের কপটতা ও মৎসরতা চতুর ভক্তগণ ধরিয়া ফেলেন। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণের চক্ষে ধূলি দেওয়া যায় না। নিষ্কপট ব্যক্তিগণকে ফাঁকি দিতে গেলে নিজের গলদই ধরা পড়িয়া যায়।"

গৌড়ীয়বাণী

——•:(•):•——

কোন কোন ব্যক্তি আচার্য্য, গুরু ও বৈষ্ণবকে নিন্দা করিবেন, বৈষ্ণবধর্ম্মের নামে জগতে ইন্দ্রিয়তর্পণের তাণ্ডবনৃত্য প্রদর্শন করিবেন, বৈষ্ণবতার নামে পাষণ্ডতা ও ভণ্ডামির আবাহন করিবেন, মনোধর্ম্ম ও উচ্ছৃঙ্খলতা পূর্ণমাত্রায় জগতে প্রচার করিবেন এবং উহাকেই উদারধর্ম্ম নামে অভিহিত করিবেন, কিন্তু তাহাতে যদি বৈষ্ণবদাসগণ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর-রূপে তাঁহাদের ঐ সকল অবৈধকার্য্যে বাধা-প্রদান করিবার জন্য অগ্রসর হন, চীৎকার করিয়া কোমলশ্রদ্ধ জনগণকে সতর্ক করিয়া দেন, তখন ঐ সকল মনোধর্ম্মী চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলিয়া উঠেন—'আমাদের হাতেই তোমাদের মহাপ্রভুর দেওয়া 'জগাদপি' লোকায় আছে।

সাবধান! আমরা যা ইচ্ছা তাই করিব, জগৎ হইতে ভক্তি ও ভক্তকে উড়াইয়া দিব, আমাদের মনের খেয়ালকে—ইন্দ্রিয়তর্পণকে—উচ্চ্ অলঙ্কারে 'প্রাণের অনুরাগ,' 'সরল-বিশ্বাস,' 'সত্য' ও 'ধর্ম্ম' প্রভৃতি বলিয়া চালাইব। তোমরা অবিচলিতচিত্তে চুপ্ করিয়া থাকিবে। যদি একটুও কম্পিত হও অমনি আমরা আমাদের দলের জগদ্বন্দ্য হাজার হাজার ব্যক্তিকে ডাকিয়া তোমাদিগকে বোকা বানাইব! কিংবা—শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে না পারিলে তোমাদিগকে দুর্দ্দমনীয় বলিব! আমরা মনোধর্ম্মের অস্থিরসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে শ্রৌতসিদ্ধান্তপর কথা হইলে উহাকে গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িকতা বলিব!

কিন্তু মনোধর্ম্মী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের কপটতা ও দুষ্টবুদ্ধি কৃষ্ণচৈতন্য-চতুর বৈষ্ণবদাসগণ ধরিয়া ফেলেন। বৈষ্ণবদাসগণ কখনই হরিগুরুবৈষ্ণবের মর্য্যাদালঙ্ঘন সহ্য করেন না। বজ্রাঙ্গজী কখনই বিশ্রবানন্দন রাবণের দ্বারা রামচন্দ্রের নিন্দা সহ্য করেন না। লঙ্কা দগ্ধ করাই তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতার আদর্শ। প্রাকৃতসাহজিক বক্তৃপ্রেমীর দিগ্বিজয়ীকে তিরস্কার করাই গৌড়ীয়ের বাণী-শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামীর বাক্যবেগ-ধারণ। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতাভিমানীর প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব বিনষ্ট করিয়া তর্কাপরাধ-কারীর জিহ্বা শুদ্ধ করাই ভগবৎভাষা আচার্য্য শ্রীল জীবের আদর্শ প্রচার।

শ্রৌতপথ

(শ্রীপাদ ইন্দ্রপালমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি এ)

——::०::——

কলিযুগ বিবাদের যুগ। এ যুগে শ্রৌত-পন্থার আদর নাই। কালকাল-প্রবৃত্তির সহিত অশ্রৌত বা তর্ক দ্বার উদ্ভব হইয়াছে। ইন্দ্রিয়জ্ঞানের প্রাবল্য বাস্তব-সত্যের অবরোহপন্থায় সন্দেহ করায় উহা শ্রুতিবিরোধী তর্কপন্থা। এই তর্কপন্থার বিস্তৃতিক্রমে হরিবৈমুখ্য জীবকে গ্রাস করে। অশ্রৌতপন্থাই হরিবৈমুখ্যের কারণ। 'আমি বেশ বুঝি' এই বিচারই নিরস্তকুহক সত্যের সাহচর্য্য বিনাশ।

নিরস্তকুহক সত্য কোন অজ্ঞানবাদীর আরোহ-বাদ্য নহে। এই নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মার হৃদয়ে অভিব্যক্ত ছিল। ব্রহ্মা সেই অবিসংবাদিত সত্য নারদকে প্রদান করেন। শ্রীদেবর্ষি উহাই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে দিয়াছিলেন। শ্রীব্যাস তাহা শ্রীআনন্দতীর্থকে দান করেন। ইঁহার অষ্টাদশ অধস্তন পরিচয়ে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার নিজজনগণের দ্বারস্বীকৃত স্বরূপে তাহাই জগতে প্রকটিত করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মনোহভীষ্টপূরণকারি-রূপে অবতীর্ণ হইয়া নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের বাণীতে কোন প্রকার অভক্তি-মতবাদের প্রশ্রয় নাই। যাঁহারা তাঁহার বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, কিরূপ তীব্রভাষায় নির্ভীক নিপুণভাবে তিনি ভক্তিবিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

গৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা-পূর্ব্বক আমাদিগকে জানাইয়াছেন,—"ভক্তি-বিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হইবে না। ভক্তিবিনোদ-ধারায় শুদ্ধ হরিভজনের কথা অবস্থিত আছে। এই ভক্তিবিনোদধারাকে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তনের মধ্যে নিত্যকাল সঞ্জীবিত রাখতে হ'বে। সত্যকথার কীর্ত্তন বন্ধ হ'লে আমরা ভক্তিবিনোদধারা হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাব।" শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"যাঁহারা আমার কথা যেরূপ সম্পূর্ণভাবে—আমি যাহা বলিতে চাই, ঠিক সেইটি পূর্ণভাবে বুঝিতে পারেন, এমন আর কেহই পারে না।" শ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র জগৎকে আহ্বান করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যে বলিয়াছেন,—"বাসুদেব-অনন্যাশ্রয়ে থাকিলা গো সদা লহ নাম"। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলার পূর্ব্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুকে কৃপাদেশ করেন,—"আপনি শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথাটা প্রচার করিবেন, এই ভার আপনার উপর থাকিল।" ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর নিষ্কপট সেবা ভিন্ন অন্য কোন কামনা যাঁহাদের নাই, সেই শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর প্রভু ও শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুর প্রচারের সহায়তা করিতে বলিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী হইতে নিঃসন্দেহে জানিতে পারা গিয়াছে যে, একমাত্র ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি প্রভুই শ্রীল প্রভুপাদের বাণী সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছেন—অন্য কেহ পারেন নাই। তাই যাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণী—শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর অহৈতুকী সেবাপ্রার্থী হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামি-প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে সাদরে বরণ করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শিষ্যাভি-মানিগণ শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে চলিয়াছেন বলিয়া যেমন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় কোন বাধা হয় নাই, তদ্রূপ শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যাভিমানী কোন কোন ব্যক্তি যদি শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগত না হইয়া স্বতন্ত্র মতাবলম্বন করেন, তাহা হইলেও শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় কেহ বাধা দিতে পারিবেন না।

শ্রৌতবাণী ও শ্রৌতবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীমদাচার্য্যপাদপদ্ম উভয়েই অধোক্ষজ বস্তু নিখিলজীবকল্যাণের জন্য তাঁহারা স্বেচ্ছায় এজগতে অবতরণ করেন। বিশ্বের সমস্ত বদ্ধজীবের প্রশংসা বা নিন্দা তাঁহাদিগকে গড়িতে বা ভাঙ্গিতে পারে না। সমস্ত বিশ্ব-বাসীর প্রশংসা ও নিন্দাকে মল্লবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিবার সাহস যাঁহার হইয়াছে তাঁহারই শ্রৌতবাণী ও শ্রৌতবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীমদাচার্য্যপাদপদ্মে শ্রদ্ধা হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শ্রৌতপন্থী ও শ্রৌতবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে সৌভাগ্যবান্ জীবের ভগবৎকৃপায় যে শ্রদ্ধা হয়, সে শ্রদ্ধা চেতনের বৃত্তি—তাহা মনোধর্ম্ম নহে। কোন প্রকার জালিয়াতী, ধাপ্পাবাজী ও মিথ্যা কথা প্রচারের অত্যাচারের দ্বারা এই শ্রদ্ধা ভাঙ্গা যায় না বা গড়া যায় না। যাহা ভাঙ্গা যায় ও গড়া যায়, তাহা শ্রদ্ধা-শব্দবাচ্য নহে, তাহা শ্রদ্ধাভাস অথবা মনোধর্ম্ম।

শ্রৌতবাণীর কৃপায় জানা গিয়াছে যে, শ্রীল আচার্য্যদেবই বর্ত্তমান জগতে একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর কীর্ত্তনকারী ও ভক্তি-সিদ্ধান্ত-পরীক্ষক। তাঁহার নিকট কাহারও সিদ্ধান্তবিরোধী বাক্য বলিয়া পার পাইবার উপায় নাই। যে কোনপ্রকার সিদ্ধান্ত-বিরোধী বাক্য বা কাব্য তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে ধরিয়া ফেলেন। সুতরাং যতক্ষণ না শ্রীল আচার্য্যদেবের দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হয়, ততক্ষণ কোন ব্যক্তির উক্তিকে ভক্তিসিদ্ধান্ত বলা হইবে না।

শ্রৌতবাণী ও শ্রৌতবাণীকীর্ত্তনকারীতে বিশ্বাস না হওয়া খুবই দুর্ভাগ্য ও দুষ্কৃতির পরিচয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে উক্ত হইয়াছে,—

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং তাবদেব হি
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ
সদ্গুরৌ তথা।
অনেক জন্মজনিতপুণ্যরাশিফলং মহৎ
সৎসঙ্গ-শাস্ত্রশ্রবণাদেব প্রেমাদি জায়তে॥"

অর্থাৎ "যেকাল হৃদয় পাপরাশিতে মলিন থাকে, তৎকাল শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধি এবং সদ্গুরুতে সদ্বুদ্ধি হয় না। অনেক জন্মের মহাসুকৃতিফলেই সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্রশ্রবণ হইতে প্রেমলাভ হয়।"

শ্রৌতবাণী ও শ্রৌতবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীনামাচার্য্যের সেবকগণই বৈষ্ণব। অশ্রৌত-পন্থা বা তর্কপন্থার আবরণ বৈষ্ণব নহেন। যাঁহাদের কথা সনে শ্রৌতবাণীকীর্ত্তনকারী শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধা হয়, সেই সব মঙ্গলময় বৈষ্ণবগণের কৃপা হইতে যেন কখনও বঞ্চিত না হই।

শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।৬।২১ শ্লোকের বিবৃতিতে বলিয়াছেন, 'শ্রৌতপথ কখনই রুদ্ধ হয় না এবং কীর্ত্তনমুখে প্রবাহিত হইয়া তর্কপথের বিপ্লবসমূহের জড়তা বা নাশ সাধন করে।'

শ্রীচৈতন্যদেব আমাদের কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন যে, "তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুসম্পন্ন, স্বয়ং অমানী ও অপরকে মানপ্রদানকারী জনগণই শ্রৌতপথের অধিকারী।" শ্রৌতপথে যে নাম জগতে অবতরণ করেন, তাহা বৈকুণ্ঠবস্তু। এই নামে তর্কপন্থীর কোন অধিকার নাই। বস্তুতঃ নাম, রূপ, গুণ, ভাব ও ক্রিয়া—তর্কাপ্রাধীন। বৈকুণ্ঠনাম তাদৃশ বস্তু নহে। স্বয়ং নামই তর্কপন্থিগণের তর্কাতীত নামী বস্তু। শ্রীনামাশ্রয় ব্যতীত নামাপরাধ দ্বারা কখনই অমৃতময় শ্রৌতপন্থা হইতে অবসর পাওয়া যায় না। শ্রীগুরু-মুখকীর্ত্তিত বৈকুণ্ঠনামের অনুশ্রবণ ও অনু-কীর্ত্তনরূপ শ্রৌতপথ-বা সাধনেই প্রয়োজনতত্ত্ব লাভ হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের

অনুভাষ্য।

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :- ১ম খণ্ড ৳০ ; ২য় খণ্ড ১ ; ৩য় খণ্ড ৳০, ৪র্থ খণ্ড —৳০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-[illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] [illegible]পুর, নদীয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর [illegible] [illegible], গৌরবিহার-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকার গোপীনাথ আন্দোলা [illegible] [illegible] আছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

(২) শ্রী গৌড়ীয়মঠ
১৬নং [illegible] চন্দ্র রোড, বাগবাজার, কলিকাতা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগান্ধর্ব্বিকা [illegible] শ্রীমঠ [illegible]। [illegible] পাঠ, প্রচার, শ্রীমায়াপুর [illegible] শ্রীধাম [illegible] প্রচারের প্রধান আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] পারমার্থিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) শ্রীশ্রীনন্দনাচার্য্যভবন-শ্রীগদাধর
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা —(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলকুটির
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদপাড়া, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বাংলা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) পরাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
মহাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলা ঝিরা, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিহার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গণেশজি, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) শ্রীগান্ধর্ব্বাকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া,
পোঃ ফোকোল, জেলা জলন্ধর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং লোথার রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] হিল বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর [illegible] সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু[illegible]-বিগ্রহের সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ
আঠারনালা, পোঃ জগন্নাথ পুরী, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

৫৫ সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাশেষ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
সাক্ষীরোবাঁদ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মবাণীগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ
পোঃ সরভোগ, মাদ্রাজ

(৬০) বাসুদেব[illegible] মঠ
চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) নারায়ণ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ নারায়ণ, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) ঢেঁকারগৌড়ীয়মঠ
চুঁচুড়া, পোঃ ঢেকুড়া, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং লেইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, কাইরোড
ডাফ্নো, লণ্ডন, এস ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, নয়া দিল্লী ইউ পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভাক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০		।৶০	
" " ইঞ্চি ২৲			১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪০			৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

	সংবাদের পৃষ্ঠায়	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়
প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲		২৷০
" সিকি কলম ১৫৲		১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲		২০৲
" এক কলম ৩৫৲		৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার [illegible] মূল্য

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(০)::——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুর্নবতিতম আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্যদেবের অভীষ্টক্রমে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক ও প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতি সহ মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, [illegible]-পাদ্য-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি ক্রমে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া ; গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ [illegible],

[শ্রী]ল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

[illegible] ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible] শ্রীল আচার্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

[illegible]

[illegible] . বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] বোর্ডিং। [illegible] শিক্ষক ও [illegible]। নিরাশ্রয় ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরবময় বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রী মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। [illegible] শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয়মঠাদিপ্রতিষ্ঠাতা [illegible] প্রভৃতি ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী [illegible] ও [illegible] সজ্জনগণের পরিপ্রশ্নে যাহা [illegible] যে সকল [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' [illegible] বিষ্ণুপাদ [illegible] 'গৌড়ীয়'তে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রী[সরস্বতী]-সংলাপ" নামে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের '[illegible]' ও '[illegible]' আকারে [illegible] বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু [illegible] সমস্যা ও কঠিন [illegible] উত্তর পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কলিকাতা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ প্রত্নতত্ত্ব-বৈভবাচার্য এবং এ সময়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিতে একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের লীলাবিলাস-পাঠে ব্রত হউন। এই গ্রন্থে অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। ভারত ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৫০ অধ্যায়ে প্রায় ৭৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface) বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সূচিপত্র ও শব্দার্থ-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বঙ্গের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible] জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বর্ত্তমানে ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। নিত্য অর্থাৎ প্রীহা সংযুক্ত কামলার এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮০ বার আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৮১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

কাশীপুর বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সম্প্রদায়ক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি ১১০ পৃষ্ঠায় এক সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭ ০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-৩৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-৩৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৪৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৫১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১১
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৭			১৩-৫১	১৬-০	১৮-৫১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৬	৯ ১৬	৯-৫৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	২১-১৩
ছাঃ	৩-৩৬	৭-১৮		১০-১১		১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬		১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ				১১-১		১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৫১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৫১		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৫৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর.'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৬ই আষাঢ় ১৩৪৬, ২১শে জুন, ১৯৩৯, বুধবার [১৬৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——:(o):——

জাপানের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা

বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তিয়েনৎসিনের পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন। মিঃ চেম্বারলেন বর্ত্তমানে লণ্ডনে আছেন। তিনি মন্ত্রিসভার সংশ্লিষ্ট সদস্যদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হালিফাক্স ইয়র্কশায়ার হইতে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং তিয়েনৎসিনের পরিস্থিতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বাণিজ্য-বোর্ড ও ট্রেজারী ও পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিসারগণ তিয়েনৎসিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে তিন দিন ধরিয়া আলোচনার পর তাঁহাদের প্রস্তাবসমূহ সহ একটি রিপোর্ট রচনা করিয়াছেন। বলা হইয়াছে, বর্ত্তমান সপ্তাহের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত পরিস্থিতির কোন প্রকার পরিবর্ত্তন না হইলে গবর্ণমেন্ট জাপানকে সায়েস্তা করিবার জন্য বৃটেন যে সব পন্থাকে 'নরমের ও গরমের' [illegible] সম্পর্কে [illegible] বিবেচনা করিতেছেন। সেই সব পন্থার তালিকা হইতে জাপানের মাল অপসারণ ও ১৯১১ সালের ইঙ্গ জাপ চুক্তি বাতিল করা এবং অন্যান্য উপায়ে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে। ফলে বৃটেন ও বৃটিশ উপনিবেশসমূহে জাপানের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তদ্ব্যতীত এই উদ্দেশ্যে বৃটেন জাপানী পণ্যের উপর অতিরিক্ত হারে শুল্ক ধার্য্য করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। সকলের বিশ্বাস এই যে, এই সব ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে আর্থিক অবস্থার গুরুতর ক্ষতি হইবে। ইয়োরোপের চীন অভিযানের ফলে এই দুই বৎসরে জাপানের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। সোমবার কমন্স সভায় এই সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

নিরুদ্দিষ্ট 'থিটিস' সাবমেরিণ

একটি সরকারী ইস্তাহারে স্বীকার করা হইয়াছে যে, 'থেটিস' সাবমেরিণ ১লা জুন সমুদ্রে ডুব দেওয়ার পর এ পর্য্যন্ত আর উপরে উঠে নাই। উহাতে বলা হইয়াছে যে, 'থেটিসের ভাগ্য সম্পর্কে সকলেই বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে।

যুদ্ধ-জাহাজ এবং 'সীমেন' উক্ত সাবমেরিণের অনুসন্ধান করিতেছে।

'থেটিস' সাবমেরিণে চারজন অফিসার এবং ৬৭ জন লোক আছে। কয়েক ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর সকলে সন্দেহ করিতেছে যে, 'থেটিস' সাবমেরিণটির জাহাজ-সমাধি হইয়াছে এবং উহা সমুদ্রের অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। করাচী নৌ বিভাগের দপ্তর হইতে উক্ত সাবমেরিণের নাবিকগণের পরিবারবর্গকে এই সংবাদ জানানো হইয়াছে।

উড়িষ্যায় নিয়োগ ও বদলী

পুরী জেলার সদরের এসিষ্ট্যান্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মিঃ বি কে আই সি এস কটক জেলায় আয়ুব মজুমদার বদলী হইলেন।

মৌলবী আবদুল গফুর বালেশ্বর জেলার জেলা সাব-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন।

বালেশ্বরের জেলা সাব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত প্রসন্নকুমার পূজারী পুরীর জেলা সাব-রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন।

সম্বলপুরের সদর সাব-রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার পাত্র কটকের জেলা সাব রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইলেন।

বালেশ্বর জেলার সদরের প্রবেশনার সাব-ডেপুটি কালেক্টর বাবু প্রসন্নকুমার দাস অস্থায়ী ভাবে মজুমদার থার্ড অফিসার নিযুক্ত হইলেন।

কটক জেলার সদরের প্রবেশনার সাব-ডেপুটি কালেক্টর বাবু গোপীনাথ মোহান্তি উক্ত জেলার জাজপুরে বদলী হইলেন।

কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী সিমলা অধিবেশন

কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী সিমলা অধিবেশনের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা সম্পর্কে দ্বিতীয়টি সিমলা শৈলবিহার সম্পর্কে এবং তৃতীয় এংলো ইণ্ডিয়ানদিগকে বিশেষ বেতন দেওয়া এবং তাহাদের জন্য চাকুরী সংরক্ষণ রাখার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যে সব প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হইয়াছে তন্মধ্যে একটি প্রস্তাবে চাকুরী ট্যাক্স এবং অন্যান্য যেসব নূতন প্রাদেশিক ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে সেই সব ট্যাক্স হইতে সরকারী চাকুরীদিগকে রেহাই দিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে বিরোধ

পোপের দূত মণসিনর কোর্টেসি ১৭ই জুন মঃ বেকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিগত কয়েক দিন যাবৎ পোপের এই আকস্মিক রাষ্ট্রনৈতিক তৎপরতা আরম্ভ হইয়াছে। মণসিনর কোর্টেসির সহিত কর্ণেল বেকের গত বুধবার এবং বৃহস্পতিবার সুদীর্ঘ আলোচনা হইয়াছে। প্রকাশ, তিনি কর্ণেল বেকের নিকট একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করিতেছেন যে, সিনর মুসোলিনীর প্রস্তাব মত পোপ জার্ম্মাণপোলিশ বিরোধের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য পুনরায় নূতন করিয়া চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন।

———

কাশীতে চারজন মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট

যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কাশীর জন্য চারজন মহিলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিয়াছেন। ইঁহাদের আদালতে শুধু নারীদেরই বিচার হ[illegible]

শ্রীমতী মহামায়াকুমারী, শ্রীমতী ও শ্রীমতী [illegible]দেবী উপাধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীমতী কমলাকুমারী, ডাঃ জানকী, শ্রীমতী আশাদেবী ও শ্রীমতী সুখাজিৎ নিযুক্ত হইয়াছেন

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িষ্যাভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। কটক শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবিধ সর্ব্বজন-"পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ বিপ্রলম্ভলীলাবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টী অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদেব পরমহংস গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত [illegible] এম-এ, বি-এল্,

[illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সজ্জনতোষণী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিচার তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আম্নায় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়-শিক্ষা ৷৵০
২২ অর্চ্চন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপধামতত্ত্ব বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। দুঃখিবাহিকা ভগবৎগৌরবঃ (সাপ্তাহিক) ১৲
২৮। প্রেমাভক্তিসার (সাপ্তাহিক) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-জিজ্ঞাসা -দর্পণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস , বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শিক্ষামালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোক্রমভজনপরিক্রমার ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকল্প ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৩৲
৫১। প্রমেয়রত্নাবলী ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বপ্রকাশিকা বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যানুবাদ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধুবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিলিখিতঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। সত্যম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠদর্শিকা ৴০
৬৭। সারাৎসারম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লর্ড এণ্ড রিলেশন্স অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইট ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইংলিশ প্রিন্সিপালস এণ্ড ভারত্যালয়েস 1aconia ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ | ১৯ বামন ৪৪৩ গৌরাব্দ, ৬ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ২১শে জুন ইং ১৯২৯, বুধবার ১৬৭ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(*)::——

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে বিশিষ্ট দর্শক

গত ১২ই জুন কাশীনিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাসচন্দ্র রায় এম-এ, ডি-লিট্, মহাশয় কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিলে মঠবাসী সেবকগণের সহিত তাঁহার শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের বৈশিষ্ট্য, শ্রীগৌড়ীয়মঠই একমাত্র শুদ্ধহরিকথা কীর্ত্তন করিয়া জগতের বাস্তবিক মঙ্গলসাধন করিতেছেন, পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বর্ত্তমানে এই মিশনের একমাত্র মূলতত্ত্ব ও শুদ্ধবৈষ্ণবধর্মের অদ্বিতীয় কীর্ত্তনাধ্যক্ষ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা হয়। তিনি গৌড়ীয়-সাহিত্য প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ আলোচনা করিবার জন্য লইয়াছেন। সময়ান্তরে তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের পাদপদ্ম দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ প্রবল উৎসাহের সহিত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় সেবাকার্য্য করিতেছেন। মঠে প্রত্যহ সকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি পাঠ ও কীর্ত্তন, অপরাহ্ণে গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ পাঠ ও সন্ধ্যায় ইষ্টগোষ্ঠী হইতেছে।

পাটনায় প্রচার

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজপ্রভু দাসাধিকারী ভক্তিপ্রদীপ প্রভু পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের অহৈতুকী কৃপা শিরে ধারণপূর্ব্বক পাটনা সহরের বিভিন্নস্থানে শ্রীহরিকথা প্রচার করিতেছেন। প্রত্যহ বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীমঠে আগমন করিয়া তাঁহার নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও শ্রীমহাপ্রভুর অনর্পিত দানের কথা, আচার্য্যের কথা শ্রবণ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট প্রত্যহ ধারাবাহিকভাবে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিয়া ক্রমশঃ শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতেছেন দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত হইয়াছি।

গত ১২ই জুন সোমবার ১১নং হার্ডিঞ্জ রোডস্থিত রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অতুলাঙ্ক গাঙ্গুলী, ডি, এস, পি, মহোদয়ের সাদর আহ্বানে পাটনা গৌড়ীয়মঠসেবক শ্রীপাদ পশুপালপঙ্কজপ্রভু দাসাধিকারী ভক্তিপ্রদীপ প্রভু কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ তাঁহার বাসাবাটীতে শ্রীহরিকীর্ত্তনোদ্দেশে গমন করেন। শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, 'শ্রীগুরুচরণপদ্ম,' পঞ্চতত্ত্ব ও 'হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ প্রথম অধ্যায় হইতে শ্রীশুকদেব গোস্বামীর নিকট শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রশ্নোত্তরে "মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে জপ, তপঃ, দান, ধ্যান, প্রাণায়াম প্রভৃতির নিকৃষ্টত্ব ও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা, কলিযুগের ধর্ম একমাত্র হরিনাম-সংকীর্ত্তন প্রভৃতি বিষয় সকলকে অতি সহজ প্রাঞ্জলভাষায় বুঝাইয়া দেন। পাঠান্তে যশোমতীনন্দন গীতি ও মঙ্গল কীর্ত্তন হয়। পাঠশ্রবণে সকলে বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং আরও শ্রবণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত অতুলাঙ্ক বাবু ও তাঁহার পুত্রগণ বিশেষ সজ্জন ব্যক্তি। ভক্তগণ তাঁহাদের ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট। পাঠে বহু ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রায়সাহেব শ্রীযুক্ত অতুলাঙ্ক গাঙ্গুলী, ডি, এস, পি, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ গাঙ্গুলী, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ পালিত প্রভৃতি।

তৎপরদিবস শ্রীগদাধরতিথি উপলক্ষে মঠসেবকগণ সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইতে শ্রীপাদ নিতাইচরণ দাসাধিকারী মহোদয় শ্রীনদীয়াপ্রকাশ পাঠ করেন এবং পরে কয়েকজন ব্রহ্মচারী গৌড়ীয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ প্রভুর শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্মের বাণী-কীর্ত্তনের বিরাম নাই।

দিল্লীতে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ মহোদয় গত ৭ই জুন ডক্টর বি, এন, গাঙ্গুলী এম-এ, পি এইচ, ডি মহোদয়ের আগ্রহাতিশয্যে বিখ্যাত ডাঃ এস, কে, সেন এম-বি মহোদয়ের কাশ্মীরীগেটস্থ বাসভবনে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর সঙ্কল্পিত রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় উপস্থিত হইয়া সমবেত বহু শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীর সম্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদ চরিত্র-কেন্দ্রের শিক্ষামৃত কথা প্রায় ২॥ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। সমবেত ভদ্রমণ্ডলী বিদ্যার্ণব প্রভুর ব্যাখ্যার শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হন।

পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। সভায় বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। তন্মধ্যে ডাঃ বি, এন, গাঙ্গুলী, এম-এ, পি-এইচ, ডি, প্রফেসর এ, চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডাঃ এস, কে, সেন এম-বি, শ্রীযুক্ত কে, এন্ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ শ্রীযুক্ত মনমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত এস, সান্যাল ও শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"অনন্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না ধরলে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখ দিয়ে বের হবে না। সাক্ষাৎ ভগবান্কে যেরূপ সেবা করবে, গুরুদেবকেও সেরূপ সেবা করবে, কোন অংশে কম মনে করবে না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

[illegible] গৌরাব্দ ৪৫৩

দুর্দ্দৈবের শেষ নাই

বহুদিন মিশনে বা মঠে আসিলাম, কিন্তু মঠ বা মিশন কাহাকে বলে বুঝিলাম কি? শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদনুগজনগণই যে মিশন বা মঠ, ইট্ পাট্কেল, বিষয়-সম্পত্তি ও হরি-বিমুখ কপটভক্ত লোকের সমষ্টি মঠ বা মিশন নহে, ইহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি কি? দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া আমি যে মরিতেছি—আমি যে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনবিরত শবসদৃশ, তাহা একবারও চিন্তা করিয়াছি কি? শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন না করিয়া যাহারা অন্য অন্য ভক্ত্যঙ্গযাজনে প্রয়াসী হন, তাঁহারা যে মৃতদেহে অলঙ্কার পরিধানের ন্যায় বৃথা আড়ম্বর করেন মাত্র, ইহা স্বপ্নেও চিন্তা করিয়াছি কি? গুরুপদ বা গুরুসেবা [illegible] সাধুসঙ্গ, [illegible] সেবা, [illegible] নাম কীর্ত্তন অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহা একবারও ভাবিয়াছি কি? [illegible] যেমন সূর্য্যের মর্য্যাদা থাকে, সেইরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদিতাত্মা ব্যক্তিরই ভক্ত্যঙ্গযাজনে যোগ্যতা লাভ হয়, অন্যের তাহাতে অধিকার নাই, একথা গুরুমুখে শুনিয়া বরণ করিয়াছি কি? ভক্তির প্রাণস্বরূপ বা ভক্তিলতার বীজ সুদৃঢ়বিশ্বাস-রূপ শ্রদ্ধা গুরুকৃপায় লাভ হইয়াছে কি? কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ—বিষয় ও বিষয়-জনের চরণে বিশ্রম্ভ সুরক্ষিত করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বজীবপ্রাপ্যত্বের কথা উপলব্ধি করিবার বাসনা হৃদয়ে জাগিয়াছে কি? কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ নিত্যকালেই সংযুক্ত—এই শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছে কি? সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বতঃপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবের গুরুত্ব, নিত্যানন্দত্ব বা প্রভুপাদত্ব বা তাঁহার সেবার আদর্শের কথা গুরুকৃপায় হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়াছে কি? কই সে সকল চিন্তা ত' আমার একেবারেই হয় না। কেবল ব্যস্ত হইয়াছি অন্য ইতরকথা আলোচনায় গুরুবৈষ্ণবের নিন্দাদিতে। সেইজন্য বলিতেছি, আমার মত দুর্দ্দৈবগ্রস্ত আর কে?

দুর্লভ মনুষ্যদেহরূপ সুদৃঢ় নৌকা পাইয়াছি। ভগবানের কৃপারূপ অনুকূল বায়ু ও শ্রীগুরুদেবরূপ কর্ণধার পাইয়াও কই পার হওয়া ত' আমি করিলাম না! [illegible] ছাড়িয়া গুরুবৈষ্ণব-[illegible] ত' আমার ভাল লাগিল না! আমি ত' শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইলাম না! স্বতন্ত্রতার অপরাধ-প্রবণতাবশতঃ [illegible] ছাড়িয়া এখন ত' আত্মঘাতীই হইলাম! সুতরাং মরিতে কি আর বাকী আছে? এখনও যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে মরিবার চেষ্টা না করিয়া মনোধর্ম্মের কথা ছাড়িয়া [illegible]হীন ভোগত্যাগময় সংসারপূর্ণ জীবন-যাপন না করিয়া বাঁচিবার জন্য—[illegible]

কি? সব ত' বুঝি, কিন্তু দুর্দ্দৈব ত' যায় না! হায়! হায়! আমি ত' অত্যন্ত বিমুখ হইয়া পড়িয়াছি! নাস্তিক হইয়াছি! তাই আমার এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছে! শ্রীগুরুদেবকে আজ মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিতেছি! শ্রীগুরু বা আচার্য্য যে ভগবানের অভিন্ন তনু ভগবানের পরমপ্রিয়তম, একথা ত' একবারও শুনিলাম, কিন্তু কই হৃদয়ে ত' একটুও সাড়া দিল না। হতভাগার ইহাই পরিণাম। তাই বলি, হে গুরুদেব, হে প্রভুপাদ, নিত্যানন্দ এ অধমের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করুন। হে আচার্য্যদেব, আপনি অধমের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। নতুবা মাদৃশ নরাধমের গতি কি হইবে?

গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ না করার ফলে আমার ত' উল্টো বুদ্ধি গজাইয়া উঠিল দেখিতেছি! এখন যে আর কিছুই ভাল লাগে না। আমার মত সর্ব্বদুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গ করিয়া আমি যে কৃষ্ণকার্ষ্ণে শ্রদ্ধা পর্য্যন্ত হারাইলাম! যাঁহাকে চিরকাল জীবনের আদর্শ বলিয়া জানি, মায়াশক্তি আজ কলেকৌশলে আমাকে হত্যা করিবার জন্য সেখান হইতেও যে সরাইয়া লইল! সাধুর প্রতি, শাস্ত্রের প্রতি, ভক্তির প্রতি সন্দেহই যে বাড়িয়া চলিল! হায় হায়! এখন কে আমাকে বাঁচাইবে? কে আমাকে কৃপাশাসন করিবে? কে মাদৃশ অন্ধকে হাতে ধরিয়া মঙ্গলের পথে লইয়া যাইবে? হৃদয়ে কখনও একরূপ দুরাশা জাগিতেছে, আবার সময় সময় মনে হইতেছে যে, এতদিন মঠে থাকিয়াও যখন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিলাম না বরং অপরাধই করিলাম, তখন আমার বাড়ী যাওয়াই ভাল। সেখানে অন্যসঙ্গে থাকিলেও অন্য কিছু হউক বা না হউক, অপরাধ ত' হইবে না। এই ত' আমার অবস্থা! এখন করি কি? এখন কোথায় বা আমার গুরুজন! কোথায় বা আমার গুরুসেবা! কোথায় বা আমার কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন! এখন মনে আসে কেবল বঞ্চনা-কল্পনা। কিন্তু আমাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, মন যতই দুর্ব্বল হউক, রোগ যতই প্রবল হউক, ইতরকামনা-বাসনা যে ভাবেই আমাদের হৃদয় অধিকার করুক না কেন, অসৎসঙ্গ ছাড়িয়া সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে গুরুসেবা ছাড়া উদ্ধারের আর অন্য কোন উপায় নাই। বড়ই আনন্দের কথা, যে আমরা সদ্গুরুর আশ্রয় পাইয়াছি। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পরেও আচার্য্য-রূপী নিত্যানন্দ আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছেন। আমরা সাধুসঙ্গ পাইয়াছি সুতরাং আমরা যে ভাগ্যবান্—আমাদের কপাল ভাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন আমাদের কর্ত্তব্য—উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি—এই ছয়টী অবলম্বন করা, তাহা হইলে আমাদের কপাল খুলিয়া যাইবে—আমরা গুরুকৃষ্ণের পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতে পারিব। আরও একটী কথা জানিয়া রাখা উচিত, যে সব কপট কনককামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ গুরুবৈষ্ণবদ্বেষী ব্যক্তি অবাধে উচ্ছৃঙ্খল বিলক্ষণ সাধুসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া নরকের পথে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের আচরণটা যেন আমার আদর্শ না হয়। যাঁহারা সহিষ্ণু, সত্যি সকলই [illegible] কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা নিষ্কপটে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদের সেই অনন্ত আদর্শই যেন

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

যৎকিঞ্চিৎ

আমরা কি জানি যে বৈষ্ণবজন কিরূপ স্বদেশ হইতে বিদেশে—এ জগতে আসেন? তাঁহারা পূর্ণকাম হইয়াও কেন ভিক্ষুকের বেশ গ্রহণ করেন? তাঁহাদের ভিক্ষা অর্থ নয়,—অন্ন নয়, বস্ত্র নয়—নিজের জন্য নয়। বিশ্বের কোন কিছুর প্রার্থনা তাঁহাদের নাই, তাঁহারা নিষ্কামভক্ত। "মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তাঁর ঘর॥" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহাদের ভিক্ষা বা তাঁহাদের আগমন বিপথগামী জীবগণের জন্য—মায়াবদ্ধ মানবগণের মঙ্গলের জন্য। তাই তাঁহাদের নিরন্তর প্রার্থনা,—

প্রভুর কৃপায় ভাই, মাগি এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন—আমাদের শ্রীগুরুদেব শ্রীআচার্য্যদেব। তিনি আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমবঞ্চিত আমাদিগকে পরমধন প্রদান করিবার জন্য—ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ বস্তু অকাতরে বিলাইবার জন্য আজ মুক্তহস্ত হইয়া বিশ্বে প্রকট হইয়াছেন। তাই বলি, হে আমার সতীর্থ, এস, ছুটিয়া এস, আর কালবিলম্ব করিও না। শ্রেয়ঃপথে বহু বিঘ্ন। যে যেখানে আছ সব ছাড়িয়া আজ মহাবদান্যবর শ্রীগৌরসুন্দরের অবদান গ্রহণের জন্য গৌড়-শ্রেষ্ঠ অমন্দোদয়-দয়াবান্ বৈষ্ণবাচার্য্যের শরণাগত হও। যদি একবার শরণাগত হইতে পার, গৃহচিন্তা ভুলিয়া আচার্য্য-পাদপদ্মে সর্ব্বাত্মসমর্পণ করিয়া তদাশ্রয়ে যদি কৃষ্ণ দিতে [illegible] নববিধা ভক্তি যাজন কর, তাহা হইলে আর ভয় থাকিবে না, শোক থাকিবে না, দুশ্চিন্তা থাকিবে না, রোগ থাকিবে না। সকল ইতরচিন্তা হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি পাইয়া হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনময় জীবনযাপন করিবার পরমসৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবে। ইহা কথার কথা নহে, নির্ভুল সত্য কথা। করিলেই বুঝিতে পারিবেন। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, এ জগতের লোক আমাদিগকে হরিসেবায় সাহায্য করিবে না! যদি কোন ভাগ্যবান্ জীব [illegible]-চেষ্টায় [illegible] সত্য-

আমাদের লক্ষ্য স্থির হয়। তাহা হইলেই আমাদের উন্নতি হইবে।

ভগবৎসেবাপরায়ণ হন, তাহা হইলে জগতের কনককামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ পরোৎকর্ষাসহনে অক্ষম মৎসর লোকগুলি তাহাকে কিছুতেই সেবাপথে অগ্রসর হইতে দিবে না। তাহারা নিজেরাও ভুলিয়াও একবার কৃষ্ণনাম করিবে না, ভজনো করিবে না, বরং যে করিবে তাহাকে নানাপ্রকারে নির্যাতীত করিবে—বিষয়ভোগের্ষু তাহাদের দলে টানিয়া আনিয়া তাহাদের সেবোন্মুখতা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু করুণাময়ের কি অপার করুণা! ভগবানের কি অসীম দয়া! সেবকবৎসল ভগবান্ তাঁহার শ্রীচরণে শরণাগত ব্যক্তির নানা বিঘ্নবিপত্তিসত্ত্বেও তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি ও অনুরাগ দেখিয়া তাদৃশ ভক্তের সকল বাধাবিঘ্ন অপসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অভয় প্রদান করেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার শরণাগত ভক্তকে অভয় দিয়া বলেন,—

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥"

যে ব্যক্তি শরণাগতি স্বীকার পূর্ব্বক অন্ততঃ একবারও নিষ্কপটে "হে কৃষ্ণ, আমি তোমারই দাসানুদাস" এই কথাটী বলিতে পারে, আমি তাহাকে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকি—ইহাই আমার ব্রত।

গৌরনিজজন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভুও লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥"

ভগবদুক্তিতে আমরা পাই, "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" অর্থাৎ আমার ভক্তের বিনাশ নাই। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের সকল অমঙ্গলই নাশ করিয়া থাকেন এবং অভক্তকুলের সকল আক্রমণই ব্যর্থ করিয়া দেন তিনি আমাদের নিকট হইতে ধনাদি কিছু চান না। 'তোমার অবস্থা ভাল হউক, তবে আমার সেবা করিও।'—একথা তিনি বলেন না। তিনি বলেন, 'হে জীব, তোমরা যে যে অবস্থায় থাক না কেন, আমার সেবা কর। অনায়াসলভ্য পত্রপুষ্প-ফল-জল যাহা কিছু তোমার জুটিবে, ভক্তিসহকারে দিলে তাহাই আমি গ্রহণ করিব।' সুতরাং মাদৃশ দীনহীন কাঙ্গালের আর চিন্তা কি? নিষ্কিঞ্চনগণের পক্ষিক ব্যক্তির তিনি কেহই নহেন। তিনি কাঙ্গালের বন্ধু, অসহায়ের সহায়, অনাথের নাথ—ইহাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

হরিভজন করিতে গেলে অনেক কিছু বাধাবিপত্তি আসিবেই, তাহা দেখিয়া দমিয়া যাইতে হইবে না। অর্থ বা বাধাগুলিকে অর্থ বা সেবালাভের প্রাপকতা বলিয়া জানিতে হইবে। অতএব অসুবিধার মধ্যেই ও ভগবান্‌কে ডাকিতে হইবে, শ্রীগুরুদেবের সেবা করিতে হইবে। ভগবান্‌কে ডাকার জন্যই—সুকৃতাপাত্তের জন্যই—শ্রীগুরুপাদপদ্মে অনুরাগবৃদ্ধির জন্যই ও এ সকল অসুবিধা কৃষ্ণেচ্ছায় আসিতেছে। সুতরাং এগুলি যে ভগবানের অহৈতুকী করুণা ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেইজন্য ভক্তগণ বিপদাপদ্ দেখিয়া নিরুৎসাহিত না হইয়া উত্তরোত্তর সেবোৎসাহিতই হন। তাঁহাদের ভয় নাই, চিন্তা নাই। সেই ভক্তগণের পদধূলিই আমাদের সম্বল হউক।

আমাদের স্বতন্ত্রতা আছে। যদি আমরা মঙ্গল চাই তাহা হইলে সেই স্বতন্ত্রতাকে প্রভুশ্রেষ্ঠ—প্রভুসেনাপতি আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার কৃপাভিখারী হইতে হইবে। তাঁহার কৃপালাভের জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। তাঁহার জন্যই জীবন ধারণ করিতে হইবে। প্রতি পদবিক্ষেপে—প্রতি নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে তাঁহার সেবা করিতে হইবে, তদ্গত সজ্জনগণকে হৃদয়ের বন্ধু জানিয়া তৎপাদপদ্মবিরোধী ব্যক্তিগণের সঙ্গ হইতে শতহস্তেন দূরে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীগুরুগৌর-বাণী নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করিতে হইবে, তাহা হইলেই প্রভুপাদ সুখী হইবেন এই আচার্য্যসেবাই আমাদের সকলের কাম্য হউক। আচার্য্যপাদপদ্মই আমাদের একমাত্র সম্পদ, একমাত্র ভজন-পূজন, একমাত্র প্রাণধন, একমাত্র আভরণ ও একমাত্র জীবনের জীবন হউক। তাহা হইলেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে, প্রভুপাদের দয়ার কথা উপলব্ধি হইবে, পুনরায় প্রভুপাদ লাভের আশা-ভরসা হৃদয়ে জাগিবে।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা : ১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ৵৹; ৩য় খণ্ড ৮০; ৪র্থ খণ্ড —৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

প্রকৃতির দাসত্ব

(প্রাপ্ত)

যে কোন কার্য্যেরই মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে তাহার কারণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়। এ জগতে আমরা প্রায় শতকরা শতজনই কার্য্য করিয়া যাইতেছি, কিন্তু তাহার কারণ অনুসন্ধানে উদাসীন। জগতে খাওয়া দাওয়া থাকা, অর্থ উপার্জ্জনাদি করা বা করা, কিন্তু তাহার কারণ অর্থাৎ উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়ে তলাইয়া দেখিবার মত বুদ্ধি যোগাইয়া উঠে না।

বদ্ধজীব আমরা কৃষ্ণকে ভুলিয়া অনাদি-বহির্ম্মুখ। এই বহির্ম্মুখতার জন্যই আমরা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই ত্রিতাপজ্বালায় জর্জ্জরিত হইতেছি। কিন্তু তবুও তাহার কারণনির্ণয়ে রুচিবিশিষ্ট হইতেছি না। এমনই দুর্দ্দৈব!

আমাদের আত্মমঙ্গল-সাধন-বিষয়ে এইরূপ উদাসীনতা বা অরুচি দেখিয়া পরমকৃপাম্বুধি পরদুঃখদুঃখী শ্রীল সনাতন গোস্বামীপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কৈছে হিত হয়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিয়াছিলেন,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদপ্রকাশ॥

কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি চেতন জীব জল ও স্থল উভয়ের মধ্যবর্ত্তী তটে অবস্থিত। পূর্ণচেতন ভগবানের অণু অংশ জীব অণুচেতন। অণুত্বনিবন্ধন জীব বৃহৎ চৈতন্য কৃষ্ণের অধীন। জীব চেতন, গতিশীল, জড় নহে, স্বাধীনতা-রূপ রত্নও কৃষ্ণ তাহাকে দিয়াছেন। কৃষ্ণের কৃপা ও জীবের স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার এই দুইএর সংযোগ হইলে নিজ স্বরূপ অবগত হইয়া কৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীব ত্রিতাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিত্যানন্দ—সেবানন্দ লাভ করিতে সমর্থ

আবার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া অর্থাৎ বহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার দাসত্বে নিযুক্ত থাকিয়া নিরানন্দের আবাহনও করিতে পারে। মূল কথা—জীবের সুপ্ত সেবাবৃত্তি জাগরুক হইতে পারে না, গুরু কৃষ্ণের কৃপা না হইলে। কূপে পতিত ব্যক্তির নিকট কূপ হইতে উঠিবার অবলম্বনস্বরূপ রজ্জু পতিত হওয়া এবং পতিত ব্যক্তির সেই অবলম্বন ধরিয়া উঠিবার মত ইচ্ছা বা চেষ্টা উভয়ই চাই। দর্পণ ও আদর্শ দুয়ের সম্মিলন না হইলে যেরূপ প্রতিচ্ছবি দর্শন সম্ভব হয় না, তদ্রূপ গুরু কৃষ্ণের কৃপা ও জীবের দিক্ হইতে শ্রদ্ধা ও শরণাগতি উভয়ের সংযোগ না হইলে মঙ্গল লাভ হয় না। শ্রদ্ধা ও শরণাগতিই কৃপা-লাভের মূল ভিত্তি। ভিত্তি স্থাপন না করিয়া ইট গাঁথিতে গেলে যেরূপ তাহা ধসিয়া পড়ে, তদ্রূপ গুরু-কৃপা-লাভের যে প্রধান সম্বল শ্রদ্ধা ও শরণাগতি, তাহার অভাবে প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের পতনের যোগ্যতা রহিয়াছে

আমাদের স্বরূপে তোষণ না থাকায় সেবা পথের মূল ভিত্তি যে শরণাগতি, তাহাই আমাদের ধর্ম। আমরা—হরি-গুরু-বৈষ্ণব-দাস্য ভুলিয়া অনিত্য বস্তুর শরণাগত হইয়া পড়িয়াছি। চিচ্ছক্তির আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া অচিচ্ছক্তির আনুগত্যে মায়ার দাসখত লিখিয়া দিয়া মায়িক বস্তুর ক্রীড়নক হইয়া মায়ার লাথি-ঝাঁটা খাইতেছি। এই ভুল বুঝিতে পারিলে তখন আমাদের ইহাই প্রার্থনার বিষয় হয়—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা
পালিতা দুর্নিদেশাঃ
তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা
ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে
সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং
মাং নিযুঙ্‌ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

হে ভগবন্, আমি কামাদি রিপুগণের কতপ্রকার দুষ্ট আদেশ পালন করিয়াছি তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা হইল না; লজ্জা ও উপশান্তিও উদয় হইল না। হে যদুপতে, সম্প্রতি আমি বিবেক লাভ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অভয় চরণে শরণাগত হইয়াছি, তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

গুরু-কৃষ্ণ-দাস্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে আমাদের বহুজন্মসঞ্চিত অবাধ্যকতা পরিত্যাগ করিয়া সাধু-গুরু-বৈষ্ণব-চরণে আর্ত্তির সহিত নিষ্কপটে কেবল কৃপা লাভের জন্যই প্রপন্ন হইতে হইবে। যতরূপ উপাধি বর্ত্তমানে আমাদের কৃপা-লাভে অন্তরায় বা বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার একমাত্র উপায়—শরণাগত বিধি, শ্রদ্ধালু হৃদি, সেইরূপ নিষ্কপট সাধুর শরণাপন্ন হওয়া। শ্রদ্ধা না হইলে শরণাগতি হয় না, সেইজন্য শাস্ত্র 'আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ' বলিয়াছেন 'শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।' বা বিশ্বাসকে কেন্দ্র করিয়াই মায়িক বস্তুর দাসত্বে আমরা আত্মবিক্রয় করিয়াছি। অসৎ অনিত্য বস্তুর প্রতি এই শ্রদ্ধা হ্রাস পাইয়া সাধুতে, সদ্‌বস্তুতে আমাদের শ্রদ্ধার উদয় হউক।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রধান

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-ভাণ্ডারে 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রণালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং ৮৮৪ বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ধারাবাহিক-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং সেবা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) ব্রজপত্তনকুঞ্জ-শ্রীলসমাধি

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ শ্রীবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাতুপাড়া—(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ গাজীপুর, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওয় পাশাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিয়াপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ফল্গু রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশ, বেনারস সিটী

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

গোপেশ্বর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনপীঠ

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—দেলনারী.

পোঃ ফেরোজপুর, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কোম্পানি রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, অ্যাপোলো বন্দর ব্লিডিং বোম্বে ৭

(৫০) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
শ্রীকৃষ্ণ্চৈতন্যদেবের অদর্শনকালীন লীলাস্থলীর সেবা

(৫১) প্রভাতন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ পুরী, শ্রীশ্রীগৌরমন্দির
শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ-বিলাস-মন্দিরের সেবা

(৫২) রাধাগৌড়ীয়মঠ

জগন্নাথদেব, পোঃ জগন্নাথ বি. (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) কিশোর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভদ্রেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

শালবনি, পোঃ কটক। উড়িষ্যা)

(৫৮) সারস্বত গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-মন্দির-মঠ

পোঃ কভুক্কা, মাদ্রাজ

(৬০) বাসুদেবগৌড়ীয়সেবাশ্রম মঠ

চিকলিয়া, পোঃ শালবেরপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জলদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলদি, মেদিনীপুর

(৬২) অমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

চুচুড়া, পোঃ চুচুড়া, (হুগলী)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং মেইডিন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ক্রমওয়েল রোড
সাউথ কেন্সিংটন, লণ্ডন, S. W.

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

পিটারস্ রোড, মাদ্রাজ। (ইউ পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী প্রত্যেক বার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী প্রত্যেক বার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৮/০	।৵০	।০	
ঐ ঐ ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
এক কলম ১৫৲		১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲		৪।০
ঐ সিকি কলম ১৫৲		১২৲
ঐ অর্দ্ধকলম ২৪৲		১৮৲
ঐ এক কলম ৩৬৲		৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	ঐ	৫৲
ত্রৈমাসিক	ঐ	২৸০
মাসিক	ঐ	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম পূর্ব্বাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্ট প্রণীত "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের "নবেদন" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে সাবিশাটের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুদৃশ্য বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীধাম গৌড়ীয়মঠ, ঢাকা, পোঃ [illegible], ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible]

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালন [illegible]। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] আহার ও বোর্ডিং এর খরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নির্ধন ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সঙ্ঘ-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত [illegible] ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] দীর্ঘ [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীবৃন্দাবন গৌড়ীয়মঠাধিষ্ঠিত [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ [illegible] 'ধর্ম্ম' [illegible] ও তত্ত্বজ্ঞ সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নের উত্তরে যে সকল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রকটকালের 'গৌড়ীয়' সম্পাদক [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় কর্ত্তৃক [illegible] 'গৌড়ীয়' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও "[illegible]" আকারে [illegible] প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকাশিত [illegible] প্রকাশিত হইতেছে। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও [illegible] ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পক্ষে [illegible] এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

[illegible] অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] সম্প্রদায়-বৈভবাদি [illegible] এবং [illegible] সম্পাদন করিয়া [illegible] হইল। এই [illegible] ও [illegible]। ছাপা ও কাগজ [illegible] সম্বন্ধে [illegible] আলোচনা। প্রথম খণ্ডে [illegible] পৃষ্ঠা ব্যাপী। শ্রী [illegible] গোস্বামী [illegible] (Foreword), [illegible] (Preface) [illegible] (Contents) [illegible] Index Glossary) সহ [illegible] টাকা। [illegible] গৌড়ীয়মঠ, [illegible]; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর [illegible]।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও [illegible] প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে [illegible]। [illegible] পাক্ষিক ইংরেজি [illegible] "[illegible]" [illegible] এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [illegible] কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

[illegible] এখান হইতে [illegible] প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] এখান হইতে [illegible] "পরমার্থী" নামক পত্র [illegible]।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

[illegible] একমাত্র উপায় [illegible]। [illegible] আনা, বড় বোতল ১।০ [illegible] আনা। [illegible]

[illegible] রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible]

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সংস্কারক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির আদিবর্য্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অনুজ্ঞায় [illegible] সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেনের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭ ৩৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২ ২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭ ৫৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭ ১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯ ১৭		১৩-৫১	১৬-০	১৮-৫১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১৭	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৫০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৫৫		
কলিকাতা পৌঃ	৬ ১৬	৯ ২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৭	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৪৪	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৪
(বদল) ছাঃ	১৭ ৪৪	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

পোষ্ট—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1644

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৭ই আষাঢ় ১৩৪৬, ২২শে জুন, ১৯৩৯ বৃহস্পতিবার [৯৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(o)::—

গান্ধীবাদ স্বাধীনতার পথে অন্তরায়

ভিন্ন জেলা বোম্বাই ও মহারাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-সেবী সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল গান্ধীবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে ইহা প্রবল অন্তরায়। তিনি আরও বলেন যে, জনসাধারণ গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া যে ত্যাগ স্বীকার করিয়া আসিতেছে, কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব উহার ফল লাভে বিঘ্ন ঘটাইতেছে। প্রসঙ্গক্রমে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যকলাপ এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাবের তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন যে, কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের অধীনে যে সামান্য ক্ষমতা পাইয়াছেন উহাতেই সন্তুষ্ট—দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহারা কোনই চেষ্টা করিতেছেন না। আবার দেশীয় রাজ্যে সব প্রজাগণের যে বিপুল সাড়া পড়িয়াছে, কিন্তু কংগ্রেস কোথাও তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে তাহাদের সংগ্রামে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিবে না, উল্টা তাহাদিগকে নিরুৎসাহিত করিতেছে।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত সান্যাল [illegible] কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বের বিরোধিতা করিতে এবং বামপন্থীদের পতাকাতলে সমবেত হইতে বলেন।

ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া এবং কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্য-কর্মসূচির সুপারিশ একেবারে অসন্তোষ জনক এবং বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রস্তাব পাশ হয়।

শ্রীযুক্ত এম, এন, রায় ত্রিপুরী কংগ্রেস সম্পর্কে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে যে প্রস্তাবের নোটিশ দিয়াছেন, একটি প্রস্তাবে তাহা সমর্থন করা হয় এবং নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতিকে উহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়।

মিসেস এম, এন, রায়, মিসেস মণিবেন কারা, ডাঃ এম আর শেঠী, মিঃ ভি বি কর্ণিক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের লোক-সংখ্যা

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা প্রতি বৎসরে প্রায় কুড়ি লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি হইতেছে। গত জানুয়ারী মাসের আদমসুমারীর হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ। বর্তমানে উহা বৃদ্ধি হইয়া ১৭ কোটি ৫ লক্ষ হইয়াছে; অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা শতকরা ১৫'৯ বৃদ্ধি হইয়াছে।

এই ১২ বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালী, জার্মানী, বৃটেন এবং ফ্রান্সে জনসংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১১-৯, ৭-৫ এবং ২'৭ বৃদ্ধি হইয়াছে। সমগ্র 'ধন-তান্ত্রিক' ইউরোপে এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা মোট ৩ কোটি ২০ লক্ষ বৃদ্ধি হইয়াছে; অথচ শুধু রাশিয়াতেই বৃদ্ধি হইয়াছে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ।

১৯৩৮ সালে মস্কো, লেনিনগ্রাড কিয়েভ এবং খারকোভে প্রতি হাজারে জন্মহার ছিল ২৭ হইতে ২৯ এবং বাকুতে ছিল ৩৪ অথচ ১৯৩৬ সালে বার্লিন, লণ্ডন, প্যারিস এবং নিউইয়র্কের জন্মহার ছিল যথাক্রমে ১৪, ১৩'৬, ১১'৫ এবং ১৫ ৫।

রাশিয়ার মোট জনসংখ্যার মধ্যে ১০ কোটি ৯০ লক্ষ লোক রাশিয়ান সোভিয়েট রিপাব্লিকে বাস করে এবং ইউক্রেন সোভিয়েট রিপাব্লিকে বাস করে ৩ কোটি লোক। অধিকাংশেই সহরের জনসংখ্যাই প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। মস্কোতে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ২০ লক্ষ হইতে ৪০ লক্ষ হইয়াছে, লেনিনগ্রাডে হইয়াছে ১৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৬৫ হইতে ৩১ লক্ষ ৯১ হাজার ৩ শত ৪।

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা ৭০ লক্ষ বেশী। সহরের লোক সংখ্যা মোটের উপর শতকরা ১৭-৯ হইতে ৩২-৮ বৃদ্ধি হইয়াছে। কাজাকস্থান এবং তুর্কমেনিস্থানে জনসংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। রাশিয়ান রিপাব্লিক, ইউক্রেন রিপাব্লিক, আর্মেনিয়া রিপাব্লিক, তাজিকিস্থান রিপাব্লিক এবং কিরঘিজিয়া রিপাব্লিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া দ্বিগুণের কিছু বেশী হইয়াছে। কিন্তু [illegible] লেনিনগ্রাড, পোলটাভা এবং ভিনিট্সা জেলার লোকসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এই তারতম্যের কারণ হইতেছে সামাজিক ব্যবস্থা। তবে 'প্রাভদা' পত্রিকায় প্রকাশিত তালিকাতে দেখান হইয়াছে যে, জারের আমলেও নানারূপ যুদ্ধ-বিদ্রোহ সত্ত্বেও রাশিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে।

নোটিশ

—::(o)::—

জলকর ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

নদীয়া জেলার [illegible] ওয়ার্ড এষ্টেটের বাগবাড়িয়া সার্কেল ও চাপড়া থানার অধীনে পলদা বিল নামে একটী বৃহৎ জলকর আগামী ১৩ই আষাঢ় ১৩৪৬ সাল হইতে লিজ দেওয়া হইবে। এই জলকরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২ মাইল এবং ইহার বর্তমান নির্দ্ধারিত আয় বার্ষিক প্রায় ১০০০০৲ টাকা। যথাযোগ্যরূপে মৎস্য ব্যবসায় সর্বাংশে উপযুক্ত। বর্তমান লিজের সর্তাবলী ১২ই আষাঢ় ১৩৪৬ সালে শেষ হইবে এবং বর্তমান সর্ত বিবেচিত হইবার পূর্বে নূতন লিজের সম্ভাবনা বিবেচিত হইবে।

বিশদ বিবরণ ১৩৪৬ সালের ৯ই আষাঢ় মধ্যে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এষ্টেটের [illegible] অফিসে অফিস-সময়ে ১১টা হইতে ৫টার মধ্যে পাওয়া যাইবে। এবং ১১ই আষাঢ় সোমবার মোতাবেক ২৬শে জুন ১৯৩৯ বেলা [illegible] নিলামডাকের বন্দোবস্ত হইবে।

[illegible] ম্যানেজার
কোর্ট অব [illegible]

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পরিচালিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩, যাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দুস্থানের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১, টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধভক্তিবৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত হ‌ইয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩, তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

(১) "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ ঘোষ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণা-টোলা পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ১০০,
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৯৮,
- স্তুতি স্কন্ধ— ৯,
- ২। ভাষান্তর বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭,
- ৩। ভাষান্তর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
- ৪। সম্বন্ধতত্ত্ব (অবাঁধা)
- ৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১, ; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
- ৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১, ; ৩য় খণ্ড—৸০
- ৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১,
- ৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
- ৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২,
- ১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২,
- ১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২,
- ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১,
- ১৩। ভক্তিসিদ্ধান্তরত্নাবলি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
- ১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ৷০
- ১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
- ১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
- ১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ৷০
- ১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
- ২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
- ২১। গৌড়ীয়শতিকা ৷৵০
- ২২ ভজন রহস্য ৷০
- ২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)
- ২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২
- ২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) অবাঁধা)
- ২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
- ২৭। দুর্গমসঙ্গমনী (সানুবাদ) ১,
- ২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
- ২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
- ৩০। দীন-দিগ্‌-দর্শন ৶০
- ৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
- ৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস, বাঁধা) ৷০
- ৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
- ৩৫। গীতমালা ৵১৷
- ৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
- ৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
- ৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
- ৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমার ৷০
- ৪০। শরণাগতি ৴০
- ৪১। গীতাবলী ৴০
- ৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
- ৪৩। সজ্জনতোষণী ৴০
- ৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
- ৪৫। নবদ্বীপশতক
- ৪৬। অর্চ্চনকল্প
- ৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶
- ৪৮। অন্যাধিকরণ (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
- ৪৯। অর্চ্চনকল্প ৶১০
- ৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৭,
- ৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
- ৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
- ৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
- ৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
- ৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
- ৫৬ ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ ৶০
- ৫৭। উপোপনিষদ্ (সানুবাদ) ৷০
- ৫৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৶০
- ৫৯। শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
- ৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৬১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৷০
- ৬২। শিক্ষার সরস্বতী বিদ্বিতা ৷০
- ৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
- ৬৪। তত্ত্বসূত্র ৷০
- ৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
- ৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয় ৴০
- ৬৭। মায়াবাদনির্ণয় ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
- ৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
- ৭০। রামানুজ ৴০
- ৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী এণ্ড অন্টোলজি ৷০
- ৭২। ভিজেটিং ওয়ার্ডস ৷৵০
- ৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
- ৭৪। বেদান্তবীজ ৷০
- ৭৫। কোরাট গৌড়ীয়মঠ উড ডু? ৴০
- ৭৬। দি ভাগবত ৷০
- ৭৭। ইডোটিক ডিসিপ্লিন অ্যান্ড আনন্দাদের ডিক্লেরেশন ৷০
- ৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
- ৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভল্যুম ওয়ান, ১২,

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৮০। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তরত্নাবলি ৷০
- ৮১। সাধন-পথ ৷০
- ৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
- ৮৩। গীতাবলী ৴০
- ৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৭,

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২০ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৭ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২২শে জুন ৩৯, বৃহস্পতিবার | ১৭৭শ সংখ্যা

ধামে সংকীর্ত্তন-মহোৎসব

——প্র(০)ঃঃ——

রথযাত্রা উপলক্ষে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

গত ১৯শে জুন সোমবার রথযাত্রার দিন প্রাতে আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে হরিদাস ঠাকুরের মহিমা, অসৎসঙ্গ-ত্যাগ ও সৎসঙ্গগ্রহণের আবশ্যকতা, শরণাগতি ও আচার্য্যানুগত্যের কথা এক ঘণ্টার অধিককাল ওজস্বিনী ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন। তাঁহার শ্রীমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে সেবাবল লাভ করত ভক্তগণ পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হন।

অনন্তর শ্রীধামবাসী ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দ বেলা এক ঘটিকার সময় শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের রূপালেখ্য ও কৃপাশীষ শিরে ধারণ করিয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, খোল-করতাল ও বিচিত্রবর্ণের পতাকা সহ বিপুল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিতে করিতে শ্রীধাম পরিক্রমা করেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণও এই নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

তদনন্তর শ্রীচৈতন্যমঠে অদ্বৈতভবনের উচ্চসংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীগৌরজনের মন্দির, শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন, মুরারিগুপ্তের মন্দির পরিক্রমা করিয়া তথা হইতে সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে গমন করেন। তথায় কিছুক্ষণ উচ্চসংকীর্ত্তন করিয়া ভক্তবৃন্দ শ্রীঅদ্বৈতভবন হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করিলে পর বেলা তিন ঘটিকার সময় অধিবাসগণ নাটমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়।

সভার প্রারম্ভে গুর্ব্বষ্টক বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এল মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে রথযাত্রার কথা, গুর্ব্বানুগত্য বা আচার্য্যানুগত্যই হরিভজনের মূল, আনুগত্যহীন ভজনাভিনয় বৃথা পণ্ডশ্রমমাত্র প্রভৃতি বহু অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। পাঠান্তে পুনরায় কীর্ত্তনাদি হইলে পর সমাগত ভক্তবৃন্দকে কিছু মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অনন্তর পুনরায় সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের উপদিষ্ট "শ্রবণং কীর্ত্তনং" শ্লোক পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

তৎপর দিবস প্রাতে মঙ্গলারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টকবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে চন্দ্রশেখর উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠান্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

অবৈষ্ণব গৃহী বাউলগণ ভোজন করিয়া থাকে, চীৎকার করিয়া গান গাইয়া পিত্ত বৃদ্ধি করে, আপনাদিগকে 'বৈষ্ণবভক্ত' বলে, অজ্ঞজনসমাজ ভগবদ্-বিশ্বাসরহিত হয়, অর্জ্জন করে, পরিক্রমা করে, কপট বৈরাগ্যহীন বেশে বেড়ায়; তাহারা শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য আচরণ না করিলেও উহাদের ভাব অনুকরণ করেন না — মহাজনের অনুসরণ করিয়া থাকেন। ভক্তের ক্রিয়া ও মুদ্রা বিজ্ঞেও বুঝিতে পারে না। বৌরাগ্য সাধিয়ে এক দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ও চুণগোলার ন্যায় উভয়ের মধ্যে 'আপধারুমিন্ পারক্।'

এই সকল বুঝিয়া ছুঁচো মারিয়া হাতে গন্ধ করার পরিবর্ত্তে ঐ সকল পাপী আর অগ্নিদিগকে বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিলে প্রকৃত মহত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হইবে। অজ্ঞ ও মিছাভক্ত প্রভৃতির সহিত আমাদের চিরদিনই দুঃসঙ্গ-ত্যাগের প্রস্তাব আছে, তবে তাহারা সে-আর্ত্তি করিলে "মূলং নানা-মনোময় শান্তি নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ। তেষাং হি প্রণতো যতঃ পন্থাঃ সন্তো যথা"—নীতির অবলম্বন ভাগবতের অভিপ্রেত হইলেও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ— "বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র, যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে, থাকে সদা মৌন ধরি॥"—এই উপদেশ দিয়াছেন। সুতরাং সকলেরই ভক্তভিক্ষা বিনা মায়াবাদী-মুক্তিবাদী সমবেতা ব্যক্তিগণের নিন্দা-প্রশংসার প্রয়োজন নাই। কপট ব্যক্তিগণ আমাদের প্রজা বা শিষ্য নহে, সুতরাং তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষণ চিন্তা করার আবশ্যকতা নাই। অসৎ লোক অসৎচিন্তা করুন, ভক্তগণ ভক্ত ও ভগবানের চিন্তা করুন। অবৈষ্ণবগণের 'বৈষ্ণব' হইবার বাসনা সাধন হইয়া চাঁদ ধরিবার বোকের ন্যায়।

— —

পাটনা গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহামহোৎসব

এ বৎসর পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহামহোৎসব পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের পূর্ব্ব দিবস অর্থাৎ অধিবাস দিবসে সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর মিশন সেবক শ্রীমুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী ভক্ত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" গ্রন্থ হইতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত উপোদ্ঘাত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উৎসবের দিন ২রা আষাঢ়, ১৭ই জুন শনিবার উষঃকালে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে গুর্ব্বষ্টকবন্দনা, "গুরুদেব গণ", "পঞ্চতত্ত্ব" ও "যে আনিল প্রেমধন" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ পণ্ডিতপ্রবর মঠাধিকারী ভক্তিপ্রদীপ প্রভু শ্রীভক্তিবিনোদ-

(অবশেষ ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

"যতক্ষণ গুরুদেবকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বলে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারণ হবে না। সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার করবে গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার করবে, কোন অংশে কম মনে করবে না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ বামন শনি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

চাঞ্চল্য আসে কেন?

——::(०)::——

চাঞ্চল্য জিনিষটী মনের ধর্ম। সরলতাই ব্রাহ্মণতা। এই সরলতার অভাব যেখানে, সেইখানেই মৎসরতা বা কপটতা। এই মাৎসর্য্যই চাঞ্চল্য। ভগবদ্ভক্তগণ নির্ম্মৎসর, সুতরাং শান্ত। সেই স্থির ও সত্য আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের চাঞ্চল্য নাই। তাঁহারা ধীর, স্থির, অচল ও অটল, অথচ নিরন্তর ভগবৎসেবারত। যতদিন আমরা মনোধর্ম্মদ্বারা চালিত হইব, ততদিন মাৎসর্য্য হইতে যত অসুবিধা আসিয়া উপস্থিত হইবে। সেইজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ কাহারও প্রতি মৎসর না হইয়া নির্ম্মৎসর ভাগবত ধর্ম্ম যাজন করেন। শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের সুখবিধান ব্যতীত তাঁহারা আর অন্য কিছু করেন না।

একনিষ্ঠ না হইলে চঞ্চলতা থাকিবেই। যেখানে চঞ্চলতা, সেখানে ঐকান্তিক ভাব অভাব। বহু বিষয়ে আকৃষ্ট জীব কি করিয়া অচঞ্চল থাকিবে? তাহার মনের গতি বহুমুখী বলিয়া সে চঞ্চল-স্বভাব। ভক্তের স্বসুখবাঞ্ছা বা ভুক্তিমুক্তি-স্পৃহা না থাকায় তাঁহারা শান্ত। শাস্ত্র বলেন,—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই
অশান্ত॥"

এই শাস্ত্রবাক্য হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, কৃষ্ণসেবাকামী ভক্ত ব্যতীত সকলেই চাঞ্চল্যধর্ম্মযুক্ত। ভক্তগণ ভগবানের শ্রী অর্থাৎ শোভায় আকৃষ্ট বলিয়া জাগতিক কোন বিষয় তাহাদিগকে লুব্ধ বা আকৃষ্ট করিয়া চঞ্চল করিতে পারে না। ভগবান্ ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যসম্পন্ন। এই ছয়টী 'ভগ' বা অঙ্গের মধ্যে 'শ্রী'ই মুখ্য। 'শ্রী' অঙ্গী, আর অন্যান্য গুণগুলি অঙ্গ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও যশঃ এই তিনটী অঙ্গ। জ্ঞান ও বৈরাগ্য এ দুইটী যশঃ এই অঙ্গের কিরণস্বরূপ। এক কথায় শ্রী অঙ্গী, আর অন্যান্য গুণগুলি কেহ বা অঙ্গ, কেহ বা অঙ্গের অঙ্গ—প্রত্যঙ্গবিশেষ। এই 'শ্রী'তে অর্থাৎ ভগবৎপদনখ-শোভায় যাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না, তাঁহাদের চাঞ্চল্য কি করিয়া যাইবে? আকৃষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গপ্রভাবেই জীব আকৃষ্ট হইতে পারে। তখনই জীব মনোধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া ভক্তিতে বা স্বরূপে অবস্থিত হইয়া শান্ত হয়। ভগবানের কথাই আমাদিগকে ভক্তরূপে আকৃষ্ট করে সুতরাং নিরন্তর ভগবৎকথা-শ্রবণ ব্যতীত কপটতা, মৎসরতা ও চাঞ্চল্য এই মনোধর্ম্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই।

অচেতন চেতনের কথা সেবোন্মুখ হইয়া শ্রবণ ও গ্রহণ করিতে হইবে। অচেতন চেতনের ধর্ম্ম গ্রহণ না চেতনের কথা শ্রবণ করিতে পারে না। শান্তি, অচঞ্চলতা বা অপ্রতিহতাস্বরূপতা চেতনের সহজ ব্যাপার। সুতরাং চেতনে প্রতিষ্ঠিত না হইলে চঞ্চলতা কি করিয়া যাইবে? অন্যান্য কামনা-বাসনা থাকাকাল পর্য্যন্ত চাঞ্চল্য কি যায়? চেতন-গণই আমাদিগকে নিয়মিত করিবে—একনিষ্ঠ করিবে—অচেতনপ্রায় জীবকে চেতনে উদ্বুদ্ধ করিবে। তখন সেই সেবোন্মুখ চেতন চেতনের সেবায় নিযুক্ত হইয়া আত্মধর্ম্মী হইবে। তখন আর তাহার চাঞ্চল্য থাকিবে না। কিন্তু কই আমরা ত' ভক্তি-প্রবর্ত্তকের জন্য যত্ন করি না, আমরা ত' শাস্ত্র সাধুদের সঙ্গ করি না। আমাদের শরণাগতিরই অভাব। সুতরাং কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? সেইজন্যই বলিতেছি, সাধুসঙ্গের অভাবে আমাদের ইতরাভিলাষ যাইতেছে না বলিয়াই আমাদের চাঞ্চল্য আসিতেছে।

সাধুসঙ্গের প্রভাব

(শ্রীঅনঙ্গজ্ঞান ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

সঙ্গ ব্যতীত কেহই থাকিতে পারে না। সঙ্গ মানুষকে চরম মঙ্গলের পথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, আবার তীব্র অধোগামিতাতেও ফেলিয়া দিতে পারে। এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা আর কোথাও দেখা যায় না। মানুষ মানুষের সঙ্গ করিতে ভালবাসে, পশুও পশুর সঙ্গ পছন্দ করে। সমচিত্ত-বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ্য দেখা যায়। সাধু ও অসাধুর মিলন কোথাও দেখা যায় না।

সঙ্গ হইতেই মানবের স্বভাব গঠিত হয়। যে যেরূপ ব্যক্তির সঙ্গ করে, তাহার স্বভাবও সেইরূপ হইয়া থাকে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি যাহার সঙ্গ করে, তাহার তদ্রূপ স্বভাব হইয়া উঠে। পূর্ব্বজন্মের সৎকৃত কর্ম্মের দ্বারা জীবের যে স্বভাব গঠিত হয়, তাহা আধুনিক জন্মের সঙ্গের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; সুতরাং সঙ্গই মানবস্বভাবের মূল।" পূর্ব্বজন্মের কৃতকর্ম্মের দ্বারা সঙ্গ লাভ হইয়া থাকে এবং তৎসঙ্গ দ্বারা জীবের স্বভাব গঠিত হয়। পূর্ব্বজন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ অত্যন্ত দুর্লভ; সুতরাং প্রকৃত সাধুর অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার সঙ্গ করিতে হইবে। সাধু চিরদিন জগতে আছেন, তিনি বদ্ধ ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু জীব তাঁহাকে চায় না বলিয়াই সাধুসঙ্গ দুর্লভ হইয়াছে।

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা
যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়॥

ভাগ্যবান্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই সাধুসঙ্গ করেন। দুর্ভাগা ব্যক্তি সাধুসঙ্গ করে না। সংসার ক্ষয়োন্মুখ না হইলে কিংবা ভোগ-স্পৃহা না কমিলে জীবের সাধুসঙ্গের সম্ভাবনা নাই। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলিয়াছেন—"বহু সুকৃতির ফলস্বরূপ ভগবৎ-কৃপাক্রমে জীবের সংসার-বাসনা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; তখন স্বভাবতঃই সাধুসঙ্গে স্পৃহা জন্মে। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণকথার আলোচনা হইতে হইতে শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং ক্রমশঃ অধিকতর চেষ্টার সহিত কৃষ্ণবিষয়ক অনুশীলন হইলে ভগবান্‌কে পাইবার লোভ জন্মে। তখন তদ্রুচির ভক্তের আচার আচরণ করত ভজনশিক্ষা করিতে হয়। ভজনবলেই জীবের ভগবৎকৃপা লাভ হয়"।

সুতরাং সাধুসঙ্গ ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের অন্য উপায় নাই। সাধুসঙ্গই ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তির একমাত্র রাজকীয় পন্থা।

সৎ অর্থাৎ নিত্যবস্তুর অনুশীলনকারী ব্যক্তিই সাধু। নিত্যবস্তু ভগবান্; সেই ভগবানের সেবা যিনি নিরন্তর করিতেছেন এবং জগদ্বাসীকে তাঁহার (ভগবানের) সেবায় নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই সাধু। শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর মধ্যে দেখিতে পাই,—"সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-নিরত ব্যক্তির নামই সাধু। ভগবানের সেবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত ব্যক্তিই সাধু। নিত্যকাল সর্ব্বক্ষণ যে সকল চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন, সে সকলই যাঁহার ভগবানের সেবার জন্য, তিনি সাধু।" এইরূপ সাধুর সঙ্গপ্রভাবে জীবের স্বরূপের উদ্বোধন হয়। জীব নিজেকে কৃষ্ণদাস বলিয়া বুঝিতে পারে। যে বস্তু চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর পাওয়া যায় না, এমন কি বিরজা ও ব্রহ্মলোকেও যাহার সন্ধান মিলে না, কেবলমাত্র সাধুসঙ্গের প্রভাবে সেই অধোক্ষজ ভগবানের সেবা করিবার পিপাসা জন্মে। সেই বস্তুকে আরোহপন্থায় বা অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায় না; কিন্তু সাধুসঙ্গের প্রভাবে জীব অবতরণ বা অবরোহপন্থায় অতি শীঘ্র তাহা লাভ করিতে পারে। অনাদিকাল ধরিয়া যে জীব মায়ার দাসত্ব করিতেছে, তাহাও সাধুর কৃপায় উপলব্ধি করিতে পারে।

যে বস্তু উপর্য্যধঃ চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর পাওয়া যায় না, সেই বস্তুই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি লাভ করিতে চেষ্টা করেন। যাঁহাকে জানিলে সকল জানা হইয়া যায়, যাঁহাকে পাইলে সকল পাওয়া হইয়া যায়, সাধুর কৃপায় জীব সেই ভগবানের সুশীতল পাদপদ্মের সেবা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা অন্য কোন সঙ্গেই হয় না। অসাধুর সঙ্গ করিলে ভগবান্‌কে লাভ করিবার লোভ জন্মে না বরং ভগবান্‌কে দূরে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টাই সচরাচর দেখা যায়। সাধু তাঁহার ভক্তিসিদ্ধান্তরূপ শাণিত কৃপাণের দ্বারা জীবের মনোধর্ম্ম ছেদন করিয়া দেন। তিনি জীবকে তাহার স্বরূপের সংবাদ জানাইয়া দেন। জীব যে অমৃতের সন্তান, অমৃতই তাঁহার নিত্য সেবনীয়, তাহা তিনি অতিশয় ইহতে কীর্ত্তন করিয়া জীবকে স্মরণ করাইয়া দেন। ভাগ্যবান্ জীব তখন ভগবানের অনিবেদিত বস্তু আহার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের অবশেষ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের কৃপায় অজেয় মায়ার হস্ত হইতে

পরিত্রাণ লাভ করেন। মায়াবিমোহিত জীবকে সাধু "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" এই অভিন্ন উজ্জ্বল করিয়া জাগ্রত করেন। যে নিত্য প্রভুর সেবা ভুলিয়া যাইবার জন্য এই মায়ার সত্ত্বরজস্তমোগুণনির্ম্মিত নিগড়ে আবদ্ধ হইতে হইয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া সাধু জীবকে ভগবৎ-সেবা পুনরায় দান করেন।

সাধু জীবকে জগতের অনিত্য বস্তু দিয়া বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করেন না। জীবের বদ্ধাবস্থায় প্রেয়োবস্তু আপাতমধুর হইলেও সাধু প্রেয়োবস্তুর পরিবর্ত্তে শ্রেয়োবস্তুই দান করিয়া থাকেন। স্বর্গের দেবতাগণের পর্য্যন্ত স্বার্থপরতা দেখা যায়, কিন্তু সাধু কখনও স্বার্থপর হন না। কারণ, সাধুর স্বার্থগতিই একমাত্র বিষ্ণুর সেবা এবং সেই সেবাই সাধু জীবকে কৃপা করিয়া দান করেন। দেবতাগণ বদ্ধজীবের নিকট পূজা পাইয়া তাহাকে অনিত্য ধন, জনাদি দিতে পারেন। কিন্তু সাধু জীবের হৃদি অনুকূলে তাহাকে অনিত্য বস্তু কখনও দেন না বরং তাৎকালিক বস্তুর নশ্বরতা জীবকে বুঝাইয়া দিয়া তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করেন। সাধু জীবের অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রেয়োবস্তু ভগবৎ-সেবারস পান করাইয়া থাকেন। এইরূপ অনন্তগুণ সাধুর মধ্যে আছে। সাধু পরদুঃখ-দুঃখী। তিনি অত্যন্ত উদার ও কৃপালু।

সাধুসঙ্গ নামকীর্ত্তন ভাগবত-শ্রবণ।
মথুরাবাস শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥

এই গুলির কোনটাই পালিত হইবে না যদি অকৃত্রিমভাবে সাধুসঙ্গ না হয়। সাধুসঙ্গের প্রভাবেই নামকীর্ত্তনে রুচি হয়। সাধুসঙ্গের দ্বারাই দশবিধ নামাপরাধ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধনাম সেবোন্মুখ-জিহ্বায় উদিত হয়। সাধুসঙ্গ হইলে ভাগবত-শ্রবণ শুদ্ধ হয়। সাধুসঙ্গের প্রভাবে অর্চ্চামূর্ত্তির চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধুসঙ্গ ব্যতীত অগ্রসর হইতে গেলেই বিপদে পড়িতে হয়। সাধুসঙ্গ জীবের পথপ্রদর্শক হইলে জীব অনায়াসে ভক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে। নচেৎ ভক্তির রাজকীয় পথ হইতে পতিত হইয়া কর্ম্ম কিংবা জ্ঞানের পিচ্ছিল পথে চলিতে গেলে জীবন অন্ধকারময় কণ্টকাকীর্ণ গর্ত্তে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হয়। এই সাধুসঙ্গ কি বদ্ধাবস্থায়, কি মুক্তাবস্থায় সকল সময়েই দরকার।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু উপদেশামৃতে "দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি ভুঙ্‌ক্তে ভোজয়তে" শ্লোকে সঙ্গের কথা বলিয়াছেন। দেওয়া-নেওয়া, খাওয়া-খাওয়ান এবং মনের কথা বলা ও অপরের মনের কথা শুনা, এই ছয় প্রকারে সঙ্গ হইয়া থাকে। এই ছয় প্রকার কার্য্য সাধুর সহিত করিলে নিত্যমঙ্গলের পথে জীব অগ্রসর হইতে পারে, আবার অসতের সহিত এই ছয়টী কার্য্য করিলে নরকের রাস্তা পরিষ্কৃত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কায়, মন, বাক্য, বুদ্ধি এমন কি নিজেকেও সাধুর চরণে সমর্পণ করেন এবং সাধুর নিকট হইতে তাঁহার অহৈতুকী ভক্তি লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। সাধুকে গৃহে আনিয়া ভিক্ষা করান এবং অবশেষ গ্রহণ করেন। তিনি সাধুকে হৃদয়ের সমস্ত অনর্থ ও দুর্ব্বলতার কথা বলেন এবং সাধুর মঙ্গল-বিধায়িনী চৈতন্যবাণী সেবোন্মুখ কর্ণে শ্রবণ করেন। এইরূপভাবে সাধুসঙ্গ করিতে করিতে অচিরেই সাধুর কৃপায় কৃষ্ণকৃপা লাভ হইয়া থাকে।

'সঙ্গ' শব্দে সম্যক্ গমন। সাধুর বাণীর অনুসরণই প্রকৃত সাধুসঙ্গ। সাধুর বীর্য্যবতী চৈতন্যবাণীর সঙ্গই সাধুসঙ্গ। সাধু এখানে আছেন, পাঁচ হাজার মাইল দূর হইতে তাঁহার সঙ্গ হয়, আবার একঘরে থাকিয়াও সাধুসঙ্গ নাও হইতে পারে বরং মর্ত্ত্যজীব-বিশেষজ্ঞানে তাঁহার চরণে অপরাধ হইতে পারে। তাঁহার বৈকুণ্ঠবাণীকে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া শ্রবণ করিয়া সেই বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। বাণীসেবা অর্থে আচারমুখে বাণী প্রচার করিতে হইবে ইহাই প্রকৃত সাধুসঙ্গ। বৈকুণ্ঠবাণীই সাধুর জীবন। সুতরাং বাণীর সেবা করিলে সাধুর সেবা হয়।

সমস্ত শাস্ত্রই সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। শাস্ত্র বলিতেছেন, "সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥" সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গে ভগবানের বীর্য্যবতী বাণী আলোচিত হইয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে জীব ভগবানে দৃঢ় ভক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিতে পারে। সাধুর সেবার দ্বারাই জীব শীঘ্র মঙ্গল লাভ করিতে পারে। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিতেছেন, "মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।" অর্থাৎ মহতের সেবার দ্বারা মুক্তির দরজা অনায়াসে খুলিয়া যায় এবং যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গের দ্বারা নরকে গতি হইয়া থাকে। অসৎ-সঙ্গের দ্বারা চেতন আবৃত হইয়া পড়ে। এমন কি শাস্ত্রে দেখা যায়, ভূতেরো জলমধ্যস্থ পুত্রগণ অসৎসঙ্গফলে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। একমাত্র সৎসঙ্গের প্রভাবে চেতন পূর্ণ বিকশিত হয়। এইজন্যই—

মহৎ-সেবা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

নিকৃষ্ট ধাতু যেমন স্পর্শমণির সঙ্গ-প্রভাবে সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ সাধুসঙ্গের প্রভাবে জীবের হৃদয়ের সমস্ত মল দূরীভূত হইয়া পরম পবিত্র হইয়া যায়। সাধুসঙ্গের প্রভাবে জীবের সমস্ত অনর্থ ক্রমশঃ দূর হয়। সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণগুণগানে রুচিবৃদ্ধি পায়। সাধুসঙ্গের প্রভাবে জীবের গ্রাম্য-কথা বা বিষয়-কথা হইতে ছুটি হয়। সাধুসঙ্গেই কৃষ্ণসেবায় দৃঢ়তা জন্মে। উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য প্রভৃতি ভক্তির অনুকূল ভাবগুলি একমাত্র সাধুসঙ্গেই বৃদ্ধি পায়।

অপরের দোষ সাধু কদাচ গ্রহণ করেন না। পরের যে সামান্য গুণ থাকে তাহাকে বহুল করিয়া তিনি সম্মান করেন। এই সমস্ত গুণ সাধুসঙ্গ-প্রভাবে শরণাগতের হৃদয়ে ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। সাধুর কৃপাতে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়। সাধুর নিষ্কলঙ্ক চরিত্র দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া অসদ্‌ব্যক্তিও মঙ্গললাভ করে। এইরূপ দেখা যায় যে, অসদ্‌ব্যক্তিও সাধুর সঙ্গপ্রভাবে সৎ হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভু "আত্মারাম" শ্লোকের চৌষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা করিবার কালে স্কন্দপুরাণোক্ত নারদের দ্বারা ভগবদ্‌ভক্ত সাধুর সঙ্গপ্রভাবে নীচ-স্বভাব ব্যাধ জিঘাংসা-প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিল, ইহা জানাইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতেও ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গপ্রভাবে অঙ্গীকরিয়া বেশ্যাও মঙ্গললাভ করিয়াছে। সাধু অগ্নিসদৃশ, তাঁহার সংস্পর্শে আসিলে জীবের সকল প্রকার কালিমা দগ্ধীভূত হইয়া যায়। সাধুর কৃপাতেই জীবের অনর্থনিবৃত্তি ও শুদ্ধভক্তি লাভ হয়।

কামক্রোধাদিরূপ নক্রমকর-পরিপূর্ণ অকূল ভবসাগরে সাধুসঙ্গই একমাত্র আশার আলোকস্তম্ভ। হরিভজনে সাধুসঙ্গই একমাত্র সম্বল। সাধুসঙ্গ হইলে কামাদি রিপু সাধকের কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না বরং তাহা বিষদন্ত সর্পের ন্যায় সাপুড়িয়া যেমন নিজ কার্য্য সাধন করিয়া লয়, সাধকও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমার্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন,—

কাম ক্রোধ সাধকেরে কিবা বা করিতে পারে
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ।

সুতরাং অহরহ নামকীর্ত্তনকারী সাধুর এবং তাহার শাস্ত্রীয় সঙ্গ করিলে সহসা পতনের সম্ভাবনা নাই। পতন হইলেও সরল ও অনুগত থাকিলে নিশ্চয়ই হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবেন।

নিষ্কপট সাধুর সঙ্গ হইলে কর্ম্ম ও জ্ঞানের হেয়তা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। ভগবৎসেবা-বিমুখতাই যে অসাধুতা, তাহাও সাধুসঙ্গে শ্রবণের সুযোগ হয়। সাধুসঙ্গের প্রভাবে পার্থিব কর্ম্ম ও জ্ঞানের ভূমিকা হইতে উত্থিত হইয়া জীব ভগবৎসেবা লাভ করিতে পারে। সাধুসঙ্গ-প্রভাবেই বৈকুণ্ঠবাণী-শ্রবণের অধিকার হয়। বৈকুণ্ঠ-বাণীতে যে কিরূপ চেতনতা আছে, তাহা সাধুসঙ্গ হইতেই পরিচয় পাওয়া যায়। সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতেই হরিকথা এবং হরির রূপ, হরির ঐশ্বর্য্য, হরির লীলা, হরির যশঃ ইত্যাদি শ্রবণে অধিকার জন্মে। সুতরাং আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে সর্ব্বক্ষণই সাধুসঙ্গ এইজন্যই হওয়া দরকার।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

অপ্রকট মহামহোৎসব

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বাণী-বৈভব-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। মঠ-সেবকগণ নিয়ম্ম ইঁহাদেরমুখে ঠাকুরের অপ্রকট্য চরিত্র আলোচনা করেন। পুনরায় সান্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনান্তে "শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা", "শ্রীগুরুচরণপদ্ম", "অষ্টক", "কবে শ্রীচৈতন্য মোরে", "যে আনিল প্রেমধন" প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ গুণাপালকৃষ্ণ দাসাধিকারী ভক্তিপ্রদীপ প্রভু শ্রীগৌড়ীয় ২২-২৩শ সংখ্যা হইতে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত "শ্রীলগৌরকিশোর ঠাকুর শ্রীভক্তি-বিনোদ" প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সভায় প্রায় দুই শত লোক উপস্থিত ছিলেন। সভার শেষে "আর কেন মায়া জালে" গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। উপস্থিত নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদিগকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে মঠবাসী ভক্তগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ—শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সর্ব্ববিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-গৌরাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। তত্রাচীন গ্রন্থ-[illegible] 'নদীয়া-প্রকাশ' পত্রিকা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
হাটডাঙ্গা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি. (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁটালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
ওক্ পাশার বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিপুর, জিঃ নারায়ণপুর, ই.বি. [illegible]

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
দিঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮/১১ বড় গণেশমহল্লা, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) [illegible] মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একাদশানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—[illegible]
পোঃ [illegible], জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] হিল রোডের ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মায়লাপুর, মাদ্রাজ
শ্রীগৌরগোবিন্দগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible] গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগৌরগোপালকৃষ্ণ-[illegible] সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪) সচ্চিদানন্দ—[illegible], পুরী
৫৫ শ্রীলোকনাথ

(৫৬) সিদ্ধবাটী-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-[illegible]-মন্দির
পোঃ [illegible], গয়া

(৬০) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (ঢাকা)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], ডব্লিউ. ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, [illegible]

(৬৮) শ্রী[illegible] গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৸৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৩৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্ট কৃপায় "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র, শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, বিষয় সূচী, প্রমাণ-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বরিশাল, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট।

(গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়)

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খাওয়া ও দেখাশুনার প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অধিক সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরবময় বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ মহোদয় লিখিত। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ কার্য্যালয়, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীরূপানুগ গৌড়ীয়-আম্নায়সংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমদ্ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীঅঙ্গে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া সম্পূর্ণ শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমান শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালীন বিরহতিথিপূজা-বাসরে ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মায়াবদ্ধজীবের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আর্য্যা শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভাক্তিসারী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম্‌-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আমাদের কবিতা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে বাধ হইল। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রধান দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩২শ অধ্যায়ে প্রায় ৭৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদত্ত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনবা জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রচারাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের অন্তেবাসী পরিব্রাজকাচার্য্য ও-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্পাদিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১১৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্‌)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৪-৩৩ ৬ ২৬ ৭-০৬ ১২-২৬ ১৪-৫৫ ১৬-৫৩ ১৭-৫৬ ২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ ৮-২৮ ১৪-১৫
(বদল) ছাঃ ৯-০৩ ১৪-৫০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮-৪৪ ১০-৮ ১৫-২০ ১৭-২৮ ১৯-০৮ ২০-১৩ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-২৬
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৩ ২১-৪

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬
(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৯
ছাঃ ১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫ ৪৫ ৯ ১০ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২৩ ৯ ১৬ ৯-৪৮ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৬ ১৯-১১ ২১-০
ছাঃ ৬-৩৩ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৩ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৫৬ ১৭-৩০
(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪৫
কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩০
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪
(বদল) ছাঃ ১৬-৩০ ১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৫
(বদল) ছাঃ ১৭-৪০ ১৯-১৪ ২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০ ২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বাঙ্গালার ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। [illegible] সংযুক্ত জ্বরের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ [illegible] আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

[illegible]নং [illegible] রোড, কলিকাতা
অথবা
[illegible], [illegible]

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৮ই আষাঢ় ১৩৪৬, ২৩শে জুন, ১৯৩৯, শুক্রবার [৯৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——:(•):——

তিনজন পকেটমারের কারাদণ্ড

সম্প্রতি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রজ্যোতি মজুমদার তিনজন আন্তঃপ্রাদেশিক কুখ্যাত পকেটমারকে বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রথম মামলায় আসামী বাবুলাল সোনার নামক একজন হিন্দুস্থানী বেনিয়া। একদিন সে যখন ঢাকা রেল ষ্টেশনে জনৈক যাত্রীর পকেট মারিয়াই টাকা ২৷১৫৩৬ লয়, তখন হাতে নাতে গ্রেপ্তার করা হয়। সে পূর্ব্বে আরও ২৫বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং ফৌঃ কাঃ বিধির ৫৬৫ ধারা অনুসারে আদেশ দিয়াছেন যে, কারামুক্তির পর ৩ বৎসর পর্য্যন্ত আসামীর গতিবিধি পুলিশ নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে। আসামীর অনেকগুলি ছদ্মনাম আছে। এই মামলার একটি কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার এই যে, আসামীকে পূর্ব্বে ফৌঃ কাঃ বিধির ১০৯ ধারানুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ মামলা চলিতে থাকা অবস্থায় সে যখন জামিনে মুক্ত ছিল, তখন সে এই চুরি করে। পাটনার পুলিশ অন্য একটি চুরি সম্পর্কে আসামীর সন্ধান করিতেছে। তাহাকে শীঘ্র চুরির বিচারের জন্য পাটনায় পাঠান হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দ্বিতীয় মামলায় আসামী আবদুল বারীক নামক একজন পশ্চিমা মুসলমান, একদিন ঢাকা রেলওয়ে ষ্টেশনে এক রেলগাড়ীতে মোজিবর রহমান নামক এক ছাত্রের পকেট হইতে কমালবাঁধা ২৸৵০ উঠাইয়া নিবার কালে অন্যান্য ছাত্রগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। পূর্ব্বে সে আরও সাতবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ১৮ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং আরও আদেশ দিয়াছেন যে, কারামুক্তির পর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত আসামীকে তাহার গতিবিধি পুলিশকে জানাইতে হইবে।

তৃতীয় মামলায় আসামী বৈকুণ্ঠ পাহাড় নামক এক পাঞ্জা হিন্দু। কাওরাইদ রেল ষ্টেশনে রেল গাড়ীতে সে যখন এক দিন এক ব্যবসায়ীর পকেট মারিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, তখন হাতে নাতে গ্রেপ্তার হয়। পূর্ব্বে সে আরও তিনবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং কারামুক্তির পর তিন বৎসর পর্য্যন্ত গতিবিধি পুলিশে জানাইতে আসামীকে আদেশ করিয়াছেন।

আসামীরা একই দলভুক্ত। কোর্ট সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত কালাপ্রসন্ন ভৌমিক সরকার পক্ষে ছিলেন।

জলে ডুবিয়া দুই ভ্রাতার মৃত্যু

সোমবার প্রাতে গঙ্গায় ডুবিয়া দুই ভাইয়ের মৃত্যু হয়। বালক দুইটির নাম—জগদীশ পাইনদার (ওরফে কালি) ও পৃথ্বীশচন্দ্র পাইনদার। তাহাদের বয়স যথাক্রমে ১৩ ও ১১ বৎসর।

প্রকাশ যে, কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকা হইতে দুইটি ভাই ছুটি উপলক্ষে কলিকাতার (২২নং মদন দত্ত লেন, বাগবাজার) মামার বাড়ীতে বেড়াইতে আসে। উহাদের পিতা শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র পাইনদার ঢাকায় বিশিষ্ট উকিল।

সোমবার প্রাতে রথযাত্রা উপলক্ষে দুই ভাই বাড়ীর অভিভাবকের সহিত অন্নপূর্ণা ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে যায়। শুনা যায় যে, সকলের অলক্ষ্যে দুইটি ভাই গভীর জলে পড়িয়া ডুবিয়া যায়।

উহাদের দেহ এখনও পাওয়া যায় নাই।

শ্লোভাক সীমান্তে জার্ম্মাণীর রণসজ্জা

শ্লোভাক সীমান্ত অভিমুখে জার্ম্মাণ সৈন্য চলাচল সপ্তাহের শেষদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল।

বহু সংখ্যক ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ী এবং রসদ ও সমরসম্ভার বোঝাই গাড়ী প্রাগের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে যাইতেছে। সীমান্তে বিশেষ করিয়া গ্রীডতে প্রায় দশ ডিভিশন সৈন্যসমাবেশ করা হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে।

বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সমস্যা

১৯শে জুন কমন্স সভায় বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর এ বাটলার বলেন যে, ভার বেজিল নেভাইলসনকে জার্ম্মাণ গবর্ণমেন্টের নিকট প্রাগের বৃটিশ দূতকে স্বীকার করিয়া লইবার অনুরোধ জানাইয়া একটি বন্দোবস্ত করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গবর্ণমেন্ট যদিও বুঝিতে পারিতেছেন যে, এক্ষণকার বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার বর্ত্তমান অবস্থাকে কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে, তথাপি এক্ষণকার বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার সমস্যা সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের মনোভাবের কোন পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে না। উক্ত প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে গবর্ণমেন্ট এই সমস্যার সহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ফ্রান্স, রুশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও পোল্যাণ্ড প্রভৃতির সহিত সংবাদ আদান-প্রদান করিয়াছিলেন।

——

হিটলার সকাশে ইরাকের দূত

হের হিটলার ইরাকের রাজা ইবন সাউদ প্রেরিত বিশেষ দূত খালিদ আলহুদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন; এরূপ সংবাদ ঘোষিত হওয়ায় এখানে বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছে। বার্খটেশ গাডেন হের হিটলার ও খালিদ আলহুদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় এবং উভয়ে একত্রে চা-পান করেন। বহুক্ষণ ধরিয়া উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়, কিন্তু কি বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল তাহা জানা যায় নাই।

ব্রহ্ম তেলের খনির শ্রমিকগণ

ইয়েনাংয়ং তৈলের খনির চুক্তিভঙ্গ সংক্রান্ত ধর্ম্মঘটকারী শ্রমিক, গবর্ণমেন্ট ও বর্ম্মা অয়েল কোম্পানীর দ্বারা তাহাদের দাবী স্বীকার করাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে গত রবিবার হইতে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। কয়েকজন ব্রহ্মদেশীয় ব্যক্তির আশা যে, তাহারা গত ১৫ জুন রাত্রি হইতে সাত দফা ভাবে অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্ট সমস্ত শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে তদন্তের জন্য দুইটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত-দিল্লীর একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টী অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। [illegible] (অবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ৪৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ভজন-আশ্রয় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৴০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৪৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ অবাঁধা) ১৲
২৬ গীতায় কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭ [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮ বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৴০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৵১০
৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৷০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনকাণ্ড
৪৭। সদাচারস্মৃতি ০/
৪৮। জ্ঞানদর্পণ (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চনদর্পণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাভিষ্য) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিভবম্ ।০
৬৩। নবীন-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভক্তম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড পোয়েম্‌স ৷৴০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। বৈষ্ণবীজম্
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ফুট০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২১ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৮ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৩শে জুন ইং ১৯৩৯, শুক্রবার | ১৮৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ বামন তিথি পর্ব্বোপলক্ষে গৌরাব্দ ৪৫৩

অসাধু সঙ্গে নাম হয় না

শ্রীনাম সাক্ষাৎ কৃষ্ণ। তিনি ভক্ত বা সাধুরই হৃদয়ের ধন। শ্রীনামসেবা—ভগবৎ-সেবা। শ্রীনামরূপ ভগবানের সেবা করিতে হইলে নামসেবকের সঙ্গেই করিতে হইবে। নতুবা শ্রীনামসেবা কে আমাদিগকে শিখাইবে? শ্রীনামের স্বরূপ কে আমাদিগকে জানাইবে? এ প্রাকৃত জগতেও দেখা যায়, মূর্খের সঙ্গে থাকিয়া পাণ্ডিত্য বা শিক্ষা লাভ করা যায় না। সুতরাং অপ্রাকৃত বস্তু শ্রীভগবানের সেবা ভগবৎ-সেবাবিমুখ জীবের সঙ্গে থাকিয়া কি করিয়া লাভ হইবে? তাই গৌরপার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে তবু নাম
কভু নয়॥

অসাধুসঙ্গে কখনও কৃষ্ণনাম উদিত হন না। শ্রীনামসেবকের সঙ্গফলে সেবোন্মুখতা অর্থাৎ সেবা করিবার স্পৃহা বলবতী হইলে শ্রীনাম কৃপাপূর্ব্বক সেবা দান করেন। নামাক্ষর কখনও নাম নহে। শ্রীবিগ্রহ বা শ্রীনামের কোন দোষ নাই। দর্শক ও নামোচ্চারণকারীরই দর্শন বা উচ্চারণের দোষ। আধ্যক্ষিক শ্রীবিগ্রহ দেখিতে পায় না। শ্রীবিগ্রহ তাহাকে বঞ্চনা করেন। তাই সে শ্রীবিগ্রহসেবা করিয়াও ফল পায় না। শ্রীনামসেবা সম্বন্ধেও তাহাই। বহির্ম্মুখের নিকট শ্রীনাম আত্মগোপন করেন, তাহাকে বঞ্চনা করেন।

নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন। শ্রবণ-কীর্ত্তনফলেই কৃষ্ণপ্রেমা উদিত হন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

"শ্রবণ-কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।"

আবার অন্যত্র বলিয়াছেন,—

বহুজন্ম করে যদি শ্রবণকীর্ত্তন।
তবুও না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

তিনি একবার বলিয়েছেন—একবার মাত্র শ্রবণকীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণ-প্রেম উদিত হন, আবার বলিতেছেন, বহুজন্ম শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয় না। মহাজনের বাক্য নির্দ্দোষ। সুতরাং তাঁহার এইরূপ দুইবার দুইরকম বাক্য বলার তাৎপর্য্য কি? ইহার দ্বারা কি বুঝিতে হইবে না যে, বহুজন্ম শুদ্ধকৃষ্ণনাম-শ্রবণকীর্ত্তন হয় নাই পরন্তু নামাপরাধ কীর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। যদি নামই কীর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রেম উদিত হইত। অতএব ফলের দ্বারা কারণ অনুমান করিয়া জানা যাইতেছে যে, বহুজন্মের কীর্ত্তিত নামাক্ষর দেখিতে নামের মত হইলেও নাম নহে, নামাপরাধ মাত্র। প্রামাণ্য ও বাস্তব দেখিতে একরূপ হইলেও যে উভয়ে একরূপ নহে, তাহা উভয়ের ফলপ্রাপ্তি হইতে উপলব্ধি হয়। জোনাকী পোকা দেখিতে আগুনের মত হইলেও উহা গৃহ দগ্ধ করিতে পারে না, কিন্তু দিয়াশলাই বা সামান্য একটী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমস্ত গ্রাম দগ্ধ করিতে পারে। সুতরাং ফলপ্রাপ্তি হইতে বুঝা যায়, কোন্‌টী সত্য সত্য আগুন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বৃথা তর্ক না করিয়া ফলের দিকে লক্ষ্য রাখেন, ইহাই বিবেচন। শাস্ত্র বলেন—

এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপ নাশ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥

শুদ্ধনামের ইহাই ফল। কিন্তু যেখানে নামাপরাধ, সেখানে প্রেমাভাব অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম্মার্থকামই নামাপরাধের ফল। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আমরা পাই,—

হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার।
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি তাহাতে অপরাধ প্রচুর।
কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

শ্রীকৃষ্ণনাম স্বয়ংরূপ কৃষ্ণই। শ্রীনাম কৃষ্ণেরই অধোক্ষজ শব্দ অবতার। "একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং ত্রিধাবির্ভূতম্॥" অতএব অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণ-নাম কখনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারেন না। সাধুসঙ্গে অর্থাৎ সদ্‌গুরুর আনুগত্যে যখন আমাদের জিহ্বা সেবোন্মুখ হয়, তখন স্বতঃপ্রকাশ শ্রীকৃষ্ণাবতারস্বরূপ শুদ্ধনাম আমাদের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ং অবতীর্ণ হন। অন্যথা অন্যাভিলাষী হইয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষী ও প্রাকৃত-সহজিয়া প্রভৃতি বহির্ম্মুখ অসাধুসঙ্গে কখনও নিজ-চেষ্টায় বলপূর্ব্বক নাম উচ্চারণ করিতে পারি না।

প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা', 'চৈতন্য' কহে নিরবধি॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম।
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণ স্বরূপ' দুই ত'
'সমান'॥

সম্বন্ধজ্ঞানরহিত, অপরাধ বর্জ্জিত নামোচ্চারণের নাম নামাভাস। নামাভাস দ্বারা জীব বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করেন। অজামিল নামাপরাধী ছিলেন না। তাঁহার পুত্রোদ্দেশে ছায়া-নামাভাস তাঁহাকে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত করাইয়া মুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। অপরাধ থাকিলে বা অপরাধীর সঙ্গ হইলে হরিনাম কখনই হবেন না। সাধুসঙ্গে—সাধুর আনুগত্যে হরিনাম করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ না করিলে অনর্থ নাশ করা যায় না। সুতরাং যাহারা কপটতা করিয়া অসৎসঙ্গ-ত্যাগের ভাণে নির্জ্জনে হরিনাম করিবার অভিনয় করেন, সেরূপ নির্জ্জনতার অনর্থ দূর হইবে, হরিনাম কোনকালেই হইবে না অসৎসঙ্গে কেন

লাভ হয় না, নির্জ্জনে ভজন কিরূপ, তাহা শ্রীল প্রভুপাদ এবং অন্যান্য আচার্য্যগণ বিশেষভাবে জানাইয়াছেন।

অজামিলের উদাহরণ উল্লেখ করিয়া অনেকে সাধুসঙ্গ বা সাধুর আনুগত্য ব্যতীতও হরিনাম হয়, এ কথা বলিতে চান। তদুত্তরে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন যে,—কেহ যদি বলেন যে, যে সকল ব্যক্তি হৈতাখ্যাতিকাদির ন্যায় বিষয়ে মত্ত হইয়া চরাইয়া বেড়ায়, কে ভগবান, ভক্তি বা কি, কেই বা গুরু—এই সকল কথা স্বপ্নেও জানে না, সেই সকল ব্যক্তিও যদি নামাপরাধশূন্য অজামিলাদির ন্যায় নামাভাসাদির রীতি অনুসারে হরিনাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাদেরও ভক্ত অর্থাৎ সাধুসঙ্গ না হইলেও উদ্ধার হইতে পারে। তদুত্তরে বক্তব্য—ইহারা, ইহাদের পূর্ব্বজন্মে তাহাই ভজন এবং সেই ভজনের উপদেষ্টাই গুরু (সাধুশ্রেষ্ঠ), অজামিলও ভক্তগণের পূর্ব্বে পূর্ব্বে শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছিল, এতদ্রূপ বিবেকবান্ হইয়াও কৃষ্ণনামস্বরূপ মহামন্ত্র (বেদোপম) রসনা স্পর্শমাত্রেই ফল দান করে, দীক্ষা, সৎক্রিয়া, পুরশ্চর্য্যাদির বিধিকে কিছুমাত্রও অপেক্ষা করে না এই শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্টে এবং অজামিলাদির গুরুকরণ ব্যতীতও নামাভাসে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন যে, আবার গুরুকরণাদির প্রয়োজন কি, নামাভাসাদির দ্বারাই ত' অনায়াসে ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে—এইরূপ মননশীল ব্যক্তিগণ গুরুঅবজ্ঞা-লক্ষণরূপ মহাপরাধ হইতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সেই জন্মে বা জন্মান্তরে তাহাদের অপরাধ ক্ষয় হওয়ার পর শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিলে অর্থাৎ মহান্ গুরু বা সাধুসঙ্গে আনুগত্য হইলেই তাহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব হয়।

এই সিদ্ধান্তে কি শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ... সাধুসঙ্গের অত্যাবশ্যকতার কথা প্রদর্শন করিলেন না? ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, সাধুসঙ্গ ব্যতীত কখনই কৃষ্ণনাম হইতে পারে না। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করি, কৃষ্ণভক্ত অঙ্গ হেরি,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন।

নামাপরাধের মূলই—দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি। অহং-মমাদি বুদ্ধি হইতেই সাধুনিন্দা অর্থাৎ অসাধুকে সাধুজ্ঞান ও প্রকৃত সাধককে অসাধুজ্ঞানে গুরুর অবজ্ঞা প্রভৃতি অপরাধ হইয়া থাকে। জগতে আমার কিছু আছে,—এইরূপ অস্মিতাযুক্ত ব্যক্তির মুখে হরিনাম কীর্ত্তিত হয় না। 'আমি তৃণের অপেক্ষা সুনীচ'—এই অপ্রাকৃত অভিমান যাঁহাদের আছে, সেই তৃণাদপি সুনীচ সজ্জনগণই কৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকারী। সেই অকিঞ্চন ব্যক্তির সেবোন্মুখ জিহ্বাতেই শ্রীনাম উদিত হন। অজামিলের দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি সাধুজনবর্জ্জিত, অপরাধবর্জ্জিত নামাভাসফলে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া—উচ্চাদি অসৎসঙ্গ ত্যাগ পূর্ব্বক দেহ-সম্বন্ধীয় পুত্রাদির যেরূপ সমস্ত বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া হরিদ্বারে গমন করার পর বিষ্ণুকিঙ্কর অর্থাৎ সাধু বা বৈষ্ণবসঙ্গলাভে তাঁহাদের নিকট নিষ্ঠা ভাগবতধর্ম্ম অবগত হইয়া অধিকতর ভক্তিমান্ ও ভগবানে পরম-শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হন এবং বিষ্ণুমন্দিরে ভজননামকীর্ত্তনাদির দ্বারা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া স্বরূপসিদ্ধির পর বস্তুসিদ্ধিলাভ করেন। অতএব অসাধুসঙ্গে যে কখনই শুদ্ধনাম হইতে পারে না, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

গুণ্ডিচা-মার্জ্জন-লীলা-রহস্য

—০:০:—

ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু যে গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জ্জন-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ অনুভাষ্যে এইরূপ জানাইয়াছেন,—

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই লীলাটির দ্বারা এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে যদি কোন সৌভাগ্যবান্ জন স্বীয় হৃদয় সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হৃদয়ের মল ধৌত করা উচিত, হৃদয়টিকে নির্ম্মল, শান্ত ও স্নিগ্ধোজ্জ্বল করা আবশ্যক। হৃদয়ে কণ্টকপূর্ণ তৃণ বা আবর্জ্জনা, ধূলি ও কঙ্করাদিরূপ অনর্থ কিছুমাত্র থাকিলেও পরমশান্ত ভগবান্কে বসান যায় না। হৃদয়ের ঐ মল বা অনর্থগুলি অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলেন,—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

যেখানে অন্তরে অন্যাভিলাষ জ্ঞান-কর্ম্ম যোগাদি বা ভক্তিপ্রাতিকূল্যভাব দ্বারা হৃদয় লিপ্ত থাকিলে ভক্তি আবৃত হইয়াছে, সেখানে শুদ্ধভক্তি নাই। শুদ্ধসত্ত্বময়ী শুদ্ধভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণের আবির্ভাব হয় না।

অন্যাভিলাষ অর্থাৎ 'জগতে বড়লোক থাকিব, কেবল নিজ ইন্দ্রিয়ের তর্পণই করিব,' এইরূপ ইতর অভিলাষ—উহা কণ্টকময় তৃণের ন্যায় শুদ্ধজীবের সুকোমলা হৃদ্বৃত্তি কোমলাঙ্গকে বিদ্ধ করে। কর্ম্মচেষ্টা অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা 'স্বর্গাদি উচ্চলোকে সুখভোগ করিব'—এইরূপ বাসনাময়ী ক্রিয়া; উহা—ধূলি-সদৃশ। কর্ম্মাবর্ত্তের ঘূর্ণিবায়ুতে বাসনারূপ ধূলিরাশি আমাদের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল হৃদয়-দর্পণকে আবৃত করিয়া দেয়। সৎ ও অসৎকর্ম্মের বাসনারূপ অসংখ্য ধূলিরাশি হরিবিমুখ জীবের হৃদয়কে কত জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া মলিন করিয়াছে, তাই তাহার কর্ম্মবাসনা দূর হইতেছে না।

হরিবিমুখ জীব মনে করেন, কর্ম্মের দ্বারা শোধ হয় কর্ম্মবাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু ঐ ধারণা ভুল; তৎপরবর্ত্তী হইয়া ন কেবল আবদ্ধ হইতে থাকেন মাত্র। হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে যেমন হস্তী আবার গায়ে ধূলি মাখিয়া থাকে, তদ্রূপ কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মবাসনা বিদূরিত হয় না। একমাত্র কেবলা ভক্তিদ্বারাই জীবের সমস্ত অসুবিধা দূর হয়, তখন তাঁহার সেই নির্ম্মল হৃৎসিংহাসনেই শ্রীভগবান্ বিশ্রাম-যোগ্য স্থান লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য ভক্ত কবি গাহিয়াছেন—"ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।"

নির্ব্বিশেষ ও কৈবল্যযোগ বা জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা—ঠিক কঙ্করের মত। উহারা শ্রীহরির সেবাদি বা সেবা ত' দূরের কথা, শ্রীহরির দেহে কেবল বিদ্ধ করিবারই প্রয়াস করা হয়। যদিও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুসন্ধানে প্রথমে মুমুক্ষু অবস্থায় শ্রীহরির নামাদি গৌণভাবে স্বীকার করা হয়, কিন্তু মুক্ত বা ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠানকালে তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না; সুতরাং ভগবান্ তাদৃশ দুর্ভাগা নির্ব্বিশেষবাদীর হৃদয়ে আবির্ভূত হন না। সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর ঐসকল তৃণ, ধূলি, কঙ্করাদি মার্জ্জনাদি দ্বারা ভগবন্মন্দিরের চতুঃসীমানায়ও রাখিলেন না; পরন্তু নিজ বহির্বাস-দ্বারা তৎসমুদয় বাহিরে ফেলিয়া দিলেন—পাছে বাতাসের সহায়তায় ঐসকল আবর্জ্জনা পুনরায় শ্রীমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে।

অনেক সময় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চেষ্টা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মল থাকিয়া যায়। উহাকে 'কুটিনাটি', 'প্রতিষ্ঠাশা', 'জীবহিংসা', 'নিষিদ্ধাচার', 'লাভ', 'পূজা' প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 'কুটিনাটি'-শব্দে—কপটতা, প্রতিষ্ঠাশা-শব্দে—নির্জ্জনভজনাদি বা দুষ্কৃতি দ্বারা 'নির্ব্বোধ লোক আমাকে একজন বড় সাধু বা মোহান্ত বলুক' এইরূপ জড়ীয় সম্মানাদির আশা, অথবা বিষয়ভোগক্রমে স্বার্থপূরণোদ্দেশে কাঠিন্যপ্রাপ্ত হৃদয়ে কৃত্রিম বিকারাদি ভাবাভাস প্রদর্শনদ্বারা 'ভক্ত' বা 'অবতার' সাজিবার আশা, জীবহিংসা শব্দে শুদ্ধভক্তি-প্রচারে কুণ্ঠা বা কৃপণতা, মায়াবাদী কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে প্রশ্রয় দেওয়া বা তাঁহাদের মন রাখিয়া কথা-বলা, লাভ পূজা-শব্দে ধর্ম্মের নামে হরিনাম-মন্ত্র বিগ্রহ ও ভাগবতজীবী হইয়া নির্ব্বোধ লোককে ঠকাইয়া ধনাদি অথবা সম্মান-প্রাপ্তি, নিষিদ্ধাচার শব্দে স্ত্রীসঙ্গ এবং কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্তের সঙ্গ বুঝায়।

এইরূপে একবার বহুদিনের সঞ্চিত বড় বড় কাঁকর, তৃণ, ধূলিরাশি প্রভৃতি ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর দুই দুইবার করিয়া মন্দিরের সর্ব্বপ্রান্তে মার্জ্জন ও জলধারা প্রক্ষালন করিবার পর, যদি কোথাও আবার কোন সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তজ্জন্য তিনি নিজের পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া শ্রীমন্দির ও ভগবৎপীঠস্থানরূপ সিংহাসন মার্জ্জন করিতে লাগিলেন

এত করিয়া প্রক্ষালন মার্জ্জন-ঘর্ষণাদির পর শ্রীমন্দিরে আর ধূলিকণার লেশ, এমন কি, একটী সূক্ষ্ম দাগও নাই, শ্রীমন্দিরটী স্ফটিকবৎ নির্ম্মল, কেবল তাহাই নহে, আবার সুশীতলও হইল অর্থাৎ সাধকের হৃদয়টী রবিতপ্ত-মরুভূমি সম তাপহীন অর্থাৎ বিষয়ভোগবাসনা-জনিত আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ানল জ্বালা-রহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার হৃদয় হইতে অন্যাভিলাষ ও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টারূপা ভুক্তি মুক্তি-কামনা নিদূরিত হইয়া আত্মবৃত্তি শুদ্ধভক্তি প্রকটিত হইলে উহা এইরূপই শান্ত ও সুশীতল হয়।

অনেক সময় সমস্ত কামনা-বাসনা বিদূরিত হইলেও হৃদয়ের কোন কোন অজ্ঞাত কোণে এক একটি সূক্ষ্ম দাগ লাগিয়া থাকে, তাহা নির্ব্বোধ জীব বুঝিতে পারে না; উহাই 'মুক্তিকামনা'। নির্ব্বিশেষবাদীর সাযুজ্য-মুক্তি-কামনা ত' দূরের কথা, অপর চতুর্ব্বিধ মুক্তিকামনারূপ সূক্ষ্মদাগকেও শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় বস্ত্রদ্বারা ঘষিয়া উঠাইলেন।

এইরূপে শ্রীগৌরসুন্দর, কিরূপে সাধক স্বীয় হৃদয়কে বৃন্দাবনরূপে পরিণত করিয়া

স্বয়ংই কৃষ্ণের স্বচ্ছন্দ-বিহার-স্থল করিবার জন্য কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছার জন্য মহোৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে করিতে কৃষ্ণার্থে স্বহস্তে মার্জ্জন করিবেন, তাহা জীবের মঙ্গলার্থে আপনাকে জীবাভিমান করিয়া জগদ্‌গুরুরূপে স্বয়ং শিক্ষা দিতে লাগিলেন—"যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তিসংযোগেনৈব"। মহাপ্রভু প্রতি ভক্তের নিকটে গিয়া হাতে ধরিয়া মন্দির-মার্জ্জন-সেবা শিক্ষা দিতে লাগিলেন। যাঁহার কার্য্য ভাল হইতেছে, তাঁহাকে প্রশংসা এবং যাঁহার সেবা কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিকারী শ্রীরাধার ভাবস্ববলিত প্রভুর নিজ-মনোমত হইতেছে না, তাঁহাকেও পবিত্র ভর্ৎসনপূর্ব্বক হাতে ধরিয়া কৃষ্ণসেবা প্রণালী শিক্ষা দিলেন। শুধু তাহাই নহে, চৈতন্য-শিক্ষাষ্টক ভজনকৌশল, অন্যস্থানে ভক্তিযোগযুক্ত তজ্জনের ভক্তগণকে অপর বিমুখ জীবগণের আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্যও আদেশপূর্ব্বক উৎসাহান্বিত করিলেন। আবার যিনি যত বেশী পরিমাণ অন্তর্ব্বাণি হৃদয় হইতে আহরণ পূর্ব্বক পরিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি তত বেশী প্রভুপ্রিয় হইবেন এবং যাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি সাধারণ বহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে শান্তিস্বরূপ হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবাই বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শাস্ত্র বলেন,—দুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুর আশ্রয়গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যাহারা অসাধুকে সাধু বুদ্ধি বলিয়া ভ্রম করে, তাহারা কামাদিকে হস্তগত ফাঁকি দিবার জন্য অন্ধকারের মধ্যেই পড়িবে। অন্য লোকের আলোচনায় দরকার নাই। তবে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিতে গেলে অন্য-বক-ধার্ম্মিকের কথা আসিয়া পড়ে। যাহা হউক সমস্তই ভগবানের পরীক্ষা। কাল কাল, সমস্তই সম্ভব!

ভক্তিবিদ্বেষী বিবাদগণ সর্ব্বদাই তাহাদের নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে গোঁড়ামি করিবে। আমরা তাহা সহ্য করিয়া পৃথক্ থাকিব। শ্রীল বাবাজী মহারাজ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সকলের হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া যে সকল ব্যক্তি গুরুদ্রোহাচরণ করে, তাহারা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইবে।

জগতের লোকেরা কখনই অন্যায় হইতে দিবেন না,—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ আমাদের মঙ্গলের জন্য সকল বিধান করিয়া থাকেন—ইহা বিশ্বাস করি। নাস্তিকেরা কখনই জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। দিনকতক তাহারা লাফালাফি করিয়া পরিশেষে বৈবশ্যসনে ঠাণ্ডা হইয়া যায়। সমস্তই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

কোন ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তি ধর্ম্মের উপদেশ দিবেন, ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিবেন, আর আমরা বৈষ্ণবদাস হইয়া তাহার সেই মনকপোল কল্পিত প্রাকৃত সাহজিক ব্যাখ্যা স্বীকার করিব—ইহা কখনই হইতে পারে না। কোন নগর-বিশেষের কেন, পৃথিবীর সকল গ্রামবাসীরাও যদি একযোগে ধর্ম্মধ্বজীর মত সমর্থন করে, তাহা আমরা কোনও দিনই স্বীকার করিতে বা প্রশ্রয় দিতে পারি না।

বৈষ্ণবের ও ভাগবতের গুরুর অবজ্ঞা সহ্য করা কেবলমাত্র পাপ নহে,—আত্মার অধঃপাতকারক অপরাধ,—ইহা আমরা জানি। ইহাতে সমগ্র জগৎ আমাদের বিরোধী হইয়া যাউক, তাহাও আমরা সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিব।

গুরুবর্গের অসম্মাননা দেখিয়া 'গৌড়ীয়-সম্পাদক', 'নদীয়াপ্রকাশ'-সম্পাদকগণ যদি চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিশুদ্ধ গুরুসেবার ব্যাঘাত হয়।

আমাদের আদর্শ-চরিত্রে অন্য লোক যাহাতে অন্য প্রকার দর্শন না করে তজ্জন্য আমরা যেন সর্ব্বদা সতর্ক হই। কোমল-শ্রদ্ধগণের প্রতিপদেই বিপদ্। তাঁহারা অন্তর্দর্শী নহেন, কেবল বাহ্যাকৃতি দেখিয়াই বিচার করেন।

আমার পরম শত্রুর মঙ্গল প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ আমার না হয়। যে সকল পাষণ্ডের অর্থলোভ আছে, অর্থাৎ যাহাদের অর্থসংগ্রহ করিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা ও কনককামিনীভোগে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা আছে, যেন সেই সকল পাষণ্ডের মুখদর্শন আমাকে জীবনের শেষ কয়টা দিন আর করিতে না হয়।

একখানি পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সিতাপুর
২৫।৫।৩৯

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ-প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন,—

* * প্রভো,

আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র যথা সময়ে প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। শ্রীগুরুদেব নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী। আপনারা তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক। আপনি শ্রীশ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম ও শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর পাদপদ্ম ত্যাগ করিবেন না। আমি যদিও কখন দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের শ্রীচরণ ত্যাগ করি, কিন্তু তথাপি আপনি তাঁহাদের শ্রীচরণ ত্যাগ করিবেন না; মায়া অতিশয় প্রবল। কখন কোন্ স্রোতে ভাসাইবার চেষ্টা করিবে ঠিক নাই। অতএব আমার কোন কথায় বিশ্বাস না করিয়া শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাঁহার আনুগত্য করিবেন। তিনি যেখানে যেভাবে রাখেন তথায় সেইভাবে থাকিয়া সেবা করিবেন। তাহাই হরিসেবা। মুক্তপুরুষগণকে চেনা কঠিন। তাঁহারা কখন কি কার্য্য করেন বুঝা যায় না। তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যই হরিসেবাময়। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ বুঝিতে না পারিয়া অপরাধ করিলে নরক অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য-লক্ষণ দেখিয়া আচার্য্য চিনিবার কথা শাস্ত্রে থাকিলেও তাঁহাদের কৃপা ব্যতীত তাঁহাদিগকে চেনা যায় না। ইহাতে সন্দেহ হইলে আমাকে জানাইবেন। মায়া বহুবিধরূপে জাল বিস্তার করিতেছে। আপনি নিজ ভজনোন্নতির চেষ্টা করিবেন। নিত্যস্বরূপপ্রাপ্তির জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিতে হইবে। প্রত্যহ আত্মপরীক্ষা করিবেন। কেহ থাকিলে তাঁহার সহিত হরিকথা আলোচনা করিবেন। নতুবা নিজে গ্রন্থাদি আলোচনা করিবেন। অন্তরে কৃষ্ণের সেবার জন্য উদ্‌গ্রীব থাকিবেন। লোক-লোচনে মঠমন্দির যাহা প্রকাশিত হইয়াছেন তাহা কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রকট থাকিতে পারেন, নাও থাকিতে পারেন কিন্তু জীবন্ত মঠমন্দির-স্বরূপ শ্রীল আচার্য্যদেব ও তাঁহার অনুগত জনগণ আছেন ও থাকিবেন। ভক্তিবিনোদ-ধারা নিত্য। বহুজীবের পতন আছেই, তাহা দেখিয়া বিচলিত হইবেন না। বাহিরের মঠমন্দিরের সেবা আচার্য্যের আনুগত্যে হইলেই কৃষ্ণসেবা। নতুবা তাহা কৃষ্ণসেবা নহে,—মায়ার সেবা। আচার্য্যদেবই আমাদিগকে প্রভুপাদের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ। এ ক্ষমতা অপরের নাই। ইহা নিশ্চিত ও ধ্রুবসত্য জানিবেন। অতএব গুরুবৈষ্ণবচরণে কৃপা পাওয়ার জন্য অন্তরে নিষ্কপট দৈন্য পোষণ করা দরকার। সকলকে সব কথা বলার দরকার নাই, যদি তাহার অধিকার না হয়। সকলকে আমার দণ্ডবৎ প্রণাম জানাইবেন।

শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুরের অপ্রকট মহামহোৎসব

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে গত ১৭ই জুন শনিবার কলিকাতা (বাগবাজার) শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চবিংশতিতম অপ্রকটতিথিপূজা মহোৎসব হরিকীর্ত্তনমুখে সম্পন্ন হয়।

ঐ দিন মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যারাত্রিক পর্য্যন্ত সমস্ত দিন ব্যাপী বিভিন্ন মঠসেবকগণ "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" ও "ভক্তিবিনোদ বাণীবৈভব" গ্রন্থদ্বয় পারায়ণ করেন। মধ্যাহ্নে সেবকগণ একটী উচ্চবেদীর উপর নানা বর্ণের বস্ত্র, পত্র, পুষ্প ও মাল্যাদির দ্বারা ঠাকুরের আলেখ্য অতিসুন্দরভাবে সজ্জিত করেন। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তনের পর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু "শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ" সংখ্যা "গৌড়ীয়" হইতে "শ্রীশ্রীগৌরজনবিরহতিথি" প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সাত্বতবিধানে শ্রাদ্ধ

গত ১৮ই জুন রবিবার খুলনা জেলার অন্তর্গত বেলফুলিয়া নিবাসী গৌড়ীয়মঠাশ্রিত শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী মহোদয় তাঁহার সহধর্ম্মিণীর শ্রাদ্ধকার্য্য একাদশাহে আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথ-মন্মথ দাস কাব্যতীর্থ মহোদয়ের পৌরোহিত্যে সাত্বতবিধানে সম্পন্ন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শাখা
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-[illegible] 'নদীয়া প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্র আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রচারকবৃন্দ-সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ত্রৈমাসিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
ভাটিপাড়া —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাসাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গণেশমহল্লা, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—নেপালী,
পোঃ [illegible], জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৩৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল রোডে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) কভুর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-প্রচার-মন্দির
পোঃ [illegible], মন্দার

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০		৷৵০	।০
" ইঞ্চি ২৲			১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷০ তিন আনা।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টি বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের [illegible] "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা হইতে, শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কালানুক্রমে প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কালানুক্রমে সংকলিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দসূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদি সহিত মুদ্রিত ও [illegible] বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—[illegible], বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] খোলা। শিক্ষকগণ [illegible] ও [illegible]। নিরাশ্রয় ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, [illegible] ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] তীর্থ মহারাজ [illegible] ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান—[illegible], শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমদ্ [illegible] গৌড়ীয়াচার্য্য [illegible] পরমহংসকুলচূড়ামণি [illegible] ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] ও [illegible] পরিপ্রশ্ন [illegible] ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি এ প্রভুপাদের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া [illegible] এবং তাহার কতকাংশ গৌড়ীয়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালের বহু [illegible] সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাঠক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলা-চরিতা-মৃত-পানে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রামাণ্য দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাশীঃ মুখবন্ধ (Forward), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces). বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দার্থ ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বঙ্গের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পাল পোড়াগাছা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় সর্ব্ববিদ্যাবিভূষিত সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১১০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৩	৬ ২৩	৭-০৬	১২-২৩	১৪-৫৩	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৪	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৩	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৩	৯-২১	১১-৫১	১২-১৩	১৪-১৩	১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩১	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর— ৯ই আষাঢ় ১৩৭৬, ২৪শে জুন, ১৯৬৯ · শনিবার | ৯৯শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

যুক্তপ্রদেশ প্রস্তাবিত আইন

বৈদিশালে গবর্ণমেন্ট ও অধিবাসীদের মধ্যে প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। অধিবাসীগণ একটি আপোষ আলোচনা কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন এবং মন্ত্রীর ঘরে ও স্বরাষ্ট্র ইংরেজ প্রভৃতি উপদেষ্টাগণ কমিটিকে সাহায্য করিতেছেন। আপোষ-আলোচনা কমিটি এবং প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহা গোপন রাখা হইয়াছে। তবে এইরূপ জানা গিয়াছে যে, পার্লামেন্ট এবং ব্যবস্থাপক সভায় যে প্রস্তাবিত বিল পাশ করা হইয়াছে, তাহার অমূল পরিবর্তন সম্পর্কে অধিবাসীগণ ব্যাপক দাবী করিয়াছেন। অধিবাসীগণ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করেন এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ একটা মাঝামাঝি আপোষ রফা করিতে প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু যুক্তপ্রদেশের প্রকৃত সমস্যা যেরূপ অদ্ভুত রকমের তাহাতে গবর্ণমেন্ট প্রস্তাবিত বিলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ সম্পর্কে কোনপ্রকার সংশোধন করিতে রাজী হইবেন কিনা তাহা বলা কঠিন। তাহা করিতে গেলে যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থা মহল হইতে প্রবল প্রতিবাদ আসিবে। কারণ বামপন্থগণ প্রস্তাবিত বিলের পরিবর্তন ভাব দেখিয়া পূর্ব হইতেই অসন্তুষ্ট হইয়া আছেন। সুতরাং রাজনৈতিক মহল আপোষ মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখিতেছেন না। অতএব বৈদিশালে সংশোধন সম্পর্কে নৈরাশ্যজনক সংবাদই পাওয়া যাইতেছে।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে মোটর দুর্ঘটনা

সোমবার রাত্রি ১টার সময় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট শ্রীমানী মার্কেটের সম্মুখে পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক একজন লোক মোটর চাপা পড়ে। লোকটিকে বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া মনে হয়।

আহত ব্যক্তিকে অবিলম্বে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এম্বুলেন্সে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালে ভর্ত্তি করাইবার পরেই লোকটি মারা যায়।

পরের ফটো গ্রহণ করিয়া শব ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য উহা শব ব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করা হয়।

জোড়াসাঁকো পুলিশ ঐ দুর্ঘটনার সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে। লোকটির সনাক্তকরণ সম্পর্কে সংবাদ কেহ জানিলে তাহা উক্ত থানায় জানাইবার জন্য পুলিশ অনুরোধ জানাইয়াছে। মৃতের ফটো থানায় দেখিতে পাওয়া যাইবে।

কুষ্টিয়ার পল্লীতে ডাকাতি

কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন কুমারখালি থানার অন্তর্গত তালুকা গ্রামে গুরুদাস কুণ্ডু নামক জনৈক গৃহস্থের বাটীতে কয়েকদিন হইল এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গভীর রাত্রিতে ১০।১২ জন লাঠিধারী ডাকাত আসিয়া গৃহস্বামীর নিকট চাবি চাহে ও নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া গৃহস্বামী চাবি দিতে বাধ্য হয়। চাবি পাইয়া দস্যুদল বাক্স খুলিয়া নগদ ও অলঙ্কারে সহস্রাধিক মুদ্রা, থালা বাসন এবং চাউলের বস্তা লইয়া উধাও হয়। গৃহস্বামীর চীৎকারে প্রতিবেশীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া দস্যুদলের কোনও সন্ধান পায় না। প্রকাশ, সন্দেহক্রমে পাঁচজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। জোর তদন্ত চলিতেছে। এই ঘটনায় এতদঞ্চলে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখার্জি

৩রা জুলাই কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ এস কে ঘোষ অবসর গ্রহণ করিবেন। তাঁহার স্থলে উক্ত হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি মিঃ বিজনকুমার মুখার্জি হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হইবেন।

ঢাকায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

নারায়ণগঞ্জের বেঙ্গল জুট কোম্পানীর গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় দশ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে। গুদামটি একেবারে ভস্মীভূত হইয়াছে। গত শনিবার রাত্রে এই দুর্ঘটনা হয়। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায় নাই।

চক গবর্ণমেন্টের বন্দিগণ

ভূতপূর্ব চেক-শ্লোভাক গবর্ণমেন্ট কর্তৃক রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত অনেকের .ব সকল অভিযোগ গঠিত হইয়াছিল, বেন রিটেন উহাদের সকলের মুক্তির আদেশ দিয়াছেন। বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার রাজনৈতিক বন্দিগণও সর্ব্ব সাপেক্ষভাবে এই আদেশের আমলে আসিবে। কেবলমাত্র জার্মাণ রাষ্ট্রদ্রোহিগণ এই আদেশের আমলে আসিবে না।

ইবনসৌদের সহিত ব্রিটেনের বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ

লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল হইতে তৈল সরবরাহ সম্পর্কে সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে ব্রিটেন রাজা ইবনসৌদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন। এই সম্পর্কে ইবনসৌদের সেক্রেটারী ব্রিটেনের অতিথি হিসাবে বাকিংহাম প্যালেসে অবস্থান করিতেছেন। জাপানীর সহায়তায় ইবনসৌদ নিজ সামরিক শক্তিকে আধুনিক প্রথায় সজ্জিত করিয়া লইতে সমর্থ করিতে চাহেন, তদুপরি রাজ্যের বিস্তার সাধন করিয়া লইবার মতলবও তাঁহার আছে। প্যালেষ্টাইনের অবস্থা দৃষ্টে বৃটেন অপেক্ষা জাপানীদের নিকট হইতেই অধিকতর সাহায্য পাইবেন বলিয়া তিনি আশা করেন।

দারকেশ্বরের সেতু ভগ্ন

বিষ্ণুপুর মহকুমার সংলগ্ন দারকেশ্বর নদীর উপর যে অস্থায়ী সেতু ছিল, তাহা ১৭ই জুন প্রবল বন্যার ফলে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

গৌড়ীয়ের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরিব্রাজকবর্গ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিশদ সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধ-গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আলেখ্য চরিতকথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদেবের পরিব্রাজক গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাথ এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৬৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (যন্ত্রস্থ) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (যন্ত্রস্থ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ৪৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্
১৮। ভজন-আলবার
১৯। তত্ত্ববিবেক
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়শিক্ষা ৷৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকণা ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (নূতন সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৸
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। [illegible] ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যসহিত) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। নবীন শিক্ষাদর্শনম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাস্তবঃ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপঞ্চিকা ৵০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ
৬৯। এ ভিজিট [illegible]
৭০। নামভজন
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। [illegible] অ্যাণ্ড আনব্যালেন্সড ডিভোশন ।০
৭৮। [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। [illegible] ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২২ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৯ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৫শে জুন ১৯৩৯, রবিবার ১১৭ সংখ্যা

ভক্তিবিনোদ-বিরহ উৎসব

---ঃ(০)ঃ-

শ্রীবিদ্যাশিল্পি-গৌড়ীয়মঠে

গত ২রা আষাঢ় শনিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চবিংশ বিরহ-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতঃ ৪। ঘটিকা হইতে গুর্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও গুরুবন্দনা ইত্যাদি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় একটী মহতী সভা আহূত হয়। মঠোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম এ,বি-এল, শ্রীপাদ অপ্রাকৃত সেবাকোবিদ এবং শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় জীবতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, সম্বন্ধ এবং আমায়বাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া সজ্জনবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। সভাভঙ্গের পর প্রায় ৫০০ শত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। তন্মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নাম প্রদত্ত হইল।

রায় বাহাদুর উপেন্দ্রলাল রায় এম-এ, বি-এল, শ্রীযুত ধীরেন্দ্রচন্দ্র বসু উকিল, শ্রীযুত বি, নন্দী (প্রোপ্রাইটার বি নন্দী এণ্ড কোং), শ্রীযুত বি, চন্দ্রমোহন উকিল, (জমিদার ও ব্যাংকার), শ্রীযুত নবীনচন্দ্র ঘোষ কবিরাজ, শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র রায় উকিল, মিসেস্ ডি, মুখার্জি লেডি ডাক্তার প্রভৃতি।

ময়মনসিংহে

ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ১৭ই জুন শনিবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-অপ্রকটতিথিপূজা মহাসমারোহে হরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনের পর গুরুবন্দনা, গুর্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবন্দনম্' এবং 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর', প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হইলে পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়। অনন্তর মহামন্ত্রকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দিরপরিক্রমা করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্বে নাট্যমন্দিরে মঞ্চোপরি শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আলেখ্য স্থাপনপূর্ব্বক নানাবিধ মূল্যবান্ বস্ত্রাদি, সুগন্ধি পুষ্পমালা এবং বৈদ্যুতিক আলোকমালার দ্বারা সুশোভিত করা হয়। অনন্তর সন্ধ্যারাত্রিকের পর যথারীতি কীর্ত্তনান্তে ঠাকুরের অভিমর্ত্ত্য চরিত্র এবং 'ঠাকুরের দান' সম্বন্ধে একটী মহতী সভাতে বহু কথা কীর্ত্তন হয়। শ্রীপাদ উৎক্রম দাসাধিকারী প্রভু ও শ্রীপাদ হরীন্দু ব্রহ্মচারীজী ঠাকুরের গুণাবলী কীর্ত্তন করেন এবং নদীয়াপ্রকাশ ও গৌড়ীয় হইতে ঠাকুরের বিষয় পাঠ করেন। বক্তৃতান্তে 'হরি হরি, কবে মোর হবে হেন দিন' মহাজন পদাবলী ও গোপীনাথের বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় সমাগত প্রায় দেড়শত ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গয়ায়

শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে গত ১৮ই জুন, ২রা আষাঢ় রবিবার গয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব হরিকীর্ত্তন মুখে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে মঙ্গল আরাত্রিকের পর গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীমদ্‌গোবিন্দ ব্রহ্মচারী ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থ পাঠ করেন।

পুনরায় বেলা ১০ ঘটিকা হইতে প্রায় ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয় এবং দিবসের শেষ বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত 'গৌড়ীয়' ও 'নদীয়াপ্রকাশ' আলোচনা করা হয়।

রাত্রে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী গৌড়ীয় ১২ খণ্ড ৩০শ সংখ্যা হইতে "শ্রীল ভক্তিবিনোদ ও বিশ্বশান্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে ঠাকুরের জীবনী, তাঁহার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও মানবজাতির প্রতি তাঁহার অপূর্ব্ব অবদান সম্বন্ধে অর্থ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করা হয়।

রাত্রি ১০ ঘটিকার পর সমবেত কতিপয় স্থানীয় গৃহস্থভক্ত ও সজ্জন ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় উৎসবটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যভাগবত অথবা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

চট্টগ্রামে প্রচার

চট্টগ্রাম কদুরখিল নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যরাম চৌধুরী মোক্তার ও শ্রীযুক্ত ভক্তিভূষণ চৌধুরী প্রমুখ সজ্জনবৃন্দের একান্ত আগ্রহ ও আহ্বানে চট্টগ্রাম শ্রীপুণ্ডরীক গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় [illegible] ব্রহ্মচারী ও [illegible] ১০ই [illegible] তারিখে তথায় প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন। অধ্যাপক শ্রীপাদ সুন্দর [illegible], শ্রীপাদ চৈতন্যচরণ দাসাধিকারী ও শ্রীপাদ জগমোহন দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া প্রচারকগণের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। ১০ই তারিখে সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে [illegible] পাঠ হইয়াছিল। ১১ই তারিখে সন্ধ্যায় স্থানীয় 'সমবায়' ভবনে প্রথমে 'মানবজীবনের কর্ত্তব্য' বিষয়ে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল বক্তৃতার পর ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ চৌধুরী বি এ, হেড-মাষ্টার কদুরখিল হাইস্কুল, শ্রীযুক্ত [illegible] নাগ এম-এ, বি টি হেডমাষ্টার [illegible] হাইস্কুল, শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী বি-এ শিক্ষক কদুরখিল হাইস্কুল, শ্রীযুক্ত সুধাংশুবিমল দাস বি-কম্, শ্রীযুক্ত [illegible] চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত [illegible] দাস বি এ, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রলাল চৌধুরী বি এ, শ্রীযুক্ত হরিকৃষ্ণ চৌধুরী বি-এ, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর চৌধুরী বি-এ, শ্রীযুত [illegible]কুমার নাগ বি-এ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস মোক্তার, শ্রীযুক্ত সত্যরাম চৌধুরী মোক্তার, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ তর্করত্ন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত অপর্ণাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

মায়াপুরে কল্যাণ [illegible]। বায়ু-গুরু-কৃপা বিনা না [illegible]।

"মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন, ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না হলে কোনও দিন ভগবানের নাম [illegible] হ'ত না। সাক্ষাৎ ভগবানকে যেরূপ বিচার করবে গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার করবে, কোন ভাবে নর মনে করবে না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ বামন [illegible] ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে

ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থা আবহমান-কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল ব্রহ্মচর্য্য-পালন বিষয়ে লোকেই উদাসীন। [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। তাই [illegible] অকালে মৃত্যুমুখে পতিত, মুখে হাসি নাই, বলে শক্তি নাই, উৎসাহ নাই। ব্রহ্মচর্য্যহীন [illegible] ব্যক্তিগণের আর [illegible] নাই। অতীতের প্রধান যুগ [illegible] ব্রহ্মচর্য্য-পালন যেখানে নাই, স্বেচ্ছাচারিতা বা [illegible] ও [illegible] চলিতেছে, [illegible] চেষ্টা বা [illegible] যেখানে নাই, [illegible] চেষ্টা কই, যেখানে [illegible] হইবে? যদি যেখানে [illegible] যেখানে [illegible] সেখানে [illegible] কোথায়? এ সকল বিষয় [illegible] আলোচনা করা উচিত নহে কি?

ব্রহ্মচর্য্য [illegible] সাধারণ লোক বীর্য্য-ধারণ বা স্ত্রী-মৈথুন-বর্জ্জনকেই বুঝিয়া থাকে। [illegible] দর্শন, স্পর্শন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই আটপ্রকার মৈথুন। এই অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-বিরহিতই ব্রহ্মচর্য্য। সাধারণ লোকের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে এই পর্য্যন্তই ধারণা। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের গূঢ় অর্থ [illegible] না [illegible]। পরব্রহ্ম [illegible] ব্রহ্মচর্য্য। [illegible] ব্রহ্মচর্য্য নহে, এই [illegible] নিত্য। [illegible] নাই। এক টাকার মধ্যে যেমন তাহার টাকা অন্তর্গত আছে, সেইরূপ এই [illegible] সাধারণ [illegible] আনুষঙ্গিক-ভাবে [illegible]।

[illegible] ব্রহ্মচর্য্য পালন [illegible] না। [illegible] এই [illegible] পালন করিতে পারে না। [illegible] ব্যতীত অন্য [illegible] যতক্ষণ [illegible] নিরন্তর পালন করা না যেন, ততক্ষণ কিছুতেই শুদ্ধ হইবে না। বাহ্যবিষয়ে [illegible] না হইলে কাহারও কি করিয়া পবিত্র হইবে? [illegible] হরিকথা-শ্রবণ-[illegible] ব্যবস্থা করিয়াছেন।

[illegible] পরিয়াছেন, তাঁহাদের [illegible] বাহ্য আবেশ উঁহাদের দেহের কোন বেগ থাকে না। [illegible] ভগবৎসেবা করিয়া সার্থক হয়। [illegible] জীবনযাপন করিতে [illegible], তাহা হইতেই [illegible] ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হয়। [illegible] ব্রহ্মচর্য্য রক্ষিত হয় না। আমরা যেন [illegible] ছাড়িয়া [illegible] না হই। [illegible] যেখানে [illegible] নাই, অথচ [illegible] ব্রহ্ম-[illegible], দুঃখের [illegible] যেখানে, সেখানে আমার [illegible] কোথায়?

[illegible] অনেকে সহস্র সহস্র বৎসর ব্রহ্ম বা [illegible] পরে [illegible] পাল্লায় পড়িয়া তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই, এরূপ দৃষ্টান্তও যথেষ্ট পাওয়া যায়। ভগবৎসেবার কথা না থাকায় তাঁহাদের [illegible] কোন [illegible]।

এরূপ পতন হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত, সেই সকল সেবাইতের পুনরায় পতনের আশঙ্কা নাই। বিগ্রহের ও সেবকের [illegible] পতন ও [illegible] আমাদের ইহা শিক্ষা দিয়াছে। সেইজন্যই বলিতেছি, ভাগবতগণ [illegible] ছাড়া সাধারণ ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করা যায় না।

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইলে ভগবৎ-শ্রেষ্ঠ বা [illegible] উপনীত হইতে হইবে এবং তাঁহার আদেশ পালন করিয়া চলিতে হবে। [illegible] ব্রহ্মচর্য্য হবে। [illegible], সেখানে ব্রহ্মচর্য্য কোন কথা নাই। সেইজন্য স্বয়ং কামী, ক্রোধী, লোভী ও [illegible] মানবগণ [illegible] ব্রহ্মচারী বলা সঙ্গত নহে।

[illegible] আমাদের প্রকৃত [illegible] তখনই আমরা সদাচারী [illegible] পারি, অথবা [illegible] পারি। যেমন [illegible] বেদপাঠের মধ্যে [illegible] জীব [illegible] পুনরায় তাহার মুখ [illegible] তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু [illegible] উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই [illegible] প্রবেশ না করে। আমরা যেন সদাচার পালনের [illegible] গোপনে অত্যাচার না করি। ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহাকে ফাঁকি দিতে গিয়েই ফাঁকি পড়িতে হইবে। সেইজন্য শ্রীল [illegible] গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

লোকদেখান [illegible] তিলকমালা ধরি।
গোপনেতে [illegible] হবে চুরি॥

ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেই হইবে। তবে সেই ব্রহ্মচর্য্য যেন ভগবৎসেবার [illegible]। [illegible] কোন মূল্য নাই [illegible] করিতে হইবে। [illegible] তাহা পালন [illegible]। নিত্যসুখ যেখানে আছে, সেখানে [illegible] নাই, [illegible] দুঃখের মূল হয়, [illegible]। ভগবৎ-সেবারত ব্রহ্মচারিগণের হিংসা নাই, তাঁহারা নিরপেক্ষ ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ও সংযত। তাঁহাদের কোন বিপদ নাই। তাঁহারা গোস্বামী। যিনি শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের সেবা এবং নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণের চরণরজে অভিষিক্ত হইয়া ভগবদ্ভজনপরায়ণ হইবেন, তিনি বৃহৎ ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অর্থাৎ ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া পরমহংসপদবী লাভ করিবেন। এই ব্রহ্মচর্য্য হইতে পতন হয় না। সাধারণ ব্রহ্মচর্য্য বিনা আয়াসে আনুষঙ্গিকভাবে সেই সেবাপরায়ণ ব্যক্তিতে পরিলক্ষিত হয়। সেইজন্যই বলিতেছি, এই প্রকার নিত্য ব্রহ্মচারিগণ যে কোন আশ্রমেই থাকুন, তাঁহারা পরমহংস।

উপবীত-গ্রহণ

অনেকের ধারণা, গৌড়ীয়মঠ দীক্ষা-প্রদানের সময় যে কোন ব্যক্তিকে উপবীত-সংস্কার প্রদান করেন, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শাস্ত্রের অনভিজ্ঞতাবশতঃই তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন। ভাগবত সম্প্রদায় ভাগবত-দীক্ষা-প্রভাবে জাতি পরিবর্ত্তন স্বীকার করেন। উপনয়ন সংস্কারাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া দীক্ষা-প্রদানের প্রথা অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। বহু শাস্ত্রে এ বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ, শ্রীমদ্ভাগবত, নারদ-পঞ্চরাত্র, ভরদ্বাজসংহিতা, শ্রীবৎ পূর্ব-প্রজ্ঞের মুণ্ডকোপনিষদ্ভাষ্য, প্রাচীন বৃদ্ধিক-তান্ত্রিক-গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে আছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্পষ্টভাবে দীক্ষা-প্রদানের লক্ষণ মধ্যে উপনয়নসংস্কারবিধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এক দিকে যেমন "যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥" এই শ্লোকের টীকায় স্পষ্টভাবে 'দ্বিজত্ব' অর্থে বিপ্রতা বলিয়াছেন, অপরদিকে উপনয়নসংস্কারের কথাও তিনি স্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন। যথা— "দীক্ষাতঃ সাবিত্র্যাদি-বিধয়কানা ভগবন্মন্ত্র-[illegible] যানি লক্ষণানি ক্রমেণ [illegible] ধারণাদীনি [illegible] [illegible]।"

এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ টীকায় দ্বিজত্ব [illegible] লিখিয়াছেন সত্য, কিন্তু দৈক্ষ [illegible] কথা ত' লিখেন নাই। তাঁহাদের এই কথা মূর্খতাব্যঞ্জক নহে কি? যদি বলা যায়, কোন রমণী জননীত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে কি মনে করিতে হইবে উক্ত স্ত্রীর সন্তান জন্মে নাই বা উক্ত স্ত্রীর স্বামিত্ব হয় নাই?

উপনয়ন হইলে দ্বিতীয় জন্ম হয়। "দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে"। স্মৃতিশাস্ত্রেও দেখা যায় "সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে"। মহাভারতাদি শাস্ত্রেও লিখিত আছে—"শূদ্রোহপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ"। শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন,—"পুরুষের বর্ণাভিব্যঞ্জক লক্ষণ যদি অন্য বর্ণেও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই বর্ণান্তরগত ব্যক্তিকেও সেই লক্ষণ নিমিত্ত সেই বর্ণদ্বারা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিবে। এতৎসম্বন্ধে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ব্রহ্মসংহিতা নামক শ্রীগৌরসুন্দর-প্রকাশিত পঞ্চরাত্রগ্রন্থে ৫।২৭ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন,—"অনেন দীক্ষাতঃ পরত্বাদেব [illegible] ব্রহ্মণঃ) ব্রহ্মণ্যেন দ্বিজত্ব সংস্কারত্রয়াবাধিক্যাৎ [illegible]। অভিজ্ঞস্তা শ্রীকৃষ্ণেন [illegible]।" ব্রহ্মা আদিগুরু শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা দীক্ষিত হইয়া দীক্ষার পরে নারদ শিষ্য প্রভৃতির ন্যায় দ্বিজত্ব লাভ করিয়া বৈষ্ণবসংস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশে, শ্রীনবদ্বীপ [illegible] বংশে সাবিত্র-ব্রাহ্মণ-সংস্কার চলিয়া আসিতেছে। বৈষ্ণবতার মধ্যে ব্রাহ্মণতা আছে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের গুরু। সকল ব্রাহ্মণগণ বৈষ্ণবের কৃপায় ভগবৎসেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। অসংখ্য শাস্ত্র ও মহাজনবাক্যে পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাবিধি অনুসারে দৈক্ষিক সকল মানবেরই উপনয়ন-সংস্কার অনাদিকাল নিত্য বিহিত হইয়াছে। ভাগবতমতে শৌক্র ও দৈক্ষ উভয়ই সিদ্ধ। উপনয়ন প্রদান সংস্কারের তাৎপর্য্য এই যে, সংস্কার গ্রহণের পর উহার স্বাধ্যায়ে অধিকার জন্মে। [illegible] উপবীত ব্যক্তি ব্রহ্মসূত্র [illegible]-বিচারানুসারে বেদাধ্যয়নে অযোগ্য। পাঞ্চরাত্রিক মন্ত্রগ্রহণের পর শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-মতে নবদীক্ষিত ব্যক্তি দশসংস্কার অবশ্যই গ্রহণ এবং তদন্তর্গত মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিবেন।

গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শুদ্ধবৈষ্ণবকুলে আবির্ভূত হইলেও পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষা গ্রহণের পর উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌড়মণ্ডল ও রাঢ়দেশে শ্রীল [illegible] ঠাকুর [illegible] উপনয়ন-সংস্কার [illegible] সুতরাং [illegible] যে শাস্ত্রসঙ্গত তাহা বলাই বাহুল্য। তবে একটা কথা—সমস্ত আচার্য্য সব কাজ পূর্ণভাবে প্রকাশিত করিয়া যান না, পরবর্ত্তী আচার্য্যের জন্য অবশিষ্ট রাখিয়া যান—ইহাই রীতি। গোস্বামিগণ যাহা অস্ফুটভাবে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছিলেন, শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ও শ্রীল শ্যামানন্দাদি আচার্য্যগণ তাহা বিস্তার করিলেন এবং তাঁহারা যাহা অস্ফুট রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ প্রকাশিত করিয়াছেন ও করিতেছেন—ইহাই রহস্য।

পারমার্থিক ব্রাহ্মণতাই প্রকৃত ব্রাহ্মণতা। শৌক্রব্রাহ্মণতায় সরলতার অভাব ও অসদাচার থাকায় তাহা আদরণীয় নহে। প্রত্যেকেরই পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া বৈষ্ণবের দাস্য করা উচিত। নতুবা মঙ্গলের আশা কোথায়? পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণের উপনয়নাদি পারমার্থিক সংস্কার কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের ন্যায় আর্থিক সংস্কার নহে। তাহা আর্থিক স্মার্ত্তের "ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ" ন্যায়ের দম্ভ-ব্যঞ্জক চিহ্নবিশেষ নহে, তাহা ব্রাহ্মণব্রুবতার প্রতিযোগিতা বা অনুকরণ নহে। পরন্তু পারমার্থিকের উপনয়ন সংস্কার সাত্ত্বিক সুনীতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ও মঙ্গলতাৎপর্য্যের পরিচায়ক। পারমার্থিকগণ পরমহংস গুরুবর্গের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া নিজকে পরমহংসদাস গুরুদাস বলিয়াই জানেন। 'আমি বৈষ্ণব'—এই অভিমান হইতে দূরে থাকিয়া অহংকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণবদাসাভিমানে পরমহংস বৈষ্ণব গুরুর সেবাসুখ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব [illegible] ভুলিতে থাকেন এবং ক্রমশঃ ভজনে অগ্রসর হন।

শ্রীল আচার্য্যদেবও বলিয়াছেন,—"পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষাকালাভাবে উপবীতপ্রাপ্তি দম্ভের কারণ নহে, উহা প্রকৃত বৈষ্ণব বৈষ্ণবদাস্য আনয়ন করে। উপবীত-গ্রহণ করিয়া যদি বৈষ্ণবের সেবকাভিমান না হইল তবে উপবীত-ধারণের মূল্য কি? তুমি 'বৈষ্ণবদাস', 'বৈষ্ণবের নিত্যসেবক'—এ বিচার হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও নষ্ট হইবে না—এই বলিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ দীক্ষিত ব্যক্তিকে উপবীত পরাইয়া দিয়াছেন।"

গৌড়ীয়ের বাণী

——::(০)::——

আততায়িগণের উপর অথবা আক্রমণ শ্রবণ করিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থসমূহে আমাদিগের তিনটী প্রবৃত্তির যে কোন একটী গ্রহণ করা আবশ্যক। ভক্তবিদ্বেষী অভক্তদিগের প্রথম ব্যক্তির জিহ্বা ছেদন করিয়া অথবা রাজদ্বারে দণ্ডিত করাইয়া জিহ্বা ছেদন করাইলে বিদ্বেষীর প্রতি কৃপা করা হয়। দ্বিতীয়পন্থা এই যে, বৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিয়া নিজপ্রাণ পরিহার করা অথবা চিরদিনের জন্য ঈশ্বর-বিশ্বাস-রহিত হইয়া নাস্তিক হইয়া যাওয়া। দ্বিতীয়পন্থার প্রথমাংশ আত্মহত্যা, তাহা নিতান্ত ঘৃণ্য। দ্বিতীয়াংশ তদপেক্ষা ঘৃণ্য। প্রথমপন্থার প্রথমাংশে হিংসার পরিচয় আছে। সেই হিংসা সাধারণ হিংসার ন্যায় নহে অর্থাৎ কৃষ্ণকে [illegible] বৈষ্ণবদিগের বাক্য উচ্চারণ করিতে বাধা দেওয়া। অথবা রাজদ্বারে প্রতিকারপ্রার্থী হইয়া বিদ্বেষীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা। তৃতীয়পন্থা—স্থান পরিত্যাগ করা। এই তিনটী পন্থা অবলম্বন করিলে প্রকৃত আত্মবিৎ পরিত্রাণশীল অজ্ঞান হইতে রক্ষা পান।

যেখানে মহতের নিন্দা হয়, ব্যক্তিবিশেষ সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে পারেন সত্য কিন্তু আত্মবিৎ জীবে দয়া-বিশিষ্ট বলিয়া বিশ্ব মনুষ্য-সমাজের হিতার্থে সত্য উপস্থাপিত করা কর্ত্তব্য বলিয়াও জানেন। পৃথিবীর সম্প্রদায়ের দণ্ডী আত্মার মধ্যেও পাশ্চাত্যদেশে সত্যের মর্য্যাদা স্থাপিত হইয়াছে। এমন কি মিথ্যাবাদীর শাস্তি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের মধ্যেও স্থান পাইয়াছে। মূর্খলোকের নির্ব্বুদ্ধিতার অভাবহেতু অথবা আইন বিধির অজ্ঞতাবশতঃ পাপীকে প্রায়শ্চিত্ত হইতে অবসর দেয় না। আমি আইন জানি না বলিলেই অথবা সর্পকর্তৃক দষ্ট হইবার পর উহা সর্প নহে বলিয়া বিবেচনা করিয়া বসিয়া থাকিলে দণ্ডবিধি বা আইন অথবা সর্পবিষ কর্ম্মফলভোগ হইতে অবসর দিবে না। আমি দেখিতে ভুল করিয়াছি, আমি মূর্খ, এ কথা বলিয়া অনুতাপ করিলে বৈষ্ণবাপরাধের ব্যক্তিগত দোষ হ্রাস হয় বটে, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠিত পাপাচরণ বা অসত্য-পক্ষাশ্রয় জগতের অনেক অমঙ্গল উৎপন্ন করে, সেইজন্য পাপকর্ত্তা ও সাধারণ লোককে ভাবী পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার সুযোগ প্রদান সাধুর কর্ত্তব্য। অনায়াসে অনেকে সরল অন্তঃকরণে বলিতে পারেন যে, কুক্কুরগণ না বুঝিয়া ঘেউ ঘেউ করুক, তাহাতে আপনাদের গাম্ভীর্য্যের অভাব হইবে কেন? আপনারা বৈষ্ণব, সুতরাং সহিষ্ণু। তদুত্তরে আমরা বলি, আমরা বৈষ্ণব হইতে না পারায় অসহিষ্ণু হইয়া পড়িয়াছি। বৈষ্ণবগণই একমাত্র সহিষ্ণু—এ কথা আমরা জানি এবং সেই সহিষ্ণু বৈষ্ণবগণের পদত্রাণবাহী হইয়া আমরা জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিতে ইচ্ছা করি। যেখানে বৈষ্ণবের জুতা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে পদত্রাণ-বিহীন করিবার চেষ্টা, সেই পদত্রাণ অপহরণকারীর হস্ত হইতে তাহাকে সমুচিত শিক্ষাপ্রদান পূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে হইবে। এই কাড়িয়া লওয়া সেবাই অসংখ্য দুর্ব্বুদ্ধির বিরুদ্ধে বৈষ্ণবপূজা। যদিও দ্বাপরযুগ অতীত হইয়াছে এবং সেই যুগের পরিচর্য্যাদি অর্চ্চন কলিযুগে বলবান্ নহে, তথাপি শতজন্ম বৈষ্ণবার্চ্চনফলে আমরাও একদিন হরিভজনকারিগণের নিত্য জুতা-বরদার হইব।

পুরীতে উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ যে, গত ৩১ই জুন শনিবার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় ও সম্পূর্ণ আনুগত্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজের নিজপ্রযত্নে পুরী শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীল [illegible] ঠাকুরের বিগ্রহ-মহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস প্রাতে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহকারে চটকপর্ব্বত, টোটাগোপীনাথ, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিমন্দির, সিদ্ধবকুল, গম্ভীরা, সার্ব্বভৌমালয় ও [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান প্রভৃতি পরিক্রমা করেন।

অপরাহ্নে শ্রীমঠ-প্রাঙ্গণে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে গুরুবৈষ্ণববন্দনা ও বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর উপদেশক শ্রীপাদ বাসুদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, শ্রীপাদ নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিকমল, শ্রীপাদ হৃষীকেশ ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ, শ্রীপাদ গোপালদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিবিকাশ ও উপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়গণ উক্ত সভায় উৎকল, বঙ্গ, ইংরাজী ও হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতান্তে পুনরায় কীর্ত্তনাদি হইলে পর সমাগত ভক্তবৃন্দ, ভদ্রমণ্ডলী, মহিলাবৃন্দ ও দুঃস্থগণের নারায়ণগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

[illegible] জুন [illegible] সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহকারে [illegible] মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

গত [illegible] জুন [illegible] কীর্ত্তন-[illegible] [illegible] প্রদান করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, আকর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রতিলিপিকার'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১২ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাচ্যপ্রতীচ্যের বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) জগন্নাথ-কাশীনাথ...

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ঔ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ তারণবাস, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবাসুদেবকার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লী নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নদাই-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ পলিহাটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মছাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৫নং পালাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারদক-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মণ্ডলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশদিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যব্রতাশ্রম মঠ,

পোঃ কিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণজয়, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাগ্রাম,

পোঃ কোটকোপ, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৪নং জেলার রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'শ্রীপার্থসারথি-বিরাজিত সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, তীরে গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরায়রামানন্দ-মিলিতের সেবা

(৫২) কটকগৌড়ীয়মঠ

আলমগঞ্জ, পোঃ বখ্সি বাজার, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) সত্যাশ্রম...

(৫৬) ভিত্তি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

শাসনজি, পোঃ ময়ুরভঞ্জ উড়িষ্যা।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ মদনপুর, গয়া

(৬০) বাগবাজারানন্দ মঠ

টিকলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আমাদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমাদি, মেদিনীপুর

(৬২) অমরপুরবাটী প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাটী (বর্দ্ধমান)।

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

চন্দ্রকূণা, পোঃ ঢাকা, (বাঙ্গালা)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ এ, লাউডন ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, রাইনরোড

ম্যানচেষ্টার, লণ্ডন, এস ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ওয়েলেস্লি রোড, পুণা (সি-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

... ১১৪৪৬, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনিতাইগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ৩দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ৩দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	।৵০		।০
" ইঞ্চি ২৲		১।০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲			৫৲
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৮৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
যাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যা। তিন পয়সা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(*)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::*::— —

উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার বাঁধা ঘাট, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেষ্টন বেড়া। [illegible] স্বাস্থ্য ও আবশ্যকীয়। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন-চরিত্র শিক্ষা ও সিদ্ধান্ত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব জীবনচরিত গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১৲ এক টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] কার্য্যালয়, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] পরমহংসকুলচূড়ামণি [illegible] ১০৮শ্রী [illegible] দেশ বিদেশে [illegible] সময়ে যে-সকল [illegible] কথোপকথন [illegible] 'গৌড়ীয়' সম্পাদক [illegible] "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে ধারাবাহিক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠার্থীমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] পত্র প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ ও প্রয়োজনীয় অর্থ টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ [illegible] হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, শাস্ত্র-প্রমাণ-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। [illegible] পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা [illegible] হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, বাংলাবাজার, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

—— - -

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবন-চরিত

কলিকাতা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পাঠক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের গৌড়ীয় গবেষণা এবং পরিণত লেখনীর অদ্ভুত ফল আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলা পাঠ করা হউক। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও চিত্রে চিত্র সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রদত্ত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces) বিষয়সূচী (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সূচীপত্র ও শব্দ-সূচী (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা- নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০)——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। ইহা ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় দুর্ব্বল, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। দিবার ষ্টীল সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

২১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব্য জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অনুজ্ঞায় সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সুলেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৫	১৬-৫৬	১৭ ৫০	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭ ১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-৪৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪ ১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৫	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৫৬	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯ ২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩০	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৪
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১৯	২০-৪০	২৩-০৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১১ই আষাঢ় ১৩৪৬, ২৬শে জুন, ১৯৩৯ সোমবার [১০০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে চুক্তি

ভার্সিতাল মহলে স্বীকৃত হইয়াছে যে, সত্বরই তুর্কী-ফরাসী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। চুক্তির প্রথম অংশে ফ্রান্স তুরস্কে আলেকজান্দ্রেত্তা প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছে। চুক্তির এই অংশটি আঙ্কারায় স্বাক্ষরিত হইবে। চুক্তির দ্বিতীয় অংশে ইঙ্গ-তুর্কী চুক্তির অনুরূপ পারস্পরিক সাহায্যের কথা বলা হইয়াছে। চুক্তির এই অংশটি প্যারিসে স্বাক্ষরিত হইবে।

প্রকাশ, আলেকজান্দ্রেত্তা প্রদেশ তুরস্কে ছাড়িয়া দেওয়ায়, তুরস্ক তথায় ফ্রান্সের ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির স্বার্থরক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত থাকিবে। এতদ্ব্যতীত তুরস্ক সিরিয়ায় তাহার সমস্ত দাবী ত্যাগ করিবে এবং সেখানে কোন প্রচারকার্য্য চালাইবে না।

সাম্প্রদায়িক অশান্তি দূরীকরণ

সাম্প্রদায়িক অশান্তির বিস্তার কিভাবে রোধ করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে মধ্যপ্রদেশ গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে বহু নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় ঐক্য ও সদিচ্ছা সংস্থাপনের জন্য সংবাদপত্রের মারফতে জনসাধারণকে পূর্ণভাবে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

এই উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়, এই জন্য গভর্ণমেন্ট জনসাধারণকে মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য ও শোভাযাত্রার বাদ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন কমিটির রেকমেণ্ডেশনের মারফতে মীমাংসার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ সাম্প্রদায়িক অশান্তির সময় উৎসব-উদ্যাপন সম্পর্কে কোন প্রকার নূতন দাবীদাবা করিতে জনসাধারণকে নিষেধ করা হইয়াছে, তৃতীয়তঃ কোন প্রকার উত্তেজনামূলক ধ্বনি করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। চতুর্থতঃ, নিজ প্রদেশেরই হউক কি ভিন্ন প্রদেশেরই হউক যদি কোন বক্তা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব অথবা বিদ্বেষ সৃষ্টি হইতে পারে এমন কোন বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্য-কলাপ কঠোরভাবে নিন্দা করিতে হইবে এবং কোন প্রকারেই এইরূপ লোককে আমল দেওয়া হইবে না। সর্ব্বশেষে যেসব সংবাদপত্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি হইতে পারে এইরূপ উত্তেজনামূলক প্রবন্ধ লিখিবে সেই সব সংবাদপত্রের কোন প্রকার পৃষ্ঠপোষকতা করা যাইতে পারিবে না।

পাটনা মিউজিয়মে চুরি

পাটনা মিউজিয়মে রক্ষিত স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য যে সব দ্রব্য অপহৃত হয়, সেই চুরি অভিযোগ সম্পর্কে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের তদন্তের ফলে নাকি প্রকাশ পাইয়াছে যে, পাটনার ও কলিকাতার সিঁদেল চোরদের মধ্যে যোগাযোগের ফলেই ঐ সিঁদ চুরি হইয়াছে।

মিউজিয়ম হইতে ৫৬টি স্বর্ণমুদ্রা, চৌকোণা কারুকার্য্য খচিত জিনিষাদি ফুলাকৃতি সম্বলিত একটি আর্মলেট, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পাটলিপুত্রে প্রাপ্ত একটি স্বর্ণচূড়ী ও ওয়েম্বলিতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রদর্শনীতে পাটনা মিউজিয়মকে প্রদত্ত একটি স্বর্ণপদক অপহৃত হয়।

মিউজিয়মের কয়েকজন কর্মচারী হেড-কনেষ্টবল, মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারিগণ ও কলিকাতার একটি লোক প্রমুখ ২০ জনকে এই চুরি সম্পর্কে এপর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পুলিশ তদন্তে নাকি প্রকাশ পাইয়াছে যে, অপহৃত দ্রব্যগুলি আন্দাজ পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রয় করা হইয়াছে। পাটনাতেই উহা বিক্রয় করা হয় বলিয়া পুলিশ তদন্তের ফলে প্রকাশ। এক বাড়ীতে এই চুরি সম্পর্কে খানাতল্লাসের সময় প্রাপ্ত একখানি কাগজ হইতে নাকি ঐ সব দ্রব্য বিক্রয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানা গিয়াছে।

হায়দরাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

শনিবার হাইকোর্টের দায়রা বিভাগের বিচারপতি মিঃ মহম্মদ খালিকুজ্জমান সিদ্দিকের এজলাসে দাঙ্গা ও মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গুরুতর আঘাত করার অপরাধে পাঁচজন হিন্দুর কারাদণ্ড হইয়া গিয়াছে। আসামীদের মধ্যে তিনজন শিখও ছিল।

অভিযোগে প্রকাশ, গত এপ্রিল মাসে সহরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় আসামীগণ চামান গোলীগুড়ার মুসলমানদিগকে মারপিট ও গুরুতর আঘাত করে।

প্রধান আসামী কিষেণ সিং দাঙ্গা ও শেখ মাহমুদকে গুরুতর আঘাত করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়। তাহাকে সর্ব্বশুদ্ধ দশ বৎসর ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অপর চারজন আসামীকে উক্ত অভিযোগে এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এতদ্ব্যতীত ৬ষ্ঠ আসামী তুলসী এখনও পলাতক আছে।

কাণপুরে দাঙ্গার অবস্থা

২২শে জুন রাত্রি শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হইয়াছে। আর কোন ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। একজন আহত ব্যক্তির হাসপাতালে মৃত্যু হইয়াছে এবং মূলগঞ্জে একটি ম্যান হোলের ভিতর হইতে একটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। সুতরাং মোট ৮জনের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে।

পুলিশ কর্তৃক গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে মুসলমানেরা হরতাল করিতেছে সেইজন্য উপদ্রুত অঞ্চলের দোকান-পাট বন্ধ আছে। ইউরোপীয়ান, এংলো ইণ্ডিয়ান, পার্শী ও খৃষ্টানদিগকে সান্ধ্য আইনের আমল হইতে রেহাই দিতে আদেশ করা হইয়াছে।

মোটর চালক দণ্ডিত

ব্যাঙ্কশাল কোর্টে বেপরোয়াভাবে মোটর চালাইয়া দুইজন পথচারী ও একজন কনেষ্টবলকে আহত করিবার অপরাধে শিয়ালদহের অতিরিক্ত পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ এস এম সাদেক শম্ভুনাথ পাল নামক এক ব্যক্তিকে ৩০ টাকা অর্থদণ্ড ও অনাদায়ে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িয়াভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয়সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৷৷০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০ ৪র্থ খণ্ড—৷৷০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।৵
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা ৷৷০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমভজনপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকল্প
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনপথ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভাগবতধর্ম ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন /
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যান্ড অন্টোলজি ।
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৭৪। [illegible] ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যান্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

কাসিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ | ২৪ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১২ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৬শে জুন খৃ: ১৯৩৯, সোমবার | ১০৭ সংখ্যা

শ্রীভক্তিবিনোদ-বিরহ উৎসব

—:(০):—

ঢাকায়

গত ২রা আষাঢ় শনিবার দিবস শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে গৌরনিজজন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহ-মহামহোৎসব পতিতপাবন শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে [illegible] বৈষ্ণববন্দনা, শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভবগ্রন্থ পাঠ ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-কান্তজীউর ভোগারাত্রিক সম্পন্ন হয় এবং সায়াহ্নে 'গুরুপরম্পরা', 'শ্রীভক্তিবিনোদ-দশকম্', বিরহ-সংবাদ 'গৌড়ীয়' পাঠ হয়। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে মঠের প্রবণসদনে বিরাট সভায় শ্রীল ঠাকুরের শিক্ষাবৈশিষ্ট্য, তাঁহার শুদ্ধভক্তিময় জীবন, আধ্যাত্মিকতা ও বিপ্রলম্ভ ভজন বিষয়ে ১॥০ ঘন্টাকাল বক্তৃতা হয়। বিরহগীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মাদ্রাজে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম শাখা মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমন্যো পরাৎপর ভজনের নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চবিংশতিতম তিরোভাব-মহোৎসব সংকীর্ত্তন-মুখে সম্পন্ন করা হয়।

এতদুপলক্ষে প্রাতে গুরুপরম্পরা, শরণাগতি, 'শ্রীকৃষ্ণনবদ্বীপ' প্রভৃতি গীতি কীর্ত্তিত হয়। দিবাভাগে শ্রীল ঠাকুরের আলেখ্য মুক্তিক-মঞ্চোপরি স্থাপন পূর্ব্বক বিবিধ পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। তৎপর সন্ধ্যার আরাত্রিকান্তে শ্রীবৈষ্ণব বন্দনাদির পর মিঃ বেঙ্কটরমণ আয়ার এম-এ, বি-এল, এল. টি, এস মহোদয় 'সপ্তম গোস্বামী ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' সম্বন্ধে তামিল ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারীজী ঠাকুরের আলেখ্য সম্বন্ধে তেলেগু ভাষায় কিছু বলেন। শ্রীপাদ গৌরেন্দু ব্রহ্মচারী সেবাব্রত প্রভু "ঠাকুরের পূতজীবন-চরিত ও শিক্ষা" সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করিলে পর মিঃ এস্ সুব্রহ্মণ্য আয়ার বি-এ মহোদয় "বৈষ্ণবের প্রকটা-প্রকট ও বক্তাদের কর্ত্তব্য" সম্বন্ধে তামিল ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অনন্তর মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়।

রেঙ্গুণে

গত ২রা আষাঢ় ১৭ই জুন শনিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে রেঙ্গুণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গৌরশক্তি শ্রীপাদ [illegible] পণ্ডিত গোস্বামী ও [illegible] শুদ্ধভক্তি-প্রবাহের মূলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহতিথিপূজা সংকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণের অনুষ্ঠানমুখে [illegible], 'যে আনিল প্রেমধন,' 'কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর' ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন হয়। তৎপরে 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ' গ্রন্থ পারায়ণ হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহের ভোগারাত্রিকাদি অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে ঠাকুরের আলেখ্য একটী পৃথক আসনে সুসজ্জিত করা হয় [illegible] শ্রীপাদ বনচারী ব্রহ্মচারী প্রভুর মূল-গায়কত্বে গুরুপরম্পরা, শরণাগতি, 'যে আনিল প্রেমধন', 'বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর' প্রভৃতি গীত কীর্ত্তনান্তে ঠাকুরের পূতচরিত্র আলোচনা হয়। অনন্তর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কটকে

গত ১৭ই জুন কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ গৌড়ীয়মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে সেবকবৃন্দ পরমহংস শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-তিথি-পূজা-মহামহোৎসব সংকীর্ত্তনমুখে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন।

উক্ত দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে সেবকবৃন্দ উচ্চকীর্ত্তন, গুরুবন্দনা ও বিবিধ মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির পরিক্রমণ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ [illegible] ব্যাসতীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন। পাঠ প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুরের বিরহলীলার আলোচনা হয়। অনন্তর শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিবিবেক মহোদয় [illegible] পাঠ করেন [illegible] মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের [illegible] অর্চ্চন-পূজাদি ও [illegible] সেবকবৃন্দ [illegible] সম্পন্ন করেন। অতঃপর সন্ধ্যা [illegible] মহোদয় [illegible] হইতে [illegible] ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে স্থানীয় [illegible] সাময়িকভাবে [illegible] গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ [illegible] মহোদয় ইংরাজী ভাষায় [illegible] অপ্রাকৃত [illegible] ও চরিত্র [illegible] কীর্ত্তন করেন। অতঃপর [illegible] [illegible] মহোদয় [illegible] ভক্তিবিনোদ [illegible] গোস্বামী কীর্ত্তন করেন। [illegible] [illegible]। অতঃপর [illegible] সমাগত ব্যক্তিগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বণ্টন করা হয়।

"ভোগী ও ত্যাগী—উভয়েই বদ্ধ। ভক্ত—নিত্য কৃষ্ণসেবাপর। কেবল সাক্ষাৎকার ও স্মৃতি—এই দ্বিবিধ ভূমিকায় তাঁহার সেবা সংঘটিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে ভাবে রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ বামন সর্ব্বশিব সর্ব্বণ গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীহরিই নিরন্তর কীর্ত্তনীয়। আর জগতের যত কথা উহার মূল্য অর্দ্ধকপর্দ্দকতুল্য। অন্যান্য কথা উপাধি দ্বারা জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব এত নিরপেক্ষভাবে এই সকল কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তথাপি 'কোন্ কথাটী গ্রহণ করিব'— এইরূপ বিচারে লোক হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। শাস্ত্র বলেন, ভগবান্ স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ। অণুচৈতন্যজীব বিভুচৈতন্য হইতে অগ্রসর হইয়া যে বিচার করিবে, তাহা কখনও ঠিক বিচার হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার একান্ত আশ্রিত প্রণত ভক্তের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের নিকটই স্বরূপ প্রকাশ করেন। যে জীব সেইরূপ শ্রীচৈতন্যভক্তের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য পান, তিনিই নিত্যমঙ্গলের সন্ধান পাইয়া নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যের সেবা করিতে থাকেন তাঁহার আর অন্য কোন কাজ থাকে না।

জগতের দার্শনিকগণ সকলেই নিজ নিজ মনোহারী দোকানের সামগ্রীর canvasser খাপানওয়ালা। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ canvasser নহেন। কারণ charity (বদান্যতা) ও canvass খাপান এক নহে। শ্রীগৌরসুন্দর মহাবদান্য। তিনি বলেন, সত্য স্বয়ং জীবের সেবোন্মুখ-বৃত্তির নিকট প্রকাশিত হয়, উহা ইন্দ্রিয়দ্বারা মাপিয়া লইবার বস্তু নহে। শ্রৌতপথিকগণই মহাজন, তর্কপথিকগণ মহাজন নহেন। মহদনুকরিৎ পুরুষই—মহাজন।

চৈতন্যবৃত্তিতে মনোধর্ম্ম নাই শ্রীচৈতন্যভক্তের শ্রীচৈতন্যের সেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। জগতের লোকের অজ্ঞাত কাজ পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ কখনও জগতের অজ্ঞাত লোকের ন্যায় হিংসার কথা বলেন না। শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণ আমাদের মঙ্গলবিধান করিতে সচেষ্ট। কিন্তু আমরা তাহাতে বাধাপ্রদানে বদ্ধবান্। প্রথম বাধা আমাদের স্থূলদেহ, দ্বিতীয় বাধা দেওয়ার যন্ত্র আমাদের মন।

যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হয়, উহা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বস্তুমাত্র, তাহা ভগবান্ নহেন। উহাকে মঙ্গলার্থী জনের সেবা করার আবশ্যক নাই। সেখানে পরস্পরের সহিত সংঘর্ষ, ঈর্ষা, দ্বেষ, মৎসরতা প্রভৃতি স্বাভাবিকই হইয়া থাকে। কিন্তু অধোক্ষজ ভগবানের সেবকগণে একমাত্র ভগবানেরই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য সকলে মিলিয়া যদি আমরা ভগবানেরই সেবা করি, তবে আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা।

সাক্ষাৎ ভগবৎসেবকের ভগবানের সেবা করিতে উপস্থিত হইয়া ভগবৎ-সঙ্গ ছাড়া আর অন্য কোনরূপ অভিপ্রায় থাকে না। 'আমার যে কিছু গুণ আছে' বলিয়া অভিমান আসে, সমস্তই শ্রীচৈতন্যের চরণে সমর্পণ করিয়া উহা দ্বারা শ্রীচৈতন্যের সেবা করাই প্রকৃত তৃণাদপি-সুনীচ ও মানদধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মে অসমঞ্জসতা নাই, আবার কাল্পনিক সমন্বয়ও নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ বলিয়া থাকেন, 'হে জীব, তুমি হে আগে শুন' তাঁহাদের কথা যদি আমাদের অপ্রিয় বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমরাই বঞ্চিত হইব। স্নেহময়ী মাতা বা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা যেরূপ শিশুর মঙ্গল এবং বৈদ্য যেরূপ রোগীর নিরাময়ের জন্য শিশুকে ও রোগীকে তাহার রুচির প্রতিকূল কথা বলিয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণও জগতের নিখিল কৃষ্ণবহির্ম্মুখ সমাজের রুচির প্রতিকূলে কথা বলিলেও তাহাদের যথার্থ মঙ্গলের জন্যই ঐরূপ করিয়া থাকেন। চিকিৎসকের হস্তে অস্ত্র দেখিয়া ভীত হইতে হইবে না। তাঁহারা মঙ্গলের জন্যই আসেন। দলাদলি করিব, জগতের প্রতিষ্ঠিত মত হইতে অধিকতর প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন আর একটা নূতন মত স্থাপন করিব —এরূপ ইচ্ছা চৈতন্যভক্তের নাই।

মানবজাতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যক নাই—জগতের দোকানদারদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার কোনও আবশ্যক নাই। যে সকল ব্যক্তি মহাজন সাজিয়া, ভক্তসম্প্রদায়ের মুখোস্ পরিয়া সুপথে ও বিপথে লইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের কথায়ও বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যক নাই। যাহারা মনুষ্যকে হিংসা করিবার জন্য সমন্বয়বাদের নামে লোক-প্রতারণা ও নানাপ্রকার পাষণ্ডতা করিতেছেন, কিম্বা পৃথিবীর লোকেরা যাঁহাদিগকে মহাজন বলিতেছেন, তাঁহাদের কথায়ও বিশ্বাস স্থাপন করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা কেহই মহাজন নহেন। শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবত সত্য প্রচার করিয়া আমাদিগকে জুয়াচোরের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। যাঁ'কে তাঁ'কে মহাজন, গুরু বা অবতার বলিয়া জানাই চঞ্চলতা। সত্য বস্তু যখন কৃপা করিয়া নিজে প্রকাশিত হন, আমরা তখনই তাঁহার কৃপালোকে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইতে পারি। নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুর নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহার স্বরূপ বুঝাইয়া দেন। প্রহ্লাদের নিকট নৃসিংহদেব প্রকাশিত হন। শ্রীচৈতন্যদেব যখন আমাদের হৃদয়-কন্দরে প্রকাশিত হন, তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, জগতের লোক ভূতপূজক, পুত্তলপূজক, কাল্পনিক ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সেবক, তখনই আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারি যে, ঐ সকল ব্যক্তির কথা কিছুতেই শুনিব না।

একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনেই আমাদের সমস্ত সুবিধা হইবে। আমাদের চিত্তদর্পণে অনেক বাহ্যবিষয় ধূলি আসিয়া পড়িয়াছে, তাই সেই কোণোন্মুখচিত্তে সত্যবস্তু প্রতিবিম্বিত হইতে পারিতেছে না। যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের জগতের লোকের প্রতি 'ছোট' জ্ঞান থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত জগতের সব লোক হরিভজন করিতেছেন—'সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে' এই প্রতীতিটী না হইবে, সেকাল পর্য্যন্ত আমাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হইবে না।

লেখাপড়া ও পাণ্ডিত্যের শেষকথা—হরিনাম। পণ্ডিত না হইলে হরিনাম হয় না। যাঁহারা জগতে বড় হইবার অভিলাষী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইবার জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা পণ্ডিত নহেন। হরিনামে সর্ব্বার্থসম্পন্নতা লাভ হয়। কার্য্যের দ্বারাই যেমন কারণ অবগত হওয়া যায়, কেহ হরিনাম গ্রহণ করিতেছেন কিনা, তাহা ফল দেখিয়াই বুঝা যায়। হরিনাম করিতে করিতে যদি কাহারও সংসারের প্রবৃত্তি বা সংসারবুদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাঁহার কীর্ত্তিত বিষয় হরিনাম নহে নিশ্চয়ই জানিতে হইবে।

হরিভজন কাহাকে বলে, তাহা জগতের জীবকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দানের কথা প্রত্যেককে জানাইতে হইবে। মহাপ্রভু জানাইলেন—লোককে কৃষ্ণকথা দিবে। তাহাদিগকে মায়ার কথা দিলে ঐ সকল জীব কেবল ভোগ বা ত্যাগে প্রমত্ত থাকিবে।

হরিকথা প্রথমে গুরুমুখে শ্রুত হইলে তবে কীর্ত্তন হইবে। হে জীব! হরিকথা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন কর, ত্যাগপন্থী হইয়া—নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিলে অমঙ্গল হইবে। যাহারা হরিকীর্ত্তন করে না, তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। যাহারা হরিকীর্ত্তন না করিয়া নামাপরাধ করে, তাহারা নির্ব্বিশেষবাদী ঠুঁটোরাম হইয়া থাকিবে। বৈধ ও ভক্তি ব্যতীত ইতর-বিচারযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ ও কথা শ্রবণ করিলে হরিকথা শ্রবণ হয় না।

হরিনাম সেবকের ত্রিবিধ উগ্রতাপ নষ্ট করেন। তবে হরিভজন করিতে আসিয়া সুখদুঃখে অভিভূত হইলে চলিবে না। যিনি কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, তাঁহার ইতরচিন্তা আসিতে পারে না। হরিকথা বলাই জীবের প্রতি শ্রেষ্ঠ দয়া। কৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ হয়। মায়ার কথা বা ভোগ-বার্ত্তা শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের কাণ বোকাই হইয়া আছে। অতএব সেই অসুবিধাগুলিকে দূর করিতে হইলে এখন প্রচুরভাবে হরিকথা শুনিতে হইবে।

সাধুগুরুর মুখে চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণকথা শুনিতে হইবে। কৃষ্ণকীর্ত্তন করিলে চব্বিশ ঘণ্টাই কৃষ্ণের স্মরণ হইবে। বহির্ম্মুখ গৃহমেধীরা বুঝিয়া উঠিতে পারে না কি করিয়া ২৪ঘণ্টা হরিভজন হয়। আমাদের স্মরণ হয় নিজের ভোগের কথা—কখনও কৃষ্ণস্মরণ হয় না। কৃষ্ণের স্মরণ হইলে সকল অমঙ্গল দূরীভূত হয়।

সৎসঙ্গপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তির

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়

বৈরাগী বা আসক্ত হইলে হরিভজন হইবে না। হরিভজনে নিযুক্ত না হইলে শুধু জড়ত্যাগ কোন কাজের কথাই নয়। কীর্ত্তন করিব না—এইরূপ বিচার করিলে অসৎ হইতে হইবে এবং অবশেষে সর্ব্বনাশ হইবে।

যদি হরিভজন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক জিনিষের দ্বারা তাঁহার ভজন করিতে হইবে। তাঁহার সেবায় যে বস্তুটী বাদ পড়িবে, তাহার দ্বারাই জীবের ভোগ হইয়া যাইবে। আমাদের যেরূপ বহুদিনের বহির্ম্মুখতা ও চিত্তের মলিনতা, তাহাতে প্রকৃত নামপরায়ণ সাধুর মুখ হইতে সর্ব্বক্ষণ শুধু নিরন্তর মর্ম্মস্পর্শী কথা শ্রবণ করা দরকার। আমরা এমন অপদার্থের সন্তান হইয়াছি যে, ভোগ ব্যতীত আর কোন কথা আমাদের বিচারের আবলেই আসিতেছে না। নিজের ভোগ-ত্যাগ চালানই মায়া। সেব্যবস্তুর পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তর্পণ করাই ভজন বা আরাধন। বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে আমাদের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ হওয়া আবশ্যক এবং কৃষ্ণেতর বাসনাও ধ্বংস হওয়া আবশ্যক।

———

আমি সাধু-বৈষ্ণব বলিয়া নাম জাহির করিব এবং বিষয়বৃদ্ধি করিব—এ সকল চরিত্রের অভিনয় মাত্র। এ সমস্তই শোভানদারী ও প্রতিষ্ঠাশা ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রতিষ্ঠাশা অতি ভীষণ। উহা ত্যাগ করা বড় কঠিন। সব ত্যাগ করা যায়, কিন্তু ওটা ত্যাগ করিতে পারা যায় না।

সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচিত হউক—সর্ব্বত্র হরিকীর্ত্তনে মুখরিত হউক। যে সে স্থানে বা যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে হরিকথা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নাম গ্রহণ করিতে হইবে—হরিকথা শ্রবণ করিতে হইবে এই মনুষ্যজন্ম হারাইলে পুনরায় যে মনুষ্যজন্ম পাইব, তাহার নিশ্চয়তা নাই।

———

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সন্ধান পাইলে তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে হইবে। গুরুদেব নিজে শিষ্যের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না। তিনি শিষ্যকে দিয়া কৃষ্ণের সেবা করাইয়া থাকেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হইতে অভিন্ন। শ্রীগুরুদেবের নিত্যবসতিই গোলোক-বৃন্দাবন। জড়জগতে তিনি বিপ্রলম্ভবিগ্রহে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীগুরুদেবকে বিশেষ মনোমাত্র মনে করিলে কোনও সুবিধা হইবে না। কেবল অমঙ্গল হইবে। শ্রীগুরুদেব পরম সম্মানের বস্তু। আচার্য্যকে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে হিংসা বা অবজ্ঞা করিতে নাই। 'অহং ব্রহ্মাদি বা আমি গুরু, আমি প্রভু' এই বিচারে লোক বাটপাড় বা বঞ্চক হইয়া পড়ে সাবধান, কখনও গুরুবৈষ্ণবের অনুকরণ করিও না। কায়মনোবাক্যে অনুসরণ কর।

কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চন

——•::(•)::•——

অর্চ্চনাদি যে কোন ভক্ত্যঙ্গ কীর্ত্তনমুখে করাই বিধেয়। গৃহস্থ ও কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তির শ্রীমূর্ত্তিপূজা অর্থাৎ অর্চ্চন একান্ত আবশ্যক। তবে সাধুসঙ্গ, গুরুসেবা, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অর্থাৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ ব্যতীত উন্নত অধিকার—প্রাকৃতত্ব হইতে অপ্রাকৃতত্ব লাভ বা শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইবার যোগ্যতা হয় না। কনিষ্ঠাধিকারী অনর্থযুক্ত। ভগবানের স্বপ্রাকৃতত্ব বা অধোক্ষজত্ব অপ্রাকৃতজ্ঞান প্রভৃতি অনর্থযুক্ত ব্যক্তি ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং অনর্থযুক্ত জীব ভগবানের ধ্যান কি করিয়া করিবে? তবে অর্চ্চনে যে ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, তাহা ভূতশুদ্ধি শিক্ষা বা সাময়িক ধ্যানবিধিমাত্র। অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় চিত্তের একাগ্রতা বা স্বাভাবিক ধ্যান অনর্থযুক্তাবস্থায় সম্ভব হয় না। অনর্থযুক্ত ব্যক্তির ধ্যান—কল্পনা বা জড়ভাবনা। মন্ত্র জপ করিতে করিতেই ঐ জড়ভাব দূর হয়। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের পূজা ভগবানের অপ্রাকৃত পাদপদ্ম স্পর্শ করে না বা তথায় পৌঁছে না। কিন্তু তথাপি কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তি ক্রমমঙ্গলাভের জন্য অর্চ্চন করিবেন। সাধুগণ বলেন, কনিষ্ঠাধিকারী অর্চ্চকের পূজা বা অর্চ্চনচেষ্টা দাগবুলান ব্যাপারমাত্র। মধ্যমাধিকার না আসা পর্য্যন্ত আমরা এসকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। কনিষ্ঠাধিকারীকে একথা বুঝাইতে গেলেও সে ইহা বুঝিতে পারে না, পরন্তু ভগবৎসেবায় শৈথিল্য, একান্ত অনাদর আসিয়া মঙ্গলের পথে বিঘ্ন ঘটায়। আবার অনেক সময় তর্ক-বিতর্কও হইয়া থাকে।

কনিষ্ঠাধিকারীর চেষ্টা—জড়তামূলক। উহা কেবল প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতে অভিনিবেশ এ সকল চেষ্টার যোগ্যতা দিবার জন্য প্রাথমিক পাঠ মাত্র। সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তন ও গুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে করিতে তাহা নির্ম্মল হয়। অর্চ্চকের পূজা কেবল বিষ্ণুভক্তের প্রতি উদ্দিষ্ট হয় মাত্র। কিন্তু অধিকার উন্নত হইলে—সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনফলে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে সেই পূজা অপ্রাকৃত বিষ্ণুপাদপদ্ম স্পর্শ করে। অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃত্রিম উপায়ে ধ্যানাদি চেষ্টা-দ্বারা অশুদ্ধচিত্তে যে চিত্র বা কল্পনা অঙ্কিত হয় তাহা অপ্রাকৃত ভগবন্মূর্ত্তি নহে। এরূপ কল্পিত মূর্ত্তির প্রশ্রয় দিলে অমঙ্গল অনিবার্য্য। সুতরাং সদ্গুরু-চরণাশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার নিকট সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীবিগ্রহ পূজা করা আবশ্যক। অর্চ্চন সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। আজ আমরা একটু দিগ্দর্শন করিলাম মাত্র। শাস্ত্রবাক্য বা বাস্তব (Practical) কথাগুলি অনেক সময় দাম্ভিকদের কল্পনার গোচরীভূত করা যায় না সকল কথাই যে শুনিবামাত্র বুঝা যাইবে এরূপ নয়। সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া প্রণিপাত সহকারে গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সেবা ও হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে শুদ্ধচিত্তে তাঁহাদের কৃপায় সকল কথাই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

——•::(•)::•——

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন উপলক্ষে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য-পুরাণব্যাকরণতীর্থ মহোদয় গত ৪ঠা, ১১ই ও ১৮ই জুন তারিখে যথাক্রমে "কর্ম্ম ও ভক্তি", "দৈবাসুরবিচার বৈশিষ্ট্য" ও "আত্মমঙ্গল" সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। সভায় প্রত্যহ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

———

ময়মনসিংহে বিরহোৎসব

গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু আচার্য্যবর্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীচৈতন্য মঠের অন্যতম শাখা ময়মনসিংহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট সচ্চিদানন্দ শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অপ্রকট-তিথিপূজা কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে অতি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে একাদশাহ্নিকাব্যে মঠসেবক-বৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেব এবং অন্যান্য গুরুবর্গের জয় প্রদান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা করেন। তৎপরে শুদ্ধপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব এবং মহাজনপদাবলীসমূহ কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের অপ্রাকৃত মহাবদান্যতার এবং শ্রীল প্রভুপাদ ও তদভিন্নবিগ্রহ শ্রীল আচার্য্য-দেবের কৃপাতেই যে সেই বদান্যতা উপলব্ধির বিষয় হয় এতৎ কথা আলোচিত হয়। পাঠের শেষে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর ভক্তগণ সমবেতকণ্ঠে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ের "শ্রীভক্তিবিনোদ-দশকম্", পঞ্চতত্ত্ব এবং 'যে আনিল প্রেমধন' প্রভৃতি গীতিসমূহ সুমধুরস্বরে কীর্ত্তন করেন। তৎপরে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী কাব্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়দ্বয় যথাক্রমে শ্রীল ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র এবং অহৈতুকী করুণার কথা বক্তৃতামুখে বিশদ-ভাবে কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহা বিশেষভাবে আলোচিত হয় যে, আমরা এতদিন যে মঠবাস করিয়া পারমার্থিক জীবন যাপন করিলাম, তাহার পরীক্ষা দিবার সময় আসিয়াছে। এই ভীষণ পরীক্ষার দিনে আমরা যদি উত্তীর্ণ হইতে পারি তবেই মঙ্গল নতুবা অসৎসঙ্গের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলে অনন্তকাল হাবুডুবু খাইতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ব্যতীত যেমন কোন ব্যক্তিই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বুঝিতে পারেন না, তদ্রূপ শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপা ব্যতীত কেহই শ্রীল প্রভুপাদকে বুঝিতে পারিবেন না। 'ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনই রুদ্ধ হইবে না।' শ্রীল প্রভুপাদের এই বাণী যদি আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তাহা হইলে কোন ব্যক্তিই আমাদিগকে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না। অসৎ সঙ্গে পড়িয়া আমরা যেন স্বপ্নেও আচার্য্যপাদ-পদ্মের নিন্দা না করিয়া বসি, এবিষয়ে সর্ব্বদাই খুব সতর্ক থাকা আবশ্যক। শ্রীল আচার্য্য-দেবের কৃপাতেই যেন শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপালাভের উপায়-মাত্র নিষ্ঠ, জানিতে পারি, ইহাই এই পবিত্র-তিথিতে গুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

বক্তৃতান্তে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীগুরুপাদপদ্মের জয়ধ্বনি সহকারে সভা ভঙ্গ হয়।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবনে শ্রীগৌরসুন্দর, শ্রীগান্ধর্ব্বা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর, গোপীনাথ আদি চতুর্দ্দশ বিগ্রহ আছেন। পুরাতন এবং [illegible] নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্র আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১৫

কলিকাতায় শ্রীবার্ষভানবী-[illegible] শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। উৎসব, পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও বাঙ্গালা পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র চাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রীনারায়ণীর [illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] – (শ্রীবুড়াশিবের গলীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ মিস্রিখ, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালাহিল, বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] পশ্চিম গোদাবরী, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-[illegible] সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) [illegible]

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]-মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চকলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible] গ্রা, পোঃ [illegible], ([illegible])

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ.পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৵০		।৵০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲		৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা অধিক।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:(*):—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::*::—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর ও মনোরম—গঙ্গার তীরবর্ত্তী বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিকে খোলা। সুস্বাস্থ্যকর আহার ও আচার-ব্যবহার। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বোর্ডিং-এর প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের জন্য সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——:(*):——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃপঞ্চাশবর্ষ আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী পত্রিকা হইতে গৃহীত।' শ্রীল প্রভুপাদের "নিবেদন" সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কখনও বা প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কখনও প্রত্যক্ষ ও সংক্ষিপ্ত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, বিষয় সূচী, গ্রন্থ-শ্লোক ও পদ্যাংশ-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বাঙ্গলা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূনমালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক স্তবের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সবিস্তারভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

———

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সবিস্তারভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'বেদিনীয়ে শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান গ্রন্থ প্রকাশের কর্ম্মাধ্যক্ষ, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংস্কার-নিরাকরণকল্পে যে সকল হরিকথা সংলাপাকারে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীঅঙ্গে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে ধারাবাহিক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিক এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া এখানে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সবলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শিক্ষাতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত একাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের ভক্তোত্তম পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলীর বিবরণাদিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহলার পাচন

বিবিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ মোহালা, ২৪ পরগণা।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-০০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৫	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (নাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২০	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৪	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 154

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১২ই আষাঢ় ১৩৭৬, ২৭শে জুন, ১৯৬৯, মঙ্গলবার | ১০১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(•)::—

আসামে সহশিক্ষা সমস্যা

আসাম গবর্ণমেন্ট আসাম প্রদেশের স্কুল ও কলেজসমূহে সহ-শিক্ষা সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা স্থির করার প্রশ্ন বিবেচনা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিবার জন্য তাঁহারা জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন।

এতদুদ্দেশ্যে তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রশ্নপত্র প্রকাশ করিয়া এই অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, গবর্ণমেন্টের নিকট পেশ করিবার উদ্দেশ্যে আগামী ৩১শে জুলাই (১৯৬৯) তারিখের মধ্যে তাঁহারা যেন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট তাঁহাদের অভিমত জ্ঞাপন করেন।

১। সহশিক্ষা বাঞ্ছনীয় কিনা? (ক) প্রাথমিক শিক্ষাকালে (ক্লাস এ হইতে ক্লাস ৩ পর্যন্ত), (খ) মাধ্যমিক শিক্ষার সময় (ক্লাস ৩ হইতে ক্লাস ১০ পর্যন্ত): (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে (ম্যাট্রিকুলেশন হইতে ডিগ্রী পরীক্ষা পর্যন্ত) প্রতি ক্ষেত্রে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে।

২। আপনি যদি সহশিক্ষা বাঞ্ছনীয় মনে করেন, বর্তমানে যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে আপনি সন্তুষ্ট কিনা; যদি আপনি ঐ ব্যবস্থা পছন্দ না করেন, ঐ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য আপনি কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন; (ক) প্রাথমিক শিক্ষাকালে (খ) মাধ্যমিক শিক্ষার সময়, (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে।

৩। বালক ও বালিকাদের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে কিরূপ পার্থক্য রাখা আপনি বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন? (ক) প্রাথমিক শিক্ষাকালে, (খ) মাধ্যমিক শিক্ষার সময়, (গ) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে।

৪। প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থায় বালক ও বালিকাদের শিক্ষার ভার শিক্ষয়িত্রীদিগের উপর ন্যস্ত করাই কি আপনি আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করেন?

৫। প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থায় সহশিক্ষার অনুকূল মত পোষণ করিলে আপনি কি নিকটবর্তী অঞ্চলের বালক ও বালিকাদিগের জন্য নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র স্কুলগুলিকে একসঙ্গে করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন।

৬। আপনি যদি এই প্রকার বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে আপনি এইরূপ সংমিশ্রিত বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ অনুমোদন করেন কি? অর্থাৎ বালকদিগের স্কুলের শিক্ষক ও বালিকাদিগের স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদিগের এক সঙ্গে নিয়োগের পক্ষপাতী কিনা।

এই ব্যবস্থা আপনার অনুমোদিত হইলে, শিক্ষক সংক্রান্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার প্রস্তাব কি?

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের বক্তৃতা

লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সম্মানার্থ প্রদত্ত এক প্রীতিভোজ সভার বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ভারতবর্ষে তিনি যে সব কার্য্য করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, যদিও সেখানে সমস্ত অসুবিধার অবসান হয় নাই, তথাপি আশান্বিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি মনে করেন যে, তাঁহারা আজ ভারতবর্ষে এমন একজন বড়লাট প্রেরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন যিনি তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনার জন্য এখানে এবং ভারতবর্ষে সকলের নিকট বিশেষ বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন।

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স বলেন, "আমি প্রায়ই মনে করি, পৃথিবীতে আজ যে সব ঘটনা ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে, ভারতবাসীদের উচিত তাহা বিশেষ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখা, ভারতের উগ্র জাতীয়তাবাদীর আদর্শও হইয়াছে, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা; কিন্তু ইউরোপ এবং এশিয়ায় আজ মতবাদের যে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে আমার বিশ্বাস, তাহার মনেও এই সন্দেহ জাগিয়াছে যে, এই সব মতবাদের মধ্যে কোনটি তাহার দেশের স্বাধীনতা লাভের পথে মঙ্গলজনক হইবে। এই দিক হইতে এই সব ঘটনাবলী চিন্তা করিয়া দেখিলে ভারতের জাতীয়তাবাদিগণ সাধারণতঃ যে দৃষ্টিতে বৃটিশ সাম্রাজ্য দেখিয়া থাকেন, তাহার যথেষ্ট পরিবর্তন হইবে এবং তাঁহারা বৃটিশ সাম্রাজ্যকে অন্যভাবে দেখিতে পাইবেন।

দাঙ্গা ও নরহত্যার অভিযোগ

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী এম আহম্মদ কাপাসিয়া থানার অন্তর্গত লেকশা নিবাসী একবর, আসকর, ইছু, ইমাম, সুবজতালী, কলি ও কাউসা এই ৭জন মুসলমানকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করা ও নরহত্যার অভিযোগে দায়রায় সোপর্দ করিয়াছেন। এই মামলার অপর ৮ঃ আসামী এখনও পলাতক আছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে লেকশা সংবাদ তাহার জমিতে চাষ করিতে থাকা অবস্থায়, আসামী একবর অন্যান্য আসামী সহ তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ জমি তাহার বলিয়া দাবী করে। উভয়পক্ষে ঝগড়া বাঁধিয়া যায়। তখন আসামীরা একবর, তাহার ভ্রাতা রকমান ও তাহাদের পিতা অমূল্যালীকে দা, লাঠি প্রভৃতি দ্বারা আক্রমণ করে। সবদার ও একমান উভয়েই সাংঘাতিকভাবে আহত হয়। তাহাদিগকে মিডফোর্ড হাসপাতালে নিয়া যাওয়া হয়। তথায় তিন দিন পরে সবদার মারা যায়।

কোর্ট সাব ইন্সপেক্টর শ্রীযুত অজিতকুমার সেন সরকার পক্ষে ছিলেন।

বেলুচিস্থানে শাসনসংস্কার প্রবর্তনের দাবী

ব্রিটিশ বেলুচিস্থানে শাসনসংস্কার প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন করিবার উদ্দেশ্য বেলুচিস্তানের খাঁ সাহেব এ কে গাফোর খাঁ লণ্ডনে গিয়াছেন। বেলুচ সর্দারগণ তাঁহার উপর এই কার্য্যের ভার দিয়াছেন। খাঁ বাহাদুর এই সম্পর্কে মহামান্য আগা খাঁর সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন। তিনি মহামান্য আগা খাঁর সাহায্য ও উপদেশমত বৃটিশ মন্ত্রিসভা এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিশিষ্ট সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। পক্ষি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবপরাকাষ্ঠা অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(•)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অমৃতপ্রবাহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড —৸০; ২য় খণ্ড —১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৯৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধনকণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাইবেল আলোচনা ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়মাধুর্য্য ।৶০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীল গোপালচম্পূ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী গৌড়ীয়ভাষ্য (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ নিধি-দর্পণ ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকণ্ঠ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৶/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ্ঠ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাবিবৃত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণভজন ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধনা ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিক্তা ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টক ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড্স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। ভোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইটিং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইংরেজি প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আবরাহমস রিলিজন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামিজ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ১ পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর – নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২৫ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১১ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৭শে জুন খৃঃ ১৯৩৯, মঙ্গলবার | ১০১৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫ বামন [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৩

যৎকিঞ্চিৎ

ভক্তি জিনিষটী কৃষ্ণের সেবা। ভক্তি—শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। ভক্তি কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে, ইহাই তাহার স্বরূপলক্ষণ। ভক্তি আনন্দময়ী—কৃষ্ণানন্দবিধায়িনী। ভক্তিতে বা সেবায় ভগবান্ ও ভক্ত উভয়েরই পরমানন্দ লাভ হয়। তাহাতে একজনের আনন্দ আর একজনের নিরানন্দ এরূপ কোন কথা নাই। আবার এই সেবা জিনিষটী অন্ধকারে হাতড়ান ব্যাপার বা কল্পনা নহে। সেবা করিয়া সেব্যের আনন্দ হইতেছে কিনা সেবক তাহা জানিতে পারে। সেব্যের আনন্দবিধান করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাকৃষ্টি প্রবল হয়। সেবায় দর্শন আছে, অনুভূতি আছে। সেব্যের সহিত সেবকের প্রাণে প্রাণে মিল আছে, টান আছে ও প্রীতি আছে। এই জন্য প্রত্যক্ষ জিনিষ। তবে ইহা চিৎপ্রত্যক্ষ—চিদিন্দ্রিয়ের অনুভূতির বিষয়। এই সেবা নিত্য। এই সম্বন্ধ অত্যন্ত প্রগাঢ় ও ঘনীভূত। তাঁহাদের পরস্পরের প্রীতি অতুলনীয়। সেব্য সেবক পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। সেবক সর্বই সেব্যময় দেখে। তিনি প্রতি বস্তুকে বা কাহাকে নিজের সেব্যজ্ঞান বা সেব্যের প্রিয়জ্ঞান করেন। তাঁহাদের অনুক্ষণ অবস্থিতিতে ব্যবধান বা বাধা না থাকায় তাঁহাদের সেবার ও দর্শনে কোন প্রভেদ নাই। তাঁহাদের দর্শন সুদর্শন ও সেবা শুদ্ধা।

আমরা বদ্ধজীব। ভগবানে রতিমতি আমাদের নাই। আমরা ভগবানকে ভুলিয়াই গিয়াছি। সুতরাং যতদিন আমরা স্বরূপে অবস্থিত হইতে না পারি ততদিন আমাদের প্রত্যেকেরই ভক্তিসাধন—বিষ্ণুর দিকে গতি বা চেষ্টা অবশ্য কর্তব্য, নতুবা মঙ্গললাভের আশা নাই। সাধনরাজ্যে যে পর্যন্ত না রুচি বা আসক্তি লাভ হয়, ততদিন পর্যন্ত সাধকের এই বিষ্ণুমুখী চেষ্টা থাকিবে। রুচি বা আসক্তি হইতে ক্রমশঃ কৃষ্ণ আকৃষ্ট হইতে থাকেন। তখনই শুদ্ধ ভক্তি আরম্ভ হয়। হ্লাদিনীকৃপায় রুচি হয় এবং রুচিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণবশকারিতা আরম্ভ হয়। তখনঃ জীব শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীগৌরকৃষ্ণ-পাদপদ্মে উপনীত হন। তখনই শুদ্ধ ও শুদ্ধ হরিজনের পরিচয় পাওয়া যায়।

অনর্থ থাকাকালে ভজনের কোন কথা নাই। সেইজন্য মহাজনগণ অনর্থযুক্তের ভজন-ক্রিয়ার কথা বলিয়াছেন। অনর্থনির্মুক্ত হইলে পরে শুদ্ধভজন আরম্ভ হয়। সুতরাং অনর্থযুক্ত আমাদের হরিভজন যে আরম্ভই হয় নাই তাহাতে আর সন্দেহ কি?

বদ্ধজীব আমাদের কোথায় [illegible] যে, আমরা সেব্যের নিকটে আসিয়া তাঁহার সেবা করিয়াও কিছু চাই। সেবার পরিবর্তে কোন কিছু না পাইলে আমাদের মন উঠে না। আমরা লঘুগুরুমুখে শুনিতে পাই, সেবার পরিবর্তে যেখানে কিছু প্রার্থনা আছে, তাহা সেবা নহে, পরন্তু [illegible]। যেখানে কর্তা ভোক্তা কৃষ্ণ, সেইখানেই সেবা, আর যেখানে অপরে ভোক্তা থাকে, সেখানে সেবার কোন কথা নাই, তাহা কর্ম। সেবা নিরন্তর [illegible] হওয়া, আর কর্ম নিজেন্দ্রিয় প্রীতির জন্য অনুষ্ঠিত। যেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্র বর্তমান সেখানে সেবা নাই, সেখানে সম্পূর্ণভাবে মায়া অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সেবা করিয়া তৎপরিবর্তে কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, সে সেবক নহে, সে বণিক্।

বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠাবান্ হওয়া চাই। হরিগুরুবৈষ্ণবসেবকের অন্য কোনও কাজ নাই। হরিগুরুবৈষ্ণবের অহৈতুকী সেবাকরণ, প্রতিষ্ঠাই তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। সেবা-কাঙ্ক্ষা ব্যতীত অন্য কোন ইতর আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই। তিনি দীনহীন, অকিঞ্চন, কাঙ্গাল। গুরুবৈষ্ণবের আসন অধিকার করিবার দাম্ভিকতা তাঁহার নাই। তিনি বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব আর অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব মনে করেন না। তিনি স্বপ্নেও অবৈষ্ণবের সঙ্গ করেন না। নিরন্তর নিষ্কপটসেবায় নিযুক্ত থাকাকেই তাঁহার একমাত্র গৌরব, একমাত্র প্রতিষ্ঠা ও একমাত্র অভিলষিত বস্তু মনে করেন। তিনি জানেন, প্রভু একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় গুরুবৈষ্ণবগণ। সেখানে ভোক্তা মাত্র একজন এবং সকলেই [illegible] স্বার্থ [illegible] হয়।

[illegible]

[illegible] নিবৃত্ত হয়।

শ্রীনামই সাধন, শ্রীনামই সাধ্য। যাহারা শ্রীনামের নিকট অপরাধী, পুনঃপুনঃ স্বেচ্ছাকৃত অপরাধ-অর্জনে [illegible]

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

থাকিয়া অপ্রমত্ত অবস্থায় নিরন্তর গৃহীত নামই তাঁহাদের সকল অপরাধ ক্ষয় করিয়া থাকেন। অপরাধযুক্ত নামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণে অর্থাৎ নিরন্তর নামাপরাধ করিতে করিতে অপরাধমুক্ত হওয়া যায় না। পরন্তু অপরাধবর্জ্জিত নাম অবিশ্রান্তভাবে করিলে অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। তাঁহারা বস্তুতঃ অপরাধ থাকিলেও ভগবানের শরণাগত সর্ব্বদা নিষ্কপটে আর্ত্তির সহিত ডাকিলে জীবের মঙ্গল হয়।

প্রাণহীন দেহের যেমন কোনও মূল্য নাই, তদ্রূপ শ্রীগুরুর আনুগত্য ব্যতীত জীবনের কোনও সার্থকতা নাই। গুরুকৃপা ব্যতীত মায়ামুক্তি অসম্ভব। যেখানে চেতনতার বিকাশ নাই, যেখানে [illegible] নাই, সেখানে জীব জীবন্মৃত। এই জগতের সকলেই আমা [illegible] দিকে তাহাদের প্রধান রাখিবার জন্য [illegible]। কিন্তু শ্রীগুরুদেবের [illegible] কর্তৃত্বাভিমান তাঁহার মধ্যে নাই। সেইজন্যই তিনি নিরন্তর সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতে সমর্থ। [illegible] শ্রীগুরুদেবের [illegible] বাণী বা কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। তাঁহার কীর্ত্তন বা বাণী নিষ্কপট জীবহৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া সেই হৃদয়কে [illegible] বিলাসস্থলীরূপে পরিণত করে। শ্রীগুরুদেব নিজে কৃষ্ণ সাজিতে চান না। তিনি প্রত্যেক জীবকে [illegible] কীর্ত্তন [illegible] কীর্ত্তন [illegible] [illegible] কীর্ত্তন করিলে [illegible] হইতে পারে। [illegible] কৃষ্ণকৃপা হইতে পারে। কিন্তু শিষ্য না হইয়া যে [illegible] হইতে [illegible] [illegible] [illegible] যায়। সুতরাং আমরা [illegible] [illegible] প্রার্থনা।

—

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

[illegible] মূল্য—১ম খণ্ড ৬০; ২য় খণ্ড ৵; ৩য় খণ্ড ৬০; ৪র্থ খণ্ড —৬০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

গুরু ও বৈষ্ণব

(শ্রীঅনন্তনাথ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

বৈষ্ণব যে সে বস্তু নহেন। তিনি ভগবানের বড় আদরের ধন—পরমাত্মীয়। বৈষ্ণব অজ্ঞ নহেন, তিনি বিজ্ঞ, তিনি সর্ব্বজ্ঞ। যিনি প্রকৃত বৈষ্ণব, তাঁহার ভগবদ্‌ভোগ্য বস্তুতে ভোগ্যজ্ঞান নাই, পরন্তু সেব্যজ্ঞানই বর্ত্তমান। তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই হরিভজন বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণপর। বিষ্ণুসেবাই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাই যাহাই বিষ্ণুসেবার অনুকূল হয়, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব জানেন, এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে সবই ভগবানের ভোগ্য। সুতরাং তাহাতে ভোগবুদ্ধি করা অপরাধ। বৈষ্ণবগণ নির্ম্মৎসর। তাঁহাদের কেহ শত্রু নাই। তাঁহারা দীনবন্ধু। বৈষ্ণবের আসন [illegible] এবং বৈষ্ণবপদবী ভক্তপদবী বা দাসপদবীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই যথার্থ কৃষ্ণের সেবা হয়। বৈষ্ণব-সেবোন্মুখ না হইলে শ্রীকৃষ্ণ-নাম [illegible]। বৈষ্ণব—পরমহংস। শ্রীগোবিন্দ, শ্রীনাম ও শ্রীমহাপ্রসাদ তাঁহারই নিকটে পাওয়া যায়। তিনিই কৃপাপূর্ব্বক এ সকল বিষয়ের সন্ধান দেন। এই সকল অপ্রাকৃত বস্তু তাঁহারই হৃদয়ের ধন, তাঁহারই ভাণ্ডারের জিনিষ। সুতরাং সেই বৈষ্ণবের সেবা বাদ দিয়া কৃষ্ণের সন্ধান আমরা কি করিয়া পাইব? সেই বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট না পাইলে আমাদের মায়ামুক্ত কি করিয়া হইবে?

গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ এই তিনটী অধোক্ষজবস্তুকে জীব মাপিয়া লইতে পারে না। গুরুই জীবকে মাপিতে পারেন। অণুর তত্ত্বকে মাপিতে যাওয়া বা ক্ষুদ্রবোধ হইয়া গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানকে জানিয়া লইতে যাওয়া [illegible], তাহা অভক্তি। সুতরাং এই পথ ছাড়িয়া শ্রৌতপথই প্রশস্ত।

পরমহংস বৈষ্ণবগণ বদ্ধজীবের ন্যায় কামুক নহেন। তাঁহারা নিজ-ভোগের জন্য কখনও কোন কার্য্য করেন না। [illegible] তাঁহাদের হৃদয়ে নাই। [illegible] পুরুষ। তাঁহারা কোটী স্ত্রী সঙ্গ করিলেও, সমস্ত বিষয়-সম্ভার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিলেও ঐ সকল বস্তুদ্বারা কৃষ্ণপ্রীতি-বিধান করিতে পারেন—সে সামর্থ্য তাঁহাদের আছে কিন্তু মাদৃশ বদ্ধজীবের সে বল নাই। আমাদের নিকট কনকাদি যাহা ভোগের উপকরণ, বৈষ্ণবের নিকট তাহাই কৃষ্ণসেবার উপকরণ। বৈষ্ণব-অবৈষ্ণবে এই পার্থক্য।

বাস্তবিক শ্রীগুরুদেব যে সে তত্ত্ব নহেন। তিনি গৌরকৃষ্ণশক্তি। তিনি কৃপাস্বরূপ তিনি গৌরনিজজন—তিনি অবতার। তিনি শ্রীরূপ। তাঁহার আনুগত্যেই জীবের জীবনের সার্থকতা, নতুবা সব বৃথা। তাঁহার কর্তৃত্বাভিমান নাই। তিনি নিরন্তর ভগবৎসেবারত। ভজনমার্গে শ্রীগুরুদেব বিষয়বিগ্রহ শ্রীভগবানের [illegible] আশ্রয়বিগ্রহ এবং মর্য্যাদামার্গে তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন নিত্যানন্দস্বরূপ। শ্রীগুরুদেব তাঁহার মহাভাগবতলীলায় শিষ্যের সেবকাভিমান করেন, আর তাঁহার মধ্যমাধিকার-লীলাভিনয়ের সময় তিনি ভক্তগণের সহিত মিত্রতা, বালিশ অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তির প্রতি হরিকথা-কীর্ত্তনাদির দ্বারা কৃপা এবং ভক্ত ও ভগবদ্বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি কখনও নিজেকে ভোক্তা এবং শিষ্যগণকে নিজের ভোগ্য মনে করেন না। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণেই জীবগণকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলন করাইবার জন্য ব্যস্ত। তিনি সর্ব্বদাই চান, তাঁহার আশ্রিতবর্গ কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত হউক—কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হউক—কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ করুক। আবার আশ্রিতবর্গও চান শ্রীগুরুদেবকে কৃষ্ণের সহিত মিলন করাইয়া কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তোষণ করাইতে। গুরু ও শিষ্যবর্গের সহিত এইরূপ সম্বন্ধ নিত্য বিরাজিত। শিষ্য কখনও গুরু হইতে চান না। আশ্রয়ের সহিত বিষয়ের মিলনের জন্যই তাঁহার প্রয়াস। শ্রীগুরুদেবের মত দয়াল আর কেহ নাই। তিনি জীবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দিতে প্রস্তুত। গৌরসুন্দরকে প্রকাশ করাই গুরুনিত্যানন্দের ধর্ম্ম এবং শ্রীচৈতন্যকে প্রকাশ করিয়া অজ্ঞজীবের চৈতন্য উৎপাদন করাই তাঁহার লীলা। আমাদের দুর্দ্দশার শেষ নাই, তাই মাদৃশ বদ্ধজীবকে কৃপা করিবার জন্যই তাঁহাদের জগতে আগমন। সেই ভগবৎপ্রেরিত ভাগবত জগতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের জন্য যাহাদৃষ্টিতে যে কত লাঞ্ছিত ও উপহসিত হন, তাহা বলিবার ভাষা আমাদের নাই। তথাপি তাঁহাদের কৃপণতা নাই—দয়া-প্রদর্শনে কুণ্ঠা নাই। তাঁহারা সকল সহ্য করিয়াও কৃপা-বিতরণের জন্য ব্যস্ত। সুতরাং তাঁহাদের দয়ার কথা আর কি বলিব?

শ্রীগুরুদেব—বৈষ্ণবরাজ। তিনি পরমহংসকুলশিরোমণি আর গুরুসেবক বৈষ্ণব—পরমহংস। বৈষ্ণব অর্থাৎ গুরুসেবা-তৎপর।

নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পায়ে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণভজনে অর্চনা হয়।

শ্রীগুরুদেব নিত্যানন্দ আর বৈষ্ণবগণ—নিত্যানন্দের বৈভব, গণ বা সেবক। বৈষ্ণব গুরুর সহিত একচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট, গুরুর সম্পূর্ণ অনুগত, গুরুর সহিত তাঁহার মতানৈক্য নাই। তিনি ভগবান—নিত্যানন্দ-ভৃত্য। তিনি গুরুসেবাত্মা।

—

মহাপ্রভুর দয়া

(শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অমন্দোদয়দয়ার কথা যতই আলোচনা করা যায় ততই চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি কেবল জীব-স্বরূপের যে স্বাভাবিক বৃত্তি বা ধর্ম্ম তাহার কথাই বলিয়াছেন, জীবের বিরূপের নৈসর্গিক বৃত্তির কথা বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, —"হে জীব, তুমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস্যরূপ প্রেমই তোমার স্বরূপধর্ম্ম, তুমি কেবলমাত্র কৃষ্ণভজন কর।" অযোগ্য পতিত জীবাধমের প্রতি এত দয়া পূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ংরূপ ভগবান্। তিনি শ্রীকৃষ্ণই। স্বয়ংরূপ ভগবান্ যে কলিযুগে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিবার জন্য অবতরণ করিয়াছেন সেই কলিযুগের ভাগ্যের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। অংশাবতারগণ যুগধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন কিন্তু তাঁহারা ব্রজপ্রেম দিতে পারেন না। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত ব্রজপ্রেম-প্রচার আর কেহই করিতে পারেন না। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥

নিজভজন শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন, ভক্ত ও গুরুরূপে অবতরণ করিয়াছেন—আচার করিয়া প্রচার করিয়াছেন। আচারহীন প্রচার দ্বারা কোন মঙ্গল হয় না। আচার্য্যের আচরণই ইতর লোকের আদর্শ। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুবাক্য—

আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে॥
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়॥

জীব স্বরূপতঃ অণুচৈতন্য কৃষ্ণদাস। জীব শক্তিজাতীয়, শক্তিমজ্জাতীয় নহেন। কৃষ্ণসেবা না করা তাহার পক্ষে অপরাধ। সেই অপরাধের ফলে

পুরুষাভিমানে তাঁহার মায়াতে প্রবেশ। যথা—

"কৃষ্ণ সে পুরুষ এক নিত্য বৃন্দাবনে।
জীবগণ নারীরূপ রমে কৃষ্ণসনে॥
যে সব জীবের ভোগবাঞ্ছা উপজিল।
পুরুষাবেশেতে তারা জড়ে প্রবেশিল॥"

(কল্যাণকল্পতরু)

জীব শক্তিজাতীয় হইয়াও ভোগবাঞ্ছারূপ অপরাধফলে পুরুষাভিমানে—ভোক্তাভিমানে—কর্ত্তাভিমানে—বিষয়বিগ্রহাভিমানে জড়ে প্রবেশ করিয়াছে। মায়াবদ্ধ জীবমাত্রেরই পুরুষাভিমান—ভোক্তাভিমান আছে। চিরস্তন্ত্র হইয়া জীবের মায়াভোগবাঞ্ছা অতি ঘৃণ্য ও জুগুপ্সিত। স্বরূপে একমাত্র স্বরাট্ লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দৃশ্য ও ভোগ্য না হইয়া বিরূপগ্রস্ত হইয়া ভোক্তাভিমানে জীব অনন্তকোটী বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়তর্পণ করিতে বাধ্য হইয়েছে। ইহা কতদূর দুর্দ্দশা, কতদূর পাতিত্য, কতদূর অচেতনতা কতদূর জড়তা, কতদূর শ্রীতিরাহিত্য, কতদূর নিষ্ঠুরতা তাহা ভাষায় বলা যায় না।

এই পতিত জীবের নাস্তিকতা অর্থাৎ ভোক্তাভিমান দূর করিবার জন্য সম্ভোগ-বিগ্রহ স্বয়ংরূপ-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়েছেন, আমি জীবাধম, আমাকে কৃষ্ণজ্ঞান করিও না। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"প্রভু কহে বিষ্ণু, বিষ্ণু, ইহা না কহিবা।
জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিবা॥"
"যেই মূঢ় কহে জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম॥"

একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা জীবশিক্ষার জন্য ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। কৃষ্ণ নিজেকে কৃষ্ণের দৃশ্য—কৃষ্ণের ভোগ্য অভিমান করিয়েছেন, কৃষ্ণসেবা করিতে পারিলাম না বলিয়া কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত হইয়েছেন।

জড়সম্ভোগাশারূপ পিশাচীগ্রস্ত মূঢ় জীবগণের চিকিৎসার্থ সম্ভোগবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভবিগ্রহরূপে নিত্যলীলা। বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের আচার ও প্রচারে সম্ভোগের কোন কথা নাই। ভক্তভাব—বিপ্রলম্ভভাব। জীব কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়াছে। যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহদুঃখের লেশমাত্রও নাই। কিন্তু স্বরূপতঃ কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই জীবের স্বাভাবিক ভজন। কৃষ্ণবিরহ বা বিপ্রলম্ভই জীবের একমাত্র সাধন ও সাধ্য। কৃষ্ণবিরহব্যথা অনুভব ভিন্ন জড়সম্ভোগপিপাসা হইতে উদ্ধারলাভের অন্য কোন উপায় জীবের নাই।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কৃষ্ণবিরহব্যথা। কৃষ্ণবিরহদুঃখ প্রদান করাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর মহাবদান্যতা। তিনি কোন জীবকে জড়সুখ বা জড়দুঃখ নিবৃত্তি দিবার জন্য অবতীর্ণ হন নাই। নিজে সুতীব্র কৃষ্ণবিরহব্যথায় ব্যথিত হইয়া সম্বোধন-পদে 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্রে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়া জীবকে সংকীর্ত্তনধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন। 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র - বিরহ-ব্যথিতের ব্যাকুল আহ্বান। কৃষ্ণবিরহব্যথা যাঁহার হৃদয়ে উদয় হইয়াছে, তিনিই শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণুগুণবিশিষ্ট, স্বয়ং অমানী হইয়া অপরকে মান দিয়া কোনপ্রকার প্রাকৃত অভিমানে গ্রস্ত হন না। তিনিই দশাপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন ও প্রেমলাভ করেন।

যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদেশে "আর নাহে বাপ" অর্থাৎ—"আমি কৃষ্ণ নই, আমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস – আমি কখন কাহারও নিকট সম্ভোগ প্রার্থনা করিব না" এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই একমাত্র মহাপ্রভুর কৃপালাভে অধিকারী, তিনিই কৃষ্ণদাস্যরূপ বিমল প্রেমের ভিখারী। যাঁহার ভোক্তাভিমান আছে, তাঁহার কৃষ্ণের মৎসরতা আছে। তাঁহার নিজেকে কৃষ্ণ-অভিমান, তিনি অভক্ত। তাঁহার কৃষ্ণভক্তিলাভে অধিকার নাই। সুতরাং যতদিন না শুদ্ধকৃষ্ণভক্তের কৃপায় নিজেকে কৃষ্ণদাস বলিয়া না জানা যায় ততদিন কৃষ্ণভক্তিলাভের অধিকার হয় না।

মহাপ্রভুর লীলা আচার্য্যলীলা। আচার্য্যবর্গ সকলেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রকাশবিগ্রহ। তাঁহারা সকলেই বিপ্রলম্ভমূর্ত্তিবিগ্রহ এবং বিপ্রলম্ভবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভভাবের পোষণকারী। আচার্য্যবর্গের আচরণে ও প্রচারে সম্ভোগের কোন কথা নাই। নিরন্তর বর্দ্ধমান সুতীব্র কৃষ্ণবিরহব্যথা অনুভব করিয়া তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের সুখবিধান করিয়া থাকেন এবং নিজেদের অন্তরের কৃষ্ণবিরহব্যথা বহু শুদ্ধজীবের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাদের দ্বারা কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন করাইয়া মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট পূরণ করেন।

যে কৃষ্ণবিরহব্যথায় অতলসমুদ্র আচার্য্যবর্গের হৃদয়ে সর্ব্বদা তরঙ্গায়িত হইতেছে তাহার সন্ধান কি জড়সম্ভোগপিপাসাদগ্ধ বদ্ধ জীব পাইতে পারে? আচার্য্যবর্গের হৃদয়ের কৃষ্ণবিরহব্যথার একটু আভাস যে সৌভাগ্যবান্ জীবের হৃদয়ে উদিত হইয়াছে, তিনি জড়সম্ভোগপিপাসা হইতে মুক্ত হইয়াছেন,—শুদ্ধকৃষ্ণনামের কৃপালাভের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছেন। ইহাই আচার্য্যবর্গের জীবের প্রতি করুণা বা কৃপা।

আচার্য্যবর্গ নিজদিগকে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আজ্ঞাবাহী ভৃত্য এইরূপ অভিমান করেন। শ্রদ্ধাবান্ জীবের নিকট মহাপ্রভুর আদেশ পৌঁছাইয়া দেওয়াই তাঁহাদের কাজ। "হে জীব, তুমি কৃষ্ণদাস- তুমি নিরপরাধে নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন কর" মহাপ্রভুর এই আদেশ তাঁহারা সকল শ্রদ্ধাবান্ জীবকে জানাইয়া দেন।

"অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥"

ভক্তির প্রতি অপরাধ

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

——:o:——

এই একটী বিষম কথা। আমরা অনেক প্রকার ভক্তির অনুষ্ঠান করি। সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্রাহ্মণগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করি। প্রত্যহ দ্বাদশ তিলক ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন করি। একাদশী তিথিও পালন করি। সাধ্যমত নাম স্মরণ করি। শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থান দর্শন করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, ভক্তি দেবীর প্রতি অপরাধ না হয়, এরূপ যত্ন করি না। শ্রীভক্তিদেবীর প্রতি অপরাধের লক্ষণ শ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণকে সতর্ককে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়, ক্ষণে জাঠি মারে।
ও 'খড়জাঠিয়া' বেটা না দেখিবে মোরে॥
প্রভু বলে,—"ও বেটা যখন যথা যায়।
সেই মত কথা কহি' তথায় মিশায়॥
বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অদ্বৈতের সঙ্গে।
ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি' দন্তে॥
অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাম্ভায়।
নাহি মানে ভক্তি, জাঠি মারয়ে সদায়॥
ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ।
এতেকে উহার হৈল দরশনবাধ॥"

শ্রীমুকুন্দ দত্ত একজন ভগবৎপার্ষদ। সুতরাং প্রভুর তৎসম্বন্ধে যে কথা, তাহা ছলমাত্র। কিন্তু মহাপ্রভুর হৃদয় অতিশয় গম্ভীর। যে কথা যখন বলিয়াছেন, তাহাতে একটী উপদেশ আছে। উপদেশটী এই যে, কেবল দীক্ষাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই যে কৃষ্ণ প্রসন্ন হন, তাহা নয়। অনন্য ভক্তিতে যাঁহার অনন্য শ্রদ্ধা তিনিই প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারেন। যাঁহার হৃদয়ে সে প্রকার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে তিনি শুদ্ধ-ভক্তির পক্ষপাতে দৃঢ় হইয়া থাকেন। যেখানে শুদ্ধভক্তির প্রসঙ্গ নাই, সেখানে যান না বা বসেন না। যেখানে শুদ্ধ-ভক্তির বিষয় আলোচনা হয়, তথায় তিনি রুচিপূর্ব্বক অবস্থিত করেন। সরলতা, দৃঢ়তা ও একাগ্রতাই শুদ্ধভক্তের স্বভাব। লোকাপেক্ষায় কখনও ভক্তিবিরুদ্ধ কথায় সম্মতি দেন না। শুদ্ধ ভক্তগণ সর্ব্বদা নিরপেক্ষ।

আজকাল অনেকগুলি লোক হইয়াছেন, যাঁহারা এই প্রকার অপরাধকে ভয় করেন না। ভক্ত দেখিলেই দণ্ডপ্রণত হন, কখনও কখনও কথা-আলোচনায় দশাপ্রাপ্ত হন। আবার আধ্যাত্মিক সভায় আধ্যাত্মিক মতের সমর্থন করেন। বিদ্যার্থী হইয়া আবার বিষয়-চেষ্টায় নিতান্ত উন্মত্তবৎ ব্যবহার করেন। হে পাঠকবর্গ! এই প্রকার লোক সকলের নিষ্ঠা কি? আমরা বিবেচনা করি যে, প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই তাঁহারা ভক্তদিগের নিকট ভক্তিভাবের লক্ষণ দেখাইয়া থাকেন। কোন স্থলে প্রতিষ্ঠা-লাভের লোভে এবং কোন স্থলে অন্য পার্থিব প্রাপ্তিলোভে ঐ প্রকার বহুরূপী ব্যবহার করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জগৎকে ঐ প্রকার ব্যবহার শিক্ষা দিয়া শুদ্ধভক্তির প্রতি কেবল অপরাধ করিতেছেন এমন নয়, জগজ্জীবের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

হে পাঠকবর্গ! আসুন আমরা সাবধান হই। ভক্তিদেবীর প্রতি আমাদের যাহাতে অপরাধ না হয়, তাহা করি। প্রথমেই আমরা নিরপেক্ষ হইয়া ভক্তি যাজন করিব, এরূপ প্রতিজ্ঞা করি। কোন পক্ষের অপেক্ষা করিয়া আমরা ভক্তিপ্রতিকূল কোন কথা কহিব না বা কোন কার্য্য করিব না। সকল কার্য্য সরল থাকিবে। হৃদয়ে এক, আবার ব্যবহারে অন্য, এরূপ হইবে না। ভক্তি প্রতিকূল পক্ষের লোকদিগকে কোন কারণ বশতঃ দেখাইয়া প্রতিষ্ঠালাভের যত্ন করিব না। সর্ব্বদা ভক্তিরই পক্ষপাত করিব। আর কোন প্রকার সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করিব না। আমাদের হৃদয় ও ব্যবহার একরূপ প্রচার হউক।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। প্রাচীন গ্রন্থ-প্রতিষ্ঠান 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ' এখানে আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২২১৪
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, ভাগবতকুটীর সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি সদ্গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) শ্রীকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসুদেব ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁচড়াপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বারিদা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ নারিন্দা, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
ওকং পাশাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চরিয়ার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বদলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গন্ধীবগিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) গৌড়ীয়সরস্বতী মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একচক্রাধাম-কুঞ্জকুটীর
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—গোবর্দ্ধন,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৩নং ক্ষেত্রপাল রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, অ্যাপোলো বন্দর বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) কভূর গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভূর, গোদাবরী জেলা
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) সিমলি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
গোপালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রজমোহনগৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডপ
পোঃ বৃন্দাবনকুঞ্জ, পঞ্জাব

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরলিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
চুঁচুড়া, পোঃ চুঁচুড়া, (হুগলী)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং স্পার্কস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, হাইস্ট্রীট
ক্যাম্ডেন, লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।১০, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
টিকটাই রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
মহেশখালী, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(*):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৬৲
অর্দ্ধকলম	৮৲			
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:(*):—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

[illegible] বিদ্যালয়

[illegible] সংস্কৃত [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক [illegible] ও স্বাস্থ্যকর। [illegible] ছাত্রগণের জন্য [illegible] ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও থাকা [illegible] মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে [illegible] জন [illegible] মধ্যে ১১ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত। এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন [illegible] ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible]। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—:(*):—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুকম্পায় "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল [illegible] ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সপ্তাহিকী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নদেনন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ [illegible] মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, শাস্ত্র-পাদ্য-শ্লোক ও পদ্যাদ-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা সুশোভিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বাংলা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর [illegible] কথা, শিক্ষা ও চরিত্র [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] উহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। [illegible] কার্য্যাধ্যক্ষ, শ্রীযোগপীঠ, [illegible], পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্যের [illegible] প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত [illegible] সজ্জনগণের পরিপ্রশ্নোত্তরে [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালে [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদের শ্রীচরণে সংশোধিত করিয়া [illegible] কিরণ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রী [illegible]" শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' [illegible] বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] দেখিতে পাওয়া যাইবে। [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইংরাজীর প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৪ অধ্যায়ে প্রায় ৭৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত অভিধান ও সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেট্টা মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। গৌড়ীয়ের পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মোনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। ডিস্পেন্সারী সংযুক্ত কারখানা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:০:———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরিব্রাজকাচার্য্য সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১১-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১২-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৪	১২-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৩-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬ ৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৫		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৪	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৪	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৩ই আষাঢ় ১৩৪৬, ২৮শে জুন, ১৯৩৯ বুধবার [১০২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-::(০)::-

স্কুল শিক্ষককে ছোরা মারার কাহিনী

গত ২৩শে জুন রাত্রি ৯টার সময় স্থানীয় সিটি স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ব্রহ্মব্রতের গৃহে দুই ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া অকস্মাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করে। বিনয়বাবু তখন সান্ধ্যভোজনে রত ছিলেন। আততায়িগণের মুখ বস্ত্রাবৃত ছিল।

আততায়িগণ তাঁহাকে ছোরা মারিতে উদ্যত হইলে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত ছোরাখানি ধরিয়া ফেলেন এবং তাঁহার ও আততায়িগণের মধ্যে ধস্তাধস্তি চলিতে থাকে। শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রতের স্ত্রী তাঁহার নিকটেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি চেঁচাইয়া উঠিলে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রতের ১৮ বৎসর বয়স্কা কন্যা পিতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ছুটিয়া আসে। সে পিতাকে রক্ষা করিতে গেলে আততায়িগণ তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দেয় ও তাহার বুকে ছোরা মারে। ইতোমধ্যে প্রতিবেশিগণ আসিয়া পড়ায় আততায়িগণ সরিয়া পড়ে।

শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রতের আঘাত তেমন গুরুতর নহে, কিন্তু কন্যাটিকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আক্রমণের কারণ জানা যায় নাই। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই বা আসামীদের কাহারও নাম জানা যায় নাই।

সিংহলে ভারতীয়দের অবস্থা

'সিলোনিয়ান ইণ্ডিয়ান সিটিজেনসিপ এসোসিয়েশনের' কতিপয় সদস্য যে সকল সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়, ভারত সরকার আগামী সিংহল-ভারত বাণিজ্য চুক্তি আলোচনার বিষয় সম্পর্কে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়াছেন। উক্ত সংসদ বিশেষ মনোযোগের সহিত সিংহল পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছেন এবং এই বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট আবেদন করিতেছেন। আরও প্রকাশ, ভারত সরকার ও সিংহল সরকারের মধ্যে যে সকল পত্র-বিনিময় হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, সিংহল সরকার আগামী অক্টোবর মাসের পূর্ব্বে আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র নহেন। আরও জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার সর্ব্বদাই সিংহলস্থ ভারতীয়দের মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেছেন। কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সর্ত্ত পূরণ হইলে তাঁহারাও এই বিষয়ের জন্য বিশেষ আপত্তি করিবেন না বলিয়া প্রকাশ। তাঁহাদের মত এই যে, সিংহলস্থ ভারতীয়দের অবস্থা অবশ্যই আলোচনার একটি প্রধান বিষয় হইবে এবং আলোচনা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সিংহল সরকার এই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন না। সিংহল হইতে ভারতীয়গণকে বিতাড়িত করিয়া বেকার সিংহলীদের চাকুরীর ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া সিংহল সরকার ঘোষণা করিয়াছেন। যাহাতে আলোচনা চলিবার সময় সিংহল সরকার উক্ত ঘোষণানুযায়ী কিছু না করেন, সেইজন্য ভারত সরকার পুনঃপুনঃ সর্ত্তের উপর বিশেষ জোর দিতেছেন। এখানে সকলেরই দৃঢ় মত যে, এই বিষয়ে ভারত সরকারের মনোভাব শিথিল হইবে না।

ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বিনিময় চুক্তি

মিঃ কেনেডী এবং মিঃ অলিভার ষ্ট্যানলি কর্তৃক ইঙ্গ-মার্কিন পণ্য বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে ছয় লক্ষ গাঁইট তুলা সরবরাহ করিবে। যে প্রকারের তুলা সরবরাহ করিতে হইবে, তাহা পরে জানান হইবে। বর্ত্তমান বৎসরের ১লা জানুয়ারী হইতে তুলা যে মূল্যে বিক্রয় হইতেছে, তাহার গড়পড়তা করিয়া এই তুলার মূল্য নির্দ্ধারণ করা হইবে; তবে উহা ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। পক্ষান্তরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সমমূল্যের রবার সরবরাহ করিবেন। এই রবারের পরিমাণ ৮০ হাজার টনের মধ্যে হইবে। বলা হইয়াছে যে, এই দুইটি গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধের সময় অপরিহার্য্য দুইটি জিনিষ মজুত করা সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বৃটেনের পক্ষে তুলা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে রবার মজুত রাখা প্রয়োজন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে এই সব জিনিষ ব্যবহার করা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না এবং কেবলমাত্র যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসাবেই এই দুইটি জিনিষ মজুত রাখা হইয়াছে। চুক্তির একটি ধারায় বলা হইয়াছে যে, যদি কোন যুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ঐ জিনিষ অন্ততঃ সাত বৎসর পর্য্যন্ত মজুত রাখিতে হইবে। যখন ঐ পণ্য নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তখন উভয় গবর্ণমেণ্টই বাজারে যাহাতে কোন গোলযোগের সৃষ্টি না হইতে পারে, তজ্জন্য পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করিয়া সমস্ত বিষয় ঠিক করিবেন।

উড়িষ্যা মহাজনী বিল

উড়িষ্যার গবর্ণরের নিকট হইতে প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস এই মর্ম্মে এক তার পাইয়াছেন যে, গবর্ণর জেনারেল উড়িষ্যা মহাজনী বিলে সম্মতি দিয়াছেন।

বিলের প্রধান বিধান এই যে, অধমর্ণ যদি আসলের দ্বিগুণ টাকা সুদ হিসাবে মহাজনকে দিয়া থাকে তবে মহাজনের আর কিছু প্রাপ্য থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ সুদ হিসাব করিবার সময় জের টানা সম্পর্কে তামাদির প্রশ্ন উঠিবে না। তৃতীয়তঃ ১৯৩৬ সালের ১লা এপ্রিল এবং তাহার পরবর্ত্তী তারিখে প্রাপ্য টাকা সম্পর্কেও এই বিলের বিধানগুলি থাকিবে।

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস বলেন যে, এই আইন সমগ্র ভারতের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আইন এবং ইহাতে কৃষকদের বিশেষ সুবিধা হইবে।

উড়িষ্যার গবর্ণর এবং গবর্ণর জেনারেল যে, অবিলম্বে এই বিলে সম্মতি দিয়াছেন তজ্জন্য শ্রীযুক্ত দাস তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিরাট গ্রন্থ "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" অধুনা প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপ্রকট চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:(০):——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে প্রায় ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ নাগ এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৲
২। আম্নায় বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড- ৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ আলবার ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ১৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাহ্য কথা ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। সেবা[illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ॥০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগোদ্রুম[illegible]
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ॥০
৪৩। সাধন[illegible] /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ নির্ণয় ।
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ [illegible] ও ভক্তিরত্ন ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (আম্নায়িক) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০। সারস্বতাষ্টক /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিচিত্রঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়সঙ্গীতরত্নম্ /০
৬৭। সারস্বতবন্দনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ আর্ট ম অব লেখা ।০
৭০। নামতত্ত্ব ,০
৭১। বেদান্ত- ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজী ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। সেতুবন্ধন ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ? /০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। [illegible] অ্যাণ্ড [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। নাম-পদ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু
৮৩। গীতাবলী
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২৬ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৩ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৮শে জুন ৩৯. বুধবার | ১০৩শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ বামন বুধ দনিবক গৌরাব্দ ৪৫৩

সাধু নির্ম্মৎসর

সাধুগণ নির্ম্মৎসর—পরদুঃখদুঃখী। মৎসর ব্যক্তিগণের ন্যায় কাহারও উৎকর্ষ বা অভ্যুদয় দেখিয়া তাহার প্রতি হিংসা করিবার প্রবৃত্তি সাধুগণের নাই। নির্ম্মৎসর সাধুগণ সর্ব্বদাই চান যে, জীব অনর্থমুক্ত হওয়া নিত্যমঙ্গললাভ করুক বা করিবেন [illegible] করুন। তাই তাঁহারা জীবদুঃখে কাতর হইয়া নিজের দেহসুখ ও আত্মসুখাদি সব বিসর্জ্জন দিয়া এবং মৎসর ব্যক্তিগণের দ্বারা নানাভাবে তিরস্কৃত ও উপহসিত হইয়াও তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই সচেষ্ট। সকলেই সৎপথে থাকুক এই সদভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করিয়া সাধুর রাজা অপরাধীকে শোধন করিবার উদ্দেশ্যে নানা দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থা রাজার হিংসা নহে, পরন্তু প্রজাগণের মঙ্গলই। কিন্তু রাজার এই ব্যবস্থা দেখিয়া অপরাধিগণ মনে করে যে, রাজা মৎসর। ঐ সকল শাসন উঠাইয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহারা অবাধে যথেচ্ছাচার করিতে পারিবে। পরমার্থ জগতেও এই উদাহরণটী আংশিকভাবে লওয়া যাইতে পারে। পরদুঃখ-দুঃখী সাধুগণ জগতের মঙ্গলের জন্য জগতের নানাবিধ অনর্থ দূর করিতেছেন দেখিয়া অনর্থযুক্ত জীব সাধুগণের এই উৎকর্ষকে অসহ্য মনে করে। অনেক সময় এরূপও দেখা যায় যে, [illegible] তাঁহার রাজ্য হইতে [illegible] এক একটী করিয়া ধরিতে থাকেন, তখন দুর্ব্বৃত্ত-[illegible] একটা বড় সাড়া পড়িয়া যায় ও তাহাদের হৃদয়ে একটা মহা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

যাহারা নিজেরা সংশোধিত হইতে চাহেন না, পরন্তু যথেচ্ছাচারিতাকে ধর্ম্ম বলিয়া চালাইতে চান, তাঁহারা সাধুগণের কার্য্যকলাপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের প্রতি হিংসা করিয়া থাকেন। এই সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রাদুর্ভাবে আবদ্ধ থাকিয়া [illegible] করিতে পারে না। তাহাদের [illegible] অপ্রাকৃত বৈষ্ণবচরণে [illegible] দেখাইয়া বৈষ্ণবাপরাধ ও ভবিষ্যতে ঘোর নরক বরণ করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ বৈষ্ণববিদ্বেষ করিতে গিয়া বৈষ্ণবদিগকে আক্রমণ করাকেই ভাল মনে করে, কিন্তু তাহাতে কোন সুফল উৎপন্ন হয় না। কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী জীব অপ্রাকৃত শুদ্ধবৈষ্ণবের সঙ্গে পাল্লা দেয় কিন্তু ফলে তাহারা কাণ্ডকাটা হইয়া মারা যায়। রিপুবশবর্ত্তিতা হইতেই বৈষ্ণববিদ্বেষ আরম্ভ হয়। ভেক যেমন কখনও হাতীর ন্যায় বড় হইতে পারে না, প্রাকৃত সহজিয়াগণও সেইরূপ [illegible] বৈষ্ণবের সমকক্ষ হইতে পারে [illegible] সমকক্ষ তো দূরের কথা, [illegible] তাহারা বৈষ্ণবের চরিত্র অনুসরণ করিতে না পারিয়া বৈষ্ণবের দাস হইতেও পারে না।

আমরা মন্দভাগ্য। [illegible] পোষণ করাই আমাদের [illegible] দাঁড়াইয়াছে। [illegible] আমাদের [illegible] আশ্রয় নাই। আমরা [illegible] [illegible] যাও [illegible]। কিন্তু সাধু কত দয়াল! তিনি আমাদের [illegible] দেখিয়া [illegible] করিতেছেন, [illegible]

আমাদের [illegible] [illegible] [illegible] নিকট কীর্ত্তন করিতেছেন। সাধুগণের সেই বাণী শ্রবণ করিয়া এখন [illegible] যে, [illegible] কামক্রোধাদিকে — আমরা [illegible] না করা পর্য্যন্ত আমাদের হরিভজন আরম্ভ হইতে পারে না। কিন্তু কি দুঃখের, যাঁহার কৃপায় কামক্রোধাদিকে দমিত করিব সেই সাধুর প্রতি বিশ্বাস হইতেছে না, আমি দিন দিন সাধুর কথায় অবিশ্বাস করিয়া নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছি।

সাধু জগতের কিছু চান না। তিনি মান চান না, তিনি বড় হইতে চান না। তিনি চান সমগ্র জগৎ হরিভজন করিয়া তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হউন, আর তিনি ঐ বৈষ্ণবদিগের, তাঁহাদেরই প্রভুর নিত্যসেবক-রূপে [illegible]। কিন্তু [illegible] আমরা পরচর্চ্চা মহাপাপে [illegible] কত বড় মহৎ, তিনি কত বড় মহাপ্রাণ, তাহা বুঝিতে পারি না। [illegible] আমরা [illegible] পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-[illegible]

[illegible]

যে সকল অকিঞ্চন [illegible] [illegible] নিজেদের [illegible] [illegible] যাওয়া যায়।

যে সকল অকিঞ্চন [illegible] [illegible] শ্রবণ করিলে [illegible] হইয়া অকিঞ্চন নিষ্কপট সাধুকে [illegible] করে, [illegible] পূজা গ্রহণ করেন না। [illegible] পথ দিয়া [illegible] লোক পার হয়। সাধুর চরণে অপরাধ হইলে নিস্তার নাই। নরকে [illegible] করিয়া কেহই নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। মহদ্-অতিক্রমকারীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহার

প্রত্যক্ষ দোষাদি পাছে আমরা বহু দেখিতে পাই। মানসিক উত্তেজনা কয়দিন টিকিবে? অসত্য কয়দিন আত্মগোপন করিবে? অসৎ কয়দিন তাহার নিজ অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিবে? অন্তর্যামীর কাছে ফাঁকি চলিবে না। সেইজন্যই শ্রীনিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি ও ভক্তগণের [illegible] আত্মপ্রকাশের কোন [illegible] নাই। তাঁহারা [illegible] [illegible] না, [illegible] তাঁহারা [illegible] না। পরন্তু [illegible] পান [illegible] উপস্থিত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন।

আমাদের সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত যে, আপাতঃ অসুরকল্প [illegible] মানব [illegible] প্রকাশ তাঁহাদের [illegible] ও [illegible] প্রচার করে। কিন্তু সমস্ত লোক দেখা গিয়াছিল যে, শ্রীল ঠাকুর হরিদাস বাইশ বাজারে [illegible] অসুরকল্প ব্যক্তিগণের দ্বারা নানাভাবে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বাল্যাবস্থায় কিছু সময়ের জন্য অসুরগণের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। বসুদেব ও দেবকী কংসাসুরের দ্বারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়া কত ভাবেই না উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ [illegible] লোকের চক্ষে রাবণ-কংসাদি অসুরগণের দ্বারা কতভাবেই না উদ্বেজিত [illegible] করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া [illegible] শ্রীরামচন্দ্র, প্রহ্লাদ, বসুদেব, ঠাকুর হরিদাসের কেশ স্পর্শ কেহই করিতে পারেন নাই। অসুরগণই [illegible] তাহাদের স্ব-স্ব আত্ম[illegible] পথ প্রশস্ত করিয়া জগতে [illegible] ভাবে ভগবান্ ও ভক্তের মহিমা প্রচার করিতে সাহায্য করিয়াছে। [illegible] বলিতেছি, [illegible] [illegible] অবশ্যম্ভাবী। [illegible] [illegible] ও নিজের স্থায় প্রতিষ্ঠাকামী [illegible]।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:- ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড ৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

ল আচার্য্যদেবের হরিকথা

---::(•)::---

পরিপ্রশ্ন- বিরজা, ব্রহ্মলোকাদির অস্তিত্ব আছে কি?

উত্তর—এ সমস্ত লোকের অস্তিত্ব আছে। ব্রহ্মলোক—নির্ব্বিশেষ। এটা মিথ্যা নয়। পরলোকের জ্যোতির্ম্ময় রূপ ব্রহ্ম, জলময় রূপ - বিরজা। ব্রহ্মলোকে যাঁ'র বাস হ'বে, তাঁ'র অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্মলোকের মধ্যে লোকবাসী নাই। There is no entity—there is no manifestation. ব্রহ্মাণ্ড বা দেবীধামে দেবীর প্রভুত্ব আছে। মুক্ত জীব ভক্তরূপ দর্শন করেন, কিন্তু সঙ্গ নাই।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্
প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥

মুক্তের সহিত মায়ার সঙ্গ বা সম্বন্ধ নাই। The doctor knows what is the latent form of disease in the patient, but the doctor has no disease. ব্রহ্মাণ্ড না থাক্লে অবতার হ'বে কেন? মায়া হ'তে মুক্ত কর্বার জন্যই অবতার। অভক্তগণকে থেকে মুক্ত করবার জন্য তাঁ'রা নেমে আসেন যদি জীবসত্তা না থাকে ব্রহ্মাণ্ডই না থাকে, তবে অবতার কেন হ'বে?

প্রঃ—ব্রহ্মাণ্ড-সত্তা কি?

উঃ—সমস্ত জীব অপ্রকাশিতভাবে কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণুকে আশ্রয় ক'রে থাকে কারণার্ণবশায়ী তখন মহানিদ্রায় থাকেন। 'একোঽহং বহু স্যাম্'; তিনি ইচ্ছা কর্লেন—হবার ইতিহাস নাই। জীব ও বাহ্যতঃ মায়ার আশ্রয় আছে। যদি জীব ও বহিরঙ্গা মায়ার অস্তিত্ব না থাকত তবে অবতারের আবশ্যকতা ছিল না। অতএব জীব যদি মায়াদ্বারা অভিভূত না হ'ত, তবে কৃপা কর্বার জন্য কৃষ্ণ বেদ-পুরাণরূপে আস্তেন না।

প্রঃ—জীবের বন্ধন কি কৃষ্ণের ইচ্ছায় হ'য়েছে?

উঃ—It is not the offence of the legislator that some person violate laws. বন্ধন—কৃষ্ণের ইচ্ছায় হয় সত্য, কিন্তু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারে ত' কৃষ্ণের দোষ নাই। বন্দের মধ্যে ভাল কি ক'রে হ'বে? জীব কেন স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার কর্লেন, এর জবাব নাই। কোন্ বিধিতে মোক্ষ হয়—স্বরূপে অবস্থান হয়, তা' জানাবার জন্য ভগবানের বেদাস্তরূপে—শব্দরূপে—শ্রীবিগ্রহরূপে—নিজজন-ভক্তরূপে অবতরণ। এই করণা জীবগণকে মুক্ত কর্বার জন্য। বৈকুণ্ঠে অবতরণ নাই। গোলোক হ'তে ভূলোকে আসার নাম অবতরণ। যদি ভূলোক না থাকে, তবে নেমে আসার প্রয়োজন হয় না, মিথ্যা হ'য়ে যায়। তাঁ'রা অহৈতুকী কৃপা ক'রে নেমে আসেন। যদি কৃপার পাত্রই না থাকে তবে কৃপার অবতরণ কোথায়? Violation আছে বলেই mercy আছে। যাঁ'রা normal conditions থাকে তাঁ'দের পক্ষে law is not enforced.

সেবকাভিমান থাক্লেই মঙ্গল। সেখানে গ্রহণ বা ত্যাগ নাই। Individual (ব্যক্তিগত) ভজনে কৃপা পা'বে না। সেখানে দোষ সংশোধন কর্বে কে? এইজন্য প্রভুপাদ ব'লেছেন, 'সঙ্ঘে থাক'। ব্যক্তিগত ভজনে বা নির্জ্জনে বিপদ্ বিপদে সুযোগ বেশী আপদ-বিপদের আশঙ্কা সুবিধা বেশী নির্জ্জনে অনর্থের সম্ভাবনা বেশী। সঙ্ঘের কথা ব'লে প্রভুপাদ যে কি উপকার ক'রেছেন, আমাদের শতকরা ৯৯ জনের এখনও তা' উপলব্ধ হয় নাই। নিত্যানন্দের আশ্রয়ে, তাঁহার মুখে কৃষ্ণভজনের সুযোগ বেশী। নিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্য বা কৃপা ছাড়া গতি নাই। মুখে না থাক্লে সে সুবিধা হয় না—প্রভুপাদের দয়া যে কত বড় তাহা উপলব্ধি হয় না। যদি নিষ্কপট হই, তিনি চৈত্ত্যগুরুরূপে আমাদের বোঝাবেন। সঙ্ঘের মধ্যে যে সুবিধা, ব্যক্তিগত বা নির্জ্জন-ভজনে তা নাই শ্রীল প্রভুপাদের দয়ায় আমরা তা' জান্তে পেরেছি। শ্রীরূপ-সনাতনও এরূপ দয়া করেন নাই। এজন্যই প্রাকৃত সহজিয়াদের সঙ্গে বন্দ্বচা। সঙ্ঘে অনর্থ নিরাময় হ'বার সুযোগ বেশী। শ্রীল প্রভুপাদ ১৩২০ সালে 'নির্জ্জনে অনর্থ' এই নাম দিয়া 'দুষ্ট মন, তুমি কিসের বৈষ্ণব' এই গীতিটী লিখেছিলেন। অন্য লোকে 'বৈষ্ণব কে?' এইরূপ নাম দিয়েছে। এই গীতিটী প্রথমে "নির্জ্জনে অনর্থ" নাম দিয়ে 'সজ্জনতোষণী'তে প্রকাশিত হয়।

গতীরমংহাঃ কালের অপ্রতিহত গতিকে কি ক'রে রোধ ক'রে গৌরসুন্দরের সেবা করা যায় তা' শিক্ষা দিবার জন্যই মিশন। ভক্তগণ দলবদ্ধ হ'য়ে যেখানে বাস করেন, তাহা মিশন।

বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব মনে কর্লে অপরাধ। নির্জ্জন-ভজন অনর্থাবস্থায় জীবকে প্রতারণা ক'রে নিত্যানন্দ-পাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত কর্তে পারে। তাই প্রভুপাদ সাবধান ক'রেছেন, ব'লেছেন—

মায়াবাদে রহি' ছাড় ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব।
মাধাই-নিতাইজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন ভজন-কৈতব।
বিষয়-মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
দু'য়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব।

তুমি যা' নও তা'র জন্য কল্পনা কর্ছ কেন? তুমি সেবক, সেবা কর। অপ্রাকৃত জগতে কেবল সুখ বা মিলন—অসংখ্য সেবক। ব্রজরসে এক এক রতিতে মিশন। সেই কৃষ্ণের সংসার প্রকট ক'রেছেন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ।

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥

ভক্তি—আচার, আর অভক্তি অনাচার। অনাচার ক'রো না। উপদেশামৃতের সারনির্য্যাস—'কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার'। কৃষ্ণের সংসারের নাম মিশন - চিদ্বিলাসের শাখার মিশন। এই বিলাসে থাক্তে হ'বে। সাধক অবস্থায় সুবিধা। সিদ্ধাবস্থায় সকলেই তাঁ'র অনুগত। স্থূলদৃষ্টিতে তাঁ'কে নির্জ্জন ব'লে মনে হ'লেও তিনি মহাবিলাসী—চিদ্বিলাসী। তিনি ত্যাগী ন'ন, বৈরাগী নন, তিনি বিলাসী—কৃষ্ণ-বিলাসের বিলাসী।

প্রঃ—বৈরাগ্যকে কি বিলাস বলে?

উঃ—সাহিত্য-বিলাসের দরকার নাই। আসেন্দ্রিয়প্রীতি যেখানে নাই, তাহাই বিরাগ। 'বিশেষেণ রাগঃ—বিরাগঃ'। রাগ বিশেষভাবে যেখানে আছে, তাহাও বিরাগ। এখানে সাহিত্য। যেখানে আত্মসুখ-রাগ দূর হ'য়েছে তাহাই বিরাগ। মায়ার প্রতি দৃষ্টি, অভিনিবেশ বা রাগ যেখানে বিগত হ'য়েছে, সেখানেই বিরাগ।

আত্মসুখ যাহার আছে, সে বৈষ্ণব নহে। কিঞ্চনতা যেখানে, সেখানেই রাগ বা দ্বেষ—গ্রহণ বা ত্যাগ। রাগ—গ্রহণ, দ্বেষ—ত্যাগ। অকিঞ্চন রয়েছে—বৈষ্ণবের দাস। যাঁ'র প্রতি বৈষ্ণবের দয়া হয়েছে, পৃথিবীর কোন জিনিষ তাঁকে টলাতে পারে না। মিশ্ছে কিন্তু অভিনিবেশ নাই—পদ্মপত্রের মত জলে থাকে কিন্তু জলের সঙ্গে মিশে না। তাঁ'দের দর্শন আলাদা।

সাধক অবস্থায় সঙ্ঘে থাকার আবশ্যকতা আছে। দয়া আছে ব'লে অবতার। দয়া বাদ দিয়ে অবতার হয় না। তাঁ'দের দয়ার

অপরাধ নাই। আমাদের প্রভু যখন কারুণ্যামৃতে স্নান করলেন—তখন দয়া উছলে পড়ল। 'বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্তনং তদেব সংকীর্তনম্'। বহু লোক নিয়ে আশ্রয়বিগ্রহ হ'য়ে তিনি কৃষ্ণকে সম্ভোগ করাতে লাগ্‌লেন। কৃপা ক'রে সমস্ত জীবকে সংকীর্তনরাসে যোগদানের সুযোগ দিলেন।

প্রঃ—অপরাধ কি ?

উঃ—অপরাধ—ভগবানের প্রতি, বৈষ্ণবের প্রতি, নিজের প্রতি। গুরু, ভগবান্ ও নিজের প্রতি অবিচার। নামের প্রতি দশাপরাধ। সাধু-নিন্দা, গুরুতে মর্ত্য-বুদ্ধি প্রভৃতি নামাপরাধ। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি ভক্তের চরণে অপরাধ। দেহাত্ম-বুদ্ধিতে নিজের প্রতি অবিচার।

প্রঃ—নির্জন-ভজনে দোষ কি ?

উঃ—নির্জন-ভজনানন্দীকে কে রক্ষা করবে ? সাধুসঙ্গ ছাড়া কৃষ্ণ-নাম হয় না। যে নির্জন-ভজনের ছলনা করে, সে ভক্তিবিনোদবিদ্বেষী। বিলাস ব্যতীত নাম বা শব্দ থাকতে পারেন না। শব্দের মধ্যে বিলাস—রস আসবে। রস হ'লেই বিলাস হ'বে। তখন নামের কথা না ব'লে থাক্‌তে পারেন না।

প্রঃ—শ্রবণ না হ'লে কি কীর্তন হয় ?

উঃ—শ্রবণ হ'লেই কীর্তন হ'বে। নাম বা শব্দ যদি এক ছিদ্র দিয়ে ঢোকে তবে বেরুবেই। অমৃত যদি কাণ দিয়ে পান করা যায় তবে সেই কথামৃত—নামামৃত lips দিয়ে বেরুবে। কাণ দিয়ে যদি কেউ ভগবন্নামামৃত পান করে, তা' যদি মুখ দিয়ে না বেরোয়, তা'হ'লে নামের কৃপা হয় নাই বুঝ্‌তে হ'বে। কাণ দিয়ে পান করা আশ্চর্য্য কথা। পৃথিবীর কেউ বল্‌বে না যে, কাণ দিয়ে দেখা বা পান করা যায়। কিন্তু কাণ দিয়েই সব কর্তে হ'বে।

'হৃদয় হইতে বলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে,
শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ।'

শ্রীরূপ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ লিখেছেন।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ
স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

তাঁ'রা নামের মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্য পাগল। শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর এক একটী কথার মধ্যে সমস্ত শাস্ত্রের সার আছে। তিনি কি না ব'লে থাক্‌তে পেরেছিলেন ? পারেন নাই। শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ বৈষ্ণবপত্রিকা করলেন, মিশন আরম্ভ করলেন, গৌরধামে আসলেন, শ্রীধাম প্রকাশ করলেন। তিনি কি চুপ ক'রে থাক্‌তে পেরেছিলেন? মহাবদান্য গৌরসুন্দর তাঁ'কে টেনে আন্‌লেন। নবদ্বীপ-পঞ্জিকায় যা' কিছু, তাঁ'র মূলে বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ। নতুবা হ'ত না, ভক্তগণের আবির্ভাব-তিরোভাব-তিথি জানা যে'ত না। জীবের প্রতি করুণা ক'রেই তিনি গৌরধামে এলেন—তা'তে তাঁ'র ব্রজধামত্যাগ হ'লো না। শ্রবণ হ'লে কীর্তন হ'বেই, নামের কীর্তন বেরিয়ে পড়্‌বেই। শ্রীকৃষ্ণ শব্দরূপে নাচেন নাচান। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বল্লেন—"নাম নাচে, জীব নাচে, জগৎ নাচে।"

মাধুরীপুর, আসব পশি'
মাতায় জগতজনে।
কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে॥

নামের ক্ষমতাতেই সব করাবে। যেখানে করায় নাই, সেখানে প্রকাশ নাই। বিভক্ত-সত্ত্ব প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। মহাপ্রভু যা পড়েছেন সনাতন, রূপ রামানন্দের কাছে। দাস সেবকের নিকট ধরা পড়েন। শ্রীল প্রভুপাদ ব'লেছেন,—

শ্রীহরিদাস, কীর্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।

যদি নামের প্রতি কিছু রুচি হ'য়ে থাকে, তা'হ'লে তা' বেরিয়ে পড়্‌বেই। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁ'কে গ্রহণ বা ব্যক্ত করা বা বলপূর্বক রোধ করা যায় না।

গুরুকর্তৃক শোধিত ব্যক্তিই শিষ্য—

বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি'।
দিয়া পদছায়া, শোধহ আমারে,
তোমার চরণ ধরি॥

'শোধন কর'—এটা নিত্য। "শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"। যেখানে শোধিত হ'বার ইচ্ছা নাই, সেখানে গুরুবৈষ্ণবের প্রতি বিদ্বেষ। 'অবিদ্যা-তিমির-তপনরূপে হৃদ্‌গগনে বিরাজে।' তখন কি লুকান যায় বা অন্ধ আলোর দ্বারা দেখা যায় ? হৃদয়-গগন হ'তে জিহ্বার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যদি শোধিত হ'বার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি নিশ্চয়ই শোধন করবেন। যেখানে শ্রীনামের স্বতঃ স্ফূর্তি, সেখানেই প্রাবল্য—সেখানে কি বাঁধ মানে ? প্রভুপাদের কথার পর কথা চ'লে গে'ছে, সেদিকে দৃক্‌পাত নাই। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্তবিগ্রহ। সেখানে বাণী ও শব্দের প্রতিযোগিতা চল্‌ছে, পরস্পর পরস্পরকে সুখ দিচ্ছে। এটা বুঝ্‌তে হ'বে। Competition—বাণী ও শব্দে। সরস্বতী—বাণী, আর নাম—শব্দ। পরস্পরের মধ্যে প্রেমের প্রতিযোগিতা। যার থেকে প্রেমের লাভ। প্রেম শব্দকেও নাচায় আর বাণীকেও নাচায়—এমন একটী অদ্ভুত জিনিষ প্রেম।

প্রঃ—কীর্তন কখন হয় ?

উঃ—মধ্যম অধিকারে কীর্তন আরম্ভ। যখন কীর্তন আরম্ভ করেন, তখন মধ্যমাধিকার হ'তে উত্তমাধিকারের দিকে যাত্রা হচ্ছে। শ্রবণকারীই কীর্তন করেন। বাহাদুরী দেখাবার জন্য কীর্তন করছেন না। তাঁ'রা শৌক্রধর্মীয় বাচক মাত্র। পিয়নের কোন বাহাদুরী নাই। পিয়ন বিলি ক'রে থাকেন। ভক্তিসিদ্ধান্ত কল্পিত ব্যাপার নয়, মনোধর্মের জিনিষ নয়। ইহা গুরুবাণী—শব্দপ্রবাহ। শ্রুতিতে যাঁ'র শ্রদ্ধা আছে, তাঁ'কে তা' বল্‌তে হ'বে। শব্দ যে পূর্ণব্রহ্ম, এই শব্দের অসমোর্দ্ধত্বের কথা যিনি বিশ্বাস করেন, তাঁ'কে বল্‌তে হ'বে। ইহা স্বরূপে অবস্থানের জন্য সাহায্য করা। এর মত বন্ধুত্ব আর নাই। ইহা পরোপকার—পরের উপকার বা পর-উপকার। যে হরিজনের আত্মীয় হয় নাই, তা'কে আত্মীয় ক'রে দাও। সংকীর্তনরাসে সে যোগদান করুক, তা'হ'লে সে নিত্যানন্দের কৃপা পা'বে। যেখানে নির্জন সেখানে বহুর প্রতি কৃপা নাই। মূল-গুরু নিত্যানন্দের সংসার বড়। তিনি গৌরসেবার জন্য বহু জীবকে যুক্ত ক'রে সংকীর্তনে যোগ দেওয়াচ্ছেন। বহুর সেবায় কৃষ্ণের উল্লাস হয়। আশ্রয়বিগ্রহ বহুর দ্বারা সেবা করাবার জন্য প্রস্তুত। বহু অনন্ত যুক্ত সেবকগণের দ্বারা সম্ভোগবিগ্রহ কৃষ্ণের সম্ভোগের জন্য যে চেষ্টা, তা'তে যথার্থ তুলনা নাই—কেবল কৃপা। কৃষ্ণ একজনকে (গুরুকে) নিয়েই সন্তুষ্ট। তথাপি গুরু তা' চা'ন না। বালিককে উন্নত করাবার জন্য তাঁ'কে দিয়ে তাঁ'র সেবা করাবার চেষ্টা। এমন বন্ধু বা মিত্র কে আছে ? কৃষ্ণ—বহু-বল্লভ। গোপী—গুরু। কৃষ্ণ—ভক্তবৎসল। গোপীজন—গুরুজন—গুরুদাস। 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' ইহাই নিজের অভিমান। সকলে আমার গুরু-দেবের হ'য়ে আমাকে কৃপা করুন, তা' না হ'লে গোপীনাথের কৃপা হ'বে না। যে বালিশ, তা'র গুরুবৈষ্ণবভগবানের প্রতি পরবুদ্ধি। সুতরাং গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গে তা'র আত্মীয়তার দরকার নাই তা'র কলত্রে স্ববুদ্ধি, কিন্তু বৈষ্ণবে স্ববুদ্ধি নাই।

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

জলে তীর্থবুদ্ধি বা পূজ্যবুদ্ধি আছে, কিন্তু গুরুবৈষ্ণবে পূজ্যবুদ্ধি নাই। ১০৮টী তীর্থ আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবস্থিত—এ বুদ্ধি যা'র নাই, সেই গোখর। যে কৃষ্ণকে ও কার্ষ্ণকে আপন জ্ঞান করে না, তা'কে আপন জ্ঞান করাবার জন্য যে চেষ্টা, তা' কীর্তনমা হ'লেও কৃষ্ণ কৃপা করবেন। কৃপাকটাক্ষ হ'লে আর কি কথা ? সংকীর্তন না হ'লে, জগৎকে না নাচালে নামপ্রভুর সুখ হয় না। এই বিষয়ে একটু সামান্য চেষ্টাই একমাত্র অভিধেয়—তাহাই আনন্দপ্রদ—তা'তে আনন্দের সাগর, সীমা ছাড়িয়ে যায়। শ্রীরূপের কৃপায়—শ্রীগুরুর কৃপায়—শ্রীনামপরায়ণ সাধুর কৃপায় ইহা লাভ হয়। এর চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে ?

অঘদমন-যশোদানন্দনৌ নন্দসূনো।
কমলনয়ন গোপীচন্দ্র বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ॥
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে।
ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয়॥

মহাভাগবতগণ যে নামে আহ্বান করেন, সেই নাম উচ্চারণ কর, সেইভাবে ডাক, তবেই মঙ্গল। আমাদের গুরুগণের যে প্রিয় নাম, সেই নাম করলে নাম-প্রভুর কৃপাকটাক্ষ পা'বার আশা করা যায়। এইজন্য মহাজন-পদাবলী কীর্তন করতে হয়। তা'তে কৃষ্ণের সুখ। অন্য লোকের পদ কীর্তন করতে হ'লে না। যা'তে নামের উল্লাস হয়, সেই নামে নিষ্কপট থাকামাত্রেই ডাকা উচিত। নামের প্রিয়—আমার শ্রীগুরুদেব। প্রিয় প্রিয়কে যেভাবে ডাকেন, আমার প্রভু যে নামে ডাকেন, সে-নামেই আমার ডাকা উচিত; হ'বে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ প্রধান

প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। ভক্তিবিনোদ-সভা ও শ্রীভক্তিবিনোদ-ইন্সটিটিউশন আছে। নদীয়া-প্রকাশ'-পত্রিকার প্রকাশ স্থান আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১০৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন, শ্রীমায়াপুর-সেবা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) জগন্নাথ-কৃষ্ণকায়-শ্রীজগন্নাথ

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি (শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াকৃটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ আটার, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মধুবন রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণ্ডীর্লি, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দেন্দ্র বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্নাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪নং ... রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালাহিল বম্বে ৭

(৫০) সাক্ষীগোপাল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সত্যবাদী, পুরী
শ্রীসাক্ষীগোপালের ...সেবা

(৫১) আলালনাথ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, ... পুরী
শ্রীশ্রীআলালনাথের ... সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠ

বালিয়াপাট, পোঃ ... (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
৫৫ সীতাকুটী

(৫৬) কিরণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

... পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) ... গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ ..., মাদ্রাজ

(৬০) ... মঠ

চিকলিয়া, পোঃ ..., মেদিনীপুর

(৬১) আমাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ডুমুরদহ, পোঃ চাকদহ, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ... রোড
... লণ্ডন, ...

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ইউরেকা রোড, ... (ইউ পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

... চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৩৷০
" সিকি কলম ১৩৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:(০):—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—:(০):—

[illegible]

স্বাস্থ্যকর স্থানে [illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং [illegible] পরিচালিত হয়। [illegible] আত্মনির্ভর। [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে [illegible] ব্যবস্থা আছে। [illegible] খোরাক ও বোর্ডিংএর খরচ মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ [illegible] ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম-বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী পত্রিকা' [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'নদীয়া-প্রকাশ' [illegible] পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতি সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, পত্র সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের [illegible] দ্বারা বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ, [illegible], পোঃ [illegible], ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূনমালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে [illegible] ও শিক্ষা [illegible] আলোচিত হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ [illegible] টাকা।

শ্রীচৈতন্যমঠ পঞ্জী

ইহাতে আমার প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মঠের [illegible] ও চরিত [illegible] সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংস [illegible] ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ [illegible] সজ্জনগণের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদের শ্রীমুখে সংশোধিত করাইয়া [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীসরস্বতী-সংলাপ" [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পদ্যাবলী' আকারে [illegible] প্রভুপাদের [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। [illegible] পাওয়া যাইবে। [illegible] করিতেছি।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক র‍্যাভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের প্রোজ্জ্বল লেখনী এবং গভীর গবেষণার অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ইতিহাস ও ভগবানের লীলামৃত-পানে ধন্য হউন। এই বিরাট অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রাচীন মতবাদের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৬শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সংক্ষিপ্ত শব্দার্থ সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পুস্তক আকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় গবেষণাপরিপূর্ণ সু-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১৯০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধুনা উক্ত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও অত্যন্ত অধিক। প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত কামলা এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৬-৩৬ ৬ ২৬ ৭-০৬ ১২-২৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭ ৫৬ ২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ ৮-২৮ ১৪-১৫
(বদল) ছাঃ ৯-৩৩ ১৪-৫০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮ ৪৫ ১০-৮ ১৫-২০ ১৭-২৮ ১৯-০৮ ২০-১৬ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-২৬
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২১-৪

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬
(বদল) ছাঃ ১৭-৩১ (শাটেল ট্রেণ দ্বারে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১২
ছাঃ ১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫-৪৫ ৯-১০ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২৩ ৯-১৬ ৯-৪৮ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৬ ১৯-১১ ২১-১০
ছাঃ ৫-৩৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩০
(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪০
কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩৯
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪
(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৫
(বদল) ছাঃ ১৭-৪৩ ১৯-১৪ ২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০ ২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৪ই আষাঢ় ১৩৪৬, ২৯শে জুন, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার | ১০৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:(•):—

চেকোস্লোভাকিয়ার নাৎসী-বিদ্বেষের প্রসার

বার্লিন হইতে সংবাদ পাওয়া গেল যে, বিখ্যাত চেক ব্যবহারজীবী ডাঃ লেকা'বনা (ইনি রাইখষ্টাগ অগ্নিকাণ্ডের মামলায় ডিমিট্রফের কৌঁসুলী ছিলেন) এবং চেক কম্যুনিষ্ট ডেপুটি ম্যালোটোফি, ক্লিমেণ্ট ও ডাঃ জোসাফ নাৎসী বিরোধীতার জন্য অভিযুক্ত হইয়াছেন। দু'এক দিনের মধ্যে বিশেষ আদালতে তাঁহাদের বিচার হইবে।

গত ১৬ই মার্চ নাৎসীরা প্রাগে প্রবেশ করিয়াই ডাঃ লেকাবিনাকে গ্রেপ্তার করে। কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁহার জামা-কাপড় তাঁহার মৃত স্ত্রীকে ফেরৎ দেওয়া হয়।

জার্মাণ আদালতে এই প্রথম চেকদের বিচার হইতেছে। প্রকাশ্য বিচার, উকীল নিয়োগের অধিকার এবং সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের উপস্থিত দাবী করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

নাৎসী আক্রমণের বিরুদ্ধে জাতীয় ফ্রণ্ট গঠনের জন্য ডাঃ লেকাবিনা যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারই ভিত্তিতে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হইয়াছে। মিউনিক চুক্তির পর ডাঃ লেকাবিনা প্রাগে থাকিয়া অবিরত নাৎসী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জাতীয় ফ্রণ্ট গড়িয়া তুলিবার কাজে ব্যাপৃত হন। তাঁহার তখনও আশা ছিল পশ্চিমী শক্তি-রা তাঁহার দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় সাহায্য করিবে। পরে তিনি সে আশা মিথ্যা বুঝিয়া বৃটেনে যাইবার ছাড়-পত্র লন; কিন্তু হিটলারের আকস্মিক প্রাগ দখলের ফিরাক তাঁহার অভিপ্রায় ব্যর্থ করিয়া দেয়।

গত দুই মাসকাল তিনি বার্লিনে গোয়েন্দা পুলিশের এক হাজতে আটক আছেন। যে সরকারী বিধান অনুসারে তাঁহাকে বিচারাধীনে রাখা হইয়াছে সেই বিধান তাঁহার গ্রেপ্তারের এক মাস পরে প্রবর্তন করা হয়।

বর্তমানে চেকোস্লোভাকিয়া হইতে যে সব সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে এই একটি কথাই সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, সেখানে জনসাধারণের উপর অস্বাভাবিক বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। নাৎসী কর্তৃপক্ষ তাহাতে ভীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং প্রথমে প্রলোভনমূলক কার্য্য করাইয়া পরে দমননীতির তাণ্ডবলীলা সুরু করিয়া দিয়াছেন।

'লুভর' মিউজিয়মে আশ্চর্য্য চুরি

সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর ওঁয়াতোয়ান্ ওয়াতোর অঙ্কিত সরবাধি ছবি লুভর মিউজিয়মে ছিল; তন্মধ্যে "ঔদাসীন্য" নামক ছবিটি চুরি গিয়াছে। লুভর-এ যখন রবিবাসরীয় দর্শকদের ভিড় হইয়াছিল তখনই প্রথম দেখা যায় ছবিটি নাই। তৎক্ষণাৎ বিপদ সংকেত করা হয়। দর্শকেরা যখন বাহির হইতেছিল তখন তাহাদিগের প্রত্যেকের দেহ তল্লাস করা হয় এবং তাহাদের পকেট তল্লাসী করা হয়। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায় নাই। ১৯১১ সালে লুভর হইতে লেওনার্দো দা ভিঞ্চি অঙ্কিত "মোনা লিসা" অপহৃত হওয়ার পর আর এমন ঘটনা ঘটে নাই।

বিকাল চারটার পরে মিউজিয়মের একজন পরিচারক দেখে যে, লুভর-এর একটি দেওয়াল কি রকম ফাঁকা—ফ্রেম সমেত "ঔদাসীন্য" অপহৃত হইয়াছে। প্রথমে সে মনে করে, সম্ভবতঃ ছবিটি কোন প্রদর্শনীতে পাঠান হইয়াছে। কিন্তু কোন বিখ্যাত চিত্র স্থানান্তরিত হইলে কোথায় কি জন্য তাহা পাঠান হইল তাহার বিবরণ সম্বলিত যে টিকিট টাঙ্গাইয়া রাখা হয় সেরূপ কোন টিকিট সেখানে ছিল না। সুতরাং সে লুভর-এর পরিচালকগণকে সংবাদ দেয়। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসেন।

অপহৃত চিত্রটি ক্ষুদ্রাকার—দৈর্ঘ্যে দশ ইঞ্চি, প্রস্থে আট ইঞ্চি; সুতরাং উহা লুকাইয়া লইয়া যাওয়া সহজ। কিন্তু বিস্ময় হইতেছে এই যে, বিকালে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে তার কাটিয়া দেওয়াল হইতে ছবিটি নামাইয়া সরাইয়া লইয়া চোরের হয়।

'ঔদাসীন্য' ওয়াতোর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলির অন্যতম। লুভর বিবরণীতে আছে যে, তুলির কাজের দিক দিয়া এরূপ অনবদ্য চিত্র ওয়াতো আর আঁকেন নাই এবং উহার মালিকরা যদি ছবিটি বিক্রয় করিতেন তাহা হইলে মূল্যস্বরূপ প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা পাইতেন।

উড়িষ্যা মহাজনী বিল

উড়িষ্যা মহাজনী বিলে বড়লাট সম্মতি দেওয়ায় তথায় সর্বত্র সন্তোষের ভাব দেখা দিয়াছে, উক্ত বিল প্রায় ৫ মাস পূর্বে পরিষদে গৃহীত হইয়াছিল।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, অবসর্দিনের সাময়িকভাবে সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে সরকার উড়িষ্যা ঋণ-রেহাই এই নামে এই আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন; উক্ত আইনের মেয়াদ আগামী ৩০শে জুন শেষ হইবে। সেইজন্য বর্তমান বিল আইনে পরিণত করার দাবী করিয়া প্রদেশের সর্বত্র বহু জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান আইনে এক হাজার টাকা লইয়া মহাজনী কারবার করিতে ইচ্ছুক সমস্ত ব্যক্তির নাম রেজিষ্টারী করিবার কোন কারণে সুদ আসলের অতিরিক্ত না হইবার এবং বন্ধকী ও অ-বন্ধকী ঋণে যথাক্রমে শতকরা ৯ টাকা ও ১২ টাকা করিয়া সুদের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ডাকাতির দায়ে দুইজন কৃষক-কর্মী গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম সহরের নিকটবর্তী দেওয়ানহাট গ্রামে অনুষ্ঠিত একটি ডাকাতি সম্পর্কে বামপন্থী কৃষক সমিতির সদস্য লক্ষণ দে ও শশধর ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করিয়া চট্টগ্রামে লইয়া আসা হইয়াছে। তাঁহাদের দুইজনকেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ (ডাকাতি) ধারানুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে জামীনে মুক্তি দিবার জন্য ডি ডিভিসনের মহকুমা হাকিমের নিকট দরখাস্ত করা হইয়াছিল। হাকিম দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৭৲, ষাণ্মাসিক ৩।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—দিল্লীতে একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক পত্র। পাট শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৴০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুশান্তিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র · ৪

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২

দশম স্কন্ধ— ৲

২। আকর বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৲

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড— ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড— [illegible]

৭। শ্রীচৈতন্যদেব

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম [illegible]

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার [illegible]

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) [illegible]

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) [illegible]

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ

১৮। বামন-আনুগত্য

১৯। তত্ত্ববিবেক

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷

২২ ভজন-রহস্য

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা স

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ, অবাঁধা) ২

২৬। গীতায় কেবল মানব-ভাষা ।

২৭। মুক্তিফলিকা [illegible] (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸

৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৶

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।

৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৴

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌরকৃষ্ণপরিক্রমায় ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। [illegible]চন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ॥

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১

৪৯। অর্চ্চনমার্গ ৷০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৪

৫১। ব্রহ্মসংহিতা

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ।

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়

৫৫। অমৃতবাণী বা সারাবাণী—৯

৫৬ ভারতবর্ষ ও কলিপথ

৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ ।

৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶

৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয় ।

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।

৬৪। [illegible] ।

৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৶

৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকা ৴

৬৭। সারাৎসারদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ভিউ অফ দি [illegible] বেদান্ত ।০

৭০। নামভজন ৴০

৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি ।০

৭২। ডিফেটিং [illegible] ৷৴০

৭৩। সাইকো অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনর্যালয়েড ডিভোশন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্ষ্ট পার্ট) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২৭ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৩ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৯শে জুন ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার | সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——•::(*)::•——

শ্রীধামে হরি কথা

পরমারাধ্য পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান পূর্ব্বক মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া মঠবাসী ও শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দের আনন্দের সীমা নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] দাস কাব্যতীর্থ ও শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়দ্বয় শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্ণে ও সন্ধ্যায় হরিকথা আলোচনা হইতেছে। প্রাতে শ্রীপাদ অধ্যয়ন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, অপরাহ্ণে পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] নীলমণি ভক্তিশাস্ত্রী বি এ ও সন্ধ্যায় পর মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত, ভক্তিসন্দর্ভ ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় মঠ সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন মুখরিত আছে দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত।

কলিকাতায় প্রচার

কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী গত ৭ মহোদয় [illegible], মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু অপরাহ্ণে এবং ত্রিদণ্ডিপাদ [illegible] ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত-প্রবচনে হরিকথা আলোচনা করিয়াছেন। [illegible] তাঁহারা সমাগত শ্রোতৃবর্গের নিকট [illegible] আলোচনা করিয়া সকলের আনন্দ [illegible] করিয়াছেন।

[illegible] মহোৎসব

[illegible] বিশিষ্ট বিষয়ী [illegible] সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ [illegible] নিত্যানন্দপুর গ্রামনিবাসী [illegible] নারায়ণ অধিকারী মহাশয়ের বাটীতে [illegible] করেন।

গত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ও ১লা আষাঢ় প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে স্বামীজী মহারাজ গৃহস্থ [illegible] নিকট [illegible] বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেন।

[illegible] ২রা আষাঢ় শনিবার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চবিংশতিতম বিরহ-মহোৎসব উপলক্ষে স্বামীজী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে উচ্চকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ ও চৌপ্রহরী কীর্ত্তন হয়। পরে সমাগত ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্বামীজী বেলা ৩ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত ইটখোলা এবং ৫ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পদাবলী কীর্ত্তন করেন এবং রাত্রি ৯ ঘটিকা হইতে ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত '[illegible]' হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা পাঠ করেন। পরে মহাপ্রসাদান্তে কীর্ত্তনান্তে সমাগত ভক্ত ও [illegible] বিচিত্রপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীযুত নারায়ণদাস অধিকারী মহাশয় উৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। তাঁহার নিকটও সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

———

সারকথা

—[illegible]—

সকলের প্রভু কে ?

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগৎ-ঈশ্বর।
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর॥
(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণ হইতেও বড় কে ?

কৃষ্ণের সমতা, হইতে বড় ভক্তপদ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ॥
আত্মা হৈতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি মানে।
ইহাতে বহুত শাস্ত্র-বচন-প্রমাণে॥
(চৈঃ চঃ)

দুর্ল্লভ হইতে দুর্ল্লভ কি ?

সংসারে দুর্ল্লভ এই মানুষের জন্ম।
তাহাতে দুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্তির মর্ম্ম॥
বড়ই দুর্ল্লভ তাহে ভক্তসঙ্গ।
মানুষের এ দেহ ছিলেক বা ক্ষণ॥
(চৈঃ চঃ)

আচার্য্য [illegible]

[illegible] কি ?

[illegible]।
[illegible]॥
(চৈঃ চঃ)

[illegible] কি ?

[illegible]
[illegible]
(চৈঃ চঃ)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ও [illegible] ?

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] কি ?

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] কি ?

[illegible]
[illegible]
তার মধ্যে [illegible]।
নিরপরাধে নাম [illegible]॥
(চৈঃ চঃ)

মনুষ্যের [illegible] ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না [illegible]॥

"ভোগী ও ত্যাগী—উভয়েই বদ্ধ। মুক্ত—নিত্য কৃষ্ণসেবাপর। কেবল সাক্ষাৎকার ও স্মৃতি—এই দ্বিধ ভূমিকায় তাঁহার সেবা সংঘটিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে ভাবে রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ বামন [illegible] গৌরাব্দ ৪৪৮

পাপ ও অপরাধ

অপরাধ ও পাপ দুইটী পৃথক্ বস্তু। পাপ সাধারণ প্রায়শ্চিত্তে ক্ষয় হয়, কিন্তু অপরাধ সহজে যায় না। পাপের ফল দেহ পরিস্ফুট হয় এবং মন তাহা ভোগ করে, আর অপরাধ হইলে আত্মার অধঃপতন হয়, [illegible] সম্পূর্ণ পৃথক্ [illegible] হরিভজন হইতে নিরবকাশ বঞ্চিত থাকে। অগ্নি সংযোগে শুষ্ক তৃণ যেরূপ ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ বহু জন্মার্জ্জিত পাপরাশি ভগবানের নামাভাসে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পাপের নিষ্কৃতির উপায় আছে। ভগবানের চরণে অপরাধ করিলে তাঁহার নামাশ্রয়ে পাপীর পাপ নষ্ট হয়, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধ করিলে তাহা হইতে এড়ান যায় না। যে ভক্তের চরণে অপরাধ হয়, তাঁহার নিকট ক্ষমাভিক্ষা পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে অপরাধ খণ্ডন হয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই।

যে বৈষ্ণবস্থানে অপরাধ হয় যার।
পুনঃ সে ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥

বৈষ্ণবকে অনাদর ও অসম্মান করিলে অপরাধ হয়। এই বৈষ্ণব-অবমাননা অপেক্ষা আর অধিক অপরাধ জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না। মানুষ বিদ্যা, জাতি, রূপ ইত্যাদির গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বৈষ্ণব চিনিবার চেষ্টা করে, ফলে তাহার বৈষ্ণবের

কৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করিতে হইবে

এ জগতের প্রায় সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত। কিন্তু ভক্তগণ কাহাকেও ভয় করে না। ভগবানে আশ্রয় পাইয়া তাঁহারা নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত। অখিল জগতে তাঁহারাই—কেবল তাঁহারাই নির্ভয়। এতদ্ব্যতীত আর কেহই নির্ভয় নহেন। স্বয়ং ভয়ও যাঁহাকে ভয় করে, সেই ভগবানের ভক্তগণের আবার ভয় কিসের? সুদর্শনরক্ষিত ভক্তগণের আবার চিন্তা কিসের? কৃষ্ণবিস্মৃতেরই যত ভয়—যত অশোক—যত চিন্তা। হায় রে দুর্দ্দৈব, সেই গুরুপাদপদ্মকে ভুলিয়া অন্যাসক্ত হওয়াই

প্রতি দিনে আমরা উপস্থিত হই। এই বিদ্বেষভাব পোষণের ফলে জীব অনন্তকাল দুর্দ্দশা ভোগ করে। সাধারণ মনুষ্য ত' দূরের কথা, অপরাধ হইলে দেবতারও নিস্তার নাই।

শূলপাণি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
ইহা না মানিয়া যে সুজন নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম সে পাপিষ্ঠ দৈবদোষে মরে॥

অপরাধ ভীষণ জিনিষ। এই অপরাধ তিন প্রকার—নামাপরাধ, সেবাপরাধ ও বৈষ্ণবাপরাধ। আমাদের যদি বিন্দুমাত্রও অপরাধ থাকে, তাহা হইলে আমরা ভগবানের কৃপা লাভ করিতে সমর্থ হইব না। সুতরাং বৈষ্ণব চিনিতে না পারিয়া যাহাতে আমরা তাঁহাদের চরণে অপরাধ না করি, তজ্জন্য বিশেষ সাবধান থাকা ও যত্ন করা আবশ্যক।

বৈষ্ণবাপরাধ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে বিদ্যাদির অভিমান পরিত্যাগ করিতে হইবে; নতুবা প্রতিপদে এই অপরাধগ্রস্ত হইয়া বিপদে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা। অপরাধীর সহিত ভগবানের কোনও দিন সাক্ষাৎকার হইবে না। ভগবান্ [illegible] গোচর। জীবের যতকাল [illegible] থাকিবে, ততকাল ভগবান্ তাঁহার গোচরীভূত হইবেন না। যাহারা জড়চক্ষু ও জড়মনের সাহায্যে ভগবানের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ভগবদ্দর্শন বা ভগবদ্ধ্যান করিতেছেন মনে করেন, তাঁহারা যথার্থই আত্মবঞ্চিত। শুদ্ধনামাশ্রয়বাস-সূত্রে শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণময় জীবনযাপন করাই উচিত।

আজ আবার এত ভীতি—এত দুর্গতি—এত অশান্তি—এত চিন্তা—এত জ্বালা—এত সন্তাপ! সব জ্বালা ঘুচিয়া যায় একবার অভয়চরণে শরণ লইলে। একথা আমরা কবে বুঝিব?

ভক্তগণ জানেন যে, ভগবান্ ছাড়া এ জগতে রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই। তাই তাঁহারা তারস্বরে কীর্ত্তন করেন—সর্ব্বাগ্রে হরিভজনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। জগতে যে অভাব-অসুবিধা দেখিতেছি, তাহা জগৎ হইতে কখনও যাইবে না। সুতরাং তজ্জন্য ব্যস্ত না হইয়া ভগবানের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করা আমাদের উচিত নহে কি? দুঃখময় সংসারে, অশান্তির রাজ্যে শান্তির অনুসন্ধান করিতে যাওয়া উচিত কি? সেইজন্যই বলিতেছি, যতই বাধা-বিপত্তি আসুক, তাহা অকাতরে সহ্য করিয়া নিষ্কপটে ভগবানের সেবা করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা জানেন, অভাব-অসুবিধা, বিপদ-আপদ্ প্রভৃতি ভগবানের সেবার সহায়। এগুলি ভগবানের দয়া বা অনুকম্পা। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

"তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

[ব্রহ্মা বলিতেছেন,—যিনি আপনার (ভগবানের) অনুকম্পালাভের আশায় স্বকর্ম্মের ফলভোগ করিতে করিতে মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা আপনাকে প্রণতিবিধান করিয়া জীবনযাপন করেন, তিনি মুক্তিপদে দায়ভাক্ অর্থাৎ তিনি সর্ব্বানর্থ হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য ভগবৎ-সেবানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।]

আদিগুরু ব্রহ্মা আমাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমরা সেই ব্রহ্মার সন্তান। কিন্তু তিনি যাহা উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, আমরা সে কথা উপলব্ধি করিবার ধৈর্য্য কই? আদিগুরুর সহিত একচিত্তবৃত্তি হইবার আমাদের ইচ্ছা কোথায়? যেখানে স্বতন্ত্রতা ছাড়িয়া অনুসরণ, সেইখানেই আনন্দ, সেইখানেই উপলব্ধি। সাধুজনের অনুসরণ নাই যেখানে, সেইখানে কেবলই ভয়। সেইজন্যই বলিতেছি, কৃষ্ণকৃপা উপলব্ধি করিতে হইবে—মহাজনের ইচ্ছা মহাজনের অনুগতজনের আনুগত্যে বুঝিতে হইবে, তবেই মঙ্গল হইবে

আমরা কি করিব?

আমরা কি করিব—এই কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার আগে 'আমি'র স্বরূপ নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক, নতুবা সব উল্টাপাল্টা হইয়া যাইবে। সেই 'আমি' গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের কিঙ্কর। এখন কিঙ্করের কৃত্য কি তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই বলিতেছি, গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের কৈঙ্কর্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে। গুরুদেবে মতি যাহাতে আসক্ত ও দৃঢ় হয়, সেই ধর্ম্ম ও সেই কর্ম্মই সর্ব্বদা করিতে হইবে। বোকা থাকিলে চলিবে না, বুদ্ধিমান্ হইতে হইবে। আত্মস্বরূপ লাভ করিয়া পরমাত্মার স্বরূপ লাভ করিতে হইবে। সদ্গুরুসেবা, সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রশ্রবণ ও অধ্যয়ন, শ্রীকৃষ্ণের নামগুণাদি কীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহ-পূজা, ভগবৎপাদপদ্ম ধ্যান, সর্ব্বভূতে তাঁহার অবস্থিতিজ্ঞান, সর্ব্বস্ব ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া ভগবানের সুখবিধান করিতে হইবে। তাহা হইলে কামাদি ইন্দ্রিয়ের জয় ও শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিলাভ হইবে। কুল, মান, রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি যদি কৃষ্ণভক্তিহীন হয়, তাহা হইলে সেগুলি নিরর্থক। কেবল ভক্তিতেই কৃষ্ণকৃপা লাভ হয়।

আমাদের জানিয়া রাখা উচিত আশ্রয়হীন ব্যক্তির পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কখনও পদস্খলন হইতে পারে না। সুতরাং আমাদের প্রত্যেককে আশ্রিত বা প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। হৃষীকের অনুগত বা বশীভূত না হইয়া হৃষীকেশের অনুগত বা বশীভূত হইতে হইবে, তাহা হইলে পতন হইবে না। ভগবদ্ভক্তগণ ভগবদাশ্রিত। সুতরাং তাঁহাদের ভগবচ্চরণ-বিমুখ আরোহবাদিগণের ন্যায় পতন নাই।

শুদ্ধভক্তি নিরপেক্ষা। তাহাতে ভোগ বা ত্যাগের কোন কথা নাই। ভক্তি নিজেই সৌন্দর্য্যযুক্তা। ভক্তি হইলেই অপরের শোভা হয়। শুদ্ধভক্তির প্রচারকগণ নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতা ভোগ বা ত্যাগের প্রতি, ভক্তির প্রতি নয়। ভক্তগণ ভক্তিসাপেক্ষ—ভগবানের পক্ষাবলম্বী। অন্যের প্রতি সর্ব্বতোভাবে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর প্রতিই যে একমাত্র মমতা তাহার নামই প্রেম। এই প্রেমকেই নারদাদি ভক্তগণ ভক্তি বলিয়াছেন। আমাদের কৃত্য—নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে এই শুদ্ধভক্তি যাজন করা।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়

জীবের স্বতন্ত্রতা

জীব চেতন। সুতরাং স্বতন্ত্র। যাহার স্বতন্ত্রতা বা ইচ্ছাশক্তি নাই, তাহা জড়-পদার্থ। জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও জীব ভগবানের ন্যায় পূর্ণ স্বতন্ত্র অর্থাৎ সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নয়। জীব যেরূপ অণু তাহার স্বতন্ত্রতাও সেইরূপ সীমাবদ্ধ। দশহাত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ গাভীর দশহাতের মধ্যে বিচরণ ও তৃণাদি ভক্ষণ করিবার স্বাধীনতা আছে সত্য, কিন্তু পনের হাতের মধ্যে বিচরণ করিবার বা সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার স্বাধীনতা তাহার নাই। জীবের স্বতন্ত্রতা সীমাবদ্ধ বলিয়াই তাহার অপব্যবহার আছে। কিন্তু সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভগবানের অপব্যবহার বলিয়া কোন কথা নাই। স্বরাট পুরুষের স্বতন্ত্রতার যে ভাবেই ব্যবহার করেন, তাহাই সর্ব্বমঙ্গলময়। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—'আমার গৌরের সব ভাল।'

কেহ কেহ বলেন, গীতায় দেখা যায়, জীবের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। ঈশ্বরের প্রেরণায় জীব যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রামিত হয়। গীতার গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া লোকে এইরূপ ধারণা করিয়া থাকে। প্রত্যেক জীবহৃদয়েই ভগবান্ ও জীব আছেন। ভগবান্ই জীবের নিয়ন্তা। জীব যে সকল কর্ম্ম করে, ভগবান্ তদনুরূপ ফল প্রদান করেন। জীব কর্ম্মফল-ভোক্তা আর ভগবান্ দ্রষ্টা বা ফলদাতা। জীব সকলকে পরিচালন বিষয়ে ভগবান্ সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্ববিধান করেন না। তিনি মায়া বা নিজ শক্তিদ্বারাই তাহাদিগকে পরিচালিত করেন। মায়া দুইপ্রকার—যোগমায়া ও বিযোগমায়া। যোগমায়া জীবকে কৃষ্ণের সঙ্গে যোগযুক্ত করিয়া দেন, জীবের সেবকাভিমান জাগাইয়া দেন, আর বিযোগমায়া জীবকে কৃষ্ণ হইতে তফাৎ করিয়া অর্থাৎ ভগবৎ সেবার কথা ভুলাইয়া পুরুষাভিমানে বা কর্ত্তৃত্বাভিমানে ব্যস্ত করে। জীব তটস্থ বলিয়া সে বিমুখতা ও উন্মুখতা এই দুইদিকেই দৃষ্টিক্ষেপ করিতে পারে। বিমুখতা বা উন্মুখতা বরণ—ইহাই জীবের স্বতন্ত্রতা। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া জীব উন্মুখ হয়—কৃষ্ণাধীন হয়। আর অপব্যবহার করিয়া জীবের বিমুখতা বর্দ্ধিত হয়। সে ভোক্তাভিমানে বা বহুত্ব-কামনায় প্রমত্ত হয়। জীব যখন বিমুখতা বরণ করে, তখন তাহার উপর অন্ধমায়ার কার্য্য। তখন অন্ধ-মায়া তাহাকে সংসারে ফেলিয়া কষ্ট দেয়। আর স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া জীব যখন সেবোন্মুখ হয়, তখন যোগমায়া তাহাকে সাহায্য করেন। এই স্বতন্ত্রতা যখন ভগবৎসেবানুগতাশ্রয়ী হয়, তখন ইহাকে সদ্ব্যবহার বলে, তখনই জীবের মঙ্গল হয়। এই ভগবদধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা বা জীবের স্বরূপধর্ম্ম।

জীব হেতুকর্ত্তা আর ঈশ্বর প্রয়োজককর্ত্তা। ঈশ্বর ফলদাতা আর জীব ফলভোক্তা। জীবের কার্য্য করিবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আছে, তবে সেই ইচ্ছাপূর্ত্তি কৃষ্ণের ইচ্ছা-সাপেক্ষ। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে করি আমি সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
আশাবায় জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে॥
* * * *
তব ইচ্ছামত জীবের জনম-মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত-দুঃখ-সুখ-সংঘটন॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশা-পাশে ফিরে
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে॥
তুমি ত রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজ বলচেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥

জীব জড়পদার্থ নয় যে, তাহার সমস্ত কার্য্য ভগবান্ই তাহাকে করাইবেন। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে ভগবান জীবগণকে তাঁহার চরণে শরণ লইবার কথা বলিতেন না। শরণাগত হওয়া না হওয়া বিষয়ে জীবের স্বাধীনতা আছে। ভগবান্ কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। তবে কখনও স্বয়ং আবার কখনও ভক্তরূপে তাহাকে স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহারের উপদেশ প্রদান করাইয়া থাকেন, হরিসেবানন্দের কথা কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে সেবায় আকৃষ্ট করিবার জন্য যত্ন করেন। সুতরাং নিজের দোষ ভগবানের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না, নিজের দোষটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। নিজ নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে আমরা যে সকল কার্য্য করি, সে সকল ভগবান্ই আমাদিগকে করাইতেছেন বলিয়া আত্মদোষক্ষালনের চেষ্টা করিলে শাস্ত্র তাহা সমর্থন করেন না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—ভগবান্ পাপের প্রবৃত্তি দিয়াছেন আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য, পাপে লিপ্ত হইবার জন্য নহে। আমরা ভাল জিনিষটী গ্রহণ করিতে পারিলেই মঙ্গল, নতুবা কর্ম্মের জন্য আমরাই দায়ী হইব। এবং যেরূপ কর্ম্ম করিব, সেইরূপ ফল পাইব।

স্বতন্ত্রতা জিনিষটী খারাপ নহে। তাহা ধনস্বরূপ। টাকা পাইলেই যে তাহা অসৎ-কার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে, এইরূপ কোন কথা নয়। তাহার সদ্ব্যবহার করিলেই অভাবগ্রস্ত হইতে হয় না। কিন্তু যদি স্বেচ্ছাচারিতা করি অর্থাৎ অভিভাবকগণের কথা না শুনিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত টাকা অসৎকার্য্যে ব্যয় করি, তাহা হইলে আমিই দারিদ্র্যদুঃখ ভোগ করিব। তজ্জন্য দায়ী আমিই, অপরে নহে।

ভক্তিবিনোদবাণী

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত জীবের শ্রেয়ো-সাধন কোন প্রকারেই হয় না। যাঁহার অসৎসঙ্গ আছে তিনি সহস্র সাধন করিয়াও ফললাভ করিতে পারেন না। আজকাল অনেকেই ভজন-চিহ্ন স্বীকার করিয়া সাধনের অঙ্গ-সকল পালন করেন, কিন্তু বহুদিন পরে বিচার করিয়া দেখিলেও তাঁহাদের উন্নতি দেখা যায় না। বহুদিন পরে উন্নতি না দেখিলে কাজেকাজেই নৈরাশ্য উপস্থিত হয়; নৈরাশ্য হইলে সাধন ভজন সকলই পরিত্যক্ত হয়। একবার পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখুন কেনই বা ভজনোন্নতি হয় না। সৌভাগ্যবান্ অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে, অসৎসঙ্গক্রমে ভজনের উন্নতি হয় না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ না করিলে বৈষ্ণব আচার হয় না। অসৎ দুই প্রকার অর্থাৎ স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণভক্তিহীন। স্ত্রীসঙ্গী কাহাকে বলা যায়? বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সহবাস করাকে কি স্ত্রীসঙ্গ বলে? এরূপ হইতে পারে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বিবাহ করিবার পূর্ব্বে এই স্মৃতি বচন পাঠ করিয়াছিলেন,—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

গৃহকে গৃহ বলা যায় না। গৃহিণীর নামই গৃহ। গৃহিণীর সহিত সমস্ত পুরুষার্থ ভোগ করিবে। আবার শ্রীমহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে অনেকেই গৃহী বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের আদর্শ চরিত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কলিজীবের উদ্ধার হইয়া থাকে। বিবাহিতপত্নীর সহিত কৃষ্ণসংসার স্থাপন করিলে জীবের ভজনোন্নতির ব্যাঘাত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সাহায্য হয়। কৃষ্ণসেবার উপকরণ-স্বরূপ স্ত্রী-পুত্র অঙ্গীকারকে ভক্তির অঙ্গ বলা যায়। বরং তদ্দ্বারা যুক্ত-বৈরাগ্যের বিশেষ আদর ভক্তিশাস্ত্রে দেখা যায়। বিবাহিত-পত্নীকে কৃষ্ণদাসী ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে কৃষ্ণদাস বলিয়া যে আনন্দলাভ করা যায়, তাহা ভক্তের পক্ষে কিছুমাত্র দূষণীয় নয়। যদি বিবাহিত স্ত্রীর সহিত যুক্ত-বৈরাগ্যের ব্যবস্থাক্রমে সহবাসাদি স্ত্রীসঙ্গ হইল না, তবে স্ত্রীসঙ্গ কাহাকে বলে? তদুত্তর এই যে, সঙ্গ শব্দে আসক্তি। সেই বিবাহিত-স্ত্রীতে আসক্ত হইয়া পড়িলে স্ত্রীসঙ্গ বলা যায়। আসক্তি জীবের একটী নিত্যধর্ম্ম। তাহা যদি কৃষ্ণে অর্পিত হয়, তবে অন্যত্র আসক্তি থাকে না। স্ত্রীতে আসক্তি হইলে সুতরাং কৃষ্ণাসক্তি খর্ব্ব হয়। কৃষ্ণাসক্তিই ভক্তি। স্ত্রীতে যুক্ত-বৈরাগ্য এবং কৃষ্ণে আসক্তি করিলে স্ত্রীসঙ্গ হইল না। বিবাহিত-স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীর সহিত কোন প্রকার সম্ভাষ করাকেও স্ত্রীসঙ্গ বলে। যুক্তবৈরাগ্য বিবাহিত-স্ত্রী ব্যতীত অন্যত্র সম্ভব নয়। অন্য স্ত্রীসঙ্গ নিতান্ত তুচ্ছ, হেয় ও পাপময়। গৃহস্থ বৈষ্ণবের পক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিবাহ-পদ্ধতির দ্বারা লব্ধ পত্নীর সহিত অনাসক্তরূপে সংসারকে স্ত্রীসঙ্গ বলা যায় না। সেরূপ গৃহস্থ পুরুষের সঙ্গও অসৎসঙ্গ নয়। অবৈধস্ত্রী বা উপপত্নী-গ্রহণই স্ত্রীসঙ্গ। যে পুরুষেরা তাহা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গও অসৎসঙ্গ। অতএব অনাসক্ত গৃহস্থভক্তের সঙ্গ ও স্ত্রী সম্ভাষরহিত অগৃহ বৈরাগী ভক্তের সঙ্গ সর্ব্বদা ভজনানুকূল। অতএব স্ত্রীসঙ্গী ও ভক্তিহীন গৃহস্থ বা অগৃহ বৈরাগীর সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গে শ্রীহরিনাম সাধন করিলে সাধকের দিন দিন ভজনোন্নতি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। প্রতি হরিবাসরে একবার চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, গত পক্ষের মধ্যে আমাদের কতটুকু ভজনোন্নতি হইয়াছে। যদি দেখা যায় যে, কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই বা অবনতি হইয়াছে তাহা হইলে অসৎসঙ্গকে কারণ জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করিব।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের এক রাশি

ভিক্ষা :- ১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০, ৪র্থ খণ্ড —৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

প্রচার-কেন্দ্র-সমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-মঠ [illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, [illegible] শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচৈতন্যদেবের [illegible] [illegible], শ্রীশ্রী[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(২ [illegible] গৌড়ীয়-মঠ

১৬নং [illegible] [illegible] [illegible] কলিকাতা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীমৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও [illegible] [illegible] [illegible] পত্র প্রকাশিত হয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-মঠ [illegible]

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীচৈতন্যদেব [illegible] [illegible] শ্রীমহাপ্রভুর [illegible] [illegible] [illegible]।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রী[illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible] বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা [illegible] [illegible] শ্রী[illegible] সমাধি।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে [illegible] শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ [illegible] প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(১২) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)

শ্রী[illegible] ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ [illegible]

১৫) সুবর্ণবিহার গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] -(শ্রী[illegible] [illegible] [illegible])

পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) [illegible]-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) [illegible]মঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ [illegible], (নদীয়া)

(২০) [illegible]-পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ [illegible], ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

[illegible], পোঃ ঢাকা

(২৫) [illegible]-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ [illegible], (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible], দার্জ্জিলিং

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) [illegible] গৌড়ীয় মঠ

৮।১ বড় গণেশদাস, [illegible] সিটি

(৩৪) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়মঠ, [illegible]

(৩৫) [illegible] মঠ,

পোঃ [illegible], [illegible] (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব।

(৪৭) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ [illegible], [illegible], (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৬নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible] [illegible] রোড।

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

শ্রী[illegible]

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible], [illegible] (পুরী)

(৫৩) [illegible] মঠ

[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪) [illegible]—[illegible] পুরী

(৫৫ [illegible]

(৫৬) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয় [illegible]-মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], [illegible]

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬২) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])

(৬৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] [illegible]।

(৬৫) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং ৫

[illegible]

[illegible], [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible]: ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিজ্ঞানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—————:(০):—————

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷৷ ভিন্ন খরচ।

ন প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———:(০):———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, ভাব-পাদ-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

গ্রাম্য আতীব ও স্বাস্থ্য—গঙ্গার সান্নিকটে, বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। সমস্ত স্থান আলোক ও আনন্দময়। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও দেখাশুনার জন্য প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ বেদান্তবিদ্বান্ শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ তাঁহার নিজাশ্রিত ও শরণাগত সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। সম্প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। সাধকজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাময়ী এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৬০০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি ও অত্যন্ত অধিক। পিত্তের পীড়া সংযুক্ত ম্যালেরিয়া এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৯১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ খেয়াদা, ২৪ পরগণা।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের অনুজ্ঞায় সারস্বতবিদ্যাবিনোদিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৩	৬ ২৩	৭-০৩	১২-২৩	১৪-৫৩	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩৩	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৩	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৩			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৩	১৯-১১	২১-৫১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৪-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD No C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত দিগ্গজে ।র একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর— ১৫ই আষাঢ় ১৩৪৬, ৩০শে জুন, ১৯৩৯, শুক্রবার | ১০৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-::(০)::-

মৌমাছির আক্রমণে বিভ্রাট

মৌমাছির অপ্রত্যাশিত আক্রমণে লক্ষ্ণৌএর সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট প্রাঙ্গণে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। কোর্টের উকীল, পুলিশ ও পক্ষগণ যে যেদিকে সুবিধা পায় প্রাণভয়ে পলাইতে আরম্ভ করে।

সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট-প্রাঙ্গণে যাহারা ছিল, মৌমাছি বে-পরোয়াভাবে তাহাদিগকে দংশন করিতে থাকে। প্রাণভয়ে কেহ কোর্ট-গৃহে, কেহ বা অন্য গৃহে পলায়নপর হয়। অনভ্যাস অস্বাভাবিক চাঞ্চল্যে অনেকে মাটিতে পড়িয়া যায় এবং মৌমাছির কামড়ে জর্জরিত হয়। এমন একজনও ছিল না, যাহাকে মৌমাছি দংশন করে নাই।

আহতদিগকে হাসপাতালে পাঠান হয়। কিসে এই উপদ্রবের সৃষ্টি হইল, তাহার তদন্ত চলিতেছে।

আগুন নিবাইবার নূতন ব্যবস্থা

হাওড়ার সিগন্যাল কেবিনে নূতন ধরণের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রাদি ও সাজসরঞ্জাম স্থাপিত হইয়াছে। এই ধরণের সাজসজ্জা ভারতে নূতন এবং পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।

বিলাতে ও দক্ষিণ আফ্রিকায় বৈদ্যুতিক কল-কব্জাদি সম্বলিত সিগন্যাল কেবিনসমূহে অগ্নিকাণ্ডের ফলে, উক্ত কর্তৃপক্ষ আগুন নিবাইবার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করিবার সিদ্ধান্ত করেন। তাহারই ফলে ঐ সকল দেশে বৈদ্যুতিক কল-কব্জাদি সম্বলিত সিগনেল কেবিন আগুন নিবাইবার জন্য নূতন ব্যবস্থা হয়।

গত ১৯৩৮ সালে হাওড়ায় যখন কেবিন ধ্বংস হয়, তখন আগুন নিবাইবার জন্য যথেষ্ট সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সম্প্রতি 'দাগ্ন' নামক কার্বন-ডাইঅক্সাইড অগ্নি নির্বাপক স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সুবিধা এই যে অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রাদির ক্ষতি না করিয়াও সহজেই আগুন নিবান যাইতে পারিবে।

বে-আইনীভাবে বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়ার দণ্ড

কামরূপের ডেপুটী কমিশনারের অফিসের কেরাণী যাদবনাথ গোস্বামী দণ্ডবিধির ১২০ ধারার সহিত পঠিত ৪৬৫ ধারা (জাল) ও অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আসাম ভেলী ডিষ্ট্রিক্টের দায়রা জজ মিঃ চাকমা আই-সি-এস, আপীলে আসামীকে মুক্তি দিয়াছেন এবং ঐ সকল অভিযোগে মামলা পুনর্বিচারের আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামী একটি বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়ার সময় গৌহাটীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি আমেদের নাম জাল করিয়াছিল এবং ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট-প্রদত্ত লাইসেন্স বলিয়া বরমার কোনও গ্রামবাসীকে বে-আইনীভাবে বন্দুক রাখার পক্ষে সহায়তা করিয়াছিল।

ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিষোদগার

কমন্স সভায় প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বলেন যে, ইতালীয়ান সংবাদপত্রসমূহ পুনরায় বৃটেনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়াছে। ইহা বৃটিশ গবর্ণমেন্ট লক্ষ করিয়াছেন। অতঃপর তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, ইঙ্গ-ইতালী চুক্তির উদ্দেশ্য হইতেছে উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা; কিন্তু সংবাদপত্রের এরূপ আক্রমণ দ্বারা উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার পথে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। তবে বর্তমানে এই বিষয়ে সরকারীভাবে দৃষ্টি না দেওয়াই উচিত বলিয়া তিনি মনে করেন।

মিঃ নোয়েলবেকার প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সংবাদপত্রের এরূপ আক্রমণ দ্বারা ইঙ্গ-ইতালী চুক্তির সর্ত গুরুতরভাবে ভঙ্গ করা হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তিনি নীতির দিক হইতে উহার প্রতিবাদ করিবেন কিনা। উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেন, "ইহার কোনও সার্থকতা আছে বলিয়া মনে করিলে আমি ঐরূপ করিব।"

আন্তঃপ্রাদেশিক গঙ্গা নদী কমিশন

প্রকাশ, প্রস্তাবিত আন্ত প্রাদেশিক গঙ্গা নদী কমিশনের গঠনতন্ত্র ও তাঁহাদের কার্য্যক্রম স্থির করিবার নিমিত্ত সাময়িকভাবে একটি আন্তঃপ্রাদেশিক কমিটি গঠন করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই বৎসরের প্রথমভাগে লাক্ষ্ণৌতে প্লাবন সমস্যা সম্পর্কে যে যুক্ত বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে বিহার, যুক্ত প্রদেশের ও বাঙ্গলা দেশের জন্য একটি আন্তঃপ্রাদেশিক কমিশনের ব্যবস্থা করিবার কথা হইয়াছিল। এই যুক্ত কমিশন গঙ্গা নদীর প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল।

উক্ত কমিশন কিভাবে গঠিত হইবে তৎসম্পর্কে বিহার গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন। প্রকাশ, সাময়িকভাবে যে, কমিটি নিয়োগ করা হইতেছে তাহাতে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য বিহার সরকার সরকারী পূর্ত্ত বিভাগের ডেপুটী চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডবলু জি লেসকে মনোনীত করিয়াছেন ইহা ছাড়া উক্ত কমিটিতে বাঙ্গলা হইতে দুইজন ও যুক্ত প্রদেশ হইতে এক বা দুইজন সদস্য লওয়া হইবে।

প্রকাশ, কমিটি সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া কোন কোন অঞ্চলে বন্যায় যে প্রবল বন্যা হয় তাহা প্রতিরোধ করিবার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া সুপারিশ করিবেন।

এই বৎসর সারণ জেলায় বন্যা দেখা দিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে, উহার ফলে যে ক্ষতি হইবে তাহা কি উপায়ে পূরণ করা যায় তৎসম্পর্কে বিহার গবর্ণমেন্ট যুক্ত প্রদেশ গবর্ণমেন্টের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন।

প্রকাশ, প্লাবন সমস্যা সম্পর্কে লক্ষ্ণৌতে যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহার টেকনিক্যাল কমিটি সারণ জিলায় প্লাবন প্রতিরোধ করিবার নিমিত্ত বাঁধ দিবার পরিকল্পনা সমর্থন করেন নাই। কমিটি বলেন যে বাঁধ দিলে প্রদেশের বালিয়া জিলার সমূহ ক্ষতি হইবে। এই সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের সহযোগিতার জন্য সার্ভে করা হইতেছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ শিক্ষাষ্টক শ্রীচৈতন্যভাগবত' (অমৃতা) ৬৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অমৃতা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১॥০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০

১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭ চৈতন্যোপনিষৎ ।০

১৮ বাদশ মাল্যবর ।০

১৯ স্বরূপবোধ ।০

২০ গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০

২১ গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০

২২ ভজন-রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ, অবাঁধা) ২৲ ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০

২৭। প্রেমবিবর্ত্তকা অপমোদকঃ (সানুবাদ) ১৲

২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনকণ

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹/

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। অর্চ্চনবিধি ৴১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৫৫। ভজনরত্নাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৬০। সংখ্যাবলী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নঃ ।০

৬৩। নামিক-শিক্ষাশতকম্ ।০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ৴০

৬৭। সারসংগ্রহম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০

৭০। নামভজন ৴০

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বেদান্তসূত্র ।০

৭৫। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ইত্যাদি ৴০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৮১। সাধন-পথ

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ

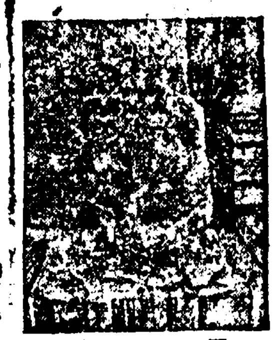

একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ২৮ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৫ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৩০শে জুন ইং ১৯৩৯, শুক্রবার } ১০৪৭ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৮ বামন নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

চাতুর্ম্মাস্য

——::(*)::——

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করা সকলেরই উচিত। ভগবান্ শ্রীহরি বর্ষার চারিমাসকাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত পালন করা কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য ব্রত। এই ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। বেদ ও পুরাণাদি বিবিধশাস্ত্রে এই চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা পাওয়া যায়। ভক্ত ও অভক্ত সকলেই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের চাতুর্ম্মাস্য-পালনে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে। ইহ-পরকালে সুখভোগের জন্য ধর্ম্মার্থকামকামী কর্ম্মিগণ চাতুর্ম্মাস্য পালন করেন, আর আরোহবাদী মোক্ষকামী জ্ঞানিগণ ফলত্যাগ ও চিত্তশুদ্ধির জন্য ব্রতাদি পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তের চাতুর্ম্মাস্য যাজন সেরূপ নহে। ভক্তের ব্রতপালনের উদ্দেশ্য—হরিপ্রীতি। ভক্ত—নিষ্কাম। নিজের জন্য তাঁহার কোন কামনাই নাই। সুতরাং তিনি যা' কিছু করেন, তাহার ফলভোক্তা—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

কর্ম্মী বা জ্ঞানিগণ যে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করেন, তাহা কর্ম্মাঙ্গ। ঐরূপ কর্ম্মাঙ্গ কখনও ভক্তির জনক হইতে পারে না। কর্ম্মাঙ্গ ও ভক্ত্যঙ্গ, হরিসেবা ও ইন্দ্রিয়তর্পণ এক নহে। কর্ম্ম ও ভক্তির পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়াই আমরা সব একাকার করিয়া ফেলি। যেখানে ফলটা আমি পাই, সেটা কর্ম্ম আর যেখানে ফলটা ভগবান্ পান, তাহা ভক্তি। ভক্তগণ ভগবানের সুখের জন্যই চাতুর্ম্মাস্য করেন বলিয়া তাহা ভক্ত্যঙ্গ, কর্ম্মাঙ্গ নহে।

গত ২৫ বামন, ১২ই আষাঢ়, ২৭শে জুন মঙ্গলবার শ্রীহরিশয়নৈকাদশী হইতে চাতুর্ম্মাস্যব্রত আরম্ভ হইয়াছে। যাঁহারা শয়নৈকাদশী হইতে চাতুর্ম্মাস্য আরম্ভ করিয়াছেন, উত্থানৈকাদশীতে তাঁহাদের ব্রত শেষ হইবে। কেহ কেহ আগামী ২৯ বামন, ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই শনিবার আষাঢ়ী পূর্ণিমা হইতে চাতুর্ম্মাস্যব্রত আরম্ভ করিবেন। কার্ত্তিক-পূর্ণিমায় তাঁহাদের ব্রত সমাপ্ত হইবে। আবার কেহ কেহ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক-শেষ পর্য্যন্ত চাতুর্ম্মাস্যব্রত করিবেন।

স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও লোক-শিক্ষার জন্য নিজে চাতুর্ম্মাস্য করিয়াছেন। কোন সময় চাতুর্ম্মাস্য কাল উপস্থিত হইলে তিনি কাবেরীতে শ্রীরঙ্গমন্দিরে চারিমাস কাল বাস করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন পুরীতে ছিলেন, তখন ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যের সময় প্রত্যেকবারই শ্রীগৌর-সুন্দরের দর্শনের জন্য পুরীতে গমন করিতেন। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদও কৃষ্ণ সুখার্থে চাতুর্ম্মাস্যব্রত পালনের আবশ্যকতা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং ভগবৎ-কৃপাপ্রার্থী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই যে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত যথাবিধি পালন করা উচিত, তাহা বলাই বাহুল্য।

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি, যে মনুষ্য নিয়ম কিম্বা ব্রত অথবা জপ ব্যতিরেকে চাতুর্ম্মাস্য কাল অতিবাহিত করে, সে মূর্খ ও জীবন্মৃত। এই চাতুর্ম্মাস্যব্রত যদি কোন ব্যক্তি মনেও আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার শত জন্মের সঞ্চিত পাপ নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি একাহারা, শান্ত, নিত্যস্নায়ী ও দৃঢ়ব্রত হইয়া এই চারিমাস হরি অর্চ্চন করেন, তিনি বিষ্ণু-লোকে গমন করেন। হরিশয়ন করিলে যে নর ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া বৎসরের চারিমাসকাল হরিপূজা করেন, তাঁহার বৈষ্ণবী গতি লাভ হয়।

চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে অর্থাৎ শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকমাসে কলাই, তাম্বুল, রক্তমূলিকা, মসুর, লোশুন প্রভৃতি বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পকবাঞ্জনকেও বুঝিয়া থাকেন। নখ-লোমাদি ক্ষৌরকার্য্যও এই চারিমাস করিতে নাই।

যাহা গ্রহণে জীবের লোভ হয় ও হরিবিস্মৃতি হয় এরূপ কোন দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত নহে। হরিশয়নে শীম, বরবটী, পটল, বেগুন এবং পর্য্যুষিত বা বাসি দ্রব্য গ্রহণ করিবে না।

চাতুর্ম্মাস্যকালে সমর্থ হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হারানও হইলে ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরিশয়নকালে বিলাস-শয্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ। ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

সমর্থবান ব্রতী তৈল, মধু, পুষ্প প্রভৃতি সর্ব্ব উপভোগ ত্যাগ করিবেন। কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কষায় প্রভৃতি সকল রস বর্জ্জন করিবেন। সমর্থ ব্যক্তি পরদ্রব্য গ্রহণ করিবেন না এবং একদিন অন্তর একদিন উপবাস করিবেন।

যাঁহারা চারিমাসকাল নিয়মসেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারা কার্ত্তিকমাসে বিশেষভাবে নিয়মসেবা পালন করিবেন। ইহা অসমর্থের পক্ষে অনুকল্প মাত্র। সামর্থ্য-পক্ষে চাতুর্ম্মাস্যের প্রতি অনাদর করিলে শ্রীহরির প্রীতিলাভ হয় না। হরিশয়নে কৃষ্ণার্থে ভোগ-ত্যাগ করিয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন ও হরিগুরুবৈষ্ণবসেবাই কর্ত্তব্য। শুদ্ধভক্তগণেরই এই চাতুর্ম্মাস্য যথাবিধি পালন করেন। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা-তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরমফল লাভ হয়।

শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে হরি-সংকীর্ত্তনমুখে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে চৈতন্যমঠ ও তাঁহার শাখামঠসমূহে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা হইতেছে। ভক্তবৃন্দ গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের মহিমা-শ্রবণ-

কীর্ত্তনমুখে সেবাময় জীবন যাপন করিয়া অদ্বৈতৈক-ভজনানের শ্রীতবিধান করিয়েছেন এবং সকলকে সেই সংকীর্ত্তন মহোৎসবে যোগদান করিবার জন্য সাদর আহ্বান জানাইতেছেন।

ধৈর্য্য ও উৎসাহ

(প্রাপ্ত)

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, কত ক্ষুদ্র, অসহায়, দুর্ব্বল সে থাকে; কতটা পরমুখাপেক্ষী থাকে। কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র শিশু একদিন [illegible] হইয়া পৃথিবীতে কীর্ত্তি লাভ করিয়া মাতার মুখোজ্জ্বল করিবে, এই দৃঢ় আশাবদ্ধ [illegible] কীর্ত্তি [illegible] নাই এবং ধৈর্য্য-সহকারে সেই [illegible] [illegible] শিশু যদি রোগাক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হয়, তখন ও মাতা আশা [illegible] দেখা যায় না; মাতার উৎসাহ বরং আরও বৃদ্ধি হইতে থাকে।

এইরূপ [illegible] কারণ, ঐ সন্তানের ভাবীজীবন মাতার একমাত্র আশা। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] উহাই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ...

[illegible] ও উৎসাহ [illegible] হইত না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া [illegible] থাকেন, তাঁহারা প্রত্যেকটি কার্য্যে শ্রীকৃষ্ণের [illegible] উপলব্ধি করিয়া নিশ্চল [illegible] করিয়া থাকেন। [illegible] [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য [illegible] ব্যাপার নহে। ভক্তিসাধন এবং ভাক্তকলে [illegible] নাই। [illegible] যে [illegible] উন্মুখ হন, কৃষ্ণ কৃপা সেই পরিমাণেই [illegible] করিতে থাকেন; সেইজন্যই তাঁহার ধৈর্য্য বা উৎসাহ নষ্ট হয়

যাহাতে কৃষ্ণের কৃপা, কৃষ্ণের সন্তোষ।
সেই কার্য্যে প্রাণী সদা না করয়ে রোষ॥
(শ্রীল [illegible]-লিখিত উপদেশামৃত-ভাষ্য)

কোন্ কার্য্যে কৃষ্ণের কৃপা, কৃষ্ণের সন্তোষ হয়, তাহা শরণাগত ভক্ত জানেন। প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক কার্য্যকে কৃষ্ণসম্বন্ধযুক্ত-রূপে দর্শন করেন বলিয়াই তাঁহার চিত্তে সাধনকালে মনোরথের অসম্ভাবনা আশঙ্কা কর্ম্মবা অথবা ফলপ্রাপ্তিতে বিলম্বহেতু ক্ষোভ বা ক্রোধের উদয় হয় না। কারণ, যে কার্য্যের দ্বারা কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হন, সেই কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি থাকে না। কৃষ্ণের ইচ্ছাতে কোন বাধা ঘটিলে সেই কার্য্যের সফলতা [illegible] ক্রম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কৃষ্ণের ইচ্ছা, দুষ্টি ও তুষ্টির হইতে থাকে, [illegible] অপেক্ষা করে না, সেইরূপ [illegible] কৃষ্ণসম্মুখ সাধন-[illegible] অনুভব করিতে পারেন। তাঁহার উৎসাহ বা ধৈর্য্য নষ্ট হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

[illegible] সহিত অনুশীলনের উৎসাহ। 'আনন্দের সহিত অনুশীলন' বাক্যে সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত অনুশীলনই বুঝায়। যেখানে সম্বন্ধ আছে, সেখানে সেবা-প্রবৃত্তি হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণ হইতে আসে; সেবা-পাওনার দুষ্ট হিসাব সেখানে থাকে না। 'আমি তোমার জন্য এতটা করিয়াছি, তুমি তাহার অনুপাতে এতখানি করিতেছ না কেন?'—আমি এক খানা দিবার বদলে [illegible] [illegible] না কেন? এরূপ প্রতারণামূলক বণিক্‌বৃত্তি [illegible] স্থান পায় না। যেখানে সম্বন্ধযুক্ত সেবা, সেখানে 'আমি খুব করিয়াছি' এরূপ বিচারই নাই। সর্ব্বদা [illegible] সেবা করিয়াও—'আমি কিছুই পারিলাম না', এই চিন্তাই সেখানে প্রবল হয়। এই অতৃপ্তই সেবার সহজাত লক্ষণ।

উৎসাহ, নিশ্চয় ও ধৈর্য্য পরস্পর অন্যোন্যাপেক্ষা। নিশ্চয় বা বিশ্বাস ব্যতীত উৎসাহ এবং ধৈর্য্য যেরূপ স্থায়ী হয় না, উৎসাহ ব্যতীত শ্রদ্ধাও সেইরূপ কার্য্যকরী হয় না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই উৎসাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এইরূপ জানাইয়াছেন—

"কর্ম্মনাশ করিতে আমাদের শক্তি নাই বলিয়া নিরুৎসাহ হওয়া অনুচিত। ভক্তির প্রারম্ভেই সাধকের উৎসাহময়ী শ্রদ্ধা হওয়া আবশ্যক। ...শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীহরিনামাপরাধ-মধ্যে প্রমাদকে একটি অপরাধ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ...ঔদাসীন্য, জাড্য ও বিক্ষেপ এই তিন প্রকার অনবধান বা প্রমাদ। অন্য সমস্ত নামাপরাধ পরিত্যাগ করিলেও অনবধান থাকিতে কখনই নামে রতি হয় না। যদি ভজন-প্রারম্ভে উৎসাহ থাকে এবং ঐ উৎসাহ শিথিল হইয়া না পড়ে, তবে আর কখনই ভজনে ঔদাসীন্য, আলস্য বা বিক্ষেপ আসিয়া উদয় হইতে পারে না। সুতরাং উৎসাহ ভজনের সহায় ...উৎসাহের সহিত ভজন করিতে করিতে অনর্থসকল দূর হয়।

'শ্রদ্ধা' শব্দে বিশ্বাস বটে, কিন্তু উৎসাহই শ্রদ্ধার জীবন। উৎসাহহীন শ্রদ্ধার কোন-প্রকার ক্রিয়া হয় না। অনেকেই মনে করেন তাঁহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধা করেন; কিন্তু [illegible] উৎসাহ না থাকায় শ্রদ্ধার কার্য্য পান না। সুতরাং তাঁহাদের সাধুসঙ্গাভাবে [illegible] হয় না।"

উৎসাহের ন্যায় ধৈর্য্যের প্রয়োজনীয়তাও ততাধিক। শ্রদ্ধার উদয়েও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হয়। ধীর ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে সাধন-ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীল [illegible] উপদেশামৃত-ভাষায় এইরূপ লিখিয়াছেন—

উদিলে উৎসাহ যার ভিতরে বাহিরে।
দৃঢ়রূপে কৃষ্ণপদ ধরে ধীরে ধীরে॥
কৃষ্ণকৃপা না পাইয়া ধীরভাবে যেই।
ধরিয়া সাধন করে, ভাগ্যবান্ সেই॥

ধৈর্য্য শরণাগতি বা দৃঢ় শ্রদ্ধারই লক্ষণ। [illegible] ধৈর্য্য বা তিতিক্ষার প্রবল প্রকাশ [illegible] হয়। পূর্ণ শরণাগত পরমহংসেই ধৈর্য্যের চরম বিকাশ। যিনি পরিপূর্ণ বৈষ্ণব, তিনি পরিপূর্ণ শরণাগত, তিনি [illegible] সহিষ্ণু—তিনিই কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী [illegible]। ধীর ব্যক্তিই [illegible] [illegible] অর্থাৎ সাধক—অসংখ্য [illegible] কৃষ্ণসেবা-[illegible]। সেই ধীর বা পরমহংসের মহিমা [illegible] শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার উপদেশামৃতের প্রারম্ভে গান করিয়াছেন।

বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত সেই পরমহংসের অসমোর্দ্ধ মহিমা এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন—

ন দ্রুহ্যন্তি [illegible] ... মাধ্যমার্থমথিতা-মতীব ধীরঃ।
[illegible] ... নিরপত্রপাঃ ... ভাব॥
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

শান্তি

আমরা শান্তি কি করিয়া পাইব, এ কথা লইয়া আমরা সকলেই [illegible] মাথা ঘামাইতেছি। সকলেই চান, নিজের শান্তি—নিজের সুখ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভগবানের সুখের জন্য কেউ কিছু চান না। সেইজন্যই কেহ শান্তি পান না। কিন্তু কৃপাময় [illegible] বলেন, কৃষ্ণের জন্য পূর্ত্তিত মাত্রায় না চাওয়া পর্য্যন্ত, কৃষ্ণসুখের জন্য নিরন্তর ব্যস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, সুখময়ের সন্ধান না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রকৃত শান্তি কিছুতেই পাওয়া যাইবে না। শান্তিময়কে ছাড়িয়া কি শান্তি পাওয়া যায়? যে শান্তিতে কৃষ্ণের শান্তি বা সুখ হয়, সেই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যময়ী গোপী [illegible] আর অশান্তি থাকে না। সেইজন্যই ভক্তগণ কখনও নিজের জন্য [illegible] চাহেন না, অশান্ত রাজ্য হইতে মুক্ত হইতে চাহেন না। তাঁহারা কৃষ্ণের শান্তি, কৃষ্ণের সুখের জন্য কোটি কোটি অশান্তি বরণ করিতে পারেন। নিজের মহা অসুবিধা হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণকেও কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ছাড়েন না। কৃষ্ণসুখবিধানচেষ্টা হইতে বিরত হন না। সেইজন্য ভক্তবৎসল কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পরমা শান্তি প্রদান করেন।

যে শান্তি পরিণামে অশান্তি আনে—যে শান্তি আপাত মধুর—বিষের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী—দুঃখের নিবৃত্তিকেই যেখানে শান্তি বলিয়া ধারণা, তাহা শান্তির নামে ছলনা। এইরূপ শান্তিকামী হইলে আমরা কি করিয়া সুখ পাইব? সেইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, যে সকল নিষ্কামুক [illegible] 'অবশ্য কামদেবের সেবা করেন, তাঁহাদের সেবা করিলেই শান্তি পাওয়া যায়, নতুবা কখনই শান্তি পাওয়া যায় না। কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্য কোথাও শান্তি নাই; সুতরাং কৃষ্ণসেবাবঞ্চিত হইয়া শান্তির অনুসন্ধান নাস্তিকতা ছাড়া আর কিছুই নহে। শাস্ত্র বলেন,—

"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তি শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

অর্থাৎ যিনি নিত্য বা বাস্তববস্তু সমূহের মধ্যে পরম নিত্য ও পরম বাস্তববস্তু, যিনি চেতন জীবসমূহের মুখ্য চেতন, যিনি এক হইয়াও বহু আশ্রিতজনের কামনা পূরণ করেন, যে সকল বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুদেবের অনুগত হইয়া সেই হৃদয়স্থ কামদেবের সেবা করেন, তাঁহারা নিত্যশান্তি লাভ করিতে পারেন, অপরে তাহা পারে না।

শান্তি পাওয়ার মধ্যে যে একটা হেতু আছে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অশান্ত ব্যক্তিই শান্তি চায়, শান্ত ব্যক্তির সেরূপ কোন অভিলাষ নাই। অশান্তাবস্থা হইতেই এরূপ প্রার্থনার উদয় হয়। আমি যতক্ষণ নিজ শান্তির জন্য ব্যস্ত ততক্ষণ যে আমি কৃষ্ণের শান্তি অনুসন্ধান হইতে অন্যমনস্ক অর্থাৎ অন্যাভিলাষী হইয়া পড়িয়াছি তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেইজন্যই বলিতেছি, এজগতের কোন কিছুতে শান্তি নাই সেবাই শান্তি, সেবাই একমাত্র সুখ এবং সেবাতেই একমাত্র আনন্দ।

কৃষ্ণসুখানুসন্ধানেই শান্তি আর সমস্তই অশান্তির কারণ। শান্তির আশ্রয়—একমাত্র কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীগুরুনিত্যানন্দের পাদপদ্মছায়া। জগতের লোক যতদিন পর্যন্ত গুরুনিত্যানন্দের কোটিচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্মের আশ্রয়ে না আসিবেন, ততদিন শান্তি আশা দুরাশামাত্র। আমরা এই শীতল আশ্রয় নিত্যানন্দপাদপদ্ম ছাড়িয়া শান্তিলাভের যতই চেষ্টা করি না কেন, তাহাতে আমাদের অশান্তিই বৃদ্ধি হইবে। তাই শান্তিলাভোপায়ের কথা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

নিতাইপদ-কমল কোটিচন্দ্রসুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই
রাধা-কৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পাঠকগণের সম্পুটের প্রাপ্তব্য
১ম খণ্ড ১৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড —৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

গৌড়ীয়বাণী

—::(০)::—

প্রণিপাতযুক্ত পরিপ্রশ্ন না হইলে অর্থাৎ সর্বতোভাবে অকপট আত্মসমর্পণের সহিত একান্ত বাস্তবসত্য বস্তুর জন্য চেতনের সেবোন্মুখতা বৃত্তির প্রথম বিকাশস্বরূপ পরিপ্রশ্ন সেবোন্মুখতাকে প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবার প্রবৃত্তি প্রকাশ না করিলে শ্রবণ ও কীর্তনের অভিনয় কিছুদিন পরে ক্লান্ত হইয়া পড়ে এবং ক্লান্তিতে সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াও যায়। যাঁহার চেতনে আত্মজ্ঞানের নিত্য নূতন বার্তা সঞ্চারিত না হয়, চেতনরাজ্যের বিচারবুদ্ধিহীন পণ্ডিতগণ বিরক্ত, নিরুদ্যম, চিত্তনর্তনের নটবরের নূতন হইতে নূতনতর সন্দেশ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া অপ্রাকৃত চিন্ময়ের সেবায় নবীন হইতে নবীনতরভাবে উন্মুখ না করে, তাঁহার দেহমনের ক্রিয়া প্রবল হইয়া সত্বরই তাঁহাকে তাঁহার পারমার্থিকতার অভিনয় হইতে বিচ্যুত করিবে, ইহা সুনিশ্চয় আমাদের যাহারা চেতন চিন্ময়ের উপাসক বলিয়া, সেবা নিত্যনূতনত্বময়ী আখ্যায় অভিহিত, প্রতিফলিত জড়ের রাজ্যে তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। মায়িক জগতের ভাবে অনিত্যকাল অবস্থিত থাকিতে পারে না। তবে জড়ের সহিত চেতনরাজ্যের পার্থক্য এই যে, জড়ের নূতনত্ব নশ্বর ও হেয়তাপূর্ণ, আর চেতনের নূতনত্ব অসীম ও উপাদেয়তার অফুরন্ত ভাণ্ডার। জড়ের নূতনত্বের আকাঙ্ক্ষা মৌলিক দুষ্পূর মাত্র, আর চেতনের নূতনত্বের শান্তি পূর্তি অভাব বা অপ্রাকৃত চিন্ময়ের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে পর্যবসিত; তাই চেতনরাজ্যের নূতনত্বের ইতি নাই। অচেতনের আবরণ অপসারিত হইলে যখন চেতনের স্বাস্থ্য আবিষ্কৃত হয়—যখন অনর্থ মুক্তি হয়, তখন আমরা যে সকল সেবার কথা শ্রবণ ও কীর্তন করিবার সৌভাগ্য লাভ করি, তাহাতে একঘেয়ে ভাব নাই, প্রতিমুহূর্তে অপ্রাকৃত নূতনত্বের সুধাধারা উৎসারিত হইয়া থাকে। কাজেই যাঁহারা সেই অনর্থমুক্তি লাভ করেন নাই, তাঁহারা অনর্থনিবৃত্তির পূর্বেই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য লালায়িত বা তাহাতে বঞ্চিত ও ব্যথিত হইয়া ভাগবতধর্মকে কতকগুলি একঘেয়ে মতবাদেরই আগার মনে করিয়া থাকেন; তাহা তাঁহাদের প্রকৃত পরিপ্রশ্নেরই অভাব-জ্ঞাপক। তাঁহারা এতদিন যে সকল প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ প্রণিপাত ও সেবোন্মুখতাযুক্ত পরিপ্রশ্ন নহে, তাঁহারা এতকাল যে সেবার অভিনয় করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত পরিপ্রশ্নের উত্তর-ফল সেবা নহে, তাহা কেবল স্বতেন্দ্রিয়ের কৌতূহল-নিবৃত্তির চেষ্টা বা কোন না কোন কামের বশবর্তী হইয়া জড়েন্দ্রিয়পরিচালনাময় কর্মাড়ম্বর মাত্র।

সাধক-জীবনে শ্রবণ-কীর্তনের মধ্যে প্রতিমুহূর্তে পরিপক্ক যাঁহাদের নিকট চেতনজগতের নিত্যনূতন আত্মবার্তা সঞ্চারিত না হয়, জানিতে হইবে, তাঁহাদের প্রণিপাতে কপটতা আছে, সেবায় আত্মসমর্পণ আলোড়নের অভিনয়ের অন্তরালে অন্যাভিলাষ নিহিত রহিয়াছে। তাঁহারা কেবল শুকপাখীর মুখস্থ করা বুলির ন্যায় বুলি, 'দেহ কিছু নয়, মন কিছু নয়' এই কয়েকটী কথা লইয়া বারম্বার আবৃত্তি করিতেছেন এবং কণ্ঠস্বর ও কর্ণপটহের শারীরিক ব্যায়ামে অচিরেই তাঁহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িলে ঐ বুলিটুকুও ছাড়িয়া দিবেন। ঐ মুখস্থ কথা পাঠ তাঁহাদের শরীরের উপর ক্রিয়া করিয়াছে; চেতন হইতে ক্রিয়াতে অবতীর্ণ হয় নাই, কাজেই 'দেহ কিছু নয়, মন কিছু নয়' বলিয়াও দেহ ও মনেতেই তাঁহারা আসক্ত আছেন এবং তাহাতেই অধিকতর আসক্ত হইতেছেন। চেতনের অক্ষয় মৌলিক খনি হইতে তাঁহাদের ঐ বাণী প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া —তাঁহাদের চেতনের কর্ণবেধ-সংস্কার চেতন-বাণীর খনির আবরণকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় নাই বলিয়াই তাঁহাদের ভাণ্ডারে মুখস্থ কথা বুলি ছাড়া কোন মৌলিক চেতন-বাণীর সন্ধান পাওয়া যায় না; আর তাঁহারা সেই সকল মৌলিক চেতনবাণী পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও ধরিতে পারেন না, কখনও কখনও মৌলিক নূতন কথা শুনিলে তাহাকে কৌতূহল-নিবৃত্তিরই উপকরণ বা ইন্ধনরূপে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির যজ্ঞেই পূর্ণাহুতি দিয়া থাকেন। অতএব সেই সকল মৌলিক চেতনবাণীও তাঁহাদের মঙ্গলজনক কার্যে লাগিতে পারে না; এমন কি কিছুদিন পরেই তাঁহারা একান্ত পরমার্থরাজ্য বা ভাগবতধর্মের সার-সিদ্ধান্ত, আচার বা সেবাপ্রণালীকে একঘেয়ে মনে করিয়া পুনর্মূষিক হইয়া পড়েন। সেই পূর্বের ভোগোন্মুখ বা ত্যাগোন্মুখ একঘেয়ে জীবনযাপনের জন্য সাময়িক ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উত্তেজনায় বিবিধ সময় বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর দ্রব্য গ্রহণ করেন ও ভাগবতধর্ম যেহেতু তাঁহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করিতে পারে নাই, সেই হেতু উহা ভণ্ডদের কাজের নয় বা উহা একঘেয়ে,—লোকের নিকট এই কৈফিয়ৎ দিয়া তাঁহারা

কীর্ত্তন

—::(০)::—

আমরা গুরুমুখে শুনিতে পাই যে, আমাদের নিরন্তর হরিকথা কীর্তন করা দরকার। সর্বক্ষণ হরিকথা কীর্তন না করিলে মঙ্গলের আশা নাই। এই আদেশ শ্রবণ করিয়া অনেকেই মনে করেন, সকলকে হরিকথা বলিতে গেলে গুরু-অভিমানরূপ প্রতিষ্ঠা আসিয়া জীবকে পাতিত করিয়া বিষয়ে লিপ্ত করিতে পারে। কিন্তু কথা তা' নয়। শুদ্ধ হইয়া নিষ্কপটে হরিকথা কীর্তন করিলে কোনও দিন নিষ্প্রয়োজন অনর্থনিবৃত্তি-প্রতিষ্ঠা তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। সেবকাভিমানই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা; ইহাই স্বরূপের পরিচয়। গুরুমুখ-শ্রুত বাণীর কীর্তন করিতে করিতে আমাদের চিত্ত নির্মল হয়—বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা লাভ হয়—সেবকাভিমান জাগে। কীর্তন কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আদেশে গুরুকৃষ্ণের সুখের উদ্দেশে হওয়া চাই। নতুবা আনুগত্যহীন বা আচারহীন কীর্তনের কোন মূল্য নাই। 'আমি কৃষ্ণ-নিত্যদাস গুরুদেবের দাসানুদাস'—এই বুদ্ধিতে কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা কৃষ্ণকথা কীর্তন জীবকে কৃষ্ণ ও গুরুদেবের নিরন্তর প্রকৃষ্ট সঙ্গই প্রদান করিয়া থাকে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ আদেশ করেন—হরিকথা প্রচার করিতে। এই আদেশ যেখানে নাই, সেখানে কীর্তন কি করিয়া হইবে? কীর্তনকারী ত' একমাত্র শ্রীগুরুদেব। তাঁহার শ্রীমুখে কীর্তন শ্রবণের সৌভাগ্য হইলে তদাদেশে তাঁহার কথাগুলি অপরকে বলা যাইতে পারে। সুতরাং আমাদের যে কীর্তন তাহা দেখিতে কীর্তন হইলেও শ্রবণের নামান্তর। আমাদের কীর্তন নিজ হইয়া অনুকীর্তন। এই শিষ্যত্ব বা গুরুদাসতা নিত্য। তাই মহাপ্রভু আদেশ করিলেন,—

"যা'রে দেখ তা'রে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার'
এই দেশ॥"

নিজেদের সাধুত্ব স্থাপন করিতে পারেন অর্থাৎ উহাদের বাহিরেতে কোন দোষ নাই, দোষ সকলই অন্যের— ইহাই তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর-গোপীনাথ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। [illegible] 'নদীয়া প্রকাশ'-মুদ্রণালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

[illegible] বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) নৈমিষারণ্য মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর। ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড পাঠবাড়ী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালাহিল বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রয়পেঠা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ[illegible]-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) [illegible]কুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-[illegible]-মন্দির

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) আমর্দা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমর্দা, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৫০১ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

২১, [illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ, ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵৹	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲			৩৲
অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫, বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টি-বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নদেবার' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত "সজ্জনতোষণী"র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, বিষয় সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। প্রচ্ছদ উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা সুশোভিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

[illegible]

[illegible] বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর [illegible] আবাসিক [illegible] ছাত্রগণের জন্য বিনা [illegible] থাকা ও খেলাধূলা প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ [illegible] ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, শিক্ষা ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] বোর্ড মলাটে বাঁধান ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। [illegible] শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বত-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible] প্রভুপাদ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ [illegible] সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে যে সকল [illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত [illegible] গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পদ্যাবলী' আকারে [illegible] সম্প্রদানে শ্রীল প্রভুপাদের ষষ্ঠবর্ষাধিক [illegible] প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু [illegible] হইতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের [illegible] এই গ্রন্থ [illegible] প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক সাহিত্য আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য। এম-এ মহোদয়ের লোকোত্তর গবেষণা এবং গভীর লেখনীর অপূর্ব্ব ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিক প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড একটি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ঐ বিভুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সহিত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের আদেশে পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলায় অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৭
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১৫			১৩-৫১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২০	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৫১	১৩-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১৫
ছাঃ	৫-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৫	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৭৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩০	১৮-২৪ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৪
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1344

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৬ই আষাঢ় ১৩৪৬, ১লা জুলাই, ১৯৩৯, শনিবার | ১০৫শ সংখ্যা

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

——:::•:::——

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল
(১৯৩৯)

——::(•)::——

এ বৎসর শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ফল বেশ ভালই হইয়াছে। ১৩জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে ৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৯ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ১ জন পাশ করিয়াছে।

প্রথম বিভাগ

১। শ্রীনিত্যানন্দ সরকার (L, 1)
২। সেখ গোলাম রহমান
৩। শ্রীশচীন্দ্র নাথ সরকার

দ্বিতীয় বিভাগ

৪। শ্রীকৃষ্ণমোহন মুখার্জ্জী
৫। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬। শ্রীপ্রশান্তকুমার বিশ্বাস
৭। শ্রীঅনাথকুমার মিত্র
৮। শ্রীকৃষ্ণদাস বসাক
৯। শ্রীবৈদ্যমোহন নাথ
১০। শ্রীসুশীলচন্দ্র সরকার
১১। শ্রীবিশ্বনাথ দে
১২। শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তৃতীয় বিভাগ

১৩। শ্রীগোপাল চন্দ্র প্রামাণিক

———

লক্ষ্ণৌয়ে অভিনব চুরি

সীতাপুরে এক অদ্ভুত কৌশলপূর্ণ টিপসহি চুরি হইয়া গিয়াছে।

জনৈক ধনী মহাজন গভীর নিদ্রামগ্ন ছিল। সেই সময় চোরেরা অতি সন্তর্পণে তাহার বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং তাহার বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কালী লাগাইয়া একখানি কাগজের উপর টিপসহি লইয়া নিঃশব্দে পলায়ন করে। লোহার সিন্দুকের মধ্যে মূল্যবান্ অনেক জিনিষ ছিল, চোরেরা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করে নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গে আঙ্গুলে কালী দেখিয়া মহাজন একেবারে হতবুদ্ধি হয়। দুষ্কৃতিকারীগণ কেহ হয়তো কোনও দলিলের উপর তাহার টিপসহি লইয়াছে, এই ভাবিয়া মহাজন অত্যন্ত আতঙ্কিত হয় এবং সমস্ত ঘটনা পুলিশকে জানায়।

টিপসহি চুরির সংবাদে মহাজনদিগের মধ্যে উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে, এই ঘটনায় অনেকের গাঢ় নিদ্রা ত্যাগের সম্ভাবনা আছে।

———

কাটনি জংশনে ট্রেণ দুর্ঘটনা

বিলাসপুরের ডিষ্ট্রিক্ট ট্র্যান্সপোর্টেশন অফিসার (বি-এন-আর) জানাইতেছেন যে, গত ২৭শে জুন ১১টা ৫৫ মিনিটের সময় বিলাসপুর-কাটনি শাখা লাইনের নূতন কাটনি জংশন অতিক্রম করিবার সময় একখানি মাল-ট্রেণ লাইনচ্যুত হয়। ফলে এঞ্জিনখানি অবাধে লাইনের বাহিরে চলিয়া যায় এবং অমধ্যে চারখানি উল্টাইয়া যায়। এই দুর্ঘটনায় ফলে লাইনের ক্ষতি হইয়াছে; সেইজন্য ৬৭নং আপ যাত্রিবাহী ট্রেণখানি আটক পড়ে। আশা করা যায় যে, ঐদিন রাত্রি ৮টার সময় হইতে যথারীতি ট্রেণ যাতায়াত সুরু হইবে।

জাপ-সোভিয়েট সংঘর্ষ

টোকিও এবং মস্কো হইতে বহির্মঙ্গোল সীমান্তে আর একটি বড় রকমের জাপ-সোভিয়েট বিমান-যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সোভিয়েট পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, ৬০টি জাপানী বিমান পোত সীমান্ত অতিক্রম করিলে ৫০টি সোভিয়েট-মঙ্গোলিয়ান বিমানপোত তাহাদিগকে পাল্টা আক্রমণ করে এবং তাহারা ২৫টি জাপানী বিমানপোত ভূপাতিত করিয়াছে। সোভিয়েট-মঙ্গোলিয়ান বিমানপোতগুলির মধ্যে তিনটির কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। পক্ষান্তরে জাপানীরা দাবী করিয়াছে যে, ৬০টি সোভিয়েট-মঙ্গোলিয়ান বিমানপোতের সহিত তিনটি জাপ বিমানপোতের যে সংঘর্ষ হইয়াছে তাহাতে জাপানীরা আধ ঘণ্টার মধ্যেই শত্রুপক্ষের ৩টি বিমানপোত জখমী করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে এবং তাহারা নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

———

আবার বৃটেনের বিরুদ্ধে জাপানের হুমকি

জাপানীরা বৈদেশিক কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে, তাহারা ফুচাও ও ওয়েনচাও আক্রমণ করিতেছে; ২৭শে জুন মধ্যাহ্ন হইতে ঐ উভয় বন্দরই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে সমস্ত বিদেশী জাহাজ ও লোক যেন স্থানান্তরিত করা হয়।

কিন্তু ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ জাপানীদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ফুচাও ও ওয়েনচাও আন্তর্জ্জাতিক বন্দর; সুতরাং উহা অবাধে ব্যবহার করিবার অধিকার বৃটিশ প্রজাদের আছে। তাঁহারা আরও জানাইয়াছেন যে, জাপ আক্রমণের ফলে, ঐ দুই স্থানে যদি ব্রিটিশ ধন-প্রাণের হানি হয়, তাহা হইলে তাঁহারা জাপানীগণকে দায়ী করিবেন।

হংকং-এর সংবাদে প্রকাশ, জাপানীদের সতর্কবাণীর পরে ফুচাও এর নিকট জাপ সৈন্যেরা অবতরণ করিয়াছে। তবে সেই স্থানে মোতায়েন ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ 'ডাফেন্‌'এর নিকট হইতে ব্রিটিশ নৌ-কর্ত্তৃপক্ষ জাপ সৈন্য অবতরণের কোন সংবাদ পান নাই।

———

ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে চুক্তি

আঙ্কারায় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে যে, সম্ভবতঃ গত শুক্রবার তুর্কী-ফরাসী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। চুক্তির প্রথম অংশে ফ্রান্স তুরস্ককে আলেকজান্দ্রেত্তা প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছে। চুক্তির এই অংশটী আঙ্কারায় স্বাক্ষরিত হইবে। চুক্তির দ্বিতীয় অংশে ইঙ্গ-তুর্কী চুক্তির অনুরূপ পারস্পরিক সাহায্যের কথা বলা হইয়াছে চুক্তির এই অংশটী প্যারিসে স্বাক্ষরিত হইবে।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ পাথারী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। ৫ ও একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত নৃপতিরঞ্জন দাশ এম্-এ, বি-এল্,

প্লিডার্স লেন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। অমৃতপ্রবাহ বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲

৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩

৪। সজ্জনতোষণী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ৷০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭ চৈতন্যোপনিষদ ৷০

১৮। বামন-আন্দোলন ৷০

১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০

২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৶০

২২ ভজন-রহস্য ৷০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০

২৭। মুক্তাচরিতম্ শ্রীগৌরাঙ্গ (সানুবাদ) ২৲

২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (সানুবাদ) ৷০

২৯। শ্রীশ্রীকল্যাণকল্পতরু (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০

৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫ গীতমালা ⁄১০

৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার ৷০

৪০ শরণাগতি ⁄০

৪১ গীতাবলী ⁄০

৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩ সাধনতত্ত্ব ⁄০
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄

৪৪। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (অন্বয়াদিসহ) ৷০

৫৮ শ্রীকৃষ্ণনেষর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৬০। সংখ্যাবলী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিকাঃ ৷০

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০

৬৪। ভক্তস্তবম্

৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০

৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০

৬৯। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ৷০

৭০। নামভজন ⁄০

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০

৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ডস ৷৶০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০

৭৫। রোমান্ট গৌড়ীয়মঠ উড ক্রাইঃ ⁄০

৭৬। দি ভাগবত ৷০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৮১। সাধন-পথ

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

৮৩। গীতাবলী ⁄০

৮৪। শরণাগতি ⁄০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২৯ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৬ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১লা জুলাই ইং ১৯৩৯, শনিবার | ১০৭শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——•::(*):::•——

কলিকাতায় প্রচার

কলিকাতা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ সেন মহাশয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ২১শে জুন রবিবার অপরাহ্ণ ৭॥০ ঘটিকার সময় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তাঁহার ল্যান্সডাউন রোডস্থ ভবনে উপস্থিত হন স্বামীজী তথায় প্রায় দুইঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন,—আমাদের সকলেরই সত্বর সদ্গুরুর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া হরিভজন করা উচিত। আমাদের জীবনের কাহারও কোন স্থিরতা নাই। মাত্র কিছুদিনের জন্য এই সংসারে আত্মীয়তা ও বন্ধুতা-পাশে আবদ্ধ হইয়া তুচ্ছ আপাত-মধুর বিষয়-ভোগের চেষ্টায় এই মূল্যবান্ দুষ্প্রাপ্য জীবন নষ্ট করা কি উচিত? পশু-পক্ষীর ন্যায় আহার-নিদ্রা, প্রাণের ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত থাকাই কি মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য, না আর কিছু শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য আছে, যাহা অন্য কোনও জন্মে পালন করা যায় না। অতএব ভগবান্ কৃপা করিয়া আমাদের যে সুযোগটী দিয়াছেন তাহা যেন বৃথা নষ্ট না করিয়া সত্য সত্য যাহাতে আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করাই সবচেয়ে প্রধান কর্ত্তব্য। যাঁহার ইচ্ছায় ও শক্তিতে সকল কার্য্য চলিতেছে, যাঁহার ইচ্ছায় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইতেছে, সেই সকল কারণের মূল কারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই আমাদের নিত্য রক্ষক, নিত্যপালক, নিত্যপ্রভু ও নিত্যসেব্য। তাঁহার নিত্য সেবালাভের চেষ্টা করাই এই মনুষ্যজন্মের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য, ইহাই সকল শাস্ত্রের ও মহাজনগণের মত।

পাঠের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

শ্রীযুত মন্মথ বাবু সপরিবারে বিশেষ আগ্রহ ও শ্রদ্ধা সহকারে হরিকথা শ্রবণ করেন।

কিছু দিন পূর্ব্বে শ্রীপুরুষোত্তমমঠের উৎসবের সময় শ্রীযুত মন্মথ বাবু কয়েকদিন যাবৎ তথাকার মঠে অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ তীর্থ মহারাজের ও অন্যান্য মঠসেবকগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচারের জন্য ইতঃপূর্ব্বে তিনি অনেক-বার কয়েকটী বিশেষ সেবা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মন্মথবাবুর ভগবৈষ্ণব ও গুরুভক্তির কথায় না সংসিদ্ধান্তে এবং শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে শ্রদ্ধা ও সেবা-বৃত্তি দিন দিন বৃদ্ধি হউক, ইহাই ভগবানের শ্রীচরণে প্রার্থনা।

ঐ দিন শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর রাত্রি ৮.৩০ ঘটিকা হইতে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত "শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক বিচার" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু শিক্ষিত ও সজ্জন-ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

ভক্তিবিনোদ বিরহোৎসব

——•::(*):::•——

শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠে

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের আশ্রিত ভক্তিবিনোদ-সারস্বত-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুদ্ধভক্তিধারা-পুনঃপ্রবাহের মূল পুরুষ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের বিরহ পূজা মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

গত ১১ই জুন শনিবার প্রাতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মঙ্গলারাত্রিকাদির পর নগর মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্রাদি কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠে একটী সভার অধিবেশন হয়। শুদ্ধাষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, 'কৃপা, কর বৈষ্ণব ঠাকুর', 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ বেদান্তাধ্যয়ন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "শ্রীগৌরশক্তি-আবির্ভাব-তিথি" সংখ্যা গৌড়ীয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের পর সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অম্বিকা গৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আশ্রিত অম্বিকা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরহতিথিপূজা বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে।

ঠাকুরের অপ্রকট তিথিদিবস সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, শুদ্ধাষ্টক, 'শ্রীচরণ কলিপাবন গোরা', 'কবে গৌরবনে সুরধুনীতটে' গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ' গ্রন্থ হইতে ঠাকুরের জীবনী পাঠ করা হয়। পাঠের পর সমাগত ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

——

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

[illegible]

অপরাহ্নে [illegible] কীর্ত্তন [illegible] ভক্তিবিনোদ' [illegible] কোলাহল কাজল [illegible] করা হয়। [illegible] মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন [illegible] ছিলেন। [illegible] প্রশংসনীয়।

"ভোগী ও ত্যাগী—উভয়েই বদ্ধ। ভক্ত—নিত্য কৃষ্ণসেবাপর। কেবল সাক্ষাৎকার ও স্মৃতি—এই দ্বিবিধ ভূমিকায় তাঁহার সে [illegible] সংঘটিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে যখন যে ভাবে রাখেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ শ্রাবণ [illegible] শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

মূলটা ঠিক ক'রে রাখ্‌লে সবই ঠিক থাক্‌বে। সমস্ত নীতি ও অখিল সদ্‌গুণের আকর স্থানে কেহ ঠিক না রাখ্‌লে বিপদে পড়তে হবেই। মূল পদার্থ ঠিক থাক্‌লে মানবের সকল আলোচনা ঠিক হ'বে। [illegible] কি [illegible], তাঁ'র [illegible] [illegible] [illegible] এমন কি, [illegible] সদ্‌গুণের আকর [illegible] [illegible] দেখ্‌তে পাওয়া যায়। মূলটা ঠিক হ'লে কেবল যে কোন [illegible] বা কোন [illegible] উপকার [illegible], তা' নয়, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] সকল [illegible] [illegible] পূর্ণমঙ্গল লাভ হ'বে।

ব্যক্তিগণ তাঁ'দের ব্যবহারিক জীবন যা'তে মঙ্গলময় ক'রে যাপন ক'র্‌তে পারেন, তজ্জন্যই সদাচার জগতে প্রকাশিত হন। শয়নে, ভোজনে, জাগরণে, পরস্পর বাক্যালাপে, প্রত্যেক কার্য্যে যা'তে মূল আকর বস্তুর সহিত মানব সংশ্লিষ্ট থাক্‌তে পারে, তজ্জন্যই সদাচারের উপদেশ প্রচারিত হ'য়েছে।

মূলবস্তু [illegible] ত্যাগ ক'রে ডালপালার সেবা বৃথা। মূলকে কেটে যদি গাছের ডালপালায় খুব ক'রে জলসেচন করা যায়, তা হ'লে [illegible] কোন সুফল লাভ করা যায় না। আর ঐরূপ পৃথক্‌ পৃথক্‌ নীতি-পালনের জন্য পৃথগ্‌ভাবে [illegible] না হ'য়েও যদি [illegible] [illegible] কায়িক হওয়া যায়, তা' হ'লে সমস্ত [illegible] [illegible] ও সদ্‌গুণ [illegible] [illegible]। আগে নীতি, পরে [illegible] নয়। আগে [illegible], [illegible] [illegible] সব [illegible] পরম নীতি। [illegible] [illegible] হন না।

জগতের লোক কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত বিচার ক'রে রেখেছে। তাঁ'রা পরমেশ্বরের [illegible] সকলের শেষে—হ'লে হ'লো, না হ'লো না হ'লো আর হ'লেও গৌণভাবে হইবে,—এরূপ বিচার ক'রে রেখেছে। [illegible] নীতি [illegible] প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মুখে ভগবানকে স্বীকার করেন, ভগবান্ যেন তাঁ'দের সুনিয়মানুবর্ত্তী-নীতির সমর্থনকারী পাহারাওয়ালা! আমি স্বর্গে যেতে হ'লে জগতে নীতি ভোগ ক'রতে পারি, আমি [illegible] ব'লে [illegible] দিতে পারব না এ [illegible] ভোগ ক'রতে পারব, এজন্যই আমার মাঝপথে সাময়িক ও [illegible] ভগবান্‌ স্বীকার; চরমে কিন্তু আবার তাঁ'কে নিরাকার নির্ব্বিশেষ ক'রে দেবো! আর ভগবদ্ভক্তের ভগবান্ — [illegible] [illegible] [illegible]—ভগবানের [illegible] [illegible] ভগবান্। যাঁ'রা [illegible] [illegible] করেন, তাঁ'দের [illegible] আছে [illegible] কেন্দ্র ক'রে যত [illegible] [illegible] বা নৈতিকনীতি জগতে প্রকাশিত হয়, সেগুলো তাঁ'দের মধ্যে নাই। [illegible] সৎনীতি, পবিত্রতা, সংযম, সদাচার, [illegible], অমানি-মানদত্ব ও সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠ গুণ [illegible] সেবা ক'র্‌বার জন্য উদ্‌গ্রীব।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁ'দের [illegible] জগতে আর কেহ নাই। [illegible] [illegible] [illegible] নিকট [illegible] [illegible] [illegible]। যাঁ'রা জীবকে [illegible] [illegible], তাঁ'রা যেন একমুষ্টি অন্ন [illegible] গ্রহণ করতে পারেন, [illegible] [illegible] [illegible] সকলে যেন তাঁ'দের [illegible] [illegible] লাভ ক'র্‌বার জন্য [illegible] [illegible] [illegible] হ'লে মঠে [illegible] [illegible] [illegible], এজন্যই ভগবান্‌ [illegible] [illegible] [illegible]

গমনশীল জগতে মানুষ হয় দেবত্বের দিকে অগ্রসর হইবেন, নতুবা পশুত্বের দিকে

[illegible] বিনা কোন কর্ম্মে শান্তি নয়।

যাইবেন। ভগবানের কথা বাদ দিয়া যে "আমি", যে আমি নিত্য ভগবানের নিত্য 'আমি' নই, 'সেই নশ্বর আমি'র কোন সুবিধা হয় না।

যিনি সর্ব্বদা হরিসেবা-তৎপর, তাঁহার সঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু করিব না, হরিভজনেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা এবং কালবিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই হরিভজন আরম্ভ করিব, এইরূপ দৃঢ় উৎসাহ নিশ্চয়তা লইয়া আমাদিগের মনুষ্যজীবনের সর্ব্বকল্যাণ-সাধনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক। আমরা যদি কালবিলম্ব করি, তবে অন্য লোক আমার নিকট আসিয়া দুষ্ট পরামর্শ দিবার সুযোগ ও সময় পাইবে।

আমরা আমাদের মঙ্গল-বিদ্বেষী ব্যক্তিদিগকে বন্ধু বলিয়া বরণ করি। কারণ, তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অনুকূল [illegible] [illegible] আমাদিগকে [illegible] মধুর সুখের পথ দেখাইয়া দেন। কিন্তু এই সকল বন্ধু আমার কতদিন বন্ধুত্ব রক্ষা করিবেন? তাহাদের কি ক্ষমতা বা সামর্থ্য আছে? আমরা কি ঐ সকল বন্ধুর বিষয় বিবেচনা বা তলাইয়া দেখিবার একটুও সময় পাই না?

ভগবান্‌ থাকুক্‌ বা না থাকুক্‌ তাহাতে আমাদের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, আমরা নিত্য-ধর্ম্ম ছাড়িয়া বর্ত্তমানে Civic administration লইয়া ব্যস্ত। অনেকে ধর্ম্মের নাম লইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছে। অত্যন্ত নাস্তিককে ধার্ম্মিক ও ঈশ্বর-বিশ্বাসী মনে করিতেছে। অত্যন্ত বৈষ্ণববিদ্রোহী ও বৈষ্ণবাপরাধী ব্যক্তিকে বৈষ্ণব বলিয়া কল্পনা করিতেছে। ভোগা দেওয়া কথাকে ধর্ম্মোপদেশ বলিয়া মনে করিয়াছে। কখনও বা পুণ্য ও পাপ ত্যাগ-চেষ্টার ছল দেখাইয়া নাস্তিক হইয়া পড়িতেছে।

মানুষ কি এতই মূর্খ যে কৃষ্ণভজন ব্যতীত জীবের আর কোন্ কর্ত্তব্য থাকিতে পারে—এইরূপ বিচার করে। এইরূপ কল্পনা করিয়া দুর্ল্লভ পরমার্থপ্রদ মনুষ্যজীবনকে অকাতরে নষ্ট করে। জীবের কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কখনও কোন কৃত্য নাই। আপনারা নিরন্তর হরিভজন করুন, সর্ব্বজীবকে হরিভজনে নিযুক্ত করুন, সকল জীবের চেতন-বৃত্তির নিকট হরিভজন করিবার কথা কীর্ত্তন করুন। জীবের, অজীবের কৃষ্ণপাদপদ্মে

কৃষ্ণভক্তি দূরে এই সংসার নহে কভু

অবস্থানই একমাত্র সার্থকতা। সমস্ত পরিহার করিয়া ভগবানের পাদপদ্মে চেতনের বৃত্তি নিযুক্ত করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

আপনারা এই বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণ সেবোপকরণরূপে দর্শন করুন। এ জগতের যাবতীয় বস্তুই কৃষ্ণসেবার সামগ্রী। যে দিন আপনারা দ্বিতীয়াভিনিবেশের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া অবস্থান ব্রজেন্দ্রনন্দন বাসুদেবের জগদ্দর্শন করিতে পারিবেন, সেই দিন আপনাদের এই বিশ্বরূপেই গোলোক দর্শন হইবে। আপনারা সমগ্র নারীজাতিকে কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শন করুন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করুন, তাঁহাদের উপর কোনপ্রকার ভোগবুদ্ধি করিবেন না। তাঁহারা কৃষ্ণের ভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতা-মাতাকে নিজের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রী-রূপে দর্শন না করিয়া কৃষ্ণের পিতৃ-মাতৃগণরূপে দর্শন করুন। আপনারা পুত্রকে নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের সামগ্রী মনে না করিয়া বালগোপালের সেবকের গণরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করুন। আপনাদের বিশ্বানুভূতি থাকিবে না, গোলোকদর্শন হইব।

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা-কথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতনবিগ্রহের কথা শুনিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিকভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিকভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত না জীব দেহ-গেহ-পুত্র-কলত্র কায়মনোবাক্য যথা-সর্ব্বস্ব দ্বারা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সেবায় উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোলআনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই।

নিত্যানন্দের পদকমল আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপালাভ হয় না। নিত্যানন্দের পদাশ্রয় হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হয়। তখন জীব আর অসত্যকে সত্য বলিয়া বহুমানন করে না।

পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া পুত্র নামে সংজ্ঞিত হন।

যে পুত্র হরিভজন না করিয়া ইতর কার্য্যে ব্যস্ত, সে পুত্রনামের কলঙ্ক, পিতারও সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে পুত্র বলিয়া স্বীকার বা গ্রহণ করিলে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। তাহার পুত্রোৎপাদন কার্য্যটী জীবহিংসা-পূর্ণ একটি পাপকার্য্য মাত্র হইয়া থাকে। আর যে পুত্র হরিভজন করেন এবং যে পিতা পুত্রকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, সেই পুত্রের পিতার পুত্রোৎপাদন কার্য্যটীও হরিভজনের অনুকূল ও অন্তর্গত হয়। বৈষ্ণব-পুত্র ও অবৈষ্ণবপুত্রে, বৈষ্ণব-পিতা ও অবৈষ্ণবপিতায় এই ভেদ।

একশ্রেণীর লোক এক প্রকার প্রতারিত হ'য়েছে, আর এক শ্রেণীর লোক অন্য প্রকার প্রতারিত হ'য়ে কাজ করছে। যেখানে পাঁচজন মিলে পঞ্চায়িতি কাজ হ'চ্ছে, সেখানে লোকপ্রিয়তাই পরমেশ্বর হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। পাঁচজনে পঞ্চদেবতা সৃষ্টি করছে। এই সকল বারোয়ারী মতবাদ 'মহাজন মহাজনের শ্রৌতসিদ্ধান্তই কেন একচেটিয়া হ'বে ?'—এরূপ এক সন্দেহ ও কুতর্ক আনয়ন ক'রেছে। বহু-পঞ্চায়েৎ, বহু বারোয়ারী — পরমমুক্ত নিত্যশুদ্ধ শ্রীচৈতন্যরসবিগ্রহ, পঞ্চতত্ত্ব বা ভগবৎপার্ষদ দ্বাদশ মহাজনের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হ'চ্ছে না ; কেন না, উহা তাঁ'দের বহু মতের সহিত খাপ খায় না আধ্যক্ষিকতা—রাবণের [illegible] সাঁড়িবাঁধার প্রণালী।

যেখানে আদৌ বাস্তববস্তু নাই, সেখান হ'তে বাস্তববস্তুর সৃষ্টি হ'বে না। জল হ'তে দই হয় না, দুধ থাকলেই অম্লসংযোগে দই হ'তে পারে। সচ্চিদানন্দ বস্তুর অনুশীলন হ'লেই সকল মঙ্গল লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতও সেই কথাই ব'লেছেন।

অনুশীলন চাই। মায়ার অনুশীলন নহে—মনোধর্ম্মের অনুশীলন নহে,—আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। আমরা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের অনুশীলনের জন্য ব্যস্ত নই। চতুর্থ বর্গেরও অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণিত হয় ভগবৎপ্রেমার কাছে। ভগবানের সুখ হ'চ্ছে কিনা, ইহাই মূল অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া আবশ্যক।

যে কয়দিন বেঁচে থাকব, প্রত্যেক নিঃশ্বাসে, প্রত্যেক প্রশ্বাসে, প্রত্যেক হস্ত সঞ্চালনে, প্রত্যেক কথায় যেন কৃষ্ণের অনুকূল-অনুশীলন করতে পারি। অনুশীলনটা সেব্যপুরুষের সেবার জন্য করছি, না নিজের দেহমনের খানিকটা ভাগ সেখানে বসা'বার চেষ্টা ক'রছি,—এ বিষয়ে সাবহিত হওয়া আবশ্যক। সাধুর প্রসঙ্গ থেকে একমুহূর্ত্ত অন্য কোন বিষয়ে ধাবিত হ'লে অনুশীলন হ'বে না।

মুখে বল্‌ছি বড় বড় কথা, কিন্তু কার্য্যে সে তিমিরে, সে তিমিরে থাকলে চল্‌বে না—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখলে চল্‌বে না, অনুশীলন করতে হ'বে। অনুশীলন অর্থে—কৃষ্ণানুশীলন, আর কৃষ্ণানুশীলন অর্থে অপ্রাকৃত কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নামানুশীলন। নামানুশীলন ক'রতে হ'লে তৃণ হ'তে সুনীচ, তরু হ'তে সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হ'তে হ'বে—কৃত্রিমভাবে নয়। কৃষ্ণানুশীলনকারীর বাণী অনুক্ষণ কর্ণে গ্রহণ ক'রতে হ'বে—শ্রবণের পথের দ্বারাই মঙ্গল হ'বে। শ্রীগৌরসুন্দর গয়া হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে পড়ুয়াগণকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শিক্ষার সার কথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রচারিত হউক, সকল বিদ্যাপীঠে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সেই বাণী প্রচারিত হউক, তা'হ'লে শিক্ষক ও ছাত্রের মঙ্গলোদয় হ'বে, ছাত্রগণ প্রকৃত শিক্ষিত ও শিক্ষকগণ প্রকৃত শিক্ষক হ'তে পারবেন।

ছোট-চৈতন্য ও বড়-চৈতন্য

——::(০)::——

জীব আমরা ছোটচৈতন্য আর বড়-চৈতন্য—আমাদের নিত্যোপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। ছোট বড়র অধীন, ছোট বড়র সেবক ; বড়র সেবাতেই ছোটর আনন্দ। কিন্তু ছোট আজ বোকামী করিয়াছে। সে যে বড়র চির-ক্রীতদাস, তাহা ভুলিয়াছে। তাই সে আজ বড় হইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। কিন্তু আঙ্গুল ফুলিয়া কি কলাগাছ হইবে ? ব্যাঙ্ নিজেকে ফুলাইয়া যতই বড় করিতে চেষ্টা করুক, সে কখনও হাতীর সমান হইতে পারিবে না। বেশী বাহাদুরী করিতে গেলে ফাটিয়া মারা যাইবে। বড়র ঘরে বাস করা ছাড়া ছোটর আর থাকিবার যায়গা কোথায় ? ছোটটী চাকর, বড়টী মালিক। বড় সর্ব্বক্ষণ ছোটকে আকর্ষণ করে। বড়টী সর্ব্বদা ছোটটীর কাছে থাকে, তাহার সহিত খেলা করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। তাহাতে ছোটটীরও আনন্দ হয়। ছোটটী যদি বড়টীর সর্ব্বক্ষণ সঙ্গ করে—বড়টীর সহিত খেলাধূলা করে, তাহার সুখবিধান করে, তাহা হইলে তাহার কোন চিন্তা থাকে না। বড়টীকে ছাড়িয়াই ছোটটী আজ বিপদে পড়িয়াছে। কিন্তু বড়র দয়ার শেষ নাই। সে কেবল ছোট-চৈতন্যগুলিকে—নিরীহ বেচারাগণকে ভাল করিয়া নিজ ঘরে ফিরাইয়া আনিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাই তিনি কখন একপদে নিজে আসিতেছেন, আবার কখন নিজের বিশ্বস্ত লোককে (গুরুকে) পাঠাইয়া ছোটগুলির কাণে কাণে, কখন গায়ে হাত বুলাইয়া, স্নেহ দেখাইয়া, কখনও ভর্ৎসনা করিয়া তাহাদিগকে কলে-কৌশলে নিজের ঘরের সন্ধান দিতেছেন। ছোটর আজ সুবর্ণসুযোগ হইয়াছে। ছোটকে লইবার জন্য ছোটর আত্মীয় বড়র লোক আজ এখানে আসিয়াছে। ছোট যদি এখন তাঁহার কথা শুনে, তাঁহাকে আপন জ্ঞান করে, তাঁহার কথা-মত তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার আদেশানুসারে চলে, তাহা হইলে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি বেয়াদপি, সেয়ানামী বা বোকামী করে, তাহা হইলে সে আর কি করিয়া ফিরিয়া যাইবে ?

ছোটকে বড়র কথা জানান ছাড়া বড়র লোকের আর কোন কাজ নাই। ভাগ্যবান্ ছোটই তাঁহার কথা শুনিয়া গ্রহণ করে এবং সামনে যাহাকে দেখিতে পায় তাহাকেই সেই আনন্দের কথা বলে। তখন ছোটর নাগাল পায় কে ? তখন সে ব্রজবাসীর সঙ্গে ব্রজের পথে। ছোটকে বড়র সন্ধান যিনি দেন, সেই বৈকুণ্ঠসন্দেশদাতা হইতেছেন—শ্রীগুরুদেব। ছোট খুব সন্দেশপ্রিয় তাই সে নিত্য নূতন সন্দেশ পাইবার আশায় শ্রীগুরুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে। আর বড়র লোকটীও বড় রসিক। সেও ছোটগুলিকে দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া কেবল বড় সন্দেশ দিবার জন্য তাহাদিগকে কত আদর করিয়া ডাকে। তাই বলি, হে সন্দেশ-প্রিয় ছোটর দল, ছুটে এস, তোমরা সেখানে গিয়া বৈকুণ্ঠসন্দেশ গ্রহণ কর। এই সন্দেশ-পানই—হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনই ছোট আমাদের একমাত্র কার্য্য। এ সন্দেশ বড় মিষ্ট। এ সন্দেশের আস্বাদন পাইলে আর ছাড়া যাইবে না। তখন সন্দেশকে ছাড়িলে সন্দেশ আমাদিগকে ছাড়িবে না—বৈকুণ্ঠ-সন্দেশ আমাদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিবে। বৈকুণ্ঠসন্দেশ এমনি জিনিষ। তাই সব, আমিও তোমাদের মত একজন ছোট। কি জানি কোন ভাগ্যক্রমে সেই বড়র লোকের সন্ধান পাইয়াছি এবং তিনি যে সর্ব্বক্ষণ বৈকুণ্ঠ-সন্দেশ বিতরণ করিতেছেন, তাহাও দেখিতেছি, তাই তোমাদিগকেও ডাকিতেছি। এখন যাহা হয় কর। এমন সন্দেশে যদি তোমাদের লোভ না হয়, তবে বুঝিব তোমরা আর ছোট নাই, বড় হইবার পিপাসা তোমাদের হইয়াছে, 'দাস আমি' হওয়ার পরিবর্ত্তে 'বড় আমি' হইবার দুরাশা হৃদয়ে জাগিয়াছে। কিন্তু একটা কথা বলি—তোমরা যাই কর, ছোট আমি কিন্তু এমন সন্দেশ ছাড়িব না। তোমরা আশীর্ব্বাদ কর যেন নিত্যকাল ছোট আমি পরমগুরু বড়র সন্দেশে তুবিয়া থাকিতে পারি।

সারকথা

——::(০)::——

কলিতে লোক কেমন হইবে ?

হইবে যবনে লোক ছাড়িয়া স্বধর্ম্ম।
না বুঝিবে গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের মর্ম্ম॥
মিথ্যা-সুখে মগ্ন সবে নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
না জানে পশ্চাতে কৈছে হইবে কল্যাণ॥

(ভঃ রঃ)

জীবের শ্রেষ্ঠকার্য্য কি ?

বিপ্রগণে কহে শিব করিলা আশ্চর্য্য।
কৃষ্ণ পরিচর্য্যা বিনু নাহি শ্রেষ্ঠকার্য্য॥

(ভঃ রঃ)

প্রভুর উপদেশ কি ?

প্রভু সবা প্রতি কহে যদি মোরে চাও।
তবে সবে নিরন্তর কৃষ্ণ গুণ গাও॥
প্রাণপণ করি' সংস্থাপিবা বৈষ্ণবেরে
সদা সাবধান হ'বে বৈষ্ণবের দ্বারে॥
বৈষ্ণবের লোকদৃষ্টে হবে সাবধান।
নিরন্তর করিবে বৈষ্ণবের গুণগান॥

(ভঃ রঃ)

ভক্তবাঞ্ছা কি অপূর্ণ থাকে ?

ভক্তমনে যে হয় তা না হয় অন্যথা।
কৃষ্ণ সে করেন পূর্ণ ভক্ত-মনঃকথা॥

(ভঃ রঃ)

কাহার জনের কি ভাবে দিনপাত হয় ?

কৃষ্ণকথা বিনে কেহ রহিতে না পারে।
দিবারাত্রি হাসে প্রেম-সমুদ্র পাথারে॥

(ভঃ রঃ)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রম

প্রাচীন নবদ্বীপ, তাহার শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শুদ্ধ-ভাগবতপাঠ-পরম্পরা নবদ্বীপ পরিক্রমার প্রথা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১২৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাউপাড়া—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়া পোঃ জয়ারি, ঢাকা।

পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওল্ড পাসাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় শ্যামীবাগ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—লেলারী.

পোঃ কোটলোন, জেলা বরনাল (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং লেমান রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল

বাঁধ ভিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রাজমন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কব্বুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক। উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রজবাসগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ বয়লকুণ্ডা, পঞ্জাব

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ গড়বেশপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুদকুণ্ডা, পোঃ ঠিকুরা। (আসাম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ক্লাইভরোড

ক্লাপ্টন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ফিটকেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	।৶০		।৶০	।০
" " ইঞ্চি ২৲			১।০	১৲
সিঙ্গিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲		৬৲	৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৩।০
" সিঙ্গি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

স্থাপিত ইং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা আছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট্,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত শিক্ষা অভিনবভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অভিনবভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—::(০)::—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নবিবা, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

—— ·—

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রজমাধব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন দিগ্দেশাগত ও জিজ্ঞাসু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে পূর্ব্বোক্ত শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চাশবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সরস্বতী-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———॥(০)॥———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত একাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছা পরমিতাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

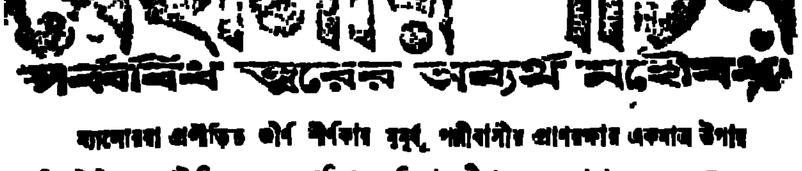

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিতার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৭১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৪-৩৬ ৬ ২৬ ৭-০৬ ১২-২৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৫৬ ২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ ৮-২৮ ১৪-১৫
(বদল) ছাঃ ৯-৩৩ ১৪-৫০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮-৪৫ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৭-২৮ ১৯-০৮ ২০-১৬ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-২৩
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২১-৪

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬
(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১২
ছাঃ ১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫-৪৫ ৯-১০ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২৩ ৯-১৬ ৯-৪৮ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১১ ২১-১০
ছাঃ ৬-৩৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩০
(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪৩
কলিকাতা পৌঃ ৮-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩৪
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪
(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৫
(বদল) ছাঃ ১৭-৪৩ ১৯-১৪ ২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০ ২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1546

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৮ই আষাঢ় ১৩৪৬, ৩রা জুলাই, ১৯৩৯, সোমবার [১০৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(•)::—

জার্ম্মাণ আক্রমণে ডানজিগ নগরীর পতন আসন্ন?

প্রভাতী সংবাদপত্রসমূহে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীর নিকট যে স্মারক-লিপি পাঠাইয়াছেন, তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। সংবাদপত্রসমূহে বিশেষ করিয়া জার্ম্মাণীকে বেতাও করিয়া দে'ওয়ার কোন অভিপ্রায় বৃটেনের নাই বলিয়া স্মারক-লিপিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার উপর খুব জোর দিয়াছেন। তবে ডানজিগে যে সঙ্কট পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাও এই সঙ্গে উক্ত পত্রিকাসমূহে বড় বড় হরফে ছাপা হইয়াছে। প্রকাশ, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চার হাজার জার্ম্মাণ অফিসার এবং সৈন্য ডানজিগ নগরীতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা স্বেচ্ছাসৈন্য-বাহিনী গঠনে সাহায্য করিবে বলিয়া সকলের বিশ্বাস। আরও প্রকাশ যে, পূর্ব্ব প্রুশিয়া হইতে আগত জার্ম্মাণগণ এবং ডানজিগের পুলিশদিগকে গ্যাস-মুখোস সরবরাহের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিল

২৫শে জুন জামালপুর থানার শ্যামাপুর গ্রামের নিকট দামোদরের পূর্ব্ব দিকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ভগ্ন স্থানের পরিমাণ ৮০ ফুট হইবে। বন্যার জল প্রবলভাবে ভগ্ন বাঁধ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। শ্যামাপুর, বেলিয়াবাদ, কুলকা প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রাম এখন দ্বীপের আকার ধারণ করিয়াছে। গ্রামে জল ঢুকিয়া ঘর, বাড়ী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নদীর জল জুংকা, বিরণ্য গ্রাম, পর্ব্বতপুর প্রভৃতি গ্রামের মাঠ ভাসাইয়া দক্ষিণের 'দহ'কে প্লাবিত করিয়াছে। দামোদরের এই দিক নদীর তলদেশ হইতেও নিম্ন। গবর্ণমেণ্ট হইতে এ পর্য্যন্ত কোন সাহায্য দানের বা প্রতিকারের ব্যবস্থা হয় নাই। বহু পরিবার বাঁধের উপর আশ্রয় লইয়াছে। অবিলম্বে প্রতিকার না হইলে কয়েকটি গ্রাম একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

জাপ বিমানপোতের মাঞ্চুকুও সীমান্ত অতিক্রম

সরকারী সংবাদ সরবরাহ-বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, পঞ্চাশটি জাপ বোমারু বিমানপোত যুদ্ধ বিমান বাহিনীর সহযোগিতায় বুইরনর হ্রদ অঞ্চলে পুনরায় মাঞ্চুকুও-মঙ্গোলিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিল। বিমানধ্বংসী কামানের গুলীতে দুইটি বোমারু বিমানপোত ভূপাতিত হইয়াছে। সোভিয়েট যুদ্ধ বিমানপোতে উহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য উড্ডীন হইলে, উহারা যুদ্ধে যোগদান না করিয়া মাঞ্চুকুওতে পলাইয়া যায়।

জার্ম্মাণ ও ইতালীয় বিমানবাহিনী

বিমান মার্শাল গোয়েরিং এবং ইতালীয় বিমান বাহিনীর কর্ত্তা জেনারেল ভ্যালির মধ্যে বার্লিনে আলোচনা হইয়াছে। আলোচনার পর একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ এবং ইতালীয় বিমান বাহিনীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, বিমান বাহিনীতে নিয়োগ, ইহার সংগঠন, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সম্বন্ধে একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করার জন্য তাঁহারা পুনরায় আলোচনা চালাইতে স্বীকৃত হইয়াছে।

বৃটিশ তৈলবাহী জাহাজ বিপন্ন

রেঙ্গুণ হইতে বৃটিশ নৌ-বিভাগের যে তৈলবাহী জাহাজটির জলমগ্ন হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল, তৎসম্পর্কে কলিকাতায় আরও সংবাদ আসিয়াছে।

মঙ্গলবারদিন জাহাজটি বিপদ সঙ্কেত প্রেরণ করে; কলিকাতায় তাহা ধরা হয়। সঙ্কেতবাণী ছিল এই—সবই আয়ত্তের বাহিরে গিয়াছে। ঐ খবরে মোটামুটি বোঝা গিয়াছিল যে, জাহাজটি আন্দামান ও রেঙ্গুণের মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায় আছে। 'ইসলামী', 'পণ্ডিত', 'জলরত্ন' ও 'মাসোলাম—এই চারিটি জাহাজ বিপদ সঙ্কেত পায়। কিন্তু 'ইসলামী' জাহাজ বর্ণিত স্থানে যাইয়া কোন সন্ধান পায় নাই।

প্রাচ্য সংবাদপত্র সমিতি

মিঃ আর্থার মুরের সভাপতিত্বে গত ২০ ও ২১শে জুন বোম্বাই ভারতীয় ও প্রাচ্য সংবাদপত্র সমিতির এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ১২খানি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ যোগ দেন এবং বহু বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়। সমিতিতে নিম্নলিখিত নূতন সদস্য নির্বাচিত হয়—আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, বোম্বাই সমাচার, ইলাষ্ট্রেটেড উইকলি অব ইণ্ডিয়া এবং দি সান-ডে ষ্টেটস্‌ম্যান।

যে সমস্ত বিজ্ঞাপন এজেন্সি সমিতি-দ্বারা স্বীকৃত হইবার যোগ্যতা রাখেন, তাহাদের সহিত সদস্যদের কিরূপ সম্বন্ধ হইবে, তাহা লইয়া সভায় আলোচনা হয় এবং সদস্যদিগকে কয়েকটি সর্ত্তে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই সমস্ত এজেন্সীর সহিত কারবার চালাইবার অনুমতি দিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সমিতির স্বীকৃতিলাভের জন্য বহু দরখাস্ত হইয়াছিল; সেইগুলি বিবেচিত হয় এবং চারিটি বিজ্ঞাপন এজেন্সীকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

আর একটী বিষয়ও সদস্যগণ আলোচনা করেন তাহা হইল আভ্যন্তরীণ সংবাদ প্রেরণ। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা ও করাচীতে টেলিপ্রিণ্টার ব্যবহার করিবার সুযোগ না থাকায় এই সমস্ত স্থান হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি, অন্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে টেলিপ্রিণ্টার ব্যবহারের বন্দোবস্ত আছে, সেই সব স্থান হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির তুলনায় অসুবিধা ভোগ ক'রতে হয়। অতএব স্থির করা হয় যে, সংবাদপত্রপাঠকদের সুবিধার্থে এই সমস্ত টেলিপ্রিণ্টার ব্যবহার করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য সমিতি কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে থাকিবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম্পরা, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরিব্রাজক গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (বাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৩৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আদর্শ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) বাঁধা)
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য
২৭। হরিভক্তিকল্পলতিকা অথবা সোপানম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তজনপদ (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৵/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। আর্চ্চনপদ্ধতি ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরহরিকোমলা ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাবিবৃতি) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৵০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয় ।০
৬৩ সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। সন্দর্ভম্ ।০
৬৫। সাধনার শিক্ষাষ্টক ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অর্গানস অব রিলিজন ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রীফ ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১॥৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২১ বামন ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৮ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৩রা জুলাই ইং ১৯৩৯, সোমবার ১০৬৭ সংখ্যা

অধিরোহবাদে গুরুগ্রহণ

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ)

অধিরোহবাদ অবলম্বন করিয়া জীব কৃষ্ণবিমুখ হন। অবতার-বাদ-আশ্রয়েই জীব কৃষ্ণোন্মুখ হন। কৃষ্ণোন্মুখ জীবগণই আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানেন। মন্দভাগ্য বদ্ধজীব অধিরোহ-বাদীকে গুরু বলিয়া স্থাপন করেন। তাহাতে তাঁহার মঙ্গল তথা দূরে থাকুক, কণ্টকাকীর্ণ পথেই চলিতে হয়। অধিরোহ-বাদী গুরু শিষ্য অধিরোহ-প্রথা অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুভক্তি হইতে অচিরেই বিচ্যুত হন। অধিরোহবাদের কৃত্রিম প্রথমমুখেই শ্রীগুরুদেব বাদ; 'আমাকেই গুরুদেবকে দূরস্থ করিতে হইবে' এই বিচার প্রবল হয়। অধিরোহ-বাদের গুরু তখন বিষম সঙ্কটে পড়েন। ভগবদ্ভক্তিতে অধিরোহ-বাদের কোন সম্পর্কই নাই। সেখানে বিষ্ণু বা অবতার-বাদ প্রবল।

অধিরোহবাদে গুরু করিবার প্রথা থাকিলেও তাহা অবিদ্যা-জনিত অর্থাৎ তাহা সত্য নহে—পরিবর্ত্তনযোগ্য। অধিরোহবাদ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনময়। অধিরোহ-প্রথায় যিনি গুরু হন, তিনি পূর্ব্বগুরুদিগের কথিত সত্য-বস্তুকে বিকৃত করেন, কেন না, পরিবর্ত্তনই তাহার স্বভাব। অধিরোহবাদে গুরু অনিত্য, শিষ্যও অনিত্য এবং তাঁহাদের উপদেশও অনিত্য। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐ সকল অনিত্য অর্থাৎ কালপ্রভাবে সেই সকল নিশ্চয়ই বিচ্যুত হইবে, ইহা তাঁহারাও জানেন। নিত্য সত্য ঐরূপ নহে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যে অবিদ্যামুক্ত নিত্য বস্তু সত্য ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশিত করিয়াছেন, যাহা ব্রহ্মা দেবর্ষিকে অবিমিশ্রভাবে নিত্যকাল প্রদান করিতেছেন, যাহা নারদ শ্রীব্যাসকে দিয়াছেন, শ্রীব্যাস যাহা নিত্যকাল শ্রীমধ্বমুনিকে দিতেছেন, শ্রীমধ্বমুনি যাহা শ্রীঈশ্বরপুরী এবং শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতপ্রমুখ ঈশ্বরগণকে প্রদানলীলার অভিনয় করিতেছেন—শুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রকৃত গুরুদেব যে নিত্য সত্যে সর্ব্বদা অবস্থিত, তাঁহার মধ্যে কোন বিবর্ত্ত বা ভ্রম ও অসম্পূর্ণতা নাই—ইহাই অবতার-বিচার, ইহা অধিরোহের প্রতিকূল। অবতারবাদী বৈষ্ণবগণ নিত্যসত্যের আশ্রিত। অধিরোহ-বাদী প্রাকৃত জীব, নিজ নিজ পূর্ব্বগুরুদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন মাত্র। তাঁহারা নিত্যসত্য-গ্রহণে পরাঙ্মুখ।

প্রচার-উদ্দেশে অবতারবাদের প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাহা কিছু প্রচারিত হয়, তাহা কল্পনোচিত। আমরা তাদৃশ প্রচারের পক্ষপাতী নহি। অসংখ্য অধিরোহ-বাদী জগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আবাহন করিবেন। তাহাকে আমরা গুরু-ভক্তির অনুষ্ঠান বলিব না। তাহা বিষয় কথা বা গ্রাম্য-কথা নামে দূরকপে জানিব। শাস্ত্র ও গুরুর বাক্যই আমাদের অবলম্বন হউক। আমরা শাস্ত্র ও গুরুর নিকটই মাধুকরী করিব। ভোগপর কর্ম্মীর নিকট মাধুকরী করিব না।

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

আগে এমন অবস্থা ছিল যে, উপবাস কেহই করিতে চাহিত না। উপবাসের বিধি যেন ভক্তির বাধাই; ব্রত না করিয়া পারা যায়, তবুই মঙ্গল। ঠাকুরের ভোগ হউক বা না হউক, আফিসের বাবুদের ৯টায় সময় খাওয়া চাই। রোজ আফিসে যাওয়া ত' অনুরাগ-মার্গ—সকল বিধি লঙ্ঘন করিয়া আফিসে দৌড়ান চাই ত'। শ্রীল প্রভুপাদ কিন্তু বিধিপালনকে জানাই বলিয়াছেন। নিজে তিনি ঐ আদর্শ দেখাইবার জন্য উদ্যোগী ছিলেন। তিনি শ্রীব্রতপালনে কি কঠোরভাবে হরিভজনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন!

* * *

সেনাপতির আনুগত্যে যুদ্ধ করিতে হইবে। শ্রীরূপ-সনাতন ইঁহারাই সেনাপতি। প্রবলোৎসাহে হরিকথা-কীর্ত্তন করা প্রয়োজন। স্বল্প ক্ষমতায় যতটুকু হয়, তাহাও করিতে থাক। কাঠবিড়ালী সেতু হইতে সমুদ্রের জলে বালি ঝাড়িয়া ফেলিলে সমুদ্রে যতটুকু ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই অন্ততঃ হউক। প্রশান্ত মহাসাগরের জলে হিমালয় পর্ব্বত আসিয়া পড়িলে যেরূপ বিরাট ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, ততটা না-ই বা হইল। কাঠবিড়ালীর যে বালুকাটুকু, তাহাতে যদি বিশাল সমুদ্রে একটু কিছু বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়া থাকে—অবশ্য সমুদ্রে তাহাতে বিক্ষোভ হয় না—তথাপি কাঠবিড়ালীর দিক্ হইতে তাহার যে চেষ্টা, সেইরূপ চেষ্টাই অন্ততঃ হউক, তাহাতে মঙ্গল হইবে।

'যুদ্ধ' কথাটা লৌকিক ভাষার ব্যবহার। যেমন 'রস'—স্বয়ং কৃষ্ণ, সুতরাং অখণ্ড বস্তু। কিন্তু রসাভাসবিচারে 'অপরস' 'কুরস' প্রভৃতি কথাও আছে। সেইরূপ যুদ্ধ বাস্তবিক হয় না। কৃষ্ণের সঙ্গে কাহারও যুদ্ধ হয় না, বা মায়া কৃষ্ণের প্রতিপক্ষও হইতে পারে না। যেখানে কৃষ্ণ আছেন, সেখানে মায়া নাই; যেখানে মায়া, সেখানে কৃষ্ণ নাই। যেখানে আলো, সেখানে ছায়া থাকে না। আলো ছায়ায় যুদ্ধ হয় না; কারণ, ছায়া কখনও আলোর প্রতিপক্ষ নহে। আলোর মাধুর্য্য বাড়াইবার জন্য ছায়া থাকে [illegible] আলোর উজ্জ্বল, তখন সেখানে ছায়ার পাত্তা আর থাকে না। ছায়া আছে বলিয়া আলোর উপাদেয়ত্ব অনুভূতির বিষয় হয়। কৃষ্ণের পরা শক্তি আছেন বলিয়া মায়াও আছে। এই জগৎ সেই জগতের বিকৃত প্রতিফলন। সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ নিত্য, তিনি স্বয়ং সুতরাং তাঁহার প্রতিফলনও মিথ্যা হইতে পারে না, তবে ইহা নশ্বর। কৃষ্ণ আছেন বলিয়াই জগৎ আছে। [illegible] অর্থাৎ অপরভাবে কোথাও তাঁহার সত্তা আছে বলিয়াই জগতেরও সত্তা আছে এবং জগতের অবস্থা—অর্থাৎ তিনি না থাকিলে জগৎও থাকে না—ইহাও বাস্তব বিচার। অন্বয়-ব্যতিরেক বিচারে কৃষ্ণই মূল এবং যেহেতু তিনি আছেন, সেই হেতু মায়াও আছে। যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ জগতের ভাষার ব্যবহার।

যুদ্ধ করিতে গেলে একনিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। গতি বা লক্ষ্য এক। একনিষ্ঠ না হইলেই মরিবে। বহুযজন ও একযজন—দুইটি কথা আছে। অনন্যভজন বা একনিষ্ঠতা—ইহাই একযজন। অনন্য না হইলে ভজন হয় না। শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ লাভ করা চাই, তাঁহাদের কাছে যাওয়া চাই। কি করিয়া যাওয়া যায়? একমাত্র উপায়—অন্ততঃ একটি জীবকে গুরুপাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দেওয়া। সমস্ত জীবনব্যাপি-চেষ্টার ফলে যদি একজনকে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনযজ্ঞে যোগদানের আশা লাভ হইতে পারে। এই ছাড়া আর পথ নাই। যদি পরের উপকারের চেষ্টা না কর, কেবল নিজের চিন্তা, নিজের কথাতেই নিমগ্ন থাক, তাহা হইলে সুবিধা হইবে না। তাহা হইলে কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠতা থাকিল কি?—নামকেই শ্রেষ্ঠ বলা যাইবে! কীর্ত্তনের মধ্যে জপ আছে; কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। আমি ঐ চাষি যেহেতু বা পূজারী হওয়ার মধ্যে নিজের কোনও বাহাদুরী নাই। 'আমি কি করিয়া ভজন করিব?'—এই বলিয়া হতাশ হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার কোন কথা নাই। কৃপা আমাদের শুরুপাদপদ্ম হইতে। তাঁহারাই যাহা হইতে ভুল আমাকে ধরিয়া দিয়া ঠিক করিয়া দিবেন। কর্ত্তা বা বাহাদুরী তাঁহাদেরই। যুদ্ধের যে অস্ত্র, তাহা তাঁহারাই দিবেন। তাঁহারা যুদ্ধ করাইয়া লইবেন। তখন আর নিজের ইচ্ছা থাকিবে না, নিজের সুখ দুঃখ, মান অপমান প্রভৃতি দিকে তাকাইবার কথা মনেও হইবে না।

যাঁহারা উহাদের চরণে উৎসর্গ করা যায়, তাঁহারাই বাঁচিয়া যাইবে। তাহা না হইলে কেবল নিজের চিন্তা, নিজের সুখবাঞ্ছাই আসিবে। তখন ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ইত্যাদি ইহাই চাহিবে। ঐগুলি ত' কৈতব।

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম-বাঞ্ছা, আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥

● ● ●

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত॥

● ● ●

রন্‌জ্ ধাতু হইতে রাগ ও রজঃ এই দুইটী শব্দের উৎপত্তি। রজোগুণেই বাসনার জন্ম। রজোগুণ যত দিন প্রবল থাকিবে, ততদিন বাসনা বা বাসনার শেষ নাই। চিদভিমুখী হইলে রাগ আর অচিৎ মায়াভিমুখ হইলে তখন রজঃ। চিত্ত যখন রঙ্গীন অর্থাৎ রঞ্জিত হয়, তখন নানাপ্রকার বাসনার উদয় হয়। কৃষ্ণ-বিষয়ক রাগেও চিত্ত রঞ্জিত হয়; সেটি পরম উপাদেয় অবস্থা। কিন্তু রজোগুণ-প্রভাবে চিত্ত রঙ্গীন হওয়া ভাল নহে। রজঃ ও তমোগুণ প্রবল হইয়া সত্ত্বকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। রজঃ ও তমোগুণের এই অভিযানে বাধা দিতে হইবে। রজস্তমোগুণের প্রতিরোধ করিতে হইলে সত্ত্বগুণের জ্ঞানশক্তি দরকার। মিশ্র-সত্ত্ব তাম। নিখ-সত্ত্ব যখন আক্রান্ত হয় তখন বিশুদ্ধ শক্তিবিশেষের আবেশ হয়। আর যখন বিশুদ্ধসত্ত্ব বা বসুদেবের প্রতি রজস্তমের আক্রমণ-চেষ্টা হয়, তখন বাসুদেব-কৃষ্ণ আবির্ভূত হন।

● ● ● ●

জড়পদার্থ হইয়া বসিয়া থাকিলে হইবে না। একটা ভীষণ যুগ আসিয়াছে। ● ● মুখে সাধুবেষধারী স্বীকার করে, কিন্তু অন্তরে সে নাস্তিক বঞ্চক। কেবল নির্বিশেষ-পন্থী হইলেও অর্থাৎ নির্গুণ বা ক্লীব পর্য্যন্ত তাহার বিচার হইলেও তাহা তদুও মঙ্গের ফল। ● ● এক দল সম্পূর্ণ নাস্তিক বা পাষণ্ড। তাহারাই এখন আধিপত্য করিতেছে। দেশের অবস্থা এই। ইহাদেরই নিকট শ্রীনামের মাহাত্ম্য প্রচার করা যাহাতে শ্রীনামের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা হয়—তাহাই করিতে হইবে।

● ● ● ●

একমাত্র কথা—শরণাগতি। অনেকে প্রশ্ন করেন—শরণাগতি কি করিয়া হয়? এ প্রশ্ন নিরর্থক। শরণাগতি নূতন করিয়া হয় না, তাহা আছেই। জল যদি বলে 'আমার তরলতাধর্ম্ম কি করিয়া পাইব? অথবা আগুন যদি বলে—'হাত চাপা পড়িয়াছি, এখন কি করিয়া উত্তাপ দিব বা দগ্ধ করিব?' এই সকল প্রশ্ন নিরর্থক। শরণাগত কি করিয়া হইব—ইহা অশরণাগতের কথা। ঐ প্রশ্নে মনে হয়, অশরণাগতটা বজায় রাখিয়াই শরণাগত হইবার জন্য চেষ্টা হইতেছে; প্রকৃতপক্ষে তাহা হয় না।

● ● ● ●

আর্ত্ত,অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী তাহাদের আর্ত্তি, অর্থলিপ্সা ও জিজ্ঞাসা বজায় রাখিয়া শুদ্ধ ভগবদ্ভজন করিতে পারে না। জীবাত্মা আর্ত্ত নহে, তাহার দুঃখ নাই। জীবাত্মার অর্থলিপ্সা নাই, পরমার্থিতা আছে। জীবাত্মার জিজ্ঞাসাও নাই। ঐগুলি অনাত্ম-প্রতীতি হইতেই হইয়া থাকে। যতক্ষণ ঐগুলি থাকে, ততক্ষণ ভজন হয় না। ঐগুলি ছাড়িলে তবেই ভজন হয়। সম্বন্ধজ্ঞান না থাকিলে ভজন হয় না। সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত ভজন করিলে তবে দেহাত্মা-ভিমান যায়। "সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে, অভিমান হউ দূর।" শরণাগতি থাকিলে একনিষ্ঠ হওয়া যায়। একনিষ্ঠ হওয়া বা সতী-সাধ্বী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কৃষ্ণে নিষ্ঠা হইলে ইতর বস্তুতে নিষ্ঠা থাকে না। "কৃষ্ণ-নিষ্ঠা, তৃষ্ণা-ত্যাগ" ইহাই শান্তের গুণ। 'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ'—ইহাই প্রথম কথা। ইহাই আগে হউক।

কৃষ্ণে নিষ্ঠা আগে। সেইটি হইবার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা ত্যাগ হয়। যেমন যথা—

শ্রীপুত্রাদি কথাং জহুর্বিষয়িণঃ
শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা।
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজক্লেশং
তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে
পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং
নৈবান্য আসীদ্রসঃ॥
(চৈতন্যচন্দ্রামৃত)

আমাদের সম্বল কি ?

——::(●)::——

এজগতে দুই প্রকারের লোক আছে—একশ্রেণী ভক্ত, আর একশ্রেণী অভক্ত। ভক্তের সম্বল ভগবান, আর অভক্ত আমাদের একমাত্র সম্বল জড়েন্দ্রিয়। বস্তুতঃই আমাদের কাম্য, প্রত্যক্ষ ও অনুমানই আমাদের পুঁজি। আর ভক্তগণ শব্দাশ্রিত—নামাশ্রয়ীগণপর। অভক্তগণের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রতি বিশ্বাস আর ভক্ত শ্রৌতবাক্যে আস্থাবান্। অভক্ত অসত্য বা অনিত্যের মধ্য দিয়া বা সাহায্যে সত্য-বস্তুতে পৌঁছিতে চায়, কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হয়, আর ভক্ত সত্যের মধ্য দিয়া বা সত্যের সাহায্যেই সত্যে পৌঁছিতে পারে। অভক্তগণ মনোধর্ম্মী, আর ভক্তগণ আত্মধর্ম্মী। অভক্ত-গণ হৃষীকের গোলাম, আর ভক্তগণ হৃষীকেশের সেবক। অভক্ত নিজেকে দ্রষ্টা জানিয়া সকল বস্তুকে তাহার দৃশ্য মনে করে, আর ভক্ত প্রাণ বল্লভকে দ্রষ্টা এবং নিজেকে দৃশ্য মনে করেন। অভক্তের সম্বল জড় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও জাগতিক অভি-জ্ঞান আর ভক্তের সম্বল—শ্রদ্ধা, আনুগত্য বা শরণাগতিবিশিষ্ট মন, চিত্ত বা আত্মা। অভক্তগণ নিজ শক্তির প্রতি নির্ভরশীল, আর ভক্তগণ ভগবানের কৃপায় ভিখারী। অভক্তগণ আরোহপন্থী আর ভক্তগণ শ্রৌতপন্থী, অবরোহপন্থী বা অবতারবাদ-স্বীকারকারী। অভক্ত নিজেকে ভোক্তা, পুরুষ বা স্ত্রী, ব্রাহ্মণ অথবা শূদ্র, ধনী অথবা দরিদ্র, পণ্ডিত অথবা মূর্খ মনে করে, আর ভক্ত নিজেকে ভগবৎসেবক মনে করেন। অভক্তগণ জড়প্রতিষ্ঠা বা সম্মানের কাঙ্গাল, আর ভক্ত বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত—গুরুদেবের সেবক। অভক্ত সন্দিগ্ধচিত্ত, শ্রদ্ধাহীন; আর ভক্ত শ্রদ্ধাবান্, নিঃসন্দিগ্ধ। অভক্ত ভোগে বা ত্যাগে ব্যস্ত, আর ভক্ত ভগবৎসেবায় নিযুক্ত। ভক্ত ভগবান্‌কে রক্ষক বা পালক বলিয়া জানেন আর অভক্ত নিজেকে অথবা জগদ্বাসীকেই রক্ষক মনে করে। অভক্তের ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি আপনজ্ঞান নাই। তাহার আপনজ্ঞান দেহে ও দেহের বিস্তৃতিস্বরূপ আত্মীয়-স্বজনাদিতে ও এই মায়িক জগতে। ভক্তগণ জানেন, গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ ছাড়া তাঁহাদের আত্মীয় আর কেহ নাই। ভক্তের দুঃসঙ্গে অনাদর ও সৎসঙ্গে উল্লাস, গুরুগৌরবিরোধী নিজজনে পর্য্যন্ত পরবুদ্ধি, সদ্‌গুরু ও বৈষ্ণবে আপন-বুদ্ধি ও স্বাভাবিক টান আছে, আর অভক্তের দুঃসঙ্গে আদর এবং সৎসঙ্গে অনাদর আর গুরুবৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাহীনের প্রতিই তাহাদের শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। ভক্ত গুরুবৈষ্ণবের অনুগত আর অভক্ত অপরকে নিজের অনুগত করিবার জন্য ব্যস্ত। অভক্তের কর্তৃত্বাভিমান প্রবল কিন্তু ভক্তের কর্তৃত্বাভিমান আদৌ নাই। অভক্ত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকামী আর ভক্ত রূপানুগ শ্রীগুরুদেবের পদধূলিপ্রার্থী। ভক্ত নিজনিন্দায়-সহিষ্ণু, কিন্তু গুরুবৈষ্ণব-নিন্দায় অসহিষ্ণু। অভক্ত নিজ নিন্দায় অসহিষ্ণু আর গুরুবৈষ্ণবনিন্দা শুনিয়াও নির্ব্বিকার ও মৌনাবলম্বী। ভক্ত হরিকথা-কীর্ত্তনকারী আর অভক্ত প্রজল্পী। ভক্ত সংযমী আর অভক্ত অসংযমী—জীহ্বাদিসঙ্গী ও অহংকারী। অভক্ত দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ও দেহারামী, কিন্তু ভক্তের দেহাভিনিবেশ নাই। তাঁহাদের ভজন কৃষ্ণনিষ্ঠ। অভক্তের চিন্তা ও বিচার পরিবর্ত্তনশীল ও অশুদ্ধ আর ভক্তের বিচার শুদ্ধ, নির্ম্মল ও অপরিবর্ত্তনশীল।

অভক্ত আরোহবাদ স্বীকার করে, আর ভক্ত নিত্যসত্যের অবতার স্বীকার করেন। অভক্তের ভ্রম আছে কিন্তু ভক্তের ভ্রম নাই। অভক্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত কিন্তু ভক্ত নির্ভীক। অভক্ত ম্লান-বদন ও উৎসাহ-হীন, আর ভক্তগণ প্রফুল্লমনে সেবোৎসাহী।

অভক্তগণ শ্রীহীন ভক্তবৈষ্ণবের আনুগত্য-হীন—অশরণাগত, আর ভক্তগণ ভগবচ্চরণে শরণাগত থাকিয়া নিরন্তর শ্রীযুক্ত। অভক্ত দুঃখী আর ভক্ত সুখী। অভক্তের সাহস ও নির্ভীকতা নাই কিন্তু ভক্ত পরমসাহসী ও নির্ভীক। অভক্তগণ আত্মচিন্তা-পরায়ণ আর ভক্তগণ কৃষ্ণচিন্তারত। ভক্তগণ ভক্তসেবাপর আর অভক্তগণ ভক্তত্যাগী ও ভক্তভোগী। ভক্তগণ ভগবৎসেবক আর অভক্তগণ নীচসেবক—বণিক্। অভক্তগণ অর্থগৃধ্নু আর ভক্তগণ পরমার্থলিপ্সু। অভক্তগণ আত্মগতপ্রাণ আর ভক্তগণ কৃষ্ণগতপ্রাণ। অভক্তগণ ইন্দ্রিয়ের দাস—গোদাস আর ভক্তগণ ইন্দ্রিয়জয়ী গোস্বামী। অভক্তগণের স্বতন্ত্রতা বা স্বেচ্ছাচারিতাই সম্বল। আনুগত্যই ভক্তগণের ভূষণ ও জীবন। অভক্তগণ কীর্ত্তনরহিত পশুসদৃশ আর ভক্তগণ নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তনরত। ভক্তগণ সকল বস্তুকে ভগবানের সেবায় লাগাইবার জন্য ব্যস্ত আর অভক্তগণ সকলকে নিজসেবায় লাগাইতে ইচ্ছুক। অভক্তের সর্ব্বত্র ভোগিদর্শন বা ভোগ্যদর্শন আর ভক্তের সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন। ভক্ত দেখেন সকলেই ভগবানের সেবক—সকলেই সেবা করিতেছেন, আর অভক্ত ভগবানের অস্তিত্বই দেখিতে পায় না। ভক্ত চাতকের ন্যায় কৃপার ভিখারী আর অভক্ত কৃপাপ্রার্থনা বা দাস্য করিবার পরিবর্তে গোদার উপর খোদগিরি করিবার জন্য ব্যস্ত। অভক্তগণ অশান্ত আর ভক্তগণ শান্ত। অভক্ত ফলটা নিজে পায় আর ভক্ত সবটা ভগবান্‌কে দেন। একজন নরকমুখী, একজন বৈকুণ্ঠমুখী। ভক্ত অকিঞ্চন, অভক্ত বিষয়ী। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তপদবীই শ্রেষ্ঠ পদবী এবং ইহাই জীবের কাম্য। সুতরাং ভক্তপদধূলিই যে আমাদের কাম্য হওয়া উচিত তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ৷৵; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

শ্রীবাস ও শরণাগতি

——০——

শ্রীবাস পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই ভক্ত শ্রীবাস। তবে শ্রীচৈতন্যদেব শক্তিমান্ ভগবান্ বা সেব্য-ভগবান্, আর শ্রীবাস সেবক-ভগবান্। গৌরপার্ষদ শ্রীবাস শুদ্ধভক্তগণের অগ্রণী। শ্রীবাস ঐশ্বর্য্যমার্গে শুদ্ধভক্তগণের আচার্য্য। শ্রীবাস—অংশ ভক্ত তিনি নৃসিংহের উপাসক। ঐশ্বর্য্যমার্গের ভক্তগণ শ্রীবাসের আনুগত্যে ভজন করিয়া থাকেন।

শ্রীবাসের শরণাগতি অতুলনীয়া। শরণাগত ভক্তের ভয় নাই, চিন্তা নাই, অভাব নাই। ভগবানের চরণে আশ্রিত বা শরণাগত জীবের মৃত্যু নাই। তাঁহারা অমর, সেবামৃতে চিরস্থির। ভক্ত সর্ব্বক্ষণ অমৃতের ক্রোড়ে অবস্থিত। অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র সর্ব্বদিকে তাঁহার কৃষ্ণস্ফূর্তি।

আমরা মায়াবদ্ধজীব। কৃষ্ণবিস্মৃতিবশতঃ আমরা মায়াকারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। ক্ষুদ্র মূষিক হইতে আরম্ভ করিয়া হিংস্র ব্যাঘ্র, সিংহ, এমন কি, বৃহৎ হস্তীও নিজ নিজ শক্তিচেষ্টা সত্ত্বেও দুর্ভেদ্য লৌহ-কারাগার হইতে মুক্তি বা নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। যাঁহা কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কেবল তিনি যদি কৃপা করিয়া খুলিয়া দেন, তবেই মুক্তি সম্ভব। কারাগারাবদ্ধ জন্তুসকল কারাগার হইতে বহির্গত হইবার জন্য কত উপায়ই না খুঁজিতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। আমাদের অবস্থাও সেইরূপ হইয়াছে। আমরা মুক্তিলাভের জন্য কর্ম্ম-জ্ঞানযোগাদি কত পন্থাই না অবলম্বন করিতেছি। কিন্তু সব বিফল হইতেছে। আমরা কেবল কল্পনারাজ্যে ভাসিতেছি। কোন জন্তু যেমন লৌহপিঞ্জরের ফাঁক দিয়া হস্ত, মুখ বা পদ প্রবেশ করাইয়া মনে করে, এইবার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন মাথাটা বাহির হইলেই হয়, কেহ বা মস্তক একটু প্রবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়া বলে, এইবার আমরা কারামুক্ত, তদ্রূপ কোন জীব নিজ নিজ চেষ্টাকৃত সাধনবলে একটু অগ্রসর হইয়া মনে করিতেছে—আমি মুক্ত হইয়া পড়িয়াছি, আবার কেহ বলিতেছে, আমার মুক্ত হইবার অল্প বাকী আছে। কিন্তু আমরা কল্পনা করিয়া যাহাই ভাবি না কেন, আমরা কিছুতেই মুক্ত হইতে পারি না বা পারিব না, যতদিন জগদীশের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত না হইব। যিনি সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হন, ভগবান্ তাঁহাকে মুক্তিদান করেন—সেবানুযোগ প্রদান করেন, আর কেহই মুক্তি পাইতে পারেন না।

আমরা নিরাশ্রয়। সেইজন্যই এত দুঃখ, এত অশান্তি। আশ্রয় একমাত্র ভগবান্। সুতরাং নিরাশ্রয় আমাদের তচ্চরণে আশ্রয় গ্রহণ করা ছাড়া আর কি কাজ আছে? নিরাশ্রয়ের কি শান্তি আছে? সেইজন্যই বলিতেছি, অপ্রতিহত আমাদের ভগবচ্চরণে শরণাগত হওয়া বা আশ্রয় লওয়াই নিত্যধর্ম্ম এই নিত্যধর্ম্মে অবস্থিত হইলে আর পতনের আশঙ্কা নাই। পরমহংস মহাভাগবত বৈষ্ণবগণই পূর্ণশরণাগত। শ্রীবাস ও প্রহ্লাদাদি ভক্তগণ এই শরণাগতির আদর্শ। আমরা আজ শ্রীবাসের শরণাগতির যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

শ্রীবাস ছিলেন আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণব। তিনি সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। সংসারের জন্য তিনি বিন্দুমাত্রও চিন্তা করিতেন না। সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শ্রীবাস, তুমি কোথাও যাও না, সংসার নির্ব্বাহের জন্য চেষ্টা কর না, তোমার সংসারে অনেক লোক অতএব সংসার কি করিয়া চলিবে? তদুত্তরে শ্রীবাস বলিলেন, 'অদৃষ্টে যা' থাকে তাই হইবে। আমি আর কি করিব? মহাপ্রভু বলিলেন—তাহা হইলে তোমার সন্ন্যাস গ্রহণ করাই উচিত। শ্রীবাস সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে মহাপ্রভু বলেন,—এ কালে কোথাও না গেলে কি কিছু পাওয়া যায়? যদি কোনদিন কিছু না মিলে তাহা হইলে তুমি কি করিবে? তখন শ্রীবাস বলিলেন, আমি ভগবৎসেবা ছাড়িয়া সংসারচিন্তায় ব্যস্ত হইতে পারিব না। আপনা হইতে কোন কিছু না মিলিলে তিন দিন উপবাস দিব। তাহাতেও যদি কিছু না মিলে তাহা হইলে গলায় ঘট বাঁধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিব। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসের নিজের জন্য চিন্তার অভাব এবং ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ নির্ভরতা ও নিষ্ঠা দেখিয়া বলিলেন, কদাচিৎ লক্ষ্মীর ভিক্ষা সম্ভব হইলেও একান্ত শরণাগত শ্রীবাসের অর্থাভাব অসম্ভব।

যে যে জন চিন্তে মোরে অনন্য হইয়া।
তা'রে ভিক্ষা দেও মুঞি মাথায় বহিয়া॥
যেই মোরে চিন্তে', নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তা'রে॥
ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে॥
মোর সুদর্শনচক্রে রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েও যার নাহিক বিনাশ॥
যে মোহার দাসেরেও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও পা'লোঁ মুঞি পোষণ পালন॥
সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড়।
অনায়াসে সেই সে মোহারে পায় দঢ়॥
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি'।
মুঞি যার পোষ্টা আছোঁ সবার উপরি॥
সুখে শ্রীনিবাস, তুমি বসি' থাক ঘরে।
আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে॥

শ্রীবাসের এই শরণাগতি আমাদের সকলেরই আদর্শস্থানীয় হউক। কি গৃহস্থ, কি মঠবাসী, আমরা শরণাগত হই না বলিয়াই আমাদের যত অভাব-অসুবিধা, যত বাধা-বিঘ্ন, যত ভয়। কিন্তু শরণাগতের রক্ষক ও পালক আছে বলিয়া তিনি নিজ রক্ষা বা পালনের চিন্তা আদৌ করেন না, ভৃত্য হইয়া প্রভুর কার্য্য করিতে যান না। তিনি কেবল প্রভুর চিন্তাই করিয়া থাকেন। প্রভুপাদপদ্মৈকগতি ভক্তের স্বরূপ-লক্ষণ। কিন্তু আমরা সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করিয়াও নিজের চিন্তা বা সংসারের চিন্তা ছাড়িতে পারি না। আমাদের মনে হয়, গুরুকৃষ্ণের সেবা করিলেই কি পেট চলিবে? যদি এখন হইতে আখেরের চিন্তা না করি তাহা হইলে যখন বৃদ্ধবয়সে অক্ষম হইয়া পড়িব, তখন মঠেই থাকি বা গৃহেই থাকি টাকা না থাকিলে কে আমাকে দেখিবে? এই চিন্তায় ব্যস্ত হইতে গিয়া আমরা প্রভু-সেবা হইতে বঞ্চিত হই। জানি না, শরণাগত সেবককে অর্থের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না, নিরন্তর গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবারত ভক্তগণকে ভগবান্ রক্ষা ও পালন করেন—এই শাস্ত্র-বাক্যে কবে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইবে, কবে, আমরা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ভগবানের সেবা করিব?

শরণাগতের নিকটই শরণাগতি শিক্ষা করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ ছাড়া উপায় নাই। সেইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ করিবেন। সাধুর নিকট হরিকথা শুনিতে শুনিতেই মন স্থির হইবে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং শ্রীভক্তিপ্রদর্শনী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের নানারূপ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) জগন্নাথমিশ্র-শ্রীনৃসিংহপল্লী

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) মদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহনদাস, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাশাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) ভারতচন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

সিজাপুর পাটনা।

(৩৩) গয়া গৌড়ীয়মঠ

দবলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ মিশ্রিখ, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠশাখা

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রপন্নাশ্রম-কৃষ্ণকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ —শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড -পাঠবাড়ী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবালী,

পোঃ বোরোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং প্রেমাল রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল, বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ময়লাপুর, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ[illegible] সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ[illegible] সেবা

(৫২) কমলগৌড়ীয়মঠ

আলমবাজার, পোঃ জগন্নাথপুর, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) শ্রীসাক্ষিগোপাল

(৫৬) বিরজা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ যাজপুর, পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠশাখা

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকন্দি, পোঃ বাজুরেশপুর, ফরিদপুর

(৬১) আমার্ বি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমার্ বি, ফরিদপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) সেবকগৌড়ীয়মঠ

কুচবিহার, পোঃ [illegible], (বার্ম্মা)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৬০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিভাবিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক (?) সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তি শাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲				
এক কলম ১৫৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ । বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টক্রমে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কালানুসারে ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কালানুসারে প্রকাশের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ॥০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। ছাত্রগণের স্বাস্থ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমন্মাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া পুস্তক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে উহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক প্রাচ্য আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণাপূর্ণ এবং গরিমাময় লেখনীর অদ্ভুত বল আশ্রয় করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে বড় রুচির। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৮শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের ভক্তোত্তম পরবিদ্যাবিভূষিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু প্রকাশিত শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থরাজ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা হাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) হাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১৫
(বদল) হাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৫	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা হাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
হাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) হাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
হাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট হাঃ	৫-৪৫		৯-১৩		১৩-৩১	১৬-৫	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১৩	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১৩
হাঃ	৬-৩৯	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৫	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) হাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট হাঃ	১০-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১১-১০	১৬-৩৮	
হাঃ	১২-২৮	১৭-৩৪	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) হাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) হাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৯শে আষাঢ় ১৩৪৬, ৪ঠা জুলাই, ১৯৩৯, মঙ্গলবার । ১০৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-::(০)::-

ডানজিগে আরও জার্ম্মাণ সৈন্য ও সমর-সম্ভার

২৯শে জুন রাত্রে ডানজিগ হইতে প্রাপ্ত এক খাস সরকারী সংবাদে জানা যায় যে, পূর্ব প্রুশিয়া হইতে ডানজিগে সমর-সম্ভার ও সৈন্যদল আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ২৮শে জুন রাত্রে ষোলটি কামান ডানজিগের পূর্বপ্রান্তে উপকূলে আসিয়া পৌঁছে ও তাহা বিসকোফসবার্গে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় ডানজিগ কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্বেগের সঙ্গে কামান স্থাপনের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত করিয়াছেন। পাহাড় অঞ্চলের চারিদিকে পুলিশ পাহারা আছে, তথায় গতায়াত নিষিদ্ধ রাখা হইয়াছে। পাহাড়ের উপর রক্ষীবাহিনীর ব্যারাকটি সমর-সম্ভারের ঘাঁটিতে পরিণত হইয়াছে। প্রকাশ, রক্ষীবাহিনীর কয়েক শত সৈন্য ডানজিগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যে সমস্ত নাৎসী ফ্রেইকোর গঠনের জন্য পূর্ব প্রুশিয়া হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহারা ডানজিগের দুর্গের ঘাঁটিতে অবস্থান করিতেছে।

ইউরোপে যুদ্ধের সম্ভাবনা

পার্লামেন্টারী শ্রমিক দলের নেতা মিঃ গ্রীনউড লণ্ডনে এক বক্তৃতায় বলেন, "শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিবে বলিয়া আমরা অনুভব করিতেছি। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, সে চ্যালেঞ্জ যদি আসে তাহা হইলে বৃটিশ জাতিকেও যুদ্ধ করিবে। এ রকম কথা আমাকে বলিতে হইবে বলিয়া কখনও ভাবি নাই। কিন্তু জীবন অপেক্ষাও মহত্তর বস্তু আছে; তাহার একটি হইতেছে স্বাধীনতা।"

মিঃ গ্রীনউড উপসংহারে বলেন, যদি চরম কিছু ঘটে তাহা হইলে গণতন্ত্রই চূড়ান্ত ও স্থায়ী জয় অর্জন করিবে।

আসামে নিরক্ষরতা দূরীকরণ

প্রাপ্তবয়স্কগণকে শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগের জন্য যে ট্রেনিং ক্লাস খোলা হইয়াছিল, তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে ২৮শে জুন রাত্রে টাউন হলে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে আসামের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈ বলেন যে, আসামে শীঘ্রই তিনি হিন্দী প্রবর্তন করিবেন।

তিনি গৌহাটীর প্রশংসা করিয়া বলেন, যে, ইহা কেবল মাত্র রাজনীতির কেন্দ্র নহে, ইহা শিক্ষাকেন্দ্রও বটে। এই স্থান হইতে আসাম বহু বিষয়ে নূতন প্রেরণা লাভ করিয়াছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্য্য আরম্ভ করায় শ্রীযুত বরদলৈ মিউনিসিপ্যাল কমিটির প্রশংসা করেন এবং ইহার সাফল্যের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করিতে কমিটিকে অনুরোধ করেন।

শ্রীযুত বরদলৈ আরও বলেন যে, আগামী সেপ্টেম্বর মাস হইতে তিনি আসামে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্য্য আরম্ভ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

ডিব্রুগড় সহর আংশিকভাবে জলমগ্ন

ব্রহ্মপুত্র নদে ক্রমেই জল বাড়িতেছে। সহর ও রেল লাইনের কিয়দংশ ইতোমধ্যেই জলমগ্ন হইয়াছে। ষ্টীমার ঘাটের নিকটে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সহরের মধ্যে প্রবল বেগে জল প্রবেশ করিতেছে।

মফঃস্বল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, বন্যার জলে ধানের চারা ও বহু গৃহপালিত পশু ভাসিয়া গিয়াছে। জনৈক চাপরাশীর নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মফঃস্বলের বহু বাড়ীঘর ও রাস্তাঘাট জলে ডুবিয়া গিয়াছে। সদিয়া হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানেও জল বাড়িতেছে।

বৃষ্টির ফলে সুর্ম্মা নদীর জলবৃদ্ধি

৩০শে জুন হইতে শ্রীহট্টে প্রবল বারিপাতের ফলে সুর্ম্মা নদীতে যে রকম জলবৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে মনে হয় সত্বরই শ্রীহট্ট সহরের কোন কোন অংশ জলমগ্ন হইবে। শিলং-শ্রীহট্ট রাস্তার ২৩ হইতে ২৫ মাইল পোষ্টের মধ্যস্থিত রাস্তা সম্পূর্ণ জলমগ্ন হইয়াছে এবং ইহার ফলে উভয় স্থানের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে; স্থানে স্থানে পাহাড় সামান্য সামান্য ধ্বসিয়া গিয়াছে। রাস্তা খারাপ হওয়ার ফলে ডাওকির নিকট উভয় দিক হইতে আগত চারখানি যাত্রীপরিপূর্ণ বাস আটকা পড়িয়াছে। যাত্রীদের উদ্ধার কার্য্যে আসাম ও শ্রীলক্ষ্মী মোটর কোম্পানীর নৌকা ও টীন-লরীর বন্দোবস্ত করিতেছেন এবং যাতায়াতের যোগাযোগও ঐভাবে শোষ সম্ভব করিয়াছেন। কলিকাতাগামী শিলং মেলের বিলম্ব হইয়াছে। রেল কোম্পানী সাময়িকভাবে শিলং পর্য্যন্ত টিকিট বিক্রয় বন্ধ করিয়াছে।

বড়লাটের কটক আগমন

৩১শে জুলাই বড়লাট কটক আসিবেন। তথা হইতে ১লা আগষ্ট ভুবনেশ্বর যাইয়া ভুবনেশ্বরের মন্দির ও খণ্ডগিরি পরিদর্শন করিবেন। ঐদিনই তিনি পুরী যাইবেন। ২রা আগষ্ট তিনি দেরাদুন রওনা হইয়া যাইবেন।

ভারতে ভ্রমণকারী ইংলিশ দল

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, এই বৎসর ভারত অভিমুখে এম সি সি দলের ক্যাপ্টেন সুবিখ্যাত খেলোয়াড় বি এইচ ভ্যালেন্টাইন ইতোপূর্ব্বে ১৯৩৩-৩৪ সালে ভারতবর্ষে খেলিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং সেইবার এম সি সি দলে ডি আর জার্ডিন অধিনায়ক পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতার জন্য

প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ কে ফজলুল হক মিঃ কে সাহাবুদ্দিন সমভিব্যাহারে গত ২৭শে মে ঢাকা পরিদর্শনে আসিয়াছেন। স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ কে নাজিমুদ্দিন ও এখানে আসিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ স্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিহুতের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপ্রকাশিত চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———॥(॰)॥———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাবৃত্ত্সাগর হইতে আহৃত ১০৮টী অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
(৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ১৲
বর হইতে বপন তত পর্যন্ত— ৮৲
ঐ ঐ— ৯৲
। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা
। বৈষ্ণবধর্ম্ম ১৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে নিত্য তত্ত্ব
৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
৭। চৈতন্যোপনিষৎ
৮। ব্রাহ্মণ-আম্নায়
৯। তত্ত্ববিবেক
১০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
১১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২ ভজন-রহস্য
৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ৲
১৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ৲
১৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ৲
১৬। গীতার কেবল বাক্য-ব্যাখ্যা ।০
১৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ (সানুবাদ) ২৲
১৮। বেদান্তসূত্র (সানুবাদ) ।০
১৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
২০। দীপ-নিত্য-দর্পণ ৶০
২১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
২২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
২৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৫। গীতমালা
২৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার ।০
৩০। শরণাগতি ⁄০
৩১। গীতাবলী ⁄০
৩২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৩৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৩৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄

। নবদ্বীপশতক
১। অর্চ্চনপদ্ধতি
২। সদাচারস্মৃতিঃ ৶
৩। অন্যান্যকর্ত্তব্য (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪। অর্চ্চনকম্ ১০
। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৩৲
১। ব্রহ্মসংহিতা
২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)
৩। গৌরকৃষ্ণোদয়
৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৫। স্বরূপজ্ঞান বা সাধ্যসাধনতত্ত্ব ।০
৬। আত্মধর্ম্ম ও ভক্তিপথ
৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ⁄০
৯। সেবাদর্পণ ⁄০
১০। সংখ্যাবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ
২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী তিথিস্তব ।০
৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৶
৪। অক্ষরকম্ ।০
। শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থাবলী ⁄০
১৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বমণিঃ ⁄০
১৭। সারাৎসারনির্ণয় ⁄০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

১৮। রায় রামানন্দ ।০
১৯। এ মিট এয়ার্ড সম অব গোল্ড ।০
১০। নামভজন ⁄০
১১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যান্ড অন্টলজি
১২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস
১৩। লাইফ অ্যান্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
১৪। বৈষ্ণবীজম
১৫। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুয়িং ⁄০
১৬। দি ভাগবত ।০
১৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যান্ড আনম্যানিফেস্টেড ডিভোশন ।০
১৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
১৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। হরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৩৲

প্রাপ্তিস্থান—মঠেশ্বরমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ৩ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১১ই আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৪ঠা জুলাই ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার } ১০৭৭ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ শ্রীধর [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৩

দুই একটী কথা

পূজা করিতে হইলে অথবা পূজার যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রথমে ভূতশুদ্ধির আবশ্যক। কারণ, শাস্ত্র বলেন—'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ' অর্থাৎ অদেব কখনও দেবতার পূজা করিতে পারে না। প্রাকৃত বস্তু কখনও অপ্রাকৃতের সেবা করিতে পারে না। সেব্য ও সেবক সমজাতীয় না হইলে কখনও পূজা বা সেবা হইতে পারে না। অচিতের বা অচেতনের দ্বারা চেতনের পূজা হয় না। অচেতন চেতনকে জানিতে পারে না। চেতনই চেতনকে জানিতে পারে, চেতনই চেতনের সেবা করিতে সমর্থ হয়। শ্রৌতপন্থায় ও শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনুগত্যে ও সঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতেই আমাদের ভূতশুদ্ধি হয়। তখনই শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবাযোগ্যতা লাভ হয়। ইহারই নাম দীক্ষা।

জুতা লইয়া মন্দিরে যাওয়া যায় না। মন্দিরে যাইতে হইলে জুতা খুলিয়া যাইতে হয়। অশ্রদ্ধা-জুতা লইয়া গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের নিকট যাওয়া অপরাধজনক। সেইজন্য পরিপ্রশ্নে আদৌ শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের কথাই মহাজনগণ বলিয়াছেন।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিষয়ের সেবা কি করিয়া করেন, তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর এ জগতে আসিয়াছিলেন। জীবের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দদাতা কি, তাহা তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তাঁহার উপদেশ জীবের অনর্থনিবৃত্তিরূপ চেষ্টামাত্র নহে, পরন্তু সমস্ত জীবকে আনন্দের আনুগত্যে—হ্লাদিনীর আকর্ষণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। সেইজন্যই মহাপ্রভু-প্রচারিত ধর্ম্মের ন্যায় পরমোদার ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম আর নাই।

কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত জগতে যেমন অপরে কৃষ্ণকথা প্রচার করিতে বা আচার্য্যের কার্য্য করিতে পারেন না, গৌরশক্তি ব্যতীতও তদ্রূপ অপরে গৌরপ্রচারিত শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা প্রচার করিতে অসমর্থ। আমরা চন্দ্রবিম্বের কাচ কাটিয়া যতই অনুকরণ করিতে যাই না কেন, তাহাতে জগতের কিছু মঙ্গল হইবে না। গৌরশক্তিগণই নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। তাঁহারাই চৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারক রূপানুগবর। আচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারকারিগণই রূপানুগ। ঠাকুর নরোত্তম প্রভু শ্রীনিবাসাচার্য্য, প্রভু শ্যামানন্দ প্রভৃতি সকলেই গৌরশক্তি ও চৈতন্যমনোঽভীষ্টপ্রচারক রূপানুগ। নবীন আচার্য্যদেব সেই গৌরশক্তিস্বরূপ, রূপানুগবর, চৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারক।

অধোক্ষজ্ঞান-প্রমত্ত হইয়া অভিজ্ঞতাবাদী বা আধ্যক্ষিক সম্প্রদায় যে সকল ক্ষণভঙ্গুর যুক্তি ও বুদ্ধির সাহায্যে বাস্তবসত্যে তর্ক উপস্থাপিত করিবার নিষ্ফল প্রয়াস করেন, তাঁহাকে শাস্ত্রসম্প্রদায়ী ও অবরোহবাদিগণ আদর করিতে পারেন না। পক্ষান্তরে তাদৃশ মনোধর্ম্মিগণের দুর্ব্বলতাকে হাস্যাস্পদ বলিয়াই মনে করেন।

ভক্তিপথের পথিকগণ বাস্তবসত্য ব্যতীত অন্যকারে ছিদ্র-ছেঁড়া নীতির প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত নন। তাঁহারা প্রত্যক্ষবাদী, অনুমানপ্রিয় বা তার্কিক নহেন, তাঁহারা শ্রৌতপন্থী। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীকে তাঁহারা সম্মান করিলেও তাঁহাদের হাস্যের প্রশংসা করেন না। যাঁহারা বাস্তবসত্য হইতে জগৎ নন, সেইসকল হরিবিমুখজনগণকে অশুচি ও বিতণ্ডারে অবস্থিত জানিয়া তাহাদের ভক্তের সেবক ও মায়াবাদী জানিয়া তাঁহাদের সঙ্গপ্রার্থী ও অনুগত হইতে পারেন না।

কৃষ্ণনামগ্রহণরূপ ভক্তবৈষ্ণবগণই বিষ্ণু-সেবার দায় বা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। নিরন্তর কৃষ্ণনামগ্রহণকারী যথাধিকারীর অন্তরে পথে অভিগমন ও ভজন-নিপুণ উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের সঙ্গপ্রভাবেই নামগ্রহণরূপ কৃষ্ণভজন-প্রয়াস আরম্ভ হয়। নাম কীর্ত্তিত হইলেই অনর্থ অপগত হয়।

ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসাই অনর্থ। ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টাই অধোক্ষজ-সেবার প্রধান অন্তরায়। তৎকালে নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ না হওয়ায় মায়িক বন্ধন পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা হয়। কৃষ্ণস্মরণের অংশের সঙ্গপ্রভাবে এই ইতর স্পৃহা বা অন্যকামনা নষ্ট হয়।

কাক ও কোকিল

(শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী)

বাহ্যদর্শনে কাক ও কোকিল যেমন উভয়ই এক, সেইরূপ অজ্ঞবিচারে ভক্ত ও অভক্ত, নিষ্কপট ও কপট, নির্ম্মৎসর ও মৎসর, ভক্ত কবি ও অভক্ত কবি ইঁহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না, সবই এক মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহারা কি বস্তুতঃ এক? কখনই না। সময়ে সবই প্রকাশ পায়। যখন বসন্ত আসে তখন কোকিল সুমধুরস্বরে পঞ্চমস্বরে ব্যস্ত হয়, আর তৎপার্শ্বে বায়সকে 'কা-কা' রব ও বিষ্ঠা ভোজন করিতে দেখা যায়। কথায় বলে—"যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে।" আচার বিচার, কথা-বার্ত্তা দেখিয়াই সব বুঝা যায়। যখন শুদ্ধ হরিকথা বা হরিসেবার সময় উপস্থিত হয়, তখনই ভক্ত ও অভক্ত চেনা যায়।

কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কাণে।
কোকিল অখিলপ্রিয় সুমধুর গানে॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু অভক্ত কাক ও ভক্ত-কোকিলের কথা এইভাবে বলিয়াছেন,—

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞাননিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে॥

কাকজাতীয় অভক্তগণ শুষ্কজ্ঞানহীন—ভক্তিহীন—শুষ্কনৈষ্কর্ম্যগতাহীন। আর ভক্ত-কোকিলগণ প্রেমিক। শ্রৌতপন্থায়-অর্পিতমতমুখী ভক্তি ও শরণাগতিই তাঁহাদের সম্বল। অভক্তগণ প্রশ্নজ্ঞান-প্রবণ। কনককামিনী প্রতিষ্ঠার কথা থাকিলে বা নিজে কর্ত্তা পাইলে এইরূপ কার্য্য করিতে তাহাদের খুব উৎসাহ। কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠার মহোৎসব পাইলে তাহাদের আনন্দ আর ধরে না, কিন্তু ভক্তগণ নিজের জন্ম কিছু না করিয়া, ভক্ত-প্রাণতোষণ। পুষ্পীবিষ্টার জন্ম লালায়িত না হইয়া শুদ্ধ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে দেহ-গেহ, মনঃপ্রাণ যথাসর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়া থাকেন। ভক্তগণের সেবোৎসাহ নিত্য প্রবর্দ্ধমানভাবে বর্ত্তমান। কিন্তু কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা না পাইলে অভক্তের কর্ম্মতৎপরতা সব থামিয়া যায়।

অভক্তগণের বাজে কথা শুনিয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের মঙ্গললাভ হয় না। তাই অভক্তের কথা তাঁহাদের নিকট বিষের মত মনে হয়। আর ভক্তগণের চেতনময়ী বাণী তাঁহাদিগকে শুদ্ধকৃষ্ণপাদপদ্মে আকর্ষণ করে বলিয়া—নিঃশ্রেয়সের সন্ধান দেয় বলিয়া তাঁহাদের সেই বাণী গ্রহণ করিয়া আনন্দিত হন। অভক্ত-বায়স গলাবাজী করিয়া বিকট চীৎকারে যতই লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে যত্ন করুন না কেন, কেহই শুদ্ধ-ভক্তিবিরোধী সেই সকল অভক্তের কথা শুনেন না। পরন্তু তাহাতে বিরক্ত হইয়া সদ্ভক্তের নিকট হরিকথা শুনিবার জন্ম ব্যাকুল হন। শুদ্ধহরিকথা নিষ্কপট ব্যক্তিকে আকর্ষণ করিবেই করিবে এবং তাহাই তাহার ভাল লাগিবে।

মৎসরতা লইয়া ভক্তসঙ্গে থাকা যায় না। কোন কোন ব্যক্তি ভক্তের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া অনেক সময় নিজের মহত্ত্ব ও ভক্তের হেয়ত্ব প্রচার করিতে ব্যস্ত হন। কিন্তু চরমে ঐসকল দাম্ভিক ব্যক্তির কপটতা ধরা পড়িয়া যায়। চোর যেরূপ সজ্জন ব্যক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া সজ্জনকেও 'ঐ চোর, ঐ চোর' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

শ্রীগৌরসুন্দর যখন ভক্তিরস আবিষ্কার করিলেন, তখন জড়রসের আর স্থান ছিল না।

শ্রীনামের সুখ—ইহাই সর্ব্বতোভাবে কাম্য। শ্রীনামপ্রভুর সুখ আবার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কখন হয়? যে-নামে গুরুবর্গ তাঁহাকে আহ্বান করিয়া সুখ পান, সেই নামে আহ্বান করিলেই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ হয়, শুদ্ধরূপার কৃষ্ণের অনুশীলনই কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল অনুশীলন। শ্রীনামের অনুশীলন করিলেই সব হইবে। তিনি মদনমোহন; তাঁহার অনুশীলন হইলে মতি ভাল হইবে, সত্য সত্য অপ্রাকৃত আসিবে। "সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস। সে সঙ্গ না

নিজের পরিত্রাণের সাময়িক উপায় খুঁজিয়া লয়, তদ্রূপ সাধুগণও যখন লোক-কল্যাণের জন্ম ধর্ম্মরাজ্যের চোর বা কপট ব্যক্তি প্রভৃতিকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তখন ঐ সকল কপট ব্যক্তিগণও উক্ত নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক সাধুগণকে অসাধু বলিতে থাকেন। ইহাই তাহাদের স্বভাব।

ভক্ত সাজা যায় না। কৃষ্ণকৃপায় ভক্তি লাভ করা যায়—চেতনের বৃত্তি প্রকাশিত হয়। আর জোর করিয়া সাজিতে গেলেই বা তাহা কয়দিন থাকিবে? নীলবর্ণ শৃগাল অথবা ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাক কি চিরকাল তাহার স্বরূপ ঢাকিয়া রাখিতে পারে? পাতকীর পাপ প্রকাশ হইলেই যেমন তাহাকে ধরা যায়, সেইরূপ অসদ্ভাব ব্যক্তিগণের হরি-গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষাদিও সময়মত প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন তাহা হইতে আমরা সাবধান হই। কিন্তু ভক্তগণ তাহাদের স্বরূপ প্রথম হইতেই জানিতে পারেন এবং তজ্জন্য কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তি-গণকে সাবধান করেন।

কাক যদি কপটতা করিয়া তাহার চঞ্চু স্বর্ণমণ্ডিত করে কিংবা মাণিক্য দ্বারা উহার পদদ্বয় অলঙ্কৃত করে, তথাপি সে যেরূপ সুধীগণের নিকট রাজহংস বলিয়া গণিত হয় না পরন্তু বিষ্ঠাভোজী কাকই থাকে, তদ্রূপ অভক্তগণ হরিসেবা-বৃত্তসরোবরবিহারী পরমহংসকুলের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া যতই কেন না তাহাদের পণ্ডিতম্মন্যতা দেখাইতে চেষ্টা করুন, উহাতে সজ্জনসমাজ কিছুতেই তাহাদিগকে কাক ব্যতীত আর কিছুই বলিবেন না।

পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস" অথবা "হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ' মোরে পদছায়া, এ অধম লইল শরণ"—এইরূপ ক্রন্দনরোল তখন হইবে। গুরুদেব যে নামে ডাকেন, সেই নামে ডাকিলে শ্রীনামের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুখ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত যে নাম বলিয়াছেন, সেই নামে এবং গুরুদেব যে নামে ডাকেন সেই নামে ডাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সুখ হয়। ভক্তিসন্দর্ভ ২৫২ সংখ্যায় এই বিচারটি আছে।

* * *

নিজের দর্শন, শ্রবণ বা যে-কোনও ক্রিয়া শ্রীনামপ্রভুর সুখকর হইতেছে কি না, এ বিষয়ে আগ্রহ থাকিলে। তাহা হইলে আর ইতর রাগ আসিতে পারিবে না। আবার অপরের যাহাতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা হয়, একজনও শ্রীনামের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে পারেন, সেজন্য জীবনপণ করিয়া চেষ্টা করিলা, ইহাই জীবনের একমাত্র ব্রত হউক। ভিতরে বাহিরে সব দিকেই বিপদের সূচনা দেখা যাইতেছে। এই সময় স্বয়ং শ্রীনামের সুখসন্ধানতৎপর হইয়া অপরকে শ্রীনামের সুখসন্ধানতৎপর করাইবার ব্রত গ্রহণ না করিলে মঙ্গল নাই। এ বিষয়ে কেবল একনিষ্ঠতা ও শরণাগতি, কেবল দৈন্য ও ধৈর্য্যের সহিত কৃপার উপর নির্ভর করিয়া থাকা—ইহাই প্রয়োজন, দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্।"

* * *

উদ্দেশ্যের লক্ষ্যটা থাকা দরকার; কৃষ্ণের কৃপা পাইবার জন্ম লালসা হওয়া দরকার। অনেক বাধা আসিবে, মন অস্থির হইয়া উঠিবে, সাংসারিক বা অন্য কোনও কারণে অনেক বিঘ্ন প্রবল হইয়া উঠিবে, কিন্তু সব সহ্য করিয়া যাইবে। "বিক্ষেপে ধীর" —এই কথাটা মনে করিয়া রাখিতে হইবে। যদি সাময়িকভাবে মন এদিক্ ওদিক্ যায় বা পতনও হয়, তথাপি তাহাতে হতাশ হইবার কারণ নাই। "বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিদ্ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদিসন্নিবিষ্টঃ।" অথবা "ভাবগ্রাহী"—ইত্যাদি। ইহা সেই গুরুবর্গের কথা। যাঁহারা দয়া করিবেন—তাঁহাদেরই অভয়বাণী। তাঁহারা Ethical principle-এর violation বা immorality কে support করেন নাই, তবে এই দুর্ব্বলতা তাঁহারা ক্ষমা করিয়াছেন। যদি কোন দোষ দুর্ব্বলতাবশতঃ হইয়া পড়ে, ঐ দোষ স্থায়ী হইবে না। মদনমোহন শ্রীনামপ্রভুর সেবাপ্রভাবে উহা দূরীভূত হইবে। তাঁহারা একটা দয়া করিতে পারেন ও করেন। সেই ক্ষমতায় বিশ্বাস থাকা দরকার। তাঁহাদের দয়ার উপর নির্ভর করিতে পারিলে আর চিন্তা নাই। শ্রীনাম—সর্ব্বশক্তিমান্।

সাধুসঙ্গে আনন্দ হয় কাহার?

সাধুসঙ্গে সাধুরই আনন্দ হয়। অসাধু-সঙ্গ করিলে নানাপ্রকারে হরিবিমুখতা আসিয়া আমাদিগকে গ্রাস করে। সাধুসঙ্গ যেরূপ হরিভক্তির মূল, অসাধুসঙ্গও সেরূপ হরিবিমুখতার জনক। অসাধুসঙ্গ করিলে আমাদের নিত্য হরি ও হরিজনবিরোধী হইয়া পড়ে। সাধুর কলিমলবিধ্বংসিনী কথা বিষয়ীগণের অপ্রিয় হইলেও সেই সাধুবাক্য বিষয়ীর অন্তরস্থিত আসক্তিরূপা দুষ্ট অসাধুবৃত্তিকে নষ্ট করে। আসক্তি নষ্ট হইলে অনর্থমুক্ত জীব সাধুসঙ্গের ফল ভক্তি লাভ করেন। যাঁহার আসক্তি নষ্ট হয় নাই, তিনি মূর্খতা ছাড়িয়া অসাধুকে ও অসাধুবৃত্তির কপট আস্ফালনকে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মম হইয়া ত্যাগ করিবার জন্ম যত্নশীল হইবেন। যদি এখানেও জীবের দুর্ব্বলতা থাকে, তাহা হইলে তাহার সাধুসঙ্গ হয় নাই জানিতে হইবে।

সাধুসঙ্গে অনর্থ-পোষণের চেষ্টা থাকে না। ধনাশা, পুত্রাশা, প্রতিষ্ঠাশা, মৎসরতা প্রভৃতি অভাবিলাষ-চেষ্টাই অসাধুতা। সাধুসঙ্গ প্রভাবে এই অনর্থগুলি দূর হয়। দুঃসঙ্গবর্জ্জন না করিলে হরিভক্তি হয় না। আমরা এসকল কথা বুঝিতে পারি না বলিয়াই আমাদের মঙ্গল হয় না। অপরাধিগণ নিজে নিজে অপরাধের সঙ্গকেই সৎসঙ্গজ্ঞান করিয়া দুঃসঙ্গকেই সৎসঙ্গ বলিয়া প্রচার করেন এবং তাহাতে প্রমত্ত হইয়া সাধুসঙ্গ-বরণের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হন। আবার সেবাকেই তাঁহারা কৃষ্ণভক্তি মনে করেন। সৎসঙ্গের পরামর্শ তাঁহাদের ভাল লাগে না। আবার তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুঃসঙ্গ ও সৎসঙ্গ উভয়কেই এক মনে করেন। তাঁহারা সাধুগণের কথাকে আত্মশোধক বলিয়া না জানিয়া তাহাকে সংশোধন করিবার জন্ম উদ্গ্রীব হন। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির অনুকূল কথাকে তাঁহারা বড় ভাল বলেন। উহা তাহাদের প্রাক্তন দুষ্কৃতি ফলমাত্র। বিষয়িগণ এই সকল লোককে আদর করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলন-মহোৎসব করুন, কিন্তু ভক্তগণ

গুরুভক্তিগণ কখনও ভুলিয়াও ছাড়িবেন না।

কিন্তু ভক্তগণ নিজদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহারা দাসদাস না হইয়া কাঙ্গাল। দাসদাস সব পরিত্যাগ-করিয়া হরিকাঙ্গাল। চতুর্দ্দশ ভুবনে এমন কোন লোভনীয় বস্তু নাই, যাহার লোভে লুব্ধ হইয়া ভগবান্ ভক্ত কামনা করিবেন।

ভক্তগণ অসম্ভবে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহারা সকল সময়ে স্থির ও গম্ভীর। যাঁহারা মনের বশীভূত, তাঁহাদের স্থিরতা নাই। স্থিরবস্তু ভগবানের অনুশীলন স্থির-প্রকৃতি ভক্ত ব্যতীত অপরে করিতে পারেন না। অস্থিরগণ সুস্থির হইবার জন্য ব্যগ্র। তাঁহাদের কামনা-বাসনা যা' কিছু সব ঐ সুস্থির হইবার জন্য, সুতরাং এরূপ অবস্থায় তাঁহারা হরিভজন করিবেন কি করিয়া? এই স্থিরতাকাঙ্ক্ষিগণের অস্থিরতাই শেষ ফল। অস্থির হইলে কোন কাজই হইবে না। সেইজন্য স্থির হইতে হইবে— ধৈর্য্যধারণ করিতে হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় জীব ভবসিন্ধুকূল॥"

একলক্ষ্য হওয়াই স্থির হওয়া। এক লক্ষ্য বা একনিষ্ঠতার অভাব যেখানে, সেখানে স্থিরতার কোন কথা নাই। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই বিপদ। যাঁহার লক্ষ্য ঠিক হইয়াছে, তিনি ধীরস্থির হইয়া অভীষ্টলাভে যত্ন করিতেছেন। ধৈর্য্য চাই, নিশ্চয়তা চাই, উৎসাহ চাই, নতুবা ভক্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করে না। ভক্তগণ বিষয়িগণের ন্যায় বিষয়-প্রমত্ত নহেন, তাঁহারা সেবাপ্রমত্ত বলিয়া ধীর ও স্থির। এই ভক্তগণকেই একমাত্র বিশ্বাস করা যায়। তাঁহাদের কৃত্যই আমাদের আদর্শ এবং তাঁহাদের সেবাই ভগবানের সেবা।

মৎকাঙ্ক্ষিত

——::(●)::——

আমরা শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদত্রাণবাহী। আমরা কর্ম্মী নই, জ্ঞানী নই, যোগী নই, অন্যাভিলাষী নই, রাজা নই, প্রজা নই, ব্রাহ্মণ নই, ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই,—আমরা হরিদাসগণের জুতা-বহনকারী—তাঁহাদের পায়ের ধূলো—তাঁহাদের শ্রীচরণাশ্রয়—তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা আমরা বুঝিতে বা জানিতে পারিতেছি না। সেই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ করিতে হইলে বা নিজেকে তাঁহাদের কিঙ্কর বলিয়া উপলব্ধি করিতে হইলে গুরু-পাদপদ্মের আশ্রয় করিতে হইবে।

যেখানে সেবাবিমুখতা, সেখানেই সংসার। যেখানে ভজন নাই, সেইখানেই নিজেকে সেব্যাভিমান। কিন্তু ভক্তগণ গোলোক বৈকুণ্ঠবাসী। তাঁহাদের কোনই অভিলাষ নাই, তাঁহারা সকল বস্তুই কৃষ্ণকে ভোগ করান, নিজে কিছু গ্রহণ করেন না। নিজের জন্য গ্রহণ বা ত্যাগে কৃষ্ণের কোন সেবার কথা নাই। স্বসুখবাসনা বিন্দুমাত্র থাকিলে ভক্তি হইবে না। সেইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—'নিত্যানন্দ একটু কম হইয়া যাওয়া ভাল।'

মৎসরতা ভাল নয়। মৎসরতা থাকিলে হরিভজন হয় না। মৎসরতা ছাড়িয়া নিরন্তর হরিকথা আলোচনা করাই দরকার। যদি মৎসর হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণব-আনুগত্য পরিত্যাগ করি তাহা হইলে পৌত্তলিক হইয়া যাইব। সমস্ত জিনিষ যদি ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে ভগবৎসেবা হইবে না। আনুগত্য বিশেষ দরকার। শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট unconditional surrender করিতে হইবে। সাধুকে গুরু বলিয়া জানিতে হইবে। তাঁহার সেবা করিলে আর অসুবিধা হইবে না। শ্রীগুরুদেবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধু। তাঁহার কৃপাই ভগবানের কৃপা। সুতরাং গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই।

যিনি ভগবানের সেবা করেন তাঁহার সেবা করিলেই সব সুবিধা হইয়া যায়—ইহা অন্তরের সহিত জানিতে হইবে। তবেই অকপট সেবক হইতে পারিলে দায়-নিস্তার স্বতঃই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে। ভগবান্‌কে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিতে হইবে। ভগবান্ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, ইহাই প্রভা-বান্ ও শরণাগতের বিচার। ভগবান্ রক্ষা না করিলে আর নিস্তার নাই। ভগবান্ যাঁহাকে রক্ষা করেন, তাঁহার অমঙ্গল হয় না, তিনি বৈষ্ণবনিন্দারূপ সর্ব্বনাশ বরণ করেন না। ভগবান্‌কে রক্ষক বলিয়া বরণ কাপটী কল্পনা নহে, ইহা বাস্তবসত্য ও সেবোন্মুখের চিন্তনীয় ও উপলব্ধির বিষয়। ভগবান্ যে রক্ষা করিতেছেন, ইহা ভক্তগণ বুঝিতে পারেন, সেইজন্য তাঁহার কৃপার কথা না বলিয়া পারেন না।

কপাল খুব ভাল না হইলে বৈষ্ণবসেবায় অহৈতুকী প্রবৃত্তি জাগে না। বৈষ্ণব-সেবাই আত্মমঙ্গলের একমাত্র সেতু। বিষ্ণুর অর্চ্চন অপেক্ষা এই বৈষ্ণবসেবা অনন্তকোটিগুণে বড়। যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত বৈষ্ণবতা উদিত হয়, তিনি কোনদিন হরিগুরুবৈষ্ণবের অধীনতা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করেন না। সেবক সর্ব্বক্ষণ শ্রীগুরুবৈষ্ণবমুখাপেক্ষী, তাঁহাদের নিত্যানুগত। সেবকের স্বতন্ত্রতা নাই। কৃষ্ণাধীনতাই তাঁহার স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা প্রকৃত স্বাধীনতা। শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবান্‌ই তাঁহাকে সেবাবৃত্তি প্রদান করেন। ভগবানের প্রদত্ত এই বৃত্তিযোগ যাঁহার নিষ্কপট হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তাঁহার সেবা ব্যতীত অন্য কিছু ভাবিবার সময় নাই।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

আমরা শাসকও নহি আবার শাসকহীনও নহি। আমরা শ্রীগুরুদেবের নিত্যাশ্রিত বা শাসনীয়, তাঁহার শাসন মানিয়া চলিলে আমাদের মঙ্গল হ'বে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি একটু স্বতন্ত্র হই, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! শ্রীগুরুপাদপদ্ম য সে জিনিষ নন। অত্যন্ত বড় জিনিষ। তিনি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র। আমরা যদি নিষ্কপটে কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় নিয়োজিত করিতে চাই, তাহা হ'লে তাঁহার যন্ত্র জিনিষ বানাইয়া লইবেন—আমাদিগকে সেবায় নিযুক্ত করিবেন।

গৌড়ীয়বাণী

·—::(●)::-

যাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্তে নিপুণ, তাঁহা-দিগের সেব্য-সেবক-ভাবের নিত্যত্ব বিচার —অপরিহার্য্য; তাঁহাদিগের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধজ্ঞান—নিত্য এবং তাঁহাদের সেব্য-সেবক-ভাব-পরিবর্দ্ধিত নবনবায়মান আনন্দ নির্ব্বাধ। যাঁহারা মায়াবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক মনোধর্ম্মপরিচালনক্রমে বহির্জ্জগৎকেই সকল মনে করেন, তাঁহারা তুরীয় বস্তুর কোন অনুসন্ধান পান না।

———

হে বিশ্ববাসি, তোমরা আচার্য্যের আহ্বানে কর্ণপাত কর। আর কতকাল জড়সম্ভোগরসে প্রমত্ত হইয়া বদ্ধগর্ত্ত ভুলিয়া থাকিবে? কতই ত' দেখিলে—অনাদি অনন্তকালের যুগযুগান্তরের ইতিহাস—উপলব্ধি—প্রত্যক্ষ—অভিজ্ঞান ত' প্রতি-মুহূর্ত্তে ঘোষণা করিয়াছে ও করিতেছে যে, জড়সম্ভোগে আনন্দ নাই, শান্তি নাই —অমৃত নাই, সেখানে নিরানন্দ, অশান্তি, মৃত্যু! যদি অখণ্ড আনন্দ চাও— শাশ্বতী শান্তি চাও—অভিমর্ত্ত্য অমৃত চাও, তাহা হইলে গৌড়ীয়-সম্রাটের সঙ্গে চল, গৌরজন সঙ্গে গৌর-

একমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

পদাঙ্কপূত ক্ষেত্রে—গোপীচরণরেণুরঞ্জিত তীর্থে চল। দেখিবে,—তোমাদের অন্যাভি-লাষ বিদূরিত হইবে—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামনা ক্ষুদ্র হইবে—পুণ্য-কামনা, পাপবাসনা নির্ম্মূলিত হইবে—মোক্ষ-বাসনা, নির্ভেদজ্ঞানানুসন্ধান-স্পৃহা নরকায়িত হইবে—বিশ্ব পূর্ণসুখায়িত দেখিবে, তখন বুঝিতে পারিবে,—সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানু-সন্ধান অর্থাৎ আশ্রয়জাতীয়গণের সহিত অন্বয়জ্ঞান বিষয়বিগ্রহের মিলনচেষ্টাই যাবতীয় ধর্ম্ম-অর্থ-কামের তাৎপর্য্য।

নিজসুখের বাসনা ছাড়িয়া দিয়া নির্ব্যালীক-ভাবে কেবল ভগবানের সুখ-বাঞ্ছার নামই ভগবদ্ভজন বা ভগবৎসেবা। যেখানে তাদৃশী সেবা নাই বা অহৈতুকী ভক্তি-চেষ্টা নাই, সেখানে যতই না কেন ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্যাদির আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান থাকুক, তাহাকে জড়-প্রতিষ্ঠাশারূপা চণ্ডাল-রমণীর বিষ্ঠাস্বরূপ ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইবে না। সুতরাং শুদ্ধভক্তিকামিগণ দৈবীপ্রতিষ্ঠা—"গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসী" শুদ্ধভক্তচরণ-কমল-আশ্রয় একমাত্র মঙ্গলের সেতু বলিয়া জানেন। নশ্বর দেহস্বর্গে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া লোকবঞ্চনা—আত্মবঞ্চনা করা যাইবে বটে কিন্তু অন্তর্ব্বহির্দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে বঞ্চনা করা ত' যাইবে না। সাধু-শাস্ত্রের কথা যতই না কেন, আমাদের প্রতিষ্ঠার হানিকারক হউক, তাহাই আমাদের একমাত্র মঙ্গলের উপায় বলিয়া জানিতে হইবে।

"বৈষ্ণব-চরণ-রেণু ভূষণ করিয়া তনু
যাহা হইতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন সাধুসঙ্গে অনুক্ষণ
অজ্ঞান-অবিদ্যা পরাজয়॥"

কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির অনুশীলন করিতে হইবে। কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত হওয়াই আত্মসমর্পণের লক্ষণ। ভগবানের প্রতি অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট হইয়া নাম-স্মরণ, নাম-কীর্ত্তন, নাম-প্রচার, ভগবদ্ভক্তিক্রিয়া, ভাগবত-পাঠ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করা কর্ম্ম নহে। খোসা লইয়া টানাটানি করিলে যেমন প্রকৃত বস্তুলাভে বঞ্চিত হইতে হয়, তদ্রূপ ভোগপর বুদ্ধি লইয়া দাম্ভিকগণের ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান কর্ম্ম অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির প্রয়াস মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-আকরমঠরাজ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-বিজ্ঞানালয়ে 'নদীয়া প্রকাশ'-যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহবক্তৃতা-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্ব-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীনারায়ণীর ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
হাটডাঙ্গা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লী নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগার বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
ফল্গু রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) নৈমিষারণ্য মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জকুটীর
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ
কাম্য, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ হোডল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৩৩নং লোধিয়ান রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রী[illegible]-বিগ্রহের সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রী[illegible]-বিগ্রহের সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক, উড়িষ্যা।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]-মঠ
পোঃ ব্রহ্মপুর, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিদলিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৪০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ৫
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
রিডিং রোড, [illegible], নিউ দিল্লী)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তশেখর, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রতিবার	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী প্রতিবার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—:(৩):—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটী বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-পত্রিকা সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রত্যেকের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটী মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটী বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, প্রমাণ-পদ্য-শ্লোক ও পত্রাঙ্ক-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, বাবুবাজার, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

—— ——

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর স্থানে অবস্থিত এই বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচিতি বোধ হয়। শিক্ষকগণ সাধু ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য অল্প ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বান্বেষী সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নের ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শ্রীহরিকথা-সদ্বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম প্রদানপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। এক্ষণে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাওত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরবময় গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডটী ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫. পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::o)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল গদ্যাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের উৎসাহে সদ্বিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(o:——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৪-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৪-৪৫		৯-১৩			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১৩	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১৩
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬ ৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। পিতার প্লীহা সংযুক্ত কামলায় এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৩১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1/44

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে আষাঢ় ১৩৪৬, ৫ই জুলাই, ১৯৩৯. বুধবার [১০৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(০)::——

মহারাজা রণজিৎ সিংএর মৃত্যু শতবার্ষিকী

মহারাজা রণজিৎ সিংএর মৃত্যু শতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারত সচিবের পরামর্শদাতা মাননীয় সর্দার বাহাদুর সর্দার যোধ সিংএর মারফতে মহারাজা রণজিৎ সিংএর পৌত্রী প্রিন্সেস কাথারিন দলীপ সিং ও প্রিন্সেস সোফিয়া দলীপ সিং নিম্নলিখিত তার পাঠাইয়াছেন।

"আমাদের পরলোকগত পিতামহের মৃত্যু শতবার্ষিকীতে উপস্থিত থাকিতে না পারায় আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। তাঁহার মহৎ জ্ঞানপরায়ণতা ও উদারতার জন্য আমাদের ন্যায় সকলেই তাঁহার স্মৃতিপূজা করে।"

বন্যার ফলে ট্রেন-চলাচলে বাধা

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের লালমণির-হাটস্থিত ডিভিশনাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট তার-যোগে জানাইতেছেন:—

পার্ব্বতীপুর আমিনগাঁও শাখার কোকড়া-ঝার ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে অতি বৃষ্টির ফলে ভীষণ বন্যা হয়। বন্যার ফলে কোকড়াঝার ও বাসুগাঁও ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী রেলপথ ট্রেন চলাচলের অযোগ্য হইয়া পড়ে—এ রাত্রিতে লাইন দিয়া আর কোন ট্রেন চলাচল করিতে দেওয়া হয় না। বন্যার জল সামান্য হ্রাস পাইয়াছে এবং রেল-লাইন এখন আর জলমগ্ন অবস্থায় নাই।

অধুনা ২০৯নং আপ ট্রেনখানিকে এই লাইনের উপর দিয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছে। ট্রেনখানি সকাল সাতটায় বাসুগাঁও ষ্টেশনে পৌঁছে। বর্ত্তমানে পূর্ব্ববৎ ট্রেন চলাচল করিতেছে; তবে বিপদ কাটিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে ট্রেন চলাচলের সময় প্রত্যেক ট্রেনের আগে আগে একখানি পাইলট ইঞ্জিন চলিবে।

উড়িষ্যা মহাজনী বিল

গত ২১শে জুন বড়লাট উড়িষ্যা মহাজনী বিলে সম্মতি দিয়াছেন। আইনের সকল ধারা এখনই প্রয়োগ করা হইবে না, কারণ কতগুলি ধারায় কতকগুলি বিধান প্রণয়ন করিতে হইবে এবং সেইগুলি সম্পর্কে উড়িষ্যা গভর্ণরের অনুমোদন লাভ করিতে হইবে।

চারিজন চীনার কঠোর দণ্ড

গত ফেব্রুয়ারী মাসে রেঙ্গুণে প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি সম্পর্কে যে মামলা দায়ের হইয়াছিল, হাইকোর্ট দায়রায় ৪ দিন শুনানীর পর ইহার নিষ্পত্তি হইয়াছে।

জুরীর সাহায্যে বিচারপতি মিঃ বা উ এই মামলার বিচার করেন। জুরিগণ এক-বাক্যে ৪ জন চীনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেকের প্রতি ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী আসামিগণ কাইজলী ষ্ট্রীট রেল ষ্টেশনের 'ডক্স-ঘুমার', তাঁহার কোষাধ্যক্ষ ও একজন জমাদারকে মারপিট করিয়া বর্মা রেল কোম্পানীর ২৭ হাজার টাকার (কাঁচা টাকা ও নোট) একটি থলে লইয়া যায়। এই টাকা হেড অফিসে লইয়া যাওয়া হইতেছিল।

একজন বর্মী এবং একটি চীনা স্ত্রীলোকও আসামী ছিল। তাহারা খালাস পাইয়াছে।

পুলিশ ও চোরে সংঘর্ষ

বরিশাল, বাবাদিগাতা অঞ্চলে গত মঙ্গলবার শেষ রাত্রে পুলিশ ও একদল চোরের ভিতর সদর রাস্তার পার্শ্বে একটি সাংঘাতিক সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে, মহম্মদ ইউনুস নামক একজন সহকারী দারোগা ও কমদের হুসেন নামক একজন কনেষ্টবল গুরুতর আহত হইয়াছেন। এই গ্রামে চুরি ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল, উহা নিবারণকল্পে একদল স্পেশ্যাল পুলিশের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাহারা কয়েকদিন পর্য্যন্ত রাস্তায় নিয়মিত পাহারা দিতেছে। ইতঃপূর্ব্বে দুইদিন পুলিশদল চোরের সম্মুখীন হয়, কিন্তু একটিকেও ধরিতে পারে নাই। মঙ্গলবারের দিনের চেষ্টার ফলে একব্যক্তি ধরা পড়িয়াছে। প্রকাশ, পুলিশদল জাতীয় বিদ্যালয়ের কিছু দূরে একটি টর্চের আলো দেখিতে পাইয়া রাস্তার ধারে ঝোপের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করে। উক্ত টর্চধারী দল নিকটে আসিলে দেখা যায় যে, চারিজন লোক লেজা, লাঠি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া চলিয়াছে। পুলিশের সহকারী দারোগা সঙ্কেত করিবামাত্র পুলিশগণ উহাদিগকে আক্রমণ করে এবং একটি সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। দস্যুগণ ইতস্ততঃ পুলিশকে আঘাত করিতে থাকে ও তিনজন পলায়ন করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু একজন পুলিশকে কিছুতেই এড়াইতে সক্ষম না হওয়ায় মরিয়া হইয়া পুলিশ দলকে আক্রমণ করে। পুলিশের সহিত যখন এইরূপ লড়াই চলিতেছিল, তখন শব্দ শুনিয়া কতিপয় ভদ্রলোক আসেন এবং পুলিশ তখন উক্ত লোকটিকে আয়ত্তে আনিতে সক্ষম হয়। পুলিশদিগের মধ্যে কনেষ্টবল হুসেনের মস্তকে ও সহকারী দারোগা ইউনুসের বামহস্তে ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে। উহাদিগকে ও ধৃত ব্যক্তিকে সরকারী ডাক্তারখানায় আনিয়া প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। কাহারও প্রাণহানির কোন আশঙ্কা নাই। পুলিশ পরে মনসুর নামক বাবাদিয়া নিবাসী এক চৌকিদার ও কদম নামক এক সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ঐ রাত্রে রামচরণ কুণ্ডচরণ নামের দেবমন্দিরের বিগ্রহের কণ্ঠ হইতে দুই ছড়া সোনার হার চুরি যায়।

উক্ত ঘটনার পরেও চোরের উপদ্রব কমে নাই। পরের রাত্রেই পুনরায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বাড়ীতে একদল চোর সিঁধ কাটিয়া প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু গৃহস্বামী জাগরিত হইয়া চীৎকার করিলে অন্যান্য বহু লোকজন আসিয়া পড়ে এবং চোরগণ পলায়ন করে। ঐ রাত্রেই বনমালী দাসের বাড়ীতেও চুরির চেষ্টা হয়, কিন্তু সেখানেও তাহারা বিফল-মনোরথ হয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—বিহারের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——— ::(০):: ———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে খণ্ডিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাপাড়া পোঃ ধমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষায় বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲

৩। ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৪৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭ চৈতন্যোপনিষদ ।০

১৮ বাহ্য-আন্তর ।০

১৯ তত্ত্ববিবেক ।০

২০ গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০

২২ ভজন-রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।০

২৭। মুক্তাফলটীকা গুণলেশসুখদঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-নির্ব্বাণ ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ⁄১০

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০

৪০। শরণাগতি ⁄০

৪১। গীতাবলী ⁄০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চপঞ্চক

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০⁄

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও খণ্ড) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখক ৵০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৪। ষড়হম্ ।০

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০

৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ কিউ পয়ার্ড স অব বেদান্ত ।০

৭০। নামভজন ⁄০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৷৵০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৭৫। লোয়ার্ট গৌড়ীয়মঠ টু ডু ইট ⁄০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইকোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনরিয়্যালিটি ডিক্লোজড ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০

৮৩। গীতাবলী ⁄০

৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগৌরগদাধরৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

ধাম—মায়াপুর—নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ৪ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২০শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৫ই জুলাই ইং ১৯৩৯, বুধবার } ১০৮৭ সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——:::(•)::——

ময়ূরভঞ্জ রাজধানীতে প্রচার

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহোদয় উপদেশক শ্রীপাদ হৃষিকেশ ব্রহ্মচারী কাব্যতীর্থ প্রমুখ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ ময়ূরভঞ্জ রাজধানীতে শ্রীগৌরবাণী-প্রচারার্থ গমন করেন। শ্রীযুত লালা মদনমোহন রায় ভক্তিশাস্ত্রী ও পরমার্থীর প্রবীণ সম্পাদক শ্রীযুত রঘুনাথ মহাপাত্র মহোদয়ের সাদর আহ্বানে ২১শে জুন মঙ্গলবার শ্রীহরিবাসর-দিবস শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বাহুড়া বিজয় উপলক্ষে বহু সজ্জন গৃহস্থভক্ত সমভিব্যাহারে এক বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পহাণ্ডি-বিজয় কালেও কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত বিজাধর মহাপাত্র এম, ডি, ও ও সাব্‌জজ মহোদয়ের আগ্রহে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু গৌড়ীয়মঠের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও পরিশ্রমমুখে শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনাম, বৈষ্ণবের অপ্রাকৃতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীহরিবাসরদিবসে মধ্যাহ্নে কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভু সন্ধ্যায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল মহাশয়ের বাসভবনে শ্রীহরিবাসরের মাহাত্ম্য ও ভক্তমুখী সুকৃতি সম্বন্ধে শ্রীভক্তিবিনোদবাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহু সজ্জনব্যক্তি যোগদান করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন।

পুনর্যাত্রা-দিবসে শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভুর মুখপাত্রত্বে বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল। ময়ূরভঞ্জবাসী বহু সজ্জন গৃহস্থ সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

স্থানীয় প্রাচীন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বলিতেছেন, এরূপ বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তনানুষ্ঠান ময়ূরভঞ্জে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। স্থানীয় বহু শিক্ষিত সজ্জনব্যক্তি এই সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্যের শুদ্ধভক্তি-সংকীর্ত্তন-প্রচারে আকৃষ্ট ও পরম আনন্দিত হন।

এই প্রচারকার্য্যে শ্রীযুত লালা মদনমোহন রায় ভক্তিশাস্ত্রী, সেবাবিধি মহোদয়ের উৎসাহ ও সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

স্থানীয় ডেপুটি কালেক্টার শ্রীযুত মনমোহন মহাপাত্র তাঁহার নবনির্ম্মিত বাসভবনে প্রচারকবর্গকে বহু সৎকারে থাকিবার স্থান প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ প্রভুর নিকট বদ্ধজীবের বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে বহু প্রকারের প্রশ্ন করিয়া হরিকথা শ্রবণ করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী শাস্ত্রযুক্তিমুখে তাঁহার যাবতীয় প্রশ্নের সমাধান করিয়া জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ও সদ্ব্যবহারের পার্থক্য, অধোগতি ও গোলোকগতি বিষয় বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছিলেন।

শ্রীধামে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত

পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে মঠবাসী ও শ্রীধামবাসী গৃহস্থভক্তবৃন্দ গত ১৬ই আষাঢ়, ১লা জুলাই শনিবার পূর্ণিমা হইতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। ভক্তগণ সকলেই পরমোৎসাহের সহিত অসৎসঙ্গ বর্জ্জন ও সৎসঙ্গ গ্রহণ করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ত্রিসন্ধ্যা পাঠ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচনা হইতেছে। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় যথাক্রমে শ্রীচৈতন্যভাগবত, গৌড়ীয় হইতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে। পাঠের আদি ও অন্তে বহুবার ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

———

শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠ শ্রীমন্দিরেও পাঠ কীর্ত্তন ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথামুখরিত আছে। তথায় শ্রীপাদ নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ হরিবিনোদ দাসাধিকারী প্রমুখ মঠসেবকগণ পাঠকীর্ত্তনাদি করিতেছেন।

———

সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ

বর্ত্তমান গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশানুযায়ী গত ২৮শে জুন ১৩ই আষাঢ় বুধবার ময়মনসিংহ সন্তোষ জমিদার এবং খ্যাতনামা প্রবীণ উকিল পরলোকগত মহিমচন্দ্র রায় মহোদয়ের শ্রাদ্ধকার্য্য সাত্বতবিধানে এই সন্তোষ বাসভবনে গৌরব করা, সন্তোষের জমিদার শ্রীযুত শচীনাথ রায়চৌধুরী মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী কর্তৃক শ্রীপাদ মধুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম এ বি-এল, শ্রীপাদ জ্ঞানানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ হরীন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়বর্গের পৌরোহিত্যে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনমুখে মহাসমারোহের সহিত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে বিভিন্ন স্থানের বহু ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণবগণকে চতুর্বিধ রসসমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। ঐ অঞ্চলে ইতঃপূর্ব্বে সাত্বতবিধানে এরূপ বিরাট্ শ্রাদ্ধ আর কখনও হয় নাই। সন্ধ্যায় শ্রীপাদ মধুবর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় তথায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে সুমধুরকণ্ঠে বহুবার ভজনগান, কীর্ত্তন ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তিত হয়। পরলোকগত মহিমচন্দ্র রায় মহোদয়ের পুত্রসন্তানগণের এই অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব সম্পাদনে অদম্য উৎসাহ এবং একনিষ্ঠতা বিশেষ প্রশংসনীয়। শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহাদের মতি দিন দিন বর্দ্ধিত হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

"আমাদের মনের মত না হ'লে যাঁকে বরখাস্ত করতে পারি কিম্বা যাঁকে দিয়ে আমার বহ্বারম্ভী ছুটোমী বুদ্ধির সমর্থন করিয়ে নিতে পারি, তা'কে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় কি।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ শ্রীধর কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

সত্যের সন্ধান কি করিয়া পাইব ?

——::(●)::——

সত্যবস্তু অধোক্ষজবস্তু—প্রভুবস্তু। সুতরাং সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা যে সত্যের সম্পূর্ণ অধীন হইবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহা বলাই বাহুল্য। সত্যের নিকট শরণাগত না হইলে সত্য উপলব্ধ হয় না। অবরোহ-পন্থা বা শ্রৌত-পথেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এই শ্রৌতপথ ছাড়িয়া যদি অন্য উপায়ে আমরা সত্যানুসন্ধান করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। সুতরাং অক্ষজ-জ্ঞান-প্রয়াস পরিত্যাগ করিতেই হবে। এই ত্যাগ বা বর্জ্জন জিনিষটা সত্যানুসন্ধানের অন্তর্গত। অসৎসঙ্গ-ত্যাগ না করিলে সৎসঙ্গ-গ্রহণ কি করিয়া হইবে? অসত্যের আশ্রয় না ছাড়িলে সত্যের আশ্রয় কি করিয়া পাওয়া যাইবে? যেখানে সত্যানুসন্ধানস্পৃহা, সেখানে আত্মসত্তাই প্রবল। সেখানে সাধুগুরুশাস্ত্রবাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। যিনি সত্যানুসন্ধিৎসু, তিনি অক্ষজজ্ঞান পরিত্যাগের জন্য কৃতসঙ্কল্প হন, তাঁহার শ্রৌতপথে বিশ্বাস আছে। সত্যের অস্তিত্বে তাঁহারা বিশ্বাসযুক্ত। অক্ষজজ্ঞানীর সত্যের বাস্তবে বিশ্বাস নাই। সে অক্ষ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অক্ষজাতীত সত্যকে জানিতে যায় বলিয়া সত্যলাভে বঞ্চিতই হয়। সত্যই একমাত্র প্রভু, আর সকলেই তাঁহার সেবক। প্রভু যেরূপ অপ্রাকৃত, তাঁহার সেবকগণও তদ্রূপ অপ্রাকৃত। ভগবৎকৃপায় এই ভক্তের স্বরূপ উপলব্ধি হয়। আবার ভক্তের কৃপায় ভগবানের স্বরূপ জানা যায়। ভগবৎকৃপাবঞ্চিত বলিয়া আমরা ভক্তে সেবাবুদ্ধি করিতে পারি না। ভগবদ্ভক্তের সেবাই যে সেব্যের সেবা তাহা বুঝা কঠিন হয়। ভক্তের সেবা না করিলে যে বাস্তবসত্যকে উপেক্ষা করা হয়, একথা ভাগ্যবান্ জনগণই ভগবৎকৃপায় বুঝিতে পারেন।

ভগবদিচ্ছায় ভগবদ্ভক্ত ভক্তিশিক্ষা দিবার জন্য এ জগতে আসেন। তাঁহার সেবা দ্বারাই ভগবৎসেবা লাভ করা যায়। তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া ভগবৎসেবালাভ অসম্ভব দুর্ভাগ্যবশতঃ এ সকল কথায় যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না তাঁহারা ভগবৎকৃপা লাভের একমাত্র উপায় হইতে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত হন। প্রপঞ্চমুখে ভক্ত ও অভক্ত চেনা যায় না। সুতরাং তজ্জন্য ভগবানের নিকট নিষ্কপট কাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করা উচিত। আমি যদি বাস্তবিকই ভগবান্‌কে চাই, সত্যের সন্ধানপ্রাপ্তিই যদি আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সত্য-সাক্ষাৎকারের একমাত্র উপায় প্রকৃত ভক্তের সঙ্গ অবশ্যই পাইব। তবে আমরা যেন নিষ্কপটতার ভাণ করিয়া অন্তরে কপটতা পোষণ না করি, আমরা যেন অন্তরে অসৎপক্ষকে সমর্থন করিয়া বাহিরে উদারতা দেখাইয়া সত্যবস্তু জানিবার জন্য একটা লোক-দেখান চেষ্টা না করি। প্রপন্ন না হইলে সত্য কিছুতেই আত্মপ্রকাশ করিবেন না। নিরপেক্ষ থাকা একটা ভাণমাত্র। যাঁহাদের সত্যের প্রতি আদর আছে, তাঁহারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ থাকিতে পারেন না। সত্য ও অসত্য এই দুইয়ের মধ্যে নিরপেক্ষ থাকার ভাণ যেখানে, সেখানে অন্তরে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে অসত্যের প্রতি আদর আছে জানিতে হইবে।

আমরা অনেক সময় গুরুগণের সেবার ভাণ করি বটে, কিন্তু তাঁহাদের সম্পূর্ণ আনুগত্য করি না। তজ্জন্য আমরা সত্য হইতে দূরে অবস্থান করি। সত্যদর্শনের ইচ্ছা যাঁহাদের আছে, সত্যের সেবক গুরুপাদপদ্মের ইচ্ছা তাঁহাদের না থাকিয়া পারে না। যেখানে সত্যানুসন্ধানের প্রবল ইচ্ছা আছে, সেখানে বাস্তবসত্য শ্রীগুরুদেবের সঙ্গ ও সেবালাভের জন্য ব্যাকুলতা নিশ্চয়ই আসিয়াছে এবং তজ্জন্য ভগবানের নিকট কৃপাপ্রার্থনাও তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাঁহাকে ইতরচিন্তার হস্ত হইতে বাঁচাইয়াছে। এইরূপ নিষ্কপট ঐকান্তিক প্রার্থনাকারীর কপটতা বা অন্যাভিলাষের সহিত কোন সম্পর্ক নাই

সত্যের সম্যক্ দর্শন না হইলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। ভক্তের সঙ্গেই সেব্যের সহিত সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ লাভ হয়। আমি সত্য চাই কিন্তু পাই না, ইহা মিথ্যা। যে নিষ্কপটে সত্য চায়, সে পাইবেই পাইবে। সেইজন্য আমাদের প্রত্যেকের বুকে হাত দিয়া দেখা দরকার, আমরা সত্য চাই, না ইন্দ্রিয়তর্পণ চাই।

আমরা বদ্ধজীব। সুতরাং সেবা করা ও প্রভুত্ব করা এই দুই প্রকার ইচ্ছাই আমাদের জাগিতে পারে। যেখানে সেবাকাঙ্ক্ষা—সত্যের অধীন হইবার ইচ্ছা, সেখানে কর্তৃত্ব করিবার ইচ্ছা নাই। যাহাদের পূর্ব্বকৃত সুকৃতি থাকে, সাধুসঙ্গ-প্রভাবে তাহাদের অনর্থ কিঞ্চিৎ দূরীভূত হইলে তাহারা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইতে পারে। তখন সশ্রদ্ধ হইয়া ভক্তের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সেবা-পিপাসা হৃদয়ে স্থান পাওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে ভক্তের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণের বাসনা ভক্তের কৃপাতেই উদিত হয়। ভক্তের চরণে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক অন্যাভিলাষ-শূন্য হইয়া ভক্তসেবায় নিযুক্ত হইলে তিনি ক্রমশঃ সত্যের সেবায় নিযুক্ত হইবার সৌভাগ্য পান।

হরিভজন করিতে হইলে প্রথমেই শ্রদ্ধা আবশ্যক। কিন্তু শ্রদ্ধা অর্থাৎ অদ্বৈতজ্ঞান-ভগবানে ও শাস্ত্রবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসই যদি না থাকে তাহা হইলে হরিভজনের আশা নাই। শ্রদ্ধাই ভক্তির বীজ। যদি শ্রদ্ধা অথবা বীজই না থাকে, তাহা হইলে ভক্তি কি করিয়া হইবে? দুধ হইতেই দৈ হয়, জল হইতে ত' আর দৈ হয় না। সুতরাং যাহার শ্রদ্ধাই হয় নাই সেরূপ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির ভক্তিলাভের চেষ্টা আকাশকুসুম নহে কি?

ভগবৎকৃপায় যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনি ভক্তের সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করিবামাত্রই তটস্থ ভূমিকায় অবস্থিত হন। এই আনুগত্য স্বাভাবিক হইয়া পড়িলে উহা ক্রমে রুচিতে পরিণত হয়। ভক্তের প্রতি প্রীতি হইলে আর অভক্ত বা অভক্তের প্রতি আসক্তি থাকে না।

সেবোন্মুখেরই নিকট সত্য প্রকাশিত হন। যুক্তি দ্বারা এই সেবোন্মুখতা হয় না। জীব বহির্ম্মুখ হইলে যুক্তি স্বভাবতঃই বহির্ম্মুখতা সমর্থন করে। যুক্তিকে প্রভু করিতে হইবে না। তাহা প্রভুবস্তু সাধুগুরু-শাস্ত্রবাক্যেরই চিরদিন অধীন থাকিবে।

আমরা সত্যের সম্বন্ধে যে কল্পনা ধারণা করিতে চাই, তাহা সত্যের ধারণা নহে। এইরূপ এক আধটুকু স্পৃহা থাকিলে বস্তু মিলিবে না। যদি সত্যকে খোলাখোলা দিয়া থাকি, তাহা হইলে সত্য প্রকৃত সত্য আমার নিকট প্রকাশ করিবেন, আর কপটতা করিলে বঞ্চনা করিয়া ধোকা দিবেন।

গুরুকৃপাই সম্বল

(শ্রীজনার্দ্দন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

——::(●)::——

জীব যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া এই চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার দুর্ভাগ্য বরণ করিয়াছে, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কারাকর্ত্রী মায়াদেবী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ-নিগড়জালে আবদ্ধ করিয়া জীবকে ত্রিতাপে দগ্ধীভূত করিতেছে। জীব যে কেবল এই জন্মেই ত্রিতাপ-ভোগ করিতেছে, পূর্ব্ব জন্মে করে নাই বা পরজন্মে করিবে না তাহা নহে, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত জীবকে নিত্যকালই এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। গুরুপাদপদ্মে একান্ত শরণাগত হইতে না পারিলে—বিস্রম্ভসেবক হইতে না পারিলে—গুরুপাদপদ্মের অন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিলে মায়া তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না।

মায়ারে পিছনে রাখি কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥

যিনি নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাঁহার সুখের জন্য নিজ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন—যিনি ভগবানের শরণাগত হইয়া বাসনা-মলশূন্য হইয়াছেন, তিনিই ভগবানের কৃপা পাইবেন। যিনি যতটা সেবাভিলাষী, তিনিই শ্রীগুরুদেবের তত বিস্রম্ভভাজন। শ্রীগুরুদেব বিস্রম্ভসেবককেই তাঁহার অন্তরের সকল কথা বলেন, তাঁহাকেই তিনি ভগবান্ কৃষ্ণপ্রেমের সন্ধান দেন।

করুণাময় ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অথবা তাঁহার নিজজনকে প্রেরণ করিয়া পতিতজীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য—তাহাদিগকে ত্রিতাপমুক্ত করিবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে সকল জীব ভগবান্ ও ভগবদ্ভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকেই একমাত্র বিপদ্‌তারণ বান্ধব বলিয়া

ভগবৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

জানিয়াছেন, যাঁহারা অকপটে শ্রীগুরু-পাদপদ্মকেই একমাত্র মূলভূমি জানিয়া আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার অনাবিল শাসন অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাই কৃপাযুক্ত হইয়াছেন বা হইবেন। কিন্তু যাঁহারা এই পন্থা গ্রহণ করেন না, যাঁহারা ভগবৎ-প্রতিনিধি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশমত চলেন না—কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে ভগবৎশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়াও পুনরায় মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন বা সাধারণ বৈষ্ণববুদ্ধি করেন, তাঁহাদিগকে মায়া কিছুতেই ছাড়িবে না। অবরোহপন্থা স্বীকার না করিয়া আরোহ-পন্থা স্বীকার করিলেই বিপদে পড়িতে হইবে, একরোগ সারাইতে গিয়া অন্য রোগে আক্রান্ত হইতে হইবে—এক দুঃখ দূর করিতে গিয়া অন্যান্য শত সহস্র দুঃখ আসিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিবে। আস্তিককেই ভগবান্ কৃপা করেন, নাস্তিককে কখনই করেন না। যাঁহাদের গুরুবৈষ্ণব-ভগবানে শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নাই, ভগবানের অবতারে যাঁহাদের আস্থা নাই, তাঁহারা নাস্তিক। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ
সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু
নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি
জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং
গতিম্॥

(গীতা ১৬।১৮-২০)

[যাহারা যথানির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তগণের গুণে দোষারোপ করে, সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসার মধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের ভক্তিবিদ্বেষী আসুরস্বভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ় সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহা হইতেও অধম-গতি লাভ করে।]

জীবপ্রভু শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবকুলের একমাত্র রক্ষক ও পালক—তিনিই সকলের একমাত্র আশ্রয়, এই শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসহীনতার নামই নাস্তিকতা। শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে সেবক-ভগবান্ বা আশ্রয়বিগ্রহ বলিয়া না জানার নামই নাস্তিকতা। গুরুকে গুরু বলিয়া মানি কিন্তু যদি তাঁহার সর্ব্বোত্তমতা স্বীকার না করি, তাঁহার ভগবৎ-শ্রেষ্ঠত্বে বা সর্ব্বজ্ঞত্বে সন্দিহান হই, তাঁহার সকল বিধান অবনতমস্তকে স্বীকার না করি, তাহা হইলেই নাস্তিক হইয়া গেলাম। ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদোষাকর আমাদের দোষ সংশোধন করিবার জন্যই এ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি আমাদের দোষসকল নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন — সংশোধিত হইবার জন্য। তিনি অন্তর্যামী। আমাদের অন্তরের সকল কথাই তিনি জানেন। সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানেরও অন্তর্যামী তিনি। তিনি আলো। আলোর কাছে অন্ধকার—কৈতব সমস্ত ধরা পড়িবেই। আমরা অন্তরের অন্তস্তম প্রদেশে কি চিন্তা করি তাহা তিনি সমস্তই জানেন। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য অকৈতব সত্যকথা কীর্ত্তন করেন। তাহাতে অন্যাভিলাষী কপট আমরা আমাদের অন্যাভিলাষিত্ব বা কপটতা সংরক্ষণের জন্য আমাদের দোষগুলি করুণাময় শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের উপর চাপাইয়া দিই। তাঁহার উৎকর্ষ-দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহার প্রতি মৎসরতা আরম্ভ করি—তাঁহার সহিত মতদ্বৈধতার কথা ঢাক-ঢোল পিটাইয়া চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতে থাকি। কামলা রোগী যেমন সকল বস্তুকেই হলুদ্ বর্ণ দেখে—নির্ম্মল দর্পণের দিকে তাকাইলে যেমন নিজের বিসদৃশ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সর্ব্বদোষাকর, সর্ব্বানর্থগ্রস্ত, অস্থি বদ্ধজীব আমরাও আধ্যক্ষিক চক্ষে অধোক্ষজ—অপ্রাকৃত সুনির্ম্মল শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে দেখিতে যাইয়া তাঁহাতেও আমাদের দোষগুলিই দেখিয়া থাকি। দোষ আমাদের গুরুবৈষ্ণবের নহে। ভগবানের যেমন কোন দোষ নাই, তদ্রূপ ভগবদভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মেরও কোন দোষ থাকিতে পারে না। তাহাতে দোষদ্রষ্টাই দোষী ও অপরাধী।

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয়ে নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক।

এইরূপ নাস্তিকতা বা ভগবদ্বিদ্বেষ যাঁহার হৃদয়ে যত অধিক পুষ্টিলাভ করিতেছে, তিনি ততই ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। শ্রীভগবান্ গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্তভাগবতরূপে জীবের ত্রিতাপক্লেশ নিবারণের যে সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহা স্বীকার না করিয়া অন্য পথে গেলেই বিপদ। হরি-গুরু-বৈষ্ণব বা সাধু-গুরু-শাস্ত্র তিনটী একসূত্রে গ্রথিত। তিনের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই। গুরুপাদপদ্মের কৃপা ব্যতীত শাস্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধির বিষয় হয় না বা সাধু চেনা যায় না। গ্রন্থভাগবতের মর্ম্ম প্রকাশিত করিবার জন্যই ভক্তভাগবত শ্রীগুরুপাদপদ্মের অবতার। ভক্তভাগবতের কৃপা ব্যতীত গ্রন্থভাগবতের কৃপা পাওয়া যায় না। ভক্ত-ভাগবতের দ্বারা শাসিত হইলেই গ্রন্থভাগবত শাসন করিবেন। শাস্ত্রের মর্ম্ম তখনই উপলব্ধির বিষয় হইবে। সেইরূপ গুরুপাদ-পদ্মের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিলেই, নিজেকে তাঁহার ভৃত্যানুভৃত্য জ্ঞান থাকিলেই বৈষ্ণব আমার নিকট স্বরূপপ্রকাশ করিবেন, নিজজন জানিয়া আমাকে স্নেহ-শাসন করিবেন, নতুবা উপেক্ষাই করিবেন। সেইজন্য বলি, হরিভজনের মূলে শ্রীগুরুপাদপদ্ম। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শ্রদ্ধা-বিশ্বাসের অভাবই মূল অসুবিধা। এই অসুবিধা দূর না হইলে অর্থাৎ অহঙ্কার, অভিমান, দর্প, গর্ব্ব সকল ছাড়িয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকার পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-সেবোন্মুখ না হইলে কোন অসুবিধাই দূর হইবে না মায়া ছাড়িবে না—সংসারবাসনা দূরীভূত হইবে না। সমস্ত অসুবিধার মূল যে দৈবী গুণময়ী মহামায়া, তাহার আনুগত্য করিলে জীব কখনই সংসার-কারাগার হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

যৎকিঞ্চিৎ

——::(*):: ——

কতকগুলি লোক অজ্ঞতাবশতঃ অসত্যকে সত্য বলিয়া মনে করেন, আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া অসত্যকে প্রশ্রয় দেন, সত্য বুঝিয়াও বুঝেন না। যদি বুঝিতে যাই বা সত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে যাই তাহা হইলে নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণে ব্যাঘাত হইবে—এই মতলবে তাঁহারা অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য যত্ন করেন। ইঁহারা অসত্যাশ্রিত বলিয়া সত্যের সন্ধান পান না। তাঁহারা নিজেকে অসহায় বা আশ্রয়হীন বলিয়া মনে করেন। সত্যবস্তুতে সংশ্রয়-হীনতা বা চেতনের উন্মেষের অভাব-হেতু তাঁহাদের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। তাই তাঁহারা সত্যাশ্রিত সজ্জনগণের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা দেখিয়া তাহাকে প্রাকৃত-সহজিয়া-গণের কাল্পনিক নিষ্ঠা বা মনোধর্ম্মের উত্তেজনা-বিশেষ মনে করিয়া বঞ্চিত হন। নিষ্কপট হইলে ভগবৎ-কৃপাতেই সত্য ও অসত্য জানিতে পারা যায়; নতুবা অন্য কোন উপায় নাই।

নাস্তিক-সম্প্রদায় মনে করেন, আস্তিক-সম্প্রদায় বুঝি তাঁহাদের মত আর একটী দল। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা নয়। নাস্তিকদলের সহিত সত্যাশ্রিত আস্তিক-গণের—ভক্তগণের সহিত অভক্তের প্রতিযোগিতা হইতে পারে না। পরহিত-ব্রত হত আস্তিকগণ—ভক্তগণ কাহারও অহিত করেন না। পরন্তু অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইয়া অশ্রান্ত নিষ্কপটপূর্ব্বক বাস্তবসত্যের কথা জগদ্বাসীকে জানাইয়া থাকেন। ভক্তগণ বৃথা সময় নষ্ট করেন না। তাঁহাদের সময়ের মূল্য আছে, তাঁহাদের অনর্থকালের অভাব আছে। বৈষ্ণবের অবৈষ্ণবগণের সহিত সম্ভাষণ করিবার সময় কোথায়? তাই তাঁহারা মহাজনের বাক্যানুসারে ঐ সকল দল হইতে দূরে থাকেন।

বৈষ্ণবচরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতি-বিনোদ না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

নাস্তিক-সম্প্রদায় যদি বলেন যে—আমরা আস্তিকগণের সৎসিদ্ধান্তের প্রতিবাদ তীব্রভাবে করিব, তাহ হইলে কি আস্তিকগণ ভীত হইবেন? ছুঁচো ছুঁয়ে চা'র হয়, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদিত হয়—এই সত্যসিদ্ধান্তে যদি কেহ তীব্র প্রতিবাদ করে তাহা হইলে কি প্রতিবাদকারীর অসত্যের প্রতি অভিনিবেশের কথা প্রকাশিত হইবে না? সৎসিদ্ধান্ত জগতে চিরকালই প্রতিষ্ঠিত আছে ও থাকিবে। ভক্তিসিদ্ধান্তেরই নিত্য প্রতিষ্ঠা, অভক্তির প্রতিষ্ঠা নাই। সুতরাং আস্তিকগণ যাবতীয় অসৎ মত বা আধ্যক্ষিকগণের শাস্ত্রবিরোধিনী যুক্তি চিরকালই খণ্ডন করিয়া আসিতেছেন ও করিবেন। দলে লোক বেশী হইলেই সত্যকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। সত্যকে জগৎ হইতে বিতাড়িত (?) করিতে গেলে অসত্যেরই স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং সে তখন আর অস্তিত্ব সংরক্ষণ করিতে পারে না। সজ্জনগণ চিরকালই সত্যের জয় ও অসত্যের বিনাশ দেখিয়া আসিতে-ছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,-পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্যচতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রী-মায়াপুরকালরঞ্জনীর অনুসন্ধানালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রাচীনহস্তলিখিত বেদাদি শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও তাহাদিগের পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) উক্ত গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পূড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারদি পোঃ বারদি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওল্ড পাগলাঝোরা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিবার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

খাঁজপুর পাটনা।

(৩১) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮১।১ বড় গনেশ্চিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

জ্ঞানগুদড়ি, বৃন্দাবন

(৩৯) একায়নমঠ-কুসুমকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধনপাটী

(৪১) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—মেখালী,

পোঃ মেজোল, জেলা গুর্দাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং মেথার রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যামব্যাল ব্রিজ রোড ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীরামানুজ্ঞাচার্য্যার্য্যাবির্ভাববিধিবিধানীয় সেবা

(৫১) মঙ্গলামঠ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর ... গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রী গুরুপাদপদ্মসেবাদীক্ষা-বিধিবিধান সেবা

(৫২) মধ্যগৌড়ীয়মঠ

আলমগোলাৎ, পোঃ আলাপহল, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ব্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জগন্নাথ, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বিন্দুসাগর, পোঃ কটক উড়িষ্যা।

(৫৮) সাক্ষীগোপাল গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ বরলকুণ্ডা, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকমিয়া, পোঃ মাকড়দেলপুর, মেদিনীপুর

(৬১) বালিঘাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বালিঘাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চেতলা-গৌড়ীয়মঠ

কুকুড়কুঞ্জা, পোঃ ভেদবুঁয়া, (বালেশ্বর)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible]

[illegible], লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ। ইউ-পি।

(৬৮) শ্রীবিভাবিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীবহ্নানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম পূর্ব্বাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সৃজিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে: এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, উদ্ধৃত-পদ্য-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে ব্লকের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয়মঠ, বড়িশা, পোঃ বেহালা, কলিকাতা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব মনোরম—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও আরামপ্রদ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিদ্যালয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও সেবকদিগের প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া পুস্তক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের স্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাবিভিত্তিক স্ব-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামৃতও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর চাটুয্যেপাড়ায় অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমা ' নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫-৪৪		৯-১০		১৩-৫১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৪-৩৬	৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ				১১-১			১৭-৪৬		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৪১	১২-১৬	১৪-১৩		১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৪		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। দিবার পীড়া সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৯১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD No C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর—২১শে আষাঢ় ১৩৪৬, ৬ই জুলাই, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার | ১০৯শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(०)::——

ভাগলপুরে রথযাত্রা মিছিল বন্ধের জের

গত ২রা জুলাই বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ভাগলপুরে রথযাত্রার মিছিল সমস্যা সম্পর্কে ভাগলপুরের একজন প্রতিনিধি ভাগলপুর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। বিহারের প্রধান মন্ত্রী, অর্থ-সচিব ও প্রধান মন্ত্রীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মিঃ কে বি সহায় এই সময় উপস্থিত ছিলেন। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভাগলপুরের শ্রীযুক্ত ছোটেলাল রথযাত্রা মিছিল বাহির করিতে চাহিলে সরকার তাঁহাকে মিছিলের লাইসেন্স দিতে অসম্মত হন। ইহার প্রতিবাদে ভাগলপুরের অন্যান্য [illegible] জনসাধারণও রথযাত্রার মিছিল বন্ধ করিয়া দেন। প্রকাশ, মিঃ ছোটেলালের বাড়ী সহরের যে অংশে অবস্থিত, সেখানে মুসলমানদের বসবাস অধিক বলিয়াই তাঁহাকে মিছিল বাহির করিবার অনুমতি দিতে সরকার অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

প্রতিনিধি যখন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন, ভাগলপুরের মুসলমান অধিবাসীরা রথযাত্রা মিছিলে বিশেষ আপত্তি না করিলেও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ছোটেলালের লাইসেন্সের আবেদন নামঞ্জুর করেন। প্রকাশ, এই ব্যাপার লইয়া ভাগলপুরের হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে এবং হিন্দু মহাসভা ভাগলপুরের কর্তৃপক্ষের এই আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রতিনিধিদল অভিযোগ জানাইবার পর উপস্থিত সদস্যগণ ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে সমস্যা সম্পর্কে গোপনে আলোচনা হইয়াছে।

সাইপ্রাস দ্বীপে দমননীতি

পূর্ব ভূমধ্যসাগরে একমাত্র ব্রিটিশ উপনিবেশ হইতেছে সাইপ্রাস দ্বীপ। সাইপ্রাসের অধিকাংশ লোক গ্রীক, বাকী তুর্কী। ব্রিটিশ কলোনি বিভাগ প্রত্যক্ষভাবে সাইপ্রাস শাসন করে।

কলোনি-বিভাগের দাবি রহিয়াছে—উপনিবেশটি যাহাতে সমৃদ্ধ, সন্তুষ্ট, স্বাধিকার-সম্পন্ন ও অনুগত হয়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে উহার বিপরীত অবস্থাই দেখা যায়। অর্থনৈতিক উন্নতির কোন চেষ্টা পরিলক্ষিত হয় না। আর রাজনৈতিক শাসন যে নীতি অনুসারে চালান হয়, সে নীতি ইংলণ্ড অপেক্ষা জার্মানীতেই বেশী প্রিয় বলিয়া আমরা শুনিয়া থাকি। দ্বীপবাসীরা যে আমলাতন্ত্রের অধীন, তাহার স্বৈরাচার শুধু হৃদয়হীন নয়, পরন্তু বুদ্ধিহীন।

দ্বীপবাসীদের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে সাইপ্রাসের সংবাদপত্রে কোন কিছু লেখা নিষিদ্ধ, লিখিলে কাগজ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এমন কি, ব্রিটিশ সংবাদপত্র বা সংবাদ-এজেন্সী হইতে কোন খবর পর্যন্ত উদ্ধৃত করা চলে না।

কথাগুলি প্রায় অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। সিরিয়ার উপকূল হইতে সাইপ্রাস ৬০ মাইল দূরে। দ্বীপটি তুরস্কের অধীনে ছিল; ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শাসনপরিচালনার জন্য উহা ইংরাজের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধিলে ইংলণ্ড দ্বীপটি প্রত্যক্ষভাবে নিজের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়।

সাইপ্রাস দ্বীপ পূর্ব হইতে পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ১৪০ মাইল এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ৪০ মাইল। উহার লোকসংখ্যা মোট ৩৪৭৯৫৯। তন্মধ্যে তুর্কী মুসলমান ৬৪২৩৮, খৃষ্টান ২৮৩৫৭২ এবং অন্যান্য ১৫৯।

ই আই রেলের এডভাইসরী কমিটি

গত ৩০শে জুন শুক্রবার প্রাতঃকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে হাউসে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কলিকাতার পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। ট্রাফিক ও ক্লেম সংক্রান্ত আনুমানিক হিসাব এই সভায় উপস্থিত করা হইলে চেয়ারম্যান যাত্রী ও বণিক দ্রব্যে ভাড়ায় আয় হ্রাসের বিষয় উল্লেখ করেন এবং বলেন—গত বৎসর অপেক্ষা ৩০শে জুন পর্য্যন্ত যে আয় হয়, এবার তদপেক্ষা ২১ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে।

গ্রীষ্মের সময় বিভিন্ন রেল ষ্টেশনে পানীয় জল সরবরাহের বিষয় এই সভায় আলোচিত হয়। কমিটির সদস্যগণ ঐ বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন, চেয়ারম্যান তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। বড় বড় ধর্মশালায় ও মুসাফির খানায় রেলের সময়ের এক একটি তালিকা রাখার বিষয় এই সভায় স্থির হয়।

নূতন ধরণের গাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সুবিধাজনক বন্দোবস্তের বিষয় চেয়ারম্যান সদস্যগণকে বুঝাইয়া দেন নূতন গাড়ীতে অন্ততঃ ১৬ জন যাত্রী বসিতে পারিবে এবং পায়খানা প্রভৃতিরও ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

বিজলোর শাখায় ট্রেণ দুর্ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিয়া চেয়ারম্যান বলেন,—এখনও বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তবে তিনি সদস্যদিগকে এই আশ্বাস দেন যে আহতদিগের জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে।"

পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য রাজ্যে লেখাপড়া শিখাইবার আন্দোলন

পাঞ্জাবের পার্ব্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত বিলাসপুরের রাজা তাঁহার রাজ্যে ২ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৮০ জনকে লেখাপড়া শিখাইবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং এতদুদ্দেশ্যে এই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাপ্ত বয়স্কদিগকে যথাসম্ভব শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং বালকবালিকাদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে। প্রাপ্ত-বয়স্কদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ২০টা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে একজন শিক্ষক রাখা হইয়াছে। ইতোমধ্যেই বালকবালিকাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা হইয়াছে এবং বিলাসপুর সাব-ডিভিসন্যাল অঞ্চলে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

ওয়ার্ধা পরিকল্পনার অনুরূপ একটা পরিকল্পনানুযায়ী ৩০ জন শিক্ষককে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। রাজা স্বয়ং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। শিক্ষার জন্য মোট রাজস্বের শতকরা ১৫৲ টাকা ব্যয় করা হইতেছে। শীঘ্রই ইহার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা হইবে। উচ্চশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়াচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম্পরায়, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিনব চরিত্রকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টী অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,

গুরুপল্লী পোঃ রমনা, ঢাকা।

ভক্তি-গ্রন্থমালা

বাংলাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲

৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয় তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০

১৮। বাহ্মণ-আম্নায় ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০

২২। ভজন-রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ৯৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) (অবাঁধা) ৩৲ ১৲

২৬। গীতার কেমন মানে ভাষা ।০

২৭। দুর্গম-সঙ্গমনী জগদ্গুরুঃ (সাতবাঁধা) ২৲

২৮। বেদান্তসূত্রসার (সাতবাঁধা) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগোক্রমণ্ডলপরিক্রমাখণ্ড ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্থপঞ্চক

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵৴

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৯৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সাতবাঁধা) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাবিবৃতি) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৪। স্তবকম্ ।০

৬৫। সাত্ত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকা ৴০

৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০

৭০। নামভজন ৴০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০

৭২। সিলেক্ট ওয়ার্ড'স ।৵০

৭৩। সাইকো অ্যাণ্ড রিলেশন্স অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৭৫। কোটস্ গৌড়ীয়মঠ ইজ গুড ৴০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোসন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অন্‌বাউন্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক
শ্রীধাম-মায়াপুর

১৪শ বর্ষ { ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২১শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৬ই জুলাই ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার } ১০৯৭ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৫ শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত

——::(•)::——

শ্রীধ, প্রহ্লাদাদি দ্বাদশজন মহাজন ও তাঁহাদের অনুগত সম্প্রদায়ই ভাগবত-ধর্ম্মের বক্তা। ভাগবতধর্ম্মই সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। ভাগবতধর্ম্ম ব্যতীত বিশ্বে যত সমস্ত বিভিন্ন মত বা ধর্ম্ম চলিতেছে সবই নাস্তিক ধর্ম্ম। ইহাই নিরপেক্ষ সত্য। যাঁহাদের নিরপেক্ষ সত্যকথা শ্রবণ করিবার কর্ণ হইয়াছে, তাঁহারাই সৌভাগ্যবান্। সৌভাগ্যবঞ্চিত ব্যক্তির এই কথায় বিশ্বাস নাই। যাঁহারা শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীরূপ প্রভৃতিকে জগদ্গুরু বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারাই বলিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদের কথা কেন মানিব, তাঁহাদের শিষ্যগণই মানিবে। সকলেই ত' তাঁহার শিষ্য নহেন এবং তিনিও সকলের গুরু নহেন। কিন্তু শাস্ত্র ও সাধুগণ বলেন, বিশ্বে বৈষ্ণবজগতে গুরু তিনিই—যিনি স্বরূপরূপানুগ। এতদ্ব্যতীত আর কেহ গুরু হইতে পারেন না। যাঁহারা স্বরূপ-রূপের কৃপা পান নাই, তাঁহারা সদ্, গুরু নহেন। শ্রীরূপরঘুনাথের কথা প্রচার করিবার যোগ্যতা তাঁহাদের নাই। শ্রীরূপানুগত্য বা গুর্ব্বানুগত্য ব্যতীত যে ভজনের অভিনয় দেখা যায়, তাহা মায়ার ভজন ছাড়া আর কিছুই নয়। ভজন জিনিষটা নিজের খামখেয়াল, মনোধর্ম্ম বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ নহে, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণের নামই ভজন। এই সকল কথায় আস্থাবান্ ব্যক্তিই শুদ্ধ ঐকান্তিক। তিনি জানেন, মনঃকল্পিত লঘুপরম্পরা গুরুপরম্পরা নহে। কৃষ্ণশক্তি ব্যতীত অপরে আচার্য্য নহেন। পূর্ব্বাচার্য্যের অন্তরের কথা যিনি সম্যগ্ভাবে না জানেন, তিনি গুরু নহেন।

কোন কোন অস্মাভিলাষী ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশতঃ গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া বলিয়া থাকেন, সকল সময়েই যে গুরু জগতে প্রকটিত থাকিবেন, এরূপ নহে। গুরুপরম্পরায় gap থাকে। সুতরাং সকলেই একজনের মতে চলিবেন, সকলেই একজনকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিবেন, এরূপ আশা করা বড়ই অসঙ্গত। মনোধর্ম্মীগণই এই সকল কথা বলিয়া থাকেন। চিজ্জড়সমন্বয়প্রয়াসকারী ব্যক্তিগণেরই এই যুক্তি। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই সকল কুযুক্তি গ্রহণ না করিয়া সহ্যই করিয়া থাকেন।

সকলকেই একজনের মতে চলিতে হইবে—সকলকেই অংশজ্ঞান শ্রীভগবানের অনুগত হইতে হইবে—সকলকেই অবরজ্ঞানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য করিতে হইবে—ইহাই শুদ্ধ-বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত। আর পৌত্তলিক ও নির্ব্বিশেষ-বাদীর সিদ্ধান্ত তাহা হইতে স্বতন্ত্র। যাহারা জগদ্গুরুর কীর্ত্তিত বাক্যকেই শাস্ত্র এবং শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্ত বলিয়া না জানেন, তাঁহারা যে মনোধর্ম্মী ও ভাগবতধর্ম্মের বিরোধী তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শ্রীভগবান অবরজ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগুরুদেব ভগবানেরই প্রকাশ। গুরুদেবও অবরজ্ঞ। পূর্ণবস্তুর প্রকাশ—পূর্ণ শ্রীগুরুদেব খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন বস্তু নহেন। সাড়ে তিন হাত মানুষবিশেষ নহেন। যেমন এক বদ্ধজীব আর এক বদ্ধজীব হইতে স্বতন্ত্র, যেমন একজন মনোধর্ম্মীর মত আর একজন মনোধর্ম্মীর মত হইতে পৃথক্, কৃষ্ণভক্তশ্রেষ্ঠ সর্ব্বশেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব বা তাঁহার কীর্ত্তিত বস্তু সেরূপজাতীয় বস্তু নহেন। তিনি অদ্বয়বস্তু, অপরিচ্ছিন্ন বস্তু—অপ্রাকৃত বস্তু। শ্রীমহাপ্রভু হইতে স্বরূপ দামোদর পৃথক্ নহেন। গুরুদেব ও তাঁহার মত পৃথক্ নহে। শ্রীস্বরূপ হইতে শ্রীরূপ পৃথক্ নহেন বা তাঁহার মত পৃথক্ নহে। শ্রীরূপ হইতে রঘুনাথ পৃথক্ নহেন বা তাঁহার মত পৃথক্ নহে। শ্রীরূপ হইতে সনাতন পৃথক্ নহেন বা তাঁহার মত পৃথক্ নহে। শ্রীরূপ হইতে শ্রীজীব, শ্রীজীব হইতে রঘুনাথ, শ্রীরূপ হইতে কবিরাজ গোস্বামী, কবিরাজ হইতে ঠাকুর মহাশয়, ঠাকুর মহাশয় হইতে শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীরূপ হইতে শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব হইতে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীল জগন্নাথ হইতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীরূপ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ ও তদনুগ শ্রীল আচার্য্যদেব পৃথক্ নহেন। তাঁহারা সকলেই একসূত্রে গাঁথা। তাঁহাদের সকলেরই সিদ্ধান্ত এক। যাঁহারা বৈষ্ণব-গুরুকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করেন, সেই সকল নির্ব্বিশেষবাদী বলিয়া থাকেন যে, তোমার গুরু হইতে আমার গুরু পৃথক্। তোমার গুরুকে তুমি মান, আমার গুরুকে আমি মানি। সুতরাং তোমার গুরু তোমার কাছে, আমার গুরু আমার কাছে। শুদ্ধভক্তগণ এই সকল [illegible] পরন্তু [illegible] শ্রীরূপানুগ—[illegible] পরস্পর অভিন্ন-জন। —এ [illegible] সমভাবে [illegible] থাকেন। তদ্ধেতু [illegible] নাই। তাঁহারা [illegible] বিগ্রহ বলিয়াই [illegible]।

মহাকৃষ্টি

(শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ব্রঃ শাস্ত্রী)

[illegible] হয়। আমরা ঠিক পথে চলিতেছি, না পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথে চলিতেছি, [illegible] বুঝিতে পারি না। কার্য্যের ফল যখন অত্যন্ত স্পষ্টরূপে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয় তখন এ কথাটী [illegible], এটী আমরা নিকটে হইতে [illegible] পারি। পরমার্থ [illegible] রহস্যাবৃত। [illegible] কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। [illegible] এই পথের পথিক [illegible]—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।" [illegible] আগ্রহ বা সরলগতিই এই পথে অগ্রসর হইবার

পথের বা সম্বল। সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ বিচারক (আধ্যক্ষিক বা ভক্তিবিরোধি-যুক্তিবাদী নহে) শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্ নির্ম্মৎসর সাধুই এই পথের পথপ্রদর্শক ও অগ্রবর্ত্তী পথিক। তাঁহারই অনুসরণ করিতে হইবে—তাঁহারই আনুগত্য করিতে হইবে, অন্যের আনুগত্য করিলে মরিতে হইবে।

আধ্যক্ষিকতা আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সাথের সাথী হইয়াছে। উহা কিছুতেই যায় না, আঠার মত লাগিয়া থাকে। সেই আধ্যক্ষিকতার চশমার দ্বারা কিছু দেখিতে যাই সবই উল্টো দেখা যায়। পরম গম্ভীর শ্রীগুরুদেব অপার করুণ ও নির্ম্মৎসর বলিয়া আমার আধ্যক্ষিকতার প্রশ্রয় দেন না। মহাপ্রভু যেমন মহাভক্তের আধ্যক্ষিকতা পদে পদে নিরাস করিয়া—তাঁহার অভিমানে আঘাত করিয়া, তাঁহার সমস্ত গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া শিক্ষা তাঁহাকে দীনহীন ও সরল করিয়া দিয়াছিলেন, বাস্তব শরণাগতির পথে উন্নীত করিয়া চরমে তাঁহার মঙ্গল করিয়াছিলেন, শ্রীল আচার্য্যদেবও আজ সেইপ্রকার আমাদের বাস্তবিকই মঙ্গল করিবার চেষ্টাই করিতেছেন। সমস্ত প্রভুপাদের লীলায় আমরা দিশাবিহীন হইয়া দিন কাটাইয়াছি, তাই প্রভুপাদ অন্তর্দ্ধান করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বাহ্নে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—'আমার কথাটা কেহই বুঝিল না, আমার উদ্দেশ্য কেহই বুঝিল না'। আর সেবার আমরা তাহা ভুলিয়া গেলেও শ্রীল আচার্য্যপাদগণ তাহা ভুলেন নাই, ভুলিতে পারেন না, প্রভুপাদের সেবার রস সে স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত আছে, দিবানিশি প্রভুপাদের বিরহাগ্নি তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। তাঁহার চেয়ে কেহই আমরা অধিক প্রভুভক্ত হইয়া পড়ি নাই। যিনি সকল অধিক প্রভুভক্তির ছলনা করিবেন, লোকবঞ্চনার জন্য অধিক ভাব-ভক্তি দেখাইবেন, তিনি অধিক কপট ধর্ম্মধ্বজী হইবেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পদে পদে আমাদিগকে সুপথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাই তিনি Popularityর কোনও ধার ধারেন না। তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় কেহই বাধা দিতে পারেন না। তিনি সাধারণ লোক নহেন। তিনি শ্রীরূপ-সনাতনের বংশধর—আম্নায়ধারার সংরক্ষক।

আমাদের কিন্তু মহাভক্তের মত সৌভাগ্যও নাই, আমাদের অধিকাংশ লোকেরই গুরু পাওয়ার কোনও প্রয়োজনই নাই। আজ কিছু লাভের আশায় প্রভুর হইয়া শিষ্যত্ব হইয়াছি। কপাল-দোষে আমরা তাহাই পাইতেছি। এত কীর্ত্তন-বক্তার ভিতর থাকিয়া যদি একটুও নিষ্কপট হইতে পারিতাম, তাহা হইলে গুরু অবশ্য এবের ভার আমাদের চিত্তবৃত্তি ও বিচার পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেন। কপট বলিয়াই শ্রীগুরুদেবের কৃপামুদ্রা আমার হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না। আমি মনে করি, গুরুদেবও আমারই মত প্রতিষ্ঠাকামী, প্রভুত্বপ্রিয় ভোগী জীব। আমার প্রতিষ্ঠার ঘরে আগুন জ্বালাইয়া দেন বলিয়াই সমস্ত প্রতিষ্ঠার মালিক শ্রীগুরুদেবকে আমি জড়প্রতিষ্ঠাপ্রিয় মনে করি। তাঁহার বিচার ও আচারের ভুল ধরি, তাঁহাকে নিয়মিত করিতে যাই, খোদার উপর খোদগিরি করিতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু নিজের ওজন একবারও খতাইয়া দেখি না।

দুর্ব্বলতার ছিদ্র পাইয়া আধ্যক্ষিকতা আমার কর্ণে মোহন সুরে বলায় দেয়—"তুমি কম কিসে? তুমিও ত' বহু পুরাতন লোক। তুমিও বহুদিনের ত্যাগ বৈরাগ্যের কসরৎওয়ালা, all round capacity তোমারই আছে, all-accomodating power তোমারই ও করতলগত তোমার কর্ত্তব্য ও জগতীর সিদ্ধান্তে অনভিজ্ঞ কত কর্ম্মী জ্ঞানী তথাকথিত শিক্ষিত ধনী তোমার বাগ্‌বৈখরীতে মুগ্ধ হইয়া যায়। বিশেষতঃ একই শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে তোমাদের আচার্য্যদেব ও তুমি দীক্ষাশিক্ষায় প্রণোদিত সুতরাং কেন বোকালোকের মত তাঁহার আনুগত্য করিতে যাইবে,—তুমিও একটা গুরু সাজ না কেন? অতি সাধারণ লোকও গুরু সাজিলে দশ-বিশজন সেবক শিষ্য পাইবে—তুমিও বহু বহু লোকের মস্তক অবাধে চর্ব্বণ করিতে পারিবে কোনও চিন্তা নাই, আমি তোমাকে অভয় দিতেছি। কতকগুলি বোকা-লোক বঞ্চিত হয় হউক, তোমার স্বার্থসিদ্ধি বা তোমার হিংসাবৃত্তি পরিতৃপ্তি হইলেই হইল। গুরু পাওয়ার ত' তোমার এখন আর প্রয়োজন নাই, সে পিপাসাও বহু দিন তৃপ্ত হইয়া গিয়াছে, এখন লোকবঞ্চনা কর, গুরু হও, পুনরায় কেঁদে গড়ুর কর, সুসময় বহিয়া যাইতেছে আর কতদিন অপেক্ষা করিবে? যদি মনে কর, আচার্য্য স্বীকার করিয়া যে ভুল করিয়া বসিয়াছি, তাহা সংশোধনের উপায় কি? তাহা হইলে তোমাকে হিতোপদেশের সেই জল-পানে বাঘ দেখিত ও বয়স্ক-উপবিষ্ট বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের পথ স্মরণ করিতে উপদেশ করি। দেখিবে একাকীর বাঘের অভুক্ত অনায়াসে জুটিবে, কোনও চিন্তা নাই—মাভৈঃ!" গুরুবৈষ্ণব-উল্লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি আমি আধ্যক্ষিকতা ডাইনীর মোহন সুরে মুগ্ধ হইয়া মুগ্ধা হরিণীর মত বাঘের আক্রমণ হইতে বঞ্চিত হই—আগুনে পুড়িয়া ছাই হইবার জন্যই আমার পাখা গজায়। অভিমানী জীবাত্মা হইয়া তখন মনে করিতে থাকি, আর এক পা অগ্রসর হইলেই বুঝি আচার্য্য হওয়া যায়। কচি খোকাও আমার মত মনে করে হাত বাড়ালেই বুঝি চাঁদ মামাকে পাওয়া যায়। তার মনের ভাব দেখিয়া মাসী-পিসির দল তাহাকে ঘুম পাড়াইবার অভিপ্রায়ে তাহার কাণে চাঁদ ধরিয়া দেওয়ার গান গায়। আধ্যক্ষিকতাও মাসী-পিসির মত আমাকে মায়ার ক্রোড়ে চির-নিদ্রিত করাইবার জন্য আচার্য্য করিয়া দিবার লোভ দেখায়। ইহা তাহার অমোঘ-অস্ত্র। জীবের চরম দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইলে আধ্যক্ষিকতা এই অমোঘ-অস্ত্র নিক্ষেপ করে। তখন আমি ভুলিয়া যাই—গুরুদেবের প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা হজম করিবার ক্ষমতা বদ্ধ জীবের নাই অক্ষম হইয়া বিষপান করিবার বাহাদুরী দেখাইতে গেলে বা উচ্চে পাকামী করিতে গেলে মরণ অনিবার্য্য। কাকের ময়ূর সাজিবার শৃগালের ন্যায় আমার গুরু সাজিবার স্পর্দ্ধা দেখিয়া বহির্ম্মুখ জনসমাজও অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। তাহারা তখন ভালবাসা ভুলিতে ধান গাছ তুলিয়া ফেলার ন্যায় মাদৃশ অধমকুলকে নিরাস করিতে যাইয়া আমাদের উচিত গুরুদেবকেও আমারই মত ভাবিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিতে থাকে। আমারই অবৈধ প্রয়াসের ফল সমস্ত জগৎ ভোগ করে। তবুও আমার খেয়াল হয় না।

আধ্যক্ষিকগণ মনে করেন, যিনি যত পুরাতন মঠবাসী, যিনি যত ভক্তিবৃদ্ধ ঠাকুরদার মত মঠ বা মিশনের আদি কালের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তিনি তত পাকা বৈষ্ণব। বহুদর্শিতা, জাগতিক অভিজ্ঞতা, all-round capacity এইগুলি আধ্যক্ষিকের নিকট বড়ই মনোহারিণী ও চিত্তাকর্ষক। বৈষ্ণবগণ কিন্তু এগুলি মলমূত্র তুল্য মনে করেন। আনুগত্যই তাঁহাদের প্রাণ, অকিঞ্চনতাই তাঁহাদের সম্বল। সুদৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাদের আভরণ। তাঁহারা নিরন্তর সুদর্শন দ্বারা রক্ষিত। তাঁহাদের বিশ্বাস মেকী নহে বা কথার কথামাত্র নহে—'দৃঢ় গ্রন্থি অন্তরে বন্ধন' নহে। শ্রদ্ধাবান্ জনই একমাত্র ভক্তির অধিকারী। কাজেই তাঁহারাই বাস্তব ভক্ত বা শ্রৌতপন্থী। ভক্তিতে ভুল নাই, দোষ নাই, ভয় নাই। তাঁহারা অত্যন্ত নির্ভীক, সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অম্বরীষের মত তাঁহারা অবিচলিত। দুর্ব্বাসার নিশিত কৃত্যাকে তাঁহারা ভয় করেন না। দুনিয়ার কিছুতেই তাঁহারা ভীত নহেন। বিষ্ণুভক্তি-নিরপেক্ষ আতঙ্কিকগণই ভীত। যদিও বৈষ্ণব কোটির মধ্যে দুই একটী পাওয়া যায়, তবুও বৈষ্ণব থাকেন। জগৎ বৈষ্ণব-শূন্য কখনও হয় না। কাজেই বৈষ্ণবের পাদত্রাণবাহী ভৃত্যানুভৃত্যগণ নিশ্চিন্ত। বৈষ্ণব নিজদিগকে বৈষ্ণব অভিমান করেন না, গুরু সাজিবার দুরভিসন্ধি তাঁহাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে নাই। বৈষ্ণব গুরুদেবের বৈষ্ণব। গুরুদেব বিষ্ণুবৎ, আর বৈষ্ণব বিষ্ণুর বৈষ্ণব। মাদৃশ অনন্তকোটী জীবাধম বৈষ্ণবের দাসানুদাস। আমাদের শিরোপরি হরি-গুরু-বৈষ্ণব এই তিনটী বাস্তববস্তুর আসন চিরকালই reserved আছে—থাকিবে—মুক্তির পরেও থাকিবে।

আধ্যক্ষিকগণের অন্তরের গ্রন্থি বড়, তাহাদের মলাট দুরস্ত—showbottle জাতীয়। কেহ গ্রন্থির অন্তরালে বস্তু না রাখিয়াই বস্তু আছে বলিয়া ভুল করেন কেহ বা বহুদিন পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ রাখিয়া শিথিলগ্রন্থি দিলেও উপযুক্ত ভক্তির অভাবে তাহা হারাইয়া ফেলেন। তাঁহারা বিষ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া নিজ সম্বলের পর্য্যবেক্ষণে উদাসীন হইয়া পড়েন। শ্রৌতপন্থী কিন্তু বিষের ব্যাপারে উদাসীন। কেন চলেছি, কোথায় চলেছি, তাহা তাঁহারা সর্ব্বদাই খেয়াল রাখেন, দরিদ্রের ধনের মত তাঁহার পথের সম্বল ঠিক আছে কি না পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া অন্বেষণ করিয়া দেখেন। তাঁহাদের গ্রন্থি বড় না হইলেও অতি সঙ্গোপনে ও নিশ্চিন্তভাবে সম্বল তাহাতে সুরক্ষিত থাকে। শ্রীগুরুদেব কিন্তু সম্বল আছে কি না পরীক্ষা না করিয়া পরমার্থ-পথের যাত্রিগণকে পথ ছাড়িয়া দেন না। কে বাস্তবিকই যাত্রী, আর কে লক্ষ্যহারা উদাসীন, তাহা তখন প্রমাণ হইয়া যায়।

শ্রৌতপন্থী কদাচিৎ সঙ্গদোষে সম্বল হারাইয়া ফেলিলেও পরীক্ষাকালে চমকিয়া উঠে, পূর্ব্ব-স্মৃতি তাহার মনে পড়ে, কি সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলিয়াছি বুঝিতে পারে। তখন সে কাঁদিয়া ভাসায়। পরীক্ষকের পদযুগল ধরিয়া কৃপাভিখারী হয়। তাঁহার নিষ্কপট আর্ত্তি দেখিয়া মহাধনী পরীক্ষক আচার্য্য তাঁহাকে কৃপা করিয়া সম্বল দিয়া পার করিয়া থাকেন। আধ্যক্ষিকগণ দাম্ভিক। তাঁহাদের হৃদয় অপরাধ-কঠিন। তাঁহারা ধরা পড়িলেও নিজে সম্বলহীন এটী বিশ্বাস করে না। কাজেই শ্রীগুরুদেবকেও

সন্দেহ করিতে থাকে, তাঁহাকে অবিশ্বাস করে। তাঁহার উদ্দেশে তর্জ্জন গর্জ্জন করিবার স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে। সুতরাং তাহাদের গতি অধঃ—অধঃ হইয়া যায়। তখন তাহারা আর শ্রীগুরুদেবের দ্বার না ধরিয়া—স্বেচ্ছাচারিতার পথে চলিবার জন্য দল পাকায়, কখনও বা নির্জ্জন-ভজনানন্দী সাজিয়া নরকের পথেই চলে। স্বেচ্ছাচারিতাকেই তখন তাহারা কৃষ্ণভজন বলিয়া চালাইতে থাকে। নিজকার্য্যের অতিশোচ্য ফল দেখিয়াও তাহারা নিজ নিজ ভজন করিতে চাহে না। নিষ্কপটতা বা নিরভিমানতা তাহাদের নাই। তাহারা চোররূপে ধরা পড়িয়াও ইহা স্বীকার করিতে চাহে না, নিজের বোঝা অপরের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করে। চোর বলে—'ঐ চোর'।

শ্রৌতপথিগণ নির্ভীক, নিশ্চিন্ত। তাঁহারা জানেন, সত্য উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হয়। তাঁহারা পরীক্ষায় সুদৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া থাকেন। যত পরীক্ষা উপস্থিত হয়, ততই তাঁহাদের পথ পরিষ্কার হইতে থাকে, ততই দৃঢ় আশাবন্ধ হৃদয়ে জাগিতে থাকে—ততই শ্রৌতসিদ্ধান্তের অমৃত প্রস্রবণ উথলিয়া উঠে। নিতাইপাদপদ্ম তাঁহারা ততই দৃঢ় করিয়া আঁকড়াইয়া ধরেন। আধ্যক্ষিকগণ কিন্তু ক্রমেই চক্ষে ধোঁয়া দেখে। ক্রমেই তাহারা সংশয়াবিষ্ট হয়। ক্রমেই তাহাদের পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া আসে। চক্ষুর সম্মুখে তাহাদের শেষ আলোটুকুও নিভিয়া যায়। অবশেষে তাহারা নিতাই-পাদপদ্ম ছাড়িয়া দিয়া হয় জড়বিলাসী না হয় নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া পড়ে। রে মন! তোমার চরণ ধরিয়া বলি—যদি এখনও বাঁচিতে চাও, তবে শ্রৌতপন্থী হও। আধ্যক্ষিকের পদলেহন করিও না। দেখিবে শ্রীগুরুদেব তোমার হৃদয়ে যে উজ্জ্বল কৃপালোক বর্ষণ করিতেছেন, সেই অপূর্ব্ব আলোকে তাঁহারই (গুরুদেবেরই) বাস্তব স্বরূপ কত সুন্দরভাবে মধুরভাবে উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। তখনই বুঝিবে শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্যজীব নহেন। তিনি সর্ব্বতোভাবে অপ্রাকৃত এবং প্রকাশ আশ্রয়বিগ্রহ, জড়ের কোনও হেয়তা অবরতা তাঁহাতে নাই, থাকিতে পারে না। তিনি বলদেব। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহারই প্রেমে নিত্যবশীকৃত।

শক্তি ও শক্তিমান্

———:::———

শক্তি ভোগ্য, শক্তিমান্ ভোক্তা। শক্তিমানেরই শক্তি। শক্তি শক্তিমান্ হইতে স্বতন্ত্র নহেন। শক্তির সহিত শক্তিমানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শক্তি অধীন, শক্তিমান্ স্বাধীন। শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের পরিচয় পাওয়া যায় না। শক্তির ইচ্ছা কৃষ্ণাধীনা। তাঁহার স্বাধীন ইচ্ছা বা শক্তি নাই। শক্তিমান্ কৃষ্ণ সমস্ত শক্তির অধীশ্বর। কৃষ্ণ পুরুষ, আর সমস্তই প্রকৃতি।

আমরা চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির কথা শুনিতে পাই। ইহা স্বরূপশক্তির প্রভাব। স্বরূপশক্তি সাক্ষাৎ কৃষ্ণেই। স্বরূপশক্তি পূর্ণশক্তি, আর জীবশক্তি অপূর্ণশক্তি। জড়জগৎ মায়াশক্তির কার্য্য, জীবসমূহ জীবশক্তির কার্য্য, আর চিজ্জগৎ চিৎশক্তির কার্য্য। শক্তিকে লইয়াই শক্তিমানের বিলাস। শক্তি—সেবক, শক্তিমান্ সেব্য। জীবশক্তি স্বরূপশক্তির অণুশক্তি। সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—ইঁহারা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। এই তিন বৃত্তি জীবশক্তিতেও অণুপরিমাণে আছে। হ্লাদিনী বৃত্তি জীবের ব্রহ্মানন্দরূপে, সম্বিদ্-বৃত্তি জীবের ব্রহ্মজ্ঞান-স্বরূপে আছে, আর সন্ধিনীবৃত্তি জীবের অণুচৈতন্যাকারে প্রকাশিত। হ্লাদিনী-বৃত্তি মায়াতে জড়ানন্দ, সম্বিদ্বৃত্তি জড়বিষয়ক জ্ঞান ও সন্ধিনীবৃত্তি হইতে চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের জড়শরীর।

জীব দ্বিবিধ। বলদেব-প্রকটিত জীব গোলোক-বৃন্দাবনে এবং সংকর্ষণ-প্রকটিত জীবগণ বৈকুণ্ঠে থাকেন। তাঁহারা ভগবানের নিত্যপার্ষদ। তাঁহারা সংখ্যায় অনন্ত। জীবশক্তিতে চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা বলবান্। মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই। মায়া আছেন, তাহাও তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা তটস্থ জীব নহেন। তাঁহারা নিত্য বৈকুণ্ঠবাসী। সেবাই তাঁহাদের জীবাতু। কারণোদশায়ি-প্রকটিত জীবগণ তটস্থ। তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল। অণুস্বরূপে তাঁহারা সর্ব্বদা তটস্থভাবে চিজ্জগতের দিকে এবং মায়া জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। এই সব জীবের মধ্যে যাঁহারা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করেন তাঁহারা মায়াবদ্ধ, আর যাঁহারা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার করিয়া ভগবদনুশীলন করেন, তাঁহারা ভগবৎসেবা করিয়া মুক্ত হন। যাঁহারা মায়াবদ্ধ হইলেন তাঁহারাও সাধুসঙ্গে অভক্তির হইয়া সাধুকৃপায় হরিসেবা-সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহাদিগকে সাধনসিদ্ধ বা বদ্ধমুক্ত বলে।

শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর সেব্য-সেবক-সম্বন্ধবিশিষ্ট। এই সম্বন্ধ নিত্য। শক্তিমান্ একজন, আর শক্তি অনন্ত। 'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥' যাঁহার শক্তি, সেই শক্তিমানের সেবা ছাড়া শক্তির আর কি কার্য্য থাকিতে পারে? অণুশক্তি বা অপূর্ণ শক্তি জীবগণ পূর্ণশক্তি বা স্বরূপশক্তির আনুগত্যে নিত্যকাল ভগবানের সেবা করিয়া থাকে। শ্রীগুরুদেব স্বরূপশক্তি। সুতরাং অণুশক্তি আমাদের গুর্ব্বানুগত হওয়া ছাড়া শক্তিমানের সন্তোষের আর উপায় নাই। শক্তি ভোক্তা নহে। সে নিজেই ভোগ্য। কিন্তু জীব যখন দুর্ভাগ্যবশতঃ নিজেকে ভোক্তা মনে করে, তখনই তাহার অপরাধ ও বিপদ্ হয়। এক শক্তি আর এক শক্তিকে কি করিয়া ভোগ করিবে? সেইজন্য শক্তিগণ পরস্পর পরস্পরকে গুরু বুদ্ধি করে। সকলেই একের সুখের জন্য—শক্তিমানের সেবার জন্য ব্যস্ত থাকে। ইহাতেই তাহাদের আনন্দ।

গৌড়ীয়বাণী

——::(॰)::——

আসুরগণের অপর নাম—দুর্জ্জন; দৈবগণের অপর নাম—সুজন। নির্ম্মৎসর-সুজনের প্রতি অহয়া মৎসর-দুর্জ্জনের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি; আর দুর্জ্জনের মঙ্গলচিন্তা পরম-করুণাময় সুজনের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি।

সত্যযুগে দুর্জ্জন-হিরণ্যকশিপু ও তৎসমশীল অসুরগণ সুজনবর শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি অহয়া প্রদর্শন করিয়াছিল। প্রহ্লাদ কখনও দুর্জ্জনগণের ইষ্টচিন্তা ব্যতীত অনিষ্টচিন্তা করেন নাই, তথাপি দুর্জ্জনগণ তাহাদের স্বাভাবিকপ্রবৃত্তি-বশে "গায়ে পড়িয়া" সুজন-প্রহ্লাদের প্রতি নানাভাবে বিদ্বেষ না করিয়া থাকিতে পারে নাই। ত্রেতাযুগে দুর্জ্জন-রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি, দ্বাপরে দুর্জ্জন কংস-জরাসন্ধ-শিশুপাল-দন্তবক্রাদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নানাপ্রকার অহয়া প্রদর্শনার্থ ভগবদিচ্ছায়ই আবির্ভূত হইয়াছিল। নতুবা যে ভগবানের ইচ্ছামাত্র সমস্ত বিশ্ব মুহূর্ত্তে প্রলয়পয়োধিজলে নিমজ্জিত হইতে পারে, যাঁহার একটীমাত্র ভ্রূভঙ্গিবিস্তারে ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবতাগণও ভয়ে কম্পিত হন, সেই ভগবান্ কিরূপেই বা ব্রহ্মাদি-দৃষ্ট ও-ব্রহ্মমাদি হইতে প্রাপ্তবর অসুরগণকে তাঁহার সহিত বিরোধ বা দ্বন্দ্ব করিবার অবসর প্রদান করেন? অতএব শ্রীভগবান্ ঐরূপ লীলাবিস্তার দ্বারা আমাদিগকে শিক্ষা দেন যে, দুর্জ্জন চিরকালই সুজনের হিংসা করিয়া থাকে। আরও একটী শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, দুর্জ্জনগণ আপাতদৃষ্টিতে সুজনগণের ন্যায়ই তপস্যাদি-পরায়ণ, দেবতাভক্ত প্রভৃতিরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহাতে সাধারণ লোক মনে করে যে, এই সকল ব্যক্তিও যখন তপস্যাদিপরায়ণ বা দেবতারাধনা-তৎপর, তখন ইহারা 'দুর্জ্জন' নহে। এইরূপে সাধারণ ব্যক্তি দুর্জ্জনগণ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া প্রকৃত সজ্জনে সন্দেহবিশিষ্ট হন এবং দুর্জ্জনের কথায়ই বিশ্বাস স্থাপন করেন; সজ্জনের পক্ষ গ্রহণ না করিয়া 'দুর্জ্জন'কেই 'সজ্জন' মনে করিয়া তাহাদের প্রতি আসক্ত হন। ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবের বঞ্চিত হইবার সহস্র-প্রকার ছিদ্রের মধ্যে এইরূপ একটী ছিদ্র আছে জানিয়া মায়াদেবীও সেই সুযোগ পাইয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করে অর্থাৎ সুরগণের পক্ষাবলম্বন করিতে না দিয়া অসুরের পক্ষাবলম্বন করিবার বুদ্ধিপ্রদানে সাধারণ জীবকে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্ত হইতে দূরে রাখে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন সত্যযুগে হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুবিদ্বেষ করিবার জন্য সহস্র_সাধ্য তপস্যাসহকারে ব্রহ্মার উপাসনা করিয়াছিল, ত্রেতায় রাবণ সজ্জন-বিরোধ করিবার জন্য শিবচতুর্দ্দশীতে ধূর্জ্জটির আরাধনা করিয়াছিল।

সুতরাং ইহাদের এই সকল কলাবলী দেখিয়া সাধারণ লোক সহজেই উহাদিগকেও 'ভক্ত', 'সজ্জন' প্রভৃতি মনে করিয়া বঞ্চিত হইতে পারে; কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণোন্মুখ, তাঁহারা মায়া কোন্ কোন্ স্থানে, কি কি প্রকারে জীবকুলকে বঞ্চনা করিতে পারে, তাহা চৈত্যগুরুর কৃপায় বুঝিতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা ঐ সকল ব্যক্তিগণের কপটতাকে 'ভক্তি' বা 'সুজনতা' মনে করেন না; কারণ তাঁহারা দুষ্টগণের স্বভাব জানেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :— ১ম খণ্ড ৫০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৫০; ৪র্থ খণ্ড —৫০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীযোগপীঠ-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রাপ্তিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' প্রকাশ আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible] শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়ার [illegible]

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিধা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওক্ পাসার বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

স্বদল রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশগিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সবতরঙ্গ মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একায়ন-কৃষ্ণকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধবাটি

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ

নন্দ, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোর্দ্ধবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব।

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী;

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
[illegible] রোডের ৭

(৫০) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, মাদ্রাজ
শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible] (মাদ্রাজ)
শ্রী[illegible] সেবা

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]। (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) [illegible] কুটী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৬০) [illegible] মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible]। (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ,

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible]
[illegible], লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

রমনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনীগোপাল-বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—::(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	৶০	
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১৪৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্ত চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩	৪।০
" সিকি কলম	১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পারিপাটি বেশ। শিক্ষকগণ সাধু ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। সম্প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পবিত্রগৃহেই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—::(০)::—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীপ্সানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রকৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, বিষয়-পাদ-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই করা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়মঠ, রমনা, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

—— ——

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূনমালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সমন্বিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩ অধ্যায়ে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের জন্য মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্যতম শিষ্য পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাদির নির্ঘণ্টাদিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

-:(০):-

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থও এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।২নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়াভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ খেজ্জালা, ২৪ পরগণা।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজের)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫ ৪৫ ৯-১০ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২৩ ৯-১৬ ৯-৪৮ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১১ ২১-১০
ছাঃ ৬-৩৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩০
(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪০
কলিকাতা পৌঃ ৮-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩৩
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪
(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৫
(বদল) ছাঃ ১৭-৪৩ ১৯-১৪ ২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০ ২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর.
টেলিগ্রাফ—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

NO C 1348

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

.৪র্থ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২২শে আষাঢ় ১৩৪৬, ৭ই জুলাই, ১৯৩৯, শুক্রবার । ১১০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

কামরূপ জেলায় প্রবল বন্যা

ব্রহ্মপুত্রের উপনদী পাগলদিয়া, বড়াদিয়া পুটীমারিতে অকস্মাৎ জলোচ্ছ্বাস হওয়ায় কামরূপ জিলার নলবাড়ী ও রঙ্গিয়া সার্কেলে প্রবল বন্যা হইয়াছে। আউস ধানের ফসল এবং আমন ধানের চারা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গত শনিবার হইতে আসামগামী কলিকাতা মেল আসিতেছে না; গত ৩রা জুলাই চাঁদপুর হইয়া উহার আসিবার সম্ভাবনা আছে। আসাম হইতে কলিকাতাগামী ট্রেনসমূহ রঙ্গিয়া জংসনের পর আর অগ্রসর হইতেছে না। আপাততঃ আসাম ভারতের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। গত বৎসরও ঐ নদীর উপরস্থ সেতু ভগ্ন হওয়ায় এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। ইহাতে জনসাধারণের দারুণ অসুবিধা ঘটিয়াছে। আসামে কোন দৈনিক সংবাদপত্র পাওয়া যাইতেছে না। আলিপুর হইতে এক বরযাত্রী দল গৌহাটি পৌঁছিতে না পারায় বিবাহ হইতে পারে নাই।

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এবং প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের অধিবেশনের পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত গোপীনাথ বরদলৈ গত শনিবার গৌহাটী প্রত্যাবর্ত্তনের কথা ছিল; কিন্তু তিনি এখন পর্য্যন্ত পৌঁছেন নাই।

বিভাগীয় কমিশনার আসামের আরও অনেক স্থানে বন্যা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাইয়াছেন। আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। আরও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা।

ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ

গত ৩রা জুলাই ডানজিগ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিতে গিয়া প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বলেন যে, বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে জানা যায় যে, ডানজিগ নগরে ব্যাপক সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। অধুনা বহু জার্ম্মাণ ডানজিগে পৌঁছিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে ইহারা দেশ-ভ্রমণ উদ্দেশ্যেই আসিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে। হের হার বাহিনী নামে স্থানীয় দেশরক্ষী সৈন্যদল গঠিত হইয়াছে। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট পোলিশ সরকারের নিকট এক নোটিশ দিয়া জানাইয়াছেন যে, ২৫শে আগষ্ট হইতে ২৮শে আগষ্টের মধ্যে জার্ম্মাণ রণতরী কনিংসবার্গ হইতে ডানজিগে আসিবে। উত্তরে পোলিশ গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, ইহাতে ডানজিগ সেনেটের কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ডানজিগের পরিস্থিতি সম্পর্কে পোলিশ ও ফরাসী সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন।

পোল্যাণ্ডের অধিবাসীরা এরূপ সঙ্কট-জনক মুহূর্ত্তে যেরূপ, সাহস, সংযম ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছে তজ্জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পোল্যাণ্ডকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন কিনা মিঃ ডাল্টনের এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ চেম্বারলেন বলেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পোলিশ গবর্ণমেণ্টের উক্ত প্রকার মনোভাবের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন।

ডানজিগকে সুরক্ষিত করার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে তদ্বারা ডানজিগ সম্পর্কিত বিধান ভঙ্গ করা হইয়াছে কিনা মিঃ নোয়েল বেকারের এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ চেম্বারলেন বলেন যে, তিনি ইহার উত্তর দিবার জন্য সময় চাহেন।

সিন্ধুপ্রদেশের ভারত ত্যাগী শ্রমিকবৃন্দ

সিন্ধুর প্রোটেক্টর অব এমিগ্রাণ্টসের সর্ব্বশেষ বাৎসরিক বিবরণ হইতে জানা যায় যে ১৯৩৮ সালে সর্ব্বসমেত ৭১০জন দক্ষ শ্রমিক সিন্ধু হইতে ভারতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; ইহারা প্রায় সকলেই বৃটিশ ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি, আমেরিকান অয়েল কোম্পানী ও ইরাণীয়ান ষ্টেট রেলওয়ে কর্ত্তৃক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া ভারত ত্যাগ করিয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ইহাদের সংখ্যা ছিল ৪৩৭জন। ইহাদের গন্তব্যস্থানে সাধারণতঃ জাপান, চীন, ইরাণ, বেহরিণ, আফ্রিকা, পানামা, ইউরোপ, ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট, ইন্দোচীন ও জাঞ্জিবার।

করাচী হইতে এই সময়ের মধ্যে কোন অদক্ষ শ্রমিক বাহিরে যায় নাই।

শ্রমিক সংক্রান্ত কতিপয় সিন্ধী ব্যবসাদার এবং বেহরিণ পেট্রোলিয়াম কোম্পানী ইহাদের সংগ্রহ করিয়াছে এবং ইহাদের বেশীরভাগ সিন্ধু ও পাঞ্জাবের সমুদ্র ও নদী-তটভূমির পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের অধিবাসী। ১৭ বৎসরের কম বয়স্ক কেহ যাহাতে সঙ্গোপনে ভারত ত্যাগ করিতে না পারে প্রোটেক্টর তাহা নজর রাখেন।

১৯৩৮ সালে ৪০জন দক্ষ ভারতীয় শ্রমিক ভারতবর্ষে ফিরিবার জন্য করাচী বন্দরে নামিয়াছে।

বিদেশগামী ও বিদেশাগত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই ছিল।

প্রাপ্ত অভিযোগ সম্পর্কে প্রটেক্টর মন্তব্য করেন যে, অবহেলা ও পারিপার্শ্বিকতা পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত অভিযোগই বেশী। চুক্তিপত্রের সমস্ত সর্ত্ত যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তাহার জন্য প্রটেক্টর উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

কয়েকটি ষ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ

২রা জুলাই প্রাতে লণ্ডন মিডল্যাণ্ড ষ্টটিশ রেলওয়ের লিষ্টার, বার্ম্মিংহাম, ডার্ব্বি, ষ্টাফোর্ড, নটিংহাম, কর্ভেণ্ট্রি এবং লিমিংটন ষ্টেশনে সাতটি বোমা বিস্ফোরণ হওয়ায় ঘড়িঘর এবং মাল-গুদামের ক্ষতি হইয়াছে। দুইজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে এবং বহু মালপত্র নষ্ট হইয়াছে। সামান্য আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভান হয়। উহা আইরিশ রিপাব্লিকাণ আর্মির কাজ বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। রাত্রিতে সুটকেস বা পার্শেলে বোমা রাখিয়া যাওয়া হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে।

বাঙ্গালোর সিটি মিউনিসিপ্যালিটি

বাঙ্গালোর সিটি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল সহরের অপরিচ্ছন্ন বস্তি অঞ্চলে প্রায় ১২০০ বাড়ীতে বিনামূল্যে কেরোসিনের সরবরাহের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মিউনিসিপ্যালিটি বহু বাড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য এক বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন; প্রত্যেক বাড়ী প্রস্তুত করিতে প্রায় তিনশত টাকা ব্যয় হইবে। ঐ সমস্ত বাড়ীতে ড্রেন, পায়খানা, বৈদ্যুতিক আলো, জলের কল ও অন্যান্য সুবিধা থাকিবে।

ঠাকুরের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বাবাজী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৸৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲

১ম খণ্ড হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৲

দশম স্কন্ধ— ১

২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা) ৭৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড— ৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০

১৮। বামন-আশ্রম ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০

২১। গৌড়ীয়পত্রিকা ৸৵০

২২ ভজন-রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ অবাধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ।০

২৭। প্রকৃতিবাদকা ভগবৎসেবকঃ (সাক্ষাৎ) ২৲

২৮। বেদান্তদর্শন (সাক্ষাৎ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-বিন্দু-দর্শন ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৫। নবদ্বীপশতক

৬। অর্চ্চনপদ্ধতি

৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০/

৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৯। অর্চ্চনকণ ৷১০

১০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৩৲

১১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

১২। শ্রুতিস্তুতি (সাক্ষাৎ) ।০

১৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ।০

১৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

১৫। উপদেশামৃত বা নামাষ্টকমঞ্জুলী ।০

১৬ চাতুর্ব্বর্ণ্য ও ভক্তিপথ ৵০

১৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

১৮। শিক্ষাষ্টক ৵০

১৯। সংক্ষেপার্থ ৵০

২০। নামাচার্য্য ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৫২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নঃ ।০

৫৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্

৫৪। অষ্টকম্

৫৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৴০

৫৬। গৌড়ীয়মঠরূপবিচারঃ ৴০

৫৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৴০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন নেচার

৭০। নামভজন ৴০

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টোলজি

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড ৵০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবীজম্

৭৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ টুর ৴০

৭৬। দি ভাগবত

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অন্ম্ ভাষা) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ৬ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২২শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৭ই জুলাই ই° ১৯৩৯, শুক্রবার } ১১০৭ সংখ্যা।

"আমাদের মনের মত না হ'লে যাঁ'কে বরখাস্ত করুতে পারি কিম্বা যাঁ'কে দিয়ে আমার বদ্‌খাইসী দুষ্টামী বুদ্ধির সমর্থন করিয়ে নিতে পারি, তাঁ'কে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীধর তিথি পর্ব্বোপবাসী গৌরাব্দ ৪৫৩

আমাদের কর্ত্তব্য

ভক্তিপথে প্রবেশ করিতে হইলে শ্রীগুরু-পাদপদ্মই মূল প্রয়োজন। গুরুর হৃদয়ে ভগবানের নিত্যবাস। "ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।" শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীধাম—শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ—শ্রীচৈতন্যধাম। শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রিত ব্যক্তিই শ্রীধামবাসী, অপরে অবৈধভক্ত। ছাড়িয়া শ্রীধামবাসের অভিনয় করিলেও তাহারা গ্রামবাসী মাত্র। সেবাবিগ্রহ বা ভক্তিবিগ্রহ নহি। সেবাবিগ্রহ—শ্রীগুরুনিত্যানন্দ। আমরা সেবা-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাস, ইহাই আমাদের সত্তা। নিজেকে সেবাবিগ্রহ গুরু মনে করা অপরাধ। বৈষ্ণবগণ কখনও নিজেকে বৈষ্ণব মনে করেন না বা গুরুর সহিত পাল্লা দিতে যান না। বৈষ্ণবগণ চিরকালই শ্রীগুরুদেবের নিত্য দাসাভি-মানী। অদ্বৈতজ্ঞান-ভগবান্‌ ছাড়া আর আমাদের কেহ নাই। সুতরাং তাঁহাদের দাস্যই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয় হউক। গুরুবৈষ্ণবকৃপায় সম্বন্ধজ্ঞান বা দাসাভিমান হৃদয়ে জাগ্রত হইলে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিব।

শ্রীগুরুদেব দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞানদাতা। অজ্ঞান জীবের দিব্যজ্ঞান ছাড়া গতি নাই। তাই ভগবান্‌ বলিয়াছেন,—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥

অর্থাৎ জীব যখন শ্রীগুরুপাদপদ্মে দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া নিজের স্বতন্ত্র বিচার সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীগুরুরূপ আমাতে (ভগবান্‌) অহংতামমতাস্পদ—যাহা কিছু 'সর্ব্বস্ব' নিবেদন করিয়া তচ্চরণে সমর্পিতাত্মা হন, তখন সেই ব্যক্তিকে আমি আত্মসাৎ করায় তাহার উপর আর মায়িকগুণের কোন প্রভাব থাকিতে পারে না, সে অমৃতত্ব লাভ করে।

যাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়া অভ্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হন এবং তজ্জন্য নিজেকে খুব বুদ্ধিমান্‌ ও চতুর মনে করেন, তাঁহারা দীক্ষাদানের অভিনয় করিয়াও ভগবৎকৃপা-লাভে বঞ্চিত হন। সেইজন্য প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন,—

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্ব্বলাভার্পণেন চ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ॥

অর্থাৎ সমস্ত লব্ধ বস্তু ভক্তিসহকারে গুরুপাদপদ্মে অর্পণ পূর্ব্বক গুরুসেবার সাধুভক্তসঙ্গে কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুসেবা ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ভগবদারাধনার অনুশীলন-ফলে শ্রীগুরুকৃপালাভক্রমে ভগবৎকৃপা লাভ হইয়া থাকে। শ্রীগুরুসেবার ধর্ম্মদ্বেষ-প্রদর্শন-কারী লক্ষি আত্মঘাতী হইয়া গুরু-পাদপদ্ম হইতে বহুদূরে অবস্থান করে।

আমাদের যথাসর্ব্বস্ব কোন লৌকিক দ্রব্য নহে, আমাদের সত্তা সত্তা শ্রীগুরু-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া থাকিলে আমরা সত্তা সত্তা গুরুকৃপা লাভ করিতে পারি তজ্জন্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদের কৃপাকণ প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। সেবাবঞ্চিত জীবের সেবা ও কৃপাভিক্ষা ব্যতীত আর কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে?

ভগবানের ভক্তগণের কোন চিন্তা নাই। তাঁহারা নিশ্চিন্তে হরিভজন করেন। সুদর্শন নিত্য বিরাজমান থাকায় কাহারও ভক্ত-লঙ্ঘনের সামর্থ্য নাই। কৃষ্ণ ভক্তবৎসল। তিনি সর্ব্বক্ষণই ভক্তের চিন্তা করেন। তাঁহার আজ্ঞায় সুদর্শনচক্র সর্ব্বক্ষণই ভক্তকে রক্ষা করেন। ভক্ত-হিংসা করিলে সুদর্শনাগ্নিতে পাপিষ্ঠ জনগণ পুড়িয়া মরে। ভক্তের প্রতি ভগবানের এত প্রীতি যে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সুদর্শনকে পাঠাইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তজ্জন্য স্বয়ং ভক্তের নিকট গিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। সুতরাং এমন ভক্তবৎসল ভগবানকে কি কেহ ছাড়িতে পারে?

রক্ষা চক্রং চ রক্ষার্থং ন নিশ্চিন্তো
জনার্দ্দনঃ।
স্বয়ং তদ্ভিকটঃ যাতি হঃ দৃষ্ট্বা রক্ষণায় চ॥
(নারদপঞ্চরাত্র)

ভক্ত প্রসঙ্গ

শ্রীবৃন্দাবন মহাপ্রভুর ভক্তগণের জয় হউক। তিনি মহাভাগবত বৈষ্ণব। ভক্তগণ পশু, পক্ষী যে কোনও কুলে আবির্ভূত হইয়া জীবমঙ্গল বিধান করেন। হনুমানজী কপিকুলে, গরুড় পক্ষীকুলে, গুহক চণ্ডালকুলে, ঠাকুর হরিদাস যবনকুলে, শ্রীতুলসী বৃক্ষকুলে, প্রহ্লাদ অসুরকুলে, বিভীষণ রাক্ষসকুলে আবির্ভূত হইয়া জগৎকে পবিত্র করিয়াছেন। আমরা যেন সেই বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণকে কোন জাতি-বিশেষ মনে করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ না করি। এই ভগবদ্ভক্ত ভক্তগণ আমাদের নিত্যোপাস্য ও পরমপূজনীয় এবং তাঁহারাই আমাদের নিত্যমঙ্গল পথের একমাত্র পথপ্রদর্শক ও আদর্শ। তাঁহাদের চিত্রবৃত্তি নিরন্তর অনুসরণ করিবার সৌভাগ্য হইলেই আমাদের জীবন ধন্য হইবে। তাই আজ আমরা গৌরভক্ত শ্রীল বসু ঠাকুরের পূতচরিত্র কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া আত্মশোধনে যত্ন করিতেছি।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শ্রীবড়ু ঠাকুর কোন জাতির অন্তর্গত অধিবাসিদের নহেন। তিনি ভগবানের পরমপ্রিয়। তাঁহার উচ্ছিষ্ট, তাঁহার পদধূলি, তাঁহার পদজল আমাদের নিত্যকাম্য। বাহ্যদর্শনে তিনি ভূঁইমালী বা হাড়ি জাতিতে অবতীর্ণ হইলেও তিনি সকল ব্রাহ্মণের গুরু। সেইজন্য শ্রীকালিদাস তাঁহাকে বড়ু ঠাকুর বলিয়া বৈষ্ণবোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীবড়ু ঠাকুর একজন পরমমুক্ত শুদ্ধবৈষ্ণব ছিলেন। তিনি বাহিরে সন্ন্যাসী না হইলেও সন্ন্যাসিগণের গুরুস্থানীয়। তাঁহার পদধূলি পাইলেই সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাসের সার্থকতা হয়।

ভগবান্ বলিয়াছেন, সৌবে ব্রাহ্মণ হইলেও অভক্ত ব্যক্তি আমার প্রিয় নহে। আর কুক্কুরভোজী চণ্ডালের কুলে অবতীর্ণ ব্যক্তি ভক্ত হইলেও আমার প্রিয়। সেই ব্যক্তিকেই দান করিতে হইবে, তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যই গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ সেইরূপ বৈষ্ণবের সঙ্গেই ছয়প্রকার সঙ্গ করিতে হইবে। আমি যেরূপ পূজ্য, তিনিও সেইরূপই পূজ্য।

প্রহ্লাদ মহারাজ বলিয়াছেন, কৃষ্ণভজনবিমুখ দ্বাদশ গুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও যাঁহার কৃষ্ণে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ অর্পিত এরূপ কুক্কুরভোজী চণ্ডালের কুলে আবির্ভূত ব্যক্তিকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। কেন না, তিনি নিজকুল পবিত্র করেন কিন্তু প্রচুর অভিমানী ব্রাহ্মণ তাহা করিতে পারে না।

দেবহূতি বলিতেছেন,—হে ভগবন্, যাঁহার জিহ্বায় আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা শ্বপচকুলে আবির্ভূত হইলেও শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই যাবতীয় তপস্যা শেষ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণে অধিকারোচিত যাবতীয় হোম পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেই সমাধা করিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত তীর্থস্নান পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে সমাপ্ত করিয়াছেন। তাঁহারাই প্রকৃত সদাচারী, তাঁহারাই সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

কোন সময় ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের জ্ঞাতিখুড়া গৌরভক্ত শ্রীকালিদাস কিছু আম্রফল লইয়া শ্রীবড়ু ঠাকুরের গৃহে আগমন করিয়া তাঁহার ও তৎপত্নীর শ্রীচরণ বন্দনা করেন। অনন্তর তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর কিছুক্ষণ হরিকথা আলোচনা হইলে পর দৈন্যের মূর্ত্তিবিগ্রহ শ্রীবড়ু ঠাকুর আভিজাত্য-গৌরবে গৌরবান্বিত শ্রীকালিদাসকে দৈন্যসহকারে 'আমি নীচজাতি, আপনার সেবা করিবার কোন যোগ্যতা নাই' বলেন। কিন্তু কালিদাস তাঁহার মাহাত্ম্য পূর্ব্ব হইতে অবগত থাকায় পুনঃ পুনঃ কৃপা ভিক্ষা করিয়া তৎকৃপা প্রাপ্ত হন। ভক্তই ভক্তের মর্য্যাদা বুঝেন। অভক্তগণ ভক্তের সহজ দৈন্য ও ক্ষমাপ্রার্থনার মর্ম্মগত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া ভক্তকে অমর্য্যাদাজ্ঞানে ভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সকলের নিয়ামক ও শাসক এবং সকলের উদ্ধারকর্ত্তা হইয়াও নিজে দৈন্যমুখে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া মাদৃশ দাম্ভিক ও অপরাধী জনগণকে দীনতা ও ক্ষমাভিক্ষা শিক্ষা দিয়া থাকেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের এই অপার করুণা ও শিক্ষার কথা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের চরণে প্রণত হন। সুতরাং আমরা যেন লোকশিক্ষক বৈষ্ণবগ্রহ ভক্তগণকে আমাদের শাসনের অধীন ও ক্ষমার পাত্র মনে করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ না করি, ইহাই শুদ্ধবৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণে আমাদের প্রার্থনা।

শ্রীকালিদাস উচ্চকুলোদ্ভূত হইয়াও পরমানন্দে শ্রীবড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। ভক্ত উচ্ছিষ্টের এত মাহাত্ম্য! শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত শেষ এই তিন সাধনের বল॥

উচ্চকুলাভিমানী ব্যক্তি অবরকুলোদ্ভূত ভক্তকে অবমাননা করিয়া মহাপরাধ করে। কিন্তু যেখানে নিজেকে ভক্তের সেবক বলিয়া অভিমান সেখানে এরূপ কুবিচার স্থান পায় না। বৈষ্ণবের শ্রীকালিদাস ইহা শ্রীবড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্টগ্রহণ পূর্ব্বক তাহা যে ভগবৎকৃপালাভের উপায়-স্বরূপ তাহা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন।

আমরা অনেক সময় আত্মভোগের জন্য প্রসাদের ভক্ত সাজিয়া থাকি। কিন্তু বস্তুতঃ সেখানে অপ্রাকৃত প্রসাদে সেবাবুদ্ধি না থাকায় আমরা প্রসাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত হই। যেন্দ্রিয়তর্পণ বা জিহ্বালাম্পট্যের তৃপ্তি ত' আর ভগবৎ-কৃপা নহে। আমরা শাস্ত্র ও সাধুর নিকট জানিতে পারি, যে জিনিষ প্রকৃত শুদ্ধবৈষ্ণব গ্রহণ করেন না, তাহা যদি নানাপ্রকার অর্চ্চন-বিধি অনুসারে বাহ্যদৃষ্টিতে তুলসী প্রভৃতি সংযোগেও শ্রীবিগ্রহের নিকট উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলেও তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, সন্দেহ আছে। কিন্তু বৈষ্ণব চণ্ডালকুলে বা অস্পৃশ্য ভূঁইমালীকুলেই আবির্ভূত হউন; তিনি বাহ্যদর্শনে পুরুষই হউন বা স্ত্রীই হউন, গৃহস্থই হউন বা সন্ন্যাসীই হউন, তিনি বৈধভক্তের বিধি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণকে ভোগ নিবেদন করুন আর না-ই করুন, কৃষ্ণের পরমপ্রিয় সেবক বৈষ্ণব যাহা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই ভগবান্ গ্রহণ করিয়াছেন, জানিতে হইবে।

আমরা অনেক সময় হরিভজনের নাম করিয়া শরীর রক্ষা করিতে গিয়া ভাল ভাল প্রসাদগ্রহণে খুব তৎপরতা ও সেবোৎসাহ দেখাই। তাই ভাল ভাল জিনিষ গুরু-বৈষ্ণবের সেবায় না লাগাইয়া উদর-সর্ব্বস্ব আমরা ভোগের আগেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বসি অনর্থযুক্ত আমরা জানি না যে, ভাল খাইলে, ভাল পরিলে যে আমাদের শরীর পুষ্ট হ'বে, তাহার ফল যমের দাঁতই ভুগিয়া ফেলিবে। ভক্তগণ যে উত্তম প্রসাদ গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের আসক্তি থাকে না, তাঁহারা অনর্থযুক্ত আমাদের মত কৃষ্ণাতিরিক্ত মহাপ্রসাদের দ্বারা ভোগের শরীর পোষণ করিতে চান না। তাঁহাদের বিচার—প্রসাদ আমাদের ভোক্তা, আমাদের ভোগ্য নহে, প্রসাদ দ্রষ্টা, দৃশ্য নহে, প্রসাদ সেব্য, সেবক নহে। সুতরাং প্রসাদকে আমরা ভোজন করিতে পারি না, প্রসাদকে নিজ সেবায় লাগাইতে পারি না, প্রসাদের দ্বারা নিজসুখ বিধান করিতে পারি না। প্রসাদ প্রভুবস্তু ভগবদ্বস্তু। প্রসাদ আমাদিগকে ভোজন করেন ও করিবেন। সেইজন্যই বলিতেছি, প্রসাদ যদি কাহাকেও আত্মসাৎ করেন, তবেই তিনি প্রসাদ-সেবনে অধিকারী নতুবা সকলেই ভোগবুদ্ধিতে প্রসাদের চরণে অপরাধী, প্রসাদ-সেবক না হইয়া প্রসাদ-ভোগী বা প্রসাদত্যাগী

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী
পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা। ১ম খণ্ড ৷৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৷৹; ৪র্থ খণ্ড —৷৹ আনা।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

দুর্ভাগা কে?

(শ্রীজগন্নাথ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

—:০:—

আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্যকিঙ্কর, সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। গুরুভক্ত বৈষ্ণবগণ আমার নিত্যবন্ধু আর কাহারও সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই—এই বিচারটী যতদিন পর্য্যন্ত আমাদের উপলব্ধির বিষয় না হইবে, ততদিন আমাদের মঠবাস, গুরুসেবা, ব্রহ্মচর্য্যপালন, সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, গুরুবৈষ্ণব-নির্দিষ্ট সেবা, শাস্ত্রপাঠ সবই বৃথা। সম্বন্ধ না থাকিলে অভিধেয়-সাধনের কোনও মূল্য নাই। এক বাদ দিয়া ডান দিকে যত শূন্য বসান যাউক উহার মূল্য শূন্যই হইবে। সেইরূপ গুরুপাদপদ্ম-সম্বন্ধ ছাড়িয়া, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-বিশ্বাসরহিত হইয়া, তাঁহার আনুগত্য বাদ দিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে আমরা যতই আন্তরিকতা প্রদর্শন করি না কেন, অনিত্য জগতের অনিত্য দেহ-মনোধর্ম্ম-সম্বন্ধী ব্যাপারে আগ্রহ থাকায়—স্বসুখবাসনায় ব্যস্ত থাকায় আমাদের লোক-দেখান সেই আন্তরিকতার মধ্যে কপটতা যতই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। যদি কোন ব্যক্তি রাত্রির অন্ধকারে পশ্চিমমুখে দাঁড়াইয়া বলে যে, আমি পূর্ব্বমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহা যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কেহই তাহা প্রমাণিত করিতে পারে না, সূর্য্যোদয় হইলে তাহা অনায়াসেই প্রমাণিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ আলোক-স্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রিত হইয়া তাঁহার পাদপদ্মতলে অবস্থান করিলে জগৎ, কপট, বঞ্চকের স্বরূপ বুঝিতে আর বাকী থাকে না। কপটের স্বরূপ আর কতক্ষণ ঢাকা থাকিবে?

ভোগী ও ত্যাগীর কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাই একমাত্র সম্বন্ধ। কনক-কামিনী না পাইলে ভোগী চটিয়া যায় ও প্রতিষ্ঠা না পাইলে ত্যাগীর ত্যাগে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। সেইরূপ তথাকথিত মঠবাসী আমরাও অনেকে অনেক প্রকারের উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া মঠবাস করি। কেহ বা কনকের আশায় অর্থাৎ মঠে আসিয়া কপট সাধু সাজিয়া টাকা-পয়সা সংগ্রহের জন্য, কেহ বা কামিনী অর্থাৎ নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ ও বিবিধ কামনা-চরিতার্থতার জন্য, আবার কেহ বা প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ লোকের নিকট হইতে সাধু বলিয়া—গুরুপাদপদ্মের

আত্মার গুরু বলিয়া মান-সম্মান-প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য মঠবাসের ভাণ করি। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদের এই সকল অভিলাষের ইন্ধন সরবরাহ করেন—যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই সকল দোষ দেখিয়াও সে-বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া লোকসমক্ষে আমার বৈষ্ণবতার কথাই বলেন, ততক্ষণই আমরা তাঁহার অনুগত থাকি আর সকলকে তাঁহার আনুগত্যে হরিভজন করিতে বলি। কিন্তু যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার অন্যাভিলাষিতার সমর্থন না করিয়া বলেন,—গুরুবৈষ্ণব ব্যতীত অন্যান্য বস্তুতে যে আমার আসক্তি হইয়াছে, তাহা ছাড়িতে হইবে, তাহা না ছাড়িলে হরিভজন হইবে না, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার মায়া কমাইতে হইবে, এতদিন মঠবাসের একটা হিসাব-নিকাশ হওয়া দরকার, মঠে অন্যাভিলাষীদের স্থান হইবে না, তখনই আমরা তাঁহার আনুগত্য ছাড়িয়া দিই—তাঁহাকে নানারূপ দোষদুষ্ট বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টিত হই। এইরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া আমরা যতই সাধন করি না কেন, ফলোদয় কিছুতেই হইবে না।

কোটিজন্ম করে যদি শ্রবণকীর্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥

গুরুপাদপদ্মকে লঙ্ঘন করিয়া হরিভজনের আশা দুরাশা মাত্র। তাঁহার মনোভাবের অনুকূল না হইয়া যাহাই করি না কেন, তাহা নোঙ্গর না তুলিয়া দাঁড় টানা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তত্ত্বজ্ঞানহীন হইলে সেবা হয় না। তবে এ তত্ত্বজ্ঞান স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায়। আমি কতটা মঠবাসী হইতে পারিয়াছি—কতটা গুরুসেবা আমার দ্বারা সাধিত হইতেছে, তাহা জানা যাইবে—তত্ত্বজ্ঞানস্ফূর্তি দ্বারা। যদি পঞ্চাশ বৎসর মঠবাস করিয়া তত্ত্বস্ফূর্তি না হইল—যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম কি বস্তু বুঝিতে না পারিলাম—যদি পূর্বাচার্যবর্গের সহিত বর্তমান প্রকটাচার্যের কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে না পারিলাম, গুরুকে যদি লঘু বলিতে কোন কুণ্ঠাবোধই না হইল, তাহা হইলে এতদিন মঠবাস করিয়া কি হইল? এতদিন গুরুসেবা করিয়া কি ইহাই হইল? অদৃষ্টেরই ধিক্! মূলেই অবিশ্বাস! এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের কথা আর কি আছে? জগতের লোককে ফাঁকি দিয়া আর কি হইবে? নিজের মঙ্গললাভ ত' হইল না! মঙ্গললাভ ত' দূরের কথা, জানিয়া শুনিয়াও অমঙ্গলের পথই প্রশস্ত করিতেছি।

তাই বলিতেছি, এইরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া আমার মঠে বাস করার কি প্রয়োজন? মূলেই সন্দেহ—মূলেই অবিশ্বাস। যে ডালে বসিয়াছি, সেই ডালই কাটিলাম! আমার এতদিন মঠবাসের ফল আজ মাঠবাসে পরিণত হইল, এতদিনের গুরুসেবা আজ মায়ার সেবা—সংসার সেবায় পরিণত হইল! তাই বলি মন, আমার মত দুর্ভাগা আর কে?

গৌড়ীয়বাণী

——::(০)::——

দুর্ভাগ্যক্রমে আমি অনেক সময় মনে করি, গুরুবৈষ্ণবগণ বুঝি আমাকে বিশ্বাস করেন না, সন্দেহের চক্ষে দেখেন। গুরু-বৈষ্ণবগণের একান্ত বিশ্বস্ত ভাজন হইতে না পারা যে আমারই দুর্দৈব, তাহা কিন্তু আমি একবারও বিচার করি না। শত সহস্র অনর্থ-দোষদুষ্ট আমার নিজ দোষ আমার চক্ষে পড়ে না, মৎসর বুদ্ধিতে অদোষদর্শী গুরুবৈষ্ণবগণের দোষ আছে কল্পনা করি। অন্যাভিলাষীই গুরুবৈষ্ণবগণের অবিশ্বস্ত আর কৃষ্ণসেবৈকাভিলাষীই পরমবিশ্বস্ত। আমার যতটা অন্যাভিলাষ থাকিবে, আমি ততটা কৃপাদ্রষ্টা গুরুদেবের নিকট অবিশ্বস্ত থাকিব, আর আমার যতটা কৃষ্ণসেবাভিলাষের নিষ্কপটতা প্রকাশিত হইবে, আমি শ্রীগুরুদেবের ততটা বিশ্বস্তভাজন হইব। শ্রীগুরুদেব সর্বশ্রেষ্ঠ সেবাবিগ্রহের—মূল-আশ্রয়-বিগ্রহের পক্ষপাতী। সেই সেবাবিগ্রহের নিষ্কপট অনুগমন যাঁহার যতটা অধিক, তিনি ততটা বিশ্বস্তভাজন। যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক সেবাভিলাষী, তিনিই গুরুদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বস্ত, তাঁহাকে তিনি হৃদয়ের সকল কথা বলেন, তাঁহাকে তিনি সিন্দুকের গুপ্ত চাবিটী দেন, তাঁহার উপর সমগ্র গৌড়ীয়গণের ভার সমর্পণ করেন। দুর্বুদ্ধিবশতঃ ইহা বিচার না করিয়া অদোষদর্শী গুরুবৈষ্ণবগণের পক্ষপাতিত্ব ও দুর্বুদ্ধি-দোষদুষ্ট নিজের দোষরাহিত্য বিচার করিয়া গুরুবৈষ্ণবচরণে জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপরাধ করিতে করিতে আমি জড়রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ি।

আমি কয়েকদিন, কয়েকদিন কেন, যুগ পরিমিত বা ততোধিককাল খুব সেবাবৃত্তির উজ্জ্বলতার অভিনয় দেখাইবার পরও হঠাৎ কোন্ প্রবলতর আকর্ষণে আবার জড়ের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়ি? পূর্বেই বলিয়াছি, আমার যত কিছু সেবার অভিনয়, তাহা ঐ প্রতিষ্ঠা পাইবারই জন্য; তাই আমার হৃদয়ে পূর্ব ইতিহাসের চাপা বহ্নি অনর্থের বাতাসে আবার জ্বলিয়া উঠে। যদি বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত হইতাম, যদি অস্থায়ী-ভাবে স্থিত না হইয়া স্থায়িভাববৃত্তিতে অবস্থিত হইতাম, তাহা হইলে আমার ঐরূপ অবৈধ চাঞ্চল্য আসিত না। নানাপ্রকার অন্যাভিলাষরূপ অস্থায়িভাবে আমার স্থিতি, জড়প্রতিষ্ঠাতে আমার প্রতিষ্ঠান রচনা করিয়াছিলাম বলিয়াই ঐ সকল ভূমিকা যেই উহাদের নিসর্গবশতঃ আমার নিকট নূতনের আপাত-আকর্ষক চাকচিক্যটা হারাইয়া ফেলিল, অমনি পরিত্যক্ত ন্যাকার, যাহার প্রতি একদিন অবৈধ ক্রোধ ও ঘৃণার ভাব দেখাইয়াছিলাম, সেই পরিত্যক্ত দ্রব্যই কাল-কামিনীর পরিবেশন-নৈপুণ্যে আমার নিকট এক পুনরাস্বাদনীয় মধুরতার উত্তেজনা জাগাইয়া দিল। তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। অস্থায়িভাবরাজির সামগ্রীগুলি আমাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আমি জড়ের দিকে ধাইয়া চলিলাম।

'আমার দুর্বৃত্তিগুলি দুর্বলতা-জনিত, কপটতা-জনিত নহে' বলিয়া আমি অনেক সময় মনকে সান্ত্বনা দেই অর্থাৎ আত্মগ্লানির মুখটা চাপা দিয়া থাকি। কিন্তু আমার দুর্বলতাই থাকুক, আর কপটতাই থাকুক, এই দুইটী বিশ্বাসঘাতিনী সাপিনীকেই নিশ্চিন্ত হইয়া পুষিতে থাকিলে আমার মৃত্যু অনিবার্য। দুর্বলতাই—কপটতার জননী। দুর্বলতা নিজ অবৈধ আত্মচরিত্রদোষ গোপন করিতে ইচ্ছুক হইয়া অনেক সময় লুক্কায়িত-ভাবে অর্থাৎ আমার অজ্ঞাতসারে কপটতা কন্যা প্রসব করে এবং কিছুকাল কপটতাকে লালন-পালন করিয়া অভিভাবিকায় শায়িতা হয়। কপটতা দুর্বলতা-জননীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদনের পর বৈরিণী হইয়া আমার এবং বহুলোকের সর্বনাশ করে। জগতে প্রাকৃত-সহজিয়া ধর্মসমূহ প্রথমে দুর্বলতা হইতে ক্রমে কপটতায় পরিণতির ফলেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। দুর্বলতার অবৈধ কন্যা—কপটতা, কপটতা হইতে অসংখ্য অনর্থ ও অপরাধের জন্ম। সুতরাং আমি কপট নহি, অপরাধী নহি, দুর্বলমাত্র—ইহা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে পার পাইব না। আমাকে প্রবলবেগে জড়ের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

——::০::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা
৩১।৩।৩১

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ-প্রণতিপূর্বক নিবেদন,—

আপনার ২৫।৩ তারিখের লিখিত পত্র পাইলাম।

নিজের অযোগ্যতা বোধ না হইলে সেবা-প্রার্থনা সম্ভব নয়। নিজে সেবা করিতেছি, ইহা সেবকের বিচার নহে। কৃষ্ণ কৃপাপূর্বক আমার ন্যায় অযোগ্যের সেবা শ্রীগুরুদেবের আবেদনে গ্রহণ করিতেছেন, ইহাই সংসিদ্ধান্ত।

আমার দণ্ডবৎ-প্রণাম জানিবেন।

দাসাধম—
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ১০৮ সংখ্যার নদীয়া-প্রকাশে ৫ম পৃষ্ঠায় "অহঙ্কারং বলং দর্পং" যে শ্লোকটী লেখা আছে তাহা পাঠকগণ নিম্নলিখিত-ভাবে সংশোধিত করিয়া পড়িবেন।

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ
সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু
নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি
জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং
গতিম্॥"

ঐ সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠার ২য় কলমের ৩৮ লাইনের পরে 'আর দোষদৃষ্টারই দোষ' এইরূপ হইবে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। প্রাচীন প্রদর্শনী "আত্মকথা" ভাবনার প্রকাশ ব্যবস্থা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ সম্বন্ধ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও বাঙ্গালি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) প্রভুপাদ-জন্মস্থান ...

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাহিরচরা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ জয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) মদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিনাথ, জেঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বামণ রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশদিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যজ্ঞানেশ মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

রাধাকুণ্ড, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রপন্নাশ্রম-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—

পোঃ ... জেলা ... (পাঞ্জাব)

(৪৭) ... গৌড়ীয়মঠ

... পোঃ ... (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১৫৫নং ... রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ... বোম্বে ৭

(৫০) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
শ্রীশ্রীগৌরগোপালরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহের সেবা

(৫১) বালাসোর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ...
শ্রীশ্রীগৌরগোপাল-বিগ্রহের সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠ

ভক্তিকুটী, পোঃ স্বর্গদ্বার, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) কাশীমিশ্র

(৫৬) জিয়ড়নৃসিংহ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., পুরী

(৫৭) ... মঠ

..., পোঃ ... (উড়িষ্যা)

(৫৮) ... গৌড়ীয়মঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ কভূর, মাদ্রাজ

(৬০) ... মঠ

চিকলিমা, পোঃ ..., মেদিনীপুর

(৬১) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., মেদিনীপুর

(৬২) ... প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., (আসাম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৪০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২
৫১, ... রোড
... লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

... রোড, ... (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিশ্ববিদিত গৌড়ীয়মঠালয়

..., ...

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনরীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫; বিশেষ সংখ্যার দ্বিগুণ মূল্য।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান স্বাস্থ্যকর—নগর সন্নিকট; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনসমেত প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নরহরিদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিবিধ জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের প্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়াপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠমাত্রেই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নবিশা, পোঃ আরো, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৵০ আট আনা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রেমগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অক্লান্ত শ্রম আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত অভিধান ও সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমবার প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অবিমর্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসী সদ্বিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলীর নিদর্শনাদিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলাতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ্

কলিকাতা ছাঃ ৪-৩৬ ৬ ২৬ ৭-০৬ ১২-২৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৫৬ ২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ ৮-২৮ ১৪-১৫-
(বদল) ছাঃ ৯-৩৬ ১৪-৫০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮-৪৫ ১০-৮ ১৫-২০ ১৭-২৮ ১৯-০৮ ২০-১৬ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-২৬
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২১-৪

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৪৪
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬
(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৯
ছাঃ ১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন্

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫-৪৪ ৯-১০ ১৩-৩১ ১৬-৪ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২৩ ৯-১৬ ৯-৪৮ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১১ ২১-১০
ছাঃ ৬-৩৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩০
(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪০
কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩৩
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪
(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৫
(বদল) ছাঃ ১৭-৪০ ১৯-১৪ ২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০ ২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। পিত্তাধিক্য সংযুক্ত জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী দর [illegible]।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে আষাঢ় ১৩৪৬, ৮ই জুলাই, ১৯৩৯ শনিবার [১১১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——:(০):——

রাষ্ট্রীয় সমিতির সিদ্ধান্তে সংশয়

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অফিস হইতে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আচার্য্য কৃপালনীর স্বাক্ষরযুক্ত নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে:—আমি জানিতে পারিয়াছি যে, বিভিন্ন স্থানে অধস্তন কংগ্রেস কমিটিগুলি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি এবারের গণতান্ত্রিক উপায়ে অধিকাংশের মত ভোটে যে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার যুক্তি-যুক্ততায় সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। সকলেরই ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সকল কংগ্রেস কমিটিই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধীন। কোন অধস্তন প্রতিষ্ঠান যদি কোন উর্দ্ধতন প্রতিষ্ঠানের—যাহার নির্দ্দেশ তাহাকে পালন করিতে হইবে তাহার কার্য্যে সংশয় প্রকাশ করে, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের কোন শৃঙ্খলাই বজায় থাকে না। এইরূপ শৃঙ্খলাভঙ্গ যদি চলিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে কার্য্যকর বিরোধিতার জন্য দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার আর কোন আশাই আমরা করিতে পারি না। এই জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে আমি এই অনুরোধ জানাইতেছি যে, অধস্তন কংগ্রেস কমিটিগুলিকে তাহারা যেন এই ধরণের অবাঞ্ছনীয়ভাবে লিপ্ত হওয়া বিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন।

ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা

৩রা জুলাই কমন্স সভায় ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন বলেন যে, গত শনিবার মস্কোতে এই সম্পর্কে যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তৎসম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের প্রতীক্ষায় আছেন। আলোচনার বর্ত্তমান অবস্থায় আর কোন বিবৃতি দেওয়া তিনি যুক্তিযুক্ত হইবে বলিয়া মনে করেন না। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, বুধবারের মধ্যে উত্তর পাওয়া গেলে ঐ দিন তিনি ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা সম্পর্কে একটা চূড়ান্ত ও স্পষ্ট বিবৃতি দিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

৩রা জুলাই পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মলোটোভের সহিত দেড় ঘণ্টাকাল ধরিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিদের আলোচনা চলে। অতঃপর ব্রিটিশ দূতাবাসে প্রতিনিধিগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। প্রকাশ যে মিঃ মলোটোভ ইঙ্গ-ফরাসীর সর্বশেষ প্রস্তাবাবলীর উত্তর প্রতিনিধিদের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপ ধরণের উত্তর দিয়াছেন, তাহা জানা যায় নাই।

সিংহল ও ভারতের সম্পর্ক

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে সিংহল প্রেরণ সম্পর্কিত নিখিল ভারত সমিতির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে গান্ধীজী অতঃপর 'হরিজন' পত্রে লিখিয়াছেন:—

"নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি উহার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে জাতির প্রতিভূরূপে সিংহল প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়া ঠিক উচিত কাজ করিয়াছেন। ভারত ও সিংহলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব অন্ততঃ হওয়া উচিতই নহে। আমরা অতি নিকট প্রতিবেশী। আমরা একই সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। রামেশ্বর হইতে এক পা দূরেই সিংহল এবং সিংহলে পৌঁছিলে উহাকে কোন প্রকারেই বিদেশ বলিয়া মনে হয় না। একই শোণিত প্রবাহিত ভ্রাতাদের মধ্যেও সময় সময় বিরোধ হয়, সেইরূপ প্রতিবেশীদের মধ্যেও বিরোধ হইতে পারে। ইহারা স্বাভাবিকভাবেই বৈষম্যের সামঞ্জস্য করিয়া লয় এবং তৎপর আরও ঘনিষ্ঠতা সূত্রে আবদ্ধ হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর চেষ্টায় সিংহল এবং ভারতের মধ্যেও তদ্রূপ হউক

রেল লাইন হইতে ফিস প্লেট অপসারণ

গত ২২শে জুন তারিখে লাহোরের নিকটবর্ত্তী এন ডবলিউ রেলওয়ের খুড়িকাপাশ সেকশনে রেল লাইন হইতে ফিস প্লেট অপসারিত করায় রেলওয়ে পুলিশ দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তি দ্বয়ের মধ্যে একজন কৌরকর এবং আর একজন শিখ।

প্রকাশ, তাহাদের শত্রুদের বাড়ীতে ফিস প্লেট রাখিয়া দিয়া জব্দ করিবার উদ্দেশ্যেই তাহারা ফিসপ্লেটগুলি অপসারিত করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের দুরভিসন্ধি চরিতার্থ হয় নাই।

লাহোরে সন্দেহ ক্রমে ধৃত ব্যক্তিদিগের বিচার হইবে।

লাহোরে ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

লাহোর হইতে পাঁচ মাইল দূরে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে। ইহার ফলে দুইজন নিহত হইয়াছেন এবং দুইজন গুরুতর আহত হইয়াছেন। আহতদের মধ্যে একজন পাঞ্জাব পরিষদের সদস্য।

মুলতানের পীরের বহু শিষ্য আছে। তিনি তাঁহার গাড়ীতে কাশ্মীর যাইতেছিলেন। একটি গাছের সহিত মোটরের সংঘর্ষ হয়। পীর সাহেবের একজন মুরিদের বন্ধু মোটর খানি চালাইতেছিলেন, আর একজন সামনের আসনেই বসিয়া ছিলেন। তাঁহারাই নিহত হন। পীর সাহেব এবং অপর ব্যক্তি পিছনের আসনে ছিলেন, তাঁহারা গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছেন। মোটরখানা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

বিহারে সমবায় আন্দোলন

সমবায় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার জন্য আইন সভার কংগ্রেসী দল যে সাব কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, উক্ত কমিটি বিহারে সমবায় আন্দোলন সংগঠন করিবার জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কমিটি এই সমবায় আন্দোলনের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় বহু বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং সব কিছু ঠিক হইয়া গেলেই কমিটি কংগ্রেসী দলের নিকট পূর্ণ পরিকল্পনা পেশ করিবেন।

সাব কমিটির অধিবেশনের পরেই আইন সভার উপস্থিত সদস্যগণকে লইয়া কার্য্যকরী কমিটির একটি জরুরী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে আন্দোলন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক যে সর্ত্ত দিবেন, উক্ত সর্ত্তানুযায়ী দশ লক্ষ টাকা উক্ত ব্যাঙ্ককে ধার দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম্পরা, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

ভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৩৲
১১। শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। বাদশ-আদর্শ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২। স্বরূপ রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকাসহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ (অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। মুক্তিকামুকা প্রপন্নোত্তমঃ (সাত্বতা) ১৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সাত্বতা) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-শিখ-বর্ত্তন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৶
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনদর্পণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মনঃশিক্ষা (সাত্বতা) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বসূত্র বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (অন্বয়াদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সংখ্যাসংগ্রহ ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিধ ৷০
৬৩। নবীন-শিক্ষায়নদূরণ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্র ৷০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। সাধুতত্ত্ব ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজি এণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। শ্রীমদ্ভাগবত ৷০
৭৫। ভোয়াই গৌড়ীয়মঠ উইথ পুষ্টিঃ ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইকোটিক ফিলজফি এণ্ড অবজেক্টিভ বিজ্ঞান ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৩শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৮ই জুলাই ইং ১৯৩৯. | শনিবার | ১১১শ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

শ্রীধর অব্যয় শ্রীযোগমায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

হরিনাম

——::(•)::——

এই প্রপঞ্চে জীবগণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া বহির্জগতে ভ্রমণ করেন। জ্ঞানের গ্রাহক-সূত্রে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পাঁচটী বিষয় ধারণা করেন। ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে ধারণা লব্ধ বিষয়গুলির যৌনা গৃহীত হয় না। স্থূলবিষয়ক ভাবমাত্র ইন্দ্রিয়জ্ঞানের আধারে সংগৃহীত হইয়া চেতনের সান্নিধ্য লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় চেতনের সান্নিধ্য লাভ করিবার যোগ্য হইলেও চেতনের যে অংশ নশ্বর রূপাদি বিষয়-গ্রহণে সমর্থ অর্থাৎ অচিৎএর অভিভাবক-সূত্রে যে সকল নশ্বরভাব যাহাকে সেবা করে,—তাহা চিদাভাস 'চিত্ত' এবং স্থূলভাবে সেই বস্তুই 'মনো'রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার চিদাভাস হইলেও তাহাদের সহিত অচিৎএর সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সেই সকল আবরণ-বিবর্জ্জিত চিল্লোপাধি চেতন বস্তুই 'জীব' শব্দ-বাচ্য। সেই জীব পূর্ণ চিদ্বস্তুর অংশবিশেষ বা শুদ্ধ অংশবিশেষ। বহিঃপ্রজ্ঞাতাদাত্ম্যক্রমে বাহ্য-জগতে নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও বস্তু,—একই বস্তুর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরিচয়মাত্র। জাগতিক ভোগ্য নশ্বর ব্যাপারসমূহ মনের অধীন সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়। সম্বন্ধের প্রথম সোপানের নাম বা সংজ্ঞা, সংজ্ঞা দ্বারা সংজ্ঞিত বস্তুর অধিষ্ঠান, অপরাপর ইন্দ্রিয় দ্বারা এবং ইন্দ্রিয় বৃত্তি দ্বারা সমর্থিত হইলে তাহা 'সত্তা'রূপে প্রতিভাত হয়। পরিমেয় জগতে পরিচ্ছিন্ন ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায় ইন্দ্রিয়জজ্ঞান তদতিরিক্ত ব্যাপার আয়ত্ত করিতে অসমর্থ। মায়িক জগতে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান প্রথমেই নাম বা সংজ্ঞা দ্বারা পরিচয় লাভ করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠনাম—প্রাকৃত বা মায়িক নাম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিশিষ্ট। মায়িক বা প্রাকৃত নাম মাত্রেই যে বস্তুকে নির্দ্দেশ করে, তাহা জীবের অপর ইন্দ্রিয়জজ্ঞান দ্বারা সমর্থিত, কিন্তু প্রকৃতির অতীত রাজ্যের নামদ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তু মায়িক বস্তুর ন্যায় ভোগ্যরূপে পরিণত হইবার অযোগ্য, তজ্জন্য বৈকুণ্ঠবস্তুকেই 'অধোক্ষজ' বলা হয়। অক্ষজ ধারণায় যাহা কিছু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, উহা 'অধোক্ষজ' সংজ্ঞা লাভের অযোগ্য; আবার অধোক্ষজ বস্তু বৈকুণ্ঠ হওয়ায় উহা পরিমেয় বস্তুবিশেষ হইতে পারে না। তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন—

'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ।'

যাহারা বৈকুণ্ঠবস্তুকে প্রাপঞ্চিকজ্ঞানে প্রাপ্ত হইবার যোগ্য, তাহারাই 'ভক্তি' ও 'জ্ঞান' এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে অনভিজ্ঞ। নাম এবং নামী—বৈকুণ্ঠব্যাপারে অভিন্ন, কিন্তু প্রপঞ্চে নামের সহিত নামীর ভেদ আছে, এজন্যই অচিজ্জগৎকে—'ভেদজগৎ' এবং চিজ্জগৎকে 'অভেদ জগৎ' বলা হয়। চিন্ময় অধোক্ষজ-জগতে যে বিচিত্রতা আছে, তাহাতে ভেদের ভেদ সংশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় না। তথায় নাম এবং নামী অভিন্ন বলিয়া চিন্ময় নামের সহিত চিন্ময়রূপের ভেদ নাই, চিন্ময় গুণের ভেদ নাই, চিন্ময় পরিকর-বৈশিষ্ট্যের ভেদ নাই, চিন্ময় লীলার ভেদ নাই। অচিজ্জগতেই পরস্পর ভেদ ও হেয়ত্ব বর্ত্তমান, [illegible] বৈকুণ্ঠ নামীর অপূর্ব্ব বিচিত্রতা সত্ত্বেও অংশের অভেদতা ও ভেদের হেয়তা অথবা [illegible] অংশের হেয়তা ও ভিন্নাংশের অভেদতা অবস্থিত, তাহাতে বৈকুণ্ঠনাম ভোগাধিকারের শব্দ নির্দ্দেশক সংজ্ঞার সহিত 'এক' হইতে পারে না; তজ্জন্য নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও মুক্ত চৈতন্যরসবিগ্রহ চিন্তামণি স্বরূপই বৈকুণ্ঠনাম। জীবের বৈকুণ্ঠ প্রতীতির অভাব-দর্শনে পরম-কৃপাবশে জগতে বৈকুণ্ঠনাম অবতীর্ণ হন এবং উপাধিক-বিনির্ম্মুক্ত চিন্ময় জীবই সেই বৈকুণ্ঠ নামের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য। স্বরূপে অধোক্ষজবোধহেতু জীবের হরিবিমুখতা বা তৎসেবা বৈমুখ্য ঔপাধিক ও 'সহজ' বলিয়া বিবর্ত্ত-বুদ্ধি হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অনাত্মপ্রকাশীর সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন শুদ্ধজীবাত্মা আত্মার্থিদের সহজভাবেই স্বীয় স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারেন

বৈকুণ্ঠনাম এবং মায়িকনামের মধ্যে তটস্থজীবের একটী তটস্থভাব আছে। বৈকুণ্ঠনামের [illegible] মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। একদিকে অপরাধ, অপরদিকে শুদ্ধ নিরপরাধ, মধ্যবর্ত্তী স্থানে অপরাধনিশ্র কিরণ নামাভাস অর্থাৎ একদিকে নাম, অপরদিকে নামাপরাধ, মধ্যে নামাভাস। সেবা করিতে গিয়া প্রমাদে বা ইন্দ্রিয়তর্পণে নামাপরাধ এবং বৈকুণ্ঠ নাম বর্জ্জিত। নামাপরাধ—নাম-সেবা নহে, নামাভাস—[illegible], [illegible] সেবাও অপরাধ বা [illegible] নহে। [illegible] অপরাধশূন্য নাম-সেবা [illegible] লাভ হয়। নামাপরাধের অভাব হইলে নামাভাস হয়, কিন্তু নামাভাসের পরপারে পরমাকাঙ্ক্ষিত [illegible]। [illegible] নাম সাধন করিতে গিয়া [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] করি। "নিরপরাধে [illegible] ধন"—এই কৌশলটি [illegible] যে, অনর্থযুক্ত অবস্থায় নামাভাস বা নামের অবস্থিতি নাই। [illegible] নাম-ভজনে [illegible] যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস-শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। [illegible] ফল-প্রাপ্তি বা [illegible] লাভ করা যায়।

প্রাকৃত জীবের ভোগময় অবস্থানে অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় নামস্মরণ [illegible] হয় না; নামাভাস কালেও [illegible] অপরাধ হয় না। এইজন্যই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলেন,—বৈকুণ্ঠনাম [illegible] হইলেই সকল পাপ [illegible] এবং সর্ব্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্ত [illegible], তাহার পর নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়। নামোদয়ের পূর্ব্বে নামাভাস হয় অর্থাৎ নামাভাসের পরে

নামোদয় হয়; তবে যে নামাভাস হইবার পর তাৎক্ষণিক স্পর্শে মুক্তপুরুষের চরিত্রে যতটা প্রাপ্তির নামে দৃষ্ট হয়, তাহা বাস্তব নহে, উহা স্বাভাবিক পরিপোষক। উহা মুক্তপুরুষের চরিত্রে যখন প্রতিভাত হইয়াছে, তখন তাহাকে অপরাধের ফল বলিয়া গণ্য করিতে হইবে না; কিন্তু তাই [illegible] তাহাদের পক্ষে ঐকান্তিক নামকেই 'নামাভাস'-জ্ঞানে অন্যান্যদিগকে '[illegible]' বলে করিয়া স্ব স্ব অপরাধকেই ভক্তির পরিপোষক জ্ঞান করিবেন না, কারণ, নামবলে পাপ [illegible] নিষেধ [illegible] কেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায়ের অনেক অনর্থ অবস্থানী। তাহা হইতে উহা-দিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই শ্রীমদ্‌ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেন,—"যদিও ভক্তগণের প্রথম নামোচ্চারণে সর্বপাপক্ষয়-ফল, [illegible] নামাভাসের কথা শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বিচারপ্রণালীতে পরিদৃষ্ট হয় এবং কাল-প্রভাবে বীজ হইতে বৃক্ষের ফলধারণকাল পর্যন্ত যে ব্যবধান, তাহা অনর্থ ক্ষয়-বিচারে নিতান্ত হয়, তথাপি নামাভাসের অপরাধিত পরে নামসেবা আরম্ভ না হওয়া আর কিছু [illegible] হইলেও তাহাকে ভক্তিপরিপোষক বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। সকলেই [illegible] নহেন এবং বহির্দিকে অজ্ঞদিগের [illegible] দৃষ্ট [illegible] হইয়া যাইতে, [illegible] তাঁহার নামাভাস [illegible] নামোচ্চারণের পূর্ববর্ত্তী নামকে ভক্তসেবায় দৃঢ় বা অদৃঢ় উৎপাদন করে। যদিও অজ্ঞদিগের আদি নামোচ্চারণ নামাভাস-ফলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া জীবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য বিষ্ণুভক্তকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং অভক্তগণের দ্বারা ভগবৎপ্রেরণাক্রমে তাহাদের পাপাচার নামভজনের অন্তরায়-রূপে প্রতীত হইয়াছে, তথাপি অজামিল [illegible] পরবর্ত্তী সাধকের সেই বিবেচনে আপনাদের সহিত অজামিলের [illegible] এবং আপনাদিগের পাপাচার-গুলিকে অপরাধোপ না জানিয়া ভক্তি-পরিপোষকরূপে উপলব্ধিহেতু অপরাধগ্রস্ত না হয়, তজ্জন্য প্রথম নামোচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমোদয় কালের পূর্ব পর্যন্ত যে শেষ নামোচ্চারণ, সেই শেষ নামোচ্চারণকেই 'নামাভাস' সংজ্ঞা দিলে প্রাকৃত সহজিয়াগণের সহজবিচারবিষয়ে সুবিধা হয় না। নামাপরাধে ত্রৈবর্গিক ফল লাভ ঘটে, নামাভাসে মোক্ষলাভ ঘটে এবং নামভজনে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। "ন প্রাণন্তমিতি ভক্তজনস্ত পতেৎ" বা "অপ্যতায় ভক্তানাং" প্রভৃতি শ্লোকে 'ভক্ত' শব্দের প্রয়োগে বা 'অপি চেৎ সুদুরাচারো'—শ্লোকে 'অনন্যভাক্' শব্দের প্রয়োগে সেবাবৈমুখ্যকেই ভক্তিসমাচারণ লাভ হইতে রক্ষা পাইতে হইবে জানা উচিত 'অনন্যভক্ত' শব্দের অর্থ চতুর্বর্গাভি-সন্ধানচিন্তায় আবদ্ধ নহে, পরন্তু তাদৃশ চতুর্বর্গানুসন্ধান হইতে ব্যতিরেকভাবে জীবকুলকে নিষেধ করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবদিচ্ছাক্রমে বিহিত। যদি কেহ স্বীয় অনর্থযুক্ত অবস্থায় আপনাকে শুদ্ধভক্ত বলিয়া অভিমান করেন তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

কৃপা-পাত্র কে?

(শ্রী বলরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী)

যাঁহারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রার্থী বা অন্য কোন প্রকার অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া ভগবদ্ভজন-প্রয়াসী, তাঁহাদের কোন সেবাই ভগবান্ গ্রহণ করেন না, কারণ হরিভজন হইতেছে অন্যাভিলাষিতা-শূন্য। যেখানে নিজের দেহের বা মনের বা দেহের বিস্তৃতিস্বরূপ আত্মীয়স্বজনের সুখের জন্য কিছু কামনা আছে, সেখানে ভগবানের সুখের কোন কথা নাই। শতকরা শতভাগ চেষ্টা ভগবানের জন্য না হইলে—অন্যাভিলাষ-রহিত অহৈতুকী সেবোন্মুখতা না জাগিলে কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা পাওয়া যায় না। অন্যাভিলাষ—ভোগ-মোক্ষাদি-রহিত হইয়া আনুকূল্যের সহিত ভগবদ্-ভজনোন্মুখ হইলে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে গুরুর আনুগত্য হইয়া থাকিলেই শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য বাদ দিয়া—তাঁহার কৃপাশীর্বাদের অপেক্ষা ছাড়িয়া—কৃষ্ণসেবা-প্রদাতা সেবকরূপী গুরুর অর্থাৎ সেবক ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইয়া কোটি কোটি সাধন করিলেও সিদ্ধি হইবে না। ভগবান্ যে রূপ ধারণ করিয়া সেবাবিমুখ জীবের ভগবৎস্মৃতি জাগাইয়া দিবার সেবাপ্রদানের জন্য আসিয়াছেন, তাঁহাকে বাদ দিয়া হরিভজন কি করিয়া হইবে? যিনি কৃষ্ণধনের মালিক, কৃষ্ণ-প্রদানের ক্ষমতা যাঁহার আছে, সেই বৈষ্ণব-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়িয়া অন্যত্র কৃষ্ণানুসন্ধানের স্পৃহা কেবল বৃথা প্রয়াস মাত্র।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রথমেই সাধককে জানাইয়া দেন

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

হরিভজনের পথ কোনও প্রকার কামনা-মূলক কপটতাপূর্ণ নহে। ইতরকামনাশূন্য হইয়া কৃষ্ণকাম হইতে না পারিলে কেহই শুদ্ধ-ভক্তি লাভ করিতে পারিবে না। হরিসুখের জন্যই হরিকে ডাকিতে হইবে। নামসেবা করিবার জন্য নামোচ্চারণ করিতে হইবে। হরিনাম করিয়া আমাদের অন্যাভিলাষ চরিতার্থ করিবার সুযোগ করিয়া যেন না লই। নামবলে পাপ দূরীভূত করিবার দুর্বুদ্ধি যেন আমাদের না হয়। তাহা হইলে নামাপরাধ হইয়া যাইবে। শ্রীনামের আভাসেই আমাদের সকল পাপ অনায়াসেই দূরীভূত হইবে। কপটতা করিয়া নাম-বলে পাপ দূর করিবার দুষ্প্রবৃত্তি থাকিলে শুদ্ধনামস্ফূর্তি কোন জন্মেই হইবে না। নামগ্রহণের সঙ্গে যদি এইরূপ স্পৃহা হৃদয়ে জাগে, তাহা হইলে শুদ্ধপ্রেমভক্তির পথে কেবল অর্গলনিক্ষেপ করাই হইবে। তাই শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রথমেই অন্যাভিলাষশূন্য হইয়া—নামাপরাধরহিত হইয়া—তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া, শ্রীনামগ্রহণ করিতে বলেন। কামনা-যুক্ত হইয়া হরিনাম গ্রহণের অভিনয় করিলে ভগবান্ তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে ধনসম্পদাদি দিয়া আমার বিষয়-স্পৃহা জুড়াইবেন না—তাঁহার দাস্য প্রদান করিবেন না। কোনও একনিষ্ঠ ভক্তের দুর্ভাগ্য-বশতঃ যদি অজ্ঞাতসারে কোনও কামনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ভগবান্ই কৃপা করিয়া কোন ভক্তকে প্রেরণ করিয়া তাহার দুর্দৈবের কথা জানাইয়া দেন ও সেই সকল কুসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলেন। অথবা তাঁহার হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া তাহার পতনের কথা স্মৃতিপটে জাগাইয়া দেন। তখন যদি সাধক তাহার পূর্বকৃত অপরাধের জন্য অতিশয় অনুতপ্ত হইয়া শ্রীনামের চরণে, নামাচার্যের চরণে, ধামের চরণে ও ধামবাসীর চরণে পতিত হইয়া জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করেন—অসৎসঙ্গ পরিহার করিয়া—অন্যাভিলাষ রহিত হইয়া অহৈতুকভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগত হন, তাহা হইলে ঐরূপ সাধকের প্রতিই ভগবানের কৃপা হয়

কৃপা—নিম্নগা। মাথা নীচু করিয়া থাকিলেই কৃপাবারি বর্ষিত হইবে। দাম্ভিক অহঙ্কারী হইলে কৃপা পাওয়া যাইবে না। যাহারা অন্যাভিলাষী, যাহারা লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠাকামী তাহারা দাম্ভিক কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠার * মালিক—গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্। কনকের মালিক মাধব, কামিনীর ভোক্তা মাধব এবং প্রতিষ্ঠার মালিক—শ্রীগুরুনিত্যানন্দ। সুতরাং কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হওয়া মানে হরি-গুরুবৈষ্ণব হইবার ধৃষ্টতা করা। আমরা হরি-গুরু-বৈষ্ণব—এই তিনটী আসন অধিকার করিবার দুষ্প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হইব না। এইগুলি লাভের আশা থাকিলেই আমরা দাম্ভিক হইয়া যাইব। এবং এই সকল বৃত্তির জন্য—লাভের জন্য ও সংরক্ষণের জন্য অন্য লোকের প্রতি মৎসরতা করিব। সেইজন্যই করুণাময় ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তগণ প্রথমেই অন্যাভিলাষশূন্য হইতে বলেন। এজগতের ধনবল, জনবল, পাণ্ডিত্যবল প্রভৃতি কোন কিছুর প্রতি বিন্দুমাত্র অপেক্ষা থাকিলে হরি-গুরু-বৈষ্ণবকৃপা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। নির্ব্যলীক হইয়া সর্বাত্মার আশ্রিত হইলেই ভগবান্ অনন্তদেব কৃপা করিবেন। পতিত, দুর্বলকেই পতিতপাবন বলদেব-নিত্যানন্দ কৃপা করেন—পতিতকে কৃপা করিবার জন্যই পতিতপাবনের অবতরণ। অন্যাভিলাষরহিত হইয়া সর্বতো-ভাবে শরণাগত হইলেই তাঁহার কৃপা পাওয়া যাইবে।

শরণাগতের ভয় নাই—আশ্রিতের মৃত্যু নাই। ভগবান্ শরণাগত ও আশ্রিত-বৎসল। শরণাগত ও আশ্রিতবর্গকে লইয়াই তাঁহার বিলাস। শরণাগতজন নির্ভীক। শরণাগতের প্রতিই ভগবদুক্তি—"যোগক্ষেমং বহাম্যহং"। শরণাগতের ভালমন্দের সমস্ত ভারটা ভগবানের উপর। শরণাগতের বাণী—

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা বিধান॥
তুয়া ধন জানি তুহুঁ রাখবি নাথ।
পাল্য গোধন জানি করি তুয়া সাথ॥

ভগবানের উপর যিনি নির্ভরশীল, সত্যগুণ-সম্পন্ন, তৃণাদপি-সুনীচ ও অমানি-মানদ তিনিই ভগবৎকৃপাপাত্র। হরি-ভজন করিতে গেলেই মৎসর জগৎ নানা-প্রকার অত্যাচার করিবেই। জগতের সমস্ত লোক শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবায় প্রাণপণে বাধা দিবে—কল-কৌশলে হরিসেবাবিচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে ইহা আমরা পঞ্চবর্ষীয় বালক ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজের চরিত্রে দেখিতে পাই। দুগ্ধপোষ্য শিশু প্রহ্লাদ মহারাজ হরিভজন করিতেছিলেন বলিয়া অন্য অন্য লোক ত' দূরের কথা, তাঁহার পিতৃ-অভিভাবী হিরণ্যকশিপুর কি অত্যাচার! একদিকে সসাগরা ধরার অধিপতি হিরণ্যকশিপু, অপর দিকে শরণাগত শিশু প্রহ্লাদ। হিরণ্যকশিপুর ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল—সকল বলই ছিল, কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজের সম্বল একমাত্র শরণাগতি।

---

* [illegible] দিয়া কোন কার্য্য থাকে না। কৃষ্ণবর্জিত [illegible] দূরে যেই সংসার নহে কভু।

ভগবান্‌ই তাঁহার একমাত্র ধন, প্রাণ, আভরণ, বসন, ভূষণ বা' কিছু। তিনি ভগবৎকৃপাকেই সম্বল করিয়া সকলকেই ভগবৎকৃপা জানিয়া তাহা সহ্য করিয়াছিলেন, নিজেকে কর্তাভিমানে তাহার কোন প্রতিকার করিতে যান নাই। কিন্তু তিনি হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তন-ধর্ম পরিত্যাগ করেন নাই শত শত বিপদ-আপদ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, অন্যায়-অত্যাচারের মধ্যেও ভগবান্‌কে ভুলেন নাই। তিনি হিরণ্যকশিপুর ভ্রূকুটি দেখিয়া ভয় পান নাই। তাহার কোলে বসিয়াই তাহাকে ভগবদ্বিদ্বেষী জানিয়া 'অসুরবর্য্য' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন—'শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ' শ্লোক উচ্চারণ করিয়া নির্ভীকভাবে বাস্তবসত্য বাণী কীর্তন করিয়াছিলেন। ভয় তাঁহাকে স্পর্শ পায় সেই ভগবানের চরণাশ্রিত বলিয়া তিনি নির্ভীক। কিন্তু হিরণ্যকশিপু অমিতপ্রভাবশালী হইয়াও ভক্ত ও ভক্তবিদ্বেষী হওয়ার ভয়গ্রস্তই হইয়াছিল। প্রহ্লাদের একটী কেশও কেহই স্পর্শ করিতে পারে নাই।

কৃপার্থী কৃপা পাইবেই, কোন সন্দেহ নাই। তবে ধীর, স্থির, অচল, অটলভাবে তাঁহার কৃপালাভের জন্য বসিয়া থাকিতে হইবে। যিনি এইরূপভাবে থাকিতে পারেন, তিনিই কৃপাপাত্র।

চৈতন্যদেব

(পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পঞ্চবিংশবিরহ তিথিবাসরে 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়ের রচিত শ্রীচৈতন্যদেব-গ্রন্থের পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক মহোদয়ের এই গ্রন্থটি শিক্ষিত সমাজে তথা সাধারণ ব্যক্তিগণের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছেন। বর্তমান সংস্করণ পূর্বসংস্করণ অপেক্ষা বহু অংশে পরিবর্দ্ধিত এবং কোন কোন স্থান সম্পূর্ণ পুনর্লিখিত হইয়াছে। পূর্বসংস্করণের গ্রন্থটী স্মল পাইকা টাইপে মুদ্রিত ছিল। এবার পাইকা টাইপে উৎকৃষ্ট অ্যান্টিক ফিনিস্‌ কাগজে ৬৫টি দুষ্প্রাপ্য আলেখ্য ও একটি মানচিত্রের সহিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থটি নিম্নলিখিত শত পরিচ্ছেদে বিভক্ত—

১। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা, ২। বঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা, ৩। বিদ্যা ও সাহিত্য-চর্চা, ৪। সামাজিক অবস্থা, ৫। ধর্মজগতের অবস্থা, ৬। সমসাময়িক পৃথিবী, ৭। নবদ্বীপ, ৮। আবির্ভাব ও নামকরণ, ৯। নিমাইর বাল্য-লীলা, ১০। নিমাইর বিদ্যারম্ভ ও চাঞ্চল্য, ১১। অদ্বৈত-সভা — বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, ১২। উপনয়ন ও গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন, ১৩। নিমাইর প্রথম বিবাহ, ১৪। আত্ম-প্রকাশের ভবিষ্যদ্বাণী, ১৫। নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী, ১৬। নিমাইর বঙ্গভ্রমণ, ১৭। দিগ্বিজয়ি-জয়, ১৮। পূর্ববঙ্গ বিজয় ও লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধান, ১৯। সদাচার-শিক্ষাদান, ২০। নিমাই পণ্ডিতের দ্বিতীয়বার বিবাহ, ২১। গয়াযাত্রা, ২২। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে অধ্যাপনা, ২৩। বৈষ্ণব-সেবা শিক্ষাদান, ২৪। কানাই নাটশালা, ২৫। মুরারিগুপ্তের গৃহে, ২৬। ঠাকুর হরিদাস, ২৭। নিত্যানন্দের সহিত মিলন ও ব্যাসপূজা, ২৮। শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের নিকট আত্মপ্রকাশ, ২৯। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, ৩০। শ্রীবাস-মন্দিরে সংকীর্তন-রাস, ৩১। 'সাত প্রহরিয়া ভাব' বা মহাপ্রকাশ, ৩২। 'বড় ও কাঠিয়া বেটা', ৩৩। জগাই-মাধাই-উদ্ধার, ৩৪। শ্রীগৌরাঙ্গের বিভিন্ন-লীলা, ৩৫। আম্র-মহোৎসব, ৩৬। মুক্তির খণ্ডন, ৩৭। শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে নাট্যাভিনয়, ৩৮। দামি সন্ন্যাসীর গৃহে, ৩৯। দেবানন্দ পণ্ডিত, ৪০। শচীমাতা ও বৈষ্ণবাপরাধ, ৪১। দুগ্ধপায়ী ব্রহ্মচারী, ৪২। চাঁদকাজী, ৪৩। মহাপ্রভুর বিশ্বরূপ প্রদর্শন, ৪৪। দুঃখী, না সুখী ? ৪৫। শ্রীবাসপুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি, ৪৬। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের সূচনা ৪৭। নিমাইর সন্ন্যাস, ৪৮। পরিব্রাজক-রূপে শ্রীগৌরহরি, ৪৯। পুরীর পথে ও শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে, ৫০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য, ৫১। দাক্ষিণাত্যাভিমুখে, ৫২। রায়-রামানন্দ-মিলন, ৫৩। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন তীর্থে, ৫৪। শ্রীচৈতন্যদেব ও ভট্টথারি, ৫৫। ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়-পুঁথি, ৫৬। উড়ুপীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ৫৭। পুরীতে প্রত্যাবর্তন ও ভক্তসঙ্গে অবস্থান, ৫৮। মহাপ্রভু ও প্রতাপরুদ্র, ৫৯। গুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জন, ৬০। রথযাত্রা—প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপা, ৬১। গৌড়ীয় ভক্তগণ, ৬২। কুলীনগ্রামবাসিগণের পরিপ্রশ্ন, ৬৩। অমোঘ-উদ্ধার, ৬৪। গৌড়ীয় ভক্তগণের পুনর্বার নীলাচলে আগমন, ৬৫। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-গমনে দৃঢ় সঙ্কল্প ৬৬। শ্রীল রঘুনাথদাস, ৬৭। মহাপ্রভু বৃন্দাবনাভিমুখে ঝারিখণ্ড-পথে, ৬৮। প্রথমবার কাশী ও প্রয়াগে, ৬৯। মথুরা ও বৃন্দাবনে, ৭০। 'পাঠান বৈষ্ণব', ৭১। পুনরায় প্রয়াগে—শ্রীরূপ-শিক্ষা, ৭২। কাশীতে শ্রীসনাতন-শিক্ষা, ৭৩। প্রকাশানন্দ-উদ্ধার, ৭৪। স্বপুরীতে, ৭৫। পুনরায় নীলাচলে, ৭৬। ছোট হরিদাস, ৭৭। নীলাচলে বিবিধ শিক্ষা-প্রচার, ৭৮। পুরীতে শ্রীবল্লভ ভট্ট, ৭৯। রামচন্দ্রপুরী, ৮০। গোপীনাথ পট্টনায়ক ৮১। রাঘবের ঝালি, ৮২। নরেন্দ্রসরোবরে চন্দনযাত্রা, ৮৩। 'বেড়াসংকীর্তন'—'পরিমণ্ডল নৃত্য', ৮৪। 'সেবা সে নিজ', ৮৫। শ্রীচৈতন্যদাসের নিমন্ত্রণ, ৮৬। ঠাকুর হরিদাসের নির্যাণ, ৮৭। পুরীদাস ও পরমেশ্বর মোদক, ৮৮। পণ্ডিত জগদানন্দ, ৮৯। দেবদাসীর 'গীতগোবিন্দ'-গান, ৯০। শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, ৯১। উৎকলবাসিনী ভক্তমহিলা, ৯২। দিব্যোন্মাদ, ৯৩। কালিদাস ও ঝড়ুঠাকুর, ৯৪ পুরীদাসের কবিত্ব স্ফূর্ত্তি, ৯৫। অপ্রাকৃত ভাবাবেশে কূর্ম্মাকৃতি, ৯৬। সমুদ্রবক্ষে. ৯৭। লীলাসম্বোপনের ইঙ্গিত, ৯৮। অপ্রকটলীলা, ৯৯। শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত গ্রন্থ, ১০০। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা। পরিশিষ্ট—শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত শ্রীশিক্ষাষ্টক।

গ্রন্থে নিম্নলিখিত আলেখ্যসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে—

১। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ (ত্রিবর্ণ), ২। শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু, ৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, ৪। বল্লালদিঘী, ৫। বল্লালসেনের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ, ৬। চাঁদকাজির সমাধি, ৭। নিমাইর সূতিকা-গৃহ, ৮। বৈষ্ণবসার্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস, ৯। শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ, ১০। অধোক্ষজ বিষ্ণুমূর্ত্তি, ১১। শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির, ১২। শ্রীগৌরহরি, ১৩। শ্রীবাস ও শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু, ১৪। শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া, ১৫। মন্দার পর্বত, ১৬। মন্দারে শ্রীমধুসূদনদেবের শ্রীমন্দির, ১৭। শ্রীমধুসূদনদেব, ১৮। মন্দারে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠের মন্দির, ১৯। কানাই নাটশালা, ২০। শ্রীচৈতন্যমঠের প্রাচীন শ্রীমন্দির, ২১। শ্রীচৈতন্যমঠের বর্তমান শ্রীমন্দির, ২২। দেবানন্দের শিষ্যগণকর্তৃক ... নকে বহিষ্করণ, ২৩। পড়ুয়া-তাড়ন, ২৪। শ্রীসাক্ষিগোপাল স্থান, ২৫। শ্রীভুবনেশ্বরের শ্রীমন্দির, ২৬। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দির, ২৭। পুরীর শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার, ২৮। শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির, ২৯। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের স্থান, ৩০। রাজপুরে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ ৩১। শ্রীরঙ্গম্‌ বা শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীমন্দির, ৩২। শ্রীমদনগোপাল, ৩৩। শ্রীমধ্বাচার্য্য, ৩৪। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, ৩৫। শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির, ৩৬। শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির, ৩৭। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, ৩৮। শ্রীমদনগোপাল শ্রীবিগ্রহ, ৩৯। অমোঘের দুর্বুদ্ধি ; মহাপ্রভুর কৃপা, ৪০। টোটা-গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহ, ৪১। শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর সমাধি, ৪২। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, ৪৩। শ্রীআদিকেশব-বিগ্রহ, ৪৪। শ্রীরাধাকুণ্ডে মহাপ্রভুর উপবেশন স্থান, ৪৫। শ্রীশ্যামকুণ্ড ও শ্রীরাধাকুণ্ডের মিলন-স্থান ৪৬। গিরিরাজ গোবর্দ্ধন, ৪৭। শ্রীহরিদেবের মন্দির, ৪৮। মানসীগঙ্গা, ৪৯। শ্রীনন্দগ্রাম, ৫০। বর্ষাণ, ৫১। সঙ্কেত, ৫২। কাম্যবন, ৫৩। সোরোক্ষেত্র, ৫৪। প্রয়াগে শ্রীবেণীমাধবের শ্রীমন্দিরের বহির্দ্বার, ৫৫। শ্রীবেণীমাধব বা শ্রীবিন্দুমাধব শ্রীবিগ্রহ, ৫৬। প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপশিক্ষাস্থলী, ৫৭। শ্রীরূপশিক্ষার আদর্শ, ৫৮। কাশীতে শ্রীসনাতন-শিক্ষাস্থলী, ৫৯। আলালনাথের শ্রীমন্দির, ৬০। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর (পুরী) ৬১। শ্রীনরেন্দ্রসরোবর, ৬২। গম্ভীরা (পুরী), ৬৩। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের ভজনস্থলী সিদ্ধবকুল, ৬৪। চটক পর্বত, ৬৫। কোণারকের ভগ্ন সূর্য্যমন্দির।

গ্রন্থের ভাব ও ভাষা অতি সরল ও সরস হইয়াছে। যাহাতে সর্বসাধারণে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও তাঁহার প্রকৃত শিক্ষাসমূহ অবগত হইতে পারেন, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থকার অতি প্রাঞ্জলভাষায় তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে কোনও অপ্রামাণিক পুস্তক বা কিংবদন্তী অবলম্বনে কোন কিছু লেখা হয় নাই। সমস্ত কথাই শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তানুসরণে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্টে শ্রীচৈতন্যদেবের রচিত শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকের মূল ও অন্বয়মুখে সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বলিতে কি, বঙ্গভাষায় সরল ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ উৎকৃষ্ট প্রামাণিক গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই।

গ্রন্থ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাওয়া যাইবে—শ্রীনন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

'সাধুসঙ্গ' 'সাধুসঙ্গ' সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীজগন্নাথের ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীমায়াপুর-যোগপীঠের সেবাপর আচার্য্য প্রভুর নিবাস আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শ্রীনিত্যানন্দ প্রকাশগৃহ আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২৬৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যাহ শ্রীভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও বাঙ্গালা পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপ শ্রীগৌরাঙ্গলীলাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্ননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্ননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসুদেবাদার ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) কুলিয়াদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাউড়ারা —(শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) ঋতুদ্বীপ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুড়া-গৌড়ীয়মঠ

২৪ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদা পোঃ বারদি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিনার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বলদা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮/১১ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) শ্যামানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—দেশনাগী,

পোঃ হোসিয়ারপুর, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং জনপদ রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অ্যাপোলো বন্দর রোড ৭

(৫০) বালেশ্বর-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ বালেশ্বর, উড়িষ্যা
শ্রীকৃষ্ণগোপাল শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সেবা

(৫১) সাক্ষিগোপাল গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সত্যবাদী, গোপীনাথ গোপালজী উড়িষ্যা
শ্রীশ্রীসাক্ষিগোপাল-গোপীনাথ-গৌড়েশ্বর সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ

আঠারনালা, পোঃ এবং জেলা, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

(৫৭) শ্রীক্ষেত্রানন্দ মঠ

সাক্ষীগোপাল পোঃ কটক। উড়িষ্যা।

(৫৮) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীরঙ্গনাথ গৌড়ীয় প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ মঙ্গলকোট, মাদ্রাজ

(৬০) মাধবেন্দ্রপুরী মঠ

চিকাকোল, পোঃ মহেন্দ্রপুর, গঞ্জাম

(৬১) সিমহাচলম গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সিমহাচলম, ভিজাগাপত্তম

(৬২) অমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকুড়া, পোঃ ঈশ্বরগঞ্জ, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৪০১ নং সেন্ট্রাল ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, কার্টরাইট
গার্ডেন্স, লণ্ডন, ডব্লিউ সি

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ডিউরেণ্ড রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত-
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-প্রকাশ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৴০	।৴০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪০		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২,
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন দর।

ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———:(০):———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টি বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নবিশা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

———

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:০:——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব মনোহর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। পরিবেশ শান্ত ও আধ্যাত্মিক। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা খরচে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ভক্ষণ খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৯৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা খরচে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গৌরব বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

———

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও প্রশ্নকর্ত্তা সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল তত্ত্বসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে ধারাবাহিক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য ইংরাজ শিক্ষার সমাজ ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম্ এ মহোদয়ের গ্রোত্তগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত স্থবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, চাথাদ্রী মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(•):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান্ শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধোক্ষজ পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। বিজ্ঞাপনের মিথ্যা প্রলোভনে কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৩	৭-০৬	১২-২৩	১৪-৪৬	১৬-৪৩	১৭-৪৬	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩ ০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (গাড়ী বেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৪		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৫৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৪	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২২-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

পোঃ, টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C-844

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে আষাঢ় ১৩৪৬, ১০ই জুলাই, ১৯৩৯, সোমবার [১১২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(•)::——

বিষাক্ত গ্যাসে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু

বাউন জেলায় দূষিত গ্যাসে চারজনের মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, গোরখানের সন্নিকটে একটি কূপ খনন করিবার জন্য একজন লোক কূপের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহার উপরে উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তি পর পর কূপের মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু তাহাদের কোন সাড়া পাওয়া যায় না। ইহাতে পঞ্চম ব্যক্তির মনে সন্দেহ জাগে। সে কোমরে দড়ি বাঁধিয়া কূপে অবতরণ করে এবং কিছু দূর নামিবার পরই চীৎকার করিয়া উঠে। উপরে আসিয়া সে বলে যে নামিবার সময় তাহার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

ঘটনাটি তৎক্ষণাৎ পুলিশের নিকট জানানো হয়। মৃতদেহ চারিটি পরে উপরে উঠানো হয়। জানা যায় যে, বিষাক্ত গ্যাসে উক্ত চারি ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে।

———

ত্রিশক্তি চুক্তির আলোচনায় বৃটেনের আকস্মিক আগ্রহ

পররাজ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে ত্রিশক্তি চুক্তির যে আলোচনা চলিয়াছে, তৎসম্পর্কে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, ত্রিশক্তি চুক্তির আলোচনায় সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মোলোটভ বৃটিশ সরকারের তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন—প্রথমতঃ বাল্টিক রাষ্ট্রগুলির নাৎসি প্রভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা; দ্বিতীয়তঃ লাক্সেমবুর্গ ও সুইজারল্যাণ্ড সম্পর্কে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতে সোভিয়েট বাধ্য কারণ লাক্সেমবুর্গ ও সুইজারল্যাণ্ড এ পর্যন্ত সোভিয়েট গবর্ণমেন্টকে স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত হয় নাই, তৃতীয়তঃ ত্রি-শক্তি চুক্তিতে যোগদানকারী রাষ্ট্রের মধ্যে সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অবলম্বন এবং পোল্যাণ্ড ক্রমানিয়া, তুরস্ক ও রুমানিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদনের উপর ত্রি-শক্তি চুক্তির সাফল্য নির্ভর করিতেছে। পররাজ্য আক্রমণ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহ যাহাতে একে অপরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতে না পারে সেইভাবে ঐ সব রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা স্থাপনের জন্যই সোভিয়েট প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে।

———

হল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা নীতি

প্রকাশ, বৃটেন ও ফ্রান্স হল্যাণ্ডকে নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার যে প্রস্তাব করিয়াছিল হল্যাণ্ড গবর্ণমেন্ট তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন বলিয়া প্যারিস ও লণ্ডনস্থ ওলন্দাজ রাজদূত সম্প্রতি জানাইয়াছেন। কারণস্বরূপ তাঁহারা নিরপেক্ষতা নীতি বজায় রাখিবার পক্ষপাতী।

———

জার্মাণীর আর এক চাল

ডানজিগ সমস্যার সঙ্গে কশেরুর দৃষ্টি জার্মাণীর প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে। পররাষ্ট্র সচিব হের ফন রিবেনট্রপ সমগ্র জগতের দৃষ্টি অন্যত্র নিবদ্ধ করাইবার উদ্দেশ্যে লিথুয়ানিয়াকে পোল্যাণ্ডের নিকট হইতে ভিলনা সহর দাবী করিবার জন্য চাপ দিতেছেন। পোল্যাণ্ড ১৯২০ সালে ভিলনা হস্তগত করে। জার্মাণ কর্তৃপক্ষ অষ্ট্রিয়ার দক্ষিণ টাইরল প্রদেশ হইতে সমস্ত জার্মাণদিগকে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় তথাকার জার্মাণদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। এমনকি ইহার ফলে রক্তপাত পর্যন্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

প্যালেষ্টাইনে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বৃটেনের সঙ্কল্প

প্যালেষ্টাইনের নিরাপত্তা রক্ষার সুব্যবস্থা হইয়াছে বলিয়া বৃটিশ সরকার ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ সন্তোষজনক প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত বৃটেন ম্যাণ্ডেটবলে প্রাপ্ত দায়িত্ব ছাড়িয়া দিবে না।

অদ্য কমন্স সভার অধিবেশনে ট্রান্সজর্ডানিয়াস্থিত তদন্তের কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে তৎসম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া উপনিবেশ সচিব মিঃ ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড উপরোক্ত মন্তব্য করেন। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ইহাও বলেন যে, প্যালেষ্টাইন গবর্ণমেন্ট তীর্থস্থান সমূহকে সর্বপ্রকার ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

———

যুদ্ধ নিবারণের জন্য আমেরিকার উদ্যম

সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধ নিবারণের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বর্তমান অধিবেশনে তিনি নিরপেক্ষতা নীতি অনুসারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে চান।

তিনি বলেন যে, পৃথিবীতে যুদ্ধ নিবারণ করাই শাসনকার্যে প্রধান নীতি বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। কারণ যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য যাহা কিছু করা হইবে, তাহাই ভাল। নিরপেক্ষতা আইনের অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত ধারাটি তুলিয়া দেওয়ার জন্য মিঃ কর্ডেল হাল যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাহা সমর্থন করেন। তিনি ইহাও বলেন যে, বর্তমান ইউরোপীয় সঙ্কটে এই কার্যের ফল বিশেষ শুভ হইবে না। ইহার ফলে যুদ্ধ বাধিতে পারে এবং আমেরিকার পক্ষে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন হইতে পারে।

———

চীনের যুদ্ধে ইতালীয়ান নিয়োগ

বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, জাপানীরা স্পেনের সংগ্রামে যোগদানকারী ইতালীয় স্বেচ্ছাসৈনিকবাহিনীর কতকাংশকে চীন সংগ্রামে সাহায্য করিবার জন্য যোগাড় করিয়াছেন। ইতিমধ্যেই এই স্বেচ্ছাসৈনিক বাহিনীর কতক স্পেন হইতে চীনের রণক্ষেত্রে যাত্রা করিয়াছে। এইরূপ অনুমিত হয় যে, ইহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই কার্যে ব্রতী হইয়াছে এবং ইহার পশ্চাতে ইতালী সরকারের কোন প্রেরণা আছে বলিয়া মনে হয় না।

———

খাকুসুও সীমান্তে জাপ-রুশ সংগ্রাম

খাকুসুও সীমান্তে সংঘর্ষ সম্পর্কে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, প্রচণ্ডভাবে পাল্টা আক্রমণ করিবার ফলে জাপ বাহিনী হটিয়া গিয়াছে। জাপানীদের পঞ্চাশটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে এবং আটটি কামান বিকল হইয়া গিয়াছে। প্রায় আটশত জাপসৈন্য নিহত হইয়াছে সোভিয়েটের পক্ষে প্রায় একশত জন নিহত হইয়াছে এবং ২৫টি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বিমান যুদ্ধে ৪৫টি জাপ বিমান ও ৯টি সোভিয়েট বিমান ভূপাতিত হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুদর্শনরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৫০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲

৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩৲

৪। সজ্জনতোষণী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)

১২। শ্রীমদ্রূপানুগ শিক্ষা (বাঁধা) ১

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸

১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।

১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরুদ্ধ-মত ।

১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭ চৈতন্যোপনিষদ ।০

১৮ বামন-আর্থ্য ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০

২২ জৈবধর্ম্ম ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲

অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০

২৭। দুর্গমসঙ্গমনী-সদৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তকবগ্রাহ (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-দিন-দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চণপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹৴

৪৮ কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পূর্ব্বার্দ্ধ-বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবর ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০

৬৭। মায়াংশবর্জনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ভিউ অফ এন্ড ন অন বেদান্ত ।০

৭০। নামভজন ৴০

৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী এণ্ড অন্টলজি ।০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৷৶০

৭৩। লাইফ এণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবিজম ।০

৭৫। লোয়ার গৌড়ীয়মঠ টুড়ে ৴০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল এণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ৩।০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুভাষ্য) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যান

১ম বর্ষ | ৪৪৩ গৌরাব্দ, ২৫শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ১০ই জুলাই খৃঃ ১৯২৯, সোমবার | ১১১শ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

কাটোয়ায়

আকনা মঠগাছ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কর্ত্তৃক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের বার্ষিক উৎসব গত ৭ই আষাঢ় ২২শে জুন বৃহস্পতিবার হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ গৌড়ীয়াচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে সংকীর্ত্তনমুখে আরম্ভ হইয়াছে। আগামী ৩১শে আষাঢ় ১৬ই জুলাই রবিবার উৎসব শেষ হইবে।

এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহোদয় উৎসবে যোগদান করিয়া মঠে ও সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। পণ্ডিতজী গত ১লা জুলাই স্থানীয় টাউনহলে আহুত এক বিরাট-সভায় 'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোদাবরীশ মিশ্র এম-এ, এম-এল-এ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। পণ্ডিতজীর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহে

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্য পুরাণ-রামতীর্থ, কাব্যবিনোদ, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ হইতে ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে গমন করিয়া তথায় সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রিয় ও একনিষ্ঠ সেবক পণ্ডিতজীর মুখে নিতান্ত আদরে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও শ্রীল প্রভুপাদের অপার মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া মঠবাসী ও ময়মনসিংহবাসী ভক্তবৃন্দ পরমোৎসাহিত ও পরিতোষিত হইয়াছেন।

পাটনায়

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যার্ণব বি এ মহোদয় গত ২৬শে জুন সোমবার দিল্লী, এলাহাবাদ, কাশী প্রভৃতি স্থান হইয়া পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। মঠবাসী ও মঠাগত শ্রদ্ধাবান্ ভক্তবৃন্দের নিকট তিনি সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিয়া প্রত্যেককে কায়মনোবাক্যে হরিভজনের উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। তিনি বলেন,—হরিভজনের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। কাহার কতটুকু হরিভজনে আগ্রহ, তাহা এখন বুঝা যাইবে। অসৎসঙ্গে থাকিয়া হরিভজন হয় না। পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে হরিভজনের সুযোগ দিয়াছেন ও দিতেছেন। তাঁহার আনুগত্যে থাকিয়াই হরিভজন করিতে হইবে। তিনি যখন যেখানে রাখেন, তাহাই আমাদের একমাত্র বরণীয়।

গত ২৭শে জুন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা-দিবস এতন্নিমিত্ত মঠসেবকবৃন্দ সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া কীর্ত্তনমুখে যথাবিধ পালন করিয়াছেন। ঐ দিবস রাত্রে শ্রীপাদ বিদ্যার্ণব প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও সরল হিন্দিভাষায় ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

গত ১লা জুলাই শনিবার পাটনা মঠসেবকগণ গোস্বামী পক্ষ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। ঐ দিন মহাগোস্বামীর অন্যতম গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সনাতন-গোস্বামী প্রভুর তিরোভাবতিথি কীর্ত্তনমুখে পালন করা হইয়াছে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠের প্রাঙ্গণে একটী সভার অধিবেশন হয়। তদবসানে ও শ্রীল সনাতনগোস্বামী প্রভুর শোচক কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ বিদ্যার্ণব প্রভু "বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈঃ" শ্লোকটী বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তদনন্তর 'যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর' ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

ভক্তিশাস্ত্রীজী এক সপ্তাহকাল শ্রীমঠে অবস্থান করিয়া নানাপ্রকারে মঠসেবকবৃন্দকে উৎসাহ প্রদান করিয়া গত ২রা জুলাই রবিবার গয়া গৌড়ীয়মঠে গমন করিয়াছেন।

দিল্লীতে

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রমেয় দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপাদেশে নিউদিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান পূর্ব্বক বাংলা, হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় সহরের বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট সজ্জনবৃন্দের নিকট যাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবিষয় সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন।

তাঁহার হরিকথায় আকৃষ্ট হইয়া পুরাতন দিল্লী সংস্কৃত কলেজ ও পাঞ্জাব শাখা [illegible] অধ্যাপক পণ্ডিত অপরাহ্ণ ও রাত্রি [illegible] পর্য্যন্ত শ্রীপাদ [illegible] কথা শ্রবণ করিতেছেন। [illegible] উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] ব্রহ্মচারী বিদ্যার্ণব মহোদয়ের নিকটও [illegible] সপ্তাহাধিককাল [illegible] শ্রবণ করেন। তাঁহার [illegible] ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা বিশেষ প্রশংসনীয়।

এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠে প্রত্যহ সকাল, বিকাল ও সন্ধ্যায় [illegible], শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও [illegible] পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে।

"আমাদের মনের মত না হ'লে যা'কে বরখাস্ত করতে পারি কিম্বা যা'কে দিয়ে আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির খুঁটিনাটী পুঁথির সমর্থন করিয়ে নিতে পারি তা'কে 'আচার্য্য বা 'গুরু' বলা যায় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৯ শ্রীধর, ২৮শে [illegible] গৌরাব্দ ৪৫০

শ্রীশ্রীসিদ্ধান্তবাণী

অধোক্ষজে অহৈতুকী অপ্রতিহতা ভক্তিই সুমেধের পরমধর্ম। তাহাতেই আত্মার সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তই অনুকূলানুশীলনের একমাত্র উপায়। শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পরিকর-বৈষ্ণব-গোস্বামিবৃন্দের সেবোন্মুখ হইয়া কৃষ্ণানুশীলনের অনুকূল কৃষ্ণসেবানুশীলনাদির নিত্য সেবা সম্পাদনের চেষ্টা সর্বোপরি সাধনের আবাহনীয়।

ভক্ত-ভাগবত সঙ্গে প্রতিদিন শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ সেবানুষ্ঠানে ভাগবতের অনুশীলন ব্যতীত গীতা-উপনিষদাদি গ্রন্থের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। সদ্গুরুর নিকট Transcendental Sound-এর সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা reception ব্যতীত জীবের অন্য কোন উপায় অসম্ভব। ভক্তদের সঙ্গ ব্যতীত তত্ত্বজ্ঞান হয় না। শুদ্ধভক্তের সঙ্গে বাস্তবসত্যশ্রবণে আত্মমঙ্গল লাভ হয়। ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা থাকাকালে ভাগবতের অর্থবোধ হয় না।

'স্বর্গীয় স্বর্গে সর্বক্ষণ যাঁহার ভাগবত সমীপে বাস, যিনি নিজেকে বৈষয়িক জানেন, গুরুপাদপদ্মাশ্রিত মনে করেন, গুরুসমীপে বাস অর্থাৎ গুরুগৃহে বাস। কৃষ্ণসেবামুখে উন্নত জীবনের সম্ভাবনা।

মহাগুরুই বিচারকর্ত্তা—অপৌরুষেয় বাণীর বক্তা; অহঙ্কার-বিমর্দ পড়া লোক—পুঁথি পড়া লোক ভাগবতের বক্তা নহেন, ব্রাহ্মী প্রকৃতি শাব্দজ্ঞানাহঙ্কার লইয়া ভাগবতব্যাখ্যান-অধ্যাপনার প্রয়াস আত্মবিনাশ-সাধনমাত্র। হরিবিদ্বেষী—গুরুবিদ্বেষী হইয়া আত্মহত্যা-মূলে বিনাশলাভ অবশ্যম্ভাবী। ভক্তিমান্ ব্যক্তি ব্যতীত সুপঠন বা সুষ্ঠুরূপে পঠন অন্যের পক্ষে অসম্ভব। কর্মজ্ঞানমিশ্র সবই অভক্তিজাতীয়। তাহা হইতে মুক্তি পাওয়া দরকার।

Mundane Relativity লইয়াই অহঙ্কারী বড় ব্যস্ত। তত্ত্বের সুপঠন, শুদ্ধভক্তি-প্রপত্তিপথঃ হইলে বিমুক্তি বা বিশেষ মুক্তি সম্ভব। সামান্য মুক্তি আংশিক, পরিপূর্ণ মুক্তি একেবারে destination-এ যাওয়া। এইরূপ মুক্তপুরুষেরাই ভক্তিরসের উপলব্ধি করিতে, সুষমাময় রূপ বুঝা যাইবে।

শব্দব্রহ্মের সেবাতেই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপই সেই শব্দব্রহ্মের দাতা। যাঁহার নিত্যানন্দে প্রতীতি হইয়াছে, তিনি শব্দব্রহ্মের কৃপা-প্রাপ্ত তর্কপন্থার বাহ্যজ্ঞান সত্য নহেন। Transcendental Sound-এর the only basis is a pure heart. বদ্ধ অবস্থায় ভগবান্‌কে Dependant করিতে হইবে না, সুতরাং ভগবান্ নিজে সেবকের Dependant হইয়া পড়েন।

যিনি দিব্যজ্ঞানদাতা আমার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে regulate করিয়া কৃষ্ণের সেবায়—হৃষীকেশের সেবায় নিযুক্ত করেন তিনিই গুরুদেব। গুরুদেব যে দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন, তাহা বিস্মৃত হইলেই নানারকম অনর্থ আসিয়া আমাদের সর্ব্বনাশ সাধন করে। তখন আবার সেই বৈকুণ্ঠবেত্তা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট সেই দিব্যজ্ঞান-ধনপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জানাইতে হইবে। কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলা শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে আমাদের Positive মঙ্গল হয়। কৃষ্ণের বহু জাগতিক মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু প্রভৃতিকে কৃষ্ণস্থানে বসাইয়া কৃষ্ণকে তাহাদের বোঝা করিতে গিয়া যে অপরাধ হয় কৃষ্ণপাদপদ্মের আবির্ভূতি হইতে তাহার উদ্ধার, নতুবা অন্য উপায় নাই। কৃষ্ণনামই পুনরুদ্ধারের একমাত্র উপায়। অভক্তিকে ভক্তি বা ভক্তিকে অভক্তি বলিতে হইবে না।

গীতা ও উপনিষদের কথা ভাগবতের নিকট অনেক দিন বসিয়া সেবোন্মুখচিত্তে শুনিতে হইবে, তবে তাহার উপলব্ধি সম্ভব।

মহাভাগবত নিষ্কিঞ্চন সাধুরও অভাব এবং আমাদেরও হরিকথা শুনিবার প্রবৃত্তির অভাব। আমরা ইতর-বিষয় শ্রবণে খুব প্রয়াসী। যেখানে সজ্জন ও মহতের সম্মেলন, সেইখানেই হরিসংকীর্ত্তন। বর্ত্তমানকালে নিষ্কপট পরহিতৈষণা জগতে একান্ত বিরল। ভগবানের কথা আলোচনার অভিনয়েও অনেক সময়েই স্বার্থের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির যথেষ্ট চেষ্টা থাকে—যাবতকাল অন্য অর্থ থাকে। যাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ অথবা অধর্ম্ম, অনর্থ ও কামের অতৃপ্তি এবং সংসার-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, জগতে তাঁহাদের সংখ্যাই বেশী। তাঁহারা যে হরিকথা আলোচনার অভিনয় করেন, তাহা অন্যান্য স্বার্থের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য।

খোসামুদে লোককে বৈদ্য বলিলে সুবিধা হইবে না। আমার যে যে ঔষধ ও পথ্য সত্য সত্য মঙ্গল হইবে, তাহা আমাকে প্রদান না করিয়া যদি বৈদ্য আমার খোসামোদ করিয়া কেবল তাঁহার দর্শনীটা লইয়া যান, তাহা হইলে তাহাতে আমার আপাত-প্রেয়ঃসাধন হইবে বটে, কিন্তু ব্যাধি সারিবে না।

যাঁহারা মনে করেন, সৎজীবনযাপন করা, দেবতার পূজা প্রভৃতি করা কর্ত্তব্য, তাঁহারা সাধারণতঃ দেখুন কিরূপ লোকের হস্তগত হইয়া পড়েন—সংসারে তাঁহারা প্রতারকগণের হস্তেই বঞ্চিত হন, কারণ, জগতে ঐরূপ শ্রেণীর লোকই অধিকাংশ এবং তীর্থাদি ঐরূপ প্রতারকগণের দ্বারাই পরিপূর্ণ। যাঁহারা আবার ঐ শ্রেণীর ঠগের হাতে ভুক্তভোগী হইয়াছেন বা হইতেছেন, তাঁহারা অনেক সময়েই নাস্তিক হইয়া পড়েন। মনে করেন, সকলেই প্রতারক—প্রকৃত সাধু কোথাও নাই। এমন কি, পুনঃ পুনঃ বঞ্চিত হওয়ার দরুণ তাঁহাদের নিকট ভগবৎ-প্রেরিত বৈকুণ্ঠাগত প্রকৃত সাধু উপস্থিত হইলেও তাঁহারা ঐ সাধুকে ঠগ বলিয়াই সাব্যস্ত করেন।

যিনি সত্যসত্যই নিজের সুবিধা চাহেন, তিনি সত্য সত্য সাধুর দেখা পান এবং সেই সাধুর কৃপায় সাধুর স্বরূপও বুঝিতে পারেন। যিনি ভগবানের কথা শুনিতে ভালবাসেন, আর যিনি ভগবানের কথা ছাড়া দুনিয়ায় আর কিছুই ভালবাসেন না, এ-রূপ লোকের পরস্পর মিলনেই হরিকথা হয়।

ভগবান্ অনন্তদেব যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, যদি তাঁহারা কপটতা-রহিত হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হন, তাহা হইলে দুস্তর অলৌকিক মায়া-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারেন। শরণাগত ভক্তের কুকুর-শৃগাল-ভক্ষ্য দেহে 'আমি ও আমার' অভিমান থাকে না।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষবাঞ্ছাই—কপটতা। মোক্ষবাঞ্ছার মত বড় কপটতা আর কিছুই নাই। সর্ব্বাত্মার আশ্রিতপদ ব্যক্তির উপর ভগবানের দয়া শতকরা শত পরিমাণ আসিয়া যায়। আর যাহার মনে হয়,—'আমার অন্যান্য কৃত্য আছে, আমার আভিজাত্য, সৌন্দর্য্য, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্য, বুদ্ধি, আত্মীয়স্বজন, বাড়ী-ঘর, ধনদৌলত প্রভৃতি আছে,' তাঁহার প্রতি ভগবানের অহৈতুকী দয়া—ভগবানের পূর্ণ দয়া হয় না। যাঁহারা নিষ্কৃত এ-রূপ প্রসন্ন, তাঁহারাই ঐকান্তিক। যাঁহারা ঐকান্তিক নহেন, তাঁহারা ব্যভিচারী।

শতকরা প্রায় শতসংখ্যা বলিলেও হয়, মহাপ্রভুর ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ব্যভিচারী হইয়া পড়িয়াছে, উদরের চেষ্টা, উপস্থের চেষ্টা, কনকের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া লোক জীবনাদের অভিনয় করিতেছে বলিয়া ঐরূপ দুর্গতি হইতেছে।

যদি সর্ব্বদা বিচার থাকে—আমাদের মরিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা মহাপ্রভুর বিচার গ্রহণ করিতে পারিব। যে সকল জিনিষ ভগবান্ নয়, তাহাই আমাদিগকে সর্ব্বদা সংসারে টানিতেছে। আমরা উঠিয়া পড়িয়া সংসারে প্রমত্ত হইয়াছি। আমরা সংসারে চিরদিনের জন্য আসি নাই, সুতরাং পৃথিবীতে থাকাকালে কেনই বা পাপ ও পুণ্যকার্য্যে নিযুক্ত হই? তাহার কারণ এই, আমরা যে সকল লোকের সঙ্গে বাস করি—সর্ব্বদা যাহাদিগকে দেখি শুনি, তাহারা সামান্য সামান্য অভাব পূরণের আশায় দিবারাত্রি ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছে—পারমার্থিক জীবনটাকে নশ্বর অর্থলাভের পিপাসায় নষ্ট করিয়া দিতেছে।

এমন কি, যেখানে পরমার্থের কথা হয়, তাহাও যদি তাহাদের বিত্ত-চেষ্টার অন্তরায় বা ইন্দ্রিয়বৃত্তির কার্য্যে নিযুক্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কথাও তাহাদের শ্রবণীয় বিষয় বলিয়া মনে হয় না।

কেহ কেহ বলেন, চুপ্ করিয়া থাকাই ভাল। চুপ্ করিয়া না থাকিলে পরচর্চ্চা হইয়া পড়িবে। কিন্তু পরোপকার-চিকীর্ষা-বৃত্তি অপেক্ষা প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তির প্রবৃত্তি যাঁহাদের প্রবল, তাঁহারাই জগতের প্রতি বান্ধবকে পরচর্চ্চা বলিয়া যৌগিক সংজ্ঞা প্রদান করেন। জগতের এইরূপ উপকার যদি কেহ না করেন, ভগবান্ কেন তাঁহার উপকার করিবেন? আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগ করা। দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগের নামই—তীর্থে বাস। সত্যের প্রতিষ্ঠানই—তীর্থ, তাহা সর্ব্বত্রই সম্ভব। ভক্তগণের গৃহও তীর্থ হইতে পারে, কিন্তু কপটতা যেখানে—কপটতার আবরণে অমঙ্গলময়ের চেষ্টা যেখানে, তাহা তীর্থ নহে।

যদি কেহ বলেন, কাল কলি হউক না কেন, আমাদের ঠিক থাকিলেই হইল। তদুত্তরে বলিতে হইবে—যে ইন্দ্রিয়বর্গকে আমরা সম্বল করিয়াছি, সেই চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিই আমাদের প্রতি পরম শত্রুতা ও বিশ্বাস ঘাতকতা করিতেছে। তারপর ভক্তিমার্গ নানাপ্রকার মনোধর্ম্মের মতবাদরূপ কণ্টকের দ্বারা আবৃত হওয়ায় মানুষ ইন্দ্রিয়কে সম্বল করিয়া প্রকৃত সত্যপথ নির্ব্বাচন করিতে পারিতেছেন না। তাই শ্রীচৈতন্যদেবের নিজজনগণের শরণাগত হওয়া ব্যতীত আর কোন উপায় নাই।

— — —

ভোগ ও ত্যাগ—মূলতঃ একই জিনিষ। ফল্গুত্যাগের কোনও মূল্য নাই। উহা একটা প্রচ্ছন্ন-ভোগপিপাসা বা ভোগের প্রতি অবৈধ ক্রোধ। ভোগে অত্যাসক্তি থাকায় ভোগ না পাইয়া যে ক্রোধের উৎপত্তি হয়, তাহাই ফল্গুত্যাগের আকার ধারণ করে। স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিয়া ছিন্নকন্থা পরিধান করিয়া থাকিলে যে বৈরাগ্যের অভিনয় প্রদর্শন করা হয়, তাহাতে কোনও লাভ নাই। সেইরূপ বৈরাগ্য—ভোগেরই নামান্তর। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভোগী একমাত্র ভগবান্—তিনিই ভোগপুরুষ। জীবের স্বরূপধর্ম্মে ভোগবৃত্তির অবস্থান নাই। জীব ভোগপুরুষের ভোগের উপকরণ মাত্র। নিষ্কপট ভাবে হরিসেবা করিবার সময় কেহ যদি ভগবৎসেবককে ত্যাগী বা ভোগী দেখেন, দেখুন; হরিসেবক ত্যাগীও নন, ভোগীও নন, নিষ্কপট সেবক।

আমরা যদি সত্য সত্যই নিজের মঙ্গল করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হই, আর সত্য সত্য পরের মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে ভগবান্ নিশ্চয়ই আমার মঙ্গল করিবেন। অন্য লোককে ফাঁকি দিলে নিজেও ফাঁকিতে পড়িতে হইবে। জগতে একজন ব্যক্তিও যদি আমাদের নিকট হইতে অকৈতব সত্যের সন্ধান জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে এত আশীর্ব্বাদ করিবেন যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই আমার প্রতি চরম মঙ্গল বর্ষণ করিবেন। ভগবান্ আমার এমন মঙ্গল করিতে পারেন যে, আমার পার্থিব সকল সুখশান্তি নষ্ট করিয়া আমার প্রকৃত মঙ্গল করিয়া দিতে পারেন।

সত্যবাদী কে?

(প্রাপ্ত)

পরমপুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সত্য বস্তু। সত্য অর্থাৎ যাহা নিত্য, যাহা প্রাকৃত কোনও স্থান, কাল বা পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। সত্য নিত্যকালই সত্য, যাহা পূর্ব্বে সত্য ছিল, বর্ত্তমানে মিথ্যা হইয়াছে বা ভবিষ্যতে মিথ্যা হইতে পারে, এরূপ কোনও বস্তু নহে। অনিত্য বস্তু কোনও দিনই সত্য হইতে পারে না। যাহা সত্য, তাহা নিত্য আর যাহা অসত্য তাহা অনিত্য। যাহারা একবার সত্য বলিয়া পরে সেই বস্তুকে মিথ্যা বলে, তাহারা সত্য হইতে বঞ্চিত। সত্য স্বপ্রকাশ বস্তু। অসত্যকে সত্যের পোষাক পরাইয়া বেশী দিন চালান যায় না। সত্য একদিন প্রকাশিত হইবেই।

ভগবানের মায়াশক্তি দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট। ভগবৎ-শক্তি নিত্যা হইলেও এই জগৎ অনিত্য, ধ্বংসশীল। ইহার নিত্যত্ব নাই। 'গম্' ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া জগৎ-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। অর্থাৎ যাহা চলিয়া যায়, যাহার নিত্যত্ব নাই তাহা কোনও দিনই নিত্য সত্য হইতে পারে না। জাগতিক কোনও বস্তুর নিত্যতা নাই। আমাদের চক্ষে সময় সময় যাহা সত্য বলিয়া মনে হইতেছে, তাহা প্রকৃত সত্য নহে, তাহা মায়ারই একটি ছলনা। অসত্য বা অনিত্য জগতে সত্যের অবস্থিতি নাই। অনিত্য জগতে সত্যের যুগে যুগে অবতরণ হয়।

ভগবান্ ও শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। অন্যান্য বস্তুর তাঁহাদের সহিত যে পরিমাণ সম্বন্ধ আছে, তাহারা সেই পরিমাণ সত্যে পরিনিষ্ঠিত। ভগবান্ ও গুরুপাদপদ্মকে বাদ দিয়া কোনও দিনই সত্য থাকিতে পারে না। ভগবান্ ও ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুসমূহই একমাত্র সত্য। ভগবান্ সত্য, তাঁহার বাণী সত্য এবং তাঁহার সেবকগণ সত্য। বাণীর কোনও দিনই সত্যতা থাকিতে পারে না যদি তাহা ভগবদ্বাণী না হয়। সে সেবক সেবকপদবাচ্য নহে, যদি সেই সেবক সত্যের সেবা না করেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,

> নিতাইচরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
> নিতাই-পদ সদা কর আশ

নিত্যানন্দ- শ্রীগুরুদেব। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে সকল বস্তু নিজদিগকে সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, তাহারা সমস্তই মিথ্যা। গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত সত্যের অবস্থান নাই। সুতরাং যেখানে গুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধের অভাব সেখানে সত্যেরও অভাব। সেখানেই মিথ্যাকে সত্য সাজাইবার দুর্ব্বুদ্ধি।

গৌড়ীয়মঠের সেবকগণই একমাত্র সত্যের সেবা করিতেছেন। আম্নায়বাণীর নাম সত্য-বাণী। আম্নায়-ধারা হইতে বিচ্যুত বাণী সত্য বলিয়া পরিচিত হইলেও তাহা কলির ছলনা বা বঞ্চনা। গুরুপাদপদ্মের—আচার্য্যপাদপদ্মের মহিমা- কীর্ত্তনকারীই সত্যবাদী। এতদ্ব্যতীত সকলেই মিথ্যাবাদী—মায়াবাদী—অসত্যবাদী।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৳০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৳০; ৪র্থ খণ্ড —৳০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

যৎকিঞ্চিৎ

— —:(*):— —

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের মতে ভক্তাধিকের প্রথম নামোচ্চারণের পরে তাঁহার যে সকল ক্রিয়ার উল্লেখ আছে, ইন্দ্রিয়তর্পণপর সেইগুলি আদরের সহিত গ্রহণীয় বা অনুকরণীয় নহে। পরন্তু ব্যতিরেক-বিচারে তাহাদের পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। মুক্ত-পুরুষের ঐগুলি দোষের বিষয় না হইলেও অমুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উহা কখনই 'আদর্শ' হইতে পারে না। এই সকল কথা বিচার করিতে গেলে অম্লাক্ষরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, নামাপরাধ, নামাভাস ও পরে শুদ্ধনাম—একশ্রেণীর মহাজনের কথা আবার অপরশ্রেণীর মহাজনের কথা এই যে, প্রথমেই মুক্তপর্য্যায়ে নামাভাস ও মুক্তি, তৎপর নাম বা শুদ্ধসেবা উভয়ে সমতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইলেও শেষোক্ত মতের তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বাগ্রে নামাভাস, পরে ভোগময় ধর্ম্মবর্জ্জিত অপরনিচ্ছাক্রমে দুরাচারাদি অপরাধ-প্রাচীন অনুষ্ঠানের হেয়দর্শন পরিহার পূর্ব্বক উহাকেই ভক্তিপোষক বলিয়া জ্ঞান হইলেও উহা ফলোদয় কালাপেক্ষামাত্র, তৎকলে ঐ অবস্থা হইতে পরিত্রাণকালে তাদৃশ অবস্থার অনধিষ্ঠানে নামভজনারম্ভ দৃষ্ট হয়। এতদুভয় মতই পরস্পর এক উদ্দেশ্য-বিজ্ঞাপক। সুধী পাঠকগণ এবিষয়ে ভাষা ও বিচারের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উভয়ের একতাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই নামসাধনপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। পরিশেষে আর একটী দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, ভক্তাধিকের নামোচ্চারণকালে অর্থবাদ বা কল্পনারূপ 'সাক্ষাৎ অপরাধ' ছিল না। সুতরাং ঐ অপরাধদ্বয়ে অপরাধী অনভিজ্ঞ স্মার্ত্তকুলের নামোচ্চারণ কখনই একপর্য্যায়ে বিচারাধীন হইতে পারে না।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তনের ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব, গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আদি [illegible] বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং [illegible] প্রকাশমঞ্জরী আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, ভাগবতের বক্তৃতা বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাটিতলা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং [illegible] বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible]পুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গলী, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যনারায়ণ মঠ,

পোঃ বিসওয়াঁ, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠশাখা

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড-[illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দ বিহারী মঠ

নন্দ, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বরষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরষাণা, মথুরা

(৪৬) গোপীবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বোম্বে ৭

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible]
[illegible] সেবা

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-রামানন্দ-মিলনস্থানে [illegible] সেবা

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক। উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠশাখা

(৫৯) শ্রী[illegible]-গৌড়ীয়-[illegible]

পোঃ রেমুণা, বালেশ্বর

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকশিলা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) আম্লাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible]রোড
[illegible], লণ্ডন, এস. ডব্লিউ. ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

জামালখান, চট্টগ্রাম.

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রী[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মচারী-সম্পাদিত
শ্রী[illegible] ব্রহ্মচারী [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———::(*)::———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীপ্সানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসার প্রকৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, গ্রন্থ-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে ত্রিবর্ণচিত্রের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নদিয়া, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

———

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্মপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(*)——

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

———

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রজমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও অনুগত সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিক উন্নতির জন্য এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাজনাস্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, চায়নাট্রী মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(•):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অনুজ্ঞায় পরবিদ্যাবিভূষিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত; এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৫-৩৬ ৬ ২৬ ৭-০৬ ১২-২৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৫৬ ২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ ৮-২৮ ১৪-১৫
(বদল) ছাঃ ৯-৩৩ ১৪-৫০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮-৪৫ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৭-২৮ ১৯-০৮ ২০-১৬ ১-৪২
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-২৬
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২১-৫

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬
(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (শাটল্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৭
ছাঃ ১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫-৪৫ ৯-১০ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২৩ ৯-১৬ ৯-৪৮ ১১-৫১ ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১১ ২১-১০
ছাঃ ৩-৩৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৫ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩০
(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪০
কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩৩
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪
(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৫
(বদল) ছাঃ ১৭-৪৩ ১৯-১৪ ২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০ ২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। শিতার সীল সংযুক্ত কাগজের এবং মূতন ... গ্রহণ করে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ... ছোট বোতল ৷৵৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৭১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে ১৩৪৬ আষাঢ় ১১ই জুলাই, ১৯৩৯, মঙ্গলবার । ১১৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(•)::—

নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া পড়ায় মৃত্যু

চাকুলিয়ার অন্তর্গত গোয়ালবাড়ী হইতে একটি শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গোয়ালবাড়ী নিবাসী মহম্মদ বকবুল সেখ নদীতে স্নান করিতে গিয়া নদীর ধারে একটি চাপের উপর বসিয়া মুখ ধৌত করিতে থাকে। হঠাৎ চাপটি ভাঙ্গিয়া বকবুল নদীর মধ্যে পড়িয়া যায়। পড়িয়া যাওয়ার পর তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

———

জার্ম্মানীর প্রতি সাবধান বাণী

ব্রাডফোর্ড অঞ্চলে এক বক্তৃতায় মিঃ এন্টনী ইডেন বলেন, "সমস্ত গবর্ণমেন্ট যতক্ষণ না চূড়ান্তভাবে বুঝিবে যে, আর আক্রমণাত্মক কার্য্য করিলেই সমগ্র ইউরোপ জড়িত হইয়া পড়িবে, ততক্ষণ অবস্থা ভাল দিকে যাইবে না। এইটাই মূল কথা। যাহারা ক্ষমতায় দায়িত্বে অধিষ্ঠিত তাঁহাদের বুঝিতে হইবে যে, ইউরোপে অবাধনীতির সময় চলিয়া গিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলার একটা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তাঁহাদের সহযোগিতা করিতে হইবে তাহা যদি তাঁহারা না করেন, তবে পরবর্ত্তী আক্রমণাত্মক কার্য্যে সমগ্র ইউরোপ যুদ্ধে যোগ দিবে।"

মিঃ ইডেন বলেন যে, বৃটিশ জনসাধারণের সকলেই শান্তি চায়; কিন্তু তাহারা তাহাদের মন এইভাবে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে—অনুরূপ প্রয়োজনে বিপদ আপদের কালে তাহারা সহযোগিতা করিতে ও আলাপ-আলোচনা চালাইতে রাজী আছে কিন্তু সমানভাবে তাহারা এ বিষয়েও দৃঢ়সঙ্কল্প যে, নীতি প্রদর্শনের নিকট দুর্বলতা দেখান হইবে না বা অস্ত্রবলের নিকট কোন সুবিধা ছাড়া হইবে না।

তিনি বলেন, "আমাদের সম্মুখে যে চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়াছে, তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের জাতি সম্পর্কে সচেতন। আমরা সঙ্কট যুগের মধ্য দিয়া যাইতেছি, কিন্তু এই কোনও বৃটিশ জাতিকে সন্ত্রস্ত করিতে পারিবে না। আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে কাবু করা যাইবে বা হুমকি দিয়া আমাদিগকে দাবান যাইবে—এরূপ ধারণা পোষণ করা অত্যন্ত বিপজ্জনক ভ্রান্তি-বিলাস।"

দিল্লীতে ট্রামগাড়ী বয়কট

দিল্লী ইলেক্ট্রিক এণ্ড ট্রামওয়ে কোম্পানী সহরের কোন কোন অঞ্চলে এ সি কারেন্ট সরবরাহ করে এবং বিদ্যুতের দাম বেশী লয় বলিয়া দিল্লী মিউনিসিপ্যাল বিক্ষোভ কমিটি ব্যাপকভাবে ট্রাম বয়কটের আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। পুলিশ পাহারায় খালি ট্রামগাড়ীগুলি যাতায়াত করিতেছে। কর্তৃপক্ষ বিশেষ সাবধানতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। বিক্ষোভ কমিটির ট্রামের মোড়ে মোড়ে স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন করিয়াছে।

কংগ্রেস অফিসে দিল্লী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সহকারী সভাপতি মৌলানা নুরুদ্দীনবিহারীকে দণ্ডবিধির ৩৫১ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ট্রামওয়ে বয়কট করিতে অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা করার অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

———

প্রবাসী ভারতীয়দের দাবী

"অন্ততঃ সাম্রাজ্যের ভিতরে ভারতবাসীদের প্রতি সুবিচার ও সদ্ব্যবহার করা সমর্থনে ভারতবর্ষের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের উচিত—ভারতের এই ন্যায়সঙ্গত দাবীর সমগ্র প্রভাব প্রয়োগ করা উচিত।"

স্বরাজ সমিতির দক্ষিণ ভারতীয় শাখার সরকারী মুখপত্র 'সাউথ ইণ্ডিয়ান বুলেটিন' পত্রিকায় 'প্রবাসী ভারতীয়' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে উপরোক্ত মন্তব্য করা হইয়াছে।

সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ইউনিয়ন পার্লিয়ামেন্টে 'এসিয়াটিক বিল'-এর আলোচনা করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, উদারদৃষ্টি লইয়া দেখিতে গেলে, এসিয়াটিক বিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী দলের মনোভাব, সাম্রাজ্যের ঐক্যের পক্ষে ঘোরতর বিপজ্জনক। যে সময় নিষ্ঠুর অভিযানের ফলে বৃটিশ জাতি সংঘের অস্তিত্ব বিপদাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সেই সময় দক্ষিণ আফ্রিকা জাতিবিদ্বেষের আগুনে বৃথা ইন্ধন যোগাইবে, ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা। ভারতবর্ষ কি করিতে পারে, তাহা বলা কঠিন। কারণ প্রতিবাদ প্রায় নিষ্ফল হইবে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা ক্ষতিজনক হইবে। যেখানে সাম্রাজ্য সম্পর্ক গুরুতর প্রশ্ন এমন গভীরভাবে জড়িত, সেখানে বক্তা কথায় কিছুই হইবে না। মনে হয়, এই সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের খাঁটি মনোভাব কি তাহা জানা দরকার।

অতঃপর ঐ প্রবন্ধে বলা হয়, "জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যার সহিত ভারতবর্ষের শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের কি সম্পর্ক আছে। ইহার প্রথম উত্তর এই যে, এই দেশে শ্বেতাঙ্গগণ বৈষম্যমূলক ব্যবহার বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াই আইনের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন এবং এই কারণেই ভারতবর্ষ যখন সাম্রাজ্যের অপরাংশের প্রবাসী ভারতীয়দের রক্ষার উদ্দেশ্যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও জাতিবিদ্বেষের কুফলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন, সেই সংগ্রামে তাঁহারা ভারতবর্ষকে সমর্থন করিতে সম্মত হবেন।"

———

একজন নিহত ও কয়েকজন আহত

ভাগলপুর জেলার বাঁধীপুরার একখণ্ড জমি লইয়া বিরোধের ফলে বিষম দাঙ্গা বাধে। এই দাঙ্গায় একজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

সংবাদে আরও প্রকাশ, দাঙ্গার সময় বন্দুকের গুলি চলিয়াছিল।

———

নাঙ্গা পর্ব্বত অভিযান

গত বৎসর নাঙ্গা পর্ব্বত আরোহণের জন্য যে জার্ম্মাণ অভিযাত্রীদল ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নেতা পলবয়ার 'অল্ আমির ভাইতুং' পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, ১৯৪০ সালে আর একটি জার্ম্মাণ অভিযাত্রীদল পুনরায় নাঙ্গা পর্ব্বত আরোহণের চেষ্টা করিবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৹ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—বিহারের একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবিধ তথ্য সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:(৹):——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৴৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷৹ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ—

২। তাম্রবর্ণ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৬৲

৩। তাম্রবর্ণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সহযোগী কর্মী (বাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹

৪র্থ খণ্ড—৸৹

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ৷৹

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷৹

১৮। বামন-আলবর ৷৹

১৯। তত্ত্ববিবেক ৷৹

২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶৹

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶৹

২২ অর্চ্চন রহস্য ৷৹

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ৩৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
(বাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹

২৭। দুর্গমসঙ্গমনী গৌড়ীয় (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷৹

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ)
(বাঁধা) ৸৹

৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶৹

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶৹

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹

৩৫। গীতমালা ৴১৹

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমায় ৷৹

৪০। শরণাগতি ৴৹

৪১। গীতাবলী ৴৹

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴৹

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনকল্প

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹/

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹

৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১৹

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹

৫৫ জৈবধর্ম্মাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹

৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যান্বিত) ৷৹

৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখা ৶৹

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹

৬০। সংখ্যাবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিগীষাঃ

৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷৹

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷৹

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴৹

৬৭। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৹

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৹

৭০। নামভজন ৴৹

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷৹

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৶৹

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹

৭৪। বৈষ্ণবিজম ৷৹

৭৫। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹

৭৬। দি ভাগবত

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷৹

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹

৮১। সাধন-পথ ৷৹

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹

৮৩। গীতাবলী ৴৹

৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ { ১০ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৬শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১১ই জুলাই খৃঃ ১৯৩৯, মঙ্গলবার } ১১৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কুচবিহারে প্রচার

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মথুরানাথ দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গৌড়ীয় আচার্য্য-ভাস্কর ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে ইতঃপূর্ব্বে রংপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রচার করিয়া বর্ত্তমানে কুচবিহার জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

ভক্তিশাস্ত্রীজী কুচবিহার সার্ব্বজনিক সভা গত ১৮ই আষাঢ় হইতে ২০শে আষাঢ় পর্য্যন্ত ৩ দিবস যথাক্রমে 'সার্ব্বজনীন ভাগবতধর্ম্ম', 'শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা' ও 'শ্রীচৈতন্যদেবের দানের বৈশিষ্ট্য' বিষয়ে তিনটী হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। তথাকার প্রচারকার্য্য শেষ করিয়া পণ্ডিতজী হরিকথা প্রচারার্থ অন্যত্র গমন করিয়াছেন।

জাণ্টাফুলে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের একান্ত আনুগত্যে মঠে নগরীর বিভিন্ন স্থানে তথা সহরের বাহিরেও বহু স্থানে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ১লা জুলাই শনিবার দিবস সাণ্টাক্রুজ-প্রবাসী সজ্জনপ্রবর মিঃ কেদারনাথ ভার্গব বি-এ মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে মঠসেবকবৃন্দ অপরাহ্ণ ৫। ঘটিকার সময় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। ভার্গব মহোদয় মঠসেবকগণকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। সকলে উপবেশন করিলে পর সভামধ্য হইতে কতিপয় সজ্জন ও শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি প্রশ্ন করেন যে, ভগবান্ আমাদিগকে কেন সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আমরা যে বর্ত্তমানে দুঃখ ভোগ করিতেছি তজ্জন্য দায়ী কে? এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে আমরা এই দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারি? উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী রাধানগর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বলেন যে, এই সমস্ত প্রশ্ন অদ্যকার পাঠের অনুযায়ী হইয়াছে সুতরাং পাঠের মধ্যেই উক্ত প্রশ্নের সমাধান হইয়া যাইবে। তৎপরে ব্রহ্মচারিবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তর দশাবতার-স্তোত্র, 'যশোমতীনন্দন' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিলে পর ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবতের অজামিল উপাখ্যান হইতে বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক পরাজিত যমদূতগণের শ্রীয় প্রভু ধর্ম্মরাজ যমের নিকট কথিত প্রশ্নের ধর্ম্মরাজ যে সমস্ত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন তদবলম্বনে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল হিন্দী ভাষায় ব্যাখ্যামুখে পূর্ব্বকথিত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন। তাঁহার শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ সদুত্তর শ্রবণ করিয়া সভাগত সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হন। পাঠের আদি ও অন্তে বহুক্ষণ যাবৎ মহাজন কীর্ত্তন হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়। বহু উচ্চশিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গত ২রা জুলাই রবিবার বম্বে সহরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সাণ্টাক্রুজপ্রবাসী সজ্জনপ্রবর শেঠ. এস. কে. চোক্‌সীজী মঠ সেবকগণকে পাঠ-কীর্ত্তনের জন্য তাঁহার গৃহে আহ্বান করেন। তাঁহার সাদর আহ্বানে মঠসেবকবৃন্দ বেলা ৪।০ ঘটিকার সময় তাঁহার সাণ্টাক্রুজস্থ নব-নির্ম্মিত বাসভবনে উপস্থিত হন।

ব্রহ্মচারিবৃন্দ আসন গ্রহণ করিলে পর চোক্‌সী মহোদয় পরিবারবর্গ সহ স্বয়ং চন্দন এবং পুষ্পাদি দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের অর্চ্চন করেন। তৎপরে ব্রহ্মচারিবৃন্দ সমবেতকণ্ঠে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনান্তর দশাবতার স্তোত্র প্রভৃতি মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন।

পরে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রায় ১।০ ঘণ্টাকাল গুজরাটী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের স্বরূপ, শ্রোতা ও বক্তার স্বরূপ এবং ভগবান্‌কে কি ভাবে জানা যায়, আমাদের দুঃখের মূলকারণ কি, কিরূপেই বা এই দুঃখের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করা যায়, একমাত্র সদ্গুরুর কৃপাতেই যে এই সমস্ত অসুবিধার হাত হইতে ছুটী লাভ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায় প্রভৃতি বিষয় বহুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। পাঠান্তে "ভজহুঁরে মন শ্রীনন্দনন্দন" এবং মহাজন কীর্ত্তন হয়। ব্রহ্মচারীজীর মুখে এই সমস্ত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্বলিত সদ্যুক্তি-সমূহ শ্রবণ করত সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন এবং পুনরায় এই সমস্ত কথা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই দিবস বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও চোক্‌সী মহোদয় ও তাঁহার ভ্রাতার বিনয়-নম্র ব্যবহার সত্যই প্রশংসনীয়। অতঃপর তাঁহারা মোটরে করিয়া ব্রহ্মচারিগণকে মঠে পৌঁছাইয়া দেন।

ময়মনসিংহে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁবিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ গুরুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজের পূর্ণানুগত্যে শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ পরমোৎসাহে সেবাকার্য্যাদি করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তন, গুরুবন্দনা, ভাগবত-পাঠ, মধ্যাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী, সন্ধ্যায় আরতি-কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ নিয়মিত-ভাবে হইতেছে।

স্থানীয় খ্যাতনামা উকিল পরলোকগত শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র রায় এম-এ, বি-এল মহোদয়ের পুত্রগণের সাদর আহ্বানে শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ মধুসূদন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তাঁহাদের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অজামিল উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

"শিক্ষা যাঁদের মনের মত না হ'লে যাঁকে বরখাস্ত করতে পারি কিম্বা যাঁকে দিয়ে আমার কদর্য্যচেষ্টা দুষ্টা-বুদ্ধির সমর্থন করিয়ে নিতে পারি, তাঁকে 'আচার্য্য বা 'গুরু' বলা যায় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ শ্রীধর [illegible] প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫৩

যৎকিঞ্চিৎ

——::(৩)::——

জগৎ—জগদীশের। এ জগতের যা' কিছু সবই কৃষ্ণ-ভোগ্য—কৃষ্ণ-ভোগ্য। কৃষ্ণই জগদীশ্বর। কৃষ্ণই জগৎপিতা। সবই কৃষ্ণভোগ্য; সুতরাং সকল বস্তুই আমার গুরু অর্থাৎ পূজনীয়—সেব্য। আর নিজে লঘু—সেবক—কৃষ্ণভোগ্য; সুতরাং গুরু-সেবা ছাড়া আমার আর কোন কাজ নাই। লঘুবুদ্ধি—অপরকে নিরপেক্ষ ভাবজ্ঞান। অন্যকে নিরপেক্ষ ভোক্তৃজ্ঞান যেখানে, কৃষ্ণভোগ্যকে নিজ-ভোগ্যজ্ঞানের কল্পনা যেখানে, গুরু-বস্তুতে লঘুবুদ্ধি যেখানে, অপরকে নিজ-সেবায় লাগাইবার ধৃষ্টতা যেখানে, সেইখানেই বিপদ, সেইখানেই অপরাধ, সেইখানেই দর্শন-ভ্রান্তি। সকল বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে দর্শন না হইলেই তাহা কুদর্শন। অন্যের কুদর্শন নাই, তাহার সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন, চেতনদর্শন। 'সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে।' আবার ভোগোন্মুখতার জন্য তাঁহারা আমার নিকট আত্মগোপন করিয়াছেন, প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন না। তাঁহারা কৃপা করিয়া রূপ দেখাইলেই আমরা তাঁহাদের সেবকরূপ দেখিতে পাইব। ভোগোন্মুখ যাবৎ জগৎপূজ্য সাধুগণকে দেখিতে পায় না, তাঁহাকে নিজভোগ্য কল্পনা করিয়া সর্ব্বনাশ বরণ করে। আর [illegible] সাধুগণের সেবা নিজে করিয়া জগৎকে দেখাইবার [illegible] ভোগোন্মুখ ও সেবোন্মুখের বিচারে আকাশপাতাল তফাৎ। সেবোন্মুখের বিচারই ঠিক, তাহাতে ভ্রান্তি নাই কিন্তু ভোগোন্মুখের স্বরূপজ্ঞান না থাকায় তাহার প্রত্যেক কার্য্যই ভ্রান্তিপূর্ণ। বদ্ধজীবগণ ভোগোন্মুখ। মুক্তগণ সেবোন্মুখ বা সেবক। 'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ'। সাধুসঙ্গ করিতে করিতেই ভোগোন্মুখতা অপসারিত হইয়া সেবোন্মুখতা প্রকাশ পায়। সেবোন্মুখের নিকট সেব্য প্রকাশ পান। 'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।'

ভগবান্ ও জীব উভয়েই চেতন। জীব ভগবানের, আর কাহারও নহে। আনন্দই তাহার স্বধর্ম। কিন্তু অজ্ঞানতা-বশতঃ জানে না যে, সে ভগবানের নিত্য-সেবক। জীব জানুক বা না জানুক জীবের সহিত ভগবানের নিত্যসম্বন্ধ আছে। গুরুকৃপায় যখন সে ইহা জানিতে পারে, তখন তাহার সম্বন্ধজ্ঞান হয়। ভগবানের সহিত জীবের যে নিত্য সম্বন্ধ তাহার নাম প্রীতি। এই প্রীতিসূত্রই যোগসূত্র। প্রীতি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। প্রীতি জিনিষটি প্রিয়কে প্রীত বা সুখী করিবার জন্য ব্যস্ত। ইহাই তাহার স্বভাব এবং প্রিয়ের সুখেই তাহার সুখ। প্রিয়সুখানুসন্ধান বাদ দিয়া নিজ-সুখৈষণা তাহার ভাল লাগে না। প্রিয়ের জন্য দুঃখস্বীকারও সুখ বলিয়া মনে হয়। প্রীতি তাহাকে অন্ধ করে। তাই সে প্রিয়ের সুখের জন্য সব জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তাই নিজসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সে আত্মহারা হয়। প্রিয়ের সুখবিধানই তাহার জপ ও ধ্যানের বস্তু হয়। তখন সে আর অন্য কিছু চায় না। প্রিয়ের সঙ্গ ও প্রিয়ের সুখবিধানই তাহার একমাত্র কাম্য হইয়া পড়ে। তখন আর কাহারও কথা তাহার মনে থাকে না। মহাজন গাহিয়াছেন—

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥"
"পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু এখন
সেবাসুখ পেয়ে মনে।
আমি ত' তোমার তুমি ত' আমার
কি কাজ অপর ধনে॥"

জীব চেতন ও নিত্য। সুতরাং তাহার স্বধর্ম-বৃত্তি লুপ্ত হয় নাই বা কখনও লুপ্ত হইতে পারে না। কেবল সুপ্তভাবে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছে মাত্র। কৃষ্ণানুশীলন করিতে করিতে সেই সুপ্তভাবটী দূর হওয়ায় পুনরায় তাহা জাগ্রত হইয়া উঠে। জাগ্রত হইলেই সে সব দেখিতে পায়। তাহার দুর্ব্বোধ, অদর্শন বা অজ্ঞানতা কাটিয়া যায়। তখন মুক্তি ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি কাজে কাজেই হয়। জীবের বদ্ধতা নিত্য নয়। তাহার সাময়িক বা নৈমিত্তিক। সঙ্গদোষের অত্যাবশ্যকতাবশতঃ সে নিজেকে প্রাকৃত বস্তু বলিয়া মনে করে। তাই ইতর বিষয়ে আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। ভগবৎপ্রীতিই তাহার স্বধর্ম, সুতরাং তাহাই প্রয়োজন। মুক্তি যখন তাহার সাধ্য নয়, তখন তাহা প্রয়োজনও নয়। যাহারা এই কথাটি না বুঝিয়া অসাধ্য বিষয়ে সাধন করিতে যায়, তাহাদের সাধন বিফল হইয়া যায়। তাহাদের মঙ্গল লাভ হয় না। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের প্রীতি বা ভক্তিসাধন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ ও মুক্তিলাভ অনায়াসেই ঘটিয়া থাকে। ভগবানের সহিত জীবের যে একটী স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি আছে তাহারই নাম প্রীতি। চিত্ত শুদ্ধ হইলে ইহা সহজেই প্রকাশ পায়। ভগবদ্বস্তুতে প্রীতির অভাব হইলেই ভগবদিতর বস্তুতে অপ্রীতি স্বাভাবিকী। তাহারই নাম ভোগস্পৃহা—স্বসুখ-স্পৃহা যেখানে ভোগ সেইখানেই কষ্ট।

ভক্তিই সকলের নিত্যধর্ম্ম, কিন্তু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-বশতঃ ভক্তি ছাড়িয়া জীব কর্ম্মী ও জ্ঞানী হয়। স্থূল শরীরগত যে চেষ্টা, তাহা কর্ম্মচেষ্টা, লিঙ্গশরীরগত-চেষ্টা—জ্ঞানচেষ্টা। আর ভক্তি আত্মগত প্রীতিরূপ ধর্ম্মকে সাধন করে। প্রীতির উৎপত্তি হইলে ভক্তির পরিপক্কাবস্থা হইল বুঝিতে হইবে।

ভগবজ্জ্ঞানই জ্ঞানের স্বাভাবিক অবস্থা। অস্বাভাবিক অবস্থায় তাহা অজ্ঞান বা অতিজ্ঞান। অজ্ঞান হইতে প্রাকৃতপূজা এবং অতিজ্ঞান হইতে নাস্তিকতা ও অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। নিরাকার ও সাকারবাদ উভয়ই অজ্ঞানজনিত পরস্পর বিবদমান। যুক্তি—জ্ঞান বা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত অতিক্রম করিয়া তর্কপ্রিয় হইলে আত্মাকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে চাহে না। এ অবস্থায় নাস্তিকতার উদয় হয়। জ্ঞান যখন যুক্তির অধীন হইয়া স্ব-স্বভাব পরিত্যাগ করে, তখন আত্মার নির্ব্বাণকে অনুসরণ করে। এই অতিজ্ঞান-বশতঃ চেষ্টার দ্বারা জীবের মঙ্গল হয় না।

ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি ছয়গুণের মধ্যে শ্রী অর্থাৎ ভগবৎ-সৌন্দর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন। অবলম্বনকারী উচ্চাধিকারী বা কোমলশ্রদ্ধ উভয়েই নিজজন না হয়। কোমলশ্রদ্ধজন-সাধকগণ পাপ ও পুণ্যাত্মক কর্ম্ম-কাণ্ড সব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উচ্চাধিকারী বা মুমুক্ষু হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন।

পরমার্থ-বিচারে জড়ের প্রতিষ্ঠা নাই; বরং বিশেষ নিন্দা আছে। জড় সর্ব্বদাই চিদাভাসমিশ্র, তাহা কখনই চিৎ হইতে পারে না। আত্মা—অপ্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত বস্তু। তাহার দুইটী পরিচয় আছে,—একটী স্বরূপপরিচয়, আর একটী ক্রিয়াপরিচয়। শুদ্ধজীবের স্বরূপ-পরিচয়ই চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান। জীব—জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পদার্থ দ্বারাই তাহার শরীর গঠিত। আনন্দই তাহার ক্রিয়াপরিচয়। অতএব শুদ্ধজীবের সত্তা কেবল চিদানন্দ। অহঙ্কার, শুদ্ধচিত্ত, শুদ্ধমন ও শুদ্ধ ইন্দ্রিয় সকলেই চৈতন্য হইতে অভিন্নরূপে শুদ্ধসত্তায় অবস্থিত। বদ্ধাবস্থায় জীবকে চিদাভাসরূপে লক্ষ্য করা যায়। তখন মায়িক সুখ-দুঃখরূপ আনন্দবিকারই তাহার ক্রিয়া-পরিচয় হয়।

১। সুরম্যাঙ্গ, ২। সর্ব্বসল্লক্ষণযুক্ত, ৩। সুন্দর, ৪। মহাতেজা, ৫। বলবান্, ৬। কিশোর-বয়সযুক্ত, ৭। বিবিধ অদ্ভুত ভাষাবিৎ, ৮। সত্যবাক্, ৯। প্রিয়-বাক্যযুক্ত, ১০। বাবদূক অর্থাৎ বাক্পটু, ১১। সুপণ্ডিত, ১২। বুদ্ধিমান্, ১৩। প্রতিভাযুক্ত, ১৪। বিদগ্ধ অর্থাৎ কলা-বিলাস-কুশল বা রসিক, ১৫। চতুর, ১৬। দক্ষ, ১৭। কৃতজ্ঞ, ১৮। সুদৃঢ়ব্রত, ১৯। দেশকালপাত্রজ্ঞ, ২০। শাস্ত্রদৃষ্টিযুক্ত, ২১। শুচি, ২২। বশী অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়, ২৩। স্থির, ২৪। দান্ত, ২৫। ক্ষমাশীল, ২৬। গম্ভীর, ২৭। ধৃতিমান্, ২৮। সমদর্শন, ২৯। বদান্য, ৩০। ধার্ম্মিক, ৩১। শূর, ৩২। করুণ, ৩৩। মানদ, ৩৪। দক্ষিণ, (সরল, উদার), ৩৫। বিনয়ী, ৩৬। লজ্জাযুক্ত, ৩৭। শরণাগত পালক, ৩৮। সুখী, ৩৯। ভক্তবন্ধু, ৪০। প্রেমবশ্য, ৪১। সর্ব্বশুভকারী, ৪২। প্রতাপী, ৪৩। কীর্ত্তিমান্, ৪৪। লোকসমূহের অনুরাগ-ভাজন, ৪৫। সজ্জনপক্ষাশ্রিত ৪৬। নারীমনোহারী, ৪৭। সর্ব্বারাধ্য, ৪৮। সমৃদ্ধিমান্, ৪৯। শ্রেষ্ঠ, ৫০। ঐশ্বর্য্যযুক্ত—এই ৫০টি গুণ বিন্দু বিন্দুরূপে সর্ব্বজীবে আছে। কিন্তু কৃষ্ণে এই ৫০টী গুণ অগাধরূপে বর্ত্তমান। এই ৫০টী ব্যতীত

১। সর্ব্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, ২। সর্ব্বজ্ঞ, ৩। নিত্যনূতন, ৪। সচ্চিদানন্দঘনীভূত-স্বরূপ, ৫। অখিলসিদ্ধিবশকারী—এই পাঁচটী মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরূপে আছে এবং অংশে শিবাদি দেবতায় বর্ত্তমান। শিবাদি দেবতাগণ ৫৫টী গুণবিশিষ্ট। পরব্যোমনাথ নারায়ণাদিতে আরও ৫টী গুণ বর্ত্তমান আছে। তাহা কৃষ্ণেও পরিপূর্ণভাবে থাকে। কিন্তু শিবাদি দেবতা বা জীবে সে গুণ নাই। ১। অচিন্ত্য মহাশক্তিত্ব, ২। কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহত্ব, ৩। সকলাবতার-বীজত্ব, ৪। হত শত্রু-সুগতি-দায়কত্ব, ৫। আত্মারামগণের আকর্ষকত্ব—এই ৫টী গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বর্ত্তমান।

এই ষষ্টিগুণের অতিরিক্ত আরও ৪টী গুণ কৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। যথা—১। সর্ব্বলোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলসমুদ্র, ২। শৃঙ্গার রসের অতুল প্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, ৩। ত্রি-জগতের চিত্তাকর্ষী মুরলী-গীত গান ও ৪। যাহার সম বা শ্রেষ্ঠ নাই, এবম্বিধ রূপের সৌন্দর্য্য, যাহা চরাচরকে বিস্মাপিত করিয়াছে। এক কথায় ১। লীলাবরত্ব, ২। প্রেমবশতঃ শ্রেষ্ঠত্ব, ৩। রূপ-মাধুর্য্য ও ৪। বেণুমাধুর্য্য—এই ৪টী শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ।

গৌড়ীয়বাণী

বাহ্য স্থূল-বিচার যাহাদের প্রজ্ঞাকে পরিচালনা করিয়া থাকে এবং যাহারা প্রজ্ঞা-প্রতারিত হইয়া স্থূলকেই অত্যন্ত আঁকড়াইয়া ধরে, তাহারাই কর্ম্মজড়। ইহাদের বাত-শ্লেষ্মা-পিত্তাত্মক স্থূলে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রীপুত্রাদিতে নিজবুদ্ধি, ভৌম-বস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি; ইহারা ভাগবতের ভাষায় গো-গর্দ্দভ। ইঁহারা একদেশী-বিচার বুঝেন, সার্ব্বদেশিকী হরিসেবাময়ী বৃত্তিতে প্রণোদিত হইতে পারেন না। মৃদঙ্গ চামড়ার বাঁধান সঙ্গত কি না এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইবে, যদি ভগবৎসেবার মূল উদ্দেশ্যটী বজায় থাকে, তাহা হইলে সেই মূল উদ্দেশ্যের বিকাশরূপে বিধি প্রতিষ্ঠিত হইবে। মৃদঙ্গ চামড়ার বাঁধান এবং উহার স্থানবিশেষ চর্ম্মাবৃত। চর্ম্মকারের হস্তে প্রস্তুত বলিয়া মৃদঙ্গকে শ্রীহরিকীর্ত্তনে গ্রহণ করা যাইবে না বা মৃদঙ্গের পূজা হইবে না, এইরূপ বিচার—ভক্তিবিরোধী কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের বিচার। মৃদঙ্গ ভগবৎ-কীর্ত্তনের সেবাকারী; তাই বলিয়া যদি ভগবৎ-কীর্ত্তনের বিরোধকারী হয়, তাহা হইলে চর্ম্মদ্বারা নির্ম্মিত জুতা, যাহা কিনা চর্ম্ম-বিরহিত অতি সাত্ত্বিক উপাদানে নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রগুলি পূজিত হইবে না। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণ বাহ্য স্থূলগত পবিত্রতার পূজা করে বলিয়া তাহাদের পূজা পুতুল-পূজা বা নাস্তিকতা; আর বৈষ্ণবগণ বাহ্য পবিত্রতা বা অপবিত্রতার পূজা না করিয়া কৃষ্ণের সেবায় পরিনিষ্ঠিতবুদ্ধি হওয়ায় তাঁহারা অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের চক্ষে স্বেচ্ছাচাররূপে প্রতিভাত হইয়াও ভগবদ্ভক্ত, সাধু, ধর্ম্মাত্মা ও ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। যদি আমাদের এই রক্তমাংসচর্ম্মের স্থূল-স্বরূপ যেন ভগবানের সেবানুকূল্য কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিয়া কেবল স্থূল পবিত্রতা ও অপবিত্রতার পূজা করিয়া থাকে, তাহা হইলে ভাগবতের বিচারে তাহাও মৃদঙ্গের সেইতুল্য 'চামড়ার বাঁধাই' একটা আকৃতি মাত্র। ঐরূপ চামড়ার আকৃতিকে স্পর্শ করিলে, দর্শন করিলে সচেল গঙ্গাস্নান করিতে হয়। হরিভক্তিপরায়ণগণের শাস্ত্রে এইজন্য কেবল পাপপুণ্যবিচারপরায়ণ কংসের অনুসরণকারী ব্যক্তির আদর্শস্বরূপ কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত, মায়াবাদী, পাষণ্ড প্রভৃতিগণের দৈবাৎ ছায়া অতিক্রম কিম্বা দৈবাৎ দর্শনমাত্রে সচেল স্নানের বিধি রহিয়াছে। ভগবানে প্রীতি-বিহীন অর্ব্বাচীন-সম্প্রদায় এইরূপ অসৎসঙ্গ-বর্জ্জনকে বৈষ্ণবগণের গোঁড়ামি মনে করিয়া অধিকতর নাস্তিকতার সাগরে নিমজ্জিত হইতে পারে, কিন্তু উহা অবৈষ্ণবগণের ভগবদনুরাগের একান্ত অভাবের পরিচায়ক-মাত্র। পরমপবিত্র যজ্ঞাদি কার্য্যেও অজিন অর্থাৎ মৃগচর্ম্মাদি গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে। শ্রীগুরুদেব আমাদের ইন্দ্রিয়ের—আমাদের নারকীবুদ্ধির তৃপ্ত্যর্থ না করিয়া যদি চর্ম্ম-পাদুকা পরিধান করেন, তাহা হইলে সেই পাদুকা নিত্যপূজ্য বস্তু নহে, এইরূপ বিচার হরিবিমুখ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তের বিচার মাত্র। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার কর্ম্মজড়-বুদ্ধির গোলামী করিবার জন্য তাঁহার ভগবৎ-সেবানুকূলময়ী স্বতন্ত্রতাকে পরিবর্জ্জন করিবেন—এরূপ বিচার নাস্তিকতা মাত্র। কিছুকাল পূর্ব্বে এইরূপ কর্ম্মজড় স্মার্ত্তগণের বিচারের অনুকূলে শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীমন্দিরে চামড়ার বাঁধাই-মৃদঙ্গের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিন্তু হরিসেবাপর উদ্দেশ্য প্রবল হইলে ঐরূপ বিচার তিরোহিত হইয়া থাকে।

'জীবসেবা' ও 'জীবে দয়া' শব্দ দুইটী লইয়া অনেক সময়েই সাধারণে নানাপ্রকার অনর্থের উদয় হইয়া থাকে। অনেকেই সেবা-শব্দের যে প্রচলিত অর্থ জানেন বা অনুভব করেন, তদ্দ্বারা 'সেবা'র প্রকৃত সার্থকতা সম্পন্ন হয় না। 'সেবা' অর্থে সেব্যের সুখ ও প্রীতিবিধান। সেব্য ও সেবকের মধ্যস্থানে সেবা বর্ত্তমান। সেবা নিত্য না হইলে সেবকের সেবার নিত্যত্ব থাকে না, আবার সেবকও নিত্য না হইলে তিনিও নিত্যকাল সেবা করিতে পারেন না, আর 'সেব্য' নিত্য না হইলে সেবক সেব্যকে সাময়িকভাবে বৃথা ছলনা করেন মাত্র। পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশই ন্যূনাধিক অনাদিবহির্ম্মুখ জীব, কেবল যুগে যুগে দুই একজন মহাপুরুষ আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখ জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য জগতে আসেন। সুতরাং বহির্ম্মুখ জীবের সেবা অর্থাৎ তাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-বিধানের দ্বারা তাহাদের বহির্ম্মুখতা বৃদ্ধি বা তাহাদের প্রতি হিংসা ও অকরুণাই করা হয়। এজন্য সমগ্র শ্রীভাগবত-সাহিত্যে বা শ্রীচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্তে বা ভাগবত-ধর্ম্মে তথাকথিত 'জীব-সেবা' কথার অস্তিত্ব নাই। 'বৈষ্ণব-সেবা', 'হরিসেবা' বা 'জীবে দয়া' কথাই হইতে পারে; কারণ বৈষ্ণব হরির প্রতি সর্ব্বদাই উন্মুখ, তাঁহারই অহৈতুকী সেবায় রত, সেইরূপ বৈষ্ণবের যে-কোনরূপ সেবা করিলে তদ্দ্বারা হরিসেবাই হয়। বহির্ম্মুখ জীবের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাহার প্রতি নিত্য দয়া প্রদর্শন করাই পরোপকারের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, বসনহীনকে বস্ত্রদান, আর্ত্তকে সান্ত্বনা দান, অশিক্ষিতকে পার্থিব শিক্ষা দান প্রভৃতি দ্বারা যে উপকার বা দয়া করা হয়, তাহা অতীব তাৎকালিক। ঐরূপ সাময়িক উপকারলব্ধ জীব পুনরায় ক্ষুধাগ্রস্ত ও বস্ত্রের অভাবে পতিত হয়। রোগী রোগবিশেষ হইতে মুক্তিলাভ করিলেও অন্যপ্রকার রোগ বা মানসিক অশান্তিতে আক্রান্ত হয়, অথবা সুস্থ হইয়া সমাজেরই কোন বিশৃঙ্খলা-কারক পাপকার্য্যে নিযুক্ত হয়, পার্থিব শিক্ষা লাভ করিয়াও কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, এমন কি পশুচিত আদর্শ হইতেও হীন কুকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া থাকে। শারীরিক বল সঞ্চয় করিয়া নানা প্রকার অসৎপথে ও পাশব বল-প্রয়োগে রুচি-বিশিষ্ট হয়; কিম্বা হয়ত' কোন আধি-দৈবিক, আধিভৌতিক বা আধ্যাত্মিক তাপের দ্বারা এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত সাময়িক লাভ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে প্রত্যেক জীবের চেতনকে উদ্বুদ্ধ করিবার উপযোগী পারমার্থিক শিক্ষা-দীক্ষা এবং তদনুকূলে জীবন যাপন করিবার জন্য যে যে প্রয়োজন, তাহা স্বীকার করিলেই ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মঙ্গল হইতে পারে। শ্রীগৌড়ীয়মঠ সেইরূপ 'জীবে দয়া'র ভার গ্রহণ করিয়াছেন। চেতনের প্রতি দয়া কর, তাহা হইলে অচেতনেরও নিরর্থকতা হইবে না—ইহাই শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে কেবল অচেতনের প্রতি দয়া দেখাইতে দেখাইতেই চেতন-রাজ্যে প্রবেশের সময় নষ্ট করিয়া ফেলিলে চেতনরাজ্যে প্রবেশের সময় থাকিবে না।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

——::·::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা
৪।৭।৩৩

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ-প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,—

* * *

তোমার ২।৭ তারিখের কৃপালিপি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

নিজে জানিয়া শুনিয়া বঞ্চিত হইবার ইচ্ছাবিশিষ্ট হইলে দুঃসঙ্গে পড়িতে হয়। সেরূপ সঙ্গক্রমে হিতাহিত-বিবেক লুপ্ত হয়, তখন ভালকে মন্দ ও মন্দকে ভাল বলিয়া কপট বিচার হয়। বিশেষ বুদ্ধিমান্ ও প্রকৃত মঙ্গলপ্রার্থী না হইলে অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপা-গ্রহণেচ্ছু না হইলে এইরূপ দুরবস্থা অনিবার্য্য। ইহার জন্য প্রত্যেকেই নিজে দায়ী। আমরা যেন কপটতার আশ্রয়ে মৎসর হইয়া গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী না হই, ইহাই একমাত্র প্রার্থনা। নিজের দোষ শোধনের যত্ন করিলে ভগবান্ আমাদিগকে প্রকৃত বিষয় বুঝাইয়া দেন।

আমার দণ্ডবৎ-প্রণাম গ্রহণ করিবে ইতি

দাসাধম—
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-গৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিপ্রচারকল্পে 'নদীয়া প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ভাগবতসভা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পারমার্থিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অষ্টকুলকৃষ্ণকীর্ত্তনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) কুলিয়াদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

হাটডাঙ্গা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) ভক্তকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বাড়িকা পোঃ ভরারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অমর পান্থ বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নামঘর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেলা সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

খাঁজাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গভীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) নৈমিষারণ্য মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—সেবাশ্রী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৫নং ক্যানাল রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অ্যাপোলো বন্দর

বন্ধ ফিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ডঙ্কর রাজমহেন্দ্রী গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধিকা-গিরিধরের সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) দীনাকুটী

(৫৬) শিবধন্বি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

ওলাগাদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬৯) শ্রীব্রজপত্তনগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ বরুনাকুণ্ডা, মাদ্রাজ

(৭০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকঘিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) জলাবি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলাবি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুড়মুকুণ্ড, পোঃ চিন্দ্রুণ, (রাজপুতনা)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, আর্ডন রোড

ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, এস ৪

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ষ্টিফেন্স রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

সদরঘাট, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত

শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৶০	৷৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲			৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——:(০):——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নবিবা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যকর গ্রামাঞ্চল—পল্লীর শান্তিকেন্দ্র। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছি। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৯৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত : এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর-ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ভক্ত-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রজধাম গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল তত্ত্বভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের লিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাভিজ্ঞ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান্ শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি এত অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—২১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৪		৯-১৩		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—"শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর"

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৭শে আষাঢ়, ১৩৪৬, ১২ই জুলাই, ১৯৩৯. বুধবার [১১৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

৪ লক্ষ নূতন সৈন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা

একজন সরকারী মুখপাত্র ডানজিগ সম্বন্ধে পোল্যাণ্ডের মনোভাব নিম্নলিখিত চারিটি সূত্রে বিবৃত করেন—

(১) ডানজিগ জার্ম্মাণীর সীমান্তের বাহিরে পৃথকভাবে থাকিবে,

(২) ডানজিগ পোলিশ শুল্ক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে,

(৩) ডানজিগে পোল্যাণ্ডের অধিকার কোন বিদেশী শক্তির দয়ার উপর নির্ভর করিবে না,

(৪) ডানজিগের অধিবাসীরা পূর্ণ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে থাকিবে।

ব্রেসলাউ হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে পোলিশ সীমান্তবর্ত্তী অপেলন্ অঞ্চলে বিদেশী নাগরিকগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করা হইয়াছে।

আগামী ১৬ই জুলাই মিউনিকে জার্ম্মাণ চারুকলা দিবসের উদ্বোধনে হের হিটলার বক্তৃতা দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

জার্ম্মাণীর বিপুল সমরায়োজন

১৯১৮, ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে জাত যুবকগণকে ১ই সেপ্টেম্বর তারিখের পূর্ব্বে মিলিটারী কাউন্সিলগুলিতে হাজির হইতে হইবে বলিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে। ১৯১৪ হইতে ১৯১৭ সালের মধ্যে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং বিভিন্ন কারণে যাহাদের সামরিক বিভাগে কার্য্য স্থগিত আছে, তাহারাও এই আদেশের মধ্যে পড়িবে।

আনুমানিক চারি লক্ষ লোক ইহার ফলে সামরিক বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইবে। বার্লিনে বাড়ীতে বাড়ীতে 'পোষ্টার' আঁটিয়া দিয়া উহা ঘোষণা করা হইয়াছে।

[illegible] কোনও বাধ্যতামূলক কাজ করে নাই এবং যাহারা ১৯০৬, ১৯০৭ ও ১৯১০ সালে এবং ১৯১৩ হইতে ১৯২০ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারাই উপরিউক্ত আদেশের আমলে আসিবে। তাহাদের ৭ই জুলাই হইতে ৯ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরীক্ষার জন্য উপস্থিত হইতে হইবে। যাহারা ১৯১৭, ১৯১৫, ১৯১৬, ১৯১৭ ও ১৯২০ সালে এবং ১৯১৯ সালের শেষ চারি মাসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে এ পর্য্যন্ত সৈন্য দলে আহ্বান করা হয় নাই তাহাদেরও উপস্থিত হইতে হইবে।

ঘোষণায় শুধু বলা হইয়াছে যে, উহাদিগকে প্রত্যেক কাজের জন্য অথবা সৈন্য দলে যে কোন কাজ করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে।

মৎস্যবিক্রেতার সলিল সমাধি

সোমবার পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক শেখ কোরবান নামক একজন লোনা মাছ বিক্রেতা যশোহর নদের মধ্যে শোচনীয়ভাবে প্রাণ হারাইয়াছে।

প্রকাশ, যশোহর নদের অপর তীরে যাইবার জন্য কোরবান এক ঝুড়ি লোনা মাছ লইয়া একখানি ফেরী নৌকার উপর উঠে এবং উক্ত নৌকার মাঝিকে এক পয়সা লইয়া পার করিয়া দিতে বলে। কোরবান বলে, "এখন এক পয়সাই নাও পরে রাত্রে ফিরিবার সময় তোমাকে দুইবার যাতায়াতের ভাড়া আরও দুই পয়সা দিয়া দিব।" ইহাতে মাঝি অস্বীকৃত হয়। নদীতে বেশী স্রোত ছিল না। লোনা মাছের ঝুড়ি মাথায় লইয়া কোরবান নদীতে নামিয়া পড়ে। সে নদী সাঁতরাইয়া পার হইবে। সাঁতরাইবার সময় হঠাৎ তাহার মাথা হইতে ঝুড়িটি ফসকাইয়া পড়িয়া যায়। কোরবান ঝুড়িটিকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকে। এমন সময় যশোহরের বালুচর তাহার মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়ে। কোরবান তলাইয়া যায়। উক্ত মাঝি দেখিতে পায় যে, কোরবান নদীতে হাবুডুবু খাইতেছে। নৌকা লইয়া সে কোরবানের দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়, কিন্তু সে পৌঁছিবার পূর্ব্বে কোরবান অদৃশ্য হইয়া যায়। পরদিন দেখা গেল যে, সদর ঘাট হইতে প্রায় মাইল খানেক দূরে কোরবানের সেই খালি ঝুড়ি ভাসিয়া যাইতেছে, কিন্তু কোরবানের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

বৃটেনের তোড়জোড়

ব্রিটিশ ও ফরাসী বিমান বহরের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার বিষয় কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন। প্রকাশ জানা গিয়াছে যে, এই বিষয়ে আলোচনা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। উভয় দেশের বিমান বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইলে উভয় দেশের বিমান বহর মিলিত অবস্থায় জুড়িয়া একটানা বিমান চালনা অভ্যাস করিতে পারিবে এবং উভয় দেশের বিমান বহরের [illegible] মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হইবে ও ফলে এই সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হইবে।

বে-পরোয়াভাবে বাস চালনার অপরাধে দণ্ডিত

কলিকাতার আপার সার্কুলার রোডে বে-পরোয়াভাবে বাস চালাইয়া তাহার মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে বক্তার সিং নামক জনৈক বাস চালককে তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলির এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মহাচীনের স্বাধীনতা রক্ষায় চিয়াং কাই-শেকের তেজোদৃপ্ত বাণী

"তাহারা যে শান্তির কথা বলিতেছে তাহা প্রকৃত শান্তি নহে। উহা বিশ্বাসঘাতকের মুখের বুলিমাত্র" চীনের জাপ অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট বেতারে এক বক্তৃতা করিতে গিয়া মার্শাল চিয়াং কাইশেক উপরিউক্ত কথাগুলি বলেন। তিনি বলেন, জাপ শান্তির অর্থ হইতেছে চীনাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা এবং সমগ্র চীনজাতিকে পরাধীন করা"। অতঃপর মার্শাল চিয়াং কাইশেক তাঁহার বেতার বক্তৃতায় জাপানের অভিযান পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য জাপবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ছিন্নভিন্ন করিবার জন্য, সংবাদ আদান প্রদান ও রসদ-সরবরাহের সর্ব্বপ্রকার যোগসূত্র বিনষ্ট করিবার জন্য এবং বিশ্বাসঘাতকদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য জাপঅধিকৃত এলাকার চীনাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান করেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৬॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

রসগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহু চিত্র-শোভিত বিষয় সূচী-বিশিষ্ট "রসগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আশ্চর্য্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার

অর্ঘ্যসম্ভার।

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ের সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০

২। ঐ ১ম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪॥

৩। ঐ—

৪। আদর্শ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬

৫। আদর্শ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১॥০

বর্ণ্ম ২৲

গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁ...)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

ঈশোপনিষৎ ।০

ধর্ম-আলোক ।০

।০

...

গৌড়ীয়সাহিত্য

ভজন-রহস্য ।০

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)

৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)

৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অবাঁধা)

৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা

৭। গৃহিণীশিক্ষা শ্রীগৌরাঙ্গঃ (সাম্বাদ) ১৲

৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০

৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

১০। দীপ-দিগ-দর্শন ৶০

১১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০

১২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

১৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

১৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

১৫। গীতমালা ৴১০

১৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ...

১৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

১৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

১৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

...গীতায়ত

অর্চ্চনপদ্ধতি

সদাচারস্মৃতিঃ

৪। অর্চ্চনদর্পণ ১০

৫। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲

৬। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৭। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৮। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৯। পূর্ব্বার্থ-বিনির্ণয় ।০

১০। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

তত্ত্ব ও ভক্তিপথ ৶০

...শাপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)

শ্রীকৃষ্ণলেখ

শিক্ষাষ্টকদর্পণ

সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নঃ ।০

৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্

৪। তত্ত্বসূত্রম্

৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্

৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ

৭। সারার্থদর্শিনী

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

১। রায় রামানন্দ ।০

২। এ কিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ।০

৩। নামভজন ৴০

৪। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০

৫। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৴০

৬। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব চৈতন্য মহাপ্রভু

৭। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৮। ভোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ফাইটিং ৴০

৬। দি ভাগবত ।০

৭। ইথোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড থিয়োরেটিক্যাল ডিডাকশন

৮। ব্রহ্মসংহিতা

৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত ওয়ার) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

১০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

১১। সাধন-পথ ।০

কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

১৩। গীতাবলী ৴০

শরণাগতি ৴০

...

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান- ...মঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১১ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৭শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১২ই জুলাই খৃঃ ১৯৩৯, বুধবার | ১১৪৭ সংখ্যা

"আমাদের মনের মত না হ'লে যাঁ'কে বরখাস্ত কর্‌তে পারি কিম্বা যাঁ'কে দিয়ে আমার বদ্‌মাইসী দুষ্টামী বুদ্ধির সমর্থন ক'রি'য়ে নিতে পারি, তা'কে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ শ্রীধর বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

সাধুর সেবা করিতে হইবে

আমরা যে জগতে বাস করি, তাহা অসাধু জগৎ। এ জগতের প্রায় সকলেই অসাধু। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন—'জগতে সাধু মাত্র একজন, তিনি আমার শ্রীগুরুদেব এবং তাঁহার বন্ধুবর্গে আরও দুই চারিজন আছেন।' ভগবদ্ভক্তই সাধু। ভক্তিই সাধুতা। এই সাধুর সঙ্গ বা সাক্ষাৎ ভগবৎকৃপাতেই লাভ হয়। যাঁহারা সাধু সেবার সৌভাগ্য পান, তাঁহাদের প্রথমেই সাধুর প্রতি শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ়বিশ্বাস উদিত হয়। শ্রদ্ধা হইতেই সেবায় নিষ্ঠা এবং রুচি হয়। কিন্তু যেখানে মূলে শ্রদ্ধারই অভাব, অথচ সেবায় নিষ্ঠা, রুচি বা অত্যাগ্রহ দেখা যায়, তাহা অসতী স্ত্রীর স্বামিসেবাতৎপরতার ন্যায় ছলনামাত্র। সেবা ও সেবক যদি এক ভূমিকায় অবস্থিত না হয়, তাহা হইলে পূর্ণসেবা কখনই হইতে পারে না। সেবকের সেবা করিবার ইচ্ছা এবং সেব্যের সেবাগ্রহণের ইচ্ছা যুগপৎ না হইলে সেবা কি করিয়া হইবে? সেব্য নিত্যকালই সেব্য, আর সেবক নিত্যকালই সেবক। এই সেবকগণের মধ্যে যিনি অগ্রণী, তিনিই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব, তিনিই সাধুশ্রেষ্ঠ, তিনিই আচার্য্য। সেবকগণ তাঁহারই অনুসরণ করিয়া থাকেন। জীবের প্রথমে দৃঢ়বিশ্বাস থাকে না। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে যে পরিমাণে তাঁহার শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে থাকে, সেই পরিমাণে তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হয়। যাঁহার যে পরিমাণে চিত্ত শুদ্ধ হয়, তিনি সেই পরিমাণে সাধুর সহিত একচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইতে পারেন, সেই পরিমাণে তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিশাইতে পারেন—সেই পরিমাণেই তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণসুখানুসন্ধান-স্পৃহা জাগে। মহৎ অকিঞ্চন ভক্তিবিশিষ্ট। নিষ্কিঞ্চন ভক্ত আছে বলিয়াই তিনি মহৎ। সাধুর সেবাই সেবকের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ও পরমলাভ।

সাধু ছাড়া আমাদের বন্ধু বা সঙ্গী আর কেহ নাই। সাধু ব্যতীত অপরের সঙ্গ হইলেই কৃষ্ণবিস্মৃতি বা নরকগতি অবশ্যম্ভাবী।

'কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।'

—সাধুতে এইরূপ সুদৃঢ়বিশ্বাস সদা সাধু-সেবকের আছে। তাই তিনি নামের কাঙ্গাল হইয়া সর্ব্বক্ষণ সেই নাম-সেবা প্রদাতা সাধুর চরণে প্রণত ও অনুগত। এইরূপ পরম সুহৃৎ সাধুতে দুর্ভাগ্যক্রমে অশ্রদ্ধা হইলে সাধুর প্রতি যে সন্দেহ কখনও অজ্ঞাতসারে আবার কখনও জ্ঞাতসারে আসিয়া যায়। তখন সাধুদের অপার কৃপাপাশের দ্বারা নিজেকে রক্ষা না করিলে আর নিস্তার নাই।

সাধুসেবা করা যায় কি করিয়া, ইহা স্থিরীকৃত না হইলে সাধুসেবা অসম্ভব। সাধুর শিক্ষায় শিক্ষিত বা অনুপ্রাণিত হওয়া, সাধুর বাণীর অনুসরণ বা উপদেশ ব্যতীত সাধুসেবা পাওয়া অসম্ভব। সাধুসেবা পাইতে হইলে সাধুর বিচার গ্রহণ করিতে হইবে—সাধুর উপদেশ শ্রবণ করিতে হইবে। ইহারই নাম সাধুচরণাশ্রয়।

সদ্গুরুচরণাশ্রিত শ্রদ্ধাবান্ জীবই সাধুসেবা লাভ করিতে পারেন। তাঁহারা গুরুদেবকে মর্ত্ত্যমানব মনে করেন না। তাঁহারা জানেন, শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ প্রভু। তিনি নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ হইয়াও নিত্যানন্দ-দাসাভিমানী, তিনি শ্রীহরির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমজন। শ্রীগুরুদেব যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে পারেন সেইরূপ আর কেহই করিতে পারেন না। তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ নহেন। কৃষ্ণেরই বিষয় ও আশ্রয়রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ। মাদৃশ পতিতের উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণই মহোদ্ধারক গুরুরূপে অবতীর্ণ হন। গুরু-কৃষ্ণই আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণ রক্ষা করিয়া থাকেন। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বক্ষণ আমাদের চোখের সামনে না থাকিলেও তিনি সব দেখিতেছেন, সব জানিতেছেন। কোটীশ্রুতিগীত গুরুপাদপদ্মে অবস্থান ব্যতীত চেতনের থাকিবার আর জায়গা নাই।

সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। সাধুসঙ্গ ছাড়া গতি নাই। ভাগ্যে সাধুর সঙ্গযোগ না ঘটিলে শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গ করা দরকার। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীভক্তভাগবত উভয়ই সাধু—উভয়ই আচার্য্য। আমাদের কোমলশ্রদ্ধা আছে বলিয়া হতাশ হইলে চলিবে না। সাধুর মুখে হরিকথা শুনিতে শুনিতে শ্রদ্ধা দৃঢ় হইবে। দুর্ভাগ্যবশে বা অসাধুসঙ্গক্রমে কোমলহৃদয়ে যে শ্রদ্ধা উদিত হয়, যদি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা তাহা দৃঢ় করিয়া না লওয়া হয়, তাহা হইলে অসৎসঙ্গে সেই শ্রদ্ধা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সেইজন্য বুদ্ধিমান্ জনগণ শাস্ত্রজ্ঞ সাধু ও শাস্ত্রকে আশ্রয় করেন। সদাশ্রয় ছাড়া গতি নাই। সাধুর বাণী শ্রবণ ছাড়া মঙ্গললাভের আর পন্থা নাই। সেইজন্যই বলিতেছি,—সাধুর সেবা করিতে হইবে।

ভজন

——::●::——

কৃষ্ণানুশীলনের নাম ভজন। অনুশীলন অর্থে অনুক্ষণ সেবা বুঝায়। অনু অর্থে পশ্চাৎও হয়। পশ্চাৎ অর্থাৎ মহাজন-প্রদর্শিত পন্থা। 'নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া। নিরন্তর কৃষ্ণের অনুগমনা হয়া' ।—ইহাই কৃষ্ণানুশীলন। উত্তমা ভক্তির লক্ষণ—অনুশীলন অনুকূল অনুশীলনই ভক্তি। প্রতিকূল অনুশীলন ভক্তি নহে, তাহা অভক্তি। আমরা সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির কথা শুনিতে পাই। সাধনভক্তি প্রথমা, ভাবভক্তি মধ্যমা এবং প্রেমভক্তিই নিত্যা ভক্তি। ইহা নির্মল হৃদয়ের সহজ-বৃত্তি। সাধন-ভক্তি আবার বৈধ ও রাগানুগ-ভেদে দ্বিবিধ। যাঁহাদের রাগোদয় হয় নাই, তাঁহারা শাস্ত্র-শাসনোদিত বৈধী ভক্তির অধিকারী। রাগ হয় [illegible] রাগ অনুশীলন পূর্ব্বক সাধনানুশীলন করিলে রাগানুগা সাধন ভক্তি আবৃত্তিত হয় বটে, কিন্তু ইহাও এক প্রকার বৈধ। তবে যা যদি উৎপন্ন হইলে সে-অবস্থাকে বিধিরাহিত্যাবস্থা বলা হয়। সাধন-ভক্তি পরিপক্ক হইলে অথবা সাধুসঙ্গফলে কিঞ্চিৎ ভাবোদয় হইতে হইতেই ভাব-ভক্তির অধিকার সিদ্ধ হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ [illegible] সাধনভক্তি ও ভাবভক্তিতে [illegible] থাকে, কেবল ভাবের সহিত ঐ [illegible] প্রধান হয়। [illegible] সাধন-ভক্তিতে [illegible] অধিক [illegible]। কিন্তু [illegible] আত্মার স্বরূপ সত্তার অধিক [illegible] চিন্তাত্মক সত্তার [illegible] অধিক বলবান্ [illegible] এই অবস্থায় [illegible] প্রেমোদ্দীপন-প্রাপ্তির [illegible] আশা অত্যন্ত [illegible] সাধনভক্তির অঙ্গ সকলের [illegible] বৃদ্ধি হয়। [illegible] আবির্ভাব হয়। [illegible] থাকা পর্য্যন্ত প্রেমভক্তি [illegible] করিতে পারেন না, কিন্তু [illegible] বর্ত্তমান থাকেন [illegible] সজ্জনের সম্পূর্ণ পুরুষার্থ [illegible] তাঁহাদের স্থূল ও চিত্তাভাসিক অস্তিত্বকে [illegible] দেন। তাঁহাদের এখানে [illegible] আর নাই। [illegible] কথা, সাধনসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তে সম্পূর্ণ শরণাগত থাকায় তাঁহাদের ইচ্ছা ও কৃষ্ণের ইচ্ছা এক। সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যই কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বর্দ্ধক ভক্তি। তাহা মায়াতীত হওয়ায় প্রাকৃত বিচারের গণ্ডীর বহির্ভূত। সেই মহাভাগবতগণের আচরণ অনুকরণীয় নহে। তাঁহাদের পাদপদ্ম অনুসরণ না করিয়া বা তাঁহাদের উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া অনুকরণ করিতে গেলে পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমরা বদ্ধজীব। আমাদিগকে বিধি মানিয়া চলিতে হইবে—আমাদিগকে শুরুবর্গের শাসন মানিয়া লইতে হইবে। ভক্তি সম্পূর্ণ আত্মনিষ্ঠ। সেইজন্যই কায়মনোবাক্যে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিভজন করিতে হইবে, আদর্শজীবন যাপন করিতে হইবে। সাধকজীবন সর্ব্বতোভাবে আদর্শ না হইলে, সর্ব্বতোভাবে গুরুবৈষ্ণব ও সাধুশাস্ত্রের আনুগত্যপূর্ণ ও অনুমোদিত না হইলে ঐরূপ লোক দ্বারা বা স্বল্প জীবনের দ্বারা নিজেরও মঙ্গল হইবে না, অন্য লোকেরও কোন মঙ্গল হইবে না। সুতরাং ব্যক্তিগত সাধক-জীবনে বিন্দুমাত্র উদাসীন হইলে চলিবে না।

আমরা যদি মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমাদের প্রত্যেকেরই সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আনুগত্যে নিজের মঙ্গল করিতে হইবে, নিজের চরিত্রকে আদর্শস্থানীয় শাস্ত্রের অনুমোদিত করিতে হইবে। পবিত্রতা, সারল্য ও সেবাবৃত্তি সহকারে গুরুবৈষ্ণবের উপদেশ শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিতে হইবে। যদি আমি নিজেই শ্রবণ না করি অর্থাৎ শিষ্য না হই, তাহা হইলে অপরে তাহা আমার নিকট শ্রবণ করিবে কেন? যিনি নিজে নির্ম্মল নহেন, তিনি অধিকক্ষণ কপটতা করিয়া অপরকে নির্ম্মল করিবার উপদেশ দিতে পারেন না। আবার কেহ কেহ আচারহীন প্রচার করিলেও সে উপদেশ কার্য্যকরী হয় না। যিনি নিজের ব্যক্তিগত ছিদ্রান্বেষণ করেন না, গুরুবৈষ্ণবের কৃপা ও সেবা দ্বারা আত্ম-শোধনের জন্য যত্নপর হন না, তাঁহার দ্বারা স্ব-পর মঙ্গল হইতে পারে না। তিনি ক্রমশঃ পরছিদ্রানুসন্ধান ও পরচর্চ্চা করিতে করিতে হরিবিমুখজনগণের দলভুক্ত হইয়া পড়েন। আমরা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী যাহাই হই না কেন, সাধক আমাদের কাহারও ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি উদাসীন হইলে চলিবে না। নিজে নিশ্ছিদ্র না হইতে পারিলে, ভগবৎকৃপায় গুরুসেবার আদর্শ-জীবন-যাপনের সৌভাগ্য না হইলে কেহই প্রকৃতপক্ষে শ্রীগুরুপাদপদ্মের মুখ্যসেবা করিতে পারেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ও

গৌড়ীয়মঠের শিক্ষা

(প্রাপ্ত)

শিক্ষাই জাতির, সম্প্রদায়ের, দেশের মেরুদণ্ড স্বরূপ। শিক্ষাহীন সমাজ অসভ্য, হীন, পশুতুল্য। মেরুদণ্ড ব্যতীত যেমন দেহ দাঁড়াইতে পারে না বা সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায় না, তদ্রূপ শিক্ষা ব্যতীত সমাজের, দেশের অস্তিত্ব থাকে না। সমস্ত জীব-জগতের মধ্যে মানব-জাতিই একমাত্র শিক্ষানবীশ, তাহারা অভিজ্ঞতায় ও প্রতিভায় শিক্ষার ক্রমোন্নতি করিতে বিপুল উৎসাহী। প্রতি দেশে প্রত্যেকেই সবসং শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বিজ্ঞানোন্নতি, স্বাস্থ্যোন্নতি, সমাজোন্নতি, যুদ্ধ, কলা, জ্যোতিষ, ইতিহাস, ভূগোল নানাপ্রকার বিষয়ে উন্নতি বিধান করিতেছে কিন্তু দেখা যায়, উপরিউক্ত লোকের স্ব স্ব ভোগপর বিদ্যার দ্বারা নিজেদের, গ্রাম, দেশ, মহাদেশ ইত্যাদির ভোগলালসা বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশাল সেতুবন্ধন রচিয়া বিস্তার করিয়া পৃথিবীর উপর ভোগোন্মত্তদিগের পরস্পর প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়া দেয়। সেই জড়ভোগ-লালসা বৃদ্ধির সহিত জড়শিক্ষারও উন্নতি দেখা যায়, ঐরূপ শিক্ষা যতই অধিক পরিমাণে উন্নত হউক না কেন, তাহা ঐ ভোগেই পর্য্যবসিত হইবে। আবার যখন ঐ অনিত্য ভোগে কেহ বাধা প্রদান করিবে বা যখন ভোগ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইবে না তখন ক্রোধ, দুঃখ ও স্বার্থপরতায় হৃদয় ভরিয়া গিয়া স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে আবার ভোগ-সংগ্রহের নানা প্রকার পন্থা অবলম্বন করিবে। তদ্দ্বারা পরস্পর সংঘর্ষের উপক্রম দেখা যায়, উহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে অশান্তি বাড়িয়াই চলে, কখনও শান্তি পাওয়া যায় না। কিন্তু মায়া ভোগোন্মত্ত জড়বিলাসী ব্যক্তি ঐ জড়বিদ্যাকে স্বদেশ বা উহাকেই সমাজ-সেবা, দেশ-সেবা ও জীবনের কর্ত্তব্য মনে করিয়া উহারই মধ্যে বিপুল উৎসবে কর্ম্মাঙ্গনে নামিয়া পড়ে। পরস্পর প্রতিযোগিতার জন্যান্য বল কলা-শিক্ষার বাহাদুরী, মানবের মানবত্ব ও বিবেক গৌরবান্বিত মনে করে। কিন্তু গৌড়ীয়-মঠের শিক্ষা তাহা নহে, তাহা গৌরসরস্বতী-শিক্ষা, শ্রীরূপের শিক্ষা, শ্রীরঘুনাথগোস্বামীর শিক্ষা, অপ্রাকৃত শিক্ষা, সেবা শিক্ষা, কৃষ্ণ-শিক্ষা, সংকীর্ত্তনশিক্ষা। সেখানে পাণ্ডিত্যা-ভিমান নাই, আছে কেবল দাসাভিমান, সেবাসেবক-সম্বন্ধাভিমান। সেখানে ইন্দ্রিয়-তোষণ নাই, আছে আত্মবিস্মৃতির পূর্ণাত্ম-শক্তো সেবোম শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সুরধ্বনি শ্রীহরির অপ্রাকৃত সেবানন্দে প্রত্যেকেই তদ্রূপ। সেখানে শতমুখী ভোগকামনার পরিবর্ত্তে আছে শতসহস্র অনুকূলময় সেবাকাঙ্ক্ষিণীর প্রেমপ্রস্রবণ, শত শত চেষ্টার দ্বারা অপ্রাকৃত কামদেবের পূজা-বিধান। তথায় আছে নাগবেণীবার্তা-লীলা-সমন্বিত অপূর্ব্ব গোলোকভূমি। শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীগৌড়ীয় মঠ। শ্রীগুরুদেব রাধাকুণ্ডবাসী বা ব্রজবাসী, তিনি সংকীর্ত্তনবিগ্রহ, অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ, তিনি নিত্যসিদ্ধপার্ষদ ও চিদ্বিলাসী, অচিদ্বিলাস ও নির্ব্বিশেষদিগ্ তথায় নিকৃষ্ট। অনিত্য ভোগকামনা ও জড়প্রতিষ্ঠা তথায় শূকরের বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যক্ত। গুরুনিত্যানন্দের পদরেণু লোভার নিকট জগতের সমস্ত প্রতিভা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গিয়াছে, তাঁহার একটী পদরেণুর সহিত জগতের কোন বস্তুরই তুলনা হইতে পারে না। তাঁহার শ্রীমুখবাণী সাক্ষাৎ বেদবাণী, তাঁহার উপদেশ সমস্ত শাস্ত্রের নির্য্যাস-স্বরূপ। তাঁহার আচরণ সাক্ষাৎ ভাগবতময়, তাঁহার প্রচার কৈতবরহিত কৃষ্ণসেবাময়, তাঁহার লীলা অপ্রাকৃত, পতিতপাবন ও ভুবনমঙ্গলময়। তাঁহার শিক্ষা—গৌরশিক্ষা।

যাদৃশ আধ্যাত্মিকজ্ঞানসম্পন্ন জড়মতি ভোগী মানব ঐ অপ্রাকৃত শিক্ষা ও ঐশ্বর্য্য দর্শনে সম্পূর্ণ অন্ধ। বিশেষতঃ জড়-বিজ্ঞানোন্নতির যুগে জড় প্রত্যক্ষাদি ও নব-সভ্যতার বিভূষিত ভোগমত্তদিগের মস্তিষ্কে তাহা আদৌ স্থান পায় না। পূর্ব্ব পূর্ব্বযুগে যে মস্তিষ্কে বেদের অমলবাণী স্থান পাইত, যে হৃদয় সদাচার, শমদমাদিগুণমণ্ডিত ব্রাহ্মণ-সংজ্ঞা লাভ করিত, সে মস্তিষ্ক যে আজ জড়ভোগ বা অনিত্যভোগলালসা চরিতার্থ করিবার বিপুল গবেষণাগার হইয়াছে। আর সে হৃদয় হিংসা, মৎসরতা, নাস্তিকতা, হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া নরকের তুল্য হইয়াছে। হতভাগ্য আমরা অপ্রাকৃত হরিজন স্বরূপ-দামোদর, শ্রীজীব, রঘুনাথ, বিশ্বনাথ, কৃষ্ণদাস,

---

সেবাস্পৃহার অভাব বশতঃই সাধক-জীবনে অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়তা ও সৎসঙ্গ-গ্রহণের ঐকান্তিকতা দেখা যায় না। সুতরাং আমরা যেন ভজনে বিরত হইয়া শ্রীগুরুদেবের কলঙ্ক না হই, এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। নতুবা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিব।

জগন্নাথ, গৌরকিশোর, ভক্তিবিনোদ, শ্রীলসরস্বতীপাদ ও শ্রীমাধবদেব—এই আচার্য্য-কুলের কীর্ত্তনসেবা শ্রীগৌড়ীয়মঠকে প্রতিবন্ধী মনে করিয়াছি। আমরা যে যতটা পরিমাণে গৌড়ীয়মঠের বিরুদ্ধে বা শ্রীহরিসেবায় বাধা প্রদান করিতে পারিব এবং ভোগভূমিকায় অবস্থিত মাদৃশ ভোগিগণের ইন্দ্রিয়তোষণ করিতে পারিব তত্তই আমাদের শিক্ষার গৌরব, জাতির গৌরব, দেশের গৌরব—ইহাই আমাদের ধারণা। হায়, কোথায় বিশ্বনাথ, বিশ্বপালক, বিশ্বস্রষ্টা শ্রীহরির কীর্ত্তনে জগৎ মুখরিত হইবে, না তাহার পরিবর্ত্তে বিশ্বকে ভোগ করিবার ছলে মায়ার কীর্ত্তনে, অনিত্য কীর্ত্তনে, ছুঁচোর কীর্ত্তনে যোগদান করিলাম। অধোক্ষজ-সেবাবিলাস অপ্রাকৃত ভক্তগণের আচরণ দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইল না! তাই মাদৃশ অভক্তব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া মহাজনগণ জানাইয়াছেন,—

দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যৈছে সূর্য্যের কিরণ॥

চক্ষু থাকিলেও যেমন উলূকগণ সূর্য্যের কিরণ দর্শন করিতে পারে না, তদ্রূপ অবস্থা আমার হইয়াছে। জগতে প্রত্যেক বস্তুকেই আমি পরীক্ষা করিয়া লইতেছি কিন্তু যখনই সাধুগণ ঈশ্বরের বার্ত্তা আমার নিকট লইয়া আসেন, তখন আমরা বধির হই। কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি সূর্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার না করে, তাহা হইলে কি প্রকৃত সূর্য্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ তাহাদের কথা স্বীকার করিবেন? সেইরূপ কিছু বৈষ্ণব-বিরোধিগণ যদি শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের চরণে প্রভূত অপরাধ করে বা অপ্রাকৃত বার্ত্তা-মন্দির গৌড়ীয়মঠকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে প্রকৃত সজ্জন ব্যক্তি কি তাহা ত্যাগ করিবে বা অস্বীকার করিবে?

হৃদয় যাহাদের পাষাণময়, চিত্ত যাহাদের মলিনতাপূর্ণ, তাহারাই গৌড়ীয়-মঠের শিক্ষার বিরোধী হইবে। মায়াবাদে স্বার্থ যাহাদের কলুষিত, অপরাধে যাহাদের আদৌ ভয় নাই, বিদ্যামদ, আভিজাত্য, রূপমদ ও ধনমদে যাহারা একেবারে অন্ধ হইয়াছে, তাহারা গৌড়ীয়মঠের শিক্ষাগ্রহণে একেবারে অক্ষম। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকামনার জন্য যাহাদের মন, স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে যাহারা পুরাণপুরুষ শ্রীভগবানের বিরোধী, তাহারা এই পরশিক্ষা-মন্দিরে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিবে না। একমাত্র শরণাগত, ভক্তিমান্, নিষ্কপট ব্যক্তি শ্রীগুরুদেব ও তদ্দাসানুদাসগণের কৃপায় ঐ অপ্রাকৃত বাণীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিশ্বনাথের সেবাপ্রাপ্ত হন। পূর্ণশরণাগতির সহিত গুরুদেব শ্রীল আচার্য্য-দেবের শিক্ষাবরণ করিতে পারিয়া সমস্ত জড়াভিমান নিরস্ত হইয়া দেহ ও মনোধর্ম্ম হইতে জীব যখন নিষ্কৃতি পান, তখন তিনি অভিমান করেন—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি
বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো
যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥

হরিভক্তবৈষ্ণবের দাসানুদাস হইতে পারিলে প্রকৃত বাস্তব শিক্ষায় অভিজ্ঞ হওয়া যায়। তখন আর অর্থ, যশঃ, মান, জনাদির অভিলাষ থাকে না। তখন সাধুগণের সেবাই একমাত্র ধ্যেয়বস্তু হয়, সাধুসঙ্গে লোভ উপস্থিত হয়। নিরন্তর অপ্রাকৃত নামানুশীলনে চিত্তবৃত্তি নিয়োজিত হয়। জানি না কোন্ অপরাধফলে গুরুনিত্যানন্দের পাদপদ্ম স্মরণ করিতে পারিতেছি না, শ্রীচৈতন্যবৃন্দের অমিয় উপদেশাবলী পাষাণ হৃদয়ে ধারণ করিতে অক্ষম হইতেছি। কর্ম্মফলে প্রকৃত মঙ্গলে উদাসীন হইয়া সংসার-পঙ্কে বিপুল কৌশলশিক্ষা করিতেছি। কবে নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণববৃন্দের শিক্ষাকে শিরে ধারণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে পারিব, সেদিন আমার কবে হইবে?

বর্ত্তমান যুগে রূপানুগ শিক্ষার পুনঃ-প্রবর্ত্তক ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ভক্তিবিদ্ধ-কারিণী বিদ্যাকে তিরস্কার করিয়াছেন এবং স্বাংশমূলা বিদ্যাকে নিত্য বৈভব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আজ ভক্তিবিনোদ-ধারার নিত্যারাধ্য জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ও তদীয় শ্রেষ্ঠ শ্রীল আচার্য্যদেব যে লীলা প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাতে এই জড়-ভোগোন্মত্ত বিশ্বে একদিকে মহাবিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছে আর একদিকে সুকৃতিমান্ ব্যক্তির পরমানন্দের বিষয় হইয়াছে। একবারে শ্রীচৈতন্য শিষ্যে শ্রীচৈতন্যের মহাদান বিতরণ করিয়া ভোগী ও ত্যাগীকে চমৎকৃত করিয়াছেন। সামান্য পর্ণকুটীর হইতে বিশাল রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপায় চৈতন্যবাণী গীত হইতেছেন। বড়ই সৌভাগ্যের কথা, মাদৃশ পতিত ব্যক্তিরা অহঙ্কারী ব্যক্তি তাহা একান্তভাবে আশ্রয় করিতে না পারিলেও আজ গুরুনিত্যানন্দের হস্তে পাষণ্ডদলনবানা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিজয়-নিশান দর্শন করিয়া হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইতেছে। আমরা ধন্য হইতে পারিয়াছি যেহেতু শ্রীল আচার্য্যদেবের সমসাময়িক যুগে আমরা মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় আজ পশুতুল্য জীবনধারণ করিতেছি। অবিদ্যাকে বরণ করিয়া বাস্তব মঙ্গল শ্রীগুরুপাদপদ্মে অবহেলা করিলাম। এতাদৃশ অপরাধীর মঙ্গল কোথায়?

সংকীর্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরসুন্দর কলিহত জীবের মঙ্গলার্থে গোলোকের প্রেমধন যে নামকীর্ত্তন তাহা আপামরে দান করিবার জন্য স্বীয় মহাবদান্যলীলা প্রকট করিয়া অবিদ্যা রাশি ধ্বংস করিবার মহাকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তদনুগ ষড়্গোস্বামিবৃন্দ তাহা নানাপ্রকারে প্রচার করিয়াছেন। আজ তাহা কলির ছলনাময় যুগে আউল, বাউল, সহজিয়া, জাতগোঁসাই ইত্যাদি নানাপ্রকার মতবাদে ভক্তিসিদ্ধান্তকে আবৃত করিয়াছে। গৌরাঙ্গদাসের পোষাক বাহ্যে ধারণ করিয়া অন্তরে তীব্র ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য কপট-বেশে অর্থ-লোভে কলিগুপ্তচর সব "চোর বলে ঐ চোর" এই নীতির অনুসরণে নিজেদের দোষগুলি গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের উপর ন্যস্ত করিয়া সাধারণের নিকট ঢাকাবুলির দ্বারা ভাল মানুষ সাজিয়া নিজেন্দ্রিয় তোষণ করিতেছে। তাহাদের কুবাসনা চরিতার্থ করিবার প্রথমমুখে গৌড়ীয় বাধা দিয়াছেন। তাহাদের কলুষিত মতবাদকে ধ্বংস করিবার জন্য শ্রীমঠের প্রত্যেক আচারবান্ প্রচারক নির্ভীকভাবে দিগ্বিজয়ঘোষণা আরম্ভ করিয়াছেন। আজ ধর্ম্মধ্বজিগণ গৌড়ীয়মঠের প্রচারে প্রমাদ গণিয়াছে। তাই তাহারা অন্য উপায় না পাইয়া ছলে-বলে, কলে-কৌশলে, তোষা দিয়া, তোষামোদ করিয়া, শিষ্যের হুকুম তামিল করিয়া লোক সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। বেশ্যা, চরিত্রহীন, মাতাল, বিষয়ী লোককে নামমাত্র হরিনামাদি প্রদান করিবার অভিনয় করিয়া ভুঁইফোড় গুরু সাজিয়া বসিয়েছে। তাহারা ছলনা করিলেও অন্তর্য্যামিস্বরূপে বৈষ্ণবগণ তাহা ধরিয়া ফেলেন। যখন তাহাদের কুস্বভাব গুলি অত্যাচারের ন্যায় সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করেন, তখন তাহারা আর স্থির থাকিতে পারে না। প্রকৃত অজ্ঞান ব্যক্তিকে সাবধান করিয়া তাহাদের মঙ্গল করিবার জন্য গৌড়ীয়মঠের এই পাষণ্ডদলন-কার্য্য।

ভাগবতের যাবতীয় কুশিক্ষাকে ধ্বংস করিবার জন্য স্থানে স্থানে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উদ্বোধন করিয়া গৌড়ীয়মঠ বাস্তব শিক্ষার প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। সেরূপ সারশিক্ষা শ্রীমঠাশ্রমের অমল উপদেশাবলী উপযুক্ত আচারবান্ প্রচারকগণ সর্ব্বদাই আচার্য্যের আনুগত্যে বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞান-লব্ধ বস্তুর দ্বারা জড়েন্দ্রিয়তোষণ না করিয়া কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তোষণে সেইগুলি নিয়োজিত করিয়েছেন। জাগতিক ধন, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি নশ্বর দেহসুখের জন্য ব্যয় না করিয়া অপ্রাকৃত কামদেবের সেবায় নিয়োজিত করিয়া গৌড়ীয়মঠ চেতনরাজ্যে সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন। যোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মীর কুমতবাদকে ধ্বংস করিয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকামীর কামনাকে তুচ্ছ প্রমাণিত করিয়া শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনীপ্রবাহ আনয়ন করিয়া উষর জগতে প্রকৃত শান্তির সংবাদ আনয়ন করিয়াছেন। দেহ ও মনোধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ না করিলে এই মহাবদান্যতার কথা বুঝিতে পারা যাইবে না।

যে ভারতবর্ষ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের জন্য জগতের নিকট আদর্শস্থানীয়, আজ সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নানাপ্রকার কুশিক্ষার ফলে ধ্বংসের দিকে চলিয়াছিল। এইরূপে আর দুই এক শতাব্দী গত হইলে বোধ হয় বর্ণাশ্রমের নামও থাকিত না। উপস্থিত বর্ণাশ্রমের কিঞ্চিদাভাস কোথাও কোথাও পরিদৃষ্ট হইলেও তাহা আসুর বর্ণাশ্রমে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এইরূপ একটী মূল্যবান্ বস্তুর অধঃপতনের যুগে গৌড়ীয়মঠ মানবজাতিকে রক্ষা করিতেছেন। আসুর বর্ণাশ্রমকে ধ্বংস করিয়া প্রকৃত দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্থাপন পূর্ব্বক জগতের মঙ্গলবিধান করিতেছেন। আজ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে গৌড়ীয়মঠের পরমাশ্রয়স্থানে সকলকে আশ্রয় দিয়াছেন। ভাগ্যবান্ জন তাহা বরণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিতেছেন। কবে বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণতলে দাঁড়াইয়া আমরা সেই চেতনশিক্ষা অনুভব করিতে পারিব? তদ্দাসানুদাসগণকে কবে আমরা সকাতরে জানাইব বা তাঁহাদের উপদেশাবলীকে নিত্যমঙ্গল বলিয়া বরণ করিতে পারিব?

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :- ১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-আকর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া। শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবিগ্রহ-শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী, সাম্প্রদায় আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন শ্রী-[illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫। কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে প্রথম প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ বেলা শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও বাংলাদি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)। ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীভাগবতকার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাটতলা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

নয়াবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাসাং বিল্ডিং, দার্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড-পার্শ্ববাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ হোডল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১৫নং ক্যানিং রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]

কম্ব হিল বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, [illegible] গোদাবরী, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রী[illegible]-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) টোটাকুটী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ [illegible], পঞ্জাব

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ডেলহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ৫

৫১, ডাউন্স রোড

ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী [illegible], ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

——:(০):——

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪॰		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫, বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——:(০):——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রকৃতের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাক ও সেবনখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

——

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিজ্ঞতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

——

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অভিজ্ঞতার সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

——

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিবিধ জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের প্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম প্রদানপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। এক্ষণে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীমৎ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ এইখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

———:(•):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অনুজ্ঞায় সদ্বিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলীর তালিকাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ্

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৪৬	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-০৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩-০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২	
ছাঃ	১৪-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৩		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৫৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৩-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)	
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। দিবার প্লীহা সংযুক্ত কাশাস্ত্র এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৭১নং ভবানীপুর রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীনাথ'
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৮শে আষাঢ়, ১৩৪৬ ১৩ই জুলাই, ১৯৩৯. বৃহস্পতিবার। ১১৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(০)::—

আসাম ও মাদ্রাজের নূতন গভর্ণর

রাজা বাহাদুর নূতন গভর্ণর লেফ-টেন্যান্ট কর্ণেল স্যর হার্বার্টকে জি-সি-আই-ই (গ্রাণ্ড কমাণ্ডার অবদি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। লেঃ কর্ণেল হার্বার্ট ও তাঁহার পত্নী রাজা ও রাণীর সহিত ভোজন করেন।

৩ই জুলাই সন্ধ্যাকালে রাজা মাদ্রাজের নব-নিযুক্ত গভর্ণর মিঃ আর্থার হোপকেও জি-সি আই-ই উপাধিতে ভূষিত করেন।

ঢাকায় মহামান্য গভর্ণরের দরবার

কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোককে যে উপাধি দেওয়া হইয়াছে তাহার সনদ তাঁহা-দিগকে প্রদান করিবার নিমিত্ত মহামান্য বাঙ্গলার লাট- বাহাদুর আগামী ২৪শে জুলাই ঢাকা সহরে একটি দরবারের অনুষ্ঠান করিবেন।

আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সঙ্ঘের কংগ্রেসে বৃটিশ শ্রমিকদলের নেতা মিঃ ওয়াল্টার সিট্রিন্ এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, সোভিয়েট ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য আহ্বান করা হউক। নরওয়ে ও ফ্রান্স এই প্রস্তাব সমর্থন করে। মার্কিণ শ্রমিক সঙ্ঘ উহার বিরোধিতা করে এবং আজও এই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা চলিবে।

সিংহলে ভারতীয় শ্রমিক-সমস্যা

নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ সুরেশচন্দ্র ব্যানার্জ্জি কলম্বোর ভারতীয় শ্রমিক সমিতি ও বিভিন্ন শ্রমিক নেতার নিকট হইতে বহু তার পাইয়াছেন। সিংহল গভর্ণমেন্ট ও বে-সরকারী কোম্পানীসমূহ আগামী ৩১শে জুলাই হইতে সমস্ত ভারতীয় শ্রমিক বরখাস্ত করিবেন বলিয়া যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলে ভারতীয় শ্রমিক মহলে কিরূপ অবস্থা দেখা দিয়াছে উক্ত তারসমূহে শ্রীযুক্ত ব্যানার্জ্জিকে তাহাই জানান হইয়াছে। এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যাহাতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করিয়া সিংহলে ভারতীয়দিগের প্রতিরোধ করেন তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ডাঃ ব্যানার্জ্জির নিকট আবেদন করা হইয়াছে।

রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি উপাধি লাভ

রোম হইতে প্রাপ্ত এক তারে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ডাঃ দেবব্রত দাশগুপ্ত রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। শীঘ্রই তিনি রোম হইতে লণ্ডন যাত্রা করিবেন।

ডাঃ দাশগুপ্ত অবসরপ্রাপ্ত স্কুল-সমূহের সাব-ডিভিসনাল্ ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ দাশগুপ্তের পুত্র এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ডক্টর বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কনিষ্ঠ সহোদর।

রাজপথে পরিত্যক্ত শিশু

কলিকাতার বড়পাড়ে জিতনাথ ব্যানার্জ্জি ষ্ট্রীটে একটি বাড়ীর দাওয়ায় এক বৎসর বয়স্ক একটি সুশ্রী ও সুপুষ্ট শিশুকে কুড়াইয়া পাওয়া যায়। শিশুটিকে কেহ দাবী না করায় বেলিয়াঘাটা পুলিশ শিশুটিকে লালন-পালনের নিমিত্ত ক্যাম্বেল হাসপাতালে প্রেরণ করে। দারোগা ক্ষিতীশ মজুমদার এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন।

রাণাঘাট ষ্টেশনের নিকট দুর্ঘটনা

মঙ্গলবার প্রাতে ৯৷ টার সময় আপ আমিনগাঁও প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি রাণাঘাট ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়া চূর্ণবর্ত্তী সিগন্যালের নিকট পৌঁছে তখন জনৈক ব্যক্তি নদীর উপর রেল সেতু অতিক্রম করিতেছিল। উক্ত ব্যক্তি হঠাৎ ট্রেণের শব্দে পিছন ফিরিয়া দেখে ট্রেণখানি তাহার অতি নিকটবর্ত্তী এবং প্রবলবেগে আসিতেছে। সে অনন্যোপায় হইয়া আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচিবার চেষ্টায় সেতু হইতে নদীর জলে লাফাইয়া পড়ে এবং একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড মস্তকে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া তন্মুহূর্ত্তেই মারা যায়। লোকটির মৃত্যুর পর লাসটী থানায় লয়। স্থানীয় বড় দারোগা মিঃ পি কুণ্ডু ঘটনার তদন্তে যান। মৃতদেহটির এখনও সনাক্ত হয় নাই। তবে দেখিয়া মনে হয় পশ্চিম- দেশীয় মুসলমান এবং তাহার বয়স অনুমান ৪০।৪২ বৎসর হইবে।

বেলজিয়াম কঙ্গোয় ভারতীয়দের দুরবস্থা

বেলজিয়াম কঙ্গোর কয়েকজন ভারতবাসীর বিরুদ্ধে যে মামলা আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা সহজ সমাধানযোগ্য নহে। কারণ যদিও বে-আইনীভাবে আমদানি স্বর্ণ রাখিবার অভিযোগে কয়েকজন ভারতীয় অধিবাসীকে বেলজিয়াম কঙ্গোর স্বর্ণ সম্পর্কিত আইনানুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, কিন্তু অভিযোগে ইহাকে রাজ-নৈতিক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মামলা সম্পর্কে প্রচারিত পুস্তিকাদিতে বলা হইয়াছে যে, যথোপযুক্ত কারণাভাব সত্ত্বেও আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সরকারপক্ষের সাক্ষীদিগকে দিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াইবার কথাও প্রকাশ পাইয়াছে। আসামীদিগের যথোপযুক্তভাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের পক্ষেও রীতিমতভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হইতেছে। কঙ্গোর আমাদের স্বদেশবাসিগণ এরূপ প্রত্যাশা করিতেছেন যে, তাহাদের পক্ষ-সমর্থনের জন্য এখান হইতে বিশিষ্ট ব্যবহারজীবীদিগকে পাঠান হইবে। তাহাদের পক্ষ হইতে ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন-নিবেদনও পেশ করা হইয়াছে। এরূপ একটি জটিল মামলায় কার্য্যকরীভাবে তদন্ত গঠন করা দুঃসাধ্য হইলেও ভারত গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে যে বিশেষ কিছু করিতে পারেন, ইহা নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে পারে। তাঁহারা ইংলণ্ডে পররাষ্ট্র অফিসের মারফতে প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারেন। আসামীগণ যাহাতে সুবিচার লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য বৃটিশ কন্সালকে মামলার তদ্বির করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আশা করা যায়, ভারত গভর্ণমেন্ট বেলজিয়াম কঙ্গোর ভারতবাসীদিগের বিরুদ্ধে আনীত এই জটিল মামলার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ স্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গোস্বামিশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিনব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আদ্বয় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭। সুবিধাত্মিকা ভগবদ্গীতা (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দ্বীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার ।০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০⁄
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। অনুভাষ্যবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যানিস্ত ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ্য ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩ সতীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪ ভজনম্ ।০
৬৫ সাত্ত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬ গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭ সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮ রায় রামানন্দ ।০
৬৯ এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০ নামভজন ⁄০
৭১ বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ড্‌স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ফাইটিং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। রিলিজিয়াস প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনন্দ্যান্স ফিলোসফি ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১২ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৮শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৩ই জুলাই ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার | ১১৫৭শ সংখ্যা

"আমাদের মনের মত না হ'লে যাঁ'কে বরখাস্ত করতে পারি কিম্বা যা'কে দিয়ে আমার বদমাইসী দুষ্টামী বুদ্ধির সমর্থন করিয়ে নিতে পারি, তা'কে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ শ্রীধর আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

প্রভু কে ?

——::(*)::——

এ জগৎ বিভিন্নাভিনিবেশের রাজ্য। এখানে একাভিনিবেশের কোন কথা নাই। এখানে সকলে একজনের জন্য ব্যস্ত নহে। সকলেই নিজে নিজে প্রধান হইতে চায়, প্রভু সাজিতে চায়। কাহাকে কাহাকেও বাহিরে দাস্য করিতে দেখা গেলেও তাহাদের অন্তরে ভোগস্পৃহা বা প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা প্রবল। একটু চিন্তা করিলে দেখা যায়, এখানকার প্রত্যেকেই কাহারও উপর প্রভুত্ব করে, আবার কাহারও দাস্য করে। কিন্তু একাভিনিবেশের রাজ্যে—বৈকুণ্ঠে সেরূপ কোন কথা নাই। সেখানে কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, কৃষ্ণই একমাত্র প্রভু আর সব তাঁহার অনুচর বা দাস। একজন আশ্রয় আর সকলে তাঁহার আশ্রিত। সেখানে সকলেরই স্বার্থ এক এবং সেই স্বার্থের ভোক্তা মাত্র একজন। সকলেই একের জন্য ব্যস্ত একনিষ্ঠ। সকলেরই স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা একমাত্র কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ। সেইজন্য সেখানে দ্বন্দ্ব, বিবাদ বা অমিল নাই বা থাকিতে পারে না। সেখানে আমার প্রভুই সকলের প্রভু। তাঁহার প্রভুই আমার প্রভু ও আমার প্রভুই তাঁহার প্রভু। প্রভু-দাসসূত্রে সকলেই পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। সকলেই একতাৎপর্য্যপর, সকলেই একভাবদ্ধ, সকলেই ঐকান্তিক, সকলেই একাভিনিবিষ্ট। একের সুখের জন্যই পরস্পর পরামর্শ বা কৌশলাদি যা' কিছু। নিজসুখস্পৃহা তাঁহাদের মধ্যে আদৌ নাই। সেখানকার চিন্তাস্রোতই আলাদা। সকলেই কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন।

প্রভুহীন দাস নিরাশ্রয়। প্রভু ছাড়া ভৃত্য থাকিতে পারে না। আবার ভৃত্য ছাড়া প্রভু থাকিতে পারেন না। প্রভুভৃত্যে নিত্যসম্বন্ধ এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতি। প্রভুও নিত্য, ভৃত্যও নিত্য, পরস্পরের মধ্যে বড় আপনভাব, বড় টান, খুব আসক্তি। প্রভু যা' তা' জিনিষ ন'ন, প্রভু ভৃত্যের যথাসর্ব্বস্ব, প্রাণ, জীবন, ধন যা' কিছু সব; জীবের জীবনসর্ব্বস্ব যিনি, সেই প্রভু কে? যাঁহার প্রভু গৌরসুন্দর সেই গৌরনিজজনই আমার প্রভু আমি যাহাকে তাহাকে প্রভু করি নাই বা করিব না। যিনি পূর্ণমাত্রায় আমার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারেন, ভাগ্যক্রমে এরূপ প্রভুর সাক্ষাৎ লাভ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে। আমি দুর্গত, নরাধম, হরিবিমুখ ইহা প্রবসত্য; কিন্তু করুণাময় ভগবান্ নিজগুণে কৃপা করিয়া তাঁহার নিজজন আমার পরম বান্ধব, আমার নিত্যপ্রভুকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। শুধু যে পাঠাইয়াছেন তা' নয়, গুরুকৃষ্ণ-কৃপায় জানিবারও সৌভাগ্য হইয়াছে যে, আমি সদ্গুরু পাইয়াছি—আশ্রয় পাইয়াছি, আমার পরমারাধ্যের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তা' ছাড়া তাঁহার কৃপার তুলনা নাই। তাঁহার কৃপাই আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, কৃষ্ণসেবার সন্ধান দিয়াছে, বাঞ্ছিতে অনিচ্ছুক, মদগর্ব্বিত আমাকে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়াছে। সেই অপার করুণার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। সেই কৃষ্ণ-প্রেরিত আচার্য্যই আমার নিত্য প্রভু, আর কেহই আমার প্রভু নহেন। আরও বলি,—যিনি সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বক্ষণ আমার সমগ্র হৃদয়খানা অধিকার করিতে পারেন, যাঁহার অপ্রাকৃত স্নেহের একবিন্দু লাভ হইলে পুত্রস্নেহপাশ বা জাগতিক সমস্ত স্নেহ তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, যাঁহার চেতনময়ী বাণী আমাকে কৃষ্ণের দিকে লইয়া যাইবার জন্য সর্ব্বক্ষণ সজোরে আকর্ষণ করে, যাঁহার বিন্দুমাত্র স্নেহকৃপা যে কোন নিষ্কপট জীবকে তচ্চরণে নতশির করায়, প্রণত করায়, যিনি প্রতি কার্য্যে প্রতি পদবিক্ষেপে প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে জীবনের প্রতি গতিতে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার একমাত্র আদর্শ, লক্ষ্য ও প্রদর্শক, তিনিই আমার প্রভু। যি কিছু সময়ের জন্য আমার হৃদয় অধিকার করেন আবার পরমুহূর্ত্তে চলিয়া যান, যি কিছুক্ষণের জন্য আমার আদর্শ হন আবার কিছুক্ষণ পরে আদর্শ থাকেন না, এরূপ লঘু ব্যক্তিকে আমি গুরু করি নাই। সেখানে সংকল্প-বিকল্প, এ দিক ওদিক ছাড়া, ভাব বা পক্ষ সেখানে প্রভুর সহিত ভৃত্যের সম্বন্ধ হয় নাই। সেখানে ভৃত্যের প্রভুত্ব হয় না আর প্রভুও ভৃত্যের হৃদয় অধিকার করেন নাই। সেখানে জীবের চেতনতা বিকশিত হয় নাই। তাই সে মনোধর্ম্ম ও মায়াক্রান্ত হইয়া দোদুল্যমান অবস্থায় আছে। তাহার দৃঢ়তা নাই, ঐকান্তিকতা নাই, একনিষ্ঠতা নাই, প্রভুতে প্রভুজ্ঞান নাই, সেবকাভিমান জাগে নাই। সে কৃষ্ণের কৃপা পায় নাই, তাই সাধুতে তাহার শ্রদ্ধা বা সুদৃঢ় বিশ্বাস হয় নাই। এরূপ মনোধর্ম্ম যেখানে, সেখানেই মায়া। আশ্রয়জাতীয় এ সব বালাই নাই। তিনি মায়াকে গুরু করেন নাই, তিনি গুরু করিয়াছেন কৃষ্ণকে,—গুরুরূপী ভগবান্‌কে—আচার্য্যকে। তাই তাঁহার ভয় নাই, চিন্তা নাই। তাঁহার কত আশা-ভরসা, কত উৎসাহ, কত উদ্যম, কত সেবাগ্রহ!

যিনি নিরন্তর প্রতি পদে পদে আমার আদর্শ, রক্ষক, পালক ও পথপ্রদর্শক, যিনি আমার একমাত্র বান্ধব, যিনি আমার একমাত্র আশ্রয়, যিনি নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী, যিনি সেবাবিগ্রহ, যিনি কৃষ্ণধনে ধনী, কৃষ্ণ যাঁহার প্রেমবাধ্য, আমার নিত্যকল্যাণকামী যিনি আমাকে অনুগ্রহনিগ্রহ করিবার একমাত্র

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

যাহিক যিনি, সেই আচার্য্যই আমার প্রভু। কোন কোন ব্যক্তি এ বিষয়ে আমার সহিত মত-দ্বৈতবিশিষ্ট না হইতে পারেন, নিজ নিজ স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করিতে গিয়া প্রভুহত্যাদির ভয়ে নিজ প্রভুকে প্রভুত্বে বরণ না করিতে পারেন, কিন্তু অন্তর্যামী প্রভুর উচ্ছিষ্টভোজী অযোগ্য দাসানুদাস আমি স্পষ্টই জানি যে, উহা আত্মবঞ্চনা বা মায়ার কুহক ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমার প্রভু সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন করেন। এক মুহূর্ত্তও তাঁহার বিরামচেষ্টা নাই। তিনি সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-ভজনে রত থাকায় তাঁহার স্মরণমাত্রেই জীবের সকল কামনা-বাসনা বা অন্যাভিলাষ স্পৃহা অনায়াসে দূরীভূত হয়। তিনি ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা করেন বলিয়া মাদৃশ অযোগ্য ব্যক্তিকেও হরিভজনের আশা-ভরসা দিতে পারিয়াছেন। আমার ন্যায় হতভাগ্য জীবও তাঁহার শ্রীচরণে মস্তক বিক্রয় করিবার নিঃসন্দিগ্ধ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেছে, এরূপ গর্ব্বিতগর্বিত ব্যক্তিও তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইবার জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হইয়াছে এবং সাধ্যানুসারে ভক্তাঙ্গে প্রণতি করিতেছে, তাঁহাকে প্রভু বলিয়া বরণ করিয়াছে; তিনি ব্যতীত এই বিশ্বে আমার রক্ষাকর্ত্তা আর কেহ নাই, ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে। এগুলি বাস্তব জীবনের কথা, ইহা প্রলাপের উক্তি বা মানসিক বিশ্লেষণা নহে। আমার প্রভুর চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই এই বাক্যের সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৩ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ৫৯ সেকেণ্ড হরিভজন করিয়া বাকী ১ সেকেণ্ড মাত্র অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে তিনি মাদৃশ নরকের কীটের উপর অন্ততঃ একদিনও প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারিতেন না, এ নরাধমকে তচ্চরণে প্রণত করিতে পারিতেন না। 'মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ, মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ' এই কথা তাহা হইলে হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য নিশ্চয়ই আমার হইত না। প্রভুপাদই আমাদের সেই প্রভু এবং তিনিই অভিন্ন-মূর্ত্তিতে আমাদের নিত্যারাধ্য আচার্য্যদেব। উভয়েই এক—অদ্বয়জ্ঞান। উভয়েই প্রভু—উভয়েই প্রভুপাদ। উভয়েই পরস্পর অভিন্নাত্মা। উভয়েই নিরন্তর কৃষ্ণসেবারত। উভয়েই কীর্ত্তন-বিগ্রহ। উভয়েই নিত্যারাধ্য জগদ্গুরু নিত্যানন্দ।

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

—:○:—

নিতাইচাঁদের কৃপা লইয়াই থাকিতে হইবে। নিত্যানন্দকে লইয়াই গৌরসুন্দরের যা' কিছু বিলাস।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি
ভক্তশক্তিকম্॥

শ্রীমহাপ্রভু—ভক্তরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ—ভক্তস্বরূপ। ভক্তাবতার—শ্রীঅদ্বৈত। শ্রীবাস পণ্ডিত—ভক্ত এবং শ্রীগদাধর—শক্তি। শ্রীগৌরসুন্দর ও গদাধর ব্যতীত আর সবই নিত্যানন্দ। শ্রীগৌরসুন্দর সম্বিদ্বিগ্রহ এবং শ্রীগদাধর হ্লাদিনী-শক্তি। শ্রীনিত্যানন্দ সন্ধিনীশক্তিময়বিগ্রহ। মহাপ্রভু ও গদাধর ব্যতীত আর তিনজনই সন্ধিনী। তাঁহারা নিত্যানন্দ হ'তে অভিন্ন। শ্রীঅদ্বৈত উপাদান-কারণ; শ্রীবাস পণ্ডিত ভক্ত বা ভক্তশ্রেষ্ঠ। তাঁহার অঙ্গনে, তাঁহার কীর্ত্তনে শ্রীগৌরসুন্দর নৃত্য করেন। নিত্যানন্দ তাঁহার পুত্ররূপে তাঁহার গৃহে থাকিতেন। শ্রীনিত্যানন্দকে লইয়াই শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাসাদি সব। শ্রীধামরূপে তিনি প্রকাশিত। শ্রীনিত্যানন্দকে ধরিলে তাঁহার কৃপায় শ্রীনাম-প্রভুকে পাওয়া যায়, শ্রীগদাধরের, শ্রীরূপ-সনাতনের কৃপা পাওয়া যায়। শ্রীনিত্যানন্দ বিশুদ্ধসত্ত্বের আকর। বিশুদ্ধ-সত্ত্বই বসুদেব; তাঁহা হইতে শ্রীভগবানের আবির্ভাব হয়।

সত্ত্ব বিশুদ্ধ কখন হয়? "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ"। 'আহার' শব্দের অর্থ—বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ। আহার—আহরণ বা সংগ্রহ অর্থাৎ বাসনা। সেইটি শুদ্ধ হইলে সত্ত্বশুদ্ধি হয়।

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো

মাসকৃন্মুনেঃ।

কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে মযি

হৃদি স্থিতে॥

(ভাঃ ১১।২০।২৯)

"সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে" বলিতে আহার-শুদ্ধি বুঝায়। আমি হৃদয়ে অবস্থিত হইলে হৃদয়স্থিত কাম বিনষ্ট হয়। "কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি"—ইহা আহারশুদ্ধি হইতে হইয়া থাকে।

'তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।' এখানে 'মোক্ষবাঞ্ছা' শব্দটি Contradictory. 'মোক্ষ' শব্দের অর্থ সকল প্রকার বাসনার লয় বা রাহিত্য। 'মোক্ষবাঞ্ছা' বলিলে বাঞ্ছা-রাহিত্যের বাঞ্ছা বা বাসনা-শূন্যতার বাসনা—এইরূপ বুঝাইবে। মোক্ষ' আর 'বাঞ্ছা' দুইটি apparently contradictory শব্দ, মায়াবাদীরা একথা কখনও স্বীকার করে না। তাহাদের বিচারে মোক্ষ কখনও বাঞ্ছা হইতে পারে না।

চিদ্বিলাসের দিক্ হইতে যাঁহারা দর্শন করেন—এ কথাটি তাঁহাদের। তাঁহারাই বলেন,—মোক্ষও বাসনামাত্র। বাসনাটি থাকিবেই। যদি চিদ্বিলাসের প্রতি বাসনা হয়, তাহা হইলে মঙ্গল ও উপাদেয়; নতুবা জড়বিলাসের বাসনা কোনও আকারে থাকিবে—স্থূল ভাবেই হউক আর সূক্ষ্মভাবেই হউক। অদ্বৈতবাদীদিগের বিচার—'বাসনা-মাত্রই দুঃখ এবং বিলাস-মাত্রই দুঃখজনক। নাম, রূপ, গুণ ও লীলা বা ক্রিয়া-মাত্রই জড় সুতরাং দুঃখজনক নাম, রূপ, গুণ, লীলা কখনও চিন্ময় হয় না। সুতরাং নাম, রূপ, গুণ, লীলা ধ্বংস হইয়া গেলেই মোক্ষ হইল।' কিন্তু যাঁহারা চিদ্বিলাসে বিলাসী, তাঁহাদের বিচার অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন—ইতর বাসনা সবগুলিই কৈতব এবং সেই সকল কৈতবের মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা সর্ব্বপ্রধান। অদ্বৈতবাদীকে তাঁহারা বলেন—মায়াবাদী। অথচ অদ্বৈতবাদ চিন্মাত্রবাদ; তাহা নিতান্ত জড়বাদ নহে। তথাপি তাহাকে বলিয়াছেন 'মায়াবাদ'; কারণ, চিদ্বিলাসকে অস্বীকার করিয়া যা' কিছু ধারণা করা যায়, উহা মায়া-বিলাসেরই প্রকারভেদমাত্র।

মায়াবাদী রুদ্রের উপাসক। রুদ্র লোকের দেবতা, তাঁহার কাজ ধ্বংস করা। সৃষ্টির কাজ ব্রহ্মার। মায়াবাদিগণ ধ্বংসকেই শেষ কথা বলিয়া জানে, তাই রুদ্র তাহাদের উপাস্য-দেবতা। ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতিগণ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকার্য্যে দক্ষতা আছে বলিয়া প্রজাপতিগণের একজনের নাম—'দক্ষ'। ছাগধর্ম্মে অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে পটু বলিয়া রুদ্রকর্ত্তৃক দক্ষ ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হয়। যাহারা ধ্বংসবাদী, তাহারা সৃষ্টিকার্য্যকে উপহাসের চক্ষে দেখে। তাহাদের বিচার—সৃষ্টিকার্য্যটা ছাগধর্ম্ম, সুতরাং নিতান্ত গর্হিত। দক্ষের ছাগমুণ্ড লাভ হইবার পর ভৃগু রুদ্রকে অভিসম্পাত করেন যে, তাঁহার উপাসকবর্গ পাষণ্ডী হইবে। দাক্ষিণাত্যে ও হিমালয়-সমীপবর্ত্তী স্থানগুলিতে এখনও বীরাচারী, কুলাচারী, তান্ত্রিক প্রভৃতি শৈব-সম্প্রদায় দেখা যায়।

মায়াবাদীমাত্রেই রুদ্রের উপাসক কালিদাসের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকের প্রথমেই অষ্ট প্রকৃতিকে রুদ্রের অষ্ট-মূর্ত্তিরূপে কল্পনা করিয়া প্রণাম করা হইয়াছে। মূর্ত্তি নাই, অথচ মূর্ত্তিকল্পনা। শুনা যায়, মক্কাতে যাঁহারা যান, তাঁহারা নাকি তথায় মসজিদের সম্মুখে কাবা নামে একখানা কাল পাথরের সম্মুখে প্রণাম করেন। অথচ তাঁহারা মূর্ত্তিবিরোধী। ব্রহ্মার সৃষ্ট যা' কিছু জিনিষ, সবটাই রুদ্র কর্তৃক ধ্বংস হইবার যোগ্য। রজোগুণে সৃষ্টি হয়, আর তমোগুণে লয়। রুদ্রের উপাসক যাহারা, তাহারা তমোগুণেরই উপাসক; কেবল ধ্বংস—কেবল 'ইহা নহে'—এইরূপ তাহাদের বিচার। নির্ব্বিশেষজ্ঞান—অজ্ঞান বা অভিজ্ঞান; উহা অভিজ্ঞানদিক। নির্ব্বিশেষবাদীর প্রাপ্য যে মুক্তি, তাহাও তমোময়ী। চেতনের কোন প্রকার বিকাশ তথায় নাই। মায়াবাদী জানে, বিকাশ মাত্রেই প্রাকৃত বিকার, সুতরাং ধ্বংস-যোগ্য। অনাম, অরূপ—ইহাই শেষ কথা, তা'র 'পর আর কোনও কথা নাই।

অনাম বা অরূপ ভগবান্‌কেও বলা হয়। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদী অনাম বা অরূপ বলিতে যাহা বুঝে, সেই বিচারে বলা হয় না। রূপ বা নাম বলিলেই জগতের লোকের যে ধারণা জন্মায়, ভগবানের রূপ বা নাম তাহা নহে—সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। তাই তিনি অরূপ ও অনাম। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত রূপ তাঁহা হ'তেই আসিয়াছে। সেই দিক্ হইতে যাঁহারা দেখেন, তাঁহারাই বলেন—চিদ্বিলাসে প্রবেশই শেষ কথা। সেই সৌভাগ্য-লাভের বাসনা না জাগিলে যে-কোনও আকারেই হউক বাসনা থাকিবে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্'। আমাকে জানিলেই লীলায় প্রবেশ হয়। 'বিশতে তদনন্তরম্' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে প্রবেশ; অন্তরে প্রবেশলাভ হইলেই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বতোভাবে জানা হইল। বিশতে তদনন্তরম্ — স্বরূপ-সিদ্ধি। শ্রুতি বলিয়াছেন—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বি-জিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।' 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'—ইহা ব্রহ্মার কার্য্য। 'যেন জাতানি জীবন্তি'—বিষ্ণুর কার্য্য, তিনি সত্ত্ব বা স্থিতির অধিষ্ঠাতা। যৎ প্রযন্তি—ইহা রুদ্র সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কিন্তু এইটুকু বলিয়াই ত' শেষ করেন নাই; তাহা হইলে ধ্বংস বা বিলাসহীনতাই শেষ কথা হইত। শেষে বলিয়াছেন—'অভিসংবিশন্তি'—উহাই চিদ্বিলাসে প্রবেশের কথা। চিদ্বিলাস ব্যতীত আর যাহা কিছু, সবই জড়-বিলাস। এ দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বিলাসহীনতা, বাঞ্ছারাহিত্য বা বাসনারাহিত্য বলিয়া যাহা বোঝানও

বাস্তবিক তাহা নহে। অন্ত বাহা না থাকিলেও বাহ্যাবাহিত্যের বাহাই প্রবল হইয়া উঠে।

যাঁহারা শ্রীনাথপ্রভুর বিলাসের সেবক, মদনমোহনের বিলাসে যাঁহারা বিলাসী, তাঁহারাই কেবলমাত্র মোক্ষকামীর মোক্ষ-কামনার মধ্যেও ছলনা আছে, ইহা বলিতে পারেন। সেই মদনমোহনের সেবা-বলে কামপ্রবৃত্তি দূর হয়, মদনের প্রভাব থাকে না। মদন কিরূপ? 'ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্প'। 'ব্রহ্মাদি'—এখানে 'আদি' শব্দে রুদ্রকেও বলা হইয়াছে। মদন রুদ্রকেও বিব্রত করিয়াছিল। পরাশর বিষ্ণুপুরাণের বক্তা। মাধ্বজীর সম্প্রদায় অর্চনপ্রধান। তাঁহারা বিষ্ণু খুব আদর করেন। তাঁহাদের মতে পরাশরের ন্যায় ভক্ত আর নাই। স্বয়ং ভগবান্ বেদব্যাস যাঁহার পুত্র, তাঁহার ন্যায় ভক্ত আর কেহ হইতে পারেনা। পরাশর মাধ্বজী এই সম্প্রদায়ে খুব দেখা যায়। মাধ্বাচার্য্যের পুত্রের নাম পরাশর। শঙ্করাচার্য্যের অন্ত নাম পরাঙ্কুশ। অঙ্কুশ শব্দের অর্থ শর। পরাঙ্কুশ—পরাশর।

ব্রহ্মাপ্রমুখ দেবগণকে জয় করিয়া সংরূঢ় উদ্ধত হইয়াছে দর্প যাহার, এমন যে কন্দর্প বা মদন, তাহারও দর্প চূর্ণ হইয়াছে। ব্রহ্মাদিজয়সংরূঢ়দর্পকন্দর্পদর্পহা শ্রীমদনমোহন। রুদ্র মদনকে ভস্ম করিয়া মদনারি বা কামারি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মদনের অপর নাম মনসিজ। মনে যাহার জন্ম হইয়াছে, সে-ই মনসিজ। মনটা প্রাকৃত। প্রকৃতিতে যাহার জন্ম, প্রকৃতির অন্তর্গত যে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি—কালী, রুদ্র কাল। কালই ধ্বংস করে। মহাকাল ও মহাকালীই সৃষ্টি ও ধ্বংসের সকল ব্যাপার সম্পাদন করেন। গুণসংবৃত অর্থাৎ তমোগুণের দ্বারা মহাকাল সংহার-কার্য্য করিয়া থাকেন। মদন প্রকৃতিজাত, তাই রুদ্রের নিকট তাহার বিনাশ হইল। কিন্তু ভস্ম হইলেও মদনের অস্তিত্ব লোপ পাইল না, তাহার বিক্রম নষ্ট হইয়া গেল না। এখানে কিন্তু সেরূপ নহে। ভুবনমোহন যে মদন, তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছেন মদনমোহন; —তাহাকে ধ্বংস করেন নাই। ধ্বংসের ফলে নির্বিশেষ বা ক্লীবত্ব আসিয়া পড়ে। কিন্তু এখানে মদনমোহনের পুংস্ত্ব বা পুরুষোত্তমত্ব পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত। মদন রুদ্রের প্রতিপক্ষ হইয়া আসিয়াছিল। তাহার মূর্ত্তিই হউক আর যাহাই হউক, সে রুদ্রের প্রতিপক্ষ। কিন্তু মদনমোহনের নিকট মদন প্রতিপক্ষ নহে—নিত্যকাল পরাজিত, মুগ্ধ। মদন ভস্ম হইয়াও নষ্ট হয় না, কারণ সে সেই অপ্রাকৃত মদন বা কামদেবেরই ছায়া। অপ্রাকৃত কামদেবের ধ্বংস নাই। মূলের বা বিম্বের ধ্বংস নাই বলিয়া ছায়া বা প্রতিবিম্বও ধ্বংস হয় না। যাহা নাশ করিতে চাহিলেও উহাই আবার তখন নূতন বাহ্যরূপে দেখা দেয়, উহার শেষ হয় না। মদনমোহনের নিকট মদনের দর্পই চূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু রুদ্রের নিকট তাহার দর্প চূর্ণ হয় নাই, রুদ্রও তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। এইখানেই মদনারি ও মদনমোহনের বিশেষত্ব। মদনারির ন্যায় মদনমোহন তাহাকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন নাই; তাহাকে রাখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নিত্যকাল মুগ্ধ, বশীকৃত করিয়া দর্প চূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। এইজন্য তিনি কামারি নহেন। কাম তাঁহার অরি বা প্রতিপক্ষ নহে। তিনি মন্মথমন্মথ। যে মন্মথ সকলের মন মথন বা মোহিত করে, তাহার মনকে তিনি মোহিত বা মথন করেন।

সেই মদনমোহনের সেবায় static ভাব নাই, তাঁহার সবই dynamic, প্রগতিশীল। তাঁহার রূপ, লীলা ও বেণুর ধ্বনিতেই মাধুর্য্যে স্থাবর তাহার স্থাবরধর্ম ত্যাগ করিয়া জঙ্গমত্ব প্রাপ্ত হয়, আবার জঙ্গম স্থাবর হইয়া যায়। আত্মারামগণ পর্য্যন্ত তাঁহার মাধুর্য্য-শ্রবণে, তাঁহার পাদপদ্মস্থিত তুলসীর আঘ্রাণে পাগল হইয়া যান! আত্মারামত্ব বা ব্রহ্মানন্দ তখন কোথায় চলিয়া যায়! ভগবানের লীলাকথা-শ্রবণে পাগল শুকদেব রাসলীলা কীর্ত্তন করিলেন 'সনক-সনাতন-বর্ণিত চরিতে'—সনক-সনাতন অর্থাৎ আত্মারাম যাঁহারা তাঁহারাও তাঁহার চরিত্রবর্ণনে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করেন।

সেই মদনমোহনই শ্রীনাথ। তাঁহার শরণ গ্রহণ ব্যতীত মদনের বিক্রম হইতে কি করিয়া ছুটি হইবে? কাম-প্রবৃত্তি (বহিরোগ) যে কোনও আকারেই হউক, একমাত্র তাঁহারই সেবায় দূর হওয়া সম্ভব। কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া কাম নষ্ট করিতে গেলে সে চেষ্টা সফল হয় না: কারণ, কাম বা বামনাশাহিত্য অবস্থা নয় না। একদিক্ হইতে উহা প্রবল হইয়া উঠিবেই উঠিবে।

একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় কাম দূর হওয়া, সংসার-বাসনা তুচ্ছ-বোধ হওয়া ও মদনমোহনের সেবা পাওয়া সম্ভব। পূর্ব্বাবতার হইতে আরম্ভ করিয়া পরাকাশে কৃষ্ণের যত প্রকাশ—স্বয়ং-প্রকাশ পর্য্যন্ত সবই করেন শ্রীনিত্যানন্দ। একমাত্র মধুর রস ব্যতীত অন্য সকল রসের আশ্রয়গণ নিত্যানন্দ হইতে প্রকটিত। Official যে সমস্ত কার্য্য তাহা নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বারাই হইয়া থাকে। Transcendental dalliance বা harems যে সমস্ত ক্রিয়া, তাহা নিত্যানন্দ প্রভু করেন না। মধুর রসে নিত্যানন্দ শ্রীজাহ্নবা, তিনি অনঙ্গ। টোটা গোপীনাথের বামদিকে শ্রীরাধারাণী ও দক্ষিণদিকে তিনি আছেন। যাহা কিছু বৈভব, সকলই নিত্যানন্দ-প্রকটিত। জগৎ বৈভব, জীব ও প্রধান—নিত্যানন্দেরই শক্তি ও কার্য্য। জগতে সিংহাদি জন্তু প্রভৃতির মধ্যে যে-সকল ভগবত্তেজঃ বা বিভূতি লক্ষিত হয়, উহা শ্রীনিত্যানন্দেরই বিকৃত বহিরঙ্গ অণু বৈভব।

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্॥
(গীঃ ১০।৪১)

সেই নিত্যানন্দের কৃপা পাইতে হইলে কাঙ্গাল হওয়া চাই। কাঙ্গালের প্রতি তাঁহার দয়া হয়। কাঙ্গালের রূপের মত রূপ নাই। নিত্যানন্দ সেই রূপে সন্তুষ্ট হন এবং শ্রীমহাপ্রভুর সেবায় সেই রূপকে নিয়োজিত করেন। তাঁহার দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। পাপী, পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক কোন বিচার নাই; কেবল অকপটে শরণ লইলেই হইল। শরণাগত বা অকিঞ্চনই রূপবান্। সে দুঃখিত বা দুঃখী নহে। মহাপ্রভু শ্রীবাসের দাসী দুঃখীর 'দুঃখী' নাম ঘুচাইয়া 'সুখী' রাখিলেন; কারণ, বাস্তবিক সে-ই সুখী। তা'র রূপের মত রূপ নাই।

অবধূত—অপরিচ্ছন্ন। দেহের দিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। সর্ব্বদা গৌরসুন্দরের প্রেমে তিনি উন্মত্ত। "নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।" চৈতন্যের কামপূরণ-চিন্তাতেই পাগল। তাঁহার আশ্রয় যে গ্রহণ করে, সেও পাগল হয়। সে পাগলামীতে সুখ আছে, তাহাতে দুঃখ নাই। নিত্যানন্দের বাতুল হইতে পারিলে তখন আর এ পরিচয় থাকিবে না। নিত্যানন্দের কৃপা হইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের রাসে যোগদান করা সম্ভব হয়; নতুবা কপটতা ও দম্ভের কৌশলে প্রবেশ করিতে চাহিলেও শ্রীবাসের শাশুড়ীর ন্যায় বঞ্চিত হইতে হইবে। শ্রীনিত্যানন্দ সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহ। তাঁহার কৃপা হইলে সম্বিদ্বিগ্রহ কৃষ্ণের ও তৎপরে হ্লাদিনীর কৃপা লাভ হয়। সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী—সকলের মধ্যেই আছে। নিত্যানন্দে সম্বিৎ ও হ্লাদিনী আছে। কৃষ্ণেও সন্ধিনী ও হ্লাদিনী বর্ত্তমান; আবার শ্রীরাধারাণীতে সম্বিৎ ও সন্ধিনী আছে। একই অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব। তিনিই নিজকে বিভিন্নরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। পঞ্চরূপ হইয়াও পরিপূর্ণ অদ্বয়জ্ঞান। মায়াবাদী যে দ্বৈতভাব আশঙ্কা করিয়া নির্ব্বিশেষ-বাদের আবাহনে অদ্বয় অবস্থা স্থাপন করিতে চাহে, উহা প্রকৃত পক্ষে অদ্বয়জ্ঞান নহে। কারণ, উহাতে মূলে ব্রহ্মরূপ দ্বৈতভাব থাকিয়াই যায়। মোক্ষপথে বাহাদের দুঃখ আসিলেও উহাই এক প্রকারের বাহাবাদ। সেইরূপ বিলাস থাকিলেই তাহা জড় বা দ্বৈত হইবে, এই আশঙ্কায় বিলাস অস্বীকার করিয়া যে অদ্বয়স্থাপনের চেষ্টা, তাহাতে দ্বৈতভাব দূর হয় না, থাকিয়াই যায়। এই যে বিলাসের লোপসাধন-চেষ্টা ইহাই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। চিত্ত যতক্ষণ মায়াবাদ-ভাবাক্রান্ত থাকে, ততক্ষণই এই সকল বিচার। নিত্যানন্দের কৃপায় মন শুদ্ধ হইলে মদনমোহন শ্রীনাথ-প্রভুর বিলাস-মাধুর্য্য বুঝা যায়। তাহা আর এক রাজ্যের কথা।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

গৌরকিশোর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ অভয়-চরণের পরবিভাকৃষ্ণ গোস্বামী ঠাকুরের কৃপায় শ্রীধাম-মায়াপুর আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও শ্রীধামের বিভিন্ন মঠসমূহে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচিত হইতেছে। আচার্য্যের জয়গান ও গুণগানে মঠ সর্ব্বক্ষণ মুখরিত আছে। ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় পাঠমুখে এবং অন্যান্য সময়েও আলোচনা করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শ্রীতিবিধান করিতেছেন। আচার্য্যপদধূলি গ্রহণ করিয়া তাঁহারা হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনমুখে আচারবান্ আদর্শ জীবনযাপন করিতে তৎপর হইয়াছেন ও হইতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় মঠ-সমূহে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা আলোচনা হইতেছে দেখিয়া আমরা সকলেই পরমানন্দিত।

এতদ্ব্যতীত মঠবাসিভক্তগণ শ্রীধামে আগত সজ্জনবৃন্দের নিকটও শ্রীধাম ও শ্রীধামেশ্বরের মহিমা সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা এতপ্রকারে আচরণ করিয়া প্রচার সজ্জনগণ গৌড়ীয়মঠেই দেখিতে পাইতেছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠপ্রাক
প্রাচীন নবদ্বীপ, ভাকপুর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। তৎপার্শ্বে এক শ্রীভক্তিপ্রবর্ত্তক 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রভুর বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা - (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) পদ্মাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ জরিবার, জেঃ নারায়ণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
মঙ্গলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১ বড় গণেশঘাট, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যজ্ঞান মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণপুর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একান্তানন্দ-কুঞ্জকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
সাতা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—দেবদারী,
পোঃ কোকোলা, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১৫নং রেডিং রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল, বোম্বে ৭

(৫০) কাকুড়-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ মাদ্রাজ, মাদ্রাজ
শ্রীব্রজপাতনকাৰ্য্যপরিবিহারীর সেবা

(৫১) রায়রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দরাধিকা-বিগ্রহের সেবা

(৫২) নৃসিংহগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) শিবরঞ্জি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কমলেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
গদাধারি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) সাক্ষেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রজমোহনগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ
পোঃ বড়শহুলা, পঞ্জাব

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকন্দিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আমাই গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আমাই, মেদিনীপুর

(৬২) ভাগবতযোগা প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাড় (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুসুমকুলা, পোঃ চিকদুলা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৫০১ নং সেন্টাস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ফাটনরোড
ক্যাপটন, লণ্ডন, ডব্লু ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
ফিউরেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
কদমকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৩৲	৩০		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টি-বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে “শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী” প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত ‘স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,’ শ্রীল প্রভুপাদের ‘নিবেদন’ সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত ‘সজ্জনতোষণী’র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত “সৌরভ” নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—“ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট”—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে আহার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও অনুগত সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই ‘গৌড়ীয়’ সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ-বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কতকাংশ গৌড়ীয়তে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা “শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ” নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের ‘বক্তৃতাবলী’ ও ‘পত্রাবলী’ আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া প্রকৃতভাবে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের লীলাকাহিনী-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(*):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুদ্ধেক্ষণ পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১০।৫নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাটখোলাতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৭
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৫	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২০	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৫-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-২৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৫	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

শিশু জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিতার প্রীহা যকৃত কামলা এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৸০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

১৬১নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২১শে আষাঢ়, ১৩৪৬ ১৪ই জুলাই, ১৯৩৯, শুক্রবার [১১৬শ সংখ্যা।

বিবিধ সংবাদ

———::(•)::———

কলিকাতায় কংগ্রেস-ভবন নির্ম্মাণ

কংগ্রেস সুভাষ ফণ্ডে সংগৃহীত অর্থ-দ্বারা চিত্তরঞ্জন এভেনিউয়ে যে গৃহ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহার নির্ম্মাণ-কার্য্যের উদ্যোগ-আয়োজন পুরাদমে সুরু হইয়াছে। যেখানে এই গৃহ নির্ম্মিত হইবে তথাকার মাটি সমান করিয়া ফেলা হইয়াছে এবং মালমশলা রাখিবার জন্য গুদাম নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবেন। কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সুবিধামত ভিত্তি স্থাপনের দিন স্থির করিবেন। গৃহটি চারি তল বিশিষ্ট হইবে। ইহাতে একটি বড় হল, লাইব্রেরী, পাঠাগার এবং কয়েকটি অফিস কক্ষ থাকিবে। হলে আড়াই হাজার শ্রোতার স্থান হইবে। গৃহের আকার অতিশয় আকর্ষণপূর্ণ হইবে। স্থানীয় বিশেষজ্ঞ স্থপতিগণ শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত শিল্পীদের সহিত পরামর্শ করিয়া এই গৃহের সম্মুখভাগের আকার কিরূপ হইবে তাহা স্থির করিতেছেন।

———

শ্রীরামপুরে অগ্নিকাণ্ড

শুক্রবার অনুমান রাত্রি ৩টার সময় শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ মিঠাই বিক্রেতা তুলসী সরকারের দোকানে আগুন লাগিয়া উহার সমস্ত দ্রব্যাদি পুড়িয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, রাত্রে যথারীতি দোকান বন্ধ করিয়া সকলে চলিয়া যায় কিন্তু কড়াইয়ের উনুন জ্বালা ছিল। দোকানের একটি লোক জি টি রোডের ধারে দোকানের সংলগ্ন রোয়াকে নিদ্রা যাইতেছিল। হঠাৎ সে অত্যন্ত উত্তাপ বোধ করে এবং জাগিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর ধূম ও অগ্নিশিখা ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সে চীৎকার করিতে থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী লোকজন জমা হইয়াও পাকা ঘরের অগ্নি নিবাইতে সক্ষম হয় না। প্রায় প্রাতঃ ৬-৩০ মিনিটের সময় মিউনিসিপ্যালিটির জলের দমকল সাহায্যে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। ঘরের দেওয়াল ও ছাদ গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং মালপত্রসহ প্রায় ৮০০৲ ক্ষতি হইয়াছে। প্রকাশ, কারবারের সমস্ত খাতাপত্র পুড়িয়া গিয়াছে। দোকান হইতে কোন জিনিষই বাহির করা সম্ভব হয় নাই

———

ব্যাঙ্কের ২৮ হাজার টাকা আত্মসাৎ

[illegible] ব্যাঙ্কের ২৮ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে উক্ত ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী এবং ম্যানেজার সৈয়দ মহিউদ্দিন আহমদকে চতুর্থ সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, এ কানাজীর আদালতে দুই দফা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার প্রতি দণ্ডাদেশ দিয়াছেন।

তাঁহার বিরুদ্ধে প্রথম দফার অভিযোগ এই যে, তিনি ব্যাঙ্কের ২১ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাঁহার প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় দফার অভিযোগ এই যে, তিনি ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকী ৬৫৩০৲ টাকা মূল্যের অলঙ্কারপত্র আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাঁহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং দেড় হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। জরিমানার টাকা আদায় না হইলে তাঁহাকে যথাক্রমে আরও দুই বৎসর এবং আঠার মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

আদালত হইতে এইরূপ নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, উপরোক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল রুজু করিবার জন্য আসামীকে যে সময় দেওয়া হইয়াছে তাহা উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত প্রদত্ত দণ্ডাদেশ স্থগিত থাকিবে।

নিখিলভারত বেতার ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী

আগামী ২০শে ডিসেম্বর হইতে ১৯৪০ সালের ১০ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত লাহোর ইউনিভারসিটি হলে নিঃ ভাঃ বেতার ও বিজ্ঞান প্রদর্শনী হইবে। এরূপ প্রদর্শনী ইহাই প্রথম। এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হইবে জনগণের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রচার করা।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার খান বাহাদুর মিয়ান আফজল হোসেন বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সভাপতি, মামদোতের নবাব শানাওয়াজ খাঁ এম-এল-এ বোর্ড অব কন্ট্রোলের চেয়ারম্যান, মিঃ কে কে আনন্দ অর্গানাইজিং সেক্রেটারী ও মিঃ জি পি সাহানি উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন।

———

বৃহত্তর জার্ম্মাণীর লোকসংখ্যা

১৯৩৯ সালের ১৭ই মে তারিখের আদমসুমারী অনুসারে অ-জার্ম্মাণ অধিবাসী ছাড়া বর্ত্তমানে বৃহত্তর জার্ম্মাণীর মোট লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৯৬ লক্ষ। ইহা ছাড়া মেমেলল্যাণ্ডের অধিবাসীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৩ হাজার। মেমেলে শীঘ্রই লোক গণনা হইবে। বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার ৭১ লক্ষ লোকসমেত আনুমানিক ৮ কোটি ৬৯ লক্ষ লোক জার্ম্মাণ রাজ্যে বাস করিতেছে। বোহেমিয়া এবং মেমেলল্যাণ্ডের অধিবাসী সংখ্যা ছাড়া বৃহত্তর জার্ম্মাণীর ৭ কোটি ৯৬ লক্ষ লোকের মধ্যে ৩ কোটি ৮৮ লক্ষ লোক পুরুষ এবং ৪ কোটি ৮ লক্ষ স্ত্রীলোক। ১৮৭১ সালে (জার্ম্মাণ রাইখ প্রতিষ্ঠার বৎসরে) জার্ম্মাণীর লোকসংখ্যা ছিল ৪ কোটি ১০ লক্ষ। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১০ সালের আদমসুমারী অনুসারে জার্ম্মাণীর লোকসংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৪৯ লক্ষ। ১৯১৪ সালে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় জার্ম্মাণীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ কোটি ৭৮ লক্ষ হয়।

———

অলঙ্কারাদি সমেত দেবী মূর্ত্তি উধাও

অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান পরলোকগত শ্রীযুক্ত [illegible] সাধুর গৃহ হইতে সোনার গহনা-পত্র সমেত দেবীমূর্ত্তি চুরি হইয়া গিয়াছে।

ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা

৮ই জুলাই সন্ধ্যায় বৃটিশ ও ফরাসী রাজদূতদ্বয় মিঃ ষ্ট্র্যাং সমভিব্যাহারে পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটোভের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনুমান দুই ঘণ্টার অধিককাল আলোচনা করেন। সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মঃ পোটেমকিন আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র ও গ্রন্থমালা

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এ গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্য মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাপাড়া, পোঃ বগলা, ঢাকা।

অক্ষরাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সম্পূর্ণ — ২৫৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৲
দশম স্কন্ধ—

২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) — ৫

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) — ৪

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸ ; ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ...

৭। শ্রীচৈতন্যদেব — ১

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা — সংস্কার দীপিকা — ১।

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম — ৯

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার — ২০

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) — ২

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) — ১

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) — ৸

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) — ।

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব — ৸

১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ — ।

১৮। বাদন-আশ্রয় — ।৹

১৯। তত্ত্ববিবেক — ।৹

২০। গৌড়ীয়-গৌরব — ৸৶০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য — ৸৶০

২২। ভজন-রহস্য

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)

২৪। গীতা (শ্রীমদ্বলদেব ...) — ৯

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ অবাঁধা)
গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য — ।
প্রকৃতিমালিকা তদগৌরতঃ (সাড়বাদ) — ২৲
বেদান্ত তত্ত্বসার (সাড়বাদ) — ।৹
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) — ৸

৩০। দীপ-বিল-অর্দ্দ — ৶

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) — ৸৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) — ।৹

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা — ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) — ৴

৩৫। গীতমালা — ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য — ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড — ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ — ।০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু পরিক্রমা — ।৹

৪০। শরণাগতি — ৴০

৪১। গীতাবলী — ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা — ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব — ৴০

৪৪। ... শিক্ষা — ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতি — ০

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) — ৴১

৪৯। অর্চ্চনমার্গ — ৶

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) —

৫১। ব্রহ্মসংহিতা — ।

৫২। মণিমঞ্জরী (সাড়বাদ) — ।

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়

৫৫। ভক্তসূক্তাবলী বা মায়াবাদ...

৫৬। ভাগবতধর্ম্ম ও ভক্তিপথ — ৶

৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) — ।

৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখর — ৶

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ — ৶।

৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ — ।

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতা — ।

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ — ।৹

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ — ।৹

৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ — ৶।

৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ — ৴।

৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ — ।

৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত — ।

৭০। সাধুতত্ত্ব — ৴

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি — ।৹

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস — ৸৶।

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু — ।৹

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ — ।৹

৭৫। নোবাট গৌড়ীয়মঠ টক দুইং — ৴।

৭৬। দি ভাগবত — ।৹

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন — ।৹

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা — ২॥

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) — ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি — ।০

৮১। সাধন-পথ — ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু — ৶০

৮৩। গীতাবলী — ৴০

৮৪। শরণাগতি — ৴।

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি — ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত — ৯

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীমায়াপুর-শ্রীনদীয়া

১৪শ বর্ষ { ১৩ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৯শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৪ই জুলাই ইং ১৯৩৯, শুক্রবার } ১১৬৭ সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের উৎসব পঞ্জী

গত ২৯শে জুন বৃহস্পতিবার হইতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশমত তাঁহার কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিপুল জয়গানের মধ্যে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। ঐ দিবস প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবিনোদরমণজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা, মহাজনপদাবলী ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হয় এবং শ্রীপাদ শৈলেন্দ্র গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পূর্ব্বাহ্ণে মঠসেবকবৃন্দ সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করেন, মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রি-কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সেবনানন্তর ভক্তি-শাস্ত্রীজী ইউগোষ্ঠীমুখে 'নদীয়া-প্রকাশ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং অপরাহ্ণে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সমাগত ভদ্রমহোদয়-গণের নিকট প্রশ্নোত্তরমুখে হরিকথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে হরিগুরুবৈষ্ণববন্দনা, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ শৈলেন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে সদ্গুরু ও সচ্ছিষ্যের স্বরূপ কীর্ত্তন করেন।

২৩শে জুন শুক্রবার মঙ্গলারাত্রিকান্তে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা হয় এবং পূর্ব্বে ও পরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পূর্ব্বাহ্ণে মঠসেবকগণ সহরের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ সম্মানের পর উপদেশক শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ইউগোষ্ঠীতে 'নদীয়া-প্রকাশ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ হয়েরাম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের সহিত প্রশ্নোত্তরমুখে হরিকথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববন্দনানন্তর খোল-করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসরবাদ্য সংযোগে একটী সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বহির্গত হইয়া উড়িয়াবাজার, শিবচৌড়ী, কাঠযুড়ী-বাগ, বালুবাজার, নয়াসড়ক, চৌধুরীবাজার হইয়া ৮ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সংকীর্ত্তনবাহিনীর কীর্ত্তনরোলে ও বাদ্যধ্বনিতে দিগ্দিগন্ত মুখরিত হইয়া সহরবাসিগণের হৃদয়ে পরমানন্দের সঞ্চার করে। রাত্রি ৮ ঘটিকা হইতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপদেশক শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে সাধুসঙ্গের সুফলের বিষয় কীর্ত্তন করেন। পূর্ব্বে ও পরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

২৪শে জুন শনিবার শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদরমণজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে হরিগুরুবৈষ্ণববন্দনার পর উপদেশক শ্রীপাদ যতিশেখর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পূর্ব্বে ও পরে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয় এবং সংকীর্ত্তন সহযোগে মঠসেবকগণ শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। পূর্ব্বাহ্ণে মঠ-সেবকগণ সহরের বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার করেন। মধ্যাহ্নে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-সম্মানান্তে শ্রীপাদ শৈলেন্দ্র-গোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইষ্ট-গোষ্ঠীমুখে নদীয়া-প্রকাশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণে শ্রীপাদ হয়েরাম ব্রহ্মচারীজী রেভেন্স কলেজের ছাত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন সাহু ও অপর কয়েকটী ছাত্রের সহিত প্রশ্নোত্তরমুখে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র এবং 'মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর। অর্পিলু তুয়া পদে নন্দকিশোর'। পদটী কীর্ত্তনের পর ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড ১ম অধ্যায় হইতে মহাপ্রভুর গয়া হইতে প্রত্যা-গমনের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে লোক-শিক্ষক জগদ্গুরু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের গুরু-পাদাশ্রয়াভিনয় দ্বারা ধর্ম্মসেতুস্বরূপে সনাতন-পদ্ধতি স্বীকার, তর্কপথখর্ব্বণমুখে শ্রৌত-পথের প্রবর্ত্তকত্ব হেতু মহাধীরতার পরিচয়, স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও বিপ্রলম্ভ-রসে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন বিপ্রহরণে মহাভাগবত-লীলায় ঔদার্য্যলীলার প্রকটা প্রভৃতি বর্ণন কীর্ত্তন করেন। পরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। রাত্রে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তি-সার মহারাজ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় সেবক সহ ভুবনেশ্বর শ্রীত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠ হইতে আসিয়া উৎসবে যোগদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

—:•:—

শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মের ধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়। আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অনুকূল ইন্দ্রিয়-তর্পণের উদ্দেশ্যে 'আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে মিশে থাক্‌বেন। সর্ব্বদা এক হরি-ভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন-নির্ব্বাহ ক'রে চল্‌বেন। শত বিপদ, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়্‌বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ কর্‌ছেন না দেখে নিরুৎসাহিত হ'বেন না, নিজভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা ছাড়্‌বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'র্‌বেন।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"আমাদের মনের মত না হ'লে যাঁকে সংশোধন ক'রতে পারি কিম্বা যাঁ'কে দিয়ে আমার [illegible]মী বুদ্ধির সমর্থন ক'রে নিতে পারি, তাঁ'কে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ শ্রীধর নিধি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৩

দুই একটী কথা

ভক্তির সহিত কোন কিছুর তুলনা হইতে পারে না। ভক্তির উদয়ে যাবতীয় ক্লেশ বা অবিদ্যা সমূলে বিনষ্ট হয় এবং আত্মা সুপ্রসন্ন হইয়া থাকে। ভক্তি অগ্নিতুল্য। অগ্নি যেরূপ স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করিতে পারে, অন্য কিছু সেরূপ পারে না। ভক্তিযোগ ব্যতীত নিত্যমঙ্গল লাভ বা চিত্তশুদ্ধির অন্য চেষ্টা তেঁতুল, মৃত্তিকা বা অন্যদ্বারা স্বর্ণ-পরিষ্কারের চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক।

কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের আর অন্য ধর্ম্ম নাই। এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিতে বা শ্রীনামে যাঁহার যতটুকু অবিশ্বাস অর্থাৎ যিনি মনে করেন, নাম দ্বারা আমাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইতে পারে না, তিনি ততটুকু পরিমাণে নাস্তিক। একমাত্র কীর্ত্তন-প্রচারে যিনি যতটুকু পরিমাণে সাহায্য করিবেন, তিনি ততটুকু আস্তিক আর যিনি যতটুকু পরিমাণে বাধাপ্রদান করিবেন, তিনি ততটুকু নাস্তিক। সর্ব্বক্ষণই কীর্ত্তন করিতে হইবে ইহাই মহাপ্রভুর আদেশ। সুতরাং কীর্ত্তন ছাড়া আমাদের অন্যত্র কথাদি করিবার সময় কোথায়? তবে কীর্ত্তনের যাহা অনুকূল তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। হরিকীর্ত্তন ব্যতীত যাবতীয় চেষ্টা সব সংসারের হেতু—পূর্ব্বদিকের উল্টা রাস্তা। কিন্তু যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিতেছেন, তিনি অন্য দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া পূর্ব্বমুখী বা কৃষ্ণমুখী হইয়াছেন—বাড়ীর দিকে চলিয়াছেন, Back to God and Back to Home is the message of Gaudiya Math.—গৌড়ীয়মঠের এই বাণী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে।

মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্ম এক নহে। অসৎচিন্তা-রত মন বড় চঞ্চল। মন আজ যাহাকে ভাল বলে, তৎপরদিবস আবার তাহাকে মন্দ বলিয়া থাকে। এরূপ চাঞ্চল্যই তাহার ধর্ম্ম। মনোধর্ম্মে স্থিরতা বলিয়া কোন কথা নাই। ভালমন্দই মনের কাজ। সুতরাং তাদৃশ মনোধর্ম্মে অধিষ্ঠিত হিতাহিতবিবেকযুক্ত মন যে ভালমন্দ বিচার করে তাহা অসম্পূর্ণ। ভক্তের এরূপ মনোধর্ম্ম নাই। তাঁহারা আত্মধর্ম্মী। তাঁহারা ভগবচ্চরণে শরণাপন্ন, তাঁহারা মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত না হইয়া শাস্ত্রসঙ্গত বিচার পরায়ণ। তাঁহারা ভগবচ্চরণে সম্পূর্ণ নিষ্কপটে সেব্যের সেবা করিব, ইহাই তাঁহাদের বিচার। 'ভালমন্দ নাহি জানি সেবামাত্র করি।' তাঁহারা জানেন,—

তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য্য হয়।
জীব বলে করি আমি সে ত' সত্য নয়॥
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে
আশাপাশে জীব মরে, তব ইচ্ছা বলে॥

অভক্তগণ কনককামিনীকে নিজের ভোগের উপকরণ জানিয়া তাহার সেবা করিয়া থাকে। কিন্তু ভক্তের অপ্রাকৃত দর্শনে ঐ দুইটি কৃষ্ণসেবার উপকরণ। তাই তাঁরা ঐ দুইটী নিজে ভোগ না করিয়া অর্থাৎ তাহাদিগকে নিজের ভোগে না লাগাইয়া কৃষ্ণসেবায় লাগান। ভক্তগণ ফল্গুত্যাগের ন্যায় কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুকে পরিত্যাগ না করিয়া—ঐ গুলিকে প্রাকৃত জড়বস্তু না জানিয়া কৃষ্ণ বা কার্ষ্ণ অর্থাৎ বিষয়জাতীয় সেবা বা আশ্রয়-জাতীয় সেবা-জ্ঞানে তাঁহাদের সেবা করিয়া থাকেন।

আমরা শাস্ত্রপাঠে জানিতে পারি, যে যার মাংস ভোজন করে, তাহাকে তন্মাংসাদ অর্থাৎ তাহার মাংসভোজী বলে। কিন্তু মৎস্যভোজী সর্ব্বমাংসভোজী, যেহেতু মৎস্য নর, শূকরাদি যাবতীয় প্রাণীর মাংসই ভোজন করে। সুতরাং এক মৎস্যভোজনে সকল মাংসই ভোজন করা হইয়া থাকে। অতএব মৎস্যভোজন সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন, ধর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, গর্ব্বিত, অসাধু ব্যক্তিগণ নিঃশঙ্কচিত্তে পশুদিগকে হনন করে। সেই সকল পশু আবার পরকালে তাহাদিগকেও ভক্ষণ করিয়া থাকে। বেদ বলিয়াছেন—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি'—এই বেদবাক্য দ্বারা পশুহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে। মানবগণ যখন রাজসিক ও তামসিক-ধর্ম্মে অবস্থিত থাকে সেই সময় স্বভাবতঃই জীবহিংসা, আমিষ-ভোজন প্রভৃতি তামসিক কার্য্যে রত থাকে।

গুরু ও শিষ্যের চিত্তবৃত্তি এক। গুরুর সহিত সমচিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট না হইলে কেহই গুরুর কথা বা অন্তরের ভাব বুঝিতে পারেন না। গুরুর ইচ্ছায় ইচ্ছা মিশাইয়া—গুরুসেবতাত্ম হইয়া নিষ্কপট-চিত্তে নিরন্তর তাঁহার বাণীর সেবা করিতে করিতে গুরুকৃপাতেই জীব-হৃদয়ে ভক্তিসিদ্ধান্ত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্তে আমরা সাধারণী ভক্তি, পরমা ভক্তি এবং স্বরূপভক্তি—এই ত্রিবিধা ভক্তির কথা শুনিতে পাই। সদ্গুরুসমীপে শাস্ত্রশ্রবণের পূর্ব্বে যে ভক্তির উদয় হয় তাহাই সাধারণী ভক্তি। যাহারা সদ্গুরুর পাদপদ্মে উপনীত হইয়া শ্রৌতপথে তত্ত্বজ্ঞানলাভের অভাবে ধন, পুত্র, পশু গৃহ এবং বিদ্যাদির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনাদি করিয়া থাকে তাহা সাধারণী ভক্তি-পদবাচ্যও নহে, তাহা অধমাধমা। উহা কখনও জ্ঞান বা মোক্ষসাধিনী হইতে পারে না। অপরোক্ষজ্ঞান বা ভগবদ্দর্শনের পর যে ভক্তির উদয় হয় তাহাই পরমা ভক্তি, উহা শমাদি অন্যাভিলাষবর্জ্জিতা বলিয়া অমলা ভক্তি নামে পরিচিত। এই পরমা ভক্তি দ্বারাই ভগবানের পরমপ্রসাদ লাভ হয়। ইহা মোক্ষসাধনীভূতা। ভগবৎপরমপ্রসাদ লাভ হইলে জীবের মোক্ষ লাভ হয়। মোক্ষের পর জীবস্বরূপে যে নিত্য-বর্ত্তমান ভক্তি তাহাই স্বরূপভক্তি বা সাধ্যভক্তি।

শ্রবণ-কীর্ত্তনই মঙ্গলপথ

(শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী)

হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমাদের রুচি হয় না কেন? ইহার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সম্বন্ধ-রাহিত্যই ইহার মূল ব্যাধি। হরিভজনই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য না হইলে এই ব্যাধিনিরাময়ের অন্য উপায় নাই। আর অন্য কোন উপায়ে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচি বা আগ্রহ জন্মে না। হরিসেবাকেই প্রয়োজন বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিলে সেই প্রয়োজন-সিদ্ধির উপায়-স্বরূপ হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ অভিধেয়-যাজনে স্বভাবতঃই আগ্রহ বাড়ে। ইহা গায়ের জোরে বা ভয় দেখাইয়া করা যায় না। অণুচেতনের বৃত্তিই বৃহচ্চেতনের গুণমহিমা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-রূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধিত থাকা। আমাদের স্বরূপের পরিচয় আমরা জানি না বলিয়া হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাদের উৎসাহ হয় না—রুচি থাকে না। "কে আমি কেন মোরে জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি কৈছে হিত হয়॥"—এই জ্ঞান নাই বলিয়া হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্যাদি থাকে না। আমাদের দুর্দ্দৈবের কথা উপলব্ধির বিষয় হইতেছে না বলিয়া তাহা হইতে উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ হরিকথায় আমাদের রুচি হয় না। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি নাই বলিয়াই উৎসাহ থাকে না এবং উৎসাহ নাই বলিয়াই অসংখ্য বাধা আসিয়া আমাদিগকে সেথান হইতে তফাৎ করিয়া দেয়। আর আমরাও সেই বাধা পাইয়া তাহাতে নিরুৎসাহিত হই—মুহ্যমান হইয়া পড়ি। কিন্তু যদি আমাদের উদ্দেশ্য ঠিক থাকে—সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়—সম্বন্ধে সুদৃঢ়বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে হরিকথায় রুচি স্বভাবতঃই আসিয়া পড়ে, তখন আর নিজের দেহ-মন ও তৎসম্পর্কীয় অভাব-অসুবিধা, ওজর-আপত্তি কোন কিছুই করিতে পারে না। তখন তাহার গতি অপ্রতিহতা। সেই গতি রোধ করিতে কেহই সমর্থ নহে। তখন যে বাধা-বিপত্তি আসে তাহা সেই ঐকান্তিক সেবকের সেবাবৃত্তিকে অভিভূত করা ত' দূরের কথা, তাঁহাকে সেবার উত্তরোত্তর উৎসাহিতই করে। তখনই সাধক 'অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।'—এই আচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে, শয়নে, গোষ্ঠীতে, সুখে থাকিয়া নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে তৎপর থাকিয়া অসৎসঙ্গত্যাগে দৃঢ়নিষ্ঠ হন। যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে ব্যস্ত তাঁহার আবার

অসৎসঙ্গ করিবার সময় কোথায়? যিনি সৎসঙ্গগ্রহণে—হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন-আলোচনায় দৃঢ়নিষ্ঠ, তিনিই অসৎসঙ্গপরিত্যাগে দৃঢ়সঙ্কল্প। সৎ-অসৎ, আলো-অন্ধকারে কখনও মিল হয় না। অসতের প্রতি অনাদর হইলে সতের প্রতি উন্মুখতা আসা স্বাভাবিক যিনি অসৎসঙ্গ-ত্যাগে বজ্রাদপি কঠোর, তিনি সৎসঙ্গগ্রহণে নিশ্চয়ই অতি যত্নবান্। যিনি হরি-গুরু-বৈষ্ণব এবং তৎসম্বন্ধিবস্তুতে নিষ্ঠাবান্, তাঁহার অসতের প্রতি আসক্তি কমিয়াছে জানিতে হইবে। কৃষ্ণসংকীর্ত্তন প্রবল হইলেই মায়ার কোলাহল থামিয়া যায়।

আমি ভগবানের নিত্যদাস, ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য, গুরুপাদপদ্ম-সেবাই আমার একমাত্র ধর্ম এই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ না করা পর্য্যন্ত হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আমাদের স্বাভাবিক আগ্রহ জন্মিতে পারে না। যেখানে সম্বন্ধ, সেখানেই প্রীতি—সেখানেই স্নেহ-মমতা। যেখানে স্নেহমমতা, ভালবাসা, স্বাভাবিক প্রীতি, সেখানেই সেবা—সেখানেই ভক্তি, যদি তাহা নিত্যবস্তুর প্রতি হয়। যেখানে প্রীতির অভাব সেখানে সেবা হয় না। কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যাহা করা যায় তাহা শুদ্ধা সেবা নহে। প্রবল বাধা আসিলে কোমলশ্রদ্ধের তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু যেখানে স্বাভাবিক প্রীতি—ভালবাসা—প্রাণের টান, সেখানে বাধা কিছু করিতে পারে না। তখন নিজের অতি ক্ষুদ্রতা, দারিদ্র্য উপলব্ধি হয়—নিজেকে দীনহীন কাঙ্গাল বলিয়া জানিতে পারা যায় এবং তখনই বাস্তবিকই হরি ও হরিজনের অহৈতুক কৃপালাভের জন্য অদম্য পিপাসা জাগে। তখন সংসারের আর কাহারও প্রতি কোন নির্ভরতা থাকে না। তখনই গুরুপাদপদ্মে সত্য সত্য আত্মসমর্পণ করিতে পারা যায়। ইহার পূর্ব্বে আত্মনিবেদনও হয় না এবং শুদ্ধ শ্রবণ-কীর্ত্তনও হয় না।

আত্মনিবেদন না করিলে শ্রবণ কীর্ত্তন হয় না। আত্মনিবেদন করিয়াই শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হয়। গুরুপাদপদ্মেই আত্মনিবেদন করিতে হয়। আশ্রয় লইয়াই হরিভজন করিতে হয়। তবেই ভগবানের সেবা পাওয়া যায়। তবেই ভগবান্ আমাদের ক্ষীণতমা সেবাপ্রবৃত্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সেবার অধিকার দেন। ভগবান্‌কে সন্তুষ্ট করিতে হইলে গুরুপাদপদ্মকে সন্তুষ্ট করিতেই হইবে। দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিয়া গুরুপাদাশ্রয় সম্ভব নহে। লোকের কথায় মনশ্চাঞ্চল্য অস্থির হইলে তাহাকে সুধীগণ স্থির বলেন না। যেখানে পরপরিকল্পনার তোড়ে গুরু-পাদপদ্মে শ্রদ্ধা-বিধান (?) হয় এবং আবার ভাসিয়া যায়, তাহাকে শ্রদ্ধা বলে না। সেই জন্য অত্যন্ত চেষ্টান্বিত ও খুব বিচক্ষণ না হইলে হরিভজনের সম্ভাবনা নাই। নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া ভর্ত্তৃত্বাদপত্যে কৃষ্ণসেবাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিতে পারি না বলিয়াই আমাদের কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়-স্বরূপ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি হয় না। গুরুপাদপদ্মে সম্বন্ধ হয় না বলিয়া অনেকদিন হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়াও কিছুমাত্র লাভবান্ হইতে পারি না। হরিসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়া কনককামিনী প্রতিষ্ঠা-লাভাকাঙ্ক্ষাই বাড়িতে থাকে। এইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়া কি লাভ? যে শ্রবণ-কীর্ত্তনে হরিসেবার কোন সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ শ্রবণকীর্ত্তনে কি প্রয়োজন? সাধুসঙ্গে থাকিয়া যদি এই শ্রবণ-কীর্ত্তন-ধর্ম্ম-যাজন করা যায়, তাহা হইলেই সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনে হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি সাধিত হইবে।

হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনই একমাত্র নিত্য ধর্ম। শ্রীমন্মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

> হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন স্বরূপ-রাম রায়।
> নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥

ইহাই কলিকালের একমাত্র ধর্ম। শ্রবণ-কীর্ত্তন বাদ দিয়া কলিযুগে আর অন্য কোন কিছু দ্বারা ভগবানের সুখবিধান করা যায় না—ভগবানের সুখ হয় না। আমরা ভগবান্‌কে কে কত ভালবাসি—ভক্তি করি, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে। যে যাহাকে ভালবাসে, ভক্তি করে, সে তাহার গুণের কথা কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে না। তার কথা শ্রবণ করিলে আনন্দিত না হইয়া পারে না। আমাদেরও ভগবানের প্রতি কতটা ভক্তি আছে তাহার পরীক্ষা হয় হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি দেখিয়া।

হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন করি না বলিয়াই আমাদের যত কিছু অনর্থের উৎপাত হইয়াছে। হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রবল হইলেই সব অনর্থ দূরীকৃত হইবে। সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে যাহাতে আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হয় তজ্জন্যই সাধন করিতে হইবে। শ্রবণ-কীর্ত্তন বাদ দিলে সব বৃথা হইবে। শ্রবণ কীর্ত্তন প্রবল হইলেই দিব্যজ্ঞান বা দীক্ষা লাভ হইবে। তখন মায়ান্ধকার অপসারিত হইয়া হৃদয় জ্ঞানালোকময় হইবে। তখনই আলোস্বরূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুসরণ সম্ভব। আলোর অবতার শ্রীগুরুদেবের নিকট গেলে অজ্ঞানান্ধকার থাকিতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষ থাকে ততক্ষণ শুদ্ধভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুসরণ হয় না। শ্রীগুরুদেব কীর্ত্তনকারী। তাঁহার নিকট শ্রবণ না করিলে শিষ্য হওয়া যায় না। শ্রবণকারীই শিষ্য নামিতই শিষ্য। সুতরাং শিষ্য হইতে হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেই হইবে।

> কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন।
> অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥

দুর্ব্বুদ্ধি ছাড়িয়া—অন্যাভিলাষরহিত হইয়া নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে শ্রবণকীর্ত্তন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই মঙ্গললাভ হইবে। দম্ভ ছাড়িয়া, মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিলেই মঙ্গল হইবে। আমরা যেন আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনুগত থাকিয়া—শিষ্য হইয়া শ্রবণকীর্ত্তন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অপরকেও তাহাতে নিযুক্ত করিবার জন্য যত্ন করিতে পারি, ইহাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

——::(*)::——

বাস্তব বস্তু সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় বিনা কোন দিন কেহ হরিভজন করিতে পারে নাই বা পারিবে না। গুরুদেব যে সে ভক্ত নহেন, তিনি—গৌরশক্তিস্বরূপ—রূপানুগবর। তিনি অবতার অর্থাৎ প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তিনি ভক্তসত্ত্ব। চিদচিৎ রাজ্যে যত জীব আছে, শ্রীরূপের আনুগত্য ব্যতীত কাহারও অন্য গতি নাই—শ্রীরাধা-গোবিন্দপাদপদ্ম পাইবার আর অন্য উপায় নাই। শ্রীরূপ ভক্তিদেবী বা ভক্তিরসের আচার্য্য—ভক্তিরসামৃতের মূল মহাজন। তাঁহার ন্যায় শ্রীরাধাগোবিন্দের এত ঘনিষ্ঠ সেবক আর কেহই নাই। আমার গুরুদেবও সম্পূর্ণ তদভিন্ন (শ্রীরূপানুগ)।

ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ এই যে, উহা শ্রীকৃষ্ণকে আকর্ষণ করে। ভক্তি—হ্লাদিনীর সারবৃত্তি-বিশেষ। সেবায় কৃষ্ণের আনন্দ হইয়েছে কিনা সেবক তাহা জানিতে পারে, তাই কৃষ্ণকে আনন্দ দিবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাকৃষ্টিও যুগপৎ এবং অচ্ছেদ্য-ভাবে প্রবল। কৃষ্ণোপলব্ধি বা পরেশানুভবই ও' সম্বন্ধ। অন্তরের টান বলিয়া যে একটি কথা আছে, সেই টানই সম্বন্ধের মূল। তত্ত্বকথা শ্রবণের ফলে কৃষ্ণের প্রতি 'আপনার' বলিয়া 'টান' হয়। কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না তখন তত্ত্বকথা শ্রবণ হইতেছে না বুঝিতে হইবে। চেতনময় গুরুদেবের চেতনময়ী বাণী বা কৃষ্ণকীর্ত্তন কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। উহা জীব-হৃদয়ের কদর্য্য ও অভদ্র বা যাবতীয় ভোগ-প্রবৃত্তিকে বলপূর্ব্বক ধ্বংস করিয়া সেই হৃদয়কে নিজের সাম্রাজ্যরূপে পরিণত করিয়া নিজের বিহার ক্ষেত্র করেন। চেতনময়ী কীর্ত্তনবাণীর এই অদ্ভুত প্রভাব! প্রত্যেক কার্য্য বা প্রত্যেক দ্রব্যকে কৃষ্ণের ন্যায় কৃষ্ণাভিন্নজ্ঞানে বিষ্ণুরূপে আমার সেব্যরূপে—আমার ভোক্তৃরূপে—পরিচালক বা চেতনময়-রূপে জ্ঞান করি কই? হরিসেবোন্মুখগণ শুদ্ধ-চেতনময়ী সেবাবৃত্তিতে উহাদিগকে নির্দ্দেশ করেন—'ঈশাবাস্য' অর্থাৎ আমার দ্রষ্টা, আমার পরিচালক, বিষ্ণু ব্যাপক বিষ্ণু বা বিষ্ণু-বৈভব।

যতদিন পর্য্যন্ত সাধনরাজ্যে জীব বর্ত্তমান ততদিন পর্য্যন্ত বিষ্ণুর দিকে গতি বা চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য; নতুবা শ্রেয়োলাভ অসম্ভব। অনুক্ষণ প্রতি বস্তুকে হরিসম্বন্ধী বা চিদ্বৈভবজ্ঞানে প্রত্যক্ষ-রূপে কায়-মনো-বাক্য তাঁহার সেবাকার্য্যে ব্যস্ত রাখিলে বিষ্ণুস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুসেবালাভ এবং তাহা হইলে সিদ্ধির পথে আমরা অগ্রসর হইতে পারি। অনুক্ষণ বিষ্ণুস্মৃতিতে ব্যবধান বা বাধা না থাকায় সেবার সুষ্ঠুতার সঙ্গে সঙ্গে দর্শনের সুষ্ঠুতা লাভ হয়। সাধনরাজ্যে যে পর্য্যন্ত না রুচি বা আসক্তি লাভ হয় তৎকাল পর্য্যন্ত সাধকের এই বিষ্ণুমুখী চেষ্টা। রুচি বা আসক্তি হইতে ক্রমশঃ কৃষ্ণ আকৃষ্ট হইতে থাকেন তখনই শুদ্ধ শুদ্ধভক্তি আরম্ভ হয়। তখন জীবস্বরূপের যে সৌন্দর্য্য, সেই সৌন্দর্য্যবলে সকলসুন্দর-সেবক-শিরোমণি শ্রীরূপের আনুগত্যে জীব শ্রীরাধাগোবিন্দ-চরণকমল সমীপে উপনীত হন। তখনই শুদ্ধ ও সুষ্ঠু হরিভজনের পরিচয় ও সার্থকতা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি
ভিক্ষা:—১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৮০; ৪র্থ খণ্ড—৮০ আনা।
প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, সরস্বতী-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুথি-সংগ্রহ-শালা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাত্যহিক বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং শ্রী বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভারুইডাঙ্গা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাউতারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) সুখচর গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওক্ লজ, পাশাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দীঘাপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যাশ্রম মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণগড়, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌরবিহারী মঠ—সেবাপল্লী,

পোঃ রোহতক, জেলা কর্ণাল (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কেনিং রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) শ্রীসত্যকুটী

(৫৬) জিয়ড়-নৃসিংহ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাসুদেবপুর, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মণ্ডপ

পোঃ মঙ্গলকোট, মাদ্রাজ

(৭০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জগদীশ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র, পোঃ চিন্তাকুল, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং মিউনিসিপ্যাল ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৩১, ক্রাইস্ট রোড

ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসনাগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৵৹	।৶৹	।০	
" " ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		
এক কলম ১২৲		১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষান্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রক্‌'ও সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুদৃশ্য বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং গৃহ পরিচ্ছন্ন খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে; ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র গরীব ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিস্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা-প্রতিষ্ঠ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল তত্ত্বভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংস্য সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইং-রাজের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিলে একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হইবে। এই বিরাট, অভিনব ও আদর্শীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৫৭ অধ্যায়ে প্রায় ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট শব্দসূচী-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পারমার্থিকসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর কাছারীতে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

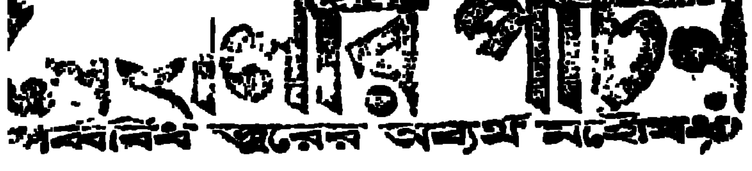

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—৭১নং ভবানীপুর রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৩-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৩-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮ ৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩-০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২	
ছাঃ	১৪-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৫৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৭ ১৬	৯-৪৮	১১-৫১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৫	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৫-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০	(শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭	

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর'

REGD NO.C 1344

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ২০শে আষাঢ়, ১৩৪৬ ১৫ই জুলাই, ১৯৩৯, শনিবার ; ১১৭৭ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:(o):—

ভারতীয় ছাত্রদের কর্তব্য

কাঁচরাপাড়া কলেজে ২ তারিখ ছাত্রদের এক সভায় শ্রীযুক্ত ..., এম এ বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক ... সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত রায় বলেন যে, ভারতবাসীরা মধ্যযুগের অবস্থা হইতে আধুনিক অবস্থায় পরিবর্তিত হইতেছেন। মধ্যযুগীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রথা পরিবর্তন করিয়া তাহার স্থানে গণতন্ত্রের প্রসার বৃদ্ধি যে পরিমাণে করা সম্ভব হইবে, সে পরিমাণেই ভারতের সর্ব্বপ্রকার অগ্রগতি নির্ভর করিতেছে। ভারত এই ঐতিহাসিক নিয়ম বহির্ভূত নহে। আধুনিক সভ্যতা কেবলমাত্র পাশ্চাত্যের একচেটিয়া বস্তু নহে। মানব মাত্রেরই উহাতে অধিকার আছে। কাহারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর আধুনিক সভ্যতার প্রসার নির্ভর করে না; ঘটনাচক্র দ্বারা উহা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই সব ঐতিহাসিক কারণাবলী পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং সকলকে প্রগতির পথ নির্দেশ সঠিক নিরপেক্ষ উপায় বাহির করা উচিত। ভারতের স্বার্থ, ভারতের ছাত্রগণের নিজ কর্তব্য সম্পাদনের ইহাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

সিংভূমে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন

বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির গত ২৩শে জুনের সার্কুলার অনুসারে সিংভূম জেলা কংগ্রেস কমিটি নিম্নলিখিত চারিজনের উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। জেলা বোর্ডের সহ সভাপতি নির্বাচনে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছাপূর্বক কংগ্রেস প্রার্থীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় বা কংগ্রেসের প্রার্থীর বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করার জন্য এই চারজন কংগ্রেস সদস্য নির্দিষ্ট কালের মেয়াদে কংগ্রেসের সদস্য হইতে পারিবেন না বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে:—

চাইবাসার শ্রীযুক্ত যমুনাদাস কলোয়ার—১০ বৎসর।

সাকচিপুরের শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ মহান্তো—৫ বৎসর।

নরসিংগড়ের পণ্ডিত সিং—৫ বৎসর।

মনোহরপুরের শ্রীযুক্ত নীরদকুমার বসু এক বৎসর।

সোনপুরার শ্রীযুক্ত সদানন্দ নায়ক এক— বৎসর।

উক্ত সার্কুলারে জেলা কংগ্রেস কমিটিকে তাহাদের অপরাধ সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দেহ, তাহাদের সম্বন্ধে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে সরাসরি ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ

সত্যাগ্রহ ও কংগ্রেসী মন্ত্রিত্বসমূহ সম্পর্কে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিবাদে বামপন্থী সংহতি সমিতির নির্দেশ অনুযায়ী ৯ই জুলাই বোম্বাইতে যে সমস্ত সভা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বোম্বাই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি জেনারেল সেক্রেটারীর উপর নোটিশ জারী করিয়াছেন। ঐ নোটিশে তাঁহাদের উপর শৃঙ্খলা ভঙ্গের এবং প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির ও কংগ্রেস সভাপতির প্রতি অবাধ্যতা প্রদর্শনের অভিযোগ আরোপ করা হইয়াছে এবং কি জন্য তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে না তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে বলা হইয়াছে। উক্ত কংগ্রেস-সেবীদের মধ্যে মিঃ কে এফ নরীম্যান, মিঃ বি জি কার্ণিক, মিসেস মণিবেন মুলজী ও শ্রীযুক্ত মূলরাজ কারসনদাস আছেন।

চুঁচুড়ায় ৩০টি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রচেষ্টা

প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত পাণ্ডুয়া ও জেলা ইউনিয়নের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে প্রায় ৩০টি নৈশবিদ্যালয় খোলা হইবে।

চুঁচুড়ায় এস-ডি ও মিঃ জি সি গুপ্ত, খাঁ সাহেব সি আর আবদুল্লা ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে পাণ্ডুয়ার প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেক ইউনিয়নে ৩টি করিয়া নৈশবিদ্যালয় খুলিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সম্ভব হইলে স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলগুলির শিক্ষকগণ উল্লিখিত নৈশবিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকতা করিবেন।

আরামবাগ মহকুমার অনুন্নত অঞ্চল সমূহেও এরূপ প্রচেষ্টা করা হইবে।

সিন্ধু প্রদেশে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয়

৮ই জুলাই সিন্ধু গভর্ণমেন্ট তাহাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। সিন্ধু প্রদেশের অনুকূলে নূতন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। সিন্ধু প্রদেশের জন্য একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। শিক্ষামন্ত্রী পীর এলাহি বক্স প্রদেশের শিক্ষাবিদগণকে এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা দাখিল করিতে আহ্বান করিয়াছেন। বিস্তৃত পরিকল্পনা এখন বিবেচনাধীন আছে। বর্তমানে প্রদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইতেছে।

বৃটেনের বিরুদ্ধে জাপানে বিক্ষোভ

১০ই জুলাই টোকিওতে বৃটেনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য এক সভা হয়। ৬০ হাজার লোক উহাতে যোগদান করে। বৃটেনের আচরণের নিন্দা করিয়া সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ঐ প্রস্তাব তারযোগে মিঃ চেম্বারলেন, লর্ড হালিফ্যাক্স ও স্যার ক্লার্ক কারের নিকট পাঠান হয়।

অন্যান্য সহরেও অনুরূপ সভা হয়।

বিদেশে চেকদের অর্থ সম্পদ

বিদেশে চেকদের যে টাকা, মূল্যবান ধাতু, বণ্ড ও প্রাপ্য অর্থ আছে, তাহার তালিকা পেশ করিবার জন্য জার্মাণ প্রোটেক্টোরেট গভর্ণমেন্ট আদেশ দিয়াছেন। এ সমস্ত গভর্ণমেন্টের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে।

ত্রি-শক্তি চুক্তির আলোচনা

১০ই জুলাই কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বলেন যে, বৃটিশ ও ফরাসী গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের প্রতিনিধি তাঁহাদিগের নিকট আরও কতকগুলি নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন। সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভের সহিত বৃটিশ ও ফরাসী দূতের আরও দুইবার আলোচনা হইয়াছে।

সোভিয়েট সরকার আরও কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছে। তাহা বিবেচনাধীন আছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরাজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—ব্যাকরণোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—ব্যাকরণোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম্পরা, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——॥(০)॥——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথাদেবের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০

৯ বৈষ্ণবধর্ম ৪৲

১০ গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৪৲

১১ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)

১২ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ৷০

১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭ চৈতন্যোপনিষৎ ৷০

১৮ ব্রাহ্মণ-আম্নায় ৷০

১৯ তত্ত্ববিবেক ৷০

২০ গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০

২১ গোড়ীয়সাধিকা ৷৵০

২২ ভজন রহস্য ৷০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲ অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষ্য ৷০

২৭ ভক্তিসন্দর্ভকা ভক্তগোষ্ঠীঃ (সাপ্তাহিক) ১৲

২৮ বেদান্তদর্শন (সাপ্তাহিক) ৷০

২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০ দীপ-বিন্-দর্শন ৵০

৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০

৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস, বাঁধা) ৷০

৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫ গীতমালা ৴১০

৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমার ৷০

৪০ শরণাগতি ৴০

৪১ গীতাবলী ৴০

৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতি ৩৴

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। আর্য্যধর্ম ৵১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহিক) ৷০

৫৩। গৌরহরবোধিনী ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ৷০

৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০

৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাটিকাসহ) ৷০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখা ৵০

৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৵০

৬০ সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতলহরী ৳০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নতঃ ৷০

৬৩। নবীন শিক্ষাপদ্ধতিলক্ষণম্ ৷০

৬৪। তত্ত্বরত্নম্ ৷০

৬৫। সাত্ত্বত শিক্ষারত্ন ৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকাঃ ৴০

৬৭। সারাংশদর্শনম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০

৬৯। এ ভিউ আর্ট ন অফ বেদান্ত ৷০

৭০। ব্রাহ্মণ্যবাদ ৴০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অর্টোলজি ৷০

৭২। ভিজিটার্স ব্যাংগুইস ৷৵০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০

৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ৷০

৭৫। কোয়ার্ট গৌড়ীয়মঠ উইথ ভূইক ৴০

৭৬। দি হারমোনিস্ট ৷০

৭৭। ইমোশনাল ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ড আরবানেরও ডিজোন ৷০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০

৭৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (জন্মপ্রায়) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু ৷০

৮১। সাধন-পথ ৷০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ ১৪ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৩০শে আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৫ই জুলাই ইং ১৯৩৯, শনিবার ১১৭৭ সংখ্যা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

—::•::—

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের উৎসব-পঞ্জী

গত ২৫শে জুন রবিবার শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবিনোদপ্রণজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে হরিগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম-বন্দনা, গুরুপরম্পরা, পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র ও 'জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে। কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে।' এই মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পরে মহামন্ত্র-কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীমন্দির-পরিক্রমা হয়। পূর্ব্বাহ্নে মঠ-সেবকগণ কর্ত্তৃক সহরের নানা স্থানে হরিকথা প্রচার করেন। মধ্যাহ্নে শ্রীশৈলেন্দ্রগোবর্দ্ধন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ইংরাজীতে 'নদীয়া-প্রকাশ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্নে শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কয়েকজন কলেজের ছাত্রের সহিত প্রশ্নোত্তর-মুখে হরিকথা আলোচনা করেন।

সন্ধ্যারাত্রিকান্তে গুরুবন্দনা, ভক্তিবিনোদ, পঞ্চতত্ত্ব ও 'ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া, পেয়ে নানাবিধ ব্যথা। তোমার চরণে আসিয়াছি আমি বলিব দুঃখের কথা।' পদ কীর্ত্তনের পর ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্য ভাগবতের মধ্যখণ্ড, ১ম অধ্যায় হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়া হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন, নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের উল্লাস, ভক্তগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মতীর্থের মহিমা বর্ণন এবং অপরাধচিত্তে আকুল ক্রন্দন ও অষ্টসাত্ত্বিক বিকার-বিহ্বলতা প্রভৃতি বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ ভক্তিসারের ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কয়েকজন সেবক সহ মধুবনে প্রচারার্থ গমন করেন।

কৃষ্ণনগর সবজজ কোর্টে অন্যের মোকদ্দমার সুবিস্তৃত রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

করিয়াছেন তাহা গৌড়ীয় মিশনের প্রচারকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রভুপাদ নিজ প্রয়োজনে কখনও ব্যবহার করেন নাই।

গুরুতর বিচারে আদালত বলিয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদ আশ্রয়-বিগ্রহ বটেন, তিনি শতকরা শতভাগ কৃষ্ণ-সেবায় নিয়োজিত থাকিয়া সকল বস্তু কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের প্রয়োজনে কোন জিনিষ গ্রহণ অথবা ব্যবহার করেন নাই ভগবৎ-সেবা ভিন্ন তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি বাহক হয়ে (carrier) সমস্ত দান গ্রহণ করিয়া তাহা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন। ছাপাখানা দ্বারা নিজে কখনও লাভবান্ হয়েন নাই; ছাপাখানা মিশনের বড় গোণ এবং জীবন্ত মূলস্বরূপ কাজ করিয়াছে। তাহা দ্বারা যে অর্থোপার্জ্জন হইয়াছে, তাহা সমস্তই মিশনের প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। ছাপাখানা কখনও প্রভুপাদের নিজ সম্পত্তি ছিল না বা কখনও নিজ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় নাই।

বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভা শুদ্ধভক্তগণের একটী কার্য্যকরী সমিতি। ইহা দ্বারাই শুদ্ধভক্তি-প্রচারের নানাবিধ অনুষ্ঠান ও চেষ্টা প্রকাশিত হইয়াছে। এবং একটি সমিতি দ্বারা শ্রীচৈতন্যমঠ ও যোগপীঠ পরিচালিত (governed) হইতেছে। গৌড়ীয়-মিশনের শুদ্ধভক্তগণ দ্বারা এই সমিতি গঠিত। ইহা নানারূপ সেবা দ্বারা জীবন্ত-ভাবে জগতে প্রকাশ করিতেছেন।

প্রভুপাদের যাবতীয় সম্পত্তির উৎসর্গ উভয় পক্ষের স্বীকৃত বিষয়। শুধু প্রশ্ন এই যে, উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি জনসাধারণের উপকারার্থে নিযুক্ত হইয়াছে, কিম্বা প্রভুপাদের নিজ প্রয়োজনে বা নিজ গোষ্ঠীর প্রয়োজনে নিযুক্ত হইয়াছে। উৎসর্গের উদ্দেশ্য আলোচনা-প্রসঙ্গে সর্ব্বসাধারণের অর্থ-সাহায্যে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ও যোগাযোগ, সাধারণ উৎসবাদি, পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, ধর্ম্মশালা, সমাধি-মন্দিরাদি সর্ব্বসাধারণের টাকায় মঠাদি-পরিচালন, হিসাব পেশ, দানপত্র দর্শনে সর্ব্ব-সাধারণের হিতকামনার উল্লেখ ইত্যাদি বহু বিষয়ের অবতারণাক্রমে আদালত প্রকাশ করিয়াছেন যে, উৎসর্গের একমাত্র উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল-সাধন। অতএব নিঃসংশয়রূপে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, গৌড়ীয়মিশন প্রাইভেট ট্রাষ্ট নহে, উহা পাবলিক ট্রাষ্ট বটে।

মিশনের যাবতীয় বিত্ত উক্ত ট্রাষ্ট সম্পত্তি বটে এবং ইহাতে ১৯২০ সনের ১৪ আইনের বিধান প্রযোজ্য হইবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, বাদী কুঞ্জবাবু হিসাবের জন্য কতদূর দায়ী। আদালত সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, যদিও কতিপয় দলিলপত্রে কুঞ্জবাবুর নাম সেবাইত ও ট্রাষ্টী বলিয়া উল্লিখিত আছে, কিন্তু তিনি প্রকৃত-পক্ষে প্রভুপাদের গোমস্তা (Agent) ছিলেন। কেবল মাত্র তাঁহার সম্পাদকের (Secretary) কাজ করিয়াছেন। এই কারণাধীনে প্রভুপাদের অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত কুঞ্জবাবু হিসাবের জন্য দায়ী হইবেন না। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট হইতে কুঞ্জবাবুর গৌড়ীয়মঠ পরিত্যাগের তারিখ ২০।৩।৩৭ পর্য্যন্ত কুঞ্জবাবু ১০।১।৩৭ তারিখের গঠিত গভর্ণিং বডির মেম্বর ও সেক্রেটারীরূপে হউক কিম্বা নিজের স্বেচ্ছাকৃতরূপে হউক ঐ সময় তিনি গৌড়ীয়-মিশনের ট্রাষ্টী (Trustee de son tort) হইয়াছিলেন এবং সে জন্য তিনি ঐ সময়ের হিসাব-নিকাশ প্রদান করিতে দায়ী ও বাধ্য সাব্যস্ত হইয়াছেন।

(ঘ) এই শেষ ও চরম প্রশ্নের উত্তরে আদালত বিচারে রায় প্রদান করিয়াছেন যে, কুঞ্জবাবু এই মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী নহেন। কুঞ্জবাবুর মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইল। কুঞ্জবাবু হইতে মোকদ্দমার খরচ বাবত প্রতিপক্ষ পাইবেন। কুঞ্জবাবু কোন খরচ পাইবেন না। ১।১।৩৭ হইতে ২০।৩।৩৭ ইং পর্য্যন্ত বাদী কুঞ্জবাবু হিসাব নিকাশের জন্য দায়ী সাব্যস্ত হইলেন।

"শিষ্যবর্গের মনের মত না হ'লে যাঁকে বরখাস্ত করতে পারি কিম্বা যাঁকে দিয়ে আমার সন্ন্যাসী দুষ্টামী বুদ্ধির সমর্থন করিয়ে নিতে পারি, তাঁকে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ অঘ্রাণ ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

পূজা ও সেবা

অনেকে অর্চ্চন ও ভজন, পূজা ও সেবা এই শব্দের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারিয়া অর্চ্চনকেও ভজন এবং পূজাকেই সেবা বলিয়া মনে করেন। অর্চ্চন নববিধা ভক্তির অন্তর্গত হওয়ায় উহা ভজনাঙ্গ বলিয়া গৃহীত হয়। কীর্ত্তনই ভজন—সমস্ত ভজনাঙ্গের অঙ্গী। সমস্ত ভজন ও ভজনাঙ্গ এক-জাতীয় নয়। শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—'অর্চ্চনাদি যাহা হউক কীর্ত্তনযোগে সাধিত হওয়া কর্ত্তব্য।' অঙ্ককে বাদ দিলে শূন্যের যেমন কোন মূল্য থাকে না, সেইরূপ কীর্ত্তন বাদ দিয়া অন্যান্য ভজনাঙ্গ-যাজনের প্রয়াস সফল নহে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। অনেকের ধারণা, সমস্ত ভজনাঙ্গ একটীই সমপর্য্যায়ে গণিত, অতএব স্ব স্ব রুচি অনুসারে কেহ কেহ অর্চ্চন-তৎপর এবং কেহ কেহ কীর্ত্তনাদি-তৎপর। কিন্তু কথা তা' নয়। তাই শাস্ত্র বলেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

যেখানে যথাযথ বিহিত উপাসনা, তাহাই অর্চ্চন। অর্চ্চনে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরগত সম্বন্ধ মূলাত্মক ভাব। আর শুদ্ধভক্তগণ ভগবানের সাক্ষাৎ সেবারত। সেই অর্চ্চককে ভজনশীল ভক্তগণের সেবাসুখ ইন্দ্রিয়সুখ ভগবানের সাক্ষাৎ সান্নিধ্যে নিরন্তর অতীন্দ্রিয়-সেবাপর। কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চন আর মহাভাগবতের অর্চ্চনের অভিন্ন এক নহে। কনিষ্ঠাধিকারী কেবল লৌকিক রীতিতে ভগবানের অর্চ্চাপূজার চেষ্টা প্রদর্শন করেন মাত্র। হরিভক্ত বা হরির অধিষ্ঠানস্বরূপ অন্য জীবে তাঁহার শ্রদ্ধা ও দয়া উদয় হয় নাই। তাই তিনি শুদ্ধভক্ত নহেন। তাঁহার পূজা ভগবানের নিকট পৌঁছে না। সেই প্রাকৃতভক্তের হৃদয়ে জ্ঞানকর্ম্মাদিপ্রভাব থাকে। দিব্যজ্ঞানলাভের অভাবে তাহা দূরীভূত হয় না; শুদ্ধভক্তের অর্চ্চনও হয় না। ভজন করিতে করিতে তাঁহার উন্নতি লাভ হয়। ভজন ব্যতীত—মহাজনের পদরজে অভিষেক ব্যতীত শুধু বাহ্যিক উপচার দ্বারা, বৈদিক অর্চ্চনাদি দ্বারা, সন্ন্যাস-গ্রহণ দ্বারা, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মপালন দ্বারা, বেদপাঠ বা অন্য কোন কিছুর দ্বারা কখনই লাভ হয় না। ভগবান্ও বলিয়াছেন,—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব
জুহোতি সঃ॥
(ভাঃ ৩।২৯।২১-২২)

[আমি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বদাই স্থূল-চেতন ভগবদ্বিমুখ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণকারী উন্নতচেতন জীব পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত। যে মর্ত্ত্যবাসী মানব প্রাণিসমূহে আমার অধিষ্ঠান-দর্শন অর্থাৎ ভক্তবুদ্ধি না করিয়া আমারই অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রাকৃতবুদ্ধিতে আমার অর্চ্চা-মূর্ত্তি পূজা করে, সে উহার বিড়ম্বনা অর্থাৎ অনুকরণ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি 'এই প্রতিমাটী—প্রস্তরময়ী, এইটী কাষ্ঠময়ী'—এইরূপ মূঢ়তাবশতঃ সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান পরমাত্মা ঈশ্বর-স্বরূপ আমাকে ত্যাগ করিয়া কেবল লৌকিক-রীত্যনুসারে আমার অর্চ্চা-মূর্ত্তির পূজা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করে মাত্র, অর্থাৎ তাদৃশ অর্চ্চনে কোন ফলোদয় হয় না।]

কনিষ্ঠাধিকারীর অর্চ্চনের আবশ্যকতা আছে। ভক্তগণ অর্চ্চনের আদর করেন। কনিষ্ঠাধিকারগত নিষ্ঠার রক্ষার্থে অর্চ্চনের ব্যবস্থা আছে। মহাভাগবতগণের অর্চ্চনাদির অর্চ্চন নহে, তাহা ভজন, তাহা প্রেমরূপা ভাবসেবা বা সাক্ষাৎসেবা—অন্তরঙ্গা সেবা। কোমলশ্রদ্ধ মাদৃশ বদ্ধজীবের অর্চ্চন ব্যতীত গতি নাই; সাধুর সঙ্গে থাকিয়া অর্চ্চন ও শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে ভজনের অধিকার হয়। অর্চ্চন সাক্ষাৎ ভজন নহে বলিয়া অর্চ্চন ছাড়িয়া দিলে চলিবে না। 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি'—বিচার ভাল নহে। ক্রমপন্থাই অবলম্বনীয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত
যাবতা।
মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥
(ভাঃ ১১।২০।৯)

অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত জীবের বিষয়ে নির্ব্বেদ না জন্মে অথবা যতদিন পর্য্যন্ত ভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে ততদিন পর্য্যন্ত সাধক স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ইহার বিবৃতিতে লিখিয়াছেন,—ভোগপর কর্ম্মী স্থূলভাবে ভোগ করিতে অক্ষম হওয়ায় তিনি কর্ম্মফল-ভোগবাসনা হইতে বিরত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। সেইকালে ভগবৎ-কথা তাঁহার আদরের বিষয় হয় না। কর্ম্মফলভোগ প্রচুর পরিমাণে ক্লেশ উৎপাদন করিবার পর যেকালে বৈরাগ্যের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেকালে যদি সৌভাগ্যক্রমে ভগবৎকথা শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয় তাহা হইলে বদ্ধজীবের ভোগবাসনা স্তব্ধ হইতে পারে এবং ভক্তিরাজ্যের ব্যাপার-সমূহ তাঁহার কর্ণবেধ সংস্কার করাইয়া তাঁহাকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ হয়। ভগবৎকথা শ্রবণ ব্যতীত জীবের ফলভোগাকাঙ্ক্ষা কখনও স্তব্ধ হয় না, ভুক্তিপিপাসা হইতে নিবৃত্ত হইবার একমাত্র উপায়ই নিত্য ভগবৎ-সেবোন্মুখতা।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-
কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্॥
(ভাঃ ১।২।৮)

[যখন মানবগণের বর্ণাশ্রম পালন ফল স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও ভগবৎ ও ভাগবত-মাধুর্য্য-শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচির উদয় না করায় তখন নিশ্চয়ই তাহা বৃথা শ্রমমাত্র।]

—

সন্ন্যাস

অসৎসঙ্গ-ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। আমরা শাস্ত্রগ্রন্থে ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ও ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের কথা শুনিতে পাই। আচার্য্যগণ সকলেই ত্রিদণ্ডী। কেহ বাহ্যে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন, কেহ বা অন্তরে ত্রিদণ্ড-গ্রহণ করিয়া কায়-মনোবাক্যে হরিসেবা করেন। কায়, বাক্য ও মনকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া দণ্ডিত করার নামই ত্রিদণ্ড-ধারণ। হরিবিমুখ জীবমাত্রেরই স্বেচ্ছাচারিতা ছাড়িয়া ভোগোন্মুখ কায়, মন ও বাক্যকে সেবোন্মুখ করিবার জন্য পরমহংস বৈষ্ণব-গুরুর নিকট ত্রিদণ্ডগ্রহণ করা উচিত। পরমহংস বৈষ্ণব বা জগদ্গুরু আচার্য্যগণের ত্রিদণ্ডগ্রহণ করার কোন আবশ্যকতা নাই, তথাপি লোক-শিক্ষার্থ তাঁহারা ত্রিদণ্ডগ্রহণলীলা প্রদর্শন করিয়া জীবগণকে অসৎসঙ্গ-ত্যাগে দৃঢ়তা ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা শিক্ষা দেন। এই পরমহংস-শিরোমণি আচার্য্যগণের গূঢ় উদ্দেশ্য, পরদুঃখদুঃখিতা ও অপার করুণার কথা উপলব্ধি করিবার সৌভাগ্য হইলেই আমাদের জীবন ধন্য হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন,—

যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ॥
(ভাঃ ১১।২৯।১৭)

[শ্রীভগবান্ কহিলেন,—যে কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে আমার ভাব না জন্মে অর্থাৎ সর্ব্বত্র কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিরূপ মহাভাগবত-পরমহংস-বৈষ্ণব-লক্ষণ উপস্থিত না হয়, তৎকাল পর্য্যন্ত বাক্য, মন ও কায়বৃত্তি দ্বারা উপাসনা করিবে।]

'ত্রিদণ্ডগ্রহণ' অর্থে কায়, মন ও বাক্য এই তিনটিকে দণ্ড অর্থাৎ দমন—ভগবৎ-সেবোন্মুখ করা। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ আচার্য্যগণ সকলেই সহজ-পরমহংস। তাঁহারা নিত্যকালই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত। তাঁহারা মায়ার কোন ধার ধারেন না। তাঁহাদের কায়, মন, বাক্যাদি সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় নিযুক্ত। তাঁহারা ত' আর আমাদের মত ভোগোন্মুখ নহেন যে, তাঁহাদিগকে পৃথক্ করিয়া কায়-মনো-বাক্যবেগ দমন করিবার জন্য ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে? ত্রিদণ্ড-গ্রহণ-বিধি মাদৃশ ভোগোন্মুখ বদ্ধজীবের জন্য, অনুক্ষণ ভগবৎসেবানিরত পরমহংসগণের জন্য নহে। তবে আচার্য্যগণ ত্রিদণ্ডগ্রহণের লীলাভিনয় করিয়া জীবমঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা ত্রিদণ্ডী, তাঁহারা নিজেকে বৈষ্ণব, পরমহংস, সিদ্ধ বলিয়া অভিমান

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

নাই। তাঁহারা গুরু বা বৈষ্ণব বলিয়া দাম্ভিকতা প্রকাশ করেন না। তাঁহারা নিজদিগকে বৈষ্ণবদাস বলিয়াই পরিচয় দেন। তাঁহাদের আচরণে বৈষ্ণব-গুরু-বর্গের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নিজদিগকে গুরু বৈষ্ণবের অযোগ্য দাসানুদাসরূপ তৃণাদপি সুনীচ বর্ণেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের কথা বেদশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখায়, জাবালোপনিষদে, বিংশতি-ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে, শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্নস্থানে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সকল পদ্ধতিগুলিতে, শ্রীধরস্বামীর ভাবার্থদীপিকায়, স্কন্দপুরাণে, পদ্মপুরাণে, সাত্বতসংহিতায় ও ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। উত্তম অধিকার বা বৈষ্ণব-পরমহংসাবস্থা লাভ না করা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেরই ত্রিদণ্ড-গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। প্রত্যেককে ত্রিদণ্ডগ্রহণ করিতেই হইবে, প্রভৃতি উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।

ধর্মের বিশৃঙ্খলতা ও গ্লানি বিদূরিত করাই বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কার্য্য। বৈষ্ণবদাসগণেরও কৃত্য—সর্ব্বত্র বাস্তবসত্যের কথা প্রচার পূর্ব্বক ধর্মের গ্লানি দূর করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোহভীষ্ট পূরণ করা। সত্যনিষ্ঠ তাঁহারা কখনও অসত্যকে প্রশ্রয় দেন না। ধর্ম্মগ্লানি সংরক্ষণের জন্য যাঁহারা পরোক্ষে বা অপরোক্ষে চেষ্টা করেন বা কোন প্রকারে সাহায্য করিতে চান, তাঁহাদিগের আচরণ শুদ্ধবৈষ্ণবগণ অনুমোদন করেন না। যাঁহারা অসত্যকে প্রশ্রয় দেন এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ সত্যকে অসত্য মনে করেন, শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাদের কথায় প্রভাবিত হইতে পারেন না। তাই তাঁহাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকিয়া সাধু বৈষ্ণবসেবায় রত হন। অসৎসঙ্গ যে হরিভজনের প্রধান অন্তরায়, করুণাময় গুরুবর্গই তাহা কলেকৌশলে আমাদিগকে জানান এবং তৎপদাঙ্কানুসরণ করিবার জন্য ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর কথা এবং আচরণ কাহারা প্রচার করেন। গুরুবর্গের আদর্শই আমাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় ও অভীপ্সিত হউক।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পাঠার্থ সংগৃহীত ও প্রকাশিত

ভিক্ষা : ১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০ ; ৪র্থ খণ্ড —৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

কৃষ্ণনগর সাবজজ কোর্টে স্বত্বের মোকদ্দমার সুবিস্তৃত রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

—::(৹)::—

নদীয়া (কৃষ্ণনগর) সবজজ কোর্টে বাবু কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ওরফে—কুঞ্জবিহারী অধিকারী এক স্বত্বের মোকদ্দমা শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব গোস্বামী, শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবা বিলাস প্রভৃতি গৌড়ীয়মঠের ৭জন শিষ্যের বিরুদ্ধে উপস্থিত করেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠ অথবা গৌড়ীয়মিশন নামে যে ৬৪টী মঠ ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ এবং বিলাতে স্থাপিত আছে, তাহা পাব্লিক ট্রাষ্ট নহে, তাহা 'প্রাইভেট্ ট্রাষ্ট' বলিয়া সাব্যস্ত হউক—ইহাই ছিল কুঞ্জবাবুর প্রার্থনা।

যে কারণে স্বত্বের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহার বিবরণ এই,—১৯২০ সনের ১৪ আইনের (The charitable and Religious Trusts Act) ৩ ধারা মতে গৌড়ীয়মঠ—ওরফে গৌড়ীয় মিশন নামীয় পাব্লিক্ ট্রাষ্ট সম্পত্তি কুঞ্জবাবুর রক্ষণাবেক্ষণে থাকার দরুণ উক্ত কুঞ্জবাবু হইতে হিসাব নিকাশ তলব করিবার জন্য বিবাদিগণ নদীয়া জেলা-জজসাহেবের নিকট এক দরখাস্ত দাখিল করেন, তদুপলে জজ সাহেব আদালতে ১৯৩৭ সনের ৩নং এক মোকদ্দমা (misc case) উপস্থিত হয়; কুঞ্জবাবু উহাতে আপত্তিকারী হইয়া হিসাব-নিকাশ দাখিল করিতে অসম্মত হন এবং গৌড়ীয় মিশনের সম্পত্তি পাব্লিক্ ট্রাষ্ট না হইয়া 'প্রাইভেট্ ট্রাষ্ট' বলিয়া সাব্যস্ত হইলে তিনি হিসাব-নিকাশের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন অতএব উক্ত আইনের ৫ ধারার বিধান মতে এই স্বত্বের মোকদ্দমা দায়ের করেন।

সুযোগ্য বিচারপতি মিঃ এস্, সি, সেন সবজজ বাহাদুরের নিকট উক্ত স্বত্বের মোকদ্দমা বিচার জন্য উপস্থিত হইলে ২৮।১১।৩৮ তাং হইতে ১।৪।৩৯ তাং পর্য্যন্ত মোট ৯৯ দিবস শুনানী হইয়া সাক্ষীর প্রমাণ গৃহীত হয়। বাদীপক্ষে ২২ জন সাক্ষীর জবানবন্দী হয় তন্মধ্যে ৫ দিবস বাদী কুঞ্জবাবুর জবানবন্দী ৮৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হয় এবং শতাধিক দলিলাদি প্রমাণিত হয়। বিবাদী পক্ষে কলিকাতার সুবিখ্যাত এটর্ণি মিঃ জেঃ এন্ বসু এবং রিটায়ার্ড সবজজ রায় মনোমোহন নিয়োগী বাহাদুরের কমিশন জবানবন্দী সহ ৩৬ জন সাক্ষীর জবানবন্দী হয় এবং সহস্রাধিক দলিল-পত্র প্রমাণিত হয়। তৎপর মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইলে এই মোকদ্দমার বিচারপতি —বর্ত্তমানে নোয়াখালীর এডিশনাল জজ্ মিঃ এস্, সি, সেন লিখিত ২৫৮ পৃষ্ঠা (typed foolscap pages) ব্যাপী রায় বিগত ২৩।৫।৩৯ তারিখে নদীয়ার বর্ত্তমান সবজজ্ মিঃ জে, এন্, বসু রায় কর্ত্তৃক আদালতে প্রচারিত হয়।

উক্ত রায়ে নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়সমূহ মীমাংসিত হইয়াছে।

ইস্যু অথবা বিচার্য্য বিষয় :—

(ক) শ্রীধাম-মায়াপুরের যোগপীঠ-শ্রীমন্দির গৌড়ীয়মঠ নামীয় ট্রাষ্টের অন্তর্ভুক্ত কি না?

(খ) কলিকাতার ১১৬এ নং আপার-সার্কুলার রোডস্থিত বাড়ীটী গৌড়ীয়মঠ ট্রাষ্টের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কি না?

(গ) গৌড়ীয়মঠ কি বাদীর কথিত মত প্রাইভেট ট্রাষ্ট—অথবা ১৯২০ সনের ১৪ আইন মতে পাব্লিক ট্রাষ্ট?

(ঘ) বাদী কি কি প্রতিকার পাইতে পারে?

(ক) এই প্রশ্নের উত্তরে আদালত সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির শ্রীগৌড়ীয়মঠ ট্রাষ্টের অন্তর্ভুক্ত বটে আদালত আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীশ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন সর্ব্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান। উভয় পক্ষের স্বীকৃত মতে উক্ত উভয় মঠ এবং শ্রীব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ (স্বরূপগঞ্জ) ও পুরীর "শ্রীভক্তিকুটী" এই গৌড়ীয় মিশনের অন্তর্গত বটে।

(খ) আদালতের বিচারে প্রকাশ যে, শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর পক্ষগণ-মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইলে কলিকাতার ১১৬এ নং আপার সার্কুলার রোডস্থিত বাড়ীতে বাদী কুঞ্জবাবুর উদ্যোগে একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু উহা শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট এবং নির্দ্দেশ অনুসারে আরম্ভ হওয়ার পক্ষে বাদী যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে তাহা অসামঞ্জস্য এবং গ্রহণের নিতান্ত অযোগ্য। উক্ত প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয়-মিশনের অঙ্গীভূত হওয়া সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কণামাত্র প্রমাণ না থাকায় আদালত সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত গৌড়ীয়-মিশন বা ট্রাষ্টের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই।

লণ্ডন গৌড়ীয়-মিশন সোসাইটি সম্বন্ধেও একটী প্রশ্ন উঠিয়াছিল যে, উহা গৌড়ীয়-মিশনের অঙ্গ কি না? আদালত প্রমাণ-গ্রহণে স্থির করিয়াছেন যে, উহা গৌড়ীয়মিশনের অঙ্গ ও শাখা বটে।

(গ) প্রাইভেট ও পাব্লিক্ ট্রাষ্ট বিষয়ে যে তর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বাদী কুঞ্জবাবু তাহার আরজি ও জবানবন্দীতে বলেন যে, শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীল প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং অন্যান্য সমস্ত মঠ তাহারই শাখা মঠ। প্রভুপাদ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও তিনি অদ্ভুত সুর বলিয়া যতি সন্ন্যাসী নহেন। বাদী কুঞ্জবাবু আরও বলেন যে, প্রভুপাদ বৈষ্ণব-সন্ন্যাস নেওয়ার পরও তাঁহার আত্মীয় স্বজনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছেন এবং তিনি গেরুয়া কাপড়াদি পরিধান করিলেও গরম কোট, জুতা ইত্যাদিও ব্যবহার করিতেন এবং কখনও সম্পূর্ণরূপে সংসারত্যাগ করেন নাই। শিষ্যগণ ও পৃষ্ঠপোষক ব্যক্তিসকল তাঁহাকে যে-সকল সম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাহা তিনি গ্রহণ করিয়া নিজ প্রয়োজনে যদৃচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন এবং কতিপয় ছাপাখানা দ্বারা তিনি ব্যবসায়সূত্রে অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন, জমীদারী ও মহাজনী কারবার করিয়াছেন। আরও বলেন যে, বিশ্ব-বৈষ্ণব-রাজসভা কখনও কোন কাজ করেন নাই, উহা শুধু নামে মাত্র একটী সমিতি ছিল। সমস্ত কার্য্যাদি শ্রীল প্রভুপাদ করিতেন। সমস্ত সম্পত্তির তিনিই একমাত্র মালিক ছিলেন এবং তিনি ভবিষ্যতে যদৃচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকারী থাকিয়া ১৯২৩ সনের ১৮ই মে তাং এ তাঁহার পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ যাবতীয় সম্পত্তি শ্রীচৈতন্যমঠের বিগ্রহগণ-বরাবরে উৎসর্গ করেন এবং সেই তারিখে এই উইল সম্পাদন করত উক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন ও তদ্দ্বারা বাদীসহ তিনজন ট্রাষ্টি নির্দ্দিষ্ট করেন। এই প্রকারে উক্ত যাবতীয় সম্পত্তি প্রভুপাদের প্রাইভেট ট্রাষ্ট সম্পত্তি বটে।

আদালত সমীপে উভয় পক্ষ যে সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে তদৃষ্টে সুযোগ্য বিচারপতি নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার নিজাধিকৃত ভজনভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপন করেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগণ সমক্ষে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি, পৈত্রিক ও স্বোপার্জ্জিত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, সমস্তই বিগ্রহগণ-বরাবরে উৎসর্গ করেন, সম্পাদিত উইল দ্বারা উৎসর্গীকৃত হয় নাই, কোন দলিল মূলেও উৎসর্গীকৃত হয় নাই, শ্রীল প্রভুপাদের স্পষ্ট ব্যবহার দ্বারা নিঃসংশয় ও দৃঢ়রূপে উৎসর্গ স্বীকৃত হইয়াছে।

বাদীর উত্থাপিত পূর্ব্বোক্ত নিবন্ধন উক্ত উৎসর্গের কোনরূপ বাধাত হয় না। শিষ্য এবং পৃষ্ঠ-পোষকগণ যে সমস্ত সম্পত্তি দান

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-[illegible]

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীজগন্নাথ ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব, গান্ধর্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-[illegible] সোনার আচার্য্য চতুর্ব্যূহ বিগ্রহ আছেন। ভূগর্ভে [illegible] 'গৌরী' প্রকাশ আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা : টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৩
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিয়ত পাঠ, সঙ্কীর্তন, মহাপ্রভুর সেবা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসানন্দতার ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা –(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ চাঁদবালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়া পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) মধাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মহাবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

অক্‌ল্যান্ড বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

শ্রীরামপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ময়না রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় বাহারসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

বিশোকপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গার্হবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেকন্দারী,

পোঃ কেমোঁদাম, জেলা গুর্গাও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাস গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং লেখক রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অল্যাপাল বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা গিরিধারীর সেবা

(৫১) সাক্ষাৎকার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভর কভুর গোদাবরী জেলা
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ রাধিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) রমণগৌড়ীয়মঠ

জগন্নাথ, পোঃ বর্দ্ধমান বি. (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) শ্রীবাস-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কলেবর, পুরী

(৫৭) নৃসিংহজন্ম মঠ

বাণপাল, পোঃ বাকা (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-শ্রবণ-মঠ

পোঃ বজুদকু্ড়া, মন্দার

(৬০) ভাগবত-জনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ফুলকুড়া, পোঃ চন্দ্রকোণা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং লিউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্ডেন রোড
ফ্যাপলিন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ডিহিরিট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসনাতনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲	
" এক কলম ১৪৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——:(০):——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম-পূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটী বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সম্বিধী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রচ্ছদের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুদৃশ্য বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, বাংলাবাজার, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

—— · ·

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাবার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিজ্ঞতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

———

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল তত্ত্বভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংস্য সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং গভীর লেখনীর অদ্ভুত ফল আকারে বিরাট ... দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের শ্রীকৃষ্ণচিত্র-পাঠে বহু হইবে। এই বিরাট, অভিনব ও আধ্যাত্মিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৮৭ অধ্যায়ে প্রায় ৩৩০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণাক্রমে সজ্জিত শব্দসূচী (Index Glossary) সহ প্রথমাবধি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—প্রাচ্যবাণী গৌড়ীয়মঠ, ... , শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—:o:—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের ভক্তোত্তম সর্ব্ববিদ্যালয়োত্তীর্ণ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলীর বিবরণাদিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান— ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:o:—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের মঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।৯নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible] জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা যুক্ত জ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৮৮০ দশ আনা, বড় বোতল ১৮০ আমার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৫-৩৩ ৬ ২৬ ৭ ০৬ ১২-২৩ ১৪-৫৬ ১৬-৫৩ ১৭ ৫৩ ২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ ৮-২৮ ১৪-১৫
(বদল) ছাঃ ৯-৩০ ১৪-৫০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮-৪৫ ১০-৮ ১৫-২০ ১৭-২৮ ১৯-০৮ ২০-১৬ ১-১৫
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৬ ২০-২৬
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৬ ২১-৫

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬
(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১২
ছাঃ ১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫ ৪৫ ৯-১০ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২৩ ৯-১৬ ৯-৪৮ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৬ ১৯-১১ ২১-১০
ছাঃ ৬-৩৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬ ৫৬ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩০
(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪০
কলিকাতা পৌঃ ৮-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৫ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৭-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৭-৩৬
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩৩
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪
(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১২
(বদল) ছাঃ ১৭-৪৪ ১৯-১৪ ২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০ ২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা শ্রাবণ, ১৩৪৬ ১৭ই জুলাই, ১৯৩৯, সোমবার । ১১৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(o)::—

বিহারে লেখাপড়া শেখাইবার আন্দোলন

বিহারের শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ সৈয়দ মামুদ গত বৎসর এপ্রিল মাসে বিহারে লেখাপড়া শিখাইবার আন্দোলন আরম্ভ করেন। একটা বিবরণীতে প্রকাশ যে, উক্ত আন্দোলন আরম্ভ হওয়া অবধি বিহারে সাড়ে চারি লক্ষ লোক লেখাপড়া শিখিয়াছে।

শিক্ষা-প্রদানে সক্ষম নারী কর্মীর যথেষ্ট অভাব, এই হেতু ভাগলপুরে চীনে প্রবর্তিত প্রথাকে প্রবর্তন করিবার একটা চেষ্টা হইতেছে। পর্দানশীনদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য স্কুলের বালক-বালিকাকে তাহাদের বাড়ীতে প্রেরণ করা হয়। উহা চীনে শিশু শিক্ষক আন্দোলন নামে অভিহিত হয়।

দেবনাগরী ও উর্দু অক্ষরে লিখিত হিন্দুস্থানী ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাতে বহু হিন্দু উর্দু এবং বহু মুসলমান হিন্দী শিখিতেছে।

আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় উহা স্বেচ্ছামূলক ছিল, পরে আন্দোলনকে স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে শিক্ষকদিগকে কিছু ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

গভর্ণমেণ্ট এতদুদ্দেশ্যে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন, উহার মধ্যে ২ লক্ষ টাকা তিন বৎসরের জন্য মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই টাকায় নানা বিভিন্ন কেন্দ্রের ব্যয় নির্বাহ হইতেছে।

সীমান্তে যাত্রী আক্রান্ত

১২ই জুলাই পেশোয়ারের এক সংবাদে প্রকাশ, গত রাত্রে কোহাট যাত্রী বোঝাই একটি লরী বান্নু যাইবার পথে উপজাতীয় দস্যুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দস্যুরা ৭জন যাত্রীকে অপহরণ করিয়াছে ও ৬ জনকে গুরুতর জখম করিয়াছে। অপহৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৫ জন হিন্দু। বেলা ১১-৩০ ঘণ্টার সময় বান্নুর ক্যাম্পের নিকট লরীখানা আক্রান্ত হইয়াছিল। যাত্রীদের উদ্ধার জন্য প্রায় ঐ স্থানটিতে সামরিক পুলিশ মোতায়েন আছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দল দস্যুগণকে অনুসরণ করে। জানা যায়, উপজাতীয় দস্যুগণ ও সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছে। ফলাফল জানা যায় নাই।

—

ই,আই.রেলে ট্রেণ দুর্ঘটনা নিবারণের উপায়

গত বৎসর ১৬ই অক্টোবর ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের আজাউড়া ষ্টেশনে ট্রেণ দুর্ঘটনার ফলে ৫ জন যাত্রী নিহত ও ৬ জন আহত হয়। রেলের সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট ইন্‌স্পেক্টর উক্ত দুর্ঘটনার তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। ইহাতে তিনি রেল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের সম্মিলিতভাবে রেলের লাইন পাহারার ব্যবস্থা করিতে সুপারিশ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া রিপোর্টে ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত যে ৬ মাস সময় অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাতে যে সকল রেল দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উপরোক্ত ঘটনা তাহার অন্যতম।

প্রকাশ, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট ইন্‌স্পেক্টর রিপোর্টে বলেন, তাঁহার একমাত্র সিদ্ধান্ত এই যে, কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ ইচ্ছাপূর্বক লাইন খারাপ করিয়া দেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান বৎসরে (১৯৩৯) এই জুলাই মাসে ঐ স্থানের নিকটেই আবার ঐরূপ চেষ্টা হয়। ৪২৮।১২ মাইলের নিকট এই চেষ্টা হয়। দোষীগণের বিষয় দুষ্কৃতগণ ধরা পড়ে নাই। দুষ্কৃতকারীরা ৪ খানা ফিসপ্লেট সরাইয়া লয়। ব্যাপারটি বর্তমানে পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের তদন্তাধীন। কিন্তু এই লাইনে ট্রেণ দুর্ঘটনা ও ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টার সংখ্যা বিবেচনা করিয়া রেলওয়ে লাইন পাহারার জন্য পুলিশ ও রেল কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

জাপানিদের পার্শ্ববর্তীর সামরিক তোড়জোড়

বারসী-সেডা বেস ফটার ও বেল কাছের সামরিক অবস্থিতিতে বাহিরে কোন ঘটনা হঠাৎ উগ্র হইয়া উঠিতেছে না। পরবর্তী কার্য্যক্রম আলোচনার জন্য ও নির্দেশ লইবার জন্য বেল কর্তার গিয়াছেন ব্যাঙ্কোকায় এবং বেল ভাবে গিয়াছেন বার্লিনে।

তবে বার্তাযোগে সিঙ্গাই কারখানায় ডুবুরি পূর্বের মতই আসিয়া পৌঁছিতেছে এবং চারটি ডাক-নির্মিত জাহাজ লইয়া একটা ক্ষুদ্রশী নৌ-বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। অনুরূপ তিনটি জাহাজকে মাইন সরিবার জাহাজে পরিণত করা হইয়াছে।

—

ইউরোপের হিন্দু সমিতি

ইউরোপের হিন্দু সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ ভাণ্ডারী সমিতি হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে ভারতবাসীর আন্দোলন পরিচালনার বাধ্যবাধকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দু সমিতির সম্পাদক লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল মুরহেডের নিকট যে আবেদন করেন, (সোমবার কমন্স সভায় মুরহেড তাহার উল্লেখ করেন) তাহা ডাঃ ভাণ্ডারী অনুমোদন করেন নাই।

ডাঃ ভাণ্ডারী বলেন যে, উক্ত সম্পাদকের উক্ত কার্য্য সমিতির সীমার বহির্ভূত হইয়াছে। সমিতিকে সাধারণ সমস্যার দিক হইতে বিচার করিতে হইবে, সাম্প্রদায়িকভাবে নয়।

ফিজরয়ের জাতীয় লেবর ডাঃ কার্টিন এও জানাইয়াছেন যে, ডাঃ ভাণ্ডারী হিন্দু সমিতি হইতে যে কারণে পদত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারও সেই কারণে সমিতি হইতে পদত্যাগ করিলেন। ডাঃ কটিয়াল সমিতির একজন ট্রাষ্টি ও প্রতিষ্ঠাতা।

—

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল [illegible] পরবিদ্যাভূষণ [illegible] মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও [illegible] সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গোষ্ঠমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ বিপ্রলম্ভলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আশ্চর্য্য চরিতকথা বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল [illegible] পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত [illegible] দাস এম্-এ, বি-এল্, [illegible] পোঃ [illegible], ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
[illegible] — ২৮৲
[illegible] — ৯৲
। ভাগবত [illegible] শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
। ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮৲
। সারস্বত-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸০, ৪র্থ খণ্ড—৸০
। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲, ৩য় খণ্ড—৸০
। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাধিকা ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৪৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৪৲ অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
২৭। [illegible] (সাধনাথ) ২৲
২৮। সেবাতত্ত্বসার (সাধনাথ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস, বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল ৷০
৪০। শরণাগতি
৪১। গীতাবলী
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

১। নবদ্বীপশতক
২। অর্চ্চনকণ্ঠ
৩। সদাচারস্মৃতি ৹/
৪। অর্চ্চনপদ্ধতি (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৫। অর্চ্চনকণ্ঠ ৶১০
৬। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৭। প্রবন্ধবিদ্যা
৮। মণিমঞ্জরী (সাধনাথ)
৯। গৌরহরেকোনার
১০। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
১১। [illegible] বা [illegible] ৷০
১২। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
১৩। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যান্বিত) ৷০
১৪। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৴০
১৫। শিক্ষাদর্পণ ৴০
১৬। সংখ্যাবাণী ৴০

[illegible] ভাষায় প্রকাশিত

১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার
২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভিন্নতঃ ৷০
৩। সঙ্গীত-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৫। সাধনার শিক্ষাষ্টকম্ ৴০
৬। গৌড়ীয়কণ্ঠপরিচয় ৴০
৭। সাধনার্ণবম্ ৴০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৮। রায় রামানন্দ ৷০
৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
১০। সাদ্ধনম্
১১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টোলজি ৴০
১২। ভিজেটস ওয়ার্ডস ৴০
১৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
১৪। বৈষ্ণবীজম ৷০
১৫। গোস্বামী গৌড়ীয়মঠ টক্ টু বুধ ৴০
১৬। দি ভাগবত ৷০
১৭। ইসোটেরিক ক্রিশ্চিয়ানিটি অ্যাণ্ড মনোথেইস্টিক চিন্তন ৷০
১৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
১৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

২০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷
২১। [illegible] ৷০
২২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
২৩। গীতাবলী ৴০
২৪। [illegible] ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

২৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

২৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—ভক্তিভবন, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ১৩ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১লা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৭ই জুলাই ইং ১৯৩৯, সোমবার } ১১৮শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কুচবিহারে প্রচার

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কয়েকজন ব্রহ্মচারী সহ ইতঃপূর্ব্বে কুচবিহার ও রংপুর জেলার বিভিন্ন পল্লীবাসীর দ্বারে দ্বারে নিরপেক্ষভাবে বাস্তবসত্য শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তন করেন। প্রথমে চ্যাংরাবান্ধা, পাটগ্রাম, জামালদহ, ধবলগুড়ি, উকামারী, জুম্‌কাগুর প্রভৃতি বিভিন্নস্থলে প্রচার করিয়া তাঁহারা কুচবিহাররাজ্যে গমন করেন। সেখানে রাজঅতিথিরূপে অবস্থান করিয়া প্রায় ১৪।১৫ দিন যাবৎ মহাপ্রভুর কথা সর্ব্বত্র বিপুল উৎসাহের সহিত প্রচার করেন। স্থানীয় ধর্ম্মশালায় নিত্য ক্রমাগত তিনদিন যাবৎ বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণের সমক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চেতনবাণী কীর্ত্তন করিয়া সকলকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করেন। মহারাজ বাহাদুরের দেওয়ান রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কল্যাণীমোহন গাঙ্গুলী মহোদয় প্রত্যহই সভায় উপস্থিত থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ আগ্রহের সহিত হরিকথা শ্রবণ করেন। ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রভাবান্ ও বিজ্ঞান্ সজ্জনগণের পরিপ্রশ্নে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

একমাত্র শরণাগতেরই রক্ষা

(২য় পৃষ্ঠার পর)

ত্যাগ বিচার নহে। এই বৈরাগ্যের আদর্শটা উপরে দেখিতে বেশ শুভ্র সমুজ্জ্বল ভূমির মত, কিন্তু এই বৈরাগ্য-বালুকার মধ্যে দুই অঙ্গুলি অন্তর্দৃষ্টিপাত করিলেই ভোগের বা নামাপরাধের বড় ঘোলা, পচা জল দেখিতে পাওয়া যায়। কৃপাময় শ্রীল প্রভুপাদ এরূপ ফল্গুবৈরাগ্যরূপা অলক্ষ্মীকে কখনও উচ্চস্থান প্রদান করেন নাই এবং ফল্গুবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের মধ্যে বা সৎ-অসতের মধ্যে গোঁজামিল দিয়া কোন কিছু প্রচার করিবার আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনির ন্যায় গভীর নির্ঘোষে জানাইয়াছেন—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগত হইয়া নিজের সহিত জগতের সমস্ত বস্তুকে ভগবানের ইন্দ্রিয়তর্পণে যোগ্য জানিয়া সমস্ত যুক্ত করিবার নামই—প্রকৃত বৈরাগ্য। এ প্রকার বৈরাগ্য যাঁহার আছে তিনিই বৈষ্ণব। বৈষ্ণবের সহিত গুরুদেবের কখনও বিবাদ বা অমিল হয় না। উভয়ের মধ্যে নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে সম্বন্ধরহিত হইয়া পড়েন, তিনি অবৈষ্ণব।

শ্রীগুরুদেব নিত্য ও তাঁহার শরণাগতজনও নিত্য।

নিতাইএর চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাইপদ সদা কর আশ।

শরণাগতজন কোন মনোধর্ম্মীর কথায় কর্ণপাত করেন না এবং জগতের কোন বদ্ধজীবকে এমন কি ত্রৈত্রিংশকোটি দেবতাকেও ভয় করেন না। কেন না, তাঁহারা শ্রীগুরুদেব ও শ্রীগৌরসুন্দরের অভয়পদে শরণাগত। তাঁহারা সুদর্শনচক্রদ্বারা সর্ব্বদা সুরক্ষিত। কিন্তু অশরণাগত আচার্য্যনিন্দক বা বৈষ্ণবনিন্দককে মহাপ্রভু স্বয়ং সংহার করেন। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন,—

সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ॥

আবার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

সবারে করিলে গৌরসুন্দর উদ্ধার।
বিনা বৈষ্ণবনিন্দক চরাচর॥
মহাপ্রেমে দিলা প্রভু চৈতন্যগোসাঞি।
বৈষ্ণবনিন্দকে কৃপা দিল ঠাঁই॥

শুদ্ধবৈষ্ণবনিন্দকের প্রতি ও শুদ্ধভক্তগণের প্রতি শরণাগতজনের কি কৃত্য, তাহা শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে শিক্ষারূপে জানাইয়া দিয়াছেন—

বৈষ্ণবচরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে
থাকে সদা মৌন ধরি॥
(কল্যাণ-কল্পতরু)

কপিল পতঞ্জলি, গৌতম কণভোজী,
জৈমিনী বৌদ্ধ আওয়ে ধাই।
তব কই নিজ মতে, ভুক্তি মুক্তি যাচত
পাতই নানাবিধ ফাঁদ।
সো সবু বঞ্চক, শুদ্ধভকতিবহির্মুখ,
ঘটাওবে বিষম পরমাদ॥
বৈমুখ-বঞ্চনে ভটসো সবু
নিরমিল বিবিধ পসার।
দণ্ডবৎ দূরতঃ, ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকতচরণ করি সার॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই উপদেশ-রূপ দণ্ডের কথা সর্ব্বদা আমাদের প্রত্যেকেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

আমরা জানি, যাঁহারা গোস্বামী-বিদ্বেষী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ এবং পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীল আচার্য্যদেবকে অভক্ত মনে করেন, জানিয়া অন্তঃসারের বিদ্বেষী, তাঁহারা মায়ার ছলনায় পড়িয়া নিশ্চয়ই বঞ্চিত। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যখন ভক্তিরাজ্যের পরীক্ষার জন্য প্রবল ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া যায় তখন কেহ মরে, কেহ তরে। যদি সেই পরীক্ষাকালে কেহ প্রকারে শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের পাদপদ্ম ধরিয়া থাকে ও তাঁহার শরণাগত হইবার জন্য কোটি চেষ্টাবিশিষ্ট হয়, তবে সে ক্ষুদ্র প্রাণী হইলেও রক্ষা পাইয়া থাকে। অশরণাগত বৃহৎ হইলেও রক্ষা নাই। তাই শ্রীকুলশেখর গাহিয়াছেন—

"উলট্ জলে যদি চলে রবি' যায়
শতবার।"

তাই শ্রীশ্রীগৌরাশ্রিত বৈষ্ণবগণ ও পরমারাধ্যতম পতিতপাবন অধোক্ষজ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচরণে শরণাগতি-লাভের জন্য এই দীনহীন অধমের জন্মে জন্মে ইহাই একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয় হউক—

আশাবন্ধাৎ বৈষ্ণবৈঃ সঙ্গ পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমচ্চরণারবিন্দযুগলং জন্ম-
জন্মনি॥
প্রতিজন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
এ অধমে কর দয়া আপনার বলি॥

মায়ামুগ্ধে করুণা বন্ধ ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

'বাইরের বিরাগ বা বাইরের আসক্তি দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। হরিভজনের জন্য কতটা অকৃত্রিম আসক্তি, কতটা অকপট বৈরাগ্য, তা' দেখে প্রকৃত বৈষ্ণবই 'বৈষ্ণব' চিনতে পারেন। সাধক ও সিদ্ধকে একাকার ক'রতে হ'বে না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ ধর্ম্মদিন সর্ব্বশ গৌরাব্দ ৪৪৩

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

শ্রীভগবান্ ও ভগবৎ-প্রিয়জনগণের চরণে সর্ব্বাগ্রে প্রণিপাত দরকার। জীবন আরম্ভের দিবস প্রতিবর্ষেই আসে। আর একটি বর্ষ চলিয়া যাইবে এবং বিভিন্ন ঋতুসমূহ আমাদের উপর ক্রিয়া-বিশিষ্ট হইবে—আমরা এই অপেক্ষা করি। কিন্তু অনেক সময় আমরা যাহা মনে করি, আমাদের ভাগ্যে সে প্রকার সুবিধা পাই না। জীবন অল্পকালস্থায়ী, বহু কথা বাকিয়া যায়। প্রতি বৎসর মনে করি, এই বৎসর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা বিশেষভাবে সাধন করিব; কিন্তু ঘটনাচক্রে বাহিরের বিচার-প্রণালী এমন বাধা দিতে থাকে যে, তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে গিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটিয়া যায়। আবার যদি মনে করি, জীবন কথকতার হুলেও বর্ত্তমানে যে মনুষ্য-জীবন পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি,' তদ্দ্বারাও সুবিধা হইবে না। যে মুহূর্ত্তে চলিয়া যাইব, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব, তাৎকালিক আত্মজ্ঞান ও প্রয়োজন তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইয়া যাইবে। পূর্ব্ব-ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কত লক্ষ লক্ষ—কোটি কোটি—অসংখ্য লোক পৃথিবীতে আসিয়াছে, মরিয়া যাইতেছে। তাহাদের যে চিন্তাস্রোত, তাহাতে তাহারা জানে না, কতদিন থাকিবে; সুতরাং প্রত্যেকেই ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। ভবিষ্যৎ জীবনে কি করা কর্ত্তব্য? ইহা কি বালককে খেলার-দ্রব্য দিয়া ভুলাইয়া রাখা যায়, সেইরূপ ভুলাইবার কোন কথা, না আর কিছু Preparatory step আছে? লক্ষ লক্ষ লোক আলোচনা করিয়াছেন, বুদ্ধিমান্ লোক কোটি কোটি মরিয়া গিয়াছেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ সাত দিনের এবং খট্টাঙ্গ রাজা মুহূর্ত্তমাত্রের notice পাইয়াছিলেন। ইহারই মধ্যে তাঁহারা যাহাতে সুবিধা হয় তাহার manage করিয়া লইয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ নিপুণ রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি সাতদিনের সময় পাইয়াছিলেন, আমরা তাহারও assurance পাইতেছি না। আমরা সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পড়িয়া থাকি; কিন্তু তাহা হইতে গ্রহণ করিব কোন্ অংশ যে কর্ত্তব্য? মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণ nutshell-এর মধ্যে বুঝাইয়া দিয়াছেন, মানুষ কি করিতে আসিয়াছে কি করিবে এবং কি পাইবে। তিনি অল্পকথায় সব বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাহাতে আমরা লক্ষ্য করি—উপাস্যের মধ্যে কৃষ্ণই সর্ব্বোত্তম। বহু উপাস্য বা উপাস্যের মূর্ত্তি বা প্রকাশ-ভেদ লক্ষ্য করিবার আবশ্যক হয় না। কৃষ্ণ গান করিয়াছেন,—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কথা হইতে সেই কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি,—কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্য উপাস্যে বহু উপাস্যতা আছে, সর্ব্বাপেক্ষা চরম উপাস্যতা কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় বর্ত্তমান। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র সেব্য—আমরা সেবক; আমাদের অনুষ্ঠান কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য আমাদের নাই। গৌরসুন্দরের বাক্য হইতে জানিয়াছি, কৃষ্ণই ভিন্ন। কৃষ্ণের পরম-পরিপূর্ণতা গৌরে আছে। এই ধারণা, বিধান আমাদের যত বৃদ্ধি পাইবে, শ্রীগৌরপাদপদ্মের সেবাও সেই পরিমাণে বাড়িবে। আমাদের cavity ক্ষুদ্র, তাই সেই ধারণা ধরিয়া রাখিতে পারি না।

মর্য্যাদাপথে অর্চ্চন, আর ভজনের পথে ভাগবত-পদ্ধতি। ভক্তের বিচারে বুঝি, ভগবান্‌কে ডাকিতে হয়। ভগবানের নামকে ডাকিতে পারিলে ভগবানের রূপ আমাদের কাছে আসিবেন, তাঁহার গুণ বুঝিতে পারিব, পরিকরবৈশিষ্ট্য, ক্রিয়া বা লীলা আমাদের প্রাপ্য হইবেন। ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ বস্তু। ইহা কেবল কতকগুলি পুঁথিপত্র পড়িয়া বুঝিবার বিষয় নয়, ritualistic ক্রিয়াকলাপেরও প্রাপ্য নহে; মনুষ্যজীবনকে এমন করিয়া নষ্ট করিতে হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় বুদ্ধিমান্ জগতে আর কেহই নাই। তাঁহার কথা যাঁহাদের কর্ণে অধিকার করিয়াছে, তাঁহারাই সেই কথা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব অতি অল্প কথায় বলিয়া দিয়াছেন—কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য, তাঁহার সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য। কৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—সর্ব্বপ্রেষ্ঠ সেবক শ্রীগুরুপাদপদ্ম, সেইরূপ সেবকের অধীন হইয়া যদি কৃষ্ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করা যায়, তাহা হইলে উত্তরোত্তর তাঁহার স্ফূর্ত্তি লাভের সম্ভাবনা। শ্রীগুরুপাদপদ্মই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবার অধিকার প্রদান করেন। আমা হইতে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ তিনি। আমা অপেক্ষা নিরন্তর গুরুতর নহেন, তাহা লঘুতর। গুরুতরে কোন প্রকার লঘুতা আরোপিত হইতে পারে না। আমার সর্ব্বশেষ উৎকণ্ঠা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপটে আশ্রয় লওয়া।

———

কৃষ্ণ ভগবান্। আমার শেষ নিবেদন—আপনারা কৃষ্ণের অনুশীলন করুন। কৃষ্ণের অনুশীলনই কৃষ্ণের সেবা। কৃষ্ণসেবাই নিত্যধর্ম্ম। সে বিচার না আসিলে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা জগদ্-ভোগ করিবার—বিশ্বভোগ করিবার প্রবৃত্তি আসে। জগৎ ভোগেরও জিনিষ নহে, ত্যাগেরও নহে। কৃষ্ণভোগ্য জগদ্দর্শনেই এই ভোগ ও ত্যাগ-ধারণার চাঞ্চল্য থাকিয়া যায়।

কৃষ্ণানুশীলন দ্বারাই কৃষ্ণপ্রীতি লাভ হবে। কৃষ্ণ infinity, আমরা infinitesimal, কৃষ্ণের সঙ্গে dovetailed হইয়া থাকাই আবশ্যক। বিন্দুমাত্র স্বতন্ত্রতা থাকিলে unassorted হইয়া যাইব, solution of life উল্টাপাল্টা হইয়া যাইবে। কৃষ্ণানুশীলনের নামই ভক্তি। কর্ম্মজ্ঞানের আবরণের দ্বারা সেই জিনিষটিকে অজ্ঞাত করিবার যত্ন না হয়। ধাপ্পা লওয়া দুর্ব্বৃদ্ধি আবরণ। Mental speculation পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বিষয় হউক।

———

ভজন জিনিষটি ধার করা ব্যাপার নয়, ইহা অনুকরণও নয়। স্বরূপের উদ্বোধন হ'লে তবে ভজন হয়। রজোগুণের দ্বারা তমোগুণের বিনাশ, সত্ত্বগুণের দ্বারা রজোগুণের বিনাশ। আবার সত্ত্বগুণের বিনাশ ক'রে নির্গুণ অবস্থায় অধোক্ষজতত্ত্বের অনুভূতি হয়। সেই অধোক্ষজসেবাই ভক্তি।

———

অনুশীলন চাই। ধর্ম্মের অনুশীলন নহে,—মনোধর্ম্মের অনুশীলন নহে—আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন। আমরা ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষের অনুশীলনের জন্য ব্যস্ত হই। চতুর্ব্বর্গেরও অকর্ম্মণ্যতা প্রমাণিত হয় ভগবৎপ্রেমার কাছে। ভগবানের সন্তোষ হ'চ্ছে কি না, ইহাই মূল অনুসন্ধানের বিষয় হওয়া আবশ্যক। যে কয়দিন বেঁচে থাকব প্রত্যেক নিঃশ্বাসে, প্রত্যেক প্রশ্বাসে, প্রত্যেক পদবিক্ষেপে, প্রত্যেক হস্ত-সঞ্চালনে, প্রত্যেক কথায় যেন কৃষ্ণের অনুশীলন ক'রতে পারি; অনুশীলনটা সেব্য-পুরুষের সেবার জন্য করছি, না নিজের দেহমনের খানিকটা ভাগ সেখানে বসাবার চেষ্টা করছি—এ বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক।

———

সাধুর প্রসঙ্গ থেকে এক মুহূর্ত্ত অন্য কোন বিষয়ে ধাবিত হ'লে অনুশীলন হ'বে না। মুখে বলছি বড় বড় কথা, কিন্তু কার্য্যে যে তিমিরে সে তিমিরে থাকলে চলবে না—ছেঁড়াকাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখলে চলবে না। অনুশীলন অর্থে—কৃষ্ণানুশীলন, আর কৃষ্ণানুশীলন অর্থে—অপ্রাকৃত কৃষ্ণের নামানুশীলন। অনুশীলন ক'রতে হ'লে তৃণ হ'তে সুনীচ, তরু হ'তে সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হ'তে হ'বে—কৃত্রিমভাবে নয়। কৃষ্ণানুশীলনকারীর বাণী অনুক্ষণ কর্ণে গ্রহণ ক'রতে হ'বে—শ্রবণের পথের দ্বারাই মঙ্গল হ'বে।

———

অধুনা জগতে অধোক্ষজ বস্তু দর্শন ঘটিতেছে না অথচ সেই অধোক্ষজ দর্শন আমাদের করিতেই হইবে। সেই অভাব-পূরণের জন্যই গোলোকস্থ নিত্য শ্রীবিগ্রহের জগতে শ্রীমূর্ত্তিরূপে অবতার। বিরহ-পীড়িত ব্যক্তি যেরূপ বিরহাস্পদের আলেখ্য বা কোন প্রতিভূ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করে, শ্রীকৃষ্ণসেবা বিরহ-বাধিত ব্যক্তিও সেইরূপ অধোক্ষজ অবতার—শ্রীমূর্ত্তিসেবা অবলম্বন করিয়া থাকেন। বদ্ধজীবের কারাগার ও জড়দেহের রাজ্য বলিয়া এখানে স্বরূপের সহিত আলেখ্য, চিত্র বা মূর্ত্তির ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু অধোক্ষজ বস্তুর যে সকল নিত্য বিগ্রহ এ জগতে প্রকটিত তাহা বস্তুর স্বরূপের সহিত অভেদরূপে

অবহিত নহে। নিত্যমুক্ত ভক্তের দর্শন-বিরহে পীড়িত হইয়া ভাগবতগণ শ্রীমূর্ত্তির আশ্রয়গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে স্থানে বিগ্রহরূপ লোলুপতার প্রবৃত্তি পরাকাষ্ঠা, সেখানে বাঁধিয়া লইবার চেষ্টা বা সম্ভোগ-স্পৃহা হইতে জড়বাদবাদের কোন কার্য্য নাই। শ্রীমূর্ত্তিকে পুতুল করা (?) বা পুতুল বানান করা কৃষ্ণকে ভোগ করিবার বা বাঁধিয়া লইবার স্পৃহা হইতে উদিত হয়।

একমাত্র শরণাগতেরই রক্ষা

(শ্রীনিত্যানন্দ দাস)

জগতে যখন ভাগবতধর্ম্মাকাশ কৈতব-দুর্ঘটিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতে আকৃষ্ট হইয়া জীব স্বরূপবিস্মৃতিবশতঃ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বাঘিনীর নিত্যবিমোহন প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ভোগে অত্যন্ত মত্ত হইয়া পড়ে, ধর্ম্মের গ্লানি অতিমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন অপ্রাকৃত সহজধর্ম্ম বা শুদ্ধসনাতন ভাগবতধর্ম্ম জগতে সংস্থাপন করিবার জন্য ভগবান্ স্বয়ং অথবা তাঁহার নিজজন এই জগতে অবতীর্ণ হন সেই বিশুদ্ধ সনাতনধর্ম্ম সুরসরিৎ-প্রবাহের ন্যায় শ্রীব্রহ্ম- নারদ- ব্যাস- শুক-মধ্ব- মাধবেন্দ্র-স্বরূপ শ্রীরূপ- রঘুনাথ শ্রীজীব- কবিরাজ নরোত্তম- বিশ্বনাথ বলদেব- উদ্ধব- মধুসূদন-জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ- গৌরকিশোর সরস্বতী-বাসুদেব প্রভৃতি গুরু খাতের মধ্য দিয়া লোককে অবতীর্ণ হন। এই গুরু-খাতের প্রবাহ নিত্য, অনন্ত, অচ্ছেদ্য, অনাদিল ও অপ্রতিহত। এই অপ্রাকৃত গুরুস্রোতে কোন প্রকার ভেদতা নাই।

আমরা যদি গৌড়ীয়-ইতিহাস আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, প্রতিযুগে, প্রতি আচার্য্যের লীলার একদিকে যেমন শুকাদি পরমহংসকুলের বাঞ্ছিত ও ব্রহ্মাদিদেবগণেরও দুর্ল্লভ শুদ্ধ-সনাতন ভাগবতধর্ম্ম—বৈধধর্ম্ম বা বিমল প্রেমধর্ম্মের প্রচারকার্য্য আছে, অন্যদিকে তেমনি পাষণ্ডদলন-কার্য্যটীও আছে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

পাষণ্ডদলন আর প্রেমপ্রচার।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের দুইটি কার্য্য। শ্রীগুরুদেব আলোর অবতার। আচার্য্যবৃন্দ সকলেই আলো। সেই আলো আমাদের ন্যায় বদ্ধ, ভোগান্ধ ও অন্যাভিলাষীকে আলোকের দেশে লইয়া যাইবার জন্য, শুদ্ধ সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের পথ দেখাইবার জন্য ত্রিতাপপূর্ণ, অন্ধকার, পরীক্ষাময় মায়িক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। আমাদের জন্য তাঁহাদিগকে নীরবে, নিঃসঙ্কোচে ও অকাতরে শত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, কুৎসা প্রভৃতি সহ্য করিতে হয়। সত্যের আচারবান্ প্রচারকারী চিরদিনই শ্রীবংশধারাবাহিক শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় অচল, অটল ও নির্ভীকভাবে সত্যের প্রচার করিবেন—জীবকে কৃষ্ণের শরণাগত করাইবেনই, এটা তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা। সেই সত্যের প্রচার কোনদিনই বন্ধ হয় না এবং তাহা আরও অবাধগতিতে চলিতে থাকে।

আমরা নিরাশ্রয় মায়াবদ্ধ হরিবিমুখ জীব। বাস্তবসত্যের সেই নির্ভীক আচারবান্ প্রচারকারী—ভগবানের স্বরূপশক্তি শ্রীগুরু-পাদপদ্মে আশ্রয়, আনুগত্য বা অবগাহন করাই আমাদের কর্ত্তব্য। এই অন্ধকার কারাগারে একমাত্র সেই আলোই আমাদিগকে শরণাগতির পথের সন্ধান দিতে পারেন। আনন্দকোশ অবৈষ্ণব-বিরোধীর প্রলোভন কোনদিনই সেই আলোকের দেশে যাইবার পথ দেখাইতে পারে না।

প্রহ্লাদ মহারাজ এই ভৌমজগতে শরণাগতির যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, হরিভজনকারী জীবের পক্ষে তাহাই আদর্শ। সেই আদর্শগ্রহণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য, নতুবা রক্ষা নাই। পতন প্রতি-মুহূর্ত্তেই হইতে পারে। তাই শরণাগতির জন্য শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়া থাকিতে হয়। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—"দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।" ইহাই শরণাগতি লাভের একমাত্র উপায়।

যাঁহাদের আশ্রয় আছে, তাঁহাদের অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা নাই। তাঁহারা সর্ব্বদা ভগবৎসেবাচিন্তায় বা গুরু-সুখবিধান চিন্তায় তন্ময়। কিন্তু যাঁহাদের আশ্রয় নাই বা যাহারা শরণাগত না হইয়া গুরুবৈষ্ণববিরোধ করে, তাহাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন,—

আশ্রয় লইয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।

কৃষ্ণ ত্যাগ করিলে মৃত্যু—সেবাচ্যুতি বা আত্মার পতন অবশ্যম্ভাবী। কৃষ্ণত্যাজ্য জীবের আর রক্ষা নাই। যদি শ্রীগুরুদেব রক্ষা করেন তবেই রক্ষা।

ভক্তিপথ বহু কণ্টকাকীর্ণ। ভক্তিপথের একমাত্র পাথেয় শ্রীগুরুদেবের সিদ্ধান্তরাজি ও শ্রীচরণে ঐকান্তিকী শরণাগতি। ইহাই শরণাগত জনের একমাত্র সম্বল। এই সম্বল ব্যতীত সে-পথে গমন করা দুঃসাধ্য। এই জগতের সাধারণ লোক বহুপ্রকার প্রচ্ছন্ন মতবাদ বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম করিয়া চালাইতে থাকে। একমাত্র শুদ্ধভক্তি-ধারা সংরক্ষণ-কারী শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে শরণাগতিই আমাদিগকে সেই প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে পারে। কোমলশ্রদ্ধ জীবকে শরণা-গতির পথ হইতে ভ্রষ্ট করিবার জন্য মায়া বহুবিধ জাল বিস্তার করিয়া থাকে। ঐরূপ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার প্রবল মায়াজাল নিক্ষিপ্ত, মনোধর্ম্মের উত্তাল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত অসংখ্য বহির্ম্মুখ জড় নাস্তিক পাষণ্ডমতবাদরূপ হিংস্রজন্তুসঙ্কুল অকূল বারিধিতে তুষ্ট হয় যাহা সেবকার্য্য একমাত্র সেই আম্নায়ধারা সংরক্ষণকারী শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের। তাঁহার শরণাপন্ন হইলে মতবাদরূপ হিংস্রজন্তুসকল আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না। সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের কোটীচন্দ্রসুশীতল ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণ করাই নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু অনুচরগণের একমাত্র কৃত্য। শ্রীগুরুদেব গোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাই সেই প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অন্তর্ভৌম জ্যোতিঃর নিকট কোন প্রচ্ছন্ন কালসর্প কোন গুপ্তবিবরে লুকাইবার অবসর পায় না। কিন্তু যিনি শরণাগত, তিনি সেই করুণানিলয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপালোকে কালসর্প দেখিতে পান এবং তাহা হইতে সাবধান হইয়া সত্য সত্য আত্মরক্ষণ বিধান করিতে পারেন এবং শ্রীগুরুদেবের একান্ত শরণাগত ও নিষ্কিঞ্চন, এমন শুদ্ধবৈষ্ণবের সন্ধানও পাইয়া থাকেন। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব চিনিবার একমাত্র উপায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে ঐকান্তিকী শরণাগতি। বৈষ্ণবাবৈষ্ণব চিনিতে না পারিলে হরিভজনও হয় না, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপা পাওয়া যায় না। শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধা ও শরণাগতি-মূল্যে কৃপা বিতরণ করেন সুতরাং কৃপা পাইতে হইলে বৈষ্ণব চিনিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইতে হইবে—তাঁহাকে আদর করিতে হইবে। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া
আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি
অবশ্য পাইব তবে॥

যদি বৈষ্ণবে অবৈষ্ণববুদ্ধি আসে বা অবৈষ্ণবে বৈষ্ণববুদ্ধি হয়, তবে নামাপরাধ হইবেই এবং উদ্দাম কুপথে চালিত হইয়া সাধকজীবের নরকগমন অবশ্যম্ভাবী। সেই-জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের ঐকান্তিকী শরণাগতি দ্বারাই আমরা এ প্রকার বিপদ হইতে বাঁচিতে পারি।

পক্ষ একটী। সেটী কৃষ্ণপক্ষ। তাহা নিত্য, অমর ও অভেদ্য। যেখানে কৃষ্ণপক্ষ নাই সেখানে মায়ার পক্ষ। মায়ার পক্ষ একটী পৃথক্ পক্ষ নহে। মায়ার পক্ষ বিশ্বের দিকে, আর কৃষ্ণপক্ষ ব্রজের দিকে। এই দুইটী রাস্তার গতি ঠিক বিপরীতমুখী। এ দুইটীতে আকাশ-পাতাল ভেদ বর্ত্তমান। এই দুইটী রাস্তা চিনা যায় একমাত্র শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের কৃপায়। আমি যদি সত্য সত্য অন্যাভিলাষিতাশূন্য হইয়া ব্রজের পথে যাইতে চাই, তাহা হইলে শ্রীগুরুদেব নিশ্চয়ই সে পথ আমাকে দেখাইবেন—বিশ্বপথের যাত্রীদের স্বরূপ ও ব্রজপথের যাত্রীদের স্বরূপ দেখাইবেন। শ্রীগুরুনিত্যানন্দের করুণার একমাত্র উদ্দেশ্য শরণাগত জনকে ব্রজে লইয়া গিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দ ও গৌরসুন্দরের সেবায় অর্পণ করা। কেন না, তিনি নিত্য ব্রজবাসী—গৌররাধানিত্যজন। জীবকে অহৈতুকী কৃপা করিবার জন্যই তিনি চিদানন্দময় গোলোক হইতে এই ত্রিতাপপূর্ণ ভূলোকে আসেন।

লোকপ্রিয়তা ও সত্যানুসন্ধান এক জিনিষ নহে। লোকপ্রিয় ব্যক্তি নিজের কার্য্যসিদ্ধির জন্য সত্যানুসন্ধিৎসুর বেষ পরিধান করিয়া নানাপ্রকার অভিনয় করিতে পারেন। কিন্তু কে লোকপ্রিয় বা কে সত্যানুসন্ধিৎসু তাহা শরণাগতি দ্বারা বুঝা যায়। লোকপ্রিয়তার মধ্যে শরণাগতি বা হরিভক্তির কোন কথা নাই, আছে কেবল মায়ার কথা। তবে হরিভক্তির কথা যাহা বা ভক্তিশাস্ত্রের লেবাসির যাহা ছাপমারা থাকিতে পারে। এই সমস্ত কপটতা বা মায়ার প্রলোভন হইতে নিষ্কৃতি পান শ্রীগুরুদেবের একান্ত শরণাগতজন। কেননা, তাঁহাদের শরণাগতিরূপ কষ্টিপাথরে ও শ্রীগুরুকৃপালোকে কপটতা ও অবৈষ্ণবতা ধরা পড়িবেই।

"বৈষ্ণব চিনিতে নাহি দেবের শকতি"

কিন্তু শ্রীগুরুদেবের শরণাগতজন অতি সহজেই বৈষ্ণব চিনিতে পারেন। বৈষ্ণবকথাটী অনেক বড় কথা। আম্নায়ধারা-সংরক্ষণ-কারী শ্রীগুরুদেব হইতে সম্বন্ধরহিত রক্ত-মাংসের পিণ্ড বা বাহ্যিক বৈষ্ণবের বেষ বৈষ্ণব নয়। কুকর্ম্মীর নিকট সৎকর্ম্মী বৈরাগী, ভোগীর নিকট কুযোগীও বৈরাগী, অজ্ঞানীর নিকট জ্ঞানী বৈরাগী হইতে পারেন, কিন্তু এই বর্ত্তমানেরটী পূর্ব্বরাজ্যের

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

মঠ-মন্দির-সমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য-মঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবিগ্রহ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করিতেছেন। সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ প্রধান কার্য্যালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর সেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরাজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং টোল বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অঘকুলকুঞ্জ-গৌড়ীয়মঠাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিস্তার শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাকদহ (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীনারায়ণীর মন্দির বৃন্দাবনের পাট

(১৩) কৃষ্ণদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাসন

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা — (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) ঋতুদ্বীপ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁটালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

বালিয়াটী পোঃ আরিচা, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং প্যাগাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারদকুণ্ড-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

... পুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মধ্য রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গন্ধেশ্বরী, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাসন

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণাশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাসন

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাসন

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাসন

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোকুলবিহারী মঠ—গোস্বামী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাস-গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কেনিং রোড, নিউ দিল্লী,

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

খোয়াদিয়ার টাক রোড, অপেরাহাউস
বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীভক্তিবিনোদ-পদাঙ্কিত শ্রীকূর্ম্মক্ষেত্রের নিকটে

(৫১) রাজমহেন্দ্রী গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীরায়রামানন্দ-মিলন-নির্দ্দিষ্ট সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) কিল্লা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কটক, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

গম্ভীরা, পোঃ কটক উড়িষ্যা।

(৫৮) সাক্ষীগোপাল গৌড়ীয়মঠপীঠ

৫৯। শ্রীপ্রদ্যুম্নগৌড়ীয় প্রপন্ন-মঠ

পোঃ রায়পুর, গড়াই

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিনদিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অম্বালি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অম্বালি, মেদিনীপুর

(৬২) আরামবাগ প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ আরামবাগ (হুগলী)

(৬৩) চেতনগৌড়ীয়মঠ

কুন্তলপুর, পোঃ চাকদা, (বাঁকুড়া)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং খাঁওস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, চার্চ-রোড
সাউথ, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাসন

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমদ্ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৩৲	৩		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৩৲	৩৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	১৷০
" সিকি কলম ১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৩ । বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর গৃহ বিস্তৃত ও খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টি বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, গ্রন্থ-পদ্য-শ্লোক ও পত্রাঙ্ক-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে সাধিকাদির সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ১০ আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতি সুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত ম্যানেজার কাজিপাড়া, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীগৌরধাম গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বহু জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বপ্রশ্নকারী সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল সৎ-কথা সত্যরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের রিটায়ার্ড প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আনন্দ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম,এ মহোদয় ঐকান্তিক সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য এবং এ মহোদয়ের গোস্বামীবর্ণনা এবং পণ্ডিতগণ লেখনীর অদ্ভুত কল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের ভালিকা-পত্র বহু হইল। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডে ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় ৭৫০ পৃষ্ঠা আছে। শ্রী বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface) বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সূচিপত্র ও শব্দার্থ-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::•)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সপ্তমগোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অবিকৃত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষের অনুমোদিত সর্বশাস্ত্রবিদ্ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি,এ, মহোদয়-প্রণীত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলীর নির্ঘণ্ট ও পরিচিতি হইয়াছে। সর্বসমেত ১১০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ।৶৹ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার প্রকাশবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•)——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। অধিকন্তু পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৩	৬ ২৬	৭ ০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩ ২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৫৫	৯-১৭		১৩-৩১	১৫-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৪৬	১৯-৫৫	২১-১৩
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৪-২৮	১৭-৩৩		
শান্তিপুর পৌঃ	১৫-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩০	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	০০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫৭		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-২৩	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, প্লীহাযকৃৎ রোগগ্রস্তের একমাত্র ঔষধ বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিকার প্লীহা সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন [illegible] জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

[illegible] বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২রা শ্রাবণ, ১৩৪৬ ১৮ই জুলাই, ১৯৩৯, মঙ্গলবার [১১৯শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(•)::——

ফ্রান্সে সামরিক কুচকাওয়াজ

সামরিক কুচকাওয়াজ যেরূপ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে, ১৯০৯ সালের ১৪ই জুলাইয়ের কুচকাওয়াজের পর সেরূপ আড়ম্বর কুচকাওয়াজ আর কখনও হয় নাই। বৃটিশ সৈন্যদল এবং নৌবাহিনীও এই কুচকাওয়াজে যোগদান করিয়াছিল। যে সমস্ত কুচকাওয়াজ আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই রাস্তায় লোকের এত ভীড় বাড়িয়া যায় যে, সেখান দিয়া যাতায়াত করা কঠিন হইয়া পড়ে। বহু বিমানপোতগুলি সৈন্যদলের আগে আগে উড়িয়া যাইতেছিল। বৃটিশ বিমান-বাহিনীর পাঁচটী বোমারু ৯-৩০ মিনিটের (বৃটিশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) সময় সভাপতিকে অভিবাদন করিয়া কুচকাওয়াজের উদ্বোধন করে। উক্ত বিমানপোতগুলি আর প্যারিসে অবতরণ না করিয়া বরাবর বৃটেনে চলিয়া যাইবে।

———

সোভিয়েটকে হাত করার চেষ্টা

জার্ম্মাণী রুশিয়ার সহিত বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা চালাইবার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিবে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে 'কিগারো' পত্রিকার বার্লিনস্থিত সংবাদদাতা তাহা সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছেন। উক্ত সংবাদদাতা ইহাও বলিয়াছেন যে, উক্ত প্রতিনিধিদল একপক্ষ কালের মধ্যে রুশিয়া যাত্রা করিবেন এবং বার্লিনের ব্যবসায়ী মহলের ধারণা এই যে, জার্ম্মাণী সোভিয়েটের নিকট দুই বৎসরের মেয়াদে প্রায় আট কোটি পাউণ্ডের পণ্য ধারে বিক্রয় প্রস্তাব করিবে।

জৈন মন্দিরে চুরির কেস

লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নামক জনৈক লোক শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ রেজার এজলাসে চুরি ও সিঁধকাটার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে প্রত্যেক দফা অভিযোগে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দণ্ডভোগ একযোগে চলিবে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত ৬ ই জানুয়ারী রাত্রিতে উল্টাডাঙ্গার ২০নং সাউথ রোডস্থিত রায়-বাহাদুর অজিতনাথ দাসের ঠাকুরবাড়ী হইতে অলঙ্কারপত্র এবং অনুমান সাত হাজার টাকা মূল্যের স্বর্ণসিংহাসন অপহৃত হয়। ঐ দিন শেষ রাত্রিতে মুচিপাড়া পুলিশ আসামীকে কট লেন দিয়া যাইবার সময় গ্রেপ্তার করে এবং তাহার নিকট অপহৃতমালের কতক ও স্বর্ণসিংহাসন পায়। কাঞ্চন নামক আর একটি লোক আসামীর সহিত ছিল। সে কোনক্রমে পলায়ন করে।

———

বেলজিয়ান কঙ্গোতে ভারতীয়দের অবস্থা

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কনসাল জেনারেল মারফৎ বেলজিয়ান কঙ্গোর ভারতীয়দের অবস্থা সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তদন্তকার্য এখনও শেষ হয় নাই।

সংবাদ লইয়া জানা গেল যে, স্বর্ণ লইয়া বে-আইনী ব্যবসা চালাইবার অভিযোগে বেলজিয়ান কঙ্গোতে কয়েকজন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতীয়দের পক্ষ হইতে মিঃ সি এস ইসমাইল সম্প্রতি ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে ভারতীয়দিগকে বাহির করিবার জন্য যে চেষ্টা চলিয়াছে, গ্রেপ্তার করার পেছনেও তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। ধৃত ব্যক্তিদের বিচার ব্যবস্থা এবং হাজতে থাকার ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক হয় নাই, সুবিচার পাওয়া যাইবে বলিয়াও ভরসা নাই। তিনি বলেন যে নিরপেক্ষ কোন তদন্ত হইয়া আসল সত্য উদ্ঘাটিত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকল অভিযোগের বিচার হইতে পারে না।

———

হিটলার সকাশে ডানজিগের নাৎসী নেতৃদ্বয়

ডানজিগের নাৎসী নেতা হের ফষ্টার ও হের আর্থার হের হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা ডানজিগে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। প্রকাশ যে, তাঁহারা হের হিটলারের নিকট ডানজিগের পরিস্থিতির বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। হের হিটলারের সহিত তাঁহাদের আলোচনা হয় এবং এই সময় সোমবার কমন্স সভায় মিঃ চেম্বারলেন যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাও উত্থাপিত হয়। তবে এই আলোচনার ফলে ডানজিগের ব্যাপারের কোন গুরুতর পরিণতি ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না।

———

ইতালীতে জার্ম্মাণ সৈন্যের প্রবেশ

পিকোলো পত্রিকা বলিতেছেন, জার্ম্মাণ সৈন্যের বেসামরিক পরিচ্ছদ দিয়া দলে দলে ইতালীতে প্রবেশ করিতেছে, এই অসত্য সংবাদ প্রচারের জন্যই যোলহাজারো প্রদেশ হইতে বিদেশীদিগকে বহিষ্কৃত করা হইতেছে। পত্রিকা আরও বলিতেছে যে, ব্রেনার অঞ্চলে সৈন্য চলাচল লক্ষ্য করিবার জন্য যোগাযোগ বিশেষ প্রতিনিধিগণ ঐ সকল পাঠাইতেছে বলিয়া প্রচার করা হইতেছে।

———

পোল্যাণ্ডকে ঋণ দানের আয়োজন

ডেলী টেলিগ্রাফ এর সংবাদে জানা যায় লণ্ডনে ইঙ্গ-পোলিশ সামরিক ও অর্থনৈতিক আলোচনার ফলে যে সকল চুক্তি হইয়াছে, তাহা অদ্য স্বাক্ষরিত হইবার সম্ভাবনা আছে।

ডেলী টেলিগ্রাফ-এর সংবাদদাতা জানিতে পারিয়াছেন যে, পোল্যাণ্ডের আর্থিক বল বৃদ্ধির জন্য বৃটিশ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যথাক্রমে ৫০ লক্ষ ও ৩২ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দিবেন। ইহার ফলে পোল্যাণ্ড তাহার সৈন্যবাহিনীকে দুর্দ্ধর্ষ প্রস্তুত রাখিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত পোল্যাণ্ড যাহাতে সমরোপকরণ কাঁচা মাল কিনিতে পারে সেজন্য বৃটেন মোট ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ দিবেন।

———

মাঞ্চুকুও সীমান্তে আবার লড়াই

প্রকাশ, মাঞ্চুকুও মঙ্গোলীয় সীমান্তে আবার সঙ্ঘর্ষ বাধিয়াছে এবং দুই শত সোভিয়েট মঙ্গোল ট্যাঙ্ক লড়াই চালাইতেছে। জাপানী সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গোলন্দাজদের আবরণে ঐ ট্যাঙ্কগুলি সদলবলে বাধা নদী অতিক্রমের চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাদের হটাইয়া দেওয়া হয়। আরও দাবী করা হইয়াছে যে, বিমানযুদ্ধে একাশটি সোভিয়েট মঙ্গোল বিমানপোত ধ্বংস করা হয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীদেবের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টী অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীদেবের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১।	শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র	৪০৲
	প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত—	২৮৲
	দশম স্কন্ধ—	৯৲
২।	অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা)	৬৲
৩।	অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত	৩৲
৪।	সম্বন্ধ-তত্ত্ব-চন্দ্রিকা (অবাঁধা)	৪৲
৫।	শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী	
	১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০	
৬।	শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	
	১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড	
৭।	শ্রীচৈতন্যদেব	১৲
৮।	সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা	১।০
৯।	বৈষ্ণবধর্ম্ম	২৲
১০।	গৌড়ীয়-কণ্ঠহার	২৲
১১।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)	২৲
১২।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)	১৲
১৩।	হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ)	৸০
১৪।	সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)	।০
১৫।	বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব	।০
১৬।	ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব	৸০
১৭।	চৈতন্যোপনিষৎ	।০
১৮।	বামন আনন্দ	।০
১৯।	তত্ত্ববিবেক	।০
২০।	গৌড়ীয়-গৌরব	৷৵০
২১।	গৌড়ীয়সাহিত্য	৷৵০
২২	ভজন-রহস্য	।০
২৩।	শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)	১৲
২৪।	গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)	৪৲
২৫।	গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অবাঁধা)	৯৲ ১৲
২৬।	গীতার কেবল মূল-ভাষ্য	।০
২৭।	মুক্তিবৃত্তিকা স্তবগোষ্ঠীঃ (সানুবাদ)	২৲
২৮।	বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ)	।০
২৯।	প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা)	৸০
৩০।	দীপ-দিগ্-দর্শন	৵০
৩১।	সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ)	৷৵০
৩২।	গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা)	।০
৩৩।	নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা	৸০
৩৪।	ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা)	৵০
৩৫।	গীতমালা	৴১০
৩৬।	নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য	৵০
৩৭।	ঐ প্রমাণ-খণ্ড	৵০
৩৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ	।০
৩৯।	শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমাখ	।০
৪০।	শরণাগতি	৴০
৪১।	গীতাবলী	৴০
৪২।	শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	৸০
৪৩।	সাধনতত্ত্ব	৴০
৪৪।	প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা	৴
৪৫।	নবদ্বীপশতক	
৪৬।	অর্চ্চনপদ্ধতি	
৪৭।	সদাচারস্মৃতি	০/
৪৮।	কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ)	৴১০
৪৯।	অর্চ্চনকণ	ৎ১০
৫০।	বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড)	৬৲
৫১।	ব্রহ্মসংহিতা	।০
৫২।	মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)	।০
৫৩।	গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ	৸০
৫৪।	পুরুষার্থ-বিনির্ণয়	।০
৫৫।	শব্দকুসুমাবলী বা মাধ্যাহ্নলীলাবলী	।০
৫৬	ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ	৵০
৫৭।	ঈশোপনিষৎ (অনুবাদিত)	।০
৫৮।	শ্রীকৃষ্ণদেব	৵০
৫৯।	সিদ্ধান্তদর্পণ	৵০
৬০।	সাংখ্যবাণী	৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১।	শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ	।০
৬২।	সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ	।০
৬৩।	সটীক-শিক্ষাষ্টকম্	।০
৬৪।	তত্ত্বস্তবম্	।০
৬৫।	সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্	৵০
৬৬।	গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ	৴০
৬৭।	সারাৎসারদর্শনম্	৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮।	রায় রামানন্দ	।০
৬৯।	এ ভিউ ওয়ার্ড স অব লেটার্স	।০
৭০।	বামজল	৴০
৭১।	বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি	।০
৭২।	রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স	৷৵০
৭৩।	লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	।০
৭৪।	বৈষ্ণবীজম	।০
৭৫।	রোমাট গৌড়ীয়মঠ ইন ফুটো	৴০
৭৬।	দি ভাগবত	।০
৭৭।	ইনোটিক মিশিনারি অ্যাণ্ড আনরাজনেস ডিভোশন	।০
৭৮।	ব্রহ্মসংহিতা	১।০
৭৯।	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড)	১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০।	শ্রীহরিনামচিন্তামণি	।০
৮১।	সাধন-পথ	।০
৮২।	কল্যাণ-কল্পতরু	৵০
৮৩।	গীতাবলী	৴০
৮৪।	শরণাগতি	৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫।	শরণাগতি	৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১৭ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২রা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৮ই জুলাই ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার } ১১৯৭ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

কটক টাউনহলে বক্তৃতা

গৌড়ীয়মিশনের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিগৌরব ভক্তিবৈভব ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কটক টাউনহলে গত ৮ই ও ৯ই জুলাই দুই দিবস যথাক্রমে 'ধর্ম্মের স্বরূপ' ও 'ধর্ম্মজগতে উৎকলের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় দুইটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। শিক্ষাবিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোদাবরীশ মিশ্র মহোদয় উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ভক্তিশাস্ত্রীজী দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, ভোগ-ত্যাগ, সনাতন আশ্রমধর্ম্ম, নিত্য ও নৈমিত্তিকধর্ম্ম, আত্মার সহজবৃত্তি পরমাত্মার সেবা ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ হইতে ধর্ম্মের স্বরূপ অতি সরলভাবে বুঝাইয়া দেন।

দ্বিতীয় দিবস সভাপতি মহোদয় শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য ও শ্রীমহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সঙ্কীর্ত্তনই যে কলিযুগের একমাত্র যুগধর্ম্ম, ইহা বুঝাইয়া দেন।

সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইল—

শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাউতারায়; শ্রীযুক্ত ভিখারী-চরণ পট্টনায়ক, জমিদার; শ্রীযুক্ত মনোমোহন সাহু বি-এ; শ্রীযুক্ত গণেশপ্রসাদ ভকত; শ্রীযুক্ত প্রসন্ন মহান্তি, অ্যাডভোকেট; শ্রীযুক্ত আকাশী ঘোষ শেখর; শ্রীযুক্ত শ্যামচরণ পট্টনায়ক এম-এ, বি-ই-ডি, ডেপুটী স্কুল ইন্‌স্পেক্টর; ডাঃ নদীয়াচন্দ্র মিত্র; শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র, উকিল; শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখার্জী, এম-এ, বি-ই-ডি; শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র পালিত, এম-এ, অ্যাডভোকেট; শ্রীযুক্ত রাধানাথ রায়, বি-এল, ভাইস্ চেয়ারম্যান; শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মিত্র, অবসর-প্রাপ্ত ডেপুটী স্কুল ইন্‌স্পেক্টর; শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, অ্যাডভোকেট; শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দে, উকিল; শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিশ্র, বি-এ, বি-ই-ডি স্কুল সাবইন্‌স্পেক্টর; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মিশ্র, উকিল; শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস দাস, উকিল; শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এল; শ্রীযুক্ত কপিলেশ্বর হোটরায় এম-এ; অডিটার কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক; শ্রীযুক্ত কমলকুমার সরকার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট ক্যানাল-রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট; শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ ঘোষ, এডিটর প্রভৃতি।

শ্রীশ্রীমহাজনবাণী

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

—ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

Don't converse with slanderers and scandal-mongers. Look not upon those wretches, that insult and scandalise the Lord's servants, nor upon those tigers in human shape that have insulted their Guru.

[অর্থাৎ নিন্দক এবং অপবাদ-রটনাকারী ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিবে না। যাহারা ভগবানের ভৃত্যগণকে অপমানিত ও তাঁহাদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে, সেই সকল নীচাশয় ব্যক্তিগণের মুখদর্শন করিও না। যাহারা তাহাদের গুরুদেবকে অপমানিত করিয়াছে—এইরূপ মনুষ্যাকৃতি ব্যাঘ্রগুলির দিকে কখনও তাকাইবে না।]

—শ্রীরামানুজাচার্য্য

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী

গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে। তাহাতে অন্যমনস্ক থাকিবেন।

লৌকিক লোকের বাধা পাইলে উহাদের সর্ব্বনাশ হইবে বলিয়া জ্ঞান হয়। যে মিছাভক্তকে 'ভক্ত' বলিয়া মনে করিয়া আত্মপ্রতারণা গ্রহণ করে।

ভক্তিবিরোধী বিষয়গণ সর্ব্বদাই তাহাদের নিজ নিজ খেয়াল অনুসারে দৌরাত্ম্য করিবে। আমরা তাহা সহ্য করিয়া পৃথক্ থাকিব।

বৈষ্ণববিদ্বেষীর নাম 'পাষণ্ডী হিন্দু'। পাষণ্ডী হিন্দুর কবল হইতে না পারে এমন কোন দুষ্কার্য্য নাই।

বহির্ম্মুখের দ্বারা বাধা ধীরভাবে সহ্য করিতে পারিলে নিশ্চয়ই তাহারা একদিন না একদিন তাহাদের দুষ্কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিবে।

বৈষ্ণবদাস বলিয়া পরিচয় দিয়ে দিয়া আমাদের যে অহঙ্কারের উদয় হয়, তাহা হইতেও পরিত্রাণ পাইব। আমাদের ভাষায় 'আমি বৈষ্ণব' এই বিচার আছে, তাহারা 'বৈষ্ণব' নহে।

যিনি শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় নিত্যসঙ্গী, তাঁহারই সেবা পারমার্থিকপ্রবর সদা বাক্য প্রকাশিত হয়।

যদি আমি সর্ব্বত্র মঙ্গল চাই তবে জগতের কাহারও কথা শুনিব না।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

"বাইরের বিরাগ বা বাইরের আসক্তি দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। ভক্তিজগতের জন্য কতটা অকৃত্রিম আসক্তি, কতটা অকপট বৈরাগ্য, তা দেখে প্রকৃত বৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' চিনতে পারেন। সাধক ও সিদ্ধকে এ[illegible] বুঝতে হবেন না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ মাঘ, [illegible] গৌরাব্দ ৪৪০

ভক্তি

——::(*)::——

তত্ত্ব বা বস্তু একমাত্র কৃষ্ণ। তত্ত্বজ্ঞানই সম্বন্ধজ্ঞান বা ভগবৎজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানাভাব থাকিলে তত্ত্ববস্তু ইন্দ্রিয়তর্পণময়ী ভক্তি অসম্ভব। ভক্তের বৃত্তি বা সহজ ধর্মই ভক্তি, যাহার অপর নাম ভগবানের প্রতি প্রীতি বা ভালবাসা। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত ভক্তি হয় না। ভক্তগণ জীবগণের [illegible] তাঁহাদের সংস্কার ও মঙ্গল লাভ হয়। ভক্তের কৃপাশক্তি কথাই নিষ্কপট জীবগণকে কৃষ্ণপাদপদ্মে চালিত করে। ইহজগতে থাকিতে হইলে সর্বদা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা একান্ত দরকার, সাধুর অন্তরে প্রবেশ করা দরকার; নতুবা তাঁহাদের অন্তরের ভাব বা কৃষ্ণসেবা-পিপাসা লাভ করা ও তাঁহাদের কথা, তাহা বুঝা যায় না, প্রকৃত ভক্তির কথা বুঝিতে পারা যায় না। ভক্তিপথে যেমন সংসারের জন্য ব্যাকুলতা দেখা যায়, ভগবৎসম্বন্ধীয় সেইরূপ স্পৃহা দেখা যায়। ভাব বা ভগবানের সেবা ভগবৎপ্রিয়জন শ্রীগুরুদেব যদি কৃপা করিয়া দান করেন তবেই জীব তাহা লাভ করিতে পারে, ভগবানের সন্ধান লাভ করিতে পারে। তবে আমার দিক থেকে একটা কাজ আছে, তাহা নিরন্তর কৃপা প্রার্থনা বা সেবালাভের জন্য ব্যাকুলতা না হয় — ভক্তগণের কায়মনোবাক্যে আনুগত্য।

ভক্তি শুদ্ধ ও নির্গুণা। অন্যাভিলাষিতা, ভুক্তি-মুক্তি বাঞ্ছা, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা, নির্বিশেষজ্ঞান, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্মচেষ্টা, ফল্গু-বৈরাগ্য, তপস্যা, অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি কৃত্রিম অভক্তি চেষ্টা নাই। কিন্তু যেখানে ভক্তির নামে কর্মমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা ও যোগমিশ্রাদি ভক্তি দেখা যায় তাহা মিশ্রা বা অশুদ্ধা ভক্তি।

শুদ্ধা ভক্তি ত্রিবিধা।—সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধনাবস্থায় সাধনভক্তি আর সাধ্যাবস্থায় ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি। শুদ্ধা ভক্তি দেহমনের ক্রিয়া নহে, ইহা চেতনের [illegible]। সাধনভক্তির পরিপক্বাবস্থাক্রমে ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তির প্রকাশ। যেমন একটি আমের কাঁচা, ডাঁসা ও পাকা অবস্থা। সাধনাদি যা কিছু সবই মনকে নিগ্রহ করিবার জন্য। মনোনিগ্রহ হলে শুদ্ধ আত্মবৃত্তি বিকশিত হয়। সাধনভক্তি আত্মবৃত্তিতে প্রকাশিত। সাধন[illegible] মনের কার্য্য।

সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধা। স্বাভাবিক রাগ ও রুচি দ্বারা প্রবর্তিত না হইয়া কেবল শাস্ত্রশাসন ও বিধির দ্বারা শাসিত হইয়া জীব যেখানে কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয়, সাধনভক্তিই বৈধী ভক্তি। বৈধ ভক্ত অধিকার কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তমভেদে ত্রিবিধ। বৈধভক্তের মধ্যে যাহার শ্রদ্ধা লাভ হইয়াছে এবং যিনি নিরন্তর সিদ্ধান্তকে [illegible] করেন ও [illegible] আরূঢ় হইবার যোগ্যতা রাখেন তিনি কনিষ্ঠ। কনিষ্ঠ আবার দ্বিবিধ — কর্ম্মজ্ঞানাদিকার্য্যমিশ্র ও কর্ম্মজ্ঞানাধিকারযুক্ত। যাঁহারা কর্ম্মজ্ঞানাধিকারবিমুখ, তাঁহারা ধর্ম্মপ্রবণ ও কর্ম্মার্পণপরায়ণ ভক্তের ন্যায় যাহা অনুষ্ঠান করেন তাহা বস্তুতঃ ভক্তি নয়—ভক্ত্যাভাস। তাঁহাদের উচ্চারিত হরিনাম—ছায়া নামাভাস। যদি মুক্তিকামনা প্রভৃতি [illegible] থাকে, তবে প্রতিবিম্ব নামাভাস হয়। তখন ইঁহাদিগকে কর্ম্মী ও জ্ঞানী বলা যায়, ভক্ত বলা যায় না। শুদ্ধভক্তের কৃপায় তাঁহারা মঙ্গল লাভ করিতে পারেন, নতুবা [illegible] কর্ম্মাধিকারযুক্ত, তাঁহারা বেদশাস্ত্রবাদ হইতে নির্মুক্ত হইয়া হরিভক্তগণের আনুগত্য করিতে করিতে ক্রমে মধ্যম ও উত্তম হইতে পারেন। যাঁহারা মধ্যম, তাঁহাদের শ্রদ্ধা কনিষ্ঠাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। তাঁহারা নিরন্তর নামানুশীলনপর—কৃষ্ণকীর্ত্তনপর। যাঁহার শ্রদ্ধা অচলা ও সুদৃঢ়, তিনি উত্তম ভক্ত। মধ্যমাধিকারী উত্তমের মহাভাগবতের সম্পূর্ণ অনুগত। তিনি উত্তমের কৃপায় সাধু-অসাধু চিনিতে পারিয়া দৃঢ়তার সহিত অসজ্জন ত্যাগ করিয়া সত্যনিষ্ঠ হন

অসংখ্য প্রকার ভজনাঙ্গের মধ্যে ৬৪টি প্রকার ভজনাঙ্গের কথা শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু আমাদের জানাইয়াছেন। (১) সদ্গুরুপাদাশ্রয়, (২) কৃষ্ণশিক্ষা ও দীক্ষা, (৩) বিশ্বাসের সহিত গুরুসেবা, (৪) সাধুগণের পথানুসরণ, (৫) সদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, (৬) কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগত্যাগ, (৭) ভক্তিতীর্থে বাস, (৮) জীবন-নির্ব্বাহোপযোগী সংগ্রহ, (৯) একাদশীর সম্মান, (১০) ধাত্রী, অশ্বত্থ, গো, বিপ্রের প্রতি সম্মান। এই ১০টি অঙ্গভাবে সাধুসঙ্গ, ইহাদের মধ্যে (১) গুরুপাদাশ্রয়, (২) দীক্ষা ও (৩) গুরুসেবা—এই তিনটি প্রধান।

(১) বহির্ম্মুখ ব্যক্তির সঙ্গ পরিত্যাগ, (২) সেবা ও নামাপরাধ না হয় এ বিষয়ে সতর্ক থাকা, (৩) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিদ্বেষ ও নিন্দা শ্রবণ না করা, (৪) অনধিকারী ব্যক্তিকে শিষ্য না করা, (৫) বহ্বারম্ভ পরিত্যাগ, (৬) ব্যবহারে অকার্পণ্য, (৭) শোকাদির বশীভূত না হওয়া, (৮) অন্য দেবতার নিন্দা বা অবজ্ঞা না করা, (৯) নিজকার্য্যের দ্বারা অন্য জীবকে উদ্বেগ না দেওয়া, (১০) ভক্তিশূন্য গ্রন্থ পাঠ ও [illegible]শাস্ত্রের আংশিক অভ্যাস ও ব্যাখ্যাদি বর্জ্জন—এই ১০টি ব্যতিরেকভাবে সাধনাঙ্গ। ইহাদের মধ্যে (১) কৃষ্ণবহির্ম্মুখসঙ্গত্যাগ, (২) সেবা ও নামাপরাধ বর্জ্জন, (৩) কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তের বিদ্বেষ ও নিন্দা-শ্রবণ পরিত্যাগ—এই ৩টি প্রধান।

(১) বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ, (২) হরিনামাক্ষর ধারণ, (৩) নির্ম্মাল্যধারণ, (৪) কৃষ্ণাগ্রে নৃত্য, (৫) দণ্ডবন্নতি, (৬) অভ্যুত্থান, (৭) অনুব্রজ্যা, (৮) কৃষ্ণস্থানে গমন, (৯) পরিক্রমা, (১০) অর্চ্চন, (১১) পরিচর্য্যা, (১২) গান, ([illegible]) সংকীর্ত্তন, (১৪) জপ, (১৫) বিজ্ঞপ্তি, (১৬) স্তবপাঠ, (১৭) নৈবেদ্যাস্বাদন, (১৮) পাদ্যের আস্বাদন, (১৯) ধূপ ও মাল্যাদি-সৌরভ গ্রহণ, (২০) শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন, (২১) শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, (২২) আরাত্রিক উৎসবাদি, (২৩) শ্রবণ, (২৪) কৃষ্ণের কৃপোদ্দেশ্য-দর্শন, (২৫) স্মরণ, (২৬) ধ্যান, (২৭) দাস্য, (২৮) সখ্য, (২৯) আত্মনিবেদন, (৩০) প্রিয়বস্তু কৃষ্ণকে সমর্পণ, (৩১) কৃষ্ণোদ্দেশে অখিলচেষ্টা, (৩২) সর্ব্বভাবে শরণাপত্তি, (৩৩) ভক্তিভাবে তুলসীসেবন, (৩৪) ভক্তিভাবে ভাগবতশাস্ত্রাদির সম্মান, (৩৫) ভক্তিভাবে শ্রীধামপুর শ্রীমথুরাদির সেবন, (৩৬) ভক্তিভাবে বৈষ্ণবসেবন, (৩৭) যথা বৈভবসামগ্রীর সহিত সাধুগোষ্ঠী সহ মহোৎসব, (৩৮) কার্ত্তিকমাসের সমাদর, (৩৯) জন্মদিনাদিতে যাত্রা, (৪০) শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা, (৪১) রসিকজনের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ আস্বাদন, (৪২) সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ অথচ আপন হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ, (৪৩) নাম-সংকীর্ত্তন, (৪৪) মথুরা অর্থাৎ ভগবজ্জন্মস্থানে অবস্থিতি। ইহার মধ্যে (১) সাধুসঙ্গ, (২) নামকীর্ত্তন, (৩) ভাগবতশ্রবণ, (৪) মথুরাবাস, (৫) শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন—এই ৫টি অঙ্গ শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আবার নামকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কীর্ত্তনই অঙ্গী আর সব তাহার অঙ্গ। তবে এই কীর্ত্তন অপরাধশূন্য ও সাধুসঙ্গময় হওয়া চাই। নতুবা কীর্ত্তন হইবে না।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

এই ৬৪টি ভজনাঙ্গের কতকগুলি শরীর-সম্বন্ধীয়, কতকগুলি ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধীয় ও কতকগুলি অন্তঃকরণ-সম্বন্ধীয়, ইহাদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে পৃথক্ ও কতকগুলি মিশ্রভাবাপন্ন। সাধন-ভক্তির অঙ্গসকল ৬৪ ভাগে বিভক্ত হইলেও বস্তুতঃ তাহার ৯টি অঙ্গ। যথা—(১) শ্রবণ, (২) কীর্ত্তন, (৩) স্মরণ, (৪) পাদসেবন, (৫) অর্চ্চন, (৬) বন্দন, (৭) দাস্য, (৮) সখ্য ও (৯) আত্মনিবেদন।

ভক্তিশাস্ত্রে যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের কথা শুনা যায়। যুক্তবৈরাগ্য সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত ভক্তের হৃদয়ের জিনিষ, আর ফল্গুবৈরাগ্যের প্রার্থী প্রতিষ্ঠাকামী ও মায়াবাদিগণ। কৃষ্ণই নিত্যপ্রভু—এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত হইয়া সকল বস্তুর দ্বারা কৃষ্ণের সেবা ও কৃষ্ণের প্রীতির জন্য ভোগত্যাগই যুক্তবৈরাগ্য, ইহা ভক্তি; আর সকল বস্তুকে প্রাপঞ্চিক মনে করিয়া হরিসেবার উপকরণেও সেইরূপ বুদ্ধি এবং ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর লীলা প্রভৃতিকে মায়াময় মনে করা, তাহা ফল্গু-বৈরাগ্য; ইহা সম্পূর্ণ অভক্তি।

রাগাত্মিকা ভক্তি সাধ্যভক্তি। রাগময়ী যে ভক্তি তাহাই রাগাত্মিকা ভক্তি। নিত্যসিদ্ধ অপ্রাকৃত ব্রজবাসিগণ রাগাত্মিক ভক্ত। রাগানুগা সাধনভক্তি এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা। যাঁহাদের হৃদয় নির্গুণ, তাঁহাদের রাগাত্মিক ব্রজজনের বিভিন্ন প্রকারের কৃষ্ণসেবায় লোভ উৎপন্ন হইয়া যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাই রাগানুগা ভক্তি। রাগানুগা সাধনভক্তি—চতুর্ব্বিধ। যথা—

দাস্যরসাশ্রয়, সখ্যরসাশ্রয়, বাৎসল্যরসাশ্রয়, ও মধুররসাশ্রয়। ভক্তগণ সেবকাভিমানী বা অনুগতাভিমানী। কি দাসাশ্রয় কি বৈধ, সকল ভক্তই নিত্যসিদ্ধ গুরুবর্গের অনুগত। তাঁহারা কখনও নিজেকে শ্রীমতী, শ্রীনন্দযশোদা, শ্রীদাম-সুদাম, শ্রীরক্তক-পত্রক, প্রভুপাদ বা আচার্য্য মনে করেন না। এইরূপ মনে করা অহংগ্রহোপাসনা বা অভক্তি। সেইজন্যই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন,—

নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর কৃষ্ণভজে অন্তর্মনা হঞা॥

এই অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলনের নামই ভক্তি।

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

আমরা সদ্গুরুলাভ করিয়াও অনেক সময় ভজনে অগ্রসর হইতে পারি না; ভজন দূরের কথা, এমন কি আমাদের অনর্থনাশ কি পর্য্যন্ত হয় না। শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—অনর্থনিবৃত্ত হইলে পরে শুদ্ধভজন আরম্ভ হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি অনর্থের হাত হইতে নিস্তার পায় নাই তাহার হরিভজন কিরূপে সম্ভব?

আলো-অন্ধকার, কাম-প্রেম একাধারে অবস্থান করিতে পারে না। যেখানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্র বর্ত্তমান সেখানে সেবা নাই। সেখানে সম্পূর্ণভাবে মায়া অধিকার করিয়া আছে। যে ব্যক্তি সেবা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, সে সেবক নহে। আমি সেবার বিনিময়ে ধন চাই, জন চাই, আমার কবিতা, প্রবন্ধ, বক্তৃতা বড়ই সুন্দর হইয়াছে লোকে বলুক, কাগজে বা প্রবন্ধে আমার নাম থাকুক, এইরূপ প্রতিষ্ঠাশা হৃদয়ে পোষণ করি। ইহাই কি সেবা? শ্রীগৌরসুন্দর ইহাকে ত' সেবা বলেন নাই। শ্রীরূপপাদও ইহাকে 'সেবা' বলিবার পরিবর্ত্তে 'অন্যাভিলাষ' বা 'কর্ম্ম' নাম দিয়াছেন। যেখানে ফলভোক্তা 'আমি' অর্থাৎ আমার বিরূপ সেই স্থানে কর্ম্মের আবাহন ব্যতীত সেবা নাই। সেবা সতী সহধর্ম্মিণীর ন্যায় প্রভুর সন্তোষ-বিধানে নিযুক্তা। আর কর্ম্মস্পৃহা ব্যভিচারিণী বারবনিতার ন্যায় নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য লালায়িতা। বৈষ্ণবই প্রতিষ্ঠার মালিক। যাবতীয় প্রতিষ্ঠা তাঁহারই সেবা করিবার জন্য লালায়িতা হইয়া সর্ব্বদা পরিচারিকার ন্যায় অনুগামিনী। কিন্তু আমার ন্যায় অবৈষ্ণব, মূঢ়, কামক্রোধাদিতে আসক্ত লোক যদি বৈষ্ণবের পদটি, প্রভু-রাজেশ্বরের যোগ্য আসনটি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে মায়াদেবী আমার দাম্ভিকতা দর্শন করিয়া আমাকে দৃঢ়ভাবে মায়া-নিগড়ে বদ্ধ করিবেন। তাই, যদি আমরা প্রতিষ্ঠা চাই, তাহা হইলে আমাদের বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠার নিষ্ঠাবান্ হওয়া উচিত। আমার একমাত্র প্রভু অধোক্ষজ শ্রীভগবান্ ও তদভিন্ন গুরুবৈষ্ণবগণ। আমি তাঁহাদের নিত্যদাস। তাঁদের প্রভুসেবাই একমাত্র ধর্ম্ম। নিরন্তর নিষ্কপট সেবায় নিযুক্ত থাকাও তাঁদের একমাত্র প্রতিষ্ঠা। ইহারই নাম বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। যেখানে অহৈতুকী সেবারূপা বৈষ্ণবীপ্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে অপর বস্তুর জন্য আমরা লালায়িত সেখানে জড় প্রতিষ্ঠা।

যিনি হরিগুরুবৈষ্ণবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, হরিগুরুবৈষ্ণবের সুখোৎপাদনকে নিজসুখ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তিনি হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতিষ্ঠাকে নিজ প্রতিষ্ঠা বলিয়া বরণ করিতে পারিয়াছেন। যাঁহার হরিগুরুবৈষ্ণব হইতে পৃথক্ অবস্থান নাই—এইরূপ দৃঢ় উপলব্ধি হইয়াছে, তিনি প্রকৃত নিষ্কপট সাধুগণের অনুমোদিত হরিভজন লাভ করিতে পারেন।

কৃপা ও সাধন

ভগবান্ ও ভক্তের কৃপায় জীবের অনর্থ নিবৃত্তি হইয়া নিত্যমঙ্গলের উদয় হয়। বিড়ালী তাহার শাবককে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করে। তাহা দেখিয়া আমরা শরণাগতির মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া ভগবৎ-কৃপার উপর পূর্ণ নির্ভরতার আবশ্যকতা বুঝিতে পারি, তখন আমাদের ভগবানে শরণাগতি ও আপনাকে পাল্যবুদ্ধির উদয় হয়। ইহাই মার্জ্জারন্যায়।

মর্কট নিজশাবককে অধিক সাহায্য করে না। বানরশিশু অনুগ্রহপ্রার্থী না হইয়া নিজ চেষ্টায় মাতাকে জাঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। ইহাই মর্কটন্যায়।

আমরা শাস্ত্রে কৃষ্ণপ্রসাদজ বা কৃষ্ণভক্তপ্রসাদজ বিচার ও সাধনাভিনিবেশজ কৃপার কথা শুনিতে পাই। ভক্ত ও ভগবান্ স্বতন্ত্র। তাঁহারা যাহাকে তাহাকে স্বেচ্ছায় কৃপা করিতে পারেন। তবে ইহা অতি বিরল। ইহা কোন জীবের প্রতি অযাচিত আকস্মিক কৃপা। কৃপা ছাড়া গতি নাই, ইহা অবশ্য সত্য। তবে কৃপাভিখারী, কৃপাপ্রার্থী—কৃপালাভে যত্নশীল ব্যক্তি কৃপা পাইয়া থাকে ইহাই সাধারণ বিধি। কৃপা ও সাধন যুগপৎই দরকার; নতুবা কৃপা বা সেবালাভ হয় না—একথা বুঝিতে না পারিয়া মার্জ্জারন্যায়াবলম্বনে কেহ কেহ সাধনের প্রতি অনেকটা উদাসীন থাকিয়া কেবল ভগবান্ ও ভক্তকৃপাতেই সিদ্ধ হয়, এই বিচার করেন। আবার মর্কটন্যায়াবলম্বনে কেহ কেহ সাধনের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয় এই বিচারকেই হৃদয়ে স্থান দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মসমর্পণের পন্থায় এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। আত্মসমর্পণের পূর্ব্বে ভক্তদেহে সাধকজীবের স্বেচ্ছায় প্রয়াসের অপেক্ষা আছে। ভগবৎ-কৃপা সর্ব্বত্র লভ্যের বিষয় হইলেও সেই কৃপা লাভের জন্য আমাদের চেতনতার বা বুদ্ধির সমাশ্রয় প্রয়োজন। জীবের স্ব-স্ব-ভাব নিত্যসিদ্ধ হইলেও শ্রবণাদি শুদ্ধ সাধনের দ্বারাই উহাকে হৃদয়ে প্রকট করিতে হয়।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥

আমরা যেন মুখে কৃপার প্রতি নির্ভরতা দেখাইয়া অলস হইয়া না পড়ি। সাধনভক্তি অন্য কিছুই নয়, কৃপা-প্রার্থনা বা কৃপালাভের জন্য যত্নই সাধন। কৃপার প্রতি নির্ভরতা আছে, কিন্তু প্রয়াসের জন্য যত্ন নাই, ইহা হইতে পারে না। দুইটী যুগপৎ থাকিবে। যেখানে একটীকে বাদ দিয়া আর একটীর প্রতি মৌখিক অভিনিবেশ দেখা যায়, সেখানে কোন ফলোদয় হয় না। গুরুকৃষ্ণকৃপাই সকল সিদ্ধির মূল হইলেও নিষ্কপটচেতনবৃত্তি—বুদ্ধি ও স্বতন্ত্রতাকে কৃপা গ্রহণের জন্য নিয়োগ করিতে হইবে। কৃপাপ্রার্থী জীব কৃপা পাইবেই।

কেহ যেন গুরুকৃপা ও কৃষ্ণকৃপাকে পৃথক্ মনে না করেন। গুরুর ইচ্ছা ও কৃষ্ণের ইচ্ছা একই। গুরুকৃপা ও কৃষ্ণকৃপা অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর সাপেক্ষ। গুরুকৃপাতে কৃষ্ণকৃপা এবং কৃষ্ণকৃপাতে গুরুকৃপা লাভ হয়। গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতাবীজ লাভ ও সর্ব্বমঙ্গলের উদয় হয়।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতাবীজ॥

পদ্মানীতি

পদ্মা কৃষ্ণবিরোধী কংসের মাতা। পদ্মা অন্তর্নিক কচবুদ্ধিসম্পন্না। সে নিজের ন্যায় জগৎ দেখে। তাই কৃষ্ণের ব্রজবাসিগণের প্রতি আন্তরিক স্নেহ লক্ষ্য করিয়া পদ্মা মনে করে যে, কৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের নিকট খাইবার ... খাওয়া পরা, আদর-যত্ন পাইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতঃ কৃষ্ণের এই ভাব। জগতে ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পর দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিলেই পরস্পরের বন্ধন ও সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব কৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের নিকট যাহা পাইয়াছেন সব, তাঁহারা কৃষ্ণের দ্বারা কাজকর্ম্মাদি করাইয়া বিনিময়ে যাহা পাইয়াছেন তাহার একটা হিসাব নিকাশ করিয়া ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণের নিকট যাহা অধিক প্রাপ্য হইবে তাহা শোধ করিয়া দিলে কৃষ্ণ ও ব্রজবাসিগণের পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

কৃষ্ণগতপ্রাণ ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই জানেন না। তাঁহারা নিত্য পঞ্চরসাশ্রিত ভগবৎপ্রেমবিগ্রহ। বিষয়-বিগ্রহ কৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের নিত্য অবিচ্ছেদ্য প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ। কৃষ্ণে তাঁহাদের স্বাভাবিকী প্রীতি ও আপনজ্ঞান। তাঁহারা বণিগ্‌বৃত্তিহীন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের প্রাণের সহজ টান। ব্রজবাসিগণ কোন কিছুর জন্য ভগবান্‌কে ভালবাসেন না বা তাঁহার সেবা করেন না। ভগবানের সুখের জন্যই তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টা। অতএব পদ্মা ও তদনুগত জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণ একথা বুঝিয়া উঠিতে পারে না বলিয়া ব্রজবাসিগণকেও নিজের মত মনে করে।

কর্ম্মীই হউক আর জ্ঞানীই হউক, প্রত্যেকেই নিজ নিজ সুখানুসন্ধান করিয়া থাকে। উভয়েই ভোগাভিমানী। একজনের ভোগসংগ্রহচেষ্টা, আর একজনের ভোগত্যাগময় নিজেন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা। উভয়েরই বুদ্ধি বণিগ্‌বৃত্তিসম্পন্ন। সুতরাং ইহারা বণিগ্‌বৃত্তি ছাড়া অহৈতুকী সেবার বিচার কি করিয়া বুঝিবে? ভক্তের স্বাভাবিকী ভগবৎপ্রীতি ও ভক্তচিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। পদ্মানীতিতে জড়বুদ্ধিকার স্বার্থবুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভক্তগণ এরূপ কুবিচারের প্রশ্রয় দেন না।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপীনাথ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ মুদ্রণালয়ে 'নদীয়া প্রকাশ' মুদ্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রাত্যহিক বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের ধাম

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) ভক্তকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারদি পোঃ আড়ি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নারিন্দা, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

আর পাপাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিহার, জিলা সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মথুরা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দেশ্বর বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোবিন্দবিহারী মঠ—কোশালী,

পোঃ হোডল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৪নং দরিয়াগঞ্জ রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অগষ্ট ক্রান্তি ময়দান
বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ মাইলাপুর, মাদ্রাজ।
শ্রীরুক্মিণীসহিত শ্রীপার্থসারথির সেবা

(৫১) কভুর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীরুক্মিণীকান্ত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহের সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ

সাগরতীর, পোঃ জগন্নাথপুরী, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ভিন্নপি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কয়েন্সর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

শীবাবাজি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মাণ্ড-গৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ বসন্তকুঞ্জ, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) জলাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকুঞ্জ, পোঃ ঠাকুরা, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাইনরোড
গ্ল্যাস্টন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ডিউরেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউপি)

(৬৮) শ্রীবিভানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	৷৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন দর।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও বেতনবাবদ প্রায় মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—::(০)::—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম পূর্ব্বাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-নফিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকাটোর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক স্তবের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অবিকৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অবিকৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভ[illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমন্মাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া যা পরাইতেন এবং যাহার বিবরণ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংস্য সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডেই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—:(*):—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের অন্তেবাসী পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(*):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তথাতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিশির গায়ে সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

২১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৩	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	০০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
" ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৩		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৩৮	১১-৪১	১৪-১৩	১৬-৩৬	১৯-১৭	২১-১৩
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩রা শ্রাবণ, ১৩৪৬. ১৯ই জুলাই, ১৯৩৯, বুধবার [১২০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-::(০)::-

উড়িষ্যায় নিয়োগ ও বদলী

রংপুরের সাব-ডেপুটি কলেক্টর ও জজের সেরেস্তাদার শ্রীব্রজনাথ ঘোষের নিয়োগ তার রাজস্ব বিভাগে অর্পণ করা হইয়াছে।

অস্থায়ী সিভিল এসিস্টেন্ট সার্জন ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বিশ্বাস সদরপুরের সদর হাসপাতালের সিভিল এসিস্টেন্ট সার্জন নিযুক্ত হইলেন।

বিহারভোগী মুন্সেফ শ্রীবৈদ্যনাথ দাস জাজপুরের সাব-জজ নিযুক্ত হইলেন।

পুরীর অস্থায়ী সাব-জজ শ্রীবিনোদলাল মুখার্জি ভদ্রকপুরের মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

সিভিল এসিস্টেন্ট সার্জন ডাঃ বীরেন্দ্র নাথ ঘোষ এম-বি, বি-এস সিভিল এসিস্টেন্ট সার্জন ডাঃ শরৎচন্দ্র দাস এম-বি এর নিকট কোরাপুটের স্পেশ্যাল সাব-জেলের ভার বুঝাইয়া দিয়াছেন।

বিহারে নিরক্ষরতা দূরীকরণ

বাঁকীপুর ও অন্যান্য স্থান হইতে দলে দলে 'প্রভাতফেরী' সহরে আসিয়া "নিরক্ষরতা দূর কর" ধ্বনিতে সহর মুখরিত করিয়াছে। নিরক্ষরতা আন্দোলনের প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি সভা হইয়াছে।

ডাঃ সৈয়দ মাহমুদ এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা। সভায় সাড়ে চারি লক্ষ নূতন শিক্ষিতের পক্ষ হইতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

প্রায় সকল বহিয়া শোভাযাত্রা করিয়া সহর পরিভ্রমণ করেন। শ্রীযুক্ত ব্যানার্জির নিবেদন সভাক্ষেত্রে এক সভা হয়। তিনি ১৩ শত পুরুষ এবং দুই শত স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শিক্ষার সার্টিফিকেট দিয়াছেন। বিহার সরকারের চিকিৎসা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ মালিক আগামী বৎসরের জন্য কর্মীদের কার্যপরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন স্থানে দিন পরিচালিত কেন্দ্রসমূহের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ রামায়ণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পড়ার ক্ষমতা জন্মে বলিয়াই বয়স্করা শিক্ষা গ্রহণে বেশী উৎসুক।

বিহার কলেজের ডাঃ সৈয়দ মাহমুদের সভাপতিত্বে প্রধান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বহু সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তির সম্মুখে তিনি কর্মিগণকে পদক পুরস্কার দেন।

উড়িষ্যায় নূতন কর ধার্যের পরিকল্পনা

প্রকাশ, উড়িষ্যা প্রদেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে ব্যাপকভাবে কি প্রকার কর ধার্য করা যাইতে পারে, তৎসম্পর্কে মতামত দিতে অনুরোধ করিয়া উড়িষ্যা গভর্ণমেন্ট উড়িষ্যা প্রদেশের কতিপয় বিশিষ্ট নেতা ও ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন সদস্যের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

উড়িষ্যা গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের চিঠিতে একথাও বলিয়াছেন যে, এই প্রদেশের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বলিয়া জাতিগঠনমূলক কোন পরিকল্পনাকেই হস্তক্ষেপ করা যায় না, ইহার উপর মাদক বর্জন নীতি গ্রহণ করিলে গভর্ণমেন্টের আরও ৩৫ লক্ষ টাকা কমিয়া যাইবে। গভর্ণমেন্ট অচিরেই মাদক নীতি গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, গভর্ণমেন্ট ইতিপূর্বে পরীক্ষামূলকভাবে বালেশ্বর জিলায় অহিফেন বর্জন করিয়াছিলেন, অচিরেই প্রদেশের অন্যত্র মাদক বর্জন কার্যকরী করা হইবে।

ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনেই মাদক বর্জন সম্পর্কে বিল পেশ করা হইবে। আবগারী বিভাগ হইতে এই প্রদেশের মোট ৩৫ লক্ষ টাকা আয় হয়।

ইতালীয়-স্পেনীয় মৈত্রী

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সহিত কাউন্ট সিয়ানোর আলোচনা শেষ হওয়ার পর সান সেবাষ্টিয়ানে এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, জার্মানীর সহিত একত্রে এই দুই জাতি যে ঘটনা ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহারা পরস্পরের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের এই সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হইতেছে অকপটতা ও বিশ্বাস। সেই মনোভাব লইয়াই উভয় দেশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ স্বার্থ সম্পর্কিত সমস্যাসমূহ উক্ত বৈঠকে আলোচিত হইয়াছে।

ইস্তাহারে আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, উভয় দেশের মত ও লক্ষ্য যে সম্পূর্ণ এক, তাহা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইতালীয়-স্পেনীয় মৈত্রী ইউরোপের রাজনীতিতে এক বাস্তব সত্য। উভয় দেশের এবং সাধারণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য সিনর মুসোলিনী ও জেনারেল ফ্রাঙ্কো যে লক্ষ্য সাধন করিতে ইচ্ছুক, এই মৈত্রী যাহাতে তাহার উপযোগী হয় সেই উদ্দেশ্যে বর্তমান সহযোগিতা আরও ব্যাপক করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

বিহার ফ্লাইং ক্লাব

আগামী অক্টোবর মাস হইতে বিহার ফ্লাইং ক্লাবের কার্য আরম্ভ হইবে। এ পর্যন্ত মোট ৮০ জন ক্লাবের সদস্য হইয়াছেন। এই সম্পর্কে প্রাদেশিক মন্ত্রীর সহকারী শ্রীযুক্ত বিভাভূষণ শুক্ল সম্প্রতি কানপুর পরিদর্শন করিয়াছেন। যুক্ত প্রদেশের ফ্লাইং ক্লাবের কর্মকলাপ স্বচক্ষে পরিদর্শনের জন্য শ্রীযুক্ত শুক্ল সেখানে গিয়াছিলেন।

আন্দামানে বন্দী-প্রেরণ নীতির পরিবর্তন

সম্প্রতি মাদ্রাজ সরকার আন্দামানে বন্দীপ্রেরণ নীতির অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতদিন যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত সমস্ত বন্দীকে বিধিমত আন্দামানে প্রেরণের নীতি ছিল, কিন্তু এখন হইতে এই শ্রেণীর বন্দীদিগকে তাহারা আন্দামানে যাইবে অথবা ভারতের বন্দিশালায় থাকিবে তাহা নিজ ইচ্ছামত স্থির করিবার সুযোগ দেওয়া হইবে। কেবল স্বেচ্ছামতেই তাহাদের আন্দামানে প্রেরণ করা হইবে।

দীর্ঘকাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদিগকে কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল আন্দামানের বাসস্থান পরিশ্রম ও প্রয়োজন-নিশ্চিত বন্দিজীবনের সুবিধার কথা বুঝাইয়া বলিবেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তিবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে ভক্তির অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব
১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭ চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮ বামন-আনুকূল্য ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অবাঁধা)
২৬। গীতার কেবল শাঙ্কর-ভাষ্য
২৭ শুদ্ধিশ্রাবকা গণগোষ্ঠাক (সাহবাস)২৲
২৮ দোহাত্তকন্যায় (সাহিত্য) ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-দিন-বর্ণন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমায় ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধ্যতত্ত্ব ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। বর্ণশতক
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৹৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসেবা ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০ সাধুবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ টিথ ভুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অসম্পূর্ণ খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ৩ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৩রা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৯শে জুলাই ইং ১৯৩৯, বুধবার | ১২০৭ সংখ্যা

"বাইরের বিরাগ বা বাইরের আসক্তি দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। হরিভজনের জন্য কতটা অকৃত্রিম আসক্তি, কতটা অকপট নৈরন্তর্য্য, তা' দেখে প্রকৃত বৈষ্ণবই 'বৈষ্ণব' চিন্‌তে পারেন। সাধক ও সিদ্ধকে একাকার ক'র্‌তে হ'বে না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩ পুরুষোত্তম, বৃহত্ত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

শরণাগতি ও সেবা

—:•:—

শরণাগতিতে আত্মনিবেদন বলিয়া একটী ব্যাপার আছে। সেবকই শরণাগত। আত্মনিবেদনই সেবার মূলমন্ত্র, আত্মনিবেদন ব্যতীত ভগবৎসেবাধিকার হয় না। এই আত্মনিবেদনের বা শরণাগতির আদর্শ আমরা বলি মহারাজে দেখিতে পাই। কিন্তু গৌরভক্তগণের শরণাগতি বলি মহারাজের শরণাগতি হইতে ভিন্ন ও সমুন্নত। বলি প্রথমে বিপাদভূমি দান করেন। বিপাদভূমি প্রদানে প্রত্যক্ষবাদ ও পরোক্ষবাদ—কর্ম্ম ও জ্ঞান—ভোগরাজ্য স্বর্গাদির ও ত্যাগরাজ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মধামের কামনা পরিত্যক্ত হয় বটে, কিন্তু তখনও নিজের নিজত্ব বা প্রভুত্ব রহিয়া যায়। কায়, মন ও আত্মা—এই তিনটি দান না করিলে আত্মনিবেদন সুষ্ঠু হয় না এবং তৎফলে ভগবৎসেবালাভও হয় না। দাতা সাজিয়া কায় ও মনকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে গেলে কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকায় শুদ্ধভক্তি হয় না। ভক্তি জিনিষটি কর্ত্তৃত্বাভিমান বা পুরুষাভিমানের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহা কৃষ্ণাধীনতা বা কৃষ্ণদাস্য, সেখানে স্বতন্ত্রতা নাই, তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র বা নিজেকে পৃথক্ অস্তিত্বসম্পন্ন বলিয়া জ্ঞান নাই, নিজেকে প্রভুর ভৃত্য বলিয়া অভিমান প্রবল। সেখানে বিচার—আমি তোমার সুতরাং আমার যা' সব তোমারই। তোমারই জিনিষ, তোমাকে আর দিব কি? এখানে আবার দিবার কি কথা আছে? 'আমি ত' তোমার জন' এই উপলব্ধিই আবশ্যক। যেখানে এই উপলব্ধি সেখানে সেবা ছাড়া অন্য কিছুই নাই।

একান্ত গৌরভক্তগণের আত্মা স্বাভাবিকী প্রীতিবশতঃ স্বতঃই ভগবানে অর্পিত। কিন্তু বলির প্রতিশ্রুতির সত্যতা-রক্ষা ও দানশীলতার পূর্ণতা-বিধানের জন্য অবশেষে নিরুপায় হইয়া যে আত্ম-সমর্পণ, উহা পূর্ব্ব হইতে স্বাভাবিক প্রীতি হইতে আত্মসমর্পণ নহে। এইরূপ আত্মসমর্পণে সকল অনাত্ম-জ্ঞান হইতে নিষ্কৃতি ও শান্তি হয় বটে, কিন্তু ইহা ভক্তগণের শান্তরসের শরণাগতি মাত্র। এইরূপ শরণাগতি মধ্যমভক্তগণের ধারণার অনুরূপ বিষয়। একান্ত গৌর-সেবকদের শরণাগতিলাভ। কিন্তু গৌর-ভক্তগণের অর্থাৎ শুদ্ধভক্তগণের শরণাগতি ঐ শ্রেণীর নহে। স্বাভাবিকী শরণাগতি হইতেই ইঁহাদের ভগবৎসেবা অপ্রাকৃত গোলোকবৃন্দাবনের দাস্যাদি রসে প্রীতিময়ী মুখ্যা সেবা।

প্রহ্লাদ মহারাজ ও পরীক্ষিৎ মহারাজের কৃষ্ণৈকশরণতার বিশেষত্ব শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন—'ব্রহ্মপ্রমুখ ভক্ত এই হরিরহস্যকে যে ভয় হইতেছে তাহা আমার শক্তির জন্য নহে, পরন্তু মহাবিপদ্‌বিনাশন শ্রীহরির অনুক্ষণ স্মরণপ্রভাবে ইহা সাধিত হইয়াছে।" পরীক্ষিৎ মহারাজের তাহাও অভিপ্রেত হয় নাই। তিনি বলিতেছেন,—'ব্রহ্মকুমারের আদেশানুসারে কুহকতাব তক্ষক আমাকে দংশন করুক; আপনারা শ্রীহরির কথা কীর্ত্তন করিতে থাকুন।'

এখানে প্রহ্লাদ মহারাজ হরিস্মরণ-প্রভাবে ভক্তিরহস্য ভয় হওয়ায় শ্রীহরিকে মহাবিপদ্‌বিনাশন বলিয়া বিচার করিয়াছেন কিন্তু পরীক্ষিৎ মহারাজের বিচারে হরি ঐরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত বিপদের মধ্যে নিঃ রাখিলেও তাঁহার দাসের কেবলমাত্র হরির সুখানুসন্ধানাকাঙ্ক্ষা ব্যতীত—হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তনের সৌভাগ্য লাভ ব্যতীত হরির অন্য কোন প্রকার করুণার নিদর্শন দর্শনেরও অপেক্ষা নাই। কুহকভাব তক্ষক পরীক্ষিৎ মহারাজকে যত ইচ্ছা দংশন করিতে থাকুক, তাহাতে পরীক্ষিতের প্রতি হরির কিছু করুণার অভাব সূচিত হইতেছে না। হরির শ্রবণ কীর্ত্তন বা অনুস্মরণ দ্বারা তক্ষক দংশনরূপ বিপদ্, কিম্বা পাপবিনাশ রহিত হইলে কৃষ্ণের করুণার পরিচয় পাওয়া যাইবে, হরির এইরূপ কোন প্রার্থনা প্রেমিকভক্ত কৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন করেন না। তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যেন তিনি কি সম্পদে, কি বিপদে, কি সুখে, কি দুঃখে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে তাঁহার কথা-শ্রবণকীর্ত্তনরূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণে রত থাকিতে পারেন। ভক্তিপথে সুখের জন্য ভগবানকে সেবনও গ্রহণ করিতে হইলেও তিনি হরির সুখই চান—কৃষ্ণের প্রীতিরূপ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণই আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি বিপদ বা বিঘ্ন হইতে নিষ্কৃতি কিম্বা ভগবান তাঁহাকে উহা হইতে রক্ষা করিবেন—এইরূপ আশার আশ্রয়ও পোষণ করিয়া কৃষ্ণের পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে বাধাপ্রদান করেন না। ইহাই প্রেমিক ভক্তের লক্ষণ। কৃষ্ণের প্রত্যেক বিধানই তাঁহার কৃপার নিদর্শন। ভক্তগণ ইহা উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সুখের জন্য ব্যস্ত থাকেন। তাঁহারা সেবা ছাড়া আর কিছু চান না।

———

শ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত-ব্যাখ্যা

(স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ; কাল—২রা নভেম্বর, ১৯৩৮)

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া
ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ
প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি
সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ
কঃ কৃতী॥

এই শ্লোকে আধারের কথা বলা হইয়াছে। সেই আধারে অবস্থিত আশ্রিতগণের তারতম্য এই শ্লোকে বলিয়াছেন। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর পূর্ণতা [illegible] আধারে অবস্থান হয় না। জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরম ভক্তগণ প্রথম আধারে অবস্থিত। প্রপঞ্চেও বৈকুণ্ঠ আছেন—[illegible] [illegible] ২৪ জন লীলাবতার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রপঞ্চে অর্চ্চারূপে বৈকুণ্ঠ প্রকট করিয়া অবস্থিত আছেন। শ্রীক্ষেত্রে রঘুনাথ, তিরুপতিতে [illegible], [illegible] আদিকেশব, [illegible] বরাহ, [illegible] কুম্ভকোণম, সিংহাচলে নৃসিংহদেব, [illegible] [illegible], [illegible] প্রভৃতি ইঁহারা সবে [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] প্রপঞ্চে [illegible] বৈকুণ্ঠ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবার জন্য [illegible]। প্রপঞ্চের অতীত [illegible]। সেই প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠে [illegible] বাস করেন।

[illegible] বলেন, বর্ণাশ্রমবিরোধী [illegible] [illegible] তাঁহাদের কথা [illegible] বর্ণাশ্রমধর্ম্মে কর্ম্মী [illegible]—[illegible] জন [illegible]। [illegible] ভোগী, সন্ন্যাসী বা [illegible] কামনা করে। সকাম [illegible] তাহাদের [illegible] থাকিলেও তাহাদের [illegible]-কামনা আছে।

[illegible] [illegible] হয়—কালক্রমে মুক্তি এবং [illegible]। দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন [illegible] "বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্। বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তোষকারণম্॥" এই শ্লোকের অনুসরণ হয়। বর্ণাশ্রমে থাকিয়া যাহারা হরিসেবা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ বর্ণাশ্রমের উদ্দেশ্য যে বৈরাগ্য তাহা লাভ করিয়া আবার সেই বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য তীর্থপাদ বিষ্ণুর সেবোদ্দেশ্যে প্রথমে হংস অবস্থা এবং পরে পরমহংস অবস্থা লাভ করেন। তাঁহাদের ভক্তি তখন শুদ্ধ হয়, মিশ্র হইতে শুদ্ধ হয়। ইঁহারা ক্রমপন্থী। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া তাহার উদ্দেশ্য যে হরিভক্তি, যদি তাহা উদ্দেশ্য না হয়, তাহা হইলে প্রথমে ফল্গু বৈরাগী, ক্রমশঃ অকর্ম্মী, কুকর্ম্মী হইয়া নরকপাত হইবে। কিন্তু যাঁহারা সাধুসঙ্গে ভজন করেন, তাঁহারা 'আত্মবত্ মন্যতে জগৎ' এই শ্লোকাবলী অনুসারে নিজের বাসনা [illegible] কার্য্যে বর্ণাশ্রমকে যখন [illegible] বোধ হয়, তখন সেই বৈ[illegible] এবং [illegible] বোধ হইলে সেই দৈববর্ণাশ্রমকে অনাদর করেন। [illegible] অধিকারী। ইঁহাদের [illegible] সাধন—শুদ্ধ-[illegible]

'কর্ম্মিভ্যঃ' (সর্ব্বপ্রকার সৎকর্ম্মনিপুণ পুণ্যবান্ কর্ম্মী হইতে) 'পরিতো'—সর্ব্বতোভাবে, [illegible] 'প্রিয়তয়া' প্রিয় বলিয়া জ্ঞানিগণ, 'ব্যক্তিং যযুঃ'—প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কেন না, তাঁহারা স্বর্গ চা'ন না, [illegible] চা'ন না ; তাঁহারা অপবর্গ বা মোক্ষ চা'ন, সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের অতীত হইতে চা'ন। এই জ্ঞানী দুই প্রকার—সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ। নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী মোক্ষ লাভ করিয়াছে মনে করে, [illegible] ভগবানে ভক্তি না থাকায় তাহারা ঐ [illegible] অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্রিয়া বা [illegible] করে। সবিশেষ [illegible] [illegible] জ্ঞান নির্ব্বিশেষ সবিশেষজ্ঞানযুক্ত মুমুক্ষুই জ্ঞানি-ভক্ত [illegible] জ্ঞানী কর্ম্মী অপেক্ষা কিছু শ্রেষ্ঠ ; [illegible] সবিশেষ-জ্ঞানী উভয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানি [illegible]। 'তেভ্যো'—[illegible] জ্ঞানবিমুক্ত হইয়া ভক্তিপর হইয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা জ্ঞানমিশ্রভক্ত [illegible] তাঁহাদের ভক্তিকে নিরসন করে না, তাঁহাদের সেবার জন্য সেবা মিশ্রজ্ঞানযুক্ত অপেক্ষা এই নববিধ-ভক্তি-যাজনকারী ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ ; যথা—অম্বরীষ। তিনি সেবার জন্য সেবা, সর্ব্বস্ব দিয়া সেবা করেন—অনন্ত মর্য্যাদামার্গে। প্রহ্লাদও এইরূপ ভক্ত।

বৈকুণ্ঠে জ্ঞানিভক্ত আছেন। জড়ভরত প্রভৃতি প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠ লাভ করিয়াছেন। অম্বরীষাদির সেবার জন্য সেবা। চতুঃসন, জড়ভরত প্রভৃতি শান্তরসের আশ্রয়। প্রহ্লাদ ও অম্বরীষের দাস্যাপেক্ষা হনুমানের দাস্য শ্রেষ্ঠ। তিনি অম্বরীষ ও প্রহ্লাদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার সীতারামের পরিচর্য্যা ছাড়া অন্য ক্রিয়াই নাই। তিনি প্রেমভক্ত। ইঁহারা সকলেই বৈকুণ্ঠে আছেন। বৈকুণ্ঠে অনেক প্রকোষ্ঠ আছে। দ্বারকা পর্য্যন্ত মহাবৈকুণ্ঠ। হনুমান্ অপেক্ষা প্রেমপর ভক্ত (যেমন অর্জ্জুন) শ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবগণের অর্জ্জুন—গৌরবযুক্ত সখ্য, আর হনুমানের গৌরবযুক্ত দাস্য ; তাঁহার কিছু সখ্যও আছে।

এই বিচারগুলি নিগূঢ়। ইহা প্রেমের দিক্ হইতে বিচার। কাহার কেমন রস বা দাস্য, তাহা পূর্ণ দাস্যে অবস্থিত যিনি তিনিই বলিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল কথা জানাইয়াছেন। প্রেমের বিলাস বা সৌখ্যের বৈচিত্র্য, অমৃতের স্বাদের বৈচিত্র্য যে কি, তাহা যিনি সেই নিগূঢ় বিষয়ে স্থিত, তিনিই বলিতে পারেন। শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণ অপ্রাকৃত শব্দ-সাহায্যে ইহা বর্ণন করিয়াছেন। নিগূঢ় তত্ত্বের মধ্যে আবার তত্ত্বের বিচার গৌড়ীয়বৈষ্ণবের নিজস্ব সম্পত্তি। ইহা অন্য সম্প্রদায়ে নাই।

পাণ্ডব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রেমবিহ্বল বা প্রেমাতুর ভক্ত উদ্ধব। তিনি মহাবৈকুণ্ঠ দ্বারকায় আছেন। এই পর্য্যন্ত মহাবৈকুণ্ঠ ; [illegible] কথা এপর্য্যন্ত বলা হইল। দ্বারকায় প্রেম-বিহ্বল উদ্ধবের অবস্থান—এই পর্য্যন্ত অন্যান্য সম্প্রদায় বলিতে পারেন। তাহার পর যে কেবল-প্রেমের কথা, ভগবৎ-[illegible] যায়, সেখানে ভগবান্ প্রেমবাধ্য হইয়া পাল্যরূপে, সর্ব্বপালক হইয়াও পাল্যের দ্বারা [illegible] বা লাল্য হইয়া অবস্থান করেন। সেবক—পালক, আর ভগবান পূর্ণব্রহ্ম—পাল্য। এদিক্ হইতে দেখিলে এ বিষয়টা ছোট ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। পরলোকগত [illegible] এইখানে ভুল করিয়াছেন। বিকৃত প্রতিফলনটাকেই তাঁহারা standard ধরিয়াছেন। তাঁহারা [illegible] নির্ব্বোধিনী বুদ্ধি লইয়া বিচার করিয়াছেন cubical, superficial এবং linear expansionএর মধ্যে তাঁহাকে বোধগম্য করিয়াছেন। তাঁহারা anthropomorphise করিয়া এখনকার বদ্ধজীব মানবের বোধযুক্ত দর্শনের উপযোগী দর্পণের দ্বারা দেখিয়া বোধ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—ভাগবত হইতে পদ্মপুরাণ শ্রেষ্ঠ। কূপের দিকে তাকাইলে মাথা নীচু ও পা উঁচু মনে হয়। আকাশেও ঐরূপ বিপর্য্যয় দেখা যায়। যখন কোন কঠোর block করা হয়, তখনও জিনিষটাকে উল্টা করিয়া করা হয়। সেইরূপ আধ্যক্ষিক দর্শনে দেখিতে গিয়া উঁহারাও উল্টা বুঝিয়াছেন। তাঁহারা প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক, গবেষণাপরায়ণ বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু ইঁহাদের কি আধ্যক্ষিকতা! যেখানে সকলের পালক বা নিয়ন্তা নিয়ন্ত্রিত, তাঁহাকে আধ্যক্ষিকতার দ্বারা anthropomorphise করিয়া বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চায়। মায়া তাঁহাদের বুদ্ধি হরণ করিয়া বোকা করিয়া দিয়াছে। অবশ্য এ কথা একমাত্র ভক্তিসিদ্ধান্তবাদীই বলিতে পারেন। কৃষ্ণ যেখানে প্রেমবশীভূত হইয়া মাধুর্য্যময়ী শাস্ত্রযুক্তি, বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিতেছেন, তাঁহাকে না বুঝিয়া এখানে যে ঐশ্বর্য্য হইতে বৈধের আদর, সেই বুদ্ধিতে উল্টা ধারণা করিতেছে। বিধিনিষেধাতীত পরব্রহ্ম অপেক্ষা বিধিবাধ্য পরব্রহ্ম রামকে, আবার তদপেক্ষা নারায়ণকে তাহারা বড় বলে। তাহাদের ধারণা, শ্রীনারায়ণ রাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি অজ, আর রামের জন্ম হইয়াছে। লক্ষ্মীনারায়ণ হইতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে তাহারা শ্রেষ্ঠ বলে। তাহাদের চিদ্বিলাস উপলব্ধি করিবার মত সেবাপর মস্তক নাই, তাহারা মূর্খ। অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সাহায্যে বিচার করিলে মূর্খতা হইবে, তাহা শ্রীচৈতন্যাশ্রিতগণই বুঝিতে পারেন।

শ্রবণে মথুরা, বদনে মথুরা, নয়নে মথুরা,
হৃদয়ে মথুরা।
পুরতো মথুরা, পরতো মথুরা, মথুরা
মথুরা মথুরা মথুরা॥

যেখানে ভগবান্ পাল্যের পাল্য, নিয়মিত, নিজে পালক হইয়াও পাল্য হইয়াছেন—সেই ধামই মথুরা। মথুরাবাসিগণ প্রেমৈকনিষ্ঠ। প্রেমাতুর উদ্ধব অপেক্ষা তাঁহারা শ্রেষ্ঠ। উদ্ধব ঐ মথুরাবাসিগণের পদধূলি হইতে আশা করেন। যে উদ্ধব লক্ষ্মী, সঙ্কর্ষণ এমন কি নিজের শ্রীবিগ্রহ অপেক্ষাও প্রিয়, তাঁহার highest ambition মথুরাবাসিগণের পদধূলি।

যথাপি তু জগৎ সর্ব্বং ব্রহ্মজ্ঞানেন
কেন বা
তথাপি ভক্ত্যাং মধুপুরী না
দিদৃক্ষতে॥

পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান এবং প্রেমজ্ঞান যেখানে [illegible], সবিশেষ [illegible] কৃষ্ণজ্ঞান যে

ধামে আছে—তাহাই মথুরা। ব্রহ্মজ্ঞান ও পরমাত্মজ্ঞান ভগবজ্জ্ঞানের মধ্যে আছে। সেই ভগবজ্জ্ঞানের মধ্যে স্বরূপের জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। সেই স্বরূপ-জ্ঞান ও প্রেমজ্ঞান মাখামাখি যেখানে, সেই ধামই মথুরা। মথুরায় মমতার আতিশয্য। সেখানকার সব দর্শন, তাহার ভিতরে-বাহিরে কৃষ্ণ প্রতিফলিত হন। ঐশ্বর্য্যমিশ্র দর্শনের কার্পণ্য সেখানে নাই। প্রেমেতেই যাঁহাদের নিষ্ঠা তাঁহারা সেই মাথুরধামে থাকেন। সেই মাথুরমণ্ডলের মধ্যে ব্রজধাম অবস্থিত।

শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"সর্ব্ব ত্যজি' জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?"
"শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাঁহা নিত্যলীলা-রাস"॥
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।২৫৪)

রায় রামানন্দ জগদ্গুরু। মহাপ্রভু এখানে শিষ্যের অভিনয় করিতেছেন এবং রায় রামানন্দ গুরুর আদর্শ দেখাইতেছেন। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্য এবং জীবের একমাত্র গতিই যে রায় রামানন্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। 'যাঁহা নিত্যলীলা-রাস'—সেই বৃন্দাবনধাম 'রাসোৎসবাদি' রাসোৎসব-বিশিষ্ট মথুরাধাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেখানে কেবল কৃষ্ণের জন্ম বা আবির্ভাব মাত্র নহে। সেখানে কৃষ্ণের brilliance বা sport বা লীলা। আছে বয়স সেখানে তরুণ, কিশোর,—কেবল বালা নয়। সেখানে কৈশোর বা তারুণ্য-লীলা প্রকাশিত। তিনি মদনমোহন,—সর্ব্বক্ষণ রাসরত। কামদেবের কামের অভিব্যক্তি সেখানে হইয়াছে। তিনি অপ্রাকৃত মদন বা কামদেব, তিনি পুষ্পবাণ, গোপিকা; তিনি পুষ্পধনুতে গোপিকাগণকে বিদ্ধ করিয়া নিত্যরাসলীলায় নিত্যকাল ব্যাপৃত। সর্ব্বক্ষণ তাঁহার কাম বর্দ্ধিত হইতেছে। এই লীলা তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম। এজন্য বৃন্দাবন হইতেও শ্রীগোবর্দ্ধন শ্রেষ্ঠ।

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণিরমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ॥
(উঃ ৯)

দ্বারকার ধামে বেদমার্গ অপেক্ষা মধুলীলার শ্রেষ্ঠতা বা মাধুর্য্য বেশী দ্বারকায় দুই হাতের দ্বারা অস্ত্র নিক্ষেপ করেন; বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ। যত উপরে উঠা যায়, ততই নরলীলা পরিস্ফুট। দ্বারকায় দুইয়ের দ্বারা অস্ত্র নিরাস করেন—

ইহা ঐশ্বর্য্যের বিচার। 'স্মিতচারুমুখেন হাসুর ও ভক্তের প্রাণ হরণ করেন। 'স্মিত-শ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্'—তাঁহার হাস্যে রাস অপেক্ষা আরও মাধুর্য্য বেশী। মধুর মূর্ত্তির অপর-গণকে শ্রীবিগ্রহ অপেক্ষাও অধিক বেশী উত্তম করায়। সেই পরমেশের শ্রীবিগ্রহ বা বপুঃ হইবার মধুর—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং
বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো মধুরং মধুরং
মধুরং মধুরম্॥
(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৯২ শ্লোক)

সেই বিগ্রহ—অসমোর্দ্ধ শ্রীবিগ্রহ-চাতুর্য্য। সেই অসমোর্দ্ধ রূপের দ্বারা অপর অথবা এমন কি নারায়ণের সতীদিগকে পর্য্যন্ত উন্মত্ত করায়। নারায়ণের প্রতি তাঁহার অতুল হাস্য চপল-চঞ্চল করায়। বপুঃ অপেক্ষা বদন—তিনবার মধুর। তদপেক্ষা হাস্য, মধুগন্ধিস্মিত—চারিবার মধুর। 'অহো'—অনুভবের উদয়। বর্ণনা এখানে fail হইয়া গেল।

কৃষ্ণের বপুঃ লক্ষ্মীর সাধ্বীদিগকে উন্মত্ত করায় কৃষ্ণের বদন নারায়ণকে উদ্ভ্রান্ত করে। অপারকরুণা সেই বদনের হাস্য দেখিয়া দ্বারকার মানুষের মুগ্ধ হইলেন। যে বদন দেখিয়া নারায়ণ মুগ্ধ, সেই বদন বা রূপ একমাত্র শ্রীগোপিকাগণের সেব্য বা লভ্য। গোপীগণ তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়াছেন—সেই গোপী তাঁহার আশ্রিতা গুরু। ইহার পর আর বাক্য চলে না।

এখানে গোবর্দ্ধনের কথা। সদা চঞ্চল—গোপীকে পাগল করিয়া দেন—'বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্'। চৈতন্যশক্তি জীব নিয়ে paralysed, অচেতনাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সে গোবর্দ্ধনকে দেখিয়াছে পাষাণ, পাথর! যেখানে চিন্ময় প্রাণ,—পরিপূর্ণ প্রাণ, তাহাকে stagnant water মাত্র দেখিয়াছি। এস্থলে Predominating aspect—solid এবং Predominated aspect—liquid. সেখানে static বা stagnant কিছু নাই। আর সব চেতন। সেখানে static বা stagnant বা inert, জড়ধর্ম্মের দেবতাকে দেবলীলায় দিয়াছি, তাই শ্রীরাধাকুণ্ডকে গোকুলপতির প্রেমের প্লাবন রূপে দেখিয়াছি!! যেখানে 'স্মিতশ্রীমুখেন বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্', সেখানে আমরা দেখি পাথর—কথা বলে না। চাঞ্চল্য, চাপল্য বা চাপল্যের মূর্ত্তবিগ্রহ যিনি, তিনি 'অচল',

অর্থাৎ accelerating, dynamic, ever alert,—inert নহেন; তাঁহার হাত, পা নাই—এইরূপ দেখিতেছি। আমাদের দৃষ্টিতে তাঁহার হাত পা নাই, অথচ তিনি বেগবান্, গ্রহীতা। তিনি কমল-নয়ন—'পশ্যতি', অথচ আমরা দেখি তাঁহার চক্ষু নাই। নির্ব্বিশেষবাদী জড়তায় আবদ্ধ, সে কি বুঝিবে? তাঁহার 'বই', শুকশারী প্রভৃতি আছে। তিনি শোনেন; আলো অপেক্ষাও—মনের অপেক্ষাও বেগবান্ শব্দ তাঁহার নিকট হইতে এ জগতে এবং এ জগৎ হইতে তাঁহার নিকট পৌঁছায়। শব্দরূপে তিনি অবতীর্ণ হন। তিনি নিজে গ্রহণ করিয়া শব্দের কীর্ত্তনকারীকে আপন দাস জ্ঞান করেন। তিনি সব জানেন, মাপিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বেত্তা—পরিমাপক কেহ নাই। ইঁহার শেষ নাই; শেষ কেহ বলিতে পারে না। এই লীলা অনবরত অনন্ত তরঙ্গে উচ্ছল—মথুরা ও প্রবহমানা; সেই তরঙ্গের শেষ নাই।

পশুপাল—গোপাল। পশুপাঙ্গনা—পশুপালী বা ললনা। পশুপালাঙ্গনা শব্দে—গোপললনা। বৃন্দাবনে, যেখানে রাসলীলা হয়, তাহাতে যোগদানকারিণী পরোঢ় গোপীগণ, যাঁহারা কৃষ্ণের মধুর (চাঁদনীর) রসধারা সর্ব্বস্ব, তাঁহারা মথুরাবাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা।

তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রীরাধারাণী শ্রেষ্ঠা; যাঁহার জন্য কৃষ্ণ রাসমণ্ডল পরিত্যাগ করিলেন। যেখানে বহু সখী'র মধ্যে আবার একজনের নিষ্ঠা। যেখানে প্রেমের বশীভূত শত্রু নিজের প্রাণস্বরূপকে মহাভাবস্বরূপা নিজের সৌন্দর্য্যধারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান,—সেই গোবর্দ্ধন রাসস্থলী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং রাসস্থলীর সমগ্র গোপিকাগণ অপেক্ষা শ্রীরাধা শ্রেষ্ঠা। যাঁহার সৌন্দর্য্যের এক কণার নিকট রতি, গৌরী এবং লীলা (আমার শক্তি) পরাজিতা; যাঁহার সৌভাগ্য নন্দনন্দনবাসিনী শচী অথবা নারায়ণের বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী অথবা যাঁহা অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্যশালিনী যে সত্যভামা যাঁহার রুক্মিণী অপেক্ষাও প্রিয়পাত্র কৃষ্ণের নিকট দাবী বেশী, সেই সত্যভামার সৌভাগ্যকে পর্য্যন্ত পরাস্ত করে। যিনি বর্ণীগণের দ্বারা চন্দ্রাবলী প্রভৃতির কৃষ্ণ-বশীকরণকে তিরস্কার করিয়া কৃষ্ণকে নিজের প্রাণবন্ধু করিয়াছেন—এমন যে হ্লাদিনীসার মহাভাবের মূর্ত্তি, তিনি লইয়া যান কৃষ্ণকে গোবর্দ্ধন বা তাঁহার কুণ্ডে। যাঁহারা শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের

ধূলিরূপে নিজেকে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুও যাঁহাকে কোন জন্মে স্বীয় পাদপদ্মধূলিরূপে স্বীকার করেন, —তাঁহারাই সেই স্থান-তীর্থাশ্রয়ে চরম সাধনায়—পরমসৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা লাভ হয়, অন্যের নহে।

শ্রীধামে কীর্ত্তন

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীপাদ জগন্মোহন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যভাগবত, অপরাহ্ণে পণ্ডিত শ্রীপাদ উদ্ধারণীকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী, সেবাসুহৃৎ বি-এ, মহোদয় গৌড়ীয় হইতে শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা এবং সন্ধ্যায় মহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জদাস দাস ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ মহারাজের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

কটক টাউনহলে বক্তৃতা (১)

নিখিলভারত শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ ভক্তিধর, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের কাউন্সিল মেম্বর শ্রীযুক্ত গোপালপ্রসাদ মিশ্র এম্-এ, এম্-এল্-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১লা জুলাই শনিবার দিবস কটক 'টাউনহলে' সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত বহু শ্রোতৃমণ্ডলী সমক্ষে 'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা' সম্বন্ধে অতি প্রাঞ্জলভাষায় শাস্ত্র ও সদ্যুক্তিপূর্ণ একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া সকলকে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট করেন। 'ধর্ম্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, দেহ ও মনোধর্ম্মের অনিত্যতা, আত্মধর্ম্মের স্বরূপ, পরাৎপর তত্ত্ব নিরূপিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম সেবার প্রয়োজন ও তাহা হইতে বিচ্যুত ধর্ম্মধ্বজের নিকৃষ্টতা, বর্ত্তমানযুগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিকৃত ধারণা এবং বিশুদ্ধ ও নিত্যধর্ম্মের শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত আদর্শের প্রকৃত প্রয়োজন সম্বন্ধে অবগত হইতে নিষ্ঠা সহ প্রতিপত্তি বিষয়ের কারণ বর্ণনা করিয়া সমবেত সজ্জনমণ্ডলীর আর্য্যধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাকর্ষণ করেন। পণ্ডিতজীর শ্রোতৃমণ্ডলী এতৎশ্রবণে তাঁহার সযুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যানে মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধালু শ্রোতৃগণ তাঁহাকে আরও দুইটী বক্তৃতা প্রদান করিতে অনুরোধ করেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে মঠসেবকগণ শ্রীবৈষ্ণববন্দনা, মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-ঈশোদ্যান
প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বিকা-গিরি, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীগৌর-গোপীনাথ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রতিলিপিরূপে 'নদীয়া প্রকাশ' প্রকাশ আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যহ গোস্বামীগণের শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাউগাছি—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁটালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ
বালিয়াটি পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
অপর পাহাড় বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
বণপা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গণেশগলি, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেন্দারী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)।

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং কেনাল রোড, নিউ দিল্লী।

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্যাণ্ডাম বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রাজমহেন্দ্রী, মান্দ্রাজ
শ্রী[illegible]ের সেবা

(৫১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], [illegible], মান্দ্রাজ
শ্রীশ্রী[illegible]-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রজগৌড়ীয়মঠ
আঠারনালা, পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-আসন-মন্দির
পোঃ [illegible], মান্দ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকন্দিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং কিউটস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিশ্বাতিথি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-০৪০-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৶০	।০
ইঞ্চি	২		১।০	১
সিকিকলম	৫	৪.		৩
অর্দ্ধকলম	৮	৬	৬	৫
এক কলম	১২	১০	১০	৮

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩	২।০
" সিকি কলম	১৩	১২
" অর্দ্ধকলম	২৪	১৮
" এক কলম	৩৮	৪০

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯
ষাণ্মাসিক "	৫.
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাসাধ্য ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকাটোর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বাংলা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনাদির প্রতি মাসে মাত্র ৬ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্স্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুবিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক ধরণের গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সংক্ষিপ্তভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'ধর্ম্মভূষণ' শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল তীর্থ মহাশয় লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর অধিকারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথামৃতধারা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিভূষণ ভাগবতরত্ন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং গভীর লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন শক্তিসম্পন্ন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষের জনৈক পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩১৩নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৩	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৩	১৫-৫৩	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩৫	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৩	৯-১৬	৯-৫৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৫	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। দিনাজপুর সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর সুলভ।

৮১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1504

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪৬, ২০শে জুলাই, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার [১২১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(•)::—

জার্ম্মাণীতে শ্রমিকের অভাব

সামরিক কারণে সৈন্যবিভাগে পুরুষদের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়াতে জার্ম্মাণীতে বর্ত্তমানে শ্রমিকের অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়াছে। ফলে নারীদিগকে এখন বেশী করিয়া পুরুষদের কাজে নিয়োগ করা হইতেছে।

নাৎসী শাসন ব্যবস্থায় নারীরা অফিস্ কারখানা প্রভৃতি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। কিন্তু এখন নারীদিগকে যেভাবে পুরুষদের কাজে নিয়োগ করা হইতেছে, তাহা দেখিয়া বিগত মহাযুদ্ধের কথা মনে পড়িয়া যায়। ইতিমধ্যেই ক্যালেন ও ডেসাউ কর্পোরেশন নারী ট্রাম-গার্ড নিযুক্ত করিয়াছে। আরও কতকগুলি সহরে মেয়েরা ট্রাম-গার্ড-পদে নিযুক্ত হইয়াছে। বার্লিন ট্রাফিক ট্রাষ্ট রাজধানীর ট্রাম ও বাস-গুলির জন্য মেয়ে নিয়োগের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। পোষ্ট অফিসেও বহু নারী নিয়োগ করা হইয়াছে। অবসর লওয়ার বয়স উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও যে সকল ডাকপিয়নকে কাজে বহাল রাখা হইয়াছিল, তাহাদের পরিবর্ত্তে মেয়ে ডাক-পিয়ন লওয়া হইবে।

—

১৪ বৎসর বয়স্ক বালকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

ভাওয়ালের অতিরিক্ত দায়রা জজ, মোহন নামক ১৬ বৎসর বয়স্ক একটি বালককে হত্যার অপরাধে লক্ষণ নামক ১৪ বৎসর বয়স্ক অপর একটি বালককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দায়রা-জজের হাইকোর্ট আসামীর দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছেন। বিচারপতিগণ মন্তব্য করেন যে, আসামীর বয়স এবং ঘটনার অবস্থা বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ৫ বৎসর পর আসামীর দণ্ড সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা যাইতেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে লক্ষণের পিতার সহিত মোহনের পিতার জমি লইয়া ঝগড়া হয় এবং মোহনের পিতা লক্ষণের পিতাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে এবং পরে সে আত্মহত্যা করে।

লক্ষণ মনে মনে তাহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা পোষণ করে। একদিন মোহন নিদ্রিত ছিল। এই সুযোগে সে কুঠার দ্বারা তাহাকে সাংঘাতিকভাবে আহত করে।

—

আবিসিনিয়ায় ভারতীয়দের দুর্দ্দশা

এরূপ জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকারের অনুরোধক্রমে বোম্বাইস্থ বৃটিশ রাজদূত, ইতালী অধিকৃত পূর্ব্ব আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর যে সব বিধি-নিষেধ জারী করা হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্য ইতালী সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। প্রকাশ যে, ইতালীয়ান কর্ত্তৃপক্ষ অধুনা যে সব বিধি-নিষেধ জারী করিয়াছেন তাহার ফলে ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া) প্রবাসী ভারতীয়দিগকে নানা প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে। তাহারা পোষ্ট-অফিসের বেতারঘরের বিভাগে, রেস্তোরাঁ এবং সিনেমায় যাওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তদুপরি সিনেমাগুলি হইতে কিছুটা পৃথক সপ্তাহে ভিন্নবার যাত্রী-বাহী মোটর যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ভারতীয়েরা এই ব্যবস্থায় সুযোগ গ্রহণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে এবং সময় সময় তাহাদিগকে ইউরোপীয়ান চালিত ট্যাক্সীতেও ভ্রমণ করিতে দেওয়া হয় না। সুতরাং সিনেমাগুলি হইতে কিছুটা পৃথক সপ্তাহে একবার ট্রেন-চলাচলের যে ব্যবস্থা আছে ভারতীয়দিগকে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে হয়।

জার্ম্মাণীতে শ্রমিক আন্দোলন

ওয়াকিবহাল মহলের অনেকের বিশ্বাস, হিটলার যদি জার্ম্মাণীকে কোন বড় যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলেন তাহা হইলে জার্ম্মাণ নাবিক, রেল-শ্রমিক ও খনি-মজুরগণ অকস্মাৎ এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে যাহাতে নাৎসী ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে হিটলার ক্ষমতা লাভ করার পর হইতে অনেক বে-আইনী প্রতিষ্ঠান গোপনে কাজ করিতেছে। বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্যে ইহাদিগকে কাজ করিতে হইতেছে। কিন্তু আন্দোলন বন্ধ করিবার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও উহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

নাবিক প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্রগণ এখন দাবী করিতেছে যে, এই বে-আইনী আন্দোলনের পশ্চাতে অধিকাংশ লোকের সমর্থন রহিয়াছে। যুদ্ধ বাধিলে জার্ম্মাণ নাবিকগণ-বাহিনীর দুর্দ্দম্য ব্যক্তিদের পতন দ্রুত ঘটাইবার জন্য যাহাতে কাজ করিতে পারে এই ধরণের সমস্ত ব্যবস্থা করা হইতেছে। রেল শ্রমিকদের গুপ্ত প্রতিষ্ঠানও যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ইহাও দাবী করা হইতেছে যে, গত বৎসর প্রতিষ্ঠানও যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। ইহাও দাবী করা হইতেছে যে, গত বৎসর শীতকালে মালপত্র আনা নেওয়ার যে বিঘ্নের সৃষ্টি হইয়াছিল রেল-শ্রমিকদের শক্তিবৃদ্ধি তাহার অন্যতম কারণ। খনিমজুরদের মধ্যে আন্দোলন খুব ব্যাপক হইয়াছে। ইহার জন্য তাহাদের কাজের ধারাই কতকটা দায়ী। ইহাদের মধ্যে আন্দোলন ব্যাপক হওয়ার আর একটা কারণ এই যে, প্রধান জার্ম্মাণ কয়লা খনিগুলির প্রায় সবগুলিই সীমান্তবর্ত্তী এবং এখন খনি-মজুরগণের সহিত অন্যান্য দেশের একটা যোগাযোগ রহিয়াছে, যাহা নাৎসীরা মোটেই পছন্দ করে না।

খনি-মজুরদের বে-আইনী প্রতিষ্ঠান সমূহের ওয়ারা বলিতেছে যে অত্যাচার ও ভীতিপ্রদর্শন অসন্তোষ নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে নাই।

নাৎসীদের সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ করার চেষ্টা সত্ত্বেও আন্তর্জ্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নের হেড কোয়ার্টারে এই সকল বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে ক্রমাগত সংবাদ আসিতেছে।

ডানজিগে সামরিক তোড়জোড়

সর্ব্বশেষ যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, এখনও ডানজিগে সামরিক তোড়জোড় পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সম্পূর্ণ প্রকাশ্যভাবে রাস্তায় রাস্তায় আধুনিক ধরণের মেশিনগান ও রাইফেল লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে অনেক প্রাইভেট মোটর লরী সংগ্রহ করা হইয়াছে। সীমান্তের জনসাধারণ সীমান্ত পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কয়েকজন বিশিষ্ট নাৎসী সাংবাদিক ডানজিগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয় কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।৹ টাকা মাত্র

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ঢিকিতাবায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের আশ্চর্য্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(*)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।৹ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন নাথ এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুরাণ পল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত —সমগ্র ৪৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮

দশম স্কন্ধ— ৯

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অধীন) ৫

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৫

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অধীন) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী — ১ম খণ্ড ৸৹, ২য় খণ্ড ১৲, ৩য় খণ্ড—৸, ৪র্থ খণ্ড—৸৹

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী — ১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—।

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।

৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।৹

১৮। যামুন-আলবন্দার ।৹

১৯। তত্ত্ববিবেক ।৹

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৶৹

২২। ভজন-রহস্য ।

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ অধীন) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ।৹

২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।৹

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹

৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶৹

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶৹

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹

৩৫। গীতমালা ৵১৹

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।৹

৪০। শরণাগতি ৵৹

৪১। গীতাবলী ৵৹

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵৹

৪৪। [illegible] ৵

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতি ৩৵

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১৹

৪৯। অর্চনকণ ৴১৹

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৸

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹

৫৫। অমৃতবাণী বা [illegible] ।৹

৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹

৫৮। [illegible] ৶৹

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹

৬০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত—

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী নিবন্ধ ।৹

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹

৬৪। স্তবকম্ ।৹

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয় ৵৹

৬৭। [illegible]

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।

৭০। নামভজন ৵

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অনটলজি

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹

৭৪। বৈষ্ণবীজম ।

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵।

৭৬। দি ভাগবত ।৹

৭৭। থিইষ্টিক প্রিন্সিপাল অ্যাজ অ্যাপ্লায়েড রিলিজিয়ন ।৹

৭৮। [illegible]

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত—

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹

৮১। সাধন-পথ ।৹

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹

৮৩। গীতাবলী ৵৹

৮৪। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ৪ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৪ঠা শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২০শে জুলাই ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার | ১২১শ সংখ্যা।

"বাইরের বিরাগ বা বাইরের দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। হরিভজনের জন্য কতটা অকৃত্রিম আসক্তি, কতটা অকপট বৈষ্ণবসেবা, তা' দেখে প্রকৃত বৈষ্ণবই 'বৈষ্ণব' চিন্‌তে পারেন। সাধক ও সিদ্ধকে একাকার ক'র্‌তে হ'বে না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পুরুষোত্তম, আদি কারণোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

যৎকিঞ্চিৎ

—::)•(::—

শ্রীগুরুদেবের আসনের অনুকরণ বা প্রতিযোগিতা কোন গুরুদাস বৈষ্ণবেরই সহ্য করা উচিত নয়। যদি তিনি তাহা সহ্য করেন, তাহা হইলে জগতে অপরাধ ও পাষণ্ডতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। শ্রীগুরুদেব—নিত্যানন্দাভিন্নবিগ্রহ। শিষ্যের নিকট অর্থযুক্ত বলাইলে বয়ুবজনে তিনি—ভক্তির বার্ষভানবী। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন তনু—মুকুন্দপ্রেষ্ঠ। তিনি সাধক জীব নহেন। শ্রীগুরুদেব নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ। তাঁহার চরণে অপরাধ হইলে, বদ্ধ হইয়া নিজের আচরণ অনুকরণ করিতে গেলে সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। অনর্থযুক্ত সাধক জীবের নিজেরই শুদ্ধ হরিনাম কীর্ত্তন হয় না। সুতরাং সেরূপ ব্যক্তি কি করিয়া অপরকে হরিনাম দিবে? আমি যাহাই হই না কেন, লোকে আমাকে প্রভু বা গুরু বলিলেই যেন আমি গুরু হইয়া গেলাম। কি আশ্চর্য্য! এই কি প্রভুপাদের শিক্ষা? ক্ষুদ্র জীব হইয়া আচার্য্য হইতে চাই। বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার ধৃষ্টতা। কি মোহ! কি ভ্রান্তি!! অপরাধীর ইহাই পরিণাম।

মহাভাগবতের শ্রীঅঙ্গ ও আমার প্রাকৃত দেহ এক নয়; মহাভাগবতের দেহ অপ্রাকৃত ও চিদানন্দময়। তাহা কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ হইতে অভিন্ন। কৃষ্ণ যাঁহাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়াছেন, যিনি সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণের শরণাগত, ঐরূপ মহাভাগবতের শ্রীঅঙ্গই অপ্রাকৃত ও চিদানন্দময়। যা'র তা'র দেহকে অপ্রাকৃত মনে করিলে ভুল হইবে। তৎফলে দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট নিজেকেই বৈষ্ণব মনে হইবে, তাহাতে পাষণ্ডতাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। আপনাকে বৈষ্ণবজ্ঞান করা সম্পূর্ণ অবৈষ্ণবতা। ভগবৎ-প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের অকপট সেবকগণকে বৈষ্ণবজ্ঞান করাই বৈষ্ণবতা। বৈষ্ণবসেবায় অভিনিবেশই বৈষ্ণবতা, আর নিজসেবা বা বদ্ধজীবসেবায় অভিনিবেশ অবৈষ্ণবতা।

আমরা যে যেরূপ কার্য্য করি, তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে। একজনের ফল আর একজন পায় না। সুতরাং দুঃখাদি আসিলে অস্থির ব্যস্ত হইয়া লাভ কি? কর্ম্মফলানুসারে দুঃখই আসুক বা সুখই আসুক, তাহা নীরবে সহ্য করিয়া হরিভজন করা উচিত। আমরা যখন কোন অসুবিধায় পড়ি, তখন সেটা যে আমার নিজ কর্ম্মের ফল, তাহা ভুলিয়া গিয়া কখনও ভগবান্‌কে দোষ দিই, আবার কখনও অপরকে দায়ী করি। হরিগুরু ও বা স্বরূপজ্ঞানের অভাববশতঃই আমরা এরূপ মনে করি, নিজের দোষ দেখিতে পাই না। কিন্তু আমার সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা উচিত যে আমার মত দোষী আর কেহ নাই।

———

এ জগতে কেবল অশান্তি, কিন্তু বৈকুণ্ঠে জাগতিক শান্তি বা অশান্তির কোন কথা নাই। আমরা যাহাকে শান্তি বা অশান্তি মনে করি, তাহা ভোগপিপাসা-জনিত উপলব্ধি। ভোগের সাময়িক অভাবকে অশান্তি এবং সাময়িক ভোগলাভ বা বস্তুলাভকে আমরা শান্তি মনে করি। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া অনেকের সহিত সম্বন্ধ করিতে গিয়াই আমাদের এত অশান্তি, এত অসুবিধা। নিত্য একের সহিত সম্বন্ধ হইলে অসুবিধা আর থাকিবে না। যাহারা অমোঘ হরির কথা কীর্ত্তন করে না তাহারা যাহাই করুক না কেন, তাহাতেই তাহাদের অসুবিধা হইবে।

ভক্তগণ কিন্তু নিজের শান্তি বা অশান্তির কোন ধার ধারেন না। কৃষ্ণের কি করিলে সুখ বা শান্তি হয়, সেই তাঁহাদের বাসনা। তাই তাঁহারা শান্ত ও সুখী।

কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥

এই জগতে যাঁহারা দাস হইবার জন্য যত্ন না করিয়া প্রভু হইবার জন্য যত্ন করিবেন, তাঁহারা জগৎকে একেবারেই ভুলিয়া যাইবেন। ইহা দেখা বড়ই শোচনীয়। তাঁহারা নিজেরা ভগবানের কথা আলোচনা করিবেন না, অপরকে ভগবৎ-সেবার নিমিত্ত পথে চলিতে দেখিলে নানা প্রকারে তাহাকে বাধা দিবেন। জগতে এইরূপ লোকের সংখ্যাই বেশী। তাঁহারা মনে করে, আমরা যে পথ ধরিয়াছি, অপরেও সেই পথ ধরুক। আমরা একা কেন কষ্ট পাই, কেননা সকলেই কষ্ট পাক। যদি মরি সকলেই মরিব। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এইরূপ বিচারের প্রশংসা করেন না। তাঁহারা বলেন, আত্মহত্যা করা বা সংসারের মধ্যে ডুবিয়া যাওয়ার দরকার নাই। অন্য বাজে কথা ছাড়িয়া দিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত হরিকীর্ত্তনে নিযুক্ত করা উচিত। কারণ, আমাদের সকলকেই মরিতে হইবে। বাজে কথায় সময় নষ্ট করা উচিত নহে।

পর-সংশোধন ও আত্ম-সংশোধন

[মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ]

আমি আত্ম-সংশোধন অপেক্ষা পরকে সংশোধন করিতে খুব আনন্দ পাই। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা কিন্তু তাহা নহে। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব, তাঁহার চরিত্র শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় এই,—

সবে কৃষ্ণ-ভজন করে, এই মাত্র জানে।
বৈষ্ণবের নিন্দা-কর্ম্ম না শুনয়ে কাণে॥

বৈষ্ণবের কোন নিন্দা কর্ম্ম নাই, তথাপি যাঁহারা আত্মমঙ্গল চাহেন না, আত্ম সংশোধন চাহেন না, তাঁহারা বৈষ্ণবকে সংশোধন করিবার জন্য তাঁহার নিন্দা-কর্ম্মই সর্ব্বদা দর্শন ও আলোচনা করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব অদোষদর্শী, আর অবৈষ্ণব দোষদর্শী—মণিময় মন্দিরে পিপীলিকার ন্যায় ছিদ্রদর্শী, তাহাদের বৃত্তি মক্ষিকাবৃত্তি। আধ্যক্ষিক ও নির্ব্বিশেষবাদিগণ জগতের নিকট খুব ভাল মানুষ সাজিয়া এই মক্ষিকাবৃত্তির অনুশীলন করিয়া থাকেন। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

বাদাবাদি-জন, তুচ্ছ কথায় মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
যে জন্য বৈরাগী, করে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব॥

নির্ব্বিশেষবাদী নিজকে কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী মনে করিয়া বৈষ্ণবকে কপট কৃষ্ণের উপাসক, গৃহব্রত বা অসৎ বলিয়া মনে করে। আর বৈষ্ণব নিজকে তৃণাদপি সুনীচ মনে করিয়া সকলের মধ্যেই কৃষ্ণের অধিষ্ঠান-দর্শনে সম্মান করেন। নির্ব্বিশেষবাদী বৈষ্ণবের ছিদ্র ও গুরুর ছিদ্র অনুসন্ধান করেন ও গুরুকে 'দোরস্ত' বা সংশোধন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগেন। শ্রীগৌরলীলায় রামচন্দ্রপুরীর দ্বারা সেই আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। "ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ।" (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১২১) ইহাই নির্ব্বিশেষবাদীর বিচারধারা যে, গুরুদেব ভ্রান্ত, তিনি ভ্রমপ্রমাদগ্রস্ত। পাছে ব্যাসের ভ্রান্তি হয়, গুরুদেবের পতন হয়, মহাপ্রভু সন্ন্যাস হইতে ভ্রষ্ট হন, এজন্য প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণের বা বৈষ্ণবতা-লাভের পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের আদর্শ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়। যাহারা এইরূপ শ্রেণীর আধ্যক্ষিক হইয়া নির্ব্বিশেষ-বাদের পথে চলিয়াছে, তাহারাই নিরপেক্ষতার নামে মহাপ্রভুর সন্ন্যাস হইতে পতনাশঙ্কা, শিষ্যাপেক্ষা, ব্যাসের ভ্রান্তি, জগদ্গুরু ব্রহ্মা ও শিবের পতনাশঙ্কা প্রভৃতির কথা প্রচার করিবার অবসর প্রদান করে ও তজ্জন্য কৌতূহলপরায়ণ হয়।

"শ্রীচৈতন্যচরিতের উপকরণ" নামক একটি নবপ্রকাশিত পুস্তকে এই জাতীয় চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে এবং লেখক, যাঁহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কোনপ্রকার ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা আছে, ইহা শুনিতে আদৌ প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগকে 'গোঁড়া' ভক্ত বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ শুদ্ধ গোঁড়ামিই শুদ্ধবৈষ্ণবতা। "কি জানি হইতেও পারে গুরুদেবের পতন, থাকিতেও পারে তাঁহার দোষ, নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক না কেন।" —যখনই কাহারও এইরূপ কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে তৎপূর্ব্বেই সেই ব্যক্তি আধ্যক্ষিকতা-রূপ পাষণ্ডতা ও নির্ব্বিশেষবাদের মজ্জ হইয়া পতিত হইয়াছে। "গুরু মনুষ্য হইতে পারেন, গৌরাঙ্গ জীব হইতে পারেন, শ্রীধাম প্রাকৃত হইতে পারেন, মহাপ্রসাদ ডালভাতও হইতে পারেন, শ্রীবিগ্রহ কাঠ-পাথরও হইতে পারেন, ব্যাসদেব ভ্রান্তও হইতে পারেন, উঁহাদিগকে কতুক যাচাইয়া দেখাই যাউক না কেন?" যখনই গুরুবর্গসমূহকে এইরূপ আধ্যক্ষিক পরীক্ষার আসামী করিবার চেষ্টা হইয়াছে, সেই শিষ্যের শিষ্যত্ব বা জীবের জীবত্বের ধ্বংস হইয়াছে—জীব আত্মঘাতী নির্ব্বিশেষ-বাদী হইয়া পড়িয়াছে।

নির্ব্বিশেষবাদীদিগের আর একটি চিন্তা-ধারা এই যে, যদি খুব বড় বড় লোক বা কোন মহাপুরুষের একনিষ্ঠ (?) পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ পরবর্ত্তিকালে কোন মহাপুরুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন, তবে জানিতে হইবে সেখানে গুরুই দোষী, সেবকগণ দোষী নহেন; নতুবা শ্রদ্ধা বিনষ্ট হয় কেন? শিবপূজক কোন জগদ্বিখ্যাত আধ্যক্ষিকের যখন পরে জগদ্গুরু শিবের প্রতি অশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল, তখন জগদ্গুরু শিবই দোষী, আধ্যক্ষিক দোষী নহেন; কালাপাহাড় পূর্ব্বে সনাতনধর্ম্মের একনিষ্ঠ গোঁড়া ভক্ত ছিল। পরবর্ত্তিকালে সনাতন-ধর্ম্মের ধ্বংসসাধনকেই জীবনের একমাত্র [illegible] করে। সুতরাং জানিতে হইবে, সনাতন-ধর্ম্মটাই খারাপ, কালাপাহাড়ই ভাল, নতুবা তাহার অশ্রদ্ধার উদয় হয় কেন? রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য হইয়াও যখন গুরুদেবকে অজ্ঞানগ্রস্ত বিচার করেন বা নির্ব্বিশেষবাদীর অভিনয়কারী বাউলিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাস শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর একনিষ্ঠ সেবক হইয়াও যখন তাঁহাকে ঋণগ্রস্ত মনে করিবার অভিনয় করেন, তখন বাউলিয়ার বিচারই ঠিক অর্থাৎ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুই অজ্ঞান গ্রস্ত। যশোহর জিলার কোন লৌকিক গোস্বামী অপ্রাকৃত জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। যখন পরবর্ত্তিকালে তাঁহার ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধার লাঘব হইয়াছিল, তখন ঐ লৌকিক গোস্বামীর বিচারই ঠিক, ঠাকুরই বেঠিক! জগদ্গুরু পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যব্রুব, অথচ পূর্ব্বে একনিষ্ঠ সেবকের অভিনয়কারী কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া পরে শ্রদ্ধাহীন হ'য়া বিধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন বা পূর্ব্বে শিষ্যত্বের অভিনয় করিয়া পরে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুর নিকট উপনীত হইবার অভিনয় করিয়াছেন বা প্রাকৃত সহজিয়া নির্ব্বিশেষবাদীর কবলে কবলিত হইয়াছিলেন বলিয়া কি আমার গুরুপাদপদ্মকে হীন মনে করিয়া পশু সম্প্রদায়কে উচ্চাসন প্রদান করিব? শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধামের সম্বন্ধে শ্রীধাম-বিরোধি-গণের প্রমাণাবলীকে আদৌ পাত্তাই দেন নাই। ঐসকল কথা কেহ তাঁহার নিকট তুলিতেই পারিতেন না, তুলিলে তিনি যেন সিংহের ন্যায় হুঙ্কার করিয়া উঠিতেন এবং বলিতেন, "এগুলির উপর প্রস্রাব করিয়া ভাসাইয়া দাও।" প্রতীপ প্রিয়নাথের প্রত্যুক্তির তাহাই প্রমাণ করে। প্রাকৃত সহজিয়াগণের বিচারে শ্রীল প্রভুপাদের ঐরূপ গুরুপাদপদ্মে নিষ্ঠা সত্যকে ধামাচাপা দেওয়া বা উহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই, ইহাই প্রমাণ করিলেও উহাই শুদ্ধ-বৈষ্ণবতা।

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্মের সর্ব্বস্ব-শরণতা যিনি স্বীকার করেন একমাত্র তাঁহাকেই আমরা 'ভক্ত' বলিব। হীন বড় ভক্ত, কিন্তু ভগবানের নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারিতা মানেন না, বা এত বড় ভক্ত যখন শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছেন, তখন ভগবানই খারাপ, ইহা আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদীর বিচার হইতে পারে, শুদ্ধভক্তের বিচার নহে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—"যে-সকল লোক আমার নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াছে, তাহারা যদি সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করে, আমার প্রতি বিদ্রোহী হয়, তথাপি আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়িব না। যোল্‌কা চোদ্দ লোক বা সহস্র সহস্র কপট ভক্তব্রুব আমাকে রক্ষা করিবে না। বাস্তব সত্যই আমাকে রক্ষা করিবেন, তাঁহারাই আমাকে রক্ষা করিবেন।" ইহাই অতত্ত্বভিন্ন কথা।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের যাহারা শিষ্যব্রুব তাহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিন্দাকার্য বর্জ্জন করিয়া পরবর্ত্তিকালে কেহ বা কপট নির্জ্জনভজনানন্দী, কেহ বা গৃহব্রত, কেহ বা শিষ্য সম্প্রদায়ের নায়ক হইয়া নানাভাবে গ্রাম্য সংবাদপত্রে তথা পারমার্থিক (?) সংবাদপত্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে আক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ বা শ্রীধামবাসী শ্রীল কৃষ্ণদাসবাবাজী মহাশয় তাহা করেন নাই। কেন না, তাঁহারা অন্যাভিলাষী বা আধ্যক্ষিক কোনটাই নহেন।

আমরা সত্য সত্যই হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্ম চাই কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কৃষ্ণ আমাদিগের নিকট নানাপ্রকার বিভীষিকা উপস্থিত করেন। বাস্তব-সত্য একটা দুর্গ নহে যে, ধামাধারী, ষড়যন্ত্র, গণ্ডগোল, উচ্চ-চীৎকার, দুরভিসন্ধি, নির্ব্বিশেষ-বাদী, গুরুদ্রোহি সম্প্রদায়ের সহিত সহযোগ বা প্রাকৃত কোন বস্তুর দ্বারা তাহার গলা টিপিয়া মারা যায়। "যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।" যিনি আমার শ্রবণ-গুরু, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু এই অবরতত্ত্বকে স্বীকার করেন, তিনি বৈষ্ণব; যিনি স্বীকার করেন না, তিনি ব্রহ্মা-রুদ্রের তুল্য হইলেও তাঁহাকে বৈষ্ণব জানিব না। এজন্যই শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন গাহিয়াছেন,—

ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধি নাশ।
নিত্যানন্দ নিন্দা করে যাইবেক নাশ॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ৯।২৫২)

শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিহ নাশ পায়, কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥
(চৈঃ ভাঃ মঃ ২০।৫৫)

শ্রীল রামানুজের দুইটী মূল্যবান্ উপদেশ এই:—

"Don't converse with slanderers and scandal-mongers"

"Look not upon those wretches that insult and scandalise the Lord's servants, nor upon those tigers in human shape that have insulted their Guru."—

[Golden words of Ramanuj
by Srinivas Aiyenger]

[অর্থাৎ নিন্দক এবং অপবাদ-রটনাকারী ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিবে না। যাহারা ভগবানের ভৃত্যগণকে অপমানিত ও তাঁহাদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করে, সেই সকল নীচাশয় ব্যক্তিগণের মুখদর্শন করিবে

য় । যাহারা তাহাদের গুরুদেবকে অপমানিত করিয়াছে—এইরূপ বক্রোক্তি ব্যাঘগুলির দিকে কখনও তাকাইবে না ।]

যাহারা শোচনীয় যোষিৎসঙ্গী, তাহারা সুনির্ম্মল বৈষ্ণবগণের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়া নরকের পথের যাত্রী হয়। নির্ব্বিশেষবাদী নিজেকে ত্যাগী ও নৈতিক মনে করে; কিন্তু তাহাদের ন্যায় প্রচ্ছন্ন ও ও দুরারোগ্য যোষিৎসঙ্গী জাগতিক কোন দুর্নৈতিক ব্যক্তিও হইতে পারে না।

আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণের নিকট নির্ব্বিশেষবাদী সুনীতি-পরায়ণ বলিয়া প্রচারিত হয়। তাহারা মুখে "কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ," "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া থাকে। চিজ্জড়সমন্বয়বাদিগণের নেতৃবর্গ কামিনীকাঞ্চনের কথা শুনিলেই থুৎকার করেন। তাঁহাদের বিচারে নির্জ্জন মাঠের মধ্যে একাকী ষোড়শী সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়া যদি কেহ অবিকৃতচিত্তে চলিয়া যাইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি যথার্থ সিদ্ধপুরুষ। ইহাই তাঁহাদের সিদ্ধির স্বরূপলক্ষণ, অত্যাশ্চর্য্য ভক্তিলক্ষণ! তাঁহাদের উপদেশে লোকতে পাওয়া যায়—যাহারা কখনও বৈধ যোষিৎসঙ্গও করে নাই, তাহারাই পারমার্থিক 'নৈষ্কর্ম্ম্যচূড়ান্ত'! নির্ব্বিশেষবাদী তথাকথিত সুনীতি-বোধের সহিত প্রতিক্ষণে যে অবৈধ যোষিৎসঙ্গ করিয়া থাকে, তাহাতে সে নিষ্কলঙ্ক বৈষ্ণবগণের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিবার চেষ্টা করে। কোটি কোটি মহাবীর, কোটি কোটি সিদ্ধার্থ, কোটি কোটি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধের কঠোর ত্যাগ ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের মহিমার লেশ স্পর্শ করিতে পারে না। ভক্তি এত বড় জিনিষ! নির্ব্বিশেষবাদী যোষিৎসঙ্গের নিন্দা করিয়া সর্ব্বক্ষণই অবৈধ যোষিৎসঙ্গের ধ্যান করিয়া থাকে। নির্ব্বিশেষবাদী একদিকে যেমন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, আর একদিকে তেমনি জীবন্ত প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গী। "বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক"—কবিরাজ গোস্বামীর এই বাক্যানুসারে মুখে বেদ মানিয়া ও বৌদ্ধগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিন্দা করিয়া যাহারা নির্ব্বিশেষবাদ স্বীকার করেন, তাঁহারা যেমন পাষণ্ড বৌদ্ধ হইতেও অধিকতর নাস্তিক, তদ্রূপ মুখে তথাকথিত 'সুনীতি' 'সুনীতি' বলিয়া চীৎকার করিয়া যাহারা যোষিৎসঙ্গের নিন্দা করে, তাহারা অবৈধ যোষিৎসঙ্গের ধ্যান, ধারণা ও সমাধি লাভ করে এবং ঐরূপ সাধনের সিদ্ধিতে অবৈধ যোষিদ্গণের সহিত সাযুজ্য লাভ করে। ভগবদ্ভক্তগণ ঐরূপ প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গের ধ্যান, সমাধি ও সাযুজ্য-লাভকে নরক অপেক্ষা ঘৃণা ও ভয় করেন। এই সকল নির্ব্বিশেষবাদিগণের যোষিৎসঙ্গস্পৃহা অধিক প্রবলতরা ও ভয়ঙ্করা। ইহারাই শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায়,—

> যে কভু বৈরাগী, কভে নিজে ত্যাগী
> সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
> মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
> মুক্ত-অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব॥

নির্ব্বিশেষবাদী মাৎসর্য্যপূর্ণ আত্মসংশোধন অপেক্ষা গুরুগৌরবের সংশোধনের পক্ষপাতী। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বৈষ্ণবনিন্দা করিতে করিতে এইরূপ অন্ধ হইয়া পড়ে যে, তখন আর তাহাদের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। কিন্তু বৈষ্ণবের বিচার তাহা নহে। বৈষ্ণব কেবল নিজের জন্য মনঃশিক্ষা রচনা করেন। শ্রীরূপ রঘুনাথ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল প্রভুপাদ এই আদর্শই দেখাইয়াছেন। তাঁহারা শিষ্যকে শাসন করেন নাই। মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে লোকশিক্ষার্থ শাসন করিয়াছেন, শ্রীপরমানন্দ পুরী বা শ্রীস্বরূপদামোদর তাহা করেন নাই। নির্ব্বিশেষবাদিগণ বৈষ্ণবের গুরু হইতে চাহে, আর বৈষ্ণব বৈষ্ণবের শিষ্য হইতে চাহেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য বলেন,—"তত্রাপি_শ্রেষু আমার নিত্যসিদ্ধ গুরুদেব। তাঁহার পাদপদ্মই আমার একমাত্র জীবাতু।" আচার্য্য শ্রীনিম্বার্কী বলেন,—"নিত্যস্বরূপই আমার একমাত্র শরণাপদ।" যে পাষণ্ড গুরুপাদপদ্মের সর্ব্বদা পবিত্র নির্ম্মল চরিত্রকে হিংসাবশতঃ নিন্দা করে, ঐসকল নরকযাত্রী পাষণ্ডের কুসিদ্ধান্ত কখনও শুনিতে হইবে না। উহাদের পাষণ্ডতার বধির থাকিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে আরও অধিক নিষ্ঠাযুক্ত হইতে হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিতেন,—"ভগবদ্ভক্ত এত বড় যে, বৈষ্ণবনিন্দকের শত শত প্রমাণাবলীর উপর প্রস্রাব করিয়া কোটি কোটি মহাপাপের সৃষ্টি করিতে পারেন। ঐসবগুলিকে সমুদ্রের অতলগর্ভে ডুবাইয়া দিয়া বৈষ্ণবপাদপদ্ম ভেলায় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে।" কাজেই পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রদর্শিত পথই আমাদের একমাত্র উপাস্য। পরচর্চ্চকের কোন দিন মঙ্গল হয় না, বৈষ্ণবনিন্দকের কথা দূরে থাকুক। আমি যেন কোটি কোটি জন্ম নিষ্কপট জগাই-মাধাইর সঙ্গ করিতে পারি, তথাপি আধ্যক্ষিক তথাকথিত সুনীতিবাদী, প্রচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর যোষিৎসঙ্গী নির্ব্বিশেষবাদিগণের মস্তকের ভূষণ না হই। তত্রাপি_শ্রেষু শ্রীচরণরেণু লাভের জন্য আমার কোটি কোটি জন্ম হউক, তথাপি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ, প্রচ্ছন্ন যোষিৎসঙ্গী নির্ব্বিশেষবাদিগণের কামিনীকাঞ্চনত্যাগের প্রতিষ্ঠা-শৌকরীবিষ্ঠা-ভোজনে যেন আমার চিত্ত প্রলুব্ধ না হয়।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের ধারণা—বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত ব্যভিচারকে প্রেম বলেন, বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়চালনাকে "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের দ্বারা সমর্থন করিতে চাহেন! লোচ্ছ্রকারক নির্ব্বিশেষবাদিগণ অপ্রাকৃত কামদেবের কামের উপকরণ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত ও সুবিচার ধারণাই করিতে পারে না। করিবেই বা কিরূপে? অপরাধে যে তাহাদের মস্তক জ্বলিয়া পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। তাহারা আধ্যক্ষিকতা পিশাচী-সমুদ্র ব্যতীত অধিক আর কি বুঝিবে? বদ্ধজীবের কাম—প্রেম নহে। পতনোন্মুখ বা পতিত জীবের ইন্দ্রিয়-চালনাও হরিভক্তি নহে। তাহা আরও ভয়ঙ্কর। ঐগুলি সব মনোধর্ম্ম—'এই ভাল, এই মন্দ।' উহা মলমূত্রের ন্যায় পরিবর্জ্জনীয়। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি" এই কথাই সত্য।

আমি পাপী, অতিপাপী, মহাপাপী; গুরুদেব পাপী নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম পাপ পুণ্যের অতীত। তিনি পতিতপাবন। আমি আমাকে সংশোধন করিব, বৈষ্ণবকে সংশোধন করিবার জন্য দুর্ব্বুদ্ধি ও আস্পর্দ্ধা যেন উপস্থিত না হয়। জগতে যেসকল লোক সংস্কারক বা সত্যস্থাপনকারী বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবকে সংশোধন করিতে গিয়াছে, তাহারাই চিরকাল প্রচ্ছন্ন অবৈধ যোষিৎসঙ্গীর বিষ্ঠার কীটত্ব লাভ করিয়াছে। তাহাদের এই পরিণাম অবশ্যম্ভাবী। কারণ, ভক্তদ্রোহীকে কৃষ্ণ ক্ষমা করেন না, কৃতঘ্নের কোথাও স্থান নাই।

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৷৵০ ; ২য় খণ্ড ৷৴ ; ৩য় খণ্ড ৷৵০ ; ৪র্থ খণ্ড —৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

প্রভুপদেশ

অপ্রগামী ব্যক্তি সাধুর পথে বিচরণশীল হওয়ায় অসাধুগণ নানা প্রকার কুযুক্তি প্রদান করিয়া সাধুভাব উপর আক্রমণ করে। সরলচিত্ত শান্ত ভক্তগণ অসাধুদিগের তাণ্ডবনৃত্য দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা পান। তাঁহাদিগকর্ত্তৃক অসৎপথ গর্হিত হইলেও অধমপ্রবৃত্তি পোষণ দ্বারা অসজ্জনগণ কপটতাপূর্ণ যে সকল ভগবদ্বিমুখ কুবাক্য প্রয়োগ করে, তাহা মানবজাতির উন্নতিপথে ব্যাঘাত করায়।

সাধারণ বিচারে অসতের পথ পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগ পরায়ণ ব্যক্তি দুর্জ্জন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। প্রাক্তন কর্ম্মফলে যে সকল অমঙ্গল সঞ্চিত থাকে, তাহার সমুচিত দণ্ড লাভ করিবার কালে যদি কেহ অসহিষ্ণু হন, তাহা হইলে তিনি পুনরায় দুর্জ্জনের পথে চালিত থাকিবেন। এজন্য তৃণাপেক্ষা দ্রব সহিষ্ণুতাসম্পন্ন হইবার উপদেশ শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষায় দেখা পাওয়া যায়। আধুনিক সত্যপ্রচারের চেষ্টায় নিযুক্ত থাকাকালে যৌবনস্থাকাঙ্ক্ষী জনগণের দ্বারা উপদ্রুত হওয়া কেবল পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মফল। সুতরাং পুনরায় অমঙ্গল অর্জ্জন করিবার জন্য—কৃতে প্রতিকর্ত্তব্যং দুর্জ্জনে, হিংসিতে প্রতিহিংসিতব্যং নীতি পরিচর্য্য করাই দুষ্পরামর্শ। অসতের সহিত প্রতিযোগিতা না করিলে দুর্জ্জনগণ আপনা হইতেই থামিয়া যান।

জীবসমূহমাত্রেই যেহেতু ভগবদ্দাস, সেই হেতু পরস্পর বিরোধ করিলে ভগবদ্ধামে উদাসীন হইয়া তাঁহাদের সংসারের নিজ কর্ত্তব্যবিমুখতাই প্রবল হবে।

মহাভাগবতগণ সার্ব্বিক হওয়ায় প্রত্যেক জীবাত্মাকেই ভগবদ্দাস বলিয়া জানেন। দাসগণের প্রভুসেবা ব্যতীত অন্য কোন কৃত্য নাই। সুতরাং প্রভুসেবা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পর প্রণয়ে বা কলহে তৎপর হইলে সুখদুঃখের ভাগী হইতে হয়। তাহাতে প্রভুসেবা-বঞ্চনারূপ অপরাধ আসিয়া প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে। জীবাত্মাদের পরস্পর আত্মীয়তার পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ে বিরোধ উৎপাদন করে। সুতরাং কাহারও দ্বারা নিজের ও পরের ক্ষতি করা কর্ত্তব্য নহে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-ব্রজপত্তন
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ [illegible] গ্রন্থাগার আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ২১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
[illegible] —শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) [illegible] কুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চটক পর্ব্বত

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
নতুনবাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
১নং পাথাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জিঃ [illegible], ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রামনা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
১২নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, কাম্বালা হিল, বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বাগিরিধারীর সেবা

(৫১) কোভুর-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কোভুর, অপর গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঙ্গল
পোঃ [illegible], যশোর

(৬০) ভাগবত-জনানন্দ মঠ
চিরপিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১।১এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
" সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵০ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন কথা।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীপ্সানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসাধ্য প্রকৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, নাম-পদ্য-শ্লোক ও পদ্যাদি-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকাটোর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নবিনা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

[illegible]ল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

-::০::—

[illegible]

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আস্তিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও জনসাধারণের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথা-সংলাপাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া পৃথক্ শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। সম্প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চষষ্টিতম বিরহতিথি-পূজা-বাসরে এই সংলাপের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের স্রোতস্বেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———॥(০)॥———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল কারণ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায় সর্ববিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান্ শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৬-০৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-০০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৪১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৪৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (নাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১০			১৩-৩১	১৬-০	১৮-০১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-০৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৪১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-২০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

রক্তশোধক পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার খ্যাতি ভিত্ত অদ্ভুত অধিক। নিত্যই প্রীতি সংযুক্ত কাগজার এবং নুতন ... গ্রাহক হয়ে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

২১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1944

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৬ ২১শে জুলাই, ১৯৩৯, শুক্রবার [১২২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(•)::——

চুংকিংএ বিমান আক্রমণ

সাংহাইএর নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ এডমিরাল লিটল বৃটিশ-চায়না ষ্টেশনের ক্যাপ্টেন জোনসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ৬ই জুলাই তারিখে চুংকিং-এ বিমান আক্রমণের সময় বৃটিশ গানবোট 'ফেলকনেট' এর যে ক্ষতি হইয়াছে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং ক্ষতিপূরণ দিবার অভিপ্রায় জানান। সামরিক আদালতে বৃটিশ সামরিক উপদেষ্টা কর্ণেল স্পীয়ারের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। ২৬শে মে হইতে তিনি আটক আছেন।

———

মহাযুদ্ধ প্রতিরোধ করিতে হইবে

বৃটিশ খনি-মজুরগণ, দুর্গতির কোন তলা হইতে জার্মাণ খনি-মজুরদের উদ্দেশে একটি বাণী প্রেরণ করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সম্প্রতি সোমারসেটে বৃটিশ খনি মজুরদের এক সম্মেলন গ্রেট-বৃটেনের খনি-শ্রমিক ফেডারেশন ঐ বাণীর খসড়া সমর্থন দিয়াছেন বাণীটি নিম্নরূপ:—

বহু বৎসর আমরা একত্রে ছিলাম। উভয় দেশের খনি মজুরের শোষণের বিরুদ্ধে আমরা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া লড়াইয়া আসিয়াছি।

"একত্রে আমরা দুঃখভোগ করিয়াছি, একত্রে অভিন্ন ভাবে শান্তির জন্য লড়িয়াছি। ১৯৩৩ সাল হইতে জার্মাণ খনি-মজুরগণ অপর দেশের খনি-মজুরদের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করিতে বাধ্য হয়।

ইহা সত্ত্বেও অন্তরের দিক দিয়া কখনও আমরা বিচ্ছিন্ন হই নাই। জার্মাণীর খনি-মজুরদের উপর বৃটিশ-খনি-মজুরগণ আস্থা হারায় নাই। কেননা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, অন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীতার মূলগত বিষয়ে আপনারা অন্ততঃ বুঝিয়াছেন যে, আপনারা প্রতারিত হইবেন না। ধ্বংসাত্মক যুদ্ধকে কিছুতেই আসিতে দেওয়া হইবে না। যে কোন প্রকার আক্রমণাত্মক নীতি প্রতিরোধ করিবার জন্য আমরা সকলকে আহ্বান করিতেছি।"

———

ভারতীয় শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা

লণ্ডন, ১৯শে জুলাই ইণ্ডিয়া লীগের উদ্যোগে ট্রান্সপোর্ট হাউসে ভারতীয় শ্রমিক-অবস্থা সম্পর্কে যে সম্মেলন হয়, তাহাতে বিভিন্ন ট্রেডইউনিয়নের শ্রমিক দল ও সমবায় সমিতির প্রায় একশত প্রতিনিধি এবং বহু ভারতীয় যোগদান করেন। মিঃ মেরিয়াও ক্রিকম্যান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

মিঃ আর, এস, নিম্বকর সভাপতির পরিচয় দানের সময় ভারতীয় শ্রমিকের অবস্থা এবং ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বিকাশ বর্ণনা করেন। মিঃ আফতাব আলি ভারতীয় নাবিকদের অবস্থার কথা বলেন।

যুক্তপ্রদেশের মিঃ গোবিন্দ সহায় গত নির্বাচনে কংগ্রেস যে গণ-সমর্থন পাইয়াছে তাহার কথা বলেন।

অন্যান্য বক্তাগণের মধ্যে ছিলেন মিঃ কৃষ্ণ মেনন, মিঃ হ্যারি এডামস্ এবং মিঃ বেন ব্রেডলি।

ভারতীয় শ্রমিকগণের জীবনযাত্রার অবস্থা ও মান সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সম্মেলনে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্মেলনের পক্ষ হইতে ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কৃষক আন্দোলন এবং জাতীয় আন্দোলনকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। বিভিন্ন প্রদেশে প্রগতিশীল ভারতীয় শাসন পরিচালনায় অধিকতর ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সম্মেলন সন্তোষ প্রকাশ করে।

———

বৃটেন-পোল্যাণ্ডের সামরিক আলোচনা

স্যার এডমণ্ড আয়রণসাইড মার্শাল স্মিগ্‌লি রিজ পররাষ্ট্র সচিব কর্ণেল বেকের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং বুধবার সামরিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ পাইবেন। বৃহস্পতিবার তিনি সামরিক কুচ-কাওয়াজ পরিদর্শন করিবেন। এই সময় তিনি সমর সচিব কাসপ্রজিকির সহিত আহার করিবেন। স্যার এডমণ্ড আয়রণসাইড শুক্রবার লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

সংবাদপত্রে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে জেনারেল স্মিগ্‌লি রিজ এবং পোলিশ সমর সচিব ও সেনাপতি মণ্ডলীর কর্ত্তার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য ইংরাজ সমর-নায়ক জেনারেল স্যার এডমণ্ড আয়রণসাইড বিমানযোগে সহিনিয়া হইতে ওয়ারসতে আসিয়াছেন।

———

জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

জাপ-ভারত-বাণিজ্য চুক্তির পুনরালোচনা সম্পর্কে যে ২২ জন বে-সরকারী পরামর্শদাতা সিমলা পর্য্যন্ত আসিয়াছেন, অদ্য প্রাতে এক বৈঠকে বাণিজ্য সচিব স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খান ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এচ ডাউয়ের সহিত তাঁহাদের আলোচনা হইয়াছে।

———

মালবাহী জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

পি এণ্ড ও কোম্পানীর মালবাহী জাহাজ বন্দরে পৌঁছিবার পর জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়েক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। প্রকাশ জাহাজের মালপত্র রাখার একটি খোলে প্রথমে আগুন লাগে। তাহার পর বিস্ফোরণের শব্দ শুনা যায় এবং প্রজ্জলিত মালপত্র উৎক্ষিপ্ত হইয়া ডেকের উপর আসিয়া পড়ে। তাহার পর আগুন দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে এবং অনেক নাবিক গাড় দুর্ঘটনায় আহত হইয়া যায়, কিন্তু কলম্বো বন্দরের ফায়ার ব্রিগেডের কিপ্রকারিতায় অবস্থা আর খারাপ হইতে পারে নাই।

বে-সরকারী সংবাদে প্রকাশ, তিনজন ইংরাজ ও একজন দেশীয় লোক অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা গিয়াছে এবং ১০।১২ জন লোক আহত হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

বজ্রাঘাতে একজনের মৃত্যু

নয়াগ্রাম থানার অন্তর্গত খালপোল গ্রামের শ্রীভজহরিলাল মাহাত গত ৯ই জুলাই সকাল ৮টার সময় বজ্রাঘাতের মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রকাশ যে, উক্ত ভজহরিলাল মাহাত ছাতা মাথায় দিয়া যাইতেছিল। মাঠে বজ্র পড়ে, ছাতাটা পুড়িয়া যায়; ভজহরিলালের কাঁধে বুকে ও নাভিদেশে আগুনে পোড়ার দাগ আছে। নিকটে বহু লোক মাঠে কাজ করিতেছিল, তাহারা ছুটিয়া আসিয়া দেখিতে পায় যে, ভজহরিলালের মৃত্যু হইয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ [illegible] মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থটিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——॥(০)॥——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৴০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ , শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ১৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণব ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। ভক্তিতত্ত্ববিবেক (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। শ্রীমন্-আম্নায় ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতায় কেবল বাক্য-ভাষ্য ৷০
২৭। দুর্গমসঙ্গমনী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। শ্রীল-দ্বিজ-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ৷০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৩৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৪
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখ ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক ৶০
৬০। সংখ্যাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজিগীষা ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। ভজনম্ ৷০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপঞ্জিকা ৴০
৬৭। সারস্বতবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮ রায় রামানন্দ ॥০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ৷০
৭০। রামানুজ ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্ট্স অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ টু ডেট ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। থিয়েস্টিক ফিলসফি অ্যাণ্ড আনব্যালেন্সড ডিসিপ্লিন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড). ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ৫ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৫ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২১শে জুলাই ইং ১৯৩৯, শুক্রবার ১২৭শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পুরুষোত্তম, তিথি গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

আশ্রয় বিনা গতি নাই

চতুঃষষ্টি সাধন-ভক্ত্যঙ্গের পরম মুখ্য অঙ্গই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করা। কৃষ্ণভক্তি লাভের ইহাই একমাত্র উপায়। সৌভাগ্যক্রমে যাঁহার সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইয়াছে এবং শুদ্ধভক্তসঙ্গ-প্রভাবে যাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, তিনিই কৃষ্ণপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন। যাহাদের হৃদয় পাপে মলিন সেসব দুর্ভাগা জীবগণের সদ্গুরু-পাদপদ্মে সদ্বুদ্ধি হয় না—তাহারা শ্রীগুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করে না, তাহাদিগের কোনও কালে ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার হয় না। শ্রীগুরুদেব ক্ষীণপুণ্যজনকে দীক্ষা প্রদান করেন না।

শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে কৃষ্ণদীক্ষা ও কৃষ্ণশিক্ষা লাভ করিতে হইলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে সর্বস্ব অর্পণ করিতে হয়—তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণা হইতে হয়। সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিত্যকিঙ্কর হইতে না পারিলে কৃষ্ণদীক্ষা ও কৃষ্ণশিক্ষা লাভ ঘটে না। আংশিক আদান-প্রদানের দ্বারা সর্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদাশ্রয় হয় না। আংশিক আদান-প্রদানের দ্বারা পরমার্থ লাভ হয় না।

কি পদ্ধতি অবলম্বনে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতে হইবে তাহা শ্রীভগবান্ গীতাতে জানাইয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণিপাত করিতে হইবে—'আমি বুঝি' এই অহঙ্কার সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দিতে হইবে। তৎপর পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত শ্রীগুরুমুখপদ্মবিনিঃসৃতা বাণী নিরন্তর শ্রবণ করিতে হইবে।

শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ, ইহা শ্রীভগবান্ শ্রীমদ্ভাগবতে জানাইয়াছেন। তাঁহার প্রতি অসূয়া বা মৎসরতা করিতে হইবে না। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের পাদপদ্মই পতিত জীবের একমাত্র ভরসা। স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আকর্ষণেই এই ঘোর সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। তাঁহার কৃপা ব্যতীত জীবের রূপ-রসাদি-বিষয়-ভোগ-স্পৃহা দূর হয় না—মন শুদ্ধ হয় না। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের কৃপায় যখন সংসারবাসনা সম্পূর্ণরূপে থামিয়া যাইবে, তখনই শ্রীরূপরঘুনাথের কথা কর্ণে প্রবেশ করিবে, তাহার পূর্বে নহে।

তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু শিষ্য যখন শ্রীগুরুদেবের নিকট অপ্রাকৃত তত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তখন শ্রীগুরুদেব তাঁহাকে প্রথমেই প্রাকৃত-ভাব বিসর্জন দিতে বলেন। স্রষ্টা-ভোক্তা-পুরুষাভিমানই জীবের প্রাকৃত অভিমান। কৃষ্ণদাস ভুলিয়া যাওয়ার জন্যই জীবের এই অভিমান হইয়াছে। ইহাই মূল অপরাধ। এই অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাহাকে পুরুষাভিমান-রূপ দণ্ড ভোগ করিতে হয়। শ্রীগুরুদেব অপরাধবর্জন পূর্বক কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে বলেন। তিনি বলেন—"হে জীব, তুমি স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস—তুমি জড় দেহ-মন নহ। তুমি স্রষ্টা নও—তুমি কৃষ্ণের সৃষ্ট; তুমি ভোক্তা নও—তুমি কৃষ্ণের ভোগ্য। তুমি তোমার অপ্রাকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিরন্তর অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্তন কর।"

শ্রীগুরুদেব অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম গান করিলে সেই শ্রীনাম শিষ্যের কর্ণে প্রবিষ্ট হয়। শ্রীগুরুদেবের অনুসরণে শিষ্য শ্রীনামকে শ্রদ্ধার সহিত হৃদয়ে স্থাপন পূর্বক সেবা দ্বারা পূজা করা হয়। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া বাস্তববস্তু কৃষ্ণ যেরূপ নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, চৈতন্যরসবিগ্রহ এবং অপ্রাকৃত চিন্তামণি, কৃষ্ণনামও তদ্রূপ। শ্রীনাম পূজিত হইলে তিনি স্বয়ং স্বতঃকর্তৃত্বধর্ম বিস্তার করিয়া নামজপকারীকে কীর্তনের অধিকার প্রদান করেন। যাহারা ইন্দ্রিয়ফললোভে বশীভূত হইয়া জড়-পদার্থজ্ঞানে শ্রীনামের উপর প্রভুত্ব করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ভক্তের পরিবর্তে প্রাকৃত কামের দাসত্বই লাভ করে।

শ্রীগুরুনিত্যানন্দ কৃপাপূর্বক অযোগ্য জীবকে কৃষ্ণনাম সেবার সোপান্ত প্রদান করেন। শ্রীগুরুদেবের কৃপা হইলেই জীবের সর্বার্থসিদ্ধি হয়। শ্রীগুরুকৃপাই ত নামের কৃপা! শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত জীবের অন্য কোন গতি নাই। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-কৃপা ব্যতীত নিজের বিদ্যা-বুদ্ধিতে কখনও পরমার্থ অন্বেষণ করা যায় না। শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্যও অনন্ত। জীবের পক্ষে সে সমুদয় অবগত হওয়া অসম্ভব। শ্রীগুরুদেবের মুখনিঃসৃত শ্রৌতবাণীর শ্রবণ-কীর্তন-রূপ ভক্তির দ্বারা সহজেই প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক।

প্রাকৃত-সাহজিক ও শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ)

প্রাকৃত-সাহজিকতাকে বিদ্ধবৈষ্ণবতা ও অপ্রাকৃত-সাহজিকতাকে শুদ্ধবৈষ্ণবতা বলা যায়। 'বিদ্ধ' শব্দের সহিত বৈষ্ণবতা-শব্দের প্রয়োগ সঙ্গত কি না, তাহাও একটি বিবেচ্য বিষয়। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সাহজিকের মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে, তাহা একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ ব্যতীত অপর কেহই ধরিতে পারেন না। যেরূপ শ্রীবিষ্ণুস্বামী বা শ্রীধর-স্বামিপাদের শুদ্ধাদ্বৈতবাদকে নির্বিশেষবাদি-সম্প্রদায় 'কেবলাদ্বৈতবাদ' বলিয়া ভ্রম করে, তদ্রূপ আধুনিক নির্বিশেষবাদিগণ শুদ্ধবৈষ্ণবসিদ্ধান্তকে 'প্রাকৃত সাহজিক মত' বলিয়া অজ্ঞতা, অপরাধ বা অভিসন্ধিমূলে প্রচার করেন। আধুনিক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ বা কেহ কেহ মহাপ্রভুর ধর্মকে সহজিয়া-ধর্ম বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ইঁহাদের ধারণা এই যে, মহাপ্রভু গৌড়-সহজিয়া-মতকেই পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক বিচারের ভাবনা দিয়া আচার ও প্রচার করিয়াছেন।

আধুনিক ব্যক্তিগণ মনে করেন, শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ তাঁহাদেরই 'মহাপ্রসাদ', কর্মফলবাধ্য জন্ম-মৃত্যুকেই 'আবির্ভাব-তিরোভাব'

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

লীলা' প্রভৃতি বাগ্‌বৈখরীর দ্বারা প্রচার করিয়া লোকবঞ্চনা করেন।

'শুদ্ধবৈষ্ণবের জন্ম মৃত্যু নাই, শুদ্ধ-বৈষ্ণবের ভ্রম-প্রমাদ নাই। শুদ্ধবৈষ্ণবের চরিত্রে পাপ বা কপটতা নাই। যাহারা পাপ দর্শন করে, তাহারাই পাপী; যাহারা ভ্রম দর্শন করে, তাহারাই ভ্রম-প্রমাদগ্রস্ত; যাহারা বৈষ্ণবের জন্মমৃত্যু দর্শন করে, তাহারাই জন্মমৃত্যুর অধীন—এইরূপ শুদ্ধ বিচারকে আধ্যক্ষিক ও নির্ব্বিশেষবাদিগণ সত্যকে চাপাচাপা দিবার কৌশল এবং মিথ্যাকেই সত্য বলিয়া স্থাপন করিবার গোড়ামি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

প্রাকৃত-সহজিয়া ও শুদ্ধবৈষ্ণবের সিদ্ধান্তে ভেদ এই যে, প্রাকৃত-সহজিয়া প্রাকৃত ব্যভিচারকেই ভগবদ্ভক্তি বলিয়া স্থাপন পূর্ব্বক উহার প্রশ্রয় দান করে; আর শুদ্ধ-বৈষ্ণবের সিদ্ধান্ত এই যে, শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন দোষই নাই, দর্শনকারীরই দোষ। পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদিগণ বিচার করিয়া থাকেন,—এই দুই আচার্য্য প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম্মের সমর্থন করিয়াছেন! বস্তুতঃ ইঁহারা ভক্তিদেবীকেই সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন, সুনীতি বা দুর্নীতিকে উচ্চাসন প্রদান করেন নাই।

"সুদুরাচারঃ পরহিংসা-পরদার-পরদ্রব্যাদি-গ্রহণপরায়ণোঽপি মাং ভজতে চেৎ কীদৃশভজনবানিত্যত আহ—অনন্যভাক্ মত্তোঽন্যং দেবতাং ন ভজতে, ... সাধুরেব ... মন্তব্যঃ ... সাধুত্বেন স জ্ঞেয় ইতি যাবৎ; ... নিষ্ঠাবান্, ... প্রত্যবায়ঃ ... ভাবঃ। ... ভজতে ইত্যেতাবতৈব সাধুঃ ... পরদারাদিগ্রহণরূপেণাসাধুনা ন ... স্যাদিতি ... অন্যথা সাধুরেব মন্তব্যঃ, ... দুরাচারত্বমংশে ... নিশ্চয়ো যস্য সঃ। দুরাচারস্য ... নরকং ... ঐকান্তিকং ... নৈব ... ন ... কর্ত্তুমনিচ্ছুঃ।"

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদকৃতা টীকা—গীঃ ৯।৩০)

"ভক্তের উক্তি গোপনাক্ত জীবদিগের ... । তাহাতে যদিও উক্ত ভক্তের দুরাচার এমত কি, দুরাচার (পরহিংসা, পরদ্রব্য-হরণ, পরদারগমন, প্রভৃতি ভক্তের সঙ্গে থাকিতে পারে না। ... কদাচিৎ লক্ষিত হয়, তাহাও অচিরেই যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবলপ্রবৃত্তিরূপা মদ্ভক্তি দূষিত হয় না,—ইহাই জানিবে। কোন কোন পরমভক্তের পূর্ব্বে মৎস্যাদি-ভোজন এবং পূর্ব্বসংগৃহীত পরদার সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়াও তাঁহাদিগকে 'অসাধু' মনে করিবে না।" (শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত রসিকরঞ্জন ভাষ্য—

(গীঃ ৯।৩০)

শ্রীগীতা বা শ্রীমহাজনের এই শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত কখনই প্রাকৃত সহজিয়াবাদকে সমর্থন করেন নাই। প্রাকৃত সহজিয়াগণ দুর্নীতিকেই 'ভক্তি' বলে, আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদিগণ সুনীতিকেই 'ভক্তি' বলিয়া থাকে; আর শুদ্ধভক্ত প্রাকৃত-সহজিয়াগণের দুর্নীতি ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের সুনীতি—উভয়ের প্রসংগই পরিত্যাগ করিয়া অধোক্ষজ কৃষ্ণে শরণাপত্তিকেই ভক্তি বলিয়া থাকেন। আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদিগণের মতে সুনীতি + ভক্তি='ভক্তি'। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ বলেন, ভক্তি—সম্পূর্ণা, নিরপেক্ষা, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রা। ভক্তির সহিত সুনীতি বা দুর্নীতি যোগ বা বিয়োগ করিয়া ভক্তির অস্তিত্ব রাখিতে হইলে উহাকে 'মায়াই' বলা হয়। ভক্তির সহিত আর কিছুই যোগ বা বিয়োগ করা চলে না, অর্থাৎ ভক্তি+সুনীতি='ভক্তি' বলা যেরূপ অপসিদ্ধান্ত, ভক্তি—সুনীতি='অভক্তি' বলাও তেমনি অপসিদ্ধান্ত। যেহেতু শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে ভক্তের কোন দোষই নাই।

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভক্তিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি'।

শুদ্ধভক্তি-স্রোতের মূলমহাজন শ্রীরূপ-গোস্বামী প্রভু এইজন্যই বলিয়াছেন,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ॥

(উপদেশামৃত ৬ষ্ঠ শ্লোক

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—

শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের স্বাভাবিক দোষ।
আর তাঁর দেহ দোষে না করিহ রোষ।
প্রাকৃত দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়।
দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয়॥
হীন-অধিকারী হ'য়ে, মহতের দোষ।
সিদ্ধভক্তে হীনজ্ঞানে না পাবে সন্তোষ॥
ব্রহ্মদ্রব গঙ্গোদক-প্রবাহে যখন।
বুদ্বুদফেন-পঙ্ক জলের মিলন॥
অশুদ্ধ বলি গঙ্গাকে হেয় কভু নয়।
তদ্রূপ ভক্তের মল কভু নাহি রয়॥

সাধু-দোষদ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ-আজ্ঞা ত্যজি।
গর্ব্বে ভক্তিভ্রষ্টা হৈয়া মরে অধো মজি॥

"অনন্যভক্তে দুরাচার থাকিলে দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিয়া অপরাধী হন। ভক্তগণ প্রাকৃত দৃষ্টির পরিমাণমতে ভক্তদর্শন করিতে নিষেধ। তাদৃশ দুরাচারে অবস্থান, অনন্যভক্তির বিনাশকারক নহে; পরন্তু অন্যবৃত্তি দ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। ... শৌক্রজাতি-কুলাভিমান হইয়া ও সিদ্ধ-ভক্তের আচার বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ করিলে ভক্তি থাকিতে পারে না। অল্পরুচি সিদ্ধমহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাঁহাদিগকে 'পতিত' মনে করিলে বৈষ্ণবাপরাধ হয়। যেহেতু সিদ্ধ-মহাত্মা বৈষ্ণবগুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ এবং তাঁহাদিগকে হীনজ্ঞানে কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং প্রাকৃত দৃষ্টিতে সিদ্ধভক্তে কেবল বদ্ধ, প্রাকৃত জীবগণের শিষ্য মনে করিয়া সৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অতএব ভক্তি-সাধক ও সিদ্ধভক্তে ভেদ আছে জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে। গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে না; শিষ্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, ইহাই বিবেচ্য।"

(শ্রীল প্রভুপাদের অনুবৃত্তি)

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ও শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের এই সকল সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই প্রাকৃত-সাহজিক-সিদ্ধান্ত নহে। "যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে না দেখিয়া তাঁহার অনন্যভজনে দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন।"—এই উক্তি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ প্রাকৃত দুরাচারকে 'সাধুতা' বা প্রাকৃত ব্যভিচারকে 'কৃষ্ণপ্রেম' বলিয়া স্থাপন করেন নাই।

সাধক ও সিদ্ধ দুই প্রকার ব্যক্তির সম্বন্ধেই দুরাচার দর্শনের যে নিষেধবাক্য আছে, তদ্দ্বারা প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ সমর্থিত হয় নাই। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিম্নলিখিত বাক্যাবলির মধ্যে কি প্রাকৃত দুরাচারকে বৈষ্ণবতা বলিয়া স্থাপনের প্রসঙ্গ আছে?

"বৈষ্ণবের তিন প্রকার দোষ লইয়া দুষ্ট লোকে নিন্দাপূর্ব্বক আলোচনা করিতে পারে। (ক) শুদ্ধভক্তির উদয় হইবার পূর্ব্বে সেই ব্যক্তির যে সকল দোষ ছিল, তাহা দুষ্ট লোকের এক প্রকারে আলোচ্য হয়। (খ) ভক্তির উদয় হইলে দোষসমূহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট হইতে হইতে যে কিছুকাল অতিবাহিত হয়, সেই সময়ে তাঁহার অবশিষ্ট দোষের বিষয়ে দুষ্ট লোকে দ্বিতীয় প্রকারে আলোচনা করিয়া থাকে। (গ) দুষ্ট লোকের তৃতীয় প্রকারের আলোচ্য-বিষয় এই যে, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষে স্পৃহা না থাকিলেও কখনও দৈবাৎ যদি কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়, সেই দোষ বৈষ্ণবে কখনই স্থায়ী হয় না। তথাপি দুষ্ট লোকে ঐ দোষের আলোচনা করিয়া তীব্র বৈষ্ণব-নিন্দার দোষে পতিত হয়।"

(সজ্জনতোষণী ৫।২)

"বিশুদ্ধ বৈষ্ণবের দোষের স্পৃহা না থাকিলেও কখনও যদি দৈবাৎ নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়"—এইরূপ উক্তি করায় শ্রীরূপানুগবর শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কি "নিষিদ্ধাচারকে" "বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতা" বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন?

বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায়
প্রায়শ্চিত্ত॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৩৮-১৩৯)

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।
বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।৪২)

যিনি অন্যভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং হরির পাদমূল ভজন করেন, সেই কৃষ্ণপ্রিয় ব্যক্তির যদি কখনও বিকর্ম্ম (পাপ) কোন প্রকারে উৎপতিত হয়, পরমেশ্বর হরি তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট থাকিয়া সেই পাপ বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

"যিনি বৈদিক বিধিগত ধর্ম্মসকল পরি-ত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কিঞ্চন হইয়া ভজন করেন, তাঁহার স্বভাবতঃ কোন নিষিদ্ধ-পাপাচারে মতি হয় না, যদি কোন কারণেও পাপ উপস্থিত হয় অর্থাৎ কৃত হইয়া পড়ে, কৃষ্ণ তাঁহাকে কোন প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া শুদ্ধ করিয়া লন।"

(চৈঃ চঃ অমৃতপ্রবাহভাষ্য মঃ ২২।১৩৮ ৩৯)

শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের এই সকল সিদ্ধান্ত কি প্রাকৃত-সাহজিক সিদ্ধান্ত? সাধকের পক্ষেই যখন ঐ সকল

উক্তি প্রযোজ্য হইয়াছে, তখন শিষ্যগণের কথা আর কি? শিষ্যগণের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার বলিয়াছেন,—

কিবা যেন অবিজ্ঞাত বেদ-বাণী।
এইমত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যবহার।
না বুঝি' নিন্দিয়া মরে সকল সংসার॥
অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥
অধিকারি-বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে, তাঁ'র নাহিক নিস্তার॥
অনধিকারীর যে আচার যেন ধর্ম।
অধিকারিবৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম॥
কৃষ্ণ-কৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে।
এসব সঙ্কটে কেহ মরে, কেহ তরে॥
সবে ঔষধে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সবারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যবহার॥
অজ্ঞ হই' লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহাজনবচন॥
তবে কৃষ্ণ তাঁ'রে দেন হেন দিব্যমতি।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৯ অধ্যায়)

এই সকল উক্তির দ্বারা কি শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন প্রাকৃত পাপ, ব্যভিচার, দুর্নীতি প্রভৃতিকে অপ্রাকৃত শুদ্ধবৈষ্ণবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন? বা বৈষ্ণবের পাপাচার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন? ঠাকুর বৃন্দাবনের সিদ্ধান্ত এই যে, বৈষ্ণবে পাপ, দুরাচার বা কোনপ্রকার দোষই নাই। যাহারা বৈষ্ণবের ঐ সকল দোষ দর্শন করে, তাহারাই পাপী, ব্যভিচারী ও দোষী।

'যাহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ।'
(চৈঃ ভাঃ মা ১১ ১০৩)

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন এই বার বলেন,—মহাভাগবতের বিষম ব্যবহার অবোধ্য ও অগম্য। ইহা ব্যতীত আর বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত কিছুই নাই।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়ে জগদ্গুরু ব্রহ্মার আচরণ দর্শনে বিদ্রূপকলে প্রথার গৌড় সিদ্ধ দেবতাগণের অসুর-যোনিতে জন্মগ্রহণ বা শ্রীমদ্ভাগবতে চিত্রকেতুর জগদ্গুরু শিবকে স্ত্রী-স্ত্রী-কমনা-জনিত অপরাধ-জালায় বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ বা শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে যে নিম্নলিখিত উক্তি করিয়াছেন, তদ্দ্বারা পাপ বা দুরাচারকেই কি অপসিদ্ধান্তরূপে স্থাপন বা শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাপ ও দুরাচারকে পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন?

"যদিবা যবনী ধরি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥"
গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা
শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং
নিত্যানন্দপদাম্বুজম্॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৬।১২৩-১২৪)

শ্রীনিত্যানন্দ যবনীর পাণিই গ্রহণ করুন, অথবা শৌণ্ডিকালয়েই প্রবেশ করুন, তথাপি তাঁহার শ্রীচরণ-কমল ব্রহ্মার বন্দনীয়।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের এই সকল উক্তি গুরুপাদপদ্মের দুরাচার সমর্থনের জন্য নহে বা গুরুদেব যবনী অপহরণকারী মদ্যপায়ী হইয়াছেন, এইরূপ স্বীকার উক্তিও নহে। ইহা দ্বারা আধ্যক্ষিক নিত্যানন্দবিদ্বেষি-সম্প্রদায় মনে করিতে পারে যে, জগদ্গুরু ব্রহ্মা বা শ্রীনিত্যানন্দ নিশ্চয়ই দুরাচারী ছিলেন। যেমন প্রাকৃত সহজিয়াগণ এখনও শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর "মৎস্য খাও মাংস খাও কেমত সন্ন্যাসী" প্রভৃতি উক্তি পাঠ করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিশ্চয়ই মৎস্য-মাংস ভোজন করিতেন, নতুবা শ্রীঅদ্বৈত প্রভু এরূপ উক্তি করিলেন কেন?

যিনি কৃষ্ণভক্তসেবা ও অনন্যভজনকারী নহেন, তিনি প্রথমেই গুরু হইতে পারেন না; আর যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ অনন্যভজনকারী গুরুদেব, সেই গুরু তত্ত্বও শ্রীনিত্যানন্দ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়ভাষ্যে' লিখিয়াছেন,—

"শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ; সেই কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহকে যে পাষণ্ডী বিবেক-বুদ্ধিতে গ্রহণ করে, সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য নহে। অসৎসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবাধিকার নষ্ট হইয়া পড়ে, সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন-কলেবর শ্রীগুরুদেবের স্মৃতি যাহাতে বিপর্য্যস্ত না হয় তদ্রূপ বিচারে ইহকালে ও পরকালে অবহিত হওয়া আবশ্যক। যাহারা পরমার্থকে প্রাকৃত প্রয়োজনে পরিণত করে, তাহারা ভোগের দাস, ভক্ত নহে। ভক্তব্রুব ও ভক্ত—সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মবিশিষ্ট। ভক্তের অসৎ-সঙ্গিগণকে পরমার্থ সজ্জনের সমস্ত জ্ঞান করা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা; সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে জীব পরমার্থ-বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ নিত্যানন্দকে ও তদভিন্ন-প্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে পৃথক্ জ্ঞান করে। তাহাদের গৌরসুন্দরের সেবা লাভ কখনও হয় না। তাহারা নিত্যকাল গুরু-দ্রোহী হইয়া দুর্ভোগী হইয়া পড়ে।

অধুনাতন শ্রীগৌড়ীয়মঠের বিরোধী কৈতবপূর্ণ ভক্তব্রুব-সম্প্রদায় যে পথে চলিতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা অমঙ্গল আবাহন করিবেন। ভক্তের ভক্তগণ তাঁহাদের ভাবী অমঙ্গল দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত।"

নির্ব্বিশেষবাদিগণের সিদ্ধান্ত এই যে, শুদ্ধবৈষ্ণবগণ লাম্পট্য ও ব্যভিচারের প্রশ্রয় দাতা কিংবা শ্রীযামুনাচার্য্য ও "প্রপন্নামৃত" গ্রন্থে চণ্ডীদাসগণের (শ্রীভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুর পূর্ব্ব নাম) তথাকথিত দুরাচারের কথা লিখিত আছে বলিয়া, শ্রীরামানুজাচার্য্য সেই শ্রীল ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণুকে তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ গুরুপাদপদ্ম ও বৈজয়ন্তীমালার অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছেন বলিয়া অথবা শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতি আচার্য্যবর্গ শ্রীবিল্বমঙ্গলকে গুরুপাদপদ্ম বা শ্রীবিল্বমঙ্গলদেব শ্রীচিন্তামণিকে শিক্ষাগুরু বলিয়া বরণ করিয়াছেন বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদিগণ বলিয়া থাকেন, "বৈষ্ণবগণ ব্যভিচারকেই 'ভক্তি' বলে, কামকে 'অপ্রাকৃত প্রেম' বলিয়া আখ্যা দেয়।" আবার কোন কোন নির্ব্বিশেষবাদী বলেন,—'যখন বৈষ্ণবগণের লেখনীর মধ্যেই তাঁহাদিগের গুরুবর্গের পাপ ও ব্যভিচারের কথা স্বীকৃত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের গুরুবর্গ যে পাপী ও দুরাচারী, ইহা তাঁহারা নিজেরাই প্রমাণ করিয়াছেন।' প্রকৃতপক্ষে আমরা গুরুবর্গে কোন পাপ বা দুরাচার কখনই স্বীকার করি না। গুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদা পবিত্রতম। তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় উক্তি, তথাকথিত প্রমাণ ও ঘটনা সর্ব্বৈব মিথ্যা, মনঃকল্পিত ও দুরভিসন্ধিমূলক। আমরা সুদৃঢ় বিশ্বাস করি ও জানি যে, গুরুবর্গ আধ্যক্ষিক কোন পাপ বা দুরাচারে কখনও প্রবেশ করেন নাই, করিতে পারেন না। যাহারা গুরুপাদপদ্মে পাপাদির আরোপ করে, তাহারা হয় ভ্রান্ত, নয় অন্যাভিলাষী। তবে অভক্তের যে সমস্ত লোক গুরুবর্গে কোন পাপ বা দুর্নীতির কার্য্য আধ্যক্ষিক বিচারবুদ্ধিতে যখন লক্ষ্য করে, তখন তাহাদের নিকট হইতে বিবর্ত্ত বুঝিবার সুবিধার জন্য এই ভাবে বিবর্ত্ত বর্ণিত হয় মাত্র এবং তৎসম্বন্ধীয় ভক্তিসিদ্ধান্ত আলোচিত হয়, জানিতে হইবে। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের ভক্তিসিদ্ধান্ত এই যে, গুরুবর্গে কোন পাপ বা দুরাচার আদৌ নাই, পূর্ব্বে ছিল না, এখনও নাই, পরেও কোনও সময় থাকিতে পারে না। গুরুদেব পূর্ব্বে পতিত বা পতনোন্মুখ জীব নহেন। ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি আচার্য্যগণ পূর্ব্বে পতিত ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ জগদ্গুরু। 'পাছে পাপ প্রাপ্ত হন—গুরুদেব পতিত হইয়া যাইতে পারেন'—এইরূপ বিচারের আশ্রয়ী গুরুদেব নহেন। তবে আধ্যক্ষিকগণ যে ভ্রমপ্রমাদ-গ্রস্ত দৃষ্টিতে তথাকথিত দুরাচার দর্শন করে, তাহা তাহাদের দর্শনে ভ্রান্তি এবং ঐরূপ তথাকথিত দুষ্টাচারের দ্বারাও "প্রবল-প্রতিরূপ, মহিমা দূর হয় না।"

(ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

অতএব কোনরূপেই গুরুবর্গে পাপ বা দুরাচারের অস্তিত্ব কল্পিত হয় নাই—কোনভাবেই প্রাকৃত কামকে অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রেম বলা হয় নাই। যেস্থানে প্রাকৃত কামের অস্তিত্ব নাই, তথায় উহা বলা হইয়াছে।—এইরূপ অভিসন্ধিমূলক নিজের কথা অপরের ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।

নির্ব্বিশেষবাদিগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা শুষ্কন্যায়-বিদ্যায় পারদর্শী. তাঁহারা ভক্তিসিদ্ধান্ত শিখিয়া ফেলিয়াছেন—এইরূপ বিশ্বাসে বিশ্বাসী। কাজেই তাঁহারা আধ্যক্ষিক ভাবে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত ও প্রাকৃত-সহজিয়াসিদ্ধান্তের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। পৃথিবীতে শতকরা প্রায় শতজনই নির্ব্বিশেষবাদী আধ্যক্ষিক আছে বলিয়া আমরা শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তকে বিপর্য্যস্ত করিব না। যেখানে সমস্ত শাস্ত্র ও শ্রীরূপাদি গুরুবর্গের বাণী সমস্বরে "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" গান করিয়াছেন, সেখানে নির্ব্বিশেষবাদীর প্রলাপে আমরা কিছুতেই কর্ণপাত করিব না।

শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় বলিতেন যে, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন যে, বরং বৈষ্ণবাপরাধহীন প্রাকৃত সহজিয়া ভাল, তথাপি আধ্যক্ষিক নির্ব্বিশেষবাদী ভাল নহে। প্রাকৃতসহজিয়া আত্মবৃত্তি ভক্তির ধ্বংসকারী নহে, তাহাদিগকে বিপথগামী বলা যায়; কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদী আত্মবৃত্তির ধ্বংসকারী। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ পাঠ করিলে এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম
প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এই মুদ্রিতপত্রিকা'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ১১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রচারকবৃন্দের-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং মূর্ত্তি বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) শ্রীনৃসিংহপল্লী ও শ্রীজগন্নাথ মন্দির
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ঔঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বৰ্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাহান্নগর (বৰ্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহান্নগর, (বৰ্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) কোলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুকদ্বীপ
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
বারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
এবং গাঙ্গাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গন্ধীরাসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কেশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) শ্রীরাধাকুণ্ড-কুঞ্জকুটীর
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দকিশোর বিহারী মঠ
নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪)বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—পেশোয়ারী,
পোঃ হোতোল, জেলা গুর্দাস (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং ওয়েল রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অগাষ্টাক্রান্তি ময়দান
গিরগাঁও বোম্বে ৭

(৫০) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মান্দ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী প্রেসিডেন্সি
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাবিনোদ-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) সিদ্ধবকুল-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
শাখাবুধি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) সাক্ষীগোপাল গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রচারমঠগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির
পোঃ বলদুরুয়া, পঞ্জাব

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকনিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) আমাদ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আমাদ, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বৰ্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র, পোঃ শ্রীপুরাণ, (যশোহর)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং মিউটিন স্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউনরোড
ল্যাণ্ডন, এন্‌৬, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
ডিউরেণ্ড রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম
রাজকামন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵০ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন দর।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-মহিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে বঙ্গাক্ষর ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ বঙ্গানুবাদ প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বরিশাল, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক স্তবের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—সহরের সান্নিধ্যে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ স্বাস্থ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অভিনবভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অভিনবভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ এমভিষাবী শ্রীমদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের কৃপাভাজন পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলী শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

[illegible] প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহাশার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। প্লীহা লীহা সংযুক্ত জ্বরাধিক্য এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৮৯নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ খোয়ালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬
(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১২
ছাঃ ১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৪-৪৫ ৯-১০ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৯-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২৪ ৯-১৬ ৯-৪৮ ১১-৪১ ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১১ ২১-১০
ছাঃ ৬-৩৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩০
(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪৩
কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩০
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪
(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৫
(বদল) ছাঃ ১৭-৪৩ ১৯-১৪ ২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০ ২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৬ ২২শে জুলাই, ১৯৩৯, শনিবার [১২৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(॰)::—

সোভিয়েট জনসংখ্যা বৃদ্ধি

"নিউজ ষ্টেটস"-এ মিঃ আর এ সিজাউইন লিখিয়াছেন, অতিকায় রাশিয়া তাহার দেহ আরও বাড়াইয়া চলিয়াছে। ১৯১৪ সালে ১৩ কোটি জনসংখ্যাই একটা প্রচণ্ড শক্তি বলিয়া সকলে মনে করিত। ১৯৩৮ সালের লেখাতে দেখা যায়, ঐ সংখ্যা বাড়িয়া ১৭ কোটি হইয়াছে এবং প্রত্যেক বৎসরে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ শিশুর জন্মের ফলে সংখ্যা আরও ক্রমাগতভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩৯ সাল হইতে ১২।১৩ বৎসরের জনসংখ্যা নিশ্চয় হইবে ২০ কোটির বেশী, এত বড় যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে সম্ভবতঃ আর হইবে না এবং তাহার স্থান হইবে তৃতীয়। চীন ও ভারতবর্ষের অধিবাসী জাতির সংখ্যা তখনও রাশিয়া অপেক্ষা বেশী থাকিবে, তবে শ্বেত জাতিগুলির মধ্যে তাহার প্রতিযোগী কেহ থাকিবে না।

"মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে; সে সম্ভবতঃ ১৫ কোটির উপরে আর উঠিতে পারিবে না। নাৎসীদের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও জার্মানী তাহার জন্মহার শুধু পূর্ব্বেকার হারে উঠাইয়াছে। ইতালী কখনও ৭ কোটিতে যাইতে পারিবে কিনা সন্দেহ। পোল্যাণ্ডের জন্মহার খুব বেশী হইলেও এখনও ৪ কোটি হয় নাই। ব্রেজিলের জন্মহার বেশী হওয়া সত্ত্বেও সে এই আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিলম্বে যোগদান করিয়াছে। রাশিয়া শ্বেত জাতিগুলির মধ্যে অনেকখানি আগাইয়া গিয়াছে তো বটেই, উপরন্তু বরাবরই সে অগ্রণী থাকিবে বলিয়া মনে হয়; শেষ পর্য্যন্ত তাহার জনসংখ্যা ২০ কোটি হইতে পারে।

——

রাশিয়ার প্রচণ্ড নৌবল

নৌ-বিভাগের সহকারী সচিব এড্‌মিরাল ইসাকোভ ঘোষণা করিয়াছেন যে, সামরিক শক্তিতে সোভিয়েটের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। মিঃ ষ্টালিনের ব্যক্তিগত পরিচালনায় সোভিয়েট নৌ-বাহিনী যেরূপ দ্রুতগতিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, সেরূপ ইতিপূর্ব্বে রাশিয়াতে বা অন্য কোথাও হয় নাই।

এডমিরাল ইসাকোভ আরও বলেন, "যুদ্ধ বাধিলে আমরা শত্রুকে তাহার নিজের দরিয়াতেই পরাজিত করিব।"

এডমিরাল ইসাকোভ সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি গিয়াছিলেন ওয়ার্কশপের সন্ধানে, বিশেষতঃ সাঁজোয়া প্লেট ক্রয় করিতে। তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান পঞ্চ বার্ষিক ব্যবস্থার আমলেই অতি আধুনিক যন্ত্রপাতিযুক্ত যুদ্ধ জাহাজ নির্ম্মাণ করা হইবে।

এডমিরাল কুসনেটজোভ যিনি সম্প্রতি কৃষ্ণ ও বাল্টিক সাগরীয় নৌবহর পরিদর্শন করেন—শীঘ্রই শ্বেত সাগরতীরের মুরমান্স্ক-এ উত্তর নৌ-বহর ও কমসচাটকা-এ প্রশান্ত সাগরীয় নৌ-বহর পরিদর্শন করিতে যাইতে পারেন।

জাপানে বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন

ইঙ্গ-জাপ আলোচনা পুনরারম্ভ আসন্ন হইলেও বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন হ্রাস পায় নাই। পক্ষান্তরে, জনসাধারণকে বিলাতী দ্রব্য ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া যে সকল পোষ্টার প্রকাশ করা হইয়াছিল, সেগুলির পরিবর্ত্তে বৃটেনকে তীব্র ভাষায় গালাগালি করিয়া পোষ্টার বাহির করা হইতেছে। বৃটিশদের এশিয়া হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিয়া বৃটিশ-বিরোধী ইস্তাহার বিলি করা হইতেছে।

জার্মানীর প্রতি পোল্যাণ্ডের সতর্কবাণী

যে কোন আকারেই হউক না কেন, ডানজিগকে রাইখের অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে জার্মানীকে আবার নূতন করিয়া সতর্ক করিয়া এক সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "যেভাবেই জার্মানী ডানজিগকে রাইখের অন্তর্ভুক্ত করিতে চেষ্টা করুক না কেন, ডানজিগকে রাইখের অন্তর্ভুক্ত করা হইলে উহা দ্বারা ডানজিগের বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও আইনসঙ্গত সকল প্রকার ব্যাপার লঙ্ঘন করা হইয়াছে বলিয়া পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক মহল মনে করিবেন এবং জার্মানীর উক্ত কার্য্য কিছুতেই বরদাস্ত করা হইবে না, উহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন তাঁহারা করিবেন।" হের হিটলারকে ডানজিগের সিনেটের সভাপতি নির্ব্বাচিত করার গুজব নানাস্থানে প্রকাশের পর এই ইস্তাহারটি প্রকাশিত হইয়াছে।

বার্কটেসগাডেনে হের হিটলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ডানজিগের নাৎসী-নেতা হের ফরষ্টার এবং প্রচারকর্ত্তা হের জাফি ডানজিগে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহাদের নিকট হের হিটলার এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বাহিরের কোন শক্তি হস্তক্ষেপ না করিলে পোল্যাণ্ড ও জার্মানীর মধ্যে আলোচনা দ্বারা অনায়াসে ডানজিগ সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

——

জলমগ্ন নৌকার যাত্রীদিগকে উদ্ধার

প্রকাশ যে, গত জুলাই রাত্রিতে ৮৫০০৲ টাকা মূল্যের মুদ্রা বোঝাই একখানি নৌকা পাঁচজন যাত্রীসহ নারায়ণগঞ্জ হইতে বাবুরহাট অভিমুখে রওনা হয়। এই নৌকা চিত্তরঞ্জন কটন মিলের নিকট যাইয়াই একটি ঘূর্ণাবর্তে অনুমান ১১ ঘটিকার সময় জলমগ্ন হয়। কিন্তু উহা নদীর তলায় না যাইয়া একটু একটু ভাসিয়া স্রোতের বেগে চলিতে থাকায় যাত্রীগণ উহাই আশ্রয় করিয়া সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকে। সৌভাগ্য বশতঃ নারায়ণগঞ্জ থানার দারোগা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র বর্দ্ধন তখন পেট্রোল লঞ্চ নিয়া ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি যাত্রীদের চীৎকার শুনিয়া তথায় যান এবং যাত্রীদিগের প্রথমে উদ্ধার করিয়া নৌকাটিকে টানিয়া লক্ষ্মী স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলের সম্মুখে লইয়া যান এবং নৌকা হইতে ৮০০০৲ টাকার মুদ্রা উদ্ধার করেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট", পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত [illegible] নাথ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণাপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

দ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯

২। ভাষ্যসহ নিতাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲

৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৮

৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০

১৮। বামন-আনন্দ ।০

১৯ তত্ত্ববিবেক ।০

। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০

২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৵০

২২ ভজন রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীক, সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ ২৲ অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল বাক্য-ভাষ্য ।০

২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগো[illegible]পরিক্রমাদি ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনকণ

৪৭। সদাচারস্মৃতি ৵/

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। [illegible] ৵১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ৩য় খণ্ড) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ)

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬ [illegible] ও ভক্তিপথ ৵০

৫৭। ঈশোপনিষদ (অনুবাদসহ) ।০

৫৮। শ্রী[illegible] ৵৭

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৬০। [illegible] ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলানুস্মরণম্ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০

৬৩। নবীন-শিক্ষারত্নম্ ।০

৬৪। ভক্তমালম্ ।০

৬৫। সাত্বত শিক্ষারত্নম্ ৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০

৬৭। [illegible] ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ পিপ এট দ্য [illegible] ।০

৭০। [illegible] ৴০

৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০

৭২। [illegible] ৷৵০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। [illegible] ।০

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ [illegible] ৴০

৭৬। দি ভাগবত

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

ধাম—শ্রীমায়াপুর—নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ৬ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২২শে জুলাই ইং ১৯৩৯, শনিবার } ১২০৭ সংখ্যা।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::(*)::—

শ্রীধাম-মায়াপুর আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে গত ১৯শে ও ২০শে আষাঢ় দুই দিবস পণ্ডিত শ্রীপাদ উজ্জ্বলনীলমণি সেবা-সুহৃৎ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় হইতে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ আরম্ভ করিয়া নিম্নলিখিত প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

ভগবান্ মধুসূদন সচ্চিদানন্দ-ঘন। তাঁহার পার্ষদগণও নিত্য চিদানন্দবিশিষ্ট। লোকহিতের জন্য তাঁহারা সকল জীবকে ভগবৎসেবোন্মুখ করাইতে নানাস্থানে বিচরণ করেন। তাঁহারা কর্মফলবাধ্য মানবমাত্র নহেন। তাঁহারা ভগবানের ন্যায় দয়ালু। অনভিজ্ঞ সমাজ বিমুখজনগণের আহ্বান না করিলেও তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বদ্ধজীবের নিত্য অভাব মোচন করেন।

দেহধারী জীবাত্মা সৌভাগ্যক্রমেই মানবদেহ লাভ করেন; যেহেতু সেই মানব-দেহ ধারণ করিয়াই তাঁহার হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য উদিত হয়। মানব-শরীর লাভ না করিলে ভগবৎ-প্রেরিত হরিজনগণের নিকট হইতে অন্য কোন যোনিগত শরীর-ধারী হরিকথা-শ্রবণ করিয়া লাভবান্ হইতে পারেন না; এজন্য নরশরীর লাভ অতীব ভাগ্যের কথা।

ভগবানের নিত্য-সেবকগণ দয়াপরবশ হইয়া প্রপঞ্চে বৈষ্ণবমূর্তি অবতরণ করাইয়া কর্মফলবাধ্য জীবগণকে এবং নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসুগণকে নিজ নিজ দুর্দশা হইতে

শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ

পূর্ব্ব মহাজনগণের শিক্ষার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে।

ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিও না।

ভাগবতিক জ্ঞানলাভেই সন্তুষ্ট থাকিও না।

ভগবানের গুণ ও লীলা-কীর্ত্তনবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠে রুচিবিশিষ্ট হও।

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় যখন একবার তোমার প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হইয়াছে, তখন আর মায়ার কুহকে ভুলিও না।

ইন্দ্রিয়জ সুখ-দুঃখ উভয়ের প্রতিই সমভাবে উদাসীন থাকিবে।

ভগবন্নাম ও মহিমা-কীর্ত্তনে যে প্রকার আনন্দ হয়, তাঁহার সেবকগণের নাম ও মহিমা-কীর্ত্তনেও তোমার সেই প্রকার উৎসাহ হউক।

তোমার হৃদয়ে ইহা দৃঢ়ভাবে প্রথিত থাকুক যে, ভক্তের সেবায় যিনি সতত নিযুক্ত, তিনি যত শীঘ্র ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন কেহই তত শীঘ্র লাভ করেন না।

ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের সেবায় পূর্ণভাবে নিযুক্ত না থাকিলে মহাজ্ঞানি-গণেরও ধ্বংস অনিবার্য্য।

কখনও বৈষ্ণব-সেবাকে উপায়রূপে গ্রহণ করিবে না, তাহাই উপেয় অর্থাৎ উদ্দেশ্য জানিবে। বৈষ্ণবের দ্বারা নিজের কোন অভীপ্সিতার্থ চরিতার্থ করিও না। বৈষ্ণব-সেবার জন্যই বৈষ্ণবসেবা করিও।

উপেয়ের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবে, তথায়ই তোমাকে পৌঁছিতে হইবে।

ভগবদ্ভক্তকে সম্বোধন করিতে হইলে কখনও শ্রদ্ধাসূচক শব্দ ব্যতীত অপর কোন বাক্য ব্যবহার করিবে না।

কোন বৈষ্ণবের দর্শনলাভ ঘটিলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার প্রতি প্রণত হইতে কুণ্ঠিত হইও না।

ভগবদ্বিগ্রহ, তাঁহার নিজজন বা যে কোন পুণ্যাত্মা ব্যক্তির সম্মুখে পাদপ্রসারণ-পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইবে না।

ভগবন্মন্দির, শ্রীগুরুদেব বা ভগবানের নিজজনের দিকে পাদপ্রসারণপূর্ব্বক নিদ্রা যাইবে না।

উক্ত দিব্যসূরি বৈষ্ণবগণের সাক্ষাৎকার অতীব দুর্লভ ও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

প্রভুপদেশ

ভগবান্ যে অবস্থায় ভক্তগণকে রাখিয়া সুখী হন, সেই অবস্থায়ই বাস করিয়া নিজের দুঃখাদি ভুলিয়া থাকাই উচিত।

যেখানে হরিকথা নাই, সেস্থান যতই আত্মীয়-স্বজন-বেষ্টিত হউক না কেন, যতই বাসের সুবিধাজনক হউক না কেন, আমার অভিমতে সেই সকল স্থান বা তাদৃশ জনসঙ্গ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হয়।

প্রতিকূল-বিষয়গুলি অনুকূলেরই পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল বিষয় হওয়ায় যে বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে।

শ্রীহরিনাম প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য সকলের সহিত [illegible] প্রার্থনা করিবেন।

শাস্ত্রপাঠ, পঠন ও ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন দ্বারা [illegible] চলিবেন।

হৃদয়ে ভাবের সহিত [illegible] না দিলে ভগবান্ [illegible] কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না।

জগতের বহির্মুখ লোকদিগকে সম্মান করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার আদর করিতে শিখিবেন না।

[illegible] জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। [illegible]—শ্রবণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিলেই তাহারা প্রবল হইবে না।

সকল অবস্থাতেই ভগবানের কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবেন।

ভগবান্ যখন উপদেশকের পদবী গ্রহণ করিয়া জীবের নিস্তারণ আকাঙ্ক্ষা করেন, তখন তিনি [illegible] নামে অভিহিত। উপদেশক আচার্য্যের অবমাননা করিলে বা তাঁহার সহিত শিষ্য বা শিক্ষার্থী [illegible] করিয়া তাঁহার [illegible] অথবা বা [illegible] করিতে গেলে শিক্ষার্থী শিষ্যের শিক্ষকের প্রতি আস্থা না থাকায় মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং উক্ত [illegible] জন্য আশ্রিত [illegible] শ্রীগুরুপাদপদ্মকে [illegible] নিত্য পূজা করিবে। তাঁহাকে [illegible] বিচার করিবার [illegible] সর্ব্বতোভাবে সেবকরা আশ্রয়-জাতীয় ভগবদ্বস্তু বলিয়া জানিতে হইবে।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"বাইরের বিরাগ বা বাইরের আসক্তি দেখে বৈষ্ণব চেনা যায় না। হরিভজনের জন্য কতটা অকৃত্রিম আসক্তি, কতটা অকপট বৈরাগ্য, তা' দেখে প্রকৃত বৈষ্ণবই 'বৈষ্ণব' চিন্‌তে পারেন। সাধক ও সিদ্ধকে একাকার ক'র্‌তে হ'বে না।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পুরুষোত্তম, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৫

দুই একটী কথা

—:(৪):—

যেদিন সর্ব্বসন্তাপহারী কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীগুরুপাদপদ্ম জীবের হৃদয়ে উদিত হন, সেই দিনই জীবের শুভদিন। শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাবেই জীবের নবজীবন বা দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। তাহাও জীবের দীক্ষা বা দিব্যজ্ঞান লাভের দ্বার। ইহা অপেক্ষা জীবের শুভদিন বা সৌভাগ্যের দিন আর নাই। শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব যুগপৎ হইয়া থাকে।

প্রত্যেকেরই শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করা উচিত। আমাদের দীক্ষালাভ বা সর্ব্বস্বসমর্পণ সেই দিনই সম্পূর্ণ হয়, যেদিন আমরা নিজের স্বতন্ত্রতাকে সম্পূর্ণরূপে শ্রীগুরুপাদপদ্মে বলি দিতে পারি—তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইতে পারি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব নিয়োগ না করিতে পারার কোন হেতু নাই। জড়বিষয়াসক্তিজনিত অজ্ঞতা হেতুই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিতে না পারায় নানা অজুহাত দেখাই। প্রত্যেক নিষ্কপট জীবেরই শ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবার অধিকার আছে। এই আত্মনিবেদনে কাহারও কোন বাহাদুরী বা প্রশংসা নাই। কারণ, আত্মার নিত্যবৃত্তি বা নিত্যধর্ম্ম' যাহা, তাহাতে প্রশংসার কি কথা থাকিতে পারে?

'গৌড়ীয়'-শব্দে সারস্বত, কান্যকুব্জ, উৎকল, মৈথিল, মধ্যগৌড় বা বঙ্গ—এই পঞ্চগৌড়ের অধিবাসী। শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-পরম্পরায় মহাপ্রভুর সার্ব্বজনীন ভক্তি-সিদ্ধান্তের বিচারগ্রহণকারি-মাত্রকেও গৌড়ীয় বলা হয়।

সহিত-শব্দে 'ষ্য' প্রত্যয় করিয়াই সাহিত্য শব্দ নিষ্পন্ন। সাহিত্য জিনিষটী বিলাস। সাহিত্য রসময়। বিরাগ জিনিষটী শুষ্ক, নীরস, তাহা সাহিত্য নহে; কিন্তু যেখানে বিরাগ অর্থে বিশিষ্ট রাগ সেখানে সাহিত্য আছে। সাহিত্য জিনিষটী ভক্তি, আর রাহিত্য অভক্তি। জড়সাহিত্য জড়বিলাসময়, আর চিৎসাহিত্য সেবাবিলাসময়। চিৎসাহিত্য অমৃত, আর জড়সাহিত্য মৃত। চিৎসাহিত্যের রূপ আছে। শ্রীরূপ সাহিত্য-সম্রাট্। রূপানুগগণ সেই সাহিত্যের রূপ। সেই সাহিত্য কথা কহিতে পারে, মৃতকে অমৃত করিতে পারে, কুরূপকে স্বরূপ দিতে পারে, সে সাহিত্য এত বড় জিনিষ! এ জগতের সাহিত্যিকগণ কাণ দিয়া অসম্পূর্ণভাবে কথা শুনিতে পারিলেও কাণ দিয়া কথা কহিতে পারেন না। কিন্তু চিৎসাহিত্যিকগণ কাণ দিয়া যেমন শুনিতে পারেন, তেমনি কাণ দিয়া কথা কহিতেও পারেন। তাঁহাদের সকল অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ই পূর্ণভাবে অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে পারে। এই চিৎসাহিত্যের একমাত্র উপাস্য নবনটবর কিশোর শেখর শ্রীকৃষ্ণ।

আমরা অযোগ্য, হরিসেবার যোগ্যতা আমাদের নাই। কিন্তু আমাদের যোগ্যতা লাভ করা দরকার। কারণ, হরিসেবা ব্যতীত মঙ্গল লাভ হয় না। বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত এই যোগ্যতা লাভের অন্য কোন উপায় নাই। আমরা গুরুমুখে শুনিতে পাই, যাঁ'রা বিষ্ণুসেবা করেন, তাঁ'দের সেবা যাঁ'রা করেন, তাঁ'রাই সবচেয়ে বড়। বিষ্ণুর কোন সন্ধান এ জগতে না পাইলেও যাঁ'রা বিষ্ণুর সেবা ক'রেন, তাঁ'দের সেবা ক'র্‌লে কি প্রকারে বিষ্ণুর সেবা ক'র্‌তে হয়, জান্‌তে পারা যায়। কৃষ্ণসেবায় অখিলচেষ্টাবিশিষ্ট বৈষ্ণবই বাঞ্ছাকল্পতরু। সুতরাং বৈষ্ণবের সেবায় জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য।

—

সর্ব্বস্ব দিয়ে সংসার ক'র্‌বার লোকের অভাব নাই। কিন্তু সর্ব্বস্ব দিয়ে গুরুসেবা

যমদণ্ড

—:(০):—

নরকে যমদণ্ডের কথা আমরা অনেকেই শুনিয়াছি। তাহা এক লোমহর্ষণ ব্যাপার। হরিবিমুখ পাপী ব্যক্তিগণের উপরই যমদূতের অধিকার। যাঁহারা হরিকীর্ত্তনপরায়ণ, সেই হরিসেবকগণের উপর যমদূতের কোন অধিকার নাই সেই ভক্তগণকে কেহ দণ্ড প্রদান করিতে পারে না। সেই বিষ্ণুর ভক্তগণ দেবতাগণেরও পূজ্য। সনাতন ধর্ম্মিগণ সকলেরই পূজনীয়। সেই সনাতন-ধর্ম্ম জানিবার একমাত্র উপায়—শ্রৌতপথ অর্থাৎ মহাজনবাণীর অনুসরণ। শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা ভগবানে যে ভক্তিযোগ তাহাই পরমধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্ম। এই ভক্তগণের নিকট কালও আসিতে পারে না। যাঁহারা পরমহংস শ্রীগুরুপাদপদ্মকে অবহেলা করেন, তাঁহার উপদেশের প্রতি

করেন, এরূপ সজ্জন দুর্ল্লভ, শুধু দুর্ল্লভই বা বলি কেন, সুদুর্ল্লভ। আমাদের চক্ষু নাই, তাই কৃষ্ণময় জগতে কৃষ্ণ দেখিতে পাই না। যাহার জন্য সর্ব্বস্ব দিয়াছি, তাহাই দেখিতে পাই। আমরা ত' আর ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব দিই নাই যে, তিনি আমাদিগকে দেখা দিবেন। আমরা অন্ধ, তাই কৃষ্ণকে দেখিতে পাই না। শ্রীগুরুদেব যদি দয়া করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেন, তবেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বরের দেখা পাইব, নতুবা মায়া চিরকাল আমাদিগকে বঞ্চনা করিবেন। শ্রুতি ও যুক্তি এই দুইটী চক্ষু। ইহার একটীর আনুগত্য ছাড়িলে কাণা, আর দুইটীর আনুগত্য ছাড়িলে একেবারেই অন্ধ হইতে হয়। আমরা শ্রুতি যুক্তির কোনই সন্ধান রাখি না। সুতরাং আমরা যে অন্ধ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? করুণাময় গুরুদেব দিব্যজ্ঞান বা দিব্যচক্ষু দান করিয়া অন্ধতার ঘুচাইয়া দেন। জগতের সহিত আমার কি সম্বন্ধ, জগদীশের সহিতই বা আমার কি সম্বন্ধ, ইহা যিনি জানাইয়া দেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। যাঁহারা সর্ব্বস্ব দিয়া এই গুরুদেবের সেবা করেন, তাঁহারা যা' তা' বস্তু নহেন, তাঁহারাও অধোক্ষজ বস্তু। তাঁহাদের কথা গুরুদেবই উত্তমরূপে জানেন। শ্রীগুরুদেব যদি কৃপা করিয়া তাঁহার সেবকের কথা জানান তবেই আমরা তাঁহাদের সন্ধান পাইতে পারি। গুরুকৃপায় গুরুসেবকের সন্ধান মিলে আবার গুরুসেবকের কৃপায় গুরুদেবের সন্ধান পাওয়া যায়, গুরুপাদপদ্মে দৃঢ়তা লাভ হয়।

বিমুখ হন, সেই সকল ব্যক্তিই যমদণ্ড্য। তাহারা নরকের দ্বার-স্বরূপ গৃহেই আবদ্ধ। যমদূতগণ যমের আদেশে তাহাদিগকে ধরিয়া লইয়া আসেন।

যাহারা হরিভজন করে না, সেই গৃহাসক্ত পাপী ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর নরকে গমন করে। তাহারা সমস্ত জীবন অবিচ্ছিন্ন-চিত্তে কাটায় এবং মৃত্যুর সময়ও নানা বিভীষিকা দেখিয়া সন্ত্রস্ত হয়। সেই অকৃতজ্ঞ মহাপাপিগণকে নরকে লইয়া যাইবার জন্য ভীষণাকার যমদূতগণ তাহার মৃত্যুর সময় তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ কেহ অজ্ঞান ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে, কেহ কম্পিত-কলেবরে চীৎকার করে, আবার কোন কোন ব্যক্তি ভয়ে মলমূত্রও ত্যাগ করিয়া থাকে। কিন্তু যমদূত কিছুতেই ছাড়িবে না। তাহারা যমের আদেশ পালন করিবেই, তাই সেই বলশালী যমদূতগণ সেই পাপী ব্যক্তিকে স্থূলদেহ হইতে যাতনা-দেহে নিবদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে। পাপী ব্যক্তি ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া তাহাদিগকে বিশেষভাবে অনুনয়-বিনয় করিলেও তাহারা তাহার কথায় কর্ণপাত করে না, পরন্তু কশাঘাত করিতে করিতে বিচারার্থ তাহাকে যমপুরীতে লইয়া যায়। একে ত' অত্যোর কশাঘাত তদুপরি যমদূতগণের তীব্র তিরস্কার, তা' ছাড়া পথি মধ্যে হিংস্র কুকুরগণের দারুণ আক্রমণ। রাস্তার বালুকা এত উত্তপ্ত যে পা দেওয়া যায় না, রাস্তায় বিশ্রামের কোন জায়গা বা পানীয় জল নাই। এমতাবস্থায় মহাদুঃখের মধ্যে চলিতে চলিতে সেই পাপী কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। তথাপি যমদূতগণের তীব্র কশাঘাত ও তাড়নায় সেই মহাপাপী অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়। সেই পথ অন্ধকারময় ও দুর্গম এবং তাহা নিদানকারই সহস্র যোজন দীর্ঘ। পাপের কি ভীষণ পরিণাম! দুঃখের অবধি নাই, অথচ যাইতেই হইবে। কিন্তু মৃত্যুর পর এই দুঃখের কথা আমরা কখনও চিন্তা করিয়াছি কি? এই ত' গেল রাস্তার কথা—পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রথম কথা। তৎপরে বিচারের পর নরকভোগে যে কি দুঃখ তাহা অবর্ণনীয় ও রোমাঞ্চকর।

যমপুরীতে গিয়া পাপীর বিচার হয়, এবং যে যেরূপ পাপ করে, তাহাকে সেইরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। নরকে কষ্ট ব্যতীত কিছুই নাই। সেখানে কেবল কষ্ট—কেবল দুঃখ—কেবল অসহ্য জ্বালা। জীব চেতন, তাই মরে না। নতুবা এক ক্ষণেই

কি কেউ খায়? হায়! হায়! জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইতেছি কেন? নরক ত' আর মিথ্যা কথা নয়, তাহা নিখুঁত সত্য। শ্রীমদ্ভাগবতে তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং জানিয়া শুনিয়া কেন হরিভজন হইতে বিরত হইতেছি—শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-সেবা হইতে বঞ্চিত হইতেছি?

যমপুরীতে যে কি কষ্ট, নরকে যে কি দুঃখভোগ, পাপীর কি ভীষণ পরিণাম, তাহা স্মরণ করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। কৃষ্ণভজন না করিয়া আমরা যে যাহাই করি না কেন, আমাদিগকে নরকভোগ করিতেই হইবে। হরিভজন ছাড়া এই মহানরক হইতে আর নিস্তারের উপায় নাই। শাস্ত্র বলেন,—

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥

যমপুরীর কথা আর কি বলিব। চতুর্দ্দিকে পাপিগণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে। কেহ ভীষণ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে দগ্ধীভূত হইতেছে, কেহ যমদূতগণের তাড়নে বাধ্য হইয়া নিজেই নিজের মাংস ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিতেছে; কোথায়ও একজন আর একজনের মাংস ছিঁড়িয়া খাইতেছে, কোথায়ও কুকুর-শকুনিগণ জীবিতাবস্থাতেই কোন ব্যক্তির নাড়ীভুঁড়ি টানিয়া বাহির করিতেছে, কেহ বিষধর সর্প ও বৃশ্চিকাদির দংশন-জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, কাহারও অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হইতেছে, কাহাকেও জলে, আবার কাহাকেও দুর্গন্ধময় গর্ত্তের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা হইতেছে। এই সকল নরক-যন্ত্রণা কেবল স্ত্রীপুরুষের পরস্পর পাপসংসর্গ হেতুই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রীই হউক বা পুরুষই হউক, বালকই হউক বা বৃদ্ধই হউক, হরিভজন না করিলে যমদূত কাহাকেও ছাড়িবে না। তাহারা ছাড়িবে কেবল ভক্তগণকে। ভক্ত ব্যতীত সকলকে শাস্তি দিবার জন্য যমের নিকট জোর করিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। পাপীর যে শুধু নরকযন্ত্রণাই শেষ, তাহা নয়। নরকযন্ত্রণা ভোগের পর কুকুর-শূকরাদি যোনিতে যতপ্রকার যাতনা আছে সেই সকল ভোগ করিয়া ক্ষীণপাপ হইলে তবে সে পুনরায় মনুষ্যজন্ম লাভ করিতে পারে। মনুষ্যলোকে আসিয়া তাহারা যদি হরিভজন না করে—সাধুর সেবা না করে, তাহা হইলে পুনরায় নরকদুঃখ প্রাপ্ত হয়। তাই বলি, সময় থাকিতে সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। নতুবা আর নিস্তার নাই।

বৎকিঞ্চিৎ

——::)•(::——

তৃণাদপি সুনীচ অর্থাৎ নিরভিমান, বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু ও অমানি মানদ না হইলে কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ হৃদ্‌কেন্দ্রিকতর্পণ করা যায় না। সঙ্গের দ্বারাই মানবের ব্যক্তিগত চরিত্র প্রতিফলিত হয়। যাঁহারা তৃণাদপি সুনীচ ও সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া নিরন্তর হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সঙ্গলাভের সুযোগ হইলেই আমরা হরিকীর্ত্তনের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব। সেইজন্য অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সৎসঙ্গে জীবনযাপন করাই কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাববশতঃই হরি-বিমুখজনগণ নিন্দা প্রভৃতি করিয়া থাকে। গৌর ও গৌরজনবিরোধী জনগণ নিজেদের হরিনিষ্ঠতা প্রদর্শন করিবার জন্য যতই ভাগবতনুষ্ঠা প্রদর্শন করুক্ না কেন, তাহাদের গতি ও পরিণাম ভীষণ ভয়াবহ। ঐ সকল স্বজনহিংসক এবং তাঁহাদের সঙ্গিগণ শাস্ত্র-বচনানুসারে অসম্ভাষ্য। দৈন্যের আবরণে কপটতা তাহাদিগকে গ্রাস করিয়াছে। মৎসরতা দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তাহাদের দিগ্‌বিদিক্ বা লঘু-গুরু জ্ঞান থাকে না। তাই তাহারা নামাচার্য্য ও নাম-গুরুর প্রতি অপভাষা প্রয়োগ ও নানাপ্রকার অশিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কপট দৈন্যের আবরণে তাহাদের বৈষ্ণববিদ্বেষ ও মৎসরতায় ভাগবতনুষ্ঠা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। 'অজ্ঞানতিমিরে' গুরুবৈষ্ণববিদ্বেষরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়াও তাহারা তাহাদের নিজের দোষ দেখিতে পায় না। অজ্ঞতা এমন জিনিষ! কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু তাহাদের দোষ দেখাইয়া দিলেও তাহারা উত্তরোত্তর হিংসা ও মৎসরতা-প্রণোদিত হইয়া নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগে। সাধুগণ দয়ালু, তাই তাঁহারা সাধুগণ অসত্যের মনোব্যাসঙ্গ ছেদন করেন। তাঁহারা কাহারও মনোধর্ম্মের প্রশ্রয় দেন না সমস্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিয়াও যাহাতে জীবের মঙ্গল হয়, তজ্জন্য যত্ন করেন।

মহতের উল্লঙ্ঘন দ্বারা জীবের কখনও সুবিধা হয় না। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতের সাধাবুদ্ধি বা তাঁহাদের অপেক্ষাও নিজেকে বড় মনে করিয়া অনেকে অনেক প্রকার চাপল্য ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। ঐ সকল চাপল্যের প্রশ্রয় দেওয়া বৈষ্ণবদাসগণের কর্ত্তব্য না হইলেও মহাভাগবতগণ বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কাহারও প্রতি তাঁহার অসংযত প্রবৃত্তি পরিচালনা করিয়া সুখী হইতে চান, তবে তাঁহার সে সুখে বাধা দেওয়ার আবশ্যক কি?

সংসারের যাবতীয় জীব বৈষ্ণবদাসের মিত্র হইলেও বৈষ্ণবদ্বেষী শত্রুপরবাশ্য। যে সকল ভাগ্যহীন জীব ঈশ্বরের অভিন্ন স্বরূপ প্রকাশ ভক্তগণের প্রতি বিদ্বেষ করে, সেই বৈষ্ণববিদ্বেষিগণের প্রতি ক্রোধ-প্রকাশই মহাজন-উপদেশ। তাই গুরু-বৈষ্ণবদাসগণ কখনও গুরুবৈষ্ণব-নিন্দা সহ্য করেন না। এমন কি, প্রাণপাত করিয়াও তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। সাধুকে ব্যক্তিগতভাবে কেহ আক্রমণ করিলে তিনি অচল অটল থাকিয়া নীরবে তাহা সহ্য করিয়া থাকেন। পর্ব্বত যেরূপ বেগবান্ স্রোতের আঘাত নিরুদ্বেগে সহ্য করে, তাহাতে সে অস্থির হয় না, সেইরূপ সাধুদের গতি কোন কালে নাই, সেই স্বার্থভ্রষ্ট মৎসর খল ব্যক্তিগণ মহতের প্রতি যতই দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করুক না কেন, পরদুঃখদুঃখী সাধুগণ তাহাতে অবিচলিত হইয়া সেই সকলে বাধা প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন না। পর্ব্বত-গাত্রে আঘাত করিতে গিয়া লোষ্ট্র যেরূপ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, মহতের চরণে অপরাধ কারীরও পরিশেষে সেইরূপ গতিই লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বগুণাকর। তাঁহারা যদি একটুকু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে কোটি কোটি অসংযত ব্যক্তির দুর্নাটা অনায়াসে বিধ্বস্ত হইয়া যায়, কিন্তু সাধুগণ এতই উদার যে, তাঁহারা জগতের সুখী ব্যক্তির ক্ষণিক সুখে বাধা দিতে চান না।

মনু বলিয়াছেন,—ব্রাহ্মণ ঐহিক সম্মানকে বিষস্থাপন বিষের ন্যায় জ্ঞান করিবেন এবং অবমাননাকে সর্ব্বদা অমৃতবৎ আকাঙ্ক্ষা করিবেন। যেহেতু অপমান সহ্য করিতে শিখিলে ক্রোধের অনুরণে সুখে নিদ্রা হয়, সুখে জাগরণ হয় ও সুখে বিচরণ হয়। পাপবশতঃ অবমাননাকারীর ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত সুখই বিনষ্ট হয়।

সহিষ্ণু হইতে হইবে। অসহিষ্ণু হইলে হরিকীর্ত্তন হইবে না। অসহিষ্ণু হওয়া মানে অভক্তের দলে মিশিয়া যাওয়া—হরিকীর্ত্তন ছাড়িয়া দেওয়া। সেইজন্যই বলিতেছি, মহাজনের অনুসরণ করিতে হইবে। নিজেকে তাঁহাদের পাদত্রাণবাহী জানিয়া সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। পরের কথায় কাণ দিতে হইবে না। আবার শিষ্য ছাড়িয়া গুরুও সাজিতে হইবে না। 'আাঃ খায়, ব্যাঙ খায়, খপ্সে বলে আমিও খাই'—এই নীতি অবলম্বন করিয়া কুকার্য্যে অখিল-চেষ্ট, পরদুঃখদুঃখী পরমহংস শিরোমণি আচার্য্যের প্রতি মৎসর হইতে হইবে না। সর্ব্বক্ষণ মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীপাদপদ্ম পারমার্থিক ও নিত্যবস্তু। তিনি অবরজ্ঞান-ভূত বস্তু স্বতন্ত্র নহেন। 'আমার গুরু', 'তোমার গুরু'— এই যত বিচার মনোধর্ম্মি-গণের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও পারমার্থিক গুরুদেব সেরূপ খণ্ডিত বস্তু নহেন, তিনি অদ্বয়রূপেই প্রকাশিত। বস্তুতঃ জগদ্‌গুরুই,—গুরু, অপরে গুরুদাসের অযোগ্য। সেই গুরুদাসের আনুগত্যই ... র নিত্যধর্ম্ম। যেখানে গুরু গৌণভাবে স্বীকৃত হন বা গুরু হইতে বাঁচিয়া অতিবাহিত হইবার জন্য অভিলাষ, সেখানে গুরুপাদপদ্ম নাই, সেখানে লঘুর ভাগবনুতা।

বৈষ্ণবগণ ব্যক্তিগত আক্রমণে দুঃখ হইতেও সহিষ্ণু, কিন্তু গুরুবৈষ্ণব-নিন্দা-শ্রবণে পরম অসহিষ্ণু। এই অসহিষ্ণুতাই তৃণাদপি সুনীচত্ব বা গুরুবৈষ্ণব-প্রীতির লক্ষণ। সাধুগণের সকল-ব্যাপার। তাঁহারা বাক্যের দ্বারা সমস্ত কুযুক্তি ধ্বংস করেন। তাঁহারা চিদ্‌বলে বলীয়ান্। তাঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্য বা দলপতি অসুর ত' দূরের কথা, হরিবিমুখ দেবতাগণের বলকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া গুরুবৈষ্ণবের মহিমা নির্ভীকভাবে বিশ্বে প্রচার করেন। তাঁহাদের এত সৎসাহস, তাঁহাদের এত নির্ভীকতা। তবে তাঁহাদের যা' কিছু বল, যা' কিছু গৌরব, সব গুরুকে লইয়া। তাহাতে নিজের কোন বাহাদুরী নাই। তাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ বাক্যাস্ত্রের নিকট অভক্তের কোন কূটযুক্তি বা বাদ অস্তিত্ব সংরক্ষণ বা আত্মরক্ষা করিতে পারে না। তাঁহারা সাময়িকভাবে গুরু-বৈষ্ণবনিন্দার তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত ভক্তির প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন করিয়া ভক্তির অনুকূল বিষয় গ্রহণ করত শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি-বিধান করেন। তবে ব্যক্তিগত আক্রমণে তাঁহারা কোন প্রতিবাদ করেন না, ধীরভাবে তাহা সহ্য করেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-ঈশোদ্যান
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন এবং শ্রীভক্তিভবনে 'নদীয়া প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রাত্যহিক বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি সদ্‌গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ম বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুঁড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাগাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) শরণাশ্রম মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,
পোঃ হোডল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং রেলার রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেঠা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ
পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জমাই গৌড়ীয়মঠ
পোঃ জমাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ চিরকুণ্ড, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৬০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
ব্রম্পটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
ডিউরেণ্ড রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-৫(৪°৪)৪-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।/০	।/০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(০):——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে 'শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ সংকলিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, [illegible]-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। প্রচুর উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] টাইপে মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা শোভিত ও সুন্দর বাঁধাই [illegible] প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠ, নবিনা, পোঃ [illegible], [illegible]।

প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [illegible]বলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌড়ীয়" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [illegible] ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——/:০:/——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাবার ও বোর্ডিংখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবনচরিত্র ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] ভক্তিপ্রদীপ [illegible] লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

বর্ত্তমান গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও সুধী সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে সকল অলৌকিক সদ্বাক্যাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালে 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রী- [illegible] বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখ সংশোধন করিয়া [illegible] ক্রমশঃ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীসরস্বতী-সংলাপ" [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খ. ও খ. ও [illegible] করিয়াছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের সম্বৎসরিক বিরহোৎসবপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন [illegible] সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিকের এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৫০ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত মুদ্রিত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(•):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সারস্বতাশ্রিত সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর বাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (শান্তিপুর লেনরেলে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৭
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫ ৪৫		৯-১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ				১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১		১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও অত্যন্ত অধিক। শিশুর মোহর সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন ছাপের মোড়ক একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৹ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৹ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৬ ২৪শে জুলাই, ১৯৩৯, সোমবার | ১২৪শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-::(০)::-

পোল্যাণ্ডের এলাকায় জার্ম্মাণ অফিসের গুলীতে পুলিশ কর্ম্মচারী নিহত

প্রকাশ যে, ডান্‌জিগ শুল্ক বিভাগের জনৈক জার্ম্মাণ কর্ম্মচারী পোলিশ শুল্ক বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারীকে পাস্তেলাউয়ের নিকট গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। গুলি করার সময় উক্ত পোলিশ কর্ম্মচারী নাকি পোলিশ এলাকায় ছিলেন। বলা হইয়াছে যে, উক্ত পোলিশ কর্ম্মচারী ডান্‌জিগের উক্ত জার্ম্মাণ কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং ডান্‌জিগের উক্ত কর্ম্মচারীর সহিত হিটলারী ইউনিফর্ম পরিহিত আরও দুইজন লোক ছিল। জার্ম্মাণ কর্ম্মচারী নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি আত্মরক্ষার্থ গুলী চালাইয়াছিলেন। পোলিশ কূটনৈতিক দপ্তরের প্রতিনিধি ডান্‌জিগ সিনেটের নিকট পোলিশ শুল্ক বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের অধিকার সঙ্কুচিত করার এবং তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনের পথে যে সব বাধার সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে, পোলিশ সীমান্ত হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী টানেনবার্গে হিন্ডেনবার্গ স্মৃতি উৎসবে সামরিক বিভাগের শিক্ষার্থীদের নিকট বক্তৃতা করিতে গিয়া জার্ম্মাণীর প্রধান সেনানায়ক জেনারেল ভন ব্রাউচিৎস বলেন, "আমরা বিরোধ বাধাইতে চাই না বটে তবে বিরোধকে আমরা ভয় করি না"। তিনি পূর্ব্ব প্রুশিয়ায় 'বাহারা কল্পিত অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহাদের এইরূপ দাবীর পাল্টা জবাব দিতে গিয়া' তথাকার জার্ম্মান বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ জোর দেন এবং বলেন, 'এইরূপ কল্পিত অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী নিতান্ত ভুল—কোন সৈনিক শুধু কথার ভুলের প্রতিবাদ করিতে পারে না।

পোল্যাণ্ড ও বৃটেনে আলোচনা

জেনারেল স্যার এডমাণ্ড আয়রনসাইড সমস্ত দিন ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পোল্যাণ্ডের বহু সামরিক ও বে-সামরিক কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। পোল্যাণ্ডের বহু সামরিক ও বে-সামরিক পোলিশ বাহিনীর ইন্সপেক্টর-জেনারেল মার্শাল স্মিগ্‌লি রীজ, সমর-সচিব জেনারেল ক্যাসপ্রিজিকি এবং সেনাপতিমণ্ডলীর প্রধান কর্ত্তা জেনারেল ষ্টাচি-উইকজের সহিত তাঁহার আলোচনা হয়। পোলিশ সেনাপতিমণ্ডলীর কর্ম্মপরিকল্পনার সহিত পরিচিত হইয়া বৃটিশ ও ফরাসী সামরিক কর্ত্তাদের পরিকল্পনার সহিত উহার সামঞ্জস্য বিধানই পোলিশ সৈন্যবাহিনীর কর্ত্তাদের জেনারেল আয়রনসাইডের আলোচনার উদ্দেশ্য।

জার্ম্মাণ রাজনৈতিক মহল সংযত অথচ দৃঢ়তার সহিত এই ধারণার সৃষ্টি করিতেছে যে, ডানজিগ লইয়া যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অবসান হয় নাই। বলা হইতেছে যে ইতিমধ্যে এমন কিছু ঘটে নাই, যাহাতে এই বিরোধের অবসান হইতে পারে এবং জার্ম্মাণীর নিকট হইতে নরম মনোভাব আশা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বের মতই বার্লিনের সংবাদপত্রসমূহে পোলিশ-বিরোধী প্রচার কার্য্য চালানো হইতেছে। জার্ম্মাণীর মনোভাব অপেক্ষাকৃত নরম হইয়াছে।

ভবিষ্যৎ যুদ্ধে বঙ্গলা ও আসামের আশঙ্কা

জনৈক ইংরাজ মেজর আসাম সীমান্তে দীর্ঘকাল কাজ করিয়া কয়েক মাস পূর্ব্বে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন যে, বৈদেশিক আক্রমণ হইতে আসাম সীমান্ত নির্ভয় করিতে হইলে অন্ততঃ দশ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয়ে উহাকে সুরক্ষিত করিতে হইবে।

উক্ত মেজর আরও বলেন, আসামের উত্তর-পূর্ব্বে সীমান্ত পর্ব্বত ও অরণ্য সমাকীর্ণ কিন্তু আধুনিক বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য উহা যথেষ্ট নহে। জাপান ও ইংলণ্ডের মধ্যে মনোমালিন্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং যুদ্ধ বাধিলে জাপান হয়ত জাপানী বিমানের পাল্লার মধ্যবর্ত্তী ভারতীয় সহর ও বন্দরগুলিতে বোমা বর্ষণের চেষ্টা করিবে। কিন্তু এই সম্পর্কে স্যার আয়ান হ্যামিল্টন যাহা বলিয়াছেন, তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। স্যার আয়ান হ্যামিল্টন বলিয়াছেন, "জাপান ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার সৈন্যদল চীনের বড় বড় নদী ধরিয়া চলিতেছে, তাহাদের বোমের ধূমে আকাশ আচ্ছন্ন। হংকং, সিঙ্গাপুর, জাভা, ব্রহ্ম, আসাম ও বঙ্গদেশ—ইহাই তাহাদের চিহ্নিত পথ।"

মেজর আরও বলেন, সদিয়া, ডিব্রুগড়, আসামের জেলের ব্যবস্থা তেজপুর গৌহাটি শিলং, ময়মনসিংহ, ঢাকা, যশোহর, কলিকাতা এই সমস্তই বিমান দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। অভিজ্ঞ সমরবিদ্‌গণ বলেন দূরে পাল্লার জাপানী বিমানের আক্রমণ হইতে কলিকাতার ভয় খুব বেশী।"

গবর্ণমেণ্টের অবিলম্বে উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তের পাহাড়গুলির চূড়ায় সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন এবং ব্লক-হাউস ও শক্তিশালী বিমান ঘাটি নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। কারণ, ভবিষ্যতে কলিকাতা এবং বাঙ্গলা ও আসামের অন্যান্য সহর রক্ষার জন্য উত্তর পূর্ব্ব সীমান্ত সামরিক দিক দিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইবে।

তারপর ভারতীয় যুবকদিগকে সামরিক শিক্ষা দিয়া স্বদেশ রক্ষায় যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। কর্তৃপক্ষ এখনও যদি উহাতে অবহেলা করেন, তবে দুর্ব্বল ও অসহায় ভারতবাসীরা কিছুতেই আক্রমণকারীদিগকে বাধা দিতে পারিবে না।

ইংলণ্ডে শোচনীয় বিমান দুর্ঘটনা

লিঙ্কনশায়ারের অন্তর্গত ক'র্বির সন্নিকটে একটি হ্যাম্পডেন্ বোমারু বিমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর একজন অফিসার, দুইজন নন-কমিশনড্ অফিসার এবং একজন বৈমানিক নিহত হইয়াছে। বিস্ফোরণের শব্দে ছুই মাইল দূরবর্ত্তী বর্ক্কি গ্রামের বাড়ীগুলির দরজা-জানালা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। বিস্ফোরণের ফলে ছয় ফুট গভীর একটি গর্ত্ত হইয়া যায় এবং উহার মধ্যে ইঞ্জিনটি প্রোথিত হয়। বিমানের ধ্বংসাবশেষ কয়েক শত টুকরা হয়। পরে প্রবল বৃষ্টিপাতে আগুন নিভিয়া যায়।

মেক্সিকোতে প্লাবন

ওটোইযাক নদীতে প্লাবনের ফলে পুয়েব্লা সহরে একশতাধিক লোককে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাশয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবর্ত্ত ৩১ সংখ্যা "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই প্রবন্ধে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:(০):——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলীসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে ভক্তির অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

● শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, গুরুপ্রপন্ন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অযন্ত্রস্থ) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অযন্ত্রস্থ) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। প্রাকৃত-আলোচনা ।০
১৯। তর্কবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
২১। গৌড়ীয়মাহাত্ম্য ।৶০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিফলটীকা গৌরগোবিন্দঃ (সাহ্বাদ) ২৲
২৮। প্রেমবিবর্ত্ত (সাহ্বাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-নির্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। স্বর্ণশতক
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৶/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২খণ্ড) ৯৲
৫১। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাহ্বাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। উপদেশামৃত বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (অন্বয়াদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীবৃহদ্‌ভাগবত ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিচিত্রঃ ।০
৬৩। সঙ্গীত-সিদ্ধান্তপ্রসূনম্ ।০
৬৪। স্তবরত্নম্ ।০
৬৫। সাত্বত সিদ্ধান্তম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠভজনক্রিয়া ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অফ্ ওয়ার্ক্‌স অফ্ বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড‌স ।৶০
৭৩। শাইক ওয়ান প্রিসেপ্টস্ অফ্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ৮ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৪শে জুলাই ইং ১৯৩৯, সোমবার | ১২৪শ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রদের সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ২১শে জুলাই শুক্রবার দিবস শ্রীধাম মায়াপুর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের ছাত্রগণ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের অধিরোহণ-নাটমন্দিরে বেলা সাড়ে তিন ঘটিকায় এক পারমার্থিক অধিবেশনে শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনোৎসবে যোগদান করত ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রারম্ভে মঠসেবকগণের সহযোগিতায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা, বিবিধ মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। পরে মহোপদেশক শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিময়ূখ প্রভু প্রায় এক ঘণ্টাকাল যাবৎ সকল শ্রেণীর ছাত্র ও সমবেত শ্রোতৃগণের নিকট অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ত্রয়োবিংশ অধ্যায় হইতে অবন্তীদেশীয় ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর হরিভজনের আদর্শ কীর্ত্তন করিয়া সকলের চিত্তাকর্ষণ করেন। এতৎপ্রসঙ্গে দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া প্রকৃত সাধুসঙ্গে হরিভজন করাই যে একমাত্র কর্ত্তব্য, সাধুর প্রকৃত সঙ্গ কিরূপে করিতে হয়, দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু স্বীয়পুত্র প্রহ্লাদের সঙ্গ পাইয়াও ভক্তিলাভ না করিয়া হরিবিদ্বেষী হইয়া শ্রীনৃসিংহদেব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল, অন্তরে ভোগবাসনা পোষণ করিয়া সাধুসঙ্গ করিলে ভক্তির পরিবর্ত্তে অপরাধই সঞ্চিত হয়, সকল প্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা ও লোকগঞ্জনা অতল অটলভাবে সহ্য না করিলে হরিভজন করা যায় না, কৃষ্ণভক্ত অন্য বস্তু চাহিলে সেই বস্তু দিয়া কৃষ্ণ বঞ্চনা করেন প্রভৃতি এবং সকল পরমহংস হইয়াও পরমারাধ্যতম পতিতপাবন শ্রীল আচার্য্যদেব বর্ত্তমানে কিভাবে দুর্জ্জনগণের সকল প্রকার অত্যাচার, উৎপীড়নাদি উপেক্ষা করত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হইয়া লোকোদ্ধারমানসে কৃষ্ণানুসন্ধানতৎপর হইয়া দেশে দেশে হরিকথা প্রচার করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন।

পাঠান্তে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সুবোধ ছাত্রগণ সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতিবিধান করেন। ছাত্রগণের হরিকথা-শ্রবণাগ্রহ দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত।

পাপ

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

চুরি করা, (৬) হীরা চুরি করা, (৭) মণি চুরি করা,—এই সাত প্রকার অনুপাতক সুবর্ণ হরণ করার সমান। (১) সহোদরা ভগিনী গমন, (২) কুমারী গমন, (৩) নীচজাতির স্ত্রীগমন, (৪) বন্ধুর স্ত্রীগমন, (৫) ঔরসজাত পুত্র ভিন্ন অন্যপুত্রের স্ত্রী-গমন, (৬) পুত্রের অসবর্ণা স্ত্রীগমন, (৭) মাতৃষসা গমন, (৮) পিতৃষসা গমন, (৯) [illegible] গমন, (১০) মাতুলানী গমন, (১১) পুরোহিত-স্ত্রী-গমন, (১২) ভগিনী গমন, (১৩) আচার্য্যের স্ত্রী-গমন, (১৪) শরণাগত স্ত্রী-গমন (১৫) রাজ্ঞীগমন, (১৬) যিনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন, এমন স্ত্রীগমন, (১৭) সগোত্রাস্ত্রীগমন, (১৮) [illegible] স্ত্রী গমন এবং (১৯) উচ্চবর্ণের স্ত্রীর কাছে নীচবর্ণের পুরুষের গমন—এই উনিশ প্রকার অনুপাতক গুরুপত্নীগমনের তুল্য।

গোবধ, অযাজ্যযাজন, পরস্ত্রীগমন, আত্মবিক্রয়, পিতা, মাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায়ত্যাগ ও অগ্নিত্যাগ, পুত্রত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের সংস্কার না করা, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ, এরূপ জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠকে কন্যাদান অথবা সেইরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করা, অরক্ষা কন্যাদূষণ, ব্রহ্মচারীর স্ত্রীসম্ভোগাদি দ্বারা ব্রতচ্যুতি, তড়াগ, উদ্যান কিম্বা স্ত্রীপুত্রাদি বিক্রয় করা, ষোড়শ বর্ষ অতীত হইলেও উপনয়ন না হওয়া, পিতৃব্য প্রভৃতি বান্ধবত্যাগ, বেতন লইয়া বেদাধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকের নিকট বেদ অধ্যয়ন, অবিক্রেয় বস্তুর বিক্রয়, রাজাজ্ঞায় স্বর্ণাদিখনিতে কাজ, বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ, ঔষধি নষ্ট, ভার্য্যাদির উপজীবিকায় জীবিকানির্ব্বাহ, শ্যেনাদি আভিচারিক যোগ বা মন্ত্রদ্বারা নিরপরাধীর অনিষ্ট করণ, জ্বালানি কাঠের জন্য অশুষ্ক বৃক্ষচ্ছেদন, দেবপিত্রাদির উদ্দেশ ব্যতিরেকে নিজের জন্য পাকযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, লশুনাদি নিষিদ্ধ খাদ্যভোজন, সোণা ব্যতীত অন্য জিনিষ চুরি, দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ পরিশোধ না করা, অসৎশাস্ত্র আলোচনা, নীচসঙ্গে আসক্তি, দারু, তৃণ, ও লৌহাদি ধাতু ও পশুচর্ম্ম, মদ্যপায়িনী স্ত্রী-গমন, স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় হত্যা এবং নাস্তিকতা—এই সকল 'উপপাতক'।

ব্রাহ্মণকে ব্যথা দেওয়া, লশুন-পলাণ্ডু ঘ্রাণ ও মদ্য আঘ্রাণ করা, কুটিলতা, পশুমৈথুন এবং পুংমৈথুন—এই সকল পাপ 'জাতিভ্রংশকর'। গ্রাম্য ও আরণ্য পশুহিংসা-পাপ—'সঙ্করীকরণ'।

নিন্দিতের নিকট হইতে ধনগ্রহণ, বাণিজ্য ও কুসীদদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, অসত্যভাষণ ও শূদ্রসেবা—এই সকল পাপ—'অপাত্রীকরণ'।

পক্ষিহত্যা, জলচর মৎস্যাদি জলজ প্রাণিহত্যা, কৃমিহত্যা ও কীটহত্যা, মদ্য-সংশ্লিষ্ট দ্রব্য-ভোজন—এই সকল পাপ—'মলাবহ'।

যে সকল পাপের বিষয় লিখিত হইল না, সেই সকল পাপ—'প্রকীর্ণক'-পর্য্যায়ে। মহাভারতে [illegible] পাপ দশবিধ বলিয়া উক্ত আছে—প্রাণিহত্যা, চৌর্য্য ও পরদারগমন—এই তিন প্রকার পাপ 'কায়িক'. অসৎপ্রলাপ, পারুষ্য, পৈশুন্য এবং মিথ্যাকথা কথন—এই চারি প্রকার 'বাচিক' এবং পরধনে চিন্তা, সকলজীবের অমঙ্গলচিন্তা ও 'কর্ম্মের ফল হউক' এইরূপ চিন্তা, এই ত্রিবিধ পাপ 'মানসিক'।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ ; সেই কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহকে যে পাষণ্ডী বিদ্বেষ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করে, সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য নহে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৮ পুরুষোত্তম, [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

সত্য হউক, অসত্য হউক তাহা বিচার করিব না, অনেকগুলি লোক যাহাতে আসক্ত হয়, তাহা করিব না—এইরূপ জনপ্রিয়তা অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা যেন নিত্য 'সৌভাগ্য' বা 'মঙ্গল' হইতে বঞ্চিত না হই। জনপ্রিয়তাই প্রয়োজনীয়—এইরূপ বিচার মায়াবিমুগ্ধবুদ্ধি মূর্খের বিচার। ঈশ্বরের পরমসত্যকে জনপ্রিয়তাকে [illegible] ব্যাপার মনে করিলে সত্যস্বরূপ ভগবানের অমর্য্যাদা করা হয়। জনপ্রিয়তার জন্য ভগবৎ প্রসাদের অজুহাতে আমরা গোপনে অমেধ্য বস্তু গ্রহণ করি। ভগবৎপ্রসাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও ভগবৎপ্রসাদ যাহা নহে, তাহাতে আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হয়। ভগবানের ভুক্তাবশেষ ভাল না লাগিলে 'ভগবান্' নয় যাহা—'সত্য-স্বরূপ' নয় যাহা অর্থাৎ যাহা অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানের প্রসাদের জন্যই আমরা লালায়িত হই। আমরা [illegible] "মৎস্যাদঃ" [illegible] পাচ্, 'পক্ষিহংসা' [illegible]। ঐ প্রাণ (মৎস্যাদি অমেধ্যাদি) ভগবানের ভোগ্য নহে, কারণ উহা তমোগুণে উৎপন্ন। আর্য্য-বিধবা স্ত্রীগণের আচরণ বা চতুর্থাশ্রমিগণের আচরণের মধ্যেও আমরা ঐ সকল অমেধ্য গ্রহণ দেখিতে পাই না। পাশ্চাত্ত্যে বঞ্চিত আত্মারামগণ বিষ্ণুকে যাহা দেওয়া চলে না, তাহা কখনও গ্রহণ করেন না ইহা সাধারণের মধ্যেও দেখিতে পাই। বলির দ্বারা [illegible] বস্তু যাহা 'প্রসাদ' হইতে জাত [illegible] বিষ্ণুকে উহা দেওয়া যাইতে পারিত। কোনও ভদ্রলোক কোন হিংসায় প্রশ্রয় দেন না। যদি পূর্ব্বপক্ষ হয়, "তবে কেন শাস্ত্রে বিধিমূলে এইরূপ হিংসা-কার্য্যের প্রবেশাধিকার দেখিতে পাওয়া যায়?" তদুত্তরে সাত্বত শাস্ত্র বলেন, যাহাদের অত্যন্ত শুক্রশোণিতের জন্য লোভ রহিয়াছে, তাহাদের শুক্রশোণিতের প্রবলা বুভুক্ষা ক্রমশঃ খর্ব্ব করাই ঐসকল বিধির উদ্দেশ্য। কিন্তু যেখানে নিরপেক্ষ বিচার উপস্থিত হইয়াছে, সেখানে "অমেধ্য" "ভগবৎপ্রসাদ" বলিয়া গৃহীত হয় না।

অধোক্ষজবিমুখ মায়াবিমোহিতবুদ্ধি মনোধর্ম্মী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা বঞ্চিত হইতে অভিলাষ করেন। তাঁহারা বঞ্চক ও বঞ্চিত। মায়াদেবীর কৈতবপর শাস্ত্রাবলি তাঁহাদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্যই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা পারমার্থিক শাস্ত্রের কথা আলোচনা করেন না। কারণ, আলোচনা করিলেই বিপদ উপস্থিত হইবে। কেহ কেহ লোকবঞ্চনার্থে ঐ সকল আলোচনা করিয়াও কপটতাক্রান্ত বুদ্ধিবশতঃ পারমার্থিক শাস্ত্রের সত্যে বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারে না। "কাজীর নিকট হিন্দুপর্ব্ব জিজ্ঞাসা" যেরূপ, কপটক্রমাদের নিকট পারমার্থিকের বিচারজিজ্ঞাসাও সেরূপ।

পাছে আমাদের বিষয়কথা ও গ্রাম্যকথা বাধিত যায়, পাছে জাতে বা অজ্ঞাতসারে শ্রীভগবান্ আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হইয়া পড়েন, পাছে আত্মা পবিত্র হয়—এই ভয়ে আমরা কেহ কেহ মহাপ্রসাদে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবার পরিবর্তে "অন্নপূর্ণ হোটেলের" প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হওয়াকেই সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া মনে করি। আবার কেহ কেহ আত্মবঞ্চনার আচরণে নাস্তিকতা অর্থাৎ আস্তিকতার অভাব চালাইবার জন্য পূর্ণবিগ্রহ ভগবানকে হস্ত, পদ, চক্ষু, মুখ প্রভৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হই। তাঁহাকে নিরাকার নির্বিশেষ সাজাইয়া নিজেরা ভোগের সুবিধার জন্য সাকার ও সবিশেষ হইয়া একবারে নাস্তিকের মত ভগবানের ভোগ্যবস্তুসকলকে ভোগ করিবার জন্য ধাবিত হই। "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" এই শ্রুতির প্রকৃত [illegible] নির্গুণসাবিনী মায়াদেবী [illegible] দেন না। তাই আমরা ভগবানের অপ্রাকৃত-নিত্য-রূপকে প্রাকৃত জ্ঞানে নাশিতে গিয়া অধঃপতিত হইয়া পড়ি। কেহ কেহ আবার "আমরা আগে খাইব, ভগবানকে দিতে গেলে যদি আমার ভোগ্য পদার্থ জুড়াইয়া যায়"—এরূপ বিচারের অনুসরণ করিয়া ভোগের আগেই 'প্রসাদ' করিয়া বসি। কেহ কেহ আবার—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্", "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে" প্রভৃতি বেদমন্ত্র মুখে কপচাইয়াও শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। পরন্তু নির্ব্বিশেষবুদ্ধি লইয়া পঞ্চোপাসক চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী হইয়া পড়ি এবং বিষ্ণুকে অন্যান্য দেবতার সহিত সমান বুদ্ধি করিয়া বিষ্ণুর অপ্রসাদকেই 'প্রসাদ' বলিয়া মনে করি, কখনও বা অন্য দেবতার প্রসাদ আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের অধিকতর অনুকূল জানিয়া তাহাতেই আসক্ত হই শাস্ত্রের বাক্য আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না—

'বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং
দেবতান্তরম্
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদানন্ত্যায়
কল্পতে ॥'

ভগবানের মালিক—বৈষ্ণব। 'ভগবান্ যাহা করেন তাহা মঙ্গলের জন্য করেন'—এই সত্য বিশ্বাস ভুলিয়া গিয়া আমরা বিপদে পতিত হই। সুতরাং যাঁহারা ভগবদনুগ্রহ-প্রার্থী, তাঁহাদের প্রসাদই যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয়।

শিষ্যের পক্ষে আচার্য্যের কৃপালাভের জন্য eligible হওয়া দরকার, 'সমিৎপাণিঃ' হওয়া দরকার। সমিধ্ সংগ্রহ করিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে পারিলে তিনি উপনয়ন দিবেন। শিষ্যের পক্ষে সদ্-গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করিবার ঐকান্তিকী চেষ্টাকে যোগ্যতা বলা যাইবে। 'তদ্বিজ্ঞানার্থং'—অর্থাৎ 'তৎ' যে পূর্ণবস্তু, তাঁহার বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য। 'গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ'—অর্থাৎ গুরুপাদপদ্মের নিকট সর্ব্বতোভাবে গমন করিবে, গুরুগৃহে গমন করিবে not to come back. শাস্ত্র ছত্রিশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিবার পর গৃহে সমাবর্ত্তনের বিধি দিয়াছেন। গুরু, সাধু ও শাস্ত্র প্রত্যেকটী বেদ বার বৎসর করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে বলিয়া ইহা ব্যবস্থা। সমাবর্ত্তনের বুদ্ধি থাকিলে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা যায় না। যাঁহারা পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহাদের আর ঘরে ফিরিতে হয় না। যাঁহারা পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত, তাঁহাদের পক্ষেই 'অভিগচ্ছেৎ' বাক্য পালিত হয়।

আমরা বড়ই জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করি না কেন, আমরা ভূত ও ভবিষ্যৎ জানি না। আমাদের উন্নতির বিচারে ভ্রান্তি আসিয়া পড়ে। পার্থিব উন্নতির বিচারে অমঙ্গল লাভ হয়। শিষ্যকে জাগতিক উন্নতির পরামর্শ দিলে পরামর্শদাতা 'গুরু' হইয়া যান। পিতামাতা, পুরোহিত প্রভৃতি জাগতিক গুরুগণ আমাদের আর্থিক উন্নতি ও তাঁহাদের স্বার্থসিদ্ধির কথা বলিয়া থাকেন। আমরা ইহজগতে কতদিন থাকিব? নিত্যকাল নিত্যজীবনের সুবিধালাভের পরামর্শ কে দিবেন? ভাবিকালের বিষয় আলোচিত হওয়া দরকার।

মৃত্যুকালে আমাদের কি চিন্তা হইবে? 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' আমরা যেরূপ চিন্তাস্রোত লইয়া মরিয়া যাইব, জন্মগ্রহণকালে তদনুরূপ জীবন লাভ হইবে। Materialistদিগের ধারণা মৃত্যুর পর কিছুই নাই। জড়বস্তু হইতেই জীবের জন্ম। Altruismএর মূল কথা এই যে, 'অপরের যত বেশী উপকার করিব, আমি তত বেশী উপকার পাইব।' শ্রীগুরুদেব বলেন,—আমরা 'Designing enterprise' অর্থাৎ বিত্তৈষণা, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা প্রভৃতি এষণা বা বাসনার বশবর্ত্তী হইলে আমাদের আত্মকল্যাণ লাভ হইবে না। পুণ্য করিয়া মরিলে ধনী, পণ্ডিত অথবা ভাগ্যবান্ লোকের গৃহে জন্মিতে পারি। মানুষ হইয়া পুনরায় মানুষের গৃহে জন্মগ্রহণ করিতে পারি; কিন্তু প্রকৃত মঙ্গললাভ নাও হইতে পারে। জাগতিক পুরোহিত ও গুরু ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের উপদেশক মাত্র। বদ্ধজীবের বাসনা ইহজগতের উন্নতি ও অমঙ্গলের দিকে প্রধাবিত হয়।

পাঠশালার গুরু, আবার বিভিন্ন জাগতিক বিদ্যা-শিক্ষার গুরু প্রভৃতি সকলেই জাগতিক গুরু। পিতামাতার পরামর্শ গ্রহণ করিলেও মৃত্যু লাভ করিতে হইবে। হরিভজনকারী ব্যতীত অন্য লোককে পরামর্শ-দাতা মনে করিলে খুবই অসুবিধা হইবে। আমরা যে কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিব না। পিতামাতা যদি হরিভজন করেন, তবে গুরু হইতে পারেন। যিনি আমাদের নিত্য-মঙ্গল দিতে পারেন না, তিনি গুরু নহেন।

আমরা কাহাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারি-গণের Partyতে যোগদান করব। অভক্তদের একটা party, হরি-গুরু-বৈষ্ণবেরও আর একটা party আছে ব'লে মনে হয়। বস্তুতঃ হরিগুরুবৈষ্ণবগণ কোন partyর মধ্যে নাই। অভক্ত-সম্প্রদায় বলে, আমরা spiritual বিষয়ের জন্য আমাদের আধ্যাত্মিকতা বজায় রেখে আচার্য্যের নিকট

submit ক'রতে পারি—আচার্য্যকে দরকার হ'লে মোহন্ত ক'রতে পারি; কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আমরা public party-কেই follow ক'রব। আমরা আধ্যক্ষিকগণের ঐ সকল কথা সমর্থন করি না। তা'রা গুরু করে নাই, তা'রা ভক্তিরাজ্যে আসে নাই। আমাদের একমাত্র determination—

আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে।

'সর্ব্বাচীয়ানমে মিথ্যে সাধৌ সদঃ যতো ধরে' কথাটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌তে হ'বে। শ্রীমদ্ভাগবত প'ড়তে গিয়ে যদি ভূগোল ও জ্যোতিষ প'ড়তে যাই, তবে আমার অজ্ঞাতীর আদর। গুরু বা সাধুকে দেখ্‌তে গিয়ে যদি তাঁ'র চেহারা, তাঁ'র বস্ত্র, তাঁ'র খাবাদাব, তাঁ'র বক্তৃতাশক্তি—এ সকল দেখ্‌তে যাই, তা' হ'লে সাধু ও গুরুদর্শন হ'লো না। যেহেতু ভাগবত আমার আধ্যক্ষিক বিচারানুসারে ভূগোল ও জ্যোতিষ ব'লতে পারেন না, সেহেতু ভাগবতকে neglect ক'র্‌ব !

আমরা কেবল গুরুর (?) কথা ধর্ম্ম কার্য্যের সময় শুন্‌ব, অন্যান্য কার্য্যগুলি publicএর অনুকূলে ক'র্‌ব, তা' নয়। Mundane work গুলিও আমরা কৃষ্ণসেবার অনুকূলে ক'র্‌ব, উহা publicএর অনুকূলে ক'র্‌ব না।

শ্রীগুরুদেব বৈকুণ্ঠলীলাময় হইয়াও ইহ জগতে অবতরণ করেন। তাদৃশ অবতরণের অপ্রাকৃতত্ব অপরিহার্য্য। তিনি নিমজ্জমান প্রাণিগণকে উদ্ধার করিতে গিয়া কোনদিনই ভগবানের সেবা পরিহার পূর্ব্বক আত্মবলিদানে প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু তাদৃশ অভিনয় দেখাইতে গিয়া আপনাকে যে মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে বিপন্ন করিবার লীলা প্রদর্শন করেন, তাহাতে আমরা তাঁহাকে ভগবৎকৃপাবতার না জানিয়া নিজ দুর্ব্বলতার অপরাধক্রমে আমাদেরই ন্যায় জীববিশেষ কল্পনাপূর্ব্বক নরকের অনুষ্ঠানে গুরুপাদপদ্ম-সেবাবিমুখ হইয়া পড়ি।

শ্রৌতপথেই গুরুগ্রহণপ্রথা বর্ত্তমান। অশ্রৌত বা তর্কপথে গুরুগ্রহণানুষ্ঠান আদৃত হয় না। যাঁহারা সেরূপ আদর করিবার বুদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহারা চৈত্ত্যগুরুর দ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া তর্কপন্থা অবলম্বন করেন। অশ্রৌত তর্কপথাবলম্বী অহঙ্কারবশে স্বয়ং গুরু হইবার চেষ্টা প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হন না।

তার্কিক কখনই গুরু হইতে পারেন না; শ্রৌতপন্থীই গুরু হইতে পারেন। তর্কের আম্নায়-পারম্পর্য্যের মূলে কাপট্য-জনকের পুরোভাগে তর্কপন্থার উদ্ভব হয়। আম্নায়-গুরুপারম্পর্য্য সেরূপ নহে, তাহার মূল আছে। তর্কপন্থা অপ্রতিষ্ঠমূল তাহার শৈবালের ন্যায় সম্বর্দ্ধিত হইয়া সাময়িকভাবে চেতনস্রোত বন্ধ করিতে পারে।

চৈত্ত্যগুরুর কৃপায় মহান্তগুরু নির্দ্দিষ্ট হন। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা—দ্বিবিধা। সেই দুই প্রকার কৃপাফলে কেহ বা আধ্যক্ষিক, কেহ বা অধোক্ষজ-সেবক। যাঁহারা অক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণকেই জীবের একমাত্র আরাধ্য চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম 'অন্যাভিলাষী'। তাদৃশক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রযোজক কর্ত্তার নিয়মনপথে সংকর্ম্মপ্রবৃত্তির আদর দেখা যায়। সেইকালে তিনি কর্ম্মকাণ্ডের আবাহন করেন। "আমি কর্ত্তা"—এই অভিমানে প্রকৃতির ত্রিগুণে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকে স্বায়ত্ত করিবার বাসনায় অহঙ্কারবিমূঢ়তাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক প্রেয়ঃ-পথের পথিক হন। আবার শ্রেয়ঃপন্থায় দ্বিবিধ তারতম্য-বিচারে কতকগুলি আপাতপ্রেয়ো বিচারকেই শ্রেয়োরূপে পরিদর্শন করেন। উহাই চৈত্ত্যগুরুর মায়াবিস্তাররূপা কপট কৃপা। যাঁহারা যুক্তি প্রভৃতি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, প্রযোজক কর্ত্তা প্রযোজক কর্ত্তৃত্বাধীনে অবস্থান করিলে তাঁহার শ্রেয়োলাভ ঘটে, আর প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি সেবাবিমুখ হইলেই জীব প্রযোজ্য কর্ত্তৃত্বে আত্মবিলোপ করিয়া প্রযোজক কর্ত্তার প্রতি উদাসীন হন এবং তাদৃশ ঔদাসীন্য তাঁহাকে ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত করে।

দিব্যজ্ঞানদাতা মহান্তগুরু অনেক নহেন। যেহেতু তিনি আত্মজ্ঞানের প্রিয়তম সেবক। আত্মজ্ঞানের সেবকত্বে তাঁহার বৈচিত্র্য বিদ্যার বহুত্ব না থাকায় তিনিও অদ্বিতীয়। তিনি বিষয়জাতীয় অদ্বিতীয় না হইলেও আশ্রয়জাতীয় অদ্বিতীয়ের লীলা-প্রদর্শনকারী।

শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরুর বাহ্য জ্ঞানলব্ধ শরণাগত শিষ্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহার অনুকূল শিক্ষা দিব্যজ্ঞানের প্রয়োগবিচারকে নিয়মিত করে। এইজন্য শিক্ষাগুরুর বহুত্ব থাকিলেও অদ্বয়জ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরুর সহিত তাঁহাদের বিভেদ নাই, পরন্তু তাঁহারা দীক্ষাদাতার অকৃত্রিম বন্ধু।

দিব্যজ্ঞানপাতে জীবের স্বরূপ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধিত স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ইহজগতে ও পরজগতে যে প্রকার হরিসেবা করিতে হইবে, তাহার উপদেশকগণের নামই শিক্ষাগুরুবর্গ। এই সেনাবাহিনীর অগ্রগামী (Precursor) বর্ত্ম-প্রদর্শক গুরু শিক্ষাগুরুরই প্রাধান্য। মধ্যে দীক্ষাদাতা মহান্তগুরু অবস্থান করেন।

ভগবানের জীবেদয়া তাঁহার সেবার বিতরণকারিরূপে শ্রীগুরুতত্ত্ব জগতের মঙ্গলবিধান করেন। যাঁহারা জ্ঞানের বিকারে বিকৃত, কর্ম্মফলে আবদ্ধ, যথেচ্ছাচারিতার স্রোতে প্রবহমান, সেই সকল ব্যক্তির সদ্বুদ্ধি প্রদান ও জীবমাত্রেরই কৃষ্ণসেবা-তৎপর করিবার উদ্দেশে শ্রীগুরুদেবের ইহজগতে আগমন। তিনি পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় অনাসক্তভাবে সংসারের বিষয় সকল গ্রহণ করিয়াও সকল বিষয়ের বাহ্যভোগ ধারণা অপসারণ পূর্ব্বক জীবকুলকে কৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করেন। তাহাতে তাঁহাকে বিষয়াসক্ত ভক্তিনির্বিষ্ট প্রাকৃতজনগণ বিষয়-বিরক্ত বলিয়া ঘৃণা করেন। আবার তদপেক্ষা মূঢ় মৎসরজনগণ হিংসাপ্রবৃত্তি-দ্বারা চালিত হইয়া ভগবদ্ভক্তের নির্বিবন্ধিনী চেষ্টাকে তাঁহাদেরই ন্যায় বিষয়চেষ্টার অন্যতম জ্ঞানে তাঁহার সেবাবিমুখ হন। এখানে চৈত্ত্যগুরু তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রেয়ঃপন্থার অনুমোদন করিয়া ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ বিষয় চতুষ্টয়ে 'প্রয়োজন' বোধ করান। সেকালে তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং নিত্যবৃত্তি ভজন ও ভজনীয় বস্তু সম্বন্ধে উদাসীন্য প্রকাশ করেন। ভগবান্ চৈত্ত্যগুরুরূপে যাঁহার অকপট মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই ভগবদ্ভক্তকে মহান্তগুরুরূপে নির্দ্দেশ করিবার সদ্বুদ্ধি প্রাপ্ত হন। অজ্ঞের ন্যায় দিক পরিজ্ঞানাভাববশতঃ, মহত্তম সজ্জনকুলসার অন্য কেহই নাই। ভগবদনুগ্রহক্রমে জীব মহান্ত ভাগবত শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-নখজ্যোতি সন্দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিতে সমর্থ হন।

শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়ই একত্ব। শিক্ষাগুরুর বহুত্ব। এ বিষয়ে শ্রবণগুরুমুখ হইতেই শাস্ত্রীয় জ্ঞানলাভ ঘটে।

মন্ত্রদীক্ষারূপ অনুগ্রহ। যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্যপ্রার্থী, তাঁহারা যে সেই উপায়ে স্থির হন। সুতরাং খণ্ড খণ্ড বাক্য আনিয়া গুরুভক্তিরহিত জীবকে ভক্তসজ্জায় কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধাররহিত নৌকার ন্যায় তাহার সংসার হইতে উদ্ধার হয় না। গুরুসেবা দ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। ভক্তগণ স্তবাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করেন। আমি অনেক বুঝি, আর অন্য গুরুতে কি অধিক উপদেশ দিবেন,—এইরূপ অহঙ্কারে অপরাধবশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না। ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক, অযোগ্য গুরুবর্গের পরিবর্ত্তে পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় করিবে।

পাপ

——::(*):: ——

পাতক—'পাতয়তি অধোগময়তি দুষ্কৃতকারিণম্' ইতি। মানবের কাম, ক্রোধ ও লোভ—তিনটী প্রধান রিপু আছে। মানবগণ এই সকল শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পাপাচরণ করে। আচরিত পাপসকল অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, জাতিভ্রংশকর, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, মলাবহ ও প্রকীর্ণক নামে অভিহিত।

মাতৃগমন, কন্যাগমন এবং পুত্রবধূগমন—এই ত্রিবিধ পাপ 'অতিপাতক'।

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণচুরি, ও গুরুপত্নীগমন—এই চতুর্ব্বিধ এবং এইরূপ পাপীর সহিত বিশেষ সংসর্গই 'মহাপাতক'।

অনুপাতক পঁয়ত্রিশ প্রকার—(১) নীচজাতি হইয়া আপনাকে উচ্চজাতি বলিয়া পরিচয় দেওয়া। (২) যে দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, রাজার নিকটে তেমন দোষ বলা। (৩) গুরুজনের মিথ্যাদোষ রটনা করা—এই তিনটী ব্রহ্মহত্যার সমান। (১) বেদত্যাগ কিংবা বেদ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া। (২) বেদের নিন্দা করা। (৩) কুটিল কথা বলিয়া কেহে যোরে সাক্ষী দেওয়া—(ইহা দুই প্রকার। এক,—কোন বিষয় জানিয়া তাহা গোপন রাখা। আর একপ্রকার,—সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা বলা)। (৪) বন্ধুর প্রাণ নষ্ট করা। (৫) নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন করা। (৬) অখাদ্য দ্রব্য ভোজন করা। এই ছয় প্রকার অনুপাতক সুরাপানের সমান। (১) গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিয়া লওয়া, (২) মানুষ চুরি করা, (৩) ঘোড়া চুরি করা, (৪) রূপা চুরি করা, (৫) ভূমি

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-মূলমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন নামক স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ-সর্ব্বমঠ-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদিপূর্ণ শ্রীভক্তিবিনোদ-গ্রন্থাগার আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে প্রথম প্রতিষ্ঠিত। নিয়ত পাঠ, কীর্ত্তন, প্রভৃতিসহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্ম্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অমুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ আমঘাটা (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডার, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ বালিয়াটি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াবন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিহর, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দীঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বরগা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশগঞ্জ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেখপাড়া,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং প্লেমান রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কম্বালাহিল বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—সমুদ্রতীর পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ক্ষীরচোরা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রেমুণা, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

সাক্ষিগোপাল, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) সারঙ্গধর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-শ্রবণ-মঠ

পোঃ ব্রহ্মকুণ্ড, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ রাজবলহাট, মেদিনীপুর

(৬১) অমাথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনকুড়া, পোঃ টঙ্গুয়া, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্টিলরোড
ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, ট ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিজয়নিধি গৌড়ীয়মঠালয়

সদরকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অৰ্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম-বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জন তোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বরিশা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

[শ্রী]সরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও ভক্তবৃন্দের পরিপ্রশ্নের উত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথামৃতধারা কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া সংগ্রহপূর্ব্বক এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম প্রদানপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে ঐ সংলাপের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিলতম সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——ঃ(*)ঃ——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্তেবাসী পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——ঃ(*)ঃ——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

হেমলার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। শিতার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদিতে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

২৯১নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-২৩	৭-০৬	১২-২৩	১৪-৫৩	১৬-৫৬	১৭-৫৩	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২৩-৫৩	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজরেলে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১০			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৫৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩০		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪৩ (শনিবার)	
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭	

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD No C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর- ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪৬, ২৫শে জুলাই, ১৯৩৯, মঙ্গলবার [১২৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(০)::—

বার্ষিক কোটি টাকার দাবী

ডাঃ সৈয়দ মামুদের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা সম্পর্কিত সাব-কমিটির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। তিন দিন অধিবেশন হইবে। প্রকাশ, দেশের প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে দশ বৎসরের জন্য কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে বার্ষিক এক কোটি টাকা দেওয়ার জন্য উক্ত কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। সাব-কমিটি সমাজ সেবাকে একটা প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিকট আবেদন করিয়াছেন এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ছাত্রদের সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

সাব-কমিটির অধিবেশন হইবে, উক্ত অধিবেশনের কমিটির রিপোর্টের খসড়া করা হইবে তৎপর অধিবেশন সমাপ্ত হইবে।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুখার্জি পর্যবেক্ষকরূপে উপস্থিত ছিলেন। নিম্নোক্ত সদস্য অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন:—যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা বিভাগের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী শ্রীকারণ সিং কানে, রাজকুমারী অমৃত-কুমারী, পাঞ্জাবের শিক্ষা ডিরেক্টর মিঃ ডবলিউ এইচ এফ আর্মষ্ট্রং, ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার মিঃ সার্জেন্ট, বোম্বাইর প্রাপ্ত-বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কিত বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ এস আর ভাগবত, বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ ডবলিউ এ যেকিন, কাশ্মীরের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ কে জে সৈয়দাইন, ভারতীয় প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষা সম্মেলনের সহকারী সভাপতি অধ্যাপক কে বাসু, যুক্তপ্রদেশের শিক্ষা বিভাগের রায় সাহেব পণ্ডিত শ্রীনারায়ণ চতুর্ব্বেদী।

——

দক্ষিণ-পূর্ব্ব সানসীতে প্রচণ্ড সংগ্রাম

চাটুং পর্ব্বতে জাপবাহিনী যাহাতে চীনা সৈন্যদিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলিতে না পারে তজ্জন্য লক্ষাধিক চীনা সৈন্য পীত নদী অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব সানসিতে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে।

প্রকাশ চীনারা জাপানীদের আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছে। চীনাদের পক্ষ হইতে দাবী করা হইয়াছে যে গত সপ্তাহে তিন হাজার জাপ সৈন্য নিহত হইয়াছে। জুলাই মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে জাপানীরা মধ্য-চীনে প্রচণ্ড আক্রমণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে, আরও বলা হইয়াছে যে, পাঁচটি জাপানী ডিভিশন ইয়াংসির আপোষ্ট্রং বন্দর আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তিন ডিভিশন জাপ-সৈন্য কিয়াং'স প্রদেশ হইতে হুনান প্রদেশের রাজধানী চাংশা অভিমুখে অভিযান করিবে মোট চার লক্ষাধিক জাপানী সৈন্য এই অভিযানে ব্যাপৃত হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে।

চুংকিং হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, চীনাবাহিনী সোয়াতাউ,—চাঙ্কো রেলওয়ের উত্তর-সীমান্ত অঞ্চল দখল করিয়াছে।

রবিবার রাত্রিতে চীনাবাহিনী চাঙ্কো ঘেরাও করে এবং তিন দিক হইতে প্রাচীর বেষ্টিত নগরী আক্রমণ করে। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা উত্তর দ্বার দিয়া সহরে প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, জাপ-বাহিনী সোয়াতাউ রেলওয়ে বরাবর হটিয়া যাইতেছে।

জাপ-সৈন্য কর্তৃপক্ষ কুকিয়ান প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত সাংটাও সুমুক্ত ও সাংচং এই তিনটি বন্দরও অবরোধের অভিপ্রায় বৈদেশিক বাণিজ্যদূতগণকে জানাইয়াছেন। প্রকাশ, নিরপেক্ষ শক্তি হিসাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের জাহাজাদিও ব্রিটিশ প্রজাগণকে ঐ সব বন্দর হইতে সরাইয়া লইবার জন্য জাপানের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিবেন।

বর্দ্ধমানের রাজার বিগ্রহের অলঙ্কার অপহৃত

গত ১৮ই জুলাই রাত্রিতে মন্দিরের দরজা ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান রাজ পরিবারের রাধাবল্লভজী বিগ্রহের প্রায় ২ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার কে বা কাহারা চুরি করিয়াছে। এই চুরি সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

চাকেশ্বরী মিলে ধর্ম্মঘট

২০শে জুলাই ১নং চাকেশ্বরী কটন মিলের ধর্ম্মঘটের দ্বিতীয় দিবস। ধর্ম্মঘট সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে চলিতেছে। এই ধর্ম্মঘটের সমর্থন করিয়া চিত্তরঞ্জন কটন মিল, লক্ষীনারায়ণ কটন মিল ও ২নং ঢাকেশ্বরী কটন মিলে সভা হইয়াছে। মিল কর্তৃপক্ষ যদি ধর্ম্মঘটীদের দাবী পূরণ না করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মঘট নিকটবর্ত্তী সমস্ত মিলে বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা। লাল স্বেচ্ছাসেবকগণ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে গিয়া ধর্ম্মঘটীদের সমর্থনের জন্য সভা করিতেছে এবং অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। ১নং ঢাকেশ্বরী মিলের ধর্ম্মঘট সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য ২নং ঢাকেশ্বরী কটন মিলে শ্রমিকদের এক বৃহৎ সভা হয়। উহাতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, ধর্ম্মঘটীদের দাবী পূরণ না করা হইলে শুক্রবার মিলেও ধর্ম্মঘট করা হইবে। কমার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী ভাজুল্লাত হোসেন মিঞার সভাপতিত্বে নবীগঞ্জ ও উহার নিকটস্থ গ্রামসমূহের অধিবাসীদের এক সভায় ধর্ম্মঘট সমর্থন এবং ধর্ম্মঘটীদিগকে অর্থ দিয়া ও অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে।

——

হরিদ্বার ও দেরাদুনের মধ্যে ট্রেণ চলাচল বন্ধ

অবিরত প্রবল বর্ষণের ফলে হিমালয়ের পর রৈওয়ালা ও কান্সরো ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী রেল লাইনের আরও স্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই হেতু হরিদ্বার ও দেরাদুনের মধ্যে সকল ট্রেণের যাতায়াত আরও ৩।৪ দিন বন্ধ থাকিবে। ইতিমধ্যে উক্ত স্থানে কার্য্যে নিযুক্ত রেল কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ারগণ লাইন মেরামত করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন। পূর্ণোদ্যমে মেরামতের কাজ চলিতেছে। ট্রেণ বন্ধের ফলে হরিদ্বার ও দেরাদুনের মধ্যে যাত্রীদের বিশেষ ভিড় হইয়াছে। মোটরবাসগুলি যাত্রীর ভিড় কমাইতে পারিতেছে না।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৹ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——:(০):——

১। শ্রীচিন্তাহরো শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷৹ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু দাস এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি মালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। [illegible] (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸৹ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷৹
৯। জৈবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷৹
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে দ্বিরুক্ত-তত্ত্ব ৷৹
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷৹
১৮। সাধন-আম্নায় ৷৹
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷৹
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶৹
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶৹
২২ ভজন-রহস্য ৷৹
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২ অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসার (সানুবাদ) ৷৹
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶৹
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶৹
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷৹
৩৯। শ্রীগৌরমণ্ডলপরিক্রমায় ৷৹
৪০। শরণাগতি ৵৹
৪১। গীতাবলী ৵৹
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵৹
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৶
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৹
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷৹
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷৹
৫৫। অণুভাষ্য বা মায়াবাদশতদূষণী ৷৹
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶৹
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাদিসহ) ৷৹
৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫৯। শিক্ষাদর্শন ৶৹
৬০। সাংবাদিকী ৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্‌ ৷৹
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ৷৹
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷৹
৬৪ তত্ত্বসূত্রম্‌ ৷৹
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶৹
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵৹
৬৭। মায়াবাদবর্জনম্‌ ৶৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৹
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷৹
৭০। নামভজন ৵৹
৭১। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷৹
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৷৶৹
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৹
৭৪। বৈষ্ণবিজম্‌
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয় মঠ ইজ ডুইং ৵৹
৭৬। দি ভাগবত ৷৹
৭৭। [illegible] প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড [illegible] ৷৹
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷৹
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৮১। সাধন-পথ ৷৹
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶৹
৮৩। গীতাবলী ৵৹
৮৪। শরণাগতি ৵৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৯ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৫শে জুলাই ইং | মঙ্গলবার | ১১৫শ সংখ্যা॥

"শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ; সেই কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহকে যে পাষণ্ড মনুষ্য-বুদ্ধিতে গ্রহণ করে, সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য নহে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

পুরুষোত্তম, [illegible] প্রদ্যুম্ন গৌরাব্দ ৪৫৩

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু

——::*::——

আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর কথা শুনিতে পাই। জড়াত্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরাত্মনিষ্ঠাই, অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ-গ্রহণরূপ বৈষ্ণব-আচারই সন্ন্যাসের তাৎপর্য্য। তাই সেই ত্রিদণ্ডিভিক্ষু কায়মনোবাক্যে জড়াত্মনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত অসৎসঙ্গের সহিত সন্ন্যাস করিয়া সৎসঙ্গগ্রহণরূপ বৈষ্ণবাচার পালন এবং সাধুসঙ্গে মুকুন্দ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ত্রিদণ্ড-গ্রহণকে নিত্যানন্দের উপায় বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। সেই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর গীতিটী আমাদের মঙ্গলের পথ নির্দ্দেশ করিতেছে—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

(ভাঃ ১১।২৩।৫৭)

আমি এতদিন দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া মোহকালে আচ্ছন্ন ছিলাম, এখন প্রাচীন মহাজনগণের উপাসিত পরমাত্মনিষ্ঠারূপ ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু-আশ্রম আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্ম নিষেবন দ্বারা এই দুরন্তপার সংসারতমঃ উত্তীর্ণ হইব।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও আমরা দেখিতে পাই—

প্রভু কহে, সাধু এই ভিক্ষুর বচন।
মুকুন্দ-সেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরমাত্ম-নিষ্ঠামাত্র বেষ ধারণ।
মুকুন্দসেবায় হয় সংসার-তারণ॥

কলিতে সন্ন্যাস নাই বলিয়া কেহ কেহ—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ
বিবর্জ্জয়েৎ॥

—এই শ্লোকটী উদ্ধার করিয়া থাকেন। এই শ্লোকে কর্ম্ম-মার্গীয় সন্ন্যাস নিষেধ হইয়াছে। কলিকালে কর্ম্মমার্গীয় সন্ন্যাস নিষেধ করিলেও শ্রীগৌরসুন্দর ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর বেষকে আদর করিয়াছেন। সুতরাং এই ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর আদর্শ প্রত্যেকেরই গ্রহণীয়। পরমহংস বৈষ্ণবগণ ত্রিজগতের গুরু। আমরা সাধু ও শাস্ত্রবাক্য জানিতে পারি যে, স্বয়ং পরমহংস বৈষ্ণবগণও আচার্য্যলীলায় মধ্যম-অধিকারীর অভিনয় করিতে পারেন এবং ত্রিদণ্ডিক পরমহংস হইয়াও 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়' এই ন্যায়ানুসারে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর অভিনয় দেখাইয়া নিখিল হরিবিমুখ জীবকে কায়মনোবাক্যে পরাত্মনিষ্ঠা ও মুকুন্দসেবা করিবার জন্য আহ্বান করিতে পারেন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ নিত্যসিদ্ধ পরমহংস হইয়াও আচার্য্যলীলায় ত্রিদণ্ডীর অভিনয় দেখাইয়াছেন। আমাদের নিত্যপ্রভু জগদ্গুরু পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেবও তাঁহাদের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ সহজ পরমহংস হইয়াও মাদৃশ পতিত জীবগণকে বৈষ্ণবাপরাধপঙ্ক ও ভক্তি-প্রতিকূল বিচারের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বৈষ্ণবধর্ম্মানুমোদিত ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলাভিনয় করিয়াছেন এবং তাঁহার পক্ষে এইরূপ কায়মনোবাক্য-দণ্ড গ্রহণ করিয়া নিরন্তর হরিভজন করাই একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা, ইহা নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। আমরা শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মের কৃপাভিখারী হইয়া সানন্দে সপরিকর সেই গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যের জয়গান মুখে তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ কৃপাভিক্ষা করিতেছি। জয় সগোষ্ঠী ও নিজপার্ষদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদ কি জয়! আমরা যেন সেই নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীচরণ-কমলে আত্মবিক্রয় করিতে পারি—তৎপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতে পারি—তাঁহার সেবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি, এইটি শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও অন্যান্য গুরুবর্গের শ্রীচরণে আমাদের কাতর প্রার্থনা। সর্ব্বস্ব দিয়া [illegible] দিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সেবা করিবার যোগ্যতা কি আমাদের হইবে না? আবার কবে [illegible] জন্য গৌর-নিজজনের [illegible], সেদিন আমাদের কবে হইবে? [illegible] ঐ কৃপা আমরা কবে সানন্দে বরণ করিতে পারি?

কলিকালে [illegible] কলাপ নাম [illegible] বর্জিত হইয়াছে—সর্ব্বক্ষণ [illegible] কৃষ্ণসেবা করিবার [illegible] কায়মনোবাক্য অর্পণ [illegible] যায়। সুতরাং গ্রাম্যকথা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকথায় নিযুক্ত হইতে হইবে। [illegible] কালে [illegible] যে কোন উচিত হয়, [illegible] বিচার পূর্ব্বক কেবলমাত্র [illegible] কোন প্রকার করিতে হইবে, তাহা হইলেই ক্রোধাদি [illegible] মন পবিত্র হইবে। অন্যথা সকল পরিত্যাগ করিয়া প্রাণকৃষ্ণকারী মহাজনগণের [illegible] গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা সেবোন্মুখ হইয়া [illegible] কৃষ্ণনাম করিতে হইবে, [illegible] জিহ্বা, উদর ও উপস্থ [illegible] ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি [illegible] হইবে। এইরূপে ত্রিদণ্ডের কায়মনোবাক্য দণ্ডিত করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্থক হইবে। জানি না কবে আচার্য্য-কৃপায় আমরা কায়মনোবাক্যকে

অর্জিত করিয়া তৎপদাশ্রয়প্রভাবে নিরন্তর হরিসেবার সৌভাগ্য পাইব।

পুরাকালে অবন্তীনগরে এক সমৃদ্ধিশালী বিপ্র বাস করিতেন। তিনি খুব কৃপণ-স্বভাব ছিলেন। অর্থই ছিল তাঁহার প্রাণ। তিনি ধর্মে কর্মে কখনও এক পয়সাও ব্যয় করা দূরের কথা, স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজনের সেবার জন্যও অর্থ ব্যয় করিতেন না। সেইজন্য তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে কেহই ভালবাসিত না। তিনি দেবতা-দিগের জন্যও কখনও এক কপর্দক ব্যয় করিতেন না। ক্রমশঃ গৃহবিমুখ দেবতাগণ ও তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর নানাভাবে অত্যাচার করিতে লাগিলেন। জ্ঞাতিগণ সেই বিপ্রাধমের কিছু অর্থ তাঁহার অসাক্ষাতে সংগ্রহ করিল, দস্যুগণ সজোরে কিছু অপহরণ করিল, আর কিয়দংশ দুর্ভাগ্যাদি দৈব-দুর্বিপাক ও কাল প্রভাবে ক্রমশঃ নষ্ট হইল। এইরূপে তাঁহার যাবতীয় ধন নষ্ট হইলে সেই ধর্মকামবর্জিত ব্রাহ্মণ স্বজনগণ কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে তাঁহার চিত্তে মহাবৈরাগ্যের উদয় হইল। তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, যেরূপ কুষ্ঠ-রোগও দেহধারিগণের মনোরম সৌন্দর্যের হানিজনক হয়, সেইরূপ কিঞ্চিন্মাত্র লোভও যশস্বিগণের নির্মল যশ এবং গুণিগণের গুণসমূহ নষ্ট করিয়া থাকে। অর্থের উপার্জন ও রক্ষণ, অর্থ-নাশ, অর্থ-ব্যয়, রক্ষণ ও উপভোগ নিমিত্ত নিরন্তর জীবের শ্রম উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থপ্রভাবে মানব অন্ততঃ যেগুলিকে বাহ্যিকে প্রয়োজন মনে করে, সেগুলি সকলই অর্থ-জাত। অর্থ না দিলে বা উচিতরূপে না করিলে স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধব সকলেই শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। সামান্য অর্থের জন্য উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারা আমাদের সৌহার্দ্য ও স্নেহ পরিত্যাগ করে। অর্থ কি অনর্থের মূল! যাহারা সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াও উহার অনাদরপূর্বক আত্মহিত করে অর্থাৎ হরিভজন না করে, তাহারা নরকগামী হয়। সুতরাং মৃত্যু যাহাদের অবশ্যম্ভাবী, সেই মরণশীল মানবগণের ভগবৎসেবা ব্যতীত ইতর-বিষয়ে কি প্রয়োজন? আমার ভাগ্য ভাল। কৃপাময় ভগবান্ নিশ্চয়ই আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহেই আজ আমার এই দশা উপস্থিত এবং সংসার-সাগর উত্তরণের উপায়-স্বরূপ বৈরাগ্য উদিত হইয়াছে। আমি এখন অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিদণ্ডগ্রহণপূর্বক কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিব।

ব্রাহ্মণের আজ এক অপূর্ব পরিবর্তন! সে আজ নির্বেদগ্রস্ত হইয়া ভগবানের সেবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ভগবানের কি অপার করুণা! তাঁহার কৃপায় তিনি আজ ভগবদুন্মুখী হইয়া ভগবৎসেবায় নিরত। তিনি আজ সব ছাড়িয়া ভগবান্‌কেই একমাত্র আশ্রয় জানিয়া তৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। জানি না, এই ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-গীতি শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের কবে হইবে?

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু আজ সর্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্তনে রত। তিনি আজ সজ্জনের পথ গ্রহণ করিয়া কালযাপন করিতেছেন। দুর্জন-গণ কি তাঁহার এই অন্তর-কথা বুঝিতে পারে? তাই তাহারা তাঁহাকে বহুবিধ অবমাননা ও তিরস্কার করিতেছে। কেহ কেহ বা বিনত দেখিয়া উপহাস করিতেছে, কেহ বা তাঁহার ত্রিদণ্ডটিকে কাড়িয়া লইবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। কেহ বা তাঁহার কৌপীন-বহির্বাস, কমণ্ডলু, জপমালা, কন্থা, চীরবস্ত্র প্রভৃতি হরণ করিবার ধৃষ্টতা করিতেছে। কোন কোন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহার ভিক্ষালব্ধ ভোজ্যের মধ্যে মূত্রত্যাগ ও তাঁহার গাত্রে থুৎকার করিতেছে। কেহ বা মৌনাবলম্বী তাঁহাকে নানাপ্রকার তাড়না করিয়া কথা বলাইবার চেষ্টা করিতেছে। কেহ বা তাঁহাকে চোর ও কেহ বা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া বলিতেছে যে, এ ব্যক্তি ধর্মধ্বজী, লোকবঞ্চক, নষ্টধন(?), স্বজন কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভিক্ষুক সাজিয়াছে। কেহ বা সেই হিমালয় সদৃশ গম্ভীর ত্রিদণ্ডীকে তাহাদের পারুষ্য কথায় সাড়া না দিতে দেখিয়া মনে করে, এ ব্যক্তি স্বকার্য-সাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া বকধার্মিকের ন্যায় মৌনাবলম্বনে স্বার্থসাধনপ্রয়াসী। এতদ্ব্যতীত স্বার্থপর ব্যক্তিগণ যে তাঁহার অসাক্ষাতে নিন্দা করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কি অমানুষিক অত্যাচার! কিন্তু কৃষ্ণসুখপ্রয়াসী ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর সেদিকে লক্ষ্য নাই। তিনি সর্বক্ষণ(?) অবিরাম(?) কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী মানদ হইয়া সর্বক্ষণ ভগবন্নামকীর্তন করিতেছেন। কি মহত্ত্ব! কি সাধুতা! কি কৃষ্ণসেবাপরতা! কি উদারতা!

বৃক্ষকে খণ্ড খণ্ড করিলেও, নানা-ভাবে নিপীড়িত করিলেও, যন্ত্রণা দর্শন করিলেও উহা যেরূপ তাহার স্বাভাবিক মধুরতা ত্যাগ করে না, সেইরূপ ত্রিদণ্ডিগণও প্রাকৃত লোকের শত শত কথা, উৎপীড়নেও তাঁহাদের স্বাভাবিক ক্ষমাশীলতা পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে উৎপীড়ন করিয়া সুখী হইতে চান, নিজকে জগতের নিকট উচ্চ বলিয়া সম্মান পাইতে চান, সংযতবাক্ ত্রিদণ্ডিগণ অপেক্ষাও তাঁহাদের বাক্‌শক্তির আধিক্য প্রমাণিত করিতে যান, তাঁহাদের সেই সুখে বাধা দেওয়া কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবাপ্রয়াসী ত্রিদণ্ডীর কর্তব্য নহে। তাই তৃণাদপি সুনীচতার মূর্তবিগ্রহ পরমহংসকুলশিরোমণি মদীয় শ্রীগুরুদেব আচার্য-লীলায় অবন্তীনগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর ন্যায় নিষ্কিঞ্চনতা ও উদারতা দেখাইলেও পরমহংসবৈষ্ণবদাসাভাস বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুরের ধর্ম মৌনাবলম্বন নহে। চীৎকার করাই কুক্কুরের ধর্ম। তাই হরিজন কিঙ্করাধিকিঙ্করাভিমানী বিষ্ণুবৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-ভোজী আজ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপদেশানুসরণে আচার্যচরণে কৃপাভিক্ষা করিতেছে,—

সর্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুক্কুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে॥

গৌড়ীয়বাণী

——::(০)::——

জাগতিক অসৎকর্মী ও সৎকর্মী—উভয় সম্প্রদায়ই পারমার্থিকগণের বিচার বুঝিতে পারেন না। পারমার্থিকগণ কোন দিনই প্রাকৃত সৎ ও অসৎ নীতির দ্বারা চালিত হইয়া কোন কার্য করেন না। প্রাকৃত-নীতির মানদণ্ডে বা কষ্টিপাথরে যাহা নিরপেক্ষতা ও সাপেক্ষতা বলিয়া পরিচিত—যাহা সৎ বা অসৎ বলিয়া বিচারিত—ঐরূপ কোন বস্তুই তাঁহারা বহুমানন করেন না বা তদ্দ্বারা কোনরূপে পরিচালিত হন না। পারমার্থিকগণের মূলনীতি—পরাৎপর বস্তুতে ভক্তি। সেই ভক্তিকে মূলকেন্দ্র করিয়া যে কোন স্থান, কাল ও পাত্র অবস্থিত এবং তাঁহাদের আনুকূল্য বা সহায়তা করিবার জন্য যে কোন স্থান, কাল ও পাত্র বিরাজিত, তাহাদিগের প্রতি সৌজন্য-প্রদর্শন ও মানদান পারমার্থিকগণের হরিকীর্তনেরই অঙ্গ। জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাকামি-ব্যক্তিগণ ঐ সকল অপস্বার্থ-পোষণের জন্য জাগতিক বড় বা ছোট লোকের তোষামোদী ও বিদ্বেষী করিয়া থাকে। আর পারমার্থিকগণ কৃষ্ণের নামপ্রচারক্রমে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণপর স্বার্থের আনুকূল্যে ভাগবত মানী ব্যক্তিগণকে মানদান করেন। অতত্ত্বজ্ঞ কর্মবীরের নিকট পারমার্থিকগণের এই চেষ্টা দুর্নীতি কিম্বা সাপেক্ষতার আদর্শ বলিয়া বিচারিত হইতে পারে; কিন্তু যে নিরপেক্ষতা ভগবানের সেবার আনুকূল্য-কারিগণের প্রতি সাপেক্ষতা প্রদর্শন না করে, তাহা নির্বিশেষবাদে পর্যবসিত হয়। ঐরূপ নির্বিশেষবাদ ভক্তগণের বিচারে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

———

যাঁহারা কোন না কোন ভাবে হরিসেবায় সাহায্য করিবেন, তাঁহারা বড়ই হউন বা ছোটই হউন, তাঁহারাই মাথার মণি। আর যাঁহারা হরিসেবার সহায়তা না করিয়া কেবল পার্থিব দয়ার পাত্র, কিম্বা নীচ বা উচ্চ সামাজিক অবস্থানে অবস্থিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের প্রতি নিরপেক্ষ থাকাই পারমার্থিকগণের পরমার্থের প্রতি অনুরাগের পরিচায়ক।

অনর্থযুক্ত সাধকজীবের নিজেরই শুদ্ধ হরিনামকীর্তন হয় না; সুতরাং সেরূপ ব্যক্তি আচার্য ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশ-বাক্যের ছল করিয়া নামাচার্যের পদবী গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিলে অপরাধে পতিত হইবেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পথও চিরতরে রুদ্ধ হইবে। আমার হৃদয়ে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার কামনা আছে কি না, তাহা আমার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবার জন্য অনেক সময় শ্রীগুরুদেব আমাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেন। কিন্তু তাঁহার সেই পরীক্ষামূলক বাক্যের মর্মার্থ না বুঝিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠাশা ও তাহা হইতে উত্থিত অপরাধের যূপকাষ্ঠে বলি দিলে নিজের ও পরের অমঙ্গল সাধন করা হইবে। কেহ ভাগ্যদোষে ও অজ্ঞতাক্রমে সদ্গুরুর পদাশ্রিত ও অনুমোদিত ব্যক্তি-গণের কোন সাধকজীবের নিকট হইতে শ্রীনামগ্রহণের অভিনয়ে নামাপরাধ গ্রহণ করিলেও তিনি যদি শ্রেয়ঃপ্রার্থী হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত নামাপরাধ বিসর্জনপূর্বক পুনরায় সদ্গুরু নামাচার্যের নিকট হইতে তাঁহারই জপা তুলসী-মালিকায় শুদ্ধ

হরিনাম গ্রহণ করিবেন—ইহাই সদাচার-বিধি।

কর্ম্মিগণ জগতে যে কিছু কার্য্য করেন, তাঁহাদের উপায় ও উপেয়ের মধ্যে বিস্তর ভেদ আছে। যেমন যজ্ঞাদি কর্ম হইতে উহার সাধ্যফল পৃথক্। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-সুখ-তাৎপর্য্য-কাম ব্যতীত ইতর বিষয়ে ইন্দ্রিয়-পরিচালনাকারী ব্যক্তিমাত্রই কর্ম্মী। কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্ত ও প্রাকৃত-সহজিয়াগণ সকলেই ন্যূনাধিক কর্ম্মী। তাই প্রাকৃত সহজিয়াগণের হরিভক্তির নামে যে সকল ক্রিয়া, তাহাও ব্যবহারিক ও লৌকিক। প্রাণহীন দেহের যে প্রকার জীবন্ত দেহের আকারের সহিত কোন বিশেষ ভেদ নাই, তদ্রূপ প্রাকৃত সহজিয়াগণের হরিভক্তির নামে ব্যবহারিক আচার ও শুদ্ধভক্তের পারমার্থিক আচারের মধ্যে বাহ্যদৃষ্টিতে বিশেষ কোন ভেদ নাই, কিন্তু অন্তর্নিষ্ঠায় পরস্পরের মধ্যে আকাশ-পাতাল ভেদ। একজন দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধ-জ্ঞানবিহীন হইয়া প্রাণহীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবিধ বেশভূষা ও সৌষ্ঠববিধানে নিরত, আর একজন দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া জীবের সুখসাধনে রুচিবিশিষ্ট।

শ্রীচৈতন্যের বাণী, শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম অচেতন পশু শ্রবণ বা গ্রহণ করিতে পারে না। চেতনই চেতনের বাণী শ্রবণ করিতে পারেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচার দেশ-জাগরণ বা সমাজ-সংস্কারের ন্যায় একটী জাগতিক কার্য্য নহে, যাঁহারা জড়ের জাগরণের সহিত নিত্যচেতন বৃত্তির জাগরণকে সমান মনে করেন, তাঁহারাই প্রাকৃত-সহজিয়া। জড়ের জাগরণে, জড়ের ওজস্বিনী বা তেজস্বিনী বাণীতে ধমনীতে রক্ত সঞ্চালিত হইতে পারে, যেখানে কূটনীতি আসিতে পারে, হয়ত পাশবিক বল আবির্ভূত হইতে পারে, কিন্তু চেতনের উদ্বোধন সেইরূপ নহে। রক্ত-সঞ্চালন বা রজোগুণের সাময়িক আস্ফালন, সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম্মের পক্ষে উপযোগী হইলেও শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে ঐরূপ জড়তা নাই। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশ, ভয় শোচনা বা জড় থাকে না। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে অভিষিক্ত হইলে নিরন্তর কীর্ত্তনই—অনুক্ষণ উৎকীর্ত্তনরূপ চেতনের ধর্ম্মই ফুটিয়া উঠে। আত্মধর্ম্মের উদ্বোধন না হইলে শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মে অভিষিক্ত হওয়া যায় না। অন্ধকার কূপ-মধ্যে পতিত হইয়া কতিপয় অন্ধ পথিক পরস্পর ধমনীতে বা মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালিত করিতে পারেন, কিন্তু কিছুকাল পরে আবার রক্ত ঠাণ্ডা হইয়া যায়, ধমনীতে শোণিতের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। অন্ধের চীৎকার, ছুঁচোর কীর্ত্তন আর কতক্ষণ চলিতে পারে? জড়ধর্ম্মে ক্লান্তি, অবসাদ, অবরতা, হেয়তা নিত্যাসিদ্ধ ব্যাপার। অন্ধকার কূপে পড়িয়া পরস্পর চীৎকার করিলে কি লাভ হইবে?

শ্রীচৈতন্য সর্ব্বদা নিত্যানন্দের সহিত উদিত। যেখানে জড়ানন্দ অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ, কিম্বা যেখানে জড়ব্যতিরেক নির্ব্বিশেষ চিন্তা, সেইখানে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ নাই। শ্রীচৈতন্যের উপাসকগণ শ্রীনিত্যানন্দের চরণাশ্রিত। আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ বা অনিত্যা-নন্দের আশ্রিত ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্যের উপাসক নহেন—তাঁহারা অচৈতন্যের উপাসক।

সারকথা

'ভক্তি' শব্দের অর্থ কত প্রকার?

'ভক্তি' শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
এক সাধন, প্রেমভক্তি নবপ্রকার॥
রতিলক্ষণা, প্রেমলক্ষণা, ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা, মহাভাবলক্ষণরূপা আর॥
শান্তভক্তের রতি বাড়ে প্রেমপর্য্যন্ত।
দাস্যভক্তের রতি হয় রাগদশা অন্ত॥
সখাগণের রতি হয় অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃমাতৃস্নেহ আদি অনুরাগ অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাবসীমা।
'ভক্তি' শব্দে কহিলুঁ এই অর্থের মহিমা॥

(চৈঃ চঃ)

বৈষ্ণব নিন্দকের গতি কি?

মহাপাপে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি।
বৈষ্ণব-নিন্দকে কুম্ভীপাকে দিলা ঠাঞি॥
নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম্ম, সবে পাপ লাভ।
এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ॥

(চৈঃ চঃ)

অজ্ঞাত বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডনের উপায় কি?

শুন বিপ্র বিষ করি যেমুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত গ্রহণ॥
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয়ত অমর।
অমৃত-প্রভাব এবে শুন সে উত্তর॥
না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন॥
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর তুমি পান॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব নিন্দন।
সেই মুখে কর তুমি বৈষ্ণববন্দন॥
সবা হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া।
সংগীত কবিত্ব ভক্তি যত কর গিয়া॥
কৃষ্ণযশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিবে সংহার॥
এই সত্য কহি তোমা সবারে কেবল।
না জানিয়া নিন্দা যেবা করিল সকল॥
আর যদি নিন্দ্য কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরন্তর বিষ্ণু বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই যে উপায়।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়॥

(চৈঃ ভাঃ)

সদ্গুরুকৃপালব্ধ বৈষ্ণব কি পূর্ব্ব-ইতিহাসদ্বারা বিচার্য্য?

এই দস্যু দুই মহাভাগবত করি।
গণের সহিতে নাচে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
এ দুয়েরে পাপী হেন না করিহ মনে।
এ দুয়ের পাপ মুক্তি লইলুঁ আপনে॥
এতেক মহেশ কৈল এই দুই জনে।
করিলাঙ আমি, ঘুচাইলাম আপনে॥
ইহা জানি এ দুয়েরে সকল বৈষ্ণব।
দেখিবে অভেদ দৃষ্ট্যে যেন তুমি সব॥
শুন এই আজ্ঞা মোর যে কয় আমার।
এদুয়েরে শ্রদ্ধা করি যে দিবে আহার॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত মধু বৈসে।
সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে॥
এ দুয়ের বট মাত্র দিবে যেই জন।
তার সে কৃষ্ণের মুখে মধু সমর্পণ॥
এ দুই জনেরে যে করিবে পরিহাস।
এ দুয়ের অপরাধে তার সর্ব্বনাশ॥
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে।
জগাই মাধাই প্রীত করে সর্ব্বজনে॥

(চৈঃ ভাঃ)

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় কি?

কৃষ্ণসেবা হৈতে বৈষ্ণবের সেবা বড়।
ভাগবত আদি সব শাস্ত্রে কৈলা দঢ়॥
এতেক বৈষ্ণব-সেবা পরম উপায়।
ভক্তসেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায়॥

(চৈঃ ভাঃ)

মহাপ্রভুর আজ্ঞা কি?

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥

(চৈঃ ভাঃ)

জপ হইতে কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ কেন?

জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সংকীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুইতে কে বড় ভাবি বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ সংকীর্ত্তনে॥

(চৈঃ ভাঃ)

শীঘ্র প্রেমপ্রাপ্তির উপায় কি?

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণকীর্ত্তন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

(চৈঃ চঃ)

কীর্ত্তন-প্রচারে সমর্থ কে?

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
প্রেম-পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্র-প্রমাণে॥

(চৈঃ চঃ)

স্থাবর-জঙ্গমের উপায় কি?

পৃথিবীতে যত জীব স্থাবর-জঙ্গম।
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন?
হরিদাস কহে, প্রভু সে কৃপা তোমার।
স্থাবর-জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন।
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত' শ্রবণ॥
শুনিয়া জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয়।
স্থাবরের শব্দ লাগে, প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই—করয়ে কীর্ত্তন।
তোমার কৃপার এই অকথ্য কথন॥
সকল জগতে হয় উচ্চ-সংকীর্ত্তন।
শুনিয়া প্রেমাবেশে নাচে স্থাবর-জঙ্গম॥
উচ্চ-সংকীর্ত্তন তাতে করিলা প্রচার।
স্থির চর-জীবের খণ্ডাইলে সংসার॥

(চৈঃ চঃ)

মহাভাগবতের ভজন কিরূপ?

গোবিন্দচরণে কৈল আত্মসমর্পণ।
গোবিন্দচরণারবিন্দ যাঁর প্রাণধন॥
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনে না কহে জিহ্বায়।
কৃষ্ণকথা পূজা নিতে অষ্টপ্রহর যায়॥
বৈষ্ণবের নিন্দাকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে।
সবে কৃষ্ণভজন করে, এইমাত্র জানে॥

(চৈঃ চঃ)

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ভাগবত শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-মুদ্রণযন্ত্রে 'নদীয়া'-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, ব্যাখ্যানচক্রের বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তি-গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) ... শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

এস্ প্লাসাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

... পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

... রোড, গয়া

(৩৩) প্রয়াগ-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় ... , বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) ... মঠ,

পোঃ মিসরিখ, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ...-কুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—...,

পোঃ ..., জেলা ... (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং ... রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ... বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণ...গিরিধারীর সেবা

(৫১) কাবাঁড়ি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ... গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ...-গিরিধারীর সেবা

(৫২) কটক গৌড়ীয়মঠ

আলমচাঁদ, পোঃ ... (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) জিয়ড়-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ...পুর, পুরী

(৫৭) ... মঠ

..., পোঃ ... (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-সদন

পোঃ ..., মাদ্রাজ

(৬০) ...মঠ

চিকনিয়া, পোঃ ..., মেদিনীপুর

(৬১) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., মেদিনীপুর

(৬২) ... প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

..., পোঃ ..., (...)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ...রোড

গ্ল্যাস্টন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

... রোড, ... (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

..., চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৶০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৫০৲	৪০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে [illegible] সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রাবাসে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব [illegible] বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৭৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত কর্ম্মাধ্যক্ষ ভাণ্ডারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিশেষ কৃপাপ্রার্থী ও শরণাগত সজ্জনবৃন্দের পারমার্থিক ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে [illegible] শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর [illegible] সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৫শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [illegible] মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যদেবের শুভেচ্ছায়, পরবিদ্যাবিচ্ছিন্ন সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান্ শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

-:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (নাারো গেজ)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২০	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১৯
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩০		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩০	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। [illegible] সংযুক্ত [illegible] এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ।৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর [illegible]।

[illegible]নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈ[illegible]

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১০ই শ্রাবণ, ১৩৪৬. ২৬শে জুলাই, ১৯৩৯. বুধবার | ১২৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::(•)::—

ইঙ্গ-জাপ আলোচনায় সঙ্কটের অবসান

স্যার রবার্ট ক্রেগী ও পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আরিতার মধ্যে পুনরায় আলোচনার পর জাপ-পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে সরকারীভাবে এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বলা হয় যে, টিয়েনৎসিন সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনার সাধারণ ভিত্তি সম্পর্কে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। জাপ-পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে প্রচারিত বিবৃতিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই সিদ্ধান্তের বিবরণ টোকিও ও লণ্ডনে যুগপৎ প্রকাশিত হইবে।

জাপ প্রধান মন্ত্রী ব্যারণ হিরাণুমা সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের নিকট বলেন যে, টিয়েনৎসিন সমস্যা আলোচনার ভিত্তি সম্পর্কিত সাধারণ প্রশ্নের মীমাংসা হওয়ায়, টোকিওতে ইঙ্গ-জাপ আলোচনায় যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অবসান হইল। তদুপরি তিনি ইহাও বলেন যে, এই মীমাংসার ফলে যে মূলনীতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা শুধু টিয়েনৎসিন সমস্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, পরন্ত সমগ্র চীনের ব্যাপারে প্রযুক্ত হইবে।

চীনে ব্রিটেনের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার কথা উল্লেখ করিয়া ব্যারণ হিরাণুমা বলেন যে, চীন, জাপান ও মাঞ্চুকুওর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতার যে যোগসূত্র রহিয়াছে, বৃটেন যদি তাহা স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে জাপান চীনে বৃটেনের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারিবে।

ব্যারণ হিরাণুমা বলেন যে, বৃটেন ঋণ দিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকার চিয়াং কাইশেককে সাহায্য করিবে না বলিয়া তিনি আশা করেন, কিন্তু বৃটেন যদি ঐরূপ করে, তবে বৃটেনের উক্ত প্রকার কার্য্য জাপবিরোধী বলিয়া গণ্য হইবে। বৃটেন যদি চিয়াং কাইশেককে ঋণদানে বিরত থাকে, তাহা হইলে যাহারা চিয়াং কাইশেককে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিবার জন্য উৎসুক, চিয়াং কাইশেকের পক্ষে তাহাদের মারফৎ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করা সম্ভবপর হইবে না। জাপান ও বৃটেনের মধ্যে যে মূল ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার ফলে যে শুধু চুংকিং গভর্ণমেণ্টের গুরুতর ক্ষতির কারণ হইবে তাহা নহে, পরন্ত উহা চীনের সমস্যা সমাধানের পক্ষেও অনুকূল হইবে

———

গোয়াং বু বন্দরে জাপবাহিনীর অবতরণ

একটি জাপানী ইস্তাহারে প্রকাশ, মাঞ্চুকুও এবং বাহির মোঙ্গলিয়া সীমান্তে এখনও সংঘর্ষ চলিতেছে। উক্ত ইস্তাহারে আরও জানা গিয়াছে যে, বুইরনর হ্রদের উপরে প্রায় ৮০টি সোভিয়েট এবং বাহির মোঙ্গোলীয় বিমানের সহিত জাপবিমান বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। জাপানীরা বিপক্ষের ৩১টি বিমান ভূপাতিত করে। একটি জাপবিমান ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। তাহাদের আরও দুইটি বিমান মাঞ্চুকুওর এলাকায় অবতরণ করিতে বাধ্য হয়।

নৌ ও বিমান বহরের যুগপৎ প্রবল গোলা বর্ষণের মধ্যে জাপ-সৈন্যদল গোয়াং বু বন্দরে অবতরণ করিয়াছে।

এরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে, জাপানীরা সোয়াটাও বন্দরের নিকটবর্ত্তী চেংহাই নামক আর একটি ক্ষুদ্র বন্দর জাপানীরা অধিকার করিয়াছে।

———

ফরাসী ভারতে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব্ব

ফরাসী বিপ্লবের ১৫০ম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কারিকল ব্যক্তি-স্বাধীনতা সঙ্ঘের এক সভা হয়। সভাপতি মিঃ মহম্মদ ইব্রাহিম মারিক্কার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বিপ্লবের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, ফরাসী বিপ্লবে রক্তপাত হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলন অহিংস—দুই আন্দোলনের মধ্যে ইহাই পার্থক্য। বিশেষ ঘটনার মূল উদ্দেশ্য প্রচারই ঐরূপ ঘটনা সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য।

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—এই তিনটি হলো ফরাসী গণতন্ত্রের মূলকথা কিন্তু ফরাসী ভারতে ইহা মাত্র নামেই আছে। এখানকার অধিবাসীদের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত ২০ জনের অধিক লোক একত্র সমবেত হওয়া যায় না। ফরাসী প্রথায় পুলিশের গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুমতি দাখিল না করিয়া মাতৃভাষায় কোন সংবাদপত্র প্রকাশ করার অধিকার এখানে নাই। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটাধিকার দেওয়া হইলেও মাত্র সামান্য লোকই ইহা লাভ করিয়াছে।

ফরাসী গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট, উপনিবেশ সচিব ও ফরাসী ভারতের গভর্ণরকে বর্ত্তমান নির্ব্বাচন ব্যবস্থা উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে

গোরক্ষপুরে পিস্তলসহ জনৈক যুবক ধৃত

[illegible] রোডের নিকটস্থ কোন এক গ্রামে জগদেও নামক জনৈক শিক্ষিত চাষাকে একটি পিস্তল সহ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পিস্তলটি তাহার থলের মধ্যে পাওয়া যায়। সে [illegible] অভিমুখে যাইবার সময় একজন পুলিশ অকস্মাৎ আসিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, পুলিশ দলটিকে আসিতে দেখিয়া জগদেও থলির মধ্য হইতে পিস্তল বাহির করিতে চেষ্টা করে কিন্তু তৎপূর্ব্বেই একজন কনেষ্টবল তাহাকে ধরিয়া ফেলে। তাহার নিকট হইতে ৫টা তাজা ও ২টি ব্যবহৃত কার্তুজ পাওয়া যায়। স্থানীয় জিলা যুব-সঙ্ঘের জনৈক সদস্যের লিখিত একখানি চিঠিও তাহার নিকট [illegible]। আরও প্রকাশ যে, [illegible] পাওয়া গিয়াছে [illegible] সময় [illegible]।

এক [illegible] নামক অপর একটি যুবককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

প্রকাশ, [illegible] উভয়েই এই [illegible] আধা-রাজ[illegible] [illegible] স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দীভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র শোভিত ও বিবিধ তথ্য সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে সকল গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিত্রকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন রায় এম্-এ, বি-এল্,
প্রযত্নপণ্ডিত পোঃ বগুড়া, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৪৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ আদর্শ ৷০
১৯। অর্থবিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২। অমৃত বচন ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০
২৭। দুর্ব্বোধ্যিকা শুণগৌরতঃ (সাপ্তাহিক) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্র (সাপ্তাহিক) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবীবাদ ৷০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকল্প ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাপ্তাহিক) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টদর্পণ ৶০
৬০। সাধনাবলী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ভিউ অফ্ দ্য অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্স ৷৶০
৭৩। সাইক অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ক্রুইজ ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনয়ালয়েড ডিভোসন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১০ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১০ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৬শে জুলাই ইং ১৯৩৯, বুধবার | ১২৬শ সংখ্যা।

"শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ; সেই কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহকে যে পাষণ্ডী বিষেষ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করে, সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য নহে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১০ পুরুষোত্তম, বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

দুর্ব্বলতা ও অপরাধ

—॥(৩)॥—

অনন্তভক্তের কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্য কোন প্রার্থনা নাই। শুদ্ধভক্ত কৈতবমুক্ত। তাঁহারা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রার্থী বা কোন প্রকার অভিলাষী। শুদ্ধভক্তের ভগবানে অহৈতুকী সেবোন্মুখতা না হইলে কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণভক্তিতে কৈতব আবরণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥
অজ্ঞানতমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

ধর্মার্থ-কাম-বাসনা চলিয়া গেলেও মোক্ষকামগণ কপটতা সহজে যাইতে চায় না। ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা এই দুইটী পিশাচী। যে পর্য্যন্ত এই দুইটী থাকে, সে পর্য্যন্ত ভক্তির সম্ভাবনা নাই।

ভুক্তিমুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥

কৃষ্ণ-কৃপায় ভক্তি হৃদয়ে উদিত হইলেই কাম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের দাস হইবার জন্য অভিলাষ হয়। কাম না ছাড়িলে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা প্রেমলাভ ত' দূরের কথা, কৃষ্ণভজনের পিপাসাও হৃদয়ে জাগে না।

—————

দুর্ব্বল ও অপরাধী ব্যক্তি ঠিক এক শ্রেণীর নয়। যদিও দুর্ব্বলতাই কালে অপরাধে পরিণত হইতে পারে, তথাপি দুর্ব্বলের কামনারূপ পাপ ও অপরাধের প্রতি ঘৃণা আছে। দুর্ব্বল ব্যক্তি পাপ ও অপরাধ অন্যায় জানিয়াও তাহা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। আর অপরাধী কখনও ঐ সকলকে অন্যায়ই বিবেচনা করেন না। সে যাহা করে ও যাহা বুঝে তাহাই ভাল; বরং প্রকৃত সাধুরই বুঝা ভুল হইয়াছে, এইরূপ মনে করে। সাধুগণ পরদুঃখদুঃখী ও সকলের মঙ্গলকামী। তাঁহারা দুর্ব্বল বা অপরাধী কাহারও মন রাখিয়া কথা বলেন না বলিয়া অপরাধিগণ ভগবচ্চরণে অপরাধ অপেক্ষাও অধিক ভক্তবৈষ্ণব-অপরাধ করিয়া বসে। অসৎসঙ্গ-প্রভাবে দুর্ব্বলের পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দুর্ব্বল ব্যক্তি কাহাকে আদর ও রুচির সহিত গ্রহণ না করিয়া গর্হণ করিতে করিতে পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি কৃষ্ণের কৃপা-লেশ হইয়াছে জানা যাইবে। এই উপদেশ লঙ্ঘন করিলে দুর্ব্বলের অমঙ্গল অনিবার্য্য।

—————

ভক্তিতে হতাশার কোন কথা নাই। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের সন্ধান পাওয়ায় ভক্তের কত আশা-ভরসা! তাই তাঁহার কথা—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

ভক্তগণ একনিষ্ঠ—ঐকান্তিক। ভক্তের কপটতা নাই। তিনি সরল ও নিষ্কপট। এইরূপ সরল, একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে যদি তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোনও কামনা উপস্থিত হয়, অথবা মুক্তিসুখ হইতেও অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ দাস্যসুখের মহিমা না জানিয়া অজ্ঞাতবশতঃ কোন ব্যক্তি যদি তীব্র ভক্তিযোগ অর্থাৎ অর্পিত ঐকান্তিকতার সহিত ভগবদ্ভজনেই সংলগ্ন থাকেন, তাহা হইলে ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া কামনার অকিঞ্চিৎকরতা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। আবার কখনও কোন নিষ্কিঞ্চন মহাজনকে প্রেরণ করিয়া সাধককে সেই সকল কৈতব পরিহারের উপদেশ দেন। সাধক তখন তাহার পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য সাতিশয় অনুতপ্ত হন এবং সর্ব্বতোভাবে অন্যাভিলাষরহিত হইয়া কৃষ্ণকৃপা প্রার্থনা করিতে করিতে অহৈতুকভাবে ভগবদ্ভজন করেন। এইরূপ অজ্ঞসাধকের প্রতিই ভগবানের কৃপা হয়। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইলে সেইরূপ অপরাধী সন্তানের প্রতি ভগবানের কৃপা হয় না।

অজ্ঞ সাধকের প্রতি যে কৃপা হয়, সেই ভগবৎকৃপাই সম্বন্ধজ্ঞান, অর্থাৎ কৃষ্ণই আমাদের নিত্যসেব্য—এই উপলব্ধি। কৃষ্ণ আমাদের ভোগ্য নহেন, তিনি আমাদের নিত্যসেব্য—এইরূপ স্বাভাবিকী বুদ্ধির সহিত কৃষ্ণসেবাভিনিবেশই শুদ্ধভক্ত বা কৃষ্ণদাসবুদ্ধি। এই ভক্তিরূপ গুরুকৃষ্ণ-কৃপার হৃদয়ে উদিত হইলে আর ইতর কামনা-বাসনা বা অন্যপ্রীতিরূপ হৃদয়ে থাকিতে পারে না।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন,—ভোগাভিলাষের সহিত যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারা সকাম ভক্ত; তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভূর্লোকে, স্বর্লোকাদিতে, অণিমাদিসিদ্ধিতে এবং প্রপঞ্চান্তর্গত শ্বেতদ্বীপ ও লক্ষ্মীপতির বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চলোকাদি বিষ্ণুলোকে যে সমস্ত ভোগ আছে তাহা আস্বাদন করিতে করিতে বিশুদ্ধ ভগবৎসেবা-কাম হইয়া সর্ব্বশেষে পরব্যোমস্থ পরব্যোম নামক বৈকুণ্ঠে গমন করেন। অন্যাভিলাষিতাশূন্য কর্ম্মজ্ঞানাদি কর্ত্তৃক অনাবৃত আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনই শুদ্ধ বা উত্তমা। এস্থলে ভোগাভিলাষের সহিত ভজনের কিরূপ সঙ্গতি হয়, এই আশঙ্কায় 'স্বেচ্ছাপূর্ব্বক' এই শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, যাঁহারা স্বেন্দ্রিয়তর্পণরূপ ভোগাভিলাষ দ্বারা চালিত হইয়া কৃষ্ণানুশীলনোপযোগী কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্মনিষ্ঠ। সুতরাং কর্ম্মপরায়ণ। কিন্তু যাঁহারা ভোগবিলাসরূপ অনর্থকে অনর্থ জানিয়া তাহাকে নিন্দা করিতে

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

করিতে শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং ভ্যাগাকাঙ্ক্ষারহিততঃ ভোগ করেন, তাঁহারা ভক্ত। তাঁহাদের সেই সেই অনুষ্ঠান কর্ম্ম নহে। ভক্তহৃদয় পবিত্র করিবার জন্য ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সেই সেই ভোগরাশি তাঁহাদিগকে শুভাশুভকর্ম্ম করত স্বপাদপদ্ম অর্পণ করেন। সুতরাং কর্ম্মপরতন্ত্রগত কর্ম্মভোগাদি তাঁহাদের নাই। তাঁহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভোগ করিতে করিতে সাধনবলে স্বীয় অনর্থরূপ অসত্তৃষ্ণা দূর করেন। ইহাই ভক্তভক্তের এক রহস্য। শ্রদ্ধাক্রমে সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া এবং ভজনক্রিয়াক্রমে ভক্তের চিত্তৈকদেশস্থিত অনর্থ দূর হয়, পরে নিষ্ঠা হয়। এইরূপ ভক্তদিগের এইরূপ উর্দ্ধক্রমে চিদ্বিশেষরূপ বৈকুণ্ঠে গমন হয়।

সকামভক্ত যেমন ক্রমাদি ভগবৎকৃপায় কামনা নির্ম্মুক্ত হইয়া কোন উচ্চলোক বা বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত গমন করিতে পারেন, কিন্তু গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণে অপ্রাকৃত সহজ স্বাভাবিক অনুরাগ না হইলে কৃষ্ণভজন হয় না। সেখানে কোন কামনা ত' দূরের কথা, ভগবানের কোন ঐশ্বর্য্যও তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না। তাঁহারা ঐশ্বর্য্যের উপাসক নহেন। কৃষ্ণের স্বাভাবিক মাধুর্য্যই তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছে। কৃষ্ণে প্রগাঢ়প্রীতি ও মমতাবশতঃই তাঁহারা প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণের সুখের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন। কৃষ্ণসুখেচ্ছা ছাড়া অন্য কোন স্বসুখ কামনাও তাঁহাদের নাই।

শ্রীশ্রীআচার্য্যোপদেশ

——::(•)::——

প্রশ্ন—'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়' এ স্থলে 'কর্ম্ম' শব্দে কি বুঝায়?

উত্তর—ফলভোগকামনামূলে দেবপিত্রাদি-পূজনাদি যা' কিছু সবই নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম। কৃষ্ণ-সেবা করলে দেব-ঋষি পিতৃ-ঋণাদি সব শোধ হ'য়ে যায়। কৃষ্ণভক্ত বা কৃষ্ণ-সেবক হ'লে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন—কর্ম্ম। কৃষ্ণভজন না করলে বর্ণাশ্রম নিজ সুষ্ঠুতা রাখতে পারে না। কৃষ্ণ-তোষণ না হ'লে ধর্ম্মাচরণ বৃথা।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত

যাবতা।

মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥

(ভাঃ ১১।২০।৯)

ভগবৎকথায় যাঁ'র শ্রদ্ধা আছে কর্ম্মে তাঁ'র আগ্রহ নাই। কর্ম্ম-অকরণজনিত প্রায়শ্চিত্ত তাঁ'র নাই, তাঁ'র বন্ধন ক্রমশঃ খুলে যাচ্ছে কৃষ্ণের সুখ হওয়ায়। শ্রুতিতে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শব্দের উপর বিশ্বাস। শব্দ কৃপা ক'রে অবতীর্ণ হ'তে পারেন। অপ্রাকৃত হ'তে প্রাকৃতে পূর্ণবস্তু শব্দাকারে—শব্দাকারে অবতীর্ণ হ'তে পারেন। সেই শব্দ আদর করলে, সেই শব্দ যাঁ'কে দ্যোতনা বা যোজনা করেন, সেই শব্দীর সন্ধান পাওয়া যাবে। প্রথমেই শ্রদ্ধা দরকার। আম্নায়-ধারা বা শ্রৌতপথে বিশ্বাসই হ'ল শ্রদ্ধা। কীর্ত্তনকারী প্রথমেই শব্দের মাহাত্ম্য—নামের মাহাত্ম্য বললেন। শব্দই ক্রমশঃ পর পর ভজনের সোপানে নিয়ে যা'বে। শব্দের কৃপাতেই ভজন-সিদ্ধির ক্রম-সোপান লাভ হ'বে সেটা Literal form এ (শব্দাকারে) আছে সেটা প্রকাশ হ'বে। শব্দ নিজ আকর্ষণবৃত্তি দ্বারা শুদ্ধ হৃদয়ে প্রকাশ করে থাকেন—আবরণ দূর করে। এই কলিযুগে এ সম্বন্ধে কর্ত্তা নামের মাহাত্ম্য বলা। কৃষ্ণ আসুন; তিনি এলেই তাঁ'র ভজনের প্রতিবন্ধক সব সরিয়ে দিবেন।

প্রঃ শ্রদ্ধা কি ভক্তির অঙ্গ?

উঃ—সাধু-সঙ্গের পর যে শ্রদ্ধা সেটী ভক্তির অঙ্গ। সাধুসঙ্গ হ'তেই ভক্তির প্রকৃত অঙ্গ যাজন আরম্ভ হয়। তৎপূর্ব্বে যে শ্রদ্ধা তা' ভক্তির অঙ্গ নয়, তা' ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি জনিত।

প্রঃ শ্রীল প্রভুপাদের প্রকটকালে অনেকে অর্থ দিয়েছেন, কিন্তু লোকের দোষে তা' সেবায় লাগে নাই, শুনা যায়। যাঁ'রা টাকা দিলেন, তাঁ'রা কোন ফল পাবেন কি না?

উঃ কৃষ্ণ অর্থ নেন না, চিত্তবৃত্তি নেন। শ্রীবিগ্রহ স্থূল বস্তু গ্রহণ করেন না—প্রীতি গ্রহণ করেন। অর্চ্চনকারী যে নৈবেদ্য দেন, সেই নৈবেদ্যের স্থূল পরিমাণ অনুসারে গ্রহণের তারতম্য হয়, না অর্চ্চকের ভক্তিপ্রীতির পরিমাণ অনুসারে ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন? শুদ্ধভক্ত—চিত্তশুদ্ধি—সত্ত্বশুদ্ধি। সমস্ত চিত্ত-নিবেশন বা শ্রীবিগ্রহের সন্তুষ্টিতে অবস্থান না হ'লে শ্রীবিগ্রহের সেবা হয় না। যাঁ'র চিত্ত যত শুদ্ধ তাঁ'র জিনিষই তিনি তত গ্রহণ করেন। ভগবান স্থূলত্ব অনুসারে নৈবেদ্য গ্রহণ করেন না। প্রভুপাদ যেখান সেখান থেকে কিছু গ্রহণ করতে নিষেধ ক'রেছেন। অন্ততঃ যায় ভগবানের আর্ত্তি প্রভৃতির কি ক্ষতি কিছু আছে? তবুও নিষেধ করলেন কেন? চিত্তবৃত্তিতে যদি সেবা-প্রবৃত্তি থাকে তবে গ্রহণ ক'রবেন, যদি না থাকে তবে ক'রবেন না। যদি উপাধি বা আবরণ না থাকে, অন্যাভিলাষরূপ ময়লা হৃদয়ে না থাকে, যদি আনুকূল্যের সহিত হৃষীক দ্বারা হৃষীকেশ-সেবন হয়, তবেই তিনি গ্রহণ করবেন। গ্রহণ না করলে ত' আর প্রসাদ হয় না। অভক্তের জিনিষ ভগবান্ গ্রহণ করেন না। সুতরাং ভক্ত ব্যতীত অভক্ত কোথায় প্রসাদ পা'বে?

শ্রীগুরুপাদপদ্ম হৃষীকেশশ্রেষ্ঠ। তাঁ'কেই সব দিতে হ'বে। তিনিই সব ভগবানের নিকট পৌঁছিয়ে দিবেন। যিনি দিবেন তাঁ'র চিত্তবৃত্তি দেখুন। যদি অস্মিতা, অহঙ্কার বা দাতৃত্বের অভিমান না রেখে দেন, তবেই গ্রহণ করবেন। প্রতিদানে যদি কিছু চান, তবে বণিগ্‌বৃত্তি হ'য়ে যা'বে। যাঁ'র হাতেই দেন না কেন, গ্রহণকারী কিছু দ্রব্য দেখেন না, চিত্তবৃত্তি দেখেন। বিশ্বজগতে এমন কি বস্তু আছে যে, তাঁকে দেওয়া যাবে। জড় বস্তু দিয়ে কি তাঁ'কে সুখী করা যায়? তিনি জড় জগতে অর্পণের যোগ্য বস্তু চান, না জীবন্ত বা প্রাণবন্ত জিনিষ চা'ন—শরণাগত বা অকিঞ্চনকে চান? কর্ম্মার্পণ চান, না অকিঞ্চনতা চান? কর্ম্মার্পণ মিশ্রা ভক্তি; অকিঞ্চনতাই শুদ্ধা ভক্তি। সর্ব্বগুহ্যতম কোনটী?

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি

দদাসি যৎ।

যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

(গীঃ ৯।২৭)

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে

প্রিয়োঽসি মে॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি

মা শুচঃ॥

(গীঃ ১৮।৬৫-৬৬)

যিনি সেবা করেন সেই সেবকের চিত্তবৃত্তি অনুসারে ভগবান্ গ্রহণ করেন। বিদুর ভগবানকে কিছুই দিতে পারেন নাই। দুর্য্যোধন অনেক উপহার দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বিদুরের জিনিষই গ্রহণ ক'রেছিলেন। মদনমোহন কা'র জিনিষ গ্রহণ করেন? যাঁ'র সেবার ইচ্ছা আছে তাঁ'র।

প্রঃ—টাকা যদি কোন প্রাকৃত-সহজিয়া গুরুর নিকট দেওয়া যায়, তবে তাহা ভগবানের নিকট পৌঁছে কি না?

উঃ—ভগবান সর্ব্বজ্ঞ। যদি সেবাবস্তু জ্ঞানগোচরে আসে, তিনি যদি জানেন, তবে গ্রহণ হ'য়েছে। তা'তে যদি বাধা হয়, তবে সব গেল। অকিঞ্চন হ'য়ে যে দেওয়া সেটা ভক্তিপ্রবৃত্তি। ভক্তি যেখানে আছেন, সেখানে হ্লাদিনী আছেন। হ্লাদিনী-শক্তি ব্যতীত ভক্তি থাকতে পারেন না। যদি ভক্তি থাকে তবে গুরু আছেন। গুরু ব্যতীত সেটা বিদ্ধ হ'য়ে গেল। দেওয়াটা দ্রব্যের উপর নির্ভর করছে না; চিত্তবৃত্তিতে যদি থাকে যে তাঁ'কে দেব, তবে গ্রহণ করবেন। From the point of view of unalloyed devotion it is not an offering and Bhakti does not consist in offering something mundane, something gross. Bhakti is the automatic spontaneous propensity of the unalloyed heart to serve Guru and Gauranga. Unalloyed devotion of an unalloyed heart, fully submissive heart is called Bhakti. Gurudev is the giver of Bhakti. গুরু ভক্তিকে প্রকট করেন। Without Guru ভক্তি থাকে না। সেবকাভিমান যেখানে, 'আমি তোমার সেবক' এই শুদ্ধ অহঙ্কার বা আমি তোমার শরণাগত অকিঞ্চন সেবক—দাস এই অভিমান যেখানে সেখানে সব জিনিষ গুরুর।

যেখানে আমি গুরুর—'আমি ত' তোমার জন' এই অস্মিতা, সেখানে তা'কে চালিত ক'রছেন গুরু। যেখানে গুরু নাই, সেখানে আলাদা ক'রে দিতে গেলে অস্মিতা বা অহঙ্কার আসবে। সেখানে দেওয়ার ভাণ বা অভিনয় করা হচ্ছে মাত্র। চিত্তবৃত্তি নিয়ে কথা, স্থূলগত তারতম্যে কিছু যায় আসে না।

হিরণ্যগোবর্দ্ধন রঘুনাথকে আপন জান ক'রে তাঁ'র সুখের জন্য জিনিষ দিলেন, যা'তে তাঁ'র কষ্ট না হয়। কিন্তু তিনি আমাদের কি দেখালেন? তিনি দেখালেন—সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে না দিয়ে গ্রহণ করা উচিত নয়; তাই তিনি নিজে গ্রহণ করলেন না, মহাপ্রভুকে দিলেন। মহাপ্রভু কি সব জিনিষের মালিক ন'ন? শ্রীল রঘুনাথ ভাবলেন, 'আমার দেহের সম্পর্কে আমার সুখের জন্য অস্মিতায় তাঁ'রা দিয়েছে, সুতরাং ইহা গৌরসুন্দরের সেবায় লাগবে না। তাই তিনি পরে বন্ধ ক'রে দিলেন। পৃথিবীর সকলের একমাত্র ভজনীয় ও সেব্য—মহাপ্রভু। সমস্ত কনক বা সমস্ত রমণীর মালিক একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দর। জৈবপ অস্মিতায় প্রদত্ত নৈবেদ্যে ময়লা আছে ব'লে-

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

দিলেন না। শ্রীল রঘুনাথের খাতিরে মহাপ্রভু গ্রহণ ক'রেছিলেন, কিন্তু পরে বন্ধ করাতে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হ'লেন। হিরণ্য-গোবর্দ্ধন-প্রেরিত বস্তুতে তাঁ'র স্থূলগত তৃপ্তি হ'য়েছিল কি? চিত্তবৃত্তি যদি অকিঞ্চনা ভক্তি হয়, সেখানে গুরু জোর ক'রে খান। সেখানে ভোগা-ভোক্তৃ-দর্শন নাই। এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের মধ্যে কৃষ্ণ সুখ পান। এ জগতের মত নৈতিক সম্বন্ধ নয়। শ্রীল রঘুনাথ যখন পুরীতে ফেলে দেওয়া পচা প্রসাদ বা জগন্নাথোচ্ছিষ্ট খাচ্ছেন, স্বরূপ-দামোদর তখন সেই বার্ত্তাভনবীর উচ্ছিষ্ট-ভাগ নিলেন, জোর ক'রে খেলেন, ছিঃ। কর্লেন না—যদিও গুরু। এই যে কাড়াকাড়ি বা খাওয়া-খাওয়ি—তাতে সুখ হয় কা'র?—কৃষ্ণের। মহাপ্রভুও সেই জিনিষ জোর ক'রে খেলেন। মহাপ্রভু কোন্ জিনিষ খেলেন? তিনি খেলেন মদনমোহনের উচ্ছিষ্ট—বার্ত্তাভনবীর উচ্ছিষ্ট। বাইরের দিকে গাভী খা' খায় না, তাঁ'রা তা' খাচ্ছেন। কিন্তু তাতেই কৃষ্ণের কত সুখ! চিত্তবৃত্তি এখানে সম্পূর্ণ আলাদা।

গৃহস্থের যে অর্পণের বিচার তা' অর্জ্জন। এইটি যেন বিষ্ণুপাদপদ্মে পৌঁছে যায়,—এটা কর্ম্মার্পণ। অর্জ্জনকারীরও সেই ধারণা। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু নির্গুণ বস্তু—ভিক্ষার বস্তু ভোগ দেওয়ার দরকার নাই,—প্রভুপাদ বল্লেন। ভিক্ষার জিনিষ নির্গুণ। এটা চাঁদা নয়। ভিক্ষা ও চাঁদা এক নয়। চাঁদার কৈফিয়ৎ তলব হ'তে পারে—"I have the right to enquire how my subscription is utilised." তা'র মধ্যে অহঙ্কার থাকে, কিন্তু ভিক্ষায় তা' নাই। ব্রাহ্মণের কাজ সন্ন্যাসীর কাজ—ভিক্ষা। একজন ফকিরের ভিক্ষা ও গৌড়ীয়মঠের ভিক্ষার মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন আর্থিক ভিক্ষুক, আর একজন পারমার্থিক ভিক্ষুক। দুয়ের মধ্যে আসমান জমিন ফারাক্। দাতা পরার্থিতার motive নিয়ে ফকিরকে দিচ্ছে—জগতের অন্তর্গত আমার সুখ হ'বে ব'লে; সুতরাং সেখানেও নিজসুখবাঞ্ছা। ফকিরকে দিয়ে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়তর্পণ করা হ'ল, তাতে কিছু পুণ্য হ'তে পারে, আর গৌড়ীয়মঠকে দিলে সেটা ভগবানের কাছে পৌঁছে যায়—তা'তে ভক্তুন্মুখী সুকৃতি হয়। কারণ, ভিক্ষুক হরিবিমুখ, ইন্দ্রিয়তর্পণকারী—আর গৌড়ীয়মঠ কৃষ্ণকার্য্যে অর্পিতচেষ্ট।

পাশ্চাত্ত্যে সব চাঁদা। দাতা যে উদ্দেশ্যে দান কর্লেন, সেই উদ্দেশ্যে সেটা লাগ্‌ল কিনা, দেখ্‌তে চায়। কিন্তু ভিক্ষাদাতা কৈফিয়ৎ তলব করেন না। তুলসী না দিলে প্রসাদ হ'বে না এরূপ নয়। প্রসাদ গুরুদেব পাঠিয়ে দেন। কোন ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে যেখানে সম্বন্ধ, সেইখানেই অহঙ্কার। গুরু গৌরাঙ্গ পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁ'র সেবার জন্য—এটা নির্গুণ। যেখানে দেখ্‌তে চায় যে পৌঁছেছে কি না—সেটা অর্পণ। অর্পণ ভক্তির নিম্নের সোপান। মহাপ্রভু একে 'এহো বাহ্য' ব'লেছেন। এ অর্পণে দাতার সুখ হয়। এতে শুদ্ধা ভক্তি নাই। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ও 'জ্ঞানে প্রয়াসং' শ্লোক হ'তে শুদ্ধভক্তির আরম্ভ। জ্ঞানকর্ম্মের আবরণ দূর হ'য়ে গেলে ভক্তি আরম্ভ হ'ল। তাই মহাপ্রভু কর্ম্মার্পণ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি পরিত্যাগ ক'রে—'এহো হয়, আগে কহ আর' ব'ল্লেন।

প্রশ্ন—* * বাবু যে টাকাটা squander কর্ছেন, তাহা কি প্রভুপাদের ইচ্ছা ছিল?

উঃ—জীবের স্বতন্ত্রতার জন্য কি প্রভুপাদ দায়ী? * * বাবুর গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। জীব স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার ও অসদ্ব্যবহার আছে। 'থাক তুমি কৃষ্ণাধীন'—এর নাম স্বাধীনতা বা মুক্তি—স্বরূপাবস্থিতি। কৃষ্ণাধীন থাকা—স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, আর মায়ার দাস বা অধীনতার—অসদ্ব্যবহার। এতে কৃষ্ণের কোন দোষ নাই। দোষ আমার স্বতন্ত্রতার। জীব স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার ক'রে কৃষ্ণকে ভুলে কর্ম্মজ্ঞানাদি আহ্বান কর্ছে ব'লে কি কৃষ্ণকে দোষ দেওয়া যায়? Law violate কর্ছে ব'লে কি Legislator-গণের দোষ? ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের কি দোষ? আইনপ্রণয়নকারীর কি দোষ? তাঁ'রা জানেন, আইন ভঙ্গ হ'বে, তথাপি আইন কচ্ছেন কেন?

প্রঃ—সর্ব্বজ্ঞ প্রভুপাদ জেনে শুনে * * বাবুকে নিষেধ করেন নাই কেন?

উঃ—গুরুবৈষ্ণব-ভগবান্ কারো স্বতন্ত্রতায় হাত দেন না। স্বতন্ত্রতা দেওয়া কি সর্ব্বজ্ঞের দোষ? সর্ব্বজ্ঞ কৃষ্ণ কত দয়া ক'রে এত বড় সম্পত্তি স্বতন্ত্রতা দিয়েছেন। স্বতন্ত্রতা দেওয়াতে তাঁ'র দোষ হ'ল, না তাঁ'র মাহাত্ম্য বাড়্‌ল। ভাল হ'বার জন্যই তিনি ওয় দিয়েছিলেন। আমার অমঙ্গল হউক এটা তিনি চা'ন না। তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গলের জন্যই দিয়েছিলেন। আমার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করা দরকার। গুরুদেবের কোন জিনিষ নিয়ে কি কেহ একরূপ করে? সকলেই অভীষ্টদেবকে দেয়। * * বাবুর ব্যাপারে ব্যতিরেক-ভাবে বুঝা গেছে কোন্‌টী ভোগ আর কোন্‌টী গুরুসেবা। * * বাবুর অসুবিধা দেখে আমাদের সাবধান হওয়ার সুবিধা হ'য়েছে। আলোর মাহাত্ম্য বেড়েছে—অন্ধকার আছে ব'লে। এটী ব্যতিরেক ভাবে সুবিধা। স্বতন্ত্রতাটী দিয়েছেন—এটা কৃষ্ণের দয়া। অসদ্ব্যবহার হ'বে—এটী কৃষ্ণ জানেন, তজ্জন্য তাঁ'কে দোষী করা যায় না। Misuse হ'তে পারে, কিন্তু proper use করা দরকার। Absolute এর কোন দোষ নাই। গুরুদেবের সব ভাল। আমার গুরুর সব ভাল। গৌরের আমার সব ভাল। রাধা-গোবিন্দমিলিততনু—গৌর। রাধার সব ভাল। কৃষ্ণের কুটিলতা প্রভৃতি সব ভাল।

প্রঃ—* * বাবু প্রভুপাদের অপ্রকটের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কি শ্রেষ্ঠ ছিলেন?

উঃ—পতিগণ কি বার্ত্তাভনবী প্রভৃতি গোপীগণের বেশী শ্রেষ্ঠ ছিলেন? তাঁ'রা সেবার ত্রুটি কিছু করেন নাই। তাঁ'দের মত এমন সতী আর নেই। তাঁ'রা তাঁদের প্রতি বিরোধ আচরণ করেন নাই। কেবল ভোগা দিয়ে সন্তুষ্ট রেখেছেন। কৃষ্ণপক্ষেরও কেহ বিরোধ করেন নাই, রাধাপক্ষেরও কেহ চটেন নাই। কেবল ভোগা! কি লীলা! অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। "মুহুর্বিং হয়ঃ।" যুগপৎ রামচন্দ্রপুরী ও ঈশ্বরপুরী একসঙ্গে থাকেন কি ক'রে? মাধুর্য্যবিগ্রহে যাঁ'র হৃদয় ভরপুর—যিনি ভক্তি-লতা-কল্পবৃক্ষের মূল অঙ্কুর—শেষ সময়ে রামচন্দ্রপুরী তাঁ'র কাছে থাকেন কি ক'রে? ভক্তির lineএর মধ্যে থাক্‌লে সংসার থাকে না। অন্ধকারে হাতড়ান দরকার নাই। গুরু বা আচার্য্যের সহিত একচিত্তবৃত্তি হ'লেই সুবিধা। গুরুর সঙ্গে dovetailed না হ'লে—groping in the dark. Absolute দর্শন না হ'লে non-absolute দর্শন হ'বে।

প্রঃ—মহাজনের সম্বোধনে ভগবান্‌কে ডাক্‌লে ভজন হয়। কিন্তু মহাজনের languageএ ডাক্‌লে মর্য্যাদা লঙ্ঘন হ'বে না কি? Queen যেরূপ Kingকে আহ্বান করেন, প্রজা আমি সেরূপ সম্বোধন কর্‌তে পারি কি?

উঃ—মহাভাগবতগণ যে-ভাবে সম্বোধন ক'রে কৃষ্ণকে সুখ দিচ্ছেন, সেই ভাবে ডাক্‌লে আমাদের উপর শীঘ্র কৃপা হ'বে। সেই সম্বোধন কৃষ্ণের খুব প্রিয়। এইরূপ সম্বোধনে নামপ্রভুর কৃপা কটাক্ষ শীঘ্র হ'বে। কৃষ্ণ-নামই ত' কর্‌তে হ'বে—এতে আর মর্য্যাদালঙ্ঘন কি হ'বে? উহা ত' তাঁ'র খুব প্রিয়। কৃষ্ণ বা নাম আমার আশ্রয় বাধ্য। Queen kingকে যে ভাবে address করেন, সেভাবে প্রজা ডাক্‌লে মর্য্যাদা লঙ্ঘন হয়, কিন্তু সেখানে তা' নাই।

> প্রভু কহে, কহিলাম এই মহামন্ত্র।
> ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
> ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
> সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥

হরা-কৃষ্ণ, রম-রাম, হরা হরি এই তিন নাম; সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন অধিদেবতা। প্রত্যেকটির মধ্যে হরা থাক্‌বে। হরার হরি আমাকে দয়া কর্‌বেন। যদি সেই রস থাকে, তবে Queen বল্‌বেন—আমার মত address কর। সেখানে পরস্পরের মধ্যে consort-hood—মধুর-রস। যতক্ষণ না যাচ্ছি, সাধনকালে ততক্ষণ গৌরব-দাস্য। মধুরেও দাস্য আছে। আমার গুরু অখিলরসামৃত-সেবক। তাঁ'তে সকল রস আছে। King ও queen-এর মধ্যে একটি রস। সিদ্ধি পর্য্যন্ত বিধিমার্গে দাস্য রসের দরকার। কিন্তু আশ্রয়বিগ্রহের মধ্যে বাৎসল্যাদি সব আছে, ঐ নাম গুরু বলেন ব'লে আমি কৃষ্ণ, রাম ও হরি বল্‌ব না, এটা নয়। হ্লাদিনীর কৃপায় যদি রুচি বা রাগ আসে, তবেই কৃষ্ণভজন হয়; যেমন মহাপ্রভুর কৃপায় বেঙ্কট ভট্টের হ'য়েছিল। মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে হরেকৃষ্ণ নাম দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি বল্‌লেন—পার্ব না, আমি রামের চরণে মাথা বিকিয়েছি। কি নিষ্ঠা! মধুর রসের অধিকার দেবার একমাত্র মালিক যিনি সেই শ্রীরূপ তাঁ'র অনুজ অনুপমকে মধুররসের সেবাধিকার দিতে গেলেন। কিন্তু রামনিষ্ঠ অনুপম রামকে ছাড়্‌তে পার্‌লেন না। শ্রীরূপ তাঁ'র নিষ্ঠা দেখে সুখী হ'লেন। মহাপ্রভুর উপদেশ নিলে দোষ হ'বে না। যিনি স্বয়ংই নাম, তিনিই নিজে বল্‌ছেন—নাম কর। তিনি মহাপ্রভু। "সখ্যায় তে মম নমোঽস্তু নমোঽস্তু নিত্যম্।" তিনি সমান জ্ঞান কর্‌লেও আমি সমান জ্ঞান কর্‌ব না। তা'তে মর্য্যাদা লঙ্ঘন হ'বে না। আমি কি সাধন—কি সিদ্ধ, সকল অবস্থাতেই দাস্য কর্‌ব। ইহাই আমার সত্তা।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন ব্রজপত্তনে নদীয়া প্রকাশ ছাপাখানা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিভূপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রী[illegible]র সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউভাঙ্গা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) বৃক্ষকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপাড়ি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) সুন্দা গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বাবিলা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওল্ড পোষ্টাফিস বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা-গৌড়ীয়মঠ

দীঘাপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় [illegible], [illegible] সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) নৈমিষারণ্য মঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুরা, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণ, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) কাম্যা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ কাম্যা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—শেষশায়ী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং ৭

(৫০) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মান্দ্রাজ
শ্রী[illegible]র সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]
শ্রীশ্রী[illegible]-বিগ্রহের সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) গীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-সেবক-সঙ্ঘ

পোঃ [illegible], [illegible]

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], ([illegible])

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ...
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৶০	।৵০	।০
" ইঞ্চি			১৷০	
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার কিম্বা স্বতন্ত্র।

ন প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———::(০)::———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃসপ্ততিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পরিপাটীর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা শোভিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বারিধা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

ন প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-:০:—

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

-::০::—

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্বাস্থ্যপ্রদ স্থানে ——গঙ্গার সন্নিকটে বিদ্যালয় ও বোর্ডিং গৃহ চতুর্দ্দিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। নিরধন ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুখে বাসস্থানের ব্যবস্থা ততহইয়াছে। আহার ও বোর্ডিংএর খরচ মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিস্পষ্টভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ; ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ব্রহ্মচারী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমদ্বাহ্ম গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও গুণগ্রাহী সজ্জনবৃন্দের পারমার্থিক ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্ত সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে ঐ সংলাপের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় শ্রীবিদ্যাবিনোদ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। নিত্য প্লীহা যকৃৎ কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৪	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (শান্তিপুর রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৪		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-০৮	১৯-৩১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-৩১	২১-৪১	২৩-৪০

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৭-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১১ই শ্রাবণ, ১৩৪৬, ২৭শে জুলাই, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার [১২৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——::(০)::——

অধ্যাপকপদে বিদেশী আশ্রয়প্রার্থী নিয়োগ

ইউরোপ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে যাঁহারা বিদ্বান এবং বৈজ্ঞানিক তাঁহাদিগকে অকল্যাণ্ড ইউনিভার্সিটি কলেজে নিয়োগ করার প্রস্তাব সম্পর্কে অকল্যাণ্ড কলেজের প্রেসিডেন্ট মিঃ ডব্লিউ এইচ ককার এবং নিউজিল্যাণ্ডের শিক্ষা সচিব মিঃ পি ফ্রেজারের মধ্যে পত্র বিনিময় হইয়াছে।

আশ্রয়প্রার্থীদের ভিতর হইতে কোন বৈজ্ঞানিক কিংবা বিদ্বান ব্যক্তিকে যাহাতে অস্থায়ীভাবে কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা যায়, তজ্জন্য কলেজ কাউন্সিল বার্ষিক পাঁচশত পাউণ্ড হিসাবে পাঁচ বৎসরের জন্য সাহায্য দিতে গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করেন।

উক্ত আবেদনের উত্তরে শিক্ষা-সচিব জানাইয়াছেন,—"প্রস্তাবটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কেননা প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলে ব্যয় বরাদ্দের মধ্যেও ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কলেজের প্রশংসনীয় উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতি থাকিলেও মাত্র একজন আশ্রয়প্রার্থীর জন্য এতগুলি টাকা ব্যয় করা যুক্তিসঙ্গত হইবে কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।"

কলেজ কাউন্সিল স্থির করিয়াছেন [illegible] হইবে এবং বার্ষিক আড়াইশত করা হইবে এবং বার্ষিক আড়াইশত পাউণ্ড হিসাবে পাঁচ বৎসরের জন্য সাহায্য দিতে অনুরোধ করা হইবে। কলেজ অবশিষ্ট আড়াইশত পাউণ্ড জন-সাধারণের নিকট হইতে সাহায্য লইয়া সংগ্রহ করিবে।

জয়পুরে লেখাপড়া শিখাইবার আন্দোলন

জয়পুর প্রজামণ্ডল সহরে লেখাপড়া শিখাইবার আন্দোলনের উদ্বোধন করিয়াছে। তাঁহারা এই সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করিয়াছে। উক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমান বৎসরে এক লক্ষ লোক শিক্ষিত হইতে পারিবে।

সহরে শিক্ষিত যুবকদের নিকট এক আবেদনে প্রজামণ্ডল বলেন:—

প্রদেশে শিক্ষার জন্য সকলেরই উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা আছে। যদি আমাদিগকে সামাজিক অন্ধকার অবস্থার প্রতিকার করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রথম দেশের নিরক্ষরতা দূর করিতে হইবে। রুশগণ তাহাদের দেশ হইতে নিরক্ষরতা চিরতরে নির্বাসিত করিয়াছেন। জাপানীদের অবরোধ সত্ত্বেও চীনবাসী নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের বৃটিশ শাসিত অঞ্চলেও নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন চলিতেছে। স্থানে স্থানে তাঁহারা সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। আইনের কাগজপত্র তাঁহাদের [illegible] প্রার্থিগণের শতকরা একশত জনকেই শিক্ষিত করিয়াছে। আমরা কি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিব?

ফ্রান্সে বে-আইনী প্রচারকার্য্য

প্যারিসের দুইটি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের দুইজন ফরাসী সংবাদপত্রসেবীকে বিদেশীদের নিকট হইতে মোটা টাকা লওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদিগকে প্যারিসের একটি সামরিক কারাগারে আটক রাখা হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে একজন বেশ দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করিতেছিলেন। এই সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে। ইহাদের একজনের নাম মঃ এবাঁ; ইনি লা-তাঁ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক। অপর ব্যক্তি 'ফিগারো' পত্রিকার বিজ্ঞাপন বিভাগের মঃ পোয়ারিয়ে। ফিগারোতে নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল।

"ফ্রান্সে বিদেশীদের প্রচারকার্য", সম্পর্কে তদন্তকালে সামরিক কর্তৃপক্ষ আমাদের কাগজের বিজ্ঞাপন বিভাগে নিযুক্ত এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত এই লোকটির কোন সম্পর্ক নাই কিংবা পত্রিকাকার্য্য পরিচালনায় ইহার কোন হাত নাই। পত্রিকার উপর প্রভাব বিস্তার করিবার কোন উপায়ও এই ব্যক্তির নাই।"

অধিকাংশ পত্রিকায় এই ব্যাপার সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাহাতে বলা হয় যে, ধৃত লোক দুইটির মধ্যে পূর্ব্বে হইতেই যোগাযোগ ছিল। কিন্তু একথা তাঁহারা যে কাগজে কাজ করিতেন, তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ইহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনীত হয় তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া বিবৃতিতে আরও বলা হয় যে, ধৃত ব্যক্তিদ্বয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ঘোষণা করে যে, সকলের অজ্ঞাতসারে তাঁহারা কাজ চালাইতেন।

২৮০০৲ টাকার তোড়া উধাও

[illegible] ষ্টেশনে রাত্রি দশটার গাড়ীর জনৈক যাত্রীর ২৮০০৲ টাকার পূর্ণ একটি তোড়া অপহৃত হওয়াতে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রকাশ, গাড়ী থামিলে জনৈক মাড়োয়ারী তাহার মহাজন কর্তৃক প্রেরিত বলিয়া কথিত জনৈক লোকের মাথায় উক্ত টাকার তোড়াটি উঠাইয়া দিয়া টিকেট দিতে চলিয়া যায়। এদিকে লোকটি টাকার তোড়া লইয়া উধাও হয় এবং ষ্টেশনের নিকটবর্তী একটি ডোবার মধ্যে থলেটি লুকাইয়া রাখিয়া অদৃশ্য হয়। দৈবক্রমে এক ব্যক্তি উহাকে ডোবায় নামিতে দেখিয়াছিল। টাকা অপহরণের সংবাদ জানিয়া সে সন্দেহবশতঃ উক্ত স্থান অনুসন্ধান করাতে টাকার থলেটি আবিষ্কৃত হয়।

যুবকের সলিল সমাধি

কাশিপুরের সুরেন্দ্রনাথ সরকার নামক একজন ১২ বৎসর বয়স্ক যুবকের একটা অদ্ভুত অবস্থায় মধ্যে সলিল সমাধি হইয়াছে। প্রকাশ, সে এক সের রসগোল্লার জন্য জনৈক বন্ধুর সহিত কোমরে ২৫ পাউণ্ড ওজনের এক টিন জিনিষ বাঁধিয়া একটা পুকুর সাঁতরাইয়া পার হওয়ার বাজী রাখে। এই বাবদ সে কোমরে একটা ১২ সের ওজনের বাটখারা বাঁধিয়া সাঁতরাইতে যায়, কিন্তু কিয়দ্দূর যাওয়ার পর সে ধীরে ধীরে ডুবিতে আরম্ভ করে। ইহা দেখিয়া তাহাকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে বাঁচান সম্ভব হয় নাই।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ২॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয় -মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবিধ সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থাকে শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অংশেষ চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সকল গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ॥০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বামন-আন্দোলন ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ।০
২৭। মুক্তাচরিতম্ শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয় (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ১/১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমায় ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকৌমুদী
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৶/
৪৮। উপদেশামৃত (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদের ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টক-দর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী /

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-সিদ্ধান্তসূত্রম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ /০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অফ্ কার্ত্তন অব বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ৷৶
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ব্রিফ /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অগ্রিম ক্রয়) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /৩

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীধাম-শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

১ম বর্ষ { ১১ পুরুষোত্তম ৪৪৩ গৌরাব্দ, ১১ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ২৭শে জুলাই খৃঃ ১৯২৯, বৃহস্পতিবার } ১১৭৭ সংখ্যা

"শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ ; সেই কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহকে যে পাষণ্ডী বিবেক-বুদ্ধিতে গ্রহণ করে, সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য নহে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১১ পুরুষোত্তম, আবির্ভাবগোপনপারী গৌরাব্দ ৪৪৩

গুরু-নিত্যানন্দ-কৃপা

এই বিশ্ব ও বিশ্বাতীত জগতের সকলেই কৃপার প্রার্থী। কেহ বা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভের জন্য জগৎ-প্রভুগণের নিকট কৃপার প্রার্থী, আবার কেহ বা এই সমস্ত অনিত্য বিষয়ের জন্য প্রার্থী না হইয়া নিত্যবিধ পরম প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির জন্য প্রেমপ্রদাতা গুরু-নিত্যানন্দের কৃপার কাঙ্গাল। যাঁহারা ধর্ম্মকামী, তাঁহারা সূর্য্যপূজা করেন ; যাঁহারা অর্থের প্রার্থী, তাঁহারা গণেশের উপাসনা করেন ; যাঁহারা কামকামী, তাঁহারা কালীর উপাসক এবং যাঁহারা মোক্ষকামী, তাঁহারা শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ভক্ত, তাঁহারা এই সকল অনিত্য বিষয়ের কোন কিছুরই প্রার্থী নহেন। ভক্ত জানেন 'আমি নিত্য, আমার উপাস্য বস্তু নিত্য ও আমার উপাসনাও নিত্য'। সুতরাং ভক্ত সেই সকল অনিত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপও করেন না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটিতেই নিজসুখের কথা আছে। সুতরাং ভক্ত নিজ সুখকামী নহেন বলিয়া ঐ গুলির প্রতি তিনি একবার ফিরিয়াও তাকান না। ভক্ত জানেন, ভগবদ্দাস্যই তাঁহার নিত্য-স্বরূপ। কৃষ্ণের সুখবিধান ব্যতীত তাঁহার আর অন্য কোন কৃত্য নাই। জীবনে-মরণে, শয়নে স্বপনে কৃষ্ণপ্রীতিবিধানই তাঁহার একমাত্র কার্য্য। তিনি জানেন, ভক্তিতেই ভগবান্ সন্তুষ্ট হন, অন্য কোন কিছুদ্বারাই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করা যায় না। ভক্তিকে বাদ দিয়া তিনি অন্য কিছুই চান না, অযাচিত ভাবে দিতে গেলেও তাহা পরিত্যাগ করেন। সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চ প্রকার মুক্তি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারি-পুরুষার্থ, মান, সম্মান, প্রতিষ্ঠাদি দিলেও তিনি সেই সকল ভক্তিহীন হওয়ায় তাহাতে থুৎকার প্রদান করিয়া তাহা পরিহার করেন। ভক্ত জানেন—

ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোর মূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থ-কাম-গতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

সেইজন্যই ভক্ত ঐ সমস্তের জন্য লালায়িত না হইয়া ভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। তাঁহারা জানেন, কৃষ্ণপ্রেমের ভাণ্ডারী—শ্রীগুরুনিত্যানন্দ। গুরুদেব নিত্যানন্দই আচার্য্যরূপে পাষণ্ড দলন করিয়া কৃষ্ণপ্রেম প্রচার করিয়া থাকেন। কৃষ্ণপ্রেম-প্রচারের জন্যই তিনি নানাবিধ কৌশল বিস্তার করিয়া থাকেন। কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের জন্যই তিনি সমস্ত প্রতিষ্ঠার মালিক হইয়াও—কৃষ্ণধনের এক-চেটিয়া অধিকারী হইয়াও অবধূতের বেশে—কাঙ্গালের বেশে, দীন, হীন, অকিঞ্চনের বেশে—ভিক্ষুকের বেশে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, প্রতি জীবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান—হরিকথা প্রচার করেন। এত বড় করুণাময় তিনি! শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিজ শক্তি তিনি, মাদৃশ দুর্গত, কলিহত, হতভাগ্য জীবের প্রতি করুণাবিতরণের জন্য জগতের সর্ব্বত্র অবধূতের বেশে কৃষ্ণপ্রেম—কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করেন। তিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদের জীবনের অনিত্যতা ও ক্ষণভঙ্গুরতার কথা জানাইয়া দেন। কৃষ্ণ করুণাময়। নিষ্কপটে তাঁহার করুণার প্রার্থী হইলে কৃষ্ণ কিছুতেই বঞ্চনা করিবেন না। সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকথা-শ্রবণকীর্ত্তনই একমাত্র কার্য্য এবং তাহাতে নিযুক্ত থাকিলে কোন আপদ-বিপদ কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু আমাদের রক্ষাকর্ত্তা গুরুপাদপদ্ম হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন বাদ দিয়া অন্য কোন কিছুর প্রার্থী হইলে আর নিস্তার নাই—এই সকল কথা নিজে আচরণ করিয়া প্রচার করেন। করুণাময় তিনি, তাঁহার করুণার শেষ নাই। কেহ তাঁহার করুণার কথা বলিয়া শেষ করিতে পারে না। আমাদের জন্যই তাঁহাকে অবধূত সাজিতে হয়—ভিক্ষুক হইতে হয় দীন হীন কাঙ্গালের বেষ ধারণ করিতে হয়, কিন্তু হতভাগ্য পাষণ্ড আমরা।

অনাদি কাল হইতে আমরা এই পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এই আদর্শ তাঁহার ঐ অনাদি আদর্শ দেখিয়াও আমরা গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, গ্রহণের জন্য চেষ্টাও করিতেছি না। এমন কি, তাঁহার ঐ আদর্শ দেখিয়া তাঁহার অনুসরণ করা ত' দূরের কথা, তাঁহার চরণ অপমানই করিতে যাইতেছি। তাঁহার কৃষ্ণকথা হরিনাম আমাদের বধির কর্ণে প্রবেশ করিতেছে না। এই অপরাধে আমরা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার পাদপদ্ম শরণাগত হইয়া তাঁহার কথা না শুনিব, ততদিন আমরা অন্ধকারে থাকিয়া মায়ার লাথি খাইব।

গুরুনিত্যানন্দের শ্রীমুখনিঃসৃত বাক্য যাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাঁহার আর জড়জগতে ভোগদর্শনের সম্ভাবনা থাকে না। তার কর্ত্তাভিমানে আপনাকে মালিক বস্তুনিচয়ের মনে করিয়া—নিজেকে বড় মনে করিয়া অন্ধকারে হইয়া পড়ে। এমন কি ক্রমশঃ অন্ধকূপের পথে চলিতে থাকে। গুরু-নিত্যানন্দের চেতনোন্মেষী বাক্য শ্রবণ করিলে অমনি সমস্ত পাষণ্ড ভাবের জড়ভোগ-পিপাসা নিবৃত্ত হয় ও আত্মবৃত্তির উদয় হয়। তিনি কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিয়া সকলের সন্তোষবিধান করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন কলেবর। শ্রীনিত্যা-নন্দের চরণসেবাদ্বারাই শ্রীগৌরসুন্দরের

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

সেবা লাভ ঘটে। শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম—ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবতারও আরাধ্য। যাহারা এই পরমারাধ্যতম বস্তুর প্রতি বিমুখ হইয়া কণিকের অঙ্গও বিবেকভাব পোষণ করে, তাহাদের গতি কোন কালেও নাই। কিন্তু যাঁহারা শ্রীগুরুনিত্যানন্দের লোকাতীত চরিত্রের কথা—অমন্দোদয়দয়ার কথা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহার উপদেশবাণী বর্ণে বর্ণে পালন করেন, তাঁহার আদর্শানুসারে চলেন তাঁহারা কোনদিনই শ্রীচৈতন্যপাদ হইতে কোন প্রকারেই বিচ্যুত হইতে পারেন না। শ্রীগুরুনিত্যানন্দ-সেবোন্মুখজনই সর্ব্বতোভাবে শ্রীগৌর-সেবালাভে সমর্থ হন। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥
গুরুমুখ-পদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তমা ভক্তি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

কিন্তু হতভাগ্য আমরা আজ এই গুরুনিত্যানন্দের কৃপার ভিখারী হইবার পরিবর্ত্তে—গুর্ব্বানুগত্যে ভজন করিবার পরিবর্ত্তে—তৎপদাঙ্কানুসরণ করিবার পরিবর্ত্তে অনুকরণে গুরু সাজিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। তাঁহাকে গুরুর আসন হইতে নামাইবার ধৃষ্টতা দেখাইয়া সেই আসনে বসিবার জন্য নানাপ্রকার কৌশল, নানাপ্রকার উৎসাহ-উদ্যম দেখাইতেছি। যাঁহার বিন্দুমাত্র কৃপা হইলে সংসারের প্রতি আসক্তি কমিয়া যায়—কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাসনা আর থাকে না, সেই আশ্রয়বিগ্রহ সাজিতে আজ আমার প্রাণপণ চেষ্টা! কি আশ্চর্য্য! জানিয়া শুনিয়াও আজ বিষপান করিতে উদ্যত হইয়াছি! কি দুর্দ্দৈব!

আমরা অণু! আমরা কখনও গুরু হইতে পারি না। আমরা জানিয়া শুনিয়াও মায়ার মোহে পড়িয়া একথা ভুলিয়া যাই কেন? শিষ্য গুরুকার্ষ্ণ শিষ্য, গুরু হইতে কখনই চাহেন না। জীব নিত্যকাল গুরুর আনুগত্যে ভগবানের সেবা করিবে, ইহাই সাধুশাস্ত্রানুমোদিত বাক্য। আনুগত্য ছাড়া জীবের কৃষ্ণভজনে কোন অধিকার নাই। তবে শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত নিত্যানন্দাভিন্ন গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে কৃষ্ণানুশীলন হইলেই তাহা ভক্তি নামে অভিহিত হইতে পারে। নতুবা অন্যাভিলাষীর অন্যাভিলাষ ও সর্ব্বদাই কর্মকোলাহলই সার হইবে, কৃষ্ণকীর্ত্তন হইবে না। কীর্ত্তন-বিগ্রহ গুরুনিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার অধিকার হয় না। তাঁহার কৃপার অধিকারী একমাত্র দীন, হীন, পতিত। পতিত হইলেই তাঁহার কৃপা পাওয়া যায়। সেবা-ভূমিকায় গুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎকার হয়—সেবোন্মুখ-নেত্রে তাঁহার দর্শন হয়। নতুবা সেবাবিমুখ হইয়া কোটি বৎসর দেখিলেও বা সেবা করিলেও অবশেষে বঞ্চনাই লভ্য হয়। কাঙ্গালের প্রতি তাঁহার বড় দয়া! শরণাগতের প্রতি তিনি বড় করুণাময়! তাঁহার দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার নাই, পতিত, কাঙ্গাল, দীন, শরণাগত দেখিলেই তিনি কৃপা করিয়া—শ্রীচরণে স্থান দেন। পাপী-পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক-অধার্ম্মিক, সবল-দুর্ব্বলের কোন বিচার নাই; কেবল 'আমারে রাখ' বলিয়া অকপটে শরণ লইলেই হইল। তাঁহার সেবকের তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম ব্যতীত আর অন্য কিছুই সম্বল নাই। ধন, জন, পাণ্ডিত্যাদি সমস্ত বিষয়ে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহার অহৈতুকী কৃপাবারি কৃপা পাইবে। গুরুনিত্যানন্দের কৃপা লাভের জন্য পাগল হইতে পারিলেই কৃপা পাওয়া যায় এবং তাঁহার কৃপা পাইলেই শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তনযাগে প্রবেশাধিকার লাভ হইবে। নতুবা কপটতা করিয়া তাঁহার আনুগত্য ছাড়িয়া হরিভজনের যতই প্রয়াস করা যাউক, তাহা মায়ার ভজনই হইয়া যাইবে।

শ্রীশ্রীআচার্য্যোপদেশ

(১২৬ সংখ্যার পর)

সার্বভৌম কৃষ্ণ বলেন। আমিও বড়বিষয় সে নাম করতে পারি, সে নাম বলতে পারি, মনে করি। কিন্তু তা' অসম্ভব। কৃষ্ণনামের মধ্যেই বিগ্রহ আছে। সামনে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ থাকলেও অর্চনকারী লক্ষ্মীনারায়ণেরই উপাসনা করেন। অনর্থযুক্তের অর্চ্চিত বিগ্রহ রাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ নহেন। অর্চনকারীর যোগ্যতা অনুসারে ভগবানের প্রকাশ। কামবীজ ও কামগায়ত্রীতে পূজা হয় কখন ভাবে পূজা হয়। যেমন শ্রীরূপের গোবিন্দজী, সনাতনের মদনমোহন, শ্রীজীবের রাধাদামোদর গোপালভট্টের রাধারমণ, ভক্তিবিনোদের রাধাগিরিধারী—প্রত্যেকের ভাবসেবা। ভাবসেবা ও অর্চনের মধ্যে তফাৎ আছে বৈধী ভক্তিতে রাধাগোবিন্দের সেবা হয় না অনর্থযুক্ত অবস্থায় রাধাগোবিন্দের সেবা নাই। লক্ষ্মীনারায়ণরূপে তিনি সেবা গ্রহণ করেন। অর্চনমার্গই বিধিমার্গ একটি পঞ্চরাত্রের মত, একটি ভাগবতের মত। পঞ্চরাত্র যদি মানবে বা সবকে বাদ দেয় তবে সংসার হ'বে। অর্চন করতে করতে পঞ্চোপাসক হ'য়ে যা'বে। যেখানে নামানুশীলন বাদ দিয়ে অর্চন কেবল ক্রিয়া-কলাপে পর্য্যবসিত, সেখানে অর্চন থেকে চ্যুত হ'য়ে পঞ্চোপাসক না হ'য়ে পারে না। অর্চন শুদ্ধ হ'লে ভজন হ'বে। পঞ্চরাত্র-ভাগবতে একই কথা কয়। নামানুশীলনের দ্বারা অর্চন অনুষ্ঠিত। নামাশ্রয় হ'লে বর্ণাশ্রম থেকে যাবে, পৃথক্ভাবে জপ ধ্যান বা অর্চন বিনা লাভ হ'বে। শ্রীনামকীর্ত্তনই সম্পূর্ণ ভক্তি।

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥
(বৃঃ ভাগবতামৃত ১।১।৯)

প্রঃ—নামভজন করতে থাকলে অর্চনের ক্রিয়া-কলাপে দোষ হ'লে কোন অসুবিধা হ'বে না কি?

উঃ—প্রযত্নবান্ হ'য়ে সাধুসেবা করতে করতে যদি শ্রীনাম ও মন্ত্রোচ্চারণ করে, তবে মন্ত্রতন্ত্রের দ্বারা ক্রিয়া-কলাপে যে ত্রুটি বা বৈগুণ্য হয়, নামসেবায় তা' সব দূরে ঘুচে যায়। ত্রুটিকে নিশ্ছিদ্র ক'রে দেন শ্রীনাম কৃপা ক'রে। নামেই সব হ'য়ে যা'বে। সব দূরে ঘুচে যায় নামের উচ্চারণে। মূল—নামানুশীলন। নামের অনুশীলন হ'লে বিক্ষিপ্তচিত্ততা, বিবাদবিসংবাদ, বিতর্ক সব চ'লে যাবে। নাম হ'লে স্বরূপের আগমনে সব ঠিক হ'য়ে যা'বে। সেই স্বরূপের মধ্যে রাম-নৃসিংহ-নারায়ণ-বাসুদেব-মধুরেশ সব আছেন।

প্রঃ—'সর্ব্বশক্তি নামে দিলা' ইহার অর্থ কি?

উঃ—চিচ্ছক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি আছে। শক্তি ছিল না, দিয়েছেন, এরূপ নয়। শ্রীনামে সর্ব্বৈশ্বর্য্য আছে। তবে আধ্যক্ষিকগণকে বুঝাবার জন্য এই কথা ব'লেছেন। এই 'দিলা' ক্রিয়া কালের অন্তর্গত কোন tense নহে। তিনি ও তাঁ'র নাম একই সময়ের। সর্ব্বশক্তি অর্থে, ঔদার্য্য ও মাধুর্য্য সবই আছে নামের মধ্যে। নাম যখন নামী, তখন স্বরূপ। স্বরূপশক্তি ব্যতীত স্বরূপ থাকতে পারেন না। এরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্যরূপে অনুস্যূত।

প্রঃ—অর্চ্চা, অন্তর্যামী, বৈভব, ব্যূহ ও পর, ইহা কিরূপ?

উঃ—নামের মধ্যেই সব আছে। নাম—প্রথমে অর্চ্চা। অজ্ঞজীবের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা স্থূলভাবে যে নামের প্রকাশ তাহাই অর্চ্চা। এই মূর্ত্তিপূজা বালাক্ষ-সম্প্রদায়ের কথা। তাঁরা অর্চন-মার্গের লোক। অর্চন-মার্গই—একটি যাঁ পথ-গতিই তাঁদের চরম কর্ত্তব্য-অর্চ্চাবতার ভক্তি? ইঁহা বাহ্যজ্ঞান যাঁর বাবাজীর জীবের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা অর্চ্চা। অর্চ্চা নড়েন চড়েন না—বালিক জীব তাঁ'কে static দেখে। যা' নড়ে, তা' dynamic—গতিশীল। চিন্মূর্ত্তি দেখায় static সেই যার্দে এ নাম শ্রীমূর্ত্তিরূপে প্রকাশ হ'য়ে কৃপা করেন।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
(চৈঃ চঃ)

যখন ভক্তিলতা-বীজ পাওয়া যায়, তখন অর্চ্চা ভিন্ন গতি নাই। অর্চ্চা নড়েন না। আচ্ছাদিত থেকে মুকুলিত—চিৎচিৎমিশ্র, বদ্ধ থেকে তটস্থের দিকে যাচ্ছে, তৎপরে মুক্তের দিকে যাওয়া। যখন তটস্থের দিকে গতি হচ্ছে, তখন ঈশ্বর, পরমাত্মা ও অন্তর্যামী এই তিনটি দেখছেন। সেখানে সচ্চিদানন্দের বিলাস নাই—লক্ষ্মীসহ বিলাস নাই। ভক্ত পরমাত্মাতে বিলাস দেখছেন।

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্ম-ভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

দেওয়া ও নেওয়া এই দুটো কাজ। পরমাত্মার সঙ্গে লক্ষ্মীসমন্বিত বিলাস আছে। কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী প্রভৃতি তিনজন পরমাত্মা।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো-
ঽভিচাকশীতি॥
(শ্বেতাঃ ৪।৬)

পরমাত্মা ভোগ করেন না, তিনি দেখেন মাত্র, আর জীব কর্ম্মফল ভোগ করে। এই পুরুষাবতারত্রয়ের জ্ঞান হ'লে আর সংসার থাকে না। ঈশ্বরের আনুগত্যের অভাব বা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'লে শোক, অনুগত হ'লে শোক থাকে না। গর্ভোদশায়ী সমষ্টির অন্তর্যামী হিরণ্যগর্ভ, যেখানে লক্ষ্মী আছেন। যোগীর শেষ কথা—পরমাত্মা, হিরণ্যগর্ভে সাযুজ্য। কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা, মহত্তত্ত্ব স্রষ্টা আদি-মহাবিষ্ণু। যোগীদের নির্ব্বিকল্প অন্তর্যামী। ভক্তের মধ্যে সব আছে। ভক্ত এজন্যই

ব্রাহ্মণ ও যোগী। ব্রাহ্মণ, যোগী ও ভক্ত এই তিনটি স্তরভেদ। ভক্ত বা বৈষ্ণবের মধ্যে যোগিত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব অন্তর্নিহিত আছে।

তৃতীয় বাসুদেব, পুরুষোত্তম দর্শন হয় যাঁদের, এরূপ মহাত্মা সুদুর্লভ। প্রথমে একত্ব, তারপর যুগল, তারপর বৈভব ও তারপর ব্যূহ। দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহের মূল-কারণ আদিচতুর্ব্যূহ। নারায়ণের চারি পার্শ্বে চারি জন আছেন—বৈকুণ্ঠে। এর পর পরতত্ত্ব। পরতত্ত্বকে শ্রী-সম্প্রদায় বল্ছেন—নারায়ণ, আমরা বল্ছি—বলদেব, যিনি মূল-সঙ্কর্ষণ। দ্বারকেশ—পর, মথুরানাথ—পরতর, আর পরতম হ'চ্ছেন—তাঁদেরই ব্রজেন্দ্রনন্দন। কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ নিয়ে এ জগতে আসেন না। তবে দেখাতে পারেন অন্য রূপে। তাঁ'র সকল শক্তিই আছে। যোগ্যতা নাই এরূপ নয়। কৃষ্ণ সব পারেন। তিনি মধুর রস, বৎসলরতি, সখ্যরতি ও দাস্য-রতির বিষয় হ'য়ে সেবা গ্রহণ করেন; এসব অনেকে ধারণা করতে পারে না। নন্দযশোদা বা গোপীগণের কথা বুঝতে পারে না। তাই বার্ষভানবীর উপর অনেকের কটাক্ষ আছে। রূপপতি উপাধ্যায় ব'লেছেন,—

প্রতিশ্রুপরে শ্রুতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

অবিত্ত বিত্ত হয় কি ক'রে? অন্য সর্বৈশ্বর্য গোপন ক'রে কি ক'রে ভক্তের বশ হন তা' সাধারণ লোক বুঝতে পারে না। অন্য নারায়ণকে তা'রা বড় মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণই মূল-নারায়ণ। রসবিচারে লক্ষ্মীনারায়ণ-সেবা অপেক্ষা বসুদেব-নন্দনের সেবা এবং তদপেক্ষা নন্দনন্দনের সেবার শ্রেষ্ঠত্ব। ব্রজবাসীর কৃপা না হ'লে নন্দনন্দনের কৃপা পাওয়া যায় না। গৌড়ীয়গণ ব্রজবাসী। আমরা যেন রাধাকৃষ্ণীর বিচার অবমাননা না করি। তা' হ'লে অপরাধ হ'বে। ব্রজবাসীর কৃপায় মধুর রতিতে প্রবেশ ক'রে তটস্থ-বিচারে এইরূপ বলতে পারেন। ব্রজবাসীর কৃপা হ'লে তটস্থ হ'য়ে এরূপ বলা যেতে পারে। কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলতে পারেন আংশিক সেবা পূর্ণ সেবার অন্তর্ভুক্ত। নারায়ণ ছোট, কৃষ্ণ বড়—এইরূপ ভেদবুদ্ধি যেন না করি। ১৯০৩ অথবা ১৯০৪ সালে পুরীতে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ব'লেছিলেন—শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে গীতা আছে। গীতা, ভাগবত, উপনিষৎ পৃথক্ নয়। এখানে অবতারদের কথা ব'লেছেন। অবতারদের মধ্যে, জীব ও কৃষ্ণের মধ্যে ভেদবুদ্ধি ক'রলে পাষণ্ডতা হ'বে। যদি ভাগবত মানি আর বেদ, গীতা, উপনিষদ্ না মানি, তবে অপরাধ হ'বে। সর্বতোভাবে পূর্ণভাবে বর্ণন আছে শ্রীমদ্ভাগবতে, আর অস্ফুট অসম্যক্ বর্ণন দেখা যায় অন্য শাস্ত্রে।

প্রঃ—নারায়ণ কি এ জগতে আসেন না? বসুদেব-দেবকী ও নন্দযশোদার সেবার বৈশিষ্ট্য কি?

উঃ—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন অজ হইয়াও জন্মলীলা প্রকট করেন। কিন্তু পরব্যোমে যে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ বা নারায়ণ আছেন, তাঁ'দের অবতার নাই। প্রকটলীলা হয় মানুষের আকারে, অন্যরূপে হয় না। মৎস্যদেব, কূর্মদেব প্রভৃতি বিভূতরূপে এসেছিলেন। কৃতমালা নদীতে মৎস্যদেবের আবির্ভাব। তাঁ'কে মৎস্যতীর্থ বলে। মৎস্যদেব জুগুপ্সাপ্রকৃতির বিষয়-বিগ্রহ। জুগুপ্সাপ্রকৃতি সেখানে বড় উপাদেয়। মানুষের মধ্যে অবাধ্যরী ভাব সেখানে অসুবিধা। তাই ভগবান্ মানুষের মধ্যে মানবলীলা দেখিয়ে তা'দের উন্মুখ করেন।

যশোদা বলেন, আমি কৃষ্ণকে প্রসব করেছি। নন্দ-যশোদা ও কৃষ্ণ এক উপাদান। পরিপূর্ণ ঘনানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ তাঁ'দের অঙ্গসম্ভূত। বাসুদেব বসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত। কিন্তু কৃষ্ণ নন্দতনুজ। বাসুদেব-তনুজ নন—চিত্ত থেকে তাঁ'র আবির্ভাব। নন্দ-যশোদার দেহ কৃষ্ণের সমান সমান—একজাতীয়। ব্রজবাসীদের সঙ্গে স্থূলভাবে যে লীলা, তাঁ'র চমৎকারিতা বেশী। তা' বিজ্ঞান-ঘনের চরম অবস্থা।

বসুদেব-দেবকী মথুরায় কারাগারের মধ্যে বাসুদেবের স্তব করেছেন। কিন্তু নন্দ-যশোদা কোন দিন স্তব করেন না, তাঁ'রা মারেন, শাসন করেন। বসুদেব-দেবকী স্তুতি করেন—'তোমার দয়া' এরূপ বলেন। কিন্তু নন্দ বলেন—'আমি দয়া করলে সে বাঁচবে'। যশোদা বলেন—'আমি না হ'লে তাকে কে বাঁচাবে, কে খাওয়াবে?' কত বড় কথা! প্রাণকোটিসর্বস্ব প্রাণধনকে না দেখতে পেলে তাঁ'রা ব্যাকুল হন। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ অধোক্ষজ ভগবান্‌কে বলছেন আমি না খাওয়ালে সে বাঁচবে না। অজ-ভব-ব্রহ্মা যাঁ'র সন্ধান পায় না, সেই কৃষ্ণকে কিরূপ বশ ক'রে ফেলেছেন! কি প্রগাঢ় প্রীতি! তাঁর এই বাৎসল্যের কণা পাত হলে আমরা কৃতার্থ হ'ব। গোপীদের এর চেয়েও বেশী।

প্রঃ—মহাভাগবতবর ও মহাভাগবতে কোন ভেদ আছে কি?

উঃ—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ আমার গুরুদেব—তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ মুকুন্দশ্রেষ্ঠ। মহাভাগবত—বৈষ্ণবঠাকুর। গুরুর সেবকগণ গুরুরই বৈভব। গুরুদর্শন—অমর দর্শন। গুরুদেব যে কৃপাশাসন করেন, সেটি ভক্তি বা কৃষ্ণপ্রেমের প্রতিকূল নয়। ইহা কৃষ্ণপ্রেমের প্রগাঢ় বৈশিষ্ট্য। ইহা প্রভুত্ব করবার জন্য শাসন নয়। ইহা কৃষ্ণসুখপর। কৃষ্ণপ্রেম হৃদয়ে জাগুক এইজন্য। হৃদয়কে প্রেমের সিংহাসনরূপে পরিণত করবার জন্য এই শাসন। সেখানে পুরুষাভিমান, ভোক্তাভিমান বা প্রভুত্ব নাই।

গুরু মধ্যমাধিকারীর লীলা করেন। মধ্যমে না এলে শাসন হয় না। অমর দর্শনে—পূর্ণদর্শনে কেহ বিদ্বেষী নাই। বিদ্বেষী অচেতন। সেখানে সর্বত্র গুরুদর্শন। কৃষ্ণলোকে বিদ্বেষী জড়বৎ। কংসাদি Stagnant হ'য়ে আছে—নড়ে চড়ে না; এটা অপ্রকট-প্রকাশে। এখানে নড়ে চড়ে, কৃষ্ণের নিন্দাদি করে। ভক্তিবিনোদ বিদ্বেষীর কাছে প্রচার করলেন না। তা'দের কাছে মৌন হ'লেন।

বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে,
থাকে সদা মৌন ধরি॥

চেতনবস্তুর প্রতি বিদ্বেষ যে করে, সে কত অচেতন! বিদ্বেষী—শব। তাই ঠাকুর চুপ করে থাকলেন—অসহযোগ করলেন। এটা মহাভাগবতের লীলা। তাতে তিনি দেখালেন যে, আমি তোমাদের মত একজন। তোমরা জড়গ্রস্ত paralysed আমিও বাতগ্রস্ত। গৌরকিশোর প্রভুও এরূপ লোকবঞ্চনা ক'রেছেন। তিনি দেখালেন তোমরা বিষ্ঠা-বিষ্ঠাতে আছ—আমি পায়খানাতে থাকি। কি শঙ্কা! করুণাময় আত্মবিগ্রহের কাজ হচ্ছে নিজে কেবল সুখবিধান করা এবং বহুকে দিয়ে কৃষ্ণকে সুখভোগ করান। গুরুদেব মহাভাগবতবর। 'মহাভাগবতবর শ্রীগৌরকিশোরবর'।

প্রঃ—কৃষ্ণলোকে চেতনজগতে কংস জড়, ইহা কিরূপে হয়?

উঃ—সেখানে কংসের ক্রিয়া নাই, সেখানে জড়বৎ। সেখানে উদ্দীপনা হয়। কাঠের কংস দেখে উদ্দীপনা হচ্ছে। কাঠের কংস দেখে ক্রোধ হয়। তা' প্রেমের পুষ্টি করে। সেস্থান পূর্ণজ্ঞানময়। সেস্থানে বিদ্বেষটা নিষ্ক্রিয়। সেখানে বিরোধের সম্ভাবনা নাই। এখানে যেমন মলমূত্র-ত্যাগাদি আছে, সেখানে তা' নাই। সেখানে কংসের বধ, চৈদ্যের বধ নাই। সেখানে সবটা কৃষ্ণ, ক্রিয়াকলাপ সব কৃষ্ণ। কাহারও কোন বিদ্বেষ নাই। গোকুলে লীলায় চমৎকারিতা বেশী। সেখানে সব সুখময়, পরিপূর্ণ জ্ঞানঘনানন্দময়। অঘ-বক ইত্যাদি সেখানে ভাবরূপে আছে। এখানে এসব হচ্ছে দেখাচ্ছেন, অথচ এসব নয়—সেইজন্যই এখানে চমৎকারিতা বেশী। এখানে মানুষের মত ক্রিয়া। গোলোকে রক্তপাতাদি নাই, এখানে রক্তপাতাদি আছে। অপ্রকট-প্রকাশে ভাবটী আছে প্রেমের পুষ্টির জন্য। প্রেমের বিরোধী কোন কিছু সেখানে নাই।

প্রঃ—এখানে যদি কেহ অত্যাচার করে তবে তাহাও কি কৃষ্ণের কৃপা বা ইচ্ছা মনে করব?

উঃ—চিত্তবৃত্তি দেখতে হ'বে। In good faithএ করছে কি না। আমি বলছি অত্যাচার, কিন্তু যদি অত্যাচার না হয়। যদি বাস্তবিক দোষ হয়, তবে নিজেকে শোধন করতে হ'বে। যদি প্রকৃত বিদ্বেষী হয়, তবে সঙ্গ ত্যাগ করা দরকার। উপকারককে দেখে অত্যাচার মনে করতে পারেন। দুঃখেই এরূপ হ'তে পারে। যদি প্রকৃত অত্যাচার হয়, তবে সঙ্গত্যাগ করাই ভাল। কেহ অপকার করলে তা'র উপকার ক'রে, কথা বলে—অপকারের প্রতিশোধ দেবেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা হ'লেই অপকারের পরিবর্তে উপকার করা। যদি সত্য কথা ব'লেও না হয়, তবে স'রে যেতে হ'বে। যেখানে ভক্তিবিদ্বেষ, সেখানে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করা ভাল। যদি বুঝা যায় যে, হরিকথা বললে অত্যাচারকারীর চিত্ত ফিরতে পারে, তবে হরিকথা বলতে হ'বে। নিজে উদ্বিগ্ন না হ'য়ে, sensitive না হয়ে, সব সহ্য করতে হ'বে। কৃষ্ণভক্তির জন্য সব resist করতে হ'বে। কারণ, ভক্তের যা কিছু কৃষ্ণের জন্য। কৃষ্ণের জিনিষ রক্ষা করতে হ'বে। তা'তে বিবাদ হয় হ'বে। কৃষ্ণ বাদ দিয়ে মারামারিতে আমাদের কিছু নাই; ভোগের মধ্যে দ্বন্দ্ব। তা'র মধ্যে আমরা নাই বা থাকব না।

মধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সৎকথাদে কর। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-মায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গৌর-গোপাল আদাবা চতুর্ব্বিগ্রহ আছেন। তৎপ্রাচীন প্রত-শ্রীবিলাসমহলে 'নদীয়া প্রকাশ' প্রকাশালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিত্য পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রদর্শনী-বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অপ্রকটলীলাস্থান শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীনারায়ণীর ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ জাবি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগাড় বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দীঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মেথলা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশ গলি, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরব্রহ্ম মঠ,

পোঃ বিসনার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ

পোঃ কোকোলা, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কেনিং রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল, বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীর সেবা

(৫১) সাক্ষী-গোপাল-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর কোভুর গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠ

আঠারনালা, পোঃ সখী গোপাল, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) দীনাকুটী

(৫৬) জিয়ড়-নৃসিংহ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডল

পোঃ নলপুতা, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরঞ্জিৎ, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) অমর্দা গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্দা, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকুঞ্জ, পোঃ চাকদহ, (মণভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ডিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্ট-রোড
ব্রম্পটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।১৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

কিউইট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

বলরামপুর, চট্টগ্রাম।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

———:(০):———

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৹ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———::(০)::———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটী মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, শ্লোক-পাদ-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকাটোর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

———

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক্ খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও সেবকাদির প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নির্ধনী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও গুণগ্রাহী সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(○):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিতার শ্রীকা সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন [illegible] ধরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [illegible] ছোট বোতল ৷৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(○):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের ভক্তোত্তম পরবিদ্যাসাহিত্যের সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫-৪৫		৯-১০			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১৯	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ				১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১		১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

পোঃ — শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1514

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১২ই শ্রাবণ, ১৩৪৬, ২৮শে জুলাই, ১৯৩৯, শুক্রবার [১২৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বিহার ব্যবস্থা পরিষদ

জানা গিয়াছে যে, আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর হইতে পাটনায় বিহার ব্যবস্থা পরিষদের শারদীয় অধিবেশন আরম্ভ হইবে। প্রায় এক মাস অধিবেশন স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা এবং এই অধিবেশনে অনেক বিষয়ের আলোচনা হইবে।

যে সকল বিল জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচারিত হইয়াছে, যেগুলি সিলেক্ট কমিটির বিবেচনাধীন আছে এবং যেগুলি সিলেক্ট কমিটি হইতে ফেরৎ আসিয়াছে, পরিষদের এই অধিবেশনে সে সকল বিলই উত্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ছোটনাগপুর টেনিওর-রেকর্ডস রেন্ট একাউণ্টস (সংশোধন) বিল, কোর্ট-ফিস (নির্দ্ধারিত খাজনা হ্রাস) বিল, বিহার মাদক নিয়ন্ত্রণ বিল, বিহার মার্কেট ও ডিলার্স বিল, এবং বিহার মুসলীম ওয়াকফ বিল উহার অন্তর্ভুক্ত।

পরিষদের অধিবেশনে নূতন আর যে সকল বিল আলোচিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তন্মধ্যে বকাস্ত জমি সম্পর্কে একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত হইতেছে। এই বিলের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বকাস্ত জমি লইয়া বিরোধ ক্ষেত্রে বিলে বাধ্যতা-মূলক সালিশীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিষাণ-বিরোধ ক্ষেত্রে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাও ঐ বিলে করা হইবে।

বন সংরক্ষণ সম্পর্কেও একটি বিল উত্থাপিত হইবে। বেপরোয়াভাবে অবিবেচকের ন্যায় গাছকাটা বা বন নষ্ট করা রোধ করার ব্যবস্থা হইবে। এতদ্ভিন্ন, এই অধিবেশনে অতিরিক্ত কতকগুলি ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করা হইবে। এই সম্পর্কে বিভিন্ন সরকারী বিভাগ তালিকা প্রস্তুত করিতেছেন।

সেনা বিভাগের ভারতীয়করণ

সেনা বিভাগের ভারতীয়করণ আরও দ্রুততর করা সম্ভব কিনা তৎসম্পর্কে তদন্ত করার নিমিত্ত নিঃ ভাঃ হিন্দু মহাসভার সহঃ সভাপতি ডাঃ বি এস মুঞ্জে করাচী আসিয়া পৌঁছেন। তিনি তিন দিন এখানে অবস্থান করেন।

ডাঃ মুঞ্জে নাসিকের ভোঁসলা সামরিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, সেনা বিভাগ ভারতীয়করণ কমিটির সদস্য হিসাবে তিনি এখানকার সেনা ও বিমান বাহিনী পরিদর্শন করিবেন। ভারতীয় যুবকগণের সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে তিনি একটি বক্তৃতা করেন। সকালে আর্য্য বীর দল ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ডাঃ মুঞ্জেকে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। ভারতীয় যুবকগণের সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে তিনি আর একটী বক্তৃতা করেন।

বোম্বাই হইতে সিন্ধু প্রদেশকে স্বতন্ত্র করিবার পর সিন্ধু প্রদেশের হিন্দুদের কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তৎসম্পর্কে আলোচনার জন্য স্থানীয় হিন্দু সভার কর্ম্মিগণ ডাঃ মুঞ্জের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

কটকের ব্রাহ্মণী নদীতে জলবৃদ্ধি

কটক জেলায় ব্রাহ্মণী নদীতে ভীষণ বানের আশঙ্কা করা যাইতেছে। সরকারী রিপোর্টে জানা গিয়াছে উক্ত নদীতে যেরূপ বান ডাকিয়াছিল তাহা জেনাপুরের বানের জলের সীমারেখাও অতিক্রম করিয়াছে।

কটক জেলার সন্নিকট মহানদী ও কাঠজোড়ী নদীতে আপাততঃ জল বৃদ্ধি পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তবে গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং দরকার হইলে কিরূপ সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাইতে পারে তাহা জানিবার জন্য কটকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

বিশ্বব্যাপী নৈতিক অস্ত্র-সজ্জা আন্দোলন

পূর্ব্ব-ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কংগ্রেস সভাপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং ভারতের মেট্রোপলিটানের নাম বিশ্বব্যাপী নৈতিক অস্ত্রসজ্জা ইস্তাহারের স্বাক্ষরকারী রূপে কালিফোর্ণিয়ায় উক্ত আন্দোলনের সমর্থনকারীদিগের সম্মেলনে তারযোগে প্রেরণ করা হইয়াছে।

হোলীউডের — বিশালস্থলে সম্মেলনের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে

ইস্তাহারে অন্যান্য যেসব গণ্যমান্য ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে যুক্ত প্রদেশের মহিলা মন্ত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, বাঙ্গলার বণিক সভার ভূতপূর্ব্বপ্রেসিডেণ্ট স্যার বেন গীভ এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ ঝা আছেন।

সম্মেলনে বাঙ্গলার পক্ষ হইতে এই আন্দোলনে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন মা নাই ইন থ। গত মাসে বিমানযোগে উনি যাত্রা করিয়াছেন।

দেশীয় রাজ্যের সমস্যা

সিমলা ২৪শে জুলাই বড়লাট তাঁহার বর্ষাকালীন সফর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর আগামী আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে সিমলায় নরেন্দ্রমণ্ডলের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির এবং মন্ত্রীদের দরোয়া কমিটির বৈঠক হইবে বলিয়া মনে হয়। ইংলণ্ডেশ্বরের প্রতিনিধি নৃপতিদের নিকট হইতে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সংশোধিত সর্ত্তনামার খসড়ার উত্তর পাওয়ার পূর্ব্বেই ঐ বৈঠক হইতে পারে। ১লা সেপ্টেম্বরের মধ্যে চূড়ান্ত উত্তর পাঠাইবার পূর্ব্বে সম্ভবতঃ নবনগরের জামসাহেব এবং কয়েকটি রাজ্যের মন্ত্রিগণ সিমলায় আসিয়া রাজনৈতিক কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিবেন। যে সমস্ত রাজ্য ইতিপূর্ব্বেই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সংশোধিত সর্ত্তনামার খসড়ার উত্তর দিয়াছে, উহাদিগকে বর্দ্ধিত তারিখ পর্য্যন্ত চূড়ান্ত উত্তর পাঠাইতে এবং ইচ্ছা করিলে পূর্ব্ব প্রেরিত উত্তর প্রত্যাহার করিতে দেওয়া হইবে।

ডান্‌জিগের অস্ত্রসজ্জা

চার বাজার ডক শ্রমিকদের মধ্যে বক্তৃতাকালে হের ফষ্টার স্পষ্ট স্বীকার করিলেন যে, জার্মাণ সামরিক আয়োজন করিতেছে। তিনি বলেন, 'জার্মাণীর উপর নির্ভর করিয়া আর প্রয়োজন নাই। আমরা এখন যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্য তৈয়ার আছি, অন্যান্য দেশ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইতে পারে, কিন্তু তাহারা আমাদের নাগাল পাইবে না। অপরের রাজ্যের উপর আমাদের অধিকার আছে, আমরা তাহা ফিরিয়া পাইতে চাই।'

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যের বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—৯৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। বাদশ-আদর্শ ৷০
১৯। স্বধর্ম্মবিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ৷০
২৭। মুকুন্দমালা (মকুন্দমালাস্তোত্র) (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমচন্দ্রপরিক্রমায় ৷০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০⁄
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখা ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাধ্যসাধনী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ড স অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ড স ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। রোমাট গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ডস ফর ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি
৮১। সাধন-পথ
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১২ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১২ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৮শে জুলাই খৃঃ ১৯৩৯, শুক্রবার | ১২৮শ সংখ্যা

"শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ ; সেই কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহকে যে পাষণ্ডী নিষেধ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করে, সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ভাগবতগণের কর্ত্তব্য নহে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১২ পুরুষোত্তম, তিথি সর্ব্বোদশাহী গৌরাব্দ ৪৫৩

সাধুসেবা

——::(*):——

যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ সত্যের আলোচনাতে দিন কাটান, তাঁহারাই সাধু। আর যাঁহারা অনিত্য জগদ্ভোগের কথা লইয়াই দিন অতিবাহিত করেন, তাঁহারা অসৎ বা অসাধু। নিরন্তর হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত সাধুর একমুহূর্ত্তও অন্য কোন কৃত্য নাই। সাধু ভোগীও নহেন, ত্যাগীও নহেন, তিনি সেবক। তিনি নিজের যথা-সর্ব্বস্ব দিয়া হরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবা করেন ও প্রত্যেক সজ্জন ব্যক্তিকেই তাঁহার উপাস্য হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বদা তৎপর। ভোগ-মোক্ষ-বাসনা থাকাকাল পর্য্যন্ত ভক্তি হয় না। নিজের ভোগ বা ত্যাগে কৃষ্ণের সেবা নাই। কৃষ্ণভক্তের কোনই অভিলাষ নাই। তাঁহারা সকল কার্য্যের ফল কৃষ্ণকে ভোগ করাইয়া থাকেন। নিরন্তর হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবায় ব্যস্ত থাকায় অন্য চিন্তা করিবার সময় তাঁহার নাই। সাধু সর্ব্বক্ষণ প্রভুসেবায় নিমগ্ন বলিয়া নিজের সুবিধা-অসুবিধার দিকে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য নাই। তিনি প্রভুসেবাগত-প্রাণ। তিনি সব ছাড়িতে পারেন, কিন্তু প্রভুসেবা ছাড়িতে পারেন না। তিনি নিজের প্রতি যত কিছু অন্যায় অত্যাচার সব কৃষ্ণের কৃপা ও পরীক্ষা জানিয়া নীরবে সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম প্রভুর প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় অত্যাচারও সহ্য করিতে পারেন না, ধমনীতে একবিন্দু রক্ত থাকাকাল পর্য্যন্ত তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করেন। তিনি সাধু-শাস্ত্রের বাণীতে—শ্রৌতপথে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। শ্রৌতপথ হইতে তাঁহাকে কেহই বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে না। শাস্ত্রই সাধুরূপে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। জীবন্ত শাস্ত্রই সাধু। সাধু, শাস্ত্র ও গুরু—একটাই জিনিষ। তিনের মধ্যে কোন ভেদ নাই। তাঁহাদের যে কোন একটির সঙ্গ বা কৃপা হইলেই জীবের পরমমঙ্গল লাভ হয়। সাধুর সঙ্গ হইলেই জীবের অনাদিকর্ম্মপাশ ছিন্ন হইয়া যায়—অবিদ্যাবন্ধন বিদূরিত হয়। এই সাধুর কৃপাপ্রার্থী—দীন, হীন, অকিঞ্চন, কাঙ্গাল। এ জগতের কোন কিছুর প্রতি তাঁহার আশা-ভরসা বা অভিমান নাই। ধন, জন, বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যের অভিমান তাঁহার নাই। কেবল ভগবৎপ্রেমের জন্যই তাঁহার যত কিছু চেষ্টা। তিনি ভগবৎসেবার যে সকল বস্তু অনুকূল কেবল তাহাই স্বীকার করেন ও প্রতিকূল সব পরিহার করেন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন,—

সাধুশাস্ত্র-গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে।

সাধু, গুরু ও শাস্ত্র—এই তিনটীর সমন্বয় বুঝিতে না পারিলে সাধু চেনা যায় না। যেখানে তিনের ঐক্য, সেখানেই সত্য বস্তু প্রকাশিত হয়। আরোহ ও অবরোহ দুইটী পথ। আরোহপথে সাধুকে চেনা যায় না। অবরোহ-পথে অর্থাৎ সাধু যখন কৃপাপূর্ব্বক অবতরণ করেন, তখন সাধুর কৃপা বরণ করিলে সাধুর শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রৌতবাণীর দ্বারা নিয়মিত চক্ষে সাধুর দর্শন হয়। আরোহপথে অর্থাৎ জগতের বিচার, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, চতুরতা বা অন্য কোনও পারদর্শিতা দ্বারা সাধুর দর্শন হয় না। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পণ্ডিতব্যক্তিও তাঁহার খণ্ডজ্ঞানের দ্বারা পূর্ণজ্ঞানময় সাধুকে চিনিয়া লইতে পারেন না। এইজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।

পরতত্ত্ব কেবল শাস্ত্রবাক্য আওড়াইলেই উপলব্ধির বিষয় হন না। বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা বা বৈখরীর দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। সেবোন্মুখ না হইলে তাঁহার দর্শন হয় না। সেবোন্মুখ—শরণাগতের নিকটই তিনি তাঁহার নিজরূপ প্রকাশিত করিয়া থাকেন। ভগবানের কৃপায়—সাধুর কৃপায় এবং জীবের সেবোন্মুখতা বা শরণাগতি-ফলে সাধুর দর্শন পাওয়া যায়। সাধু অতীন্দ্রিয় বস্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অতীন্দ্রিয়কে কি করিয়া ধরা যাবে? 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।' কৃপায় খুব ভাল না হইলে সাধুর দর্শন লাভ হয় না। বৈকুণ্ঠাগত সাধুর - দর্শন সুদুর্লভ।

তস্কর সাধুকে যেরূপ এক দস্যুকে আর এক দস্যু, সেইরূপ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিও অনেক সময় সাধুকে অসাধু এবং অসাধুকে সাধু বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষদুষ্ট ব্যক্তির সাধু-দর্শন হয় না। সেহেতু আত্মবুদ্ধি থাকায় তাহারা বিষয়মত্ত হইয়া বস্তুর স্বরূপ দর্শন করে। দিব্যজ্ঞান লাভ না হইলে সাধুর দিব্যরূপ দর্শন হয় না। এই দিব্যজ্ঞান সাধুকৃপায় লাভ হয়। সাধু যদি কৃপা করিয়া তাঁহার সেবোন্মুখী বৈষ্ণবী ভাগবতী কৃপা করিয়া সেইভাবে আত্মস্বরূপ এর দর্শন করেন, তাঁহার বাণী যদি আমাদের দর্শনকে নিয়মিত করে, তবেই সাধুর সহিত সাক্ষাৎকার হইবে। আমরা যদি সাধুকে দেখিতে গিয়া তাঁহার চেহারা, তাঁহার বসন, তাঁহার খাওয়াদাওয়া, তাঁহার বক্তৃতাশক্তি দেখিয়া বসি, তাহা হইলে সাধুদর্শন হইল না।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

যদি আমি অকপট, অকুটিল হই, তাহা হইলে কৃষ্ণ কৃপা করিয়া আমার নিকট তাঁহার নিজ-জন সাধুকে প্রেরণ করিবেন। অকপটে যদি তাঁহাকে চাই, তাঁহার নিকট কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাই—'আমি কে, তাহা দয়া করিয়া আমাকে জানাইয়া দাও,' তাহা হইলে কৃপাময় ভগবান্ নিশ্চয়ই আমাকে আমার স্বরূপ ও সাধুর স্বরূপ জানাইয়া দিবেনই। আমার প্রার্থনার মধ্যে যদি কোন কপটতা না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি প্রকৃত সাধু পাঠাইয়া দিবেন। যদি তাঁহার দয়াই না থাকিবে, তাহা হইলে তাঁহার অবতার, তাঁহার শাস্ত্র ও নিজজনের অবতার হইবে কেন? অকপটে তাঁহাকে চাহিলেই তিনি কৃপা করিবেন। তিনি কৃপা করিবার জন্যই ব্যস্ত। সূর্য্য যেরূপ আলোকপ্রদানের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত, সেইরূপ মঙ্গলময় ভগবান্ জীবের মঙ্গলের জন্য সাধুকে নিষ্কপটের নিকট প্রেরণ করিতে ব্যস্ত।

সাধু পাওয়া কষ্ট বড় জীবের জানিয়া।
সাধু-গুরুরূপে কৃষ্ণ আইল নদীয়া॥

সাধুকে সেব্যবস্তু জানিতে হইবে। সাধুর আনুগত্যেই ভগবানের সেবা করিতে হইবে। ভগবান্ সাধুরই সেব্য। ভগবান্ আর কাহারও সেবাগ্রহণ করেন না। সাধু যদি কৃপা করিয়া আমাদের ক্ষীণতম সেবাণু ভগবৎপাদপদ্মে নিবেদন করেন, তাহা হইলেই ভগবান তাহা গ্রহণ করিবেন, নতুবা নহে। ভগবান্ সাধুরই নিত্যারাধ্য বস্তু। সাধুর হৃদয়ই ভগবানের নিত্যাবস্থিতিস্থল। সাধুর হৃদয় বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ অন্য কোথাও যান না। সাধুরই কৃষ্ণ। সাধুই কৃষ্ণকে দিতে পারেন। সাধু কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণ সাধুর। পরস্পরের মধ্যে মাখামাখি ভাব। একজনকে অন্যজন ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। এইরূপ সাধুকে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বদাই রক্ষক, শাসক, ও নিয়ামক করিতে হইবে, গুরুরূপে বরণ করিতে হইবে। তাঁহার উপর গুরুগিরি করিতে হইবে না। তাঁহাকে পালক না করিয়া পাল্য করিতে হইবে না। এইরূপ সাধুর প্রকৃষ্টসঙ্গ হইলেই শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। সাধুর নিকট যাইয়া প্রীতি সহকারে তাঁহার সহিত ভগবৎকথা আলোচনাই সাধুসঙ্গ, তাহাতেই ভক্তি লাভ হয়।

বর্ত্তমানে সাধুসঙ্গ কেবল হরি-বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদকমাত্র। একটু আদরের সহিত সাধুসঙ্গ করিলেই জড়াসক্তি প্রভৃতি ক্রমশই দূর হয়। সাধুসঙ্গই একমাত্র ভক্তি-প্রদ-সুকৃতি। বর্ত্তমান জগতে শুদ্ধ সাধুর সঙ্গ দুর্লভ। বাহ্য বেষ দেখিয়া যাহাকে তাহাকে সাধু বলিয়া তাহার সঙ্গ করিলে অমঙ্গলই হইবে। সাধু অনেক পাওয়া যায় না। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—'জগতে সাধু মাত্র একজন এবং তাঁহার বড় আরও দুই চারিজন আছেন।' আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মই সেই একমাত্র সাধু। এতদ্ব্যতীত জগতে আর সাধু নাই। এই সাধুশ্রেষ্ঠ, সাধুশিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট Unconditional surrender করিতে হইবে। তাঁহার সেবা করিতে না পারিলে কাহারও সুবিধা হইবে না। আমরা যদি গুরুপাদপদ্মের বুদ্ধিশক্তি কম আছে মনে করি, তাহা হইলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। একমাত্র গুরুসেবকের নিকটই শাস্ত্রার্থ স্ফূর্ত্তিলাভ করে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীমুখ-নিঃসৃতবাণী প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহকারে শ্রবণ করিতে হইবে। তাঁহার কৃপা হইলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই ভগবানের কৃপা। গুরুদেবের কৃপা ব্যতীত জীবের উদ্ধার নাই।

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

[একমাত্র যাঁহার কৃপাতেই ভগবদনুগ্রহ লাভ হয়, যিনি অপ্রসন্ন হইলে জীবের কোথাও গতি নাই, আমি ত্রিসন্ধ্যা সেই গুরুদেবের কীর্ত্তিসমূহ স্তব ও ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করি।]

যিনি ভগবানের সেবা করেন, তাঁহার সেবা করিলেই আমাদের মঙ্গল হইবে। সাধু-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য ব্যতীত জীবের মঙ্গললাভের অন্য কোন পন্থা নাই। সুতরাং শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল হউক।

গুরুদেব! আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি' আমারে লইলে
সংসারে উদ্ধার পাই॥

আমাদের কর্ত্তব্য

(প্রাপ্ত)

ভজনের পথে শ্রীভগবানের ইচ্ছায় অনেক সময় অনেক বাধাবিপত্তি আসে। যিনি সম্পূর্ণ শরণাগত, যিনি গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বাত্ম-সমর্পণ করিয়া তাঁহাদের হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার বাধা বা বিপদে ভয় নাই; বরং জগৎ যাহাকে বিপদ্ বলিয়া জানে, তিনি তাহাকে সম্পদ্ বলিয়াই গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের দুর্ব্বলচিত্ত বাধা-বিপদ্ দেখিয়া ভীত হয়, উৎসাহ হারাইয়া ফেলে। বিশেষতঃ যখন দেখিতে পাই, যাঁহাদিগকে এতদিন আদর্শ বলিয়া জানিয়াছি, যাঁহাদের সঙ্গ ও উপদেশ আমাদের দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বল দিয়াছে, বিশ্বাস হারাইতে দেয় নাই, তাঁহারাই আবার অন্যপ্রকার বিচারকেই বহুমানন করিতেছেন, তখন একটা প্রবল দ্বিধা আসে, কি করিব, কিছুই যেন বুঝিতে পারি না।

এই দ্বিধা বা দুর্ব্বলতা অশরণাগতের। শরণাগত বা হরিভজনে নিষ্কপট অভিলাষযুক্ত যিনি, তাঁহার ঐ প্রকার চিত্তবৃত্তি নহে। গোপ্তৃত্বে বরণই শরণাগতের স্বরূপ-লক্ষণ। শরণাগত নিজের বলের প্রতি ভরসা রাখেন না; তিনি ইষ্টবস্তুতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে গোপ্তৃরূপে বরণ করেন। বরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় ভরসা পান—কৃষ্ণ অবশ্যই রক্ষা করিবেন। এইজন্য শরণাগতের ভয় বা সংশয় নাই। যাঁহাকে তিনি স্বীয় রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া জানেন, সেই অসমোর্দ্ধ, অধোক্ষজ উরুক্রমের নিকট মায়ার কোন প্রভাব নাই। সুতরাং অশরণাগত মায়াভিনিবিষ্ট দুর্ভাগা জীব যেরূপ ভীতিগ্রস্ত হইয়া সন্তাপ লাভ করেন, সেই ভীতি শরণাগতের নাই। শরণাগত সংশয়াত্মা নহেন, তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী। তাঁহার আনন্দ-সম্পৎ প্রভু কৃষ্ণ স্বয়ংই রক্ষা করিবেন, এ বিশ্বাস তিনি কখনও পরিত্যাগ করেন না।

পূর্ণ শরণাগতই বৈষ্ণব। সেই শরণাগত অর্থাৎ বিশ্বাসের ভূমিকায় অবস্থিত, গোপ্তা কৃষ্ণকর্ত্তৃক নিত্য-রক্ষিত বৈষ্ণবই আমাদের আদর্শ; অশরণাগত, ভীত বা সংশয়াত্মা আমাদের আদর্শ নহে।

ভজনের পথে বাধা আছেই। সত্যের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে; উহা কোটি-কণ্টকে আবৃত, শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। আমাদের অশরণাগত চিত্ত বাধা দেখিয়াই হতাশ হইয়া পড়ে; সঙ্গে সঙ্গে ভয় ও সন্দেহ আসে। কিন্তু বাধা দেখিয়া হতাশ কেন হই? কৃষ্ণের নিকট অগ্রসর হইতে যে বাধা দেয়, সে মায়া। মায়ার বিক্রম যত প্রবলই হউক না কেন, কৃষ্ণের নিকট উহা চিরদিনই পরাস্ত। সেই কৃষ্ণই যখন রক্ষাকর্ত্তা, তখন ভয় পাইবার ত' কোন কথা নাই। বিপদ্ বা বাধা দেখিয়া হতাশ না হইয়া উহার তাৎপর্য্যের সহিত যুদ্ধ করাই প্রয়োজন। বাধাবিপদ্ গুরুদেবের পরীক্ষা মাত্র। এই পরীক্ষা নিষ্ঠুরতা নহে। আমাদের হৃদয়ে যে কুটিনাটি, কপটতা, অন্যাভিলাষ—সহস্র সহস্র অনর্থ, প্রতি মুহূর্ত্তে নূতনরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া আমাদিগকে কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি অভিনিবিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, করুণাময় গুরুদেব বাধাবিপদের অগ্নিতে সেই জঞ্জালরাশি দগ্ধ করিয়া আমাদিগকে নির্ম্মল করিতে চান, যে রূপ কৃষ্ণ দয়া করিয়া দর্শন করেন, সেই রূপ প্রকাশ করিতে চান। পরীক্ষার আপাত নিষ্ঠুরতার মধ্যে শ্রীগুরুদেবের এই মহা ঔদার্য্যময়ী লীলাটি উপলব্ধি করিতে যেন আমরা ভুল না করি।

বৈকুণ্ঠের যাত্রী বহু হয় না; কিন্তু হইবার যোগ্যতা সকলেরই আছে। সুতরাং আমরা যদি সত্য সত্যই নিষ্কপট হই, তাহা হইলে আমাদের হতাশার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমাদের শ্রীগুরুবর্গ বলিয়াছেন—যে দিন সমস্ত জগতের লোক আমাদের উপর রুষ্ট হইয়া উঠিবে, সেই দিনই প্রকৃতপক্ষে আমাদের হরিভজন আরম্ভ হইবে। যেদিন বহির্ম্মুখ জগতের কর্ম্মী, জ্ঞানী, কৃষ্ণ-দ্বেষী, অন্যাভিলাষি-সম্প্রদায় আমাদিগকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করিবে, সেইদিন আমাদের প্রতি বৈষ্ণবের কৃপা হইবে। লেখনীতে, মুখে এ পর্য্যন্ত শত শত বার এ কথা বলিয়াছি—যত বাধা-বিপত্তি আসুক, কখনও শ্রীগুরুপাদপদ্মে বিশ্বাস হারাইব না; বরং বিপদে শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রতি শ্রদ্ধা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইবে। সেই কথার কতটা আন্তরিকতা ছিল, তাহার প্রমাণ দিবার মহাসুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এখন যদি পশ্চাৎপদ হই, নিজের দুর্ব্বলতা, ক্ষুদ্রতার দোহাই দিতে থাকি, তাহা হইলে এতদিন ধরিয়া গুরুদেবকে প্রতারণা করিয়াছি মাত্র—ইহাই প্রমাণিত হইবে। দুর্ব্বলতার জন্য খুব বেশী চিন্তার কারণ নাই। কারণ, আমরা দুর্ব্বল হইলেও আমাদের গুরুপাদপদ্ম দুর্ব্বল নহেন এবং তিনি আমাদের এখনও পরিত্যাগ করেন নাই। আমরা যদি সত্য সত্যই হরিভজনেচ্ছু হই, তাহা হইলে শত দুর্ব্বলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না, এই আশ্বাস পাইবার পরও যদি আমরা দুর্ব্বলতার নজীর দেখাইয়া

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

পশ্চাৎপদ হই, তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, আমরা কেবলমাত্র দুর্ব্বল নহি, পরন্তু কপটতা অতি ঘৃণিত আকারে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, বহির্মুখ-জনসমাজ তাহাকে যাহাই বলুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ইহা আমাদের পক্ষে পরম শুভক্ষণ। এমন একটি অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যে, এখন একমাত্র শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মসেবাভিলাষ ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার উদ্দেশ্য লইয়া আমরা আর টিঁকিয়া থাকিতে পারিব না। হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও অন্যাভিলাষ থাকিলে শ্রীসর্ব্বণের হলাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া যাইতে হইবে। সম্পূর্ণ শরণাগত হইবার, শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছার সহিত খাপে খাপে মিলিত হইবার মহাসুযোগ উপস্থিত। এই সুযোগকে দুর্যোগ মনে করিয়া আমরা আমাদের মঙ্গলের দ্বার যেন চিররুদ্ধ না করি।

আমাদের দৃষ্টি উন্নত হওয়া প্রয়োজন। কি মহত্তম বস্তু লাভের আশায় আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপনীত হইয়াছি! সেই বস্তুলাভের আশা যদি কখনও শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রাপ্ত হই, তাহার জন্য সমস্ত বাধাবিপত্তি সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হওয়া ত' উচিত নহে। সেই মহতী আশার নিকট বাধাবিপত্তির প্রাবল্য কত তুচ্ছ! সংশয়াত্মার বিনাশ হয়, কিন্তু ভক্তের—শরণাগতের বিনাশ নাই। যে বাধাবিপত্তিকে অশরণাগত ভীতির চক্ষে দেখিতেছে, সেই বাধাবিপত্তিই শরণাগতের নিকট অত্যন্ত অনুকূল হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা গতিশীল, তাঁহারা এই অনুকূল স্রোতে কত কোটি যোজন অগ্রসর হইয়া যাইতেছেন। শরণাগত কতখানি ভরসা পাইয়া "সমস্ত জগৎটা যদি বিরোধী হইয়া যায়, যাউক, তাহাতে কি আসে যায়?" এইরূপ কথা বলিতে পারেন, তাহা দর্শন করিবার মত সেবাচক্ষু আমাদের লাভ হউক। সংশয়াত্মার পতনোন্মুখতার প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া শরণাগতের গতিশীলতা লক্ষ্য করিবার শক্তিই আমাদের কাম্য হউক।

সকলের মূল—শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস; এই শ্রদ্ধাই ক্রমশঃ ভক্তি ও প্রেমভক্তিরূপে পুষ্ট হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত ব্রজধাম পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ভূমি। ব্রজবাসিগণ বিশ্বাস-পরায়ণ। তাঁহারা "অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ"—এই বিশ্বাস রাখেন। সেইজন্য যখন ব্রজবিলাসবিরোধী অসুরকুল ব্রজগোপগণের অনিষ্ট-সাধনে প্রয়াস পায়, তখন তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে আত্মরক্ষার কোন উদ্যম দেখান না। আমাদের চিত্ত অসুরকুল-প্রবর্ত্ত প্রত্যাবর্ত্তী উৎপাটিত করিবার জন্য মায়া সহস্র প্রকারে চেষ্টা করিবে। যতই অগ্রসর হওয়া যাইবে, বাধা ততই প্রবলতরবেগে আসিতে থাকিবে। সেই সঙ্কটজনক মুহূর্ত্তে যদি বিশ্বাসটি হারাই, যদি রক্ষককে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিতে কুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে কি করিয়া রক্ষা পাইব? সেই সময় যদি ব্রজবাসীর অনুসরণে নিজ বলচেষ্টা, নিজের জ্ঞান, বিচার, অভিজ্ঞতার প্রতি আস্থা স্থাপন করিবার দাম্ভিকতা না করিয়া গুরু-বৈষ্ণবকে একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস রাখিতে পারি, তাহা হইলেই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব, নতুবা নহে।

অনেক সময় আমাদের অশান্ত চিত্তের নানাপ্রকার কুটিনাটি, মলিনতা, অন্যাভিলাষের নিত্য নূতন রূপ দেখিয়া আমাদের মনে হতাশা আসে। এইরূপ অধম চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট আমাকে কি গুরুদেব দয়া করিবেন? এই প্রকার চিন্তা করিয়া আমরা উৎসাহ হারাইয়া ফেলি। আমাদের মনে হয় "আপনার জনে দণ্ডিয়া এখন শ্রীচরণে দেহ' স্থান", "বিমুখ দেখিয়া ছাড় নিজ জনে না কর করুণা লব", "তব দয়া মোর অধিকার"—এই সকল কথা আমরা কি করিয়া বলি? আমাদের যে কত সহস্র দোষ রহিয়াছে, এরূপ ধৃষ্টতার সহিত করুণা যাচ্ঞা আমরা কি করিতে পারি? আমরা কি নির্ভীকসহকারে এরূপ বলিতে পারি—"দণ্ড দিতে হয় দাও, কিন্তু ছাড়িও না? আমাদের এমন কি দাবী আছে যে, বলিলেই শুনিবেন, আর আমরাই বা কি করিয়া বলিব?" কিন্তু এই বিচার সুষ্ঠু নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত আমার যে নিত্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। বিমুখ হইলেও আমি ত' তাঁহারই জন, 'আপনার জন।' বিমুখতা স্বরূপগত নহে, কিন্তু সম্বন্ধটি স্বরূপগত। গুরুপাদপদ্মের সহিত আমার যে নিত্যসম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা ভুলিয়া পতিত হইয়াছি বলিয়া তিনি যে কৃপা করিবেন না, তাহাও নহে। আমি পতিত হইলেও তিনি পতিতপাবন। পতিতের ইহা অপেক্ষা অধিক ভরসার বিষয় আর কি হইতে পারে?

দয়া করা গুরুদেবের সত্তা। তিনি দয়া করিবেন কি না, এরূপ বিচার আসিলে গুরুদর্শন হয় না, গুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করা হয়। আমাতে কিছু গুণ কিছু থাকিলেই গুরুদেবের দয়া সুলভ হইত, এরূপ নহে। গুরুদেবের দয়া করিবার সামর্থ্য সন্দিহান হইতে হইবে না। তিনি কৃপা করিবেন কি না, তাহা আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না, তাহা তিনিই জানেন। আমরা নিতান্ত অযোগ্য এবং কেবলমাত্র অযোগ্য নহি, পরন্তু অপরাধী। তথাপি কৃপা ব্যতীত যখন আর গতি নাই, তখন অযোগ্য অপরাধী জানিয়াও 'গুরুদেব! কৃপা করুন' অকপট দৈন্য ও আর্ত্তির সহিত নিরন্তর এইরূপ প্রার্থনা করাই আমাদের প্রয়োজন। এইরূপ সনির্ব্বন্ধ কৃপাপ্রার্থনা দাম্ভিকতা নহে। প্রকৃতপক্ষে উহাই শরণাগতির লক্ষণ। গুরুদেব দয়া করেন এবং কৃষ্ণ রক্ষা করেন, এই বিশ্বাস—একই কথা। এই বিশ্বাসই শরণাগতি।

দোষ আছে বলিয়া নিরুৎসাহ কেন হইব? আমার বহু দোষ আছে, ইহা জানিয়াই ত' গুরুদেব আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আশ্রয়বিগ্রহ, তিনি কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমার দোষ ত্রুটির জন্য গুরুদেব কৃপা করিতে বিরত হইলেন, এরূপ ত' কখনও দেখা যায় না। যদি তিনি দোষ-গুণের বিচার করিতেন, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় গুণলেশবর্জ্জিত, সর্ব্বদোষের আকর পতিতাধমকে কখনই স্বীয় পাদপদ্মে স্থান দিতে পারিতেন না। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী করুণাই ত' অব্যুক্ত হইতেছেন। আমরা যে সেই করুণাধারায় সর্ব্বাপ্লাবিত হইতে পারিতেছি না, তাহার কারণ, আমাদের শরণাগতির অভাব। সেই অভাবও তাঁহার কৃপা-বলেই দূর হইবে। শরণাগতিই আমাদের স্বরূপ। সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছি না বলিয়া আমাদের তীব্র দুঃখ আর্ত্তি হউক, কিন্তু হতাশা না আসে। হতাশায় দাম্ভিকতা আছে। শরণাগতের হতাশা নাই, তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহ।

"রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো" অথবা "অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন" এই বাক্যের সুন্দর তাৎপর্য্য আছে। কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন, এই বিশ্বাসটি রাখিতে উপদেশ করিয়াছেন; রক্ষা করিবেন—এইরূপ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, সে কথা বলেন নাই। প্রমাণ পাইবার পর যে নিশ্চয়তা হয়, উহাই জ্ঞান। প্রমাণ পাইবার পূর্ব্ব হইতেই যে নিশ্চয়তা থাকে, উহাই বিশ্বাস। যেখানে পরস্পরের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই, পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণভাবে জানেন, সেখানেই স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস বর্ত্তমান, উহা প্রমাণের অপেক্ষা করে না। প্রমাণ যেখানে প্রয়োজন হয়, সেখানে সংশয় আছে। সংশয়—অজ্ঞান, আর বিশ্বাস—স্বরূপজ্ঞান। পূর্ণ শরণাগত ও কৃষ্ণের মধ্যে ব্যবধান নাই; সেখানে অখণ্ড বিশ্রম্ভভাব বর্ত্তমান। বিশ্বাস কর অর্থাৎ শরণাগত হও, স্বরূপে অবস্থিত হও। এই 'বিশ্বাস' শব্দটি প্রয়োগ করিয়া আরোহমূলক চিন্তাস্রোতের মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। প্রথমেই কোন প্রমাণ দেখান হইবে না। যাচাই করিয়া, পরীক্ষা করিয়া বাজাইয়া লইবার অবসর দেওয়া হইবে না। এমন কি "সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ" এই আশ্বাস রক্ষাকর্ত্তা দিবেন, তবে তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব—ইহাও শরণাগতের বিচার নহে। সেবা লাভ করিতে হইলে ঐরূপ আশ্বাসবাণীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কোন প্রকার সংশয় লইয়া সেখানে যাওয়া যাইবে না। অতএব সকল সংশয় ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করেন, ইহা প্রথমে বিশ্বাস করিতে হইবে। বিশ্বাস করিলে প্রতারিত হইতে হইবে না; কারণ এই বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস নহে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন অবিশ্বাসী সংশয়াত্মা শরণাগতের বিশ্বাসকে অন্ধবিশ্বাস বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে শরণাগতের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। সরল জিজ্ঞাসু যখনই বিশ্বাস করিবেন যে, শ্রীকৃষ্ণ সত্য সত্যই রক্ষা করেন, তখনই উহার সত্যতা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই বিশ্বাসটি আরোপ বা চেষ্টাকৃত কোন ব্যাপার নহে; উহা স্বরূপের স্বভাব। তর্কৈষণা, সংশয়—ইহাই বিরূপের বৃত্তি। আগে তর্ক করিয়া প্রমাণ করিয়া লই, তাহার পর বিশ্বাস করিব—ইহা কখনও সম্ভব হয় না; কারণ, বিরূপের ধর্ম্মে চালিত হইয়া স্বরূপ লাভ করা যায় না। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে স্বরূপের বৃত্তিদ্বারাই চালিত হইতে হইবে, অন্য কোন পন্থা নাই। এইজন্য তর্ক বা সংশয়কে প্রথমেই খর্ব্ব করিয়া বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করা হইয়াছে। বিশ্বাস যদি করিতে পারা যায় তাহ হইলেই উপলব্ধি হইবে। বিশ্বাস করিতে না পারিলে কোন সংশয়ের মীমাংসা কখনও হইবে না। শ্রীকৃষ্ণ কিছু আশ্রিতরক্ষণে অসমর্থ নহেন; কিন্তু যেখানে বিশ্বাস নাই, গোপ্তৃত্বে বরণের অভিলাষ নাই বরং সংশয় বা প্রচ্ছন্ন দাম্ভিকতা বর্ত্তমান, সেখানে দাম্ভিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় রক্ষকস্বরূপ প্রদর্শন করেন না। কারণ, দম্ভই মায়া। মায়া কখনও কৃষ্ণের বা কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির [illegible] হইতে পারে না। দাম্ভিক শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপেক্ষাই প্রাপ্ত হয়; উহাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রদর্শনী-বিভাগ কক্ষে 'নদীয়া-প্রকাশ'-যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অষ্টমুদ্রকুঞ্জমন্দিরাশ্রম-শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

... দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহন্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউকাপা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) পরাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওল্ড পোষ্টাফিস বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

... সিটাপুর · পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

ফল্গু রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশমহল্লা, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দেশ্বর বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেওয়ারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রেসকোর্স রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্পবেল বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ মাইলাপুর, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, পশ্চিম গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ... গৌড়ীয়মঠ

আঠারনালা, পোঃ বলাগণ্ডি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

শীশমহল, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) ... গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ বলিয়াহাটা, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অমাধি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমাধি, মেদিনীপুর

(৬২) ... প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারহট্ট, পোঃ হালিসহর, (২৪পরগণা)।

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৫০১ নং ডিউটিন্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ভাইকাউণ্ট

ব্র্যাম্পটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

কানকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীসুহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷/০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———::(*)::———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুর্নবতিতমবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় স্থলে টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রকৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাবিভায় ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বরিশা, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রহস্য-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের প্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল অপ্রাকৃত সত্যবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদকে শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীরহস্য-সংলাপ" নাম দিয়াপৃথক শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিক বিরহোৎসব-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠমাত্রেই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাষাশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৬৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল সম্যক্ প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসী সর্ব্ববিদ্যাশাস্ত্রিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৹ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩১৷১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতিও অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৪		৯-১৩		১৩-৫১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১৩
ছাঃ	৩-৩৬ ৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৫	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৩			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬ ৯-২১		১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-০৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
[illegible]—নদীয়া,
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1344

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪৬, ২৯শে জুলাই, ১৯৩৯, শনিবার [১২৯শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—০(০)০—

সরকারী বাসে গুলী বর্ষণ

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্থানে জানডোলা ও চাগমালাইয়ের মধ্যে টোচি[illegible] বিভাগের একখানি বাসের উপর গুলী বর্ষিত হইয়াছে। একজন মাহুদ প্রহরী গুলীর আঘাতে নিহত এবং আর একজন মাহুদ প্রহরী ও একজন পাইলট গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। বাসখানি চাগমালাইয়ে পৌঁছে এবং আহত ব্যক্তিগণকে হাসপাতালে ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়।

বোচিয়াল নামে জনৈক হিন্দু বণিক যখন একটি মকদ্দমার স্থল হইতে বাড়ীতে ফিরিতেছিল, তখন বান্নু হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে চৌকি রোড হইতে অপহৃত হয়। টাঁকা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মীর মাহের আলের নেতৃত্বে একটি অনুসন্ধানকারী দল তৎক্ষণাৎ প্রেরিত হয়, কিন্তু তাহারা অকৃতকার্য হইয়া প্রত্যাবর্তন করে। গত জুন মাসে কাকি রোড হইতে গোপালদাস নামে যে হিন্দু অপহৃত হইয়াছিল, বিনা মুক্তি পণে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জানিখেল উপজাতীর উপর রাজনৈতিক বিভাগের চাপ দেওয়ার ফলেই তাহার মুক্তি সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গত এক পক্ষকালের মধ্যে বান্নু জেলার আটটি স্থান হইতে সৈনিকদের তার কর্তনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

———

করাচী সহরে গুজব

করাচী সহরে গুজব প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। বন্দর হইতে একখানি বিমানপোত আসিয়াছিল। ইহার আগমনের কারণ রহস্যাবৃত। অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, বিমান খানি একজন পদস্থ সামরিক কর্মচারীকে লইয়া করাচীতে আসিয়াছিল। উক্ত সামরিক কর্মচারী ডুগরোড পরিদর্শন করেন। সামরিক প্রয়োজন বশতঃ একখানি আংশিকভাবে বোঝাই মালবাহী জাহাজ হইতে সমস্ত মাল খালাস করা হইয়াছে। সামরিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া আর একখানি জাহাজ প্রস্তুত রাখা হইয়াছে। রেল কর্তৃপক্ষের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, করাচীতে আরও সৈন্য আমদানী হইবার সম্ভাবনা আছে। কয়েকখানি জাহাজ পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ইহাদের গন্তব্য স্থান কোথায় তাহা জানা যায় নাই। গত রবিবার দুইখানি জার্মাণ জাহাজ অকস্মাৎ বন্দর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত ঘটনার ফলে ব্যবসায়ী মহলে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। সংবাদ জানিবার জন্য লোকে ঘন ঘন সংবাদ-পত্রের আফিসে ফোন করিতেছে।

———

বাঙ্গলা ও আসাম রেল বোর্ড শ্রমিক সম্মেলন

বাঙ্গলা ও আসাম রেল-রোড শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে চট্টগ্রামে যে সম্মেলন হইবার কথা ছিল, তৎসম্পর্কে উক্ত ইউনিয়নের অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বি এন দাশগুপ্ত সংবাদ-পত্রে এক বিবৃতি মারফৎ উক্ত ইউনিয়নের প্রত্যেক শাখাকে জানাইতেছেন যে, তালিকাভুক্ত প্রত্যেক একশত সভ্যের স্থলে তাহাদিগকে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে হইবে। আগামী ১৫ই আগষ্ট অথবা তৎপূর্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের তালিকা অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে। বাঙ্গলা ও আসামের মধ্যে যে সমস্ত রেলওয়ে কোম্পানীর কোন প্রতি-নিধি নাই তাহাদের মধ্যে প্রত্যেক কোম্পানী ইউনিয়ন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং তৎসম্পর্কে যাবতীয় চিঠিপত্র আগামী ২০শে আগষ্টের মধ্যে সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। সম্মেলনের দিন এবং স্থান এখনও সঠিকভাবে ধার্য্য হয় নাই। প্রত্যেক প্রতিনিধিকে ফি-বাবদ নগদ এক টাকা দিতে হইবে। প্রত্যেক ইউনিয়নের ব্রাঞ্চ সেক্রেটারীর সার্টিফিকেট দেখাইলে প্রতিনিধি টিকিট দেওয়া হইবে। বিষয় নির্বাচনী সভায় যে সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে তাহার নকল আগামী ২৫শে আগষ্ট অথবা তাহার পূর্বে সাধারণ সম্পাদক, ৪৮।৮।১ সার্ক্‌ল রোড, কাশীপুর, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

বড়লাটের কটক পরিদর্শন

আগামী ৩১শে জুলাই বড়লাট কটক পরিদর্শন করিবেন। এইজন্য এখন হইতেই উদ্যোগ-আয়োজন সুরু হইয়াছে। উড়িষ্যার নানাস্থান হইতে কটকে প্রায় এক হাজার কনেষ্টবল আমদানী করা হইয়াছে। তাহারা সহরে ছাউনী ফেলিয়া অবস্থান করিতেছে।

কটকের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ আইনের ৩০ ধারা অনুসারে এই মর্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, পূর্বাহ্নে কর্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া কটক মিউনিসিপালিটী ও সদর থানার এলাকায় কোনরূপ সভা করা চলিবে না এই আদেশ ৪ঠা আগষ্ট পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

এদিকে বড়লাটের কটক পরিদর্শনের সময় কংগ্রেস কর্মিগণের আচরণ কিরূপ হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য আগামী ২৮শে জুলাই কটক জেলা কংগ্রেস কমিটির এক সভা আহ্বান করা হইয়াছে এবং কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী, সরকারী অনুষ্ঠানে কংগ্রেস কর্মিগণের যোগদান সম্পর্কে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তাহা কংগ্রেস কর্মিগণকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

———

সিন্ধুতে গ্র্যানাইট পাথরের পাহাড়

থার পর্কার জেলার নাগর পার্কারে "গ্র্যানাইট পাথরের" পাহাড় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোম্বাইয়ে এই শ্রেণীর যে পাথর পাওয়া যায় ইহা অপেক্ষা উক্ত পাথর উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রকাশ।

কর্তৃপক্ষ ইহা দ্বারা কিভাবে সিন্ধু বিশেষ লাভবান হইতে পারে তাহার উপায় চিন্তা করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যে সিন্ধু-গুজরাট রোড নির্মাণের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন, ঐ রাস্তা হইলে এই সম্পর্কে বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া ধারণা হয়।

———

ইঙ্গ-জাপ আলোচনা

স্যার রবার্ট ক্রেগী এবং মিঃ আরিতার মধ্যে যে আলোচনা হইতেছে তৎসম্পর্কে এপর্যন্ত কেবল জাপানী মহল হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। লণ্ডনের সরকারী মহল হইতে বলা হইতেছে যে, মিঃ চেম্বারলেন কমন্স সভায় বক্তৃতা না করা পর্যন্ত ঐ সমস্ত সংবাদ পুরাপুরি বিশ্বাস করা কিংবা কোন মতামত প্রকাশ করা সঙ্গত নয়। মিঃ চেম্বারলেন কমন্স সভায় বলেন যে, টোকিও আলোচনা স্থানীয় ব্যাপার সম্পর্কে হইবে। উহার পরেও তিনি বলিয়াছেন যে, আলোচনা তিয়েনৎসিন ব্যাপারের উপর সাধারণভাবে হইবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— .
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬.
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০
১৮। ব্রাহ্মণ-আদর্শ ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
(অবাঁধা) ১৲
গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০
মুক্তিফলটীকা ধৃতগৌরজঃ (সানুবাদ) ২৲
বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০
প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা ⁄১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু পরিক্রমায় ৷০
৪০। শরণাগতি ⁄০
৪১। গীতাবলী ⁄০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ⁄০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকল্প
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ⁄১০
৪৯। অর্চ্চনকল্প ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৬৩। সচীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷৫
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ⁄০
৬৭। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ভিউ অফ্ স অন বেদান্ত ৷৶
৭০। নামভজন ⁄০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৫
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অসমূর্ণ খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ⁄০
৮৪। শরণাগতি ⁄৫

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ⁄৫

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

(শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া)

১৪শ বর্ষ { ১৩ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৩ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৯শে জুলাই ইং ১৯৩৯, শনিবার } ১১৯৭ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

মুসৌরীতে

গত ১৯শে আষাঢ় ৪ঠা জুলাই শ্রীচৈতন্যমঠসেবক শ্রীপাদ রেবতীরমণ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিশ্চয় প্রভু কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ হরিদ্বার শ্রীসারস্বত-গৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হন এবং ডেরাডুন হইয়া মুসৌরীতে গমন পূর্ব্বক গত ২৩শে আষাঢ় ৮ই জুলাই প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ব্যানার্জ্জী মহাশয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় গৃহে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ পরমানন্দিত হন। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ব্যানার্জ্জী; ডাঃ কে, কে, দত্ত; শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন সরকার প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

গত ২৮শে আষাঢ় ১৩ই জুলাই শ্রীহরিবাসর তিথিতে মিঃ এস্ সি দে (এজেণ্ট ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, মুসৌরী) মহাশয়ের সাদর আহ্বানে ব্যাঙ্কের বিতলগৃহে শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয় প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার পাঠ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃগণ পরমানন্দ লাভ করেন। মিঃ এস সি দে মহোদয়ের ভক্তিমতী জননীর সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

১৭ই জুলাই ডাঃ শ্রীযুক্ত বাবু এস্ সি [illegible] মহাশয়ের সাদর আহ্বানে কুলরিবাজারস্থ তদীয় বাসভবনে শ্রীপাদ ভক্তিনিশ্চয় প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে সনাতন-শিক্ষার কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়।

কভুরে

গত ৯ই জুলাই কভুরের স্থানীয় অধিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি রাও পাই মহোদয়ের সাদর আহ্বানে তদীয় ভবনে কভুর শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের সেবক শ্রীপাদ ব্রজগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক মহোদয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারীজী শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্য-দেবের বাণী প্রচার বাবদ আলোচনা করেন ও ইংরাজী ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন।

১২ই জুলাই স্থানীয় শ্রীযুক্ত এ, শেষগিরি রাও ইন্স্পেক্টর অফ্ ইন্সিওরেন্স মহোদয়ের ভবনে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

১৩ই জুলাই স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত কামেশ্বর রাও পাত্র মহোদয় কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া ব্রহ্মচারীজী তদীয় ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে 'বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে জননীর প্রতি কপিলদেবের সর্ব্ববন্ধবিমোচনকারী শ্রেষ্ঠ ভক্তিলক্ষণ বর্ণন বিষয়ে আলোচনা করেন।

১৭ই জুলাই স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত কোনরীড্ ভেঙ্কান্না মহোদয়ের ভবনে ব্রহ্মচারীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

তত্ত্বকথা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত শেষ — এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তা'তে বার বার কহি, — শুন, ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদে, তা'তে 'সাক্ষী' কালিদাস॥
(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণ কিসে বশ হন ?

জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-ধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ বশ।
কৃষ্ণবশহেতু এক—কৃষ্ণপ্রেমরস॥
(চৈঃ চঃ)

কীর্ত্তন-বিরোধীর প্রতি মহাপ্রভু কিরূপ ?

সংকীর্ত্তন-আরম্ভেতে আমার অবতার।
কীর্ত্তনবিরোধী পাপী করিমু সংহার॥
সর্ব্বপাতকীও যদি করয়ে কীর্ত্তন।
অবশ্য তাহারে আমি করিমু স্মরণ॥
তপস্বী-সন্ন্যাসী জ্ঞানী যোগী যে যে জন।
সংহারিব যদি সব না করে কীর্ত্তন॥
(চৈঃ ভাঃ)

বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্য কি ?

যত বিধি-নিষেধ সকলি ভক্তিদাস।
ইহাতে যাঁহার দুঃখ সেই পায় নাশ॥
ভক্তিবিধি-মূল কহিলেন বেদব্যাস।
সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা করিলা প্রকাশ॥
(চৈঃ চঃ)

ভক্ত কি কাহারও ধার ধারেন ?

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥
বিধি-ধর্ম্ম ছাড়ি' ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তা'র কভু নহে মন॥
অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত।
কৃষ্ণ তা'রে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত॥
(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণনাম গ্রহণকারী কিরূপ ?

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র বিপ্র নহে, যদি অসৎপথে চলে॥
(চৈঃ ভাঃ)

একমাত্র সত্য কি ?

সত্য কৃষ্ণনাম গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন॥
(চৈঃ ভাঃ)

পতিতপাবন নিত্যানন্দ প্রভুর উপদেশ কি ?

শুন দ্বিজ যতেক পাতক কৈলি তুই।
আর যদি না করিস সব নিমু মুঞি॥
পরহিংসা ডাকা চুরি সব অনাচার।
ছাড় গিয়া ইহা তুমি না করিহ আর॥
ধর্ম্মপথে গিয়া লহ হরিনাম।
তবে তুমি অন্যেরে করিবা পরিত্রাণ॥
(চৈঃ ভাঃ)

"শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ ; সেই কৃষ্ণাভিন্নবিগ্রহকে যে পাষণ্ডী বিবেক-বুদ্ধিতে গ্রহণ করে, সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ভগবদ্ভক্তের কর্ত্তব্য নহে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক য়া-প্রকাশ

১৩ পুরুষোত্তম, ৩বার ক্ষীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৪৩

মঠ ও মঠবাসী

——::(৪)::——

যেকাল পর্য্যন্ত হৃদয় পাপমলিন থাকে, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ-অন্যাভিলাষাদি দোষে দূষিত থাকে, কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষাশূন্য না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত অর্চ্চাবিগ্রহে ভগবদ্‌বুদ্ধি হয় না, শ্রীগুরুপাদপদ্মে সদ্‌বুদ্ধি অর্থাৎ ভগবদ্‌বুদ্ধি হয় না—মর্ত্ত্যমানববুদ্ধি যায় না, অভিন্ন-নিত্যানন্দ বলিয়া উপলব্ধি হয় না, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি যায় না ও নামনামীতে বিশ্বাস হয় না। তাই বহুদিন ধরিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া তাঁহার সেবা করিবার অভিনয় করিয়াও—মঠ সেবা অভিনয় করিয়াও মায়ার প্রবল আকর্ষণে পুনরায় সংসারেই পতিত হইতে হয়। সেবোন্মুখ না হইয়া বহুদিন হরিনাম উচ্চারণ করিলেও কোন ফলোদয় হয় না। অতএব সেবোন্মুখের হরিনামোচ্চারণ ও সেবাবিমুখের নামোচ্চারণ বা সাধনক্রিয়াদি একই রূপ দৃষ্ট হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান। সেবোন্মুখের সাধনে সিদ্ধি অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়, আর সেবাবিমুখের সাধনে নামাপরাধ ও তাহার ফল-স্বরূপ সংসার-বাসনাবৃদ্ধি অর্থাৎ উত্তরোত্তর হরিবিমুখতারূপ অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ লাভ হয়।

প্রকৃত সদ্ভক্ত ও তাহার অনুকরণের মধ্যে বহির্দৃষ্টিতে বিশেষ কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। অনুকরণকারিগণ শুদ্ধভক্তের অনুকরণে মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা, শ্রীমন্দির ও শ্রীধাম পরিক্রমা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, গ্রন্থপ্রকাশ, দীক্ষা-মন্ত্র প্রদান, সাময়িকপত্র ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু উদ্দেশ্যে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। শুদ্ধভক্তের উদ্দেশ্য—যাহাতে জগতের লোক বাস্তবসত্যবস্তু ভগবৎ-প্রকাশ বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের অনুগত হইয়া পরম মঙ্গল লাভ করিতে পারে। ভক্তের সমস্ত ক্রিয়াই স্ব-পর মঙ্গলের নিমিত্ত, কিন্তু অভক্তের চেষ্টা যাহাতে তাহার কিছু মান-সম্মান-প্রতিষ্ঠাদি লাভ হয়। অভক্ত কেবল আত্মবঞ্চনার সঙ্গে সঙ্গে লোক বঞ্চনায় মোহজাল বিস্তার করিয়া থাকে। তাহারা সাময়িকভাবে সাধুরূপে লোকসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইলেও পরক্ষণেই তাহাদের কপটতা ধরা পড়ে। রাবণের সাধু বেশ, রাক্ষসী সূর্পণখার মোহিনীমূর্ত্তি পুতনার কপট মাতৃস্নেহ, প্রলম্বের বলদেবের সহিত বন্ধুত্ব ও অশ্বত্থামাদের রামের প্রতি আত্মীয়তাদি নানাবিধ কপটতা, সাময়িক কালে লোকপ্রতারণা করিলেও পরক্ষণেই তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। ভোগীর ভোগে বাধা পড়িলে তাহাদের স্বরূপভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সে তখন মাৎসর্য্যানলে জ্বলিতে জ্বলিতে বিষধর সর্পের ন্যায় ফণা উত্তোলন করিয়া দংশন করিতে আসে।

হরিভক্তি অনুশীলনীয় ও অনুসরণীয়, অনুকরণীয় নহে। অনুকরণ করিলে মঙ্গলের পথে বাধা প্রদান করা হয়। বিধিমার্গে ক্রমপন্থা গ্রহণ না করিয়া একেবারেই রাগমার্গে প্রবেশ করিলে অমঙ্গলই হইয়া থাকে। কনিষ্ঠাধিকারী হইয়া মহাভাগবতের অভিমান করিলে সর্ব্বনাশ হইবে। ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে যাওয়া ভাল নহে। অনর্থযুক্ত সাধক হইয়া নিত্যসিদ্ধ গৌরজনের সহিত পাল্লা দেওয়া কি সমীচীন? আবার প্রাণহীন ও আচারহীন প্রচারককে যদি গৌরপার্ষদ আচার্য্যের সহিত সমান করিতে যাই—অনাচারী ও ব্যভিচারী হইয়া সেই ব্যভিচারকে লুকায়িত রাখিয়া লোকের নিকট সাধু সাজিতে যাই, সাধুর অনুকরণকে সাধুর আসনে কেন স্থাপন করা যাইবে না বলিয়া শুক বিতর্ক উত্থাপন করি, ভগবন্নাম ধাম কামসেবাকে অর্থোপার্জ্জনের ব্যবসায়ে পরিণত করি, তাহা হইলে প্রকৃত মঙ্গল বিতরণকারী আচার্য্য কি চুপ করিয়া থাকিবেন? তিনি কি এই সব ভ্রম দেখাইয়া দিবেন না? জীব মঙ্গলের নামে মহা অমঙ্গলকে বরণ করিতে দেখিয়া তিনি কি 'মুক্তি চুপ, থাকি চুপ' নীতি অবলম্বন করিবেন? না, তিনি নিজ জীবন দান করিবার অভিনয় করিয়াও সত্যবাণী কীর্ত্তন করিবেন? কীর্ত্তনকারী—প্রচারকারী তিনি কীর্ত্তন করিবেনই। তিনি বলেন—'Strick but hear'. তাহাতে জগতের সমস্ত লোক যদি তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—যাহারা তাঁহার নিকট আসিবার অভিনয় করিয়াছিল তাহারাও যদি একে একে চলিয়া যায় তাহাতেও তিনি বাস্তব সত্যবাণী কীর্ত্তন করিতে নিরস্ত হন না। তিনি বলেন 'বহু অন্যাভিলাষীকে চাহি না, নিষ্কপট হরিভজনকারী একটি লোক হইলেই যথেষ্ট।' তিনি ভগবদ্ভক্তিপ্রচারের পরিচালক নহেন যে, যে যাহাই বলুক, তাহাই ভাল বলিয়া সায় দিবেন। তিনি আমাদের বহির্মুখিনী রুচির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া বলেন,—'প্রত্যেকের প্রত্যহের ভজনের একটা হিসাব-নিকাশ হওয়া দরকার হরিভজনের প্রাত্যহিক Progress এর tangible result চাই, মৌখিক হরিভক্তি—কপটতামাত্র। আমার প্রভুর সেবার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হইয়া সর্ব্বাবস্থায় কায়মনোবাক্যে হরিসেবা করা কর্ত্তব্য। স্বতন্ত্রে স্বতন্ত্রভাবে নিজেন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে চলা উচিত নহে। পূর্ণ-প্রপত্তি বা শরণাগতির মধ্যে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের পূর্ণ আনুগত্য আছে। আনুগত্য বর্জ্জন করিয়া যে যোড়শী করিবার চেষ্টা বা প্রয়াস তাহা হরিসেবার প্রতি বিদ্রোহাচরণ। যিনি যতটা গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যপূর্ণ যত্নাগ্রহ দেখাইবেন, তিনি হরিভজনের পথে তত অধিক অগ্রসর হইবেন। জাগতিক বহির্ম্মুখ লোকের বাহবা সংগ্রহ করা প্রয়োজন বা প্রচারের আদর্শ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপনীত হন নাই। সমস্ত ইট, কাঠ, মাটি, পাথরের বাড়ী বিনষ্ট হয় হউক, কিন্তু খাঁটি অর্থাৎ সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বাত্মনা হরি-গুরু বৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবক দু'চারিটি লোক লইয়া একটি মঠ থাকা ভাল—যেখানে নিত্য সত্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয়। বাহিরের দিকে একটা মিথ্যা show দেখান বা লোকের নিকট বাহাদুরী কিনিবার নাম—শুদ্ধভক্তি প্রচার বা হরিভজন নহে। যাঁহারা সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বতোভাবে অকপটে হরিভজন করিতে প্রস্তুত, এরূপ দুই একটী লোকের সঙ্গই আমরা কামনা করিব। বহু অন্যাভিলাষী ব্যক্তির সঙ্গ প্রয়োজনীয় নহে। অন্যাভিলাষিগণের ইন্দ্রিয়তর্পণের যোগানদার হইলে আমাদের বা তাহাদের কাহারও মঙ্গল হইবে না।'

যাঁহারা গৌরকৃপাশক্তি শ্রীগুরুদেবের সেই বাণীতে কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদের মনঃকল্পিত সাধনভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা গৌরের কৃপা হইতে বঞ্চিত, তাঁহারা ধামে আসিয়াও ধামবাস করিয়া অবশেষে গৃহেই ফিরিলেন। গুর্ব্বানুগত্য ছাড়িয়া—গুরুদেবের বাণীকে অবহেলা করিয়া—শ্রবণ-কীর্ত্তনাত্মক ভাগবতমার্গানুসরণ পরিহার করিয়া routine work এর মত অতি পরিশ্রমসাধ্যকার্য্যে প্রচুর উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াও তাঁহারা পরমমঙ্গল হইতে বঞ্চিত হইবেন। বাণীসংকীর্ত্তন-যজ্ঞের হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা স্বরূপ আচার্য্য-পাদপদ্মের আনুগত্য ছাড়িয়া, তাঁহার বাণীর প্রতি অনাদর করিয়া আমরা 'সেবা', 'সেবা' করিয়া যতই না ব্যস্ততা দেখাই, শ্রীধাম, শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনামসেবার জন্য যতই না ব্যাকুলতা দেখাই, হরিকথাকীর্ত্তনে যতই না কেন উৎসাহ প্রদর্শন করি, সাধু-শাস্ত্র-গুরুমুখপদ্মবাক্যের সহিত যদি আমাদের সাধনের ঐক্য না থাকে, তাহা হইলে সকলই পণ্ডশ্রম হইবে। মঠবাস করিয়াও আধ্যাত্মিক মাৎসর্য্যযুক্ত হইয়া থাকিলে মঠবাস ত' দূরের কথা, মঠদর্শনও হইবে না। আধ্যক্ষিকের গুরুপাদপদ্ম লাভ হয় না। সে যাহাকে গুরু মনে করে, তাহা গুরু নহে, লঘু। তাহার গুরু মরিয়া যায়। আধ্যক্ষিক মাৎসর্য্যের মঠের চূড়ায় শকুনি বসিতে পারে—অপবিত্র বস্তু ভিতরে ঢুকিতে পারে—বিধর্ম্মী মঠকে উড়াইয়া দিতে পারে—মঠবাসিগণের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে পারে। কিন্তু ভক্তের মঠ সেরূপ নহে। ভক্তের মঠ ইট, কাঠ, মাটি, পাথরের দ্বারা গঠিত নহে। তাঁহাদের মঠ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর দ্বারা নির্ম্মিত—সুদর্শনচক্রদ্বারা সুরক্ষিত। তাঁহাদের মঠকে এ জগতের কেহ স্পর্শও করিতে পারে না, ধ্বংসও করিতে পারে না। কালা-পাহাড় বা আওরঙ্গজেবের সেই অপ্রাকৃত মন্দির ধ্বংস ত' দূরের কথা, তাঁহার কথা চিন্তাও আনিতে পারে না। সেই অপ্রাকৃত বাণীময়-মন্দিরের বিনাশ নাই, তাহা চেতন। চেতনের উপর অচেতনের কোন পরাক্রম খাটে না। এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে ভক্তের মঠের অধিষ্ঠান নাই, কেবলমাত্র অবভাস আছে। মায়িকব্রহ্মাণ্ডে অভক্তের তথাকথিত মঠে কেবল আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তির কথা আছে। কিন্তু ভক্তিমঠের সকলেই স্বসুখে উদাসীন হইয়া কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত। ভক্তের সুখই তাঁহাদের সুখ—দুঃখই তাঁহাদের দুঃখ। আধ্যক্ষিকগণ মাৎসর্য্যযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগের মতে

যে ইন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা লক্ষ্য করে, তাহা কেবল ঐ আধ্যক্ষিকেরাই দর্শনপ্রাপ্তি যায়। মঠবাসীর কোন অভাব-অসুবিধা নাই। যে যে বস্তুদ্বারা হরিসেবা হয়, তাহা ভক্তগণের কখনও অভাব হয় না। তাঁহারা জগতের কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহারা বহির্মুখ জগতের কোটি কোটি লোকের হুমকি দেখিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হন না। তাঁহারা শ্রীগুরুপাদপদ্ম-ছত্রতলে দাঁড়াইয়া আধ্যক্ষিক, মাংসপুষ্ট, বিবর্তবাদিগণের বিবর্তদর্শনের তীব্র প্রতিবাদ করেন। এইরূপ সর্বেন্দ্রিয়ে সর্বদা সর্বতোভাবে হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবাপরায়ণ মঠবাসিগণের সেবা করিতে পারিলেই কোনও দিন আমাদের মঠদর্শন হইবে — মঠবাসের অধিকার লাভ হইবে—শ্রীনাম-সেবার অধিকার লাভ হইবে। নতুবা মঠবাসের ছলনা করিয়া কোন লাভ নাই।

তর্ক ও পরিপ্রশ্ন

(প্রাপ্ত)

——::(*)::——

বদ্ধজীবের স্বভাবই এই যে, তাহারা সব রকম বিষয় লইয়াই তর্ক করিয়া থাকে। তাহারা তর্কের দ্বারা অপরকে পরাস্ত করিয়া নিজেকে স্থাপন করিবার চেষ্টাবিশিষ্ট হয়। এজগতে মনোধর্মের দ্বারা চালিত হওয়ার জন্য বা তর্কপরায়ণ হইবার জন্যই আমরা শত-করা শতজনই দেহধর্ম, মনোধর্ম ও আত্ম-ধর্মের পার্থক্য বুঝিয়া উঠিতে পারি না। জড়জগতে ধর্মের নামে যে সকল চিন্তাস্রোত চলিতেছে, তাহা সবই মনোধর্মপ্রসূত। তাহা হইতে আত্মধর্ম বা বৈষ্ণবধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক এবং অচিন্ত্যবস্তু। জীব স্বরূপতঃ আত্মবস্তু। আত্মধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই তাহার একমাত্র স্বার্থ বা প্রয়োজন। শ্রৌতপথেই এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। তর্কের দ্বারা ইহার বিপরীত ফল লাভ হয়। এইজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।" অর্থাৎ যে ভাব অচিন্ত্য, তাহাতে তর্কের যোজনা করা উচিত নহে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কথিত "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" এই বাক্যানুসারে আত্মধর্ম-লাভেচ্ছু ব্যক্তির আত্মবিদের নিকট অভি-গমনের উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা স্বভাবতঃ তর্কপন্থা লইয়াই সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া মনে করি যদি তর্কের দ্বারা পরাস্ত করিতে পারেন, তবেই সাধুর কথা মানিব নচেৎ মানিব না। আত্মবিৎ তর্কপন্থী নহেন—তিনি শ্রৌতপন্থী, একথা আমাদের বধির কর্ণে প্রবেশ করে না বা আমাদের বোধ-গম্যের বিষয় হয় না। এমনই আমাদের তর্কনিষ্ঠ মন।

তর্ক ও পরিপ্রশ্ন—দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। পরিপ্রশ্নের উদ্দেশ্য,—শ্রদ্ধা পূর্বক জানিবার জন্য ইচ্ছাবিশিষ্ট হওয়া, আর তর্কের উদ্দেশ্য এই যে, সাধু-গুরু হইতেও আমার অভিজ্ঞতা বেশী, অতএব আমার নিকট হইতে তাঁহারা কিছু শিখিয়া বা জানিয়া রাখুন; ইহাকেই সহজ ভাষায় বলে—গুরুর উপর গুরু গিরি।

আত্মবিদের নিকট অভিগমনের প্রারম্ভেই জানিয়া রাখা উচিত যে, আমাদের জিজ্ঞাস্য বস্তুটী আমাদের উপাস্য বস্তু। তজ্জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'। আমাদের এই জিজ্ঞাস্য বা উপাস্য বিষয়টী এ জগতের কোনও বস্তু-বিশেষ নহেন যে, জড়বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য বা জড় বিজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইব। এই উপাস্য বস্তুটীর স্বরূপ একমাত্র প্রণি-পাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাদ্বারাই আত্মবিদের নিকট হইতে অবগত হওয়া যায়। সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র সাধুগুরু ও শাস্ত্রবাক্যকে নিজের ক্ষুদ্রবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা মাপিয়া লইবার বা মনোধর্মের আসামী করিবার দুর্বুদ্ধি পরি-ত্যাগ করিয়া তাহা দ্বারা নিজে নিয়মিত হইবার সুবুদ্ধিবিশিষ্ট হইতে পারিলেই গুরুমুখপদ্মবাক্য আমাদের চিত্তে তাঁহার নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব বিস্তার পূর্বক আমাদিগকে আত্মসাৎ করিবেন; তখনই সাধুশাস্ত্র ও গুরুবাক্যের ঐক্য উপলব্ধির বিষয় হইবে। গীতার উপদেশ—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

[আমার (ভগবানের) উপদেশ এই-দিব্যজ্ঞানলাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর। গুরুকে প্রণিপাত পূর্বক ও অকৃত্রিম সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ব-বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন।]

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন, 'যাঁহারা ক্রমিকক্রমে ভক্তি-তত্ত্বের আলোচনা করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ে কেবল তর্ককে আদর করেন না, তাঁহারাই ভক্তিতত্ত্ব অবগত হন।'

শ্রৌতবাণী নিত্য আম্নায়ধারায় প্রবাহিত। তাহা অনাবিল, অপ্রতিহতগতিতে প্রবহ-মান। সেই সরস্বতীবাণীধারায় সর্বাঙ্গীকরণে স্নাত হইতে না পারিলে আমাদের নাস্তিকতা, স্বতন্ত্রতা ও তর্কপন্থাশ্রয়ণ একমাত্র গ্রহণীয় বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা জড় ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষসমূহকে উপলক্ষ্য করিয়াই তর্কের আবাহন করিয়া থাকি। কিন্তু প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের অতীত এই অধোক্ষজবাণীধারায় অবগাহনের চেষ্টা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার ন্যায় বৃথা মাত্র।

ভক্তিবিনোদধারা বা আম্নায়ধারাতেই অনন্ত ভক্তি ও ঐকান্তিক ভক্ত দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত সর্বত্রই ন্যূনাধিক বিদ্ধভক্ত বা ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র অনন্ত ভক্তি বা অনন্ত ভক্ত ব্যতীত পূর্ণতম ভগবানকে কেহই জানিতে পারে না। যেখানে দেশ, কাল ও চিন্তার মধ্যে অপ্রাকৃত বস্তুকে সীমাবদ্ধ করিবার চেষ্টা, সেইখানেই ভগবানের স্বরূপ বাধার আবিপত্য। শাস্ত্র বলেন,—

উপাসিতং দিদিধিষীমসমাতিশায়ি-
মত্বাবনং তব পরিবৃঢ়িমস্বভাবম্
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ

[হে ভগবন্! দেশ, কাল ও চিন্তা এই তিনটী সীমা দ্বারা সমস্ত বস্তুর আবদ্ধ। কিন্তু তোমার গুণস্বভাব সম ও অতিশয় শূন্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছে। মায়াবল দ্বারা তুমি ঐ স্বভাবকে আচ্ছাদন কর কিন্তু তোমার অনন্য ভক্তগণ সর্বদা তোমাকে দর্শন করিতে যোগ্য হন।]

ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত ও ভক্তি এই তিনটী বস্তুই জাগতিক বস্তুর ন্যায় জড়েন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু নহেন। তাহা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তাঁহার 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ' শ্লোক দ্বারা জানাইয়াছেন। নিজের কোনও জাগতিক যোগ্যতা, সাহায্য বা তর্কের দ্বারা সেই বস্তুকে জানা যায় না। পৃথিবীর যত বড় পণ্ডিত, মনীষী বা বৈজ্ঞানিকই হউন, তাহা আবিষ্কার করিতে পারেন না। ইহা একমাত্র শ্রৌতপথাবলম্বনে নিষ্কপট সেবোন্মুখ জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। শাস্ত্র বলেন, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ।' ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানাবলম্বনে ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর অভিমুখে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত যে যুক্তি-জালের অবতারণা তাহাই তর্ক

সারকথা

——::*::——

বৈষ্ণবাচার্যের আদর্শজীবন কি?

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
'আচার', 'প্রচার' নামের করহ
'দুই' কার্য।
তুমি—সর্বগুরু, তুমি জগতের আর্য॥

(চৈঃ চঃ)

গৌরকৃপালব্ধ ব্যক্তি কিরূপ?

ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন॥
ভক্তির প্রভাবে তাঁরে বান্ধিবা কেমতে?
রঘুনাথ পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে॥
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে।
চৈতন্যপ্রভুর 'বাতুল' কে বান্ধিতে পারে॥

(চৈঃ চঃ)

ত্যাগ কি কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়?

সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণ যদি পাইয়ে।
কোটিদেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে॥
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে।
কৃষ্ণপ্রাপ্তের উপায় কোন নাহি
'ভক্তি বিনে'॥

(চৈঃ চঃ)

ভগবানের ভক্তবাৎসল্য কিরূপ?

ঈশ্বর-স্বভাব,—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্ম-পর্যন্ত প্রসাদ॥

(চৈঃ চঃ)

প্রাকৃত পণ্ডিতকুল হরিবিমুখ কেন?

যাঁরা কহে,—শাস্ত্রপ্রমাণে চৈতন্য হন কৃষ্ণ।
তবে কেনে পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ?
ভক্ত কহে,—তাঁর কৃপালেশ হয় যাঁরে।
সেই সে তাঁহারে 'কৃষ্ণ' করি
লইতে পারে॥
তাঁর কৃপা নহে যাঁরে, পণ্ডিত নহে কেনে।
দেখিলে শুনিলেহ তাঁরে 'ঈশ্বর' না মানে॥

(চৈঃ চঃ)

বৈষ্ণবের পদধূলি, পদজল ও উচ্ছিষ্টের মাহাত্ম্য কি?

তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি
ঘৃণা-লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ॥

(অতঃপর অপর পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-মুদ্রাযন্ত্রাগারে নদীয়া প্রকাশ মুদ্রিত হইতেছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে ইহা প্রতিষ্ঠিত। নিত্য পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুষ্টয় বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও ছাপাখানা পারমার্থিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীগৌরমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
বাউডাঙ্গা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরা গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
ওক্ পার্ক বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গণেশগলি, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাতনশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজস্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,
পোঃ হোডল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং রেমাল রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল্, বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ
পোঃ রায়পেঠ্, মাদ্রাজ
শ্রীগৌরগোপাল-রাধাবিনোদবিহারীর সেবা

(৫১) কাকিনাড়া-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, কাকিনাড়া গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগৌরগোপাল-রাধাবিনোদ-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
গাদাগাদি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রজমাধবগৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডল
পোঃ খড়্গপুর, গয়া

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অমর্দি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ অমর্দি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
ভুতুড়িয়া, পোঃ চাকদহ, (যশোহর)।

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং লিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৪১, ডাউনরোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়-ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	১৶০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার দ্বিগুণ মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃসপ্ততিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, বাঙ্গলা, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে আহার ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৯৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিবিধ জিজ্ঞাসু ভক্ত ও অভক্ত সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দানপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিলতম সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের শ্রৌতপন্থোত্তা এবং গবিপক লেখনীর অদ্ভুত কল আখ্যায়ক হইয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর নদীয়া—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

[illegible]

ম্যালেরিয়া-প্লীহাযকৃত-জীর্ণ নির্বিকার জ্বরে, পল্লীবাসীর প্রাণধনের একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ বাড়িতেছে। দিতীয় শ্রীহা যকৃত কামলায় এবং পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ পোয়ালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল, মহাজন শিরোমণি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসী পরবিদ্যাপ্রতিষ্ঠিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৬০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৫-৩৩ ৬-২৬ ৭-০৬ ১২-২৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৫ ১৭-৫৬ ২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ ৮-২৮ ১৪-১৫
(বদল) ছাঃ ৯-৩৩ ১৪-৫০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮-৪৫ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৭-২৮ ১৯-০৮ ২০-১৩ ১-১৯
(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-২৬
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৩ ২১-৫

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫
ছাঃ ১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৩
(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১২
ছাঃ ১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫-৫৫ ৯-১৩ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৮-৩৯
কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬-২৩ ৯-১৩ ৯-৪৮ ১১-৪১ ১৪-১৩ ১৬-৩৮ ১৯-১৭ ২১-১৩
ছাঃ ৬-৩৩ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৫ ১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৩ ১৭-৩০
(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪০
কলিকাতা পৌঃ ৮-১৩ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৫১ ২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০
কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮
ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩৩
শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪
(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন) ২০-৫০ (রবিবারে)
রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৫
(বদল) ছাঃ ১৭-৪০ ১৯-১৫ ২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০ ২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৬, ৩১শে জুলাই, ১৯৩৯, সোমবার [১৩০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-::(০)::-

চীন-জাপান যুদ্ধের প্রধান প্রধান ঘটনাবলীর তালিকা

দুই বৎসর যাবৎ চীন-জাপান সংগ্রাম চলিতেছে। চীন-যুদ্ধের এই দুই বৎসরের প্রধান ঘটনা-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১৯৩৭, ৭ই জুলাই—জাপবাহিনী ও চীনা সৈন্যের মধ্যে পিকিংয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

১৯৩৭, ২৯শে জুলাই—জাপবাহিনী কর্ত্তৃক পিকিং ও তিয়েনৎসিন অধিকার।

১৩ই আগষ্ট—জাপানীরা সাংহাইয়ের কিয়দংশ দখল করে। জাপ-বিমানবহর চীনের তদানীন্তন বৃটিশ রাজদূত স্যার হিউ ন্যাচবুল হিউ গেসানের মোটর আক্রমণ করে।

১২ই নবেম্বর—সাংহাই যুদ্ধে জাপ-বাহিনীর জয়লাভ।

১৩ই ডিসেম্বর—জাপানীরা চীনের রাজধানী নানকিং দখল করেন এবং বোমা নিক্ষেপ করিয়া মার্কিণ গানবোট 'প্যানে' ডুবাইয়া দেয়।

১৯৩৮, ১৫ই এপ্রিল—চীনাদের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে জাপ-বাহিনীর পশ্চাদপসরণ। তাইয়েরচুয়াং যুদ্ধে চীনাদের জয়লাভ।

১৯৩৮, ২০শে আগষ্ট—চাংকুফেং এ সোভিয়েট ও জাপ-বাহিনীর মধ্যে লড়াই।

২০শে অক্টোবর—জাপবাহিনীর ক্যাণ্টন প্রবেশ।

২৫শে অক্টোবর—জাপানীরা হ্যাঙ্কাও পৌঁছে।

জাপানীরা নানকিং দখল করিবার পূর্ব্বে জার্ম্মাণ রাজদূত ডাঃ ট্রাউটম্যান বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করেন; কিন্তু চীনারা তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পুনরায় ডিসেম্বর মাসে জাপানের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ে সন্ধির প্রস্তাব করেন, কিন্তু তাহাও প্রত্যাখ্যাত হয়। মিঃ ওয়াং চিং ওয়েং নামক চীনাদের একজন নেতা জাপানীদের সহিত সন্ধি করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে চীনা গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিতাড়িত করেন।

১৯৩৯, ২৯শে মার্চ্চ—জাপানীরা নানচাং দখল করে।

১২ই জুন—জাপানীরা তিয়েনৎসিনের বৃটিশ এলাকা অবরোধ করে এবং সোয়াটাও বন্দর দখল করে। এই বৎসর এপ্রিল মাসে জাপান ফরাসী শাসিত হাইনান দ্বীপও দখল করিয়াছে।

২৮শে জুন—বহির্মোঙ্গলিয়া সীমান্তে জাপ ও সোভিয়েট বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

ত্রিশক্তি চুক্তির আলোচনা

২২শে জুলাই বৃটেন, ফ্রান্স ও রুশিয়ার মধ্যে আক্রমণ চুক্তি আলোচনায় অবিলম্বে সামরিক চুক্তি চালাইবার মত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। শীঘ্র এই সম্পর্কে তিনটি রাষ্ট্রের রাজধানীতে যুগপৎ একটি ঘোষণা প্রকাশিত হইবে এবং ঘোষণায় ইহা বলা হইবে বলিয়া অনুমিত হয় যে, যদিও রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদনের পক্ষে কতকগুলি বিষয় এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে, তথাপি অবিলম্বে সামরিক আলোচনা চালাইবার মত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই যে, একজন এডমিরালের নেতৃত্বে বৃটীশ সামরিক প্রতিনিধি দল (নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনীর প্রতিনিধিগণ) থাকিবেন। আগামী দশ দিনের মধ্যেই মস্কো যাত্রা করিবেন এবং ফরাসী সামরিক প্রতিনিধি দল একজন জেনারেলের নেতৃত্বাধীনে যাত্রা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। এরূপ জানা গিয়াছে যে, ত্রিশক্তি চুক্তির আলোচনা সংশ্লিষ্ট অমীমাংসিত বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান হইতেছে পরোক্ষে পররাজ্য আক্রমণ-সংক্রান্ত বিষয়, কিন্তু তিন পক্ষই এই সম্পর্কে একটা মীমাংসায় উপনীত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

পোল্যাণ্ডের সহিত বৃটেনের আলোচনা

কমন্স সভায় এক প্রশ্নের জবাবে পোল্যাণ্ডের সহিত আলোচনা সম্পর্কে স্যার জন সাইমন বলেন যে, উক্ত আলোচনা বিভিন্ন বিষয়ে চলিতেছে। বৃটেন হইতে পোল্যাণ্ডে অগ্রিম ধার চালান দেওয়া সম্বন্ধে একদফা আলোচনা চলিতেছে। এ সম্বন্ধে বৃটীশ সরকার ৮০ লক্ষ ষ্টার্লিং মুদ্রা মূল্যের ধার পোল্যাণ্ডে অগ্রিম চালান দেওয়া চলিবে বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন। আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় মালপত্র সম্বন্ধে বৃটেনকে সুবিধা দানের প্রস্তাব করা হইয়াছে। পোলাণ্ড সরকারকে বৃটীশ ও ফরাসী সরকারের মিলিতভাবে নগদ মুদ্রা ধারদানের বিষয়ও আলোচনা চলিতেছে কি সর্ত্তে ঐরূপ দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত এখনও হয় নাই

চীন-জাপান সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি

অনেকেই এইরূপ অনুমান করিতেছেন যে চীন-জাপানের পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্ত্তমান নীতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবে না। রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগের দপ্তরের কর্ম্মচারিবৃন্দ ইহা বেশ স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেন যে, জাপান ইচ্ছুক হইলেও মার্কিন-জাপ চুক্তির মত কোন চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিবার কোনরূপ অভিপ্রায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাই।

রোগীর দেহে রক্তদানের ব্যবস্থা

অনেক সময় রোগীর জীবন রক্ষার জন্য অপরের দেহ হইতে রক্ত লইয়া তাহা রোগীর দেহে প্রবেশ করান আবশ্যক হয়। ১৯শে জুলাই বর্দ্ধমান রেড ক্রস সোসাইটির পরিচালক সমিতির এক সভায় স্থির হইয়াছে যে, ঐরূপ ক্ষেত্রে রক্ত দানের জন্য রেড ক্রস সোসাইটি হইতে ব্যবস্থা করা হইবে। সোসাইটি এতদুদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন :—

(১) রক্তদাতাদের নাম তালিকাভুক্ত করা, তাহাদের রক্ত পরীক্ষা করা ও উহার শ্রেণীবিভাগ করা; [illegible] ক্ষেত্রে যাঁহারা রক্ত দিতে [illegible], তাঁহাদের নামের তালিকা রাখা।

(২) রক্ত লইয়া তাহা রক্ষা করা।

জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শেষোক্ত ব্যবস্থাই বেশী কার্য্যকরী, কিন্তু ইহা ব্যয়সাপেক্ষ

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—ত্রিহুতবাসীর একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———:(০):———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;
(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;
(৩) শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাথ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲
(১ম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ— ২৲)
২। অষ্টাদশ বিভাগে শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৫
৩। অষ্টাদশ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৫
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। [illegible] ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) [illegible]
১৩। শ্রীনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাল্য আনন্দ ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়গাথিকা ৷৶০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তাফলিকা ওপনৌষধঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। [illegible] [illegible]
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। আর্য্যশতক
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৶/
৪৮। অভাবিকরত্নক (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনপদ্ধতি ১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ১০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) [illegible]
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ [illegible]
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় [illegible]
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ০
৬০। [illegible] ০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ০
৬৭। সারাংশদর্শনম্ ০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৭৩। সাইক অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অমৃত বাজার) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ [illegible]
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু [illegible]
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—ভক্তিভবন, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ { ১৫ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৫ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৩১শে জুলাই ইং ১৯৩৯, সোমবার } ১৩০৭ সংখ্যা।

"সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে জীব পরমার্থ-বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশ-বিগ্রহ নিত্যানন্দকে ও তদভিন্নপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে পৃথক্ জ্ঞান করে। তাহাদের গৌরসুন্দরের সেবা লাভ কখনও হয় না। তাহারা নিত্যকাল গুরুদ্রোহী হইয়া দুর্ভাগী হইয়া পড়ে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৫ পুরুষোত্তম, সর্ব্বশিব সর্ব্বগ গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাসলীলাভিনয়

——:০:——

পরমারাধ্য জগদ্‌গুরু পতিতপাবন ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব পার্ষদোত্তম গোস্বামি-প্রভু গত ৭ই জুলাই, ২২শে আষাঢ় শুক্রবার, কৃষ্ণপঞ্চমী তিথি, শ্রীশ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামি-প্রভুর তিরোভাব-বাসরে শ্রীগয়াধামে শ্রীগৌড়ীয়মঠে বিগ্রহের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীশ্রীমধ্বের অনুসরণে পতিতপাবন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার সম্মুখে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ-লীলাভিনয় করেন। তাঁহার সন্ন্যাসের পর নাম হইয়াছে—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর।

নদীয়াপ্রকাশ-পাঠকগণ সম্ভবতঃ অবগত আছেন, পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসবের পরদিবস শ্রীমায়াপুরে শ্রীধরাঙ্গনে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ-সংস্থাপনের পরদিন অর্থাৎ ৬ই মার্চ্চ হইতে কিছুদিন অসুস্থের লীলাভিনয় করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থানপূর্ব্বক সর্ব্বক্ষণ শ্রীমন্মঠসেবাকবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যনামধারী কয়েকজন অর্থাভিলাষী প্রভুত্বকামী ব্যক্তি তাঁহার নিরপেক্ষ শাসন ও সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধহরিকথা-শ্রবণে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার অনুগত জনগণকে নানারূপে অপমানিত ও নির্য্যাতিত করিতে চেষ্টা করিলে তিনি সর্ব্বক্ষণ তাহাদের মঙ্গলকামনা ও তাহাদিগকে সদুপদেশ প্রদান করেন। ইহাতেও যখন পাষাণতুল্য কঠিন-হৃদয় গুর্ব্বৈষ্ণবাপরাধিগণের চিত্ত একটুকুও হরিজনের প্রতি উন্মুখ হইল না এবং ঐকান্তিকী ভক্তির কথা শ্রবণে লোকের রুচি হইল না, তখন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আচার-প্রচার-লীলার অনুসরণে বিগত ৪ঠা জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির, শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীমন্দির, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির পরিক্রমা ও শ্রীভক্তিবিনোদের সম্মুখে দণ্ডবৎ করি, শ্রীধামবাসী গুর্ব্বৈষ্ণববৃন্দকে হরিকীর্ত্তনে উৎসাহ দান, এমন কি বিরোধাচরণকারিগণের নিকটও বিদায় লইয়া 'এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাম্' শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে করিতে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে অন্তর্হিত হন।

একদিন মহাবদান্যলীলাময় শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপবাসী পড়ুয়া ও নিন্দুকগণের তাঁহার প্রতি অপরাধের বৃদ্ধি দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

করিল পিপ্পলীখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥

* * *

আমা দেখি কোথা পাইবেক বন্ধনাশ।
এক গুণ বন্ধ ছিল—হৈল কোটি পাশ॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে।
তখনেই পড়ি' গেল অশেষ-বন্ধনে॥
ভাল লোক তারিতে করিলুঁ অবতার।
আপনে করিলুঁ সর্ব্ব জীবের সংহার॥
দেখ কালি শিখা-সূত্র সব মুড়াইয়া।
ভিক্ষা করি' বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া॥

(চৈঃ ভাঃ ম ২৬।১১১, ১২৯-১৩২)

সাড়ে চারিশত বর্ষ পরে শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপে শ্রী-গৌরনিজজনের লীলাও আমাদিগকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে—

অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমায়াপুর হইতে কোনো Hill station অভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন; কিন্তু পাটনায় পৌঁছিয়া হঠাৎ শ্রীশ্রীভগবানের irresistible force-এর দ্বারা চালিত হইয়া গয়াভিমুখে গমন করেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণাক্রমেই তিনি ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। পরে পাটনা গৌড়ীয়মঠে তিনি তাঁহার ভিক্ষাপত্র ও বিছানাদি সমস্ত পরিত্যাগ করেন। শ্রীপাদ প্রেমানন্দ [illegible] ও তাঁহার [illegible] মাধব ইত্যাদি [illegible] তাঁহার সঙ্গী। তিনি [illegible] সন্ন্যাস [illegible], এই [illegible] পূর্ব্ব [illegible] হইয়া [illegible] উপদেশ ও পণ্ডিত [illegible] রূপবিলাস ব্রহ্মচারী [illegible] [illegible] প্রকাশ [illegible] তাঁহাকে [illegible] ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা [illegible]। অতঃপর তিনি [illegible] শ্রী [illegible] সম্মুখে [illegible]। [illegible] সায়ং [illegible] উপবেশন ও বিশ্রামের পর শ্রী [illegible] প্রভুকে পরদিন অর্থাৎ ৭ই [illegible] তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের যাবতীয় আয়োজন করিবার জন্য অনুরোধ জানান। এই সময় তিনি শ্রীপাদ রূপবিলাস প্রভুকে যে কয়েকটী কথা বলেন, তাহার মর্ম্ম এই—

* "কৃষ্ণের একটী irresistible force-এর দ্বারা চালিত হইয়াই আমি এখানে আসিয়াছি। [illegible] এখানে আমার [illegible] [illegible] করাইবেন। লোকগুলি [illegible] লইয়া [illegible] করিতেছে। এখন [illegible] আসিয়াছে। খুব কম লোক থাকিবে। [illegible] ও নিষ্কপটের কোন ভয় নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে কৃষ্ণভজনের খুব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। আমি কৃষ্ণানুসন্ধানে ছুটিয়াছি, কৃষ্ণভজন-

চাই-ই। লোকগুলি আমার কত নিন্দা-অপবাদ করিয়েছে ও আরও কত করিবে; কিন্তু তাহারা একপ সহস্র চেষ্টা করিয়াও আমাকে আমার গুরুপাদপদ্ম হইতে কখনও চ্যুত করিতে পারিবে না। ভগবান্ আমাকে প্রকৃত নিষ্কিঞ্চন হইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। আমি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে যে সকল কথা শুনিয়াছি, সে-সকল কথার সহিত কাহারও বড় মিল হইবে না। আর্থিক ভাবে ভারী লোকগুলি ডুবাইয়া যাইবে, হাল্কাগুলি ভাসিয়া উঠিবে; কৃষ্ণভজনের বড় সুযোগ আসিয়াছে, কৃষ্ণ-ভজন কর। 'নদীয়া প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়'র উপর আক্রমণ হইবে, শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর প্রতিভা উপলব্ধ হইবে। আমার absence-এ শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ আমার কার্য্য করিবেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভুকে আমি সমস্ত জানাইয়াছি। শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভুকে 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা'র কার্য্য চালাইবার ভার দিয়া আসিয়াছি। ইত্যাদি।"

শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিভজনময় তীব্র বৈরাগ্য দর্শন করিয়া সকলেই স্তম্ভিত আকৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি সামান্য বিছানা গ্রহণ ও অল্প অন্ন-প্রসাদ পান। ভক্তগণের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি কোন জিনিষ বা পাদুকাদি গ্রহণ করেন নাই।

৭ই জুলাই প্রাতে শ্রীল আচার্য্যদেব মঙ্গলবার ... স্নানাগার ... হইতে অবতরণ শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শনার্থ গমন করেন। ... কৃষ্ণপ্রকাশ সিংহ মহোদয়ের মোটর প্রস্তুত থাকিলেও তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। দুই মাইল হাঁটিয়া ফল্গুনদীর তীরে পৌঁছিলেন এবং উহার জল স্পর্শ করিয়া ... পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিরজার তীরে যান করিয়া ... বিষ্ণুপাদ ... দর্শন করিতে এবং বিষ্ণুপাদপদ্মের মন্দিরে উপস্থিত হইয়া ... প্রণাম ক... বিষ্ণুপদ স্পর্শ করিলেন। অনন্তর মন্দির-প্রাঙ্গণে ... শ্রীমধ্বাচার্য্যের আলেখ্য দর্শন করিয়া বলিলেন,—"আজ আমরা শ্রীমধ্বাচার্য্যের আনুগত্যে এ স্থানের ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিব।" প্রাঙ্গণে উপবেশন ... প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের সিদ্ধান্তের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ভাগবত-ধর্মের বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমন্দির-দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে তিনি শ্রীভগবানের সম্মুখে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি করিয়া শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। পরিক্রমা-কালে দুইটী সেবাধারী বিষ্ণুবিগ্রহ দর্শন করত তাঁহাদের হস্তের অস্বাভাবিকত্বে তাঁহাদিগকে অলৌকিক ও বিচিত্র বলিয়া জানাইয়া দেন।

শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার পাদুকাদ্বয় চিরতরে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর যথাবিধি বৈষ্ণব-হোম সমাপ্ত করিয়া তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তদনন্তর কয়েকজন ব্রাহ্মণ ভক্তের নিকট ভিক্ষা করিয়া শ্রীগুরু-পাদপদ্মে অর্পণ করেন। সন্ন্যাসের পর তিনি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদপুরী গোস্বামী নামে প্রকাশিত হন।

ঐদিবস দ্বিপ্রহরে মঠে ... বহু শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সংকীর্ত্তনমুখে ... একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি সভায় প্রতি বৈষ্ণবের তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের কারণ, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর দান, তাঁহার মাহাত্ম্য-বর্ণন, বিশেষ ব্যাখ্যা, অবস্থান্তরের বিষ্ণুর ... ও ভজন-দৃঢ়তা, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৌপীনদানের শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয়গ্রহণের লীলাভিনয় এবং অলৌকিক বিষ্ণুর সেবা-বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করেন। গয়াবাসী সজ্জনবৃন্দের আগমনে ঐ দিন মঠে একটী মহোৎসব হয়।

৯ শে আষাঢ় শনিবার বেলা ১০টায় শ্রীল আচার্য্যদেব কাশীতে শুভবিজয় করিলে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ, ... গোবিন্দলাল, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মালাধিকারী প্রভৃতি বহু সজ্জনগণসহ বেনারস ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া জয়ধ্বনি, পুষ্পমাল্যাদি প্রদান ও বন্দনাদি-দ্বারা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের অভিনন্দন করেন। কাশী শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াই শ্রীল আচার্য্যদেব মাধুকরী ভিক্ষার জন্য বহির্গত হন এবং সজ্জনগণের গৃহে হরিকথা কীর্ত্তন ও মুষ্টি-ভিক্ষাগ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়া শ্রীবিশ্বনাথ দর্শন করেন। মঠে অবস্থান-কালে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত উপস্থিত সজ্জন-বৃন্দের নিকট অনর্গল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ নেত্রানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ প্রভু জানাইয়াছেন—"সেবকগণ আচার্য্যদেবের সুগম্ভীর লীলাদর্শনে আনন্দিত হন; কিন্তু তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য বৈরাগ্য-দর্শনে মহাপাষণ্ডের হৃদয়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। কেবলমাত্র দণ্ড ও কৌপীন বহির্ব্বাস ছাড়া তাঁহার আর কোন বিশেষ দ্রব্য সঙ্গে নাই। ঠিক মহাপ্রভুর ন্যায় কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, মুখে কেবল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' এই বাণী, কৃষ্ণ লাভ করিতেই হইবে। কোথায় গেলে কৃষ্ণকে পাইব? 'সকলেই কৃষ্ণকে ডাক, আর কিছুই চাহিও না বা বলিও না'—একপ বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব যেরূপ কঠোর বৈরাগ্য-লীলা প্রদর্শন করিয়েছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণানুসন্ধানের লীলা। তাঁহার পাদপদ্ম দর্শন করিয়াও কোটী কোটী জন্মের অপরাধী ব্যক্তির প্রাণ কাঁদিয়া উঠে ও হৃদয় দ্রবীভূত হয়।"

শ্রীল আচার্য্যদেব ২৪শে আষাঢ়, ৯ই জুলাই এলাহাবাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করেন। তথায় পৌঁছিয়াই তিনি মাধুকরী ভিক্ষা-গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করেন, প্রয়াগ-প্রবেশের দশাশ্বমেধঘাটে যাইয়া "শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ" ইত্যাদি পদ কীর্ত্তন করেন। ঐ দিনই বেলা ৩টায় শ্রীল আচার্য্যদেব বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করেন। তিনি কৃষ্ণানুসন্ধানে উন্মত্তবৎ, কখন কোথায় যান, নিশ্চয়তা নাই।

শ্রীল আচার্য্যদেবের এই লীলা যে পতিতোদ্ধারিণী ও জগন্মঙ্গলময়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বর্ত্তমানে শ্রীগৌরসুন্দরের সম্পূর্ণ ইচ্ছানুসারে মহা-ভাগবতের কৃষ্ণানুসন্ধানলীলা প্রদর্শন করিতেছেন।

পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যানন্দাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব নিত্যসিদ্ধ-আত্মা। তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই কায়-মনোবাক্যে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার একমাত্র উপায়। তিনি জিতেন্দ্রিয়গণের গুরু। মাদৃশ পতিত জীবগণকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার এই ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসগ্রহণলীলা-ভিনয়। আমরা যেন তাঁহার মনোভীষ্ট বুঝিতে পারিয়া তৎপাদাব্জানুগমনে কায়-মনোবাক্যে বদ্ধনিষ্ঠ হইতে পারি—ইহাই শ্রীচরণে প্রার্থনা।

পরম দয়াময় পতিতপাবন জীবদুঃখদুঃখী শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম মায়াপুর হইতে শুভবিজয়কালে নদীয়াপ্রকাশ সম্পাদকের নিকট ডাকযোগে যে সদুপদেশপূর্ণ বৈষ্ণবী কৃপালিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্বর প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণলীলার গূঢ় রহস্য, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যত্ব ও অসমোর্দ্ধ অপ্রাকৃত গুণমহিমার কথা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রিয়তম সেবক অপ্রাকৃত-সাহিত্যিক গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়ের শ্রীলেখনী হইতে গৌড়ীয়ে পাইবার আশা পোষণ করিতেছি।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

নিজের ভূমিকার আরোহণের ভাণে সাধন পরিত্যাগ করা পাষণ্ডতা ও গুরুদ্রোহ ব্যতীত কিছুই নহে। "সৎপথের বিপরীত দিকে গমন করিলে বেশী লাভ বা সুখ লাভ হইবে, আমি গুরুবৈষ্ণব হইতেও বেশী বুঝি, গুরুবৈষ্ণব আমার বুদ্ধি ও পরামর্শ না লইয়া এক পাও চলেন না, আমি নরকে যাইয়া সুবিধা করিয়া লইব এবং আমার গোঁড়ামি বজায় রাখিব"—এই বিচারে বিধি বা সাধন পথটাকে লঙ্ঘন করা হইয়াছে। বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া পরমহংসের অধিকার লাভ হইয়াছে মনে করা—পাষণ্ডতা মাত্র। শ্রোতগণের কীর্ত্তন না হইলে স্মরণ হয় না। বদ্ধজীব অস্থির, চঞ্চল, ভজনের দ্বারা কৃষ্ণের বা শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম ধ্যান বা স্মরণ করিতে যা'রা শুক-পক্ষীর ঠোঁট চিন্তা করে। আবার পাখীর কথা মনে পড়িলে পাখীর মারণার বন্দুকের চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। কৃষ্ণচিন্তা করিতে যাইয়া জড়ের ধ্যান করিয়া বসিলে কৃষ্ণসেবা বাধাপ্রাপ্ত হইল। এদিকে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সাধন স্মরণ-লীলা, ইহাতে না কর হেলা, কায়মনে করিয়া সুসার" অর্থাৎ জড়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধান্তঃকরণে অপ্রাকৃত সেবাময় কীর্ত্তনের সঙ্গে স্মরণ কর। পূর্ব-বৈষ্ণবমার্গে থাকিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণচিন্তা করা দরকার। শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন প্রকার অবৈধ কার্য্যের প্রশ্রয় দেন না।

দুর্ব্বলতা বশতঃ পাপাচরণকারীর বরং নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু যাহারা জ্ঞাতসারে পাপ করে, তাহারা অত্যন্ত পাষণ্ড। স্ত্রীলোক-মাত্রেই নিন্দনীয়া নহেন। নারীদেহ বা নারীর আকারমাত্রকেই ভোগ্য যোষিৎ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না। শিখি-মাহিতীর ভগিনী মাধবীদেবী পরমা বৈষ্ণবী ছিলেন। তাঁহাকে প্রাকৃত স্ত্রীবুদ্ধি করিলে অপরাধ। শ্রীল রায় রামানন্দ প্রাকৃত-পুরুষাভিমানরহিত ছিলেন বলিয়া যুবতী স্ত্রীলোকের অঙ্গ-স্পর্শে তাঁহার বিকার উপস্থিত হইত না। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ বদ্ধজীব তাঁহার অনুকরণ করিতে গিয়া মৃত্যুই বরণ করিবে।

প্রতিষ্ঠা

——::)•(::——

জীবমাত্রেই প্রতিষ্ঠাকামী। কোন একটী বিশেষ অভিমানে অবস্থানের নামই প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠা চাহি না বলিলে স্বভাবের বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। মানবমাত্রেই প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী। সব ছাড়িতে পারা যায়, কিন্তু প্রতিষ্ঠা ছাড়িতে পারা যায় না। প্রতিষ্ঠালাভের জন্য জীব ত্রিভুবন আলোড়ন করিতে পারে। এই প্রতিষ্ঠা দুই প্রকার,—জড়প্রতিষ্ঠা ও চিন্ময়ী প্রতিষ্ঠা বা বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। এ জগতের সকলেই জড়প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ব্যস্ত। প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের জন্য তাঁহারা ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি সাজিয়া থাকেন; কেহ বা উচ্চকুলজাত বলিয়া জাত্যভিমান করেন, কেহ বা ধনী, কেহ বিদ্বান্, কেহ রূপবান্ প্রভৃতি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতেও কেহ কুণ্ঠাবোধ করেন না। প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্যই আজ গৌরীশঙ্করাভিযান, সমুদ্রাভিযান! জীবন সঙ্কটাপন্ন জানিয়াও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতেও সকলে প্রস্তুত। জগতের চেতন অচেতন সমস্ত বস্তুরই কোন না কোন প্রকার প্রতিষ্ঠা আছেই। কেহ বা বর্ণের, কেহ বা আশ্রমের যে কোন একটি অভিমানে প্রতিষ্ঠিত আছেনই।

প্রতিষ্ঠা বদ্ধজীবের মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে। সে যাহাই করিতে যায় তাহার মধ্যেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাহাদুরী পাইবার ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকে। দুর্ভাগা জীব শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণের অভিনয় করিয়াও এই প্রতিষ্ঠাচণ্ডালিনীর হাত হইতে রক্ষা পায় না। আমি বড় প্রচারক, বড় লেখক, বিখ্যাত বক্তা, আমি সিদ্ধান্তবিৎ, আমি কাজের লোক, আমার দ্বারা মিশনের অনেক কাজ হইতেছে, আমার আদর্শে মঠের কার্য্যাদি সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হইতেছে, আমি না থাকিলে মঠের অনেক কাজ অসম্পূর্ণ থাকিত, আমি গুরুদেবের অতি প্রিয়, তিনি যাহা করেন, সেবিষয়ে পূর্ব্বে আমার সঙ্গে পরামর্শ করেন, ইত্যাদি নানা প্রকার জড়প্রতিষ্ঠাসংগ্রহ করিতে গিয়া ভজনের পথে প্রবল উৎসাহের সহিত ধাবিত হই। আবার কখনও বা অত্যধিক কপট হওয়ায় তৃণাদপি সুনীচতার বন্যা দিয়া প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠাসংগ্রহকার্য্যে ব্যস্ত হই, অপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রতিষ্ঠা পাইতে চাই। লোকে আমাকে সুদীন, সুনীচ বলিয়া জানুক, আমাকে বৈরাগ্যবান্, নিষ্কিঞ্চন বলিয়া সম্মান করুক—এই লোকাভিমানে নানাপ্রকার ভাবুকতা দেখাই। কিন্তু এই উভয় প্রকারই জড়প্রতিষ্ঠা। জগতে 'সর্ব্বাপেক্ষা বড় আমি', 'সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমি' অথবা তৃণাদপি সুনীচ আমি' এই উভয়ই জড়প্রতিষ্ঠা। লোকাভিমান থাকায় আমরা যাহাই করি তাহা দ্বারা কেবল জড়প্রতিষ্ঠাই লাভ হইবে। এই লোকাভিমান আমাদের স্বরূপগত অভিমান নহে। আমাদের স্বরূপগত অভিমান—দাসাভিমান। গুরু-বৈষ্ণবের নিত্যদাস-অভিমান হৃদয়ে প্রবল না হওয়া পর্য্যন্ত কোনই সুবিধা হইবে না।

বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা ঐরূপ নহে। শ্রীগুরুদেবের দাসানুদাসত্বই বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা। 'গুরুদেব, আমি ত' তোমার জন'—এই প্রতিষ্ঠার নামই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা। এই প্রতিষ্ঠায় নিষ্ঠা হওয়া দরকার। নিষ্ঠা না হইলে রৌরব লাভ অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃষ্টরূপে স্থিতির নামই প্রতিষ্ঠা। এই ভবসমুদ্রে শ্রীগুরুপাদপদ্মই একমাত্র কূলভূমি। তাহাই একমাত্র আশ্রয়ণীয়। তাহাতে আশ্রয় না লইলে সংসার সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতে হইবে। প্রতিষ্ঠার মালিক—শ্রীগুরুনিত্যানন্দ। তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল শ্রীপাদপদ্মেই প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠাই নিত্য প্রতিষ্ঠা। ইহা জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের অধীন নহে। এই প্রতিষ্ঠা সকলেরই অর্জ্জন করা দরকার। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে স্বতন্ত্র আস্পদ সংরক্ষণ করা বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা নহে। 'আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযোগ্য নিত্য কিঙ্কর'—এই অভিমান সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক থাকা প্রয়োজন। এই অভিমানে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া কিছু করিতে গেলেই তাহার ফলটী নিজেই ভোগ করিয়া বসিব। জড়ীয় ছোট-বড়, ভাল-মন্দের বিচার পরিত্যাগ করিয়া চেতন-ভূমিকায় অবস্থিত হইতে না পারিলে—শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিত্য উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর বলিয়া নিজেকে উপলব্ধি না হইলে—নিজেকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সংলগ্ন ধূলিকণারূপে না জানিতে পারিলে হরিকীর্ত্তন হইবে না। যাঁহারা জড়াভিমানী, জড়ের প্রভু হইবার বাসনা যাঁহাদের প্রবল, তাঁহাদের সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় নাই, তাঁহাদের জিহ্বা চেতনবাণীর প্রাঙ্গণ নহে, তাঁহাদের জিহ্বায় অধোক্ষজ কৃষ্ণনাম উদিত হন না। 'আমি শ্রীগুরুদাস'—'শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবায় আমার ষোলআনা অধিকার'—এই সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেবা করিতে করিতে জড়াভিমান বিদূরিত হইলে কীর্ত্তনে অধিকার লাভ হয়। নিজেকে 'বৈষ্ণব' অভিমান করিলে, 'গুরু' অভিমান করিলে হরিকীর্ত্তনে অধিকার লাভ হইবে না। নিষ্কপটেরই হরিকীর্ত্তনে অধিকার। অমানি-মানদ না হইলে হরিকীর্ত্তনে যোগ্যতা লাভ হয় না। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥
'আমি ত' বৈষ্ণব' এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
* * *
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক নহেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মই সকল প্রতিষ্ঠার মালিক জানিয়া তিনি সকল প্রতিষ্ঠা, সকল সম্মান, সকল গৌরব শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া থাকেন। তিনি গুরুদেবের প্রাপ্য প্রতিষ্ঠাদি মধ্যপথে আত্মসাৎ করেন না। কেহ তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা, মান-সম্মানাদি দিলে তাহা তিনি শ্রীগুরুদেবেরই প্রাপ্য বলিয়া জানেন। তিনি বলেন, যত কিছু কৃতিত্ব, মান, সম্মান সব গুরুদেবের আর যত অন্যায়, খারাপ সব আমার। যত দোষ সব আমার, আর গুণ সকল সব গুরুদেবের। প্রতিষ্ঠাশাশূন্য বৈষ্ণব দৈন্যভরে বলেন, আমি হরির অভক্ত; সুতরাং আমার গুণ কোথায়? আমি সর্ব্বদোষাকর, আর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বগুণের নিলয়, তাঁহার দোষ বলিয়া কোন কথা নাই। 'আমার গুরুর সব ভাল'—এই তাঁহার বিচার। সেইজন্য তিনি গুরুদেবের প্রতি আক্রমণ সহ্য করিতে পারেন না। এই জন্যই বজ্রাদপি কঠোর দণ্ড ধারণ করেন। ইহাই তাঁহার তৃণাদপি সুনীচতা বা নির্ম্মৎসরতা। যিনি জড়প্রতিষ্ঠাশা-শূন্য নহেন, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মের অসমোর্দ্ধ মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারেন না। যিনি অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া গুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারেন না, যিনি গুরুদেবের নিন্দা শ্রবণেও তৎপ্রতি উদাসীন থাকেন, তিনি বাহিরে যত দৈন্যই প্রদর্শন করুন না কেন, তিনি প্রতিষ্ঠাশাশূন্য তৃণাদপি সুনীচ নহেন, তিনি জড়প্রতিষ্ঠা-লোলুপ, তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরাধী। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অযাচিত কৃপা হইলেই হৃদয় হইতে প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা দূরীভূত হয়। তাই আমরা যেন কোনও দিন শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সম্বন্ধচ্যুত না হই, এজন্য নিত্যকাল ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব। কেহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে আসিলে—যাহাতে গুরুদেবের প্রভাব হ্রাস হয় এরূপ কোন কথা শুনিব না এবং যে কেহ ঐরূপ কথা বলিতে আসিবে তাহাকে চণ্ডাল জ্ঞানে পরিত্যাগ করিব, তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিব না। যদি এইরূপ দৃঢ় হইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম ধরিতে পারি তাহা হইলে কোন দিন তাঁহার কৃপায় জড়প্রতিষ্ঠা নিবৃত্তি হইলে তৎপাদপদ্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিব।

নিতাইপদকমল, কোটিচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
* * * *
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাইপদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতাইয়ের করুণা হবে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দু'খানি॥

ॐ প্রভুপাদের

বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸৹; ৪র্থ খণ্ড —৸৹ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম-মায়াপুর,

নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-মূলমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন [illegible] আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার [illegible]
কলিকাতার শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর সেবার শ্রীমদ্ভাগবতাদি শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
বাঁইতারা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুড়া গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ
বালিয়া পোঃ আটি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং প্যালাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় [illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
সঙ্কেত, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible]
বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রী[illegible]সেবা

(৫১) রামানন্দ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, কভুর গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রী[illegible]সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ
পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) আমাই গৌড়ীয়মঠ
পোঃ আমাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
চুয়াডাঙ্গা, পোঃ [illegible], (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং লেউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible]রোড
[illegible], লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।√০	।√০	।০
" ইঞ্চি	২৲		১।০	
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(০)::——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সৎ-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রকৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পরিপাটীর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

——

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে, খোরাক ও রেজনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

——

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ বিশ্ববিশ্রুত শ্রীমৎ অকিঞ্চন তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত অধ্যক্ষের ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

——

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী-প্রভুপাদ বিভিন্ন দেশীয় ও বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের প্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া পূর্ব্ব শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের শতবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিলতম সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভৃতি মহোদয়ের শ্রেষ্ঠগবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৮শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।২নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(০)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বজনপরিচিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৪	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১০			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২০	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৫-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৫৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৩১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৩	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

পোঃ —শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪৬, ১লা আগষ্ট, ১৯৩৯, মঙ্গলবার [১৩১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—য়(০)

পরীক্ষার ফল প্রকাশের নূতন ব্যবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় উহার বিভিন্ন পরীক্ষার ফল ঘোষণায় যে নূতন পন্থা এই বৎসর অবলম্বন করিয়াছেন, তৎপ্রতি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিকুলেশন, বি-এ ও বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা প্রকাশ করিয়া উহা বিক্রয় করার ব্যবস্থা করেন। সম্প্রতি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নূতন ব্যবস্থায় প্রবল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রকাশ, বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে এক পত্রযোগে জানাইয়াছেন যে, কলিকাতা গেজেটে উপরোক্ত পরীক্ষাগুলির ফল প্রকাশিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় যে সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, তদ্বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয় যদি এই বৎসরের ব্যবস্থা অর্থাৎ পৃথক ভাবে পরীক্ষোত্তীর্ণদের নামের তালিকা ছাপাইয়া বিক্রয় করার প্রথা আগামী বৎসর হইতে বন্ধ না করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে আর উপরোক্ত পরীক্ষাগুলিতে পরীক্ষোত্তীর্ণদের নাম প্রকাশ করিবেন না।

বর্ত্তমান বৎসরের পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয় বিল্ডিংয়ে টাঙ্গাইয়া দিতেন। তারপর উহা পাকাপাকিভাবে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইত। বর্ত্তমান বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফলাফলের তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল্ডিংয়ে না টাঙ্গাইয়া বিভিন্ন বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টারের নিকট সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ফলাফল প্রেরণ করেন। তারপর মাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণদের নামের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক তালিকা ছাপাইয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করেন। উহার পর অবশ্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সম্পূর্ণ ফল কলিকাতা গেজেটে যথানিয়মে প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় অতঃপর বি এ ও বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকাও ছাপাইয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রকাশ করেন। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন।

গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে উপরোক্ত পত্রে বলা হইয়াছে যে, এ পর্য্যন্ত কলিকাতা গেজেটে যে পরীক্ষোত্তীর্ণদের নাম প্রকাশিত হইত একমাত্র তাহাই পাকাপাকি নামের তালিকা বলিয়া পরিগণিত হইত। এই তালিকা গেজেটে প্রকাশ করার জন্য গবর্ণমেণ্টের বেশী কিছু ব্যয় লাগিত; কিন্তু ঐ ফল বাহির হওয়ায় গেজেট কিছু বেশী বিক্রয় হইত এবং তাহা হইতে ঐ ব্যয়ের কিছু আদায় হইত। কিন্তু এই বৎসর যেরূপ হইয়াছে, সেইরূপভাবে বিশ্ববিদ্যালয় যদি পরীক্ষোত্তীর্ণদের নামের তালিকা ছাপাইয়া বাহির করেন তবে সেই তালিকাই পাকাপাকি বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং ঐ তালিকা আর কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করার প্রয়োজন থাকিবে না; কারণ কলিকাতা গেজেট পরে বাহির হয় ও উহার মূল্যও অধিক। অতএব বিশ্ববিদ্যালয় যদি পরীক্ষোত্তীর্ণদের নামের তালিকা ছাপাইয়া পৃথকভাবে বাহির করা বন্ধ না করেন, তবে গবর্ণমেণ্ট আগামী বৎসর হইতে এই তালিকা কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ করিবেন না।

বিষয়টি বর্ত্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে।

হায়দরাবাদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

২৮শে জুলাই পরিকল্পিত শাসন-সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন উদ্দেশ্যে এক মিছিল বাহির হইলে সহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়া যায়। রামগড়ী ষ্টেশন রোডস্থিত এক বাড়ী হইতে মিছিলের উপর ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়, এবং তাহার ফলে তিন ব্যক্তি সামান্যরূপে আহত হয়। উত্তেজিত হইয়া কয়েক ব্যক্তি সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে এবং কয়েকটি জানালার ক্ষতি করে। পুলিশ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। তাহার পর এই মর্ম্মে এক মিথ্যা গুজব রটে যে, কাচোয়ান থানার একজন সাব-ইন্সপেক্টর গোলাগুলিতে আহত হইয়াছে। তখন জনতার একাংশ আবার সমবেত হইয়া দ্রুপেট অভিমুখে অগ্রসর হয়। সেখানেও কয়েকটি বাড়ী হইতে তাহাদের উপর আবার ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হয়। জনতা সেই সকল বাড়ীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলে বাড়ীর লোকজন তাহাদের উপর গুলী বর্ষণ করে; ফলে দুইজন আহত হয়; তন্মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর হয়। পরে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য অংশের স্থানে স্থানে মারপিট চলিতে থাকে এবং তাহার ফলে ২৬ জন আহত হয়। পরে দুইজন মারা যায়। জেনারেল হাসপাতালে তিনজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে আদেশ ও স্থির শান্তির জন্য সান্ধ্য আইন জারী করিয়াছেন। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সৈন্যদলকেও প্রস্তুত রাখা হইয়াছে।

যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের উদ্যম

ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতিদিন বিনা মূল্যে দুগ্ধ সরবরাহ করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট পরীক্ষামূলকভাবে আগ্রা জিলা বোর্ডের অধীনস্থ কয়েকটি স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রকে দৈনিক ১ পাউণ্ড করিয়া জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমানে আচনেরা, সিকান্দ্রা, কাগারোল, ইৎমাদপুর ও ফতেয়াবাদ স্কুলেই এই পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। যদি এই পরিকল্পনায় সুফল পাওয়া যায় এবং আগ্রা জিলার ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষিত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য জিলা সমূহেও উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী দুগ্ধ বিতরণ করা হইবে।

পেন্সন বা অর্থ সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত

আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে যে সকল ব্যক্তি বরখাস্ত হন বা যাঁহাদের চাকুরী যায় অথবা যাঁহারা পদত্যাগ করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের কাজ করার মত ক্ষমতা নাই বা পদের অভাবে পুনরায় যাঁহাদিগকে কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব নহে, কিম্বা কোন পদ খালি না থাকে, বা অন্য কোন কারণ ঘটিলে, সেইসব ব্যক্তিকে পেন্সন বা এককালীন অর্থ সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নাকি গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তিবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিনবঠ্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

অক্ষরাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষায় বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বামন-আন্দর ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২। ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিমালিকা গৌরগোবিন্দঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিগ্‌-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাটবীকুঞ্জ ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমবিবর্ত্তচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৩৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩ গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪ পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। শিক্ষাষ্টকদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১ শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতনঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সান্বয় শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ অফ্ দি অল বেদাস ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইসোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আবষ্ট্যাকেল্‌স ডিভোসন [illegible]
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অসম্পূর্ণ খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া।

১৪শ বর্ষ { ১৬ পুরুষোত্তম ৪৪৭ গৌরাব্দ, ১৬ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১লা আগষ্ট ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার } ১৩১শ সংখ্যা

গুরু-তত্ত্ব

——:(*):——

১। শ্রীগুরুদেব শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-তত্ত্ব।

২। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় বিষ্ণু-বিগ্রহ-লীলার প্রকটকারী।

৩। শ্রীগুরুদেব ভগবৎপ্রিয়তম বিষ্ণু-বিগ্রহ হইয়াও বৈষ্ণবরূপে যাদৃশ পণ্ডিতকে উত্তোলন করিবার জন্য এপকে সর্ব্বপ্রান্তে অধিষ্ঠিত।

৪। শ্রীগুরুদেব প্রাণিরাজ নররূপে আমার একমাত্র উপাস্য-বস্তু।

৫। শ্রীগুরুদেব নরোত্তমরূপে বৈষ্ণব-গণের পরমবরণীয় বস্তু সেবকসূত্রে বৈষ্ণব হইলেও শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব।

৬। শ্রীগুরুদেব অভেদবিচারে উপাস্য-পরাকাষ্ঠা তত্ত্ব।

৭। শ্রীগুরুদেবের সেবায় পরিতৃপ্তমান্ জগৎ যায়, তবে যাদৃশ সেবাবিমুখ নর তাঁহাকে নরোত্তম বলিয়াই বিদ্ধ।

৮। নরোত্তম-শ্রীগুরুদেবের ভক্ত সজ্জন বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁহারাই আমার গুরু-রূপে বহু মূর্ত্তিতে প্রকটমান্।

৯। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-জাতীয়-তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়-তত্ত্ব।

১০। শ্রীগুরুদেব সেবক-ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ সেব্য-ভগবান্।

১১। শ্রীগুরুদেব স্বরূপ-প্রকাশ, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ।

১২। শ্রীগুরুদেব বলদেব-নিত্যানন্দা-ভিন্ন-স্বরূপ, শ্রীগুরুদেব অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন।

১৩। শ্রীগুরুদেব নিত্য কৃষ্ণের সেবক; শ্রীগুরুদেব নিত্যকাল সর্ব্ববিভাবে কৃষ্ণ-সেবক।

১৪। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দপ্রেষ্ঠ, রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি অভিন্ন বার্ষভানবী।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপালিপি

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ,

৪।৭।৩৩

পরম পূজনীয় শ্রীপাদ নদীয়াপ্রকাশ-সম্পাদক প্রভুর শ্রীচরণেষু—

প্রভো, আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম কৃপা পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন এবং পূজনীয় বৈষ্ণব-বৃন্দকে জানাইবেন।

আজ কয়েক (প্রায় চারি) মাস যাবৎ শারীরিক ও মানসিক পীড়ায় কাতর থাকায় চিকিৎসক ও নিত্যহিতৈষী বন্ধুবান্ধববর্গের ইচ্ছা ও উপদেশানুসারে সুশীতলস্থানে কৃষ্ণানুসন্ধান পূর্ব্বক জুড়াইবার জন্য যাইতেছি।

কৃষ্ণের বড়ই কৃপা ও আমার পরম সৌভাগ্য যে, যাহাদের গতি কোনকালেই নাই—এতাদৃশ নিত্যধর্ম্মভ্রষ্ট ও অসতো অতিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃকও আমার মত একটা পাপী, পাতকী, অতিপাতকী ও মহাপাতকী নরকের কীট জীবাধম দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যক্ত হওয়ায় পুরস্কারস্বরূপ হরিভজনের অপূর্ব্ব দুর্লভ সুযোগ পাইয়াছে শরণাগতির "প্রাণেশ্বর! কহবুঁ কি সরম কি বাত। ঐছন পাপ নাহি, যো হাম্ না করলুঁ, সহস্র সহস্র বেরি নাথ। আপন চতুর পণ, তুয়া পদে সোঁপলুঁ, হৃদয়গরব দূরে গেলা। দীন দয়াময়, তুয়া কৃপা নিরমল, বিনোদদেবক আশা ভেলা।" "নূনং মে ভগবাংস্তুষ্টঃ সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ। যেন নীতো দশামেতাং নির্ব্বেদশ্চাত্মনঃ প্লবঃ॥ তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্। হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদ-ধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥" ইত্যাদি ভাগবত ও গুরু-ভাগবতের বাণী অদ্য ও নিত্যকাল আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আত্মারূপে বাহির হইয়া আমার অনুসরণীয় পন্থা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ ও উপদেশ করিতেছেন। সুতরাং আমার ন্যায় জীবকীটের জন্য কোনও চিন্তা ও ভয়ের কারণ নাই। অবন্তী-নগরের ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর অনুসরণে আজ আমিও গাহিয়া চলিয়াছি,—

"এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব॥"

যাহাদের পরজ্ঞাতব্য শ্রীগৌরসুন্দর ও তদ্ভক্ত আমার নিত্যবান্ধব আপনারা—সকল বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে এযাবৎ ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে, জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনাদের প্রসন্নতা ও আবেদনের ফলে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ নিশ্চয়ই আমাকে তাঁহাদের পাদপদ্মে নিত্য আশ্রয় দিবেন—ইহাই আশাবন্ধ।

অদ্য ব্যক্তিকালে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের প্রিয়তম ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভাজন কিঙ্কর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ—যিনি শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট শিক্ষারই পরমপূজনীয় আচার্য্যরূপে দৃঢ়প্রত্যয় সকল অকপট শুদ্ধ ভক্তবৃন্দকেই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় পরিচালন করিবেন এবং আমার নিত্যবান্ধব সকলেই তাঁহার আজ্ঞাপালন ও কৃষ্ণভজনে সাহায্য করিবেন।

এই পত্রখানা প্রয়োজন মনে করিলে দৈনিক-নদীয়াপ্রকাশে প্রকাশ করিতে পারেন।

পুনরায় আমার নিত্যবান্ধব ও নিত্য সম্পর্কযুক্ত প্রিয় মিত্র বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে ক্ষমাভিক্ষা চাহিয়া, দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি—যেন বঞ্চনা না করিয়া, কৃপা করেন।

অদোষদর্শি বৈষ্ণবদাসানুদাসাভিলাষী—

স্বাঃ—শ্রী অনন্তবাসুদেব দাস

মায়াতে করিয়া বন্ধ ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৩ পুরুষোত্তম, খাণ্‌ প্রচার গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন

যতদিন পর্য্যন্ত জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির উদয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা ভক্তি অপেক্ষা কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বা ভক্তির সহিত সমান জ্ঞান করিয়া থাকে। কর্ম্মিগণ ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে সেবাদম্ভদ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিয়া থাকে। অভক্তগণ ভগবান্‌কে খাজাঞ্চি মনে করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি আদায় করিয়া লইতে চায়, কিন্তু হরিভক্তগণ এই সকল বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণকে নরকগমনের পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য—ইহাদের ক্লেশমূল অবিদ্যা অন্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। আলো ও অন্ধকার একসঙ্গে থাকিতে পারে না।

কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥

কৃষ্ণসংকীর্ত্তনরূপ দিব্যজ্ঞান আলোকে অজ্ঞান অন্ধকার দূরীভূত হয়। আলো ব্যতীত অন্ধকার দূর হয় না। আলোর অনুসরণ না করিলে অন্ধকারে অন্ধকূপেই পড়িয়া থাকিতে হয়—বিপদসমূহ নিবারিত হয় না। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা করিয়া জীবের অজ্ঞান ঘুচাইয়া দিব্যজ্ঞান প্রদান করেন। এই-জন্যই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তভাব অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণসংকীর্ত্তনযজ্ঞ প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন। এই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞ যাহাকেও অনুসরণ করিলেই তাহার মায়াবন্ধন—অজ্ঞান-অবিদ্যা পরাভূত হয়। এইজন্যই গৌরসুন্দর নির্ব্বিশেষে সকলকেই কীর্ত্তন-যজ্ঞে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। অতএব শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, গবেষণা, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য সমস্তকেই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে বলেন। যিনি কীর্ত্তনাখ্য ভক্ত্যঙ্গ-যাজন করেন, তাঁহারই সকল অঙ্গ সাধিত হয়। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন—অঙ্গী, আর অন্যান্য সাধন সকলই অঙ্গ—[illegible] শ্রীজীবপ্রভু তিনি জানেন—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সাধনশিরোমণি। অবশ্য ভক্তির অঙ্গ অনেক, অবশ্য শ্রবণকীর্ত্তনেরই

'এক'অঙ্গ সাধে, কেহ সাধে 'বহু' অঙ্গ।
'নিষ্ঠা' হৈতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥
* * * *
'এক' অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।

শাস্ত্র যেখানে একাঙ্গ সাধনের কথা বলিয়াছেন, সেখানেও কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই একমাত্র বিষয়। "যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেনৈব কর্ত্তব্যা।" একাঙ্গ নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়। অন্যান্য সাধনাঙ্গসকল যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনাখ্য কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তন-সহযোগে সাধিত হয়, তবেই ফলোদয় হয়। কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন বাদ দিয়া ধামবাস, শ্রীমূর্ত্তিসেবা প্রভৃতি কোন অঙ্গই পরিপূর্ণ হয় না। কিন্তু যদি কেবল কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন হয়, তাঁহা হইলে তাহা দ্বারাই ধামবাসের ফল, ভাগবত-শ্রবণের ফল, শ্রীমূর্ত্তিসেবার ফল প্রভৃতি সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন ব্যতীত মঠবাসী ভক্তগণের অন্য কোন কৃত্যই নাই। নিত্যানন্দের নামহট্টে—শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে যোগদান করা ব্যতীত জীবের অন্য কোন প্রকারেই মঙ্গললাভ হইতে পারে না। বালক, বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, দরিদ্র, পাপী, পুণ্যবান্ সকলেরই কৃত্য কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে যোগদান করা।

সেই ভক্ত, সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥

ব্রাহ্মণ হরিভজন করিবেন অন্যে পারিবেন না, পুরুষ হরিভজন করিবে স্ত্রী পারিবে না, স্বাস্থ্যবান্ হরিভজন করিবে অসুস্থ ব্যক্তি পারিবে না, বিদ্বান লোক হরিভজন করিবে মূর্খ পারিবে না, নীচকুলে জাত বলিয়া হরিভজন করিতে পারিবে না, এরূপ নহে। গুরুপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করিলে তাঁহার কৃপায় সকলেই হরিকীর্ত্তনে অধিকার লাভ করিতে পারিবেন। কীর্ত্তন-কারী—শ্রীগুরুদেব, অন্যান্য সকলেই তাঁহার দোহারকারী। কীর্ত্তনকারীর আনুগত্যে অনুকীর্ত্তনই উত্তমা ভক্তি বা কৃষ্ণসংকীর্ত্তন। গুরুপাদপদ্মের আনুগত্য বাদ দিয়া যে কীর্ত্তন-প্রয়াস, তাহা কৃষ্ণসংকীর্ত্তন নহে, কেবল চীৎকার মাত্র। শ্রোতৃগণ বা দোহারগণকে অনাদর করিয়া লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির জন্য যে কীর্ত্তনের অভিনয়, তাহা হরিসংকীর্ত্তন নহে—উহা মায়ার কীর্ত্তন। নিজেকে কীর্ত্তনকারী আচার্য্যের অযোগ্য ভৃত্যানুভৃত্য বলিয়া উপলব্ধি না হইলে হরিসংকীর্ত্তন হয় না, কেবল চীৎকার করিয়া পিত্তবৃদ্ধি হয় মাত্র। আবার গুরুপাদপদ্মের আদেশে কীর্ত্তন করিয়াও যদি দম্ভ আসে, আমি বক্তা ইহারা শ্রোতা, আমি উপদেশক, অন্যান্য সকলে আমার উপদেশ গ্রহণ করিতেছে, যদি ইত্যাকার দম্ভ ও প্রতিষ্ঠাশা হৃদয়ে জাগে তাহা হইলে সংকীর্ত্তনকারীকে নিজস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইতে হয়। সেই-জন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করিতে হইলে তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু ও অমানি-মানদ হইতে হইবে। অমানি-মানদ না হইলে কীর্ত্তনে অধিকার হয় না। কর্ম্ম-কাণ্ডে তৃণাদপি সুনীচতা নাই, কপটতা করিয়া আঁকুপাঁকু ভাব-দেখান তৃণাদপি সুনীচতা নহে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—

"হে জীবগণ, তোমরা কীর্ত্তন ব্যতীত আর কিছু কোরো না, সর্ব্বক্ষণ 'কীর্ত্তন' করবে। 'অমানি-মানদ', 'তৃণাদপি সুনীচ' না হ'লে কীর্ত্তন হয় না। তুমি বড় ওস্তাদ—বড় বুদ্ধিমান্—এসকল বিচারে প্রমত্ত হ'য়ো না। আমি গৌরসুন্দরের নিকট হ'তে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার উপদেশ পেলাম, আমাকে যদি কেউ আক্রমণ করে, তখন আমার তাহা সহ্য ক'রে হরিনাম করা উচিত—তখন আমার জানা উচিত যে, আজ ভগবান্ আমাকে কৃপা ক'রে 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়ার অবসর প্রদান ক'রেছেন, এরূপ জেনে আমার হরিনামে আরও উৎসাহান্বিত হওয়া উচিত। কিন্তু যদি কেউ আমার গুরুবর্গের উন্নত পদবীর অমর্য্যাদা করে, তবে তাঁকে বল্‌বে,—"ওরে পাষণ্ডী, তুই বৈষ্ণবের সুনীচতা বুঝতে পারছিস্ নে. ভগবানের বক্ষে বক্ষে যাঁকে রাখ্‌বার বস্তু যে 'বৈষ্ণব', তাকে তুই তোর চেয়েও নীচ মনে করছিস? তোতে যে দুরাচার আছে, তা তুই বৈষ্ণবে আরোপ করছিস্ কোন্ সাহসে? পাষণ্ডী কর্ম্মী তুই জানিস্ নে—সমস্ত মঙ্গলমূর্ত্তি হাতজোড় ক'রে যে বৈষ্ণবের সেবাপ্রতীক্ষায় সতত দণ্ডায়মান, সেই বৈষ্ণবের নিন্দা করলে তোর অমঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী! বৈষ্ণবের বিদ্বেষ করলে জীবের পরম অমঙ্গল ঘটে। বৈষ্ণব-নিন্দককে সযুক্তিভাবে দণ্ডিত করতে হ'বে—ইহাই 'তৃণাদপি সুনীচতা', 'সহিষ্ণুতা'; কিন্তু যখন কেউ ব্যক্তিগতভাবে গালি-গালাজ করতে থাকেন, তখন আমি জানবো—যে সকল লোক অহর্নিশ পড়বেন, ভগবান্ তাঁদের দ্বারা আমার নরক বিধান ক'রে দিয়েছেন। ভগবান্ যখন আমাকে দয়া করেন, তখন অসংখ্য মুখে অসংখ্যপ্রকার কটু কথা বা'র ক'রে আমাকে সহনশীল শিক্ষা দেন। ভগবান্ আমাকে জানান,—দুনিয়ার নিন্দা সহ্য

[illegible] দুঃখ বহ সংসার নহে কম্ম॥

করতে না শিখ্‌লে "হরিনাম" করবার অধিকার হয় না।"

নিষ্কপটে গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থী হইলেই কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে অধিকার লাভ হয়। তাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

বৈষ্ণব দেখিয়া পড়িব চরণে
হৃদয়ের দুঃখ জানি।
বৈষ্ণব ঠাকুর প্রভুর কীর্ত্তন
দেখাইবে দাস মানি॥

শ্রীগুরুসেবকের বিচার

(পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার)

শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, অবিশ্বাসই আমাদের সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের মূল। ইহা হইতে প্রথমে সন্দেহ, তৎপরে নাস্তিকতা আসিয়া আমাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাবৃত্তি ভঙ্গ করিয়া দেয় এবং জগতের সকল লোককে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা হইতে বিমুখ বা নাস্তিক করিয়া সেজন্যই স্ব-পর-মঙ্গলের বাধা হইয়া বিবেচিত হয়। আমরা কখনও যেন এই প্রকার দুর্দ্দৈবগ্রস্ত না হই এবং অপরকেও এই প্রকারে দুর্দ্দিনে পাতিত না করি,—এ বিষয়ে আমাদের সকলেরই সর্ব্বদা বিশেষ সাবধান থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

নিষ্কপট, শরণাগত আত্মমঙ্গল-প্রার্থী শ্রীগুরুসেবকগণ "বৈষ্ণবের নিন্দাকর্ম্ম নাহি পাড়ে কাণে। সবে কৃষ্ণভজন করে,—এইমাত্র জানে।"—এই প্রকার বিচারে সর্ব্বক্ষণ প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে—শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত থাকেন এবং অপর সকলকে এই প্রকার আচার-প্রচারের দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত রাখেন; ইহাই তাঁহাদের স্ব-পর-মঙ্গল-চিন্তা।

মনোধর্ম্মিব্যক্তিগণ সর্ব্বদা দোদুল্যমান-চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট। স্থির হইয়া দাঁড়াইবার একটা ভিত্তি তাহাদের নাই। তাহারা কোন সময় মনে করে—হরি-গুরু-বৈষ্ণব সত্যবস্তু, তাঁহারা নিত্যকাল জগতে আছেন; হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করাটাই ভাল। আবার পরমুহূর্ত্তে বিচার করে—হরি-গুরু-বৈষ্ণব বলিয়া কোন বস্তু জগতে নাই, কিংবা হরি-গুরু-বৈষ্ণব আছেন কিনা, সন্দেহ; সুতরাং হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ছাড়িয়া ভোগী না ত্যাগী হওয়াটাই ভাল। এই

প্রকার অমর্য্যাদাকর চঞ্চলমতি ব্যক্তিগণকে যেন আমরা আমাদের দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনের আদর্শ না করি।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" শ্লোকের মর্য্যাদানুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্মকে—শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মকে ভগবদ্বস্তু, নিরস্তকুহক বাস্তব বস্তু বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করত সর্ব্বদা তাঁহার একান্ত শরণাগত থাকিয়া—তাঁহাতে সর্ব্বদা যুক্ত থাকিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির সহিত প্রীতিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণই অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুপাদপদ্ম-রূপে আমাদের চিত্তে উদিত হইয়া আমা-দিগকে এমন সুবুদ্ধি প্রদান করেন—যদ্দ্বারা সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বাবস্থায় শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় আমরা উত্তরোত্তর প্রচুর বল ও প্রবল উৎসাহ পাইয়া থাকি। অতএব আমরা যেন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সহিত—শ্রীআচার্য্যপাদ-পদ্মের সহিত এবং সেই গুরুপাদপদ্ম-আচার্য্য-পাদপদ্মের শরণাগত, অনুগত ও তাঁহাতে সতত যুক্ত শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপদ্মের সহিত সর্ব্বদা সংযুক্ত থাকিতে পারি,—কখনও যেন বিযুক্ত হইয়া না পড়ি, এ বিষয়ে সর্ব্বদা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

এই প্রকার নিত্যারাধ্য শ্রীহরি, সদ্গুরু বা শুদ্ধবৈষ্ণব এবং তাঁহাদের একান্ত শরণাগত—একান্ত অনুগত নিষ্কপট সেবক গণের মধ্যে অর্থাৎ এই দুইএর পরস্পরের প্রতি প্রীতি বা প্রাণের টান কত অধিক ও উভয়ের তাঁহাদের মাহাত্ম্য কি প্রকার, তাহা জানাইতে গিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন,—

সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে
প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন॥
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্য স্থানে।
সেই ঠাকুর ধন্য, তারে চুলে ধরি' আনে॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৪৬-৪৭)

এখানে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু কাহাকে ধন্য ভক্ত, শুদ্ধভক্ত, শুদ্ধবৈষ্ণব বা সেবক বলিলেন?—যে সেবক শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম কখনও ছাড়েন না, তাঁহাকেই ধন্য সেবক—ধন্য ভক্ত বলিলেন। যাঁহা-সতাঁহারা শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম সর্ব্বদা দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকেন বলিয়া, কখনও ছাড়েন না বলিয়া ভক্তবৎসল শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব প্রভু সেই ধন্য সেবককে কখনও ছাড়েন না। এই প্রকার ধন্য ভক্ত বা সেবকের দৈবাৎ কোন দুর্দ্দৈব উপস্থিত হওয়ায় তিনি যদি শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব-পাদপদ্ম ছাড়িয়া দূরদেশে চলিয়া যাইতে চান, তাহা হইলে ধন্য প্রভু—ধন্য ঠাকুর শ্রীহরি, শ্রীগুরুপাদপদ্ম, শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম, শুদ্ধ-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম তাঁহাকে চুলে ধরিয়া আবার তাঁহাদের শ্রীচরণপার্শ্বে টানিয়া আনেন।

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও আমাদিগকে আর একটি বিশেষ আশার কথা জানাইতে গিয়া বলিয়াছেন,—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥
(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।১৫৩)

অর্থাৎ গুরুদেব, আচার্য্যদেব বা শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে আমরা আমাদের প্রভু বলিয়া জানি, যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ সেবোপাস্য শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরসুন্দরকেই তাঁহাদের একমাত্র আরাধ্য প্রভু বা প্রভু বলিয়া জানেন ও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা সময় তাঁহারা তাঁহাদের প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ পরিপূরণ বা ইন্দ্রিয়তোষণকর কার্য্য করিয়া থাকেন,—ইহাই আমাদের বিশেষ ভরসার নিদর্শন। এই প্রকার প্রভু, গুরু, আচার্য্য, বৈষ্ণব বা সাধুগণ সর্ব্বক্ষণ পাইলেই আমরা আত্মমঙ্গল—পরমমঙ্গল লাভ করিতে পারিব; যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীগৌরসুন্দরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন বলিয়া আমাদিগকেও সর্ব্বদা শ্রীগৌরসুন্দরের ইন্দ্রিয়তর্পণকার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে চান, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় বিশেষ উৎসাহিত করেন, কৃষ্ণেতর চিন্তা বা কৃষ্ণেতর বিষয়ে কখনও কোনপ্রকারে আমাদের মনোনিবেশ করিতে দেন না,—ইহাই আমাদের পরম-মঙ্গল-লাভের একমাত্র আশা-ভরসা।

মহাজন বাক্যে একটি নিরাশার কথাও আমরা শুনিতে পাই। যাহারা শ্রীগুরুদেব বা শ্রীআচার্য্য পাদপদ্মে সন্দিহান, বিশ্বাস-হীন, তাহারা নিজেরা সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায়—শ্রীগৌরসুন্দরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-কর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে পারে না এবং অপরকেও সর্ব্বক্ষণ এই প্রকার সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু অপর কেহ যতটুকু শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবা—শ্রীগৌরসুন্দরের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কার্য্য করেন, তাহা হইতেও নানাপ্রকারে নিরুৎসাহিত করিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা বিমুখ করিয়া দেয় বা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণববিদ্বেষী নাস্তিক করিয়া তুলে। এই প্রকার ব্যক্তি-গণকে যদি আমরা আমাদের আত্মীয়, সুহৃৎ, প্রভু, গুরু, বৈষ্ণব, সাধু বলিয়া বিচার করি, তাহা হইলে ইহাদের সঙ্গ-ফলে আমাদের চেতনার বৃত্তি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে বিশ্বাস, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগতি, শ্রীহরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন প্রভৃতি শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা-বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ কমিতে কমিতে শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস, সন্দেহ, তৎপরে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব বলিয়া কোন বস্তু জগতে নাই,—ধর্ম্ম অর্থ-কাম-মোক্ষ বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লাভই মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, এরূপ নাস্তিকতা আনয়ন করিয়া আমাদের সেবোন্মুখতাবৃত্তি একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়—আত্মবিনাশ সাধন করায়। আমাদের এই প্রকার দুর্দ্দৈব লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—"সাধন হায় পরিণাম নিরাশা।"

নিষ্কপট আত্মমঙ্গলকামী শ্রীগুরু সেবক সর্ব্বদা শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণব চরণে একান্ত শরণাগত থাকিয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তির দ্বারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের অযাচিত কৃপা-লাভে নিত্যমঙ্গলের রাজ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার সঙ্গের দ্বারা তাঁহার সেবোন্মুখবৃত্তি, সেবোৎ-সাহিত্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে, দিন দিন ভজনোন্নতি হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন; পক্ষান্তরে কাহার সঙ্গ তাঁহার সেই সেবা বৃত্তিকে সঙ্কোচিত করিতেছে, সেবোৎসাহিত্য কমাইয়া দিতেছে, ক্রমশঃ নাস্তিকতার দিকে অগ্রসর করিয়া আত্মবিনাশ-সাধনের চেষ্টা করিতেছে, তাহাও তিনি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন।

এই প্রকার আত্মমঙ্গলকামী নিষ্কপট, শরণাগত সেবক সর্ব্বদা শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শ্রীপাদপদ্মের সহিত সংযুক্ত থাকায় ও সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের প্রীতিজনক কার্য্য করিবার চেষ্টা করায় সেই শ্রীগুরুগৌরাঙ্গই তাঁহাকে অযাচিত কৃপা-বিতরণের নিদর্শন-স্বরূপ অন্তর্য্যামী চৈত্যগুরুরূপে সেই ব্যক্তির চিত্তে উদিত হইয়া তাঁহাকে এমন সুবুদ্ধি প্রদান করেন—যদ্দ্বারা তিনি সদ্গুরু-অসদ্গুরু, সাধু-অসাধু, বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব, কনিষ্ঠ-মধ্যম-উত্তম অধিকারী বা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষীকে ঠিকভাবে চিনিয়া যথাযথ সম্মান বা ব্যবহার প্রদর্শন করিতে পারেন। উক্তঞ্চ—

"শ্রদ্ধা-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥"
'শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারি॥"
"কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি,
উত্তমে শুশ্রূষা দান"।
"ঈশ্বরে প্রেম, তদধীনে মৈত্রী, বালিশে
কৃপা, দ্বেষীকে উপেক্ষা।"
"যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর
করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি অবশ্য
পাইব তবে॥"
"বৈষ্ণব-চরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দা হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ, না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥"
"ক্রোধ ভক্তদ্বেষিজনে";
"গুরু-গৌরাঙ্গ-বিরোধী নিজ-জনে
জানি পর"।
"যদিও যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে॥"
"এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে॥"
"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে
মামনন্যভাক্"।
"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ",
'ভক্তোগ্রপাপজিত্তত্ত্ব কাদাকাদাবধানতঃ'

—ইত্যাদি মহাজন ও শাস্ত্র-বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহার উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত শ্রৌতপন্থা অবলম্বন ব্যতীত মাৎসর্য্য হইয়া—আধ্যক্ষিক দৃষ্টি, জ্ঞান বা সমগ্ৰকে অবলম্বনপূর্ব্বক দাম্ভিকতার দ্বারা অর্থাৎ আরোহ-পন্থায় শ্রীগুরুদেব, আচার্য্য বা শুদ্ধ বৈষ্ণবকে মাপিতে বা বুঝিতে গেলে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গের সহিত যুক্ত থাকা হয় না ও প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাদের ভজন হয় না; এই হেতু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ সেই ভোগী বা ফলত্যাগী দাম্ভিক ব্যক্তির হৃদয়ে উদিত হইয়া তাহাকে বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ সুবুদ্ধি প্রদান করেন না; তৎফলে সেই ব্যক্তি মোহ-বিভ্রান্ত হইয়া অসদ্গুরুকে—সদ্গুরু, সদ্গুরুকে—অসদ্গুরু, শ্রীনামের আচার-প্রচারকারী আচার্য্যকে—ভোগী, ব্যভিচারী, লম্পট এবং অস্থাভিলাষী, ভোগী বা ত্যাগী ব্যভিচারী লম্পটকে—আচার প্রচারকারী আচার্য্য, শ্রী সখী ও কৃষ্ণ ... অসাধুকে—সাধু, প্রকৃত সাধুকে—অসাধু, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষীকে—শুদ্ধবৈষ্ণব, শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণববিদ্বেষী মনে করে, নিরস্তকুহক বাস্তব সত্যবস্তু অনর্থাপন্নযুক্ত শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে—শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্মকে অনর্থ-যুক্ত বিপথগামী মত্তভাবনাবিশেষ মনে করিয়া তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ, অসূয়া, শত্রুতাচরণ, আর অনর্থযুক্ত অস্থাভিলাষী উন্মার্গগামী ভোগী বা ফলত্যাগীকে—আচার্য্য, শুদ্ধবৈষ্ণব বা সাধু মনে করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন কিংবা সাধু-অসাধু, বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব,—সকলকে সমান এবম্বিধ বহু প্রকার ... কাহাকে মঙ্গলের কথা ... করে ও তৎফলে ক্রমশঃ আত্মবিনাশের পথে ধাবিত হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-আকর

প্রাচীন নবদ্বীপ, তাৎকাল শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করিতেছেন। সুপ্রাচীন শুদ্ধ-[illegible] প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর-বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়ার

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওক্ প্যালেস বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

নবগা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।৩১ বড় গণেশকির, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একাদশীবন-কুঞ্জবনকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—লোনারী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং বেগমপুর রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্পবেল বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গরাধাকৃষ্ণপার্থসারথির সেবা

(৫১) কাভূর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভূর, কৃষ্ণা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) সচ্চিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) টোটাকুটী

(৫৬) বিরজা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বৃন্দাবন, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রপন্নাশ্রম-গৌড়ীয়-প্রচার-মণ্ডল

পোঃ বহরমপুর, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ রাজবেশপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অমরি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকুমা, পোঃ চিলকুয়া, (আসাম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং বিউটিফ্ স্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ক্যাডোরোড
ব্রাম্পটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

রিডিং রোড, দিল্লী (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নবখানান, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্ত	পরবর্ত্তী দিনের জন্ত	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্ত	পরবর্ত্তী দিনের জন্ত
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	৷৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম	৬৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	
এক কলম	১২৲		১০৲	

এক বৎসরের জন্ত চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৷৷০
" সিকি কলম	১৬৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৪৲	১৮৲
" এক কলম	৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:(০):—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্ত বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। তত্রাচ খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট্ গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রজপত্তন গৌড়ীয়মঠাদিপ্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের প্রশ্নের উত্তরে ও স্বতঃ নিরপেক্ষভাবে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া পুস্তকাকারে শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের ষষ্ঠবার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—:(০):—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নরিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৯শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(০)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অবিমর্ষ্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যালঙ্কৃত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান্ শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৪।এনং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (শান্তি লোকালে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৪		৯-১৩		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১৩	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১৩
ছাঃ	৫-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৪		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)	
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫	
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৪	১৯-১৪	২২-৫০	
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭	

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। পিলার পীড়া সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৩১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ডাকঃ —শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪৬. ২রা আগষ্ট, ১৯৩৯ বুধবার [১৩২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

ট্রাঙ্কের মধ্যে যুবকের মৃতদেহ

প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার ৭নং আপ ট্রেণখানি গয়া ষ্টেশনে আসিলে একখানি গাড়ীর কামরার মধ্যে একটী ট্রাঙ্কের মধ্যে জনৈক যুবকের মৃতদেহ একখানি গামছা, একটী বালিশ ও একটী ছাতি পাওয়া যায়।

সংবাদে প্রকাশ, ট্রেণখানি গয়া ষ্টেশনে পৌঁছিলে কুর্ত্তা ও ধুতি পরিহিত জনৈক দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে সন্দেহজনক ভাবে প্ল্যাটফরমে ঘুরিতে দেখা যায়, মৃতদেহ সমেত ট্রাঙ্কটী হয় গয়া ষ্টেশনে অথবা অন্য কোনও নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে ঐ ব্যক্তি ট্রেণে তুলিয়া দিয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হইতেছে।

রেল পুলিশ এই ঘটনার জোর তদন্ত করিতেছে।

উড়িষ্যায় নিয়োগ ও বদলী

প্রবেশনার ডেপুটি পুলিশ সুপার রায় সাহেব সুদর্শন মহান্তি ডেপুটি পুলিশ সুপার পদে পাকা হইলেন।

পুরী জেলার সদরের প্রবেশনার সাব-ডেপুটি কালেক্টর শ্রীব্রজমোহন পাড়ী সম্বলপুর জেলার বড়গড় অঞ্চলের অতিরিক্ত তহশীলদার নিযুক্ত হইলেন।

গঞ্জাম জেলার ঘুমসুরের ষ্টেশনারী সাব-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীগোবিন্দ হরিনারায়ণ উক্ত জেলার জি উদয়গিরির ডেপুটি তহশীলদার নিযুক্ত হইলেন।

গঞ্জাম জেলার জি উদয়গিরির ডেপুটি তহশীলদার শ্রীউমানাথ পট্টনায়ক উক্ত জেলার সদরের ইন্সপেক্টর তহশীলদার নিযুক্ত হইলেন।

গঞ্জাম জেলার সদরের প্রবেশনার সাব-ডেপুটি কালেক্টর শ্রীকিশোরচন্দ্র দাস উক্ত জেলার বহরমপুরে তহশীলদার নিযুক্ত হইলেন।

প্রবেশনার সাব-ডেপুটি কালেক্টর শ্রীহৃদয়ানন্দ জেনা গঞ্জাম কালেক্টরীর অফিস সুপার নিযুক্ত হইলেন।

বার্লিনে হিটলার ও রিবেনট্রপ

অবকাশ যাপনকালে হঠাৎ হের হিটলার ও হের ভন রিবেণ্ট্রপ অপ্রত্যাশিত ভাবে বার্লিনে আসিয়া উপস্থিত হন এবং চ্যান্সেলার-ভবনে পরামর্শ-বৈঠক করেন।

হের হিটলার আবার বেরখেস-এ ফিরিয়া যাইবেন এবং হের ভন রিবেণ্ট্রপ রবিবার ছুটি উপভোগ করিতে সাল্জবুর্গ-এ প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

বোম্বাইয়ে সম্পত্তি কর

সহরে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির উপর করধার্য্য করিবার ক্ষমতা বোম্বাই আইন সভার আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিয়াছে। স্যার বাইরামজী জিজিভাই বোম্বাই হাইকোর্টে এক মামলা দায়ের করিয়াছেন এবং ভারত শাসন আইন অনুসারে ঐ কর অবৈধ ও অকার্য্যকর এবং ঐরূপ আইন প্রণয়ন বোম্বাই প্রাদেশিক আইন সভার ক্ষমতা বহির্ভূত হইয়াছে, ইহা ঘোষণা করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। মামলার বিচারকালে 'মিউনিসিপ্যালিটি যাহাতে উক্ত কর আদায় না করে, তজ্জন্য সাময়িক-ভাবে 'ইনজাংশন' জারীরও প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই আইনানুসারে পার্শীদের সম্পত্তির শতকরা ১৩ ভাগ ও মুসলমানদের সম্পত্তির শতকরা ৩০ ভাগের উপর করধার্য্য হইবে। ১লা আগষ্ট তারিখে সুরা বর্জ্জন প্রবর্ত্তিত হইবার দিন মুসলমানসম্প্রদায় বিক্ষোভ প্রকাশ করিয়া মিছিল বাহির করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। বোম্বাই সরকারের সুরা-বর্জ্জন নীতির ফলে যে অর্থের আবশ্যক হইতেছে, এইভাবে কর ধার্য্য করিয়া তাহা তুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সম্পত্তি করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও বিশেষ ক্ষমতা বলে কর বাতিল করিবার জন্য গভর্ণরকে অনুরোধ করিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের মিছিল লাট প্রাসাদে যাইবে।

জাপ-জার্ম্মাণ চুক্তি আমেরিকার ঘোষণার জের

জার্ম্মাণী ও জাপানের মধ্যে "পণ্য-বিনিময় সম্বন্ধে এক ব্যাপক চুক্তি" স্বাক্ষরিত হয়। জার্ম্মাণীর সাহায্যে পারস্পরিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা উহা দ্বারা হইয়াছে।

চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ এখনও ঘোষণা করা হয় নাই, তবে রাজনৈতিক মহল বলিতেছেন, আমেরিকা জাপানের সহিত তাহার বাণিজ্য-চুক্তি বাতিল করায় জাপানের যে ক্ষতি হইবে, এই চুক্তির ফলে তাহা কতকাংশে পূরণ হইবে।

ডাকবাক্সে চিঠিপত্রের স্তূপে গোক্ষুর সর্প

উত্তর বিহারে হাজিপুর সহরে একজন ডাকপিয়ন যখন ডাক বাক্স হইতে চিঠিপত্র বাহির করিতেছিল, তখন চিঠির গাদার মধ্যে একটি গোক্ষুর সর্পকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। পিয়ন হতবুদ্ধি হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে কয়েক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ে এবং সাপটিকে মারিয়া ফেলে।

সিউয়ানে ট্রেণ দুর্ঘটনা

২৯শে জুলাই সকালে সিউয়ান প্ল্যাটফর্মে আপ [illegible] পার্শেল এক্সপ্রেস ট্রেণখানির সহিত একটি ইঞ্জিনের সংঘর্ষ হয়। প্রকাশ, পয়েণ্টসম্যান পয়েণ্ট দিতে ভুল করায় গাড়ীখানি আর একটি প্ল্যাটফর্মে চলিয়া যায়। প্যাসেঞ্জার ট্রেণের ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ ব্রেক চাপিয়া ধরে, কিন্তু তথাপি ইঞ্জিনখানির সহিত ট্রেণটি ধাক্কা লাগে। ফলে, ইঞ্জিন ও তৎসংলগ্ন চারিখানি গাড়ীর সমূহ ক্ষতি হয় এবং প্রায় ৪০ জন লোক অল্প বিস্তর আহত হয়। কেহ মারা যায় নাই।

---

৬ জন হত ও ৪ জন আহত

[illegible] উপজাতীয়দের দুই দলের মধ্যে দাঙ্গায় ছয় ব্যক্তি নিহত এবং ৪ জন গুরুতর-ভাবে আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দুই দলের লোকজনই এক বিবাহের ভোজে যোগদান করে এবং উক্ত ভোজের সময় পানীয় জল লইয়া উভয় দলের লোকজনের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয়। ক্রমে গুরুতর দাঙ্গায় পর্য্যবসিত হয়। ফলে ছয় ব্যক্তি নিহত ও ৪ জন গুরুতরভাবে আহত হয়।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবিধ সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অত্যদ্ভুত চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৷৷০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত মুণ্ডিরঞ্জন নাথ এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুষ্পপত্তন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- ১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
- প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
- দশম স্কন্ধ— ৯৲
- ২। ভাষ্যসহ বিরাট্‌ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
- ৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
- ৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
- ৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
- ১ম খণ্ড ৷৷০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৷৷০ ৪র্থ খণ্ড—৷৷০
- ৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
- ১ম খণ্ড—৷৷০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৷৷
- ৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
- ৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
- ৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
- ১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
- ১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- ১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
- ১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
- ১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ৷০
- ১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৷৷০
- ১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
- ১৮। বামন-আদর্শ
- ১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
- ২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
- ২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
- ২২ ভজন-রহস্য ৷০
- ২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
- ২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
- ২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ অবাঁধা) ১৲
- ২৬। গীতার কেবল বাক্য-ভাষ্য ৷০
- ২৭। মুক্তিবাধিকা শতগৌরতঃ (সানুবাদ) ২৲
- ২৮। বেদান্তত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
- ২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৷৷০
- ৩০। দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵০
- ৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
- ৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
- ৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
- ৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
- ৩৫ গীতমালা ৴১০
- ৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
- ৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
- ৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
- ৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমায়
- ৪০ শরণাগতি ৴০
- ৪১ গীতাবলী ৴০
- ৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৷৷০
- ৪৩ সাধনতত্ত্ব
- ৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
- ৪৫। নবদ্বীপশতক
- ৪৬। অর্চ্চপঞ্চক
- ৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹/
- ৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
- ৪৯। অর্চ্চনকণ ৹১০
- ৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
- ৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
- ৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
- ৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
- ৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
- ৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
- ৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
- ৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
- ৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৵০
- ৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
- ৬০ সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
- ৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ৷০
- ৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷০
- ৬৪। স্তবস্তবম্‌
- ৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্‌ ৵০
- ৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
- ৬৭। সারাংশবর্ণনম্‌ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
- ৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
- ৭০। নামভজন ৴০
- ৭১। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ৷০
- ৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্ক্‌স ৷৵০
- ৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
- ৭৪। বৈষ্ণবীজম ৷০
- ৭৫। রোমাট গৌড়ীয়মঠ ষ্টেণ্ড ফর ৴০
- ৭৬। দি ভাগবত ৷০
- ৭৭। থিয়োটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড অ্যাডভান্সড ভিজোকন ৷০
- ৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
- ৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভলুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
- ৮১। সাধন-পথ ৷০
- ৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
- ৮৩। গীতাবলী ৴০
- ৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১৭ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৭ই শ্রাবণ শকাব্দ ১৮৬১, ২রা আগষ্ট ইং ১৯৩৯, বুধবার | ১০১শ সংখ্যা

"সর্বনাশ উপস্থিত হইলে জীব পর মার্গ-বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশ-বিগ্রহ নিত্যানন্দকে ও তদভিন্নপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে পৃথক্ জ্ঞান করে। তাহাদের গৌরসুন্দরের সেবা লাভ কখনও হয় না। তাহারা নিত্যকাল গুরুদ্রোহী হইয়া দুর্ভাগী হইয়া পড়ে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ পুরুষোত্তম, বুধ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

শরণাগতই নির্ভীক

——::(•)::——

শ্রীহরি, গুরু ও বৈষ্ণব—এই তিনটী তত্ত্ব অভিন্ন। একটী অপরটীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। তিনে-এক, একে—তিন। শ্রীভগবান্ ভক্তী আর গুরুদেবের জন্য। একটীকে বাদ দিয়া অপর দুইটীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

ভগবান্ নিত্য গোলোক বৃন্দাবনবাসী। বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া তিনি কোথাও যান না। বৃন্দাবনই তাঁহার নিত্য বিহার-স্থলী। বৃন্দাবনেই তাঁহার পরিকরাদি বর্তমান। ভগবানের সেবা বা কৃপা পাইতে হইলে তাঁহার সেবক বা পরিকরগণের কৃপার প্রয়োজন। ভগবদ্ভক্তের অভিপ্রায় হইতে না পারিলে—তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে না পারিলে ভগবদ্দর্শন হয় না। ব্রজবাসীর কৃপা না হইলে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কৃপা বা সেবা পাওয়া যায় না। আমাদের গুরুবর্গ সকলেই ব্রজবাসী। এই ব্রজবাসি-গুরুপাদ হরিজনের একমাত্র সম্বল। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম বলিয়াছেন,—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম, কেবল ভকতিসদ্ম,
বন্দো মুই সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥

জগতে কর্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি অনেক গুরু আছে। এই সকল গুরু ত্যাগ করিয়া একমাত্র সদ্গুরুপাদাশ্রয়ই কর্তব্য। এ জগতের কোন কিছুর অভিমান থাকিলে সদ্গুরুপাদাশ্রয় হয় না। নিষ্কিঞ্চন না হইলে এই সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে পারা যায় না। এজগতের ধন, জন, পাণ্ডিত্য, বিদ্যা, বুদ্ধি কোন কিছুর অহঙ্কার থাকিলে—দর্প, গর্ব থাকিলে গুরুপাদাশ্রয় হয় না, গুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেন না। অহঙ্কার অভিনয় করিয়াও বঞ্চিতই হয়েন। এজগতের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী অভিমান থাকাকালে গুরুপাদাশ্রয় হয় না। অহঙ্কারী, দাম্ভিক ব্যক্তি গুরুপাদাশ্রয় করিতে পারে না। কর্তৃত্বাভিমান থাকাকালে সেবকাভিমান জাগিতে পারে না। সেবকাভিমান না জাগিলে গুরুপাদাশ্রয় হয় না। গুরুপাদাশ্রয় হইলে বাহিরে সে কোন স্থানেই হউক আহ্বান করা যাইতে পারে, তাহাতে তাঁর ভজনের কোন ক্ষতি হয় না। যতক্ষণ সর্বতোভাবে গুরুপাদাশ্রয় করিতে না পারি অর্থাৎ 'আমি ও' তোমার, তুমি ও' আমার, কি কাজ অপর ধনে।'—এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত [illegible] একমাত্র [illegible] করিবার অভিনয় করিলেও [illegible] ও আমাতে বিরাট ব্যবধান থাকিবে। যতক্ষণ দেহগেহ-বুদ্ধি আছে, দেহের বিভূতিস্বরূপ আত্মীয়-স্বজনাদিতে মমতাবুদ্ধ আছে, ততক্ষণই সংসার, ততক্ষণই [illegible] দুঃখ কষ্ট, আপদ-বিপদ, জর্জরিত হইয়া থাকে। কিন্তু গুরু নিত্যানন্দের সংসার—আনন্দময়; সেখানে দুঃখ যন্ত্রণা কোন কথাই নাই। সমস্তই নিত্যানন্দের। তাঁহার হইয়া গেলে কি তিনি সেই শরণাগত অকিঞ্চনকে তাঁহার হরিবিমুখতা বাড়াইয়া কষ্ট দেন? দুঃখ কষ্টের মূলই ত' হরিবিমুখতা। কিন্তু সেখানে হরিবিমুখতাই নাই সেখানে আবার কষ্ট কোথায়? 'গুরুর আমি' হইয়া যাইতে পারিলে সকল অবস্থায় সকল স্থানেই সুবিধা হইয়া যায়। নিজের জনকে কি কেহ কষ্ট দেয়? শরণাগতের নিজের বলিয়া ভাল-মন্দ, সুখ দুঃখের কোন চিন্তা ভাবনা নাই। শরণাগত সেবক প্রভুর তাঁবেদার, সুবিধা-অসুবিধা চিন্তাই সর্বক্ষণ বাস্ত থাকায় [illegible] না থাকায়—একমাত্র তদাশ্রিত তাঁহার প্রভুসেবা ব্যতীত দ্বিতীয় [illegible] অভিনিবেশ নাই। তিনি নির্ভীক হইয়া সকল [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বহু [illegible], ক্রপাপ্রার্থী [illegible] প্রভৃতি [illegible] পারে না। যেখানে [illegible] আপনিই [illegible] সেবক [illegible] কৃপা ব্যতীত আর কিছুই [illegible] না। শরণাগত [illegible] —

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবি নিজ রক্ষা বিধান॥
[illegible]
পালা গোধন জানি [illegible] [illegible]॥

* * * *

[illegible] [illegible]।
[illegible] করিতে না পারে॥
[illegible] রক্ষক [illegible]।
[illegible]॥
[illegible]।
[illegible] করিয়া॥

* *

সকল ছাড়িয়া [illegible]।
পড়িয়াছি আমি [illegible]
তব পদপদ্ম, নাথ, [illegible]।
আর রক্ষা [illegible]॥

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালনভার এখন তোমার॥

*　　　*　　　*

তোমার চরণে নাথ, করিয়াছি প্রণিপাত,
বিনোদসেবক তব দাস।
বিপদ্ হইতে স্বামি, অবশ্য তাহারে তুমি,
রাখিবে তাহার এ বিশ্বাস॥

শরণাগত শ্রীগুরুপাদপদ্মধারা সর্ব্বক্ষণ রক্ষিত বলিয়া তাঁহার কোন ভয় নাই। শরণাগত জানেন, গুরুপাদপদ্মের মত বড় বস্তু এ জগতে বা পরজগতে নাই। সেই অসমোর্দ্ধ বড় বস্তুর সহিত কেহই পাল্লা দিয়া জিতিতে পারিবে না। এমন কি, যদি ও বস্তু স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণও সেখানে প্রেমবশীভূত—প্রেমবাধ্য সেই গুরুচরণাশ্রিতের আবার ভয় কি? ভয়ও সেই শরণাগত গুরুসেবককে দেখিয়া ভয় পায়। শরণাগত নিজবল, চেষ্টা এবং অপরের বল বা চেষ্টার প্রতি ভরসা ছাড়িয়া গুরুপাদপদ্মকেই গোপ্তৃত্বে, রক্ষকত্বে বা পালকত্বে বরণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি নির্ভীক। গুরুপাদপদ্মই যে তাঁহাকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন, এ বিষয়ে তাঁহার সুদৃঢ়-বিশ্বাস। তাই তিনি বিপদ-আপদের হস্ত হইতে মুক্তির জন্য গুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করেন না। তিনি শান্তিপ্রার্থী নহেন—তিনি সেবাপ্রার্থী—কৃপাপ্রার্থী। কুন্তীদেবী প্রার্থনা করিয়াছিলেন,—

"বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র
জগদ্গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥"

যাহাতে কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে, গুরুপাদপদ্মের প্রতি নিষ্ঠা বাড়ে, জগতের প্রতি আসক্তি কমিয়া যায়, তাহাই প্রার্থনীয়, সেই প্রার্থনার ফল দুঃখই হউক বা সুখই হউক। অন্যাভক্তের প্রার্থনা—

[illegible] যদি বা তু দীনবন্ধো দয়ালো
[illegible] ন তবত্তঃ কাঙ্ক্ষিতা মমাপি।
[illegible] [illegible] ন [illegible]
[illegible] কিন্তু [illegible] চাহেন॥

চাতক যেমন মেঘের নিকট কেবল জল জল বলিয়া জলেরই প্রার্থনা করে, অন্য কিছুই চায় না, বৃষ্টিপাতই হউক বা বজ্রাঘাতই হউক তাহাতে সে অক্ষুব্ধ থাকে, সেইরূপ ভক্তও কেবল কৃপাই প্রার্থনা করেন—সেবাই চান, কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা চাহেন না, সুখদুঃখে উদাসীন থাকেন। ভক্ত নিজ সুখদুঃখে,মান-অপমানে উদাসীন বলিয়া জগতের কাহাকেও ভয় করেন না। তিনি অকৈতবভাবে, গুরুপাদপদ্মে নিজ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আবার ভয় কি? ভয় একমাত্র মান সম্মান-প্রতিষ্ঠাদি নাশের হইবে বলিয়া ত'? কিন্তু ভক্ত সেইটাতেই উদাসীন। "নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে। সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥" ভক্তিপ্রতিকূল বস্তুকে ভক্ত আদর করেন না। গুরুসেবার বাধাস্বরূপ কোন কিছু উপস্থিত হইলে ভক্ত তাহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন।

গুরুপাদপদ্মে শরণাগত-দীনতার ন্যায় বিপদ আর নাই। শরণাগত ও আশ্রিত ব্যক্তি সর্ব্বদা সুরক্ষিত। তাঁহারা সংসঙ্গ-গ্রহণে ও অসৎসঙ্গবর্জ্জনে দৃঢ়নিষ্ঠ। যাহারা বিষয়ী দুর্জ্জন বা কাপটিক দল ভগবানকে অবমানন করে বা ঐ সকল প্রাকৃত বলের দ্বারা সাধুজনকে নির্য্যাতিত ও কোমল শ্রদ্ধগণকে ভজনপথ হইতে বিচ্যুত করিতে চাহে, সেই সকল অসদ্ধর্ম্মগত ব্যক্তির বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাহাদিগকে চালিয়াতী, জালিয়াতী, ধাপ্পাবাজী, মক্কারী প্রভৃতি কোন কিছুই রক্ষা করিতে পারিবে না। তাহারা মনে করে, চালিয়াতীর দ্বারাই ভগবান্‌কে করায়ত্ত করিব, ভগবৎপ্রেষ্ঠ গুরুপাদপদ্মকে বশীভূত করিব। কিন্তু অধোক্ষজ হরিগুরুবৈষ্ণবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আরোপ করিয়া তাঁহাকে অধীন করিতে যাইয়া তাহারা নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু শরণাগত ভক্তের বিনাশ নাই। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—অহৈতুক ভক্তের বিনাশ নাই। গুরুসেবক-সম্প্রদায়ের কেশ স্পর্শ করিতে পারে, ত্রিভুবনে এরূপ দেবতা বা অসুর নাই।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

[হে মাধব! আপনার ভক্তগণ আপনাতেই বদ্ধসৌহৃদ। তাঁহারা কখনই স্থানভ্রষ্ট হন না অর্থাৎ মুক্তাভিমানীদিগের ন্যায় অধঃপতিত হন না। তাঁহারা আপনার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।]

ভক্তিপথে অসংখ্য বাধাবিপত্তি থাকিলেও ভক্তগণ গুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে সেই সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া নিশ্চিন্তমনে গুরুসেবা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের গুরুসেবায় কেহই বাধা দিতে পারে না, যদি নিজেই নিজের বাধা হইয়া না দাঁড়ায়। কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই আশ্রিতদের গুরুপাদপদ্মে একনিষ্ঠতা বা নির্ভরতা পরীক্ষা করিবার জন্য বিপদসমূহ আসে। ভক্ত বিপদকে সম্পদেরই প্রাগবস্থা বলিয়া জানেন। এজন্য তিনি অসুরগণের আসুরিক চেষ্টাসমূহ, পাষণ্ডগণের পাষণ্ডতা, মৎসরগণের নিন্দা কুৎসা, কুচক্রিগণের নানা প্রকার চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, চালিয়াতী, জালিয়াতী প্রভৃতিতে অভিভূত হন না। বিপদ দেখিয়া তিনি ভয়ে সন্ত্রস্ত হন না। এইরূপ নানা বিপদ-বিঘ্নাদির মধ্যে তিনি নির্ভীকভাবে, ধীর, স্থির শান্তভাবে গুরুসেবা [illegible] যান, সত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। গুরুপাদপদ্মের জয়গানে গগন-পবন মুখরিত করেন।

দুই একটী কথা

——:o:——

মহাজন যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই ভক্তির পথ। সেই পথে মহাজনের পদাঙ্কানুসরণই ভক্তি, আর উহার অবৈধ অনুকরণ অভক্তি। মহাজন প্রাপঞ্চিক বিষয়লুব্ধ ও চতুর্ব্বর্গকামী, কর্ম্মফলাধীন ব্যক্তি-বিশেষ নহেন বলিয়াই তিনি 'মহাজন'। যিনি অন্যাভিলাষ, কর্ম্মফলভোগ, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান প্রভৃতি প্রবঞ্চিত সাধনায় অকিঞ্চিৎকরতা প্রমাণিত করিতে না পারেন, তিনি দুর্জ্জন, অসজ্জন, মহাজনবিরোধী ভোগী বা ত্যাগী। এই সকল জনের সঙ্গ ও সঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিয়া ভাগবত ধর্ম্মনিরত জনগণের সঙ্গই জীবের প্রকৃত কল্যাণসাধন করে।

———

ভাগবত-শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তির লক্ষণ এই যে, "জগতে অধিক দিন থাকিতে হইবে না"—তাঁহার এইরূপ বুদ্ধির উদয় হইয়াছে। এই বুদ্ধি যাঁহার যত তীব্র, তিনি ততদূর নিষ্কপট ভাগবত-শ্রবণেচ্ছু। মহারাজ পরীক্ষিৎ এই বাক্যের আদর্শ। বর্ত্তমান-কালে যাঁহারা ভাগবত-শ্রবণেচ্ছু বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা পুণ্যার্থী কর্ম্মীমাত্র। এইরূপ কর্ম্মী সম্প্রদায়ের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিপ্রদান-কারিগণও বর্ত্তমানযুগে ভাগবত-বক্তা নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে অহৈতুক কৃষ্ণানুশীলনকারী নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতই ভাগবত-বক্তা—কীর্ত্তনকারী—আচার্য্য। পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুই তাঁহার আদর্শ। কর্ম্মী শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে যে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা আছে, তাহার দ্বারা উভয়েই ব্যবহারে দণ্ডিত হইবার জন্য নীত হইয়া থাকে। আর জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতার সম্যক উপলব্ধিকারী আত্মমঙ্গলেচ্ছু ভাগবত-শ্রোতা ও অহৈতুক কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণানুসন্ধানে রত মহাভাগবত-বক্তার মধ্যে যে দক্ষিণা আদান-প্রদান হইয়া থাকে, তাহা কর্ম্মী বক্তা ও শ্রোতার ন্যায় বণিগ্‌বৃত্তি নহে। প্রকৃত ভাগবত শ্রবণেচ্ছু আত্মা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্ব দক্ষিণা প্রদান করেন, আর মহা-ভাগবত-বক্তা সেই সর্ব্বস্ব কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া থাকেন। তিনি উহা নিজে গ্রহণ করেন না।

———

মহাপ্রসাদ পরমপাবন স্বরাট্‌বস্তু। তিনি পুরীতেই থাকুন, আর পুরী হইতে অন্যত্রই নীত হউন, তাঁহার পাবনত্ব কোথাও খর্ব্ব হয় না। যে জিনিষ ইতর বস্তুর সংস্পর্শে নিজের নিজত্ব অর্থাৎ পাবনত্বধর্ম্ম রাখিতে পারে না, তাহা বিষ্ণুবস্তু নহে, সুতরাং মায়িক প্রাকৃত বস্তুপর্য্যায়ে গণিত হয়, কিন্তু মহাপ্রসাদ বিকাররহিত বিষ্ণু। ভোগ্য ডাল-ভাত জাতিদোষে দুষ্ট হয়। কিন্তু অপ্রাকৃত শ্রীমহাপ্রসাদে কোনও দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব যেরূপ সর্ব্বত্র অবতীর্ণ হন,মহাপ্রসাদও তদ্রূপ সর্ব্বত্র অবতীর্ণ হইতে পারেন। পুরীধামেই কেবল মহাপ্রসাদ হয়, অন্যত্র হইতে পারে না—এরূপও নহে। যাহারা শুদ্ধবৈষ্ণব নহে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "অর্চ্চায়ামেব হরয়ে" শ্লোকনির্দ্দিষ্ট প্রাকৃত ভক্ত, তাহারা কোন মন্দিরে বা তীর্থবিশেষে অর্চ্চা দেখিয়া একমাত্র সেখানেই লৌকিক প্রথানুসারে দণ্ডবৎপ্রণামাদি করিয়া থাকে, সর্ব্বত্র ভগবদধিষ্ঠান উপলব্ধি করিতে পারে না, বৈষ্ণবকে চৈতন্যময় অপ্রাকৃত ভগবন্মন্দির জানিয়া তাঁহার ঐকান্তিক সেবায় রত হইতে পারে না। প্রাকৃত কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণ—"পুরী ধামেই প্রসাদ হয়, অন্যত্র জগন্নাথ বা মহাপ্রসাদ নাই"—এরূপ প্রাকৃত বিচার করেন। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ বলেন,—কৃষ্ণের উচ্ছিষ্টই মহাপ্রসাদ, জগন্নাথ জগতের সর্ব্বত্রই বিরাজিত, তাঁহার উচ্ছিষ্ট সর্ব্বত্রই বিরাজিত হইতে পারেন এবং সেই উচ্ছিষ্ট কোন প্রকার স্পর্শাদি-দোষ-সংযুক্ত হইতে পারে না।

গুরুবাণী

আমরা যেসকল কথা সাধুকে জানতে দেই না—গোপনে যেসকল কথা রেখে দেই, প্রকৃত সাধু সে-সকল কথা আমাদের অন্তর থেকে বের ক'রে তাঁ'র উপর অস্ত্রপ্রয়োগ করেন। 'সাধু' মানেই হ'চ্ছে,—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান র'য়েছেন—মানুষের যে ছাগের ন্যায় বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য দণ্ডায়মান আছেন, পশুবধাধারণ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা' হ'লে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমার শত্রু। তা' হ'লে আমরা শ্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করলাম, শ্রেয়ঃ চালাইলাম না।

ভাগবত-জীবন যাঁ'র নয়, তাঁ'র কাছে ভাগবত শোনা উচিত নয়। নিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য।

"সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।"

ভাগবতজীবন কার?—

ইহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। জগতের কর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষ লাভ ক'র্তে হ'লেও গুরুর আবশ্যক হয়; কিন্তু সেই সকল গুরুর প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেরূপ ক্ষুদ্র ফলপ্রদাতা ন'ন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব মঙ্গল বিধাতা। আশ্রয়জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হ'য়ে যা'বে, সেই মুহূর্ত্তে জগতে নানা অস্থবিধার উপস্থিত হ'বে। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন,—কি ভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হ'বে—কি ভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার ক'র্তে হবে—এ সকল শিক্ষা যদি না দেন, তবে আত্ম-রত্নও হারিয়ে ফেল্‌তে হয়।

কেবল নিজের পারদর্শিতার পুঁজি নিয়ে অজ্ঞের রাজ্যে উঠ্‌তে চাইলেও আমরা অধঃপতিত হ'য়ে পড়ি, আর লঘুকে 'গুরু' করলেও আমরা অধঃপতিত হই।

কে গুরু, কে লঘু, আমরা তা' বিচার করবো। যিনি সকল গুরুর একমাত্র আরাধ্য বস্তু, সেই পূর্ণ বস্তুর সেবা যিনি করেন, তিনিই গুরু।

যিনি মৃত্যুর মুখ হ'তে রক্ষা করতে না পারেন, তিনি খানকতক দিনের জন্য ভোগা দেওয়ার লোক। যিনি বাক্, পাণি, পায়ু, উদর উপস্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রেরণায় আমাদিগকে মুক্ত ক'রে থাকেন, তিনি বঞ্চক। কিন্তু যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম এ সকল বঞ্চনা হ'তে রক্ষা করতে পারেন, প্রত্যেক বর্ষ-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস-প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভেই সেই গুরুপাদপদ্মের পূজাই কর্ত্তব্য।

ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আমার গুরুদেব বিরাজমান, তিনি যদি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ না করেন, তবে কে আমাকে রক্ষা করবেন? আমার গুরুদেব যাঁ'দিগকে নিজের ক'রে নিয়েছেন, তাঁ'রা আমার উদ্ধারকারী; কিন্তু আবার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শনপথে না আসে।

যিনি প্রতিমুহূর্ত্তে আমাকে স্বীয় পাদপদ্মে আকর্ষণ ক'রে রাখেন, আর সেই গুরুপাদপদ্ম হ'তে যে মুহূর্ত্তে ভ্রষ্ট হই—সে মুহূর্ত্তে আমি নিশ্চয়ই সত্য হ'তে বিচ্যুত হ'য়েছি। গুরুপাদপদ্ম হ'তে বিচ্যুত হ'লে অসংখ্য অভাবরাশি আমাকে অভিনিবিষ্ট করে। আমি তাড়াতাড়ি স্নান ক'র্তে দৌড়াই, শীত নিবারণের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ি, গুরুপাদপদ্মের সেবা ছাড়া অন্য কাজে ধাবিত হই। যে গুরুপাদপদ্ম আমাকে এই সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশ হ'তে অনুক্ষণ রক্ষা করেন, বর্ষ-প্রবৃত্তি, মাস-প্রবৃত্তি, দিন-প্রবৃত্তির প্রারম্ভে যদি সেই গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তবে আমি নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পতিত হ'ব। আমি তখন নিজে গুরু সাজ্‌তে চা'ব—আমাকে অপরে গুরু ব'লে পূজা করুক, আমার এ দুর্ব্বুদ্ধি এসে উপস্থিত হ'বে—ইহাই দ্বিতীয় অভিনিবেশ।

গৌড়ীয়বাণী

—:::(*):::—

মায়া তাহার কতকগুলি চর রাখিয়া দিয়াছে, তাহাদের কাজ কেবল আসল বৈকুণ্ঠের দূতগণকে "ভেংচানো"। তাহারা আসল বৈকুণ্ঠদূতের মত বেশটী ধরিয়া এমন সব 'কেলেঙ্কারী' করিতেছে, যাহাতে লোকের আসল দূতগণের উপরও একটা 'অবিশ্বাস', 'অশ্রদ্ধা' ও 'সন্দেহ' আসিয়া পড়ে; তাহা হইলেই মায়ার দুর্গটী বেশ বিপদহীন থাক্‌তে পারে। মায়ার মত এমন রাজনীতিনিপুণাটী আর কোথাও নাই, তাহার দুর্গ রক্ষার জন্য সে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড সব নীতিগুলি লইয়া খেলা করিতেছে।

আমরা সেই মায়াদেবীর দুর্জ্জয় দুর্গের জীব। আমরা শয়নে স্বপনে, আহারে বিহারে, সব সময় সেখানকার আবহাওয়ায় পরিপালিত—মায়ার মন্ত্রে দীক্ষিত—মায়ার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত—মায়ার পরামর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া আসল বৈকুণ্ঠের দূতকে বুঝিতে চাই না। মায়াদেবী যে কিছুতেই আমাদিগকে বুঝিতে দিতে চাহে না। তাহা হইলে তাহার দুর্গে বিপদের সাড়া পড়িয়া যাইবে।

মাতালের কাছে মদ যেমন খাদ্য হইতেও অধিক প্রিয়, তেমনি আমাদের কাছেও মায়ার মোহমদিরা 'কৃত্রিম' বৈকুণ্ঠদূতগণের কথামৃত হইতেও অধিকতর প্রিয়। মাতাল তাহার মদ্যপানটা সমর্থন করিবার জন্য বলিয়া থাকে—পরিমিত মদ্যপানে শরীর সবল, সতেজ ও কর্ম্মক্ষম হয়, কিন্তু মদিরার এমনই মাহাত্ম্য যে, সে আর পরিমিত গতি রাখিতে দেয় না, গতি জিনিষটাকে চুরমার করিয়া মানুষকে অকূল পাথারে টানিয়া লইয়া যায়, আর ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া মানুষের কর্ম্মক্ষমতার হিসাবের খাতায় তাহাকে দেউলিয়া না করা পর্য্যন্ত কিছুতেই ছাড়ে না। আমরা এই মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া মনে করি যে মানুষ যখন আমরা, বিচার-সম্পত্তির মহাজন যখন আমরা তখন বিচার-বাণিজ্যে কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইব না। পরিমিত বিচার ভাল হইলেও যখন উহা তাহার গতি অতিক্রম করিয়া অতিব্যবসায়ে অতিব্যাপ্ত হইতে চায় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের বস্তু—মায়ার পরপারের বস্তু বৈষ্ণবসাধুগণকেও মাপিয়া লইতে চায় তখন সেই মহাজন তাহার বাণিজ্যের নৌকাসহ কাল-বৈশাখীর দ্বারা বিতাড়িত হইয়া ক্ষ্যাপা কালাপানির প্রচণ্ড ঢেউগুলির আঘাতে ও ঘূর্ণিপাকে অকস্মাৎ প্রাণ হারায়।

এইরূপ দল জিনিষটাকে সম্বল করিয়া জগৎ একটা মোটা অপ্রয়োজনীয় বাস্তবার বাণীপ্রবাহে চড়িয়া কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট আশাকুহকের আদর্শের দিকে ছুটিয়াছে, আর, "[illegible]" প্রভৃতি সকল-বিকল্পের আকাশ-সৌধের দিকে তাকাইয়া আত্মহারা হইয়া যাইতেছে। কেহ বা রাবণ রাজার ন্যায় সমুদ্রের নীরে বাসিয়া ডিঙ্গির উপর স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত করিতেছে। সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে কোথায় গিয়া স্থান পাইবে বা একেবারে কতটুকু উঁচুতেও বা উঠিতে পারিবে সেই বিষয়ে কাহারও আদৌ খেয়াল নাই। কাজেই যৈনের আলোচীরা যেমন শুনী, সহিষ্ণু, সকল অবস্থাকেই ও স্থির, গম্ভীর কিম্বা শত অসহিষ্ণু, নাস্তিক, অস্থির ও চঞ্চল বলিয়া দেখিয়া থাকে, অথবা রাবণরাজা যেমন ঈশ্বর ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লইতে পারে বলিয়া রামচন্দ্রকেও ভক্ষেপ করিতে চায় না, সেরূপ জগতের লোক আমরা বৈষ্ণবাচার্য্যের আচরণগুলিকেও ঠিক 'বিপরীত' বলিয়াই দেখিয়া থাকি কিম্বা সেগুলিকে আমাদের কোন মনোযোগের বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য করি না।

অধরা মায়াদেবীর রাজ্যের এমনই আবহাওয়ায় গঠিত যে আমরা কিছুতেই মায়াধীশের বশ্যতাটী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। এটা মায়া আমাদিগকে সব সময় ঘুষ দিয়া আমাদের সঙ্গে মুখাপড়া করিয়া নিয়াছে। মায়াধীশ তাঁহার রাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য—আমাদের আপন ঘরের দিকে ফিরাইয়া লইবার জন্য তাঁহার যে দূতকে—প্রতিনিধিকে—আপনার জনকে পাঠাইলেন, তাঁহাকে মায়ার পরামর্শ শুনিয়া আমরা আমাদের মঙ্গলদাতা, উপকর্ত্তা, জগদ্গুরু, মুক্তাচার্য্যরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইতে পারি না; আর যাহাকে মায়ার 'খয়েরখা'গণ, মায়ার গুণগায়ক চরগণ, মায়ার আবহাওয়ায় প্রতিপালিত জনগণ মায়ার মুকুটে 'বড়' করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে আমরা 'মুক্তাচার্য্য' বা 'নেতা' বলিয়া বরণ করিয়া থাকি।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড —৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম-মায়াপুর,

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগুরুদেবের ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ-পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিরাজ করিতেছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রতিলিপি-সংগ্রহ-শালার এক-সংগ্রহাগার আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে মঠ প্রতিষ্ঠিত। দৈনিক পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, ব্যাখ্যানচতুর্য বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হার্মোনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অপ্রকট-কৃষ্ণলীলাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গোস্বামিপাদ বিশ্বম্ভরানাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ আমলা (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
রাউতারা-(শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) পাণাহাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পাহাড় বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
মুরাদপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমনা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
৮।১১ বড় গাঁওয়ালা, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সারস্বত মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-কুঞ্জকুটী
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনাদি

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—কোশী,
পোঃ হোডোল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং লেখান রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়র ট্যাঙ্ক রোড, কম্পাউণ্ড বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) সতীতীর্থ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রাজমহেন্দ্রী, মাদ্রাজ
শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দকাস্তিবর্দ্ধনাধিবিগ্রহের সেবা

(৫১) রাধারমণ গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, ঈষৎ গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোবিন্দাধিকা-বিগ্রহের সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ
জগন্নাথ, পোঃ এখানে, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
রাজবাটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) আলেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রজমোহনগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ রাজমহেন্দ্রী, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জমৰি গৌড়ীয়মঠ
পোঃ জমৰি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
দুয়ারকুণ্ডা, পোঃ উখড়া, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ
৩০১ নং লেউইস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ক্রমওয়েল রোড
সাউথ কেনসিংটন, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
হিউয়েট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনের	।০	৷৶	৷৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৩৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৪৲	১৮৲
" এক কলম ৩৬৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন বন্দোবস্ত।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:০:—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং গৃহ চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সুশিক্ষিত ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—:(০):—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-পত্রিকা সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, প্রমাণ-পদ্য-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পরিপাটীর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুদৃশ্য বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয়মঠ, চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা।

প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও মুমুক্ষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল অপ্রাকৃত সদ্বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালের 'গৌড়ীয়' সম্পাদক এবং প্রবোধানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম দিয়া পৃথক্ শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে সংগৃহীত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহ-মহোৎসব-বাসরে ইহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম এ মহোদয়ের শ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমাবলি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যাশ্চর্য্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তরঙ্গ পরবিদ্যাসাভিজ্ঞ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের গ্রন্থ তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৯	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৪-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৪০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১৩			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩৯	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১৬	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০	
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫		
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০			
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০			
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৩	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। দিতীয় শ্রীনা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৮-১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা,
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ —শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪৬, ৩রা আগষ্ট, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার [১৩৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

বড়লাটের উড়িষ্যা পরিদর্শন

ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস যে, বড়লাটের উড়িষ্যা অবস্থান কালে উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যসমূহের সমস্যা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইবে। ইষ্টার্ণ ষ্টেটস এজেন্সীর রেসিডেন্ট পুরীতে বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তাহা ছাড়া, কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের নৃপতিও বড়লাটের সহিত দেখা করিবেন।

উড়িষ্যার রাজধানী প্রশ্ন সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। কটকের যে কয়েকটি স্থানে রাজধানী করার জন্য উড়িষ্যা গবর্ণমেন্ট বিবেচনা করিতেছেন, বড়লাট সেই স্থানগুলি পরিদর্শন করিবেন। ঐ সকল স্থানের মধ্যে চৌদ্বার ঘাট অন্যতম। উড়িষ্যা এডমিনিষ্ট্রেটিভ কমিটি ঐ স্থানে রাজধানী করার জন্য ১৯৩২ সালে সুপারিশ করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজ এষ্টেটস এণ্ড ল্যাণ্ড এক্ট (উড়িষ্যা) সংশোধন বিল সম্বন্ধেও সম্ভবতঃ আলোচনা হইবে। বিলটি অনেক দিন হইল পাস হইলেও এখন পর্যন্ত বড়লাটের সম্মতি পাওয়া যায় নাই।

উড়িষ্যা প্রদেশে বড়লাটের প্রথম পরিদর্শন উপলক্ষে তাঁহাকে উপযুক্ত-ভাবে সম্বর্দ্ধনা করার জন্য আয়োজন করা হইতেছে।

বড়লাট লর্ড লিনলিথগো স্পেশাল ট্রেণযোগে ১লা আগষ্ট অপরাহ্ণে পুরীতে পৌঁছিবেন এবং ২রা আগষ্ট পুরী হইতে দিল্লী যাত্রা করিবেন।

ডোডেকানিজ দ্বীপ অধিকার

সম্প্রতি 'ইয়েনি সাবাহ' নামক তুরস্কের একটি সংবাদপত্রে ইটালীর নিকট ডোডেকানিজ দ্বীপ দাবী করিয়া একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, ডোডেকানিজ পূর্ব্বে তুরস্কের অধীন ছিল; ১৯১২ সালে ইটালী উহা দখল করে। ১৯২৪ সালে লোজান চুক্তির সময় তুরস্ক কার্য্যতঃ ইটালীর ডোডেকানিজ দখল স্বীকার করিয়া লয়। ডোডেকানিজ দ্বীপের বেশীর ভাগ অধিবাসী গ্রীক। 'ইয়েনি সাবাহ' এর যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, ডোডেকানিজ দ্বীপে তুরস্কের যে কেবল ঐতিহাসিক এবং জাতিগত অধিকার আছে তাহা নহে, তাহার অর্থনৈতিক স্বার্থও এখানে আছে। ভূমধ্যসাগরে যে সমস্ত দ্বীপ আছে, সেগুলি অন্যায়ভাবে বণ্টন করা হইয়াছে বলিয়া ইটালী এবার ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। তবে তুরস্কের দাবীর যৌক্তিকতা ইটালী স্বীকার করিবে না কেন?

নাৎসী গুপ্তচরদের উপদ্রব

ইংলণ্ডে বহু নাৎসী গুপ্তচর কাজ করিতেছেন। প্রায় ৫০।৬০ জন নাৎসী চরের নাম, ধাম ও বিবরণ ইংলণ্ড হইতে প্যারিস ও ওয়াশিংটনে সম্প্রতি তার করিয়া জানান হইয়াছে

ফ্রান্সে ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জার্ম্মাণ গুপ্তচরদের কার্য্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্য উভয় দেশের গবর্ণমেণ্টকে সাহায্যকল্পে এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

এখানে জার্ম্মাণ গুপ্তচরদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর সমস্ত দেশেই নাৎসীরা গোয়েন্দাগিরি করিতেছে এবং উহা আন্তর্জ্জাতিক আকার লাভ করিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রে যে সমস্ত খবর সংগৃহীত হয় লণ্ডনের গুপ্তচরেরা সেগুলি গ্রহণ করে। বৃটেনে যে সমস্ত খবর পাওয়া যায়, সেগুলি ফরাসী গোয়েন্দা-ঘাঁটি হইতে বার্লিনে প্রেরিত হয়।

স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা বিভাগ এই সকল সন্দেহজনক নরনারীদের নাম-ধাম সংগ্রহ করিয়াছে। চীফ কনেষ্টবল ক্যানিং নিজে এই ব্যাপারে তদন্ত করিতে-ছিলেন। বর্ত্তমানে স্বরাষ্ট্র বিভাগ এই সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

যে সকল গুপ্তচরের কার্য্যে আন্তর্জ্জাতিক আইন লঙ্ঘিত হইতেছে, তাহাদিগকে দণ্ড অভিযুক্ত করা হইবে, নতুবা ইংলণ্ড পরিত্যাগে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। অন্যান্য যাহাদের সন্দেহ করা হয়, তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে যে, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া গেলে গোয়েন্দা বিভাগ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

নাৎসীদের গোয়েন্দাগিরির মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য হইতেছে, যথোচিত সতর্কতার অভাব। অনেক গুপ্তচর তাহাদের কার্য্য-কলাপ গোপন রাখিবার জন্য মোটেই চেষ্টা করে না। অনেকের ধারণা ইহাদের উদ্দেশ্য কর্তৃপক্ষের নজরে ধূলি দেওয়া। কেননা, কর্তৃপক্ষের নজর ইহাদের দিকে থাকিলে আসল গোয়েন্দারা নির্বিঘ্নে ও গোপনে কাজ করিয়া যাইতে পারে।

প্রাচীন বলশেভিকের পতন

সোভিয়েট সুপ্রীম কোর্ট বুলগেরিয়ার ভূতপূর্ব্ব সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত ফিওডোর রাসকোলনিকফকে অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে কয়েকজন কমিউনিষ্টের বিরুদ্ধে যখন বিচার চলিতেছিল, তখন তিনি রাশিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের আদেশ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, কোর্ট প্রমাণ পাইয়াছেন, ফিওডোর রাসকোলনিকফ তাঁহার পদ পরিত্যাগ করিয়া জনসাধারণের শত্রুদলে যোগদান করিয়াছেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে ফিরিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

১৯১০ সাল হইতে রাসকোলনিকফ বলশেভিক পার্টির সদস্য ছিলেন। কেরেনস্কির বিরুদ্ধে বিপ্লবে তিনি ক্রনষ্টাড নাবিকদের নেতৃত্ব করেন। ১৯২০ সালের গৃহ-বিপ্লবে সোভিয়েট-বাহিনী শত্রুপক্ষীয় আঠার-জন বন্দীর বিনিময়ে তাঁহার মুক্তি ক্রয় করেন। ১৯৩৩ সালে বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসাবে ইহার পূর্ব্বে তিনি আফগানিস্থান, এষ্টোনিয়া ও ডেনমার্কে সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতরূপে কার্য্য করেন … সালে যখন সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রাশিয়ায় ফিরিতে নির্দ্দেশ দেন (অবশ্য সে নির্দ্দেশ পালিত হয় নাই) তখন তাঁহাকে 'কম.১৮' বলিয়াও সম্বোধন করা হয় নাই।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা [illegible]িক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিনব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(*)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ৩৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। জৈবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। [illegible] ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬ গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৷০
২৭ [illegible] (সানুবাদ) ২৲
২৮ বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ৷০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা /১০
৩৬ নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ৷০
৪০ শরণাগতি /০
৪১ গীতাবলী /০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ সাধনতত্ত্ব /০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৵/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। [illegible] বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। [illegible] ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিভবঃ ৷০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। [illegible] শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠোপক্রিয়া /০
৬৭। সারসংগ্রহম্ ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷৵
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷৵
৭৪। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা [illegible]
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৵
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /৶

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /৶

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত [illegible]

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ১৮ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৮ই শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৩রা আগষ্ট ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার | ১০৩৭ সংখ্যা।

"সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে জীব পরমার্থ-বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশ-বিগ্রহ নিত্যানন্দকে ও তদভিন্নপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে পৃথক্ জ্ঞান করে। তাহাদের গৌরসুন্দরের সেবা লাভ কখনও হয় না। তাহারা নিত্যকাল গুরুদ্রোহী হইয়া দুর্ভোগী হইয়া পড়ে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৮ পুরুষোত্তম, শ্রীপাদ কামদা একাদশী গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীগুরুসেবা

—:#:—

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই আচার্য্যদেবের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সদ্গুরুসেবা ব্যতীত বদ্ধজীবের অনর্থনিবৃত্তি ও ভগবৎসেবা-প্রাপ্তির দ্বিতীয় পন্থা নাই। শাস্ত্র আচার্য্যদেবকে ভগবৎপ্রকাশ বা আশ্রয়জাতীয় ভগবদ্বিগ্রহ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহাকে ভগবান্ হইতে অভিন্ন। তিনি জীবকুলকে নিত্যসেবা-শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে সেবকবিগ্রহরূপে প্রকটিত। তাঁহাকে আশ্রয় করিলে জীব বিষয়বিগ্রহ ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন। সদ্গুরুর সেবা করিতে করিতে বদ্ধজীবের হৃদয়ের অবিদ্যারাশি বিদূরিত হয়, চিত্তদর্পণ নির্ম্মল হয়, তখন গুরুকৃপায় জীবের ঐ নির্ম্মল হৃদয়ে পরমশ্রেয়ঃ সাধিকা ব্রহ্মবিদ্যার উদয় হইয়া থাকে। জীবের যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-কামনা প্রবল থাকে সে পর্য্যন্ত সে সদ্গুরুর সমীপে অভিগমন করিতে পারে না। শ্রুতি বলেন,—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

ব্রাহ্মণ কর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত স্বর্গাদি লোকসমূহ কদলীদলের ন্যায় অসার জানিয়া নিত্য ভগবদ্ধাম অনিত্য কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহা জানিয়া কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ লাভ করিবেন। এইরূপ ভুক্তিকামনায় নির্ব্বেদপ্রাপ্ত পুরুষ অতি বিনীতভাবে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য বেদতাৎপর্য্যবিৎ ও ভগবৎসেবাপরায়ণ সদ্গুরুর চরণে সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ করিবেন। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও বলিয়াছেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

যে অধিকারী পুরুষের ভগবানে অহৈতুকী পরা ভক্তি বর্ত্তমান, সেইরূপ যিনি সদ্গুরুতেও ঐকান্তিকী সেবাবৃত্তিবিশিষ্ট, সেই মহাত্মার নিকটঃ শাস্ত্রতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ সকল প্রকাশিত হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন,—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা দুস্পারা মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া নিত্য ভগবৎসেবা পাইতে হইলে গুরুসেবা এবং গুরুর আনুগত্যে ভগবদ্ভজন ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সদ্গুরু শিষ্যের ভুক্তিমুক্তি-কামনাকে নিরাস করিয়া একমাত্র অহৈতুকী সেবা শিক্ষাদান করেন। যেখানে গুরু (?) শিষ্যকে নিজের ভোগ্য মনে করেন এবং শিষ্যও আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা লইয়া গুরুর নিকট গমন করিয়া থাকেন, সেখানে গুরুসেবা নাই। ঐরূপ গুরু ও শিষ্য-সম্বন্ধ নিরয়বর্ত্মের দ্বার-স্বরূপ এবং সদ্গুরুসেবা বৈকুণ্ঠ বর্ত্মের দ্বার। গুরু নিত্য ভগবৎ-সেবায় অধিষ্ঠিত সুতরাং তিনি শিষ্যকেও ভগবানের সেবাতেই নিযুক্ত করেন। সদ্গুরুর ভগবৎসেবা ব্যতীত দ্বিতীয় অন্য কৃত্য নাই সুতরাং একমাত্র সদ্গুরুর সেবা করিলেই যুগপৎ গুরুসেবা ও ভগবৎসেবা সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরামানুজপাদের নাম পরমার্থিমাত্রেই শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি মায়াবাদ-অন্ধকার ও কর্ম্মমার্গীয় পার্ত্তবাদের ঘূর্ণিবাত্যা হইতে জীবকুলকে উদ্ধার করিয়া জগতে ভক্ত ও ভগবানের সেবা-মাধুর্য্য প্রচার করিয়াছেন। একদা তিনি শিষ্যগণপরিবৃত হইয়া শ্রীশৈলোদ্দেশে গমন করেন। উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই তিন দিবস পরে তাঁহারা একটী গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেই গ্রামে রামানুজের দুইজন শিষ্যের বাস। একজন ধনশালী আর একজন নিঃস্ব। ধনশালী শিষ্যের নাম যজ্ঞেশ এবং অপর জনের নাম বরদাচার্য্য। রামানুজ উক্ত ধনাঢ্য শিষ্যের নিকট শিষ্যগণ সহ নিজ আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার দুইজন শিষ্যকে প্রেরণ করিলেন। যজ্ঞেশ শ্রীগুরুদেবের আগমনবার্ত্তা শুনিতে পাইয়া আনন্দে এত অধীর হইলেন যে অন্তঃপুরে যাইয়া কি প্রকারে প্রভুর সম্বর্দ্ধনা করিবেন তজ্জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে যে তাঁহার গুরুভ্রাতৃদ্বয় গৃহের দ্বারে বসিয়া রহিয়াছেন তাঁহাদের উদাসীন হইয়া পড়িলেন। রামানুজের শিষ্যদ্বয় যজ্ঞেশের ঐরূপ ব্যবহারে ব্যথিত হইয়া গুরুর নিকট সব নিবেদন করিলেন। রামানুজও ধনাঢ্য শিষ্যের ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া নিঃস্ব বরদাচার্য্যের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিবার জন্য শিষ্যগণ সহ গমন করিলেন। বরদাচার্য্য প্রত্যহ প্রাতে ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন এবং সারাদিন ভিক্ষা করিয়া যৎকিঞ্চিৎ পাইতেন তাহা গুরু ও নারায়ণে নিবেদন পূর্ব্বক তাঁহাদের অবশেষ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার লক্ষ্মীনাম্নী পরমা সাধ্বী রূপলাবণ্যবতী সহধর্ম্মিণী ছিল। তিনি প্রকৃতই স্বামীর ধর্ম্মের সহায়কারিণী ছিলেন। যখন রামানুজ বরদাচার্য্যের কুটীরে শিষ্যগণসহ উপস্থিত হইলেন, তখন বরদাচার্য্য ভিক্ষায় বহির্গত হইয়াছেন। লক্ষ্মী স্নান সমাপন করিয়া একটী ক্ষুদ্র শতচ্ছিদ্র জীর্ণবস্ত্র কোনও

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

একবারে ধারণ পূর্ব্বক অপর একটী জীর্ণ মলিন বসন রৌদ্রতাপে শুকাইতেছিলেন। তিনি এইরূপ অবস্থায় গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবন্দন করিতে পারিতেছেন না, ইহা করতালিধ্বনি দ্বারা জ্ঞাপন করিলেন। রামানুজ তৎক্ষণাৎ বহির্দ্দেশ হইতে নিজ উত্তরীয় গৃহাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মী উহা দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন পূর্ব্বক গুরুর সম্মুখে আগমন করিলেন এবং গুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন "প্রভো, আপনারা সকলে উপবেশন করুন, আমার স্বামী ভিক্ষার্থ বাহিরে গিয়াছেন, আমি শীঘ্রই বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতেছি।" এদিকে গৃহে তণ্ডুলকণা নাই, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রাণ দিয়াও যদি গুরু ও বৈষ্ণবগণের সেবা করিতে হয় তাহাই করিতে হইবে, ইহা চিন্তা করিতে করিতে নারায়ণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে লক্ষ্মীদেবী একটীমাত্র উপায় খুঁজিয়া পাইলেন। নিকটে একজন ধনাঢ্য বণিকের বাস ছিল। উক্ত বণিকের চরিত্রদোষ ছিল। ঐ বণিক্ লক্ষ্মীদেবীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া বহুবার তাঁহাকে তাঁহার বিলাসিনী হইতে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন যদি লক্ষ্মীদেবী তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর দারিদ্র্য নিবৃত্ত হইবে, তাঁহাদের আর কোনও অভাব থাকিবে না। কিন্তু সতী সাধ্বী লক্ষ্মীদেবী বণিকের ঐরূপ কথায় কর্ণপাতও করেন নাই। আজ দেখিলেন, শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণববৃন্দ দ্বারে উপস্থিত। যদি তাঁহাদের সেবার জন্য নশ্বর দেহ, লৌকিক বা নৈতিক ধর্ম জলাঞ্জলি দিয়াও শ্রীগুরুদেবের সেবা হয় তবেই তাহার দেহ-ধারণের সার্থকতা। তিনি এতদিন নিজের ভোগের জন্য বণিকের অসাধু-প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু আজ হরিগুরুবৈষ্ণবসেবার জন্য ঐরূপ বিগর্হিত কার্য্য করিলেও তাঁহার নরকপাত হয় হউক কিন্তু তাহাদ্বারা ত' হরিগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি সাধন হইবে। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাই কাম। কিন্তু কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা প্রেম নামে কথিত। কলির নায়ক এক মহাভাগবত চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভগবানের সেবা করিতেছিলেন। তিরুমঙ্গাই আলোয়ার দস্যুবৃত্তি দ্বারা অর্থ অপহরণ করিয়াও নিজ ইষ্ট রঙ্গনাথের শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। নরক গমন করিতে হইলে আমি তাহাতেও আপত্তি করিব না; এইরূপ সংকল্প করিয়া লক্ষ্মীদেবী ঐ ধনাঢ্য বণিকের নিকট গমন করিলেন এবং সেই দিবস রাত্রিযোগেই তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বণিক্ কত অনুরোধ করিয়া নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইয়াও যাঁহাকে ঐরূপ অসৎকার্য্যে রত করাইতে পারে নাই আজ সে উপযাচিকা হইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া বণিক্ আনন্দে অধীর হইলেন। লক্ষ্মীদেবী বণিকের নিকট তাঁহার গুরু ও বৈষ্ণববৃন্দের আতিথ্য-সৎকারার্থ দ্রব্য-সম্ভারের প্রয়োজন জ্ঞাপন করা মাত্র বরদাচার্য্যের কুটীরে ভারে ভারে তণ্ডুল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত শর্করা, নানাবিধ ফলমূল প্রেরিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মীদেবী ক্ষিপ্রতার সহিত রন্ধন করিয়া নৈবেদ্য বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন এবং তাহা গুরু ও বৈষ্ণবগণকে প্রদান করিলেন। সকলেই পরিতোষ সহকারে প্রসাদের সম্মান করিলেন এবং দরিদ্রের গৃহে এইরূপ প্রসাদের ভূরি আয়োজন দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। এদিকে লক্ষ্মীদেবীর পতি ভিক্ষা হইতে আগমন করিয়া নিজগুরুদেব ও গুরুভ্রাতৃগণকে তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরে দেখিতে পাইয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং গুরুদেব ও বৈষ্ণববৃন্দকে পরিচর্য্যা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলে বৈষ্ণবগণ বলিলেন যে, তাঁহারা সকলেই পরম সন্তোষসহকারে প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। বরদাচার্য্য শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং গৃহাভ্যন্তরে গমন করিয়া সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করাতে লক্ষ্মীদেবী বিনীতভাবে ও ভীতচিত্তে বণিকের নিকট তাঁহার প্রতিশ্রুতির বিষয় নিবেদন করিলেন। বরদাচার্য্য ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিলেন এবং লক্ষ্মীদেবীকে বলিতে লাগিলেন—'লক্ষ্মী' তুমিই সহধর্ম্মিণী, আজ আমি ধন্য হইলাম, আমি এতদিন মনে করিয়াছিলাম তুমি বুঝি আমার হাড়মাংসের থলিকেই পতি বলিয়া ভাবনা কর, কিন্তু আজ দেখিতে পাইলাম যে তোমার উপর গুরুকৃপা সম্পূর্ণভাবে বর্ষিত হইয়াছে, তোমার সম্বন্ধজ্ঞানোদয় হইয়াছে তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, শ্রীনারায়ণই একমাত্র পতি এবং যাবতীয় জীবই প্রকৃতি। অতএব আজ তুমি এই রক্ত-মাংসপিণ্ড দেহের বিনিময়ে যে পরমপতির সেবা করিতে পারিয়াছ ইহা স্মরণ করিয়া আমি মুহুর্মুহু আনন্দিত হইতেছি। ক্রমে শ্রীরামানুজ ও বৈষ্ণবগণও লক্ষ্মীদেবীর এইরূপ সেবাপ্রবৃত্তির বিষয় জানিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন এবং শ্রীরামানুজ ঐ দম্পতিকে বলিলেন যে তোমরা উভয়ে ঐ বণিকের গৃহে যাইয়া তাহাকে কিছু মহাপ্রসাদ দিয়া আইস। দম্পতি ঐ বণিকের নিকট মহাপ্রসাদ লইয়া গেলেন। বরদাচার্য্য বাহিরে রহিলেন, লক্ষ্মী বণিকের নিকট গিয়া মহাপ্রসাদ অর্পণ করিলেন। লক্ষ্মীদেবীর অনুরোধে ঐ বণিক রামানুজা-চার্য্যের অবশেষ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টের কি মাহাত্ম্য! প্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে বণিকের মন ফিরিয়া গেল। বণিকের চিত্তে অনুতাপ হইতে লাগিল হায়, আমি কাহার প্রতি এইরূপ অসদভিলাষ করিয়াছি! আপনি ত' বৈষ্ণব-গৃহিণী, আপনার নারায়ণে সমর্পিত দেহে আমি ভোগবুদ্ধি করিয়াছি! মাতঃ, আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করুন। আপনার শ্রীগুরুদেবের কৃপায় কি আমি বঞ্চিত থাকিব? বৈষ্ণবগণ ত' অদোষদর্শী। তিনি কি আমাকে কৃপা করিবেন না?

সতী স্বামীর নিকট ফিরিয়া আসিয়া সব ঘটনা বলিলেন এবং পরে বণিকের বিষয় শ্রীগুরুদেবের চরণেও নিবেদন করিলেন। পতিতপাবন শ্রীরামানুজাচার্য্য বণিক্‌কে অতিশয় অনুশোচিত দেখিয়া দীক্ষাপ্রদান করিলেন। পরে ঐ বণিক্ শ্রীগুরুর নিকট ঐ বৈষ্ণবদম্পতির দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য তাঁহার অর্থদানের ইচ্ছা নিবেদন করিলেন। ইহা শুনিয়া বরদাচার্য্য গুরুদেবের নিকট অতিশয় বিনীতভাবে বলিলেন প্রভো, এই কৃপা করুন যেন এ অধম হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাধিকার হইতে বিচ্যুত না হয়। প্রভো, ধন, জন বা প্রতিষ্ঠাদি দ্বারা যেন আমার চিত্ত আপনার চরণযুগলের সেবা হইতে খলিত না হয়।

যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে
বিদ্যা-ধন-কুলমদে বৈষ্ণব না চিনে॥

এদিকে রামানুজের ধনাঢ্য শিষ্য যজ্ঞেশ শ্রীগুরুর সেবা করিতে না পারিয়া অতিশয় দুঃখিতচিত্তে বরদাচার্য্যের গৃহে আসিলেন এবং শ্রীগুরুকে হৃদয়ের দুঃখ নিবেদন করিলেন। রামানুজ যজ্ঞেশকে বলিলেন,—তোমার বৈষ্ণবাপরাধ হইয়াছে তাই আমি তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করি নাই। তুমি তোমার গুরুভ্রাতৃদ্বয়কে সম্বর্দ্ধনা না করিয়াই অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছিলে। তখন যজ্ঞেশ কহিলেন, প্রভো, আপনার শুভাগমন-বার্ত্তা শুনিয়া আমি আনন্দে অধীর হইয়া আপনার সম্বর্দ্ধনার জন্য আয়োজন করিতেছিলাম। তখন রামানুজ বলিলেন,—আনন্দে বিহ্বল হওয়া কিছু সেবা নহে, কারণ—

"নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয়
মহাক্রোধে॥"

যেখানে নিজের আনন্দলাভের লেশ-মাত্রও ইচ্ছা আছে তাহা ভুক্তি-কামনা, সেখানে সেবা নাই; সেবায় কেবলমাত্র ইষ্টদেবের সুখকামনা থাকিবে। আর বৈষ্ণবগণকে বাদ দিয়া কখনও গুরুসেবা হয় না। বৈষ্ণবগণ বা গুরুসেবকগণ সকলেই শ্রীগুরুদেবের এক একটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অতএব তুমি যে 'অর্দ্ধকুক্কুটী ন্যায়' ন্যায় অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবগণকে সম্মান না করিয়াই কেবল আমার সেবা-চিন্তাতেই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলে তাহাতে তোমার বৈষ্ণব-অপরাধ হইয়াছে। সেইজন্য আমি তোমার গৃহে যাই নাই। যজ্ঞেশ তখন নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিয়া শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের চরণে বারংবার নিজ অপরাধ জ্ঞাপন করিয়া ক্রন্দন ও ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য যজ্ঞেশের গৃহে আতিথ্যগ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। সদ্‌গুরু ও প্রপন্ন শিষ্যের ব্যবহার এইরূপ। সদ্‌গুরু ধন, কুল, বিদ্যা দেখেন না, দেখেন সেবাপ্রবৃত্তি। সদ্‌গুরু সেবা এবং ভুক্তি ও মুক্তির পার্থক্য প্রদর্শন করেন। সদ্‌গুরু শিষ্যকে পতিত রাখিয়া পতিত-পাবন নাম ধরেন না। শিষ্যকে সত্য সত্যই পাবন করিয়া থাকেন। সদ্‌গুরু শিষ্যের অন্যায় আচরণের প্রশ্রয় দেন না।

ইন্দ্রিয়বেগ

বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয়ের গতিকে ইন্দ্রিয়-বেগ বলে। বিষয় পাঁচটী—রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শ। বিষয়ের গ্রাহক ইন্দ্রিয়ও পাঁচটী—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্।

নিত্যকৃষ্ণদাস জীব নিজ প্রভুসেবা ভুলিয়া এই প্রপঞ্চে আসিয়া পড়ে। এই সংসার বাহ্য-দৃষ্টিতে জীবের সুখ-ভোগের আগার বলিয়া মনে হইলেও ইহা বদ্ধজীবের জন্য কারাগার মাত্র। অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ-মোচনের জন্য যেমন কারাগারের সৃষ্টি, সেইরূপ কৃষ্ণবিমুখজীবের শাস্তিগৃহ সংসার।

চিৎকণ জীব চিৎসূর্য্য শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তির পরিণাম। সুতরাং সেই তটস্থ-ধর্ম

জীবাত্মার সেবাধর্ম্ম ও ভোগপ্রবৃত্তি অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান। যে কালে সেবাধর্ম্মের হ্রাস, সেকালে ভোগপ্রবৃত্তির উদয়। এই ভোগপ্রবৃত্তির উদয়ে মায়ার প্রতি অভিনিবেশই জীবের বন্ধন। সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে বদ্ধাবস্থার দুইটি আবরণ। মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্ম-আবরণ এবং ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম—এই স্থূল আবরণ। সূক্ষ্মদেহটি বাসনাময়, আর বাসনার পরিতৃপ্তির সহায় স্থূলদেহ। বদ্ধজীব এই ভোগায়তন দেহদ্বয়ে "আমি" বুদ্ধি করিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে জড়বিষয়ের ভোক্তা সাজিয়াছে।

স্থূলদেহে দশটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জিহ্বা রস-সংগ্রহের যন্ত্র। জিহ্বাদ্বারা আমরা খাদ্যদ্রব্যের কটু, তিক্ত, কষায়াম্লভেদে বহুবিধ রসের আস্বাদ গ্রহণ করি। গৃহীত খাদ্যদ্রব্যে ইন্দ্রিয়তর্পণ-যোগে আমাদের দেহ রক্ষিত ও পুষ্ট হয়। যেকালে জিহ্বা খাদ্যদ্রব্যের দ্বারা দেহ-রক্ষার কথা ভুলিয়া ইন্দ্রিয়সুখলালসায় কেবলমাত্র রসাস্বাদনে ব্যস্ত হয়, তখনই জিহ্বাবেগ। এই জিহ্বার অসংযত অবস্থায় দেহে যে কতপ্রকার রোগের উৎপত্তি হয় তাহা ভোগিগণ জানিয়াও জানে না। কিন্তু সংযত ব্যক্তিগণ বেশ বুঝিতে পারেন। সংযতজিহ্বায় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে যেরূপ দেহের পুষ্টি সাধিত হয়, অসংযত জিহ্বাদ্বারে দেহের তদ্বিপরীত অপুষ্টি বা রোগফলে মৃত্যু সাধিত হইতে পারে।

সাধারণ বিচারেও জিহ্বাবেগের দাস হওয়া উচিত নহে। ভজন-প্রয়াসীর ত' কথাই নাই। জিহ্বাবেগে কেবলমাত্র জিহ্বা অসংযত হয় এরূপ নহে, ঐ সঙ্গে উদর ও উপস্থের বেগ বৃদ্ধি হয়। জিহ্বার বেগে জিহ্বা অপার, উদরের বেগে উদরাধর ও উপস্থবেগে ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা বৃদ্ধি হয়।

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥

জিহ্বাবেগ দুর্দ্দমনীয়। যতই রস সংস্পর্শ পাইবে ততই ইহা অতৃপ্ত হইয়া রস-সংগ্রহে ব্যস্ত হয়। জিহ্বা সপত্নীর ন্যায় গৃহপতির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে। বাহ্যকের দৃষ্টিতে বহুপত্নীক সুখী হইলেও তাহার দুঃখের কথা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিতে পারে না।

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি॥
(ভাঃ ৭।৯।৪০)

জিহ্বাবেগের দাসের অবস্থা অতীব শোচনীয়। রস-ভোগে প্রমত্ত মৎস্য বড়িশ-সংলগ্ন খাদ্যের লোভে ধাবিত হইয়া মুখাস্বাদনে বঞ্চিত হইয়া যেরূপ লৌহকণ্টকে আবদ্ধ হয়, জিহ্বাবেগের দাসেরও সেইরূপ বন্ধনাত না হইয়া মৃত্যুপাতই হইয়া থাকে—

জিহ্বয়াতিপ্রমাথিন্যা জনো রস-
বিমোহিতঃ।
মৃত্যুমৃচ্ছত্যসদ্বুদ্ধির্মীনস্তু বড়িশৈর্যথা॥
(ভাঃ ১১।৮।১৯)

অপ্রাকৃতানুভূতিরহিত প্রাকৃত বুদ্ধি-বিশিষ্ট ভোগপ্রিয় জনগণের মীমাংসা সর্ব্বদা বিবদমান। এই বিচারে অনাহারে জিহ্বাবেগের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহা কতদূর কার্য্যকরী তাহা অধোক্ষজ-সেবাধর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জানেন।" নিরাহারে অস্থায়ী ইন্দ্রিয়বেগ প্রশমিত হইলেও রসভোগ-নিবৃত্তি-চেষ্টার ব্যতিরেকভাবে জিহ্বাবেগ বর্ত্তমান; অনাহারে দেহনাশের সম্ভাবনা। এ ব্যবস্থা দেখিয়া একজন চিকিৎসকের কথা মনে পড়ে। কোন ধনীর অঙ্গে কয়েকটি ব্রণ হওয়ায় তিনি যন্ত্রণায় অধীর হইয়া একজন সূচিকিৎসকের শরণাগত হন। ভবিষ্যদ্দর্শী এই চিকিৎসক রোগদর্শনের পর অনেক বিচার বিবেচনা করিয়া বলেন এই ব্রণগুলি বর্ত্তমানে ঔষধ প্রয়োগে নিরাময় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আবার ভবিষ্যতের ছবি মনে পড়িতেছে। কেননা, ভবিষ্যতে পুনরায় ব্রণ হইতে পারে। অতএব আপনার গলদেশে অস্ত্রপ্রয়োগই এই ব্রণ হইতে চিরদিনের মত নিরাময়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

আবার অন্য বিচারে স্থির হইয়াছে যে, জিহ্বার প্রবৃত্তি অনুসারে উহাকে চলিতে দিলে অবশেষে ক্ষীণবীর্য্য হইয়া আপনা আপনিই সংযত হইবে। কিন্তু ইহা ঠিক বৃদ্ধ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সংযমের ন্যায়। কেননা, বৃদ্ধব্যক্তির ভোগেন্দ্রিয়ের অপটুতাক্রমে ভোগক্রিয়ার হ্রাসমাত্র ঘটে। উহা 'বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী' ন্যায়ানুগত। ভোগের দ্বারা ভোগ-নিবৃত্তি কষ্টভাগীর মত। বিষয়ের ভোগে বা ত্যাগে বিষয়গ্রহণ-প্রবৃত্তির নাশ হয় না। জিহ্বা অসংযত রাখিলে কেবল জিহ্বাবেগ নহে, উদর ও উপস্থের বেগও বৃদ্ধি হয়।

শাস্ত্র বলেন, যে পর্য্যন্ত রসনাজয় না করা যায়, সেকাল পর্য্যন্ত অন্য ইন্দ্রিয় জিত হইলেও জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় না, কিন্তু রসনা-জয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করা হয়—

তাবজ্জিতেন্দ্রিয়ো ন স্যাদ্বিজিতান্যেন্দ্রিয়ঃ
পুমান্।
ন জয়েদ্রসনং যাবজ্জিতং সর্ব্বং জিতে
রসে॥
(ভাঃ ১১।৮।২১)

সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং কর্ত্তব্যই প্রভুসেবা। প্রভুসেবা ভুলিয়া ভোগবুদ্ধিতে দাসের প্রভু হওয়ার জন্যই এই দুরবস্থা। পুনরায় ভোগ ছাড়িয়া প্রভুসেবায় নিযুক্ত হইলে নিজ স্বভাবের উদয় হয়।

জাগতিক বস্তুসমূহ ত্রিগুণময়। আহার্য্যদ্রব্যও ত্রিবিধ। তামসিক ও রাজসিক খাদ্য অপেক্ষা সাত্ত্বিক খাদ্য শ্রেষ্ঠ হইলেও উহা সগুণ। আর শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্ন নির্গুণ। তাহা ত্রিগুণাতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত—'মন্নিবেদিতন্তু নির্গুণং।' শ্রীকৃষ্ণসেবাবুদ্ধি-বিশিষ্ট জীব অহঙ্কারমুক্ত। আর বদ্ধজীব প্রাকৃত অহঙ্কারযুক্ত। সেবাপরায়ণ জীব মহাপ্রসাদ সেবন করিয়া অনাহার ও অত্যাহারের দাস নহেন, পরন্তু জিতেন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়দ্বারে হৃষীকেশের সেবাযুক্ত। ইহা একাধারে ইন্দ্রিয় জয় ও ভগবৎসেবার অপূর্ব্ব সম্মেলন—ভোগবাদী ও ফল্গুত্যাগীর ন্যায় ইন্দ্রিয়দাসত্বের বা কল্পিত ইন্দ্রিয়ধ্বংসের প্রকরণ মাত্র নহে। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

মহাপ্রসাদ সেবা করিতে হয়
সকল প্রপঞ্চ জয়।

শাস্ত্র পুনরায় বলিয়াছেন, শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্ন মহাপ্রসাদ, আর উহা ভক্তভুক্ত হইলে মহামহাপ্রসাদ। সুতরাং মহাপ্রসাদ ও মহামহাপ্রসাদ-সেবনই জীবের জিহ্বাবেগ প্রশমনের ও জিহ্বাদ্বারে শ্রীভগবানের সেবার যোগ্যতা প্রাপ্তির একমাত্র উপায়—

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ,—তিন সাধনের বল॥

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

——::(০)::——

যে কোন জন্ম, যে কোন অবস্থাই পাই না কেন, সেখানে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়ের সন্ধান পা'ব। যে কোনরূপ অভাবগ্রস্ত হই না কেন, সে সকল অভাবের পূরণ বা অভাবের অনুভূতি থাক্‌বেই। বর্ত্তমান সময়ে ঘটনাচক্রে মানব হ'য়েছি—পুরুষ বা স্ত্রী, বালক, যুবা, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ বা অতিবৃদ্ধ হ'য়েছি; এ সকল অবস্থাও আবার দু'দিন পরে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে যাবে। শান্তি ও অশান্তি, সুখ ও দুঃখ—দু'টোই পরিবর্ত্তনশীল ব্যাপার। দুঃখের অনুভূতি ক'মে যাওয়ায় সুখের উপলব্ধি, আবার সুখের অনুভূতি ক'মে যাওয়ায় দুঃখের অনুভব। অনেকে এই সুখ ও দুঃখের ক্রীড়নক হ'য়েও, সুখের অন্তরালে দুঃখ আছে জেনেও "তাৎকালিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তা' ত' ভোগ করে নিই"—এইরূপ কামনাপ্রেরিত হ'য়ে দুঃখ বা অশান্তির যূপকাষ্ঠে আপনাকে বলি দিয়ে থাকে। এইরূপ অসহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যহানি আমাদের নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটাচ্ছে।

আমাদের ধৈর্য্যশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যে কোন বিপদ উপস্থিত হ'ক, মনে খুব ধৈর্য্য অবলম্বন করা দরকার। রাস্তায় যেতে যেতে একটা মদের দোকান দেখ্‌তে পাওয়া গেল। অমনি মদের দোকানে দৌড়ান কিম্বা খুব ধনবান্ দেখে বা ধনীর ঐশ্বর্য্যের কথা শুনে ধনবান্ হওয়ার জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন, রূপ দেখে রূপ-ভোগের প্রতি ধাবিত হওয়া, পাণ্ডিত্য দেখে পণ্ডিত হওয়ার জন্য অস্বাভাবী উৎসাহ-উদ্যম প্রভৃতি অধৈর্য্যের দৃষ্টান্ত। জগতে ঐরূপ অধৈর্য্যের উপদেষ্টা অনেক আছে। কিন্তু "সহগুণ-সম্পন্ন হও"—এইরূপ উপদেশ জগতে পাওয়া বড় কঠিন। অনেকে হয়ত মৌখিক উপদেশ দেবে, কিন্তু সেরূপ পরোপদেশে পাণ্ডিত্যের দ্বারা আমাদের কোন মঙ্গল হ'বে না। যিনি নিজে হরিকীর্ত্তন না করেন, তিনি কখনও নিজে সহিষ্ণু হ'তে পারেন না, অপরকে সহিষ্ণু হওয়ার উপদেশ দিতে পারেন না। এজন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

কৃত্রিম সহিষ্ণু হ'বার উপদেশ কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কর্ম্ম-জ্ঞান যোগাদির পথে যে সহিষ্ণু হওয়ার উপদেশ তা' কৃত্রিম। সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনের কথা তা'তে নাই। তাৎকালিক হরিকীর্ত্তনের আশ্রয়ের দ্বারা নিত্যসহিষ্ণুতাধর্ম্ম উপস্থিত হয় না।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৵০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড ৵০ , ৪র্থ খণ্ড —৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ-মুখ্যালয়

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে 'শ্রীচৈতন্যমঠ,'পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নপ্রাসাদ ও 'দৈনিক নদীয়া প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত-ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) শ্রীকৃষ্ণকুঞ্জ শ্রীলনাথ

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গোস্বামী বিজয়ানাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভারুই, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর; নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুরভিকুঞ্জ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটী পোঃ ধামরাই, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটী, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

জজ্ বাজার বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশগঞ্জ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যব্রত মঠ,

পোঃ মিস্রীখ, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর; বৃন্দাবন

(৩৯) একচক্রধাম-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেনাবী,

পোঃ হোডেল, জেলা গুড়গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং রেডিং রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, অন্ধ্যপ্রদেশ
বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মাদ্রাজ, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌর-মাধব-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫১) বাসবাস্থ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, কৃষ্ণ গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগৌর-মাধব-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) নবগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ,

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) সচ্চিদ্‌-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

... পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়-প্রচার-মন্দির

পোঃ ময়মনসিংহ, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ রামজীবনপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অমরপি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমরপি, মেদিনীপুর

(৬২) অমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

চুঁচুড়া, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং মিউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউন্স রোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

উইন্ডেট রোড, ঢাকা (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিজয়াবিধি-গৌড়ীয়মঠালয়,

ক্লবক্লাব, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীবিদ্যানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-(:০:)-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ৩ দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
সিঙ্গেলে প্রতি লাইনে ।০	৶০	।৶০		
" " ইঞ্চি ২৲		১।০		১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲			৩৲
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲		৫৲
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর— গঙ্গার সন্নিকটে . বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাত্ত্বিক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও বেতনাদির প্রায় মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(০)::——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অতিযত্নে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রকৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ [illegible], ঢাকা।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সবিস্তারভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ [illegible] শ্রীমৎ [illegible] তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীমন্মাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিশেষ জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও অভক্তগণের জীবনচরিত্র পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০টি অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত শব্দসূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের ভক্তোত্তম পরবিদ্যাশিক্ষিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫০	১৬-৫৬	১৭-৫০	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৩	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৪		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৪০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

গৌরী পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। শিতার প্লীহা সংযুক্ত জ্বালাবর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ —শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1949

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২০শে শ্রাবণ, ১৩৪৬, ৫ই আগষ্ট, ১৯৩৯, শনিবার [১৩৪-৩৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-::)※(::-

উড়িষ্যার নূতন রাজধানী

চৌদ্বারঘাটে লাট-ভবন সহ নবরাজধানীর ইমারতাদি নির্মাণের জন্য যে স্থানটি গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীনে আছে, বড়লাট সেই স্থানটি পরিদর্শন করেন।

বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেন্টের ইঞ্জিনীয়ারদিগের পরামর্শানুযায়ী উড়িষ্যা-শাসন কমিটি প্রথমতঃ এই স্থানটি সম্বন্ধে সুপারিশ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের ইঞ্জিনিয়ারগণ উহা নাকচ করিয়া দেন।

ইহার পর যে মতবিরোধ দেখা দেয় তাহার ফলে ভারত সচিবের সম্মতিক্রমে, কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রকাশ করেন যে, ১৯৩৭ সালে উড়িষ্যার যে ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত হইবে, এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার তাহার উপরেই ন্যস্ত করা হইবে। তদনুযায়ী উড়িষ্যা-ব্যবস্থা পরিষদ স্থান নির্ব্বাচন কমিটির মনোনীত বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী পাকাইবুড়া নামক স্থানটি বাতিল করিয়া দিয়া কটকের চৌদোয়ার পাড়ায় রাজধানী স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেন।

বড়লাট ডাকবাংলোয় পৌঁছিবার পর উড়িষ্যার গবর্ণর ডাঃ জন হুবাক লেডী হুবাক, প্রধান মন্ত্রী এবং অপরাপর দুইজন মন্ত্রীকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। অতঃপর বড়লাট উড়িষ্যার গবর্ণর সহ চৌদ্বারঘাটে গমন করিলে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস ও শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ কানুনগো তথায় তাঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং যে স্থানে প্রধান প্রধান ইমারতগুলি নির্ম্মিত হইবে সেই স্থানটি প্রদর্শন করেন। চীফ ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এ প্যারও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

তথা হইতে তাঁহারা মহানদীর তীরে উপনীত হন এবং সেখানে মহানদীর তীরে একটি সেতু নির্ম্মাণের বিষয় আলোচিত হয়। প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস মহানদীর উপর একটি সেতু নির্ম্মাণের জরুরী প্রয়োজনীয়তার বিষয় বড়লাটকে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন, শুধু মাত্র পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদিগের ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য নহে, দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদিগের সহিত অধিকতর রুচি-গত স্থাপনের দিক হইতেও অবিলম্বে এই সেতুটি নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

প্রাগে ব্রিটিশ দূত নিয়োগের অনুরোধ জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান

কমন সভায় প্রাগ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরের সময় সহকারী পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর এ বাটলার বলেন যে, প্রাগে বাণিজ্য-দূতের স্থলে একজন বৃটিশ প্রতিনিধি নিয়োগের প্রস্তাব জার্ম্মাণী প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। জার্ম্মাণী কারণ-স্বরূপ জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ সরকার যদিও বলিয়াছিলেন যে, বাণিজ্য-সংক্রান্ত প্রতিনিধি নিয়োগ দ্বারা বোহেমিয়া ও মোরাভিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা কার্য্যতঃ স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, তথাপি বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া বৈধভাবে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তৎসম্পর্কে ও উহার বৈধতা সম্পর্কে বৃটেন যে ইতিপূর্ব্বে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সংশোধন করিতে পারিবে না।

বাণিজ্য-চুক্তি সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয়ে তিনি বিবেচনা করিবেন কি না এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বলেন যে, ইহা সতর্কতা সহকারে বিবেচনা করার বিষয় এবং এই সম্পর্কে কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভবপর নহে। মিঃ বেঞ্জামিন বলেন যে, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একই নীতি অনুসরণ করা উচিত। প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, অবস্থা যদিও একপ্রকার নহে তবু উভয় রাষ্ট্রের লক্ষ্য একই বলিয়া বলা যাইতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে ডোমিনিয়ন-সমূহের সহিত অবিলম্বে আলোচনা চালানো তিনি উচিত বলিয়া মনে করেন কি না—এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ চেম্বারলেন বলেন যে 'আমি ডোমিনিয়নসমূহের সহিত যোগাযোগ রাখিব।

আসামে শতকরা পঞ্চাশ টাকা ভূমি-রাজস্ব

গত ৩১শে জুলাই এক সংবাদে প্রকাশ যে, আগামী ৩রা আগষ্ট আসাম ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আসামের রাজস্ব মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফকরুদ্দীন আলী আহমদ ভূমি-রাজস্ব হ্রাস সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিবেন। আসাম গবর্ণমেন্ট শতকরা পঞ্চাশ টাকা ভূমি-রাজস্ব দান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

কৃষি আয়কর বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য যুক্ত অধিবেশনের আহ্বান করিবার আবশ্যক হইয়াছে। মন্ত্রীসভার-গণ বিলের গুণাগুণের উপর নির্ভর করিতে চাহেন, কিন্তু সরকারবিরোধীদল যে কোনভাবে বিলটি অগ্রাহ্য করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। এই বিল আইনে পরিণত হইলে আসামের বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া জনসাধারণ তথা নির্দ্দলীয়গণ বিলটিকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করিতেছে। এই বিল সম্পর্কে সরকারবিরোধীদল কি পন্থা অবলম্বন করেন, নির্দ্দলীয়গণ তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। প্রতিক্রিয়াপন্থীগণ ভিন্ন সভা লইয়া সরকার সমর্থকদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় আছেন।

জানা গিয়াছে যে, যদি কোন কারণে বিল অগ্রাহ্য হয়, তবে সরকার পক্ষ ও পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য দাবী করিবেন এবং সাধারণ নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন। সরকারপক্ষের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বর্ত্তমানে কলিকাতায় আছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বরদলৈ ও অন্য দুইজন মন্ত্রী কংগ্রেস-নেতাদের সহিত সুদীর্ঘ সময় আলোচনা করিয়াছেন এবং লীগ ও স্বতন্ত্রদলের নেতা খাঁ বাহাদুর সাদুল্লা শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার চৌধুরী ও যোগাযোগ করিয়াছেন।

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীদেবের পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷৹ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিস্তৃত সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানিতে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম্পরা, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের সর্বশ্রেষ্ঠ চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীদেবের পরিব্রাজক গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷৹ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,

শুক্লাম্বর পোঃ মধুপা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ—

২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸৹; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹ ৪র্থ খণ্ড—৸৹

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১।৹

৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।৹

১৫। বৈষ্ণবসম্মত বিরহ-তত্ত্ব ।৹

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।৹

১৮। বাদন-আনন্দ ।৹

১৯। শুদ্ধিবিবেক ।৹

২০। গৌড়ীয় গৌরব ।৵৹

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵৹

২২ ভজন-রহস্য ।৹

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্তি-টীকাসহ) ২৲

অবাঁধা) ১৲

গীতার কেবল মূল-ভাষা ।৹

মুক্তিফলকা গুণগৌরবঃ (সানুবাদ) ২৲

বেদান্ততত্ত্বসার (সানুবাদ) ।৹

প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹

৩০ দীপ-দিগ্‌-দর্শন ৵৹

৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵৹

৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹

৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹

৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹

৩৫ গীতমালা ৴১৹

৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵৹

৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵৹

৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹

৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।৹

৪০ শরণাগতি ৴৹

৪১ গীতাবলী ৴৹

৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸৹

৪৩ সাধনতত্ত্ব ৴৹

৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। আর্যশতক

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹৴

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১৹

৪৯। অর্চনকণ্ঠ ৵১৹

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৯৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।৹

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹

৫৪। পূর্বার্থ-বিনির্ণয় ।৹

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵৹

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।৹

৫৮। শ্রীভুবনেশ্বর ৵৹

৫৯। শিক্ষাষ্টক ৵৹

৬০। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।৹

৬২ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।৹

৬৩ সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।৹

৬৪ তত্ত্বসূত্রম্ ।৹

৬৫ সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹

৬৬ গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴৹

৬৭ মায়াবাদখণ্ডনম্ ৵৹

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।৹

৬৯। এ ভিউ অর্ড স্ অন বেদান্ত ।৹

৭০। বামনতত্ত্ব ৴৹

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।৹

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵৹

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।৹

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ দুইং ৴৹

৭৬। দি ভাগবত ।৹

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।৹

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।৹

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুদ্ ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹

৮১। সাধন-পথ ।৹

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵৹

৮৩। গীতাবলী ৴৹

৮৪। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।

১৪শ বর্ষ | ২০ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৫ই আগষ্ট ইং ১৯৩৯, শনিবার | ১৩৪-৩৫শ সংখ্যা

"সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইলে জীব পরমার্থ-বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশ-বিগ্রহ নিত্যানন্দকে ও স্বাভিন্নপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে পৃথক্ জ্ঞান করে। তাহাদের গৌরসুন্দরের সেবা লাভ কখনও হয় না। তাহারা নিত্যকাল গুরুদ্রোহী হইয়া দুর্ভোগী হইয়া পড়ে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২০ পুরুষোত্তম, শুক্রবার শ্রীরোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

যৎকিঞ্চিৎ

——::•::——

আমরা শ্রীগুরুমুখে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত—এই শব্দ-পঞ্চকের কথা শুনিতে পাই। যাহা জড় ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, তাহাই প্রত্যক্ষ। চার্ব্বাকাদি ঋষিগণ প্রত্যক্ষবাদী। তাঁহারা প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ স্বীকার করেন না। জড়জ্ঞান, ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞানই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব। এই প্রত্যক্ষবাদিগণ পরকাল স্বীকার করেন না। প্রত্যক্ষবাদিগণ প্রত্যক্ষের অতীত অতীন্দ্রিয়-বস্তু ভগবানের কোন সন্ধান না পাইয়া নাস্তিকতা অবলম্বন করেন। জড়জ্ঞানকে দমন করার মত চেতন আত্মার কোন সন্ধান পান না বলিয়া তাঁহারা দেহসর্ব্বস্ববাদী হইয়া ভোগকেই চরমসাধ্য মনে করিয়া অধঃপতিত হন।

জগতের হরিবিমুখ অধিকাংশ লোকই প্রত্যক্ষবাদী, দেহাত্মবাদী ভোগী। তাহাদের দেহাত্মবুদ্ধিই প্রবল। তাহারা পুরুষাভিমানে যোষিৎচিন্তারত। এই ত' গেল প্রত্যক্ষের কথা। আবার কেহ কেহ নিজে কোন কিছু প্রত্যক্ষ না করিলেও অপরের প্রত্যক্ষের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। ইহারই নাম পরোক্ষ-জ্ঞান। পরের বা অপরের অক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাতে আস্থা-স্থাপনের নাম পরোক্ষ-জ্ঞান। আমরা যে স্বর্গ-নরক বা ভূতাদির কথা শুনিতে পাই, সেগুলি পরোক্ষের অন্তর্গত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষবাদী উভয়েই জড়জ্ঞানী।

যাহা প্রত্যক্ষও নহে, পরোক্ষও নহে, যাহা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের অতীত, তাহাই অপরোক্ষ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা ইন্দ্রিয়ের অধীন, সুতরাং অপরোক্ষ—ইন্দ্রিয়াতীত। অপরোক্ষ বলিতে ইন্দ্রিয়াতীত সত্তাকেই বুঝায়। এই অপরোক্ষ শব্দের দ্বারা সত্তার ইন্দ্রিয়াতীতত্ব বুঝাইলেও তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় বা সবিশেষত্বের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সেইজন্য অপরোক্ষজ্ঞান বা অপরোক্ষানুভূতি নির্ব্বিশেষবাদেই পর্য্যবসিত হয়। যেখানে কেবল সত্তাস্বীকার অথচ বস্তুর চিদাকারত্ব, সচ্চিদানন্দত্ব ও হৃষীকেশত্বের কোন পরিচয় নাই, সেখানে ভক্তির কোন কথা থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ইহার কোনটীতেই ভক্তির কথা নাই। সুতরাং প্রত্যক্ষবাদী, পরোক্ষবাদী ও অপরোক্ষবাদী—এই তিনজনই অভক্ত। প্রত্যক্ষবাদী ও পরোক্ষবাদী জড়বিলাসী-ভোগী; আর অপরোক্ষবাদী চিদ্বিলাস-অস্বীকার-কারী—নির্ব্বিলাসী—ত্যাগী। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষবাদী ধর্ম্মার্থকামকামী আর অপরোক্ষবাদী মোক্ষকামী। এই মোক্ষকামনা পর্য্যন্ত জীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের শেষসীমা।

ভগবান্ প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের অতীত অধোক্ষজতত্ত্ব। ভক্তিযোগ ব্যতীত ধর্ম্মার্থ-কাম ও মোক্ষকামনাদি অন্য কোন অভক্তিযোগ তাঁহাতে প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ অধোক্ষজ ভগবান্ কাহারও দাসত্ব করেন না। তিনি সকলের নিত্যপ্রভু হওয়ায় সকলের উপরেই নিত্যকাল প্রভুত্ব ও নিয়ামকত্ব করিয়া থাকেন। তিনি হৃষীকের অধীন নহেন, হৃষীকগণ তাঁহার অধীন। তিনি হৃষীকেশ। তিনি সকলের নিকট সেবা গ্রহণ করেন, তিনি তাঁহার স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্ম পরিচালন করেন। তিনি সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ, তিনি পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তমের ইন্দ্রিয়-তর্পণের নামই ভক্তি। পুরুষের ইন্দ্রিয়-তর্পণের নাম ভক্তি নহে, তাহা অভক্তি। ভগবান্ স্বয়ং স্বতঃকর্তৃত্ব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবের যাবতীয় ইন্দ্রিয়জজ্ঞানকে তিরস্কৃত করেন। শুধু তিরস্কৃত করেনই বা বলি কেন, তিনি জীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব স্থাপন করেন, এইজন্যই তিনি অধোক্ষজ। অধোক্ষজের ব্যক্তিত্ব আছে, চিন্ময় আকার আছে, চিদ্বিলাস আছে। তিনি নিরাকার, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিশেষ নহেন, তবে তাঁহার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ জড়প্রত্যক্ষ নহেন—চিৎপ্রত্যক্ষ। শ্রুতি বলেন,—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥

ভগবানের প্রাকৃত হস্তপদ নাই অথচ তিনি যাবতীয় বস্তু গ্রহণ ও সর্ব্বত্র গমন করিতে পারেন। তাঁহার প্রাকৃত নেত্র নাই অথচ তিনি ত্রিকাল দর্শন করেন এবং প্রাকৃতকর্ণশূন্য হইয়াও শ্রবণ করেন। তিনি যাবতীয় জ্ঞেয় বিষয় অবগত আছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। ভগবান্ যে চিন্ময় হস্তপদবিশিষ্ট, অপ্রাকৃত বিগ্রহবান্ তাহা এই শ্রুতিমন্ত্রই প্রকাশ করিতেছেন।

অধোক্ষজ শব্দ ঐশ্বর্য্যভাবযুক্ত। অধোক্ষজ বলিতে বিষ্ণুই লক্ষিত হন। আর শ্রীরাধাকৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু। এই অপ্রাকৃত শব্দ মাধুর্য্যভাবপ্রচুর। অধোক্ষজ-জ্ঞান লাভ হইলেই অপ্রাকৃতের সন্ধান পাওয়া যায়। অপ্রাকৃত শব্দে চিদ্বিলাসের পূর্ণতা অধিক প্রকাশিত। অধোক্ষজ—বৈকুণ্ঠের কথা। আর অপ্রাকৃত—ব্রজের সম্পুট। অধোক্ষজ-বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে অপ্রাকৃত শ্রীরাধা-কৃষ্ণ-তত্ত্বের চমৎকারিতা বেশী। ইহা ভক্তিতে উপলব্ধির বিষয়।

অধোক্ষজ হইতেই ভক্তির কথা। তৎপূর্বে ভক্তির কোন কথা নাই। অধোক্ষজ শব্দের দ্বারা সাধারণী শুদ্ধা ভক্তি বুঝাইলে অপ্রাকৃত শব্দের দ্বারা অসাধারণী পরমশুদ্ধা প্রেমভক্তি বুঝাইয়া থাকে। ভক্তগণ অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃতের উপাসক। মর্যাদামার্গে অধোক্ষজের সেবা আর রাগমার্গে অপ্রাকৃতের সেবা। রূপানুগগণ সকলেই অপ্রাকৃতের সেবক।

অধোক্ষজ ভক্তিই পরমধর্ম। অধোক্ষজে ভক্তি ব্যতীত যা কিছু সবই অভক্তি বা অধর্ম। এই অধোক্ষজ সেবাপ্রাপ্তি অধোক্ষজের সম্পূর্ণ কৃপাসাপেক্ষ। এই অধোক্ষজসেবা অহৈতুকী হইলেও সেবোন্মুখের চিরনীয়—সেবোন্মুখ চিত্তেরই গ্রাহ্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

প্রভু ও ভৃত্য

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি',
ধাই তব পাছে পাছে॥

'কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে'—এই মহাজনবাণীতে যাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, তিনিই শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারই গুরুকৃষ্ণ-সেবায় অধিকার আছে। এই মহাজনবাক্যে যাঁহার বিশ্বাস নাই, তিনি নাস্তিক। শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের কৃপায় এই মহাজনোপদেশের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছে, তিনিই পতিতপাবনগণের কৃপায় নিজেকে কাঙাল, দীন, পতিত বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়া পতিতপাবন-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্বক তৎপাদাশ্রয়-সংসারের মায়া ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন—নিতাইর কৃষ্ণপ্রেমের পাছে পাছে গুরুকৃষ্ণপ্রাপ্ত ভাষায় অনুকীর্তন করিতে করিতে ছুটিয়াছেন। তিনি শ্রৌতপথের পথিক হইয়াছেন। শ্রবণকীর্তনময় কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-পথ তিনি আশ্রয় করিয়াছেন। সর্বস্ব জানিয়া ভগবৎসেবা করিতে করিতে তাঁহার প্রকৃতিতে ভগবান্নাম্যবাণীর কথা উপলব্ধ হইয়াছে। সেই নিষ্কিঞ্চন শ্রীগুরুদেবকে পাইয়া তিনি আত্মহারা হইয়াছেন, অপ্রাকৃত সকল অভিমান যা সমস্ত বৃত্তিনিচয়ের পর নিজের সৌন্দর্যকে পাইয়া সেবানন্দে মগ্ন হইয়াছেন, তাঁহার আনন্দের সীমা নাই। তাই তিনি আজ গুরুদেবের কৃপার কথা চিন্তা করিতে করিতে সকল অহঙ্কার ছাড়িয়া শ্রীবৈষ্ণব বৈভবের অপার মহিমা 'উপলব্ধি' করিতেছেন। তিনি আজ এক অপূর্ব বস্তুর সন্ধান পাইয়া আচার্যচরণে লুটাইতেছেন এবং তন্মহিমা-কীর্তনে অমন্দমুখ হইয়া দিগদেশ মুখরিত করিতেছেন আর মহাপ্রভুর অনুসরণে বলিতেছেন,—

কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥'

শ্রীমদ্দাসগোস্বামী শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশীর্বাদ ও পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া ভগবান আজ গুরুপাদপদ্মসেবাবঞ্চিত জগতের নিকট নির্ভীককণ্ঠে তাঁহার শ্রীগুরুদেবের মহিমা মুক্তকণ্ঠে কীর্তন করিতেছেন। শ্রীগুরুদেব চৈতন্যমনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অতি প্রিয়জন। মহাপ্রভুর বাণীর আচার-প্রচারের অন্তরতম গূঢ়রহস্য তিনিই একমাত্র উত্তমরূপে অবগত আছেন। সুতরাং আমরা তাঁহার বাণীর শরণাপন্ন হইতে পারিলেই মহাপ্রভুর কথা বুঝিতে পারিব, মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হইতে পারিব, মহাপ্রভুর নিজজন শ্রীগুরুদেবকে—শ্রীআচার্যদেবকে আমাদের সর্বস্ব ও নিত্যপ্রভু বলিয়া জানিবার সৌভাগ্য পাইব।

শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত নিত্য সংশ্লিষ্ট ভক্তদাস কি এই বিশ্বের কোন কিছুর তোয়াক্কা রাখেন? তিনি যে অকিঞ্চন। তিনি যে নিরন্তর গুরুপাদপদ্ম-মধুপানরত—নিরন্তর গুরুপাদপদ্ম-সেবনে নিযুক্ত—নিরন্তর সেবানন্দে মগ্ন। এই বিশ্বের নাথ যাঁহার করতলগত, সেই বিশ্বনাথকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মকে যিনি আপন বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন—গুরুচিন্তা, গুরুদর্শন, গুরু-স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা যাঁহার হৃদয়ে নাই, তিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের প্রিয় বলিয়া কৃষ্ণেরও পরম প্রিয়। সৌন্দর্য্যে সমস্ত ভুবনকে যিনি মোহন করেন সেই ভুবনমোহন কৃষ্ণকেও যিনি সেবাসৌন্দর্যে আকৃষ্ট বা মোহিত করিয়া থাকেন সেই ভুবনমোহন মনোমোহন পরমরূপবান্ শ্রীরূপানুগ শ্রীআচার্যদেবের পাদপদ্মনখশোভায় যিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন, এই হেয় প্রতিফলিত জগতের কোন সৌন্দর্য কি সেই ভক্তদাসকে প্রলুব্ধ করিতে পারে? অত বড় বস্তুকে যিনি আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি কি আর কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করেন? গুরুসেবাগ্রহ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে। তাই তিনি আজ নিশ্চিন্তে গুরুসেবার জন্য নব নব কৌশল আবিষ্কার করিতেছেন। তাঁহার গুরুসেবায় বাধা দিতে পারে, তাঁহার অপ্রতিহতা গতিকে রুদ্ধ করিতে পারে, এরূপ সাধ্য কাহারও নাই। কারণ, তিনি যে সেবোন্মত্ত—তিনি যে সেবায় মত্ত পাগল! সুতরাং তিনি কি আর কিছু চান, তিনি কি আর কাহারও কথা শুনেন, বৈকুণ্ঠশব্দের কথা যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, সেই গুরুদাস কি আর মায়ার কথায় কর্ণপাত করেন? গুরুনামে পাগল যিনি, তিনি কি আর কাহারও প্রতি প্রভুত্ব করিতে চান? তিনি চান কেবল গুরুকৃপা, গুরুকৃপাশীর্বাদ, গুরুপাদপদ্মের ধূলি, আর কিছুই চান না। তিনি যে গুরুর ষোলআনা হইয়া গুরুকে ষোল আনা করিয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সম্পূর্ণভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া—শরণাগত হইয়া গুরুচরণে নিত্য আশ্রয় লাভ করিয়াছেন—রাঙ্গাপদবী পাইয়া গৌরব অনুভব করিতেছেন। তাঁহার হৃদয়ে গুরু অহঙ্কার বা দাসাভিমান জাগিয়াছে। তাঁহার যা' কিছু সব গুরুকে লইয়া, তাঁহার রূপ, তাঁহার সৌন্দর্য, তাঁহার যশঃ সব গুরুর জন্য। গুরুর কৃপাতেই বড়াই, তাহাতে তাঁহার নিজের কোন বাহাদুরী নাই। তিনি গুরুর জন্য সব করিতে পারেন। কিন্তু গুরুদেবকে কখনও ছাড়িতে পারেন না।

তোমার গরবে গরবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে হয় ও দু'টী চরণ
সদা লৈয়া রাখি বুকে॥
অন্যের আছে অনেক জনা
আমার কেবল তুমি।
পরাণ হৈতে শতগুণে
প্রিয়তম করি মানি॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী ও শ্রীগুরুপাদপদ্ম একই বস্তু। তাঁহার বাণী আশ্রয় করিতে পারিলে বাণীই রূপ দেখাইবেন। কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম, আচার্যপাদপদ্ম বা বৈষ্ণব-পাদপদ্মের বাণী-শ্রবণের পরিবর্তে—তাঁহার বাণীকে বরণ করিবার পরিবর্তে আমরা যদি কেবল আমাদের তোষামোদ লইয়া তাঁহাদের প্রদর্শন করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম-দর্শন লাভ হইবে না। সেইজন্যই বলিতেছি, স্বরূপের সন্ধান লাভ করিতে হইলে; গুরু-কৃপা পাইতে হইলে আচার্যের বাণীর চরণে আত্মনিবেদন করিতে হইবে—নিষ্কপটে বাণী-শ্রবণ করিতে হইবে। আগে শ্রবণ, পশ্চাৎ গুরুবাণীর কীর্তনাদিদ্বারাই আমাদের আত্ম-বিনাশ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

এরূপদেহ সব নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু বাণীর বিনাশ নাই। তাহা সেবোন্মুখ হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত। বাণীপ্রবাহ কেহ রুদ্ধ করিতে পারে না। গুরুবাণী তাঁহাকে দুর্জনের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার প্রচুর শক্তি রাখেন। মায়াবীর মায়াজাল তাঁহাকে ধ্বংস করা দূরের কথা, তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না।

বাণী শ্রবণের অপেক্ষা না করিয়া অসৎ-বিচার গ্রহণ করিয়া তর্কপথাদিতে যতই প্রয়াস দেখাই না কেন, তাহাতে মঙ্গলের আশা নাই। পারমার্থিকের শেষকথা শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রবণ-কীর্তন না হইলে তাহার অর্জন কোটিজন্মেও বুঝিতে দিতে পারিবে না। অর্জন, জ্ঞানানুষ্ঠান বা যুক্তি অর্থাৎ শ্রীগুরুমুখপদ্মবাক্য-বিচার দ্বারা নিয়মিত না হইলে [illegible] নারকী-সংজ্ঞা লাভ করিতে হইবে। কর্ণ আমাদের চক্ষু বা অন্য ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করিবে।' বাণীই আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া শুদ্ধচিত্তে রূপ দেখাইবে। সুতরাং শ্রবণই মঙ্গলপথ। আমরা যদি এই পথ গ্রহণ না করি, শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাক্যের সহিত যদি আমাদের হৃদয়ের একতা না থাকে, তাহা হইলে সকলই পণ্ডশ্রম হইবে। মঠবাসের অভিনয় করিয়াও আমরা গুরুবৈষ্ণবে প্রাকৃত-বিচার লইয়া নরকের পথই পরিষ্কার করিব। সেইজন্যই বলিতেছি, গুরুবাণী—আচার্যবাণী বা আচার্যোপদেশই আমাদের একমাত্র সম্বল হউন, আচার্যই আমাদের নিয়ামক হউন, আচার্যদেব দয়া করিয়া আমাদিগকে ভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করাইয়া সেবাসুযোগ প্রদান করুন, নতুবা আর নিস্তার নাই।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৮০; ২য় খণ্ড ২; ৩য় খণ্ড ৮০; ৪র্থ খণ্ড —৮০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

মহাজনবাণী

—::(০)::—

শিষ্যপরম্পরায় মন্ত্রদান গ্রহণ করিলে অন্তঃ-বৈষ্ণব সকলেই সমান হন সত্য, কিন্তু যে বৈষ্ণবে যতদূর মায়ামল উদয় হইয়াছে, সেই বৈষ্ণব ততদূর মলবান্। মায়ামল দুই-প্রকার, অর্থাৎ অল্পমল ও বহুমল। কনিষ্ঠ-বৈষ্ণবে অল্পবিস্তার অজ্ঞানের কিঞ্চিৎ মল থাকে, মধ্যমবৈষ্ণবে ততোধিক মল হইলেও অল্প। বৈষ্ণবের তুলনায় মধ্যম বৈষ্ণব অল্পমল বা নির্মল। উত্তম বৈষ্ণব সকল-শূন্য।

জগতে দুইপ্রকার লোক অর্থাৎ বহির্মুখ ও অন্তর্মুখ। বহির্মুখের কেবল অভিমানের ধর্ম, বৈষ্ণবসেবা নাই। অন্তর্মুখ আবার দুইপ্রকার অর্থাৎ বৈষ্ণব-মৎসর ও বৈষ্ণব-কলানভিজ্ঞ। বৈষ্ণব-কলানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ, অনুবৃত্তি তিলক বা কণ্ঠী বেশ দেখিলেই ভক্ত হন। কাহাকে বৈষ্ণবকলা বলে ও কাহার বা সেই কলার তারতম্য কি, তাহা তাহারা জানে না। বৈষ্ণবাভিধান ও মহাজনের বিশেষ অভাব অবগত নয়। সেই বৈষ্ণবকলানভিজ্ঞ বিজ্ঞ বৈষ্ণবপ্রায় কনিষ্ঠজনগণ বালিশ মধ্যে পরিগণিত। তাহারা দীক্ষিত হইয়া অর্চ্চন করে বটে, কিন্তু ভক্তজন ও ভক্তিতত্ত্বের ভেদ-কলা বৈষ্ণবসেবা করিতে অক্ষম তাহারা বেশধারী বা ভক্তিবিরোধকেই সম্মানের সহিত ব্যবহার করিতে রাজী। তাহারা যদি সেবা করে, তাহা হইলে অন্তরঙ্গভাবে শুদ্ধবৈষ্ণব ত্যাগ করিয়া তাহার লোকের সেবা দ্বারা কলিকা বাট হবে। সুতরাং তাহাদের অজ্ঞতা-রোগের সর্বদাই পথ্য। কিন্তু বৈষ্ণবকলাজ্ঞ ব্যক্তির সম্বন্ধে এরূপ ব্যবহার নয়। তাঁহারা মল-মল, বৈষ্ণব-বিচারে প্রবীণ। কাহার দেহে দ্বন্দ্বের কি পরিমাণে ভেদ—কলা আছে তাহা তাঁহারা জানেন। তাঁহারা বৈষ্ণবদিগের কলানুসারে বিশেষবুদ্ধি করিবেন। যথাবল না বুঝিয়া যদি ব্যবহার করেন, তাহা হইলে দোষভাগী হন। অল্পমল ও বহুমল বৈষ্ণব উপস্থিত হইলে অগ্রে অল্পমলের পূজা কর্ত্তব্য, পরে সাধারণ মলের। অসাক্ষাতেও এরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য। বাতবাতি নির্ব্বাপিত হইলে প্রদীপাদি সহজে নির্ব্বাপিত হয়। যদি মহামল ও মহাতেজা বৈষ্ণবের অগ্রে পূজা দেখিয়া অল্পতেজা বৈষ্ণব ক্রোধ করেন, তবে দুষ্ট অপরাধকারী সহজে তেজে তেজস্বী হইয়া পূজাকারীর নিগ্রহ করিতে পারিবেন না। জানিয়াও যদি কেহ বৈষ্ণবকলানভিজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করেন, তবে অবশ্য নষ্ট হইবেন।

শুদ্ধবৈষ্ণবকে যথাযোগ্য সেবা করিলে সুমেরুপর্ব্বতের আশ্রিতজনের ন্যায় তাঁহারা সর্ব্বদা অনুগৃহীত হইবেন। অন্য কেহ কিছু করিতে পারিবেন না। মধ্যম-বৈষ্ণবগণ শুদ্ধবৈষ্ণবের কলাকলা বিচার পূর্ব্বক অল্পমল ও বহুমলের সম্মান, অল্পমলের পূজা এবং বহুমলের সেবা যথাযথ করিয়া কৃষ্ণসংসার নির্ব্বাহ করিবেন। তাহা হইলে বৈষ্ণবনিন্দাদোষে দোষভাগী হইবে না। বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেন না। প্রমাদেও বৈষ্ণবের অবহেলা করিবেন না।

বৈষ্ণবের অঙ্গ যদি নষ্ট হয়, তাহাতেও দুঃখ নাই। কদাচার দেখিয়া বৈষ্ণবে দোষারোপ করিবে না; যেহেতু বৈষ্ণবের অঙ্গে কৃষ্ণাগ্নি আছে। সেই অগ্নিতে পাপ আসিতে পারে না। যদি দৈবাৎ আসে, তাঁহার সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া যায়।

নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে আশ্রয় করিলেই উন্নতি লাভ হয় জানিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বেশধারী সঙ্গত্যাগে যত্নবান্ হন। কারণ কেবল বেশধারিগণ কপট। তাহারা শকদোষের বেশধারণ করিয়া জগৎ-বঞ্চনা করে। বৈষ্ণববেশ, তিলক মালাদি গ্রহণে তাহাদের বৈষ্ণব-অভিমানতা জন্মিয়া যায়; তন্নিবন্ধন তাহারা আর শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকটে যাইতে পারে না। দুষ্প্রাপ্যরাশি নিয়ত প্রাকৃত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে ও প্রাকৃত জনের সঙ্গ করে।

যাঁহারা চতুর, সুধীর, নিষ্কপট, তাঁহারা তাহাদের কপট-প্রীতি হেতু কেবল উপরত হন এরূপ নয়; পরন্তু তাহাদের কপটতা জগতে বিদিত করিয়া শুদ্ধভক্তি স্থাপন করেন।

এই কলিকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দের অবতার তত্ত্ব হইলে সমস্ত বৈষ্ণবগণ সদা উদ্বিগ্নচিত্ত হইবেন এবং উদ্যম, কর্ম্ম, জ্ঞান সকল কালে কালে দিনে দিনে দ্বিগুণ-বলপ্রাপ্ত হইয়া পড়িবেন। অনেকে সময় সময় অনেকপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া বৈষ্ণবদিগকে ব্যস্ত করিবেন। তত্ত্বজ্ঞের তাহাতে কোনপ্রকার সন্দেহ থাকে না। কিন্তু তার্কিক ও পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার তর্কাদি করিয়া তাঁহাদের চিত্তের শান্তি দূর করিতে চেষ্টা করিবে; সুতরাং তাহা নিবারণ করাই উচিত

কৃষ্ণচৈতন্যের অন্ত-সখী মহাজনগণ সর্ব্বপ্রাণী নিস্তারের জন্য মরণাপেক্ষা ক্লেশ সহ্য করিয়াও হরিকীর্ত্তন, হরিসেবা, সৎসঙ্গ, মহাজন-পূজা ও কৃষ্ণনামপ্রেম প্রচার করত ধরণীমণ্ডলে নিজপ্রভুর যশোরাশি কালে কালে উৎসন্ন প্রায় দেখিয়া নিজ দৈহিক সুখ অগ্নিতে নিক্ষেপ করত চৈতন্য-শিক্ষামৃত স্থাপন করিতেছেন।

শ্রীআচার্য্যবাণী

ভজনের বিচার অতি সূক্ষ্ম। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে বিন্দুমাত্র Deviated হইলেই সব গেল। ব্যক্তিগত পীড়নে অসহিষ্ণু হইয়া প্রতিহিংসা লইতে হইবে না; কিন্তু শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রতি অত্যাচার দর্শনে সম্পূর্ণ অসহিষ্ণু হওয়াই বৈষ্ণবতার আদর্শ। কোন অশ্রদ্দধান বিমুখকে হরিনাম উপদেশ করিতে হইবে না। ঠাকুর হরিদাস তাঁহাকে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতকারিদের প্রতি কোন প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি পোষণ করেন নাই; তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধান জানে হরিনাম প্রদান না করিয়া সর্ব্বাবস্থায় প্রভুর জানিয়া আসিলেন। অথচ বেজা ও মায়া শ্রীল ঠাকুরের শ্রীমুখে নাম শ্রবণ করিয়া শুদ্ধভাবে নামগ্রহণের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন।

বৈষ্ণবের আনুগত্যেই আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণি শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা হয়। বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেবাগ্রহণের চেষ্টা ভুক্তের আবরণ, তাহা শ্রীগুরুদেবের অনুসরণ নহে। শ্রীগুরুদেব বৈষ্ণবের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া সুখী হন। গুরুদেবের কৃষ্ণসেবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ— কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।

সরলবুদ্ধি সেবাই কৃষ্ণাকর্ষিণী। কুল, পাণ্ডিত্য, রূপ বা অন্যান্য প্রাকৃতিক গুণ কৃষ্ণকে আকর্ষণ করিতে পারে না। বিগ্রহ-সেবার প্রধান লক্ষণ এই যে, তাহাতে কোনপ্রকার গন্ধপ্রীতি অর্থাৎ বণিগ্‌বৃত্তি নাই। ভৃত্য বণিক্ নহে, বণিকও ভৃত্য নহে। গুরু অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হইয়াও যিনি বৈষ্ণবের সেবা করেন তিনিই আশ্রয়-বিগ্রহ জগদ্গুরু।

আশ্রয়-বিগ্রহের সেবায় যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ শ্রীল প্রভুপাদ নিজ অতিমর্ত্ত্য চরিত্রে তাঁহার সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুত্ব প্রকটিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের সেবার দ্বারাই গুরুদেবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়। যিনি যতটা বৈষ্ণবের সেবক, তিনি তত অধিক বৈষ্ণব। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৈষ্ণব-সেবক, তিনি বৈষ্ণবশিরোমণি অর্থাৎ বৈষ্ণবগণের সম্রাট্ শ্রীগুরুদেব।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

—::(০)::—

আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে নিরবচ্ছিন্নরূপে পাঠকীর্ত্তন হইতেছে। প্রতিদিন প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরবিনোদগোবিন্দানন্দজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে উচ্চকীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ কৃষ্ণবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী "শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব" গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ভক্তি-শাস্ত্রীজী অপরাহ্নে বেলা ৪ ঘটিকার সময় "নবদ্বীপ-প্রকাশ", "সাপ্তাহিক গৌড়ীয়", "পাক্ষিক গৌড়ীয়" প্রভৃতি পারমার্থিক পত্রিকা ও 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' পাঠ করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর শুক্লাম্বর, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ মুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

গত ২৭শে জুলাই বৃহস্পতিবার হরিবাসর দিবস মঠবাসিগণ সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া হরিকথা আলোচনা করেন। সন্ধ্যারাত্রিক কীর্ত্তন, শুদ্ধভক্তপ্রবন্ধ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীপাদ মুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ প্রভু শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ৯ম অধ্যায় হইতে একাদশী দিবসে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবাস পণ্ডিত বিষ্ণু গোবর্দ্ধনের নির্ব্বেদিত বিষ্ণুনৈবেদ্য গ্রহণ লীলার প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। পাঠান্তে "বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর" প্রভৃতি মহাজন কীর্ত্তন হয়।

শ্রীনাম-কীর্ত্তন

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই সর্বোপরি বিজয় লাভ করুন। এই কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন জিনিষটি কি? কেন সেই সংকীর্ত্তন আমাদের সুষ্ঠুভাবে হইতেছে না, আর শ্রীস্বরূপ-রামরায় সমীপে যে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনের আদর্শ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও বিশেষরূপে বিচার্য্য। এই কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের পক্ষে প্রবল বাধা—দেহাত্মবুদ্ধি বা অহংমম জ্ঞানরূপ মায়াপাশ। 'আমি আমার' বুদ্ধির জন্য আমাদের সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তন হয় না। হরিনাম করিতেছি, কখনও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন, কখনও উপাংশু, কখনও বা মানসজপ করি বটে, কিন্তু মনে মনে কৃষ্ণেতর বিষয়—বাড়ী-ঘর দুয়ার চিন্তা করিয়া বসি, কি করিয়া ভোগ করিব, কি কি জিনিষ ভোগ করিব, কি করিয়া নূতন সংসার পত্তন করিব,—এই প্রকার নানা চিন্তায় বিভোর হইয়া পড়ি; অথচ আমার মুখে শ্রীনামশিক্ষা। কেন এরূপ হয়? 'দেহাত্মবুদ্ধিই' ইহার একমাত্র কারণ। যখন অপরের নিকট ব্যাখ্যা-বক্তৃতাদি করি, তখন খুব পণ্ডিতের মত বড় বড় কথা বলি, পাণ্ডিত্যের আর অবধি নাই, কিন্তু নিজের আচরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে গিয়া দেখি, আমি 'দেহাত্মবুদ্ধিই' ছাড়িতে পারিতেছি না। এইটি সাধকের নিজের দিক্ হইতে মস্ত বড় অযোগ্যতা। এজন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে গোপীনাথ বিজ্ঞপ্তি শিক্ষা দিয়াছেন। গোপীনাথের নিকট কাঁদিতে হইবে, দুঃখের কথা জানাইতে হইবে। গোপীনাথই আমার প্রভুর প্রভু।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥

স্বস্বরূপে অবস্থিত প্রত্যেক জীবাত্মার একমাত্র প্রভু গোপী। গোপীই একমাত্র পুরুষাভিমান পরিত্যাগ করাইতে পারেন। পুরুষাভিমানই সব অনর্থের মূল, 'পুরুষাভিমান' অর্থে 'আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা'—এইরূপ অহঙ্কারবিমূঢ়তা। এই অভিমান কেবল যে পুরুষদেহে, তাহা নহে, স্ত্রীদেহ-ধারণেও পুরুষাভিমান প্রবল হইতে পারে। ভোক্তৃ অভিমানের নামই পুরুষাভিমান। 'আমি পুরুষ' এই অভিমানই আমার সর্ব্বনাশের মূল। এমন অবস্থায় 'আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর', ইহা ব্যতীত আমার ভরসার আর কিছুই নাই। তিনিই আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া যাহাতে তাঁহারই শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করি, তাঁহাকেই বিজ্ঞপ্তি জানাই, শত শত বিঘ্ন-বিপত্তি, অভাব-অসুবিধাকে তাঁহারই করুণার পরিচয় জানে তাহাদের আক্রমণ অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারি, আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা না আসে, তজ্জন্যই 'গোপীনাথ বিজ্ঞপ্তি' কীর্ত্তন। "দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ। অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ, বিশ্বাস পালন। ভক্তি অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার। ভক্তি প্রতিকূলভাব-বর্জ্জনাঙ্গীকার।" —এই "ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার। তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার।" কৃষ্ণের কৃপা-লাভের জন্য দৈন্য চাই, আত্মনিবেদন চাই, হাহাকার চাই, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ভাড়াখাটা আক্রান্ত হইবার নাম কৃষ্ণভজন নহে। নাম-সংকীর্ত্তন জিনিষটী কি? কৃষ্ণকে আহ্বান করা—ডাকা। কোন্ সময়ে ডাকার দরকার হয়? আমার বন্ধু যখন আমার নিকটে বসিয়া থাকেন, তখন কি তাঁহাকে ডাকি? যখন দূরে—অতিদূরে অবস্থান করেন, তখনই তাঁহাকে উচ্চস্বরে আহ্বান করি। সেইরূপ 'কোথা কৃষ্ণ, রাধিকা-রমণ রায়' বলিয়া আহ্বান কৃষ্ণবিরহ-স্ফূর্ত্তিক্রমে হৃদয়ে অকপট আর্ত্তি হইতেই আসে। আর্ত্ত জীব ব্যাকুল হইয়া—কৃষ্ণ-বিরহকাতর হইয়া কৃষ্ণকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকেন। কৃষ্ণের জন্য বিরহ হইলেই প্রাণ হইতে ডাক আসে। সুতরাং 'হরে কৃষ্ণ' ইত্যাদি ষোলনাম সংকীর্ত্তন ভক্তহৃদয়ের অপ্রাকৃত বিরহের উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। আহ্বান বিরহ-জ্ঞাপক না হইলে—বিরহ-বিভাবিত না হইলে তাহা আহ্বানই হইল না, জিহ্বার কসরত মাত্রই হইয়া গেল। কাজেই আলস্য আসে—তন্দ্রা আসে—তমোধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া যাই। বদ্ধ—অনর্থযুক্ত জীব আমরা, আমাদের স্বরূপের স্বভাব, প্রকৃত প্রয়োজন ভুলিয়া গিয়াছি, তাই আজ আমাদের এই দশা, কৃষ্ণের জন্য আর্ত্তি বা ব্যাকুলতা আসে, বিরহ উপস্থিত হয়, এজন্য সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। প্রত্যেকের হৃদয়েই সে জিনিষটী রহিয়াছে; কেবল তাহাকে জাগাইতে হইবে। হৃদয়ের আর্ত্তির সহিত কীর্ত্তন হইলেই—

"সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃতসমুদ্রে মজ্জন॥"

হরিনামে কি কি ফল লাভ হইবে? সংকীর্ত্তন হইতে পাপ চলিয়া যাইবে, দীক্ষালাভ, সিদ্ধিলাভ হইবে। দীক্ষা কাহাকে বলে?—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

দিব্যজ্ঞান-লাভরূপ দীক্ষা লাভ হইলে পাপের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়লাভ হইয়া থাকে। হরিনাম হইলেই দীক্ষার প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হইবে। জন্মমরণমালা লইয়াই সংসার। পুরুষাভিমানেই এ জগতে আসা; পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা—সকলরূপেই এই পুরুষাভিমান প্রবল। কন্যারূপেও পুরুষাভিমান থাকে। স্ত্রীদেহে ভোক্তৃ-অভিমান থাকিবে না, তাহা নহে। নিজেকে ভোক্তৃজ্ঞানই পুরুষাভিমান। সংকীর্ত্তন হইতে এই সূক্ষ্মভাব পুরুষাভিমানও চলিয়া যাইবে। তাই মহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে বলিয়াছেন—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-
জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

[চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ-কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন্।]

হরিনাম করিলে চিত্ত নির্ম্মল হইবে, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম হইবে, ভক্তিকুসুম প্রস্ফুটিত হইবে, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে, তাহাতে সেবামৃতসমুদ্রে নিমজ্জিত, কৃষ্ণসেবামৃতে অভিষিক্ত হওয়া যাইবে, ভগবানের সেবার পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে,—সেবা হইতে মুক্তি হইবে, তাহা নহে, মুক্তাবস্থায় সেবার পরাকাষ্ঠা লাভ হইবে। এই শ্লোক বলিতে বলিতে মহাপ্রভু—

"উঠিল বিষাদ দৈন্য, পড়ে আপন শ্লোক।
যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক॥

এই শ্লোক অর্থাৎ "চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং" শ্লোক আস্বাদন করিতে করিতে মহাপ্রভুর বিষাদ, দৈন্য—বিপ্রলম্ভবিরহসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আর্ত্তি আর বাড়িতেছে; সেই শ্লোকটী কি?—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

[হে ভগবন্! তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না।]

নাম সংকীর্ত্তনই যে "কলৌ পরমোপায়", তাহার বিশেষ ব্যাখ্যা এই শ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। কলিতে দেহে আত্মবুদ্ধি স্বাভাবিক; অন্নময় কোষ দেহ, ইহাতে 'আমি'—বুদ্ধিরূপ অজ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যেও পরমকরুণাময় নাম আমাদের মঙ্গলের জন্য আবির্ভূত। অন্যাভিলাষযুক্ত জীবের ইচ্ছা অনেক-প্রকার। তাই বাঞ্ছাকল্পতরু করুণাময় শ্রীনাম তাহাদের সকল প্রকার বাঞ্ছা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মসেবায় কেন্দ্রীভূত করিবার জন্য বহুবিধ নামের বিস্তার সাধন করিয়াছেন। অহৈতুক-কৃপাসিন্ধু কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার নিজের সর্ব্বশক্তি তাঁহার শ্রীনামে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি যেমন সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার নামও তেমনি সর্ব্ব-শক্তিমান্। নাম ও নামী অভিন্ন-তত্ত্ব। যেমন নামী, তেমনিই শ্রীনাম। সেই শ্রীনাম গ্রহণ করিবার কোন কালাকাল বিচার নাই। যদি স্থান-কাল-পাত্রের বিচার থাকিত, তাহা হইলে নানানর্থ-প্রপীড়িত কলিহত জীবের পক্ষে নাম-গ্রহণও সুলভ ও সম্ভব হইত না। এজন্য নামই "কলৌ পরমোপায়"।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। অপ্রাচীন প্রবাহিকপ্রাকারে 'নদীয়া-প্রকাশ' কার্য্যালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, আচারজ্ঞের বেদার শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং দ্বারা বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

অপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অপ্রকৃতকৃত্যমীষঙ্গাথাত

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

মোদদ্রুম, পোঃ মামগাছি (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জানগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুহৃৎকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) প্রকাশনমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

চাঁচাপগলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ

বারদী পোঃ আরি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) বলাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

মুরাপাড়া, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম.

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওক্ পাণ্ডার বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) মাধবজী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর (পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশদিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যমঠ

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোর্দ্ধবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ কোজোল, জেলা গুরুদাস (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং লেমান রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, কল্যাণবাস বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) সিদ্ধি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

ঝাঞ্জরি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীমধ্বমাধবগৌড়ীয়-প্রাপণ-মন্দির

পোঃ বহুপতুকুলা, মন্দার

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) অমর্দি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্দি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুতুড়ুকা, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং শিভেইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৪১, আর্চিংরোড
ক্লাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৫, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ফিউরেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিবার একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৮শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—————

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু সদ্গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১০			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩০	
(বদল) ছাঃ				১১-১			১৭-৪৩	
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৫১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৯, ১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)		২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১৩	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৪	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়ার পাচন

সর্ব্ব প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ —শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৬, ৭ই আগষ্ট, ১৯৩৯, সোমবার [১৩৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

যুদ্ধের আশঙ্কায় বৃটেনের ব্যবস্থা

বৃটেনের শ্রমমন্ত্রীর ন্যাশনাল সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট হইতে বৈজ্ঞানিকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। লণ্ডনের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান, যথা—রয়াল সোসাইটি, ফ্যারাডে সোসাইটি, কেমিক্যাল সোসাইটি ইত্যাদি তাঁহাদের ভারতীয় সদস্যদিগকে ঐ তালিকায় নাম লিখাইতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

যুদ্ধ বাধিলে সরকারী কাজে কিংবা অন্যত্র বৈজ্ঞানিক কাজের এবং অন্যান্য পেশার লোক দরকার হইবে। উক্ত তালিকাতে যাঁহারা নাম লিখাইবেন, যুদ্ধের সময় তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইবে।

শ্রমমন্ত্রী তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধের সময় কি ভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে তৎসম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি পরামর্শদাতা কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। তালিকা রচনায় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে যাঁহারা নাম তালিকাভুক্ত করাইবেন তাঁহাদিগকে আবেদনপত্র পূরণ করিয়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। আবেদনপত্রগুলি পরে শ্রমমন্ত্রীর ন্যাশনাল ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করা হইবে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে নিযুক্ত সদস্যদের সম্পর্কে ইহাদের বলা হইয়াছে যে, অনেকক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় কাজ, ছাড়িয়া দিলে জাতীয় স্বার্থের ক্ষতি হইবে। কোন সদস্য যদি এরূপ কাজে নিযুক্ত থাকেন, যুদ্ধের সময়ও যাহার উপযোগিতা খুব অধিক, তাহা হইলে সেই কাজ ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না। বৃটিশ উপনিবেশ-গুলির যে সকল সদস্য তালিকায় নাম লিখাইবেন, শ্রমমন্ত্রীর নির্দ্দেশ ব্যতীত যুদ্ধ বাধিলে তাঁহাদিগকে বৃটেনে আসিতে হইবে না।

ভারতে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস

কমন্স সভায় স্যার এলফ্রেড নক্সের প্রশ্নের উত্তরে কর্ণেল মুরহেড বলেন যে, গত ১লা জুলাই তারিখে ভারতে বৃটিশ-বাহিনীর সংখ্যা ছিল এইরূপ:—২৭৩০ জন অফিসার এবং ৩৭৭৬৮ জন সৈনিক ১৯৩১ সালের ঐ তারিখে ছিল ৩০৫২ জন অফিসার এবং ৫২৩৮৭ জন সৈনিক।

তিনি স্বীকার করেন যে, ভারতে বৃটিশ সৈন্য-সংখ্যা যথেষ্ট কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ইহার আংশিক কারণ হইতেছে, সাধারণ দেশরক্ষার জন্য কতকগুলি সৈন্য-দলের স্থানান্তর। "আমি মনে করি, ভারতের সামরিক কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আমাদের সহিত সহযোগিতা করায় তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।"

বৃটিশ সৈন্য-সংখ্যা পুনরায় পূর্ব্ব সংখ্যায় লইয়া যাওয়া হইবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে কর্ণেল মুরহেড বলেন, তিনি উহা বলিতে পারেন না।

ভারতে বৃটিশ সৈন্য-সংখ্যা আরও কমান হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করা হইলে কর্ণেল মুরহেড বলেন, "হাঁ"। আগামী সৈন্য চলাচলের মরশুমে একটি অশ্বারোহী রেজিমেন্ট ইংলণ্ডে ফিরাইয়া আনা হইবে।

গোরা সৈন্যের সংখ্যা কমান হইবে কি না, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, সে সম্বন্ধে হঠাৎ এখন কিছু বলা যায় না।

চীন-জাপান

বাণিজ্য-চুক্তি

চীনা নদীর তীরে কম্যানিয়া ও চাঙ্কোর সীমান্ত রক্ষী সেনাদলের মধ্যে বাজিতে সজ্যর্ষের ফলে, কম্যানিয়া সরকার, কয়েক মাস তোড়জোড়ের পর মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে সিনাইয়াতে চাঙ্কৌ সরকারের সহিত যে বাণিজ্য চুক্তি আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আলোচনা অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হইয়াছে। কম্যানিয়া গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন যে, চাঙ্কৌর মালবাহী নৌকাসমূহ চুক্তির সর্ত্ত লঙ্ঘন করিয়া কম্যানিয়া এলাকায় নদীতে প্রবেশের চেষ্টা করে। সীমান্ত রক্ষী সেনা-দল উহাদিগকে থামিতে বলিলে, উহারা নৌকা থামাইতে অস্বীকার করে। সীমান্ত রক্ষী সৈনিকেরা তখন গুলী চালায়, নৌকার লোকজন গুলী চালায়। চাঙ্কৌর নদী রক্ষী সেনাদল নৌকায় লোকজনকে সাহায্য করে। সারারাত্রি উভয় পক্ষ গুলী চালায়। হতাহতের সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই।

বিমান বিদ্যা শিক্ষার জন্য

তিনটী বৃত্তি

ইণ্ডিয়ান ট্র্যান্স কন্টিনেন্টাল এয়ার ওয়েজের ফার্ষ্ট অফিসার পদে কাজ করিবার শিক্ষালাভের জন্য ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ লিমিটেড দুইটি এবং ন্যাশ কোম্পানী একটি বৃত্তি দিয়াছেন। ঐ সমস্ত বৃত্তির জন্য মিঃ কিউ এম সৈয়দাইন মিঃ মণিলাল এবং মিঃ ডি জে দস্তুরকে মনোনীত করা হইয়াছে। তাঁহারা এখন ইংলণ্ডে আছেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বৃত্তিস্বরূপ দুই বৎসরকাল খাওয়া-পরার খরচ বাবদ প্রতি বৎসর ২৫০ পাউণ্ড এবং শিক্ষার ফী বাবদ প্রায় ১২০ পাউণ্ড দেওয়া হইবে। এতদ্ব্যতীত ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ বিনা ভাড়ায় তাঁহাদের ইংলণ্ডে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিবেন এবং ৫০০ পাউণ্ডের জন্য তাঁহাদের জীবন বীমা করিবেন।

উড়িষ্যা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটী

কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস (সভাপতি) উড়িষ্যার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস সি ত্রিপাঠী, র‍্যাভেনশ কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ পি এস পারেকা, উড়িষ্যা পরিষদের সদস্য মিঃ পি মহান্তী এবং ট্রেণিং কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এস সি প্রধানকে লইয়া উড়িষ্যা বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে উক্ত কমিটি বাঙ্গালোর পরিদর্শন করিয়াছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্যমূলক আইন

কমন্স সভায় মিঃ গ্রেহাম হোয়াইট জিজ্ঞাসা করেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্যমূলক আইন সম্পর্কে যে আলোচনা হইবে তৎসম্বন্ধে সহকারী ভারত-সচিব আর কোন বিবৃতি দিতে পারেন কি না। কর্ণেল মুরহেড উত্তরে বলেন যে, ভারত গবর্ণমেন্ট ও ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের মধ্যে কথাবার্ত্তা এখনও চলিতেছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ২৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িষ্যাভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে অকপট শ্রীবৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(•)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ—

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪ সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০

১৫ বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব

১৬ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭ চৈতন্যোপনিষৎ ।০

১৮ ব্রাহ্মণ-আশ্রম ।০

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৵০

২২ ভজন রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষা ৷০

২৭। [illegible] (সানুবাদ) ২৲

২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীন-হীন-দর্পণ ৷০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৷০

৩৫। গীতমালা /১০

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০

৪০। শরণাগতি /০

৪১। গীতাবলী /০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনকণা /০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০/

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৭৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০

৫৫। [illegible] ।০

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৷০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণ[illegible] ৷০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০

৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৪। স্তবস্পন্দম্ ।০

৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৷০

৬৬। গৌড়ীয়মঠস্তবচন্দ্রিকা /০

৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৷০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০

৭০। [illegible] /০

৭১। বেদান্ত—ইট্স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৵০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবিজম ।০

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয় মঠ ইজ ডুইং /০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ফার্স্ট ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০

৮১। সাধন-পথ ।০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৷০

৮৩। গীতাবলী /০

৮৪। শরণাগতি /০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ { ২২ পুরুষোত্তম ৪৪৩ গৌরাব্দ, ২২শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৩৬, ৭ই আগষ্ট ইং ১৯২৯, সোমবার { ১৩৬শ সংখ্যা

"আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাপজীব মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ পুরুষোত্তম, সর্ব্বশিব সর্ব্বাণ গৌরাব্দ ৪৪৩

আচার্য্যতত্ত্ব

আচার্য্য—ভগবান্। তিনি ভগবান্ হইয়াও ভগবৎস্বরূপ মুকুন্দপ্রিয়জন। তিনি বিষ্ণু হইয়াও সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণবতত্ত্ব—তিনি ভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ হইয়াও নিত্য ভগবদ্দাস।

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

(চৈঃ চঃ)

প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ তত্ত্ব বা বিষ্ণুতত্ত্ব। আচার্য্য সেই বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও শ্রীচৈতন্যের দাস অর্থাৎ বৈষ্ণবতত্ত্ব। বিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের যুগপৎ আবির্ভাব আচার্য্যতত্ত্বে প্রকাশিত। আচার্য্যই গুরু। আমাদের পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব—নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য—জগদ্গুরু। আচার্য্য—সর্ব্বদেবময়। আচার্য্য ভগবৎস্বরূপ। আচার্য্য সাধারণ কৃষ্ণসেবক বা বৈষ্ণবমাত্র নহেন, তিনি সেবক-কৃষ্ণ। আচার্য্য—গুরুরূপী ভগবান্।

আচার্য্য—অভিন্ন-কৃষ্ণ। তিনি বিষ্ণুপাদ, তিনি সাক্ষাৎ হরি হইলেও অষ্টোত্তরশতশ্রী-সমন্বিত অর্থাৎ শক্তিতত্ত্ব। আচার্য্য কৃষ্ণকোটি বা বিষ্ণুকোটি নহেন, তিনি সেবক কোটি। আচার্য্য বলিব অথচ বিষ্ণুপাদ বলিব না, এ বিচার অপরাধজনক ও পাষণ্ডতা মাত্র। দীক্ষাদাতা আচার্য্য বিষ্ণুপাদ বলিয়াই একজনের বহু দীক্ষাদাতা হন না। কারণ বিষ্ণু বহু হইতে পারেন না। বিষ্ণুর নামবৈচিত্র্যাদি হইতে পারে। কিন্তু বিষ্ণুসত্ত্ব বহু হন না। আচার্য্যতত্ত্ব এক অদ্বিতীয় অখণ্ড বলিয়া বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবকেও পূর্ব্বাচার্য্যগণের ন্যায় বিষ্ণুপাদ বলা হয়। আচার্য্য—বৈকুণ্ঠবস্তু। বৈকুণ্ঠবস্তুতে অবরজাদেশের ভেদ নাই। আচার্য্যই জীবের জন্ম-দেবতা ও পরম সেব্য বস্তু। সুতরাং যেখানে সেখানে যে সে প্রকারে অভক্তি-সহকারে আচার্য্যের নাম উচ্চারণ করা উচিত নয়। অনন্তভক্ত কুলোক্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী প্রভৃতি সম্বলিত করিয়া আচার্য্যের সুমঙ্গল নাম উচ্চারণ করা দরকার। ভক্তিপূর্ব্বকরিতে আচার্য্যের অবগানে বিপ্ন সূচিত হইলে বিষমফল অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য নিত্যকাল জয়যুক্ত। তাঁহার কৃপাতেই ব্রহ্মাণ্ডের জয় ও জগদ্জীবের মঙ্গলবিধান হয়। •

আচার্য্য ভগবান্ সত্য, কিন্তু তিনি বিষ্ণুপাদ বলিয়া ভোক্তা-ভগবান্ বা গোপীনাথ নহেন, তিনি আশ্রয়বিগ্রহ। তিনি বলদেব-নিত্যানন্দের স্বাংশবিগ্রহ হইলেও শক্তি স্বতন্ত্র নহেন। তিনি স্বরূপশক্তি বলদেব-নিত্যানন্দের লীলার সহিত গুরু নিত্যানন্দের লীলার বৈচিত্র্য আছে। আচার্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী। অষ্টোত্তরশতশ্রী অর্থাৎ অষ্টসখী (শ্রী) গোপীকে পুরোবর্ত্তিনী করিয়া শত (শ্রী) লক্ষ্মী অর্থাৎ কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-বিধানকারিণীগণের মূলের স্বরূপ যে আশ্রয়বিগ্রহে বর্ত্তমান, সেই শক্তিতত্ত্বই আচার্য্যতত্ত্ব।

বিষ্ণুপাদ, প্রভুপাদ বা ভগবচ্চরণ প্রভৃতি শব্দ আচার্য্যোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপক। সম্মানার্থ 'চরণ' বা 'পাদ'-শব্দের প্রয়োগ। যেমন অনেক সময় স্বামিপাদ, স্বামিচরণ বা পূজ্যপাদাদি বলা হয়। আমরা শ্রীগুরুদেবকে গুরুপাদপদ্মও বলিয়া থাকি। শ্রীগুরুদেব বা আচার্য্যদেব প্রভু বা নিয়ামক বলিয়া পাদপদ্মস্বরূপ, আর আমরা ভক্ত বা শিষ্য বলিয়া সেই পাদপদ্মের ধূলি। অতএব নিষ্কপট সেবকগণ সকল সময়েই নিজেকে গুরু ও বৈষ্ণবের পদধূলি বলিয়াই জানেন। এইজন্যই আচার্য্যকে প্রভুপাদ, বিষ্ণুপাদ, ভগবচ্চরণ প্রভৃতি বলা হয়। বৈষ্ণব-দর্শনে 'শ্রীপাদ' ও আচার্য্য-দর্শনে 'ওঁবিষ্ণুপাদ'-শব্দের প্রয়োগ। কিন্তু প্রকৃত আচার্য্য কখনও নিজেকে বিষ্ণুপাদ অর্থাৎ আমি বিষ্ণু হইতে অভিন্ন লোক-গুরু কিম্বা প্রকৃত বৈষ্ণব নিজেকে 'শ্রীপাদ' অর্থাৎ 'আমি বৈষ্ণব' এইরূপ বিচার করেন না।

আমরা অজ্ঞতাবশতঃ অনেক সময় মনে করি, ভগবানকে ত' আমিই ডাকিতে পারি। সুতরাং আচার্য্য বা গুরুর আর কি প্রয়োজন? কিন্তু উহা নির্ব্বুদ্ধিতামাত্র। আমার এমন কি যোগ্যতা আছে যে আমি ভগবানের সেবা করিব? সেবক কৃষ্ণ আচার্য্য যেরূপ সেব্য কৃষ্ণের সেবা করিতে পারেন, সেইরূপ কেহই পারেন না। এইজন্য আশ্রয়বিগ্রহের [illegible] কৃপা—শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য [illegible] থাকিয়া বিষয়বিগ্রহের সেবা করিতে হয়। [illegible] বলি কেন, মানুষ [illegible] আর কি আছে? [illegible] যাঁহারা [illegible] থাকিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করিতে হয়। শ্রীগুরুদেব যেমন কৃষ্ণসেবা দান করেন, গুরুসেবকও সে রূপ গুরুর সেবা শিক্ষা দিয়া থাকেন। গুরুকৃপায় নিষ্কপট গুরুসেবকের সঙ্গ না হইলে [illegible] পাপ [illegible] কথা, গুরুপাদপদ্মে [illegible] লাভ বা তৎপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিবার সৌভাগ্যও হয় না। কৃষ্ণ যাঁহার প্রেমবশ্য, [illegible] গুরুদেবের সেবা কি অনর্থগ্রস্ত আমি করিতে পারি, যদি আমাদের নিত্যবন্ধু নিরন্তর গুরুসেবারত, গুরুগতপ্রাণ গুরুদাসগণ গুরুসেবায় আমাদিগকে সাহায্য না করেন? সুতরাং আমরা গুরুসেবকের ভৃত্য হইয়া গুরুনিজজনের আনুগত্যে বা দাসত্বে গুরুসেবা করিব। বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ তাঁহারা গুরু সহিত

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

এক চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট। অন্য জীব সহায়ক বা সেবক। জীবের সেবা ছাড়া অন্যের কোন কৃত্য নাই। আমরা বৈষ্ণব-সঙ্গে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া নিত্যকাল গুরুসেবা করিব। গুরুই জীবের সর্বস্ব। সেই শ্রীগুরুদেবের সুখের জন্যই আমরা শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সেবা করিব। শ্রীগুরুদেব সুখী হইলেই ভগবান্ ও বৈষ্ণবগণ সুখী হইবেন। নতুবা অন্য উপায়ে তাঁহাদের মনোরঞ্জন করা যায় না। আমরা হরিজনগণের কৃপাবলম্বনে—পাদত্রাণবাহী, ইহাই আমাদের সত্তা।

[illegible] কোটিং কোটিক্ষণা-
বলম্বকাঃ।

বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥

আচার্য্য সকল সময়েই আছেন। যাঁহাদের গুরু হইবার পিপাসা প্রবল, সেই সকল প্রেয়ঃপন্থী ইন্দ্রিয়তর্পণকারী জনগণ যোগ্য আচার্য্য খুঁজিয়া পান না। কোন আচার্য্যের সহিতই তাঁহাদের সাক্ষাৎকার হয় না। কারণ একমাত্র যাঁহার গুরুবর্গে বা আত্মনিবেদন হইয়াছে, তিনি নিত্যকালই আচার্য্য-সঙ্গ করেন—প্রকটা-চার্য্যের বিরহ অবগত হইতে পারেন। কিন্তু দিব্যজ্ঞানই যাঁহার হয় নাই, অজ্ঞানান্ধকারই যাঁহার দূর হয় নাই, সদ্‌গুরু পদাশ্রয় করিয়াও গুরুকৃপালাভও যাঁহার হয় নাই, তিনি গুরু-তত্ত্বের স্বরূপ, অবতার ও নিত্যবর্ত্তমানের [illegible] হইবেন? [illegible] [illegible] হইবেন? সেই অন্তরে প্রতিষ্ঠাশা ও গুরু হইবার দুরাশা আরও বদ্ধ-মূল করিয়াছে। বজ্রজীব চায় আচার্য্য হইতে, কি দুঃখ! কি অজ্ঞতা!! কি দুর্ম্মতি!!! প্রভুপাদের 'বড় আমি ও তার আমি' সম্বন্ধ এখন মনে নাই। তাই এখন আচার্য্যটা হইতে চলিয়াছি! কিন্তু মহাজনের [illegible] কথা মনে রাখা উচিত, নতুবা সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।

প্রতিষ্ঠাশা হয়, শত্রু মহাশয়,
না পেলে রাখিবে যাহারা রাখব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥
ভক্তের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব।
কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ অনিত্য সে সব॥
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে সেই ত' বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধভক্ত,
সংসার তথায় পায় পরাভব॥

যাহা হাতে বহি, হাড় ভোগ আছি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব
যাহা-নিভাজন, তাহা ছাড়ি মন,
কেন বা নির্জ্জন ভজন কৈতব॥

কৃষ্ণ-কৃপা-লাভ-বিষয়ে গুরু-কৃপাই বলবতী। আচার্য্য কৃপাতেই সিদ্ধি হয়। আচার্য্যের নিত্য ও তাঁহার প্রসাদের প্রাবল্য নিত্যকালই স্বীকার্য্য, যদিও আচার্য্য-প্রসাদের প্রাবল্য আছে, তথাপি শ্রবণ-মননাদি করিতে হইবে। বরাহপুরাণে দেখা যায়—গুরু-প্রসাদই বলবান্, তাহা হইতে বলবত্তর সাধন আর কিছুই নাই. তথাপি মোক্ষসিদ্ধির জন্য শ্রবণাদি একান্ত কর্ত্তব্য।

সাধন ও কৃপা উভয়ই দরকার। আমি কৃপাপ্রার্থী না হইলে কি করিয়া কৃপা পাইব? কৃপা জিনিষটা ত' সেবা। সেবাই সেবকের কৃত্য। সুতরাং সেবক কৃপা বা সেবা প্রার্থনা না করিয়া কি থাকিতে পারে? সেবকের এই সেবা বা কৃপা-প্রার্থনা নিত্য। [illegible] কৃপা পায় সে তত কৃপার ভিখারী হয়। কৃপা বা সেবা এমনিই জিনিষ! গুরুর কৃপা না হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি কাহারও হয় না। গুরুদেব কৃপা করিয়া কীর্ত্তন না করিলে শ্রবণ করা যায় না। সুতরাং আমাদের গুরুত্ব ও কৃপাপ্রার্থী হইয়া কৃপালাভের জন্য যত্ন করা আবশ্যক। এই কৃপালাভের জন্যই সাধন। আচার্য্যের কৃপার তুলনা নাই। আমি কৃপা চাইলে তিনি নিশ্চয়ই কৃপা করিবেন। সুতরাং কৃপার প্রত্যাশায় প্রত্যাশাময় জীবনযাপন করা ছাড়া আমাদের আর কোন কৃত্য নাই।

জগদ্‌গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়েই আচার্য্য—উভয়েই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। উভয়ের চিত্তবৃত্তি এক-তাৎপর্য্যপর। উভয়েই আশ্রয়বিগ্রহ—সেবক-ভগবান্—উভয়েই পরস্পর অভিন্ন। তাঁহাদের মধ্যে উচ্চাবচভাব অপরাধ জনক। শিক্ষাগুরুর আনুগত্যেই দীক্ষা-গুরুর সেবা নিত্যকাল করা উচিত। উভয়েই বিষ্ণুপাদ বা প্রভুপাদ। উভয়েই গৌরশক্তি-ভাজন। উভয়েই অভিন্ন-উভয়েই নিত্যানন্দ-স্বরূপ। উভয়েই ভক্তি-সিদ্ধান্তবিৎ, উভয়েই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। উভয়েই কৃষ্ণৈকশরণ। উভয়েই সংসারে সর্ব্বস্ব কৃষ্ণপ্রেমার্পণে ব্যস্ত। উভয়েই কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, উভয়েই নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী—কৃষ্ণপ্রেমদাতা কৃষ্ণবিতরণকারী আমাদের নিত্য আশ্রয়। উভয়েই কীর্ত্তনবিগ্রহ — শ্রীরূপানুগাবের কথা প্রচারকারী, উভয়েই সেবক-ভগবান্। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ আমাদের দীক্ষাগুরু আর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদ আমাদের শিক্ষাগুরু। এই দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়েই কাহারও দীক্ষা-গুরু, কাহারও শিক্ষাগুরু। উভয়েই একতত্ত্ব, উভয়েই নিত্যানন্দাবতার, একজনকে বাদ দিয়া আর একজনে ভক্তি দেখাইতে গেলে সর্ব্বনাশ। তাই বলি, সাধু সাবধান!

শ্রীনাম

——::০::——

শ্রীনাম সর্ব্বকালেই সর্ব্বশক্তিমান্। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে যথাক্রমে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনক্রিয়ার স্থান, কাল ও পাত্র-বিচার আছে। ধ্যানযজ্ঞাদির যোগ্যতা সকলের নাই এবং তাহা সকলস্থানে সকল-কালে সম্ভবও হয় না। স্থান, কাল ও পাত্রদ্বারা সেই সকল সাধন পরিচ্ছিন্ন, কিন্তু নাম-সংকীর্ত্তন কখনও দেশ, কাল ও পাত্রদ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে। রাজসূয় যজ্ঞে দীক্ষালাভ মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির না হইলে অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না; কিন্তু ভক্তরাজ বিদুর, প্রহ্লাদ, শ্রীধর প্রভৃতি সকলেই নাম-সংকীর্ত্তন-মহাযজ্ঞে দীক্ষা লাভ করিতে পারেন, এমন কি, [illegible] দেবর্ষি নারদ সর্ব্বাগ্রে শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে পারেন মুমূর্ষু ব্যক্তিরও হরিনাম-গ্রহণে যোগ্যতা আছে। হে নাম প্রভো! আপনি সর্ব্বজীব কল্যাণার্থ স্বেচ্ছায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া এত কৃপা বিস্তার করিয়াছেন - দেশ-কাল-পাত্র-নির্ব্বিশেষে জগজ্জীবকে আপনার শ্রীপাদপদ্ম-সেবার এত সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু হায়! আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, সেই নামগ্রহণে আমার আদৌ রুচি বা অনুরাগ জন্মিল না। 'অহং-মম' স্বরূপ অপরাধই এই দুর্দ্দৈব।

যেহাদিতে আসক্তি শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় অতি সহজেই যাইতে পারে। কিন্তু আমরা সেই নামকৃপা অবহেলা করিয়া স্ব-স্ব অযোগ্যতাকে সংরক্ষণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। কি করিয়া এই অযোগ্যতা পরিহার করিতে পারিব, ইহার চেষ্টা আদৌ হইতেছে না। অযোগ্যতা সংরক্ষণে প্রধান প্রমাণ দুইপ্রকার — সাধুনিন্দা ও অর্থনিষ্ঠা। অসাধুকে সাধু এবং সাধুকে অসাধু বলা উভয়ই সাধু নিন্দা। প্রকৃত সাধুপাদপদ্মে শ্রদ্ধা, নির্ভরতা, আত্মসমর্পণ হইতেছে না বলিয়াই আমরা শ্রীনামের কৃপা লাভ করিতে পারিতেছি না। আমাদের হৃদয়কে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই, মন সাধুসঙ্গের ভাণমাত্র করিয়া অসাধুসঙ্গেই অধিকতর আগ্রহযুক্ত অনেক সময়ে সাধুর দুর্লভত্ব বা পাছে ঠকিতে হয় এই ছল দেখাইয়া প্রকৃত সাধুর কৃপা হইতে বঞ্চিত হই। পরমেশ্বর নিত্য সত্য হইলে তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত সাধুও নিত্য সত্যতা বর্ত্তমান। পরমকরুণাময় ভগবান্ নিজেই আমাদিগের উদ্ধারের জন্য সাধু প্রেরণ করিয়া থাকেন; কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য, তাঁহার প্রেরিত সেই সাধুতে বিশ্বাস ও নির্ভরতা আসে না। যদি আমরা অহমিকা পোষণ করি, যিনি শ্রীনাম অবতরণ করান, সেই শ্রীনামকীর্ত্তনকারী সাধু আচার্য্যপাদপদ্মে নির্ভরতা না হয়, তাঁহার পাদপদ্মে [illegible] বিচার না আসে, তাহা হইলে কিছুতেই অযোগ্যতা যাইবে না। এজন্য বলিয়াছেন,—"আমার দুর্দ্দৈব নামে নাহি অনুরাগ"। তাহা হইলে এখন উপায় কি? তাই বলিতেছেন,

যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তার লক্ষণ-শ্লোক শুন, স্বরূপ রামরায়।
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

[যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।]

শ্রীহরি সদারাধ্য—সদা কীর্ত্তনীয়। সকল সময়েই হরিকীর্ত্তন করিতে হইবে। "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকে সেই কীর্ত্তনের প্রণালী উক্ত হইয়াছে। পূজ্যাভিমান পরিত্যাগ "তৃণাদপি সুনীচতা"। বিপ্রলম্ভ-সম্ভোগ নহে, আর্ত্তি, দৈন্য, কার্পণ্য, আত্মনিবেদনই "তৃণাদপি সুনীচতা"র পরিচয়। তদতীত যে "আনুগত্য"ভাব তাহা কপটতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। শ্রীনামসংকীর্ত্তনকারী তরু হইতেও সহিষ্ণু হইবেন, কিন্তু শরণাগত না হইলেও সেই সহিষ্ণুতা কোথা হইতে আসিবে? শ্রীনামাচার্য্য গুরু-পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া শরণাগত হইলেই অমানিত্ব ও মানদত্ব আসিয়া যায়। "আমি তোমার দাসের দাস"—"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ"—

"গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসঃ" ইত্যাদি বিচারই আমার স্বরূপের অভিজ্ঞান। যখন এই প্রকার স্বরূপাভিজ্ঞান উদিত হয়, তখনই আমি অমানী হইয়া অন্যকে মান দান করিবার বিচার অবলম্বন করিতে পারি। সকলকে কৃষ্ণের সেবক ও সেবোপকরণ বিচারে গুরুবুদ্ধির উদয় হইলেই, নিজের লঘুত্বোদয়ে মানদত্ব স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। অপরের মানে মাৎসর্য্য পোষণ করা কখনই কীর্ত্তনকারীর বিচার হইতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর সাধুগণেরই প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। আমি গুরু বা বৈষ্ণব—এই বিচার সর্ব্বনেশে বিচার। "আমি ত বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী॥" 'তৃণাদপি সুনীচেন' প্রভৃতি বিচারচতুষ্টয় অবলম্বন করিয়া হরিনাম গ্রহণ করিলেই নামে প্রেমোদয় হইবে, নতুবা প্রেমোদয়ের কোনই সম্ভাবনা নাই। আমাদের কি অন্তরে বিন্দুমাত্রও চেষ্টার প্রয়োজন বোধ হইতেছে? তৃণনাম গ্রহণে কি বিন্দুমাত্রও লালসার উদয় হ'তেছে? কি করিয়া তৃণনাম জিহ্বায় উদিত হইবে, তজ্জন্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সহজ সরল ভাষায় এই কএকটি কথা লিখিয়াছেন—

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম।
দু' প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন।
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥

(চৈঃ চঃ)

জিনিষটি অতি সহজ ও সরল, রাজযোগী বা হঠযোগীর ন্যায় বিভূতিলাভের জন্য কঠোর সাধন করিতে হইবে না, কেবল একমাত্র শরণাপত্তিমূলে তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। হরিভজন বলিতে এমন একটা কিছু নয় যে, চারিটা হাত, দশটা মুখের দরকার হইবে। কেবল ডাকা। সেই ডাকিবার প্রণালী,—অর্থাৎ শরণাগত হইয়া—আত্ম-নিবেদন করিয়া স্বরূপাভিজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানসহ যে অভিধেয়-যাজন, তাহারই নাম—হরিকে ডাকা। তাহা হইলেই প্রয়োজন লাভ হইবে, আর কিছুই করিতে হইবে না। সকলের সার—বেদান্তের মহাবাক্য-চতুষ্টয়ের সারমর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই "তৃণাদপি" বাক্য-চতুষ্টয়ে অনুস্যূত রহিয়াছে।

এই শ্লোক বলিতে বলিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৈন্য আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকারকারী শুদ্ধভক্তি প্রার্থনার আদর্শ প্রদর্শনমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী
ত্বয়ি॥

[হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; আমি মনে এই কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতেই আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।]

এই হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে রাশি রাশি কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠা আসিয়া পড়িবে; নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস তাহার প্রমাণ। তিনি তখন তাহাদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন? সেইগুলি কি নিজে ভোগ করিবেন?—না। তিনি তখন বলিলেন,—

তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥
তরুর প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব?
বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা, তা'তে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥

সমস্ত প্রতিষ্ঠা গুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। নিখিল প্রতিষ্ঠার একমাত্র মালিক শ্রীগুরুদেব। মর্য্যাদার শেষ-সীমা দিয়াও গুরুপাদপদ্মের মহিমা বলিয়া শেষ করা যায় না।

"কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা বাঘিনী
ছাড়িয়াছে যা'রে সেই ত বৈষ্ণব।"

—এই মহাবাক্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। কনককে মাধবের সেবায়, কামিনীকে মদনমোহনের সেবায় এবং প্রতিষ্ঠাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় সমর্পণ করিতে হইবে। তখন সাধকের প্রার্থনা কি হইবে? মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ন ধনং ন জনং" ইত্যাদি। হরিভজন করিতে যাওয়ায় মায়া আমাকে ছলনার জন্য নানাপ্রকার মোহজাল বিস্তার করে। যদি তাহাতে বিন্দুমাত্র মুগ্ধ হই, তাহা হইলেই বঞ্চিত হইলাম।

তাই মহাপ্রভু বলিলেন—

ধন, জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ' মোরে, কৃষ্ণ কৃপা করি॥

কেবল শুদ্ধভক্তি ভক্তের প্রার্থনীয় এবং শুদ্ধভক্তি লাভই কৃষ্ণের প্রকৃত কৃপা জানিতে হইবে। মহাপ্রভু "ন ধনং" শ্লোক কীর্ত্তন করিতে করিতে—

অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান।
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান॥

অর্থাৎ যখন সাধকের আর্ত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন তাঁহার এই প্রকারে স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয়। তিনি বলিতে থাকেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে
ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-ধূলিসদৃশং
বিচিন্তয়॥

[ওহে নন্দনন্দন, আমি নিত্যকিঙ্কর হইয়াও স্বকর্ম্মবিপাকে বিষম ভবসমুদ্রে পড়িয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিসদৃশ করিয়া আমাকে চিন্তা কর]

উপরিউক্ত শ্লোকদ্বয়ে তৃণাদপি সুনীচত্বই সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হে নন্দনন্দন, আমি বিষম সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিসদৃশ বিচার কর। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই আদর্শ ও উক্তির অনুসরণে আমাদের বিচার আরও বিশিষ্ট হইবে যে, যদি আমরা কৃষ্ণ-ভক্তের — কৃষ্ণদাসানুদাসের পাদপদ্মের ধূলিকণা হইয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে আর মায়ার সংসারে পড়িয়া যাইবার ভয় থাকে না; কৃষ্ণপাদপদ্মের রেণুকণা-লাভের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং- ভগবান্ বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়জাতীয় ভাবাবলম্বনে সাধক-ভক্তের হৃদয়ভবনে ভাবের ক্রমোৎকর্ষ বর্ণন করিতেছেন। উপরিউক্ত শ্লোকে যে সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তোলনের প্রার্থনা রহিয়াছে, তাহাতে মুক্তানর্থ প্রাপ্তাত্মস্বরূপ সাধক ভক্তের কৃষ্ণবিরহসাগর হইতে উত্তোলন প্রার্থনাই যথার্থ জানিতে হইবে। ভক্তের দৈন্যময়ী প্রার্থনা এই প্রকার—

তোমার নিত্য দাস মুই, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা॥
কৃপা করি' কর মোরে পদধূলি-সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন॥

'তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন' —ইহা ব্যতীত ভক্তের আর অন্য কোন প্রার্থনা থাকিতে পারে না। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান চিত্তবৃত্তি বিশেষভাবে চিন্তনীয়। আমরা লাভ-লোকসানের খতিয়ান লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়ি, তাহাতে আমার সেবা কৃষ্ণ কার্য্যে কতটুকু ইন্দ্রিয়তর্পণ হইল? কিন্তু প্রকৃত দৈন্য—শরণাগতি আসিলে ইহার বিপরীত বিচার হইবে অর্থাৎ কৃষ্ণের কতটুকু ইন্দ্রিয়-তর্পণ হইল, তাহার জন্য ব্যস্ততা আসিবে। ইহারই নাম ভক্তি। কাজেই আমরা বর্ত্তমানে সেব্যের ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ সেবা-বিচার হইতে কত দূরে অবস্থান করিতেছি, তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়। কেহ বা বলিতেছি—ভগবান্ আমাকে সংসারের উঠানামারূপে কার্য্যে ব্যস্ত রাখিবেন, কার্য্য না পাইলেই বিচার স্বরূপ হইবে। কেহ বা বলিতেছি—হরিভজন করিলে ত' অষ্টসাত্ত্বিক ভাব উদয় হইবে, কিন্তু কই তাহা ত' উদয় হইতেছে না! কিন্তু ইহা আমার একটু চিন্তার বিষয় হয় না যে, আমি কতটুকু আত্মনিবেদন করিয়াছি। পাষাণের মত কঠিন, বজ্রসম কঠিন, অপরাধকঠিন, ভোগকঠিন, ত্যাগকঠিন, মন যে আমার সর্ব্বদাই বিষয়-চিন্তায় রত, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাশীর্ব্বাদে একটুকুও চিন্তা করিবার দৈন্য ধারণ করিবে না। মন যে সর্ব্বদাই উড়ো উড়ো, শরীরের কসরৎ আর কতক্ষণ টিকিতে পারে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শাসনের ভয়ে বা চক্ষু-লজ্জায় হরিনাম বা হরিসেবার নামে লোকদেখান যে দেহের কসরৎ করা হয়, তাহার নাম সেবা নহে, ঐরূপ সেবার ভাণ আমাদের কপটতার মাত্রা বৃদ্ধি করিতে করিতে শেষে গুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণসেবা হইতে চিরতরে বিদায় প্রদান করে। "মন দৈন্যে গলে, জিহ্বার অগ্রেতে চলে" যখন, তখনই সত্য সত্য হরিনাম হইতে থাকে, এখন ত' কেবল জিহ্বার কসরৎ ব্যতীত আর কিছুই হয় না। সেবোন্মুখী বৃত্তি জাগরুক করিতে হইবে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে ঐকান্তিকী শরণাগতি ব্যতীত সে বৃত্তির উদয়ও সম্ভব হইবে না। সুতরাং তাঁহাদের কৃপার জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে হইবে, তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের সেবায় জন্য সর্ব্বদা সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়োগ করিতে হইবে, বৈষ্ণবের নিকট শরণাগতি, দৈন্য প্রভৃতি গ্রহণ হইতে প্রবলতর ভাবে হইতে থাকিবে, কিছুতেই কমিয়া যাইবে না, তবেই হরিভজন—হরিনাম-সংকীর্ত্তন কোনও দিন সম্ভব হইবে—এইটিই হরিভজনের গূঢ় রহস্য। হরিনাম-গ্রহণে কখনও বিরত হইতে হইবে না, কিন্তু সেই নাম যাহাতে দৈন্য, আর্ত্তি, বিরহের সহিত গৃহীত হয়, হৃদয়ে সত্য সত্য বিরহ জাগে, তজ্জন্য গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বদা কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইতে হইবে।

মাধুর্য্য মাধুর্য্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

দরখাস্ত মাধুর্য্যে সর্ব্বশাস্ত্রে ৫১ .

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীজগন্নাথ-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গৌরবিগ্রহ, শ্রীবিনোদপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্যবৃন্দ বিরাজিত আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্নতত্ত্বরূপে 'নদীয়া'-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪৪১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রীমহাপ্রভুর সেবায়-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র, গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরাজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং মঠ বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭). কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) জগন্নাথ-শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯). আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গৌরপ্রিয় দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান) শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) কুলিয়া-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্ব গৌড়ীয় মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি; ঢাকা। পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপীনাথ-মঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গঙ্গাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ গনিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগাড় বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বরিশাল, জিঃ মজঃফরপুর, ই-ই, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

যমুনা রোড, গয়া

(৩৩) নারায়ণ গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গন্ধীপিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সনাতন মঠ,

পোঃ মিরজাপুর, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণগড়, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

বিলাসপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজবাসিন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধন-মঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দগ্রাম বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) বরসানা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বরসানা, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোবিন্দবিহারী মঠ—দেহালী.

পোঃ কোটকোন, জেলা গুরুদাস (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর; কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৪নং পোস্তান রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, বোম্বাই

বন্ধু রোড-৭

(৫০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সারঙ্গপুর, মালব

শ্রী ভক্তগোস্বামি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর সেবা

(৫১) পরমানন্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ৬৫৪, ভক্তগোস্বামী গোবর্দ্ধনের শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিষ্ঠাপক 'গোষ্ঠী'

(৫২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

আঠারনালা, পোঃ স্বর্গদ্বার, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী; উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ব্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভেলো; পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-প্রচার-কেন্দ্র

পোঃ হরিদ্বার; মায়াপুর

(৬০) ভাগবতজন্মানন্দ মঠ

চিরণিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আলাথ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আলাথ, মেদিনীপুর

(৬২) অমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুরমকুণ্ডা, পোঃ চকধরা (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং জেটিংন্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ৪

৫১, আর্ল্‌স কোর্ট

স্কোয়ার, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ইউরোপ রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যাপীঠ গৌড়ীয়মঠাশ্রম

কৃষ্ণনগর; উড়িষ্যা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত।
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারের প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	৩৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
" এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৩৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—:(০):—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃপঞ্চাশবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কালানুসারে ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কালানুসারে প্রকৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, গ্রন্থ-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে শাস্ত্রিপাঠের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, বাঙ্গিয়া, পোঃ ক্ষমাৱী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মূল্য ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—:(০):—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ শিক্ষিত ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

—————

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'এম.এ, বি.টি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ' তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪. টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বার্থী সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীপদে সংশোধন করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পদ্যাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য্য সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গ্রৌতগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত অভিধান ও সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমার্দ্ধ প্রকাশিত। মূল্য—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(*):: ——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনবতা জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের ওজস্কার পরবিদ্যাপীঠের ভূ-লেখক "গৌড়ীয়" সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবাণীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ॥০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(•:)——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৮	৬ ২৬	৭ ০৬	১২-২৬	১৪-৪৬	১৬-৫৬	১৭-৪৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩০	১৪ ৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (গাড়ী বেলওয়ে
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৭
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৪		৯-১০		১৩-৩৫	১৬-০	১৮-৩৫	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২০	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৪৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১৩-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাঁচন

...রিয়া জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত পালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৸৴০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৴০ আঠার আনা। পাইকারী দর

৭১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪৬, ৮ই আগষ্ট, ১৯৩৯, মঙ্গলবার [১৩৭শ সংখ্যা.

বিবিধ সংবাদ

——:):০:(——

সিংহলে শ্রমজীবী প্রেরণ নিষিদ্ধ

যে সমস্ত শ্রমজীবী বিদেশে নিকাদাত করিতে হয়, এরূপ কোন কাজ জানে না, ভারত গভর্ণমেন্ট তাহাদের সিংহলে গমন নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ জারি করিয়াছেন, উহার অর্থনৈতিক ফল নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। ১৯৩৫ সাল হইতে কোন শ্রমজীবী সাহায্য-প্রাপ্ত হইয়া সিংহলে যায় নাই, কিন্তু তথাপি শ্রমজীবীদের পক্ষে স্বেচ্ছায় সাহায্য লইয়া এবং বিনা সাহায্যে সিংহলে গমনের পথ মুক্ত ছিল। ১লা আগষ্ট আদেশ দ্বারা ঐ পথ রুদ্ধ করা হইল। বর্তমান সময়ে সিংহলে চা, রবার প্রভৃতির বাগানে শ্রমিকের চাহিদা ও সরবরাহ সমান, সুতরাং আপাততঃ ঐ সমস্ত বাগানে ইহার খুব প্রতিক্রিয়া অনুভূত হওয়ার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু ঐ সমস্ত বাগান ভারতীয় শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল বলিয়া পরিণামে ইহার ফল উপেক্ষা করা যাইবে না। হিসাবপত্র হইতে দেখা যায় যে, ভারত হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ হাজার শ্রমজীবী সিংহলে যায়, কিন্তু তাহাদের সকলেই স্বনিযুক্ত শ্রমজীবী নহে। ভারত গভর্ণমেন্টের ঘোষণার ভাষা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, সিংহলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা অপেক্ষা ভারতীয় শ্রমজীবীদের স্বার্থরক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে; কারণ, ভারত গভর্ণমেন্ট মনে করেন যে, সিংহলে ভারতীয় শ্রমজীবী গেলে সিংহল গভর্ণমেন্টের বর্তমান নীতির ফলে তাহারা (ভারত গভর্ণমেন্ট) অসুবিধায় পড়িবেন। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক ভারতীয় শ্রমজীবীদের অভাবে সিংহলের চা, রবার প্রভৃতি বাগানসমূহের আর্থিক ক্ষতি হইবে। এই নিষেধাজ্ঞা এড়াইয়া পূর্ব উপকূল হইতে এবং জিন দুর ও কোচিনের বন্দরসমূহ হইতে নৌকার সাহায্যে শ্রমজীবীদের সিংহলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, ইহার প্রতিবিধানের ভার মাদ্রাজ গবর্ণমেন্টের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

আবার উপজাতির হানা

২রা আগষ্ট রাত্রে বান্নু সহর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে কোহাট রোডের পার্শ্বে মিতাখেলারে চৌকীদারদের সহিত সংঘর্ষকালে ইপির ফকীরের ভক্ত ও উৎসাহী বন্ধু মুক্ত আমন খাঁ গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছে। মুক্ত আমনের সঙ্গী হাজিখেল উপজাতির সৈয়দ মালিকও সংঘর্ষে নিহত হইয়াছে। মুক্ত আমনের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ জন উপজাতীয় দস্যু গ্রাম লুট করিতে গিয়াছিল।

উপজাতীয় দস্যুগণ রাত্রি প্রায় ১১টার সময় মিতাখেলার গ্রামে হানা দেয় এবং হিন্দুদের চারখানি দোকান লুট করিয়া গুরুদ্বারে আগুন ধরাইয়া দেয়। গ্রামের চৌকীদারগণ দস্যুদের প্রতি গুলি চালায়। দস্যুগণ তাহাদের নেতাকে নিহত হইতে দেখিয়া লুণ্ঠিত জিনিষপত্র ও আহত সঙ্গীদের [illegible] ফেলিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

চৌকীদারদের পক্ষে আলাম খাঁ ও আবদুল সত্তার আহত হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রামের ১০ বৎসর বয়স্ক এক বালক ঘটনাক্রমে ঐ স্থানে আসিয়াছিল; সেও আহত হয়। একজন চৌকীদারের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া প্রকাশ।

গ্রামের হিন্দু ও শিখ অধিবাসীরা আগুন নিবাইয়া দেয় এবং গুরুগ্রন্থ সাহেবকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়।

ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঘটনা স্থলে গিয়া তদন্ত করিতেছেন। মুক্ত আমন ও সৈয়দ মালিকের মৃতদেহের ময়না তদন্তের পর গোর দিবার জন্য তাহাদের আত্মীয়স্বজনের নিকট দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। গত ১৮ মাসের মধ্যে মিতাখেলারে দুইবার হানা হইয়া গিয়াছে। দস্যুদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ পরিচালনার জন্য চৌকীদার জমসের ও আমান উল্লার নির্ভীকতার প্রশংসা এই অঞ্চলের জনসাধারণ করিতেছে।

———

ইতালীতে সামরিক কুচকাওয়াজ

[illegible] সৈন্য এবং জঙ্গী বিমান বাহিনী শত্রুর বিরুদ্ধে কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করিবে বলিয়া এখানে বলা হইয়াছে।

———

হাঙ্গামার পর বোম্বাই সহরের অবস্থা

১লা আগষ্ট সন্ধ্যাকালে দাঙ্গার অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করায় ১৪৪ ধারা ও সান্ধ্য আইন জারী করিতে হইয়াছিল। তাহার অবস্থা অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

সহর ও সহরতলী অঞ্চলের যে সমস্ত স্থানে হাঙ্গামার আশঙ্কা আছে, সেই সব স্থানে সার্জেণ্ট ও কড়া পুলিশ পাহারা মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

এ পর্যন্ত সহরের কোন স্থানে ইতস্ততঃ কোন আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

“চকরাব” নামে একখানি উর্দু দৈনিককে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ করিতে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল, তাহা নাকচ করা হইয়াছে।

হাঙ্গামা সম্পর্কে নর্থব্রুক গার্ডেন, কুম্ভারওয়াড়া ও দুর্গাদেবী ষ্ট্রীট অঞ্চলে খানাতল্লাস করিয়া ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদিগকে ১৭ই আগষ্ট পর্যন্ত ১০০ টাকা করিয়া জামীনে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

———

১২ জনের অর্থদণ্ড

পুলিশ কমিশনারের আদেশ অমান্য করিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাহির হইবার অভিযোগে ১২ জন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক দণ্ডিত হইয়াছে। আসামীদিগকে ১০ টাকা হইতে ৩০ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড অনাদায়ে এক সপ্তাহ হইতে দুই সপ্তাহের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্যন্ত সহরের কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই।

জে, জে, হাসপাতালে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, সোমবারের হাঙ্গামায় আহত ব্যক্তিগণের অবস্থা ভালর দিকে যাইতেছে।

হাঙ্গামা সম্পর্কে সংবাদ বা সম্পাদকীয় সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ নিষেধ করিয়া “ইকবাল” নামে এক উর্দু সংবাদপত্রের উপর আদেশ জারী হইয়াছে।

———

ওয়াজিরিস্থানে উপজাতীয় উপদ্রব

পেশোয়ার হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, রাজমাক ক্যাম্পে (ওয়াজিরিস্থান) এখনও গুলী বর্ষিত হইতেছে। হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই। প্রকাশ, সম্প্রতি ওয়াজির উপজাতির প্রায় দুইশত জনকে গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে ওয়াজিরেরা গুলী করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবিধ তথ্য-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিনব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে খণ্ডিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;
৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আমার নিতাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অধীনা) ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অধীনা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১১। শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা)
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। বৈষ্ণবোপনিষৎ ।০
১৮। [illegible] ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
২১। [illegible] ৷৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ ২৲ অধীনা) ১৷
২৬। গীতার কেবল বাংলা ভাষা -
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। সেবাকল্পতরু (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিগ্‌-দর্শিনী ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গলস্তোত্র ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনকণা /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। [illegible]
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। [illegible] ৹/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৩৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। [illegible] ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষাভিনয়) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণবোধ ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০
৬০। সারগ্রাহী ০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতম্ ।০
৬২। সিদ্ধান্তসরস্বতী-বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্র ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টক ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপঞ্চকম্ /০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন [illegible] ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী এ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্লড্‌স ৷৵০
৭৩। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ষ্ট্যাণ্ডস ফর /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আন্‌এ্যালয়েড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ ; | ১৩ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৩শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৮ই আগষ্ট ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার | ১০৭ম সংখ্যা

"আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অবগুরুক্রী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ পুরুষোত্তম, হাব্ প্রথম গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তি-সন্দর্ভবাণী

—:০:—

যাঁ'রা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঢুকে প'ড়েছেন, তাঁ'রা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও মন এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত জ্ঞানের মধ্যে বাস করেন। চৌদ্দটি ভুবন যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য ; অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। নীচে ৭টা, মধ্যে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং ঊর্দ্ধে ৭টা লোক। আমরা এই চতুর্দ্দশ ভুবনে যাতায়াত করি। সত্য, জন, মহঃ, তপঃ ও স্বর্গ—এই ৫টি লোকে সূক্ষ্ম শরীরী থাকে। অন্যান্য ভুবনে স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর মিশ্রিত প্রাণীদিগের বাস। পাঁচটি ঊর্দ্ধলোকে এবং অন্তরীক্ষের কিয়দংশে সূক্ষ্ম ব্যাপার সমূহ অবস্থিত। ভূলোকে স্থূলব্যাপার। এই চতুর্দ্দশ ভুবনই ব্রহ্মাণ্ড। আমরা যখন স্থূলটাকে ছেড়ে দি'—নির্ম্মলতা লাভ করি, তখন ঊর্দ্ধলোকে বিচরণ করি। যখন স্থূলপ্রাণী হই, তখন স্থূল ও সূক্ষ্মমিশ্রিত অবস্থায় এই সব লোকে বাস করি।

'আমি'র উপরের আবরণ সূক্ষ্মশরীর—অহঙ্কারাদি স্থূল শরীরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে রূপ-রস ইত্যাদি গ্রহণ করে। বিভিন্ন লোকে আমাদের গতি হয়। ইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ।

কাহার ভ্রমণ হয়? জীবাত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়ীয় শরীর সহ অবস্থান-কালে এইরূপ ভ্রাম্যমাণ হন, উহাই 'ভবঘুরে' অবস্থা—যাতায়াত—আগমনোগমন উঠানামার মত কখনও সৎকর্ম্মবশে ঊর্দ্ধলোকে গমন, কখনও অসৎকর্ম্মবশে নিম্নলোকে আগমন। ঊর্দ্ধলোকে উঠলেই নিম্নলোকে আসতে হ'বে, নিম্নলোক হ'তে আবার ঊর্দ্ধলোকে উঠতে হ'বে—পুনরায় নিম্নলোকে আসার জন্য। পুণ্য করলেই পাপ করবার প্রবৃত্তি হ'বে, পাপ করলেই পুনরায় পুণ্য করবার জন্য প্রবৃত্তি হ'বে—এইরূপ দুর্ভোগ। যখন আমরা সন্ন্যাসী, তপস্বী, ব্রহ্মচারী হই, তখন সত্য, জন, তপঃ ইত্যাদি লোকে বাস করি; সদাচারী গৃহস্থ স্বর্গে গমন করেন।

জীবাত্মা সূক্ষ্ম আবরণে আবৃত হওয়ার পর কখনও স্থূল আবরণ দ্বারা নিম্নলোকে আসেন। আবার তপস্যাদি প্রভাবে স্থূলদেহ ত্যাগ ক'রে সূক্ষ্মদেহে পুনরায় ঊর্দ্ধগতি লাভ করেন। আমরা ইহলোকে অবস্থানকালেও চিন্তা দ্বারা ঊর্দ্ধলোকে গমন করতে পারি। তা'তে মনেরও ভ্রমণ ঘটে। বহির্জ্জগতের স্থূল ও সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মভাব গ্রহণ করার ভ্রমণ ঘটে।

একমাত্র ভগবদুপাসনা আবশ্যক। ভগবান্ স্থূল-সূক্ষ্মের অতীত। কিন্তু তাঁ'র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, পূর্ণজ্ঞান ও নিত্য অস্তিত্বের বাধা দিতে পারে না। তাঁ'র সেবা দ্বারা সেবকযোগ্য তদনুরূপ অবস্থা লাভ হয়।

এই চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণের যোগ্যতা আমাদের আছে। এই ভুবনে নানা যোনিতে ভ্রমণের যোগ্যতাও আছে। যে যে যোনিতে যে যে ভুবনে বাস করা যায়, বাসনা-পরিপূরণের উপযোগী তদনুরূপ বাহ্য আবরণও লাভ হয়। বাসনা নির্দ্দিষ্ট হওয়ার অনেক ক্রমিক পন্থা কথিত হ'য়েছে। সেই সমুদয় পন্থার বিস্তারিত বিবরণাদিও লিপিবদ্ধ আছে। ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্ হন। ভাগ্যহীন অবস্থা অবলম্বনে জীবসকল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করেন দেবতাই হউন, মনুষ্যই হউন—এই যাবতীয় অবস্থা হেয় ও নশ্বর।

গুরুর অনুগ্রহবশে আদর্শ প্রকাশিত হ'লে অমিতার তৎপর একা হয়। গুরুর কৃপা আর কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। একজন কৃপা করছেন, আর একজন বঞ্চনা ক'রে কৃপা গ্রহণ করছেন না—এরূপ নয়। প্রসাদ-বা' প্রকৃষ্টরূপে আবির্ভূত হ'য়ে প্রকাশ হয়, সেই অনুগ্রহ। আমাদের সাক্ষাদোপযোগী যে অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, গুরু অনুগ্রহ পাই। কি পাই? তুষ্ট হ'য়ে কৃষ্ণকে সেবা করা—'কৃষ্ণ' পাই সেবা মধ্যে মর্য্যাদিত হ'লে, তার বীজ গুরু বা সেবাসম্বন্ধীয় বীজ। জ্ঞান-কর্ম্ম-বৃক্ষের বীজও নানা রকমের আছে। উহারাও বিপর্য্যয়ী। সদ্গুরু বা কৃষ্ণের কৃপাবঞ্চিত ব্যক্তির ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ বা আত্মবিনাশের জন্য ঐ সকল আপাত-প্রেয়ঃ বিবৃক্ষের বীজ লাভ হয়। কর্ম্মের ভোগ প্রবৃত্তি ও জ্ঞানের ত্যাগ প্রবৃত্তিতে নিজের সুখ-তাৎপর্য্য আছে; কিন্তু সেবা-বৃত্তি নাই।

"আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম্ম"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই "মালী হওয়া"। মালী যেমন বৃক্ষের সেবা করে—বীজ থেকে আরম্ভ ক'রে—গাছ বড় হওয়া পর্য্যন্ত—তা'র পরেও ফল-বিতরণ, ফলাস্বাদন মালীর কার্য্য, তদ্রূপ যিনি সেবন-ধর্ম্মের মালী হন,

ব্রহ্মাণ্ডে ঘোরা অন্ত হারান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

তিনি গুরুর দীক্ষা লাভ করার সময় থেকে শ্রবণ-কীর্ত্তন-ভজন-সেবা করতে থাকেন, সময়ে অনুগতকে রক্ষা করেন, বৃদ্ধ হ'লেও সেবা-কার্য্য পরিত্যাগ করেন না—কণ্ঠবাদন, কণবিভাগরূপে সেবাকার্য্য করতে থাকেন —নিত্য শ্রবণ কীর্ত্তন করেন।

আমরা কি সেবা করব? ভক্তিলতার বীজ—যা' গুরুর নিকট হ'তে প্রাপ্ত হ'লাম—যা' গুরুর অহৈতুকী কৃপাবশতঃ নিজে সেবক-স্বরূপে কৃষ্ণই প্রদান করলেন, সেই বীজ পেয়ে আমি কৃষ্ণসেবাই করব। তাঁ'র কৃপার বীজলাভ গুরুর আদর্শ-সেবকের সেবা দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ আমার হয়, যদি নিষ্কপটে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয় করি। শ্রীগুরুপাদপদ্মে তখন আমার বিশুদ্ধ সেবাবৃত্তির উদয় হয়। কৃষ্ণ-সেবাবৃত্তি বিভিন্ন প্রণালীতে উদিত হয় ভক্তপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ ও সাধনাঙ্গ-নিবেদন। তাঁহার ভক্তকে সেবা করবার জন্য ভগবান নিজ শ্রেষ্ঠের দ্বারা সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিবিশেষকে সেবার অধিকার দিবেন। যদি গুরু বলেন,—আমি সেবা গ্রহণ করব না, তা' হ'লে শিষ্যের সেবা লাভ হ'বে না। গুরু বলেন,—যে জিনিষটীর আমি সেবা করছি, তুমি সেই জিনিষটির সেবা কর। ত্যাগী-ত্যাগী হ'য়ে তা' হ'তে উদ্ধার হ'য়ো না। সেই সুযোগ আমি তোমাকে দেবো।

"ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা,
নিস্তার পেয়েছে কেবা।"

শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কীর্ত্তন শ্রবণ করলে, তাঁ'র অতুলনীয় অভ পরিমাণ অপ্রতিহত সেবাদর্শ যদি শুদ্ধভাবে দেখ্‌বার ও সৌভাগ্য পাই, তা' হ'লে আমরাও সেবা করতে পারি। গুরুপাদপদ্ম ও তাঁ'র অনুবর্ত্তী পরিকরগণের বস্তু হ'ন। যাঁ'র মুখ, যে ভাষায় বলে আমার মূর্খতা যায়, তাঁ'র সেই ভাষায় ব'লে আমার মূর্খতা অপনোদনের দয়া করেন আমাদিগের অন্তরে সাধুবৃত্তির সঞ্চার করেন। সাধুগণের দু'টি u ttery র action-এর মতন। উঁহা অসাধুত্বকে repel ও সাধুত্বকে attract করে। সাধুদিগের সাহায্যে সাধুবৃত্তি লাভ হয়। অসদ্বস্তু ত্যাগ ও সদ্বস্তু গ্রহণের পরামর্শ ব্যতীত সাধুগণ অন্য পরামর্শ প্রদান করেন না। যাঁ'রা অসাধু, তাঁ'রা সর্ব্বক্ষণ অন্যরূপ পরামর্শ প্রদান করে—অন্যায় কথাবার্ত্তা বলে। সাধুর মুখে যখন অসদ্-বস্তু-ত্যাগ ও সদ্বস্তু গ্রহণের কথা শুনতে পাওয়া যায়, তখন তা'র তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করতে হয়। সাধুসঙ্গে পৃথিবীতে সাধন আছে। সেবাপথে কিছুদূর অগ্রসর হ'লে তা' বুঝতে পারা যায়। তৎপূর্ব্বে অসাধুসঙ্গই হ'য়ে যায়।

গাধা যেমন জিনিষ ব'য়ে ব'য়ে মরে, কুবিষয়ের পিপাসায়ও জগতের লোক তেমন গাধার মতন সংসারের বোঝা বহন করে, কখনও বৃথা ত্যাগ তপস্যা করে। ঐরূপ কৃষ্ণভজনহীন ত্যাগ-তপস্যাও—গাধার মতন বোঝা বহন করা। এই সকল ভজনের বাধা। ভজনের বাধা উপস্থিত হ'লে আমরা আত্মঘাতী হই। শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাবলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হয়। ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ'লে সুবিধা হয়।

গুরুমুখ হ'তে—সাধুগণের নিকট হ'তে শুনতে হয়। তাঁ'দের নির্দ্দেশমত পাঠাদি কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। নতুবা বিপথ-গামী হ'য়ে, কখনও স্বকর্ম্মের গাধা হ'য়ে যাই—প্রচুর পরিমাণে নীতিবাদী হ'বার যত্ন করি—আইনকানুন বাঁচিয়ে চলি—আবার কখনও নির্ব্বিশেষভাবগ্রহণ ক'রে অপসত্তা সাধন করি। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভাবে এইরূপ দুর্গতি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হ'তে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুতি হ'লে এরূপ দুর্দ্দশা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন—ভজন, সেবনকারী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিগ্রহের সহিত সর্ব্বদা গুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য। আর পাঁচ জনকে জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই। ভক্তি-লতাকে সযত্নে পালন করতে হ'বে। তুষ্টভাবে ভগবানের সেবা করা—এই বুদ্ধি হ'তে বিচ্যুত হওয়ার বড় অবসর আসছে। সাধুসঙ্গ সর্ব্বদা করাই কর্ত্তব্য। তাঁ'রা কৃপা-পূর্ব্বক আমাদের জন্য সেবার সুযোগ দিয়েছেন। নিজেদের আদর্শ চরিত্র দেখিয়ে—আদর্শ চরিত্র বর্ণন ক'রে তাঁ'রা আমাদের কত মঙ্গল বিধান করেন। তাঁ'দের বর্ণন-সমূহ অনুভব করবার বুদ্ধি যদি হয়, তা' হ'লে কত সুবিধা!

"আমি নিজে পড়ছি"—এটা দুর্ব্বুদ্ধি। "আমার পড়া অন্য লোকে শুনুক"—এটা অন্তর্ব্বাক্যের কীর্ত্তন হ'ল না।

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।"

বৈষ্ণবের নিকট হ'তে ভাগবত-শ্রবণ করতে হবে। 'আমি ভাগবত পড়ছি'—গৌড়ীয়মঠের অনুগত ব্যক্তি এরূপ কখনও বলেন না।

দুই একটী কথা

-মঠ(ও)ম-

সত্য নিরপেক্ষ—সত্য কাহারও অপেক্ষা করে না। লোকলজ্জা বা লোক-ভয় থাকিলে, সত্যানুসন্ধিৎসা হৃদয়ে বলবতী না হইলে নিরপেক্ষ সত্যকে গ্রহণ করা যায় না। হরিবিমুখ জগতে সত্যের গ্রাহক খুবই কম। এই অমূল্য বস্তুর গ্রাহক খুব কম বলিয়া নিরুৎসাহিত হইতে হইবে না। প্রায় সমস্ত বিশ্ব যদি সত্যের বিরোধী হয়, তথাপি একজন মাত্র সত্যাশ্রয়বলম্বী সজ্জনেরই পদাবলম্বন করিতে হইবে—তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন ও জীবনপণ করিতে হইবে, আপাতপ্রিয় অসত্য পথ গ্রহণ কোনমতেই করিতে হইবে না। অসত্য পথে লোক বেশী দেখিয়া এবং তাহা আমাদের ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধক ও আরামজনক জানিয়া যেন আমরা অসত্যপথে লুব্ধ হইয়া সত্য পথ হইতে বিচ্যুত না হই—এরূপ দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই থাকা বিশেষ আবশ্যক। নতুবা আমরা সত্যের সন্ধান পাইব না এবং সৌভাগ্যক্রমে সত্যের সন্ধান পাইয়াও হারাইব।

সাধুগণ অহর্নিশ চন্দ্রদান করেন। সূর্য্যালোকে বাহিরের অন্ধকার দূরীভূত হয়, আর সাধু-কৃপালোকে হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া থাকে। সাধুগণ দেবতা, বান্ধব, আত্মা ও আমাদের নিজজন। এই সংসারে অর্দ্ধক্ষণ সাধুসঙ্গও মানবগণের মঙ্গলপ্রদ হন। অসল্লোকের সঙ্গ করিলে সংসার হয়, আর অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গরত হইলে নিত্যমঙ্গল লাভ হয়। ধৃতিপূর্ব্বক আদরের সহিত সাধুসঙ্গ করিলে সেই সঙ্গের ফল অবশ্যই হইবে। অজ্ঞানে করিলেও অমৃত কণবীজ উৎপন্ন করে। সাধুসঙ্গের সহিত স্বর্গ বা মোক্ষ কোন কিছুরই তুলনা হয় না। সাধুসঙ্গের তুল্য অধিক লাভ জীবের আর নাই। সাধুগণ অপরের দোষ কখনও গ্রহণ করেন না। পরের যে সামান্য গুণ থাকে তাহাকেই বহুল করিয়া তাঁহারা সম্মান করেন। সাধু নির্দ্দোষ। তিনি কোন কিছুতেই লোভ করেন না। সাধুগণ কৃপালু। তাঁহারা কাহারও প্রতি দ্রোহ করেন না, সকলকে আত্মজ্ঞান করেন, সরল, ইন্দ্রিয়দমনশীল, অকিঞ্চন, অন্তর-বাহিরে শুদ্ধ, কপোতবৃত্তিতে প্রাণযুক্ত, পরিমিতাহারী, ধীর, ভগবানে শরণাগত, অমানী, মানদ, মিত্রস্বরূপ, করুণ প্রভৃতি সর্ব্বগুণসম্পন্ন। তাঁহারা ভক্ত-কৃষ্ণকৃপায় কামকে জয় করিয়াছেন। তাঁহারা নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করেন, অন্য বাক্যব্যয় করেন না। শরণাগতি সাধুর স্বরূপলক্ষণ, আর অন্যান্যগুলি তটস্থ লক্ষণ। এইরূপ সঙ্গযোগ্য সাধুরই সঙ্গ সযত্নে গ্রহণ করিতে হ'বে।

শরণাগতি বিশেষ প্রয়োজন। শরণাগত না হইলে নির্ভয় হওয়া যায় না। প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন, অনুকূল বিষয় গ্রহণ, একমাত্র কৃষ্ণকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস, কৃষ্ণকে একমাত্র পালক বলিয়া বরণ, আমি কেহ নহি—আমি ও আমার সব কৃষ্ণের এরূপ আত্মনিবেদন এবং আমি সর্ব্বাপেক্ষা দীন—শরণাগতির এই ছয়টী লক্ষণ।

নিজপ্রতিজ্ঞা পাছে ভঙ্গ হয়, তজ্জন্য ভক্তপ্রতিজ্ঞা-রক্ষাকারী শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, 'কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার এই প্রতিজ্ঞা সকলকে জানাও যে, আমার ভক্তের কখনও নাশ হইবে না। নিজের প্রতিজ্ঞা ভক্তের জন্য ভঙ্গ হইতে পারে, সেইজন্য ভগবান্ নিজে প্রতিজ্ঞা না করিয়া নিজভক্ত অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন। এত তাঁহার ভক্তবাৎসল্য, ভক্তের জন্য তাঁহার এত চিন্তা! আত্মনিবেদনের পর জীবের আর নিজের কোন চিন্তা থাকে না। তিনি তখন অহৈতুক ভগবানের সেবাচিন্তায় বিভোর হওয়ায় নিশ্চিন্ত হন এবং ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার যাবতীয় ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা ও পালন করেন। সেবাভার—ভক্তের, আর তাঁহার রক্ষার ভার কৃষ্ণের। কৃষ্ণসুখে সুখী ভক্ত শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের জন্য সমস্ত দুঃখ অকাতরে সহ্য করেন। সেবাদুঃখকে তাঁহারা পরমসম্পদ বা পরম সুখ বলিয়াই মনে করেন।

কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ নিজেই নিজেকে রক্ষা করিবেন মনে করেন। তাই তাঁহারা রক্ষিত হইতে পারেন না, পদস্খলিত বা চ্যুত হন। কিন্তু ভক্তের পদস্খলিত হইলেও ভগবান্ তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্তা—একথা ভক্তগণ দৃঢ়-বিশ্বাস করেন। শরণাগত ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত আর কাহাকেও স্বপ্নেও পালনকর্ত্তা ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা জানেন, ভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহ পালন করেন না আমি নিজেকে নিজে পালন

করিতে পারি, এরূপ বুদ্ধি—অহঙ্কার, কারণ ইহা না হইলে কেহ কাহাকেও পালন করিতে পারে না বা আমি নিজেও অর্জ্জন করিয়া নিজেকে পালন করিতে পারি না। ভক্তের কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই। তাঁহারা কৃষ্ণের সেবার জন্য অভিচেষ্টা করিতে করিতে অপ্রাপসিদ্ধি লাভ করেন। এইরূপ শরণাগতির পর ভজন আরম্ভ হয়।

হরিভজন করিতে হইলে সাধু অসাধু চেনা বিশেষ আবশ্যক। দুর্ভাগা জীব সাধু অসাধু চিনিতে না পারিয়া বিপথগামী হয়।

আমি ত' দুর্ভাগা অতি, বৈষ্ণব না চিনি।
মোরে কৃপা করিবেন বৈষ্ণব আপনি॥
শ্রীগুরুচরণে মোরে ভক্তি কর দান।
যে চরণবলে পাই স্বত্বের সন্ধান॥

আমাদের যদি এইরূপ নিষ্কপট আর্ত্তি, দৈন্য, আত্মনিবেদন ও একান্ত শরণাগতি থাকে, আমরা যদি আন্তরিকতার সহিত গুরুসেবার জন্য ব্যস্ত হই, তাহা হইলে গুরুসেবাপ্রাপ্তের উপায় বৈষ্ণবগণ শ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমরা নিশ্চয়ই পাইব। শ্রীগুরুদেবকে নিরাময়ত্বে বরণ করিতে পারিলে তাঁহার কোন চিন্তা থাকে না। কৃপাভিখারীকে গুরুকৃপাই রক্ষা করিবেন, নিষ্কপট কৃপার্থীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে তুলিয়া লইবেন। আমি গুরুসেবার জন্য উদ্গ্রীব হইলে প্রকৃত গুরুসেবক বৈষ্ণবগণ কৃপা করিয়া নিশ্চয়ই আমাকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ চিনাইয়া দিবেন। তখন বৈষ্ণবঠাকুরের কৃপায় শ্রীগুরুপাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি, বৈষ্ণবের অধিকার উপলব্ধি ও ভগবৎপাদপদ্মের সন্ধান পাইব। বৈষ্ণবের কৃপা হইলেই আমাদের মনোধর্ম্ম হইতে ছুটী হইবে—সকল সন্দেহ চলিয়া যাইবে। তখন আমরা 'হে গুরুদেব! আমি তোমার, আর কাহারও নহি'—আপন জানে এই কথা বলিবার সৌভাগ্য পাইব।

বৈষ্ণবের কৃপাবলে, সন্দেহ যাইবে চলে
তুমি পুনঃ হইবে তোমার।

শরণাগতিতে ভুক্তিমুক্তির পিপাসা নাই। শরণাগতের হৃদয়ে অতৃপ্ত সেবাকাঙ্ক্ষা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তিনি ভক্তিপ্রতিকূল অসৎসঙ্গকে সুদৃঢ় নিষ্ঠার সহিত দূরে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামকে, শ্রীনামাচার্য্যের সঙ্গ ও আচার্য্যসেবক বৈষ্ণবগণের সঙ্গ উদ্গ্রীব হইয়াছেন।

হরিকথা-শ্রবণেচ্ছাই শ্রদ্ধা। তাহাক্রমে এই শ্রদ্ধা উদয় হইলে শ্রদ্ধা হয়। সুকৃতি ব্যতীত সে শ্রদ্ধা হয় না। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবাই সুকৃতি ও সুযোগ। সেই সুকৃতিক্রমে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়। পুণ্যতীর্থনিষেবনে মহৎসঙ্গ লাভ হয়, সুতরাং পুণ্যতীর্থ-গমনরূপ সুকৃতি হইতে মহৎসেবা হয়। মহৎসেবা হইতে হরিকথায় শ্রদ্ধা। প্রাক্তনী বা আধুনিকী হউক, সুকৃতিক্রমে শ্রদ্ধা হয়। আত্মশ্রদ্ধ জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেন এবং হৃদয়ে বসিয়া তাঁহার সকল অভদ্র নষ্ট করেন। নিত্য ভাগবতসেবা অর্থাৎ ভক্তসেবা ও ভাগবতগ্রন্থ-শ্রবণাদিরূপ সেবা দ্বারা অভদ্র বা অনর্থসমূহ নষ্টপ্রায় হইলে শ্রীকৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয়। অভদ্র যত নষ্ট হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণকথায় যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা নিষ্ঠারূপে উদিত হয়।

শ্রীহরিনাম সাক্ষাৎ শ্রীহরি। হরিনাম সংকীর্ত্তনই জীবের পরমধর্ম্ম। সর্ব্বক্ষণ ভগবানকে ডাকাই—সকল সময় সকল অবস্থায় শ্রীনামগ্রহণই জীবের কৃত্য। সকলেরই শ্রীনামকীর্ত্তনে অধিকার আছে। শুদ্ধভাবে আদরের সহিত হরিনাম করিলেই মঙ্গল হয়। এমন কি পশুপক্ষী বৃক্ষলতারও হরিনাম কীর্ত্তন শুনিলে সুবিধা হয়। তবে একটী কথা মনে রাখা উচিত যে, নামের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করিতে হইবে না, হরিনামের সেবার জন্যই হরিনাম করিতে হইবে।

অনেকে মনে করেন, প্রথমে নিষ্কাম হইয়া হরিনাম করা যায় না। কোন কামনা লইয়া হরিনাম করিতে করিতে পরে নিষ্কাম হওয়া যায়। ইহা আমাদের ভুল ধারণা। কারণ অন্যায় কার্য্য করিতে করিতে কেহ সৎ হইতে পারে না। অকস্মাৎ অজ্ঞানতাবশতঃ কখন অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিলে উহা চিরতরে পরিত্যাগ ও উহা পুনরায় না করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া সৎকার্য্যে রত হইলে মানুষ সৎ হইতে পারে। সুতরাং আমরা যেন অন্য বাসনারহিত হইয়া নিষ্কপটে শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে পারি। শ্রীনাম—পুরুষোত্তম। আমরা নিষ্কপটে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইলে তিনি কৃপা করিয়া আত্মসাৎ করিবেন। তখনই সেবানুযোগ লাভ করিয়া আমরা ধন্য হইব।

যৎকিঞ্চিৎ

যাঁহারা ঐকান্তিক নহেন, তাঁহারা ভক্তিপথকে নানাপ্রকার বিঘ্নসঙ্কুল দেখিয়া পথকষ্টের দুঃখহরণকারী তথাকথিত সমন্বয়বাদী উদারপন্থী হইয়া পড়েন। সব পথই সমান, ভক্তি ও অভক্তি সকলই সমান—ইহা বলিলে বহু লোকের মনরক্ষা হয়। কাজেই বহুবিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় না। অধিক কি, একান্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবার জন্য জগতের বিচার হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে দেবতাগণ পর্য্যন্ত বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করেন।

"বিপ্রস্য বৈ সন্ন্যসতো দেবা
দারাদিরূপিণঃ।
বিঘ্নং কুর্ব্বন্ত্যয়ং হ্যস্মানাক্রম্য
সমিয়াৎ পরম্॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সন্ন্যাসকালে স্ত্রীপুত্রাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবতাগণ বিঘ্ন উৎপাদন করিতে আরম্ভ করেন। কারণ তাঁহারা মনে মনে চিন্তা করেন, এই ব্যক্তি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ভগবল্লোকে গমন করিতেছে। আমরা যে দলে বদ্ধ রহিয়াছি, এই ব্যক্তি সেই দল পরিত্যাগ করিয়া আমাদের নিকট 'একঘরে' বা 'একঘেয়ে' হইয়াও বস্তুতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদবী লাভ করিতেছে।

এইজন্য শুদ্ধভক্তিপথ কোটীক কণ্টক। ইহাতে জগতের লোকের গঞ্জনা-লাঞ্ছনা দেবতাদিগের নানাপ্রকার অত্যাচার-অবিচার এবং প্রতি পদে পদে বাধাবিপত্তি রহিয়াছে। এজন্য শুদ্ধভক্তিপথের গ্রাহক খুবই কম। যাঁহারা প্রথমতঃ গ্রাহক হইবার অভিনয় দেখান, তাঁহারাও কার্য্যক্ষেত্রে নানাপ্রকার বিঘ্ন দেখিয়া সরিয়া পড়েন—'পুনর্ মূষিকো ভব' মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পদসজ্জনিকার কতিপ্রদ ধর্ম্মে ও পথে গা' ভাসাইয়া দেওয়াই বিঘ্ন হইতে উদ্ধারের আশুপ্রতীকার বলিয়া বরণ করেন। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণকেই একমাত্র "নিত্য রক্ষাকর্ত্তা" বলিয়া বরণ করেন, সেইরূপ শরণাগত সুদৃঢ় অধিকারীই ঐকান্তিক হইতে পারেন। বিঘ্নসমূহ তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসেবা হইতে বিচ্যুত করা দূরে থাকুক অধিকতর সংলগ্ন করিয়া দেয়। কামাতুর পুরুষ কামিনীপ্রাপ্তির পক্ষে যতটা অধিক বিঘ্নে আচ্ছন্ন হয়, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সে ততটাই অধিক ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তদ্রূপ ঐকান্তিক প্রেমিক ভক্ত ভগবৎসেবায় যতটা অধিক বিঘ্ন দেখিতে পান, কৃষ্ণসেবায় ততই অধিক লালায়মান আর্ত্তি ও কেবল চেষ্টা প্রদর্শন করেন। ইহা কথায় কথা মাত্র নহে, ভগবৎকৃপাবলে আমাদের আচার্য্যপাদপদ্মের আদর্শে ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্যলাভ হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, কর্ম্মবীর নেপোলিয়নের সৈন্য তাহাদের অভিযান-পথের সম্মুখে আল্পস্ পর্ব্বত দেখিতে পাইয়া যখন তাহাদের গতি অবরুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন বীর নেপোলিয়ন সিংহনাদে জানাইয়াছিলেন যে, সেখানে আর্দৌ আল্পস্ নাই। বীরের অনুপ্রেরণায় নেপোলিয়নের সৈন্য বাস্তব পর্ব্বতকেও স্বমনে তৃণের ন্যায় জ্ঞান করিয়া আল্পস্ পর্ব্বত অতিক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল। জগতের অভ্যুদয়ের উদাহরণে এইরূপ উদ্দীপনাময় কর্ম্মবীরের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হরিসেবার পথে প্রতিমুহূর্ত্তে কোটী কোটী বিঘ্নের হিমালয় যে আচার্য্যের হুঙ্কারের নিকট সমতল ভূমিতে পরিণত হয় সেরূপ আচার্য্যের পাদপদ্মদর্শনের সৌভাগ্যও আমাদের হইয়াছে, এই মাত্রই আমরা বলিতে পারি। ঐকান্তিকতার সহিত সমস্ত লক্ষণগুলি যাঁহাতে পূর্ণাঙ্গের রূপ ধরিয়া প্রকাশিত রহিয়াছে, আজ পুনঃ পুনঃ তাঁহারই পাদপদ্ম স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু সেইরূপ ভাগবতের লক্ষণ শাস্ত্রবাক্য হইতে জানাইয়াছেন,—

আপদ্গতস্য যস্যৈব ভক্তিরব্যভিচারিণী।
নান্যত্র রমতে চিত্তং স বৈ ভাগবতো মতঃ॥

আপদ হইলেও হরির প্রতি যাঁহার অব্যভিচারিণী ভক্তি বিদ্যমান, যাঁহার চিত্ত হরি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে আসক্ত নহে, তাঁহাকেই 'ভাগবত' বলা যায়।

শ্রীল প্রভুপাদের
বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৷৵০ ; ২য় খণ্ড ৷৵ ; ৩য় খণ্ড ৷৵০, ৪র্থ খণ্ড —৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীচৈতন্যদেবের ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ পরবিদ্যা-[illegible] শ্রীশ্রীমায়াপুর শ্রীগৌর-সেবার আচার্য্য চতুর্থ বিগ্রহ আছেন। পুরাতন গ্রন্থ-[illegible] প্রকাশিত আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১:৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর সেবায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি সদ্গ্রন্থের সম্বন্ধ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণি পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

বামনপুকুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) শ্রীমন্দির কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীরামানন্দ ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) কুলদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জয়দেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

রাতুপাড়া -(শ্রীনৃসিংহদেব পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) সারঙ্গ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৬নং পাগলা ঝোরা, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ নারায়ণগঞ্জ, জেলা নারায়ণপুর, ইবি, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

খাজেকলা, পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মুরলী রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর ইউ পি।

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

শ্যামসরোবর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) রাধাকুণ্ড-[illegible]

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়বাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) মদনমোহন বিহারী মঠ

বরসানা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বরসানা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরসানা, মথুরা

(৪৬) গোবিন্দবিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ [illegible], কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৬নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible] বম্বে ৭

(৫০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রীশ্রী[illegible] সেবা

(৫১) মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মাদ্রাজ

শ্রীশ্রী[illegible]-গিরিধারীর সেবা

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

আঠারনালা, পোঃ [illegible] (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—[illegible] পুরী

(৫৫) লীলাকুটী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] উড়িষ্যা।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) [illegible] মঠ

টিকলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমর্ষি, মেদিনীপুর

(৬২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible], বর্দ্ধমান।

(৬৩) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, [illegible] রোড

[illegible], লণ্ডন, ডব্লু ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ আফিস

[illegible] রোড, দিল্লী (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

—:(০):—

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	৪।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫। বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———::(০)::———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টি বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অর্থানুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীসারস্বত গৌড়ীয়মঠ, নবদ্বীপ, পোঃ ধাত্রী, নদীয়া।

———

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও প্রেত্নবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব নূতন বিষয়ের গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৪৫ নং বেনিয়াটোলা স্ট্রীট কলিকাতার মুদ্রিত ... মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ দেশ, বিদেশে ও স্বদেশে বহু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে সকল সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক প্রবর্ত্তক স্বনামখ্যাত বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী সংলাপ" নাম দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে ২৫ ডবল ফুলস্কেপ ফর্ম্মা প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

“শ্রীকৃষ্ণচৈ[illegible]”

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম্ এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীর অভিমত দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড [illegible] অধ্যায়ে পাঁচ শতের পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয় সূচিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দনির্দেশিকা সূচীপত্র (Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

‘ঠাকুর ভক্তিবিনোদ’

——:(*):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত পৃথগ্ভাবে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিনের পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের ভক্তেচ্ছায় [illegible] লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক নগরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭ ২৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩-০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১১	
ছাঃ	১৪-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১৩	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৪৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৪		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৪	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ক্রমশঃ অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরে এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ।৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৮১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ- শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

নদীয়া জেলার

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৪শে শ্রাবণ, ১৩৭৬ ৯ই আগষ্ট, ১৯৬৯. বুধবার [১৩৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-:o:-

আমেরিকার সহিত বাণিজ্যচুক্তি

ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধীয় একটি চুক্তি সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত যে আলাপ আলোচনা চলিতেছে তৎসম্বন্ধে ভারতীয় বণিকসমিতি সঙ্ঘের সেক্রেটারী ভারত সরকারের বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট একখানি চিঠি লিখিয়াছেন।

ঐ চিঠি প্রসঙ্গে ভারতীয় বণিকসমিতি সঙ্ঘের। সেক্রেটারী লিখিয়াছেন যে, তিনি জানিতে পারিলেন আমেরিকা-সরকার ভারত সরকারের বিবেচনার জন্য ঐ বাণিজ্য চুক্তির একটি খসড়া ভারত সরকারের নিকট পাঠাইয়াছেন। কমিটি বিবেচনা করেন যে, কোন সাধারণভাবের ব্যবসা-বাণিজ্য চুক্তির আলোচনায় দুইটি দেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার কোন প্রশ্ন উঠে না। কারণ ইহাতে দুইটি দেশের মধ্যে শুল্ক হারের পরিবর্ত্তনেরও কোন কথাই উঠিতে পারে না।

আমেরিকার সহিত এই সাধারণ ভাবের চুক্তির আলোচনার উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতীয়গণ আমেরিকার অন্যান্য দেশের লোকের ন্যায় (যাহাদের সহিত আমেরিকার অনুরূপ বাণিজ্য চুক্তি আছে) সুবিধা ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। অতএব কমিটি আশা করেন যে, এই দুই দেশের মধ্যে এরূপ কোন বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করার পূর্ব্বে ভারত সরকার এই দুই দেশের বিভিন্ন ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলের মতামতও গ্রহণ করিবেন। আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মতামত গ্রহণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। কারণ, তাঁহারা বহুদিন যাবৎ আমেরিকায় বসবাস করিয়া ব্যবসা চালাইতেছেন। কাজেই ঐ দেশে তাহাদের কি অসুবিধা হয় তাহা তাহারা পরিষ্কাররূপে জানাইতে পারিবেন।

যুক্তপ্রদেশে মাদক বর্জ্জন পরিকল্পনা

বিভিন্ন জেলায় মাদক বর্জ্জনের কার্য্য বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইতে চলিয়াছে; ব্যবস্থা সমূহ বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। আবগারী বিভাগ হইতে সতর্ক দৃষ্টি রাখার ফলে বে-আইনী মদ চোলাই করিবার সম্ভাবনা একেবারে কমিয়া গিয়াছে। অধিকন্তু যাহাদের লাইসেন্স ছিল, তাহাদের অধিকাংশই অন্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত হওয়ায় আবগারী অপরাধ আর বিশেষ হইতেছে না। জেলার বিভিন্ন গ্রামে বর্ণাবিরোধে প্রচারকার্য্য চলিতেছে।

জুন মাস ধরিয়া বরাবুর জেলায় মাদক বর্জ্জন প্রচার পুরোদমে চলিয়াছে। ২০৩টি "ভিলেজ" কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং মোট ১৭৩৮ জন উহার সদস্য হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রাম হইতে ন্যূনপক্ষে একজন করিয়া সদস্য লয়েও চারটি গ্রাম লইয়া এক একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। মাদক বর্জ্জন পরিকল্পনা কার্য্যক্ষেত্রে মোট ২২৬টি এরূপ কমিটি হইয়াছে। ইহা ব্যতীত জেলার সমস্ত পঞ্চায়েৎকে মাদক বর্জ্জনকে তাহাদের অন্যতম প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। জেলার সমিতি প্রতি মাসের শেষ রবিবার মাদক বর্জ্জন দিবস বলিয়া পালন করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ঐদিন জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির অধীন সমস্ত স্কুল শোভাযাত্রা এবং জনসভার অনুষ্ঠান করিবে।

বিভিন্ন বে-সরকারী ব্যক্তিগণ দ্বারা বিভিন্ন গ্রামে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা হইতেছে। জুন মাসে আবগারী ইন্সপেক্টরগণ ৭৯টি গ্রাম পরিদর্শন করেন, ৩২টি জনসভার অনুষ্ঠান করেন এবং ১৩০ জন মাদকসেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

গত মাসে মাত্র ২১টি আবগারী ও অহিফেন আইনভঙ্গের সংবাদ পাওয়া যায়।

ইঙ্গ-জাপানী আলোচনা

টিয়েনৎসিনের ব্যাপার সম্পর্কে ইঙ্গ-জাপানী আলোচনায় অস্বাভাবিকভাবে যে কোন কিছু ঘটিবে, এরূপ কোন সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে সাব-কমিটির যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, তাহা হয় নাই। অর্থনৈতিক সাব-কমিটিরও কোন কাজ নাই। টোকিও স্থানে স্যার রবার্ট ক্রেগী এবং মিঃ কাটোর মধ্যে বে-সরকারীভাবে বেড় ঘণ্টাকাল আলোচনা হইয়াছে। জোনেই এজেন্সী বলিতেছেন যে, ইঙ্গ-জাপানী আলোচনার পরবর্ত্তী পূর্ণ অধিবেশনের পথ সুগম করার উদ্দেশ্যেই এই সাক্ষাৎ হইয়াছে।

টিয়েনৎসিনের বৃটিশ এলাকা অবরোধ

টিয়েনৎসিনের বৃটিশ এলাকা অবরোধে জাপানীরা আরও কড়াকড়ি আরম্ভ করিয়াছে। ছুধের কারখানাগুলি হইতে বৃটিশ এলাকায় দৈনিক মাত্র একশত বোতল করিয়া দুগ্ধ পাঠাইতে দেওয়া হইতেছে। যেসব বিদেশী বৃটিশ এলাকার বাহিরে সন্ধ্যার পায়চারী করিতে যায় তাহাদিগকে সাধারণভাবে তল্লাস করান হয় এবং তাহাদিগকে নিয়ত পাসপোর্ট সঙ্গে লইয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। এদিকে সহর বন্যায় প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। অত্যধিক বৃষ্টি হওয়ার ফলে হাই-হো নদীর জল ৮.৩ বৃদ্ধি পাইতেছে। জল বৃটিশ এলাকার লেভেল হইতে মাত্র তিন ফিট নীচে আছে।

সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার

মালয়ে যে সকল ভারতীয় রহিয়াছে তাহারা যাহাতে কিছু ভাল ব্যবহার পায় তৎসম্বন্ধে চেষ্টা করিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে মালয়-[illegible] বৃটিশ এলাকার [illegible] গত [illegible] মালয়ের ভারতীয় উকিলদের [illegible] আসিয়াছে।

[illegible]

[illegible] হইয়া গিয়াছে

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রী[illegible]—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে [illegible] পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-লিখিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান:—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত সুশীলরঞ্জন নাথ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাউল সঙ্গীত ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়[illegible] ।৵০
২২। ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপ শতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (বলদেবের টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ৩৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল বাংলা অর্থ ।০
২৭। [illegible] (সানুবাদ) ১৲
২৮। [illegible] (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। [illegible] ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫। গীতমালা /১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা ।০
৪০। শরণাগতি /০
৪১। গীতাবলী /০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব /০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্থপঞ্চক
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৵/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ /১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। [illegible] ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬। ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রী[illegible] ৵০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্য[illegible] ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। [illegible] ।০
৬৫। [illegible] ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ /০
৬৭। [illegible] ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন /০
৭১। বেদান্ত —ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টোলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵০
৭৩। সাইট অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবিজম ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়িস্টিক ফিলজফি অ্যাণ্ড [illegible] ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ([illegible]) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী /০
৮৪। শরণাগতি /০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি /০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

মায়াপুর-নদীয়া

১ম বর্ষ | ২৪ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৪শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ৯ই আগষ্ট '৩৯, বুধবার | ১৩৮শ সংখ্যা

"আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৪ পুরুষোত্তম, কৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

স্বতন্ত্রতা

——::)•(::——

আমরা অনেকে মঠবাসী হইবার অভিনয় করি; কিন্তু আমার মতলব সিদ্ধ না হইলেই অর্থাৎ মঠ বা গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের নিকট কিছু আদায় করিতে না পারিলেই মঠ ত্যাগ করিব—স্বাধীনভাবে বিচরণ করিব—এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া পড়ি। 'যদি কিছু আদায় করিতে না পারিলাম—কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, তবে মঠবাস করিয়া কি লাভ? সংসার ছাড়িয়া কি লাভ? বৈষ্ণবের অধীন (?) থাকিয়াই বা কি লাভ?"—আমাদের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি উপস্থিত হয়। আবার কেহ কেহ মনে করি, যখন মঠবাস করিয়া স্বতন্ত্রতার উদয় হয়, তখন গৃহে বাস করাই শ্রেয়ঃ। বস্তুতঃ গৃহব্রত হইয়া যে স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিবার পিপাসা বা স্ত্রীপুত্রের নিকট আরাম বা সেবা উপভোগের বাসনা—এই গুলি সমস্তই রিপুবশবর্ত্তিতা। রিপুর অধীন হইয়া পড়িলেই মানব বৈষ্ণবের আনুগত্য অপেক্ষা ভোগ বা ত্যাগ-পিপাসীর, বদ্ধ-পাগলামী ও বাতিক-পাগলামীর স্বতন্ত্রতাকে বহুমানন করিবার দুর্ব্বুদ্ধিতে নিকৃষ্ট অধীনতাপাশে বদ্ধ হইয়া পড়ে।

গুরুবৈষ্ণবের পূর্ণানুগত্য ব্যতীত পরমেশ্বরের প্রদত্ত স্বতন্ত্রতা-মহারত্নের সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইতে পারে না। গুরুবৈষ্ণবের যতটা শরণাগত না হইব, যতটা স্বতন্ত্র থাকিবার চেষ্টা করিব, আমরা ততটাই অচেতনতা লাভ করিব। মহতের চরণে অপরাধ, আনুগত্যের অভাব, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারই অচেতনতা।

যাঁহারা মঙ্গলকামী, যাঁহারা সত্য সত্যই অকপটে হরিভজন-পিপাসু, তাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, যখনই আমরা গুরুবৈষ্ণবে শরণাগত না হইয়া কোনও না কোনও প্রকারে স্বতন্ত্র থাকিয়া হরিসেবা, হরিকীর্ত্তনপ্রচার, হরিকীর্ত্তন, ভিক্ষা, মঠবাস, গৃহবাস বা যে কোনও কার্য্য করিতে চেষ্টা করি, তখনই মায়াপিশাচী বিমল স্বতন্ত্রতা-মহারত্নকে আবৃত করিয়া ফেলে, আমাদিগকে নানাপ্রকার অনর্থ ও অভাভিলাষের দাস করিয়া ফেলে। ইহা আমরা যে পর্য্যন্ত বুঝিতে না পারি, বুঝিতে পারিয়াও তাহা হইতে বিশেষ সতর্ক না হই, স পর্য্যন্ত আমাদের দুর্দ্দৈব ও অপরাধ অত্যন্ত প্রবল থাকে।

— ——

অনেক সময় এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, গুরুবৈষ্ণবের অধীনতা স্বীকার করিতে গেলে গুরুবৈষ্ণবের স্বতন্ত্রতা মানিয়া লইতে হয়; গুরুবৈষ্ণব যদি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইতে পারিলেন, তবে আমরা কেন অস্বতন্ত্র বা অধীনতন্ত্র থাকিব? আমরাও গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের সমান হইব। এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি যুক্তির দ্বারা আপাত সমর্থিত হইলেও ইহা আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মায়া পরতন্ত্র করিয়া থাকে। গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সমান পদবীতে আরোহণের চেষ্টা দম্ভ-সম্প্রদায় বিশেষে সাধন ও সাধ্য বলিয়া গণিত হয়। তাহাই অহংগ্রহোপাসনা, তাহাই পাষণ্ডতা, অসুরত্ব।

———

গুরুবৈষ্ণবের গুরুত্ব ও বৈষ্ণবত্ব কিরূপে প্রকাশিত হইল? তাঁহারা পূর্ব্বগুরু, আচার্য্য বা ভগবানে সর্ব্বতোভাবে শরণাগত, প্রপন্ন বলিয়াই তাঁহাদের গুরুত্ব ও বৈষ্ণবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। যিনি সম্পূর্ণ শরণাগত শিষ্য না হইয়াছেন, তিনি কোনও দিন বৈষ্ণব ও গুরু হইতে পারেন না। যিনি তাঁহার সর্ব্ব স্বতন্ত্রতা কৃষ্ণপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ গুরু ও বৈষ্ণব। কাজেই গুরু বা বৈষ্ণব কখনও "আমি স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, সুতরাং সকলের প্রভু মুক্তবিধাতা, নিগ্রহ-অনুগ্রহ-কর্ত্তা"—এইরূপ দাম্ভিকতাময়ী ভোক্তৃ-অভিমানে কবলিত হইয়া অপরের প্রতি প্রভুত্বকামী হন না। যাহার ঐরূপ বিচার, সে ব্যক্তি মায়ার অধীন, তাহাতে কখনও সর্ব্বস্বতন্ত্র গুরু বা বৈষ্ণবের আসন দেওয়া যাইতে পারে না।

————

স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রভু হইতে পারিলে আমাদের যতটা উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, কর্ম্ম-তৎপরতা প্রকাশ হয়, গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে সেরূপ উৎসাহ হয় না। আনুগত্য করিতে হইলে চিত্ত কাহারও যেন নত মরা হইয়া পড়ে। ইহার কারণ কি? এতদ্বারা—আমরা সেবা চাহি না—অনেকতা বা বাহ্যপ্রভুতাকেই আদর করি। অন্যাভিলাষ বা কামচরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইলে আমাদের উৎসাহ হয়, কিন্তু কৃষ্ণকামচরিতার্থ করিবার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে আমরা নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি। এই গুলি সকলই অনর্থ-চিহ্ন। গুরুবৈষ্ণবের চরণে একান্ত ভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে কপাল কুটিয়া এই সকল দুষ্টদের কাহিনী নিষ্কপটে জানাইতে হইবে, শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গের মনঃশিক্ষা অন্তরে বিধাইয়া পাঠ, কীর্ত্তন ও অনুষ্ঠান করিতে করিতে মুক্ত সজ্জনের সহিত ঐরূপ অসৎ স্বতন্ত্রতার মায়া হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। অহরহ সাধুদের হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, দুঃসঙ্গ ও দুঃসঙ্গরূপ পরিত্যাগ, ভজনের

যাবতীয় অনুকূল বিষয়সমূহ স্বীকার করিয়া ঐ মুমুক্ষুকে বিতাড়িত করিতে হইবে। হরিভজন করিতে আসিয়া আমি স্বতন্ত্রতার সমর্থক যেন না হই। ভাগবতগণের—হরিভজনের মূলকথা গুরুবৈষ্ণবানুগত্য, ইহা যেন এক মুহূর্ত্তে চিত্তেরও পরিত্যাগ না করি; যখনই দুষ্ট মন স্বাতন্ত্র্যের প্রতি বিদ্রোহী হইতে চাহিবে, তখন দুষ্ট মনকে বৈষ্ণবের পাদত্রাণ দিয়া সহস্র সম্মার্জনীর শাসন করিতে হইবে, বহির্মুখগণের স্বতন্ত্র জীবনের দুঃখের কথা চিন্তা ও বিচার করিয়া শ্রীরূপানুগবর্গের ও পূর্ব্বাচার্য্যগণের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে হইবে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বহির্মুখ স্বতন্ত্র জীবনের দুঃখ ও শরণাগত জীবনের যে কথা জানাইবার জন্য শরণাগতিতে কিরূপ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কত উপদেশ দিয়াছেন।

দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র-জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও-পদবরণে॥

পরমমুক্ত পুরুষগণ মুক্তগণেরও আদর্শ—কেহই শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য-রাহিত্য বা স্বতন্ত্রতাকে কামনা করেন না—বৈষ্ণবের আনুগত্যবিহীন জীবনের ন্যায় দুর্দ্দশা যেন কাহারও—অতি বড় শত্রুরও উপস্থিত না হয়—স্বতন্ত্রজীবনের ন্যায় এরূপ অভিশপ্ত জীবন আর কিছুই নাই।

ব্রজবাসিগণ পরমমুক্ত হইয়াও ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্য অধীনতারই কাঙ্গাল। পরমমুক্ত [illegible] পাদপদ্মের আনুগত্যই কামনা করেন।

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥

—প্রকৃত প্রীতি আরম্ভ করিয়া কাজের বেলায় ভাগবত ও গুরুবর্গের আনুগত্য করিলে বা 'কিছুদিন আনুগত্য করিয়া দেখা গিয়াছে, উহা আর ভাল লাগে না,—এখন স্বতন্ত্র জীবন যাপন করা যাউক', এরূপ দুর্বুদ্ধির কবলে কবলিত হইলে স্বাধীনতা ত' লাভ হইবেই না বরং যৎকিঞ্চিৎ মঙ্গলের পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, তাহা হইতে অনেক পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িব—মায়ার নিকটে অধিকতর বদ্ধ হইয়া পড়িব—শরণাগতি ব্যতীত অন্য কোনও উপায় নাই, পথ নাই, গতি নাই, স্থান নাই।

পূর্ব্বাভিমান অর্থাৎ অহংমম-বুদ্ধিই আনুগত্যহীনতার মূল গুরুবৈষ্ণবের পরিচর্য্যা অর্থাৎ তাঁহাদের সর্ব্ববিধ শাসনে শাসিত না হইলে স্বতন্ত্রজীবনের দুষ্টকামনার বীজ বিনষ্ট হয় না। গুরুবৈষ্ণবের শাসনই তাঁহাদের কৃপা, সেই শাসনকে মঙ্গলময় বলিয়া বরণ ও অনুগামী জীবনকে নিয়মনই সেই কৃপাবরণ। জড়পদার্থবৎ হইয়া গুরু-বৈষ্ণবের শাসনবাক্য শুনিলাম, অথচ তদনুযায়ী জীবনযাপনে মনোযোগী ও তৎপর হইলাম না, তদ্বারা কোনও মঙ্গল হইবে না।

যাহার হরিভজন করিতে হইবে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বদিকে সচেতন থাকিতে হইবে, অচেতন, অনুৎসাহ, মনমরা স্বতন্ত্র-বিচার-পরায়ণ, আত্মস্তরী, দাম্ভিক ও সমালোচক মনে ও কার্য্যে অসৎসঙ্গের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, শিক্ষায় আলস্যপরায়ণ হইলে আনুগত্যপূর্ণ জীবনকে নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের বিঘ্নকারক বলিয়া মনে হইবে ও তৎপরিত্যাগের জন্য নানাপ্রকার কপটতার আশ্রয় করিতে হইবে।

স্বতন্ত্রতায় স্থায়ী সুখ নাই, অশোক ও অভয় হইবার কোন আশা নাই। স্বতন্ত্রতা আলেয়ার ন্যায়—মরীচিকার ন্যায়, মায়াবীর ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে বঞ্চনা করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা দুঃখের সমুদ্রে পাতিত করিয়া অনুক্ষণ ত্রিতাপ-ক্লেশে দগ্ধ করিয়া থাকে। অতএব এইরূপ স্বতন্ত্রতার আপাত-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবে শরণাগতির একমাত্র বাঞ্ছনীয় সুনিশ্চিত নিত্যমঙ্গলের পথ যেন পরিত্যাগ না করি।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:-১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

ভয় ও সংশয়

দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে ভয়ের উৎপত্তি হয়। ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্রভাবে দ্বিতীয়-বস্তু-প্রতীতি, যাহা দুঃখে হয়, তাহাই মায়া। যাহাতে যতক্ষণ অভিনিবেশ থাকে, ততক্ষণই জীবের ভয় হইয়া থাকে।

সাধারণ ভোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই ভীতি-গ্রস্ত। ভোগী সংসারে যে সকল বস্তুতে আসক্ত হয়, উহা নশ্বর। কোন্ মুহূর্ত্তে উহা সমস্ত সুখকে দুঃখে পরিণত করিয়া কালের কবলে কবলিত হয়, এই চিন্তায় ভোগী সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকে। ধ্বংসশীল বস্তুর প্রতি আসক্তি বা অভিনিবেশ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত ভোগী জীব নির্ভয় হইতে পারে না, সুতরাং শান্তিও পায় না।

নশ্বর বস্তুর প্রতি আসক্ত হইলে উহার অনিত্যতা চিত্তকে সতত অস্থির করিবেই, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, জড়ের হেয়ত্ব-দর্শনে উহার প্রতি স্বভাবে বিরক্ত হইয়া যাঁহারা জড়নিরসন করিয়া চিদ্বস্তুর প্রতি অভিনিবিষ্ট হইতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাও নির্ভয় হইতে পারেন না। চিদনুশীলনকালে অনুশীলনীয় বস্তু এবং অনুশীলনকারীতে পাছে মায়া আসিয়া প্রবেশ করে, ইহাই ভয়। ভোগ্য জড়বস্তু পাছে হারাইতে হয়, ইহাই ভোগীর ভয়, আর ত্যাজ্য জড় বা অচিৎ পাছে কোনক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়, ইহাই ত্যাগীর ভয়। ভয়ের মাত্রাটি উভয়েরই সমান। বলিতে কি, এই ভয়েই নির্ব্বিশেষবাদের সৃষ্টি। মহাজন গাহিয়াছেন—

জড়-প্রতি ঘৃণা করি', ত্যজিতে প্রেমের হরি,
স্বরূপ লাভেতে কর ভয়।
স্মরণ করিতে ধ্যান, পাছে জড় পায় স্থান,
এই ভয়ে ভাব ব্রহ্মময়॥

জড়ের প্রতি নির্ব্বিশেষবাদীর বিলক্ষণ ঘৃণা। পাছে সে ঘৃণিত জড়ত্ব ভগবত্তত্ত্বে স্থান পায়, ইহা মনে করিয়া নির্ব্বিশেষবাদীর উদ্বেগের সীমা নাই। ভগবানকে বিলাসবান্ বাস্তব-সাত্ত্বত "হরি"-রূপে নির্ব্বিশেষবাদী কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিবে না। হরির চিন্ময়রূপ, গুণভেদ এবং হরির সহিত জীবের প্রভু-দাসভাব সম্বন্ধ নির্ব্বিশেষবাদীর নিকট আদর পায় না। বিলাস, বৈচিত্র্য বা বিশেষ স্বীকার করিলেই মায়া আসিয়া পড়িবে, ইহাই নির্ব্বিশেষবাদীর ভয়। বিলাসেই স্বতন্ত্রতার প্রকাশ এবং স্বতন্ত্রতাই চেতনতার লক্ষণ। কিন্তু নির্ব্বিশেষবাদীর চিত্তের স্বীয় স্বাধীনতাটি প্রতিষ্ঠিত না করিয়া জড় হইতে নিজেকে পৃথক্ রাখিতে পারে না; বরং উহা চিরদিনই মায়াসম্ভোগ্য। ভয়ের মূল—দ্বিতীয়াভিনিবেশ এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশের মূল অবিদ্যা বা মায়া। নির্ব্বিশেষবাদীর এই যে ভয়, ইহার মূলেও আছে দ্বিতীয়াভিনিবেশ; অথচ নির্ব্বিশেষবাদী দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বস্বীকারে অনিচ্ছুক। মায়া বা অবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা বা কল্পনা—ইহাই নির্ব্বিশেষবাদীর যুক্তি। অথচ সেই কল্পিত মায়ার আক্রমণ কল্পনা করিয়া নির্ব্বিশেষবাদী সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত। বস্তুতঃ নির্ব্বিশেষবাদীর চিদ্বস্তুর প্রতি অভিনিবেশ নাই, তাহার যেনতেন অভিনিবেশই জড়-নিরসনের প্রতি; ভোগীর অভিনিবেশ ভোগ্য জড়দ্রব্যে, আর ত্যাগীর অভিনিবেশ ত্যাজ্য জড়দ্রব্যে। নির্ব্বিশেষবাদী জড়-বস্তুকে অচিদ্বিলক্ষণ চিৎপদার্থ ও নিজকে ব্রহ্ম বলিয়া কেবলব্রহ্মবাদ স্থাপনপূর্ব্বক মায়াকে মিথ্যা, কল্পনা বলিয়া সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে যত চেষ্টাই করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তাহার দৃষ্টি জড় ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পায় না, তাহার চিন্তাও জড়কে অতিক্রম করিতে পারে না। এইজন্য চিদ্বিলাসে যাঁহারা বিলাসী, তাঁহাদের নিকট নির্ব্বিশেষবাদীর চিন্মাত্রবাদ মায়াবাদ-মাত্র। মায়াবাদে বিশুদ্ধ মায়া ব্যতীত আর কিছুই নাই।

মায়া বা জড়ের প্রতি অত্যন্ত গাঢ় অভিনিবেশফলেই এই ভয়ের উৎপত্তি হয়। ভগবানকে অভক্ত মায়া দূষিত করিতে পারে, অপ্রাকৃত বস্তুতে জড়ের ভালমন্দ-বিচার স্থান পাইতে পারে, এই ভয়ই মায়াবাদের স্বরূপ-লক্ষণ। শঙ্করানুগত বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী প্রকাশ্যে ভগবানের চিদ্বিলাস, চিদ্বিগ্রহ অস্বীকারকারী নির্ব্বিশেষবাদীই যে কেবল মায়াবাদী, তাহা নহে। মায়াবাদ যে সর্ব্বদাই স্পষ্টাকারে প্রকাশিত হয় বা হবে, এমন কোন কথা নাই। সেব্য-ভগবান্ ও সেবক-ভগবান্ অর্থাৎ বিষয় ও আশ্রয়ের নিত্য বাস্তবতা, অতীন্দ্রিয়ত্ব, অপ্রাকৃতত্ব মুখে স্বীকার করিয়াও অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে মায়াবাদের আবাহন হয়। যেখানে অধোক্ষজ ভগবান্ ও ভাগবতের নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রতা খর্ব্ব করিবার ইচ্ছা যে-কোনও আকারে উপস্থিত হয়, অধোক্ষজের প্রতি যেখানে মৎসরতা বর্ত্তমান, সেখানে মুখে যাহাই বলা হউক না কেন, অন্তরে অধোক্ষজ-বিলাস-বিরোধী মায়াবাদ-বিষই পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। শ্রীগুরু [illegible]

আসিলেই অর্দ্ধমুক্ত জীব হয় ভোগী হইবে, না হয় ত্যাগী হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভয় আসিয়া উপস্থিত হইবে। জড়াভিনিবিষ্ট বদ্ধজীব নিজকে জড়পদার্থ বলিয়াই জ্ঞান করে। স্ব-স্বরূপজ্ঞান না থাকায় হরি-গুরু-বৈষ্ণবের স্বরূপদর্শনও তাহার হয় না। হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে মুখে অধোক্ষজ বলিয়া স্বীকার করিয়াও বস্তুতঃ প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী তাঁহাদের কৃপালোকে তাঁহাদের স্বরূপদর্শনের যত্ন না করিয়া একটা কল্পনামাত্র হৃদয়ে পোষণ করে। কিন্তু অধোক্ষজ তত্ত্ব বদ্ধজীবের কল্পনানুযায়ী প্রকাশিত হন না। নির্ব্বিশেষবাদীর পদ্মযোনার মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাঁহার স্বেচ্ছাক্রমে তিনি প্রকাশ করেন। ইহা তাঁহার অপার করুণা হইলেও ভীতিগ্রস্ত নির্ব্বিশেষবাদীর চক্ষু অধোক্ষজবিলাসকে জড়বিলাসই দেখে। জড়ের প্রতি তাহার বিষম ঘৃণা; কাজেই অধোক্ষজের বিলাসকেও সে জড়জ্ঞানে হেয় বোধে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। জড় হেয় বটে, কিন্তু স্বরূপ ত' আর হেয় নহে। জড় নিরসন করিতে গিয়া স্বরূপ পরিত্যাগ করিতে হইবে না, ইহা ভীতিগ্রস্তের বিচারে স্থান পায় না। অধোক্ষজ-স্বরূপ অধোক্ষজের মায়াবাদী বিচারই করে না। কিন্তু প্রচ্ছন্ন-মায়াবাদী তত্ত্ববস্তুটি যে অতীন্দ্রিয়, অধোক্ষজ—ইহা স্বীকার করে। স্বীকার করিয়াও তাঁহার চতুর্দ্দিকে নিজের গণ্ডী সৃষ্টি করিতে উদ্যত হয়। তাহাদের ধারণা—অধোক্ষজকে বদ্ধজীবের অবধারণার আসামী হইতেই হইবে, স্বতন্ত্রতাহীন, স্বতঃকর্তৃত্বহীন, মনোধর্মের পুতুল হইতে হইবে। যতক্ষণ বদ্ধজীব তাহার মায়িক ধারণার অনুকূলে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, ততক্ষণই তিনি চিন্ময় থাকিবেন, আর যখনই স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করিবেন, তখনই তিনি জড়বস্তু হইয়া যাইবেন; ভীতিগ্রস্তের ইহাই বিচার। বদ্ধজীব অধোক্ষজ সম্বন্ধে যাহা কল্পনা করে বা যাহা ধারণা করে তিনি যদি তাহা হইতেন, তাহা হইলে তিনি নির্ব্বিশেষই হইয়া পড়িতেন, প্রাকৃত হইয়া যাইতেন; কিন্তু বাস্তবিক তিনি তাহা নহেন। যতদিন বদ্ধধারণা প্রবল থাকিবে, ততদিন এই দেহ উপলব্ধ হইবে না। অধোক্ষজ তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিলেও মায়াবাদ-সম্প্রদায় তাহা দেখিতে পাইবে না। [illegible] বিচার অর্থাৎ শ্রৌতপথে গুরুপাদপদ্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার বিচার পরিত্যাগ করিয়া নিজের অবধারণা বা তর্কপথকে অবলম্বন করিতে গেলেই বিচারাভিনিবেশ প্রবল হইবে। তখন হয় ভোগী হইয়া জড়ে স্বরূপবুদ্ধি করিয়া সর্ব্বদা ভীতিগ্রস্ত থাকিতে হইবে, নতুবা ত্যাগী নির্ব্বিশেষবাদী হইয়া স্বরূপবিলাসকে জড়বুদ্ধি করিয়া উহাকে স্বীকার করিতে ভীত হইতে হইবে।

এই ভয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আসে সংশয়। সংশয় নাস্তিকতারই প্রচ্ছন্ন রূপ। সংশয়াত্মা অবিশ্বাসী। শাস্ত্র, সাধু, গুরু-সকলের প্রতিই তাহার অবিশ্বাস। শরণাগত বিশ্বাসী; কিন্তু সংশয়াত্মা বিশ্বাসী নহে। সংশয়াত্মা নাস্তিক। তবে এই নাস্তিকতা স্পষ্ট নহে, প্রচ্ছন্ন। কারণ, নাস্তিক হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে স্পষ্টভাবে উপেক্ষা করে; তাঁহাদের বাক্য স্পষ্টভাবে অবহেলা করে। সংশয়াত্মা বাহিরে আনুগত্যের ছলনা করে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সে অনুগত নহে। মাপিয়া লইবার বুদ্ধিই তাহার যোলআনা। হরি-গুরু বৈষ্ণবের অধোক্ষজত্ব মুখে স্বীকার করিয়াও যাহারা অন্তরে উহা অবিশ্বাস করে, তাহারাই সংশয়যুক্ত। নিত্য আনুগত্যের ছলনাযুক্ত মায়াবাদীই সংশয়াত্মা। মায়াবাদী ভীতিগ্রস্ত, আর নাস্তিক—দম্ভপরায়ণ। সংশয়াত্মা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক ও প্রচ্ছন্ন মায়িক; সুতরাং সে মায়াবাদী ও নাস্তিক হইতেও অধিকতর নিন্দনীয়। সংশয়াত্মার লক্ষণ এই যে, তাহার যতকিছু সংশয় সমস্তই সাধুগুরু ও তাঁহাদের বাণীর প্রতি। সংশয়াত্মার নিজের প্রতি সংশয় নাই, নিজের প্রতি তাহার অখণ্ড বিশ্বাস। নিজেকে সে বদ্ধজীব বলিয়া জানে। বদ্ধজীবের ধারণা প্রাকৃত, দর্শন অসম্পূর্ণ, বদ্ধজীবের বিচার ভ্রমময়—ইহা সমস্তই স্বীকার করে; কিন্তু স্বীকার করিয়াও নিজের প্রতি তাহার অন্ধবিশ্বাস। আমাদের হৃদয়ে শত শত অনর্থ, অসাধুভাব, কপটতা, কুটিনাটি, আমাদের বিচারে হেয়তা, অসম্পূর্ণতা, ভ্রম থাকা সত্ত্বেও আমরা ঠিক আছি, আমাদের মধ্যে কোন গোলযোগ নাই। যত দোষ, যত অপরাধ গুরুবৈষ্ণবই করিয়া থাকেন—এই বিচারে গুরুবৈষ্ণবের প্রতি বিচারদণ্ড প্রয়োগে সংশয়াত্মা সর্ব্বদা উদ্যত।

সংশয় ও জিজ্ঞাসা এক বস্তু নহে। সম্পূর্ণ স্বরূপজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা থাকে। সাধকমাত্রেই জিজ্ঞাসু। কিন্তু সংশয়াত্মা ও জিজ্ঞাসুর ভেদ এই যে, জিজ্ঞাসু—শরণাগত; তিনি অবিশ্বাসী নহেন। হরি, গুরু ও বৈষ্ণবের সকলই ভাল: তাঁহাদের কোন দোষ নাই। তাঁহাদের চরিত্রে যে আপাতবিরোধ দৃষ্ট হইতেছে, উহা প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের চরিত্রে নাই। আমাদের বিচারে ত্রুটি আছে বলিয়া আমরাই বিরোধ দেখিতেছি। তাঁহারা যে ভূমিকায় অবস্থিত সেই ভূমিকায় পৌঁছিতে পারিলে এই বিরোধ দর্শন আর হইবে না—এই বিচারে দৃঢ় আস্থা রাখিয়া জিজ্ঞাসু reconcile করিতেই যত্ন করেন, সংশয়াত্মার ন্যায় গুরুবৈষ্ণবকে সংস্কার করিতে চান না। গুরুবৈষ্ণবের ভূমিকায় উপস্থিত হইয়া চিন্ময় চক্ষুদ্বারা গুরুবৈষ্ণবের পূর্ণ চিদানন্দবিগ্রহ দর্শন করিব—ইহাই জিজ্ঞাসুর বিচার। আর স্বয়ং জড়ে আবদ্ধ থাকিয়া গুরুবৈষ্ণবকেও জড়েই নামাইয়া আনিব, নিজেকে জড়পিণ্ড জানিব, গুরুবৈষ্ণবকেও জড়পিণ্ডরূপেই দেখিব—ইহাই সংশয়াত্মার বিচার। আপাতদৃষ্টিতে সংশয়াত্মা ও জিজ্ঞাসুকে একভূমিতে অবস্থিত মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। একই আকাশে অবস্থিত হইয়াও চাতকের দৃষ্টি ঊর্দ্ধদিকেই থাকে; কিন্তু শকুনের দৃষ্টি থাকে নিম্নে, গলিত মাংসের প্রতি। মাংসলুব্ধ সংশয়াত্মা যত উচ্চবিষয়ের বিচারই করুক, তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিবে জড়ের প্রতি।

জিজ্ঞাসুর standard ঠিক আছে। তিনি জানেন, তর্ক নিরপেক্ষ। তর্কের বিচারে অতর্ক্য কখনও প্রমাণ হইতে পারে না। সেই মানদণ্ডটিকে ঠিক রাখিয়া তিনি যাহা কিছু বিরোধ দেখিতে পান তাহার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু সংশয়াত্মার মানদণ্ড নাই, আর থাকিলেও শাস্ত্র-সাধুবাক্য তাহার মানদণ্ড নহে, তাহার প্রচ্ছন্ন নাস্তিকতা বা মাপিবার বুদ্ধিই তাহার মানদণ্ড। মাপিয়া লইব—ইহাই সংশয়াত্মার মূলমন্ত্র।

ভয় বা সংশয় আত্মার নহে; উহা বিকৃত জড় মনের বৃত্তি। কিন্তু প্রকৃত জিজ্ঞাসায় কপটতা নাই। তাহাতে উন্মুখতা, অথবা অনুশীলন আছে। ভয় ও সংশয় কপটতা-মাত্র।

সংশয়াত্মাও অনেক সময় জিজ্ঞাসার ভাণ করে। সংশয়াত্মা বলিয়া থাকে, আমি যখন বদ্ধজীব, বদ্ধ ধারণা করাই আমার স্বভাব, ইহার অতিরিক্ত কিছু বলিলে আমি যখন বুঝিতে পারি না, তখন আমাকে আমার উপযোগী করিয়াই উপদেশ দেওয়া হউক। প্রকৃতপক্ষে উহা সরল জিজ্ঞাসা নহে, কপটতা মাত্র। স্বরূপে কাহারও বদ্ধতা নাই; বদ্ধধারণা পোষণ করাও স্বরূপের স্বভাব নহে। যাহা ঘটনাক্রমে আসিয়া গিয়াছে, তাহাকে দূর করাই দরকার। বদ্ধতা রাখিয়া দিয়া মুক্তের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইবার ইচ্ছার আন্তরিকতা নাই। স্বরূপের স্বভাবে সন্দেহ, সংশয় বা অজ্ঞানতা—কিছুই নাই। আমার স্বরূপের উপর যে অস্বচ্ছ আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা যাহাতে দূর হয়, তাহার কৌশল তাঁহারাই জানেন, যাঁহারা স্বয়ং স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। আমি যাহা কল্পনা করি, তাহা উপায় নহে। যাহাতে আমি আমার স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, সেইজন্যই গুরুদেবের পবিত্র পাবনলীলা [illegible] নিত্য প্রকট রহিয়াছে। গুরুদেবের সেই লীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিবার অকপট আকাঙ্ক্ষা লইয়া প্রণিপাত ও সেবা-সংকারেই পরিপ্রশ্ন আসিবে। স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যই জিজ্ঞাসা। 'আমি বদ্ধ, এ ধারণাটি দৃঢ় করিয়া রাখিয়া বদ্ধতার উপযোগী করিয়া স্বরূপের কথা বলা হউক;' এ কথা বলা নিরর্থক। বদ্ধতার উপযোগী অর্থাৎ বিমুখ মন যাহাকে রুচিকর বলিয়া গ্রহণ করিবে, সেইরূপ রুচিতৃপ্তিকারিণী কথা স্বরূপের কথা নহে। বদ্ধতার উপযোগী কথা দ্বারা বদ্ধতাই বৃদ্ধি পাইবে। বদ্ধতা কিছু আমাদের স্বরূপ নহে। স্বরূপের কথা অবিমিশ্ররূপে কীর্ত্তিত হইলেও তাহা উপলব্ধি করিবার সম্পূর্ণ যোগ্যতা আমাদের আছে বলিয়াই জড় জগতে বৈকুণ্ঠের অবতার; তাহা না হইলে উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইত। আমরা যদি নিষ্কপট ও বিশ্বাসী হই, তাহা হইলে স্বরূপের বার্ত্তা আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য কখনই হইবে না, বরং উহাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজরূপে প্রতিভাত হইবে। গুরুপাদপদ্ম হইতে সহজ সরল পারমার্থিক প্রাঞ্জলতা লাভ হইলেই স্বরূপ-জিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারী হওয়া যায়। গুরুদেবের সেই অধিকারদানে কোন প্রকার কুণ্ঠা নাই। কিন্তু গুরুপাদপদ্ম হইতে স্বরূপের পরিচয় লাভ করিবার পূর্ণ অবকাশ পাইবার পরও যদি "আমি বদ্ধ" এই জ্ঞানই প্রবল রহিল এবং গুরুদেব-কীর্ত্তিত বাণীবস্তুকে বিজাতীয় বোধ হইল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, গুরুদেবের কৃপা-প্রভাবে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। তাঁহার জিজ্ঞাসাও সরলভাব ভাণমাত্র; কারণ, প্রকৃত-পক্ষে তিনি জানিতে চাহেন না।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সম্প্রদায়ের কথা। নবমা ও সাধুসঙ্গ - সর্ব্বার্থসাধক ৬৬

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ[illegible]
প্রাচীন নবদ্বীপ, অধুনা শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীব্রজপত্তনের ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত্ন-শালিগ্রামযন্ত্রে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, প্রত্যহ চতুর্থ বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট
প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীনারায়ণীর ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোতপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
বাটিয়ারী —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুখকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধবগৌড়ীয়মঠ
বালিয়াটি পোঃ বারদি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ গণ্ডারিয়া, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৩নং পানাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
বাঁকীপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ
[illegible], বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়
বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
[illegible], বৃন্দাবন

(৩৯) ব্রজানন্দ-সুখদকুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়বাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
নন্দা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাগ্রাম,
পোঃ হোডল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং কেনিং রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল, বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ
আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম
পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৪।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়
নন্দকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৶০	৷৶০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲	
এক কলম ১৪৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১৪৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যা৷০ ভিক্ষা মাত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের ষট্‌পঞ্চাশৎ বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কালানুসারে ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কালানুসারে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বাংলা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে : বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধু ও সচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদ্বান ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুবিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ বিজ্ঞাসু ও সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথামৃত কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম প্রদানপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের সাম্বৎসরিক বিরহ-তিথি-পূজা বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। সাধকগণের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্‌শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক ডঃ আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতরত্ন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম্‌-এ মহোদয়ের শ্রেষ্ঠ গবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া ধর্মাধর্ম দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই গ্রন্থ, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৪শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত শব্দ ও সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ সুন্দররূপে প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর পোঃ—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(*)::———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য লীলাচরিত এতাবৎকাল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বিলম্বে পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের ভক্তেন্দ্র সিদ্ধান্তনিষ্ঠ সুলেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী খণ্ড হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু [illegible] নির্ঘণ্টমালা ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা, ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(•):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ২৪৩।১নং আপার সার্কুলার রোড; ১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর মাইষ্টাটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উৎকল কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

——যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ ৪-৩৩ ৬ ৯-২৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৩ ১৭-৫৬ ২২-২৩

রাণাঘাট পৌঃ ১০-১০

(বদল) ছাঃ ৯-৩৩ ১৪-৫০

কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ১০-৪৫ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৭-২৮

(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-২৬

নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৩ ২১-৪

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬

রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫

ছাঃ ১৩-০

শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬

(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৯

ছাঃ ১৪-৩০

নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ -৪৫ ৯-১৪ ১৩-৩১ ১৯-

কৃষ্ণনগর পৌঃ [illegible] ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১১ ২১-১০

ছাঃ ৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৩ ১৯-২০

রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৩০

(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪০

কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৫১ ২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮

ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩৩

শান্তিপুর পৌঃ ১৬-১ ১৮-১৪

(বদল) ছাঃ ১৬-৩৩ ১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (শনিবার)

রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৫

(বদল) ছাঃ ১৭-৪৩ ১৯-১৪ ২১-৫০

কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০ ২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible]

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৶০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৶০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪৬ ১০ই আগষ্ট, ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার | ১৩৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

নানাস্থানে ঝড়বৃষ্টি

মুর্শিদাবাদে

গত ৩০শে জুলাই, রবিবার দিন হইতে জেলার প্রায় সর্বত্র প্রবলভাবে বারিপাত আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ বৃষ্টি বাড়িতে থাকায় ৩১শে ঘণ্টাকার মধ্যে প্রায় সম্পূর্ণরূপে জলে প্লাবিত হইয়া যায়, ফলে অনেক জায়গার শস্যাদি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রামের প্রায় সকল পথ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। বিশেষ করিয়া দরিদ্র ব্যক্তিগণ বাড়ী ছাড়িয়া বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে। খাদ্যাভাবে তাহারা বিশেষ প্রপীড়িত। জঙ্গীপুর, কান্দী, জিয়াগঞ্জ ও বহরমপুর প্রভৃতি স্থানের অবস্থা শোচনীয়।

নদীয়ার পাগলা চণ্ডীর জলে আশঙ্কাজনক ভাবে

৮ দিন যাবৎ অবিরাম বৃষ্টি হওয়ায় এবং ঝটিকাবর্তের সহিত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় এতদঞ্চলের সকল নদীর বিশেষ বৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে। একে এই অবস্থা, তাহার পর গত বৎসর ও কুমারে জুটিয়া চাঁদপুর ও মহকুমা বেড়ার বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাড়ী ঘরের জল চারিদিকে প্রবলবেগে সমস্ত ভাসাইয়া দিয়া চলিয়াছে। বহু চালাঘর ও মাটির ঘর ভূমিসাৎ হওয়ায় অনেকেই গৃহহীন হইয়াছে। পাগলাচণ্ডীতে ভীষণ স্রোত হইয়াছে এবং উক্ত নদীতে একটি বালক, অদ্যাবধি তাহার মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। এ অঞ্চলের সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া বন্যা গত বৎসরের ন্যায় ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে।

সুরাজনগরে

গত ১লা আগষ্ট এই অঞ্চলে ভীষণ ঝড় হইয়া গিয়াছে। একদিন ও এক রাত্রিতে প্রায় ৩ফুট জল বৃদ্ধি পায়। পথঘাট ও ধানক্ষেত ডুবাইয়া দিয়াছে। ৩১শে আগষ্ট রাত্রি হইতেই ঝড় হইতে থাকে। উহা ২রা আগষ্ট সকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহাতে এ অঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। চাঁদপুর বাজার করিয়া ফিরিবার কালে ভীষণ ঝড়ে পড়িয়া বিলে নৌকা ডুবিয়া জনৈক মৃত্যু হইয়াছে এরূপ সংবাদ আসিয়াছে।

রুশ বৈমানিকদের কৃতিত্ব

উত্তর ককেশাসে লাল ফৌজের সমস্ত প্যারাশুটিষ্টের যে সমাবেশ হয়, তাহাতে ২৯জন প্যারাশুটিষ্ট ৫। মাইল উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন।

তাঁহারা দুইটি বড় বিমানপোতে যাত্রা করিয়া উপরে উঠেন। ভূপৃষ্ঠে তখন তাপ ছিল ৮৬ ডিগ্রি। তাঁহারা উপরে সাত হাজার মিটার উঠিয়া যান; সেখানে তাপ ছিল শূন্য ডিগ্রি হইতে ৪৫ ডিগ্রি কম; অর্থাৎ প্রচণ্ড শীত।

৭৫০০ মিটার বা ৪। মাইল উপরে উঠিয়া প্যারাশুটিষ্টগণ প্রায় একসঙ্গে বিমানপোত হইতে নীচে লাফাইয়া পড়েন। অত উচুতে বাতাসে অক্সিজেন অত্যন্ত কম থাকে সে জন্য প্রত্যেকে অক্সিজেন মুখোস এবং বিশেষ পোষাক পরিয়াছিলেন।

২৯ জনের মধ্যে একজন ছিলেন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্যারাশুট ক্রীড়ায় অধিনায়ক। লাফাইয়া পড়ার পর তিনি যখন প্যারাশুট খুলিতে যাবেন প্যারাশুটের ফিতা তাঁহার অক্সিজেন-মুখোস ও পশুলোমের বুট জুতায় আটকাইয়া যায়। ফলে অক্সিজেন-মুখোস ও জুতা খুলিয়া যায়। কিন্তু তিনি এই সঙ্কটেও বুদ্ধি হারান নাই। তিনি অক্সিজেনের নলটি দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া নিঃশ্বাস লইবার ব্যবস্থা করেন। শীত হইতে বাঁচিবার জন্য পা-খানা বাঁচাইবার জন্য তিনি উহা অন্য জুতার মধ্যে কোনরকমে ঢুকাইয়া দেন এই-ভাবে হাত ভরি.ভর নল এবং এক জুতার দুই পা—তিনি বিনা দুর্ঘটনায় ভূমিতে অবতরণ করেন।

লাল ফৌজ তাঁহার প্যারাশুট বাহিনীর জন্য বিখ্যাত। তথাপি এই সম্মিলিত লম্ফ তাহার পক্ষে এক অপূর্ব কৃতিত্ব হইয়াছে। সমস্ত ব্যাপারটা অতিশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয়।

প্রতিকূল আবহাওয়া এবং প্রবল বায়ু সত্ত্বেও প্যারাশুটিষ্টগণ ঠিক পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানেই অবতরণ করেন।

ত্রিশক্তি চুক্তির আলোচনা

মস্কোতে বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েটের মধ্যে যে ত্রিশক্তিক আলোচনা চলিতেছে তাহার অচল-অবস্থা দূর করিবার জন্যই মস্কোতে মিঃ উইলিয়ম ষ্ট্রাং-এর সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। তদনুযায়ী মিঃ ষ্ট্রাং আগামী সপ্তাহে লণ্ডন প্রত্যাবর্তন করিবেন। মিঃ ষ্ট্রাং ত্রিশক্তি চুক্তির আলোচনা ব্রিটিশ রাজদূত স্যার উইলিয়ম সীডসকে সাহায্য করিবার জন্য মস্কো গিয়াছিলেন।

ব্রিটিশ ও ফরাসী সামরিক প্রতিনিধি দল মস্কো যাত্রা করিয়াছেন। সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মিঃ মেইস্কি তাহাদিগকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

মস্কো সংবাদে প্রকাশ যে, মিঃ ষ্ট্রাং সোমবার বিমানযোগে লণ্ডন যাত্রা করিবেন। অতঃপর স্যার উইলিয়ম সীডস ও মিঃ ম্যাসিগলি মঃ মলোটোভের সহিত আলোচনা চালাইবেন। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা এই যে, বৃহত্তর সমস্যাগুলি সম্পর্কে একটা রফা হইয়া গিয়াছে এবং পরোক্ষ পররাজ্য আক্রমণ সম্পর্কিত বিষয় মীমাংসা বাকী রহিয়াছে।

জার্মানীর রণ-সজ্জা

এরূপ জানা গিয়াছে যে, পোলাণ্ডের কড়া প্রতিবাদের ফলে ডানজিগ সেনেট পোলিশ শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীদিগকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত আংশিকভাবে প্রত্যাহার করিতে সম্মত হইয়াছেন।

পোলাণ্ডের দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমান্তে জার্মানী সৈন্য সমাবেশ আরম্ভ করায় পোলাণ্ডও ঐ সীমান্তে সেনাসমাবেশ আরম্ভ করিয়াছেন। বর্তমান মাসের শেষ ভাগে সৈন্যসমাবেশ চরমে পৌঁছিবে। 'সুইডিশ পোলস্ক' পত্রিকা বলিতেছেন—"জার্মানী এরূপ ব্যাপক সামরিক তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছে এবং এরূপ জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে, পোলাণ্ড এবং তাহার মিত্রশক্তির মধ্যে উহার প্রতিক্রিয়া না হইয়াই পারে না।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ ব্রহ্মচারী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—উড়িষ্যার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত বিষয় সূচী সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের বিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অত্যদ্ভুত চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

শ্রীযুক্ত সুশভিষণ নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাপাড়া পোঃ রতপা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সম্পূর্ণ ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাগবত বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲

৩। ভাগবতার্ক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬৲

৪। সারস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী—

১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত তত্ত্ব ৷০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ৷০

১৮। ভজন-আদর্শ ৷০

১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০

২২ ভজন-রহস্য ৷০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ১৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲

অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেমন করে পাঠ করব ৷০

২৭। মুক্তিমালিকা অর্পণোৎসবঃ (সানুবাদ) ১৲

২৮। বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ৷০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০

৩৫। গীতমালা ৴১০

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমবনপরিক্রমার ৷০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চনকণ

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹/

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৹১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম খণ্ড) ৩৲

৫১ ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০

৫৫। স্তবমালা বা মঞ্জুশ্রীভাষারত্নাবলী ৷০

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০

৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাভিসহ)

৫৮। শ্রীকৃষ্ণভজন ৵০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০

৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিচিকিৎসা ৷০

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০

৬৪। স্তবকম্

৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ৵০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০

৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০

৬৯। এ ভিজিট টু দি শ্রীধাম বেদান্ত ৷০

৭০। সাধুজন ৴০

৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৶০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০

৭৪। বৈষ্ণবীজম ৷০

৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ ইন ক্লুইং ৴০

৭৬। দি ভাগবত ৷০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনম্যালয়েড ডিভোশন ৷০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৮১। সাধন-পথ ৷০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিজ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১২শ বর্ষ | ২৫ পুরুষোত্তম ৪৫০ গৌরাব্দ, ২৫শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৪, ১০ই আগষ্ট খৃঃ ১৯৩৭, বৃহস্পতিবার | ১০৯৭ সংখ্যা

"আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দা-কারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোন-রূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাপীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৫পুরুষোত্তম,আবি কারগোদপাদী গৌরাব্দ৪৫০

শ্রীশ্রীআচার্য্যবাণী

—:০:—

নামাশ্রয় ব্যতীত শত চেষ্টা করিয়াও কেহই একাগ্রতা আনিতে পারে না, কোন কৃত্রিম চেষ্টা বা আরোহবাদের দ্বারা একাগ্রতা লাভ হয় না। হরিনাম—সর্ব্বশক্তিমান্। শ্রীনামাচার্য্য ঠাকুরের একান্ত আনুগত্যে সর্ব্বশক্তির আধার শ্রীহরিনাম প্রভুর চরণে যতটা পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ হইবে, ততটাই আনুষঙ্গিকভাবে একাগ্রতা উপস্থিত হইবে। একাগ্রতার জন্য পৃথক্ভাবে চেষ্টার প্রয়োজন নাই। হরিনামের কৃপাতেই সব হইবে। আমরা কেবল সেই কৃপার প্রার্থী হইব।

একাগ্রতা মনের ধর্ম্ম নিশ্চয়। অনর্থযুক্ত মনের কোন কার্য্যের বা ধর্ম্মের দ্বারা কখনও হরিনামের সেবার সহায়তা হইতে পারে না। হরিনামের কৃপাতেই হরিনাম হয়। অনর্থযুক্ত মন হরির নাম, হরির রূপ, হরির গুণ, তাঁহার পরিকর বা তাঁহার লীলা চিন্তা করিতে পারে না। তাহা ছাড়া, প্রকৃত বা প্রাকৃত বিষয় হইতে মনকে তুলিয়া আনিয়া সেই মনেরই সর্ব্বোত্তম বিষয়ে নিয়োগ করিতে হইলে মন ব্যতীত একটী অতিরিক্ত শ্রেষ্ঠ ও বলবত্তর পৃথক্ সত্তার ঐকান্তিকী করিতে হয়, যিনি প্রধান তত্ত্ব আত্মা।

[illegible] 'সর্ব্বাত্মনা' প্রপত্তি ব্যতীত হরিনাম-গ্রহণকারীর নিজের কোন কৃত্রিম চেষ্টা নাই। মন প্রাকৃতকে অতিক্রম করিতে পারে না। প্রাকৃত মন যে কিছুই গ্রহণ করিবে, ধারণ করিবে, তাহা সমস্তই প্রকৃতির মধ্যে ও অন্তর্গত বিষয়েই হইবে। মন বিমুখ জীবের ভোগায়তনে জেলখানা, এই বিশ্বের ভিতরেই গমনাগমন করিতে পারে, ইহা অতিক্রম করিয়া বাহিরে যাইবার তাহার শক্তি নাই।

সকল সময়েই সাধুর সঙ্গ করিতে হইবে, সাধুর সঙ্গের জন্য, সাধুর বাণী শ্রবণের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতে হইবে, একমুহূর্ত্ত সাধুর সঙ্গ ছাড়া হইলে আর হরিনাম হইবে না। হইবে না উহার অর্থাৎ মায়া বা প্রকৃত বা সংসারানল [illegible] হরিনাম [illegible] কীর্ত্তন করাই একমাত্র কার্য্য [illegible] অন্য কোন কার্য্যই নাই। ২৪ ঘটার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা [illegible] সাধুর সঙ্গে থাকিয়া [illegible] কর্ম্মের দ্বারা তাঁহার [illegible]।

— —

যাঁহারা কৃষ্ণে [illegible] তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই কৃষ্ণার্থ [illegible] আহার, নিদ্রা, [illegible] কার্য্যই হরিকীর্ত্তন [illegible] দেখিতে পারে না। মুক্তপুরুষ [illegible] হরিকীর্ত্তন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ [illegible] সমস্তই [illegible] হরিকীর্ত্তনকারী জানেন যে, হরিনাম প্রভুই একমাত্র সেব্য বস্তু। তাঁহার সেবা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও কার্য্য নাই। তাঁহার সেবার অনুকূলেই তিনি সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। অকপট শরণাগত হরিনামগ্রহণকারীর বিষয়ই ঐরূপ; ইহা কল্পনা বা আরোপ নহে। ঐরূপ বিচার কৃষ্ণের ও কৃষ্ণ সাধুর কৃপাতে অতি সহজেও আসিতে পারে। [illegible] আসিবে মনে করিয়া [illegible] থাকিলে ত' চলিবে না। [illegible] সাধুর [illegible] করিবে।

[illegible] সঙ্গে [illegible] শরণাগতির পথে চলিতে চলিতে ঐরূপ [illegible] বিকাশ হইবে।

নিষ্কপটভজনকারীর [illegible] কে পথ [illegible]

[illegible] Private Interest regular coaching [illegible] coaching [illegible] [illegible]

[illegible] আপনা [illegible]

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

কেবল নামাক্ষর উচ্চারণের দ্বারা নাম-গ্রহণ হয় না।

অসাধুসঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস হয়, সদা নামাপরাধ।
এ সব জানিবে ভাই, কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম, সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥

অসাধুসঙ্গ বলিতে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামি-জনসঙ্গ ও কৃষ্ণেতরাশ্রয়ের নির্বন্ধনকারণ ছলধর্মের সঙ্গ। সাধুর সঙ্গে কোনটী নামাভাস, কোনটি নামাপরাধ, কোনটী শুদ্ধনাম, তাহা প্রতিমুহূর্ত্তে জানিয়া লইতে হইবে। ছলধর্ম প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদিগকে আবৃত ও বিক্ষিপ্ত করিবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি হইতে দুষ্ট মন কখনও নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না। এই জন্য অহৈতুক সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে হইবে।

শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট সঙ্গ ও নিজ হইতে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের অনুক্ষণ সঙ্গ না করিলে গুরুদেবের উপদেশ স্মৃতিপথে থাকে না। মাত্র দুই চারিবার গুরুদেবের উপদেশ শ্রবণ করা নহে, বিশ বৎসর যাবৎ অতি তীব্র সদ্গুরুর বহু বহু উপদেশ শ্রবণের অভিনয় করিয়াও অনেকে বিপথগামী হইয়া পড়িয়াছে—উপদেশ কানে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অত এব সাধুসঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন প্রসঙ্গে অনুক্ষণ অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অনুক্ষণ সেবোন্মুখ কর্ণের দ্বারা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর শুশ্রূষা করিতে হবে। কেবলমাত্র mechanically নামাক্ষর উচ্চারণ করিলে হইবে না। যেখানে হরিনাম গ্রহণের ফলে সঙ্গে সঙ্গে হরিনামের সম্বন্ধে clear conception, perception বা realisation ও চেতনময়ী ভক্তিবৃত্তির Progress নাই, যেখানে শ্রীনামের পরিকরগণের প্রতি অকপট অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে না, তাহা static বা stagnant অবস্থা মাত্র। শ্রীহরিনামের সেবার দ্বারা আত্মার dynamic devotional progress হইবে—আত্মা inert বা stagnant অবস্থায় থাকিবে না। জীবাত্মার সেবাবৃত্তি dynamic, static নহে।

———

সর্ব্বদা নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহার regular tutelage, counselling ও training গ্রহণ করিতে হবে। সেরূপ সাধুকে eternal tutor করিতে হইবে—সে সাধু আমাকে তোষামোদ করেন না, আমাকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা দিয়া ভোগা দেন না। সদ্গুরুও সেরূপ বহু দিয়া অনেক সময় আমাদিগকে পরীক্ষা করেন, কিন্তু অকপটে নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নিষ্কপট সাধুর সঙ্গ করিলে গুরুদেবের ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাঁহার বঞ্চনায় পতিত হইতে হয় না।

যিনি ভগবান্‌কে দেখিয়াছেন বলেন, তিনি ভগবান্‌কে দেখেন নাই। প্রকৃত ভক্তগণেরই ভগবানের অধিকতর দর্শনাকাঙ্ক্ষা, অধিকতর অতৃপ্ত। যে বলে—"আমি ভগবান্‌কে দেখিয়াছি, তোমাকে ভগবান্ দেখাইতে পারি", তাহার সহিত কখনও ভগবানের সাক্ষাৎকার হয় নাই; সে বঞ্চক-প্রবঞ্চক। ব্রহ্মা, শিবও কি ভগবান্‌কে দেখিয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন? তাঁহারা, এমন কি, তদপেক্ষা বহু উচ্চতর অধিকারী সাক্ষাৎ শ্রীল উদ্ধবজীও ব্রজবাসীর পদধূলি অভিষিক্ত হইতে চাহেন। 'কবে ভগবান্‌কে দর্শন করিব, কবে তাঁহার সেবায় অভিষিক্ত হইব'—যিনি ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে অনুক্ষণ এইরূপ বিরহ বিদ্যমান। সতীর সর্ব্বদা পতির জন্য বিরহ। ভগবানের নামকীর্ত্তনসেবায় যিনি অনুক্ষণ প্রতিষ্ঠিত, তিনিই সর্ব্বক্ষণ ভগবান্‌কে দর্শন করিতেছেন। জীবহৃদয় নিরপরাধ নামগ্রহণজনিত দৈন্যে, বিরহে নির্ম্মল, শুদ্ধসত্ত্ব, ভগবদ্ধাম রূপে প্রকাশিত হইলে তবে সে স্থানে ভগবান্ বসিবেন। "আমি অত্যন্ত অযোগ্য, আমি অত্যন্ত কৃপণ; হে প্রভো, আমাকে এই বিশ্বের রূপ কেন দেখাইতেছ, আমার প্রতি এত কঠোর, নিষ্ঠুর কেন, তুমি ত' জগন্নাথ, আমি ত' জগৎ হইতে বাহিরে নই, আমাকে তোমার অহৈতুকী সেবা প্রদান কর"—যে জন লোক না দেখাইয়া, নিরন্তর এইরূপ ভাবে অকপটে ক্রন্দন করে, তাহারই ভগবন্নামস্ফূর্ত্তি রূপে ভগবদ্দর্শন হয়। কোন ছলনা বা কপটতা না করিয়া অন্তরের অন্তরতম স্থল হইতে বৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বদা কৃপালাভের জন্য ক্রন্দন করিতে হইবে, অনুক্ষণ বৈষ্ণবের সেবা করিতে হইবে। শুদ্ধবৈষ্ণব 'পাবড়ি চাবড়ি' পেটে'র জন্য অথবা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের জন্য কিছু চাহেন না। তাঁহাকেই সর্ব্বস্ব প্রদান করিতে হইবে—তনু, মন, ধন—এই তিন মুদ্রা দক্ষিণা দিতে হইবে, পূর্ণ দিলে পূর্ণ পাওয়া যাইবে, আংশিক দিলে আংশিক পাওয়া যাইবে—ভোগা দিলে ভোগাই পাওয়া যাইবে।

———

জগতের লোক কখনও অন্তরের সহিত 'আমার ভগবদ্দর্শন হইল না'—এইরূপ ভগবদ্বিরহে ব্যথিত নহেন। কেহ কেহ মৌখিকভাবে ভগবানের দর্শন হইল না বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন বটে; কিন্তু তাহা তাঁহাদের অন্তরের কথা নহে। অন্তরের কথা হইলে ভগবদ্বিরহে তাঁহারা উৎক্ষিপ্ত উন্মত্ত হইতেন ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ বা মোক্ষের পিপাসা, শান্তির পিপাসা, ভোগ ও ত্যাগের পিপাসা, কোন প্রকার সম্ভোগ-পিপাসা তাঁহাদিগকে বিক্ষিপ্ত করিত না। ভগবানের দর্শন হইল না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না বা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির চেষ্টায় সময় নষ্ট করিতে পারা যায় না, যাঁহার ভগবদ্দর্শনের জন্য সত্য সত্য বিরহ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি কেবল নাম ধরিয়া সর্ব্বক্ষণ নামীকে ডাকেন, তাঁহার 'অহংমমভাব', বস্তু মায়াভরিতা বিদূরিত হইয়াছে।

যে বিষয়ে পৃথিবীর সকল লোক নিদ্রাভিভূত, একমাত্র ভগবদ্ভক্তই তাহায় জাগ্রত। চলচ্চিত্র, রঙ্গমঞ্চ, ঘুড়িবিগ্রহ, সম্ভোগ ও বিরাগ—এই সমস্ত ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক ব্যাপারে দুনিয়ার লোক খুবই জাগ্রত আর এই ইন্দ্রিয়-তর্পণ-ব্যাপারে ভক্তগণ নিদ্রিত; অথচ সাক্ষাৎ ভগবানের নয়নের প্রেমসেবা হইতেছে। অভক্তলোক চর্ম্মচক্ষু দিয়া ভোগ্যদর্শন করেন,—আর ভক্তগণ সেবোন্মুখ কর্ণ দিয়া সেব্য-ভগবান্‌কে দর্শন করেন।

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড —৸০ আনা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

মঙ্গল চাহিলাম কৈ?

বহু সুকৃতিফলে বদ্ধজীব আমরা সাধুগণের দর্শন পাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি না থাকিলে শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবে প্রীতি হয় না। হৃদয় অপরাধ-কঠিন হইলে বাস্তবসত্য উপলব্ধি হয় না, তখন প্রকৃত সাধুর দর্শন পাইয়াও বঞ্চিত হইতে হয়। তাঁহাদের বীর্য্যবতী হরিকথা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। যখন সাধু-গুরুপাদ একবারে মনে করিয়া নিজে শুকাৎ হইয়া পড়িতে চাই, তখন নিজেকে মনে করি' আমি খুব বুঝদার, আমার ধারণার নিকট সকলের সিদ্ধান্ত পরাস্ত হইয়া যাইবে। এইরূপে আমি স্বতন্ত্রতার পথে চলি, শ্রৌতপথ পরিত্যাগ করিয়া আধ্যক্ষিকতাই আমার সম্বল হয়। যে আমার মনের খেয়াল মিটাইতে পারে, আমাকে ভোগা দিয়া তোষামোদ করিতে পারে, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার লোভ দেখাইয়া পিঠে হাত চাপড়াইয়া বলে "তুমি খুব ভাল লোক", আমি অমনিই তাহার অনুগত হই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার যথেষ্ট অভিনয় করিয়াছি। শ্রীগুরুদেবের যোগ্যতম সেবক বলিয়া যথেষ্ট অভিমান হৃদয়-গুহায় পোষণ করি। কিন্তু অনুগত হইলাম কৈ? কথা-বার্ত্তায়, প্রবন্ধে নিবন্ধে, পাঠ-বক্তৃতায় শ্রীগুরুদেবকে বহু আরাধনা করি, বহু স্তুতি করি "কাকেরে গরুড় করে ঐছে দয়াবান" বলিয়া আচার্য্যপাদগণের অলৌকিক মহিমা কীর্ত্তন করিবার অভিনয় করি, তাঁহাকে নিত্যসিদ্ধ বলিয়া জনসমুখে কীর্ত্তন করি, কিন্তু ঐরূপ টিয়াপাখীর মত বুলি আওড়াইয়া দেহের ভোগ, মনের খেয়াল মিটাইতে গিয়া তাঁহাকে প্রতারণাই করি। তাই আমিও অন্তে প্রতারিত, বঞ্চিত ও মোহগ্রস্ত হইয়া পড়ি।

মানুষ দেহারামী জীব দেহ ও মনের ইন্ধন যোগাড় করিতে পারিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। তখন আমরা শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে ঠকাইতে আদৌ ভয় করি না। আর গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয় করিয়া গুরুসেবী আমি ভোগের নেশায় উন্মত্ত হইয়াছি, হরিজনের ছলনা করিয়া কামেরই ওকালতি অস্থির হইয়া নিজ মঙ্গল চাহিলাম কৈ? আমি গুরুদেবের দ্বারা শাসিত হইলাম কৈ? তাঁহার শাসন আমার ত' ভাল লাগিল না। আর বলদর্পিত শ্রীগুরুদেবের হস্তচ্যুত বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথায় চলিলাম, বঞ্চিত আর বিরুদ্ধ

হইল। নিত্যসিদ্ধ আচার্য্যপাদপদ্মকে অপ্রাকৃত দর্শনের পরিবর্তে মায়িক জ্ঞান করিয়া সামাজিক দুর্নীতি ও দুর্নীতির তৌলদণ্ডে মাপিতে গেলে নিজেরই স্বরূপ বাহির হইয়া পড়ে। প্রকৃত গুরুদাসের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মাপিতে গেলে ঐরূপ অবস্থাই লাভ হয়।

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম।
এই ভাল, এই মন্দ এই সব ভ্রম॥

শ্রীহরিজন-বৈষ্ণবকে জাড্যিক জ্ঞানের দ্বারা দর্শন করিলে কখনও ভাল কখনও মন্দ এরূপ ভ্রমে পতিত হইতে হয়। মনের নাগরদোলায় চড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে আমার কি পরিবর্তনই না হইতেছে! শমাদ্ধ জীব আমার বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা দর্শন করিবার চক্ষু কোথায়? বিপ্রলম্ভ-সেবকের পাদপদ্ম-নখসৌন্দর্য্য দর্শন করিবার পরিবর্ত্তে আমার জড় চক্ষু ত' কেবল সর্ব্বদাই কুৎসিত দর্শন করিতে গিয়া প্রদ্যুম্নমিশ্রের নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রায় রামানন্দের চরণে অপরাধের মত অপরাধ করিয়া নরকে গমন করিতে হয়। দুর্ব্বত্তিকুলে কৃষ্ণশ্রেষ্ঠ মহাভাগবতের দোষদর্শনে বস্ত্রহরণ করিতে পাণ্ডবগৃহিণী কৃষ্ণপ্রাণা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে উলঙ্গ করিতে গিয়া ভীমসেন কর্তৃক দুঃশাসনের যে পতিলাভ হইয়াছিল, তাহাই হইবে। তাই বলি মন, তুমি নিজেকে অতি দীনহীন জ্ঞান কর। নিজে পতিত-পাবন সাজিয়া গুরু-বৈষ্ণবকে বরখাস্ত করিয়া নিজের দুষ্টামী চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নিত্যসিদ্ধ মহাভাগবতের চরণে অপরাধ করিও না, তাঁহার অন্যথা দোষ দর্শন করিয়া তাঁহাকে সংশোধন করিবার পাষণ্ডতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অযাচিত কৃপাবরণ করিয়া নিজেকে সংশোধন কর। কারণ, বৈষ্ণবগণের বাণীতে শুনিতে পাই—'পর সংশোধনের আগে নিজেকে সংশোধন কর।"

শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, তাঁহার সেবক নিত্য ও তাঁহার সেবাও নিত্য। সেখানে কোন অনিত্য কল্পনা থাকিতে পারে না, যাহারা শ্রীগুরুদেব ও গুরুদাসের নিত্যত্ব স্বীকার করে, তাহারা কলির গুপ্তচর, আর যাহারা পূর্ব্বে স্বীকার করিয়া পরে অস্বীকার করে, তাহারা নির্ব্বিশেষবাদী। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন "গুরুদেবকে খেয়াঘাটের মাঝি মনে করিতে হইবে না।" সাময়িক কিছু আনুগত্য স্বীকার করিয়া পরে তাহার উপর পদাঘাত করা চরম পাষণ্ডতার পরিচয় ও কপটতামাত্র। মন যখন মায়াবাদ-অপরাধে কঠিন হইয়া যায়, তখন নিজেরই উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি। মায়ার নফর আমি, কপট আমি, ভোগের জন্য কি না করিতে পারি। নিত্যসিদ্ধ গুরুপাদপদ্মকে নীতিহীন বলিয়া গালি দিতে পারি—আর চরিত্রহীন ব্যক্তিকে মহাভাগবত গুরু মনে করিয়া অন্ধতামিস্র নরক লাভ করিতে পারি।

তাই বলি মন! খুব সাবধান, "আচার্য্যের এই লীলায় কেহ মরে, কেহ তরে।" তোমামুখে কথায় ভুলিও না আর তোমামুখে কথা বলিও না, শ্রীল প্রভুপাদাদি আচার্য্যপাদপদ্মের একটী কথা উপলব্ধি হইলে ঐরূপ মহা মহা পাষণ্ড তোমায় অভিভূত করিতে পারিবে না। পরন্তু নিত্যানন্দবাহমানরূপে গুরুদেবের মহিমা-শ্রবণ ও লীলা-দর্শন সৌভাগ্য হইবে। সেবা-সম্বল করিয়া আচার্য্যপাদপদ্মে শরণাগতির সহিত অবস্থান করিলে "পরাণে দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে"। সে দিন আমার কবে হইবে! কবে বৈষ্ণব-নিন্দকের দল আমায় ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমাগুণগানে সুযোগ প্রদান করিবে। কবে দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গুরুদাসগণের আনুগত্যে আচার্য্যদেবের পতিতপাবন-লীলা দর্শন করিতে পারিব। গুরুদাসগণের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া নিজে গুরুদর্শন করিতে যাইয়া নিত্যমঙ্গল পাইব কি করিয়া? তাই বলি মন, এ দুর্দিনে পতিতপাবন শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব ও তদাশ্রিতদাসগণের পদধূলিই আমাদের সম্বল হউক।

প্রভুর বাণী

——::•::——

মহাজনের পথই আমাদের গ্রাহ্য। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসলীলা প্রকট ক'রে প্রেমাবেশে শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে চল্লেন, তখন তিনি রাঢ়দেশে তিনদিন ভ্রমণ করতে করতে মহাজনের পথানুসরণে ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর সিদ্ধান্তের আদর একটী গীতি গান ক'রেছিলেন।

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

প্রাচীন মহাজনগণের উপাসিত পরাত্ম-নিষ্ঠারূপ ত্রিদণ্ডিভিক্ষুর আশ্রম আশ্রয় ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্ম-নিষেবণদ্বারা আমি এই দুরন্তপার সংসাররূপ অন্ধকার উত্তীর্ণ হ'ব।

———

সকল কথাই কিছু। যত কথা, সব ঘুরে ফিরে কিছুতে পর্যবসিত হয়। যত কিছু শব্দ আছে, তা'তে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ যোজনা না করতে পারলেই তা' শব্দের অস্বচ্ছতা বা অবিশুদ্ধি। আর কৃষ্ণসম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করতে পারলেই তা'তে শব্দের বিশুদ্ধি প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে গমনের চেষ্টার দ্বারা কৃষ্ণবৈমুখ্য এ'সে উপস্থিত হয়। যে শব্দে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ নাই, তা'তে নিশ্চয়ই ভোগচেষ্টা এ'সে উপস্থিত হ'বে। দশটী ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা আমরা ভোগের চেষ্টা করতে থাকি। ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগের স্রোতে আমরা ভেসে যাচ্ছি। অস্বচ্ছ বৃত্তির দ্বারা শব্দ মাত্রকে ভোগের পথে ধাবিত করবার জন্য যে চেষ্টা হয়, তা' নিরস্ত ক'রে সকল বাক্যকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করাই বাক্যবেগ-ধারণ। বাক্যবেগ যদি বিশুদ্ধি আকর্ষণ না করে, তা' হ'লে তা'তে অনুকূলভাবে কৃষ্ণের অনুশীলন হয় না—কখনো প্রতিকূলভাবের অনুশীলন হ'য়ে যায়। অনর্থযুক্ত জীব কৃষ্ণেতর বিষয়ের অনুশীলনকেই কৃষ্ণানুশীলন ব'লে ভুল করে। কাণে যদি কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কোন কথা এ'সে উপস্থিত হয়, তা' হ'লে অমঙ্গল হ'ল। যে কোন শব্দই উচ্চারিত হউক না কেন, তা'তে কি প্রকারে কৃষ্ণসেবা হ'চ্ছে সেই শব্দে কি প্রকার সেবন-ধর্ম্ম অধিষ্ঠিত আছে, তা' অনুভব করবার বুদ্ধি উদিত হ'লেই সর্ব্ব অমঙ্গল বিনষ্ট হয়।

শ্রীবার্ষভানবী এখন যে নেই, তা' নয়। এখন তাঁ'কে কোথায় পাব? এখনই আমরা তাঁ'কে পেতে পারি, তাঁ'র সেবা লাভ ক'রতে পারি। আমরা যদি শ্রীগুরু-পাদপদ্মে শ্রীবার্ষভানবীর পদনখশোভা দর্শন করি, তা' হ'লে বার্ষভানবীকে এখন পাব না, এরূপ বিচার নষ্ট হ'য়ে যায়। শ্রীগুরু পাদপদ্মেই শ্রীবার্ষভানবীর শ্রীপদনখ-সেবা আমরা লাভ করতে পারি।

শরীরবেগ তিন প্রকার। বেশী খাব,—এটা উদরবেগ, ভাল খাব,—এটা জিহ্বাবেগ, আর তা'র ফলস্বরূপ উপস্থবেগ। জড়রোগ কামের হস্ত হ'তে উদ্ধার লাভ করতে হ'লে অপ্রাকৃত কামদেবের কাম-চরিতার্থকারী সেবকগণের সেবায় শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'তে হ'বে। নিজে কামুক হ'লে গড়্‌লে আর শ্রদ্ধা থাকবে না।

———

Historyর হাত হ'তে, allegoryর হাত হ'তে পরিত্রাণ পাওয়াটাই দরকার। কৃষ্ণের প্রতি সাক্ষাৎ অনুশীলনের চেষ্টা না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত মঙ্গলের চেষ্টা উদিত হয় না। খুব সাবধানের সহিত অনুসরণ না হ'লে মাঝপথে আমাদিগকে বাঘে খে'য়ে ফেলবে। তখন আমরা বলতে বাধ্য হ'ব—'আমার সোণার অঙ্গখানি বাঘে নিয়ে গেল রে।

যুক্তপ্রদেশে প্রচার

——::•::——

গত ২০শে জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ সজ্জনারাধ্য অধিকারী মহোদয় কতিপয় সেবক সহ যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত পিলিভিত নামক স্থানের বাবুসাহেব ও সাহু হরপ্রসাদজীর আহ্বানে উক্ত সহরে তাঁহার ঠাকুরবাড়ীতে সন্ধ্যা ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রায় ২ ঘন্টাকাল ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনমুখে হিন্দিভাষায় একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। সভায় পারমিট সহ মহাপ্রভু সাহেব ও সহরের অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ভদ্র মহোদয় ও মহিলাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সকলেই তাঁহার বক্তৃতায় বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

এতদ্ব্যতীত তিনি বিভিন্ন সহরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌ সহরে অবস্থিত গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। লক্ষ্ণৌ গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ নিয়মিতভাবে প্রত্যহ শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে জগদ্গুরু ও ত্রিদণ্ডিপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের শুভনন্দনমনী আত্মকথা চরিতকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ
প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়দেশের অন্যতম শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন ব্রহ্ম-মাধ্বসম্প্রদায়ের নদীয়া প্রকাশ যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ
১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, [illegible] শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগমায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible]।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট
[illegible] শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা [illegible] শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ
স্বরূপগঞ্জ, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ
চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গোস্বামীপাদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ
বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ
মামগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)
শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের [illegible]

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) [illegible]-গৌড়ীয়মঠাসন

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ
গোড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ
মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর
পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ
গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট
কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ
[illegible] পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ
কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ
পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ
বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম
পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ
৬নং পাশাং বিল্ডিং, দার্জিলিং

(৩০) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ
(বাঁকীপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ
[illegible] রোড গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ
৮।১৭ বড় গন্ধীবাগ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,
পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম
বিশ্রামঘাট পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,
পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ
কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুঞ্জ
পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড [illegible]

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রয়
গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ
বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রয়
পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রয়
পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—[illegible],
পোঃ [illegible], জেলা অম্বালা (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ
কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ
৪৫নং [illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ
গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, [illegible] বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মান্দ্রাজ.
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ[illegible]-গিরিধারীর সেবা

(৫২) [illegible]গৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ
চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) [illegible]কুটী

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ
পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ
[illegible], পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ
পোঃ [illegible], গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ
চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ
পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ
পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ
[illegible], পোঃ [illegible], (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ
৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ
ফ্ল্যাট নং ২
৫১, [illegible] রোড
[illegible], লণ্ডন, [illegible]

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস
[illegible] রোড, [illegible] (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রয়
নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবীনগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(*):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲		১৷০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
" অর্দ্ধকলম ৮৲	৭৲	৭৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা /০ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———::(*)::———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম-বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও [উত্ত]রার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর [ভ]ক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'বিবেদন' সাপ্তাহিক [পত্]র প্রভৃতি হইতে যথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে [শ্রী]ল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাসার প্রকৃতির সহিত মুদ্রিত [হই]য়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল [আ]চার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, [উদ্ধৃ]ত-শাস্ত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে [ও স্পষ্ট] টাইপে সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই [করি]য়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; [শ্রী]গৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ, বরিশাল, পোঃ ঢাকা, [ঢা]কা।

———

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত [পত্রা]বলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত [হই]য়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। [গ্রন্থ]খানির ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:*:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

-::*::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও স্বার্থত্যাগী। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা। ছাত্রদিগের থাকা ও ভোজনব্যয় প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে .৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত: এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রজপত্তন গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্‌গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও ভক্তবৃন্দ সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথা সারবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার বিবরণ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম প্রদানপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রবর্ত্তাবিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অভীষ্ট সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম. এ. মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া সকলে ধন্য এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অতুলনীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ড ৩৬টী অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলশিরোমণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রামাণ্যরূপে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সর্ব্ববিদ্যাপারঙ্গত শ্রী-দেবক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১৭৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪ ৫৬	১৬-৫৬	১৭ ৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৪	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (গাড়ী বদলবে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৫		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৫৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৬	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৫৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৬	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৪৪	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৫	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৪	১৯-১৫	২১-২০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

পোষ্ট—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—শ্রীধাম

REGD NO C 1844

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ
THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৬শে শ্রাবণ, ১৩৪৬ ১১ই আগষ্ট, ১৯৩৯, শুক্রবার [১৩৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

চেম্বারলেনী নেতৃত্ব বর্জন

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি ট্রাফেলগার স্কোয়ারে এক বক্তৃতায় বলেন,—

"কোন না কোন কারণে আজ বিপদের মুখে বৃটিশ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব পদাঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে।

"আমরা সমবেত হইয়া প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার সঙ্গীদের সর্বতুল্য রাজনৈতিক পঙ্গুত্ব দেখিয়াছি; একটার পর আর একটা দেশে স্বাধীনতা নষ্ট হইতে দেখিয়াছি। আমরা বার বার উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাইয়াছি, কিন্তু কোন ফল হয় নাই; কারণ গভর্ণমেন্ট পরিবর্তন করিবার মত জাগরণ আমরা জনসাধারণের মধ্যে আনিতে পারি নাই।

"জনসাধারণকে চেম্বারলেনী নেতৃত্ব দূর করিতে হইবে। চেম্বারলেনী নেতৃত্বে আজ তাহাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমগ্র জীবনকে ফ্যাসিজমের বীজাণুতে সংক্রামিত করিতেছে। শাসকশ্রেণী আজ সম্পূর্ণ অধঃপাতে গিয়াছে।

"বৃটিশ রক্ষণশীল দল একদা বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের প্রধান নেতা ছিল। আজ বার্লিনের একজন কারখানা মালিক—যিনি পৃথিবীর সর্বজন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী, স্বার্থ বিসর্জন দিয়াছেন এবং যিনি শুধু নিজের পথ ও কর্মধারা অনুসরণ করিতে তৎপর—সেই রক্ষণশীল দলের কর্তৃত্ব করিতেছেন। শাসক-শ্রেণীর অধঃপতনের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-বিদ্যা বিভাগ খুলিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বাংলা গভর্ণমেন্টের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী বিশ্ববিদ্যালয়কে যে পত্র লিখিয়াছেন, কার্য্য-নির্বাহক সমিতির এক বৈঠকে তাহা আলোচিত হয়। আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে, মণিপুরের কৃষি-বিদ্যালয় এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং এই বিভাগ হইতে যথারীতি উপাধি বিতরণ করা হইবে।

এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বাংলা গভর্ণমেন্ট ১৯৪০-৪১ সাল হইতে বার্ষিক আনুমানিক পনের হাজার টাকা মঞ্জুর করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাহা ছাড়া গবেষণাগার নির্মাণ ও সজ্জার জন্য ১৯৪০-৪১ সালে এককালীন ২৫ হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল সুপারিশ করিয়াছেন যে, কোন বৃত্তি বা পুরস্কারের জন্য দুইজন প্রার্থী যোগ্য বিবেচিত হইলে, পরীক্ষা কমিটি মৌখিক বা পুনরায় পরীক্ষা দ্বারা অথবা অন্য কোন উপায়ে প্রার্থীদের মধ্যে একজনকে চূড়ান্ত ভাবে মনোনীত করিবেন। কার্য্য-নির্বাহক সমিতি এই সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারত হইতে বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ

আগামী ২৮শে আগষ্ট কেন্দ্রীয় আইন সভার ষ্ট্যাণ্ডিং এমিগ্রেশন কমিটির অধিবেশন হইবে। ভারত গভর্ণমেন্ট সিংহলে সাধারণ শ্রমিক আমদানী বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করায় সিংহল গভর্ণমেন্টের কার্য্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে এবং তাহার ফলে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, ঐ সভায় তাহা আলোচিত হইবে।

জানা গিয়াছে যে, সিংহল হইতে ভারতীয় বহিষ্কার সম্পর্কে সিংহল গভর্ণমেন্ট বারটী সর্ত সম্বলিত যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, সিমলায় তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত আলোচিত হইতেছে। বর্তমান অবস্থায় ভারত গভর্ণমেন্টের কি কর্তব্য হইবে, এখন তাহা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে আশা করা যায়, ষ্ট্যাণ্ডিং এমিগ্রেশন কমিটির অধিবেশনের পূর্বেই ভারত সরকার কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন এবং সিংহল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মালয় সম্পর্কে গভর্ণমেন্টের সিদ্ধান্ত উক্ত কমিটির দ্বারা অনুমোদন করাইবার চেষ্টা হইবে।

টাঙ্গাইলে প্রবল ঝড়বৃষ্টি

গত কিছু দিন যাবৎ অবিশ্রান্ত প্রবল বারিপাত হইয়াছে। এরূপ একটানা প্রবল বর্ষণ কদাচিৎ দেখা । প্রথম হইতেই বৃষ্টির সহিত প্রবল বাতাস বহিতে-ছিল, কিন্তু গত ১লা আগষ্ট হইতে উহা ঘূর্ণিবাত্যার আকার ধারণ করে এবং ২রা আগষ্ট মধ্যাহ্ন হইতে ভীষণ ঘূর্ণিবাত্যায় পরিণত হইয়া মধ্য রাত্রি পর্যন্ত প্রবলভাবে বহিতে থাকে। বহু গাছ-পালা এবং ঘর-বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। বহু জমির পাকা আউস ধান ডুবিয়া গিয়াছে এবং উচ্চভূমির পাট মাটির উপর কাৎ হইয়া পড়ায় যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। প্রবল বৃষ্টি এবং বাতাসের জন্য গত সোমবার হইতে বুধবার পর্যন্ত পোড়াবাড়ী চারাবাড়ী হইতে টাঙ্গাইলে ডাক আসিতে পারে নাই। আকাশ কতকটা পরিষ্কার দেখা যাইতেছিল, বাতাসের বেগও মন্দা ছিল; কিন্তু আবার প্রবল বারিপাত আরম্ভ হইয়াছে।

মুদ্রা জাল করার অভিযোগে দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

সিগারেট এবং দিয়াশলাই কিনিতে যাইয়া দুই ব্যক্তি মুদ্রা জাল করিবার দায়ে গ্রেপ্তার হয় এবং স্থানীয় আদালতে উহাদের একজনের ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

অভিযোগে প্রকাশ, এই দুই ব্যক্তি হিন্দুর নিকট একটি দোকান হইতে সিগারেট ও দিয়াশলাই কিনিয়া দুইটি সিকি দেয়। দোকানী মুদ্রা দুইটি জাল বলিয়া বুঝিতে পারে। এ সময়ে পুলিশ তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছিল; তাহারা আসিয়া উহাদের ধরিয়া ফেলেন। অভিযোগে আরও বলা হয় যে তাহাদের কাছে মুদ্রা জাল করার যন্ত্রপাতিও পাওয়া গিয়াছে।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে দুর্ঘটনা

বড়লাট উড়িষ্যা আগমনের সময় উড়িষ্যা সরকার ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের পুলিশ ও চৌকীদার রেল লাইন পাহারায় নিযুক্ত করিয়া ছিলেন। গত ৩০শে জুলাই বেঙ্গল নাগপুর রেলের অমরদা এবং রূপসা ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে পাহারা দেওয়ার সময় চৌকীদারদের মধ্যে একজন ৮নং আপ পুরী এক্সপ্রেসের নীচে পড়ে এবং গুরুতর আঘাতের ফলে আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ স্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা ডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবিধ সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিরোমণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত্র-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

- শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
- ম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত — ৩৮৲
- ম স্কন্ধ— ২৲
- । অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৲
- । অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত সরস্বতী জয়শ্রী (বাঁধা) ৲
- । শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী ১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড ৸০
- । শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী ১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
- । শ্রীচৈতন্যদেব ৲
- । সৎক্রিয়াসার দীপিকা ... দীপিকা ১।০
- । বৈষ্ণবধর্ম ২৲
- ০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৲
- ১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
- ২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
- ৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
- ৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
- ৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত-তত্ত্ব ।০
- ৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব
- ৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
- ৮। বাহ্মন-আম্নায় ।০
- ৯। তত্ত্ববিবেক ।০
- ১০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
- ১১। গৌড়ীয়গীতিকা ।৵০
- ১২ ভজন রহস্য ।০
- ১৩। শ্রীচৈতন্যপ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
- ১৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
- ১৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲ অবাঁধা) ১৲
- ১৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ।০
- ১৭। [illegible] (অনুবাদ) ২৲
- ১৮। বেদান্তসার (অনুবাদ) ।০
- ১৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
- ২০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
- ২১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
- ২২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
- ২৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
- ২৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
- ২৫। গীতমালা ৴১০
- ২৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
- ২৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
- ২৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
- ২৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমায় ।০
- ৪০। শরণাগতি ৴০
- ৪১। গীতাবলী ৴০
- ৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
- ৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
- ৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
- । নবদ্বীপশতক
- । অর্থপঞ্চক
- । সদাচারস্মৃতি ৩৴
- । কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
- । অর্চনকণ ।১০
- ০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৩৲
- ১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
- ২। মণিমঞ্জরী (অনুবাদ) ।০
- ৩। গৌরকৃষ্ণোদয়
- ৪। পঞ্চার্থ-নির্ণয়
- [illegible] ।০
- পরতত্ত্ব ও ভক্তিপথ
- । উপনিষদ (অনুবাদিত)
- । [illegible]
- । [illegible]
- ০। [illegible]

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

- ১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসার ।০
- ২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ম্ ।০
- ৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
- ৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
- ৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৴০
- ৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
- ৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৴০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

- ৮। রায় রামানন্দ ।০
- ৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
- ০। নামভজন ৴০
- ১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
- ২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
- ৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
- ১৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০
- ১৫। [illegible] গৌড়ীয়মঠ [illegible] ৴০
- ১৬। দি ভাগবত ।০
- ১৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ।০
- ১৮। ব্রহ্মসংহিতা ১।০
- ১৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

- ৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
- ৮১। সাধন-পথ ।০
- ৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
- ৮৩। গীতাবলী ৴০
- ৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

- ৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২৬ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৯শে শ্রাবণ সন ১৩৪৬, ১১ই আগষ্ট ১৯৩৯, শুক্রবার | ১৪০শ সংখ্যা

"আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দাকারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোনরূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৬ পুরুষোত্তম, নিত্য গর্ভোদশায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

কনিষ্ঠ ভাগবত

—:•:—

(ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ)

অর্চ্চকের অর্চ্চ্য ও মধ্যবর্ত্তী বৃত্তি অর্চ্চনই প্রধানভাবে লক্ষীভূত হয়। অর্চ্চনাদের উৎকর্ষে অভ্যাস ভজনাখ্য লাভিত হয়। ভজনে অর্চ্চনের প্রাথমিকতা না থাকিলেও উহা গৌরববিচারের বিরোধী নহে। অর্চ্চাবিগ্রহ বাস্তববস্তুর অবতারবিশেষ। পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই পঞ্চবিধ প্রকাশ বিশেষে উপাস্যের নিকট উপাসক সম্মুখ হইতে পারেন। অর্চ্চার অভ্যন্তরে অন্তর্যামী, উহা বৈভবান্তর্গত। ব্যূহ হইতে ভগবানের বৈভব-প্রকাশ। মূলতঃ পরতত্ত্বঃ তাঁহারই অংশে কারব্যূহ ও তাঁহা হইতেই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ নৈমিত্তিক অবতারসমূহ, তাঁহারা অর্চ্চান্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামিত্ব প্রদর্শন করেন, ভগবদ্বৈভবসমূহ প্রপঞ্চে [illegible] অবতীর্ণ হন। কিন্তু অন্তর্যামী ও [illegible] বিগ্রহ—সার্ব্বকালিকী সেবকপ্রতিমার [illegible] না।

কনিষ্ঠাধিকারীর [illegible] অর্চ্চনের [illegible] স্বভাব। তিনি সেইকালে ভগবদ্বিগ্রহের দ্বারা চালিত হইয়া আপনাকে ভোগ্যদর্শনের ভোক্তৃত্বে বরণ করেন। সুতরাং তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রতি অধিক লোলুপতা বৃদ্ধি পাইয়া [illegible] প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস [illegible]। মধ্যমাধিকারীর শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় প্রাকৃতভোগের অভ্যন্তরে অন্তর্যামী, তদন্তরে বৈভব ও তাহার কারণরূপে ব্যূহ ও পরতত্ত্ব পর্য্যন্ত উপাস্য-সিদ্ধির উদয় হইতে থাকে। ভগবানের ভাবসমূহ বৈভবপ্রকাশ, ব্যূহ ও পরতত্ত্বের বৈচিত্র্য এবং অন্তর্যামিত্বের অর্চ্চাভাবের প্রবিষ্ট হইয়া অর্চ্চামুখে জীবের অধিকার বিস্তার হন। ভগবৎপ্রতীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গিয়া উপাসক ভজনানন্দিগণের অধিক বৈশিষ্ট্য দর্শন করেন না। সেইকালে তাঁহার প্রাকৃত বিচার অতিক্রম করিতে গিয়া উপাস্যের সর্ব্বতোভাবে প্রচুর পরিমাণ গৌরবসেবার বিচার উপস্থিত হয়। যে কালে তিনি ভক্তের তারতম্য দর্শন করিবার রুচি লাভ করেন, সেইকালে তাঁহার প্রাকৃত অধিকার উন্নত হইয়া মধ্যমাধিকারে পরিণত হয়।

কনিষ্ঠাধিকার থাকাকালে ভগবানের পরিকর-বৈশিষ্ট্যের অপ্রাকৃতত্ব [illegible] না। প্রাকৃত [illegible] বাধ্য হয়, সাধারণ কনিষ্ঠসম্প্রদায় প্রাকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া পূর্ণপুরুষের সন্ধান না পাওয়ায় তাঁহাদের ন্যূনাধিক প্রকৃতিবাদ বা মায়াবাদের অনুসরণ করিতে হয়। মায়াবাদীর প্রাকৃত বিচার ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকায় ভগবদ্বৈমুখ্য ও ভক্তসেবা-বৈমুখ্য তাঁহার অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠের পথ অবরোধ করে। অতএব [illegible] প্রাকৃতকেই [illegible] হইয়া তিনি যে [illegible] জন্য সন্ধান করেন, তাহাতেই তাঁহার [illegible] ভক্ত, মায়া হয়। শত শত জন্ম [illegible] অর্চ্চার শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বহিরঙ্গবস্তুর দ্বারা সেবা করিতে করিতে চিত্ত-নামের ও চিন্তা-বস্তুর অধঃপতনশক্তিতে প্রাকৃত [illegible] ন্যূনাধিক লঘু হইতে থাকে। ভক্তের মানসিক চেষ্টা উন্নত করিয়া স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার উদ্দেশ্যে কনিষ্ঠাধিকারী প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার প্রাকৃত ভাবসমূহ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তখন ভজনীয় বস্তুতে প্রীতিসেবা, ভগবদ্ভক্তে প্রেমার্থমৈত্রী, অনাভক্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্রতি প্রেমার্থ বিবেচনার ফলে ভগবদ্ভক্তের প্রেমোপকার বিধান জন্য অলৌকিক ব্যাকুলতা এবং বিদ্বেষী জনের বিরোধভাবের প্রতি নিরপেক্ষভাব [illegible] জন্য তাহার সহিত অসহযোগপূর্ব্বক উপেক্ষা বা সহযোগে বিতৃষ্ণা ও অনুশোচনা প্রদর্শনমুখে শাসনরূপ চিত্তাকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। মধ্যমাধিকারে অধিষ্ঠিত হইয়া যখন [illegible] উদয় হয়, তখন বৈষ্ণব-[illegible] ও প্রাকৃত [illegible] আধ্যাত্মিক অর্চ্চাভক্ত [illegible] বিচারে বৈষ্ণব-[illegible] [illegible] অর্চ্চাবিগ্রহ, [illegible] প্রকাশরূপে [illegible] প্রকাশের [illegible] [illegible] উপলব্ধি [illegible] প্রপঞ্চে [illegible] [illegible] প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ জীবের প্রকৃত মুক্তি-বাসনা ভগবৎপাদপদ্মসেবার উদয়োন্মুখ উন্নতির উপর নির্ভর করে। অর্চ্চা বাস্তব উত্তম [illegible] জীবের ভোগপ্রবৃত্ত পথ, ভজন্তু ভগবৎসেবার সাধন চেষ্টাপর হইয়া যে [illegible] আধিকারিক উদয় নয় পারমার্থিক পূজার সম্বন্ধে হয়। যে কালে তাঁহার ব্যবস্থানুসারে [illegible] উপলব্ধি হয়, তখনই তিনি [illegible]-তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে থাকেন। কেবলাদ্বৈত-বাদীর প্রাকৃত বিচারে [illegible] এবং ন্যূনাধিক শুদ্ধাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত-বিচার, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈত-[illegible] সম্পূর্তি [illegible] করিয়া [illegible] ভেদ পরিহার পূর্ব্বক অচিন্ত্যভেদাভেদের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মের

মায়ারে করিয়া দাস ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

সর্বচিৎশক্তি-সমন্বয়তা, এবং মায়াবাদী কুতার্কিক কর্মনিষ্ঠগণের কুচিন্তার তিরোধানপূর্বক তাঁহাদের অনাত্মপ্রতিষ্ঠা পরিহার করিতে সমর্থ হন। অজ্ঞানেই ভাবরাহিত্য বর্তমান। তাঁহার নিরপেক্ষতা হইলে এই প্রাপঞ্চিক বিচার আর তাঁহাকে ক্লেশপ্রদানে সমর্থ হয় না। ভগবদ্ভক্তিতে নিত্য [illegible] ধর্ম নাই, নির্বিশেষবাদগণকল্পিত জড়শূন্যতারূপ কৈবল্য নাই।

যৎকিঞ্চিৎ

——:০:——

মহাভাগবতগণ কর্মফলবাধ্য জীব নহেন। তাঁহারা ভুবনমঙ্গলের জন্য জগতে বিচরণ ও অবস্থান করেন। মহাভাগবতের যে অস্বচ্ছন্দতার অভিনয় প্রদর্শন, তাহা ত্রিতাপ-ভোগের জন্য নহে।

মহাভাগবত অত্যন্ত নির্গুণ ও অপরাধীকে বঞ্চনা করিয়া নিষ্কপটময় ভজনের আদর্শ প্রকাশ করেন এবং সেবোন্মুখ ব্যক্তিগণকে সেবাসুযোগ দান ও জাগতিক ক্লেশের মধ্যেও হরিসেবার উৎকণ্ঠা তীব্র [illegible] ও উৎসাহ প্রদর্শনের শিক্ষার প্রত্যক্ষ আদর্শ প্রচার করিয়া থাকেন। যেমন প্রেমকল্পতরুর মহামূল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ মহাভাগবতচূড়ামণি শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অপ্রকট-সময়ে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের সেবাবৃত্তিই সম্প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু গুরু ও ভগবানের চরণে অপরাধের আদর্শ প্রদর্শনকারী রামচন্দ্রপুরীর তাহাতে অন্যরূপ বুদ্ধির উদয় হইল। রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের ঐ প্রকার বিলাপ ও ক্রন্দন শুনিয়া বিচার করিয়াছিলেন—"ব্রহ্মবিৎ জনের কেনই বা ক্রন্দন করিবেন? তথা যে রোগের যন্ত্রণায় বা সাধারণ দেহাসক্ত জীবের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন,—

"তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ, করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেন করহ রোদন?"

(চৈঃ চঃ)

রামচন্দ্রপুরী স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমহাপ্রভুকে প্রাকৃত জীবের ন্যায় মিথ্যা কপট মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরপুরীপাদের সেই প্রকার বুদ্ধি হয় নাই। ইহাই শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্যব্রুব রামচন্দ্রপুরীর সহিত শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী প্রভুর প্রকৃত বিশ্বস্ত শিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীর বিশিষ্টতা।

ঈশ্বরপুরী করে শ্রীপাদ-সেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা,—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর'।
রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্বনিন্দাকর॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের 'সাক্ষী' দুইজনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে॥

(চৈঃ চঃ)

ঈশ্বরপুরীপাদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শিক্ষানুসরণ করিয়া ইহাও জানিয়াছিলেন যে, মহাভাগবতগণ যে অস্বাচ্ছন্দ্যের প্রদর্শন করেন, তাহা কর্মফলবাধ্য বদ্ধজীবগণের কর্মফলভোগ বা দেহেতে আবদ্ধ হইয়া ভগবৎসেবা হইতে বিচ্যুতি নহে। পূর্ণভাবে ভগবদ্দর্শন করিয়াও তাঁহারা বিচার করেন—"আমরা ভগবৎসেবা করিতে পারিলাম না"—"মথুরা না পাইনু বলি' করেন ক্রন্দন।" কৃষ্ণের পূর্ণতম ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য তাঁহাদের যে এইরূপ উৎকট ও তীব্র লালসা, তাহাই ভজনপরাকাষ্ঠা বা বিপ্রলম্ভ। তাই শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াছেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ—সেই পরানন্দ সুখ॥
বিষয়-মদান্ধ সব কিছুই না জানে।
বিদ্যা-কুল-ধন-মদে বৈষ্ণব না চিনে॥"

(চৈঃ ভাঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্বর-রোগাভিনয়, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কণ্ডুরসা রোগের অভিনয় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর জরাতুর হইবার অভিনয় প্রভৃতিকে যে-সকল আধ্যক্ষিক ব্যক্তি প্রারব্ধের বশ্যতায় বিতাড়িত হইয়া কর্মফলবাধ্য জীবের প্রারব্ধ ভোগসদৃশ মনে করে, তাহারা দুর্ভাগা ও বঞ্চিত। রোগশোকের মধ্যে জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া যাহাতে ভগবৎসেবায় অধিকতর তীব্রভাবে উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত হয়, তজ্জন্যই মহাপুরুষগণ ঐরূপ অভিনয় করিয়া থাকেন। ভগবানের নিজজনগণ যদি নীরোগে ও নানা বিপদ্ আপদ্, ক্লেশ-সঙ্কট, রোগ-শোকের মধ্যে অবস্থিত হইবার লীলা দেখাইয়াও হরিসেবার জন্য তীব্র চেষ্টা প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে এই ত্রিতাপের কারাগারে পতিত কর্মী বিমুখ জীবসমূহ কিছুতেই নিজের মঙ্গলের প্রতি উন্মুখ হইত না।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

সমাহিতৈঃ কঃ করণৈর্গুণাত্মভি-
র্গুণো ভবেন্মৎসুবিবিক্তধাম্নঃ।
বিক্ষিপ্যমাণৈরুত কিং নু দূষণং
ঘনৈরুপেতৈর্বিগতৈ রবেঃ কিম্॥

(ভাঃ ১১।২৮।২৫)

অর্থাৎ আমার স্বরূপ যাঁহার নিকট সুব্যক্ত হইয়াছে, এরূপ মুক্ত ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল সমাহিতই হউক, আর বিক্ষিপ্তই হউক, তাহাতে তাঁহার গুণদোষ আর কি হইবে? যেমন মেঘ উপস্থিতই হউক, আর বিগতই হউক, তাহাতে সূর্যের কিছুই হয় না, তদ্রূপ মুক্ত মহাভাগবতের ইন্দ্রিয়সকল বাহ্যদৃষ্টিতে বিক্ষিপ্ত দৃষ্ট হইলেও তদ্দ্বারা তাঁহারা অভিভূত হন না। অজ্ঞলোক সূর্যকে মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত দেখিয়া মনে করে, সূর্য মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে; বস্তুতঃ তাহা নহে, তাহাদের চক্ষুই মেঘের দ্বারা আবৃত হইয়াছে। স্বপ্রকাশ সূর্য নিরন্তরই নির্মল আছেন। মুক্তপুরুষগণের ইন্দ্রিয় বিক্ষিপ্ত হয় নাই, আমরাই বিক্ষিপ্ত-ইন্দ্রিয় হইয়া অহৈতুক হরিসেবাপরায়ণ মুক্তপুরুষগণকে রোগশোকাদিতে আচ্ছন্ন ও ক্লিষ্ট মনে করিতেছি।

আবার যদি আমরা দুর্বুদ্ধিবশে মনে করি, যখন মহাভাগবত বস্তুতঃ রোগশোকাদি দ্বারা ক্লিষ্ট নহেন, তখন আমরা তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষা করিব না। কারণ, ক্লিষ্ট ও আর্তের জন্যই সেবার প্রয়োজনীয়তা। যিনি বস্তুতঃ ক্লিষ্ট নহেন তাঁহার শুশ্রূষার কি প্রয়োজন? এইরূপ বিচারে আবদ্ধ হইলে আমরা রামচন্দ্রপুরীর দ্বিতীয় সংস্করণ হইব। শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ নিজ গুরুদেবকে রোগশোকাদিতে অনাসক্ত নিরন্তর ভজনতৎপর জানিয়াও স্বহস্তে শ্রীগুরুদেবের মলমূত্রাদি মার্জন করিয়াছিলেন; কারণ, শ্রীমদ্ ঈশ্বরপুরী লোকশিক্ষার জন্য জানাইয়াছিলেন, শ্রীগুরুদেব রোগের অভিনয় করিয়া শিষ্যকে এইস্থানে যে সেবার সুযোগ দিয়েছেন, সেই সুযোগ গ্রহণ না করিলে শিষ্যের পক্ষে সর্বনিরপেক্ষ মহাভাগবতের সেবা করিবার আর অন্য সুযোগ নাই। দেহাসক্ত জীবের জন্য শ্রীঅর্চাবতার পূর্ণকাম হইয়াও সাপেক্ষপ্রায়, সর্বজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞপ্রায়, সর্বশক্তি হইয়াও অশক্তপ্রায়, রক্ষক হইয়াও রক্ষ্যপ্রায়, স্বামী হইয়াও যেন পালিতপ্রায় রূপ প্রদর্শন করেন। সেইরূপ প্রদর্শন না করিলে দেহাসক্ত জীবের সেবানুষ্ঠানের সুযোগ হয় না। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণও তদ্রূপ সর্ববিধ অপেক্ষা রহিত হইয়া ত্রিগুণের সর্ববিধ বিক্রমের বন্ধন হইতে সর্বথা মুক্ত থাকিয়া সেবোন্মুখ জীবের সেবানুশীলনের সুযোগদানের জন্য ঐরূপ রোগিপ্রায়, সাপেক্ষপ্রায় রূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহাদের জগজ্জনের প্রতি করুণার নিদর্শন। জগতের [illegible] অন্যপ্রকার আর্তের শুশ্রূষায় সুযোগ না করিয়া যাহাতে মহাভাগবতগণের শুশ্রূষার সুযোগ পাইয়া জীব অনাদিকালের দুর্দশারূপ বিষয় হইতে মুক্ত হন, তজ্জন্যই মহাভাগবতগণ ঐরূপ সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। মহাভাগবতগণের শুশ্রূষা ও পরিচর্যাদির দ্বারাই জীবের পরম মঙ্গল সাধিত হয়। এইজন্য শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু শ্রীউপদেশামৃতে বলিয়াছেন,—

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥

অর্থাৎ যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম, তাঁহাকে মধ্যম অধিকারী ব্যক্তি কনিষ্ঠ-বোধে মনে মনে আদর করিবেন। যদি কনিষ্ঠাধিকারী দীক্ষিত হন তবে তাঁহাকে প্রণামাদি দ্বারা আদর করিবেন, আর যিনি কৃষ্ণ-ভিন্ন অন্য প্রতীতিরহিত, পরের নিন্দাদিশূন্যহৃদয়, যিনি ভজনবিজ্ঞ, সেইরূপ মহাভাগবতকে স্বজাতীয় আশয়ে স্নিগ্ধগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সঙ্গ জানিয়া শুশ্রূষা দ্বারা আদর করিবেন।

কিন্তু ঐরূপ ভগবদ্ভক্তের স্বাভাবিক বা দেহগত কোনপ্রকার দোষ প্রাকৃতদৃষ্টিতে দর্শন করিয়া যদি অবজ্ঞা করা যায়, তবে বৈষ্ণবসেবালাভ হইবে না। তাই শ্রীউপদেশামৃতে শ্রীরূপপাদ উপদেশ করিয়াছেন,—

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদফেনপঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্মৈঃ॥

এই প্রসঙ্গে অবস্থিত অহৈতুক হরিসেবাপরায়ণ ভগবদ্ভক্তের স্বভাবজনিত দোষ এবং দেহদোষ-সমূহের দ্বারা তাঁহাকে প্রাকৃতদর্শনে দেখিবে না। যেরূপ গঙ্গাজলে বুদ্বুদফেনপঙ্ক প্রভৃতি মিলিত হইলেও গঙ্গাজলের ব্রহ্মদ্রবধর্ম নষ্ট হয় না, তদ্রূপ অহৈতুক কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ভগবদ্ভক্তকে বাহ্যদৃষ্টিতে শারীরিক ব্যাধি বা জরাদি-জনিত কুদর্শন, নীচবর্ণ, কর্কশতা প্রভৃতি দৃষ্ট হইলেও তিনি কখনও প্রাকৃত বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহেন।

মহাভাগবত বা মুক্তপুরুষের যাবতীয় চেষ্টাই কৃষ্ণসেবাপর। তিনি ভোগ বা ত্যাগবুদ্ধিদ্বারা চালিত হইয়া কোন কার্য করেন না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীসনাতনের-

পুরীপাত্রের কাদ্বাদি বিসর্জনের কথা শ্রবণ করিয়া কেহ যদি "মহাভাগবতের ঐরূপ চেষ্টা কেন থাকিবে" জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছেন,—

করোতি কর্ম ক্রিয়তে চ জন্তু-
র্কেনাপ্যসৌ চোদিত আনিপাতাৎ।
ন তত্র বিদ্বান্ প্রকৃতৌ স্থিতোঽপি
নিবৃত্ততৃষ্ণঃ স্বসুখানুভূত্যা॥
তিষ্ঠন্তমাসীনমুত ব্রজন্তং
শয়ানমুক্ষন্তমদন্তমন্নম্।
স্বভাবমন্যৎ কিমপীহমান-
মাত্মানমাত্মস্থমতির্ন বেদ॥
(ভাঃ ১১।২৮।৩০-৩১)

প্রাণি সকল কোন সংস্কার দ্বারা প্রেরিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম করে এবং বিকৃত হয়; কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি স্বরূপোপলব্ধ মুক্তপুরুষ, তিনি শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও ভগবৎসেবানন্দ সুখানুভব-দ্বারা তৃষ্ণা হইতে নিবৃত্ত হন এবং কখনও কর্ম দ্বারা সংসারগতি প্রাপ্ত হন না। যাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় অধিষ্ঠিত, তিনি স্থিতিই করুন আর উপবেশনই করুন, গমনই করুন আর শয়নই করুন, প্রস্রাবই করুন আর ভোজনই করুন, কিম্বা অন্য কোন স্বাভাবিক কার্য্যই করুন কোন সময়েই দেহেতে আসক্ত হন না।

অন্বয় অনুশীলন

—::(০)::——

ভজনের প্রারম্ভেই সাধ্যসাধন-তত্ত্ববিজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভ না হইলে সাধনপথে বাস্তবিক কোন উন্নতির আশা করা যায় না; ইহা ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য মার্গাবলম্বিগণও স্বীকার করেন। ভক্তি-পথাবলম্বীদিগের সম্বন্ধে এরূপ বলা হইয়াছে যে, অনর্থযুক্ত অবস্থায় প্রয়োজনতত্ত্বের অধিকারবহির্ভূত আলোচনা করা সঙ্গত নহে; কারণ উহাতে হিত অপেক্ষা অহিত ঘটিবার সম্ভাবনাই অধিক। অনর্থ প্রবল থাকা কাল পর্য্যন্ত সম্বন্ধ ও অভিধেয়ের বিশদ-আলোচনা হওয়াই সঙ্গত। ঐরূপ অনুকূল অনুশীলনের ফলে শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবকৃপায় চিত্ত যতই নির্ম্মল হইবে, ততই সেই নির্ম্মল হৃদয়ে প্রয়োজনতত্ত্ব স্বতঃই স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকিবে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় এই তথ্যটি উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সম্ভোগ-কলুষিত, অনর্থযুক্ত মনের সাহায্যে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনগত লীলাদি আলোচনা করিতে গিয়া যে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করে, উহা হইতে সরল, অজ্ঞান্ জীবগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভক্তিকল্প আচার্য্য ও প্রচারকবৃন্দ পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়াছেন—'অনর্থযুক্ত অবস্থায় অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব আলোচনা করিতে যাইও না, করিলে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাশ হইবে'।

কিন্তু আমাদের অবিদ্যাপীড়িত চিত্ত প্রায়ই গুরুবৈষ্ণবের আদেশ-উপদেশের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাহার একটা কু-অর্থ কল্পনা করিয়া লয় এবং উহাই আবার নূতন একটা অনর্থের সৃষ্টি করে।

শ্রীগুরুবর্গের সতর্কবাণী বা শাসন-বাণীটি আমাদের মধ্যে অর্থহীন আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াবাদে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে কিনা এবং উহার প্রকৃত-তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া কেবল নিষেধবাক্যেই আমাদের আগ্রহ আসিয়া যাইতেছে কি না—এটি বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া সহজিয়াবাদ-নামে যে অতি জঘন্যতম সম্ভোগবাদ অতি দ্রুতবেগে বিস্তার লাভ করিতেছিল, উহার কবল হইতে সরল অথচ কোমলশ্রদ্ধ জীবগণকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বিপুল অভিযান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রাকৃত চরিত্রে প্রাকৃতসহজিয়া-মতবাদ-নিরসনই প্রধান-ভাবে লক্ষিত হয়। প্রাকৃতসহজিয়া মত নিরাস করিবার জন্যই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের "অধোক্ষজ" শব্দের অপূর্ব্ব যৌগিক তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাকৃতসহজিয়াদলনে এই "অধোক্ষজ" শব্দটিই ছিল শ্রীল প্রভুপাদের অব্যর্থ অস্ত্র। ভগবান্ ও ভগবৎসম্বন্ধী বস্তুর অধোক্ষজত্ব স্থাপন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ পুনঃ পুনঃ সতর্ক করিয়াছেন—'সাবধান! অপ্রাকৃত বস্তুর অধোক্ষজত্ব বিস্মৃত হইয়া তোমার সম্ভোগময় উন্মত্ত মনের ছাঁচে তাঁহাকে গড়িতে যাইও না; ঐরূপ চেষ্টা যদি করনা করিলেও তোমার মঙ্গলের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হবে।'

দুর্ভাগ্য এমনই প্রবল যে, শ্রীল প্রভুপাদ বা মহাজনগণের এই সতর্কীকরণ আমাদের মধ্যে ক্রমশঃ নিয়মরক্ষার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কেনই বা প্রাকৃত-সহজিয়া-মতবাদ নিরাসের এরূপ বিপুল উদ্যম এবং সেই নিরসনকার্য্যের পূর্ব্বে ও পরেই বা আমাদের আর কি কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আমরা বোধ করি না। ভজনে প্রবৃত্ত হইবার সময় সম্বন্ধ ও অভিধেয় সম্বন্ধে যেরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন, সেইরূপ প্রয়োজন সম্বন্ধেও আমাদের অন্ততঃ জানিয়া রাখা আবশ্যক—কি উদ্দেশ্যে আমরা এই পথ অবলম্বন করিলাম। প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য যদি স্থির হইয়া না থাকে, তাহা হইলে অভিধেয়-ভক্তিযাজন বা সাধন যে শুদ্ধ হইতেছে, তাহা প্রমাণিত হইবার ত' কোন অবসরই থাকে না; আর সাত্ত্বিক অভিধেয় শুদ্ধভাবে আচরিত হওয়া সম্ভবপরও নহে। শাস্ত্র বলেন,—

সর্ব্বস্যৈব হি শাস্ত্রস্য কর্ম্মণো বাপি কস্যচিৎ।
যাবৎ প্রয়োজনং নোক্তং তাবত্তৎ কেন গৃহ্যতে॥

সমস্ত শাস্ত্রের অথবা কোন বস্তুর প্রয়োজনীয়তা যতক্ষণ না বলা হইতেছে, ততক্ষণ তাহা কেহ গ্রহণ করে না।

অন্বয়বিরহিত অভিধেয় বা সাধন ভক্তি নহে, অন্বয়-অনুশীলনই ভক্তি। অন্বয়-অনুশীলন বলিলে অন্বয়ভাবে—যুক্তভাবে অনুশীলন অথবা অন্বয়ের অনুশীলন অথবা অন্বয়রূপ অনুশীলন বুঝায়। অন্বয়—গুরু-কৃষ্ণ। নিজেকে তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মের ধূলিজ্ঞানে অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানে তাঁহাদের মনোহভীষ্টের সহিত নিজেকে যুক্ত বা অন্বিত করিয়া শ্রীগুরু-কৃষ্ণের যে বাস্তব অনুশীলন, পরন্তু কেবলমাত্র ব্যতিরেক আলোচনামাত্র নহে—তাহাই অন্বয়ভাবে অনুশীলন। আবার নিখিল জীবকুল অথবা যাবতীয় পদার্থকেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের বৈভব সুতরাং নিজের পূজ্যবস্তুজ্ঞানে তাহাদিগকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত অন্বিত করিবার যে প্রয়াস এবং শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃষ্ণানু-সন্ধানলীলায় যে অনুগত সেবা, তাহাও অন্বয়রূপ অনুশীলন। ভক্তির সর্ব্বত্রই ত' সেই অন্বয়ের কথাই রহিয়াছে। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন সর্ব্বত্রই; অন্বয়, ব্যতিরেক ত' কোথাও নাই। প্রতি পদবিক্ষেপে এই অন্বয়ের বাস্তবসত্য যদি উপলব্ধির বিষয় না হয়, তাহা হইলে বস্তুবিহীন কৃষ্ণের অনুশীলনের ছলনা অর্থাৎ চিদ্বিলাস-ব্যতিরিক্ত মায়াবাদ, নতুবা কৃষ্ণ ব্যতীত গুরুভজনের অভিনয় অর্থাৎ জড়বিলাসব্যতিরিক্ত প্রকৃতিবাদই শেষ পরিণতি হইবে

সাময়িক-প্রসঙ্গ

শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে সাপ্তাহিক অধিবেশন

গত ৬ই আগষ্ট রবিবার, কটকস্থিত শ্রীচৈতন্যমঠের অষ্টম শাখা কটক, শ্রীসচ্চিদা-নন্দ মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গয়া হইতে শ্রীধামমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের পর গঙ্গাদাস পণ্ডিতের অনুরোধে স্বীয় ছাত্রগণকে অধ্যাপনার নিমিত্ত উপবিষ্ট হইয়া বিষয়প্রাপ্তি-বৃত্তিতে সর্ব্বস্বরূপ-টীকায় শ্রীকৃষ্ণনামমহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে—জগদ্গুরু শঙ্কর শ্রীকৃষ্ণনামরসে সর্ব্বদা বিভোর, তিনি পরমহংসাচারে দিগম্বর, সর্ব্বদা নিষ্কুণ্ঠ উপাসকরূপে শ্রীমদনগোপালকে তিনি শ্রীঅঙ্গে ধারণ করেন, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবৈকান্তিকতা হেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থে তদীয় চরণামৃত মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণনামকীর্ত্তনে পঞ্চমুখ, প্রচেতোগণ তাঁহাকে জগদ্গুরুরূপে বরণ করিয়া তদানু-গত্যে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবারসে সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাকে জগদ্গুরুরূপে বরণ করিলে তাঁহার শিষ্যত্ব বা দাসত্বের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্ব্যতীত কৃষ্ণ ও রামাদি প্রমুখ অবতারের স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিতে তাঁহার পূজা করিতে গিয়া তাঁহার অধোক্ষজ স্বরূপের সন্ধানে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সর্ব্বমূল-স্বরূপ অচ্যুতের শ্রীপাদপদ্মসেবা করিলেই সমস্ত দেবতা-মনুষ্যাদির তৃপ্তি হয়, ইত্যাদি বহুকথা আলোচিত হয়।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—শ্রীযুত কপিলেশ্বর ছোট্রায় এম্-এ, অডিটর কো-অপারেটিভ সোসাইটী ব্যাঙ্ক, শ্রীযুত কাহ্নুচরণ মহান্তি, জমীদার, শ্রীযুত ওজরাম নায়ক বি-এ, শ্রীযুত বৈকুণ্ঠদাস প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত বহু বিদ্যার্থীবৃন্দও সভায় যোগদান করত মনো-যোগের সহিত শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গন্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী, গৌরাঙ্গ আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। অত্যাচীন গ্রন্থ-শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ও শ্রীচৈতন্য-গ্রন্থাগার আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড় বাজার ২২০৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। নিয়ত পাঠ, কীর্ত্তন, প্রভাতফেরী যোগে শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি যোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) উহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) ... শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) শ্রীশ্রীস্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভারুইডাঙ্গা, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠানুগ

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা -(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াকুটির

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) প্রাণঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৬নং গান্ধী রোড, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ নরিয়ার, জিঃ সাহারণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মন্দা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গন্ধীবাগ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) শ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ,

পোঃ বিসয়াব, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

শ্যামাবতপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) ... -কৃষ্ণকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড - ...

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জী,

পোঃ কোতোয়ালী, জেলা গুজরাট (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

১২নং ... রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়াট্যাঙ্ক রোড, ... হিল রোড ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ মাদ্রাজ, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণ-সেবা

(৫১) ... গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ..., ... মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরগোপাল ... -সেবা

(৫২) ... গৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সত্যনাকুটী

(৫৬) শিশুপালবধ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

লালবাগ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রজরাজগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ ... পাঞ্জাব

(৬০) ... মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ ..., মেদিনীপুর

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ ... (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

... পোঃ ... (বাংলা)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং ... ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ১

৫১, ... রোড

... , লণ্ডন ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

... রোড, ... (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

... , চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীনবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত ও
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ(০)ঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷৴০	।৴০	।০
" " ইঞ্চি	৫৲		৩৷০	২৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২৷০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৷০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

-ঃঃ(০)ঃঃ-

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃপঞ্চাশবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, গ্রন্থ-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটী উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—ঃ০ঃ—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—ঃঃ০ঃঃ—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ যোগ্য ও আদর্শচরিত্র। নিরামিষাশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। আহার ও দেখাশুনার জন্য মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র ধনহীন ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সুশৃঙ্খলভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ বিদ্যাবিনোদী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়েশ্বরাচার্য্যবৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিগণের পারিবারিকেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক [illegible] আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য [illegible]-এ মহোদয়ের গ্রেষণাপূর্ণ গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত বল আবাহন করিয়া তাঁহাকে বর্ণন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মত্ত হউন। এই [illegible], অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য [illegible] প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ [আ]লোচনা। প্রথম খণ্ড ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ [শ্রী]শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), [প্র]কাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও [গ্র]ন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ [স]ম্প্রতি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, [রা]য়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর [পো]ষ্ট—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল কারণ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের অন্তেবাসী পরবিদ্যাশক্তিযুক্ত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু গ্রন্থাবলীর নির্ঘণ্টাদিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" [ও] বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে [প্র]কাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পার[মার্থি]ক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। [২]৪নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া [থা]কে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র [প্র]কাশিত হইতেছে।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৫	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩-০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(লাইট রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২	
ছাঃ	১৪-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৫৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১৩
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩০		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহারির পাচন

সর্ব্ববিধ মেহরোগের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি এত অধিক। শিতার [illegible] সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন [illegible] একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। [মূল্য]—ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
মায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড | শ্রীমায়াপুর— ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪৬ ১২ই আগষ্ট, ১৯৩৯, শনিবার | ১৪১শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-:০:-

হাওড়া জেলার সর্ব্বত্র বন্যার ধ্বংসলীলা উলুবেড়িয়ায়

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত বাগনাপুর, চণ্ডীপুর, জুয়ারগোড়, প্রভৃতি কয়েকটি ইউনিয়নের অসংখ্য গ্রাম দামোদরের বন্যায় জলমগ্ন হইয়াছে। গত কয়েক দিন, বার দিন অবিরাম বৃষ্টিপাত হইয়া রাস্তাঘাট, পুষ্করিণী, মাঠ, ঘাট, ডুবিয়া গিয়া, তাহার উপর চার পাঁচ জায়গায় বাঁধ ভাঙ্গিয়া দামোদরের প্রবল বন্যা বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া উক্ত ইউনিয়নগুলির অসংখ্য গ্রাম একেবারে ডুবাইয়া দিয়াছে। দোকানের উপর জলের গভীরতা সাত আট ফুটেরও বেশী। তিন চারিদিন অনবরত চেষ্টা করিয়াও বন্যার গতি রোধ করিতে না পারায় অনেকে গ্রাম, বাড়ী ছাড়িয়া দূরবর্ত্তী স্থানে পলায়ন করিয়াছে; বাকী শত শত লোক কটক রোডের উপর অনাহারে অনিদ্রায় উন্মুক্ত স্থানে দিন কাটাইতেছে শুনা যাইতেছে। রাস্তার জল আরও ৪ ফুট বেশী, সেই জল যদি তাহার উপর এ দিকে আসে তাহা হইলে একমাত্র আশ্রয়স্থল উক্ত কটক রোড যদি যায়, তাহাও জলমগ্ন হইবে। স্থানীয় যে সব সহৃদয় ব্যক্তি দিবা-রাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া নৌকার সাহায্যে বিপন্ন ব্যক্তিগণকে ও গরু বাছুর গুলিকে উদ্ধার করিতেছেন। বন্যার প্রকোপ এত ব্যাপক যে আর সরকারী সাহায্য ও জনসাধারণের সহানুভূতি না পাইলে সত্বর শত শত নর-নারী সন্তান-সন্ততি ও বাছুর নিরাশ্রয় হইয়া প্রাণ হারাইবে। এ বিষয়ে উলুবেড়িয়া মহকুমার মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ও কলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

নদীয়ায়

গত ১০।১১ দিন যাবৎ এখানে অবিরাম বড় বৃষ্টির ফলে বহু ফসল জলে ডুবিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বহু বাড়ী ভূমিসাৎ হওয়ায় লোকজনের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে। মকরন্দা ও গোপালপুর গ্রামে দুইটী বাড়ীতে ঘরের দেওয়াল চাপা পড়িয়া কয়েকটী স্ত্রীলোক তাহাদের ছেলে-মেয়ে সহ ভীষণভাবে আহত হইয়াছে।

পোল্যাণ্ড যদি আক্রান্ত হয় সোভিয়েট নিরপেক্ষ থাকিবে না

'ইজভেস্তিয়া' পত্রিকায় 'পঁচিশ বৎসর পরে' শীর্ষক এক প্রবন্ধে যুদ্ধকালে সোভিয়েট কি নীতি অনুসরণ করিবে তাহা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। স্পষ্টতঃই এই ঘোষণার পূর্ণ সরকারী অনুমোদন রহিয়াছে। এই ঘোষণার একমাত্র মর্মার্থ এই যে, জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে, তাহা হইলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকিবে না।

"দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। ১৯১৪-১৯১৮ সালে বলশেভিকরা নিষ্ক্রিয় শান্তিবাদী ছিল না, এখন তো আরও নয়। তাহারা শান্তির আদর্শের প্রতি একান্ত অনুরক্ত। ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ বন্ধ করিতে সর্ব্ব এক সাধারণ "শান্তি সঙ্ঘ" গঠন করিতে তাহারা অভিলাষী; এই সঙ্ঘ পূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতা, পূর্ণ সমান অধিকার এবং অকপট ও দৃঢ়ভাবে সর্ব্বপ্রকার 'নিরপেক্ষতা নীতি' বর্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। সোভিয়েট ভূমির সীমান্তে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগুন যে ফ্যাসিষ্ট দস্যু জ্বালাইতে সাহসী হইবে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে বলশেভিকরা আজ প্রস্তুত।"

ইঙ্গ-জাপ আলোচনা

গ্রীষ্মাবাস হাকোন-এ সপ্তাহ শেষের ছুটি যাপন করিয়া স্যার রবার্ট ক্রেগী টোকিওতে ফিরিয়াছেন। আশা করা যায়, এক সপ্তাহ পূর্ব্বে স্থগিত ইঙ্গ-জাপ আলোচনা আবার আরম্ভ হইবে। স্যার রবার্ট লণ্ডন হইতে নূতন নির্দ্দেশ প্রতীক্ষা করিতেছেন।

জাপানী পর্য্যবেক্ষকগণের বিশ্বাস, এই আলোচনাতেই বৈঠকের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হইয়া যাইবে। তবে তাঁহারা সফল হইবে বলিয়া আশান্বিত, কেহ কেহ বলিতেছেন তিয়েনৎসিনে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কে এখানে যে চুক্তি হইয়াছে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশপত্রে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে এবং যে মুদ্রা সমস্যা লইয়া বর্ত্তমান অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সমাধানকল্পে স্পষ্ট প্রস্তাব থাকিবে।

প্রকাশ, মিঃ আরিতা মন্ত্রিসভার বৈঠকে বলেন যে, লণ্ডন হইতে নূতন নির্দ্দেশ আসিতেছে, যদিও তাঁহার ঐ কথা বলার সময় বৃটিশ নির্দ্দেশ সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহা হইতেই দেখা যায় যে, শীঘ্রই ইঙ্গ-জাপ-আলোচনা আবার আরম্ভ হইবে।

পাশ্চাত্যের পরিস্থিতিতে জাপানের উৎকণ্ঠা

মন্ত্রিসভার বিশিষ্ট কয়েকজন সভ্যের এক বৈঠকের পর মন্ত্রিসভার চীফ্ সেক্রেটারী বলেন যে, সভায় 'ইউরোপীয় পরিস্থিতির বিষয় আলোচিত হয়, কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত হয় নাই।' বিশিষ্ট মন্ত্রীদের সভায় ঐ সম্বন্ধে আরও আলোচনা হইবে।

মন্ত্রিসভার উল্লিখিত বৈঠকের পর সমর সচিব জেনারেল ইতাগাকি সমর বিভাগের দপ্তরখানার কর্ম্মকর্তাদের এক সভা আহ্বান করেন। বিশিষ্ট মন্ত্রীদের আগামী বৈঠকে সেনাদলের মনোভাব কি সে সম্বন্ধে আলোচনার জন্য তাঁহাদের মনোভাব অবগত হইতেই সমর-সচিব উক্ত সভা আহ্বান করেন।

ভারত হইতে সিঙ্গাপুরে দলে দলে সৈন্য আমদানী

এ পর্য্যন্ত প্রায় ৪২ হাজার সৈন্য ভারত হইতে সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়াছে। ১৪শ সংখ্যক পাঞ্জাবী রেজিমেন্টের একটি বাহিনী সর্ব্বশেষ এখানে পৌঁছিয়াছে। ঐ সেনাদল ট্রেণে পেনাং রওনা হইবে। এই সপ্তাহ অন্ততঃপক্ষে আরও দুইখানি সৈন্য বোঝাই জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌঁছিবে। ইহাতে গোলন্দাজ, পরিখা খননকারী, চিকিৎসক ও সেনাদলের প্রয়োজনীয় অন্যান্য সব শ্রেণীর লোকই থাকিবে।

গোলন্দাজ, এম্বুলেন্স প্রভৃতি সৈন্য-বাহিনীর পূর্ণতাসাধনে যে সব লোকজন প্রয়োজনীয়, সবই ঐ দুই জাহাজে আসিয়া পৌঁছিবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(*):::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵৹ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸৹ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷৹ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যত্রয় বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সারস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸৹ ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৪র্থ খণ্ড—৸৹
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸৹; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸৹
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা)
১২। শ্রীনবদ্বীপাভূর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে নিত্যৎ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸৹
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ।০
১৮। বাদন-আলয় ।০
১৯। ধর্ম্মবিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২ ভক্ত-হৃদয়
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ৩৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ।০
২৭। মুক্তিপ্রদকা গণগৌরভঃ (সাড়ম্বর) ২৲
২৮। দেবানন্দ্রসার (সাড়ম্বর) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸৹
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। শ্রীকৃষ্ণমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাড়ম্বর) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভজনরহস্য বা নামাপরাধভঞ্জন ।০
৫৬ আম্নায়সূত্র ও তত্ত্বদর্শন ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবস্তব ৶০
৫৯। শিক্ষাদর্শন ৵০
৬০ সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৬৩। সটীক-নিত্যাকর্ম্মসূত্রম্ ।০
৬৪। ভক্তস্তবম্ ।০
৬৫। সাড়ম্বর শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। সারার্থদর্শিনী ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ এরর্ গার্ডেন অব নেভাদ ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। শোরাট গৌড়ীয়মঠ টাউ গুইট ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইবোল্ট প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনব্যালেন্সড ডিভোশন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

অসমীয়ায় প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৬৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ২৭ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১৭শে শ্রাবণ [illegible] ১৩৪৬, [illegible] আগষ্ট [illegible] ১৯৩৯, শনিবার } ১৪১৭ সংখ্যা

"আমার গুরুপাদপদ্মের নিন্দা-কারী বা ঐরূপ নিন্দাকারীর কোন-রূপে প্রশ্রয় দেন যিনি, সেরূপ অমঙ্গলকারী পাষণ্ডীর মুখ যেন আমার দর্শন-পথে না আসে।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৭ পুরুষোত্তম, অব্দ শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ ৪৫৩

গণমত ও সিদ্ধান্ত

হরিভজনের সর্বপ্রধান অন্তরায় কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা। কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা না ছাড়িলে জীব হরিভজন করিতে পারে না। হরিভক্তি অন্যাভি-লাষিতাশূন্যা, জ্ঞানকর্মাদির দ্বারা অনাবৃতা—ভোগ-মোক্ষরহিতা। নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্ত লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি প্রাপ্তির কোন আশা রাখেন না। কোন অভিলাষাদি না থাকায় তাঁহারা শান্ত। তাঁহারা শান্ত-ভাবে— একনিষ্ঠভাবে— একলক্ষ্যভাবে—একের সুখের জন্যই নিত্যকাল ধীরস্থিরভাবে অবস্থান করেন। গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের সুখবিধান ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কোনও কৃত্য নাই। তাঁহারা জানেন, গুরু বৈষ্ণব-ভগবান্‌ই একমাত্র সেব্যবস্তু। সুতরাং একমাত্র পরমসেব্যবস্তুর সেবা ছাড়া সেবক জীবের অন্য কোন কাজ নাই বলিয়া তাঁহারা কায়মনোবাক্যে, সর্বেন্দ্রিয়ে, সর্বতো-ভাবে, ধীর, স্থির, একলক্ষ্য হইয়া নিশ্চিন্তে হরিসেবা করিয়া যান। তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন। তাঁহারা এ জগতের কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নহেন বলিয়া তাঁহাদের প্রাণপ্রভুর সেবায় কেহই বাধাপ্রদান করিতে পারে না। প্রাণ-প্রভুর সেবা তাঁহারা প্রাণে প্রাণে—সর্বান্তঃ-করণে করিয়া থাকেন। তিনি যে কি প্রকারে তাঁহার একমাত্র আরাধ্যের আরাধনা করেন, সে কথা এই বিশ্বের কেহই ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে না; যদি তিনি কৃপা করিয়া কাহাকেও তাঁহার প্রাণের সেবার কথা না জানাইয়া দেন। কিন্তু তিনি বড় দয়াল! একটু শরণাগত, একটু সেবোন্মুখ দেখিলেই তাঁহার নিকট গুরু-মহিমাকীর্তনে অনর্গলমুখ হন। সিদ্ধান্তবিৎ গুরুসেবক কখনও গণগড্ডলিকাস্রোতে ভাসিয়া চলেন না। তিনি কোনও বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে থাকেন না। প্রত্যেকটী কথাই ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত কিনা তাহা তিনি সাধু-শাস্ত্র আচার্যবাণীদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। জগতের প্রায় শতকরা শতজন লোকই বহির্মুখ গণগড্ডলিকাস্রোতেই গা ভাসাইয়া চলে। তাহারা আচার্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাস্তবসিদ্ধান্ত, শাস্ত্রবাণী বা সাধু-গুরুর বাক্যসমূহকে গণমতের দ্বারা বিচার করাইতে চাহে। এই সকল গণগড্ডলিকা-[illegible] ব্যক্তি শ্রৌতপথ, শ্রৌতসিদ্ধান্ত বা আম্নায়-[illegible] কোন কথাই জানে না। [illegible] সম্প্রদায়ের যে কেহই [illegible] হউক, কিম্বা [illegible] বিদ্যা [illegible] হউন, তাহারা সকলেই বঞ্চিত। নাম-মাত্রের দ্বারা অধোক্ষজ-ভক্তির কথা কি করিয়া বুঝিবে? যাহারা ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণা-পাটবাদি দোষে দুষ্ট, তাহারা [illegible]-[illegible] বিশুদ্ধ আচার্যের আচরণ কি করিয়া বুঝিবে? 'অপ্রাকৃত নহে কভু প্রাকৃত গোচর।' সুতরাং মহাসুজ্ঞ, [illegible] অধোক্ষজ ভক্তি-[illegible] কি করিয়া [illegible]? '[illegible] বা আচার্যের সিদ্ধান্তে ভ্রম প্রমাদ আছে'—এই সকলের আরোপ যেখানে, সেখানে ভক্তির কোন কথা নাই, সেখানে [illegible] প্রত্যেক কথাকে বেদবাণী বলিয়া মানিতে পারেন না, সেখানে, সিদ্ধান্তের কোন কথা নাই। সেখানে গুরুদেবে সন্দেহ, গুরুবাক্যে অবিশ্বাস, সেখানে আর [illegible] কোথায়? গুরু ও গুরুবাক্যে সন্দেহ করিলে শিষ্যপদবী লাভ করা যায় না। "মহাজন যেই কহে, সেই সত্য মানি।"—যেখানে এই বিচার—যেখানে "কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার, তোমার শকতি আছে। আমি ত' কাঙ্গাল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, ধাই তব পাছে পাছে।" এই বাণীর অনুসরণে কৃষ্ণসেবাবিতরণকারী আচার্যের অনুসরণ, আচার্যের কৃপায় [illegible] সেইখানেই ভুক্তি সেইখানেই বিষ্ণুত্ব, সেইখানেই সেবকত্বের বিচার।

[illegible] সব কিছুই না জানে।

[illegible] মনে [illegible] না চিনে।

যাহারা [illegible] পণ্ডিত, শাস্ত্র-[illegible] করে—[illegible] সাধু, গুরু, আচার্য, [illegible] প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারে না। তাহারা [illegible] সাধু, বৈষ্ণব, গুরুর গুরুত্ব বিচার করিতে যায়। [illegible] তাহারা [illegible] পারে না। বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া [illegible] করে। তাহারা [illegible] সাধুকে সাধু, গুরুকে গুরু, [illegible] কিন্তু যখন তাহাদের [illegible] না [illegible] পায়, তখন সেই সাধু, [illegible] আসল [illegible] প্রকৃত সাধু, গুরু, আচার্যের [illegible] বোকা [illegible] হয়। তখন [illegible]—[illegible] সাধুকে [illegible] প্রদান করে। এই সকল [illegible] কখনও প্রকৃত আচার্য, গুরু, বৈষ্ণব [illegible] নিত্য সত্য বস্তুকে চিনিতে সমর্থ হয় না। ইহারা নিজেরা চরিত্রহীন হওয়ায় নিষ্কলঙ্ক সাধু-গুরু-বৈষ্ণবও তাহাদেরই মত চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন না—এরূপ মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

কল্পনা করে। চরিত্রহীন সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের প্রাণে প্রাণে মিল হয় বলিয়া তাহারা চরিত্রহীনতাকেই বৈষ্ণবতা, আদর্শ সাধু, গুরু, বৈষ্ণব বলিয়া থাকে। ইহারা অকপট, নির্ম্মৎসর, অনন্যভজনপরায়ণ, অপ্রাকৃত, পরম পবিত্র বৈষ্ণবগণকে হিংসাবশে নিন্দা করিয়া থাকে এবং তাহাদেরই ন্যায় চরিত্রহীন সম্প্রদায়কে সাধু, গুরু বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে। ঐ সকল মৎসর ব্যক্তি কখনও সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় করে নাই। তাহারা গুরুপাদাশ্রয়ের নামে গুরুকে উল্লঙ্ঘন ও গুরুদ্রোহই করিয়াছে। গুরুপাদপদ্ম-বর্জ্জিত-হতভাগ্য, অপরাধী, নরক-পথের পথিক ঐ সকল ব্যক্তি শুদ্ধ-বৈষ্ণবের নিন্দার অধিকতর প্রমত্ত হয়। তাহারা সিদ্ধান্তজ্ঞানহীন দাম্ভিক। সাধু, গুরু বা আচার্য্য বলিলে তাহারা কোন ব্যাক্যবাগীশকেই মাত্র বুঝিয়া থাকে। সাধু, গুরু বা আচার্য্য যে একটী তত্ত্ব, তাহা তাহারা বুঝিতেই পারে না। এই সকল সিদ্ধান্ত-জ্ঞানহীন ব্যক্তি শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবা করিবে কি করিয়া? তাহারা এক করিতে আর এক করিয়া বসে। শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়ে, শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া ঠাকুরকে ভোগ দিতে যায়, গুরু সাজিয়া ব্রাহ্মণকে জুতা দান করে। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের নিকট অপরাধী বলিয়া কোন সিদ্ধান্তই তাহাদের স্ফূর্ত্তি পায় না, সুতরাং সেবাও হয় না। অকস্মাৎ যদি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের অপরাধ থাকে, তবে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয় না। অতএব সাধুপ্রবরগণের প্রতি সর্ব্বদা সেবোন্মুখ বুদ্ধিযুক্ত থাকে। বস্তুস্বরূপ জানিয়া তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার কর্ত্তব্য। তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

> যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া,
> আদর করিব যবে।
> বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি,
> অবশ্য পাইব তবে॥

কপট ব্যক্তিগণ এই বৈষ্ণবাবৈষ্ণব চিনিতে পারে না। এজন্য তাহারা বৈষ্ণবের সাধু উপদেশও গ্রহণ করিতে পারে না। অপরপক্ষে কপট ব্যক্তিগণ সাধুগণের লোকবঞ্চনাময়ী চরিত্রদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার সাধুত্ব দেখিতে পায় না। তাহার অসাধু, বহির্ম্মুখ, মতবাদ, হীনরুচি ব্যক্তিদিগকে নিরপেক্ষ ও পরব্রহ্মাদির জ্ঞান করিয়া অর্চ্চন সাধুগণেরই বোধ রুচী এবং পঞ্চোপাসনা ও গোঁড়ামী প্রভৃতি উৎপাদনে নিপুণ হইয়া থাকে। ইহার ভাবেদের কোন কার্য্য নাই, হরিকথায় মধ্যে নাই, হরিভক্তিরাজ্যের চতুঃসীমানায় মধ্যেই আসে নাই। কিন্তু সাধুনিন্দার একটু গন্ধ যদি কোথাও পাইলেই শকুনি-গৃধিনীর ন্যায় থাকে থাকে, দলে দলে তথায় উড়িয়া যায় এবং তাহার আলোচনায় ব্যস্ত হয়। এই সকল ব্যক্তি সত্যের কিছুই জানে না। ঐসকল বহির্ম্মুখ ব্যক্তি অনেক সময় এইরূপ বলিয়া থাকে—জগতের বড় বড় হোম্‌রা-চোম্‌রা, পণ্ডিত-বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর, কার্য্যদক্ষ লোকগুলি কি কিছুই জানে না? একদিকে জগতের অধিকাংশ লোক, আর একদিকে মাত্র কয়েকটী নিরীহ, নিষ্কিঞ্চন বোকা মানুষ। তাহাদের কোন কিছুই সম্বল নাই, আর ইহাদের ধনবল, জনবল, পাণ্ডিত্যবল, বুদ্ধিবল কত কি আছে! সুতরাং জনমত যাহাকে ভাল বলে তাহাকে ভাল না বলিয়া মাত্র কয়েকজন ব্যক্তির সেবিত একজনকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিব কেন?—হইতে পারেন তিনি শ্রীমদ্ভাগবতকথিত আচার্য্য? যাঁহার পক্ষে কোন জাগতিক লোক নাই, সেই একজন মাত্র ব্যক্তিই সত্য জানিবেন—ইহা কি কখনও হইতে পারে? ইহারা গণমতের দ্বারাই পরমার্থ বিচার করিতে চায়। ইহাদের ধারণা—কপটতার দল যখন বড়, তখন কপটতাই সত্য আর আচার্য্যের সত্যবাণীর গ্রাহকগণ যখন কপট-দলের কেহই নহেন, তখন অকৈতব সত্যই অসত্য। এই সকল অসদাচারগণ নানারূপ প্রলোভনে কোমলশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে প্রলুব্ধ করিয়া হরিভক্তি হইতে চ্যুত করিতে অশেষ যত্ন করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা সরল, নিষ্কপট, একান্ত হরিভজন-পিপাসু, সেবক-ভগবান্ আচার্য্যপাদপদ্মের ধূলি হইবার জন্য তাঁহার কৃপা লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের নিকট হইতে ঐসকল মৎসর সহস্রযোজনদূরে অবস্থান করে। আচার্য্যরক্ষিত সরল ব্যক্তিগণের একটী কেশস্পর্শ করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। কিন্তু নিরাশ্রয় হইলেই আর রক্ষা নাই। তাই বলি, সাধু সাবধান!

প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :- ১ম খণ্ড ১০; ২য় খণ্ড ১; ৩য় খণ্ড ১০; ৪র্থ খং—১০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

শ্রীভক্তিবিনোদবাণী

—:•:—

জীবে দয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। জীবের প্রতি দয়া করা বৈষ্ণবের একটী স্বভাব। যাঁহাতে এই স্বভাব লক্ষিত না হয়, তিনি সহস্র সহস্র বাহ্যচিহ্ন ধারণ করিলেও বৈষ্ণব হইতে পারেন না। 'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন' ইহাই মাত্র বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া শ্রীশচীনন্দন সর্ব্বত্র শিক্ষা প্রচার করিয়াছেন। জীবের প্রতি বৈষ্ণবের দয়া বৈষ্ণবের অন্তঃকরণেই থাকে, তাহার বাহ্য পরিচয় কি ইহা জানিতে পারিলে উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যায়। অতএব তাহার বাহ্য-পরিচয় অনুশীলন করিতেছি। 'জীবে দয়া' এই কথাটী কেবল বদ্ধজীব সম্বন্ধে, ইহা বুঝিতে হইবে। আবার বদ্ধজীবের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণ-সাম্মুখ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি দয়া নয়, মৈত্রী ব্যবহার করার উপদেশ আছে। অতএব বদ্ধজীবের মধ্যে যাঁহারা বালিশ অর্থাৎ মূঢ়, তাঁহাদের প্রতি দয়া করিতে হয়। জীবের ক্লেশ দেখিয়া যে প্রবৃত্তি চিত্তে উদিত হইয়া জীবের আনুকূল্যে আর্দ্রতা উৎপন্ন করে, তাহার নাম দয়া। ক্লেশ তিন প্রকার অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ, লিঙ্গদেহ-নিষ্ঠ ও স্থূলদেহনিষ্ঠ। অবিদ্যা-বন্ধন-জনিত স্বরূপ-ভ্রংশই আত্মনিষ্ঠ ক্লেশ। তাহাতেই জীবের স্বরূপ যে কৃষ্ণদাস, তাহার বিস্মৃতি। ইহাই জীবের মূল ক্লেশ। মায়াবদ্ধ হইয়া মায়িক অহঙ্কার, বুদ্ধি, চিত্ত ও মনকে জীব স্বীকার করিয়াছেন। তাহাই তাঁহার লিঙ্গশরীর। জড়ীয় সম্বন্ধে 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধিকে মায়িক অহঙ্কার বলি। জড়ীয় বস্তুতে জ্ঞানাদি চর্চ্চার মায়িক বুদ্ধি। জড়ীয়জ্ঞানকে সংগ্রহ করিয়া ধারণা করার নাম মায়িক চিত্ত। জড়ীয় ধর্ম্মের চিন্তা ও বিচারের নাম মায়িক মন। এই অবস্থাটীই জীবের একটী ক্লেশ। এইরূপে জড়ীয় পাপ পুণ্যের উদয় ও বিচার। এই কার্য্য যত হয় জীব ততই স্বস্বরূপ আত্মা হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া ক্লেশময় মায়িক জগতে অভিনিবিষ্ট হন। তাহার উপর মাতৃগর্ভ হইতে প্রাপ্ত জীবের স্থূলশরীর স্থূলশরীরের অভাব, পীড়া দণ্ড ও বাধ্যবাধকতা—ঐ সমুদায়ই জীবের স্থূল-দেহ-নিষ্ঠ ক্লেশ। পাপাচরণ ত ক্লেশই বটে। পুণ্যাচরণও আত্মার স্বধর্ম্ম হইতে দূরবর্ত্তী ক্রিয়া বলিয়া আপাততঃ তন্মধ্যে পরিগণিত হইলেও ক্লেশ বটে। যিনি কৃষ্ণোন্মুখ জীব, তিনি এই সমস্ত ক্লেশ হইতে ক্রমশঃ শিথিল-বন্ধন হইয়া কৃষ্ণানুশীলন-সুখভোগ করিতে থাকেন। তিনি যত সুখী হইতে থাকেন, তিনি অত্যন্ত স্নিগ্ধ জীবের দুঃখে ততই আর্দ্র হইতে থাকেন। তিনি ইচ্ছা করেন, 'আর কেন অন্য জীব-সকল ক্লেশ-বন্ধনে মৃতপ্রায় হইয়া আছেন। আমি তাঁহার ত্রিবিধ ক্লেশের অপনোদন করিতে যত্ন করিব।' তখন তিনি নিজকার্য্য না থাকিলেও সকলের দ্বারে দ্বারে গিয়া কৃষ্ণনামে রুচি উৎপাদনের যত্ন করিয়া থাকেন। এইটী বৈষ্ণবমাত্রেরই স্বভাব;—

> মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
> নিজ-কার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর॥

তিনি তখন দ্বারে দ্বারে গিয়া এইরূপ বলিতে থাকেন;—

> (শ্রদ্ধাবান্ জন হে!)
> নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন।
> পাতিয়াছে নাম-হট্ট জীবের কারণ॥
> প্রভুর আদেশে ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
> বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা॥
> অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম।
> কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ॥
> কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার।
> জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার॥

দ্বারে দ্বারে এইরূপ শিক্ষা দিতে দিতে যদি একটী জীবও একবৎসরে উদ্ধার হইয়া কৃষ্ণভজন করে, তবে বৈষ্ণব নিজ কার্য্যে বিশেষ সুখলাভ করেন। জীবের ভাগ্যোদয় না হইলে কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তি উদয় হয় না। তৎকার্য্যে জীবকে সাহায্য করাই বৈষ্ণবের জগদ্‌গত জীবে দয়ার একমাত্র পরিচয়। জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করাই বৈষ্ণবের প্রধান কার্য্য। যে স্থলে স্থূল-শরীরের রোগ-নিবৃত্তি বা ক্ষুন্নিবৃত্তি করাই প্রধান উদ্দেশ্য হয়, সে স্থলে বৈষ্ণবতা নাই। যেহেতু তদ্দ্বারা কেবল ক্ষণিক উপকার হয়, কিছু নিত্য উপকার হয় না। তবে যেখানে ঐ সব কার্য্য দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখী প্রবৃত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, সেখানে তৎকার্য্যেও বৈষ্ণবের স্বতঃপ্রবৃত্তি হয়।

মধ্যমাধিকারী বা উত্তমাধিকারী বৈষ্ণব হইলে এই 'জীবে-দয়া' প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল হয়। কনিষ্ঠ বৈষ্ণবগণের এ প্রবৃত্তি প্রথমে থাকে না। বৈষ্ণব-কৃপায় যখন কানিষ্ঠ্য লোপ হইয়া মধ্যমাধিকারীর উদয় হইতে থাকে, তখনই তিনি 'বৈষ্ণব' পদবাচ্য হন এবং জীবে দয়া তাঁহার হৃদয়ে উদিত হয়। সর্ব্বোত্তম বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ে জীবে দয়া অত্যন্ত প্রবল। তিনি বলেন,—

"জীবের পাপ লঞা মুক্তি করি
নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব-রোগ॥"

গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী এই উভয় দলের মধ্যে যিনি শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত, তিনি বৈষ্ণব। গৃহত্যাগী বৈষ্ণব ভিক্ষাদ্বারা শরীর রক্ষা করিবেন। গৃহস্থবৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রম অনুসারে বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থদিগের বর্ণাশ্রম নাই, তাঁহারাও স্ব স্ব স্বভাব ও প্রবৃত্তি অনুসারে ন্যায্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মস্বভাবপ্রাপ্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের জন্য উপদিষ্ট যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টি জীবনযাপনের বৃত্তি। রাজ্যপালন, যুদ্ধ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ইত্যাদি বৈশ্যবৃত্তি ও ত্রিবর্ণের সেবা,—ইহাই শূদ্রবৃত্তি। এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ন্যায়পূর্ব্বক ধনসঞ্চয় করত প্রাণরক্ষা করার নাম ধর্ম। রাজকার্য্য দুই প্রকার অর্থাৎ শূদ্রযোগ্য রাজকার্য্য ও ক্ষত্রযোগ্য রাজকার্য্য। কার্য্যালয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ে গমনপূর্ব্বক লেখাপড়ার দ্বারা রাজ্যশাসন-কার্য্যে যাঁহারা রাজসেবা করেন, তাঁহাদের শূদ্রবৃত্তি। এই সকল রাজসেবকদিগের পক্ষে রাজদত্ত বেতনদ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করাই উচিত। গোপনে অর্থসংগ্রহ করাটা চৌর্য্যবৃত্তি। তাহা দুইপ্রকার। রাজদত্ত বেতন অপেক্ষা অধিক ধন রাজভাণ্ডার হ'তে বাহির করিয়া লওয়া একপ্রকার চৌর্য্য। নিজকর্ত্তব্য কার্য্য-স্থলে অপর লোকের নিকট হইতে উৎকোচগ্রহণ করা দ্বিতীয় প্রকার চৌর্য্য। তৎসম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভু এই উপদেশ দিয়াছেন,—

রাজবর্ত্তন খায় আর চুরি করে।
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে॥

যে সকল রাজকর্ম্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রভুর মতে দণ্ড্য, অতএব অবৈষ্ণব। এই পাপক্রিয়া তাঁহারা সত্বরে পরিত্যাগ করিবেন। বেতনের দ্বারা জীবনযাত্রা যতদূর নির্ব্বাহ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা বৈষ্ণবের উচিত।

যাঁহারা রাজার নিকট নির্দ্দিষ্ট অর্থদান চুক্তি করিয়া বিষয়-ভোগ করেন, তাঁহারা রাজার মূলধন দিয়া যাহা পান তাহা তাঁহাদের সদ্বৃত্তিপ্রাপ্ত ধন। তৎসম্বন্ধে শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

"ব্যয় না করিও কভু রাজার মূলধন।
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়।
সেই ধন করিও নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয়।
অসদ্ব্যয় না করিও যাতে দুই লোক যায়॥"

মদ্যমাংসভোজন, অসৎ নাটকাদি দর্শন, বৃথা লোকজন ইত্যাদিতে ব্যয়, অসৎপাত্রে দান ইত্যাদি বহুবিধ অসদ্ব্যয় আছে। যাঁহারা শ্রীমহাপ্রভুর দাস হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অসদ্ব্যয় না করিয়া সদ্ব্যয় করিবেন। অতিথিসেবা, দুঃখীলোককে অন্নদান, পীড়িতলোককে ঔষধ ও পথ্য দান, বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যাদান, দরিদ্রলোককে ঋণাদি দায় হইতে মুক্তকরণ, এই সমস্ত সদ্ব্যয় অপেক্ষা একটি বিশেষ গুরুতর সদ্ব্যয় আছে। সেই ব্যয় শ্রীভগবৎ-সেবা ও শ্রীভাগবত-সেবাতে হইয়া থাকে। যে সব ধনী, ধর্ম্মশীল ব্যক্তি শ্রীমায়াপুরে ভগবৎ-সেবার উদ্দেশে অর্থ দান করিয়াছেন, তাঁহাদের তুল্য সদ্বৈষ্ণব আর কে আছেন? প্রভুর দৈনন্দিন সেবা-সংস্থাপনের জন্য সমস্ত গৃহস্থবৈষ্ণবদিগের অর্থ হইতে কিছু কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য।

অবসরগ্রহণ

——::০::——

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপশিক্ষায় বলিয়াছেন,—

মালি হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' যায়।
বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইঁহা মালি সেচে নিত্য শ্রবণ-
কীর্ত্তনাদি জল॥

'শ্রবণ-কীর্ত্তন বা হরিনামের আবৃত্তি একঘেয়ে কার্য্য, কতদিন আর ভাল লাগে, ইহা হইতে অবসর গ্রহণ করা যাউক'— এইরূপ যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন বা হরিনামের স্বরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় নাই। অনেকদিন হরিসেবা করিয়াছি, অনেক গুরুবৈষ্ণব-সেবা করিয়াছি, এখন বৃদ্ধ বা পুরাতন হইয়াছি, সুতরাং নবীনগণের দলে এতকাল পড়িয়া থাকিয়া নিজ অধিকার প্রদর্শন করা উচিত নহে, এখন মুক্ত বায়ু উপভোগ করা যাউক, দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বতন্ত্র জীবন-যাপন করা যাউক—এইরূপ চিন্তার উপস্থিত হইলে আমরা ভাগবতধর্ম্ম হইতে বহুদূরে পতিত ও ভ্রষ্ট হইয়াছি, জানিতে হইবে।

যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত বৈষ্ণবতা উদিত হয়, তিনি কোনদিন হরি গুরু-বৈষ্ণবের অধীনতা হইতে অবসর গ্রহণ করিবার অভিলাষ হৃদয়ের কোন কোণেও পোষণ করেন না। "শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটের পর অধীনতার জীবন হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে, এখন স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিতে পারিব, মাথার উপরে আর কোন বোঝা নাই, আমিই আমার প্রভু"—এই বিচার নরক-পথের পথিকগণেরই উপস্থিত হয়। শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণ নিত্যসিদ্ধ, সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও প্রত্যেকে প্রত্যেকের আনুগত্যপূর্ণ জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর আনুগত্য, আবার শ্রীসনাতন গোস্বামি প্রভু শ্রীরূপের কৃপা বাঞ্ছা-লীলা, শ্রীরঘুনাথ-শ্রীজীব প্রভৃতি শ্রীসনাতন-রূপের আনুগত্যে কৃষ্ণানুশীলনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ আচার্য্য ও সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ও শ্রীজাহ্নবা-মাতার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছেন। কাহারও চরিত্রে আনুগত্য বা কৃষ্ণানুশীলন হইতে অবসর-গ্রহণের আদর্শ প্রকাশিত হয় নাই।

আনুগত্য ও হরিভজনের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই জগতে আম্নায় ধারা ও মহান্ত-গুরুর নিত্য প্রকাশিত হইয়াছে। সর্ব্বক্ষণ মহান্তগুরুবৈষ্ণবের প্রকট-লীলার সেবা ও আনুগত্যে সমাবিষ্ট, উৎসাহিত ও অখিলপ্রয়াসযুক্ত থাকিলেই আমরা জীবন্মুক্ত হইয়া নিত্যসেবানন্দের অধিকারী হইতে পারিব। অতএব কখনও যেন সেবা-হইতে পেন্সনগ্রহণের কামনা মায়া-পিশাচীর ও দুঃসঙ্গের প্ররোচনায় আমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়। অনুক্ষণ নবনবায়মান সেবোৎসাহ, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, হরি-গুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে জীবন নিয়মিত ও পরিচালিত করিবার সদ্বুদ্ধি ও তদনুকর্ম-প্রবর্ত্তন, সাধুগণের আচরণের অনুগমনমুখে অনুশীলন-জন্যই যেন সর্ব্বাবস্থায় আমরা প্রস্তুত থাকি। জাগতিক পারিপার্শ্বিকতা ও দেহের শত শত জরাব্যাধি প্রভৃতি যেন আমাদের সেবোৎসাহকে ও আচরণকে বিন্দুমাত্রও খর্ব্বিত বা হীন না করে। শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিত্যানুগত থাকিলেই ইহা সম্ভব।

আমরা অনেক সময় দুর্দ্দৈব ও কর্ম্মফল-জাত ব্যাধির আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া দেহ ও মনের জড়তাধর্ম্মের দ্বারা এরূপ অভিভূত হই যে, তখন মনে হয়, গুরুবৈষ্ণবের সেবা হইতে অবসর গ্রহণ করিলেই আমরা অধীনতাহীন মুক্তজীবন প্রাপ্ত হইব। কিন্তু হরিসেবা হইতে বা হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে সংগোপনে অবসর কামনা উদিত হইবামাত্রই মায়াপিশাচী আমাদিগকে শত শত বন্ধনে তাহার অধীনস্থ করিয়া ফেলিবে, ইহা সুনিশ্চিত। জাগতিক রোগ-শোক বা কোন প্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অভাবে হরিসেবা হইতে ছুটি গ্রহণের কামনাকে হরি গুরু বৈষ্ণবের কৃপা-বলে হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতে হইবে। আমরা শ্রীল প্রভুপাদ ও শ্রীল আচার্য্যদেবের আদর্শে দেখিয়াছি যে, তাঁহাদের অপ্রকট-লীলাভিনয়ের মধ্যে শুধু গৌরাঙ্গ ও বৈষ্ণব-সেবার জন্য নবনবায়মান পরিকল্পনা, উৎসাহ ও প্রচেষ্টা এবং কোটিগুণ অধিক নিরন্তর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাঁহাদের আদর্শের আবৃত্তি এবং তাঁহাদের কৃপা-বাঞ্ছা করিয়া হরিসেবা হইতে অবসর গ্রহণের দুষ্ট পিপাসা-রাক্ষসীকে বিতাড়িত করিতে হইবে। অনর্থযুক্ত, দুর্ব্বল কিংবা যে-কোন প্রকার পতনোন্মুখ ব্যক্তির আদর্শের অনুসরণ করিয়া নিজের আত্মমঙ্গলকে বিনষ্ট করিতে হইবে না। জীবন্মুক্ত পুরুষগণেরও পতনোন্মুখতা আছে, সুতরাং আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবও সেই পতনোন্মুখতার স্রোতেই প্রধাবিত হই, এই বিচার হৃদয় হইতে বিতাড়িত করিয়া আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রও বৃহৎ অখিল আনুগত্যে অসম্ভবও সম্ভব করিতে পারিবে —ইহা সুদৃঢ় নিশ্চয় ও উৎসাহ গুরুবৈষ্ণবগণের আনুগত্য বাঞ্ছার সহিত বরণ করিতে হইবে।

মুদ্রাঙ্কর প্রমাদ

নদীয়াপ্রকাশের ১৩১শ সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে ৩২-৩৩ লাইনের "যাহারা শ্রীগুরুদেব ও গুরুদাসের নিত্যত্ব স্বীকার করে" স্থলে "যাহারা শ্রীগুরুদেব ও গুরুদাসে নিত্যত্ব স্বীকার করে না" হইবে।

পরবর্ত্তী ১৩০শ সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠায় ৪র্থ কলমের সাময়িক-প্রসঙ্গের মধ্যে ১৯-২০ লাইনে "তাঁহাকে জগদ্গুরুরূপে বরণ করিলে তাঁহার শিষ্যত্ব বা মঙ্গলময় স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়" স্থলে "তাঁহাকে জগদ্গুরুরূপে বরণ করিলে তাঁহার মঙ্গলময় স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়" হইবে।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-সমাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীবিগ্রহ-
গণ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর, গান্ধর্ব্বা আচার্য্য
চতুর্ভুজ বিগ্রহ আছেন। শুদ্ধভক্তির এই
সংক্ষিপ্তসারে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশসহ আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার,
কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪
কলিকাতায় শ্রীরাধাবিনোদ-আসনে
শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন,
প্রভুপাদের শ্রীমন্দিরাদি তত্ত্ব
গ্রন্থের সম্যক আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র
ও বাঙ্গালা পাক্ষিক ইংরেজী পত্র
প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং
স্থান বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর
সমাধি।

(৮) শ্রীব্রজপত্তন-শ্রীনামভজনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ
ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও
শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত
শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁদপুর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ মামগাছি, (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসপণ্ডিতের ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জন্মদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা –(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়াকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাদারীপুর মঠ

বালিয়া পোঃ আঁটি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) সরাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা ঝিঙ্গা, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, নারায়ণপুর, হাওড়া, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

ঘিউগুড় পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মণ্ডা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বঙ্গ পল্লী, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ-পীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা)

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ

নন্দগ্রাম, মথুরা।

(৪৪) বলদেব গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বলদেব, মথুরা

(৪৫) বরাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বরাণা, মথুরা

(৪৬) গোবিন্দবিহারী মঠ—কুরুক্ষেত্র,

পোঃ থানেশ্বর, জেলা কর্ণাল (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা
হিল, বোম্বে ৭

(৫০) মন্দারমঠ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাংলোসী, ভাগলপুর
শ্রীমধুসূদন-মন্দারহিরি বিহারীর সেবা

(৫১) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বালেশ্বর, উড়িষ্যা।
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহের সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম মঠ

বালিয়াপাল, পোঃ এঘারানাথ, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সাক্ষীগোপাল

(৫৬) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আলালনাথ, পুরী

(৫৭) অচ্যুতানন্দ মঠ

নালগাড়ী, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠালয়

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয়-প্রচার-সঙ্ঘ

পোঃ হাজারিবাগ, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকণিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) আমার গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমার, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) উদ্ধারণ গৌড়ীয়মঠ

কুমারহট্ট, পোঃ হালিসহর, (২৪ পরগণা)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং ডালহৌসী ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৪১, কর্ডনরোড
হলান্ড, লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ডিক্টেন রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয়মঠালয়

রামনাথন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-ঃ(০)ঃ-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিবসে তৎ	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্ত্তী দিবসে তৎ
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	
" " ইঞ্চি	২৲		১॥০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৬৲	৪॥০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২॥০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ১০ ; বিশেষ সংখ্যার দ্বিগুণ মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——ঃঃ(০)ঃঃ——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম বর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমদ্ মধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(ঃ০ঃ)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

——ঃঃ০ঃঃ——

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও সেবকখরচ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উৎকৃষ্ট ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা!

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিবিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিবিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ শ্রীনিকুঞ্জবিহারী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৪৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপঃ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীএকাদশ গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল অমৃতকীর্ত্তনাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহোৎসব-পূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণ J"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য্য সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে মগ্ন হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ প্রথমখণ্ড প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(*):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত" এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্যের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাশিক্ষিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(*):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই উহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। শিয়রে প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৮।১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৩	৬ ২৬	৭-০৩	১২-২৬	১৪-৫৩	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২-৫০
রাণাঘাট পৌঃ			৮ ২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৫৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯ ১৬	৯-৫৮	১১-৪১	১৪-১৯	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৩	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৩	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৯		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-১	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন)		২০-৪০ (রবিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৪	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৭

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

"THE DAILY NADIA PRAKASH"

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪৬ ১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৯, সোমবার [১৪২শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—::):○:(—

বাংলার নানাস্থানে প্রবল বন্যা

—:○:—

হুগলী সদর মহকুমায়

হুগলী সদর মহকুমার অন্তর্গত পোলবা এবং ধনিয়াখালি থানার এলাকা হইতে ভীষণ বন্যার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। ঘর পড়িয়া যাওয়ায় বহু লোক আশ্রয়হীন হইয়া পড়িয়াছে। মাঠে এক কোমর জল দাঁড়াইয়াছে। অনেক স্থানেই বিস্তীর্ণ জলরাশি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। বন্যার ফলে লোকের দুঃখ দুর্দশার সীমা নাই।

ঘাটালে

ঘাটালের শীলাবতী নদীর বাঁধ, রূপনারায়ণ নদের বাঁধ ও কংসাবতী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া ঘাটাল সদর, দাসপুর থানা প্রভৃতি ৮১টি মৌজা বন্যার জলে প্লাবিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত চাইপাট, কেন্দে-পোষা, গোছাতি, হরী, মণ্ডল, নিশ্চিন্দপুর, জয়রাম-পুর, রামচক, গৌরীচক, শাকপাড়া, জোতঘনশ্যাম, সীতাপুর, দাসপুর, ডাবনল, গোপীগঞ্জ, বেলুড়, রাধেশ্বাট প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসিগণ এখন গৃহহীন অন্নহীন, বস্ত্রহীন অবস্থায় নৌকায়, বৃক্ষে, অথবা গৃহের চালে অবস্থান করিতেছে। এ পর্য্যন্ত এতদঞ্চলে এরূপ প্রবল বন্যার প্রকোপ কখনও দৃষ্ট হয় নাই। এখনও অনেকে জলে অবস্থান করিতেছে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। তাহাদের সাহায্যের জন্য অন্ন ও বস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন।

জলঙ্গী নদীতে

ই বি রেলওয়ের ব্রডগেজ রেলওয়ের বিভাগীয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জানাইয়াছেন যে, জলঙ্গী নদীর জল অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বন্যায় জল ই বি রেলওয়ের শান্তিপুর নবদ্বীপঘাট ন্যারোগেজ সেক্শনের স্বরূপগঞ্জ এবং নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী রেল লাইন দিয়া জল প্রবাহিত হইতে থাকায় ঐ লাইনে ট্রেণ চলাচল বিপজ্জনক হইয়াছে। এজন্য নবদ্বীপঘাট ষ্টেশনটিকে পুরাতন স্থান হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এখন হইতে সমস্ত ট্রেণই এই নূতন অস্থায়ী ষ্টেশনে থামিবে এবং এখান হইতে রওনা হইবে।

কাটোয়ার প্লাবন

বন্যার জন্য কাটোয়া হাই স্কুল, মিউ-নিসিপ্যালিটির অবৈতনিক স্কুল ও দেওয়ানী আদালত বন্ধ আছে। কাটোয়ার দক্ষিণ কাশীগঞ্জ নামক স্থানে বন্যার জল প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘর বাড়ী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক ব্যক্তিকে সাপে কামড়াইয়াছিল। বহু চেষ্টায় তাহার জীবন রক্ষা হইয়াছে। মঙ্গলকোট ও কেতুগ্রাম থানায় বহু গ্রাম হইতে সর্ব্বনাশ সংবাদ আসিতেছে। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সভাপতি ও শ্রীযুক্ত মণিমোহন চন্দ্র বি এল সম্পাদক করিয়া একটি আর্ত্তত্রাণ সমিতি গঠিত হইয়াছে ও সাহায্য কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। প্লাবিত অঞ্চলের অধিবাসীগণ যে কাটোয়া আসিয়া সাহায্যের জন্য আবেদন করিবে এমন উপায়ও নাই। সমস্ত অঞ্চল জলে প্লাবিত হইয়া আছে।

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নয়া আদেশ

মন্ত্রিমণ্ডলীর পুনর্গঠন সম্পর্কিত একটি আদেশে দেশরক্ষা সম্পর্কে একটি উচ্চতম পরিষদ গঠনের কথা ঘোষিত হইয়াছে। জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্বয়ং এই পরিষদের প্রধান কর্ত্তা হইয়াছেন। দেশরক্ষা সম্পর্কিত সমস্ত পরিষদের স্থলে এই উচ্চতম পরিষদ গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর অধীনে সেনা, নৌ ও বিমান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত তিনজন সচিব থাকিবেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই এক একজন জেনারেল হইবেন এবং ইঁহাদের প্রত্যেকের অধীন স্ব স্ব সমর পরিষদ থাকিবে। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে এই নবগঠিত উচ্চতম পরিষদ নিজেদের ইচ্ছা-অনুসারে পররাষ্ট্র সচিব শিল্প-সচিব এবং রণসম্ভার উৎপাদনে নির্ব্বাচিত কল-কারখানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মকর্ত্তা মনোনয়ন করিতে পারিবেন। এই নব গঠিত উচ্চতম পরিষদের সদস্যদের নাম এখনও ঘোষিত হয় নাই। তবে গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এই-রূপ একটি পরিষদ গঠন করায়, দেশের পুনর্গঠন কার্য্যে ফ্যালাঞ্জদল অপেক্ষা সামরিক শক্তি কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সরকারী মহলের মত এই যে, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরুদ্ধবাদী শক্তিসমূহকে বশে রাখার ক্ষমতা সম্পর্কে বিদেশী সমালোচকগণ ঘোরতর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; এতদ্বারা তাহার পাল্টা জবাব দেওয়া হইয়াছে।

সিন্ধুতে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

সিন্ধু গবর্ণমেণ্টের আবেদন অনুযায়ী সিন্ধু প্রদেশের সর্ব্বত্র জনসাধারণ বৃষ্টির ও অন্নকষ্টের অবসানের জন্য সমবেতভাবে প্রার্থনা করিয়াছে।

বিভিন্ন সম্প্রদায় স্ব স্ব উপাসনা স্থলে সমবেত হইয়া প্রার্থনা করে। উহাতে স্কুলের সহস্র সহস্র ছাত্র যোগ দিয়াছিল। প্রধান মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আল্লাবক্স এবং মিঃ এইচ এম গজদার এম-এল এ ঈদগাহ ময়দানে উপস্থিত ছিলেন।

সমস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বন্ধ রহিয়াছে।

গুজরাটের নানাস্থানে জলকষ্ট

গুজরাটের কোন কোন অংশে এবং উহার পার্শ্ববর্ত্তী দেশীয় রাজ্যসমূহে জলকষ্ট ক্রমশঃ তীব্রতর হইতেছে। খাদ্যাভাবের ফলে গো-মড়ক আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বহু লোক সাহায্য লাভের আশায় মফঃস্বল হইতে আমেদাবাদ আসিতেছে। পুলিশ রিলিফ রোডের নিকট হইতে এক ব্যক্তিকে অবসন্ন অবস্থায় এবং অপর এক-জনকে অনাহারে মৃত অবস্থায় উঠাইয়া আনিয়াছে। বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

আশা করা যায় যে, কয়েক দিনের মধ্যেই পুনরায় বর্ষা আরম্ভ হইবে। বর্ষা আরম্ভ না হইলে, গবর্ণমেণ্ট যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৸০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবাশ্রয়াবধি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ বিতাড়িতাখিল পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপ্রাকৃত চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাবৃন্দসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী প্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

(৩) শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণাপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৪৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ দিব্যাই শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ১
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। বামন-অবতার ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৸৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৸৵০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র-ভাষা ৷০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (সানুবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীন-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৸৵০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩ নবদ্বীপধাম-প্রমাণ ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
৩৯ শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ৷০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ [illegible] ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৩/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) /১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৩৲
৫১। [illegible] ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। [illegible] ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৵০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণলেখা ৵০
৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৵০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতম্ ৷০
৬৩। নাটক-শিক্ষাবলী ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয় ৴০
৬৭। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজি অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৸৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্ট্‌স্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবিজম্ ৷০
৭৫। শ্রী গৌড়ীয়মঠ টক টুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। [illegible] ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ১৯ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২৯শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৪ই আগষ্ট ইং ১৯৩৯, সোমবার } ১৪১৭ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতায়

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ভক্তবৃন্দ ইষ্টগোষ্ঠীমুখে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদগণের ঐকান্তিক শরণাগতির বিষয় আলোচনা করেন। সেবকগণ শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভুর নিকট পরিপ্রশ্নমুখে সকল প্রকার সন্দেহের মীমাংসা শ্রবণ করিয়া আত্মমঙ্গলের সুযোগ বরণ করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ ও মহামহোপদেশক অধ্যাপক শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্-এ মহোদয় বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সজ্জনগণের নিকট চেতনস্পর্শী হরিকথা-কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহাদের শ্রীমুখ-বিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণে আত্ম-মঙ্গলকামী জনগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুদৃঢ় শ্রদ্ধা লাভ করিতেছেন।

গত ৬ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাটমন্দির-প্রবণ-সদনে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় "গুরুতত্ত্ব" সম্বন্ধে ২ ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটী মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভিলাষীর গুরুবর্গ ও ভক্তের গুরুবর্গের মধ্যে বৈশিষ্ট্য, সৎসম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম কোন সাম্প্রদায়িক সদ্গুরু বা আচার্য্যের পাদপদ্ম আশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা, উক্ত সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের আচার্য্যগণের পরিচয় ও প্রচার্য্য-বিষয়, স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণের প্রকটাপ্রকট ও ভক্তগণসহরূপে আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা, শ্রীগুরুদেবের স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণই গুরুরূপে জগতে প্রকাশিত হইলেও কৃষ্ণ ও গুরুর মধ্যে বিষয়-আশ্রয়ভেদের নিত্যত্ব; শ্রীগুরুদেবের মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্ব, গুরুদেব—আশ্রয়জাতীয়-ভগবান্, বিষয়-জাতীয়-ভগবান্—কৃষ্ণ, বিষয় ও আশ্রয়ের লীলা-বৈশিষ্ট্য, গুরুদেব—বিষয়জাতীয় ভগবান্, বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ বা বিষয়জাতীয় হরি নহেন, এইরূপ মনে করা মায়াবাদ বা বাউল মত, গুরুদেব সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ, কিন্তু বেশভূষণ নহেন, অর্চ্চন ও ভজনমার্গভেদে শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবার্ষভানবীর অভিন্ন প্রকাশরূপে প্রতীয়মান, শ্রীচৈতন্যদেবের ভাব বা মনোহভীষ্ট প্রেমপ্রচারণ ও পাষণ্ডদলন—শ্রীগুরুনিত্যানন্দের কার্য্য, "মদ্‌গুরু—জগদ্‌গুরু" বাক্যের তাৎপর্য্য; দীক্ষা, শিক্ষা ও শ্রবণ-গুরুর অভিন্নত্ব, বিমুখ ও উন্মুখ জীবের আচার্য্যপাদপদ্ম-দর্শনের পার্থক্য; উন্মুখ ও বিমুখভেদে চৈত্যগুরু ও মহান্তগুরুর কৃপা ও বঞ্চনালীলা; গুরুপাদপদ্মে শরণাগত ও গুরুপাদপদ্মবিমুখ জনের পরিণাম, গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বহু বিষয় কীর্ত্তন করেন।

৭ই আগষ্ট সোমবার প্রাতে শ্রীপাদ কবিভূষণ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

৮ই আগষ্ট মঙ্গলবার রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীন কৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য নবম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর তত্ত্ববাদী আচার্য্যের সহিত সাধ্য সাধন-তত্ত্ব-আলোচনা-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

রেঙ্গুনে

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের আনুগত্যে রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। এতদ্ ব্যতীত তাঁহারা শ্রীমঠে প্রত্যহ গৌড়ীয়, নদীয়াপ্রকাশ, পরমার্থী ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রহ্মচারী প্রমুখ রেঙ্গুন-গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ প্রচুর উৎসাহের সহিত মঠ ও মঠের বাহিরে হরিকথা আলোচনা করিতেছেন।

চট্টগ্রামে

গত ২০শে জুলাই চট্টগ্রাম সহরস্থ তেরীবাজার-নিবাসী প্রসিদ্ধ বস্ত্র ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন পোদ্দার মহোদয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীবিদ্যানন্দ গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য মহোদয় তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা-প্রদর্শনমুখে প্রায় ২ঘণ্টাকাল ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে মহামান্য বেপুরের মহারাজ

গত ৩রা আগষ্ট বৃহস্পতিবার দিবস বেলা ১১ ঘটিকার সময় একখানি মোটরযানে ২।৩ জন কর্ম্মচারী সহ মহামান্য বেপুরের মহারাজ বাহাদুর [illegible] শ্রীপুরুষোত্তমমঠে আগমন করেন।

[illegible] কর্ত্তৃক মহারাজ বাহাদুর সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন ও তাঁহার [illegible] প্রসাদী মালা অর্পণ করা হয়।

তৎপর সেবকবৃন্দ তাঁহাকে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের [illegible] সেই স্থানে শ্রী [illegible] মহারাজ বাহাদুরের নিকট [illegible] করেন। [illegible] বিষয় শ্রবণ করিয়া মহারাজ বাহাদুর পরমানন্দিত হন। তৎপর তিনি [illegible] করেন এবং গৌড়ীয়মঠের প্রচারিত বিষয়ের [illegible] কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া প্রত্যাগমন করেন।

আশ্রয়ে করিয়া বন্দ হাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

"নদীপারের জন্য যেমন একটা গেট, একটা মাঝি রাখ্‌তে হয়; সেরূপ একটা গুরু রাখারও দরকার"—এরূপভাবেই এই সকল লোক 'গুরু' ক'রেছে! এরা আমাকে কোন দিনই দেখে নাই, আমিও কোন দিনই তা'দের সঙ্গ করি নাই।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৯ পুরুষোত্তম, সর্ব্বশির সর্ব্বশ গৌরাব্দ ৪৪৩

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

—:o:—

ভগবদ্ভক্তগণই সাধু এবং ভগবদ্বিমুখগণই অসাধু। সাধু ও অসাধুতে যেরূপ সর্ব্বদা বৈপরীত্য-ধর্ম্ম আছে, তাহাদের সাধন ও সাধ্যবস্তুতেও সেইরূপ বৈপরীত্যভাব থাকা আবশ্যক। অসাধুদের সাধুবেষ ও সেবা বিপ্রলম্ভই সাধন ও মোক্ষই সাধ্য। ভক্তদিগের ভক্তিই সাধন ও প্রেমই সাধ্য। যাঁহারা মোক্ষপ্রয়াসী, তাঁহারা সুতরাং অসাধু। বিবেক ... কেবল জ্ঞানযোগরূপ অসাধু-সাধন আশ্রয় করেন।

জগতে মায়ার কথা প্রবলবেগে চলিতেছে, হরিকথার বড়ই দুর্ভিক্ষ! হরিকথার শ্রবণে বা কীর্ত্তনে লোকের আদৌ উৎসাহ নাই। ইন্দ্রিয়সুখে সম্পন্ন হইলে 'পরমধন' মিলে না। ইন্দ্রিয়সুখকে নষ্ট করিলেও 'পরমধন' হইবে না, হরিকথার দ্বারা ... আমাদিগকে রক্ষা করেন,—এমন বান্ধব কে আছেন? মানুষ-জাতি অহংকারের বশবর্ত্তী হইয়া এতদূর দুর্ব্বিবেকী যে ... 'সিদ্ধান্ত' বলিয়া প্রচার করাবার বাহাদুরি করেন এবং ... বিরুদ্ধে ধাবমান হইয়া আপাতমধুর ... কথাকেই বরণ করিয়া নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করেন। সৌভাগ্যক্রমে যদি আমরা ... হইতে পৃথক্‌ থাকিবার ... পাই, তবে ... । ... সর্ব্বদা ... অপর, তাঁহার সম্বন্ধে আর অন্য কিছু করিব না। হরিভজনেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা এবং কাল-বিলম্ব না করিয়া এই মুহূর্ত্ত হইতেই হরিভজন করিতে থাকিব'—এইরূপ দৃঢ় উৎসাহ ও নিশ্চয়তা লইয়া আমাদিগের মনুষ্যজীবনের চরম-কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হওয়া আবশ্যক।

শ্রীগুরুদেব—আচার্য্য, তিনি আচরণ করিয়া শিষ্যকে কৃষ্ণভজন শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা মুকুন্দের আরাধনা-তৎপর বলিয়া তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ মধুর রতিতে রাধা প্রিয় সখী। সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্রশিক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেবের ভজন, তৎপরে শ্রীআনন্দতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ প্রমুখ পরম ও পরমপরাৎপর গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে চতুর্যুগে উদ্ভূত ভাগবত-বৈষ্ণবগণের ভজন, তৎপরে ... ভজনপ্রণালীর শিক্ষক শ্রীরূপ প্রভুর ভজন, তৎপরে রূপানুগ শ্রীরঘুনাথ ও শ্রীজীব প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে অদ্বৈত প্রভুর ও নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত সগণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভজন।

সর্ব্বত্রই সংসারিদের দ্বিবিধ প্রচারক—অনুকূল ও প্রতিকূল। ভাগবতগৃহীত পঞ্চরসের রসিক ভক্তগণই ভগবানের অনুকূলসেবার প্রচারক; অঘ, বক, পূতনা, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি—কৃষ্ণের প্রতিকূল-প্রচারক। শ্রীধামের বিরুদ্ধে এই সকল অঘ-বক-পূতনাদির প্রচার শ্রীধামের মাহাত্ম্যই বিস্তার করিবে। অঘ, বক ও পূতনাগণ কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে বিনাশ করিতে পারে নাই, ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যই প্রচার করিয়াছে। বাস্তব শ্রীধামবিরোধিগণও তদ্রূপ নিত্য চিন্ময় ধামের কখনও বিনাশ করিতে পারিবে না; কেন না, উহা বিনাশযোগ্য বস্তুই যে নহে! পরন্তু ব্যতিরেকভাবে শ্রীধাম-প্রচারের সহায়তাই করিবে। বিষ্ণুবিদ্বেষী অসুরগণ যেরূপ নির্ব্বিশেষ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধামবিদ্বেষিগণ নির্ব্বিশেষ অবস্থা লাভ করিবে; তাহাদের কোনও কথা থাকিবে না। ছয়শতাধিক শ্রীগৌরসুন্দরের গুহকথা ও তদ্রূপবৈভব শ্রীধামের বিরুদ্ধে প্রচারকারী নির্ব্বোদ্ধৃত অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে; যেহেতু গৌরকৃষ্ণ—নিত্য, তাঁহার নাম—নিত্য, তাঁহার ধাম—নিত্য।

গয়াধামে গদাধরের যে পাদপদ্ম আহ্নিক কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধযুগের জ্ঞানকাণ্ডকে চাপা দিয়াছেন, সেই পাদপীঠ দর্শন করিবার পর শ্রীগৌরসুন্দর ফিরিয়া আসিয়া কাহাকেও আর অন্য কোন কথা বলেন নাই। সর্ব্বজীবকে আহ্বান করিয়া কেবল এই কথা বলিয়াছেন,—

"যারে দেখ, তারে কহ কৃষ্ণ-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার'
এই দেশ॥"

তিনি প্রত্যেককে প্রচারক হইতে বলিয়াছেন। যাঁহারা স্বার্থপর, তাঁহারা এইরূপ কথা বলিতে পারেন না। মহাবদান্য ব্যতীত আর কেহই জীবকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠপদে আরোহণ করাইবার অভিলাষী হন না। জগতের লোকসকল স্বার্থপর; তাহারা অন্যান্য জীবকে সর্ব্বদা নিষ্পেষিত করিয়া তাহাদের অধীন করিয়া রাখিতে প্রয়াসী। তন্মধ্যে কেহ কেহ একটু উদারতার ভাণ দেখাইয়া নীচ ব্যক্তিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চপদবীর চাকুরীর লোভ দেখাইয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে যত্নবান।

সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে যেরূপ বিচার ক'র্বে, গুরুদেবকেও সেরূপ বিচার ক'র্বে, কোনও অংশে কম মনে ক'র্বে না। সাধু সকল—পণ্ডিত সকল—বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সকলের কর্ত্তব্য হ'চ্ছে—ভগবানের ন্যায় গুরুকে জানা—পূজা করা—সেবা করা—যদি তা' না করেন, তবে শিষ্যত্ব হ'তে ভ্রষ্ট হ'য়ে যাবেন। মহান্ত গুরুদেবকে ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের প্রকাশমূর্ত্তি না বল্লে কোনও দিন ভগবানের নাম মুখে উচ্চারিত হ'বে না। তার একটা প্রমাণ আছে শ্রুতিতে—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥

তিনিই শ্রুতির মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারেন, যাঁ'র গুরু ও ভগবানে অভিন্নবুদ্ধি আছে। সচ্চিদানন্দ ভগবানের পায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁ'র পা' চুল্‌কাচ্ছেন। ভগবানের হাতও তাঁ'র দেহ-ই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা ক'র্চ্ছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। মুকুন্দ—সেব্য ভগবান্—বিষয় ভগবান্, আর মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্। গুরুদেবের তুল্য প্রিয় ভগবানের আর কেহই নাই। তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। বিবর্ত্তগণ—ধর্ম্মধ্বজগণ—স্বার্থ... স্বার্থপরগণ বুঝ্‌তে পারে না—ভগবানের ভক্তগণ কিরূপ জগতের সর্ব্ববিষয়ে পদাঘাত ক'রে ভগবানের আজ্ঞায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষণমাত্রও ভগবানের নিষ্কপট সেবা হ'তে বিচ্যুত হন না।

আগে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় ক'র্তে হ'বে। নচেৎ গুরু হ'বে (?) পোনা হ'য়ে যা'বে—থিয়েটারের অভিনয় দেখা পোশাকের মত। প্রথমে নিজে লঘু হ'তে হ'বে। ইহার নাম—আশ্রয়, গুরুকে যদি গুরু ব'লে স্থাপন করা যায়, তা' হ'লে অসুবিধা হ'বে। শিষ্যের দানগ্রহণকারী চোরকে 'গুরু' ক'র্তে হ'বে না। তা' হ'লে 'গুরু' করা না হ'য়ে চাকর করা হ'য়ে যা'বে। সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ ক'র্তে হ'বে। আর যে গুরু (?) শিষ্যের (?) বিত্ত অপহরণ করেন, তা'রা লঘু। তা'দিগকে আশ্রয় ক'র্লে আরো লঘু হ'য়ে যেতে হ'বে। প্রকৃত গুরু লাভ হ'লে, তিনি (শ্রীগুরুদেব) হৃষীকের (ইন্দ্রিয়ের) দ্বারা কিরূপে হৃষীকেশের সেবা ক'র্ছেন লক্ষ্য ক'র্তে হ'বে, তা' হ'লে সুবিধা হ'বে। 'আদৌ গুর্ব্বাশ্রয়ঃ।' কৃষ্ণের আশ্রয়-মূর্ত্তিগ্রহ হ'য়ে গৌরভগবান্ জীবের নিকট উপস্থিত হন—ভাগ্যহীন জীবের নিকট উপস্থিত হন না।

বর্ত্তমানে আমাদের বিষয়ী আর বোর্ডিং দর্শন হ'চ্ছে। গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা হয় না। গুরুপাদপদ্মদর্শনের পরেও যদি আবার বোর্ডিং দর্শন হয়, তা' হ'লে পতন হ'য়ে গেল। তখন দুর্ব্বুদ্ধি হয় যে, গুরু-থেকেও বড় গুরু আছে। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, আর যদি গুরু-কৃষ্ণ-সেবা করেন, তা' হ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা লাভ হ'বে—কৃষ্ণবিষয়ে দিব্যজ্ঞান—দীক্ষা লাভ হ'বে।

কৃষ্ণেতর বিষয়ের জ্ঞান প্রদানের জন্য গুরুগণ কতই না চেষ্টা ক'র্ছে! যে কার্য্য ক'র্লে বিষয়ী ও বোর্ডিংকে আর দেখ্‌তে হয় না, সেই কার্য্য ক'র্তে হ'বে। তখন কৃষ্ণবোর্ডিংকে পরম পূজ্য গুরুজ্ঞান ক'র্তে পারা যাবে। তখন 'বোর্ডিংএর লোকগুলো'—এই দর্শন হ'তে নিরস্ত হওয়ায় ভগবানের সেবাবৃত্তি উদিত হয়। তখন কৃষ্ণের সম্যক্ দর্শন হয়—'আমি বোর্ডিংপতি'—এরূপ বিচার হয় না। কৃষ্ণই একমাত্র বোর্ডিংপতি এইরূপ দর্শন হয়। কেবল কৃষ্ণ-ভজনের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। মানুষ তখন নিজেকে অন্যের পুত্র জ্ঞান করে—এ সকল পিতা-পুত্রের সহিত আর সম্বন্ধ থাকে না—তখন মঠবাস হয়। তখন শ্রীচৈতন্যদেব যা' ব'লেছেন, সেই কথা কর্বার অভিলাষ হয়। তখন জীব প্রকৃত প্রস্তাবে 'তৃণাদপি সুনীচ' হন, মিথ্যা কথার প্রবৃত্তি থাকে না।

শ্রবণ-কীর্ত্তন না হ'বার জন্য কৃষ্ণের দর্শন হ'চ্ছে না। আশ্রয় ত' ক'র্ছি আমি। আমি আশ্রয় না ক'র্লে আর কি হ'বে? ভগবানের'

... 'মুক্তি ভোর কাশী ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ সংসার নহে ক্ষয়॥

ইচ্ছাক্রমে সদ্গুরু লাভ হয়। ভগবানের দয়া পেলেই সব হ'বে। তাঁ'র দয়া না হ'লে আমার শত চেষ্টায়ও কিছু হ'বে না। তাঁ'র দয়াই মূল জিনিষ। যদি হৃদয়ের মধ্যে নিষ্কপট আর্ত্তি থাকে, যদি তাঁ'কেই সত্য সত্য চাই, তা' হ'লে তাঁ'র নিশ্চয়ই দয়া লাভ হয়। যতক্ষণ অন্য বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণই ঐশ্বর্য্যাদির অভিমানে সর্ব্বনাশ হয়। ভগবান্ কি বস্তু, যাঁ'রা আলোচনা কর্‌লেন না, তাঁ'রা ঐ সব অসার জিনিষের (ঐশ্বর্য্যাদির) আলোচনায় সময় কাটিয়ে দিলেন। ঐ সব বিষয়ে বেশী আসক্ত হ'য়ে পড়লে শ্রবণ হয় না। শ্রবণ না কর্‌লে বিষয়ভোগ ছাড়া জীব আর কি কর্‌বে?

অনাত্মবস্তুর সৃষ্টি আছে। আত্মবস্তুর সৃষ্টি নাই। আত্মবস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হ'য়ে পুনরায় আমায় স্বভাব প্রাপ্ত হ'ব। পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হ'বার অভিমান হ'বে না। বলদের বুদ্ধি নিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'বে না। কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হ'য়ে জীবন নষ্ট কর্‌তে হ'বে না। F. R. S. D. C. L. হ'য়ে আধ্যক্ষিক হ'বার জন্য ব্যস্ত হ'বে না।

আত্মপরীক্ষা না করার দরুণ—আমা-বাসকে বানপাছ বিবেচনা ক'রার দরুণ দুর্গতি ঘটলো। ব্রহ্মাণ্ডের সব সুবিধা পেয়ে গেলেই বা তা'তে কি হ'লো? তা'তে দুরাকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি হ'লো এই ত' দশা। আবার পরে সে সব ছেড়ে দিয়ে নিষ্কামের চেষ্টা হ'বে। যোগস্থাপকার প্রাপ্য পঞ্চম বর্গের কৈবল্য পেয়ে বা লাভ কি? ঐ সব দুর্বাসনা-কালসর্পের মত। কামড়ালেই সংসার শায় ক'রে ফেল্‌বে। এ ভবোর বিষদাঁত না ভেঙ্গে এদের সঙ্গে বাস কর্‌লে মারা পড়্‌তে হয়।

বেশী হ'বার চেষ্টায় অভিভূত হওয়ায় যে অমঙ্গল ঘটে, সেই সব অমঙ্গল-বাসনার মুখে ছাই দেবার ব্যবস্থা হয়—যখন ভগবানের দাসেদের সঙ্গে দেখা হ'বার সুযোগ হয়। নারদ যেমন নিজের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়ার লীলা দেখিয়েছিলেন। নারদের অন্যত্র দুর্ব্বাঙ্ক উদয় হ'য়েছিল. সেই দুর্ব্বাঙ্কগণে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভাগবত ব্যাপার আবশ্যক নয়। পৃথিবীর লোক ইঁহাদিগকে নির্ব্বোধ, পাগল ব'লে বিচার করে।

ভগবানে অনুরাগ হ'ল। কিন্তু কি দেখা গেল? হাস্‌ছেন—দেখ্‌ছেন জগৎ কি কর্‌ছে, অথবা তখন 'বিশ্বং পূর্ণ-সুখায়তে', তাই তিনি আনন্দে হাস্‌ছেন—সর্ব্বদা কৃষ্ণের দর্শন; আবার কাঁদ্‌ছেন,—জগতের লোক কত অশান্তিতে র'য়েছে। অন্য লোক কি বিবেচনা কর্‌ছে, তাঁ'র প্রাণের বিষয় হ'চ্ছে না।

মহাজনগণের সঙ্গপ্রভাবে অযাচিত-ভাবে যদি সেই জিনিষ লাভ হয়, তা' হ'লে শ্রবণের যোগ্যতা হয়। হঠাৎ এই সৌভাগ্য উদিত হ'তে পারে।

ঢঙ্গ-বিপ্র

একদিন কোনও একটী বড় লোকের গৃহে একজন ভক্ত মৃদঙ্গবাদিকা বাজাইয়া কালীয়দমনের গীতি গান করিতেছিলেন। ঠাকুর হরিদাসের সেই গান শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণপ্রীতি উদিত হইল এবং তাঁহাতে পুলক, অশ্রুকম্পাদি সাত্ত্বিক বিকার লক্ষিত হইতে থাকিল। হরিদাস ঠাকুর ভাবে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন ও প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিতে থাকিলেন। হরিদাস ঠাকুরের এই অত্যাশ্চর্য্য নিষ্কপট সাত্ত্বিক বিকার দর্শন করিয়া—

"যেখানে পড়য়ে তাঁর চরণের ধূলি।
সবে লেপেন অঙ্গে হই' কুতূহলী॥"

নিকটে একজন স্বরূপগর্ব্বিত বিপ্র দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহা দেখিতে পাইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "হরিদাস ঠাকুর হিন্দু পর্য্যন্ত ন'ন, হিন্দুর বহির্ভূত একজন জাতিবিশেষ, আর তিনি কেবল হিন্দু নহেন, হিন্দুর মধ্যে যাবতীয় বর্ণের গুরু—ব্রাহ্মণ। সুতরাং লোকে যদি ভাবকেলি দেখিয়া ম্লেচ্ছের পর্য্যন্ত সমাদর করেন, তবে তাঁহার ন্যায় বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই তাঁহা অপেক্ষা কোটি গুণ অধিক সম্মান দান করিবেন।" এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই দাম্ভিক বিপ্র ঠাকুর হরিদাসের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া, নিজের মহত্ত্ব তথা হরিদাস ঠাকুরের হেয়ত্ব প্রচার করিবার জন্য কপটতাপূর্ব্বক সেই স্থানে—

"* * সেইক্ষণে আছাড় খাইয়া।
পড়িলা যে হেন মহা অচেষ্ট হইয়া॥"

বুদ্ধিমান্ ভক্ত ঐ দাম্ভিক কপট বিপ্রের কটপতা ও মৎসরতা ধরিয়া ফেলিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, মৎসর ব্যক্তি কোন শাস্ত্রযুক্তি শুনিবে না; সুতরাং 'মূর্খস্য লাঠৌষধম্'—মূর্খের পক্ষে যষ্টিই ঔষধ, এই ন্যায়ানুসারে—

"আশে পাশে যাকে বুকে বেতের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ভক্ত রক্ষা নাহি আর॥"

তখন—

"বেতের প্রহারে বিপ্র জর্জ্জর হইয়া।
বাপ, বাপ, বলি শেষে গেল পলাইয়া॥"

এই ব্যাপার দেখিয়া উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তিনি হরিদাস ঠাকুরের ভাব দেখিয়া কেনই বা তাঁহাকে এত সম্মান দেখাইলেন আর ব্রাহ্মণের ঐরূপ ব্যবহারে তাহাকে সম্মান দেখান দূরে থাকুক, যষ্টির দ্বারা প্রহার করিলেন?" ভক্তের মুখে বিষ্ণুভক্ত নাগ এই কথার উত্তর দিয়া কহিলেন—

"হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ॥
তাহা দেখি' ও ব্রাহ্মণ দম্ভ করিয়া।
পড়িলা আপনা দেখাইয়া আছাড় খাইয়া॥
* * *
হরিদাস সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করিবারে।
অতএব শাস্তি বহু করিল উহারে॥
বড় লোক করি' লোক জানুক আমারে।
আপনার প্রকটাই' ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণ-ভক্তি পাই॥"

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এইজন্য, এই বিপ্রের নাম দিয়াছেন—"ঢঙ্গ-বিপ্র" অর্থাৎ যিনি ভক্তের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মৎসরযুক্ত হৃদয়ে স্পর্দ্ধা করিবার জন্য 'সং' সাজিয়া 'ঢং' করিয়া নিজের মহত্ত্ব ও ভক্তের হেয়ত্ব প্রচার করিতে ব্যস্ত হন, কিন্তু চরমে এই সকল দাম্ভিক ব্যক্তির কপটতা ধরা পড়িয়া যায়। প্রকৃতির স্বভাব অনুসারে সর্ব্বকালেই জগতে এইরূপ ঢঙ্গ-বিপ্রের অভিনয় দেখিতে পাওয়া যায়।

চোর যেরূপ সাধুব্যক্তির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া সাধকেও—'ঐ চোর', 'ঐ চোর' বলিয়া নিজের সাময়িক পরিত্রাণের উপায় খুঁজিয়া লয়, তদ্রূপ সাধুগণও যখন লোক-কল্যাণের জন্য প্রচ্ছন্নবেশে চোর বা কপট-ব্যক্তি প্রভৃতিকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তখন ঐ সকল কপটব্যক্তিও উক্ত নীতি অবলম্বনপূর্ব্বক সাধুগণকে 'অসাধু' বলিতে ধাবিত হয়। —ইহাই 'ঢঙ্গবিপ্র'কুলের 'ঢং' বা স্বভাব। কিন্তু—

"কাকস্য চঞ্চুর্যদি হেমযুক্তো মাণিক্যযুক্তৌ
চরণৌ চ তস্য।
একৈক পক্ষে গজরাজমুক্তা তথাপি
কাকো ন চ রাজহংসঃ॥"

অক্ষোক্ষোভি-বায়স যদি ঢঙ্গবিপ্রের ন্যায় 'ঢং' করিয়া 'সং' সাজিবার জন্য তাহার চঞ্চু স্বর্ণপাতে মণ্ডিত করে, কিংবা মাণিক্য-দ্বারা উহার পদদ্বয় বিভূষিত করে, অথবা পক্ষপুটে যদি গজমুক্তাও ধারণ করে, তথাপি সে যেরূপ সুধীগণের নিকট 'রাজহংস' বলিয়া গণিত হয় না, পরন্তু বিষ্ঠাভোজি-বায়সই থাকে, তদ্রূপ 'ঢঙ্গ-বিপ্র'-সম্প্রদায় হরিলেখামৃত-সরোবরবিহারী পরমহংসকুলের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া যতই কেন না তাঁহাদের দাম্ভিকতা দেখাইতে চেষ্টা করুন, উহাতে সজ্জনসমাজ কিছুতেই তাঁহাদিগকে বিষয়-বিষ্ঠাভোজি-বায়স ব্যতীত আর কোনও শ্রেষ্ঠ পদবী প্রদান করিবেন না।

"কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কো ভেদঃ
পিককাকয়োঃ।
বসন্তে সমুপায়াতে কাকঃ কাকঃ
পিকঃ পিকঃ॥"

বাহ্যদর্শনে কাক ও পিক উভয়ই এক, তদ্রূপ বাহ্যদৃষ্টিতে ভক্ত ও অভক্ত, নিষ্কপট ও কপট, নির্ম্মৎসর ও মৎসর, অপ্রাকৃত পণ্ডিত ও "ব্যবহারে পণ্ডিত"—এই উভয় শ্রেণীর অনেকটা একই প্রকার। কিন্তু যখন ঋতুরাজ বসন্তের আগমন হয়, তখন যেরূপ কোকিলের মধুর স্বর ও উহার 'আম্রমুকুল'-সেবনস্পৃহা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, আবার তৎপার্শ্বে কাকের বিকট 'কা কা' রব ও বিষ্ঠাভোজনস্পৃহা দেখা যায়, তদ্রূপ যখন শুদ্ধ হরিকথা বা হরিসেবার সময় উপস্থিত হয়, তখনই ভক্ত ও অভক্ত চেনা যায়। অভক্ত 'ঢঙ্গ-বিপ্র'-সমাজ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠার মহোৎসব পাইলে নৃত্য করিতে থাকে, আর প্রেমাম্রমুকুলসেবী অপ্রাকৃত কাব্যকুঞ্জের কোকিলগণ শুদ্ধ-হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে যেন দেহ-মনঃপ্রাণ, যথা-সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিয়া থাকেন। কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা বিষ্ঠারূপ ভোজ্যের অভাবে ঢঙ্গকুলের আস্ফালন থামিয়া যায়।

"পিবেৎ চুতরসং পীত্বা ন গর্ব্বং
যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে॥"

কোকিল যেরূপ চিরাভ্যস্ত বিধায় দিব্য আম্ররস পান করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ করে না, কিন্তু ভেক অপানীয় কর্দ্দমমিশ্রিত জল পান করিয়াই 'মক' 'মক' শব্দ করিয়া থাকে, তদ্রূপ অপ্রাকৃত হরিকথামৃতপানকারী ভগ-বদ্ভক্তগণ যে বৈষ্ণববিদ্বেষরূপ কর্দ্দমাশ্রিত ভেকতুল্য অভক্তগণের পানীয়কে নিতান্ত গর্হণীয় বস্তুজ্ঞানে ত্যাগ করিয়া থাকেন, অভক্ত মণ্ডুক-সম্প্রদায় তাহাই পান করিয়া 'মক' 'মক' রবে চতুর্দ্দিকে তাহাদের গুণপণা বিস্তার করিয়া থাকে। অতএব—

"বৈষ্ণবচরিত্র, সর্ব্বদা পবিত্র,
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
বিনোদ কহে না সম্ভাষে তারে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥"

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-রাজিপ্রচারকল্পে 'প্রিন্টিং'-প্রকাশ'শালা আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৪ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবন ...

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুধাকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারদিয়া পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওল্ড পার্মীং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিহর, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

বন্দা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গম্ভীরসিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সরস্বতী আসন মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একায়ন-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—দেওয়ালী,

পোঃ ঘোতোপ, জেলা গুরদাসপুর (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, ক্যাম্বালা হিল্ বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-গৌরাঙ্গ-বিগ্রহের সেবা

(৫১) ... -গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী (মাদ্রাজ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) সচ্চিদানন্দ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কলেবর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বাখরাবাদ, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ বড়দরুয়া, আসাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) আমার্দ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ আমার্দি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুসুমকুল, পোঃ চিবক্রা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং লেউইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, ডাউনরোড

ক্ল্যাপহাম, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৪।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

মিউসেট রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিজয়নিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী প্রতিবার	১ম ও দ্বিতীয় বার	পরবর্তী প্রতিবার
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	।৶০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲		১।০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
অর্দ্ধকলম ৮৲		৬৲	৫৲	
এক কলম ১২৲		১০৲	৮৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৸০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———:(০):———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকীয় একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, গ্রন্থ-পাদ-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিযুক্ত সুদৃশ্য ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, ঢাকা, পোঃ রমনা, ঢাকা।

———

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।৹ আট আনা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ বেশ স্বাস্থ্যকর ও আকর্ষণীয়। শিক্ষকগণ যোগ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে আহার ও বেতনাদির প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

———

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়াম্নায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম প্রদানপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পারমার্থিকেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল প্রবর্ত্তক সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছা পরবিদ্যানিধিপ্রিয় সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষাবলীও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬-২৩	৭-০৬	১২-২৩	১৪-৫৬	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২-২৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-১৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬	
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫	
ছাঃ	১৩-০	
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬	
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১	(শাটল্ ট্রেনেতে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২	
ছাঃ	১৪-৩০	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০	

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৩			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০	
ছাঃ	৬-৩৩	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৫	১৯-২৫		
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০			
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩			
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-[illegible]	

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৪		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শুধু শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। শিতার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

১৯১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

জেলা খোয়ালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম মায়াপুর'

REGD NO C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

জেলার

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৬ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৩৯, মঙ্গলবার [১৪৩শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

-:):০:(-

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌ষ্টিটিউশান অফিসার্স কো-অপারেটিভ-ক্রেডিট-সোসাইটির ৩১-৩-১৯৩৯ সালে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরের অডিট আরম্ভ হইয়াছে। যাহাদের এই সোসাইটির সহিত আমানত বা ঋণবাবদ কোন টাকা পাওনা বা দেনা আছে তাহারা আগামী ২৪শে আগষ্টের মধ্যে তাহাদের হিসাব আমার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইবেন। ২৪শে আগষ্টের মধ্যে কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্ত না হইলে হিসাব ঠিক আছে গণ্য করা হইবে।

স্বাক্ষর—
এ, সি, অধিকারী
অডিটার কোঃ অপঃ সোসাইটি,
নদীয়া।

কলিকাতা হাইকোর্টের তিনজন বিচারপতি

এই মর্ম্মে একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে যে, বিচারপতি মিঃ চারুচন্দ্র বিশ্বাস ১৯৪০ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতিরূপে কার্য্য করিবেন। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিনি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারপতি মিঃ আর এফ লজ এবং বিচারপতি মিঃ এ এন সেন ১৯৩৯ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের উভয়ের কার্য্যকাল ১৯৪০ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

দিল্লীতে রাজন্যবর্গের বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব

এইরূপ জানিতে পারা গিয়াছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের সর্ত্তাবলী সম্পর্কে কি উত্তর দেওয়া হইবে তাহা আলোচনা করিবার জন্য আগামী ১৮ই, ১৯শে এবং ২০শে আগষ্ট দিল্লীতে দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং তাঁহাদের মন্ত্রিগণের একটি যুক্ত বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

দিল্লীতে যদি এই বৈঠক বসে তাহা হইলে খুব সম্ভবতঃ বৈঠকের অব্যবহিত পরেই কয়েকজন দেশীয় নৃপতি এবং মন্ত্রী এই সম্পর্কে ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সহিত বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার জন্য সিমলায় যাইবেন।

জার্ম্মাণ পুলিশের অদ্ভুত আচরণ

বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক মঃ রজার মার্টিন তাঁহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাসহ রবিবার যখন কোলন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন তখন এক্সলা চ্যাপেলে জার্ম্মাণ পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। মঃ মার্টিন একটি বিমানঘাঁটির ফটো তুলিয়াছেন, এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া জার্ম্মাণ পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। মঃ মার্টিন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

তাঁহাদের চারিজনকে পৃথক পৃথক চারিটি সেলে রাত্রি যাপন করিতে হয়। মঃ মার্টিনের কন্যার সেলে অপর আর একটি মেয়েকেও রাখা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ কথাবার্ত্তা দ্বারা তাহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। প্রাতে ব্রাউন সার্টবাহিনীর সৈন্যগণ মঃ মার্টিনের পুত্র এবং কন্যাকে পুনরায় তাহাদের হোটেলে রাখিয়া আসে। সেখানে মঃ মার্টিনের পুত্রের নিকট হইতে তাহার লেখা কাড়িয়া লওয়া হয় এবং তাহাকে প্রহার করা হয়। কয়েক ঘণ্টা পর মঃ মার্টিন এবং তাঁহার স্ত্রীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পুলিশ তাঁহার ফটো পরীক্ষা করিয়া সন্দেহজনক কিছু আবিষ্কার করিতে পারে নাই। এইরূপ ব্যবহারের জন্য তাঁহাদের নিকট কোনরূপ ক্ষমা চাওয়া হয় নাই।

দৈব দুর্যোগে নানাস্থানে দুর্ঘটনা

—:০:—

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়

দিন দুই আকাশের অবস্থা একটু ভাল থাকিয়া আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। যদিও বৃষ্টির জোর ততটা নাই তথাপি অবিরাম বৃষ্টি হইতেছে।

গত সপ্তাহের দুর্য্যোগে সর্ব্বত্র ক্ষতি হইয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, অরুণাইল নিবাসী নিত্যানন্দ সাহা ত্রিপুরা রাজ্যের সিধাইহাটি হইতে নৌকাযোগে ফিরিবার সময় ঝড়ের বেগে নৌকা হইতে পড়িয়া গিয়া খরস্রোতা পার্ব্বত্য নদীতে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

মতিহারীতে

এ জেলার অন্তর্গত বেতিয়া মহকুমার বাথনা ও দেঁড়িয়ানী গ্রামগুলির নিকট গণ্ডক নদীর রিং-বাঁধের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। গণ্ডকে বন্যার জলের চাপে যে কোন মুহূর্ত্তে এই বাঁধ ভাঙ্গিতে পারে। ধনৌলিয়া থানার অন্তর্গত অধিকাংশ গ্রাম ও সহরের গোবিন্দগঞ্জ ও সুগৌলি থানাদ্বয়ের অন্তর্গত বহু গ্রাম তাহা হইলে প্লাবিত হইতে পারে। ডিভিসনের কমিশনার মজঃফরপুর হইতে বিমানযোগে গিয়া ঐ স্থান দেখিয়া আসিয়াছেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামের লোকদের গ্রাম ত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে যাইবার আদেশ দিয়া তিনি রিং-বাঁধের নিকট সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করিয়াছেন।

পাটনায়

ভাগলপুরের এক সংবাদে প্রকাশ,—কহলগাঁয়ের নিকটে কাউস নদীগর্ভস্থ এক পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া নৌকাডুবির ফলে চারি ব্যক্তি নিখোঁজ হইয়াছে।

প্রকাশ, নৌকাখানি পাল তুলিয়া চলিয়া যাইবার সময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং নৌকা বানচাল হইয়া পড়ে। পরে নদীগর্ভস্থ এক পাহাড়ে ধাক্কা লাগায় নৌকার আরোহীরা নদী মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। কয়েকজন সাঁতরাইয়া তীরে উঠে এবং কয়েকজন প্রবল স্রোতের মধ্যে নিখোঁজ হয়।

মধুবনীতে

ছটাকমী সেতু ভাঙ্গিয়া পড়ায় নৌকা ডুবিতে যে কতিপয় লোক নিখোঁজ হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দশজনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপূর্ব্ব চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———:(০):———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৴০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন নাথ এম-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। আকার বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। আকারস্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৬০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১॥০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ৩৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২
১২। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আলয় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৴০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অবাঁধা) ২৲ ১৲
২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ।০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৴০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০
৪০। শরণাগতি ৴০
৪১। গীতাবলী ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। স্তবমালা বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (আভাষিকসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতম্ ।০
৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৬৪। ভক্তিহৃদয়ম্ ।০
৬৫। সারার্থ শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপত্রিকাঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদশতদূষণম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।
৭০। নামভজন ৴
৭১। বেদান্ত—ইটস্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৴০
৭৩। সাইক অ্যাণ্ড রিলেশন্স শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিওরেটিক প্রিন্সিপলস্ অ্যাণ্ড আপ্‌লায়েড ডিরেক্‌শন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১॥০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৷

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৩শ বর্ষ | ৩০ পুরুষোত্তম ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৩০শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৫ই আগষ্ট ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার | ১৪৩৭ সংখ্যা

সাময়িক-প্রসঙ্গ

——::(*)::-

শ্রীধামে কীর্ত্তন

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীধাম-মায়াপুর আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তন হইতেছে। প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় পাঠ, কীর্ত্তন ও ইষ্টগোষ্ঠীমুখে হরিকথা আলোচনা হইতেছে। ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ পরমোৎসাহের সহিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, শ্রীভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব গ্রন্থ ও নদীয়াপ্রকাশ, গৌড়ীয় প্রভৃতি আলোচনা করিতেছেন। উপদেশক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যার্ণব বি-এ ও শ্রীপাদ মধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসর্ব্বস্ব মহোদয় সর্ব্বক্ষণ মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

———

শ্রীধামে যাত্রিসমাগম

বন্যায় গঙ্গার জল বর্দ্ধিত হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীযোগপীঠের দ্বারদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। অনেক বিভিন্নস্থান হইতে বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা নৌকাযোগে শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনার্থে আগমন করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে জল হওয়ায় অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর এখন অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছেন। শ্রীধামদর্শনার্থী যাত্রিগণ শ্রীধামের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে পরমানন্দিত হইতেছেন। যাত্রিগণ মঠবাসী ভক্তগণের নিকট শুদ্ধ হরিকথা-শ্রবণ করিয়া পরমোপকৃত হইতেছেন।

পাটনায় প্রচার

গত ৬ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যায় আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনান্তর বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। অতঃপর জনৈক আচার্য্যাশ্রিত একনিষ্ঠ গুরুসেবক "শ্রীতাত্ত্বসন্দর্ভ" হইতে,

"যাবৎ পাপৈস্তু মলিনং হৃদয়ং
তাবদেব হি।
ন শাস্ত্রে সত্যবুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্বুদ্ধিঃ
সদ্গুরৌ তথা।"

শ্লোকটী অতি প্রাঞ্জলভাবে বঙ্গভাষায় প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি "সদ্গুরু বা সংশাস্ত্রে বিশ্বাসের অভাব হয় কেন", "প্রজার উদয় হইয়াছে কি?" "অজ্ঞানের দৌড় কতদূর?" "শরণাগতি কোথায়?" "গুরুসেবক হইবার পরিবর্ত্তে সাধু বা গুরু হইবার ইচ্ছা হয় কেন?" "কৃষ্ণৈক-শরণতা কোথায়" প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেন।

পাঠান্তে "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে" গীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। উপস্থিত বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত ও পরমোপকৃত হইয়াছেন।

———

লক্ষ্ণৌতে প্রচার

গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আশ্রিত শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারী মহোদয় যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত সীতাপুর, লখিমপুর, পিলিভিৎ প্রভৃতি বিভিন্নস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচার করিয়া গত ১৭ই শ্রাবণ লক্ষ্ণৌ শ্রীগৌড়ীয়মঠ আফিসে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া সহরের বিভিন্নস্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। গত ২১শে শ্রাবণ লক্ষ্ণৌ নেবাজগঞ্জ-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ লাল মেহরোত্রার সানন্দ অনুরোধে মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার কথা প্রাঞ্জল হিন্দি-ভাষায় প্রায় দুইঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ তাঁহার হরিকথা শ্রবণে বিশেষ আনন্দলাভ করেন। সভায় শতাধিক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

শ্রীযুক্ত বাবু জয়নারায়ণ লাল মেহরোত্রা, শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র কপূর, পণ্ডিত জগন্নাথ মেহরোত্রা, শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুনাথ কপূর, শ্রীযুক্ত বাবু যমুনা স্বরূপজী, শ্রীযুক্ত বাবু জগন্নারায়ণ সক্সেনা, শ্রীযুক্ত বাবু বেণীপ্রসাদ মাথুর, শ্রীযুক্ত বাবু শীতলা প্রসাদ সাহান, শ্রীযুক্ত বাবু জীবনলাল আগরওয়ালা, শ্রীযুক্ত বাবু রূপচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত বাবু লালচন্দ্র রেস্তোগী প্রভৃতি।

শ্রীপাদ সত্যনারায়ণ দাসাধিকারীজী গত ২৪শে শ্রাবণ লক্ষ্ণৌ নার্হিহাটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সীতারামজী শেঠ মহোদয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে মঠবাসী ব্রহ্মচারিগণ সহ তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দিরে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা প্রাঞ্জল হিন্দিভাষায় প্রায় ২৫ ঘণ্টাকাল কীর্ত্তন করেন। সমাগত সজ্জনগণ সকলেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের শুদ্ধহরিকথা শ্রবণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছেন। সভায় ন্যূনাধিক তিনশত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। উপস্থিত সজ্জনগণের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

লক্ষ্ণৌএর সুবিখ্যাত ফটোগ্রাফার মিঃ পি, সি, দাস, শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বাজপেয়ী; ড, আর, রেলওয়ে অফিসের শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল আগরওয়ালা; পণ্ডিত শিউনন্দনজী; পণ্ডিত রামনারায়ণ শাস্ত্রী; শ্রীযুক্ত বাবু মাতৃপ্রসাদজী প্রভৃতি।

"ব্যাপারের জন্য যেমন একটা গেট, একটা মাঝি রাখতে হয়, সেরূপ একটা গুরু রাখারও দরকার' —এরূপভাবেই এই সকল লোক 'গুরু' ক'রেছে। এরা আমাকে কোন দিনই দেখে নাই, আমিও কোন দিনই তাঁ'দের সঙ্গ করি নাই।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

৩০ পুরুষোত্তম, [illegible] গৌরাব্দ ৪৫০

যৎকিঞ্চ

অনেকের ধারণা, ভক্তিমার্গটি বুঝি কোমল-পুষ্পাস্তরণে আচ্ছাদিত। অন্ধবিশ্বাস, উচ্ছৃঙ্খলতা, যথেচ্ছাচারিতা, বিচারশূন্যতা, ভাবপ্রবণতা, মনের উচ্ছ্বাস —এই সমস্তই ভক্তিপথের সম্পদ। কিন্তু শাস্ত্র ও আচার্য্য-বর্গের বাণী হইতে জানা যায় যে, ভক্তি-পথটি জীবের পরমপ্রয়োজন লাভের একমাত্র উপায় হইলেও উহা কণ্টকময়। বিশেষতঃ কলি বা তর্ক বিবাদযুগে উহা কোটি-কণ্টকময়।

ভক্তিপথের যাত্রিগণ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ও নিরাপদে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সন্নিধানে পৌঁছিয়া প্রেমামৃত-ফল আস্বাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য নির্হেতুক-কৃপাসিন্ধু ভগবৎপ্রেরিত আচার্য্য ভক্তিপথে প্রবেশোন্মুখের নিকট পথের কোটি বিঘ্নরাশির কথা জানাইয়া পূর্ব্ব হইতেই তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া থাকেন। আচার্য্যগণের এইরূপ স্বভাব-সুলভ অহৈতুকী বৃত্তিটি জীবের প্রতি অনুকম্পা-দয়ার উদাহরণ।

কণ্টক উন্মূলনকালে হস্ত ক্ষত-বিক্ষত হইতে পারে এবং কণ্টকসমাবৃত সর্পাদি ক্রূর স্বভাব হিংস্রজন্তু দংশনাদিও করিতে পারে, ইহা জানিয়াও যেরূপ কণ্টক উন্মূলন-কারীর তৎকার্য্যে নিরুৎসাহ দেখা যায় না, পরন্তু যাহাতে কণ্টকরাশি ও হিংস্রজন্তু পথিকের কোনও প্রকার অমঙ্গল করিতে না পারে, তৎসাধনেই কণ্টক উন্মূলনকারীর বিশেষ প্রচেষ্টা ও উত্তরোত্তর উৎসাহ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আচার্য্যের চরিত্রেও ভক্তিপথের কোটিকণ্টক-উন্মূলনে উত্তরোত্তর অধিকতর উৎসাহই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যাহারা স্বার্থপর, বহুধকামী, জাড্যগ্রস্ত বা অমার্গিকলোকভীরু, তাহারা বহির্ম্মুখ লোকগণের চীৎকারে ভীত হইয়া ব্যস্ত, কিংবা মনে করে যখন আমার স্বার্থ, প্রতিষ্ঠা বা বহুধপ্রতিষ্ঠার দরকার, তখন অর্থের উপকার করিতে গিয়া নানাপ্রকার ঝামেলা ভোগ করা কি দরকার? বহির্ম্মুখ লোকের গালাগালি শুনাই বা কি আবশ্যক? আর এক শ্রেণী মনে করেন, নির্জ্জন-ভজনানন্দী হইয়া গেলে এ সব কিছু ঝামেলা নাই। লোকের গালমন্দ সহনা কিছুই শুনিতে হয় না। কিন্তু পরদুঃখদুঃখী আচার্য্য এইরূপ স্বার্থপর, বহুধকামী বা জাড্যগ্রস্ত নহেন; তিনি লোকভীরু নহেন। তিনি বলেন, যদি শত শত লোকের এমন কি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বহির্ম্মুখ জীবের সমবেত-কণ্ঠে সমুচ্চারিত গালিবর্ষণও আমার উপর বর্ষিত হয়, তাহাও মাথা পাতিয়া লইয়া বাস্তব-সত্যের কথা তারস্বরে ঘোষণা করিব। ঐরূপ সত্যকথা যদি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের আনখ-কেশাগ্র কৃষ্ণবহির্ম্মুখ কোটি কোটি জীবের মধ্যে একটিরও কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ের কেতন-কালিমা বিধৌত করে, তাহা হইলেও জানিব যে, আমি মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট সেবা করিতে পারিলাম। কারণ, আমি জানি, অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত জীব, তাহারা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-ফলেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পতিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের জীবকোটি—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কৃষ্ণবহির্ম্মুখ [illegible]। অতএব সকলে সত্য কথা শুনিবে না, কোটি জীবের মধ্যে যদি একজনও সত্যকথা শুনিবার লোক পাওয়া যায়, তাহা হইলেই যথেষ্ট। আবার সেই জীব সত্যে আর্দ্র হইয়া অপরকে পরম সত্যের কথা শুনাইতে পারিবেন। এই জন্যই বোধ হয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন,—"রুচিক্রমে যে সকল ভক্ত সাধুগণের ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে ভজনানন্দে মগ্ন হইয়া প্রচারকার্য্যে অনাদর করেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রচারকর্ত্তা জগতের অধিক উপকার সাধন করেন"

জগতে যাঁহারাই সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলকেই বহির্ম্মুখ, জগ-স্বার্থান্ধ, মাৎসর্য্যপর সমাজের সত্যবিরোধ-চেষ্টা লক্ষ্য করিতে হইয়াছে। যাঁহারা জাড্যপ্রিয় ও বহুধপ্রয়াসীমাত্র হইয়া সহজিয়া-প্রবাহ-স্রোতের পক্ষপাতিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক সত্যাসত্য-ব্যাপক সত্যাসত্যিক ধর্ম্মকে নিরপেক্ষ বিবেচনায় বরণ করিয়াছেন বা ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত আব্রহ্মস্তম্বের আনখ-কেশাগ্র কৃষ্ণবিমুখতা-দর্শনে তাহাদের মঙ্গলোদয়-বিষয়ে নিরাশ হইয়া তাহাদের প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্ব-স্ব ভজনানন্দে মগ্ন হইয়াছেন কিংবা স্বভাব জাড্যগ্রস্ত আর এক শ্রেণীর আত্মকল্পিত-সম্প্রদায়—চতুর্থাদি-সম্প্রদায়—যাঁহারা আত্ম ও পরবঞ্চনার্থ কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠা ও আরামকামী হইয়া প্রকৃত ভজনানন্দিগণের অনুকরণমাত্র করিতেছেন, এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তির মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় সম্প্রদায় সম্পূর্ণ কপট, বহুধকামী ও অমার্গিকলোকভীরু অর্থাৎ প্রকারান্তরে পারমার্থিকের বেশে কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ লৌকিক সমাজের অন্তর্গত হওয়ায় তাঁহারা বহির্ম্মুখ-লোকপ্রিয়তাকেই তাঁহাদের পরম প্রয়োজন ও চতুর্বর্গের শিরে মনে করিয়াছেন। সুতরাং সেই প্রকার লোক-প্রিয়তাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের কোন প্রকার লোক-নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় না। তাঁহারা 'অন্তঃশাক্তো বহিঃ শৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবোমতঃ' হইয়া নিয়ত লোকপ্রিয়তা ও কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার্জ্জনেই ব্যস্ত আছেন সুতরাং মদ্যপায়িসমাজে যেমন সুরা-পানের প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ বহির্ম্মুখ লোকসমাজে বা বহির্ম্মুখ লোক-পরিচালিত সংবাদপত্রের মুখে উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর অর্থাৎ বহুধপ্রয়াসী, সত্যাসত্যিক ধর্ম্মাবলম্বী, নাম-মন্ত্র-ভাগবত-ব্যবসায়ী প্রভৃতি এবং ভজনানন্দী পরমহংস বৈষ্ণবগণের অনুকরণকারী নিষ্কিঞ্চনব্রুবগণের প্রশংসাই শ্রুত হয়। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর দুই একটী প্রকৃত ভজনানন্দী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব যাঁহারা পার্থিব সমস্ত ব্যাপার হ'তে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, মৎসর ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে আপনাদের ভোগ্য ভাগের অংশীদার হইতে বিচ্যুত, সমাজ হইতে দূরগত, অসমর্থ ও উঁহাদের চতুরতা বুঝিতে অক্ষম মনে করিয়া যেন কৃপাপূর্ব্বকই তাঁহাদিগের কোন প্রকার নিন্দাগালাগালি করেন না। কিন্তু আচার্য্য প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর ন্যায় বহির্ম্মুখ লোক-প্রিয়তার অপেক্ষা করেন না বা শেষোক্ত ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণের ন্যায় কেবল স্বভজনে রত থাকেন না; পরন্তু স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণে জগতের হিতার্থ জগতের সহিত আচার-ব্যবহার করেন বলিয়া তিনি বহির্ম্মুখ লোকের স্বভাব-সুলভ মৎসরতার দৃষ্টিতে পতিত (?) হইয়া থাকেন।

তাই, সত্যপ্রচারকারী শুদ্ধভক্তগণই বিষ্ণুবিমুখ লোকসমাজ হইতে সাধারণ লোক-চক্ষে নির্য্যাতনের দৃশ্য ও দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হন। সাধারণ লোক-চক্ষে পরিলক্ষিত হন বলিবার কারণ এই যে, প্রপঞ্চাতীত বিষ্ণু-বৈষ্ণবে রাবণের মায়াসীতা হরণের ন্যায় প্রকৃতিজনের মৎসরতার স্পর্শ নাই।

প্রহ্লাদ [illegible] বিষ্ণুভক্ত হইলেও যতদিন পর্য্যন্ত তিনি প্রচারকের আসনগ্রহণ না করিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ও দৈত্য-সমাজের নয়নতারা, কণ্ঠের হার ও হৃদয়ের নিধিস্বরূপ আদর, যত্ন, স্নেহ, বাৎসল্য, স্তুতি, প্রশংসার পাত্র ছিলেন। কিন্তু যে দিন হইতে দৈত্যরাজের সমীপে মুখ ফুটিয়া সত্যকথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন—বিষ্ণুভক্তির ঐকান্তিকতা, গৃহব্রতধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হরিভজনের প্রয়োজনীয়তা, গৃহব্রত কুলগুরুগণের অকর্ম্মণ্যতা, পরমহংস সাধুগণের সেবা এবং সমবয়স্ক দৈত্য-বালকগণের নিকট গৃহব্রত দৈত্যসঙ্গ-পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিভজনের আবশ্যকতা প্রচার করিতে লাগিলেন, সেই দিন হইতে প্রহ্লাদের শত্রু এক একটি করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সকলেরই নিকট পিতাপুত্ররূপ যে একটি ঘনিষ্ঠ মায়িক সম্বন্ধ—যে মায়িক সম্বন্ধ ও মোহে পড়িয়া পিতা 'অমিতব্যয়' পুত্রকেও কলিত-কাঞ্চনরূপে দর্শন করেন, কাণা পুত্রকেও পদ্মপলাশলোচন দেখেন, কুলাঙ্গারকেও বংশবিভূষণরূপে জানেন, পুত্রের শত দোষও পিতার মোহ-দৃষ্টিতে গুণ বলিয়া প্রতিভাত হয়, আর কি না প্রহ্লাদের সত্যকথা-প্রচার কার্য্যটি সেইরূপ মোহগ্রস্ত পিতার নিকটও এমন একটী মহান্ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইল—যাহার জন্য হিরণ্যকশিপু আত্মা হইতেও অধিকতর প্রিয় পুত্রের প্রতি শত-প্রকারে বিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জাগতিক দৃষ্টান্তে কে কখন শুনিয়াছে যে, কোন পিতা নিজ স্বার্থের জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্রকে—যে পুত্র এখনও স্বীয় প্রলোভনে পড়িয়া পিতাকে কোন প্রকারে অনাদর করিতে শিখে নাই কিম্বা বাদসাহ আওরঙ্গজেবের মত রাজ্যের লোভ-বশবর্তী হইয়া পিতার শত্রু হয় নাই—পাঁচ বৎসরের বয়সীয় বালক মাত্র—সেই

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

পুত্রকে মত্তহস্তিপদতলে নিক্ষেপ করিতে পারেন, পর্ব্বত হইতে পাতিত করিতে পারেন, জলন্ত অনলে বিসর্জ্জন দিতে পারেন, বিষ-প্রয়োগ করিতে পারেন! প্রহ্লাদের দোষ—তিনি সত্যকথা প্রচার করেন। সত্যকথা-প্রচারকারীর শত্রু ব্যক্তির স্বার্থপরায়ণ লোক হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যেখানে দেখা যায়, সত্যযুগে যে সময়ে চতুষ্পাদ ধর্ম্ম ছিল, সে সময়ও সত্যকথাপ্রচারকারী পুত্রের শত্রুতা আচরণ করিতে পিতা পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হন নাই! পিতার স্বভাবসুলভ বাৎসল্যমাখা হৃদয়ও সত্যপ্রচারকারী পুত্রের প্রতি নৃশংস হইয়াছিল! হয় অঘটন ঘটন-পটীয়সী বিষ্ণুবহির্ম্মুখতার শক্তি! জীব আ-নখকেশাগ্র এতই বিষ্ণুবিমুখ যে, সত্যকথা—কৃষ্ণের স্বপার্ষদগণের কথা কিছুতেই শুনিবে না—ইহা যেন তাহার বিমুখতার একটি ব্রত—তাহার স্বভাবের একটি প্রক্রিয়া।

যে স্থানে সত্যযুগেও এইরূপ সত্যে অনাদর ও সত্য প্রচারকারীর প্রতি নৃশংসতার আদর্শ উদাহরণ দৃষ্ট হয়, সে স্থানে কলি বা বিবাদ-তর্কযুগে যে সত্যের প্রতি বিদ্বেষ ও সত্যপ্রচারকারী আচার্য্যগণের প্রতি শতমুখী বিরোধ-চেষ্টা প্রদর্শিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সপ্ত ঊর্দ্ধলোক

—:০:—

ভূর্লোক—আমাদের এই পৃথিবী।

ভুবর্লোক—যেখানে গ্রহ ও উপগ্রহ সকল অবস্থিত। ভুবর্লোক ভূর্লোককে পরিবেষ্টন করিয়া আছে।

স্বর্লোক—স্বর্গ তিনটী—(১) বিলস্বর্গ, (২) ভৌমস্বর্গ ও (৩) দিব্যস্বর্গ। আমাদের এই পৃথিবীই জম্বুদ্বীপ, জম্বুদ্বীপের অভ্যন্তরস্থ পরস্পর সপ্ত পাতাল (পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল ও অতল) নামক সাতটী স্তরের নাম "বিলস্বর্গ"। জম্বুদ্বীপ নববর্ষে বিভক্ত। তন্মধ্যে ভারতবর্ষাতিরিক্ত অপরাপর বর্ষ সকল ও প্লক্ষ প্রভৃতি দ্বীপসকল "ভৌমস্বর্গ"।

ভুবর্লোকের পর স্বর্লোক বা দিব্যস্বর্গ দিব্যস্বর্গে দেবতাগণ বাস করেন। ইহা মহাভোগসুখের স্থান। ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যকর্ম্ম করিলে এই স্থান পাওয়া যায়। এই দিব্যস্বর্গে অদিতিনন্দন শচীনাথ শ্রীবিষ্ণু উপেন্দ্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজিত ভগবান্। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়াও ইন্দ্রের দ্বারা অর্চ্চিত হন। এখানে নন্দনবন, অমৃত, পারিজাত, রম্ভা-তিলোত্তমা প্রভৃতি কামিনীগণ আছেন। বিষ্ণুর আজ্ঞাপ্রভাবে ও দেবগুরু বৃহস্পতির অনুগ্রহানুসারে দেবতাগণের দ্বারা ইন্দ্র 'দেবরাজ' পদে অধিষ্ঠিত হন। কিছুদিন ইন্দ্রত্ব করিবার পর ইন্দ্রের পতন ঘটে। কোন কোন সময় ইন্দ্র বলপূর্ব্বক মুনিপত্নীগণের সতীত্ব হরণ করিয়া পাপভয়ে ও লজ্জায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন। মোট কথা যাঁহারা জাগতিক সুখভোগের পরমাবধিকাল বর্দ্ধিত ও কথঞ্চিৎ নিষ্কণ্টক করিতে চাহেন, তাঁহারাই পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা 'দিব্যস্বর্গ' প্রাপ্ত হন।

মহর্লোক—দিব্যস্বর্গের ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত। মহাত্মাগণ স্বর্গপ্রাপক কর্ম্ম হইতে মহত্তর ও বৃহত্তর যাগযোগাদি কর্ম্মের দ্বারা এই লোক প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মরাত্রি অর্থাৎ কল্পাবসানে ভূর্ভুবঃ-স্বঃ এই ত্রিলোকের প্রলয়েও মহর্লোক নষ্ট হয় না। এখানে ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ যজ্ঞ বিস্তার করিয়া প্রাজাপত্যপদে অধিষ্ঠিত আছেন। সাম্রাজ্য-সুখ হইতে ইন্দ্রপদে কোটী-গুণ সুখ। আবার ইন্দ্রপদ হইতে প্রাজাপত্যপদে কোটী-গুণ সুখ; এখানে ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞেশ্বররূপে বিরাজিত আছেন। এখানে প্রতি গৃহেই যজ্ঞকুণ্ড জ্বলিতেছে, এখানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহই অবস্থান করিতে পারেন না। এই মহর্লোকেও মধ্যে মধ্যে মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হয়। সহস্র চতুর্যুগ প্রমাণ এক ব্রহ্মদিনের অন্তে ত্রিলোক দগ্ধ হয়, সেই তাপে ত্রিলোকের সন্নিহিত ও উপরিস্থিত মহর্লোকও তাপিত হয়। ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাপভয়ে জনলোকে প্রস্থান করেন।

জনলোক—মহর্লোক ও জনলোক প্রায়ই অভিন্ন, সামান্য কিছু বিশেষ আছে। জনলোকে রাত্রি উপস্থিত হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান থামিয়া যায় অর্থাৎ ব্রহ্মরাত্রি উপস্থিত হইলে ভগবানের সহিত ব্রহ্মা একার্ণবে শয়ন করেন। তখন জনলোকে যজ্ঞ নিবারিত হয়। সেই সময়টী 'রাত্রি' বলিয়া গণিত। যজ্ঞেশ্বরের অদর্শনে তখন হৃদয়ে যে তাপ উপস্থিত হয়, তাহা ত্রিলোকদাহক তাপ হইতেও উৎকট ও কষ্টকর।

তপোলোক—জনলোকের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। একমাত্র নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যবলে এই লোক লাভ হয়, এখানে ঊর্দ্ধরেতাগণ বাস করেন। সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন এখানে অবস্থান করিতেছেন। ধ্যান ও সমাধি ব্যতীত এই স্থান লাভ হয় না। প্রাজাপত্য-সুখ হইতে এখানে কোটীগুণ সুখ আছে। অনিমাদি সিদ্ধি মূর্ত্তিমতী হইয়া আত্মারামগণের সেবা করিতেছে। এখানে অর্চ্চা-মূর্ত্তির অধিষ্ঠান নাই। চিন্তাগ্নিতাপ বাসুদেব মুনিগণের দ্বারা মানস-ধ্যানের বিষয় হইয়া রহিয়াছেন। তপোলোকের অধিষ্ঠাতা নরসখ নারায়ণ (নরনারায়ণ) পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষে গন্ধমাদন পর্ব্বতে শ্রীবিগ্রহরূপে বাস করিতেছেন।

সত্যলোক—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক। এই লোক ব্রহ্মাণ্ডসীমার সর্ব্বশেষভাগে অবস্থিত। শতজন্মকৃত শুদ্ধ সঞ্চিত স্বধর্ম্মের দ্বারা এই লোক লাভ করা যায়। এখানে শোক, সন্তাপ ও দুঃখ নাই। সর্ব্বত্রই পরমনির্বৃতি ও আনন্দ পরিব্যাপ্ত, এখানে ভগবান্ তাঁহার একটী বৈকুণ্ঠলোকে যথায় তিনি সহস্রশীর্ষপুরুষরূপে প্রকটিত থাকেন, তাহা প্রকাশ করিয়া শেষনাগের শয্যায় লক্ষ্মীদ্বারা সেবিত হইয়া বাস করিতেছেন। গরুড় কৃতাঞ্জলি হইয়া আছেন। তপোলোক অপেক্ষা এখানকার সুখ সর্ব্বতোভাবে অধিক। চতুর্যুগ সহস্র পরিমিত একদিন অতীত হইলে এখানে রাত্রি হয়, তখন লোকত্রয় সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়। ভগবান্ ব্রহ্মার সহিত শেষনাগের উপর শয়ন করেন। এখানেও দৈত্যভয় আছে।

দৈত্যের ভয়ে ব্রহ্মা পলায়ন করেন, তখন ভগবান্ দৈত্যকে বধ করিয়া অপর কোন যোগ্য পুরুষকে ব্রহ্মার পদে অভিষিক্ত করেন। ব্রহ্মার কর্ত্তব্য এক বিরাট ব্যাপার; ব্রহ্মাকেও চিন্তাতুর হইতে হয়। ব্রহ্মার আয়ুঃ দ্বিপরার্দ্ধকাল হইলেও তাঁহাকে কালভয়ে ভীত থাকিতে হয়।

যাঁহারা সকাম স্বধর্ম্মপরায়ণ তাঁহারা ভোগক্ষয়ে পুনঃ পুনঃ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন আর যাঁহারা নিষ্কাম স্বধর্ম্মপরায়ণ তাঁহারা দেহাবসানে ক্রমান্বয়ে মহর্লোক লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া যথোক্ত ভোগ করিতে করিতে অবশেষে মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। ব্রহ্মা যতকাল মুক্ত থাকেন ততকাল তাঁহারাও মুক্ত থাকিতে পারেন; অতএব ইঁহাদেরও পুনরাবৃত্তি আছে। সকামই হউন আর নিষ্কামই হউন বর্ণাশ্রমরূপ কর্ম্মমার্গে ভ্রমণকারী জীব নিত্যশান্তি লাভ করিতে পারেন না। তবে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরহিত পাপাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিগণ নরকাদি ক্লেশধাম প্রাপ্ত হন আর যেসকল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরায়ণগণ অধিকারানুসারে উক্ত সপ্তলোক ভোগ করিয়া থাকেন। এই পুণ্য কর্ম্মিগণের গতি মন্দের ভাল। এই উভয়বিধ ব্যক্তির সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"কেহ পুণ্যে কেহ পাপে করে
বিষয়-ভোগ।
ভক্তিগন্ধ নাহি যাতে যায় ভবরোগ॥"
(চৈঃ চঃ)

এলোরে প্রচার

গত ৭ঠা আগষ্ট কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ-গৌড়ীয়মঠের কতিপয় সেবক এলোর টাউনে প্রচারোদ্দেশে গমন করেন। তাঁহারা সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথা প্রচার করিতেছেন।

ঐ আগষ্ট রবিবার স্থানীয় টাউন-হলে একটী সভার অধিবেশন হয়। এলোরের ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার মিঃ বি, সি, দাস মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে সভা আরম্ভ হয়। তিনি কিছুক্ষণ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর শ্রীপাদ ব্রজগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিবিবেক মহোদয় শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা বহুক্ষণ যাবৎ ইংরাজী ভাষায় কীর্ত্তন করেন। পরে স্থানীয় চেয়ারম্যান মিঃ জে, ডি, ভাই শর্ম্মাজী তেলেগু ভাষায় গৌড়ীয় মিশনের বিষয়ে বহু কথা বলেন।

তৎপরে সভাপতি মহোদয় কিছুক্ষণ যাবৎ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। মহামন্ত্র ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইলে পর সভা ভঙ্গ হয়। ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার মিঃ বি, সি, দাস মহাশয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বিভিন্ন প্রকারের সহায়তা করিয়া থাকেন। তজ্জন্য তিনি গৌড়ীয়মিশনের সকলেরই ধন্যবাদার্হ। তাঁহার উত্তরোত্তর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদের শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গবৈষ্ণবচরণে প্রার্থনা।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা:—১ম খণ্ড ৷৵০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৷৵০; ৪র্থ খণ্ড —৷৵০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীব্রজপত্তনের ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীবার্ষভানবী-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রত-ত্নানুসন্ধানে গৌড়ীয় প্রকাশ-ব্রহ্মাণ্ড আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্টীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সংকীর্ত্তন, প্রত্যহ দুইবেলা শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ম বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

বামনপুকুর, শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

ইহা গৌরকৃপা প্রাপ্ত শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) শ্রীকৃষ্ণকুঞ্জ-শ্রীনন্দনাচার্য্য

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ চাঁপাহাটী (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভাণ্ডারটিকুরি, (বর্দ্ধমান)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গোরুপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

১৭) কুলিয়া

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচরাপাড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ জয়াদি, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ পাণিহাটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা ঝোরা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) হরিদ্বার-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

মিঠাপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় শহীদশিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পুরুষোত্তম মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রভুপাদ-কুঞ্জকুটীর

পোঃ রাধাকুণ্ড (মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড -স্নানবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সংকেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোপীবিহারী মঠ—শেরগড়,

পোঃ ছোটেকোশী, জেলা মথুরা (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, গ্যামডেবী ব্লক, বিল্ডিং বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীগৌরবাণী-মঞ্জুষা-বিনোদবিহারীর সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগৌরগোপাল-রাধাবিনোদ-বিহারীর সেবা

(৫২) ব্রজনগর-গৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) শিবক্ষেত্র-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

কটক, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ কভুর, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবত-জনানন্দ মঠ

চিকলিয়া, পোঃ মারুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জয়াদি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জয়াদি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুরমকুড়া, পোঃ চড়কডাঙ্গা, (মালদহ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং মিউচাস ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্লাট নং ২

৪১, আর্ল্‌সকোর্ট

স্কোয়ার, লণ্ডন, এস ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

চিৎপুর রোড, এলো (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিভাবিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

মদনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত শ্রীমন্নারায়ণ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(০):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দ্বিতীয় বারের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
বারে প্রতি লাইনে ।০	৶০	৵০	।০
" প্রতি ইঞ্চি ২৲		১৷০	১৲
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

মাসে প্রতি ইঞ্চি ৬৲	৪৷০
সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	২০৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বার্ষিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিক্ষা স্বতন্ত্র

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——:(০):——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টক্রমে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটী বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্রিকা হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রকৃতভাবে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের একটি সুন্দর উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে ছবির সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; গৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্ব্বত, পোঃ পুরী।

———

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——:(০):——

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—শ্রীমন্দির সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও দেখাশুনার ব্যয় মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মিতব্যয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত্র, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা সবিস্তারভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র সবিস্তারভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

———

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বান্বেষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল তত্ত্বভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু জটিলতম সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পরিক্ষারের জন্যই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পাণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্র সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ মহোদয়ের গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

—:(o):—

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের শুভেচ্ছায় সরবিদ্যাপাঠবিভাগের সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

—:(o):—

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৬		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১৩		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২০	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬,	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

শ্রীমহাপ্রভু পাচন

পুরাতন জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি শতগুণে অধিক। নিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1944

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪৬ ১৬ই আগষ্ট, ১৯৩৯ বুধবার [১৪৪শ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন

—:০:—

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট মিনিষ্টিরিয়াল অফিসারস কো-অপারেটিভ-ক্রেডিট-সোসাইটির ৩১-৩-১৯৩৯ সালে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরের অডিট আরম্ভ হইয়াছে। যাহাদের এই সোসাইটির সঙ্গে আমানত বা ঋণবাবদ কোন টাকা পাওনা বা দেনা আছে তাহারা আগামী ২৫শে আগষ্টের মধ্যে তাহাদের হিসাব আমার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া লইবেন। ২৫শে আগষ্টের মধ্যে কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্ত না হইলে হিসাব ঠিক আছে গণ্য করা হইবে।

স্বাক্ষর—
এ, পি, অধিকারী
অডিটার কোঃ অঃ সোসাইটি,
নদীয়া।

বিবিধ সংবাদ

—):০:(—

ইঙ্গ-জাপ আলোচনা

ডোমেই এজেন্সী বলিতেছেন যে, ইঙ্গ-জাপ-আলোচনা পুনরায় সুরু করিবার জন্য স্যার রবার্ট ক্রেগী যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন মিঃ কাটো তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ডোমেই এজেন্সী ইহাও বলিতেছেন যে, স্যার রবার্ট ক্রেগী লণ্ডন হইতে সর্ব্বশেষে যে নির্দ্দেশ পাইয়াছেন, তাহাতে মুদ্রা নীতি সম্পর্কিত বিরোধের উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু জাপান টিয়েনসিনে শান্তিরক্ষার সমস্যা ও মুদ্রা-নীতি সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে যুগপৎ একটা মীমাংসা করিতে চায়।

জাপ সামরিক প্রতিনিধিদের টিয়েনসিন যাত্রা স্থগিত রাখার জন্য স্যার রবার্ট ক্রেগী যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন মিঃ কাটো নাকি তাহা সরাসরি অস্বীকার করিয়াছেন। মিঃ কাটো এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, সামরিক প্রয়োজন বশতঃ প্রতিনিধি দলের টিয়েনসিন যাত্রার পর স্যার রবার্ট ক্রেগীর নিকট কোন নির্দ্দেশ আসিলে ইঙ্গ-জাপ বৈঠকের পুনরধিবেশন হওয়া উচিত কিনা তাহা স্থির করার অধিকার একমাত্র জাপানেরই থাকিবে।

লণ্ডনস্থ চীনা দূত বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে এক নোট প্রেরণ করিয়া টিয়েনসিনের চারজন সন্দেহভাজন চীনাকে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনার অনুরোধ জানাইয়াছেন। উক্ত নোটে টিয়েনসিন সন্ধির একটি ধারার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, উক্ত ধারার চীনা কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধক্রমে চীনাদিগকে সমর্পণ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে চীনা কর্ত্তৃপক্ষ নহে, পরন্তু জাপ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এবং উহার তাঁবেদারগণ উক্ত দাবী করিতেছেন। উক্ত চারজন চীনাকে সমর্পণ করার সিদ্ধান্ত আইনের দিক হইতেও সমর্থন করা যায় না এবং এতদ্বারা সর্ব্বপ্রকার সুবিচার লাভের আশা তিরোহিত হওয়ায়, উক্ত সিদ্ধান্ত জাপের দাবীর সম্মুখে বৃটেনের চিরাচরিত নীতির পরাজয় হইয়াছে।

অতঃপর এতদ্বারা জাপানের অন্যায় প্রস্তাবকে কার্য্যতঃ স্বীকার করা হইয়াছে বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে।

কোয়েটা ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডার

গত জুলাই মাসে কোয়েটা ভূমিকম্প-সাহায্য-ভাণ্ডার হইতে মোট ১ লক্ষ ৭১ হাজার ৬৭১৶০ আনা ব্যয় করা হইয়াছে। এই টাকা হইতে কোয়েটা বন্যা বিপন্ন ভাণ্ডারের জন্য এক লক্ষ টাকা, বাড়ী ঘর পুনর্নির্ম্মাণের জন্য ৭১ হাজার ৮৪০৶০ আনা এবং জনহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ১৭ হাজার ৮০৩৲ টাকা খরচ করা হইয়াছে।

হিটলারের সকাশে কাউণ্ট সিয়ানো

ইতালীর পররাষ্ট্র সচিব কাউণ্ট সিয়ানো সাল্জবার্গে পৌঁছিয়াছেন এবং হের হিটলার ও হের ফন রিবেনট্রপের সহিত একত্রে আহার করেন। হের হিটলার ও কাউণ্ট সিয়ানোর মধ্যে পূর্ণ আলোচনা হইবে। এই আলোচনার জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে কাউণ্ট সিয়ানো বার্কটেসগাডেনে পৌঁছিয়াই সিনর মুসোলিনীর সহিত ফোনে আলাপ করেন।

সিনর গেয়াডা বলিয়াছেন যে, সালজবুর্গে সিয়ানো রিবেনট্রপ আলোচনার ফলে ডানজিগ এবং অন্যান্য সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে ইতালী ও জার্ম্মানী একমত হইয়াছে। অতঃপর সিনর গেয়াডা ইহাও বলিয়াছেন যে, ইউরোপের এই যুগসন্ধিক্ষণে স্বাভাবিক ন্যায়ের দিক হইতেই ডানজিগ সমস্যার সমাধান হইবেই। ইতালী ও জার্ম্মানীর এই সমস্যার সমাধানে অগ্রণী হইবার কোন প্রয়োজন নাই। ইতালী ও জার্ম্মানী জানে যে, কাহার প্রকারে উহার প্রয়োজনীয় সমাধান ঘটিবে। ইতালী ও জার্ম্মানীর বিশ্বাস এই যে, বিচারবুদ্ধি, উদার মনোভাব ও নিরপেক্ষ শান্তি প্রতিষ্ঠার নীতি সমস্যা সমাধানের সহায়ক হইবে। সুতরাং সম্পূর্ণভাবে সর্ব্বপ্রকার বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য যে ইতালী ও জার্ম্মানী মৈত্রী-সূত্রে আবদ্ধ হইবে ইহা স্বাভাবিক।

বিহারে বোমারু বিমান ধ্বংস

গত ৯ই আগষ্ট গয়া জেলার অন্তর্গত কুটুম্বা নামক স্থানে রয়েল এয়ার ফোর্সের একখানি ব্লেনহিম বোমারু বিমান ভূপতিত হইয়া মাটির মধ্যে প্রোথিত হইয়া যায় এবং তাহার ফলে উহার আরোহী বি ওয়ার্ন ও এ স্মিথ চালক নিহত হন। তাঁহাদের মৃতদেহ ভূগর্ভ হইতে বাহির করিয়া দুর্ঘটনা স্থানের নিকট সমাহিত করা হইয়াছে। কর্পোরেল গিলবার্ট নামে অপর আরোহীকে খুঁজিয়া না পাওয়ায় তিনিও নিহত হইয়াছেন; তাঁহার মৃতদেহও ঐ সঙ্গে সমাহিত করা হইয়াছে। বারাণসী হইতে একটি মিলিটারী রিলিফ পার্টি ঐ স্থানে আসিয়া মৃতদেহগুলি সমাহিত করে।

প্রত্যক্ষদর্শী গ্রামবাসীদের বিবরণে প্রকাশ, বিমানের ইঞ্জিন ও সম্মুখভাগ মাটি স্পর্শ করামাত্র বিমানে আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং বিমানখানি মাটির মধ্যে ঢুকিয়া যায়। ভূগর্ভ হইতে বিকৃত ও ছিন্নভিন্ন বিমানের ধ্বংসাবশেষ এখনও সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। স্থানীয় পুলিশ ঐ স্থানে পাহারা দিতেছে।

চীনা সরকারের নগদ রৌপ্য ও চীন মুদ্রা নীতি

টিয়েনসিনে চীনা গবর্ণমেণ্টের নগদ রৌপ্য, চীনা মুদ্রানীতি এবং জাপ গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট যে সব প্রস্তাব করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে ফরাসী এবং মার্কিন গবর্ণমেণ্টের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত এখনও আলোচনা চলিতেছে। উপরোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে স্যার রবার্ট ক্রেগীর নিকট কোন [illegible]।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী প্রভুর পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবিধ তথ্য সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থখানি শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অত্যাশ্চর্য্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীপ্রভুর পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুশান্তিরঞ্জন দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য বিবৃতি শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩
৪। সারস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। নামসংকীর্ত্তনমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ৷০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০
১৮। বামন-আম্নায় ৷০
১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৶০
২২ ভজন-রহস্য ৷০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-অন্বয় ৷০
২৭। মুক্তাফলটীকা গণগৌরহরিঃ (সাকবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তসূত্রসার (সাকবাদ) ৷০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
৩৯। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমায় ৷০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ্ঠ
৪৭। সদাচারবৃত্তিঃ ৶
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনকণ ৶১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ৪ খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৫২। মণিমঞ্জরী (সাকবাদ ৷০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৫৫। ভগবৎকামনী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষাটীকাসহ) ৷০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১ শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতম্ ৷০
৬৩। নাটক-দিব্যাভূষণম্ ৷০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ৷০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠোপনিষৎ ৵০
৬৭। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ড্‌স অন বেদান্ত ৷০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ৷০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৶০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ৷০
৭৫। বোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৭৬। দি ভাগবত ৷০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনআলয়েড ডিভোশন ৷০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (অনুবাদ গ্রন্থ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৮১। সাধন-পথ ৷০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক

দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১৬ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৩১শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৬ই আগষ্ট খৃঃ ১৯৩৯, বুধবার } ১২৪৭ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

দিল্লীতে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা ভারতের রাজধানী নিউদিল্লীস্থ গৌড়ীয়মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের পূর্ণাবস্থানে প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও অপরাহ্নে পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইতেছে। মঠের সেবকবৃন্দ পরমোৎসাহের সহিত আচার্য্যবর্ত্তিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন।

প্রত্যহ প্রাতে শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণব-বন্দনার পর নিয়মিতভাবে পাঠ-কীর্ত্তনাদি হয়। দ্বিপ্রহরে ভক্তিবিনোদবাণী-বৈভব এবং ও দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। রাত্রিতে শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

ব্রহ্মচারীজী মঠে আগত সজ্জনবৃন্দের নিকট হিন্দি ও বঙ্গ ভাষায় শুদ্ধভক্তির কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

চট্টগ্রামে

গত ২৩শে জুলাই তারিখে চট্টগ্রাম, কবীরহাট-নিবাসী মার্চেন্ট শ্রীযুক্ত প্রভাত চন্দ্র পাল মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ অনিরুদ্ধ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় কতিপয় ব্রহ্মচারী ও তদীয় ভক্তবৃন্দসহ তাঁহার বাসভবন পল্লীতে উপস্থিত হইয়া হারমোনিয়ম-যোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনমুখে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল যাবৎ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল। সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের নির্ভীক সত্যকথা-প্রচারে শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই আকৃষ্ট হন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ ত্রিভুবনেশ্বর দাসাধিকারী মহোদয় চট্টগ্রাম সদরঘাটস্থ রাজরাজেশ্বরী ঠাকুর বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষগণের সাদর আহ্বানে গত ৩০।৭।৩৯ তারিখে সন্ধ্যায় তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল। সভায় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। প্রতি রবিবারে তথায় শ্রীবিদ্যানিধি-গৌড়ীয়মঠের সেবকগণ উপস্থিত হওয়া পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন।

শ্রীপুরুষোত্তমমঠে

গত ৭ই আগষ্ট শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীপাদ ভক্তিগোবিন্দ ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। ব্রহ্মচারী জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বিষয় বহু কথা সরলভাবে কীর্ত্তন করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়।

শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অপ্রকট-মহামহোৎসব

পতিতপাবন জগদ্‌গুরু গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস সদ্‌গুরুচূড়ামণি পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে গত ১৭ই জুলাই শনিবার কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথিপূজা-মহোৎসব হরিকীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিবস মঙ্গলারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর কর্ম্মটিক, ভজনরহস্য, গুরুতত্ত্ব ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপরে তৈত্তিরীয় গ্রন্থ হইতে সম্বন্ধের আলোচিত হয়। পরে মহামন্ত্র-কীর্ত্তন সহযোগে শ্রীমন্দির পরিক্রমা করা হয়। মধ্যাহ্নে ভোগারতি-কীর্ত্তনান্তে সেবাগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় গুরুবৈষ্ণববন্দনার পর বিভিন্ন মহাজন-পদাবলী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শোচক কীর্ত্তন হয়। উপদেশক শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠে বহু শিষ্ট ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তবৃন্দের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

সুকৃতি

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

অতএব যদি বাস্তবিকই নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্ম— শ্রীভাগবতপদপদ্ম-সেবাপাদের একমাত্র বাসনা থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের নিকট নিষ্কপট জিজ্ঞাসু হইতাম এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকৃপায় আমার সকল প্রকার সন্দেহ, দুর্ব্বলতা, অপরাধ প্রভৃতি সমূলে বিদূরিত হইয়া শ্রীগুরুবাক্যে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্মে দৃঢ়বিশ্বাস হইত। মহাভাগবতই অন্য মহাভাগবতকে চিনিতে পারেন এবং শরণাগত জীবই মহাভাগবতের কৃপায় তাঁহাদের স্বরূপের অনুসরণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে পারেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বহু স্থানে বলিয়াছেন,—তাঁহার একান্ত ভক্তগণ তাঁহার অন্তরঙ্গ-সেবায় নিত্যকাল আসক্ত থাকায় তাঁহাদের অপ্রাকৃত হৃদয়ে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বাসনারূপ কপটতার গন্ধ লেশমাত্রও নাই।

তাঁহারা অন্তর্দর্শী। তাঁহাদের প্রাকৃত শরীর, মন নাই এবং জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ ছাড়া কখনই দুঃখে ও সুখেও লিপ্ত হন না। আমার দুর্দ্দৈব যাহা সেই পরমহংসগণের জড়েন্দ্রিয়তর্পণরূপ বিপ্রলম্ভভাবযুক্ত সর্ব্বদা শ্রীনামপ্রেমসুধাপ্লুত চিন্ময়ীর অনুসরণ করিতে না পারিয়া জোরপূর্ব্বক করি এবং তাঁহাদের শ্রীচরণে অপরাধ করত শুদ্ধভক্তি হইতে চিরবঞ্চিত হই।

"নদীপারের জন্ত যেমন একটা ঘাট, একটা মাঝি রাখ্তে হয়; সেরূপ একটা গুরু রাখারও দরকার"—এইরূপভাবেই এই সকল লোক 'গুরু' ক'রেছে। এরা আমাকে কোন দিনই দেখে নাই, আমিও কোন দিনই তা'দের সঙ্গ করি নাই।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৬ শ্রীধর কৃষ্ণ অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৪৩

শ্রীশ্রীআচার্য্য-মহিমা

সাত্বতধর্ম-প্রচারক আচার্য্য-চতুষ্টয়ের অন্যতম শ্রীরামানুজের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীরামানুজ যখন বাল্যকালে গুরু যাদবপ্রকাশের নিকট "কপ্যাসং পুণ্ডরীকাক্ষং" শ্রুতির ব্যাখ্যা শুনিয়া উহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং সেই বিষ্ণু-বিরোধি-গুরুব্রুবের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া সত্যকথা প্রচার করিয়াছিলেন; সেই সময় হইতেই তাঁহার নির্য্যাতন আরম্ভ হইয়াছিল। শুধু নির্য্যাতন নয়, অজ্ঞানান্ধ যাদবপ্রকাশ শিষ্যের প্রাণসংহার করিবার জন্ত বিপুল ষড়যন্ত্র করিয়াছিল; এমন কি, শ্রীবিষ্ণুর মনোহভীষ্ট-প্রচারক শ্রীরামানুজকে লোক-চক্ষে পলায়ন-লীলা প্রদর্শন করিয়া আত্ম-রক্ষা করিতে হইয়াছিল। শ্রীরঙ্গমে রঙ্গনাথের পূজকগণ শ্রীবিষ্ণুভোগ্য দ্রব্যাদি আত্মসাৎ করিতেন এবং বিষ্ণুসেবায় উদাসীন থাকিয়া বিষ্ণুর দ্রব্য দ্বারা স্ব-স্ব স্ত্রীপুত্রের সেবাকেই বিষ্ণুসেবা বলিয়া সাধারণকে বঞ্চনা করিতেন। শ্রীরামানুজাচার্য্য দেবলগণের ঐ প্রকার চৌর্য্য ও ভোগলালসার প্রতিবাদ করিলেন। যেখানে সত্যপ্রচার, সেখানে স্বার্থান্ধ সত্য-বিরোধিগণ সত্যপ্রচারকের শত্রু হইয়া উঠিবে, ইহা অনিবার্য্য। তাই শ্রীরঙ্গমের পূজারিগণ শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রাণ-সংহারার্থ প্রথমে বিষমিশ্রিত অন্নপ্রদান করিলেন। কোন পূজারীর সরল প্রাণা স্ত্রী আচার্য্য রামানুজকে ইঙ্গিতে পূজারীদিগের দুষ্ট অভিসন্ধির কথা জানাইলে আচার্য্য সেই অন্নগুলি একটী কুক্কুরকে প্রদান করেন; কুক্কুরটি সেই অন্ন খাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে। আর একদিন উক্ত পূজারিগণ শ্রীরঙ্গনাথের চরণামৃতের সহিত শ্রীরামানুজকে বিষ-প্রদান করিয়াছিলেন। এই মায়িক জগৎ সর্ব্বকালেই বিষ্ণুবিরোধিগণের সংখ্যাধিক্য ও আধিপত্য দ্বারাই পরিবেষ্টিত ও শাসিত। দুর্লভ ও সুগোপ্য ভক্তিনিধির সংরক্ষণার্থই অধোক্ষজ বিষ্ণুর ইচ্ছায় এইরূপ ব্যবস্থাপিত। শ্রীরামানুজাচার্য্যের অভ্যুদয়কালে এক বিষ্ণু-বিরোধি স্মার্ত্ত চোলরাজ্যের অধিপতি ছিলেন; আচার্য্য রামানুজ যখন ঐ স্মার্ত্তরাজার রাজ্য-মধ্যে বিষ্ণুপাসনা ও সত্যকথা প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ঐ কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত রজোগুণক চোলরাজের মাৎসর্য্যানল প্রবলবেগে জ্বলিয়া উঠিল। উক্ত কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তরাজ রামানুজকে বলপূর্ব্বক শৈব করাইবার জন্ত লোক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত কখনও অপ্রাকৃত বৈষ্ণবাচার্য্যের কেশও স্পর্শ করিতে পারেন না।

হউক না কেন কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত বহির্ম্মুখ সমাজের নেতা, অধিক কি হউক না কেন রাজ্যের অধিপতি—দণ্ডমুণ্ডবিধাতা, বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবাচার্য্য কখনও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের শাসনের অধীন বা প্রজা নহেন। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের আরক্ত নয়নে স্মার্ত্তশাসনেই বৈষ্ণব-ব্রুবগণ ভয় পাইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব কখনও কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের কোন ধার ধারেন না—কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত হুঁকা বন্ধ করিবে বলিয়া সর্ব্বজিদোষ-দর্শনকারী আচার্য্য বৈষ্ণব কখনও ভীত হন না। তাই আচার্য্য শ্রীরামানুজ বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী, স্মার্ত্ত চোলরাজের চোখ রাঙ্গানীতে প্রবলবেগে কোটি কণ্ঠে সত্যকথা-প্রচারে বিরত হন নাই। শ্রীরামানুজের আদর্শ-শিষ্য কুরেশ চোলাধিপতি কৃমি-কণ্ঠের দ্বারা উৎপাটিত চক্ষু হইয়াও স্মার্ত্তমত স্বীকার করেন নাই। অতএব দেখা যায় যে, যে সময়ই জগতে সত্যকথা প্রচার হইয়াছে, সেই সময় বিষ্ণু-বিরোধী অবৈষ্ণব ব্যক্তিগণ দৈব-প্রকৃতি সত্য-প্রচারক ব্যক্তিগণকে নানাপ্রকারে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাও কোনটি অকৈতব-সত্য তাহা বুঝিয়া লইবার একটি প্রধান স্পষ্ট লক্ষণ। কারণ যে সকল মত বা সিদ্ধান্তে জগতের সকল বহির্ম্মুখ লোক মিলিয়া ভোট প্রদান করে, সে সকল মত যেমন নিশ্চয়ই বহির্ম্মুখ মত, তদ্রূপ যে সিদ্ধান্ত প্রচারের বিরুদ্ধে জগতের সমস্ত বহির্ম্মুখ মিলিয়া তাহার বিরোধ করিবার চেষ্টা করে, তাহাও বহির্ম্মুখবিরোধী বলিয়া নিশ্চয়ই পরমসত্য।

এই ত' গেল একজন আচার্য্যের কথা। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীমধ্ব, শ্রীনিম্বাদিত্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ যখন সত্যকথা প্রচার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের প্রতিও কিরূপ বিরুদ্ধাচরণ হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের জীবনী পাঠ করিলে একাধারে ভক্তদ্বেষিজনের ক্রোধ, অপরদিকে আচার্য্যগণের অসাধারণ অহৈতুক লোকহিতৈষণার আদর্শ উপলব্ধি করিয়া জগৎপালক শ্রীবিষ্ণুর প্রতি প্রাণ যেন আপনা হইতেই ভক্তিভরে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। ঐ শ্রীসনাতন-ধর্ম্মাবর্ণী পুরুষোত্তম সত্যনিধি বিষ্ণু। আর অনন্তগুণে ঐ তাঁহার প্রেরিত জগন্মঙ্গল-বিধায়ক অহৈতুক কৃপাবারিধি সাত্বত আচার্য্যগণ!

সত্যকথা প্রচার আরম্ভ করিলে কিরূপ লোকের অপ্রীতিভাজন হইতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা সর্ব্বাচার্য্য-শিরোমণি শ্রীগৌরসুন্দরেও বিশেষভাবে দেখিতে পাই। যতদিন বিষ্ণু বা বৈষ্ণব বহির্ম্মুখ পথকে বঞ্চনা করেন, ততদিনই বহির্ম্মুখ-লোকসমাজ তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন বহির্ম্মুখ লোক-রঞ্জনার্থ সাধারণ বহির্ম্মুখ সমাজের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ন্যায় একজন নীতিধর্ম্ম-পালক গৃহস্থের অভিনয়, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা-লীলা, পতিবিয়োগ-বিধুরা, দীনা জননীর সেবা, জন্মভূমি ও স্বজনপ্রীতি, পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য সম্পাদন—গয়া-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের অভিনয়, দেবদ্বিজে ভক্তি প্রদর্শনের অভিনয়ার্থ বিপ্র-পাদোদক পানাদি লীলা প্রদর্শন করিলেন, তখন কর্ম্মজড়গণ বিষ্ণুবিমোহনকারী বিষ্ণুর কার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে তাহাদেরই অন্যতম জীববিশেষজ্ঞানে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই প্রশংসা আর বেশী দিন স্থায়ী হইল না; যাহারা একদিন নিমাইকে তাহাদেরই অন্যতমজ্ঞানে নিমাইয়ের শতমুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন, আর যখন নিমাই গয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আত্ম-প্রকাশ করিলেন—শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাসাদি ভক্তগণের মনের বাসনা পূর্ণ করিলেন, সত্যকথা প্রচার আরম্ভ করিলেন, সেইদিন হইতেই সেই স্মার্ত্ত নিন্দুকগণ চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। নিমাইয়ের নিন্দা আরম্ভ হইল। নিমাই আর এখন ভাল নহে; কারণ সে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিতে বসিয়াছে—মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি পূজা ও জড়প্রমত্ত লৌকিকদের অনর্থকতা প্রচার করিয়া ভগবৎকীর্ত্তনমাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে, গয়াধাম হইতে আসিয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী বৈষ্ণবধর্ম্ম ও অনুষ্ঠানমূলক গৌণ-প্রচার করিতেছে, অদ্বৈতাদির সঙ্গে ভাই, অন্ত্যজ ও অন্যজাত আর বর্ণকুলে অবতীর্ণ বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও সদাচারী—এই সত্যকথা প্রচার করিতেছে, সমাজপালক কর্ম্মজড় শহুরা-ব্রাহ্মণকে সত্যকথা কীর্ত্তনে দিয়া ক্ষমার চেষ্টা লইয়া থাকিতেও পশ্চাৎপদ হইতেছে না—

"পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হইতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
• • •
সবে মিলি করে তবে প্রভুর নিন্দন।
সব দেশ নষ্ট কৈল একলা নিমাঞি।
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে ধর্ম্ম-ভয় নাই॥
পুনঃ যদি ঔদ্ধত্য করে, মারিব তাহারে।
কোন্ বা মানুষ হয় কি করিতে পারে॥"

নিমাই কর্ম্মজড়স্মার্ত্তগণের এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি দর্শনে তাঁহাদের কল্যাণ-কামনা করিয়া নিজেকে সাধারণ লৌকিক স্মার্ত্তসমাজ হইতে পৃথক্ জানাইবার জন্ত কর্ম্মজড়ের কুলাভিমানীগণ সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শনের ছলনা করিলেন। আচরণ দ্বারা প্রচার করিলেন যে, বৈষ্ণব কখনও সাধারণ স্মার্ত্ত-সমাজের অধীন নহেন; স্মার্ত্তের বৈষ্ণবকে তাঁহাদের সমাজের অন্যতম জ্ঞান করা তাঁহাদের বঞ্চিতাবস্থা ও দুর্ভাগ্য মাত্র। হে কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত, তুমি যে তোমার অধি-কার্যাগত স্বভাব বিষ্ণু-বৈষ্ণবে জাতিসামান্য-বুদ্ধিরূপ ভোগবুদ্ধি লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে একদিন তোমারই ন্যায় গৃহস্থ মনে করিয়া বঞ্চিত হইতেছিলে, আর তোমাকে অযাচিত কৃপা করিবার জন্ত গৌরসুন্দর ভার্য্যাত্যাগাদি নীতিধর্ম্মজনের আদর্শ দেখাইয়া, পতি-বিয়োগ-বিধুরা জননীর সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে তাঁহার অনির্ব্বাপিত শোকানল আরও দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত করিয়া, জন্মভূমি ও স্বজনপ্রীতি পরিত্যাগ করিয়া, সদ্গুরু-চরণাশ্রয়ে কৃষ্ণসেবার নিমিত্ত গয়াশ্রাদ্ধ, তীর্থ-পর্য্যটনাদির অকর্ম্মণ্যতা প্রচার করিয়া, বিপ্রপাদোদক-পানের তাৎপর্য্য কর্ম্মমার্গীর চেষ্টা নহে, পরন্তু সেবক-বাৎসল্য প্রদর্শনমুখে বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন ইহা জানাইয়া, কলিতে সন্ন্যাস-নিষেধ-বিধিরূপ কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের উপযোগী আইন লঙ্ঘন করিয়া লোকশিক্ষার্থ কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তাদির কুলমর্য্যাদার সত্যানুশীলন এবং করিলেন, আবার সন্ন্যাস-গ্রহণলীলার অব্যবহিত পরেই দীর্ঘ আকাশ ও গৌরসুন্দর,

নিত্যানন্দাদ্বৈত ভগবৎকে আচার্য্যরূপে আচার দ্বারা নিজ স্মার্ত্তবর্গের নির্ব্বুদ্ধিতা, তৎকালে প্রকারে পুটাইয়া বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি প্রভৃতি কর্ম্মজড় স্মার্ত্তমতের প্রতি পরি-বর্জনার্থ 'সন্ন্যাসী বুঝিল মোর সব স্মৃতি-ধর্ম',—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মুখ হইতে এই উক্তি নির্গত করাইয়া স্বীয় সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলার তাৎপর্য্য যে স্মার্ত্তবর্গের লেখক্ষি-শিখার নির্ব্বাপণ, তাহা প্রচার করাইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে শান্তিপুরে হরিদাস, মুকুন্দের সহিত একত্রভাবে নিজ উচ্ছিষ্ট-ভোজনে আদেশ করিয়া, বৈষ্ণব ও মহাপ্রসাদে জাতি-সাধারণবুদ্ধিতে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের অপরাধের বিষয়ে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রচার করিলেন। তখন কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের ঘনিষ্ঠ মিত্র (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায়) স্মার্ত্ত নির্ব্বিশেষবাদি-অভিন্নবাদিগণ বা প্রকাশা-নন্দের ন্যায়) মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণ নানা-প্রকারে মহাপ্রভুর সত্যপ্রচারের প্রতি কটাক্ষ ও মহাপ্রভুর নিন্দা করিতে লাগি-লেন। আবার রামচন্দ্রপুরী শ্রীল মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের নিয়োগ অভিনয় দেখাইয়া মহাপ্রভুর ভোজনের নিন্দা প্রভৃতি করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। সত্যপ্রচারকারী আচার্য্যকে এইরূপ বহুপ্রকার বহির্ম্মুখ লোক হইতে বহু প্রকার নিন্দাবাদের পসরা মাথায় লইয়া বহির্ম্মুখ সমাজের মঙ্গলের জন্য সত্যকথা প্রচার করিতে হয়। অতএব আচার্য্য-হৃদয় কতদূর মহান্ ও শ্রীকৃষ্ণভক্ত তাহা অবর্ণনীয়।

শ্রীমহাপ্রভু যৌবনকালে বিষয়ে প্রচার আরম্ভ করিলে বৌদ্ধগণ বিরূপভাবে মহাপ্রভুকে নির্য্যাতন (?) করিবার প্রয়াস দেখাইয়াছিল, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকগণের অবিদিত নাই। অতএব যে যে সময়ে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সত্য-কথা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, সেই সেই সময়েই আত্ম-অমঙ্গলে তৎপরতা অপহৃত বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ সত্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার চেষ্টা দেখাইয়াছে। আর যদি ঠাকুর হরিদাস বা শ্রীনিত্যানন্দ উচ্চৈঃস্বরে হরিকথা ও হরিনাম প্রচার না করিয়া নির্জ্জনভজনের লীলা দেখাইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে একজনের বাইশ-বাজারে প্রহার (?) আর একজনের কলসীর কানার আঘাত (?) পা যে হইত না। সত্যকথা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া আজও কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত সমাজ ঠাকুর হরিদাসকে 'ব্রাহ্মণের পিতৃশ্রাদ্ধ-পাত্র-ভোজনকারী, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অপমানকারী যবন' প্রভৃতি বলিয়া হরিদাস ঠাকুরের চরণে তীব্র অপরাধ করিয়া থাকেন। আজও নিত্যানন্দকে নীচজাতির হস্তপাচিত অন্নভক্ষণকারী, স্মার্ত্তের বর্ণাশ্রমধর্ম্মলঙ্ঘনকারী, অনাচারী প্রভৃতি বলিয়া নিত্যানন্দের নিন্দা করিয়া থাকেন, আবার পদ্মকল্পনায় বৈষ্ণব ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন এই সকল কর্ম্মজড়কে নিত্যানন্দ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 'তবে লাথি মার তার শিরের উপরে'— এই বাক্য প্রয়োগ করেন বলিয়া কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের কেহ কেহ তাঁহাদের নিজের কলঙ্ক বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখান।

কালের প্রাচীনতা দুর্জ্জনকেও সজ্জন-পর্য্যায়ে আরূঢ় করে। কিন্তু আজ প্রায় পঞ্চশতাব্দী পূর্ব্বে উদিত জগদ্‌গুরু-গৌর-নিত্যানন্দ, ঠাকুর বৃন্দাবন প্রভৃতি আচার্য্যগণকেও যখন বর্ত্তমান অনেক ব্যক্তি, তন্মধ্যে অধিকাংশ অন্তরে, কেহ বা প্রকাশ্যে নানাপ্রকার নিন্দা করিয়া থাকেন, তখন জানা যায়—এই জগৎ কতদূর হরিবিমুখ। আর আচার্য্যগণ কতদূর পরদুঃখদুঃখী— অনর্থোদয়মা-বিধ্বংসকারী মহাবদান্য মহা-পুরুষ।

সুকৃতি

——ঃ৹ঃ——

(উপদেশক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী)

শ্রীগৌড়ীয়মঠের বাণী সর্ব্বপ্রথম শ্রবণের সময় 'সুকৃতি' কথাটী শ্রবণ করিয়াছিলাম। বাস্তবিকই পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের সুকৃতিফলেই শ্রীমহাপ্রভুর অমোঘ দানের কথা শ্রবণ এবং তাহা গ্রহণের জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলাম যাঁহারা নিত্য, অপ্রাকৃত শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইবার পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই সুকৃতিমান্। যাঁহারা পৃথিবীতে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, অন্যাভি-লাষিগণের প্রলোভনে প্রলোভিত না হইয়া গৌড়ীয়ের বাণীতে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য।

অসৎকর্ম্মের ফল পাপ, পাপের ফল দুঃখ। সৎকর্ম্মের বা পুণ্যকর্ম্মের ফলে ইহ-জগতে সুখভোগ এবং স্বর্গাদিলোকেও সুখ-ভোগ লাভ করা যায়। সুখদুঃখভোগ উভয়ই নিত্য নহে, সাময়িক। সদ্‌গুরু-জ্ঞান-পূত অবস্থায় ভক্তানুকূল সেবা, শ্রীহরিনাম-শ্রবণ, শ্রীহরিবাসর-ব্রতাদির সম্মান প্রভৃতি দ্বারা সুকৃতিলাভ হয়। তত্তত্সুকৃতি সুকৃতিই আত্মমঙ্গলপ্রদ। পাপপুণ্যের ফল যেরূপ সুখদুঃখাদি ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইয়া যায়, সুকৃতির ফল তদ্রূপ ভোগের দ্বারা হ্রাস পাইয়া যায় না। কোনও প্রকারে ভগ-বদ্ভক্তের চরণে অপরাধ করিলেই সুকৃতি সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। তখন সেই সাধুর চরণে নিষ্কপটে কৃপাপ্রার্থী না হইলে স্বয়ং ভগবান্‌ও সেই অপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না। আজ দেখিতেছি,যদিও আমার সুকৃতিফলে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণে আসিবার সুযোগ হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের শ্রীচরণে আত্মনিবেদন না করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করায় বহু পূর্ব্বেই সুকৃতি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কোটিচন্দ্রসুশীতল শ্রীগুরুপাদপদ্মে আসিয়াও সর্ব্বদা জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃপা-পূর্ব্বক জানাইলেন—একমাত্র প্রেমভক্তিদ্বারাই সর্ব্বস্বরূপতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—যাঁহাকে বিভিন্ন অধিকারের লোক বহু প্রকারের যেমনের চেষ্টা দ্বারা লাভ করিতে গিয়া স্ব-স্ব যোগ্যতায় ভগবান্‌কে দর্শন করিয়াছি বলিয়া বঞ্চিত হয় এবং কেহ কেহ বেদমন্ত্রের দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, সংহারকর্ত্তা বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তিনি ত্রিলোকের অজিত হইয়াও যেস্থানে জিত অর্থাৎ ভক্তের প্রেমাধীনতৃত্ত হন। এমন কি, প্রেমাধিক্যবশতঃ ভক্তের দ্বারা তাড়িত, ভৎর্সিত হইয়াও প্রগাঢ় প্রেমের বশীভূত হইয়া ভক্তের দর্শনের জন্য, ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য ভোজন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ভক্তের নিকট ছুটিয়া যান। এই সকল শ্রীগৌরবাণী শিক্ষা দিবার জন্য যিনি স্বেচ্ছায় গোলোক হইতে এই ভূলোকে প্রকটিত হন, সেই পরম কৃপাময় শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে অকপটে আত্মনিবেদন করিলাম না বলিয়াই তাঁহার অকপট কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলাম। আজ আমি জড় ইন্দ্রিয়সকল ও মনকে গুরু করিয়াছি বলিয়াই শ্রীগুরুকৃপালোকোদ্ভাসিত ভক্তিবিগ্রহ নিত্যসিদ্ধপার্ষদ শ্রীআচার্য্য-পাদপদ্ম-মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। শ্রীগুরুদেবের বাণীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছি না। কেবল দিন দিন হৃদয় কঠিন হইতেছে। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের উপর সন্দেহ পূর্ণমাত্রায় বাড়িতেছে, হৃদয়ে মৎসরতার দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া, শ্রীগুরুবৈষ্ণবের অস্তিত্বের উপলব্ধি-রহিত হইয়াছি। হায়! হায়! আমার কি এমন সৌভাগ্য হইবে, যে নিজের হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবকে পরম-বান্ধব, নিত্যসেব্য জানিয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে সর্ব্বতোভাবে শরণগ্রহণ করিতে পারিব? আমার মনোধর্ম্মরূপ দুর্ব্বলতা কপটতার পরিণত হওয়ায়, ধৈর্য্যহীন হইয়া শাস্ত্রের মর্ম্মে সিদ্ধান্তসকল সাধুর শ্রীমুখে পুনঃপুনঃ শ্রবণ না করিয়াই বিচার শেষ করিয়াছি। অদৃষ্টের কি কুফল! যদি আমি অত্র নিষ্কপট হইতাম, যদি বহু জাগতিক পণ্ডিত, ধনী, কুলীন অভিমানি জনগণের সাময়িক অস্থির-সিদ্ধান্তে পা ভাসাইয়া না দিয়া সাধু-শাস্ত্র-গুরুবাক্যের প্রতি বিশ্বাসী হইতাম, তাহা হইলে কি আমার শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত সুকৃতিমান্ বিপ্রের ন্যায় সকল সন্দেহ দূরীভূত হইত না? নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী হইলে শ্রীগৌর-সুন্দর নিশ্চয়ই বঞ্চিত করেন না। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখিতে পাই—

সেই নবদ্বীপে এক আছেন ব্রাহ্মণ।
চৈতন্যের সঙ্গে তার পূর্ব্ব অধ্যয়ন॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখিয়া বিলাস।
চিত্তে কিছু স্থান করিয়াছে অবিশ্বাস॥
দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে।
তথাই আছেন কতদিন কুতূহলে॥
প্রতিদিন যায় বিপ্র চৈতন্যের স্থানে।
পরম বিশ্বাস তান প্রভুর চরণে॥
দৈবে একদিন সেই ব্রাহ্মণ নিভৃতে।
চিত্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে॥
বিপ্র বলে প্রভু মোর এক নিবেদন।
করিমু তোমার স্থানে যদি দেহ মন॥
মোরে যদি ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে।
ইহার কারণ প্রভু কহ শ্রীবদনে॥
সন্ন্যাস-আশ্রম তান বলে সর্ব্বজনে॥
কর্পূর তাম্বুল সে ভোজন সর্ব্বক্ষণে।
শাস্ত্রমত বুঝি তান না দেখোঁ আচার।
এতেকে মোহার চিত্তে সন্দেহ অপার॥
শুনিয়া বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি করিলা উত্তর॥
শুন বিপ্র মহা অধিকারী যে বা হয়।
তবে তান দোষগুণ কিছু না জন্ময়॥
ন মধ্যোক্তক্রমানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্॥
(ভাঃ ১১।২০।৩৬)
এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে তান কর্ম্ম।
নিজদোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
প্রভু বলে শুন শুন বাপ মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্পূরেতে হাসিলে হেন হয়॥
সিদ্ধসবো পাইলেক এতেক বাসনা।
অসিদ্ধ জনের দুঃখ কি কহিব সীমা॥
যে দুষ্কৃতিজন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্মে জন্মে নিরবধি সেই দুঃখে মরে॥

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ২য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বা-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। জগন্নাথের প্রাচীন প্রত্ন-শ্রীভক্তিপ্রকাশের 'নদীয়া-প্রকাশ' মুদ্রাযন্ত্র আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ শ্রীবিগ্রহ-সেবা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ... বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অন্তর্দ্বীপ-শ্রীজগন্নাথ

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধারমণের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জামগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভারুইডাঙ্গা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান।

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

বাউতারা — (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) সুরভিকুঞ্জ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বালিয়াটি পোঃ ঢাকা, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ নারিন্দা, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং গ্লেনাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জিঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

... মিঠাপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

গয়া রোড, গয়া

(৩৩) প্রয়াগ-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় শহীদদিনগর, কেওয়াম সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যাশ্রম মঠ,

পোঃ মিরজাপুর, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

বিনোদপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রকাশানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেশোয়ারী,

পোঃ কোহাট, জেলা খানেটা (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৬৩নং রেলওয়ে রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অগাষ্ট ক্রান্তি মিল ... বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ-রাধাগোবিন্দ-বিগ্রহের সেবা

(৫১) মঙ্গলগিরি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ মঙ্গলগিরি, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরলক্ষ্মীনৃসিংহ-বিগ্রহের সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) সীতাকুটী

(৫৬) জিয়ড়-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) অলিবিতরণ মঠ

... পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) ... গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রাণমাধব-গৌড়ীয়-প্রপন্ন-মন্দির

পোঃ বহরমপুর, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবত-জনানন্দ মঠ

চিতনিয়া, পোঃ নারায়ণগড়, মেদিনীপুর

(৬১) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

দুর্গাপুর, পোঃ চিরকুণ্ডা, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং সিষ্টার্স ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, আর্লসকোর্ট
ক্যাসেল, লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

চিৎপুর রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিজ্ঞানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

রামচন্দ্রপুর, ...

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীসুন্দরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৷/০	।৶০	।০
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	২।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যা। ০ তিন পয়সা।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকদ্বয়ের একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, গ্রন্থ-পত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকাটোর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ খোলা। শিক্ষকগণ সাধক ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খাবার ও বেতনসাকুল্য প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র দরিদ্র ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর প্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম ধারণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য্য সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

১। **শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। **শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। **শ্রীভাগবত প্রেস**

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। **পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্**

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬ ২৬	৭ ০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩৯	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১২	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৩			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৩		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-২৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

শ্রীগৌর পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। পিত্তাধিক্য প্লীহা সংযুক্ত কামলায় এবং নূতন ... জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

৮৯নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা
অথবা
ঔষধালয় বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD No C 116

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৩২শে শ্রাবণ, ১৩৪৬ ১৭ই আগষ্ট, ১৯৩৯ বৃহস্পতিবার [১৪৫শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——:০:——

চীনা সৈন্যবাহিনীর সাফল্য

উত্তর চীনের পূর্ব্ব হোপেই প্রদেশে চীনা সৈন্যবাহিনী পেইপিং-চাও-চো রেলওয়ে লাইন ধরিয়া যে পাল্টা আক্রমণ শুরু করিয়াছিল তাহার ফলে তাহারা চাও-চো পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। চাওচো-পেইপিং চাওচো রেলওয়ের উত্তর দিকস্থ শেষ ষ্টেশন।

নয়টি রেলওয়ে সহরের মধ্যে একণে নিম্নলিখিত পাঁচটি সহর সম্পূর্ণভাবে চীনাদের অধিকারে আসিয়াছে:—চাওচো, আনপু, সুয়াং, হিসি এবং কেনচি। ইহা ছাড়া চীনাবাহিনী রেলওয়ে লাইনের নিকটবর্ত্তী নিম্নোক্ত সহর কয়েকটিও পুনরধিকার করিয়াছে:—পেংচাও, সুহং, টিপু, লিকাগাপ এবং হাংসান।

কুপো-কোনান সীমান্তে ইয়াংসি অঞ্চলে যে সব চীনা যুদ্ধ করিতেছে তাহারা ক্যান্টন-হ্যাঙ্কাও রেলওয়ে লাইনের ইচাং-এর দাপ ঘাঁটির উপর খুব চাপ দিতেছে। সাতাসাদি তুমুল সংগ্রামের পর চীনাবাহিনী ইউনচি নামক একটি স্থান অধিকার করিয়াছে। ইউনচি হইতে ইচাং-এর দূরত্ব মাত্র মাইল।

দক্ষিণ কোয়াংটুং চীনা-সৈন্য-বাহিনীও ইতস্ততঃ জোর আক্রমণ শুরু করিয়াছে। তাহারা এ সপ্তাহ সিনইয়াং-এর উপর বিমানযুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়াছে। সিনইয়াং পিপিং হ্যাঙ্কাও রেলওয়েস্থিত জাপানীদের একটি ঘাঁটি। চীনা গরিলা-বাহিনী সিনইয়াং ও হ্যাঙ্কাওবাসীদের সঙ্গে জাপানীদের যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

ঝড়ে বিপন্ন আটখানি নৌকা লুট

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বিক্রমপুরের অন্তর্গত লোহাজাংগ গ্রামনিবাসী হাজি আফির্দ্দি বেপারী ও বিক্রমপুরের অন্যান্য মহাজনগণের অনুমান ২৫খানা ধান ও চাউল বোঝাই বড় নৌকা বাখরগঞ্জ জেলা হইতে বিক্রমপুর আসার পথে গত ১লা আগষ্টের ঝড়ে পতিত হয়। সমস্ত নৌকা ঝড়ের সময় পদ্মা-নদীর মধ্যস্থিত হরিচপটি নামক চরে নোঙর করিয়া থাকে। ঝড়ের বেগে ৮খানা নৌকা নোঙর ছিঁড়িয়া খাড়ীর মধ্যে গিয়া জলমগ্ন হয়। প্রকাশ, সে রাত্রি প্রভাত হইলে সহস্রাধিক লোক লাঠিসড়কি ইত্যাদি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া হাজি আফির্দ্দি বেপারীর নৌকাসহ উক্ত নিমজ্জিত ৮খানা নৌকাস্থিত দুই হাজার মণের উপর চাউল ও ধান লুট করিয়া লইয়া যায়। নৌকার মাঝিমাল্লারা সমস্ত রাত্রি ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল এবং লুণ্ঠনকারী দুর্বৃত্তদিগকে কোন বাধা দিতে অক্ষম হয়। নড়িয়া থানার পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া চরের অধিবাসী কয়েকজন লোককে গ্রেপ্তার করে এবং লুটের কতক ধান-চাউলও উদ্ধার করে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ফরিদপুরের পুলিশ সাহেব বহু পুলিশ লইয়া ঘটনাস্থলে গিয়াছেন।

——

জাপানীদের মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব

টিয়েনটসিনের জাপানীদের মধ্যে যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে। টিয়েনটসিন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, জুন মাসেই যুদ্ধ-বিরোধী লোকেরা এই বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে।

২৮ জন জাপ-সৈন্যকে টিয়েনটসিনের নিকটবর্ত্তী একটি স্থানে রেলওয়ে লাইন পাহারায় মোতায়েন রাখা হইয়াছিল। তাহারা একটি ট্রেন ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করায় তাহাদের প্রত্যেকেরই ফাঁসি হইয়াছে।

টিয়েনটসিনের বৃটিশ ও ফরাসী এলাকা অবরোধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনে টিয়েনটসিনের জাপানী ব্যবসায়িগণ যুদ্ধ-বিরোধী লোকদিগকে সাহায্য করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, বৃটিশ ও ফরাসী এলাকা অবরোধের ফলে জাপানী ব্যবসায়ীদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে বলিয়াই তাহারা ঐরূপ করিতেছে।

আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, জাপানের জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে। সেখানে গত ২২শে জুন কতকগুলি লোক ইওয়াকি-কাওয়ার নিকটবর্ত্তী একটি স্থানের রেলওয়ে লাইন উঠাইয়া ফেলে; ফলে একটি ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়াছে।

কোরিয়াতে প্রায়ই বোমা নিক্ষেপ এবং অগ্নি-সংযোগের ঘটনা ঘটিতেছে বলিয়া প্রকাশ। তিন দিনে সর্ব্বসমেত মোট চারশত লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জাপানের ফরাসী-বিরোধী মনোভাব

চীনের অর্থসচিব এবং চীনা-ফরাসী সংস্কৃতি সঙ্ঘের ডিরেক্টর ডাঃ ওয়াং ওয়েনহাও 'বেষ্টিল' দিবস উপলক্ষে চুংকিং হইতে বেতার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, জাপানের ফরাসী-বিরোধী মনোভাব খুবই স্পষ্ট এবং শ্যাম ও ব্রহ্মে জাপানীরা যে চাল চালিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহাতেই উহা আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

ডাঃ ওয়াং বলেন যে, জাপানের অভিপ্রায় হইল ইন্দো-চীন এবং সিঙ্গাপুরকে দখল করিয়া লওয়া; অতএব শক্তির এখন উপলব্ধি করা উচিত যে, বাধা না দিলে জাপানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কখনও কমিবে না। কেবলমাত্র সম্মিলিতভাবে বাধা দান করিলেই এশিয়াতে ন্যায় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইবে। চীন শেষ পর্য্যন্ত প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। জগতের অন্যান্য দেশও এই প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবেন বলিয়া আশা করি।" ডাঃ ওয়াং-এর মতে প্রত্যেকেরই উচিত, যাহারা স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী অর্থ বুঝিতে পারে, তাহাদিগকে চীন সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেওয়া।

উত্তর ব্রহ্মদেশে ভীষণ বন্যা

এই বৎসর উত্তর ব্রহ্মদেশ ও বোম্বা অঞ্চলে ভীষণ বন্যা হইয়াছে। ইরাবতী, চিন্দুইন ও সিতাং নদীতে জল বৃদ্ধি হইয়া বিশাল ভূখণ্ডের ধান্য জলে ডুবিয়া গিয়াছে; শস্য সম্পদ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাকুক্কু সহরের কিয়দংশ এবং ম্যাগুই-র দক্ষিণাংশ জলমগ্ন হইয়াছে। চিন্দুইন নদীর জল বৃদ্ধি হইবার ফলে মাওলাইকের বহু অঞ্চলে এইরূপ বন্যা হইয়াছে যে, গত ৩৫ বৎসরের মধ্যে এইরূপ বন্যা হয় নাই। প্রোম, হেনজাদা ও মিনিয়ান ডিষ্ট্রিক্টের বহু স্থানেও বন্যা হইয়াছে। বন্যাপীড়িতদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করা হইতেছে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩॥০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র শোভিত ও বিষয় সূচী সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরম্পরা, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(০)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাবলীসমূহ হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—॥০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট্', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩· শ্রীযুক্ত সুধাংশু... নাথ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবত,—সমগ্র ৪০৲

প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲

দশম স্কন্ধ— ৩৲

২। ভাস্কর বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৭৲

৩। ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সজ্জনতোষণী (অবাঁধা) ৪৲

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০

৪র্থ খণ্ড—৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

১ম খণ্ড—৸০ ; ২য় খণ্ড—১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০

৯। জৈবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিবর্ত্ত-তত্ত্ব ।০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০

১৮। বাদল-অন্তর

১৯। তত্ত্ববিবেক ।০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০

২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০

২২ ভজন-রহস্য ।০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা)

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ৩৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ১৲

অবাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষ্য ৫০

২৭। ভক্তিমার্গদর্শিকা শ্রীগৌরপদঃ (সানুবাদ) ২৲

২৮। প্রেমাম্ভোজমরন্দ (সানুবাদ) ।০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীন-ভিক্ষ-দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা

৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পাতরু ।০

৪০। শরণাগতি ৴০

৪১। গীতাবলী ৴০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৴০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹৴

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ,১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য়) ৩৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০

৫৫। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০

৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ

৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)

৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ৶০

৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০

৬০। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ।০

৬৩। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০

৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম ৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৴০

৬৭। মায়াবাদখণ্ডনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০

৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০

৭০। নামভজন ৴০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০

৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০

৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০

৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ।০

৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০

৭৬। দি ভাগবত ।০

৭৭। ভেদান্তিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনর্যাশনালিষ্ট ডিফেন্স ।০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১॥০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০ শ্রীহরিনামচিন্তামণি

৮১। সাধন-পথ

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু

৮৩। গীতাবলী ৴০

৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ   ১৭ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৩২শে শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৭ই আগষ্ট ইং ১৯৩৯, বৃহস্পতিবার   ১৪৫শ সংখ্যা

"নদীপারের জন্য যেমন একটা বোট, একটা মাঝি রাখতে হয়; সেরূপ একটা গুরু রাখারও দরকার'—এরূপভাবেই এই সকল লোক 'গুরু' ক'রেছে। এরা আমাকে কোন দিনই দেখে নাই, আমও কোন দিনই তা'দের সঙ্গ করি নাই।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

১৭ শ্রীধর আদি কামদোপস্থায়ী গৌরাব্দ ৪৫৩

আত্মপরীক্ষা

যদি হরিভজনে কপটতা থাকে, তাহা হইলে বাহিরে অতিশয় অনাসক্তি, বিরক্তি ও অনেক কিছু ভাবাদি প্রকাশ করিলেও তাহা প্রকৃত বৈরাগ্য বা ভাব নহে। হরিভজনে যদি অকপট মতিগতি থাকে, তাহা হইলে হরিভক্তির প্রতিকূল বস্তু প্রতি অনাসক্তি, বিরক্তি প্রভৃতি আপনিই আসিয়া যায়। যাহাতে হরিভজনে অনুরাগ বৃদ্ধি হয় এরূপ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা যে কোন সেবার কার্য্য করি, তাহাতে দেখিতে হইবে হরি, গুরু ও বৈষ্ণবে অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে কিনা। যদি দেখিতে পাই যে, গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের চরণে প্রীত্যাসক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে হ্রাসই পাইতেছে, নিজের দীনতা, অযোগ্যতা, গুরুবৈষ্ণব-সেবা লাভের জন্য পিপাসা বর্দ্ধিত না হইয়া বেশ সুখে-আরামে দিন কাটিয়া যাইতেছে, অযোগ্য সেবকাভিমানের পরিবর্ত্তে কর্ত্তাভিমান হৃদয়ে জাগিতেছে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে আমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের পথ কণ্টকাকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। আমি যাহা করিতেছি, তাহাতে গুরুবৈষ্ণবের সুখ হইতেছে কিনা তাহা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে পরীক্ষা করা দরকার। যদি গুরুবৈষ্ণবের সুখ না হইয়া থাকে তাহা হইলে কোথায় ত্রুটি হইয়াছে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহাতে উদাসীন হইলে মঙ্গললাভ হইবে না। হৈ-চৈ কে থাকা দিয়া মূলকথা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সুখানুসন্ধান-স্পৃহার বিষয় ভুলিয়া গেলে সুবিধা হইবে না। রজস্তমোগুণের আস্ফালন বেশীক্ষণ থাকে না। শ্রীগুরু বৈষ্ণব-ভগবানের অহৈতুকী কৃপায় আমরা অনেকেই সর্ব্বোত্তম শ্রেয়োপথের কথা অল্পবিস্তর জানিতে পারিয়াছি। বহু অন্যায়-অত্যাচার, বাধা-বিপত্তিতেও এখনও শ্রীগুরুপাদপদ্ম ছাড়ি নাই বা ছাড়িবার বাসনা একবার মনেও যে উদয় হয় নাই, ইহাই ভগবানের অপার করুণা। কিন্তু কৃপার্থী আমার ইহাই ত' শেষ কথা নয়—করুণাময়ের ইহাও ত' শেষ নয়। করুণাময়ের করুণা চিরকালেই করুণাকাঙ্ক্ষীজনের উপর বর্ষিত হয়। গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের দিক্ হইতে আমার উপর যথেষ্ট কৃপা বর্ষিত হইতেছে; কিন্তু আমি সেই কৃপা লাভের জন্য কতটা যত্ন করিতেছি? বর্ত্তমান বিষম সঙ্কটের মধ্যেও গুরুপাদপদ্ম ছাড়ি নাই সত্য, কিন্তু তাঁহা দৃঢ়রূপে ধরিবার—গুরুতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য যত্ন করিতেছি কি? যদি গুরুতত্ত্বই উপলব্ধি হইত, যদি গুরু-পাদপদ্মকেই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা - পালনকর্ত্তা বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার ত' আর কোন ভয় থাকিত না, বিপদ দেখিয়া শঙ্কিত হইতাম না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সমস্ত শ্রবণ, সুপথ্য ও ব্যবস্থার ব্যবস্থা কপটে একান্তভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে অনর্থ-রোগ নিশ্চয়ই বিদূরিত হইত। কিন্তু আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি কি? তাঁহার আদেশ—"সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবন নির্ব্বাহ ক'রে চলবেন। শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ করছে না দেখে নিরুৎসাহিত হ'বেন না, নিজ-ভজন, নিজ-সর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন করবেন।" কিন্তু কই আমার এই হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি কোথায়? তাঁহার আদেশ—একমাত্র হরিকথা শ্রবণকীর্ত্তন করা। কিন্তু আমি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কয়ঘণ্টা হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন করি তাহা একবার বিচার করিয়া দেখা উচিত নহে কি? মঠে থাকিয়া—গুর্ব্বানুগত থাকিয়া, যদি গুরুপাদপদ্মের আদেশ—যে আদেশের মধ্যে আমার পরমমঙ্গল নিহিত রহিয়াছে, সেই আদেশ পালন না করিলাম, তাহা হইলে আমার মঙ্গল হইবে কি করিয়া? তাঁহার আদেশ উপদেশ পালনে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ না দেখিলে আমাদের কার্য্যে প্রসন্ন আশীর্ব্বাদ [illegible] তিনি বাড়াইবেন কেন? আমরা নিজ-ভজন, নিজ সাধন হরিকথা-শ্রবণকীর্ত্তন ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া—গুরু-পাদপদ্মের আদেশ [illegible] উদাসীন হইয়া নিজের মন [illegible] পথে চলিতে আরম্ভ [illegible] গুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গ হইতে বহু দূরে পড়িয়া যাই। যখন আমরা [illegible] হইয়া পড়ি, যখন কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী হইয়া যাই, তখনই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে সেবাবিমুখ জানিয়া আমাদের নিকট হইতে চলিয়া যান। [illegible] সেবাবিমুখ [illegible] আর গুরুপাদপদ্ম—[illegible] হইতে [illegible] হইয়াছে। কিন্তু এখনও কি আমাদের [illegible] হইবে না? তাঁহার মঙ্গলের জন্য—[illegible] জন্য আকুল পিপাসা কি জাগিবে না? একমাত্র হরিকথা-শ্রবণ কীর্ত্তন [illegible]—তাঁহার উপদেশানুসারে [illegible] তাঁহার মঙ্গলের জন্য উপায় ত আর নাই! একমাত্র আকুলক্রন্দন ব্যতীত তাঁহার কৃপালাভের ত' আর অন্য উপায় নাই। তাঁহার [illegible] বাধা আমরা বটে [illegible] করি, তবেই হরিভজনের পথে [illegible] হইতে পারিব।

তাঁহার বিশ্রম্ভ-সেবা প্রতি ঘণ্টা প্রতি মিনিট, প্রতি সেকেণ্ডে যাঁহার যত উপলব্ধির বিষয় হইবে, তিনি ততই তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণীর সঙ্গ—তাঁহার উপদেশাবলী আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণী ও তাঁহার একান্ত নিজজনের সঙ্গ ছাড়া শুরুপাদপদ্মের স্মৃতি হৃদয়ে জাগে না। আমরা যতই তাঁহার জন ও তাঁহার বাণীর সঙ্গ করিব, ততই গুরুপাদপদ্মবিগ্রহ আমাদের উপলব্ধির বিষয় হইবে। তাঁহার বাণী বাদ দিলে আর কেহই আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না।

এ জগৎ পরীক্ষাস্থল। এখানে আমাদিগকে প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই পরীক্ষা দিতে হইতেছে। আমাদের প্রত্যেকটী কাজ গুরুপাদপদ্মকে কেন্দ্র করিয়া হইতেছে কি না তাহা ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। যদি আমরা সত্য সত্যই মঙ্গল চাই, তাহা হইলে আমাদের নিজের আচরণকে গুরুদেবের বাণী ও ভক্তিভজনের আদর্শে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। আমাদের প্রতি পদবিক্ষেপ গুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে হওয়া চাই। আমরা যাহা শ্রবণ করি, দর্শন করি, স্পর্শ করি বা আঘ্রাণ করি, তাহা দ্বারা গুরুপাদপদ্মের সেবা হইতেছে না নিজের ইন্দ্রিয়তর্পণই হইতেছে, তাহা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কষ্টিপাথরে ঘষিয়া মাজিয়া পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। এ বিষয়ে নিজে নিজে খুব সতর্ক না হইলে হরিভজনের আশা দুরাশামাত্র। এ বিষয়ে উদাসীন হইলে অদূর-ভবিষ্যতে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। আমরা যে কোন কাজ করি, তাহা গুরুবৈষ্ণবকে কেন্দ্র করিয়া হইলে কোন চিন্তা নাই। যদি সত্য সত্য তাঁহাদের সেবার জন্য কায়মনোবাক্যে কোন একটী অন্যায় কার্য্যও অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই অন্যায় হইতে সেই সেবককে শ্রীকৃষ্ণই রক্ষা করেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আমার প্রভুবর্গকে শ্রীগুরুদেব ও শ্রীনামের ইন্দ্রিয়তর্পণ না করিয়া তাহাতে নিজের কিছু লাভ করার, তাহা হইলে সর্ব্বনাশ। এ জন্য হরিভক্তির রাজ্যে সর্ব্বক্ষণ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির আনুগত্যে থাকাই নিয়ম। হারমোনিয়ামের যেমনটী অনুকূল, কোনটী প্রতিকূল তাহা সর্ব্বক্ষণ নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট জানিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন কার্য্য বা বস্তু গুরু-বৈষ্ণব-সেবার প্রতিকূলে দাঁড়ায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দুষ্টসর্পের সহিত তুলনা করিয়া দূরে বর্জ্জন করিতে হইবে এবং যদি কোন বস্তু হরিসেবার অনুকূলতা প্রসব করে তাহা হইলে কালবিলম্ব না করিয়া অতি শীঘ্রই তাহাকে সাদরে গ্রহণ করা উচিত। যাঁহাদের সঙ্গ করিলে হরিভজনের পিপাসা বর্দ্ধিত হয়—গুরুকৃষ্ণে বিশ্বাস দৃঢ় হয়, এইরূপ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গে সর্ব্বক্ষণ অবস্থান, তাঁহার শাসন ও নিয়মন অনুসারে চলিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ গুরু-সেবা করিতেছেন, গুরুকৃপা লাভ করিয়াও তাহা পরিপূর্ণ কৃপালাভের জন্য গুরুবাণীর অনুসরণে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন, সাধুদের জন্য—শ্রবণ-কীর্ত্তনের জন্য আকাশ-পাতাল আলোড়ন করিতেছেন, যদি এরূপ সাধুর জলন্ত আদর্শ আমাদের চক্ষুর সামনে দেখিবার সুযোগ না হয়, তাহা হইলে আমাদের হরিভজনের আশা খুবই কম। এইরূপ সাধুর সঙ্গ আমরা পাইয়াছি কি? যদি না পাইয়া থাকি, তাহা হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভগবানের চরণে জানাইতে হইবে, তাঁহার অকপট কৃপা হইলেই ঐরূপ সাধু দর্শনের চক্ষু আমরা লাভ করিতে পারিব। ঐরূপ সাধুর অনুক্ষণ সঙ্গ না হইলে—সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত অবস্থান করিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা কম।

সময় জলের স্রোতের মত চলিয়া যাইতেছে। পরমায়ু দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর করিয়া চলিয়া যাইতেছে। জীবন—অনিত্য। কখন এ দেহ ছাড়িতে হইবে তাহার স্থিরতা নাই। শ্রীল গুরু-দেব কৃপা করিয়া বলেন—'আর সময় নাই এখনও সাবধান হও', 'হরিভজনের একটা হিসাব নিকাশ করিয়া দেখা দরকার'। কিন্তু আমরা যদি সে বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া কেবল নিয়মক কাজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকি, উন্নতি-অবনতির দিকে আদৌ লক্ষ্য না রাখি, তাহা হইলে আর কিছুদিন পরে এই সকল কার্য্য এক ঘেয়ে বলিয়া মনে হইবে, তখন এই সকল পরিত্যাগ করিয়া নূতন আরও কিছু করিতে অগ্রসর হইব। তাই বলি মন, কপটতা করিয়া লোক ঠকাইবার জন্য সাধু সাজিলে চলিবে না। নিজের বুকে হাত দিয়া দেখিতে হইবে, আমি কতটা গুরুদেবের অনুকূল হইয়া চলিয়াছি অথবা ইন্দ্রিয়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছি। লোক-ঠকান যাইবে সত্য—লোকের নিকট সাধু, মহৎ, উদার, একনিষ্ঠ, নিষ্কিঞ্চন সাজিতে পারি সত্য, কিন্তু অন্তর্যামীকে ত' ঠকান যাইবে না! তাঁহার চোখে ত' ধূলি নিক্ষেপ করা যায় না! তাই আমরা যাহাতে গুরুদেবের বাণীতে সর্ব্বক্ষণ আত্মপরীক্ষা করিয়া চলিতে পারি—যাহাতে সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কথা না ভুলি তজ্জন্য গুরুবৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন জানাইতেছি।

আচার্য্যদেবের হরিকথার মর্ম্ম

[স্থান—শ্রীচৈতন্যমঠের অবিভাজন নাটমন্দির
কাল—২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৯৩১), অপরাহ্ণ]

——ঃঃ(০)ঃঃ——

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
শ্রীরূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো! রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিতকৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি।

আজ আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা হ'য়েছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকট-লীলার পর এই দ্বীপ যখন লুপ্ত ছিল—(ইহা লুপ্ত হয় নাই), তারপর বহু বৎসর অতীত হ'য়েছে। এই স্থানকে যাক্, অপ্রকাশিত স্থানকে প্রকাশ করলেন নদীয়া-প্রকাশ। নদীয়া-প্রকাশ নাম করতে গেলেই শ্রীল জগন্নাথ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ, শ্রীল গৌরকিশোর ও শ্রীল সার্ব্বভৌমী-হরিদাস-প্রভুর কথা মনে পড়ে। এই অন্তর্দ্বীপের নাম আত্মনিবেদন ক্ষেত্র।

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥

প্রয়োজন ও সম্বন্ধ দিতে সমর্থ—অভিধেয়।

তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

প্রহ্লাদ মহারাজ নবধা ভক্তির কথা ব'লেছেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

'আদৌ অর্পিতা সতী পশ্চাৎ ক্রিয়েত'। অর্থাৎ আগে অর্পণ, তা'র পরে অনুষ্ঠান। জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামিপাদ ইহা নির্দ্ধারণ করলেন। এ' কথা কাল বলা হ'য়েছে। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু বলেন,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥

অভিধেয়ই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন দেয়। কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয়। অভিধেয় কি করে? কৃষ্ণকে দেয়। কৃষ্ণই—সম্বন্ধ, কৃষ্ণপ্রেমই—প্রয়োজন। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেম তিনটী তত্ত্ব। অন্বয় জ্ঞানতত্ত্ব।

শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপকে জগতের নিকট প্রকাশ করলেন কে? কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিকে যিনি আশ্রয় ক'রেছেন, কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুম-দ্বীপেই নিত্য আশ্রিত থেকে যিনি ভজন ক'রেছেন—চিটীগ্রামনিধুর সেবা ক'রেছেন—সেই 'নদীয়া-প্রকাশ ঠাকুর ভক্তিবিনোদই আমাদিগকে আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপের কথা জানিয়েছেন। কীর্ত্তনের মধ্যে শ্রবণ, স্মরণ, দাস্য প্রভৃতি আটটী অন্তর্ভুক্ত আছে। কীর্ত্তনই মূল। কীর্ত্তনই অঙ্গী আর সব অঙ্গ। সকল ভক্তিযোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হ'চ্ছে কীর্ত্তন। সেই কীর্ত্তন যে আধারে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, সেই কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপ যিনি আশ্রয় ক'রেছেন তিনিই অন্তর্দ্বীপ প্রকাশ করলেন। তিনি আমাদের জানালেন, আগে আত্মনিবেদন কর, আত্ম-নিবেদন ক'রে আমার কাছে এস, মায়াপুর-বাসী হও, তারপর গোদ্রুমচন্দ্রের চরণাশ্রয় কর। গোদ্রুমবাসী কীর্ত্তনাখ্য দ্বীপের অধিবাসী। গোদ্রুম আরাধ্য-যুগলের—শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীগৌরসুন্দরের বিলাস-ক্ষেত্র। গৌর শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই দুই মূর্ত্তিতে সেখানে বিলাস ক'চ্ছেন। সেখানে গৌরের কীর্ত্তন-বিলাসও চল্ছে। গৌরসুন্দর কীর্ত্তননায়ক—কীর্ত্তনের অধিদেবতা। যিনি আত্মনিবেদন ক'রে আত্মনিবেদনক্ষেত্র অন্তর্দ্বীপ প্রকাশ ক'রেছেন, আত্মনিবেদন নামক অন্তরঙ্গা ভক্তি যেখানে আবির্ভূতা, সেই নদীয়াপ্রকাশ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট যেতে হ'বে। তাঁ'রই গৌড়ীয়। ১৯২১ সালে গৌড়ীয়মঠের নামকরণ হয়। প্রথমে ১নং উল্টাডিঙ্গি জংশনে মঠের নাম 'শ্রীভক্তিবিনোদ আসন' ছিল। পরে প্রভুপাদ তা'র নাম রাখ্লেন শ্রীগৌড়ীয়মঠ। শ্রীগৌড়ীয়মঠ নাম রাখ্লেন কেন? এতে অনেক রহস্য আছে। ঠাকুরের এই মিলন—সঙ্ঘারাম। বহু আশ্রিত সেবক একত্রিত হ'য়ে যেখানে ভগবৎসেবা করেন তাহাই সঙ্ঘ। সঙ্ঘ+আরাম—সঙ্ঘারাম। আরাম—স্থান। বৌদ্ধগণ সঙ্ঘারাম বা বিহার শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন; ইহা সংস্কৃত শব্দ। মন্দির-সংলগ্ন সেবকগণ—বিহার। শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত হ'লে প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠ নাম

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

দিলেন। 'গৌড়ীয়' শব্দ মহাপ্রভু ব্যবহার ক'রেছেন। মহাপ্রভু শ্রীস্বরূপদামোদর প্রভুকে ব'লেছেন—'তোমার গৌড়ীয়া'। আমাদের মত মঠ দেখ্লেন—সব স্থানেই প্রভুপাদ 'গৌড়ীয়' শব্দ ব্যবহার ক'রেছেন। যিনি স্বরূপ-দামোদরের অভিন্ন মূর্ত্তি, যিনি গৌরসুন্দরের অভিন্ন-সেবকবিগ্রহ, নিত্যশ্রেষ্ঠ, সেই ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে স্মরণ ক'রে, তাঁ'র গোষ্ঠী বৃদ্ধি করবার জন্য প্রভুপাদ মঠের এইরূপ নাম দিয়েছেন।

আত্মনিবেদন কেন সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, সে কথা কাল ব'লেছি। "সেবকের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে, কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে"। এই জগৎ বা পরজগতের একমাত্র আরাধ্যবস্তু মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর। নব প্রকার দয়ার কথা স্বরূপদামোদর ব'লেছেন। তিনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাস দেখে নির্ব্বিণ্ণ হ'য়ে কাশী যান, তথায় সন্ন্যাস বা ডোর-কৌপীন না নিয়ে উন্মত্তের মত পুরুষোত্তমে গিয়ে মহাপ্রভুর নব প্রকার দয়ার কথা বল্লেন। ঐখানে তিনি আত্মনিবেদন করলেন, কৃপা চাইলেন।

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া॥

[হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা শুভতা দান করে, মা,ধু-র্য্যাদা দ্বারা তোমার অতি-বিস্তারিণী সেই অতুল্য দয়া আমার প্রতি উদিতা হউক।]

প্রত্যেক বিশেষণেরই পশ্চাৎ ব্যবহৃত 'দা' শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'দয়া' পদগুলি দেখা যাচ্ছে। শ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দো-দয়া দয়ার বিশেষণই পূর্ব্বোক্ত নয়টি বিশেষণ। হেলোদ্ধূলিতখেদা দয়া, বিশদা দয়া, প্রোন্মীলদামোদা দয়া, শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদা দয়া, রসদা দয়া, চিত্তার্পিতোন্মাদা দয়া, শশ্বদ্ভক্তি-বিনোদা দয়া, সমদা দয়া ও মাধুর্য্য-মর্য্যাদা দয়া—এই দয়া অমন্দোদয়া দয়া। তিনি কেবল এই দয়াই চাইলেন। ঐখানে আত্ম-নিবেদন করলেন। আমাদের গুরুবর্গ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু প্রভৃতিও কি প্রকারে আত্মনিবেদন ক'রে দয়ার প্রার্থী হ'য়েছেন দেখুন,—

জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-
র্বিরমিতনিজধর্ম্ম-ধ্যান-পূজাদিযত্নম্।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

[যাহা হইতে নিজ ধর্ম্ম, ধ্যান ও পূজাদি-চেষ্টা বিরত হইয়া যায়, এইরূপ আনন্দস্বরূপ মুরারির নাম পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। এই নাম যে-কোনরূপে গৃহীত হইলেও (নামাভাসমাত্রেই) প্রাণিগণকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন এবং ইহাই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ, ইহা আমার জীবন এবং ইহা আমার ভূষণ।]

শ্রীসনাতন নামের দয়া চাইলেন। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুও বল্লেন,—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ মাঝারে॥

এখানেও দয়া প্রার্থনা।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও ব'লেছেন,—

"হা হা প্রভু! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ।"

—এসব প্রার্থনায় কপটতা নাই; অভীষ্টদেবের নিকট আন্তরিক কৃপাভিক্ষা, নিবেদন ও বিজ্ঞপ্তি-জ্ঞাপন। শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু আরও ব'লেছেন,—

বিরচয় ময়ি দণ্ডং দীনবন্ধো দয়াং বা
গতিরিহ ন ভবত্তঃ কাচিদন্যা মমাস্তি।
নিপততু শতকোটির্নির্ভরং বা নবাম্ভ-
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্তূয়তে চাতকেন॥

হে দীনবন্ধো! তুমি আমার প্রতি দণ্ড অথবা দয়া যাহাই প্রদান কর না কেন, আমি দীন, আমার একমাত্র বান্ধব তুমি। এখানেও আত্মনিবেদন। দীনতাই অকিঞ্চনতা। হে প্রণতকরুণ দীনবন্ধো! দণ্ড বা দয়া যাহাই বিধান কর, তুমি ছাড়া আমার অন্য কোন গতি নাই। তুমিই আমার একমাত্র গতি। নবীন মেঘের মধ্য থেকে বজ্রই পড়ুক, জলই বর্ষিত হউক বা না হউক, তাতে ক্ষতি নাই, তথাপি নবীন মেঘকে চাতক স্তব করে। শাস্তি প্রদান করুক বা দয়াই করুক তথাপি ছাড়্বে না। আত্মনিবেদন করায় 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো' এই বিচার তাঁ'র হ'য়েছে।

শ্রীধামের নিকট আত্মনিবেদন কর্ত্তে হ'বে। শরণাগতের কি বিচার, দীনের, কাঙ্গালের, অকিঞ্চনের কি চিন্তাস্রোত—তা' শিক্ষা দিয়েছেন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু এই শ্লোকে। কৃপাময় গুরুবর্গ আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন—কি ক'রে 'সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদ' হ'তে হয়। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু ব'লেছেন,—

এমন নির্ঘৃণ মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ মাঝারে॥

শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম ব'লেছেন,—

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ব'লেছেন,—

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর!
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥

আত্মনিবেদনের মূলে আমাদের কৃপা পাবার অভিলাষ। শরণাগতি ও কৃপা যুগপৎ হয়। অকপটভাবে নিরভিমানী হ'য়ে কৃপা চাওয়া, ফাঁকি না দিয়ে অন্তরের অন্তস্তল প্রদেশ থেকে কৃপা চাওয়া জীবের স্বরূপগত নির্ম্মল অহংকার বা অভিমান। গুরুকার্ষ্ণের কৃপা-বাঞ্ছাই সেই জিনিষ। শরণাগত হ'য়ে কৃপা চাওয়া। কৃপা কি ক'রে চাইতে হয় নদীয়া-প্রকাশ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ কল্যাণকল্পতরু, শরণাগতি, গীতাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে তা' সুষ্ঠুরূপে শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁ'র শিক্ষায় মধ্যে প্রথম হ'তে শেষ পর্য্যন্ত কেবল কৃপা—কৃপা—কৃপা, কৃপা ছাড়া উপায় নাই। প্রসাদ—কৃপা—করুণাই প্রয়োজন। আত্মনিবেদন করলে ক্রমশঃ সীমন্তদ্বীপ ও গোদ্রুমদ্বীপে বাস হ'বে। তাঁ'র শিক্ষা বা গানের প্রত্যেক পংক্তিতে, প্রত্যেক ছত্রে, আগাগোড়া সব কেবল বৈষ্ণব ঠাকুরের নিকট কৃপাভিক্ষা। তিনি ব'লেছেন—"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া। কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া॥" এই কৃপা যদি না হয়, তা' হ'লে দয়ার বিপরীত চিত্তবৃত্তি দম্ভ আসবে। কিন্তু শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু দম্ভের উপর মুদগরাঘাত ক'রেছেন। 'সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতি-মতিভরামরে'। দয়া চাওয়ার বিপরীত বৃত্তি হচ্ছে দম্ভকে বজায় রাখা। এটা জড়াভিমান। 'সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হউ দূর।' আমাদের জড়াভিমান দূর হউক।

আজ আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র পরিক্রমা ক'রে শরণাগত হ'য়ে আমরা কাল শ্রবণাখ্যদ্বীপ পরিক্রমা ক'রব।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

প্রথমে দীক্ষা। বৈষ্ণবের কাছে বা সাধুর কাছে গিয়ে আগে গুরুপাদাশ্রয়। এই আশ্রয়ের নাম দীক্ষা। তখনই আত্মসমর্পণ। আশ্রয়গ্রহণ সর্ব্বাগ্রে, ইহাই গুরুত্যাগ সম্ব্যবহার। ইহারই নাম আত্মসমর্পণ ক'রে খাপে খাপে মিলে যাওয়া, কৃষ্ণ কার্ষ্ণের ইচ্ছার সঙ্গে নিজ ইচ্ছা মিশান, নিজাভীষ্ট ভাব না রেখে dovetailed হওয়া, parallel না থাকা, অদ্বয়জ্ঞানের ইন্দ্রিয়চালনার সঙ্গে নিজ সুখ বা ইচ্ছা মিশান ও দ্বৈত ধারণা বা স্বাধীনচিত্তবৃত্তি না রাখা। ভক্তিরাজ্যের প্রথমেই নবদ্বীপধামের আশ্রয়। গৌর ও গৌরধামের প্রথম দক্ষিণা—দম্ভ পরিত্যাগ ক'রে, পৃথক্ স্বতন্ত্রতা ত্যাগ ক'রে অদ্বয়জ্ঞান গৌরসুন্দরের ইচ্ছার সঙ্গে, নিত্যানন্দ ও নিত্যানন্দ-দৈবত গৌড়ীয়গণের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছা মিশান। ইহার নাম আত্মনিবেদন—শরণাগতি। পরিক্রমা ক'রে আমাদের যদি এইরূপ চিত্তবৃত্তি বা ইচ্ছা হয়, তবেই সার্থকতা। আমি যা'তে গুরুগৌরাঙ্গের ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিশাতে পারি—সেই প্রার্থনা। আমার প্রতি যদি আপনাদের দয়া বা সহানুভূতি থাকে, আপনারা যদি গুরুগৌরাঙ্গের সহানুভূতি পেতে চা'ন তবে এটা কর্ত্তে হ'বে। তা' হ'লে শ্রবণযোগ্যতা হ'বে। সেই শ্রবণকীর্ত্তনই আমাদের একমাত্র পাথেয়। এ জগতে সাধক যাত্রী শ্রবণকীর্ত্তন-জল সেচন ক'রে চিদ্বিলাস আশ্রয় ক'রে, জড়বিলাস পরিত্যাগ ক'রে, জড়নির্ব্বিশেষ বা চিদ্ভেদকে অতিক্রম ক'রে পরাকাশে চিদ্বিলাসের সন্ধান পেয়ে প্রথমেই নিত্য-সুখবোধতনুকে আশ্রয় করে। শ্রবণকীর্ত্তন-জল সেচন করার পূর্ব্বে আত্মসমর্পণ। শ্রদ্ধাই ভক্তিবীজ। এই শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ যুগপৎ লাভ হয়। ভক্তির প্রতি—শাস্ত্রের প্রতি যে বিশ্বাস, ভক্তি রূপ ধ'রেছে যে গুরুবৈষ্ণবরূপে তাঁ'দের প্রতি যে বিশ্বাস—তা'র নাম শ্রদ্ধা। শুদ্ধভক্ত দেবমূর্ত্তি। তাঁ'র প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁ'তে আত্মনিবেদন যুগপৎ হওয়া চাই।

আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা ক'রে ভক্তি ও ভক্তির মূর্ত্তি সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হ'য়ে অশোক পথ বা শ্রৌতপথ অবলম্বন ক'রে বেদমূঢ় হ'য়ে যা'তে মহাজনের পথ অনুসরণ কর্ত্তে পারি আজ আপনাদের চরণে আমি সেই নিবেদন জানাচ্ছি।

৯

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-শ্রীমায়াপুর

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রব্রিবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-প্রকাশকরূপে 'নদীয়া'-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৩১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রধানতঃ বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ব বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) শ্রমকুলকুঞ্জশ্রীললনাশ্রম

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গোস্বামী দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জান্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জান্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাউগাছি —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্তী
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুঞ্জকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচাপলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং গান্ধী রোড, দার্জ্জিলিং

(৩০) মায়াপুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

খাজেকলাঁ, পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমণা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশ গঞ্জ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) এজ্যাপত্তন-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—দেওয়ারী,

পোঃ হোসিয়ার, জেলা গুরুদাসপুর (পাঞ্জাব।

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৩৩নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, বম্বে
বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগৌরগোপালমদনমোহন বিগ্রহের সেবা

(৫১) কাবুর্‌ গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ
শ্রীশ্রীগৌরগোপালরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহের সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) শ্রীসত্যকুটী

(৫৬) শ্রীপতি-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়-আশ্রম-মঠ

পোঃ রাজমহেন্দ্রী, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ বাজোনেশ্বর, মেদিনীপুর

(৬১) অমার্ষি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ অমার্ষি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমুরজলা, পোঃ চন্দননগর (বাখরগঞ্জ)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং দালহৌসী ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, ডাউন্‌স-রোড
ক্ল্যাপটন, লণ্ডন, ই ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌

১৬।৩, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা,

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

চিড়িয়া রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিপ্রদীপ, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৶০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		৷৷০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲	৬৲	৫৲
এক কলম	১৫৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিমাসে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২৷৷০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
বাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা এক পয়সা। বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিতম-বর্ষপূর্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অংশে টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সম্পাদকগণের একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ রমনা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক কাব্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

গভর্ণমেণ্ট অনুমোদিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে। বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচালন ব্যবস্থা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য অল্প ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে আহার ও বেতনাদিতে প্রতি মাসে মাত্র ৯৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিদেশী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমায়াপুর, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথামৃতরাশি কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়ে পুস্তক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের বর্ষবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। বাদ্ধজীবের বহু জটিল সমস্যা ও কঠিন প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাক্তশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও আন্তর্জাতিক গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৮শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবচূড়ামণির অভিনব্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের ভক্তশ্রেষ্ঠ সর্ব্ববিদ্যাবিভূষিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৸০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্ম্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

উহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ ৪-৩৬ ৬ ২৬ ৭-০৬ ১২-২৬ ১৪-৫৬ ১৬-৫৬ ১৭-৫৬ ২২-২৬

রাণাঘাট পৌঃ ৮-২৮ ১৪-১৫

(বদল) ছাঃ ৯-৩০ ১৪-৫০

কৃষ্ণনগর পৌঃ ৭-১ ৮-৪৫ ১০-৮ ১৫-২৩ ১৭-৪৮ ১৯-০৮ ২০-১৩ ১-১৫

(বদল) ছাঃ ৭-১২ ১০-৩১ ১৭-৩৮ ২০-২৬

নবদ্বীপঘাট পৌঃ ৭-৫১ ১১-১০ ১৮-১৩ ২১-৪

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ ১১-৬

রাণাঘাট পৌঃ ১২-৫৫

ছাঃ ১৩-০

শান্তিপুর পৌঃ ১৩-২৬

(বদল) ছাঃ ১৩-৩১ (ন্যারো গেজ রেলওয়ে)

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১৫

ছাঃ ১৪-৩০

নবদ্বীপঘাট পৌঃ ১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ৫ ৪৫ ৯-১৫ ১৩-৩১ ১৬-০ ১৮-৩১

কৃষ্ণনগর পৌঃ ৬ ২৩ ৯-১৬ ৯-৪৮ ১১-৫১ ১৪-১০ ১৬-৩৮ ১৯-১১ ২১-১০

ছাঃ ৬-৩৬ ৭-১৮ ১০-১১ ১৬-৫৬ ১৯-২৫

রাণাঘাট পৌঃ ১০-৪৬ ১৭-৪০

(বদল) ছাঃ ১১-১ ১৭-৪৫

কলিকাতা পৌঃ ৬-১৬ ৯-২১ ১১-৫১ ১২-১৬ ১৪-১৬ ১৯-১১ ২১-৪১ ২৫-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ ১৩-৩১ ১৬-০

কৃষ্ণনগর পৌঃ ১৪-১০ ১৬-৩৮

ছাঃ ১৫-২৮ ১৭-৩৪

শান্তিপুর পৌঃ ১৬-৯ ১৮-১৪

(বদল) ছাঃ ১৬-৩০ ১৮-২৫ (রবিবার ভিন্ন) ২০-৪০ (রবিবার)

রাণাঘাট পৌঃ ১৭-১০ ১৮-৫০ ২১-১৪

(বদল) ছাঃ ১৭-৪৪ ১৯-১৪ ২১-৫০

কলিকাতা পৌঃ ১৯-১১ ২০-৪০ ২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহলোর পাচন

সর্ব্ববিধ মেহের অব্যর্থ মহৌষধ

গণোরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ দুর্ব্বল পরীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি ও অত্যন্ত অধিক। দিতীয় শ্রীশ্রী সংযুক্ত কামাখ্যা এবং নূতন ও প্রাতন রোগে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাফ—"শ্রীধাম মায়াপুর"

[illegible]

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচলিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—১লা ভাদ্র, ১৩৪৬, ১৮ই আগষ্ট, ১৯৩৯, শুক্রবার [১৪৬শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—:০:—

ভারত হইতে প্রেরিত পণ্যের উপর শুল্ক

১২ই আগষ্ট রেঙ্গুন বাণিজ্য-বিভাগ এই মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ ব্রহ্মদেশে যে সব চিনি, লবণ ও সিগারেট আমদানী হইবে সেই সব জিনিষের উপর শুল্ক ধার্য্য করা হইবে। ঐ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেশীয় টেরিফ আইনের ৫ ধারা অনুসারে গবর্ণর ঐ ধারায় ভারতবর্ষকে "বিদেশ" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং গবর্ণর নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, উক্ত টেরিফ আইনে অথবা বর্ত্তমানে প্রচলিত অপর যে কোন আইনে শুল্কের যে হার নির্দ্দিষ্ট আছে, ঐ সব জিনিষের উপর সেই হারে শুল্ক ধার্য্য করা হইবে।

———

ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি

বাণিজ্য-শুল্ক বাবদ আয়ের বর্ত্তমান হার অক্ষুণ্ণ থাকিলে বর্ত্তমান বৎসরের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের পূর্ববর্ত্তী যে কোন বৎসর অপেক্ষা অধিক অর্থ উদ্বৃত্ত হইবে। চলিত বৎসরের বাজেটে বাণিজ্য-শুল্ক বাবদ আয় গত বৎসর অপেক্ষা ১২ লক্ষ টাকা অধিক হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল; কিন্তু গত চারি মাসেই গত বৎসরের প্রথম চারি মাস অপেক্ষা ৩ কোটি টাকা অধিক আয় হইয়াছে। অবশিষ্ট কয়েক মাসে কোনরূপ বিপর্য্যয় না ঘটিলে সারা বৎসরে বাণিজ্য শুল্ক বাবদ আয় ৪৩ কোটি টাকার অধিক হইবে। বাজেটে ঐ আয়ের পরিমাণ ৪০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছিল। ইহা নিঃসন্দেহে আশা করা যায় যে, বর্ত্তমান অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিলে আমদানী রাজস্বের ঘাট্‌তি পূরণ করিবার পরও বর্ত্তমান বৎসরে বাণিজ্য-শুল্ক বাবদ আয় বাজেটের বরাদ্দ অপেক্ষা প্রায় ৩ কোটি টাকা অধিক হইবে। শুল্ক বাবদ আয় অপ্রত্যাশিত বৃদ্ধির কারণ চিনি ও মোটর স্পিরিটের অত্যধিক আমদানী। চিনির আমদানী বৃদ্ধির ফলে বাণিজ্য-শুল্ক বাবদ আয় দেড় কোটি টাকার উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। তুলার উপর আমদানী শুল্কের ফল নৈরাশ্যজনক। উহা আশানুরূপ না হইয়া সংরক্ষণ শুল্কের কাজ করিতেছে।

———

ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য-চুক্তি

১৩ই আগষ্ট লণ্ডনের ভারত-বিভাগ ঘোষণা করিয়াছেন যে, গত ২০শে মার্চ্চ যে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাহা ১৫ই আগষ্ট হইতে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্টও ঐ তারিখ সম্বন্ধে সম্মতি দিয়াছেন।

———

সরকারী কর্ম্মচারীদের অবসর গ্রহণ

বোম্বাই সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে যে সকল সরকারী কর্ম্মচারী ৫৫ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবেন, তাহাদিগকে সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। যে সকল সরকারী কর্ম্মচারীর বয়স ইতঃপূর্ব্বেই ৫৫ বৎসর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে আর আগামী ১লা জানুয়ারীর পর সরকারী কার্য্যে বহাল থাকিতে দেওয়া হইবে না।

ডান-জিগের হাই কমিশনার

রাষ্ট্র সঙ্ঘ কর্ত্তৃক নিযুক্ত ডানজিগের হাই কমিশনার প্রোফেসর বার্কহার্ড বার্কটেসগাডেনে যাইবার জন্য আহূত হন। তিনি ডানজিগ হইতে জার্ম্মাণী যাত্রা করেন। প্রোফেসর বার্কহার্ডের জার্ম্মাণী যাত্রার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিশ্বস্তসূত্রে এই সংবাদ জানিতে পারেন। প্রোফেসর বার্কহার্ড ডানজিগে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। তিনি এক্ষণে ডানজিগ সেনেট ও পোলিশ কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয়। বার্কটেসগাডেনে কি আলোচনা হইয়াছে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তৎসম্বন্ধে কোন সংবাদ পান নাই।

বহু পোষ্টম্যান গ্রেপ্তার

বিশ্বস্তসূত্রে প্যারিসে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, গত সপ্তাহের শেষে ডানজিগে বহু পোষ্টম্যানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; তাহারা "ডানজিগ হকাৎ থাক" নামে এক পুস্তিকা বিলি করিতেছিল।

ঐ পুস্তিকায় হের ফর্ষ্টারের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হইয়াছে; উহাতে বলা হইয়াছে যে, ফর্ষ্টারের প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তি আছে।

উক্ত সংবাদে আরও জানা গেল যে, গত কয়েকদিনের মধ্যে "ডানজিগ স্বাধীনতা ফ্রণ্ট"-এর কার্য্যকরীবর্গ সমিতির স্বাক্ষরিত এক টাইপ করা খোলা চিঠি ব্যাপকভাবে বিতরণ করা হইয়াছে। প্রকাশ, এ সম্পর্কেও বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আইরিশ গণতন্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান

নূতন আইন প্রবর্ত্তিত হইবার পর এ পর্য্যন্ত ৭১জন সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদেশ জারী হইয়াছে। যে ১২ জনের বিরুদ্ধে আদেশ জারী হইয়াছে, তাহাদের পাঁচজনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা এবং অবশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। স্বরাষ্ট্র-সচিবের আদেশের বিরুদ্ধে যে তিনটি ক্ষেত্রে আপীল করা হইয়াছিল তন্মধ্যে দুইটির শুনানী শেষ হইয়াছে এবং বহিষ্কারের আদেশই বজায় আছে। অবশিষ্ট আপীলের শুনানী এখনও শেষ হয় নাই।

এলাহাবাদে শিক্ষয়িত্রী ট্রেণিং কলেজের উদ্বোধন

যুক্তপ্রদেশ গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কাটজু প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠের শিক্ষয়িত্রী ট্রেণিং কলেজের উদ্বোধন করিয়াছেন। ভারতের সকল স্থান, এমন কি, সুদূর কোচিন হইতেও শিক্ষয়িত্রীগণ এখানে শিক্ষালাভ করিতে আসিয়াছেন। ডাঃ কাটজু বিদ্যাপীঠ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে এই প্রদেশের যে সব জেলায় বালিকাদের জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় নাই, এরূপ ৩১টি জেলায় অল্পব্যয়ে বালিকারা যাহাতে শিক্ষালাভ করিতে পারে তজ্জন্য উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। সুযোগ্যা শিক্ষয়িত্রী, যাহাদের উপর এই সকল বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনের দায়িত্ব অর্পণ করা যাইতে পারে—সংগ্রহের অসুবিধা দূরীকরণই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ পাদাখ্য মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। 'ভাগবত'—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র।

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিবিধ সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরব সর্ব্ববিধ অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তিবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অপ্রকাশিত চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——::(•)::——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা— ৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনাসমুদ্র হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গ্রথিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

● শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্‌-এ, বি-এল্‌, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্‌ শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৬৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৭
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবদর্শ ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে সম্বন্ধ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ
১৮। বাহন আন্দোলন ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়শিক্ষা ।৵০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীনবদ্বীপশতক (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ) ৩৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬। গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ৭০
২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃতঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮। বেদান্তদর্শন (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-নিম্‌-দর্শন ৵০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৭০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫। গীতমালা ৵১০
৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরু ।০
৪০। শরণাগতি ৵০
৪১। গীতাবলী ৵০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩। সাধুসঙ্গ ৵০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনকণ্ঠ
৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ০/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০
৪৯। অর্চ্চনপদ ৵১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রাবলী বা সারাবলম্বনী ।০
৫৬ ভাগবত ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনৈবর্ত ৶০
৫৯। শিক্ষাসুবর্ণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঃষ্টিকম্‌ ।০
৬৩। সটীক-সিদ্ধ,বন্ধুনম্‌ ।০
৬৪। তত্ত্বমাল ।০
৬৫। সারস্বত শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০
৬৭। সারাৎসারম্‌ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ফিউ ওয়ার্ডস অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৵০
৭১। বেদান্ত—ইটস্‌ মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। সিলেক্টেড ওয়ার্কস্‌ ।৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বেদশীলন ।০
৭৫। গোল্ডেন গৌড়ীয়মঠ ইন টুইট ৵০
৭৬। দি ভাগবত
৭৭। বৈদিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনন্যালেয়ড রিলিজন
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৵০
৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ১৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক পত্র
ধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৮ বর্ষ | ৪৫৩ গৌরাব্দ, ১লা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৮ই আগষ্ট ইং ১৯৩৯, শুক্রবার | ১৪৬৭ সংখ্যা

ভাগবতধর্ম্মযাজনকারীর বিচার

——::)•(::——

[ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ]

ভগবানের তটস্থা-শক্তি-পরিণত জীবগণ বদ্ধাবস্থায় আনন্দরহিত হওয়ায় ভগবৎ-সেবাকার্য্যে প্রীতিরহিত, ভগবৎ-সেবকে শ্রদ্ধাবর্জ্জিত, সেবাবিমুখগণের প্রতি কৃপাহীন এবং সেবাবিমুখ ভোগী অহঙ্কারী জনগণের মুখাপেক্ষাযুক্ত। প্রেমধনে বঞ্চিত হওয়ায় মায়াবশবিশেষায় প্রেমে তাহাদের অন্তঃকরণ সম্যক্ প্রবর্ত্তিত নহে এবং তাহারা ভগবদ্বিগ্রহে মমতার লেশমাত্র পরিপোষণ করে না। ভগবৎসেবা-প্রেমাবিষ্ট জনগণে শুশ্রূষারহিত হইয়া ঈশ্বরসেবক জনগণের আনুগত্য না করিয়া কিঞ্চিৎ ভগবৎ-সেবোন্মুখ জনগণে আদরভাবে সেবোন্মুখ সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা-বর্জ্জিত। দয়ার স্বরূপজ্ঞানাভাবে নিষ্ঠুর হইয়া জীবের ভগবদ্-বৈমুখ্যের সহায়তা করিতে সর্ব্বদা উন্মুখ এবং ভগবদ্বিমুখ আশ্রয়বিহীন জনগণের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য উদ্গ্রীব। জীবকে ভগবদুন্মুখ করাই সর্ব্বোত্তম কৃপা। বিমুখ জীবের দ্বারা অভিভূত না হইয়া তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশও তাহার প্রতি দয়ারই পরিচায়ক। বিমুখের সহিত সেবোন্মুখের মিত্রতা করিতে গিয়া যে অনর্থ, উহা ভগবজ্জনে মিত্রতার বিমুখতা-মাত্র।"

সাধনাবস্থায় পূর্ব্বাভিজ্ঞতার প্রভাবে পূর্ব্বাবস্থায় .... সংসারগ্রহণের প্রবণতা থাকিলে জীব কনিষ্ঠাধিকারে অবস্থিত হন। তখন তাঁহার ঈশ্বর-সেবায় কিঞ্চিৎ অধিকার হইলেও ভগবৎ-পরিকরবৈশিষ্ট্যে এবং পরিকর-বৈশিষ্ট্যের তারতম্য-নির্দ্দেশে বিজ্ঞতার তারতম্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। সে'কালে তিনি ভগবদুন্মুখ, ভগবৎসেবা-নিরপেক্ষ ও ভগবদ্বিদ্বেষীকে সমপর্য্যায়ে দৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহার ভক্তিরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয় নাই জানিতে হইবে। যেকালে ভক্তাভক্ত-বিবেক উদিত না হয়, তৎকালে জীব সেবোন্মুখতার অনুমোদন করিলেও তাঁহার ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ হইবার অধিকার হয় নাই জানিতে হইবে। দ্বিতীয় পদ সাধনকালে পরিত্যাগ না করিলে দুঃসঙ্গের প্রতারণা জীবকে সংপাতিত করিয়া ভগবৎসেবাবিমুখ করায়। সেবকের দুষ্টতা ও স্বরূপজ্ঞানের পদ্ধতি-জন্য সেবাবিমুখ জনের অর্থাৎ মায়াবাদী, জ্ঞানবাদী, যোগী, কর্ম্মী ও অন্যান্য বিচার হইতে পৃথক্ থাকিবার জন্য মায়াবাদী দুঃতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠগণের বিচারের বহুমানন হইতে আত্মসংরক্ষণ আবশ্যক। যেরূপ দুর্ব্বল ব্যক্তির দস্যুদলবধে অধিকার না থাকায় বিপন্ন জীবের সন্ধান করে, তদ্রূপ তদ্দোষ বর্জ্জন করিয়া সাধনের উচ্চতর অধিকারের, উৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। যখন তিনি সেবকের নিকট যোগ্যতা লাভ করেন, তখন বিমূঢ় সঙ্গ তাঁহার দুর্ব্বলতাপ্রভাব-বর্জ্জিত আঘাত করিতে পারে না। তাই বলিয়া কনিষ্ঠাধিকারীর অবজ্ঞা-বরণ-কার্য্যকে কখনই উত্তমাধিকার বলা যাইবে না। অথবা মায়াবাদী, দুঃতার্কিক ও কর্ম্মনিষ্ঠগণের মধ্যমাধিকারকে গ্রহণ করিয়া সাধারণ সমদর্শতার পন্থা গ্রহণ করা কখনই আদরণীয় নহে। অনধিকারী যে-কালে সমদর্শবাদ-প্রচারকল্পে যথেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেন এবং অবৈধভাবে ভাবক-সংগ্রহের জন্য ভগবদ্ভক্তের অধিকারের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে অহঙ্কারী বলিবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন, সেইকালে অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া জীবের কেবল কর্ম্মাধিকারের বা জ্ঞানাধিকারের তাৎপর্য্য পরিলক্ষিত হয়। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিয়া ভগবদ্ভক্তগণের পথে অগ্রগামী হইলে তাঁহার একটি চারি প্রকার বস্তুর বিনাশ অথবা বিবেকভাবে উপস্থিত হয়। তদুপলক্ষে উপকরণিক সেবনযোগ্যতা লাভ করিতে হইলে ভগবানের প্রীতি সংগ্রহ করা আবশ্যক। ভগবৎসেবারত জনগণের প্রতি শুশ্রূষামুখে গাঢ় সখ্য, অতিমুখে আনুগত্যময় সখ্য, অপরাধী কনিষ্ঠাধিকারীকে নামভজনে সাহায্য প্রদান এবং ভগবদ্ভক্তিবিরোধী অহঙ্কারী জনগণের সঙ্গ-বর্জ্জন মধ্যমাধিকারের লক্ষণরূপে প্রকাশিত হয়। কপট অর্জ্জকগণের মঙ্গলমাত্র অভিলাষী হইয়া তাঁহাদের সেবোন্মুখতার কাপট্য-বর্জ্জনকল্পে সাহায্য করাই মধ্যমাধিকারের লক্ষণ। মহাভাগবতের দক্ষিণহস্তরূপে কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-কার্য্যের সহায়তা করাই কনিষ্ঠদিগের প্রতি কৃপার মুখ্য লক্ষণ; কৃপার এইরূপ লক্ষণে সেবোন্মুখের মহিমা-প্রচারই লক্ষিত হয়। অনভিজ্ঞ কল্পভোগী কর্ম্মী যে কৃপার আদর্শ বিচার করিয়া থাকেন, তাহাতে যে তাৎকালিক ইন্দ্রিয়তর্পণের সুযোগ আছে, সেই সুযোগে ইন্ধন প্রদান করা কপট কৃপার উদাহরণ মাত্র। যদি প্রকৃত কৃপা জীবকে সংসার-বন্ধন হইতে উন্মুক্ত না করিতে পারে এবং ভোগিপর্য্যায়ে রাখিবার যত্ন করে, তাহা হইলে সেইরূপ দয়ার আদর্শ প্রতারণামাত্রেই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ 'ভোগী-বেশধারী দয়া' করা হয় না। বৈষ্ণব লেখকগণ ইহাকে 'অমায়ায় দয়া' বলেন না। 'উপেক্ষা' শব্দটি এই প্রাণ পূর্ণ্যার্থ। তাহাতে উভয় পক্ষেরই অপ্রীতিকর বৈচিত্র্য লক্ষ হয়। ভগবানে এবং ভগবদ্ভক্তে যেরূপ বিদ্বেষ দেখা যায়, সেরূপে সর্ব্ব পক্ষে হিতাকাঙ্ক্ষণ-বিধি কৃপার অন্তর্গত হইলেও তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তাহার সহিত কৃষ্ণকথাকে আদর করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব। অতএব জনের অকৃত্রিমতা বর্জ্জনে জীবের মঙ্গল-পথে বিচরণ-প্রবর্ত্তনকল্পে উপকার করা হয়। কিন্তু সেই বস্তুর যদি উহাকে গ্রহণ বুঝিতে না পারিয়া অন্যের প্রতি আসক্ত থাকাকে কনিষ্ঠাধিকারী নিজের বিচার ভাবিয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে পদমর্য্যাদাভাবে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাদৃশ কপটের কপটতাই দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। ভগবদ্ভক্তের কৃপা বুঝিতে না পারিয়া ভগবদ্ভক্তের নিকট উপেক্ষিত হইবে মাত্র।

শ্রীচৈতন্যবিমুখতা শ্রীচৈতন্যদাস বৈষ্ণবগণের প্রতি অসম্মান করিতে গিয়া যদি কেহ ভক্তি-সিদ্ধান্তের বাণীসমূহকে স্বীয় ভজনের ব্যাঘাত মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার হৃদয়ে সুদৃঢ় মানসের সম্ভাবনা থাকিবে না। তিনি ক্রমশঃ ভক্তিপথ হইতে চ্যুত হইয়া দ্বিতীয়াভি-নিবেশক্রমেই কৃষ্ণভজন-জ্ঞানে নিজের অমঙ্গল বরণ করিবেন। অসাবধানে হরিনাম দান বা 'ভক্ত' বলিয়া আত্মোপলব্ধি কখনই জীবকে নামভজনে উন্নত করিতে পারিবে না। বালিশজন আপনাকে মহাভাগবত জ্ঞানে যে বৈষ্ণব গুরুদ্রোহিতা আচরণ করেন, তাহা তাঁহার কৃপাবাক্যের অভাব মাত্র। ক্রমশঃ এই প্রকার অহঙ্কারবিমূঢ় গুর্বাভিমানী গুরুব্রুবের মধ্যমাধিকারের বিচার মতে উপেক্ষণীয় হইয়া পড়ে এবং গুরুপ্রসাদে কৃপাবঞ্চিত হইয়া নামাপরাধ করিতে করিতে অসাধু হইয়া পড়ে। গুরু-ভক্তগণ এরূপই বিরুদ্ধাভিমানিগণকে সর্বতোভাবে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এতাদৃশী উপেক্ষাই তাঁহাদের দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়। মধ্যমাধিকারে অর্চনের সুষ্ঠুতা সমৃদ্ধ হইয়া ভজনে পরিণত হয়। অর্চন ও ভজনের মধ্যে পার্থক্য এই যে, প্রথমটি মর্য্যাদাপথের অনুষ্ঠান ও অপরটি নামাশ্রয়ে মর্য্যাদাপথের বহির্বিচারে শৈথিল্যজ্ঞাপক হইলেও সর্বতোভাবে ভগবৎসেবনচেষ্টা।

ভাগবত-ধর্মশিক্ষার্থী সর্বতোভাবে মনোবেগ দমন করিবেন। সাধুসঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণেতর বস্তুতে আসক্তি থাকে না। তখন সমভাবাপন্ন জনগণের সহিত মিত্রতা, নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পূজা এবং নিজাপেক্ষা ন্যূন ব্যক্তিগণের প্রতি ভগবৎ-সেবার উপদেশ করিলেই মন নিগৃহীত হইবে। কায়মনোবাক্যের দণ্ডগ্রহণফলে শমদমাদিভাব আপনা হইতেই উদিত হয়। 'দম' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ; 'শম' শব্দের অর্থ—ভগবানে নিষ্ঠাবুদ্ধি। ত্রিদণ্ডিগণের এই সব গুণ স্বভাবতঃ উদিত হয়। তাঁহারা ভাগবত-শাস্ত্রের প্রতি অর্চনের একান্তনিষ্ঠ হন এবং ভাগবতবিরোধী মতসমূহের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া নিন্দা করেন না। যাঁহাদের ভাগবতের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধা, তাঁহাদের ত্রিদণ্ড-গ্রহণাধিকার অবশ্যম্ভাবী। বহির্জগতের কৃষ্ণেতর সেবোপযোগী বস্তু হইতে পৃথগ্বুদ্ধি ও সেবাবিমুখ মানসভাবসমূহের অভাব—এই উভয় প্রকার শুচিই শ্রীভাগবতাশ্রিত জনগণের অবশ্যম্ভাবী। বহির্জগতের বস্তুগুলি ভগবদ্বহির্মুখ জীবের ভোগ্য,—এই বিচার পরিহার করাই সত্য শুদ্ধি। ভগবদ্-বিমুখ স্মার্ত্তগণের স্নানাদি শুদ্ধি গৌণভাবে শৌচের আদর্শ হইলেও মুখ্যভাবে ভগবৎ-সম্বন্ধরহিত বস্তুই অশুচির আকর। অহঙ্কারা-বলম্বনে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি বিতৃষ্ণা ও নিজভোগপোষণ-বিচারেই অন্তরের অশুচি অবস্থা। "অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্ নার্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥" আত্মতোষণই ভাগবতজীবনের নিরহঙ্কারের প্রতীতি।

ভগবদ্ভক্ত স্বধর্মে অবস্থিত হইয়া সেবানুকূল বিষয় ও সেবাবিমুখ পদার্থের সহিত সম্বন্ধত্যাগকেই তপস্যা বলিয়া জানেন। নতুবা সেবাবিমুখের তপস্যার কোন মূল্যই নাই। 'আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্। নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥"—এই বিচার আলোচ্য।

আপাতরম্য অনিত্য বস্তুগুলির গ্রহণ ও ত্যাগাদির পিপাসা—ভাগবতজীবনে অন্তরায়। প্রাকৃত ভোজ্য-পানীয় হইলেও স্পৃহ না হওয়াই তিতিক্ষার লক্ষণ। বাদ-বাদাদি কুতর্ক-শাস্ত্রে আদর, ঔপাধিক ইন্দ্রিয়পরিচালনসুখে বহির্জগতের বস্তুসমূহের ভোগপ্রয়াসকল্পে কর্মকাণ্ড শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন এবং স্বেচ্ছাচারিতার উপযোগী বাক্যবিন্যাস ইত্যাদি ত্যাগই ভাগবতজীবনের শৌচের লক্ষণ। স্বরূপবোধের অভাবে প্রাকৃত দুঃখে অভিভূত হওয়া, ইন্দ্রিয়তর্পণপর হইয়া প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ করা, কৃষ্ণেতর বস্তুতে অনুরাগ-প্রদর্শন, দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জন্য হরিবৈমুখ্য-সাধন প্রভৃতি মুনিবৃত্তির ব্যাঘাতকারক। শব্দের বিবর্ত্তোচ্চ বুদ্ধির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণনামকীর্ত্তনই মৌনধর্মের প্রদর্শকারক। কৃষ্ণেতর কথা হইতে নিবৃত্ত হওয়া বা প্রজল্পাদি ব্যাপারে ঔদাসীন্যই মুনির লক্ষণ।

সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনজ্ঞাপক বেদ-শাস্ত্রানুশীলনই 'স্বাধ্যায়' শব্দবাচ্য। শ্রৌত-পথের অনুগমনে হরিসেবানুকূলে বেদাধ্যয়ন-শাস্ত্রাধ্যয়নই সর্বদা বিহিত। শ্রৌতসূত্রাদি-শাস্ত্র-বিশেষে প্রমত্ত হইয়া কর্মকাণ্ডের আবাহন স্বাধ্যায়-নিরত জনগণকে একায়ন পদ্ধতি হইতে বিপথগামী করে। ঐকান্তিক সেবা প্রবৃত্তি লাভের জন্য শব্দের বিবর্ত্তোচ্চবৃত্তি আশ্রয় করিয়া যে-সকল সাহিত্য ও আগম-নিগমাদির মর্ম্মোপদেশ কথিত হইয়াছে, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ ও গ্রহণ করাই স্বাধ্যায়ের লক্ষণ।

ভগবদ্বিমুখ জীবের সরলতা বলিয়া কোন বৃত্তি থাকিতে পারে না; ভগবৎসেবা-নিরত জনগণই সর্বতোভাবে সরলগণের পথিক। প্রাকৃত সাহজিকগণ কাপট্যবশে ভগবানের সেবা করিতে অসমর্থ হন। প্রাকৃত সাহজিকগণের ক্রূরবুদ্ধি ও ভগবৎসেবা-বিমুখতা—আর্জ্জব হইতে বহুদূরে অবস্থিত। "যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্বাত্মনা-শ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্। তে দুস্তরা-মতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

ঔপাধিক অহঙ্কার-ভাববিশিষ্ট জনগণের কাপট্যই অবলম্বন। সেই ছলনা আশ্রয় করিয়া জীবের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গে রুচি উৎপন্ন হয়; উহাই অসরলতা। আত্মধর্মে সরলভাবে ভগবৎ-সেবাই বিহিত। প্রকৃত, স্বাধ্যায়নিরত জনগণ স্বীয় স্থূল-বুদ্ধির লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াই সেবানুকূলবিচারে ব্রহ্মচর্যে অবস্থিত হইতে পারেন; নতুবা স্কন্দভাবে অসদ্বৃত্তিজীবী হইয়া পতিত হন এবং হরি-ভক্তবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন।

বৈষ্ণবের আচারবর্ণনে যোষিৎসঙ্গের আদর নাই। ভগবদ্বিমুখ জনগণ স্ত্রৈণ হওয়ায় ও প্রকৃতিপ্রসূত জগতের ভোগের জন্য ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রমত্ত হওয়ায় ব্রহ্মচর্য্য-রহিত। স্বাধ্যায় ব্যতীত ভগবানে কায়-মনোবাক্যবৃত্তি নিযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মে বিচরণকারী ব্যক্তিই ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। প্রাকৃত সাহজিক প্রাপঞ্চিক ভোগ্যবস্তুসমূহের ভোক্তার অভিমানে ব্যস্ত হইয়া বৈকৃত রাজস, তামস অহঙ্কারে নিযুক্ত থাকে। সেই সকল পরিচ্ছিন্ন সসীম, খণ্ড ও হেয় বস্তুসমূহের পূজনকার্য্যে আত্মনিয়োগ করায় তাহার ব্রহ্মচর্য্যের অভাব হয়। কৃষ্ণসেবানুকূলে অখিল ইন্দ্রিয়নিয়োগই ব্রহ্মচর্য্যের তটস্থ লক্ষণ এবং কৃষ্ণসেবোন্মুখ বিচার গ্রহণ করিয়া অগ্রসর হইলেই ব্রহ্মচর্য্যের সাফল্য; নতুবা কেবল পঞ্চাশার জীবসমূহ ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ হইলে এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত কারাবাসিগণের ইন্দ্রিয়-তর্পণে বঞ্চিত হওয়াকেই যদি ব্রহ্মচর্য্য বলা যায়, তাহা হইলে স্বরূপে বিভ্রম বা অবৈদিক হইবার আর কি অবশিষ্ট থাকিল? অশ্রৌতপন্থী বা তর্কপন্থী কখনই ভাগবত বা ব্রহ্মচারী হইতে পারেন না। গৃহব্রতী বৈষ্ণবগণ নৈষ্ঠিক্যের মিতাচার পরিহার করেন না।

বিষ্ণুভক্তিনিরত জনগণই নির্ম্মৎসর। বৌদ্ধ ও জৈননীতি বর্ণিত অহিংসাদি বিচারের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবার রুচি প্রদর্শন করে, তথাপি উক্ত নীতিবাদিগণ আত্মঘাতী। উঁহাদের অনার্থকতার প্রবল হওয়ায় তাঁহারা আত্মিক হিতাকাঙ্ক্ষ জগতের ভোক্তৃত্বে আপনাদের চেষ্টা নিয়োগ করেন। ঐরূপ অনাত্মবিদের আত্ম-তাড়ন হিংসারই প্রকারভেদ জানিতে হইবে। "চৈতন্যদেবের দয়া কর হ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥" এইকথা যাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া অহিংসার কৃত্রিম ব্যাখ্যায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা আত্মঘাতী বলিয়া হরিসেবা-তাৎপর্য্যকে 'অহিংসা' বলিয়া জানিতে পারেন না। সর্বক্ষণই হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভাগবতগণের অহিংসাপ্রবৃত্তিকে বহুমানন করিতে পারেন না। বালকোচিত অধৈর্য্য ভক্তিবিদ্বেষী করাইয়া হিংসারাজ্যে চতুর্বর্গাভিলাষী করিয়া ফেলে। কৃষ্ণপ্রেমই যে বেদপ্রতিপাদ্য প্রয়োজনতত্ত্ব—ইহা তাঁহারা বুঝিতে না পারিয়া মৎসর-স্বভাব গ্রহণ করেন।

প্রাকৃত বিপরীত ধর্ম বিপরীত রুচি-বিশিষ্ট জনগণকে বিভিন্ন আলাপে আবদ্ধ করে। কেহ কোন ব্যাপার-বিশেষকে নীতিপুষ্ট মনে করিয়া তদ্বিপরীত ব্যাপারকে 'দুর্নৈতিক' প্রভৃতি সংজ্ঞায় অভিহিত করেন। নিজ নিজ স্বার্থ-পোষণ উদ্দেশ্যে বিবিধাহঙ্কারযুক্ত ভগবদ্বিমুখ জনগণ নিজ নিজ কৃত কার্য্যকে নীতিপুষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই পরস্পর বিবদমান বিপরীত ভাবসমূহ যাঁহার হৃদয়কে উদ্বেলিত না করে, তিনিই 'সমতা' লাভ করেন। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" নির্বিশেষবাদী গীতার এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিতে অসমর্থ, কেন-না তাঁহাদের ভক্তি-বৈমুখ্য বিবিধাহঙ্কার মন্যুধারা তাঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া সত্যে উপনীত হইতে দেয় না। ব্রহ্মজ্ঞবিৎ পণ্ডিতগণই 'সমদর্শী' বলিয়া কথিত। তাঁহারা প্রাপঞ্চিক উচ্চাবচ ভাবসমূহের সহিত বাস্তবসত্য—যাহা প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্বে এবং পরেও অবস্থিত থাকেন, তাহার বস্তুগত ভেদ কল্পনা করিয়া তাৎকালিক বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত খণ্ড-খণ্ড জগতের ভাবসমূহে আবদ্ধ থাকায় সমতা হইতে, অপ্রাকৃত হইতে, অভেদ হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচাররূপ সমভাবরূপ ভাববিশিষ্ট। ইন্দ্রিয়তর্পণ-রত আধ্যাত্মিক অধোক্ষজ-সেবাবিমুখ হইয়া বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের প্রতিকূল-ভাববিশিষ্ট হইলেই ভাগবত-জীবনের সমতা বুঝিতে পারা যায়।

দৃশ্য-জগতের ভগবদ্বিমুখজনের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য ব্যাপার সিদ্ধান্ত না করিয়া সকল

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়।

যদ্যপি ভগবৎসেবোপকরণ-যোগ্যতা আছে এবং অন্তর্যামিরূপে ভগবত্ত্ব তাঁহাদের নিকট হইতে তদ্রূপ আংশিক সেবা গ্রহণ করেন—এইরূপ দর্শনকারী হইয়া নিজতোষের আরোপ না করিয়া ভাগবত-জীবন লাভ করা উচিত। ভগবান্ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং ভগবদ্বিরোধিজ্ঞানে . প্রাপঞ্চিক বিষয় ভোগী মায়াবাদী বিবর্ত্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেইরূপ বিচার অদ্বৈত-বিচারে ভাগবত-জীবনের অনুকূল নহে। শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারপরায়ণ শ্রীমদানন্দতীর্থপাদ মূলবস্তুতে যে ভেদের বিচার করেন, সেই ভেদ-দর্শনে ভগবদানন্দ-বাধের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জীব-বিচারে কেবলাদ্বৈতবাদী যেরূপ স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিত জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ স্বীকার বা দর্শন করেন, ভাগবতের দর্শনে তদ্রূপ দর্শন স্বীকৃত হয় না। চিদ্ধর্ম্মবিশিষ্ট জীব অচিদ্ভেদে প্রতিষ্ঠিত নহেন, অথবা বিশেষত্বে বিস্তৃত নহেন। জীবের স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিতে আনন্দের বাধা বর্ত্তমান। উহাকেই মূঢ়জ্ঞানে ভোগপরায়ণ জীব জগন্মিথ্যাত্ববাদ স্বীকার না করিলেও জগতের চিদানন্দের স্বীকার করেন না। যেকালে তিনি ভগবদবতারের প্রাপঞ্চিক অধিষ্ঠান উপলব্ধিপূর্ব্বক আত্মোৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হন, তৎকালে জীবের আনন্দাভাব থাকে না; অথবা জগতের প্রতি ভোগবিচার প্রবল হয় না। মুক্তগণ ও বিগ্রহাশ্রয় জীব, উভয়েই স্বরূপতঃ ভগবানের চিৎসেবোপকরণবিচারে অন্তর্যামিস্বরূপে সজাতীয়,—এই প্রকার বৈষম্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেই তাঁহার সর্ব্বত্রই নিজ প্রভুর সত্ত্ব পরিলক্ষিত হয়। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই একমাত্র আকর্ষণ-ধর্ম্মে বৈষম্য সংরক্ষণ করেন,—এই দিব্যজ্ঞানের উদয়ে জীবের কেবলা ভক্তিই আত্মবৃত্তি বলিয়া অলক্ষিত উপলব্ধি ঘটে। মহাভাগবত—অনিকেত, অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরে যে তাঁহার নিত্য আবাসস্থলী নাই—একথা বুঝিতে পারেন। গৃহে, শরীরে ও প্রভুতাকালে সর্ব্বত্র ভগবৎসম্বন্ধ দর্শন করিয়া তাঁহার নিত্য আবাসস্থলী ভগবৎপাদপদ্মধূলিতে নিহিত—এই কথা বুঝিতে পারিলে সাত্ত্বিক স্বভাব, রাজসিক আবাস ও তামস দ্যূতক্রীড়া-সদন-ভক্তোপ্রয়-দর্শনপরতায় নিবাস স্থাপন না করায় তিনি অনিকেত হন। আশ্রিত-ভাগবতগণের অংশবিশেষরূপ স্বরূপোপলব্ধিতে যে ভেদ-জ্ঞান প্রবল রাখিয়া নিত্য স্বয়ং স্বরূপ অবিচ্ছেদ্য শক্তিতে অবস্থিত, তাহা মায়িক ভেদবিচারে অচিন্ত্যভেদের ব্যাঘাত করে, তাদৃশ উপলব্ধিরাহিত্যে অনিকেত। প্রপঞ্চে অবস্থানকালে সকল বস্তুই যে ভগবৎ-সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট—এই বিচার প্রবল হইলে জীবের অসন্তোষের কারণ থাকে না। তিনি তখন প্রভুভাবে সম্ভাবরণের জন্য ব্যস্ত না হইয়া লোকদৃষ্টি হইতে স্বদেহকে বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদন করেন এবং ভগবৎসঙ্গিগণের নিত্য সঙ্গে বাস করিবার অভিপ্রায়ে মায়াবাদী, কর্ম্মী ও যথেচ্ছাচারীর সঙ্গ বর্জ্জন করেন।

দুঃসঙ্গলাভকারীর অহংগ্রহোপাসক-দল অথবা প্রবৃত্ত ভোগাকাঙ্ক্ষি-সম্প্রদায় যেরূপ বিচার-প্রণালীতে ভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়-গর্হণ করেন, তাদৃশী নিন্দা ও প্রশংসা প্রয়োজনীয় বোধ করেন না।

শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ

——::(•)::——

নিদ্রা ভঙ্গ হইবামাত্র ভগবৎপরম্পরার মহিমান্বিত নামাবলী কীর্ত্তন করিবে।

যখন বৈষ্ণবগণ ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্তের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদিগের যথাশক্তি পূজা বিধান করিবে। কিন্তু হঠাৎ তাঁহাদিগের নিকট হইতে উঠিয়া হইয়া চলিয়া যাইও না, ঐ প্রকার চলিয়া যাওয়া মহা অপরাধ।

কোন বৈষ্ণব তোমার নিকট আসিতেছেন জানিলে তুমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে ভুলিও না এবং যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুব্রজ্য করিবে। এই প্রকার আচরণের লঙ্ঘন করিলে মহা অপরাধে পতিত হইতে হয়।

শ্রীবৈষ্ণবের অধীনে থাকিয়া তাঁহাদের সেবা দ্বারা জীবন-ধারণ কর। কিন্তু যাহারা বৈষ্ণবের কৃপা-লেশও প্রাপ্ত হয় নাই, এই প্রকার ব্যক্তিগণের সেবা, তাহাদের গৃহে গমনাগমন, তোমার নামের পূর্ব্বে তাহাদের নামের উল্লেখ অথবা জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাহাদের উপর নির্ভর প্রভৃতি কার্য্য অতি শীঘ্রই তোমাকে পাতিত করিবে।

ভগবানের মন্দির, তাঁহার ধ্বজ বা চূড়া তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র ভক্তিভরে করযোড় করিবে।

অদ্ভুত কোন দেবতার অলৌকিক কার্য্যের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইও না।

শ্রীবৈষ্ণবগণ যখন ভগবান্, ভগবদ্ভক্ত বা শ্রীগুরুদেবের বন্দনা ও তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করেন, সেইকালে তাঁহাদের কার্য্যে বাধা দেওয়া অথবা তাঁহাদের সহিত বিতর্ক করা মহা অপরাধ।

কখনও শ্রীবৈষ্ণবগণের ছায়া অতিক্রম করিবে না।

তোমার ছায়া যেন কোনক্রমে তাঁহাদের উপর পতিত না হয়।

যদি কোন নিম্নাধিকারী বৈষ্ণব তোমাকে প্রণামে অভিবাদন করেন তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে উপেক্ষা করিও না, কারণ তাহা মহা অপরাধ।

যদি কোন শ্রীবৈষ্ণব তোমাকে অভিবাদন করিয়া 'আমি আপনার দাস' এই প্রকার দৈন্যোক্তি করেন তাহা হইলে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অপমান প্রদর্শন করিও না, কারণ উহা গুরুতর অপরাধ।

যদি কোন শ্রীবৈষ্ণবের নিদ্রালুতা, আলস্য, নীচকুলে আবির্ভাব প্রভৃতি কোন দোষের কথা অবগত হও তাহা হইলে উহা অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। উহার কথা তোমার নিকট গুপ্ত রাখিয়া কেবল তাঁহার গুণাবলীই প্রকাশ করিবে।

যাহারা ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তের কথা অবগত নহে, তাহাদের পাদোদক গ্রহণ করিবে না।

প্রত্যহ যে-কোন প্রকারে হউক শুদ্ধবৈষ্ণবের পাদোদক সংগ্রহ করিয়া তাহা গ্রহণ করিতে ভুলিও না।

কখনও তুমি নিজকে শুদ্ধবৈষ্ণবের সমান বলিয়া বিবেচনা করিও না।

অনবধানতাবশতঃ শ্রদ্ধাহীন কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে সচেল স্নানাদি করিবে এবং শ্রীবৈষ্ণবের পাদোদক গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে বিশুদ্ধ করিবে।

অপ্রাকৃতলীলাবিতানপুষ্ট, জ্ঞানবান্ ও ভক্তিধনে বিভূষিত মহাজনগণকে দেহধারী পরমপবিত্রাত্মা বলিয়া জানিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদিগের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।

জন্ম বা অন্য কোন প্রাকৃত বিচার দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিবে না। তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া তুমি আত্মমঙ্গল লাভ করিতে পারিবে, এইজন্য ভগবদিচ্ছায় তাঁহারা তোমার নিকট প্রেরিত হইয়াছেন, ইহাই জানিবে।

যৎকিঞ্চিৎ

——::•::——

সাধারণ লোকের অনুমোদনের দ্বারা হরিভক্তির পরিমাণ ঠিক করা যায় না। ভক্তির দুই প্রকার লক্ষণ—স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ, স্বরূপ লক্ষণ—কৃষ্ণৈকশরণতা। ইহাই ভক্তির মুখ্য লক্ষণ আর বাদবাকী সবই গৌণ। মুখ্য লক্ষণ বাদ দিয়া গৌণ লক্ষণের কোন মূল্য নাই। মুখ্য লক্ষণের অনুগত্যে অন্যান্য গুণি থাকিলেই তাহা শুদ্ধা ভক্তি নামে অভিহিত হয়। শরণাগতির লক্ষণ ছয়টী। 'আনুকূল্য সঙ্কল্প' অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির যাহা অনুকূল তাহাই আমি অবশ্য স্বীকার করিব। 'প্রাতিকূল্য বর্জ্জন' অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির যাহা প্রতিকূল তাহা আমি অবশ্যই বর্জ্জন করিব। 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ' অর্থাৎ কৃষ্ণ নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন, এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস। কৃষ্ণ ব্যতীত আর রক্ষাকর্ত্তা কেহই নাই, আমি নিজের দ্বারা বা বিশ্ববাসী কাহারও দ্বারা রক্ষিত হইতে পারি না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই সম্পদ-বিপদ উভয় কালেই রক্ষাকর্ত্তা, এইরূপ বিশ্বাস। 'গোপ্তৃত্বে বরণ' অর্থাৎ কৃষ্ণকে পালয়িতা বলিয়া বরণ। আমি নিজের দ্বারা নিজেকে পালন করিতে পারি না বা অপর কেহই আমাকে পালন করিতে পারেন না, এই বিশ্বাসের নাম গোপ্তৃত্বে বা পালকত্বে বরণ। আমার ইচ্ছা কৃষ্ণেচ্ছার অধীন অর্থাৎ কৃষ্ণ যে প্রেরণা দেন তদনুসারে চলাই 'আত্মনিক্ষেপ।' 'কার্পণ্য' অর্থাৎ আপনাকে দীনহীন, অকিঞ্চন বলিয়া জ্ঞান। এই ছয় প্রকার শরণাগতির মধ্যে আবার 'গোপ্তৃত্বে বরণ' অর্থাৎ কৃষ্ণকে পালকত্বে বরণই মুখ্য বা অঙ্গী, অন্যান্য সকলই অঙ্গ। শরণাগত নিষ্কপটে সেবা করিলেই জীবের মঙ্গল হয়। নিষ্কপটতাই হরিভজনের মূল।

ঁ প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড ৸০; ৪র্থ খণ্ড—৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীধাম-মায়াপুর,

নদীয়া

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ-মূলমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রবাসিকাভাবসূরে'-দীপা-প্রকাশ'গ্রন্থাদি আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালী প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন বং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহ বৈষ্ণব শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং শ্রীমন্দির বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপা পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) শ্রীস্বরূপগঞ্জ শ্রীমন্দিরাদি

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ও বিভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গোস্বামী বিশ্বনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাহ্নগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাহ্নগর, (বর্দ্ধমান)
শ্রীচৈতন্যভাগবতকার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌরপুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা —(শ্রীনৃসিংহদেবের প্রাচীন বিগ্রহবতী)
পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়ার

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপাড়ি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) প্রাগজ্যোতিষ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারিদা পোঃ আরি, ঢাকা।
পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) পুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্‌চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

ওনং গান্ধী রোড, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিনাভি, জেলা মাহারাজপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিঘাপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মুরলী রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১৭ বড় গণেশ, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যাশ্রম মঠ,

পোঃ বিন্দাচল, মীরজাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কৃষ্ণবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) নন্দের বিহারী মঠ

বরষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বরষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বরষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবাকুঞ্জ,

পোঃ হোডোল, জেলা গুরগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৫২নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, আগষ্ট ক্রান্তি মার্গ, বোম্বে ৭

(৫০) সারঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সারঙ্গপুর, উড়িষ্যা
শ্রীশ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীবিগ্রহসেবা

(৫১) বালেশ্বর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ বালেশ্বর, এবং গোপীবল্লভপুর
শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সেবা

(৫২) কটকগৌড়ীয়মঠ

আলমচাঁদবাজার, পোঃ কটক, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) গোপালজী

(৫৬) আলালনাথ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী

(৫৭) ভক্তিকুটীর মঠ

রায়পাড়া, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) সাক্ষীগোপাল গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রভুপাদগৌড়ীয়-প্রাণ-সদন

শ্রীশ্রীহরিপদ, সাঁওতাল

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিড়িয়া, পোঃ দাসপুর, মেদিনীপুর

(৬১) কাঁথি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কাঁথি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাণীগঞ্জ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চেতলাগৌড়ীয়মঠ

কুমারখালি, পোঃ চেতলা, (মানভূম)

(৬৪) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং গ্লাডষ্টোন ষ্ট্রীট, লণ্ডন।

(৬৫) জার্মান গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২
৫১, অর্ডনেন্স
স্ট্রাসে, বার্লিন, ডি ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১৩।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ডিগটন রোড, এলাহাবাদ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

ঝরাবাদ, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহাপ্রভু ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(:০:):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ৩ দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৸/০	।৶০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
" অর্দ্ধকলম	৮৲	৭৲	৭৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	২।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
" এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২।০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৵৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———:::(০):::———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জিনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দসূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকাটোর সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাবিবিধ শোভিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, বাংলাবাজার, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

——— ———

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(:০:)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—সহরের বাহিরে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিবেশ খোলা। অধ্যাপকগণ যোগ্য ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে খোরাক ও বেতনাদিসহ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৪ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউশন
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নব'কশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল গৌড়মণ্ডল-ক্ষেত্রমণ্ডলে বৈকুণ্ঠ ক্ষেত্রমণ্ডলকস্থ পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিজ্ঞ জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বগু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল হরিকথা সম্ভাষণাদি কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদের 'প্রবন্ধাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমার্দ্ধিক নিত্য'ত'বধূন ব্যয়ে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তগণের পাঠকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গৌরগবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অমৃত-কণা আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অত্যিমর্ত্ত জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের আদেশক্রমে পরবিদ্যাসাহিত্যের সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

সোনার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। নিজের সীল সংযুক্ত কাগজের এবং নূতন ... একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৬	৬-২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৪৬	১৬-৪৬	১৭-৪৩	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-৩
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৬
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ		৫-৪৫		৯-১৭		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ		৬-২০	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-৩১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৬	১৯-৫৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ				১১-১			১৭-২৩		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪৬	২৩-০৭

পোঃ—শ্রীরামপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীরাম
শ্রীরামপুর'

REGD NO C 1143

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রী—২রা ভাদ্র, ১৩৪৬. ১৯ই আগষ্ট, ১৯৩৯. শনিবার [১৪৭৭শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

অভিযোগের অর্থদণ্ড

শিয়ালদহের ১ম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আবুল হোসেন সাহেব দুর্গানগর ইউনিয়ন বোর্ডের বিশিষ্ট সদস্য ও অভিযুক্ত কিশোরীলাল সরকারকে দণ্ডবিধির ৩৭৯, ৩৮৬ ও ৩৪২ ধারায় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ২০০৲ দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অনাদায়ে তাঁহাকে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ইন্দুলাল সরকারকে অন্যায়ভাবে আটক রাখিয়া আসামী তাহার দেশালী ও তোলা জোর করিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়া রাখিয়াছিল।

জাপ-বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ

স্যার রবার্ট ক্রেগী মিঃ আরিটোর সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকারের ফলে একটা আশার আলোক দেখা দিয়াছে এবং অল্প দুই দিনের মধ্যেই পুনরায় বৃটিশ-জাপ আলোচনা শুরু হইবে বলিয়া মনে হয়। টোকিওর একটি প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ যে, স্যার রবার্ট ক্রেগী বলিয়াছেন যে, দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি লণ্ডন হইতে নির্দ্দেশ পাইবেন বলিয়া তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। স্যার রবার্ট ক্রেগী না কি মিঃ আরিটোকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, লণ্ডন হইতে যে সব নির্দ্দেশ আসিবে তাহা তিয়েনৎসিনের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের সহায়ক হইবে।

উত্তরে মিঃ আরিটো না কি ইঙ্গ-জাপ আলোচনা যাহাতে পুনরায় শুরু হয়, তজ্জন্য তাহার প্রভাব বিস্তার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

আক্রমণ চালাইবার সঙ্কল্প

চীনের সাংহাই রণাঙ্গনের চীন সেনাধ্যক্ষ জেনারেল চ্যাং চি-চুঙ ঘোষণা করিয়াছেন যে, শীঘ্রই চীনারা ব্যাপকভাবে পাল্টা আক্রমণ চালাইবে। জাপানীরা সংহাইপ্রাচীরের নিকটবর্তী এলাকায় আক্রমণ চালাইবার সময় চীনারা শুধু আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিল কিন্তু এক্ষণে তাহারা হংচাওয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে অভিযান চালাইতে শুরু করিয়াছে; সুতরাং অতঃপর চীনা বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

জাপ-নির্য্যাতনের ভয়ে অন্যত্র গমন

সিঙ্গিং হইতে প্রেরিত এক সংবাদে প্রকাশ, শানসির সমস্ত বৃটিশ অধিবাসী শানসি ত্যাগ করিয়াছে। চারজন মিশনারী অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা রওনা হইয়া গিয়াছেন।

তিয়েনৎসিনে জাপানী এলাকা ও বৃটিশ এলাকার মধ্যে যে পুলটি ছিল, জাপ-তাঁবেদার চীনা কর্তৃপক্ষ তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। জাপানীরা বলিতেছে, এবার বেজায় বৃষ্টি হইয়াছে, গত আশী বৎসরের মধ্যে তেমন হয় নাই; এই বৃষ্টির ফলে প্লাবন হওয়াতেই পুলটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

শ্রোতাকিয়ার নূতন আন্দোলন

গত বৎসর শরৎকালে হাঙ্গেরী এবং পোল্যাণ্ডকে শ্লোভাকিয়ার যে সব অংশ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং মার্চ্চ মাসে হাঙ্গেরী যে দুইটি সহর অধিকার করিয়াছে, শ্লোভাকিয়াকে সেই সব অঞ্চল ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য পূর্ব্ব শ্লোভাকিয়ার সহরগুলিতে এক আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। শ্লোভাক-মন্ত্রিগণ এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারিগণ কয়েকটি বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে যখন ব্রিটেনের এবং জার্মাণ সৈন্য বাহিনীর উল্লেখ করা হয়, তখন জনতা বিপুল হর্ষধ্বনি করে।

হাপুয়ার রাণী ও রাজমাতা গ্রেপ্তার

গত ১৯শে জানুয়ারী হর্দোই জিলার হাপুয়ার রাণীকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রাসাদের সম্মুখে গুলি করা হয়। এই সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রহমান বক্স কাদরীর এজলাসে এক মামলা চলিতেছে। গোয়েন্দা পুলিশ হাপুয়ার রাজাকে এবং দক্ষ বিভিন্ন রোডে রাজমাতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, রাজার বাড়ীতে ২০টি বে-আইনী বন্দুক ও কার্তুজ প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। রাজা ও রাজমাতার জামীনে মুক্তির আবেদন নামঞ্জুর হইয়াছে।

সীমান্ত ব্যবস্থা পরিষদের উপনির্ব্বাচন

হরিপুর পল্লী মুসলমান কেন্দ্র হইতে সীমান্ত ব্যবস্থা পরিষদের উপ-নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য কাজী পন্থী মিঃ মুহম্মদ আসলাম কংগ্রেস প্রার্থী মনোনীত হইয়াছে। মনোনয়ন পত্র গৃহীত হইয়াছে: উক্ত কংগ্রেস প্রার্থীসহ ৪জন প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে মুসলিম লীগের একজন প্রার্থী আছেন।

বেলুচিস্থানের আয়-ব্যয়

বেলুচিস্থানের ১৯৩৮-৩৯ সালের আয়ব্যয়ের হিসাব বাহির হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে, ৭৫ লক্ষ ৯ হাজার ৩৬ টাকা ব্যয় হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষে আয় ২১ লক্ষ ২২ হাজার ১৩৫ টাকা এবং ব্যয় ৮৩ লক্ষ ৩১ হাজার ১৭১ টাকা।

প্রধান প্রধান ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায়, কৃষি ৩৪৭,৩১৪৲, শাসন ১০৫,০৫৬, জেল ১৭৮,০৩১৲, শিক্ষা ৩০৭,৬৯২, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ৬৯৪,১০৫, সম্রাট প্রতিনিধি ২০০,০০০, উপজাতি অঞ্চল ১৫০,০০০, ক্রটিয়ার কনষ্টেবুলারী ও মিলিসিয়া ১,৬৯৯,৩২৩ টাকা।

চৌদ্দটি বিমান পথ বন্ধ

কোন কারণ উল্লেখ না করিয়াই সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট মস্কো হইতে ১৪টি বিমানপথে বিমানপোত চলাচল বন্ধ করিবার আদেশ দিয়াছেন। পুনরাদেশ না হওয়া পর্যন্ত এই আদেশ বহাল থাকিবে। মস্কো হইতে মধ্য এশিয়ার নোভোসিব্রিস্ক ও আর্কেঞ্জেল এবং ককেশাস যাইবার পথও এই ১৪টি পথের অন্তর্গত।

ভক্তের অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সমন্বিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজনের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অভিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। রীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র রীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—I৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—I০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

৩ শ্রীযুক্ত ভূপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ... ১৪০৲
প্রথম স্কন্ধ হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ... ২৸
দশম স্কন্ধ— ... ৯৲
২। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ... ৯৲
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ... ৬৲
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (বাঁধা) ... ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ১৲; ৩য় খণ্ড—৸০ ৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ... ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ... ১৷০
৯। জৈবধর্ম ... ৫৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ... ৫৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ... ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ... ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ... ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ৷।
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ... I০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ... ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষদ্ ... I০
১৮। বামন-আশ্রম ... I০
১৯। তত্ত্ববিবেক ... I০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ... I৵০
২১। গৌড়ীয়-গীতিকা ... I৵০
২২ ভজন রহস্য ... I০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ... ৩৲
অবাঁধা) ... ১৲
২৬। গীতায় কেবল রাজ-ভাষা ... I০
২৭। মুক্তাফলম্ শ্রীগৌরাঙ্গঃ (সানুবাদ) ... ২৲
২৮। প্রেমাম্ভোজমরন্দ (সানুবাদ) ... I০
২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ... ৸০
৩০। দীন-দিক্-দর্শন ... ৶০
৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ... I৵০
৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ... I০
৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ... ৸০
৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ... ৶০
৩৫। গীতমালা ... ৴১০
৩৬। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ... ৶০
৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ... ৶০
৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ... I০
৩৯। শ্রীগোদ্রুমব্রজপরিক্রমায় ... I০
৪০। শরণাগতি ... ৴০
৪১। গীতাবলী ... ৴০
৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ... ৸০
৪৩। সাধনকণা ... ৴০
৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ... ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ... ০৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (বৈষ্ণব সংস্করণ) ... ৴১০
৪৯। অর্চনকণ ... ৷১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ... ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ... I০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ... I০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ... ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ... I০
৫৫। ভক্তকাঙ্গালী বা মায়াবাদশতদূষণী ... I০
৫৬ ভারতবর্ষ ও দক্ষিণপথ ... ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যাদিসহ) ... I০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণদেবের ... ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ... ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ... ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ... I০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ... I০
৬৩। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ... I০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ... I০
৬৫। সানুবাদ শিক্ষাষ্টকম্ ... ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বপরিচয়ঃ ... ৴০
৬৭। মায়াবাদনির্দ্দলন ... ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ... I০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ক'স অব সেবার ... I০
৭০। নামভজন ... ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স্ মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ... I০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ... I৵০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ... I০
৭৪। বৈষ্ণবীজম্ ... I০
৭৫। তোয়ার্ডস গৌড়ীয়মঠ টু কুইং ... ৴০
৭৬। দি ভাগবত ... I০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড আনঅ্যালয়েড ডিভোশন ... I০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ... ১৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ... ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ... I
৮১। সাধন-পথ ... I০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ... ৶০
৮৩। গীতাবলী ... ৴০
৮৪। শরণাগতি ... ৴০

আসামিজ ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ... ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ... ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৭শ বর্ষ { ১১ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ২রা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ১৯শে আগষ্ট ইং ১৯৩৯, শনিবার } ১৪১৭ সংখ্যা

প্রচার-প্রসঙ্গ

—:০:—

কলিকাতা মহানগরীতে

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায়চৌধুরী (বালিয়াটীর জমিদার ও ব্যাঙ্কার) মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে গত ১৩ই আগষ্ট রবিবার সন্ধ্যার সময় কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ কলিকাতা মহানগরীর পোস্তা-বাজারস্থিত তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন।

শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা নবম অধ্যায় হইতে শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কোদ্ধার প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন,—"আমরা চৌরাশী লক্ষ যোনিতে বহুবার ভ্রমণ করিয়াছি। ভোগ ও ত্যাগের নাগরদোলায় বহুকাল ঘুরিয়াছি। কিন্তু কোন দিনই আমরা শান্তি পাই নাই বা এ জগতে এমন কোনও বস্তু পাই নাই, যাহাতে প্রকৃত শান্তি আছে। আমাদের এই প্রকার জন্ম-মৃত্যু ক্ষয় হইয়া যায়, ত্রিতাপজ্বালা দূর হইয়া যায়, প্রকৃত শান্তি পাওয়া যায়, যদি আমরা আমাদের নিত্য-স্বভাবে, নিত্য-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি, যদি নিত্যসেব্য, নিত্যপালক, নিত্যপ্রভু, নিত্য প্রাণনাথ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবা লাভ করিতে পারি।"

পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নিম্নে কতিপয়ের নাম প্রদত্ত হইল—

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, জমিদার ও ব্যাঙ্কার বালিয়াটী, শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার ও ব্যাঙ্কার বালিয়াটী, শ্রীযুক্ত রমণীমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার ও ব্যাঙ্কার বালিয়াটী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এ্যাড্‌ভোকেট, জমিদার ও ব্যাঙ্কার বালিয়াটী, শ্রীযুক্ত মধুসূদন পোদ্দার মার্চ্চেণ্ট প্রভৃতি।

ভক্তিশাস্ত্রীজীর যুক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ আলোচনা পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

শ্রীক্ষেত্রে

গত ১২ই আগষ্ট শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শাখা শ্রীপুরুষোত্তমমঠে শ্রীপাদ গৌরাশ্রয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিবিজয় মহোদয় পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল ভক্তি[illegible] পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে পুরী সহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শ্রীগৌড়ীয়ের বাণী ও আচার-ধারা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মচারীজী আহারবিহারের বিচার এবং আচার্য্যগত শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতিরেকে যে শ্রীভগবানের সেবা লাভ হইতে পারে না, ইহা বিশেষভাবে শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা প্রতিপাদন করেন। উপস্থিত ভদ্রলোকগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রশ্ন করেন যে, আহারবিহার মধ্যে আবার প্রাকৃত বিচারের চিন্তাস্রোত দেখা যায় কেন? তদুত্তরে "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" প্রভৃতি শ্লোকদ্বারা ব্রহ্মচারীজী বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন যে, মহাভাগবতের মধ্যে কোনও প্রকার প্রাকৃত দোষ থাকিতে পারে না। একমাত্র শরণাগতি দ্বারাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবকৃপা জানিতে পারা যায়। এ বিষয়ে তিনি "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো" উপনিষদোক্ত শ্লোকটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার মুখে শাস্ত্রসঙ্গত বাণী ও অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

মাটুরায়

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দ গত ১০ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার দিবস মাটুরা-নিবাসী মিঃ নন্দকুমার সি. মুন্সি মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় তাঁহার বাসভবনে উপস্থিত হন। নন্দকুমার মুন্সি মহোদয় স্বয়ং মোটরযোগে ব্রহ্মচারিগণকে তাঁহার গৃহে লইয়া যান। তাঁহার ভক্তিমতী মাতাঠাকুরাণী ব্রহ্মচারিগণকে যথাযোগ্য সম্মান পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করেন। ৮॥ ঘটিকা হইতে ৯॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারিবৃন্দ শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা, দশাবতার-স্তোত্র, 'যশোমতী-নন্দন,' 'ভজহু রে মন, শ্রীনন্দনন্দন' প্রভৃতি মহাজনপদাবলী এবং মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। তৎপরে সমবেত সজ্জন-মণ্ডলীর মধ্য হইতে কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তিমার্গের বৈশিষ্ট্য ও শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-প্রচারিত ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কিছু শুনিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে উপদেশক শ্রীপাদ নিতাইদাস ব্রহ্মচারী বাগ্মীবর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শাস্ত্রযুক্তিমূলে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বৈশিষ্ট্য এবং জগতে প্রচলিত ভক্তিপথের সহিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তির পার্থক্য সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ উপদেশাবলী কীর্ত্তন করেন। আত্মার স্বাভাবিক বৃত্তিই ভক্তি, ইহা যে দেহ-মনের ধর্ম্ম নহে, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

তৎপরে উক্ত সজ্জন কয়েকটী প্রশ্ন উত্থাপন করিলে ব্রহ্মচারীজী সকলের তাঁহাদের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন এবং বিশদভাবে আলোচনার জন্য তাঁহাকে মঠে আগমনের জন্য অনুরোধ করেন। মিঃ নন্দকুমারজী স্বীয় মোটরে করিয়া প্রচারকগণকে মঠে পৌঁছাইয়া দেন। শ্রোতৃগণের হরিকথাশ্রবণে আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়। মিঃ নন্দকুমারজী তাঁহার ভক্তিমতী মাতাঠাকুরাণী ও পত্নীর সহ সকলের হরিকথা শ্রবণে [illegible]।

রেঙ্গুনে

আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা রেঙ্গুন শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত ৬ই আগষ্ট রবিবার দিবস রেঙ্গুন-প্রবাসী কতিপয় সজ্জন মঠে আগমন করেন। তাঁহারা পাঠপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ নন্দনন্দন ব্রহ্মচারীজীর নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হন।

"নদীপারের জন্য যেমন একটা গেট, একটা মাঝি রাখতে হয়; সেরূপ একটা গুরু রাখারও দরকার"—এরূপভাবেই এই সকল লোক 'গুরু' ক'রেছে। এরা আমাকে কোন দিনই দেখে নাই, আমিও কোন দিনই তাদের সঙ্গ করি নাই।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

ত্রিদণ্ডিগোস্বামী [illegible]

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২, ট্রিপুর স্বয়ম্ভূ শ্রীগোস্বামী, গৌরাব্দ ৪৫০

আনুগত্য ও সেবা

——:০:(০):০:——

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া।
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

ভক্তিসোপানের প্রথম সোপান শ্রদ্ধা। প্রথমতঃ ভগবৎকথা শুনিবার জন্য শাস্ত্র ও সাধুজনে শ্রদ্ধা চাই। শ্রদ্ধা বা আগ্রহ জন্মিলে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন অনুভূত হয় পরে সাধু ও গুরুকৃপায় ভজনের আরম্ভ। ভজন আরম্ভের পর ক্রমে ক্রমে অনর্থনিবৃত্তি অর্থাৎ ভক্তিপথের বিঘ্নসকলের বিনাশ, ভক্তিতে নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি হয়; পরে ভাবের উদয় এবং তারও পরে ভগবৎপ্রেমের উদয়। ইহাই জীবের চরম ও পরম লক্ষ্য—শ্রেষ্ঠতম ও পঞ্চম-পুরুষার্থ।

এই ভক্তিধর্মের অনেক অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে নয়টী অঙ্গ প্রধান। যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

প্রথম সোপানরূপ শ্রদ্ধালাভের জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রবণ একান্ত দরকার। 'শ্রবণ' অর্থে ভগবান্ ও জীব এতদুভয়ের সম্বন্ধ এবং জীবের কর্ত্তব্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রবণকে বুঝায়। এই সকল শ্রবণীয় বিষয়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন। ইহার মধ্যে সম্বন্ধবিষয়ক জ্ঞানই সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বাধিক প্রয়োজন। উহা পরবর্ত্তী দুইটী বিষয়ের ভিত্তি। শ্রবণ ব্যতীত এই সম্বন্ধ-বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তৎপরে সেবা বা ভজন আরম্ভ। সেই সঙ্গে শ্রবণ আরও বিস্তৃতরূপে চলিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে কীর্ত্তনেরও আরম্ভ অর্থাৎ প্রাথমিক শ্রবণের পরে ঐ বিষয়ে মনের কতকটা স্থির ধারণা হইলেই তখন সঙ্গে সঙ্গে শ্রবণ ও কীর্ত্তন অর্থাৎ আচার ও প্রচার হইতে থাকে।

এই শ্রবণ-কার্য্য সাধু ও শাস্ত্রের নিকটেই করিতে হয়। এই শ্রবণ যেখানে সেখানে বা যাহার তাহার নিকট হইতে পারে না। শাস্ত্রের নিকট শ্রবণপর হইলেও প্রকৃত ভক্ত ও শাস্ত্রমর্ম্মজ্ঞ সাধুজনের নিকট শ্রবণ কর্ত্তব্য। কেবল নিজ ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা শাস্ত্রমর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না। তাহাতে নিজ মনগড়া ব্যাখ্যা বা অর্থোপলব্ধি হইয়া থাকে। অতএব সাধুসঙ্গই বিশেষ প্রয়োজন। সাধুসঙ্গ ব্যতীত শ্রবণও হয় না, সাধন-ভজনও হয় না। সাধুসঙ্গই সকল ধর্ম্মশিক্ষার মূল। গুরুই প্রকৃত সাধু। যিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রীভগবন্মুখনিঃসৃত বেদাদি শাস্ত্রে সুনিপুণ এবং পরব্রহ্মে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই একমাত্র গুরু—তিনিই আচার্য্য—তিনিই বৈষ্ণব। এবম্বিধ বৈষ্ণব মহাজন জগতের গুরু—সর্ব্ব বর্ণের, সর্ব্ব আশ্রমের গুরু। শ্রবণের নিমিত্ত এতাদৃশ গুরুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার সহিত অভিগমন করিতে হইবে। তখনই গুরু সরল অকপট চিত্তাদিকে বিশুদ্ধভাবে উপদেশ করিয়া থাকেন, নচেৎ নহে।

এইরূপ গুরুও জগতে বড় অল্প সুলভ নহে। কিন্তু তাই বলিয়া যেমন তেমন লোকের নিকট গমন করিলে চলিবে না। এইরূপ সদ্গুরু দুষ্প্রাপ্য হইলেও অপ্রাপ্য নহেন। সরল হৃদয়ে ব্যাকুলতার সহিত সদ্গুরু লাভের জন্য অনুসন্ধান ও প্রতীক্ষা করিতে হইবে। সময়ে সদ্গুরুর সন্ধান অবশ্য মিলিবে। এইরূপ সদ্গুরুলাভ বস্তুতঃ সৌভাগ্য সাপেক্ষ, কারণ ধর্ম্মজগতে ব্যবসায়-ব্যভিচার ও প্রতারণার প্রাচুর্য্য বিদ্যমান। ধর্ম্ম সাধারণের অজ্ঞাত ও ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু বলিয়া এ বিষয়ে ঐরূপ প্রতারণার খুব সুবিধা। যখন সদ্গুরুর দর্শনলাভ ঘটিবে, তখন প্রকৃত জিজ্ঞাসু হইয়া উঁহাকে প্রশ্ন করিতে হইবে। সংশয় নিবৃত্তি হইলে অন্য বিষয়ে স্থির ধারণা হইলে তখন অকপটসেবা দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হইতে থাকিবে। অতএব ধর্ম্মবিষয়ক প্রথম শিক্ষা সদ্গুরুর আশ্রয়গ্রহণ ও তাঁহার নিকট সম্যক্ শ্রবণ।

তারপরে অভিধেয়ের কীর্ত্তন। তাঁহার নিকট যাহা উপদেশ পাইবা থাকিবে, সেই সকলের সম্যক্ আলোচনা ও তাহাদিগের ভগবান্নাদির কীর্ত্তন করিতে হইবে। গুরূপদেশানুযায়ী ভগবানের অর্চ্চন, বন্দন, স্তবস্তুতি প্রভৃতিও এই দ্বিতীয় শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত। তন্মধ্যে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনই প্রধান ও অতি প্রয়োজনীয়। প্রথম শিক্ষার্থী বা প্রবর্ত্তকের পক্ষে নামকীর্ত্তন, শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, বন্দন প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক, কিন্তু এই সকলও সদ্গুরুর নির্দ্দেশানুসারেই কর্ত্তব্য। নতুবা তাহাতে স্বেচ্ছাচারিতা আসিয়া পড়ে এবং তাহা আত্মধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ভোগধর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণের সেবা বা ভজনই জীবের কর্ত্তব্য। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে কখনও ভোগ করিতে হইবে না। যদি ভজনের পরিবর্ত্তে ভোগ হয়, তবে তাহা ব্যভিচার, নাস্তিকতা, পাষণ্ডতামাত্র। তাহাই প্রাকৃত-সাহজিক ধর্ম্ম। অতএব শ্রীকৃষ্ণভজন ও শ্রীকৃষ্ণভোগ এই দুইএর পার্থক্য ও ব্যবধান বিশেষ বিচারপূর্ব্বক সম্যক্ অবধারণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে তীব্র সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, নতুবা পদে পদে পতন সম্ভাবনা। এই পথ অতি সঙ্কীর্ণ, অতি দুর্গম। প্রকৃত মহাজনের আশ্রয় ও অনুগমন ব্যতীত এইপথে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। এই পথে স্বাধীনভাবে বিচরণের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই।

শ্রীকৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে আমাদিগকে ভোগত্যাগ করিতে হইবে। আহার-বিহারাদি সকল বিষয়ে আমাদের বিশেষ সংযম অভ্যাস কর্ত্তব্য। অতএব ভগবদ্ভজনোদ্দেশে কতটা বিষয়গ্রহণ প্রয়োজন, ততটুকু অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা বিষয়ত্যাগ হেতু শুষ্ক জ্ঞানে পরিণত হইয়া যাইবে। ভগবদ্ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তিমাত্রেরই নিম্নলিখিত কএকটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সাধনপথে এই সকল উজ্জ্বল দীপবর্ত্তিকা। এ গুলি সাধকজীবনের মূলমন্ত্র।

"সততং স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

গুরুতত্ত্ব

(প্রাপ্ত)

আমাদের সম্বন্ধ-বিষয়ক মন সর্ব্বদাই কিছু না কিছু চিন্তা না করিয়া থাকিতে পারে না। ভাল এবং মন্দ দুইটীই মনের কার্য্য। এই মন কল্পনা করিয়া এ জগতের কোন কিছু আদর্শ খাড়া করিয়া তোলে, আবার তাহা মনঃপূত না হইলে ভাঙ্গিয়া ফেলে। আমাদিগের মনঃকল্পিত সকলগুলিই অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবান্ নিত্যবস্তু, তাঁহা ভাঙ্গা কিম্বা গড়া যায় না। মনোধর্ম্মী পুত্তলপূজক-সম্প্রদায় মনে করিয়া থাকে, অজ্ঞের মাটির পুতুলের ন্যায় যাহা, তাঁহাকে আমরা আমাদের মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়িতে বা ভাঙ্গিতে পারি।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥
জীবে সাক্ষাৎ নাহি তা'তে গুরু-চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে॥

দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু ও চৈত্ত্যগুরু—এই ত্রিবিধ গুরুতত্ত্বের কথা শাস্ত্র বলিয়াছেন এবং কৃষ্ণই গুরুরূপে প্রভাবু জীবকে দীক্ষা এবং শিক্ষা দান করেন ও তিনি বিষয়বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়বিগ্রহ-লীলাভিনয়কারী। গুরুতত্ত্ব এক, বস্তু অখণ্ড। দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর মধ্যে ভেদবুদ্ধি করিলে অপরাধ হইয়া থাকে। চৈত্ত্যগুরুর কৃপা না হইলে দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরুর স্বরূপ উপলব্ধির বিষয় হয় না। চিত্ত নানাপ্রকার অন্যাভিলাষ, কুটীনাটীর দ্বারা পরিপূরিত থাকায় আমরা চৈত্ত্যগুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হই। আমরা গুরুকৃপালাভে বঞ্চিত হইয়া যখন ভর্ত্তৃবুদ্ধি করি, তখনই মনোধর্ম্মের গোলাম হইয়া গুরু গ্রহণ করিতে পারি বা বর্জ্জন করিতে পারি, এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট হই। তখনই বর্ত্তমান 'গুরোরপ্যবলিপ্তস্য' শ্লোকের প্রকৃত অর্থ অবধারণে অসমর্থ হইয়া গুরুবর্জ্জন করিতে যাইয়া নিজেই গুরুকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রবাক্যে দেখা যায়—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

অর্থাৎ শ্রীভগবান্কে সর্ব্বক্ষণ স্মরণ করিতে হইবে। কখনও বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আর যাবতীয় বিধিনিষেধ উক্ত দুইটী বিধিনিষেধের অধীন।

অর্থাৎ ভোগাবিষ্টচিত্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক-রহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতরপন্থাগামী ব্যক্তি নামে-মাত্র-গুরু হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি।

কোন ব্যক্তি-বিশেষ নামে মাত্র গুরু হইলেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে গুরু বলিয়াই স্বীকার করেন নাই। বহু মর্ত্ত্যজীব গুরু-অভিমানে জগতের লোককে দীক্ষা ও শিক্ষাপ্রদান করিয়া আসিয়াছে, ঐ মর্ত্ত্য গুরু-অভিমানী জীবের হস্ত হ'তে অনভিজ্ঞ জগতের লোকসকল উদ্ধার করিয়া গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের চরণাশ্রয় করানই গৌড়ীয়মঠের সেবকবৃন্দের একমাত্র কৃত্য এবং 'মদ্গুরু শ্রীজগদ্গুরু, মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ' ইহাই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সমগ্র আচার্য্যলীলায় আচার ও প্রচার করিয়াছেন।

যাহারা কোনও ব্যক্তি বিশেষকে গুরু বলিয়া স্বীকার করে বা মর্ত্ত্যে অভিমর্ত্ত্য ভাবের আরোপ করিয়া থাকে, তত্ত্বজ্ঞানরহিত ঐরূপ অজ্ঞ ব্যক্তিগণই অভিমর্ত্ত্যে মর্ত্ত্যভাব আরোপ করিয়া গুরু কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সমস্ত শাস্ত্রে সাক্ষাৎ হরি বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। কোনও ব্যক্তি-বিশেষ গুরু হইতে পারে বা মহাভাগবত গুরুদেবের পতন হইতে পারে বা গুরুপাদপদ্ম পরিত্যক্ত হইতে পারেন, ইহা গুরুতত্ত্বে অনভিজ্ঞ তর্কপন্থাকারী ভক্তিসিদ্ধান্তানভিজ্ঞ অপসিদ্ধান্ত মাত্র।

গুরু বা আচার্য্য মর্ত্ত্য মানব-বিশেষ নহেন বা হাড়মাসের থলে নহেন। ভগবান্ই গুরুরূপে, আচার্য্যরূপে, সেবক-ভগবান্‌রূপে বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদাই জগতে প্রকট থাকেন। তাই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥
(ভাঃ ১১।২৯।৬)

হে ঈশ, ব্রহ্মার সদৃশ আয়ুঃপ্রাপ্ত কবি সকলও তোমার স্মৃতিজনিত আনন্দ দ্বারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে সমর্থ হন না। যেহেতু, তুমি অপার কৃপা-বশতঃ দেহধারী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ ও স্বগতি প্রকাশ করিবার জন্য বাহ্যে আচার্য্যরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত আছ।

সাধু, শাস্ত্র, ভাগবত ও তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপে দুইটী উদ্দেশ্য আমাদের লক্ষিতব্য বিষয়। একটী অন্তর্মোহন, অপরটী বহির্মোহন। এই অন্তর্মোহন ও বহির্মোহন কার্য্য বিজ্ঞেরও অগোচর। শাস্ত্র বলেন, "বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।" তাই পরমহংস গুরুবর্গের ক্রিয়ামুদ্রা ও বদ্ধজীবের ক্রিয়াকলাপ ঠিক একরূপ মনে করিয়া আমরা আত্মবিনাশে প্রধাবিত হই। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের ২।২ শ্লোকের বিবৃতিতে বলিয়াছেন—

"শ্রীব্যাসদেব পুত্র বলিয়া শ্রীশুকদেবকে যে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে পুত্রবিরহকাতর ও পুত্রস্নেহান্ধ বলিয়া ত্রিগুণবদ্ধ জীবগণ শুষ্কজ্ঞানে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীব্যাসের অধোক্ষজ-সেবা কখনই পুত্রশোক-বিরহ-কাতরতা ও বহিঃপ্রজ্ঞা চালিত পুত্রকলত্রতার উৎসাহ প্রদান করে না। শ্রীবেদব্যাস ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আদি-গুরু বলিয়া তাঁহাকে অজ্ঞজ্ঞানে দেখিতে হইবে না। "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।" এই বিধানানুসারে বৈয়াসিক-সম্প্রদায় শ্রীশুকদেবকে সংসারত্যাগকারী মর্ত্ত্য মাত্র মনে করেন না। মর্ত্ত্যের ধর্ম, পুত্র সৎ হউক বা অসৎ হউক, সকলে হরিভজন পরিত্যাগ করিয়া পুত্র পুত্র করিয়া কৃষ্ণ বিস্মৃত হন, কিন্তু ব্যাসের তাদৃশ ভাব কর্ম্ম-ভোগকামী কর্ম্মীর অজ্ঞান-সম্বর্দ্ধনের ও তাহাকে মোহিত করিবার জন্য তাদৃশ অভিনয়। বাস্তব-বিচারে শুকদেব পরম-বৈষ্ণব সর্ব্বজড়ভোগত্যাগী পরমহংস। তাঁহার সন্নিবিষ্টি ব্যাসাদি অপর গুরু-ভক্তের পক্ষে আদরণীয় নহে। তাহাই জড়লোককে বুঝাইতে শ্রীব্যাসদেবের তাদৃশ লীলাভিনয়। শ্রীসনাতন গোস্বামীর কণ্ডূরসার ক্লেশপ্রাপ্তি-লীলাভিনয়, শ্রীরামচন্দ্রের উত্তর ব্যবহারে শম্বুকবধলীলা প্রভৃতি উপযুক্ত স্থল-গণের মোহবৃদ্ধির অনুষ্ঠানমাত্র। শ্রীমহাদেবের মায়াবাদ-শাস্ত্রপ্রচার, ব্রহ্মার মহাদি ধর্ম্ম-শাস্ত্রদ্বারা সামাজিক শাস্ত্রপ্রচার অধিকার-হীন মোহনযোগ্য ব্যক্তিকে মুগ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে জানিতে হইবে। শ্রীশুকদেব জগতে আদর্শ মহাপুরুষ ও জগদ্গুরু। তিনি ব্যাস-গুরুর নিকট অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াই সকলজীবে দয়া করিবার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত দৃষ্টিতে পরমহংস শুকদেবের পুনরায় পরীক্ষিৎ-রাজসভায় গমন ও শ্রীহরিকথার সদ্ব্যাখ্যা বিরোধ আনয়ন করিতে পারে, কিন্তু পারমহংস্য-বিচারে উহাই পরম সদাচার না জানিলে তর্কবহুল হইয়া যায়।"

শ্রীগুরুদেব ভোগী বা ত্যাগী নহেন। তিনি সাক্ষাৎ হরি হইয়াও হরিবিমুখ জগজ্জীবকে হরিভজন শিক্ষা দিবার জন্য প্রপঞ্চে প্রকট আছেন। জীবের গুরুসম্বন্ধিকায়াই অধোক্ষজ গুরুতত্ত্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ত্রিগুণতাড়িত বদ্ধজীব আমরা গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিয়া নরকের দ্বারই পরিষ্কার করিয়া থাকি। তাই শাস্ত্র আমার ন্যায় তর্কপন্থাকারীর বিষয়ে বলিয়াছেন—

গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ॥

শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ

——::(০)::——

ব্রতহীন ব্যক্তিগণের গৃহে পূজিত ভগবানের চরণামৃত গ্রহণ করিবে না।

ভগবৎসান্নিধ্যহেতু পবিত্রীকৃত তীর্থস্থলে ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধাবোধ করিবে না, বিশ্বাসহীন ব্যক্তিগণের সম্মুখেও তাহা গ্রহণে বাধা নাই।

ভগবৎপ্রসাদ পরমপবিত্রতম বলিয়া জানিবে। ইহার সেবনে সকল অনর্থ ভস্মীভূত হয়। "ইহা অমুক ব্যক্তির নিবেদিত সুতরাং ইহা বিশুদ্ধ নয়" এইরূপ কখনও বলিবে না।

শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট কখনও আত্ম-প্রশংসা করিবে না অথবা অপর কাহাকেও লজ্জা দিবে না।

সর্ব্বক্ষণ গুরু-বৈষ্ণবের মহিমা-কীর্ত্তন অথবা তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে।

প্রত্যহ অন্ততঃ একঘণ্টাকাল বা তদনুরূপ কতক সময় শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিবে। এবং প্রত্যহ কিছু সময় মহাজনগণের (আল্বারগণের) অথবা তোমার গুরুদেবের লিখিত পারমার্থিক বিষয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিবে।

যাহারা নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি অত্যাসক্ত ও আপনার্থপর তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিবে।

শ্রীবৈষ্ণববেশধারী কপট ব্যক্তিগণেরও সঙ্গ করিবে না।

বৈষ্ণবনিন্দক ও অপবাদ-রটনাকারী ব্যক্তিগণের সহিত বাক্যালাপ করিবে না।

বৈষ্ণবের সহিত সংলাপদ্বারা অবৈষ্ণবের সহিত সংলাপজনিত দোষ হইতে মুক্ত হও।

গুরু-নিন্দক ও ভক্তের অপমানকারী পামরগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না এবং যাহারা গুরুর নিন্দা করে, সেই নরাকৃতি ব্যাঘ্রদিগের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিবে না।

যাহারা প্রপত্তি ব্যতীত মুক্তির অন্য পন্থা আছে বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাদিগের সঙ্গ ত্যাগ কর এবং যাঁহারা সত্য সত্যই শরণাগতের আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন তাঁহাদের সহিত সতত বাস কর।

বিষয়ী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের সঙ্গের অন্বেষণ না করিয়া যথাসম্ভব ভগবদ্-ভক্তের সঙ্গ করিবে।

শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর পত্র

——::০::——

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
কলিকাতা
১৩।৮।৩৩

শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবৎ-প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন,—

● ● ●

তোমার ১১।৮ তারিখের কৃপালিপি পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম।

রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়া দ্বারা প্রাকৃত সত্ত্বগুণ আক্রমণযোগ্য। সুতরাং সেরূপ সত্ত্বগুণের ক্রিয়া পরমার্থ-বিষয়ে কার্য্যকরী হইতে পারে না। তথাকথিত নীতিবাদী-গণের মিত্রসত্ত্বের প্রতি যে আদর, তাহা প্রাকৃত অভিনিবেশের পাকচক্রে অবস্থিত নির্ব্বিশেষবাদ-প্রসূত বিবর্ত্ত-মাত্র। উহা বস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত অবস্থার পরিচায়ক নহে। সত্ত্বগুণ ও বিশুদ্ধসত্ত্ব সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। সত্ত্বগুণ বিনাশশীল। বিশুদ্ধ-সত্ত্ব চিদ্বিলাসের বৈশিষ্ট্যদ্যোতক তত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল চিত্তের অহৈতুকী সম্পূর্ণ উপাদেয়। উহা রজঃ ও তমোগুণের ব্যাপার নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের সম্পূর্ণ আনুগত্যের প্রচেষ্টাদ্বারা উহা তাঁহার সঞ্চারিত শুদ্ধসত্ত্ব-শক্তিদ্বারা সেবকের অনুভবযোগ্য হয়। Superficial বিচার দ্বারা সেবকের অধিকার নির্ণয় করা সম্ভব নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশিত কোন ক্রিয়াই অনুপাদেয় নহে। উহা দেখিতে রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়ার ন্যায়। কিন্তু উহা অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ-সত্ত্বসংযোগে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। উহা অপ্রাকৃত-সত্ত্ব।

আমার দণ্ডবৎ-প্রণাম গ্রহণ করিবে। ইতি।

দাসাধম—
শ্রীনারায়ণদাস অধিকারী

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্য মঠ শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-শ্রীগৌর-গোপাল আচার্য্যচতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থাদিপ্রকাশকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪:১৫

কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর বেদান্ত-শ্রীমদ্ভাগবতাদি তত্ত্বসমূহের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমনিষ্ট পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩) যোগপীঠ মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

উক্ত গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)

গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান)

শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাটিয়ারী —(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া কুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচাপাড়া, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাশ্রম

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

বারদী পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

পূর্ব্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৬নং পাগলাঝোরা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিবাগ, জেলা সাহারানপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দিনাপুর পাটনা)

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মধনা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় শহীদগিয়া, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) পরমহংস মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) শ্রীকৃষ্ণরাধা-কুণ্ডকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গান্ধর্ব্বী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠাশ্রম

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠাশ্রম

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—সেবকাশ্রী

পোঃ হোসেন, জেলা গুরুগাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) কুরুক্ষেত্র গৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং কুতুব রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক রোড, অগাষ্টক্রান্তি ময়দান

বম্বে হিল বোম্বে ৭

(৫০) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ

শ্রীশুদ্ধ গৌরসুন্দর ও শ্রীবিকাশবিহারী বিজয়ের সেবা

(৫১) মাদুরা-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, বড়ঠ গোদাবরী মান্দ্রাজ

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গ রাধাবিনোদ-শ্রীবিগ্রহের সেবা

(৫২) পুরুষোত্তম-গৌড়ীয়মঠ

ভক্তিকুটীর, পোঃ স্বর্গদ্বার, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

(৫৫) কাশীমিশ্রকুটী

(৫৬) ভক্তিভৃঙ্গ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) শচীরানন্দ মঠ

রেমুনা, পোঃ বালেশ্বর (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

৫৯) শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ গুজরানওয়ালা, পাঞ্জাব

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরদিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জলেশ্বর গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলেশ্বর, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুমারহাট, পোঃ চিনসুরা, (হুগলী)

(৬৪) রেঙ্গুণ গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং মিউনিসিপ্যাল ষ্ট্রীট, রেঙ্গুণ।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, কাউন্ট রোড

ব্র্যাম্পটন, লণ্ডন, এস ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।৪, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ডিষ্ট্রিক্ট রোড, পাটনা (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠাশ্রম

কাননগর, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীবনমালীগোপাল মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, কাব্যতীর্থ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-:(পৃষ্ঠা):-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায়		বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়	
	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য	১ম ও দিনের জন্য	পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	।৵০	।৵০	।০
" " ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৩৲	৩॰		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲		৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲		১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	১।০
" সিকি কলম	১০৲	১৩৲
" অর্দ্ধকলম	২০৲	১৮৲
" এক কলম	৩০৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২।০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য স্বতন্ত্র।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—(:০:)—

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

—::০::—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং গৃহ পরিচ্ছন্ন খোলা। শিক্ষকগণ পণ্ডিত ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা রহিয়াছে। খোরাক ও বেতনসমেত প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উচ্চ ফল প্রদর্শন করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত : এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিবিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

চৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

—::(০)::—

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রকৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে ; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, শাস্ত্র-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, বরিশাল, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

—— ০ ——

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সন্দেহ-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে ধারাবাহিক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের পঞ্চমবার্ষিক বিরহোৎসব-পূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গ্রেষণাবেষণা এবং পরিপক্ব লেখনীর অদ্ভুত বল আস্বাদন করিবা একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preaces), বিষয় তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——::(০)::——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের শুভেচ্ছায় সর্ব্বতন্ত্রাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালা ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৷৵০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——::(০)::——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হওয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-০৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২০	১৭-২৮	১৯-০৮	৪০-১৬	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট রেলওয়ে
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৫১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪৬		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-৩৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-৩৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অত্যন্ত অধিক। শিতার প্রীতি সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম শ্রীমায়াপুর'

REGD No C 1544

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

'THE DAILY NADIA PRAKASH'

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর—৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪৬ ২১শে আগষ্ট, ১৯৩৯. সোমবার [১৪৮শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

—)::(—

লেখাপড়া শিখাইবার আয়োজন

আসাম গবর্ণমেণ্ট সমগ্র আসামে লেখাপড়া শিখাইবার আয়োজন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে। আসামের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার উক্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে জনসাধারণের অভিমত; তৎসম্পর্কে সমালোচনা ও প্রস্তাব চাহিয়া এক সার্কুলার প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সার্কুলার আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, জিলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, কলেজসমূহের অধ্যক্ষ, বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষক, লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যান, আসাম ছাত্র ফেডারেশনের সেক্রেটারী ও আরও বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

উহাতে বলা হইয়াছে, শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী এবং দুই শ্রেণীর বেসরকারী লোকদিগকে লইয়া একটি কেন্দ্রীয় কমিটি হইবে। উক্ত কমিটি এই আয়োজন চালাইবার-ব্যবস্থা করা সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন। প্রত্যেক মহকুমা ও মিউনিসিপ্যালিটিতে কমিটি থাকিবে। ঐ সকল কমিটিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান ও সভ্যগণ,—স্থানীয় শিক্ষা বিভাগের কর্মচারিগণ, নির্দিষ্ট পরিষদ সদস্যগণ ও জন-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ থাকিবেন। স্থানীয় কেন্দ্র গঠন করাই এই কমিটির কাজ হইবে এবং তাঁহারা জেলা প্রচার-কার্য্য চালাইবেন। এই সকল স্থানীয় কেন্দ্র গ্রামের মাতব্বর ও গ্রাম্য পণ্ডিতদিগকে লইয়া কমিটি গঠন করিয়া দিবে। তাহারা কোনও বিশেষ কেন্দ্রের এলাকাধীন অশিক্ষিত লোকদের তথ্য সংগ্রহ করিবে, পড়াইবার ব্যবস্থা করিবে এবং অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে লেখাপড়া শিখিবার আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইবে।

গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাদান সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যবস্থা করিতেছেন এবং গ্রামের শিক্ষকদিগের ট্রেণিং দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছেন।

শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টার আরও বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। এইজন্য প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিশেষ ভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষের সাহায্য না পাওয়া গেলে এই আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করা শক্ত হইবে।

হিটলার সকাশে বৃটিশ দূত

বার্কটেসগাডেনে হের হিটলারের সহিত সাক্ষাৎকারের সময় আলোচনার ধারা সম্পর্কে মোটামুটি বিবরণ সম্বলিত এক সংবাদ অধ্যাপক বার্কহার্টের নিকট হইতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট পাইয়াছেন। এই সংবাদটি এবং হের হিটলারের সহিত অধ্যাপক বার্কহার্টের আলোচনার ফলে অতঃপর অধ্যাপক বার্কহার্ট পোল গবর্ণমেণ্টকে যে সব বিষয় লেখালেখি করিবেন, তাহা খুব গোপন রাখা হইবে। তবে ডানজিগ সমস্যার আপোষ-মীমাংসা সম্পর্কে কোনরূপ প্রস্তাব অধ্যাপক বার্কহার্ট বা অন্য মহল হইতে পাওয়া যায় নাই। হিটলার অধ্যাপক বার্কহার্টের সদরে আসার মতলব আছে কিনা, তদ্বিষয়েও কিছু জানা যায় নাই।

সরকারী মহলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ডানজিগ ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে যেসব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, প্রধানতঃ সেই সব বিষয়ের আলোচনাই অধ্যাপক বার্কহার্ট করিবেন। তিনি ডানজিগের পোল কমিশনার [illegible] মারফত পোল গবর্ণমেণ্টের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখিতেছেন। বার্কটেসগাডেনে যাইবার পূর্ব্বে অধ্যাপক বার্কহার্ট নাকি বৃটিশ সরকারের সহিত কোনরূপ পরামর্শ করেন না। তিনি কেবলমাত্র এই কথা জানাইয়াছিলেন, তিনি বার্কটেসগাডেনে যাইবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টগণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসাবে ফ্রি-সিটির কমিটির অপর দুই সদস্যকে ঐ আমন্ত্রণের কথা জ্ঞাপন করা হয়। লণ্ডনে দৃঢ়তার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে যে, অধ্যাপক বার্কহার্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কোন সংবাদ লইয়া বার্কটেসগাডেনে যান নাই। তিনি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত-ভাবেই তথায় গিয়াছিলেন।

জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি

জাপানের কনসাল জেনারেল মিঃ ওকামাৎসু বোম্বাই আগমন করিয়া জাপানী ফার্মের মালিকদের সহিত দেখা করেন। প্রকাশ, বে-সরকারী ভারতীয় পরামর্শদাতাগণ ভারত গবর্ণমেণ্টকে যে সমস্ত দাবী জানাইয়াছেন, ওকামাৎসু তৎসম্পর্কেই জাপানী ফার্মের সহিত আলোচনা করেন। ভারতীয় বণিকদের মধ্যে কেহ কেহ দাবী করিয়াছেন যে (১) জাপানী সূতার উপর আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করা হউক, (২) চীনকে ভারত-জাপ বাণিজ্য চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হউক, (৩) কেবলমাত্র বস্ত্রশিল্প সম্পর্কে চুক্তি না হইয়া জাহাজ ব্যবসায় ও অন্যান্য বাণিজ্যক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হউক। জানা গিয়াছে যে, এখানকার জাপানী মহল তিনটি দাবীই অগ্রাহ্য করিয়াছে। সমস্ত ব্যবসায় সম্পর্কে তাহারা কোন চুক্তি করা সমর্থন করে না। জাপান বস্ত্রশিল্প ব্যতীত ঐ ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সহিত অপর কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতেছে না বলিয়া তাহারা দাবী করিতেছে যে, কেবল মাত্র বস্ত্র-শিল্প সম্পর্কেই চুক্তি করা হউক। জাপানীদের এই মতামত সহ মিঃ ওকামাৎসু শনিবারে সিমলা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিবের সহিত মিঃ ওকামাৎসুর কি কথাবার্ত্তা হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই, বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী মহল আশঙ্কা করিতেছে যে, আন্তর্জাতিক অবস্থা যদি খারাপ হয় এবং বৃটেন ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়, তাহা হইলে আলোচনা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

—

পোলিশ হিমালয় অভিযাত্রী দল

আলমোড়া হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ, [illegible] পোলিশ হিমালয় অভিযাত্রীদের অবশিষ্ট সভ্যগণ এবং দুই জন শেরপার সহিত আলমোড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। মিঃ জাকুব বুজাকের চোখের অসুখ হইয়াছে আর তাহারা অভিযাত্রীদের মধ্যে সকলেই সুস্থ আছেন। তাঁহাদের সহিত বাটবন পুলোও নিরাপদে আলমোড়ায় পৌঁছিয়াছে।

চৌদ্দ হাজার ফুট উপরে উঠিলে মিঃ ক্যারপিন্‌স্কি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন এবং জীবন দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। তথাপি তিনি সাহসিকতার সহিত তিনজন অভিযাত্রী দলকে লইয়া ২৩ হাজার ফুট উচ্চে উঠেন। মিঃ কারপিন্সকি এবং [illegible] নন্দাদেবীর পূর্ব্বভাগে আর একটি শৃঙ্গ আরোহণ করেন। তাহারা এই শৃঙ্গের নাম রাখিয়াছেন [illegible]।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহোদয় সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয়-সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অলৌকিক চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে ভক্তির অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—৷৶০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

(ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

(ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা;

(৩) শ্রীযুক্ত সুধাংশুরঞ্জন নাথ এম্-এ, বি-এল্, পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲

২। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত (বাঁধা) ৯৲

৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬

৪। সারস্বত কারিকা (বাঁধা) ৪

৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০; ২য় খণ্ড ২৲; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড —৸০

৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸০

৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲

৮। সৎক্রিয়াসার দীপিকা সংস্কার দীপিকা ১৷০

৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲

১০। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲

১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲

১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲

১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০

১৪। শরণাগতিমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ৷০

১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ তত্ত্ব ৷০

১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০

১৭। চৈতন্যোপনিষদ ৷০

১৮। বাউল সাহেব ৷০

১৯। তত্ত্ববিবেক ৷০

২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০

২১। গৌড়ীয়গীতিকা ৷৶০

২২। ভজন-রহস্য ৷০

২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲

২৪। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ) ২৲

২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
বাঁধা) ১৲

২৬। গীতার কেবল মাত্র ভাষা ৷০

২৭। বৃহদ্ভাগবতামৃত (সানুবাদ) ২৲

২৮। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা (সানুবাদ) ৷০

২৯। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০

৩০। দীপ-নির্ দর্শন ৶০

৩১। সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৶০

৩২। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০

৩৩। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০

৩৪। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০

৩৫। গীতমালা ৵১০

৩৬। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০

৩৭। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০

৩৮। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০

৩৯। শ্রীগোদ্রুমকল্পতরুর ৷০

৪০। শরণাগতি ৵০

৪১। গীতাবলী ৵০

৪২। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০

৪৩। সাধনতত্ত্ব ৵০

৪৪। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵

৪৫। নবদ্বীপশতক

৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি

৪৭। সদাচারস্মৃতিঃ ৹৵

৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৵১০

৪৯। অর্চ্চনকণ ৵১০

৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম ও ২য় খণ্ড) ৬৲

৫১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০

৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ৷০

৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০

৫৪। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ৷০

৫৫। শুভসূত্রাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০

৫৬। ভাবতত্ত্ব ও ভক্তিপথ ৶০

৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ) ৷০

৫৮। শ্রীকৃষ্ণবেদ ৶০

৫৯। শিক্ষাদর্পণ ৶০

৬০। সংখ্যাবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ৷০

৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজিতঃ ৷০

৬৩। টীকা-শিক্ষাষ্টকম্ ৷০

৬৪। তত্ত্বসূত্রম্

৬৫। সার্থক শিক্ষাষ্টকম্ ৶০

৬৬। গৌড়ীয়মঠপরিচয়ঃ ৵০

৬৭। সারসংগ্রহম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ৷০

৬৯। এ ভিজিট টু দ্য ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম ৷০

৭০। নামভজন ৵০

৭১। বেদান্ত—ইটস্ মর্ফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি

৭২। সিলেক্ট ওয়ার্ডস ৷৶০

৭৩। দি লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০

৭৪। বেদান্ত ৷০

৭৫। রোয়াল গৌড়ীয়মঠ টু লণ্ডন ৵০

৭৬। দি ভাগবত ৷০

৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনএলয়েড ডিভোশন ৷০

৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ১৷০

৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০

৮১। সাধন-পথ ৷০

৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০

৮৩। গীতাবলী ৵০

৮৪। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৵০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক-পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

১৪শ বর্ষ | ২১ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৪ঠা ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২১শে আগষ্ট ১৯৩৯, সোমবার ১৪০শ সংখ্যা

"বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। হরিভজন আরম্ভ ক'রে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, তা'র সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল।"

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২১ শ্রীধর সর্ব্বদিন সর্ব্বপ গৌরাব্দ ৪৫৩

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

—:০:(৩):০:—

'গুরুরা 'আমার গুরু' এবং 'তাঁহার গুরু' প্রভৃতি দুর্ব্বুদ্ধিতারা ভগবদ্ভক্তির ভক্তদেরকে অপমান করেন, তাঁহারা কখনই ভগবানকে জানিতে পারেন নাই। বারম্বার জগতে প্রাকৃত-জীব-বুদ্ধি ও সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রকাশ-বিগ্রহ গুরুকে ভোগের বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে। শুদ্ধভক্তগণের সহিত এই সকল উপসম্প্রদায়ের একত্র সম্মিলন বা সমন্বয় অসম্ভব; বৈষ্ণববিদ্বেষিগণের গুরুতে ভোগবুদ্ধি করাই স্বভাব; যেহেতু, "আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥" এই বিচার হইতে পৃথক্ বিচারই আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, প্রাকৃত-সহজিয়া, সখীভেকী, জাতিগোসাঁই, গৌরনাগরী প্রভৃতি অয়োদশ-প্রকার অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করে। প্রাকৃত-প্রভাবে স্বরূপ লক্ষণবিশিষ্ট বিগ্রহ-বিগ্রহ সত্য পরমেশ্বর বস্তুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়বিগ্রহের মর্য্যাদা বা গুরুবুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক জড়কোজ্ঞানমূলে স্বপর, লঘু ও জড়বুদ্ধি স্থাপন করিলে "বর্দ্ধ মুক্তি" ন্যায়ানুসারে পাষণ্ডতাই প্রকাশ পাইবে। যে-স্থলে অপসম্প্রদায়ের তথাকথিত গুরুগণ শুদ্ধবৈষ্ণবের বিদ্বেষ করেন, সেস্থলে অপসম্প্রদায়ের তাদৃশ গুরুবর্গ যথার্থ লঘুস্বরূপদিগকে বৈষ্ণববিদ্বেষিজ্ঞানে পরিহার-পূর্ব্বক প্রকৃত কৃষ্ণভক্তবিৎ ভাগবত শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণ আশ্রয় কর্ত্তব্য।

শ্রীরূপানুগ সম্প্রদায় ব্যতীত অপর অয়োদশ-প্রকার উপসম্প্রদায় সকলেই শ্রীরূপানুগজনের বিদ্বেষী, সুতরাং কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারেই প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন না। অথচ তাঁহারা রূপানুগ শুদ্ধভক্তের বিদ্বেষ পোষণ করিতে গিয়া প্রাকৃত-প্রভাবে 'লঘু' হইয়া পড়েন। কৃষ্ণের প্রিয় শ্রীগুরুবর্গ সর্ব্বদাই শ্রীরূপানুগ-বৈষ্ণব; গুরুতে অদ্বয়। উপসম্প্রদায়িকগণ ভক্তির ছলনায় ভক্তবিদ্বেষীকেই 'গুরু' সাজাইয়া আপনাদিগের মত পোষণ করেন। গুরুতত্ত্বগণ তাঁহাদের সদ গুণময়-জ্ঞানে পরিবর্জ্জন করিয়া শ্রীরূপানুগপদে ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। "অতএব যদি কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণব ও কৃষ্ণের প্রিয়তম?" এই কথা জানিতে গিয়া যদি দেখা যায় যে, তিনি শ্রীরূপানুগগণের অবরের বন্ধু না জানিয়া তাঁহাদের বিদ্বেষী হ'য়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাদৃশ গুরুত্ব কল্পিত ব্যক্তিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগই কর্ত্তব্য।

কর্ম্মী ও জ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ আপনাদিগের প্রাপঞ্চিক শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান করেন, কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মনোগত অভিমান ও বাহ্য-আচার তাদৃশ নহে। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী প্রাপঞ্চিক অভিমানশূন্য।

যাহারা লোক দেখান বৈষ্ণবতার ছলনা করে, তাহাদিগের অভ্যন্তর কপটতা-পূর্ণ। সাধারণ লোকের বোকামির অভাব দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ নিজের ভজনপুস্তক ও সেবা প্রভৃতি তাহাদিগকে জানিতে দেন না। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া প্রচার করায় 'অদ্ভুত' চিনিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়ই ভক্তি; সেই ভক্তি নিত্যাসিদ্ধ ও অনর্পিত। তাহার ক্ষয় নাই; মহাপ্রলয়েও নিত্য ভক্তি নষ্ট হয় না। ভগবান্ ভুক্তি-মুক্তি প্রভৃতি প্রাপ্য ফল দিয়া জীবকে 'ভক্তি' বুঝিতে দেন না। ভগবৎকৃপা ব্যতীত কাহারও ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত নিত্যকাল অবস্থিত গ্রন্থ; কালে কালে লুপ্ত হইলেও শ্রীব্যাসের জিহ্বায় ও লেখনীতে ভগবৎ-কৃপা-বলে তিনি অবতীর্ণ হন। ঈশ্বর যখনই মর্ত্ত্যে নরবিগ্রহের বোধগম্য লক্ষণ।

শ্রীগুরুতত্ত্ব—নিত্যানন্দ; সেই কৃষ্ণ-বিরহিগণকে যে পালকী [illegible] প্রদান করে, সেই পালকীর [illegible] কোন প্রকার [illegible] নহে। [illegible] হইয়া পড়ে, [illegible] শ্রীগৌরসুন্দরের ঐকান্তিক [illegible] ও শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন [illegible] শ্রীগুরুদেবের কৃপা ব্যতীত [illegible] বিপদ্ধস্ত না হয় [illegible] পরকালে [illegible] তাহারা [illegible] ও অন্ত—সম্পূর্ণ [illegible] অসৎ [illegible] সদাচারের সদ্ব্যবহার কথা—[illegible] কথা। [illegible] উপস্থিত হইলে জীব পরমার্থ বঞ্চিত হয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের [illegible] ও প্রাকৃতপ্রাকৃত [illegible] শ্রীগুরুদেবকে পৃথক্ জ্ঞান করে। তাহাদের [illegible] লাভ কখনও হয় না, তাহারা নিত্যকাল গুরু-দ্রোহী হইয়া দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া পড়ে।

শ্রীরূপানুগগণই ভগবদ্ভক্তি সাধনের অধিকারী [illegible] আশ্রয় সেবক-সূত্রে [illegible] স্বরূপ আচার্য্য শ্রীল গোস্বামি-প্রভুপাদ এবং 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে প্রতিপাদ্য [illegible] বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—সর্ব্বপ্রথমে 'গুরু-পাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণ-দীক্ষাদি শিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥" নিজের নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীব অবশ্য

মায়াকে করিয়া এক ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না ভজি উপায়।

হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বাগ্রে জগদ্গুরু-পাদপদ্মে সম্যক্‌রূপে শরণাগত হইবেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ ব্যতীত কোন প্রকারে কাহারও অনর্থপাশ হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। শ্রৌতপথ অবলম্বন করিয়া শ্রৌতবিগ্রহে প্রাপ্তির ও ব্রহ্মানন্দ সম্যক্‌রূপ আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত জীবের উদ্ধারের কোন উপায় নাই। গুরুপাদপদ্ম-বিমুখ হইয়া শ্রৌতপথবিমুখ নাস্তিকগণ যে তর্কতন্ত্রের ন্যায়, প্রধান, কণাদাদি ও বিপ্রলিপ্সার আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহাতে গুরুদ্রোহ, জগৎ দ্রোহ ব্যতীত গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের কোন চেষ্টা নাই। যাহারা সংসারসমুদ্রে নিমজ্জিত হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহাদের অশ্রৌত তর্কপথই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তাহারা শ্রৌতপথে বা সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে অসমর্থ। তর্কপন্থী, ভগবৎসেবাবিমুখ ব্যক্তি কতকগুলি অশ্রৌত লৌকিকবিচারাচ্ছন্ন পুরুষবিশেষকে 'গুরু' বলিয়া গ্রহণ-পূর্ব্বক কোটিকল্পকাল অজ্ঞবিশ্বাসপরায় চালিত হইলেও তাহারা কোনদিনই কোন নিত্যমঙ্গললাভ ঘটিতে পারে না। এই মহাসত্যের প্রচার ও প্রদর্শনদ্বারা লোক-শিক্ষার নিমিত্ত জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে প্রপন্নজনে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্যরূপ শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন। যথার্থ কৃষ্ণৈকশরণ, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত গুরুদেবের অনুগত ও ভজনের পরিপূরণ করিবার জন্য যাঁহারা আংশিক কপটতা অবলম্বন করেন, তাঁহাদের সংসারযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার কোনদিন সম্ভাবনা নাই।

'সদা দীক্ষাপরে নিষ্ঠে সাধৌ সঙ্গঃ ষড়ো
ব্রজে"

—এই নিত্যকল্যাণকর বিচার যাঁহাদের হৃদয়ে প্রবল, তাঁহারাই আত্মসমর্পণ ও গুরুপাদপদ্মাশ্রয় সম্বন্ধে, শ্রীভগবৎপাদপদ্মকে একমাত্র সেবনীয় বিচার করিয়া স্বয়ং-ভগবান্ প্রভু প্রেমকল্পদ্রু সাধকগণের আদর্শবিধি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের পরম কৃপাপাত্র ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুদেবরূপে বরণ করিবার লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। যে কৃষ্ণপাদপদ্মমধুরস পানের নিমিত্ত শিক্ষার্থিরূপধারী প্রভুর গুরুপদে ভিক্ষা-প্রার্থনা এবং গুরুলীলাভিনয়কারী শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের সেই ভিক্ষা-প্রদান এতদুভয়ের মধ্যে কোনপ্রকার কৈতবাংশের লক্ষিত হয় নাই।

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী
ত্বয়ি॥"

—এই শ্লোকে প্রভু শ্রীগুরুদেবের চরণে যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের নিষ্কপট পরিপূর্ণ করুণা প্রসাদবলে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ জাগ্রতভাব-রূপে নিহিত ছিল।

অপ্রাকৃত দেহ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান হয় না। প্রাকৃত স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহ ব্যতীত জীবের অপ্রাকৃত দেহ আছে। সূক্ষ্মদেহ মনও জড়ভাব মিশ্রিত। বিচার হইতে আচার পৃথক—এই বুদ্ধি নির্ব্বিশেষবাদী ত্যাগীর পক্ষে শোভা পায়। ভগবদ্ভক্তের বিচার এরূপ নহে। জীবের অস্তিত্ব বিনাশের প্রয়োজন নাই। জড়জগতে বস্তুশক্তির পরিণাম আছে। চেতন জীব কাঠ-পাথরের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইতে পারে না। জীব সেবা-চেষ্টারহিত বা indolent হইলে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানী হইয়া পড়ে। জ্ঞানমার্গে বশিষ্ঠ, দত্তাত্রেয়, শাক্যসিংহ প্রভৃতির বিচার নির্ব্বিশেষবিচারপর। ইঁহারা সকলেই মোক্ষকামী। ত্যাগীরা নিজদিগকে ফলা-কাঙ্ক্ষাশূন্য বলিয়া প্রচার করিলেও তাহারা মোক্ষোপাসনারূপ কপটতা ছাড়িতে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের কোনই অভিলাষ নাই। তাঁহারা সকল সময় কৃষ্ণকে ভোগ করাইয়া থাকেন। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো-
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং।"

'পরমধর্ম্মের আশ্রয় করা' অর্থে—ভক্তিমান্ হওয়া বুঝায়। ভগবদ্ভক্তিতেই সব সুবিধা হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষ থাকিলে ভক্তিপথাবলম্বনের ভাণ করিলেও অসুবিধা হইবে। অভাবের রাজ্যে থাকিলে কোনই সুবিধা হইবে না। ভাবের রাজ্যে পৌঁছিতে পারিলে কৃষ্ণসেবানন্দের উৎস প্রবাহিত হইবে। ভাবের লক্ষণ—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু-সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

স্থূলরাজ্য হইতে মুক্ত হইয়া যখন ভাবরাজ্যের দিকে অগ্রসর হই' অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয়ে কৃষ্ণভজনে নিযুক্ত হই, তখন অনর্থনিবৃত্তি হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিলে কৃষ্ণভজন হয়। কৃষ্ণভজন না করিলে জড়ভোগ বা জড়ত্যাগ-প্রবৃত্তির উদয় হয়। শান্তরতি অর্থাৎ কৃষ্ণনিষ্ঠা ও ভুক্তিত্যাগের অভাবে আমরা অশান্ত হইয়া পড়ি।

বিষ্ণুর বিষয় শ্রবণ করা আবশ্যক। প্রহ্লাদ মহারাজ নববিধা ভক্তিকেই উত্তম অধ্যয়ন বলিয়াছেন, যথা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং
পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

বিষ্ণুর শ্রবণ না হইলে সংসারাসক্তিতে আবদ্ধ থাকিয়া কর্ম্মকাণ্ডে বেদালোচনায় ধাবিত হই। চিন্তা করা উচিত যে, বেদ-পাঠের দ্বারাও সংসারলাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত পরমধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে বলিয়াছেন—'তাপত্রয়োন্মূলনম্' অর্থাৎ ভাগবতধর্ম্ম যাজন করিলে ত্রিতাপ উন্মূলিত হয়। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ তাপ উন্মূলিত হওয়া দরকার। অন্যের উপর প্রভুত্ব করিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লব—এইরূপ বিচারে এষণায় বা বাসনায় চালিত হইতে গেলে ঐ আধিভৌতিক তাপ উপস্থিত হয়।

মৎসরতা উপস্থিত হইলে এষণায় বা বাসনায় উদয় হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তি-ধর্ম্মকে 'নির্ম্মৎসরাণাং সতাং' বলিয়াছেন। সাধু নির্ম্মৎসর হইলে পরমধর্ম্মের আলোচনা হয়। ভাগবতধর্ম্ম 'প্রোজ্ঝিতকৈতব'। শ্রীধর স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন—

"প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ।"

মোক্ষবাঞ্ছাও কামনার অন্তর্ভুক্ত; যেহেতু তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥

নিজের ভোগ বা ত্যাগে কৃষ্ণের সেবা নাই। মোক্ষবাঞ্ছাতেও সূক্ষ্মভাবে নিজের ভোগ পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেই পরমধর্ম্মের কথা বিবৃতরূপে আছে। সেই পরম ধর্ম্মটি কি? শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সম্প্রসীদতি॥

যাহাতে অধোক্ষজ বস্তুতে ভক্তি আছে, তাহাই পরমধর্ম্ম। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি কর্ত্তব্য। অক্ষজবস্তুতে হেতুমূলে যে ভক্তি, তাহা পরমধর্ম্ম নহে।

শরণাগতই আশ্রিত

হরি, গুরু ও বৈষ্ণব এই তিনটি বস্তু জীবের নিত্যারাধ্য—একমাত্র গতি ও আশ্রয়। তিনটি এক অদ্বয় বস্তু। একটি বিষয়, অপর দুইটী আশ্রয়—সেব্য ও সেবক-সম্বন্ধবিশিষ্ট। শাস্ত্র বলেন—"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ।" গুরুবৈষ্ণব-সমন্বিত সেই অদ্বয়জ্ঞান শ্রীহরির পাদপদ্ম-সেবাবৈমুখ্যরূপ অনাদিকাল হইতে কৃত অপরাধের ফলে জীব জন্ম জন্ম সংসারাদি দুঃখ লাভ করে। আবার বহু জন্মজন্মান্তর—কৃমি-কীট-পতঙ্গ-পশ্বাদি ৮৪ লক্ষ যোনি-ভ্রমণের পর সেই অদ্বয়-বস্তুর অহৈতুকী কৃপাফলে সুকৃতিযুক্ত জীব ক্রমে সাধু-শাস্ত্র-গুরু বাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি সেবোন্মুখ হইলে সাধুসঙ্গে ক্রমশঃ সাধন করিতে করিতে পুনরায় সেবালাভ করিয়া সংসারাদি দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে। সুতরাং আশ্রয়ের প্রতি—নিত্যারাধ্য বস্তুর প্রতি যাহাতে কোন প্রকার অপরাধ-ফলে পুনরায় নিরাশ্রয় হইয়া ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে না হয়, প্রকৃত মঙ্গলকামী ব্যক্তি সে দিকে সর্ব্বদা সতর্ক। জীবের আত্মা-ধর্ম্মের অপব্যবহারজনিত দুঃখের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র-জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে॥

যেহেতু হরি, গুরু ও বৈষ্ণব—তিনটি অদ্বয় বস্তু, সেহেতু তিনের যে কোন একটির প্রতি অপরাধ হইলে সেই অদ্বয় বস্তুর প্রতিই অপরাধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ ধনী আর গুরুবৈষ্ণব ধন। ধন ছেদন করিলে ধনী বাধিত না হইয়া পারেন না। আবার শ্রীগুরুপাদপদ্ম-কৃপাই কৃষ্ণসেবা লাভের একমাত্র উপায়। উপায় ব্যতীত উপেয় কৃষ্ণবস্তু লাভ হয় না। গুরু-বৈষ্ণব ও কৃষ্ণের কৃপা পরস্পর সাপেক্ষধর্ম্মযুক্ত। কৃষ্ণকৃপাফলেই গুরু লাভ হয় এবং গুরুকৃপা-ফলেই কৃষ্ণলাভ হয়। জীবের নিকট কৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম দয়ার রূপ—শ্রীগুরুরূপ। গুরুরূপেই কৃষ্ণ জীবকে আশ্রয় প্রদান করেন। শাস্ত্র বলেন—

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত
কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

সংসারদাবানলে জীবের উদ্ধারের নিমিত্ত মহাজন কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"সংসারদাবানললীঢ়লোক-ত্রাণায়
কারুণ্যঘনাঘনত্বম্।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥

প্রাপ্তভ কল্যাণ-ভার্থিত বপে
ভবোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

হরি-গুরু-বৈষ্ণব যেমন অভিন্নতত্ত্ব, দীক্ষা ও শিক্ষাদি ভেদে গুরুবর্গ সকলেই সেই প্রকার এক অভিন্নতত্ত্ব বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়। লোকোত্তরের নিমিত্ত নরোত্তমরূপে গুরুতত্ত্বের প্রপঞ্চে বিবিধ বিলাস দৃষ্ট হয়। সকলেই সেই নিখিল পতিত জীবের নিত্যারাধ্য ও নিত্যাশ্রয় শ্রীনিত্যানন্দের অভিন্নপ্রকাশ। আবার প্রকাশবিগ্রহগণ যেহেতু সকলেই এক অভিন্নতত্ত্ব, সেহেতু যে কোন প্রকাশবিগ্রহের প্রতি অপরাধ হইলে সেই একই অখণ্ডতত্ত্ব শ্রীগুরুপাদপদ্মেই অপরাধ হয়। নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মে মর্ত্ত্যবুদ্ধিকারী অপরাধীর কোন কালে গতি নাই। ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ।

'আদৌ গুরুপাদাশ্রয়'এর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আশ্রয় বা শরণ না লইয়া অর্থাৎ আত্মগতধর্ম ত্যাগ করিয়া সাধনপথে একপদও অগ্রসর হওয়া যায় না।

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

(কঠ ২।৩।১৪)

শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—"নিত্যবদ্ধ জীবকে শত সহস্র অসুবিধা, অপরাধ, অযোগ্যতা, দুর্বলতার কবল হ'তে উদ্ধার করবার জন্য ভগবৎ-পরিকরবৈশিষ্ট্য অবতীর্ণ হন। কৃষ্ণপ্রদাতা গুরুপাদপদ্ম গোলোক-বৃন্দাবনে নিত্য অবস্থিত।"

কৃষ্ণের গুরুরূপ—আশ্রয়রূপ। গুরুদেব ইহজগতে সাধনকালের আশ্রয়মাত্র নহেন, গোলোক-বৃন্দাবনেও সিদ্ধিগণের আশ্রয়। "নিতাইচরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাইপদ সদা কর আশ।" ক্ষণকাল বা কিছুকাল আশ্রয় প্রদান করিয়া যিনি বিরত হন, তিনি আশ্রয় নহেন।

আশ্রিতকে আশ্রয় দেওয়াই আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কার্য্য। শরণাগতই আশ্রিত। গুরুদেব শরণাগত-পালক, রক্ষক, প্রভু ও আরাধ্য। তিনি কখনও শরণাগত-বঞ্চক নহেন। শরণাগতিই রক্ষিত হইবার একমাত্র মূলমন্ত্র। কপটই বঞ্চিত।

নিষ্কিঞ্চনই শরণাগত। শত-সহস্র বিপদাদিকে তিনি কৃপা বলিয়াই জানেন, বিপদরাশির মধ্যে প্রচুর অহৈতুকী কৃপার নিদর্শন পান, কখনও নিজ অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া আশ্রয়ের প্রতি দোষারোপ করত আশ্রয়চ্যুত হন না। প্রহ্লাদ মহারাজ দৈত্যরাজের নানাপ্রকার কঠোর নির্য্যাতনে নিজেকে নিরাশ্রিত মনে করেন নাই। পরীক্ষিৎ মহারাজ আসন্ন মৃত্যু ও তক্ষক-দংশনের মধ্যেও প্রচুর মঙ্গলের নিদর্শন লক্ষ্য করিবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। বজ্রপতনাশঙ্কায় চাতক যেমন তৃষ্ণার্ত্ত অগাধ জলরাশির প্রতি লক্ষ্য করিয়া মেঘনিঃসৃত বারিবিন্দুর আশা পরিত্যাগ করে না, নিষ্কিঞ্চন শরণাগত সেবকও তেমনি প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বাদীর ছলনাময় কুতর্কের প্রতি কোন আস্থারই বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক নিজ নিত্য-প্রভুর পাদপদ্মাশ্রয় কখনও পরিত্যাগ করেন না। জগতের আধ্যক্ষিক নীতিবাদী বা নীতিহীন-সম্প্রদায়ের ন্যায় বৈকুণ্ঠলক্ষ্মী শ্রীসীতাদেবীর পাদপদ্মে কলঙ্কারোপ করিবার পরিবর্ত্তে মহামুক্ত শ্রীবজ্রাঙ্গজী স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করিয়া আধ্যক্ষিকতা ও সংশয়-সন্দেহবাদের উপর পদাঘাত করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপাদপদ্মে আধ্যক্ষিক দোষ-দর্শনকারীর বিচার ও দর্শনকে পদাঘাতে বিদূরিত করিয়া কোমলশ্রদ্ধ গণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন—

যদ্যপি বলরাম যদি নিত্যানন্দ ধরে।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য বলিল তোমারে ॥

আমি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছি বাস্তবিক তাঁহাতে কোন দোষ আছে কিনা, এই দুষ্টবুদ্ধি চিত্তবৃত্তির আশ্রয়ে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষবাদীর সিদ্ধান্তে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বঞ্চিত হইবার পরিবর্ত্তে শরণাগত হইয়া নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্মৈকনিষ্ঠ গুরু-সেবকের পশ্চাদনুসরণে গুরুপাদপদ্মের কৃপালোকে গুরুদর্শনই দিবে। নিষ্কপট ও নিষ্কিঞ্চন গুরুসেবক কোন দিনই বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া কখনও শাস্ত্রে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কি তপস্যা করিয়াছি যে, শ্রীগুরুদেব আমাকে এই মুহূর্ত্তেই দর্শন দিবেন? দম্ভ, কপটতা আমি ছাড়িয়াছি কি? 'হায়, হায়! আমার গুরুদর্শন হইল না। আর কবে আমি তাঁহার দর্শন পাইব' বলিয়া ব্যাকুল হইয়া কাতর ক্রন্দন করিয়াছি কি?

"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া ॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ করি দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম ॥
এ দাসের নিবেদন বৈষ্ণব-চরণে।
কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে ॥"

"আর কবে নিতাইচাঁদের করুণা হইবে
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে ॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সেই যুগল পীরিতি ॥"

"যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর ॥"

"আমারে তারিতে কাহার শকতি
অবনি ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর ঘোষণা তোমার
অধম পামরে ত্রাহি ॥"

—প্রভৃতি পদগুলি আমার একমাত্র সাধনার বিষয় হইয়াছে কি?

শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে কেবল শুষ্ক পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিবার পরিবর্ত্তে আমার মূঢ় মন অনাহার অনিদ্রায় আকুল ক্রন্দনে কেবলই তাঁহার অনুসন্ধান করে কি? কাহার নিকট তিনি আসিবেন? কৃষ্ণ যাঁহার দর্শনে ব্যাকুল, যাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া জুড়ান, কৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম শ্রীরূপাভিন্ন সেই শ্রীগুরুরূপ, জীবের নিত্যারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের সেই সর্ব্বোত্তম দয়ার রূপ কবে আমার হৃদয়-সিংহাসনে আবির্ভূত হইবেন? শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের—'শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ, সেই মোর ভজন-পূজন। সেই মোর প্রাণধন, সেই মোর আভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন ॥ তুয়া অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহ, চিরদিন তাপিত জীবন।' এই দশা লাভ আমার হইয়াছে কি? যদি না হইয়া থাকে, তবে আশাই বা করি কেন? তথাপি আমি, দম্ভ কপটতার আশ্রয়গ্রহণকারী আমি, শ্রীগুরুপাদপদ্ম এখনও যে কৃপা করিয়া আমাকে ত্যাগ করেন নাই, ইহা আমার ন্যায় হতভাগ্যের প্রতি তাঁহার অসীম দয়ার নিদর্শন

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী

পরমার্থ-সম্পুটের রত্নরাজি

ভিক্ষা :—১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড ৸০ ; ৪র্থ খণ্ড —৸০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ
শ্রীধাম-মায়াপুর,
নদীয়া

পুরীতে প্রচার

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের আনুগত্যে পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠের সেবকবৃন্দ সহরের বিভিন্নস্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

গত ৬ই আগষ্ট রবিবার প্রাতঃকালে কতিপয় মঠসেবক পুরীসহরস্থিত মিঃ বি কে, ঘোষাল (ইউ, পি'র ইণ্ডাষ্ট্রির অ্যাসিষ্টেন্ট ডাইরেক্টর) মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা-কীর্ত্তন করেন। হরিকথা শ্রবণ করিয়া তিনি পরমানন্দিত হন।

ঐ দিনই সুপ্রসিদ্ধ 'The Roy's Ideal Pharmacy'র ডাঃ এন্ সি রায় এম বি মহোদয়ের সহিত ব্রহ্মচারিবৃন্দের কিছুক্ষণ হরিকথা-আলোচনা হয়। তিনি পরিশেষে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা-শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠে বিশিষ্ট দর্শক

তমলুকপুরের মহারাজ রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর গত ২৭শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট দুই দিবস প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় বহু লোকজন সমভিব্যাহারে শ্রীরাধাকুণ্ডস্থ শ্রীকুঞ্জবিহারী মঠে আগমন করত শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও মঠবাসী ভক্তগণের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন। মহারাজ বাহাদুরের অমায়িক ব্যবহার ও হরিকথা-শ্রবণেচ্ছা প্রশংসনীয়।

নির্য্যাণ

হাওড়া জেলার অন্তর্গত বাগনান নিকটবর্ত্তী ত্রিপুরাপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুত জগন্নাথবাবু দাসাধিকারী (বজেশ্বর বাবু) গত ২৫শে শ্রাবণ ১০ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার রাত্রি ৩টা ৪৫ মিনিটের সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণববৃন্দের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে স্বধামে গমন করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া শ্রীব্রজপত্তন ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যাপীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীগৌর, গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান 'নদীয়া-প্রকাশ'-মুদ্রণালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪২১৫ কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, মহাপ্রভুর বেদান্ত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ব বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি সমাধি-পাট

সুপ্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া) ইহা গৌরকৃপা-পাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূলকৃষ্ণাম্বুনীলমাধব

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া) এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান) গোস্বামী দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ জাননগর (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ জাননগর, (বর্দ্ধমান) ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) ঋতুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা—(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী) পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৭) কৃষ্ণকুটীর

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঠালপুলি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয় মঠ

বালিয়াটি পোঃ আরি, ঢাকা। পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) নিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ গণিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্চকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৬নং পালাং বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) নারায়ণ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিহর, জেঃ শাহাবাদ, ই, আই, রি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দীঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মধ্যা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় গণেশগঞ্জ, বেনারস সিটি

৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) নৈমিষারণ্য মঠ,

পোঃ মিশ্রিখ, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণশহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) প্রেমানন্দ-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সংকেত বিহারী মঠ

সংকেত, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) কোশী গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ কোশী, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—পেলানী,

পোঃ হোডোল, জেলা গুর্গাঁও (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং ক্যানিং রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, . অ্যান্টওয়েলস বম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রয়াপেট্টা, মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) কোভুর-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, জেলা গোদাবরী মাদ্রাজ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা

(৫২) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

জগন্নাথ, পোঃ বালিশাহি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী

৫৫ সীতাকুটী

(৫৬) ভিক্ষু-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ ভুবনেশ্বর, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

শালকালি, পোঃ কটক (উড়িষ্যা)

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

৬৯) শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠম

পোঃ কভুর, মাদ্রাজ

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) সুয়াবি গৌড়ীয়মঠ

পোঃ সুয়াবি, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ রাজবাঁধ (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

কুতুবপুর, পোঃ চুয়াডাঙ্গা, (নদীয়া)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং ডালহৌসি ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

ফ্ল্যাট নং ২

৫১, আর্লস্-কোর্ট

স্কোয়ার, লণ্ডন, এস ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১৬।এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

হেষ্টিংস রোড, ঢাকা (ইউ-পি

(৬৮) শ্রীবিশ্ববিদ্যা গৌড়ীয়মঠালয়

নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵০	।৵০	।০
" ইঞ্চি	২৲		১।০	১৲
সিকিকলম	৫৲	৪৲		৩৲
অর্দ্ধকলম	৮৲	৬৲		৫৲
" এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৩৲	।।০
" সিকি কলম	১৫৲	১২৲
" অর্দ্ধকলম	২৫৲	২০৲
" এক কলম	৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)		৯৲
ষাণ্মাসিক	"	৫৲
ত্রৈমাসিক	"	২৸০
মাসিক	"	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ । বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন মূল্য।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

——::(০)::——

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সৎসজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে যথাযথ ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ যথাযথ প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, বিষয়-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পদ্যাদি-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পাইকাটাইপের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাবলী ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, নারিন্দা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পদ্যপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পদ্যাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "গৌরব" নামক অংশের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পদ্য ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ আট আনা।

শ্রীধাম মায়াপুরে

——:০:——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

——::০::——

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর পরিচ্ছন্ন কোঠা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও স্বচ্চরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খাওয়া ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউসন, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অতিসুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত্র অতিসুন্দরভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৫৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুত নবকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীমন্দির, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নের ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়'-সম্পাদক এবং সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীচরণে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম সংরক্ষণপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ড খণ্ড প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাচার্য্য সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম্-এ মহোদয়ের প্রৌঢ়গবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিবিধ চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩০শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের স্বলিখিত মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্তার ভূমিকাদ্বয় (Prefaces), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রায়পেটা মান্দ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———::(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অভিনব জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবর্য্যের অন্তেবাসী পরবিদ্যাসাহিত্যিক সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৮০ আনা; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৬	৬ ২৬	৭-১৬	১২-২৬	১৪-৫৬	১৬-৫৬	১৭-৫৬	২২-২৬	
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫					
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০					
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-	১৯-০৮	২০-১৬		১-১৪
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩		
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৬		২১-৪		

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো গেজ)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫ ৪৫		৯-১৩			১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬ ২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৪১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০	
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ				১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১	[illegible]

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩		
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)		২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-৩৩

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

মেহালার পাচন

পঞ্চবিংশ বৎসরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মনুষ্য, পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাট্‌তি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা মস্তক কামলাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৮/০ দশ আনা, বড় বোতল ১৮/০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ পেঁড়ো, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম
শ্রীমায়াপুর'

REGD NO C 1514

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত নদীয়াজেলার একমাত্র দৈনিক মুখপত্র

৪র্থ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৫ই ভাদ্র, ১৩৪৬ ২২শে আগষ্ট, ১৯৩৯, মঙ্গলবার [১৪৯শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

কলিকাতা যাদুঘরে সশস্ত্র পাহারা

এরূপ জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা যাদুঘরের ট্রাষ্টিগণ যাদুঘরের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের মুদ্রাকক্ষে যাহাতে কোনরূপ চুরি হইতে না পারে সেজন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে ব্যবস্থাবলম্বন করিতে বলিয়াছেন।

কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, ভারতে এমন একদল আন্তর্জাতিক চোর আছে, যাহারা ভারতের বিভিন্ন যাদুঘরের সংরক্ষিত মুদ্রা ও প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলি অপহরণের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে। ইতোমধ্যেই দিল্লী, এলাহাবাদ, গোয়ালিয়র এবং পাটনার যাদুঘরে চুরি হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি পাটনা যাদুঘর হইতে বহু প্রাচীন স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা চুরি গিয়াছে।

ট্রাষ্টিগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যাদুঘরের যেখানে সমস্ত প্রাচীন স্মৃতিচিহ্ন ও মুদ্রাদি রাখা হইয়াছে, যাহার আনুমানিক মূল্য দুই লক্ষ টাকারও অধিক, সেই স্থানে দিবারাত্র সশস্ত্র পাহারার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনীয়ারগণ ঐ স্থানটি পরিদর্শন করিয়া ইহাদের সামান্য কিছু পরিবর্ত্তনের সুপারিশ করিয়াছেন। ইহাতে এতদিন ভিতরে কেহ প্রবেশ করিয়াছে কি বাহির হইয়াছে তাহা দেখিতে পাইবে।

গুজরাট ও সিন্ধুতে অনাবৃষ্টি

গুজরাটের অন্তর্গত খেদিয়ার ও অন্যান্য

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুত কানাইয়ালাল দেশাই উত্তর গুজরাটে অনাবৃষ্টির ফলে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত আলোচনা করিবার জন্য আসিয়াছেন। শ্রীযুক্ত দেশাই জেলার বলেন যে, আমেদাবাদ, পাঁচমহল ও খেদার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শোচনীয়। ঐ সকল অঞ্চলে গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আদৌ বৃষ্টি হয় নাই এবং মাঠগুলি অনাবাদী অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথম ভাগে মাঠে ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় নাই। গবাদি পশুর খাদ্য সংগ্রহ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। খাদ্যাভাবে গবাদি পশু দলে দলে মারা পড়িতেছে; বিশেষ করিয়া কাথিয়াবাড়ের সন্নিহিত তালুকগুলিতে গরুবাছুর অধিক সংখ্যায় মরিতেছে। পানীয় জলেরও দারুণ অভাব হইয়াছে। কূপ ও প্রস্রবণগুলি শুকাইয়া গিয়াছে। আমেদাবাদ সহরের ওয়াটার ওয়ার্কস সবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত হইলেও সহরের অধিবাসীদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে জল সরবরাহ করিতে পারা যাইতেছে না। খেড়া ও গুজরাট উপকূলবর্ত্তী জেলাগুলিতে ধান চাষ আর হইবে না, তবে জওয়ার, জুয়ার ও তুলা চাষ কোন প্রকারে রক্ষা হইতে পারে। পূর্ব্বে খান্দেশে চীনাবাদাম চাষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই প্রদেশে কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শ্রীযুক্ত দেশাই আশা করেন যে, দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে যথোচিত সাহায্য ব্যবস্থা হইবে। অনাবৃষ্টির ফলে উদ্ভূত গুরুতর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আগামী শনি ও রবিবার সর্দ্দার প্যাটেলের সভাপতিত্বে আমেদাবাদে গুজরাট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশন হইবে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির নিকট প্রত্যেক তালুকের অবস্থা জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রদেশের সমস্ত অংশ হইতে কর্ম্মিগণ আমেদাবাদে সমবেত হইবেন। সর্দ্দার প্যাটেল আমেদাবাদ যাত্রা করিবেন ও মঙ্গলবার বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

ইউরোপের পরিস্থিতি

স্বেচ্ছাসেবকরূপে সেনাদলে হের হিটলারের যোগদানের পঁচিশতি সাম্বৎসরিক উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের জন্য ফিল্ড মার্শাল গোয়েরিং ও বারুটেসগাডেনে হের হিটলারের সহিত দেখা করিতে যান। সেই সময় হের হিটলার তাঁহাদের সহিত ইউরোপীয় পরিস্থিতির সেপ্টেম্বর পরিণতি যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ওয়াকিবহাল মহলে উল্লিখিত যাইতেছে যে, হের গ্রীসার ও মঃ বেকের সহিত সাক্ষাৎকারে কেবলমাত্র ডানজিগ বিষয়েই আলোচনা হয়। রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে ডানজিগের সমস্যা সমগ্রভাবে কোন কিছুই আলোচিত হয় না। অধ্যাপক বার্কহার্ট দ্বিতীয়বার হের হিটলারের সহিত দেখা করিবেন বলিয়া যে গুজব উঠিয়াছে, তাহার কোন সমর্থন এখানেও পাওয়া যাইতেছে না। ডানজিগ-সমস্যার "কোনরূপ আপোষ আলোচনা এবং কোনরূপ আপোষ-রফা চলিবে না।" জার্ম্মান পত্রিকাসমূহের মূল সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সেই কথাই বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

ডানজিগের সৈনিকের গুলীতে পোল সীমান্তরক্ষী নিহত

পোল ডানজিগ সীমান্তে ডানজিগের সেনাদলের গুলীতে একজন পোল সীমান্তরক্ষী নিহত হইয়াছে। উক্ত সীমান্তরক্ষী সৈনিকটি ডানজিগের এলাকা মধ্যে ১৫ গজ আসিয়া গিয়াছিল। সে পথ হারাইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

সিনেটের প্রেসিডেণ্ট হের গ্রীসার, পোল হাই কমিশনার মঃ চোদাকীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে ১৫ মিনিটকাল আলোচনা হয়। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারের পর মঃ চোদাকী ওয়ারস রওনা হইয়া গিয়াছেন।

জার্ম্মাণ কর্তৃপক্ষ জার্ম্মানীর মিত্রীয় ও পোলিশ সাইলেসিয়া ডিষ্ট্রিক্টের এবং পোলের মধ্যে টেলিফোনের যোগাযোগ ও যাতায়াতের ব্যবস্থা বন্ধ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সেণ্টপোলকার বার্লিনস্থ সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, ইঙ্গ-ফরাসী ও পোলিশ মৈত্রীর। পূর্ণশক্তি ও আয়োজন পরীক্ষা করার জন্য আর পক্ষকালের মধ্যেই ডানজিগে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার চেষ্টা জার্ম্মানী করিবে বলিয়া বোধ হইতেছে। ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট মোঃ কালিও সেনাদলের কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের পর নাতিদীর্ঘ এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, কোন আক্রমণে সেনাদল বিচলিত হইবে না এবং সর্ব্বপ্রকার চাপ বাধেরই প্রতিরোধ করিবে।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৪।০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষায় একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অতিমর্ত্ত্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

——॥(০)॥——

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রসঙ্গ

ভিক্ষা—।৵০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

· ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—।০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রমোহন দাস এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন, পোঃ রমণা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ২৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। অনুভাষ্য সহিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাধা) ৯৲
৩। অনুভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাধা) ৪৲
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যাদেশ ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১।০
৯। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিরহ-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। ব্রাহ্মণ-আশ্রম ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ।৵০
২২ ভজন রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২
২৫ গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) অবাধা) ১৲
২৬। গীতার কেমন মাধব-ভাষ্য ।০
২৭। দুঃখিতাত্মিকা অপগৌরক: (সানুবাদ) ২৲
২৮। প্রেমবিবর্ত (সানুবাদ) ।০
২৯। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০। দীপ-দিগ্-দর্শন ৶০
সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ।৶০
গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
গীতমালা ৴১০
নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমায় ।৹
৪০ শরণাগতি
৪১ গীতাবলী
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা
৪৩ সাধনতত্ত্ব
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৶৴
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴১০
৪৯। অর্চ্চনকল্প ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৬৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরাঙ্গস্তোত্রম্ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। অমৃতবাণী বা বারাবাদাবতারণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ
৫৭। ঈশোপনিষৎ (ভাষ্যাদিসহ)
৫৮। শ্রীকৃষ্ণনেত্র ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যলীলামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত সরস্বতী বিবিজয়ঃ ।০
৬৩। নৈতিক-শিক্ষাকুসুমম্ ।০
৬৪। অষ্টকম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠগণপরিচয়ঃ ৴০
৬৭। মায়াবাদনিরসনম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ ভিউ ওয়ার্ক্‌স অন বেদান্ত ।০
৭০। নামভজন ৴০
৭১। বেদান্ত—ইট্‌স মরফলজী অ্যাণ্ড অণ্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৭৩। শ্রীকৃষ্ণ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।৴
৭৫। বোম্বাই গৌড়ীয়মঠ উড্ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। থিয়েটিক প্রিন্সিপাল অ্যাণ্ড অ্যাবসোলিউট ভিশন ০।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২।০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৮০। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴০
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴৹

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ২৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক
নদীয়া-প্রকাশ
একমাত্র পারমার্থিক
দৈনিক-পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ২২ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২২শে আগষ্ট ইং ১৯৩৯, মঙ্গলবার } ১৪৯৭ সংখ্যা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২২ শ্রীধর [illegible] গৌরাব্দ ৪৫৩

কৃপা ও বঞ্চনা

—::(*)::——

কৃপা ও বঞ্চনা—এই দুইটী পরস্পর বিপরীতার্থক পরিভাষা। হরি গুরু-বৈষ্ণবের যে প্রসাদের দ্বারা আমাদের নিত্য মঙ্গল লাভ হয়, তাহাই কৃপা বা দয়া, আর যে অনুগ্রহ আমাদিগকে নিত্যমঙ্গল হইতে বঞ্চিত করে, তাহাই বঞ্চনা।

বিভিন্ন অধিকারে কৃপা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা অত্যন্ত দেহগেহাসক্ত, তাঁহারা ঐহিক লাভকেই দয়ার দৃষ্টান্ত মনে করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-বাসনার পূর্ত্তি—এই ত্রিবর্গ বা মোক্ষবাসনাচরিতার্থরূপ চতুর্ব্বর্গ ভিন্ন ভিন্ন অধিকারে দয়ার উদাহরণ বলিয়া মনে হইয়া থাকে। আবার কোনও বিশেষ অধিকারে ঐগুলি দয়ার অভাব বা বঞ্চনা বলিয়াই বিচারিত হয়।

শ্রীমদ্রূপপাদানুগবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃপার কথা শাস্ত্রবাক্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন,—একটী কপট-কৃপা আর একটী অকপট কৃপা। ধন, ধান্য, পুত্রাদির আরোগ্যপ্রাপ্তি বা স্বর্গসুখাদি লাভ অথবা সাযুজ্যমুক্তি প্রভৃতি বরগুলি কৃষ্ণমায়ার কপটকৃপা। সেই কপটকৃপা দ্বারা জীবের সংসার-চক্রে ভ্রমণ হয়, আর কৃষ্ণভক্তির অকপট কৃপায় সংসার ক্ষয় ও কৃষ্ণের প্রতি অহৈতুকী সেবাবৃত্তি উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্যের কৃপাকে অমন্দোদয়দয়া অর্থাৎ যাহা আনন্দ বা মঙ্গল ফল উদয় করায় এবং যাহা মন্দ বা অমঙ্গল উদয় করায়—এইরূপ দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের অমন্দোদয়া কৃপা গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার কৃষ্ণমায়ার প্রদত্ত বর বা দান ভোগবৃত্তির সহিত গ্রহণ করাও তাঁহার মন্দোদয় কৃপা বরণ।

বদ্ধজীবের যাহা রুচির অনুকূল বা প্রেয়ঃ, তাহাই কৃষ্ণের কপট কৃপা বা মন্দোদয়দয়া; আর যাহা জীবের পক্ষে পরমশ্রেয়ঃ, তাহাই কৃষ্ণের অকপট-কৃপা বা অমন্দোদয়-দয়া। এই কপট-কৃপা বা মন্দোদয়-দয়াই বঞ্চনা। বদ্ধজীব স্বভাবতঃ জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক এইরূপ কপট-কৃপা বা বঞ্চনার প্রতি রুচিবিশিষ্ট।

আমরা অনেক সময় ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের অভিনয় করিয়াও এবং মৌখিক ভগবানের নিষ্কপট কৃপা চাহিয়াও কার্য্যতঃ কপট-কৃপা গ্রহণ করিতে অধিকতর প্রস্তুত হইয়া থাকি। গুরু, বৈষ্ণব, ভক্ত ও ভক্তিকে সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগের নিকট হইতে জাগতিক লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তিই আমাদিগের নিকট অধিকতর কৃপার পরিচয় বলিয়া মনে হয়। শ্রীগুরুদেব বা বৈষ্ণব কৃপা করিয়া আমাদিগকে জাগতিক কোন ভোগ্য বস্তু (লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠা) দান করিয়াছেন, ইহা আমরা সময় সময় মুখেও বলিয়া ফেলি; আবার অধিকতর চতুর হইলে মৌখিক স্বীকারে সতর্ক হইয়া কার্য্যতঃ ঐসকল বস্তু ভোগ করিয়া থাকি।

হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু স্বীকার যদি হরিসেবার অকপট ও অকৃত্রিম আনুকূল্য করে, তবেই তাহা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া গৃহীত হইবে; আর যদি তাহা না করিয়া ব্যক্তিগত বা দৈহিক স্বজনগত ভোগাত্মক কোন সুবিধা আনয়ন করে এবং অন্তরে অন্তরে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠার বাসনাই অধিকতর বাড়াইয়া তুলে, তবে তাহাকে গুরুবৈষ্ণবের অকপট-কৃপাবরণ বা শুদ্ধ-ভক্তি বলা যাইবে কি?

অনেক সময় একটী প্রবল যুক্তি বা 'অজুহাত' দেখাইয়া বলিয়া থাকি যে, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব স্বয়ং উপযাচক হইয়া যদি আমাকে কোন ভোগ্যবস্তু বা কোন না কোন ভাবে লাভ-পূজা প্রতিষ্ঠার সামগ্রী প্রদান করেন, তখন তাহা ভগবৎ-প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ না করিয়া বর্জ্জন করিলে অপরাধী ও ফল্গু-বৈরাগীর ন্যায় অভক্তই হইয়া যাইবে। ভাবের ঘরে চুরি না করিয়া আমরা যদি গুরুবৈষ্ণবের প্রদত্ত বস্তুকে ভগবৎপ্রসাদ ও ভগবৎসেবানুকূল বস্তুরূপে গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু তাহাতে কোন না কোন ভোগবুদ্ধি আসিয়া পড়িলে আমরা কি গুরুবৈষ্ণবের নিষ্কপট কৃপালাভে বঞ্চিত হইব না? দ্বিতীয়তঃ ইহাই শুদ্ধভক্তের লক্ষণ যে, অভীষ্টের একমাত্র সেবাসুখ ব্যতীত আত্মসুখবস্তু নিজের সুখের জন্য কিছুই গ্রহণ করেন না। এমন কি, হরিগুরুবৈষ্ণব উপযাচক হইয়া কোন বস্তু প্রদান করিতে আসিলেও শুদ্ধ সেবক তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন না।

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
(ভাঃ ৩।২৯।১৩)

শ্রীভগবান্ কপিলদেব বলিলেন,—আমার ভক্তগণকে সালোক্য [illegible] (সকল ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (তুল্যরূপ), সামীপ্য (নৈকট্য), একত্ব (সাযুজ্য) আদি প্রদান করিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার নিত্যসেবা ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের উপদেশামৃত [illegible]

[স্থান—শ্রীসারস্বত [illegible], শ্রীগৌড়ীয়মঠ; কাল—১৮ই কার্ত্তিক ১৩৪৫, ৩রা নভেম্বর ১৯৩৮, শ্রীউত্থান একাদশী।]

কৃষ্ণভক্তৈঃ প্রপন্নৈস্তু [illegible]
প্রেয়াংসোঽপি যাবা-
কুঞ্জং [illegible]
বাধাধি।
[illegible]
পুনস্তৎ [illegible]
তৎ প্রেমোঽপি [illegible]
[illegible]

যাঁহারা ধামে থাকিয়া উর্জ্জব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আজ ব্রত সমাপ্তি হইল। এই মাসের নাম দামোদর মাস। 'উর্জ্জ' শব্দের অর্থ—কার্ত্তিক। দামোদর শ্রীবার্ষভানবীর প্রিয়তমের নাম। তিনি এই নামে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণকে আহ্বান করেন।

মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥

শ্রীবার্ষভানবীর অন্য নাম—ঊর্জ্জেশ্বরী। তাঁহার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণেই দামোদরের কৃপা হয়, দামোদরপ্রভু তুষ্ট শাসন হয়। আবার দামোদরের কৃপাপ্রভাবেই ঊর্জ্জেশ্বরীর কৃপা লাভ হয়।

ঊর্জ্জেশ্বরীর ব্রতকালে তাঁহার অন্তরঙ্গ নিজজন শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর উপদেশামৃত-পাঠ খুবই সমীচীন। এই একাদশটি শ্লোকে শ্রীবার্ষভানবী দেবীর আপন জন, নিজজন, তাঁহার Private Secretary, personal attendant শ্রীরূপপ্রভু শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট যাহা শিখিয়াছেন, তাহার সার নির্য্যাস তাঁহার শ্রীপাদ-স্বামিনীর মঙ্গলের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দিন বিশাখে আমাদের পরমগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার অভিন্নবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদও নিশান্তলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বাবাজী মহারাজের (শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর) কথা কৌশলে অনেক স্থানে অনেকবার বলিয়াছেন। বাবাজী মহারাজের সহিত তাঁহার যে গূঢ় সম্বন্ধ, তাহা তাঁহার অন্তরঙ্গ জনই জানেন। বাবাজী মহারাজ অতিবড় বৈরাগ্যবান্। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শুনিয়াছি, শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর এই অপ্রাকৃত বৈরাগ্য জ্ঞানহীন নহে, পরন্তু জ্ঞানভরা। বৈরাগ্যবিদ্যাই অপর নাম বৈরাগ্য; ইহা বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগ। শ্রীভাগবতও বলেন—"যজ্জ্ঞান বিরাগ-ভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতম্"। বাবাজী মহারাজের আচারে ও জগতে এই জ্ঞান-বিরাগ ভক্তি-সহিত নৈষ্কর্ম্ম্য নিত্য আবিষ্কৃত ছিল। এখানে "নৈষ্কর্ম্ম্য" শব্দের অর্থ প্রেমভক্তি। বাবাজী মহারাজ প্রেমভক্তজনে নিরত।

প্রেমভক্তিতে যা নৈষ্কর্ম্ম্যে সাহিত্য আছে—বৈরাগ্যযুক্ত বা সহিত। এই বৈরাগ্যই প্রকৃত, জ্ঞানহীন নহে। এই বৈরাগ্য ও সাধকজনের বৈরাগ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। এই বৈরাগ্য চিন্ময়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে 'বৈরাগ্য সিদ্ধ হউক'—এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ উহার তাৎপর্য্য এরূপ বলিয়াছেন,—বৈরাগ্যের বাহ্যদর্শনে যে-সকল আধ্যাত্মিক জনসাধারণের চক্ষু ঝলসিয়া দিয়াছে, যাহারা বৈরাগ্যকে ও তৎ সঙ্গে স্বয়ং বলে, তাহাদের ভ্রম দূর করিয়া চিন্ময়বৈরাগ্য-প্রকাশের জন্য বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন—তাঁহাদের বৈরাগ্য যেন কৃষ্ণসেবা যত্নের অনুকূল হয়। যাহারা বৈরাগ্যের বাহ্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া উহাকেই বহুমানন পূর্ব্বক ভক্তির উদ্দেশ্য করিবার জন্য ব্যস্ত—তাহাদের প্রতিই এই আশীর্ব্বাদ। বৈরাগ্যসিদ্ধ অর্থে তীর্থপাদ শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীগোপীনাথের সেবা। যদি সেই সেবা না হয়, তাহা হইলে উহা ফল্গু বা কৃত্রিম।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের এই তীব্র বৈরাগ্য, austerity সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—বাবাজী মহারাজের বৈরাগ্য শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্যের অনুরূপ। দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

রঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা

তাঁহার ভূতপূর্ব্ব গুরুভ্রাতা ও শিষ্যস্থানীয়ের শ্রীল বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধেও আমরা এই কথা বলিতে পারি। এই বৈরাগ্য সম্পূর্ণ চিৎপ্রীতিবিধায়ক। অচেতনের স্বাদ সেখানে একেবারেই নাই। ইহা positive, চিদ্বিলাসের অনুকূল। তাঁহার বাহিরে কঠোরতা, কিন্তু অন্তর প্রেমামৃতসিন্ধুর তরঙ্গে সর্ব্বক্ষণ উদ্বেলিত।

শ্রীঅদ্বৈত বংশে যাঁহারা গৌরসুন্দরের সেনাপতি সেই বড় গোস্বামী প্রভু গোষ্ঠানন্দী। মহান্তদিগের মধ্যে শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভু বিবিক্তানন্দী ছিলেন। বাবাজী মহারাজ বিবিক্তানন্দী বলিয়া খ্যাত। বিবিক্তানন্দী অর্থাৎ কৃষ্ণেতর বিচারের সহিত সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ থাকিয়া ভাবভজন-রতানন্দী। তাঁহার অন্তরে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ, গাঢ় মমতাযুক্ত; তাঁহার সঙ্গে দৈন্য ও বিরহ নিরন্তর। শ্রীল বাবাজী মহারাজ নিজকে শ্রীবার্ষভানবীর কৃপার কাঙ্গাল জ্ঞান করিতেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন,—"বাবাজী মহারাজ শ্রীরাধারাণীকে 'কাঙ্গালিনীর ঠাকুরাণী' বলিয়া তাঁহাকে কতখানি আপন জ্ঞান করিতেন! তাঁহার আমি ইহার কিছু দর্শন করি। নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে করি।" শ্রীবার্ষভানবীর কারুণ্যামৃত স্মরণ করিয়া দুঃখবরে যে আহ্বান—বিরহ-ব্যথায় সমগ্র হৃদয় ব্যথিত করিয়া যে আহ্বান বাবাজী মহারাজ করিতেন, তাহা শুনিয়াই শ্রীল প্রভুপাদ চমৎকৃত হন এবং তাঁহাকে আপন প্রভু জ্ঞান করেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস গোস্বামী প্রভুর বেশের শিষ্য ভাগবতদাস বাবাজী মহারাজ। তাঁহার বেশের শিষ্য শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ ব্রজমণ্ডলে ত্রিশ বৎসর ছিলেন। তাঁহাকে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থানে লইয়া আসেন, গৌর-কৃপায় রাধাগোবিন্দের কৃপা লাভ হয়, নিঃশ্রেয়সার্থী জীবজগৎকে জানাইবার জন্য। গৌরধাম উদারের মধ্যে মধুর এবং কৃষ্ণধাম মধুরের মধ্যে উদার। গৌরসুন্দর অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর। তাঁহার দয়া অহৈতুকী। এই দয়ার একান্ত প্রার্থী না হইলে আমাদের গতি নাই। সেই গৌরসুন্দরকে যিনি একমাত্র দান করিতে পারেন, যাঁহা হইতে গৌরধাম প্রকটিত সেই নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত আর গতি নাই। বাবাজী মহারাজ কুলিয়াতে, যেখানে প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট লোক সাধনাদের ছলে কৃষ্ণেতর পদার্থের সঙ্গে বিব্রত, তাহাদের মত নিজকে বাহ্যে প্রদর্শন করিয়া সামাজিক দৃষ্টিতে আপাত প্রতীয়মান নিসর্গনীয় পদার্থের স্থানে থাকিতেন। যাঁহারা গৌরসুন্দরের কৃপা পাইবার নিকপট ইচ্ছা করেন, তাঁহারা বিষয়বিষ্ঠাগার হইতে দূরে থাকিবেন—ইহাই তাঁহার শিক্ষা। যাহারা সাধনাদের ছলনা করিয়া বিষয়-বিষ্ঠাগারে অবস্থান করে, তাহাদেরই অন্তরে আমি, হে বিষয়ি, আমি তোমারই মত বিষ্ঠাগারে থাকি এইরূপ দেখাইয়া বিষয়ী ও প্রাকৃতসহজিয়াগণকে কত বড় বঞ্চনা করিয়াছেন!

তাঁহার কৃপার আলোকেই তাঁহাকে দেখা যায়। তাঁহার কোনরূপ নিন্দা বা সাপেক্ষতা ছিল না। কচুর পাতা বা পদ্মের পাতার উপর জলের মত অথবা সিমেন্টের মেঝের উপর পারদের মত বিষয়ীর দ্বারা সর্ব্বক্ষণ বেষ্টিত হইয়াও বা গৌরধামের বিরোধী, ভোগপিপাসার আশ্রয়, অন্যাভিলাষী, ফল্গুবৈরাগীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বা তাহাদের বিচারে বিসর্জিত বরং স্থানে থাকিয়াও তিনি নিত্য গোলোকবাসী—ইঁহাদের সহিত তাঁহার কোন প্রকার সঙ্গ বা সংস্পর্শের আভাসও নাই।

কোন্‌টি পাদসেবন-কথা। পাদসেবনের পরিচর্য্যা আছে। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কীর্ত্তনাখ্য দীপ গোদ্রুমে থাকিয়া সাধ্যাহ্নিক লীলায় প্রবেশ করেন। তাঁহার সমগ্র জীবের উদ্দেশ্য শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী প্রচার। যাহারা কলির কালিমায় আচ্ছন্ন, তাহাদিগকে গৌরসুন্দরের পাদপদ্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য স্বতঃসিদ্ধ কীর্ত্তনকারী ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ গৌরসুন্দরের মহাবদান্যতার অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার বাণীর মধ্যে।

শ্রীগৌরকিশোর শ্রীবার্ষভানবীর পরিচারিণী বলিয়া নিজকে জ্ঞান করিয়াছেন। তিনি নিজকে আশ্রয়-জাতীয়-জ্ঞান করিয়া শ্রীকোলদ্বীপ আশ্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের পাদসেবা করেন। সেবাদিতে পাদসেবা-নিরতা শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের যে চিত্তবৃত্তির উদয় হয়, বাবাজী মহারাজ কোলদ্বীপে সেই লীলা দেখাইয়াছেন। গৌর-হরের সুকোমল শ্রীপাদপদ্মে কোন প্রকার অসুখবস্তা না হয়, সেজন্য অতি সন্তর্পণে মর্দ্দন দিয়া সর্ব্বক্ষণ সেবার আদর্শ তথায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই যে অদ্ভুত অপ্রাকৃত কৃষ্ণবিলাসচেষ্টা, ইহাই বৈরাগ্য। বিলাসরহিত বৈরাগ্যে মুগ্ধ হইয়া অজ্ঞ প্রাকৃতসহজিয়া অকালে ভেক লইয়া কৃত্রিমভাবে অষ্টকাল-লীলা স্মরণ করিয়া নষ্ট হয়। বন্ধ্যা নারী যে কখনও সন্তানপ্রসবকালীন বেদনা অনুভব করিতে পারে না, সে যদি উহার ভাণ করে, তাহা যেরূপ কৃত্রিমতা, সেইরূপ যাহারা মনোধর্ম্মের সাহায্যে লীলাস্মরণ করে, অনর্থনিবৃত্তির পর নিষ্ঠা, তাহার পর রুচি-তারতম্য-ক্রিমে পঞ্চরতির কোন রতিতে আসক্তি, তৎপর স্থায়ী রতির উদয়—এই ক্রম না ধরিয়া যাহারা রতি পূর্ব্বে আর অনর্থনিবৃত্তি পরে, বেশগ্রহণ পরে আর রসচর্চা পূর্ব্বে—এইরূপ বিচার করে, তাহারা ভ্রান্ত, অপরাধী, কৃত্রিম, মূর্খ মাত্র। উহা লোকভুলান ব্যাপার। প্রাকৃত দেহমনের ধর্ম্মের সম্ভোগ ভাব, যাহার সহিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির কোন সম্পর্ক নাই, সেই প্রাকৃত-সহজ চিত্তবৃত্তিতে যাহারা অষ্টকালীয় লীলা স্মরণ করিতে যায়, তাহারা ঐরূপ মূর্খ। শ্রীল বাবাজী মহারাজ hard shell without কিন্তু mellow juice within. শ্রীল প্রভুপাদ—বাবাজী মহারাজের অভিন্নবিগ্রহ শ্রীহরিজন প্রভু এই কথা জানাইয়াছেন

ভক্তিস্তয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্ত্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলিঃ সেবতেঽস্মান্
ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ॥

(শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক)

যিনি কৃষ্ণরসের রসিক হন, তাঁহার পক্ষে মুক্তি জোড় হস্তে পশ্চাৎ অবস্থান করে। যাঁহারা বাবাজী মহারাজের সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, তাঁহার একটা বাহ্য বিভূতি ছিল, তাহা যেন সর্ব্বদা সঙ্গ তাঁহাকে সেবা করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিত। তিনি বাহ্যবৃত্তিতে লৌকিক

দৃষ্টিশক্তিহীন এবং একস্থানে অবস্থিত হইয়া তথাকথিত সাধীদের সমস্ত দুশ্চেষ্টার কথা প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় বলিয়া দিতেন। কিন্তু এই বিভূতি তাঁহার কাম্য বিষয় নহে, বরং বিভূতি দাসীর মত তাঁহার সেবা করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। "লোক দেখান গোরা-ভজা, তিলকমালা ধরি'। গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥"—তিনি সকলের চুরি ধরিতেন। তাঁহাকে কেহ ফাঁকি দিতে পারিত না।

তিনি বিবিক্তানন্দী। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ন্যায় আশ্রিতের মঙ্গলের জন্য প্রচারক-লীলা অর্থাৎ বৈষ্ণবাচার্যের লীলা প্রকাশ করেন নাই। ভক্তিবিনোদ ঠাকুরে গৌরসুন্দরের কারুণ্যের প্রাকট্য বেশী। বাবাজী মহারাজের চরিত্র আচার-প্রধান এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আচার ও প্রচার দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন।

বাহ্যদৃষ্টিতে বাবাজী মহারাজ দৃষ্টিশক্তিহীনের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন কেন? তিনি শিক্ষা দিয়াছিলেন—প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন-দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবকে দর্শন কর—আধ্যক্ষিক দৃষ্টিতে হরি-গুরু-বৈষ্ণবদর্শন হয় না। কৃষ্ণের গুণ তাঁহার একান্ত ভক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। কৃষ্ণ যেরূপ অপাণিপাদ আবার জবন, গ্রহীতা! যিনি 'পশ্যত্যচক্ষুঃ', তিনি 'শৃণোত্যকর্ণঃ' বাবাজী মহারাজও সেইরূপ 'পশ্যত্যচক্ষুঃ'। আধ্যক্ষিকদর্শনে তাঁহার দৃষ্টিশক্তি নাই। আধ্যক্ষিকের দর্শন তাঁহাকে চক্ষুরহিত—ভোগাসবর্জিত ব্রহ্মদর্শনের ন্যায় দেখে। কিন্তু তিনি সর্বজ্ঞ, জগদ্গুরু। তিনিই দেখিয়াছেন, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচন-দ্বারা। শ্রীধামপুরুষ এবং ভুবনমঙ্গলকারী মায়াপুরবাসী শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠনিরত শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমূর্তি তিনি সর্বদা দর্শন করিতেন। কিন্তু—

"মলীমস চক্ষু যার বিষয় ভুলিতে।
কেমনে সে পরতত্ত্ব পাইবে দেখিতে॥"

তাঁহার পাদপদ্ম-শোভা দেখিবার চক্ষু যাহাদের হয় নাই, যাহারা প্রেমচক্ষুবিকার অনধিকৃত হইয়া দর্শন করে না, তাহারা তাঁহার বৈরাগ্যকে শুষ্ক মনে করিয়া অপরাধ করে। তিনি ও ভক্তিবিনোদ ঠাকুর একই চিদ্ভাবনিষ্ঠ। তিনি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাগবতব্যাখ্যা শ্রবণ করেন। বাবাজী মহারাজ বাহিরে কঠোর, জীবজগৎ সম্বন্ধে যেন উদাসীন!

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্বকর্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্
পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ
শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ
গর্হয়ন্॥
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো
মাসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
(ভাঃ ১১।২০।২৭-২৯)

অনর্থযুক্ত জীব কি করিয়া এই প্রণালীতে ভজন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ অনর্থযুক্ত জীব বৈধীভক্তির অনুশীলনের পর সৌভাগ্যক্রমে রাগমার্গে উপনীত হইয়া কৃষ্ণপাদপদ্ম কি করিয়া লাভ করেন, তাহা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নির্দেশ করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম-ভজনার্থীর প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ, সমগ্র ভাগবতের সার এই কয়েকটি শ্লোকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

কৃষ্ণেতর বিষয়ে আসক্তি বর্জন করিয়া বিপ্রলম্ভবিভাবিত ও সম্ভোগরহিত হইয়া বাহির হইতে অন্তরে কি করিয়া যাইতে হয়, সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত হইবার ক্ষমতা যেখানে নাই, বাহিরে বিষয়ে থাকিয়া কি করিয়া কৃষ্ণের সংসারে থাকা যায়, ইহা বাবাজী মহারাজ দেখান নাই, কিন্তু ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তদ্বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়াছেন।

যাহারা বস্তুগণে বৈষ্ণবের পাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া মায়ার দাস হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইবে, তাঁহার চরণে অপরাধ করিবে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পরিচিতজন কোন ব্যক্তি শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এবং বাবাজী মহারাজের চরণে অপরাধ করিয়া কৃষ্ণ হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সে নিজের গৃহমেধিত্ব বা প্রাকৃতসহজ বুদ্ধিদ্বারা দেখিতে গিয়া তাহার নিরাপদ গৃহকে বহুমানন করিয়াছিল। সে নিজকে ইন্দ্রিয়পরিতোষক, ভোক্তা জ্ঞান করিয়া এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারী নিরয়-বদ্ধ স্বরূপ ভোগাগারে থাকিয়া প্রাকৃত সহজ দৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে তাহারই মত গৃহব্রত মনে করায় তাঁহার চরণে অপরাধ করে। যিনি সেই নিরয়বদ্ধ স্থানের পথপ্রদর্শক গুরু, তাঁহাকে গৃহমেধী কল্পনা করিয়া তাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছে। অন্যদিকে বাবাজী মহারাজকে শুষ্ক বা শুষ্কত্যাগী, কেবলমাত্র সংসার-ত্যাগেই তাঁহার বৈরাগ্যের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত, এরূপ মনে করিয়া তাঁহার চরণেও অপরাধ করিয়াছে। অন্যান্য ধর্মের যাঁহারা Apostles বা Prophets, আচার্যাভিমানী যাঁহারা, তাঁহাদের সহিত বৈষ্ণবগণের পার্থক্য এই যে, বৈষ্ণবধর্মে কেবল কৃপার কথা, শরণাগত-প্রতিপালনে [illegible] অভয়দানের কথা আছে। অন্যান্য Prophetগণ কৃপা ন্যূনাধিক মানেন না। তাঁহারা [illegible] যুক্তিকে মানেন। কিন্তু আমাদের কেবল কৃপা; প্রসাদ—প্রসাদ শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব নাম ছিল—শ্রীবিমলাপ্রসাদ। বিমলা—শ্রীনারায়ণের অন্তরঙ্গা শক্তি।

ধীর—ধৈর্য আছে যাঁহার। ধীর ব্যক্তি পৃথিবীর গুরু। তিনি ষড়্‌বেগ দমন এবং ষড়্‌দোষ শোধন করিয়া ষড়্‌গুণ দিতে পারেন। অতএব তিনি গুরু। তাঁহাতে ভক্তি স্থায়িভাবে অবস্থান করে। সেইজন্য তাঁহার সঙ্গ করিতে হইবে। তাঁহারা কৃষ্ণকে বশীভূত করিয়াছেন। বাহ্যদৃষ্টিতে বাবাজী মহারাজ কঠোর ও লৌকিক দৃষ্টিশক্তিহীন; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বাহ্যদৃষ্টিতে গৃহবৎ লীলাভিনয়কারী। আমাদের মত যাহাদের চেতনবৃত্তি paralysed হইয়া গিয়াছে, তাহাদের শিক্ষা দিবার জন্য—ব্যতিরেকভাবে শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার ঐ লীলা; অর্থাৎ হে অন্যাভিলাষ-বহির্মুখ জীব! তোমরা paralysed আর থাকিও না, শ্রীনামপ্রভুর সেবায় প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হও। বাবাজী মহারাজের শিক্ষা—অন্ধ হইও না, ঐ প্রকার প্রাকৃত চক্ষুতে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবকে দেখিতে যাইও না; অধোক্ষজের দ্রষ্টা হও। আমাদের ভোগচক্ষু দূর হউক, প্রেমসেবার চক্ষু উন্মীলিত হউক। Perfect harmonyতে properly adjusted হও, অথবা যাঁহারা harmonyতে অবস্থিত, তাঁহাদের সঙ্গে dovetailed হও। বিবর্তের অনুগত হইয়া ভক্তির মাধুর্যধাম শ্রীগৌরধামে থাক। নিরন্তর বস্তুগত সেবার ভরণ-পোষণ করিবেন।

গৌরসুন্দরের কৃপা হইলেই সব সিদ্ধি হইবে। গৌরধাম চিন্ময়, সর্বব্যাপী, গৌণাশ্রয়, স্বতন্ত্র, স্বরাট্ বস্তু। তাঁহার কৃপায় গৌরপাদপদ্ম দর্শন হয়। বাবাজী মহারাজ গোদ্রুমে অবস্থান করিতেন। গৌরসুন্দরকে কতটা আপন, নিজস্ব—thick and thin জ্ঞান তাঁহার! তিনি সর্বক্ষণ শ্রীনাম-ভজন রাসক্ষেত্রে অবস্থান করিতেন। তাঁহার কৃপায় যদি কখনও আমাদের গৌরসংকীর্তনরাসস্থলী [illegible] অন্তরে যোগদান করিয়া দোহার দিবার যোগ্যতা হয়, তবেই মঙ্গল। শ্রীনাম-ভজন রাসস্থলী। "সর্ব ত্যজি' জীবের কর্তব্য কাঁহা বাস?" "শ্রীবৃন্দাবনভূমি—যাঁহা নিত্যলীলারাস"।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের কৃপায় বাহিরের ছাড়িয়া অন্তরে প্রবেশলাভ হয়। তাঁহার চিদ্বিলাসসম্পদের অনুসন্ধান না করিয়া তাঁহার বাহ্য আচার দেখিয়া তাঁহার অনুকরণ করিয়া প্রতিষ্ঠা পাইবার ইচ্ছা কেহ কেহ করিতে পারে। প্রভুপাদ সেই প্রতিষ্ঠাকে শূকরের বিষ্ঠা বলিয়াছেন। এই বিষ্ঠা-ভোজনের লোভে বৈষ্ণবের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন ভজনের ছলনা যাহারা করে, প্রভুপাদ তাঁহার স্বরচিত মনঃশিক্ষায় তাহাদের কিরূপ তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন! শেষ দিকে বলিয়াছেন—

[illegible], তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জন-ভজন-কৈতব।

চিদ্বিলাসে রত হইতে হইবে, কেবল মাত্র জড়বিলাস পরিত্যাগই সব নহে। ঐরূপ চেষ্টা হইলে 'ভগ্নীভূত' আসিয়া উপস্থিত হইবে। তখন নিষ্কর্মা জীব থাকিবে নীচে এবং কালী বা প্রকৃতি তাহাকে পদদলিত করিতে থাকিবেন—লজ্জা হইবে কালীর, তিনি তখন জিভ কাটিবেন। তিনি লজ্জিত হইবেন যে, ইহার মনে মনে ব্রহ্ম অভিমান, অথচ কি করিতেছে! প্রকৃতির নিকট হইতে গিয়া তাহারই দাসত্ব করিতেছে! এ কৃষ্ণপাদপদ্ম ত্যাগ করিল, চিদ্বিলাসে অধিকার পাইল না—ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অভিনয় করিতে গিয়া ইহার কি দুরবস্থা ঘটিল! এই মনে করিয়া প্রকৃতি লজ্জায় জিভ কাটেন।

আমরা প্রথমে সন্ধিনী, পরে সম্বিতের পর হ্লাদিনীর কৃপায় যেন গুরুবর্গের পাদপদ্মের ধূলি নিজেদের জ্ঞান করিতে পারি। তাঁহারা যেন কোন জন্মে আমাদিগকে তাঁহাদের পাদপদ্মের ধূলিজ্ঞানে গ্রহণ করেন। ধূপের সুগন্ধি ধূম যেরূপ জগৎকে কুণ্ডলী করিয়া চতুর্দিক আচ্ছন্ন, আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ বাবাজী মহারাজের হৃদয়স্থিত শ্রীরাধারানী দেবীর শ্রীপাদপদ্মকে প্রাতঃনিরত অকৃত্রিম প্রেমের দ্বারা আরতি করিত সেই বাবাজী মহারাজের পাদপদ্ম-ধূলি হইবার আশা যেন কোন দিন আমাদের অন্তরে জাগে। যেন ধূপের ধূমের মত আমাদের হৃদয়ের বাসনাগুলি সমগ্র জগৎকে খণ্ডিত করিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে নিয়ত উপনীত হয়, এই আকাঙ্ক্ষা আরতি করে। 'কৃষ্ণা না হইলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর'—এইরূপ আর্তি যেন আমাদের কোন দিন লাভ হয়। তাহা হইলেই আমরা সেই ভক্তিসাম্রাজ্যসিন্ধুর বিন্দু-আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করিব।

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়॥

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠপ্রধান

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীব্রজপত্তন-ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ,পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ,শ্রীগৌর,গোপাল আচার্য্য চতুষ্টয় বিগ্রহ আছেন। সুপ্রাচীন গ্রন্থ-মুদ্রণাগারেরবর্ত্তে'নদীয়া-প্রকাশ'যন্ত্রালয় আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৪১১৫
কলিকাতায় শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে শ্রীমঠ প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমঠে পাঠ, সঙ্কীর্ত্তন, প্রত্যহচতুষ্টয় বেলায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের সম্যক্ আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও হারমণির পাক্ষিক ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-পীঠ শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং ব বর্ত্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৭) কাজি-সমাধি-পাট

প্রাচীন শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)
ইহা গৌরকৃপাপাত্র শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার
শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)
এখানে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধামাধবের সেবা বর্ত্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গোস্বামী বিশ্বাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

১১) সার্ব্বভৌম-গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ আমঘাটা (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মাউগাছি, পোঃ ভালুকা, (বর্দ্ধমান)
শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের স্থান

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর,নদীয়া

(১৪) জহ্নুদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠালয়

১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

গৌড়পুর, নদীয়া

(১৬) শ্রীমধ্যদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

মাজিদা –(শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লীর নিকটবর্ত্তী)
পোঃ ভালুকা (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়া

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

কাঁচাপল্লি, পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠাসন

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ
চব্বিশ পরগণা

(২৩) মাধ্বগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) পরমহংস-গৌড়ীয় মঠ

পোঃ পাণিহাটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

বড়বাজার, পোঃ ময়মনসিংহ

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ গোয়ালপাড়া (আসাম)

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জ্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা বিল্ডিং, দার্জ্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ হরিদ্বার, জেঃ সাহারাণপুর, ইউ, পি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

দীঘাপুর পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

রমনা রোড, গয়া

(৩৩) সনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৮।১১ বড় সরস্বতী সিং, বেনারস সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সত্যব্রত মঠ,

পোঃ নিমসার, সীতাপুর (ইউ পি)

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

পুরাণসহর, শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠপীঠ

কিশোরপুর, বৃন্দাবন

(৩৯) একচক্রাধাম-সুখদকুঞ্জ

পোঃ রাধাকুণ্ড। মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গোষ্ঠবাটী

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) সঙ্কেত বিহারী মঠ

বর্ষাণা, মথুরা।

(৪৪) নন্দগ্রাম গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ নন্দগ্রাম, মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গোষ্ঠবিহারী মঠ—নেবাড়ী.

পোঃ জোকোল, জেলা গুরুদাস (পাঞ্জাব)

(৪৭) ব্যাসগৌড়ীয়মঠ

কুরুক্ষেত্র পোঃ থানেশ্বর, কর্ণাল, (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

৪৫নং ক্যানিং রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক রোড, গ্র্যাণ্ট রোড বোম্বে ৭

(৫০) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ রায়পেটা, মাদ্রাজ
শ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর সেবা

(৫১) রাজমহেন্দ্রী-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কভুর, গুন্টুর গোদাবরী (মাদ্রাজ)
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী সেবা

(৫২) ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠ

আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

চটকপর্ব্বত, পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

(৫৪) ভক্তিকুটী—স্বর্গদ্বার, পুরী
(৫৫ সতীশকুটী

(৫৬) ছিয়ালিশ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ কটক, পুরী

(৫৭) সচ্চিদানন্দ মঠ

বালিয়াটী, পোঃ কটক · উড়িষ্যা।

(৫৮) বালেশ্বর গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৫৯) শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গৌড়ীয়-প্রপন্ন-মঠ

পোঃ রঙ্গপুর, গঞ্জাম

(৬০) ভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকনিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর

(৬১) জগাই গৌড়ীয়মঠ

পোঃ জলাই, মেদিনীপুর

(৬২) আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ পানাগড় (বর্দ্ধমান)

(৬৩) চৈতন্যগৌড়ীয়মঠ

ভুবনেশ্বর, পোঃ চাকদহ, (মানভূম)

(৬৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৩০১ নং লেইস্ ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৬৫) লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ

গ্ল্যাডষ্টোন হাউস
৫১, আর্ল্স কোর্ট রোড
কেনসিংটন, লণ্ডন, ডব্লিউ ৫

(৬৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১।১।১, কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট.
কলিকাতা

(৬৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

ডিউরেণ্ড রোড, লক্ষ্ণৌ (ইউ-পি)

(৬৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, ভক্তিশাস্ত্রী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	সংবাদের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও দ্বিতীয় দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় পরবর্ত্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে ।০	৷৵০	।৵০	।০	
" " ইঞ্চি ২৲		১॥০	১৲	
সিকিকলম ৫৲	৪৲		৩৲	
" অৰ্দ্ধকলম ৮৲	৬৲	৬৲	৫৲	
" এক কলম ১২৲	১০৲	১০৲		

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি ৩৲	১।০
" সিকি কলম ১৫৲	১২৲
" অৰ্দ্ধকলম ২৫৲	১৮৲
এক কলম ৩৫৲	৩০৲

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক "	৫৲
ত্রৈমাসিক "	২৷০
মাসিক "	১৲

প্রতি সংখ্যা ৫ ; বিশেষ সংখ্যার ভিন্ন খরচ।

[শ্রী]ল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———::(০)::———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের আনুকূল্যে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'স-সজ্জনী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, স্থান-পাত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কাগজে পারিপাট্যের সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ, বাংলা, পোঃ ওয়ারী, ঢাকা।

প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের বিরচিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার ভিক্ষা মাত্র ।০ চারি আনা।

[শ্রী]ধাম-মায়াপুরে

——।:০:।——

—শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে ; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে খোরাক ও সেবকাদির প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা শতে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত ; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সদাচার ও শিক্ষা সবিস্তারভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব গবেষণামূলক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অভিজ্ঞতাভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত সম্পাদকের কার্য্যালয়, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ

প্রথম খণ্ড

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু সজ্জনবৃন্দের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যে-সকল সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীমুখে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নাম দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহ-তিথিপূজা বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। মানবজাতির বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল, প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক পণ্ডিত আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য এম-এ মহোদয়ের গৌরবেষণা এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত ফল আস্বাদন করিয়া একাধারে দর্শন এবং ভক্ত ও ভগবানের জীবনচরিত্র-পাঠে ধন্য হউন। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ মানচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সম্যক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৩৩শ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকারের ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সজ্জিত সুবিস্তৃত সূচীপত্র (Index Glossary) সহ প্রথমখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫৲ পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—বাগবাজার গৌড়ীয়মঠ, ঢাকপাড়া সরাই ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা ; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর জেলা—নদীয়া।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

———:(০):———

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবকুলচূড়ামণির অবিমিশ্র জীবনচরিত এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের উপদেশে সরস্বতীসাধিষ্ঠিত সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সম্প্রতি "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠার গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা ; ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ

পোঃ বাগবাজার

কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

———:(০):———

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে প্রতিসপ্তাহে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হারমনিষ্ট" ও বহু ধর্মগ্রন্থ এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।১নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে শুদ্ধভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" নামক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই, বি, রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্টাণ্ডার্ড টাইম্)

আপ

কলিকাতা ছাঃ	৫-৩৩	৬-২৬	৭-১৩	১২-২৬	১৪-৫৩	১৬-৫৩	১৭-৫৩	২২-৫৩
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৫-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১২
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৬	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৬
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (লাইট্ রেলওয়ে)
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১২
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৪৫		৯-১০		১৩-৩১	১৬-০	১৮-৩১	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৩	৯-১৬	৯-৪৮	১১-৫১	১৪-১০	১৬-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৬	৭-১৮	১০-১১			১৬-৫৬	১৯-২৫	
রাণাঘাট পৌঃ			১০-৪৬			১৭-৩০		
(বদল) ছাঃ			১১-১			১৭-৪০		
কলিকাতা পৌঃ	৮-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬	১৯-১১	২১-৫১	২৩-০৭

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৬-০	
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৬-৩৮	
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩	
শান্তিপুর পৌঃ	১৬-৯	১৮-১৪	
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫ (শনিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (শনিবার)
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০	২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪৩	১৯-১৪	২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০	২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি এত অধিক। দিতীয় শ্রীহা সংযুক্ত জ্বরাদির এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা

পোঃ—শ্রীমায়াপুর
টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম মায়াপুর'

REGD NO C 1944

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

THE DAILY NADIA PRAKASH

বঙ্গে ব্যাপক প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র দৈনিক

১৪শ খণ্ড] শ্রীমায়াপুর— ৬ই ভাদ্র, ১৩৪৬, ২৩শে আগষ্ট, ১৯৩৯ বুধবার | ১৫০শ সংখ্যা

বিবিধ সংবাদ

——)০:(——

ইঙ্গ-জাপ আলোচনা

প্রকাশ যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট জাপ-গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, শুধু ইংলণ্ড ও জাপানের দিক হইতে চীনা মৌদ্রা ও মুদ্রানীতি সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনা চালাইলে তাহাতে কোন ফল হইবে না এবং এই সব অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা চালাইতে হইলে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শক্তিসমূহের প্রস্তাব-সমূহেরও আলোচনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। গবর্ণমেণ্ট সব সময় এই মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন যে, চীনের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত আলোচনা চালাইতে হইলে অর্থ-নৈতিক সমস্যাকে বাদ দেওয়া চলে না। তবে নয় শক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর-কারী শক্তিবর্গ এবং অন্যান্য সংঘে স্বাক্ষর-কারী শক্তিবর্গকে তাহাদের মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া উচিত।

———

জাপ-বাহিনীর সাটাউকব অধিকার

জাপ-বাহিনী কুলুং উপদ্বীপের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত সাটাউকব দখল করিয়াছে। ফলে কুলুন উপদ্বীপের সমগ্র সীমান্তবর্তী অঞ্চল জাপ কবলগত পতিত হইল।

বৃটিশ নৌবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ একটী সরকারী বিবৃতি প্রচার করিয়া উচ্চ-ওয়ালা ধরাণ বলিয়া ছইটী বৃটিশ জাহাজ জখমীকৃত করায় ৩৩ জন জাপ বিমান বহরকে দায়ী করিয়াছেন।

যে সকল ইহুদী আশ্রয়প্রার্থী সাংহাইতে যাইতেছে তাহাদিগকে জাপানী কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক এলাকার জাপ অধিকৃত অঞ্চলে বাস করিবার অনুমতি দিয়াছেন।

ঐ দিবস প্রাতে ইয়াংসী নদীর মোহনার নিকট বৃটিশ এলাকার জাহাজের উপর ১০টি জাপানী বোমারু বিমানপোত উড়িয়া যায়। জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া বিমান লক্ষ্য করিয়া কোন গোলা ছোঁড়া হয় নাই; তবে জোর প্রতিবাদ জানান হইবে বলিয়া প্রকাশ।

———

চারটী সেনা-নিবাস বন্ধের সিদ্ধান্ত

ভারতীয় সৈন্য দলের যন্ত্রসজ্জা সম্পর্কে চ্যাটফিল্ড কমিটির সুপারিশের ফলে ছাউনী ও সেনা নিবাসের সংখ্যা হ্রাস করা হইবে বলিয়া প্রকাশ। ফৈজাবাদ, আলমোড়া, কলেজ এবং ল্যান্সডাউন, যুক্তপ্রদেশের এই কয়টি সেনা-নিবাস বন্ধ করিয়া দিবার কথা না-কি সামরিক বিভাগের বিবেচনা-ধীন রহিয়াছে। এতদঞ্চল সেনা-নিবাস পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত এবং ঐ সকল স্থানে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য সুতরাং এই ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ। তাহা ছাড়া বর্তমানের তায় ছাউনীর সংখ্যা এত অধিক রাখা হইবে না বলিয়াও না-কি স্থির হইয়াছে। প্রকাশ যে, চ্যাটফিল্ড কমিটি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের মনোভাব কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হই-বার পর পূর্বোক্ত কয়টি এবং অন্যান্য সেনা-নিবাস তুলিয়া দেওয়া সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবেন।

ভারতে বহু ইহুদী আশ্রয়প্রার্থী

সম্প্রতি ভারতে বহু ইহুদী আশ্রয় প্রার্থী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা মধ্য-ইউরোপ, প্রধানতঃ অষ্ট্রিয়া ও জার্মাণী হইতে আসিয়াছেন। গত তিন বৎসর মধ্যে আনুমানিক পাঁচশত ইহুদী বোম্বাইয়ে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় দুই শত কলিকাতায় আসিয়াছেন, অনেকে বোম্বাইয়ে থাকিয়া গিয়াছেন এবং কতক মাদ্রাজে চলিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় ৮০ জন ডাক্তার ও বহু মেকানিক আছেন। অনেকেই ইউ-রোপীয়ান ও ভারতীয় ফার্মে চাকুরী যোগাড় করিয়াছেন। কেহ স্বাধীনভাবে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন কিনা জানা যায় নাই।

———

লণ্ডনে বিমান আক্রমণ

জুলাই মাসে বৃটিশ বোমারু বিমান বহরের দুইটি ইউনিট সহযোগে ফ্রান্সে আসিয়া মহড়া দেয়। ফলে ফরাসী বিমান বহর ইংলণ্ডে গিয়া কৃত্রিম বিমান আক্রমণের মহড়া দেয়। একটি সরকারী ইস্তাহারে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, বোমারু বিমানসমূহ লণ্ডনে পৌঁছাবার আগেই কয়েকবার মহড়া দিবার পর পুনরায় নিজ নিজ ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করে। আবহাওয়ার অবস্থা ভাল ছিল। অধুনা বৃটিশও বিমান এই কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয়ে যোগ দিয়াছিল।

উজ্জ্বল সূর্যালোকে লণ্ডনের অধিবাসীরা রাজধানীতে ফরাসী বিমান বহরের "আক্র-মণের" চাক্ষুষ দৃশ্য দর্শন করে। ফরাসী বিমান বহর নিরাপদে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করিলে পর বৃটিশ বিমান সচিবের বক্তব্যে তাহা জানানো হয়।

———

সোভিয়েট বিমান বহর

সোভিয়েটের প্রধান সংবাদপত্রের বিমান-বহরের মহড়া গ্রাণ্ড কোষ্টের সাফিরো ও জাপান সমুদ্রে চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ। বোমাবর্ষণ, চাঁদমারি শিক্ষা পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। লেনিনগ্রাড ও মস্কোতে এইরূপ মহড়া চলিতেছে। জাতীয় বিমানবাহিনীর জন্য বিমান-বহরের এই দুর্দান্ত মহড়া চলিতেছে।

———

ছাত্রদের সামরিক শিক্ষা

কাণপুর জেলার স্কুলসমূহের সাব-ডেপুটি ইন্সপেক্টার মেঃ এম এইচ নকভি এ-আই-ও, স্কুলের ছাত্রদের সামরিক ড্রিল ও ব্যায়াম শিক্ষার যে ব্যবস্থা করিতেছিলেন, সামরিক কর্তৃপক্ষ তাহাতে বাধা দিয়াছেন।

জেলা বোর্ডের অনুরোধক্রমে মেঃ নকভি, প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রদের সামরিক শিক্ষার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। জেলা বোর্ড উক্ত পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়া স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টরের নিকট পাঠান। তিনিও সুপারিশসহ উহা শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দেন।

এই সম্পর্কে জেলা বোর্ড শীঘ্রই যুক্ত প্রদেশ গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিবেন।

ভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামী মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী পাক্ষিক। প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। সডাক ভিক্ষা ৩৷০ টাকা মাত্র।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দিভাষার একমাত্র পারমার্থিক মাসিক পত্র। পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। ভিক্ষা সডাক ১৲ টাকা।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ টাকা মাত্র

৫। শ্রীগৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা পাক্ষিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ মাত্র।

পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর

গৌড়ীয়-সম্পাদক-লিখিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের ভূমিকা-সম্বলিত, বহুচিত্র-শোভিত ও বিষয় সূচী-সম্বলিত "পরমগুরু শ্রীগৌরকিশোর" গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইয়াছেন। এই গ্রন্থরাজে শুদ্ধগৌড়ীয়বৈষ্ণবজগতের পরমারাধ্য, গৌড়ীয়গৌরবশিখামণি অপ্রাকৃত বৈরাগ্যের মূর্ত্তবিগ্রহ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী প্রভুবরের অনিন্দ্য চরিতকথা বর্ণিত আছে।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদাবির্ভাব-শতবর্ষপূর্ত্তিতিথিপূজার উপায়ন-গ্রন্থমালা

———::(০)::———

১। গীতিসাহিত্যে শ্রীভক্তিবিনোদ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমগ্র গীতিসাহিত্যের সমালোচনা-গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

২। শ্রীভক্তিবিনোদবাণীবৈভব

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনামৃতসাগর হইতে আহৃত ১০৮টি অধ্যায়ে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজনাকারে গুম্ফিত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ)

ভিক্ষা—৩৲ তিন টাকা মাত্র।

৩। শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-প্রসঙ্গ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতীঠাকুরের পরবিদ্যাভূষণ গোস্বামীপ্রভু-বিরচিত এবং গৌড়ীয়ে প্রকাশিত শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-চরিত-প্রবন্ধ

ভিক্ষা—৷৴০ ছয় আনা মাত্র।

৪। ছাত্রদের ভক্তিবিনোদ

ছাত্রদের উপযোগী ভাষায় লিখিত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের চরিত্র ও শিক্ষা)

ভিক্ষা—৸০ বার আনা মাত্র।

ছাত্রদের পক্ষে ভিক্ষা—৷০ আট আনা মাত্র)

প্রাপ্তিস্থান :—

(১) 'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট', পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া ;

২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ;

৩ শ্রীযুক্ত সুপতিরঞ্জন নাগ এম্-এ, বি-এল্,

পুরাণপল্টন পোঃ রমনা, ঢাকা।

শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম জীতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত— ৫৮৲
দশম স্কন্ধ— ৯৲
২। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত (অবাঁধা) ৯৲
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬
৪। সরস্বতী-জয়শ্রী (অবাঁধা)
৫। শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী
১ম খণ্ড ৸০ ; ২য় খণ্ড ১৲ ; ৩য় খণ্ড—৸০
৪র্থ খণ্ড—৸০
৬। শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
১ম খণ্ড—৸০; ২য় খণ্ড—১৲; ৩য় খণ্ড—৸
৭। শ্রীচৈতন্যদেব ১৲
৮। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা ১৷০
৯। বৈষ্ণবধর্ম ২৲
১০। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
১২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
১৩। হরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৪। সাধককণ্ঠমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ) ।০
১৫। বৈষ্ণবসাহিত্যে বিষয়-তত্ত্ব ।০
১৬। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ৸০
১৭। চৈতন্যোপনিষৎ ।০
১৮। বাদশ-আন্দ্বয় ।০
১৯। তত্ত্ববিবেক ।০
২০। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৴০
২১। গৌড়ীয়সাহিত্য ৷৴০
২২ ভজন-রহস্য ।০
২৩। শ্রীচৈতন্যমতামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
২৪। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ২৲
২৫। গীতা (চক্রবর্ত্তি-টীকাসহ) ২৲
অবাঁধা) ১৲
২৬ গীতার কেবল মূল-ভাষ্য ।০
২৭ যুক্তিমালিকা গুণসৌরভঃ (সানুবাদ) ২৲
২৮ বেদান্তস্যমন্তক (সানুবাদ) ।০
২৯ প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয়-সংস্করণ) (বাঁধা) ৸০
৩০ শ্রীপদ-বিগ্রহ-নির্ণয় ৶০
৩১ সাধনপথ (তৃতীয়-সংস্করণ) ৷৴০
৩২ গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
৩৩ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
৩৪ ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
৩৫ গীতমালা ৴১০
৩৬ নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
৩৭ ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
৩৮ শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
৩৯ শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমায় ।০
৪০ শরণাগতি ৴০
৪১ গীতাবলী ৴০
৪২ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ৸০
৪৩ মানতত্ত্ব ৴০
৪৪ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৪৫। নবদ্বীপশতক
৪৬। অর্চ্চনপদ্ধতি
৪৭। সদাচারস্মৃতি ৹/
৪৮। কল্যাণকল্পতরু (পঞ্চম সংস্করণ) ৴৹
৪৯। অর্চ্চনকণ ৴১০
৫০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম-৪ খণ্ড) ৯৲
৫১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৫২। মণিমঞ্জরী (সানুবাদ) ।০
৫৩। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৫৪। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৫৫। ভক্তিসুধাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৫৬ ভারতবর্ষ ও ভক্তিপথ ৶০
৫৭। ঈশোপনিষদ্ (ভাষ্যানিত) ।০
৫৮। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৶০
৫৯। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৬০। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৬১। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতসারঃ ।০
৬২। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিবৃতিঃ ।০
৬৩। নবীন-শিক্ষাশতকম্ ।০
৬৪। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৬৫। সাত্বত শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৬৬। গৌড়ীয়মঠতত্ত্বকথা ৴০
৬৭। মায়াবাদনির্ণয়ম্ ৶০

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৮। -রায় রামানন্দ ।০
৬৯। এ কিউ গার্ড ন অব বেদান্ত ।০
৭০। নামতত্ত্ব ৴০
৭১। বেদান্ত—ইটস মরফলজী অ্যাণ্ড অন্টলজি ।০
৭২। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ৷৴০
৭৩। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৪। বৈষ্ণবীজম ।০
৭৫। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৭৬। দি ভাগবত ।০
৭৭। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনম্যালেড ডিভোসন ।০
৭৮। ব্রহ্মসংহিতা ২৷০
৭৯। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৮১। সাধন-পথ ।০
৮২। কল্যাণ-কল্পতরু ৶০
৮৩। গীতাবলী ৴৹
৮৪। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৮৫। শরণাগতি ৴০

তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত

৮৬। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ৯৲

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া

১৪শ বর্ষ { ১৩ শ্রীধর ৪৫৩ গৌরাব্দ, ৬ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪৬, ২৩শে আগষ্ট ইং ১৯৩৯, বুধবার } ১৫০৭ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

—::০::—

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় আকনামঠস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ পরমোৎসাহে নির্ভীককণ্ঠে সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। প্রত্যহ প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মহাজনগীতি, মহামন্ত্র ও আরাত্রিক-কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে।

——

গত ২০শে আগষ্ট রবিবার উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যার্ণব বি-এ মহোদয় শ্রীচৈতন্যমঠের অবিতাহরণশ্রবণসদনে প্রাতঃ ৭ ঘটিকা হইতে ১০॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত অবলম্বনে "শরণাগতি" সম্বন্ধে বহু কথা কীর্ত্তন করেন। ঐ দিবসই অপরাহ্ণ ২ ঘটিকা হইতে ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

শ্রীপাদ অনন্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসর্ব্বস্ব, উপদেশক শ্রীপাদ রূপবিলাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যার্ণব বি-এ; শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস, ভক্তিশাস্ত্রী; উপদেশক শ্রীপাদ সেবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী; শ্রীপাদ সঙ্কীর্ত্তনদাস অধিকারী; উপদেশক শ্রীপাদ সত্যকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসরোজ, বি-এ, শ্রীপাদ গোবিন্দদাস বাবাজী মহারাজ; শ্রীপাদ জগন্নাথদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিরত্ন; শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ভক্তিকৃতি; শ্রীপাদ বীরেন্দ্রকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ শ্রীচৈতন্যমঠবাসী সেবকবৃন্দের উৎসাহ ও চেষ্টায় সর্ব্বক্ষণ শ্রীশ্রীআচার্য্যমহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। নিষ্কপট মঠবাসী মাত্রেই আচার্য্যসেবায় প্রাণ দিতে প্রস্তুত দেখিয়া আমরা সকলেই আনন্দিত।

প্রচার-প্রসঙ্গ

কলিকাতায়

কলিকাতা বাগবাজারস্থিত শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বতশ্রবণসদনে গত ১৬ই আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যায় একটি মহতী সভার অধিবেশন হয়। সান্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনের পর শ্রবণসদনে বিভিন্ন মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ মহাপুরুষদাস ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় "ভক্তি ও মনোধর্ম্ম" বিষয়ে ১॥০ ঘণ্টাকাল যাবৎ ওজস্বিনী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতান্তে মহাজনগীতি ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়।

চট্টগ্রামে

শ্রীবিভাবিধি-গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক উপদেশক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় চট্টগ্রাম কিরিঙ্গিবাজার-নিবাসী সেক্রেটারী ডাক্তার মিঃ এস, বি মুখার্জ্জী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া গত ১০।৮।৩৯ তারিখ শুক্রবার দিবস কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ তদীয় ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত আদিলীলা ১৪শ অধ্যায় হইতে তপনমিশ্রের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাধ্যসাধন-তত্ত্বোপদেশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পূর্ব্ববঙ্গ-নিবাসী শ্রীতপনমিশ্র নামক এক সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও সাধ্য সাধনতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সাক্ষাৎকারাভাবে সাধ্য সাধন-তত্ত্ব নির্ণয়ে অসমর্থ হন, তিনি নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ সত্ত্বেও সাধনার ব্যতীত চিত্তে শান্তি পান নাই। একদা বিপ্র নিশাযোগে স্বপ্নযোগে জানিতে পারিলেন যে নিমাই পণ্ডিত সাক্ষাৎ ভগবান্ তিনি বর্ত্তমানে আচার্য্যলীলাভিনয় করিতেছেন। এইরূপ স্বপ্নদর্শনান্তে বিপ্র যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হইলেন তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই একমাত্র যুগধর্ম্ম ও সাধ্য-সাধনরূপে নির্দ্দেশ করিলেন। এবিষয়ে ভক্তিশাস্ত্রীজী বহু শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ প্রমাণাদি দ্বারা প্রায় দুইঘণ্টাকাল ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন। সভায় বহু বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছিল।

——

কাশীতে

আকনামঠস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে বর্ত্তমান গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যবর্য্য পতিতপাবন জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস মুকুটমণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী প্রভুপাদের পূর্ণানুগত্যে নিয়মিতরূপে পাঠকীর্ত্তন ও

গত ১১ই আগষ্ট একাদশী তিথিতে মঠবাসী সেবকগণ সমস্তদিন উপবাস থাকিয়া পাঠ-কীর্ত্তনমুখে যথাবিধি মাধবতিথি পালন করেন। মঠসেবক শ্রীসজ্জনসেবকদাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নিকট জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে কীর্ত্তিত বিষয়সমূহ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

এতদ্ব্যতীত প্রতিদিন মঠে প্রত্যূষে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিকান্তে উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীসজ্জনসেবকদাস ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করেন এবং অপরাহ্ণে ২ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত নদীয়া প্রকাশ, গৌড়ীয় প্রভৃতি পাঠ ও সন্ধ্যায় ভজন পত্রিকা এবং শরণাগতিমূলক বিভিন্ন মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে শ্রীসজ্জনসেবকদাস ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং সান্ধ্যারাত্রিকের পরও পাঠ-কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে।

মঠসেবকগণ প্রচার সম্বন্ধে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর অমন্দোদয়দয়ার কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

যাহারে করয়া জয় ছাড়ান না যায় সাধু-গুরু-কৃপা বিনা না দেখি উপায়।

'বিষ খেয়ে মরে যাওয়া ভাল, তথাপি কৃষ্ণেতর বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। হরিভজন আরম্ভ ক'রে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, তাঁ'র সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল

(শ্রীল প্রভুপাদ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

২৩ শ্রীধর ভৃত অনিরুদ্ধ গৌরাব্দ ৪৫৩

অমায়ায় কৃপা

—::(০)::—

গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্য কিম্বা কোন প্রকার স্নেহপরবশ হইয়া আমাদিগকে কোনপ্রকার বস্তু প্রদান করিতে চাহিলেও আমরা একান্ত মঙ্গল ইচ্ছা করিলে একমাত্র তাঁহার সেবা ব্যতীত আন্তরিকভাবে আর কিছু চাহিব না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় "ন ধনং ন জনং" শ্লোকে বা যামুনাচার্য্যের "নাহং বন্দে তব পদ-কমলয়োর্দ্বন্দ্বমদ্বন্দ্বহেতোঃ" প্রভৃতি শ্লোক কেবল মুখে উচ্চারণ করিলেই আমি শুদ্ধভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব না। কার্য্যকালে নিজ আচরণে অন্তরের অন্তঃস্থলে সর্ব্বদা গুরুবৈষ্ণবের সেবাবুদ্ধিতে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে

আবার "আমার সত্তাকে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শ্রীচরণ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়া বা গুরু বৈষ্ণবের পাদপদ্মে শরণাগত না হইয়া আমি তাঁহাদের কিছু গ্রহণ করিব না, প্রাকৃত নিরপেক্ষতা মাত্র প্রদর্শন করিব"—এরূপ বুদ্ধিও অভক্তি। সর্ব্বদা শরণাগতভাবে জীবনই শুদ্ধভক্তির অনুকূল। গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে সর্ব্বতোভাবে আত্মবিক্রয় করিয়া তাঁহাদের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর হইয়া তাঁহাদের সেবা করাই শুদ্ধভক্তির লক্ষণ। শ্রীগুরুবৈষ্ণব এরূপ শরণাগত ব্যক্তিকে কখনও কপটকৃপা দ্বারা বঞ্চিত করেন না।

অকপট শরণাগত জীবনে যে 'বশ্যাতি প্রতিষ্ঠ্যাতি' অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণবকে কোন বস্তুপ্রদান বা তাঁহাদের দান গ্রহণে তাহাতে এরূপ আত্মভোগ-পিপাসা নাই। আর "শরণাগত না হইয়া গুরুবৈষ্ণবের কিছু গ্রহণও করিব না, তাঁহাদিগকে কিছু সমর্পণও করিব না"—এইরূপ বুদ্ধি প্রাকৃতনীতি হইলেও শরণাগতহীন অভক্তির লক্ষণ। আবার শরণাগতের ছলনা করিয়া বা শরণাগত না হইয়া গুরুবৈষ্ণবের সুবিধাদি ভোগ করিবার প্রচ্ছন্ন পিপাসা বা তদ্দ্বারা কোন প্রকার নিজের সুবিধা করিয়া লওয়া অভক্তিরই পরিচয়

আমরা অনেক সময় একান্ত শরণাগত মঠবাসী না হইয়াও শরণাগত মঠবাসিগণের প্রাপ্য সুবিধাগুলি ভোগ করিতে চাই, এমন কি, সেইসকল সুবিধালাভে বিন্দুমাত্র প্রতিবন্ধক বা বিলম্ব ঘটিলে আমরা ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি। অনেক সময় বাহ্যে ক্রোধ প্রকাশ না করিলেও অন্তরে প্রচ্ছন্ন ক্রোধবিপুর তাণ্ডবে মুহ্যমান হইয়া থাকি।

আমরা অতীতকালে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবার আকাঙ্ক্ষা করিবার অভিনয় করিয়াছি বা বর্ত্তমানে করিতেছি কিংবা ভবিষ্যতে করিব, সুতরাং শ্রীগুরুবৈষ্ণব বা মঠপ্রতিষ্ঠান আমাদের দৈহিক, এমন কি, জাগতিক বা সামাজিক সুবিধা করিয়া দিতে বাধ্য—আমরা এরূপ মনে করিয়া থাকি। কোন কোন সময় শ্রীগুরুবৈষ্ণব বা মঠপ্রতিষ্ঠানাদির সাহায্যে বা তাঁহাদের নামের বলে জাল চাতুরী, লাভজনক ব্যবসায় বা জাগতিক সুখ-সুবিধা আহরণ করা শ্রীগুরুবৈষ্ণব বা মঠপ্রতিষ্ঠানের সেবারই সাহায্যকারক বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং আবার সেই সিদ্ধান্তকে পারিপার্শ্বিক দৃষ্টান্তসমূহ দ্বারা সমর্থন করিবারও চেষ্টা করি। যদি জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য শ্রীগুরুবৈষ্ণব বা মঠারক্ষক আমাকে সাহায্য না করেন, তাহা হইলে নজির দেখাইয়া বলি,—"অমুক ব্যক্তিকে, অমুকের আত্মীয় স্বজনকে, অমুকের বংশপরম্পরাকে শ্রীগুরুবৈষ্ণব নানাভাবে লৌকিক স্বার্থ প্রদান করিতেছেন; তাঁহাদিগের জাগতিক সুবিধার জন্য সুপারিশপত্রপ্রদান, অকাতরে অর্থাদি ব্যয়, কতপ্রকার চিন্তা-ভাবনা, প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ শক্তি নিয়োগ করিতেছেন; কিন্তু আমার বেলায় অন্যরূপ কেন?" এই সকল কথা মুখে প্রকাশ করিতে না পারিলেও আমার অন্তর ঐ সকল চিন্তার স্বর্গ আলোর পর্য্যন্ত পোষণ করিয়া থাকে। সময় সময় নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলি,—সকলেই সকল সুবিধা করিয়া লইল, কেবল আমিই ঠকিলাম!

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ঠকিল কে, আর জিতিলই বা কে, তাহা বুঝিতে চাই না; কারণ, আমার ভোগবুদ্ধি অত্যন্ত প্রবল। যেখানে কেবল বপু-দর্শন, সেখানে কাঁদায়(?) লক্ষ্য নাগপাশ চতুর্দ্দিকে আমাদিগকে আবদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে; আর যেখানে আমরা শ্রীগুরুদেবের বাণী শ্রবণ করি, বাণীর কষ্টিপাথরে বেকি ও আসল বাছাইয়া লই, সেখানে আত্মবঞ্চিত হইবার কোন প্রয়োজন আসিতে পারে না। এখানে একটা সংশয় উপস্থিত হইতে পারে তাহা হইলে কি গুরু-বৈষ্ণবের কথা ও কাজ,—এ দুইটী ভিন্ন? আর কথায় যদি তাঁহারা প্রকৃত ভক্তিশিক্ষার প্রচার করিয়া কার্য্যে অন্যরূপ আদর্শ দেখান, তাহা হইলে দুর্ব্বল জীব কিরূপেই বা সেই সিদ্ধান্তবাণীকে ধরিয়া থাকিতে পারে?

এই কথার উত্তর একান্ত অন্ন-পিপাসু-পণের হৃদয়েই শ্রীগুরুকৃপাবলে প্রকাশিত হয়। অন্তরকে জিজ্ঞাসা কর, "তুমি কি অকৃত্রিম মঙ্গল চাও? তুমি কি গুরুবৈষ্ণবের ঐকান্তিকী সেবা চাও?—না আপাত সুবিধা-পূর্ণ অমঙ্গল অভিলাষ কর?"

রায় রামানন্দের সম্বন্ধে মহাপ্রভু বাণীনাথ পট্টনায়ককে কিংবা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে অমোঘকে আর্থিক ও দৈহিক সুবিধা প্রদান করিলেও শ্রীরায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, কিংবা শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ মহাপ্রভুর সেই নজির দেখাইয়া অহৈতুকী শুদ্ধভক্তির পথ পরিত্যাগ করেন নাই। শ্রীবাস পণ্ডিতের সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার মৃতপুত্রকে সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন বলিয়া মহাপ্রভুর অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণ বা স্বয়ং শ্রীবাস পণ্ডিতও ত' মহাপ্রভুকে মৃতের প্রাণদানকারী ডাক্তার-কবিরাজ-রূপে পরিগণিত করিয়া তাঁহার নিকট আত্মীয়স্বজনের কোনপ্রকার দৈহিক সুবিধা প্রার্থনা করেন নাই। সর্ব্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ বাসুদেবকে শ্রীমন্মহাপ্রভু কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত ও রূপবান্ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই নজির দেখাইয়া সাক্ষাদানন্দবপু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু স্বীয় অঙ্গে কণ্ডুরসার অভিনয় করিয়াও ত' মহাপ্রভুর দ্বারা স্বীয় দৈহিক রূপ পুনঃসংস্কারের কোন আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই; বরং শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ-অন্তরঙ্গ পার্ষদভক্তকে গাঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে ধরিতে আসিলেও শ্রীল সনাতন অত্যন্ত দৈন্যভরে নিজেকে পৃথক্ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমন কি, অতি দৈন্য করিয়া রথের চক্রতলে নিজের দেহ বিসর্জ্জনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

অতএব প্রকৃত জাগতিক সুবিধা বা অভাব গুরুবৈষ্ণবের দ্বারা পূরণ করাইবার চেষ্টা করেন না, বরং নিজের সেবাবৃত্তির অভাবের কথা ভাবিয়াই অনুশোচনা বিলাপ ও অকিঞ্চন অনুশোচনা করিয়া থাকেন। মায়াপুরের শ্রীল মুরারি ঠাকুর বা শ্রীল বংশী ঠাকুর বা শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর কখনও কি মহাপ্রভুর দ্বারা সামাজিক সুবিধা করিয়া লইয়াছিলেন? না, তাঁহাদেরই আদর্শে অকিঞ্চন দৈন্যই প্রকাশিত হইয়াছিল? শ্রীবাসের গৃহে যখন মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন শ্রীবাসের পুত্র-বিয়োগ হয়। শ্রীবাস পণ্ডিত ত' তখন তাঁহার পুত্রের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা মহাপ্রভুকে জানাইয়া বা জানাইয়া পুত্রকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে উপযাচক হইয়া বর দিয়াছিলেন,—যদি লক্ষ্মীরও কখনও ভিক্ষা করিতে হয়, তথাপি তোমার অর্থের অভাব হইবে না। ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীবাসকে এই বর দিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীবাস কখনও অন্তরে মহাপ্রভুর নিকট ঐরূপ অর্থাদির কামনা করেন নাই; কিংবা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বা শ্রীধর পণ্ডিত, অথবা দারিদ্র্য-লীলাভিনয়কারী মহাপ্রভুর অন্যান্য ভক্ত শ্রীধর পণ্ডিতের নজির দেখাইয়া বলেন নাই মহাপ্রভু শ্রীবাসকে ঐরূপ বর দিলেন, আমাদিগকে দিলেন না কেন? ইহা কি মহাপ্রভুর পক্ষপাতিত্ব নহে?' মহাপ্রভু তাঁহার নবদ্বীপ-লীলায় অনেক সময় শচীমাতাকে স্বর্ণখণ্ড আনিয়া দিতেন, শচীমাতা উহা দ্বারা সংসারের ব্যয়নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু এই নজির দেখাইয়া অন্যান্য গৃহস্থ ভক্তগণ কি মহাপ্রভুর নিকট স্বর্ণ ও অর্থাদি ভিক্ষা করিয়াছিলেন—না শুদ্ধা ভক্তি চাহিয়াছিলেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভুকে গৌড়েশ্বর হোসেন সাহ ও উৎকলসম্রাট্ গজপতি প্রতাপরুদ্র এরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন যে, মহাপ্রভুর ইঙ্গিত পাইবামাত্র তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পত্তি সমর্পণ বা যে কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু শ্রীসনাতন ও শ্রীরায় রামানন্দ সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া কি তাঁহাদের রাজকর্ম্মের পদমর্য্যাদা বা অর্থাদি বৃদ্ধি করিয়া লইয়াছিলেন? না ছলে-বলে-কৌশলে বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। গোপীনাথ পট্টনায়ককে প্রাণদণ্ড হইতে মহাপ্রভুর সেবার জন্য রক্ষা করিবার জন্য ভবানন্দ রায় বা রাজা রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর দ্বারা প্রাণ

স্বয়ং না হুইয়াও নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনার কোন প্রস্তাব করেন নাই। অপর নিয়োগের ভক্তিগণই মহাপ্রভুকে গোপীনাথের অবস্থার কথা জানাইয়াছিলেন। ভক্তবৎসল মহাপ্রভুর কৃপায় গোপীনাথ রক্ষা পাইবার পর মহাপ্রভুর চরণতলে পতিত হইয়া বলিলেন—

"বাকী-কৌড়ি বাদ, আর
দ্বিগুণ বর্তন কৈলা।
পুনঃ 'বিষয়' দিয়া 'নেতধটি' পরাইলা॥
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ।
কাঁহা 'নেতধটি'—পুনঃ এসব প্রসাদ॥
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈলুঁ।
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এইফল পাইলুঁ॥
লোকে চমৎকার মোর এসব দেখিয়া।
প্রশংসে তোমার কৃপা-মহিমা গাঞা॥
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই মুখ্য ফল।
'ফলাভাস' এই যাতে 'বিষয়' চঞ্চল॥
রামরায়ে, বাণীনাথে কৈলা 'নির্বিষয়'।
সেই কৃপা আমাতে নাহি যাতে ঐছে হয়॥
শুদ্ধকৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাহ 'বিষয়'।
নির্বিণ্ণ হইনু মোতে বিষয় না হয়॥"

(চৈঃ চঃ ৩।৯।১৩১-১৩৯)

গোপীনাথ বলিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা রামানন্দ রায় ও বাণীনাথকে সম্পূর্ণ নির্বিষয় করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রতি যে অকপট কৃপা করিয়াছেন, সেইরূপ অকপট কৃপা তিনি (গোপীনাথ) বরণ করিতে পারেন নাই; তিনি সেইরূপ শুদ্ধকৃপাই বাঞ্ছা করেন।

কাশীমিশ্রও মহাপ্রভুকে গোপীনাথ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

• • •

'ব্যবহার লাগি' তোমা ভজে, সেই
জ্ঞান-অন্ধ।
তোমার ভজনফলে তোমাতে 'প্রেমধন'।
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে, সেই
মূর্খ জন।
তোমা লাগি' রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈলা।
তোমা লাগি' সনাতন 'বিষয় ছাড়িলা॥
তোমা লাগি' রঘুনাথ সকল ছাড়িল।
হেথায় তাঁহার পিতা বিষয় পাঠাইল॥
তোমার চরণ কৃপা হঞাছে তাঁহারে।
ছত্রে মাগি' খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে॥
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়।
তোমা হইতে বিষয়-বাঞ্ছা, তাঁ'র ইচ্ছা নয়॥
তাঁ'র দুঃখ দেখি তাঁ'র সেবকাদিগণ।
তোমারে জানাইল, যা'তে 'অনন্যশরণ'॥
সেই 'শুদ্ধভক্ত', যে তোমা ভজে
তোমা লাগি'।
আপনার সুখদুঃখে নহে ভোগ-ভাগী॥
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ।
অচিরাৎ মিলে তাঁ'রে তোমার চরণ॥'

(চৈঃ চঃ অঃ ৯।৬৮-৭৬)

'হরিসেবা করিতে আসিয়া জাগতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম' মনে করিয়া আমরা শুদ্ধবৈষ্ণবকে তজ্জন্য দায়ী করিয়া থাকি এবং সেই ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য চক্রবৃদ্ধি-সুদসহ শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট হইতে জাগতিক সুবিধা আদায় করি। ইহা "ভক্তেষু-কম্পাৎ সুদমীক্ষ্যমানঃ" এই তত্ত্ব-ভক্তিপর বিচার হইতে বিচ্যুতিরই লক্ষণ। অনেক সময় বা মনে করি 'হরিভজন করিতে আসিয়া আমার দারিদ্র্য ও জাগতিক নানা-প্রকার অসুবিধা উপস্থিত হইল। কিন্তু কেহ কেহ শ্রেষ্ঠভক্ত নামে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াও জাগতিক অনেক উন্নতি করিয়া ফেলিল!' একাধারে জাগতিক অভ্যুদয় ও পারমার্থিক প্রতিষ্ঠালাভ যদি সংঘটিত হয় তবেই আমাদের কোন ক্ষোভের কারণ থাকে না। কিন্তু গোপীনাথ পট্টনায়কের ঐ কথাটি ভুলিয়া যাই,—

"রামরায়ে বাণীনাথে কৈলা 'নির্বিষয়'।
সেই কৃপা আমাতে নাহি যাতে ঐছে হয়॥
শুদ্ধকৃপা কর, গোসাঞি, ঘুচাও 'বিষয়'।
নির্বিণ্ণ হইনু, মোতে 'বিষয়' না হয়॥"

আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেই উপদেশ ভুলিয়া যাই,—

"ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—আপনে
আইসে।
তথাপি না চায়, না লয় মোর দাসে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধরকে প্রেমের ছলে যে বহুতী লোকশিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা আমরা অনেকেই ভুলিয়া যাই,—

"প্রভু বলে,—শ্রীধর, তুমি যে অশেষ।
'হরি' 'হরি' বোল, তবে দুঃখ কি কারণ?
লক্ষ্মীকান্তে সেবন করিয়া কেনে তুমি।
অন্ন, বস্ত্র দুঃখ পাও, কহ দেখি, শুনি?
দেখ, এই চণ্ডী-বিষহরিরে পূজিয়া।
কে না ঘরে খায় পরে' সব নাগরিয়া॥"
বড় দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥

এই কথাটি কেবল অপরের জন্য মুখে না আওড়াইয়া নিজে শরণাগত হইয়া অনুক্ষণ অনুভব করিতে করিতে হরিসেবা করিলেই আমরা শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অকপট কৃপা বরণ করিতে পারিব, আমরা বঞ্চিত হইতে চাহিব না।

শ্রীশ্রীআচার্য্য-আরতি

[শ্রীরাধারমণ দাস]

জয় শ্রীভক্তিপ্রদীপপুরী জয় জয়।
জয় জাসি শিরোমণি শ্রীআচার্য্য জয়॥
জয় বিশ্বগুরু জয় সর্বগুণময়।
পরমহংসকুলশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জয়॥
তুমি যে করুণাসিন্ধু পতিতপাবন।
পতিত তারিতে তব শুভ-আগমন॥
অহৈতুকী তব কৃপা ওহে কৃপাময়।
জয় শ্রীভক্তিপ্রদীপ পুরী জয় জয়॥
পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।
তাঁহার প্রকাশ তুমি সর্বশাস্ত্রে গায়॥
দুই কার্য্যতরে তব কৃপা-অবতার।
পাষণ্ডদলন আর প্রেমের প্রচার॥
প্রাণধনের বন্ধু হে দীনতারণ।
দীন হীন কৃপাসিন্ধু পাষণ্ডীদমন॥
তুচ্ছ মর্ত্ত্য দ্রব্যে কর বিমুখমোহন।
উন্মুখজনেরে দান কৃষ্ণপ্রেমধন॥
তোমার দ্বারায় মুগ্ধ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী।
অন্য অভিলাষী আর যত জড়ভোগী॥
দেখিয়া না দেখে তা'রা বৈভব তোমার।
উলুক না দেখে যথা সূর্য্যের প্রভার॥
যত মূর্খ মন্দভাগ্য নরাধম জন।
তোমার শুদ্ধ-কৃপা না করে গ্রহণ॥
বঞ্চিত হ'য়া তারা সাধুনিন্দা করে।
সেই অপরাধে মহারৌরবে ডুবি মরে॥
তোমার শরণ যেবা লয় নিষ্কপটে।
ভক্তিতত্ত্ব স্ফুরে তা'র শুদ্ধ চিত্তপটে॥
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে সেই ভাগ্যবান্ জন।
দৃঢ় করি' ধরে তব অভয়চরণ॥
অনুক্ষণ ক্লেশ' করে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
ভক্তিতে ভক্তিতে লভে কৃষ্ণপ্রেমধন॥
ক'রেছিল বিশ্ব যবে অবিদ্যামোহিত।
শুদ্ধভক্তিধর্মকথা কেহ না বলিত॥
অন্যভোগী, অন্যত্যাগী মিথ্যাবিশ্বাসী।
আচ্ছাদিল এই বিশ্ব কুমত-প্রকাশি॥
এ হেন সময়ে তব শুভ-আগমন।
বিশ্বমাঝে অবতীর্ণ বিশ্বনাথজন॥
ভূমিকায় বাণীধারে কুমত খণ্ডন।
আবদ্ধ নাশিয়া শুদ্ধভক্তি-প্রচারিলা॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু জলে করি স্নান।
নিষ্কপট সত্যসন্ধ পায় ভগবান॥
কিন্তু যবে হ'ল কলি মূর্খ জীব যত।
আপনার অভিমতে প্রতিষ্ঠান-রত॥
মুক্তবৈরাগ্যের নামে ভোগেতে মগন।
অন্ত-বঞ্চনায় হ'ল অনর্থ্যপ্রাচুরণ॥
প্রভুপাদশ্রেষ্ঠ তুমি এ হেন সময়।
নিত্যাভক্তাঙ্গরূপে হইলা উদয়॥
সিংহের হুঙ্কারে শুরু করিলা প্রচার।
"লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাশা চলিবে না আর।
হিসাব-নিকাশ এবে হইবে সবার।
অন্তরে উন্নতি কত হঞাছে কাহার॥"
একথা শুনিয়া যত অন্য-অভিলাষী।
দূরে সরি গেল সবে মনে ভয় বাসি॥
এইরূপে স্থাপি পুনঃ শুদ্ধভক্তিসার।
প্রভুপাদ-মনোহভীষ্ট করিছ প্রচার॥
বিতরিছ নির্বিচারে কৃষ্ণপ্রেমধন।
অধমের বাঞ্ছা এক নিত্য প্রয়োজন॥
এই জগতে যদি তব অভয়চরণ।
তুচ্ছ পামাধম আজি করে নিবেদন॥
হে দীনতারণ প্রভো, পতিতপাবন।
কৃপা কর এ পাষণ্ডে জেনে দীনজন॥
শিখাও শরণাগতি এ অধমজনে।
নিষ্কপট শ্রদ্ধা লহুঁ তব শ্রীচরণে॥
তব পাদপদ্ম সেবা এইমাত্র জানি সার।
তব কৃপা বিনা কিছু নাহি চাহি আর॥
অভিষেকে পাই যেন সদা দর্শন।
দাস রাধারমণ—[illegible]॥

শ্রীরামানুজাচার্য্যের উপদেশ

——:০:——

যদি কোন বৈষ্ণব তোমার কোন অনিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া তোমার মনে হয়, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষভাব পোষণ না করিয়া আপনাকে সংযতভাবে রাখিবে।

যদি তুমি তব-দেহের অবসানে বৈকুণ্ঠে যাইতে চাও, তাহা হইলে বৈষ্ণবের সেবা কর।

বিষয়ী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কিছু দিলেও তাহা গ্রহণ করিবে না।

সংকুলে আবির্ভূত ও সদাচারসম্পন্ন ব্যক্তির অন্ন গ্রহণ করিবে।

শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য ভগবানের সেবা-বুদ্ধিতেই করিবে।

তোমার মনঃকল্পিত দ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করিও না।

শাস্ত্রোক্ত দ্রব্যই ভগবানকে নিবেদন করিবে।

ভগবানে নিবেদিত নৈবেদ্য ও সৌগন্ধ দ্রব্যাদি তাঁহার গ্রহণ করা বলিয়া একরূপ বিচার করিবে, উহা কখনও ভোগ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিবে না।

শুদ্ধভক্তি-মঠসমূহ

(১) শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীধাম

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবনে শ্রীচৈতন্যমঠ, পরবিদ্যা-পীঠ, শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারী-গোপাল আছেন। শুদ্ধভক্তি-প্রচারের সকল কার্য এখানে হয়। নিত্য সেবাপ্রকাশ এবং 'নদীয়া-প্রকাশ' আছে।

(২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ

১নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা। টেলিফোন নং বড়বাজার ৫১১৫
কলিকাতায় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারী প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের নিয়মিত আলোচনা এবং 'গৌড়ীয়' পত্র ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ইংরেজী পত্র প্রকাশিত হয়।

(৩) যোগপীঠ-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থান শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভূমি মহাযোগপীঠ।

(৪) শ্রীবাস অঙ্গন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(৫) অদ্বৈত ভবন

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এই স্থানে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর ভবন এবং [illegible] বর্তমান।

(৬) মুরারিগুপ্তের পাট

পোঃ [illegible]পুর, নদীয়া

(৭) কাজি [illegible]-পাট

[illegible], শ্রীমায়াপুর, [illegible] (নদীয়া)
[illegible] পার শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি।

(৮) [illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর

(৯) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

[illegible], পোঃ [illegible] (নদীয়া)
এখানে ও বিদ্বন্ধর শ্রীগৌরকিশোর-দাস বাবাজীর সমাধি, শ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা বর্তমান।

(১০) গৌর-গদাধর-মঠ

চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় (বর্দ্ধমান)
গৌরপার্ষদ দ্বিজবাণীনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধর-সেবা।

(১১) মামগাছি গৌড়ীয়মঠ

বিদ্যানগর, পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(১২) মোদদ্রুম-গৌড়ীয়মঠ

মামগাছি, পোঃ [illegible], (বর্দ্ধমান)
শ্রীবাসুদেবদত্ত ঠাকুর বৃন্দাবনের পাট

(১৩) রুদ্রদ্বীপ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৪) জহ্নুদেব-গৌড়ীয়মঠালয়

(১৫) সুবর্ণবিহার-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], নদীয়া

(১৬) শ্রীনবদ্বীপ গৌড়ীয় মঠ

[illegible] (শ্রীনৃসিংহদেবের পল্লী [illegible])
পোঃ [illegible] (নদীয়া)

(১৭) কুলিয়ার মঠ

পোঃ কৃষ্ণনগর, (নদীয়া)

(১৮) ভাগবত-আসন

পোঃ কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

(১৯) একায়নমঠ

গোবিন্দপুর, পোঃ হাঁসখালি, (নদীয়া)

(২০) মহেশ-পণ্ডিতের পাট

[illegible], পোঃ চাকদা (নদীয়া)

(২১) রাণাঘাট-গৌড়ীয়মঠালয়

(২২) পুরী গৌড়ীয়মঠ

চব্বিশ পরগণা

(২৩) বালগৌড়ীয়মঠ

নারিন্দা পোঃ ওয়ারি, ঢাকা।
পূর্ববঙ্গের প্রচার-কেন্দ্র।

(২৪) গোপালজীউমঠ

কমলাপুর, পোঃ ঢাকা

(২৫) গদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

পোঃ বালিয়াটি, (ঢাকা)

(২৬) জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠ

[illegible], [illegible]

(২৭) গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম

(২৮) সরভোগ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চকচকা, কামরূপ (আসাম)

(২৯) দার্জিলিং গৌড়ীয়মঠ

৩নং পাগলা ঝিড়ি, দার্জিলিং

(৩০) সারস্বত-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ চক্রবাড়, [illegible] মহারাজপুর, ইষ্ট, বি

(৩১) পাটনা গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পাটনা।

(৩২) গয়া গৌড়ীয়মঠ

মন্দা রোড, গয়া

(৩৩) প্রয়াগ-গৌড়ীয় মঠ

৮১১৭ নং সরাগঞ্জ, [illegible] সিটি

(৩৪) শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠ, এলাহাবাদ

(৩৫) সনাতন মঠ,

পোঃ [illegible], সীতাপুর [illegible]

(৩৬) শ্রীমথুরা গৌড়ীয়মঠালয়

বিশ্রামঘাট, পোঃ মথুরা

(৩৭) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ,

[illegible], শ্রীধাম বৃন্দাবন, মথুরা

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠপীঠ

[illegible], বৃন্দাবন

(৩৯) [illegible]-কুণ্ড

পোঃ রাধাকুণ্ড, মথুরা

(৪০) কুঞ্জবিহারী মঠ—শ্রীরাধাকুণ্ড

(৪১) রাধাকুণ্ড গৌড়ীয়মঠ

(৪২) শ্রীগোবর্দ্ধনমঠালয়

গোবর্দ্ধন, মথুরা

(৪৩) [illegible] বিহারী মঠ

[illegible], মথুরা।

(৪৪) [illegible] গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ [illegible], মথুরা

(৪৫) বর্ষাণা গৌড়ীয়মঠালয়

পোঃ বর্ষাণা, মথুরা

(৪৬) গৌড়বিহারী মঠ—[illegible],

পোঃ [illegible], জেলা [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৭) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible] পোঃ [illegible], [illegible] (পাঞ্জাব)

(৪৮) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ

[illegible] রোড, নিউ দিল্লী

(৪৯) বোম্বে গৌড়ীয়মঠ

[illegible] রোড, [illegible]
[illegible] :বোম্বে ৭

(৫০) মান্দ্রাজ-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মান্দ্রাজ
শ্রী[illegible] সেবা

(৫১) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], [illegible]
শ্রীশ্রী[illegible] মূর্তি

(৫২) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (পুরী)

(৫৩) পুরুষোত্তম মঠ

[illegible] পোঃ পুরী, উড়িষ্যা

৫৪। ভক্তিকুটী—[illegible], পুরী
৫৫ সীতাকুটী

(৫৬) [illegible]-গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], পুরী

(৫৭) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible] (উড়িষ্যা)

(৫৮) [illegible] গৌড়ীয়মঠপীঠ

(৬৯) শ্রী[illegible]গৌড়ীয়-প্রপন্ন-আশ্রম

পোঃ [illegible], [illegible]

(৭০) [illegible] মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৭১) [illegible] গৌড়ীয়মঠ

পোঃ [illegible], মেদিনীপুর

(৭২) [illegible] প্রপন্নাশ্রম মঠ

পোঃ [illegible] (বর্দ্ধমান)

(৭৩) [illegible]গৌড়ীয়মঠ

[illegible], পোঃ [illegible], (মালদহ)

(৭৪) রেঙ্গুন গৌড়ীয়মঠ

৭০১ নং [illegible] ষ্ট্রীট, রেঙ্গুন।

(৭৫) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ

[illegible] নং ২
৫১, [illegible]-রোড
[illegible], ডব্লিউ, ৫ ৫

(৭৬) গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

১০১৫, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা,

(৭৭) গৌড়ীয়মঠ অফিস

[illegible] রোড, [illegible] (ই-বি)

(৭৮) শ্রীবিদ্যানিধি গৌড়ীয়মঠালয়

[illegible], চট্টগ্রাম

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়াপ্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীঅনন্তগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-সম্পাদিত
শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ভক্তিশাস্ত্রী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

-৪(৪)৪-

বিজ্ঞাপনের হার

	সংবাদের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য	বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় ১ম ও ২য় দিনের জন্য	পরবর্তী দিনের জন্য
প্রতিবারে প্রতি লাইনে	।০	৵৹		
" " ইঞ্চি	২৲		১৷৹	১৲
সিকিকলম	৫৲			৩৲
অর্দ্ধকলম			৬৲	৫৲
এক কলম	১২৲	১০৲	১০৲	৮৲

এক বৎসরের জন্য চুক্তি হইলে দর

প্রতিবারে প্রতি ইঞ্চি	৬০	৪৷০
সিকি কলম	১৫৲	১২৲
অর্দ্ধকলম	২৫৲	১৮৲
এক কলম	৩৫৲	

চাঁদার হার

বাৎসরিক (ডাকমাশুলসহ)	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৷০
মাসিক	১৲

প্রতি সংখ্যা ৴৫ ; বিশেষ সংখ্যার মূল্য ভিন্ন রকম।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী

———॥(০)॥———

শ্রীল প্রভুপাদের চতুঃষষ্টিবর্ষপূর্ত্ত্যাবির্ভাব-তিথিতে শ্রীল আচার্য্যদেবের অভীষ্টানুসারে "শ্রীল প্রভুপাদের প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ দুইটি বিভাগ আছে। পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের আদি-প্রবন্ধাবলী শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সম্পাদিত 'সংশিক্ষী সজ্জনতোষণী,' শ্রীল প্রভুপাদের 'নিবেদন' সাপ্তাহিক পত্র প্রভৃতি হইতে কথাসার ও প্রয়োজনীয় অর্থের টীকা-সহ প্রকাশিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী'র কতিপয় প্রবন্ধ কথাসার প্রভৃতির সহিত মুদ্রিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি রচনাকালের ক্রমানুসারে গ্রথিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেবের একটি মূল্যবান্ উপোদ্ঘাত ও সঙ্কলনকারীর একটি বিস্তৃত ভূমিকা, শব্দ-সূচী, গ্রন্থ-শাস্ত্র-শ্লোক ও পয়ার-সূচী প্রভৃতি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে। গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট কার্টেজ পেপারে সহিত মুদ্রিত ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদিদ্বারা ভূষিত ও সুন্দর বাঁধাই হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা ও শ্রীশ্যামসুন্দরগৌড়ীয়মঠ, মহিষা, পোঃ ঢাকা, ঢাকা।

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রপ্রসূন মালা

এই গ্রন্থে ও বিদ্যুদায় শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তি- সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত পত্রাবলী শ্রীল আচার্য্যদেবের লিখিত "সৌরভ" নামক ভাষ্যের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের অনেক অপ্রকাশিত পত্র ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র।০ আট আনা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

——(॥০॥)——

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ আদর্শ ও আদর্শচরিত্র। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাক ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৮৲ টাকা। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রতিবৎসরই ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছে। বর্ত্তমান বর্ষে ১৬ জন বালকের মধ্যে ১৫ জন ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছে।

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা:

পরীক্ষায় যাহারা শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র মেধাবী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট,
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব

গৌড়ীয় সম্পাদক-সম্পাদিত; এই গ্রন্থে শ্রীমধ্বাচার্য্যের জীবন চরিত, সিদ্ধান্ত ও শিক্ষা অবিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই এক অপূর্ব্ব মৌলিক বিরাট গ্রন্থ। ইহার ভিক্ষা মাত্র ২৲ দুই টাকা।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু

ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা, শিক্ষা ও চরিত অবিচ্ছিন্নভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ লিখিত ইহার ভিক্ষা মাত্র ৩৲ টাকা। প্রাপ্তিস্থান শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীধাম, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রী সংলাপ

প্রথম

শ্রীশ্রীব্রজধামে গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক জগদ্গুরু পরমহংসকুলচূড়ামণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বিভিন্ন জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বসন্ধানকারীদের পরিপ্রশ্নোত্তরে ও সংশয়-নিরাকরণকল্পে যেসকল শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রকটকালেই 'গৌড়ীয়' সম্পাদক শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ প্রভুপাদেরই শ্রীহস্তে সংশোধিত করাইয়া রাখিয়াছিলেন এবং যাহার কিয়দংশ গৌড়ীয়পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা "শ্রীশ্রীসরস্বতী-সংলাপ" নামে পুস্তকাকারে শ্রীল প্রভুপাদের 'বক্তৃতাবলী' ও 'পত্রাবলী' আকারে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথমবার্ষিক বিরহতিথিপূজা-বাসরে এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। মানবজীবনের বহু অমীমাংসিত সমস্যা ও জটিল প্রশ্নের সমাধান ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভক্তিপথের পথিকমাত্রেরই এই গ্রন্থ সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"

ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনচরিত

কটক রেভেন্শ কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ ও প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক প্রাজ্ঞ আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভাগবতাব্ধি এম-এ মহোদয়ের গৌরবলেখনী এবং পরিপক্ক লেখনীর অদ্ভুত বল আবাহন করিয়া একাধারে দর্শন এবং তত্ত্ব ও ভগবানের জীবনচরিত-পাঠে ধন্য হইবে। এই বিরাট, অভিনব ও অদ্বিতীয় গ্রন্থ বহুচিত্র ও বিভিন্ন চিত্র-সম্বলিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যাবতীয় প্রসিদ্ধ দর্শনের সহিত তুলনা-মূলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্তের সমাক্ আলোচনা। প্রথম খণ্ডই ৬৩৭ অধ্যায়ে প্রায় সহস্র পৃষ্ঠা ব্যাপী। ও বিদুষার শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সুদীর্ঘ মুখবন্ধ (Foreword), প্রকাশক ও গ্রন্থকর্ত্তার ভূমিকাদ্বয় (Preface), বিষয়-তালিকা (Contents) ও গ্রন্থের শেষভাগে বর্ণানুক্রমে সন্নিবিষ্ট সূচি ও শব্দসূচী-(Index Glossary) সহ গ্রন্থখানি প্রকাশিত। ভিক্ষা—১৫, পনর টাকা। প্রাপ্তিস্থান—মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠ, রয়াপেট্টা মাদ্রাজ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাগবাজার, কলিকাতা; শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর (জেলা—নদীয়া)।

'ঠাকুর ভক্তিবিনোদ'

——:(০):——

নবপ্রকাশিত চরিত-গ্রন্থ

বর্ত্তমান বৈষ্ণবজগতে শুদ্ধ-ভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সুপরিচিত। এই বৈষ্ণবমুকুটমণির অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত এতাবৎকাল পবিত্র প্রকারে প্রকাশিত না থাকায় সকলেই বিশেষ অভাব অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু বহুদিবস পরে আজ সেই অভাব পরিপূরণ হইয়াছে। শ্রীল গৌড়ীয়মঠাচার্য্যবরের ভক্তপ্রবর পারমার্থিকনিষ্ঠ সু-লেখক "গৌড়ীয়"-সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, কর্ত্তৃক সংকলিত "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ" নামে ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে ঠাকুরের বহু মূল্যবান শিক্ষামালাও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্বসমেত ১২৫ পৃষ্ঠায় গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ভিক্ষা মাত্র ৫০ আনা; ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান—ম্যানেজার গ্রন্থবিভাগ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ
পোঃ বাগবাজার
কলিকাতা

পারমার্থিক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশের মুদ্রাযন্ত্রসমূহ

——:(০):——

১। শ্রীনদীয়াপ্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

এখান হইতে বিশ্বের একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্রিকা "দৈনিক নদীয়া প্রকাশ" ও বিবিধ ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়।

২। শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

একমাত্র শুদ্ধ পারমার্থিক বাঙ্গলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'গৌড়ীয়' এখান হইতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইয়া বিশ্বের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতেছে। তদ্ব্যতীত পাক্ষিক ইংরেজি পারমার্থিক পত্রিকা "হার্ম্মনিষ্ট" ও বহু গ্রন্থাদি এখান হইতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৩।এনং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩। শ্রীভাগবত প্রেস

কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীটে অবস্থিত। এখান হইতে ভক্তিগ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়া থাকে।

৪। পরমার্থী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

ইহা কটক সহরে অবস্থিত। এখান হইতে উড়িয়া ভাষায় "পরমার্থী" সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে।

ই. বি. রেলে কলিকাতা ও নবদ্বীপঘাট যাতায়াতের ট্রেণের সময়-তালিকা

(ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম্)

যাওয়া

কলিকাতা ছাঃ	৪-৩৩	৬-১০	৭-১৩	১২-২৩	১৪-৫০	১৩-৫৩	১৭-৫০	২২-২৫
রাণাঘাট পৌঃ			৮-২৮	১৪-১৫				
(বদল) ছাঃ			৯-৩৩	১৪-৫০				
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৭-১	৮-৪৫	১০-৮	১৩-২৩	১৭-২৮	১৯-০৮	২০-১৩	১-১৫
(বদল) ছাঃ	৭-১২		১০-৩১		১৭-৩৮		২০-২৩	
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	৭-৫১		১১-১০		১৮-১৩		২১-৪	

(আপ—শান্তিপুর হইয়া)

কলিকাতা ছাঃ	১১-৩
রাণাঘাট পৌঃ	১২-৫৫
ছাঃ	১৩-০
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-২৩
(বদল) ছাঃ	১৩-৩১ (ন্যারো) গেজ্রেলে
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১৭
ছাঃ	১৪-৩০
নবদ্বীপঘাট পৌঃ	১৫-১০

ডাউন

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	৫-৫৫		৯-১৯			১৩-৩১	১৩-০	১৮-৩১
কৃষ্ণনগর পৌঃ	৬-২৩	৯-১৩	৯-৫৮	১১-৪১	১৪-১০	১৩-৩৮	১৯-১১	২১-১০
ছাঃ	৬-৩৩	৭-১৮		১০-১১			১৬-৫৩	১৯-৭৫
রাণাঘাট পৌঃ				১০-৫৬			১৭-৩০	
(বদল) ছাঃ				১১-৯			১৭-৪০	
কলিকাতা পৌঃ	৬-১৬	৯-২১	১১-৫১	১২-১৬	১৪-১৬		১৯-১১	২১-৪১

(ডাউন—শান্তিপুর হইয়া)

নবদ্বীপঘাট ছাঃ	১৩-৩১	১৩-০		
কৃষ্ণনগর পৌঃ	১৪-১০	১৩-৩৮		
ছাঃ	১৫-২৮	১৭-৩৩		
শান্তিপুর পৌঃ	১৩-৯	১৮-১৪		
(বদল) ছাঃ	১৬-৩৩	১৮-২৫	(রবিবার ভিন্ন)	২০-৪০ (রবিবার
রাণাঘাট পৌঃ	১৭-১০	১৮-৫০		২১-১৫
(বদল) ছাঃ	১৭-৪০	১৯-১৪		২১-৫০
কলিকাতা পৌঃ	১৯-১১	২০-৪০		২৩-০৭

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাচন

সর্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ

ম্যালেরিয়া-পীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় যুবক, গর্ভিণী প্রসূতির প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি দিন দিন অত্যন্ত অধিক। পিলার বৃদ্ধি মহুক আমাশয় এবং নূতন পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থ ব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ৷৵০ দশ আনা, বড় বোতল ১৷৵০ আঠার আনা। পাইকারী, দর সুলভ।

২৬১নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা
অথবা
পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।